রেজিষ্টরি করা।
অক্ষর নং ১, ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ। ২১ সংখ্যা।

" যত্নলভ্যা প্রজানিধিনাথ [illegible] সরস্বতী ন ছাড়িব। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা
সন ১২৮১। ১ লা বৈশাখ। ইং ১৮৭৪। ১৩ ই এপ্রেল
মফস্বলে মাসুল সমেত বার্ষিক ১৩। ৷৷০ টাকা
ষাণ্মাসিক ৬৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

" ভারত সার। "

বঙ্গ ভাষায় মহাভারতের যে দুই এক খানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও মূলের ন্যায় অতি প্রকাণ্ড কঠিন ভাষায় লিখিত এবং বহুমূল্য। কাশী দাসের মহাভারত মূলের অনুগামী নহে। আমি মূল সংস্কৃত অবলম্বন করিয়া " ভারত সার " নামে মহাভারতের একখানি সার গ্রন্থ সংকলন করিতেছি। ইহাতে ভারতীয় সকল কথাই কথিত থাকিবে। মূল ভারতে পুনরুক্তি প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, ভারত সারে তাহা থাকিবে না। ইতিহাস গ্রন্থ যে রূপ হওয়া উচিত ইহা সেইরূপই হইবে। পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত গ্রন্থের শেষে অকারাদি বর্ণ ক্রমে একটী সবিস্তার নির্ঘণ্ট অর্থাৎ ইন্‌ডেক্স দেওয়া যাইবে।

" ভারত সার " উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতি খণ্ডে ২০ ফর্ম্মা (১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া থাকিবে। মূল্য স্বাক্ষরকারীদের প্রতি ৷৷০ আনা মাত্র। অনুমান ৮ খণ্ডে গ্রন্থ শেষ হইবে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়গণ নাম ধাম লিখিয়া নিম্ন লিখিত স্থানে আমার নিকট পাঠাইলে তাঁহাদের নাম তালিকা ভুক্ত হইবে এবং যথা সময়ে পুস্তক প্রেরিত হইবে।

গুপ্ত যন্ত্রালয়	} ক্ষেত্রমোহনসেন
২৪, মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট	} ভূতপূর্ব্ব বিদ্যারত্ন
কলিকাতা	

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কাশী খণ্ডের মূলাঙ্ক ও বাঙ্গালা অনুবাদ ২০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক খণ্ড মূল্য ।০ আনা, ডাকমাশুল /০ আনা। নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

২৪ পরগণা বাওয়ালি আচিপুর ডাকঘর। } শ্রীশরচ্চন্দ্র মণ্ডল।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী বৈশাখ মাসে " হরিভক্তি কল্পদ্রুম " নামে একখানি গ্রন্থ মূল সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত প্রকাশ হইবে। অগ্রিম মূল্য ।০ আনা ডাক মাশুল সমেত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতা বহুবাজার কপালী টোলা ৩৯ নং ভবনে ঢাটার্য্যে ফ্রেণ্ড এণ্ড কোম্পানির নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইবেন এবং ইংরাজী হইতে বাঙ্গলা ও তাহার ইংরাজী অথচ ডিমাই রায়েলী ফরমার ৬ ফরম করিয়া মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে।

হরিভক্তি কল্পদ্রুম প্রকাশক
শ্রীবলাই মণ্ডল
বাওয়ালী নিবাসী।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের একান্ত উপযোগী " ঢাকার [illegible] খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, তদ্বারা প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সুবিধ রচনা, রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০। ২০০ বচনার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ } শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০ ফেমিলি টীটমেণ্ট মায় ডাকমাশুল মূল্য ১। এসপেষাল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক " নোটস অন্ ইনজিনিয়ারি " মূল্য ১।০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু লরেল কলিকাতা।

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষায় ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্
এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস্

রেজিষ্টরি করা।
অক্ষর নং ১, ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ। ২১ সংখ্যা।

" যত্নলভ্যা প্রজানিধিনাথ [illegible] সরস্বতী ন ছাড়িব। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা
সন ১২৮১। ১ লা বৈশাখ। ইং ১৮৭৪। ১৩ ই এপ্রেল
মফস্বলে মাসুল সমেত বার্ষিক ১৩। ৷৷০ টাকা
ষাণ্মাসিক ৬৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

" ভারত সার। "

বঙ্গ ভাষায় মহাভারতের যে দুই এক খানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও মূলের ন্যায় অতি প্রকাণ্ড কঠিন ভাষায় লিখিত এবং বহুমূল্য। কাশী দাসের মহাভারত মূলের অনুগামী নহে। আমি মূল সংস্কৃত অবলম্বন করিয়া " ভারত সার " নামে মহাভারতের একখানি সার গ্রন্থ সংকলন করিতেছি। ইহাতে ভারতীয় সকল কথাই কথিত থাকিবে। মূল ভারতে পুনরুক্তি প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, ভারত সারে তাহা থাকিবে না। ইতিহাস গ্রন্থ যে রূপ হওয়া উচিত ইহা সেইরূপই হইবে। পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত গ্রন্থের শেষে অকারাদি বর্ণ ক্রমে একটী সবিস্তার নির্ঘণ্ট অর্থাৎ ইন্‌ডেক্স দেওয়া যাইবে।

" ভারত সার " উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতি খণ্ডে ২০ ফর্ম্মা (১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া থাকিবে। মূল্য স্বাক্ষরকারীদের প্রতি ৷৷০ আনা মাত্র। অনুমান ৮ খণ্ডে গ্রন্থ শেষ হইবে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়গণ নাম ধাম লিখিয়া নিম্ন লিখিত স্থানে আমার নিকট পাঠাইলে তাঁহাদের নাম তালিকা ভুক্ত হইবে এবং যথা সময়ে পুস্তক প্রেরিত হইবে।

গুপ্ত যন্ত্রালয়	} ক্ষেত্রমোহনসেন
২৪, মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট	} ভূতপূর্ব্ব বিদ্যারত্ন
কলিকাতা	

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কাশী খণ্ডের মূলাঙ্ক ও বাঙ্গালা অনুবাদ ২০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক খণ্ড মূল্য ।০ আনা, ডাকমাশুল /০ আনা। নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

২৪ পরগণা বাওয়ালি আচিপুর ডাকঘর। } শ্রীশরচ্চন্দ্র মণ্ডল।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী বৈশাখ মাসে " হরিভক্তি কল্পদ্রুম " নামে একখানি গ্রন্থ মূল সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত প্রকাশ হইবে। অগ্রিম মূল্য ।০ আনা ডাক মাশুল সমেত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতা বহুবাজার কপালী টোলা ৩৯ নং ভবনে ঢাটার্য্যে ফ্রেণ্ড এণ্ড কোম্পানির নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইবেন এবং ইংরাজী হইতে বাঙ্গলা ও তাহার ইংরাজী অথচ ডিমাই রায়েলী ফরমার ৬ ফরম করিয়া মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে।

হরিভক্তি কল্পদ্রুম প্রকাশক
শ্রীবলাই মণ্ডল
বাওয়ালী নিবাসী।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের একান্ত উপযোগী " ঢাকার [illegible] খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, তদ্বারা প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সুবিধ রচনা, রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০। ২০০ বচনার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ } শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০ ফেমিলি টীটমেণ্ট মায় ডাকমাশুল মূল্য ১। এসপেষাল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক " নোটস অন্ ইনজিনিয়ারি " মূল্য ১।০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু লরেল কলিকাতা।

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষায় ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্
এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস্

মূল্য—ডাকমাশুল

অর্থাৎ রোগ বিচার	৬	
চিকিৎসা দর্পণ বাৎসরিক	৬	
ধাত্রী শিক্ষা	২	।/০
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা	।০	/০
ইঞ্জেক্সন প্রয়োগ	/১০	/০
শরীর পালন	।/০	/০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত।

ক্রীস অবস্টেট্রিসিন	১৮	১৵০
গাইনি	৪।০	।/
ভূশিক্ষা	২	।০

ডাক্তার হরিনারায়ণ কুণ্ড

বালচিকিৎসা	।৵০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা শালবাজার
হিন্দুহটেল।

আমার পিতা ঠাকুর তিতারাম পাল মহাশয় শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ দিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ কল রোগের অর্থাৎ শ্বাস কাশ, হুপ কাশ মূল ১ মেহরোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মোদিনী পুর ও চুণার কোন কোন বান্ধব চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের প্রশংসা পত্র আমার নিকট আছে। আমি এক্ষণে মোদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম সভ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা রাজাপুরের ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৯ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসা করিতে বাসনা করেন তিনি ঐ ঠিকানায় পত্র করিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

† বৃহন্নলা নাটক—যদুনন্দোহন মিত্র প্রণীত, মূল্য ৫০, বাহ্মী ক যন্ত্রালয়ে প্রাপ্য ৫ নং আমহর্ষ্টষ্ট্রীট—কলিকাতা।

জেমুয়াকান্দির চিকিৎসা হের সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃত—

১। বালচিকিৎসা। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য মূল্য ৫ টাকা পরিবর্ত্তে ৩। টাকা অবধারিত করা হইল ডাকমাশুল ৵।

২। বাবস্থামালা (ডাং গুডইভ্ ম্যানার প্রভৃতির প্রেস্ক্রিপসান)। মূল্য ১।০ ডাকমাশুল ৵০।

৩। গুর্ব্বিণীবান্ধব। যন্ত্রস্থ। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট পাবে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুহটেল কলিকাতা।

চপ সঙ্গীত।

৺ মধুসূদন কিন্নর (কাণা) বিরচিত। মূল্য ।/০ আনা। মাশুল/০ পাই। কলিকাতা ৫৫ নং আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট, ৫৯ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ও পটলডাঙ্গা পুস্তক বিক্রেতাগণের নিকট পাওয়া যায়।

ফিরোজপুরস্থ, বঙ্গবাসিদিগের ৺ কালীবাটীর, বর্ত্তমান ব্রহ্মচারী শ্রীহরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যদও ব্রহ্মচারী বটেন কিন্তু শাস্ত্রীয় উপাধির যোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অন্যান্য অশেষ গুণ রাশি দর্শন করিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী আছেন। আরও তাঁহার শাস্ত্রাধ্যয়নে ঐকান্তিক উৎসাহ দেখিয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত "সার্ব্বভৌম" উপাধি দেওয়া হইয়াছে। অতএব সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করাইতেছি, যদি কেহ তাঁহাকে পত্র লেখেন শ্রীহরচন্দ্র সার্ব্বভৌম উপাধি অনুসারে লিখিবেন।

১১ ই চৈত্র ১২৮০ } শ্রীদক্ষিণাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ফিরোজপুর—পঞ্জাব।

দশসর্গে সম্পূর্ণ সংস্কৃত কবিতাগ্রন্থে শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিরচিত জৈন রামায়ণ দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।
মূল্য ৩ ডাকমাশুল ।/
কলিকাতা,
নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট ৮ নং সংখ্যক ভবন } শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক

বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা ও বাঙ্গালা ডাইরেক্টরী ১২৮১ সাল,
উত্তম চিত্র পট শোভিত।
শ্রীবিহারীলাল নন্দী কর্ত্তৃক সংগৃহীত
মূল্য ১ টাকা ও ডাক মাশুল ৵০ ৬৬ নং বিডন ষ্ট্রীট, বিডন প্রেসে শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।
শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাভারত পুরাণ।
শ্রীশ্যামাপদ ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত। খণ্ডে খণ্ডে প্রচারিত হইতেছে। প্রতি খণ্ড ১৯ ফরমা। ১ ম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য গ্রাহকদিগের প্রতি ৸০ আনা, ক্রেতৃগণের প্রতি ১ টাকা। কলিকাতা ৬৬ নং বিডন ষ্ট্রীট বিডন প্রেসে প্রাপ্য।
শ্রীরামহরক রায়
প্রকাশক

"আর্য্য জাতির শিল্প চাতুরি" (সচিত্র) সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, আদি ব্রাহ্ম সমাজে এবং কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয়ে প্রাপ্য, মূল্য ১৵০ ডাক মাশুল ৵০ আনা মাত্র।

গুপ্ত যন্ত্র ছাপাখানা।
কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর
পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি।
এই ছাপাখানায় উত্তম বাঙ্গালা ও ইংরাজী নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে ছাপার মূল্য উচিত সময়ে দিতে পারিবে এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম্ম অতি শীঘ্র ও অল্প ব্যয়ে পাওয়া যায়।
ছাপার বিষয়, যিনি যেরূপ কর্ম্ম চাহেন তাঁহার কর্ম্ম যদি সেইরূপ না হয় তন্নিমিত্ত

অধ্যক্ষ দায়ী হইবেন।

আবশ্যক হইলে কর্ম্মাধ্যক্ষগণকে ছাপার নমুনা পাঠান যাইতে পারে এবং খরচের ও সময়ের নিয়মাদি অবগত করা যাইতে পারে; মাণ্ডল দিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে এবং প্রাক্‌ডবের কারণ ষ্টাম্প পাঠাইলে অবিলম্বে সকলের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক।

শ্রীসচিবেন গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ফ্লেক বা প্রস্তর নির্ম্মিত সামান্য পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্কসন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী কোর্সার ছাদের টাইল ইট। মেরামতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক্স।

ফায়ার ক্লে

বাটী, দালান ও বাগানের যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত দ্রব্য সকল আবশ্যক হইবে, তাহা অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

ক ব্রাদার্স।
৭ নং চেরিঙ্গি ষ্ট্রীট। } বাণীগঞ্জ পটারি।

মদ্রচিত "নিরাসিডের বিলাপ" যাহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ওরিয়েন্টাল ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বাণার্জ্জি প্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৬০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য
১৮৭৪ সাল }

সোমপ্রকাশ।

১ লা বৈশাখ সোমবার।

আমরা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম যে আমাদের সুযোগ্য সহযোগী ইণ্ডিয়ান মিরর একটী অবিচারের প্রতিবাদ করিয়াছেন। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ মহতাব চন্দ্রের না। দানশীল ও উদার প্রকৃতি লোক আর দ্বিতীয় নাই। ইঁহার বদান্যতা কেবল স্বদেশীয় লোকের মধ্যে বদ্ধ নহে। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে মধ্যে ইঁহার বদান্যতা ও সৌজন্য দেখিয়া চমৎকৃত হন। ইঁহার দার্জ্জিলিঙ্গস্থ আবাস ভবন সেখানকার ইউরোপীয়দিগের ব্যবহারের জন্য নিয়ত বলিলে হয়; দার্জ্জিলিঙ্গে যাইতে ইহার সুখ্যাতির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের সময় ইনি মুক্ত হস্তে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন মহারাজের নাম তাহা প্রথম শ্রেণীগণ্য, কেবল তাহা নহে তদ্ভিন্ন তাঁহার নিজ জমিদারিতে যে কত অন্ন ও অর্থ প্রতিদিন বিতরিত হইয়া থাকে তাহার সংবাদ সাধারণের গোচর হয় না। মহারাজ যেরূপ ধনী তাঁহার প্রকৃতি সেরূপ নয়, বিনয় এবং সৌজন্য তাঁহার স্বভাসিদ্ধ গুণ, যাঁহারা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন তাঁহারাই এই কথার যাথার্থ্য বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া থাকেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই গবর্ণমেণ্ট এমন উপযুক্ত ও শ্রদ্ধার যোগ্য ব্যক্তির সম্মান রক্ষার নিমিত্ত কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই ইণ্ডিয়ান মিরর প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন, লাম্পট বিকৃতস্বভাব ও ঋণগ্রস্ত নবাব নাজিমের জন্য তোপের ব্যবস্থা আছে কিন্তু বর্দ্ধমানের মহারাজ তাহা প্রার্থনা করিয়াও পান না, ইহা দেখিলে বোধ হয় এদেশে পাপের তোষামোদ এবং ধর্ম্মের অবমাননাই নিয়ম। কথায় কথায় রায় বাহাদুর রাজা বাহাদুর প্রভৃতির ছড়াছড়ি কিন্তু এক জন প্রকৃত পাত্রের প্রতি আজিও গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িতেছে না।

আবাহন।

আমরা গত বারে এই শিরোনামে একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছি এবং এতৎবিষয়ক একটী অনুষ্ঠান পত্র আমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে এসম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি কথা বক্তব্য আছে। অনেকে দুঃখ করিয়া বলিয়া থাকেন যে আমাদের সুশিক্ষিত যুবকেরা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া যখন সংসারের কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ করেন, তখন তাঁহাদের বহু আয়াস উপার্জ্জিত বিদ্যা বুদ্ধি তে চিরকাল মত জলাঞ্জলি দেন, সকলের পক্ষে এ কথা খাটে না কিন্তু অনেকের পক্ষে যে খাটে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা বিশেষ বিবেচনা করিলে দেখিতে পাই যে সমবেতভাবে কার্য্য করিবার প্রথা প্রচলিত না থাকে, এই অপবাদের এক প্রধান কারণ। স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে বিদ্যার চর্চ্চা করা এবং উপার্জ্জিত বিদ্যা নিষ্পন্ন দ্বারা দেশস্থ লোকদিগের উপকার সাধনের চেষ্টা করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। ইংলণ্ডে নানা প্রকার বিষয়ের নানা প্রকার সাময়িক মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা আছে, যাহাতে সেখানকার সুশিক্ষিত ও মনস্বী ব্যক্তিরা স্বস্বমত প্রকাশ করিয়া থাকেন, আপনাদের উপার্জ্জিত বিদ্যাদ্বারা দেশের সাধারণ লোকের বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতি করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহাতে দুইটী ফল দর্শে। প্রথম, লেখকদিগের বিদ্যার আলোচনা থাকে এবং আরও অনেক অনুসন্ধান ও পাঠ করা আবশ্যক হওয়াতে সেই বিদ্যার বৃদ্ধি হইতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, দেশের জন্য লেখকেরা যত পাঠ ও গবেষণার পরিশ্রম স্বীকার না করিয়াও সহজে সেই সকল জ্ঞানলাভ করিতে পারে। ইংলণ্ডের মধ্যে এক জ্ঞান লাভ করিতে পারে? বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার বাহিরে যদি জ্ঞান লাভের জন্য

উপাধি না থাকে তাহা হইলে বিদ্যালয়ে যাহা শিক্ষা করা যায় তাহাও অচিরে বিস্মৃত হইতে হয়। আমাদের একজন বন্ধু বিলাত হইতে আসিয়া বলিয়াছেন যে সেখানকার লোক মুখে মুখে এবং সংবাদ পত্র ও পুস্তক পাঠ করিয়া এত শিক্ষা দিক্ষা করে যে সেখানকার তিন জন বালকের সমক্ষে এদেশের একটি বালককে দাঁড় করিয়া বলিলে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধীয় এত কথা ও ঘটনা তাহারা বলিতে থাকেন যে তাহার সকল কথা একজন এদেশীয় সুশিক্ষিত বা প্রবীণ বৃদ্ধিও উঠা দুষ্কর হইয়া পড়ে। এই বর্ণনা প্রকৃত বর্ণনা হউক আর না হউক সেখানে কাব পত্র ও পত্রিকা প্রভৃতি যে জ্ঞান বৃদ্ধির এবং জ্ঞানে বিস্তারের প্রধান উপায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অনুরূপ ক্রমে আর একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। এই সকল রিভিউ ও পত্রিকা প্রভৃতি বহুল পরিমাণে থাকাতে অনেক লেখকের আয়ের একটী উপায় হইয়াছে। এমন অনেক পুরুষ ও রমণী সেখানে আছেন যাঁহারা ইহা দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। যাঁহাদের লিখিবার ক্ষমতা আছে তাঁহারা যদি অনন্যকর্ম্মা হইয়া সাহিত্যের চর্চ্চাতেই দিন যাপন করিতে পারেন তাহা হইলে যে সাহিত্যেরও উন্নতি হয় তাহাতে সন্দেহ কি? এক্ষণে আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় যে যদি কাহারও লিখিবার ক্ষমতা থাকে তাঁহাকে হয় ত উদরের নিমিত্ত ৭। ৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয় সুতরাং আর অতি অল্প সময় অবশিষ্ট থাকে, এদেশে যে সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হইতেছে না তাহার প্রধান কারণ এই। আর্য্য দর্শনের সম্পাদক ও অধ্যক্ষগণ যে সংকল্প করিয়াছেন তাহার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। দেশে এরূপ পত্রিকার সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। এখন এক বঙ্গদর্শন সেই স্থান অধিকার করিয়া আছেন বলিলে হয়। যদিও "পূর্ণশশী" "জ্ঞানাঙ্কুর" "তমোলুক পত্রিকা" প্রভৃতি কয়েক খানি সাময়িক পত্রিকা আছে, তাহারা বঙ্গদর্শনের সমকক্ষ হইতে পারিতেছে না। তন্মধ্যে জ্ঞানাঙ্কুর খানির প্রতি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। বঙ্গদর্শন যে কোন উপকার করিতেছে না তাহা আমাদের বক্তব্য নয়; কিন্তু ইহার যে কয়খানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমাদের এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে ইহাতে উপন্যাস ও রসিকতা ব্যতীত লোকের চিন্তাশক্তিকে উত্তেজিত করে, হৃদয়ে সৎভাবের উদয় করে অজ্ঞাত সত্য সকল প্রকাশ করে এমন প্রস্তাবের সংখ্যা অধিক নয়। সে যাহা হউক বঙ্গদর্শনই বা একাধিপত্য করিবে কেন? বঙ্কিম বাবু একাকীই দেশের লোকের মত ও রুচি গঠন করিবেন কেন? দেশের অপর লোকের কাহারও কিছু বলিবার আছে কি না জানা আবশ্যক; আমাদের তাহা জানাইবার একটী উপায় হইবে। লেখক শ্রেণীর মধ্যে অনেক মান্য গণ্য লোকের নাম দৃষ্ট হইল ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার কানাই লাল দে পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ইহারা কাহার নিকট অপরিচিত? ইহাঁরা যদি লেখনী ধারণ করেন, তাহা হইলে যে এই পত্রিকা সর্ব্বপ্রথম হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর আর্য্য সঙ্গীত শাস্ত্রের বিষয়ে কিরূপ দক্ষতা প্রকাশ করিবেন তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার সেন আর্য্য বৈদ্যক শাস্ত্রের অনেক কথা বলিতে পারিবেন। ফলতঃ অধ্যক্ষেরা যদি অধ্যবসায়ের সহিত পত্রিকাখানি চালাইতে পারেন তাহা হইলে দেশের বিশেষ উপকার করিতে পারিবেন।

মফস্বলে যাঁহারা ইহার গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমাদের নিকট নাম ধাম সমেত মূল্য প্রেরণ করিলে আমরা সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে পারি।

ইহার অর্থ কি?

বেহার প্রদেশের প্রজাদিগের অন্ন কষ্টের কথা শ্রবণ করা অবধি আমাদের মনে একটী প্রশ্ন উদয় হইয়াছে এবং দুঃখের বিষয় এই অদ্যাপি তাহার সদুত্তর পাইতেছি না। মধ্যে মধ্যে দুই একজন সহযোগী সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেন কিন্তু মীমাংসা না হইতে হইতে অর্দ্ধ পথে আসিয়া প্রতি নিবৃত্ত হন। আমরা পুনরায় সেই প্রশ্নটী উত্থাপন করিতেছি। প্রশ্নটী এই—এবার অসময়ে বর্ষার বিরাম হওয়াতে সকল প্রদেশেই অল্পাধিক শস্যহানি হইয়াছে, বেহার প্রদেশেও হইয়াছে। কিন্তু অপর স্থানের প্রজারা ত এত শীঘ্র কাতর হইয়া পড়ে নাই, ইহার অর্থ কি? এত দূরে বসিয়া কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে অনুমান মাত্রকে করিতে হয়, আমাদের বুদ্ধিতে ও এই কয় প্রকার কারণ অনুমান করা যাইতে পারে (১ম) সকল প্রদেশ অপেক্ষা এই স্থানে অধিক পরিমাণে শস্যের ক্ষতি হইয়াছে। (২য়) অপরাপর প্রদেশের ন্যায় ইহার ভূমির সমগ্র অংশ শস্যোৎপাদনে নিযুক্ত হয় না। (৩য়) অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এখানকার ভূমি উর্ব্বরা নয় (৪র্থ) এখানকার প্রজারা অত্যন্ত দরিদ্র, শস্যের মূল্য কিছুমাত্র বৃদ্ধি হওয়াতেই তাহাদের দিন চলা ভার হইয়া পড়িয়াছে। অপরাপর স্থান অপেক্ষা এখানে কিছু অধিক পরিমাণে

শস্যের ক্ষতি হইতে পারে তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যে পরিমাণে শস্য ক্ষতির কথা অদ্যাবধি প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে এত শীঘ্র অন্নকষ্টের আশঙ্কা করা যায় নাই। আর ত্রিহুত প্রভৃতির উর্ব্বরতাও যে অল্প তাহা বলা যায় না। বরং এই সকল প্রদেশ উর্ব্বরতাগুণে বিখ্যাত। সুতরাং অবশিষ্ট দুইটী কল্পই আমাদিগকে আশ্রয় করিতে হইতেছে। অর্থাৎ অপরাপর প্রদেশের ন্যায় এখানকার সমস্ত ভূমি শস্যোৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত হয় না এবং এখানকার প্রজারা অত্যন্ত দরিদ্র; দ্রব্যাদির মূল্য কিঞ্চিন্মাত্র বৃদ্ধি হইলে তাহাদের অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। এই দুইটীই বেহার বাসিদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রধান কারণ। আমরা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে সারণ চম্পারণ ও ত্রিহুতে নীলকুঠীর সংখ্যা যেরূপ অধিক তাহা দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে এই সকল স্থানের ভূমির অনেক অংশ নীল বপন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক ত্রিহুতে ৬ টী মহকুমা, ইহার মধ্যে ৫৬ টী নীলকুঠী আছে। সারণের তিনটী মহকুমাতে ৩২ টী নীলকুঠী। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন গবর্ণমেণ্টও ভাবিয়া দেখুন সে সকল স্থানের অনেক ভূমি নীল বপন কার্য্যে নিযুক্ত হয় কি না? গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া নীল কবেরা এই সময়ে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে; তাহা দেখিয়াই কর্ত্তৃপক্ষেরা ধন্যবাদ দিয়াছেন; এবং বোধ হয় ঘোড়া কিম্বা পালকি দিয়া যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কেণ্ড অব ইণ্ডিয়াও সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু এদেশীয় যে যে সংবাদদাতা সেখানে গিয়াছেন সকলেরই সংস্কার যে, নীলকরদিগের অত্যাচার সেখানকার লোকের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। আমাদের সহযোগী অমৃতবাজার পত্রিকার সংবাদদাতা এই কথাই বলিয়াছেন; আমাদের বিশেষ সংবাদদাতাও এই কথা বলিয়াছেন। আমরা বিশেষরূপে এই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং এই সংস্কার সত্য কি না বিচার করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

দ্বিতীয় কারণ বেহারবাসিদিগের দরিদ্রতা। বেহারের লোক এত দরিদ্র কেন? আমরা এস্থলে ধনী কিম্বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা গণনা করিতেছি না, কারণ তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প এবং বোধ হয় আজিও তাঁহাদের অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় নাই। সকলের শ্রেণী যাহারা সামান্য পদবাচ্য তাহাদেরই কথা আমাদের বক্তব্য। বঙ্গদেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে বোধ হয় তাহাদের দুরবস্থার কারণ আবিষ্কার করা যাইতে পারে। সহজ বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, কৃষি বাণিজ্য এবং মজুরি এই তিন প্রকার কার্য্য নিম্ন শ্রেণীদিগের অবস্থা উন্নত করিবার উপায়। আমাদের দেশে এই উপায়ই যুগপৎ কার্য্য করিতেছে। ভূমির অপ্রতুল নাই, কৃষক কিছু পরিশ্রম ও ব্যয় করিলেই প্রচুর ভূমি ও প্রচুর শস্য লাভ করিতে পারে। দিনদিন রপ্তানী বৃদ্ধি হওয়াতে শস্যাদির মূল্য বর্দ্ধিত হইতেছে সুতরাং কৃষিলব্ধ শস্য বিক্রয় দ্বারা কৃষকদিগের যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে। যাহারা নিজ হস্তে চাষ করে না তাহারা কৃষকদিগের নিকট ক্রয় করিয়া মহাজন, আড়তদার সওদাগর প্রভৃতিকে বিক্রয় করে, এবং অন্যান্য প্রকার বাণিজ্য কার্য্যেও নিযুক্ত হইয়া থাকে। অবশিষ্ট লোকেরা মজুরি করিয়া খায়। পূর্ব্বে টাকায় আট দশটা মজুর পাওয়া যাইত কিন্তু বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মজুরের বেতনও বৃদ্ধি হইতেছে; সুতরাং দিন দিন নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের আয়ের অর্থাগম হইতেছে। এমন কি অনেকে বলিয়া থাকেন এবং চাষারাও বলিয়া থাকে যে "ভদ্র লোক অপেক্ষা চাষার ঘরে ভাত আছে"। একথা নিতান্ত অযুক্ত নয়, ভদ্রশ্রেণী গণ্য অনেক পরিবারের আয় এত অল্প এবং ব্যয় এত অধিক যে চাষা দিগের অপেক্ষাও কষ্টে জীবনপাত করিয়া থাকেন একজন মজুর প্রতিদিন পরিশ্রম করিলে মাসে অন্ততঃ ৮ টাকা উপার্জ্জন করিবে, এবং সেই ৮ টাকার মধ্যেও কিছু সঞ্চয় করিতে পারিবে, কিন্তু ভদ্রশ্রেণী গণ্য লোকদিগের মধ্যে এমন অনেকে আছে, যাহাদের মাসে ৩০ টাকাও জুটে না, অথচ তাহারা সেই মজুর ন্যায় জঘন্য গ্রাসাচ্ছাদনেসন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। সে যাহা হউক এই সব কারণে আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণী দিগের অবস্থা ক্রমেই ফিরিতেছে, কিন্তু বেহারের দরিদ্রদিগের অবস্থা ফিরিল না কেন? এখনো যদি তাহারা মুসলমানদিগের সময় যেরূপ মূর্খ এবং দরিদ্র ছিল তাহাই রহিল তবে সুশাসিত ব্রিটিশ রাজ্যের প্রজা হওয়ার ফল কি? জ্ঞান সভ্যতা ও সমৃদ্ধি চোয়াইয়া নিচেই পড়ুক আর উপরেই উঠুক, আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীদিগের বরং একটা কিছু হইতেছে অথবা হইবার কথা এবং উদ্যোগও হইতেছে। কিন্তু বেহারের প্রজাদিগের জন্যে তাহার কিছুই হয় নাই এবং কতদিনে যে হইবে তাহাও বলা যায় না। যদি এক লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের পক্ষে সকল দিক দেখা দুষ্কর হয় তাহা হইলে আসামের ন্যায় বেহার এবং উড়িষ্যাও ঠিক কমিশন

হস্তে সমর্পণ করিলে ভাল হয়। ... একজন সভ্য ও কার্য্যদক্ষ লোক দেখে এই ভার দিলে তিনি এই সকল স্থানে বিশেষ মনোযোগ করিতে পারেন। যাহা হউক, কল কথা এই বেহারের প্রজাদের অবস্থা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ... স্বরূপ, একদণ্ড আর থাকিতে দেওয়া উচিত নয়, একবার কিছু সময়ের জন্য হউক, না যে তাহারা মরে ইহার অর্থ কি?

সার জর্জ্জ কাম্বেল ও সার উইলিয়ম মিয়র

সোমপ্রকাশ গ্রাহকদিগের হস্তগত না হইতে হইতে পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তি সাগরের জলে যাত্রা করিলেন। তদ্বিষয়ে প্রতি সোম কিছু বাঁকার যাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল প্রকাশ করিলেন সার জর্জ্জ কাম্বেল নিজ তিরস্কার ও অসন্তোষের ভাব মস্তকে করিয়া চলিলেন, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তি প্রজাদিগের শ্রদ্ধা ও প্রীতির উপহার লইয়া প্রস্থান করিলেন এসময়ে আমাদের শুটিকত কথা বক্তব্য, অতএব শুটিকত কথা বলি। এখন যাহা বলিব তাহাতে তোষামোদ কিম্বা শত্রুতা কিছুই সম্ভবে না। কা... যাহাদের উদ্দেশে বলিব তাঁহারা এখানে নাই। আমরা পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তির দোষগুণ যথাযথ বিচার ক... হইলে কোন্ কোন্ বিষয় উভয়ের সম... আছে তাহা বিবেচনা করা যাউক। উভয়ে পূর্ব্ব ... সিভিলিয়ান, দুজনেই ... মেণ্টের কার্য্য করিয়াছেন, দুজনেই প্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন, ... করিবার সময় ... বর্গের ... থাকিতে ছিলেন। ... বিষয়ে উভয়ের সাদৃশ্য আছে কি না আমরা বলিতে পারি না কারণ আমরা সার উইলিয়মের শাসন সংক্রান্ত অধিক কথা জানি না। কিন্তু তদ্ভিন্ন অপর কতকে বিষয়ে তাঁহাদের সাদৃশ্য ছিল। উভয়েই নিম্ন শ্রেণীদিগের শিক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলেন, উভয়েই এক একটী সেণ্ট্রাল কলেজ বাঁধা স্থাপন ও উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আর কোন বিষয়ে বোধ হয় উভয়ের ঐক্য ছিল না। দুই জনে দুই স্বতন্ত্র ধাতুর লোক ছিলেন সার উইলিয়ম মিয়র সাধুজন লবেজের ন্যায় মৃদুস্বভাব ধীর ও অধ্যবসায়ী, কাম্বেল সাহেব উগ্রস্বভাব ও উৎসাহী, কিন্তু অধ্যবসায় বিহীন। সার উইলিয়ম মিয়র বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কিছু চারি দিক না দেখিয়া কার্য্য করিতেন না, কাম্বেল সাহেব প্রথম চিন্তায় যাহা মনে লাগিত কিম্বা একদিক দেখিয়া যাহা বোধ হইত সেইরূপ কার্য্য করিতেন। মিয়র সাহেব সহজে আইন ও নিয়মের সীমা অতিক্রম করিতে চাহিতেন না। কাম্বেল সাহেব আইন ও নিয়ম প্রভৃতিকে তাদৃশ বোধ করিতেন এবং সকল কার্য্যে আইন অপেক্ষা লোকের বিবেচনার উপর অধিক কার্য্য ভার দিবার চেষ্টা করিতেন। মিয়র সাহেব সংস্কৃত হিন্দী প্রভৃতিকে আদর করিতেন, কাম্বেল সাহেব এসকলকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চাহিতেন। মিয়র সাহেব ধীরে ধীরে বীজ বপন করিতেন এবং বিলম্বে ফলের প্রত্যাশা করিতেন, কাম্বেল সাহেব রাত্রে বীজ বপন করিয়া প্রাতে উঠিয়া ফলের প্রত্যাশা করিতেন। মিয়র সাহেব মনের ভাব মনে রাখিয়া সকল শ্রেণীর মনোরক্ষা করিতেন তাহার প্রমাণ অযোধ্যার মুসলমান ও হিন্দু বিদ্বেষ দূরীকরণ। কাম্বেল সাহেব এক শ্রেণীর মনোরঞ্জন করিতে গিয়া আর এক শ্রেণীকে গালিদিয়া বলিতেন, তাহার প্রমাণ পাবনার বিদ্রোহ। মিয়র সাহেব প্রজাদিগের সামাজিক রীতি নীতি সংশোধন বিষয়ে উৎসাহ দিতেন এবং সাহায্য করিতেন, রজপুতদিগের বালিকা হত্যা নিবারণ ও লালা,দিগের বাল্য বিবাহ নিষেধ সম্বন্ধীয় আন্দোলন তাহার প্রমাণ। কাম্বেল সাহেব সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। মিয়র সাহেব ১৮৬৮ অব্দি এই পূর্ণ পাঁচ বৎসর অবাধে কার্য্য করিলেন কিন্তু কাম্বেল সাহেব দুই বৎসরের মধ্যে বুদ্ধি বিদ্যা শক্তি সমুদায় পর্য্যবসিত করিয়া ফেলিলেন।

এই দুই ব্যক্তির যে যে অংশে প্রভেদ, বোধ হয় তাহা এক প্রকার বলা হইল; কিন্তু কাম্বেল সাহেবের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে তিনি যে উৎসাহী ও কার্য্য দক্ষ ছিলেন এবং অপরকে কার্য্যে রত দেখিতে ভালবাসিতেন তাহা কে অস্বীকার করিবে? তাঁহার অবলম্বিত উপায় সকল ভ্রম প্রমাদ শূন্য হউক আর না হউক তিনি যে সর্ব্বদা অবিচলিত ভাবে স্বকার্য্য সাধনে রত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি কিরূপে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত কাম্বেল সাহেব যেরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন, আর কেহ সেরূপ দেখাইতে পারেন নাই। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কার্য্য করা, ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া রিপোর্ট লেখা এ সকল তাঁহার কাজে ছিল না। এই দুই বৎসরে সকল বিভাগের আকৃতি ফিরিয়াছিল। এই দুই বৎসরে সকল বিভাগ হইতে যেমন সুন্দর ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে পূর্ব্বে কখনও সেরূপ দেখা যায় নাই। দেশের মধ্যে এমন একটী ঘটনা হইত না যাহাতে কাম্বেল সাহেবের দৃষ্টি পড়িত না। এমন একটী অত্যাচার বা দোষ ছিল না যাহার কারণ অনুসন্ধান

ও সংশোধনে তিনি প্রবৃত্ত হন নাই। কাম্বেল সাহেবের সপক্ষে আরও দুটি কথা বলিবার আছে। কাম্বেল সাহেব দরিদ্রদিগের বন্ধু ছিলেন। তিনি দরিদ্র প্রজা ও কৃষকদিগের কষ্টে এত কষ্ট বোধ করিতেন যে জমিদার ও ধনীদিগের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। এই গুণটী সামান্য নয়। শাসনকর্ত্তা দিগের মধ্যে ধনীর বন্ধু অনেককে দেখিয়াছি কিন্তু দরিদ্রের বন্ধু কয় জন? যে কোটি কোটি নির্ব্বাক জীব সমাজ সাগরের তলদেশে বিচরণ করে, মনের কষ্ট দুঃখ মনেই গোপন করে এবং ধনীদের অত্যাচার দৈবের দোহাই দিয়া সহ্য করে, কই শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে কয়জন তাহাদের জন্য ভাবেন? কাম্বেল সাহেবের এই গুণটী স্মরণ হইলে সব অপরাধ বিস্মৃত হইতে হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা বার বার বলিয়াছি এবং সকলে বলিয়াছে; কিন্তু তাঁহার সপক্ষে অন্ততঃ এই টুকু বলা উচিত। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা কি বিস্মৃত হওয়া সম্ভব, না, বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য? আমরা কাম্বেল সাহেবের চাটুকার নই, আবার অকারণ শত্রুও নই। তাঁহার সপক্ষে যতটুকু বলা উচিত না বলিলে অন্যায় হয়, অসত্য ব্যবহার করা হয়, এই জন্য বলিলাম। তাঁহার নিন্দা ঘোষণা যাহাদের সংকল্প এবং ব্রত, গুণ দেখিব না কিম্বা দেখিলে বলিব না এই যাঁহাদের প্রতিজ্ঞা, তাঁহারা যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় করুন, আমরা সে সম্পাদকতার শাস্ত্র পাঠ করি নাই এবং ভগবান করুন যেন কখনও পাঠ করিতে না হয়।

গবর্ণমেণ্টের পেন্সন দানের কঠিন নিয়ম।

ভবিষ্যতে পেন্সনের আশা থাকাতেই লোকে গবর্ণমেণ্টের চাকরী অন্বেষণ করে এবং অধিক বেতনের সুবিধা হইলেও অল্প বেতনের গবর্ণমেণ্ট চাকরী পরিত্যাগ করিতে চায় না। যে যে কারণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি লোকের এত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা পেন্সন প্রথা তাহার মধ্যে প্রধান। ভারতবর্ষের লোকের চক্ষু আছে বিবেচনাও আছে; লোকে কি জানে না অপরাপর সভ্যতর কিরূপ বলপূর্ব্বক প্রজাদিগকে কার্য্য করাইয়া লয়? পেন্সনের কথা দূরে থাকুক পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্যও পায় না। মুসলমানদিগের সময় কার্য্য সম্বন্ধে এইরূপ অত্যাচার ছিল—কাশ্মীরে (চারি বৎসর পূর্ব্বের কথা বলা যায়। এইরূপ অবিচার ছিল—এখন হয় ত মহারাজ তাহার সংশোধন করিয়াছেন। অন্যান্য দেশীয় রাজ্যাদিগের রাজ্যেও এইরূপ অবিচার আছে। বলিতে কি বলপূর্ব্বক বিনা বেতনে কার্য্য করাইয়া লওয়াই এদেশীয় রাজা ও ধনবানদিগের ক্ষমতা প্রকাশের অবার্থ চিহ্ন। এমন কি অনেক ক্ষুদ্র রাজা অর্থাৎ জমিদারও এইরূপে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে দেশে পরিশ্রমের মূল্যের এইরূপ ব্যবস্থা সে দেশে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ পেন্সন দান করিলে লোকের কিরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করে তাহা বুঝিতে পারা যায়। 'ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই রূপ কতকগুলি সুব্যবস্থা করাতে যেরূপ সুখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন তাহার মূল্য নাই। সিপাহী যুদ্ধের পর একটী জয়লাভ করিলে গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব পক্ষে যে কার্য্য না হয় এইরূপ এক একটী ধর্ম্মনীতি সঙ্গত কার্য্য করাতে তাহার দশ গুণ কার্য্য করে।

সে যাহা হউক, অদ্য এই সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। পূর্ব্বে লাইফ সার্টিফিকেট অর্থাৎ জীবিত থাকার নিদর্শন পত্র পাঠাইলেই পেন্সন পাওয়া যাইত; কিন্তু কিছুদিন হইল সে নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এখন পেন্সনভোগীকে স্বয়ং সশরীরে উপস্থিত হইয়া আপনার জীবিতাবস্থা প্রমাণ করিয়া পেন্সন গ্রহণ করিতে হয়। পূর্ব্বের নিয়ম কেন পরিবর্ত্তিত হইল আমরা তাহার কারণ জানি না, কিন্তু এই নিয়ম পরিবর্ত্তনে অনেক বৃদ্ধ পুরাতন কর্ম্মচারীর অশেষ ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে, মনে কর এক ব্যক্তি ৮।১০ টাকা পেন্সন পান, তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজগৃহে বসিয়া আছেন। তাঁহার গৃহ কলিকাতা হইতে ২৫।৩০ ক্রোশ দূরে। সেখান হইতে আসিবার বিশেষ সুবিধা নাই। ব্যয় বাহুল্য এবং পরিশ্রম বাহুল্য; সেখান হইতে মাসে মাসে পেন্সন লইতে আসার যে কত-ক্লেশ যাহারা তাহা দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। প্রথমতঃ যাতায়াতের ব্যয় সমাধা করিতে ১০ বন্ধনের চাউল চর্ব্বণে যাহাদের পর পরিশ্রম গাড়ি প্রভৃতিতে বিপদের সম্ভাবনা। বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে কি মাসে মাসে এরূপ ক্লেশ দেওয়া উচিত? আবার কত কোন কোন ব্যক্তি বহু দিনের পরিশ্রম নিবন্ধন কোন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত রহিয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষে এ নিয়ম কিরূপ কষ্ট জনক তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। একজন পেন্সনভোগী বৃদ্ধের ক্লেশ স্বচক্ষে দেখিয়া আমাদের এই কথা গুলি বলা আবশ্যক বোধ হইল। গবর্ণমেণ্ট এ কঠিন নিয়ম করিলেন কেন? যাহাতে আর অধিক দিন পেন্সন দিতে না হয় সে জন্য ত নয়?

যাহা হউক, গবর্ণমেণ্টের পুনর্ব্বার বিচার করিয়া দেখা উচিত এবং এই কঠিন নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া পূর্ব্বের

নিয়ম অবলম্বন করা উচিত। যাঁদ স্বয়ং তাদৃশ্য প্রমাণ করিতেই হয় তাহা হইলে যেই সেই মনঃকল্পিত কোন কর্ম্মচারীর উপর সেই ভার অর্পণ করিলে ভাল হয়। যেমন জেলার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের উপর বেঞ্জ ষ্ট্রেশনের ভার আছে সেইরূপ তাহাদের হস্তে এভার দিলেও হয়। কল কথা এই বৃদ্ধদিগকে শেষ দশায় টানাটানি না করিয়া সুখে বাস করিতে দেওয়া উচিত।

অনেক মাথা ও অনেক বুদ্ধি।

আইন অতি প্রার্থনীয় বস্তু. আইন ভিন্ন সভ্য সমাজ চলিতে পারে না। আইন দুর্ব্বলের রক্ষক ও অসহায়ের সহায়; কিন্তু সেই আইনের সংখ্যা পরিমাণাতিরিক্ত হইলে প্রজাদিগের পক্ষে সুখের কারণ না হইয়া বরং মহৎ কষ্টের কারণ হয় মনুষ্য ভ্রম প্রমাদ পূর্ণ, মনুষ্যের কৃত আইনও যে ভ্রম প্রমাদপূর্ণ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এক জন মনুষ্যের ভ্রম প্রমাদে দশ জন লোক কিম্বা না হয়, একটী পল্লী অথবা একটী গ্রাম কষ্ট পায়, কিন্তু একটী আইনের ভ্রম প্রমাদে একটী দেশের যাবতীয় লোক কষ্ট পায় এই জন্য বুদ্ধিশালী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই আইনের জটিলতায় প্রতি বিরক্ত। আইন দুর্ব্বলের রক্ষক না হইয়া ধনীদিগের হস্তে অস্ত্র স্বরূপ হইয়া থাকে। ইংলণ্ড প্রজাতন্ত্র দেশ সুতরাং আইনের জটিলতা অনিবার্য্য কিন্তু সকলেই বলেন আইনের জটিলতা ইংলণ্ডের বিশেষ কষ্টের কারণ. আমাদের দেশে স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রণালী প্রচলিত থাকাতে আইন অপেক্ষাকৃত সরল ছিল কিন্তু সেদিন ক্রমে চলিয়া যাইতেছে। একটী লেজিসলেটিভ কাউন্সিল থাকাতে বোধ হয় এই অনিষ্ট ঘটিতেছে। মেম্বরগণ আইন করিবার জন্যই বেতন পান সুতরাং আবশ্যক হউক, আর না হউক, সিমলার শীতল বায়ুতে বসিয়া কেবল আইন বর্ষণ করিতে থাকেন। এদিকে আইন জানি না বলিলে মার্জ্জনা নাই কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বর্ষে বর্ষে এত আইন প্রসব করিলে প্রজারা কত জানিয়া উঠে। কাজেই আইনের জালে জড়িত হইয়া অনেক দুঃখী প্রজাকে ধনী দ্বারে মরিতে হয়, আইনের অনুবোধে অনভ্যস্ত ও প্রতারণা আশ্রয় করিতে হয়। আমরা ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাইয়াছি এবং প্রতিদিন পাইয়া থাকি।

আইন সম্বন্ধে যেমন কর্ত্তা সম্বন্ধেও সেইরূপ জটিলতা বৃদ্ধি হইলে কষ্ট বৃদ্ধি হয়। পাঁচ জন কর্ত্তার মনোরঞ্জন করিয়া চলা কিরূপ কঠিন তাহা সকলেই জানেন। আমরা তাহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। শিক্ষা সম্বন্ধীয় কার্য্য ভার ইনস্পেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট দিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া কায়েল সাহেব সেই অনর্থ ঘটাইয়া গিয়াছেন। ফলে সব ডেপুটী, সেক্রেটারি ও শিক্ষক গণ সদা বিপদে পতিত হইয়াছেন। কোন আবেদন কাহার নিকট পাঠাইতে হইবে, কোন রিপোর্ট কাহাকে দিতে হইবে ভাবিয়া স্থির করা দুষ্কর। ইহাঁর নিকট প্রেরণ করিলে উনি বিরক্ত হন, উহাঁকে বলিলে উনি ক্ষুণ্ণ হন। পাঠক গণ বিবেচনা করিয়া দেখুন কিরূপ কষ্টের কথা। এরূপ কার্য্যবিভাগ করিয়া যে কি লাভ হইয়াছে দেখিতে পাই না। কেবল কতকগুলি কর্ম্মচারীর কার্য্য কমাইয়া অপর কতকগুলি কর্ম্মচারীর কার্য্যভার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই অসুবিধাতে শিক্ষা সংক্রান্ত কর্ম্মচারিরা বড় কষ্ট পাইতেছেন। আমরা সার রিচার্ড টেম্পলকে অনুরোধ করি তিনি কায়েল সাহেবের কোন কীর্ত্তি লোপ করুন আর না করুন এই কষ্টটী ত্বরায় নিবারণ করুন। এরূপ কার্য্য প্রণালীতে বিশৃঙ্খল ভিন্ন অন্য, কোন লাভ নাই।

—•••—

আমাদিগের দুর্ভিক্ষ প্রবেশস্থ
বিশেষ সংবাদ দাতার পত্র।

২০ এ চৈত্র মতিহারি।

হাজিপুরে যে অবস্থা দেখিলাম, তাহা পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছি: যত দূর নদী দেখিতে পাইয়াছি তত দূর হাজিপুরের মত অবস্থা। শস্য হইয়াছে কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত হয় নাই। গণ্ডক নদী অতিক্রম করিয়া অনেক দূর আসিয়া আবার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ডাকিলাম। দুই তিনটী কথা কহিতে না কহিতে বুঝিলাম যে, সে অতি সরল। পূর্ব্বের মত আমার ভাষা জিজ্ঞাসিতে আরম্ভ করিলাম আর সে আমার প্রশ্ন বুঝিবামাত্র উত্তর দিতে লাগিল।

প্র—তুমি কি লোক?
উ—ব্রাহ্মণ
প্র—কি কাজ কর?
উ—গৃহস্থ
প্র—তা ত বুঝিলাম, কিন্তু তোমার বাঁচিবার উপায় কি?
উ—কৃষিকর্ম্ম।
প্র—এই পার্শ্বস্থ চতুর্দ্দিকের জমি কাহার?
উ—আমার।
প্র—এবার কেমন শস্য হইয়াছে?
উ—দেখিতেছেন না এবার মারিয়া গিয়াছে।
প্র—তোমরা কটী পরিবার?
উ—চারটী, আমি, আমার পরিবার আর দুই সন্তান।
প্র—তোমাদের চলে কেমন করে?
উ—গত বৎসরের কিছু ছিল তাহাই খাইয়া করিয়া অদ্যাবধি বাঁচিয়া আছি।
প্র—তবে ইহার পরে কি হইবে?
উ—যদি বৈশাখমাসের মাঝা মাঝি জল না হয় আর তিনা না হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের মৃত্যু।
প্র—এই যে চাষ করেছ, ইহাতে কি দুনিবে?
উ—ইহাতে নীল বুনিতে হইবে। যদি ভাল ভাল জমি নীলে না লইত তাহা হইলে আমার ভাবনা কি?
প্র—কেন যে জমি নীলের জন্য তাহার ত মজুরী পাইয়া থাক?

উ—কোথায় মহাশয়! তা হা হইলে ত বাঁচিতাম। সাহেব কুঠিতে বসে দাদন দেয় আর কিছুই করে না। অবশেষে নীল "পুরা" বুঝিয়া লইয়া থাকে। যদি দাদন না লই তাহা হইলে দেশে থাকিতে পাই না। সুতরাং কি ফসলে।০ চারি আনা হিসাবে লোকসান স্বীকার করিয়াও নীল করিতে হয়।

মহাশয়! এই সকল কথা শুনিয়া আমার নীলদর্পণ অভিনয়ের কথা মনে পড়িল। আমি মনে করিতাম নীলদর্পণের পর নীল কর সাহেবদের অত্যাচার তত প্রবল নাই। এখন দেখি আমার সম্পূর্ণ ভ্রম। সে যাহা হউক, কৃষকের দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া বাজার দর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। তিন ক্রোশের মধ্যে কোন বাজার নাই; কিন্তু নিম্নলিখিত দরে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া খাইতে হইতেছে। চাউল ২ পশারি, ঘৃত ২ পশারি, মকাই তিন পশারি, গম ২ পশারি। আর এক গ্রামে একটী স্ত্রী লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম তাহাদের দৈনিক কত খরচ লাগে। স্ত্রী লোক ও তাহার পুত্র বধূ তথায় উপস্থিত ছিল। বৃদ্ধা বলিল পূর্ব্বে কম লাগিত এই অকাল হওয়া পর্য্যন্ত ৪ দিন অন্তর ২ টাকা খরচ হয়। যুবতীটী বলিল তা কেন হবে, প্রত্যহ ১ টাকা খরচ। ইহারা চার জন প্রাণী; প্রত্যহ ১ টাকা পড়িলে দুঃখিদিগের পক্ষে দুঃখের কি দুঃখের পাঠক মহাশয়েরা বুঝিয়া লউন। ফল নদী ছাড়া হইলেই নিশ্চয়ই দুর্ভিক্ষ দেখিতে পাইবেন। এত দিন দেশে হাহাকার উঠিয়া যাইত যদি দুর্ভিক্ষ নিবারণের বিবিধ উপায় অবলম্বন না করা হইত। আমাদের ভাগ্য মানিতে হইবে যে এই দুঃসময়ে কাম্বেল সাহেব বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্ত্তা। যদি ইঁহার ন্যায় কার্য্য প্রণালী থাকিত তাহা হইলে একটী বেঙ্গালীকেও জীবিত থাকিতে হইত না। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম কেবল চম্পারণে প্রত্যহ প্রায় একলক্ষ লোক গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে খাটিতেছে। ইহার মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক স্ত্রী ও বালক, অবশিষ্ট সমুদায় পুরুষ। প্রত্যেক পুরুষের /০ আনা হইতে /১০ ষোল প্রত্যেক স্ত্রীলোকের ১০ আনা হইল /০ আনা বালক এবং প্রত্যেক বালকের ১৫ পয়সা পর্য্যন্ত ষোল দেওয়া হইতেছে। ইহাতে কত সহজে হিসাব করিয়া দেখুন। দিন প্রায় ৭০০০ সাত হাজার টাকা ব্যয় হইতেছে। ইহা ছাড়া ৫০ পঞ্চাশ জনের বেতন বাবদ ব্যয় ধরা নাই। আবার চুক্তির কথা পড়িয়া রহিল চাউল কি দাম না। উত্তর ত্রিহুতে (মুজফ্ফরপুর) দুর্ভিক্ষের কষ্ট অধিকতর। সুতরাং সেখানকার ব্যয় অধিক হইতেছে। কিন্তু এত যে আয়োজন এত যে ব্যয় এ সমুদয় ভস্মে ঘি ঢালা হইতেছে। এখনকার লোকে বলে, কোম্পানি বাহাদুর নেপালের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন। চম্পারণ হইতে নেপাল নিকট, তাই চম্পারণে এত আয়োজন। একজন বৃদ্ধ চাষাকে বলিল আমার পরিবার শীঘ্রই ঘরে পাঠাইয়া দিব। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল কি জানি কি হয়। কেন ভয় কি সে? "না সরকার বেবা কান তোর সহেলে" অর্থাৎ সে আপনার জীবনের ভয় করে না

বিবিধসংবাদ।

২৫ এ চৈত্র সোমবার।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হুগলীর ছোট আদালতের জুনিয়র গবর্ণমেণ্ট উকীল বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গবর্ণমেণ্ট উকীল শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র বসাককে "রায় বাহাদুর" উপাধি দিয়াছেন।

মৃত বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের স্মরণার্থ কিছু স্থাপনের জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত তদ্বিষয়ে বিবেচনার্থ কাইকো অনেক উকীল, টাউন হলে একটী সাধারণ সভা আহ্বান করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন।

বঙ্গবাসীদিগের সভা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেবকে যে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবেন, উহা গ্রহণার্থ তিনি অদ্য অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কলিকাতায় আসিবেন।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ইংরাজেরা ভারতবর্ষ যেরূপে শাসন করেন, আমীর সিরাজ আলী কাফগানিস্থানে সেইরূপ শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টায় আছেন। এই এ কতিপয় পর্ব্বতীয় গুপ্তনিবেশে যেরূপ লিখিত হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় আমীর নয় পোল যোগে পড়িতেছেন, জাকুব খাঁ সম্প্রতি একটী বক্তৃতা রাজসভায় করেন। তাহাতে প্রজাকে আস্থা না করা এক কারণ এবং তাহাদের সম্মুখে আপনার পুত্রকে উত্তরাধিকারী করিবা বলেন নিজে সমস্ত আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে উত্তরাধিকারী করিয়াছেন, আমার বিবেচনায় আমারও যেরূপ অভিরুচি সেইরূপ করিতে পারি। তাহাতে কেহই আপত্তি করে নাই এবং সকলেই জাকুব খাঁর সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এই উপলক্ষে কাবুল নগর ৩ দিন আলোকময় করা হয়। এই উৎসব শেষ হইয়া গেলে পর জাকুব খাঁ কান্দাহার গমন করেন এবং উক্ত অঞ্চলে অধিকার করিয়া তত্রত্য শান্তিরক্ষা আমীরের স্বতন্ত্র আফজুল্লা খাঁকে বন্দী করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। জাকুব খাঁ তাঁহার আক্রমণ করিবেন এরূপ কথাও শুনা যাইতেছে।

বুধবার সন্ধ্যাকালে সার জন কাম্বেল খাঁর বাহাদুর সার হেনরি টেম্পলের হস্তে প্রদান করিবেন

কলিকাতা মেডিকেল এক অধিবেশন সংবাদ এক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে, ১৮৭৮ সালে গর্ণর জেনেরল কাম্বেল অধিক অধিবেশন নিরস্ত করিবেন না। এ বিজ্ঞাপনের অভিপ্রেত হইয়া গেলে পর কত বাকি অধিবেশন থাকবে করা হইবে, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা হইবে।

১৬ এ চৈত্র মঙ্গলবার।

আগামী ২০ এ প্রবেশ ভাগলপুর হইতে ডিস. পি. রু পাকপাড়া ষ্টেট রেল ওয়ের ১১১ মাইল বাকি খোলা হইবে।

আগামী কল্য সার জন কাম্বেল পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের মেইন লাইনে ভ্রমণ যাত্রা করিবেন।

কিছু দিন হইল বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্গদেশের সামাজিক জীবন বিষয়ে

যিনি একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিতে পারিবেন তাঁহাকে ৫ শত টাকা পুরস্কার দিবেন অঙ্গীকার করেন। রেবরেণ্ড লালবিহারি দে এই পুরস্কার পাইয়াছেন।

সম্ভ্রান্ত সম্ভ্রান্ত ও বিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি শান্তি রক্ষার ভার অর্পিত না হইলে যে কত অনিষ্ট হয় নিম্নলিখিত ঘটনা তাহার পরিচয় দিতেছে। সম্প্রতি বোম্বাইর অন্তর্গত মসকাপুরের একটী ব্রাহ্মণ জাতীয় সুন্দরী যুবতী স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়া লেগন নামক এক স্থানে তাহার আত্মীয়বর্গের নিকট পলায়ন করে। আত্মীয়েরা তাহাকে বাটীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে স্ত্রীলোকটী নিকটস্থ পুলিষের শরণাপন্ন হয়। পুলিষের জমাদার উহার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া বলপূর্ব্বক উহার সতীত্ব নাশ করিয়াছে। স্ত্রীলোকটী জাতিভ্রষ্ট হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। এ বিষয় উপরিতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে। ফল কি হয় বলা যায় না।

গোদাবরি প্রদেশের সামুলকোটা নামক স্থানের একজন পেন্সনভোগী সিপাহী তাহার ১০।১১ বৎসর বয়স্ক একটী কন্যাকে একটী চুম্বানি দেয়, সে চুম্বানিটী হারাইয়া ফেলাতে সিপাহী ক্রোধে অন্ধ হইয়া উহাকে এক লাথি দ্বারা এরূপ প্রহার করে যে তাহাতেই উহার মৃত্যু হয়। সিপাহীর ফাসী হইয়াছে।

২৭ এ চৈত্র বুধবার।

পঞ্জাবে একজন হাকিম আশ্চর্য্যরূপে চক্ষের ছানি আরোগ্য করিতেছেন। এক জন ইংরাজ এবিষয়ে তাঁহার নিপুণতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। এদেশে চিকিৎসক শ্রেণীর মধ্যে যে দুই একজন ভাল লোক আছেন এটী তাঁহার পরিচায়ক। এই সকল লোকের উৎসাহদান বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

জাপানবাসিদিগের সহিত এদেশীয়দের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। এদেশের কোন কোন শ্রেণীর ন্যায় জাপানবাসীদের মাথায় টিক থাকে। কিন্তু জাপানের বর্ত্তমান রাজা অত্যন্ত ইংরাজ ভক্ত, তিনি আজ্ঞা দিয়াছেন, কেহ টিক রাখিতে পারিবেন না, সকলকে ইংরাজদিগের ন্যায় চুল রাখিতে হইবে। যদি সহজে টিকি না কাটিবেন পুলিষ বলপূর্ব্বক তাঁহার টিকি কাটিয়া দিবে। আমাদিগের সিংহ মহাশয় জাপান রাজরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন কি?

রিবস টমসন, এক, জি এলড্রিজ সাহেব এবং বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল কাউন্সিলের সভ্য হইয়াছেন।

আউড এক্সেলসর নামক পত্রিকা হিন্দু দিগের দানশীলতা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন "পৃথিবীতে এমন জাতি নাই যে এবিষয়ে হিন্দুদিগকে পরাস্ত করে এমন কি তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে।"

আজিমগঞ্জের শেতাবচাঁদ নেহার নামক জনৈক জমীদার এডুকেশন গেজেটে লিখিয়াছেন তিনি দিনাজপুর হইতে আসিবার সময় দেখিয়া আসিয়াছেন, গঙ্গল হইতে মালদহের নিকট ১ ক্রোশের মধ্যে দুই দিকে বাঁশের জঙ্গল, সেই বাঁশের মধ্যে একরূপ অদ্ভুত ধান্য উৎপন্ন হইতেছে উহা প্রফুল্ল ধান্যের সদৃশ। কতশত স্ত্রী পুরুষ উহা হইতে তণ্ডুল বাহির করিয়া উত্তম রূপে অন্ন প্রস্তুত করিয়া অশ্নুকে আহার করিতেছে। এরূপ ধান্য জগদীশ্বর আর কখন যে উক্তস্থানে দিয়াছিলেন তাহা কেহ দেখে নাই। এই ধান্য প্রায় ১ হাজার মণ জন্মিয়াছে। লেখক উহার কিছু ধান্য সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষাদি নিবন্ধন সৃষ্টি নাশের উপক্রম দেখিয়া বোধ হয় বিশ্বামিত্র আবার কোমর বাঁধিয়াছেন।

২৮ এ চৈত্র বৃহস্পতিবার

শুনা যাইতেছে সর রিচার্ড টেম্পল আগামী সোমবার পুনরায় কলিকাতা হইতে দুর্ভিক্ষ প্রদেশে যাত্রা করিবেন। কলিকাতার বিলপাও এবং পাটনা ভাগলপুর রাজ লাইন প্রভৃতি দর্শন করিতে যাইবেন।

মিয়র বলেন লাড বর্ষব্রুকের দারজিলিঙে যাইবার সম্ভাবনা আছে।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, ভাগলপুরের নূতন কমিসনর ডবলিউ এফ, ম্যাক ডোনেল ডি, সি, কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রতিনিধি জজ হইবেন।

প্রিন্সিপার প্রিন্স ফ্রেডারিক চারলস কর্ণীয়া সাইবিরিয়া চীন ও জাপান দর্শনে অভিলাষী হইয়াছেন। আগামী জুলাই মাসে যাত্রা করিয়া ১৮ মাসে ভ্রমণ শেষ করিবেন।

গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকার একজন সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, ১৭ ই মার্চ্চ জলপাই গুড়িতে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া প্রায় ১ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়।

কিছু দিন হইল কলিকাতার কোন ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক কলিকাতার ধর্ম্মতলার এবং মিউনিসিপাল এইটী প্রতি হস্তী বাজার সম্বন্ধে "মিউনিসিপালিটির দুটী শ্বেত হস্তী" এই রূপ লিখেন। ইহা পাঠ করিয়া বরদার গুইকুয়ার পুলিষের ডেপুটী কমিসনর লাথার্ট সাহেবকে তৎক্ষণাৎ এই বলিয়া টেলিগ্রাফ করেন উহার একটী যেন তাঁহার জন্য রাখা হয়। রাজভক্তি কি না!

২৯ এ চৈত্র শুক্রবার।

মুলতান হইতে টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ আসিয়াছে, মঙ্গলবার তত্রত্য টড লিওসে কোম্পানির চাউলের কল ও সমুদায় গুদাম পুড়িয়া গিয়াছে। অনেক ধান্য ও চাউল নষ্ট হইয়াছে। এদিকেও চাউলে আগুন লাগিয়াছে, ও দিকেও চাউলে আগুন লাগিতেছে।

অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, মাদ্রাজে একজন পণ্ডিত যেরূপ অসাধারণ মেধা শক্তির পরিচয় দিয়া বেড়াইতেছেন, ইউরোপেও এক ব্যক্তি তাঁহার অদ্ভুত স্মারকতা শক্তির পরিচয় দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেছেন। তিনি ইউরোপের যত ভাষায় যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সমুদায় পাঠ করিয়াছেন। যে পুস্তকে যে বিষয়ের যেরূপ বর্ণন আছে তিনি তাহার বিস্তারিত বিবরণ বলিতে পারেন এবং কোন বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক হইলে তাহার উল্লেখ যে পুস্তকের যে অধ্যায়ের যে পৃষ্ঠাঙ্কে বর্ণিত আছে তাহাও বলিতে পারেন। ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত একখানি বৃহদাকার সংবাদ পত্র তিনি নিমিষের মধ্যে দেখিয়া উহার আদ্যন্ত মুখস্থ বলিতে পারেন, এমন কি কমা ফুলষ্টপ পর্য্যন্ত ভুল যায় না। কিছুদিন হইল একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার একখানি পুস্তকের হস্তলিপি তাঁহাকে দেখিতে দেন। কিছু দিন পরে গ্রন্থকার উহা ফিরাইয়া আনিতে যান কিন্তু মেধাবী বলেন যে হস্ত লিপি খানি তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। গ্রন্থকার বিংশতি বৎসর পরিশ্রম করিয়া পুস্তক খানি লেখেন, তিনি এই কথা শুনিয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। মেধাবী তাঁহাকে শান্ত হইতে বলিয়া দোয়াৎ কলম কাগজ আনিয়া উপস্থিত করিলেন এবং গ্রন্থ লিখিত সমুদায় বিষয় অবিকল লিখিয়া দিলেন, বিন্দু বিসর্গেরও অন্যথা হইল না! আমাদের পাণ্ডবদয় জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননের ইহা অপেক্ষাও প্রবলতর স্মারকতা শক্তি ছিল।

৩০ এ চৈত্র শনিবার।

গত বুধবারের কলিকাতা গেজেটের

এক অতিরিক্ত সংখ্যায় সার অর্জ্জ কাম্বেল ও সার উইলিয়ম মিউয়ের পদত্যাগ এবং তত্তৎ পদে সার রিচার্ড টেম্পল ও সার জন ষ্ট্রাচির নিয়োগের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। সার অর্জ্জ কাম্বেল গত বুধবার রাত্রিতে কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন।

সেদিন মালদহের দক্ষিণাংশে বিলক্ষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। ইহাতে নীলের অত্যন্ত ক্ষতি করিয়াছে।

গত সপ্তাহের ডিষ্ট্রিক্ট রিপোর্টে প্রকাশিত হয়, বীরভূমের রিলিফ কার্য্যে ৬ হাজার লোক খাটিতেছে। শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে।

গোডিস সাহেব বীরভূমের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ হইয়াছেন।

গত বৎসর কলিকাতার প্রাদেশিক দাতব্য সমাজ দান ও চাঁদা প্রভৃতিতে ৮২ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন, এবং প্রায় ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় করেন। মেডিব ক'মটী ১৪৫৬ দরিদ্রের সাহায্য দান করেন।

শুনা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার জন্য আমেরিকা হইতে কয়েকজন মেয়ে ডাক্তার আনয়ন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ইহাতে এক আশঙ্কা এই, পাছে ইহারা আমাদিগের অন্তঃপুর মধ্যে আমেরিকার স্ত্রী স্বাধীনতার বীজ বপন করেন।

কলিকাতার ছোট আদালতের নূতন বাটী ১ লা জুন পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইবে এমন সম্ভাবনা আছে। গবর্ণমেণ্ট উহার আসবাবের জন্য ১ লাখ টাকা দিয়াছেন।

কেও স ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া জোৎ শ্রীরামপুর ও শ্রীকৃষ্ণপুরের লোকদিগের বিপদ হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে রিলিফ কার্য্যে যে সকল লোক নিযুক্ত হইতেছে উহাদের কতকগুলি দ্বারা দামোদরের বাঁধটীর অবিলম্বে সংস্কার করা কর্ত্তব্য।

লেডি কানিঙ মেমোরিয়াল ফণ্ডে যে ৮৫ হাজার টাকা জমিয়াছে উহা কলিকাতার ধাত্রিদিগের জন্য একটী ট্রেণিং হোম স্থাপনার্থ ব্যয় করা হইবে। এই বাটীটীর নির্ম্মাণে ৩০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে অনুমিত হইয়াছে।

ঢাকার সরকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু আনন্দরাম বরুয়া ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হইলেন।

দুর্ভিক্ষবিষয়ক সংবাদ

উত্তর চম্পারণ ত্রিহুত এবং পূর্ণিয়ার কোন কোন স্থানে গবর্ণমেণ্ট চাউল বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছেন।

বাঙ্গালোর ও বিজাপুরে গোরুর জন্য পাঞ্জাব মেলওয়ে ষ্টেসনে ১০৫৮০ টন শস্য আসিয়া রহিয়াছে।

কেবল ত্রিহুত ভিন্ন অন্যান্য সকল বিভাগের লোকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সন্তোষকর বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তর চম্পারণে লোকের কষ্টের অনেক লাঘব করা হইয়াছে। মুঙ্গেরে রবিশস্য কাটিতে আরম্ভ করা অবধি লোকের অবস্থার উৎকর্ষ হইয়াছে। পূর্ণিয়াতে অনাহারে কাহারও মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

ত্রিহুতের উত্তর পূর্ব্ব বিভাগে অসংখ্য দরিদ্র লোক আসিয়া রিলিফের কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। উহাদের সংখ্যা এক্ষণে প্রায় ৫ লক্ষ হইবে।

দরভাঙ্গার বিহিরা থানায় লোকের যেরূপ ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে বোধ হয় এমন আর কুত্রাপি নাই।

ত্রিহুতে কয়েকজনের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে।

মধুবনী উপবিভাগের বিভিন্ন কার্য্যে প্রায় আড়াই লক্ষ লোক খাটিতেছে।

১ লা এপ্রেল মজঃফরপুরে একটী দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা করিয়া সভা স্থলেই ৫৮০০ টাকা সংগৃহীত হয়।

পূর্ণিয়ার রাজা নীলানন্দ সিংহ বাহাদুর বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ জন্য এক কালে ১৫০০ টাকা ও মাসিক ৪৫০ টাকা দান করিতেছেন [illegible] প্রকাশে ২৫৩০ টাকা [illegible] ইংরেজ [illegible] ৪৭৫ টাকা [illegible] শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধি [illegible] প্রচুর পরিমাণে [illegible] হইতেছে।

এক্ষণে পাঞ্জাব [illegible] সর্ব্বশুদ্ধ ২৩৩১১ [illegible] ইহার মধ্যে [illegible] ১৫০ হাজার [illegible] ৩ লাখ টাকা দিয়াছেন।

বিলাতস্থ [illegible] জন্য [illegible] সিভিলিয়ান [illegible] ষ্টাউটন লইয়া [illegible] জন্য [illegible] হাজার টাকা দান করিয়াছেন। [illegible] ৫ হাজার টাকা দিয়াছেন। [illegible] ৫ হাজার টাকা দিয়াছেন। [illegible] ৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

বঙ্গদেশের কমিসনর [illegible] এই দুর্ভিক্ষ সময়ে [illegible] কার্য্যের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন। [illegible] কালনা [illegible] কাহাকে [illegible] করিয়া [illegible] ঐ [illegible] অন্নাভাবে [illegible] লোকের [illegible] করিয়াছে। [illegible] ৫ লাখ [illegible] ৫ লাখ [illegible] ৫ লাখ

হাজার মণ গবর্ণমেণ্টের চাউল যায়। আরও অনেক চাউল যাইবে।

৫ই এপ্রেল টেলিগ্রাম আসিয়াছে পূর্ব্ব ত্রিহুতে কূপ ও পুষ্করিণী সকল শুকাইয়া গিয়াছে। পানীয় জলের অভাবে মনুষ্য পশুপক্ষি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। নিম্ন ভূমি সকল চষা বন্ধ হইয়াছে। বৃষ্টির একান্ত অভাব হইয়াছে। হাটে রিলিফ সব ডিবেজনে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন ৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ৪ঠা এপ্রেল রাত্রিতে লারিয়ার নিকট দুটী অগ্নি কাণ্ড হইয়া গিয়াছে।

২৮ শে মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে দ্বারা ২৭০৯৮ টন চাউল বিহারে যায়। বক্সার ঘাটে প্রচুর পরিমাণে চাউল মজুত না থাকাতে বড় অসুবিধা হইতেছে। শকট গাড়ি আসিয়া বোঝাই পাইতেছে না বলিয়া দুই এক দিন বসিয়া থাকিতেছে। প্লান্টারেরা এবার পূর্ব্বে চম্পারণ ও উত্তর ত্রিহুতে যে ৩০ লক্ষ মণ চাউল লইয়া যাইবার জন্য কণ্ট্রাক্ট করেন, তাহার অর্দ্ধেক এক্ষণে গিয়াছে।

বারভূমের অন্তর্গত কেন্দুলিপুরের জমীদার বাবু রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী তাবৎ প্রজার প্রতি টাকায় দুই আনা করিয়া খাজনা মাপ করিয়াছেন। ইহাতে ২৯ হাজার টাকারও অধিক হয়। বাকী খাজনার যে সুদ ধরা হয় তাহা মাপ করা হইয়াছে। পুষ্করিণী আদি খননের জন্য ১৪ হাজার টাকা দিয়াছেন। যাহারা শ্রমজীবী তাহাদিগকে কাজ এবং যাহারা পরিশ্রমে অক্ষম তাহাদিগকে খাদ্য দেওয়া হইবে; ইনি ডিষ্ট্রিক্ট কমিটিতে যে ১১ হাজার টাকা দান করিয়াছেন, এসকল তাহার অতিরিক্ত। আপাততঃ ৫।৭ শত লোক রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২রা এপ্রেল। কালিফ্টদিগের নিকট হইতে যে সকল স্থান অধিকার করা হয় সেনাপতি সিরাণো তথায় দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিতেছেন।

লণ্ডন ৩রা এপ্রেল। সর্ব্বসাধারণে আশা করিতেছেন চিনির শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

সেনাপতি সিরাণো অতিরিক্ত সেনার প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। কালিফ্টরা তাহাদের প্রধান প্রধান স্থানগুলি রক্ষা করিয়া আছে। যুদ্ধ স্থলে ৮০ জন মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের মৃত দেহ কবর দিবার জন্য কিয়ৎ কালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে।

লণ্ডন ৪ঠা এপ্রেল। অদ্য কাপের জন্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ১০৯০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৭ই এপ্রেল। ১২ই মার্চ্চ আসার্ডি বাজের পুত্র সন্ধি বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিবার জন্য রাজ দূতের সহিত ক্রেপ কোষ্টে আসিয়াছেন।

সেনাপতি সিরাণো কালিফ্টদিগের অধিকৃত স্থান সকলে গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৮ই এপ্রেল। স্থির হইয়াছে, ডাক্তার লিভিংষ্টোনের মৃত দেহ ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবিতে কবরিত করা হইবে। ইহার সমুদায় ব্যয় গবর্ণমেণ্ট দিবেন।

ফরাসী ও জার্ম্মাণ একটী বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১লা এপ্রেল। রিলিফের কার্য্যভার প্রাপ্ত ডব লিউ বি ওলডহাম সি, এস, ১৮৭১ অব্দের ২৬ আইনের ৩ ধারানুসারে চম্পারণে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু ভবনাথ মুকল কিছু দিনের জন্য কুষ্টিয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

চুয়াডাঙ্গার প্রথম শ্রেণীর কানুনগুই বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বনগাঁর দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

প্রাক্তন নদি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর বাবু গোপাল চন্দ্র মিত্র ১৮৭১ অব্দের ২৬ আইনের ৩ ধারানুসারে পালামৌ উপবিভাগের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

নদীয়ার প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ এচ, সি, বিচাডসন উক্ত পদে স্থায়ী হইলেন।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ এ, লিবিএন উক্ত পদে স্থায়ী হইলেন।

ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ অনরেবল জিডি মরিস হাইকোর্টের প্রতিনিধি জজ রাজসাহিতে থাকিবেন।

জে, মনরো দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন। কিন্তু আপাততঃ রাজসাহীর প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ থাকিতে হইবে।

কটকের প্রতি নদি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে বীমস সাহেব উক্ত পদে স্থায়ী হইলেন।

টী, এফ, বিগনেলড বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ, এল, আর, টটেনহাম উক্ত পদে স্থায়ী হইলেন।

জে, জিউগহান দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ডবলিউ কর্ণেল দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাকুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইলেন এবং আরো বর্দ্ধমানের অতিরিক্ত জজ ও অতিরিক্ত সেসিয়ন জজ হইবেন।

চারলস মিলার সাহেব কলিকাতার পুলিষ মাজিষ্ট্রেটের পদে স্থায়ী হইলেন।

পি, ডি, ডিকেন্স কলিকাতার পুলিষ মাজিষ্ট্রেটের পদে স্থায়ী হইলেন।

জে, পি, গ্রাণ্ট, কৃষ্ণনগর ছাপাঘাট এবং মেহেরপুরের ছোট আদালতের এবং নদীয়া ও যশোহরের প্রধান প্রধান ছোট আদালতের জজ এবং কৃষ্ণনগর ও যশোহরের প্রধান প্রধান ছোট আদালতের জজ হইবেন। গ্রাণ্ট সাহেব আপাততঃ চট্টগ্রামের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

ঢাকার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আনন্দরাম বরুয়া ময়মন সিংহে বদলী হইলেন।

এ সি ম্যাক্লিস প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

৭ই এপ্রেল। ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্যারী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগলপুরের রিলিফ রাস্তার জন্য যে ভূমি আবশ্যক তাহা গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনের ৩ ধারানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ এফ, ম্যাকফলেন ভাগলপুরের কমিশনর হইলেন।

ই, সি ফেষ্টার পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইলেন।

জে, সি, গেডিস দ্বিতীয় শ্রেণিতে বীরভূমের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইলেন।

ডবলিউ এচ হেণ্ডারসন কিছুদিনের জন্য পাটনা বিভাগের সমুদায় প্রদেশে প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ ও আপিলের সেসিয়ন জজ হইয়া যেব।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

১০ ই মার্চ্চ। বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু বরদা কান্ত মজুমদার প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৭ এ মার্চ্চ ডাক্তার জি হচিসন বশোহরের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৩১ এ মার্চ্চ। রিলিফ কার্য্যের জন্য পাটনায় যে সকল গাড়ি যাইতেছে তাহার তত্ত্বাবধান ভার প্রাপ্ত নিম্নলিখিত আফিসরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন—

লেপ্টনেণ্ট , বিধাম, কাপ্তেন সি. ও ডব লিউ এপারলি, কাপ্তেন ডি, ডি ম্যাকফক লেপ্ট নণ্ট এফ, জি ষ্টিভিয়ান, লেপ্টনাণ্ট এচ, ডব লিউ এপারলি, কাপ্তেন আর, জি মার্চ্চ ও কাপ্তেন টি, ডে, ফিটজসিমনস।

২ রা এপ্রেল। বাবু দীননাথ দাস বি, এল, কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুরের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

বাবু ভরনাথ সুকল তৃতীয় শ্রেণীর মাজি ষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু অতুল বিহারী ঘোষ কিছুদিনের জন্য রাণীগঞ্জের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

মেদিনীপুরের প্রথম মুন্সেফ বাবু অবিনাশ চন্দ্র মিত্র ১৮৭১ অব্দের ৩ আইনের ৯ ধারানু সারে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

৪ ঠা এপ্রেল। নিম্নলিখিত প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন—

মৌলবী সায়দ মহম্মদ ইসরেল ময়মনসিংহ, বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় ময়মনসিংহ, বাবু মহেশচন্দ্র সেন, ফরিদপুর।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা পশ্চাল্লিখিত ক্ষমতা সকল পাইলেন—

এফ, ডবলিউ, জে রিস, ২৪ পরগণার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট, বাবু কালীচরণ ঘোষ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ২৪ পরগণা, বাবু তারকনাথ মল্লিক ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ২৪ পরগণা, বাবু রাস বিহারী বসু ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট যশোহর, কৌজ দারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধের সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

মেদিনীপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট আর কলিস। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং ফৌজদারী চতুর্বিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধের সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

রিলিফ কার্য্যের জন্য পাটনায় যে সকল গবর্ণমেণ্টের গাড়ি যাইতেছে তাহার তত্ত্বাবধান ভার প্রাপ্ত নিম্নলিখিত আফিসরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

লেপ্টনেণ্ট এ, টি, ওয়েলাব, লেপ্টনাণ্ট সি, ম্যাকলস, কাপ্তেন এ, ডি এণ্ডারসন, ও লেপ্ট নাণ্ট এ, ডে পিয়াসন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

এত দিনের পর বীরভূমের স্থানে স্থানে দান কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। অন্ধ খঞ্জ, প্রভৃতি অক্ষমদিগকে প্রতি সপ্তাহে এক এক আড্ডায় তণ্ডুল বিতরণ করা হইতেছে তন্তুবায়দের ব্যবসায় চলিতেছিল না। এ দুঃসময়ে তাহাদের আহার সংস্থান হয়, তাহারও একরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যাহারা কার্য্যক্ষম, তাহা দের জন্য ভ রাস্তা ঘাট আরম্ভ হইয়াছে ও হইবে। কেবল মধ্যম শ্রেণীর লোকের প্রতি গবর্ণমেণ্টের কৃপা দৃষ্টি পড়ে নাই। অথচ এই শ্রেণীর জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা হয় নে বিষয়ে আমরা বরাবর চীৎকার করিয়া আসিতেছি। রাইপুর অঞ্চলে আজি তিন বৎসর সাংক্রামিক জ্বর প্রবল থাকিয়া বহু প্রজাক্ষয় করিয়া গিয়াছে। যাহারা ও মহা মারীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাহাদের সমস্ত সম্বল চিকিৎসা ও পথ্য ব্যয়ে নিঃশেষিত প্রায় হইয়াছে। আবার নিজ রাইপু রের অধিবাসীদের দুরবস্থার একশেষ হই য়াছে। তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া আর কয়েকটী বিপদ চলিয়া গিয়াছে। কি কারণে যে গবর্ণমেণ্ট এ শ্রেণীর (মধ্য শ্রেণী) লোকের সাহায্যে অনাস্থাবান হইলেন তাহা আমরা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

আমরা দেখিতেছি, এ শ্রেণীর অনেকেই এখন হইতে এক বেলাও উদর পূর্ত্তি করিয়া আহার করিতে পাইতেছে না। আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি, অন্য হারে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তবে এই শ্রেণীর লোকেরই তাহা সর্ব্বাগ্রে ঘটিবে। আর এক পক্ষ কাল যদি এই ভাবে গত হইয়া চলে, তবে আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি, অসংখ্য লোক আহার অভাবে প্রাণত্যাগ করিবে।

২। বিতরণের জন্য যে ভাবে আড্ডা নিরূপিত হইয়াছে, তাহা আমাদের মনো মত হয় নাই। যে যে স্থানে গ্রাম্য মেজিষ্ট্রী কার্য্য চলিতেছে, সেই সেই স্থানের কর্ম্মচারি দের প্রতি বিতরণ কার্য্য ভার ন্যস্ত হই য়াছে। ২। ৩ টী থানা লইয়া এক একটী রেজিষ্ট্রী আফিস খুলিয়াছে। সুতরাং ২। ৩ টী থানার অন্ধ, খঞ্জকে রেজিষ্ট্রী আফিসে যাইয়া আপন আপন প্রার্থনা জানাইতে হইতেছে। এ ব্যবস্থাটী কতদূর তাহাদের পক্ষেকষ্টকর হইয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠক বিবেচনা করিয়া লউন। আমাদের বিবেচনায় অন্ততঃ প্রতি গ্রামেই এরূপ আড্ডা স্থাপন করা বিধেয়।

৩। আমরা দেখিতেছি এ দুঃসময়ে ক মর্দাদের গবর্ণমেণ্ট অন্ন দিতেছেন না। অথচ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে যে "সার্দ্ধুল" নামে আখ্যাত করিয়া ছেন, সে দুর্নামটী অপনীত হইতেছে না, ইহা বড় ক্ষোভের বিষয়। বঙ্গবাসী বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের অভিভাবক অরূপ গ্রহণ করিয়া বিলাত যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট এখন কোন প্রার্থনা করা বৃথা। তবে আমাদের ভাবী গবর্ণরের অনুকূল দৃষ্টি তাঁহাদের প্রতি পতিত হয় এই আমা দের প্রার্থনা।

৩। গঙ্গাটীকুরী বঙ্গবিদ্যালয়ে গবর্ণমে ণ্টের সাহায্য মঞ্জুর হইয়াছে। এখন পূর্ব্ব মত সুচারুরূপে যাহাতে কার্য্য চলে সম্পাদক ইন্দ্র বাবু তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিন।

৪। বম্বাই অঞ্চলের মহাজনেরা এ দুর্ভিক্ষে সাধ্যে দরিদ্র লোক প্রতিপালিত করিবে বা যে আপন বাসগ্রামে অনেক কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে প্রায় ৫০০ তিন শত লোক কর্ম্ম পাইয়াছে। এই কর্ম্ম যতদিন তাঁহার মাসে পর্য্যন্ত চলে এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক কষ্টে পড়িয়াছিল, তাহাদের এককালীন দিয়াছেন। তাঁহার যে সদাব্রত আছে, তাহাতে অন্ন প্রভৃতি আর আর অতিথিরা আহার পাইয়া থাকে।

৫ই এপ্রেল।
১৮৭৪

পোরি পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! ২৪ পরগণা জেলার বসীরহাট মহকুমার অন্তর্গত, বাদুড়িয়াগঞ্জের চড়, পার্শ্ববর্ত্তী, বাদুড়িয়া জমাইবাটী, বৈদ্যবাটী কারা যমুরকাটী, প্রভৃতি গ্রামে ভয়ানক ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অদ্যাবধি কিৎসাভাবে অনেক লোকের অকাল মৃত্যু হইতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে উক্ত স্থানের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহেও ঐ সংক্রামক রোগ বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এসকল স্থানে উপযুক্ত চিকিৎসক নাই। যদি গবর্ণমেণ্ট দয়া প্রকাশ করিয়া, এই দুঃসময়ে পীড়াক্রান্ত স্থান সকলের মধ্যবর্ত্তী বাদুড়িয়াগঞ্জে ত্বরায় একজন ডাক্তর প্রেরণ করেন, তাহা হইলেই মঙ্গল, নতুবা উপায়ান্তর নাই। এই সকল স্থানের চারিদিকে বড় বড় গ্রাম আছে বটে, কিন্তু কোথাও গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত চিকিৎসালয় কিম্বা উপযুক্ত চিকিৎসক নাই। যে সকল কবিরাজ চিকিৎসক আছেন তাঁহাদিগের দ্বারা অনিষ্ট বিনা ইষ্ট হয় না। এক্ষণে স্থানীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর নিকট সবিনয়ে এই প্রার্থনা যে, তিনি মনোযোগী হইয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে একজন ডাক্তর আনয়ন করিয়া প্রজা রক্ষা করুন। ডেপুটী বাবু যেরূপ প্রজা হিতৈষী ও পরিশ্রমী, ভরসা করি এবিষয়ে মনোযোগ করিতে তিনি ক্ষণ কাল বিলম্ব করিবেন না।

১২৮০
২১ এ চৈত্র } শ্রীঃ—

সম্পাদক মহাশয়! আমি মনে করিয়াছিলাম, বহুতর দক্ষিণ বারাশতের স্কুল সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ পত্রের বিষয়ীভূত করিব না, কিন্তু ১৮ ই তারিখের সোমপ্রকাশের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বহুতর স্কুল সম্বন্ধে আপনার একটী অসঙ্গত ও অপরিজ্ঞাত প্রস্তাবনা দৃষ্টে সৎপ্রোৎসাহিত ক্ষুব্ধ ও চমৎকৃত হইলাম। এই কারণেই আমাকে আমার অনভিপ্রায় মতেও আপনার প্রেরিত পত্র বাহক স্থলে অন্ততঃ একবারের জন্যও দাঁড়াইতে হইল। অনুগ্রহ করিয়া এই পত্র খানি আপনার পত্রস্থ করিবেন।

আপনি লিখিয়াছেন "শুনিতে পাওয়া যায় নানা প্রকার সাংসারিক ও বৈষয়িক অসচ্ছলতা নিবন্ধন শ্রীনাথ বাবু পুত্রের নাম করণ উপলক্ষে তত্ত্বাবধান করিতে পারেন না।" এটী যে কতদূর অসঙ্গত কথা তাহা যাঁহারা উহার ভিতর আছেন, তাঁহারা বিশেষ জানেন। আপনি বোধ হয় কোন অপরিণত বয়স্ক অনভিজ্ঞের কথায় বিশ্বাস করিয়া ঐরূপ প্রস্তাবের প্রস্তাবনা করিয়াছেন। যাঁহারা বহুতর ইংরাজী স্কুল ও দক্ষিণ বারাশতের গবর্ণমেণ্ট বাং সা স্কুলের ভিতরে আছেন, তাঁহাদেরই ঐ স্কুল সম্বন্ধে অধিক জানিবার সম্ভাবনা। যে পরিমাণে ঐ স্কুল সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট আছি, তাহাতে আমি যত দূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা শুনিলে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই শ্রীনাথ বাবুর চরিত্রে চমৎকৃত হইবেন। বলিতে কি দক্ষিণ বারাশত এবং ময়দার ছাত্র লইয়াই বহুতর স্কুল। এই দুই স্থানের ছাত্রের সংখ্যাই অধিক। মধ্যে একবার বহুতর কোন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই এবং কিছুদিন হেড মাষ্টারও ছিলেন না, এই উপলক্ষ্য করিয়া কতক গুলি অপরিণামদর্শী যুবক বারাশতে একটী স্বতন্ত্র স্কুল খোলেন এবং বহুতর স্কুলে আর কিছু হইবে না এইরূপ জনরব তুলিয়া দেন। অনেক পিতা মাতা সেই জনরবে ভীত হইয়া নিজ নিজ পুত্রদিগকে নূতন স্কুলে প্রেরণ করেন, এই অবসরে ঐ যুবকেরা একটী প্রকাশ্য সভা আহ্বান করে এবং দক্ষিণ বারাশতে একটী হাইয়ার ক্লাশ স্কুল সংস্থাপন করিবার উদ্দেশে প্রতিজ্ঞা পত্রে সকলের নাম স্বাক্ষর করাইয়া লয়। এই সভাতে ময়দা ও বারাশত গ্রামের অধিকাংশ ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হন। নিমন্ত্রিত গণের মধ্যে কেহই প্রায় পরিণাম ভাবি দেখেন না এবং যাঁহারা এইরূপ প্রস্তাব করিতেছেন, তাঁহাদের অবস্থার দিকেও দৃক্‌পাত করিলেন না, স্বচ্ছন্দে সকলেই প্রায় প্রতিজ্ঞা পত্রে নাম স্বাক্ষর করিলেন। স্কুলও সংস্থাপিত হইল। তাহার পরই গৃহ বিচ্ছেদ, হায়ার ক্লাশ স্কুল উঠিল, মিডেল ক্লাশের প্রস্তাব হইল, মিডেল ক্লাশ স্কুলও সংস্থাপিত হইল। সম্মুখে প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় উপস্থিত, অন্যান্য স্কুলের টেষ্ট একজামিনেসনে অপারগ কতকগুলি বালকও আসিয়া জুটিল, তৎক্ষণাৎ স্কুলের নাম পরিবর্ত্তিত হইল। বালকদিগের নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ আহৃত হইল। রাতারাতি প্রকাণ্ড স্কুল, ঘুমের সীমা কি? ছাত্রগণ নানা সজ্জায় সজ্জিত হইয়া পরীক্ষা দিতে চলিলেন কিন্তু পরীক্ষ গৃহ হইতে অপমান ও অর্দ্ধচন্দ্র প্রাপ্তিই পরীক্ষার ফল রূপে পরিণত হইল। আবার যে মিডেল ক্লাশ সেই মিডেল ক্লাশ স্কুলই হইল। নানা মতে ও নানা আকারে গৃহবিচ্ছেদ চলিতেছে, অতঃপর স্কুলের অধ্যক্ষগণ নানা প্রকার বিজ্ঞাপন নানা স্থানে প্রদত্ত করিয়া দিতেছেন। প্রতি রাত্রিতে ছেলে ধরিতে আরম্ভ করিলেন, অপমানে লজ্জা নাই, তির স্কারেও ভ্রূক্ষেপ নাই, এক বারের স্থলে দশ বার গমনাগমন, হস্তে যজ্ঞ সূত্রদান, মস্তকে হস্ত প্রদান, কিছুতেই বিস্তার নাই। বিনা উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে উঠিতে চান না, এইরূপে এতদিনের বহুতর স্কুলটী ভাঙ্গিবার জন্য তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

দুঃখের বিষয় এই উক্ত যুবকগণ এইরূপ জনরব করিয়া তুলিয়াছে, যে বহুতু স্কুলের হীনাবস্থার কথা সকলের মুখেই প্রায় আপনার কথার ন্যায় শুনা যায়। কিন্তু এটী কি আশ্চর্য্য, শ্রীনাথ বাবুর বৈষয়িক ও সাংসারিক সচ্ছলতা কি অসচ্ছলতার বিষয়ে বিশেষ কেহ কিছুই জানেনা, শুদ্ধ এক কিংবদন্তীর উপর বিশ্বাস করিয়া আকাশে ফাটালিকা নির্ম্মাণ করিতেছে এবং আপনাদের মস্তকে আপনারাই কুঠারাঘাত করিতেছে।

১২৮০ ১৮ ই চৈত্র } শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী

বঙ্গে নাট্যাভিনয়।

মহাশয়! চতুর্দ্দিকেই নাটকাভিনয়ের ধূম পড়িয়াছে। দিন দিন কত নাটকই অভিনীত হইতেছে এবং কতই নাটকাভিনয় সমাজ দেশময় সংস্থাপিত হইতেছে। দেশস্থ যুবকগণ একচিত্তে কেবল রঙ্গভূমির উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছে। এ প্রকার আমোদ নিন্দনীয় নহে। বৃদ্ধ পিতামহ ক্রমাগত কুৎসিত পাঁচালী হাফ্ আকড়াই প্রভৃতির উচ্ছেদ হইয়া দেশের রুচি ভিন্ন পথাবলম্বী হইয়াছে ইহা দেখিয়া কে না আনন্দিত হইবেন? সে কালের বৃদ্ধ পিতামহের ন্যায় দেশীয়গণ অশ্লীল খেউড় গান বা ছড়াকাটাকাটি লইয়া আর বিবাদ করেন না। কবির লড়াই প্রভৃতির আমোদে বঙ্গবাসীগণের মন আর আমোদিত হইতে দেখা যায় না। এ সকল সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল আমোদের মধ্যে আমাদিগের একটী বক্তব্য আছে অদ্য তাহারই আলোচনা করিব।

প্রাচীন পিতামহ সম্প্রদায় খেউড় গাইয়া ও কবির লড়াই করিয়া আসর হইতে অপসৃত হইলে যুবক সম্প্রদায় রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা সখের যাত্রা করিতে আরম্ভ করিলেন সুতরাং চতুর্দ্দিকে তাহারই ধূম পড়িয়া গেল। ক্রমাগত এঁড়িয়াদহ, হঁক গঙ্গা প্রভৃতি স্থানে স্থানে আকড়া আরম্ভ হইল ও যুবক সম্প্রদায় একাগ্রচিত্তে তাহাতেই প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে সখের যাত্রা হইতে নাটকাভিনয়ের সূত্রপাত হইল. কোমলমতি, পাঠদ্বারী বালক বৃন্দও সেই সঙ্গে যোগ দিয়া আমোদ লইয়া ব্যস্ত হইল। সখের যাত্রা হইতে ক্রমে সখের কীর্ত্তন সখের বাউলের নাচ পর্য্যন্তও হইল এবং কালে যে সখের মুটে, সখের নাপিত, সখের ধোপা প্রভৃতিও হইবে আমাদিগের এরূপ ভরসা আছে।

সখের যাত্রা বা নাটকাভিনয়ের উদ্দেশ্য কি? কেহ কেহ বলিবেন দেশের নিন্দনীয় রীতিনীতি প্রভৃতির অনিষ্টকারিতার অভিনয় দ্বারা লোকের মনে তৎপ্রতি ঘৃণা বা বিরাগ উৎপাদন করা এবং তৎসঙ্গে ঐ সকলের সংশোধন স্পৃহার বীজ দর্শকগণের হৃদয়ে নিহিত করাই নাটকাভিনয়ের উদ্দেশ্য। সত্য বটে, "একেই কি বলে সভ্যতা? বিধবাবিবাহ নাটক, সধবার একাদশী" প্রভৃতি নাটকের অভিনয় দ্বারা এতদুদ্দেশ কতকাংশে সাধিত এবং তৎ প্রদর্শিত ঘৃণিত আচারোচ্ছেদের প্রবৃত্তিদীপক হইতে পারে কিন্তু "বিদ্যাসুন্দর নাটক," "কাল মৃগয়া নাটক" প্রভৃতির অভিনয় দ্বারা কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে? অতএব আমরা উক্ত উদ্দেশ্যকে নাটকাভিনয়ের প্রধান উদ্দেশ্য বলিব না। আমাদিগের মতে বিশুদ্ধ আমোদ যোগানই অভিনয়ের মূল উদ্দেশ্য বোধ হয়। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় এই সে কার্য্য কাহার দ্বারা সুসম্পাদিত হইতে পারে? যাহাদিগের সম্পূর্ণ অবকাশাভাব তাহাদিগের দ্বারা এ কার্য্য কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না। অতএব আমাদিগের মতে পেসাদারদিগের দ্বারাই একার্য্য সুসম্পাদিত হইতে পারে।

কেহ কেহ বলিবেন তবে কি কেহ সখ করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবে না? করুন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই কিন্তু যাহাতে বিবেচনা সহকারে সেটি নির্দ্দোষভাবে সম্পাদিত হয় এবং কোন তাদৃশ অনিষ্টোৎপাদনের মূল না হয়, এ প্রকার সখের যাত্রা বা নাটকাভিনয়ে কাহাকেও [illegible] দিবা রাত্রি তাকিয়া ঠেস দিয়া ও গুড় গুড়িতে মুখ সংযুক্ত করা ক্ষমতাপেক্ষা এরূপ বিশুদ্ধ আমোদ [illegible] চিত্ত সংযমন করিলে তাহাতে আর শুভোৎপাদন হয়। সমস্ত দিবস যাহা [illegible] অবসরকালে চিত্তবিনোদনার্থ [illegible] একটু আমোদ করিলে [illegible] কোন ব্যক্তিকে এ প্রকার কার্য্য [illegible] কোন আপত্তি নাই কিন্তু সখের যাত্রা বা নাট্যসম্প্রদায় [illegible] অধিকাংশেই পাঠদ্বারী [illegible] দৃষ্টিগোচর হয়। স্কুলের নাম করিয়া প্রতিদিন আকড়ায় থাকিয়া বিরুদ্ধিত্ব গানে আত্মা ও মনকে কলুষিত ও জঘন্যভাব করিয়া তাহারা আত্মা দের চরিত্র নষ্ট করে। [illegible] বালকগণই আধুনিক সখের যাত্রা ও নাটকাভিনয়ের প্রধান অবলম্বন। আরও একটি বিষয় আছে, এক্ষণে কোন কোন সম্প্রদায় এরূপ জন্মিয়াছে যে যাহা [illegible] কু আচার ও কু প্রবৃত্তি তাহার অধিকাংশই এইরূপ স্থান হইতে উদ্ভূত হয়। কোমলমতি বালকগণ অধিকারী মহাশয়গণের ভয়ে ভুলিয়া পাঠ পরিত্যাগ করে এবং নিয়ত এই কার্য্যে ব্যস্ত থাকে। এক একজন বালক যাহার প্রাত্যহিক ছাদশ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছে কি না সন্দেহ সে আজন্ম মধ্যে এরূপ একটি যে দোষলে অবশ্য হইতে হয়, ইহার সঙ্গে আর একটি [illegible] প্রবৃত্তির যোগ আছে। এই ত সখের যাত্রা ও নাটকাভিনয়ের চূড়ান্ত ফল। এই প্রকার বৎসরে বৎসরে মাসে মাসে দিনে দিনে ঘণ্টায় ঘণ্টায় যে কত বালকের সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা মনে করিলেও দুঃখ উপস্থিত হয়। আমরা এই একবারে এ সকল আমোদের সমূলোচ্ছেদ সহ্য করিতে পারি, তথাপি এই রূপে অপরিণত বালক বৃন্দের ইহ ও পরকালের পথে কতকগুলি অধম প্রবৃত্তি লোকের দ্বারা চিরকণ্টকারোপ আর সহ্য করিতে পারি না। যাঁহারা এরূপ

অভিনয়ের প্রবর্ত্তক প্রদায়ক বা তদধিকারী মহাশয়দিগকে ধরিয়া দেশের পরম শত্রু বিবেচনা করা আইনানুসারে তাহাদিগের দণ্ড হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় যে দেশস্থ অনেক বড়মানুষ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি এই বিষয়ের প্রধান উত্তেজক।

বৃদ্ধ সম্প্রদায় পাঁচালী কবি প্রভৃতি লইয়া যে আমোদ করিতেন তাহাতে ইহার শতাংশের একাংশও অনিষ্ট সঙ্ঘটন হইত না। তাঁহারা ঐ বিষয়ে স্বয়ং নিযুক্ত থাকিতেন বটে কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগের বালকবৃন্দের কোন অনিষ্ট হইত না। অতএব দেশস্থ ঐরূপ সখের যাত্রা ও নাট্যাভিনয় সমাজের কর্ত্তাদিগের নিকট কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা এই সর্ব্বনাশকর মহানিষ্টোৎপাদক সর্ব্বমঙ্গলবিনাশক জঘন্য প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করুন তাহা হইলে বালকবৃন্দের পিতামাতাগণ নিশ্চিন্ত মনে স্ব স্ব সন্তানগণের ভাবী মঙ্গলাশা করিয়া তাঁহাদিগকে দুই হস্তে আশীর্ব্বাদ করিবে।

১৯ এ চৈত্র ১২৮০ সাল। কস্যচিৎ শিশুহিতৈষিণঃ কলিকাতা চড়কডাঙ্গা।

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ৫ ই এপ্রেল

মাথাভাঙ্গা নদী।

স্থানের নাম	* সর্ব্বনিম্ন জল ফীট	ইঞ্চ
গঙ্গার মোহনায়	*	১
ভাঙ্গার পাড়া	*	১
ভাঙ্গারপাড়া হইতে		
হাট বোয়ালিয়া		২
হাট বোয়ালিয়া হইতে		
নং ১ ঘাট	৮	
নং ১ ঘাট হইতে		
বোলমারি	১	২
বোলমারি হইতে		
খালিকদহ	১	৯
খালিকদহ হইতে		
হরিণগ্রা	১	৯

ভাগীরথী।	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাসির নীচে মোহানায়	১০	
তথা হইতে সুরপুর	১	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	১	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	১	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	১	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	২	

সন ১৮৭৪ সালের ৬ ই এপ্রেল বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	৩	

১৮৭৪ সহরমপুর ৬ ই এপ্রেল } নদীয়া রিবার ডিবিজন। টি. এচ. উইল্‌সি. ই. একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র চুগড় মুরসিদাবাদ ১০

" " শিবচন্দ্র দেব—কোন্নগর ১০

" " রাণীশরৎ সুন্দরী দেবী পুটীয়া ১০

" " গোবিন্দ লাল রায়—ভাজঘাট ১০

" " কালীনাথ দত্ত শ্রীবল্লভপুর ১০

" " ভুবনমোহন সিংহ মঙ্করোল ৫।০

" " শিবচন্দ্র শীল—চুচুড়া ১০

" " মহেন্দ্রনাথ মল্লিক পাত্তিলপাড়া ৫।০

" " শ্যামলাল মিত্র—গয়া ১০

" " অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি বর্দ্ধমান ১০

" " মহাভারত রায়—কলিকাতা ৫।০

" মহম্মদ তরিকুল্লা সাহেব চন্দননগর ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী'র নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি বোধবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টারি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ। ... সংখ্যা।

... ...

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ৮ ই বৈশাখ। ইং ১৮৭৪। ২০ এ এপ্রেল

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

"ভারত সার।"

বঙ্গ ভাষায় মহাভারতের যে দুই এক খানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও মূলের ন্যায় অতি প্রকাণ্ড কঠিন ভাষায় লিখিত এবং বহুমূল্য। কাশী দাসের মহাভারত মূলের অনুগামী নহে। আমি মূল সংস্কৃত অবলম্বন করিয়া "ভারত সার" নামে মহাভারতের একখানি সার গ্রন্থ সংকলন করিতেছি। ইহাতে ভারতীয় সকল কথাই কথিত থাকিবে। মূল ভারতে পুনরুক্তি প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, ভারত সারে তাহা থাকিবে না। ইতিহাস গ্রন্থ যে রূপ হওয়া উচিত ইহা সেইরূপই হইবে। পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত গ্রন্থের শেষে অকারাদি বর্ণ ক্রমে একটী সবিস্তার নির্ঘণ্ট অর্থাৎ ইন্‌ডেক্স দেওয়া যাইবে।

"ভারত সার" উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতি খণ্ডে ২০ ফর্ম্মা (১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া থাকিবে। মূল্য স্বাক্ষরকারীদের প্রতি ।৶০ আনা মাত্র। অনুমান ৮ খণ্ডে গ্রন্থ শেষ হইবে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়গণ নাম ধাম লিখিয়া নিম্ন লিখিত স্থানে আমার নিকট পাঠাইলে তাঁহাদের নাম তালিকা ভুক্ত হইবে এবং যথা সময়ে পুস্তক প্রেরিত হইবে।

গুপ্ত যন্ত্রালয়
২৪, মীর্জ্জাপুর লেন
কলিকাতা

ক্ষেত্রমোহন সেন
গুপ্ত বিদ্যারত্ন

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কাশী খণ্ডের মূল টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ ২০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ আনা, ডাকমাশুল /০ আনা। নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

২৪ পরগণা বাওয়ালি
আচিপুর ডাকঘর।

শ্রীশিবচন্দ্র মণ্ডল

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী বৈশাখ মাসে "হরি ভক্ত কল্পদ্রুম" নামে একখানি গ্রন্থ মূল সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সমলিত প্রকাশ হইবে। অগ্রিম মূল্য ।০ আনা ডাক মাসুল সমেত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতা বহুবাজার কপালী টোলা ৩৯ নং ভবনে চাটুর্য্যে ফ্রেণ্ড এণ্ড কোম্পানির নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইবেন এবং ইংরাজী হইতে বাঙ্গলা ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ ডিমাই বারলেজী কাগজে ও ফরমা করিয়া মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে।

হরিভক্তি কল্পদ্রুম প্রকাশক
শ্রীযদুনাথ মণ্ডল
বাওয়ালী নিবাসী।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের প্রকৃত উপযোগী "রচনাসার" নামে এক খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, ফাল্গুনে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে নানাবিধ রচনা, রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০। ২০০ রচনার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ। শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা রেজিষ্টারি চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০। ফেমিলি ট্রীটমেণ্ট নাম্ন ডাকমাশুল মূল্য ১৷৷০ এসপেয়াল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক "মোটন অন্ ইলাজিনিয়ারি" মূল্য ১৷৷০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হটেল কলিকাতা।

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার আকারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার মধুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্
এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস্

মূল্য —ডাকমাশুল

অর্থাৎ রোগবিনাশ	৬	।০
ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ সেনের চিকিৎসা	৬	০
ধাত্রী শিক্ষা	১	।/০
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা	।০	/০
ইনজেক্সন প্রয়োগ	/১০	/০
প্রস্রাব পরীক্ষা	।/০	/০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত।

প্রাক্টীস অব মেডিসিন	১৮	১৵০
এনাটমি	৸০	।/
মাতৃশিক্ষা	২	।০

ডাক্তার কবিরাজ কৃত

বাতচিকিৎসা	৫	।৵০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহর্টেল।

ষ্টোম্যাকিক এলিকসার ও পাচক অর্থাৎ পাচক অরিষ্ট ও চূর্ণ;

অজীর্ণ আম ও বক্তাতিসার প্রভৃতি প্রবল রোগের অব্যর্থ ঔষধি বায় বহু পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, এবং নিম্নের ঔষধ পত্রের উল্লেখ পাঠ করিলে বিশেষ বলে প্রতিপন্ন হইবেক মূল্য ১২ পুরিয়া ।৵ আনা হইতে ৸ আনা।

১২ মাত্রা বিশিষ্ট এক শিশি ৷ আনা হইতে ১৷০

কলিকাতা ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্তের প্রেরিত।

" প্রায় তিন মাস হইল আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্ধ্যা বক্তাতিসার রোগে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময় পাচক চূর্ণ ২ তিন ব্যবহার করিয়া এবং ২।১ দিবস ক্রমে ২ শিশি উদরাময় নাশক এলিকসার সেবন করিয়া উত্তম আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি আমার দ্বিতীয় পুত্র অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় পীড়ায় পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময় মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।"

ঐ সকলের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীনাথ সেন কবিরত্নের প্রেরিত।

" আমার ভাগিনের শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাসের জ্বর ও রক্তাতিসার হইয়াছিল, আপনাদিগের সুতন পাচক অরিষ্ট নামক ঔষধ সেবন করিয়া তাহার অতি অল্পকালের মধ্যে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।"

কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের ডাকরা সেসন অর্থাৎ টীকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং আসিষ্টাণ্ট সারজন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র দত্তের প্রেরিত পত্রের অনুবাদ

" কালিঘাটের শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিশয় পীড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আরোগ্য পক্ষে আমার সম্পূর্ণ সংশয় ছিল। ফলতঃ তাঁহার পীড়ার শান্তি, সে আপনাদিগের ষ্টোম্যাকিক এলিকসারের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

প্রফুল্লকমলনন্দিনী

আমরা " প্রফুল্লকমলনন্দিনী " নিকাশিত স্থায়ী উন্নতির আশয়ে বহুবলপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী কন্যাবীর স্বাবজ্ঞ মহৎ রামদাস বাবু প্রভৃতির পরামর্শানুসারে এই কমলনন্দিনীরই সম্পত্তি স্বরূপ যন্ত্রস্থাপনার্থ প্রথমতঃ চাঁদা করিতে উদ্যত হই, পশ্চাৎ তদ্বিষয়ে উত্তমরূপ করিয়া জনৈক বন্ধু মাত্রের সাহায্যে নির্ভর করিয়াই যন্ত্র স্থাপন করা হয়। এই সময়ে ঐ যন্ত্রালয়ে আমার অর্দ্ধাংশ মাত্র থাকে। অনন্তর ঘটনাক্রমে অপর অর্দ্ধাংশও এ পত্রিকাখানিরই সম্পত্তি করণার্থ ঋণদাতা ক্রীত হয়। এই সময়ে সোমপ্রকাশ প্রকার এই প্রফুল্লকমলনন্দিনীর ঋণ শোধার্থ চাঁদার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। অভিপ্রায় ছিল যে এ চাঁদা দ্বারা ইহার ঋণ পরিশোধিত হইলে এই যন্ত্রের অর্দ্ধাংশ পত্রীর চিরসম্পত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্যত্র হইতে মুদ্রাঙ্কনে যে ব্যয় পড়ে তাহার অর্দ্ধ বা কিছু অধিক ব্যয়েই এই পত্রীর মুদ্রণ কার্য্য সম্পন্ন হইতে থাকিবে সুতরাং এক্ষণে ২ ফরমা অবয়বে প্রকাশিত হইতেছে পরে যদি ইহার সম্পত্তি হইলেই ঐ ব্যয়েই ১৮। ২০ ফরমাও প্রকাশিত হইতে পারে। অপর এক্ষণে যৎকর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে ভবিষ্যতে ঐ পত্রীর সম্পত্তিরূপ যন্ত্রে অন্য কর্তৃকও উহা প্রকাশিত হইতে পারিবে। পরং পত্রিকার দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমানাব্দে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতেই হউক অথবা প্রত্যেক গ্রাহকগণের নিকটে পত্রাদিদ্বারা বা অন্য কোন রূপেই চাঁদার প্রস্তাব করা হয় নাই এক মাত্র) সোমপ্রকাশে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছিল মাত্র, তাহা সকলের দৃষ্টিগোচর না হওয়াতেই হউক এপর্য্যন্ত ১৭৮৶০ অর্থের অর্দ্ধ প্রাপ্তিরও আশা নাই। এ দিকে আমাকে ক্রমে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে হইল। অতএব অগত্যা পূর্ব্ববৎ সাধারণ বিজ্ঞাপ্য যে আর চাঁদার প্রার্থী নহি, এই যন্ত্র স্পষ্টই আমার সম্পত্তি হইল। মূল্যাদন পূর্ব্বক যেরূপ মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে ইহাতেও সেই রূপেই ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে থাকিবে। বহরমপুরের ৺ মহোদয় প্রভৃতি যাঁহারা চাঁদা দানে উদ্যত আছেন তাঁহারা নিশ্চিন্ত হউবেন এবং উলার ব্রাহ্মণবর অশ্রদ্ধাস্পদ রামদাস বাবু প্রভৃতি যে সদাশয়গণ ইহাতে যাহা যাহা সাহায্য পাঠাইয়াছেন তাহা এই পত্রী তাঁহাদিগের নিকটে চিরকৃতজ্ঞ থাকিল এবং যন্নিকটে রক্ষিত সেই সাহায্য গুলিও অচিরাৎ তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পিত হইবে।

প্রফুল্লকমলনন্দিনী ও সত্য যন্ত্রের অধ্যক্ষ
৩১ এ চৈত্র ১২৮০। } শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

আমারপিতা ঠাকুর তিতারাম পাল মহাশয় শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাস কাশ, কর কাশ শূল ও মেহরোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনীপুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্রসকল আমার নিকটআছে।

থাকি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা মুন্সাপুরের ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীটে ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

—•—

জেনুয়াকান্দীর চিকিৎসালয়ের সব্ আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃত—

১। বালচিকিৎসা। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য মূল্য ৫ টাকার পরিবর্ত্তে ৩৷০ টাকা অবধারিত করা হইল। ডাকমাসুল ৷৶।

২। বাবস্থামালা (ডাং গুডিভ, ট্যানার প্রভৃতির হেক্‌পসাদ) মূল্য ১৷০ ডাকমাসুল ৶০।

৩। গুর্ব্বিণীবান্ধব—যন্ত্রস্থিত। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুহিতৈষী কলিকাতা।

চপ সঙ্গীত।

৺ মধুসূদন কিন্নর (কান) বিরচিত। মূল্য ৷৵০ আনা। মাসুল ৵০ আনা। কলিকাতা ৫৫ নং আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট, ৫৯ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ও পটলডাঙ্গা পুস্তক বিক্রেতাগণের নিকট পাওয়া যায়।

—

বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা ও বাঙ্গালা ডাইরেক্টরী ১২৮১ সাল,
উত্তম চিত্র পট শোভিত।

শ্রীবিহারীলাল নন্দী কর্ত্তৃক সংশোধিত। মূল্য ১ টাকা ও ডাক মাশুল ৵০ ৬৬ নং বিডন ষ্ট্রীট, বিডন প্রেসে শ্রীহরাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

শ্রীহুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাভাগবত পুরাণ।

শ্রীশ্যামাপদ ন্যায় ভূষণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত। খণ্ডে খণ্ডে প্রচারিত হইতেছে। প্রতি খণ্ড ১৸ ফরমা। ১ ম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য গ্রাহকদিগের প্রতি ৸০ আনা, ক্রেতৃগণের প্রতি ১ টাকা কলিকাতা ৬১ নং বিডন ষ্ট্রীট বিডন প্রেসে প্রাপ্য।

শ্রীরামতারক রায়
প্রকাশক

—:০:—

গুপ্ত লাইব্রেরী গ্রন্থালয়।
কলিকাতা ২৪ নং নির্ম্মাকর্ণ লেন প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি

ইং সন ১৮৫০ সালে স্থাপিত।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় অনেক রকম বাঙ্গালা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে এবং আবশ্যক মত গ্রন্থের মুদ্রিত তালিকাও পাওয়া যাইতে পারে। ইংরাজী গ্রন্থ তত্তোধিক প্রস্তুত রাখা যায় না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক আমাদের গ্রন্থালয়ে উপস্থিত না থাকে, তাহা উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায় এবং যে স্থানে নগদ টাকায় যে অনুসারে কমিশন পাওয়া যায়, আমরাও সেই অনুসারে সকলকে কমিশন দিয়া থাকি।

মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে ও মাসুল পাঠাইলে তালিকা পাঠান যাইতে পারে। অগ্রে মূল্য ও প্রেরণের খরচ না পাঠাইলে কাহাকেও পুস্তকাদি পাঠান যায় না।

শ্রীজ্ঞানচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

—

বাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ফ্লেজ বা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন জঙ্গল ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট।
মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট
ফরার ব্রিক।
ফায়ার ব্রিক।

বাটীর কার্ণিশ ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ফ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

—•—

মন্ত্রচিত "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বানর্জ্জি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ ১৮৭৪ সাল শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

সোমপ্রকাশ।

৮ ই বৈশাখ সোমবার।

দুর্ভিক্ষ ও নূতন পার্লেমেণ্ট।

আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলাম যে ক্রমেই ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের নিকটবর্ত্তী ও আত্মীয় হইতেছে। এই সম্পর্কে নৈকটকে আমরা ভারতের সুপ্রভাত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলাম। আজি আমাদের সেই আনন্দ দ্বিগুণ হইবার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। নূতন পার্লেমেণ্ট খুলিবার সময় মহারাণী যে বক্তৃতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদিগের নাম উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। মহারাণী বলিয়াছেন, "আমি শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি যে গত বৎসরের বর্ষার অল্পতা নিবন্ধন আমার ভারত সাম্রাজ্যের বহু জনাকীর্ণ কতিপয় স্থানে অত্যন্ত অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।

এমন কি কোন কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে। আমি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলকে আদেশ করিয়াছি যে এই গুরুতর বিপদ নিবারণ করিতে যে ব্যয় আবশ্যক তাহা করিতে যেন কুণ্ঠিত না হন।" কেবল এই মাত্র নহে, উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে কি লিবারেল কি কনসারবেটিব সকলেই বঙ্গদেশীয় দুর্ভিক্ষের কথায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ফিজবরির প্রেরিত প্রতিনিধি টরেন্স নামক এক ব্যক্তি মহারাণীর বক্তৃতার উত্তরের মধ্যে এই মর্ম্মে গুটি কত কথা সন্নিবেশিত করিয়া দিবার প্রস্তাব করেন যে "পার্লেমেণ্টের হস্তে ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের বিশেষরূপে তত্ত্বাবধান করিবার যে গুরুভার আছে সেই ভার স্মরণ করিয়া এই সভা মহারাণীকে নিঃসংশয়রূপে জ্ঞাত করিতেছেন যে তাঁহার উপযুক্ত মন্ত্রীরা ভারতবর্ষের বিপদ নিবারণের এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ না হয় তাহার উপায় অবধারণের জন্য যে কোন প্রস্তাব করিবেন এই সভা তাহা যথেষ্ট চিন্তা ও মনোযোগের সহিত বিচার করিবার জন্য প্রস্তুত রহিলেন।" ডিসরেলি যদিও এই প্রস্তাবের আবশ্যকতা অস্বীকার করেন কিন্তু ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের জন্য তাঁহার চিন্তা ও ভাবনা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই।

আমাদের পুরাতন মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনও এই বাদানুবাদের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি অধিক কথা কহেন নাই, কেবল বলিয়াছেন যে, ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের প্রতি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য রূপ যে দোষের আরোপ করা হয় তাহা অমূলক; কারণ তিনি জানেন যে বর্ত্তমান বিপদ নিবারণ করিবার জন্য যে কিছু উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক গবর্ণর জেনরল এবং ডিউক অব আর্গাইল তাহা করিতে ত্রুটী করেন নাই।

কনসারবেটিব গবর্ণমেণ্ট কলে তার ভারত সম্বন্ধে কিরূপ দাঁড়াইবেন তাহা আজিও বুঝিতে পারা যাইতেছে না কিন্তু তাঁহারা ইতি মধ্যে ভারতবর্ষের প্রতি যেরূপ অনুকূল দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা দেখিলে কোন্ ভারতবর্ষীয়ের হৃদয়ে না আনন্দ হয়? এতকাল আমরা লিবারেল গবর্ণমেণ্টের অধীন ছিলাম। রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের আয় ব্যয়ের সমতা সম্পাদন বিষয়ক ক্ষমতার কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম। ডিউক অব আর্গাইলের উন্নত পদ ও বিদ্যা বুদ্ধির প্রশংসা শুনিয়া আসিতেছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে ভারতবর্ষ তাহাদের নিকট হইতে কোন বিশেষ উপকার লাভ করে নাই। তবে একটী উপকার স্বীকার করা উচিত। সেটী লর্ড নর্থব্রুকের নিয়োগ। আর একটী মহৎ উপকারের কথা স্মরণ হইল সেটী ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সংক্রান্ত কমিটীর নিয়োগ। এটী লিবারলদিগের কার্য্য কিন্তু সে জন্য যে কিছু প্রশংসা তাহা ভারত চিরহিতৈষী উদারপ্রকৃতি ফসেট সাহেব ও সার চার্লস উইঙ্গফিলডপ্রভৃতি কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তিকে দেওয়া উচিত। ডিউক অব আর্গাইল একে বৃদ্ধ এবং বাতরোগাক্রান্ত তাহাতে পদভ্রষ্ট এখন তাঁহার প্রতি কঠোর ভাষা ব্যবহার করা মনুষ্যের কার্য্য নয়। তিনি ভারতবর্ষের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য যদি কিছু করিয়া থাকেন কিম্বা করিব বলিয়া ভাবিয়া থাকেন সে জন্য ঈশ্বর তাহার মঙ্গল করুন। আমাদের নূতন সেক্রেটারি ষ্টেটমহোদয় যেরূপ সহৃদয়তা এবং বিচক্ষণতা প্রকাশ করিতেছেন তাহা দেখিলে ভারতের অনেক কল্যাণের আশা হয়। পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে ইতিপূর্ব্বে মাঞ্চেষ্টারের লোকেরা তাঁহার নিকট এই আবেদন করেন যে তিনি তাহার কাউন্সিলে বণিকদিগের কয়েকজন প্রতিনিধি গ্রহণ করেন। মাকুইস অব সালিসবরি, আবেদন কর্ত্তাদিগকে বলিয়াছেন যে এরূপ প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে তাঁহার আপত্তি নাই কিন্তু ভারতবর্ষের বাণিজ্যের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে কিম্বা পরম্পরা সম্বন্ধে যাঁহাদের কোন সম্পর্ক আছে এরূপ লোক গ্রহণ করা যাইতে পারে না। সালিসবরির এই কথাগুলি যে কিরূপ বিজ্ঞতার পরিচায়ক হইয়াছে তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারিতেছেন। কনসারবেটিব গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন যদি সেই ভাবে বরাবর কার্য্য করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা ভারতবর্ষের বিশেষ মঙ্গল করিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

দুর্ভিক্ষ ও লাভ নর্থব্রুক।

সুযোগ্য ও নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি অকারণ দোষারোপ দেখিলে হৃদয়ে অত্যন্ত কষ্ট হয়। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিবার জন্য লাভ নর্থব্রুক যেরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন তাহা সকলেই বিদিত আছেন। তিনি যে প্রজাদিগের দুঃখে উদাসীন এরূপ কথা কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। আবার তিনি যে ব্যস্ততাবশতঃ নিজকর্ত্তব্য মার্গ দেখিতে পাইতেছেন না এরূপও বলা যায় না। অপরাধের মধ্যে তিনি রপ্তানী বন্ধ করেন নাই কিন্তু তাহাও যে তিনি কেন করেন নাই তাহারও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যে মিনিটে তাঁহার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় কার্য্য প্রণালী ও মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে তাঁহার ধীরতা ও দূরদর্শিতা দেখিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তির উদয় হয়। লোকে যে ভাবে নিজের পরিবার প্রতি

পালন করে সেরূপে রাজ্য প্রতিপালন চলে না। সাময়িক উত্তেজনা কিম্বা ক্ষণিক উৎসাহের অধীন হইয়া কার্য্য করিলে রাজ্য রক্ষা দুষ্কর হয়। রাজনীতিজ্ঞ মাত্রেরই এই মত।' লার্ড লরেন্স ম্যানসন হাউস কমিটীতে এই কথাই বলিয়াছেন। বিপদের সময় ধৈর্য্যাবলম্বন নই প্রকৃত মহত্বের লক্ষণ। মিউটিনির সময় লার্ড ক্যানিং একবার তাহা দেখাইয়াছেন এবং বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের সময় লার্ড নর্থব্রুক তাহা দেখাইতেছেন। রাজনীতির নিয়মের মধ্যে থাকিয়া যতদূর কার্য্য করা সম্ভব লার্ড নর্থব্রুক তাহা করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। সমলা গমন বন্ধ করিয়া সেই অর্থে দরিদ্রদিগকে ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করা, ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে অনবরত চাউল আমদানী করা সার রিচার্ড টেম্পলকে দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্য্যে নিয়োগ করা এই সকল কার্য্যে তাঁহার সহৃদয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই ইংলণ্ডের লোকে দূরে বসিয়া তাঁহার কার্য্যাদি আর এক ভাবে দেখিতেছেন। অনেকে তাঁহাকে উদাসীন বিবেচনা করিয়া আক্রোশ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য ইংলণ্ডীয় কতিপয় সংবাদ পত্রের মত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। টাইমস এক স্থানে বলিয়াছেন—যে ভাবেই এই প্রশ্নের আলোচনা করনা স্পষ্টই বোধ হইবে যে লার্ড লরেন্সের কথা যদি সত্য হয় লর্ড নর্থব্রুকের কথা মিথ্যা। গবর্ণর জেনেরল যদি এই বিপদ নিবারণ করিতে না পারেন তবে তাঁহার এত আশা দেওয়া অন্যায় হইয়াছে। যে অনুমান অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়াছেন তাহা প্রকৃত অনুমান নয়। দেশ ও জাতি বিশেষে যে বিশেষ বিশেষ ভাবে কার্য্য করা উচিত তাহা করা হয় নাই এবং যখন প্রকৃত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত তখন তাহাকে অল্প কষ্ট মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণে প্রচুর সাহায্য করিতে পারে কিন্তু গবর্ণমেণ্টের জানা উচিত যে ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের জীবন রক্ষার ভার কোন ফণ্ড সূচক কমিটীর হস্তে নয়। সাধারণের চাঁদাতে অনেক অভাব মোচন হইতে পারে অনেক উপকারও দর্শিতে পারে কিন্তু প্রধান কার্য্য গবর্ণর জেনেরলেরই হস্তে।"

টাইমসের সম্পাদক যদি ভারতবর্ষে থাকিতেন এবং লর্ড নর্থব্রুকের ভাব ও কার্য্য প্রণালী স্বচক্ষে দর্শন করিতে পারিতেন তাহা হইলে কখনই এরূপ মত প্রকাশ করিতেন না। স্পেক্টেটর এক স্থানে বলিয়াছেন—"যে সময়ে বিপদ আপদ কিছুই থাকে না সে সময়ে লর্ড নর্থব্রুকের ন্যায় লোকে দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতে পারেন। তাঁহার হৃদয় যে কঠিন এবং নির্দ্দয় আমরা এরূপ বলিতে পারি না, কিন্তু বাঙ্গালাদেশের বিষয়ে যে তাঁহার অভিজ্ঞতা অল্প তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ তিনি সেদেশে ৫০ ক্রোশও ভ্রমণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার নিজের দূরদর্শিতা নাই সুতরাং অন্যে ভবিষ্যত বিপদের আশঙ্কা করিয়া ভয় দেখাইলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন। তিনি যে কিছু আয়োজন করিতেছেন তাহা ব্যবসাদারের ন্যায় করিতেছেন—কোন সওদাগরের প্রতিনিধির ন্যায় শস্যাদি ক্রয় ও প্রেরণ করিতেছেন। তিনি বোধ হয় লোকের ভয় নিবারণ করিবার জন্য লোকের নিকট সকল কথা মধু মাখাইয়া বলিতেছেন। তিনি গোপনে গোপনে যে সকল পত্রাদি লেখেন তাহাতে হয় ত ভয় ও আশঙ্কার কথা পাওয়া যায় কিন্তু সাধারণের অবগতির জন্য যে সকল কথা প্রকাশ করেন তাহা আশা ও সাহসে পরিপূর্ণ * * * * যতই তিরস্কার করা যাউক না তাহার উত্তরে কেবল এই বলেন যে, যে কিছু ত্রুটী বোধ হইবে তাহা পূর্ণ করা যাইবে। ইহার পর কার্য্যদক্ষ এবং স্বাধীনচিত্ত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সার জর্জ্জ কাম্বেল কি বলেন শুনা যাইবে। তিনি বোম্বাই এবং মান্দ্রাজের গবর্ণরদিগের ন্যায় সাক্ষাৎভাবে ইংলণ্ডে নিজের মত প্রেরণ করিতে পারেন না; কিন্তু তিনি যে কিরূপ লোক ডিউক অব আর্গাইল তাঁহাকে কাউন্সিলের সভ্য পদে মনোনীত করিয়াই তাহা প্রকাশ করিয়া দেন।"

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই। এই কয়েক পঙক্তির মধ্যে পাঠকগণ দুইটী বিষয় দেখিতে পাইতেছেন। লার্ড নর্থব্রুকের নিন্দা এবং কাম্বেল সাহেবের প্রশংসা। লর্ড নর্থব্রুক যে এই নিন্দার সম্পূর্ণ অযোগ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু পাঠকগণ প্রশ্ন করিতে পারেন লার্ড নর্থব্রুকের প্রতি এরূপ বিরাগ জন্মিবার কারণ কি? এবিষয়ে আমরা যাহাদিগকে অপরাধী মনে করি তাঁহাদের নাম পরে পরে উল্লেখ করিতেছি (১ম) টাইমস পত্রিকার সংবাদদাতা (২য়) সার জর্জ্জ কাম্বেল (৩য়) ডেলি নিউস প্রভৃতির সংবাদদাতা। টাইমস পত্রিকার সংবাদদাতার প্রেরিত ভয় ও আশঙ্কাপূর্ণ সংবাদগুলি পাঠ করিয়াই ইংলণ্ডের লোকের মনে এত ভয় ও আশঙ্কার সঞ্চার হয়। তিনি যে জ্ঞাতসারে মিথ্যা কথা রটনা করিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না—কিন্তু এক দিক বর্ণনা করিয়াছেন, লোকের কষ্টের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে

গবর্ণমেণ্ট কিরূপ আয়োজন করিতেছেন তাহার সংবাদ অধিক দেন নাই, সুতরাং এক দিক দেখিয়া লোকের যাহা মনে হওয়া সম্ভব তাহাই হইয়াছে। আমরা ইংলণ্ডে থাকিলে আমরাও বোধ হয় এই ভাবে কথা বার্ত্তা কহিতাম। (২য়) সার জর্জ্জ কাম্বেল। এই মাত্র পাঠকগণ শুনিলেন যে সার জর্জ্জ কাম্বেল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংলণ্ডে নিজমত প্রেরণ করিতে পারেন না; কিন্তু তাঁহার কথা বারবার টাইমস পত্রিকাতে প্রকাশ হয় কেন? হপ্তানী লইয়া গবর্ণর জেনেরলের সহিত তাঁহার যে মতভেদ উপস্থিত হয় তদ্বিষয়ক নোট টাইমস পত্রিকায় গেল কেন? (৩য়) ডেলিনিউস প্রভৃতির সংবাদ দাতৃগণ। ইহাদের কথা আমরা অনেক বাদ দিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি কারণ আমরা জানি ইহারা দেশের লোকের ভাব গতি কিছুই বুঝিতে পারেন না। তাঁহাদের চক্ষে যে দুই এক জন দিন উপস্থিত হইয়াছে তাহা দেখিয়াই তাহারা আপনাদের পত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, এদেশীয় যে যে সংবাদ দাতা সেখানে গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বলেন যে সেখানকার লোকের মুখে দুর্ভিক্ষের কথা বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত শস্য ও টাকা সহস্র সহস্র গাড়ি বোঝাই হইয়া যাইতেছে দেখিলেই দুর্ভিক্ষ বলিয়া মনে হয়।

সে যাহা হউক, যদি প্রকৃত দুর্ভিক্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে তাহা গোপন করিয়া আশার কথা কহাতে লর্ড নর্থব্রুকের স্বার্থ কি? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভয়ে লোকের মৃত্যু হয় না। বরং আশা অপেক্ষা ভয়ের উপকার অধিক। প্রথমতঃ বাজারে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হয় তাহাতে হপ্তানী কমিয়া আসে এবং সঞ্চিত সমুদায় শস্য বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ লোকে সাবধান হইয়া ব্যয় করিতে আরম্ভ করে। তৃতীয়তঃ সর্ব্বসাধারণেও সাহায্য আবশ্যক কি না বুঝিতে পারেন এবং তাহাদের সাহায্যে গবর্ণমেণ্টেরই আনুকূল্য হয়, প্রকৃত কথা ব্যক্ত করিবার পক্ষে এত গুলি যুক্তি থাকিতেও লাট নর্থব্রুক কেন ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রকৃত কথা গোপন করিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না; এবং স্পেক্টেটর ও তন্মতাবলম্বীরা যে সেরূপ ভাবিবার কি বিশেষ কারণ পাইয়াছেন তাহাও বলিতে পারি না। আমাদের মনের কথা এই আমরা লর্ড নর্থব্রুকের প্রতি এরূপ দোষারোপ দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি, বিশেষ নূতন মন্ত্রী পরিবর্ত্তন হওয়াতে তাঁহাকে নূতন লোকের অধীন হইতে হইয়াছে সুতরাং এরূপ সকল অভিযোগ বার বার উপস্থিত হইলে তাহার কার্য্য করা ভার হইতে পারে। মধ্যে লাট নর্থব্রুকের পদ ত্যাগের যে জনরব উপস্থিত হয় তাহার মূল বোধ হয় এই খানে। সে যাহা হউক আমরা প্রস্তাব করি যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন এবং অপরাপর সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি ভদ্র লোকেরা একত্র হইয়া লর্ড নর্থব্রুকের প্রকৃত সহৃদয়তা ও কার্য্য প্রণালী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট একখানি পত্র লিখুন। সেই পত্র ইংলণ্ডে প্রকাশ হইলে লোকের এই বিরাগ চলিয়া যাইতে পারে।

:০:—

মার্কেট বিল।

শক সাহেব হগ সাহেব মৌলবী আবদুললতিফ এবং বাবু দুর্গাচরণ লাহা এই কয় ব্যক্তির প্রতি মার্কেট বিল নামক বিলের বিষয় বিচার করিয়া রিপোর্ট করিবার ভার অর্পিত হয়। গত ১১ ই এপ্রেল শনিবার বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভাতে তাঁহারা আপনাদের রিপোর্ট অর্পণ করেন। সভাতে পুনর্ব্বিচার হইয়া এই বিল আবার ১৮ ই এপ্রেল পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছিল। সেই দিন ইহা আইন রূপে পরিণত হইয়াছে। আমরা সন্তুষ্ট হইলাম যে বাবু দুর্গাচরণ লাহা বাঙ্গালি টাক্স দাতা দিগের মুখস্বরূপ হইয়া তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে জষ্টিসদিগের হস্তে স্বেচ্ছামত ব্যয় করিবার ভার দেওয়ার সম্বন্ধে যে আপত্তি করিয়াছিলাম দুর্গাচরণ বাবু সেই আপত্তিই উত্থাপন করিয়াছেন। দুর্গাচরণ বাবু বলেন জষ্টিসেরা যে জলের ন্যায় অর্থব্যয় করিতেছেন কিম্বা করিবার ইচ্ছা করেন তাহা তাঁহার বক্তব্য নহে; কিন্তু একবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইলে যে সেরূপ অর্থব্যয় আবশ্যক হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই, সে পক্ষে কোন নিষেধ নাই। হগ সাহেব ইহার উত্তরে এই কথা বলেন "ধর্ম্মতলার বাজার ক্রয় এক প্রকার নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশঙ্কা নাই; আর যদি ধর্ম্মতলার বাজার ক্রয় করা না হয় তাহা হইলেও যে জষ্টিসেরা জলের ন্যায় সাধারণের অর্থব্যয় করিবেন তাহা বোধ হয় না।" জষ্টিসদিগের হস্তে এরূপ অনিয়মিত ক্ষমতা প্রদান করিলে কিরূপ ফল ফলিবার সম্ভাবনা তাহা আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। শীলবাবুরা যদি ধর্ম্মতলার বাজার বিক্রয় করিতে স্বীকৃত না হন এবং যদি একবার সাহেবদিগের রোক চড়িয়া যায় তাহা হইলে বাস্তবিক জলের মত মিউনিসিপালিটীর টাকা ব্যয় হইতে পারে। মিউনিসিপাল বাজারের ব্যাপারটী আদ্যোপান্ত দেখিয়া আমাদের এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে হগ সাহেব শক সাহেব প্রভৃতি কয়েক জনে যাহা ইচ্ছা করিতেছেন।

এদেশীয় টাক্স দাতাদিগের দুঃখের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করা হইতেছে না। তাঁহাদের চীৎকার করা অরণ্যে রোদন মাত্র। সার রিচার্ড টেম্পল যে দুই একটী কথায় নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমাদের মনে মনে ভাবোদয় হইল। এরূপ বাজারে এদেশীয় টাক্সদাতাদিগের কোন লাভ আছে কি না? তাঁহাদের অর্থব্যয় করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের মত জানা উচিত কি না? একথা বোধ হয় একবারও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। বাবু দুর্গাচরণ লাহা যে আপত্তি উত্থাপন করেন তিনি তাহার উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক তাহার উল্লেখও করেন নাই। তাঁহার বক্তৃতার সার নিষ্কর্ষ করিয়া বলিতে গেলে এই বলিতে হয় "আমি দুইটী বাজার দেখিয়াছি, মিউনিসিপাল বাজারটী বড় সুন্দর হইয়াছে; কোন ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টাতে এমন সুন্দর বাজার হইতে পারে না; অতএব মিউনিসিপালিটীর একটী সালাব চাই। বাজার প্রস্তুত হইয়াছে, এখন রক্ষা করা চাই সুতরাং এই বিলে আমি মত দিতেছি।" এই রূপে দুই চারি কথায় নিজমত প্রকাশ করিয়া তিনি বেহারে প্রস্থান করিয়াছেন। ১৮ ই এপ্রেল শক সাহেব সভাপতি থাকিয়া এই বিলকে আইন করিয়া দিয়াছেন। ইহার পর আমরা মিউনিসিপালিটিকে ঋণগ্রস্ত হইতে দেখিব অথবা দোরস্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উভয় বাজারকে অবসন্ন হইতে দেখিব। এখন আর মতামত প্রকাশ নিরর্থক।

—:০:—

রিলিফ কার্য্যের বিশৃঙ্খলা।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগকে কার্য্য যোগাইবার এবং শস্যাদি বিতরণ করিবার প্রয়োজন হইল, গবর্ণমেণ্ট তাবিলেন, সে সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করে কে? এদেশীয়দিগকে ত বিশ্বাস হয় না; তাহাদের হস্তে ত এত শস্য ও অর্থ সমর্পণ করা যায় না; অতএব ইংরাজ কর্ম্মচারী অন্বেষণ কর এবং তাহাদিগকে সেই স্থানে প্রেরণ কর। গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ প্রচার হইল, অমনি দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে কাপ্তেন, মেজর লেপ্টনেণ্ট প্রভৃতির স্রোত উত্তর বাঙ্গলা ও বেহারের দিকে বহিতে লাগিল। সে সকল স্থানের অজ্ঞান লোকেরা কি জানে? তাহাদের অন্নচিন্তা দূরে গিয়া হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল, তাহারা স্থির করিয়া বসিল যে নেপালের সহিত যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে। সে যাহা হউক আমরা কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জিজ্ঞাসা করি তাহারা এত সাবধান হইয়াও কি অনিষ্ট নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? তবে বিংশতি জন মজুরের পরিবর্ত্তে ৩০০ শত জন মজুরের কথা শুনা যায় কেন? ক্রমে ক্রমে এক একটী করিয়া প্রতারণার কথা কর্ণগোচর হইতেছে কেন?

আমরা যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে এবং ঘটিবারই কথা। ইংরাজেরা আমাদের দেশের লোকের ভিতরের কথা কি জানেন? কোন কথার মধ্যে কোন্ প্রতারণা বাস করে, কোন্ চক্ষের জলের ভিতরে কোন্ স্বার্থ লুকায়িত থাকে তাহার কি বুঝেন? তাঁহারা কিছু আর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মজুরদিগের সহিত ব্যবহার করিতে পারেন না; কাজেই তাঁহাদিগকে অবশেষে এদেশীয় কর্ম্মচারীদিগের সাহায্য লইতে হয় এবং তদ্ভিন্ন যে কিরূপে কার্য্য চলিতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ফলে এই লাভ হয় যে কতকগুলি জুয়াচোর জুটিয়া তাঁহাদিগকে প্রতারণা করে। সাহেব যেদিন অথবা যখন কার্য্য পরিদর্শন করিতে যান সেদিন অথবা তখন হয় ত কতকগুলি লোক ডাকিয়া একত্র করে, পরে আবশ্যকমত কয়েকজন মজুর লইয়া কার্য্য করিতে থাকে। পরে সন্ধ্যার সময় আরও কতকগুলি লোক সঙ্গে করিয়া সাহেবের নিকট হইতে সেই পরিমাণে সাহায্য গ্রহণ করে। সাহেব এ প্রতারণা কিরূপে ধরিবেন?

একজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারিকে যে বেতন দিতে হয়, তাহাতে অন্ততঃ দুই জন এদেশীয় ভদ্র লোক পাওয়া যাইতে পারে। তবে কি না এদেশীয় লোককে বিশ্বাস কি? একথার উত্তর নাই। বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় লোকে কি দুর্ভিক্ষের সময় বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন না? ১০০ শত ২০০ শত টাকায় কি বিশ্বাসযোগ্য এদেশীয় লোক পাওয়া যায় না? আমরা নিশ্চয় জানি এদেশীয় উপযুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য লোক দেখিয়া নিযুক্ত করিলে এত টাকার শ্রাদ্ধ হইত না এবং এত প্রতারণারও সম্ভাবনা থাকিত না। আবার আর একটী কথা শুনিতে পাওয়া যায় এবং তাহাও নিতান্ত অযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের খেতকায় বন্ধুরা সচরাচর উগ্রস্বভাব; তাঁহাদের শীতল দেশে জন্ম কিন্তু তাঁহাদের সাক্‌সন রক্তের উষ্ণতা কিছু অধিক, এই কারণে অনেক দুঃখী প্রাণী নাকি সাহায্য লইবার জন্য সাহস করিয়া অগ্রসর হয় না। সে যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট যদি এখনো এই ভ্রম বুঝিতে পারেন তাহা হইলেও ও অনেক মঙ্গল। যদি বলেন এদেশীয়দিগের কাহার কিরূপ চরিত্র তাহা ত গবর্ণমেণ্ট জানেন না এবং জানিবার উপায়ও নাই, তাহার উত্তরে এই মাত্র বক্তব্য যে তাঁহারা না পারেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালি ভদ্র লোকদিগকে যোগ দেওয়া

নীত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করুন। তাহারা দেশের ও আপনাদের গৌরব রক্ষার জন্য স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিবেন এবং বিশ্বাসযোগ্য লোক দেখিয়াই মনোনীত করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

নূতন পুস্তক।

১। বৃহন্নলা নাটক (১) আমরা এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। ইহা মহাভারতের বিরাট পর্ব্ব অবলম্বন করিয়া রচিত। অভিনেতারা অভিনীয় মান ব্যক্তির অবিকল অনুকরণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া যেমন সময়ে সময়ে অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতিদ্বারা দর্শকদিগের বিরাগ উৎপাদন করিয়া থাকে সেইরূপ গ্রন্থকারেরাও সময়ে সময়ে কোন চরিত্র বিশেষ বর্ণনার জন্য ব্যগ্র হইয়া সেই চরিত্রের কথা এবং কার্য্যগুলিও অনেক পরিমাণে অস্বাভাবিক করিয়া ফেলেন। এই গ্রন্থে কোন কোন স্থানে সেই দোষ দৃষ্ট হইল। উত্তরকে ভীরু প্রকৃতি করিয়া বর্ণনা করা ও পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করা গ্রন্থকারের লক্ষ্য, কিন্তু যুদ্ধ ভূমিতে অবতীর্ণ হইতে না হইতেই তাহার যেরূপ ভয় প্রকাশক কথার বিন্যাস করা হইয়াছে তাহাতে কিছু অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয়। রণভূমিতে ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের যেস্থানে সাক্ষাৎ হয় সে স্থানেও এই দোষ কতক ঘটিয়াছে। ভীষ্ম অর্জ্জুনকে ভালবাসিতেন তাহাই প্রদর্শন করা বোধহয় গ্রন্থকারের লক্ষ্য কিন্তু গ্রন্থকার ভীষ্মের ভালবাসাকে বীরের ভালবাসা না করিয়া স্ত্রীলোকের ভালবাসা করিয়া ফেলিয়াছেন। সেই স্থানটী পড়িলে ভীষ্মকে পুরুষ বলিয়া মনে না হইয়া অর্জ্জুনের বৃদ্ধ ঠাকুরমা বলিয়া বোধ হয়। আর একটী স্থান আমাদিগের বিশেষ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বিরাট রাজ যখন পাশা নিক্ষেপ করিয়া কঙ্করূপী যুধিষ্ঠিরকে প্রহার করিলেন এবং সেই প্রহারে ললাট দেশ হইতে রুধির ধারা ক্ষরিতে লাগিল, যুধিষ্ঠির সেরক্ত ভূমিতে পড়িতে দিলেন না। কারণ তাঁহার রক্ত ভূমিতে পড়িলে পাছে তাঁহার ভ্রাতারা বিরাট রাজের কোন অমঙ্গল করে। ইহাতে যুধিষ্ঠিরের মহত্ত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। বৃহন্নলাকে রাজসভায় আসিতে নিষেধ করাতে যুধিষ্ঠিরের সেই মহত্ত্ব আরও প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু কিছু পরেই গ্রন্থকার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বিরাট রাজার অজ্ঞাত বাসে তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। ইহাতে যুধিষ্ঠিরের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাওয়াতে সে মহত্ত্বের হ্রাস হইয়াছে। আমাদের বিরাট পর্ব্বের এস্থানটী স্মরণ হইতেছে না আমাদের সংস্কার ছিল বিরাট রাজা তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া স্বয়ং সমাদর পূর্ব্বক তাহাদিগকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করেন। গ্রন্থকার যদি যুধিষ্ঠিরাদির তেজস্বিতা দেখাইবার জন্য এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাহা হইলে ত অন্যায় হইয়াছে বলিতে হইবে। এতদ্ব্যতিরিক্ত নাটক খানি অপর অংশে অপাঠ্য নয়? তবে নিতান্ত প্রশংসা করিতে এমনও কিছু নাই।

২। কুলীন কন্যা নাটক (২)। আমরা এখানিরও আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। ইহার আর একটী নাম কমলিনী। গল্পটী এই-এক কুলীন ব্রাহ্মণের একটী অবিবাহিতা কন্যা ছিল তাহার নাম কমলিনী। সেই ব্রাহ্মণের গৃহে প্রতি পালিত একটী আত্মীয় যুবার সহিত তাহার প্রণয় সঞ্চার হয়। ঐ যুবারযাম দিননাথ কিন্তু সেব্যক্তি বংশজ। ব্রাহ্মণ তাহাকে কন্যা দান করিতে অসম্মত হয়। সেই গ্রামের জমীদার অতি লম্পটস্বভাব ছিল। সেব্যক্তি ব্রাহ্মণের দাসীকে হস্তগত করিয়া কৌশলক্রমে কমলিনীকে গৃহ হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায় এবং একটী শবমুণ্ড ও পাঁটার রক্ত প্রভৃতি ছড়াইয়া দিননাথ কমলিনীকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া প্রচার করে। দিননাথ কমলিনীর শোকে উন্মাদগ্রস্ত হয়। এদিকে সেই দুরাত্মা জমিদার সেই নিভৃত স্থানে কেবল কমলিনীর সতীত্ব নষ্ট করিবার চেষ্টায় রত থাকে। কমলিনী কোন প্রকারে তাহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে একদিন বলপ্রয়োগের চেষ্টা পায়, তাহাতে কমলিনী ক্ষিপ্তার ন্যায় হইয়া এক খড়্গাঘাতে তাহার একটী চরণ ছেদন করে। ইত্যবসরে দিননাথের এক বন্ধু আসিয়া কমলিনীকে উদ্ধার করে। অবশেষে দিননাথের সহিত কমলিনীর বিবাহ হয়। এই নাটকখানি পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। অধর্ম্মের পরাজয় এবং ধর্ম্মের জয় এই কথার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছে। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এই কয়টী প্রধান—দিননাথ তারা নাথ বেচারাম ফটিকচাঁদ ও হরারাম—পুরুষগণ। কমলিনী কুমুদিনী চিন্তা—স্ত্রীগণ। ইহার মধ্যে দিননাথ নায়ক এবং কমলিনী নায়িকা। নায়ক নায়িকার প্রেম ভিন্ন অপর কোন ভাব বর্ণিত হয় নাই। তারানাথ বেচারামের চরিত্র বড় সুন্দর। দৃশ্যগুলির মধ্যে কমলিনীর খড়্গধারিণী মূর্ত্তিটী বড় সুন্দর ও স্বাভাবিক। গ্রন্থকার বোধ হয় নাপিত কন্যা মোহিনী এবং ব্রাহ্মণ কন্যা ও পুলিশ

(১) শ্রীমদন মোহন মিত্র প্রণীত, কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

(২) শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা রায়যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

ইনস্পেক্টর এই দুইটী গল্প স্মৃতিপথে রাখিয়া গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। যাহা হউক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। কবিতা ও গানগুলি সরস ও সুন্দর হইয়াছে।

৩। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি ১৮৭৪—৭৫ অব্দের বঙ্গদেশের শাসন সংক্রান্ত রিপোর্ট, বঙ্গদেশের মানচিত্র এবং ডেপুটী মার্জি ষ্ট্রেট বাবু হেমচন্দ্র করের কৃত বঙ্গদেশে পাটের চাস ও তাহার ব্যবসায় বিষয়ক এক খানি রিপোর্ট বহি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

বিবিধসংবাদ।

১লা বৈশাখ সোমবার।

আমরা বাকইপুর হইতে পর্য্যায়ক্রমে দুইখানি পত্র পাইয়াছি, একখানিতে লিখিত হইয়াছে, "বাকইপুরের রাজেন্দ্র বাবু তথায় একটী প্রশস্ত সাধারণ পুষ্করিণী করিয়া দিয়াছেন"। দ্বিতীয় খানিতে লেখা আছে "রাজেন্দ্র বাবু সম্প্রতি সাধারণের জল ব্যবহার জন্য একটী পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া নূতনপ্রায় করিয়া দিয়াছেন।" যাহা হউক রাজেন্দ্র বাবু নূতন পুষ্করিণী করিয়া দিন আর কোন পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারই করুন, তিনি যে পুষ্করিণী সম্বন্ধে কিছু করিয়াছেন তাহার আর সন্দেহ নাই। এ সময় পুষ্করিণীর পানা তুলাইয়া দিলেও উপকার। রাজেন্দ্র বাবু একে একে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন দুর্ভিক্ষে আহার দান লোকের জলকষ্ট নিবারণ প্রভৃতি প্রায় যাবতীয় সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন; পুলিষ তদন্ত পর্য্যন্ত হইয়া গেল "কতিপয় উপকৃত ব্যক্তি" "উমেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি" অনেক পরিশ্রম করিতেছেন, আমরাও ত্রুটী করিতেছি না। কিন্তু কিছুতেই ত গবর্ণমেণ্ট হইতে একটী রায় বাহাদুর উপাধি বাহির হইতেছে না। এক্ষণে এক দৈবের শরণাপন্ন ভিন্ন উপায়ান্তর দেখা যাইতেছে না। "নচদৈবাৎ পরং বলং।"

বেঙ্গল টাইমস বলেন, মালদহ রঙ্গপুর ময়মনসিংহ সাগরদ্বীপ নওয়াখালি কটক এবং ঢাকা ও ঢাকা জেলে পাট হইতে অনেক কাগজ প্রস্তুত হয়।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন গত ২৪ এ মার্চ্চ সেতারার রাণী রামবাঈ লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইহার ৪০ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে শিবজীর বংশের শেষ হইল। উক্ত রাণী গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ৫ হাজার টাকা বৃত্তি পাইতেন। এক্ষণ অবধি গবর্ণমেণ্টের মাসে মাসে ঐ ৫ হাজার টাকা বাঁচিয়া গেল।

পিয়নিয়র বলেন, গত বুধবার রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় সার উইলিয়ম মিউর ও তাঁহার পরিবারবর্গ আলাহাবাদ হইতে যাত্রা করেন।

উক্ত পত্র বলেন, সার জন ষ্ট্রাচি মর্থ ব্রুকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শীঘ্র কলিকাতায় আসিবেন। কলিকাতায় কয়েক দিবস থাকিয়া আলাহাবাদে প্রত্যাগমন করিবেন। প্রত্যাগমন করিয়াই দার্জিলিঙ্গে গমন করিবেন। সার জন ষ্ট্রাচিকে ভাগ্যবান বলিতে হইবে, তিনি সার উইলিয়ম মিউরের নিকট হইতে যে সকল কাগজপত্র লইয়াছেন, তাহার প্রথমেই "পর্ব্বত বাস" পড়িয়াছে।

আন্দামান দ্বীপ হইতে অনেক কয়েদী পলায়ন করিতেছে।

অব্জর্ভার রিচার্ড টেম্পল পুনরায় দরভাঙ্গায় যাত্রা করিয়াছেন।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, টিকরমন্ রকদপার ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর দেহত্যাগ করিয়াছেন। কাশীতে ইহার মৃত্যু হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে ইহার অকপট ভক্তি ছিল। ইনি অতিশয় শান্তপ্রকৃতি ও অমায়িক স্বভাব ছিলেন। আগামীবারে ইহার বিষয়ে কিছু অধিক বলিবার ইচ্ছা রহিল।

২রা বৈশাখ মঙ্গলবার।

বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, এস, (ইনি এক্ষণে কলিকাতায় আছেন) পুত্র কন্যা সহিত শীঘ্র ইংলণ্ডে গমন করিবেন।

রেঙ্গুনের দুর্ভিক্ষ নিবারণী কমিটি এযাবৎ ৩৬৯৮৮ টাকা সংগৃহীত করিয়াছে।

১লা জানুয়ারি অবধি ১লা এপ্রেল পর্য্যন্ত আকায়াব হইতে কলিকাতায় সর্ব্বসমেত ৯১ টন চাউল রপ্তানী হইয়াছে।

যমুনা নদীর তলস্থ একটী সেতু বুজিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া উহার সংস্কার করা নির্দ্ধিষ্ট হইতেছিল তাহার সংস্কার হইয়াছে। আজি দুই বৎসর ধরিয়া উহা তুলিবার চেষ্টা হইতে ছিল। সম্প্রতি সেটী তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, ইহাতে ১০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। একটী বৃক্ষ তুলিতে যখন এই ব্যয় হইল তখন সেতুটী প্রস্তুত করিতে যে কত ব্যয় হইবে তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

শুনা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সংক্রান্ত ভার অনরেবল ষ্টর্লিং সাহেবের হস্তে অর্পিত হইবে।

আমেরিকায় গ্রীষ্মের সময় এক প্রকার কলের দ্বারা রেলের গাড়িতে জল সিঞ্চন করা হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এদেশে এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টায় আছেন। এদেশে গ্রীষ্ম কালে রেলের গাড়ি শীতল রাখিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

ডাক্তার জে, এম, কোটিস বঙ্গদেশের সার্জ্জন জেনরল নিযুক্ত হইয়াছেন।

আগামী ১৫ এ এপ্রেল বেনারস হইতে মোরাদাবাদ পর্য্যন্ত আউড ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে খোলা হইবে।

পিয়নিয়র বলেন, দরভাঙ্গা রেলওয়ে শীঘ্রই প্রস্তুত হইয়া উহাতে গাড়ি চলিবে।

লাট হর্ষাট পর্ব্বত যাত্রার ব্যয় সংক্ষেপ করিতেছেন। তিনি সঙ্গে ঘোড়া লইয়া যাইতেছেন না। এ অনুগ্রহের জন্য আমরা রাজার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম, কিন্তু উহাদিগকে বসাইয়া খেতন না দিয়া বাকইপুর তাগো পর্য্যন্ত গমন করিলে না তাহাদের আমোদার্থ উহাদিগকে খাটাইয়া লওয়া হউক না কেন?

৩রা বৈশাখ বুধবার।

সোমবার রাত্রি দুইটার সময় পটলডাঙ্গার মাধব দত্তের বাজারে অগ্নি লাগিয়াছিল। ৫॥ টার সময় অগ্নি নির্ব্বাণ করা হয়। প্রায় ৬। ৭ লাক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কাহারও জীবন নষ্ট হয় নাই।

বিবেট কর্ণীক সাহেব রিলিফ কার্য্যের জন্য পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের নিকট ১ সহস্র অশ্বতরের জন্য লিখিয়াছেন।

শুনা গেল সম্প্রতি যশোহরের অন্তর্গত বাড়লী গ্রামে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহটী হিন্দুমতে হইয়াছে। পাত্র কন্যা উভয়েই কায়স্থ বংশোদ্ভূত। বরের বয়স ২৪। ২৫ কন্যার বয়স ১৪। ১৫ বৎসর।

হর কাউস সাহেব সম্প্রতি একটী কৌতুকাবহ আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কোন খৃষ্টান যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, পূর্ব্ব স্ত্রী জীবিত থাকিতে তিনি আর দারপরিগ্রহ করিতে পারিবেন না। মেসবিল প্রভৃতি জনকত সাহেব মুসলমান হওয়াতেই গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় ভীত হইয়া এই আইনটী করিতেছেন।

৪ঠা বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

মান্দ্রাজ হাসপাতালে বাষ্পীয় কল দ্বারা পাখা টানা হইয়া থাকে, তিন জনে এই কল চালায়। কলিকাতায় ইহা আনীত হইতেছে না কেন?

৪ঠা এপ্রেল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ২৫৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮৮ জনের জ্বরে ৫৮ জনের ওলাউঠায় এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্যান্য কারণে মৃত্যু হইয়াছে। এবার কলিকাতায় ওলাউঠায় কিছু বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে।

গত মার্চ্চ মাসের মধ্যে কলিকাতায় সর্ব্ব শুদ্ধ ৬০৫১১৩৭ টাকা মূল্যের ২২৬৭০৪৮ মণ চাউল আমদানী হয় এবং ৯১৩৪৪৭ টাকা মূল্যের ১২১৭১৭ মণ চাউল রপ্তানী হয়।

সমাচারদর্পণ পাঠে অবগত হওয়া গেল সুবিখ্যাত ৺গোকুল কালদারের পৌত্র রাম কৃষ্ণ কালদার কলিকাতার বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষের ২৬ হাজার টাকার একটী হীরকাঙ্গুরী চুরি করাতে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার ১ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

৫ই বৈশাখ শুক্রবার।

অমৃত বাজারে লিখিত হইয়াছে। উত্তর ক্যারোলিনার একটী কৌতুকাবহ মকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। প্রতিবাদীর নামে এই বলিয়া নালীশ হয় যে তিনি গির্জ্জা ঘরে গিয়া কুকর্য্য সুরে গান গাইয়া সকলকে বিরক্ত করেন। তাহাকে গান গাইতে সকলেই নিষেধ করে কিন্তু কিছুতেই তাহাকে নিবারণ করা যায় না। তাহার গলার অত্যন্ত চড়া সুর অথচ এরূপ কর্কশ যে গর্দ্দভের স্বরও তাহা অপেক্ষা মিষ্ট। তাহার বিশেষ দোষ এই যে সকলে চুপ করিলেও তিনি গানের শেষ ভাগ লইয়া নানাবিধ কারীকুরী দেখাইতে যান, কিন্তু তাহাতে ভক্তির ভাব হওয়া দূরে থাকুক বরং সকলেরই অত্যন্ত বিরক্তি জন্মে। কয়েক জন সাক্ষী আসিয়া এই সমুদায় বিষয় এজাহার দেয়। প্রতিবাদী কিরূপ করিয়া গান গায় একজন সাক্ষীকে তাহা শুনাইতে বলা হয়। সে প্রতিবাদীর সুর নকল করিয়া যখন গাইতে লাগিল তখন বিচারপতি জুরি ও দর্শক মণ্ডলী সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। জুরিরা তাহাকে দোষীসাব্যস্ত করেন, কিন্তু বিচারপতি এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, যে হেতু প্রতিবাদী মন্দ অভিপ্রায়ে গান করে নাই এবং সাধারণতঃ তাহার চরিত্রে কোন দোষ দেখা যায় না অতএব এবার তাহাকে কোন শাস্তি না দিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল যে সে গির্জ্জা ঘরে গিয়া আর কখন গান না করে।"

"সিংহলে ঝিনুকে মুক্তার ব্যবসায়ে অনেকে সংলিপ্ত হইতেছেন। একজন চীন বণিক ৭০ হাজার টাকায় ঝিনুক কিনিয়াছেন। একজন সাপুড়িয়াকে এক ব্যক্তি একটী ঝিনুক পারিতোষিক দেন এবং তাহা হইতে যে মুক্তাটী বাহির হইয়াছে তাহার মূল্য চারি শত টাকারও বেশী। আর এক ব্যক্তিও একটী মুক্তা পাইয়াছেন, তাহার মূল্য পাঁচ শত টাকা। সিংহলে ঝিনুকে এবার যেরূপ মুক্তা দেখা যাইতেছে এরূপ আর কখন দেখা যায় নাই।"

৬ই বৈশাখ শনিবার।

গত ২২এ মার্চ্চ এলাহাবাদে "ভারতবর্ষীয় সংস্কৃত সভার" যে সাধারণ অধিবেশন হয় তাহার কার্য্য বিবরণ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। রাজা জয়কৃষ্ণ দাস বাহাদুর সি, এস, আই, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইহার সভ্য শ্রেণীর মধ্যে অনেক গুলি সম্ভ্রান্ত সুশিক্ষিত ও দেশহিতৈষী ব্যক্তির নাম দৃষ্ট হইল। পণ্ডিত জুয়ালার প্রসাদ এবং ঘোরো গণেশ ভারতবর্ষে সংস্কৃত শিক্ষার অভাব এবং সেই অভাব তিরোহিত হইলে যে যে উপকারের আশা আছে তদ্বিষয়ে সুন্দর বক্তৃতা পাঠ করেন। তৎপরে বাবু কন্হৈয়ালাল সংস্কৃত ভাষার সম্পূর্ণতা ও সৌন্দর্য্য বিষয়ে বক্তৃতা করিলে পর রাজা জয়কৃষ্ণ এ সম্বন্ধে যে সকল কমিটী স্থাপিত হইয়াছে তাঁহারা কিরূপে কার্য্য করিতেছেন তদ্বিবরণ বর্ণন করেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়। সাধারণে উক্ত সভায় যে দান করিয়াছেন উহার সংখ্যা ২৬৭৭৷৵। এ ভিন্ন অন্যান্য স্থানে এতন্নিমিত্ত প্রায় ৪২ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। সভা যে মহৎ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হন এই আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা।

বোম্বাই গেজেটে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, সম্প্রতি তত্রত্য একটী আফিসে এক জন আসিষ্টাণ্ট বুক কিপারের পদ শূন্য হয়, এই পদটীর জন্য ২৫০ খানি আবেদন পত্র উপস্থিত হইয়াছিল। আজি কালি চাকুরীর বাজার এইরূপ অগ্নি মূল্যই হইয়াছে।

কিছু দিন হইল জয়নগরে এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হয়। তত্রত্য সেনাদিগের এজুটাণ্ট তৎক্ষণাৎ গিয়া অগ্নিনির্ব্বাণ করিতে আদেশ দেন, তাহারা গিয়া শীঘ্র শীঘ্র অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া কেলাতে অনেক সম্পত্তি রক্ষা দিয়া। সেনাপতি আসিয়া এ বিষয় শুনিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া এজুটাণ্টকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিতে আদেশ দেন। তাঁহার ক্রোধের কারণ এই, এজুটাণ্ট তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া সৈন্য গণকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তবে নাকি ভারতবর্ষের সেনাদলে "ডিসিপ্লিন" নাই।

দুর্ভিক্ষবিষয়ক সংবাদ।

পাটনা ভাগলপুর রাজসাহীতে ৩২৩৮৭ বর্গ মাইলের মধ্যে ১৪৯৭৩৭০৭ লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩২৩৭ ৭১৩ লোকের অত্যন্ত কষ্টের সময় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থী হইবার সম্ভাবনা। এই সংখ্যার মধ্যে ১৭৯৪০০০ পাটনা, ৭৪৬৬৫০ ভাগলপুর এবং ৮০২০৬৩ লোক রাজসাহীর। এই তিনটী স্থান ৯১ ডাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, এবং ঐ সকল স্থানে অন্যান্য সময়ে যে সকল কর্ম্মচারী থাকিতেন তাহা ভিন্ন এক্ষণে অতিরিক্ত ১২৮ ইউরোপীয় ১৪৭ এদেশীয় ২১ ইঞ্জিনিয়র ৮৭ পবলিকওয়ার্ক ওবরসিয়ার এবং ১২৩ জন দেশীয় ডাক্তার প্রেরণ করা হইয়াছে। সমুদায়ে ৩২৪ শস্যের গোলা আছে, এই সকল গোলায় শস্য লইয়া যাইবার জন্য ১০২১৫০ গরুরগাড়ি ২০৯০০০ মহিষ ২০০০ উট ৯০০০ গরু ২৩১০ নৌকা এবং ৯ খানি ষ্টিমার আছে। রিলিফ ওয়ার্কের পরিমাণ ৫১৭১ মাইল রাস্তা ৩৮০ মাইল খাল খনন, ৯০ মাইল বাঁধের কার্য্য ১৭৮ মাইল রেলওয়ে এবং ৩৩১ মাইল অস্থায়ি স্থায়ী টেলিগ্রাফ উপরিউক্ত ৩৫ লক্ষ লোকের আহারের জন্য ৩৯৫০০০ টন খাদ্য লইয়া যাইবার আদেশ হইয়াছে। ইহার মধ্যে মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত উক্ত প্রদেশে উহার তৃতীয়াংশের কিঞ্চিৎ অধিক শস্য গিয়া পহুছিয়াছে।

বরদার গুইকুয়ার বোম্বাইর ফেমিন রিলিফ ফণ্ডে ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুরে একটী দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা হইয়াছে। তত্রত্য রাজা ২ হাজার এবং তাঁহার দেওয়ান ১ হাজার টাকা দিয়াছেন।

মান্দ্রাজের ফেমিন রিলিফ ফণ্ডে এক্ষণে ১১৮২৭০ টাকা জমিয়াছে।

১৫ ই হইতে ২১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাহাতে জানা যায়, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বস্তি গোরক্ষপুর গাজিপুর হমিরপুর এবং মির্জ্জাপুর বিভাগে প্রতিদিন সর্ব্ব শুদ্ধ ৩৯০৭৭ মজুর রিলিফ কার্য্যে খাটিয়াছে। ইহাতে ১৫২৯৯ টাকা ব্যয় হয়। এক গোরক্ষপুরেই ১৫৯৪১৭ লোক খাটিতেছে। পুরুষ ও বালক বালিকার সংখ্যা যত, স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় তত হইবে।

চম্পারণের নীলকর কোম্পানি ফেমিন রিলিফ ফণ্ডে ১০ হাজার বোতয়ার রাজা ২০ হাজার এবং পাইক পাস্তার, রাজা শীতল হুসার গিরিশচন্দ্র সিংহ ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন। সেণ্টাল কমিটিতে যে ১২৭৭০১৪ টাকা জমিয়াছিল, এক্ষণে আর ৯৪৯০৫ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

মান্দ্রাজে বঙ্গদেশীয় দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ এপর্য্যন্ত ১১০৭০ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে।

গত ১৬ ই মার্চ্চ বোলটনে এক দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা হয়। বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ জন্য কি করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয় বিবেচনা করাই এই সভার উদ্দেশ্য। ডেভনস বাবলো বলিলেন, আমার আশা হয়, হাওয়া যেমন বদল কেমনের সময় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন এসময়ে বাঙ্গেসায়রের লোকেরা ভারতবর্ষের প্রতি সেরূপ সমদুঃখসুখতা প্রদর্শন করিবেন। ডে, কেঞ্চর এই প্রস্তাব করিলেন গবর্ণমেণ্টকেও সাহায্য করিতেই হইবে, সাধারণ লোকের এ বিষয়ে সাহায্য দান একান্ত কর্ত্তব্য। সভাস্থলেই ৪১৭ টাকা সংগৃহীত হয়।

১৪ ই মার্চ্চ শনিবার লণ্ডনে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের জন্য ২৯০০০ টাকা সংগৃহীত হয়।

ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ১৫ ই এপ্রেল মধুবনী হইতে নিম্নলিখিত টেলগ্রাম পাইয়াছেন "মধুবনীতে অত্যন্ত কষ্ট দৃষ্ট হইয়াছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ব্রাহ্মণ ও রাজপুতেরা অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছে। ইহারা রিলিফের কাজে আসিতে চায় না, কোন কোন স্থানে আসিতেছে। গত ১৫ দিবসের মধ্যে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন ৭ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত রাত্রিতে এক ইঞ্চ পরিমিত বৃষ্টি হইয়াছে। তাই সময় গবর্ণমেণ্ট খোলাতে অপরিষ্কৃত এক্ষণে ৫ সীয় চাউল ১০ সের টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

উত্তর বিহারে অত্যন্ত জলবৃষ্টি হইয়াছে। মধ্যে তথায় এক ইঞ্চ পরিমিত বৃষ্টি হইয়াছে এবং উত্তর ভাগলপুর দিনাজপুর মালদহ রঙ্গপুর এবং পাটনায় বিলক্ষণ এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছে, তথাপি জল কষ্টের নিবারণ হইতেছে না। সার রিচার্ড টেম্পল মঙ্গলবার রাত্রিতে দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে যাত্রা করিয়াছেন। বার্ণাড সাহেব তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন।

এই দুর্ভিক্ষ সময়ে প্রজারক্ষার্থ দিনাজপুরের রাণী শ্যামমোহিনী যে সকল সদনুষ্ঠান করিয়াছেন এক ব্যক্তি তাহার এরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন:

প্রথম, স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করাইতেছেন এবং তাঁহার রাজ্য মধ্যে যে সমস্ত খনন করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহাদিগকে কিছু না দিয়া জমী উত্তৎ করিয়া দিবার আদেশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়, উক্ত রাণী তাঁহার রাজ্য মধ্যে স্থানে স্থানে রাস্তা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং অন্য জিলার গবর্ণমেণ্টের যে সমস্ত রাস্তা রাণীর জমী দাগী দিয়া যাইতেছে তাহার মূল্য কিছু মাত্র গ্রহণ করিবেন না।

তৃতীয়। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত তাঁহার রাজ্য মধ্যে স্থানে স্থানে চাউল ধানের ১০ গোলা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং সেই সেই গোলা হইতে দরিদ্র প্রজাদিগকে সুলোপযুক্ত চাউল ধান বিতরণ করিতেছেন।

চতুর্থ, রাণীর রাজ্য মধ্যে যে সমস্ত পঙ্গু অন্ধ সন্তানসন্ততিবিহীন ও বস্ত্র বাস করে তাহাদের কারণ স্থানে স্থানে অন্নছত্র খুলিয়াছেন। আমি দুটী স্বচক্ষে দৃষ্টি করিয়াছি। আমি যেটী অন্নছত্র দেখিয়াছি তাহার প্রত্যেকটীতে ৫০০ শত লোক আহার পাইয়া থাকে।

পঞ্চম, রাণী দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসার জন্য একজন উপযুক্ত ডাক্তার বাবু নীলমাধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে নিযুক্ত করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ জনিত নানা প্রকার কুব্যাধি তাঁহার দ্বারা অত্র জেলার স্থানে স্থানে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ দেখা দিয়াছে। রাণীর রাজ্য মধ্যে যে স্থানে উক্ত সংক্রামক রোগ দেখা দিয়াছে, ডাক্তার বাবু তথায় যাইয়া চিকিৎসাদি করিতেছেন। রাণী কেবল ইহাঁকেই নিযুক্ত করিয়াছেন

এমত নয় ১০। ১২ জন চিকাদার ও মেটীর ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন।

কিছু দিন হইল রাণী দিনাজপুর দুর্ভিক্ষ সময়ে ৪০০০ চারি সহস্র টাকা দান করিয়াছেন এবং তাঁহার রাজ্য মধ্যে ৩০০০ টাকা খাজনা মাপ দিয়াছেন। অন্যান্যে তাঁহার রাজ্য মধ্যে কেহ না মরে এজন্য রাণী স্থানে স্থানে উপযুক্ত কর্ম্মচারীদিগকে তদারক জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

দরিদ্রতা নিবন্ধন প্রজাদের ঘরে যে বীজ ধান্য ছিল তাহা অনেকেই খাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু আবশ্যক হইলে তাহা পাওয়া দুর্লভ হইবে। এজন্য রাণী এক্ষণ অন্য জেলা হইতে ধান্য আনিয়া রাখিয়াছেন, পরে প্রজাদিগকে বিতরণ করিয়া দিবেন।"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১ লা এপ্রেল। বাবু কেদারনাথ রায় ও বাবু চৈতন্যলাল বর্দ্ধন বর্দ্ধমান বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত সবডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা ত্রিহুত বিভাগে রেলিক কার্য্যের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন—

ত্রিহুতের সরকারী কালেক্টর জি, জে, বি, ষ্টীভান্টন, এ, পি ম্যাকডনেল, সি, এফ মাক্রাথ, ডবলিউ ওবিলি, এ, এ, ওয়েন, এ, সি, ষ্টিউট।

সি ই বঙ্গলণ্ড সাহেব লেপ্টনন্ট গবর্ণরের প্রাইবেট সেক্রেটারি হইলেন

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনকৃষ্ণ সরকার যশোহরের সদর ষ্টেসনে থাকিলেন।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য নড়াইল বিভাগের ভার পাইবেন।

ই, ব্রে গয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইলেন।

জে, সি, গেডিস দ্বিতীয় শ্রেণীতে গয়ার প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

প্রতিবিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, জে লাইবসে রিলিফ কার্য্য লোক নিয়োগের জন্য মালদহে রহিলেন।

ডি, এস পার্ক বাকুড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

এম, এস, এলেকজণ্ডার তৃতীয় শ্রেণীতে ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ডবলিউ ওয়েডিল তৃতীয় শ্রেণীতে চট্টগ্রামের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

৭ ই এপ্রেল। মেদিনীপুরের দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটী স্কুল ইনস্পেক্টর বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী নদীয়াতে স্থানান্তরিত হইলেন।

২৪ পরগণার স্কুল সমূহের সব ইনস্পেক্টর বাবু হরমোহন ভট্টাচার্য্য মেদিনীপুরে দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটী স্কুল ইনস্পেক্টর হইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৮ এ মার্চ্চ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ত্রিহুত বিভাগে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন—

সদর ডিবিজন—ডাক্তার ই, জে গেয়ার, এ, এস অর্কুহার্ট, সায়দ মহম্মদ টাকী খাঁ, সায়দ মহম্মদ আশকারি খাঁ, বাবু মন্দনলাল, বাবু নাথু লাল চৌধুরী, বাবু অযোধ্যা দাস, বাবু মথুরা দাস, বাবু অযোধ্যা প্রসাদ, আর আর, ডেক, এ, এচ, ওয়াইডি জোন্স, বিথ নাথ ঝা, মির্জ্জা আহম্মদ আলী, গোপাল দত্ত ঝা, ঠাকুর প্রসাদ, সেখ আবদুল রহমন।

সীতামুরি সব ডিবিজন—, লক্ষীনারায়ণ, বৈদ্যনাথ ঝা, ইয়াসুতুল্লা, রহমিত সিংহ, তর্পী রথ ভেওয়ারি।

হাজিপুর সবডিবিজন—টলতাফ আলী খাঁ, অযোধ্যা প্রসাদ সিংহ, ইন্দার চৌবে, ভিকারী রায়, লালজী সাহ, যদুনাথ উপাধ্যায়, সি, ডবলিউ পোপ, রঘুরাম মিশ্র, গৌরীলাল সাহ, গোবিন্দপ্রসাদ চৌবে, হীরা লাল সাহ।

দরভাঙ্গা সব ডিবিজন—এচ, ডবলিউ ষ্টীফেন, জি, লিছইলিব, দেবীপ্রসাদ রায় বাহাদুর—মহম্মদ ওয়াহিদ আলী খাঁ, হাফেজ আবদুল করিম, বাবু কালীকুমার মিত্র, বনওয়ারি লাল সাহ রায় বাহাদুর, মৌলবী আবদুল রসুল হক, বাবু চিন্তা নারায়ণ চৌধুরী, পুরাণ ঝা, মিত্র লাল চৌধুরী, বর্গস ঝা।

মোসারা—রাজনারায়ণ কোঙর, বাবু নিমাই প্রসাদ, মদন চাঁদ মারওয়ারি, বাবু ভিমকক্ষিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর, বাবু অধর চাঁদ, রামটহল পঙ্কর, বাবু কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভুর ঠাকুর মদনমোহন সিংহ রামলাল সিংহ।

লেপ্টনন্ট কর্ণেল জে বরম ত্রিহুতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৪ ঠা এপ্রেল। নিম্নলিখিত সহকারী মাজিষ্ট্রেটেরা ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

আর এস, ঐকমান এম, এ, সি, এফ, মাক্রাথ, এবং ই, সি, ওডেমি।

নিম্নলিখিত আফিসারেরা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

জি, এস, স্মিথ, আর, সি, মাকিন্তিন, জে, ডবলিউ হারিস, ই, বি, ফ্রান্সিস।

বাবু রামাক্ষর চট্টোপাধ্যায়।

মৌলবী মহম্মদ হোসেন।

৮ ই এপ্রেল। পাচোয়ার অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর ডবলিউ এল, কাম্বেল প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

লোহারডগার সহকারী কমিসনর লেপ্টনন্ট এল জে, এচ, গ্রে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

ছোটনাগপুর ষ্টেটের ম্যানেজর জি, কে ওয়েবষ্টার প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

১১ ই এপ্রেল। মুরসিদাবাদের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগচ্চন্দ্র রায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৪ ই এপ্রেল। ষ্টী, ই, কক্সহেড প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টে
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১২ ই এপ্রেল। ১৯ এ মার্চ কেপকোষ্ট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সার গার্নেট উলসলি যে সন্ধি পত্র লিখেন, রাজা ও হাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

ষ্টি কবরন যকদ্দমার সময় মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়াছিলেন বলিয়া জীন লুইর ৭ বৎসর এবং কাপ্তেন ব্রাউনের ৫ বৎসর কারা দণ্ড হইয়াছে।

লণ্ডন ১৩ ই এপ্রেল। প্রিন্স আর্থর ৭ গণিত হসার দলের কাপ্তেন হইয়াছেন।

ফেমিন রিলিফ ফিণ্ডের প্রথম ষ্টীমার প্রেব সেণ্ডে আসান হইয়াছে।

সেনাপতি সিরাণো যে সকল প্রস্তাব করেন, ডন কার্লাস তাহাতে সম্মত হন নাই।

লণ্ডন ১৪ ই এপ্রেল। বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ আর কি কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয় বিবেচনার্থ গত কল্য ম্যান্সন হাউসে এক বৃহতী সভা হয়। লাড মর্লক্রকের এক পত্র পঠিত হয়, এই পত্রে তিনি বলিয়াছেন, ধানক্ষেত্র অতি প্রশস্ত পড়িয়া রহিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিন্ন সাধারণ লোকের সাহায্য একান্ত আবশ্যক।

মার্কুইস অব সালিসবরি এই প্রস্তাব করেন ভারতবর্ষে লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, অতএব ইংরাজদিগের ঐ কষ্টের নিবারণ পক্ষে গবর্ণমেণ্টকে সাধ্যানুসারে সাহায্য করা উচিত। তিনি লাক্ষেসারাবের কটন ফেমিনের উল্লেখ করিয়া বাজকোষ হইতে অর্থদান বিষয়ে ইংলণ্ডের অসামর্থ্যের বর্ণন করিলেন। সার চারলস ট্রিবিলিয়ান লাড লরেন্স এবং কর্ণেট এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

ডাক্তার লিবিংষ্টোনের মৃতদেহ সাউথ্যাম্পটনে উপনীত হইয়াছে।

—:০:—

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

১। দুই মাস হইতে চলিল, আমরা যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, সাপ্তাহিক সমাচার সম্পাদককে সেই প্রস্তাবের অবতারণা করিতে দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। কর্ত্তৃপক্ষ এই দুর্ভিক্ষে যে যে শ্রেণীর লোকের কষ্ট হইয়াছে, তাহাই বিস্তারিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আমাদের দেশটী দেবমাতৃক, এইরূপ লোকপরম্পরা ব্যাপার (দুর্ভিক্ষ) পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। এটীর পৌনঃপুনিক সংঘটন যাহাতে কতক পরিমাণে নিবারিত হয়, তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্ট কিছুমাত্র মনোযোগ বিধান করিতেছেন না। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞ সম্পাদক যে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমরা হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিলাম। এখন গবর্ণমেণ্টের এ দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে দেশের বিশেষ ইষ্ট সাধিত হয়। প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে প্রায়ই পুষ্করিণী দেখা যায়। রাস্তা ঘাটের পরিবর্ত্তে এই পুষ্করিণীগুলিই সর্ব্বাগ্রে সংস্কৃত হওয়া আবশ্যক। আমরা আপাততঃ রাস্তা চাহি না। উদরের চিন্তা কতক পরিমাণে অপনীত হইলে আমরা আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান জ্ঞান করি। এই দুঃসময়ে কূপ ও খাল খনন কার্য্য গবর্ণমেণ্টের প্রবৃত্ত হওয়া অতীব কর্ত্তব্য।

২। শুনিতেছি আলিবপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার মিজা জিল্লুর রহমান সাহেব আপন বাসগ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসা শালা খুলিতেছেন। প্রস্তাবিত চিকিৎসালয়ের কর্ত্তা তার না কি একজন আসিষ্টাণ্ট সারজনের হস্তে অর্পিত হইবে। সুতরাং অনুষ্ঠানটী যে বহুব্যয় সাধ্য হইবে, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেছি। এখন মুর্শিদাবাদের নিকট প্রার্থনা এই তিনি যেন অদ্যই ইহার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন।

৩। এত দিনে দুর্ভিক্ষ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল! অনাহার নিবন্ধন মৃত্যুসংবাদ আমরা মধ্যে মধ্যে পাইতেছি। শুনিলাম গোপালপুরে ও ব্রাহ্মণডিহে এক বেতু দুই জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ঘটনা যদি সত্য হয়, তবে ইহার দায়ী কে হইবে? এ দিকে ভদ্রলোকের আবার সংস্থানের কতক কতক উপায় হইয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক নিরাশ্রয় ভাবাপন্ন হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোকেরই দেশের একশেষ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সমস্ত মনোযোগ বেহারের দিকেই ধাবিত হইয়াছে। এ অঞ্চলের জন্য ত কোনই ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। কেন্দু গ্রামখানি লইয়া একটী সব কমিটী স্থাপিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। সেই সব কমিটীর হস্তে কার্য্যভার দেওয়া হউক। বর্দ্ধমান দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা কি কাজ করিতেছেন আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। উপরে যে দুটী স্থানের মৃত্যু বিবরণ লেখা হইল, সে দুটী স্থল বনরাজি আমাদের অতি নিকট।

৪। একটী পল্লীগ্রামে অন্নকষ্ট নিবন্ধন অনুসন্ধান হইয়াছে। সে গ্রামখানি লাভপুর থানার এলেকার অন্তর্গত। অধিবাসীরা তন্তুজীবী। কৃষি কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায়ে নাই। কপাসের বাজ এবারে তাহারা যে কসল পাইয়াছিল, সেই সম্বলে এতদিন তাহাদের একরূপ চলিল। এখন তাহারা নিরুপায় হইয়াছে। চারিদিক শূন্য দেখিতেছে। এ গ্রামখানি ধরপত্তনি বিলি আছে। ধরপত্তনিদার একজন সংগতিপন্ন লোক নহেন। তিনি আপন প্রজা রক্ষার কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। গ্রামখানি বর্দ্ধমানের কালেক্টরীর অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য কার্য্যে (দেওয়ানি ও ফৌজদারী) ইহা বীরভূমের অন্তর্নিবিষ্ট। গ্রামখানির কালেক্টরীর অন্তর্ভুক্ততা নিবন্ধন বীরভূমের কর্ত্তৃপক্ষ ইহার কোন সংবাদ লইতেছেন না। তথাকার লোকের অবস্থা আমরা যেরূপ শুনিলাম, তাহা যদি প্রকৃত হয়, তবে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, আর এক পক্ষ মধ্যে বহু লোকের প্রাণ অকালে বিনষ্ট হইবে। অনুবাদক মহাশয় এ সংবাদটী অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে ধরিয়া দিন। মতুবা হতভাগাদের আর গত্যন্তর দেখিতেছি না। এই গ্রামখানির নাম কুকুরকুন্দ।

৫। আমরা দেখিতেছি, এদেশে কোন রাজা বাহাদুর, প্রভৃতি গবর্ণমেণ্ট হস্ত সম্মানের রাজার তাদৃশ আধিপত্য নহে। কয়েক দিন মধ্যে আমরা অনেক গুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে রাজা হইতে দেখিলাম। রায় বাহাদুরের ত কথাই নাই। এই অবসরে আমরা দুই মহাপুরুষকে গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। তাঁহারা সম্মানিত হইবার

পাত্র ঘটেন কি না, গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা ক'রয়া দেখিবেন। সেই দুই মহোদয় হেমপুরের রামরঞ্জন বাবু ও কীর্ণাহারের শিবচন্দ্র বাবু।

৩০ এ চৈত্র
১২৮০

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! মাইনর পরীক্ষার্থিদিগের পাঠ্য পুস্তকের বন্দোবস্ত দোষে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালকগণের উন্নতির পক্ষে যে মহৎ ব্যাঘাত হইতেছে তাহা চিন্তা করিলে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় ব্যথিত হয়। এক্ষণকার বন্দোবস্তানুসারে মাইনর পরীক্ষার্থিদিগকে ইংরাজী ব্যাকরণ অনুবাদ শ্রুত লিখন ও হস্তলিপি এই কয়েকটী মাত্র বিষয় ইংরাজীতে এবং ইতিহাস ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা অর্থ ব্যবহার জমীদারী মহাজনী হিসাব, অঙ্ক ও সর্ভেইং এই সমস্ত বিষয় গুলি বাঙ্গালাতে পরীক্ষা দিতে হয়। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বালকেরা উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত বিদ্যালয়ের কোন্ শ্রেণীতে তাহারা প্রবিষ্ট হইবেক? তাহাদিগকে যে সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয় তাহা পাঠ করিয়া উচ্চ শ্রেণীস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ের এমন কোন শ্রেণীতে তাহারা প্রবিষ্ট হইবার যোগ্য হইতে পারে যে শ্রেণীতে সরল ইংরাজী ইতিহাস ও ভূগোল পঠিত হয় ও জ্যামিতি এবং বীজগণিত প্রথম আরম্ভ করা হয়। সুতরাং চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবিষ্ট না হইলে তাহাদিগের সুবিধা হইতে পারে না এবং তাহা হইলে অন্ততঃ চারি বৎসর কাল উচ্চ শ্রেণীস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন না করিলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার যোগ্য হইতে পারে না। কিন্তু মাইনর পরীক্ষার জন্য কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক না ছাপাইয়া ইংরাজী ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি প্রভৃতি যাহা পাঠ করিলে বালকেরা উচ্চশ্রেণীস্থ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে পারে যদি এমন সকল বিষয় ধার্য্য করা হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বাধা। বিষয় গুলিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে যে সময় অতিবাহিত হয় সেই সময়ের মধ্যেই তাহারা অনায়াসে আবশ্যক ইংরাজী বিষয়গুলিতে বুৎপন্ন হইয়া উচ্চ শ্রেণীস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে পারে এবং দুই বৎসর কাল মাত্র পাঠ করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় যোগ্য হইতে পারে। একটু বন্দোবস্তের দোষে বালকদিগকে দুই বৎসর কাল অনর্থক নষ্ট করিতে হয়। তবে এরূপ বন্দোবস্ত করিবার কারণ কি? একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে বর্ত্তমান প্রণালীতে পরীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ব্যয়ের অনেক লাঘব হয়। কারণ বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ও পরীক্ষক দ্বারা অনেক বিষয়ের পরীক্ষা হইয়া থাকে. কেবল ইংরাজী প্রশ্নের ২ টী কাগজ (একটী ইংরাজী ব্যাকরণ ও অনুবাদের এবং অন্যটী ইংরাজী হস্তলিপি ও শ্রুতলিখন) ভিন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালা পুস্তকগুলি অর্থাৎ পদার্থবিদ্যা ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, অর্থ ব্যবহার, জমিদারী মহাজনী হিসাব প্রভৃতি যে সকল পুস্তক প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে উপযুক্ত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় নহে তাহা উঠাইয়া দিয়া যদি আবশ্যক ইংরাজী পুস্তক অর্থাৎ সহজ ইংরাজী ইতিহাস ও ভূগোল এবং জ্যামিতি ও বীজগণিত প্রভৃতি ধার্য্য করা হয় ও অঙ্ক বাঙ্গালাতে না হইয়া ইংরাজীতে পরীক্ষা হয় তাহা হইলে স্বতন্ত্র পরীক্ষক নিযুক্ত করিতে হয়। স্বতন্ত্র প্রশ্নের কাগজ মুদ্রিত করিতে হয়। সুতরাং অনেক ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। তাহা বলিয়া কি বালকদিগের ২ বৎসর কাল নষ্ট করা উচিত? কর্ত্তৃপক্ষ যদি এই জন্যই এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন তাহা হইলে এ প্রকার কুপ্রণালী অবলম্বন না করিয়া পরীক্ষার্থীরা এক্ষণে যে কী দিয়া থাকে তাহা কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া দিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। অতএব কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা তাঁহারা এ বিষয়ে একটু মনোযোগ করুন।

উপসংহার কালে, এই পরীক্ষার কার্য্যে আর একটী মহৎ দোষের কথা উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। তাহা এই—এক্ষণকার প্রণালীতে পরীক্ষার সকল বিষয় একত্র করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার উপযুক্ত নম্বর রাখিতে পারিলেই ছাত্রেরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। তাহাতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে এমন অনেক ছাত্রকে দেখা যায় যাহারা ইংরাজীতে ১০০ পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে ৪। ৫। ৮ প্রভৃতি নম্বর রাখিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, এটী কি সামান্য দোষ?

করঞ্জলি
৪ ঠা এপ্রেল
১৮৭৪

শ্রীঃ—

মহাশয়! মেদিনীপুর ও তৎসন্নিকটস্থ ভূভাগের বৃত্তান্ত যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, আপনার পাঠকবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধনার্থে প্রেরণ করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সোমপ্রকাশের পার্শ্বে স্থান দান করিলে বাধিত হইব।

যে যে পদার্থের মিশ্রণে সাধারণ উৎপন্ন হয়, এই স্থানের মৃত্তিকাতে তন্মধ্যস্থ কোন পদার্থ অধিক পরিমাণে মিশ্রিত আছে। এই জন্য এই মৃত্তিকা হস্তে ঘর্ষণ করিলে, সাধারণ নবনীত ঈষৎ শুভ্রবর্ণের সহিত অত্যল্প মাত্র মৃদুত্ব উদ্ভব হয়। এই ভূভাগের মৃত্তিকা এক কিম্বা দুই হস্ত পরিমাণে খনন করিলে তদ্নিম্নস্থ স্থান প্রস্তরময়। এই প্রস্তরে লৌহ অথবা তৎসদৃশ কোন প্রকার ধাতুর পরমাণু অধিক পরিমাণে মিশ্রিত আছে। এই জন্য ইহার বর্ণে অন্য বিধ ভাব লক্ষিত হয়, এই উপল সমূহের তাপাকর্ষণের শক্তি অধিক, এই কারণেই এই সকল স্থান গ্রীষ্ম কালে অতিশয় উত্তপ্ত হয়। গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভে মধ্যে মধ্যে এরূপ

গ্রীষ্মের আধিক্য লক্ষিত হয়, বেকাশী অথবা তৎসন্নিহিত স্থানে তাপমানে যতদূর পারদ উত্থিত হয়, এখানেও প্রায় তদ্রূপ।

এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদিগের প্রচলিত কথা বার্ত্তাতে অনেকগুলি উড়িয়া ভাষার শব্দ মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। কটক প্রভৃতি প্রদেশে যে সুললিত বঙ্গ ভাষা অত্যন্ত ও অতি শীঘ্র শীঘ্র উচ্চারিত হইয়া বিকৃত ভাবাপন্ন ও শ্রবণকঠোর হইয়াছে, এই স্থানে তাহার সূত্রপাত বলিলে হয়। কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ অধিবাসিদিগের উচ্চারিত বাক্যের সহিত তুলনা করিলে এখানকার কথা কিছু কর্কশ বলিয়া অনুভব হয়।

এখানকার "মিউনিসিপালিটির" বন্দোবস্ত বঙ্গ একটী প্রধান নগরের বন্দোবস্তের ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে। যে ঘটগুলি পরিষ্কৃত বটে কিন্তু তাহাতে সময়ে সময়ে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা না থাকাতে এত অধিক ধূলা উড়িতে থাকে যে একটু মাত্র বাতাস হইলে পথ চলে কাহার সাধ্য। রাস্তাতে আলো নাই, যে নগরে এত অধিক লোকের বাস সেখানে এরূপ কদর্য্য বন্দোবস্ত হইলে অনেক অপকারের সম্ভাবনা। এখানকার স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট মেঃ এইচ এল হারিসন সাহেব যেরূপ কার্য্যদক্ষ ও সুবিবেচক, আজিও যে এই সকলগুলি কেন আছে বলিতে পারি না।

এখানে এত অধিক লোকের বাস, তথাচ স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর আয় দ্বারা এই সকল অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্পন্ন হয় না কি আশ্চর্য্য!! শ্রীরামপুর প্রভৃতি ভাগিরথীর [illegible] নগর সমূহের যে প্রকার অবস্থা [illegible] যে রকম লোক সংখ্যা, এই [illegible] যে প্রকার সুন্দর প্রণালী এখানে [illegible] হওয়া উচিত, কিন্তু তাহার কিছুই [illegible] হয়। কলতঃ মেদিনীপুরের [illegible] পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা [illegible] সুখলাভ করা যায়। এইক্ষণ [illegible] নগর অনেক উন্নতির সোপানে উত্থিত হইয়াছে। আশা করি ভবিষ্যতে অতি শীঘ্র দুরবস্থার দোষের পরিহার হইবেক।

এখানে যে যে বিষয়ের অনুষ্ঠান [illegible] উচিত, এখানে সে সকলের সংক্ষেপ [illegible] করা স্থানীয় জনগণের মতে [illegible] কতকগুলি দূষিত করে। এখানকার [illegible] স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার [illegible] রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের [illegible] স্কুলের অনেক উন্নতি সাধিত [illegible] নেক দিন হইল উক্ত মহাত্মা এখানে [illegible] করিয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য [illegible] কি কারণ কিছু [illegible] পরিত্যাগ করে

মেদিনীপুর ১ ঐঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।
৮ ই এপ্রেল ১

স্থূল শব্দকোষ।

অনেক বহু গ্রন্থ কিম্বা সাময়িক পত্রিকাদির অনেক প্রেস তাহার কাগজাদির আলোচনা করিয়া পাঠকগণের উদারতা গুণের বৃদ্ধি হইতে দেখা গিয়া থাকে। প্রসিদ্ধ সিদ্ধার্থ সংগ্রহ পত্রিকা লেখক মহাশয় কুচবিহারের বিবরণ সম্বন্ধে রঙ্গপুর (১) নগর (গোষ্বামীমারি) স্থাপন কর্ত্তা পাল বংশীয় গৌড় রাজ রাজা, শীল বৃদ্ধি ও বাহু বলে রঙ্গরূপের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রাগুক্ত রাজার যথার্থ ইতিবৃত্ত পাওয়া অত্যন্ত অসাধ্য। যে সকল প্রবাদ আছে কিংবা গোসাঁদী মঙ্গল গ্রন্থে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা নিতান্ত ভ্রম সঙ্কুল ও কল্পিত উপন্যাসে পরিপূর্ণ, সুতরাং কখনই তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না।

যে মহাত্মা এই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার বীজ মন্ত্র [illegible] পূর্ব্বদিকে দাঁড়াইয়া থাকিবে। [illegible] কাঁহার বাক্যের মধ্যে নগরের চতুর্দ্দিকে [illegible] ক্রোশ উত্তর প্রাচীর এবং [illegible] হয়।

(১) এই নামকরণের [illegible] একণে দিনাজপুর অন্তর্গত [illegible] নদীর তীরে অবস্থিত [illegible] দেখা গিয়া থাকে। [illegible] ক্রোশ, আবার কাহারও [illegible] ভিন্ন রাজ বংশীয় ভাগই [illegible] এখানে কম [illegible] ধরী নাম্নী এক দেবীর পীঠ [illegible] তাহার [illegible] পরে লিখিব।

[illegible] হাত [illegible] সুরক্ষিত দুর্গ। এই [illegible] মারি নদী [illegible] ক্রোশ আবদ্ধ [illegible] গণের বিক্রমের [illegible] মান আছে, যুদ্ধ [illegible] একারে [illegible] প্রকাণ্ড [illegible] স্থান সমান উচ্চ [illegible] অপেক্ষাকৃত [illegible] এই দুর্গের [illegible] ক্রোশ [illegible] সাহু। তথা, [illegible] বিক্রম ও [illegible] প্রাসাদে সম্পন্ন [illegible] কুচবিহারের [illegible] ভগ্নাবশেষ [illegible] শব্দ আছে, তাহার [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] কোষে মাত্র [illegible] পূর্ব্বক করিয়া [illegible] আছে। অনেক [illegible] নষ্ট করিয়াছে। [illegible] নামে একটী মূর্ত্তি [illegible] দেব মূর্ত্তি আছে।

[illegible] দূরে মুখিয়া [illegible] চারিটী [illegible] অঙ্কিত [illegible] অনেকেরা [illegible] অনেক [illegible] করিয়া [illegible] ক্রোশ [illegible] নদীর তীরে [illegible] দেখা [illegible] দূরে [illegible] ক্রোশ [illegible] গাছ অনেক [illegible] কুদ্র কুদ্র [illegible] কাহার [illegible] ক্রোশ [illegible] ভগ্নাবশেষ [illegible] ইতিহাস [illegible]

সোমপ্রকাশের অনেক দূরে টপকাল নামে একটী পাক [illegible] আছে, একার সমীপে একটী শালের [illegible] ও [illegible] অনেক দীর্ঘাকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কে বলে মোহার দীঘির জল যে একবার পান করিয়াছে, তাহার মনুষ্য

[illegible] পারবে না, কিন্তু নির্ম্মাণ [illegible] এই দীর্ঘীর পশ্চিমে [illegible] শাল বন। এই গোপালী [illegible] নদী উপরে কয়েকটী প্রকাণ্ড সেতু শুষ্ক [illegible] পাওয়া যায়, তাহা তীক্ষ্ণধার কুঠারেও কর্ত্তিত হয় না এবং কোন সঙ্কেতই উল্লেখিত হয় না। সে কথাটী যে কি কাষ্ঠের তাহা অনেকেই জানবেন। এখানে অধুনা যে সকল কূপ ও পুষ্করিণা খাত হইতেছে, তন্মধ্যে স্থানে স্থানে [illegible] নানা প্রকার অস্ত্র ও ইষ্টকাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থানেই নদীর তুলে এতদ্দেশবাসী কতকগুলি লোকে প্রায় ২২০০ টাকার রৌপ্য মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে টাকা অদ্যাপি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে বিচারার্থ স্থাপিত আছে। নগরীর নানা স্থানে নানাবিধ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর ও ইষ্টক পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ইষ্টকগুলি এতাদৃশ কঠিন যে লোকে তাহাতে মসলাদি পেষণ করিয়া সাজনাদি পাক করিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে অধিবাসীরা কত দ্রব্য সামগ্রীই যে পায়, তাহা নির্ণয় করা [illegible]। ফলতঃ যদি নগরীর সমগ্র স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করা যায়, তবে কত কত মহা মূল্য দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই।

গোবরডাঙ্গা স্কুল
১৮৭৪ সাল
২৯ এ মার্চ্চ
} বন্ধুবর
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—:০:—

নদীয়ারাজ নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১০ ই এপ্রেল

মাথাভাঙ্গা নদী।

স্থানের নাম	পরিমিতি	জল
	ফীট	ইঞ্চ
গাঙ্গার মোহানায়	"	২
ভাঙ্গার পাড়া	"	২
ভাঙ্গারপাড়া হইতে		
কাট বোদালিয়া	১	
কাট বোদালিয়া হইতে		
নং ১ কাট	৮	
নং ১ কাট হইতে		
খোলমারি	১	৩
খোলমারি হইতে		
আলিকদহ	১	৬
আলিকদহ হইতে		
কুষ্ণগঞ্জ	১	৬

ভাগীরথী।

চৌরাসি [illegible] মোহানায়	১০	
তথা হইতে [illegible]	১	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	১	৩
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
১০ মাইলের মধ্যে	১	১
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৯ মাইলের মধ্যে	২	

সন ১৮৭৪ সালের ১০ ই এপ্রেল বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	৩	

১৮৭৯ নদীয়া রিবার ডিবিজন।
বহরমপুর } টি, এচ, উইল্সি, ই,
১০ ই এপ্রেল } একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোম প্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী
গড় কোতাই

" " যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বসিরহাট ১০

" ইসরদ আকতার হোসেন ১০

" " হীরালাল বসু মেটীর ডাক্তার
শিলাগ্রাম কাশিপাতাল ১০

" " প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ঢাকা সুত্রাপুর ১০

" " গোপীবিনোদ দাস
দিনাজপুর ১০

" রায় ধনপতি সিংহ বাহাদুর
আজিমগঞ্জ ১০

" মুন্সি আজিজুদ্দিন আহম্মদ
গিলাহবাটী ৫।০

—:০:—

১৮৭৪ অব্দের এপ্রেল (১২৮১ সালের বৈশাখ) মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোম প্রকাশের মূল্য শেষ হইবে নিম্নে তাহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র মণ্ডল
চাইপাট গ্রাম।

" " রামযাদব বসু—পটামুণ্ডি।
" " রামদুলাল রায়—গোবিন্দপুর।
" " মনোমোহন দে—সাঁকিগড়।
" " পুলিনবিহারী সেন—বহরমপুর।
" " গোলোকচন্দ্র বসু—কাজিরাঙ্গা।
" " মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—ঝাঁশি
" " দ্বারকানাথ ঘোষ—গোবিন্দগঞ্জ।
" " রসময় দাস—ডায়মণ্ডহারবর।
" " নিমাইচন্দ্র রায়—মালদহ।
" " দিকপতিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সালুখাটী।
" " জিনাতুল্লা তহশীলদার
আখানগর।
" " অমৃতানন্দ দাস—নওগ্রাম।
" " রাজকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
জমশেটপুর।
" " গিরিশচন্দ্র দে—ডাবাবাড়িয়া।
" " রাজচন্দ্র বসু—সেলগাছি।
" " অন্নদাপ্রসাদ দে চৌধুরী
শ্রীরামপুর।
" " রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়
জয়দেবপুর ঢাকা।
" " নবীনচন্দ্র কোঙর—সেখপুর।
" " শশিমোহন পাল চৌধুরী
লোহজঙ্গ।
" " মহেন্দ্রনাথ রায়—ঝাঁকিপুর।
" " শিবচন্দ্র সিংহ—কানপুর।
" " মহিমচন্দ্র জোয়ার্দ্দার—বৃন্দাবন।
" " অবিদ্যাপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
সিমলা হিল।
" " মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
হামিরপুর।
" " মতিলাল কিস্তি—মিরট।
মেদিনীপুর পবলিক লাইব্রেরি।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাম্বড়িপোতাস্থ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ। ১৩ সংখ্যা।

"যত্রকন্যা প্রদানিদ্বিনায়ে পার্থিবঃ সমস্মনী অনিমন্ত্রনী চ স্বীয়তাং।"

অগ্রিম ডাকমাশুল মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮১। ১৫ ই বৈশাখ। ইং ১৮৭৪। ২৭ এ এপ্রেল

কলিকাতা মজুমদারের অগ্রিম
বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং
বাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

"ভারত সার।"

বঙ্গ ভাষায় মহাভারতের যে দুই এক খানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও মূলের ন্যায় অতি প্রকাণ্ড, কঠিন ভাষায় লিখিত এবং বহুমূল্য। কাশী দাসের মহাভারত মূলের অনুগামী নহে। আমি মূল সংস্কৃত অবলম্বন করিয়া "ভারত সার" নামে মহাভারতের একখানি সার গ্রন্থ সঙ্কলন করিতেছি। ইহাতে ভারতের সকল কথাই কথিত থাকিবে। মূল ভারতে পুনরুক্তি প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, ভারত সারে তাহা থাকিবে না। ইতিহাস গ্রন্থ যে রূপ হওয়া উচিত ইহা সেইরূপই হইবে। পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত গ্রন্থের শেষে অকারাদি বর্ণ ক্রমে একটী সবিস্তার নির্ঘণ্ট অর্থাৎ ইন্ডেক্স দেওয়া যাইবে।

"ভারত সার" উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতি খণ্ড ২০ ফর্ম্মা (১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া থাকিবে। মূল্য স্বাক্ষরকারীদের প্রতি ।৵০ আনা মাত্র। অনুমান ৮ খণ্ডে গ্রন্থ শেষ হইবে। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়গণ নাম ধাম লিখিয়া নিম্ন লিখিত স্থানে আমার নিকট পাঠাইলে তাঁহাদের নাম তালিকা ভুক্ত হইবে এবং প্রকাশ সময়ে পুস্তক প্রেরিত হইবে।

গুপ্ত যন্ত্রালয়
২৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কাশী খণ্ডের মূল টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ ২০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ আনা, ডাকমাশুল /০ আনা। নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

১৪ পরগণা বাওয়ালি
আটিপুর ডাকঘর।

শ্রীশিবচন্দ্র মণ্ডল।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী বৈশাখ মাসে "হরিভক্তি কল্পদ্রুম" নামে একখানি গ্রন্থ মূল সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত প্রকাশ হইবে। অগ্রিম মূল্য ।০ আনা ডাক মাশুল সমেত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতা বহুবাজার কপালী টোলা ৩৯ নং ভবনে হাটুর্য্যে ক্রেণ্ড এণ্ড কোম্পানির নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইবেন এবং ইংরাজী হইতে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালা ইংরাজী অর্থ ঘটিত ডুপ্লাই যাবতীয় ফরম ও ফরমা করিয়া মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে।

হরিভক্তি কল্পদ্রুম প্রকাশক
শ্রীযদুনাথ মণ্ডল
বাওয়ালী মিশনরী।

উচ্চশ্রেণি পরীক্ষার্থী বালকদিগের পক্ষে উপযোগী ইংরাজীর সহিত বাঙ্গালার এক খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, ত্বরায় প্রকাশিত হইবে। ইহাতে নানা বিষয় রচনা, রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০ রচনার বিষয় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ
শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র শর্ম্মা।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মাশুল অর্ডর অথবা বর্ণাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উমাচাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুমোদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০ ; কেমিকি ট্রীটমেণ্ট মায় ডাকমাশুল মূল্য ১৷০ এসপেরাল কাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক "নোটস অন্ ইন জিয়ারি" মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীধর চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা।

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাকার্ণব পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার মধুসূদন [illegible]
ক্লিনিকাল [illegible]
এণ্ড [illegible] লোসিস্

মূল্য—ডাকমাশুল।

কর্ণরোগ বিচার	৬	৷৷০
চিকিৎসা দর্পণ বাংসরিক	৬	০
ধাত্রী শিক্ষা	২	৴০
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা	৷০	৴০
ক্লোরোফরম প্রয়োগ	৴১০	৴০
সর্পের দংশন	৷৴০	৴০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত

প্রাক্টিস অব মেডিসিন	১৮	৵০
এনাটমি	৪৷০	৷৴
মাতৃশিক্ষা	২	৷০

ডাক্তার হরিনারায়ণ কুণ্ডু

হাইড্রোপ্যাথিক্স	৫	৷৷০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহোটেল।

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী
(প্রতিনিধি কার্য্যালয়)
৯৪ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।

এই কার্য্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা সম্বন্ধে যত প্রকার কর্ম্ম আছে সমুদয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে, কাহার অতিরিক্ত ব্যয় হয় না, অথচ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিলে যেরূপ লাভ হয় তাহাও সেইরূপ হওয়া সম্ভব। বহু কর্ম্মচারিগণের পারদর্শিতার জন্য কোন কোন বিষয়ে কখন কখন অধিক পরিশ্রম হইতে পারে। এই হেতু ছোট বড় ব্যবসায়ী অপর সাধারণ সকলেরই সকল কর্ম্ম সমানে সে নির্ব্বাহ হইতে পারে। গৃহ, দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয় করা, স্থানান্তরে দ্রব্যাদি প্রেরণ করা, কোন বস্তু তৈয়ার কি মেরামত করান, টাকা প্রভৃতি গচ্ছিত রাখা, আয়ের জমের ও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করা, মামলা মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করা, সকল বিষয়ে সৎপরামর্শ দেওয়া কি সৎপরামর্শের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জনকরা অর্থাৎ যাহাতে এক পরস্পর বিবাদ করিয়া অনর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত না হইয়া প্রথম সূত্রে আবদ্ধ হন তাহার উপায় করা এইরূপ উচিত মত কার্য্য সমস্তই এই এজেন্সীর দ্বারা সংসাধিত হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ নিয়মাদি জানিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিতে হইবেক, ৴০ এক আনার টিকিট পাঠাইলে উহা সকলকেই প্রেরণ করা যাইতে পারে।

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক খানি দ্রব্যাদির বাজার দরের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতার দ্রব্যাদির বাজার দর জানিয়া এজেন্সীর উপর ক্রয় বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতে পারেন, কলিকাতায় অনেক আড়তদার প্রভৃতি মহাজন লোক আছেন, কিন্তু কাহার এরূপ কোন নিয়ম নাই, সেই নিমিত্ত এজেন্সীর দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা আবশ্যক হইলে প্রেরণের খরচ ডাক মাশুল পাঠাইলে উভয়ই পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ

' প্রভুকল্পদ্রুমনিন্দিনী।

আমরা " প্রভুকল্পদ্রুমনিন্দিনী " পত্রিকা খানির স্থায়ী উন্নতির আশয়ে বহরমপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী কন্যাবীর স্বর্গীয় রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুর ও রামদাস বাবু প্রভৃতির পরামর্শানুসারে প্রভুকল্পদ্রুমনিন্দিনীরই সম্পত্তি স্বরূপ যন্ত্রস্থাপনার্থ প্রথমতঃ চাঁদা করিতে উদ্যত হই, পশ্চাৎ তদ্দ্বারে ইতস্ততঃ করিয়া একৈক বন্ধু মাত্রের সহায়তা নির্ভর করিয়াই যন্ত্র স্থাপন করা হয়। এই সময়ে ঐ যন্ত্রালয়ে আমার অর্দ্ধাংশ মাত্র থাকে। অনন্তর ঘটনাক্রমে অপর অর্দ্ধ খণ্ড ঐ পত্রিকাখানিরই সম্পত্তি স্বরূপ ঋণ শোধার্থ চাঁদার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। অতি প্রায় ছয় মাস হইল যে ঐ চাঁদা দ্বারা উহার ঋণ পরিশোধিত হইলে এই যন্ত্রের অর্দ্ধাংশ পত্রীর চিরসম্পত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্যত্র হইতে মুদ্রাঙ্কনে যে ব্যয় পড়ে তাহার অর্দ্ধ বা কিছু অধিক ব্যয়েই এই পত্রীর মুদ্রণ কার্য্য সম্পন্ন হইতে থাকিবে সুতরাং এক্ষণে ১০ রূপয়া অবলম্বে প্রকাশিত হইতেছে। যন্ত্রাংশ উহার সম্পত্তি হইলেই ঐ ব্যয়েই ১৮। ২০ রূপয়াও প্রকাশিত হইতে পারে। অপর এক্ষণে মৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে ভবিষ্যতে ঐ পত্রীর সম্পত্তিরূপ যন্ত্রে অন্য কর্ত্তৃকও উহা প্রকাশিত হইতে পারিবে। পরং পত্রিকার দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমানাব্দে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতেই হউক অথবা (প্রত্যেক গ্রাহকগণের নিকটে পত্রাদিদ্বারা বা অন্য কোন রূপেই চাঁদার প্রস্তাব করা হয় নাই এক মাত্র) সোমপ্রকাশে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছিল মাত্র, তাহা সকলের দৃষ্টিগোচর না হওয়াতেই হউক এপর্য্যন্ত প্রার্থ্যমান অর্থের অর্দ্ধ প্রাপ্তিরও আশা নাই। এ দিকে আমাকে ক্রমে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে হইল। অতএব অদ্য পূর্ব্ববৎ সাধারণ বিজ্ঞাপ্য যে আর চাঁদার প্রার্থী নহি, এই যন্ত্র সম্পূর্ণই আমার সম্পত্তি হইল। মূল্যদান পূর্ব্বক যেরূপ মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে ইহাতেও সেই রূপেই ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে থাকিবে। বহরমপুরের উক্ত মহোদয় প্রভৃতি যাঁহারা চাঁদা দানে উদ্যত আছেন তাঁহারা নিবৃত্ত হইবেন এবং উহার ব্রাহ্মণদ্বয় শ্রদ্ধাস্পদ রামদাস বাবু প্রভৃতি যে সদাশয়গণ উহাতে যাহা যাহা সাহায্য পাঠাইয়াছেন তাহা এই পত্রী তাঁহাদিগের নিকটে চিরকৃতজ্ঞ থাকিল এবং মধ্যে রক্ষিত সেই সাহায্য গুলিও অচিরাৎ তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পিত করিবে।

প্রভুকল্পদ্রুমনিন্দিনী ও সত্য যন্ত্রের অধ্যক্ষ
৩১ এ চৈত্র ১২৮০। } শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

আমারপিতা ঠাকুর তিতারাম পাল মহাশয় শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাস কাশ, হরকাশ, হুল ও বেহরোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনী পুর ও মুরসার কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি।

তাঁহাদিগের পত্রসকল আমার নিকটআছে। আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা মুন্সাপুরের ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীটে ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

—০—

জেমুয়াকান্দীর চিকিৎসালয়ের সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কহেন—

১। বালচিকিৎসা। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য মূল্য ৫ টাকার পরিবর্ত্তে ৩৷০ টাকা অবধারিত করা হইল। ডাকমাসুল ৷৶।

২। ব্যবস্থামালা (ডাং গুডিভ, ট্যানার প্রভৃতির প্রেস্‌ক্রিপসান) মূল্য ১৷০ ডাক মাসুল ৶০।

৩। গুর্ব্বিণীবান্ধব—যন্ত্রস্থিত। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুহষ্টেল কলিকাতা।

—

বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা ও বাঙ্গালা
ডাইরেক্টরী ১২৮১ সাল,
উত্তম চিত্র পট শোভিত।

শ্রীবিহারীলাল নন্দী কর্ত্তৃক সংগৃহীত। মূল্য ১ টাকা ও ডাক মাশুল ৷৵০ ৬৬ নং বিডন ষ্ট্রীট, বিডন প্রেসে শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্রেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাটকন জঙ্কসন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্রেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

মদ্রচিত "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বাবর্জ্জি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ ১৮৭৪ সাল } শ্রীনিবনাথ ভট্টাচার্য্য

সোমপ্রকাশ।

১৫ ই বৈশাখ সোমবার।

আজি আমরা ঘাটুরা গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের লোকের একটী কষ্টের কথা ও তাহাদের একটী প্রার্থনা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছি, আমরা কয়েকবার এসম্বন্ধে কয়েকখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এবং সে স্থানের কতিপয় বন্ধুকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছি। সে কষ্টটী এই "গোবরডাঙ্গার নিম্নদিয়া যমুনা নামে একটী নদী প্রবাহিত আছে। পূর্ব্বে এই নদী প্রবলা ছিল এবং বাণিজ্যাদির দ্বারা ইহার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ সকলের সুখ সমৃদ্ধির ও কারণ হইয়াছিল। বহুদিন অবধি তত্ত্বাবধানের অভাবে ও স্বার্থপর ব্যক্তিদের আক্রমণে এই নদী ক্রমে ক্রমে জীর্ণা শীর্ণা ও ধরা-গর্ভ-লীনা হইয়া পড়িয়াছে। স্থানে স্থানে এখনো বার মাস জল দেখিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু অধিকাংশ স্থল চৈত্রের প্রারম্ভেই জল বিহীন হইয়া পড়ে। এই নদীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকলে লোকের গ্রীষ্ম কালে অত্যন্ত জলকষ্ট হইয়া থাকে। গ্রামবাসি বৃদ্ধেরা বিষন্ন হৃদয়ে গল্প করিয়া থাকেন যে তাঁহারা যমুনাতে বহুজন সমাগম, নৌকা বোট প্রভৃতির গতায়াত এবং বাণিজ্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করিয়াছেন কিন্তু এখন তাঁহাদের যুবতী কুল-বধূরা বহুদূর হইতে সেই যমুনার স্থানে স্থানে গাঢ় দামাস্বিত জল আহরণ করিতে যায়। এ প্রদেশের লোকে বহুদিন অবধি এই এক প্রার্থনা জানাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট ইহার কোন গতি করিতেছেন না কেন? এই কার্য্যটী করিলে অনেকগুলি উপকার সাধিত হয়। প্রথমতঃ অন্ন-কৃচ্ছ্র পতিত মজুরদিগের অন্ন হয়; দ্বিতীয়তঃ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়; তৃতীয়তঃ লোকের যাতায়াতের ও বিশেষ সুবিধা হয়; চতুর্থতঃ লোকের জল কষ্ট নিবারণ হইতে পারে। গোবর ডাঙ্গা একটী প্রসিদ্ধ স্থান। দুর্ভাগ্যক্রমে বাবু সারদা প্রসন্ন রায় এখন জীবিত নাই, নতুবা তিনি এসময়ে এই সদনুষ্ঠানে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে পারিতেন। আমাদিগের বোধ হয় এই নদীটীর পুনরুদ্ধারে যখন সাধারণের উপকার তখন এবিষয়ে এই প্রদেশের অপরাপর অনেক লোকও সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে। যেরূপেই হউক এই নদীটী পুনরুদ্ধার করিলে ভাল হয়

কোন্ কথা সত্য?

লর্ড বীকন্‌স্‌ফীল্ড অকারণ ইংলণ্ডের লোকের নিন্দা ও তৎসনারভাজন হই-

ছেন বলিয়া আমরা গভর্ণমেণ্টে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং কোন্ জাতি বর্ণবিশেষে জন্ম না লে জন্য দুঃখিত হয়? কিন্তু আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে সেখানে তিনি পক্ষসমর্থন করিবার লোক পাইয়াছেন এবং সেই লোক সামান্য লোক নহে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সেক্রেটারি ও অণ্ডর সেক্রেটারি উভয়ে পার্লেমেণ্ট সভাতে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। ইহা রাজনীতি ক্ষেত্রে চাতুরী বিদ্যা ছদ্মবেশ কথা তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাই হউক কর্তৃপক্ষদিগের এরূপ অনুকূলতায় লার্ড নর্থব্রুক অনেক আশ্বাস পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু টাইমস প্রভৃতি বিখ্যাত সংবাদ পত্রেরা আজিও অনুকূলভাব ধারণ করেন নাই। গত ১৭ এ মার্চ্চ টাইমস দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব প্রকাশ করেন তাহার মর্ম্ম এই যে রপ্তানী বন্ধ করা ভিন্ন অপর বিষয়ে গবর্ণর জেনেরল এবং লেপ্টনন্ট গবর্ণরের মতভেদ ঘটিয়াছিল; লেপ্টনন্ট গবর্ণর সাধারণের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া শস্যাদি সঞ্চয় করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু গবর্ণর জেনরল সাধারণের সাহায্যের মুখাপেক্ষা করিয়াই কার্য্য করিতে চাহিয়াছিলেন। বলিতে কি গত অক্টোবর মাসের শেষ কিম্বা নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহ দুইটী গবর্ণমেণ্ট (ভারতবর্ষীয় ও বঙ্গদেশীয়) পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্নভাবে কার্য্য করিতেছিলেন বলিলে হয়।

এই সংবাদটী আমাদের নিকট এক প্রকার নূতন, কারণ আমাদের এই সংস্কার যে রপ্তানী ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে গবর্ণর জেনেরলের সহিত লেপ্টনন্ট গবর্ণরের সম্পূর্ণ ঐক্য ছিল। টাইমস এ সকল কথা কোথা হইতে পাইলেন। অথবা আমরা ভিতরের কথা জানি না! কাবেল সাহেবের নোট যখন তাঁহাদের হস্তগত হইতে পারে, তখন বোধ হয় এ সকল কথারও মূলে কোন বিশেষ প্রমাণ থাকিতে পারে সে যাহা হউক এই কথার অনুসারে দর্শন করিতে গেলে উভয় গবর্ণমেণ্টের মতভেদ বিষয়ে আর এক প্রকার দেখায়। প্রথমতঃ লার্ড নর্থব্রুক যে লোকের মুখাপেক্ষা করিয়া সাহায্য দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা সত্য। বিলাফ কাউন্সিল যত টাকা দিবেন গবর্ণমেণ্টও তত টাকা দিবেন এই প্রস্তাবই তাহার প্রমাণ। জমিদার দিগকে গবর্ণমেণ্টের ধন ধার হইতে ঋণ দিয়া সেই অর্থে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার প্রস্তাব দ্বিতীয় প্রমাণ। আর লেপ্টনন্ট গবর্ণর যে এই প্রস্তাবের বিপক্ষ ছিলেন তাহার ও প্রমাণ আছে, তাঁহার সুযোগ্য সেক্রেটারি নাইট সাহেব ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্টে এসম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতেও বোধ হয় লেপ্টনন্ট গবর্ণরেরই মত প্রতিফলিত হইয়াছিল।

তবে লেপ্টনন্ট গবর্ণর যে পদ ত্যাগ করিলেন তাহাও কি এই মত ভেদ নিবন্ধন? এই কথা প্রকাশ হওয়ার পর তাহাই মনে হয়। কোন কোন সুচতুর পাঠক হয় ত সস্মিত-বদনে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবেন সার রিচাড টেম্পল যে বেহারে প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহাও এই মতান্তর এবং মনান্তরের ফলস্বরূপ। রাজনীতিজ্ঞ দিগের চাতুরী দুরবগাহ। তাহার মধ্যে প্রবেশ করা অস্মদাদির কর্ম্ম নয়। আমরা জানি স্বাস্থ্য হানিই সার জর্জ্জ কাবেলের পদত্যাগের কারণ এবং লার্ড নর্থব্রুকের সহৃদয়তাই সার রিচাড টেম্পলের নিয়োগের কারণ। সে যাহাই হউক রাজনীতিজ্ঞদিগের চাতুরী রূপ ব্যূহভেদের প্রয়াসে প্রয়োজন নাই— লার্ড নর্থব্রুকের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় কার্য্যাদির কিঞ্চিৎ দোষ গুণ পর্য্যালোচনা করাই আমাদের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। লার্ড নর্থব্রুকের বিপক্ষেরা তাঁহার প্রতি সচরাচর যে যে দোষের আরোপ করেন তাহা এই। (১) রপ্তানী বন্ধ না করা (২) সাহায্য দান বিষয়ে পরের মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্য করা (৩য়) প্রকৃত বিপদকে লঘু করিয়া সাধারণের গোচর করা।

প্রথম কথার উত্তর গবর্ণর জেনেরল নিজেই দিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত সকল যুক্তি সকলের রুচিসঙ্গত হউক আর না হউক কিন্তু তাঁহার ধৈর্য্য ও সর্ব্বতোদৃষ্টি দেখিয়া কেনা চমৎকৃত হইয়াছেন? আমাদের বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারি লার্ডদিগের সভাতে ভারতবর্ষীয় দুর্ভিক্ষ বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহাতে রপ্তানী নিবারণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠকগণ পাঠ করিয়া দেখুন "গবর্ণর জেনরল রপ্তানী বন্ধ না করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের অন্নকষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছেন কি না এই গুরুতর প্রশ্নটী একবার বিচার করা যাউক। আমার বোধ হয় সকলেই এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার সময় একটী কথা বিস্মৃত হন, তাহা এই অবাধিত শস্য রপ্তানী হইয়াছে তাহা দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সকল হইতে রপ্তানী হয় নাই। বঙ্গদেশ হইতে শস্য রপ্তানী হইয়াছে সত্য। কিন্তু বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে এবং শস্যের অভাব অপেক্ষা দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশে শস্য বহনের কষ্টই অধিক। অতএব যখন শস্য বহন করাই দুষ্কর তখন বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের রপ্তানী বন্ধ করার ফল কি?"

দ্বিতীয়তঃ—লার্ড নর্থব্রুক যে লোকের মুখাপেক্ষা করিয়া সাহায্য দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা যথার্থ, কিন্তু বোধ হয় তাহাই কেবল

গূঢ় অভিসন্ধি ছিল, তাহা এই যদি গবর্ণমেণ্ট একেবারে বলিয়া বসিতেন যে "কাহাকেও বিশেষ চিন্তিত হইতে হইবে না, যাহা করিবার আমরা করিতেছি" তাহা হইলে লোকে সাহায্য অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া হস্তসঙ্কোচ করিয়া বসিত। তাহারা গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরি করিতেছে, প্রথমে কেবল তাহাদিগের জন্য শস্য প্রেরিত হইয়াছিল বটে কিন্তু যাহারা ক্রমে অক্ষম তাঁহাদিগকেও সাহায্য দিবার আদেশ প্রচার করা হইয়াছে। এমন কি বাজারে শস্য না থাকিলে বাজার দরে গবর্ণমেণ্টের চাউল পর্য্যন্ত বিক্রয় করিবার অনুমতি করা হইয়াছে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যত শস্য আবশ্যক বলিয়া আবেদন করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অধিক শস্য সংগ্রহ করিতে আদেশ করা হইয়াছে। তবে পরমুখাপেক্ষিতা কোথায়? তবে যে শস্যাদিক্রয় ও সঞ্চয় করিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে এবং ঘটিতেছে তাহার জন্য লর্ড নর্থব্রুক তত দোষী নন। তাহার দুইটী কারণ আছে, প্রথম—দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সঠীক সংবাদের অভাব, দ্বিতীয় শস্য বহনের সুবিধার অভাব।

প্রথমাবধি লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আপনার অধীনস্থ সমুদায় কর্ম্মচারীকে শস্যাদির অবস্থা বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও রিপোর্ট করিবার আজ্ঞা করিয়াছিলেন বটে এবং তাঁহারাও সপ্তাহে সপ্তাহে রিপোর্ট করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহাতে দেশের অবস্থা পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারা যায় নাই। এরূপ সান্দ্র স্থান অবস্থায় সাধারণ ধনাগার হইতে কতকগুলি অর্থব্যয় করা কি যুক্তিসঙ্গত? দ্বিতীয়তঃ শস্যাদি বহনের ক্লেশ। একে এক মাত্র রেলওয়ে তাহাতে আবার বর্ষার অভাবে নদী খাল প্রভৃতি শুষ্ক এরূপ অবস্থায় শস্য বহনের কি রূপ অসুবিধা পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারেন। একারণ শস্য সঞ্চয় করিতে বিলম্ব হইয়াছে। এই দুই অভাব নিবারণের জন্যই সার রিচার্ড টেম্পলের নিয়োগ। কার্য্যের সুশৃঙ্খলা করিবার ক্ষমতার জন্য তিনি বিখ্যাত এবং ত্রিহুতে যে ক্ষমতার যথেষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন।

এখনও একটী কথার বিচার অবশিষ্ট আছে, সেটী এই। লর্ড নর্থব্রুক প্রকৃত বিপদকে বরাবর লঘু করিয়া সাধারণের গোচর করিয়াছেন। ইহার দুই প্রকার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, (১ম) হয় ত লর্ড নর্থব্রুকের বাস্তবিক সংস্কার যে দুর্ভিক্ষ কষ্ট বিশেষ ভয়ানক হইবে না (২য়) হয় ত ইহার মধ্যে কোন ষ্টেট পলিসি অর্থাৎ (রাজকীয় চাতুরী) থাকিতে পারে, সে চাতুরী কি তাহা আমরা জানি না, হয় ত তিনি ভাবিয়াছিলেন যে দুর্ভিক্ষ কি ভাব ধারণ করে এবং কতদূর ব্যাপী হয় তাহার এখনও স্থিরতা নাই, ইতি মধ্যে যদি সর্ব্বনাশ ঘটিল সর্ব্বনাশ ঘটিল বলিয়া চীৎকার করা যায় তাহা হইলে অর্থ পিশাচ ব্যবসায়ীরা অধিক লাভের আশায় শস্য বন্ধ করিবে, শস্য অগ্নি মূল্য হইবে এবং অনেক দরিদ্রকে দুর্ভিক্ষ না আসিতেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে। সে যাহা হউক ফল কথা এই লর্ড নর্থব্রুকের প্রতি ঔদাসীন্য কিম্বা নির্দ্দয়তা ইহার কোন অপবাদ দেওয়া যাইতে পারে না। কারেল সাহেব একে অধীন প্রজাদের লোক তাহাতে তাহারই রাজ্যে বিপদ সুতরাং তাঁহার ভীত হইবার এবং তাহাকে সজীব ভূত বিশেষ মনে করিবার যুক্তি আছে; কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক তদ্রূপ সংসা নীত না হইয়া নিজের ধীরত্ব গাম্ভীর্য্যেরই পরিচয় দিয়াছেন। ভারতের ন্যায় প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের শাসনের ভার যদি কাহারও হস্তে অর্পণ করা সঙ্গত হয়, তাহা হইলে এইরূপ হস্তেই ন্যস্ত হওয়া উচিত।

অভিবর্ত্তি যোহমুপালয়ন্,
বিধি বীজানি বিবেক বারিণা।
স নরঃ ফলশালিনীং ক্রিয়াং
শরদং লোকইবাবধি স্তিষ্ঠতি॥

"যে ব্যক্তি বীজের ন্যায় নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল বপন করিয়া কাল প্রতীক্ষা করে এবং বিবেকরূপ বারি বর্ষণ করিতে থাকে সে ব্যক্তি শরতের ন্যায় যথা সময়ে ফললাভ করে।" লর্ড নর্থব্রুকের কার্য্যে এই ধীরতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি রপ্তানী বন্ধ করেন নাই কারণ তাহাতে পরের ক্ষতির সম্ভাবনা, কিন্তু যেখানে তাঁহার নিজের ক্ষতির সম্ভাবনা সে স্থানে তিনি প্রকৃত বীরের ন্যায় সে সব গণনা করেন নাই। সিমলা গমন বন্ধ করা তাহার প্রমাণ। বঙ্গদেশের ন্যায় তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দায়ী নন, লর্ড লেজের ন্যায় তিনি এসময়ে দূরে থাকিতে পারিতেন এবং তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না, কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি সমুদায় ভার নিজের মস্তকে লইয়াছেন, ইহা কি হৃদয় শূন্যতার কার্য্য? আমরা এরূপ অপবাদ অভ্রান্ত ন্যায়বিগর্হিত ও ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া বিবেচনা করি।

—:০:—

৺ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর।

যাঁহার নাম শীর্ষভূষণ স্বরূপ করিয়া প্রস্তাব আরম্ভ করা যাইতেছে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ এতদিনে দেশ ব্যাপী হইয়াছে, তাহার জীবন চরিত এতদিনে সকলের বিদিত হইয়াছে। পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এত বিলম্বে আমরা এবিষয়ের উল্লেখ করিতে আসিয়াছেন? আমরা গতবারে ইহার

একটী জীবন চরিত প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম কিন্তু প্রস্তাবটী কিছু বিলম্বে লিখিত হওয়াতে গতবারের কাগজে স্থান সমাবেশ হয় নাই। এখন সে সমুদায় কথা পুরাতন হইয়া গিয়াছে সুতরাং সেই পুরাতন কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহার বিরহে আজ সমুদায় হিন্দুসমাজ দুঃখিত ও বিষাদ সাগরে নিমগ্ন তাঁহার উদ্দেশে গুটিকত সম্মানসূচক এবং শোকসূচক কথা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য।

রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের লোকান্তর গমনে আরও বিশেষ রূপ শোক প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে কারণ ধনী শ্রেণীর মধ্যে এরূপ পরিশ্রমী শাস্ত্রানুরাগী ধর্মভীরু ও নিরহঙ্কৃত লোক বোধ হয় আর দুইটী পাওয়া যায় না। যৌবনের প্রারম্ভ অবধিই তাঁহার এই সকল সদ্গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজের বিদ্যানুরাগ এবং সদনুষ্ঠানপ্রিয়তার গুণে সর্ব্বত্র আদরণীয় হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় বড় বড় রাজাধিরাজের নিকট হইতে অনেক পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন এবং দেশেরও বড় বড় রাজপুরুষদিগের সমাদর ও শ্রদ্ধা ভাজন হইয়াছিলেন। ইদানীং সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা সম্বন্ধেই তাঁহার নাম অধিক পরিচিত হইয়াছিল। যৌবন কাল দুষ্কর্ম এবং ইন্দ্রিয় সেবায় ক্ষেপণ করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় আলস্য নিদ্রায় অভিভূত হওয়া অপেক্ষা নির্দ্দোষ ও প্রশংসনীয় জীবনের অবসান ভাগ হীন্দু ধর্ম্মের রক্ষার্থ নিযুক্ত করা কত শ্লাঘা ও প্রশংসার বিষয় তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন। আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিতাম এবং তাঁহার লোকান্তর হওয়াতে আমরা হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে হিন্দু সমাজ এক প্রকার মস্তকশূন্য হইল। দেশে ধনীর অপ্রতুল নাই; কিন্তু সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ধনীর সংখ্যা অতি অল্প। তাঁহার ন্যায় আস্থাবান লোক ছিল যে কেহ হিন্দু সমাজের চূড়া হইতে পারিবেন এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক তিনি এখন পরকাল গত, জগদীশ্বর সেখানে তাঁহাকে তাঁহার সদনুষ্ঠান সকলের পুরস্কার প্রদান করুন।

আমাদের অনুবাদক মহাশয়ের একটী ভ্রম।

কিছুদিন হইল বিদ্যালয়ে ধর্ম্মনীতির শিক্ষা বিষয়ে আমরা একটী প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম। অনুবাদক মহাশয় বোধ হয় প্রস্তাবটীর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন সোম প্রকাশ বলেন বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক ব্যবহার করা উচিত। আমাদিগের ত স্মরণ হয় না যে কখন এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছি; বরং আমরা চিরদিন এই মতের বিপক্ষ। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং পুনরায় বলিতেছি ইহার ন্যায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অবিবেচনার কার্য্য কিছুই হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সকল প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায় নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিতেছেন তাহা উন্নত রাজনীতির সম্পূর্ণ অনুমোদী এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ অনুরূপ। তবে যাঁহারা বলেন যে ধর্ম্মনীতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া বিদ্যালয়ের ভাব নয় এবং লক্ষ্যও নয় আমরা তাঁহাদের সহিত সম্পূর্ণরূপে একবাক্য হইতে পারি না। ইতি মধ্যে কোন সহযোগী বলিয়াছিলেন যে ধর্ম্মনীতি বিষয়ক পুস্তক পড়াইলে যে প্রকৃত ধর্ম্মনীতির উন্নতি হয় তাহা বলা যায় না। আমরা তাঁহার কথার প্রতিবাদ স্বরূপ বলিয়াছিলাম যে ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় পুস্তক বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিলে ছাত্রদিগের ধর্ম্ম নীতির উৎকর্ষ হওয়া সম্ভব; কারণ মনুষ্য যখন সৎ সৎকল্প করে কিন্তু সদনুষ্ঠানে রত হয় তখন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আমরা তাহার মূলে কি দেখিতে পাই? আমরা দেখি মনুষ্য পূর্ব্বে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করে বিচার করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট সংস্কার অনুসারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে। ধর্ম্মনীতি বিষয়ক গ্রন্থ বহুপরিমাণে পাঠ করিলে সেই সংস্কারের সংখ্যা বর্দ্ধিত এবং হৃদয়ে মুদ্রিত হইতে থাকে, এবং কার্য্য কালে সেই সকল সংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবার সম্ভাবনা। তবে ধর্ম্মনীতি বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিলেই যে লোকে সচ্চরিত্র হইবে তাহাও বলা যায় না; কারণ ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থের কথা দূরে থাকুক ধর্ম্মাচার্য্যের গার্হস্থ্যও অনেক মনুষ্যের পাপ প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিতে পারে না। আমরা যে ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠের কথা বলিতেছি এখনও কি আমাদের বিদ্যালয় সমূহে সেরূপ পুস্তক ব্যবহার করা হয় না? তবে তাহার সেরূপ ফল দর্শে না কেন? এই জন্য আমরা বলিয়াছিলাম সৎগ্রন্থ অপেক্ষা সৎ গুরুর প্রয়োজন অধিক। কে না জানেন যে শিক্ষকের চরিত্র সচরাচর ছাত্রের চরিত্রে প্রতিফলিত হয়। যেমন একজন বিকৃত স্বভাব শিক্ষকের সহবাসে শত শত যুবাপুরুষ নষ্ট হইয়া যায় সেইরূপ একজন সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মপরায়ণ শিক্ষকের সংসর্গগুণে শত শত ব্যক্তির ধর্ম্মনীতি উন্নত হয়।

এখানে আর একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। পাঠনার রীতি ভেদে ফলের তারতম্য হইয়া থাকে। ইংরাজী ভাষাতে ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অভাব নাই, কিন্তু শিক্ষকেরা সেগুলি কেবল পরীক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই পড়াইয়া থাকেন; সেগুলি

বালকদিগের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য তত প্রয়াস পান না। সেই কারণে সেই ছাত্রদিগের চরিত্র ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে তত উন্নতি লক্ষিত হয় না।

দলাদলি।

দলাদলি বলিলেই কি বুঝায় তাহা বোধ হয় পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে না। যতদিন মনুষ্যের স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অধিকার থাকিবে, যতদিন স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করিবার রীতি থাকিবে, ততদিন মনুষ্য সমাজের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দলের সৃষ্টি হইবে। তাহা এক প্রকার অপরিহার্য্য; মনুষ্য সমাজ ভিন্ন ভিন্ন দলবদ্ধ হয় তাহা তত শোচনীয় নয় কিন্তু এই উপলক্ষে লোকে পরস্পর যেরূপ জঘন্যভাব প্রকাশ করেন তাহাই শোচনীয়। দলাদলি অনেক অনিষ্টের কারণ।

প্রথমতঃ ইহাতে সত্যানুরাগের হ্রাস করে। প্রথম প্রথম হয় ত কোন দেশহিতকর কার্য্যের প্রস্তাব কিম্বা কোন বিশেষ মতের মীমাংসা লইয়া মতভেদ উপস্থিত হয় কিন্তু অবশেষে দলের পাণ্ডারা সেই সদনুষ্ঠান কিম্বা সেই বিশেষ মত বিস্মৃত হইয়া কেবল মাত্র স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন, এমন কি বিপক্ষদিগের যুক্তি সারগর্ভ এবং কথাগুলি বলিয়া প্রতীতি জন্মিলেও স্বীয় দলের গৌরবহানির আশঙ্কায় তাহা স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না।

দ্বিতীয়তঃ প্রথমে কেবল মাত্র মতের অনৈক্য লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয় কিন্তু পরিশেষে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের চরিত্র লইয়া টানাটানি পড়ে। এক দলের লোক অপর দলস্থ ব্যক্তিদিগের চরিত্রে দোষারোপ করিবার ছিদ্র অন্বেষণ করিতে থাকেন এবং তাঁহাদের কুৎসা প্রচারে অতুল আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন, তাহারাও প্রতিহিংসা করিতে ত্রুটী করেন না।

তৃতীয়তঃ বিপরীত মতাবলম্বিদিগের প্রতি এরূপ একটী বিতৃষ্ণা জন্মে যে তাঁহাদের ভিন্ন প্রমাণ দোষকে ভাল প্রমাণ বোধ হয়। মনুষ্য যে সকল যৎসামান্য অপরাধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটী প্রতিদিন উপেক্ষা করে এবং বন্ধুত্বের অনুরোধে শতবার মার্জ্জনা করিয়া থাকে দলাদলির চক্ষে তাহা ভয়ঙ্কর ও অমার্জ্জনীয় বলিয়া বোধ হয়।

চতুর্থতঃ, ইহা মনুষ্যকে কপটতারূপ নীচ ও নিকৃষ্ট দোষে লিপ্ত করে। দলভুক্ত না হইলে হয় ত যে কার্য্য কিম্বা যে কথা নিতান্ত ঘৃণনীয় বলিয়া বলিতে লোকে কুণ্ঠিত হইত না, নিজ দলস্থদিগের সেই কার্য্য ও সেই কথা হয় ত অনেক সময় দলের অনুরোধে বিপক্ষ দলের নিকট নির্দ্দোষ ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রচার করে।

এই সকল কারণেই আমরা দলাদলিকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করি। যাহারা কোন দলভুক্ত হন তাঁহারা সকলেই যে এই সকল দোষের আধার আমাদের এরূপ বক্তব্য নয়; কিন্তু যাঁহারা দলের মধ্যে থাকিয়াও দলাদলির এই সকল দোষে লিপ্ত হন না এরূপ লোক কোথায়? যদি কেহ থাকেন তাঁহারা আমাদের নমস্য। যাঁহারা অম্লানমুখে আপনাদের পরাভব স্বীকার করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত; শত্রুরও সদ্‌গুণ দেখিলে যাঁহারা মুগ্ধ হন এবং হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করেন এবং কপটতা ও বাগজাল দ্বারা সত্য গোপন ও অসত্য প্রচার করিবার জন্য যাঁহারা প্রয়াস পান না এরূপ লোকের সংখ্যা শতের মধ্যে একজন হইলেও অধিক বলিতে হইবে। সকল বিষয়েই দলাদলি সম্ভব। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় দলাদলির অনেক মূর্ত্তিমন্ত দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। রাজনীতিজ্ঞদিগের মধ্যেও দলাদলি দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ দলাদলি ইংলণ্ডে যথেষ্ট আছে: এ দেশে এত দিন বড় ছিল না কিন্তু ক্রমে তাহাও দেখা দিতেছে। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ উপলক্ষ করিয়া দুইটী দলের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের নামকরণ করিতে গেলে একটীকে নর্থব্রুকের দল এবং অপরটীকে কায়েলের দল বলিতে হয়। আমরা কোন্ কথা সত্য ও বলিয়া যে প্রস্তাবটী পত্রস্থ করিয়াছি, তাহাতে এই দলাদলির কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। ইহা দেখিয়া কে না দুঃখিত হইবেন? টাইমস পত্রিকা কেও অব ইণ্ডিয়া ও কায়েল সাহেব এক দিকে এবং ষ্টেট সেক্রেটারি অতর সেক্রেটারি গবর্ণর জেনেরল এবং ইংলিসম্যান প্রভৃতি অপর দিকে। এই দলাদলির জন্য সমূহ অনিষ্ট হইতেছে। লোকে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ জানিতে পারিতেছে না, সেজন্য সাধারণের সাহায্য লাভেরও ব্যাঘাত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন আমরা উপরে যে সকল দোষের উল্লেখ করিয়া আসিলাম তাহারও অসদ্ভাব দেখা যাইতেছে না। ইংলিসম্যান ক্রেণ্ডমব ষ্টাণ্ডার্ড সম্পাদক স্মিথ সাহেবকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা দেখিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। স্মিথ সাহেবের প্রেরিত সংবাদগুলি যে অত্যুক্তি দূষিত তাহা আমরা স্বীকার করি কিন্তু তাঁহার মনের সেই প্রকার সংস্কার হইতে পারে, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা কথা প্রচার করিয়াছেন বলিলে অতিরিক্ত বলা হয়। লাট নর্থব্রুক যে স্মিথ সাহেবকে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য রূপে নিযুক্ত করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন তাহাও এই দলাদলি বিমূর্ত্তিত বলিয়া বোধ হয়।

ক্ষেত্রের সম্পাদক যেন মনে না করেন যে আমরা তাঁহাকে এই হলাহলের অপবাদ হইতে অব্যাহতি দিতে চাই, তিনি মধ্যে মধ্যে রিচার্ড টেম্পল সম্বন্ধে যে একটী প্রস্তাব প্রকাশ করেন তাহাও এই বিষে পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। তাঁর রিচার্ড টেম্পলকে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার অনুরোধ করার অর্থ কি? তাহাতে তাঁহার গবর্ণর জেনরলের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করা হইয়াছে। কোথায় সকলে দেশ রক্ষার জন্য একবাক্য হইয়া কার্য্য করিবেন, কিসে দরিদ্রদিগের স্ত্রী পুত্র পরিবারের প্রাণ রক্ষা হয় তাহার চেষ্টা করিবেন, তাহা না করিয়া সকলেই পরস্পর নিন্দা ও কুৎসা প্রচারে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন দেখিয়া হৃদয়ে যুগপৎ ঘৃণা ও দুঃখের সঞ্চার হয়।

বিবিধসংবাদ।

৮ ই বৈশাখ সোমবার।

ত্রিহুতের দুর্ভিক্ষ পীড়িত উপনিভাগ সমূহে অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট সকল নিযুক্ত হইয়াছেন।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, কেহ সর্ব্বদা যাঁহার কথা কহে কিম্বা তাঁহার প্রশংসা করে কি না তাহার অনুসন্ধানার্থ আমীর সিয়ার আলী কাবুলের চতুর্দ্দিকে চর সকল নিযুক্ত করিয়াছেন।

মরিসুরের লোকদিগের এক আশ্চর্য্য সংস্কার জন্মিয়াছে, কশীর সম্রাট কন্যার সহিত এঙ্গিবর্ণের ডিউকের যে বিবাহ হইয়াছে, তাহা তাহারা বিশ্বাস করে না, তাহারা বলে এটী সম্পূর্ণ মিথ্যা, রাজ্ঞীর সহিত কশীর সম্রাটের বৈবাহিক সম্বন্ধ হইলে আর কশীয় হইতে ভারতবর্ষ আক্রমণের ভয় থাকিবে না, এদেশীয়দিগের হৃদয়ে এই সংস্কার জন্মাইয়া দিবার জন্যই এই জনরব করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ডাক্তার হ্যাকনমায়ার অবরোধ যাইতে দেন বলিয়া এদেশীয়েরা তাঁহাকে যে অভিনন্দন দেন, এবং তিনি তাহার যে উত্তর দেন তাহার একস্থলে বলিয়াছেন, "আমি এ দেশে ২০ বৎসর কাল বিলক্ষণ স্বাস্থ্য সুখে সুখে কাটাইয়াছি, এক দিনের জন্যও আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় নাই, এক দিনের জন্যও আমি অবসর পাই নাই। গবর্ণমেণ্টের যে ছুটী দিবার নিয়ম আছে, এক দিনও তাহা ভোগ করি নাই"। আমরা বিস্মিত হইতেছি ডাক্তার ম্যাকনামারা একটী দিনও পর্ব্বত বাস করিলেন না, কিরূপে তাঁহার স্বাস্থ্য রক্ষা হইল?

"পিওনিয়রের পারিস নগরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন যে, তথায় একটী "বিউটী এসিওরেন্স কোম্পানি" হইতেছেন। তাঁহারা স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবেন। প্রত্যেক সৌন্দর্য্য রক্ষার্থিনী তাঁহার সৌন্দর্য্যের মূল্য যত ইচ্ছা নিরূপণ করিতে পারেন, তদনুসারে অবশ্য তাঁহাকে প্রিমিয়ম দিতে হইবে। কোম্পানি ১৬ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত দায়ী, সেই সময়ের মধ্যে যদি কোন দৈবাধীন ঘটনায় পীড়ায় অথবা অন্যান্য কারণে তাহার সৌন্দর্য্য যায় তবে কোম্পানি দায়ী। সৌন্দর্য্যের পরীক্ষা পুরুষের চক্ষে হইবে, এবং যিনি পরীক্ষা করিবেন, তাঁহার বয়স কুড়ির নীচে এবং পঞ্চাশের উর্দ্ধ হইলে হইবে না।"

অষ্ট্রেলিয়াতে একপ্রকার শ্বেত পাথরিয়া কয়লার আবিষ্কার হইয়াছে। উক্ত কয়লা কাষ্ঠের ন্যায় জ্বলে ও তাহা হইতে ধূম নির্গত হয় না।

৯ ই বৈশাখ মঙ্গলবার।

সার রিচার্ড টেম্পল মুঙ্গীরে হেড কোয়ার্টার করিয়াছেন। তিনি প্রথমে দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সকলের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিবেন, তৎপরে হেড কোয়ার্টার হইতে রিলিফ কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিবেন।

চীনেরা এক প্রকার বৃক্ষ উৎপাদন করিতেছে, দিবসের মধ্যে তিনবার উহার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম বাবু জগদীশনাথ রায় চতুর্থ শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট জুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত হইয়াছেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সার জন ষ্ট্রাচি আগামী কল্য কলিকাতায় আসিবেন।

আগামী বৃহস্পতিবার চতুর্থ ফৌজদারী সেসিয়নের অধিবেশন হইবে।

রাজা কালীকৃষ্ণের মৃত্যুতে রাজা কমল কৃষ্ণ সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার সভাপতি হইয়াছেন।

গ্রেট ব্রিটেনের প্রায় ২০ হাজার জাহাজ ও ৩০ হাজার ষ্টীমর এই পৃথিবীর বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত আছে। এগুলি ব্রিটেন এবং ইউরোপকে ধনী করিতেছে।

সম্প্রতি হাইকোর্ট এই নিষ্পত্তি করিয়াছেন কোন মহান্ত ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবেন না, কারণ সে সম্পত্তি মহান্তের নহে, তাহা সেই গদির সম্পত্তি। তিনি যত দিন জীবিত থাকিবেন উহার উপস্বত্ব ভোগ করিবেন, গদি রক্ষা করিবেন, গদির বিষয় নষ্ট করিতে পারিবেন না। এটী উচিত নিষ্পত্তিই হইয়াছে।

কলিকাতার মধ্যে এবং চতুষ্পার্শ্বে সর্ব্ব শুদ্ধ ১০২ টী জাইণ্টষ্টক কোম্পানি আছেন। ইহাদের মূল ধন ৮৩৮০৮০০০ টাকা। প্রতি বর্ষেই এই টাকা বৃদ্ধি হইতেছে।

লেডি হর্ডাই বাঙ্গালোরে রাজপরিবারের অন্তঃপুরে গিয়া রাণীদের সহিত সাক্ষাতাদি করিয়া তাঁহাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতেছেন।

ব্রহ্মদেশের রাজা কশীয় সম্রাট ও পারস্যের সাহার নিকট দূত প্রেরণ করিবার মানস করিয়াছেন।

এক্ষণে যে বিবিটী বেথুন বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন, তিনি বাঙ্গালা ভাষাতে সন্তোষকর পরীক্ষা দেওয়াতে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ৮০০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

১০ ই বৈশাখ বুধবার।

গত শীতকালে লাহোরে ২৫ হাজার মণ বরফ সংগৃহীত হইয়াছে।

বোম্বাইর অন্তর্গত কোলাবা নামক স্থানের ৮০ টী পল্লীর অধিবাসীরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহারা কোন [illegible] মাদক দ্রব্য সেবন করিবেন না। সেবন করিলে সমাজচ্যুত হইবেন।

প্রত্যক্ষদর্শন গেজেটের রাজমহলের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, " ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের লুপ লাইনের যে শাখা তিনপাহাড় হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত আসিয়াছে, উহাকে রাজমহল লাইন কহে। বিগত ১৩ই এপ্রেল ঐ লাইনে একটী লোম হর্ষণ ঘটনা হইয়া গিয়াছে। রাজমহল হইতে রাত্রি দুইটার সময় ট্রেণ তিনপাহাড়ে যায়, সেই ট্রেণযোগে জনৈক হতভাগ্য বিস্ফোটিত হইয়া শমন সদনে প্রেরিত হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি আরোহী অথবা রেলওয়ে সংক্রান্ত কোন কর্ম্মচারীও নহে, এবং রেলওয়ে কর্ম্ম চারিবর্গের অসতর্কতা নিবন্ধনও এই ঘটনাটী সংঘটিত হয় নাই। শুনা যাইতেছে ঐ ব্যক্তি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত, তাহার পক্ষে পীড়ার যাতনা এতই অসহ্য হইয়াছিল, যে রাত্রিযোগে গোপনভাবে আসিয়া লাইনের উপরিভাগে পড়িয়াছিল। এই ব্যক্তির কি ভয়ানক পীড়া, এবং তাহার যন্ত্রণা যে কিরূপ ভয়ানক, তাহা আমরা অনুমান করিতেও অক্ষম হইতেছি। বাষ্পীয় শকট যখন গমন করিতে থাকে, তখন দেখিলে বোধ হয়, যেন শত শত মত্ত মাতঙ্গ অগ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে ধাবিত হইতেছে। এরূপ ভীষণ শত্রুর সহিত আলিঙ্গন করা সাধারণ ব্যাধি অথবা সামান্য যন্ত্রণার কার্য্য নহে।

" বিলাতে একজন ভদ্র মহিলার একটী ভয়ঙ্কর রোগ জন্মিয়াছে। তিনি মাঝে মাঝে অজ্ঞান হইয়া পড়েন, এবং তাঁহার হস্ত পদাদি বহুউন্মাদাক্রান্ত রোগীর ন্যায় কঠিন হইয়া কম্পিত হইতে থাকে। তাহার উদরে সর্পের ন্যায় একরূপ উরগ জন্তু অবস্থিতি করিতেছে। উহা যখন তাহার গলার ভিতর উপস্থিত হয়, তখনই তাহার পীড়ার আবির্ভাব হয়। সর্পটি তাহার গলায় ছিদ্র বন্ধ করিয়া ফেলে এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তিনি মহা যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন। সর্পটি যখন পুনরায় উদরে প্রবেশ করে তখন তাহার চৈতন্য হয়। সর্পটি তখন যখন মুখের নিকটে আসিয়াও পড়ে এবং কিছুক্ষণ থাকিয়া পুনরায় পেটের ভিতর গমন করে। এক দিন কোন পাদরী তাহাকে দেখিতে আসেন। সে দিন তাহার পীড়া উপস্থিত হয় ও সর্পটির কতক অংশ মুখে গোচর হয়। তিনি উহা হস্তদ্বারা ধরিয়া ধরেন এবং টানিয়া বাহির করিলেই তাহার মৃত্যু হইবে, পাদরী সাহেব ইহা জানিতে পারিয়া সাপটি ছাড়িয়া দেন, এবং উহা পুনরায় রোগীর উদরমধ্যে প্রবেশ করে। সাপটি সচরাচর মুখের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং জিহ্বাদ্বারা স্ত্রীলোকটীর তালু চাটিতে থাকে। এই সময় তাহার শরীর শিহরিয়া উঠে, এবং বোধ হয় যেন তিনি নরক ভোগ করিতেছেন। সাপটির পরিধি অর্দ্ধ কলম, বর্ণ কাল, গায়ে চুলের ন্যায় এক রূপ পদার্থ আছে, কিন্তু উহার বৈষ্য কে নির্ণয় করিতে পারে নাই। একজন ডাক্তার দুই বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত চিকিৎসা করিয়া অসাধ্য রোগ বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আর দুইজন ডাক্তার এক্ষণ তাহাকে দেখিতেছেন না তাহারা সাপটিকে বাহির করিবার চেষ্টায় আছেন, এবং রোগীও তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। রোগীর ক্ষুধা তত প্রবল নয়, কিন্তু বাহ্যিক আকৃতি দেখিলে তাহাকে সুস্থকায় বলিয়া বোধ হয়।

" কলিকাতার ছোট আদালতের পঞ্চম জজ টমাস জোন্স সাহেবের নিকট একটী চমৎকার মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। সেখ বাবু নামক একজন খিদমতগার বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী রবার্ট নাইট সাহেবের নামে নিজ বেতনের জন্য ৮ টাকার দাবীতে নালিশ করে। নাইট সাহেব আদালতে বলেন যে, বাদী কেবল মাত্র কয়েক দিবস কর্ম্ম করায় (পূর্ণ মাস না হওয়ায়) তিনি তাহাকে সম্পূর্ণ মাসের জন্য বেতন দেন নাই। বাদী এতদুত্তরে নাইট সাহেবের স্বাক্ষরিত এক সার্টিফিকেট দেখায় এবং বলে সে পীড়িত হওয়াতে কর্ম্মত্যাগ করিয়াছে। নাইট সাহেব বলেন, আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক বাদীকে সার্টিফিকেট দিই নাই। বাদীর কর্ম্মের বিষয় এবং পীড়িতাবস্থায় পদ ত্যাগের বিষয় কিছুই জানি না। সমন প্রাপ্তির পর জানিলাম, বাদী কর্ম্মত্যাগ করিয়াছে। সেক্রেটরি আফিসের একজন পিয়ন প্রার্থনা করে যে, " এতদ্দেশের নিয়ম আছে যে, একস্থান হইতে কর্ম্মত্যাগ করিয়া অন্যত্র কর্ম্মের প্রার্থী হইলে সার্টিফিকেট দেখাইতে হয়। অতএব একজন পীড়িত হইয়াছে, তজ্জন্য সে একখানি সার্টিফিকেট প্রার্থনা করে। " আমি তদনুসারে [illegible] সার্টিফিকেট দিই। সেখ বাবুকে [illegible] নাইট সাহেব তাহা [illegible] সার্টিফিকেট দেখিতে চাহেন, কিন্তু বাদী [illegible] মতে নাইট সাহেবের হাতে দিতে চাহে না। পরিশেষে অনেক জিদের পর নাইট সাহেবের হাতে দিয়া মাত্র নাইট সাহেব সার্টিফিকেট ছিঁড়িয়া ফেলেন, এবং দশ টাকার একখানি নোট জজের ক্লার্কের হাতে দিয়া প্রস্থান করেন। পরে এই মোকদ্দমার রিপোর্ট ইংলিসম্যানে পাঠ করিয়া ছোট আদালতের প্রথম জজ পঞ্চম জজকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে একথা সত্য কি না? পরে তিনি সত্য জ্ঞাত হইয়া উকীল সাণ্ডার্সনকে নাইট সাহেবের নামে পিনাল কোডের ৩ ধারা মতে মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিস করিতে অনুমতি দিয়াছেন।"

সর উাকোড নর্থকোট সাহেব ইংলণ্ডের বজেট প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংলণ্ডে ১৮৭৩ অব্দের আয় ৭৭,৩৭৫০,০০০ টাকা ধরা ছিল, ব্যয় ৭৬৫০০,০০০ হয়। আশাটি যুদ্ধের ব্যয় এই টাকার মধ্যেই গণ্য। ১৮৭৪ অব্দের আনুমানিক আয় ৭৮ কোটি, এবং ব্যয় ৭২ কোটি ধরা হইয়াছে. অতএব ৫ কোটী টাকা উদ্বৃত্ত থাকিতেছে। সুতরাং এনকম টাক্সের হার এক পেনি কমান হবে। চিনির মাশুল ১ লা মে হইতে তুলিয়া দেওয়া হইবে। আর ৪ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধ করা হইবে, ১০ লক্ষ টাকা দ্বারা স্থানীয় করের লাঘব সাধন করা হইবে। ঘোড়ার লাইসেন্স উঠিয়া যাইবে, এই সকল করিয়া ৪৭,২০,০০০ টাকা বাকি থাকে। সর উাকোড সাহেব বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ যদি কর্ত্তৃকদ্বারা এই টাকা হইতে যদি আবশ্যক হয়, তবে ভারতবর্ষের সাহায্যের নিমিত্ত ব্যয় করিতে পারেন।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট অত্রত্য যাবতীয় জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকদিগের বেতন ৫০০ টাকা করিয়া দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। বঙ্গদেশের জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকদিগের তাহার ১২০ টাকার অধিক আয় ঘটিল না।

কটক হইতে ভাগলপুরে যত চাউল প্রেরিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে সাত জাহাজ মল চাউল ফিরে আসিয়াছে। রেলওয়ে পুলিস কি করেন?

মৌলবী আব্দুল হাই কলিকাতা মাদ্রাসার প্রধান মৌলবী হইয়াছেন।

দিল্লীগেজেটের কারেস্পণ্ড সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আমীর সিয়ার আলী সর্দ্দার জাকুব খাঁকে কন্যা এবং মেমানা নামক দুটী স্থান দিতে সম্মত হইয়াছেন। জাকুব খাঁ ত কন্যা অধিকার করিয়াছেন, দ্বিতীয় স্থানটীও রক্ষা করা কঠিন এই ভাবিয়াই বোধ হয় আমীর উহা ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। জনশ্রুতি এই কাণ্ডাহারের গবর্ণর নিজ দুর্গ সুদৃঢ় করিতেছেন এবং জাকুব খাঁর গতিরোধ করিবার জন্য অন্যান্য বন্দোবস্ত করিতেছেন।

অদ্যকার কলিকাতা গেজেটে আহারীয় পদার্থের মূল্যের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, বর্দ্ধমান, বীরভূম জিলার মধ্যে রাজসাহীর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ঢাকা, পাটনা কটক এবং হাজারিবাগে সাধারণ লোকের আহারোপযোগী চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বাকুড়া ২৪ পরগণা [illegible] মেদিনীপুর হুগলি নদীয়া যশোহর খুলনা মুরশিদাবাদ মালদহ সিংহভূম সিলেট হিলটিপারা ত্রিহুত সাওতাল পরগণা এবং পুরীতে মূল্য কমিয়াছে। অন্যান্য স্থানে মূল্য সমান রহিয়াছে। কুচবিহার এবং পূর্ণিয়ার কয়েকটী স্থান ভিন্ন আর সর্ব্বত্রই বৃষ্টির অত্যন্ত প্রয়োজন। মানভূমে লোকে বীজধান্য খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, যে স্থানে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ছিল না সেখানেও লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। অনেক স্থানেই ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, পাটনা বিভাগের অধিকাংশ স্থানে বসন্ত দেখা দিয়াছে।

৮ই মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ করিয়াছেন যে ১০০০০০ টাকা তাঞ্জোর হইতে কাবালোর পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন খুলিবার জন্য ব্যয় হইবে।

১১ ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

৭ ই এপ্রেল লক্ষ্ণৌএ ছায়ার তাপমান যন্ত্রে ১০২ ডিগ্রি পারা উঠিয়াছিল।

সম্প্রতি রামপুরের নবাব একদিন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সি এ, ইলিয়ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। নবাব জুতা খারা সাহেবের সম্মান রক্ষা করিতে অসম্মত হওয়াতে তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। আমরা আশা করি নবাব এবিষয় গবর্ণর জেনরলের গোচর করিবেন।

সম্প্রতি বৃন্দাবনে একজন যোগীর ১০৯ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। ইনি একটী বট বৃক্ষের তলায় বসিয়া সর্ব্বদা ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। এক পোয়া মিষ্টান্ন ও এক পোয়া দুগ্ধ মাত্র আহার ছিল। এইরূপে ৪০ বৎসর কাল অতিবাহিত হয়। জয়পুরের রাজা উহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য পাঁচ শত টাকা দিয়াছেন।

মথুরার প্রসিদ্ধ শেটদিগের গুরু রঙ্গচরির সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। ইনি এক কোটী এগার লক্ষ টাকা গোবিন্দজীর সেবার্থ উইল করিয়া গিয়াছেন, কেবল তাহার পুত্র মাসিক ২৫০ এবং তাহার স্ত্রী ১৫০ টাকা করিয়া পাইবেন।

নেপাল হইতে ১৫ হাজার দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোক ইংরাজ অধিকারে প্রবেশ করিয়াছে।

এক্ষণে মধুবনী উপবিভাগে প্রতি মাসে রিলিফ কার্য্যে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইতেছে।

দাক্ষিণাত্যের কুরকুলা নামক একটী স্থানে ভয়ানক এক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি একজন মাড়ওয়ারির নিকট টাকা কর্জ্জ করিতে যায়, সে যেরূপ সিকিমে টাকা কর্জ্জ চায়, মাড়ওয়ারি তাহাতে সম্মত না হওয়াতে সে ও তাহার একজন বন্ধু উহাকে বাঁধিয়া একটী পর্ব্বতের উপর লইয়া গিয়া নিম্নে ফেলিয়া দেয়।

সম্প্রতি ত্রিচিনপলির একজন অধিবাসী বাজী রাখিয়া এক যোজন এরাহু (দুরূহ বিশেষ) পার করিয়া শমন সদনে গমন করিয়াছে।

গত সোমবার কর্ণেল হাউড, মেজর এল, টি ট্রেভার, মেজর সি, এইচ লিউয়াড, এটকিনসন এবং সি, বি, ক্লার্ক, বেঙ্গল সিউজিক স্কুল দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীকে ধন্যবাদ দিয়া আসিয়াছেন।

১২ ই বৈশাখ শুক্রবার।

এক ব্যক্তি ঢাকা হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদগুলি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

"১। বিক্রমপুর উত্তমাত্মক দেশ, সুতরাং প্রায় সর্ব্বদাই শস্যশালী। গত বারেও তথায় বিস্তর ধান্য হইয়াছে, সুতরাং দুর্ভিক্ষের নাম মাত্রও নাই। এবার চর জমিতে মোটা ধানের গাছ বিলক্ষণ হইয়াছে। বৈশাখের শেষে উহার ফল পাকিবে সে সময়ে এস্থলে ধান্য কিছু সস্তাদরে বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা।

২। মালদহ নগর প্রভৃতি স্থলে ভয়ানক ওলাউঠা হইতেছে। তত্রত্য লোকেরা নগরে আসিয়া বাস করিতেছেন।

৩। এখানে উৎকোচের বড় প্রাদুর্ভাব। সেদিন একজন মোক্তার এই বলিয়া ফৌজদারীতে নালিস করিয়াছে যে, ঘুস না দেওয়াতে একজন আমলা তাহাকে বিলক্ষণ কসিয়া একটা চপেটাঘাত করেন। ঘুস আদায়ের বিলক্ষণ উপায়ই বটে, দেখা যাউক প্রমাণে ও বিচারে কি হয়। এখনও আমা দের সকলে যে সকল লেখকের গজানন আছেন, তাহাদিগকে শীঘ্র উঠাইয়া দেওয়া উচিত।

৪। গত কল্য বিক্রমপুর হিতসাধিনী সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাতে প্রায় ৫০০ শত লোক হইয়াছিল। ঢাকার প্রধান ও সম্ভ্রান্ত সকলেই প্রায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাবু শ্যামসুন্দর সেন বার্ষিক রিপোর্ট

পাঠ করেন। রাজা খাঁন প্রভৃতি বিষয়ে সভা বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। বিক্রম পুরের উচ্চারণ দোষ সংশোধনের নিমিত্ত সভা হইতে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। এই সভায় বাবু মধুরানাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ, বাবু প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও বাবু রামপ্রসাদ সেন বক্তৃতা করেন। প্রসন্নবাবুর বক্তৃতা ও মধুর বাবুর প্রবন্ধ নিতান্ত প্রীতিকর হইয়াছিল। সমাজের বলক্ষয় সম্বন্ধে প্রসন্ন বাবু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই নিতান্ত প্রীত হইয়াছিলেন। মধুর বাবুর প্রবন্ধ কবি বিষয়ে ছিল, উহাতে বিস্তর সার কথা বিবৃত হইয়াছে। স্বদেশের প্রতি ইহাদের অনুরাগের আতিশয্য দেখিয়া আমরা নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

১৩ ই বৈশাখ শনিবার।

যাবতীয় ডিষ্ট্রিক্ট রিপোর্টে দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমান শস্য এবং আশুধান্যের চাসের নিমিত্ত লোকে বৃষ্টির জন্য হাহাকার করিতেছে। শিলাবৃষ্টি এবং ঝড়ে অনেক স্থানের আম্র নষ্ট করিয়াছে। ২৪ পরগণার স্থানে স্থানে বসন্ত ও ওলাউঠা হইতেছে।

বর্দ্ধমান ও হুগলীর সাংক্রামিক জ্বরের প্রকৃতি ও কারণ প্রভৃতি অনুসন্ধানার্থ ডাক্তার ডি উইলকিকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এ নিমিত্ত লার্ড নর্থব্রুক যে প্রস্তাব লিখা এবং পুরস্কারের ঘোষণা করেন তাহার কি হইল?

মুন্সী প্যারীলাল কায়স্থদিগের বিবাহের ব্যয় কমাইবার বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। এক্ষণে ইনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। সম্প্রতি হাইকোর্টের প্রায় একশত কায়স্থকে এ বিষয়ে স্বাক্ষর করাইয়াছেন।

শুনা যাইতেছে এদেশীয় কতকগুলি অশ্বারোহী সেনাকে শীঘ্র ব্রিচ লোডার দেওয়া হইবে। এদেশীয় সেনার হস্তে ব্রিচ লোডার!

সিন্ধু ও পঞ্জাব রেলওয়ের দুইজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। হব হাউস সাহেব এই সকল ধর্ম্মান্তরিতের সংখ্যা কমাইবার চেষ্টায় আছেন।

সার রিচার্ড টেম্পল আজিও ধরতাড়ায় রহিয়াছেন।

এ বৎসর মক্কায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার যাত্রী গমন করিয়াছিল।

পিয়নিয়রের একজন সংবাদদাতা আসামে নাগাদিগের এক আশ্চর্য্য রীতির বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন নাগাদিগের প্রত্যেক পল্লীতে এক একটী পৃথক বাটী থাকে, ঐ বাটীটী যাবতীয় অবিবাহিত যুবকের নিদ্রা যাইবার স্থান।

খোকাদিগের গুরুরাম সিংহ এক্ষণে রেঙ্গুন জেলে রহিয়াছেন। চারিজন ভিক্ষু করেদী তাঁহার পরিচর্য্যার্থ রাখা হইয়াছে. তাঁহার জন্য একটী গাভী নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে, তিনি সেই গাভীর দুগ্ধপান করেন।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

ব্রহ্মদেশে দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ ৩১৯৪৪ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। মান্দ্রাজে ১১৮২৭০ টাকা হইয়াছে।

রেঙ্গুনে ধান্যের মূল্য বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে. আরো বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এক্ষণে ১০০ কোড়া ধান্যের মূল্য ১০৫ টাকা হইয়াছে। কৃষকেরা লোকে পড়িয়া ৮০। ৮৫ টাকায় ধান্য বিক্রয় করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের নিজের জন্য ১০০ টাকারও অধিক দিয়া পুনরায় উহা ক্রয় করিতে হইবে।

৮ ই এপ্রেল পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ ৬৫৫৯০ টাকা উঠিয়াছে। ৩১ এ মার্চ্চ কলিকাতায় ১০ হাজার এলাহাবাদে ১২ হাজার এবং ১১ ই এপ্রেল কলিকাতায় আর ১০ হাজার টাকা পাঠান হয়।

মার্কুইস অব সালিসবরি বঙ্গদেশের ফেমিন রিলিফ ফণ্ডে ৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

বর্দ্ধমান বিভাগের প্রায় সকল স্থান হইতে রিলিফের জন্য আবেদন পত্র সকল আসিতেছে।

রঙ্গপুরে চাউলের মূল্য ৮৴৩ সের ৪ টাকা হইতে ১৷৷০ টাকা মণ দাঁড়াইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের চাউল লইয়া যাইবার জন্য সকল গাড়ি প্রভৃতি বন্ধ হওয়াতে অন্যান্য ব্যবসায়ীর ব্যবসা চলিতেছে না, তাহাতেই এই রূপ মূল্য বৃদ্ধ হইয়াছে।

মাদুরের স্থানে স্থানে লোকে মউল খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে, ইহাতে লোকে পীড়িত হইতেছে।

চম্পাঘাট হইতে দারজিলিঙ্গ যাইতে একটী রেলওয়ে তুলিবার হয়, কিন্তু ইহাতে গুরুতর ক্ষতি হয় নাই।

মদারপাড়া নামক একটী পল্লীতে নিম শত ঘর মুসলমান চতুর্থাংশ মাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। পীড়াও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশীয় একখানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে রেঙ্গুনের চাউলের কলে যে আগুণ লাগিয়াছিল তাহাতে ২৭ হাজার বস্তা চাউল এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার ঝোড়া ধান্য পুড়িয়া গিয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া সকলে অনুমান করিতেছেন।

অযোধ্যার গঙ্গা এবং দোয়াব বিভাগে রিলিফের কার্য্য বিলক্ষণ চলিতেছে।

১ লা জানুয়ারি হইতে ১ লা এপ্রেল পর্য্যন্ত আকায়াব হইতে কলিকাতায় ২০৩১ টন চাউল আসিয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া লণ্ডনস্থ তদীয় লিখিত টেলিগ্রামগুলি পাইয়াছেন -

১৬ই এপ্রেল--মজুর দ্বারা স্থানান্তরে খাটাইয়া লইবার ব্যবস্থা করাতে মহুয়া এবং মহুয়নী উপাধিধারী লোকেরা প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। এক লক্ষ মজুর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। যেরূপ বেতন দেওয়া হইতেছে, তাহাতে ক্রমাগত অনেক সময়ে লোকের চলিতে পারে, এবং তাহাতে বলবান ও যথার্থ পরিশ্রমী মজুর দিগেরও জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

১৭ ই এপ্রেল--বিক্রয়ের বন্দোবস্ত অভাবে অধিক পরিমাণে গবর্ণমেণ্টের চাউল

বিক্রীত হইতেছে না। বিক্রয়ের স্থান ও বিক্রয়কারীর সংখ্যা অতি অল্প। দলে দলে লোক গোলায় আসিয়া চাউলের প্রত্যাশা করিয়া থাকে, বহুক্ষণ প্রতীক্ষায় পর কিঞ্চিৎমাত্র চাউল পায়। বাজারে চাউল বিক্রয় হয় না।

১৮ ই এপ্রেল—কল্য দুটী অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। একটী এক ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে, বিস্তর ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। রিলিফওয়ার্ক বন্ধ হইয়াছে, সহরে লোকের অত্যন্ত কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৯ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে ফরতাপুরের নিকটে আর একটী অগ্নিকাণ্ড হয়। কল্য সন্ধ্যা বাজারে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হয়। চাউল লইয়া মারামারি কিছু গোল হইয়াছে। ৩ হাজার গরুর গাড়ি আজি দশ দিন চাউলের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। পঞ্চপীড়া আরম্ভ হইয়াছে। সহরে লোকের কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে এবং মেজর কাউজো বজরাঘাট হইতে উত্তর বিহারে অতি সত্বরতা সহকারে চাউল প্রেরণ করিতেছেন। যে ৩০ লক্ষমণ চাউল কণ্ট্রাক্ট করা হইয়াছিল, তাহার ২০ লক্ষ মণ পাঠান হইয়াছে। দিবারাত্রি এত কাজ চলিতেছে যে মেজর কাউজো ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪৯০০ গাড়ি চাউল পাঠাইতে পারেন।

১১ ই এপ্রেল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি বিহারে ৩০৭২৪ টন চাউল লইয়া গিয়াছেন।

বস্তিতে রিলিফ কার্য্যে দলে দলে লোক আসিতেছে। এক্ষণে তথায় মজুরের সংখ্যা ৫০ হাজার হইবে। গোরক্ষপুরে ৫০ হাজার মজুর খাটিতেছে। উত্তর ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে আর ৪০ হাজার লোক রিলিফ কার্য্য এবং রাস্তার উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে।

দুঃস্থ হইতে অনেকে মির্জ্জাপুরে উঠিয়া যাইতেছিল, কিন্তু আহারীয় শস্য ক্রয় করিবার জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়াতে তাহারা সে চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছে। বাঁকা এবং কানপুরে অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদিগকে মুক্তা কাটিবার জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়া হইতেছে।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনি।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১০ ই এপ্রেল। পাটনার দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর মুন্সী হাবকাপ্রসাদ কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ডবলিউ এচ ব্রিমলি কিছুদিনের জন্য বেবেরিজ বোডের প্রতিনিধি সেক্রেটারি হইলেন।

উত্তর বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ নিম্নলিখিত আফিসরেরা রাজসাহী বিভাগে কিছুদিনের জন্য প্রতিনিধি বিশেষ ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং ১৮৭০ অব্দের আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন

নাটোরের প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু

বগুড়ার প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণী শঙ্কর রায়।

১৮ ই এপ্রেল। বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালী কিঙ্কর সেন ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন

বাবু প্রফুল্ল চরণ মল্লিক পূর্ণিয়ার প্রতিনিধি ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর আর এচ, ওমি তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর হইলেন এবং ঢাকা উপবিভাগের ভার পাইলেন

২১ এ এপ্রেল। বাবু অমরেশ নাথ রায় চতুর্থ শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত হইলেন

বাবু কৃষ্ণধন বসু কিছু দিনের জন্য মুরশিদাবাদের প্রতিনিধি বিশেষ সব রেজিষ্টার হইলেন।

রিবস উইলসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

৩১ এ মার্চ্চ। মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু কালী প্রসন্ন রায় চৌধুরী ফৌজদারী প্রক্রিয়ার ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

মানভূমের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর আর ডি হেয়ার ফৌজদারী প্রক্রিয়ার ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

মৌলবী মহম্মদ আলী তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন এবং চট্টগ্রামের অন্তর্গত সন্দ্বীপের মুন্সেফ হইলেন। কিন্তু আপাততঃ কিছুদিনের জন্য রাওজনের প্রতিনিধি মুন্সেফ থাকিতে হইবে।

অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর আর এচ, মেরি দিনে বঙ্গ বিভাগের ভার পাইয়াছেন, জলপাইগুড়িতে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন। ইনি আরো বক্সাতে মুন্সেফের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত পাকুরের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর ডবলিউ এম কাবেন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং ফৌজদারী প্রক্রিয়ার ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

২১ এ এপ্রেল। কাপ্তেন আর ষ্টি, হেয়ার প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং মানভূমে ফৌজদারী প্রক্রিয়ার ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস উইলসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৮ ই এপ্রেল। ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান বণিকদিগের আবেদনানুসারে লিবারপুলের

দেয়ন ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ কল্পন উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয় বিবেচনার্থ এক সভা আহ্বান করেন।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ জন্য অর্থসিদ্ধে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে।

ওল্ড ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবিতে ডাক্তার লিবিংষ্টোনের মৃতদেহ কবরিত হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষের জন্য ৩ কোটি টাকা ঋণ করা যে হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে ৫ কোটি ঋণ করা হইবে স্থির হইয়াছে।

কাপ্তেন নবার আশানি যুদ্ধের জন্য সি, সি, বি, এবং কে, সি, এম, জি, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ এপ্রেল। ফ্রান্সিয়ানায় ভয়ানক জল প্লাবন হইয়া গিয়াছে।

ম্যাঞ্চেষ্টর কাউন্স কোমন রিলিফ ফণ্ডের কমিটী কলিকাতায় আর ২ লক্ষ টাকা পাঠাইয়াছেন।

এবার আমেরিকায় গম অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়াছে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবৎসর অধিক ভূমিতে গমের চাস করা হইয়াছে।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। বক্রপুরের কোন স্থানে একটী রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে। এদুঃসময়ে দরিদ্র লোকে কার্য্য পাইবে বলিয়াই এ অনুষ্ঠানটী আরম্ভ হইয়াছে। যে স্থান দিয়া রাস্তাটী যাইবে তাহা বনয়ারী আবাদের মহারাজার এলেকা ভুক্ত। স্থানীয় কর্ম্মচারী ঐ স্থানের মালিকি স্বত্ব মহারাজা ন্যায্য মূল্য বিক্রয় করেন, এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখেন। মহারাজা বাহাদুর দানে মুক্তহস্ত। তিনি ঐ ভূমি খণ্ডের কিছুমাত্র মূল্য গ্রহণ করেন নাই। বিনা মূল্যে আপন স্বত্ব গবর্ণমেণ্টকে অর্পণ করিয়া দানশৌণ্ডতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। শুনিয়াছি, ঐ ভূমির আয়তন কিছু অল্প নহে।

২। কেতু গ্রাম থানায় একটী অতিথি শালা খুলিয়াছে। অন্ধ, খঞ্জ, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরই ইহাতে প্রবেশাধিকার আছে। আমরা এক এক থানায় একটী একটী এরূপ আড্ডা স্থাপনের বিরোধী। থানা বহুদূর বিস্তৃত; সমস্ত থানার অক্ষম ব্যক্তি এক স্থানে সমবেত হইতে পারে না, এ রূপ আড্ডা মত গন (প্রবেশিত হয়, তত্তৎ তাহাদের পক্ষে ক্ষতি।

৩ ক্রমে চৌর্য্য ভয় প্রবল হইয়া উঠিল প্রতিদিনই শুনা যাইতেছে। স্থানে এক স্থানে দলবদ্ধ হইতে ১। লোকে সতর্ক হইতেছে বলিয়া বলমায়েসেরা চুরি করিতে সাধন করিতে পারিতেছে না, অনেক লোক রাত্রে নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু যাহারা দেশের রক্ষক পুলিস, তাহাদিগকে কখন কাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। গবর্ণমেণ্ট যেমন দুর্ভিক্ষ দমনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন তেমনি দেশ রক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা করুন।

৪। এদিকে আজি প্রায় এক মাস বৃষ্টি পাত হয় নাই। সূর্য্যের উত্তাপ অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ৯ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত দিনের বেলায় বাটীর বাহির হওয়া দুষ্কর হইয়াছে। দিন দিন তাপমান যন্ত্রে পারা ৯৮। ৯৯ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিতেছে। স্থানে স্থানে জলকষ্টের এক শেষ হইয়াছে। শুনিলাম বোলপুরে একটী পুষ্করিণীতে কিছু মাত্র জল নাই। লোকের কষ্টের সীমা নাই। এদিকে দুর্ভিক্ষ প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতেছে দেশের কি ভয়ানক দশাই পড়িল

১৮৭৪
২০ এ এপ্রেল।

এক ব্যক্তি মনমথনাথ হইতে লিখিয়াছেন:—

আমরা মনমথ সিংহের ৮টী পরগণা হইতেই অন্নকষ্টের সংবাদ পাইতেছি, বিশেষতঃ জামালপুর ও তাহার মহকুমায় অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। তথায় প্রায় সমস্ত অধিবাসীগণ অত্যন্ত দরিদ্র, শস্যের মূল্য কিছুমাত্র বৃদ্ধি হওয়াতেই তাহাদিগের দিনচলা ভার হইয়া পড়িয়াছে, ফলতঃ অন্ন জোগার অপরাপর স্থান অপেক্ষা উক্ত দুই স্থলে কিছু অধিক পরিমাণে শস্যের ক্ষতি হইয়াছে। দিন দিন রপ্তানী বন্ধ হওয়াতে শস্যাদির মূল্য বর্দ্ধিত হইতেছে। জামালপুরে এখন অনেক লোক নাই যাহারা [illegible] মুক্তিলাভ [illegible] দুর্ঘটনা না হইলে, তাহা [illegible] স্থানের প্রজাদিগের [illegible] তাহা বলিয়া শেষ করা [illegible] তাহাদের মধ্যে অনেকে [illegible] আশঙ্কা করিয়া [illegible] অন্নের জন্য হাহাকার [illegible] নাথ রায় ও শ্রীযুক্ত [illegible] আপন প্রজাদিগকে দুর্ভিক্ষ [illegible] নিমিত্ত কমিটী করিবার জন্য [illegible] উপায় অবলম্বন করিতেছেন [illegible] উপায় হইতেছে যে তাহা [illegible] আর অধিকদিন স্থায়ী হইবে না। আমাদের মাজিষ্ট্রেট সাহেব এ বিষয় শুনে একপ্রকার তদ্বিষয় করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি তদারক করিয়া কি কাজ করিবেন তাহা আমরা কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

কয়েক দিন অতীত হইল জামালপুরের [illegible] গঞ্জ হইতে স্থানে [illegible] গিয়াছে। তাহাতেই [illegible] গুণে প্রবেশ করিতে [illegible] পুলিস [illegible] জামালপুর [illegible] ও [illegible] হইয়াছেন, কিন্তু [illegible] করিতে পারেন নাই। [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইয়াছে।

ঐ [illegible] অনেক গরু [illegible] হইয়াছে। বিশেষ সূত্রে অবগত হইলাম [illegible] মুচিরা নিম প্রয়োগ দ্বারা চর্ম্মদিগের [illegible] করিয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ শত গো উহাদিগের কর্ত্তৃক হত হইয়াছে। পুলিস ও স্থানীয় জমিদারগণ এই নিষ্ঠুর কাণ্ড প্রত্যক্ষ দেখিয়াও উহার নিবারণ চেষ্টা করিতেছেন না।

তাহাতে মুচিরা আরো প্রশ্রয় পাইয়া দিন দিন গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিয়া অসংখ্য গো হত্যা করিতেছে। পুলিস যদি ত্বরায় গোহত্যাকারী মুচিদিগকে শাসন না করেন তাহা হইলে লোকের যে কত অনিষ্ট হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহা হউক গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে একটু মনোযোগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল মুক্তাগাছার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্য কান্ত আচার্য্য চৌধুরী সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে সুরতা নামক নদীর উপর একটী পুল প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই পুলটী হইলে বাস্তবিক দেশস্থ ও বিদেশস্থ লোক সমূহের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এখন পর্য্যন্ত উক্ত পুলের কার্য্য সমাধা হইল না। আমাদের এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতেছে যে ঐ পুলের প্রধান কার্য্য কারক ইঞ্জিনিয়ার সাহেব পুলকার্য্য সাধন বিষয়ে নিতান্ত অলস ও অমনোযোগী, দেশহিতৈষী সূর্য্যকান্ত বাবুও বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ না করিলে আর দুই তিন বৎসরেও উহার কার্য্য শেষ হইবে না।

কতি মধ্যে এক দিন রাত্রি ১০টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত প্রবল বটিকা ও শিলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অনেক গৃহ ও বৃক্ষ ভূমিসাৎ এবং ফলাদির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

বাজারে চাউল ৩ টাকা মণ বিক্রীত হইতেছে।

১৭ ই এপ্রেল ১৮৭৪

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনার ২৫ শে চৈত্রের ময়মনসিংহস্থ সংবাদদাতার পত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ স্তম্ভের কিছু প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কারণ, বোধ হয় সংবাদদাতা উক্ত কথার প্রতি নির্ভর করিয়াই অনর্থক কতগুলি ন্যায়বান ধর্ম্মপরায়ণ দানশীল ভূম্যধিকারিগণের প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিয়া আপন লেখনী ও আত্মাকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয় সংবাদদাতা জমীদার বিদ্বেষী নব্য সভ্য হইবেন, নতুবা মুক্তাগাছার জমীদারগণের অসাধারণ দানশীলতা, পর দুঃখ কাতরতা ন্যায়পরতা তাঁর চক্ষে সামান্য ধূলি কণার ন্যায় বোধ হইবে কেন?

মহাশয়! দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য অত্রত্য ভূম্যধিকারিগণ যে সকল সুনিয়ম ও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত স্থানে যে প্রকার দানাদি করিতেছেন এস্থলে তাহা আমাকে বাধ্য হইয়াই বলিতে হইল।

এ পরগণায় স্থানে স্থানে যে পরিমাণ শস্য জন্মিয়াছে যদি রপ্তানি না হয় তবে আদৌ এখানে দুর্ভিক্ষ হইবার আশঙ্কা খুব কম। ভূম্যধিকারীগণ অনুসন্ধান দ্বারা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া এ প্রকার সুনিয়ম সকল সংস্থাপন করিয়াছিলেন যে যাহাতে কোন মতেই এখানে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইতে না পারে এবং এতদ্বারা এপরগণা উত্তম রূপেই চলিয়া আসিতেছে, এমন কি এ পর্য্যন্ত প্রজাগণের মনে একথা উদয়ই হয় নাই যে দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হইতে হইবে। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব জমীদারগণকে দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য তৎপর দেখিয়া শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীধর আচার্য্য চৌধুরীকে দীর্ঘ পত্র দ্বারা ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। সংবাদদাতা কি কারণে তাহা শুনিতে বধির হইয়াছেন তাহা আমরা জানি না।

অত্রত্য অন্যতর ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী শ্রীযুক্ত বাবু অমৃত ও প্রসন্ন নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু হরেন্দ্র ও যোগীন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী আপন এলাকা বগুড়া জেলার কাকইর পরগণাতে দুর্ভিক্ষ আশঙ্কায় চারি আনা পরিমাণ খাজনা মাপ দিয়া ছেন এবং আবশ্যক হইলে আরও সাহায্য করিবেন এমত স্বীকার করিয়াছেন। বদান্য বর বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য রাজসাহী, বগুড়া দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভায় ৫০০ পাঁচশ করিয়া হাজার টাকা এবং ঢাকা সভায় হাজার টাকা দান করিয়াছেন, বাবু রামকিশোর আচার্য্য ময়মনসিংহ সভায় তিনশ ও ঢাকা সভায় হাজার টাকা (যাহা ঢাকা প্রকাশে প্রকাশ) দান করিয়াছেন। আমবাড়িয়ার জমীদার ময়মন সিংহ সভায় স্বীকার করিয়াছেন। যে যত কাল দুর্ভিক্ষ থাকিবে তত কাল প্রতি মাসে দুশ টাকা করিয়া দান করিবেন। এগুলি কি প্রকৃত দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় নহে? ইহাকি প্রকৃত বদান্যতার কার্য্য নহে?

এখন সম্পাদক মহাশয় বিচার করুন ঐ সকল মহাত্মাদের হৃদয়ে প্রজাপীড়কতা দোষ স্পর্শ করিতে পারে কি না?

সংবাদ দাতার চতুর্থ স্তম্ভের বিদেশীয় তীর্থ যাত্রী নিশ্চিত অবস্থায় ছিল না, তাহাদের অবধানতা বশতঃ টাকাগুলি অপহৃত হইয়াছিল কিন্তু মুক্তাগাছার জমীদারগণের বদান্যতা গুণে তাহাদের কোনই ক্ষতি হয় নাই। উহারা পুনরায় তীর্থ স্থানেই যাত্রা করিয়াছে।

ময়মন সিংহ মুক্তাগাছা ২ রা বৈশাখ ১২৮১

বশম্বদ শ্রীহরগোবিন্দ রায় শিক্ষক মুক্তাগাছা স্কুল

সম্পাদক মহাশয়! ময়মনসিংহে বর্ষিরো কোম্পানির একটী বৃহৎ চটের কল থাকাতে এখানে ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে নানা দূরবর্ত্তী স্থান হইতে বিস্তর শ্রমজীবি লোক আসিয়া বাস করিতেছে। তাহারা সকলেই উক্ত কারখানায় কাজ করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্বদা নানা বিধ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকাতে অর্জ্জিত অর্থ দ্বারা বস্ত্র বস্ত্রের কষ্ট দূর বা সুখস্বরূপে পরিবার প্রতিপালন ইত্যাদি কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। এই জন্য শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাদের চরিত্র সংশোধন ও জ্ঞানলাভার্থে ক্রমে ক্রমে ৩ টিমটী নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া

ছেন। একটী এক্ষণে বর্ষিয়ো কোম্পানি ও অপর দুইটী শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু কেবল পুস্তক পাঠ ও লিখন প্রভৃতি নীরস বোধ হয় বলিয়া ছাত্রেরা আসিয়া প্রথমতঃ কতক দিন সাতিশয় উৎসাহের সহিত পাঠাভ্যাস করে, কিছু দিন থাকিয়াই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া যায়; আবার কতকগুলি নূতন লোক আইসে। এইরূপে সর্ব্বদাই নূতন নূতন লোক আসিতেছে ও যাইতেছে। তজ্জন্য বিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হয় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ৪ বৎসর হইল দরিদ্র বান্ধব উক্ত বাবু নাইটস্কুলের অধিক বয়স্ক ছাত্র ও অন্য অন্য দোকানদার, কারিকরদিগকে লইয়া "বরাহ নগর ওয়ার্কি মেন্স ক্লব" নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মাসের মধ্যে দুই শনিবার ঐ সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। এই সভার দ্বারা এখানকার অনেক উপকার সংসাধিত হইতেছে বলিতে হইবে, কারণ অনেকগুলি লোক মদ্যপান প্রভৃতি কুক্রিয়ায় বিরত হইয়া সুখসচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তাহারা নিয়মিতরূপে সভায় আসিয়া থাকে। সম্প্রতি উক্ত ক্লব হইতে একখানি স্বতন্ত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে ইহার কলেবর ১ ফরমা হবে, প্রত্যেক পৃষ্ঠের দুই একটী ছবি থাকিবেক, তাহার মূল্য এক পয়সা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বাস্তবিক আমাদের দেশে এরূপ একখানি সামান্য লোকদিগের উপযোগী পত্রিকার নিতান্ত অভাব বলিতে হইবে। যদি ইঁহারা এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তবে একটী মহা অভাব দূর হইবে।

প্রায় ১০ বৎসর অতীত হইল এখানে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ বিদ্যালয় নানাবিধ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে। এক্ষণে আবার ইহার একটী শাখা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। উভয় বিদ্যালয়ে প্রায় ৮০ টী বালিকা শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। আর ২ বৎসর অতীত হইল বিদ্যালয়ের সাহায্য বৃদ্ধি প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন করা হয়। কত দিনের পর গত জানুয়ারি মাসে চুঁচুড়ার ডিসট্রিক্ট স্কুল কমিটি ১০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু প্রায় ৩ মাস অতীত হইল সেই আবেদন পত্র অদ্যাপি স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষেরা প্রাপ্ত হয়েন নাই। এ বিলম্বের কারণ কি? সেই আবেদন পত্র এক্ষণে মাজিষ্ট্রেট কমিশনর, স্কুল ইন্সপেক্টর অথবা ডাইরেক্টর কাহার নিকট আছে তাহা কে বলিতে পারে? এই কি নূতন প্রণালীর কার্য্যের সুশৃঙ্খলার উদাহরণ?

প্রায় ১ বৎসর হইল এখানে একটী "সাধারণ ধর্ম্মসভা" হইয়াছে। ইহাতে কিছু মুসলমান ব্যতীত অনেকগুলি লোক একত্রিত হইয়া একেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন। এই সভার সভ্য হইবার জন্য কাহাকেও যবন পরিত্যাগ করিয়া মতান্তর গ্রহণ করিতে হয় না। যিনিই ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তিনিই সভার সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইতে পারেন। প্রতি রবিবারে উক্ত সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। ধর্ম্মতত্ত্বরূপ মত ও বিশ্বাস সত্ত্বেও ধর্ম্মহীনতা একতা সম্পাদন করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সভার মাসিক অধিবেশন সময়ে কি ব্রাহ্ম কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলেই অকুণ্ঠিত ভাবে স্বমত প্রকাশ করিতে পারেন। ইহাতে কোন সম্প্রদায় বা ধর্ম্মকে আক্রমণ ও নিন্দা করা হয় না। বাস্তবিক বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব চলিয়া গিয়া সকলে একতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন, তাহাই সভার অভিপ্রেত। এই সভা হইতে সর্ব্বসাধারণ লোকদিগের মধ্যে ধর্ম্ম ভাব প্রচার জন্য মধ্যে মধ্যে নগরকীর্ত্তন বাহির করিবারও কল্পনা করা হইতেছে।

অত্রস্থ ব্রাহ্ম সমাজের অবস্থা দিন দিন অতিশয় শোচনীয় হইতেছে। কতক মাসা অধি প্রত্যেক সপ্তাহের শনিবারে কলিকাতা হইতে এক একজন প্রচারক আসিয়া উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। প্রথম প্রথম অনেক গুলি ব্রাহ্ম উপাসনায় যোগ দিতেন, তাহাই উপাসক সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিতেছে। ইহা দেখিয়া আমরা বড়ই ব্যথিত হইতেছি, অবশ্যই উহার মধ্যে কোন কারণ থাকিতে পারে। সেই কারণ কোথায়? তাহার অনুসন্ধান করিয়া সাধ্যানুসারে প্রতিকার করা নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে।

বুদ্ধির সার বেঙ্গলিয়ান আফিস।

মহাশয়! আমাদের দেশীয় এই অতি দুর্দিবাবেশনে সাধারণ সেক্রেটেরিয়েট গবর্ণমেণ্টের সুকোমল স্বভাব, ইনি ও সব রেজিষ্ট্রার নিয়োগের নিয়ম করিয়াছেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী, নহেন, সাধু কীর্ত্তি ফির অংশগ্রাহী। পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রার মহাশয় এক স্থানে রেজিষ্ট্রির নিয়ম থাকাতে সর্ব্বসাধারণের কতই সুবিধা ছিল। বহুদূর গমন ক্লেশ ও অনর্থক অর্থব্যয়, অশিক্ষিত বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের অজ্ঞাত নাম পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হওন জন্য লজ্জা ও সঙ্কুচিতা, অন্যথা ৩, ১২৫ টাকা রেজিষ্ট্রির সামান্য কার্য্য, ২ দিন বই ১, এবং পূর্ব্বোক্ত অসুবিধা সমূহ জন্য দেশের অকর্ম্মণ্য দলিলের সংখ্যা হ্রাস হইয়া কিরূপ নিয়মে এই সকল [illegible] হইয়াছে। [illegible] প্রণালী বাহির হইয়াছে। সে সমস্ত [illegible] উপরে সৃষ্টি করা আবশ্যক, তাহাদের এই একবারগ সাধারণের অসুবিধা হইতেছে, আমরা বাগনান, শিবপুর ও শ্যামপুর এই পাঁচটী থানা লইয়া নূতন রেজিষ্ট্রি হইব। প্রথমতঃ এই বড়টী থানার রেজিষ্ট্রি হইবে উপবিভাগীয় বিচারকের কার্য্য ছিল, কিন্তু থানাস্থলে সম্প্রতি একজন স্বতন্ত্র সব রেজিষ্ট্রার হইয়াছেন। অবশিষ্ট চারিটী থানা একজন উপবিভাগীয়র সব রেজিষ্ট্রারের কর্ম্মে আছে। আমরা এ বিষয়টী রাজপুরুষদের বিশেষতঃ আমাদের অত্রস্থ সুযোগ্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু

তারিণী প্রসাদ রায় মহাশয়ের বিবেচনা পথে উপস্থিত করিয়া দিতেছি, এবং সেই সঙ্গে আর একটী কথাও বলিয়া রাখিতে বাধ্য হইতেছি যে, সেই সব রেজিষ্টারদের আপনাপন এলাকার অধিবাসী ও ভদ্রতা লোকেদের বিশ্বাস ভাজন হওয়া আবশ্যক, অন্যথা অভিলষিত সুফল লাভের ব্যাঘাত থাকিবে। এই সকল বিবেচনা করিয়া বলাতে আমাদের কথিত চারিটী থানার থানাকুলের ন্যায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সব রেজিষ্ট্রেসন আফিস চতুষ্টয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা মনোযোগ করেন এই প্রার্থনা। যদিও ইহাতে কার্য্যের অল্পতা নিবন্ধন লাভের অল্পতা হওয়ার সম্ভাবনা তথাচ আমরা বলিতেছি যে, গৃহে থাকিয়া কার্য্য করিতে পাইলে সব রেজিষ্ট্রারেরা সেই অল্প লাভেই সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানসময়ে অভদ্রতা অনেক স্থানে জমীদারির সুতন বন্দোবস্ত জন্যই শীঘ্রই অনেক দলিল রেজিষ্ট্রির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যাহাতে দরিদ্র অধিবাসীদের অকারণ কষ্ট ও অর্থব্যয় না হয় তদর্থ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সেন একটু শীঘ্র শীঘ্র এবিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন। এই মফস্বল স্থায় উপবিভাগীয় বিচারালয়টী প্রতিষ্ঠায় দরিদ্রদের অনেক উৎপীড়নের অবসান হইবার সূত্রপাত হইয়াছে, পুনশ্চ সম্প্রতি আমাদের অনুরোধে এই প্রার্থনাটী সফল হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের যে প্রভূত উপকার ও রাজভক্তির সমধিক রাজ ভক্তির বৃদ্ধি হইবে, ইহা বলা বাহুল্য।

৯ই বৈশাখ ১৮৮০ } ঐ:—

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সালে ১৭ ই এপ্রেল

মাথাভাঙ্গা নদী।

স্থানের নাম	* সর্ব্বনিম্ন জল	
	ফীট	ইঞ্চ
গঙ্গার মোহানায়	*	১
তাঁতার পাড়া	*	১
তাঁতারপাড়া হইতে		
ঘুষ্টে মোয়ালিয়া	১	
ঘুষ্টে মোয়ালিয়া হইতে		
নং ১ ফট	১০	
নং ১ ফট, হইতে		
বোলমারি	১	৬
বোলমারি হইতে		
আলিকদহ	২	
আলিকদহ হইতে		
হরিণগ্রাম	১	

ভাগীরথী।

চৌরাসির নীচে মোহানায়	১০	
তথা হইতে সুরপুর	১	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	১	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৭
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	১	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৪ মাইলের মধ্যে	২	১

সন ১৮৭৪ সালের ১০ এ এপ্রেল বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	৩	

১৮৭৪ সালের ১০ এ এপ্রেল বহরমপুর — নদীয়া রিবার ডিবিজন। টি,এচ, উইল্সি, ই, একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বংশীধারী সিংহ
ভাগলপুর সেরেস্তা ৫।০
* * দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য
দিনাজপুর ৫।০
* * গিরীন্দ্র প্রসাদ ঘোষ
যশোহর ১০
* * মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
আগরতলা ১০
* * স্বরূপচন্দ্র পাল
বেতবন্দর পুর ১০
মেদিনীপুর পবলিক লাইব্রেরির
সেক্রেটারি ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১২, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর টিকার অন্যতর যাহাতে তাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ। ৪ সংখ্যা।

" প্রবক্ষ্যন্তা প্রক্ষ্যনিদ্বিনায় পার্থিব: সম্বন্ধনা অনিমন্তনী ন ছীয়না

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা। সন ১২৮১, ২২ এ বৈশাখ। ইং ১৮৭৪। ৪ঠা মে মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১২। বার টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৬।০ টাকা।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের প্রকৃত উপযোগী " রচনাসার " মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ।০ আট আনা মাত্র।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

" ভারত সার।"

মহাভারতের সার গ্রন্থ, সরল বঙ্গভাষায় ১০ ফরমা (অর্থাৎ ১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। ৮ খণ্ডে গ্রন্থ শেষ হবে। প্রতি খণ্ডের মূল্য স্বাক্ষরকারীদিগের নিকট ৷৶০ আনা লওয়া যাইবে। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়গণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানাইবেন।

গুপ্তযন্ত্র কলিকাতা ২৪ নং মীর্জ্জাকসলেন — ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কাশী খণ্ডের মূল টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ ২০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ আনা, ডাকমাশুল /০ আনা। নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

২৪ পরগণা বাওয়ালি আচিপুর ডাকঘর। — শ্রীশিবচন্দ্র মণ্ডল

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী বৈশাখ মাসে " ভক্তি কল্পদ্রুম " নামে একখানি ৫০ ফর্ম সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সম্বলিত প্রকাশ হইবে। অগ্রিম মূল্য ।০ আনা, ডাক মাশুল সমেত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতা বহুবাজার কপালী টোলা ৩৯ নং ভবনে চাটুর্য্যে ফ্রেণ্ড এণ্ড কোম্পানির নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইবেন এবং ইংরাজী হইতে বাঙ্গলা ও তাহার ইংরাজী অর্থ ৪ টি ডিমাই বারপেনী ফর্মার ৬ ফরমা করিয়া মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে।

ভক্তিভক্তি কল্পদ্রুম প্রকাশক
শ্রীযদুনাথ মণ্ডল
বাওয়ালী নিবাসী।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডর অথবা ব্যাঙ্ক চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষ।

ডাক্তার উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০। ফৌলি ট্রীটমেণ্ট নার ডাকমাশুল মূল্য ১৷০ এসপেযাল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক " নোটস অন্ ইমজিনিয়ারিং " মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা।

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষায় ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্
এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস্

মূল্য —ডাকমাশুল।

অর্থাৎ রোগ বিচার	১	৷০
চিকিৎসা দর্পণ বাৎসরিক ঐ		০
ধাত্রী শিক্ষা	১	৷/০
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা	৷০	/০
কুইনাইন প্রয়োগ	/১০	/০
শরীর পালন	৷/০	/০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত

প্রাক্টীস অব মেডিসিন	১৮	১৵০
এনাটমি	৪৷০	৷/
স্যূতিশিক্ষা	১	৷০

ডাক্তার হরিনারায়ণ কুণ্ডু
বালচিকিৎসা ০ ০

শ্রীগুরু[illegible]
[illegible]
[illegible]ষধালয়
[illegible]ষ্টেল।

আমারপিতা ৺[illegible] সোম পাল মহাশয় শ্বাস কাশাদি [illegible] অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত

আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাসকাশ, হৃৎকাশ শূল ও মেহরোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি; আমি মেদিনীপুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিব, তাঁহাদিগের আরোগ্য করিয়াছি; তাঁহাদিগের প্রশংসাপত্র আমার নিকটআছে। আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অবৈতনিক সভ্য ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি; ঐ বাসা, কলিকাতা মুক্তারামবাবুর ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট ১৩ নং বাটী যিনি সম্প্রতি দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় পত্র করিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি

শ্রীউপেন্দ্রলাল পাল।

—০—

জেমুয়াকান্দীর চিকিৎসালয়ের সব্ আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু।

১। বালচিকিৎসা। এ বিষয়ের স্থবিধার জন্য মূল্য ৫ টাকা ধার্য্য করিয়াছি ডাঃ মাঃ আর আবশ্যক হইলে ডাকমাশুল ৵।

২। ধাত্রীশিক্ষা (ডাঃ গুডিভ্ টীমোর সাহেবের প্রেক্টিস্ অব্ মিডওয়াইফরি) মূল্য ১৷০ টাকা ডাঃ মাঃ ৵০।

৩। গর্ভিণী শিক্ষা—যন্ত্রস্থ। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট পাবা।

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়।

২৬ কলুটোলা কলিকাতা।

—০—

বাণীগঞ্জ ওয়ার্ক্স।

এই কারখানায় লৌহ নির্ম্মিত যে কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উত্তম রূপে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

প্রস্তুত দ্রব্যাদি শুদ্ধমূল্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে

৫০ ফুট, ৪০ ফুট ও ৩০ ফুট নদীয়ার পাইপ ৪৫, উহার নিম্নস্থ সাইফন জলশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নক্সা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ক্লে কবা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা। } বরদা প্রসাদ কোং।
৭ নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট }

—০—

মন্ত্রচিত "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বানার্জ্জি ব্রাদার এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য
১৮৭৪ সাল }

—০—

গুপ্ত যন্ত্র ছাপাখানা।

কলিকাতা। ২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন

প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর

পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি।

এই ছাপাখানায় উত্তম বাঙ্গালা ও ইংরাজী নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে। ছাপার মূল্য উচিত সময়ে দিতে পারিলে এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম্ম অতি শীঘ্র ও অল্প ব্যয়ে পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয়, যিনি যেরূপ কর্ম্ম চাহেন তাঁহার কর্ম্ম যদি সেইরূপ না হয় তন্নিমিত্ত অধ্যক্ষ দায়ী হইবেন।

আবশ্যক হইলে কর্ম্মদাতাগণকে ছাপার নমুনা পাঠান যাইতে পারে এবং খরচের ও সময়ের নিয়মাদি অবগত করা যাইতে পারে, মাশুল দিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে এবং প্রত্যুত্তরের কারণ ষ্টাম্প পাঠাইলে অবিলম্বে সকলের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক।

শ্রীপ্রত্যাচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

সোমপ্রকাশ।

২২ এ বৈশাখ সোমবার।

আমাদের নূতন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর।

প্রথম শিক্ষা।

সার রিচার্ড টেম্পল বঙ্গদেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে কি কি সংকল্প ও কিরূপ ভাব নিহিত রহিয়াছে তাহা আজিও জানিতে পারা যাইতেছে না। এক দুর্ভিক্ষে তাঁহার সমুদায় চিন্তা এবং সমুদায় অবসর গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। যদি কোন বিভাগে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন কিম্বা কোন প্রকার সংস্কার করিবার ইচ্ছা থাকে—দুর্ভিক্ষের কথঞ্চিৎ উপশম না হইলে সে বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছেন না। ক্ষেত্র অব ইণ্ডিয়া কিম্বা ইণ্ডিয়ান মিরর প্রভৃতি যাঁহারা সার জর্জ্জ কাম্বেলের কার্য্যে নিন্দনীয় কিছুই দেখেন না, তাঁহারা যাহাই বলুন, আমরা সার রিচার্ড টেম্পলকে কাম্বেল সাহেবের সকল কীর্ত্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য অনুরোধ করি না। সার জর্জ্জ কাম্বেলের অনুষ্ঠিত অনেক কার্য্যের যে সুফল ফলিয়াছে এবং ফলিতেছে তাহা আমরা স্বীকার করি এবং আশাও করি যে সার রিচার্ড টেম্পল অকারণে সেগুলিকে ভগ্ন করিবেন না কিন্তু এমন অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন যাহা সংশোধন না করিলে অনিষ্ট ঘটনার এবং লোকের ক্লেশ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। আমরা ১ লা বৈশাখের পত্রে "অনেক আইন ও অনেক কর্ত্তা" বলিয়া যে প্রস্তাব প্রচার করি তাহাতে সার রিচার্ড টেম্পলকে শিক্ষাবিভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। আমরা দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম যে ইতিমধ্যে সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। পুনঃ সংস্কৃত মিউনিসিপাল আইন উপলক্ষ্য করিয়া তিনি

মিউনিসিপালিটীদিগকে তাহাদের আয়ের কিয়দংশ প্রথম শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বেই কয়েকটী মিউনিসিপালিটি সে বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছেন এবং তিনি আশা করেন, যে অপরেরাও সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।

সার জর্জ্জ কাম্বেল এই সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার সদুপায়ের অভাব বহুদিন অবধি লক্ষিত হইতেছিল। তিনি নূতন তাহার আবিষ্কার করেন নাই, কিন্তু তিনি এবিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন সে জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করিতে হয়। তিনি যে এজন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন। তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। নিম্ন শ্রেণীর প্রথম শিক্ষার উপায় বিধান করা আবশ্যক বলিয়া স্থির হইলে, তিনি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে উচ্চশিক্ষার ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া সেই অর্থ এই কার্য্যে নিয়োগ করিবেন, কিন্তু অনেক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওয়াতে সে সংকল্প পরিত্যাগ করেন। কিন্তু সেই অভাব পূরণের জন্য অপর দুইটী উপায় অবলম্বন করেন। প্রথমতঃ বেঙ্গল মিউনিসিপাল বিলে মিউনিসিপালিটী দিগকে শিক্ষার্থে কিছু কিছু ব্যয় করিবার জন্য বাধ্য করিবার প্রস্তাব করেন, দ্বিতীয়তঃ সাধারণ ধনাগার হইতে বহুসংখ্যক লক্ষ টাকা দিয়া গুরুমহাশয়দিগকে উৎসাহিত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। শেষোক্ত প্রথম প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই; সুতরাং দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করিয়া তদ্দ্বারা সে বিষয়ের যতদূর সাহায্য করা সম্ভব তাহা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আমরা অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম প্রথম শিক্ষা বিষয়ে মিউনিসিপালিটীদিগের হস্তক্ষেপ করা ব্যতিরেকে আর সদুপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ তাহার জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা কে বহন করে? গবর্ণমেণ্ট যে রাজকীয় ধনাগার হইতে এই উদ্দেশে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতে স্বীকৃত হইবেন এরূপ বোধ হয় না। উচ্চশিক্ষার ক্ষতি করিয়া নিম্ন শিক্ষাসুবিধা করার পরামর্শও যুক্তি সিদ্ধ নয়; তাহাতে দেশের বিশেষ দুর্গতি হইবে। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে সাধারণের অর্থ সাহায্যে এবিষয়ের অনেক সাহায্য হইয়া থাকে সত্য কিন্তু ভারতবর্ষের সে দিন আজিও উপস্থিত হয় নাই। কত দিনে যে উপস্থিত হইবে তাহারও স্থিরতা নাই; সুতরাং মিউনিসিপালিটীদিগের হস্তক্ষেপ ভিন্ন উপায়ান্তর দেখা যায় না।

প্রজাদিগের ধন প্রাণ রক্ষার পরেই শিক্ষা; যে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে উদাসীন তাহা সভ্য শ্রেণীগণ্য হইবার উপযুক্ত নহে; বিশেষ নিম্ন শ্রেণীদিগের শিক্ষা। উচ্চতরের শিক্ষা বিধান করিতে অধিক ব্যয় আবশ্যক সুতরাং অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে সেরূপ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না এবং শিক্ষাবিধান উপলক্ষে [illegible] অনেকের অবস্থা তাহার অনুকূল নহে, দেশের পনর আনা লোক যত দিন অজ্ঞ এবং বণজ্ঞানবিহীন থাকিবে তত দিন কেবল মাত্র মুষ্টি মেয় লোকে প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে না—দেশের প্রকৃত উন্নতির পথ উদ্ঘাটিত হইবে না। আমরা এরূপ বলিতেছি না যে দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হওয়া আবশ্যক, কারণ তাহা সম্ভব নয় কিন্তু দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা যাহাতে অন্ততঃ সামান্য [illegible] রূপ লিখিতে পাঠিতে ও শুভ ভাগ করিতে পারে এরূপ শিক্ষার উপায় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ইউরোপের প্রায় সকল জাতিই এই জন্য ব্যস্ত, তেমাকে প্রতিনিধি সুইটজর্লণ্ড প্রভৃতির ত কথাই নাই। ঐ সকল প্রদেশে [illegible] পিতা মাতা দিগকে সন্তান [illegible] শিক্ষার উপায় করিতে বাধ্য করা [illegible] সন্তানেরা বিনা বেতনে পাঠ করিতে পায়। ঐ সমাজে প্রত্যেক মিউনিসিপাল টাউনকে নিজ ব্যয়ে এক একটী স্কুল রাখিতে হয়। সে বিষয়ে রাজপুরুষের শিক্ষা পাঠাবধি নয়, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীদিগের শিক্ষার যথেষ্ট উপায় আছে। সে কারণে যে ব্যয় হয় তাহা গবর্ণমেণ্ট এবং কমিউন বা অর্থাৎ গ্রাম্য মিউনিসিপালিটী বহন করিয়া থাকে। ঐ সকল অধিবাসীরা যদিও শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত অগ্রসর তথাপি সেখানেও সে সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার সদুপায় বিধান করা হইয়াছে এরূপ বলা যায় না। কারণ এখনও সেদেশের অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক নিরক্ষর আছে। এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে অদ্যাপি এক শত ব্যক্তির মধ্যে দ্বি-ষষ্টি জন বর্ণজ্ঞানবিহীন আছে; কয়েক বৎসর [illegible] ১৮৭৯ সালে [illegible] একটী আদে [illegible] যাহে [illegible] তাহা [illegible] যাহা [illegible] তাহা [illegible] ইংলণ্ড প্রথম [illegible] স্কুল [illegible] যুদ্ধ [illegible] পিতা [illegible] শিক্ষায় [illegible] তা [illegible] তাহাদিগকে [illegible] করা হইবে এবং যে [illegible] হইতে দেওয়া হইবে [illegible] পাঠকগণ দেখুন মিউনিসিপালিটীদিগের শিক্ষার

তার বচন কথা নূতন কথা নয়। তবে কি না দেশের মধ্যে সকল স্থানে মিউনিসিপালিটী নাই, যে কয়েক স্থানে আছে তাহারাও এরূপ দরিদ্র যে পুলিস বাদে বাসে অতি অল্প টাকা বর্ষে বর্ষে উদ্বৃত্ত হয় সে টাকাতে মিউনিসিপালিটীর অধীনস্থ সকল গ্রামের পথ ঘাট নির্ম্মাণ ও সংস্কার প্রভৃতি হইয়া উঠে না। বিশেষ কয়েক বৎসরাবধি বঙ্গদেশে। সমুদায় স্থানেই যে প্রকার অন্নাভাব হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে গ্রামগুলিকে স্বাস্থ্যকর করিবার উপায় অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। এই সকল কারণেই বোধ হয় সকল মিউনিসিপালিটী এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু মিউনিসিপালিটীদিগের ন্যায় স্থির ও নির্দ্দিষ্ট আয়বিশিষ্ট লোকের সাহায্য ব্যতিরেকে একার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না।

—:০:—

জলকষ্ট নিবারণের উপায় কি?

লোকের সংস্কার এবং সে সংস্কার মিথ্যা নয় যে প্রায় সমুদায় বঙ্গদেশ বৎসরের অধিকাংশ কাল জলময় থাকে। অথচ জল কষ্টে বঙ্গবাসিদের প্রাণ যায়, একথা কে বিশ্বাস করিবে? কিন্তু একথা মিথ্যাও নয়। গত বর্ষের কয়েক মাস জলের অভাবে আজি দেশে হাহাকার উঠিয়াছে। এই জল কষ্ট দুই প্রকার, একটী আকস্মিক ও অপরটী নিত্য। একটী শস্যক্ষেত্রের প্রাণ হানির কারণ অপরটী অধিবাসীদিগের নিত্য ক্লেশের হেতু। সচরাচর বঙ্গদেশে জলের অভাব নাই, পর্জ্জন্য দেব এখানে প্রায় প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু যদি কোন বর্ষে পর্জ্জন্যদেবের কোপদৃষ্টি হয় তখন শস্যক্ষেত্র সকল রক্ষা করিতে পারে এরূপ জলের উপায় নাই। একথা কি আজিকার দুর্ভিক্ষ স্মরণ করাইয়া দিতেছে? না—শতবৎসর পূর্ব্বে এতদপেক্ষা গুরুতর ও কঠোরতর আর একটী দুর্ভিক্ষ এই কথাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। আজি কি কর্ত্তৃপক্ষেরা নূতন ভাবিলেন—যে অসময়ে জলকষ্ট নিবারণের উপায় করা উচিত? না শত বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই কথাই বুঝিয়াছিলেন? ইহারই উপায় নির্দ্ধারণের জন্য লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব প্রভৃতি তখনকার বড় বড় কর্ম্মচারিদিগের মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন? কেন তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে ভূমির উপর স্থায়ী স্বত্ব না জন্মিলে জমিদারেরা ভূমির উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হইবেন না, খাল পুষ্ট খনন প্রভৃতি কার্য্যে তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মিবেনা; সুতরাং তাঁহারা জমিদারদিগকে ভূমির উপর স্থায়ী স্বত্ব দিয়া গিয়াছেন। তাহার পর এক শতাব্দী অতীত হইল, কত চক্র চক্র পাত হইল, কত রেপোলিয়ন জন্মিল, উঠিল, পড়িল এবং মরিল, কত রাজা গড়িল এবং ভাঙ্গিল, কিন্তু পাঠকগণ ইহা কি কম আশ্চর্য্যের বিষয় যে কয়েক ইঞ্চ বৃষ্টি ধারার অভাবে দেশ জ্বলিয়া গেল, অন্নাভাবে এমন শস্যশালিনী ভূমিতে হাহাকার উঠিল। একবার বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ বলিয়াছিলেন ইরিগেশনের কোন উপায় করা উচিত, আজি শত বৎসর পরে আবার মাকুইস অব সালিসবরি বলিতেছেন ইরিগেশনের উপায় করা উচিত। তবে এত দিন কি হইল? গবর্ণমেণ্ট নিজের কর্ত্তব্যভার জমিদারদিগের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া নিদ্রা গেলেন; জমিদারেরাও স্বেচ্ছামত কিছু কিছু উন্নতি করিয়া নিদ্রা গেলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা ইরিগেশন অর্থাৎ জলসিঞ্চনের উপায় অধিক হওয়া দূরে থাকুক যাহা ছিল তাহাও ক্রমে লোপ প্রাপ্ত হইল। পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন না যে একথা কেবল আমাদের কথা, ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাঁহার শাসন-সংক্রান্ত রিপোর্টে এ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন। "পূর্ব্বে এখনকার অপেক্ষা জল নির্গমের অনেক উপায় ছিল। তখনকার জমিদারেরা রাজার রাজস্ব আদায়ের চিন্তায় এবং প্রজা হারাইবার ভয়ে কোন প্রকারে সেই খাল প্রভৃতি পরিষ্কার রাখিতেন। এক্ষণে যে অনেক খাল আপনা আপনি মজিয়া গিয়াছে তাহা নয়; ক্রমশঃ চাষের শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে এবং অনেক স্বার্থপর লোকের অসুবিধা ঘটাতে তাহার অনেক গুলি লোকে বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। ইদানী স্তন ভূস্বামীরা স্বাভাবিক নিয়মে বার্ষিক খাজনা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন এবং গ্রামবাসীদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য যাহা করা আবশ্যক তাহার কিছুই করেন না কারণ তাঁহারা আর গবর্ণমেণ্টের অধীন নন।" একথা মিথ্যা নয়, বালীর খাল বন্ধ হওয়াতে ডানকুনীর জলার কি দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহা সকলের বিদিত আছে। গত বারে আমরা যে যমুনা নদীর কথা বলিয়াছি তাহাও আর একটী দৃষ্টান্ত স্থল। এ প্রকার জল কষ্ট আকস্মিক, সকল বর্ষে অনুভব করা যায় না কেবল দুর্ব্বৎসরেই প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় প্রকার জলকষ্ট নিত্য অর্থাৎ পানীয় জলের কষ্ট। প্রায় সকল জেলার অন্তরেই প্রতি বর্ষে লোকের এই কষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে। বঙ্গবাসিরা নিরীহ জীব; সে জন্য এই ক্লেশের কথা সাধারণের কর্ণগোচর হয় না; নতুবা গ্রীষ্মকালে কোন কোন স্থানের গ্রামবাসিদিগের যেরূপ পানীয় জল আহরণের ক্লেশ দেখা যায় তাহা দেখিলে চক্ষে জল আইসে। দরিদ্রদিগের গৃহের

কুলবধূরা দলে দলে কলস কক্ষে এক ক্রোশ দুই ক্রোশ হইতে জল আহরণ করিয়া থাকে। যাহারা তত পরিশ্রম স্বীকার করিতে অসমর্থ তাহাদিগকে দূরের সন্নিকটস্থ মনুষ্যের পানের অযোগ্য দূষিত জল পান করিতে হয়। ইহাতে আর দেশের স্বাস্থ্যহানি হইবে না কেন? আমাদের অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। সার জর্জ্জ কাম্বেল কি বলিয়া গিয়াছেন শ্রবণ করুন। "বঙ্গ দেশের প্রায় সকল গ্রাম হইতেই জল কষ্টের কথা সর্ব্বদাই শ্রবণ করা যায়। আমাদের অনেক অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী বলেন যে উত্তম পানীয় জলের অভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে; এবং অচিরে যে অনেক জেলার বিশেষ দুর্গতি হইবে তাহার সম্ভাবনা। হাঁসপাতাল জেল প্রভৃতির তালিকা দেখিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে বঙ্গদেশে জ্বর কিম্বা ওলা উঠাতে তত মৃত্যু হয় না; কিন্তু দূষিত জলপান নিবন্ধন উদরাময়ের সংখ্যাই অধিক"।

যাহা হউক এই উভয় প্রকার জল কষ্ট নিবারণের উপায় কি? সহজ বুদ্ধিতেই বোধ হয়, প্রথম প্রকার কষ্ট নিবারণের উপায় ক্ষেত্রে জলসিঞ্চনোপযোগী কেনাল ও খাল প্রভৃতি খনন করা। তদ্দ্বারা অসময়ে অনেক কষ্ট নিবারিত হইতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শোণ কেনালের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কেনালটী সম্পূর্ণ হইতে না হইতে বর্ত্তমান বর্ষে তাহা দ্বারা প্রায় ৩৬০০০ বিঘা ভূমি সিক্ত হইয়াছে। উড়িষ্যাতে জল সিঞ্চনোপযোগী যে সকল কেনাল খাত হইয়াছে তদ্দ্বারা প্রায় ৫৬১০০০ বিঘা ভূমি সিক্ত হইতে পারে। এ উপায়টি ভাল কিন্তু ইহার ব্যয় ভার বহন করে কে? গবর্ণমেণ্ট নিজে ব্যয় করিতে পারেন, কিন্তু সেজন্য ভূমির যে কিছু মূল্য বর্দ্ধিত হইবে তাহার অংশী হইতে পারিবেন না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সে পথ বন্ধ করিয়াছে। এই অভাব দূর করিবার জন্য যে কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করা যাউক না কেন, চতুর্দ্দিকেই গোলযোগ। এ প্রশ্নের সম্পূর্ণ রূপে মীমাংসা করা দুষ্কর (১ম) গবর্ণমেণ্ট যদি নিজের ব্যয়ে প্রথমে এইসকল খাল খনন প্রভৃতি করেন পরে যাহারা তদ্দ্বারা নিজ নিজ ভূমির সিঞ্চন করিবে তাহাদের নিকট হইতে জলের মূল্য স্বরূপ একটী রেট নির্দ্ধারিত করেন, তাহা হইলে ক্রমে সে টাকা উদ্ধৃত হইতে পারে; কিন্তু বঙ্গদেশের ন্যায় যেদেশে সচরাচর প্রচুর বৃষ্টি হয়, সেখানে এ প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতে গেলে কৃষি প্রস্তুত হইতে হয় কারণ মূল্য দিতে হইবে শুনিলে আর কেহ সে দিকে যায় না, বৃষ্টির জলেই কার্য্য সারিবার চেষ্টা পায়। এরূপে উড়িষ্যা কেনালে ক্ষতি হইয়াছে। (২য়) যে যে কেনালে যত দূরের লোকের উপকারের সম্ভাবনা তাহাদিগের নিকট হইতে "জলের টাক্স" নামে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। ইহাও ন্যায়-সঙ্গত কার্য্য নহে। কেনালের জল যে ব্যবহার করে না কিম্বা করিতে ইচ্ছুক নয় তাহার নিকট হইতে সে হিসাবে টাকা আদায় করা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য নহে (৩য়) যে যে জমিদারের ভূমির মধ্য দিয়া সেই সেই কেনাল যাইবে তাঁহাদিগের উপর তাঁহার ব্যয় ভার বিভাগ করিয়া দেওয়া। সম্প্রতি সে সম্বন্ধে এক্ট মেণ্ট * আইন পাশ হইয়াছে তাহাতে এই উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতেও অত্যাচার ঘটনার সম্ভাবনা, কারণ গবর্ণমেণ্টের পব্লিক ওয়ার্ক্স ডিপার্টমেণ্ট কেবল চোরের বাসা, এক শতের স্থানে গবর্ণমেণ্টের এক সহস্র ব্যয় হইয়া থাকে। সেই সমুদায় অপব্যয়ের ভার জমীদারদিগের স্কন্ধে অর্পণ করিলে তাহাদিগকে পীড়ন করা হয়। আর সে ব্যয়ও ত অল্প নহে বৎসর এতদর্থে ৫৪৮৪৪৯০ টাকা ব্যয় হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন নানাস্থানে যে সকল কেনাল প্রভৃতি খনন করিবার পরামর্শ আছে কর্ণেল কেগ অনুমান করেন সে সমুদায় সুসম্পন্ন করিতে অন্যূন ৮৯৩-৬৩০০০ টাকা ব্যয় হইবে। পাঠকগণ বিবেচনা করুন এই সমুদয় ভার জমীদারদিগের স্কন্ধে দিলে কিরূপ নিদারুণ ব্যাপার হইবে। সার জর্জ্জ কাম্বেল নিজে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারেন নাই, আমরা কে? আমরা সহজ বুদ্ধিতে গবর্ণমেণ্টের কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত হওয়া ভিন্ন আর উপায়ান্তর দেখি না।

দ্বিতীয় প্রকার জলকষ্ট, নিবারণের উপায় কি? এ বিষয়ে সার জর্জ্জ কাম্বেল যে পরামর্শ স্থির করিয়াছিলেন তাহা মন্দ বোধ হয় না; কিন্তু তাহার এখনও বিলম্ব আছে। আপাততঃ একটী উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট যদি আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা গ্রামবাসিদিগের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করা চেষ্টা করেন এবং নিজেও কিছু সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে অনেক অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে। আমরা জানি বর্দ্ধমানের মহারাজ যখন যে স্থানে যাইতেন তখন সেখানে কয়েকটী পুষ্করিণী কাটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সকল স্থানে মিউনিসিপালিটী নাই, নতুবা তাঁহাদের দ্বারা এই কার্য্য অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারিত। যাহা হউক এ দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।

—:০:—

বাবু ভবচন্দ্র বসুর পাটসংক্রান্ত রিপোর্ট।

বিগত ৮ খানির সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমরা একটী বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। রাজপুরুষদিগের কার্য্যাদির পর্য্যালোচনা এবং দেশীয় লোকদিগকে সেই সকল কার্য্যের বিষয় জ্ঞাত করা সংবাদ পত্রদিগের একটী প্রধান কার্য্য, সেজন্য রাজপুরুষেরা কে কোথায় কি করেন তাহা জানা নিতান্ত আবশ্যক, এই কারণেই গবর্ণমেণ্ট আপনার সমুদায় রিপোর্ট ও কাগজ পত্র সচরাচর সংবাদ পত্রদিগের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য বাঙ্গলা সংবাদ পত্রদিগের বেলায় সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিতে পাওয়া যায়। একে ত সকল কাগজ পত্র প্রেরণ করা হয় না, মধ্যে মধ্যে দুই এক খানি রিপোর্ট গিলে বখন প্রাপ্ত পাওয়া যায়, তাহাও আবার এত বিলম্বে আসে যে সে সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার সমুদায় পুরাতন হইয়া পড়ে। প্রমাণ প্রয়োগ না পাইলে কি অবলম্বন করিয়া দেখা যায়, কাজেই বাঙ্গলা সংবাদ পত্রদিগকে হয় ত ইংরাজদের ন্যায় ভুল ধরিতে চলিতে হয়, তাঁহাদের ন্যায় অর্থ ও দ্রব্য আহার করিতে হয়, এবং সারগর্ভ কথার অভাবে ন্যায় চীৎকারে ও কাঁদুনির ন্যায় বিলাপে গায় পড়িয়া কাটিতে হয়। যাহা হউক আমরা সম্প্রতি দেখিলাম গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে কয়েকখানি রিপোর্ট পাইয়াছি, তন্মধ্যে হুগলীর সহিত তাহা সকলকে ধন্যবাদ করি; কারণ তাহাতে দেখিবার ও লিখিবার অনেক কথা পাওয়া গিয়াছে।

আমরা ভববাবুর রিপোর্ট খানির স্থানে স্থানে মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিলাম, দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম, পাটের চাষ ও ব্যবসায় সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার, বোধ হয় সকল কথাই ইহার মধ্যে আছে তাঁহার যে এতদূর যোগ্যতা ছিল তাহা পূর্ব্বে জানা যায় নাই, বিশেষ যখন স্মরণ হয় যে তাঁহাকে একাকী এত দূরে অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল তখন আরও তাঁহাকে প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়। এই রিপোর্টখানি এত বিস্তীর্ণ যে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণও পাঠকগণের গোচর করা সহজ নহে। প্রত্যেক বিষয়ের বিচার করাও সম্ভব নহে। আমরা সে প্রয়াসও পাইবনা, তবে পাটের চাষ ও ব্যবসায় সম্বন্ধে একটী প্রশ্নের বিচার করিবার ইচ্ছা হইতেছে। সে প্রশ্নটী এই-পাটের চাষের শ্রীবৃদ্ধিতে দেশের উপকার না অপকার?

রিপোর্টখানি পাঠ করিয়া আমাদের এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে পাটের শ্রীবৃদ্ধিতে দেশের উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক। উপকারের মধ্যে পাট ব্যবসায়ীরা পাটের বিনিময়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থলাভ করিয়া থাকে; ও কিন্তু অপকারের সংখ্যা অনেক। প্রথমতঃ উপর্য্যুপরি পাটের চাষ করাতে অনেক ভূমির শস্যোৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ পাট জন্মে বেশী জল প্রয়োজন থাকাতে অনেক স্থানের জল বায়ু দূষিত হইতেছে। তৃতীয়তঃ যে সকল শস্যোৎপাদনোপযুক্ত ভূমি এখন পাটের চাষে নিযুক্ত হইতেছে। ভবন বাবু নিজে এই কথা অতি পরিষ্কার রূপে প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন গড়ে হিসাব করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ২৫৪৯৮২৪ বিঘারও অধিক ভূমি কেবল রপ্তানীর উপযুক্ত পাট প্রস্তুত করণ কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ইহার উপর দেশের খরচও বাড়িয়াছে, কিন্তু সে বিষয়ের পরিমাণ নাই সুতরাং আমি তাহা গণনা করিব না। পূর্ব্বে যে ভূমির উল্লেখ করা হইল তাহার চতুর্থাংশ নূতন আবাদী ভূমি, দ্বিতীয়াংশ নীলের জমি এবং অবশিষ্ট প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জমি অর্থাৎ প্রায় ১৬৯৯৮৮২ বিঘা ভূমি আহারীয় শস্যোৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। * * * * * * * * বিদেশীয় বাজারে সরিষা প্রভৃতি বীজ-শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে যে সকল ভূমি সেই সকল দ্রব্যের চাষে নিযুক্ত ছিল তাহা সেই প্রকার আছে এবং কোন কোন স্থানে ধান্যের জমি পর্য্যন্ত তাহাদের চাষে নিযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ভূমির অধিকাংশই ধান্যের ভূমি হইতে লওয়া হইয়াছে।

ধান্যের ভূমির এইরূপ ক্ষতি করিয়া যদি দেশের কোন বিশেষ উপকার সাধিত হইত তাহা হইলে দুঃখ থাকিত না, কারণ তাহাতে দেশের লোকের লাভ আছে। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে পাট প্রস্তুত করিতে প্রতি মণে প্রায় গড়ে ৩ টাকা খরচ পড়ে। না হয় মনে করিলাম ২ টাকা কিন্তু বিক্রয় করিবার সময় প্রতিমণে ৫ টাকার অধিক লাভ হয় না। এক বিঘাতে ৫ মণ পাট জন্মিতে পারে সুতরাং এক বিঘা চাষ করিলে এক জন কৃষকের ১০ টাকা ব্যয় ও ২৫ টাকা আয় হইতে পারে। কয়েক মাস হইল গবর্ণমেণ্ট নিজের অধীনস্থ কর্ম্মচারিদের দ্বারা জমিদারদিগকে পাটের চাষে বিশেষ মনোযোগী হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; তখন আমরা তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই। পাট ইংলণ্ডের বাণিজ্যের একটী প্রধান পদার্থ,

আমরা নিম্নে একটী তালিকা দিতেছি পাঠকগণ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন বৎসর বৎসর পাটের রপ্তানীর কিরূপ বৃদ্ধি হইতেছে।

সাল	মণ
১৮৬২।৬৩	১৭০৭৮৬৪
১৮৬৩ ৬৪	৩৩৪৯৮৯১
১৮৬৪।৬৫	২৮৩৪২৯৫
১৮৬৫ ৬৬	২৮৩৪৭৮১
১৮৬৬।৬৭	২১৮১১৯১
১৮৬৭ ৬৮	২৯৫৮৫৭১
১৮৬৮ ৬৯	৩৮২৭১০৩
১৮৬৯।৭০	৩৯১৪১৯৩
১৮৭০।৭১	৪৩৭৩৪৬০
১৮৭১ ৭২	৬১১৮৬৭৭
১৮৭২।৭৩	৭০৭০৬৯৪

কেবল ইংলণ্ডে এই সমস্ত পাট প্রেরিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশে যাহা রপ্তানী হইয়া থাকে তাহার পরিমাণ এত নয়। পাঠকগণ বিবেচনা করুন ইহাকে কি ইংলণ্ডের বাণিজ্যের অনুরোধে ভারতবর্ষের ক্ষতি করা বলে না?

উপসংহারকালে আমরা পুনরায় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের সংস্কার এই যে জমিতে এত অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে তাহার কারণ এই লেখনীকার অনেক ভূমি নীল ও অহিফেনের চাষে নিযুক্ত হওয়াতে শস্যোৎপাদক ক্ষেত্রের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে যদি কোন নিয়ম না থাকে তাহা হইলে ক্রমে আরও অনেক ভূমির এই রূপে অপব্যবহার হইবে এবং দেশ অন্নশূন্য ও নিতান্ত পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িবে।

—:০:—

লার্ড নর্থব্রুকের দ্বিতীয় বজেট অর্থাৎ ১৮৭৪। ৭৫ সালের অনুমিত আয় ব্যয়।

অপব্যয় ও স্বেচ্ছাচার ভারতবর্ষীয় বজেটের নিয়ম বলিয়া অনেকের সংস্কার আছে; ভারতবন্ধু ফসেট প্রভৃতি এই কথাই বারংবার বলিয়া থাকেন এবং সেই অপবাদ নিবারণের জন্যই বারংবার এত প্রয়াস পাইতেছেন, কিন্তু লার্ড নর্থব্রুকের ন্যায় ধীর ও সুবিজ্ঞ শাসন কর্ত্তার হস্তে রাজস্বের ভার থাকিলে বোধ হয় সে অপবাদ আর অধিক দিন থাকে না গতবারের বজেটে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসরের বজেট এবং তাহার ফল সর্ব্বাংশে সন্তোষজনক হইয়াছে; প্রথমতঃ যে পরিমাণ আয়ের অনুমান করা হইয়াছিল, তদপেক্ষা আয় অধিক হইয়াছে—কিন্তু যে পরিমাণে ব্যয়ের অনুমান করা হইয়াছিল তদপেক্ষা ব্যয় ন্যূন হইয়াছে। ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নয়।

গত বৎসরের সুফল দেখিয়া আগামী বৎসরেও সুফলের আশা করা যায়। আগামী বর্ষের বজেটের সকল কথা পাঠকগণের গোচর করা কিম্বা সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা সহজ নহে—সুতরাং তাহার মধ্যে গুটিকত প্রধান প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে:

আগামী বর্ষের বজেটের মধ্যে প্রথম আনন্দের সংবাদ এই যে আগামী বর্ষে সৈন্য সংক্রান্ত ব্যয়ের পরিমাণ যেরূপ অল্প স্থির করা হইয়াছে দশ বৎসরের মধ্যে কোন বৎসরে এত অল্প ধার্য্য হয় নাই। এই সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়া লর্ড নর্থব্রুক চিরকাল প্রশংসার কার্য্য করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এ সম্বন্ধে অপব্যয়ের কথা কেহ বলিয়া আসিতেছেন, এবং এ বিষয়ে ব্যয়-সংক্ষেপ আবশ্যক বলিয়া সর্ব্বত্র ক্ষোভও স্বীকার করিয়া আসিতেছেন এ বিষয়ের ব্যয়ের লাঘব করিতে পারা এক প্রধান অপব্যয়ের দ্বার বন্ধ হবে।

দ্বিতীয় আনন্দের কথা এই যে [illegible] স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে [illegible] ভারতবর্ষে নূতন করভারে [illegible] করিবেন না।

তৃতীয় আনন্দের কথা এই যে কোন [illegible] নিয়ম [illegible] কর্ত্তৃপক্ষের [illegible] হইবেন না, যখন ভবিষ্যতে [illegible] এরূপ বিপদ না ঘটে তাহার চেষ্টা [illegible] সেজন্য দুই প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে; (১ম) ১৮৭৮ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষে অন্যূন ১৫ কোটি টাকা কেনাল খাল প্রভৃতি খননের জন্য ব্যয় হইবে। (২য়) রাজস্বের আয় ব্যয়ের হিসাব করিবার সময় প্রতি বর্ষেই এই কারণে কিছু কিছু টাকা রাখা হইবে।

এই উভয় প্রকার উপায়েই যে বিশেষ উপকার দর্শিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটী কথার বিচার করা আবশ্যক, তাহা এই কেনাল খাল প্রভৃতি কার্য্য চালাইবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে সে ব্যয় আপাততঃ রাজস্ব হইতে না দিয়া ঋণ করা হইবে। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য ইংলণ্ড হইতে ১০ কোটি টাকা ঋণ করিবার কথা হইয়াছিল। অনেকে বলিতে পারেন [illegible] টাকা [illegible] ঋণ করিয়া দুর্ভিক্ষ [illegible] করা হইবে, [illegible] অধিকাংশ [illegible] প্রভৃতি সাধারণের [illegible] কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। [illegible] বজেট গবর্ণমেণ্টের পরিচালক [illegible] ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, [illegible] এবং [illegible]। সাধারণ পরিচালক ওয়ার্ক শ্রেণী-গণ্য কার্য্য [illegible] ব্যয় করিবার যেরূপ সাধারণরাজস্ব

হইতেছেওয়া হইয়া থাকে সেই প্রথা হইবে; কেবল অতিরিক্ত কার্য্য শুদ্ধ ঋণ পরিশোধের জন্য শুল্ক ধার্য্য হইবে। এই ঋণ শোধের উপায় কি? বোধ হয় বর্ত্তৃপক্ষদিগের অভিসন্ধি এই দ্বারা যে সকল কার্য্য দ্বারা আয় হইতে তদ্দ্বারাই এই ঋণ শোধ হইবে। এ আশা চরিতার্থ হওয়া কতদূর সম্ভব বলিতে পারি না। অতিরিক্ত কার্য্য বলিলে কোনও প্রভূত ধনদ কার্য্য বুঝায়; কিন্তু অবধারিত যে স্থানে রেলওয়ে খোলা প্রভূত বাটী হইয়াছে সে সমুদায় স্থানে ত আশানুরূপ লাভ হইতেছে না। আমাদের বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট যদি এই সকল কার্য্যের আয় দ্বারা উহার ঋণ শোধ দিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। রেলওয়ের আবশ্যক যে যে স্থানে এত টাকা উদ্বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না যদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের ঋণ শোধ হইতে পারে। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে সকল রেলওয়ের উল্লেখ করিতেছি যে সকল হইতে লাভ হয়, পাঁচ ছয় টাকা লাভ হইয়া থাকে। না হয় সত্য, অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক লাভের আশা করা গেল, তাহাতে কি ঋণ শোধ হইতে পারে? এক বঙ্গদেশের তাবৎ রাজস্ব দ্বারা গবর্ণমেণ্ট এত ঋণ জড়িত হইয়াছেন তাহাতে কোন প্রকার নূতন টাক্সের সৃষ্টি না করিলে ঋণ মুক্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তখন ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব মেক্লেউড সাহেবের ন্যায় ছাদ্দো বাধে, কর হইবে; অর্থাৎ রেলওয়ে সংক্রান্ত এমন কোন টাক্স স্থাপন করিতে হইবে, কেহ কেহ বলিবেন টাক্স নয় পথে হইবে, আপাততঃ অতি সামান্য টাক্স হইবে, কিন্তু সে সহজে আমাদের বক্তব্য এই যে যদি লর্ড নর্থব্রুকের অধিকার কালে সেই টাক্স স্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে অর্থ তিনি থাকিবেন না কারণ তিনি বার বার বলিতেছেন "আর নূতন টাক্স প্রবর্ত্তিত করার আবশ্যকতা নাই।" যদি তিনি অধ্যবসায় করে ঋণ রাখিয়া যান তাহা হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারীর হাত সাবড়ান ভার হয়, কারণ তাঁহাকে ঋণ মুক্ত হইবার জন্য হয় ত নূতন করের সৃষ্টি করিতে হইবে কিন্তু তখন লোকে কি বলিবে? লোকে লর্ড নর্থব্রুককেই কথা উচ্চারণ করিয়া বলিবে লর্ড নর্থব্রুক কেমন বিজ্ঞ ছিলেন তিনি এমন টাক্স তুলিয়া দিয়াছিলেন এবং অন্য কোন প্রকার টাক্স সৃষ্টি করিতে চাহিতেন না, সুতরাং লর্ড নর্থব্রুকেরই দোষে তাঁহাকে ঋণ শোধ করিবার জন্য হয় ত একজন নির্বোধ ও নির্দ্দোষ শাসনকর্ত্তাকে লোকের নিকট অপদস্থ হইতে হইবে। আমাদের মনে হয় লর্ড নর্থব্রুকের ন্যায় এক জন শাসনকর্ত্তার পক্ষে নিজের ঋণ অন্যের স্কন্ধে চাপাইয়া যাওয়া অপেক্ষা বরং সে কার্য্য স্থগিত রাখা ভাল। না হয় প্রজাবর্গের ভরণ পোষণ যেরূপে হয় কার্য্য সাধন করা কর্ত্তব্য। যে সকল অতিরিক্ত কার্য্য জন্য ঋণ করিবার কথা হইতেছে সেই সকল কার্য্য হইতে যদি ভবিষ্যতে লাভ উঠিবার সম্পূর্ণ আশা থাকে তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই; যদি সে আশার বিশেষ সন্দেহ হয় তাহা হইলে ঋণ করিবার জন্য অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করা উচিত।

বিবিধসংবাদ।

১২ ই বৈশাখ সোমবার।

শুনা যাইতেছে, লর্ড নর্থব্রুক ভারত বর্ষের গবর্ণর জেনরল হইয়া অদ্যাবধি তাঁহার বেতনের একটি পয়সাও লন নাই। লর্ড নর্থব্রুকের উদ্দেশ্য কি এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

প্রেসিডন্সি কালেজের আসিষ্টাণ্ট প্রোফেসর বাবু পারীচরণ সরকারের পুত্র বাবু যোগীন্দ্র নাথ সরকার সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে যাত্রা করিয়াছেন।

চীন দেশের একখানি সংবাদ পত্রে একটী কন্যা বধের বিষয় এরূপ লিখিয়াছেন, এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রী ও তাহার উপপতি উভয়ের মস্তক ছেদন করিয়া উহা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া যায়। এক্ষণে ঐ ব্যক্তি দোষী কিম্বা নির্দ্দোষ তাহা এইরূপে পরীক্ষা করা হইবে। একটী জলপূর্ণ টবে ঐ ছিন্ন মস্তক দুটী রাখিয়া ঘুরাইয়া দেওয়া হইবে, ঘুরিতে ঘুরিতে মুণ্ড দুটী যদি মুখামুখি হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি হত্যাপরাধে দণ্ডনীয় হইবে না, এবং উহাকে প্রচুরঅর্থ পুরস্কার দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু মুণ্ড দুটী যদি মুখা মুখি না হয়, হত্যাপরাধে তাহার বধ হইবে।

একব্যক্তি গণনা করিয়া রেখিয়াছেন লণ্ডন নগর আলোকিত করিবার জন্য এক ঘণ্টায় যে গ্যাস পুড়িয়া থাকে, সেই গ্যাস দ্বারা এত জল প্রস্তুত করা যাইতে পারে যে তদ্দ্বারা ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত লোক পূর্ণ একখানি বড় জাহাজে যত জলের প্রয়োজন হয় তাহা সিদ্ধ হইতে পারে।

হটনাম পর্য্যন্ত নিমক রেলওয়ে প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে। জুন মাসের শেষ উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত ঐ লাইন খোলা হইবে।

রাজসাহিতে ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল প্রায় এক শত বৎসরের, অধিক হইল ইউরোপের সাল্পিন প্রদেশস্থ একটী কয়লার খনি পুড়িতেছে। খনির উপরিস্থ ভূমি বিলক্ষণ উষ্ণ হইয়াছে। এক ব্যক্তিই ঐ ভূমির উপর উষ্ণ প্রধান দেশ জাত বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া তদ্দ্বারা বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিতেছে।

১১ ই বৈশাখ মঙ্গলবার।

পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে ভারত হিতৈষী প্রোফেসর ফসেট সাহেব ব্রাকনির প্রতিনিধি স্বরূপ পার্লেমেণ্টে পুনরায় প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রত্যাগমনে যে কেবল আমরা সন্তুষ্ট হইতেছি এরূপ নয় তাঁহার বিপক্ষ দলের লোকেরাও সন্তুষ্ট হইতেছেন। সেদিন এক খানি ইংলণ্ডীয় পত্র বলিয়াছেন যে, প্রোফেসর ফসেট উপস্থিত না থাকিলে পার্লেমেণ্টের কার্য্যসকল নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। আমরা ফসেট সাহেবের বিদ্যাবুদ্ধি অপেক্ষা তাঁহার অধিক প্রশংসা করি। যদিও তিনি বিদ্যাবুদ্ধিতে একজন অসাধারণ লোক তথাপি তাঁহার ন্যায়পরতা ও সত্যানুরাগ সম্বন্ধে অধিক প্রশংসনীয়। আমরা ব্রাকনির অধিবাসিদিগকে ধন্যবাদ দিবার অনুরোধ করিতাম কিন্তু কি জানি প্রশংসা করিলে পাছে তাঁহারা ব্রাইটনের লোকদিগের ন্যায় ফসেট সাহেবের প্রতিকূল হন এই ভয়ে সে অনুরোধ করিতে পারিলাম না।

সম্প্রতি একটী অন্ধছাত্র ডরহাম বিশ্ব বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়া বার্ষিক ৫০০ পাঁচ শত টাকা ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। ওয়ারসেষ্টরে অন্ধলোকের অন্ধ পুত্রদিগের জন্য যে একটী কালেজ আছে ইনি সেই কালেজে শিক্ষিত হইয়াছিলেন।

আগামী শনিবার সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরা গ্রেটবারাশনাল থিয়টরে মুখে সংস্কৃত শকুন্তলা নাটকের অভিনয় করিবেন। ইহাতে যে টাকা উঠিবে তাহা বাদে অবশিষ্ট টাকা কোমনফণ্ডে দিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

১২ ই বৈশাখ বুধবার।

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল হাসপাতাল হইতে যে সকল শব প্রেরিত হইত সে সমুদায় দাহ করিবার ব্যয় ডিউক সাহেব বহন করিতেন, এক্ষণে নিয়ম হইয়াছে দশ বৎসরের ন্যূন বয়স্কদিগের শব দাহ করিবার জন্য ৸১০ এবং তদূর্দ্ধ বয়স্কদিগের জন্য ১৷৷১০ দিতে হইবে।

সম্প্রতি যে আপাটি যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রায় ৯নয় কোটি টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। ইহার কিয়দংশ কি আমাদিগের স্বত্বে নিক্ষিপ্ত হবে?

৩০ শে মার্চ্চ হুসিন্ধ ডুকব কোম্পানী বাণিজ্যার্থে আসিয়াছেন। সেই জন্য শীঘ্র এ অঞ্চলেও আসা হইবে।

একখানি আমেরিকার সংবাদ পত্র লিখিত হইয়াছে, সিউদকের একটী মাননীয় ব্যক্তির নিম্নে একটী বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

পূর্ব্বাঞ্চল প্রদেশে পশ্বাদির অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে।

কুষ্টিয়া এবং মেহেরপুরের উপরে ৫ ইঞ্চ পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

১৩ ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

কেপ অব গুড হোপে প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট সাকারানগরের দাস ব্যবসায়ের একটী সম্পূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশ করিবার চেষ্টায় আছেন। সাকারানগরের প্রধান প্রধান প্রায় তাবৎ নগরে এক একটী বৃহৎ বাজার আছে, তথায় পশ্বাদির ন্যায় দাস ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে পশ্বাদির ন্যায় উহাদের প্রতি বিলক্ষণ নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইয়া থাকে। আমেরের ইংরাজ বিক্টোরিয়া রাজা মুখে করা যায়, কার্য্যে অনেকাংশে দুর্বল। আফ্রিদের প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহা দিগকে ধরা যায় এবং দাস রূপে বিক্রয় করে। ইহা ... টি ... বিক্রয় হইয়া স্থানে থাকে, ... ঔপনিবেশের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর মীর ... ৫৮ হাজার দাস রাখিয়াছিল, মৃত্যু ... র কথা আমরা তাঁহার কার্য্যে ... মুক্ত ... করে তাহা ... ন হাতে ... বা ... আনিয়া বিক্রয় করে। ইহা ... লণ্ডনে এই দাস ব্যবসায়ের বিবরণ ... প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

হেট সাক্রটারি অব ষ্টেট, মেণ্ডলিক (এক্ষণে বর্ত্তি শেক আবদুল রহমন নামে খ্যাত) সাহেব সাকরস হইতে প্রত্যাগত করিয়াছেন। তিনি মুসলমান হইয়াছেন বলিয়া নয়, অন্য কারণে তাঁহাকে এরূপ করা হইয়াছে। কিন্তু সে কারণ কি আমরা জানি

বোম্বাইয়ে দুটী স্ত্রীলোক একটী পুরুষকে ... টাকায় ... করে। স্ত্রী লোক দুটীর এবং পুরুষটীর কঠিন পরিশ্রমের সহিত একবৎসর করিয়া কারা দণ্ড হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে ট্রামওয়ে চলিতেছে। আমরা সেদিন সেখানকার ট্রামওয়ের কি একবার দেখা [illegible]

কলিকাতায় পুলিসে দুহাজার কনষ্টবল বৃদ্ধি করা হয় তাহা শিক্ষা করিবার জন্য সেখানের একজন পাদরী সাহেব সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। এইরূপ চেষ্টাই [illegible] কারণ হইবে।

আফ্রিকার রাজার সুরার বাটীর সংখ্যা বার আর তাঁর রাজস্ব টাকা ব্যয় করিবার জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন।

ত্রিচিনপল্লির একটী স্ত্রীলোক তাহার একটী শিশু সন্তানকে একটী কটকাকীর্ণ জঙ্গলে ফেলিয়া আসে। তথায় শিশুটীর মৃত্যু হয়। ঐ পাপিয়সীর মৃত্যু দণ্ড হইয়াছে।

বোম্বাই হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে অনরেবল টুকার এক দীর্ঘ মিনিট লিখিয়া মাদ্রাজ বাসিকে বিদায়সূচক করিয়া গিয়াছেন। এই কুমারের বর্ত্তমান বংশীয় কাহাকে ঐ সংস্থা করিবার জন্য তাঁহার ... গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। [illegible] কারণে আমরা পক্ষ সমর্থন করেন যে ... এবিষয়ের মীমাংসা করা হয় এ জন্য এই কুমার গবর্ণমেণ্ট আবেদন করিয়াছেন। [illegible] পীড়াপীড়িতেও [illegible] হইতেছে না ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

কাশ্মীরের রাজার চেষ্টা সফল [illegible] আলের বাণিজ্য উন্নতি [illegible] হইতেছে না। কাশ্মীরী [illegible] এই [illegible] স্থাপন হয়। [illegible] খুব [illegible] শাল ব্যবসায়ী [illegible] ... ও [illegible] দ্বারা শাল [illegible] চেষ্টা [illegible]

মাক্রাজের রাজার এরূপ অর্থে [illegible] যে তিনি বাটীর [illegible] কেও বেতন দিতে পারিতেছেন [illegible]

তাহা এদেশে আসিলে অর্থের অসচ্ছলতা ঘুচাইবার উপায় শিক্ষা করিয়া যাইতে পারেন।

১৯ এ বৈশাখ শুক্রবার।

অদ্য এখানে চন্দ্রগ্রহণ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় গ্রহণ আরম্ভ হয়। ৮ ঘটিকার ৩৫ মিনিটের সময় শেষ হয়। গ্রহণ আরম্ভ হইবার কিঞ্চিৎ পরেই আকাশ সাদা মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিল

গত মাসের শেষ হইতে ১ দিন ধরিয়া অনেক ঝড় হইয়া গিয়াছে। সেখানে যে সকল জাহাজাদি ছিল তাহার বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

গত শনিবার ফ্রান্সিতে সার জন ফ্রেঞ্চ আলেকজান্দ্রিয়া হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

এলাহাবাদ গবর্ণমেণ্ট প্রেস হইতে কয়েক জন চৌকীদার কয়েক মণ কাগজ চুরি করিয়াছিল বলিয়া তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ছয় বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। চৌকীদারটীর দুঃখ আছে, নতুবা গবর্ণমেণ্টের প্রেসে চুরি করিবে কেন?

দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশে বহুসংখ্যক পয়সা প্রেরণ করাতে এদিকে পয়সার বাজার গরম হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এঅঞ্চলে এক পয়সা বাঁটা দিয়া টাকা ভাঙ্গাইতে হইতেছে। অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে টাকায় ছয় পয়সা বাটা লাগিতেছে।

অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, "ফটার নামক আমেরিকার একজন স্পিরিট বি ভাব মেলবোর্নে আসিয়া অদ্ভুত কাণ্ড সকল দেখাইতেছেন। মেলবোর্ন কনসিক পত্রিকায় অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা [illegible] হইয়াছে, তন্মধ্য হইতে একটি আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম। "আমরা টি সমক্ষে বসিয়াছিলাম, আমাদের মধ্য হইতে একজন ফটার সাহেবের অজ্ঞাতসারে অনেকগুলি মৃত ব্যক্তির নাম বহুকটি কাগজে লিখিলেন এবং কাগজগুলি একত্র করিয়া একটি বলা করিয়া [illegible] বসিলেন। ফটার সাহেবকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যে মৃত ব্যক্তির সহিত তিনি আলাপ করিতে চাহিতেছেন তাহার নাম তিনি বলিয়া দিউন। একটু পরে ফটারের শরীর কম্পিত হইল। তাহার গলার স্বর অন্য রূপ ধারণ করিল এবং সম্মুখস্থ টেবিলের উপর হস্ত দ্বারা আঘাত করিয়া তিনি গভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কুড়ি বৎসর পরে আমি তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমি একটী গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছি। মৃত্যুর পর মনুষ্য জীবিত থাকে। আমি এই মহান্ সত্য তোমাদিগকে বলিতে আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইলাম। ফটার বলিলেন যিনি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই মূল্যবান কথা কহিলেন তিনি একজন পাদরী। তাঁহার ৯০ বৎসর বয়ঃক্রমে মৃত্যু হয়। তাঁহার নাম মেন্‌জিস। যিনি কাগজে মৃত ব্যক্তিদের নাম লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, কারণ এই মেন জিসের সহিত আলাপ করিবার জন্য তিনি ইচ্ছুক হইয়াছিলেন এবং মেনজিস প্রকৃতই একজন পাদরী ও তাঁহার ৯০ বৎসর বয়ঃক্রমে মৃত্যু হয়। ফটার সাহেবের এই সমুদয় জানিবার কোন সম্ভব ছিল না।"

"এক খানি আমেরিকান পত্রিকা আসাণ্টি যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। "ইংরেজেরা আসাণ্টিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া আপনাদিগকে মহৎ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, কিন্তু আমরা ইংরেজদিগকে তস্কর ডাকাতী বলিয়া জানি এবং ইহারা লাভের জন্য উপায়হীন অসভ্য জাতিদিগকে পোকার ন্যায় নষ্ট করিয়া থাকে। ইহারা আবার আপনাদিগকে খৃষ্টান বলিয়া পরিচয় দেন।" ইংরাজেরা [illegible] খৃষ্টান জাতিকে খুব সুখ্যাতি করেন।"

পাবনার অন্তর্গত রাধানগর হইতে বাবু রামলাল চক্রবর্ত্তী অমৃত বাজার পত্রিকায় লিখিয়াছেন রাধা নগর গ্রাম গত ৮ ই বৈশাখ সোম বারে একটী গাভী ১৩। ১৪ মাস গর্ভ বাস পর পর অত্যাশ্চর্য্য একটী জন্তু প্রসব করিয়াছিল। আমি ইতি পূর্ব্বে এরূপ জন্তু কখন নয়নগোচর করি নাই। ইহার মস্তক অবিকল মনুষ্যের মস্তকের ন্যায়, মুখখানি কিঞ্চিৎ লম্বা, দন্তগুলি মোটে ছয়টা, শরীরে লোম ছিলনা, গর্ম মনুষ্যের গর্ভের ন্যায়, পা ছাগলের পায়ের মত, পুরের কিঞ্চিৎ উপরিভাগে অল্প অল্প লোম ছিল, অবিকল বানরের কর্ণের ন্যায় কর্ণ, কপালের উপর একটী মাত্র মনুষ্যের চক্ষু, ন্যায় চক্ষু ঈষৎ নীলের আভাযুক্ত, দেখিতে পরম সুন্দর দেখিয়া বোধ হইল যেন তুলি দিয়া টানা। জন্তুটী ভূমিষ্ট হওয়ার পর এক ঘণ্টা কাল জীবিত ছিল।"

২০ এ বৈশাখ শনিবার।

বর্দ্ধমান বিভাগে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য যে প্রস্তাব হয় হুগলী বিভাগে তাহা কতক সফল হইয়াছে। তত্রত্য কমিসণ্ডারের সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের অধীনে একজন ধাত্রী এবং চারিজন শিক্ষানবিশ এ বিষয় শিক্ষা করে, উহাদের মধ্যে একজন ক্ষৌরকার বংশীয়। তিনজন শিক্ষানবিশ বিলক্ষণ বুদ্ধিবতী, উহারা ধাত্রী বিদ্যায় বিলক্ষণ উন্নতি করিয়াছে। ইহারা বাঙ্গালায় কিছু কিছু লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছে। সিবল সার্জ্জন বলেন, লোকে সামান্য পীড়াতেও ইহাদিগকে লইয়া যাইতে বিলক্ষণ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।

বাঙ্গাল টাইমস বলেন, মফস্বলে এরূপ জলকষ্ট হইয়াছে, যে লোকে যেখানে জল আছে এমন সকল স্থানে উঠিয়া যাইতেছে।

দিল্লী গেজেটের কাদুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, এক শীতের রাজত্বে সেখানকার সমুদায় শাক সব্জি সংকুলান হয় না, বলিয়া সর্ব্বত্র জন্য খাঁ আরো অধিক রাজ্য প্রার্থনা করায় আমীরের নিকট তাঁহার প্রার্থনা সর্ব্বত্র অগ্রাহ্য হইয়াছে। আমীর সহজে ভিক্ষা দিতে স্বীকার না করিলে বলপূর্ব্বক লইবার চেষ্টা হইবে বোধ হইতেছে।

—:০:—

দুর্ভিক্ষনিবারক সংবাদ।

গোরক্ষপুর এবং বস্তিতে দুর্ভিক্ষ কিছু ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে বলিয়া, তত্রত্য লোকের অবস্থা বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য তত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট এক জনরকারী দুর্ভিক্ষ কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন। বস্তি অপেক্ষাও গোরক্ষপুরে লোকের কষ্ট কিছু অধিক হইয়াছে। এখন গোরক্ষ

পুরে ২৫ হাজার এবং বস্তিতে ২১ হাজার মজুর রিলিফের কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। সকলে অনুমান করিতেছেন, গবর্ণমেণ্টকে সমুদায় বর্ষাকাল ধরিয়া বহু সংখ্যা লোককে আহার দিতে হইবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট বীজ ধান্য সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন। নেপাল হইতে এই ধান্য যোগাইবার পক্ষে তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট অনেক সাহায্য করিবেন স্বীকার করিয়াছেন। গোরক্ষপুরে প্রজাবর্গকে ভূমির কতক খাজনা মাপ করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। অনুমিত হইয়াছে প্রত্যেক বিভাগে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত রিলিফ কার্য্যে প্রতি মাসে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। বোধ হয় সমুদায়ে ৭। ৮ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইবে না।

অযোধ্যার রিলিফ কার্য্যে এক্ষণে ২৫ হাজার লোক নিযুক্ত রহিয়াছে।

দ্বরভাঙ্গা রেলওয়েতে কাজ করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি ড্রাইবর প্রভৃতি আসিতেছে।

২৩ এ মার্চ্চ মাজেষ্টরে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ জন্য ৩২০০০ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। লাস ফোর্ডে ২৫০০০ টাকা উঠিয়াছে।

বম্বেতে রিলিফ কার্য্যে মজুরের সংখ্যা ৫০ হাজার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। এখনও বৃদ্ধি হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত কলিকাতা সেণ্ট্রাল কেমিন রিলিফ ফণ্ডে ৩২৮৭৩১৯ টাকা উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ১০১৭১৯০ টাকা দিয়াছেন। বোম্বাই হইতে দ্বিতীয় বারে ২০ হাজার পঞ্জাব হইতে প্রথম বারে ২৫ হাজার আসিবে। লণ্ডনের লাডমেয়রের নিকট হইতে বঙ্গ কিস্তিতে ২০১৩৭০ টাকা আসিয়াছে।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সমূহে অন্নবস্ত্র আনয়ন করিবার জন্য জুবিলীনা এবং অন্যান্য প্রায় ৫০ খানি ষ্টীমর পাঠান হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে ৮০ লক্ষ পয়সা পীড়িত প্রদেশে পাঠান হইয়াছে। আরো পাঠাইবার জন্য কলিকাতার টাঁকসালে পয়সা প্রস্তুত করা হইতেছে।

পিরনিয়র বলেন, তাঁর বিবাহ টেম্পল দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশের জন্য ১০ হাজার অধিক ক্রয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

২৫ এ এপ্রেল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের সংখ্যা-দির মূল্যের যে তালিকা কলিকাতা হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, বর্দ্ধমান বাঁকুড়া বীরভূম মেদিনীপুর হাবড়া কলিকাতা মুর্শিদাবাদ দিনাজপুর মালদহ রঙ্গপুর বোগ্রা মলমনসিংহ শুদ্ধি ফরিদপুর ত্রিপুরা নোয়াখালি চট্টগ্রাম চম্পারণ ভাগলপুর সাঁওতাল পরগণা এবং মানভূম এই কয়টী বিভাগে সাধারণ চাউলের মূল্য কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে এবং সিলেট চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম পার্ব্বত প্রদেশ এবং সাহাবাদে মূল্য অপেক্ষাকৃত কমিয়াছে। রঙ্গপুরে ৮ আট সের এবং দিনাজপুর ত্রিহুত এবং চম্পারণে ৮৫ সাড়ে আট সের চাউল টাকায় বিক্রীত হইতেছে। ১৯টী বিভাগে মূল্য সমান রহিয়াছে। গত সপ্তাহে বর্দ্ধমানের স্থানে স্থানে ১৪ পরসায় বাজসাহীতে এবং ঢাকার অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে; কিন্তু পাটনা ভাগলপুর ও ছোটনাগপুরে কিছুই বৃদ্ধি হয় নাই। বৃষ্টির অভাবে অনেক স্থানের শস্যের বড় ক্ষতি হইতেছে, চাসের অনেক ব্যাঘাত হইতেছে।

গবর্ণর জেনারেল কাউন্সিলে ব্যয় বৃদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে ছয় কোটী টাকা দুর্ভিক্ষ ব্যয় অনুমান হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩১২০০০০০ টাকা ১৮৭৫—৭৬ অব্দে এবং ২৫৮০০০০০ টাকা বর্ত্তমান ব্যয় বৎসরে ব্যয় হইবে। পার্লিয়ামেণ্টে ৫ কোটী ঋণ করা যায় আজ্ঞা দিয়াছেন। তাহার কোটী ইহার মধ্যেই উঠিয়াছে। বং লোককে ও শিখিয়া তাহাদের ১৫ লোকদের জন্য, ৮৩০০০০০ টাকা বেল এবং ও তিন্ন ভাবতবর্ষ ৫ ৫ ৫ কোটি তুলা হইবে।

২৪ এ এপ্রেল পৃথিবী হইতে ফেমি গ্রাম আ.মহ.ডে লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, বহু সংখ্যা লোক সীমা পার হইয়া আসিতেছে।

দুর্ভিক্ষের কর্ম্মচারিদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। লোকে পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। সমুদায় বিহার প্রদেশে বৃষ্টি হইয়াছে।

বাঁকুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট রিলিফ কমিটী দরিদ্র তন্তুবায়দিগকে অগ্রিম তুলা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

আজিও মুলমীন ও রেঙ্গুনে চাউলের মূল্য কমে নাই। মুলমীনে এক্ষণে ১০০ কোওা ১২৫ টাকায় এবং রেঙ্গুনে ১০০ কোওা ১৮১০০ টাকায় বিক্রীত হইতেছে পূর্ব্বাপেক্ষা মূল্য এখনো সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে, যদি এ অবস্থা কিছু দিন থাকে [illegible]

মুলমীনে শীঘ্র একটী গ্রান্ড চাউলের কল খোলা হইবে। এক্ষণে পতিত ভূমি সকল আবাদ হওয়াতে ধান্যের যেরূপ উন্নতি হইতেছে তাহাতে মুলমীনে একটী কেন আরো অনেকগুলি চাউলের কল চলিতে পারে।

চাপরা গোরক্ষপুরের অতি নিকটে অবস্থিত, তথায় দুর্ভিক্ষ হয় নাই, কিন্তু তথায় অনেক রিলিফ কার্য্য হইতেছে এ নিমিত্ত গোরক্ষপুর হইতে বহু সংখ্যা লোক তথায় গমন করিতেছে। চাপরায় ট্রেডিক নাই বটে কিন্তু অন্য স্থান হইতে যদি তথায় বহু সংখ্যা লোকের সমাগম হয় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস বলেন ১৮৬৬ সালে বটওয়ারার নিকট আম এমনি ছুটিল, তথায় গিয়াছে। ১২ হাজার লোক খোরাকি বোগাল [illegible] পড়িল এক। কাহারও জীবন রক্ষা হয় নাই, কিন্তু অনেক [illegible] হইয়াছে এবারে যে সকল চাউলের কল বসান হইয়াছে, সেই সকল বস্তায় উই ধরিয়া অনেক চাউল নষ্ট হইতেছে।

এক ব্যক্তি মালদহ হইতে হিন্দুরোটে লিখিয়াছেন, তথায় মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ বিষয়ক ভয়ানক সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। চা [illegible] সপ্তাহে ৩ সের বিক্রীত হইতেছে। আর একজন রঙ্গপুর হইতে উক্ত পত্রে লিখিয়াছেন, এত দিনের পর তথায় প্রকৃত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সে দি-

বাজারে চাউল পাওয়া যায় নাই। যে কিছু চাউল বাজারে আসিয়াছিল তাহা অগ্নিমূল্য। ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন, তিনি গবর্ণমেণ্টের চাউল বিক্রয় করিবেন। এই দুঃসময়ে আবার মুঙ্গেরের গবর্ণমেণ্টের গোলা পুড়িয়া গিয়া প্রায় ৭ হাজার মণ চাউল ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৪ ই এপ্রেল। মাইকেল ডিসুজা কিছু দিনের জন্য বেঙ্গল সেক্রেটারিএটে প্রতিনিধি হেড এসিষ্টাণ্ট হইলেন।

২২ এ এপ্রেল। টি, জে, সি, গ্রাণ্ট কিছুদিনের জন্য বোর্ড অব রেবিনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি সেক্রেটারি হইলেন।

বঙ্গ বিভাগের ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি সহকারী কমিসনর আর এচ রেণ ১৮৬৯ অব্দের ১৬ আইনানুসারে স্থাবর সম্পত্তি এবং বঙ্গ উপবিভাগ সংক্রান্ত তুমার হুকুমের মধ্যে, রাজস্ব ও তৎ সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের বিচার করিবেন।

আর এচ, ম্যাকলস কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিনিধি কমিসনর হইবেন।

মুন্সী কফিয়তুল্লা কিছুদিনের জন্য রাজসাহে প্রতিনিধি সব ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী বিলায়ত হোসেন আহম্মদ নগরের বিভাগের বিশেষ কার্য্যের জন্য ১৮ ডিসেম্বর ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু সত্যেশ্বর সিংহ কিছুদিনের জন্য চম্পারণে পঞ্চম শ্রেণীর সব ডেপুটি কালেক্টর হইলেন।

২৮ এ এপ্রেল। এফ ডবলিউ জে বিসকিছু দিনের জন্য রাজসাহের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

২৯ পরগণার প্রতিনিধি দ্বিতীয় আডিসনাল অর্থাৎ ই, বলেন অগ্রে হুগলী ও রাজসাহের প্রতিনিধি অতিরিক্ত সেসিয়ন জজ হইবেন।

মুরসিদাবাদের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রেসি ডেন্সি বিভাগে স্থানান্তরিত হইলেন।

নিম্ন লিখিত আফিসরেরা পাটনা বিভাগে বদলী হইলেন—

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসতের আসি ষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, ই পোটার।

ভদ্রক বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ ফিডিয়ান।

লাহোরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর টি, জে, মার্ক।

মেহেরপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর কর্বিস।

চুয়াডাঙ্গার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, এচ, বি ষ্টাইন।

নদীয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, গডফে।

বিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৭ ই এপ্রেল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ২৪ পরগণার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু প্রীধর রায়।

কাজী সায়দ মহম্মদ আলী।

২১ এ এপ্রেল। নিম্নলিখিত আফিসরেরা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং ফৌজদারী প্রক্রিয়ার ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায়।

সাতক্ষীরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাজকুমার মুখোপাধ্যায়।

২২ এ এপ্রেল। নিম্ন লিখিত আফিসরেরা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সিমরাহির এসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেন। জমুইর অতিরিক্ত ডিপার্টমেণ্টীয় আফিসর জে, এস কার, সি, এস উত্তর ভাগলপুরের জেলর কার্ক উড। ইহারা ফৌজদারী প্রক্রিয়ার ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন। রাজমহলের ভারপ্রাপ্ত ডবলিউ ডি, ষ্টাইন সব, কলমবার ভারপ্রাপ্ত সি, ই, গোলডসবেরি সুপরিনের ভার প্রাপ্ত এচ, সি, ফানসা পূর্ণিয়ার সদর সার্কেলের ভার প্রাপ্ত লেপ্টনেণ্ট ডবলিউ কোলিস। ভেলীয়ার ভার প্রাপ্ত কাপ্তেন থরন্টন কাম্প সার্কেলের ভারপ্রাপ্ত মৌলবী ফজল করিম। সাহাবাদগাজীর ভার প্রাপ্ত এচ, এল, ডেনিস। ভবানীপুর সার্কেলের ভার প্রাপ্ত ডবলিউ হেসাম—তৃতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।

মুরসিদাবাদের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এস, এস, জোন্স দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৭ এ এপ্রেল। বাবু দীননাথ দাস তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ষ্টি, ই, কক্সহেড এবং এচ, গিলন ফৌজদারী প্রক্রিয়ার ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

এচ, এম, কিষ্ট, এ, ডবলিউ, ম্যাকে। জি, এ, ব্রিয়রসন। ই, আর রেবরি। মুন্সী অযোধ্যা প্রসাদ। মুন্সী ইনায়েত হোসেন। মুন্সী বিহারী লাল। মুন্সী উদীয়াদ। মুন্সী বক্তার সিংহ। মুন্সী সাহিক মহম্মদ। মুন্সী কাশিম হোসেন। মুন্সী কালীকৃষ্ণ। মুন্সী মহম্মদ ওমার। মুন্সী দেবীপ্রসাদ। মুন্সী লছমন সিংহ। মুন্সী অযোধ্যা প্রসাদ। মুন্সী নারায়ণ সিংহ। মুন্সী সুলতান আহম্মদ। মুন্সী গণেশ সিংহ।

প্রতিনিধি জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আর্থর ষ্টুইকস ফৌজদারী প্রক্রিয়ার ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু রঘুনন্দন প্রসাদ এবং তহসিলদার মুন্সী হোসেন খাঁ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ২৫ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে কমন্স সভাতে ডিসরেলি বলেন, সুয়েজ খালের বিষয় লইয়া ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে।

রেঙ্গুন হইতে পশ্চিম চীনেতে একটী রাস্তা করিবার জন্য স্পাই সাহেব যে সর্ভে করেন, তা

সেক্রেটারি মার্কুইস অব সালিসবরি তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন।

গত কল্য লিবারপুলে এক সভা হইয়া বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ জন্য ২০ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়।

লণ্ডন ২১ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে লাডস বাটীতে ডিউক অব আর্গিল বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের উল্লেখ করিয়া ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলের এবং বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের অত্যন্ত প্রশংসা করেন।

মার্কুইস অব সালিসবরিও লাড নর্থব্রুকের প্রশংসা করিয়া বলেন, এক্ষণে দুর্ভিক্ষ নিবারণ সাধারণে যেরূপ ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, যখন সেই ভয় ও উদ্বেগ দূর হইবে এবং এক্ষণে যে সকল ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখা যাইতেছে, যখন তাহা বিস্মৃতি সলিলে নিমগ্ন হইবে, তখন লোকে ইংরাজদিগের প্রভাব ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার আশ্চর্য্য বোধ করিবে এবং বলিতে থাকিবে ইংলণ্ডই ভারতবর্ষ শাসন করিবার যোগ্য।

যখন রুসীয় সম্রাট লণ্ডন দর্শন করিতে আসিবেন প্রিন্স গার্টসকক এবং কাউণ্ট স্থবেলফ তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিবেন

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গত বর্ষে দিনাজপুরে প্রায় বার আনা রকম ধান্য হয় নাই। চারি আনা রকম যাহা হইয়াছিল এতদিন কায়ক্লেশে দুঃখী লোকের সংকুলন হইল, আর চলিবার আশা নাই, এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট চাউলের উপর নির্ভর। স্থানে স্থানে উহা মুদীদিগকে ৮০ সিক্কার ওজনে ।৩ সের দরে বিক্রয় করিতেছেন, তাহারা গরিবদিগকে ।২ সের দরে বিক্রয় করিবে।

আঁবের মুকুল দেখিয়া আশা হইয়াছিল যে গরিব লোকে উহা খাইয়া বৈশাখ আষাঢ় মাসে প্রত্যহ এক বেলা করিয়া কাটাইতে পারিবে। কিন্তু সে আশায় নিরাশ হওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে জল না হওয়া জন্য অনেক মুকুল পুড়িয়া গিয়াছে।

শ্রাবণ মাসে আউষ ধান্যের আশা ছিল, লোকে অনেক জমীও আবাদ করিয়াছিল কিন্তু বীজ ধান্যের অভাবে অনেক জমী পতিত হইয়া রহিল। শ্রাবণ মাসেও যে দুর্ভিক্ষের অবসান হইবে এমত বোধ হয় না। লোককে আগামী পৌষ মাস পর্য্যন্ত আমন ধান্যের অপেক্ষা করিতে হইবে। বৃষ্টির নিতান্ত প্রয়োজন। ৫।৭ দিন মধ্যে বৃষ্টি না হইলে যে ধান্য রোপিত হইয়াছে তাহারও হানির সম্ভাবনা।

দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সকলের মধ্যে অনেক স্থান সাহায্যকারী রাস্তা ও পুল করা আরম্ভ হইয়াছে। স্থানে স্থানে কার্য্যের বিশৃঙ্খলতার কথাও প্রতিগোচর হয় অধিক পরিমাণে তাহা সম্ভাবিত বটে।

অনাহারে মৃত্যু সংখ্যাও ৫।৭ পাওয়া গিয়াছে, অণ্বিক্ষণ প্রায়ই হইয়া থাকে। এবার যে প্রকার রৌদ্রের প্রাদুর্ভাব এই মাসের শেষে বহুতর দুঃখী লোকে এক তরু হইতে জবাব দিবে। জমীদারদিগের মধ্যে রাণী শ্যামমোহিনী, বাবু রাধা গোবিন্দবাবু সাহেব, বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ রায় বাহাদুর ও লছমিপৎ সিংহ বাবু সেতাবচাঁদ লাহা প্রজাগণের উপকারার্থ বহুতর চেষ্টা করিতেছেন।

দিনাজপুর
২২ এ এপ্রেল } খ্রীঃ—
১৮৭৪

মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত
ও
মায়াকানন।

যে উৎকট রোগে বঙ্গীয় কবিকুলগুরু মাইকেল মধুসূদন দত্তজ কালগ্রস্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই রোগশয্যায় শয়ান থাকিয়া তিনি দুই খানি নাটক রচনারম্ভ করেন। দুই খানিই "বঙ্গরঙ্গভূমির" নিমিত্ত নিয়ত হইতেছিল। একখানির নাম "মায়াকানন" অপর খানির নাম "বিয় কি ধনুর্ভঙ্গ"? "মায়াকানন" সমাপ্ত হইয়াছিল, "বিয় কি ধনুর্ভঙ্গ?" অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। "রঙ্গভূমির" অধ্যক্ষ দিগের যত্নে সম্প্রতি "মায়াকানন" মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। দত্তজ মহাশয়, যে অবলাসাধারণ দুর্জ্জনশক্তি লইয়া, বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—যাহার মেঘনাদ বধ প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থে যে অপূর্ব্ব মুগ্ধকরী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, সেই কাব্যানুরাগী সহৃদয় সমাজে [illegible] এবং পরম বরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার "মায়াকাননে" সেই অসাধারণ ক্ষমতা ও কবিত্ব শক্তির পরিচয় কতদূর কি না, সে বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু, সেই নাটক, তাঁহার মৃত্যু রোগের শেষ সম্পূর্ণ সুস্থ এবং এই গ্রন্থ রচনা করিতে তাঁহার লেখনী ধারণ শক্তি না থাকায়, আমার হস্তে আমার তত্ত্বাবধানে দিয়া, তাঁহার অনুরোধে এতদ্বিষয়ক পরিচ্ছদ এবং সাধারণের অবশ্য পরিহার্য্য কতকটী কথা বলিবার উদ্দেশেই প্রবৃত্ত হওয়া গেল। এই "মায়াকাননের" রচনাকালে কবিবরের শারীরিক অবস্থা প্রায় সর্ব্বদাই শয্যাগত থাকিত। সেই শয্যাপার্শ্বে লেখনীহস্তে বসিয়া আমি "মায়াকানন" লিখিয়াছি। মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণা হইলে, তখন কবি, যে কয়েকটী কথা বলিতেন, তাহাই লিখিয়া রাখিতাম। এই রূপে অনেক দিনে "মায়াকানন" লিখিত হয়। [illegible] আমি আমার অক্ষম হস্তে [illegible] সেই বাক্যাবলি [illegible] কবির অমর কীর্ত্তি সমূহের [illegible] আমার অক্ষম হস্তে [illegible] মনে করিতেন, তাহার [illegible] না হওয়া পর্য্যন্ত [illegible] আমি। কোন এক সময়ে কবিবর [illegible] লাম, তিনি উত্তরে [illegible] করিয়া বলিয়াছিলেন। প্রথম দর্শনে আমি যে ভাব, [illegible] করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমাদের [illegible] মাত্রই যখন স্নিগ্ধ মুখে [illegible] উপকরণ সমস্ত আনিতে করিলেন, তখন সে আশঙ্কার সম্যক নিরাকরণ হইল, [illegible] এক অংশটী লেখা হয়।—

"চলো সখি আমরা এখন যাই, গিয়া দেখি, হনুমতীর মনের ক [illegible] আমি শুনেছি, অনেক সময় এমন ঘটে যে, স্ত্রীলোক কুরঙ্গীকে তাড়াইয়া দিতে করে, সে [illegible] চলে

বাস্ত, আর মনেও করে না যে সে অভাগীর কি দুর্দশা ঘটেছে। কিন্তু সে যেখানেই যায়, ঐ বস্ত্র শাবক সমভাবে তার পার্শ্বে লেগে থাকে।"

কবিবরের, এতক্ষণ আর স্থির হইতে পারিলাম না। সহোদরে যাহা জানিতে পারিলাম, প্রত্যক্ষ করিলাম আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবার, তাঁর পরে, তাঁহার জন্মভূমিস্থ কবীন্দ্র সুধাকণ্ঠের "বোম্বাই" সংপ্রকরণে কখনও আর লোক তাহা নয়।

রঙ্গভূমির " কর্তৃপক্ষীয়েরা " মাইকেল যে আকারে বাহির করিয়াছেন, ফলতঃ সে আকারে তাঁহাদের কাছে সম্পত্তি হয় নাই, তাঁহারা তাহার কোনও কোনও স্থান পরিবর্তন, কুরুচি সূচক অংশ সংযোজন করিয়া দিয়া, অসঙ্গদর্শিতার অবমুক্ততার পরম অবিমৃষ্যকারিতার একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। " রঙ্গভূমির " অধ্যক্ষ মহাশয়েরা যে কি ভাবিয়া এরূপ বিসদৃশ ব্যবহার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অস্মদাদির দুর্বোধ্য। তাঁহারা যদি আপনাদের জ্ঞান গরিমা প্রদর্শনার্থে ঐরূপ করিয়া থাকেন, স্বতন্ত্র পুস্তকে করিলেই প্রকৃত জ্ঞানির কার্য্য হইত। যদি কবিবর দত্তজর অভাব পূরণ করিয়া থাকেন, সমধিক দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, তাঁহাদের ন্যায় পণ্ডিতের দ্বারে দত্তজর অভাব পূরণ হয়, দত্তজ, কিম্বা সাধারণে এরূপ প্রত্যাশা কখনই করেন না। পরিশেষে অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে আর একটি কথায় পরামর্শ দিতেছি, এবারকার মুদ্রিত পুস্তকগুলি অবিলম্বে ভস্মসাৎ করিয়া আমার ন্যায় বিশ্বস্ত অনুরাগীদিগের পুস্তক মুদ্রিত করিয়া প্রতিনিধি করিবেন। পরিশেষে এই সময়জ্ঞ জনসাধারণ সমীপে আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন এবারকার " মায়া কানন " সংলোচন করিয়া মাইকেলের চিরবন্ধুবিদ্বেষী ও যশস্বিনী লেখনীকে বিকার প্রদান না করেন।

প্রাসঙ্গিক না হইলেও দত্তজর প্রলাপানুরোধে লিখিতব্য যে, " রঙ্গভূমির " অধ্যক্ষ যুবকেরা কতকগুলি বেশ্যা লইয়া রঙ্গব্যাপার নির্ব্বাহ করেন বলিয়া, সাধারণে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্ব স্ব দোষক্ষালনার্থে বা আপনার দের মত পুষ্ট করণার্থে কবিবর দত্তজ মহাশয়কে ঐ দুঃসিদ্ধ ব্যাপারের প্রবর্ত্তক ও উৎসাহদাতা বলিয়া, প্রচার করেন, পরস্পরায় এরূপ শুনিতে পাই। যদি তাহা সত্য হয়, তাঁহারা প্রকৃত সত্যের অপলাপ করিয়া, অমানুষত্বের পরিচয় দিতেছেন। এই দুঃকর, লজ্জাকর এবং সমাজের সমধিক অনিষ্টকর ব্যাপারে প্রবৃত্তি বা উৎসাহ দেওয়া, সজ্জন মাইকেলের কার্য্য নহে। " রঙ্গভূমির " অধ্যক্ষ যুবকগণের মধ্যে কোন কোন বাবু, তাঁহার নিকট ঐ বিষয় প্রস্তাব করিলে, তিনি এই বলিয়াছিলেন " বঙ্গীয় সমাজের ভূষণ সদৃশ চূড়ামণি বহুদর্শী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত, এবিষয়ে সর্ব্বোপরি প্রামাণিক হইবে। অতএব, তাঁহার মত গ্রহণ করা উচিত হইতেছে "। এ মত আক্ষেপের বিষয় যে, অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, অপরের স্কন্ধে বিশেষতঃ, একজন সর্ব্বজন পরিচিত মৃত ব্যক্তির স্কন্ধে সেই দোষ চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। যাহা হউক, আমি মৃত কবিবরের প্রতিনিধি হইয়া, সাধারণকে জানাইতেছি, তাঁহারা যেন বেশ্যাসক্ত নট মণ্ডলীর কথা শুনিয়া, দত্তজ মহাশয়কে এবিষয়ে দোষী মনে না করেন। ফলতঃ উক্ত বিষয়ে তাঁহার মতামত যাহা ছিল, আমি তাহা স্পষ্টবাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছি।

দত্তজ মহাশয়, যে নিদারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া, দেহত্যাগ করিয়াছেন, বঙ্গীয় সমাজে তাহা অবিদিত নয়। তথাপি, তাঁহার অবস্থা ঘটিত স্বরচিত একটী ভাবপূর্ণ শ্লোক এস্থানে অবিকল উদ্ধৃত হইল—

" কেবেছিনু মোর ভাগ্যে, হে রমানুজকি,
নিবাইবে সে রোষাগ্নি, লোকে যাহা বলে
ত্রাসিতে বাণীর প্রভা, তব মনে ছলে,—
কেবেছিনু, হায়! দেখি, ভ্রান্তিতাবারি!
ডুবাইছ, দেখিতেছি, ক্রমে এই ক্ষুদ্র
অন্তরে, অতুল দুঃখ সাগরের জলে
ডুবিনু, কি যশঃ তব হবে, বঙ্গস্থলে?"

কবিবরের মুদ্রিত কাব্যাবলী সাধারণে সুপরিচিত বটে। তদ্ভিন্ন তিনি আরও এত গুলি কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।—(১) দ্রৌপদী স্বয়ম্বর, (২) ভারত বৃত্তান্ত, (অথবা পাণ্ডববিজয়) (৩) ব্রজাঙ্গনা দ্বিতীয়সর্গ, (৪) সুভদ্রাহরণ, (৫) মদন সংকীর্ত্তন, (৬) চন্দ্রবদন, (৭) আশার ছলনা, (৮) নীতিগর্ভ গল্পাবলী, (৯) তিলোত্তমাসংহরণ, (১০) বীরাঙ্গনা, (দ্বিতীয় খণ্ড)। ইহা ভিন্ন আরো একটী ক্ষুদ্র কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন। অস্মদাদির দুর্ভাগ্যাভিপ্রায় প্রযুক্ত " নীতিগর্ভগল্পাবলী " ভিন্ন অন্য কোনও কাব্যই শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ঐ সমুদয় কাব্যের হস্তলিপি আমার নিকট রহিয়াছে, অতিশীঘ্র আমি তাহা অবিকল মুদ্রিত করিব, সংকল্প করিয়াছি।

দত্তজ মহাশয়, আমাকে যে সোদর নির্ব্বিশেষ স্নেহ করিতেন, তাহা এ ক্ষুদ্র লেখনীমুখে ব্যক্ত হইবার নহে। তদীয় মুমূর্ষু কালের এক পত্রাংশদ্বারা তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র আমি সাধারণ সন্নিধানে প্রকাশ করিতেছি।—

" প্রিয়তম কৈলাস!

যদি তোমার, তোমার মাইকেলকে দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে পত্রপাঠ মাত্র এখানে পৌঁছিবা। ইহাতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিব না, মাইকেল মৃত্যু শয্যায়।

২৫ শে জুন

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।"

হায়! যদি তৎকালে আমি বিপদ্ গ্রস্ত হইয়া না পড়িতাম, অবিলম্বে আসিয়া, প্রিয় বন্ধুর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া, সেই অন্তোন্মুখ মুখচন্দ্র নয়নজলে স্নাত করাইয়া, এ শোকজ্বালা কথঞ্চিৎ নিবারণ করিতে পারিতাম! হায়! এ অভাগার ভাগ্যে তাহা ঘটিবে কেন? এখন আর কি করিব?

—" যত দিন তবে থাকিবে জীবন
ভাবিব তোমায় ছবি!"

কলিকাতা বহুবাজার } শ্রীকৈলাসচন্দ্রবসু।

মহাশয়! বাঙ্গালা ভাষার সমাসের পরি শুদ্ধ অনুগত নিয়ম নির্দ্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন, কেন না, ভাষার কতকগুলি সমস্ত পদ বিলক্ষণ প্রচলিত আছে, অথচ সেই সকল পদের সমাস বাক্য ভাষায় সম্পন্ন হয় না। আর কতকগুলি সমস্ত পদের বিগ্রহ বাক্য ভাষায় সম্পন্ন হইতেছে, অথচ সেই পদগুলি সমাস বাক্যের অনুসারে বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়ম দ্বারা সিদ্ধ না হইয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সিদ্ধ হইতেছে। এই বৈসাদৃশ্যের মীমাংসা করতঃ উভয়দিক বজায় রাখিয়া সুসঙ্গত নিয়ম করা সহজ ব্যাপার নয়। দেখুন "মৎপক্ষ" "অস্মদ্গৃহ" এই সকল সমস্ত পদের বিগ্রহ বাক্য ভাষায় সম্পন্ন হইতে পারে না; তখন আর কি করা যায় অগত্যা যে কোন প্রকারে উক্ত পদ সকল সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়, কিন্তু যে সকল স্থানে বিগ্রহ বাক্য অনুসারে বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়ম দ্বারা পদ সকল সিদ্ধ করিতে পারা যায়, অথচ কোন দোষ ও ক্ষতি লক্ষিত হয় না, সেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে পদগুলি সিদ্ধ করতঃ ব্যাকরণের নিয়ম সকল জটিল করিবার প্রয়োজন কি? ভাষার পদ সকল ভাষার নিয়মানুসারেই সিদ্ধ হইয়া ব্যবহৃত ও প্রচলিত হউক। সুকুমারমতি বালকদিগের পক্ষে দুর্ব্বোধ ব্যাকরণ সহজ হইয়া উঠুক। এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনে কৃত সঙ্কল্প প্রচুর বিদ্যাশালী মহানুভবদিগের বিশেষ মনোযোগ করা একান্ত বিধেয়।

যখন বাঙ্গালা ভাষায় পিতা, ভ্রাতা রাজা ধনী গুণবান তেজীয়ান, মন নম্র ইত্যাদি প্রকার শব্দের উত্তরই কারক বিভক্তি যোগ করিয়া প্রয়োগ করা যাইতেছে এবং তৎকালে ঐ সকল শব্দের রূপের কোন রূপ পরিবর্ত্ত হইতেছে না, তখন, যেমন গুরুর পুত্র এই বাক্যে বিভক্তির অর্থাৎ রএর লোপ হইয়া সমাসে "গুরুপুত্র" পদ সিদ্ধ হইতেছে, সেই রূপ পিতার ধন এই বাক্যে বিভক্তির অর্থাৎ রএর লোপ হইয়া সমাসের সাধারণ নিয়মানুসারে "পিতাধন" এই রূপ পদ হওয়াই একান্ত যুক্তিযুক্ত ও নিতান্ত সঙ্গত। তাহলে কেবল সংস্কৃত সমস্ত পদ সকলই ব্যবহৃত হইবে বলিয়া বলপূর্ব্বক ভাষার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া "পিতাধন" "ধনবান্‌গণ" "ধনীসভা" ইত্যাদি সমস্ত পদ সকল ব্যবহার না করা কোন ক্রমেই বিবেচনা সিদ্ধ নহে।

কোন কোন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা উক্ত রূপ পদ সকল ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন "কোন ধনস্বামীর কথা গানে তিন জাতা আছে, এবং জ্ঞাতাগণের অপেক্ষা তাহার আসন্নতর দায়াদ নাই।" (রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রণীত উৎকৃষ্ট দণ্ডের দণ্ডন প্রণালী।) "আধুনিক এই সব ধনবানগণ সাজায় কি কারা এত মাথার মতন?" (সদ্ভাব শতক।) পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত ৺৺৺৺ পিতাঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণেষু। (অনরেবল ওয়ালটর স্কট সিটনকার ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত পত্র কৌমুদী, ৩য় সংস্করণ।)

এই সকল প্রমাণ প্রয়োগ দেখিয়া বাজার ভবন, রাজাভবন, মাতার বাক্য মাতৃ বাক্য গুণবানের সভা গুণবান্‌ সভা, ধনী মণ্ডলী ধনী মণ্ডলী, মনের বেদনা মনঃ বেদনা, এই রূপ পদ সকল ব্যবহার করা সঙ্গত বোধ হইতেছে। তাহা হইলে, সমাসের অতি সঙ্কীর্ণ দুর্গম পথ সকল অনেক অংশে প্রশস্ত সুগম হইয়া উঠে। তখন হীন মতি ক্ষীণ বল বালক পথিকেরা অক্লেশে গমনাগমন করিয়া বিলক্ষণ সুখী হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

সম্পাদক মহাশয়, আমরা বাঙ্গালা ভাষার সমাসের কোন কোন নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছি বলিয়া যেন আপনার ঠক মহাশয়েরা এরূপ না ভাবেন যে আমরা পিতৃধন, রাজভবন, মনোবেদনা প্রভৃতি সংস্কৃত নিয়মানুযায়ী সমস্ত পদ সকল লোপ করিতে বসিয়াছি। যেমন সদ্বাহ্মণ পদ সকল সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ব্যাকরণের নিয়মানুসারে চলিতেছে, অর্থাৎ হে পিতঃ হে জগৎপিতা, হে গুরো, হে পুরুষোত্তম পদ সকল ব্যবহৃত হইতেছে, সেই রূপ রাজাগণ, রাজ্ঞাগণ ধনবন্তঃ ধনবানঃ মনোবেদনা, মনবেদনা এই রূপ পদ সকল ব্যবহৃত ও প্রযুক্ত হউক, বিদ্বান সমূহ এই পদ প্রয়োগ করিলে কেহ যেন অশুদ্ধ প্রয়োগ বলিয়া ঘৃণা বা উপহাস না করেন ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য ও ইহাই আমাদের সাধনা।

মহাশয় আপনার হিতৈষী পাঠকগণ অশোচ ও বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবেন। তখন কি, কেহ কেহ হয়ত অনুমোদন করিবেন, কেহ কেহ বা বিলক্ষণ উপহাসের সহিত মিষ্ট মিষ্ট দুই চারিটী গালিও দিবেন। কিন্তু আপনার কি মত তাহা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে উপকৃত ও বাধিত করিতে অবহেলা বা ঘৃণা করিবেন না। (১)

১৫ই বৈশাখ, ১২৮১ সাল } শিক্ষক।

চিকিৎসকের যেমন বহুদর্শী হওয়া [illegible] প্রভৃতি কতক গুলি সদ্‌গুণ থাকা আবশ্যক। যে চিকিৎসকের এ সকল গুণ নাই, তাঁহার পাণ্ডিত্য থাকিলেও তিনি নিকৃষ্ট শ্রেণী মধ্যে গণ্য। সম্প্রতি আমরা কোন কার্য্যোপলক্ষে [illegible] গিয়াছিলাম, মজঃফরপুরের [illegible] ডাক্তার বাবু রামরাজি চট্টোপাধ্যায় [illegible] করিতেছেন। তিনি [illegible] এই স্থানে চিকিৎসা করিতেছেন। [illegible] পূর্ব্বে আরো দুই তিন জন ডাক্তার আসিয়া, কতকগুলি সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বলে বটে কিন্তু ইহাঁরই অধিক সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। এই সুখ্যাতির দুটী কারণ আছে। তাহার, তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্য, দ্বিতীয়, দরিদ্র রোগী দিগের প্রতি তাঁহার সদয় ব্যবহার। তিনি সময়ে যে সকল রোগীর চিকিৎসা করিতে

(১) শিক্ষকের যে রূপ মত প্রকাশ করেন দেখা পরে আমাদের মত প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

পান প্রায় তাহারা আরোগ্যলাভ করে, যে সকল দরিদ্র রোগীর দর্শনী দিবার ক্ষমতা নাই, তাহাদিগকে বিনা দর্শনীতে চিকিৎসা করেন, যাহাদের ঔষধ ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই, তাহাদিগকে বিনা মূল্যে ঔষধ দিয়া থাকেন, এমন কি যে সকল রোগীর পথ্যেরও সংস্থান নাই, স্বয়ং কায়িক পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক তাহার বাটীতে গিয়া বিনা মূল্যে নিজ ঔষধালয় হইতে ঔষধ দিয়া এবং নিজের পয়সায় সাবার পথ্যের পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তাহার চিকিৎসা করেন। যাঁহার এত গুণ তিনি সাধারণের সুখ্যাতি ভাজন না হইবেন কেন? দরিদ্র গৃহস্থ দর্শনী ও ঔষধের মূল্য দানে অসমর্থ হইলে যে সকল চিকিৎসক রোগীকে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়াও সেই গৃহস্থের গরু বেচিয়া দর্শনী ও ঔষধের মূল্য আদায় করিতে ত্রুটী করেন না, তাহাদের কর্ত্তব্য অর্থোপার্জ্জনই চিকিৎসা ব্যবসায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য বিবেচনা না করিয়া রামব্রাহি বাবুর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করেন, ইহাতে তাহাদের ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই লাভ হইবে এবং বিলক্ষণ যশস্বী হইতে পারিবেন। আমরা নব্য ডাক্তার দলে প্রায়ই দেখিতে পাই, তাঁহারা অন্যের স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া বেড়ান বটে, কিন্তু নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ বিধান করেন না। রামব্রাহি বাবু সে বিষয়ে অমনোযোগী না হন এই আমাদের ইচ্ছা।

চাঙ্গড়িপোতা
১০ এ বৈশাখ
১২৮১ সাল
} শ্রীঃ

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ২৪ এ এপ্রেল

মাথাভাঙ্গা নদী।

স্থানের নাম	সর্ব্বকর্ম্মক্ষি জল	
	ফীট	ইঞ্চ
গঙ্গার মোহানায়	*	১
ডাঙ্গার পাড়া	*	১
ডাঙ্গারপাড়া হইতে		
হাট বোয়ালিয়া	১	
হাট বোয়ালিয়া হইতে		
নং ১ ফট	১০	
নং ১ ফট, হইতে		
বোলমারি	১	৬
বোলমারি হইতে		
আলিকদহ	২	
আলিকদহ হইতে		
কৃষ্ণগঞ্জ	২	৯

ভাগীরথী।

চোরাসির নীচে মোহানায়	১০	
তথা হইতে সুরপুর	১	১০
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	১	৯
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	১	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৩

সন ১৮৭৪ সালের ২৭ এ এপ্রেল বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	৪	
১৮৭৭	টি, বেটী, সি, ই, প্রতিনিধি	
বহরমপুর ২৭ এ এপ্রেল	একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।	

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কাশীমপুর ৫৷৹
" " র মহাদেব বসু—পটীমুণ্ডী ১০
" " অতুলচন্দ্র পাল—সাতকীরা ১০
" " আদিত্য প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় সিমলা শৈল ১০
" " তারা প্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় জঙ্গীপুর ১০
" " নবীনচন্দ্র সিদ্ধান্ত—ভবানীগঞ্জ ১০
" " রামনারায়ণ সিংহ দেও বাহাদুর কাশীমপুর ১০
" রাজা শোভন প্রসাদগর্গ—মহিষাদল ২০
বহরাজার সাহাবাদ্বত বিদ্যালয় ৫৷৹

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা, মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

৩য় নং। ১৮৭৩

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ। ২৫ সংখ্যা।

"প্রবক্তনা প্রকৃতিনিচিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীশ্বরা।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৮১। ২৯ এ বৈশাখ। ইং ১৮৭৪। ১১ ই মে।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের প্রকৃত উপযোগী "রচনাসার" মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

"ভারত সার।"

মহাভারতের সার গ্রন্থ, সরল বাঙ্গালায় ২০ ফরমা (অর্থাৎ ১১০ পৃষ্ঠা) করিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। ৮ খণ্ডে গ্রন্থ শেষ হইবে। প্রতি খণ্ডের মূল্য যাহাকরিবার তাহার নিকট ৷৵০ আনা লওয়া যাইবে। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়গণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানাইবেন।

গুপ্তযন্ত্র কলিকাতা ৩৫ নং মার্জ্জাকসলেন — ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা রবাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

—০—

ডাক্তার উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০। কেমিলি ট্রীটমেণ্ট মায় ডাকমাশুল মূল্য ১৷৷০

এসপেষাল স্কুলের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক "মোডর্ণ অন্ উনজিনিয়ারি" মূল্য ১৷৷০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু ষ্টল কলিকাতা।

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্
এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস

	মূল্য	ডাকমাশুল
অর্থাৎ রোগ বিচার	৬	৷৷০
চিকিৎসা দর্পণ বাৎসরিক	৬	•
ধাত্রী শিক্ষা	২	৷/০
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা	৷৷০	/০
কুইনাইন প্রয়োগ	/১০	/০
শরীর পালন	৷/০	/০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত

প্রাক্টীস অব মেডিসিন	১৮	৵০
এনাটমি	৪৷৷০	৷/
মাতৃশিক্ষা	২	৷৷০

ডাক্তার হরিনারায়ণ কৃত

বালচিকিৎসা	৫	৷৵০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা আপরবাজার
হিন্দুষ্টল।

আমারপিতা ঠাকুর তিতারাম পাল মহাশয় শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাসকাশ, কফকাশ পুরাণ ও মেহরোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনীপুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের প্রশংসাপত্র সকল আমার নিকট আছে। আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসায় অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা জোড়াসাঁকোর কাঁকরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীটে ১৩ নং বাটী যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

—০—

জেনুয়াকান্দীর চিকিৎসালয়ের সব্ আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক—

১। বালচিকিৎসা। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য মূল্য ৫ টাকা পরিবর্ত্তে ৩৷৷০ টাকা অবধারিত করা হইল ডাকমাশুল ৵।

২। ব্যবস্থামালা (ডাং গুডিভ, ট্যানার প্রভৃতির প্রেস্ক্রিপসান) মূল্য ১৷৷০ ডাকমাশুল ৵০।

৩। গর্ভিণী বাক্তির ব্যবহার্য্য গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট পাওয়া।

শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।
ইন্দ্রু প্রেস, কলিকাতা।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পমেটম্ ক্রীম।

এই ক্রীমের নির্ম্মাণে কোন প্রকার হেয়োৎপাদক দ্রব্য ব্যবহার করিলেই ইহা সপ্রমাণ করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

মেছতা বা প্রস্তর নির্ম্মিত নক্সামার পাইপ, এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন ভল্‌ভস ও বেণ্ড ইত্যাদি।

কটালী রেলীর ছাদের স্লাইল টাট মেরিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল টাট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নক্সামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত প্লেজ বর পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি এ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিবেন, দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং ওয়েষ্টিন্স ষ্ট্রীট } ধরণ এণ্ড কোং

মন্ত্রচিত "নির্ম্মাসিংহের বিলাপ" বাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা, ১৮৭৬ বঙ্গের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের কালীবাড়ীর লাইব্রেরিতে কিম্বা বাণীর্চ্ছি প্রভৃতি গ্রন্থ কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন, মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ই মার্চ্চ ১৮৭৪ সাল } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

ষ্টোম্যাচিক এসিডিটার ও পাইত্তার অর্থাৎ পাচক অম্লাই ও চূর্ণ।

অজীর্ণ অম ও পরিণামশূল প্রভৃতি পৈত্তিক রোগের অব্যর্থ ঔষধ বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, এবং নিম্নের কতিপয় পত্রের উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইবেক। মূল্য ১২ পুরিয়া ।৵ আনা হইতে ৸ আনা।

১২ মাত্রা বিশিষ্ট এক শিশি। আনা হইতে ১।০।

কলিকাতা ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্তের প্রেরিত।

"প্রায় তিন মাস হইল আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সহসা রক্তাতিসার রোগে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময়নাশক চূর্ণ ২ দিন ব্যবহার করিয়া এবং তৎপরে ক্রমে ২ শিশি উদরাময় নাশক এলিকসর সেবন করিয়া উত্তম আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি আমার কনিষ্ঠ পুত্র অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় পীড়ায় পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময় নাশক মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।"

ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীনাথ সেন কবিরত্নের প্রেরিত।

আমার ভাগিনের শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন রায় "জ্বর ও রক্তাতিসার হইয়া ছিল, "আপনারদিগের নূতন পাচক অর্শহর নামক ঔষধ সেবন করিয়া তাহার অতি অল্পকালের মধ্যে উত্তমরূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।"

কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের ডাকসিয়েলদার অর্থাৎ টীকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং ধাত্রী শিক্ষার সাবজজ শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র বসুর প্রেরিত পত্রের অনুবাদ

"হালিষহরের শ্রীযুক্ত বাবু রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় অতিসার পীড়ায় যেরূপ পীড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার জীবনের পক্ষে আমার সম্পূর্ণ সংশয় ছিল তিনি তাঁহার পীড়ার প্রতীকারে আপনকার ষ্টোম্যাচিক এলিকসারের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

বি, এন, ঘোষ, এণ্ড কোং
সুবরবন মেডিকেল হল,
ভবানীপুর কলিকাতা

---

২৪ পরগণার অন্তর্গত অনরপুরের ৺ প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের বিভক্ত অর্দ্ধাংশের মধ্যস্থিত নিম্নলিখিত ডিহিগুলি পত্তনি দেওয়া হইবে।

ডিহি—আজিমুল্লাপুর ডিহি বিষ্ণুপুর
" সুহাই " রঙ্গপুর
" সোরা " মল্লাপাড়া
" কোহরা " ফলতি
" বোলন্দ " বামনডাঙ্গা
" চন্দ্রপুর " চণ্ডীতলি
ডিয়ারা " কদমগাছী
" বীরাবাড়ী—

উপরিউক্ত ডিহি সকলের বার্ষিক মোট তহসিল ৮৯৩২৷৵১৪৯ গবর্ণমেণ্ট মালগুজারি ১৩৫২৮৮৩৷ (ইহার মধ্যে পুলিষ চার্জ্জ আছে)। গ্রহণেচ্ছুগণ সমুদায় অংশ অথবা এক একটী ডিহি পত্তনি লইতে পারেন।

কলিকাতা ওলড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটে এটর্ণি বাবু দীননাথ বসুর নিকট অথবা কলিকাতা ২০ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীটে উক্ত ষ্টেটের স্বত্বাধিকারীদিগের এজেণ্ট বাবু কাশীনাথ বিশ্বাসের আফিসে আবেদন করিলে এ বিষয় সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় জানিতে পারা যাইবে।

বলাগড়স্থিত উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। মাসিক বেতন ৬০।

বলাগড়স্থিত স্কুল ২রা মে ১৮৭৪ } শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক

সুপ্রচার।

প্রাচীন আয্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান কলিকাতা পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটস্থিত ১৩ নং ভারত যন্ত্রে মূল্যে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৵০ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গুপ্ত লাইব্রেরী গ্রন্থালয়।
কলিকাতা ১৪ নং মির্জ্জাফের্শ লেন প্রেসি
ডেন্সি কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ
[দ্বিতীয় গলি।
ই সং ১৮৫০ সালে স্থাপিত।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় অনেক রকম বাঙ্গালা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে এবং আবশ্যক মত গ্রন্থের মুদ্রিত তালিকাও পাওয়া যাইতে পারে। ইহার কী গ্রন্থ তাহার নিকট প্রস্তুত থাকা যায় না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক নাম দেওয়া গ্রন্থালয়ে উপস্থিত না থাকে, তাহা উচিত মূল্যে সংগৃহীত করা যাইতে পারে এবং যে যে স্থানে নগদ টাকার যে অনুসারে কমিশন পাওয়া যায়, আমরাও সেই অনুসারে সকলকে কমিশন দিয়া থাকি।

মফস্বল বাসী পত্র লিখিলে ও মফস্বল পাঠকের তালিকা পাঠাইলে পাঠাইতে পারে। অগ্রে মূল্য ও পোষ্টেজের খরচা পাঠাইলে কাহাকেও পুস্তকাদি পাঠান যায় না।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমি বহুব্যয় ও অর্থব্যয়ে পুরাতন গুপ্তধন আমাদের বক্তব্যাশয় পক্ক পেটের পীড়া প্রভৃতি ও স্ত্রীলোকের এবং আমজ সূত্রে রক্ত পরিষ্কার হওয়ার ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ স্থির করিয়াছি। ইহা দ্বারা ১০, ১৫ টী রোগীর বন্দোবস্তের প্রকৃতি ও রক্তাশয় এক মাত্রে অল্পে ২ আরোগ্য করিয়াছি। উক্ত পীড়াক্রান্ত কোন রোগী আমার নিকট আসিলে বাড়ি বসে ঔষধ দিয়া অর্থ গ্রহণ করিব, এই ঔষধ সাধারণে প্রকাশ হইবার জন্য আমার পুরস্কার প্রদান করিলে সকলের গোচর করিতে পারি। বিশেষতঃ কোন ব্যক্তি রক্তাশয়গ্রস্ত হইয়া আমাকে পত্র লিখিলে ৩৫০ আনা ডাকমাশুল পাঠাইলে ব্যবস্থা সহিত ঔষধ পাঠাইতে পারি, আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে পুরস্কার প্রদান করিবেন।

জিলা তমোঘা
পোষবন্দাঙ্গা
২৯ এ ফাল্গুন
১২৮০ সাল

শ্রীঅমরকুমার সেন
ডাক্তর।

সোমপ্রকাশ।

২৯ এ বৈশাখ সোমবার।

প্রায় দুই মাস হইল কেবলকৃষ্ণ দাস, গুপ্ত নামক এক ব্যক্তি সোমপ্রকাশ ক্রয় করিয়াছেন কিন্তু অদ্যাবধানতা প্রযুক্ত, সেই পত্রে তাঁহার ঠিকানা নির্দ্দেশ করেন নাই। আমরা সেই কারণে আজও তাঁহার কাগজ পাঠাইতে পারিতেছি না। এতদিন তাঁহার ঠিকানা না পাইয়া আমাদের কিছু ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু সেজন্য দুঃখ নাই, কিন্তু তাঁহার ঠিকানা না পাইয়া তাঁহার কাগজ পাঠাইতে পারিতেছি না, ইহাতে আমরা বিলক্ষণ দুঃখিত আছি। অতএব তাঁহার নিকট সবিনয় প্রার্থনা যে তিনি অনুগ্রহ করিয়া ত্বরায় তাঁহার ঠিকানা পাঠান, পাঠাইলে আমরা বাধিত হইব। এই সঙ্গে অপরাপর পাঠকদিগের নিকটও একটী প্রার্থনা করি তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া স্বাক্ষরগুলি একটু স্পষ্টরূপে করিবেন, যুবরাজ হামলেটের ন্যায় স্পষ্ট লেখা ছোট লোকের কাজ এবং সকলের পক্ষে খাটে না।

[মুদ্রণ সৌকর্য্যার্থ বাহুল্য বিষয় ও ছাত্রসংবাদ]

এই আইনটি পাশ করিবার প্রস্তাব হওয়া অবধি দেশের অধিকাংশ সংবাদ পত্রে ইহার অনেকগুলি [illegible] বাদ করিয়া আসিতেছে এই আইনটি বাহির হইলেই সকল [illegible] ইহার বিরুদ্ধে যে বলে, তাহা নহে, ও তেপারেটের না; তাহাকে [illegible] বলিয়া থাকেন যাহাদের ক্ষমতা যে লোক ছিলেন এবং তাহার বিপক্ষ-স্বরূপ এই আইনটী দেখাইয়া থাকেন পুরস্কার আইন অনুসারে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির হস্তে যেমন কিছু ক্ষমতা ছিল তেমনি তাহার নিয়মকর্ত্তৃত্ব [illegible] এই আইনে তাহার বিপরীত কি আছে, তদ্দ্বারা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্তে অনেক ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। তাঁহাদের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন নূতন স্কুল খোলা যাইতে পারিবে না, কোন স্কুলের নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন, [illegible] কোন স্কুলের কোন শিক্ষককে [illegible] ইত্যাদি ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। এই সকল ক্ষমতা প্রদানকরণে [illegible] কোন মাননীয় ব্যক্তি [illegible] কিন্তু [illegible] দুর্ভাগ্য ক্রমে সেগুলিও ঠিক [illegible] আমাদের। অতএব তাঁহার নিকট সবিনয় প্রার্থনা যে তিনি অনুগ্রহ করিয়া ত্বরায় তাঁহার ঠিকানা পাঠান, পাঠাইলে আমরা বাধিত কাগজ পাঠাইব। এই সঙ্গে অপরাপর পাঠকদিগের নিকটও একটী প্রার্থনা করি তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া স্বাক্ষরগুলি একটু স্পষ্টরূপে করিবেন, যুবরাজ হামলেটের ন্যায় স্পষ্ট লেখা ছোট লোকের কাজ এবং সকলের পক্ষে খাটে না।

[illegible] ও [illegible] ও [illegible] ও [

দ্বারা তাহার প্রমাণ। জুরারা সাহেবকে নির্দোষ বলিয়া মুক্ত দিতে চাহিয়াছে এবং হাই কোর্টের বিচারে নবীন দণ্ড হইয়াছে। এই নিয়ম প্রচলিত হইলে ইউরোপীয়দিগের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। (ঘ) যুরোপে যে ব্যক্তি দণ্ডিত হইয়া আপীল করিবার অধিকার পাইয়াছে, সে ব্যক্তি মুক্তি পাইলে তাহার বিরুদ্ধে আর আপীল চলিতে পারিত না। কিন্তু বর্ত্তমান আইনে সে ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে। এরূপ কোন ব্যক্তি নিষ্কৃতি পাইলে তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলিতে পারে এবং এমন কি নিম্ন আদালতে দণ্ডিত হইলে আপীল আদালত তাহা বর্দ্ধিত করিতে পারেন।

এই আইনের যে যে অংশে ভ্রম প্রমাদ ছিল তাহা সংশোধন করিবার জন্য, এই মাসের প্রথমে গবর্ণর জেনেরলের ব্যবস্থাপক সভায় একটী বিল উপস্থিত হইয়াছে। গত বুধবারের সেই বিল পাশ হইবার জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন এর কৌন্সিলের বিরুদ্ধে কত গুলি আপত্তি উত্থাপন করিয়া একখানি আবেদনপত্র দিয়াছেন কিন্তু তাহা অবমানে গৃহীত হওয়াতে তদনুসারে কোন কার্য্য হয় নাই।

এই আইনের মধ্যে এদেশীয়দিগের পক্ষে একটী গুরুতর বিষয় আছে। প্রথমতঃ, মফস্বলের ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে অধিক ক্ষমতা অর্পিত হইলে মফস্বলের ম্যাজিষ্ট্রেটেরা একটু স্বাধীনচেতা হইয়া উঠিবেন কিম্বা কার্য্য করিতে করিতে সাহেবেরা প্রায় হুজুরদিগের বিষয়ে যেমন রাইট সাহেব এবং বুরা রামের তাঁহার প্রমাণ। প্রভুর হস্তে ক্ষমতা না থাকিলেই লোক রক্ষা, ক্ষমতা থাকিলে রক্ষা নাই।

দ্বিতীয়তঃ। গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় কোন মফস্বলের এক হাইকোর্টের হস্ত হইতে আর হাইকোর্টের হস্তে অর্পণ করিবার ক্ষমতা থাকা। এবিষয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন যে আশঙ্কা করিয়াছেন তাহা অমূলক বোধ হয় না। যে বিবাদের এক পক্ষে গবর্ণমেণ্ট থাকেন তাহাতে এই ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিলে কিরূপ অবিচারের সম্ভাবনা তাহা পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারেন। যাহা হউক ইবর্ট সাহেবের সেই সংশোধন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন, যদি সাধারণের অপ্রিয় হইয়া গুলি ভুলিয়া দিতেন তাহা হইলে ভাল হইত।

মই বসিয়াছে করিটী থাকে কত কি?

অহংবক্তাকবোদ্ধাধি
বিতাসেবিধনাশয়া।
ধনং দুষ্টে স্তু বদন
মপূর্বি কাব বাবিতি॥

এই সমুদ্র বক্তৃতার আকর, ইলাহাবাদ ধনলাভের আশায় ইহার সেবা করিলাম কিন্তু ধনলাভ দূরে থাকুক এখন মুখ রক্ষা হইলে পরিপূর্ণ হয়। গেল।

অনেক মিউনিসিপালিটীর অধীনস্থ গ্রামদিগের এই দশাই ঘটিয়াছে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬ আইন পাশ হইবার সময় প্রথম যখন কতকগুলি নগরের হস্তে আপনাদের পথ ঘাট নির্ম্মাণ ও সংস্কার প্রভৃতির ভার দেওয়া হয়, তখন কর্ত্তৃপক্ষদিগের অভিপ্রায় কি ছিল জানি না। তাহার পর যাঁহারা ১৮৫৬ সালের ২০ আইন ১৮৬৪ সালের ৩ আইন কিম্বা ১৮৬৮ সালের ৬ আইন সৃষ্টি করিয়া সেই ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিয়াছেন তাহাদেরই বা অভিপ্রায় কি ছিল জানি না। বোধ হয় প্রজাদিগকে অল্পে অল্পে আত্মশাসন শিক্ষা দিয়া ক্রমে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য ভারের লাঘব করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কোন কোন দুষ্ট লোকে বলিয়া থাকে যে পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপাল কমিটীর সম্মতির ভাণ করিয়া অতিরিক্ত টাক্স আদায় করা এবং দু মাছের তেলে মাছ ভাজাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। সে যাহা হউক এখন অনেক মিউনিসিপালটীর লোকে বলিয়া থাকে, আত্মশাসন কিম্বা পথঘাট নির্ম্মাণের ত কিছুই দেখিতে পাই না লাভের মধ্যে গ্রাম দ্বার জানালা গরু বাছুর প্রভৃতি বিক্রয় হইয়া যায়। যে দুই একজনকে কমিটীর মেম্বর করা হইয়াছে তাঁহাদের উপকার করিবার ক্ষমতা নাই কিন্তু অপকার করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। পাঠকগণ ইহা পরিহাস কিম্বা অত্যুক্তি মনে করিবেন না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আইন অনুসারে কমিশনরদিগের হস্তে কিছু ক্ষমতা ছিল কিন্তু ১৮৬৮ সালের ৬ আইন পাশ হওয়াঅবধি মেম্বরেরা প্রায় সাক্ষীগোপাল শ্রেণীতে পড়িয়া গিয়াছেন। কমিটীতে অনেকের উপস্থিতি বাগের মেলার প্রায়। সেখানে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবই কর্ত্তা কর্ত্তা। সেখানে তাঁহাদের ক্ষমতা কিম্বা প্রভুত্ব খাটে না; কিন্তু এসেসমেণ্টের সময় সেই এক একজন মেম্বর ভীম দ্রোণ কর্ণ। তখন তাঁহারা গরিবদের কর্ত্তা কর্ত্তা। ম্যাজিষ্ট্রেটেরা নিজে গ্রামবাসিদের অবস্থা বুঝেন না, সুতরাং কাহার কত টাক্স নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত সে মীমাংসার ভার তাহাদেরই হস্তে অর্পিত হয়। তখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আত্মীয়কুটুম্ববৎসলতা অনুগত প্রতিপালকতা প্রভৃতি সদ্গুণের পরিচয় দিতে থাকেন। অমুক বড় পিসীর ছেলে এবং পরিবারও অনেক সুতরাং তাঁহার দুই আনা ধার্য্য হইল। অমুক বড় জেঠার জামাই সুতরাং তাঁহার চারি আনা নির্দ্দিষ্ট হইল; এই

রূপে ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করেন। শেষে অবশিষ্ট টাকা তুলিবার চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন হয়ে পটো দিন কলু প্রভৃতির নির্ব্বাক স্কন্ধে টাক্স ভার পড়িতে থাকে। উঁহারা বাবুকে ভিন্ন কাহাকেও জানে না। বাবুর নিকট গতায়াত ও বাবুর উপাসনা আরম্ভ করে, কিন্তু বাবু নিরুপায়!!! তাহারা বাড়ীর জামাই হইলে কোন গোলযোগ থাকিত না। তাহাদের ক্রন্দন অরণ্যে রোদন হয়।

আমরা যে এই সকল কথা গড়িয়া বলিতেছি তাহা নয়। সার জর্জ্জ কাম্বেল এই রূপ অত্যাচারের কথা জানিতেন তিনি বলিয়া গিয়াছেন। " যাহাতে টাক্স করা বিষয়ে অন্যায় পক্ষপাত না হয় এরূপ তত্ত্বাবধানের নিয়ম করা উচিত এবং এরূপ দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে দেখা যায় যেখানে অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের হস্তে এই সকল কার্য্যের ভার দেওয়া হয়।"

লোক মনোনীত করিবার সময় বাছিয়া করিলে কিম্বা বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও বিভিন্ন ব্যবসায়ী অধিক সংখ্যক লোক নিযুক্ত করিলে এই অনাচারের নিবারিত হইতে পারে। কারণ তাহা হইলে পরস্পর পরস্পরের পক্ষে প্রহরীস্বরূপ হইয়া উঠে।

আমরা উপসংহারকালে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই স্থানের কথা উল্লেখ করিতেছি। প্রথম রাজপুর হরিনাভিপ্রভৃতি স্থান গুলিতে পাওয়া যায়—এই সকল স্থান বহুদিন অবধি সাউথ সুবার্ব্বন মিউনিসিপালিটীর অধীন হইয়াছে; কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে এখানকার একটীও রাস্তার উত্তম রূপ সংস্কার হয় নাই। এত দিনের পর হরিনাভির একটী রাস্তায় কিছু কিছু মাটী পড়িয়াছে, কিন্তু রাজপুরের অনেক রাস্তা এখনো অতি জঘন্য অবস্থায় আছে; বর্ষাকালে সে সকল পথে যাতায়াত করিতে চক্ষের জল ফেলিতে হয়।

দ্বিতীয়, জয়নগর মজিলপুর। শুনিতে পাওয়া যায় সেখানকার গ্রামবাসীরা কলেরাতে নিতান্ত পীড়িত হইয়াছে। অনেক দরিদ্রের স্কন্ধে এত গুরুতর ভার দেওয়া হইয়াছে যে সে জন্য তাহাদের কষ্টের অবধি থাকিবে না। আমরা গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি। বারিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু মহিমচন্দ্র পাল সেই কমিটির সভাপতি, তাঁহাকেও এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি।

গবর্ণমেণ্টের শস্যের অপব্যয়

দুর্ভিক্ষের সূচনা অবধিই লর্ড নর্থব্রুক পাছে দেশীয় বাণিজ্যের হানি হয় এই আশঙ্কায় অতি সতর্ক হইয়া কার্য্য করিতেছেন। রপ্তানী বন্ধ করিলে তাহার ক্ষতি হয়—রপ্তানী বন্ধ করিলেন না; দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশে শস্যাদি লইয়া যাইবার সুবিধা হইবে বলিয়া রেলওয়ে ষ্টীমার প্রভৃতির ভাড়া কমাইয়া দিলেন এবং অন্যান্য বিবিধ উপায়ে তাহাদের সাহায্য করিতে ত্রুটী করিতেছেন না, কিন্তু আমরা বহুদিন অবধি একটী আশঙ্কা করিয়া আসিতেছি এবং বোধ হয় সে আশঙ্কা ফলেও পরিণত হইল। সে আশঙ্কাটী এই—গবর্ণমেণ্ট শস্য সঞ্চয় আরম্ভ করিলে দেশীয় ব্যবসায়ীরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে কারণ গবর্ণমেণ্ট মুখে যতই আশ্বাস দিন না কেন তাহাদের কিছুতেই প্রত্যয় জন্মিবে না। ইহার যুক্তি বুঝিতে কি বিলম্ব হয়? কিঞ্চনা দুর্ভিক্ষগ্রস্ত স্থানে শস্য বহন করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হয় বা থাকে? সকলেই বলিবেন লাভের জন্য। কিন্তু তাঁহারা যখন দেখিতেছে যে রেল সমস্ত বাহনে সমস্ত সমস্ত শস্য গবর্ণমেণ্টের লক্ষ লক্ষ মণ চাউল প্রতিদিন সেই দিকে চালিয়াছে তখন কি তাহাদের সে আশা হয়? যদি কেহ বলেন যে কেন গবর্ণমেণ্ট ত বার বার বলিতেছেন তাহাদের সাহায্য প্রতি দৃষ্টি করা তাঁহাদের লক্ষ্য নয়, তাহার উত্তর এই—বাজারে চাউলের গোলা খোলা গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য না হউক, প্রজাদিগের প্রাণরক্ষা তাঁহাদের লক্ষ্য বটে, যদি বাজারে শস্যের মূল্য এত বৃদ্ধি হয় যে প্রজাদিগের প্রাণনাশের সম্ভাবনা তখন গবর্ণমেণ্ট নিজের শস্য খুলিবেন কি না? বিশেষ যদি দেশের লক্ষ লক্ষ লোক গবর্ণমেণ্টের অর্থে প্রতিপালিত হইতে চলিল তবে কাহার মুখ দেখিয়া তাহারা সে স্থানে শস্য লইয়া যায়? সেস্থানে শস্য লইয়া যাইতে প্রবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক সেস্থান হইতে শস্য অপর স্থানে রপ্তানী করিবার ইচ্ছা জন্মে। আমরা বিশেষ সংবাদ জানি না কিন্তু বোধ হয় বিলক্ষণ বোধ হয় এই রূপ ঘটনাই ঘটিতেছে। নতুবা যে যে স্থানে গবর্ণমেণ্টের শস্য সঞ্চিত হইয়াছে সেই সেই স্থানে চাউলের মূল্য এত বাড়িতেছে কেন আমরা নিম্নে একটী তালিকা প্রকাশ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন আমাদের অনুমানের মূল আছে কি না?

স্থানের—গবর্ণমেণ্টের শস্য, চাউলের দর

নাম	মণ	সের
ত্রহুত	১৯১৪৭৮	৮৷৹
চম্পারণ	৬৭০৮৬১	৮৷৹
দিনাজপুর	৭৫০০০০	৮৷৹
মালদহ	১৫০০০০	১০
ভাগলপুর	৯২৫২৫৩	১০৷৹

যে যে স্থানে গবর্ণমেণ্ট এখনও শস্য ক্রয় করেন নাই সেখানে চাউলের মূল্য টাকা ১২ সেরের ন্যূন নয়। ইহার কারণ কি? হিন্দুস্থান প্রভৃতি স্থানে যে সাহায্যার্থীর সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে তাহাতে বিচিত্র কি? বাজারে শস্য এত দুর্মূল্য হইলে কাহার লোক পরিবারের অন্ন যোগাইতে পারে? গবর্ণমেণ্ট প্রথমে কেবল আপনার মজুদের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য শস্য ক্রয় আরম্ভ করেন পরে যেখানে বাজারে চাউলের মূল্য ৪ টাকা মণের অপেক্ষাও অধিক হইবে সেখানে কিছু কিছু চাউল ছাড়িয়া বাজারের দর নিয়মিত মূল্যের মধ্যে রাখিবার চেষ্টা করিবেন এই সংকল্প প্রকাশ করেন। অবশেষে সকল স্থানেই বাজার দর অপেক্ষা কিঞ্চিৎমাত্র মূল্যে চাউল বিক্রয় করিবার পরামর্শ করিয়াছেন. ইহা দেখিয়াও কি ব্যবসায়ীদিগের আর চৈতন্য হইবে?

এখন আর একটী প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে। যেরূপ আশঙ্কা, কান্না, এত আয়োজন করা হইয়াছে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে বোধ হয় সেরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতেছে না। তাহা হইলে এ সমস্তগুলি, তাহার কি? এত মধ্যে বেলওয়ে ষ্টেমনে গবর্ণমেণ্টের গোলাঘরে শস্য স্তূপাকার শস, রক্ষিত হইতেছে আজও সকল স্থান হইতে সকল আবশ্যক পরিমাণ চাউল ডাল, নাই, দুধ ঘি বিনা আয়াসে দুদিনের মধ্যে মুদিখানায় বৃষ্টি হইলে এখন সেই সমস্তগুলির কি হইবে? এসব, তাহাও পাওয়া যায় ইহার মধ্যে ঘরে ঘরে শস্য পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। এত কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন হবে চাউলের কথা কি? তাহার উত্তর টেম্পল একে সাহেব, তাহাতে মাননীয় বিচার্ড, তাহাতে আবার দুর্ভিক্ষ নিবারণেরই জন্য বেহারে প্রেরিত, তিনি যে ছায়া দেখিয়া কায়া ভাবিবেন তাহাও বিচিত্র নয়। তিনি ত্রিহুত থাকিয়াই যে টেলিগ্রাম টেবল করেন তাহা পাঠ করিয়া কাহার মনে না শঙ্কার উদয় হইয়াছিল? কিন্তু সে শঙ্কা যে ঠিক তাহা বোধ হয় না. তিনিও এক্ষণে বিষম সমবায়ে পড়িয়াছেন তিনি যত শস্য লাগবে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন এবং টেলিগ্রাম করিয়াছেন এখন যদি তত শস্য অনাবশ্যক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাঁহাকে লোকের নিকট অপদস্থ হইতে হইবে। এই জন্য কেহ কেহ বলেন তিনি আপনার অনুমানের অনুরূপ দুর্ভিক্ষ দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা সকলে এরূপ মত প্রকাশ করিতে পারি না; কারণ সার রিচার্ড টেম্পল যে কেবল মাত্র অপদস্থ হইবার ভয়ে গবর্ণমেণ্টের এত ধন নষ্ট করিবেন, লোকদিগকে অকারণ অন্নকষ্টে শুষ্ক করিবেন এরূপ বোধ হয় না। এরূপ প্রকৃতি বাস্তবিক দেখিতে পাওয়া যে কঠিন, দেশীয় ব্যবসায়ি [illegible] নিরুদ্যমান্বিত, নিরন্তর যে দুর্ভিক্ষের [illegible] বৃদ্ধি হইতেছে এবং কোন প্রকার অবলম্বিত না হইলে যে দিন দিন বৃদ্ধি হইবে তাহা বুঝিবার জন্য বোধহইতেছে। তাহার কোন উপায় করা উচিত।

জনৈক রাজপুরুষক মহাশয়ের পত্র।

সার কর্জ্জ কাম্বেলের বিষয়ে বঙ্গভূমির কাহারও কোন দ্বেষ হইয়াছে কি না জানি না; কিন্তু আমাদের অনুবাদক মহাশয়ের বোধ হয় সেই শোক বড় লাগিয়াছে। লোকে বিরক্তে আরখানি হইয়া যার তিনি প্রায় সিকখানি হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি হতভাগ্য দুর্বিত বাঙ্গলা কাগজদিগের দূত স্বরূপ। রাজা প্রজার মধ্যে তিনি ইণ্টারপ্রিটার স্বরূপ, কিন্তু কিছু দিন হইল আমাদের অনুবাদক মহাশয় বড় জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন, আর সকলের সকল কথা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে পারেন না। তিনি সহসা এরূপ আকার ও ভাব পরিবর্ত্তন করিলেন কেন বুঝিতে পারা যাইতেছে না। সার জার্জ্জ কাম্বেলের অধিকারকালে সকল বিভাগেই অল্পাধিক সুশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, সুতরাং অনুবাদক মহাশয়ের কার্য্যেও বিশেষ সুশৃঙ্খলা দেখা গিয়াছিল। প্রায় অধিকাংশ কাগজের সমালোচনা হইত, প্রায় সকলের কিছু কিছু কথা থাকিত, অনুবাদগুলি আতন্তে যেরূপ বড়, শৃঙ্খলা সম্বন্ধেও সেইরূপ সুন্দর ছিল, কিন্তু ক্রমেই সে ভাবের ব্যত্যয় হইতেছে। ইহার কারণ কি? কাম্বেল সাহেবের তাড়ার অভাব কি ইহার কারণ অথবা অন্য কোন অভিসন্ধি আছে? যদি প্রজাদিগের মনের ভাব ও গতি জানিবার জন্যই অনুবাদ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গলা সংবাদ পত্র বরং অনুবাদ যত অধিক পরিমাণে [illegible] তাহা ততই ভাল, কারণ রাজধানীতে যে [illegible] খানি এদেশীয় ইংরাজী কাগজ আছে তাহাদের লেখাতে স্বদেশীয়দিগের সম্পূর্ণ মত প্রতিফলিত হয় না তাঁহারা অল্পাধিক সকলেই ইংরাজী চিন্তা ও ইংরাজী ভাবে গঠিত। যদি বলেন, বাঙ্গলা কাগজেরা ত সেই সকল কাগজের অনুসরণ করে, সুতরাং তাহাদের কথা নূতন করিয়া কি বলিব? আমরা এ অপবাদ সহজে নিজের শিরে লইতে কিম্বা অপর ভ্রাতাদিগের শিরে দিতে প্রস্তুত নহি। অনেক বিষয়ে যে আমাদিগকে সেই সকল ইংরাজী ভাষী স্বদেশীয়দিগের মুখাপেক্ষা করিয়া এবং তাহাদের কথার অনুসরণ করিয়া চলিতে হয় তাহা স্বীকার করি, এবং তাহার কারণও আছে।

প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে নিজের রিপোর্ট ষ্টাটিষ্টিক্‌স্‌ টেবল প্রভৃতি যেমন রীতিমত দিয়া থাকেন আমাদিগকে সেরূপ দেন না। ভাবিবার এবং লিখিবার বিষয় না থাকিলে কাজেই পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ দেশের মধ্যে যাহাঁরা কিছু শিক্ষিত ও অগ্রসর তাঁহারা সকলেই প্রায় ইংরাজী কাগজের পাঠক কিম্বা সম্পাদক হইয়া থাকেন। অবশেষে কয়েক জন অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তি বাঙ্গলা সংবাদ পত্রাদিরের সম্পাদক ও পাঠক হইবার জন্য পড়িয়া থাকেন। স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া নূতন কথা বলা কয় জনের সাধ্য? সুতরাং অনেককে অনেক সময় পরের কথার অনুবাদ করিতে হয়।

এস্থলে আমাদের একটী জিজ্ঞাস্য আছে। গবর্ণমেণ্ট ত বিদ্যাবুদ্ধি চান না কিম্বা রাজনীতি বিষয়ে পরামর্শ চান না। কেবল প্রজারা তাঁহাদের কার্য্যাদি কি ভাবে দর্শন করে তাহাই জানিতে চান। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে আমাদের সকলের কথা যত অনুবাদ হয় ততই ভাল।

দুর্ভিক্ষ ভয় হইবার।

সময় অতীত হইলে পরানুশোচনা বিফল ও অকর্ত্তব্য সকলেই বলিয়া থাকেন, কিন্তু তথাপি আমাদিগকে দুঃখের সহিত একটী পরানুশোচনা করিতে হইতেছে। যখন দুর্ভিক্ষের সূচনা হয় তখন আমরা বলিয়াছিলাম যে যে চাউল আমদানী না করিয়া ধান্য আমদানী করিলে ভাল হয়। এখন দেখা যাইতেছে তাহা হইলে যে কত ভাল হইত তাহা বলা যায় না। প্রথমতঃ চাউল অপেক্ষা ধান্য অধিক দিন থাকে, সম্প্রতি স্থানে স্থানে গবর্ণমেণ্টের আনীত তণ্ডুল যেরূপ পচিয়া গিয়াছে এবং পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে সেরূপ উপায় হইত না। এখন এই ভাবনা হইতেছে যে যদি গবর্ণমেণ্টের চাউল উদ্বৃত্ত হয়—তাহা হইলে সে চাউল কি হইবে? আগামী বর্ষাকালে সেই সকল চাউল রক্ষা করা দুষ্কর হইবে কিন্তু ধান্য হইলে সে ভাবনা থাকিত না, কারণ এক বৎসরে না হয় দুই বৎসরে তাহা অল্প অল্প বিক্রয় করা যাইত। দ্বিতীয়তঃ সম্মুখে বপন কাল উপস্থিত, কৃষকদিগের হস্তে এখন সারের বীজের উপযুক্ত ধান্য নাই অনেকে উদরের জ্বালায় তাহা খাইয়া ফেলিয়াছে, এখন তাহারা কি হইয়া চাষ আরম্ভ করে, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট অনেক স্থলে "তাগাদি" হিসাবে অর্থ সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অর্থ অপেক্ষা তাহাদিগকে এ সময়ে ধান্য দিতে পারিলে অধিক উপকার হইত। এখন যে ভাব দাঁড়াইয়াছে তাহাতে যদি গবর্ণমেণ্টের খাদ্য উদ্বৃত্ত হয় তাহা হস্তে থাকিবে অথচ আবার কৃষকদিগকে অর্থ দিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে সেই উদ্বৃত্ত ধান্য কৃষকদিগকে ঋণ দিলেই চলিত, গবর্ণমেণ্টও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন না, কৃষকদিগেরও সাহায্য করা হইত। তাহাতঃ বিশেষ ও বিশেষ [illegible] হইত। মনে কর একজনদের [illegible] একটী স্ত্রী ও দুটী [illegible] শিশুসন্তান আছে। গবর্ণমেণ্ট [illegible] সেরূপ হারে পুরু [illegible] মঞ্জুর করিতেছেন। [illegible] উপার্জ্জনে এতগুলি [illegible] দিন চলা অসম্ভব। সুতরাং ঐ তাহার স্ত্রীপুত্র দিগকে মাটী কাটিতে আসিতে হইবে নতুবা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি চাউল আমদানী না করিয়া ধান্য আমদানী করিতেন তাহা হইলে তাহা ভাঙ্গিতে দিলে সেই দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা ঘরে বসিয়া [illegible] সংগ্রহ করিতে পারিত। এখন গবর্ণমেণ্ট [illegible] খাটিতে হয়, সেজন্য আহারে [illegible] অনিয়ম প্রভৃতি [illegible] পীড়া দেয় অথবা থাকে, তাহা হইলে তাহারা অবসর মত ঘরে বসিয়া ধান ভানিতে পারিত এখন এক লোক জমিতেছে যে [illegible] দুইবে, তাহা হইলে সহস্র সহস্র লোক [illegible] করিয়া উঠিতে পারিবেন। [illegible] ধান চুরি যাইবার যে আশঙ্কা, তা এক এক গ্রামের জমিদার [illegible] করিয়া [illegible] দিগকে সহজ ও [illegible] করিয়া সেই কার্য্য করিলে বোধ হয় সে আশঙ্কা থাকিত না।

নূতন পুস্তক।

১। পিঙ্গল মুনিকৃত ছন্দঃ শাস্ত্র, ভট্টকালায়ুধকৃত বৃত্তি সহিত (১)। কাশী গবর্ণমেণ্ট পাঠশালার অন্যতর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বেচারাম সার্ব্বভৌম ইহার স্থানের টীকা করিয়া ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে বৈদিক ও লৌকিক উভয়বিধ ছন্দঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে বেদের চর্চ্চা বিলোপ হইয়াছে, সুতরাং [illegible] ছন্দোজ্ঞানে [illegible] দুর্গম হইয়াছে। [illegible] ছন্দোজ্ঞান [illegible] আবশ্যক। অতএব নৈমাত্তিক [illegible] স্থলে যে কিছু মন্ত্রাদি পঠিত হয়, পাঠক, ছন্দোজ্ঞান বিরহিত [illegible] তাহা বিফল হয় গ্রন্থখানি উত্তম হইয়াছে। ইহাতে সার্ব্বভৌমের বিলক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞান লক্ষিত হয়। তিনি নানা বেদ গ্রন্থ হইতে অনেক ছন্দ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

(১) শ্রীযুক্ত বাবু তুবনচন্দ্র বসাক দ্বারা কলিকাতার আনন্দময়ীর যন্ত্রে মুদ্রিত।

বিবিধসংবাদ।

২২ এ বৈশাখ সোমবার।

" এক ব্যক্তি কাশী হইতে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি প্রেরণ করিয়াছেন—

"১৯ এ বৈশাখ কাশীতে সুন্দররূপ চক্ষু-গ্রহণ হইয়া গিয়াছে। রাত্রি ৮ টার সময় আরম্ভ হইয়া চন্দ্র পুনরায় পূর্ব হইতে প্রায় ১১ টা হইয়া যায়। এই গ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাস্নানার্থ কাশীতে যে কত লোক সমবেত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা হয় না। অদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া বরুণা পর্যন্ত যত ঘাট আছে, তাহার প্রতি ঘাটক এমনি লোকপূর্ণ হইয়াছিল, যে তিল নিক্ষেপ স্থান ছিল না। ঘাট হইতে উঠিয়া রাস্তায় আসিয়া দেখিলাম, ঘাটে যেমন রাস্তাতেও তেমনি জনতা। পরদিন প্রাতঃকালেও বিলক্ষণ জনতা ছিল।

বাঙ্গালাদেশে যাঁহার একটী শিব আছে, তিনিই প্রায় চৈত্রমাসে গাজনের ধুম করিয়া থাকেন। বিশ্বেশ্বর সকল শিবের রাজা, কিন্তু ইহাঁর গাজন হয় না। বাঙ্গালা দেশই কেবল গাজনের একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। কিন্তু চৈত্রমাস অতীত হইবা মাত্র এখানে গাজনের স্থলাভিষিক্ত একটী আমোদ ব্যাপার ছুই হইল। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসেই হিন্দুস্থানীয়েরা আপন আপন পুত্র কন্যাদিগের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বিবাহে ইহাঁদিগের ব্যয় ও আমোদ অধিক। স্ত্রীলোকেরা এই বিবাহ উপলক্ষে রাস্তায় রাস্তায় গান করিয়া বেড়ান। আমি এই ১০ এ বৈশাখ পর্যন্ত দেখিলাম বাঙ্গলাদেশে চৈত্রমাসের শেষে গাজনের সন্ন্যাসীরা যেমন দলে দলে রাস্তায় রাস্তায় নাচিয়া বেড়ায়, কাশীর স্ত্রীলোকেরা তেমনি দল বাঁধিয়া রাস্তায় রাস্তায় গান করিয়া থাকেন।

অনেকে মনে করেন হিন্দুস্থানীরা উর্দ্দু ফারসী লেখা পড়া শিখিলে বাঙ্গালি দলের উপরে তাহাদিগের যে বিদ্বেষ বুদ্ধি আছে, তাহা অন্তর্হিত হইবে, কিন্তু কাশীতে তাহার বিপরীত দেখিতেছি। যাঁহারা উর্দ্দু ফারসী শিখিতেছেন তাঁহাদিগের বাঙ্গালিদলের উপরে অধিক বিদ্বেষ জন্মিতেছে। এখানকার ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষদিগের হিন্দুস্থানীয়দিগের মনোরঞ্জন করাই ব্রত দাঁড়াইয়াছে। তাহাতে ধর্মনীতির উচ্ছেদ হউক আর সাধুপ্রকৃতায় জলাঞ্জলি দিতে হউক, তাঁহারা বড় সঙ্কুচিত হন না। এই দুই কারণে কাশীর কালেজে একটী অনাচার কার্য্যের সংঘটন হইয়াছে। ঐ কালেজে ব্যয় সংক্ষেপ প্রসঙ্গে একজন শিক্ষকের পদ রহিত করা অবধারিত হয়। একজন অতিরিক্ত শিক্ষক ছিলেন। ন্যায়ানুসারে তাঁহার কর্ম যাওয়া উচিত, কিন্তু হিন্দুস্থানী বলিয়া তাঁহার কর্ম গেল না, একজন বাঙ্গালির কর্ম গেল। যাঁহার কর্ম গেল, তাঁহার কর্মের পাকা বন্দোবস্ত ছিল।

১৩ এ বৈশাখ মঙ্গলবার।

বিশ্বদূত লিখিয়াছেন, আজ কাল ১৪ আইনের পুনরায় ঢেউ উঠিয়াছে। পুলিসের অত্যাচাররূপ স্রোত তাহাতে মিশ্রিত হইয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। অসহায় বেশ্যাগণ সেই স্রোতের মুখে ভাসিতেছে। শুনিলাম চেতলার কতকগুলি বেশ্যার প্রতি পুলিস অত্যাচার করে এবং একজন বেশ্যার নিকট হইতে দুর্গাপুরের থানার জমাদার ১৷৷০ টাকা উৎকোচ লয়। তদারকে উৎকোচ লওয়া প্রমাণ হইয়াছে। এতদিনের পর পুনরায় এরূপ অত্যাচার হইবার কারণ কি, আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় দুর্ভিক্ষ সূত্রে পুলিস কর্মচারিগণ দায়গ্রস্ত হইয়া চাকরীর উপরী লাভ অন্বেষণ করিতেছে।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটসে প্রায় ২৷৷ আড়াই লক্ষ শিক্ষক আছেন।

দুইটজারলণ্ডে শব কবরিত করার অপেক্ষা শবদাহ করিবার পক্ষেই অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইউনাইটেডষ্টেটসে একখানি ভাসমান গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫।৬ শত লোকের সমাবেশ হইবে। এখানি ফ্রান্স ও ইটালির প্রধান প্রধান বন্দরে আসিতেছে।

আমিয়ের উত্তরাধিকারী সর্দার আবদুল্লা জানের কজুল জানের কন্যার সহিত বিবাহ হইবে। আমীর পেশোয়ার হইতে কতগুলি নর্ত্তকী আনয়ন করিতে পাঠ করিয়াছেন এই উপলক্ষে বহু সংখ্যা টাকার বাজি পোড়ান হইবে।

পিয়নিয়রের সিমলাস্থ সংবাদদাতা বলেন, সিমলায় এরূপ জনশ্রুতি যে বর্ষাগম আগামী অক্টোবর মাসে দুর্ভিক্ষের অবসান হইলে পদত্যাগ করিবেন এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। সংবাদদাতা বলেন, এটী নিতান্ত জনশ্রুতি নয়।

সম্প্রতি মুরাটের গোয়ালারা এক সভা করিয়া এই সংকল্প করিয়াছে, কোন গোয়ালা দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিতে পারিবে না। যিনি তাহা করিবেন তাঁহাকে ৫০ টাকা জরিমানা দিতে হইবে। ঐ টাকা "জাতীয় ফণ্ডে" জমা হইবে। এদেশে রাজবিধি দ্বারাও গোয়ালাদিগের দুগ্ধে জল মিশান নিবারিত হইতেছে না।

" এঙ্গলো ওরিএণ্টাল মাহমিডান কলেজ " নামক যে একটী কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব হয়, উহার জন্য এ পর্যন্ত ১১১৪১২ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। উহার মধ্যে লাট নর্থব্রুক ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

৭ ই এপ্রেল যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে বম্বে বারাণ্ডা গোরক্ষপুর বাঁসিপুর ঝাঁসিতে রিলিফ কার্য্যে গড়ে প্রতি দিন ৮২০২৯ মজুর খাটিয়াছে ইহার মধ্যে পুরুষ ২২৯১৫,২৭৯৮ স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকা ৩১১৩৮ উক্ত সপ্তাহে ৩১২৭৪ টাকা ব্যয় হয়।

গত মার্চ্চ মাসে সমুদয় ভারতবর্ষ হইতে ৪৫৩৫০১০ হান্দর তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

কিছুদিন হইল উলউইচের কামানের কারখানায় ৩৮ টন ওজনের একটী কামান প্রস্তুত হয়, এক্ষণে ৮১ টন ওজনের একটী কামান প্রস্তুত হইতেছে।

২৪ এ এপ্রেল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ২৪৩ লোকের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২২৯ জনের মৃত্যু হইয়া

ছিল। ইহার মধ্যে ৩ জনের বসন্তে ৪৪ জনের ওলাউঠায় এবং ৭৫ জনের জ্বরে মৃত্যু হয়। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ওলাউঠায় ১৮ জন অধিক লোকের মৃত্যু হয়। এবৎসর কলিকাতায় ওলাউঠার কিছু প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

দিল্লী গেজেটের কাদুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, সম্প্রতি একদা আমীরের বেগম (আবদুল্লা জানের মাতা) তাঁহাকে এই প্রশ্ন করেন। তিনি দিবা রাত্রি উদ্বিগ্ন থাকেন কেন? "যদি কিরাটের ব্যাপার সকল তোমার চিন্তার কারণ হয়, সে চিন্তা করা বৃথা, কারণ যতদিন তুমি জীবিত থাকিবে আফগানস্থানের কেহই তোমাকে কষ্ট দিতে সাহসী হইবে না"। আমীর ইহার এই উত্তর করিলেন "কেবল উহাই আমার চিন্তার বিষয় নয়। যীর আজোল আবদুল খাঁ ও অস্‌মত্‌ উল্লা খাঁ খিলজি এই দুই জন ভিন্ন আমার দরবার মধ্যে এমন একজন লোক নাই যাহাকে আমি বিশ্বাস করিতে পারি অথবা রাজ কার্য্য বিষয়ে যাহার সহিত পরামর্শ করা যায়। তৎপরে আমীর বলিলেন, আমার উত্তম সুশিক্ষিত সৈন্য আছে; সুতরাং আমি কাহাকেও ভয় করি না"।

বোখারায় অনেক এদেশীয় চা-পত্তিকা রহিয়াছে, বিক্রীত হইতেছে না। রুশীয়েরা খিবাতে যে সকল বাজার খুলিয়াছেন বিদেশীয় বণিকেরা সেই সকল বাজারে যাইতেছেন, সুতরাং বোখারার পণ্য দ্রব্য সকল পড়িয়া থাকিতেছে।

২৪ এ বৈশাখ বুধবার।

বর্দ্ধমানের রাজা জানিতে পারিয়াছেন যে পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া দানের ব্যবস্থা করাতে পরিশ্রম করিতে সক্ষম এমন অনেক ব্যক্তিও পরিশ্রম না করিয়া যে পর্য্যন্ত আহার পাইতেছে সে পর্য্যন্ত পরিশ্রমে সম্মত হয় না। অনেকে এইরূপ প্রতারণা করাতে রাজা সার রিচার্ড টেম্পলের প্রস্তাবানুসারে এই ব্যবস্থা করেন, সুস্থকায় ব্যক্তিদিগকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে দুই ঘণ্টা কাল মাত্র রাজবাটীর রাস্তায় এবং বাগানে জল দিতে হইবে। এই সামান্য পরিশ্রমের কথা শুনিয়া প্রথম দিবসেই ১৭ জন ভিন্ন আর তাবৎ লোক প্রস্থান করে। যাহারা পরিশ্রম করিতে অসম্মত নয় পরদিন তাহাদের সংখ্যা ৭০ এবং তৎপর দিন ২০০ হইল। কিন্তু এই সামান্য পরিশ্রমের নিয়ম করাতে সাহায্য প্রার্থীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমানের কমিশনর এই ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয় দরিদ্র ব্যক্তিরাই দাতব্যের যোগ্য। রাজা স্থানে স্থানে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪৩৫ লোককে রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন তদ্ভিন্ন ২৫৮০ লোকে রাজার দাতব্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

সিন্ধিয়ার রাজা সিন্ধিয়া স্টেট রেলওয়ের জন্য যে টাকা দিয়াছেন তাহা ভিন্ন নিজের স্টেট রেলওয়ের জন্য মোরার টেজরিতে ৩৮ লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

গত সোমবার পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, বঙ্গদেশের অনেক স্থানে ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি দ্বারা বোরো ধানের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। আর ১০। ১২ দিনের মধ্যে উক্ত ধান কাটা হইবে কিন্তু বাথরগঞ্জের শস্যের অবস্থা বড় ভাল নয়।

২৮ এ এপ্রেল জব্বলপুরে আর একটী রেলওয়ের দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ১০ খানি ওয়াগন এককালে চূর্ণ হইয়া যায়। উক্ত লাইনে এইরূপ দুর্ঘটনার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

মৃত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পুত্র অমরেন্দ্র রাজা বিনীতকৃষ্ণদেব ঠাকুর মেডিকেল হাসপাতালের গভর্ণর হইয়াছেন।

২৫ এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

গত রবিবার রাত্রিতে সার জন স্ট্রাচি দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সকল পরিদর্শনার্থ আলাহাবাদ হইতে গোরক্ষপুরে যাত্রা করিয়াছেন।

সম্প্রতি নিরিয়তে দুটী স্ত্রীলোক এক একটী পুরুষ দুই গাছি মলের লোভে একটী বালিকাকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়াছে। একটী স্ত্রীলোক বালিকাটীকে একটী নির্জ্জন স্থানে লইয়া যায়, দ্বিতীয়া উহার মুখ চাপিয়া ধরে, পুরুষটী উহার দুই খানি পা কাটিয়া মল দুই গাছি লয়। উহার মূল্য ১৫ টাকার অধিক নয়॥

গত মঙ্গলবার মান্দ্রাজে ঝড় হইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশে চাউলের দুর্ভিক্ষ কিন্তু মান্দ্রাজে মৎস্যের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজের প্রেসিডেন্সি কালেজের ২৯৫ ছাত্রের মধ্যে ৩১ জন ছাত্র সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন মাত্র।

সম্প্রতি মান্দ্রাজের এক ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। সম্প্রতি মুসলমানদিগের প্রতি যে অনুকূলতা প্রদর্শন করেন, সেই অনুকূলতা লাভের আশাই তাহার এই ধর্ম্মান্তর অবলম্বনের কারণ: এটী মজ কৌতুকাবহ নহে।

নেপাল সেনাদলের কমাণ্ডার ইন চিফ জেনরল বক্তি সিংহের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি সার জঙ্গ বাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

বরদার গুইকুমারের ক্রমে বিদ্যাপ্রকাশ পাইতেছে। সম্প্রতি তিনি এক ব্যক্তির স্ত্রীকে বাহির করিয়া আনেন। উহার স্বামী তিনিমত সুপ্রীটের কোর্টে গুইকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন।

সিংহলের রাজা গোয়ালিয়রের নিকট টাকা পাঠাইয়া রাজ প্রাসাদটী ভাঙ্গিয়া একটী নূতন ও সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছেন। ইহাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হইবে। ইহাতে ৩৮০ পঁচিশ কারিগর লোক খাটিতেছে।

নূতন নিয়মানুসারে বঙ্গদেশ হইতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ২৬১ উপনিবেশী পাঠান হইতেছে। ইহার মধ্যে ১২৮৫ জন কলিকাতায় সংগৃহীত হয়। ইহাদের দুই শতকে মূল মানে মাসিক ১০ টাকা বেতনে কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কেপ অব গুড হোপ পাঠে অবগত হওয়া গেল জাপানীয় সমুদ্রতীরে একটী বৃহৎ কচ্ছপ ধরা হইয়াছে। ইহার পা গুলি ৫ পাঁচ ফুট দীর্ঘ এবং দাতগুলি ঘোড়ার দাতের ন্যায়।

কলাপাড়া হইতে নিকটে নীলবুনী সকল [illegible] আছেন।

[illegible] সমুদয়ে ৩৭৩ খানি [illegible] ও মাগা জন [illegible] হইয়াছে। ইহার মধ্যে সঙ্গলা হইতে ৬০ [illegible] ৮ টাকার মধ্যে ১৩ খানি ইংরাজী। [illegible] ২৫ হইতে আড়াইশত অধিক [illegible] হইয়াছে। বোম্বাইতে ১০৭ খানি। উহা পশ্চিমে ১২, পঞ্জাবে [illegible] প্রদেশে ৮, সাজপুতনার ৫ ও টিন [illegible] মধ্যে ও কিন্তুতে ৪ খানি প্রচারিত হয়। পোষ্ট সকলকে পরাস্ত করিয়াছে।

গত মঙ্গলবার সার রিচার্ড টেম্পল মুঙ্গীর হইতে সাওতাল পরগণায় যাত্রা করিয়াছেন। তথা হইতে ও সারণ পরিদর্শন করিবেন।

২৯ বৈশাখ শুক্রবার।

একখানি দৈনিক সংবাদ পত্রের একজন সংবাদদাতা গুলাউঠার এই সকল ঔষধের বিষয় লিখিয়াছেন। অতি উৎকৃষ্ট ও নির্মল ৯ ফোঁটা চিনির চৌল, যুবা ব্যক্তিদিগের পক্ষে ৪ চারি ফোঁটা আধ চামচ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইতে হইবে। যদি বমন হইয়া যায়, পুনর্বার ঔষধ খাওয়াইতে হইবে। একবার সেবনে যদি কাজ না হয় তবে ঔষধ বার বার খাওয়াইতে হইবে। এটী পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি আর, বি, চ, [illegible] সাহেব আগামী মাসে বিদ্যালয়ের অবস্থা [illegible] ভ্রমণ করিবেন।

[illegible] পুলিসের অত্যাচার [illegible] ইংলিশম্যানের সেই [illegible] মাসিকে এক চুরের উপর আক্রমণ [illegible]। সেদিন একটী বাটীর [illegible] সংবাদ বাহিনে বন্দুক করিতে লাগিল, আলোক দ্বার দিয়া বাহিরে প্রস্থান করে। পুলিসের কি চুরি ধরিবার ক্ষমতা আছে?

২৭ এ বৈশাখ শনিবার।

ইংলিশম্যান ডেলি নিউস বলেন, গবর্ণর জেনরল বেঙ্গল কাউন্সিলের কৃত "মার্কেট বিল" মঞ্জুর করিয়াছেন।

ষ্টেট অব ইণ্ডিয়া বলেন, ষ্টেট সেক্রেটারি বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেঙ্গল সিবিল সার্ভিস হইতে অপসৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে মাসিক ৫০ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে। সুরেন্দ্র বাবু এক্ষণে বিলেতে রহিয়াছেন।

পোর্ট কানিঙ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

সম্প্রতি গ্যালিসিয়া নামক যে জাহাজ গঙ্গায় জলমগ্ন হয়, সে সময় উহাতে ৩০ হাজার বস্তা গবর্ণমেণ্টের চাউল ছিল।

গবর্ণমেণ্টের গত বারের আফিমের বিক্রয়ে বিলাতের আফিমের প্রতি সিন্দুক ১২১৪ টাকা এবং পাটনার প্রতি সিন্দুক ১১৮৫ টাকায় বিক্রীত হয়।

কাজাকিস্থানে ১০ ফীট (প্রায় সাড়ে ছয় হাত) দীর্ঘ একটী মনুষ্য আসিয়াছে। মনুষ্যটী এদেশীয়।

—:০:—

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

লোহারডগার মোহাফুল প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে, দরিদ্র ব্যক্তিরা উহা আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে।

একটী সেতুর কাষের জন্য [illegible] ২৫০ আড়াই শত খালাসি পাঠান হইয়াছে। ইহাদিগকে ১৪ হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন দিতে হইবে।

বঙ্গদেশীয় দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহের জন্য সে দিন [illegible] টাউনহলে সভা হইয়াছিল।

ষ্টেট অব ইণ্ডিয়া বলেন বর্দ্ধমান বিভাগের দামোদর এবং অজয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন মৃত্যু সংবাদ এবং অনাহারে আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। প্রায় এক পক্ষ গত হইল ৯ নয় সহস্র অনাহার নিবন্ধন পীড়াক্রান্ত ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের দরিদ্রনিবাসের আশ্রয় গ্রহণ করে। সার রিচার্ড টেম্পল তৎকৃত মিনিটে লিখিয়াছেন, প্রায় ৫১৫০০ লোককে আহার দিতে হইবে। তিনি দেখিয়াছেন অনেকে অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ ও পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, বুদবুদ ও কাটোয়া উপবিভাগের অনেকপল্লীতে দুই চারিজন ধনী ভিন্ন শীঘ্র লোকের কষ্ট আরম্ভ হইবে। বানকুমের পশ্চিম ১৬ টী পরগণার সাবধীন লোককে ও তিন মাস ধরিয়া আহার দিতে হইবে। লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, [illegible] সরের জন্য যে বীজ ধান্য রাখিয়াছিল তাহাও খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। পালামৌএর রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, তত্রত্য সব কমিটী অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন জপলায় নবাব বংশীয় অনেক স্ত্রী লোকের আহার বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। মুঙ্গীরের মাজিষ্ট্রেট লিখিয়াছেন তথায় যদি রিলিফ কার্য্য আরম্ভ করা এবং শস্য বিতরণ করা না হইত, লোকের কষ্টের পরিসীমা থাকিত না। দিনাজপুরে পীরগঞ্জ থানায় রিলিফ আবশ্যক হইবে না স্থির হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে বিলক্ষণ কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। গত অক্টোবর মাস অবধি পূর্ব্ব বাঙ্গালা হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ১০০০০০ টন শস্য রপ্তানী হইয়াছে, তথাপি সর রিচার্ড টেম্পল [illegible] বিস্মিত হইয়াছেন ময়মনসিংহের এক স্থানে [illegible] সপ্তাহ কাল শস্য জন্মিয়াছে, সেখানে গবর্ণমেণ্টের শস্য আমদানী না করিলে কোন মতে চলিবে না।

গত ৯ ই এপ্রেল পর্য্যন্ত লণ্ডনের লাড মেয়র বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত [illegible] দিগের সাহায্যার্থ প্রায় ৭৩০০০০ টাকা সংগ্রহ করেন।

সিঙ্গাপুরে বাজারে এখনও অনেক চাউল রহিয়াছে, তথাপি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট চাউল বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছেন।

৮ ই অবধি ১৪ ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত গত্তা উপবিভাগে ১২৮৪৪৬ মণ চাউল রিলিফ

কার্য্যে খাটিয়াছে। এখন মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির ত্রিয়ামঙ্গলমে শস্যাদি যেরূপ দুর্ঘট্য হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে বোধ হয় দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ অবিলম্বে তথায় রিলিফ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশ সকলের জন্য প্রতিদিন কটকহইতে রেলওয়ে ট্রেণে গমনার্থ আসিতেছে। গমনার্থ মূল্য হঠাৎ বৃদ্ধি হইয়াছে।

মান্দ্রাজের কোমন রিলিফ ফণ্ডে ১১২-৮৩ টাকা উঠিয়াছে। তন্মধ্যে ৮৫০০০ টাকা কলিকাতা সেণ্ট্রেল কোমিন রিলিফ কমিটিতে পাঠান হইয়াছে।

এক্ষণে বল্লিতে রিলিফ কার্য্যে ৭৫০০০ মজুর খাটিতেছে। বংশী রাজা হইতে বেজবাড়া ঘাটের নিকট জিজাবাদের রাস্তায় এক লক্ষ মজুর পাঠান হইবে। চাউল ক্রয় করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট অগ্রিম টাকা লইবার নিমিত্ত অল্প লোকেই আবেদন করিতেছে। গোরক্ষপুরে প্রণালী চলিতেছে। গোরক্ষপুরের উত্তরে ৪৮৫০০ এবং দক্ষিণে ৩৮০০০ মজুর খাটিতেছে। উহাদের বেতন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে তথাপি দিন দিন উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। তৃতীয়াংশ মজুর বাস্তবিক কষ্টে পড়িয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট মজুরেরা অল্প পরিশ্রম বলিয়া খাটিতে আসিয়াছে। সপ্তাহের শেষ পর্য্যন্ত শস্যাদি ক্রয় করিবার জন্য, এ গ্রাম প্রায় ২ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে। এ জেলায় প্রায় ৪১ হাজার মণ শস্য গোলাজাত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

যেমন বাঙ্গালোরের স্থানে স্থানে তেমনি ওতামণ্ডেও শস্যাদির বিক্রয় হইতেছে বেঙ্গল কমিসরিয়ট দ্বারা এ অভাব পূরণ হইবে না ভাবিয়া এণ্ড্রুজ সাহেব শস্যাদির বন্দোবস্তের জন্য রেঙ্গুনে গমন করিয়াছেন।

এডিনবর্গ রেবার অব কমার্সের সভাপতি ম্যাকলারেন্ সাহেব এডিনবর্গ কোরাণ্টে লিখিয়াছেন, বাঙ্গালা দেশের দুর্ভিক্ষ অনাবৃষ্টির এক মাত্র কারণ নয়, আজি কালি অধিকাংশের চাষ প্রায় ৪০০০০০ একার ভূমি নিযুক্ত আছে। অল্পবৃষ্টি গম প্রভৃতির জন্য ভাল। এই হেতুতেই বঙ্গদেশের লোকের এত কষ্ট হইয়াছে এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে নানা চিন্তায় আক্রান্ত হইতে হইয়াছে। ভারতবর্ষের রাজস্ব বিভাগের অধিকেরা মূলা কমাইয়া উহার বাণিজ্য বিস্তার এবং চীন দেশীয় অহিফেন ব্যবসায়ীদের সমকক্ষতা রাখা করার বাসনাই এদেশে অধিকাংশ ভূমিতে অহিফেনের চাষ করিবার কারণ।

ত্রিহুত হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ২৭এ এপ্রেল হাজিপুরে শিলাবর্ষণ ও সামান্য বৃষ্টি হইয়া যায়। ২৭এ এপ্রেলে রাত্রিতে মধুবনীতে ঝড় ও সামান্য বৃষ্টি হয়। আরো অধিক বৃষ্টি না হইলে ধানের চাষের সুবিধা হইতেছে না। সীতামঢ়ী উপবিভাগে যেরূপ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে তাহাতে চাষের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে।

কোয়েম্বতুর কলিক্টর এপ্রেল মাসে লিখিতেছেন, ২২এ মার্চ্চে রাত্রিতে বৃষ্টি হয়। সাম্প্রতি সমস্ত মাদ্রাজ অঞ্চলে অবতরণ হইয়াছে। যেরূপ আশা করা গিয়াছিল তদপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে।

গবাদির পীড়া ক্রমে ক্রমে গোমেষাদিরা কাঁস [illegible] পলাইয়া যাইতেছে বলিয়া [illegible] হইতেছে। মেষ ছয়শত উষ্ট্র চল্লাটায় গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট চাউল বিক্রয় করিয়া বৃদ্ধি [illegible] হইতেছে। কিছুদিন হইল পাঞ্জোরের নিকট একটী নীলবর্ণ গোলযোগ হইয়া যায়। ঐপ্রদেশের জন্য ভূমি মাপ করিবার উদ্যোগ করাতে পল্লীবাসীরা লাঠি প্রভৃতি লইয়া তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করে। মারামারিও হয়। পুলিস অনুসন্ধান করিতেছেন।

একজন মিশনরি দিনাজপুর হইতে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে গিরনিহরে এইরূপ লিখিয়াছেন—দরিদ্র শ্রেণী এক বেলা [illegible] আহার করিয়া জীবন যাপন করিতেছে। অনেকের দুই দিবসের মধ্যে একবারের আহার জুটিতেছে না। গুমা [illegible] খাদ্য সংগ্রহের অধীন ধনসামান্যে [illegible] জনের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে। দিনাজপুর লোকের [illegible] শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। গতবৎসর ৮০ সিক্কা ওজনের ৩২ সের চাউল ১ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল এবার ৮ সের ৮ টী ১ টাকায় বিক্রীত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ১২ সের টাকায় বিক্রয় করিতেছেন। তথাপি চাউল লোকে গ্রহণ করিতেছে না, লোকে বাজারের চাউল অধিক গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু রেলের মহাস্থলে গবর্ণমেণ্টের অনেক চাউল বিক্রীত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত যে সকল স্থানে কষ্ট আরম্ভ হয় নাই, সেখানে হইতে শস্য রপ্তানী বন্ধ হইয়াছে এই জন্য [illegible] হইয়াছে, সেখানেও কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। গ্রামা মওলাদিগের দ্বারা চাউল বিক্রয় [illegible] লোকে অসন্তুষ্ট হইয়াছে। মজুরদিগের প্রত্যেক পুরুষকে ১, [illegible] ১০ স্ত্রীলোককে ৵০ এবং বালক বালিকা [illegible] /১০ আনা করিয়া দেওয়া হইতেছে।

[illegible] সমাচার।

[illegible] ১ লা মে। এ সহরের [illegible] [illegible] [illegible]

পলায়ন করিয়া ... ... এই সংবাদ পাওয়া যায় যে, সিরাজো এবং সেনাপতি কল্পা বিলাসোয়া নগরে প্রবেশ করিয়াছেন।

মাক্ষেটার হইতে কলিকাতা ফরন ... লক্ষ গণ্ডে এক লক্ষ ... আসিতেছে।

গত ৫ই মে ... ঘণ্ট বাঁত্রিতে লাডস বাটীতে লাড বেসেল ইউরোপীয় রক্ষাগণের মধ্যে ... আশা কিরূপ তদ্বিষয় গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করেন। লাড ডার্বি ইহার উত্তরে এই বলেন কলিকাতার প্রতি কালের যেরূপ আক্রোশ তাহাতে শান্তি ভঙ্গের বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে। কিন্তু আশা হতা সে আশঙ্কা নাই।

মাদ্রাজ গাইসেই ... ... টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। ... টাকা ... বন্ধ রহিয়াছে।

কলীর সয়াট বালিনে উপনীত হইয়াছেন।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, কিছুদিনের জন্য ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসত বিভাগের ভার পাইবেন।

পূর্ণিয়া জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ, ওয়াইজ বদলী হইলেন।

এচ জে, ই ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত অফিসরেরা ত্রিহুতে রেলিফ কার্য্যের জন্য ... ... আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

জে, ব, সি, ই, ডালটন প্রভৃতি জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর।

হাজিপুরের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, সি টটন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, সি মাকারেল বিহুতর শাসন কার্য্যে ২য় শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

বাবু বসন্তকুমার বসু কিছুদিনের জন্য মতিহারির দ্বিতীয় সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

পুরীর আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, ফিঙ্কলর বালেশ্বরে বদলী হইলেন এবং তদ্রূপ বিভাগের ভার পাইলেন।

কটকের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল কাদের পুরীতে স্থানান্তরিত হইলেন।

টি, ই কক্সহেড কিছুদিনের জন্য ত্রিহুতের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রতিনিধি জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

তালপুরের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর মুন্সী সাবেক আলী কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

কাটোয়ার বিশেষ ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগবন্ধু বসু ... কিছুদিনের জন্য উক্ত বিভাগের রোড সেস ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাবু ক্ষেত্র প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বহরমপুর ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির সভ্য হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু ভূপেন্দ্রনাথ গুহ, বর্দ্ধমানের অন্তর্গত দেবীপুরের ডিস্পেন্সরির ভার পাইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু কৃষ্ণ দত্ত বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বরদাগঞ্জের ডিস্পেন্সরির ভার পাইলেন।

বিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

মুরসিদাবাদের অন্তর্গত রামপুর হাটের নিম্ন লিখিত অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা পদত্যাগ করিয়াছেন।

বাবু অনন্ত লাল মণ্ডল।

বাবু তারিণী প্রসাদ রায়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মুরসিদাবাদের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

এচ, বাইরট।

বাবু কেদারনাথ মিত্র।

বাবু বেণী মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুন্সী সাবেদ মুবকেশী।

কটকের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল কাদির দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ জলপাইগুড়ির অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু হর প্রসাদ দাস।

মুন্সী রোহিম বক্স।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নওয়াখালির অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত।

বাবু মাণিকচন্দ্র রায়।

মৌলবী মহম্মদ হক।

ত্রিহুতের এচ, জে ফে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মৌলবী সাহদ আবদুল্লা ছোট আদালতের জজের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন এবং ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জের ছোট আদালতের জজ হইলেন।

জে, এস বেল তাজপুরের দ্বিতীয় সুবডিবেট জজ হইলেন এবং তাজপুর ও মুন্সীগঞ্জের ছোট আদালতের জজ হইলেন।

নদীয়ার সুবডিবেট জজ বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর রাণাঘাট ও মেহেরপুরের ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইলেন।

যশোহরের ছোট আদালতের জজ বাবু ব্রজমোহন দত্ত দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

মৌলবী মহম্মদ মুকল হোসেন চতুর্থ শ্রেণীর সুবডিবেট জজ এবং জাহানাবাদের সুবডিবেট জজ হইলেন।

বাখরগঞ্জের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু গিরিনাথ শর্ম্মা প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরের মুন্সেফ মৌলবী সাকাউদ্দীন প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

নিম্নলিখিত মুন্সেফেরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

বাবু রামমণি সেন।

মৌলবী আমিন উদ্দীন আহম্মদ।

বাবু যাদবচন্দ্র দে বাকুড়ার সুবডিবেট জজ হইলেন এবং ত্রিপুরার তৃতীয় সুবডিবেট জজের প্রতিনিধি হইলেন।

নিম্নলিখিত অফিসরেরা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি ষ্টিফেন্সন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুরীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কেবারনাথ দত্ত।

ত্রিহুতের প্রতিনিধি জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি, জে, বি, ই ডালটন কিছুদিনের জন্য দেওয়ানী কার্য্য বিধির ২৬৬ ধারা মুসারী ক্ষমতা পাইলেন।

বিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। বীরভূমের দক্ষিণাংশে নিম্নলিখিত উপশম কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এ কার্য্য দ্বারা ছয় শ্রেণী ভিন্ন সকল শ্রেণীর লোকের একরূপ আহার সংস্থান হইয়াছে। কিছুতেই এ শ্রেণীর প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপাত হইল না। স্থানীয় প্রধান কর্ম্ম চারী (মাজিষ্ট্রেট সাহেব) এ সময়ে বিলক্ষণ কার্য্যতৎপরতা প্রদর্শন করিতেছেন। প্রায়ই মধ্যে মধ্যে মফস্বলে বহির্গত হয়েন ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতেছেন। উপশম কার্য্য তাঁহার যত্ন দেখিয়া আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। উপশম কার্য্যগুলি এই—

মুকল, কসবা, লাভপুর, এবং শাখারীপুরে অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি অক্ষম ব্যক্তিদিগকে তণ্ডুল বিতরণ করা হইতেছে। তাহারা প্রতি দিন অর্দ্ধসের পরিমের তণ্ডুল পাইতেছে। এই আড্ডা গুলি আরো যদি সংখ্যা বেশিত হইলে ভাল হয়। আড্ডাগুলি পরস্পর দূরবর্ত্তী হওয়ায় সকল স্থানের অক্ষম ব্যক্তিদের পক্ষে সুবিধা হয় নাই। এই রূপ আড্ডা প্রতি গণ্ড গ্রামে সংস্থাপিত হয় তাহার আমরা পক্ষ পাতী।

সক্ষম ব্যক্তিরা কার্য্য পাইবে বলিয়া এই এই রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে—

১। পুরন্দরপুর হইতে অজয় নদীর তীর পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে তাহার সংস্কার।

২। বোলপুর হইতে সুন্দর পর্য্যন্ত একটী নূতন পথ।

৩। বোলপুর হইতে শাখারীপুর পর্য্যন্ত একটী নূতন রাস্তা।

৪। বোলপুর হইতে বেলচাতরা পর্য্যন্ত একটী পথ।

৫। লাঙ্গাটা হইতে কলগ্রাম পর্য্যন্ত একটী রাস্তা।

এই রাস্তাগুলি সম্পূর্ণ হইলে গমনাগমনের যে সুবিধা হইবে সত্য। কিন্তু এত রাস্তার প্রয়োজন কি? এই বারে মাঠের পুকুরগুলির পঙ্কোদ্ধার হইলে প্রকৃত কাজ হইত। আমরা ইহার জন্য অনেক চীৎকার করিলাম। কিন্তু আমাদের সে রোদন অরণ্যে রোদন হইল।

২। সুরু এ রাঁকার প্রতি তণ্ডুল বিতরণের ভার অর্পিত আছে, তিনি একজন সদাশয় ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে নানা কথা শুনা যাইতেছে। তাঁহার নিকট আমাদের প্রার্থনা এই তিনি পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া যেন বিতরণ করেন।

৩। কীর্ণাহারের শিবচন্দ্র বাবু যে তণ্ডুল সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা এখন বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছেন। যে দরে বিক্রয় করিতেছেন তাহা অতি সুলভ। প্রতি টাকায় ১৮ আঠার সের বিক্রীত হইতেছে। বাজারে সেরা চৌদ্দ সেরের অধিক পাওয়া যাইতেছিল না। শিবচন্দ্র বাবুর নিকট কেহ ব্যবসায় জন্য তণ্ডুল ক্রয় করিতে পারিতেছে না। কখন আমার পরিবারের জন্য মাসে ... প্রয়োজন হইলে সামান্য কেহ পাবে ... না।

২১ এ বৈশাখ
১২৮১

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আমার অনেক দিন অবধি দুইটী ... কোনোক্রমে ... বিশ্বাস হয় না। দ্বিতীয়টী সম্প্রতি আমাদের দেশের কোন কোন লোকের সম্বন্ধে ভাষার দ্বারা আদর জন্মিয়াছে। বর্ষাকালে গত শনিবারে আমার এ দুটি সময় সুযোগ সংশোধিত হইয়াছে। ১ রা যে শনিবার গ্রেটন্যাসনাল থিয়েটর স্থলে সংস্কৃত শকুন্তলার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। শকুন্তলা জগৎ বিখ্যাতকবি কালিদাস প্রণীত, এবং সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক। যাঁহারা এ বিষয় সংস্কৃত বেশ ... ... অভিনয় করিয়া আপনাদিগের বিদ্যা বুদ্ধি ... করিয়া সুকররূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন ... ... (যাঁহারা সংস্কৃত কাব্যের ... ...

[illegible] উৎকৃষ্ট [illegible] [illegible] [illegible]

জেলায় জেলায় ৪।৫ টী ছাত্রবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে বিদ্যাশিক্ষার এক প্রকার নিকৃষ্ট সাব্যস্তা প্রকাশ হইয়াছে। বৃত্তির সংখ্যা অত্যল্প হওয়াতে, ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্তির আশা বিফল জানিয়া অনেকে নিরুৎসাহ হইয়া আর সন্তানগণকে বিদ্যালয়ে পাঠান না। অনেক বালকও অধ্যয়ন করিতে চায় না! বাস্তবিক বৃত্তি পাইবার আশা এক প্রকার ঘোলা বলিতে হইবে। উড়িষ্যাবাসিগণের এমত অবস্থা নয় যে, আপনাপন সন্তানগণের বিদ্যাশিক্ষার সমস্ত ভার আপন আপন মস্তকে বহন করিতে সক্ষম হয়েন। বৃত্তি পাইয়া উত্তরোত্তর উচ্চতর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হওয়া ভাবিয়া, অনেকে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়। অন্যান্য দেশাপেক্ষা উড়িষ্যা, অল্প দিন গবর্ণমেণ্টের ঔদার্য্য অসীম উদারতা লাভ করিয়াছে। এই সকল বিশেষ কারণ বশতঃ উড়িষ্যা বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে আরো অনেক দিন গবর্ণমেণ্টের ঔদার্য্য প্রাপ্তির যোগ্য পাত্র। প্রয়োজনাতীত বন্দোবস্ত সময়ে বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু দেশের বিশেষ উপকার সাধন নিতান্ত নিষ্ফল বৃষ্টি নিক্ষেপ করিয় সকলকে দুঃখিত করিতেছেন। অবকাশের জয়েণ্ট ইনস্পেক্টরী ও তদানুষঙ্গিক পদ উঠাইয়া দিয়া সেই সকল অর্থে পদ নির্ম্মাণ করিয়া উড়িষ্যার ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়া আমাদের দয়াবান গবর্ণমেণ্ট অসীম উদারতা ও বহুদর্শিতার পরিচয় প্রকাশ করুন।

শ্রীঃ—

—:০:—

মহাশয়! জিলা বালেশ্বর, থানা ভদ্রক, ইউনিয়ন রেলওয়ের মেমারি ষ্টেশনের দক্ষিণ মণ্ডল উত্তর শঙ্করপুর নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ইহার তুল্য দুঃস্থ ও দীন হীন গ্রাম অল্পই দেখা যায় না। গ্রামের সকল বিষয়েরই অভাব। কোন ব্যক্তি শঙ্কর পুরের এইরূপ দুরবস্থা বর্ণন করিয়াছেন.

"আছে গ্রামে কবিরাজ নাহি বিদ্যালয়,
সাহিক গ্রামের মধ্যে ধনাঢ্য নিলয়,
নাহি গ্রামে সুপণ্ডিত ধর্ম্মপরায়ণ,
জন্মভূমি হিতাকাঙ্ক্ষী নাহি একজন।
নাহি আছে চলিবার রাস্তা যেই গ্রামে,
নিশ্চয় সে গ্রাম বন, গ্রাম শুদ্ধ নামে।
বর্ষাকালে গ্রামের পথ যেইরূপ হয়
সে দুঃখের কথা হায়! কহিবার নয়;
অনেক স্থানের পথ জলে ডুবে যায়
বাড়ী বাড়ী দিয়া তিন চলা ভার হয়
পুরুষ বিরক্ত হয়েআছি দেহ ছাড়,
পদিক পথের মাঝে দেখে অনিবার

মহাশয়! শঙ্করপুর আমাদিগের নিবাস ভূমি, ইহার প্রকৃত অবস্থা, আমরা বিশেষ রূপেই অবগত আছি, অতএব নিশ্চয় বলিতে পারি উপরি উক্ত বর্ণনা, সম্পূর্ণ সত্য, উহার বর্ণ মাত্রও অলীক বা অত্যুক্তি দোষে দূষিত নহে। যাহা হউক অদ্য এ বিষয়ে অধিক আলোচনা অভিপ্রেত নহে, আমুষঙ্গিক কিঞ্চিন্মাত্র লিখিত হইল, অদ্য আমার একটী গুরুতর অভাবের উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতিবিধান প্রার্থনাই এই প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য। সে অভাব—জলকষ্ট।

শঙ্করপুরের দুরবস্থা বর্ণনায় জলকষ্ট বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে:—

"গ্রামমধ্যে আছে নদী নামেমাত্র রেখা,
এবে কথা—আগে কিন্তু আছিল সরসা।
সহরের যতজন থাকে তাহে জল,
গ্রামের লোকের থাকে জলের সম্বল,
গ্রীষ্ম সমাগমে সবে শুকাইয়া যায়,
সে কূপ চাতক জলে পূরে পুনরায়।
দুই ক্রোশ সরসা গ্রামে একটীও নাই,
গ্রীষ্মকালে জলকষ্ট হয় বড় তাই।"

মহাশয়! গ্রীষ্মকালে প্রতিবৎসর এখানে জলকষ্ট হইয়া যে কি ঘোর বিপদ ঘটাইতেছিল, তাহা প্রকাশ করিলে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তঃকরণ কারণশূন্য নাই ব্যথিত হইবে সন্দেহ নাই।

গ্রামের প্রান্তভাগে একটী মাত্র সামান্য পুষ্করণীর মধ্যস্থলে কি কদাচিৎ জল থাকে, কাল সহকারে পুষ্করিণীর খাত পুরিয়া যাওয়াতে জলটুকু অগভীর পরাব মধ্যস্থ জলের ন্যায় বোধ হইতেছিল। উহাও আবার পান কলের গাছে আচ্ছন্ন থাকাতে জলটুকু রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। ঐ জল গ্রামস্থ সমস্ত স্ত্রী পুরুষ ও গবাদি পশুগণের এক মাত্র পানীয় ছিল এবং উহাতেই কথঞ্চিৎ সকল স্নান ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। গ্রীষ্মকালে বাটী গিয়া এককালে গ্রামস্থ সমস্ত লোককে যেরূপ বস্তু ব্যস্ত করিতে দেখিয়া যে পরিমাণ কৌতুকল অনুভব করিয়াছিল, এই পুষ্করিণীতে কয়েক দিন মাত্র স্নান করা তেই তাহা অপনীত হইল। তখন অন্যান্য যে জল পান প্রক্ষালনের প্রয়োজন হয় না, আমরা সে সকল কার্য্যের জন্য জলই, অগত্যা পঙ্কিল জলেই অবগাহন করিতে লাগিলাম। এরূপ দুঃখ জল দেখে যে বর্ত্তমান অঞ্চলের ব্যাপক সংক্রামক ব্যাধি মহামারীর অন্যতম প্রধান সহায়, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পড়িলে গবর্ণমেণ্ট এরূপ অবস্থাপন্ন লোক দিগের রোগোপশমের ও স্বাস্থ্যোদ্ধারার্থ সময়ে সময়ে ঔষধ ও ডাক্তার প্রেরণ করিয়া সাময়িক দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন সত্য বটে কিন্তু তাহাতে এপর্য্যন্ত যে স্থায়ী উপকার হইয়াছে এমত বোধ হয় না তাহাতে কাহারও সম্পূর্ণ দৃষ্টি নাই যাহা এ অবস্থায় স্থায়ী উপকার হইতে পারে ও বাসনা নাই। ফলতঃ যাবৎ অন্ধ লোচনাগ্রে এই সাক্ষাৎ গরল বারী কুপাদি স্থান স্থায়ী করিতে হইবে তাবৎ গ্রামস্থ ১ জনের চেষ্টা করুন আর যতই যত্ন করুন, কিছুতেই কৃত কার্য্য হইতে পারিবেন না। তার উপায়, [illegible]

[illegible] উহার গবর্ণমেণ্ট শঙ্কর পুরের ন্যায় দীন দশাগ্রস্ত পল্লীর [illegible] সংখ্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উপযুক্ত বোধ করেন, যদি অত্রত্য সহায় সম্পত্তি বিহীন অনন্যোপায় দুঃখী প্রজাদিগের কোন মাহাত্ম্য অভাব দূরীকরণ করা কর্ত্তব্য বোধ করেন, যদি যথার্থই তাহাদিগকে [illegible] চাহেন, তবে এই চুক্তিত বৎসরের উদ্যোগে অনুমান ৩ শত টাকা প্রকাশ করিয়া নিজ ব্যয়ে এক [illegible] একটী বড় পুষ্করিণী খনন করা [illegible] জমী ছিতে প্রস্তুত

আছে। এরূপ একটী পুষ্করিণী এখানে আনু মানিক দুই হাজার টাকার মধ্যেও সম্পন্ন হইতে পারে।

এই প্রস্তাবিত গবর্ণমেণ্ট পুষ্করিণীটী খাত হইলে এখানকার লোকের যেমন পানীয় জল ও স্নান কষ্ট দূর হইবে তেমনি ৮০ সালের ন্যায় দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্র সেচন জন্যেও বিশেষ সহায়তা করিবে, আর উপস্থিত দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানীয় শ্রমোপজীবিগণ যে খননের স্থানের ন্যায় উহা হইতে বিশেষ উপকার পাইবে তাহা বলা বাহুল্য। ফলতঃ সেই পুষ্করিণীটী এখানে "অমৃত কুণ্ডের" ন্যায় গুণকারী হইবে, উহার অমৃত পানে অত্রত্য ব্যাপক জ্বর ও মহামারীর কবল স্খলিত মৃত বাঁশটে ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া যাইবে, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে আমাদিগের মহামান্য শ্রীযুক্ত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের নিকট বিনীত ভাবে প্রার্থনা এই তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রস্তাবিত অভাবের তথ্যানুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত বিধান দ্বারা অত্রত্য নিরুপায় প্রজা কুলের চিরকালের জন্য আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ভাজন হউন। অপর বর্ত্তমানের সুযোগ্য প্রশংসনীয় কালেক্টর মাননীয় শ্রীযুক্ত ষ্টুয়ার্ট সাহেব মহোদয়ও এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ বিধান ও হস্তাবলম্বন করিয়া উহার অংশভাগী ও সাধারণের আশীর্ব্বাদভাজন হয়েন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

খাঁটুরা স্কুলগৃহ
১০ বৈশাখ ১২৮১
জিলা ২৪ পরগণা

শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়
প্রথম শিক্ষক

—:০:—

মাদারের নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১ লা মে
মাখাক্তাক্তা নদী।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
গঙ্গার মোহানায়	*	৬
ডাঙার পাড়া	*	৯
ডাঙারপাড়া হইতে হাট বোয়ালিয়া নং ১ ঘাট	১	
হাটবোয়ালিয়া হইতে নং ১ ঘাট হইতে বেলমারি	১	৯
বেলমারি হইতে আলিকদহ	২	
আলিকদহ হইতে ইকগাছা	২	
ভাগীরথী।		
চৌরাসির নীচে মোহানায়	১০	
তথা হইতে সুরপুর	১	১০
তথা হইতে জঙ্গিপুর ১ মাইলের মধ্যে	১	৯
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১	৮
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৩

সন ১৮৭৪ সালের ৪ ঠা মে বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	২	
১৮৭৭ বহরমপুর ৪ ঠা মে	টি, বেটী, সি, ই, প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।	

চেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র ঘাটখোলা ১০
" " শিবচন্দ্র সরকার—কীর্ণাহার ১৩
" " বিশ্বনাথ বসু—সারিয়াকান্দি ১০
" " মতিলালচন্দ্র জোয়ার্দ্দার—বৃন্দাবন ১০
" " গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হুলালগঞ্জ ১০
" " নরসিংহ দত্ত—বড়বাজার ১০
" রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় নাটোর ১৩
" মৌলবী মহম্মদ রসিদ খাঁ চৌধুরী নাটোর ১০
" " রমণী মোহন চৌধুরী (১) তুবড়াঙ্গা ১০

(১) ইনি চৈত্র মাসে মূল্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, ভ্রম বশতঃ এত দিন প্রাপ্তি স্বীকার করা হয় নাই। স।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

উহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। ছয় মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, টাকার অন্যান্তর লাভাদ্যে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূলন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা!
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ। ২৬ সংখ্যা।

" প্রবক্ষ্যামো গুণান্বিতায় পার্থিবঃ সন্ত্বনা হ্যনিন্দ্যস্য ন ক্ষীয়তে

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ৫ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৭৪। ১৮ ই মে।
মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩৷ তের টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৬৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের প্রকৃত উপযোগী " বচনসার " মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

" ভারত সার।"

মহাভারতের সার গ্রন্থ, সরল বাঙ্গালায় ২০ ফরমা (অর্থাৎ ১১০ পৃষ্ঠা) করিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। ৮ খণ্ডে গ্রন্থ শেষ হইবে। প্রতি খণ্ডের মূল্য গ্রাহকদিগের নিকট ৷৷৵০ আনা লওয়া যাইবে। গ্রন্থ লইতে ইচ্ছুক মহাশয়গণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানাইবেন।

গুপ্তযন্ত্র কলিকাতা ২৪ নং মীর্জ্জাফরলেন } ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য নগদ অগ্রিম অথবা ব্যাঙ্ক চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০। কেমিলি ট্রীটমেণ্ট মায় ডাকমাশুল মূল্য ১৷০ এসপেবাল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক " নোটস অন্ ইনজেনিয়রিং " মূল্য ১৷৷০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হরেল কলিকাতা।

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত
ক্লিনিকাল মেডিসিন্
এণ্ড ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস

মূল্য—ডাকমাশুল।

অর্থাৎ রোগ বিচার	৩	৷৷০
চিকিৎসা দর্পণ বাৎসরিক	৩	০
ধাত্রী শিক্ষা	২	৷/০
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা	৷৷০	/০
কুইনাইন প্রয়োগ	/১০	/০
শরীর পালন	৷/০	/০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কৃত

প্রাকটীস অব্ মেডিসিন	১৮	৵০
এনাটমি	৷৷০	৷/
মাতৃশিক্ষা	১	৷৷০

ডাক্তার ভবিশ্বাম্বরণ দত্তকৃত

বালচিকিৎসা	৫	১৷০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহরেল।

আমারপিতা ঠাকুর তিতারাম পাণ্ড মহাশয় শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে এ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাস কাশ, হুপ কাশ শূল ও মেহরোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনীপুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্রসকল আমার নিকট আছে। আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা মুজাপুরের ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীটে ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে আসিয়া দেখা পাইবেন ইতি।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

কেবল স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার্থে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর বাসায় মহাশয় কহেন—

বালচিকিৎসা। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য ২৮৲ টাকার পরিবর্ত্তে ৩০ টাকা অবধারিত করা হইল। ডাকমাশুল ৷৷০।

২। ব্যবস্থামালা (ডাং গুডিভ্ ট্যানার প্রভৃতির প্রেস্ক্রিপসান) মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ৵০।

৩। শক্তিনীরঞ্জন—বন্ধুবিয়োগ। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুস্কুলের কলিকাতা।

রানীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যন্ত্রি কারাবো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন একার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই তাহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত এব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ফ্লেক ওয়া প্রস্তর নির্ম্মিত মন্ত্রাদির রূপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন কলেরা ও বেঞ্চ ইত্যাদি।

উটালী ফেশীয় ছাদের টাইল এট মেঙ্কিবাতে বসাইবার নির্ম্মিত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত ডেণার ফ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানির সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন

কলবাতা
৩ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরন এণ্ড কোং

মন্ত্রিত "নির্জ্জাসিতের বিলাপ" পাঁচোরা এর সহিতে ইক্ষ, করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যালিং লাইব্রেরিতে কিম্বা, বাকুড়ি গ্রামের গ্রন্থ কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য
১৮৭৪ সাল }

ইং সন ১৮৫০ সংস্থাপিত।

এ গ্রন্থালয়ে প্রায় অনেক রকম বাঙ্গালা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে এবং আবশ্যক মত গ্রন্থের মুদ্রিত তালিকাও পাওয়া যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন অধিক প্রস্তুত রাখা যায় না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক আমাদের গ্রন্থালয়ে উপস্থিত না থাকে, তাহা উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায় এবং যে স্থানে নগদ টাকায় যে অংসাবে কমিশন পাওয়া যায়, আমরাও সেই অনুসারে সকলকে কমিশন দিয়া থাকি।

মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে ও মাসুল পাঠাইলে তালিকা পাঠান যাইতে পারে। অগ্রে মূল্য ও শ্রেরণের খরচ না পাঠাইলে কাহাকেও পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রীজ্ঞানচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে অল্প বহুব্যয়ে ও অধ্যবসায়ে পুরাতন ও নূতন আমাশয় রক্তামাশয় শুষ্ক পেটের পীড়া গ্রহণী ও সূতিকা এবং আমজ সূত্রে হস্ত পদাদি শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ স্থির করিয়াছি। ইহা দ্বারা ১৫ টী রোগীর বহুদিবসের গ্রহণী ও রক্তামাশয় এক মাসের মধ্যে উত্তমরূপে আরোগ্য করিয়াছি। উক্ত পীড়াক্রান্ত কোন রোগী আমার নিকট আসিলে ব্যক্তি বিবেচনায় দান কিম্বা অর্থ লওয়া যাইবে। এই ঔষধ সাধা যে জানিবার জন্য আমাকে পূর্ব্ব সার প্রদান করিলে সকলের গোচর করিয়া দিতে পারি। বিদেশীয় কোন ব্যক্তি এই পীড়াক্রান্ত হইয়া আমাকে পত্র লিখিলে ৩।০ আনা ডাকমাসুল পাঠাইলে ব্যবস্থা সহিত ঔষধ পাঠাইতে পারি, আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে পুরস্কার প্রদান করিবেন।

১৫ নং নদীয়া
গোবরডাঙ্গা } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন
১ এ ফাল্গুন } ডাক্তর।
১২৮০ সাল }

পরিদর্শক।

আগামী ৮ ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার হইতে চাটমোহর জ্ঞান বিকাশিনী যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া উক্ত নামে এক খানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে, কলেবর তিন ফরমা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য স্থানীয়দের পক্ষে ৪ টাকা বিদেশীয়দের পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৫ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা সম্পাদকের নামে মূল্য পাঠাইয়া দেন।

চাটমোহর
২৫ শে বৈশাখ } শ্রীঈশ্বর রায়

স্বপ্নলব্ধ নাটক।

বাগবাজার ষ্ট্রীট ৩৫ নং জ্ঞানদীপক পুস্তকালয়ে মুদ্রিত আছিলে, সংস্কৃত ডিপজিটরিতে, এবং পরাণহাটা ৩৩৫ নং মেসার্স চন্দ্র মিত্রের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ ডাকমাসুল /০।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেলেরিয়া নাশক পুরিয়া
অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধ দ্বারা মেলেরিয়া জনিত জ্বীহা যকৃৎ পুরাতন বিষম সংক্রামক পালা জ্বর এবং অন্যথা কুইনাইন ব্যবহার ঘটিত দ্বারা রোগাক্রান্ত বহু সংখ্যা লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ১০ আট আনা।

বিশ্বাসীলাল ঘোষ এণ্ড কোং
সুবরবন মেডিকেল হল
ভবানীপুর কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ।

৫ ই বৈশাখ সোমবার।

বাবু হুরেন্দ্রনাথ।

বাবু হুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চিরজীবনের মত সিবিল সার্ব্বিস হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। তিনি কিরূপ উন্নত পদ হইতে কিরূপ নিকৃষ্ট ও শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইলেন তাহা কে না বুঝিতে পারিতেছে। যে আশা করিয়া তিনি দুস্তর সাগর পার হইয়াছিলেন, যে আশা করিয়া বহু ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইংলণ্ডে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, যে আশা করিয়া সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিলেন সে সমু

দায় আশা এক পদে উন্মূলিত হইল। তিনি মহারাণীর অনুগৃহীত সার্ভিসের একজন অন্তর্ভূত ছিলেন, কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহাকে উদরের অন্নের জন্য চাকরি করিতে হইতে হইবে। এই সকল চিন্তাতে কাহার হৃদয়ে না ক্ষোভের সঞ্চার হয়? কেবল তাহা নহে, তাঁহার অগৌরবে দেশীয় সিবিলিয়ানদিগের অগৌরব। এমন কি সমুদায় জাতির অগৌরব। আমরা এসমুদায় কথা বিলক্ষণ জানি এবং এজন্য যতটুকু ক্ষোভ করা উচিত তাহা করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাহা বলিয়া বাস্তবিক অপরাধীকে রক্ষা করা আমাদের কখনও উদ্দেশ্য নহে। সুরেন্দ্র বাবু যদি কর্তৃপক্ষদিগের বিচারে নির্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেন তাহা হইলে আমরা যে কিরূপ আহ্লাদিত হইতাম তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু এখন বোধ হইতেছে তিনি বাস্তবিক অপরাধী। সুতরাং আমাদের ইচ্ছা নয় যে তিনি বিনা দণ্ডে নিষ্কৃতি লাভ করুন। আমাদের অনেক সংযোগী সেইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতি জাতিবৈরিতা কৃষ্ণ-বর্ণ দ্বেষতা প্রভৃতি বহু বিধ দোষের আরোপ করিতেও ত্রুটী করেন নাই আমরা এরূপ স্বজাতিপক্ষপাতকে দেশহিতৈষিতা বলিয়া বিবেচনা না করিয়া বরং দেশের শত্রুতা বলিয়া মনে করি। সুরেন্দ্র বাবু যে প্রকৃত দোষী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে তাঁহার অপরাধ আমাদের দেশের লোকের চক্ষে লঘুতর ও মার্জ্জনীয়। কিন্তু সিবিল সার্ভিসের গৌরব ও মহত্ত্ব প্রভৃতি বিবেচনা করিলে আর তাহা লঘু থাকে না। বাঙ্গালি হইয়া যখন সুরেন্দ্র বাবুর দিকে দেখি তখন হৃদয়ে ক্ষোভ হয়; কিন্তু আবার তাঁহার পদের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া যখন তাঁহার দিকে দেখি তখন সেই গৌরব রক্ষা হইয়াছে বলিয়া আনন্দ হয়, তাঁহার অপরাধটী এই। তিনি বহু দিন একটী মকদ্দমা অবিচারিত রাখেন। যুধিষ্ঠির ও শরত নামক দুই ব্যক্তি এই মকদ্দমার প্রতিবাদী পক্ষ ছিল। ১৮৭২ সালের ডিসেম্বরের শেষে সুরেন্দ্র বাবু সময় অতীত হইয়া যায় দেখিয়া আবেদনাবেদিগিয়া সেই মকদ্দমার বিচার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনুসারে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি আবেদনাবেদে গমন করে। সুরেন্দ্র বাবু সেখানে না গিয়া ২৮ এ ডিসেম্বর তাহাদের জামিন কালীকুমার নামক একজন উকীলকে ৩১ শের মধ্যে শ্রীহট্টের কাছারিতে তাহাদিগকে উপস্থিত করিতে বলেন। কালীকুমার সেই অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে শ্রীহট্টে আনয়ন করা অসম্ভব বলিয়া বার বার আবেদন করে কিন্তু সে আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই। ইতি মধ্যে যুধিষ্ঠির আপনা হইতে শ্রীহট্টে আগমন করে, কালীকুমার যুধিষ্ঠিরকে কাছারিতে উপস্থিত করে, কিন্তু সুরেন্দ্র বাবু তাহা দেখিয়াও যুধিষ্ঠির ও শরতের নাম কেবারি বেজিষ্টরিতে লিখিতে বলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য ওয়ারণ্ট বাহির করেন। সেই ওয়ারণ্টের জন্য যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে অকারণ কতকগুলি নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় তিনি নাকি অবশেষে নিজদোষ গোপনের জন্য যুধিষ্ঠির এবং শরতকে দোষী স্বীকারও মুক্তি দিয়াছেন।

আপনার আলস্য ও অনবধানতা গোপন করিবার জন্য যিনি অনায়াসে পরের স্কন্ধে নিজের দোষ অর্পণ করিতে প্রস্তুত, তিনি যে এরূপ গুরুতর পদের অনুপযুক্ত তাহা কেনা বলিবে? ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এবং ষ্টেট সেক্রেটারির যাহা কর্ত্তব্য বোধ হইয়াছে তাহাই করিয়াছেন, সেজন্য আমরা অসন্তোষ কিম্বা আক্রোশ প্রকাশ করি না, কিন্তু এই এদেশীয়, তাহাতে নূতন সিবিলিয়ান শ্রেণীভুক্ত, তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিলে বোধ হয় দেশের লোকে তাদৃশ সন্তুষ্ট হইতেন। যাহা হউক সুরেন্দ্র বাবু যেরূপ অপরাধ করিয়াছেন তাহা অমার্জ্জনীয়। আমরা তাঁহার সুহৃদ্‌ বলিয়া আমাদিগের প্রধান দোষ আলস্য নিবন্ধন কর্ত্তব্যে অবহেলা হয়, তাহা গোপন করিবার জন্য অসৎ উপায় অবলম্বনে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় অনেকে নির্দ্দয় বলিয়া বিবেচনা করিবেন, কিন্তু আমরা তাঁহার সুহৃদ্‌ বলিয়া তাঁহার দোষ সংশোধন করিতে গিয়া আরও তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন, সুরেন্দ্র বাবু তাহার প্রমাণ। তিনি কর্ত্তব্য কার্য্যে দীর্ঘ সূত্রতা রূপ যে অপরাধ করিয়াছিলেন তাহা অনায়াসেই ক্ষমা করা যাইত এবং কর্ত্তৃপক্ষেরা নিশ্চয় এরূপ কঠিন দণ্ড করিতেন না; কিন্তু সত্য বলিবার সাহস না থাকাতে চাতুরী খেলিতে গিয়া নিজের জালেই নিজে পড়িয়া গেলেন। এই রূপ নির্ব্বুদ্ধিতার ও বিবেকবিহীনতার দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। দেখুন [illegible] অধোবদন হইতে হয় দেশের লোক বলিয়া [illegible] কি করবে? [illegible] সত্য বলিলে স্বীকার করা কর্ত্তব্য, এমন একজন বাঙ্গালি এই পদে [illegible] [illegible] হইতে [illegible] চেষ্টা করায় বার হইতে [illegible] এরূপ অসদুপায় দ্বারা [illegible] দের চেষ্টা করায় গবর্ণমেণ্টের [illegible] হইতে বারম্বার [illegible] পত্র দ্বারা দেশহিতৈষিতার [illegible] এইরূপ অপরাধীদিগের পক্ষ সমর্থন।

অন্য ব্যক্তি এই তাঁহারা সেই সকল ঘৃণা পাত্রদিগের নাশ ও করেনই, সঙ্গে সঙ্গে লোকের রাজনীতিও নষ্ট করিয়া দেন। আমরা পুনরায় বলিতেছি ইহা দেশাচারবিরুদ্ধ নয় দেশের শত্রুতা। এই রাজদ্রোহীকারী লোকেরা দেখুক যে দেশের ও দশের বিপরীত কার্য্য করিলে তাহাদের দেশের লোকেরাও তিরস্কার এবং অশ্রদ্ধা করে। যতদিন অন্নতা এবং অন্নাভাবের প্রতি দৃষ্টি না করিবে ততদিন আমরা রাজদ্রোহপর কিম্বা রাজদ্রোহী তাহার কোন প্রমাণ নাই আমাদের এরূপ অর্থ নয় যে শুভ্র বর্ণ ভ্রাতারাই এবিষয়ে নিষ্কলঙ্ক। কারণ কাফ্রি যাহেবের বেলাও ঠিক এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল। সাহেব সম্পাদকেরা যাহাই বিবেচনা করুন আমরা তাঁহাদিগকে মিথ্যা কিম্বা অন্যায়াচরণের অতীত মনে করি না, কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাস সে ইংরাজদিগের নিষ্ঠুরতা প্রবঞ্চনা জুয়াচুরি প্রভৃতির অপ্রতুল নাই।

প্রজা বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ।

দুর্ভিক্ষ ও তাহার কারণ সম্বন্ধে ইংলিসম্যান সম্প্রতি এক মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত কি না বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এতজ্জন্য আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই মতটি শুনিতে অতি কঠোর হইলেও পাঠকগণ শুনিয়া মাত্র ইংলিসম্যান সম্পাদককে রাক্ষস কিম্বা পিশাচ বলিবেন না; কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তাঁহারা যেন কেবল মাত্র মত বিচার করিয়া ক্ষান্ত হন, সম্পাদকের চরিত্র লইয়া যেন টানা টানি না করেন। সে মতটী এই—ইংলিসম্যান বলেন, শতের বৃদ্ধির একটী বৃদ্ধি হইলেই যে দলে দলে লোক মরে ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, তাহারা সচরাচর অতি অঘন্য অবস্থায় থাকে। একটু মূল্য বৃদ্ধি হইলেই তাহাদের দিন চলা দুষ্কর হয়। দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে বাঁচিবার দুইটী মাত্র উপায় আছে (১ম) ধান্য সঞ্চিত রাখা (২য়) সচরাচর একটু উচ্চ চালে চলা। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় উপায়টী প্রকৃষ্ট; কারণ ইহার দ্বারা অন্য সময়ে সচ্ছন্দে থাকা হয় এবং দুর্ভিক্ষের সময় ব্যয় সঙ্কোচ করিবার পথও থাকে। কিন্তু তাহারা যে উচ্চ চালে চলিতে পারে না তাহার কারণ কি? কারণ প্রজা বৃদ্ধি। প্রজা বৃদ্ধি যাহাতে না হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সৌভাগ্য ক্রমে এপিডেমিক জ্বর প্রভৃতি হইয়া মধ্যে মধ্যে প্রজাদিগের সংখ্যার হ্রাস করে। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষেও সেই সংখ্যার অনেক হ্রাস করিতে পারিত, এবং কয়েক সহস্র প্রজা থাকিলে কিম্বা মরিলে সাগর সমানভারত বর্ষের বিশেষ লাভ কিম্বা ক্ষতি নাই। বরং মরিলে উপকারের সম্ভাবনা। তবে কি না লোকে অন্নকষ্টে মরিবে শুনিলে হৃদয়ে ক্লেশ হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া গবর্ণমেণ্ট যে সাহায্য করিতেছেন তাহাতে একটী গুরুতর অপকার করা হইতেছে; অতি অঘন্য অবস্থায় থাকিয়াও যাহারা বংশ বৃদ্ধি বিষয়ে এত নিপুণ তাহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট উৎসাহ পাইলে আরও অসংকোচে বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকিবে, এবং আপনাদের দরিদ্রতা বৃদ্ধি করিবে।

পাঠকগণ! সাবধান, এসকল কথা আমাদের নয়। ইহা ইংলিসম্যানের। আমরা তাঁহার কথার অতিরিক্ত একটী কথাও বলি নাই। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাউক একথাগুলি কতদূর যুক্তি সঙ্গত। আমাদের হিন্দু প্রকৃতিতে এই রূপ কথার ন্যায় অরুচিকর অপ্রীতিকর কথা আর হইতে পারে না। দুই এক সহস্র কিম্বা দুই এক লক্ষ লোক মরিলে ভারতবর্ষের ক্ষতি নাই অতএব তাহাদিগকে দলে দলে মরিতে দাও, একথা কে বলিতে পারে? মিলের কূট তার্কিক শিষ্যেরা পারেন পারুন, আমরা ত পারি না। সহস্র সহস্র বৎসর গত হইল আমাদের আর্য্য পূর্ব্ব পুরুষগণ পাপের নাই।

যে যাহা হউক ইংলিসম্যানের কথার মূলে যুক্তি আছে, তবে তিনি যেটীকে একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা একমাত্র কারণ নহে। প্রজা বৃদ্ধিতে যে দরিদ্রতা বৃদ্ধি হয় তাহাতে সন্দেহ নাই এবং বেশী বলিলেও দোষ সম্ভাবনা আছে। পাঠকগণ নিম্ন লিখিত তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে বেহারের জন সংখ্যা পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশ অপেক্ষা অধিক।

দেশের নাম	প্রতিবর্গমাইলে
ইংলণ্ড	৪১৯ জন
ফ্রান্স	১৭১ জন
প্রসিয়া	১৭৪ জন
বেলজিয়ম	৪৩৪ জন
সুইটজর লণ্ড	১৪৯ জন
হলণ্ড	২৭৪ জন
রুসিয়া	৩১ জন
বাঙ্গলা	৩৮৯ জন
বেহার	৪৬৫ জন
উড়িষ্যা	১৮১ জন

কেবল মাত্র প্রজা বৃদ্ধি হইলেই যে দরিদ্রতা বৃদ্ধি হয় তাহা নহে। কারণ বঙ্গদেশে এবং ইংলণ্ড বেলজিয়ম প্রভৃতি স্থানেরও প্রজা সংখ্যা অল্প নয়। আর যদি তাহাই একমাত্র কারণ হয় তবে সে বৎসর উড়িষ্যাতে দুর্ভিক্ষ হইল কেন? আমাদের বোধ হয় এই

সে বোধ মিথ্যাও নয়, যে বেহারের প্রজাদিগের দরিদ্রতার অন্য অন্য কারণ আছে। সে কারণ কি কি ? লেপ্ট নণ্ট গবর্ণর তাঁহার শাসন সংক্রান্ত রিপোর্টের একস্থানে এই দরিদ্রতার দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ সেই সকল প্রদেশে শস্যের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে মজুরদিগের বেতন সে পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় নাই। যে বৎসর উত্তম শস্য জন্মে সে বৎসর গড়ে ২ টাকা বা ২৷৷টাকা করিয়া চাউলের মণ বিক্রয় হয়, কিন্তু মজুরদিগের বেতন কখনই ছয় পয়সার অধিক নহে। পাঠকগণ বিবেচনা করুন এত অল্পআয়ে এক জন মজুরের সহজে সংসার নির্ব্বাহ হইতে পারে কি না ? ইহার মধ্যেও ভাবিবার কথা আছে। শস্যাদি অপেক্ষা কৃত দুর্ম্মূল্য কিন্তু মজুর সস্তা ইহার কারণ কি ? ইহারও কারণ আছে। সে কারণ এই; কৃষিকার্য্য অপেক্ষা অধিকাংশ লোক মজুরি করিয়া থাকে। এরূপ কেন হয় ? বঙ্গদেশে ত দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে মজুর অপেক্ষা কৃষকের সংখ্যা অধিক এখানে তাহার বিপরীত কেন ? আমরা ইহার কারণ আরও বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতেছি। বঙ্গদেশে সম্ভ্রান্ত চারি শ্রেণীর লোক আছে। জমিদার, বণিক, চাকুরে ও শ্রমজীবী এই সকল শ্রেণীরই দিন দিন উন্নতি হইতেছে। রপ্তানীর শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে সুতরাং জমিদারদিগের আয় বৃদ্ধি হইতেছে; রাজধানী অন্তর্নিবিষ্ট থাকাতে বাণিজ্যের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে সুতরাং বণিক সম্প্রদায়েরও দিন দিন আয় বৃদ্ধি হইতেছে। চাকুরেদিগের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। এ উপায়ে এদেশের মধ্যে অনেক অর্থ উপার্জ্জিত ও সঞ্চিত হইতেছে। অবশিষ্ট শ্রমজীবী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় কৃষক ও মজুর এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এই দুই শ্রেণীরও দিন দিন উন্নতি হইতেছে। মজুরদিগের বেতনের হার বাড়িতেছে সুতরাং তাহাদের অধিক অর্থাগম হইতেছে, এবং শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতেও কৃষকদিগের উন্নতি হইতেছে।

বেহারের অবস্থা ভিন্ন প্রকার সেখানে দুই একজন জমিদার আছেন তদ্ভিন্ন শ্রমজীবীর সংখ্যাই অধিক; কারণ বণিক এবং চাকুরে এই দুই সম্প্রদায়ের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি নাই। শ্রমজীবীদিগের মধ্যে আবার কৃষকের সংখ্যা অল্প। আপনার ভূমি যাহারা আপনারা কর্ষণ করে তাহারাই কৃষকপদবাচ্য। বেহারে এরূপ কৃষকের সংখ্যা অল্প। নীল ও অহিফেনের চাষের প্রাদুর্ভাব থাকাতে তাহার চাষে অনেক ভূমি নিয়োজিত হয় এবং নীলের ও অহিফেনের দাদনে লাভ কত তাহা পাঠকদিগের অবিদিত নাই। এরূপে চাষ করিয়া কয়জন কৃষকের দিন চলিতে পারে ? সুতরাং বৎসরের অধিকাংশ দিন অধিকাংশ দরিদ্রকে মজুরির চেষ্টা করিতে হয়। এই কারণেই বেহারের মজুরি এত সস্তা।

বেহারের নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্রতার দ্বিতীয় কারণ জমিদারদিগের উৎপীড়ন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহা স্পষ্টাক্ষরেই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রজা বৃদ্ধিও অন্যতম কারণ কিন্তু ইংলিসম্যান তাহা নিবারণের যে উপায় বলিয়াছেন তাহা প্রকৃত উপায় কি না সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। ভাল, মনে কর গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের প্রাণ রক্ষা বিষয়ে উদাসীন থাকিলেন এবং কয়েক লক্ষ প্রজার প্রাণ নষ্ট হইল; তাহা হইলে কি এ অনিষ্ট নিবারিত হইবে ? লোকে অদ্যাবধি সাবধান হইয়া চলিবে এবং সহজে বংশ বৃদ্ধি করিবে না ? বিবাহ নিষেধ ভিন্ন এ বৃদ্ধি নিবারণের উপায় দেখা যায় না।

ইংলিসম্যানের সম্পাদক বোধহয় ইউরোপীয়ের চক্ষে এই প্রশ্নটী দেখিয়াছেন। সেখানে একটী পরিবার প্রতিপালনের ব্যয় অনেক সুতরাং লোকে বিবাহের সংস্থান না করিয়া বিবাহ করে না। আমাদের দেশে সংস্থান থাকুক আর না থাকুক বিবাহ করিতে হয়। বিবাহের অভাবে বংশলোপ, বংশলোপে পিণ্ড লোপ সুতরাং যে কোন প্রকারেই হউক অন্ততঃ একটী বিবাহ করিয়া সকলকে রক্ষা করিতে হয়। আজিও অনেক স্থলে সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ হয় নাই, মাসে মাসে ৪। ৫ টী টাকা হইলেই একটী স্ত্রী প্রতিপালন করা যায়, সুতরাং লোকে ঐ চারি টাকার সংস্থান হইলেই বিবাহ করিয়া বসে। আর সেপ্রকার বিবাহ নিবারণের উপায় নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি একটী নির্দ্দিষ্ট আয় ধরিয়া তাহার অনধিক হইলে বিবাহ হইবে না এরূপ নিয়ম করেন তাহা হইলেই কিছু উপায় হইতে পারে তদ্ভিন্ন উপায় দেখা যায় না। বিবাহ আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক এরূপে দীর্ঘকাল অবিবাহিত থাকেন তাহা আমরা ধারণা করিতেই পারি না। সে কথা তা যাউক, বিবাহ বিষয়ে কোন নিয়ম চলিবে না। দুর্ভিক্ষনিবারণের যদি অন্য কোন উপায় থাকে তাহার চেষ্টা দেখ। এমিগ্রেশন অর্থাৎ স্থানান্তর করা একটী প্রধান উপায়। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলেন "মনুষ্যই আসামের প্রধান অভাব" অতএব বৎসর বৎসর সেই দেশে বেহারীয় লোক প্রেরণের ব্যবস্থা করা উচিত। এই প্রকার কোন উপায় অবলম্বন করিলে সে অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে।

[illegible] একপ্রকার।

পাঠকগণ বোধ হয় বিস্মিত আছেন, [illegible] বজেটে দুই প্রকার পরিমিত [illegible] উল্লেখ করা হইয়াছে। ** নিম্ন মিত ও [illegible], অতিরিক্ত পাব [illegible] কে আমরা তাহা আমরা পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি, অর্থাৎ আপাততঃ কয়েক কোটি টাকা ঋণ করিয়া উড়িষ্যা কেনালের ন্যায় জল [illegible] কেনাল প্রভৃতি খনন কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। সেই সকল [illegible] ভবিষ্যতে লাভজনক হইবে সেই লাভে ঐ ঋণ শোধ হইবে। এ বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য পূর্ব্বে বলিয়াছি আমাদের অভিপ্রায় আরও একটু বিশদ রূপে প্রকাশ করিবার জন্য সে বিষয়ের পুনরায় প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।

কেনালগুলিকে অর্থকর করিবার তাৎপর্য্য এই, সেই সকল কেনাল খনন হইলে যে যে ব্যক্তি নিজভূমির সিঞ্চনার্থ তাহার জল ব্যবহার করিবে তাহাদি [illegible] হইতে প্রতিবৎসর কিনারে কর [illegible] স্বরূপ কিছু কিছু শুল্ক আদায় [illegible] হইবে তদ্দ্বারা বৎসর বৎসর যে [illegible] হইবে তাহাতে ঋণ শোধে [illegible] হইবে; কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের যে সন্দেহ তাহা অদ্যকার [illegible] সে সম্বন্ধে এই—[illegible] খরচ দিয়া [illegible] দেশে এরূপ উপযু [illegible] কর্ষণ করা দুষ্কর জলে [illegible] হইতে [illegible] অধিকাংশ লোক [illegible] অগ্রসর হইবে। সকলেই বৃষ্টির জলের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিবে এবং তদ্দ্বারা [illegible] কার্য্য সারিবার চেষ্টা পাইবে। একথা কেবলমাত্র কল্পনা কিম্বা অমূলক নয়, কারণ উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরে এই ঘটনাই ঘটিয়াছে। যে অর্থের আশা করিয়া কার্য্যারম্ভ করা হইবে যদি সেঅর্থ উদ্ভূত না হয় তাহা হইলে এই ঋণ শোধের উপায় কি? হয় ত দ্বিতীয়বার [illegible] রকম টাক্স স্থাপন করিতে হইবে। যে গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্য করিবেন তিনিই লোকের আয় [illegible] করিবেন।

এই জন্য আমরা বলিয়াছিলাম যে [illegible] উপায়ান্তর অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। সে উপায়ান্তর কি? সকলেই জানেন যে ভারতবর্ষের রাজস্বের অত্যল্প অংশ ব্যয় হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের অসুবিধা ও অভাব দূর করিবার জন্য ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, যদি এই সকল ব্যয় কমিয়া যায় তাহা হইলে বর্ষে বর্ষে ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে অনেক টাকা উদ্বৃত্ত এবং অনায়াসে এই সকল কার্য্যের জন্য ব্যয় হইতে পারে। মাননীয় কাউস কমিটিতে ফসেট সাহেব স্পষ্টাক্ষরে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন [illegible] গবর্ণমেণ্ট বুঝুন এবং পালে [illegible] বুঝু [illegible] যদি ভারতবর্ষ [illegible] প্রতিবিধি করিতে পারেন যে [illegible] তবে আমাদের [illegible] স্কন্ধে অর্পিত হয় না তাহা, তাহা [illegible] অর্পিত না হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাহা হইলেই (বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ [illegible]) বিপদের সময় সহজেই অর্থ সংগ্রহ পাইবার উপায় থাকিবে।

ভারত বন্ধু ফসেট চিরকাল এই কথা বলিয়া আসিতেছেন কিন্তু ভারতবর্ষের রাজপুরুষের যে সেরূপ সদ্বুদ্ধি কখনও হইবে এরূপ আশা হয় না। যেদিন কর্ত্তৃপক্ষেরা এই প্রকৃত রাজনীতি অবলম্বন করিবেন সেদিন তাঁহাদের গৌরব বর্দ্ধিত হইবে ভারতবর্ষেরও সুদিন আসিবে।

—:০:—

Jনরেন্দ্র ও সুরেন্দ্র বাবুর মতের জন্য অধিক অপরাধী কে?

স্বজাতিপ্রিয়তা, দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি কথাগুলি শুনিতে অতি মধুর এবং স্বজাতিপ্রিয় ও দেশহিতৈষী বলিয়া পরিচিত হইতে সকলেরই ইচ্ছা। অপরাধারবের কেবলমাত্র ইচ্ছা কিন্তু সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের এবিষয়ে চেষ্টা। যাহারা প্রতিদিনের জীবনে কার্য্যকর্ম্মের শিবাশিব নিয়ত সম্পূর্ণ উদাসীন, নীচ স্বার্থ যাঁহাদের আরাধ্য দেবতা, পরসা যাঁহাদের জপমন্ত্র তাঁহারা যেই সম্পাদকীয় আসনে বসিয়া লেখনী ধারণ করেন অমনি তাঁহাদের হৃদয়ে স্বজাতিপ্রিয়তা ও দেশহিতৈষিতার বন্যা উপস্থিত হয়। দেশের প্রকৃত মঙ্গল চিন্তা করিবার শক্তি ভগবান তাঁহাদিগকে দেন নাই সুতরাং তাঁহারা লেখনী অগ্রে মসিবিষাক্ত করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অদৃষ্টের মস্তকে ঘন ঘন বর্ষণ করিতে থাকেন এবং চারিদিকে তাঁহাদের নাম [illegible] বহুল শত শত পাঠকও সাধু সাধু করিতে থাকেন, যেমন অবোধ জননী অন্ধ পুত্রের পক্ষ সমর্থন করিয়া নিজের ভ্রান্ত বাৎসল্যের পরিচয় দেন, সেরূপ সেই সকল ভ্রান্ত দেশহিতৈষী সম্পাদক স্বজাতিপ্রিয়তা গুরুতর অপরাধ অপরাধী হইলেও তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য অগ্রসর হন। তাঁহারা এক বার বিবেচনা করেন না যে তদ্দ্বারা দেশের প্রকৃত মঙ্গলের অনাদর ধর্ম্মনীতির বিশৃঙ্খলা রাজপুরুষদিগের অক্রোধ একেবারে সমূহ অনর্থ সংঘটিত হয়

আমরা অদ্য দেশীয় সংবাদ পত্র দিগের স্কন্ধে দুইটী গুরুতর অপরাধের আরোপ করিব। আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি অনেকের চক্ষে আঘাত দিব অনেকের ঘৃণা ও ক্রোধের আস্পদ হইব এবং পুরস্কার সাহায্যকারী দিগের উপহাস ও বিদ্রূপের পাত্র

হইব কিন্তু তথাপি এই গুরুতর বিষয়ে অগ্রসর হইতেছি। পাঠকগণ যদি জিজ্ঞাসা করেন আমাদের উদ্দেশ্য কি? আমাদের উদ্দেশ্য দেশীয় সংবাদ পত্র দিগকে "জব্দ" করা। প্রকৃত দেশহিতৈষিতার পথ প্রদর্শন করা। লেপ্টেনন্ট গবর্ণর ধূর্ত্ত প্রতারক বেসিলিয়সকে অব্যাহতি দিলেন কিন্তু নবীনকে মার্জ্জনা করিলেন না কেন? আমাদের উত্তর এই, দেশীয় সংবাদ পত্রদিগের অধিবেচনার জন্য। সভ্য সমাজে পুলিস কিম্বা গবর্ণমেণ্ট একমাত্র শাস্তিদাতা নয়। "পব লিক ওপিনিয়ন" অর্থাৎ সংবাদপত্রে যাও সেবিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। সংবাদপত্রেরা পাপের দণ্ড বিষয়ে যখন গবর্ণমেণ্ট সংযোগী হন তখন সমস্ত শাসন কার্য্য অতি সুশৃঙ্খল রূপে চলে কিন্তু সংবাদপত্রেরা যখন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অপরাধীর পক্ষসমর্থনের জন্য দণ্ডায়মান হন তখন গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার সহিত কার্য্য করা আবশ্যক হয়। দণ্ড কিসের জন্য? অপরাধীকে তাহার কৃত অপরাধ বুঝাই বার জন্য এবং দেশীয় অপরাপর ব্যক্তি দিগকে ভীত করিবার জন্য। নবীন এলোকেশীকে হত্যা করিলে, দেশীয় সংবাদপত্রেরা যেরূপে তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন তাহাতে নবীনের মনে কি হইতে পারে? এবং অপর লোকের মনেই বা কি হইতে পারে? নবীন কি মনে ভাবিয়াছে বলিতে পারি না কিন্তু আমরা যদি নবীন হইতাম আমরা ভাবিতাম যখন এত ভদ্রলোকে আমাকে অব্যা হতি দিতে বলিতেছেন তখন না জানি কত সৎকার্য্যই করিয়াছি। দেশের লোকেই বা কি মনে করিয়াছে? দেশের অনেকের এই সংস্কার এলোকেশীর হত্যা কিছুমাত্র নিন্দনীয় নয়। দেশীয় সংবাদপত্রেরা এই সংস্কারটীর কারণ। এই সংস্কার দূর করিবার জন্যই বোধ হয় লেপ্টেনন্ট গবর্ণর নবীনের অপরাধ মার্জ্জনা করিতে চাহেন নাই এবং এখন বোধ হইতেছে মার্জ্জনা না করা সে অংশে বুদ্ধির কার্য্য হইয়াছে।

সুরেন্দ্র বাবু সংক্রান্ত ঘটনাটী আর একটী দৃষ্টান্ত সুরেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধে জনশ্রুতি উঠিতে না উঠিতে সব যোগীদিগের দেশহিতৈষিতা জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সেই দেশ হিতৈষিতা দেশের প্রকৃত হিতে স্থান আকার ধারণ না করিয়া ইংরাজ জাতির প্রতি আক্রোশের আকার ধারণ করিয়াছে। যাহার যত লিখিবার ক্ষমতা যাঁহার যত অলঙ্কারের শক্তি যাঁহার যত সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভিমান এই এক উপলক্ষে সমুদায় খরচ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট আইন সিদ্ধ প্রণালী অনুসারেই কার্য্য করিয়া ছেন কিন্তু কত প্রকার যুক্তিই উদ্ভাবিত হইতেছে কতপ্রকার অভিসন্ধিই আরো পিত হইতেছে। আমাদের বোধ হয় যে কারণে নবীনের অপরাধ মার্জ্জনা করা হয় নাই সেই কারণেই সুরেন্দ্র বাবুর গুরুতর দণ্ড করা হইয়াছে। দেশীয় সংবাদ পত্রদিগের প্রতি যে দোষের আরোপ করা হইল তাহা গুরুতর কিন্তু আমাদের সংস্কার এইরূপ এবং বোধ হয় চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই আমার সহিত একমত হইবেন। জগদীশ্বর এরূপ দেশহিতৈষিতা হইতে আমাদিগকে দূরে রাখুন এরূপ দেশ হিতৈষীদিগের হইতেও দূরে রাখুন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম বারুইপুরের অন্যতর মুন্সেফ মৌলবী আদিলুদ্দীন মহম্মদ স্থানান্তরে গমন করিতেছেন। ইনি অতিশয় পরিশ্রমী বিচারপটু ও অমায়িকস্বভাব। ইনি স্থানান্তর গমন করিলে শুনিয়া অর্থ প্রত্যর্থি উকীল মোক্তার সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। শুনিতেছি সে জজ ও উকীলগণ ইহাঁকে একখানি অভিনন্দন দিবার এবং ইহার একটী প্রতিকৃতি রাখিবার সংকল্প করিয়া ছেন।

[illegible]

ব্রিচার্ড জেন্স, একজন নীল-কুঠী ম্যানেজার ইংলণ্ডীয়মানের সম্পাদককে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, তাঁর বিচার্ড টেম্পলের পরিবর্ত্তনের জন্য সেপ্রদেশে গবর্ণমেণ্টে প্রচুর ক্ষতি হইতেছে প্রথমতঃ প্রতি মাসেই মল পিচু ছেড় পয়সা দিলে যে সকল লস্য বহন করিবার লোক অনায়াসে মিলিতে পারে—সেই সকল লস্য বহন করিবার জন্য অনর্থক তিন পাঁচ করিয়া ভাড়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ—মার রিচার্ড টেম্পল বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টের লস্য বহন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যাঁহাদের বাহক পশু মারা পড়িবে তাঁহাদিগকে প্রত্যেক পশুর জন্য ২০ টাকা করিয়া ক্ষতি পূরণ স্বরূপ দেওয়া হইবে। যাহা-দের শকট ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ স্বরূপ ১০ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। ইংলণ্ডমানের সংবাদ দাতা বলেন এই নিয়ম করাতে অনেক মূর্খ ও অবঞ্চক শকটবাহক ভাঙ্গা জীর্ণ শকট এবং ক্ষুদ্র ও পীড়িত পশু লস্য বহন করিতে আসিতেছে। [illegible] নাকি এক একজন বন্টু[illegible] টাকা লাভ করিতেছে। [illegible] সত্য মিথ্যা জানি না [illegible] গবর্ণমেণ্টের অনেক অর্থ অপব্যয় হয় তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া, কিন্তু মার রিচার্ড টেম্পলকে বোধ হয় [illegible]

হইয়া এই রূপ করিতে হইতেছে। এবার কতু আগত প্রায়, আর দুই এক সপ্তাহ মধ্যেই হইতে গগণমণ্ডল নবমেঘে আচ্ছন্ন হইয়া মুসলধারে বৃষ্টি হইতে থাকিবে, তখন স্থলপথে শকটাদিতে পণ্য বহন করা একেবারে দুষ্কর হইয়া উঠিবে সুতরাং কিছু অতিরিক্ত হাতের আশা দেখাইয়া লোকদিগকে সম্মত করিতে হইবে। আমাদের আর এক প্রকার অনুমান হয় যে খাদুমানটী এই। আমাদের সংস্কার ছিল যে ইংলণ্ডে নীলকরেরাই প্রধানতঃ শাসনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন; কিন্তু এখন দেখিতেছি নীলকরেরা সে বিষয়ে অভিযোগ করিতেছেন। ইহার অর্থ কিছু নীলকরের কিরূপে কাজ আদায় করেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই আমাদের বিলক্ষণ বোধ হয় যে তাঁহারাই বলিষ্ঠ হইয়া রোহ ও শকটারোহিদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারা হতাশ হইয়া পণ্য বহন কার্য্য পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং সম্প্রতি টেম্পরেন্স এই নূতন কার্য্যের আশা দেখাইয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতেছে।

এতদ্ভিন্ন এই সকল মজুরেরা অন্য স্থানে কর্ম্ম করিয়া দৈনিক বেতন ১, টাকা গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ৵০ আনা করিয়া বেতন দিতে স্বীকৃত হন। ইংলিসম্যানের সংবাদদাতা ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহার মতে নীল বপনের সময় সন্নিহিত, এ সময়ে উচিত বেতন না দিলে তাহারা কর্ম্ম করিবেন না, সুতরাং তাঁহারা বলিতেছেন এই কার্য্যে বিরক্ত হইতে হইল। লোভসংক্রমে আমাদিগকে বলিতেছেন না সুতরাং আমরা ইহাতে আনন্দ ভিন্ন বিরক্তির কারণ কিছু দেখিতে পাই না। বরং এই সুযোগে বেহারের মজুরদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে তাহাদের দরিদ্রতা নষ্ট হইতে পারে। কলিকাতা রিভিউএর "আউড এণ্ড আপ্‌টিনিজম" নামক প্রবন্ধ লেখকও অযোধ্যার শ্রমজীবিদের বেতন বৃদ্ধির এই রূপ উপায় অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন। একবার মজুরদের বেতনের হার বাড়াইয়া দিতে পারিলে ভবিষ্যতে তাহাদের কষ্টের অনেক লাঘব হইতে পারে। বিশেষতঃ এই দুর্ব্বৎসরে তিন আনা মজুরিতে কখনই সচ্ছন্দে দিন পাত হইতে পারে না।

ইংলিসম্যান পরামর্শ দিয়াছেন যে বেহারের শ্রমজীবীদিগের দৈনিক অশন বসনের ব্যয় যাহাতে আর একটু অধিক হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে বর্ত্তমান দুর্ব্বৎসরে তাঁহাদের ব্যয় সংকোচ করিবার যো থাকিবে। আমরা সে অংশে কৃতকার্য্য হইবার বিশেষ আশা দেখি না। কারণ ইউরোপে ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর অশন বসন গত বহু তারতম্য থাকিতে পারে। যাঁহার ধন আছে তাঁহার টেবলে ছাগ মেষ গো বরাহ ও ভল্লুকের সমাবেশ হয় যাহার ধন নাই কেবল মাত্র রুটি ও গোল আলু তাহার টেবলের সম্বরক্ষা করে। সুতরাং সেখানে যেব্যক্তি উচ্চ চালে চলেন তাঁহার দুঃসময়ে ব্যয় সংকোচ করিবার পথ থাকে কিন্তু আমাদের দেশে একজন ১০০ শত টাকা বেতন ভোগী কেরাণী ও একজন দৈনিক ।০ আনা বেতনভোগী মজুর এই উভয়ের মধ্যে অশন বসন সম্বন্ধে অধিক প্রভেদ নাই। ডাউল মাছের ঝোল ও ভাত ইহার অতিরিক্ত সে কেরাণী আর কি খাইবেন? সে মজুরও প্রায় ইহাই খায়। চাউল উচ্চ করিবার বিশেষ আশা নাই তবে মজুরদিগের হস্তে টাকা জমিলে তাহারা অন্য উপায়ে তাহা বর্দ্ধিত করিতে পারে। অতএব যাহাতে তাহাদের হস্তে অধিক অর্থ সংগৃহীত হয় তাহার উপায় করা উচিত। সুতরাং তাহাদের মজুরীর বেতন বৃদ্ধিতে বরং আনন্দিত হওয়া কর্ত্তব্য।

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। "আর্য্যদর্শন-এই মাসিক পত্রিকাখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহার আয়তন বঙ্গ দর্শন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র হইয়াছে কিন্তু গণনা করিয়া দেখা গেল উভয়ের পংক্তির সংখ্যা সমান। আমরা আর্য্য দর্শন সম্বন্ধে যেরূপ আশা করিয়াছিলাম প্রথম সংখ্যাটী তাহার অনুরূপ হয় নাই। আরও একটু ভাল দরের কাগজ দেওয়া উচিত ছিল। বাহিরের কভরিংটী আরও একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলে ভাল হইত। বাহ্য আকার সম্বন্ধে ত এই গেল, অন্তর্নিহিত প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধেও কিছু বক্তব্য আছে। মিলের জীবন চরিত কমতের জীবনচরিত্র আর্য্য বংশ প্রকৃতি বিষয়গুলি অনেকের লেখনীর আঘাত সহ্য করিয়াছে, আর বোধ হয় পারে না। এখন আর চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিবার ফল কি? এখন নূতন কথা চাই-নূতন মত চাই,-নূতন চিন্তা চাই,-নূতন ভাব চাই। আর্য্যদর্শন যদি তাহা যোগাইতে পারেন,-সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইবেন নতুবা পুরাতন কথা লইয়া বাগাড়ম্বর করিলে লোকের পাতে রুচি জন্মিবে না। অতএব আমরা ইহার সম্পাদক ও লেখকদিগকে পরামর্শ দিতেছি তাঁহারা ভবিষ্যতে সাধারণের হৃদয়গ্রাহী বিষয় সকল সন্নিবেশিত করিবার চেষ্টা করিবেন। বঙ্গদেশে যদি এখন কিছু আবশ্যক হয় তাহা চিন্তাশক্তির উত্তেজনা। ঐতিহাসিক গবেষণার তত প্রয়োজন নাই। গবেষণা ভাল যদি তাহাতে কোন নূতন মত কিম্বা নূতনকথা নিহিত থাকে। নতুবা কেবল মাত্র কতক গুলি পূর্ব্বাবিকৃত কথা নিবদ্ধ করায় কিছু মাত্র গৌরব নাই। যাহাহ ক একটী প্রথম উদ্যমের প্রথম ফল, সে চক্ষে

দেখিলে মন্দ হয় নাই। আমাদের বিলক্ষণ আশা হইতেছে যে ভবিষ্যতে ইহার বিশেষ উন্নতি হইবে।

২। বীর ভূম্বরী—শ্রীযাদবানন্দ রায় প্রণীত। ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য অনির্দ্দিষ্ট। এখানি কতকগুলি বীর রমণীর স্বীয় বীর স্বামীর প্রতি উক্তিতে পরিপূর্ণ। মাইকেলের বীরাঙ্গনা অপেক্ষা এখানির বীরাঙ্গনা নামে অভিহিত হইবার অধিক যুক্তি আছে। মাইকেলের পুস্তকের নাম বীরাঙ্গনা কিন্তু অন্তরে বীররসের বড় অধিক গন্ধ নাই। কেবল প্রণয় প্রসঙ্গ। এই গ্রন্থে দুই চারিটী যুদ্ধ বিগ্রহ কথা আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কবিতাগুলিতে বিশেষ কবিত্বের প্রকাশ নাই। অনেক স্থলে কেবল ছন্দেরই পারিপাট্য।

৩। রচনাসার—শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। মূল্য আট আনা। এখানি ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের রচনা শিক্ষার সাহায্যার্থ সঙ্কলিত। ইহাতে নানা বিষয়িনী রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। রচনা লিখিবার প্রণালী সম্বন্ধে আরও কিছু অধিক পরিমাণে নিয়মাদি দিলে অধিক উপকারী হইত। গ্রন্থখানি যেরূপে সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া রচনা লিখিবার বিশেষ সাহায্য হউক বা না হউক পাঠ করিলে উপকার দর্শিতে পারে। এখানি একখানি পাঠ্য পুস্তক রূপে গৃহীত হইতে পারে।

৪। ঐতিহাসিক রহস্য—শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন প্রণীত। মূল্য এক টাকা। রামদাস বাবু সাধারণের অপরিচিত নন। তাঁহার বিদ্যানুরাগ ও নানা শাস্ত্র বিষয়ক গবেষণার বিষয় সকলেই বিদিত আছেন। এই পুস্তক খানি তাহার অন্যতম প্রমাণ। ইহাতে কালিদাস বররুচি শ্রীহর্ষ প্রভৃতির জীবন ও কীর্ত্তি প্রভৃতি বিষয়ক অনেক নূতন কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিতে কৌতূহল জন্মে এবং অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা করা যায়।

৫ জোজীজন্ মেহার—এখানি নূতন সংবাদ পত্র। ইহার বিশেষ চিহ্ন এই কতিপয় মুসলমান দ্বারা সম্পাদিত হয়। কাগজখানি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ইহার ভাষা অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ সম্পাদকের ভাষার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে কাগজখানি দিন দিন উন্নত হউক।

বিবিধসংবাদ।

২৯ এ বৈশাখ সোমবার।

দুর্গাপুরের রমানাথ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকট নিম্নলিখিত সংবাদ টী প্রেরণ করিয়াছেন। "গত ২৩ এ বৈশাখ মঙ্গলবার জয়নগর থানার এলাকা ভুক্ত দুর্গাপুর নামক গ্রামে অধিকল মোগলের অত্যাচারের ন্যায় একটী অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে। উক্ত গ্রামের কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাটীর চাকরাণী দেবী নাপ্‌তিনির সহায়তায় পুটী নাম্নী কৈবর্ত্ত জাতীয় এক যুবতীসংক্রান্ত ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। দক্ষিণ কুশপী নিবাসী একটী বালক ঐ স্ত্রী লোকটীর স্বামী, সে পুনঃ পুনঃ উহাকে লইতে আইসে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে না, কেদার নিজ বাটীতে উহাকে বন্ধ করিয়া রাখে। কতকাল বালকটী স্ত্রী পাইবার প্রার্থনা করিয়া সকলপুরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালীশ করায় মাজিষ্ট্রেটের অনুসারে জয়নগরের থানার হেড কনষ্টেবল মহেশচন্দ্র কর কেদারের বাটী হইতে ঐ স্ত্রী লোকটীকে মুক্ত করিয়া উহার স্বামী হারাধন কৈবর্ত্তের জিম্মায় রাখিয়া যান। কেদার কথা সত্য করিতে না পারিয়া বেলা ৫ টার সময় ৮। ১০ জন লোক ও লাটি সোটা সঙ্গে লইয়া যাঁড় যাঁড় শব্দে হারাণ কৈবর্ত্তের বাটীর নিকট হারাণ কৈবর্ত্ত ও ঐ বালক স্বামীকে বিলক্ষণ প্রহার করে, পরে ঘর ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করে, সেখানে হারাণের স্ত্রী প্রভৃতি পুটীকে রক্ষা করিতেছিল, তাহাদিগকে নানারূপ নিগ্রহ করিয়া পুটীকে ঘরের বাহিরে আনে, হারাণ পুটীর চুল এবং ঐ বালক তাহার হস্ত ধারণ করে, উহাদিগকে পুনরায় প্রহার করিয়া উলঙ্গ অবস্থায় পুটীকে কোলে করিয়া লইয়া প্রস্থান করে। পুলিষ তদন্তে এসিয়া প্রকাশ করিয়াছে। কেদারনাথ প্রভৃতি ৭ জন ফৌজদারী হাজত হইয়াছে বাকী আসামী ধরিবার আছে। মকদ্দমার দিন অবধারিত হইয়াছে"।

ইংলণ্ডের দুটী সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান লোকের বেশ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হিপ্নোটিজম" প্রাক্টিস করা প্রকাশ হইয়াছে এবং অনেক পুরস্কার দিয়া তাঁহাদিগের অন্তর্ভাবিক ভাব লিপ্ত করিয়া। উহার স্ত্রীলোকের সঙ্গে একটী পুরুষের সাক্ষাৎ করিবার সময় পুলিষ কর্তৃক ধৃত হয়। কিন্তু বিচারে, সপ্রমাণ না হওয়ায় এই মকদ্দমা হইতে তাহারা অব্যাহতি পাইয়াছে।

৩০ এ বৈশাখ মঙ্গলবার।

এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন সম্প্রতি সাতকাবার নিকট মকসুদা নামক গ্রামের কোন ধনী গাভীর স্ত্রী একবারে দুটী কন্যা ও একটী পুত্র প্রসব করিয়াছে, সন্তানগুলি এখনও জীবিত আছে।

ত্রিপুরার ষ্টেটসমান বলেন, সকলপুর নাম অভাস্ত দুর্ভিক্ষের প্রকোপ উপস্থিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্‌ এ, এ উপাধিধারী বিদ্যার্থীদিগের মধ্যে কেবল পোষ্ট আফিসের কর্ম্মচারিদিগের পুত্র কন্যাকে উক্ত আফিসে ১২ টাকা বেতনের একটী চাকরি দিতে করিয়াছেন!!

৩১ এ বৈশাখ বুধবার।

এমেরিকার একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে সানফ্রান্সিসকোতে একটী বাটীর ৫ শতটী কুঠরী আছে, ঐ বাটীতে একটী সভা করা হইবে, সভ্যদিগের ৫০০ খানি ভাড়া থাকিবে এক এক খানি ঘরের জন্য এক একখানি ভাড়া থাকিবে। পাইপের মধ্যদিয়া জল সর্ব্বস্থানে যাতায়াত গিয়া ঐ ভাড়া করা হইবে।

বরদার গুইকুমার অল্প বয়স্কা বিধবা লক্ষ্মীবাইকে বিবাহ করিতেছেন। ১৫ বর্ষ

লক্ষ্মীবাইর স্বামীকে প্রচুর অর্থ দ্বারা বশী ভূত করিয়া এই কার্য্য হইয়াছে।

কয়েকজন দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কলিকাতায় একটী "রিডিংরুম" স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

মাদ্রাজের এক খানি সংবাদ পত্র বলেন, গত ছয় মাসের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের জন্য মাদ্রাজ হইতে এক লক্ষের অধিক টাকা কলিকাতায় প্রেরিত হয়। মাদ্রাজে টাকার দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা।

১ লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

সম্প্রতি বর্দ্ধমানী জেল হইতে এক জন কয়েদী দিবা ভাগে প্রহরীদিগের চক্ষে ধূলি দিয়া পলায়ন করিয়াছে। জেল রক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত।

গত বৎসর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গবর্ণমেণ্টের রিলোট প্রভৃতি মুদ্রিত করিতে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

বোম্বাইর একজন মুসলমান গ্রন্থকর্ত্তা দুইখানি অশ্লীল পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিক্রয় করাতে তাহার ৩৫০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

করাচির একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, লিউহালা নামক স্থানে সাহব খাঁ সিন্ধিক সাহা নামক একজন মুসলমানের বাটীতে একটী নিম বৃক্ষ আছে, প্রথমে উহা হইতে জল নিঃসৃত হইয়াছিল, পরে দুগ্ধ নিঃসৃত হয়, এক্ষণে ঐ বৃক্ষ হইতে মধু নিঃসৃত হইতেছে।

২ রা বৈশাখ শুক্রবার।

গত রবিবার পূর্ব্বাঞ্চলবর্ত্তীয় রেলওয়ের ডায়মণ্ড হারবার ষ্টেসনে দা ১৫ গাড়িতে ২৫ বস্তা বাগিয়া ৭২ খানি মাল গাড়ি ভরা হইয়াছিল। ৭খানি একেবারে চলিয়া যায়। ১৮ বস্তা ঔষধ ১৭ বস্তা কাঁহারও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

মাদ্রিদবাসীরা প্রতিদিন জাহাজে টন কয়েক পানা পঞ্চাব হইতে আসিতেছে।

সিমলার উত্তর এবং পূর্ব্বে শস্যের অভাবে লোকের বড় কষ্ট হইয়াছে।

হোসেন খাঁ বারাণসীতে আসা রূপ বুজরুকী দেখাইতেছেন। যেদিন এক স্থানে একজনের একটী আঙ্গুটী উড়াইয়া দেয়, পরে অকস্মাৎ ছাদ হইতে একটী কমলা লেবু পতিত হইল, উহার মধ্যে সেই আঙ্গুটী পাওয়া যায়। অনেকে তাঁহাকে ঠকাইবার জন্য এসময়ে যে সকল ফল পাওয়া যাইবার সেই সকল ফল প্রার্থনা করেন, কিন্তু হোসেন খাঁর কেমন আশ্চর্য্য ক্ষমতা, ঐ সকল ফল অকস্মাৎ ছাদ হইতে গুচ্ছ মতো পতিত হইয়া লোককে বিস্মিত ও হতবুদ্ধি করিয়া ফেলে।

৩ রা বৈশাখ শনিবার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের জুরিদের সম্বন্ধে টাঁরি মাকেঞ্জি সাহেব কর্ত্তৃক লীডা নিবন্ধন কিছু দিনের বিদায় লইয়া আগামী মঙ্গল বার ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন। তাঁহার অনুপস্থিত কালে হেউইট সাহেব তাঁহার কার্য্য করিবেন।

গত ৩০ এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভারত বর্ষের ঋণ সংখ্যা এরূপ লিখিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন দুর্ভিক্ষ জন্য ১০ কোটি ঋণ আছে।

ইংলণ্ডে	৩৮৩১৩৪১৭০ টাকা
ভারতবর্ষে	৩৪৭২০৭১৯০ "

ইহার মধ্যে ইংলণ্ডের ৩৮২৭১৭০০০ এবং ভারতবর্ষের ৩১৩০৩৯২৮০ টাকার সুদ দিতে হয়।

সিঙ্গাপুর হইতে কলিকাতা সেণ্ট্রাল কেমিন কণ্ডে ১০ হাজার টাকা আসিয়াছে। আরো অর্থ সংগৃহীত হইতেছে।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

বর্দ্ধমানের রিলিফ কার্য্যে যাহারা বিনা পরিশ্রমে আহার পাইতেছিল সামান্য পরিশ্রমের ব্যবস্থা করাতে তাহাদের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। এরূপ পরিশ্রমের নিয়ম করাতে বুধবারের অন্নছত্রের লোক সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছে। ১০৪ জন কেবল পরিশ্রম করিতে সম্মত হইয়াছে। আর অনেকে পরিশ্রম করিতে সম্মত আছে, কিন্তু তাহাদিগকে খাদ্য ভিন্ন প্রতি দিন দুই পয়সা করিয়া অতিরিক্ত দিতে হইবে।

গত ২২ এ এপ্রেল আলীপুরে ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট রিলিফ কমিটীর প্রথম অধিবেশন হয়। লাড ইউলিক ব্রাউন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ২৪ পরগণার মধ্যে সাতক্ষীরার দক্ষিণ ভাগে লোকের ভয়ানক কষ্টের সম্ভাবনা আছে। এই স্থানের জন সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার হইবে। সভাপতি সম্প্রতি বারাকপুরের নিকট দুটী দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, তিনি বারাকপুর সমবয় এবং বারাসতে রিলিফ ষ্টাইন নির্দ্ধারণের প্রস্তাব করেন। সাধারণ সাহায্য দানের জন্য পুলিষের হস্তে টাকা দেওয়া হইয়াছে।

বীরভূম ডিষ্ট্রিক্ট রিলিফ কমিটীর পক্ষ হইয়া রেবরেণ্ড হবল সাহেব নগরের স্ত্রীলোক দিগকে সুতা কাটিবার জন্য তুলা ও অগ্রিম কিছু কিছু টাকা দিতেছেন।

বাঁকুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট রিলিফ কমিটী ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের তন্তুবায়দিগকে সুতা দিতেছেন।

মুরসিদাবাদের অন্তর্গত পলসার প্রায় তিন শত লোক কলমুল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। ইহাদিগের কষ্টের নিবারণার্থ নয়াগ্রাম হইতে পলসা পর্য্যন্ত রাস্তা সংস্কারের আজ্ঞা হইয়াছে।

তমোলুকের লোকদিগের জ্বরে ও দুর্ভিক্ষে বড় কষ্ট হইয়াছে।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার উপবিভাগীয় আফিসর রিপোর্ট করিয়াছেন, পুলিষ ইনস্পেক্টর সম্প্রতি আধামা ও কেতু গ্রাম পরিদর্শন করিতে যান, তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন, তত্রত্য লোকেরা দুই বেলা আহার পাইতেছে না। স্ত্রীলোকেরা অনাহারে শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অনাহারে লোকের মৃত্যু সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। পুলিষ ইনস্পেক্টর বলেন, তত্রত্য দুটী ব্যক্তি অনাহারে কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

মেদিনীপুরের দুর্ভিক্ষ নিবারণী [illegible] এ

পর্য্যন্ত ৪৮৮৪২ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

গাজীপুরে বড় অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। সম্প্রতি অনেকগুলি অগ্নিকাণ্ড হইয়া প্রায় ১২ লাক্ষার টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

কেপ অব ইণ্ডিয়া সীতাপুরী হইতে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, তথায় কৃষক দলের বড় কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। শস্য সকল অগ্রিম দেওয়া হইতেছে, লোকেরা আগ্রহ সহকারে তাহা গ্রহণ করিতেছে। সংবাদ প্রেরক লক্ষ্ণৌ হইতে সীতাপুরীর রাস্তায় শত শত দুর্ভিক্ষ পীড়িত বালককে দেখিয়াছেন। নিয়ম হইয়াছে, অদ্যাবধি মজুরদিগকে বেতন না দিয়া তৎপরিবর্ত্তে শস্য দেওয়া হইবে। গত বারে যে বৃষ্টি হইয়াছিল তাহার পর যে নীল বপন করা হয় তাহা বৃষ্টির অভাবে প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ জন্য ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট সেক্রেটারি ১০ লক্ষ টনের কিছু কম শস্য আমদানি করিবার আজ্ঞা দেন। বর্ত্তমান সেক্রেটারি আরো কিছু অধিক শস্য করিতে বলেন। ভারতবর্ষে পর্য্যন্ত ৪১৩০০০ টন ক্রয় করা হইয়াছে। মধ্যে ২৯০০০০ টন বঙ্গদেশের। মূল্য গড়ে ধরিলে ৫ টনের টাকারও অধিক পড়িয়াছে। জমীদার রাজকোষ হইতে টাকা অগ্রিম লইয়া শস্য ক্রয় করিয়াছেন তাহা উহার মধ্যে ধরা হয় নাই। প্রকাশ করা হইয়াছে, ৩৭ পর্য্যন্ত হইলে কি না প্রথমে সঙ্কল্প ৩৪১০০০ টন শস্য সংগ্রহের কথা হয়, ইহাতেই পর্য্যাপ্ত হইবে স্থির করা হয়। তৎপরে আর ৮০০০০ টন কিনিতে বলা হয়। পার রিচার্ড টেম্পল বলেন, প্রতি জনে প্রতি দিন গড়ে আধ সের না ধরিয়া তিন পোয়া করিয়া ধরা উচিত। গবর্ণর জেনরল তৎ কালে বলিয়াছিলেন, ৪১৩০০০ টনে পর্য্যাপ্ত হইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিবে। কেপ অব ইণ্ডিয়া বলেন, ১৮ই এপ্রেল পর্য্যন্ত আফিসরদিগের রিপোর্ট সকল প্রকাশিত হইবার পর এ অনুমানে সন্দেহ উপস্থিত হয়। ভাগলপুরের অন্তর্গত

দুমকার ৮ মাইল উত্তর সিমরাঘাটে ৮ সপ্তাহ পূর্ব্বে ১২০০০ মজুরকে গবর্ণমেণ্ট ২৫ টন শস্য বিতরণ করিয়াছেন। এখন যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে আরো অধিক বিতরণ না করিলে চলিবে না। সীতাপুরীতেও এক লক্ষ শস্যের প্রয়োজন হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে যাহারা কখন পরিশ্রম করিয়া খায় নাই তাহারাও রিলিফের কার্য্যে আসিতেছে। ইহাদের সংখ্যা অল্প নয় এবং ক্রমে দুর্ভিক্ষ অধিক স্থান ব্যাপী হইয়া পড়িতেছে। শস্য অনেক অপচয় হইতেছে, অনেক চুরি যাইতেছে। পোষ ১৯৪১০০ টনে কুলাইতে পারে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট মাসে মাসে শস্যের অনুমান বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেবল চাষাভূষা লোকেরা বীজ ধান্য খাইয়া ফেলিতেছে এমন নয়, অনেক স্থানের লোকদিগকে বীজ ধান্যের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে।

লেপটনেণ্ট গবর্ণর জানাবর্দ্দিক সভার [illegible] পূর্ব্বে [illegible] চাঁদা ৫ লক্ষ টাকা পাইবে কমিশনর [illegible] টাকা [illegible] ৫ লক্ষ টাকা [illegible]।

[illegible] ৫ জন [illegible] দিবেন, আর একটী কমিটী [illegible] প্রেরণ নিমিত্তে ও [illegible] চাঁদা করিবে যে সকল [illegible] মাত্র [illegible] মাড়োয়ারিদিগের [illegible] দেওয়া হইতেছে [illegible] মাড়োয়ারিরা [illegible] তাহাদের [illegible] করিয়া প্রস্থান করিতেছে [illegible] মজুরদিগের বেতন কমাইয়া [illegible] দিন উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি [illegible]।

বৃষ্টি দ্বারা দিনাজপুর রঙ্গপুর পূর্ণিয়ার আউষধান্যের অনেক উপকার করিয়াছে। কিন্তু সিংহভূমে লোকের কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে। তথা হইতে এই সংবাদ আসিয়াছে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, দরিদ্র [illegible] অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। মুসাবেদাপেথে লোক [illegible] পুনর্ব্বার ধান্য বপন [illegible] করিতেছে। স্থানে স্থানে [illegible] হইতেছে। [illegible] যে [illegible] ৫, [illegible] তাহা [illegible] ইংরাজ [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]

গিয়াছে অনেকে বীজ ধান্য খাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

দিল্লী গেজেট পাটনা হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, চম্পারণের কর্ণ্টাক্টরেরা যে ১০ লক্ষ মণ শস্যের কণ্ট্রাক্ট লইয়াছিল, কণ্ট্রাক্ট সময়ের ৪১ দিন পূর্ব্বে তাহাদের কার্য্য ফুরাইয়াছে, নিতান্তর কণ্ট্রাক্টরেরা যে ২১ লক্ষ মণের কণ্ট্রাক্ট লয় তাহারা এক মাসের শেষে শেষ করিবে। ৭ই মে পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে শস্য পাঠাইবার জাহাজ ও কোম্পানি প্রভৃতি যাহা আসিবার তাহা ছয় লক্ষেরও অধিক হইবে।

এস্ পি এণ্ড ডি রেলওয়ের ট্রাফিক ম্যানেজার সুধিয়ানার এবং অন্যান্য ষ্টেসনে ওয়াগন পাঠাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন।

সম্প্রতি সার বিচার্ড টেম্পল মুন্সীগঞ্জের মুসলমান ও হিন্দু জমীদারদিগকে আহ্বান করিয়া তাহারা এই দুঃসময়ে প্রজাদিগকে যে অগ্রিম টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষের কাঠোরতর সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, এখনও তাহাদিগের নিকট হইতে অনেক আশা করা যাইতেছে। পাটিজির দুমের প্রায় অর্দ্ধেকের অধিকারী কিন্তু তিনি প্রজাদিগকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন নাই। এই জন্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছেন, ২ দিবসান্তে আদালতে তাঁহার উপস্থিত হইবার যে আজ্ঞা ছিল, সে আজ্ঞা রদ হইয়াছে।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারে

নিম্নোক্ত।

শিক্ষা ও সাধারণ বিভাগ।

৫ই মে। বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য পাটনা বিভাগে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটি কালেক্টর হইলেন।

বাবু রামদয়াল চক্রবর্ত্তী মানভূমে প্রতিনিধি সব ডেপুটি কালেক্টর হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, ডব লিউ বোলটন ১৮৭১ অব্দের ২৬ আইনের ৩ ধারানুসারে মুন্সেফীতে কালেক্টরের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

৬ই মে। এক ওয়াইর কিছুদিনের জন্য মালদহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ভাগলপুরের এ জে বাটন বক্তিয়ার বদলী হইলেন

বক্সারের প্রতাপনাথ সব ডেপুটি কালেক্টর বাবু শ্যামাচরণ দাস সাসারামে বদলী হইলেন।

বনগ্রাম সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর রমেশচন্দ্র দত্ত মেহেরপুর উপবিভাগের ভার পাইলেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু গুরুচরণ দাস বনগ্রাম উপবিভাগের ভার পাইলেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী চুয়াডাঙ্গা উপবিভাগের ভার পাইলেন।

ডায়মণ্ড হারবরের সব ডেপুটি কালেক্টর বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইলেন এবং নদীয়ার সদর ষ্টেসনে রহিলেন

বাবু গিরিশনাথ শুকল প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইলেন এবং নদীয়ার সদর ষ্টেসনে রহিলেন।

হ, ম, দাস মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ই, ডি ওসলিমেণ্ট যিনি বিশেষ কার্য্যানুরোধে দিনাজপুরে গিয়াছেন, ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১১ই মে। ডায়মণ্ড হারবরের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বিহারী লাল গুপ্ত ফিলিক্স কর্টিস লাট সাহেবের জন্য মানভূমে বদলী হইলেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ই, আর মিডলটন ডায়মণ্ড হারবর বিভাগের ভার পাইলেন।

বাবু কেদারনাথ ঘোষ কিছুদিনের জন্য রাণী গঞ্জ বিভাগে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটি কালেক্টর হইলেন। এবং ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি কমিশনর আর এল, মাঙ্গলস কৌজদারী ৩৭ বিধির ১৭ ধারানুসারে ত্রিপুরা বিভাগের জাইণ্ট সেসিয়ন জজ হইলেন।

জে এফ, কে হেউইট কিছুদিনের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি জুনিয়র সেক্রেটারি হইলেন।

১২ই মে। জে, জে সাইবসে মালদহের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

যশোহরের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটি কালেক্টর বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

নদীয়ার দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটি কালেক্টর বাবু হীরালাল বিশ্বাস কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

এম, এস, এলেকজণ্ডার দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

টি, জে, সি আর্ক তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন এবং হুগলীর মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইলেন

ডানিয়েল জে, ম্যাকনীল পুরীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

জে, ওয়াড প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইলেন।

টি, নর্থাপ প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইলেন।

আর পোর্ট প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইলেন।

এ, উইকস দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইলেন।

জি, ই, পোটার দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইলেন।

ই, এস, মোসাল দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইলেন।

ষ্টিবন টমসন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপ।

৪ঠা মে। বেলওয়ে ই জুনিয়র জি, এস, টমাস পাটনার অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৬ই মে। আসিষ্টাণ্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এফ, এ ডসন দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর রমেশচন্দ্র দত্ত মেহেরপুরের ভার পাইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী মুরাদাবাদের ভার পাইলেন।

মলীহাবাদ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু পরেশনাথ মুকল তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৯ই মে। মুরসিদাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু হরিচরণ ঘোষ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১২ই মে। চণ্ডীচরণ সেন তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ এবং বারুইপুরের মুন্সেফ হইলেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিরা তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ এবং পশ্চাল্লিখিত স্থান সমূহের মুন্সেফ হইলেন।

বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য—বরিশাল।

" ভগবতীচরণ মিত্র—মধুপুর।

" শ্যামসুন্দর সোহাই—ভাগলপুর।

" সুধাংশু ভূষণ রায়—মধেপুরা।

বাবু আশুতোষ আঢ্য কিছুদিনের জন্য ঢাকার অন্তর্গত কালীগঞ্জের তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

বাবু গিরীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী কিছুদিনের জন্য পাবনার প্রতিনিধি মুন্সেফ হইলেন।

রঙ্গপুর এবং তাহার ছোট আদালতের জজ এবং সুপরিণ্টেণ্ট জজ বাবু শ্রীনাথ রায় তৃতীয় শ্রেণীর সুপরিণ্টেণ্ট ও ছোট আদালতের জজের পদে উন্নীত হইলেন।

মালদহের চাকলা ষ্টেটের ম্যানেজর এফ. আর রিলি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং ফৌজদারী দণ্ড বিধি ২২০ ধারার উল্লিখিত অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

বিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ৭ ই মে। এপ্রেল মাসে গ্রেট ব্রিটেন হইতে সমুদায়ে ১৯৫০০০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়, এবং ৩১৩২৫০০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হয়। মার্চ্চমাস অপেক্ষা ১৮৭৫০০০০ টাকার কম বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে।

লণ্ডন ৯ ই মে। গত রাত্রিতে লার্ডস সভাতে লার্ড মেপিয়র জিজ্ঞাসা করেন, ১৮৭২ অব্দের ১১ ই অক্টোবর লার্ড গ্রাবভিল আফগান স্থানের সীমা সম্বন্ধে যে সকল মীমাংসা করিয়া সেক্রেটরিসবর্গে লার্ড লরটনকে লিখেন, গবর্ণমেণ্ট সেই সকল মীমাংসা গ্রাহ্য করিয়াছেন কি না? লার্ড ডার্বি উত্তরে এই বলেন যে গবর্ণমেণ্ট লার্ড গ্রাবভিলের ঐ সকল মীমাংসা গ্রাহ্য করিয়াছেন কিন্তু আমীর আক্রান্ত হইলে ইংলণ্ড সৈন্যাদি দ্বারা তাঁহাকে সাহায্য করিতে বাধ্য লার্ড মেপিয়র যে এই মীমাংসা করিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

কাবিলীরা আক্রমণ বিলবোর্ণের নিকটে রটিয়াছে। সেনাপতি ফক্স পুনর্ব্বার আক্রমণের চেষ্টায় আছেন।

লণ্ডন ১১ ই মে। ইউরোপের সর্ব্ব আশা সম্বন্ধে লার্ড বেকন্সফিল্ড যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ ফ্রান্সের ফরাসী সংবাদ পত্র সমূহ বলিয়াছেন, যুদ্ধ সম্ভাবনা না হইলা শান্তি বিরাজমান থাকে ফ্রান্সের একান্ত ইচ্ছা।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

দিনাজপুর জিলার রাণীসঙ্কল সার্কেলের দুর্ভিক্ষের বিবরণ।

এস্থলে লোকদিগের ভয়ানক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। এমন কি অনেকে একবেলা আহার করিত, তাহাও সম্পূর্ণরূপ উদর পূর্ণ করিয়া করিতে পারিত না। অশক্ত, খঞ্জ, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের অপেক্ষাকৃত আরও ভয়ানক কষ্ট হইয়াছিল, কাহার বাড়ী গেলে এক মুষ্টি ভিক্ষা মিলিত না, কারণ কাহার ঘরে এমন সংস্থান ছিল না যে নিজ পরিবারের এক বেলা উপযুক্ত আহার সামগ্রী রাখিয়া অন্যকে বিতরণ করিতে পারে। ভদ্রলোকদিগের দুঃখের কথা আর কি বলিব, তাঁহারা অপমানের ভয়ে নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, পাছে অন্যান্য লোকে ঘৃণা করে, এমন কি, এক এক পরিবারস্থ লোকেরা ২।১ দিন ক্ষুধায় বাস করিয়া থাকিত।

এই দুরবস্থার সময় দয়ালু গবর্ণমেণ্ট প্রজাগণের প্রতি দয়া প্রকাশিলেন। যাহাতে প্রজারা কোন প্রকার কষ্ট না পায়, এজন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ৬৪ মাইল অন্তর প্রত্যেক স্থানে গোলা স্থাপন করিতে লাগিলেন, যে স্থানে ধান্য প্রস্তুত করিবে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী এসে ধান্য ক্রয় করিবেন এবং লোকের নিকট যাহা ধান্য ছিল তাহা ক্রয় করিয়া লইয়া গেলেন, সে সময় অনেক লোকের নিকট ধান্য ছিল না, যাহা

রায় অধিকারী পারিষদ্‌বর্গ, কার্যাধ্যক্ষ, ও দাস্য স্বতন্ত্র। প্রাতঃকাল হিন সকাল বেলা হইতে রাত্রি ১০।৩টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করেন, এতদ্ভিন্ন সপ্তাহের মধ্যে ১।৩ দিন কার্য্য করিতে রাত্রি শেষ হইয়া যায়, এতদূপ পরিশ্রম করেন কিন্তু তাহাতে কিছু মাত্র অসন্তুষ্ট নাই।

২১ এ চৈত্র সন ১২৮১ } শ্রীঃ—

মহাশয়। কিছুদিন হইল আমি সাতক্ষিরা যাই। সাতক্ষিরার শ্রীসৌষ্ঠব অধুনা যেরূপ হইয়াছে, যে সেই স্থান পরিষ্কার করিয়া গমন করিতে আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। সাতক্ষিরা কলিকাতার একটী উত্তর দক্ষিণ জনপদ। ইহার শ্রীসৌষ্ঠব অতি রমণীয় ও উৎসাহময়, বঙ্গ দেশের মধ্যে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গতী স্থান সকল সমাহারে অদ্বিতীয় বলিয়া সাধারণে একটী কলঙ্ক আছে, তন্মধ্য কতিপয় পাঠকগণ, ইহার ইদানীন্তন অবস্থা অবগত হইলে সেই চির কলঙ্কের পরিহার হইবেক এবং তাঁহারাও সমধিক প্রীতিলাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

একটী লবণময় সংকীর্ণ খালের উপর উচ্চ ভূমিতে এই জনপদ স্থাপিত। স্বর্গীয় মহাত্মা প্রাণনাথ রায়চৌধুরি ও বাবু দেবনাথ রায় চৌধুরি (এখনও বর্ত্তমান) এখানকার অধিষ্ঠাতা ও আদিবাসী, বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তুলনা করিলে ইহার পূর্ব্বাবস্থা এক স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়, যে নিবিড় জঙ্গলে কোন সাধারণ ব্যক্তির যাতায়াতের ও কথা নাই। এখানকার পূর্ব্বতন অধিবাসীরা অধিকাংশই দুর্দ্দান্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিল। এমন কি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির পূর্ব্বে ইহারা যে ডাকাতি করা ব্যবসা করিত তাহা আশ্চর্য্য নহে। এক্ষণে এত বিকৃত ও রূপান্তরিত, যে বোধ হয় ইহারা দেশীয় অসভ্য, অজ্ঞান জাতিদের উচ্চারিত অতি শ্রবণ কঠোর বাক্যগুলি অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রান্ত মধুর ও তাহারাও অধিক পরিমাণে সুসভ্য এবং সুশিক্ষিত। বস্তুতঃ কোন শিক্ষিত বৈদেশিক লোকই পূর্ব্বে সাতক্ষিরার অধিবাসীদের সহিত আলাপ করিয়া পরিতৃপ্ত হইত না। প্রত্যুত্তঃ কদর্য্য উচ্চারণের সঙ্গে এমত এক স্বতন্ত্রী ব্যবহার করিত, যে তাহা শুনিলে ঘৃণাবিদ্বেষক কোন অংশে অতি পূর্ব্বাঞ্চলীয় অসভ্য জাতি হইতে ভিন্ন বলিতে পারা যাইত না। কলতঃ রীতি নীতি আচার ব্যবহারে ইহারা যে পূর্ব্বতন বাঙ্গালদের অনুকরণ করিত তাহাতে অণু মাত্রও সংশয় নাই। গ্রামে উন্নতির পথ প্রদর্শক উপকরণাদির সম্পূর্ণ অভাব থাকিলে তার যতদূর দুরবস্থা ও বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা সাতক্ষিরার তাহার কিছুই বাকি ছিল না, সুতরাং দুষ্কৃতি পিশাচিনী, দিবা পাইয়া দিন দিন ঐ অজ্ঞান মানবগণকে হীন ও ক্ষীণ করিতেছিল, জ্ঞান তরু, চাক বসাল ফলাস্বাদনে বঞ্চিত থাকাতে কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, সকলের পাপ পিপাসা, স্বতঃই বলবতী হইয়া পরস্পর পরস্পরের উচ্ছেদ পথ পরিষ্কৃত করিতেছিল। ঐ কয়েকটী বৃত্তিকে তাহারা জগতের নিতান্ত প্রীতিকরই বোধ করিত, এমন কি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ইতর লোকদের সহযোগী হইয়া তাহাদের প্রদর্শিত চৌর্য্য পথে বিচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। এই লোক বিগর্হিত দুষ্প্রবৃত্তিসকির জন্য সময়ে সময়ে তাহারা নিধন হইয়া কার্য্যেও ভীত বা বিচলিত হইত না। পক্ষে তাহার চারিদিক ও অভ্যন্তরের যেন কোন স্থান নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, সুন্দর বনের নিকটবর্ত্তী বলিয়া প্রায় হিংস্র জন্তু আসিয়া এখানে বাস করিত ও মধ্যে মধ্যে লোকের অনিষ্ট ঘটাইত। বৈদেশিক লোক মাত্রেই তখন সাতক্ষিরার নাম শুনিলে ভয়ে আকুল হইত, কিন্তু এখন সাতক্ষিরার আর সেকাল নাই, সুন্দরবনের অতি নিকটে থাকিয়াও ইহার সে দুঃখের যামিনী, প্রভাত হইয়াছে। যে সাতক্ষিরার নাম শুনিলে সকলেরই চিত্ত শুকাইয়া উঠিত এখন তার নাম শুনিলে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই আনন্দ হয়। জীবন জঙ্গলের কথা দূরে থাকুক এখানে সামান্য তৃণ ক্ষেত্র মাত্র ও নাই বলিলে হয়, যে স্থান দুর্ভেদ্য কাননে আবরিত হইয়া সাক্ষাৎ কালস্বরূপ হিংস্র জীব কুলের, ভয়ঙ্কর বিরাবে কঠোর নিনাদে আকুল হইয়া উঠিত, এখন সেখানে একটী প্রশস্ত বন্দর আবিষ্কৃত হইয়া দেশীয় বিদেশীয় বহু লোকের কোলাহলে কি রাত্রি কি দিন সকল সময়ে কলরবময় হইতেছে, সাতক্ষিরার অনুযায়ী এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুচারুরূপে এতদঞ্চলের শান্তি রক্ষা করিতেছে। এখন এস্থানটী সহরের ন্যায় গণ্য হইয়া উন্নতির আদর্শ ও পথ প্রদর্শক হইয়া উঠিয়াছে। অসভ্য অথচ বর্ণজ্ঞান শূন্য, এমন লোক অধুনা সাতক্ষিরার ভদ্র লোকের মধ্যে শতের মধ্যে একজন পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ইতর লোকেরাও ক্রমে উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতেছে। বস্তুতঃ পাবলিক লাইব্রেরি (সাধারণ পুস্তকাগার) এগ্রিকল চুরল সোসাইটী (কৃষি রক্ষিণী সভা) দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, উপায় প্রদর্শক কমিটী, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, এইসকল অসীম হিতকর বিষয় ইদানীং সাতক্ষিরায় কি ইতর কি ভদ্র সকলেরই ক্রমশঃ অবলম্বনীয় করিয়া তুলিতেছে, কায়মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে সাতক্ষিরার বর্ত্তমান মান সম্ভ্রম গৌরব প্রভৃতি শ্রীবৃদ্ধি সকল দেশহিতৈষী মাননীয় দেবনাথ বাবুর সার্থক শরীর ধারণের ফলই বলিতে হইবে। বস্তুতঃ দেবনাথ বাবু আজ জীবন, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্যই স্থির করিয়া তদনুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন। শুনিলাম সাতক্ষিরার বর্ত্তমান ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় সাতক্ষিরার উন্নতি সম্পাদক দেবনাথ বাবুর সহকারী। বিদেশীয় লোকের বিদেশের প্রতি এমন নিঃস্বার্থরূপাদৃষ্টি অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। যদি এদেশের সকল জমিদার দেবনাথ বাবুর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেন তাহা হইলে এই বঙ্গ ভূমি যে কি সুখের স্থান হয় বলিতে পারি না। দেবনাথ বাবু দীর্ঘ জিবী ও সুস্থ হইয়া দেশের হিত সাধনে কৃতকার্য্য হউন ইহাই

জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা।

১৯ এ বৈশাখ পুঁতা } শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়।

মহাশয়! অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে অত্রত্য নেটিব ডাক্তার বাবু হরকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তরে প্রেরিত হইয়াছেন। ইনি গত ডিসেম্বর মাসে এখানে আসিয়াছিলেন। সোমপ্রকাশ ও অন্যান্য কাগজে লিখিয়া এই হরিনাভি রাজপুর মালঞ্চ প্রভৃতি গ্রাম সকলের ম্যালেরিয়া জ্বরের বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করা হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট আমাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া ঔষধ সহ এই নেটীব ডাক্তারটীকে পাঠাইয়াছিলেন। ইনি বিগত শুক্রবার চলিয়া গিয়াছেন।

ইনি এখানে আসিবার ১। ১ দিবস পরে দলে দলে রোগী আসিতে আরম্ভ করিল। এমন কি প্রত্যহ আমরা ৩০০। ৩৫০ শত রোগী আসিতে দেখিয়াছি। হরকান্ত বাবু বেলা ৮ টা হইতে ১ টা কোন দিন বা ২ টা অবধি ক্রমাগত রোগীদিগকে দেখিতেন। প্রাতঃকালে রোগী দেখা ব্যতীত রাত্রিকালে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। তাহাতেও প্রায় রাত্রি ১ টা বা ২ টা অবধি জাগিতে হইত। সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে হরিনাভির জমীদার বাবু মনীন্দ্র চাঁদ ঘোষ মহাশয় একজন কম্পাউণ্ডার দিয়াছিলেন। ইনিও ডাক্তার বাবুকে অনেক সাহায্য করিতেন। রোগী দেখা ও ঔষধ প্রস্তুত করা ব্যতীত তাঁহাকে নিম্ন শ্রেণি লোকদিগের বাটীতে গিয়া রোগী দেখিতে হইত। ইতি মধ্যে বঙ্গদেশের স্যানিটারি কমিশনর জারডন সাহেব আসিলেন। তিনি রোগী সংখ্যা দেখিয়া আর একজন ইহার সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল হইল না। যখন ক্রমে ক্রমে রোগী সংখ্যা কমিতে আরম্ভ হইল, তখন ঘোসাল সিংহ নামক একজন হিন্দু স্থানী ডাক্তারকে পাঠান হইয়াছিল। ইনিও হরিনাভিতে ছিলেন। কিছু দিন পরে ঘোসাল সিংহ চলিয়া গেলেন। তাহার কিছুদিন পরে পুনরায় আনা হইল কিন্তু এবার ঘোসাল সিংহ ছুটী লওয়াতে আর একজন বাঙ্গালা ক্লাশের ডাক্তারকে পাঠান হইয়াছিল। এই সময়ে রোগী সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল। এই ডাক্তার দুইকে যে সময়ে পাঠান হইয়াছিল সে সময়ে না পাঠাইয়া যদি কিছুদিন অগ্রে পাঠান হইত তাহা হইলে কিছু উপকার হইত। যাহা হউক ইনি লোক অত্যন্ত সৎ ছিলেন অমায়িকতা সচ্চরিত্রতা সরলতা ও নম্রতা ইহার শিরোভূষণ। উপসংহারে বক্তব্য এই যে সংঘের যেন ইহার বিশেষ উন্নতি করিতে চেষ্টিত হন।

হরিনাভি ১১ ই মে ১৮৭৪ } অনুগত শ্রীকেঃ—

বর্দ্ধমান জেলার ১২ মাইল উত্তর পূর্ব্বে বড় বেলুন গড়গ্রাম, বালীগ্রাম প্রভৃতি বহু লোক সমাকীর্ণ কতকগুলি পল্লীতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। নিরুপায় দুঃখী লোকেরা অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। কেহ দিনান্তে একবার, কেহ একদিন অন্তর একবার আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। নিকটে এমন কোন ধনী নাই যে তিনি কোন বৃহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রমজীবী ইতর লোকদিগের প্রতি পালন করেন। আবার এমন কতকগুলি ভদ্র লোক আছেন যে তাঁহারা আহারাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিবেন তথাপি প্রকাশ্য স্থানে আহার ও দান গ্রহণ করিবেন না। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী না হইলে শীঘ্রই বহু সংখ্যক লোকের মৃত্যু উপস্থিত হইবে। আমরা এ সম্বন্ধে দুইটী উপায় স্থির করিয়াছি। প্রথম, বর্দ্ধমান হইতে উত্তর মুখে কাটোয়া পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তার মধ্যবর্ত্তী বালকক্ষ থানা হইতে পথ বাহির করিয়া বেলডাঙ্গা, বড় বেলুন, মুরলীপুর, বুধপুর, কামড়া ও রাইগ্রামের মধ্য দিয়া মঙ্গল ঘাট পর্য্যন্ত রাস্তা করিলে অনেক শ্রমজীবী ইতরলোক প্রতিপালিত হইবে এবং তদ্দ্বারা গাড়ি ঘোড়ার ও গমনাগমনের সমধিক সুবিধা হইবে। দ্বিতীয়, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বড়বেলুনে কতকগুলি বড় বড় পুষ্করিণী খনন করিয়া কোন উপযুক্ত লোকের হাতে বড়বেলুন ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের নিষ্কণ্টক সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোকদিগের জীবন রক্ষার্থে ঐ পুষ্করিণী সকল অর্পণ করা হয়। তাহা হইলেও সময় লোকের জীবন রক্ষা হইবে। বর্দ্ধমানের অনুপযুক্ত মহারাজ মহাতাপ চন্দ্র বাহাদুর যেরূপ সুপ্রণালীতে রাজধানী অনুরূপ করিয়াছেন এবং লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মহোদয় যেরূপ যোগ করেন অবশ্য মঙ্গল। নতুবা এই সকল লোকের স্থানে স্থানে ইণ্ডিয়ার ন্যায় লক্ষ লক্ষ টাকা একত্রিত হইলেও বিফল প্রয়াস করিবে।

১৪ এ এপ্রেল ১৮৭৪। বর্দ্ধমান বড়বেলুন } শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য

—:০:—

মহাশয়! আমি বিশেষ প্রয়োজন নিবন্ধন মেদিনীপুর হইতে কলিকাতা যাইবার সময় ২৩ শে মাঘ ভাঙ্গড়াপুর গ্রামে গিয়াছিলাম। [illegible] এই গ্রামে [illegible] ইহার [illegible] ঐ গ্রামে [illegible] ঐ [illegible] ঐ [illegible] ঐ

ডাক বাঙ্গালা ও পুলিস ষ্টেসন। পোষ্ট অফিসটী প্রায় এক মাইল দূর গ্রামের মধ্যে অবস্থিত। ইহাতে পথিকদের কিছু অসুবিধা হয়। ইহাকে সড়ক বাজার নিকট আনা কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইবে। পরিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে এখানে একটীও বিদ্যালয় নাই, সাধারণ লোকের অবস্থা ভাল নয়; এখান হইতে সাতক্ষীরা প্রায় আট ক্রোশ দূর দূরবর্ত্তীরেখা নদীতীরে অবস্থিত। এখান হইতে সমুদ্র প্রায় দুই ক্রোশ। সমুদ্র হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ পর্য্যন্ত ক্রোশাই ভাটা হইয়া থাকে। এখানকার জমীদার গড় রাউতরাপুরে অবস্থিতি করেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত শ্রীচন্দন চন্দ্র রায় কবি নাথ চন্দ্র রায়। বয়স ২৫। ২৬ বৎসর। পিতৃশ্রাদ্ধে ইঁহার বিলক্ষণ মান্দ্য হইল। ইনি অতিশয় ভদ্র ও অতিথেয়। উঁহারা ও বাঙ্গালা ভাষা জানেন। সংগীত বিদ্যা তেও ক্ষমতা আছে। ইহাদের জমীদারী সেরেস্তা উঁহারা তাঁহার তালপত্রে লিখিত। দুঃখের বিষয় এখানে একটী বিদ্যালয় নাই। ঐ অঞ্চলটী যোচন করা শীঘ্রই ইহাঁদের কর্ত্তব্য।

মহিনাপুর
৮ ই মে
১৮৭৪ সাল

সশব্দ।
শ্রীজদরনাথ দাস।

—১০৪—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ৮ ই মে

মাথাভাঙ্গা নদী।

স্থানের নাম	* সর্ব্বকর্ম্মি জল	
	ফীট	ইঞ্চ
গঙ্গার সোতসন্ধ	*	১০
তাল্লার পাড়া	*	৯
তাতিরপাড়া হইতে		
ছাট বোয়ালিয়া	*	১১
ছাটবোয়ালিয়া হইতে		
নং ১ কুটি		১০
নং ১ কুটি হইতে		
বোলমারি	১	৯
বোলমারি হইতে	*	
আলিকদহ	২	

	ফীট	ইঞ্চ
আলিকদহ হইতে		
কৃষ্ণগঞ্জ	২	
ভাগীরথী।		
চৌরাসির নীচে মোকানার	১০	
তথা হইতে সুরপুর	১	১০
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	১	৯
জঙ্গিপুর হইতে নবরত্নপুর		
১৭ মাইলের মধ্যে	১	৬
নবরত্নপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	১	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৫৪ মাইলের মধ্যে	১	৩

সন ১৮৭৪ সালের ১১ ই মে নবরত্নপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	১	

১৮৭৪ সরত্নপুর ১১ ই মে — ষ্টী, বেঙ্গী, সি, ই, প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রচন্দ্র রায়
ইলামবাজার ১০
* * মধুসূদন মণ্ডল—দিনাজপুর ১০
* * ধনীকান্ত মজুমদার
ওসমানপুর ১০
* * নিমাইচন্দ্র সাধ—কালীয়াদহ ১০
* * চন্দ্রকেলী মুন্সি—পাটগ্রাম ৫৷০
* * মনোমোহন দে—বড়পুল ১০
* * বিহারিলাল সাহা
চাটখোলা। ৫৷০
* * মনোহর মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা। ১০
* জগন্নাথ দাস পাহারাজ মহাপাত্র
মহাপাল। ১০
হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের
প্রধানশিক্ষক। ১০

১৮৭৪ অব্দের মে (১২৮১ সালের জ্যৈষ্ঠ) মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থে নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু মহীনচন্দ্র নাগ
মেদিনীপুর।
* রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়—জমুরা
* * ইন্দ্রনারায়ণ প্রধান—কোরেদেভোগ
* * রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
মজঃফরপুর।
* * রাজা মাধবচন্দ্রগিরিমহান্ত
তারকেশ্বর।
* মৌলবী আবদুল মজুমদার—শ্রীহট্ট
রঙ্গপুর পবলিক লাইব্রেরি।
* * কিশোরচন্দ্র শুক্ল—বদনগঞ্জ।
* * কেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।
* পণ্ডিত নবকুমার স্বামীন
মাণিকগঞ্জ।
* * চিন্তামণি চৌধুরী জমীদার—কাঁথি
* * হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সদরবাজার।
* * যুগলকিশোর দাস—ছাতক।
* * দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য—আড়বেলে
স্কুল
উত্তর পাড়া পবলিক লাইব্রেরি।
* * কেশবলাল ঘোষ—সারণ জজ
আদালত।
* * যজ্ঞচন্দ্র দত্ত—শিলচর।
* * অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জমুনিয়া।
* * দ্বারকানাথ শুক্ল—ময়মনসিংহ।
* * দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
গয়েরপুর।
* * রাধাগোবিন্দ রায়—দিনাজপুর।
* * ব্রজনাথ রায়—অজলপুর।
* * দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়—উদাও
* * মধুসূদন বসু—কর্জুই।
* * দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়—মুন্সকা।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ। ৭ সংখ্যা।

" অবমন্যতা প্রক্ষালনিভিনায় যাচ্ঞিক সরস্বতী মনিমন্থনী ন ছাইনা। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ১২ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৭৪। ২৫ এ মে।
মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের প্রকৃত উপযোগী " রচনাসার " মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

—০০—

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডর অথবা রেজিষ্টরি চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইবেন।

অধ্যক্ষস্য।

" জেলা মানভূমের অন্তর্গত রঘুনাথপুর বিভাগের দুর্ভিক্ষ কমিটীর সাহায্যে ২ দু মাথপুরস্থ তসর তাঁতিগণ কমিটীর নিকট হইতে দাদন লইয়া তসর কাপড় ও থান প্রস্তুত করিতেছে। যাঁহার তসর কাপড় ও থান আবশ্যক হইলেক আমার নিকটে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। "

১৪ ই মে ১৮৭৪ } শ্রীকৃষ্ণরাম বন্দ্যোপাধ্যায় রঘুনাথপুর দুর্ভিক্ষ কমিটীর সভাপতি

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০। কেমিলি ট্রীটমেণ্ট সার ডাকমাশুল মূল্য ১৷০ এসপেরাল রোগের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক " নোটস অন্ ইনজিনিয়ারিং " মূল্য ১৷৷০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা।

—০০—

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত
মূল্য—ডাকমাশুল।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস অর্থাৎ রোগ বিচার	৬	৷৷০
চিকিৎসা দর্পণ বাৎসরিক ৬		০
ধাত্রী শিক্ষা	২	।/০
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা	৷০	/০
কুইনাইন প্রয়োগ	/১০	/০
শরীর পালন	।/	০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত

লাক টীস অব মেটিরিয়া মেডিকা	৷৷	৷৷০
এনাটমি	৪৷৷০	৵
মাতৃশিক্ষা	২	৷৷০

ডাক্তার কবিরাজ রমণ কৃত

বালচিকিৎসা	৫	৷৷০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা মাণিকতলা
হিন্দুহষ্টেল।

—০০—

আমারপিতা ঠাকুর তিওয়ারাম পাল মহাশয় শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাস কাশ, হুপ কাশ, হুল ও যেহরোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনীপুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের প্রশংসাপত্র সকল আমার নিকট আছে। আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। এ বাসা কলিকাতা মুন্সীপুরের ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীটে ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় পত্র করিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি

শ্রীটেকচন্দ্র পাল।

ক্রেমবাকন্দীর চিকিৎসালয়ের ভূতপূর্ব্ব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক—

১। বাত চিকিৎসা। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য মূল্য ২ টাকার পরিবর্ত্তে ৷৷০ টাকা অবধারিত করা হইল। ডাকমাশুল ৵০।

২। ব্যবস্থামালা (ডাং গুডিভ, ট্যানার প্রভৃতির ফেক্স পসান) মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ৵০।

৩। গতিনী বাজের —বস্ত্রাস্থ। গ্রাহক বের নিকট এবং আমার নিকট পাওয়া।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুস্কুলের বহিকাতা।

বাগীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক

বহির্বাটীর প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হইলে আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

এম্বলিথিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

উক্ত বর্ত্ত প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামা। পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন ফ্লশিং ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল উট বেক্সিং ইট রমাইবার নির্ম্মিত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটির মধ্যস্থ পাকশালা যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরে টিন ঢেকে করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে অবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি এ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন

কলম্বাস্ট্রি
৩নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } এবং এণ্ড কোং।

মফস্বলস্থ "নিবন্ধনিদের বিজ্ঞাপন" যাঁহারা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা বঙ্গভাষা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের কালি লাইব্রেরীতে কিম্বা বাণিজ্য প্রকাশ এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৬০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ } শ্রীবিধুনাথ ভট্টাচার্য্য
১৮৭৯ সাল }

একটি ইংরাজি বিদ্যালয়ের জন্য এক জন হেড মাষ্টার আবশ্যক হইয়াছে। বেতন মাসিক ৮০ টাকা। পূর্ব্বোক্ত স্থান কলিকাতার ছয় ক্রোশ দক্ষিণে। রেল যোগে এক ঘণ্টায় আসা যায়। যাঁহারা কর্ম্ম প্রার্থী আছেন তাঁহারা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট আবেদন করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তি কিম্বা সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক ভিন্ন অপরের আবেদন করিবার আবশ্যকতা নাই। শিক্ষকের সচ্চরিত্রতা ও সচ্চরিত্রের বিশেষ সার্টিফিকেট চাই।

চাঙ্গড়িপোতা
সোমপ্রকাশ যন্ত্র
সোণাপুর পো
আফিস ২২ মে
১৮৭৯ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমি বহুযত্নে ও অর্থব্যয়ে পুরাতন ও নূতন আমাশয় রক্তামাশয় শুষ্ক পেটের পীড়া গ্রহণী ও হৃদ্রোগ এবং কামলা সূত্রে হস্ত পদাদি শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ স্থির করিয়াছি। উহা দ্বারা ১০ ১৫ টী রোগীর বহুদিবসের সঞ্চিত ও রক্তামাশয় এক মাসের মধ্যে উত্তমরূপ আরোগ্য করিয়াছি উক্ত পীড়াক্রান্ত রোগী আমার নিকট আসিলে ব্যক্তি বিবেচনায় ঔষধ দিয়া অর্থ লওয়া যাইবে। এই ঔষধ সাধারণে জানিবার জন্য আমাকে পুরস্কার প্রদান করিলে সকলের গোচর করিতে পারি। বিদেশীয় কোন ব্যক্তি এই পীড়াক্রান্ত হইয়া আমাকে পত্র লিখিলে ৸০ আনা ডাকমাশুল পাঠাইলে ব্যবস্থা সহ ঔষধ পাঠাইতে পারি, আরোগ্য হইলে করিয়া আমাকে পুরস্কার প্রদান করিবেন।

ডেলা নদীয়া
গোবরডাঙ্গা
১১ এ ফাল্গুন
১২৮৮ সাল } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন
ডাক্তার।

পরিদর্শক।

আগামী ৮ ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার হইতে চাটমোহর স্কুল নামে এক খানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে, কলেবর তিন ফরমা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য স্থানীয় দের পক্ষে ৪ টাকা, বিদেশীয়দের পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৫ টাকা। প্রবন্ধেচ্ছু মহাশয়েরা সম্পাদকের নামে মূল্য পাঠাইয়া দেন।

চাটমোহর
২৫ শে বৈশাখ } শ্রীঈশ্বর রায়

স্বর্ণলতা নাটক।

বাগবাজার ষ্ট্রীট ৩৫ নং জ্ঞানদীপিকা পুস্তকালয়ে, দূত আফিসে, সংস্কৃত ডিপজিটরিতে, এবং গরাণহাটা ৩৩৫ নং মেসার্স চন্দ্র মিত্রের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ ডাকমাশুল ৵০।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুরুচি।

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান কলিকাতা পটলডাঙ্গা, ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১০ নং বাবাম্ব মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৵০ তিন আনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল ১০ অষ্ট আনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ষ্টোমাকিক [illegible]

অর্থাৎ পাচক অরীষ্ট ও চূর্ণ।

অজীর্ণ অম্ল ও রক্তাতিসার প্রভৃতি প্রাচীন রোগের অব্যর্থ ঔষধি বার বার পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, এবং নিম্নের কতিপয় পত্রের ছত্রগুলি পাঠ করিলে বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইবেক। মূল্য ১২ পুরিয়া ৵ আনা হইতে ৸ আনা।

১২ মাত্রা বিশিষ্ট এক শিশি ৷ আনা হইতে ১৷০।

কলিকাতা ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্তের প্রেরিত।

"প্রায় তিন মাস হইল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সহর রক্তাতিসার রোগে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময়নাশক চূর্ণ ২ দিন ব্যবহার করিয়া

এবং তৎপরে ক্রমে ২ শিশি উদরাময় নাশক এলিকশর সেবন করিয়া উত্তম আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি আমার কনিষ্ঠ পুত্র অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় পীড়ায় পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময় নাশক মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।"

ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীনাথ সেন কবিরত্নের প্রেরিত।

"আমার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাসের অর ও রক্তাতিসার হইয়াছিল, আপনাদিগের নূতন পাচক অরীষ্ট নামক ঔষধ সেবন করিয়া তাহার অতি অল্পকালের মধ্যে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।"

কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের ভ্যাকসিনেসন অর্থাৎ টিকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং আসিষ্টাণ্ট সারজন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র বসুর প্রেরিত পত্রের অনুবাদ

" কালিঘাটের শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিসার পীড়ায় যেরূপ পীড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আরোগ্য পক্ষে আমার সম্পূর্ণ সংশয় ছিল। ফলতঃ তাঁহার পীড়ার প্রতীকারে আপনাদিগের হোম্যাপ্যাথিক এলিকশারের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

বি, এল, ঘোষ, এণ্ড কোং
সুবরমন মেডিকেল হল;
ভবানীপুর কলিকাতা।

ক লকাতা গুপ্ত এজেন্সী
(প্রতিনিধি কার্য্যালয়)
২৪ নং সিন্ধুরিয়াপটী লেন।

এই কার্য্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা সম্বন্ধে যত প্রকার কর্ম্ম আছে সমুদয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে, কাহার অতিরিক্ত ব্যয় হয় না অথচ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিলে যেরূপ লাভ হয় ইহা দ্বারাও সেইরূপ হওয়া সম্ভব বরং কর্ম্মচারিগণের পারদর্শিতার জন্য কোন কোন বিষয়ে কখন কখন অধিক লাভই হইতে পারে। ইহাতে ছোট বড় ব্যবসায়ী অথবা নানা রসংসর্গের সকল কর্ম্ম সমান রূপ নির্ব্বাহ হইতে পারে। যথা দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় করা, স্থানান্তরে দ্রব্যাদি প্রেরণ করা কোন কিছু তৈয়ার কি মেরামত করান, টাকা প্রভৃতি গচ্ছিত রাখা, আয়ুর্বেদ জলের ও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করা, মামলা মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করা, সকল বিষয়ে সৎপরামর্শ দেওয়া কি সৎপরামর্শের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জনকরা অর্থাৎ যাহাতে কেহ পরস্পর বিবাদ করিয়া অনর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত না হইয়া প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হন তাহার উপায় করা এইরূপ উচিত মত কার্য্য সমস্তই এই এজেন্সীর দ্বারা সংসাধিত হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ নিয়মাদি জানিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিতে চাইবেক, /০ এক আনার টিকিট পাঠাইলে উহা সকলকেই প্রেরণ করা যাইতে পারে

শ্রীঅন্নদাচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ

সোমপ্রকাশ।

১২ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

ধর্ম্মনীতিতে দেশের সভ্যতার পরিচয়।

পর স্ত্রীতে আসক্তি উপস্থিত হওয়া আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে কিন্তু পরস্ত্রীকে বলপূর্ব্বক স্বামীর নিকট হইতে অপহরণ করাই বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। যে সমাজে এরূপ ঘটনা সংঘটিত হয় তাঁহার অধিক অসভ্যতা আর কিছু ঘোষে নাই; কারণ পরের অধিকার প্রভৃতির অনুসারে নিজের পশুবৎ কামনা প্রভৃতি নিয়মিত করিতে না পারা অসভ্যতার চিহ্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বালকালের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বালক নিজের কামনা ও সেই কামনার পরিসমাপ্তি ইহার মধ্যে কোনও প্রকার অন্তরায় সহ্য করিতে পারে না। নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য পরের অধিকারে হস্তার্পণ করা কেন অন্যায় তাহার অশিক্ষিত বুদ্ধি তাহাতে সে যুক্তি প্রদান করে না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে জ্ঞান ও সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে মনুষ্যের সে যুক্তি উপস্থিত হয় এবং তখন মনুষ্য আপনার কামনা ও প্রবৃত্তি প্রভৃতি নিয়মিত করিতে শিখে করে। কিন্তু এখন এমনও এক একজন বৃদ্ধ বালকের অথবা অসভ্যসমাজবাসী অসভ্যের দৃষ্টান্ত দেখা যায় [illegible] এতদূর অন্ধ হয় যে [illegible] কার ও স্বত্ব প্রভৃতি বিবেচনা করিবার সময় থাকে না। [illegible] বসে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। রাজা মাধবচন্দ্র গিরির অন্তঃপুর সেদিন শেষ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গবাসিদিগের সে ক্রোধজনিত উত্তাপের উপশম না হইতে হইতে গত দুই এক সপ্তাহের মধ্যে আরও কয়েকটী লোমহর্ষণ ব্যাপারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রথম মহারাজা সিন্ধুরের দৌরাত্ম্য। এই [illegible] কিম্বদন্তী যে মহারাজা সিন্ধুর সম্প্রতি অযোধ্যাতে ভ্রমণ করিতে আসিয়া এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের গৃহে অত্যাচার করেন। সেই বাক্তি [illegible] গোরাক্ষিপুরে বাস করিত সেখানে তাহা [illegible] মহারাজার দৃষ্টি পড়ে, মহারাজ, অযোধ্যাতে আসিয়া তাহার স্বামীর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সেই স্ত্রীকে [illegible] করা বোধ হয় কুটনীকটীকে নাকি বিস্তর টাকা [illegible] দিয়া এমন সময় পুরোহিত [illegible] দ্বিতীয় ঘটনার [illegible] বরা [illegible] [illegible] [illegible]

সাহেব বিবাহ করিয়াছেন। তাহাতে সাধুরা যাহা বলুন কাফ্রনের মোহিনী শক্তির বলে অনেক ব্রাহ্মণ এই বিবাহ স্ত্রী বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। সেই হতভাগা স্বামী না কি শুইকুমারের নামে আদালতে অভিযোগ করে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

তৃতীয়—দুর্গাপুরের ঘটনাটী ইহার বর্ণের সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করা গিয়াছে সুতরাং অধিক বিবরণ দেওয়া আবশ্যক নয়। বিশেষতঃ ঘটনা টির প্রকৃত মর্ম্ম কেহই বুঝিতে পারে নাই। এই সকল অত্যাচার ও অমানুষ আচরণের কথা পাঠ করিলে ও শুনা যে সভ্যতম গবর্ণমেণ্টের অধীনে ও সভ্য সমাজে বাস করি সে বিশ্বাস থাকে না। ইউরোপ হইলে ইহার এক একটী ঘটনাতে চতুর্দ্দিক অগ্নি কাণ্ড হইয়া যাইত, সেনেট সভা বসিত; কত কোন কোন সুলেখক সম্পাদক এই কথা হইতে এই সিদ্ধান্ত করিবেন যে ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকের সতীত্বের আদর নাই, কাহার সাধ্য এমন কথা বলে? আমরা অপর দেশের ঘরের কথা জানি না, কিন্তু কতভাগা দরিদ্র ও পরাধীন হিন্দুদের ভদ্রতার বিষয়, শ্রীলোকের বিষয়, ধর্ম্মের বিষয় ও গোরবের বিষয় যদি কিছু থাকে তাহা স্ত্রীলোকের সতীত্ব। যে দুর্বল ভগ্ন হৃদয় অনাহারে মরে, তথাপি অন্য প্রার্থনা করে না, পরে জলে ঝাঁপিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে তথাপি প্রাণহিংসা জানে না; স্ত্রীলোকের সতীত্বে হস্তার্পণ করিলে তাহার হৃদয় ধর্ম্মের ক্রোধে আন্দোলিত হইবে; চক্ষু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিবে এবং দুর্বল হস্তে বীরের বল উপস্থিত হইবে। দুরাচার মহাত্মের প্রতি সাধারণে যে আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমরা সিঙ্কিয়া ও শুইকুমারের বিকৃতচিত্ততা দেখিয়া অবাক হইয়াছি। একদিকে তাঁহাদের শাসন কার্য্যের বিশৃঙ্খলা বিষয়ে কমিশন বসিতেছে, অপর দিকে তাঁহারা এই অমানুষ ব্যবহারে রত আছেন এরূপ যদি না হইবে ভারতবর্ষকে হতভাগা বলি কেন? তাঁহাদের সভ্যতা যখন এক রিপোর্টের অপেক্ষায় আছে, তখন তাঁহাদের একটু মানুষের মত হইয়া চলা উচিত। তাঁহাদের পূর্ব্ব কালের "বাখালি" ও "খানসামাগিরির" গন্ধ কি আজিও যায় নাই? তৃতীয় ঘটনাটীর যতদিন বিচার না হয় ততদিন সে বিষয়ে কিছু বলা উচিত নয়। যদি কথা সত্য হয় এরূপ পাপিষ্ঠ পামরদিগকে ফাঁসিকাষ্ঠের সুখ তখনরূপে দেওয়া উচিত। নতুবা চৈতন্যের আশা দেখা যায় না। ইলীয় ইল্বার্ট বিলের অনেক লাঞ্ছনা হয়, কিন্তু বলপূর্ব্বক স্ত্রী অপহরণ করা এ কোথাকার লাঞ্ছনা? এ কি ভয়ানক অত্যাচার!!! আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি এবং বিশেষরূপে সহৃদয় গভর্ণরদিগকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা নির্দ্দয় রূপে এই সকল অত্যাচারের প্রতিবাদ করুন। দুরাত্মারা বুঝুক সভ্য সমাজে যথেচ্ছাচার চলিবে না।

বেহারের প্রজাদের দারিদ্র্য নিবারণের উপায় কি?

আমরা এই প্রশ্ন বার বার করিতেছি, বার বার এই বিষয়ে চিন্তা করিতেছি কিন্তু চিন্তা করিয়া কিম্বা লিখিয়া মনের সন্তোষ জন্মিতেছে না, কারণ বেহারের প্রজাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিষয় আমরা অতি অল্পই জানি। দুর্ভিক্ষ হইতে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতেও পারিতেছি না। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই প্রদেশের দরিদ্রদিগের প্রাণ রক্ষার্থ বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন, উত্তম। সে জন্য হৃদয়ের অগণ্য ধন্যবাদ। জগতের লোক দেখুক এবং ভারতবর্ষীয় প্রজারাও বুঝুক যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একটী সামান্য দরিদ্র প্রজার জীবনও লক্ষ মুদ্রা অপেক্ষা মূল্যবান জ্ঞান করেন। ইহাতে প্রজাদের রাজভক্তি যে কত গুণে উদ্রেক হইবে তাহা বলা যায় না, যদি না হয় তাহা হইলে আমরাই বলিব আমাদের ন্যায় অকৃতজ্ঞ পামর সংসারে নাই। কিন্তু আমরা এই সাময়িক কষ্ট ও সাময়িক সাহায্য দেখিয়া বলিতেছিনা, ছয় কোটী টাকা ব্যয়ের অনুমান করা হইয়াছে না হয় আর কয়েক কোটি টাকাই লাগিবে, তাহা হইলে উপস্থিত বিপদ একরূপ নিবারিত হইবে, কিন্তু আমরা প্রশ্ন করি, যে দরিদ্রতা বেহারের প্রজাদের দুরবস্থা ও অন্নকষ্টের মূলীভূত কারণ তাহার নিবারণের কি উপায় করা হইল? প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তির এই প্রশ্নের মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। সকলের চক্ষু এই দিকে পড়া উচিত, কারণ দেশের এত বড় একটী প্রধান বিভাগের লক্ষ লক্ষ প্রজা যে এরূপ শোচনীয় অজ্ঞতা ও দরিদ্রতাতে বাস করে ইহা কি সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের শাসন প্রণালীর পক্ষে কলঙ্ক স্বরূপ নয়? অথবা এবিষয়ে উদাসীন থাকাও কি দেশের সুশিক্ষিত মান্য গণ্য ব্যক্তিদিগের বিদ্যা বুদ্ধির তিরস্কার স্বরূপ নয়?

আমরা পক্ষ বারে প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক দেখাইয়াছি যে জগতের প্রায় সমুদায় দেশ অপেক্ষা বেহারের অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। সেই অধিবাসী দিগের মধ্যে আবার অনেককে মজুরি করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে হয়; সুতরাং মজুরির মূল্য অল্প। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মজুরদিগের বেতনের অল্পতা

এবং পরস্পরা সম্বন্ধে মজুরি প্রার্থী ব্যক্তিদিগের সংখ্যাধিক্যই বেহারের প্রদেশের দরিদ্রতার মূল কারণ। সুতরাং মজুরদিগের আয় বৃদ্ধি ভিন্ন সে প্রদেশের দরিদ্রতা নিবারণের উপায় নাই। পাঠকগণ নিশ্চয় প্রশ্ন করিতেছেন যে আয় বৃদ্ধির উপায় কি? জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি পলিটিকাল ইকনমিষ্টেরা বলেন, মজুরদিগের বেতনের ন্যূনতা কিম্বা গুরুত্বের নিয়ামক স্বরূপ দুইটী কারণ আছে। (১ম) মজুরদিগকে নিযুক্ত রাখিবার উপযুক্ত কার্য্যের সংখ্যা অর্থাৎ তদর্থে ব্যয়োপযুক্ত মূলধনের পরিমাণ (২য়) মজুরি প্রার্থী ব্যক্তিদিগের সংখ্যা। যখন মজুরের সংখ্যা অপেক্ষা কার্য্যের সংখ্যা অর্থাৎ মূলধনের পরিমাণ অধিক হয়, তখন মজুরদিগের বেতন বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিম্বা যখন মজুর প্রার্থীদিগের সংখ্যা হ্রাস হইয়া যায় তখন প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা অল্প হওয়াতে মজুরির মূল্য অধিক হইয়া পড়ে। অপর দিকে লোক সংখ্যা সমান থাকিয়া যদি নিয়োজিতব্য অর্থের পরিমাণ অল্প হইয়া যায় মজুরদিগের আয়ের হ্রাস হয় কিম্বা নিয়োজিতব্য অর্থ সমান থাকিয়া যদি লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হয় তাহা হইলেও মজুরী শস্তা হইয়া পড়ে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই দুইটী কারণ মজুরদিগের আয়ের নিয়ামক। সেই আয় সম্বন্ধে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে এই দুই উপায় অবলম্বন করিবার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। অতএব বেহারের প্রজাদের দারিদ্র্য নিবারণের দুইটী মাত্র উপায় আছে। প্রথমতঃ কয়েক বৎসর ধরিয়া এতৎ প্রদেশে কতকগুলি কার্য্যের সৃষ্টি ও সম্পাদন করা। তাহা হইলে অনেক মজুরের কার্য্যের সংস্থান হইবে এবং বর্ত্তমান সময়ে এক এক দিকে যে মজুরের এত ভিড় হইয়াছে তাহাও কমিয়া আসিবে সুতরাং মজুরির মূল্য বৃদ্ধি হইবে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন হঠাৎ এত কার্য্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা কই? আমরা তাহার উত্তরে এই বলিব যে এবিষয়ে যদি গবর্ণমেণ্টের ধনাগার হইতে অর্থ ব্যয় করিতে হয় তাহাও করা উচিত। লর্ড নর্থব্রুক ও আর বিজ্ঞ পলিটিকাল ওয়াকর্স নাম দিয়া যে সকল কার্য্য আরম্ভ করিবার ও তদর্থে যে অর্থব্যয় করিবার পরামর্শ দিয়াছেন তাহা সর্ব্ব প্রথমে বেহারে আরম্ভ করিলে ভাল হয়। কারণ তাহারা দারিদ্রতা নিবন্ধন বার বার কষ্ট পাইতেছে। আর উপেক্ষা করা ভাল দেখায় না। আমাদের বিলক্ষণ বোধ হয় যে যদি ১০। ১৫ বৎসর ধরিয়া এই প্রদেশে কতকগুলি কার্য্য চলিতে থাকে তাহা হইলে বেহারের মজুরদিগের অবস্থা ফিরিয়া যাইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে যে স্থান দিয়া রেলওয়ে গিয়াছে সে সমুদায় স্থানের মজুরদিগের অবস্থা অপর স্থান অপেক্ষা উন্নত দেখা যায়। ইহার কারণ কি? রেলওয়েগুলি প্রস্তুত হইতে ৪। ৫ বৎসর লাগিয়াছে সুতরাং এই দীর্ঘকাল অধিক অর্থাগম হওয়াতে তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। বিশেষ এতদর্থে গবর্ণমেণ্ট যে ব্যয় করিবেন তাহা অপব্যয় হইবে না, কারণ সেই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে তদ্দ্বারা কিছু কিছু অর্থ উদ্ভূত হইবার আশাও আছে।

দ্বিতীয় উপায় মজুরদিগের সংখ্যার হ্রাস করা। তাহাদিগকে সংহার করিয়া নয় কিন্তু অন্য উপায়ে। সে উপায় দুই প্রকার। প্রথম, কতকগুলি লোককে মজুরি হইতে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত করা। দ্বিতীয় কতকগুলিকে স্থানান্তর করা। আমরা পূর্ব্ব বারে বলিয়াছি যে নীল ও আফিমের শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে এবং জমিদারদিগের অত্যাচার নিবন্ধন অনেক কৃষক ক্রমে ক্রমে মজুর শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভূমি উপর তাহাদের স্থায়ী স্বত্ব নাই বলিয়া জমি চাস করিবার লাভে আশা দেখে না, সুতরাং বৎসরের অধিক দিন প্রায় বেকার থাকে। আমরা প্রার্থনা করি যে গবর্ণমেণ্ট বেহারের রায়তদিগের অবস্থা পরিষ্কার করিবার জন্য একটী কমিশন বিশ্ব বাবু রামশঙ্কর সেনের ন্যায় কতকগুলি সুদক্ষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করুন। যদি অনুসন্ধানে আমাদের কৃত অনুমান সত্য বলিয়া প্রমাণ হয় তাহা হইলে উৎসন্নের মজুরদিগের দারিদ্র্য নিবারণের জন্য মিঃ লে যে উপায় অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন সেই উপায় অবলম্বন করিলে সুফল ফলিতে পারে। অর্থাৎ এক শ্রেণীর এরূপ কৃষক সৃষ্টি করা কর্ত্তব্য যাহারা জমীদারদিগের ন্যায় কিছু কিছু ভূমি [illegible] ও সম্পূর্ণ অধিকারী [illegible] ও স্থায়ি [illegible] সেই [illegible] তাহাদের [illegible] এবং [illegible] সুখের [illegible]

[illegible] মধ্যে [illegible] ও [illegible] থাকে [illegible] কিরূপ [illegible] সেইরূপ [illegible] নিবন্ধন দরিদ্র অবস্থা হইয়া উঠিলে উপনিবেশ স্থাপন সেই কষ্টের লাঘব করিবার দ্বার স্বরূপ। যদি গবর্ণমেণ্ট এমিগ্রেশন করিবার জন্য অগ্রসর না হন প্রজারা স্ব

করে দেশের মধ্যে প্রাণ যায় পর তবুও না পাইয়া আপনারাই এমিগ্রেশন আরম্ভ করে। এই কারণেই দেখিতে পাওয়া যায় যে বেহারের লোকেরা পূর্ব্বাঞ্চলে ও ভারতবর্ষের নানা স্থানে গিয়া সহিস বেহারা কুলি প্রভৃতির কার্য্য করিতেছে। এখনও একটী প্রশ্নের মীমাংসা অবশিষ্ট আছে। সেটী এই — এমিগ্রেশন আবশ্যক বটে কিন্তু তাহা কিরূপে কোথায় প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। আমরা পূর্ব্ব পত্রেই বলিয়াছি আসামের অন্ন সংখ্যা আজিও অত্যন্ত অল্প, সুতরাং সেখানে ও ব্রহ্মদেশে সুন্দর বন প্রভৃতির নাম অনেক অস্বাস্থ্যময় স্থান পরিত্যক্ত আছে, অতি অল্প খাজনায় সেই সকল স্থান ছাড়িয়া দিলেও অনেক লোকে সেদিকে যাইতে পারে।

বাহুল্য ভয়ে আমরা এই প্রস্তাবটী আর দীর্ঘ করিতে পারিলাম না বেহারের প্রজাদিগের অবস্থার বিষয়ে বলিবার এবং ভাবিবার এখনো অনেক কথা আছে। আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে দেশহিতৈষী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই এবিষয়ের আন্দোলন করেন।

—:০:—

[illegible]

সার রিচার্ড টেম্পল শিক্ষা বিভাগে দুইটী গোলযোগ ঘটাইয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি শিক্ষা বিভাগের অনেক কার্য্য ভার ডাইরেক্টর এবং ইনস্পেক্টর দিগের হস্ত হইতে অপসৃত করিয়া মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির হস্তে অর্পণ করিয়া গেলেন। ইহাতে অন্য কিছু লাভ হউক না হউক কর্ম্মচারিদিগের কার্য্য বৃদ্ধি ও শিক্ষা বিভাগে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। প্রায় সকল সংবাদ পত্র ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া আসিতেছেন। সার রিচার্ড টেম্পল কার্য্যভার গ্রহণ করিবা মাত্র আমরা এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। শুনিতে পাই টেম্পল সাহেব নাকি এই বিশৃঙ্খলা দূর করিবার সংকল্প করিয়াছেন আমরা পুনরায় তাঁহাকে আর একটী বিষয়ের জন্য অনুরোধ করিতে অগ্রসর হইতেছি। সেটী উচ্চ শিক্ষার দুর্গতি নিবারণ। কায়েল সাহেব মুখে বলিতেন যে তিনি উচ্চ শিক্ষার বিপক্ষ নহেন এবং তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রেসিডেন্সি কলেজের নূতন বাটীটি দেখাইয়া দিতেন, কিন্তু আমাদিগকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে তিনি মুখে যাহাই বলুন প্রকারান্তরে উচ্চ শিক্ষার বিশেষ ক্ষতির সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। নেটিব সিবিল সার্ব্বিসের সৃষ্টি তাহার কারণ। যদি বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চ পদের শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে এই পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিবেনা এরূপ নিয়ম করিতেন কিম্বা উপাধিধারী ব্যক্তিদের জন্য যদি বিশেষ সম্মান ও অধিক বেতনের ব্যবস্থা করিতেন তাহা হইলে এই ক্ষতি হইত না, উচ্চশিক্ষারও গৌরব রক্ষা হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া গেলেন তাহাতে দলে দলে অর্দ্ধ শিক্ষিত লোক এই দিকে চলিয়াছেন। বিশ্ব বিদ্যালয়ে ১০।১২ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া অনেক কষ্টে সম্মান ও উপাধি প্রভৃতি লাভ করিয়া অনেকের ৫০।৬০ টাকার কর্ম্ম জুটিয়া উঠা ভার কিন্তু ছয় মাস কাল মাত্র কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিয়া অর্দ্ধ শিক্ষিত অনেক যুবক ১৫০।২০০ শত টাকার কর্ম্ম পাইতেছে। এরূপ অবস্থায় উচ্চ শিক্ষার জন্য পরিশ্রম করিতে লোকের প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? এই কারণে অনেক যুবাপুরুষ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই নেটিব সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হয়। সার অর্জ্জ কায়েলের মতে দেশের সুশাসনের পক্ষে বিদ্যা বুদ্ধি অপেক্ষা রক্ত মাংসের আবশ্যকতা অধিক। সার রিচার্ড টেম্পলের বোধ হয় সে মত নয়। আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি তিনি এই অনিষ্ট নিবারণের কোন উপায় বিধান করুন, নতুবা উচ্চ শিক্ষার বিশেষ ক্ষতি হইবে।

—

আফগানিস্থান ও রাসস্থ।

আফগানিস্থানের উত্তর ভাগে শুভ্রবর্ণ এক জাতীয় লোক আছে। কেহ কেহ বলেন ইহারা মহাবীর আলেকজাণ্ডারের অনুচরদিগের সন্তান সন্ততি। যাহা হউক এই জাতির সহিত আফগানদিগের বহুকাল শত্রুতা চলিয়া আসিতেছে। আফগানেরা সুবিধা পাইলেই ইহাদিগকে আক্রমণ করে এবং বহুসংখ্যক লোককে দাস করিয়া লইয়া যায়। সম্প্রতি ইংলণ্ডের দাসত্ব নিবারিণী সভা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এই দাসত্ব নিবারণের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। এবিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত কি না এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। এতদিন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কি ভাবে কার্য্য করিতেছেন তাহা দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়; আফগানিস্থানের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করাই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক প্রায়। যদি হস্তক্ষেপ করার আন্তরিক থাকিত তাহা হইলে গৃহ বিচ্ছেদে ও রাষ্ট্র বিপ্লবে আফগানস্থান যখন উৎসন্ন হইতে বসিয়াছে তখন উদাসীন থাকিতে পারিতেন না। ১৮৬৩ সালে দোস্ত আলির মৃত্যু হইলে যখন তাঁহার সিংহাসন লইয়া বিবাদ হয় তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন।

এত দিনের অভিজ্ঞতা ও কার্য্যপ্রণালী উল্লঙ্ঘন করিয়া একটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র

প্রণালী অবলম্বন করা উচিত কি না এ প্রশ্ন বড় গুরুতর। ময়া আনিয়াতে রুসিয়ার পদার্পণ এই প্রশ্নকে আরও গুরুতর করিয়াছে। পুরাতন প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া হস্তার্পণ করিতে গেলে কিরূপ ফল ফলিবার সম্ভাবনা তাহা এক প্রকার অনুমান করা যায়। সিয়ার আলি এখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতী আছেন, এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রণয় পাশে বদ্ধ আছেন যদি ইংলণ্ড সেই পাশ ভঙ্গ করিবার জন্য অগ্রসর হন তাহা হইলে তাঁহাকে সাহায্যের জন্য অন্য স্থানে যাইতে হইবে। আর কোথায় যাইবেন, রুসিয়ার শরণাপন্ন হইবার অধিক সম্ভাবনা। ফলতঃ প্রশ্নটী আর এক প্রকার ভাব ধারণ করিতেছে। সে প্রশ্নটী এই— রুসিয়া অধিকার ও ভারতবর্ষের মধ্যে কতকগুলি মিত্র রাজ্যের ব্যবধান রাখা প্রকৃত পরামর্শ কিম্বা অগ্রসর হইয়া রুশীয়ার দ্বারে উপনীত হওয়া অথবা রুশিয়ানদিগকে ভারতবর্ষের দ্বারে উপনীত করা উচিত? চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ দিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা এই উত্তর ইউরোপীয় জাতির মধ্যে একটী "নিউট্রাল জোন" অর্থাৎ কতকগুলি উদাসীন রাজ্য রাখা সদ্যুক্তি বিবেচনা করেন। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে এরূপে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে বন্ধুত্বের অনুরোধে সদি সিয়ার আলি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করেন তাহা হইলে সমুদায়ের মীমাংসা হয়। বিশেষতঃ একবার শত্রুতা ও প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি প্রজ্বলিত হইলে সহজে তাহার অবসান হওয়া দুষ্কর। ইংলণ্ড সহজে পাঠানদিগকে পরাভূত করিতে এবং অধীন রাখিতে পারিবেন না। অতএব আমাদের বিবেচনায় বিশেষ বিবেচনা না করিয়া একার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে।

—:০:—

ইংরাজী শিক্ষায় ভারতবর্ষের প্রকৃত উপকার কি হইল?

আর্য্য জাতির সংসার নির্ব্বাহ রীতির বিষয় যদি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে, তাঁহারা সংসারের উন্নতি সাধন বিষয়ে একান্ত উদাসীন ছিলেন। তাঁহাদিগের কিছুমাত্র বিলাসিতা ছিল না। সামান্য অশন বসনাদির উপভোগে তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইতেন। নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান ও ধর্ম্ম চিন্তাই তাঁহাদিগের এক মাত্র লক্ষ্য ছিল। এদেশে ইংরাজ রাজত্ব, ইংরাজী সংসর্গ ও ইংরাজী শিক্ষার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে এ অবস্থার পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁহারা বিলক্ষণ বিলাসী ও সংসার সুখের রসাস্বাদে একান্ত অধিকারী হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা স্বাধীনভাবে অধিক লব্ধ এই সুখের উপভোগে যে চির সমর্থ হইবেন, তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। তাঁহারা ইংরাজ রাজত্বের গুণে এই সুখের অধিকারী হইয়াছেন, যদি আজি এই রাজত্ব ইংরাজদিগের হস্ত পরিভ্রষ্ট হইয়া কোন অসভ্যের হস্তগত হয়, তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার হইতে হইবে সন্দেহ নাই। তাঁহারা অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া আপনারা আপনাদিগের দেশের উন্নতি সাধন করিয়া সংসার সুখের উপভোগে সমর্থ হইবেন, তাঁহাদিগের এমন কি ক্ষমতা জন্মিয়াছে? তাঁহারা কি নাবিক বিদ্যায় পটু হইয়াছেন? তাঁহারা স্বয়ং জাহাজ চালাইয়া নানা দেশে বাণিজ্য করিয়া স্বদেশের কি উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন? সাহেবের হস্তে যদি যন্ত্রের আমদানী বন্ধ হইয়া যায়, তাঁহারা কি নিজ দেশে কল করিয়া এক্ষণকার ন্যায় সুন্দর ও সুলভমূল্য বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিবেন? বিলাতী কাগজের আমদানী বন্ধ হইলে তাঁহারা কি কাগজের কল করিয়া আপনাদিগের কৃত গ্রন্থাদি প্রচারে সক্ষম হইবেন? তাঁহারা কি বিজ্ঞান শাস্ত্রের বলে পদার্থ বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা নূতন নূতন বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়া করিতে পারিবেন? কোন্ বিষয়ে তাঁহাদিগের ক্ষমতা জন্মিয়াছে? ক্ষমতার মধ্যে তাঁহারা চাকুরী করিতে পারেন এই মাত্র। চাকুরে দল অপদার্থ দল বলিলে হয়। সম্প্রতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনেক কাজ, তাই সকলের কুটিতেছে না, অন্য গবর্ণমেণ্টে অধিক চাকুরী কুটিবার সম্ভাবনা কি?

এদেশীয়দিগের এপ্রকার অপদার্থ তার দুটী কারণ আছে। প্রথম, বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষাপ্রণালীর দোষ। দ্বিতীয় এদেশীয়াদিগের অপরিণামদর্শিতা ও অনুৎসাহ। বর্ত্তমান প্রণালীর অনুসারে সকল বিষয়েই কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়। বিজ্ঞানাদি এক একটী মহোপকারক বিশেষ বিষয়ে পরিপক্কতা জন্মে না। সুতরাং তাঁহারা কাজের লোক হন না। এ প্রণালীর কতক কতক পরিবর্ত্ত করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে এদেশে অধ্যয়নের এই রীতি ছিল, বালক যেমন ক্লাসে বাল্যাবধি সেই শাস্ত্রের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইত। সে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত, পাঠদশায় সে কখন শাস্ত্রের আলোচনা করিত না সুতরাং সে শাস্ত্রে [illegible] অভিজ্ঞ এরূপ বিশেষ দৃষ্টান্ত এদেশের একটী প্রসিদ্ধ কথা। নৈয়ায়িকদিগের যেমন শাস্ত্রে এমনি অনভিজ্ঞতা ছিল যে তাহারা দুই চারিটী সংস্কৃত শব্দ শুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিত না, "অস্মাকুনাং নৈয়ায়িকানাং শব্দনি কোশিষ্ঠা অর্থনি ভাৎ-

পর্য্যাপ্ত। ইহাই উহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। অন্য অন্য শাস্ত্রের পাঠেরও ঐরূপ রীতি ছিল। গবর্ণমেণ্ট এই রীতির অনুসরণ করুন। কতকগুলি ছাত্র বালা অবধি কেবল বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউন, কতকগুলি কেবল সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষা করুন, কতকগুলি কেবল ভূগর্ভের অনুসন্ধান করিতে থাকুন, গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগেরই ছাত্রবৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করুন। ইহারা এক এক বিষয়ে পারদর্শক হইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ইহাদিগের কল কৌশলাদি রচনার্থে যে ব্যয় আবশ্যক হইবে, দেশীয় লোকেরা চাঁদা করিয়া তাহা প্রদান করুন। তাহাতে কেবল যে দেশের উন্নতিরূপ লাভ হইবে এরূপ নয়, তাঁহারা নিজেও বিলক্ষণ লাভবান হইবেন। সেই কল প্রভৃতি দ্বারা যে অর্থাগম হইবে তাঁহারা সকলে বিভাগ করিয়া লইবেন। ইহাতে আর একটী এক লাভ হইবে, তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি প্রভৃতি বলবতী হইয়া উঠিবে। এইরূপ এক এক মহোপকারক বিষয়ে এক এক দলকে সুশিক্ষিত না করিয়া কেবল পাঁচ ফুলে সাজি করিয়া চাকুরে দল প্রস্তুত করিলে ভারতবর্ষের প্রকৃত উপকারের কি সম্ভাবনা আছে?

সুরেন্দ্র বাবু ও ইংরাজী সংবাদ পত্র।

ইংরাজী সংবাদ পত্রলিখকের মধ্যে অনেকে এদেশীয়দিগের এরূপ বিদ্বেষী আছেন যে তাঁহারা সর্ব্বদা ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া থাকেন এবং একটু দোষ পাইলেই মহানন্দে আস্ফালন করিতে থাকেন। একজন কিম্বা দুইজন এদেশীয়কে দোষী দেখিলে সমুদায় জাতির প্রতি দোষারোপ করিয়া বসেন। এরূপ ব্যক্তিদিগের প্রকৃতি অতি নীচ এবং তাঁহাদের প্রতি আমাদের কিছু মাত্র শ্রদ্ধা নাই। সুরেন্দ্র বাবুর যে বিবেচনার ত্রুটি এবং সে জন্য অপরাধ হইয়াছে তাহা আমরা স্বীকার করি; এস কারণ যাহা বলিবার তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু এই এক উপলক্ষ করিয়া অনেক ইংরাজ সহযোগী যে আস্ফালন করিতেছেন, তাহা সঙ্গত হয় না। তাঁহারা সুরেন্দ্র বাবুর দণ্ডের জন্য যেরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার দণ্ডে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন তাহা দেখিলে বোধ হয় যে তাঁহাদিগের ন্যায়পরতা অধিক, কিন্তু স্বজাতীয়দিগের বেলা সে ন্যায়পরতা বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন কোন এক অদৃশ্য অনুরোধে সমুদায় আস্ফালন করিয়া আসে। ইহার দৃষ্টান্ত বরাবর দেখা গিয়াছে। কাওয়ান সাহেবের ন্যায় দুষ্কর্ম্ম কয় জনে করে? কিন্তু যাঁহারা আজি সুরেন্দ্র বাবুকে উপলক্ষ করিয়া অনেক লম্বা চৌড়া কথা লিখিতেছেন, তাঁহারাই সে সময়ে কি ভাবে কথা কহিয়াছিলেন তাহা কাহার অবিদিত আছে? "পরের বেলা ডাক্ ডাক্ নিজের বেলা কেঁউ কেঁউ" মনুষ্যের প্রকৃতিই এই। যাঁহারা এই নীচতা অতিক্রম করিয়া ন্যায় বিচার করিতে সমর্থ তাঁহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। সে সময়ে একমাত্র রুট্‌লেজ সাহেবকে অপক্ষপাতে ন্যায় পক্ষ সমর্থন করিতে দেখা গিয়াছিল। আমরা এইরূপ লোককেই শ্রদ্ধা করি, সম্পাদকীয় কার্য্যের ভার এইরূপ লোকেরই হস্তে অর্পিত হওয়া উচিত। প্রকৃত ন্যায়পরতা স্বজাতীয় বিজাতীয় দেখ বিচার করে না। এই কথাগুলি বলিলে ইহাদের অর্থের গুরুত্ব অর্দ্ধেক কমিয়া যায়, কিন্তু সংবাদ পত্রদিগের এই উচ্চ আদর্শ অনুসারে কার্য্য করা উচিত।

সিবিল সার্ব্বিস এদেশীয়দিগের পক্ষে নূতন ব্যাপার। ইহাতে প্রথমা বধিই যে সকলে ভ্রম প্রমাদশূন্য হইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। শুধু সুরেন্দ্র বাবু কেন? আরও অনেক সুরেন্দ্র বাবু ঘটিত হইবেন; তাহাতে দেশীয় সিবিলিয়ানদিগের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই। কিন্তু এইরূপ দুই একটী দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাঁহারা সমুদায় কর্ম্মচারির কিম্বা সমুদয় জাতির প্রতি দোষারোপ করিতে সাহসী হন তাঁহাদের বুদ্ধিকে ধন্যবাদ এবং তাঁহাদের সাহসকেও ধন্যবাদ। এরূপ ব্যক্তিদিগকে অবিবেচক ও স্থূল বুদ্ধি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

আমরা সুরেন্দ্র বাবুর ত্রুটী দেখিয়া কিছু মাত্র ভীত বা নিরাশ হই নাই। এমন কি এরূপ আর শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে প্রস্তুত আছি। নবপ্রসূত গোবৎস যেরূপ দণ্ডায়মান হইবার পূর্ব্বে বার বার পড়িয়া যায়, সেইরূপ নবোত্থিত হিন্দু জাতি দুই পদে ভর দিয়া জগতের সভ্যতার আলোকের মধ্যে দাঁড়াইবার পূর্ব্বে বার বার পতিত হইবে। তাহাতে ভয় কি? জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদে যে উন্নতির স্রোত ভারত সমাজের অভ্যন্তরে বহিতেছে কাহার সাধ্য তাহা রোধ করে? কালে তাহা আপনার লক্ষ্য স্থানে উপস্থিত হইবে। ভারতবাসীরা এককালে ধর্ম্মনীতি রাজনীতি, বিদ্যা বুদ্ধি বিষয়ে অগ্রণী ছিল; আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস পুনরায় সেই সুখের দিন আসিবে।

বিবিধসংবাদ।

৫ ই বৈশাখ সোমবার।

লক্ষ্ণৌ টাইমস পত্রে লিখিত হইয়াছে, অযোধ্যার হর্দুই নামক স্থানে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। চামার জাতীয় পঞ্চম

ষষ্ঠীর একটী বালিকার একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। অনেকে বলিতেছেন, কল্কী পুরাণে লিখিত আছে, যোয়াদাবাদে একটী পঞ্চম ষষ্ঠীর বালিকার গর্ভে কল্কী অবতার জন্ম গ্রহণ করিবেন, এবং জন্ম গ্রহণ করিয়া পাপী লোক সকলকে বধ করিবেন। প্রতি দিন শত শত লোক ঐ চাষার বাটীতে পূজা দিতে যাইতেছে।

আগামী ২৩ এ মে শনিবার ইংলণ্ডে রাণীর জন্ম দিন উপলক্ষে এবং সোমবার বসন্তরায় উপলক্ষে হাইকোর্ট এবং অন্যান্য অনেক কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে।

গুনা গেল ২৯ এ বৈশাখ খামাকুল কুল নগরে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি ও শিলা বর্ষণ হইয়া অনেক গরু ও মানুষ মারা পড়িয়াছে।

সম্প্রতি বরাহনগরের একব্যক্তি ১৪ বৎসর বয়সের একটী বালককে ভুলাইয়া এক ভাঁড়ির দোকানে লইয়া গিয়া তাঁড়ি পান করায়, পরে তাহাকে মাঠে লইয়া গিয়া প্রহার করে এবং তাহার একছড়া রূপার চেন লইয়া তাহাকে মাঠে ফেলিয়া চলিয়া আইসে। ডিটেক্টিব ইনস্পেক্টর বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষ ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিয়াছেন

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম মৃত বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য কলিকাতা ও উপনগরের অধিবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া এক সভা করিবার নিমিত্ত বহু সংখ্যক ইউরোপীয় ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়া কলিকাতার সেরিফের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। কলিকাতার প্রধান প্রধান বারিষ্টার অডবোকেট জেনরল এবং ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেল ইহার মধ্যে আছেন।

ডিলীগেজেট ইংলিসম্যানের ধুয়া ধরিয়া লিখিয়াছেন, "দুর্ভিক্ষ সকল লোকসংখ্যার আতিশয্য নিবারণার্থ ঈশ্বরের কলমাত্র। অতএব যাহারা ইহার নিবারণের চেষ্টা পান অর্থাৎ ঐ সকল লোককে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন তাহারা ভিন্ন কাল উহাদিগের আহার যোগাইবার জন্য বাধ্য।"

সম্প্রতি মেক্সিকোতে একজন রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত উপদেশ দান কালে প্রোটেষ্টাণ্টদিগের নামের অনু মাদন করেন, ইহাতে তাঁহার এক দল লোক্তা কালি ক বিয়া ধরিয়া রেখিবার জন্য ঐ সকল ব্যক্তির বাটীতে গিয়া তাঁহার মস্তক চূর্ণ শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। পরে পুলিস উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। কি ধর্ম্মান্ধতা!!

লক্ষ্ণৌএ ভয়ানক গ্রীষ্ম হইতেছে। গত সপ্তাহে তাপমান যন্ত্রে ১৪৩ ডিগ্রে এবং ছায়ায় ১১০ ডিগ্রে পারা উঠিয়াছিল।

ইউনাইটেড ষ্টেটসে সর্ব্বশুদ্ধ ৬০ হাজার গির্জ্জা আছে, ইহার মধ্যে ৩ হাজার রোমান ক্যাথলিক।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম পুটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী বলিকাতার হিন্দু ফ্যামিলি এনুইটি ফণ্ডে ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন, মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় শরৎ সুন্দরীর বদান্যতা ক্রমে দেশ ব্যাপিনী হইতেছে।

সংস্কৃতকালেজ বাটীতে এক্ষণে কেয়ার সাহেবের যে প্রতিমূর্ত্তিটী আছে উহা নূতন প্রেসিডেন্সি কালেজ ও হেয়ারের স্কুল বাটীর সন্নিবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত হইবে।

৬ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

সার জন ষ্ট্রাচি এক্ষণে মাহমিডান ওরিএণ্টাল কালেজ ফণ্ডে ৩ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

পাটনা নগরে ও ঘাটে এত শস্য জমিয়াছে যে আর শস্য রাখিবার স্থান নাই। এনিমিত্ত আপাততঃ দুই তিন দিনের জন্য তথায় শস্য প্রেরণ বন্ধ করা হইয়াছে।

রাজ্ঞীর জন্মদিন উপলক্ষে গড়ের মাঠে অনেক বাজী পুড়িবে।

আমাদিগের লাটোরস্থ সহযোগী লিখিয়াছেন কর্ণীয় গবর্ণর বোধারার আমীরকে লিখিয়াছেন, তিনি চারজুইতে শীঘ্র একটী বাজরখানা প্রস্তুত করিবেন।

সিংহলে চা উৎপন্ন অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ এই বলিয়া শেষ দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাইবামাত্র দেশীয় অধিকেরা প্রচুর পরিমাণে চাউল ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণে সে সমুদায় চাউল বিক্রয় করাতে তাঁহাদের পক্ষে ক্ষতি হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং চাউল অত্যন্ত সস্তা হইয়া উঠিয়াছে।

১৩ মে পর্য্যন্ত ১২ দিনের মধ্যে বর্দ্ধমানের রাজা বর্দ্ধমান অঞ্চলের আলমা এই তিন স্থানের বিনিময়ে ১১ ৪০ মঞ্জুর খাটাইয়াছেন। বর্দ্ধমান কাল নাগ বুধ এবং মঙ্গলবারে প্রতিদিন ১৭৭১ লোককে আহার দেওয়া হইয়াছে। যে সকল লোক পীড়িত হইয়াছে বর্দ্ধমানের মহারাণী তাহাদিগের পরিবার ব্যয় দিতেছেন।

অক্টরলনির ঠাকুর রাজকুমার কলেজে ৩ বৎসর কাল পাঠ করিয়া এক্ষণে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি উক্ত কালেজের ট্রষ্টিদিগের হস্তে ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩০ হাজার টাকার গবর্ণমেণ্টের কাগজ দিয়াছেন। এক্ষণে কালেজের ব্যয় যেরূপ অধিক হইয়াছে তাহাতে দরিদ্র সন্তান ব্যক্তিদিগের সন্তানগণের শিক্ষা বিষয়ে কিছু কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত টাকা একটী ফণ্ড হইয়া তাহা হইতে ২ জন ব্যক্তির সাহায্য হইলে অন্যান্য সকল বিষয়ের এই সহ টাকা হইতে [illegible] করা কর্ত্তব্য।

৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার

সম্প্রতি ভূগর্ভস্থ [illegible] হইয়া গিয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা নষ্ট হইয়াছে।

বরদার গুরুকুমারের চরিত্র অনুমত [illegible] জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হয় তাহার রুক্ত রেপোর্ট পাঠে লার্ড নর্থব্রুক কুমারকে বলিয়াছেন, তিনি ছয় মাসের মধ্যে আমূল সংশোধন না করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে একটী রিসোলিউসন বাহির করা

হইবে। আমরা শুভকুমারের বিষয় আনন্দ দেখিতেছি।

একখানি ইংলণ্ডীয় সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে প্রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়া একত্র মিলিয়া শীঘ্র ডেনমার্ক আক্রমণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই যুদ্ধ উপলক্ষে সমুদয় ইউরোপে মোকদ্দমার সূত্রপাত প্রজ্বলিত হইবে সন্দেহ নাই।

মান্দ্রাজে কত হইয়া যে চাউল ডুবিয়া যায় ঐ চাউল তুলি। বিক্রয় করা হইতেছে, ঐ চাউল পচিয়া ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইয়াছে। যাহারা এই চাউল ক্রয় করিবে তাহাদের পীড়া জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

সম্প্রতি লার্ড ডার্বি পার্লিয়ামেণ্টে এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, যে কোন রূপেই হউক কাবুলের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইবে। এতদিন কাবুলের হিত ইংলণ্ডের যে বক্তৃতা ছিল তাহা মৌখিক মাত্র, কিন্তু এক্ষণে তাহারা দেখিতেছেন কাবুলের মঙ্গলামঙ্গলের উপর ভারতবর্ষের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে, সুতরাং এখন তাঁহারা কাবুলের স্বাধীনতা রক্ষার্থে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন।

বোম্বাইয়ের স্থানে স্থানে দলে দলে কুকুর পেপিয়া উঠিতেছে। উহার কারণ কিছুই স্থির হয় নাই, উহারা যাহাকে দংশন করিতেছে তাহারই মৃত্যু হইতেছে। মিউনিসিপালিটী হইতে এই সকল কুকুর বধের আজ্ঞা হইয়াছে।

ব্রাহ্মের একজন ডাক্তার কুকুর প্রভৃতির দংশনের এক ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। উক্ত স্থলে তাঁবড়া দেওয়া এই ঔষধ। কাম তাহলে পর প্রতিদিন সাতবার ভাবং, সাইত্রিশ বার, নোগা উত্তম হইলে ২৭। ২০ মিনিট অন্তর ঐ কার্য্য তাবড়া দিতে হইবে।

৮ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

"অমৃত বাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, কিছু দিন হইল কলিকাতার স্মল কজ কোর্টে একটি গুরুতর মকদ্দমার শ্রীবৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে। একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ভারতবর্ষে আসিবার সময় ইংলণ্ড হইতে একজন চাকর সঙ্গে করিয়া আনেন। জাহাজের মধ্যে চাকর তাঁর বিস্তর সেবা করে। সে কলিকাতায় প্রভুর বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিত এবং তাঁহার বালিশ ও কম্বল ব্যবহার করিত। প্রভু ইহাতে বিরক্ত হইয়া তাহাকে কয়েকটী ঘুসি মারেন ও কর্ম্ম হইতে জবাব দেন। কালপি নামক স্থানে এই ঘটনা হয়, সেখানে জাহাজ হইতে নামাইয়া দিলে তাহাকে বন্দী করিতে আদালত পরওয়ানা দিয়াছিলেন। চাকর প্রভুর নামে নালিশ করে। জজ চাকরের দাবি গ্রাহ্য করিয়া এই রূপ রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে চাকরের দোষ সাব্যস্ত হইয়া গেলে যদি তাহার পর তাহাকে এক দিনের নিমিত্তও রাখা হয় তবু তাহাকে এক দিনের বেতন দিতে হইবে। এই মকর্দ্দমা সূত্রে চাকর মনিব সম্বন্ধে আর একটি গুরুতর প্রশ্ন উঠিতেছে। মনিব চাকরকে অবিমানা করিতে পারেন কি না এবং উহা আদালতে গ্রাহ্য হয় কি না? স্মল কজ কোর্টের জজদের এই সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করা আবশ্যক।

"মফস্বলের হুজুরদের অত্যাচার শুনিয়া শুনিয়া কর্ণ বধির হইয়া গেল। সম্প্রতি বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে একটি কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কথের ঠাকুর তাঁহার স্ত্রীকে অন্তঃসত্ত্বা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার বিস্তর সম্পত্তি এবং গবর্ণমেণ্টের তহবিলে ৮৪ হাজার টাকা থাকে। আহাম্মদাবাদের কলেক্টর ঠাকুরের মৃত্যুর পরই এই টাকা ক্রোক করেন। কোন্ আইন অনুসারে তিনি ক্রোক করিলেন তাহা তিনি বলিতে পারেন না। কিছু দিন পরে ঠাকুরের স্ত্রী এক সন্তান প্রসব করিলেন। যখন তাঁহার প্রসব বেদনা হইয়াছে সেই সময় কলেক্টর তাঁহার কতকগুলি লোক দ্বারা তাঁহার বাড়ী ঘেরিয়া ফেলেন। অবশেষে তিনি রটনা করিয়া দেন যে ঠাকুরের স্ত্রী সন্তান প্রসব করা সমুদয় মিথ্যা। ঠাকুরের স্ত্রী উক্ত ৮৭ হাজার টাকা পাইবার নিমিত্ত ষ্টেট সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে নালিশ করেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কারমনোবাক্যে মকদ্দমার যে গাত করা হয়; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। হাইকোর্ট বাদিনীর দাবি গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং কলেক্টর সাহেবকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথকে একটি তুচ্ছ কারণে বরন্তরফ করা হইল কিন্তু এইরূপ অত্যাচারী একজন ইংরেজ হাকিমকে, শুদ্ধ একটু তিরস্কার করিয়া ক্ষান্ত দেওয়া হইল। ইংরেজী বিচার স্বতন্ত্র জিনিস।"

৯ ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের নিকটে একটী ঘটিকা হইয়া গিয়াছে।

মধ্য ভারতবর্ষে সম্প্রতি পুলিস কর্ত্তৃক এক অত্যাচার কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। একজন ধনবান দেশীয় ব্যক্তিকে চৌর্য্যাপবাদ দেওয়া হয়। ঐ ব্যক্তি বলেন, তিনি চুরির বিষয় কিছুই অবগত নহেন। তথাপি তাঁহার চুলে দড়ি বাঁধিয়া কড়িতে ঝুলাইয়া দিয়া বিলক্ষণ অপমান ও প্রহার করা হয়। পুলিস কর্ত্তৃক এরূপ অত্যাচার কাণ্ড নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্টের এ সকল বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

মান্দ্রাজের পর্ব্বত প্রদেশের বন্য জাতি দিগকে বিতরণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ২ হাজার টাকা দিয়াছেন। এই সকল জাতি নিতান্ত দরিদ্র, ইহাদের এক খানি বস্ত্রও নাই, ইহারা জঙ্গলের এক স্থান পোড়াইয়া সেই স্থানে চাষ করে, পর বৎসর আবার আর এক স্থান পোড়াইয়া তথায় চাষ করে, এইরূপে উহারা জীবন ধারণ করে।

মে মাসের প্রথমে চুমিতে সিকিম রাজের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি গত বৎসর দারজিলিঙে আসিয়াছিলেন। ইহার কনিষ্ট আতা (ইনি এক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই) খুব্ বয়স্কী উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

বরদার রাজা গুইকুমারের জন্য দুই খানি রৌপ্য গাড়ি প্রস্তুত হইয়াছে। গুইকুমার যেরূপ আরম্ভ করিয়াছেন, যদি এখনও সাবধান না হন বোধ হয় ঐ গাড়ি চড়া অধিক দিন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে না।

কাণ্ডাহারে এক ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। অতিশয় বৃষ্টি নিবন্ধন নগরের প্রাচীরের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, ইহাতে একশত গৃহ ভগ্ন হইয়া যায় এবং চারিশত লোকের প্রাণ নাশ হয়।

১০ ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

গত সোমবার কলিকাতা রাজার ঘাটে একটী এদেশীয় স্ত্রীলোক স্নান করিতেছিল, একটী হাঙ্গর আসিয়া উহাকে লইয়া গিয়াছে।

বাঁকীপুরে (পাটনা) একটী নূতন

গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা মেডিকল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। এখানে পাঠের সীমা তিন বৎসর পর্য্যন্ত। এখানে শারীরবিদ্যা শল্য চিকিৎসা রসায়ন মেডিকল জুরিসপ্রুডেন্স মেটিরিয়া মেডিকা এবং ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে।

সম্প্রতি এই এক নূতন নিয়ম হইয়াছে, যাহাদের গবর্ণমেণ্টের কাগজ থাকিবে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ঐ কাগজ পুনরায় নূতন করাইয়া লইতে পারিবেন। এরূপ নিয়ম করিবার কারণ এই একজন হিন্দু বিধবার অনেক টাকার এক খানি গবর্ণমেণ্টের নোট ছিল, লোকের আক্ষরে আক্ষরে নোট খানি এরূপ হইয়াছিল যে তাহাতে বিন্দুমাত্র স্থান ফাক ছিল না। এমন অবস্থায় এখানির পরিবর্ত্তে এক খানি নূতন করিবার নিয়ম অনুচিত নহে।

সম্প্রতি নলহাটী ষ্টেট রেলওয়েতে একটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে। নলহাটী হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে শকট চালক দেখিতে পাইলেন তৃতীয় শ্রেণীর এক খানি গাড়িতে আগুন লাগিয়াছে, ঐ গাড়িতে যে সকল লোক ছিল তাহারা গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িতেছে। ক্রমে ঐ অগ্নি আর একখানি গাড়িতে লাগে এবং কতক টেলিগ্রাফ তার গলিয়া যায়। সুখের বিষয় এই, কোন আরোহীর বিশেষ আঘাত লাগে নাই এক ব্যক্তির সামান্য আঘাত লাগিয়াছিল মাত্র। অনুসন্ধানে জানা গেল, আরোহীরা তমাক খাইয়া পাছে ধরা পড়ে এই আশঙ্কায় উহা এক কাপড়ের নিম্নে লুকাইয়া রাখে, তাহা হইতে এই অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়।

এক্ষণে লাহোর মেডিকেল কলেজের ইংরাজী শ্রেণীতে ৪২ জন এবং বাঙ্গালা শ্রেণীতে ৮৫ জন ছাত্র আছে। কাফিরেরা ক্রমে ইংরাজী চিকিৎসা প্রণালীর পক্ষপাতী হইতেছেন। এই কলেজটী ১৮৬০ অব্দে লাড লরেন্স কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়।

সম্প্রতি বঙ্গাকর নগর পুলিসের সহিত কতকগুলি ডাকাইতের একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়া যায়। পুলিসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাকাইতদিগকে আত্ম সমর্পণ করিতে বলেন, তাহারা তাহাতে সম্মত না হওয়াতে আত্ম রক্ষার্থ তিনি তাহাদের দুই জনকে গুলি করিতে বাধ্য হন। এই ডাকাইতদিগের নাম এক্ষণে জেলে রহিয়াছে।

আনার ডুরা এবং তুলাইয়ার লোকেরা টাক্স দিতে অস্বীকার করাতে জাকুর খাঁ স্বয়ং তথায় গিয়া বলপূর্ব্বক কর আদায় করেন এবং তাহাদের অনেককে হত্যাও তাহাদের বাটীর দুর্গ ধ্বংস করেন।

এবৎসর এরূপ গ্রীষ্ম হইয়াছে, মথুরা যে এমন শীতল স্থান সেখানেও অত্যন্ত গ্রীষ্মানুভূত হইতেছে।

সম্প্রতি অযোধ্যার অন্তর্গত ফতুহর এক ব্যক্তি আউড ও রোহিল খণ্ড লেজিসলেটর এক খানি গমনশীল শকট চক্রে পড়িয়া আত্ম হত্যা করিয়াছে। তাহার এইরূপ আত্মহত্যার কারণ কিছুই জানিতে পারা যায় নাই।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া রাঙ্গনগর হইতে নিম্ন লিখিত টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন- এখানে রিলিফ আফিসরেরা যদি প্রাণ পণে চেষ্টা না করিতেন লোকের কষ্টের পরিসীমা থাকিত না। [illegible] কয়েকদিবসের জন্য, বন্ধ করা যায়, তাহাতে বহু সংখ্যক লোককে প্রাণত্যাগ করিতে হত। অদ্যাপি শত শত প্রজা প্রত্যহ [illegible] আসিতেছে। বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

আজিও এক বিন্দু বারিবর্ষণ হইল না লোকের কষ্টের এক শেষ হইয়াছে, অনেক স্থানদিগের সঞ্চিত শস্য [illegible] হইতেছে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য আবশ্যকতা বৃদ্ধি হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ৩২০০০০ টন শস্য কলিকাতা [illegible] প্রেরিত হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট যে [illegible] পড়িয়া এতদিন গোলা খুলিতে বিলম্ব করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন। শীঘ্র শীঘ্র বিতরণ করিবার জন্য নীজ ধান্য ক্রয় করিয়া উহার বিতরণ পাঠান হইতেছে। মুর্শীদাবাদের উচ্চশ্রেণীর কৃষকদিগের এইরূপ সংবাদ [illegible]. এক বৎসরের মধ্যে তিন বার প্রবল হইয়াছে, দেবতা সকল তাহাদের প্রতি প্রতিকূল হইয়াছেন, আগামী বৎসর [illegible] এই নিমিত্ত তাহারা [illegible] অধিকাংশ [illegible] পরিত্যাগ করিয়াছে।

[illegible] ইণ্ডিয়া [illegible] হইতে সংবাদ পাঠাইয়াছে [illegible] হইতে [illegible] মনে করিতেছিলাম [illegible] প্রেরণ সম্বন্ধে [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] হইতেছে।

পাবনা হইতে [illegible] টেলিগ্রাম [illegible] জানাইয়াছে [illegible] পীড়িত ব্যক্তিদের [illegible] হইতেছে। [illegible] সংস্থাপিত হইয়াছে।

[illegible] পাঠান হইয়াছে [illegible] নিযুক্ত হইয়াছে।

[illegible] বেশম হইয়া [illegible] টেলিগ্রাফী [illegible]

চাঁদা বাদে দ্বারা ১ লক্ষ টাকা পাঠান হবে"। ইহার পর শক সাহেব প্রস্তাব করেন যে স্যাকেটরির বেয়ারকে এক পত্র লিখিয়া এই জানান উচিত যে গবর্ণমেণ্ট যেমন অনুসন্ধান করিয়া লোকের কষ্ট দূর করেন। অতএব হইয়াছেন, এই কমিটী প্রত্যেক স্থানীয় তিষ্টিক্ট ১ মাসের মধ্যে ১ ঐ বিবরণ, তাঁহারা কতদূর অগ্রসর হবে করিয়া চরিত্র দমকে পাঠান করিবেন। কমিটী অন্যান্য স্থান হইতে প্রেরিত টাকা যেরূপে নিয়োগ করেন সংবাদপত্রে প্রেরিত টাকার সেই বিষয়ে বাদ করিবেন। ষ্টাফ গোর লর্ড প্রেসিডেণ্ট এক মর্ম্মে এক পত্র দিবেন যে যে টাকা পাঠান হইবে তাহা যেন মফস্বলের গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইবে না, অন্যান্য পাইবেন যাহা পর্য্যাপ্ত হইবে না, তাহাদের জন্য ব্যয়িত হয়।

শিক্ষা বিভাগের চিফ আর্কিটেক্টের ১৮ ই মার্চ্চের এক পত্র লণ্ডন টাইমসে প্রকাশিত হয়, উহার সার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল—

"যখন আমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে যাত্রা করি তখন সাধারণের সংস্কার এই, বোধ আশঙ্কা করা হইতেছে দুর্ভিক্ষ ততদূর ভয়ানক নয়। আমারও তখন ঐরূপ সংস্কার ছিল। কিন্তু তৎপরে আমি যে সকল দৃশ্য দেখিয়াছি তাহাতে আমার সে সংস্কার [illegible] শিক্ষা বিভাগ [illegible] এক স্থান [illegible] ৬ জন [illegible] আমার অধীনে [illegible] ঐ স্থানীয় অনেক নিম্নতর [illegible] কিন্তু সকলে আমাকে স্থানে [illegible] কার্য্য করিতে হয়, পরস্পর দুর্ব্বিষহ [illegible] কার্য্য করিতে হয়, প্রাতঃকালে [illegible] কার্য্য আরম্ভ করিয়া রাত্রে [illegible] কার্য্য শেষ হয় না। [illegible] কর্ম্মচারীগণের মধ্যে ১১ টী মৃত [illegible] এই সকল গোলাতে প্রতি দিন চাউল পাঠান হইতেছে, তাহাতে ৭ লক্ষ লোক চাউল পাইবে। এই গোলা হইতে চাউল বিক্রয় করা হয় এবং যাহারা কার্য্য করিতে অক্ষম তাহাদিগকে দাতব্য করা হয়। চতুর্দ্দিকে রিলিফ কার্য্য হইতেছে। প্রায় ৩০ হাজার লোক এই কার্য্যে খাটিতেছে এবং প্রায় ৯ হাজার লোক বিনা পরিশ্রমে সাহায্য পাইতেছে। অনেকের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে রোগ হয় অনেকের হইতেছে। এই সকল রিলিফ কার্য্যের অনুষ্ঠান না হইলে অনাহারে অসংখ্য লোকের মৃত্যু হইত। আমি প্রাতঃ কালে উঠিয়া একটী জীর্ণ শীর্ণ যুবককে দেখিলাম, সে পড়িয়া রহিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ৮ দিবস সে কিছুই আহার করে নাই। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার সে কথায় বিশ্বাস হইল। তাহাকে অল্প অল্প আহার দিয়া একটু সুস্থ করা হইল কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সে যে গৃহে ছিল রাত্রিতে অগ্নি লাগিয়া সেই গৃহের সহিত ভস্মীভূত হইল। এরূপ ঘটনা ইংলণ্ডে হইলে স্কুলবুল পড়িয়া যায় কিন্তু এদেশে কে এসকল ঘটনার সংবাদ লয়? এই উপবিভাগের এক স্থানে একটী বালিকা পিতা মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, বালিকাটীকে জীবিতাবস্থায় শৃগালে খাইয়া ফেলে। গত কল্য সার জর্জ্জ কাম্বেল সমুদায় বিষয় স্বচক্ষে দেখিবার জন্য এস্থানে আসিয়াছিলেন, পরদিন প্রাতঃকালে চলিয়া যান, দুশ্চিন্তায় তাঁহার শরীর এরূপ শীর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছে যে এডেনবর্গে যখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তখনে তদপেক্ষা তাঁহাকে ১০ বৎসর অধিক বয়স্ক বলিয়া বোধ হইল। কৃষি সমাজের সেক্রেটারি সাহেব তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলিলেন, সমুদায় অধিবাসীর তিন ভাগ লোককে শীঘ্র আমাদিগকে আহার দিতে হইবে। কিন্তু ইহার পর দুর্ভিক্ষ আরো ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিবে। এই দুই মাস আবার অগ্নিকাণ্ড দ্বারা লোকের কষ্ট আরো বৃদ্ধি হইতেছে।"

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস বম্বাই হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, তথায় পশু পীড়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সম্প্রতি যে সকল শস্য বপন করা হইয়াছিল বৃষ্টি বিহনে সে গুলি শুকাইয়া যাইতেছে।

মান্দ্রাজ ফ্যামিন রিলিফ কমিটী এ পর্য্যন্ত ১২৩৫০২ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৮৫০০০ টাকা কলিকাতায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

ভারতীয় আরল ফ্যামিন রিলিফ ফণ্ডে ৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

সেণ্ট পিটর্স বর্গের একটী ক্যাটরি হইতে বঙ্গদেশের ফ্যামিন রিলিফ ফণ্ডে ৭২০ টাকা আসিয়াছে।

লণ্ডনের লর্ড মেয়র লণ্ডনের সকল শ্রেণীর নিকট হইতে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিগণের জন্য চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব করিয়াছেন। যাহার যেরূপ ক্ষমতা তিনি সেরূপ চাঁদা দিবেন, তাহা অতি সামান্য হইলেও গ্রহণ করা হইবে।

বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে সামান্য বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে কিন্তু পাটনা গয়া সাহাবাদ এবং পুরীতে বিন্দুমাত্র পতিত হয় নাই। যে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতেই অনেক উপকার দর্শিয়াছে, যে শস্য বপন করিতে হইবে তজ্জন্য কৃষকেরা ভূমি কর্ষণ করিতে পারিতেছে, এবং যাহা বপন করা হইয়াছিল সেগুলিও রক্ষা হইবে। কিন্তু আরো অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন। স্থানে স্থানে বৃষ্টির অভাবে কৃষিকার্য্য বন্ধ রহিয়াছে। যদি শীঘ্র বৃষ্টি না হয়, অনেক স্থানে দ্বিতীয় বার বীজ বপন করিতে হইবে। বোরো ধান্যে দুর্ভিক্ষ পীড়িতব্যক্তিদিগের অনেক উপকার হইবে। ছোট নাগপুরের কোলদিগের মৌয়া ও বনা ফল [illegible] যে সকল স্থানে লোকের কষ্ট হইবে না বলিয়া আশা করা হইয়াছিল সেখানেও কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে।

বর্দ্ধমান মেদিনীপুর হাবড়ার চাউলের মূল্য কতক কমিয়াছে, এবং বাকুড়া ও বীরভূমে কিছু কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। কলিকাতা নদীয়া রাজসাহী পাবনা এবং ঢাকাজিলাতে মূল্য সমান রহিয়াছে। যশোহর মুরসিদাবাদ রঙ্গপুর এবং বগুড়ার মূল্য কমিয়াছে।

দিনাজপুর মালদহ ও জলপাইগুড়িতে বৃদ্ধি হইয়াছে, ২৪ পরগণার মূল্য কিছু অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। ফরিদপুর ঢাকা বাখরগঞ্জে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। যব গোধূম প্রভৃতির মূল্যের বড় পরিবর্ত্ত হয় নাই। কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৮ ই মে। বাবু চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া নদীয়ার সদর ষ্টেসনে রহিলেন।

নিম্নলিখিত মুন্সেফেরা পদ্ধতিক্রমিত বিভাগের ক মনরাবদের ছুটী ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন:

ঢাকার অন্তর্গত কালীগঞ্জের মুন্সেফ বাবু রাধেশচন্দ্র মিত্র—রাজসাহী বিভাগ।

রাজসাহীর মুন্সেফ মৌলবী আবদুল করিম, মধুমতীর মুন্সেফ সখা লোভাষ্টক হোসেন ঢাকা জলপুরের মুন্সেফ বাবু গোপীনাথ মাথাই—পাটনা বিভাগ।

ভাগলপুরের অন্তর্গত মাপুরার মুন্সেফ মৌলবী ফকরউদ্দীন ভাগলপুর বিভাগ।

১৪ ই মে। বাবু প্রবোধনাথ নাগ কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুরে সর্দ্দের ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু আনন্দচন্দ্র সেন বিলিদ কার্য্যের জন্য ভাগলপুর বিভাগে স্থানান্তরিত হইলেন।

১৬ ই মে। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, এম রিপন ময়মনসিংহের অন্তর্গত এতিথা ইনস্পেক্টরের ভার পাইলেন।

১৮ ই মে। মুরসিদাবাদের প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু শশি শেখর দত্ত কিছু দিনের জন্য উক্ত বিভাগের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

রঙ্গপুরের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমেশচন্দ্র মজুমদার কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

ডবলিউ জে. মর্বি সি. এস, আই প্রথম শ্রেণীর জজ হইলেন।

সি. ব গ্রাবেট বিক্রয় শ্রোতিতে ডাক্তার ডিক্টরী এসিসটেণ্ট জজ হইলেন।

ই. এচ উইনফিলড তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন এবং আপাততঃ বর্দ্ধমানে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ই ডি ম্যাকলিয়ড, সিভিলের ডিপুটি মেজিষ্টর জজ হইলেন এবং আপাততঃ ২৪ পরগণার ডিক্টরী ও সেসনস জজের কার্য্য করিবেন

সাতক্ষীরার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু ঈশ্বরীপ্রসাদ কিছুদিনের জন্য হোসেনাবাদ পরগণার আসিষ্টণ্ট সেটেলমেণ্ট আফসরের কার্য্য করিবেন।

ত্রিপুরা বিভাগে সাধারণ কার্য্যের জন্য 'ভূমি' প্রকরণার্থ নিযুক্তিখিত আইনের ১৮৭০ সালের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

প্রতিনিধি ডাইরক্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই ডি, জে, বি ষ্টুয়ার্ট। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, এস, ষ্টিউয়ার্ট, ই, ৫।

১৯ ই মে। হোসেনাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য চাঁদমণ্ড ষ্টেসনে উপস্থিত হইতে পারিলেন। উক্ত স্থানে বিভাগীয় কমিসনরের নিয়োগের আজ্ঞা প্রচার হইল।

১৯ শে মে। আসিষ্টণ্ট এম, ডাক্তার ও কালেক্টর আনন্দ রাম বড়ুয়া মহকুমা সেরেস্তার ইংরাজী স্কুল কমিটীর একজন সভ্য হইলেন।

এবরণ ইনসন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটরী।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৮ ই মে। চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন, তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৫ ই মে। বালীগঞ্জের প্রতিনিধি সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহেশচন্দ্র সেন তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু ঘনশ্যাম উক্ত কিছু দিনের জন্য মহাফেজ পুরের মুন্সেফ হইলেন।

১৮ ই মে। মাদারীপুরের সা [illegible] ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ওয়াজ উদ্দীন এ শ্রেণীর [illegible] শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট [illegible] পাইলেন।

[illegible] ডেপুটী [illegible] জন্য [illegible] চন্দ্রনাথ [illegible] জন্য [illegible] ষ্টেসনের [illegible] পাইলেন

মুর্শিদাবাদ [illegible] আপীলের [illegible] ইয়াছে [illegible]

[illegible] ডেপুটী [illegible] ইয়াছে [illegible]

[illegible] ডেপুটী [illegible] ইয়াছে [illegible]

ইউরোপীয় সমাচার

[illegible] ইংলণ্ডের [illegible] ইংরাজ [illegible] ইংরাজ [illegible] ইংরাজ

রাজপুত্রগণ সৈন্যদিগের কাওয়াজ দর্শন করেন

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

এতদ্দেশীয় জনসমূহের অন্নকষ্ট অনিত্য রোগে ও পর্যুপকারাবস্থাই উপস্থিত। লোকে যখির (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী) শত শত সাক উপরোধাভাবে স্ব স্ব পুত্র কলত্র, ঘর দ্বার পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গ তথা পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহারা দৈনিক শ্রমদ্বারা কায়ক্লেশে দিনান্তে এক পোয়া সামান্য চাল আনার দ্বারা স্বপরিবারে অবস্থিতি করিয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছিল এতদ্দিনের পর অনাবৃষ্টি এক অতীব ঘোরতর বিপদ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে। এ প্রদেশে সচরাচর পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকস্থ বায়ু পর্য্যায়ক্রমে প্রবাহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববায়ু বাহিত হইলে লোকের শরীরস্থ গ্রন্থি সকল শৈথিল্যভাব ধারণ করে ও উদর স্ফীত হইয়া উদরাময় ও কলেরা প্রভৃতি রোগের সঞ্চার হয়। পশ্চিম দিকস্থ বায়ু প্রবাহিত হইয়া ঐ সকল পীড়াকে দূরীকৃত করিয়া লোকের শারীরিক সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পশ্চিমাদিগের বায়ু এত হিতকারী হইয়াও সময়গুণে এখন অত্রদেশীয়দিগের বৈরভাব ধারণ করিতেছে। অদ্য পাঁচ দিবসাবধি দশ ঘণ্টা হইতে অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত এই বায়ু এত প্রচণ্ড বেগে বহিতে থাকে যে বোধ হইলে এরূপ বহনে সকল অট্টালিকাপেক্ষাও অধিক ভয়ঙ্কর বলিয়া অনুভব হয়। আবার সম্বৎসর অনাবৃষ্টি নিবন্ধন লোকের প্রখরতা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে যদি কোনক্রমে গৃহের বাহির্ভাগে যাইলে শরীরে যেন সহস্র সহস্র অনাকা বিন্ধ হইতে থাকে। এই দুর্দ্দিনে উক্ত বায়ুকর্ত্তৃক স্থানে স্থানে অগ্নুৎপাত হইয়া অদ্যূন ১৪। ১৫ খানি বস্তি একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে পাঁচ সাতটি মনুষ্য, কত শত গোবৎস, ছাগ, কুক্কুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণী দগ্ধীভূত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। হায়! কি শোচনীয় ঘটনা! হতভাগ্য জনগণের ক্লেশের ত ইয়ত্তা নাই। একে দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত তাহাতে আবার এতদ্দিনের পর নির্ব্বাসিত। এ নিরাশ্রয় দুঃখী প্রজাবর্গের উপায় কি হইবে? বর্ষণ আর বিলম্ব কোথায়? ইহাদের এমন সাধ্য নাই যে বর্ষার মধ্যে স্ব স্ব গৃহাদি প্রস্তুত করে, তবে দেশহিতৈষী প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট যথাবিধ সাহায্য দান করিলে নিঃসহায় প্রজাকুল উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা হইতে পারে। তদ্ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই।

উপসংহারকালে মুঙ্গের মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সানুনয় এক প্রার্থনা তিনি একবার স্বচক্ষে এই নিরাশ্রয় দীন প্রজাসমূহের দুঃখ সন্দর্শন করিয়া তদ্নিবারণের উপায় বিধান করুন।

১২৮১ সাল ৬ ই বৈশাখ } বশম্বদ শ্রীঅম্বিকাপ্রসাদ সিংহ খাগড়িয়া

সিতি উত্তরপাড়া শুভকরীসভা।

মহাশয়! গত ১৪ ই বৈশাখ রবিবার উপরিউক্ত সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে প্রায় শতাধিক ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল। প্রথমতঃ সভার উদ্দেশ্য, কার্য্য প্রণালী, ও গত বৎসরের আয় ব্যয় বিবরণ পঠিত হইলে পর শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ দে ও শ্রীযুক্ত বাবু গৌরমোহন চক্রবর্ত্তী ঐ সভার শ্রীবৃদ্ধি দীর্ঘ জীবন ও ঐরূপ সভার দ্বারা দেশের বিশেষ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা বিষয়ে প্রত্যেকে এক একটী চিত্তগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ সকলকে ঐ সভার প্রতি বিশেষ যত্ন করিতে অনুরোধ করেন।

গত বৎসর ঐ সভা হইতে ২০টী উপযুক্ত পাত্রকে নিয়মিত রূপে সাহায্য করে। অর্দ্ধমণ চাউল /১৷৷০ আড়াই সের দাল চারি আনা পয়সা এবং বাৎসরিক ২ দুই খান বস্ত্র প্রদান করা হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বিগত বৎসর আরও কয়েকজন দানের উপযুক্ত পাত্র সভার নিকট প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিল সভার যথেষ্ট আয়ের অসদ্ভাব বশতঃ তাহাদিগের আশা পূরণে অক্ষম হওয়ায় সভ্য যায় পর নাই দুঃখিত আছেন, এজন্য আমরা দেশহিতৈষী পরহিতপরায়ণ মহাত্মাগণ নিকটে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় বদান্যতা গুণের বশীভূত হইয়া যাহাতে এই ক্ষুদ্র সভাটী দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়া দানের উপযুক্ত পাত্রদিগের অভাব মোচন করিতে সক্ষম হন তদ্বিষয়ে সকলে মনোযোগী হইয়া আমাদিগকে চির বাধিত করুন। গত বৎসর নিম্নলিখিত দান একত্রালীন দান প্রভৃতিতে ৩৯৷৷ ৸৫ এবং চাউল খরিদ ও নগদ পয়সা ও কাপড় প্রভৃতিতে ৩৮৯৷৷০ ব্যয় হইয়াছিল।

সিতি উত্তর পাড়া, ১২৮১ ৪ ঠা বৈশাখ } শ্রীবেণীমাধব পাল সম্পাদক

উপস্থিত দুর্ভিক্ষরূপ কৃতান্তের করাল কবল হইতে স্বীয় প্রজাপুঞ্জকে উদ্ধার উদ্দেশে সাক্ষাৎ দয়ারূপিণী শ্রীশ্রীযুতা মহারাণী যে কতই অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন এবং কত অর্থই স্বকোষ হইতে বিতরণ করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। গ্রামে গ্রামে পুষ্করিণী খনন পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার স্থানে স্থানে নূতন রাস্তা এবং অন্নশালাদি যে কতদূর হইতেছে তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। দারুণ দুর্ভাগ্যের দীন দুর্ভাগাগণ উদ্ধারার্থ পুষ্করিণী খননাদি কার্য্য করিয়া এবং অন্ধ, খঞ্জ রুগ্ন প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিগণ বিনা পরিশ্রমে অন্নশালায় অন্নভোজনে কথঞ্চিৎ প্রাণধারণ করিতেছে। কিন্তু যে সমস্ত অপেক্ষাকৃত উচ্চবংশের লোক লজ্জায় কখন স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া কৃষিকার্য্য করিতে পারে না এবং কুল ক্রমাগত প্রথানুসারে করে নাই, ক্ষেত্রোৎপন্ন ধান্যাদি সামান্য ব্যবসায় যাহাদের জীবনধারণের একমাত্র প্রধান উপায়, আজ তাহারা কি নীচকুলোদ্ভব ইতরলোকের সঙ্গে মাটি কাটিতে কিম্বা টিকিট লইয়া খাবড়া

ধারী বৈরাগী বাবাজীদের মহোৎসবের মেলায় মত হস্তিশবর্দের সহিত একত্রে বসিয়া অন্নশালায় অন্ন খাইতে পারে? আহা! তাহাদের অপার দুঃখের ব্যাপার শ্রবণাবলোকনে কাহার মনে দয়ার উদয় না হয়? গতবর্ষে ধান্য না হওয়া প্রযুক্ত স্ত্রীপুত্রাদির গাত্রে যে দুই এক খানি সামান্য অলঙ্কার ছিল, তাহা বন্ধক বিক্রয়াদি দ্বারা এতদিন কষ্টের সহিত কালক্ষেপ করিল, কিন্তু সম্প্রতি তাহাদের উপায়ান্তর নাই। আমরা শুনিয়াছিলাম যে পরিবার বিশেষে বিবেচনা করিয়া দুইৎসরের মধ্যে পারিশোধের নিয়মে বিনাসুদে ঐ সমস্ত লোককে গবর্ণমেণ্ট কর্জ্জ দিবেন। যদি সেকথা সত্য হয় তবে আর বিলম্বের ফল কি?

আমাদের মুরব্বি মকসুদার সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ নারায়ণ সিংহ রায় বাহাদুরকে উপস্থিত দুর্ভিক্ষনিবারণী কার্য্য গুলির পর্য্যবেক্ষণ পক্ষে যে প্রকার প্রযত্নশীল দেখিতেছি যদি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অধিকারস্থ সমস্ত কর্ম্মচারিগণ উল্লিখিত মহানুভবের পথাবলম্বী হয়েন তাহা হইলে দুর্দ্ধান্ত দুর্ভিক্ষের দাঁড়াইবার স্থল কোথায়? কিন্তু একথাটি আমরা স্বীকার করিব যে কালিকাপুর হইতে যে একটী রাস্তা বাহির হইয়া গ্রামের পশ্চিম আন্দাজ দুই মাইল অন্তরে কেরিকত রাস্তার সহিত মিলিত হইতেছে এবং ঐ রাস্তাটির পর্য্যবেক্ষণের ভার অত্রগ্রামবাসী ভূতপূর্ব্ব তালুকদার ও অনরারি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকা নাথ রায়ের উপর অর্পিত হইয়াছে; আমরা বিবেচনা করি একার্য্যটি মাজিষ্ট্রেট বাবুর অবশতাই হউক কি বারি বাবুর উপরোধ এড়াইতে না পারিয়াই হউক হইয়া থাকিবেক। রাস্তাটী যদি শ্রীধরপুর গ্রামের পূর্ব্ব পার্শ্ব হইয়া জঙ্গলের উপরে উপরে যাইয়া পূর্ব্ব কথিত রাস্তার সহিত মিলিত হইত, তাহা হইলে অল্প খরচায় অল্পায়াসে অতি অল্পকালের মধ্যে সমাধা হইত এবং সাধারণেরও বিশেষ উপকারে আসিত। ইহাতে সাধারণের উপকার হউক বা না হউক বারি বাবুর যে দুইটী বিশেষ উপকার দর্শিবে তাহার সন্দেহ নাই। প্রথমটী এই যে রাস্তাটী তাঁহার খামার বাটীর দরজা হইতে আরম্ভ হইয়া তাঁহার বাণিজ্য ক্ষেত্রের নিকট হইয়া যাওয়ায় যানের শকট গমনাগমনের বহুক্ষণ সুবিধা ঘটিবেক। দ্বিতীয়, ঐ রাস্তার পার্শ্বস্থিত তাঁহার একটী জলকীর্ণ পুরাতন পুষ্করিণীর মৃত্তিকা ঐ রাস্তায় পড়িতেছে ইহাতে রাস্তা বাঁধা ও পুষ্করিণী খনন উভয় কার্য্যই হইতেছে ইহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু বারিবাবু জলে ডাঙ্গা যে একেবারেই সমতুল্য হইয়া যাইবেক তাহার উপায় কি করিতেছেন?

আর একটী কথা না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। প্রায় ছয়মাস গত হইল উপরিউক্ত ডেপুটী সাহেব প্রথমে কালী কাপুরে হয় একটি ডেস্পেন্সরি স্থাপিত হইয়াছিল, দুরাত্মাদিগের সেটি আর স্থির থাকে এমত বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট হইতে হুকুম পঁহুছিয়াছে যে ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারের বেতন গ্রামস্থ অধিবাসিরা চাঁদা করিয়া দিলে সরকার হইতে সমস্ত ঔষধ বিতরণ করিবেন। যদি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজানুরাগের মঙ্গল কামনাই উদ্দেশ্য হয়, তবে কৃতান্তরূপ দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে কাটিয়া লইয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের মুখে নিক্ষেপ করিবার ফল কি। আমাদের কাউন্সিলের মেম্বর যদি তাঁহার অংশ গোচর হয়, এবং আমাদের মেম্বরের যদি কলগুদ হয় তবে প্রার্থনা যে উল্লিখিত ডাক্তার খানার কম্পাউণ্ডর যিনি আছেন তাঁহার পরিবর্ত্তে একটী উপযুক্ত সাহসিক লোক নিযুক্ত করেন। এক্ষণে যিনি আছেন তাঁহার গুণের কথা লিখিতে হইলে মেঘদূতের পাঠক বৃন্দের বিরক্তি জন্মিবার সম্ভব।

উপসংহার কালে আর একটী কথা লিখি। উল্লিখিত ডিস্পেন্সরিতে শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ আঢ্যি নামে যিনি ডাক্তার আছেন তিনি লোকটি বড় মন্দ নহেন। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি যেমন হউক না কেন যশভাগী বিলক্ষণ বটে। অধিক কি লিখিব এতদ্দেশীয় লোকের লক্ষ্মীছাড়ার ন্যায় জল পানে জ্বাতি যায় বলিলে বিশ্বাস হিল ঐ ডাক্তার সাহেবের ঔষধের উপর লোকের তদ্রূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

জেলা বর্দ্ধমান
সব কালীকাপুর
সন ১২৮১, ২ রা জ্যৈষ্ঠ
} কস্যচিৎ পাঠকস্য।

সাম্বৎসরিক পরিষৎ কার্য্য বিবরণ।

[illegible]

কি উপায়ে [illegible] হইবে, তাহা সকল বন্ধু চিন্তিত হইয়াছেন। [illegible] সুপথ্য কাপ [illegible] করিতেছে। [illegible] আমাদের দুর্দ্দিবসের কোন রোগ পরিবর্ত্ত হয় না, কি জন্য যে হয় না তাহা [illegible] না; যাহা হউক, অতএব [illegible], কি [illegible] সকলে [illegible] করিয়া [illegible], সময়ে সময়ে [illegible] সুপথ্য [illegible]।

[illegible] দুর্ভিক্ষ [illegible] বড় ধরিয়াছে [illegible] পুটী [illegible] সাহিত্য [illegible] হইয়া [illegible] সকলে [illegible] করিয়া [illegible] বিষয়ের [illegible] একটী [illegible] কিন্তু [illegible] এক [illegible] ছুতো [illegible] ভাবিয়া [illegible] কিছু [illegible] না করিয়া [illegible] দিন [illegible] সেকপ [illegible] করুক, না [illegible] আমার পাঠক, পরিষৎ [illegible] করিতে সময় হইতেছে [illegible] কার্য্যে পরিণয় করিতেছে [illegible] ফুট মাটি [illegible] পাত্রে [illegible] দিন চুর [illegible] ও দুইটি [illegible] পাওয়া যাইতেছে। যে [illegible] সভ্রমের ভয়ে [illegible] পরাঙ্মুখ, তাহাদিগকে বিনা মূল্যে চাল, ও

ধার, কর্জ্জ দিতেছেন। সাহেবের একেবারে পড়ে থাকিবার সাধ্য নাই, তাহাদের দিন পড়ের জন্য প্রতিদিন খাদ্য প্রদত্ত হইতেছে। কলমা উপস্থিত হৈব বিপাকে কাহাকেও ছেড়ে দিন উপবাসী থাকিতে হইতেছে না।

কমিসনের স্বীয় স্বীয় অধিকারস্থ প্রজা প্রতিপালন করিবেন, এনিমিত্ত ষ্টাফ ডাক্তার রাখিবার বিধান, বিনা মূল্যে টীকা ও ঔষধ সকলকে কর্জ্জ প্রদান করিতেছেন এ সমাচার গুলীন ঔষধ ও টীকা বিনা মূল্যে সাধারণ কাগজে লিখিত মতে প্রজাদিগকে কর্জ্জ দিবেন। রাস্তা ও দীঘি খনন করিবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলে তৎক্ষণাৎ সাহায্য দান করিতেছেন কোন বাক্তি কোথায় না যাইয়া রহিয়াছে তাহা ঢেরা দ্বারা ভক্ত করিয়া তাহার উপযুক্ত খাদ্য প্রেরণ করিতেছেন। এখানে খাদ্য অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য হইয়াছে বটে, কিন্তু রাজার সদয় ব্যবহারে কোন ব্যক্তিকেই মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে হইতেছে না। অল্পেশে প্রতিপালিত হইতেছে। এক্ষণে চাউল টাকায় ৵৫০ সাড়ে সাত সের বিক্রীত হইতেছে। সমুদায় রিলিফ কার্য্যে অনুমান ৪।৫ হাজার এদেশীয় লোক খাটিতেছে। দিন দিন চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। ভাবী শস্য অতি উত্তম হইবার সম্ভাবনা।

উপসংহার কালে নিবেদন এই যে, মুরে গা ডেপুটী কমিসনর সাহেব বাহাদুর ও ডিভিসনল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু, যেরূপ সতর্কতা সহকারে অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে স্ব স্ব কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহা [illegible] বিবেচক। [illegible] যাহারা উপযুক্ত সাহায্য করিতে অস্বীকার না হইতেছেন [illegible] কুঠ হইয়া, তাহা অল্প করিবা চাউলের [illegible] নাই। কর্ম্মচারী মহাশয়েরা [illegible] স্থাপন জন্য প্রাণ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা সে সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র, তাহাতে আর সংশয় নাই। পরন্তু তাঁহারা যে শিশু রাজার বলে এরূপ প্রবৎসাহান্বিত হইতেছেন, আমরা প্রার্থনা করি সেই রাজার আয়ু ও কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হউক।

১৮৭৪ } শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য
১২ ই মে } গোরাছড়া স্কুল।

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১৫ ই মে

ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চৌয়াসির নীচে মোহানায়	১০	
তথা হইতে সুরপুর	১	
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	১	১০
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	১	১
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	১	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	১	৩

সন ১৮৭৪ সালের ১৮ ই মে বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	১	

১৮৭৪ } টি, বেটী, সি, ই, প্রতিনিধি
বহরমপুর } একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
১৮ ই মে } নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী চৌধুরী
করিপুর ১০
" " জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস
জয়মগর ১০
" " একড়ি সিংহ—ত্রিবেণী ৫৷০
" " শিবচন্দ্র সিংহ—কামপুর ১০
" " সদানন্দ মিশ্র—মজবাজার ৫৷০
" " পুলিনবিহারী সেন
বহরমপুর ১০
" " প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
নাবন ৫৷০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, ৺ণ্ড, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয় তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

ঞ্চএই পত্র কলিকাতায় দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঁদড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে পাঠাইতে হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ। ২৮ সংখ্যা।

" যথাস্থলং প্রক্ষালিতোনায় পার্থিবঃ সম্মানো অনিমন্থনী ন স্থীয়না। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ১৯ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৭৪। ১ লা জুন।
মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বৃহন্নলা তরুণী অর্থাৎ প্রহসন।

উক্ত পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে অথবা ১১৫ নং চোরবাগান ডিসপেন্স বিতে আমার নিকট পাঠাইতে পারিবেন। মূল্য ।৶০ ডাক মাশুল /০ আনা।

শ্রীমক্ষকুমার সাহা।

গ্রাহকদিগের বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠা ইবেন তাহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

" জেলা মানভূমের অন্তর্গত রঘুনাথপুর বিভাগের দুর্ভিক্ষ কমিটীর সাহায্যে রঘুনাথপুরস্থ তন্তুর তাঁতিগণ কমিটীর নিকট হইতে সূতা লইয়া তদ্দ্বারা কাপড় ও থান প্রস্তুত করিতেছে। যাঁহার তদ্দ্বারা কাপড় ও থান আবশ্যক হইবেক আমার নিকটে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। "

১৪ ই মে ১৮৭৪ } শ্রীকরুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় রঘুনাথপুর দুর্ভিক্ষ কমিটীর সভাপতি

ডাক্তার উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০।

কেমিলি ট্রীটমেণ্ট মায় ডাকমাশুল মূল্য ১৷৷০ এনট্রেন্স ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক " নোটস অন্ ইনজিনিয়রিং " মূল্য ১৷৷০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

মূল্য—ডাকমাশুল।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্ এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গ্ন্		
সিস্ অর্থাৎ রোগ বিচার	৬	৷৷০
চিকিৎসা দর্পণ মাসিক	৩	০
ধাত্রী শিক্ষা	২	৶০
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা	৷৷০	/০
কুইনাইন প্রয়োগ	/১০	/০
শরীর পালন	৷/০	/০
ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত		
প্রাক্টীস অব মেডিসিন	১৮	৷৷০
এনাটমি	৪৷৷০	৶
মাতৃশিক্ষা	১	১০
ডাক্তার হরিনারায়ণ রুদ্র কৃত বালচিকিৎসা	৫	৷৶০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দু হষ্টেল।

স্বপ্নলতা নাটক।

বাগবাজার ষ্ট্রীট ৩৫ নং জ্ঞানদীপিকা পুস্তকালয়ে দূত আফিসে, সংস্কৃত ডিপজিটরিতে, এবং গরাণহাটা ৩৩৫ নং বেণীগোপাল চন্দ্র মিত্রের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ ডাকমাশুল /০

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিদর্শক।

আগামী ৮ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার হইতে চাটমোহর জ্ঞান বিকাশিনী যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া উক্ত নামে এক খানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে, কলেবর তিন ফরমা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য স্থানীয়দের পক্ষে ৪ টাকা বিদেশীয়দের পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৫ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা সম্পাদকের নামে মূল্য পাঠাইবেন।

চাটমোহর
২৫ শে বৈশাখ } শ্রীশ্রীধর রায়

কেমুবাকান্দার চিকিৎসালয়ের সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রকাশ করেন—

১। বালচিকিৎসা। গ্রাহকদিগের সুবিধার জন্য মূল্য ৫ টাকার পরিবর্ত্তে ৩৷৷০ টাকা অবধারিত করা হইল ডাকমাশুল ৶।

২। ব্যবস্থামালা (ডাং ও ডাক্তার প্রভৃতির ব্যবহারার্থ) মূল্য ১৷৷০ ডাকমাশুল ৶০।

৩। গঙ্গোদ্ধার—যন্ত্রস্থিত। গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্য।
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুস্থান কলিকাতা।

বাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

এ কারখানায় প্রস্তুত নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হইলে আদেশ দিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

এই সব প্রকার নির্ম্মিত সদ্ভামার পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন জংসন ও এলবো ইত্যাদি।

উৎকৃষ্ট দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঙ্গিয়ার বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

কায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত লেখা করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা।
৮, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

—•—

ব্রহ্মচর্য্য নির্ম্মাসিতের বিলাপ যাঁহারা এই কবিতা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা ৫৭ নং পুস্তকালয়ে, ঢনঠনের কালিদাস লাইব্রেরিতে কিম্বা বাণরক্ষি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৵০ আনা মাত্র।
১৮ ই মার্চ ১৮৭৪ সাল } শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

একবিংশতি ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য এক জন হেড মাষ্টার আবশ্যক হইয়াছে। বেতন ৫০ টাকা। পূর্ব্বোক্ত স্থান কলিকাতার ছয় ক্রোশ দক্ষিণে। যেন যোগে এক ঘণ্টায় আসা যায়। যাঁহারা কর্ম্ম প্রার্থী আছেন তাঁহারা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট আবেদন করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তি কিম্বা সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক ভিন্ন অপরের আবেদন করিবার আবশ্যকতা নাই। শিক্ষকের সংক্ষিপ্ত ও সচ্চরিত্রের বিশেষ সার্টিফিকেট চাই।

চাঙ্গড়িপোতা সোম প্রকাশ যন্ত্র সোনাপুর পোষ্ট আফিস ২২ এ মে ১৮৭৪ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য সম্পাদক

—

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমি বহুযত্নে ও অর্থব্যয়ে পুরাতন ও নূতন আমাশয় রক্তামাশয় শুষ্ক পেটের পীড়া গ্রহণী ও স্ত্রীতকা এবং আমজ সূত্রে হস্ত পদাদি শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ স্থির করিয়াছি। ইহা দ্বারা ১০।১৫ টী বোগার বর্ত্তমানের গ্রহণী ও রক্তামাশয় এক মাসের মধ্যে উত্তমরূপে আরোগ্য করিয়াছি। উক্ত পীড়াক্রান্ত কোন রোগী আমার নিকট আসিলে ব্যক্তি বিবেচনায় দান কিম্বা অর্থ লওয়া যাইবে। এই ঔষধ সাধারণে জানিবার জন্য আমাকে পুরস্কার প্রদান করিলে সকলের গোচর করিয়া দিতে পারি। বিদেশীয় কোন ব্যক্তি এই পীড়াক্রান্ত হইয়া আমাকে পত্র লিখিলে ও ৷৷০ আনা ডাকমাসুল পাঠাইলে ব্যবস্থা সহিত ঔষধ পাঠাইতে পারি, আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে পুরস্কার প্রদান করিবেন।

জিলা নদীয়া গোবরডাঙ্গা ২৩ এ ফাল্গুন ১২৮০ সাল } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার।

মেলেরিয়া নাশক পুরিয়া
অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধ দ্বারা মেলেরিয়া জনিত প্লীহা যকৃৎ পুরাতন বিষম সংক্রামক পালা জ্বর এবং অন্যান্য কুইনাইন ব্যবহার বর্জ্জিত জ্বর রোগাক্রান্ত বহু সংখ্যক লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ৷৷০ আট আনা।
বিহারীলাল ঘোষ এণ্ড কোং
ডুবরবন্ মেডিকেল হল
ভবানীপুর কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ।
১৯ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

সামাজিক শাসন ও ধর্ম্মনীতি।

মনুষ্যের প্রকৃতি ও চরিত্রের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে মনুষ্য অপরের দ্বারাই শাসিত শিক্ষিত ও গঠিত হইয়া থাকে। স্থূলদর্শী লোকেরা বিবেচনা করেন যে মনুষ্য স্বাধীন জীব; সুতরাং মনুষ্য নিজের স্বাধীন ইচ্ছানুসারেই ধর্ম্মপথ কিম্বা অধর্ম্ম পথ অবলম্বন করে। কিন্তু তাহা নহে। আজি যাঁহাদিগকে সচ্চরিত্র দেখিতেছি সমাজের শাসন না থাকিলে তাহাদের শত জনের ১০ জনও সচ্চরিত্র থাকিতেন কি না সন্দেহ। আবার অপরদিকে আজি যাঁহারা অসচ্চরিত্র বলিয়া খ্যাত, সমাজের শাসন প্রণালী আরও পরিষ্কৃত এবং কার্য্যকর হইলে তাহাদের মধ্যে অনেকের চরিত্র ধর্ম্মপথে থাকিত। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই এই কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত ও সত্য কথা বলিয়া বোধ হইবে। বিশেষ একটী সমগ্র জাতির ধর্ম্মনীতি ও রুচি প্রভৃতি যখন উন্নত কিম্বা অবনত হইতে থাকে তখন তাহার মূলে সামাজিক শাসন ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশের মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধিতে অগ্রগণ্য ব্যক্তিরা যখন উন্নত ধর্ম্মনীতি ও উৎকৃষ্ট রুচির পরিচয় প্রদান করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের সেই সকল মত অজ্ঞাতসারে সেই জাতির ধর্ম্মনীতি ও রুচি পরিষ্কৃত করিতে

থাকে। আবার তাঁহারা যখন বিকৃত ধর্মনীতি ও বিকৃত রুচির পরিচয় দিতে থাকেন তখন দিন দিন দেশের অধোগতি হয়। আমরা গুটিকত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি তাহা হইলেই পাঠকগণ আমাদের অর্থ বিশদরূপে বুঝিতে পারিবেন

প্রথমতঃ—এরূপ দেখা যায় যে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী যতদিন কোন সমাজের অন্তর্ভূত থাকে ততদিন তাহার চরিত্র ও ধর্মনীতি সেই সমাজের মতানুসারে গঠিত হয় কিন্তু সে সমাজ হইতে দূরে গেলে আর সে চরিত্র রক্ষা করিতে পারে না। এই কারণের দেখা যায় যে সকল বাঙ্গালি কার্য্যোপলক্ষে ভারত পশ্চিমাঞ্চলে গমন করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে চরিত্র রক্ষা করিতে পারেন না; কারণ এখানকার পবলিক ওপিনিয়ন অর্থাৎ সামাজিক শাসন তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই কারণেই পূর্ব্বে যে সকল সাহেব এদেশে আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেককে জুয়াচুরি প্রবঞ্চনা নৃশংসতা প্রভৃতি নানা দোষে দোষী দেখা যাইত, কারণ এখনকার ন্যায় মেইল বেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতির সুবিধা না থাকাতে ইংলণ্ডের পবলিক ওপিনিয়ন তাঁহাদিগের নিকট পৌঁছিতে পারিত না নির্ব্বোধ ও নীচ প্রকৃতি সাহেবেরা মনে করেন তাঁহাদের ধর্মনীতি এবং জাতীয় চরিত্র স্বর্গ হইতে আসিয়াছে; কিন্তু আমরা জানি যদি মেইল টেলিগ্রাফ প্রভৃতি দ্বারা ইংলণ্ড ভারতের নিকট না হইত তাহা হইলে এখনও তাঁহাদের মধ্যে অনেক বানর বাহির হইয়া পড়িত। অধিক কি এখনো বিলাতের সাহেব ও ভারতবর্ষের সাহেব এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে ধর্মনীতি সম্বন্ধে অনেক অন্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা কোন সমাজের অন্তর্গত নয় তাহাদের ধর্মনীতি প্রায় নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারতবর্ষবাসী ফিরিঙ্গিরা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। হিন্দু মুসলমান ও ইউরোপীয় এই তিন প্রধান সমাজে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অধিবাসীরা বিভক্ত, দুর্ভাগ্যক্রমে ফিরিঙ্গীরা ইহার কোন সমাজে প্রবেশের অধিকার পান না। সাহেবদিগের সহিত মিশিতে গেলে তাঁহারা ঘৃণার সহিত পরিহার করেন। আবার বিভিন্ন ধর্ম্ম নিবন্ধন মুসলমানদের বিদ্যা হিন্দুদের সহিত মিশ্রিত হওয়ার পক্ষেও ব্যাঘাত ঘটিয়াছে; সুতরাং তাঁহারা সকল শ্রেণীর বাহিরে পড়িয়া আছেন। এই তিন শ্রেণীর সামাজিক শাসন ইহাদিগকে স্পর্শ করে না। এই জন্য ইহাদের ধর্মনীতির এত শোচনীয় অবস্থা।

আর অধিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই। আমরা যে জন্য এই সকল কথা বলিতেছি তাহা এই। সংবাদ পত্র সেই পবলিক ওপিনিয়ন অর্থাৎ সামাজিক শাসনের উপায় স্বরূপ। তাঁহাদের ধর্মনীতি উন্নত হইলে দেশের ধর্মনীতি নিশ্চয় উন্নত হইবে এবং তাঁহাদের ধর্মনীতি নিকৃষ্ট হইলে দেশেরও নিকৃষ্ট হইবে। তাঁহাদের রুচি অনুসারে দেশের লোকের রুচি গঠিত হইবে। এই গুরুতর ভাবের কথা মনে হইলে আমাদিগের যে কত সতর্ক হওয়া উচিত তাহা বলিতে পারা যায় না। লোক প্রশংসার অনুরোধে লোকের প্রবৃত্তি স্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়া এবং লোক প্রশংসা নিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীনভাবে উন্নত ধর্মনীতি অনুসারে সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা আর এক। ভ্রান্ত দেশহিতৈষিতার অনুরোধে—অথবা দেশহিতৈষী নামে অনুরোধে দোষীকে নির্দ্দোষী এবং নির্দ্দোষীকে দোষী করা এক এবং সত্য ও ন্যায়পরতার অনুরোধে অসঙ্কুচিত চিত্তে ও নির্ভয়ে সত্য ও ন্যায়ের রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হও। আর এক। আমরা স্বীকার করিতেছি এবং দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি। সম্পাদকদিগকে গালি দিতে ইচ্ছা করি। আমাদের মত মত সংবাদ পত্র দেখিতে পাই, মত সম্পাদকও দেখিতে পাই না। এক কলিকাতা [illegible] আর এরূপ দেখিতে পাই না। ইংরাজী সম্পাদকেরা দেশীয় সম্পাদকদিগকে অনেক কটূক্তি করিয়া থাকেন, বলেন আমাদের স্বাধীনতা নাই সত্যপ্রিয়তা নাই। আমরা দেশের উপকারজনক বিষয় অপেক্ষা গালাগালি করিতে অধিক ভাল বাসি। গবর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ জাতির প্রতি বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রচার করাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। স্পষ্ট কথা বলিতে কি, আমরা ত এই সকল বিষয়ে তাঁহাদেরও বিশেষ উন্নতি দেখিতে পাই না। গালাগালি ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ [illegible] কোন অংশে আমাদের অপেক্ষা [illegible] তাহা বুঝিতে পারা [illegible] করিয়া অন্যের [illegible] দেখাইয়া দিতে পারা [illegible] ন্যায় ও সত্যের [illegible] অপরাধী [illegible] রক্ষা করিবার [illegible] এদেশীয় দিগের অপেক্ষা [illegible] বিদ্বেষ বিষ, উহা [illegible] করিয়াছেন। [illegible] বলিয়া সে [illegible] দুঃখিনী বিদ্যা অপহৃত বসন করিবে এবং কৃষ্ণবর্ণ হস্তের লেখনী কেবল অসদর্থ ও কুৎসিত ফল প্রসব করিবে ইহা কখনই এরূপ মনে করে

না। গর্দ্দভ কৃষ্ণ চর্ম্মেও আবৃত হইতে পারে এবং শ্বেত চর্ম্মেও আবৃত থাকিতে পারে এই আমাদের সংস্কার। যাহা হউক সম্পাদকেরা যতদিন না আপনাদের পদের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া তবে কার্য্য করিতেছেন ততদিন দেশের ধর্ম্মনীতির উন্নতির আশা দেখা যায় না।

—:০:—

পুরাতন ও নূতন সিবিলিয়ান।

পূর্ব্বে পরীক্ষা দ্বারা সিবিলিয়ান নিয়োগের প্রথা প্রচলিত ছিল না। "নমিনেশন" দ্বারা লোক নিযুক্ত করা হইত অর্থাৎ লিডেন হল ষ্ট্রীটের কর্ত্তারা যাহাদিগকে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন তাহাদিগকেই প্রেরণ করিতেন। ডাইরেক্টরদিগের স্বসম্পর্কীয় লোকেরাই প্রায় প্রবেশের অধিকার পাইত কিন্তু অনেক সুদক্ষ ও কার্য্যকুশল ব্যক্তিও সুপারিসের অভাবে অগ্রসর হইতে পারিত না। অনুরোধ উপরোধের মুখাপেক্ষা করিয়া লোক নিযুক্ত করিলে সচরাচর যে দুর্গতি ঘটিয়া থাকে তাহাও ঘটিত অর্থাৎ অনেক অপদার্থ ও অপদার্থ লোকও তা ভবর শাসনের ভার লইয়া আসিত।

এদেশের শাসনকর্ত্তারা এই অপদার্থ লোকদিগকে লইয়া জ্বালাতন হইতেন এবং এই প্রথার বিরুদ্ধে সর্ব্বদা অভিযোগ করিতেন। এমন কি লর্ড ওয়েলসলি এই অনর্থ নিবারণের জন্যই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ নামক একটী কলেজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল যে নবাগত সিবিলিয়ানেরা সেখানে আরও কিছু দিন শিক্ষা পাইয়া দেশ শাসনের উপযুক্ত হইবে। ডাইরেক্টরেরা এই কলেজটী অনাবশ্যক মনে করিয়া পরে তুলিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে পরীক্ষা প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও উপযুক্ত লোক মনোনীত করিবার সুবিধা হইয়াছে বটে কিন্তু এখনকার সিবিলিয়ানেরা পুরাতন সিবিলিয়ানদিগের ন্যায় সুখ্যাতি লাভ করিতে পারিতেছেন না। ইহার কারণ কি? মেটকাফ এলফিনষ্টোন লরেন্স প্রভৃতি ন্যায় কার্য্যদক্ষ লোক আর দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?

আপাততঃ চারি একটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেটী এই—এখন কার অপেক্ষা সে সময়ে এক একজন সিবিলিয়ানের হস্তে অধিক কার্য্য ভার থাকিত, অধিক স্বাধীনতা থাকিত। সুতরাং যাহার যাহা কিছু দক্ষতা ও ক্ষমতা থাকিত তাহা বিকশিত হইবার পথ পাইত। বর্ত্তমান সময়ে একজন সিবিলিয়ানের চারিদিকে এত বেড়া এত আইন এত নিয়ম যে বুদ্ধি বিদ্যা স্বাধীন ভাবে বিকশিত হইবার পথ পায় না। এখন তাঁহাদের অধিকাংশ কাজ কর্ম্ম বিজিনের অর্থাৎ নিয়মাধীন [illegible] তাহার চিত্তরঞ্জন [illegible] বলিয়াছেন "পুরা [illegible] যে বড় হইয়া উঠিত [illegible] তাহা নহে কিন্তু বড় পদে [illegible] বড় করিত। একজন বড় পদের একবার একজন এদেশী কে বলিয়াছিলেন "ঐ চেয়ারে গিয়া বস চেয়ার তোমাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করিবে" এই কথা অত্যন্ত সার কথা।

এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান পরীক্ষা প্রণালী সম্বন্ধেও কিছু বক্তব্য আছে। এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়াতে যেরূপ ফলের আশা করা হইয়াছিল সেরূপ ফল ফলিতেছে না। কারণ নূতন সিবিলিয়ানদিগের মধ্যেও ব্রডলি গুডোনেল প্রভৃতির ন্যায় অনেক অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য লোকও আসিতেছে। বর্ত্তমান সিবিলিয়ানদের শিক্ষা প্রণালীই এই দোষের ভাগী। একটু একটু লাটিন গ্রীক একটু জুবিদ্যা একটু প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি পড়াইলে দেশের শাসনকর্ত্তা নির্ম্মিত হইবে কেন? যদি বল পরীক্ষার পর ত দুই এক বৎসর আইন রাজনীতি প্রভৃতি পড়ান হয়। সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে তাহা না হওয়ার মধ্যে। আইন ও রাজনীতির গুটিকত স্থূল স্থূল কথা শিক্ষা দেওয়া হয় কিন্তু ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি ভারতবর্ষের সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার কি কোন উপায় করা হয়? কিরূপ রাজনীতি অনুসারে ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য এতদিন চলিতেছে এবং তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে এ সকল বিষয়ে কি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করা হয়? তাঁহারা কোন ক্রমে আপনাদের পাঠ্য পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উত্তীর্ণ হইয়াই ভারতবর্ষ শাসনের ভার লইয়া আগমন করেন। পাঠকগণ বলুন এত অল্প বয়সে এবং অল্প শিক্ষাতে এক জনের সুশাসনকর্ত্তা হওয়া সম্ভব কি না? আমাদের বিবেচনায় পরীক্ষার্থীদিগের বয়স আরও বর্দ্ধিত করা উচিত এবং লর্ড ওয়েলেসলির কলেজের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপিত করা না হউক কলিকাতাতে আগমনের পর অন্ততঃ দুই তিন বৎসর লেকচরের ন্যায় ভারতবর্ষীয় রাজনীতি ও শাসন কার্য্য বিষয়ে লেকচর দিবার ব্যবস্থা করা উচিত এবং ভিন্ন ভিন্ন বৎসরের শাসন সংক্রান্ত রিপোর্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রেগুলেশন প্রভৃতি পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্ণীত হওয়া উচিত। এই রূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে কার্য্যদক্ষ ও শাসনকুশল লোক পাইবার অধিক সম্ভাবনা।

-:০:-

আরও দুটিকত কথা।

নবীন ও সুরেন্দ্র বাবুর দণ্ড সম্বন্ধে আমরা গত বারের পূর্ব্বে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহাতে কোন কোন সহযোগী আমাদিগকে উপহাস বিদ্রূপ করিয়াছেন। আমরা তাহা পূর্ব্বেই জানিতাম এবং সে জন্য কিছু মাত্র দুঃখিত নহি। কতকগুলি দোষে দেশীয় সংবাদপত্র সকল তন্ত্রুচি বিশিষ্ট লোকের অপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা সেগুলি সংশোধিত হয়। তাহার মধ্যে আমরা একটীর উল্লেখ করিয়াছিলাম। আমরা যে দোষের উল্লেখ করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছি তাহার বিপক্ষে আমাদের যত যুক্তি আছে তাহার সকলগুলি দেওয়া হয় নাই। কেবল একটী যুক্তির উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের সম্পূর্ণ আশা যে চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই এবিষয়ে আমাদের সহিত একমত হইবেন। আমরা আজি আরও পরিষ্কার রূপে দুটি কত যুক্তি প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা করি। পাঠকগণ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন এবিষয়ে সম্পাদকদিগের অনবধানতা নিন্দনীয় কি না? প্রথমতঃ সভ্য সমাজে কেবল মাত্র পুলিস ও গবর্ণমেণ্ট এক মাত্র শাস্তিদাতা নয়। পবলিক ওপিনিয়ন অর্থাৎ সংবাদ পত্রেরাও দণ্ড বিধান করেন। দণ্ডের উদ্দেশ্য কি? অপরাধীকে সংশোধন করা এবং অপর লোকদিগকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করা। যখন "পবলিক ওপিনিয়ন" অপরাধীর দণ্ড বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহকারী হয় তখন দণ্ডের এই দুইটি উদ্দেশ্য অতি সুন্দররূপে সাধিত হয়। কিন্তু পবলিক ওপিনিয়ন যখন অপরাধীর রক্ষার্থ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয় তখন যদি গবর্ণমেণ্ট মার্জ্জনা করেন তাহা হইলে দণ্ডের এই দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। কারণ অপরাধী নিজের দুষ্কর্ম্ম বুঝিতে পারে না, দেশের অন্য লোকেও তাহার অপরাধকে লঘু মনে করে। সুতরাং সেরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্টের মার্জ্জনা না করাই ভাল। দ্বিতীয়তঃ অপরাধীর বিচার হইবার পূর্ব্বে সংবাদপত্রেরা যদি তাহাকে দোষী কিম্বা নির্দ্দোষী বলিয়া ঘোষণা করিতে থাকেন তাহা হইলে বিচারপতিরাও অপার্থিক সেই মত দ্বারা শাসিত হইয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারেন না। হয় ত সংবাদ পত্র দিগের সংস্কারানুসারে নির্দ্দোষীকেও দোষী বলিয়া মনে করিতে পারেন কিম্বা দোষীকেও নির্দ্দোষী বলিয়া মুক্তিদিতে পারেন।

তৃতীয়তঃ যদি এমন কোন স্বাধীন চেতা বিচারক থাকেন যিনি সংবাদ পত্র দিগের কথা নিস্পৃহ হইয়া অপক্ষপাতে বিচার করিবার চেষ্টা করেন এবং প্রকৃত দোষীর দণ্ড ও নির্দ্দোষীকে মুক্তি প্রদান করেন তিনি লোকের অপ্রীতিভাজন হইয়া পড়েন। কারণ সচরাচর সংবাদ পত্রদিগের মতানুসারে দেশের লোকের মত গঠিত হয়। তাহারা যাহাকে দোষী বিবেচনা করিতেছিল তাহাকে মুক্তি দেওয়াতে কিম্বা তাহারা যাহাকে নির্দ্দোষী বিবেচনা করিতেছিল তাহাকে দণ্ড করাতে সেই বিচারককে অযোগ্য এবং অবিচারকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া বলুন ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ফল আর কি হইতে পারে।

চতুর্থতঃ জুরি উকীল সাক্ষী প্রভৃতি সেই মকদ্দমা সংক্রান্ত যত লোক সকলে সংবাদ পত্রদিগের সেই মত দ্বারা শাসিত হইয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারেন না। জুরেরা যে নবীনকে "নট গিলটি" বলিয়াছিলেন তাহাই এই কথার প্রমাণ।

পঞ্চমতঃ সুরেন্দ্র বাবুর ঘটনার ন্যায় যে স্থলে বিচারের ভার সাহেব দিগের হস্তে সেখানে সুবিচার হইল কিনা বুঝিতে না পারিয়া লোকে বিচার পতিদিগের কার্য্যের প্রতি জাতি বৈরিতা প্রভৃতি অনেক অভিসন্ধির আরোপ করিতে থাকে। তাহাতে প্রজা দিগকে অনর্থক গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত করা হয়।

ষষ্ঠতঃ এইরূপ অসময়ে মত প্রকাশ করিয়া প্রকৃত অপরাধীকে যদি আস্কারা দেন করা হয় তাহা হইলে দেশের ধর্ম্ম নীতি বিকৃত হইতে থাকে। সেই সকল পাপ সমাজ হইতে দূর হওয়া দূরে থাকুক দেশের মুখ স্বরূপ ব্যক্তিদিগের দ্বারা রক্ষিত হইয়া আরও দৃঢ় বদ্ধ হইতে থাকে।

আর অধিক যুক্তি প্রদর্শন করা আবশ্যক বোধ হয় না। এই সকল কার দেই চিন্তাশীল সম্পাদক মাত্রেই কোন বিষয়ের বিচার শেষ না হইলে মতামত প্রকাশ করেন না; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আমাদের সহযোগীদিগের মধ্যে অনেকে এই নিয়ম সর্ব্বদা অবহেলা করেন। হত্যা মকদ্দমার বেলা যেরূপ করিয়াছিলেন সেইরূপ অনেক স্থলে আসামীর বিচারের পূর্ব্বেই ফাঁসি দিতে বসেন, আবার অনেকস্থলে আসামীকে বিনা বিচারে নিষ্কৃতি দিতে অনুরোধ করেন। আমরা এরূপ চিন্তা বিহীন ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য আচরণ দেখিলে অত্যন্ত দুঃখিত হই, সেই জন্য এক একবার ইহার প্রতিবাদ করিবার জন্য অগ্রসর হই। কোন বিশেষ ব্যক্তি কিম্বা বিশেষ পত্রকে লক্ষ্য করিয়া আমরা কোন কথা বলি না। কারণ সহযোগী দিগের মধ্যে একজন এবিষয়ে অত্যন্ত সাবধান এবং সেজন্য তাঁহারা আমা

উদাসীন তাহাদিগকে সতর্ক করাই আমাদের লক্ষ্য।

সেরেস্তাদার শৃগাল মন্ত্রী

সিংহ নৃপতিরাজ। তাঁহার রাজ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় দেখা সম্ভব নয়, শুধু বিচারার্থী হইয়া রাজসমীপে উপস্থিত; পশু রাজকার্য্যে নয়ন মুদিয়া নিদ্রা যাইতেছেন; বিচার কার্য্যের ভার শৃগালের হস্তে। মাত্র বলের এক চক্ষু পশুদের আনীত অভিযোগ শ্রবণে নিরীক্ষণ করিতে ছ, অর্থাৎ চক্ষু বিচারার্থী দিগের ভাব ভঙ্গী দর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ের অনেক জজ সাহেবের অবস্থা ও সেরেস্তাদার শৃগালের প্রভুত্ব সাহেব এই সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে সেরেস্তাদার শৃগাল কি ধাতুর লোক তাহা কাহার জানিতে অবশিষ্ট আছে? তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বহুদিন পূর্ব্বে একজন সামান্য মুহুরি—কিম্বা অপর কোন কার্য্য অবলম্বন করিয়া আদালতে প্রবেশ করিয়াছেন। তদবধি উন্নত হইয়া উক্ত পদে আরোহণ করিয়াছেন। যে আদালতে ছয় দিন শমন করিলে কাহারো কপর্দ্দক পাওয়া যাইবে সেই আদালতে যাহাদের কার্য্য শিক্ষা তাঁহারা সেরেস্তাদার বিরূপ ধর্ম্মপরায়ণ লোক তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এত সুবিজ্ঞ হুজুগেরা এই সকল লোকের হস্তে বিচারের ভার অর্পণ করিয়া অনায়াসে নিদ্রা যাইতে পারেন। এই কারণে যে কত অন্যায় ও অবিচার সংঘটিত হয় বলা যায় না। সেরেস্তাদারেরা ধর্ম্মপরায়ণ, কারণ কর্ত্তব্যবিষয়ে তাঁহারা বাঁধা উন্নত উপদেশের সম্পূর্ণ অনুসরণ করেন "তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহা করে তোমাদের বাম হস্ত যেন তাহা জানিতে না পারে"। এই সকল কর্ম্মচারিদিগের বাম হস্ত যাহা করে দক্ষিণ হস্ত তাহা জানিতে পারে না। কারণ বাম হস্ত যখন পক্ষান্তরে বন্দোবস্ত করিতে থাকে তখন দক্ষিণ হস্ত সম্মুখে থাকিয়া ডিক্রী ডিস্মিস করিতে থাকে। আমরা প্রায় শুনিতে পাই এবং দেশের লোকের সংস্কার যে অমুক স্থানে প্রায় এই রূপ করিয়া থাকেন। এত দিন সকলে এই কথা বলিত কিন্তু প্রকাশ পত্রাদিতে এতদিন কোন কলঙ্ক রটে নাই।

সম্প্রতি দুইটী ঘটনা এবিষয়ের বিচারকর্ত্তাদিগের অনবধানতা বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে। প্রথম সুরেন্দ্র বাবুর আক্রান্ত ঘটনা। দ্বিতীয় রঙ্গপুরের জজ লেম্ভিন সাহেবের মকদ্দমা। পাঠকগণ বিদিত আছেন যে লেম্ভিন সাহেবের বিপক্ষে রঙ্গপুরের উকীলেরা একটী আবেদন করিয়াছিলেন। তদনুসারে বিচারপতি জ্যাকসন সাহেব রঙ্গপুরে তদারকে গিয়াছিলেন। তদারকের ফল কি হইয়াছে জানিতে পারা যায় নাই। শুনিতে পাওয়া যায় লেম্ভিন সাহেবের অনেক কৈফিয়ত তলব করা হইয়াছে। লেম্ভিন সাহেব সে জন্য অবকাশ লইয়াছেন। যত দিন এই মকদ্দমাটী বিচারাধীন আছে ততদিন এবিষয়ে কোন কথা কহা উচিত নহে। কিন্তু সেরেস্তাদারের দোষে যে অনেক স্থলে অবিচার ও অন্যায়াচরণ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

আর একটী কথা এই স্থলে বলা উচিত বোধ হইতেছে। এইরূপ অযোগ্য উদাসীন পরতন্ত্র জজদিগের অধীনে কর্ম্ম করিতে গিয়া অনেক কর্ম্মচারিকে কষ্ট পাইতে হয়। আমরা দৃষ্টান্তরূপ একটী উদাহরণ দিতেছি। অনেক স্থলে এক জন মুন্সেফ আপনার অধীনস্থ কোন আমলার কোন দোষ দেখিয়া তাহাকে সস্পেণ্ড কিম্বা ডিস্মিস্ করিলেন। সে ব্যক্তি আর কোন কথা না বলিয়া একেবারে জজ সাহেবের সেরেস্তাদারের বাসায় গেল। সেরেস্তাদার সাহেবের কর্ণে আপনার বক্তব্য শুনাইল, সাহেব সেব্যক্তিকে বাহাল করিতে হুকুম দিলেন। আমরা কেবল অনুমান করিয়া বলিতেছি না, অনেক স্থলে এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এরূপ অবিচারক লোকের অধীনে কর্ম্মকরিতে গেলে মান থাকে না, এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় অনেক আদালতের আমলারা মুন্সেফদিগকে গ্রাহ্য করে না।

যাহা হউক এই সকল ন্যায় ও যুক্তি বিগর্হিত ব্যবহার বহুদিন চলিয়া আসিতেছে এবং তজ্জন্য সুবিচারেরও সমূহ ক্ষতি হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। হাইকোর্টের এবিষয়ে মনো যোগ করা উচিত। আমরা সেকালের হাকিমদিগের গল্প শুনিয়াছি, তাঁহারা বিচারালয়ে আসিয়াও কেবল চুরুট্ ফুকিতেন এবং কুকুর লইয়া খেলা করিতেন, মধ্যে মধ্যে "চণ্ডীমণ্ডপ বোলাও" ইত্যাদি একএকটী হুকুম করিতেন। তাড়ু তাড়ি নথি সকলের আধা ডিক্রী আধা ডিস্মিস করিয়া উঠিয়া যাইতেন; আজি ও কি সেই দিন থাকবে?

ইণ্ডিগো ও গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালী।

প্রজাদিগের মধ্যে অসন্তুষ্ট উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কি? বিশেষ চিন্তা না করিয়া ইহার উত্তর দিতে হইলে সকলেই এই বলিবেন সমুদায় লোকের

অন্ন যোগান। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে আর এক প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সকলের অধিবাসীর সংখ্যা ৬১৮৫৬৮৫৯। বৎসর বৎসর দেশীয় ব্যবসায়ীরা এই সকল লোকের অন্ন যোগাইয়া থাকে। এক বেলাও এই সমুদায় লোকের আহার দিতে গেলে প্রতি দিন ৪১৭৯৫৫ মণ চাউল লাগে। যদি ২ টাকা করিয়াও চাউলের মণ ধরা যায় তাহা হইলেও প্রতিদিন অন্যূন ৮৩৫৭১০ টাকা ব্যয় করা আবশ্যক। পৃথিবীতে এমন ধনী কোন গবর্ণমেণ্ট আছেন যাঁহারা এত লোকের অন্ন যোগাইতে পারেন। পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন কেবল গবর্ণমেণ্টকে এত লোকের অন্ন যোগাইতে হইবে কেন? দেশে ত যৎকিঞ্চিৎ শস্য আছে তাহাতে অনেক লোক প্রতিপালিত হইতে পারে। আমরা সেকথা স্বীকার করি কিন্তু যে মুহূর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট বলিবেন আমরা যতদূর আবশ্যক দিব, যত শস্য আবশ্যক আনাইব সেই মুহূর্ত্ত হইতেই দেশীয় ব্যবসায়ীরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে। মনুষ্যের প্রকৃতি যাঁহারা জানেন তাঁহারা সকলেই বলিবেন অনায়াস বা অল্পায়াসলব্ধ সাহায্যে আশা পাইলে আর কাহারও আয়াস স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না; যাহার অভাব নাই তাহারও অভাব উপস্থিত হয়; আবার অপর দিকে দেশীয় ব্যবসায়ীরা গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া স্থানে স্থানে শস্যাদি বপনে বিরত হয়। এই অদূরদর্শী ব্যক্তিদিগের মত যে এসকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যত অল্প হস্তক্ষেপ করেন ততই ভাল।

এদেশে এই দুর্ভিক্ষটী নূতন নয়। প্রায় ৫।৭ বৎসর অন্তর এরূপ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং দুর্ভিক্ষ কালে কর্ত্তব্য কি? সে বিষয়ে ভারতবর্ষীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের মত এক প্রকার পরিষ্কার হইয়া আছে, তাহা এই, প্রথমতঃ সহজে গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ দেশীয় ব্যবসায়ের প্রবলতা থাকিলেও শস্যাদির দুর্ম্মূল্যতা নিবন্ধন যাহাদের অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় তাহাদের জন্য শস্য সংগ্রহ করা কিম্বা তাহাদের হস্তে শস্য ক্রয়োপযোগী অর্থ সঞ্চারের উপায় করা। তৃতীয়তঃ যে যে স্থলে দেশীয় ব্যবসায়ের দ্বারা সাহায্য হইবার আশা নাই অথবা দেশীয় ব্যবসায় যে স্থলে অসমর্থ হইয়া পড়ে সেখানে প্রজাদিগের অন্ন যোগাইবার ভার নিজের হস্তে গ্রহণ করা। ফল কথা এই, দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের ক্ষতি না করিয়া যতদূর করা সম্ভব গবর্ণমেণ্টের করা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে বিবেচনা করা যাউক এবৎসর গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সূচনা হইবামাত্র গবর্ণমেণ্ট দুটী কার্য্য করেন। প্রথমতঃ রেলওয়ে ষ্টীমার প্রভৃতির ভাড়া কমাইয়া দেন; তাহার অভিপ্রায় এই যে তাহা হইলে দেশীয় ব্যবসায়ীরা দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশ সকলে শস্যাদি বপন করিবে। দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি পূর্ত্তকর্ম্ম আরম্ভ করা হয়। অল্পকাল মধ্যে লোকের হস্তে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত হইতে পারে এবং পরস্পর কত অন্নকষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহাও জানা যাইতে পারে, কারণ বিশেষ অন্নকষ্ট উপস্থিত না হইলে লোকে পরিশ্রমের বিনিময়ে সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হয়না। তৃতীয়তঃ, যদি অবশেষে শস্যের অপ্রতুল হয় তাহা নিবারণের জন্য সময়ে সময়ে আমদানী করিতে আরম্ভ করেন, চতুর্থতঃ জিলায় জিলায় রিলিফ কমিটি সকল স্থাপিত করা হইয়াছে। আবশ্যক হইলে এই সকল কমিটী গ্রামে গ্রামে শস্য বিতরণ করিবেন। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের আনীত শস্য বিক্রয় করিবার কথা ছিল না, কিন্তু যেখানে যেখানে বাজারে শস্যের অপ্রতুল দেখা যাইতেছে সে স্থানে তাহাও করা হইতেছে। পাঠকগণ দেখুন দেশীয় ব্যবসায়ী দিগের ক্ষতি না করিয়া যতদূর সাহায্য করা সম্ভব গবর্ণমেণ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন কি না? লার্ড নর্থব্রুকের বিপক্ষ সমালোচক তিনটী কথা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ রপ্তানী বন্ধ না করা, দ্বিতীয়তঃ শস্যাদি বহনের বিঘ্ন জন্মান তৃতীয়তঃ পরমুখাপেক্ষী হইয়া সাহায্য করা। রপ্তানী বন্ধ না করার বিষয়ে গবর্ণর জেনেরলের যাহা বক্তব্য তাহা তিনি বলিয়াছেন। শস্যাদি বহন বিষয়ে যে কিছু বিঘ্ন হইয়াছে তাহার জন্য তিনি দোষী নন, কারণ কোন দিকে কত শস্য প্রেরণ করিতে হইবে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হওয়াতেই এবং রাস্তা ঘাটের অসুবিধা নিবন্ধনই এই বিলম্ব ঘটিয়াছে। তৃতীয়তঃ তিনি যে পরমুখাপেক্ষী হইয়া সাহায্য করিবার সংকল্প করিয়াছেন তাহাও যুক্তি সঙ্গত। তিনি প্রথমে পরমুখাপেক্ষী হইয়া সাহায্য করেন কিন্তু পরে তাহা দেয় ঋণে পরিণত করিবেন। তাহাকে বিবেচনা করিয়া বলেন যে যে দণ্ডে গবর্ণমেণ্ট বুঝিবেন যত টাকা আবশ্যক আদায় হইবে সেই দণ্ডে দেশের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের হস্ত সংকুচিত হইবে। এই নথব্রুক মত হইলেও মিনিষ্টর কমলর্ণ্ডমুসারেই দেশের লোকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন এবং তাহা যে নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে তাহা বলা যায় না।

আর একটী কথা উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি, আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি অতিরিক্ত লোক সংগ্রহ বেকার বসিবার প্রধান কারণ। এই জন্য ভারতবর্ষীয় নিজের বিনামা গমন বন্ধ করা সেই অর্থে ব্রহ্মদেশে বেকারীর চক্র মজুরদিগকে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাতে যে কষ্টের অনেক লাঘব হইবার সম্ভাবনা তাহাতে সন্দেহ কি? যাহা হউক এই বিপদের সময় গবর্ণমেণ্ট যাহা করিবার তাহা করিতেছেন। কেবল তাহা নহে আর ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ বিপদ না ঘটে তাহারও উপায় করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। ভারতবর্ষে অনেক রাজা ছিল দুর্ভিক্ষও অনেক হইয়াছে এক এক বার দেশ জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রজার প্রাণ রক্ষার্থ রাজার এরূপ ব্যগ্রতা কখনও দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ। দেশের লোকে দেখিতেছে যে গবর্ণমেণ্ট লক্ষমুদ্রা অপেক্ষা একজন প্রজার প্রাণ মূল্যবান বিবেচনা করেন। এই জন্যই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এত গৌরব।

বিবিধসংবাদ।

১০ ই বৈশাখ সোমবার।

শুনা যাইতেছে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহার সৈন্যের সাহায্যার্থ কতকগুলি যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী প্রেরণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

বোম্বাইর পার্সি ও মহম্মদানদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র পরীক্ষার্থ গবর্ণমেণ্টে উপস্থিত করা হইবে।

মাঞ্চেষ্টরের বাণিকেরা এবার অধিক পরিমাণে তুলা চীনেতে প্রেরণ করিতেছেন। ব্রহ্মদেশের দুর্ভিক্ষই ইহার কারণ।

শুনা যাইতেছে, ডিউক অব এডিন্বরা ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি হইবেন। নিমিত্ত তাঁহাকে বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, বরদার গুই কুমার দেড় মাসের মধ্যে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এরূপ করিলে বোধ হয় অধিক দিন তাঁহাকে রাজত্ব করিতে হইবে না।

ইংলিসম্যান বলেন, ১২ এ মে বেলা একটার সময় বাঙ্গালোরে প্রথমে এক প্রকার শব্দ হইয়া পরে ভূমিকম্প হয়। এখানে অত্যন্ত প্রলয়কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। যে সকল খানা কন্ট্রাক্টর হইয়াছিল তাহা ভূমিয়া গিয়াছে সুতরাং পুনরায় বীজ রোপণ করা কঠিন হইবে।

মিরাট ষ্টেট রেলওয়েতে উত্তম রূপ কাজ চলিতেছে, ইহাতে প্রতিদিন ৪০ হাজার মণ মাল যাইতেছে।

৺ কৃষ্ণবিহারীলাল হালদারনাথ মিত্রের স্মরণার্থ কিরূপ চিহ্ন স্থাপন করা উচিত তদ্বিষয় স্থির করিবার জন্য আগামী কল্য টাউন হালে একটী সভার অধিবেশন হইবে।

ইংলিসম্যান বলেন, সম্প্রতি ওড়িসংগের কতকগুলি প্রিণ্টার ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করে ... কয়েক আফিসে ... কিন্তু ... কাগজের কার্য্য ... স্থানীয় কার্য্যকারক মাত্র ... পুরুষের ... সংবাদপত্র উপলক্ষে ...

মিরর বলেন, সম্প্রতি বারে স্বামী [illegible] বাটে, তাঁহার "পাঁচ" বৎসর রাত্রে এবং ... জনের বিরুদ্ধে সুপ্রীমের মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়া ছে...

মিরর পাঠে অবগত হওয়া গেল, কিছু দিন হইল কোননগরের ক্ষেত্র ঘোষাল ষ্টেশনে নামক একব্যক্তি একজন ইংরেজের সহিত এক বাজী রাখেন, রেলের উপর প্রস্তর খণ্ড সকল রাখিলে উহা শকট চক্রে পেষিত হইয়া যায় অথবা দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। বাবুটী যে ট্রেণে ছিলেন, সেই ট্রেণ মাদোতে উপস্থিত হইলে তিনি গাড়ি হইতে নামিয়া তিনখানি প্রস্তর লইয়া গাড়ির সম্মুখে রেলের উপর রাখেন, এই সময় তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাবুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট বলেন, তাঁহার একটী সিকি পড়িয়া যাওয়াতে তিনি সেটী কুড়াইতে যান, সেই সময়ে কোন রূপে ঐ প্রস্তর খণ্ড গুলি শ্রেণী বদ্ধ হইয়া রেলের উপর পড়ে। ইহার কোন্ কথা সত্য বলা যায় না। এক্ষণে জামিন লইয়া উহাকে মুক্ত করা হইয়াছে।

ই, শ্রীনিবাস নামক মাদ্রাজের আর এক ব্যক্তি ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

১৩ ই বৈশাখ মঙ্গলবার।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, কর্পূরতলার রাজার মাম সক পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। সকলে আশঙ্কা করিতেছেন, তিনি শীঘ্র উন্মাদ হইবেন। অপরিমিত সুরাপান না কি ইহার মূল?

সিংহলে বানরে সিঙ্কোনা বৃক্ষের ছাল খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বানরেরা বড় অনুকরণ প্রিয়, বোধ হয় তাহাদের পর পুরুষেরা সভ্য হইয়া সিঙ্কোনা ব্যবহার করিতেছে দেখিয়া তাহারাও ইহার গুণ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।

মাদ্রাজের চেরেরা অপেক্ষাকৃত উন্নতি শীল বোধ হইতেছে। সম্প্রতি মাদ্রাজের হে ট আদালতের প্রথম জজের গাড়ীটী আদালত বাটী হইতে চুরি গিয়াছে। ঐ মা জের ক লকাতায় ছোট আদালতের জজে। বড় চতুর, তাঁহারা কখন আদালতে গাড়ি রাখিয়া যান না।

১৪ ই বৈশাখ বুধবার।

অদ্য শুনিয়া আনন্দিত হইলাম বাবু আনন্দ মোহন বসু ব্যারিষ্টার হইয়াছেন। তিনি শীঘ্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন।

এক ব্যক্তি ইংলিসম্যানে লিখিয়াছেন একজন খৃষ্টিয়ান যখন করিতেছিল, যখন করিতে করিতে মৃত্তিকায় নিম্নে একটী জীবিত গোসাপক পাইয়াছে। বোধ হয় ঐ স্থানে কেহ গো ছব করিয়াছিল।

ইংলণ্ড জর্ম্মণি প্রভৃতি ইয়োরোপীয় দেশের ন্যায় আমেরিকাতেও শব কবরিত করিবার পরিবর্ত্তে শব দাহের প্রস্তাব হইতেছে। এসম্বন্ধে আমাদের দেশীয় "পক" বসন্তক লিখিয়াছেন" বিলাতে যে

শব দাহ করিবার প্রস্তাব হইতেছে তাহার মূল কারণ এই। সাহেবদের গোর হয় সুতরাং তাহাদিগের ভূতদিগের গায় বাড় মাংস থাকাতে তাহারা কিছু স্থূল কায় হয় কিন্তু এদেশীয়দের শব দাহ হয় বলিয়া দেশীয় ভূতেরা বাতাসের ন্যায় পাতলা হয়, এই নিমিত্ত ইহাদের সঙ্গে ইংরাজ ভূত সহজে যুদ্ধ করিয়া পারিয়া উঠে না। ইংরাজদিগের পক্ষে এটী অত্যন্ত অপমানের বিষয়। এই জন্য তাঁহারা শব দাহ করিবার প্রস্তাব করিতেছেন।

হিন্দু হিতৈষিণী বলেন আকাশ হইতে এক ব্যক্তি ৫০। ৬০ টাকা পর্জ্জন করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করে, পথে তাহার ভগিনীর বাটীতে রাত্রি যাপন করে। সে এবং তাহার ভগিনীপতি এক বিছানায় শয়ন করে, ভগিনীর টাকাগুলির উপর লোভ হয়, সে একখানি অস্ত্র দ্বারা অন্ধকারে তাহার নিদ্রিত ভ্রাতার শিরশ্ছেদ করে। কিন্তু দীপ জ্বালিয়া দেখে ভ্রাতার মুণ্ড না কাটিয়া তাহার স্বামীর মুণ্ড কাটিয়া ফেলিয়াছে। তাহার ভ্রাতা ও স্বামী নিদ্রাবেশে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে, এই নিমিত্ত এই ভ্রম হয়।

সম্প্রতি পারিসে একটী দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছে। দুইজন বন্দুক ধরিয়া বেলা করে একজন মারিয়া যায়, কিন্তু সে বলে তাহাকে অন্যায় করিয়া মারাইয়া ফেলিয়াছে। এজন্য সে ছোরা লইয়া প্রতিপক্ষের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। বন্দুকের লোক এবং পুলিসের লোকেও রক্ষা দেখিতে যাবেন। ছোরার আঘাতে উভয়ের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়, পরিশেষে একজন ভূমিশায়ী এবং অপরের একটী চক্ষু উৎপাটিত হইয়া যায়।

১৫ ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

গত এপ্রেল মাসে বোম্বাইয়ে প্রায় এক কোটি টাকা প্রস্তুত হয়। বঙ্গদেশের টাকশালে ৩০২৯৯১৮ টাকা মুদ্রিত হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে দুটী চোর বড় আশ্চর্য্যরূপে একজন বণিকের কতকগুলি টাকা লইয়াছে। উহারা বণিককে বলেন, একটী অতি সুন্দরী স্ত্রীলোক উহাকে বিবাহ করিতে চায়, তাহার অনেক ধন আছে, এই বলিয়া একটী দিন স্থির করিয়া এবং বাটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া বণিককে কিছু অর্থ লইয়া সেই স্থানে যাইতে বলে. বণিক আহ্লাদে পুলকিত হইয়া অর্থ লইয়া সেই মায়া সুন্দরীর বাটীতে গমন করে, সেখানে কাহে সুন্দরী না দিয়া উহারা বণিকের কলপদ চিহ্ন ধরিয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়া সেই সমস্ত টাকা লইয়া পলায়ন করে। উহারা কিন্তু পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। সাবধান সুন্দরী স্ত্রী বিবাহ করিতে নিতান্ত উৎসুক তাহারা যেন এই দৃষ্টান্ত দর্শনে সাবধান হইয়া ঘটকের কথায় বিশ্বাস করেন।

এডুকেশন গেজেটে সিরাজগঞ্জ হইতে এক ব্যক্তি এই অদ্ভুত ঘটনাটী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। সিরাজগঞ্জ হইতে মাত্র কিঞ্চিৎ ন্যূন এক ক্রোশ ব্যবধান কালীপুর গ্রামে কাঙ্গালচন্দ্র মালির একটী চমৎকার পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। বালকটীর চতুর্হস্ত ও চারিখান পা। মস্তক এক, চক্ষু কর্ণ নাসিকা দুইজন সাধারণ মানবকুলের। তাহাতে বিপরীত কিছুমাত্র নাই। বটি কর্ত্তনে মস্তকখানি দেহ এক। বটির নিম্নে তে মুণ্ড, নিম্নে কোঁদ পর্য্যন্ত পূর্ণ স্থানে। মলদ্বার চুনটী। বয়ঃক্রম ত সপ্তম মাস সব তাহাই। তাহাতে মলদ্বার মাসের কুটি দেখা দুইদণ্ড বন্ধ হইয়া ছিল; হয় ঘণ্টা, এজেন্সি ডাক্তার সাহেব পরীক্ষা করিয়াছে। এক কপূর্ণ শস্ত্র দিয়া ঔষধ দিল। ৩য় দিন কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে: যে করে দান ঔষধ ছিল, অস্ত্র স্পর্শের ন ঔষধ দুধ পান করিত. কিন্তু প্রস্তুতীর অজ্ঞানাবস্থায় কাজেই হউক, কি অন্য কারণেই হউক, তাহা করিতে না, এবং মলমূত্রও পরিত্যাগ করে নাই।"

সমাজ দর্পণে লিখিত হইয়াছে, পার্থ সের কোন সংবাদদাতা বলেন, অম্পাদক হইল উক্ত নগরের ফটোগ্রাফ লওয়ার জন্য। একদাবা বেলের উপর উঠিয়াছিল। [illegible] প্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার বলিয়াছেন, বেলুনে থাকিয়া ফটোগ্রাফের ব্যবসায় বড় কঠিন ও জটিল, নদী সমুদ্রের মধ্য দিয়া সিগন্যাল ঘরের কর্ত্তারা না করিয়া হইবে না এবং বেলুন ছাড়ার সময় ও ফিরিয়া আসার সময় ফটোগ্রাফ করা যাইতে পারে। এই বেলুন ও ফটোগ্রাফের ব্যবসায় [illegible] করিবে। কেবল ফটোগ্রাফ করা কঠিন বেলুন চালনের ভার একজন কর্ম্মঠ লোকের উপর অর্পণ করিয়া [illegible] এই ব্যবসায়ে বেলুনের [illegible] ৮০০ টাকার জন্য একটী সোসাল পার্টী ও কিছু দূরে (চলনবিলে) একটী বাঙ্গিয়া বেলুন করা, তাহাও সম্ভবপর।"

১৫ ই বৈশাখ শুক্রবার।

১৪ ই মে পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ওলাউঠায় ৭০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

সম্প্রতি একজন [illegible] তাঁহার একটী [illegible] কন্যাকে [illegible] করিয়াছেন, কন্যার [illegible] স্ত্রীর ফটোগ্রাফের একটী [illegible]

[illegible] দিবসে [illegible] [illegible] [illegible]

যে তাঁহার অবিবাহিতা কন্যাটিকে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখরোপাধ্যায়কে দিবেন, তাহাতে যাহা কিছু লইতে হয় সকলই দিতে প্রস্তুত আছি। তাহাতে বর কর্ত্তা বলিলেন যে আমার একটী অবিবাহিত পুত্র আছে, কন্যাটী পরিত্যক্ত হইলে তাহার বিবাহ দিবার মানস করিয়াছি। তাহাতে একটা হলস্থূল বাধিয়া গেল। যে কন্যাকর্ত্তা এতক্ষণ ধরিয়া বিবাহের দিনস্থির এবং পড়াওয়ার এক ঘোরাল ব্যাপারের আয়োজন করে। উক্ত কোম্পানীর একজন কন্যাটিকে কোম সুযোগে আনিতে গেল। ইতিমধ্যে পুরোহিত আসিয়া উপস্থিত। ঐ কোম্পানীর মধ্যে একজন কন্যার জ্ঞাতি ভ্রাতা আছেন, তিনিই উৎসর্গ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ইতিমধ্যে গোধূলী লগ্নে তিন বার শঙ্খ ধ্বনি হইল। ঐ বরকর্ত্তা কোন ব্যক্তি কন্যা কর্ত্তার নিকট গিয়া কহিল যে তোমার কন্যার বিবাহ হইয়া গেল। এই আকস্মিক ঘটনা শুনিয়া তিনি বিবাহের স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পরে তিনি কন্যাকর্ত্তাকে আসিয়া গ্রামস্থ সকল লোককে জানাইলেন। ইহাতে সে ব্যক্তি স্থানের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিয়াছেন এবং পরস্পর কলহের কারণ অনুসন্ধান হইতেছে।

"ডাকযোগে আসামে ৩ জন ব্যক্তি দেখিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে ১ ব্যক্তি কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হইয়া তাহার ভ্রাতার কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। সে বস্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া একটা গাছে দড়ি ঝুলাইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে যায়। এক ব্যক্তি উহা দেখিয়া দৌড়িয়া গাছে উঠে ও দড়ি কাটিয়া দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করে। তাহার প্রাণ দাতা তাহাকে শোঁকুয়া সাপের রক্ত পান করিতে বলে। কিছু দিন পরে কুষ্ঠ রোগী তাহার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করে এবং আশ্চর্য্যের বিষয় সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভকরে। পত্রপ্রেরক এই ডাক্তার দিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিয়াছেন।

"আমেরিকার বিড়াল পর্য্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ডিকাবার্গ টাইমস নামক সমাচার পত্রে এই সংবাদটী প্রকাশিত হইয়াছে। কিছু দিন হইল কতকগুলি বনবিড়াল দলবদ্ধ হইয়া পাওয়েল নামক একজন আমেরিকানের বাটী আক্রমণ করে। পাওয়েল সাহেব, তাঁহার স্ত্রী ও এক কাফ্রি পাচিকা কেবল বাটিতে ছিলেন। বিবি পাওয়েল ইহাদিগকে আসিতে দেখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু বিড়ালের সর্দ্দার একটী জানলা দিয়া ঘরে প্রবেশ করে। বিবি পাওয়েল তাহার মাথের উপর এক খানি কম্বল ফেলিয়া দেন এবং এক খানি অস্ত্র দ্বারা তাহাকে খুন করেন। আর একটী বিড়াল ঐরূপে হত হয়। কিন্তু বিড়ালেরা ইহাতে ভীত না হইয়া পালে পালে আসিয়া জানালা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পাচিকা ভয় মধ্যে অত্যন্ত ভয় পায় ও দরজা খুলিয়া পলাইবার চেষ্টা করে। সে বাহির হইয়াছে এমন সময় কয়েকটা বিড়াল তাহার মাথের উপর আসিয়া পড়ে এবং তাহাকে এরূপ আঘাত করে যে সে মৃত প্রায় হইয়া পড়ে। ঠিক সেই সময় কয়েক ব্যক্তি পাওয়েলের বাটিতে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বিড়ালদিগের সহিত তাহারা ঘোর যুদ্ধ করে। অবশেষে বিড়ালগণ বিতাড়িত হয়। তাহাদের চারিটী হত এবং অনেকগুলি আহত হয়। পাওয়েল সাহেবের পাচিকা কেবল গুরুতর রূপে আহত হয়।

আমেরিকাপ্রিনীর চট্টগ্রামস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন যে,জেলা চট্টগ্রামের অন্তর্গত হালিসহর হাট থানার অধীন বিজয়পুর বড় বাদাম গাছ আছে, উহার প্রত্যেক শাখার অগ্রভাগ দিয়া অনবরত ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে। গাছের তলায় কাদা হইয়া গিয়াছে। দিন অপেক্ষা রাত্রি কালে অধিক জল পড়ে, ঐ জল অতিশয় শীতল, উহার স্বাদ ঈষৎলবণ যুক্ত।"

১৭ ই বৈশাখ শনিবার।

ভারতবর্ষে শীঘ্র একখানি অতি দ্রুত গামী ষ্টীমার আসিবে। এপর্য্যন্ত পৃথিবীতে এমন দ্রুতগামী ষ্টীমার একখানিও প্রস্তুত হয় নাই, এখানি উড়িয়া যেমালে থাকিবে। এখানি দীর্ঘে ৮৭ ফীট, উহার কড়িটী ৮২ ফীট, পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে এখানি জোয়ারের অনুকূল দিকে ঘণ্টায় ২৫ মাইল এবং প্রতিকূল দিকে ঘণ্টায় ২৪ মাইল যাইতে পারে।

পানীর জলের অভাবে হুগলীর অন্তর্গত মুদিলী গ্রামে ওলাউঠায় অনেকের মৃত্যু হইয়াছে।

সেদিন গার্ডেন রিচে অযোধ্যার ভূত পূর্ব্ব রাজার দুটী পৌত্রের মৃত্যু হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, লার্ড নর্থব্রুক মৃত রাজা কালী কৃষ্ণ বাহাদুর যে রাজোপাধি ও রাজসম্মান ভোগ করিয়াছিলেন তাহার পুত্র কুমার নরেন্দ্র কৃষ্ণকে তাহা প্রদান করিয়াছেন। কুমার নরেন্দ্র কৃষ্ণ এই সম্মান লাভের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। এই বংশ লর্ড ক্লাইবের নিকট হইতে ঐসকল উপাধি ও একটী স্বর্ণ মেডাল প্রাপ্ত হন।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

২২ এ যে মজাফরপুর হইতে এক ব্যক্তি ডেপুটী ইন্সিয়ার নিম্নলিখিত টেলিগ্রাফ প্রেরণ করিয়াছেন "গত রাত্রিতে ডেলা রিয়ার নিকটবর্ত্তী রাস্তার ধারে একটী বৃক্ষের নিম্নদেশে একটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ দেখা গেল। স্ত্রীলোকটীর অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে। সর্ব্বত্রই লোকের কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে। লোকের কষ্ট নিবারণার্থ যেরূপ

২৭ এ মে ময়তাজা হইতে উক্ত পত্র টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, দক্ষিণ বিহুতে লোকের কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে শুনিবামাত্র লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তথায় গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি তথায় সামান্য মাত্র বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপকার হয় নাই। শস্য প্রেরণের যে সকল অসুবিধা ছিল তাহা নিরাকৃত হইয়াছে।

কেওমর ইণ্ডিয়া বলেন, গত সোমবার অবধি এ অঞ্চলে যেমন বৃষ্টি হইয়াছে, চম্পারণ ত্রিহুত মুঙ্গীর রঙ্গপুরে সেই রূপ প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু যে সকল স্থানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অধিক সে সকল স্থানে তাদৃশ বৃষ্টি হয় নাই, দক্ষিণে ক্রমে কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে। যদি এইরূপ বৃষ্টি হইতে থাকে বোধ হয় সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষের শেষ হইতে পারে। এই বৃষ্টি দ্বারা আশুধান্য ও অন্যান্য শস্য যাহা শুকাইয়া যায় নাই তাহার বিশেষ উপকার হইবে এবং আগামী শীত ঋতুর শস্যের জন্য ভূমি কর্ষণ কার্য্য বিলক্ষণ চলিবে। শুষ্কপুষ্করিণী আদি জলপূর্ণ হইবে এবং বসন্ত ও ওলাউঠা প্রভৃতির হ্রাস হইবে। কেহ বলেন, বৃষ্টি নিবন্ধন এই সুবিধা হইলেও গবর্ণমেণ্টের কৃষক শ্রেণীকে শস্য কর্জ্জ দেওয়া এবং আগামী চারিমাসের জন্য শ্রমজীবী দলকে সস্তা দরে চাউল বিক্রয় করা কর্ত্তব্য। এদিকে উত্তর বিহার উত্তর বঙ্গ এবং বর্দ্ধমানের স্থানে স্থানে লোকের এত কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে যে, ২৭ ৫০০০০ লোককে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। বর্দ্ধমানে লোকের যেমন কষ্ট হইতেছে তৎক্ষণাৎ তাহার নিবারণও করা হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের শস্যের জন্য লোকের আগ্রহাতিশয় দেখা যাইতেছে, সম্প্রতি যে সকল গোলা খোলা হইয়াছে, সেই সকল গোলা খোলা অবধি ৬০ হাজার টন শস্য নিয়োজিত হইয়াছে। এক মাত্র ত্রিহুতে রিলিফ ওয়ার্কে সহস্র সহস্র মজুর এবং পল্লী বাসীদিগকে যে শস্য দেওয়া হইতেছে তাহা ভিন্ন-প্রতি মাসে ২২ হাজার টন শস্য বিক্রীত হইতেছে। কলিকাতা হইতে সকল শস্য প্রেরিত হইয়াছে এবং বোধ হয় ১০ এ জুন পর্য্যন্ত সমুদায় যথা স্থানে উপনীত হইবে।

লণ্ডন ডেলিনিউসের বিশেষ কমিশনর কর্ণস সাহেব বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন, আগামী সোমবার তথা হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

মধ্যেস্তার রেলওয়েতে প্রতিদিন প্রায় ৪০ বস্তা মণ শস্য যাইতেছে।

যুক্তদেশ চাউলের দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। যুক্তদেশের চতুর্দ্দিক হইতে জলকষ্টের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

যুক্তদেশের নিম্নলিখিত প্রদেশে আশু ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কিছু অধিক দেখা যাইতেছে। ত্রিহুত চম্পারণ দিনাজপুর রঙ্গপুর মালদহ এবং উত্তর ভাগলপুর।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ পুনাতে ৪৭১১ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে।

সার জর্জ্জ কুপার ত্রিহুতের রিলিফ কার্য্যের জন্য আর এক লক্ষ টাকা দিবার অনুমতি দিয়াছেন। সর্ব্বশুদ্ধ এযোবধি রিলিফ কার্য্যের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়া হইল।

লণ্ডন ডেলিনিউসের বিশেষ সংবাদ দাতা কর্ণস সাহেব ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন সেই সঙ্গে ঔণ্ডেণ্টের বিশেষ সংবাদ দাতা ওসিয়ণ্ড এস্থান হইতে যাত্রা করিয়াছেন। আজিও দুর্ভিক্ষের শেষ নাই, অথচ ইহারা উভয়ে কেন যাত্রা করিলেন, ইহার কারণ কি?

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত দিগের সাহায্যার্থ রাজপুতনায় অগ্রসর হইয়াছেন। একটীর সর্দ্দার ভা মন্ত্রী এবং নগরের বণিকেরা ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন। বালাওয়ারের রাজধানী ইহালারাপাটানে ১০ হাজার টাকা উঠিয়াছে। বণ্ডির সর্দ্দার হাজার টাকা দিয়াছেন, অন্যান্য স্থানেও চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে।

সোমবার হইতে সংবাদ আসিয়াছে টাইগ্রিস নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া নগর প্লাবিত হওয়াতে লোকের অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এসিয়াখণ্ডে সম্পূর্ণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। বিশেষতঃ এম্বেরো প্রদেশে দুর্ভিক্ষ অত্যন্ত ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তথায় প্রত্যহ গড়ে ১ শত লোকের অনাহারে মৃত্যু হইতেছে।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য কোচিনে ১১ লক্ষ টাকারও অধিক চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। রাজা ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

ত্রিচিনাপল্লী রিলিফ ওয়ার্কে লোক নিয়োগের জন্য পাটনার সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডিবি এলেন সাহেব ত্রিচিনাপল্লীতে গমন করিয়াছেন।

ডিউক অব আর্গাইল কাহু পক্ষ সমর্থনার্থ লার্ডস সভাতে দুর্ভিক্ষ বিষয়ে তর্ক উপস্থিত করেন, সে সময়ে লার্ড সালিসবরি বলেন, দুর্ভিক্ষ নিবারণ [illegible] করিবার আবশ্যকতা উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অসম্মত হইবেন না। ডিউকের কথার [illegible] করিয়াছেন। ইহাতে লোকের অনেক কষ্টের নিবারণ হইবে। এ সম্বন্ধে যে ঘোষণা হইয়াছে, তদনুসারে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে যে [illegible] হইবে। [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] পাইবে [illegible] হয় [illegible] [illegible] [illegible]

তিনি আজ্ঞা দিয়াছেন, বর্ষার পূর্ব্বের রিলিফ কার্য্য সকল বন্ধ করা হউক। যাহাদিগের কোন রূপ উপায় নাই খাটিয়া খাইবারও সামর্থ্য নাই, তাহাদিগকে ৫টী দরিদ্র নিবাসে পাঠান হইবে, এবং যাহাদের খাটিয়া খাইবার সামর্থ্য আছে, তাহারা সত্বর যে সকল পবলিকওয়ার্ক হইতেছে তথায় মজুর করিবে। অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন, পূর্ব্ব ত্রিহুতে এই রূপ ব্যবস্থা করাতে যেমন অনেকের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছিল এখানেও পাছে সেই রূপ ঘটনা ঘটে।

ফেণ্ডল ইণ্ডিয়া বলেন, বঙ্গদেশের সানিটারি কমিশনর ডাক্তার কোটস দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন পীড়া বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কমিশনর ডাক্তার ফ্লিণ্ডরামকে রিপোর্ট করিবেন। দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন যদি পীড়া উপস্থিত হয় অনুসন্ধানার্থ ডাক্তার ফ্লিণ্ডরামকে কমিশনর নিযুক্ত করা হইবে।

গবর্ণমেণ্ট চাউল প্রেরণ কমাইয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া গত শুক্রবার অবধি পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি হাবড়া হইতে পাটনা পর্য্যন্ত যে নয় খানি বিশেষ মালগাড়ি যাইতেছিল তাহা বন্ধ করিয়াছেন। সচরাচর যেরূপ মালগাড়ি যায় তাহাই যাইবে।

শ্রীরামপুর উপবিভাগে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। পুলিসের রিপোর্টে জানা যায় হরিপালে ১১ এবং কৃষ্ণনগরে ১২ সের চাউল টাকায় বিক্রীত হইতেছে।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের জন্য সিঙ্গাপুর হইতে ৮০০০ ডলার আসিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ২১ এ মে। টিবার নামক ষ্টীমারে ২৫০০০ টাকা যে ঘাই আসিতেছে।

গত কল্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ৩৬১০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ২২ এ মে। গত রাত্রিতে কমন্স সভাতে লার্ড জর্জ হেমিল্টন ফসেট সাহেবের প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন এবৎসর গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা সকাল সকাল ভারতবর্ষে আর যাহা বৃত্তান্ত প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

লার্ড সাণ্ডহর্ষ বক্তৃতা করিতে উঠিলে পর কার্য্যে অনুপস্থিত ছিলেন সেই সময়ের জন্য তেমন এরূপ কথাতে সেটী অন্যায় হইয়াছে বলিয়া তাহার প্রতিবাদ করা হয়, অনেক তর্কাবতর্কের পর তাঁহার একার্য্য যে অন্যায় হয় নাই এই প্রস্তাব পাস হয়। গ্লাডষ্টন হার্ডি লার্ড সাণ্ডহর্ষের পক্ষ সমর্থন করেন, এবং গবর্ণমেণ্ট লার্ড সাণ্ড হর্ষকে পুনরায় যে ঐ টাকা জমা দিতে বলা হয় তাহা হসমান সাহেব তদ্বিষয়ক 'গবর্ণমেণ্টকে দোষী করেন।

লণ্ডন ২৩ এ মে। চিলিয়ানের কর্ত্তৃপক্ষেরা কাপ্তেন হাইডকে মুক্তি দান করিয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ মে। পার্লিয়ামেণ্ট ১ লা জুন অবধি বন্ধ হইয়াছে।

লণ্ডন ২৩ এ মে। প্রিন্স আর্থর কানটের ডিউক এবং সসেক্সের আরল হইয়াছেন।

ব্রাডিড ২২ এ মে। সেনাপতি কক্ষা, এষ্টেলা আক্রমণের জন্য সৈন্য সমবেত করিতেছেন, কালেইরা ঐ স্থান রক্ষা করিতেছে। ডন কার্লিস ডুবেঞ্জে রহিয়াছেন।

লণ্ডন ২৫ এ মে। রোম হইতে সংবাদ আসিয়াছে, পোপ আরো অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন।

রুসীয় সম্রাট এমস পরিদর্শন করিতেছেন।

লণ্ডন ২৬ এ মে। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ৪০০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

ই, জে, মরে প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া পাটনার সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগবন্ধু সেন নওয়াখালিতে বদলী হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, এম মার্শ সিকলিগড় রিলিফ সার্কেল হইতে মুঙ্গীরের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন

বাবু প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় পাণ্ডুয়ার সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

এ, ডবলিউ কক্রেন ১৮৭৩ অব্দের ২ আইনের (বি, সি) ২ ধারানুসারের মেদিনীপুরের মিউনিসিপাল কমিশনর হইলেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ আরো মেদিনীপুরের মিউনিসিপাল কমিশনর হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, এচ, রিসলি।

গুয়াটসন কোম্পানির রেসিডেণ্ট এজেণ্ট আর এণ্ডারসন।

৭ নং পাইণ্ট রিসনের ডাক্তার জি, আর, ম্যাকিনব।

গবর্ণমেণ্ট প্লীডার বাবু বিপিনবিহারী দত্ত।

বাবু গুরুদাস পাইন।

বাবু নবীনচন্দ্র নাগ—জমীদার।

বাবু কৃষ্ণলাল মজুমদার—প্লীডার।

সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ ১৮৭১ অব্দের ১০ আইনের (বি, সি,) ৭৬ ধারানুসারে সাতক্ষীরা উপবিভাগের খাঁথারোড সেস কমিটীর চেয়ারমান হইলেন

মালুপুরের গাঁতিদার বাবু কৈলাসচন্দ্র দাস ১৮৭১ অব্দের ১০ আইনের (বি, সি,) ৭৬ ধারানুসারে সাতক্ষীরা উপবিভাগের খাঁথারোড সেস কমিটীর একজন সভ্য হইলেন।

রিবস টমসন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

মানভূমের একটী আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু গজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

সাধারণ বিভাগের বিশেষ আর প্রাণ্ট নিম্ন লিখিত আফিসরেরা পশ্চাল্লিখিত ক্ষমতা সকল পাইলেন—

প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট (অবলিউ এচ, হডসন ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

একটী আসিষ্টাণ্ট কমিশনর এ রাটে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু সোবিন্দচন্দ্র বসু কিছুদিনের জন্য ঢাকার অন্তর্গত তাজার প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

পাটনার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডি, বি এডেন ডিসি, ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত

বদলী হইয়াছেন দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন

নিম্নলিখিত আফিসরেরা ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২৩৯ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন—

জে, ওয়াড রামসাহেব জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিবাজপুরের প্রতিনিধি জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এ বি, ষ্টেট।

নিম্নলিখিত মুন্সেফেরা বিচারের কার্য্য সাতমাস পরম্পরা বদলী হইলেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সাতক্ষীরার মুন্সেফ বাবু অমৃতলাল পাল।

মেদিনীপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু অন্নদাপ্রসাদ চন্দ্র মিত্র।

হুগলী ইমাম বড়ার (জমীদার) কটকের একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মুরসিদাবাদের সহকারী মাজিষ্ট্রেট সি, ডবলিউ বোলটন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং ফৌজদারী দণ্ড বিধির ৩৩৩ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসর বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

ডবস ইমপন।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

আমাদিগের মেদিনীপুরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন; —

এবৎসর মেদিনীপুরে অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইয়াছে। তাপমান যন্ত্রে পারা ১০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিতেছে। গ্রীষ্মের জন্য সমস্ত জীব জন্তু ব্যাকুল হইয়াছে। অদ্যাপি বৃষ্টি হয় নাই। গতবৎসর সুচারুরূপে বৃষ্টি না হওয়ায় এবৎসর জলকষ্টও অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। অধিকাংশ পুষ্করিণী শুষ্ক প্রায় হইয়া জল দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিয়াছে। কূপাদি সমুদয় শুষ্ক। বৃষ্টির জন্য সকলেই হাহাকার করিতেছে। মিউনিসিপালিটী হইতে জল কষ্ট নিবারণের কোন সদুপায় বিধান করা কর্ত্তব্য।

কংসাবতী নদী অতি সন্নিকট। কোন উপায়ে উক্ত নদীর জলের দ্বারা নগরবাসী দের পানীয় জলের সুবিধান করিতে পারিলে এসময় বিশেষ উপকার হয়। নগরবাসীদের সুবিধার নিমিত্ত মিউনিসিপালিটী হইতে কূপ ও পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার অথবা খনন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা সাধারণের যে বিস্তর উপকার সাধন হইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যে যে পুষ্করিণী ও কূপ সাধারণের বিশেষ উপকারী অথচ তাহার অধিকারীদের পঙ্কোদ্ধারের ক্ষমতা নাই, তাহাতে মিউনিসিপালিটির হস্তক্ষেপ করা আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মাধিক্য প্রযুক্ত কোন কোন পল্লিতে জ্বর ও ওলাউঠা হইতেছে।

মিউনিসিপালিটী হইতে রাস্তার ধূলা নিবারণের জন্য কোন ব্যবস্থা করিলে কি ভাল হয় না? এবিষয়ের জন্য গত বৎসর হইতে সংবাদ পত্রে অনেক চীৎকার করা হইতেছে। তথাপি কেহ শুনিতে পান না।

কলিকাতার মিউনিসিপালিটী যেমন বর্দ্ধমানের লীলেদের বাজারের পাশে একটী নূতন বাজার (সকের বাজার) করিয়া রাখিয়াছেন, সেইরূপ আমাদের মিউনিসিপালিটীও পাথুরে ডাঙ্গায় একটী পুষ্করিণী কাটা লইয়া ব্যস্ত। ইহাতে বার মাস জল থাকিবেক না, ইহাঁরাও ছাড়িবেন না। কেবল টাকার শ্রাদ্ধ!! বিশেষতঃ পুষ্করিণী সহরের মধ্যেও নহে। অনেক স্থানে এরূপ মিউনিসিপালিটির কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

মেদিনীপুর হইতে কলিকাতার রেলওয়ে খোলা অবধি মেদিনীপুরের সৌভাগ্য সূর্য্যোদয় হইয়াছে। যাতায়াত বিষয়ে সুবিধা। নগর সন্নিহিত কংসাবতী নদীতে বিস্তর নৌকা গতায়াত করিতেছে। সপ্তাহে নানা প্রকার দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী হইতেছে। তদ্ভিন্ন এক খানি ষ্টিমার সপ্তাহে দুইবার করিয়া কলিকাতা হইতে আসিতেছে ও যাইতেছে। ইহা নিতান্ত আহ্লাদের বিষয়।

মেদিনীপুরের বাণিজ্য উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েরও উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। কয়েক বিঘের মধ্যে অনেক উকীল ও অনেক ডাক্তারের আমদানী হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক পল্লিতেই ডাক্তার ও ভিস্পেন্সারি। লেখাপড়ার উন্নতিও উত্তমরূপ হইতেছে। সাধারণ পুস্তকালয় ভিন্ন সাধারণের পাঠের নিমিত্ত তিনখানি ইংরাজীর স্কুলের স্থাপন হইয়াছে, বিদ্যালয় গুলির অবস্থাও ভাল।

১৮৭৪
২৫ এ মে

আমাদিগের মেদমনসিংহ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন;—

১৫ ই বৈশাখের সোমপ্রকাশে মুক্তাগাছা স্কুলের জনৈক শিক্ষক আমাদের ১৭ এ চৈত্রের প্রকাশিত [illegible] স্তম্ভের প্রতিবাদ করিয়াছেন, দেখিয়া আমরা যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইলাম। পাঠক মহাশয়! আমাদের লিখিত [illegible] তিনি [illegible] বিশেষ এই বুঝিতে পারিতেছি না যে মুক্তাগাছা ও আমাদিগের কতকটি ভদ্রলোকের অন্তরিক দুঃখ দুরাকাঙ্ক্ষা লিখিয়া তাঁহাদিগের লিখিবার [illegible]

এতদ্দেশস্থ কয়েক জন জমিদার দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভায় কিছু কিছু দান করিয়াছেন বলিয়া আমরা না জানিয়া লিখি নাই, তবে যাঁহারা টাকা দিয়াছেন [illegible] কিন্তু যাঁহারা কিছু [illegible] তাঁহারা ভদ্রলোকের অপেক্ষা অত্রস্থানীয় সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ এই দুর্ভিক্ষ সময়ে প্রজাদিগের কিরূপে যে অত্যাশ্চর্য্য কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন তাহা বোধ হয় আপামর সাধারণে স্বীকার করিবেন।

মেদমনসিংহের জমিদারগণ এই দুর্ভিক্ষ সময়ে প্রজাদিগের নিকট হইতে জমিদারী ও সেরেস্তা খরচাদি আদায় একেবারে রহিত করিয়াছেন ইহা কি পত্র প্রেরক সাহসী হইয়া অকপটচিত্তে বলিতে সমর্থ হইবেন?

চতুর্থ স্তম্ভের প্রতিবাদের কথাগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অমূলক। তীর্থ যাত্রিরা

যে পু[illegible] আপন কালের গতি ফিরাইতে [illegible] তাহা সকলেরই জানিত। সংবাদদাতা জানিয়া শুনিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

[illegible] অন্তর্গত জামালপুর [illegible] সন্নিকটবর্ত্তী পল্লি গ্রাম সমূহে [illegible] অনেকের মৃত্যু হইতেছে। [illegible] অধিবাসীগণের অধিকাংশই অতি [illegible] অর্থব্যয় করিয়া চিকিৎসা [illegible] পারে এমন লোক অতি [illegible] কোন স্থলে গবর্ণমেণ্ট [illegible] চিকিৎসালয় নাই যে অর্থব্যয় [illegible] তাহারা চিকিৎসা করাইয়া [illegible] করিতে পারে, এজন্য [illegible] অনেক দরিদ্র ব্যক্তি অকালে কালকবলে পতিত হইতেছে। জামালপুরে এমন একজন সুচিকিৎসকও নাই যাঁহা দ্বারা প্রজাসমূহের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে, জামালপুরস্থ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই শোচনীয় ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া এখনও কোন উপায় অবলম্বন করিতেছেন না। সাধ্য হউক প্রশংসিত জেলার ডাক্তার সাহেব অবিলম্বে এস্থলে জনৈক সুযোগ্য চিকিৎসক পাঠাইলে অনেকের জীবন রক্ষা হইবে সন্দেহ নাই। ফলতঃ দিন দিন যেরূপ লোকের মৃত্যু হইতেছে ইহাতে [illegible] বিলম্বে ডাক্তার প্রেরিত হইলে অনেক [illegible] করিবে। অতএব আমরা বিনয় [illegible] ডাক্তার সাহেব মহোদয়ের নিকটে [illegible] করিতেছি যে তিনি ত্বরা করিয়া [illegible] জামালপুরে অত্যাবশ্যক মত [illegible] উপযুক্ত ডাক্তর প্রেরণ করিয়া [illegible] উপকারী হইয়া দরিদ্র ব্যক্তি [illegible] জীবন রক্ষা করুন।

এস্থলে প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক [illegible] হইতেছে। ইহাতে বর্ষাকালের [illegible] ভাল হইবে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এরূপ ভাবে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি না [illegible] শস্যের ক্ষতি হইবে। এবার চাউলের [illegible] করিয়াছে। সম্প্রতি বাজারে চাউল [illegible], ১৯০ মণ বিক্রীত হইতেছে।

আমাদিগের পল্লাবন্ধু সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

পল্লাবন্ধু সীমা

ডেরা ইস্মাইল খাঁ।

১। অদ্য চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ, সুতরাং বৎসরের [illegible] গ্রীষ্মের রাজত্বের [illegible] এখানে চৈত্রমাসের শেষে ও বৈশাখ মাসের মধ্যে যথেষ্ট বারি বর্ষণ হইয়াছিল, সেই জন্য আজও তাদৃশ গ্রীষ্ম অনুভব হইতেছে না, এই বারিবর্ষণে কৃষিকার্য্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

২। প্রতি বৎসর বসন্তারম্ভে স্থানীয় মেলা [illegible], এবার মধ্যে বৈশাখী বা নব বর্ষের মেলা [illegible] সংবাদের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ৩০ শে চৈত্র হইতে ২রা বৈশাখ পর্য্যন্ত মেলা থাকে। এই মেলা স্থলে কাবুল প্রভৃতি স্থান হইতে অসংখ্য অশ্ব একত্রিত হয়, প্রাতে মল্ল যুদ্ধ ও বৈকালে দৌড় দৌড় এরূপে চারিদিন বড় উৎসবানন্দে এখানকার লোক সময় অতিবাহিত করে, শেষ দিনে কমিশনর ডেপুটী কমিশনর প্রভৃতি যোগ্য ব্যক্তিদিগকে পারিতোষিক প্রদান করেন। এই সময়ে অনেকে অশ্ব ক্রয় করে। বাস্তবিক এইরূপ আমোদ অন্যান্য আমোদ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে উপকারী, আমাদের দেশে এরূপ মেলা দেখা যায় না, তবে আজ কাল গ্রাম মেলার সংস্থাপন হওয়াতে অনেক উপকার হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে মেলায় যে মল্লযুদ্ধ হয় তাহা কেবল [illegible] বন্ধ, আমরা বাল্য কালে [illegible] দেখিতাম, দৌড়া দৌড়ি কুস্তী কাবাডী প্রভৃতি শরীর [illegible] অধিক [illegible], তাহাতে অনেক [illegible] স্ফূর্ত্তি উৎপন্ন হইত। এখন কত গ্রামে এইরূপ কোন [illegible] হইতে দেখা যায়, তবে আধ্যাধারী লোকে [illegible] বৎসরে মেলা মেলা [illegible] উপলক্ষে করিবেন অথচ তাঁহারা [illegible] প্রতি কীর্ত্তি তাহাতেই ইংরা [illegible] বাটী ও গোলা লইয়া কেমন উৎসা [illegible] ও আমোদের সহিত ক্রীড়া করে, প্রতি ছাউনীতে এতদ্রূপ নানক ক্রীড়ার স্থান দেখা যায়, এই সকল ক্রীড়ার জন্য সভা স্থাপন ও পারিতোষিক বিতরণ পর্য্যন্ত হয়, ইংরাজ মহিলাগণেরও দৌড়াদৌড়ি ও শরীরের উন্নতি সাধন উপযোগী ক্রীড়ার অনুষ্ঠান আছে, আমাদের দেশে এসকল উপকারের পদার্থ রূপে পরিগণিত হয়, কেবল আলস্য উৎপাদন তাস পাশকারি ক্রীড়াতে সময় ও জীবন ক্ষয় করিলে দোষের হয় না কি আশ্চর্য্য। কত দিনে আমাদের দেশের সংস্কার পরিবর্ত্তিত হইবে জানি না।

৩। কতকদিন হইল এখানে একটী বেশ্যা হত হইয়াছে, অদ্যাপি হত্যাকারীর কোন সন্ধান হয় নাই। ইতি মধ্যে আর একটী দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের উপপতি, সে স্ত্রীলোক অন্যের প্রতি আসক্ত হওয়াতে নাসিকা দন্ত দ্বারা ছেদন করিয়া লইয়াছিল, স্ত্রীলোকটী হাসপাতালে যাইয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে কিন্তু তাহার নাসিকাটী জন্মের মত গেল। এ পৃথিবীতে আজকাল যত প্রকার হত্যা ও দাঙ্গা লড়াই হইতেছে অধিকাংশেরই কারণ দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক, ব্যভিচার পরায়ণ নরনারী এই পৃথিবীকে নরকতুল্য করিয়া ফেলিতেছে, ঈশ্বর মানুষকে যে স্বাধীনতারূপ অমূল্য রত্ন দিয়াছিলেন তাহা যে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইয়া এত গরল উদ্গীরণ করিবে তাহা কে জানিত?

৪। এখানকার মিশনরি বিদ্যালয়ের শিক্ষক অত্রস্থ তিনটী ছাত্রকে খ্রিষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করাতে কোন হিন্দু আর বিদ্যালয়ে ছাত্র প্রেরণ করে না, তাহারা হিন্দু বিদ্যালয় নামে আর একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় সংস্থাপনের বন্দোবস্ত করিতেছে, খৃষ্টান পাদ্রীগণ অনেক কাল হইতে ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই প্রায় কেহই ধর্ম্মের গভীরতত্ত্ব ও আসল প্রকৃতি বুঝিতে সক্ষম হইলেন না, ধর্ম্ম কি? ধর্ম্মের সহিত মানব প্রকৃতির যদি সম্বন্ধ বিচার করিতে সক্ষম হইতেন তাহা হইলে আজও শিশুকে বীশুমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাঁহারা সমাজ কণ্টক হইতেন না, অকস্মাৎ

কুকারাম সিংহ চৈতন্য প্রভৃতি আপনাদের ভক্তিতে ও বিশ্বাসে দেশ ভাসাইয়া গিয়াছেন খৃষ্টীয় পাদরীগণ কি করিতেছেন কতক গুলি কিরিঙ্গী ভাষায় লিখিত পুস্তিকা প্রচার করিয়া ও দেশীয় খৃষ্টানগণকে বিজাতীয় কিরিঙ্গি সাজাইয়া চলিয়া যাইতেছেন, খৃষ্টের ন্যায় অমায়িক ধর্ম্মভাব না আপনাদের চরিত্রে প্রকাশ করিতেছেন, না শিষ্যদিগের চরিত্রে প্রকাশ পাইতেছে। খৃষ্টান জগৎ ভবিষ্যতে শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

৫। কএকদিন হইল উজীরি কর্ত্তৃক এখানকার নিকটস্থ কোন স্থানে ৪।৫ টী হত্যা হইয়াছে। উজীরীদের এরূপ অত্যাচার প্রায় মধ্যে মধ্যে শ্রবণ করা যায়। এখানকার ডেপুটী কমিশনর কতকগুলি উজীরী পুষিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদিগকে মাসিক বৃত্তি স্বরূপ কিছু কিছু দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাদিগকে রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে পাহাড়স্থ ইহাদিগের আত্মীয় স্বজন গবর্ণমেণ্টের প্রজার উপর অত্যাচার করিতে না পারে কিন্তু প্রতি মাসে এত টাকা ব্যয় করিয়া যে উদ্দেশে এই নরপিশাচগণকে পুষিয়া রাখা হইয়াছে কতদূর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে আমরা বলিতে পারি না।

৬। ডেরাস্মাইল খাঁর নিকটস্থ কালা বাগ নামক স্থান হইতে বৃহৎ খাল খননের জন্য যে সকল ইঞ্জিনিয়ার স্থান নির্ণয় ও পরিমাণ করিতেছিলেন তাহারা বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশে কার্য্য করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। মজফরগড় হইতে এক জন দেশীয় এক্‌ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর দুর্ভিক্ষের জন্য বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়াছেন। এবার বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের জন্য সকল প্রদেশ হইতে বন্দোবস্ত হইতেছে, আমাদের বঙ্গদেশের উপর কি দুর্দৈব হইয়াছে জানি না। অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি বাত্যা মারি ভয় যেগুলি দৈব দুর্ব্বিপাক আছে বঙ্গদেশে কিএক বৎসর হইতে সকলগুলি ক্রমান্বয়ে গতায়াত করিতেছে। এ সকল দুর্দৈব কাহার পাপে হইতেছে? রাজার না প্রজার? যাহা হউক ঈশ্বর বঙ্গদেশকে রক্ষা করুন।

৭। লার্ঘোতস্থ আমাদের প্রিয় বন্ধু বাবু নবীনচন্দ্র রায় প্রতিনিধি ডেপুটী কন্ট্রোলার হইয়া কলিকাতায় গমন করিয়াছেন। পবলিক ওয়ার্ক্স বিভাগে দেশীয় লোক প্রথম খেণীর এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার পর্য্যন্ত হইয়াছেন, কিন্তু একাউণ্ট (হিসাব) বিভাগে এপর্য্যন্ত কেহ নবীন বাবুর ন্যায় উচ্চপদ প্রাপ্ত হন নাই। নবীন বাবু যেরূপ উপযুক্ত ধর্ম্মশীল ও কর্ম্মক্ষম তাহাতে ইনি উপর্য্যুক্ত কার্য্যে বিশেষ পারগতা প্রদর্শন করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কলিকাতার ব্রাহ্ম মণ্ডলী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় নবীন বাবুকে পাইয়া সুখী হইবেন।

২রা বৈশাখ
১২৮১

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

পুনর্মূষিকোভব।

গোবরডাঙ্গায় যে সব রেজিষ্টরী আফিস সংস্থাপিত হয়, নিকটবর্ত্তী বারাসত ও বিভাগবাসীদিগের পক্ষে অবশ্য তাহার দ্বার রুদ্ধ হইল দেখিয়া সোদর (১২ ই ফাল্গুন) সোমপ্রকাশে একখানি সুদীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হয়। পত্র প্রেরক যে অনন্য সংসাধারণের সাহায্য গ্রহণ করেন, সম্পাদক ও অনুবাদক মহোদয়ের অনুগ্রহে তাঁহার সে আশা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল। যে দিন পত্র প্রকাশের কয়েক দিন পরেই পুলিস দ্বারা ইহার অনুসন্ধান হয়। পুলিসের ডেপুটী রিপোর্ট দেন, তাহাতে সকলে আশ্বাসিত ছিলেন বারাসতের উত্তরাঞ্চলের [illegible] আর অধিক দিন কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! শুনিয়া দুঃখিত ও বিস্ময়াপন্ন হইবেন যে এত দূর হইয়াও গবর্ণমেণ্ট গোবর ডাঙ্গাকে পুনর্মূষিক করিলেন, তথা হইতে অকস্মাৎ সব রেজিষ্টরী উড়িয়া গেল, কিন্তু অপরাধ কি?

ভাগ্যে লাভ নাই দেখিয়া যদি গবর্ণমেণ্ট এই সব রেজিষ্টরী এবলিস করিতেন তবে ইহাতে কাহারও কোন কথা বলিবার আর থাকিত না। বারাসতে রেজিষ্টরী হইবার পরেও ইহার কার্য্য সুচারু রূপে চলিতেছিল। তবে ইহা উঠিয়া যায় কেন? কেন তবে হরিণঘাটের দশ ক্রোশ দুরস্থিত জন পর্ণ সমূহ গোবরডাঙ্গাকে একণে [illegible] সাগরে নিমগ্ন করা হয়? পরিষদ সভ্যগণ ভিজনের মধ্যে এমন গোবরডাঙ্গার সর্ব্ব প্রধান। এরূপ প্রধান স্থানে [illegible] প্রকারে কষ্ট [illegible] বিবেচনার কার্য্য।

গোবরডাঙ্গা সকল বিষয়ের সুবিধার জন্য বারাসতের মুখাপেক্ষী, অথচ এক [illegible] একটীও রাস্তা নাই। লোকের শীত ও গ্রীষ্ম কালে অগম্যা চলা ভূমির উপর দিয়া এক দশ ক্রোশ যাতায়াত করে, সহরের কোন স্থানে ভয়ানক কর্দ্দম, কোথাও বা ধান্য ক্ষেত্রের কৃষক পীড়িত কর্দ্দমপূর্ণ [illegible] উপর দিয়া তাহাদিগকে গমনাগমন করিতে হইতেছে। জল পথ আছে বটে, কিন্তু তাহা এত গভীর যে নিম্নশ্রেণীর মানুষ ব্যতিরেকে অন্য কাহারও তাহাতে যাতায়াত করা হয় না। সদ্য রেজিষ্টরী করিতে গোবরডাঙ্গা যে আপনাকে পাঁচ ছয় ক্রোশ মনে করিয়াছিল, এক্ষণে তাহাকে [illegible] প্রেরণ করিতে হইতেছে। এক্ষণে [illegible] তাহার এক বিষম [illegible] তাহার [illegible] উপায় জন্য [illegible] করিতেছেন। [illegible] গোবরডাঙ্গা [illegible]

[illegible]

[illegible] বারাসত।

[illegible] ১। বৈশাখ শনিবার অপরাহ্ণ ৪।৫ টার সময় উক্ত বিদ্যালয়ের চতুর্দ্দশ বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামচাঁদ মিত্র মহাশয়ের [illegible] সমাধা হইয়া গিয়াছে।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অনুপচাঁদ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সভ্যগণের সম্মতি ক্রমে শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ দত্ত (হরকরা দর্পণ ও বিনামূল্যে পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক

মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, মিউনিসিপাল কমিশনারের " ভাইস চেয়ারমান, " রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (" বেঙ্গলি " নামক ইং সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক,)" ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ওরিয়েণ্টাল সেমনারির " ইং প্রধান শিক্ষক। নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নীলমাধব চট্টোপাধ্যায় " শান্তিসূচি কালেজের " ইং ২ য় শিক্ষক, শ্যামচাঁদ মিত্র অক্ষয়চাঁদ মিত্র, শ্রীনাথ দত্ত, শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, প্লিডার, গিরিশচন্দ্র বসু, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শিবকৃষ্ণ দত্ত শ্যামাচরণ শ্রীবাণী এবং অপরাপর অনেক ভদ্রলোক দ্বারা ঐ বৃহৎ গৃহটী পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

বিদ্যালয়ের সুপরইণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা গত বৎসরের কার্য্য বিবরণ পঠিত হইলে পর সভাপতি মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়া একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া অধ্যক্ষ ও সম্পাদক মহোদয়গণকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান ক'রলেন এবং বলিলেন যে, বিনা গবর্ণমেণ্ট সাহায্যে এই বিদ্যালয়টী ক্রমাগত চৌদ্দ বৎসর চলিয়া আসিতেছে ইহার সমুদায় ভার অধ্যক্ষগণ নিজ নিজ স্কন্ধোপরি বহন করিয়া সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন এবং গত বৎসরের মধ্যে এত অধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে ইহা আমরা কখন আশা করিতে পারি না।

অনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু নীলমাধব চট্টোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি যথাক্রমে বক্তৃতা করিয়া ধন্যবাদ শ্রীযুক্ত বাবু মহুনাথ সেন প্রগাঢ় যত্ন ও উন্নতি সাধন সংকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম ও উৎসাহ দেখাইয়া তাহাকে ধন্যবাদ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উৎসাহ জনক বাক্যে সুকুমার মতি পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকগণকে পারিতোষিক স্বরূপ ২ খানি রৌপ্য পদক, পুস্তক, বাদচিত্র ও সুন্দর ২ খেলানা প্রভৃতি বিতরণ করিয়া বিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে একবৎসরের নিমিত্ত একটী সুন্দর ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিয়া একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন।

পরে সভ্যসমগণের মনোরঞ্জন ও বালক বৃন্দের উল্লাসের নিমিত্ত সিমুলিয়া ও গরাণহাটা নিবাসী অবৈতনিক ঐকতান বাদ্যের অনুষ্ঠান ও ব্যায়াম ক্রীড়া হইয়া সাত ঘটিকার সময় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

৮ ই বৈশাখ } কস্যচিৎ দর্শকস্য।
১২৮০ }

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ২২ এ মে

ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চোয়াসির নীচে মোহানায়	১০	
তথা হইতে সুরপুর	২	৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	১	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	১	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৯ মাইলের মধ্যে	১	

সন ১৮৭৪ সালের ২৫ এ মে বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

		ফীট	ইঞ্চ
		১	
১৮৭৪ সাল ২৫ এ মে	টি, বেটী, সি, ই; প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।		

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ড—বেলুয়া ৪১০

" " হরিশচন্দ্র চৌধুরী
চাপাতা। " ১০

" " চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্ত
কলিকাতা ১০

—:০:—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১২, বাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতায় দক্ষিণপুর সোণাপুর ভৌলের দক্ষিণাংশাধিকারক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ভবনে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা
৩৮ নং। ১৮৭৩

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ। ৯ সংখ্যা।

" যথক্ষনং প্রজানিধিনায় পার্থিবঃ সক্ষমনো ক্ষনিমক্ষনী ন ছীয়না। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ২৯ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৭৪। ৮ ই জুন।
মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷৷ দশ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ইষ্টারন্ বেঙ্গল রেলওয়ে।

আগামী ১লা জুলাই তারিখ যে পর্য্যন্ত না অন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত গাইটবাধা মল এরূপ পাটের যে বিশেষ ভাড়ার নিয়ম স্থির হইল তাহা রহিত হইল। ঐ পাট দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মাইলে প্রতিমণ অর্দ্ধ পাইসের হিসাবে লইয়া বওয়া হইবে।

নিতালদহ টার্মিনস ১লা জুন ১৮৭৪ } ফ্রান্সলিন ক্রফোর্ড এজেন্ট

কল্পতরু তৈল।

শিরঃপীড়ার মহৌষধ।

মানসিক পরিশ্রম, কঠিন চিন্তা, অথবা অন্য যে কোন কারণে উষ্ণ পীড়া উৎপন্ন হয় এই ঔষধ সেবনে তাহার নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিবেক।

মূল্য প্রত্যেক শিশি ১ এক টাকা।

অম্ল রোগের পরমৌষধ।

বক্ষঃস্থল জ্বলন বা আহারের অল্পে জ্বলন যে কোন প্রকার অম্ল রোগ ঘটিত ব্যামোহ এই ঔষধ সেবনে অল্প সময়ে একেবারে আরোগ্য হইবে।

মূল্য প্রত্যেক শিশি ১ এক টাকা মাত্র। উত্তর ঔষধ পটলডাঙ্গায় রামকান্ত মিস্ত্রির লেনে ১৬ নং ভবনে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

মুক্তমা করণী ভার্য্যা প্রবেসন।

উক্ত পুস্তক খানির প্রয়োজন হইলে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে অথবা ১১৪ নং চোরবাগান ডিস্‌পেন্সরিতে আমার নিকট পাইতে পারিবেন। মূল্য ।৵০ ডাক মাসুল /০ আনা।

শ্রীঅক্ষয় কুমার সাহা।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যে, সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডর অথবা ব্যাঙ্ক চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, উহাতে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

ব্যবস্থাপক।

" কেলা মানভূমের অন্তর্গত বরাকরস্থ বিদ্যালয়ের দুর্ভিক্ষ কমিটীর সাহায্যে বহু নাথপুরস্থ ছাত্র। উক্তিগণ কমিটীর নিকট হইতে সাহায্য লইয়া তাহার কাপড় ও ধান প্রস্তুত করিতেছে। যাঁহারা উহার কাপড় ও ধান আবশ্যক হইলে আমার নিকট তত্ত্ব করিলে পাইবেন।"

১৪ ই মে ১৮৭৪ } শ্রীকৃষ্ণকামিনী বন্দ্যোপাধ্যায় বহুনাথপুর দুর্ভিক্ষ কমিটীর সভাপতি

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার মধুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্ এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গ্‌

মূল্য —ডাকমাসুল

নো সস অর্থাৎ রোগ নিদান	৩	৵০
চিকিৎসা দর্পণ বাৎসরিক	৯	০
ধাত্রী শিক্ষা	১	৵০
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা	।৵০	০
কুইনাইন প্রয়োগ	৵১০	০
শরীর পালন	।৵০	০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কৃত

প্রাক্‌টীস অব মেডিসিন	১৮	১০
এনাটমি	৪৷৷০	৵
মাতৃশিক্ষা	১	০

ডাক্তার কবিরাজ কৃত বাল চিকিৎসা ৫ ৵০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা, আপার চিৎপুর রোড ১৫৯

ঔষধালয়।

বাগবাজার ষ্ট্রীট ৩৫ নং ডাক্তার শ্রীযুক্ত পুস্তকালয়ে সর্ব্বদা ঔষধ বিক্রয় হইতেছে, ঔষধের তালিকা ঐ স্থানে পাওয়া যায়। ডাকমাসুল ১০।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু কর্ম্মকর্ত্তা

ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক —

১। বালচিকিৎসা, গর্ভরক্ষণের সুবিধান ও। মূল্য ৫ টাকার পরিবর্ত্তে ৩৷৷০ টাকা। অবশ্যাবশ্যক ৵০ ডাকমাসুল ৵০।

২। ব্যবস্থামালা (স্ত্রী পুরুষ, শিশুর প্রভৃতির রোগ পরিচয়) মূল্য ১৷৷০ ডাক মাসুল ৵০।

৩। গতিনীবান্ধব—যন্ত্রস্থ। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সুশ্রুত।

" প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান কলিকাতা পটলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৸৹ তিন আনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল ১০ অষ্ট আনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ষ্ট্রোম্যাকিক এলিকসার ও পার্ল ডার

অর্থাৎ পাচক অরীষ্ট ও চূর্ণ।

অজীর্ণ আম ও রক্তাতিসার প্রভৃতি প্রবাহিকা রোগের অব্যর্থ ঔষধ বার বার পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, এবং নিম্নের কতিপয় পত্রের উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইবেক। মূল্য ১২ পুরিয়া ৷৵ আনা হইতে ৸ আনা।

১২ মাত্রা বিশিষ্ট এক শিশি ৷৵ আনা হইতে ১৲।

কলিকাতা ভবানীপুরের এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্তের প্রেরিত।

" প্রায় তিন মাস হইল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সঙ্গীন রক্তাতিসার রোগে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উক্ত রোগনাশক ঔষধ ব্যবহার করিয়া এবং তৎপরে এক শিশি উদরাময় নাশক ঔষধ সেবন করিয়া উত্তম আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি আমার কনিষ্ঠ পুত্র ধনিরাম ও উদরাময় পীড়ায় পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময় নাশক ঔষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।"

ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ সেন কবিরত্নের প্রেরিত।

" আমার ভাগিনের শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ঘোষের জ্বর ও রক্তাতিসার হইয়াছিল, আপনাদিগের নূতন পাচক অরীষ্ট নামক ঔষধ সেবন করিয়া তাহার অতি অল্পকালের মধ্যে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।"

কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের ভ্যাকসিনেসন অর্থাৎ টীকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষের লিখিত পত্রের অনুবাদ

" কালিঘাটের শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিশয় পীড়ায় যেরূপ পীড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আরোগ্য পক্ষে আমার সম্পূর্ণ সংশয় ছিল। ফলতঃ তাঁহার পীড়ার প্রকারে আপনাদিগের ষ্ট্রোম্যাকিক এলিকসারের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

বি, এল, ঘোষ এণ্ড কোং
সুবরবন মেডিকেল হল,
ভবানীপুর কলিকাতা

—০—

বাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তুত নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

এক বার প্রস্তুত নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন জঙ্কসন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝিবাতে বসাইবার নির্ম্মিত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

কায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ক্লে এবং পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

—০—

মফঃস্বলস্থ "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ইনষ্টিটিউসন লাইব্রেরিতে কিম্বা বনর্জ্জি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ ১৮৭৪ সাল } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ের জন্য এক জন হেড মাষ্টার আবশ্যক হইয়াছে। বেতন মাসিক ৮০ টাকা। পূর্ব্বোক্ত স্থান কলিকাতার ছয় ক্রোশ দক্ষিণে। রেল যে.ে এক ঘণ্টায় যাওয়া যায়। যাঁহারা কর্ম্ম প্রার্থী আছেন তাঁহারা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট আবেদন করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারী ব্যক্তি কিম্বা সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক ভিন্ন অপরের আবেদন করিবার আবশ্যকতা নাই। শিক্ষকের সহিষ্ণুতা ও সচ্চরিত্রের বিশেষ সার্টিফিকেট চাই।

চাঙ্গড়িপোতা
সোমপ্রকাশ যন্ত্র
সোণাপুর পোষ্ট আফিস ২২ এ মে ১৮৭৪ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য সম্পাদক

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমি বহুব্যয় ও অর্থব্যয়ে পুরাতন ও নূতন আমাশয় প্রবাহিকা শুষ্ক পেটের পীড়া প্রভৃতি ও সব প্রকার এবং আমজ সূত্রে হস্ত পদাদি শরীরের ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৌষধ স্থির করিয়াছি। ইহা দ্বারা ১০।১৫ টী রোগীর বহুদিবসের গ্রহণী ও রক্তামাশয় এক মাসের মধ্যে উত্তমরূপে আরোগ্য করিয়াছি। উক্ত পীড়াক্রান্ত কোন রোগী আমার নিকট আসিলে ব্যক্তি বিবেচনায় দান কিম্বা অর্থ লওয়া যাইবে। এই ঔষধ সাধারণে জানিবার জন্য আমাকে পুরস্কার প্রদান করিলে সকলের গোচর করিয়া দিতে পারি। বিদেশীয় কোন ব্যক্তি এই পীড়াক্রান্ত হইয়া আমাকে পত্র লিখিলে ৸০ আনা ডাকমাশুল পাঠাইলে ঔষধ

ইত ঔষধ পাঠাইতে পারি, আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে পুরস্কার প্রদান করিবেন।

জিলা নদীয়া
গোবরডাঙ্গা
২৯ এ ফাল্গুন
১২৮০ সাল

শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন
ডাক্তার।

সোমপ্রকাশ।

২৬ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দিতে গেলে কি কি চাই।

বাঙ্গালা দেশে আর্য্যজাতির আচার ব্যবহারাদির যেরূপ আঁটা আঁটি, অন্য অন্য স্থানে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশীয় যুবকগণ স্ত্রীজাতির যে স্বাধীনতার নিমিত্ত বোরুদ্যমান, উত্তরপশ্চিম অঞ্চল, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, গুর্জ্জর প্রভৃতি প্রদেশীয় রমণীগণের তাহা দুর্লভ নয়। তত্রত্য নারীগণ বঙ্গদেশীয় রমণীগণের ন্যায় অবগুণ্ঠনবতী হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া থাকেন না। তাঁহারা ইচ্ছামত সর্ব্বত্র গমনাগমন করেন। রাজপথে গমনকালে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের স্ত্রীগণের মুখ অর্দ্ধ আবৃত, আর মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি রমণীগণের মুখ সম্পূর্ণ অনাবৃত। পুরুষ দেখিয়া তাহাদিগের লজ্জা সঙ্কোচ নাই শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজন ইতস্ততঃ আছেন, কুল বধূরা সচ্ছন্দে স্নান আদি করিতেছেন। তত্তৎ প্রদেশীয় বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন তাঁহারা সর্ব্বদা যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সস্ত্রীক হইয়া ঐ সকল কার্য্য করিতে হয়, সুতরাং স্ত্রীদিগের পুরুষের সম্মুখে বাহির না হইলে চলে না। তন্মূল হইতেই উল্লিখিত স্বাধীনতা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

কাশীর বিশেষজ্ঞ এক ব্যক্তি বলিলেন, কাশীর এক অংশে মাসে তিন হাজার জন্তু হত্যা হয়। উল্লিখিত স্বাধীনতার ফল উপাদেয় কি না? পাঠকগণ এতদ্দ্বারা তাহা বুঝিয়া লইবেন। পঞ্চস্রাবিতে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া কুণ্ড গোলক ও তৎপ্রসূতিকে সমাজ মধ্যে গ্রহণ করিবার প্রথা আছে। তদ্দ্বারাও ঐ স্বাধীনতার ফল অপরিজ্ঞাত থাকিতেছে না। স্বামী জীবিত থাকিতে উপপতি দ্বারা যে পুত্র উৎপাদিত হয়, তাহাকে কুণ্ড, আর স্বামির মৃত্যু হইলে যে পুত্র হয়, তাহাকে গোলক বলে। পঞ্চস্রাবিতে সধবা ও বিধবা উভয় অবস্থাতেই জারজপুত্রের অনাদর নাই। তত্তৎপ্রদেশীয় লোকেরা এদোষকে যে লঘুজ্ঞান করেন, কুণ্ডগোলক প্রসূতির যে কৌতুকাবহ এক প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে, তদ্দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। প্রসূতিকে এক প্রশস্ত পাত্রে দণ্ডায়মান করাইয়া ঘৃত দ্বারা স্নান করান হয়। সেই ঘৃতে লুচি কচুরি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, সমাজের সকলে আহার করেন। এতদ্ভিন্ন আমরা অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, স্বাধীনতা থাকাতে অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই চরিত্র মন্দ হইয়া যায়। এরূপ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মানুষের ইন্দ্রিয় অতিশয় প্রবল, মন নিতান্ত দুর্নিবার, স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সন্নিকর্ষ হইলে মন একান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠে। তৎকালে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার লোপ প্রাপ্ত হয়। ভগবান মনু কহিয়াছেন "মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।" মানুষের ইন্দ্রিয় সমূহ অতিশয় বলবান, বিদ্বান, ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে, অতএব মাতা ভগিনী ও কন্যার সহিতও নির্জ্জন স্থানে থাকিবে না। মনু যে সময়ে একথা কহিয়াছেন, তৎকালে লোকে বহু পাইয়া জিতেন্দ্রিয়তা অভ্যাস করিত, ধর্ম্মভয় লোকভয় প্রবল এবং সমাজের ও রাজার বিলক্ষণ শাসন ছিল এখন জিতেন্দ্রিয়তার অভ্যাস দূরে থাকুক ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে পারিলেই পুরুষার্থ জ্ঞান করে এমন অবস্থায় স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নিবন্ধন চরিত্রদোষ যে উৎপন্ন হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। সুবিধা না থাকাতে অনেক সময়ে স্ত্রীলোকের চরিত্র অখণ্ডিত থাকে, ইহা নূতন কথা নয়। যদি বঙ্গ স্ত্রীলোকে লেখা পড়া শিখিলে আশঙ্কিত দোষ ঘটনার সম্ভাবনা নাই। তাহাতে আমাদিগের বক্তব্য এই, একবার কুতবিদ্য কাম্বু প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত দর্শন কর, ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে। মনু মনুষ্য প্রকৃতি বিলক্ষণ চিনিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি কহিয়া গিয়াছেন "ন স্ত্রীস্বাতন্ত্র্যমর্হতি।"

স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা দিতে হইলে কি কি চাই, এক্ষণে তাহার মীমাংসা আবশ্যক। প্রথম, এদেশে এই সংস্কার আছে সন্তান শুদ্ধ না হইলে সে সন্তান হইতে পরকালের কাজ হয় না; ইহ কালেও স্বচ্ছন্দ হয় না। ঐ সংস্কার পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি কাহার কপাল জোরে সন্তান শুদ্ধ হইল, হউক, না হইলেও ক্ষতি নাই, এই সংস্কার চাই। দ্বিতীয়, সাবধানতা গুণ অভ্যাস। আপন আপন স্ত্রীর ব্যভিচার দোষ দর্শন করিয়াও চুপ করিয়া থাকিতে হইবে। তৃতীয়, কুণ্ড গোলক প্রথা প্রচলিত করিতে হইবে অন্যথা ভ্রূণ হত্যা নিবারিত হইবে না। চতুর্থ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন। বঙ্গদেশীয় রমণীগণ যে বস্ত্র পরিধান করেন, তাহা প্রকাশ্যস্থানে যাইবার যোগ্য নহে। হিন্দুস্থানীয় স্ত্রীগণের পরিচ্ছদ এ বিষয়ে প্রশস্ত। হিন্দুস্থানীয় স্ত্রীগণের যে স্বাধীনতা আছে, পরিচ্ছদ দ্বারাও তাহা সপ্রমাণ

হইতেছে। পাঠকবর্গগুলি প্রকাশ্য স্থানে ... দিবার যোগ্য, দেখিতেও সুন্দর।

বঙ্গদর্শন ও সার জর্জ্জ কাম্বেল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শনে "সর জর্জ্জ কাম্বেল ও সিবিল সর্ব্বিস" নামে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। প্রস্তাব লেখক যিনিই হউন তিনি যে সমস্ত পুরাতন লোকের একটী ন্যায় বিরুদ্ধ মত নিবারণের নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছেন সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। দেশের লোকে সাধারণে যে কাম্বেল সাহেবের দুষ্কার্য্য ভিন্ন একটীও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই, তিনি যাহা কিছু করিতেন তাহার সমস্তই অতি গূঢ় দুরভিসন্ধিতে পরিপূর্ণ থাকিত। তবে আপাততঃ লোক প্রতারণার জন্য মৌখিক কতক গুলি প্রশংসনীয় যুক্তি দেখাইতেন, এদেশীয়দিগের অনিষ্ট চেষ্টাই তাঁহার ব্রত এবং এদেশীয়দিগের প্রতি তিরস্কার ও কটূক্তি বর্ষণ করাই তাঁহার জপ মন্ত্র ছিল। একি আশ্চর্য্য কথা! জগদীশ্বর এমন নিষ্ঠুর স্বভাবের কেন সৃষ্টি করিলেন বুঝিতে পারি না, অসীম ঈশ্বরের এই অবিচারের প্রতিবাদ করিতে আমরা প্রস্তুত আছি। সার জর্জ্জ কাম্বেল যতই বিকৃত প্রকৃতি বিশিষ্ট লোক হউন না কেন তাহাতে দুই চারি ব্যক্তি ভদ্রলোক থাকা সম্ভব এই কথা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী সম্পাদকেরা তাহাতে উপহাসের কথা ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পান না। বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ লেখক বলিয়াছেন, তিনি যে কথা বলিতেছেন তাহাতে অনুগ্রহের লোভ কিম্বা তিরস্কারের ভয় নাই। আমরাও তাহাই বলিয়াছি আজিও বলিতেছি। আমাদের এই মাত্র ইচ্ছা যে সার জর্জ্জ কাম্বেল যে যে কারণে নিন্দনীয় সেজন্য নিশ্চিন্ত হউন তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু তাঁহার প্রশংসা স্বরূপ বলিবার কিছু নাই এ কথা বলা কিম্বা লোকের মনে এরূপ সংস্কার জন্মাইবার চেষ্টা করা অত্যন্ত ন্যায় বিরুদ্ধ ... আমরা পুনর্বার বলিতেছি অন ... ওকালতি ঘুণা করি।

কাম্বেল সাহেব যখন নিন্দনীয় বোধ হইয়াছে তাহার প্রতি রোষ প্রকাশ করিতে আমরা কখনই ত্রুটী করি নাই, বঙ্গদর্শনের অযোগ্য প্রবন্ধলেখকও ত্রুটী করেন নাই; কিন্তু ঐ সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁহার প্রশংসনীয় কার্য্য সকলের উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিতেও ত্রুটী করি নাই। লোকে প্রধানতঃ তিনটী বিষয়ের জন্য সার জর্জ্জ কাম্বেলের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন; (১ম) উচ্চশিক্ষা তুলিবার চেষ্টা (২য়) রোডসেস, (৩য়) নূতন ফৌজদারি কার্য্যবিধির আইন। ইহার মধ্যে উচ্চশিক্ষা ও রোডসেস সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা অনেকবার বলিয়াছি; পুনরুক্তির আবশ্যকতা দেখা যায় না। ফৌজদারি কার্য্য বিধি ... আবশ্যক বোধ করি।

... নূতন প্রথা ... করা হইয়াছে। আমরা তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান প্রথাগুলির উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ জেলার মাজিষ্ট্রেটের হস্তে অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পণ করা। এ বিষয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কথা দ্বারাই প্রমাণ হইবে। আমরা তাঁহার শাসন সংক্রান্ত রিপোর্টের একস্থান হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—"মাজিষ্ট্রেটের এখন প্রায় সমুদায় বিভাগের উপর ক্ষমতা আছে। পুলিস এতদিন নামে মাজিষ্ট্রেটের অধীন ছিল, এখন কার্য্যতঃ অধীন হইয়াছে। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগে এই প্রথার অনুসরণ করা হইয়াছে। এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়রকেও মাজিষ্ট্রেটের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। শিক্ষাবিভাগের মাজিষ্ট্রেটের হস্তে সকল কার্য্যের ভার বধান করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে

স্থানীয় কর্ম্মচারিদিগের এবং কমিশনরদিগের নিকট হইতে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে এই নূতন প্রথানুসারে কার্য্য হওয়াতে উপকার ভিন্ন অপকার নাই। * * * * * হাকিমের কোন ক্ষমতা নাই এদেশের লোকেরা তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না। "হাকিম্‌কা হুকুম" এই কথাই তাহাদের রাজনীতির মূল কথা।"

নিয়ম জালে জড়িত ও লোকের চক্ষের অগোচর শাসনকর্ত্তার শাসন নির্জ্জীব শাসন; তাহাতে লোকের শ্রদ্ধা হয় না এই সংস্কারের অধীন হইয়াই কাম্বেল সাহেব শাসন বিভাগকে সজীব করিবার জন্যই মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে এত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিলেন, মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে এত ক্ষমতা অর্পণ করাতে যে সকলেই সুফল ফলিয়াছে এবং ফলিবে আমরা এরূপ বলিতেছি না বরং এতদ্বিষয়ক কোন কোন বিভাগে সমূহ গোলযোগ ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ সরাসরি বিচার। এতৎ সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিয়াছি। যে সকল অকর্ম্মার সরাসরি বিচারের নিয়ম করা হইয়াছে তাহাদের অপরাধ ও দণ্ডের পরিমাণ অত্যন্ত লঘু এবং সরাসরি বিচার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে যদি কোন অবিচারের আশঙ্কা থাকে সে অবিচারের অনিষ্ট ফল গুরুতর হইবার সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে বিচারক-

দিগের যে অনর্থক সময় ও কার্য্যের ক্ষতি হইত তাহা নিবারিত হইবে। আমরা কয়েক মাস পূর্ব্বে এই সকল যুক্তিই প্রদর্শন করিয়াছিলাম, এবং বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ লেখকও অতি সুন্দররূপে এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ জুরী প্রথার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন। পূর্ব্বে জুরেরা যাঁহাকে দোষী করিতেন তাহার নিষ্কৃতি পাইবার আশা থাকিত না। জজকে দণ্ডদিতে বাধ্য হইতে হইত। আবার যাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া জুরেরা স্থির করিতেন তাহাকে অপরাধী জানিয়াও নিষ্কৃতি দিতে হইত, কিন্তু এই আইন দ্বারা সে প্রণালীর পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে; নূতন আইন মতে জজ যদি জুরবিদিগের সহিত একমত না হন তাহা হইলে হাইকোর্টের বিচারার্থ সে মকদ্দমা অর্পণ করিতে পারেন। নবীনের মকদ্দমা তাহার প্রমাণ জুরি প্রথা সম্বন্ধে আমাদের আরও যাহা বক্তব্য আছে তাহা "জুরি প্রথা" নামক স্বতন্ত্র প্রস্তাবে নিবদ্ধ করা গেল।

চতুর্থতঃ নিষ্কৃতি প্রাপ্ত আসামীর বিরুদ্ধে আপীলের প্রথা। পূর্ব্বে এপ্রথা প্রচলিত ছিল না। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি নিম্ন আদালত দ্বারা দণ্ডিত হইত সেই ব্যক্তিই নিষ্কৃতি কিম্বা দণ্ডের লঘুতার জন্য উচ্চতম আদালতে আপীল করিত কিন্তু-নূতন আইন মতে যদি কোন অপরাধী ব্যক্তি নিম্ন আদালতে নিষ্কৃতি পায় তথাপি তাহার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল চলিবে। কিন্তু আপীল করিবার পূর্ব্বে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। এই নূতন প্রথাটী সম্পূর্ণ অযুক্ত বোধ হয় না। কারণ পূর্ব্ব প্রথানুসারে বিনা অপরাধে দণ্ড কিম্বা লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড নিবারণেরই উপায় ছিল কিন্তু প্রকৃত অপরাধী যাহাতে বিনা দণ্ডে নিষ্কৃতি না পায় তাহার কোন উপায় ছিল না। নিরপরাধ ব্যক্তির নিষ্কৃতি ও অপরাধীর দণ্ড রাজার সমান ভাবে এই উভয় দিকেই দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। মনু বলিয়াছেন—

অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশোমহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥

যে রাজা অদণ্ড্য ব্যক্তিকে দণ্ড করেন অথবা দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ড না করেন তিনি অত্যন্ত অযশোভাগী হন এবং তাঁহাকে নরকগামী হইতে হয়। সুতরাং আপীল সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তনটী যে ন্যায়ানুমোদিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পঞ্চমতঃ পূর্ব্ব আইন অনুসারে মফস্বলের মাজিষ্ট্রেটেরা তত্তৎ স্থানীয় ইউরোপীয় দলের বিচার করিতে পারিতেন না, নূতন আইনে সেই সকল মফস্বলবাসী ইউরোপীয়দিগকে তত্তৎস্থানীয় আদালতের অধীন করা হইয়াছে। এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া লেপ্টনন্ট গবর্ণর যে কিরূপ শুভঅনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। এতদিন মফস্বলবাসী ইউরোপীয়েরা এক প্রকার নিরঙ্কুশ ছিলেন। কেহ তাহাঁদিগকে কিছু করিতে পারেনা এই সংস্কার থাকাতে তাহাঁরা সম্পূর্ণ যথেচ্ছাচারী ছিলেন কিন্তু এই আইন প্রচলিত হওয়াতে তাহাঁদের সেই যথেচ্ছাচার দমন হইবার উপায় হইবে। বঙ্গদর্শনের বিজ্ঞ লেখক ঠিক বলিয়াছেন যদি এই অনুষ্ঠানটী কাম্বেল সাহেব ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত তাহা হইলে দেশে আজি তাঁহার প্রশংসা ধরিত না।

আমাদের আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। যদি দেশের লোকে বিশেষ বিজ্ঞ সহযোগীর ন্যায় বিচার করিবার জন্য একটু ব্যগ্র হন তাহা হইলে দেশীয় সংবাদপত্রদিগের গৌরব ও মর্য্যাদা অনেকগুণে বর্দ্ধিত হয়।

জুরবিচার।

এ বিষয়টী অতি পুরাতন, অনেক ব্যক্তি অনেক বার এই সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন কিন্তু কাম্বেল সাহেব নূতন ফৌজদারি কার্য্যবিধির আইনে জুরিদিগের ক্ষমতার খর্ব্বতা করিয়া ভাল করিয়াছেন কি না এই প্রশ্ন উত্থিত হওয়াতে এ বিষয়ের পুনরালোচনা আবশ্যক হইতেছে। জুরি প্রথা কিরূপে আসিল সর্ব্ব প্রথমেই এই প্রশ্ন উত্থিত হয়। আমরা ভারতবর্ষের আদিম ঘটিত ইতিহাসের যতদূর দেখিতে পাই তাহাতে ঠিক বর্ত্তমান জুরি প্রথার অনুরূপ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন আর্য্যদিগের অধিকারকালে রাজা স্বয়ং সকল বিবাদের বিচার করিতেন, কিন্তু তিনি একাকী বিচার করিতেন না প্রায় চারি তিন জন মন্ত্রীর সহিত বিচার সভাতে প্রবেশ করিতেন।

"ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরস্কৃত্য প্রাড়্‌বিবাক মতেস্থিতঃ
ব্যবহারান্ নিবোধেদং সুস্থ ব্রাহ্মণৈঃসহ পার্থিবঃ
মন্ত্রজ্ঞৈ র্মন্ত্রিভিশ্চৈব বিনীতঃ প্রাবিশেৎ সভাং।

ধর্ম্মশাস্ত্রসমীপে রাখিয়া রাজা প্রাড়্‌বিবাকের মতানুসারে বিচারাদি করিবেন। রাজা ব্যবহার দেখিবার জন্য মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রিদিগের সহিত বিনীতভাবে সভাতে প্রবেশ করিবেন"। এই সকল মন্বাদি বচনে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল মন্ত্রিদিগকে জুরির স্বরূপ গণ্য করা যায় কি না বিচার স্থল। এ বিষয়ে অনেক বিচার হইতে

গিয়াছে। বড়লোকের সহিত যেরূপ তোষামোদকারী অনেক লোক থাকে এক শিক্ষক ও মন্ত্রিগণ কি সেই রূপ? অথবা তাঁহারা বিচার কার্য্যের বাস্তবিক সহকারী ছিলেন? আমাদের বোধ হয় তাঁহারা বিচার কার্য্যের সাহায্য করিতেন, নিম্নলিখিত বচন তাহার প্রমাণ।

যদাস্বয়ন্নকুর্য্যাত্ত নৃপতিঃ কার্য্য দর্শনং।
তদা নিযুঞ্জ্যাদ্বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং কার্য্যদর্শনে॥
সোস্য কার্য্যাণি সম্পশ্যেৎ সভ্যৈ-রেব ত্রিভির্বৃতঃ।
সভায়েব প্রবিশ্যাগ্র্যামাসীনঃ স্থিত এব বা।

"নৃপতি যখন স্বয়ং কার্য্য দর্শন করিতে পারিবেন না তখন একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণকে কার্য্যদর্শনে নিযুক্ত করিবেন, সেই ব্যক্তি তিনজন সভ্যের সহিত সভাস্থ হইয়া কার্য্য দর্শন করিবেন।" যদি সভ্যদিগের উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় না হইবে তাহা হইলে রাজার অনুপস্থিত কালেও তাহাদের উপস্থিতির নিয়ম করা হইবে কেন? কিন্তু এই সভ্যদিগকে বর্ত্তমান জুরির ন্যায় বিবেচনা করা যায় না, কারণ সকল কার্য্যেই মন্ত্রিদিগের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করা রাজাদিগের প্রথা ছিল, সুতরাং বিচার কার্য্যেও রাজারা সেই প্রথার অনুসরণ করিতেন। রাজা যখন স্বাধিকারে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন তখন মন্ত্রিদিগকে তাহার প্রতি নিষেধ সহিত পরামর্শ করিবার জন্য প্রেরণ করিতেন, বর্ত্তমান সময়ের জুরির প্রথার ভাব স্বতন্ত্র।

মুসলমানদিগের অধিকার কালে জুরি প্রথার বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমানেরা নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী রাজা ছিলেন। ইন্দ্রিয়াসক্ত সুবাদারেরা এবং তাহাদের ইন্দ্রিয়াসক্ত কর্ম্মচারিরা ভোগসুখে মত্ত থাকিয়া দেশ শাসনের ও দুষ্টের দমনের অবসর পাইতেন না; যে কিছু বিবাদ আদালতে উপস্থিত হইত কাজীর বিচারে তাহার পর্য্যবসান হইত সে জন্য যে অপর পাঁচ জনের মত জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক একথা একবার তাঁহাদের মনেও আসিত না। রাজাদিগের এই ঔদাসীন্য নিবন্ধন যেমন এক দিকে দেশ মধ্যে সর্ব্বদা নানা প্রকার উপদ্রব হইত তেমনি অপরদিকে দেশবাসিদিগের মধ্যে এক প্রকার শাসন প্রণালী জন্মিয়াছিল, তাহা "গ্রাম্য শাসন প্রণালী" নামে অভিহিত। ইংরাজীতে ইহা "ভিলেজ গবর্ণমেণ্ট" নামে পরিচিত। এ প্রণালী বড় সুন্দর ছিল। গ্রামের মধ্যে কতকগুলি বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত লোক থাকিতেন, গ্রামের কোন দুষ্কার্য্য কিম্বা কোন অত্যাচার করিলে অত্যাচারগ্রস্ত ব্যক্তি সেই বয়োবৃদ্ধদিগের পঞ্চায়েতে অভিযোগ করিত, তাঁহারা উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া অবস্থা চরিত্র প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া মতবিধান করিতেন। ইহাতে প্রায় ন্যায় বিচার হইত। এই প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট ছিল। এই জন্য মেজর ম্যালকলম অবধি সার জর্জ্জ কাম্বেল পর্য্যন্ত অনেক শাসনকর্ত্তা ইহার পক্ষপাতী। মুসলমানদিগের অধিকার যতদিন ছিল এই প্রণালী অনুসারেই শাসন কার্য্য চলিয়া আসিতেছিল। ইংরাজদিগের অধিকারকাল অবধি সে প্রণালী ক্রমে লুপ্ত হইতেছে; অনেক স্থানে আর চিহ্ন মাত্র নাই।

বর্ত্তমান প্রথা কি সেই "গ্রাম্য শাসন প্রণালীর" ভগ্নাবশেষ মাত্র কিম্বা ইহা অন্য কোন সূত্রে প্রচলিত হইয়াছে? বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ লেখক বলেন, ইহা বিলাতি প্রথা এবং বিলাত হইতে আমদানী করা হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় ইহা সম্পূর্ণ রূপে পুরাতন গ্রাম্য শাসন প্রণালীর ভগ্নাবশেষ নহে, আবার সম্পূর্ণরূপে বিলাতের অনুকরণ নহে। এ বিষয়টি আরও বিশদ করিবার জন্য বর্ত্তমান ফৌজদারি আদালতের ইতিহাস কিঞ্চিৎ প্রদর্শন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। ১৭৬৫ শালে বাঙ্গালা বেহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করার পরও অনেকদিন ইংরাজেরা মুসলমানদিগের হস্তে ফৌজদারি শাসনের ভার ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৭৭২ শালে ওয়ারেণ হেষ্টিংস একটী ফৌজদারি কার্য্যবিধির আইন প্রস্তুত করেন, তদনুসারে প্রতি জিলাতে এক একটী ফৌজদারি আদালত স্থাপিত হয়। এই আদালতে একজন কাজী একজন মুফতী ও তিন জন মৌলবী এই কয়েকজনের উপর বিচারের ভার থাকিত। তবে কালেক্টরদিগের প্রতি তত্ত্বাবধান করিবার ভার অর্পিত ছিল। কয়েক বৎসর এই নিয়মানুসারে কার্য্য চলিয়াছিল কিন্তু তাহাতেও শাসন কার্য্যের বিশৃঙ্খলা দেখিয়া ১৭৯০ শালে লার্ড কর্ণওয়ালিস সমুদায় পরিবর্ত্তন করেন এবং কতক গুলি "সাকুট কোর্টের" সৃষ্টি করেন। ইহাতে ইউরোপীয় বিচারপতি নিযুক্ত হইত। তাঁহারা কাজী ও মুফতীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া বিচার করিতেন। ১৮২৯ শালে এই সকল "সাকুট কোর্ট" তুলিয়া দেওয়া হয়। তুলিয়া কমিশনরদিগের প্রতি সেই সকল মকদ্দমা বিচারের ভার অর্পিত হয়। অবশেষে দুই বৎসর পরে তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া মাজিষ্ট্রেট সদরআমীন ও জেলা জজদিগের হস্তে ঐ সকল মকদ্দমা বিচারের ভার দেওয়া হয়। সুবিচারের আশায়

ইউরোপীয় বিচারক নিযুক্ত হইল বটে, কিন্তু দেশের আইন আচার ব্যবহার ও ভাষা বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ হওয়াতে বিচার কার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। এই জন্য ১৮৩২ সালে দেশের মান্য গণ্য লোক দেখিয়া কতকগুলি "এসেসর" নিযুক্ত করা হইল, তাঁহারা বিচারকদিগকে সাহায্য করিতেন।

এই ঘটনাকে জুরি প্রথার সৃষ্টি বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। পাঠকগণ দেখুন ইংলণ্ডের অনুকরণ করিয়া নহে কিন্তু দায়ে পড়িয়া জুরি প্রথা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছিল।

এখন বর্ত্তমান জুরি প্রথা প্রার্থনীয় কিনা বিবেচনা করা যাউক। আমাদের দেশে রাজা প্রজা স্বতন্ত্র জাতি। বিচারকেরা প্রায় বিদেশীয়। দেশের লোকের আচার ব্যবহার ও অভিসন্ধি তাঁহারা প্রায় বুঝিতে পারেন না সুতরাং এরূপ স্থলে যদি এদেশীয় কতকগুলি লোকের উপর অংশতঃ বিচার করিবার ভার অর্পিত হয় তাহাহইলে যে সুবিচারের সম্ভাবনা তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিশেষতঃ এক বিষয় নানা জনে বিচার করিতে আরম্ভ করিলে নানা প্রকার কথা আবিষ্কৃত হইতে পারে, নানা প্রকার ধূর্ত্ততা ধরা পড়িতে পারে। যে স্থলে একজন ইউরোপীয় এবং একজন এদেশীয়ের মধ্যে মকদ্দমা উপস্থিত হয়, সেস্থলে একমাত্র বিচারকের হস্তে নির্ভর করিলে অবিচারের সম্ভাবনা, কিন্তু সেস্থলে যদি কেবল এক শ্রেণীর জুরি নিযুক্ত করা হয় তাহা হইলেও অবিচার হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সে স্থলে উভয় শ্রেণীর লোক দেখিয়া জুরি নিযুক্ত করা উচিত। কিন্তু বর্ত্তমান জুরিদিগের মধ্যে অধিকাংশ যে অকর্ম্মণ্য তাহা আমরাও স্বীকার করি। বিচার কার্য্য বড় সহজ কার্য্য নয়—যদি কোথাও বিদ্যা বুদ্ধি আবশ্যকতা থাকে তাহা এই স্থলে; যদি কোন স্থলে সুদক্ষ লোকের প্রয়োজন তাহা এই স্থানে। যখন নিজের গৃহের সামান্য গৃহকর্ম্মের বন্দোবস্ত করিতে বিচারশক্তি ও বুদ্ধির প্রয়োজন হয় তখন এরূপ গুরুতর বিষয় যে বিনা বিদ্যাবুদ্ধিতে চলে এরূপ কথা কে বলিতে পারে? এরূপ জুরি নিয়োগ অনর্থক কাল বিলম্ব ও কার্য্য ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই।

দ্বিতীয়তঃ জুরিদিগের হস্তে অসৎ কর্ম্মের ক্ষমতা দেওয়া উচিত নয়। নানা কারণে তাহারাও অবিচার করিতে পারেন; সুতরাং তাহার প্রতিবিধানের উপায় থাকা কর্ত্তব্য। এই জন্য লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর জুরিদিগের ক্ষমতার যে কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অযুক্ত কার্য্য হয় নাই।

ইউরেশিয়ান্ বা ফিরিঙ্গিগণ।

আমরা প্রায় এই সম্প্রদায়ের শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইয়া থাকি। এই হতভাগ্য ব্যক্তিরা সকলের উপহাসের স্থল ও অঙ্গুলিনির্দ্দেশের পদার্থ হইয়া আছে। বিকৃত ধর্ম্মনীতির দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলে লোকে ইহাদিগকেই দেখায় এবং কেহ সঙ্কর বিবাহের অনিষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলে ইহাদিগকে দেখাইয়া দেন। ইউরোপীয় বংশোদ্ভব হইলেও ইহারা ইউরোপীয়দিগের ন্যায় প্রভুত্বের অধিকারী নয়। আবার এদেশে জাত এবং প্রতিপালিত হইলেও ভারতবর্ষ বাসি নয়। ইহারা ভারতবর্ষ জাত বলিয়া ইউরোপীয়দিগের ঘৃণিত এবং ইউরোপীয় ঔরসে জাত বলিয়া ভারতবর্ষ বাসিদের ঘৃণিত। তবে তাহাদের যাই বার স্থান কোথায়? এপ্রকার অবস্থা বাস্তবিক শোচনীয়। গত শত বৎসরে ভারতবর্ষের মুখশ্রী আর এক প্রকার হইয়া গেল। হিন্দু সমাজের অতি হেয় অপরিচিত জাতিরাও মান সম্ভ্রম বিষয় বিভবের মুখ দর্শন করিল কিন্তু ইহারা বিরক্ত বিষণ্ণ ও অবসন্ন ভাবে এক পার্শ্বে বসিয়া বসিয়া এই শত বৎসর এক স্থানে রহিল। বৎসর বৎসর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সকল রাশি রাশি যুবা-পুরুষকে সুশিক্ষিত করিয়া দিতেছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে ইহাদের নাম বড় পাওয়া যায় না। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের নামের তালিকা পাঠ করিলে আসল ইউরোপীয় ও এদেশীয় ভিন্ন ইহাদের নাম বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি? গবর্ণমেণ্ট সকল শ্রেণীর জন্যই চিন্তিত হইতেছেন, এশ্রেণীর জন্যও চিন্তিত হওয়া উচিত। ইহাদের সংখ্যা পূর্ব্বে অল্প ছিল কিন্তু ক্রমে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ভারতবর্ষের একটী প্রধান সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহাদিগকে আর অবহেলা করা ভাল দেখায় না।

আমরা পূর্ব্ব বারে সমাজ শাসনের অভাবে ধর্ম্মনীতির অভাব এই কথার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার সময় এই শ্রেণীর নাম করিয়াছিলাম। তাহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে ইহাদের উপর আমাদের শত্রুতা আছে, কিন্তু তাহা নহে আমরা প্রকৃত কথাই বলিয়াছিলাম। ১৮৭২ সালের মধ্যে যত ব্যক্তি কোন প্রকার অপরাধের জন্য কারাদণ্ড বা টাকার তালিকা দেখিলেই একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ কয়েদীদিগের মধ্যে প্রতি লক্ষে ২১৮৫ জন ইউরোপীয়, ৬৭০ জন ফিরিঙ্গী ১৪৯ জন নেটিব খ্রীষ্টান ৮১ জন মুসলমান এবং ৬৫ জন হিন্দু। এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে হিন্দু ও মুসলমান অপেক্ষা ফিরিঙ্গী

দিগের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা অধিক, অর্থাৎ ইহা সর্বত্র দুর্ধর্ষনীতি অধিকবিকৃত। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন, ফিরিঙ্গীরা যাহা করে প্রকাশ্যভাবে করে সুতরাং তাহাদের অনেক দোষ লোকে জানিতে পারে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের এই যুক্তি আমাদের হৃদয়গ্রাহী বোধ হয় না। কলতঃ আমরা যাহা বলিয়াছি তাহাই ইহার প্রকৃত কারণ। সমাজ শাসনের অভাবই এই দুর্দ্ধর্ষ দুর্ধর্ষনীতির কারণ।

সুখের বিষয় এই যে বর্ত্তমান সময়ে অনেক বেলওয়ের সৃষ্টি হওয়াতে এই শ্রেণীর হস্তে অনেক অর্থ সঞ্চিত হইতেছে, এবং ইহাদের পদোন্নতি হওয়াতে ক্রমে ক্রমে সমাজ শাসনের ভার হইতেছে। এই সকল উপায় দ্বারা যে তাহাদের পরে বিশেষ উন্নতি হইবে তাহার বিশেষ আশা হইতেছে। ইহাদের ধন আছে মান মর্য্যাদা যাহা কিছু সমুদায় ভারতবর্ষে। আসল বিলাতি সাহেবেরা কার্য্য বশে এখানে আসেন, কার্য্য সমাধান্তে চলিয়া যান কিন্তু ইহাদের যাইবার আর স্থান নাই। সুতরাং সম্পদে বিপদে ইহাদের ভারতবর্ষীয়দিগেরই পক্ষ হইবার সম্ভাবনা। তবে যে ইহারা মুখে ও মনে ইউরোপীয় তাহার কারণ ইহারা আজিও ভারতবর্ষের কোন শ্রেণীর নিকট স্নেহ কিম্বা শ্রদ্ধা পায় নাই। বাহ্যিক আচার ব্যবহারে ইউরোপীয় দলের সহিত সৌসাদৃশ্য আছে সুতরাং ইহাদেরই প্রীতি ও স্নেহ লাভ করিবার চেষ্টা করে। আমাদের বোধ হয় যখন ভারতবর্ষের অধিবাসিদিগের নিকট তাহারা সমাদর ও স্নেহ পাইতে লাগিবে তখন ভারতবর্ষের প্রতি আর অনুরক্ত হইতে পারে, ভারতবর্ষের ও শুভাকাঙ্ক্ষী হইতে পারে এবং যখন প্রকৃত সুচতুর দেশহিতৈষী মাত্রেই ইহাদিগকে অনুরক্ত করিবার পরামর্শ দিবেন।

উপসংহার কালে আরও কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমাদের মধ্যে অনেকে রাজা ও প্রজার মিলন করিবার জন্য ব্যস্ত এবং সেই জন্যই ইণ্ডিয়ন পার্টি টী পার্টি প্রভৃতি করিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় যাঁহাদের সহিত কেবল কার্য্যের সম্বন্ধ তাঁহাদিগকে অনুরক্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া যাঁহাদের সহিত দেশ সম্বন্ধে ভ্রাতৃ সম্পর্ক তাঁহাদিগকে যদি অনুরক্ত করিবার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে দেশের ভাবী কল্যাণের পথ খুলিয়া রাখা হয়। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনি সৌহার্দ্দ্য ও প্রণয় বন্ধন করিতে পারিবেন তিনিই ভারতবর্ষের প্রকৃত বন্ধু। একে ভারতবর্ষে বিদ্বেষ দলাদলির অপ্রতুল নাই, তাহাতে আবার কর্ত্তৃপক্ষেরা যে কিছু ঐক্য আছে তাহা নষ্ট করিতেছেন। আসাম ও বাঙ্গালার স্বতন্ত্র ভাবা করা তাহার এক প্রমাণ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ও বঙ্গদেশের অধিবাসী দিগের মধ্যে বিরোধাগ্নি প্রজ্বলিত করা তাহার অপর প্রমাণ। মুসলমান ও হিন্দু দিগকে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান করা তাহার তৃতীয় প্রমাণ। আর অধিক স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত বোধ হয় না।

বিবিধসংবাদ।

১৯ এ বৈশাখ সোমবার।

এক ব্যক্তি কাশী হইতে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি প্রেরণ করিয়াছেন—

"গবিন সাহেব কাশীর ওভারসিয়ের বিশেষ শাসন করিয়া গিয়াছেন, তথাপি আজিও ছোরা মারামারি মাথা ফাটাফাটি ও হাঙ্গামা প্রভৃতি কার্য্যে কাশী প্রায় উপবাসী থাকেন না। বল অবিমৃষ্যকারিতা সহকৃত হইলে অনর্থের হেতু হয়। কাশীর লোকদিগের যেমন বল আছে, তেমন বিবেচনা শক্তি নাই, তাহাতেই সামান্য কারণে দারুণ কাণ্ড ঘটিয়া উঠে। ১৭ই বৈশাখ এক জন মুসলমান শ্বশুরের সহিত বিরোধ করিয়া তাহাকে এক ছোরা মারে, তাহাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

কাশীতে গ্রীষ্ম বিলক্ষণ প্রবল হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশের গ্রীষ্মের সহিত ইহার বহু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল। এখানে বায়ু যে প্রকার উত্তপ্ত হয়, বাঙ্গালাদেশে সেরূপ হয় না। বাঙ্গালাদেশে সন্ধ্যার পরই প্রায় শীতল হয়, কিন্তু কাশী রাত্রি দুই প্রহরের মধ্যে প্রায় শীতল হয় না। কোন কোন দিন সমস্ত রাত্রি উষ্ণ ভাবে যায়। নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক উভয়বিধ কারণে কাশীতে এত উত্তাপ। কাশী বাঙ্গালাদেশ অপেক্ষা অনেক উচ্চ ও নীরস। উচ্চ বলিয়া সূর্য্যের তেজ এখানে অধিক তেজে পতিত হয়, নীরস বলিয়া ঐ তেজ অধিক কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। স্নান যাত্রার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে এক পসলা সামান্যরূপ বৃষ্টি হইয়াছে। স্নান যাত্রার দিন প্রাতঃকালে পূর্ব্ব উত্তর কোণ হইতে বায়ু বহে। তাহাতে দিনটী অতি শীতল ছিল। মধ্যে মধ্যে মেঘোদয় হইতেছে। বোধ হয় এবার এদিকে সকাল সকাল বর্ষা আরম্ভ হইবে।

এ অঞ্চলের সাহেবদিগের জুতার উপর বেজায় ঘৃণা। কাশীতে বাঙ্গাল রেঞ্জের একটি শাখা আছে। তাহার অধ্যক্ষ জুতা পায় দিয়া গৃহ মধ্যে যাইতে নিষেধ করিয়া দেন। আমি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, মেজেতে শণ বা শতরঞ্চ কিছুই পাতা নাই, এক পার্শ্বে একটী চট পাতা আছে, সেখানে বসিয়া কয়েকজন টাকা ওজন করিতেছে। অনাবৃত মেজেতে জুতা লইয়া যাইবার কেন নিষেধ হইল আমি ত তাহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। সাহেবেরা রোগ বুঝিয়া কোপ মারিয়া থাকেন। হিন্দুস্তানীয়দিগের ব্যবহার এই, তাঁহারা গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইলেই বাহিরে জুতা রাখিয়া যান, শাখা রেঞ্জের অধ্যক্ষ সাহেব বোধ হয় সেই সন্ধান পাইয়াছেন। মেজেতে একটি শণ বুড়িয়া দিয়া ঐ হুকুমটী দিলে কি ভাল হইত না?

দয়ানন্দ সরস্বতী কাশীতে একটী বৈদিক পাঠশালা স্থাপনের উদ্যোগে আছেন। তাহার সূত্রপাতও হইয়াছে। ব্যাকরণের পাঠনা আরম্ভ হইয়াছে। এদেশে বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃপ্রচলিত হয়, এই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি স্বয়ং নিঃসম্বল, অথচ এই বৃহৎ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই সাহস ও সাধু ইচ্ছার প্রশংসা করিতে হইবে সন্দেহ নাই। এদেশে বেদের চর্চ্চা বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে, যদি তাহার পুনরনুশীলন হয় অতিশয় আহ্লাদের বিষয়। এ বিষয়ে সকলেরই যথা সাধ্য সাহায্যদান করা কর্ত্তব্য। দয়ানন্দ পৌরাণিক ধর্ম্মের বিদ্বেষী বলিয়া অনেকে অনেক প্রকার নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া দেখিলাম, তিনি কেবল শাস্ত্রজ্ঞ বাহ্য অবস্তুজ্ঞী পণ্ডিত নহেন। তাঁহার সকল বিষয়ের সার সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা ও বহুদর্শিতা আছে।

এ অঞ্চলে বিবাহ একটী প্রধান উৎসব। এক বাটীতে বিবাহ উপস্থিত হইলে পাড়ার সমুদায় স্ত্রীলোক মাতিয়া উঠেন। গীত বাদ্যের ছিড়ান মরে না। বিবাহাদি যে কোন কাজ হউক, তাহাতে গান বাদ্য চাই। বরের বাটীতে সোয়াগাস্ত খাইতেছে, গায়কেরা গান করিতে করিতে সঙ্গে চলিয়াছে। এখানে যে সকল বাঙ্গালি আছেন, তাঁহারা আবার হিন্দুস্থানীরদিগকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। আমি এক দিন দেখিলাম, এক বাঙ্গালি বাবু ফুল শয্যার সামগ্রী পাঠাইয়াছেন, সঙ্গে ইংরাজী বাজনা ও গানওয়ালারা গান গাইতে গাইতে যাইতেছে।

এক দিনের সোমপ্রকাশে দেখিলাম লেখা হইয়াছে হোসেন খাঁ কাশীতে বুজরুকি করিয়া বেড়াইতেছেন। এটী মিথ্যা সংবাদ। আমরা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি বুজরুকি দেখাইবার তাঁহার কোন ক্ষমতা নাই। সে একজন প্রধান জুয়াচোর। সচরাচর জুয়াচোরদিগের অনেক অনুচর হয়। অন্যান্য কোন অনুচর সোমপ্রকাশে ঐ সংবাদ পাঠাইয়া থাকিবে।"

২০ এ চৈত্র মঙ্গলবার।

লিবারপুলে একটী "মাটি মোনিয়াল ক্লব" (বৈবাহিক সভা) আছে। সম্প্রতি শালিনী স্ত্রীদিগকে ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা সভার উদ্দেশ্য। বিলাতি সভ্যতার মহিমা অপার।

আজি কালি গঙ্গায় অত্যন্ত হাঙ্গরের ভয় হইয়াছে। গত বুধবার কয়লা ঘাটে দুটী ধরা পড়ে। আরো দুই একটী ধরা পড়িয়াছে।

রাজকুমার কালেজের আর একটী ছাত্র (মোইর ঠাকুর) এক কালে দুটী বিবাহ করিয়াছেন। এক সঙ্গে গাত্রহরিদ্রা করা হইল।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভার সাহায্যার্থ ৫০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা আশা করি এই বার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

বরদার রাজা বিবাহের জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। লক্ষ্মীবাইকে লইয়া মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার অত্যাচার নিবন্ধন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার সংকল্প করিতেছেন, এই সময়ে তাঁহার বিবাহের বাতিক চড়িয়াছে। তিনি আর একটী বিবাহের সংকল্প করিয়াছেন। এই সংবাদে অনেকে পালে পালে প্রাপ্ত বয়স্ক বালিকা সকল বরদায় লইয়া যাইতেছে। অনেক গজযৌবন মুগ্ধ রাজা চাকচিক্যশীল হইয়া বরদায় গমন করিতেছেন।

মিরর বলেন, স্থির হইয়াছে উত্তর বাঙ্গালা ষ্টেট রেলওয়ে দার্জিলিঙ্গ পর্ব্বতের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত যাইবে। সকলে আশা করেন, ১৮৭৭ অব্দের শেষে এই রেলওয়েটী শেষ হইবে।

২১ এ চৈত্র বুধবার।

বোম্বাই আম কেবল আমাদিগের নহে, অনেকের মন আকর্ষণ করিয়াছে। সার সালার জঙ্গ ইহার বড় ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তিন দিন অন্তর বোম্বাই হইতে মেল ট্রেণে তাঁহার জন্য উৎকৃষ্ট আম্র প্রেরিত হইতেছে।

ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু জগদীশনাথ রায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

বরদার রাজা লক্ষ্মীবাইর স্বামী গাইকে ৫০ হাজার টাকা দিয়া মকদ্দমা চুকাইবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু কিছুতে কিছু হইয়া উঠিতেছে না।

বোম্বাইর ন্যায় বারাণসীর কতকগুলি লোক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এ দেশের ভিন্ন অন্য দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিবেন না। এরূপ প্রতিজ্ঞার ফল অতি উপাদেয়।

কশীয় সম্রাট বার্লিনে আসিবার জন্য নহেন। তিনি প্যারিস পর্য্যন্ত যাইবেন। তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ প্যারিসে মহা উদ্যোগ হইতেছে।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন জেলার মধ্যে শত শত হাত গভীর কূপ সকল সত্ত্বেও এবৎসর এরূপ জলকষ্ট হইয়াছে যে সমুদায় পল্লী জনশূন্য হইয়া গিয়াছে।

মুরাটের "দেশী মিত্র" নামক সংবাদ পত্র লিখিয়াছেন, মানুষের যত দুর্ভাগ্য আছে তন্মধ্যে উকীল কিম্বা ডাক্তারের সহিত সম্পর্ক থাকাই প্রধান দুর্ভাগ্য। কথা অসদার্থ নয়।

মণিপুরের ব্রাহ্মণদিগের বিশ্বাস এই, ইংরাজেরা ভারতবর্ষের নিকটস্থ কোন একটী অধম ক্ষুদ্র গহ্বর হইতে আইসে। তাঁহারা বলে, বিভীষণ অদ্যাপি সিংহলে রাজত্ব করেন। তথায় ইংরাজদের যে এক জন গবর্ণর আছেন, সে সমুদায় "মিথ্যা"।

২২ এ চৈত্র বৃহস্পতিবার।

এডিসন নামক কোন বিদেশীয় লোক সম্প্রতি এমন একটী লিখিবার কল প্রস্তুত করিয়াছে যে, "পাইকেরা" নামে কাগজে চারি আনে, সেই চারি আনা কাগজে সাড়ে তিন ঘণ্টায় এক মিনিটে একশতটী কথা লেখা যায়। দুইসপ্তাহ কাল অভ্যাস করিলে কলমের অপেক্ষাও অনেক শীঘ্র ইহা দ্বারা লেখা যায়। ইহা দ্বারা এককালে কুড়িখানি চিঠি নকল করা যায়। ইহাদ্বারা এক ব্যক্তি ঘণ্টায় ছয়হাজার কথা লিখিতে পারে। এক্ষণে কেরাণীরা সচরাচর ৬ ঘণ্টা কাজ করিয়া থাকেন এই কলের সাহায্যে এক ব্যক্তি ১০ টা অবধি চারিটা পর্য্যন্ত ৩৬ হাজার কথা লিখিতে পারিবেন। আমাদি

গের গবর্ণমেণ্ট যদি এ কলটী এদেশে আন য়ন করিতে অভিলাষী হন অগ্রে সুন্দর রূপ পরিষ্কার করিয়া দেখা তাহা করেন।

২৩ এ বৈশাখ শুক্রবার।

সম্প্রতি ডিউক অব আর্গিলের এক পুত্রকে লইয়া একটী কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। নিউইয়র্ক হেরালডে লিখিত হইয়াছে, ডিউক অব আর্গিলের পুত্র লার্ড জর্জ গর্ডন একটী যুবতীর পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইয়া পিতার অনুমতি প্রার্থনা করেন ডিউক বলিলেন, দারার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়া অবধি আমি এ সকল বিষয়ে তোমার জ্যেষ্ঠের পরামর্শ না লইয়া কিছু করি না, অতএব তাঁহার নিকটে গিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ কর। মার্কুইস অব লোবণকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, ভাই। এ সকল বিষয়ে রাজ্ঞীর মত লইয়া কার্য্য করা আমার মতঃ রাজ্ঞীর নিকট যাওয়াতে তিনি বলিলেন, বিবাহ হওয়া অবধি তিনি তাঁহার স্বামীর জ্ঞাতি সম্পর্কীয়দিগের কোন পরামর্শ না লইয়া কোন কাজ করেন না। এ বিষয় ডিউকের গোচরীভূত হইলে তিনি রাজ্ঞীকে এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন, বর্ত্তমান রাজনৈতিক ঘটনা সকল নিবন্ধন তিনি সকল কাজ সম্রাট উইলিয়মের পরামর্শানুসারেই করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এমন কি তাঁহার অনুমতি ভিন্ন তিনি কাহাকে কোন পরামর্শ দিতেও পারেন না। সম্রাট উইলিয়মকে জানান হইল, তিনি একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া বলিলেন, তাঁহার অনেকগুলি মন্ত্রী থাকিলেও এক ব্যক্তিকে তিনি অত্যন্ত বিশ্বাস করেন, তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন তিনি কোন কাজ করেন না, সুতরাং তিনি এবিষয় প্রিন্স বিসমার্কের গোচর করিলেন প্রিন্স বিসমার্ক এবিষয় শুনিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন "এই সামান্য বিষয় লইয়া এত গোল যোগ কেন? মার্কুইসকে কন্যা বিবাহ করুক, কিন্তু যতদিন সে সুন্দরী ও যুবতী থাকে।"

২৪ এ বৈশাখ শনিবার।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস্‌ম্যান বলেন, সেতারায় এক ব্যক্তি সর্পাঘাত নিবারক ঔষধ লইয়া আসিয়াছে, এবারক নাম ঐ ঔষধ দ্বারা অনেক লোককে আরোগ্য করিয়াছে।

ঐ পত্রের রহস্যজ্ঞ সংবাদদাতা লিখিতেছেন, লক্ষ্মী বাঈর স্বামী গুইকুমারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে গুইকুমারের শ্বশুরবাটীরা তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে এ মকদ্দমা কিছুই হইবে না, কারণ সুরাটের মাজিষ্ট্রেটের এ মকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। গুইকুমার এই পরামর্শে মজিয়া তাহা দিগকে নিম্ন দরবারে উচ্চ উচ্চ পদ প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছেন। যেমন দেবচন্দ্র রাজা তেমনি গবচন্দ্র মন্ত্রী সকল জুটিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ

৩০ এ মে। কটকের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগন্মোহন রায় উক্ত বিভাগে ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি,) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

কাপ্তেন আর, টি, কেয়ার মানভূমে বিশেষ কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইলেন, ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৭২ অব্দের মেটিব সিবিল সার্ব্বিসের প্রথম পরীক্ষোত্তীর্ণ বাবু ললিতমোহন বসু ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া হিজলি কার্য্যে লোক নিয়োগের জন্য বাঁকুড়ায় রহিলেন। ইনি ১৮৭১ অব্দের ২৭ এবং ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি,) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৭২ অব্দের সিবিল সার্ব্বিসের নিম্নলিখিত পরীক্ষোত্তীর্ণগণ প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইয়া হিজলি কার্য্যে লোক নিয়োগের জন্য পশ্চাল্লিখিত বিভাগে রহিলেন—

হোগলির মুন্সেফ আদালতের বাবু গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সিরাজগঞ্জে।

২৪ সোমবার প্রাভিন্সিয়ল আসিষ্টান্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জে, ডবলিউ এচ, ডি ক্লার্ক হিজলি কার্য্যের জন্য জলপাইগুড়িতে স্থানান্তরিত হইলেন।

২১ এ মে। বাবু বেণীমাধব বসু, বি, এল, জলপাইগুড়ির সব রেজিষ্টার হইলেন।

৩০ এ মে। মৌলবী মহম্মদ খালেদ পার্ব্বতীপুর ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সভ্য হইলেন।

মদীয়ার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী কল্যাণী ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সেক্রেটারি হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সভ্য হইলেন।

বাবু যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—যশোহরের জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

বাবু গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়—নলডাঙ্গা ষ্টেটের ম্যানেজর।

ডাক্তার ডি কাওয়ান—ঝুমিয়ার মিউনিসিপাল কমিশনর হইলেন।

ই, জে, মরে পাটনার মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের চেয়ারম্যান হইলেন।

ডাক্তার জি, বি, স্মিথ পাটনার একজন মিউনিসিপাল কমিশনর হইলেন।

মুন্সেফ বাবু ক্ষেত্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বক্সার ডিষ্ট্রিক্ট রোডকমিটীর একজন সভ্য হইলেন।

রিভস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ২৮ এ মে। ইংলণ্ডের ডিস্কাউণ্টের হার ২ ½ শত করা ৩½ করা হইয়াছে।

এদা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ৩০০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ২৯ এ মে। মাসান হাউস কেমিক্যল কোম্পানি ১১০০০০০ টাকা উঠিয়াছে।

ফ্লরেন্স ২৯ এ মে। পারিসের অনেক সংবাদ পত্র লিখিতেছেন, মাড্রিডে স্পেনের সিংহাসনে একজন জর্ম্মণ রাজপুত্রকে অধিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব হইবার কল্পনা হইতেছে।

লণ্ডন ৩০ এ মে। নত ডিউসি মেজেষ্টে একটী প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে লিখিত হইয়াছে, ফ্রান্স যদি জর্ম্মণির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, বেলজিয়ম স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন, বেলজিয়ম জর্ম্মণী যুদ্ধিতে পারিবেন না।

ী সংবাদ পত্র সমূহ এ বিষয় লইয়া ঘোর তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিয়াছেন। তাহারা লেন, যুদ্ধ বিগ্রহাদির পরিবর্তে শান্তিভাব কাই কাগের রাজনীতি।

ব্রিটিশ ঘটেনিকগণ প্রধান প্রধান গবর্ণমেণ্টকে সনস্থ এক সভায় আহ্বান করিয়াছেন, বন্দী গর প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে জাতিসাধারণ বিষয়ে তর্ক করাই এই সভার উদ্দেশ্য।

'আর্ম্মি পরচেজ কমিশনরদিগের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে ব্রহ্ম প্রস্তুত্তিয়া যাইবার পূর্ব্বে যে সকল আফিসর সেনা লে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেক অবিলম্বে ৪৫০ টাকা করিয়া দেওয়া য শিফিলরেরা এই অনুরোধ করিয়াছেন।

বিক ১লা জুন। এম, ব্রাডলো এখানে আসিয়া। তাহাকে যথোচিত সম্মান সহ কারেপ্তান করিবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু তিনি তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। তিনি এক খানি করিয়াছেন ইহাতে কমিউনের কার্য্য এবং গৃহদাহ ও ফাসীদিবার বিষয় সত্য বর্ণিয়া লিখিয়াছেন। তিনি নির্ব্বাসিত অবস্থায় যে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছেন তাহা বর্ণন করেন। ব্রাডলো ম্যাকমেহনের প্রতি দাষারোপ করিয়াছেন।

—:০:—

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

২৩ এ মে ময়মনসিংহ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, আটিয়া সব ডিবিজনে দুর্ভিক্ষ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এ স্থানের লোকেরা একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। অধিক মূল্য দিয়া চাউল ক্রয় করিতে পারে না। ইহাদের অধিকাংশ দিবসের মধ্যে একবার মাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে, আর কিছু দিন এরূপ থাকিলে শত শত লোকের অনাহারে হইবে।

১০ ই মে একব্যক্তি মালদহ হইতে পত্রে লিখিয়াছেন, মালদহের কালেক্টর বাবাবগঞ্জে রিলিফ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়া বহু সংখ্যা লোকের জীবন রক্ষার উপায় করিয়াছেন। প্রায় ৮০০ লোক রাস্তায় খাটিতেছে। কুলিদিগের দৈনিক বেতন ৵১০ পয়সা দেওয়া হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগকে ৵১০ মূল্যে ৫ পাঁচ সের চাউল দেওয়া হইতেছে, ঘুষা কাটিয়া দিলে আবার ঐরূপ তুলা ও চাউল দেওয়া হইতেছে।

মালগাড়ির অভাবে দিল্লীতে ১৫ হাজার মণেরও অধিক শস্য পড়িয়া রহিয়াছে।

রিবেট কার্ণাক সাহেব মুঙ্গীরে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলাপবাদে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সকল পরিদর্শন করিতেছেন।

আজিও প্রতিদিন দানাপুরে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশের জন্য গবর্ণমেণ্টের পণ্য সকল পাঠান হইতেছে।

২৯ এ মে পর্য্যন্ত ম্যান্সন হাউস ফেমিন রিলিফ ফণ্ডে ১১০০০০০ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। লাড মেয়র আশা করেন ২৫০০০০০ টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা উঠিতে পারে।

ভিক্টোরিয়ান নামক ষ্টীমার চারিখান ছোট ছোট ষ্টীমার লইয়া লিবারপুল হইতে কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছে। শীঘ্র কলিকাতায় উপনীত হইবে। বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সকলে এই ষ্টীমার দ্বারা শস্য প্রেরণ করা হইবে।

অশ্বতর ও টাট্টুর রক্ষণা বেক্ষণের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট একশত সহিসের জন্য ইণ্ডেণ্ট করিয়াছেন।

পৃথিবীর স্থানে স্থানে সমুদায়ে ১৮৪০০০০ টন চাউল রপ্তানী হয় ইহার মধ্যে বাঙ্গালা দেশ হইতে ২৫০০০০ শ্যাম হইতে ১৫০০০ এবং মান্দ্রাজ হইতে ১০০০০০ টন রপ্তানী হয়।

মহিসুরের ফেমিন রিলিফ ফণ্ডে ১৯১১০ টাকা উঠিয়াছে।

দারজিলিঙে হঠাৎ শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। চাউল টাকায় সাত সের বিক্রীত হইতেছে, কুলিরা গোপিয়া বাশের বীজ খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সিলিগুড়িতে অনেক চাউল পাঠান হইতেছে। যাহারা তেরাই রাস্তার কাজ করিতেছে, নিযুক্ত ব্যবসায়িদিগের দ্বারা ঐ চাউল তাহাদিগকে বিতরণ করা হইবে।

যশোহরে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এত বৃষ্টি হয় যে ৭ দিন কৃষিকার্য্য বন্ধ থাকে।

ঢাকার বিখ্যাতনামা বাবু মন এন দাস এই দুর্ভিক্ষ সময়ে স্বজাতীয় দরিদ্রদিগকে ১০ হাজার টাকার চাউল বিতরণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। আপাততঃ তিনি এক এক ব্যক্তিকে ছয় মাসের এক মাসিক অর্দ্ধ মণের হিসাবে চাউল দিবেন স্থির করিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের কাজ অনুসারে কণ্ট্রোলার জেনরলের আফিস হইতে বহুগুলি বাঙ্গালি কেরানীকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশে পাঠান হইয়াছে।

১৪ ই মে পর্য্যন্ত সেণ্ট্রাল রিলিফ ফণ্ডে ২৮০৩৪৩২ টাকা জমিয়াছে।

মুঙ্গীরের কলিবল আকবর নামক সংবাদ পত্র লিখিয়াছেন, ১০ ই মে অবধি গবর্ণমেণ্ট বাজার অপেক্ষা সস্তা দরে চাউল বিক্রয় আরম্ভ করাতে লোকের বড় উপকার হইয়াছে। এক্ষণে চাউল ১৮ সের দরে ১২ সের টাকায় বিক্রীত হইতেছে।

গঙ্গার স্তরে এক্ষণে সর্ব্ব শুদ্ধ ৩৪৬১১ টন গবর্ণমেণ্টে শস্য পাঠান হইয়াছে। এক্ষণে কেবল আর ছয় হাজার টন পাঠা হতে বাকী আছে।

—:০:—

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা।

সংক্রান্ত সংবাদ।

৩০ এ মে যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানে উত্তম রূপ বৃষ্টি হইয়াছে। ৪১ টী বিভাগের মধ্যে ৩৭ টী বিভাগে বৃষ্টি হইয়াছে। বর্দ্ধমান বিভাগের পাঁচটী ডিষ্ট্রিক্টে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে, কেবল হাবড়ার পরিমাণে হয় নাই। প্রেসিডেন্সি ডিবিজনের তিনটী ডিষ্ট্রিক্টে উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে, রাজসাহী বিভাগের [illegible] অনুকূল হইয়াছেন। মুরসিদাবাদে কেবল বৃষ্টি আমের বড় ক্ষতি করিয়াছে। [illegible] আম পড়িয়া গিয়াছে। বৃষ্টিবিহীন [illegible] হক বৃষ্টি পাত হইয়াছে। ঢাকায় [illegible]

বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। তথায় কেবল পাছে ৪।৫ দিবস নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া তীরবর্ত্তী স্থান সকল প্লাবিত হয় এই আশঙ্কা আছে। বাখরগঞ্জে যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহা না হওয়াই মধ্যে স্থানে স্থানে শস্যের অবস্থা সন্তোষকর নয়। সিলেটে অধিক বৃষ্টি নিবন্ধন শস্যের কতক ক্ষতি হইয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগের অবস্থা ভাল, কেবল তিপ্পেরায় বৃষ্টির একান্ত আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে। পাটনায় সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে। পাটনা গয়া সাহাবাদ মজঃফরপুর সারণে বৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। সারণে অনাবৃষ্টি এবং অতিশয় উত্তাপ নিবন্ধন সকল প্রকার শস্যের বড় ক্ষতি হইতেছে। চম্পারণের অবস্থা ভাল। তীরভুক্তে এবং ছোট নাগপুরে বৃষ্টি হইয়াছে। উড়িষ্যার মধ্যে কেবল পুরীতে বৃষ্টি হয় নাই।

গত পূর্ণিমার হুগলী ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে।

পঞ্জাবের শস্য সংক্রান্ত রিপোর্টে জানা যায় কোয়েট বিভাগে শিলা বর্ষণ নিবন্ধন রবি শস্যের কতক অনিষ্ট হইয়াছে, শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে অন্যান্য শস্যের ক্ষতি হইবে।

গত সংখ্যা কলিকাতা গেজেটে ২৯ এ মে পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের শস্যাদির অবস্থা এইরূপ লিখিত হইয়াছে—মেদিনীপুর—কৃষি কার্য্য বন্ধ রহিয়াছে, আশুধান্য রোপণ করা হয় নাই। হুগলী—ইক্ষু শুকাইয়া যাইতেছে, যে আশু ধান্য রোপণ করা হইয়াছিল তাহা শুকাইতেছে। হাবড়া—আশু ধান্যের চাসের সময় অতীত হইয়া যাইতেছে। ২৪ পরগণা—স্থল স্থানে আশু ধান্যের চাষ উত্তম হইয়াছে, নদীয়া—উচ্চ আশু ও পোষ ধান্যের জন্য বৃষ্টির প্রয়োজন। নীল উত্তম হইয়াছে। যশোহর—তিল উত্তম জন্মিয়াছে, কিন্তু রাত্রে বৃষ্টি দ্বারা ধান্য ও নীলের অনেক উপকার করিয়াছে, অগ্রিম হাটে পোষ ধান্যের চাষ বন্ধ রহিয়াছে, আশু ধান্যের গাছ শুকাইয়া যাইতেছে। মুরশিদাবাদ—শুক্রবার সন্ধ্যার—সময় ঝড় হইয়া অনেক বৃক্ষাদি পড়িয়া গিয়াছে, বৃষ্টি সামান্য মাত্র হয়। কিন্তু তাহাতে ধান্য রোপণ পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়াছে। দিনাজপুর—অনেক বোরো ধান্য কাটা হইয়াছে। স্থানে স্থানে আউই ধান্য শুকাইয়া যাইতেছে। মালদহ—শস্যের অবস্থা সন্তোষকর নহে। রাজসাহী—অতি শয় উত্তাপ ও অনাবৃষ্টি নিবন্ধন সকল প্রকার শস্যের অনিষ্ট হইতেছে। ভূমি ফুটি পড়িয়া রহিয়াছে কিন্তু বপন করা যাইতেছে না। রঙ্গপুর—দক্ষিণ ও পশ্চিমে শস্যের অবস্থা অতি মন্দ। বগুড়া—যদি শীঘ্র অধিক বৃষ্টি না হয় আশু ধান্যের বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবে। পাবনা—মন্দ নয় কিন্তু বৃষ্টি সামান্য মাত্র। আশু ধান্য ও নীলের জন্য বৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন, তিল প্রায় পাকিয়াছে। দারজিলিঙ—আলু এবং অন্যান্য শস্যের অবস্থা ভাল, এখনও ধান্যের চারা গুলির অবস্থা ভাল রহিয়াছে, পাটের অবস্থাও মন্দ নয়। কুচবিহার—দক্ষিণে আশু ধান্যের অবস্থা ভাল পূর্ব্ব উত্তরে উহার অবস্থা তাদৃশ ভাল নহে। ঢাকা—শস্যের অবস্থা ভাল। ফরিদপুর—উচ্চভূমিতে ধান্য বপন চলিতেছে না। বৃষ্টির অভাবে আশু ধান্য বপন হইতেছে না, নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া পোষ ধান্য ডুবিয়া যাইবারও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। গোয়ালন্দের দক্ষিণে গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইয়া তীরবর্ত্তী ভূমির আশু ধান্যের বড় ক্ষতি করিয়াছে। দক্ষিণ ও পশ্চিম বিভাগে বৃষ্টির অভাবে উচ্চ ভূমির শস্যের বড় অনিষ্ট হইতেছে। বাখরগঞ্জ—বৃষ্টির অভাবে ধান্য বপন বন্ধ রহিয়াছে। সিলেট—ঝড় হইয়া গিয়াছে। বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। বোরো ধান্যের তিন ভাগ কাটা হইয়াছে। আশু ধান্যের চাষ উত্তমরূপ চলিতেছে। আমন ধান্যের কোন ক্ষতি হয় নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় এবৎসর ষোল আনা শস্যের আশা করা যায়। চট্টগ্রাম—বড় বৃষ্টি ও শিলা বর্ষণ হয়। আশু ধান্যের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে, কৃষি কার্য্য চলিতেছে। নওয়া খালি—আশু ধান্যের চাষ উত্তম হইতেছে। ত্রিপুরা—বোরো ধান্য উত্তম হইয়াছে। আশু ও আমন ধান্যের চাষ হইতেছে। তিপ্পেরা—ভূমি কর্ষণ হইতেছে, স্থানে স্থানে বৃষ্টির পূর্ব্বে ধান্য বপন করা হইয়াছে। ইহার কতক শুকাইয়া গিয়াছে। সাবাবাদ—স্থানে স্থানে যে ধান্য কাটা হইতেছে, ইক্ষুর চাষ উত্তম হইয়াছে। সারণ—বৃষ্টি অভাবে কৃষিকার্য্য বন্ধ রহিয়াছে। চম্পারণ—বৃষ্টির অভাবে ধান্য বপন বন্ধ রহিয়াছে। মুঙ্গীর—বৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। ভাগলপুর—নীজ বপন চলিতেছে। পূর্ণিয়া—আউই ধানের চাষ উত্তমরূপে চলিতেছে। সাওতাল পরগণা—আউই ধান্য বপন করা হইয়াছে। পালামৌ অবস্থা ভাল, বোরো ধান্য কাটা হইতেছে। কটক—কর্ষণ কার্য্য চলিতেছে ও নীজ বপন আরম্ভ হইয়াছে। পুরী—দালুয়া ধান্য বপন জন্মিয়াছে। তুলাও উত্তম জন্মিয়াছে, অভাবে ধান্য বপন ও কর্ষণ কার্য্য বন্ধ রহিয়াছে। বালেশ্বর—যে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতেই ভূমি কর্ষণ ও ভূমিতে সার দেওয়া হইতেছে। সোণপুর—ছোট নাগপুরের স্থানে স্থানে নিম্ন ভূমিতে ধান্য রোপণ করা হইয়াছে। ওড়লি এবং গোপালপুর কোন কোন স্থানে বপন করা হইয়াছে। এক পসলা বৃষ্টি হইলে আর সব ধান্য বপন করা হইবে। এবৎসর শালক প্রচুর পরিমাণে জন্মিবে। সিংহভূম—বৃষ্টি অভাবে ভুয়া ধান অঙ্কুরিত এবং গোধান বপন করা হইতেছে না। মানভূম—কতক বৃষ্টি হইয়াছে আরো হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, শস্যাদির অবস্থা এক প্রকার মন্দ নয়।

আমাদিগের খড়দহস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

সাধারণের শিক্ষা ও জ্ঞান অবলম্বন করিয়াই সমাজের উন্নতি ও অবনতির বিচার করিতে হয়। যখন দেখিব কি সামাজিক কি রাজনৈতিক সকল বিষয়েই সাধারণের মত কার্য্যকর হইতেছে, সকলেই স্বাধীনভাবে বাদানুবাদ করিয়া হৃদয় স্থিত বিষয়ের মীমাংসা করিতেছে, সমাজানুমত

...ভদ্র সভ্যের নিকটে ধর্ম্মী ও নির্ধর্ম্ম এবং ...তা ও বিজ্ঞতা বলিয়া কিছুরই পক্ষ-...ত হইতেছে না, তখনই জানিব যে ...জ উন্নত, দেশ সভ্য, রাজনীতি বিশুদ্ধ। ...কথা স্বীকার করিতে গেলে বলিতে হয় ...দের দেশ উন্নতির অনেক দূরে পড়িয়া ...রহিয়াছে। আমাদের মধ্যে কয়টী লোকের ...নিরপেক্ষ ভাবে কার্য্য করিতে দেখা যায়? ...সভের মধ্যে কয় জন কৃতবিদ্য? কয়টীতে কি একটী কার্য্য সাধারণের মত ...সম্পন্ন হওয়া থাকে? স্বাধীন মত কি? ...ার ফল...কি? ইহাতে ...র আজও রীতিমত বোধোদয় ...নাই। গবর্ণমেণ্ট বলিয়া ...রূপের অস্তিত্ব লইয়া কার্য্য হয়, ঔপ-...নিবেশিক নীতি কিন্তু আমাদের পক্ষে ...স্বপ্নশ্রুতিমধুর মাত্র। বিশেষ বিবে-...চনা করিলে বলিতে হয়, সাধারণের মত ...কিরূপ পদার্থ তাহা আমরা কখন চক্ষে দেখি ...নাই। স্বার্থপর অর্দ্ধশিক্ষিত পরপুচ্ছগ্রাহী ...দেশীয় সম্পাদকগণ কি সাধারণের প্রতি-...নিধি? না, দেশীয় ভাষানভিজ্ঞ অপদার্থ নীচা-...শয় বৈদেশিক কর্ম্মচারীরা সাধারণের প্রতি-...নিধি? ইহাঁদের হস্তে যে ক্ষমতাটুকু আছে ...ইহারা তাহার অপব্যয় নিয়োগ করিয়া সাধার-...ণের উপকার করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত উন্নতির ...মূলে আঘাত করিয়া বসেন। এস্থলে আমা-...দিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলিতেছে সাধারণের মত ...গঠন করিতে হইলে দেশীয় ...সাধ্যকরী। সাধারণের ...এ বিষয়ে দেশীয় সভাই বিশেষ পটু। ...প্রত্যেক পল্লীর কৃত-...বিদ্য দল মিলিয়া এক একটী সভা করুন। ...তাহাতে পল্লীস্থ ...লোককেই আহ্বান ...করা হউক এবং সভ্যগণ অধিকাংশের ...মত লইয়া কার্য্য করিতে থাকুন। ইহাতে ...অধিবাসীদিগের অনেক বিষয়েই উন্নতি ...হবে তাহার সন্দেহ নাই। অথবা কৃতবিদ্য ...দলকে আর সভার বিষয়ে উপদেশ দিতে ...হইবে না। উচ্চশিক্ষা এমন পদার্থ নয় যে ...অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া জড়ভাব ধারণ ...করে। দেখে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতই ...পুষ্টি হইবে, এই রূপ উন্নতির সোপান ...ততই প্রশস্ত হবে। যদি আমি পর্য্যাপ্ত ...প্রমাণ না পাওয়ার স্থলে কখনই একথার ...প্রসঙ্গে সাহসী হইতাম না। ভারতবর্ষীয় সভার ('ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিএসন) ...কথা আর কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলিতে ...হইবে না; সেইসময় প্রভৃতি প্রায়তলির ...উপস্থিত উন্নতিও এই সভামূলক। এমন ...সময়ে খবরের কৃতবিদ্য স্বদেশানুরাগী ...সম্প্রদায়কে সমুন্নত দেখিয়া আমার আনন্দ ...শতধা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। সুযোগ্য ...কর্ণধার অনুকূল স্রোতোমুখে তরণী সঞ্চা-...লন করিলে নয়ন ও মনের অনির্ব্ব-...চনীয় তৃপ্তি হয়। সহৃদয় পাঠকবর্গ ...এই ...সভার (ভারতবর্ষীয় ...সভার) সম্বন্ধে আপনাদের নিকট সংক্ষেপে দুটী কথা বলিব। এই সভাটী ...গত বৈশাখ মাস হইতে পূজ্য-...পাদ শ্রীযুক্ত নিতাই কেশোর গোস্বামী মহাশয়ের সভাবাটীতে স্থাপিতা হইয়াছে। সভা সমাজ ও রাজনীতি অবলম্বন করিয়া ...দেশের উন্নতি কল্পে কার্য্য করিবেন। ধর্ম্ম বিশেষের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। অধি-...বাসীদের যাহাতে আত্মরক্ষা ও চরিত্র বিশুদ্ধ হয়, সভা তজ্জন্য যথোচিত চেষ্টা ...করিবেন এবং বক্তৃতা ও স্বজাতিপ্রিয়-...তার ভাব সাধারণের হৃদয়ে নিবদ্ধ করিতে ...সভা ত্রুটি করিবেন না। আমি সভার এই সকল কার্য্যে যে বিশ্বস্ত হইয়াছি তাহার ...তাৎপর্য্য এই—সভা প্রথম পাদবিক্ষেপেই ...একটী সাধারণের স্থায়ী উপকারক কার্য্য ...দেখাইয়াছেন। গ্রামের জলকষ্ট দূর করিবার ...জন্য সভা কলিকাতার বিখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত ...বাবু সুখলদাস মল্লিকের নিকট সাহায্য ...প্রার্থনা করেন। তাহাতে তিনি এই সময়ে ...সমস্ত ব্যয়ভার স্কন্ধে লইয়া একটী প্রাচীন ...পুষ্করিণীর (যদিও সাধারণের নহে।) ...সংস্কার করিবার জন্য সভাকে ৪৫০ টাকা ...দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সভা এখন কার্য্য ...আরম্ভ করিয়াছেন। এই কার্য্যটী উপস্থিত ...জলকষ্ট ও এক প্রকার দূর করিবেই, যে ...সকল মজুর এখন কার্য্যে ব্যাপৃত আছে, ...এই দুর্ভিক্ষ সময়ে তাহাদের অন্নকষ্টও ...নাশ করিবে। ...স্থলেই মল্লিক বাবুর ...দানশীলতা প্রতিপন্ন হইতেছে। তাঁহার ...ঊদার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা ...লাম এবং এই মহৎ কার্য্যে ...সভাকেও আন্তরিক ধন্যবাদ ...করিতেছি। ...এই সভার ...ক সভ্যদিগের ...করা ...স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের ...রাখিতে চেষ্টা ...হস্ত চিত্ত সমর্পণ করিয়া ...নির্ব্বাহে নিযুক্ত ...কার্য্যের ...কাহার সাধ্য বাধা ...কোন প্রতিবন্ধকই কার্য্যকর হয় ...।

...গঙ্গার ...পারে ...ইউরোপীয়দিগের ক্লেশ ...হইয়া থাকে এবং সেই ক্লেশ কেবল অনুমেয় ছিল এমন নহে, একবারে না হউক অন্ততঃ কতক দিনের জন্যও সেই পথ পাকা ঘাটে সংস্কার নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু বাঙ্গালীদিগের ...এমনি বিশেষ উদার ...স্থানে নির্দ্দিষ্ট ...আমাদের ...পার্শ্বদেশে ...করিলে ...একথা বলিতে পারিব না। যা হউক ...স্থল করিবে না এবং ...সংস্কার। ...

...রাছি ...ক্ষেত্র ...

...রাছিলেন ...ক্ষেত্র ...

...কথা এই আজিও ...পাইতেছি না। ...ভোগ, দক্ষিণ ...বিষয়ে পরিত্যাজ্য। ...ভিন্ন দেশীয়গণ ...এবং ...আক্ষেপ রহিয়াছে। এমন স্থলে ...হইলে এক খানি ...নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু ...

হাত এত দীর্ঘকালে গবর্ণমেণ্টের হৃদয় আর্দ্র করিতে পারিল না। যদি গবর্ণমেণ্ট খড়দহের দুই এক ক্রোশ "পেট্রিয়টের" উপর নির্ভর করিয়া এই কার্য্য করিয়া থাকেন তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই যে অধিকারে পরিচালিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। সকল গ্রামেই দুই একটী করিয়া কণ্টক থাকিতে পারে। যাহা হউক খড়দহ সভা এ বিষয়ে বদ্ধ পরিকর হউন।

৩। খড়দহের খালটী কি চিরদিনই পঙ্কে পরিপূর্ণ থাকিবে? এ সময়ে যদি পঙ্কোদ্ধার না হইল তবে আর কবে হইবে? বার বার বলিতেছি গবর্ণমেণ্ট ইহাতে কর্ণপাত করিবেন না। খালটী সংস্কৃত হইলে এতদঞ্চলের অন্তর্বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইবে। গ্রামের জল নির্গমের উত্তম পথ হইবে এবং তাহাতে পীড়াদিরও অনেক শান্তি হইবে এবং খালে রীতিমত জল প্রবেশ থাকিলে পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রাদিরও উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইবে। খড়দহ সভা এ বিষয়েও মনোযোগ বিধান করুন।

৪। খড়দহের গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়টী প্রায় এক বৎসর অতীত হইল স্থাপিত হইয়াছে। খড়াবৎ কালই বাঙ্গলা শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন কর চিকিৎসা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিলেন। সুযোগ্য কাপ্তেনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন এককোড মহোদয় অনুসন্ধানে জানিয়াছেন যে দুই লিপি কুইনাইন অপহৃত হইয়াছে এবং তিনি উক্ত চিকিৎসককেই এই জন্য "সাস্পেণ্ড" করিয়া খড়দহের জন্য অন্য চিকিৎসক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুপ্তকে ঐ কর্ম্মে আপাততঃ নিযুক্ত করিয়াছেন। ঐ চিকিৎসকের বিচার জন্য একটী কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিচারে কি হইয়াছে তাহা আজিও প্রকাশ হয় নাই।

৫। প্রায় তিন বৎসর হইল পাঠকগণ প্রেরিত পত্রে দেখিয়াছেন যে কলিকাতার ৺রাজেন্দ্র মল্লিক রায় বাহাদুর "কার্ব্বেঙ্কল অয়েন্টমেণ্ট" দ্বারা পুরাতন ক্ষত আরোগ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার পুরাতন ক্ষতের আরোগ্যের বিষয় যাহা লেখা হইয়াছিল তাহা আমি এই তিন বৎসরে এক প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। উক্ত বাবু এত দকলে ঔষধ বিতরণ করিবার জন্য আমাদিগের নিকট কয়েক বোতল "কার্ব্বেঙ্কল অয়েন্টমেণ্ট" পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিয়াছি যে তাহাতে প্রায় দুইশত রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। তিনি নিজ বাটিতে প্রতিদিন প্রায় ৫০ জন রোগীকে (যত উপস্থিত হয়) ঔষধ বিতরণ করিয়া থাকেন। যাহা হউক রায় বাহাদুরের এই সকল কার্য্যের জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে কৃপা করিবেন। তিনি আমাদিগকে আজিও নিয়মিত রূপে ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছেন এবং খড়দহ সভাতেও প্রেরণ আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব যে কোন পাঠকের এই ঔষধ বিষয়ে কোন জিজ্ঞাস্য উপস্থিত হইবে তিনি (সোদপুর পোঃ) খড়দহ সভার (খড়দহ রেসোশিয়েসনের) সম্পাদককে পত্র লিখিবেন। ভরসা করি সম্পাদক মহাশয় তাহার যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করিবেন। এই ঔষধের অনুপানাদি ঘটিত একখানি মুদ্রিত বিজ্ঞাপন পত্র সভা ঔষধ সহ বিতরণ করিয়া থাকেন। বিদেশে ডাক যোগে কেবল সেই বিজ্ঞাপন খানি প্রেরণ করিলেই হইবে। সভার ইচ্ছা এই যে কেহ যেন বিরক্তিকর পত্র না পাঠান। এবং কিছু জানিতে হইলে পত্র মধ্যে এক খানি অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। যদি কোন দেশে "কারবেঙ্কল অয়েন্টমেণ্ট" প্রাপ্তির সুবিধা না থাকে তবে তিনি তিন আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। সভা বাক্সি পোষ্টে ঔষধ পাঠাইবেন। ইহাতে তিন সপ্তাহের ঔষধ পাইতে পারিবেন। যাঁহারা পত্রাদি লিখিবেন তাঁহারা আপন আপন নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। যাহা হউক সভার এইসকল সৎকার্য্যে আমরা কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারিলাম না।

শক ১৭৯৬
১১ ই বৈশাখ

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

যদি সর চার্লস মেট্‌কাফ সাহেব বাহাদুর ভারতের সংবাদ পত্র সকলের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া না যাইতেন, তবে কি রাজ কার্য্যের এতাদৃশ সুশৃঙ্খলা স্থাপন হইত, না, স্বেচ্ছাচারী অধীনাধিকর্গকে এমন দমনে রাখা যাইত; কিম্বা বিচার পতিদিগের স্ব স্ব ন্যায় অন্যায় বিচার আলোড়িত হইয়া, তাঁহাদিগকে সৎপথ আনয়ন পূর্ব্বক প্রজার মঙ্গল সম্পন্ন হইত কখনই নহে। সংবাদ পত্র ও মুদ্রা যন্ত্র দ্বারা ইংরেজ পর্য্যন্ত ভারতের যে কত উপকার সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা বর্ণনা করা সুদুষ্কর।

কুচ বিহার পূর্ব্বকালে হরচন্দ্র [redacted] রাজত্ব ছিল, তাঁহার মন্ত্রী গরচন্দ্র [redacted] যাবতীয় বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করি[redacted] কথিত আছে, যে সে সময়ে সামান্য [redacted] কারি চোরেরও ফাঁসী হইত এবং [redacted] নরহত্যাও নিষ্কৃতি পাইত। সংপ্রতি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে শাসন ভার অর্পিত হওয়াতে, অধিকাংশ কুরীতি দূরীকৃত হইয়া, দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু সহসা সমস্তই যে বিরাজিত হইয়াছে, এমন নহে। কোন কোনটী অদ্যাপি বলবতী থাকিয়া, অনিষ্ট সাধন করিতেছে। আক্ষেপের বিষয় এই, যে আমাদের বর্ত্তমান রাজ প্রতিনিধি সংশোধনের চেষ্টা করেন না।

অত্রস্থ কোন মঙ্গলামঙ্গল সমাচার কোন পত্রস্থ করিতে পারা যায় না, যদি কেহ লিখিতে বাসনা করেন, কিন্তু মফঃস্বলাদি প্রবল রাজ দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত থাকাতে তৎক্ষণাৎ বিনিবৃত্ত হয়েন। কোন্ ব্যক্তি রাজ্যের হিত কামনায় কায়াদও ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন? ফলে, সে যে কতদূর সত্য, তাহা বলা যায় না, কিন্তু একেবারে যে অমূলক, তাহাও বোধ হয় না, কেন না বিগত বর্ষে এখানকার কতিপয় সম্ভ্রান্ত রাজ কর্ম্মচারি সম্বন্ধে [redacted] গুজব

ও স্থাপন পূর্ব্বক একটী সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশের জন্য বিশেষ যত্নবান পাইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে তৎকালে সদর কমিসনর সাহেব (হটন) তাঁহাদের এ প্রকার স্বাধীনতা না দেওয়াতে, অগত্যা ক্ষান্ত হইলেন। পাঠকবর্গ একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে প্রকার বিচার কি রূপ অপরিসীম বুদ্ধিমত্তার মূলও কতদূর হ্রাসকর বিদারক। যেখানে রাজা প্রজাপুঞ্জের হিতসাধনে তৎপর হইয়া, অশেষ প্রকার কুশল সংস্থাপন করিতেছেন, সেখানে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সংবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে, কাহার সে স্থলে রাজা, দুষ্টোচারিতা পরবর্ত্তী হইয়া, রাজ্যস্থ নরাশ্রয় প্রজাপুঞ্জের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেখানেই বা, কোন্ মূঢ় তাঁহাকে তদ্বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে বাধ্য না হয়?

এখানে যে সকল বন্ধু আছেন, তাঁহারা কমিসনর সাহেব ও দুই তিন আর কেহই জানেন না, যে ছাপ্ত আছেন, তিনি এখানকার সমস্ত সাধারণ যন্ত্র অনেক দিন স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু কি উদ্দেশে স্থাপিত হইয়াছে, তাহা, বোধ হয় না। ইহা এক্ষণে অন্ধকারাচ্ছন্নে নিহিত রহিয়াছে, বাঙ্গালা পুস্তক ও আবশ্যক কাগজ মুদ্রিত করা, তাহার উদ্দেশ্য হয় না, ইংরাজি সমুদয়ের সময় পাইলে বাঙ্গালি এক আধ সাধারণ কাগজ দুই এক খণ্ড দ্বারাই সমাধা হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন অফিসের যে সকল কার্য্য আবশ্যক হয়, তাহাও হস্ত লিখিত হইয়া থাকে। পুস্তক ও সাময়িক ফারম্ অন্য স্থান হইতে আনীত হয়। যন্ত্রের কার্য্য দেখিয়া, হাসা সম্বরণ করা যায় না, এই বৃহদ্বিস্তার অঞ্চলে দুই শত বিদ্যালয় আছে, এই সকল স্কুলের জন্য এডুকেশন সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ১৮৭১ সনের মে মাসে, এ, বি, সি ফারম মুদ্রিত করিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু দুই বৎসর কাল অতীত হইতে চলিল, তথাপি তাহার মুদ্রা কার্য্য অদ্যাপি সমাধা হইল না। কলতঃ সর্ব্ব প্রকারেই দৃষ্ট হয় যে যন্ত্র দ্বারা কোন কর্ম্মই সম্পূর্ণ হয় না। কি আশ্চর্য্য যাহার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে, মাসে মাসে বেতন ও ব্যয় প্রদত্ত হইতেছে, তাহা দ্বারা কোন কার্য্য সমাধা না হওয়া অতীব বিস্ময়কর। যন্ত্রটীর অক্ষরগুলি অতি সুন্দর বটে কিন্তু সুন্দর হইয়া কোন কার্য্যের হইল না।

পরন্তু রাজার বস্তু তাঁহার অধিকারেই থাকিলে রাজ্যের শ্রী ও কার্য্যের সৌষ্ঠব সম্পন্ন হয়, তাহা না করিয়া অন্য স্থানে থাকিলে কি ফলোদয় হইবে?

উপসংহারকালে আমার নিবেদন এই যে বর্ত্তমান ছোট লাট প্রতিনিধি ডম্‌লিউ, ডে এচ হার্লে সাহেব বাহাদুর, পূর্ব্বোক্ত ত্রুটী তিনটী এখান হইতে দূরীকৃত করিয়া, রাজ্যের শ্রী সংস্থাপন করুন, এবং জল পাইওতি হইতে অন্তত মহারাজার মুদ্রা যন্ত্রটী উত্তোলিত করিয়া বিকার রাজধানীতে প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক, নগরের সমৃদ্ধি সম্পন্ন করুন। আমরা বিশেষ রূপে ভরসা করিয়াছি যে আমাদের সুযোগ্য রাজ প্রতিনিধি মহোদয় প্রস্তাবিত প্রার্থনার অবশ্যই অনুমোদন করিবেন।

১৮৭৪ }
২১ মে }

ঐঃ--

মহাশয়। ৮ দিবস তারের সংবাদ [illegible] সম্পূর্ণ না পেয়ে এখানে জানাবার [illegible] রাজ্ঞী [illegible] বিকল হয়েছে। [illegible] গিয়েছি [illegible] মাদল [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] কিরূপ ভয়ানক ও লোমহর্ষণ হইয়া উঠে তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা দূরে থাকুক, হৃদয়ে অনুভব করাও সুকঠিন। সেই সময়ে এখানকার লোকের যে সমস্ত কষ্টের সহ্য করিতে হয় অন্যত্র পথ ঘাটের অভাব জনিত কষ্টই প্রধান। তখন এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে এবং অনেক স্থলে এক গৃহস্থের বাটী হইতে অন্য গৃহস্থের বাটীতে যাইতে হইলে জল ভাঙ্গিয়া যাইতে হয়। এটী যে একটী দুষ্টের কষ্ট তাহা নহে যে অবধি এখানে [illegible] রাছে সেই অবধিক এখানকার লোকদিগকে এই জীবনান্ত কষ্ট সহ্য করিতেছে। কোন উপায় ছিল না বলিয়া [illegible] দিন চুপ করিয়াছিল। [illegible] সেরূপ নহে। [illegible] তাহাদিগকে একটী পথের [illegible] কষ্ট হইতেছে। [illegible] একটী সেতু [illegible] আবশ্যক। [illegible] বিষ্ণুপুর হইতে বাহির হইয়া [illegible] পর্য্যন্ত ও একটী [illegible] পশ্চিমে [illegible] [illegible] [illegible]

হয় এবং এটীকে মূল রাস্তা করিয়া আর আর কতকগুলি চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা পথ উৎপন্ন প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে এখান হইতে প্রায় সমান ব্যয়ে হইতে পারে এবং সমস্ত সাধারণের বিশেষরূপ সুবিধা হইতে পারে। কমিটী সাধারণ সুবিধা করিয়া দিবার জন্য এ প্রকার আংশিক লোকের সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করিয়া সাধারণের কেন ? বোধ হয় রেলওয়ের এতদঞ্চলের অবস্থান অবস্থা বিষয়ে অনভিজ্ঞতা ও তদীয় ইঞ্জিনিয়ার নিঃসম্পর্কীয় লোকের প্রথম কার্য্য। যখন সাধারণ সুবিধা করিবার জন্য স্থানীয় কমিটী নিযুক্ত তখন এ অঞ্চলের অবস্থা বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত ও তাহার বৃদ্ধি সাধনে সম্পূর্ণ যত্নবান এমন কোন লোককে মেম্বর শ্রেণীর মধ্যে মনোনীত করা না হইল কেন ? এ প্রকার লোক কি পাওয়া যায় না ? আমরা দেখিতে পাই যে এ অঞ্চলের ইঞ্জিনিয়ার সম্পর্কীয় কোন গুরুতর কার্য্য উপস্থিত করিতে হইলে কয়লাঘাটা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র ঘোষকে আহ্বান করা হয়। তিনি একজন প্রবীণ সুচতুর ও সরলমনা ব্যক্তি। এ অঞ্চলের বিষয় তিনি যেরূপ জানেন বোধ হয় আর কেহই সেরূপ জানেন না। তবে এতদঞ্চলের সংস্থাপি নির্ব্বাচন বিষয়ক গুরুতর কথায় তাঁহার, কমিটীতে শম্ভু বাবুকে একজন মেম্বর মনোনীত করা না হইবে কেন ? তাহা হইলে ৩ জন মেম্বর মধ্যে ২ জনের মতামত একরূপ হইলে আর কোন সন্দেহ থাকিত না। অতএব তাঁহার সাধারণ মনোনীত করিবার জন্য তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা যে তাঁহারা শম্ভু বাবুকে উক্ত কমিটীর একজন মেম্বর মনোনীত করুন এবং সভ্যগণ আমাদের নিকট প্রার্থনা যে যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকার কোন কার্য্য এপর্য্যন্ত আরম্ভ না হয়, তাহা হইলে ঐ রূপ কল্পনা করিয়া হয় আমাদিগের উপরের প্রস্তাবিত প্রণালী অবলম্বন করুন অথবা সর্ব্ব সাধারণের যাহাতে উপকার হয় এমত অন্য কোন বন্দোবস্ত করুন। আর যদি কার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে তাহা হইলে কৃপা করিয়া দ্বিতীয় রাস্তাটির কোন স্থান হইতে একটী শাখা পথ বাহির করিয়া তিলক বাঁধ পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার আজ্ঞা প্রদান করুন। তাহা না করিলে সাধারণের উপকার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

কয়লাঘাটা
১৯ এ মে ১৮৭৫ } শ্রীবিঃ—

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১৯ এ মে
ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চেঁয়াসির নীচে মোহানায়	১০	
তথা হইতে সুরপুর	১	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর ১ মাইলের মধ্যে	১	১
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১	৯
কাটোয়া হইতে নবীনা ৭৪ মাইলের মধ্যে	১	৩

সন ১৮৭৪ সালের ১ লা জুন বহরমপুর গঙ্গার ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	৪	
১৮৭৪	টি, বেটী, সি, ই, প্রাণ্ডিমিধি.	
বহরমপুর ১০ ই জুন	একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া বিবার ডিবেজন।	

—:০:—

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মুগল কিশোর দাস
ছাতক ১০
" শ্রীরাম মজুমদার
বিলমাড়িয়া ১০
" পারীমোহন চৌধুরী
রাণীসকল ১০

—:০:—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে 'সোমপ্রকাশ' কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা. মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১২, বাণ্মাসিক ৬৷০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, ৮ত্তি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে সাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন, টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপবার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র, কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ-হাজরাগোড়ার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৩০ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

১২৮১। ২ রা আষাঢ়। ইং ১৮৭৪। ১৫ ই জুন।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ইষ্টারণ্ বেঙ্গল রেলওয়ে।

আগামী ১ লা জুলাই পর্য্যন্ত যে পর্য্যন্ত না অন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত পাইটবাধা নয় এরূপ পার্টের যে বিশেষ ভাড়ার নিয়ম ছিল তাহা রহিত হইল। ঐ পার্ট দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মাইলে প্রতিমণ অর্দ্ধ পাইয়ের হিসাবে লইয়া যাওয়া হইবে।

সিয়ালদহ টার্ম্মিনস ১ লা জুন ১৮৭৪ } ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ এজেণ্ট

কল্পাক্ষ তৈল।

শিরঃপীড়ার মহৌষধ।

মানসিক পরিশ্রম, কঠিন চিন্তা, অথবা অন্য যে কোন কারণে উক্ত পীড়া উৎপন্ন হয় এই ঔষধ সেবনে তাহার নিশ্চয় আরোগ্য লাভ হইবেক।

মূল্য প্রত্যেক শিশি ১ এক টাকা।

অম্ল রোগের পরমৌষধ।

বক্ষঃস্থল জঠর বা অন্ত্রাশয়ের অম্ব ঘটিত যে কোন প্রকার অম্ল রোগ ঘটিয়াছে এই ঔষধ সেবনে অল্প সময়ে একেবারে আরোগ্য হইবে।

মূল্য প্রত্যেক শিশি ১ এক টাকা মাত্র। উক্ত ঔষধ পটলডাঙ্গায় রামকান্ত মিস্ত্রির লেনে ১১ নং ভবনে ক্রয় করিলে পাইবেন।

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী।

উক্ত পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে অথবা ১১৫ নং চোরবাগান ডিস্‌পেন্সরিতে আমার নিকট পাইতে পারিবেন। মূল্য ।৵০ ডাক মাসুল /০ আনা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সাহা।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা রবাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

" জেলা মানভূমের অন্তর্গত রঘুনাথপুর বিভাগের দুর্ভিক্ষ কমিটীর সাহায্যে রঘুনাথপুরস্থ তসর তাঁতিগণ কমিটীর নিকট হইতে সূতা লইয়া তসর কাপড় প্রস্তুত করিতেছে। যাঁহার তসর কাপড় প্রয়োজন আবশ্যক হইলে আমার নিকটে চিঠি করিলে প্রাপ্ত হইবেন। "

১৪ ই মে ১৮৭৪ } শ্রীকৃষ্ণময় বন্দ্যোপাধ্যায় রঘুনাথপুর দুর্ভিক্ষ কমিটীর সভ্যগণ।

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত ক্লিনিকাল মেডিসিন্ এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গ্‌

মূল্য —ডাকমাসুল।

নেসিস অর্থাৎ রোগ বিচার ৬ ।৹
চিকিৎসা দর্পণ বাৎসরিক ৬ ৹
ধাত্রী শিক্ষা ২ ।৵০
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা ।৹ /০
কুইনাইন প্রয়োগ /১০ /০
শরীর পালন ।৵০ /০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত

প্রাক্‌টীস অব মেডিসিন ১৮ ১৵০
এনাটমি ৪৷৹ ।/
মাতৃশিক্ষা ১ ।০

ডাক্তার হরিনারায়ণ কৃত

বালচিকিৎসা ৫ ।৵০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহেরল্ড।

সমাচার।

বাগবাজার ৺ গোপীমোহন ভাগুরীর পুস্তকালয়ে দুই আয়িনে, সংস্কৃত ডিসপেন্সিরিতে, এবং গরাণহাটা ৩২৫ নং নেপাল চন্দ্র মিত্রের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ ডাকমাসুল /০।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জেনুয়াকাণ্ডীর চিকিৎসালয়ের [illegible] ষ্টাফ সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃত—

১। বালচিকিৎসা। রোগীগণের সুবিধার জন্য মূল্য ৪ টাকার পরিবর্ত্তে ৩৷৹ টাকা অবধারিত করা গেল ডাকমাসুল ৵।

২। বাবস্থামালা (ডাঃ গুডিভ্‌ ট্যানার প্রণীত্‌ব প্রেস্‌ক্রিপসান) মূল্য ১৷৹ ডাকমাসুল ৵০।

৩; গরিলীবাস্তব -সম্পাদিত। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুহিতৈষী কলিকাতা।

—•—

বাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

ঘর ফাঁদারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ফ্লেক করা প্রস্তর নির্ম্মিত নলমাত্রই পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন ভলসন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

কটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ফ্লেক করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } ববণ এণ্ড কোং।

মন্ত্রিসভার "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যালিফর্ণিয়া ঔষধালয়ে কিম্বা বাণীর্চ্ছি ব্রাদার এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ } শ্রীগণনাথ ভট্টাচার্য্য
১৮৭৪ সাল }

—

মেলেরিয়া নাশক পুরিফ,

অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধ দ্বারা মেলেরিয়া কম্পিত প্লীহা যকৃৎ পুরাতন বিষম সংক্রামক পালা জ্বর এবং অন্যথা কুইনাইন অপব্যবহার ঘটিত জ্বর রোগাক্রান্ত বহু সংখ্যা লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ।০ আট আনা।

বিদ্যাবিলাস ঘোষ এণ্ড কোং
ডুরবরন্ মেডিকেল হল
ভবানীপুর কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ।

২ রা আষাঢ় সোমবার।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া এই বারের সোমপ্রকাশ একটী নূতন ফেস দিয়া প্রকাশ করিলাম। এটী রাজসাহী সেবক শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রস্তুত করিয়া আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। জগৎ বাবুর কৃত একটী ফেস দিয়া পূর্ব্বে কয়েকবার সোমপ্রকাশ প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু সেটী সকলের মনোনীত না হওয়াতে পরিত্যক্ত হয়। জগৎবাবু পুনর্ব্বার বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বর্ত্তমান ফেসটী প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছেন, এটী যদি সোমপ্রকাশ পাঠকগণের মনোনীত হয়, আমরাও আহ্লাদিত হই, তিনিও উৎসাহিত হন। আমরা আশা করি এটী পাঠকগণের সন্তোষ সাধনে সমর্থ হইবে।

—•—

মন্ত্রি অভিষেক সম্বন্ধে নূতন মন্ত্রীদিগের মত।

ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রি সভার প্রতি কতক গুলি লোকে এই বলিয়া দোষারোপ করিতেন যে তাঁহারা মন্ত্রি আসিয়াতে রুসিয়ার পাদ বিক্রম দেখিয়াও উদাসীন ছিলেন। তাঁহারা বলেন রুসিয়া যেরূপ উদ্ধতভাবে অগ্রসর হইতেছেন যদি তাঁহার রাজ্যের কোন একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া না হয় তাহা হইলে যে ভবিষ্যতে তাঁহার সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ ঘটিবে না তাহা কে বলিতে পারে? এই জন্য তাঁহাদের মত যে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া এক প্রকার নিষ্পত্তি করিয়া রাখা উচিত। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ এরূপ হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। নূতন মন্ত্রিসভা নিয়োগের সময় অবধিই উক্ত সম্প্রদায় আশা করিতেছিলেন যে ইহাঁরা অপেক্ষাকৃত অধিক ওজস্বিতার পরিচয় দিবেন কিন্তু তাঁহাদের সে আশা উন্মূলিত হইয়াছে। পার্লেমেণ্ট মহাসভায় লার্ড নেপিয়ার অব্ এট্রিক লার্ড ডার্বিকে জিজ্ঞাসা করেন যে আফগানিস্থান সম্বন্ধে এত দিন যে প্রকার রাজনীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করা হইতেছে তাহাই রক্ষা করা হইবে কিম্বা অন্য কোন নীতিমার্গ অবলম্বন করা হইবে? লার্ড ডার্বি উত্তর করিয়াছেন পুরাতন প্রণালী পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই।

এ বিষয়টী পাঠকগণকে আরও একটু বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে হইতেছে। আফগানিস্থানের সহিত ভারত স্থিত গবর্ণমেণ্টের একটী সন্ধি পত্র আছে। তাহাতে লিখিত আছে যে ভার তবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানের আভ্যন্তরীণ শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। তদনুসারে এতদিন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানের বিবাদ কলহ প্রভৃতি কিছুতেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। কাবুলের সিংহাসন লইয়া বারবার বিবাদ হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে, ইংলণ্ড সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। যিনি যখন জয়লাভ করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন তিনিই সে সময়ের রাজা এবং ইংলণ্ডও তাঁহাকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করেন।

এই প্রণালী অনুসারে এতদিন কার্য্য চলিতেছিল কিন্তু হস্তক্ষেপ পক্ষপাতীরা বলেন যে সম্প্রতি রুসিয়া দ্বারের নিকট আসাতে আর এক প্রকার বিপদের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। সেবিপদ

এই, আফগানিস্থানের লোকেরা যেরূপ উদ্ধত ও কাণ্ডজ্ঞানবিহীন তাহারা নিকটবর্ত্তী রুশীয় রাজ্যে কখন কোন উপদ্রব করিবে না এরূপ আশা করা যায় না। যদি ভবিষ্যতে কোন উপদ্রব করে রুসিয়া যে ছাড়িয়া কথা কহিবেন এরূপ বোধ হয় না। তখন ইংলণ্ড কি করিবেন? আফগানিস্তানকে রুসিয়ার করতলস্থ হইতে দেখিয়া কি উহা উদাসীন থাকিবেন? কখনই না। অপরদিকে যদি আফগানিস্তানকে বিচলাঙ্গ হইতে দিবনা বলিয়া তাহার সাহায্যার্থে ধাবমান হন তাহা হইলে রুসিয়ার সহিত শত্রুতা অপরিহার্য্য। অতএব তাঁহাদের মত যে সময় থাকিতে আফগানিস্থানকে হস্তগত করিতে পারিলে সেই ভাবী বিপদের আশঙ্কা দূর হইতে পারে।

আমাদের এই যুক্তি সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা আশঙ্কা করেন যে আফগানেরা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিলে নিশ্চয় রুসিয়ার ক্ষতি করিবে এবং সেই সূত্রে রুসিয়ার সহিত বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আফগানিস্থান ত এখনও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছে, তথাপি ইংলণ্ডের রাজ্যের কোন ক্ষতি করে না কেন? ইহার উত্তরে তাঁহারা হয় ত বলিবেন যে আমীর সন্ধিপত্রের দ্বারা বদ্ধ আছেন। ইংলণ্ডের ভয়ে কোন ক্ষতি করিতে পারেন না। এখন আমাদের বক্তব্য, রুসিয়ার সহিত আফগানদিগের সেই রূপ একটী পাকা সন্ধিপত্র করা কি অসম্ভব? রুসিয়াও কি আফগানদিগের ভয়ের পদার্থ নয়? আমাদের অভিপ্রায় এই—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যেন আফগানিস্থানের সম্বন্ধে একটী সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন; নিজে তাহা অতিক্রম করেন না, আফগানদিগকেও করিতে দেন না; রুসিয়াও সেই রূপ নিজের দিকে আফগানিস্থানের একটী সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিন এবং সেই নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আফগানদিগকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দিন তাহা হইলে নিজের উপদ্রবের সম্ভাবনা থাকিবে না এবং ইংলণ্ডের সহিত বিবাদেরও আশঙ্কা থাকিবে না। কেবল এক মাত্র আফগানিস্থান নয়, আরও কয়েকটী দেশকে মধ্যস্থ ও উদাসীনরূপে রাখা উচিত। ইংরাজীতে ইহাকে "নিউট্রাল জোন" বলিয়া থাকে। বাস্তবিক এই পরামর্শই সৎপরামর্শ বলিয়া বোধ হয়। নবোদীয়মান রুসিয়া মদান্ধ হইয়া সমর প্রার্থনা করিতে পারেন, অর্থগৃধ্নু ও বাণিজ্যজীবী ইংলণ্ড অর্থব্যয় শঙ্কায় অনিচ্ছুক হইলেও মানের অনুরোধে সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন কিন্তু আমরা তাহাতে ভারতবর্ষের ক্ষতি ভিন্ন লাভ দেখিতে পাই না। সমুদায় জগৎ যদি ইংলণ্ডের অধিকৃতিস্থ হয় তাহাতে আমাদের লাভ কি? এবং সেই সকল যুদ্ধ বিগ্রহাদির ব্যয় ভার আমাদিগকে বহন করিতে হইবে। যদি ইংলণ্ডের জয় হয় আমাদের লাভ নাই কেবল আরও কতকগুলি দাসরাজ বাড়িবে; যদি পরাজয় হয় আমাদের লাভ অপেক্ষা ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক; কারণ রুসিয়া যতই ক্ষমতাশালী এবং পরাক্রান্ত হউন তিনি সভ্যতা অংশে ইংলণ্ড অপেক্ষা অনেক নিম্নে। যদি মারিতে হয় রামের হাতে মরাই ভাল। বিশেষ ইংলণ্ড কিরূপ তাহা আমরা জানি; ইংরাজ জাতির নানা সদ্গুণের পরিচয় পাইয়াছি। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ তাহার প্রমাণ। ইংলণ্ডেশ্বরীকে একবার মাতা বলিয়াছি এখন আর অসভ্য রুশীয়ার হস্তগত হইতে ইচ্ছা হয় না, অতএব আমাদের পরামর্শ যে রুশীয়া ও ভারতবর্ষের মধ্যে কতকগুলি স্বাধীন ও উদাসীন দেশ রাখা উচিত।

উৎকোচ গ্রহণ।

সকলেই বলে যে উৎকোচ গ্রহণের জ্বালায় আদালতে যাইবার যো নাই এবং সে কথা মিথ্যা নয়। প্রায় এমন আদালত নাই যাহার আমলারা এই দোষে বর্জ্জিত, যেমন শ্মশানে শব দেখিবামাত্র চারিদিক হইতে শত শত শকুনি আসিয়া পড়ে সেইরূপ বিচারার্থী আদালতের ভূমিষ্ঠে উপস্থিত হইবামাত্র সেরেস্তাদার পেস্কার নাজীর প্রভৃতি শত শত ব্যক্তি তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসে এবং কালীঘাটের কালীর মন্দিরে যে ব্যক্তি কেবল বেড়াইয়া বেড়ায় সেও যেমন এক ছড়া মালা দিয়া অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করে সেইরূপ আদালতের আমলাদিগের কথা দূরে থাকুক যাহারা কেবল আদালতের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে তাহারাও বিচারার্থীদিগের নিকট হইতে যথাসাধ্য আদায় করিবার চেষ্টা করে। এই কারণেই আদালত ভদ্রলোকদিগের অগম্য ও ভয়ের স্থল হইয়া আছে। লোকের সংস্কার যে ধর্ম্মাধিকরণের ত্রিসীমাদ ধর্ম্ম হিষ্ঠিতে পারে না।

আমরা অনেকবার আমলাদিগের এই জঘন্য ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে তাহারা বাধ্য হইয়াই এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের যেরূপ বেতনের ব্যবস্থা করেন তাহাতে একজন ভদ্র সন্তানের চুরি ভিন্ন চলা অসম্ভব। এক জন নাজীরের বেতন ২০ টাকা। সে ব্যক্তিকে ইহার মধ্যে আপনার পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়, নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। আদালতের নাজীরের সম্ভ্রম বড় অল্প নহে, তাহা রক্ষা করিতে না পারিলে লোকের নিকট

অবমানিত ও রুপ্ত হইয়া থাকিতে হয়। সুতরাং কর্ম্ম করিতে গেলে সে অর্থে কিছু কিছু ব্যয় করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন এরূপ স্থলে একজন ভদ্রলোকের কর্ম্ম করা চলে কি না? সুতরাং প্রত্যক্ষ লাভের দিকে সহজেই দৃষ্টি পড়ে এবং আদালতে সে প্রকার লাভের সুবিধা থাকাতে সেই দিকে প্রবৃত্তি জন্মে।

যেখানে যেখানে বেতনের এই রূপ ব্যবস্থা সেই খানেই এইরূপ উৎকোচ গ্রহণের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। জমিদারদিগের নায়েব গোমস্থা প্রভৃতি আর একটী দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহারা আমলাদিগের বেতনের নিয়ম করিবার সময় মনে টানাটানি করেন, ৩ টাকায় পাইলে চারি টাকা দিতে চাহেন না। কিন্তু অবশেষে কোন দিক দিয়া কত টাকা ব্যয় তাহার স্থিরতা থাকে না। তাঁহারা প্রকারান্তরে কর্ম্মচারিদিগকে অপহরণ করিবার অনুমতি দিয়া নিযুক্ত করেন। তবে কর্ম্মচারিদিগের কপাল তাঁহাদের মস্তক অপেক্ষা প্রজাদিগের মস্তকে অধিক পড়ে। আমাদের বোধ হয় তাহারা যদি কিঞ্চিৎ অধিক বেতনে উপযুক্ত সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র লোক দেখিয়া নিযুক্ত করেন তাহা হইলে তাঁহাদের কার্য্যও ভাল চলে এবং অপহরণ প্রবঞ্চনা মিথ্যা জুয়াচুরি প্রভৃতিরও এত শ্রীবৃদ্ধি হয় না।

গবর্ণমেণ্টের প্রতিও আমাদের সেই অনুরোধ উৎকোচ গ্রহণ অপরাধে মধ্যে মধ্যে আমলাদিগকে ধরিয়া দণ্ড করিলে কি হইবে? উৎকোচ গ্রহণের মূল নষ্ট না করিলে ইহা সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করা দুষ্কর। কেবল দণ্ড দ্বারা শাসন করিতে গেলে অনেক ব্যক্তিকে নিষ্কর্ম্মা ও দরিদ্র করিয়া ফেলা হইবে। অনেক সংবাদ পত্রে অনেকবার এই অনুরোধ করিয়াছে; কিন্তু এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট আজিও মনোযোগী হইতেছেন না কেন?

দুর্ভিক্ষ নিবারণ বঙ্গদেশীয়দিগের একটী শিক্ষা লাভ করা উচিত।

আমরা স্বচক্ষে বঙ্গদেশের বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা দর্শন করিয়া প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের সংবাদ করিতেছি, মধ্যে মধ্যে দুই একবৎসর ছাড়া প্রায় সুবৃষ্টি ও সম্পূর্ণ শস্য হইতে দেখি নাই। কোন বৎসর বার আনা কোন বৎসর দশ আনা কোন বৎসর আট আনা কোন বৎসর ছয় আনা কোন বৎসর চারি আনা সচরাচর এই প্রকার শস্যাদি জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এখন বৃষ্টির কিঞ্চিৎ বিশেষ ব্যাঘাত হইলে যেমন বিষম অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় পূর্ব্বে এরূপ হইত না, ইহার কারণ কি? লোক বৃদ্ধিকে ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। বঙ্গদেশে এখন লোক বৃদ্ধি নাই। কয় বৎসরের সাংক্রামিক জ্বরে বঙ্গদেশের প্রায় অর্দ্ধেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। যাহারা জীবিত আছে, তাহারাও জীর্ণ শীর্ণ। তাহাদিগের সম্পূর্ণ আহার নাই, অর্দ্ধাশন হইয়াছে। পূর্ব্বে লোক সংখ্যা করিবার নিয়ম ছিল না, সুতরাং পূর্ব্বের সহিত এখনকার লোক সংখ্যা মিলাইয়া দেখাইয়া দিতে পারিলাম না। কিন্তু পাঠকগণ আপন আপন গ্রামগুলি একবার স্মরণ করিয়া দেখুন, পূর্ব্বে কত লোক ছিল, এখন বা কত হইয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে লোক বৃদ্ধি দুর্ভিক্ষের কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। লোক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি শস্যাগমের উপায় বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ হয় না। বঙ্গদেশে আজিও অনেক ভূমি পতিত আছে, লোকবৃদ্ধি হইলে তাহার উদ্ধার সম্ভাবনা, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা কি? তবে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ঘটিতেছে কেন?

দুর্ভিক্ষ ঘটিবার দুটী কারণ উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম, শস্য রপ্তানীর আত্যন্তিক বৃদ্ধি। যেমন কুয়াসায় আম্র মুকুলের অপচয় হয়, আবার ঐ কুয়াসা বাড়াবাড়ি হইলে ঐ সকল মুকুল বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ রপ্তানী হইতে বঙ্গদেশের উন্নতি, আবার ঐ রপ্তানীর আত্যন্তিক বৃদ্ধি হওয়াতে মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতেছে। দ্বিতীয়, পূর্ব্বে যাবতীয় গৃহস্থই অন্ততঃ একবৎসরের ধান্য সংস্থান করিয়া রাখিতেন, তাহাতে কোন বৎসর ধান্য না জন্মিলেও অন্নকষ্ট উপস্থিত হইত না। এখন হাট বাজার গোলা গঞ্জ প্রভৃতি সকলের সুবিধা হইয়াছে, টাকা বাহির করিলেই চাউল পাওয়া যায়। বিশেষতঃ এখন ধানের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এই সকল কারণে লোকে আর ধান্যসঞ্চয় করিয়া রাখে না। ধান্য বিক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখে। ধান্য বিক্রয় করিবার বিশেষ কারণ এই ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখিলে অনেক নষ্ট হইয়া যায়। কতক পোকে খায়, কতক ফেলা ছড়া যায়, কতক বা চোরে লইয়া যায়। টাকায় কীটাদির উপদ্রব নাই। ফলতঃ ধান্য সঞ্চয় না রাখিয়া টাকা সঞ্চয় করিবার প্রথা হওয়াতেই এই অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইতেছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই, বঙ্গদেশীয় গৃহস্থেরা পূর্ব্বে যেমন ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন, সেইরূপ অন্ততঃ এক বৎসরের ধান্য সঞ্চয় রাখিতে আরম্ভ করুন, তাহা হইলে শস্যের ব্যাঘাত জন্মিলে অন্ততঃ এক বৎসর ধাক্কা সাম্লাইতে পারিবেন। প্রাচীন কালের এই সংস্কার ছিল, "ধানোর ঘরং" পূর্ব্বকার লোকেরা ধান্যকেই ধন জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদিগের এই সংস্কার বিলক্ষণ

কলেজীয়ারী লক্ষিত হইতেছে। দুর্ভিক্ষের বৎসরে টাকা হাতে থাকিতেও কষ্ট পাইতে হয়।

সার জর্জ্জ কাম্বেলের অবলম্বিত প্রথম শিক্ষা প্রণালী।

সার জর্জ্জ কাম্বেল এদেশে যতগুলি কার্য্য করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে যত গুলির প্রতি তাঁহার অধিক মমত্ব, যে গুলিকে তিনি নিজের কীর্ত্তির স্বরূপ মনে করেন তাহার মধ্যে প্রথম শিক্ষার সাহায্যদান একটী প্রধান। যাঁহারা উপর উপর দেখিয়া বিচার করেন তাঁহারা এবারের "এডুকেশন রিপোর্ট" পাঠ করিয়া কাম্বেল সাহেবের আশা চরিতার্থ বলিয়া মনে করিবেন। কারণ উক্ত রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে গত বৎসরের মধ্যে প্রথম শিক্ষোপযোগী স্কুলের সংখ্যা ২৪৫১ হইতে ৮৬৩৬ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা দেখিলে কাহার মনে না বিস্ময়ের সঞ্চার হয়? কিন্তু যখন শ্রবণ করা যায় যে এই স্কুল ও ছাত্র সংখ্যার বৃদ্ধি কেবল নাম মাত্র পূর্ব্বাবধি গ্রামে গ্রামে যে সকল পাঠশালা ছিল তাহাই গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানাধীন হইয়াছে, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের গৌরবের বিষয় কিছু মাত্র নাই, তখন আর সে বিস্ময় থাকে না এবং কাম্বেল সাহেবের মন্ত্রের মোহিনীশক্তি ভাসিয়া যায়, তখন আর গবর্ণমেণ্ট দত্ত সাহায্যকে প্রকৃত সাহায্য বোধ না হইয়া অর্থের অপব্যয় মাত্র বোধ হয়।

গবর্ণমেণ্ট নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার জন্য ব্যয় স্বীকার করেন কিম্বা প্রয়াস পান তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই এবং হৃদয়বান ও বুদ্ধিমান লোক মাত্রের কোন আপত্তি হইতে পারে না; কিন্তু তথাপি যে আমরা বারম্বার এই সকল ব্যয়কে অপব্যয় বলিতেছি তাহারও কারণ আছে। সে কারণ এই, যদি গবর্ণমেণ্ট দত্ত সাহায্য দ্বারা সেই সকল পাঠশালার শিক্ষাকার্য্যের বিশেষ কোন উন্নতি হইবার সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে আমরা এরূপ কথা বলিতাম না। কিন্তু মাসিক ৩ টাকা ৪ টাকা সাহায্যে কি বিশেষ সাহায্য হইতে পারে? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে আমাদের দেশীয় পাঠশালা সকলে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী নয়। যখন কেরাণীগিরি কিম্বা ইংরাজ দিগের চাকুরী করিতে হইত না, জমিদারী সেরেস্তায় কার্য্য করাই লেখা পড়া জানার প্রধান পুরস্কার ছিল, তখন শুভঙ্করের আর্য্যা এবং গুরুমহাশয়দিগের শিক্ষার কার্য্য চলিত, এখন সেরূপ নাই এখন ইংরাজী রীতি অনুসারে শিক্ষা না করিলে সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। মনে কর একথা স্বীকার করিলাম কিন্তু তথাপি আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে কাম্বেল সাহেবের যেরূপ সাহায্য ব্যবস্থা তাহাতে কি অংশে কোন্ উন্নতির সম্ভাবনা? ইংরাজী রীতি মতে শিক্ষা দিতে গেলে ইংরাজীরীতি মতে শিক্ষিত শিক্ষক চাই ম্যাপ প্রভৃতি উপকরণ চাই। এ সকলও কি ঐ তিন টাকার মধ্যে চলিবে? যদি বল যে সাহায্য অল্প কিন্তু তন্নিবন্ধন উৎসাহ অধিক হইবার সম্ভাবনা। ৩ টাকাতে যে কি বিশেষ উৎসাহ জন্মিবার সম্ভাবনা আমরা ভাবিয়া পাই না। বরং তাহারা এই কয়টী টাকা উপরি লাভের মধ্যে গণনা করে। গবর্ণমেণ্ট সিকি পয়সা না দিলেও তাহারা যেমন কাজ করিতেছিল সেই রূপ করিত; তবে গবর্ণমেণ্ট যদি আপনা হইতে টাকা দিতে চান তাহাতে ক্ষতি কি? তবে এক বিষয়ে লাভের আশা আছে। সম্ভবতঃ সব ইনস্পেক্টরদিগের তত্ত্বাবধান থাকিলে গুরু মহাশয়েরা আর বালকদিগকে তামাক চুরির পরামর্শ দিতে পারিবেন না কিম্বা বালকদিগের স্কন্ধে আরূঢ় হইয়া ভরা চাষা হইয়া দক্ষ কর্ত্তৃগনে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না।

উপহাস দূরে থাক, ফলকথা বলিতে কি, আমরা এ অর্থগুলি এক প্রকার জলে ফেলা মনে করি। উপযুক্ত উপায়ে ব্যয় করিতে পারিলে ইহা দ্বারা অনেক কষ্ট সাধিত হইতে পারিত। বরং পুরা তন পাঠশালা রূপ বোতলে ইংরাজী শিক্ষারূপ নূতন মদ প্রবেশ করাতে আমরা আর এক প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেছি। তাহা এই, মধ্যাহ্ন সময় চিরকাল এদেশের লোকের বিশ্রামের সময়। আমাদের চতুষ্পাঠী সকলের পাঠনা কার্য্য প্রাতে ও অপরাহ্ণে কৃষকদিগের কর্ষণ বপন রোপণ প্রভৃতি প্রাতে ও অপরাহ্ণে, এমন কি শ্রমজীবী মজুরদিগের শ্রমও প্রাতে ও অপরাহ্ণে হইয়া থাকে। সাধারণ প্রথা অনুসারে গুরু মহাশয়েরাও প্রাতে ও অপরাহ্ণে পাঠশালা খুলিয়া থাকেন কিন্তু আমাদের ভয় হয় যে নূতন ইংরাজী রীতানুযায়ী শিক্ষার প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সেই সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া মধ্যাহ্ন সময়ই কার্য্যের সময় রূপে নির্ণীত হইবে, তাহা হইলে বালকদিগের স্বাস্থ্যের ঘোর বিশেষ সম্ভাবনা। এ বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর কিন্তু দুঃখের বিষয় অতি অল্প ব্যক্তিকে এদিকে মনোযোগী দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের ছাত্রদিগের শারীরিক স্বাস্থ্য প্রায় বিকৃত হইয়া আসিতেছে। অতএব আমাদের অনুরোধ পাঠশালাগুলিকে সাহায্য দেওয়া

আবশ্যক বোধ হয় সাহায্য দিন, কিন্তু সময়ের যেন কোন পরিবর্ত্তন না করা হয়।

—•—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিদ্যুদেন হইল কর্ত্তৃপক্ষেরা উচ্চশিক্ষার প্রতি পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, তাহার কারণ এই যে ইহাতে বর্ষে বর্ষে অনেক অর্থব্যয় হইয়া থাকে। সে অর্থ নিম্ন শ্রেণীদিগের শিক্ষার্থ নিযুক্ত হইলে দেশের অধিক কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত ধরিয়া যদি বিচার করা যায় তাহা হইলে আর সে সংস্কার থাকে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক অর্থব্যয় হয় বটে কিন্তু আয় তদপেক্ষা অনেক গুণে অধিক। এমন কি বর্ষে বর্ষে ৫০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে। এই অর্থ কিরূপে নিয়োগ করা উচিত? অনেকে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। আমাদের শ্রীরামপুরের সংবাদপত্র যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা মন্দ বোধ হয় না। কলিকাতার বাঙ্গালি টোলার দিকে একটী পব্লিক লাইব্রেরির অভাব আছে। কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রেই বহু দিন এই অভাবটী অনুভব করিয়া আসিতেছেন, কেহ কেহ এই অভাব দূর করিবার জন্য কিছু কিছু চেষ্টা করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাহা অতি যৎসামান্য। তদ্দ্বারা অধিক লোকের সাহায্যের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ যাহারা একার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন কুটুম্বিনী সমাজে তাঁহাদের নাম সম্ভ্রম অধিক না থাকাতে লোকে ইহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় না, আমাদের বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয় এবিষয়ে অগ্রসর হইলে অনেক ধনী ও বিদ্যোৎসাহী লোক সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে অনেকগুলি কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন, এই লাইব্রেরিটী যদি সুসম্পন্ন হয় ইহাও একটী প্রধান কীর্ত্তি রূপে থাকিবে।

আর এক প্রকারে এই অর্থের সদ্ব্যয় করা যাইতে পারে। আমাদের স্কুল সমূহে আজিও বিজ্ঞান শিক্ষার অতি হীনাবস্থা। যে সকল স্কুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী শিক্ষা হইতেছে তাহার অধিকাংশে প্রয়োজনানুরূপ উপকরণাদির অভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া দুষ্কর। এমন কি বিজ্ঞান শিক্ষা দূরে থাকুক অনেক স্থলে ভাল করিয়া ভূগোল শিক্ষা দিবারও উপায় নাই. কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় যদি সে অংশে কিছু কিছু সাহায্য করিবার কোন উপায় নির্ণয় করিতে পারেন তাহা হইলে একটী মহদুপকার সাধিত হয়।

ফ্রান্সিস কার্টিসের
নূতন মন্ত্রী।

দুর্ভিক্ষের সূচনা হইবামাত্র আমরা গবর্ণমেণ্টকে খাল ও কূপ প্রভৃতি খনন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। পরেও বহুবার এই দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, বাস্তবিক দুর্ভিক্ষের রব উঠিবামাত্র আমাদের আশুপ্রতিবিধেয় বিপদ অপেক্ষা ভাবী বিপদের আশঙ্কাই অধিক হইয়াছিল এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই সেই চিন্তা হইবে। মন্বন্তর এবং দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষের প্রতি পঞ্চম বৎসরের ঘটনার মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে; ইহার কোন স্থায়ী কারণ আছে। শস্যের শ্রীবৃদ্ধি ভূমির উর্ব্বরতার উপর নির্ভর করে, ভূমির উর্ব্বরতা জলের উপর নির্ভর করে; কিন্তু জল কাহার উপর নির্ভর করে? বঙ্গবাসি কৃষকেরা বলিবে দৈবের উপর। এই খানেই তাহাদের মৃত্যু, ইহাই তাহাদের অন্নকষ্টের কারণ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদিগের প্রতি দৈব যেরূপ প্রসন্ন বঙ্গবর্ষে বর্ষে পর্জ্জন্যদেবের সেরূপ অনুগ্রহ হয় না; সুতরাং তাহাদিগকে শস্য রক্ষার্থ উপায়ান্তর অন্বেষণ করিতে হয়। সেখানকার জমীদারেরাও এই অভাব অনুভব করিয়া সেই প্রকার কার্য্য করেন। তাঁহারা প্রায় আপন আপন ভূমিতে এক একটী কূপ খনন করাইয়া দেন। তদ্দ্বারা তাঁহাদের ভূমির মূল্য বর্দ্ধিত হয় প্রজাদিগেরও ক্লেশ শান্তির উপায় হয়। তবে বঙ্গ ভূমির দৈবমুখাপেক্ষী কৃষকদিগের অপেক্ষা যে দেশীয় কৃষকদিগকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়। তাহারা যেরূপ পরিশ্রম করে তাহাদের দুর্ভিক্ষ ক্লেশ ঘটিবার সম্ভাবনাও অল্প। কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি না বলিবেন যে কৃত্রিম জল সিঞ্চনের উপায়াভাবই বঙ্গদেশের বার বার দুর্ভিক্ষ ক্লেশের কারণ। ১৭৭০ সালের মন্বন্তরে এই কথা একবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। তখন কর্ত্তৃপক্ষেরা ভাবিয়া চিন্তিয়া জমীদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করাই সেই আশঙ্কা নিবারণের উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কারণ এই আশা ছিল যে তাঁহারা ভূমির উপর স্বত্ববান হইলে আপনা হইতে ভূমির উন্নতি বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। তাঁহারা যে নিজ নিজ ভূমির উন্নতি বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগী হন নাই তাহা বলা যায় না, কিন্তু তাহারা যাহা করিয়াছেন তাহাতে যে সকল অভাব দূর হইয়াছে তাহাও বলা যায় না। ফলতঃ এরূপ ব্যক্তি বিশেষের প্রতি নির্ভর করিলে সাধারণের হিতকর কার্য্য কখনই সুসম্পন্ন হয় না। যে উন্নতি না করিলে তাঁহাদের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা কিম্বা যাহা করিলে তাঁহাদের বিশেষ লাভের আশা তাঁহারা সেই উন্নতিই করিয়াছেন। নিঃস্বার্থ প্রজার মঙ্গল উদ্দেশে কোন কার্য্য হয়

হইবে কি না সন্দেহ। সুতরাং অনাবৃষ্টি কালে প্রজাদিগের শস্য রক্ষা হইতে পারে এরূপ কোন সদুপায় বিহিত হয় নাই বলিলেই হয়।

যাহা হউক, এত দিনের পর কর্ত্তৃপক্ষদিগের দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইয়াছে। বিদেশ হইতে চাউল আমদানী করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ রক্ষা করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার তাহা তাঁহারা এবার বিলক্ষণ বুঝিবেন। তদপেক্ষা সময়ে খাল কূপ প্রভৃতিতে বিস্তর ব্যয় করা যে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ তাহা তাঁহারা এবার বিলক্ষণহৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। হৃদয়ঙ্গম করিয়া এত দিনের পর তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় করিয়া রাখিবার সংকল্প করিয়াছেন। অতিরিক্ত পবলিক ওয়ার্ক নামে এবারকার বজেটে যে একটী নূতন বিভাগ আছে তাহার উদ্দেশ্য এই, গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ ঋণ করিয়া সেই সকল কার্য্য করিবেন। ঋণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করা যুক্তিযুক্ত নয় তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজস্বের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহাতে ঋণ ভিন্ন উপায়ান্তর দেখা যায় না। সে যাহা হউক অতিরিক্ত পবলিকওয়ার্ক নামে যে কার্য্যগুলি আরম্ভ হইবে, তাহা দুর্ভিক্ষ নিবারণ করাই তাহার উদ্দেশ্য। কেবল যে কতকগুলি পবলিকওয়ার্ক আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাও নহে, আমাদের ষ্টেটসেক্রেটারি গবর্ণর জেনেরলের কাউন্সিলে এতদর্থে একজন নূতন সভ্য নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। পবলিকওয়ার্ক বিভাগের তত্ত্বাবধানের ভার তাহার হস্তে থাকিবে। এইরূপ একজন সভ্য নিয়োগে কোন লাভের আশা আছে কি না এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। আমাদের সুযোগ্য সহযোগী হিন্দুপেট্রিয়ট ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি ইহাতে ব্যয় বৃদ্ধি ভিন্ন কোন লাভ দেখেন না। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাতে লাভের সম্ভাবনা দেখা যায়। আমরা উপরে ভারতবর্ষের রাজস্বের যে শোচনীয় অবস্থার কথা বলিলাম এই পবলিক ওয়ার্কবিভাগই তাহার একটী প্রধান কারণ। সেই অবধি এই বিভাগ কোম্পানিকে মালদরিয়া মে টাকার কথার যাথার্থ্যের যদি কোন সন্দেহ থাকে তাহা এইবিভাগে গবর্ণমেণ্টের অর্থ ভূতে ছড়াইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেহ দায়ী নহে। কাহাকেও টানাটানি করিবার উপায় নাই আমাদের মনে হয় যদি একজন সভ্য এই বিভাগের জন্য দায়ী থাকেন এবং ইহার উন্নতি সাধন করা তাঁহার ভার হয় তাহা হইলে তিনি সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ হিন্দুপেট্রিয়ট যে আপত্তি করিয়াছেন যে এই নূতন সভ্য নিযুক্ত হইতে হইতে বোধ হয় দুর্ভিক্ষ শেষ হইয়া যাইবে, সুতরাং তাঁহাকে নিযুক্ত করা নিরর্থক। সে কথাও যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। কারণ বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ নিবারণের উদ্দেশ্যে তাহার নিয়োগ নয়—অতিরিক্ত পবলিকওয়ার্ক সকলের তত্ত্বাবধান করাই তাঁহার কার্য্য। বস্তুতঃ দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট এবং নানা বিভাগে টেম্পল আছেন। ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণ করাই তাহার উদ্দেশ্য। যদি বল এতগুলি [illegible] বৃদ্ধি হইবে তাহাও অধিক নহে। একজন মেম্বর বৎসরে ৮০০০০ টাকা বেতন এতদ্ভিন্ন অন্য ব্যয়ও কিছু কিছু আছে। আমাদের বিশ্বাস ভারতবর্ষ যদি শত প্রকার ব্যয় ভার বহন করিতে পারে তবে ঐ ব্যয়টুকুও পারিবে, এবং ইহাতে বিশেষ ইষ্ট লাভের সম্ভাবনা।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ কে?

বঙ্গদেশের কায়স্থেরা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় সন্তান বলিয়া পরিচয় করিয়া থাকেন, এবং সেই অনেক দিন চলিয়াছে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত নহেন, কায়স্থের সন্তান মাত্রই জন্মকালে শূদ্রাচারী কুলীন কায়স্থ। তিনি যখন, যাঁহার মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি করিবার সময় হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ডাকিয়া আনিয়া, তাঁহাদিগের সঙ্গে পাঁচ জন [illegible] দিয়াছিল, তাহারাই বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ। এবিষয়ে বিসম্বাদ নাই। তবে কোন্ ভাঁহারা, কেবল তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থেরা প্রাণান্তেও ব্রাহ্মণের চাকরী করেন না, কায়স্থেরাই সচরাচর চাকরী করিয়া থাকে। কাহারো ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় গাত্র গামছা প্রভৃতি লইয়া ফিরিতে হয়। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগের পুরস্কারার্থ উচ্চ জাতির কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন, তাহাতেই তাহারা কায়স্থ হইয়াছে, বাস্তবিক তাহারা কায়স্থ নহে। আন্দোলনকারী হরকালে কিরূপ পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিতেছেন, তাহা জানি না, ভ্রমণ করিয়া দেখিলে এতদ্বিষয়ের [illegible] [illegible] [illegible]

প্রথম, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ব.রো ঘর ক.য়স্থ আছেন। তাঁহাদিগের মাতৃ পিতৃ উভয় কুল শুদ্ধ, এবং শাস্ত্রগুলের উপযোগী ছাত্র তথা অধ্যাপক যথেষ্ট আছে। ইহাঁরা কখন ব্রাহ্মণের পরিচারক নহেন এবং বেদ পাঠ ও গৃহ মার্জ্জনাদি অপকৃষ্ট কর্ম্ম করেন না। কায়স্থের কুলমর্য্যাদা প্রভৃতি সচরাচর ঐ সকল কাজ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা যে দেশে যাইতেছেন, তাঁহাদিগের পাচকের প্রয়োজন হইয়াছিল, কায়স্থ সঙ্গে লইবার প্রয়োজন কি?

দ্বিতীয়, উল্লিখিত বারোঘর ক.য়স্থের কাহারই ঘোষ বসু মিত্র প্রভৃতি উপাধি নাই। এই উপাধিগুলি কল্পিত। বাঙ্গালীরা কখন উপাধি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষের গৌরব লোপ করিবেন ইহা সম্ভাবিত নহে। অত্রত্যেরা কখন এরূপ করেন না। কুলাঙ্গারেরাই দৈত্যকুল নাম ও গৌরবের লোপে প্রবৃত্ত হয়। পক্ষান্তরে পশ্চিম ভিন্ন কায়স্থদিগের এই নূতন উপাধি লাভে অসন্তোষের কারণ নাই।

তৃতীয়, উল্লিখিত ব্রাহ্মণদিগের সহ.র্য কায়স্থ হইলে কখন আপনাদিগকে শূদ্রের দাস বলিয়া পরিচয় দিতেন না, এবং পশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থেরা কখন শূদ্রের দাসত্ব স্বীকার করে নাই, তাহারা কখন শূদ্রের পাচক হইবে কেন? আপনাদিগের ঘরে রাঁধিবে কেন? পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণদিগকে এ কথা বলা অসঙ্গত হয় না, ব্রাহ্মণেরা বরাবর শূদ্রের দাসত্ব ও শূদ্রের কাজ করিয়া আসিতেছেন।

চতুর্থ, নীচজাতি ক.য়স্থকে উচ্চজাতি করা কোন অসম্ভাবিত নয়। পূর্ব্বকালে অনেক নীচজাতি উচ্চ হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ নীচজাতিকে উচ্চ করা ব্রাহ্মণদিগের একটী বিলক্ষণ ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি অনেক নীচ জাতিকে ব্রাহ্মণ করিয়া গিয়াছেন। তাহারা দাক্ষিণাত্যে চিত পাবন ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ঐ জাতিতে রাজা মহারাজ [illegible] অনেক বড়লোকও আছেন। রাজা জয়াসন্ধ এক যজ্ঞে অনেক হীন জাতির গলদেশে উপবীত দান করিয়াছিলেন, উহারাই ভুঁইহার ব্রাহ্মণ। মগধ দেশে অনেক ভুঁইহার ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন অনেক রাজা অনেক হীন জাতিকে ব্রাহ্মণ করিয়াছেন, সম্প্রতি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তাহার উদাহরণ স্থল।

পঞ্চম, যে পাঁচ ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আদিশূরের যজ্ঞ করিতে যান, যে পাঁচ জন তাহাদিগের সঙ্গে গমন করে, তাহারা যদি বাস্তবিক কায়স্থ হইবে এক মাস অশৌচ গ্রহণে সম্মত হইবে কেন? তাহারা স্বদেশে দশদিন মাত্র অশৌচ করে, বঙ্গদেশে গিয়া তিন দশে ত্রিশ দিন নখ কেশ বিসর্জ্জনের কষ্ট ও লঘুতা স্বীকারের প্রয়োজন কি? উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ডোম ও চামারেরাও এক মাস অশৌচ ধরে না। কায়স্থেরা বঙ্গ দেশে গিয়া এমন কি লোভে পড়িল যে তাহারা অশৌচ গ্রহণ বিষয়ে ডোম চামারা দিগ অপেক্ষা অপকৃষ্টতা স্বীকার করিল? পক্ষান্তরে কায়স্থদিগের অশৌচ গ্রহণের নিয়ম নাই। কোন সম্প্রদায় তিন দিন কোন সম্প্রদায় দশ দিন কোন সম্প্রদায় তের দিন অশৌচ গ্রহণ করে। যাহাদিগের ব্যবহার এইরূপ, তাহাদিগের দশ দিনে বেশী কমে আপত্তি হইতে পারে না। বিশেষতঃ এটী মনে করিতে হইবে, কায়স্থদিগের কেমন উচ্চ পদ লাভ হইয়াছে তখন তাহারা আচারে আট খানা। ব্রাহ্মণেরা যাহা সহ্য করিয়াছেন, তাহাই করিয়াছে। তখন যাহারা ব্রাহ্মণদিগের এমনি আজ্ঞাবহ হইয়াছিল, ব্রাহ্মণেরা যদি তাহাদিগের জাতে তিন মাস অশৌচ চাপাইতেন, তাহারা ঘাড় নাড়িত না।

ষষ্ঠ, কুলীন কায়স্থেরা বলেন, তাঁহাদিগের আদিপুরুষেরা ফ্রেঞ্চদেশের তদানীন্তন কায়স্থদিগের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাহাতে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারাই দক্ষিণ রাঢ়ী উত্তর রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এতদ্দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে উল্লিখিত ব্রাহ্মণদিগের সহচারিরা কায়স্থ নহে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থেরা প্রাণান্তেও বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের কন্যা আদান প্রদান করে না। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে অনেক বঙ্গদেশীয় কায়স্থ পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন, ঐরূপ কলিকাতা প্রভৃতি স্থানেও অনেক লালা কায়স্থ আছেন, ইহাদিগের পরস্পর কি বিবাহ হয়? বিবাহের প্রয়োজন হইলে উহারা স্বদেশে গিয়া বিবাহ করেন, অথবা স্বদেশ হইতে পাত্র পাত্রী লইয়া যান। যদি উভয় দেশীয় কায়স্থ দিগের পরস্পর বিবাহ প্রচলিত থাকিত, কুলীন কায়স্থদিগের উল্লিখিত বার্ত্তা অবশ্য আদরণীয় হইত; পক্ষান্তরে কাহারদিগের বঙ্গদেশীয় কায়স্থ কন্যার পাণিগ্রহণ সম্ভাবিত হইতেছে। তাহাদিগের একাদশ বুৎপত্তি, তাহাদিগের নূতন জাতি নূতন উপাধি ও উৎকৃষ্ট জাতীয় নূতন স্ত্রীলাভ হইল, তাহাতে তাহাদিগের অপ্রবৃত্তি ও আপত্তি হইবার সম্ভাবনা কি? বিবাহ প্রস্তাব না হইতে হইতে তাহারা হাতে সুতা বাঁধিয়া বসিয়াছিল সন্দেহ নাই।

সপ্তম, ব্রাহ্মণদিগের ঘটক ব্রজবল্লভ মিশ্র স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পাঁচজন ভৃত্য আইসে, তাহারা কায়স্থ নয় অপকৃষ্ট জাতি।

অষ্টম, কুলাচার্য্যদিগের কারিকা দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে, উক্ত ব্রাহ্মণদিগের ভৃত্যেরা কায়স্থ নয়। কুলাচার্য্যেরা কায়স্থদিগের বিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা তাঁহাদিগের স্বকপোল কল্পিত। তাঁহারা ঐ পঞ্চ জন ভৃত্যের বিশেষ বৃত্তান্ত কিছুই জানিতেন না। পুরুষোত্তম দত্তের পরিচয় দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। পুরুষোত্তম দত্ত একটী নাম। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ঈশ্বরী দত্ত ভৈরব দত্ত দুর্গাদত্ত, পুরুষোত্তম দত্ত এই প্রকার নাম অনেক আছে। পুরুষোত্তম দত্ত শব্দের অর্থ এই, পুরুষোত্তম বাবুকে দিয়াছেন। কিন্তু কুলাচার্য্যেরা [illegible]

পুরুষোত্তম নাম ও দত্ত উপাধি অনুমান করিয়া লইয়াছেন। বারো ঘর কায়স্থের মধ্যে কোন ঘরেরই দত্ত এ উপাধি নাই। পুরুষোত্তম দত্ত কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইলেন না কেন? এই একটী কথা আছে। বোধ হয় ব্রহ্মণেরা কোন কারণে তাহার উপরে বিরূপ হইয়াছিলেন তাহাতেই কৌলীন্য মান যাবা তাঁহাকে অলঙ্কৃত করেন নাই। তবে তাহার সহচর কায়েরা কায়স্থ হইল, সে ব্যক্তিও সেই সঙ্গে কায়স্থ হইয়া গেল কিন্তু কুলীন হইতে পারিল না।

নূতন পুস্তক।

১। "ললিতা সুন্দরী। শ্রীযুক্ত অক্ষয়লাল সেন বিরচিত। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র। মূল্য ছয় আনা মাত্র। এই পুস্তকখানি আমরা কিছুদিন হইল পাইয়াছি। এতদিন সমালোচনা হয় নাই, গ্রন্থকার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করা গেল। অক্ষয় বাবুর মূল লিখিত ও মধুর কথা নির্ব্বাচনের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। কবিতাগুলি পড়িতে অতি মধুর হইয়াছে। কিন্তু কবিতাগুলির একটী দোষ দেখা গেল। কবির হৃদয়গত ভাব পরিস্ফারের জন্যই অলঙ্কারের প্রয়োজন কিন্তু এক এক স্থানে এত অলঙ্কার সন্নিবেশিত হইয়াছে যে হঠাৎ ভাবগ্রহ করা দুষ্কর। অক্ষয় বাবুর রচনা শক্তি আছে কিন্তু ভবিষ্যতে যদি তিনি ভাষা অপেক্ষা ভাবের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখেন তাহা হইলে বিশেষ উন্নতি করিতে পারিবেন। কবি গ্রন্থখানিতে নব প্রেমিক দম্পতীর প্রণয় প্রসঙ্গ বর্ণন করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন এবং অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

২। বেণীসংহার নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক চলিত ভাষায় অনুবাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। তর্করত্ন মহাশয় এদেশের নূতন পরিচিত লোক নন, তাঁহাকে বাঙ্গলা নাটকের জন্মদাতা বলিলে বলা যায়। তাঁহার কুলীন কুলসর্ব্বস্ব এবং বেণীসংহার এক সময়ে লোকের বিশেষ আমোদের বস্তু ছিল। বেণীসংহার সংস্কৃত বেণীসংহারের অনুবাদ মাত্র সুতরাং ইহার উৎকর্ষ ও রচনা প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে সংস্কৃত বেণীসংহারের সমালোচনা করিতে হয়। বঙ্গভূমির উদ্বোধন ও রঙ্গভূমি দেখিয়া প্রণীত নাটক এক প্রকার এবং বঙ্গভূমি নিরপেক্ষ হইয়া প্রাচীন রীতি অনুসারে প্রণীত নাটক আর এক প্রকার। বেণীসংহার দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। বেণীসংহার পাঠ করিলেই বোধ হয় যে তাহা বাস্তবিক কোন বঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার উদ্দেশে প্রণীত হয় নাই। উইলসন সাহেব এই জন্য বলিয়া গিয়াছেন যে বেণীসংহার রঙ্গভূমির জন্য নয়, কোন রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিবার চেষ্টা করিলে এই কথার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর হইল সংস্কৃত কলেজের কতিপয় ছাত্র একত্র হইয়া মৃত রাজা রামকান্ত দেবের বাটীতে সংস্কৃত বেণীসংহারের অভিনয় করেন। অভিনয়টী অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল কিন্তু প্রকৃত গ্রন্থের অনেক স্থল পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বেণীসংহারের অভিনয়ের অযোগ্যতা কিরূপে ঘটিল? এমন কি কোন অশ্লীল অথবা অতিরিক্ত বর্ণনা আছে যাহা অভিনয় করিতে নটনিগের লজ্জা এবং দর্শনে দর্শকদিগের লজ্জা হইবার সম্ভাবনা? ঠিক তাহা নহে। যদিও দ্বিতীয় অঙ্কের ভানুমতী ও দুর্য্যোধনের সংবাদ কিঞ্চিৎ আদিরস ঘটিত, তাহাকে অশ্লীল ও অদৃশ্য শ্রোতৃগণ্য করা যায় না। শৃঙ্গার বীর রসের ব্যতিচারী নয় বলিয়া সাহিত্যদর্পণকার এই অংশের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে বীর দিগের জীবন চরিতে এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যুদ্ধের জয় সংবাদ শ্রবণে হৃদয় যখন প্রফুল্ল থাকে তখন রূপবতী দিগের সম্ভোগ অন্বেষণ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। একপ শ্রুত হওয়া যায় নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সমর কোলাহলের মধ্যেও যে কিছু সময় পাইতেন সুন্দরীদিগের সহবাসে থাকিয়া শ্রম বিমোচন করিতেন। বিশেষ অভিমন্যুবধের সংবাদে যখন হৃদয় আমন্দে পরিপূর্ণ তখন দুঃশাসনের পক্ষে দ্রৌপদীর সম্ভোগাকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক কথা। যাহা হউক আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, সংস্কৃত নাটকে যে কিছু লজ্জাজনক কথাবার্ত্তা ছিল তর্করত্নমহাশয় তাহা অনেক ছাঁটিয়া দিয়াছেন। বেণীসংহারে অভিনয়োপযোগিতার অনেক লক্ষণ আছে। তাহা নটীদিগের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের অবস্থা। মনে কর চতুর্থ অঙ্কে ভীম সাবধির সহিত দুর্য্যোধনের রথে আরোহণ করিয়াছে। দুর্য্যোধন যখন রঙ্গ ভূমে আসিবে তখন সেই রথে যুদ্ধকারী ভীমের প্রবেশ করিতে হইয়াছে। যুদ্ধকারী ভীমকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ইহা কি চক্ষে হাস্যজনক। দুর্য্যোধন এক পথে আসিল অথচ এক ব্যক্তি বহুক্ষণ সেই অন্য পাশ্বস্থ স্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। এই স্থানে যবনিকা পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করিলেই হইত। এতদ্ভিন্ন নাটকখানির স্থানে স্থানে অনেক ত্রুটী আছে, তর্করত্ন মহাশয় এগুলি তাঁহার অনেক পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থখানিকে অভিনয়ের উপযোগী করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। [illegible] আছে, [illegible] অভিনয়কর্ত্তারা [illegible] পারিবেন।

[illegible]

[illegible] জ্যৈষ্ঠ [illegible]

[illegible] কাশীস্থ সংবাদদাতা নিম্ন লিখিত দুইটী সংবাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

"আমি গতবারে লিখিয়াছি-যে, যে প্রকার লক্ষণ দেখা যাইতেছে, বোধ হয় এবার কাশীতে সকাল সকাল বর্ষা আরম্ভ হইবে, তাহাই হইয়াছে। এখানকার লোকে ১৫ই জুনের মধ্যে বর্ষা আরম্ভ হইতে দেখেন নাই। এবার দেখিয়া সকলে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। আদালতের আমলারা বাঁচিয়া গেলেন। গ্রীষ্ম বিলক্ষণ প্রাতঃকালে কাছারি হইতে আরম্ভ হয়।

কিন্তু লাহে গোদাগো কাঁজি তক্ষণ। নামে পাস্তাঃকাঁসের কাঁসারি, শুনিতে কর্ণ সুখ। আমরা দিগকে মুখা রৌদ্রের সময় ১১টা ১২ মধ্যে বাটীতে আসিতে কাঁ ঠা, ঘর্ম ঘসিল ও মুখ ম্লান হইয়া গেল, সে বেলা বড় দুঃখ হইত। উত্তর কালীন যে সকল ব্রাহ্মণেরা স্নান করেন তাহাদের ঘর স্নানের ও পরদার লোক নাই। এই নিমিত্ত উপাসনা সমাজের বেদিগৃহে স্নান করিয়া।

যাঁহারা কলিকাতার অধিবাসিনী তাঁহারা কখন কখন মনে করিবেন কাশী পুণ্য ক্ষেত্র, সেখানে অসৎ [illegible] কিম্বা ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পারে কিন্তু সেখানে যে কত দুরাচার চলে তাহা বলা যায় না। এখানে যে কয়েক দিবস ছুটী ভদ্রলোকেরা আমার নিকটে বলিলেন, এখানে এক ব্যক্তি আছে, পূর্ব্বে সে স্ত্রী ছিল, তাহার এক পুত্র হয়। সে পুত্র জীবিত আছে, এখন সে পুরুষ হইয়াছে। পুরুষ হইয়া সে সে স্ত্রীকে বিবাহ করে তাহার গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে। ভদ্রলোক দুটী বলিলেন তাঁহারা দুই অবস্থাই সন্তান স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। ভদ্রলোকেরা এই সকল কথায় বিশ্বাস করেন, বড় অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়।

২৭এ বৈশাখ মঙ্গলবার।

ইণ্ডিয়ান রিফরমার অপিনিয়ন সোয়াডের আবদ্ধ সম্বন্ধে একটি সুন্দর বিবরণ লিখিয়াছেন। কাপ্তান সাহেবের বয়ঃক্রম আশি বৎসর এত বয়সে দেখিতে নবযুবাকৃতি। ইনি অতি দুঃসাহসী বলিয়া পরিচয় করেন এবং তাহা ইহাঁতে ক্রমশঃ ফুটিল। ইহার নাম আবদুল্লা, ইনি পূর্ব্বে সামান্য লোক ছিলেন, কিন্তু [illegible] সমুদ্রযাত্রা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কঠোর তপস্যা করেন এবং অর্থের [illegible] ধর্ম্ম তাঁর [illegible] প্রচার করেন। মুসলমানেরা ইহাঁকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। কোন ব্যক্তিকে কন্যা তাহাকে সমাজচ্যুত করিতে পারেন এবং একবার যে মুসলমান সোয়াডের আবদ্ধের কোপে পড়িয়াছে তাহার আর নিস্তার নাই। আবদুল্লাকে মুসলমানেরা দৈব শক্তি সম্পন্ন মনে করে। তাঁহার অদ্ভুত কার্য্য সম্বন্ধে অনেক গুলি আশ্চর্য্য গল্প আছে। একটি মস্‌জিদ প্রস্তুত করার আবশ্যক হয়। ছাদ নির্ম্মাণের নিমিত্ত একটি কড়ি কাঠ সংগ্রহ করা হয়। মিস্ত্রি মাপিয়া দেখে যে কড়ি কাঠ চারি হাত কম, আবদুল্লা যে স্থলে ছিল সেখানে ফেলিয়া রাখিতে বলেন। পরদিন মিস্ত্রি দেখে যে কড়িকাঠ সত্য সত্য লম্বা হওয়া আবশ্যক তাহা অপেক্ষা আরো [illegible] বেশী লম্বা হইয়া পড়িয়া আছে। আবদুল্লার দৈবশক্তি বলে এটি সংঘটিত হয়।

গোমিস নামে এক ব্যক্তি জালিয়াতির কর্ম্ম অপরাধে দশ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

অমৃতবাজার পত্রিকার একজন পত্রপ্রেরক হিন্দু শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন:—

"উত্তরে ভারতস্যাসা হিমাদ্রি র্বিন্ধ্য দক্ষিনঃ। দক্ষিণে বর্ত্ততে বিন্দুঃ সরস্বতীর্থোমনোহরঃ। এতয়োর্মধ্যভাগে যো বসতিং কুরুতে নরঃ। আদান্ত বর্ণসংযোগে হিন্দু নাম্না মহীয়তে। শুদ্ধার্য্যকুলসম্ভূতঃ শুদ্ধা চার পরায়ণঃ। ভারতে বর্ত্ততে হিন্দু বর্ণাশ্রম বিভাগশঃ। পূজনীয়ঃ সদা হিন্দুঃ সর্ব্বেষাং দ্বিপদামপি। শিক্ষকঃ সভ্যজাতীনাং মহীতল নিবাসিনাং।"

অর্থাৎ হিমাদ্রির পূর্ব্ববর্ণ হি এবং বিন্দু সরের শেষবর্ণ দু লইয়া হিন্দু হইয়াছে। অর্থ এই যে হিমাদ্রি ও বিন্দুসরের অন্তর্গতী বাসিদিগকে হিন্দু বলিয়া থাকে।

২৮এ বৈশাখ বুধবার।

বর্ণসঙ্কট করিয়া কায়া পরিত্যাগ করিবার রীতি ক্রমে ভারতবর্ষে বৃদ্ধি হইতেছে। সেদিন মান্দ্রাজ পোষ্ট আফিসের পোষ্ট মাষ্টার পত্র বাহক এবং পিয়নদিগের জন্য এক প্রকার পোষাকের বন্দোবস্ত করেন, তাহারা সকলে মিলিয়া ঐ পোষাক পরিতে অসম্মত হইয়া বলে যদি পীড়া পীড়ি করা হয় উহারা সকলে কায্য পরিত্যাগ করিবে। শেষে উহাদিগেরই জয় হইয়াছে।

কর্পূরতলার রাজা আজিও আরোগ্য হন নাই সম্প্রতি তিনি একটী জানালার উপর হইতে লাফাইয়া পড়েন, তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ আঘাত লাগিয়াছিল।

কৃষ্ণগড়ের একজন ঠাকুর শৃগাল ও কুক্কুর দষ্ট ব্যক্তিদিগকে এক আশ্চর্য্য প্রকারে আরোগ্য করিতেছেন। তিনি রোগীর প্রতি একশতটী লোষ্ট্র নিক্ষেপ করেন, তৎপরে তাহাকে সেই পল্লীর কোন জল পান করিতে এবং তৎপরে কোন বৃক্ষের জল পান করিতে নিষেধ করা হয়। আজমীর মারওয়ার রাজপুতনা প্রভৃতি স্থান হইতে শত শত লোক তাঁহার নিকটে আসিতেছে। আমরা জানি বহুদিবস গত হইল এই অঞ্চলে এক সাঁইজী আসিয়াছিলেন, পদাঘাত মুষ্টাঘাত ও চপেটাঘাত তাঁহার চিকিৎসা। শূল যক্ষ্মা কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগগ্রস্ত যত ব্যক্তি আসিত সাঁইজী ঐরূপে তাহাদের চিকিৎসা করিতেন। কৃষ্ণগড়ের ঠাকুরের চিকিৎসাও সেই সাঁইজীর ন্যায় হইয়াছে।

২৯এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

কলিকাতায়, প্রথম তিনবারের অধিকেন বিক্রয়ে এবং গত মার্চ্চ অবধি মারওয়ার অধিকেনের দুই মাসের শুল্কে ১১৮০৮০০০ টাকা উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ন্যায় দক্ষিণ আমেরিকার প্লাণ্টারেরা পাটের চাষে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। সম্প্রতি নিউওর্লিয়ান্সের জুট কোম্পানির প্রেসিডেণ্ট এম, ফ'স সাহেব ওয়াসিংটনের কৃষিবিভাগে পাঁচ প্রকার পাটের নমুনা পাঠাইয়া ছেন। ফ্রান্স বলেন এই সকল পাট ভারতবর্ষের পাটের অপেক্ষা অনেক গুণে উৎকৃষ্ট।

শুনা যাইতেছে রঙ্গপুরের জজ সেবিন সাহেব পদত্যাগের জন্য আবেদন করিয়াছেন। সেবিন সাহেব গোলযোগ দেখিয়া আসে আসে সরিবার পন্থায় আছেন।

লক্ষ্ণৌএ শঙ্খধ্বনি করাতে মুসলমানদিগের সহিত হিন্দুদিগের বড় গোলযোগ হয়। তজ্জন্য মাজিষ্ট্রেট সম্প্রতি উহার এই মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন হিন্দুরা সাত মিনিটের অধিক কাল শঙ্খ ধ্বনি করিতে পারিবে না এবং তাহাও কেবল অপরাহ্ণ ৭ ও ৮ ঘটিকার মধ্যে। শঙ্খগুলি বিক্রয় বাড়ী বাড়ি।

৩০ এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

গত সপ্তাহে মাগধালার লাড মেপিয়র কলিকাতার কুমার কালীকৃষ্ণ রায় বাহাদুরের চিতপুরস্থ বাটীতে গমন করেন, তাঁহাকে বিশেষ সমারোহের সহিত আহ্বান করা হয়।

শুনা যাইতেছে, কশীয়ার প্রাণ্ড ডিউক এলেক্সিসের সহিত আমাদিগের রাজকন্যা ভেক্টোরিয়ার বিবাহ হইবার কথা হইতেছে। এই সম্বন্ধ স্থির করা কশীয় সম্রাটের ইংলণ্ডে আসিবার অন্যতর উদ্দেশ্য।

ইংরাজেরা আজি কালি বড় যুদ্ধে লিপ্ত হইতেছেন, লুসাই যুদ্ধের ন্যায় আর একটী যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে, ভক্সারা বড় উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। আগামী শীতকালে উহাদিগের দমনার্থ সৈন্য প্রেরিত হইবে। ভক্সারা ভুটান এবং লক্ষ্মীপুরের উত্তরে পর্ব্বত প্রদেশে বাস করে।

আউড ও রোহিল খণ্ড রেলওয়ের আলী গড় লাইনে রাজঘাটে গঙ্গার উপরে যে একটী সেতু হইতেছিল উহা এক্ষণে সম্পূর্ণ হইয়াছে, উহার উপর দিয়া নিয়মিতরূপে ট্রেণ চলিতেছে।

পারস্যরা বাণিজ্য বিষয়ে ভারতবর্ষের সকল জাতিকে পরাস্ত করিয়াছে। সম্প্রতি মুরীর একজন পারসি বণিক ইয়ারখণ্ডের বাজারে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইবার সংকল্প করিয়াছেন। বাঙ্গালিরা পারসিদিগের নিকট হইতে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

রজপুতেরা ইংরাজী চিকিৎসা প্রণালীর পক্ষপাতী হইয়াছে দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট রাজপুতনায় একটী মেডিকল স্কুল স্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন।

কলিকাতার ছোট আদালত হেয়ার ষ্ট্রীটের নূতন বাটীতে উঠিয়া যাওয়াতে উক্ত আদালত ২৫ এ অবধি ৩০ এ পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। ১২ দিন বন্ধ করিবার জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা হয় কিন্তু ছয় দিন মাত্র বন্ধ হইয়াছে।

সমাজদর্পণ বলেন, পণ্ডিত অযোধ্যা প্রসাদ নামে এক দুর্বিজ্ঞ উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ত্রিহুত জেলায় ব্রাহ্মণদিগের কুসংস্কার দূরীকরণ আশয়ে তাঁহাদিগকে এই রূপ শিক্ষা দিয়াছেন যে মদ্যপান করায় কোন ধর্ম্মের হানি হয় না। তিনি স্বয়ং কুচালি ও কোরাল ব্যবহার করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহাতে জাতি গৌরব নষ্ট হয় না। ফলে এক্ষণে দুইশত ব্রাহ্মণের অধিক আজ্ঞা গ্রহণকারে রিলিফ কার্য্যে কর্ম্ম করিয়া আপন আপন ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতেছে।

৩১ এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

ঢাকায় একটী মেডিকাল স্কুল স্থাপিত হইবে। পাটনায় যে মেডিকাল স্কুল স্থাপনের কথা ছিল শুনা যাইতেছে উহা আগামী ১৫ ই জুন সোমবার খুলিবে।

বরদা কমিশন গুইকুয়াবের বিরুদ্ধে যে সকল দোষের বিষয় রিপোর্ট করিয়াছেন, সেই সকল দোষের ক্ষালন জন্য তিনি দাদা ভাই নাউরোজীকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিবার মানস করিয়াছেন।

একখানি দেশীয় সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল বোম্বাইর গবর্ণর দুষ্টা গীর প্রভৃতি আমোদেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। সার পি, ওডহাউসও বড় কোথা যান না। কি দেশীয় কি ইউরোপীয় সকলেরই অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন।

আমেরিকার ন্যায় জাপানের স্ত্রীলোক দিগেরও বিলক্ষণ উন্নতি দেখা যাইতেছে। জাপানে ৪৮ লক্ষ স্কুলোপযুক্ত বালক আছে। বহু সংখ্যক স্ত্রীলোক পুরোহিতের কার্য্য করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে যে একটী ইউরোপীয় স্ত্রীলোক আপনাকে বিধবা বলিয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এক জন পাঠানকে বিবাহ করিয়াছে, উহার একজন স্বামী বর্ত্তমান রহিয়াছে, সে উহার নামে নালীশ করিয়াছে। তার দুই ছেলের মা!! বঙ্গদেশের ঠিকাজমী আর ইউরোপীয় স্ত্রীদিগের স্বামী উভয়ই তুল্য।

আগামী ১৪ ই জুন সোমবার সেণ্ট হাউসে কলিকাতা মেডিকল কালেজের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক ও প্রশংসা পত্র দান করা হইবে। কলিকাতার লাড বিশপ সভাপতির কার্য্য করিবেন।

একজন বারিষ্টারের কলিকাতার ছোট আদালতের জজী করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

মান্দ্রাজের একটী গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারি কর্ত্তা সম্প্রতি কর্ম্মচারিদিগের প্রতি একটী কড়ি আদেশ করিয়াছেন। তিনি এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন, ঠিক সময়ের পর আপিসে আসিলে যত বিলম্ব হবে তাহার দ্বিগুণ এক এক টাকা জরিমানা দিতে হইবে। এ নিয়মে প্রথম এক মাসের বেতন হইতে কিছু কিছু দিতে আরম্ভ হইবে।

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

৭ ই জুন পর্য্যন্ত এতৎসম্বন্ধে কলিকাতার [illegible] বৃষ্টি হইয়াছে, গত ১০ বৎসরের বৃষ্টিপরিমাণের [illegible] গড়ে প্রতি বৎসর [illegible] হইয়াছে তদপেক্ষা ১৫ দিন কম। ৭ ই জুন পর্য্যন্ত বৃষ্টি সম্বন্ধে [illegible] সন্তোষকর বৃষ্টি হইয়াছে। মালদহে বেশী হয়। বর্দ্ধমান ও বীরভূমে বলিয়া রাজমহলে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। [illegible] বৃষ্টি হয় নাই, বণিকদিগের ব্যবসা বিশেষ চলিতেছে। হাজারিবাগে যথেষ্ট [illegible] হইয়াছে।

এদিগে গঙ্গার উভয় [illegible] সাধারণতঃ বৃষ্টি হইয়াছে। বৃষ্টি [illegible] মধ্যে রৌদ্র হওয়াতে কৃষকদিগের সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে [illegible] জল বৃষ্টি হইয়া [illegible] দিয়াছে। উত্তর [illegible] বারাণসীতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া অনেক উপকার করিয়াছে। ৯ ই জুন উত্তর দক্ষিণাঞ্চলে [illegible] জল হইয়া বিশেষ উপকার করিয়াছে। দক্ষিণ বিহারে এবং সাহাবাদে সুবৃষ্টি হইয়াছে, এবং যার সুবিধা হয় এবং [illegible]

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কেতুগ্রামের জমীদার বাবু রাসরঞ্জন চক্রবর্ত্তী এই দুর্ভিক্ষ সময়ে যে সৎ ব্যবহার প্রকাশ করিয়াছেন। ১৩ এ মে যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে তিনি রিলিফ কর্ম্মে ১৭৩৯ লোক নিযুক্ত করেন, অন্নছত্রে প্রতিদিন ৩১০ জন পীড়িত ব্যক্তিকে অন্নদান করেন এবং যে সকল দরিদ্র অথচ ভদ্র বংশজাত লোক অন্নছত্রে আহার করিতে অনিচ্ছু, তাহাদের মধ্যে ২৯০ জনকে প্রতিদিন চাউল বিতরণ করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের কমিশনর এই সকল সদনুষ্ঠানের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন।

হাজারিবাগ হইতে কুলিরা চাউল ক্রয় করিবার জন্য নেপালে যাইতেছে। ব্রিটিশ রাজ্যের অপেক্ষা তথায় অনেক সস্তা দরে চাউল বিক্রীত হইতেছে।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ সিঙ্গাপুরে যে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছিল, তাহা বন্ধ হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ তথায় ২০ হাজার টাকা উঠিয়াছে।

৫ ই জুন রাজসাহী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, রাজসাহীর স্থানে স্থানে এবং বাটোর উপবিভাগে লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। থানা নাটোরের অধীন কোন কোন স্থানের লোকেরা আম ও কাঁচকলা সিদ্ধ খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। সম্প্রতি একজন সুবডিবেট ডুডিসি হাল আফিসর নাটোরের ৬ মাইলের মধ্যে ৪টি পল্লী অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, একটী বিধবা ও তাহার কয়েকটী পুত্র অনাহারে কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের ঘরে আহার সামগ্রীর মধ্যে একটী মাত্র কুমড়া ছিল। নাটোরে একটি অন্নছত্র খোলা হইয়াছে।

বীরভূম হইতে এক ব্যক্তি উক্ত পত্রে লিখিয়াছেন, তথায় অনেকের অনাহারে মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। গানাটিয়া নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহার অনেকগুলি পরিবার, তাঁহার যে কিছু ধান্য সঞ্চিত ছিল তাহা নিঃশেষিত হওয়াতে [illegible] ব্রাহ্মণ পরিবারবর্গের অনাহার জনিত ক্লেশ দেখিতে না পারিয়া পল্লীর বাহিরে একটী বৃক্ষে উঠিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার চেষ্টা করে এমন সময় এক ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া চীৎকার করাতে সকলে আসিয়া পড়াতে তাঁহার জীবন রক্ষা হয়। কি শোচনীয় ঘটনা!! শ্রমজীবী লোকদিগের বড় কষ্ট নাই, পরিশ্রম দ্বারা তাহাদের এক প্রকার চলিতেছে। মধ্যবিত্ত ভদ্র শ্রেণীরাই বড় কষ্ট পাইতেছে। ইহাদিগের জন্য শীঘ্র একটী উপায় না হইলে অনেকের অনাহারে মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা।

কেও পূর্ব্ব রঙ্গিয়ার একজন দুর্ভিক্ষ প্রদেশস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গত সপ্তাহে জলপাইগুড়িতে কতকগুলি দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোক পেটের জ্বালায় এক জনের সঞ্চিত শস্য লুঠ করিবার জন্য আক্রমণ করে। ইহাতে তাহাদের দুইজন হত ও কয়েকজন আহত হয়। যখন এই ঘটনা হয় তখন চাউল টাকায় ৮ সের বিক্রয় হইতেছিল। এ সপ্তাহে বক্সা দুয়ারেও ঐরূপ ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ইহাতেও অনেকে হত ও আহত হয়।

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর পূর্ব্ব মধ্য ও দক্ষিণ জিল্লা ভ্রমণ করিয়া মুঙ্গেরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি যে সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন তাহাতে জানা যায় এই সকল স্থানে যেরূপ শস্যের প্রয়োজন বলিয়া অনুমিত হয় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক শস্যের প্রয়োজন। জাহাঙ্গীর মাজিষ্ট্রেট গডম সাহেব রিপোর্ট করিয়াছেন, ফেব্রুয়ারির শেষে মঙ্গলপুরের চতুর্দ্দিকে ভয়ানক কষ্ট আরম্ভ হয়, সে সময়ে অনেকে স্বীয় স্বীয় সন্তান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এক্ষণে মঙ্গলপুরে দুই লক্ষ লোককে সাহায্য দান করা হইতেছে এবং সীতামুড়ীতে যে চাউল সঞ্চিত ছিল তাহা মঙ্গলপুরে পাঠান হইতেছে। জিল্লাতে সাধারণ লোকের ব্যবসায়ের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই, কেবল গবর্ণমেণ্টের শস্যে তাহাদিগকে বাচাইয়া রাখিয়াছে। ১১ ই জুন সার রিচার্ড টেম্পল দিনাজপুর ও রাজসাহী বিভাগ পরিদর্শন করিতে যাইবেন।

সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটী দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগকে বস্ত্রাদি দিবার মানস করিয়াছেন।

মে মাসের শেষ সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতের বীর রেলওয়ে কোম্পানি মির্জ্জাপুরের উত্তর হইতে বিহারে ১০২৭১ টন শস্য লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতা অঞ্চল হইতে ৩৮০৩ টন মাত্র গিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান অবজার্ভর গবর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ হইলে আর তাঁহারা যেন লোকদিগকে বাচাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা না করেন। যদি শেষাবস্থায় নিতান্তই সাহায্য করিতে হয় সামান্য মাত্র সাহায্য করিবেন, কারণ এরূপ না করিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সাহায্য করিলে লোকে দুর্ভিক্ষকে ভয় করিবে না।

—:::—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৮ ই জুন। বশোহরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট বাবু বরদা দাস বসু কিছু দিনের জন্য উক্ত বিভাগের সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

এক তবলিউ জে, রিস প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে উন্নীত হইলেন।

ই, এম কার্কউড দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে উন্নীত হইলেন, কিন্তু আপাততঃ প্রথম শ্রেণীতে প্রাক্তন নিযুক্ত কার্য্য করিবেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রাক্তন নিযুক্ত হইবেন।

এচ, মোসলি।

এ, উইল্‌সন।

ই, ই কলভেল।

এফ, জে, জি, কাবেল,।

জে, এফ, গ্রাডবরি।

ই, এচ, [illegible]

নিম্নলিখিত আফিসরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতাভিষিক্ত হইলেন

সি. ডি, সি উইকীয়ার।

জে, ই, বি, জেফি।

জে, কিলিহার।

সি, এম, করি।

জে, সি, কিসি।

পি, মোলান।

৯ ই জুন। জে ষ্টুইর্ড কিছু দিবের জন্য রাজসাহীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পশ্চাল্লিখিত বিভাগের ক্লিরিক্ষ আফিসর হইলেন।

জি, জে নিকোলাস— দিনাজপুর।

ডবলিউ এ, মিডহাম—জলপাইগুড়ি।

৮ ই জুন। আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় বহিরগলের চিকিৎসা ভার পাইবেন।

রিবস টমসন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৯ ই মে। লক্ষীপুর নীলকুঠির ম্যানেজর জে ও বি সিলিস মানভূমে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১ লা জুন। নিম্নলিখিত আফিসরেরা ফৌজদারী প্রক্রিয়ার ২২২ ধারার উল্লিখিত অপরাধ সকলের সমানার বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

গোয়ালন্দের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এস আর রকেট।

এটিয়া উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, এস, রিলি।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, জে কেজার।

মুন্সীগঞ্জের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়।

৮ ই জুন। নিম্নলিখিত আফসরেরা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রিহট্টের অন্তর্গত হুসলী সার্কেলের ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী সায়দ মহম্মদ মোসিন।

হোসেনপুর সার্কেলের ডেপুটি কালেক্টর বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়।

রায় বহাদুর বহু বিধি বর্দ্ধোহরের সব [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন

বক্সারের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু ইন্দ্রবি ধারী সিংহ।

মতিহারির সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু বজ্রেশ্বর সিংহ

৯ ই জুন। ষ্টে. জে মবে সি. এস ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশের মধ্যে একজন অষ্টিসজর নিযুক্ত হইলেন।

হুঁচুড়ার সরকারী কমিশনর ডবলিউ ও. এ বেকেট প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের এবং জলপাইগুড়ির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট জজের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা যাহারা সিবিল আফিসর হইয়াছেন প্রথম শ্রেণীর মা জিষ্ট্রেটের এবং ফৌজদারী প্রক্রিয়ার ২২২ ধারায় উল্লিখিত অপরাধ সকলের সমরবিধি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

জি, জে, নিকোলাস দিনাজপুর।

ডবলিউ এ, লেডহাম—জলপাইগুড়ি।

রিবস টমসন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটারি

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৮ ই জুন। যে মেইল ১৫ ই মে কলিকাতা হইতে এবং ১৮ ই যে বোম্বাই হইতে যায় তাহা অদ্য প্রাতঃকালে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ১৫৮০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে

লণ্ডন ১০ ই জুন। মে মাসে গ্রেট ব্রিটেন হইতে ২১ কোটি টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হয়। উক্ত মাসে ২৮ কোটি টাকার বিদেশ দ্রব্য আমদানী হইয়াছে।

সোলাপুরের প্রিন্স বাড়া বাহের সম্বন্ধীয় চিক্ কোরেজে খোলা হইয়াছে

আরাগনে ডন আলফন্সের অধীনে আট হাজার কালিই পরাজিত হইয়াছে।

আমাদিগের মনমনসিংহস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

এ প্রদেশে এবার যে পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে রপ্তানি না হইলে দুর্ভিক্ষের কোন আশঙ্কাই ছিল না, কিন্তু এখন বস্তুতঃ দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়াতে চাউল অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি মন করা ৩ টাকা মূল্য স্থানে ৫ টাকা দিতে চাহিলেও সহজে চাউল পাওয়া যাইতেছে না, এই রূপ সমগ্র প্রদেশে চাউলের এতাদৃক অভাব হইয়াছে, যে অনেকেরই একদিন অন্তর পাঁচোয়াদি কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। বাজারে মহাজনের গৃহে চাউল নাই বলিলেও হয়, যাহার ঘরে যে কিছু পরিমাণ চাউল সঞ্চিত আছে তাহা তাহারা পাইবার আশা নাই, সুতরাং কেহ কেহ বলপূর্ব্বক অপরের সঞ্চিত ধান্য চাউল হরণ করিয়া কোন প্রকারে দিনযাপন করিতেছে।

সেদিন অপর দেশীয় কতক গুলি চাউল পূর্ণ নৌকা ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়া যাইতেছিল, এমন সময় এদেশীয় কতকগুলি মহাজন সেই নৌকায় উঠিয়া চাউল ক্রয় করণার্থ অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু দুরাত্মারা কোনক্রমে চাউল বিক্রয় করিতে অসম্মত হওয়ায় তাহারা বিষম মনোযোগ হইয়া অবশেষে অতিরিক্ত জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট উক্ত নৌকাস্থ ধান্য প্রকাশ করিলে উপযুক্ত মহাশয় তত্ত্ব নিমিত্তে মহাজনদিগকে চাউল বিক্রয় করিতে আদেশ প্রদান করিলে তাহারা একেবারে অত্যাকার করণান্তর অপর দেশে যাইতেছিল ইত্যবসরে ৩৪ তিন শত লোক একত্রীভূত হইয়া বল প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদের সমুদায় সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছে। সকলের অদৃষ্ট বড়ো বেশুন বাটীতেও এইরূপ একটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে, জেলার মাজিষ্ট্রেট ও পোলিস এই দুঃখের কথা শুনিয়া আসামী দিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন সত্য কিন্তু বিচারে তাহাদের কোন শাস্তি হবে না এরূপ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, কারণ তাহারা পেটের জ্বালায় উক্ত রূপ অন্যায় আচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

আমরা বিশেষ রূপ জানিয়াছি এদেশে দুর্ভিক্ষের আর বাকী নাই, যে দিকে যাই সেই দিকে "হা অন্ন" "হা অন্ন" এই শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশিত হয়। দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট এবং স্থানীয় অধী

দার গণ যদি শীঘ্র কোন উপায় অবলম্বন না করেন তাহা হইলে বহুসংখ্যক লোককে অকালে কালকবলে পতিত হইতে হইবে। এ পর্য্যন্ত এ প্রদেশে কাহারও অন্নাভাবে মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু আজি কালি যেরূপ চাউল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় শীঘ্র অনেককে মরিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় জমিদারগণ দুঃখী দিগের জন্য অন্ন বস্ত্র প্রভৃতির জন্য স্থানে স্থানে অন্নছত্র না খুলিলে তাহাদের আর উপায় নাই।

আমাদের জজ সাহেব মনকরা ৩ টাকা হিসাবে চাউল বিক্রয় করিতে আদেশ করিয়াছেন, ইহার অতিরিক্ত মূল্যে কেহ চাউল বিক্রয় করিলে তাহাকে শাস্তি পাইতে হইবে। এই নিয়মটি সম্পূর্ণ আমাদের মনোনীত হইয়াছে বটে কিন্তু অধিকাংশ লোকের এদরে চাউল বিক্রয় করিতে অসম্মত হওয়ায় সর্ব্ব সাধারণকে চাউলের অভাবে যার পর নাই কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। যাহাতে সকলে চাউল পাইতে পারে তদুপায় বিধান করাই তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য।

গত পূর্ব্ব বর্ষে মধ্যে মধ্যে যে পরিমাণে বৃষ্টি হইতেছিল এক্ষণে তদনুরূপ বৃষ্টি না হওয়াতে রবিশস্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। সূর্য্যের উত্তাপে আউ ধানের গাছ সমুদায় মরিয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি এবং তদানুষঙ্গিক দেশের দুরবস্থার একশেষ হইবে।

এ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানেই বসন্ত ও ওলাউঠায় অনেক লোকের মৃত্যু হইতেছে। বিশেষতঃ আমাদপুর ওলাউঠায় ও সিমলাগড়ের অন্তর্গত কাঁকুরাগাছীটীতে বসন্ত রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

১৯ এ বৈশাখ
১২৮১

আমাদের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

বিগত রাত্রে বনয়ারী আবাদে এক ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া যায়। যে গৃহে দুষ্টমতি দস্যুদের দুরভিসন্ধি সাধনের স্থল হয়, তাহা একজন কাটোয়া বাসী মহাজনের অধিকারভুক্ত। এই গৃহে নানা বিধ দ্রব্যের ব্যবসায় চলিয়া থাকে। সুতরাং নানাবিধ দ্রব্য ভিন্ন অনেক নগদ টাকা থাকিবারও সম্ভাবনা। সদাশয়েরেরা প্রায় রাত্রি একটার সময় গৃহ আক্রমণ করে। যে যে কর্ম্মচারী গৃহ মধ্যে নিদ্রিত ছিল, তাহারা দৃঢ় রূপে রজ্জু বদ্ধ হয়। কেবল এক জন মাত্র কর্ম্মচারী অতি কৌশলপূর্ব্বক তাহাদের কঠোর হস্ত হইতে এড়াইয়া আইসে। তাহারই চীৎকারে লোক জাগরিত হয়। বনয়ারী আবাদ রাজসংসারে যে কয়েক জন পাঠান রক্ষি প্রহরী রূপে নিযোজিত আছে, তাহারা নিঃশঙ্কচিত্তে দস্যুদের প্রতি প্রধাবিত হয় বলিয়া তাহাদের দুষ্ট প্রবৃত্তির সমাক চরিতার্থতা সাধিত হইতে পায় নাই। তবে লাভ লোকের কোলাহলে ত্রাসিত হইয়া দস্যুরা কিছু লইয়া যাইতে সাহসী হয় নাই, তবে কয়েক জন লোককে ভয়ানক রূপে আহত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিয়াছে। এ স্থলে আর একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করিতেছি যে স্থানে এই লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হয়, তথা হইতে পুলিস ষ্টেসন এক মাইলের বড় অধিক হইবে না।

১। সম্প্রতি কামালপুরের জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান একটী পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করাইতেছিলেন। বহু মৃত্তিকা পুষ্করিণী হইতে উত্তোলিত হইলে একটী দেবমূর্ত্তির কিয়দংশ সাধারণের নয়নগোচর হয়। তখন সকলে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া বিশেষ আগ্রহসহকারে খনন কার্য্য চালায়, পরিশেষে একটী সম্পূর্ণ মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পুকুরবাসী আপন ধর্ম্মের জয় উদ্‌ঘোষিত করণ অতি সাবধানে মন্দিরের এক স্থানে উচ্ছিষ্ট দ্রব্য প্রক্ষেপ করেন। চমৎকারের বিষয় এই সেই রাত্রে মিঞা সাহেবের মুখ হইতে অকস্মাৎ প্রবল বেগে শোণিত বহির্গত হয়। এমন কি তখন তাঁহার জীবন লইয়া কাড়া কাড়ি পড়ে। সেই অবধি পুকুরের কার্য্য বন্ধ আছে। মিঞা ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতেছেন। কলে এই বিষয় লইয়া জেলায় হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কামালপুর বীরভূমের প্রধান স্থান সিউড়ির অতি নিকট।

৩। রাইপুরের জন্য আমরা বরাবর চীৎকার করিয়াছিলাম। এতদিনে আমাদের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য তথায় আরম্ভ হইল। গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি সে দিকে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সকল শ্রেণীর লোকেরই এক এক রূপ উপায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই রূপ ব্যবস্থা যদি আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে, তবে রাইপুরের অধিবাসীরা এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইবে।

৪। বীরভূমের সকল স্থানে এপর্য্যন্ত সুচারুরূপে বৃষ্টিপাত হয় নাই। কৃষি কার্য্য স্থানে স্থানে বন্ধ রহিয়াছে। এ বারে আবার আমাদের অদৃষ্টে কি লেখা আছে বলা যায় না। গবর্ণমেণ্টের সমস্ত মনোযোগ রাস্তার দিকেই সংযত থাকিল। মাঠের পুকুরগুলির সংস্কার জন্য আমরা পুনঃ পুনঃ প্রস্তাব করিলাম, সে দিকে তাঁহাদের মনোযোগ কিছুতেই আকৃষ্ট হইল না।

৬ ই জুন
১৮৭৪

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

ইলছোবা মোওলাই গ্রামের
অন্নকষ্ট অলকষ্ট
মারীভয়।

বর্ত্তমান বর্ষের দুর্ভিক্ষকল্প জন্য দেশে বিদেশে চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে ও হইতেছে, গবর্ণমেণ্টও প্রভূত ধনাগার সহকারে অজস্র অর্থ বিতরণ করিয়া অন্নকষ্টাপন্ন ব্যক্তিবর্গের ক্লেশ দূর করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি রাজসাহী ডিভিজনের সুযোগ্য কমিসনর মহোদয় সাহেব [illegible] কার্য্যের জন্য [illegible]

তাঁহার অধিকার মধ্যে বোধ হয় এরূপ গ্রাম নাই যেখানকার দরিদ্র অধিবাসীরা গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য না পাইতেছে। অন্যান্য ডিবিজনের কমিশনরেরা কিরূপ কার্য্য করিতেছেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না, কিন্তু হুগলী জেলার রিলিফ কার্য্য দেখিয়া আমরা দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ উক্ত জেলার একটী গ্রামের নামোল্লেখ করিতেছি তৎপাঠেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে ঐ জেলায় রিলিফের কার্য্য কিরূপ হইতেছে। ঐ গ্রামের নাম ইলছোবা, ইহা থানা পাণ্ডুয়ার অন্তর্গত এবং নিজ হুগলী হইতে ১৩ মাইল মাত্র উত্তরে অবস্থিত। এই দুর্ভিক্ষোপলক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের খলাসি ষ্টেষণ হইতে কালনা পর্য্যন্ত যাইবার নিমিত্ত একটী রাস্তা করিবার জন্য এই গ্রামস্থ এবং সন্নিহিত গ্রামস্থ লোকেরা চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমরাও এজন্য এক বার সোমপ্রকাশে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। তাহা করিলে ঐ রাস্তার উত্তর পার্শ্ব বর্ত্তী গ্রামস্থ শ্রমজীবী লোকদিগের এক প্রকার অন্ন সংস্থান হইত কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। এক্ষণে এই সকল গ্রামের শ্রমজীবী লোকদিগের এবং অনাথ নিঃসম্বল ভদ্রসন্তানদিগের যে কিরূপ অন্নকষ্ট হইয়াছে তাহা বর্ণনীয় নহে। গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তা ব্যক্তিরা এদেশের ধনবান লোকেরা যে অর্থ বিতরণ করিতেছেন এই সকল গ্রামের দুর্ভাগ্য প্রজারা কি তাহা পাইবার যোগ্য নহে? আমরা জানি ইলছোবা গ্রামের এক প্রাণীও এই বিপদের সময়ে গবর্ণমেণ্ট হইতে একটী পয়সাও সাহায্য প্রাপ্ত হয় নাই, অথচ এস্থানের দরিদ্র লোকদিগের কোন দিন উপায়ের সংস্থান হইতেছে কোন দিন হইতেছে না কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহাদের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। পাণ্ডুয়ার পুলিস হইতে এই মাত্র এক বিজ্ঞাপন গিয়াছে যে গ্রামে যদি কাহারও অন্নাভাবাদি হয় তবে চৌকীদার প্রভৃতি যেন থানায় গিয়া সংবাদ দেয়। এবিজ্ঞাপনে কোন ফল হয় নাই। চৌকীদারেরা এরূপ বুদ্ধিমান ও বিবেচক লোক নহে যে তাহারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবে। রাজসাহী ডিবিজনে যেরূপ হইতেছে সেইরূপ যদি কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী গ্রামে গ্রামে যাইয়া গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগের নিকট সংবাদ সংগ্রহ করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারেন যে গ্রামে কত লোকের অন্নাভাব হইতেছে।

অন্নকষ্টের কথা ঐ পর্য্যন্ত। জলকষ্টে হওয়া বিচিত্র নয়; গ্রাম মধ্যে ২।১ টী ভিন্ন পুষ্করিণী প্রায় সকল পুকুরই শুষ্ক ও বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এই পুকুরগুলিও বহু বহু লোক কর্ত্তৃক নানারূপ নিকৃষ্ট ব্যবহৃত হওয়ায় কর্দ্দমাক্ত ও দূষিত হইয়া গিয়াছে। সেই মাত্র দূষিত জল ব্যবহার করায় ঘোর লাল ওলাউঠো গ্রামে ওলাউঠা রোগের ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। মধ্যে ২।৩ দিন অল্প অল্প বৃষ্টি হইলেও কিছুতেই পীড়ার সমাক্ নিবারণ হইতেছে না। উক্ত পীড়া জন্য ঐ দুই গ্রামের বিস্তর লোক মারা পড়িয়াছে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের প্রতি আমাদের বিনয় বচনে প্রার্থনা তাঁহারা ইল ছোবা গ্রাম মধ্যে একটী বিস্তৃত কার্য্য আরম্ভ করিয়া অন্নকষ্টপ্রপীড়িতদিগের কষ্ট দূর করুন এবং অবিলম্বে ঔষধ সমেত একজন ডাক্তার প্রেরণ করিয়া দুর্জ্জন রোগাক্রান্তদিগের জীবনদান দিয়া প্রজা রক্ষা করুন, কিছু দিন ঐরূপ অবস্থায় থাকিলে গ্রামের কি দুরবস্থা হইবে তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হয়।

ইলছোবা
১৪ ইষ্টব্রাষ্ট }

মহাশয়। দুর্ভিক্ষের অগ্নিশিখা চারি দিকে প্রজ্বলিত হইতেছে। লোকে অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। অসামালিনী বঙ্গভূমির দুরবস্থা দেখিয়া পৃথিবীস্থ অন্যান্য সুসভ্যজাতিগণ দয়ার্দ্র হৃদয়ে চাঁদা তুলিতেছেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মণ ভগিনী বঙ্গভূমির দুঃখে দুঃখী হইয়া স্নেহ হৃদয়ে হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন। অনেক মহোদয় এদেশের উপকারার্থে তুলিতেছেন। এমন সময় ক্রোশাধিক দূরে স্থিত এই ভারতভূমির জন্য ইউরোপীয় সুসভ্য জাতিগণ অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা বর্ণসঙ্কর, শাসন, রূপ, অবয়ব প্রভৃতি সকল প্রকারে বিভিন্ন হইয়াও আমরা তাঁহাদের স্বজাতীয় হইতে পারি। বিশেষতঃ শস্যশালিনী বঙ্গভূমি পায় অনেক দেশকে স্বীয় ঐশ্বর্য্য দ্বারা পালিত করিয়া আজি নিজে আপনি হীন হইলেন, এই জন্য বিদেশীয়দিগের অনুকম্পা উদ্রিক্ত হইয়াছে। একজন ইউরোপীয় বন্ধু আমাকে লিখিয়াছেন। "ভারতবর্ষের মনে এত দিনে শক্তি অধিক তর কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, সেখানে দুর্ভিক্ষ, ইহা অপেক্ষা আর আক্ষেপের ও আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে"।

দেশেতেও অনেকে অনুকম্পা হৃদয়ে অগ্রসর হইয়াছেন। এই প্রকৃত দানের সময় এই দয়ার সময়, এই অনেশানুরাগিতা প্রকাশের সময় এবং ইহাই বলিতে হইবে এই উচ্চ উপাধি সম্পন্নদিগের ও উচ্চ পদাভিষিক্তদিগের স্বদেশীয়দিগের পূরণের সময়। এই সময়ে টাকা খরচ করিয়া অনেকে রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি কিনিবেন। যাহা হউক যে উদ্দেশে হউক ধনবান লোকের চিত্তসাধনে অর্থ ব্যয় করিলে যদি কেহ এরূপে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন আমরা তাহার বিরোধী নহি।

সম্প্রতি বর্দ্ধমানের মহারাজা সাহায্য এবং দুর্ভিক্ষ অনেক মহৎ সুকীর্ত্তির প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। ১০০০০ টাকা চাঁদা দান বাতীত বর্দ্ধমান, বৈদ্যবাটী, কালনা প্রভৃতি অনেক স্থানে অন্নসত্র স্থাপন করিয়াছেন এবং বৎসমূহের তত্ত্বাবধারণের জন্য নিজ ব্রাহ্মণ্য বাবু [illegible] প্রেরণ করিয়াছেন। অন্নসত্র সমূহে প্রতি দিন প্রায় ১০০ শত মাইল হইতে, আটা লবণ প্রভৃতি সংগৃহীত হইতেছে। দুর্ভিক্ষ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যতদূর মনোযোগী মহারাজ বাহাদুর ততদূর মনোযোগী। শ্রীযুক্ত লেপ্টেনণ্ট

লক্ষ্য অবলোকন করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন। ইহাতে তিনি এবারে আর মহারাজকে সেলাম দেওয়াইবেন না।

কিন্তু সকলে একরূপে বলিতেছে, তিনি নিজ আমলা ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের প্রতি নিতান্ত রূঢ় ভাব ধারণ করিয়াছেন। শুনা যায়, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ১০ টাকার অধিক বেতনের চাকরদিগের ২ টাকা করিয়া বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে মহারাজকে অনুরোধ করিয়াছেন। সে বিষয়ে কিছুই করা হয় নাই এবং সকলেরই বেতন কর্ত্তন জরিমানা দ্বারা প্রবৃত্ত হইতেছে। এই অসময়ে মহারাজের তাবেদারের উপর কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করা উচিত। কিছু দিনের মধ্যে বেতন কর্ত্তন ও জরিমানা দ্বারা প্রায় ৩০০। ৪০০ টাকা আদায় হইয়াছে। কর্ম্মচারীগণ অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন যে হয় ত মহারাজ চাঁদার প্রদত্ত টাকা তাহাদের বেতন হইতে উঠাইয়া লইবেন। যাহা হউক, মহারাজের এ সময়ে আর তাহাদের উপর নির্দ্দয় হওয়া উচিত নয়। প্রার্থনা করি মহারাজ এবিষয়ে মনোযোগী হইবেন। অনাহারী দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভিক্ষুকেরা যেরূপ দয়ার পাত্র মহারাজের সম্বন্ধে ইহারাও তদ্রূপ দয়ার্হ।

বর্দ্ধমান ১ লা জুন ১৮৭৪ } নিতান্তানুগত শ্রীপরেশনাথ চৌধুরী।

—:০:—

কলিকাতা। সে দিবসকার মিরারে দেখিলাম, ঠাকুর আধ্যাত্ম তওয়া নরাধিপ মুবরাজ চারিটী বিদ্যা কণ্ঠস্থ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এই বিদ্যা উপার্জ্জনে যে চারি জন রমণী মনোনীত করিয়াছেন, তন্মধ্যে বর্দ্ধমান রাজ চতুর্থা অন্তর্নিবিষ্ট আছেন। ভাল, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এ বর্দ্ধমান কোথায়? আমাদের বোধ হইতেছে, বর্দ্ধমান নামে পশ্চিম অঞ্চলে একটী স্বতন্ত্র স্থান থাকিবে, সেই স্থানের অধিরাজ দুহিতা যুবরাজের প্রণয়পাত্রী হইয়া থাকিবেন। আমাদের বর্দ্ধমান পরিণয়ে কোন সংস্রব থাকিতে পারে না। আমরা জানি, বিরাজ রাজাদুরের একটী মাত্র কন্যা আছে। তিনি বৈধব্য দশায় কালযাপন করিতেছেন। মহাশয়! আমরা মফস্বলবাসী, আমাদিগকে এ সম্বন্ধে নানা জনের নানা কথা শুনিতে হইতেছে, আমাদের অনুরোধ, আপনি এবিষয়টীর পরিষ্কার মীমাংসা করিয়া দিন।

৪ ই জুন ১৮৭৪ } একজন মফস্বল বাসী।

—:০:—

[illegible] নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ৫ ই জুন

ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাসির নীচে মোহানায়	১০	
তথা হইতে গুরপুর	২	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	২	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	২	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	২	১
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৯ মাইলের মধ্যে	২	১

সন ১৮৭৪ সালের ৮ ই জুন বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	৩	

বহরমপুর ৮ ই জুন ১৮৭৪ } টি, বেটী, সি, ই, প্রতিনিধি এক্জিকিউটিব কমিশনর। নদীয়া বিভাগ তিনজন।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ কোঙর রোসড়া ৫।০

" রসময় দাস—ভায়মণ্ড হারবর ৫।০

" অম্বদা প্রসাদ দে চৌধুরী শ্রীরামপুর ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১২, ষাণ্মাসিক ৬।০ টাকা। ছয় মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, ড্রাফ্ট, হুণ্ডী, রসীদ টিকিট, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না মূল্য নিঃশেষিত হইবার পত্রে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও ডাকঘর নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপুর সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙড়িপোতার শ্রীযুক্ত রামকানাই বিদ্যাভূষণের বাটীতে [illegible] প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৩১ সংখ্যা।

" ন্যায়তঃ প্রজানিধিনায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা
সন ১২৮১। ৯ ই আষাঢ়। ইং ১৮৭৪। ২২ এ জুন।
মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ইষ্টারন্ বেঙ্গল রেলওয়ে।

আগামী ১ লা জুলাই অবধি যে পর্য্যন্ত না অন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত গাইটবাধা নয় এরূপ পাটের যে বিশেষ ভাড়ার নিয়ম ছিল তাহা রহিত হইল। ঐ পাট দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মাইলে প্রতিমণ অর্দ্ধ পাইয়ের হিসাবে লইয়া যাওয়া হইবে।

শিয়ালদহ টার্ম্মিনস ১ লা জুন ১৮৭৪ } ফ্রাঙ্কলিন ওয়েব্ব এজেণ্ট

কল্পাক্ষ তৈল।

শিরঃপীড়ার মহৌষধ।

মানসিক পরিশ্রম, কঠিন চিন্তা, অথবা অন্য যে কোন কারণে উক্ত পীড়া উৎপন্ন হয় এই ঔষধ সেবনে তাহার নিশ্চয় আরোগ্য লাভ হইবেক।

মূল্য প্রত্যেক শিশি ১ এক টাকা।

অম্ল রোগের পরমৌষধ।

বক্ষঃস্থল জ্বলন বা আহারের অন্তে বমন যে কোন প্রকার অম্ল রোগ ঘটিত ব্যামোহ এই ঔষধ সেবনে অল্প সময়ে একেবারে আরোগ্য হইবে।

মূল্য প্রত্যেক শিশি ১ এক টাকা মাত্র। উক্ত ঔষধ পটলডাঙ্গায় রামকান্ত মিস্ত্রির লেনে ১১ নং ভবনে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

বৃহন্ন্যস্ত তরণী তার্য্যা প্রকাশ।

উক্ত পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি কলিকা৹। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে অথবা ১১৫ নং চোরবাগান ডিস্‌পেন্সরিতে আমার নিকট পাইতে পারিবেন। মূল্য ।৵০ ডাক মাশুল /০ আনা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সাহা।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

" জেলা মানভূমের অন্তর্গত রঘুনাথপুর শিআগের দুর্ভিক্ষ কমিটীর সাহায্যে রঘুনাথপুরস্থ তন্তুবায় তাঁতিগণ কমিটীর নিকট হইতে সূতা লইয়া তন্তুর কাপড় ও থান প্রস্তুত করিতেছে। যাঁহার তন্তুর কাপড় ও থান আবশ্যক হইবেক আমার নিকটে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।"

১৫ ই মে ১৮৭৪ } শ্রীকৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রঘুনাথপুর দুর্ভিক্ষ কমিটীর সভাপতি

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্ এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গ্‌

মূল্য—ডাকমাশুল।

ন্যুমোনিস অর্থাৎ রোগ বিচার	৬	৷৹
চিকিৎসা দর্পণ বাৎসরিক	৬	৹
ধাত্রী শিক্ষা	২	।/৹
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা	৷৹	/৹
কুইনাইন প্রয়োগ	/১৹	/৹
শরীর পালন	।/৹	/৹

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত

প্রাক্‌টীস অব মেডিসিন	১৮	১৵০
এনাটমি	৪৷৹	।/
মাতৃশিক্ষা	২	৷৹

ডাক্তার হরিনারায়ণ কৃত বালচিকিৎসা ৫ ৷৵০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহটেল।

স্বর্ণলতা নাটক।

বাগবাজার ষ্ট্রীট ৩৫ নং ক্যালকাটা পুস্তকালয়ে, দূত আপিসে, সংস্কৃত ডিপজিটরিতে, এবং গরাণহাটা ৩১৫ নং নেপাল চন্দ্র মিত্রের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ ডাকমাশুল /০।

ঐ চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

হেমুয়াকাশীর চিকিৎসালয়ের সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু ৺ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃত—

১। বালচিকিৎসা। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য মূল্য ৫ টাকার পরিবর্ত্তে ৪৷০ টাকা অবধারিত করা হইল। ডাকমাশুল ৵।

২। ব্যবস্থামালা (ডাং গুডিফ্, ট্যামার প্রভৃতির প্রেস্‌ক্রিপসান) মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল ৵০।

৩। গয়া শ্রাদ্ধবিধি—যন্ত্রস্থ। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুহিতৈষী কলিকাতা।

ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মিত্র প্রণীত (কৌতুকতরঙ্গিণী) নামক পুস্তকখানি আমি সম্পূর্ণ রূপ সংশোধন করিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার বালকী প্রস্তুত করিবার নিয়মাবলী ইহাতে সন্নিবেশিত করতঃ পুনর্মুদ্রিত করিলাম। মূল্য ১ টাকা।

পদ্যাবলী ১ ম ভাগ নামক পুস্তক প্রকাশিত হইল, ইহাতে বালক বালিকাগণের শিক্ষোপযোগী কয়েকটী হিতোপদেশ পূর্ণ পদ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে, মূল্য ৵ আনা।

যাহাতে বালক বালিকাদিগের অতি সহজে বর্ণপরিচয় বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, সেই উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্যাদর্পণ ১ ম ভাগ বর্ণপরিচয় এবং বিদ্যাদর্পণ ২ য় ভাগ বর্ণপরিচয় নামক পুস্তক দ্বয় প্রকাশিত করিলাম, ইহাতে অতি সহজ ভাষায় লিখিত কয়েকটী গল্পও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ৵ এবং ৵৫। পুস্তকব্যবসায়ীদিগকে শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবেক। ঐ সকল পুস্তক সোমপ্রকাশ চীনা বাজার এবং নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাইতে পারিবেন।

জেনরল লাইব্রেরি ১১৮ নং চিৎপুররোড শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন সেন প্রণীত "ঐতিহাসিক রহস্য" প্রথমভাগ প্রস্তুত হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১/০ সতর আনা মাত্র।

সাহিত্য কুসুম।

উপরিউক্ত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০, ডাকমাশুল ৵০ ষাণ্মাসিক ডাকমাশুল সমেত ৵০। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৵০। প্রার্থনেচ্ছু মহাশয়েরা কুমার্লি বুবোদয় যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট পত্রাদি পাঠাইবেন।

খণ্ড ৵০ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।
শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বর্ণীয়গণ পটারি ওয়ার্ক।

যদিকাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ষ্টেজ বা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্কশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেকিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ষ্টেজ বা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।
কলিকাতা
৭ নং ষ্ট্রেচিজস ষ্ট্রীট } বরদ এণ্ড কোং।

—০—

মদ্রচিত "নির্দ্দোষিতার বিলাপ" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বর্দ্ধমান ব্রাহ্মণ এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ ১৮৭৪ সাল } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

সুশ্রুত।

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা পটলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি

ষ্ট্যোম্যাকিক এলিকসার ও পাইডার
অর্থাৎ পাচক অরীষ্ট ও চূর্ণ;

অজীর্ণ আম ও রক্তাতিসার গ্রহণী প্রবাহিকা রোগের অব্যর্থ ঔষধি বার'বার পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, এবং নিম্নের কতিপয় পত্রের উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইবেক। মূল্য ১২ পুরিয়া ৷৵ আনা হইতে ৸ আনা।

১২ মাত্রা বিশিষ্ট এক শিশি ৷ আনা হইতে ১৷০।

কলিকাতা ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্তের প্রেরিত।

"প্রায় তিন মাস হইল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সঙ্কট রক্তাতিসার রোগে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময় বিনাশক চূর্ণ ২ দিন ব্যবহার করিয়া এবং তৎপরে ক্রমে ২ শিশি উদরাময় নাশক এলিকসার সেবন করিয়া উত্তম আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি আমার কনিষ্ঠ পুত্র অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় পীড়ায় পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময় নাশক মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।"

ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীনাথ সেন কবিরঞ্জনের প্রেরিত।

"আমার ভাগিনের শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাসের ঘোর রক্তাতিসার হইয়াছিল, আপনাদিগের ষ্টমক পাচক অরীষ্ট নামক ঔষধ সেবন করিয়া তাহার অতি অল্পকালের মধ্যে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।"

কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের ভ্যাকসিনেসন অর্থাৎ টীকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং আসিষ্টাণ্ট সারজন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র দত্তের প্রেরিত পত্রের অনুবাদ।

"কালিঘাটের শ্রীযুক্ত বাবু রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিশয় পীড়ায় যেরূপ

পীড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আরোগ্য পক্ষে আমার সম্পূর্ণ সংশয় ছিল। ফলতঃ তাঁহার পীড়ার প্রতীকারে আপনাদিগের হোমোপাথিক এলিকনারের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

বি, এল, ঘোষ এণ্ড কোং
সুবরঞ্জন মেডিকেল হল,
ভবানীপুর কলিকাতা।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমি বহুব্যয়ে ও অধ্যবসায়ে পুরাতন ও নূতন আমাশয় রক্তামাশয় শুষ্ক পেটের পীড়া গ্রহণী ও সূতিকা এবং আমজ সূত্রে হস্ত পদাদি শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৌষধ স্থির করিয়াছি। ইহা দ্বারা ১০।১৫ টী রোগীর বহুদিবসের গ্রহণী ও রক্তামাশয় এক মাসের মধ্যে উত্তমরূপে আরোগ্য করিয়াছি। উক্ত পীড়াক্রান্ত কোন রোগী আমার নিকট আসিলে বাক্‌স বিবেচনায় দাম দিয়া ঔষধ লওয়া যাইবে। এই ঔষধ সাধারণে জানিবার জন্য আমাকে পুরস্কার প্রদান করিলে সকলের গোচর করিয়া দিতে পারি। বিদেশীয় কোন ব্যক্তি এই পীড়াক্রান্ত হইয়া আমাকে পত্র লিখিলে ৩৷০ আনা ডাকমাশুল পাঠাইলে ব্যবস্থা সহিত ঔষধ পাঠাইতে পারি, আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে পুরস্কার প্রদান করিবেন।

জিলা নদীয়া
গোবরডাঙ্গা
২২ এ ফাল্গুন
১২৮০ সাল

শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন
ডাক্তার।

" মনিটর "।

আগামী জুলাই মাসের প্রথম শনিবার অবধি " মনিটর " নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইবে। ইহাতে রাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব এবং সংবাদ সন্নিবেশিত থাকিবে। দেশীয় সমাজের উন্নতি চেষ্টা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য এবং প্রজা সাধারণ ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করা হইবে। সকল শ্রেণীর লোকের সুবিধার জন্য ইহার এইরূপ মূল্য স্থির করা গেল—

কলিকাতায় বার্ষিক ৩ টাকা
মফস্বলে " ৪ "

পত্র খানি রয়াল ৮ পেজির এক ফর্ম্মা হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট পত্রাদি লিখিতে হইবে।

নূতন সংস্কৃত প্রেস
কলিকাতা ২০এ জুন
১৮৭৪

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ

---

১৪ পরগণার অন্তর্গত অনরপুরের ৺ প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের বিস্তৃত অট্টালিকা নিম্নলিখিত করারে পত্তনি দেওয়া যাইবে।

১ ম—সমুদায় অংশ এক লাটে অথবা ভিন্ন ভিন্ন ডিহি পৃথকরূপে পত্তনি দেওয়া হইবে।

২ য়—প্রত্যেক ডিহির অপর পার্শ্বেস্থিত টাকা মুনাফা লেখা আছে, জমীদারেরা তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন, যদি ঐ পরিত্যক্ত মুনাফার উপযুক্ত ক্রয় মূল্য প্রাপ্ত হন এবং অতিরিক্ত মুনাফার জন্য সেলামী দিতে হইবে, উৎ। জমীদারদিগের খাজনা স্বরূপ থাকিবে, যেমন বন্দোবস্ত করা হয়

৩ য়—ক্রয় মূল্য এবং সেলামীর জন্য আগামী ১৫ ই জুলাই দিবসে অথবা তাহার পূর্ব্বে এটর্ণি বাবু দীননাথ বসু অথবা কলিকাতা সিমলা ২০ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীটে বাবু কালীনাথ বিশ্বাসের নিকট আবেদন করিতে হইবে, সেই খানে লেখা পড়া হইবে।

৪ র্থ—যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিবেন তাঁহারই আবেদন গ্রাহ্য হইবে।

৫ ম—আবেদন গ্রাহ্য হইলে উক্ত বাবু দীননাথ বসু মহাশয় আবেদন গ্রাহ্য হইবে তাহা কে গ্রাহ্য হইল বলিয়া বোধ দিবেন এবং উক্ত আবেদনকারীর বাটীতে ঐ মোটিস লটকাইয়া দিলেই তাহা ঠিক হইল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৬ ষ্ঠ—আবেদন গ্রাহ্য হইলে যাহাদিগের আবেদন গ্রাহ্য হইল তাহাদিগকে উক্ত নোটিসের দিবস অবধি ১৫ পনর দিনের মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব আবেদনের সমুদায় টাকা এমন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে দিতে হইবে যাহার ঐ টাকা লইবার ক্ষমতা থাকিবে।

৭ ম—ক্রয় মূল্য দেওয়া হইলে পর জমীদারেরা পত্তনিদারদিগের খরচায় পাট্টা লিখিয়া দিবেন, জমীদারদিগের এটর্ণি ঐ পাট্টা অনুমোদন করিলে পর পত্তনিদারেরা স্ব স্ব ব্যয়ে কালেক্টরিতে নিজ নিজ পত্তনির পৃথকরূপে রেজিষ্টরি করিতে পারিবেন।

৮ ম—পত্তনির পাট্টায় নিম্নলিখিত রূপ করার সকল থাকিবে—

(১ ম) ১২ বারটী মাসিক সমান কিস্তিতে খাজনা দিতে হইবে। প্রতি কিস্তি মাসের প্রথম দিবসে দিতে হইবে, এবং এই খাজনা প্রত্যেক জমীদারের অংশ মত পৃথক রূপে এমন ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিদিগকে দিতে হইবে যাহা কর্ত্তব্য হইলে তাঁহারা সকলে মিলিয়া ঐ খাজনা লইবার জন্য মনোনীত করেন। (২ য়) জমীদারদিগের দ্বারা বা অন্য রূপে এক্ষণে এই সম্পত্তি সম্বন্ধে যত বার দেওয়া হইতেছে অথবা ইহার পর দিতে হইবে পত্তনিদারদিগকে সে সমুদায় দিতে হইবে। (৩) নির্দ্দিষ্ট দিবসে যথা ক্রমে ঐ খাজনা ও বাব না দিলে বার্ষিক শত করা ১২ টাকার হিসাবে ঐ খেলাপি টাকার সুদ ধরা হইবে এবং সুদ সমেত ঐ খাজনা খেলাপ হইবা মাত্র অথবা ১৮১৯ সালের ৮ আইনের মর্ম্ম অনুসারে আদায় করা হইবে। (৪ র্থ) এক্ষণে যে জমা আছে পত্তনিদারেরা তাহার কম জমায় পত্তনি মহাল কিম্বা তাহার কোন অংশ দরপত্তনি দিতে পারিবেন না। (৫ ম) পত্তনিদারেরা তাহার যাবতীয় জমী প্রভৃতির অধিক জমা বন্দী করিতে পারিবেন।

৯ ম—ঐ সম্পত্তির আর পরপৃষ্ঠে লিখিত হইল। পূর্ব্বোক্ত ক্রয় মূল্য এবং সেলামি টাকা জমা দিবার পর তিন মাসের মধ্যে পত্তনি দিবেন। ঐ আর লিখিত জমীদারদিগের নায়েব বাটীতে মুকাবালা করিতে পারিবেন। এই সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পর কম আর বলিয়া, বে নামে উত্থাপন করিলে তাহা শুনা হইবে না, কম আয় এই শুকবে, কিন্তু এর কণ্ট্রাক্ট ভঙ্গ হইবে না।

১০ ম—এক্ষণে মহালে যে বাকী খাজনা পড়িয়া আছে পত্তনিদারেরা তাহা নিজ ব্যয়ে আদায় করিতে পারিবেন এ জন্য জমীদারের কর্ম্মচারী ১ জন পাইক ১০ দশ টাকা কমিসন দিবেন।

জমীদারীর ভিতরের কোন বাগান পুষ্করিণী কিম্বা কোন ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর এবং খরিদা জমা এই পত্তনির অন্তর্গত হইবে না। এই সকলের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত করা হইবে।

স্থিতি ও যোগাযোগ													
নাম।	যেই কালের টাকা।		আদায়ী তহবিল পড়তা টাকা।		বাকী কালের টাকা।		মোট আদায় টাকা।		মকদ্দমার সরঞ্জামী খরচ টাকা।		বাকী থাকনা টাকা।		মুকদ্দমে টাকা।
বহরাই	৩৫৪৮/৩	৩৫৪৮/৩	১৮৩০৮৮	১৮৩০৮৮	৫১০৪/১৭	৫১০৪/১৭	৪০৬১৭	৪০৬১৭	২১০	২১০	৮৮৯৪/১৩৫	৮৮৯৪/১৩৫	২০০০
চন্দ্রপুর	৩৫৪৮/৩	৩৫৪৮/৩	১৮৩০৮৮	১৮৩০৮৮	৫১০৪/১৭	৫১০৪/১৭	৪০৬১৭	৪০৬১৭	২১০	২১০	৮৮৯৪/১৩৫	৮৮৯৪/১৩৫	২০০০
ভারা	৩৫৪৮/৩	৩৫৪৮/৩	১৮৩০৮৮	১৮৩০৮৮	৫১০৪/১৭	৫১০৪/১৭	৪০৬১৭	৪০৬১৭	২১০	২১০	৮৮৯৪/১৩৫	৮৮৯৪/১৩৫	২০০০
ডগ্‌ডুগি	৩৫৪৮/৩	৩৫৪৮/৩	১৮৩০৮৮	১৮৩০৮৮	৫১০৪/১৭	৫১০৪/১৭	৪০৬১৭	৪০৬১৭	২১০	২১০	৮৮৯৪/১৩৫	৮৮৯৪/১৩৫	২০০০
কোজরা	৩৫৪৮/৩	৩৫৪৮/৩	১৮৩০৮৮	১৮৩০৮৮	৫১০৪/১৭	৫১০৪/১৭	৪০৬১৭	৪০৬১৭	২১০	২১০	৮৮৯৪/১৩৫	৮৮৯৪/১৩৫	২০০০
গোবেলা	৩৫৪৮/৩	৩৫৪৮/৩	১৮৩০৮৮	১৮৩০৮৮	৫১০৪/১৭	৫১০৪/১৭	৪০৬১৭	৪০৬১৭	২১০	২১০	৮৮৯৪/১৩৫	৮৮৯৪/১৩৫	২০০০
গোরাতা	৩৫৪৮/৩	৩৫৪৮/৩	১৮৩০৮৮	১৮৩০৮৮	৫১০৪/১৭	৫১০৪/১৭	৪০৬১৭	৪০৬১৭	২১০	২১০	৮৮৯৪/১৩৫	৮৮৯৪/১৩৫	২০০০
মাদ্রাজপট্টম	৩৫৪৮/৩	৩৫৪৮/৩	১৮৩০৮৮	১৮৩০৮৮	৫১০৪/১৭	৫১০৪/১৭	৪০৬১৭	৪০৬১৭	২১০	২১০	৮৮৯৪/১৩৫	৮৮৯৪/১৩৫	২০০০
হরাতী	৩৫৪৮/৩	৩৫৪৮/৩	১৮৩০৮৮	১৮৩০৮৮	৫১০৪/১৭	৫১০৪/১৭	৪০৬১৭	৪০৬১৭	২১০	২১০	৮৮৯৪/১৩৫	৮৮৯৪/১৩৫	২০০০
হুজুর	৩৫৪৮/৩	৩৫৪৮/৩	১৮৩০৮৮	১৮৩০৮৮	৫১০৪/১৭	৫১০৪/১৭	৪০৬১৭	৪০৬১৭	২১০	২১০	৮৮৯৪/১৩৫	৮৮৯৪/১৩৫	২০০০
হিন্দুপুর	৩৫৪৮/৩	৩৫৪৮/৩	১৮৩০৮৮	১৮৩০৮৮	৫১০৪/১৭	৫১০৪/১৭	৪০৬১৭	৪০৬১৭	২১০	২১০	৮৮৯৪/১৩৫	৮৮৯৪/১৩৫	২০০০
হাসপুর	৩৫৪৮/৩	৩৫৪৮/৩	১৮৩০৮৮	১৮৩০৮৮	৫১০৪/১৭	৫১০৪/১৭	৪০৬১৭	৪০৬১৭	২১০	২১০	৮৮৯৪/১৩৫	৮৮৯৪/১৩৫	২০০০
হরিহরপাড়া	৩৫৪৮/৩	৩৫৪৮/৩	১৮৩০৮৮	১৮৩০৮৮	৫১০৪/১৭	৫১০৪/১৭	৪০৬১৭	৪০৬১৭	২১০	২১০	৮৮৯৪/১৩৫	৮৮৯৪/১৩৫	২০০০

সোমপ্রকাশ।

১ ই আষাঢ় সোমবার।

ভাবী দুর্ভিক্ষ।

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ব্যয় হইতেছে ইহা দেখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মনে একটী চিন্তার উদয় হইয়া থাকে। সেটী এই, ভারতবর্ষে ত দুর্ভিক্ষের অপ্রতুল নাই কিন্তু একটী দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে যখন এত অর্থ ব্যয় ও এত চিন্তা তখন এইরূপ গুটীকত দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে হইলে ত ইংলণ্ডের পক্ষে ভার বহন শাসন করা দুষ্কর হইবে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই প্রশ্ন করিয়া থাকেন ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় কি? ইংলিসম্যান বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে কতকগুলি লোক কমিলে বেহারের শস্য অপেক্ষা প্রজার সংখ্যা কমিয়া যাইত সুতরাং ভবিষ্যতে আর দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থাকিত না। কিন্তু সার জর্জ্জ কাম্বেল ও তত নির্দ্দয়ক হস্তক্ষেপ করিয়া প্রকৃতিকে নিজের বশ্যার উন্নতি করিতে দিলেন না। সার সিসিল বীডন কয়েক সহস্র প্রাণীর মৃত্যু দেখিয়াছিলেন বটে কিন্তু রাজস্বের এত অপব্যয় হয় নাই এবং উড়িষ্যাতে ভবিষ্যতে আর দুর্ভিক্ষ ঘটিবার আশঙ্কা নাই। কারণ উৎপাদিত শস্য অপেক্ষা জন সংখ্যা অল্প হইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যখন প্রাণরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইলেন তখন জনসংখ্যা অপেক্ষা শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধির কোন উপায় করা উচিত।

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি ইংলিসম্যানের এই নীরস কথাগুলি আমাদের ভাল লাগে না। ভবিষ্যত বিপদ নিবারণের কথা ভবিষ্যতে, বর্ত্তমান বিপদের সময় লক্ষ টাকা দিয়াও এক প্রাণী রক্ষা করা উচিত, ইংলিসম্যান ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা প্রভৃতি যে সকল উপায়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করা মন্দ নহে। এবং ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য তাহা করা নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু তাহা বলিয়া বর্ত্তমান প্রজাদিগের প্রাণরক্ষা করা কোন মতে যুক্তিবিরুদ্ধ বোধ হয় না।

আমরা কয়েকবার যে প্রস্তাব করিয়াছি তাহাই আমাদের অধিক যুক্তি সঙ্গত বোধ হয়। প্রথমতঃ খাল কেনাল প্রভৃতি খনন করিয়া জলসিঞ্চনের উপায় বিধান করা এবং তদ্দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয়তঃ এমিগ্রেশন দ্বারা কতক সংখ্যক প্রজাকে স্থানান্তর করা। তৃতীয়তঃ কয়েক বৎসর ধরিয়া এই প্রদেশে কতকগুলি পবলিকওয়ার্ক আরম্ভ করিয়া এদেশের প্রজাদিগের মজুরির মূল্যবৃদ্ধি করা এবং তাহাদের অশন বসনের চাল কিছু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া। বাস্তবিক যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই প্রদেশের প্রজারা যে অতি যৎসামান্যরূপ আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে তাহাই উহাদের সকল অনর্থের মূল সেই কারণেই ইহারা বিবাহ করিতে উৎসাহিত হয় এবং সেই কারণেই বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। অশন বসনের চাল বাড়িয়া গেলে তাহাদিগকে বিবাহ প্রভৃতি সাবধান হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। সুতরাং এত প্রজাবৃদ্ধি হইবার পথ থাকিবে না। ফল কথা এই, এই উপায়গুলি পরে কর্ত্তব্য, আপাততঃ যে কোন প্রকারে হউক, সেই দরিদ্রদিগের প্রাণ রক্ষা করা উচিত।

স্বর্ণ শৃঙ্খল খুলিয়া লৌহ শৃঙ্খল পরাও।

সকলেই বলেন, কাম্বেল সাহেব আইন অপেক্ষা স্বেচ্ছাচার ভালবাসিতেন এবং তিনি নিজেই তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য কি? তাহা নির্ণয় করা কঠিন। আপাততঃ ত ইহাকে প্রজাদিগের স্বাধীনতার অত্যন্ত বিরোধী বলিয়া বোধ হয়, তিনি বোধ হয় বিবেচনা করিতেন যে অধীন ও অনভ্য জাতিদিগকে আবার আইন কিম্বা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুসারে শাসন করা কি? সেরূপ শাসন প্রণালীর কার্য্য করিবার সামর্থ্য যাহাদের নাই তাহাদের চক্ষে আইনবদ্ধ হইয়া শাসন করা দুর্ব্বলতার চিহ্ন মাত্র। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট আর ভয় কিম্বা শ্রদ্ধার পদার্থ থাকে না। তাহাদের জানা উচিত যে রাজাদিগের ইচ্ছাই তাহাদের আইন।

এই ভ্রান্ত সংস্কারের অধীন হইয়াই সার জর্জ্জ কাম্বেল সকল বিষয়ে আইন অপেক্ষা স্বেচ্ছাচারের ব্যবস্থা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। জেলার মাজিষ্ট্রেটকে প্রকারান্তরে জেলার কর্ত্তা কর্ত্তা করা তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু আসামে এই ভাব যেরূপ সুপ্রকাশিত হইয়াছে এরূপ আর কুত্রাপি হয় নাই। পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই জানেন যে আসাম একটী স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রদেশরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইহার শাসনের ভার একজন চিফ কমিশনর এবং চব্বিশটি কমিশনর ডেপুটী কমিশনর ও আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই পঁচিশ জনের মধ্যে প্রায় তিন টারি ডিপার্টমেণ্টের লোক। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ তিন জন মাত্র সিবিলিয়ান ডিপার্টমেণ্টের লোক। এত অধিক পরিমাণে মিলিটারি ডিপার্টমেণ্টের লোক নিযুক্ত করার অর্থ কি? স্বর্ণ শৃঙ্খল খুলিয়া লৌহ শৃঙ্খল পরান কি ইহার উদ্দেশ্য?

মিলিটারি লোকেরা সচরাচর উগ্র ও [illegible]

আইন চতুষ্টয়ের যাঁহারা কার্য্য করিয়া ... তাঁহাদের কতদূর প্রভুত্বপ্রিয়তা ... তাহা পাঠকগণ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। নূতন শাসন কর্ত্তাদিগের হস্তে আসাম বাসি... বোধ হয় কঠোরতর শাসন প্রণালীর মধ্যে বাস করিতে হইবে। ত... বঙ্গের কিঞ্চিৎও সুখ্যাতি আছে।

এ সম্বন্ধে আর একটী কথা আছে। এতগুলি কর্ম্মচারির মধ্যে দুইটী মাত্র সিবিলিয়ান গ্রহণ করা হইল কেন? ক্রমেই ত সিবিলিয়ানদিগের দল বৃদ্ধি হইতেছে। বঙ্গদেশে তাঁহাদের সংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা অতি অল্প হইয়া উঠিয়াছে। আসামের ন্যায় একটী নূতন প্রদেশে তাঁহাদের মধ্যে অনেককে নিযুক্ত করা যাইত এইরূপ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দেশই সিবিলিয়ানদিগের বুদ্ধি বিদ্যা বিকশিত হইবার উপযুক্ত স্থল। অনেকে বলিয়া থাকেন পূর্ব্ব কালের সিবিলিয়ানেরা নিয়মাবলি দ্বারা এতদূর বদ্ধ ছিলেন না; সুতরাং আপনাদের শক্তি প্রকাশ করিবার অবসর পাইতেন, এক্ষণকার সিবিলিয়ানেরা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য প্রণালী দ্বারা এতদূর নিয়মিত যে তাঁহারা কলের পুতুলের প্রায় হইয়া পড়িয়াছেন। এই প্রবাদ যদি সত্য হয় নূতন আসাম প্রদেশ তাহার পরীক্ষা করিবার প্রধান স্থল। আইন বহির্ভূত প্রদেশে নিয়মের সেরূপ টানাটানি থাকে না সুতরাং তাঁহারা অনায়াসে নিজের বুদ্ধি বিদ্যা প্রকাশ করিতে পারেন। সিবিলিয়ানদিগকে এই অধিকার হইতে কেন বঞ্চিত করা হইল আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের বিবেচনায় যাহাদের হস্তে পরে গুরুতর শাসন কার্য্যের ভার পড়িবার সম্ভাবনা তাঁহাদিগকে এই ক্ষেত্রে পূর্ব্বে নিযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিয়া লওয়া উচিত।

গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের রিপোর্টে বিশ্বাস করা যায় কি না?

দেশের সকল স্থানের প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের সংগৃহীত রিপোর্ট ভিন্ন জানিবার উপায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক সংখ্যা শস্য ও ভূমি প্রভৃতির অবস্থা নির্দ্ধারণ করা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট নিজের কর্ম্ম চারিদিগের দ্বারাই এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের মফস্বলের কর্ম্মচারিরা কিরূপে এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করেন যাহারা তাহা জানেন তাহারা বলেন, কর্ম্মচারিদিগের রিপোর্টের ন্যায় অবিশ্বাস্য আর কিছুই নাই। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সভ্য সমাজে এই সকল সংবাদের ন্যায় প্রয়োজনীয় পদার্থ অতি অল্পই আছে; ইহাদের সাহায্যেই রাজনীতির কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া থাকে। সুতরাং এই সংবাদগুলির যাথার্থ্য বিষয়ে ত্রুটী থাকিলে রাজপুরুষদিগকে অনেক সময় অনেক ভ্রমে পতিত হইতে হয়।

উদাহরণ স্বরূপ বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের ঔদাসীন্য নিবন্ধন এবারে নিরর্থক কত সময় ও অর্থ ব্যয় হইয়াছে। গত ভাদ্র মাসে অসময়ে বর্ষার বিরাম হইল, এবার বিরামমাত্র সার জর্জ্জ কাম্বেলের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, ভয়ের সঞ্চার হইবামাত্র তিনি নিম্নতম কর্ম্মচারিদিগকে শস্যাদির অবস্থা বিষয়ে রিপোর্ট করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা হয় ত কোন চাষাকে পথে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন হে! এই যে বৃষ্টি বন্ধ হইল ইহাতে কি শস্যের ক্ষতি হইবে?" একে চাষা তাহাতে প্রশ্নকর্ত্তা হাকিম সুতরাং সে ব্যক্তি বলিল "আর যায়।" কর্ম্মচারি হয় ত শস্যের ক্ষেত্র হইতে একটী ধানের শিষ তুলিয়া লইলেন এবং অপর এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহার কয় আনা শস্য পাইবার সম্ভাবনা?" সে ব্যক্তি প্রশ্নকর্ত্তা হাকিমের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "খোদাবন্দ! দুই আনা কি চারি আনা" তিনি কাছারিতে ফিরিয়া আসিয়া লিখিলেন চারি আনা শস্য হইবার সম্ভাবনা।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম তাহা একজন কার্য্যদক্ষ ও বিবেকবান কর্ম্মচারিই করিয়া থাকেন; তদ্ভিন্ন বিবেকহীন শত শত ব্যক্তি কাছারি হইতে এক পদ না চলিয়াই খাস যোগে সমুদায় অবস্থা অবগত হন এবং নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া সমুদায় বিবরণ লিখিয়া পাঠান। তাঁহারা ঔদাসীন্য ও অলসভাবে যে কথা লিখিয়া পাঠাইলেন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর প্রকৃত প্রস্তাবে তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তার সংযোগে সংবাদ সিমলায় গমন করিল, লর্ড নর্থব্রুক সকল কার্য্য রাখিয়া চিন্তাশূন্য হইতে অবতীর্ণ হইলেন, একেবারে দেশ ভয় ও আশঙ্কাতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু সপ্তাহে সপ্তাহে কর্ম্মচারিদিগের প্রেরিত রিপোর্টগুলি ভ্রমপূর্ণ ও বিশ্বাসের অযোগ্য বোধ হইতে লাগিল এবং গবর্ণমেণ্টও সেই পরিমাণে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িতে লাগিলেন। যদি আবিয়া দেখা যায় নিম্নতন কর্ম্মচারিদিগের এই অসাবধানতাই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সমুদায় বিবাদের মূল। বলাবলি এই কারণেই, সার জর্জ্জ কাম্বেল ও লর্ড নর্থব্রুকের বিবাদ এই কারণেই, ইংলিসমান ও ফ্রেণ্ডঅব ইণ্ডিয়ার বিবাদ এই কারণেই। আমরা একটী মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলাম কিন্তু অপরাপর প্রায় সমুদায়

রূপ ঔদাসীন্য। গবর্ণমেণ্ট দেশের গোমেষাদির অবস্থার বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলেন, তদনুসারে নিম্নতম কর্ম্মচারিদিকে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া লিখিতে বলিলেন; কর্ম্মচারি প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া কেরাণীকে তাহার এলাকার মধ্যে গোমেষাদির সংখ্যা কত বলিয়া দিলেন। এইরূপে তাঁহারা প্রায় সকল সংবাদই দৈবশক্তি প্রভাবে জ্ঞান পরায়ণ হইয়াই বলিয়া দেন। পাঠকগণ বিবেচনা করুন এরূপ অবস্থায় সেই সকল কর্ম্মচারিদিগের প্রেরিত রিপোর্ট কিম্বা সংবাদ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোন কর্ম্ম করিতে পারেন কি না? অথচ রাজনীতি সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গবর্ণমেণ্ট সংবাদগুলি নিতান্ত আবশ্যক হয়। অতএব আমরা দেশ বক্তা এই যে গবর্ণমেণ্ট যদি আপনার কার্য্য ভার গ্রস্ত কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা ঐ সকল সংবাদ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা না করিয়া ঐ সকল কার্য্যে এক একজন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত করেন এবং প্রকৃত অবস্থা গোচর করিতে পারিলে কোন প্রকার পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বাবু রামশঙ্কর সেনের রিপোর্ট ও বাবু হেমচন্দ্র কবের পাট সংক্রান্ত রিপোর্টের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দুই জন সুদক্ষ কর্ম্মচারি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহাতে কেনা সন্তুষ্ট হইয়াছেন? জন সংখ্যা গোমেষাদির অবস্থা প্রভৃতি অপরাপর জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ সংগ্রহের ভার এই রূপ এক এক ব্যক্তির প্রতি অর্পণ করিলে কি অধিক লাভের আশা নাই?

—:০:—

কতকগুলি রাজপুরুষের বিপরীত সংস্কার।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোকের মুখে সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়, সাহেবেরা বাঙ্গালিদিগের উপরে বড় চটা। তাঁহারা তাহার এই কারণ নির্দ্দেশ করেন, ইংরাজেরা গর্ব্বিত জাতি, তাঁহারা খোসামোদ বড় ভালবাসেন, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কি মুসলমান কি হিন্দু সকলেই যেমন হুজুর ও খোদাবন্দ বলিয়া সাহেবদিগকে সেলামের উপর সেলাম করেন, বাঙ্গালিরা সেরূপ করেন না। প্রত্যুত সমকক্ষবৎ ব্যবহার করিতে যান, সাহেবেরা একটু অন্যায় করিলে তখনি মুখের উপরে বলিয়া বসেন, স্বজাতির প্রতি একটু পক্ষপাত করিলে তখনি তাহার প্রতিবাদ করেন, বাঙ্গালি সাধারণের কোন অনিষ্ট ঘটনা হইলে তখনি তাহার প্রতীকার চেষ্টা পান, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল বাসিদিগের ন্যায় মুখ মুদ্রিত করিয়া সহ্য করিয়া থাকেন না। ফলতঃ সাহেবেরা বাঙ্গালিদিগের জ্বালায় বিষম বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন। এই কারণেই তাঁহারা বাঙ্গালিদিগের উপরে বড় বিরক্ত। সাহেবদিগের সিদ্ধান্ত এই বাঙ্গালিদিগের অধিক ইংরাজী শিক্ষাই এই অনর্থের মূল। এই কারণে অনেকের ইচ্ছা ও চেষ্টা এই, ভারতবর্ষে অধিক ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া না হয়। এক্ষণে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা বন্ধ হয়, তাহাও অনেকের অনভীষ্ট নয়।

কি আশ্চর্য্য! বাঙ্গালিরা প্রাণপণে ইংরাজী শিখিয়া যে সমস্ত সদ্গুণ লাভ করিলেন, তাহা অনর্থ বলিয়া পরিগণিত হইল? অনাদরে প্রতিবাদ করা দোষ মোদ না করা কি অনর্থ হইল? অহঙ্কারের কি মহিমা!! যদি এগুলি দোষ হইল, তবে গুণ কি? ন্যায়পরতা ও তেজস্বিতা কাহার নাম? ইংরাজ জাতির সকলের নিকটে কি ন্যায়পরতা ও তেজস্বিতার গৌরব নাই? যাহা হউক আমরা কতকগুলি রাজপুরুষের বিপরীত সংস্কার দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। পরাধীন দেশের দশাই প্রায় এইরূপ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতির আধিপত্য লাভ হইলে এ দেশীয়দিগকে লেখা পড়া শিখান উচিত হয় না এই মত স্থির হইয়া কতকদিন বৃথা অতিবাহিত হয়। তাহার পর যখন লেখা পড়া শিখান উচিত বলিয়া অবধারিত হইল, তখন এই প্রশ্ন উত্থিত হইল, কোন্ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য? ইহাতে সাহেব ইংরাজীর পক্ষপাতী হইলেন। তাঁহার মতেই কার্য্য আরম্ভ হইল তিনিই যথার্থ দূরদর্শী ছিলেন ইংরাজী বিনা রাজা ও প্রজা উভয়ের মঙ্গল সম্ভাবনা নাই এটী তিনিই বুঝিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দুর্ভাগ্য হেতু কতকগুলি রাজপুরুষের এক্ষণে আবার ঐ মতের বিপরীত সংস্কার জন্মিয়াছে। এদেশীয়দিগের ইংরাজী শিক্ষা ইহাদিগের চক্ষুঃশূল হইয়াছে। তবে আহ্লাদের বিষয় এই জগদীশ্বর সকল রাজপুরুষকে এ দুর্ম্মতি দেন না। যদি কোন রাজপুরুষ একান্ত দুরাগ্রহ গ্রস্ত হন, ঈশ্বর তাঁহাকে অদ্ভুত উপায় দ্বারা অন্তর্হিত করেন:

অতিশয় ক্ষোভের বিষয় এই যাঁহারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যথার্থ মিত্র, উন্নতিশীল রাজপুরুষেরা তাঁহাদিগকেই শত্রুজ্ঞান করিতেছেন। আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি এদেশের যাঁহারা ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হইয়াছেন, তাঁহারাই গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত ভক্ত; তাঁহাদিগের ভক্তি বিচলিত হওয়া নহে। তাঁহারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের গুণজ্ঞ ও গুণপক্ষপাতী হইয়াছেন

বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট উন্মূলিত হইলে [illegible] একটী গবর্ণমেণ্ট হওয়া [illegible], তাঁহারা তাহা বুঝিয়াছেন। তাঁহারা যে ধর্ম্মান্ধতা নিবন্ধন পূর্ব্বাপর কি ঘটনা শুনা হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ হইবেন সে সম্ভাবনা নাই। ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে তাঁহাদিগের ধর্ম্মান্ধতা দূরগত হইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা ধর্ম্মান্ধ ও অজ্ঞ তাহাদিগের ভক্তির উপরে নির্ভর করা যায় না। ধর্ম্মান্ধতা প্রবল হইলে অথবা কুলোকের কুহকে পড়িলে তাহারা অনায়াসে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ হইতে পারে। তাহাদিগের দূর দর্শিতা নাই এবং পরিণাম বিবেচনা করিবার ক্ষমতা নাই। কিসে কি হয় সে বিবেচনা না করিয়াই তাহারা সকল সময় সকল কাজেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কোন গবর্ণমেণ্ট কেমন তাহাদিগের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। গবর্ণমেণ্ট কি উদ্দেশে কি কাজ করেন, তাহারা তাহা বুঝিতে পারে না। তাহাদিগের হইতেই গড্ডালিকা প্রবাহ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু যাহাদিগের মার্জ্জিত বিদ্যা আছে, তাহারা মেকলের ন্যায় একজনকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হন না। তাহারা অগ্রে বিবেচনা করিয়া থাকে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিতে গেলে সুতরাং গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ হওয়া ঘটিয়া উঠে না।

এস্থলে উল্লিখিত রাজপুরুষগণকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল। কৃতবিদ্য বাঙ্গালিরা খোসামোদ করেন না বলিয়া কি তাঁহারা এত চটিয়া লেন? যাহারা চাটুকার তাহারা যে অসার তাঁহারা কি তাহা বুঝেন না? বাঙ্গালিরা লেখা পড়া শিখিয়া যদি অসারতার পরিচয় দেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের লেখাপড়া শিখিয়া কি লাভ হইল? তবে যে কৃতবিদ্য বহুসংখ্যক চিত্ত শিষ্টাচার না করেন, তিনি নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। শিষ্টাচারে আর চাটুক্তিতে বহু বৈলক্ষণ্য আছে। চাটুকারদিগের আশয় বিশুদ্ধ নয়। তাহাদিগের চাটু বচন বচনায় আপাততঃ মনোরঞ্জন হয় বটে। কিন্তু পরিণামে তাহাদিগের হইতে অনিষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। কৃতবিদ্য বাঙ্গালিরা রাজপুরুষদিগের অন্যায় ও পক্ষপাত দেখিলেই যে তাহার প্রতিবাদ করেন, এবং গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের দোষ দেখিলেই যে তাহার সংশোধন চেষ্টা পান তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহাদিগের যে আন্তরিকতার আছে তাহাই কি সপ্রমাণ হইতেছে না? যাহাকে ভালবাসা যায় তাহারই দোষ সংশোধনার্থ সবিশেষ ব্যগ্রতা জন্মিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দোষ ও উৎকৃষ্ট হইলে তাহারই যে কেবল সুখী হয় এরূপ নয় গবর্ণমেণ্টেরও চিরস্থায়ী হইবার [illegible]। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট [illegible] বিদ্যা বাঙ্গালিদিগের [illegible]। এই নিমিত্তই তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের দোষ সংশোধনার্থ এত ব্যগ্র। কিন্তু রাজপুরুষেরা যে বিপরীত ভাবেন এটী অতি শয় দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয়।

উপসংহারে বক্তব্য এই রাজপুরুষদিগের যদি সুখে রাজ্য করিবার ও প্রজাকে সুখী করিবার ইচ্ছা থাকে, অকপট চিত্তে ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচার করিয়া দিন। এক ইংরাজী শিক্ষাই প্রজার ধর্ম্মান্ধতা ও কুসংস্কার ছেদ করিবার শাণিত অস্ত্র। ভারতবর্ষ নানা ধর্ম্মাবলম্বির বাসস্থল। এখানে ধর্ম্মান্ধ ও কুসংস্কারাবিষ্ট প্রজাই অধিক। তাহাদিগকে ইংরাজীতে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে না পারিলে সুখে রাজ্য করিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল তাহাদিগের নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষা দানে কবিলে তাহাদিগের ধর্ম্মান্ধতা ও কুসংস্কার আরো দৃঢ়তর বদ্ধমূল হইয়া উঠিবে। অবসর উপস্থিত হইলে তাহারা সেই কুসংস্কারের অনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে সন্দেহ নাই। চির কাল সাঁজনের ভয় দেখাইয়া প্রজাকে শাসনে রাখিবার চেষ্টা বিষম বিড়ম্বনা। যে রাজা সে চেষ্টা পান তিনি কখন প্রজার অনুরাগভাজন হইতে পারেন না। যিনি প্রজার অনুরাগভাজন না হইলেন তাঁহার রাজশব্দ বিফল হইল।

চৌয়া ভয়।

যদি লোকের অভাব ও কষ্ট দেখিয়া দুর্ভিক্ষের পরিমাণ করিতে হয় আমরা বর্ত্তমান এ অঞ্চলে যে কতক পরিমাণে তাহা ঘটিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই. এখানে এক্ষণে দেশী চাউল ৪ টাকা মণ বিক্রী হইতেছে, বালামের দরও নিতান্ত কম নয়, ৩৷৷৩৸ সিকা মণ হইয়াছে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোক দরিদ্র, চারি টাকা মণ চাউল কিনিয়া খাওয়া তাহাদের সাধ্যায়ত্ত নয়. আমরা দেখিতে পাইতেছি অনেক দরিদ্র ভদ্র লোকের সকল দিন খাবার জুটিতেছে না। নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের যাবপর নাই কষ্ট হইয়াছে। কৃষকদিগের যাহার যাহা কিছু ধান্য সঞ্চিত ছিল ক্রমে ফুরাইয়া আসিয়াছে, যাহারা মজুরী করিয়া খায়, তাহাদেরও সকল দিন মজুরী জুটে না জুটিলেই বা কি হইবে? যাহার পাঁচ সাতটা পরিবার (দুর্ভাগ্য ক্রমে এদেশীয় দরিদ্রদিগের অন্য কোন বিষয়ে না হইলেও বংশ বৃদ্ধি বিষয়ে বিলক্ষণ উন্নতি দেখা যায়) সে মজুরী করিয়া ৶৫। ৶১০ উর্দ্ধ সংখ্যা চারি আনার পয়সা উপার্জ্জন করিবে, তাহাতে তাহার কি হইবে? সুতরাং তাহাদিগকে অনেক সময় অনাহারে থাকিতে হইতেছে। লোকের এই সকল কষ্ট নিবন্ধন আজি কালি এ অঞ্চলে বিলক্ষণ চৌয়া ভয় উপস্থিত হইয়াছে। আম কাঠাল চুরির ত কথাই নাই, গৃহস্থদিগের হাঁড়িতে ভাত রাখিয়া নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যাওয়া কঠিন হইয়াছে। প্রায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া শুনা যায় কোন না কোন গৃহস্থের হাড়ির

ভাত খাইয়া এবং পাকশালার ঘটিবাটী চাউল যাহা কিছু ছিল লইয়া গিয়াছে। সকলে সে বিষয়ে সাবধান হওয়াতে এক্ষণে লোকের ঘটিবাটী উপর তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে আজিও কোন গৃহস্থের বাটীতে সন্ধ্যা খনন করে নাই বটে কিন্তু শীঘ্র যে তাহা ঘটিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে গৃহস্থেরা রাত্রিকালে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে পারিতেছে না। চুরির প্রকৃতি দেখিয়া বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, যাহারা এইরূপ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা প্রকৃত চোর নহে, পেটের জ্বালায় তাহারা এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। এবার রীতিমত বৃষ্টি হওয়াতে আশু ধান্য যথেষ্ট জন্মিবার সম্ভাবনা কিন্তু পূজার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই কয় মাস দরিদ্রদিগের বিশেষ কষ্ট হইবে। গবর্ণমেণ্টের এই সময় হইতেই এ অঞ্চলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের জন্য যে সকল চাউল সংগ্রহ করিয়াছেন অনেক স্থানে তাহা উদ্বৃত্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও উপস্থিত হইয়াছে, বর্ষিয়া। ভাল বন্দোবস্ত না হওয়াতে তাহার অনেক নষ্ট হইয়া যাইতেছে, মশাজনেরাও পাটনা প্রভৃতি স্থানে স্থানে চাউল আমদানী করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। আমাদের উচিত গবর্ণমেণ্ট এই সময়ে এ অঞ্চলের স্থানে স্থানে এক একটী গোলা করিয়া নিতান্ত দরিদ্র এবং খাদ্য খণ্ড প্রভৃতি অসমর্থ লোককে চাউল বিতরণ এবং অপর সাধারণের জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে চাউল বিক্রয় আরম্ভ করেন। পুলিসেরও এ সময়ে একটু সাবধান হইয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

এই প্রস্তাব লিখা শেষ হইলে আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম বারুইপুরে বিলিফ কমিটীর একটী মিটিং হইয়া গিয়াছে। শিক্ষক সাহেব তাহার সভাপতি ছিলেন। এই সভাতে দরিদ্রদিগকে খানা বিতরণ করা স্থির হইয়াছে। স্ত্রী লোকেরা গৃহে বসিয়া খান আনিবে পরে সেই চাউল বিতরণ হইবে। পূর্ব্বে দেশের সর্ব্বত্র এই উপায় অবলম্বন করিলে ভাল হইত। আর একটি বিশেষ আনন্দের বিষয় এই কয়েক জন জমীদার এবিষয়ে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

কাশী।

বারাণসী বৃত্তান্ত।

আমি অনেক দিবস বারাণসীতে বাস করিলাম অনেক বিষয় অবগত হইলাম, কিন্তু সকল বিষয়ের একটি নিখুঁত বর্ণনা করিতে পারিলাম না। সে বস্তুটী এই, বারাণসী কত কালের হইল, কে প্রথমে স্থানটী মনোনীত করিল, কে বা ইহার প্রথম পত্তন করিল, বিশ্বেশ্বর প্রতিমাটী বা কে করিল, কাহার পর কোন শিবালয় প্রতিষ্ঠা হইল, এ সকল নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। আমাদিগের দেশের প্রাচীনকালের এক সংস্কার ছিল, যে বিষয় যত পুরাতন হইবে লোকে তাহাতে অধিকতর শ্রদ্ধাবান হইবে। এই সংস্কারের প্রাদুর্ভাব নবজন প্রাচীনেরা প্রায় সকল বিষয়ই অনাদিকালের বর্ণনা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা পাইয়া গিয়াছেন। এই কারণে এদেশে প্রকৃত ইতিহাসের সৃষ্টি হয় নাই বারাণসী বৃত্তান্তও [illegible] বারাণসী [illegible] বৃত্তান্ত জানের [illegible]

[illegible] কারণে কাশীর [illegible] নাম, যশ কিন্তু তাহা [illegible] [illegible] সেকি বলিতে হইবে, আমি বলিতে পারি না। বস্তুতঃ এ [illegible] ভক্ত হিন্দু দুর্গাপ্রসাদ প্রভৃতির [illegible] বোধ হয়। বোধন পূজার হইয়া [illegible] অগস্ত্য [illegible] কাশীতে [illegible] করিতে হইয়া, কিন্তু তিনি যাত্রা [illegible] হইলেন। তিনি কাশী হইতে যাত্রা করিয়া কাশীর দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দুঃখ করিতে করিতে যেমন যাইতে লাগিলেন, অত্যুচ্চ বৌদ্ধ [illegible] তাঁহার নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। এইস্থানে গ্রন্থকারের এক প্রস্তাবের কথা হইতেছে, তখনও কাশীর উন্নত অবস্থা। এ উপন্যাসগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক হয়, যদি ঐতিহাসিক বিষয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহা হইলেও কাশী বর্ণনকালের এতদ্ভিন্ন আর কিছু স্থান যায় না। দেড় শতাব্দী বৎসর হইল চীন দেশ হইতে একজন ভ্রমণকারী এদেশে আগমন করেন। তিনিও কাশীকে সমৃদ্ধিশালী দেখিয়া গিয়াছেন। কাশীর [illegible] উত্তরে [illegible] অবস্থা [illegible] [illegible] বিরাজমান ছিল। সারনাথে এক বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্ন বহির্দ্বার ও দুটী কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে এই ভগ্ন অট্টালিকার মধ্য হইতে বৌদ্ধদিগের আবাস বাটী বাহির হইয়াছে। কিন্তু কবে, বৌদ্ধদিগের [illegible] হইতেছে এ জন্য অতি একটী বৌদ্ধদিগের দেব মন্দির ছিল। এককালে সারনাথের সহিত বৌদ্ধদিগের বিলক্ষণ সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যেখানে আমাদিগের দেবতার হইতে, বৌদ্ধেরা সেখানে নিবাস অট্টালিকা গোপনে দেবালয় করিত। এ সম্বন্ধে কাশীর দেবালয়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার নিমিত্ত বৌদ্ধেরা সারনাথে দেবালয় করিয়াছিল। অনন্তর আর্য্যসম্প্রদায় উন্নতি ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় অবনতি হওয়াতে কাশী প্রবল হইল। ইহাতে এবং সারনাথের নিকটবর্ত্তী লোকেরা চটিয়া কাশীতে আগমন করে। জনশ্রুতি এইরূপ, আগে সারনাথের নিকটেই কাশী ছিল, পশ্চাৎ বর্ত্তমান স্থানে আসিয়াছে। এই জনশ্রবাদ কাশীর উৎপত্তি অনুমান সিদ্ধ করিতেছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [

অতি রমণীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেটি ওড়্যে একজন সাহায্যিক লোক ছিলেন যে বিষয়ে সংশয় নাই। স্থান মনোনীত করিবার গুণেই কলার এত সাহায্য হইয়াছে। এ বিষয়ের আন্দোলন করিবার জন্য সভা হইল।

বিবিধ সংবাদ।

৯ ই আষাঢ় সোমবার।

১৮ ই জুন বেলা ৪ টার সময়ে কলীয় ব্যাঙ্কিং-কোম্পানির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্কুলে মৃত বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের স্মরণার্থ এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে অনেক গুলি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। বাবু ভূদেবচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি এক একটী বক্তৃতা করেন। তন্মধ্যে, কালীর মুখোপাধ্যায় বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতাটি অধিকতর মিষ্ট হয়। সভাস্থলে ৩১০ তিনশত দশ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। আরো কিছু অর্থ সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনা আছে। আমাদিগের মতে সংগৃহীত অর্থ গুলি কলিকাতার মূল সভায় পাঠাইয়া দিলেই ভাল হয়।

লক্ষ্ণৌএর বিখ্যাত সিনক্লেয়ার সাহেব সেখানকার গবর্ণমেণ্টের নামে ৫০০০০০ পাঁচ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি দিয়া নালিশ করিয়াছেন। সেখানকার কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে অন্যায়পূর্ব্বক ছয়মাস কারারুদ্ধ রাখিয়াছিলেন বলিয়া ৩০০০০ হাজার টাকার দাবি করা হইয়াছে এবং সেখানকার চিফ কমিশনর অন্যায়পূর্ব্বক তাঁহাকে পাগলা গারদে বন্ধ রাখিয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামে ১০০০০ হাজার টাকার দাবি করা হইয়াছে।

আগামী শুক্রবার বৈকালে লার্ড নর্থব্রুক ফিনান্সিয়াল সাহায্য ও বর্দ্ধমানের রাজার এক দুইটি বাজার পরিদর্শন করিতে যাইবেন।

কর্ণাটের সম্রাটের এক ভ্রাতুষ্পুত্র সম্প্রতি চুরি অপরাধে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন। কিছুদিন হইল সম্রাটের ভ্রাতার ঘরে চুরি যাইতে আরম্ভ হয়। চোর দুঃসাহসী এবং ধরা কঠিন হইয়া পড়ে। এক সময়ে সম্রাটের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি পুলিসের তত্ত্বাবধারক কে ডাকিয়া এবিষয়ে অনুসন্ধান করিতে আদেশ করেন। পুলিস তত্ত্বাবধারক তদনুসারে এক দিনের মধ্যে চোর ধরিয়া [illegible] প্রকাশ পাইয়াছে যে যুবকটীর প্রেমে আসক্ত হইয়া এই কর্ম্ম করিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই ঐ যুবা পুরুষ উক্ত অপহৃত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যাহা কতকগুলি টাকা জমা দিয়াছেন। এই খানেই রাজদুহিতার পরিচয় হইয়াছে।

৩রা আষাঢ় মঙ্গলবার।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল মণিকরাও গুরুমার তাঁহার ব্রাহ্মণের বিষয় রাণীকে রাজধানী হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে আদেশ দিয়াছেন। এদিকে গবর্ণমেণ্ট গুরুমারকে পুনঃ পুনঃ ধমকাইতেছেন এবং সাবধান হইতে বলিতেছেন।

পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ের শিয়ালদহের ষ্টেসনমাষ্টার বাবু মতিলাল রায়কে যেসকল ব্যক্তি হত্যা করিয়া পলায়ন করে, তাহাদিগকে ধরিবার জন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পুলিস গেজেটে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ছাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি ডেকানের এক ব্যক্তি ডাক বাক্সে টিকিট দেওয়া একখান চিঠি ফেলিয়া দিয়া পরে ঐ চিঠির উত্তর প্রাপ্তির আশয়ে আর একখানি টিকিট ঐ বাক্সে ফেলিয়া দিয়া তথায় দাঁড়াইয়া থাকে। কিছুক্ষণের পর পোষ্ট মাষ্টার তাঁহাকে তথায় দাঁড়াইয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সমুদায় অবগত হইলেন এবং বাক্স হইতে সেই চিঠিখানি ও টিকিট খানি বাহির করিলেন এবং তাহাকে সকল বিষয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তখন সে চলিয়া গেল! এই ঘটনায় আমাদের একটী গল্প মনে পড়িল, একজন পূর্ব্বাঞ্চলবাসী বিদেশে থাকিতেন, বাটীতে শীঘ্র তাঁহার যাইবার বিশেষ প্রয়োজন হওয়াতে বাটীর লোকে তাঁহাকে ডাকে যাইবার জন্য পত্র লিখেন, তিনি পত্র পাইবামাত্র তাড়া তাড়ি গোটাকত সিদ্ধপক্ক করিয়া দুইটী পয়সা দিয়া এক খানি টিকিট কিনিয়া উহা কপালে বসাইয়া একটী পোষ্ট বাক্সের নিকটে বসিয়া রহিলেন!! অমনিরাক্রম হইলে বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। একটী বুদ্ধির কাজ করিয়াছিলেন যে বাক্সের ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন নাই।

৪ঠা আষাঢ় বুধবার।

১৮ ই মে ডেলিনিউসের বিশেষ কমিশনর দক্ষিণ ত্রিহুতের বিষয়ে এই রূপ টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন "দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণ অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, লোকের প্রকৃত অবস্থা স্থির করা যাইতেছে না বলিয়া অনাহারে অনেকের মৃত্যু ঘটনা হইয়াছে। [illegible] হইয়াছে, ত্রিহুতের উত্তর সীমা হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত এই সমুদায় স্থানের অভাব হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। দক্ষিণ ত্রিহুতের লোকদিগের অবস্থা ক্রমে মন্দ হইয়া আসিতেছে।"

গত শনিবার মেডিকল কালেজের ছাত্রদিগের পারিতোষিক বিতরণের সময় কলিকাতার বিশপ উপস্থিত ছিলেন। প্রিন্সিপাল চিবস সাহেব বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন, তাহাতে কালেজের উন্নতির বিষয় উল্লিখিত হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে সার রাজাবুর উপাধির সনদ দেওয়া হয়। আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রাজেন্দ্র চন্দ্র মিত্র সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন।

৯ ই জুন যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৬৭৯৩৯০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর ঐ সময় ৫২১৪৭০ টাকা আয় হইয়াছিল। রুক্মিণীপুর লাইনে ঐ সপ্তাহে ৫৩৫১০ টাকা আয় হয়, গত বৎসরে ঐ সময় ৩২৮২০ টাকা আয় হইয়াছিল।

কিন্দুপোট্রিয়টের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, রঙ্গপুরের দুর্ভিক্ষপীড়িত একটী ব্রাহ্মণ ১০ টাকায় তাহার চারী সন্তান বিক্রয় করিয়াছে। সন্তানগুলি অনাহারে মরিবে মা এই আশায় ব্রাহ্মণ উহাদিগকে বিক্রয় করিয়াছে। কাছাগ্রেও ঠিক এই রূপ একটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে।

নদীয়ার পোষ্টমাষ্টার ইচ্ছাপূর্ব্বক কয়েকখানি চিঠি নষ্ট করেন, এজন্য তাঁহার ১০০ একশত টাকা জরিমানা ও কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

৫ ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

দৌলতগঞ্জ নিবাসী বাবু রামনাথ বিশ্বাস আজীজন মেকারে লিখিয়াছেন, গত ১৮ ই বৈশাখ ভাজনঘাট গ্রামে একটী রজকের স্ত্রী ৫ টী পুত্র প্রসব করিয়াছে। তিন দিবসের পর একটীর মৃত্যু হইয়াছে, ৪ টী এ পর্য্যন্ত জীবিত আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, রজকের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে চারিটি সন্তান রীতিমত রক্ষা করা তাহার পক্ষে নিতান্তই কষ্টকর।

গ্রামবার্ত্তার একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সর্পোদরীর কথা গল্পে শুনা যাইত, সংপ্রতি প্রত্যক্ষ হইয়াছে। পাবনার ডাক্তার খানার জনৈক মুসলমান রোগী উপস্থিত হয়। তাহার উদর অসম্ভব স্ফীত, পিয়া

সকল স্থূল, এবং দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। সরকারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত আমীর খাঁ, উক্ত রোগীকে ঘাসের ঔষধ সেবন করান, বল বলের সহিত রোগীর উদর হইতে এক অদ্ভুত কৃমি নির্গত হয়, ঐ কীট ভয়ঙ্কর কাল বর্ণ, উহার শরীর ৩২ হাত দীর্ঘ এক বট স্থূল। বিছার ন্যায় তাহার অ নকগুলি পা। কৃমি নির্গত হওলে রোগী সুস্থতা লাভ করে। ঐ কৃমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি ছানাও নির্গত হইয়াছিল। জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা !!!

হিন্দু'ইউনিয়নে লিখিত হইয়াছে, ঢাকার উত্তর পূর্ব্বাংশে মৈমনসিংহে এক সাধু পুরুষ আসিয়া যে নানা প্রকার আমোদ করিতেছেন, আমরা পূর্ব্বেই তাহা প্রকাশ করিয়াছি, সাধু দেখার নৃত্যাদি না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। লোকটা বিলক্ষণ আমুদে, অনেক স্ত্রীলোককে সন্তান হওয়ার ঔষধ দেন। আমরা শুনি যে কোন দেউলিয়া ব্যক্তি এই সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সাধু সোণা প্রস্তুত করিয়া দিয়া তাহার সমস্ত দুঃখ দূর করিবে এরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়াছে। আমরা বলি একটু পূর্ব্বে পুলিসের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে কি ভাল হয় না? ভরসা করি পুলিস উদাসীন থাকিবেন না।

ভারত সংস্কারকে লিখিত হইয়াছে, গত ৫ ই এপ্রেল আমেরিকা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জজ এডমণ্ড সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ১৮১৯ সালে ইউনিয়নের কালেজ হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বাহির হন। ১৮২০ সালে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮৩২ সালে তথাকার রাজকীয় সভার সভ্য হন। এই সময় শ্রমজীবী লোক দের অবস্থোন্নতি জন্য অত্যন্ত যত্ন করাতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ১৮৩৯ সালে তিনি উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদিগের নিকট রাজদূত হইয়া গমন করেন। সেখানে তাহাদের ভাষা সকল শিক্ষা করিয়া দুইবৎসর পরে নিউইয়র্ক নগরে আসিয়া বাস করেন ও সেখানে কাউন্সিলের কার্য্য আরম্ভ করেন। ইহার পর তিনি জেল সকলের তত্ত্ব ধারক হন, এবং অনেক পরিমাণে উহার কার্য্য প্রণালী ও বিধিবাবির উন্নতি সাধন করেন। ১৮৪৫ সালে তিনি একজন সর্কিট জজ হন, এবং তৎপরে ১৮৫১ সালে সুপ্রিম কোর্টের জজ হন। জজ হইবার ঠিক একবৎসর পূর্ব্বে তিনি প্রেম তত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করেন। কিছুকাল আলোচনা করিয়া অনেক অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য প্রমাণ পাওয়াতে উহার সত্যতায় তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন হইল। নির্ভয়ে আট করিয়া তাঁহার বিশ্বাস ব্যক্ত করাতে চতুর্দ্দিক হইতে গালি ও বিদ্রূপ বর্ষিত হইতে লাগিল। তিনি এই সময় তাঁহার বিশ্বাস সমর্থন করিয়া একখানি পুস্তক লিখেন। অল্পদিন পরেই তিনি বিচারকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় বিলক্ষণ দক্ষতা ও প্রতিষ্ঠার সহিত চালাইতে লাগিলেন। চিরজীবন তিনি জনসমাজে অতিশয় মান্য ছিলেন। তিনি ইউনিয়ান লিগাল সভার সভাপতি ছিলেন। ইনি দুর্ব্বিত দাস ব্যবসায় উন্মূলিত করিবার জন্য বিস্তর সাধ্যসাধনা ও অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমেরিকায় যে প্রেততত্ত্বের এত প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তাহার এক প্রধান কারণ জজ এডমণ্ড।

—"ব্রাহ্মবন্ধুর" বিজ্ঞান রহস্যের লেখক ভোলানাথ লিখিয়াছেন যে, সাধারণ "সেন্সিটিভ" নামক বৃক্ষ, ইহার পত্রে শূকরের লোমের ন্যায় পদার্থ আছে, তাহা দিয়া এক প্রকার কস্তি যুক্ত জলীয় বস্তু নির্গত হয়। বৃক্ষের পত্রে একটী কীট ছাড়িয়া দিয়া অধ্যাপক রেমট দেখিয়াছেন যে শীঘ্রই উহা পত্রস্থ আঠাতে সংলগ্ন হয়, ইহার পর ক্রমে ক্রমে উহা পত্রের নীচে নীত হইলে সমুদয় শূকর রোমবৎ পদার্থ ঐ পোকার দিকে প্রসারিত হইল, সুতরাং মধ্যস্থলে ঐ পোকার উপর অতি ঘন লোম একত্রিত হইল এবং পত্রও কিছু বক্র হইল। "ভিনস ফ্লাইট্রাপ" নামে এ জাতীয় আর এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার পত্রে কোন পোকা পড়িলেই মধ্যের শিরার দুই দিকের দুই ভাগ পৃথক পৃথক হওয়ার ন্যায় একত্রিত হয়, এবং উহা ভক্ষিত হয়। এই পত্রের এক অংশে আনিয়া তাহাতে কোন পোকা বসাইলে উহা পত্রে আবদ্ধ হয়, কিন্তু এই অংশে কোন কাষ্ঠ খণ্ড বা কৃত্রিম পোকা দিলে কিছুই হয় না। আমেরিকার এপিটি নামী কোন মহিলা এই বৃক্ষ দুই একটী ঔষধি মিশ্রিত জলে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। ৪০ মিনিট পরে ঐ বৃক্ষের পত্র সকল বন্ধকার দিকে প্রসারিত হইল, এবং কিছুকাল পরে পত্র সকল উহা দিগকে বেষ্টন করিল। তাহারা যে কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকার মধ্যে এমন নয়, প্রকাণ্ডাকৃতি প্রস্তরখণ্ড বড় বড় কাষ্ঠ খণ্ড ধৃত করে, যে পর্য্যন্ত না মরে, সেই পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখে। বড় বড় পোকা ভক্ষিত হয় না, উহারা তাহার পড়িয়া বৃক্ষ সংলগ্ন মৃত্তিকে উর্ব্বর করে, ছোট ছোট পোকা এক কালেই ভক্ষিত হয়। উক্ত মহিলা বলেন যে যখন এই সকল বৃক্ষ মাংস, অথবা কোন কঠিন বস্তু ভক্ষণ করিবে, তখন ধরিয়া ফেলিবে, যোগানোসহ ইত্যাদি আগে করিবে। ডারউইন সাহেব বলেন একটী পত্রকে ছিঁড়িলে সমুদায় পত্র অবশ হইয়া যায়।

৯ই আষাঢ় শুক্রবার।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে কিছু দিন হইল দুর্গাপুরের কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি যে অত্যাচারের বিষয় লিখিত হয়, তদ্বারা [illegible] পুত্রের কেপুলী হাজিরেই [illegible] এবং অবশিষ্ট আটজন [illegible] পঁচজনের তিন মাস [illegible] দিয়াছেন। অবশিষ্ট [illegible] থাকাতে তাহাদের [illegible] হইয়াছে।

আমাদের [illegible] ত্রিপুরা এর [illegible] আমরা এই লিখিতে করিলাম।

কপুরথলার অন্তঃপ্রস্থ রাজা যত দিন না আবেগালাভ করেন ততদিন পর্য্যন্ত জলন্ধরের কমিশনর এক কাউন্সিলের

সাহায্যে কপূরতলা রাজ্য শাসন করিবেন।

ইংলিসম্যানে দৃষ্ট হইল, বোম্বাইর গবর্ণর সার্ ফিলিপ উডহাউসকে বিলাতে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে (বোম্বাইর মুসলমান ও পারশীদিগের বিবাদ হওয়া কারণ) সার্ ফিলিপ টেম্পল তথায় যাইতেছেন। আলফ্রেড ইডেন সাহেব বঙ্গদেশে আসিতেছেন। আসামের বর্ত্তমান চিফ কমিশনর কর্ণেল কিটিঙ অথবা শক সাহেব ব্রহ্মদেশ শাসন করিবেন, কর্ণেল কিটিঙ যদি ব্রহ্মে গমন করেন, শক সাহেব আসামে থাকিবেন। ইংলিসম্যান কোথা হইতে এ সংবাদ সংগ্রহ করিলেন?

সম্প্রতি উলুবেড়িয়া থানার অধীন ফোর্ট গ্লোষ্টারের অন্তর্বর্ত্তী চিঙ্গেল নামক পল্লীর মৃত সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। দুরাচারেরা তাহার বিধবা স্ত্রীর প্রতি যার পর নাই নিষ্ঠুরাচরণ করে। উলুবেড়িয়ার দারোগার যত্নে ও পরিশ্রমে উহাদের মধ্যে একজন মুসলমান ডাকাইত ধৃত হইয়াছে।

৭ ই আষাঢ় শনিবার।

শুনা যাইতেছে বারিষ্টার এফ, জে, মাসডেন সাহেব কলিকাতা ছোট আদালতের দ্বিতীয় জজ হইবেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক এচ, এল রিবি, এম, এ লুণ্ডকোড সাহেবের অনুপস্থিতকালে বেঙ্গল এডুকেশনাল সার্ভিসের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন। রিবি সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হওয়াতে স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় তৃতীয় শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন।

পাটনা যে সকল স্কুলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হইয়াছেন। বাবু রামকালী গুপ্ত এনাটমির ডিমন্‌ষ্ট্রেটর এবং ধাত্রী বিদ্যার শিক্ষক। বাবু মহীনচন্দ্র সোম এম বি, বাঁকীপুর ডিস্পেন্সারির ভার পাইবেন এবং এনাটমি ফিজিওলজি ও সার্জরির উপদেশ দিবেন। বাবু নন্দলাল ঘোষ পাটনা কালেজের ভার পাইবেন এবং তথায় ও বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষায় ২৪ পরগণার সাতটী নদীয়ার পাঁচটী এবং যশোহরে তিনটী জুনিয়র ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইবে।

আগামী ৮ ই ও ৯ ই অক্টোবর সেনেট হাউসে জুনিয়র ছাত্রবৃত্তি প্রার্থিদিগের সংস্কৃত ও ইংরাজি প্রভৃতির পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

গত বুধবার ইংলিসম্যানের এক অতিরিক্ত সংখ্যা পাঠে অবগত হওয়া গেল শীঘ্র একটী কড় হইবে। আকাশের যেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে শীঘ্র কড় হওয়া অসম্ভাবিত নয়।

৬ ই জুন পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ১৯১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ১৯৯ জনের মৃত্যু হয় ইহার মধ্যে জ্বরে ৬৫ ওলাউঠায় ১৭ এবং অবশিষ্ট গুলির অন্যান্য কারণে মৃত্যু হইয়াছে।

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

গত শনিবার পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের পূর্ব্ব বিভাগ সকলের শস্যাদির এবং অন্নদাতা ব্যক্তিদিগের অবস্থা বিষয়ে এইরূপ রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে—

বক্সি ১০ ই জুন। ৯ ই জুন প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়। সকল স্থানেই শস্য বপন আরম্ভ হইয়াছে। তিনটী রিলিফ কার্য্যে মজুরের সংখ্যা ১১ হাজার হইতে ৬০ হাজার হইয়াছে। বক্সি ও বংশীতে নূতন প্রণালীর দাতব্য বিতরণ হইয়াছে।

গোরক্ষপুর ৯ ই জুন। সাধারণতঃ বৃষ্টি হইয়াছে, শস্য বপন আরম্ভ হইয়াছে। কতগুলি রিলিফ কার্য্য বন্ধ হইয়াছে, মজুরের সংখ্যা কমিয়া আসিয়াছে, দরিদ্র নিবাসে অল্প লোক যাইতেছে।

গাজিপুর ৯ ই জুন। বৃষ্টি সামান্য হইয়াছে। ৮ ই জুন উক্ত বিভাগের পশ্চিমে বিলক্ষণ বৃষ্টি হয়, সকল স্থানে শস্য বপন আরম্ভ হয় নাই। এক্ষণে মজুরের সংখ্যা ৬২৯।

মির্জ্জাপুর ১০ ই জুন। ২ রা ৩ রা ৭ ই এবং ৮ ই জুন প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়। বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে একটু প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছে, কিন্তু সর্ব্বত্র হয় নাই। রিলিফ কার্য্য বন্ধ হইতেছে।

ব্যাণ্ডা ৩ ই জুন। ২ রা জুন অবধি প্রতি দিনই বৃষ্টি হইতেছে। রিলিফ কার্য্য সকল ক্রমে বন্ধ হইতেছে। শস্যাদির অবস্থা মন্দ নয়।

ঝাঁসি ৯ ই জুন। প্রতিদিনই প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছে। বৃষ্টি সামান্য মাত্র হইতেছে, আকাশ সর্ব্বদা মেঘাবৃত। রিলিফ কার্য্যে মজুরের সংখ্যা ৬১১।

পঞ্জাবের শিমলা এবং কোণ্টা বিভাগে বৃষ্টির অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। এজন্য শস্যাদি বপন বন্ধ রহিয়াছে।

আসাম গেজেটে লিখিত হইয়াছে, যে মাসের মধ্যে চিরাপুঞ্জীতে ৯৪ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে।

কবেরীর গতি বিভাগে বৃষ্টি হইয়া অনেক উপকার করিয়াছে। প্রায় ৩ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। বৃষ্টি হওয়াতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বোধ হয় রিলিফ কার্য্য শীঘ্র বন্ধ হইবেক।

গত সপ্তাহে বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র বিভাগে বৃষ্টি হইয়াছে, দুই চারিটী বিভাগে সামান্য বৃষ্টি হয়। গত সপ্তাহে যে সকল স্থানে অতিবৃষ্টি অথবা নদীর প্লাবন নিবন্ধন শস্যের অনিষ্ট আশঙ্কা করা হইয়াছিল নদীর জল কমিয়া যাওয়াতে এবং একটু রৌদ্র হওয়াতে সে সকল স্থানে শস্যের অবস্থা আরো ভাল হইয়াছে। কেবল ময়মনসিংহে প্লাবন নিবন্ধন নিম্নভূমির তিল এবং অন্যান্য শস্যের কতক অনিষ্ট হইয়াছে কিন্তু শস্য বপনের পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়াছে। এখনো কিন্তু স্থানে স্থানে বিলক্ষণ প্রয়োজন রহিয়াছে। বিহার ছোটনাগপুরে যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু আরো বৃষ্টির প্রয়োজন। পুরী বালেশ্বর এবং আর দুই একটী স্থানে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে, কৃষিকার্য্যও ভালরূপ হইতেছে না।

গত দুই সপ্তাহের বৃষ্টিতে অনেক উপকার হইয়াছে। অধিকাংশ ভূমিতে ধান্য বপন করা হইয়াছে, অনেক ধান্যের চাষ উত্তম রূপ হইয়াছে। রঙ্গপুরে এই সময় এক প্রকার ধান্য কাটা হয়, উহা বাজারে আসাতে চাউলের মূল্য কমিয়া আসিয়াছে। যে সকল স্থানে অধিক পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয় তথায় এবার ধান্যের উত্তম রূপ চাষ হইবে বোধ হইতেছে। বোরো ধান্য কাটা হইতেছে, এধান্য এবার মন্দ জন্মে নাই।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

লণ্ডনের লাড মেয়র বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ম্যান্সন হাউসে যে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন শনিবার বৈকাল পর্য্যন্ত ঐ ফণ্ডে সমুদায়ে ১০৪০০০০ টাকা উঠিয়াছে। শনিবার লিবর পুলের লাড মেয়র ৬০০০০ টাকা পাঠাইয়া দেন। হডার্স ফিল্ড হইতেও ১০০০০ টাকা পাওয়া যায়।

১৮৬১ অব্দে ভারতবর্ষে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা যেরূপ ভয়ানক হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল বস্তুতঃ ততদূর না হওয়াতে ম্যান্সন হাউসে তন্নিমিত্ত যে টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল, তাহার অনেক টাকা বাঁচিয়া যায়, সেই টাকা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে ছিল। সমুদায়ে সে সময় ১১৪০০০০ টাকা চাঁদা উঠে, ইহার মধ্যে ১১০০০০০ টাকা গবর্ণর জেনরলের নিকট পাঠান হয়। গবর্ণর জেনরল সেই সময়ে লাক্ষেদ্বীপের কটন ফণ্ডে ২০০০০০ টাকা প্রেরণ করেন। এক্ষণে গ্রিণ্ডলে কোম্পানির এস, পিলো সাহেব (যিনি তৎকালে উহার অন্যতর অবৈতনিক সেক্রেটারি ছিলেন) এই বিষয় ইউইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনের কাউন্সিলের গোচর করেন। উক্ত সভার সভাপতি ই, বি, ইউউইক সাহেব লো সাহেবের পত্র মার্কুইস অব সালিসবরির নিকট পাঠান, তিনি ইহার এই উত্তর দিয়াছেন, কলিকাতায় শীঘ্র এবিষয়ের অনুসন্ধান হইবে। যদি অনুসন্ধানে এই টাকা বাহির হয়, তাহা হইলে ১৮৬১ অব্দ অবধি ৬০০০০০ টাকা সুদ সমেত ম্যান্সন হাউস ফণ্ডে সংযোজিত হইবে।

রেঙ্গুন হইতে টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ আসিয়াছে, যাহাতে কুড়ি মাইল রেঙ্গুন এবং প্রোম রেলওয়ে হইয়া তথায় বঙ্গদেশীয় উপনিবেশীরা কার্য্য করিতে পারে তজ্জন্য কেমিন রিলিফফণ্ডের সেক্রেটারি ষ্টেট সেক্রেটারিকে টেলিগ্রাম করেন। ষ্টেট সেক্রেটারি এ বিষয় গবর্ণর জেনরলের হস্তে দিয়াছেন, তিনি যাহা মীমাংসা করিবেন তাহাই হইবে। চিফ কমিসনর এবং সর্ব্ব সাধারণের ইচ্ছা এই রেলওয়েটী হয়, অনেকে এ বিষয়ে চাঁদা দানে স্বীকৃত হইয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত সেণ্ট্রাল কেমিন রিলিফ ফণ্ডে ২১০৩৭০১ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। ইহার সহিত গবর্ণমেণ্টের দত্ত ১০১৭১৯৭ টাকা যোগ করিলে ৩১২০৮৯৮ টাকা হয় ভিন্ন ভিন্ন ডিষ্ট্রিক্ট রিলিফ কমিটিতে ১০০২১০০ টাকা পাঠান হইয়াছে।

সেণ্ট্রাল কেমিন রিলিফ ফণ্ডের কমিটী অযোধ্যার চিফ কমিসনর এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের রিলিফ কমিটির সভাপতিকে লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডে যে টাকা চাঁদা উঠিয়াছে তাহা কেবল বঙ্গদেশের জন্য নহে, ভারতবর্ষের যে কোন স্থানের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ আবশ্যক হইবে তাহা দেওয়া হইবে। উত্তর পশ্চিমঅঞ্চল ও অযোধ্যার রিলিফকমিটীতে যদি টাকা আবশ্যক হয় তাঁহাদিগকে লিখিলেই তাহাদের হস্তে যে টাকা আছে তাহা হইতে দিতে পারেন।

সম্প্রতি মাঞ্চেষ্টরের কেমিন কমিটী সেণ্ট্রাল ফণ্ডে ১০০০০০ টাকা পাঠাইবার সময় এই মর্ম্মে টেলিগ্রাফ করেন, গবর্ণমেণ্ট যে সকল ব্যক্তির সাহায্য করিতে পারিবেন না সেই সকল ব্যক্তির সাহায্যার্থই এই টাকা যেন ব্যয় করা হয়। গ্লাসগোর লাড প্রোবষ্টের নিকট হইতেও ১০০০০০ টাকা পাওয়া যায়, তাঁহারও ইচ্ছা যে সকল ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইবে না অথবা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য যেখানে পর্য্যাপ্ত হইবে না সেইখানে এবং সেই সকল লোকের সাহায্যার্থ এই টাকা ব্যয় করা হয়।

হাবড়া দিনাজপুর বগুড়া ঢাকা পাটনা ত্রিহুত মুঙ্গীর পূর্ণিয়া সাঁওতাল পরগণা হাজারিবাগ লোহারডগা এবং সিংভূম চাউলের মূল্য কমিয়াছে। চম্পারণ গয়া শিল টিপারা চট্টগ্রাম সিলেট রাজসাহী যশোহর কলিকাতা মেদিনীপুর এবং বর্দ্ধমানে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। অন্যান্য স্থানে মূল্য সমান রহিয়াছে। দার্জ্জিলিঙে টাকায় ৭ সের চাউল বিক্রীত হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৫ ই জুন। শ্রীযুক্ত জে, সি, গোমস বিচু দিনের জন্য ত্রিহুতের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

৯ ই জুন। যশোহর ইণ্ডিগো প্লান্টারের অন্তর্গত কি নদীর তীরস্থ সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কলেক্টর শ্রীযুক্ত সি, জি, ওডনাল এম, এ বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত বীরভূমে বদলী হইল।

বাখরগঞ্জের সবডেপুটী কালেক্টর বাবু চন্দ্রকুমার দত্ত কিছুদিনের জন্য উক্ত জেলার প্রাতনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসাক কিছু দিনের নিমিত্ত বাখরগঞ্জের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

১১ ই জুন। ডুমরিয়া পরগণার অন্তর্গত ধনাগার তত্ত্বাবধারণার্থ [illegible] ষ্টেট জেনারেল শ্রীযুক্ত ব্লেক উক্ত বিষয়ের বিশেষ তত্ত্ব লইবেন।

অতিরিক্ত কমিসনরের অধীনে শ্রীযুক্ত ডি, এস, এম, বেরেক্ষ হরডাঙ্গার আকাউণ্ট জাফসের কার্য্য পাইলেন।

১৩ ই জুন। পাবনার প্রথম শ্রেণীর কালেক্টর শ্রীযুক্ত মুন্সী হুজরাত বহমন সিরাজগঞ্জের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ও মহাশয়ের পাঠকগণের গোচর করিতেছি কুচবিহারের প্রজাগণ এবার দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। রিলিফ বাবো এক্ষণে সেরূপ দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের আগমন নাই। যে যে স্থানে, অনুন ২।৩ শত লোকে আহার পাইবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিত, অধুনা সেই সেই স্থলে, অত্যন্ত অধিক ছয় বা সাত জন ব্যক্তি কোন কোন দিন কর্ম করে মাত্র। যে কয়েকটী রিলিফ ষ্টেশন আছে, তাহাতে কেবল শ্রমজীবী লোক দ্বারা অবশিষ্ট অর্থের কতক অংশ নিষ্পন্ন হইতেছে। ফলতঃ রিলিফ কার্য্য এক প্রকার বন্ধ হইয়া আসিতেছে। কর্ম চারী মহাশয়েরা আর যে কয়েক দিন থাকেন তাহা কেবল উদ্বৃত্ত চাউল বাণ্য বিক্রয়েই পর্য্যবসিত হইবে।

ধিনে ও কাউন, এরূপ উত্তম জন্মিয়াছে, যে এ প্রকার আর কখনই হয় নাই। ধান্যের অবস্থা এত উৎকৃষ্ট, যে বৃদ্ধেরা বলিতেছেন, এরূপ ধান্যের শ্রী কোন কালেই দেখা যায় নাই। আশু ধান্যের আর বিলম্ব নাই। হৈমন্তিক ধান্যের পক্ষেও বড় সুপ্রতুল, কেন না বর্ষা এত অধিক হইয়াছে, যে প্রায় ধান্য রোপণ ক্রিয়া সমাধা হইল।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যেমন কুচবিহারস্থ শিশু রাজার অনুগ্রহে, প্রজা সকল এই ভয়ানক দুর্ভিক্ষকে, দুর্ভাগ্য বলিয়া বিশেষ জানিতে পারিল না, তেমনি আমাদের প্রজা বৎসল ভারত গবর্ণমেণ্ট, রাজার সম্মান বৃদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ মনোযোগী হইবেন, ইহাই আমাদের কায় মনে প্রার্থনা। অপিচ যে বহালী ডেপুটী কমিসনর টী স্মিথ সাহেব বাহাদুরের আন্তরিক যত্ন ও শরীর অন্ত পরিশ্রম দ্বারা এতাদৃশ প্রজা হিতকর মতি দুষ্কর কার্য্য, সংসাধিত হইয়াছে, তাঁহাকে কোন বিশেষ সমুদ্রস্থ পারে স্থায়িরূপ করা উচিত। আমরা তাঁহার ঐ সাধুতায় অত্যন্ত প্রীতি ও বাধ্য হইয়াছি।

গোবরাছড়া স্কুল
১৮৭৪
৮ ই জুন।
} বিনয়াবনত
শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য

মদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১২ ই জুন
ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চৌয়াসির নীচে মোহানায়	১০	
তথা হইতে সুরপুর	৩	৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৩	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	২
কাটোয়া হইতে মদীয়া ৪৪ মাইলের মধ্যে	৩	

সন ১৮৭৪ সালের ১৪ ই জুন বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	২	৬

বহরমপুর
১৫ ই জুন
১৮৭৪
} টি, বেটী, সি, ই, প্রতিনিধি একজিকিউটীব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রামদুলাল রায়
গোবিন্দপুর ১০
" " চন্দ্রমোহন গুহ
গোয়ালপাড়া ১০
" " কৈলাস গোবিন্দ মজুমদার
দারিন্দা গ্রাম ১০
" " কেশবচন্দ্র রায় কর্মকার
শ্রীরামপুর ১০
" " আবদুল কাদের
কাজির বাজার ষ্ট্রীট ৫৷৷
" " চণ্ডীচরণ সেনগুপ্ত—মুন্সেফ
বারুইপুর ৫৷৷০

—:::—

১৮৭৪ অব্দের জুন (১২৮১ সালের আষাঢ়) মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন—বহরমপুর।
" " দুর্গাদাস আচার্য্য চৌধুরী
শ্রীযুক্ত বাবু রাখালচন্দ্র রায়
কুড়ালিগাছি।
" " মধুর মোহন পাল চৌধুরী
বালিডাঙ্গা।
" " অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী
মুক্তাগাছা।
" " জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় গোয়াড়ি।
" " প্রসন্ন চন্দ্র গুহ—ঢাকা।
" " লালাদবিআওলাল দাস
দেওঘর।
" " দক্ষিণামোহন রায় চৌধুরী
মাহিগঞ্জ।
" " কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী—কারাগোলা
" " জয়নারায়ণ সরকার—হাজারিবাগ
" " জয়গোপাল চক্রবর্ত্তী
মগরাহাট।
" " মদন মোহন সিংহ চৌধুরী
রসড়া গ্রাম।
" " যাদবকিশোর আচার্য্য চৌধুরী
মুক্তাগাছা।
" " কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায়
বীরভূম।
" " হারাধন বসু—কাঁথি।
" রায় মেঘরাজ কোটারি বাহাদুর
আজিমগঞ্জ।
" " মুরারিলাল সিংহ
কাশীরাডাঙ্গা
" " কৃষ্ণকুমার চৌধুরী
ঘাটেশ্বরা
" " শ্রীনারায়ণ পাল — মেদিনীপুর
" " লোহারাম শিরোরত্ন
বহরমপুর
মুরসিদাবাদ ডিবেটিংক্লব
মহারাণী ভুবনেশ্বরী—কৃষ্ণনগর
" " শ্যামকৃষ্ণ নিয়োগী—কুচবিহার
" " প্রসন্নচন্দ্র সেন ডাক্তার
গোবরডাঙ্গা
কালীপাড়া হিতোপদেশিনী সভা।
কৃষ্ণনগর দক্ষিণপাড়াস্থিত বালিকা
বিদ্যালয়।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাম্পাডিপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে

রজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৩২ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্তনাং প্রকৃতিনিশ্চিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ১৬ ই আষাঢ়। ইং ১৮৭৪। ২৯ এ জুন।
মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ষ্টেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্কশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ষ্টেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরন এণ্ড কোং।

মন্ত্র চিত " নির্ম্মাল্যদিতের বিলাপ " যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বাণর্জ্জি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ
১৮৭৪ সাল } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমি বহুযত্নে ও অর্থব্যয়ে পুরাতন ও নূতন আমাশয় রক্তামাশয় পুরু পেটের পীড়া গ্রহণী ও স্ত্রীতকা এবং আমজ সূত্রে হস্ত পদাদি শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ স্থির করিয়াছি। ইহা দ্বারা ১০। ১৫ টী রোগীর বহুদিবসের গ্রহণী ও রক্তামাশয় এক মাসের মধ্যে উত্তমরূপে আরোগ্য করিয়াছি। উক্ত পীড়াক্রান্ত কোন রোগী আমার নিকট আসিলে ব্যক্তি বিবেচনায় দান কিম্বা অর্দ্ধ লওয়া যাইবে। এই ঔষধ সাধারণে জানিবার জন্য আমাকে পুরস্কার প্রদান করিলে সকলের গোচর করিয়া দিতে পারি। বিদেশীয় কোন ব্যক্তি এই পীড়াক্রান্ত হইয়া আমাকে পত্র লিখিলে ও ৷৷০ আনা ডাকমাশুল পাঠাইলে ব্যবস্থা সহিত ঔষধ পাঠাইতে পারি, আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে পুরস্কার প্রদান করিবেন।

জিলা নদীয়া
গোবরডাঙ্গা
২৯ এ ফাল্গুন
১২৮০ সাল } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার।

" মনিটর "।

আগামী জুলাই মাসের প্রথম শনিবার অবধি " মনিটর " নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইবে। ইহাতে রাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব এবং সংবাদ সন্নিবেশিত থাকিবে। দেশীয় সমাজের উন্নতি চেষ্টা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য এবং প্রজা সাধারণ ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করা হইবে। সকল শ্রেণীর লোকের সুবিধার জন্য ইহার এইরূপ মূল্য স্থির করা গেল—

কলিকাতায় বার্ষিক ৩ টাকা
মফস্বলে ৪ "

পত্র খানি রয়াল ৮ পেজির এক ফর্ম্মা হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট পত্রাদি লিখিতে হইবে।

মুদ্রন সংস্কৃত প্রেশ
কলিকাতা ২০ এ জুন
১৮৭৪ } শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় অধ্যক্ষ

ইষ্টারন্ বেঙ্গল রেলওয়ে।

আগামী ১ লা জুলাই অবধি যে পর্য্যন্ত না অন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত গাইউবান্ধা নয় এরূপ পাটের যে বিশেষ ভাড়ার নিয়ম চলন তাহা রহিত হইল। ঐ পাট দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মাইলে প্রতিমণ অর্দ্ধ পাইয়ের হিসাবে লইয়া যাওয়া হইবে।

সিয়ালদহ টাম্মিনস
১৩ই জুন ১৮৭৪ } ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ এজেণ্ট

মেলেরিয়া নাশক পুরিয়া
অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধ দ্বারা মেলেরিয়া জ্বর ৷৷০ ঘণ্টা মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। পুরাতন বিষম জ্বরেও ইহা অব্যর্থ ফলপ্রদ। ইহা ব্যবহার করিয়া অনেক রোগাক্রান্ত বহু সংখ্যক লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ১৷৷০ আট আনা।

বিক্রয়ালয়ে ঘোষ এণ্ড কোং
ফ্রেণ্ডস্ মেডিকেল হল
ভবানীপুর কলিকাতা।

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়কৃত ক্লিনিকাল্ লেক্চর্স্ এণ্ড

ক্লিনিকাল্ চার্ট্স্	মূল্য —ডাকমাশুল।	
ফোস্কা কারণ রোগ বিচার ও	৷৷০	
ডিপ্থিরিয়া, দপথ বাহুলারোগ	৬	০
ধাত্রী শিক্ষা	১	৷৵০
শিশু চিকিৎসা, রোগের চিকিৎসা	৷৷০	/০
ইউনাইটন প্রয়োগ	/১০	/০
অর্থার পালন	৷/০	/০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত

প্রাক্টিস অব মেডিসন	১৮	৵০
এনাটমি	৪৷০	৷/
ধাত্রীশিক্ষা	২	৷০

ডাক্তার হরিনারায়ণ কৃত

বালচিকিৎসা	৫	৷৵০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা হিন্দুস্থান্ ।

স্বর্ণলতা নাটক।

বাগবাজার ষ্ট্রীট ৩৫ নং ক্যানপীপিকা পুস্তকালয়ে, নূতন আকারে, সংস্কৃত ডিমাই-ষ্টরিতে, এবং শোভাবাজার ৩৩৫ নং নেপাল চন্দ্র মিত্রের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ ডাকমাশুল /০।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জেনুয়াকাস্থীর চিকিৎসালয়ের সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃত—

১। বালচিকিৎসা। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য মূল্য ৫ টাকার পরিবর্ত্তে ৩৷০ টাকা অবধারিত করা হইল ডাকমাশুল ৵।

২। ধাত্রীশিক্ষা (ডাং শুড্ডিফ্ ট্যানার প্রণীতের সংক্ষিপ্তসার) মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ৵০।

৩ মর্ত্তিনী বাঙ্গালা—যন্ত্রস্থিত। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুস্থান্ কলিকাতা।

সুপরিচিত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীলালাল মিত্র প্রণীত (কৌতুকতরঙ্গিণী) নামক পুস্তকখানি আমি সম্পূর্ণ রূপ সংশোধন করিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার বাজী ও খুস করিবার নিয়মাবলী তাহাতে সন্নিবেশিত করতঃ পুনর্মুদ্রিত করিলাম। মূল্য ১ টাকা।

পদ্যাবলী ১ ম ভাগ নামক পুস্তক প্রকাশিত হইল, ইহাতে বালক বালিকাগণের শিক্ষোপযোগী কয়েকটী হিতোপদেশ পূর্ণ পদ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে, মূল্য ৵ আনা।

যাহাতে বালক বালিকাদিগের অতি সহজে ধর্ম্মপরিচয় বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, সেই উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্যাদর্পণ ১ ম ভাগ ধর্ম্মপরিচয় এবং বিদ্যাদর্পণ ২ য় ভাগ ধর্ম্ম পরিচয় নামক পুস্তক দ্বয় প্রকাশ করিলাম, ইহাতে অতি সরল ভাষায় লিখিত কয়েকটী পদ্যও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য / এবং /৫, পুস্তকবিক্রয়ীদিগকে শতকরা ২৫ টাকা কমিসনে দেওয়া যাইবেক। ক্ষুদ্র পুস্তক সোসাইটী চীনা বাজার এবং নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাইতে পারিবেন।

কেনেবল লাইব্রেরি	বেণীমাধব
১১৫ নং চিৎপুরবোড	ভট্টাচার্য্য।

---

২৭ পরগণার অন্তর্গত অনরপুরের ৺ প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের বিস্তৃত অট্টালিকা নিম্নলিখিত করারে পত্তনি দেওয়া যাইবে।

১ ম—সমুদায় অংশ এক লাটে অথবা ভিন্ন ভিন্ন তিন খণ্ডে পৃথকরূপে পত্তনি দেওয়া হইবে।

২ য়—প্রত্যেক ডিহির অপর পার্শ্বে যত টাকা মুনাফা লেখা আছে, জমীদারেরা তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন, যদি ঐ পরিত্যক্ত মুনাফার উপযুক্ত ক্রয় মূল্য প্রাপ্ত হন এবং অতিরিক্ত মুনাফার জন্য সেলামী দিতে হইবে, উহা জমীদারদিগের খাজনা স্বরূপ থাকিবে, যেমন বন্দোবস্ত করা হয়

৩ য়—ক্রয় মূল্য এবং সেলামীর জন্য আগামী ১৫ ই জানুয়ারি দিবসে অথবা তাহার পূর্ব্বে এতদ্বিষয়ে বাবু দীননাথ বসু অথবা কলিকাতা সিমলা ২০ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীটে বাবু কাশীনাথ বিশ্বাসের নিকট আবেদন করিতে হইবে, সেই খানে লেপা পড়া হইবে।

৪ র্থ—যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিবেন তাঁহারই আবেদন গ্রাহ্য হইবে।

৫ ম—আবেদন গ্রাহ্য হইলে উক্ত বাবু দীননাথ বসু মহাশয় আবেদন গ্রাহ্য হইবে তাহা কে গ্রাহ্য হইল বলিয়া নোটিশ দিবেন এবং উক্ত আবেদনকারীর বাটীতে ঐ নোটিস লটকাইয়া দিলেই তাহা ঠিক হইল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৬ ষ্ঠ—আবেদন গ্রাহ্য হইলে যাহাদিগের আবেদন গ্রাহ্য হইল তাহাদিগকে উক্ত নোটিসের দিবস অবধি ১৫ পনর দিনের মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব আবেদনের সমুদায় টাকা এমন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে দিতে হইবে যাহার ঐ টাকা লইবার ক্ষমতা থাকিবে।

৭ ম—ক্রয় মূল্য দেওয়া হইলে পর জমীদারেরা পত্তনিদারদিগের খরচায় পাট্টা লিখিয়া দিবেন, জমীদারদিগের এটর্ণি ঐ পাট্টা অনুমোদন করিলে পর পত্তনিদারেরা স্ব স্ব ব্যয়ে কালেক্টরিতে নিজ নিজ পত্তনির পৃথকরূপে রেজিষ্টরি করিতে পারিবেন।

৮ ম—পত্তনির পাট্টায় নিম্নলিখিত ৪ প কথার সকল থাকিবে—

(১ ম) ১২ বারটী মাসিক সমান কিস্তিতে খাজনা দিতে হইবে। প্রতি কিস্তি মাসের প্রথম দিবসে দিতে হইবে এবং এই খাজনা প্রত্যেক জমীদারের অংশ মত পৃথক রূপে এমন ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিদিগকে দিতে হইবে যাহাকে বা যাহাদিগকে তাঁহারা সকলে মিলিয়া ঐ খাজনা লইবার জন্য মনোনীত করেন। (২ য়) জমীদারদিগের দ্বারা বা অন্য রূপে এক্ষণে এই সম্পত্তি সম্বন্ধে যত বার দেওয়া হইতেছে অথবা হইবার পর দিতে হইবে পত্তনিদারদিগকে সে সমুদায় দিতে হইবে। (৩) নির্দ্দিষ্ট দিবসে যদি ক্রমে ঐ খাজনা ও বার না দিলে বার্ষিক শত করা ১২ টাকার হিসাবে ঐ খেলাপি টাকার সুদ দিতে হইবে এবং সুদ সমেত ঐ খাজনা খেলাপ হইবা মাত্র অথবা ১৮১৯ সালের ৮ আইনের মর্ম্ম অনুসারে আদায় করা হইবে। ৪ র্থ) এক্ষণে যে জমা অনুসারে পত্তনিদারেরা তাহার কম জমায় পত্তনি মহাল কিম্বা তাহার কোন অংশ দরপত্তনি দিতে পারিবেন না। (৫ ম) পত্তনিদারেরা তাহার মহালের তাবৎ জমী প্রভৃতির জরিপ জমা বন্দী করিতে পারিবেন।

৯ ম—ঐ সম্পত্তির আয় ব্যয় লিখিত হইল। পূর্ব্বোক্ত ক্রয় মূল্য এবং সেলামী টাকা জমা দিবার পর তিন মাসের মধ্যে পত্তনিদারেরা ঐ আয় বিষয়ে জমীদারদিগের নায়েবের সহিত মুকাবালা করিতে পারিবেন। এই সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পর কম আয় বলিয়া কোন আপত্তি উত্থাপন করিলে তাহা শুনা যাইবে না, কম আয় এই ওজরে পত্তনির কণ্ট্রাক্ট ভঙ্গ হইবে না।

১০ ম—এক্ষণে মহালে যে বাকী খাজনা পড়িয়া আছে পত্তনিদারেরা তাহা নিজ ব্যয়ে আদায় করিতে পারিবেন, এই আদায়ের জন্য জমীদারেরা তাহাদিগকে শত করা ১০ দশ টাকা কমিশন দিবেন।

জমীদারীর ভিতরের কোন খাস ভূমি বাগান পুষ্করিণী কিম্বা কোন ব্রহ্মোত্তর লাখেরাজ ও দেবোত্তর এবং বসতি জমী এই পত্তনির অন্তর্গত হইবে না। এই সকলের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৮৫৯	১৮৫৯/৬০	১৮৬০	১৮৬০/৬১	১৮৬১	১৮৬১/৬২	১৮৬২	১৮৬২/৬৩	১৮৬৩	১৮৬৩/৬৪	১৮৬৪	১৮৬৪/৬৫	১৮৬৫	১৮৬৫/৬৬
১৭৮৩	১৭৮৩/৮৪	১৭৮৪	১৭৮৪/৮৫	১৭৮৫	১৭৮৫/৮৬	১৭৮৬	১৭৮৬/৮৭	১৭৮৭	১৭৮৭/৮৮	১৭৮৮	১৭৮৮/৮৯	১৭৮৯	১৭৮৯/৯০
১৮৫৯	১৮৫৯/৬০	১৮৬০	১৮৬০/৬১	১৮৬১	১৮৬১/৬২	১৮৬২	১৮৬২/৬৩	১৮৬৩	১৮৬৩/৬৪	১৮৬৪	১৮৬৪/৬৫	১৮৬৫	১৮৬৫/৬৬
১৭৮৩	১৭৮৩/৮৪	১৭৮৪	১৭৮৪/৮৫	১৭৮৫	১৭৮৫/৮৬	১৭৮৬	১৭৮৬/৮৭	১৭৮৭	১৭৮৭/৮৮	১৭৮৮	১৭৮৮/৮৯	১৭৮৯	১৭৮৯/৯০
১৮৫৯	১৮৫৯/৬০	১৮৬০	১৮৬০/৬১	১৮৬১	১৮৬১/৬২	১৮৬২	১৮৬২/৬৩	১৮৬৩	১৮৬৩/৬৪	১৮৬৪	১৮৬৪/৬৫	১৮৬৫	১৮৬৫/৬৬
১৭৮৩	১৭৮৩/৮৪	১৭৮৪	১৭৮৪/৮৫	১৭৮৫	১৭৮৫/৮৬	১৭৮৬	১৭৮৬/৮৭	১৭৮৭	১৭৮৭/৮৮	১৭৮৮	১৭৮৮/৮৯	১৭৮৯	১৭৮৯/৯০
১৮৫৯	১৮৫৯/৬০	১৮৬০	১৮৬০/৬১	১৮৬১	১৮৬১/৬২	১৮৬২	১৮৬২/৬৩	১৮৬৩	১৮৬৩/৬৪	১৮৬৪	১৮৬৪/৬৫	১৮৬৫	১৮৬৫/৬৬
১৭৮৩	১৭৮৩/৮৪	১৭৮৪	১৭৮৪/৮৫	১৭৮৫	১৭৮৫/৮৬	১৭৮৬	১৭৮৬/৮৭	১৭৮৭	১৭৮৭/৮৮	১৭৮৮	১৭৮৮/৮৯	১৭৮৯	১৭৮৯/৯০
১৮৫৯	১৮৫৯/৬০	১৮৬০	১৮৬০/৬১	১৮৬১	১৮৬১/৬২	১৮৬২	১৮৬২/৬৩	১৮৬৩	১৮৬৩/৬৪	১৮৬৪	১৮৬৪/৬৫	১৮৬৫	১৮৬৫/৬৬
১৭৮৩	১৭৮৩/৮৪	১৭৮৪	১৭৮৪/৮৫	১৭৮৫	১৭৮৫/৮৬	১৭৮৬	১৭৮৬/৮৭	১৭৮৭	১৭৮৭/৮৮	১৭৮৮	১৭৮৮/৮৯	১৭৮৯	১৭৮৯/৯০
১৮৫৯	১৮৫৯/৬০	১৮৬০	১৮৬০/৬১	১৮৬১	১৮৬১/৬২	১৮৬২	১৮৬২/৬৩	১৮৬৩	১৮৬৩/৬৪	১৮৬৪	১৮৬৪/৬৫	১৮৬৫	১৮৬৫/৬৬
১৭৮৩	১৭৮৩/৮৪	১৭৮৪	১৭৮৪/৮৫	১৭৮৫	১৭৮৫/৮৬	১৭৮৬	১৭৮৬/৮৭	১৭৮৭	১৭৮৭/৮৮	১৭৮৮	১৭৮৮/৮৯	১৭৮৯	১৭৮৯/৯০
১৮৫৯	১৮৫৯/৬০	১৮৬০	১৮৬০/৬১	১৮৬১	১৮৬১/৬২	১৮৬২	১৮৬২/৬৩	১৮৬৩	১৮৬৩/৬৪	১৮৬৪	১৮৬৪/৬৫	১৮৬৫	১৮৬৫/৬৬
১৭৮৩	১৭৮৩/৮৪	১৭৮৪	১৭৮৪/৮৫	১৭৮৫	১৭৮৫/৮৬	১৭৮৬	১৭৮৬/৮৭	১৭৮৭	১৭৮৭/৮৮	১৭৮৮	১৭৮৮/৮৯	১৭৮৯	১৭৮৯/৯০
১৮৫৯	১৮৫৯/৬০	১৮৬০	১৮৬০/৬১	১৮৬১	১৮৬১/৬২	১৮৬২	১৮৬২/৬৩	১৮৬৩	১৮৬৩/৬৪	১৮৬৪	১৮৬৪/৬৫	১৮৬৫	১৮৬৫/৬৬
১৭৮৩	১৭৮৩/৮৪	১৭৮৪	১৭৮৪/৮৫	১৭৮৫	১৭৮৫/৮৬	১৭৮৬	১৭৮৬/৮৭	১৭৮৭	১৭৮৭/৮৮	১৭৮৮	১৭৮৮/৮৯	১৭৮৯	১৭৮৯/৯০
১৮৫৯	১৮৫৯/৬০	১৮৬০	১৮৬০/৬১	১৮৬১	১৮৬১/৬২	১৮৬২	১৮৬২/৬৩	১৮৬৩	১৮৬৩/৬৪	১৮৬৪	১৮৬৪/৬৫	১৮৬৫	১৮৬৫/৬৬
১৭৮৩	১৭৮৩/৮৪	১৭৮৪	১৭৮৪/৮৫	১৭৮৫	১৭৮৫/৮৬	১৭৮৬	১৭৮৬/৮৭	১৭৮৭	১৭৮৭/৮৮	১৭৮৮	১৭৮৮/৮৯	১৭৮৯	১৭৮৯/৯০

সোমপ্রকাশ।

[illegible] সোমবার।

[illegible] সম্পূর্ণ

উন্নতি নাই।

[illegible] বিষয়ে ভারতবর্ষ অতি [illegible]। ইহার অদৃষ্টে কোন বিষয়েই কখন [illegible] উন্নতি লাভ হয় নাই। ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায় অর্দ্ধপথে [illegible] উন্নতি স্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়। ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে বঙ্গদেশের যে কিছু উন্নতি লাভ হইতেছিল, তাহাও অর্দ্ধপথে রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। বঙ্গদেশীয়দিগের উন্নতি অনেক রাজপুরুষের চক্ষুঃশূল হইয়াছে। ইহাদিগের এমন কি উন্নতি হইয়াছে যে তাঁহাদিগের চোখ টাটাইয়া উঠিয়াছে আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট পক্ষপাত পরিত্যাগ ও উদারভাব অবলম্বন করিয়া কি সাবতীয় এদেশীয়কে ইউরোপীয়দিগের সহিত অভিন্নভাবে রাজ্যের সমুদায় উচ্চ পদে নিয়োজিত করিতেছেন? যে দুই একটী উচ্চপদ প্রদান করা হইয়াছে তাহা এদেশীয়দিগের প্রবোধ দান মাত্র বলিয়া কি সিদ্ধান্ত হইতেছে না? আমরা [illegible] স্থলে কলিকাতা হাই কোর্ট গ্রহণ করিলাম। ঐ আদালতে [illegible] কয়জন [illegible] বিচারপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন? যদি বলেন উপযুক্ত [illegible] পাওয়া যায় না, সেটী তাঁহাদিগের [illegible]। [illegible] কয়জন ব্যক্তি [illegible] প্রশংসাপত্র লাভ করিয়া [illegible] তাঁহাদিগের মিথ্যা [illegible] না? অনরেবল দ্বারকানাথ [illegible] বিচার [illegible] কেন না সঙ্কট করিয়া [illegible] এদেশীয়ের বিচারে [illegible] হইলেন তখন যাহা [illegible] এদেশীয়কে নিয়োজিত করেন, তাঁহাদিগের কৃত বিচারে যে সন্তোষ লাভ করিবেন না, তাহার প্রমাণ কে? কলিকাতা হাইকোর্টে অথবা তিন জন এদেশীয়কে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য হয়, গবর্ণমেণ্ট কি তাহা করিয়াছেন? তবে আর বঙ্গদেশের কি উন্নতি হইল?

বঙ্গদেশের যে সমস্ত যুবা বহু ব্যয় ও আয়াস স্বীকারপূর্ব্বক ইংলণ্ডে গিয়া সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিলেন, তাঁহাদিগের ভাগ্যে বা কি ঘটিল? গবর্ণমেণ্ট কি তাঁহাদিগের হস্তে এক একটী জেলার সম্পূর্ণ ভার সমর্পণ করিয়াছেন? তাঁহারা কি ইউরোপীয়দিগের অপরাধের বিচারে অনুমত হইয়াছেন? তাঁহারা যদি এক একটী জেলার ভার না পাইলেন তাঁহাদিগের সিবিল সার্ব্বিস্ট হইয়া কি লাভ হইল? যাঁহারা বঙ্গদেশে পরীক্ষা দিয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইতেছেন, তাঁহাদিগের সহিত এদেশীয় সিবিল সার্ব্বিস্টদিগের কি উচ্চতর বিশেষ [illegible] যদি উচ্চতর বিশেষ না রহিল, বঙ্গদেশের কি উন্নতি হইল? এদেশীয়দিগকে নিম্ন, সকলেই যদি দিবার কালে রাজপুরুষেরা এত পীড়াপীড়ি করিলেন কি না কেন? তাঁহারা যে এদেশীয়দিগের উন্নতি সাধন করেন, তজ্জন্য তাঁহারা কি কেবল পারিতোষিক দেওয়া হইল না?

এদেশের অনেক [illegible] আছে; এখান কার লোকে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় প্রবেশ করিয়া যদি আত্মদুঃখ নিবেদন করিতে সমর্থ হন তাহার প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা আছে। আমাদিগের রাজপুরুষেরা কি এদেশীয়দিগকে সে পথের পথিক হইতে দিয়াছেন? তাহা যদি না দিলেন ভারতবর্ষের কি উন্নতি হইল? এদেশীয়দিগকে কেবল কতকগুলি কেরাণিগিরি কর্ম্ম দেওয়াতেই কি উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল? অন্য কথা কি সেনাদলে উচ্চ পদ লাভ হয় এদেশীয়দিগের পক্ষে রুদ্ধ হইয়া আছে যে গুলি উন্নতির প্রকৃত পন্থা সেগুলি যদি রুদ্ধ হইয়া রহিল, এদেশের কি উন্নতি হইল?

এদিকের কথা ত এই গেল, ওদিকে এদেশীয়দিগকে এরূপ লেখা পড়া শিখান হয় নাই যে তাহা দেখিয়া ঈর্ষা জন্মে। বিজ্ঞান শাস্ত্রের শিক্ষা নাই বলিলে হয়, যে কিছু আছে তাহার সমুচিত ফল লক্ষিত হইতেছে না। আমরা ভারতবর্ষের এমন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না যাহার কল কৌশলাদি করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে। শিল্প শিক্ষার দশা প্রায় ঐরূপ। অর্থনীতি শিক্ষা নিতান্ত দরিদ্র। শিক্ষার এ অবস্থাকে কি ভারতবর্ষের উন্নতির অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হয়?

যাঁহারা ভারতবর্ষের এই সামান্য উন্নতি দর্শন করিয়া মহাসমারোহ করেন, যাঁহারা গোল যোগে একান্ত বশীভূত হইয়া কার্য্য করেন, যাঁহারা অন্যান্য [illegible] যাহা শুনিয়া ক্রটি করেন, তাঁহারা কেমন লোক? তাঁহাদিগের হৃদয়ে ভারতবর্ষের উন্নতি লাভ সম্ভাবনা আছে কি না, তাঁহাদিগের চিত্ত উচ্চ না নীচ? তাঁহাদিগের ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুগত কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে কি না? আমাদিগের বোধে এ সকল রাজপুরুষ হইতে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। তাঁহারা অল্পে অল্পে বিদায় হইলেই মঙ্গল।

ভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাপন।

বিদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করা অতিরিক্ত জনসংখ্যা হ্রাস করিবার একটী প্রধান উপায়। সুসভ্য দেশ মাত্রেই এই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা যুগপৎ দুইটী উপ

কার সাধিত হয়। প্রথমতঃ যে দেশ হইতে উপনিবেশ প্রেরিত হয়, তাহার অতিরিক্ত জনসংখ্যার হ্রাস হওয়াতে সুখ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয়। দ্বিতীয়তঃ যে দেশে উপনিবেশ প্রেরিত হয় সেখানকার জনসংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। পতিত ভূমি সকল কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইতে থাকে এবং সুশাসন রীতি নীতি প্রচলিত হওয়াতে স্বরায় তাহার মুখশ্রী ফিরিয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে একটী কথা আছে, সেটী এই— উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে হইলে নবজিলণ্ড অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানের ন্যায় পতিত ও জনপ্রাণীবিহীন দেশেই উপনিবেশ সংস্থাপন করা উচিত। নতুবা যে দেশে বহুজনের বাস সেখানে উপনিবেশ প্রেরণ করিলে এক প্রকার কষ্টের উপশম করিয়া আর এক প্রকার অসহ্য কষ্টের উৎপত্তি করা হয়। কারণ, হয় জনসংখ্যাবর্দ্ধিত হওয়াতে সে দেশে সুখসমৃদ্ধির হ্রাস হয় নতুবা অধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইয়া সে দেশের হতভাগ্য লোকদিগকে নিঃশেষিত হইতে হয়। সচরাচর এই দ্বিতীয় প্রকার ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। আমেরিকা এই কথার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। খৃষ্টকান্তি ইউরোপীয়াদিগের পদার্পণে সে দেশের প্রাচীন অধিবাসিরা কোথায় গেল কেহ দেখিল না তাহারা সবংশে নিঃশেষিত হইল। তাহারা অসভ্য ছিল এই অপরাধে সুসভ্য ইউরোপীয়েরা তাহাদিগকে বন্য পশুর ন্যায় বলিদান করিলেন।

আমরা আমেরিকার কথা যখন স্মরণ করিয়া থাকি তখন ভারতবর্ষের উষ্ণ জল বায়ুর ধন্যবাদ করি; কারণ ইহার জন্যই ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে পারেন না। আমরা নিশ্চয় জানি ইউরোপীয় উপনিবেশের প্রথা প্রচলিত হইলে ভারতবর্ষবাসিদিগের ঘোরতর দুরবস্থা উপস্থিত হইত। এই জন্যই ভারতবর্ষে উপনিবেশের কথা উপস্থিত হইলে আমাদের ভয় হয়। ষ্টর্লিংএ একটী সভা আছে। ভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাপন করা তাঁহাদের লক্ষ্য। তাঁহারা এই জন্য ডিউক অব আর্গাইলের নিকট এক বার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু ডিউক তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। শুনিতে পাওয়া যায় তাহাতেও তাঁহারা হতাশ না হইয়া সমধিক উৎসাহের সহিত এ বিষয়ের আন্দোলন করিতেছেন এবং মার্কুইস অব সালিসবরির নিকট পুনর্বার এ বিষয়ের সাহায্য প্রার্থনার সংকল্প করিতেছেন। আমাদের বোধ হয় নূতন ষ্টেটসেক্রেটারি এ বিষয়ে সম্মত হইবেন না। আমরা পূর্ব্বোক্ত সভার অবুদ্ধিকৃত প্রয়াস দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইব কিম্বা উপহাস করিব তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাঁহারা ভারতবর্ষের কোন্ স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিবেন? ভারতবর্ষে নূতন লোক আনয়ন করা দূরে থাকুক অনেক প্রদেশ হইতে অন্য স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিলে ভাল হয়। এখানকার এক এক প্রদেশের জনসংখ্যা জগতের সকল দেশের জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক, এমন কি জনসংখ্যাবৃদ্ধি দুর্ভিক্ষের কারণ বলিয়া অনেকে তাহার হ্রাসের চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ সময়ে ভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাপনের চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। পতিত ভূমি কই? যদি এ দেশ পার্ব্বত্য প্রদেশ সকলে জনসংখ্যা অল্প, সেইসব স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু সে পক্ষেও বক্তব্য আছে। সে সকল স্থান কি ভারতবর্ষের জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য রাখা উচিত নয়? বেকার হইতে যখন লোকদিগকে উপনিবেশ করিবার জন্য স্থানান্তরে প্রেরণ করা হইবে তখন প্রথমে এই সকল স্থানে প্রেরণ করিবার পরামর্শ করা কি উচিত নয়?

শুনিতে পাওয়া যায় এই সভার সভ্যদিগের মধ্যে গোঁড়া খ্রীষ্টান অনেক আছেন এবং ভারতবর্ষে প্রকারান্তরে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। যদি তাহাই উদ্দেশ্য হয় আমরা বলিতেছি সে পক্ষেও বিশেষ আশা নাই। কারণ ভারতবর্ষ যদি আন্দামানের অসভ্য ও ধর্ম্মবিহীন জাতিদিগের দ্বারা অধিবাসিত হইত তাহা হইলে এখানে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিত, কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা সেরূপ অসভ্য নন এবং সেরূপ ধর্ম্মবিহীনও নন। বিশেষ তাঁহারা সুচতুর ও চিন্তাশীল। এক প্রকার কুসংস্কারের পরিবর্ত্তে তাঁহারা অপর প্রকার কুসংস্কার কখনই গ্রহণ করিবেন না। একথা প্রমাণ হইতে কি এখনও অবশিষ্ট আছে? এক শতাব্দী কি অল্প সময়? ভারত সমাজে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অধিকার লাভের বোধ হয় আর আশা নাই। খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম কেন প্রচার হইল না বলিয়া ইংলণ্ডের প্রচার সভা সকল চিন্তিত হইয়াছেন। বিশপেরা নূতন উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইয়াছেন। মিশনরিদিগের সভা সকল বাদানুবাদ করিতেছেন; কিন্তু বোধ হয় আর কিছুতেই কিছু হয় না। তবে আর সেই উদ্দেশ্যে একটী গুরুতর অমঙ্গল ঘটাইবার প্রয়াস কেন? ভারতবর্ষকে নূতন লোকতন্ত্র প্রণীড়িত করিবার চেষ্টা কেন?

বাঙ্গালির মুখ।

আমাদের ইতিহাসের গভীর অর্থ গ্রহণের শক্তি নাই তাহারা বিবেচনা করেন সে কেবল মাত্র প্রাণাহুতি দ্বারা জগতে জয়লাভ করা যাইতে পারে কিম্বা বহুকাল পরাজিত রাজ্যরক্ষা করা যাইতে

পারে। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই জানেন এবং বলিয়া থাকেন যে ন্যায় ও সত্যের রক্ষা ভিন্ন জয়লাভ কিম্বা রাজ্যরক্ষা করা দুষ্কর। দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশীয় ইংরাজদিগের মধ্যে অনেকে এই কথায় মনঃসংযোগ করিতে পারেন না। এদেশীয়েরা স্বাধীনভাবে একটী কথা কহিলে কিম্বা একটু মনের ভাব প্রকাশ করিলে কর্তৃপক্ষেরা সহ্য করিতে পারেন না, বলেন তদ্দ্বারা রাজভক্তির হ্রাস হয় কিন্তু এই সকল অবিমৃষ্যকারী ইংরাজেরা যে কত অনেক রাজবিদ্রোহ প্রচার করেন তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা হয় না। এই রূপ ইংরাজদিগের এক একটী অত্যাচারে প্রজাদিগের হৃদয় দশ যোজন ভূমে গিয়া পড়ে। এ কথাগুলি নূতন নয় এই বিষয় লিখিয়া লিখিয়া সম্পাদকদিগের লেখনী ক্ষয় হইয়া গেল, বলিয়া বলিয়া বাগ্মীদিগের রসনা অবশ হইয়া পড়িল, ভাবিয়া ভাবিয়া ভারতহিতৈষীদিগের হৃদয় ক্ষোভে দুঃখে ও আক্রোশে পূর্ণ হইয়া উঠিল কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই সমাপি অত্যাচারের দিন অবসান হইল না। সম্প্রতি রাজকোটে একটী অত্যাচার ঘটনা হইয়াছে, আমরা অদ্য সেইটী পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি। রাজকোট বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ রাজ্য। ইহা একজন দেশীয় রাজার অধীন। গত আষ্টোবর মাসে জাফ্রি নামক একজন পেন্সনর রাজকোটের প্রকাশ্য রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী একটী গৃহের দ্বারে বসিয়া দন্তধাবন করিতেছিল; সেইখানকার পোলিটিকাল আসিষ্টণ্ট ও মাজিষ্ট্রেট আষ্টন সাহেব সেই সময় সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন আষ্টন সাহেব তাহাকে দেখিবা মাত্র তাহার সন্নিকটে গেলেন এবং হাত সম্পাতিত না করিয়া তাহাকে এরূপ গুরুতর রূপে কশাঘাত করিলেন যে তাহার সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল।

ঐ হতভাগ্য ব্যক্তি পরে পোলিটিকাল এজেন্টের নিকট আষ্টন সাহেবের নামে অভিযোগ করে কিন্তু তিনি বলেন যে তাহার উপযুক্ত দণ্ডই হইয়াছে। পরে সে ব্যক্তি বোম্বাই গবর্ণমেণ্টে আবেদন করে কিন্তু বোম্বাইএর সুদক্ষ গবর্ণর ডড হাউস সাহেব নিম্নলিখিত ন্যায় সঙ্গত রায় প্রকাশ করিয়াছেন, "গবর্ণমেণ্ট আষ্টন সাহেবের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন সুতরাং তাহার আর অধিক বিচারের আশা করা উচিত নয়।"

কর্ত্তারা মধ্যে মধ্যে বলিয়া থাকেন যে দেশীয় সংবাদ পত্রেরা রাজভক্তি প্রচার করে না। এরূপ অসহ্য অত্যাচারের দৃষ্টান্ত সমীপে থাকিতে আমরা রাজভক্তি প্রচার করি কিরূপে? আর আমাদের জন্য রাজাদিগের প্রাণ কাঁদে একথা বলিলে লোকে বিশ্বাসই বা করিবে কেন? যদি ভারতবর্ষীয় ইংরাজেরা এবং রাজপুরুষেরা তাঁহাদের কার্য্যে ন্যায় ও সত্যানুগত ব্যবহার দেখাইতে পারিতেন, যদি প্রজাদিগকে ভাল বাসিতেন তাহা হলে আর বলিয়া উপদেশ দিয়া রাজভক্তি প্রচার করিতে হইত না। রাজভক্তি আপনা আপনি প্রচারিত হইত।

বিশেষতঃ রাজা ও প্রজা বিভিন্ন ধর্ম্মী ও বিভিন্ন জাতীয় হওয়াতে সহজেই পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও অভক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা। এরূপ স্থলে বিশেষ রূপে ন্যায় ও সত্য রক্ষার জন্য যত্নবান হওয়া উচিত, কিন্তু অনেকে কার্য্যতঃ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিয়া থাকেন। আমরা পুনরায় বলিতেছি এই সকল অবিমৃষ্যকারী ইংরাজের দোষে ভারতবর্ষবাসিরা ক্রমেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত হইতেছে।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, অনেক ইংরাজ সম্পাদক এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের অসন্তোষে এই অত্যাচার অনেক দমন হইতে পারে।

যাহা হউক লার্ড ক্রিলিফ উড হাউসের কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি এমন অপদার্থ অকর্ম্মণ্য অবিবেচক সাক্ষীগোপালকে কেন যে বেতন দিয়া রাখা হয় বুঝিতে পারা যায় না। দিনদিন তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ পাইতেছে। সেদিন পারসী ও মুসলমানদিগের বিবাদের সময় তাঁহার সুবিচার দেখিয়া একবার চমৎকৃত হওয়া গিয়াছে। আবার এই বিচারটী দেখিয়া আরও চমৎকৃত হওয়া গেল, ইংলণ্ড এখনও এই অকর্ম্মণ্য সন্তানটীকে ডাকিয়া লইলে বাঁচা যায়।

ইংলণ্ডে বসিয়া ভারতবর্ষ শাসন।

চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই এইরূপ শাসন প্রণালীর প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন। প্রজাদিগের অবস্থা বিষয়ে জ্ঞান না হইলে সুশাসন করিতে পারেন, প্রজাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া যে শাসন প্রণালী নির্দ্দোষ হয় তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহা রাজনীতির সেই অপ্রাপ্ত সত্য কথা, কিন্তু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন প্রণালী ও পর্য্যালোচনা করা যায় তাহা হলে এই দোষ লক্ষিত হয়। কি এ কি ইংলণ্ডে যাহাদের হস্তে আছে কারবার ভার—দেশ শাসনের ভার, তাহারা ভারতবর্ষবাসিদিগের প্রকৃত অবস্থা বিষয়ে অতিশয় অজ্ঞ, বিশেষ ইংলণ্ডের লোকের তাহা জানিবার সম্ভাবনা অতি অল্প, এই কারণেই

অনেকে বলিয়া থাকেন যে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটি শাখা রাখাতে কেবল ব্যয় ও কার্য্যের ভিন্ন বিশেষ লাভ নাই। ষ্টেট সেক্রেটারি অণ্ডর সেক্রেটারি এবং তাঁহার পারিষদ গণ ইহাদের বেতনের জন্য অল্প ব্যয় হয় না, কিন্তু সে ব্যয় অতি অল্প কথা। আর এক প্রকার ব্যাঘাত পদে পদে উপস্থিত হয়, তাহা এই—প্রথমতঃ এখানকার শাসনকর্ত্তারা ভারতবর্ষের অবস্থা বুঝিয়া যে সকল কার্য্য করা আবশ্যক মনে করেন, অনেক সময় ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষদিগের চক্ষে তাহা অন্য রূপ দেখায়; কারণ তাঁহারা প্রজাদিগের অবস্থা বিশেষ পরিজ্ঞাত নন, এই রূপে অনেক সুকৃত কল্যাণকর বিষয়ও পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ অনেক সময় এখানকার কর্ত্তৃপক্ষেরা যাহা ক্লেশ কর মনে করেন এরূপ অনেক কার্য্যও তাঁহাদের অনুরোধে করিতে হয়, এই সকল কারণে অনেক সময় অনেক গোলযোগ উপস্থিত হয়। সম্প্রতি এই কথার যুক্তিকতা দৃষ্টান্ত উপস্থিত হইয়াছে। পাঠকগণ বিদিত আছেন যে গবর্ণর জেনেরলের সভাতে দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত একটী নূতন মন্ত্রী নিয়োগের কথা হইতেছে এবং মন্ত্রী সভার অপর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিবার কথা হইতেছে। মার্কুইস অব সালিসবরি এই উদ্দেশে লর্ড দর্বের সভায় একখানি বিল উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা লইয়া লর্ড সভাতে বিচার চলিতেছে! লর্ড লরেন্স এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মত জানা আবশ্যক। পর্বলক ওয়ার্কের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য একটী নূতন লোক নিযুক্ত করাতে আমাদের অমত নাই কিন্তু সে বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মত পূর্ব্বে অবধারণ করা উচিত। আয় ব্যয়ের সমতা বিধানের ভার যাঁহাদের হস্তে, ব্যয় বৃদ্ধি করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। কেবল এখানকার কর্ত্তৃপক্ষদিগের কেন? এখানকার প্রজাদিগেরও অভিপ্রায় জানা উচিত।

আমরা পূর্ব্বে প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে সভ নরফকের এক জন সুবক্ষ ও সুবিবেচক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে ভারতবর্ষ শাসনের সমুদায় ভার অর্পণ করিলে যে ফল সুন্দর রূপে কার্য্য চলিতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এখানকার কর্ত্তৃপক্ষেরা যদি যথেচ্ছাচারী হন তাহাদিগকে দমন করিবার উপায় কি? সে সকল কথা ইংলণ্ডের লোকের গোচর হইবার উপায় কি? আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি ভারতবর্ষের ষ্টেটসেক্রেটারির পদ ত নূতন নয়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময় হইতেই আছে। কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যে এই পদ থাকাতে পূর্ব্বোক্ত দুই বিষয়ে কি বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে? নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কাহারও হস্তে থাকিলে যে তাহা অনেক অনর্থের কারণ হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারি এবং তাঁহার দমনের কোন উপায় থাকা উচিত তাহাও স্বীকার করি; কিন্তু আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে উল্লিখিত উপায় তাহার নয়। অনেক স্থলে ভারতবর্ষীয় শাসনকর্ত্তারা আপনাদের কার্য্যের জন্য তিরস্কৃত এবং শাসিত হইয়াছেন বটে ভারতবর্ষের দিকে ইংলণ্ডীয়দিগের দৃষ্টি ক্রমশঃই আকৃষ্ট হইতেছে বটে কিন্তু তাহা কাহার গুণে? ষ্টেটসেক্রেটারির কিম্বা তাঁহার পারিষদদিগের গুণে নয়। কিন্তু পালেমেণ্টের দুই একজন ভারতহিতৈষী সভ্যের গুণে। হেষ্টিংসের শাসনকর্ত্তা বর্ক প্রভৃতি; বর্ত্তমান সময়ের কর্ত্তাদিগের সমস্তকর্ত্তাফসেট প্রভৃতি। ইহারাই সমুদায় ইংলণ্ডকে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছেন। ইহাঁদেরই গুণে ভারতবর্ষের রাজস্বের সদ্ব্যয়ের জন্য সকলের প্রয়াস হইতেছে। বাস্তবিক এরূপ হইবার কারণ আছে। ষ্টেট সেক্রেটারি এবং তাঁহার পারিষদগণ ভারতবর্ষ গবর্ণমেণ্টের অঙ্গভূত, সুতরাং যদি সেই গবর্ণমেণ্টের ভ্রম প্রমাদ বা ত্রুটী লক্ষিত হয় তাহা সাধারণের গোচর হইলে তাঁহাদেরই অগৌরব, এই কারণে সে সকল সাধারণের গোচর করা দূরে থাকুক সে সকল গোপন করিতে সহজে তাঁহাদের ইচ্ছা হয়। ডিউক অব আর্গাইল যে দ্বারবদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষের কার্য্য প্রণালী পরিদর্শন করিতেন, গ্রাণ্ট ডফ যে সংকে ভারতবর্ষের একটীও সংবাদ প্রকাশ করিতেন না তাহার কারণ এই। অপর দিকে ফসেট প্রভৃতি পালেমেণ্টের সভ্যগণ সম্পূর্ণ উদাসীন ও স্বাধীন সুতরাং তাঁহারা অপক্ষপাতে বিচার করিতে পারেন। এই কারণেই কিছু দিন হইল আমরা প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে ফসেট প্রভৃতি কয়েক জন পার্লেমেণ্টের সভ্য মনোনীত করিয়া ভারতবর্ষের কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য সর্ব একটী কমিটী নিয়োগ করা হয় তাহা হইলে অধিক ফল লাভের সম্ভাবনা। তদ্দ্বারা উভয় উদ্দেশ্য যুগপৎ সুসিদ্ধ হইতে পারে।

প্রাপ্ত।

বারাণসী বৃত্তান্ত।

বিমল ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সহিত নৈসর্গিক পদার্থের চমৎকারিতার যোগ হইলে যে অদ্ভুত ফল প্রসূত হয় বারাণসী প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে। যিনি

প্রথমে বারাণসী যে দেবালয় কাশীবাস সেখা উৎকৃষ্ট স্থান বিবেচনা করিয়া মনোনীত করেন, তাহাতে যে বিলক্ষণ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইয়াছিল, সে বিষয়ে সংশয় নাই। বারাণসী পুরাকালে গঙ্গা এখানে উত্তর বাহিনী হইয়াছেন, তাহা দেখিয়া কোন ধর্ম্মভীরু ব্যক্তির মনে এইরূপ অনুভব করা উচিত নহে যে, এই স্থানটীকে দেবপ্রতিষ্ঠার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। এই বোধ হওয়াতেই কাশী অন্য কোন স্থানে মুক্তির ক্ষেত্র ও দেবতার মুক্তি আশ্রয়ের স্থান হইয়া উঠে। এখানে যে কত দেব মূর্ত্তি আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না; কাশী খণ্ডে লিখিত হইয়াছে, অর্দ্ধ ভারতের যত দেবতা আছেন তাঁহারা প্রত্যেকে কাশীতে আসিয়া এক একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন কাশীতে কতদের মূর্ত্তি আছেন, পাঠকগণ এতদ্দ্বারা অনুমান করিয়া লইবেন। যাঁহারা কাশীতে আসা-যাওয়া করিয়াছেন, কত স্থানে এত শিব লিঙ্গ গড়াগড়ি যাইতেছেন। কেহ তাহাদিগকে এক গণ্ডুষ জলও দেয় না। কাশী ক্রমে উচ্চ হইতেছে, কত শিবলিঙ্গ ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন

বারাণসীর দক্ষিণে অসি পর্য্যন্ত গঙ্গা উত্তরে বরণা। বরণা পশ্চিম দিক হইতে আসিয়া গঙ্গাতে মিশিয়াছে। অসি এখন মরিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে উহা স্রোতস্বতী ছিল। তখন বারাণসী নদী বেষ্টিত স্বতন্ত্র স্থান বলিয়া বোধ হইত। বারাণসী পৃথিবী ছাড়া, বোধহয় এই মূল হইতেই সে সংস্কার জন্মিয়াছে।

গঙ্গার দক্ষিণ কাশী সহর। ইহা উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ। পূর্ব্বের বাটীর বসতি এমন ঘন যে তিলমাত্র স্থান পতিত নাই। পশ্চিম দিক বসতি বিরল ও অল্প। পূর্ব্ব পার হইতে কাশী দেখিতে অতি সুন্দর। গঙ্গার নিম্ন তীরে এত বৃহৎ অট্টালিকা ও এত বৃহৎ বাটী অন্য কোন নগরে দৃষ্টিগোচর হয় না। ঘাটগুলির সাঁকুনি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে যে কোন কালে বিনষ্ট হইবে এমন বোধ হয় না। কত যে টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ টাকা যদি ভারতবর্ষের হিতার্থে ব্যয়িত হইত, সাধারণের কল্যাণকর কত কার্য্যের যে অনুষ্ঠান হইতে তাহা বলা যায় না। সাধারণে কল্যাণকর সেই সেই কার্য্যগুলি অনুষ্ঠিত হইলে তাহা দ্বারা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত সন্দেহ নাই। গোড়া হইতেই এদেশের সকল সংস্কার মন্দ হইয়া আসিয়াছে। যে কার্য্য দ্বারা অনেক লোকের উপকার হয়, তাহাতে যে অধিক পুণ্য সঞ্চয় হয়, পুরোহিত ঠাকুর তাহা দেন নাই। এক দেব মন্দিরে এক লক্ষ টাকা ব্যয় না করিয়া ঐ টাকায় যদি বাস্তু করিয়া দেওয়া হয় তাহাতে যে অধিক পুণ্য জন্মে একথা কে অস্বীকার করিবেন? কেবল উপদেশের দোষেই এদেশের সর্ব্বনাশ; মন্দ হইয়া গিয়াছে।

কাশীর বাটী গুলিও অনেক অর্থ উদরস্থ করিয়াছে। এক একটী বাটী অতি বৃহৎ। বাঙ্গালাদেশে বৃহৎ বাটী বলিলে যেমন অধিক স্থান ব্যাপিয়া বাটী আছে তাহা বুঝা যায়, কাশীতে তেমন বুঝায় না কাশীর বাটী গুলি কেবল ঊর্দ্ধদিকে উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালাদেশের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কাশীর বাটী গুলি অনেক বায়ুবহুল। এখানে লোকের আহার, নিদ্রা ও উপবেশন স্থান অল্প। এক একটী বাটীতে বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুস্থানীদিগের কুচরিত্রতার দোষে সেগুলি ভদ্রসমাজ হয় নাই। প্রায় সকলগুলি বেশ্যা দ্বারা পরিপূর্ণ, অনেক বাটীতে ভদ্রলোক দেখিতে পাওয়া যায় না। স্থানটী এমন সুন্দর, প্রবেশ করিলে অন্য মনস্ক হইলে পথ ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা, এরূপ কারুকার্য্য করা বাটী গুলি বেশ্যাদের হাতে পড়িয়া একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কাশীর রাস্তা। জাতির প্রতিষ্ঠা। এখানে সর্ব্বজাতিরই অসংখ্য দেবালয় দৃষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মালয় দৃষ্টি পথে পতিত হইয়া থাকে। দোতলা আওরঙ্গজেব বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়া মসিদ গাঁথিয়াছে। বেণীমাধবের ধ্বজের উপর আর একটী মসিদ করিয়াছে। বেণীমাধবের ধ্বজের উপরে একথা বলিলে মনে হইবে, ঐ মসিদের ছুই ধারে যে ছুটী মনুমেণ্ট আছে, তাহা বেণী মাধবের ধ্বজা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ও ছুটী ঐ মসিদেরই অঙ্গ। হিন্দু দেবালয় ভাঙ্গিয়া মসিদ নির্ম্মাণ করাতে আওরঙ্গজেব যে এক জন অত্যাচারী ও অসভ্য রাজা ছিল, কেবল তাহারই প্রমাণ হইয়াছে, হিন্দু ধর্ম্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। মন্দির ভাঙ্গিয়া যাহারা হিন্দু ধর্ম্ম লোপ করিবার

মনে করে তাহাদিগের তুল্য পাগল আর নাই। মন্দির যদি হিন্দু ধর্ম্মের মূল হইত, তাহার ভঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মের উন্মূলন হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাসই হিন্দু ধর্ম্মের মূল, মন্দির ভাঙ্গাতে তাহার উন্মূলন সম্ভাবনা কি? এটী আন্দোলনের পূর্ব্বে বুঝা উচিত ছিল।

বারাণসীর নাড়ী নির্ম্মাণ প্রথার বর্ণনা এসবে আমি একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। এক্ষণে বাঙ্গালি বাবুরা যে নাড়ী নির্ম্মাণ করিতেছেন, তাহার জানালা দরজা ঢালি সীল ও প্রস্তর হইতেছে। নাড়ীগুলি দেখিতে সুন্দর হইতেছে। আমি এরূপ কয়েকটী নাড়ী দর্শন করিয়াছি। বিজয় নগরের রাজার নাড়ীগুলি প্রস্তরময় দেখিলাম, সেগুলিও দেখিতে অতি সুশ্রী হইয়াছে।

বিবিধসংবাদ।

৯ ই আষাঢ় সোমবার।

আমরা পোষ্ট আফিসের কর্ত্তৃপক্ষদিগের একটী ব্যবহার দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। সোণাপুর পোষ্ট আফিসের আয় যথেষ্ট আছে, দিন দিন আয় বৃদ্ধি হইতেছে, কার্য্য নির্ব্বাহ সুচারুরূপে চলিতেছে, যখন কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় না কর্ত্তৃপক্ষেরাও যিনি যখন হরায় কার্য্য নির্ব্বাহ পরিদর্শন করিতেছেন, সন্তুষ্ট হইয়া যাইতেছেন, সকলি সন্তোষের উপযুক্ত লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু নিম্ন কর্ম্মচারীর মূল, তাহার নিজের ভাগ্যে কোন উন্নতি ঘটিয়া উঠিল না। তাঁহার আয় যে সকলা তাহা বন্দোবস্ত হইতেছে না, তিনি যে ১২ টাকায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় তাহার আর কোন পরিবর্ত্তন হইল না। আমরা কয়েকবার তাঁহার বেতন বৃদ্ধির প্রসঙ্গ করিয়া এই সোমপ্রকাশে লিখিলাম, কিন্তু সেখা মাত্র সার হইল বরং বিপরীত ফলই দেখিতে পাইতেছি। শুনিলাম ইন স্পেক্টর পোষ্ট মাষ্টার নাকি তাহাকে লিখিয়াছেন, যদি তাহার কোন স্থানে বদলী হইবার ইচ্ছা থাকে, লিখিয়া পাঠাও, তাহা করা যাইবে। কি অন্যায়! যাহা হউক আমাদিগের একজন বন্ধু উক্ত পত্র প্রেরক সেমন সাহেবকে, সোণাপুরের ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার কর্ত্তৃপক্ষের এ পত্র পাইয়া [illegible] মনে মনে তাহার চিন্তা করিতেছেন [illegible] বোধ হয়।

সোণাপুরের কাশীস্থ সংবাদদাতা নিম্ন [illegible] লিখিয়া পাঠাইয়াছেন

"সোণাপুর নিবাসী সে কয় ব্যক্তি কাশীর কতক গুলি এখানে যে সকল বাঙ্গালি দিগের নাম করিতেছেন তাঁহাদিগের জানিবার ইচ্ছা হইয়া উঠিতেছে। সংপ্রতি দুই বাঙ্গালি গুণ্ডার বিপদ হইয়া একজন আর একজনের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে।

কাশী যেমন দুরন্ত স্থান, এখানে তেমনি কড়া শাসন চাই। কিন্তু বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেটের শাসন কার্য্যে বিলক্ষণ শৈথিল্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই গুণ্ডাদিগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইতেছে। আজি দুই দিবস হইল, আর এক ব্যক্তির মাথা ফাটা হইয়াছে। [illegible] লোক, গুণ্ডার [illegible] করেন। অনেক অনুসন্ধান করিতেছেন, পুলিসের কর্ম্মচারীর সহিত একত্র হইয়া এক মকদ্দমায় কয় জনকে ধরিয়া ছিলেন। সেই বৈরসাধনার্থ এই সাহেবের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। গুণ্ডারা কি পোষ্ট মাষ্টার এবং সকলে মিলিয়া একজন মাজিষ্ট্রেটের নষ্ট করিতে [illegible] করিতেছে।

[illegible] একটী ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি নিজের [illegible] আইসে। [illegible] করিতেছে এমন সময়ে [illegible] আঘাত প্রকাশার বন্দুক ফুটে। [illegible] গুলি ছিল না। ভীরুটী [illegible] মরিয়া টোটা এক বৃদ্ধস্ত্রীলোকের গায়ে লাগে। বৃদ্ধা ভয়ে চুপচাপ থাকে। বৃদ্ধা যাহার দাসী তিনি ঐ সংবাদ পাইয়া গুণ্ড স্বামীকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন এবং [illegible] উত্তম ব্যবস্থা [illegible]

রেরই অতি [illegible] করা [illegible] কি আশ্চর্য্য! এক ব্যক্তি [illegible] তাহার নিজ বাটী হইতে [illegible] করা [illegible] নবাবী আমলের [illegible] হইতেছে, তাহা অতিশয় [illegible] বাঙ্গালাদেশে একজন [illegible] জন সাধারণ [illegible] যাইতে পারেন না।

১০ ই আষাঢ় মঙ্গলবার।

লণ্ডনে জনশ্রুতি হইয়াছে, লর্ড নর্থব্রুকের পর মার্ড রিপন ফ্রান্সে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইবেন এবং কর্ণেল মালিসন তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটরি হইবেন।

কাটওয়ার মহকুমার ডুবরের সঙ্গীদের সহিত তাহার ডেপুটিকালেক্টর কুমার শ্রীহরির বিলক্ষণ অবধি বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল, সম্প্রতি একজন মুন্সেফ বাঙ্গালীর মধ্যবর্ত্তিতায় ঐ বিবাদের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। কুমারের বিদ্যা বুদ্ধি পরীক্ষার্থ তাঁহার পিতা তাঁহাকে একটী প্রধান বিচার সংক্রান্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। বাঙ্গালীদিগের [illegible] কার্য্যে [illegible] দিতে [illegible] বলিয়া [illegible]

[illegible] ভারতবর্ষীয় [illegible] হইয়াছে। পুরাতন [illegible] আক্ষেপ করিতেছেন। [illegible] এবং [illegible] অধিক। যখন আমেরিকা [illegible] উঠিতেছিল তখন [illegible] বারই সম্ভাবনা।

সংবাদের কোন সংবাদ পত্রের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, তিনি সম্প্রতি একটী বৌদ্ধ মন্দিরে গমন করিয়া ছিলেন, দেখিলেন মূর্ত্তিটীর মস্তক হইতে আলোক

একবার এরূপ দেখিয়াছিলেন। এই আলোক প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া রহিয়াছিল।

১১ ই আষাঢ় বুধবার।

সম্প্রতি নিউইয়র্কে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। একজন ধনী ব্যক্তি এক ইন্স্যুরান্স আফিসে ১০ হাজার টাকার জীবন আপনার ও তাহার স্ত্রীর জীবন ইন্স্যুর করেন, এই কথা থাকে, যাহারা কাহার এক জনের মৃত্যু হইলে যে জীবিত থাকিবে তিনিই ঐ টাকা পাইবেন। কিছুদিন পরে তাহার স্ত্রীর পীড়া হইল, সকলে দেখিতে পাইবেন বলিয়া ডাক্তার তাহাকে নিজের বাটীতে লইয়া গেলেন, কিন্তু তাহার মৃত্যু হইল, এবং তাহার মৃত দেহ কবরিত হইল। তাহার স্বামী শোকে অভিভূত হইলেন। কিন্তু সে টাকার কথা তুলিলেন না। তিনি টাকা প্রার্থনা করিলে উক্ত আফিসের এজেণ্ট আপত্তি করিয়া বলিলেন স্ত্রীলোকটীকে বিষপান করাইয়া হত্যা করা হইয়াছে। পুলিসে সংবাদ দেওয়াতে পুলিস আসিয়া কবর খনন করিয়া দেখেন কফিনের মধ্যে ইষ্টক সংবাদপত্র ও ৯ খানি ইট রহিয়াছে!!

জর্ডোরে যে একটী কাষ্ঠের রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে সুন্দর রূপ কাজ চলিতেছে। শ্যামের রাজাও এরূপ একটী রেলওয়ে করিয়া উহা জর্ডোর রাজের রেলওয়ের সহিত মিলিত করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার পীড়িত হইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ লক্ষ্ণৌনগরাভিমুখে গমন করিয়াছেন।

মিরর বলেন, কলিকাতা হাইকোর্টের চিফ জষ্টিস সর ফিরাণ্ড কাউচ আগামী শীত ঋতুতে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন সম্প্রতি ত্রিচিন পল্লিতে এক জন হিন্দু যুবক সন্ধ্যাকালে ভ্রমণ করিতে একজন মিশনরির বাটীতে গিয়া মিশনরি মহাশয়কে অতিশয় আহ্লাদিত করিয়া তাঁহাকে সে রাত্রি সেখানে রাখিয়া উত্তম রূপে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। যুবকটী রাত্রি দুই প্রহরের সময় উঠিয়া মিশনরির টুপী ও একটী বাক্সের মধ্য হইতে তিনটী টাকা ও সাত আনার পয়সা লইয়া প্রস্থান করে। মিশনরি সাহেবেরা এমনি বলেন, খৃষ্টান হইব বলিলে তাহারা ইহ কাল পরকাল দুইদিক যায়।

১১ ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

এড্ কমল গোল্ডটে রিপোর্ট করিয়াছে, সম্প্রতি ক্রোসেস্ ভিডেপা নামক একজন ব্যক্তি কলিকাতায় উপনীত হইয়াছে। ইহার যথার্থ নাম মধুসূদন বসু। যখন তাহার ৩৫ বৎসর বয়ক্রম, তখন শিশু সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া লণ্ডন যাত্রা করিয়াছিল। তথা হইতে ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশ দর্শন করিয়া পুনর্বার লণ্ডনে উপস্থিত হয়, তথা হইতে আবার আমেরিকা যাত্রা করে, তথাকার সমস্ত দেশ ভ্রমণ করিয়া পুনর্বার ইংলণ্ডে উপনীত হইয়া একখানি জাহাজে ছুতারের কাজ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। ধন্য সাহস! এরূপ সাহস অতি অল্প লোকেরই দৃষ্ট হয়।

"পঞ্জাব সিবিল সর্ব্বিসের সেখ আবদুল রহমান ওরফে মেলবিল সাহেব অনুদ্দিষ্ট হইয়াছেন। কোথাও তাঁহাকে পাওয়া যাইতেছে না। কেহ কেহ অনুমান করেন, কাশ্মীর পাহাড়ের পাদদেশে ঝিলম নদীর তীরে তিনি সন্ন্যাসীর ন্যায় রহিয়াছেন। তাঁহার পদচ্যুতির নোটিস তাঁহার নিকট পৌঁছে নাই। তাহার তাঁহার ঠিকানা কাহা কেও বলিয়া যান নাই, এবং লিখিয়া রাখিয়াও যান নাই।

হিন্দুবিবাহদর্পণ লিখিয়াছেন, চিতকোটের পঞ্চম দাস নামক এক মহন্তের ভৃত্যের স্ত্রীর সহিত মহন্তের প্রণয় ছিল, মহন্ত ভৃত্যকে মন্দিরের পবিত্র জলসহ বীরসিংহ পুরে পাঠাইয়া দেন, তাহার সঙ্গে কতক চাউল এবং কটীও দেন- সেই কটীতে বিষ ভাউল কটী খাইতে বসিলে সেখানে দুইটী বালক এবং একটী বালিকা আইসে, তাহাদিগকেও তাহার কতক অংশ দেয়। খাইয়া অল্পকাল পরে চারি জনেরই মৃত্যু হয়। অনুসন্ধানে মহন্তের দোষ প্রমাণিত হওয়াতে তাহাকে সেসনে অর্পণ করা হইয়াছে, দেবমন্দিরের মহন্তদিগের এমনি চরিত্রের পরিচয় প্রকাশ হইতেছে।

সম্প্রতি আগ্রার দেড় ক্রোশ দূরে সেকন্দ্রা গ্রামে একটী ভয়ানক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। একখানি ডাকের গাড়ি হইতে অনেক টাকা ও মিলিস পত্র যাইতেছিল, ডাকাইতেরা ঐ গাড়ি লুট করিয়াছে এবং ৬ জন লোককে গুরুতর রূপে প্রহার করিয়াছে।

ম্যাঞ্চেষ্টার বক্ত-সমাচার লোক পাঠে, ৭০ টী প্রতিবাদের জন্য কোথায় স্থান হয়। গত বৎসর তথায় ১২৮ টী খুন হইয়াছে। এদিকে ভারত ভাগ্যে পাঁচ জন কমিশনর ও কত কমিশনর যে কত আছে তাহার সংখ্যা নাই।

১৮৭৩ অব্দে শরৎ কাল হইতে প্রায় দশ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হয়।

ফেত অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল নর্ম্মদা নদীর অন্তর্গতী একটী দ্বীপে একটী তাম্র খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বোম্বাইর ট্রামওয়েরও গতিক বড় ভাল বোধ হইতেছে না। এক্ষণে উহাতে প্রতি দিন পাঁচ শত টাকা ব্যয় হয় কিন্তু আয় ৯০ টাকা মাত্র।

সেদিন কলাপার উত্তরে পানপগ্দির সেতুর উপর দিয়া যেমন এক খানি ট্রেণ যাইতেছিল অমনি সেতুটী ভাঙ্গিয়া পড়ে। একজন ইনস্পেক্টর ও কায়রম্যান হত এবং বহু সংখ্যা লোক আহত হইয়াছে।

সম্প্রতি পঞ্জকোটার একটী কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে। একজন ব্রাহ্মণ হাজার টাকা পণ দিয়া দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করে। বিবাহের কিছুদিন পরে আর একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া বলে ঐ স্ত্রী তাহার। বাস্তবিক ঐ ব্যক্তি সাত বৎসর পূর্ব্বে উহাকে বিবাহ করিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে ছিল, এক্ষণে আর এক ব্যক্তির সহিত উহার বিবাহ হইয়াছে দেখিয়া সে হস্তক্ষেপ হইয়াছে। বর্ত্তমান স্বামী আর দুই এক হাজার টাকা দিয়া প্রথম বরের স্বামীর সহিত রফা করিবার চেষ্টায় আছেন।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর উত্তর বাঙ্গালা হইয়া

তাঁহার মুন্সীরে প্রত্যাগমন করিবার কথা আছে।

মেদিনীপুরের একজন এদেশীয় জেলর ধনী কয়েদিদিগের নিকট হইতে উৎকোচ লইতেন বলিয়া তাঁহার হাজার টাকা জরিমানা এবং কঠিন পরিশ্রমের সহিত ১৮ মাস কারাবাস দণ্ড হইয়াছে! জেলের অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগেরও এ বিষয়ে বিচার হইতেছে।

বিনাজপুরের একজন বেশ্যা একটী বালিকাকে ক্রয় করে বলিয়া তাহাকে স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থ উপস্থিত করা হয়। সে এই বলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করে যে সে যে কাজ করিয়াছে এমন সময় সে কাজ যদি অন্যে করিত তাহা ধর্ম্মসঙ্গত কাজ বলিয়া পরিগণিত হইত। কারণ ঐ বালিকাটীকে ক্রয় না করিলে হয় ও তাহাকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইত। মাজিষ্ট্রেট উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এরূপ ঘটনা আরো অনেক ঘটিতেছে।

অমৃত বাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে " নিরাজগঞ্জ মুনসফী আদালতে শারঙ্গ নামক এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নামে নালীশ করিয়া তাহার পালিত একটী বনমানুষ ১৮৩৯। ৬। ৮১ ধারা মত ক্রোক করিয়া আনে এবং তাহা ক্রোকী অবস্থায় আদালত ঘরে মুন্সেফ বাবুর এজলাসের সম্মুখে থাকে। বোধ হয় ঐ বনদেবধারী পশুর কয়েক দিন মুন্সেফ পার্শ্বে এজলাস করিতে দেখিয়া তদীয় উচ্চ আসনে বসিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আসন খালি না হওয়ায় তদীয় মনোরথ পূর্ণ করিতে পারে না। সৌভাগ্য ক্রমে অদ্যতন আদালতের সেরেস্তাদার মহাশয়ের বদলি হওয়ায় বিদায়াভিনয় নাটকের অভিনয় হওয়ায় মুন্সেফ বাবু দাঁড়ি লাগাইয়া রাজাধিরাজ মহারাজ হনুমানের চেহারার হন। দৈব বলে ঐ বন মানুষ ইহা অবগত হইয়া বিবেচনা করিল যখন মুন্সেফ বাবু স্বীয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন তখন তাঁহার পদ আমার গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? এই রূপ তর্ক করিয়া সে খাঁচার লোহার শিক ভগ্ন করিয়া মুন্সেফ বাবুর চাপরাসে গিয়া উপবেশন করে এবং টেবলস্থ কাগজ পত্র দৃষ্টি করিয়া মেজের উপর হইতে ডাক্তার ডাকিয়া টেবলের উপর রাখিয়া পাস্ট টেষ্টা ইয়া পরীক্ষা করিতে থাকে এবং পরিশেষে পরীক্ষায় অসন্তুষ্ট হওয়া তাহার বহি পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলে। ইহার পরে সে তাহার মহাশয়ের চৌকিতে বসিয়া তাহার কাগজ পত্র পরীক্ষা করে। ইতিমধ্যে গ্রাম হইতে বনে গমন সংবাদ প্রচার করিয়া মহারাজ দশরথের মৃত্যু হওয়ায় মুন্সেফ বাবু তাঁহার নূতন কর্ম্ম হইতে আসর হইয়া গেলে। এই সংবাদ শ্রবণে বন মানুষও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আদার উপর গিয়া উঠে এবং আদালতের চাপরাশীগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পুনর্ব্বার পিঞ্জরাবদ্ধ হয়। এই অমানুষ দেখিতে ১৩ বৎসর বয়স্ক একটী বালকের ন্যায়, ইহার অসাধারণ বুদ্ধি বৃত্তি ও পরা ক্রম দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছেন।"

সম্প্রতি বঙ্গসমুদ্রে একটী বৃহৎ জলজন্তু দুইখানি জাহাজ নষ্ট করিয়াছে। ইহা সমুদ্রের জলের উপরে ভাসমান ছিল। নিকটস্থ একখানি বাঙ্গীয়পোতের লোকেরা ইহাকে বিনষ্ট করিতে মৎস্যটী তৎক্ষণাৎ জাহাজ খানি নষ্ট করে। কাপ্তেন এই বৃহৎ মৎস্য কে তিনটী গুলি করেন। তৎক্ষণাৎ মৎস্য জাহাজের দিকে অগ্রসর হইয়া বৃহৎ বাহু প্রসারণ করিয়া জাহাজ ধরিল। পরে সে জাহাজের উপরে উঠিয়া তাহা সমুদ্র গর্ভে লইয়া গেল। এই ভয়ানক জন্তুর দেহ প্রায় ১৭৩ ফুট হইবে। জলমগ্ন জাহাজের কাপ্তেন নিজে এবিষয় দিল্লীগেজেটে লিখিয়াছেন।

১৩ ই আষাঢ় শুক্রবার।

১৪ এ জুন কেপ অব গুড হোপ নীত হইতে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছে " ডেরাইতে বিলক্ষণ কষ্ট হইতেছে, সাধারণ মুরী হইতে ৫০ জাহাজ মহারাজ্ঞীর সেবায় তথায় পাঠান হইবে, সেজন্য গবর্ণমেণ্ট উহার মূল্য দিবেন। পল্লীস্থ রিলিফ কমিটির মন্ত্রণা নিয়ত মন্ত্রণা নিযুক্ত হওয়াতে লোকের চাঁদা এবং কমিটীর অন্যান্য ব্যয় বাহুল্য হইতেছে। পুনিয়া গবর্ণমেণ্টের জন্য বহন কার্য্যের জন্য বলপূর্ব্বক গোমহিষাদি লইতেছে বলিয়া মহাজন দলের ব্যবসায়ীরা এবং রাইতদিগের দুঃখ করণাদির বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইতেছে।

মজঃফরপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন," এপ্রদেশে এত চাউল থাকা সত্ত্বেও লোকের কষ্টের ক্রন্দন হইতেছে, ইহা কি প্রজাপীড়ক লোকদিগের চেষ্টের পরিসীমা নাই, তাহারা একদিন মজুত করিতে না পারিলে সেদিন তাহাদের অন্নাভাব থাকিতে হয়, সুতরাং অনেক গরিব লোকেরও প্রতিদিন আহার সংগ্রহ করা কঠিন হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে চুরি হইতেছে। যেরূপ গতিক, ক্রমে চাউল আরও দুর্ম্মূল্য হইবার সম্ভাবনা। অতএব এস্থানে গবর্ণমেণ্টের কিয়ৎপরিমাণে রিলিফ দেওয়া আবশ্যক হইতেছে।"

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, পাণ্ডুয়ার সন্নিহিত ইলছোবা গ্রামের মাড়ী ভয় অনেক নিবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য দুঃখী প্রজারা অনেকে অন্নাভাবে বড়ই কষ্ট পাইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ গ্রামের এক প্রার্থীও গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হয় নাই। আমরা স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অনুরোধ করি, তিনি সত্বর ঐ গ্রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন

১৪ ই আষাঢ় বুধবার।

আমরা [illegible] করিয়াছিলাম [illegible] একটী কবিতা [illegible] এক্ষণে কার্য্য অধিকার বিস্তৃত হওয়ায় কালে ফল করা তাহা ক্রমে লোকের বাগানের আম কাঁঠাল লইয়া অপরা করিবে তাহা সম্ভব সম্ভব, তাহাদের দৃষ্টি ক্রমে একটু উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা কতদূর সাহসী হইয়া উঠিয়াছে নিম্ন লিখিত ঘটনাটী তাহার পরিচয় দিয়া দিবে। গত রবিবার বেলা অনুমান ১০। ১১ টার সময় এক ব্যক্তি ডাকে করিয়া কলিকাতা হইতে বারুইপুরের অভিমুখে যাইতেছিল। তাহার আর সন্দেহ ও ভয়

এক জোড়া কাপড় ছিল। কোদালিয়ার পশ্চিম সীমাস্থবর্ত্তী পাকা রাস্তার ধারে তাহারি নামাকরা সে কোন কাপালিকের একটু দূরে গমনাগমনে, পথিকদের আসিয়া দেখে কতকগুলি কাষ্ঠ সহিত একটী খড়া পড়িয়া আছে, সে খড়্গে আর সন্দেহ ও কাপড় ছিল, তাহা সেখানে নাই। এই সংবাদ শ্রবণে সে কতবুদ্ধি হইয়া পুলিসে সংবাদ দেয়। অপরাহ্ণে পুলিস কর্ত্তৃক এ বিষয়ের অনুসন্ধান হয় কিন্তু সে দিবস বিশেষ কোন কাজ হয় নাই; পরে এই কয়েক দিন ধরিয়া পুলিস ইহার অনুসন্ধান করিতেছেন। শুনা গেল ২ জনকে ধরা হইয়াছে, কিন্তু অধীন লইয়া উহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অপহৃত দ্রব্যের কিছুই এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক দিবা ভাগে নগর রাস্তার ধারে এরূপ চুরি হইয়া গেল এটী সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। আমরা যেরূপ শুনিতে পাই তাহাতে এ জোর ধরা তাদৃশ কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের সংস্কার পুলিস একটু যত্ন করিলেই চোর ধরিতে পারিবেন। সোণাপুরের বর্ত্তমান সব ইনস্পেক্টর বাবুর বিলক্ষণ সুখ্যাতি আছে, আমরা এই সোমপ্রকাশে তাঁহার প্রশংসাবাদও করিয়াছিলাম। এই ঘটনা উপলক্ষে তাঁহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে হইলে আমাদিগকে অতিশয় দুঃখ হইতে হইবে।

১৩ ই জুন যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ১৪১ জনের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ১৩২ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। ১৯ জনের জ্বর ২০ জনের ওলাউঠায় এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্যান্য কারণে মৃত্যু হয়।

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

গত শনিবার পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সকলের শস্যাদির এবং তত্রত্য লোকদিগের অবস্থা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল—

বাঁশি ১৩ ই জুন। ১১ ই প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়, এবং সমস্ত সপ্তাহে অল্প অল্প বৃষ্টি হয়। সর্ব্বত্রই শস্য বপন আরম্ভ হইয়াছে ধান্য এবং অন্যান্য শস্য অঙ্কুরিত হইতেছে। রিলিফ কার্য্য কমিতেছে।

গোরক্ষপুর ১৩ ই জুন। বৃষ্টি হইয়াছে, বপন কার্য্য চলিতেছে, রিলিফ কার্য্য কমিতেছে এবং অধিকাংশ লোকের কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে না।

গাজিপুর ১১ ই জুন। ১১ ই ১২ ই এবং ১৩ ই প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। বপন আরম্ভ হইয়াছে। একটী মাত্র রিলিফ কার্য্য খোলা আছে।

মির্জ্জাপুর ১৪ ই জুন। অধিক বৃষ্টি হয় নাই এবং সর্ব্বত্র সমান হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহাতে ভূমি কর্ষণ কার্য্য চলিতেছে। ইক্ষু উত্তম জন্মিয়াছে। শোণের উত্তরে রিলিফ কার্য্য বন্ধ হইয়াছে দক্ষিণেও দুটী বন্ধ হইয়াছে।

ব্যাণ্ডা ১২ ই জুন। পশ্চিম ও মধ্য স্থানে বিলক্ষণ বৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে ভূমি কর্ষণের উপযুক্ত বৃষ্টি হয় নাই, একটী রিলিফ কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। ব্যাণ্ডার চারিটী দরিদ্র নিবাসে ৪২৬ এবং কারউইর চারিটীতে ৮০ লোক আছে। লোকের অবস্থা ক্রমে উন্নত হইতেছে।

হমিরপুর ১০ ই জুন। ৩রা অবধি ৯ ই পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছে। বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে এ বিশ্বাস না হওয়াতে কৃষকেরা ভূমি কর্ষণ করিতেছে না। রিলিফওয়ার্কে মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। দরিদ্র নিবাসের সংখ্যা সমান রহিয়াছে।

ঝাঁসি ১১ ই জুন। ভূমিকর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। রিলিফ কার্য্যে মজুরের সংখ্যা ৮৮৯।

পঞ্জাবের স্থানে স্থানে বৃষ্টি বিবন্ধন ক্ষেত্রে যে সকল শস্য কাটিয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল তাহার কতক অনিষ্ট হইয়াছে। বৃষ্টি হওয়া অবধি প্রায় সর্ব্বত্রই ভূমিকর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে।

গত সপ্তাহে বঙ্গ দেশের প্রায় সর্ব্বত্র বিভাগেই অল্পাধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। কেবল পুরী ও আর দুই চারিটী বিভাগে বীজ বপন শেষ করিবার জন্য আরো কিঞ্চিৎ বৃষ্টির প্রয়োজন। সর্ব্বত্রই প্রায় যেরূপ বৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে কৃষি কার্য্যের বিলক্ষণ সুবিধা হইতেছে, আশু ধান্য বপন এবং আমন ধান্যের জন্য ভূমি কর্ষণ প্রভৃতি কার্য্য উত্তম রূপ চলিতেছে। রঙ্গপুরের স্থানে স্থানে এবং বিক্রমপুর ও ঢাকায় আশু ধান্য প্রায় কাটা হইয়াছে। জুলাইর শেষে অন্যান্য স্থানেও ইহা কাটিবার উপযুক্ত হইবে। বাখরগঞ্জে আশু ধান্য ভাল জন্মে নাই। কোন কোন বিভাগে আশু ধান্য বপন শেষ হইয়াছে, কোন কোন স্থানে বুনা চলিতেছে এবং বোরো ধান্য রোপণ করিবার জন্য ভূমি সকল প্রস্তুত করা হইতেছে। বৃষ্টিতে নীল প্রভৃতি অন্যান্য শস্যের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। নদীয়া এবং মানভূমে বীজ ধান্যের কতক অভাব হয় কিন্তু জমীদারেরা সে অভাব পূরণে বিলক্ষণ যত্নবান হইয়াছেন। মানভূমের ডিষ্ট্রিক্ট আফসর বলেন তথায় অল্পভূমিই পতিত আছে। সাধারণতঃ শস্যাদির অবস্থা সন্তোষ কর। দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সকলে লোকে রিলিফ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ক্ষেত্রের কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছে। বৃষ্টি দ্বারা পুষ্করিণী সকলের জল বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তৃণাদি জন্মিয়া পশ্বাদির খাদ্যেরও অনেক সুবিধা হইয়াছে।

১৮ ই জুন পর্য্যন্ত বৃষ্টি ও শস্যাদির অবস্থা বিষয়ে কৃষি বিভাগের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় মান্দ্রাজে বৃষ্টি হইতেছে, কেবল ত্রিচিনপালি এবং তাঞ্জোরে অল্প বৃষ্টি হইয়াছে। শস্যাদির অবস্থা সন্তোষকর। সিন্ধুতে নদীর জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। গুজরাটের স্থানে স্থানে শস্য বপন করিবার উপযুক্ত রূপ বৃষ্টি হয় নাই। বঙ্গদেশে প্রায় সর্ব্বত্রই উত্তম

রূপ বৃষ্টি হইয়াছে। শস্যাদির অবস্থা ভাল। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল এবং অযোধ্যার উত্তম বৃষ্টি হইতেছে। কৃষি কার্য্যও উত্তমরূপ চলিতেছে। রিলিফ কার্য্যে মজুরের সংখ্যা কমিতেছে। পঞ্জাবে আজিও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হয় নাই। মধ্য প্রদেশে এবং বিরারে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াতে হৈমন্তিক শস্যের জন্য ভূমি কর্ষণ কার্য্য বিলক্ষণ চলিতেছে।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে রিলিফ কার্য্যে যে সকল লোক নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাদের সংখ্যা শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া আসিতেছে। মজুরের সংখ্যা কমিতেছে বটে কিন্তু ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে। ১৪ ই মে পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে ৮১৫৯৭ টাকা ব্যয়ে ১৩১৭৮১ লোক নিযুক্ত ছিল কিন্তু ৩১ এ মে যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে মজুরের সংখ্যা কমিয়া ১২৮৩১ হয়, ব্যয় ১২১৫৮ টাকা হয়, মজুরদিগের বেতন কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ ছিল তাহার অধিক হয় নাই। ইহার কারণ কি?

বীরভূমের অন্তর্গত ভেদমপুরের জমীদার বাবু রামরতন চক্রবর্ত্তী রাজাদিগের জন্য এই দুর্ভিক্ষ সময়ে যে বিপুল অর্থব্যয় করিয়াছেন তাহাদের রিপোর্ট পাঠ করিয়া লেপ্টনণ্ট গার্ণর আন্তরিক সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

রাজসাহী বিভাগের কমিশনর ডুরাণ্ড বাবুর অন্তর্গত আজীমগঞ্জের প্রসিদ্ধ জমীদার বাবু ধন সিংহ বাহাদুরের বদান্যতা ভাব বিষয় লেপ্টনণ্ট গার্ণরের গোচর করিয়াছেন। কমিশনর লিখিয়াছেন, তিনি দুটী পুষ্করিণী খননের আবশ্যক ব্যয়ের তিন অংশ প্রদান করেন, তদ্ভিন্ন নিজ ব্যয়ে আর একটী পুষ্করিণী খনন করাইতেছেন। গঙ্গারামপুর থানার অধীনে দুটী পুষ্করিণী পরিষ্কার এবং একটী বাঁধের সংস্কারার্থ তিনি ব্যয় দানে স্বীকৃত হইয়াছেন। আপাততঃ খাজনা লওয়া বন্ধ করা ভিন্ন অনেক দরিদ্র প্রজার খাজনা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। রঙ্গপুরে প্রজাদিগের নিকট খাজনা আদায় বন্ধ করিয়াছেন, নিজ হইতে সদাব্রতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এই রিপোর্ট পাঠ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান বিভাগে সাহায্য প্রার্থীর সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। এক্ষণে বর্দ্ধমান সহর দিয়া প্রতিদিন যে বহুসংখ্যা পুরীর যাত্রী যাইতেছে, তাহাও ইহার অন্যতম কারণ। শিশুদিগকে দুগ্ধ এবং আবশ্যক মত লোকদিগকে বস্ত্র বিতরণ করা হইতেছে। উড়িষ্যা হইতে ৮ আট জাহাজ মণ চাউল আসিয়াছে।

হুগলীর রিলিফ হাউসে এক্ষণে প্রতি দিন ৫৮০ লোককে আহার দেওয়া হইতেছে। প্রায় ২০ ঘর ভদ্র গৃহস্থকে অগ্রিম চাউল দেওয়া হইতেছে।

হেদুয়ার [illegible] প্রতিদিন ১৩৫ লোক আহার [illegible]। তাহাদিগকে দুই প্রস্থ কোর্ত্তা পাগড়ি দেওয়া হইতেছে।

চাঁপাই অন্তর্গত পাঁচিনার অন্নসত্রে লোক সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। অনেকে ঘরে থাকিতে সাহায্য লইতেছে। তাহাতে চাউলের অল্প, প্রার্থনা করে পাঁচছটি ছেলে ও পরে উহাদিগকে এক একটি করে [illegible] এই রূপ চাউল দিবার আজ্ঞা হয়, কিন্তু সাহেবদিগের আজ্ঞায় তাহারা আকৃষ্ট হয় না, পাঁচ, ছয়টি করিয়া লিখিয়া না আনিলে চাউল দিতে সম্মত হয় না। কেবল মাত্র একটী ভদ্রা বাঁধ আলোপাড়া অঞ্চলে চাউল দেওয়া হইয়াছে।

ম্যাসগো রিলিফ কমিটীর সম্পাদক বলিয়াছেন, ১৩ মে উক্ত কমিটীর যে অধিবেশন হয় তাহাতে কলিকাতায় ৫ লক্ষ ৫৮০০০ টাকা পাঠান স্থির হইয়াছে।

শ্যামদেশে এবার বিস্তর ধান্য জন্মিয়াছে। ধান্য উৎপাদন বিষয়ে আপান ও ভারতবর্ষের ন্যায় শ্যাম দেশেরও বিলক্ষণ উর্ব্বরতা শক্তি আছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

বাবু কালী কৃষ্ণ মল্লিক বাহাদুর সিলেক্ট কমিটীর বিশেষ সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ শান্তিরক্ষার নিমিত্ত বাহাদুর নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত মুন্সি কাফেলু খান।

" বাবু মথুরা নাথ ভট্টাচার্য্য।

" রামচন্দ্র মৌমিক।

" কৃষ্ণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সবডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত [illegible] বাবু [illegible] বাহাদুরের [illegible] ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

[illegible] বাবু [illegible] [illegible] [illegible]

ডেপুটী কালেক্টর বাবু বৃন্দাকান্ত মজুমদার।

জমীদার বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন।

শ্রীযুক্ত এচ, পি মোলক্‌সি, এস, পুর্ণিয়ার ডিপুটী কমিসেরিয়ট ও মটিব ট্রান্সপোর্ট চেয়ারম্যান হইবেন।

জমীদার বাবু রাম প্রসাদ সিংহ মুঙ্গেরের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড কমিটীর সভ্য হইবেন।

ডিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারী।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

ডুমরিলস্কর বাবু জগদ্গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিনা অঙ্গীকারে সবডিবিজনে আমেন দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত অফিসরেরা দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীনাথ বসু।

নবদ্বীপের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর বাবু চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, এম, মনি সাহেব যিনি জাদুই উপবিভাগের ভার পাইয়াছেন, প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং ফৌজদারী প্রক্রিয়ার ২২২ ধারানুসারে উল্লিখিত অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন। মনি সাহেব এতদ্ভিন্ন ১৮৫৯ অব্দের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের মধ্যে একজন জষ্টিস অব দি পিস হইবেন।

ডিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৮ ই জুন। কমন্স সভাতে ফসেট সাহেব বলিয়াছেন, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল বিল সম্বন্ধে লার্ড নর্থব্রুকের সহিত মার্কুইস অব হার্টিংটন যে পত্র লেখালিখি হইয়াছে তাহা প্রকাশ না করিলে উক্ত আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচনার নিমিত্ত পরিষদে পরিত্যক্ত হওয়া সুবিধার নহে।

পারিস ১৭ ই জুন। এম ম্যাগ্‌নি জাতিসভার সভায় বলিয়াছেন, সুয়েজ খাল দ্বারা ৪ কোটি ২০ লক্ষ আবশ্যক।

এমেরিকার মধ্যে কেবল দুটী সংবাদ আধান প্রদান গত কল্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

লণ্ডন ২৩ এ জুন। যে মেইল কলিকাতা হইতে ২৬ এ মে এবং বোম্বাই হইতে ২৯ এ মে যাত্রা উহা অদ্য প্রাতঃ কালে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ জুন। কাস নামক টার্কস জাহাজ মার্মোরা সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছে। ৩২০ জন আরোহীর মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডনস্থ কৈয়াসী বাজ দূত পদ ত্যাগ করিয়া চলেন।

রোম ২০ এ জুন। গারিবল্ডি অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন।

মাড্রিড ২০ এ জুন। তালইরা এষ্টেলার নিকটে মন্ট জুয়েতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে। আকাশের ভাব অনুকূল না হওয়াতে সেনাপতি কক্ষার কার্য্য সব বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে।

লণ্ডন ২৫ এ জুন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের রাজ্ঞীর স্কটলণ্ডদর্শন দর্শনার্থ গমন করিবার সম্ভাবনা আছে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! এখানকার রাজকুমার শ্রীযুক্ত কুমার বনয়ারী খানন্দ বাহাদুর প্রতি রবিবারে এক একটী সভা আহ্বান করেন। অত্রত্য স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক, রাজসাহেবের ডাক্তার ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর সে সভায় প্রবেশাধিকার আছে। বিভিন্ন প্রবন্ধ অনুশীলনই সভা অধিবেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রতি সভায় এক একটী বিষয়ের তর্ক উপস্থিত হয় ও তাহার এক একরূপ মীমাংসাও হইয়া যায় সংপ্রতি একটী গোরক্ষণ আন্দোলন উপস্থিত। সভার ভিন্ন ভিন্ন সভ্য ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়াছেন। কোন প্রকারে স্থির মীমাংসা হইতেছে না। এমন আন্দোলিত বিষয়টী যাহাতে পরিষ্কার রূপে মীমাংসিত হইয়া যায়, তাহার উপায় বিধান করিবেন। বিবেচ্য বিষয়টী এই:—

মধ্যে মধ্যে আমরা শূন্য হইতে এক জাতীয় সর্পরাশি ভূপতিত হইতে দেখিতে পাই। ক্ষুদ্র জাতীয় এক প্রকার মৎস্যও [illegible] হইয়া থাকে। এ বর্ষণের কারণ কি? এ সর্প ও মৎস্যের উৎপত্তি স্থলই বা কোথায়?

বনয়ারী আবাদ
১৯ এ জুন
} আপনার
বনয়ারি আবাদ
প্রবাসিনঃ।

মহাশয়! আপনকার বর্ত্তমান বর্ষের ২ রা আষাঢ়ের পত্রিকায় বঙ্গদেশীয় কুলীন কায়স্থদিগের আদিপুরুষ সংক্রান্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। আপনি ঠিক কথাই লিখিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে আসিয়া যে কোন মহাশয় কুলীন কায়স্থদিগের আদি পুরুষেরা যে কি জাতি ছিলেন তৎসম্বন্ধে যথাযোগ্য অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে সমাগত পঞ্চব্রাহ্মণের ভৃত্যেরা কায়স্থ ছিল, কায়স্থ ছিল না। ঘোষ বসু মিত্র যে কায়স্থ ছিলেন, ইহার কোন প্রমাণ রাজমহালের পশ্চিমে সমস্ত হিন্দুস্থানের মধ্যে পাওয়া যায় না। বা কোন পুস্তকে ইহার উল্লেখ আছে, বা, কোন লালা কায়স্থের নিকটে কিছু জানা যায়। দেখুন পশুর প্রকৃতিসিদ্ধ এমন শক্তি আছে যে গাভী এবং অন্য অন্য পশুর স্ত্রীজাতি আপন আপন বৎসহারা হইলে কত বিলম্বেও যদি শাবক আপন মাতার নিকট পৌঁছে, সে দূর হইতে ঘ্রাণের দ্বারা আপন বৎসকে চিনিতে পারে, কিন্তু বিস্তর কুলীন কায়স্থ বহুকালাবধি কান্যকুব্জ জেলাতে বাস করিয়া সর্ব্বদা আপনাদিগকে কান্যকুব্জ কায়স্থজাত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তথাকার লালাসাহেবেরা ইহাদিগকে আপন সন্তান বিবেচনা না করিয়া অন্যের সন্তান বোধে পশু সদৃশ লাথি মারিতে উদ্যত হয়। এ অবস্থায় বঙ্গদেশীয় কুলীন কায়স্থ মহাশয়েরা যে কান্যকুব্জ লালার বংশ ইহা কোন প্রকারেই সম্ভাবিত নহে। ইহাঁদিগের আদিপুরুষ যে কায়স্থ ছিল এই অনুমানই সঙ্গত হয়। আপনি কুলীন কায়স্থদিগের আদিপুরুষের বিবাহ বিষয়ে যে মীমাংসা করিয়াছেন ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। ঐ মীমাংসাজন্য প্রভুক অথবা এদেশের বিশেষ বৃত্তান্ত জানা না থাকাতেই করিয়া থাকিবেন। আদি কায়স্থেরা যে কন্যাদায় [illegible]

রাছিলেন ইহা বোধগম্য হয় না। এই বোধ হয় যখন ব্রাহ্মণের ভৃত্যেরা কায়স্থ শ্রেণীতে পরিগণিত হইল তখন তাঁহারা এদেশের লালাকায়স্থদিগের যে এক রীতি প্রচলিত আছে তদনুসারে কার্য্য করিয়াছিল। সে রীতি এই—কোন লালা ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ বা বিবাহের উপায় না থাকিলে একটী নীচ-জাতীয় স্ত্রীলোক ঘরে রাখে, তাহার হাতের অন্ন খায় না কিন্তু তাহার গর্ভে সন্তান হইলে ঐ সন্তানের হাতের অন্ন গ্রহণ করে এবং ক্রমে ক্রমে ঐ সন্তান কায়স্থ শ্রেণীতে পরিগণিত হয়। এই রূপ রক্ষিত স্ত্রীকে পশ্চিম অঞ্চলে "সুরতিন" বলিয়া থাকে।

এদেশে এই রীতি আছে এক দেশের লোককে অপর দেশের লোকে কন্যাদান করেন না, তদ্বিষয় এবং লালাকায়স্থদিগের সুরতিন রাখিবার বিষয় বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হয় ব্রাহ্মণদিগের সহগত কাহা বের ঔরসে সুরতিনের গর্ভজাত কায়স্থ দিগের আদিপুরুষের সন্তান জন্মিয়াছে। তাঁহারাই পরে ১।১১ পুরুষের মধ্যে ইংরাজিগের তেজ শক্তি এবং আর আর হিন্দুস্থানী চিহ্ন সকল হ্রাস পাইয়া ৩।৪ পুরুষ না হইতেই ইংরাজ বাঙ্গালী সদৃশ হইয়া আদি কায়স্থদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া গেল। ইহাঁরাই দক্ষিণ রাঢ়ী উত্তর রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থ নামে যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা যুক্তিসিদ্ধ এবং এদেশের রীত্যানুযায়ী বলিয়া বোধ হয়।

কস্যচিৎ কায়স্থস্য।

"তিক্ত মৎস্যেও যাহা কুত্তা বোলাএ লেও"

সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেবের অধিকার কালে শিক্ষাবিভাগের নিম্নশ্রেণীস্থ কর্ম্মচারিগণের অধিকল ঐ দশা ঘটিয়াছিল। কয়েকবৎসর হইল এই বিভাগের উচ্চ শ্রেণীস্থ কর্ম্মচারিবর্গের শ্রেণীবিভাগ ও বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির নিয়ম হয়। ঐ সময়ে অন্যান্য বিভাগেও সামান্য কেরাণীদিগের পর্য্যন্ত বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির নিয়ম হইয়াছিল। কেবল হতভাগা নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকেরাই উহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। সর উইলিয়ম গ্রে সাহেবের সময়ে এই বিষয়ের তুমুল আন্দোলন হয়। সকল সংবাদ পত্রেই বাদানুবাদ হয়, এবং ডিরেক্টর এট কিন্সন সাহেব কয়েকবার স্পেশ করিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠান এরূপ জনরবও উঠে। কিন্তু কার্য্যে তাহা কিছুই সিদ্ধ হয় নাই। সকলের সংস্কার এই যে, এট্‌কিন্সন সাহেবের সম্যক যত্নের অভাবেই উহা সফল হয় নাই। সফল হউক বা না হউক ও বিষয়ের আন্দোলন হওয়াতেও শিক্ষক দিগের মনে আশার আবির্ভাব হইয়াছিল কিন্তু এমন সময়ে তাঁহাদের দুরদৃষ্টবশতঃ উদিত হইল। কাম্বেল সাহেব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইলেন। শিক্ষাবিভাগে তামাডোল পড়িয়াগেল, আর্ল্লি একালেজ তাঙ্গিল, কালি ও কালেজ চূর্ণ হইল, পাছ কমুক অমুক স্কুল সকল মাটী হইল, সর্ব্বদাই এইরূপ দুঃসংবাদ শিক্ষকেরা শুনিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্ব স্ব পদ থাকিবে কি [illegible] হইবে নিরন্তর সেই চিন্তা উঠিতে লাগিল, সুতরাং তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধির আশা করা দূরে থাকুক যাহা কিছু আছে তাহাই রক্ষা থাকিলে তাঁহারা বাঁচেন এইরূপ চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন "তিক্ত মৎস্যেও যাহা কুত্তা বোলাএ লেও।"

আজি আর সে দিন নাই, কাম্বেল সাহেব শিক্ষাবিভাগস্থ উল্লিখিত কর্ম্মচারিবর্গের মনোদুঃখ ও তজ্জনিত প্রত্যবায় ও কলঙ্ক ভারে আক্রান্ত বোধ করিয়া স্বদেশে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে উদার প্রকৃতি সর রিচ্‌ড টেম্পল সাহেব তদীয় আসনে উপবেশন করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সাতিশয় প্রীত হইলাম যে [illegible] ডিও শিক্ষাবিভাগের প্রতি অনুকূল দৃষ্টি পাত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। যে কয়েক জন বাঙ্গালী বেতন বৃদ্ধি যুক্ত শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন কাম্বেল সাহেব তাঁহাদিগকে অপসারিত করিয়া তৎপদে আর দেশীয়দিগকে নিযুক্ত না করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু টেম্পল সাহেব সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত দেশীয়দিগকে উচ্চ শ্রেণীতে আরো হিত করিবার পুনর্ব্বার সাবকাশ করিয়াছেন। আমরা কায়মনো বাক্যে ঐ সংকল্পের উপর "সংকল্পিতার্থ সিদ্ধিঃসেন্তু অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু" বলিলাম।

কথায় বলে" যে দেয় তাবের পেঁচকে" কাম্বেলকে শিক্ষা বিভাগস্থদিগের [illegible] মনে করিয়াছিলাম এমন, তাঁহার নিকট উহাঁদিগের জন্য কোন অনুরোধ জানাই নাই, টেম্পল সাহেবের কার্য্যারম্ভ প্রতীয়মান হইতেছেন, এজন্য তাঁহার সমীপে সকল কথাই জানাইতে ইচ্ছা হইতেছে এবং সেই ইচ্ছা বশতঃ নিম্ন লিখিত কয়েকটী বিষয়ের অনুরোধ জানাইলাম। টেম্পল সাহেব উহাতে কিঞ্চিৎ বিশেষ রূপে মনোনিবেশ করিলে আমরা পরম আহ্লাদিত হইব। আমাদের আশা আছে তিনি মনোনিবেশ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা যাহা যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার কিছুমাত্র অসঙ্গত নহে।

১ম, লেঃ গবর্ণর শিক্ষা বিভাগের উচ্চ শ্রেণীতে বাঙ্গালীদিগের উঠিবার পথ রুদ্ধ না রাখিয়া সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত করুন এবং মধ্যে মধ্যে কৃতবিদ্য বাঙ্গালীদিগকে সেই সেই পদে অধিরোহিত করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষা বিভাগে প্রবেশের অকাট্য কারণ নিবারণ করুন। যখন তিনি স্বয়ংই ঐ বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ডিরেক্টরের নিকট উপযুক্ত [illegible] মতের সংবাদ লিখিয়া চাহিয়াছেন [illegible] উপযুক্ত পাত্র দেখে [illegible] [illegible] [illegible] শ্রেণী করতে এই শ্রেণীতে উন্নত [illegible] করিয়াছেন তখন এবিষয়, আর আমাদের অধিক বক্তব্য নাই।

২য়। নিম্ন শ্রেণীস্থ শিক্ষা কর্ম্মচারিগণের শ্রেণী বিভাগ ও বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির নিয়ম করিয়া দেউন। তদ্বিষয়ে যেন আর কোন মতে কাল বিলম্ব করা না হয়। গবর্ণমেণ্টের সকল বিভাগের সকল কর্ম্মচারীরই বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির নিয়ম হইয়াছে, কেবল হতভাগা শিক্ষা কর্ম্মচারীরাই উহাতে বঞ্চিত আছেন। যে সময়ে উহাঁদেরও গ্রেড হইবার প্রথম প্রস্তাব হয়, তৎকালে হইলে এতদিন কেহ

কেহ উহার উচ্চ সীমায় পদার্পণ করিতেন। অতএব গ্রেড করিবার সময়ে সেই সকল প্রাচীন কর্ম্মচারীবর্গের প্রতি বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। অনেকেরই সংস্কার ডিরেক্টর ইষ্টকণ্ঠন সাহেবের দোষেই শিক্ষা বিভাগ এরূপ হতাদর হইয়া পড়িয়াছে, অতএব আমরা তাঁহাকেও অনুরোধ করি, তিনি এবিষয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া লাগিয়া আপনার কলঙ্ক ক্ষালন করুন। আমরা তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে জানাইতেছি যে নিম্ন শ্রেণীস্থ শিক্ষা কর্ম্মচারীগণের প্রতি অনাদর করাতেই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি যার পর নাই লোকের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। তৎপরে গ্রে সাহেবের সময়ে শিক্ষাবিষয়ে ইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের মতভেদ হইলে তিনি উক্ত শিক্ষার পোষকতা করিয়াছিলেন বলিয়াই লোকের তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ অনুরাগের উদ্রেক হইয়াছে, সেই অনুরাগ বশতই কাম্বেল সাহেব তাঁহাকে অপদস্থ ও হৃতাধিকার করিলে সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন এবং এক্ষণে আবার ক্রমে ক্রমে তাঁহার পূর্ব্বাধিকার প্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া সকলেই সুখী হইতেছেন। এসময়ে তিনি কায়মোনবাক্যে চেষ্টা করতঃ উক্ত ডিপার্টমেণ্টের ইষ্ট সাধন করিয়া সেই সুখ বজায় রাখেন ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

৩য়। প্রেসিডেন্সি কালেজের কোন প্রফেসরই ৫০০ টাকার ন্যূন বেতন পান না, তবে তথাকার সংস্কৃত প্রফেসরেরা কেন অত ন্যূন বেতন পান, তাহার কারণানুসন্ধান ও প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য।

৪র্থ। প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত প্রফেসরেরা যাহা পড়ান, মফস্বল কালেজের সংস্কৃত প্রফেসরেরাও তাহাই পড়াইয়া থাকেন তথাপি তাঁহাদের নাম এসিষ্টাণ্ট প্রফেসর কেন? এবং তাঁহাদের বেতন, প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রধান প্রফেসরের বেতনের কথা দূরে থাকুক তথাকার এসিষ্টাণ্ট সংস্কৃত প্রফেসরের যে বেতন, তদপেক্ষাও ন্যূন। ইহারই বা কারণ কি? এরূপ বৈষম্য কেন করা হয়? ইঙ্গরেজি প্রফেসর দিগের ত এরূপ বৈষম্য নাই। যাহা হউক এবিষয়েরও সম্যক্ বিচার মীমাংসা ও যথোচিত প্রতীকার কর্ত্তব্য।

৫। গবর্ণমেণ্টের এমত কোন কালেজ নাই যাহার প্রিন্সিপাল গ্রেডের অন্তর্ভূত নহেন, তবে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল কি জন্য উহার বহির্ভূত থাকেন? বাবু প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারিকে অবিলম্বে গ্রেডে নিবিষ্ট করা কর্ত্তব্য।

১২ ই আষাঢ় ১২৮১ সাল } শ্রীঃ—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১১ এ জুন

ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চোঁয়াসির নীচে মোহানায়	১০	
তথা হইতে সুরপুর	৬	৮
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	৪	২
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৫	১
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	৫	
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৪ মাইলের মধ্যে	৫	৬

সন ১৮৭৪ সালের ২২ এ জুন বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	৮	২

বহরমপুর ২২ এ জুন ১৮৭৪ } টি, বেটী, সি, ই, প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শশিমোহন পাল চৌধুরী লোহজঙ্গ	১০
" রায় রাধানাথ শুহ রায়	৫
পাটগ্রাম	৫।০
বাসওা স্কুল	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১২, ষাণ্মাসিক ৬।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৶০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৩৩ সংখ্যা।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ২৩ এ আষাঢ়। ইং ১৮৭৪। ৬ ই জুলাই।
মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বাগীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

বহিঃকারার্থে প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ষ্টেক বা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন অক্সেস ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ষ্টেক বা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বর্ডন এণ্ড কোং।

—০—

মন্ত্র তন্ত্র "নির্ম্মাল্যের বিচার" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বাদর্দ্ধি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ ১৮৭৪ সাল } শ্রীনিবনাথ ভট্টাচার্য্য

—

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমি বহুযত্নে ও অর্থব্যয়ে পুরাতন ও নূতন আমাশয় রক্তামাশয় শুল পেটের পীড়া গ্রহণী ও হৃতিকা এবং আমজ সূত্রে হস্ত পদাদি শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ স্থির করিয়াছি। ইহা দ্বারা ১০।১৫ টী রোগীর বহুদিবসের গ্রহণী ও রক্তামাশয় এক মাসের মধ্যে উত্তমরূপে আরোগ্য করিয়াছি। উক্ত পীড়াক্রান্ত কোন রোগী আমার নিকট আসিলে ব্যক্তি বিবেচনায় দান কিম্বা অর্থ লওয়া যাইবে। এই ঔষধ সাধারণে জানিবার জন্য আমাকে পুরস্কার প্রদান করিলে সকলের গোচর করিয়া দিতে পারি। বিদেশীয় কোন ব্যক্তি এই পীড়াক্রান্ত হইয়া আমাকে পত্র লিখিলে ও ৷৹ আনা ডাকমাশুল পাঠাইলে ব্যবস্থা সহিত ঔষধ পাঠাইতে পারি, আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে পুরস্কার প্রদান করিবেন।

জিলা নদীয়া গোবরডাঙ্গা ২৯ এ ফাল্গুন ১২৮০ সাল } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার।

—০—

পুরুবিক্রম নাটক।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গা পুস্তক বিক্রেতাদিগের নিকট ও ৫৫ নং আমহার্ষ্টষ্ট্রীট বাল্মীকি যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা, ডাকমাশুল দুই আনা।

—

প্রসিদ্ধ ডাক্তার৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যতত্ত্বাবলী মূল্য ৮ ডাক মাশুল ৷৹ এবং ঐ কৃত জিবগ্ বহু মূল্য ২ ডাকমাশুল ৶০।

ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের এবট্রাক্ট মেটিরিয়া মেডিকা মূল্য ১ ডাক মাশুল ৶০ এবং ঐ কৃত এনাটমি ছাপা হইতেছে। উহা শীঘ্রই আমার নিকট আসিবেক এবং অন্যান্য ডাক্তারি পুস্তক আমার নিকট পাওয়া যায়।

কলিকাতা বালাখানা হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—০—

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্ এণ্ড

ফিজিক্যাল ডায়গ্	মূল্য—ডাকমাশুল।
নোসিস অর্থাৎ রোগ বিচার ৬	৷৹
চিকিৎসা দর্পণ বাৎসরিক ৬	৹
ধাত্রী শিক্ষা ১	৶০
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা ৷৹	৶০
কুইনাইন প্রয়োগ ৶১০	৶০
শরীর পালন ৶০	৶০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত

প্রাক্টীস অব মেডিসিন	১৮	৵০
এনাটমি	৷৹	৵
মাতৃশিক্ষা	১	৹

ডাক্তার হরিনারায়ণ কৃত

বালচিকিৎসা	৫	৷৵০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা হিন্দুহষ্টেল।

ছেমুখাকান্দার [illegible] আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]।

১ বাক্স ঔষধ। ডাকমাশুল পরিবর্ত্তে ৵০ টাকা অবশ্য [illegible] ডাকমাশুল ৵।

২। বালস্যালা, ভাং গুড়িজ, ট্যাম র প্রস্তুতির [illegible] মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল ৵০।

৩ গরিবীবান্ধব—অন্তর্স্থিত। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট পাওয়া।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুহিতৈষীর কলিকাতা।

—০—

ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু গোপাললাল মিত্র প্রণীত (কৌতুকতরঙ্গিণী) নামক পুস্তকখানি আমি সম্পূর্ণরূপ সংশোধন করিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার বাজী প্রস্তুত করিবার নিয়মাবলী উহাতে সন্নিবেশিত করতঃ পুনর্মুদ্রিত করিলাম। মূল্য ১ টাকা।

পদ্যাবলী ১ ম ভাগ নামক পুস্তক প্রকাশিত হইল, ইহাতে বালক বালিকাগণের শিক্ষোপযোগী কয়েকটী হিতোপদেশ পূর্ণ পদ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে, মূল্য ৵ আনা।

যাহাতে বালক বালিকাদিগের অতি সহজে স্বপরিচয় বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, সেই উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্যারম্ভের ১ ম ভাগ স্বপরিচয় এবং বিদ্যারম্ভের ২ য় ভাগ বর্ণ পরিচয় নামক পুস্তক দ্বয় প্রকাশিত করিলাম, উহাতে অতি সহজ ভাষায় লিখিত কয়েকটী পদ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য / এবং /৫ পুস্তকবিক্রয়কারিদিগকে শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবেক। ফল পুস্তক সংগ্রহেচ্ছু মহাশয়েরা সত্বর এবং নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

ঘনশ্যামপুর ষ্টেট [illegible]
[illegible] জিংপুরবোড
শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য

—০—

সুচিকিৎসা।

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান কলিকাতা পটলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৵০ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল ১০ অষ্টআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ষ্ট্রোম্যাকিক এলিকসার ও পাচিডার

অর্থাৎ পাচক অরীষ্ট ও চূর্ণ।

অজীর্ণ আম ও রক্তাতিসার প্রভৃতি হৈকা রোগের অব্যর্থ ঔষধি বারংবার পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, এবং নিম্নের কতিপয় পত্রের উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইবেক। মূল্য ১২ পুরিয়া ।৵ আনা হইতে ৸ আনা।

১২ মাত্রা বিশিষ্ট এক শিশি। আনা হইতে ১৷০।

কলিকাতা ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্তের প্রেরিত।

"প্রায় তিন মাস হইল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সম্বন্ধে রক্তাতিসার রোগে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময়নাশক চূর্ণ ২ দিন ব্যবহার করিয়া এবং তৎপরে ক্রমে ২ শিশি উদরাময় নাশক এলিকসর সেবন করিয়া উত্তম আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি আমার কনিষ্ঠ পুত্র অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় পীড়ায় পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময় নাশক মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।"

ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীনাথ সেন কবিরত্নের প্রেরিত।

"আমার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাসের জ্বর ও রক্তাতিসার হইয়াছিল, আপনাদিগের সুচিন পাচক অরীষ্ট নামক ঔষধ সেবন করিয়া তাহার অতি অল্পকালের মধ্যে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।"

কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের ডাক্তার সেন অর্থাৎ টীকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং আসিষ্টাণ্ট সারজন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র বসুর প্রেরিত পত্রের অনুবাদ।

* কালিঘাটের শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিশয় পীড়ায় যেরূপ পীড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আরোগ্য পক্ষে আমার সম্পূর্ণ সংশয় ছিল। ফলতঃ তাঁহার পীড়ার প্রতীকারে আপনাদিগের ষ্টোম্যাকিক এলিকসারের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি *।

বি, এল, ঘোষ এণ্ড কোং
সুবরয়ন মেডিকেল হল,
ভবানীপুর কলিকাতা।

—০—

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা রবাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

সোমপ্রকাশ।

২৩ এ আষাঢ় সোমবার।

আমরা মধ্যে মধ্যে এরূপ পত্র পাইয়া থাকি, তাহাতে টিকিট থাকে, অথচ আমাদিগের মাসুল লাগে। যদি সেই মাসুল ন্যায়ানুগতরূপে গৃহীত হয়, আমাদিগের কথা থাকে না। অন্যায় মাসুল লওয়া হয় বলিয়া আমরা তাহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। গবর্ণমেণ্ট কিরূপ অন্যায় মাসুল লন সেই বিষয়টী বিশদ করিবার নিমিত্ত একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। এক ব্যক্তি দুই পয়সার টিকিট দিয়া একখানি চিঠি পাঠাইলেন। যে ওজনের চিঠি তাহা দুই পয়সায় ডাকে যায় না। চারি পয়সা দেওয়া আবশ্যক হয়। চারি পয়সা দেওয়া হয় নাই বলিয়া যাহার কাছে চিঠি আসিল, তাহার নিকট হইতে চারি পয়সা লওয়া হইল। চিঠিতে যে দুই পয়সার টিকিট দেওয়া ছিল, তাহা অমনিদণ্ড গেল। এইটী অন্যায়। আমরা গবর্ণমেণ্টকে ক্ষতি করিতে বলি না। গবর্ণমেণ্ট পূর্ণ এক আনা মাসুল গ্রহণ করুন। তাঁহারা এক আনার চিঠিতে ছয় পয়সা

লন কেন ? যদি বলেন পূর্ণ মাসুল না দিয়া গবর্ণমেণ্টকে ঠকাইবার চেষ্টা করাতে গবর্ণমেণ্ট দুই পয়সা দণ্ড লইলেন। সে কথাটী সঙ্গত হয় না। ঠকাইবার মানস করিয়া কেহ এরূপ করেন না। অনেকে পল্লীগ্রামে বাস করেন। তাঁহাদিগের ওজন করিয়া চিঠি পাঠাইবার সুবিধা হয় না। তাহাতে এদিক ওদিক হইয়া পড়ে। এটী দণ্ডের যোগ্য অপরাধ নয়। যদি উহা একান্তই অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়, যে ব্যক্তি চিঠি গ্রহণ করে, তাহার নিকট হইতে এক আনা মাসুল লওয়া বিধেয় হয় না। এক জন অপরাধ করিল, আর একজনের দণ্ড হইল !! অতএব গবর্ণমেণ্ট এরূপ না করিয়া যদি এই নিয়ম করেন, যে এক আনা ওজনের চিঠিতে দুই পয়সার টিকিট দেওয়া থাকে, যিনি পত্র গ্রহণ করিবেন অপর দুই পয়সা তাঁহার নিকট হইতে লইবেন। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের এক আনা লওয়া হইল, কাজটীও ন্যায়া সুগত হইল। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়টীর বিবেচনা করিয়া সমুচিত আদেশ করেন এই আমাদিগের প্রার্থনা।

আপীল আইনের সংশোধন।

আমাদের আইন সংক্রান্ত মন্ত্রী হবহাউস সাহেব বর্ত্তমান আপীল আইনের সংশোধনের প্রস্তাব করিয়া সুপ্রিম কাউন্সিলে একটী বিল উপস্থিত করিয়াছেন। আপীলের সংখ্যার হ্রাস করা তাঁহার উদ্দেশ্য। এই কারণে দুইটী নিয়ম স্থাপন করা হইয়াছে। প্রথমতঃ ২০০ শত টাকার ন্যূন মূল্যের মকদ্দমার আপীল চলিবে না। দ্বিতীয়তঃ যে বার দুইটী নিম্নতন আদালতে। বিচারে যাহার থাকিবে তাহারও আপীল চলিবে না।

হবহাউস সাহেবের উদ্দেশ্যটী প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। মকদ্দমা প্রিয়তা ভারতবর্ষীয়দিগের তিরস্কারের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে। একবার বারকার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে লোকদিগকে আর সহজে কিম্বা শীঘ্র ফিরিতে দেখা যায় না। দেশীয়দিগের বীরত্ব পুরুষকার প্রভৃতি সমুদায় প্রকাশ পাইতে থাকে। অন্য সকল বিষয়ে যাহারা নিতান্ত অস্থির এবিষয়ে তাহারা অধ্যবসায়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে এবং হাত অনেক সময় ১০ টাকার সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের জন্য ৫০০ শত টাকা ব্যয় করিয়া বসে। আপীলের দ্বার সুগম ও মুক্ত থাকাতে যে কেবল এই মাত্র দোষ জন্মে তাহা নহে। সামান্য সামান্য বিষয়ের বিচারের জন্য অনেকগুলি বড় বড় বিচারপতি রাখিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের বিচারে অধিক সময় যাওয়াতে বড়গুলির বিচার করিবার উপযুক্ত সময় থাকে না। সুতরাং অনেক সময় সুবিচারেরও ব্যাঘাত হয়। এই সকল অনিষ্ট নিবারণের জন্যই হবহাউস সাহেবের প্রস্তাব ; কিন্তু এবিষয়ে হিন্দু পেট্রিয়ট যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি যুক্তিযুক্ত কথা। দেশের ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর অভিযোগ শ্রবণ করা ও যথাসাধ্য তাহার সুবিচার করা রাজার কর্ত্তব্য। এক আদালতে সুবিচার না হয় অন্য আদালতের দ্বার রহিবে এই অভিপ্রায়েই আপীলের দ্বার খুলিয়া রাখা, যদি আপীল করিবার স্থান না থাকে অনেক হতভাগ্য ব্যক্তিকে অবিচারগ্রস্ত ও ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া যদি আপীলের রায়ের কোন অবধি না করা যায় তাহা হইলে প্রতি হিংসাপ্রবণতার উদ্দীপনায় লোকদিগের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। এই কারণে এ সম্বন্ধে যাহা কিছু সংশোধন করা হইবে তাহাতে দুইটী লক্ষ্য থাকা উচিত। প্রথমতঃ অবিচার না হয়, দ্বিতীয়তঃ লোকদিগকে প্রতিহিংসার অনুরোধে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেও না হয়। প্রথম উদ্দেশ্যটী অব্যাহত রাখিয়া দ্বিতীয়টী সাধন করাই প্রকৃত আইনকর্ত্তার কার্য্য। কিন্তু নিম্নতন আদালতগুলির যত দিন সংস্কার না হইতেছে ততদিন প্রথম উদ্দেশ্যটী সাধিত হইবার বিশেষ আশা দেখা যাইতেছে না। একথা সহজ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারা যায় যে যত দিন সুবিচার না হয় ততদিন লোকে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করে। যদি এক আদালতেই সুবিচার হইয়া লোকের আশা পূর্ণ হয় তাহা হইলে তাহার আপীল করিবার প্রয়োজন কি ? কিন্তু নিম্ন আদালতগুলির বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ তাহাতে যে এক আদালতেই বিবাদের নিষ্পত্তি হয় এরূপ বোধ হয় না। প্রথমতঃ বিচারপতিগণ সকলে দক্ষ নহেন, দ্বিতীয়তঃ এক এক ব্যক্তির হস্তে বিচার কার্য্যের ভার থাকাতে সকল সময় সম্যক সুবিচার হইয়া উঠে না। এই জন্য কেহ কেহ প্রস্তাব করেন যে প্রধানতম আদালতের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া নিম্নতন আদালতে অধিক সংখ্যক বিচারপতি নিযুক্ত করা উচিত। পাঁচ জন বিচারপতি মিলিত হইয়া বিচার করিলে সুবিচারের অধিক সম্ভাবনা। নিম্নতন আদালতে সুবিচার লাভ করিলে লোকের আর উপর আদালতে যাইবার কারণ থাকিবে না। প্রধানতম বিচারালয়ের আপীলের সংখ্যা যদি হ্রাস করিতে হয় তাহা হইলে অগ্রে নিম্ন আদালতের শ্রীবৃদ্ধি সুবন্দোবস্ত ভাল করা উচিত, নতুবা হয় ত কেবল লোকের বিরাগ ও অসন্তোষ বৃদ্ধি হইবে।

এসম্বন্ধে আর একটী কথা আছে। এতদিন যে প্রণালীতে আপীল চলিতে ছিল তাহাতে দুইটী ত্রুটী ছিল। তাহা

এই—প্রথমতঃ কেহ অন্যায়পূর্ব্বক দণ্ডিত হইলে তাহার পুনর্ব্বিচার হইত; কেহ অন্যায়পূর্ব্বক দণ্ড পাইলে কিম্বা কোন অপরাধে দুই দণ্ডে দণ্ডিত হইলে তাহাকে পুনর্ব্বিচারে দণ্ডিত করিবার কোন উপায় ছিল না। সুতন ফৌজদারি বিধির আইনে তাহার উপায় করা হইয়াছে। কিন্তু এখনও একটী ত্রুটী রহিয়াছে। তাহা এই—উচ্চ আদালতে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিলে নিম্ন আদালতের রায় অবলম্বন করিয়াই বিচার করা হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে আইন ঘটিত কোন দোষ যদি লক্ষিত হয় তাহা হইলেই বিচারপ্রার্থীর সুফল লাভের সম্ভাবনা; নতুবা তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা হয়। কিন্তু নিম্ন আদালতের বিচারক যে সকল সাক্ষ্য প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন সেই সাক্ষ্য প্রভৃতি গ্রহণ করা হয় না। প্রযুক্ত প্রমাণ হইতে অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত স্থির করিলেই উপর আদালতের জজেরা দোষ ধরিতে পারেন কিন্তু প্রমাণ সংগ্রহ পক্ষে যদি কোন দোষ থাকে তাহার সংশোধনের উপায় কি? অতএব উচ্চ আদালত পুনর্ব্বিচার করিবার সময় যাহাতে সেই সকল প্রমাণাদি পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া বিচার করেন এরূপ নিয়ম করা কর্ত্তব্য। আমরা হব হাউস সাহেবকে অনুরোধ করি যে তিনি এই সঙ্গে এই প্রথাটীরও সংশোধন করুন।

হব হাউস সাহেবের প্রস্তাবের অন্য কল যাহাই হউক আপাততঃ তাই কোর্টে উকীলদিগের বড় দুর্দ্দশা উপস্থিত। একে হাইকোর্টে তাঁহাদের অনেকের অন্ন জুটে না; তাহাতে আবার এণ্ট্রান্স আপীলের সংখ্যার হ্রাস হয় তাহা হইলেই বিভ্রাট। তাহাদের অনেককে হাইকোর্ট পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাঁহারা যান কোথায়? এই চিন্তা করিয়া আমরা আকুল হইতেছি, না জানি তাঁহারা কতই ভাবিতেছেন।

উচ্চ শিক্ষার অবনতি।

গত বৎসরের শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে একটী বিষয় বিশেষরূপে আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে এবং সেবিষয়ে কিঞ্চিৎ আন্দোলন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। তাহা এই—ক্রমশঃই লোকে উচ্চশিক্ষার প্রতি আস্থাশূন্য হইতেছে এবং ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি ব্যবসায় বিশেষের উপযোগী শিক্ষার দিকে সকলেই ধাবিত হইতেছে। ইহার কারণ কি? আর কর্ত্তৃপক্ষদিগকে "উচ্চশিক্ষাতে সর্ব্বনাশ করিল" "উচ্চ শিক্ষাতে সর্ব্বনাশ করিল" বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে না। আর উচ্চশিক্ষার বাহুল্য লাঘব করিবার জন্য মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতে হইবে না। পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন উচ্চশিক্ষার এরূপ অবনতির কারণ কি? ইহার কারণ এই যে উচ্চ শিক্ষা করিলে আর ধনোপার্জ্জনের আশা নাই। এক ব্যক্তি ১৪। ১৫ বৎসর ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া অবশেষে যদি ৬০। ৭০ টাকাও উপার্জ্জন করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার সে প্রকার বিদ্যোপার্জ্জনে প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? ইহা অপেক্ষা ডাক্তারি ভাল, ইহা অপেক্ষা মোক্তারি ভাল; ইহা অপেক্ষা যাহা কিছু সকলই ভাল। আমরা স্বচক্ষে প্রতিদিন দেখিতেছি একজন যুবাপুরুষ ১৪। ১৫ বৎসর অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ করিয়া ১০০ শত টাকা বেতনের জন্য লালায়িত; কিন্তু অপর একজন যুবা পুরুষ ছয়মাস পরিশ্রম করিয়া মেটিব সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একেবারে ১৫০ দেড়শত টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। পাঠকগণ ইহাতে কি আর উচ্চশিক্ষার প্রতি লোকের আদর থাকে?

অধিক কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত বলিলে লোকে অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া অশ্রদ্ধা করে। কেহ সহজে কোন কার্য্যের ভার অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হয় না, এরূপ স্থলে উচ্চশিক্ষার দিকে যে অধিক সংখ্যক ছাত্রের গতি হইবে না, তাহাতে আর বিচিত্র কি? বিচিত্র নয় বটে কিন্তু উচ্চশিক্ষার অবনতি দেখিয়া আমরা চিন্তিত হইতেছি। বিদ্যা দুই প্রকার আছে, প্রথম, যাহাতে লোকের অন্নের সংস্থান করে, দ্বিতীয় যাহাতে লোকের মস্তিষ্ক পরিষ্কার করে, লোকের জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি বর্দ্ধিত করে। প্রথম বিদ্যাতে আপাততঃ লোকের ধন ধান্য ও ভোগসুখ বৃদ্ধি করে দ্বিতীয় প্রকার বিদ্যাতে দেশের চিরস্থায়ী গৌরব ও সম্ভ্রমবৃদ্ধি করে, দেশের কুৎসিত রীতিনীতি সংশোধন করে এবং সকল প্রকার উন্নতির মূল আবিষ্কার করে। আমাদের বিবেচনায় এই প্রকার বিদ্যাই সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। কিন্তু দেশবাসিরা দরিদ্র ভাব অনুযোগে প্রথম প্রকার বিদ্যারই অধিক প্রিয়। আমরা দেখিতেছি দেশের সকল প্রকার উন্নতি বন্ধ হইবার উপক্রম। এই জন্য আমরা বার বার অনুরোধ করিতেছি যে উচ্চশিক্ষার মানরক্ষার কোন উপায় করা কর্ত্তব্য এবং তদ্ভাবে ধনাগমেরও উপায় করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু সে বিষয়ে যে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগী হইবেন এরূপ বোধ হয় না। কিন্তু একথা নিতান্ত সত্য যে উচ্চ শিক্ষার হ্রাস হইলে আমাদের সকল প্রকার উন্নতির দ্বার রুদ্ধ হইবে।

নূতন আসাম রাজ্য।

আমাদের পাঠকগণ সকলেই জানেন যে আসাম পূর্ব্বে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অধীন ছিল। সম্প্রতি একটী স্বতন্ত্র নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কর্ণেল কীটিঙ্ক এই প্রদেশের চিফ কমিসনর নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ভালরূপে এই বহুদূরস্থিত প্রদেশের তত্ত্বাবধান করিতে পারিতেন না, বিশেষ ইহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বতীয় জাতিরা সর্ব্বদা যেরূপ উপদ্রব ও উৎপাত করিয়া থাকে তাহা নিবারণ করিবার জন্য সর্ব্বদা এদিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই কারণেই বোধ হয় ইহাকে একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা আসামের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। কিন্তু এবিষয়ে আসামবাসিদিগের যুটি কত অভিযোগ আছে তাহা গবর্ণমেণ্টের শ্রবণ করা উচিত। আমরা দুইটী অতি যোগের কথা জানি এবং এইস্থানে তাহাদেরই উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ আসামের ভাষা স্বতন্ত্র করা। ইহাতে আসামবাসিদিগের অনেকের আপত্তি আছে। ভাষা দুই জাতিকে পরস্পর প্রীতিসূত্রে বদ্ধ করিবার একটি প্রধান উপায়। আসাম বাসিরা বঙ্গবাসিদিগের সহিত এই সূত্রে বদ্ধ থাকিতে চান। এত দিন আসামের শিক্ষা প্রভৃতি সমুদায় বাঙ্গালা ভাষায় হইতেছিল কিন্তু এতদিনের পর সেই স্রোত ফিরাইয়া দেওয়া হইল; বাঙ্গালা দেশ এখন সভ্যতা শিক্ষা চর্চ্চার প্রধান আলয়, বাঙ্গালা ভাষা দ্বারা এদেশের সহিত যোগ থাকিলে আসামবাসিদিগের বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা।

দ্বিতীয় কথা সিলেটে আসামের রাজধানী স্থাপন করা। এ সম্বন্ধে আসামবাসিদিগের বিশেষ আপত্তি আছে। সিলেট পর্ব্বতের অধিত্যকাস্থিত; সেখানে বাস করা কিম্বা গতায়াত করা ইউরোপীয়দিগের পক্ষে সহজ হইতে পারে কিন্তু জেলার সমুদায় লোকের তাহাতে বিশেষ ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা। আসামবাসিদিগের ইচ্ছা যে গৌহাটীতে রাজধানী স্থাপন করা হয়। গৌহাটী অতি পুরাতন স্থান, এখানে বহুজনের সমাগম হইয়া থাকে এবং সেখানকার লোকে বলিয়া থাকেন এই স্থানটি নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থানও নয়। আমাদের এখানে গবর্ণর জেনেরলের সিমলা গমনের প্রতি লোকে যেরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে আসামের লোকেরাও সেইরূপ সিলেটে রাজধানী স্থাপনের প্রতি বিরাগ প্রকাশ করে।

যাহাহউক, কর্ণেল কীটিঙ্ক যদি আসামবাসিদিগের শুভ সাধনের সংকল্প করেন তাহা হইলে বিশেষ মঙ্গল করিতে পারিবেন। কাছাড়ের চা-করদিগের কথাতে জানা যায় যে আসামপ্রদেশে পথ ঘাটের নিতান্ত অপ্রতুল, যাতায়াতের নিতান্ত অসুবিধা। কর্ণেল কীটিঙ্ক বলিয়াছেন যে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন এবারে পবলিকওয়ার্কের নিমিত্ত তিনি অধিক টাকা পান না কিন্তু টাকা হইলেই তিনি এবিষয়ে মনোযোগী হইবেন। কর্ণেলের কথা ও ব্যবহারে সকল শ্রেণীর লোক সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা এই নূতন শাসন প্রণালীতে আসামবাসিদিগের অনেক সুখ সচ্ছন্দের আশা করিয়াছিলাম, সেই আশাপূর্ণ হইলে সুখী হই।

—:০:—

পাদুকা দ্বারা সম্মান রক্ষা।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সম্মান প্রকাশের উপায় আছে। ইংরাজেরা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট যাইতে হইলে কিম্বা কোন সভ্যের স্থানে প্রবেশ করিতে হইলে টুপি খুলিয়া থাকেন। আমাদের দেশের পুরাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে জুতা খুলিয়া গুরু জনকে প্রণাম করিবার প্রথা আছে। কিন্তু সে প্রথা লুপ্তপ্রায়। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা প্রায় কথায় কথায় জুতা খুলিয়া থাকেন। যাঁহাকে সম্মান দেখাইতে চান তাঁহার প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে জুতা রাখিয়া আসেন। এই প্রথা দর্শন করিয়াই বোধ হয় ইংরাজদিগের মধ্যে অনেকে বাঙ্গালি শিক্ষিত ভদ্র লোকদিগের মধ্যেও ইহা প্রবর্ত্তিত করিতে চান। তাহারা বলেন, সমুদায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকে যে কার্য্য করে তোমরা তাহা করিবে না কেন? কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে সুশিক্ষিত বাঙ্গালি ভদ্র লোকদিগের চক্ষে পাদুকা পরিত্যাগ অপমান সূচক কার্য্য। বিশেষ বলদ্বারা সে কার্য্যে প্রবৃত্তি দিত হইলে তাহা আরও অপমান সূচক বোধ হয়। ইংরাজেরা সুশিক্ষিত বাঙ্গালিদিগকে অপরাপর হিন্দুর ন্যায় বিবেচনা করিতেছেন সেই জন্যই এই ভ্রমে পতিত হইতেছেন। তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষার গুণে ইংরাজদিগের মানসিক ভাব অনেক উপার্জ্জন করিয়াছেন, এই কথাটী স্মরণ করিলেই জুতা সম্বন্ধে তাঁহাদের যে ভাব তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। ইংরাজেরা যদি কোন স্থানে পাদুকা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন তাহা হইলে আপনাদিগকে কিরূপ অপমানিত মনে করেন। শিক্ষিত বাঙ্গালিরাও সেইরূপ পাদুকা পরিত্যাগে বাধ্য হইলে আপনাদিগকে অবমানিত মনে করেন। কর্ত্তৃপক্ষেরা এই সামান্য কথাটী যে বুঝিতে পারেন না এই আশ্চর্য্য।

আমাদের বক্তব্য এই সম্মান ও অভ্যর্থনা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে

সেইরূপ বিবাদ উৎপাদন করে। বাঙ্গালি ভদ্র লোকেরা যেরূপে সহজে নিজে সন্তান প্রকাশ করেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। বিশেষতঃ এইরূপ সামান্য বিষয় লইয়া এত গোলযোগ করা এক প্রকার নীচতার কার্য্য। যিনি এইরূপে বলপূর্ব্বক সন্তান গ্রহণের প্রয়াস পান তিনি লোকের নিকট আপনাকে উপহাসাস্পদ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনেক বড় বড় ইউরোপীয় কর্ম্মচারিও এই বিষয় লইয়া পীড়া পীড়ি করিয়া থাকেন।

আমরা যে কারণে অদ্য এবিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছি তাহা এই—ইতি মধ্যে এক দিন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এসিয়াটিক সোসাইটীর গৃহে পাদুকা লইয়া প্রবেশ করিতে পান নাই বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। সোসাইটীর মেম্বরগণ এই বিষয় লইয়া তর্ক করিতেছেন। তাঁহাদের তর্কের কি মীমাংসা হয় পরে জানা যাইবে। এই প্রশ্নটী বার বার উঠিতেছে কিন্তু আজিও ইহার মীমাংসা হইতেছে না। এই বিষয়টী লইয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। সে প্রদেশের সাহেবেরা যে বাঙ্গালিদিগের প্রতি এত বিরক্ত এই প্রশ্নই বোধ হয় তাহার মূল স্বরূপ। সেখানকার অধিবাসীরা হুজুরদিগের বাড়ীতে যাইতে হইলে হয় ত বাটীর বাহিরের দ্বারে রুদ্ধ রাখিয়া যায় কিন্তু বাঙ্গালি ভদ্রলোকেরা যখন তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান তখন জুতা লইয়া যাইবা, চেষ্টা করেন এবং পর সাক্ষাৎ না করিয়া ফিরিয়া আসেন তথাপি পাদুকা খুলিতে সম্মত হন না। সেখানকার সাহেবেরা এই ব্যবহারকে দৃষ্টান্ত বিবেচনা করেন এবং এই বার বার পরিবর্ত্তনক বাঙ্গালিদিগকে অহঙ্কৃত অভদ্রতিবিহীন বিদ্বেষপরবশ প্রভৃতি নানা প্রকারে ভৎর্সনা করিয়া থাকেন এবং পাছে ইহাদের দৃষ্টান্তে সেখানকার অধিবাসিরা বিকৃত হয় এই ভয়ে যাহাতে বাঙ্গালিরা সেদিকে বড় যাইতে না পারে এরূপ প্রয়াস পাইয়া থাকেন। আমরা হুজুরদিগকে এজন্য বিশেষ নিন্দা করিতেছি না, কারণ এই ভাব মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। অনুগত প্রতিপালন হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাব। "হুজুর" "খোদাবন্দ" "ধর্ম্মাবতার" এই কথাগুলির ন্যায় মিষ্ট কথা আর কি আছে? যাহাদের কর্ণযুগল নিরন্তর এই সকল মধুর শব্দ দ্বারা আপ্যায়িত হয় তাহাদের কর্ণে কি আর অন্য ভাষা ভাল লাগে? যাঁহাদের চক্ষু শত শত ভারতবর্ষীয়ের অবনত মস্তক দর্শনে অভ্যস্ত তাঁহারা কি অহঙ্কৃত ও উন্নত মস্তক দেখিয়া সহ্য করিতে পারেন? এই কথাগুলি অত্যন্ত সত্য কথা। বঙ্গদেশে কি কখনও এরূপ চাটুবাদের দিন ছিল না? এরূপ অনুগত প্রতিপালন ছিল না? যখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ধূলিপরিপূর্ণ আকুঞ্চিতশিখ শুষ্ক ও মলিন পাদুকাগুলি দ্বারে রাখিয়া গরুড়াকৃতি হইয়া "সেলাম সার" বলিয়া হুজুরদিগের সমীপে দাঁড়াইতেন তখন হুজুরদিগের কত অনুগ্রহই ছিল। তখন অনেকে হুজুরদিগের পদাঘাত প্রার্থনা করিত কারণ হুজুর একগুণ পদাঘাত করিয়া দশগুণ পুরস্কার করিতেন। প্রহৃত কেরানী ধূলি ঝাড়িতে ঝাড়িতে এবং "মাষ্টার বীট্ দ হুকীপ" বলিতে বলিতে পুরস্কারের মুদ্রাগুলি লইয়া প্রস্থান করিত; কিন্তু এখন ইংরেজের আর এক ধাতু ও আর এক প্রকৃতিবিশিষ্ট জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। মাংস খণ্ড প্রার্থী কুক্কুরের ন্যায় প্রভুর পদলেহন আর তাঁর ভাল লাগে না "সেলাম সার" বলিয়া করযোড়ে দাঁড়াইতে তাহার লজ্জা বোধ হয়; পদাঘাত পাইলে তিনি আবার পদাঘাত দিতে ইচ্ছুক হন এবং অশক্তি হইলে ধর্ম্মাধিকরণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। আগে যাঁহারা অনুগত ছিলেন, তাঁহারা এখন সমকক্ষ হইয়াছেন। ইহাও কি প্রভুদের প্রাণে সহ্য হয়? আমরা যদি এই তোষামোদ ভোগ করিয়া আসিতাম আমাদের প্রাণে আজি এই স্বাধীন ভাব সহ্য হইত না এই স্বাধীন ভাবই সকল অনর্থের মূল।

আমরা ভারতের শুভ্রবর্ণ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগকে একটী পরামর্শ দিতেছি। তাঁহারা চিরকাল তোষামোদের সুখ ভোগ করিবার আশা পরিত্যাগ করুন। সমকক্ষ ভাবে ও স্বাধীনভাবে প্রজাদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হউন, কারণ তাহারা ক্রমেই তোষামোদকে নীচের কার্য্য মনে করিতেছে। নতুবা এপ্রকার বিবাদ ও বিদ্বেষের অবধি থাকিবে না। যদি ইংলণ্ডের ও ইংরেজদিগের কোন বিশেষ সদ্গুণ থাকে তাহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। উহার জন্যই ইংরেজ জেতা বিখ্যাত। যাঁহারা নিজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভালবাসেন, তাহারা অপরের সমক্ষে তাহা নষ্ট করিতে পারেন না, ইহা মনুষ্যের চরিত্রের একটী গূঢ় সমস্যা।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ কে?

বিজ্ঞ ব্যক্তিরা দীর্ঘতর অনুসন্ধানের পর যে বিষয়ের সিদ্ধান্ত করেন, তাহার খণ্ডন সহজ নয়, ৭ই আষাঢ়ের সাপ্তাহিক সমাচার ইহা চন্দ্রকরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। যেমন উৎকৃষ্ট জাতীয় হীরক অধিক উত্তপ্ত ঘর্ষণ করিলে উজ্জ্বল এবং অকৃত্রিম স্বর্ণ অধিকতর আঘাত করিলে দৃঢ়তর হয়, তেমনি কাশীস্থ কায়স্থ কৃত বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ বিষয়ক সিদ্ধান্তটী সাপ্তাহিক সমাচার সম্পাদকের লেখনীর ঘর্ষণ ও আঘাতে সমধিক উজ্জ্বল ও দৃঢ়তর হইয়া

। তিনি প্রতিকূল ভাবিয়া যে যুক্তি যারা খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা অনুকূল হইয়া ঐ মতের প্রতিপোষকতা করিতেছে। উক্ত সম্পাদক না ভাবিয়া চিন্তিয়া সহসা যে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ইহাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। ২রা আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে উল্লিখিত মত সমর্থক যে আটটী যুক্তি প্রদর্শিত হয়, উক্ত সম্পাদক তাহার যে আটটী উত্তর দান করিয়াছেন একৈক ক্রমে তাহার প্রত্যেকের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে, সম্পাদক মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন। এস্থলে আমরা একটী কথা বলিয়া রাখি, সম্পাদক যদি রাজা আদি শূরের অবর, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থদিগের লিখিত "বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ "কায়স্থ" নয় কায়স্থ" এরূপ প্রমাণ দিতে পারেন তাহা হইলে এ বিষয়ে পুনর্বার যেন লেখনী গ্রহণ করেন, অন্যথা তাঁহার প্রয়াস বিফল হইবে।

১। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্ভ্রম করা এক, আর তাঁহার দাসত্ব করা আর এক। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সম্মান করেন, দেবগণ নারদ প্রভৃতি ঋষিদিগের সম্মান করিয়া গিয়াছেন। ক্ষত্রিয়েরাও ব্রাহ্মণের সম্মান করিয়া থাকেন। সম্মান করেন বলিয়া কি তাঁহারা কখন ব্রাহ্মণের গৃহ মার্জ্জনাদি নিকৃষ্ট কর্ম্ম স্বীকার করেন? উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থেরা ব্রাহ্মণের সম্মানের ত্রুটি করেন না, কিন্তু তাঁহারা প্রাণান্তে কখন ব্রাহ্মণের তলবী বহনাদি নিকৃষ্ট কর্ম্ম স্বীকারে সম্মত হন না। একথা সাপ্তাহিক সমাচার সম্পাদক স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন "ব্রাহ্মণেরা কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আসিবার সময়ে তলবী গাড়ু গামছা বহনার্থ পদব্রজে আগমন করেন নাই তাঁহারা অশ্বারোহণে আসিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে অন্য ভৃত্য থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু সমভিব্যাহারী কায়স্থেরা সামান্য পরিচারক ভাবে তাঁহাদের আশ্রয় লন নাই।" কায়স্থেরা যে পরিচারকতা করেন না, এতদ্দ্বারা তাহা স্বীকার করা হইল। ব্রাহ্মণদিগের সমভিব্যাহারে অন্য ভৃত্য ছিল কি না এক্ষণে তাহার নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। এদেশে প্রসিদ্ধি এই, কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আইসেন তাঁহারা বঙ্গদেশীয় রাঢ়ী শ্রেণীর আদিপুরুষ, আর তাঁহাদিগের সঙ্গে যে পাঁচ জন ভৃত্য আইসে তাঁহারা বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ। এই দশ জন ছাড়া বারো জন বা পনর জনের কথা কেহ কহেন না। কায়স্থ কৌস্তুভকার লিখিয়াছেন শ্রীদক্ষ, শ্রীদত্ত নারায়ণ, শ্রীহর্ষ, শ্রীবেদ গর্ভক, শ্রীছান্দোগ্য নামে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং শ্রীদশরথ বসু, শ্রীমকরন্দ ঘোষ, শ্রীবিরাট গুহ, শ্রীকালিদাস মিত্র, শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত, এই দশ জন একত্র হইয়া কান্যোজ দেশ হইতে গৌড় দেশে গমন করিলেন।" ব্রাহ্মণদিগের সমভিব্যাহারে অন্য লোক ছিল না ইহা যদি সপ্রমাণ হইল, তবে আমাদিগের একটী কথা জিজ্ঞাসার অবসর যায় কেন? সাপ্তাহিক সমাচারের কায়স্থেরা (১) ব্রাহ্মণদিগের সহিত আগমন কালে কি তাঁহাদিগের সাবধির স্বোয়ারের ও কাহারের তিনেরই কার্য্য করিয়াছিলেন? এ তিনের ত কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। একের কার্য্যের সহিত অপরের কার্য্যের সৌসাদৃশ্য নাই

২। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে উপাধ্যায় উপাধির অপ্রতুল নাই, কিন্তু ঘোষ বসু মিত্র প্রভৃতি উপাধির বড়ই অপ্রতুল। উপাধ্যায় শব্দ অধ্যাপক শব্দের অপর পর্য্যায়। যেমন শর্ম্মা এটী ব্রাহ্মণের সাধারণ উপাধি তেমনি যাঁহারা বড় পণ্ডিত হন, উপাধ্যায় উপাধিটী তাঁহাদিগের সচরাচর হইয়া থাকে। যাঁহারা কান্যকুব্জ হইতে আগমন করেন, তাঁহারা অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা সাধারণো উপাধ্যায় উপাধি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেন। বঙ্গদেশে বাস নিবন্ধন সেই উপাধ্যায় উপাধির সহিত চট্ট মুখ বন্দ্য প্রভৃতি সংযোজিত হইয়াছে। সাপ্তাহিক সমাচার কি ঘোষ বসু মিত্র প্রভৃতির বেলা এ প্রকার কিছু ঘটাইতে পারেন? উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ঘোষ বসু মিত্র প্রভৃতির একটী অক্ষরেরও নাম গন্ধ পাইবেন না।

৩। প্রথম উত্তরের উত্তর দ্বারা তৃতীয় উত্তরের উত্তর হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হইতেছে না। তথাপি আমরা পুনরায় কহিতেছি, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্ভ্রম করা এক পদার্থ, আর দাসত্ব স্বীকার অপর পদার্থ। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্ভ্রম করা ভদ্র লোকের গৌরবের বিষয় বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু দাসত্ব করা গৌরবের বিষয় বলিয়া বোধ হয় না। সদ্‌গোপ গোয়ালা প্রভৃতি যে আপনাদিগের উপাধির সঙ্গে দাস শব্দ প্রয়োগ করে নাই, তাহার কারণ এই, তাহাদিগকে কেহ তদ্বিষয়ে অনুরোধ করে নাই, তাহাদিগেরও তদ্‌গ্রহণের প্রয়োজন হয় নাই। কান্যকুব্জ হইতে আগত ব্যক্তিরা নূতন লোক। তাহাদিগের বিষয়েই নূতন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। সদ্‌গোপ প্রভৃতি চিরকেলে লোক, তাহারা যেমন ছিল তেমনি রহিল। বিশেষতঃ নূতন কায়স্থদিগকে দাস শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করিবার যে প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, সদ্‌গোপ প্রভৃতির বিষয়ে তাহা হয় নাই। যে ব্রাহ্মণেরা কায়স্থদিগকে কায়স্থ করিলেন; তাঁহারা মনে মনে বিবেচনা করিলেন, নীচ কায়স্থেরা ত উচ্চ হইল। নীচ উচ্চ হইলে প্রায় ত কাহাকে মানে না। ইহার পর যদি ইহারা আর অন্য দিগেরও আমাদিগের সন্তান সন্ততির পরিচর্য্যায় সম্মত না হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সন্তানগণের বড় কষ্ট হইবে, এই শঙ্কা করিয়া বুদ্ধিমানের যাঁহারা ন্যায় উহাদিগকে দাস শব্দের দ্বারা দাগিয়া দিলেন সদ্‌গোপ প্রভৃতি চিরকেলে পরিচারক ছিল, তখনও পাচকত্বায় অসম্মত হয় নাই। সুতরাং তাহাদিগের বিষয়ে কিছু নূতন ব্যবস্থার প্রয়োজন হইল না।

৪। যাজ্ঞবল্ক্য জবাসন্ধ প্রভৃতি যে সকল জাতিকে ব্রাহ্মণ করিয়া গিয়াছেন, তাহারা আদি ব্রাহ্মণদিগের সমকক্ষ হইতে পারে নাই, আদি ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের সহিত আহার ব্যবহার করেন না। তবে তাহারা যে অপকৃষ্ট জাতি ছিল, তাহা হইতে অনেক উচ্চ হইয়াছে, ভারতবর্ষে অপকৃষ্ট জাতি যে উচ্চ হয়, তৎপ্রদর্শনার্থ

[illegible] প্রদর্শিত হইতে [illegible]।
[illegible], বঙ্গদেশে কায়স্থ [illegible] অতি [illegible] অনেক [illegible] কুমার বৈবর্ত্ত [illegible] কায়স্থ হইতেছে। জাত্যভিমানী [illegible] সম্প্রতি সম্বাদ এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন, আজি অমুক বৈবর্ত্তকে [illegible] করিলাম, আজ অমুক কুমা কে [illegible] কায়স্থ জাতিতে আনিলাম ইত্যাদি। [illegible] ও হাবাটলে কায়েত" এটীও এদেশের একটী প্রবাদ কথা। কায়স্থ দিগকে কায়স্থ করিবার বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের কোন প্রকার চতুরী ছিল না, তাঁহারা কায়স্থদিগের পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহাদিগের ইচ্ছা হইল, তাহা দিগকে কায়স্থ করেন, কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়া সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। তখন উক্ত ব্রাহ্মণদিগের এমনি প্রাদুর্ভাব যে জনসাধারণের এমন সাহস ও ক্ষমতা ছিল না যে তাঁহাদিগের বাক্যের ও কার্য্যের অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং তাঁহার তদ্বিষয় অনুসন্ধানের কিছু মাত্র প্রয়োজন হয় নাই।

৫। ব্রাহ্মণেরা যে পাঁচ জন নীচ জাতি কায়স্থকে কায়স্থ পদ প্রদান করি। উচ্চ জাতি করিয়া তুলেন, তাহারা শূদ্র জাতির অন্তর্নিবিষ্ট হয়। সুতরাং তাহাদিগকে বঙ্গদেশ প্রচলিত শূদ্র জাতির এক মাস অশৌচ গ্রহণ নিয়মের পরাধীন হইতে হইল। কিন্তু তাহারা যদি বাস্তবিক লালা কায়স্থ হইত তাহারা কোন ক্রমে এক মাস অশৌচ থাকারে সম্মত হইত না। তাহারা বঙ্গদেশে থাকিয়া নিঃসংশয় নিজ দেশ প্রচলিত ব্যবহার তথায় প্রবর্ত্তিত করিত, তেজস্বী পুরুষেরা প্রাণান্তেও দাসত্ব স্বীকার করেন না। অশৌচ গ্রহণ করা নিয়মের ইতর বিশেষে যে জাতিগত ইতরবিশেষের পরিচয় হয়, সে বিষয়ে সংশয় কি? শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণের দশ দিন ক্ষত্রিয়ের বারো দিন বৈশ্যের পনর দিন অশৌচের বিধি করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে অনুমান, তাঁহারা কোন জাতিকে শূদ্র না বলিয়া, যার ইচ্ছা তাই করে, তা তত দূর নীচ বলিয়া, কায়েতের নিম্নে তাহা-

* দেখ।

৬। এক জাতি অপর জাতির পানি গ্রহণ না করিলে উৎপন্নই জাতি হয় না আন্দোলনকারী জাতির এ লক্ষণ করেন নাই। তিনি বলেন লালা কায়স্থেরা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ কন্যার পাণি গ্রহণ করেন না। যাহারা, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছে তাহারা লালা কায়স্থ নয়, অন্য জাতি হইবে। এটী কি অসৎ সিদ্ধান্ত? এ সিদ্ধান্তের অনুসারে, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ কন্যার পাণি গ্রহণ করেন না, অতএব তাঁহারা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ নন, অন্য কোন ব্রাহ্মণ হইবেন, এই কথা বলাই কি সঙ্গত হয় না? বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণেরাও তবে ব্রাহ্মণ নন? সাপ্তাহিক সমাচার সম্পাদকের মনে কিরূপে এ অসঙ্গত প্রশ্নের উদয় হইল আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সম্পাদক যদি প্রণিধান করিয়া দেখেন দেখিতে পাইবেন যে উত্তর দ্বারা প্রকারান্তরে আন্দোলন কারির মতের পোষকতা করা হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা যেমন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করেন না, সেমনি লালা কায়স্থেরা বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করেন না। তবে যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারা অন্য জাতি। অন্য অন্য প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, সে জাতি কাহার।

৭। বিজ্ঞ গ্রন্থ দর্শন করিলেই ধ্রুবানন্দ মিশ্রের বাক্য সপ্রমাণ হইবে। কুলাচার্য্যেরা স্বার্থপর ধনবান ব্যক্তিদিগের নিয়োজিত হইয়া, স্বার্থ লোভে যেমন নিয়োগকর্ত্তাদিগের আদেশ মত কায়স্থদিগের বিষয়ে কারিকা রচনা করিয়াছেন, ধ্রুবানন্দ সেরূপ করেন নাই। তিনি কায়স্থদিগের যাহা জানিতেন, নিঃস্বার্থ হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কারণ তিনি ব্রাহ্মণদিগের কুল লেখক। কায়স্থদিগের কুল লেখক নহেন। অতএব তাঁহার বাক্য যে অধিকতর বিশ্বাস যোগ্য সে বিষয়ে সংশয় কি? ব্রাহ্মণদিগের সহিত পাচ জন ভিন্ন যেজপর লোক ছিল না, তাহা উপরে সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

৮। কুলাচার্য্যেরা যে সময়ে কায়স্থদিগের কুলকারিকা রচনা করেন, তৎকালে বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ বৃত্তান্ত কেহ কিছু জানিতেন না। সমুদায় বিষয় নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। কুলাচার্য্যেরা যাথাসুখ হইয়া যাহা লিখিলেন তাহাই সকলে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া লইল। বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ বৃত্তান্ত নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আমরা এ কথা বলিলাম তাহার কারণ এই, এদেশের অধিকাংশ লোকে জানেন আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাচ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়া যজ্ঞ করেন। কিন্তু কায়স্থ কৌস্তুভকার লিখিয়াছেন, অনাবৃষ্টি হওয়াতে বর্ষণোদ্যানার্থ যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত কান্যকুব্জ দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। সকলেই জানেন বল্লাল সেন আদিশূরের পুত্র কিন্তু আইন আকবরী বলেন, আদিশূর বাঙ্গালী জাতি প্রকৃতি আদিশূর বীরসিংহ নামে জনৈক রাজা ৭১৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর পাল বংশ রাজা হন। গোপাল, ধীর পাল প্রভৃতি দশ জন বাঙ্গালী ৩৯৮ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। তাহার পর সেন বংশের রাজত্ব হয়। বল্লাল সেনের পিতা বিজয়সেন। বল্লাল সেন রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের শ্রেণী বন্ধন পূর্ব্বক কুলের নিয়ম করিয়া যান। কায়স্থ কৌস্তুভে লিখিত হইয়াছে বল্লাল সেনের অনেক পরে নারায়ণ সেনের পুত্র রাজা হইয়া সেই নিয়ম প্রচলিত করেন এখন সাপ্তাহিক সমাচার দেখুন কেমন গোলযোগ। অন্য কথা কি, আদিশূরের বাসস্থানেরও ঠিকানা নাই। আইন আকবরী ও কায়স্থ কৌস্তুভে আদিত্যশূর বলিয়া লিখিত হইয়াছে। বল্লাল সেন উল্লিখিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের শ্রেণী বন্ধন করিয়া গেলেন, তাঁহার বহুপুরুষ পরে তাহা প্রচলিত হইল, ইহারই বা অর্থ কি? তিনি স্বয়ং প্রচলিত করিলেন না কেন? আইন আকবরী ইতিহাস গ্রন্থ, তাহার বাক্যই প্রামাণিক। তাহার বাক্য প্রমাণে আদিশূরে ও বল্লাল সেনে চৌদ্দশত বৎসর অন্তর। এই চৌদ্দশত বৎসর অন্তর কুলাচার্য্যদিগের কারিকা রচিত হইয়াছে। সাপ্তাহিক সমাচার বলুন দেখি তখন এই

* দেখ।

চৌদ্দশত বৎসর পূর্ব্বের প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিবার সম্ভাবনা ছিল কি না? আমাদিগের দেশে প্রাচীন কালে চৌদ্দশত বৎসর পূর্ব্বের বৃত্তান্ত যথাযথরূপে লিখিত থাকে কি না? সেই দুষ্প্রাপ্য প্রমাণ সংগ্রহ শ্রম স্বীকার করিয়া আমাদিগের দেশের গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ করা অভ্যাস কি না? আইন আকবরীর বাক্য যে প্রামাণিক, তাহার অপর প্রমাণ এই, বল্লাল সেন আদিশূরের পুত্র হইলে একের রাজ্য মধ্যে আগত ব্রাহ্মণ ও তাহাদিগের ভৃত্যগণের এত বংশ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই যে তাহাদিগের শ্রেণী বিভাগের প্রয়োজন হয়। এইগুলির পর্য্যালোচনা করিলে কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না যে কুলাচার্য্যেরা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই, মনে যা হয় উদয় হইয়াছে তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। এরূপ স্থলে পুরুষোত্তম দত্ত নামটীতে পুরুষোত্তম নাম ও দত্ত উপাধি বলিয়া ভ্রম জন্মিবার কি সম্ভাবনা নয়? কুলাচার্য্যদিগের ভ্রমই কি পুরুষোত্তম দত্তের নূতন উপাধিলাভের বিঘ্নকর্ত্তা হয় নাই "দত্ত কায়ো ভৃত্য নয়" এবচনটীও কি কুলাচার্য্যদিগের রচনা নয়? সাপ্তাহিক সমাচার সম্পাদক এটীকে কল্পিত নয় বলিয়া যদি সত্য বলিয়া প্রমাণ করেন, তাঁহার নিজের বাক্যেরই দুষ্পরিহার্য্য পূর্ব্বাপর বিরোধ উপস্থিত হয়। সম্পাদক বরাবর প্রয়াস পাইয়াছেন, মকরন্দ ঘোষ প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের ভৃত্য নহেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে অন্য ভৃত্য ছিল, কিন্তু পুরুষোত্তম দত্তের বাক্য দ্বারা কি প্রতিপন্ন হইতেছে না যে তিনি ভিন্ন আর সকলে ব্রাহ্মণদিগের ভৃত্য? সম্পাদক ধ্রুবানন্দ মিশ্রের বাক্য প্রমাণ করুন বা করুন, আন্দোলনকারির তাহাতে আপত্তি নাই। তিনি এই অভিপ্রায়ে ধ্রুবানন্দের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন যে, যে সকল ব্যক্তি কল্পনা বলে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের কুলকারিকা সকল লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগেরই এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগের সহাগত ভৃত্যদিগকে অপকৃষ্ট জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এখন সাপ্তাহিক সমাচার বিবেচনা করিয়া দেখুন, কুলাচার্য্যদিগের বাক্যের উপরে নির্ভর করিয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ কে? তাহার নির্ণয় করা ন্যায়ানুগত হয় কি না? তাহা যদি ন্যায়ানুগত না হইল, আদিপুরুষেরা যে স্থান হইতে আসিয়াছে সেই স্থানে অনুসন্ধানের প্রয়োজন হইল আন্দোলনকারি সেখানে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে তাহা কায়স্থ নয়, কায়স্থ। ১ লা আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে তাহা মুদ্রিত রূপে সপ্রমাণ করা হইয়াছে, পুনরায় তাহার উল্লেখ করা নিষ্ফল।

বিবিধসংবাদ।

১৬ ই আষাঢ় সোমবার।

আমাদিগের কাশীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

"এখানে অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। আষাঢ় মাসে এত বৃষ্টি হইলে চাসের পক্ষে সুবিধা হয় না। বঙ্গদেশেও যদি এইরূপ বৃষ্টি হইয়া থাকে এ বৎসরও মঙ্গল নয় বোধ হইতেছে। নদীয়ায় বিলক্ষণ জল বৃদ্ধি হইয়াছে। বঙ্গদেশে বন্যা হইল কি বলা যায় না।"

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ সময়ে হুগলীতে সুরা ক্রয় বন্ধ করা উচিত কি না, সার রিচার্ড টেম্পল তদ্বিষয়ে ভদ্রতা মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর পিলু সাহেবের মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান, পিলু সাহেব অনুচিত বলিয়া মত দেওয়াতে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হুগলিতে আপাততঃ সুরাক্রয় আদায় করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং যে টাকা আদায় হইয়াছে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। কাম্বেল সাহেব অনেক পীড়া পীড়িতেও যাহা করেন নাই, টেম্পল সাহেব তাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক করিলেন, ইহাতে তাঁহার মনের সহৃদয়তার পরিচয় হইতেছে। টেম্পল সাহেবের ভাব গতি দেখিয়া বোধ হইতেছে কাম্বেল সাহেবের প্রদর্শিত পথে বিচরণ করা তাঁহার অভিপ্রেত নয়।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া ষ্টেট সেক্রেটারি শোক প্রকাশ পূর্ব্বক গবর্ণর জেনরলকে এক পত্র লিখিয়াছেন।

১৭ ই আষাঢ় মঙ্গলবার।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম যুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উইলের এক এক্জিকিউটর বাবু দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন

গবর্ণমেণ্টের "নিদ্রা যাইবার গাড়ি" ইংলণ্ডের মিড্‌লাণ্ড রেলওয়েতে চলিতেছে। এগুলি কবে ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে হইবে?

যাহারা সিমলা গমন বড় ভালবাসেন ক্রমে বুঝি তাঁহাদের সুখের অবসান হয়। লাভ মর্লেক্স সম্প্রতি আজ্ঞা দিয়াছেন, যে সকল আফিসর গ্রীষ্ম কালে সিমলা গমন করিবেন, তাঁহারা যতদিন তথায় থাকিবেন শতকরা ৩৩ টাকা করিয়া তাঁহাদের বেতন কর্ত্তন করা হইবে। এটী উত্তম আজ্ঞা হইয়াছে। নিজের পয়সায় হাত পড়িলে অনেকের পরমবাসের কণ্ডূয়ন কমিয়া আসিবে।

সম্প্রতি মান্দ্রাজ পুলিষ কোর্টে আর এক ব্যক্তি দেশীয় জুতা পায় দিয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহার ৫ টাকা জরিমানা হইয়াছে। এই সকল মহাপুরুষের দেশীয় জুতা ভাল লাগিবার উপায় কি?

১৮ ই আষাঢ় বুধবার।

শ্রীবাটী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী বাক্সা নামক স্থানে একজন বৃদ্ধা উদরাময়ের দায়ে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাপুর আমাদপুর গ্রামেও একটী স্যাঙ্গাতা দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে।

গত মঙ্গলবার কৃষ্ণনগর কালেজের প্রিন্সিপাল লব সাহেব কলিকাতা হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন।

সম্প্রতি পুনার ব্রাহ্মণেরা কেবল স্ত্রীলোক দিগের জন্য একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের উদ্দেশে এক সভার অনুষ্ঠান করেন। এ একটী নূতন চেষ্টা সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার নূতনতা এই খানেই পর্য্যবসিত হয় নাই। ঐ সভায় অনেকগুলি স্ত্রীলোকও উপস্থিত ছিলেন।

গত সপ্তাহে এ অঞ্চলে একটী ধূমকেতু দেখা দিয়াছে।

গতকল্য কলিকাতা ছোট আদালতের কার্য্য নূতন বাটীতে আরম্ভ হইয়াছে।

গত কল্য হাইকোর্টের বর্ষা ফৌজদারী সেসিয়ন আরম্ভ হইয়াছে।

১৯ এ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

ইংলিসম্যানের পারিসস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কশীয় সম্রাট আমাদিগের রাজ্ঞীর সহিত যে সদ্ভাবে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, ফরাসিরা তাহাতে সন্তুষ্ট নয়, ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাহারা প্রুশিয়ার এক খানি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত একটী ছবির উল্লেখ করেন। ছবির একদিকে রাজ্ঞীর মুখ ব্রিটিশ সিংহ এবং কশীয় সম্রাটের মুখ ও কশীয় ভল্লুক পরস্পর সম্মুখীনভাবে রহিয়াছে, উভয়ের মুখাকৃতিতেই হাস্যভাব স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। ইহার নিম্নদেশে "ইউরোপে উভয়েই পরস্পর চুম্বন করেন"। এই কয়টী কথা লিখিত আছে।" ইহার বিপরীত দিকে সিংহ ও ভল্লুকের প্রতিকৃতি এইরূপ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যেন উভয়েরই চক্ষু হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছে। উভয়েই যুদ্ধব্যাদান করিয়া পরস্পর আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছে। ইহার নিম্নে "এসিয়াতে উভয়ে পরস্পর আক্রমণ করেন" এই কয়টী কথা লিখিত আছে। বস্তুতঃ ছবিটী ঠিক ভাবেই অঙ্কিত হইয়াছে।

ব্ল্যাকেট নামে যে এক ব্যক্তি আলা বাবাদে গবর্ণমেণ্টের ষ্টাম্প চুরি করে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

এক সময়ে উত্তর দিক হইতে টেলিগ্রাফযোগে সংবাদ প্রেরণের যে নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদনুসারে বোম্বাইর সহিত কলিকাতার কাজ চলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

২০ এ আষাঢ় শুক্রবার।

হাইদ্রাবাদ হইতে সিকিমে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন তথায় এক ইউরোপীয় যুবতী একজন ধনী মুসলমানকে বিবাহ করিয়া তাহার সহিত পলায়ন করিয়াছে। ইংরাজেরা ত এদেশীয়দিগকে আর খৃষ্টান করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু মুসলমানেরা অনেক ইংরাজ যুবক ও যুবতীকে মুসলমান করিয়া ফেলিল।

পিরনিয়রে কতকগুলি একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাতে একটী "আধ পোড়া" রাজার বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। ৭ বৎসর হইল লাণ্ডুয়ার রাজার মৃত্যু হয়। তাহার মৃতদেহ দাহ করিয়া অবশিষ্টাংশ গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু সেদিন সেই রাজা স্বীয়রাজ্য পাইবার আশায় কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা বলিতেছেন যখন তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা হয়, তখন বাস্তবিক তাহার মৃত্যু হয় নাই, তিনি অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন, দুষ্ট লোকে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া তাহাকে অনশ্চিতায় আরোহণ করাইয়া দেয়, কতক পুড়িলে তাহাকে গঙ্গায় ফেলিয়া দেয়, কিন্তু তখনও তিনি জীবিত ছিলেন। একজন জেলে তাহাকে সেই অবস্থাতে গঙ্গা হইতে উত্তোলন করে, এত দিন তিনি সেই খানেই ছিলেন, এক্ষণে আসিয়া রাজ্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই রাজা কিন্তু ইহার সত্যতা বিষয়ে বিশেষ কোন প্রমাণ দিতে পারিতেছেন না। তিনি তাহার জীবনের প্রথমাবস্থার বিষয় কিম্বা কাহার বাস ও বাসস্থানের বিষয় বলিতে পারেন না। তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে, তাহার হাতে একটীও পয়সা নাই। মিরটের এক ব্যক্তি নাকি এই কারণে তাহার মকদ্দমার সমুদায় ব্যয় দিতে স্বীকার করিয়াছেন, যে রাজা মকদ্দমা জিতিলে তাহাকে যদি সমুদায় তুলসম্পত্তির তিনভাগ ভূমি দান করেন।

২১ এ আষাঢ় শনিবার।

বর্ত্তমান জুলাই মাসের ১৫ ই পর্য্যন্ত সার রিচার্ড টেম্পাল কলিকাতায় আসিয়া ৫।৭ দিন থাকিবেন।

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম অনরেবল বাবু দিগম্বর মিত্র সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন।

এত দিনের পর ষ্টেটসেক্রেটারি শ্রীযুত বিভাগকে বাঙ্গালা দেশ হইতে আসামের অধীন করিবার বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

পিরনিয়র বলেন, সম্প্রতি ফিরোজের নিকট সটলেজ সেতুর উপর একটী রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। যাত্র হইতেছিল এমন সময় এক খানি মালগাড়ি বাষ্প দ্বারা চালিত হইয়া ঐ সেতুর উপর গিয়া পড়ে, সেই অন্য অপর দিক হইতে এক খানি আরোহি ট্রেণ আসিয়া ঐ গাড়ির উপর পতিত হওয়াতে গাড়ি খানি রেলচ্যুত হইয়া দূরে গিয়া পতিত হয়। আরোহীদিগের ভাগ্যের অতি সাবধানে সেতুর উপর ট্রেণ আনিয়াছিলেন বলিয়া রক্ষা, নতুবা অসংখ্য আরোহীর মৃত্যু ঘটিত সন্দেহ নাই। যাহা হউক কাহার দোষে এরূপ ঘটিল তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। গাড়িগুলি কি চাবি বন্ধ করিয়া রাখা হয় না?

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

২৪ এ জুন যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের কৃষি বিভাগের কৃত বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্ট নিম্নে প্রকাশিত হইল—

মান্দ্রাজের অবস্থা সন্তোষকর। ত্রিচিনপল্লী এবং তাঞ্জোরে বৃষ্টি হয় নাই। সিঙ্কুতে নদীর জল কমে নাই। সমুদায় বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। কেবল আমদনগরে এবং শোলাপুরে হয় নাই। বঙ্গদেশ উড়িষ্যা এবং বিহারে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। আশু ধান্যের অবস্থা উত্তম এবং আমন ধান্য বপন সুনাম উত্তমরূপ চলিতেছে। রোহিলখণ্ড ভিন্ন উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের প্রায় সর্ব্বত্রই উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে, বপন কার্য্য চলিতেছে। বস্তি এবং গোরক্ষপুরের সমুদায় রিলিফ কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। মজুরেরা কৃষি কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে। অযোধ্যা এবং পঞ্জাবের স্থানে স্থানে উত্তম হইয়াছে। মধ্য প্রদেশে এবং বিহারে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। মধ্য ভারতবর্ষ এবং রাজপুতনায় সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে। নেপালে ভাল বৃষ্টি হয় নাই।

গত শনিবার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের পূর্ত্ত বিভাগের শস্যাদির অবস্থা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে—

বস্তি ২০ এ ও ২৩ জুন। আকাশের

ভাব কৃষি কার্য্যের বিলক্ষণ অনুকূল। সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়াছে। ১৯ এর পর তিন দিবস প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়। রিলিফ কার্য্য সকল বন্ধ হইয়াছে, মজুরেরা গৃহে গিয়া কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে।

গোরক্ষপুর ১৯ এ জুন। আকাশের ভাব উত্তম। সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। বপন কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে। লোকের আর কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে না। তিনটী কার্য্যালয়ে এক্ষণে ১০২০ লোক আছে।

গাজীপুর ২২ এ ও ২৪ এ জুন। আকাশের ভাব উত্তম। চতুর্দ্দিকে সমানরূপে বৃষ্টি হইয়াছে। কৃষি কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে। রসারা রিলিফ কার্য্যে মজুরের সংখ্যা ১২৯৯।

মির্জ্জাপুর ২২ এ জুন। বৃষ্টি সর্ব্বত্র সমান, কৃষি কার্য্য যত দূর উত্তম হইতে পারে তাহা হইতেছে। চুঙির অবস্থা উত্তম। গবর্ণমেণ্টের সকল রিলিফ কার্য্য বন্ধ হইয়াছে।

ব্যাণ্ডা ১৯ এ জুন। বৃষ্টি উত্তম এবং প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে। বপন কার্য্য চলিতেছে। তুলা অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কৃষি কার্য্যে বহু সংখ্যা লোক নিযুক্ত হইতেছে। দরিদ্র নিবাসে লোক সংখ্যা ৮৫০।

হমিরপুর ২০ এ জুন। বৃষ্টি উত্তম হইয়াছে। বপন আরম্ভ হইয়াছে। রিলিফ কার্য্যে মজুরের সংখ্যা ১৯৭১। দরিদ্র নিবাসে লোক সংখ্যা ৪৭৪।

ঝাঁসি ২৩ এ জুন। বৃষ্টি বন্ধ হয় নাই। রিলিফ কার্য্যে মজুরের সংখ্যা ৮৭৭। শস্যাদির অবস্থা উত্তম।

১৪ ই জুন যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে জানা যায় শির্সা এবং সিরালকোট বিভাগে বৃষ্টির অভাবে কৃষকেরা ভূমি কর্ষণাদি করিতে পারে নাই, কিন্তু পঞ্জাবের অন্যান্য স্থানে ভূমি কর্ষণ এবং বীজ বপন উত্তম রূপ চলিতেছে।

বেঙ্গল টাইমসে লিখিত হইয়াছে, ঢাকা অঞ্চলে পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি হইয়া শস্যাদির বিলক্ষণ উপকার করিয়াছে। নিম্ন ভূমির আউ ধানের অবস্থা উত্তম, বৃষ্টি দ্বারা উচ্চ ভূমির কৃষিকার্য্যও উত্তমরূপ চলিতেছে। নদীর জল এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে নিম্নভূমি সকল ডুবিয়া গিয়াছে। এক্ষণে আকাশের ভাব যেরূপ এবং যেরূপ বায়ু বহিতেছে, আর কিছুদিন সেরূপ থাকিলে সমুদায় দেশ জল প্লাবিত হইবে।

গত সপ্তাহে বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়াছে। সর্ব্বত্রই শস্যের অবস্থা সন্তোষ কর।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ

২৭ এ জুন যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের ডিষ্ট্রিক্ট রিপোর্টে জানা যায়, লোহারডগা পুরী সাওতাল পরগণা মুঙ্গীর চম্পারণ গয়া রাজসাহী মালদহ মুরসিদাবাদ ২৪ পরগণা কলিকাতা বীরভূম এবং বর্দ্ধমানে সাধারণ চাউলের মূল্য কতক কমিয়াছে। কিন্তু রঙ্গপুর (এখানে টাকায় ৯ সের চাউল বিক্রীত হইতেছে) জলপাই গুড়ি শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম হিলটিপারা পাটনা আলাহাবাদ এবং পূর্ণিয়ায় মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। অন্যান্য বিভাগে মূল্য সমান রহিয়াছে। দিনাজপুরেও টাকায় ৯ সের চাউল বিক্রীত হইতেছে।

মিরর অব ইণ্ডিয়া সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সম্প্রতি ঢাকা বিভাগের কমিশনরের আজ্ঞা ক্রমে তথা হইতে ঢাকায় কয়েক সহস্র মণ চাউল রপ্তানী করা হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশে রিলিফ কার্য্যে যে সকল মিলিটারি আফিসর নিযুক্ত ছিলেন প্রয়োজন বিরহে তাহাদের ১১ জনকে স্ব স্ব স্থানে প্রেরণ করা হইয়াছে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন এসয়া সাহেবে আজিও দুর্ভিক্ষের নিবারণ হয় নাই। সাহায্যার্থীর সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। ইংরাজেরা একটী রিলিফ কমিটী করিয়া উহাদের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন।

৩১ এ মে পর্য্যন্ত এক পক্ষের মধ্যে অযোধ্যা হইতে ৮২৩৩৯ মণ শস্য রপ্তানী হইয়াছে।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রিলিফ কার্য্যে প্রাত্যহিক মজুরের সংখ্যা কমিয়া ৮৭১৯ হইয়াছে, ব্যয়ও কমিয়া ২৭৭৫ টাকা হইয়াছে।

শনিবারের গেজেটে যে দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় গত দশ দিন ধরিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণর গঙ্গার তীরবর্ত্তী সকল প্রধান প্রধান স্থান পরিদর্শন করেন। ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জেও গমন করেন। তিনি বাণিজ্যবিভাগের স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট আফিসরের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং নদীর তীরবর্ত্তী বাজার সকলের প্রধান প্রধান স্থানীয় ব্যবসায়ীকে আহ্বান করিয়া বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে তাহাদের মত জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা বলেন যদি চাষের অবস্থা ভাল চলিতে থাকে, তাহা হইলে আগষ্টের পূর্ব্বে ঢাকার চাউল টাকায় ১৫।১৬ সের বিক্রীত হইতে পারে। কিন্তু চাউলের মহাজনেরা বলেন, ধান উত্তমরূপ না জন্মিলে পুনরায় নবেম্বর পর্য্যন্ত চাউল সস্তা হইবে এমন বোধ হয় না। পূর্ব্ব বাঙ্গালার ও মধ্য বাঙ্গালার অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবৎসর ধান্যের চাষ উত্তম হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও ঢাকা এবং নারায়ণ গঞ্জে এখন ১২ সের চাউল টাকায় বিক্রীত হইতেছে।

ব্রহ্মদেশের রাজা বঙ্গদেশীয় দোমন ফণ্ডে ৭ সাত লাক্ষ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

ইংলিশম্যান পাঠে অবগত হওয়া গেল দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশের জন্য যে সকল লঙ্গর খোলা হইয়াছিল স্থানে স্থানে তাহা বন্ধ হইতেছে। ভিক্ষিয়া কেবল যে পাষণ্ড অনুপযোগী হইতেছে এমন নয় তাহা পড়িয়া যে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে তাহাতে লোকের পীড়া জন্মিবার উপক্রম হইয়াছে। তজ্জন্য তত এবং পাটনার মধ্যে যে সকল গোলা ছিল সেই সকল গোলার শস্যাদি সিকি মূল্যে বিক্রয় করিবার চেষ্টা হইতেছে।

ইংলিশম্যানের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা

লিখিয়াছেন, ১লা জুন লণ্ডনে বেঙ্গল ফেমিন রিলিফ সভায় যে এক অধিবেশন হয় তাহাতে সার জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব উপস্থিত ছিলেন। কাম্বেল সাহেব ঐ সভায় অনেকগুলি বক্তৃতা করেন, ইহাতে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তাঁহাকে যে সকল প্রশ্ন করা হয় তাহারও উত্তরদান করেন। অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে দেশ মধ্যে কত শস্য আছে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এবিষয়ের জন্য তিনি এবং গবর্ণমেণ্ট যত চিন্তাযুক্ত হইয়াছিলেন, এত আর কিছুতেই নহে। অনেক দিন চিন্তা করিয়াও এ বিষয়ে স্থির মত ব্যক্ত করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার বিশ্বাস কেহই পারিবেন না। যাহা হউক যতদূর তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, যদি কোন অভাবনীয় ঘটনা দ্বারা সেই বিবেচনার ব্যতিক্রম না ঘটে, দেশে যে শস্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা পর্য্যাপ্ত হইবে। এপ্রেল মাসে যখন তিনি এদেশ পরিত্যাগ করেন, তখন সকল স্থানের বাজার ই শস্যপূর্ণ ছিল এবং পঞ্জাব অপেক্ষা কলিকাতা হইতে মহাজনদিগের ব্যবসায় বিলক্ষণ চলিতেছিল। গবর্ণমেণ্টের সংগৃহীত শস্যাতিরিক্ত পঞ্জাবে বিস্তর শস্য ছিল। গবর্ণমেণ্টের শস্য আনীত হইলে ঐ সকল শস্য রেলওয়ে দ্বারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সকলে অনায়াসে নীত হইবে। যাহা হউক যে শস্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা যে দুর্ভিক্ষ নিবারণ পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অবে যে স্থানে অধিক শস্য আছে সে স্থান হইতে যে স্থানে কম শস্য আছে সেখানে কিরূপে লইয়া যাওয়া হইবে তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। উত্তর বাঙ্গালা সম্বন্ধে তাঁহার বিলক্ষণ আশা আছে, কারণ তথায় এ বৎসর প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা, এবং তাহারা শীঘ্রই এই শস্য পাইবে। ত্রিহুতের একটু গোলযোগ, কারণ তথায় নূতন শস্য বাজারে আসিবার এখনও বিলম্ব আছে। তথাপি তত্রত্য বাজারে গবর্ণমেণ্টের যে শস্য আছে তাহা দ্বারাই লোকের কষ্ট নিবারিত হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

বাবু নীলনাথ কর সাধারণ অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের রিলিফ সার্কেলের সহকারী রিলিফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

মালদহের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয় কুমার বসু রিলিফ কার্য্যের নিমিত্ত রাজসাহিতে বদলী হইবেন।

বগুড়ার বিশেষ ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ এম, ক্লে বি, এ, রাজসাহির অন্তর্গত নাটোর উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত লেপ্টনাণ্ট জি, এচ ইলিয়ট, যিনি ঘবাকরের শস্যবহন কার্য্যের জন্য ছিলেন তিনি মাবজুমে রিলিফ কার্য্যের জন্য বদলী হইলেন।

কাপ্তেন এম, এচ, হিথকোট সাহেব, যিনি ভাগলপুর বিভাগে কমিসনরের অধীন ছিলেন তিনি রাজসাহি বিভাগে কমিসনরের অধীনে রহিলেন।

বাবু কালীমোহন ঘোষাল কিছুদিনের জন্য মালদহের অন্তর্গত কণ্ডাল সার্কেলের রিলিফ স্যুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিবেন।

বর্দ্ধমানের সব কানুনগো বাবু শ্যামাচরণ দত্ত কাটোয়াবিভাগে প্রতিনিধি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডবলিউ জি উইলসন সাহেব বেঙ্গল এডুকেশনাল সার্ভিসের তৃতীয় শ্রেণিতে কার্য্য করিবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আরার দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধারণার্থ সভ্যরূপে সভ্য হইবেন—

বাবু হরবংশী সাহাই, মৌলবি তাকিউদ্দীন, বাবু বৈদ্যনাথ প্রসাদ, বাবু রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং বাবু প্রভুদাস।

রিবস টমসন।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মুন্সেফের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

মৌলবি হাদি হোসেন খাঁ, বাবু নীলকান্ত প্রসাদ চৌধুরী, মৌলবী সাহ আবদুল হোসেন, মৌলবি আকাল হক, বাবু গণপতি সিংহ, বাবু যতি সিংহ, ধনশ্যাম মুহুরি, বাবু মধু সিংহ, বাবু বেনীরাম মুহুরি।

ঝিনীপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর এস, এচ রিসলি সাহেব কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা যাহারা সারণে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তাহারা কিছু দিনের নিমিত্ত দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষমতা পাইবেন—

মেজর ডবলিউ জাকসন—চাপরায় এবং শ্রীযুক্ত সি এফ টনিয়র—ইকামায়।

ফতুয়া সার্কেলের রিলিফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ডবলিউ পেরি তৃতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

চম্পারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ কিছুদিনের নিমিত্ত প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বেসিস্টাণ্ট জমীদার বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ২৪ পরগণায় অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ত্রিহুতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগের মকর্দ্দমার আপিল শুনিবার জন্য লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর নিম্নলিখিত আফিসরদিগকে কিছুদিনের নিমিত্ত ফৌজদারী আইনের ২৬৮ ধারানুসারী ক্ষমতা দিয়াছেন।

হবস্তাজা উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ, পি, ম্যাকডোনাল।

মধুবনির ভার প্রাপ্ত সি এফ মাগ্রাম, সি, এস।

ত্রিহুত বিভাগে নিযুক্ত নিম্নলিখিত আফিসরদিগকে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষমতা সকল প্রদান করিয়াছেন।

কটে সার্কেলের অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিসনর পণ্ডিত মিহারীলাল প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা—সদর সারকেলের শ্রীযুক্ত এ, এচ ডবলিউ জোন্স, রাজখণ্ড সারকেলের ডবলিউ জি, জি গোগুলি, গাইঘাটী সার্কেলের তহসিল দার হর্দ্দম সিংহ।

তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা—বেলসণ্ড সার্কেলের সি, ডি, জাকসন, টুরকি সার্কেলের এচ, সি, স্পাই, জাঙ্গিরা সার্কেলের এচ, বেয়ারিং শেওয়ানের সব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রাজ কিশোর নারায়ণ।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৭ এ জুন। গত রাত্রিতে কমন্স বাটীতে ইবেন সাহেব বঙ্গদেশের নবাব নাজিমের প্রার্থনা সকলের বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য এক কমিটী নিয়োগের প্রস্তাব করেন। লার্ড হার্ট্টিংটন এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, গবর্ণমেণ্ট নবাব নাজিমের পরিবারবর্গের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা ন্যায্য হইয়াছে।

লণ্ডন ২৭ এ জুন। গত কল্য মাক্যুইস অব সালিসবরি ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটীর নিকট সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি বলিলেন ভারতবর্ষের বিষয় পার্লিয়ামেণ্টে বিশেষরূপে পর্য্যালোচিত হয় না এরূপ মনে করিবার কিছুই নাই। কারণ সেক্রেটারি অব ষ্টেটের অনাস্থার মাত্র। তিনি বলিলেন এ পর্য্যন্ত যত জন মন্ত্রী ছিলেন ইহারা সুদক্ষ ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি ছিলেন। মধ্যে মধ্যে ইণ্ডিয়া আফিসের পরামর্শ না লইয়াও ইণ্ডিয়া আফিস কাজ করিতেন বটে, কিন্তু সেরূপ ঘটনা অতি অল্প এবং তাহাতে ইণ্ডিয়া আফিসের পক্ষে অসুবিধা হইত না। তিনি বলিলেন, যাহাহউক অবশ্য বিভাগ ভারতবর্ষীয় ধনাগারের স্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ না করে, তদ্বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন কর্ত্তব্য। উপসংহারে কমল বাটী ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য যে সমবেদনা প্রদর্শন করেন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

পারিস ২৭ এ জুন। জাতি সাধারণ সভায় বজেট কমিটী ছুতন টাক্স সকল স্থাপনের যে প্রস্তাব করে তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন।

মাড্রিড ২৯ এ জুন। ইষ্টেলার নিকট যুদ্ধোদ্যমে যখন সেনাপতি কক্ষা কালিষ্টদিগকে আক্রমণ করেন সেই সময় তিনি হত হন।

বেপবলিকান সেনাদল সুশৃঙ্খলাভাবে প্রস্থান করিয়াছে।

সেনাপতি কক্ষার পদে সেনাপতি বালা নিযুক্ত হইয়াছেন।

পারিস ২৯ এ জুন। গতকল্য বয়ুলিবোলোনে মার্শাল ম্যাকমেহন ৭০ হাজার সৈন্যের কাওয়াজ দর্শন করেন।

পারিস ২৯ এ জুন। প্রাণ ডিউক কনষ্টান্টিন এবং তিন জন রুশীয় সেনাপতি বিএ উপনীত হইয়াছেন। যে রাজার যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত হয় সেই যুদ্ধের উৎসব উপলক্ষে সম্রাটের সহিত আনন্দ প্রকাশ করাই তাহাদের আসিবার উদ্দেশ্য।

মাড্রিড ২৯ এ জুন সন্ধ্যাকাল। ইষ্টেলোর নিকটে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে বেপবলিকান সেনা দল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। উহাদের ৪০ হাজার সৈন্য এবং অনেক আফিসর ধৃত হয়। বেপবলিকানেরা এক্ষণে লারিণে প্রস্থান করিয়াছে।

পারিস ২৯ এ জুন। গত রবিবার বয়ুলিবোলোনে সৈন্যদিগের যে কাওয়াজ হয় তদ্দর্শনে মার্শাল ম্যাকমেহন প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার বিশ্বাস এই, তাঁহার যে ৭ বৎসর শাসন কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই ৭ বৎসর কাল তিনি এই সেনা লইয়া রাজ ক্ষমতা এবং রাজ্যের শান্তিরক্ষা করিতে পারিবেন।

আমাদিগের গড়দহস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:

পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে কোম্পানী যে কি ধাতুর লোক তাহা আমি আজিও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে ইঁহারা প্রায় চারি বৎসর হইল এই গড়দহে একটী ষ্টেষন স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আপেক্ষের বিষয় এই সেটীরভাগ্যে আরদশা বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠিল না। আমার সংস্কার ছিল "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"। কিন্তু গড়দহ ষ্টেষনকে দেখিয়া আমার ঐ সংস্কারটী এক প্রকার ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। যেরূপ গতি তাহাতে বোধ হয়, ইহা আর এ জীবনে সৌভাগ্য সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাইল না। ইহার দুঃখ শর্ব্বরী আর প্রভাতা হইল না!! প্রথমে রেলওয়ে কোম্পানী আয়ের প্রতি সন্দিহান হইয়াই সামান্যাকারেই এই ষ্টেষনের সূত্র পাত করেন। এমন কি ইহার জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহও নির্ম্মাণ করেন নাই, রাস্তার পার্শ্বে কুলীদিগের নিমিত্ত যে একটী ক্ষুদ্রতম গৃহ ছিল, তাহাকেই ষ্টেষন করা হয় কিন্তু গড়দহ ষ্টেষন স্থাপনাবধিই আশাতিরিক্ত আয় প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে, তখন ইহার জন্য স্বতন্ত্র গৃহাদি নির্ম্মাণ করা না হয় কেন? তাহাতে আপত্তির বা কি? আরোহিদিগের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে উপার্জ্জন হইতেছে, অথচ তাঁহারা রাত্রি বৃষ্টিতে কষ্ট পায়, ইহা কোন্ দেশীয় ব্যবস্থা? আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি, এমন অনেক ষ্টেষন আছে যে গুলির আয় গড়দহ ষ্টেষন অপেক্ষা ন্যূন কিন্তু তাহাদের সুখসম্পত্তি ইহার অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক। পাঠকগণ সংবাদদাতাকে কতই না নির্লজ্জ মনে করিতেছেন! করিবেনই পারেন। বারম্বার এক বিষয়ের আন্দোলন করা ভাল নয়, একথা স্বীকার্য্য কিন্তু যদি আপনারা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করেন, তাহা হইলে এ দেখটী সংবাদদাতার উপরোধ রেলওয়ে কোম্পানীর শিরে প্রদান করিতে উদ্যত হইবেন। আমি যখনই এ সম্বন্ধে প্রস্তাব লিখি, তখনই কেবল কিয়ৎ ক্ষণের জন্য, রেলওয়ে কোম্পানীর চৈতন্য হয়। আমার বিশেষ স্মরণ আছে, গতবর্ষে আমি যখন এই উপলক্ষে উপর্য্যুপরি কয়েকটী প্রস্তাব পত্রস্থ করি, তখন একবার উক্ত কোম্পানী বিশেষ উৎসাহের সহিত "টেপ" "কম্পাশ" প্রভৃতি উপকরণ লইয়া গড়দহ ষ্টেষনের জন্য স্থানাদির পরিমাণ করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এতাবৎকাল আর সংবাদ পত্রে কোন উচ্চ বাচ্য নাই। সুতরাং ইহারাও নিশ্চিন্ত। সহৃদয় পাঠকবর্গ! এমন স্থলে দোষী কে? কে অধিক নির্লজ্জ? যাহা হউক দেখা যাউক পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে কোম্পানি আর কত কাল নিদ্রা যাইতে পারেন।

২। একের বৎসর হইতে গড়দহে চৌর্য্যের মন্দ প্রাদুর্ভাব নহে। কিন্তু এবার দুর্ভিক্ষ পবনে এ অগ্নি আরো প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। "একে মনসা তাহাতে ধুনোরা গন্ধ" আর কি রক্ষা আছে। [illegible] সংলগ্ন কলাই চৌকাই চুরি হইতেছে। [illegible] হইয়াছে রক্ষক পলায়ে [illegible] নৈমিত্তিক জিমার মধ্যে [illegible] যাছে সে দিবস অনেক একটী স্ত্রীলোকের বাটীতে সে চুরি করিয়াছে সেটীতে আরো কিছু অধিকারের বাকি থাকে তাহে তাহার প্রায় ২০০ টাকার সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছে। পুলিস অনুসন্ধান করিতে-

ছেন। কিন্তু বোধ হয় কোন নূতন ফল দেখিতে পাইব না। যাহা হউক আমরা কাণ্টুন্‌মেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন একফোর্ড সাহেবকে যতদূর সুযোগ্য বলিয়া জানি, তাহাতে তাঁহার সম্মুখে এ সকল ঘটনার সংঘটন তাঁহার অগৌরবের বিষয় বলিতে হয়। তিনি পুষ্করিণীর ধারে সেতা দিবার জন্য ভাত বাস্ত না হইয়া এই সকল কার্য্যে তাঁহার শক্তি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করুন। আমি তাঁহাকে ইহার জন্য আপাততঃ দুইটী উপায় প্রদর্শন করিতেছি—১ মফস্বল গ্রামে মধ্যে মধ্যে যে সকল ভিন্নদেশস্থ দর্শকমণ্ডলীর সমাগম হইয়া থাকে, এবং গ্রামের দশজন ভদ্রলোকে অভদ্রতা যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিবে, তাহাদিগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ২তঃ—চৌর্য্যের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই কনেষ্টেবল ও হেড কনেষ্টেবলদিগকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

এই দ্বিতীয় প্রস্তাবটী লেখা সমাপ্ত হইয়াছে, এমন সময়ে সংবাদ পাইলাম, এস্থল হইতে ২ ক্রোশ দূরস্থ পাণিহাটি গ্রামে মৃত জমীদার বাবু আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে তস্করের চুরি হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৬। ৭ সহস্র টাকার দ্রব্যাদি অপহৃত হইয়াছে।

৩। এরূপ জনশ্রুতি যে শীঘ্রই এস্থলে অনরেরি মাজিষ্ট্রেটের কাছারি স্থাপিত হইবে। এসংবাদটী শুনিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণে যুগপৎ হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হইবে। আবার যাঁহারা পল্লীগ্রামের বিশেষজ্ঞ তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবার অবসর পাইবেন না। বঙ্গদেশের মফস্বলে অনরেরি মাজিষ্ট্রেটের সুখ প্রাদুর্ভাব হওয়া ভাল কি মন্দ, সুখের কি দুঃখের সে বিষয়ের আলোচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। এই সোমপ্রকাশে সে বিষয়ের যথেষ্ট আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক ঈশ্বর করুন, খড়দহবাসীরা যেন তাঁহা অনরেরি মাজিষ্ট্রেট পাইয়া সুখী হন। মহারাণীর রাজত্বে যদি একজন হতভাগা দরিদ্র প্রজার অন্তর কাঁদে ও তাহার প্রতি বিধান না হয়, তাহা হইলে সকলেই বলিবে এই সকল আইন আদালত বৃথা ও ইংরাজ রাজত্ব অন্তঃসারশূন্য। যাহা হউক কর্ত্তব্য বোধে আমি পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিতেছি, যে অনরেরি মাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচনে যেন বিন্দুমাত্র ত্রুটী না হয়। রাজা কিছু সকল বিষয় দেখেন না, তাঁহাকে নিযুক্ত কর্ম্মচারীর কথাতেই শ্রদ্ধা করিতে হয়। কারণ শাস্ত্রকর্ত্তারা বলিয়া থাকেন "রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাম্" রাজা কর্ণ দ্বারাই দর্শন করিয়া থাকেন। এমন স্থলে স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের বিশেষ ন্যায়বান ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়া উচিত। তাহা না হইলেই প্রমাদ। কিন্তু আমরা একফোর্ড সাহেবকে পাইয়া সে বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত আছি। তাঁহার মতেই উপর যখন এতগুলি লোকের সুখ দুঃখ ও গবর্ণমেণ্টের গৌরবা গৌরব নির্ভর করিতেছে, তখন তিনি কখনই কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটী করিবেন না। কিন্তু তথাপি আমাদিগের এরূপ বিবেচনা হয়, যে তিনি বিদেশীয় বলিয়া আমাদের মধ্যে অনেককে আজিও চিনিতে পারেন নাই। নির্ব্বাচন সময়ে তাঁহার একটী জানা উচিত, যে তিনি যাঁহাকে মনোনীত করিয়াছেন তাঁহার প্রতি সাধারণ ভদ্রলোকের কিরূপ মত। নচেৎ কোন্ মেষচর্ম্মাবৃত ব্যাঘ্রের হস্তে শত শত নির্ব্বাকজীব পতিত হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

৪। অদ্যতন আদালত সমূহের বাঙ্গালা ভাষার পরোক্ষার না করিলে ইংরাজ রাজত্বে একটী কলঙ্ক থাকিয়া যাইতেছে। কি ভারতে কি ইংলণ্ডে এরূপ একটী মহাত্মাও কি জন্ম গ্রহণ করেন নাই যিনি এই মহৎ কার্য্য সাধন করেন? এই বিষয়টীর জন্য অন্ততঃ আর একবার পরিবর্ত্তনশীল কাম্পেল সাহেবের আবির্ভাব আবশ্যক হইতেছে। আদালতের বাঙ্গালা, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার দোষদুষ্ট বলিয়াই যে আমার বিশেষ আপত্তি কেবল তাহা নহে। ইহার নিকট ভদ্র লোকের সম্মান রক্ষা হয় না। কি ভদ্র কি অভদ্র কি মূর্খ কি পণ্ডিত কি সাধু কি অসাধু, আদালতের নিকট সকলেরই প্রায় সমান মান। বিশেষ মাজিষ্ট্রেটের আদালত এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান। তথায় প্রভাকর পঞ্চাননী ও পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, উভয়েই প্রায় তুল্যরূপ সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। কি হাকিম কি আমলা সকলেই প্রায় ইহাঁদিগের প্রতি সমান সম্বোধন প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এটী কোন কোন মহলে ভাল লাগিতে পারে, আমাদের ত ভাল লাগে না। যাকে তাকে ঈশ্বরত্ব প্রদান করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। সে দিবস বারাকপুরের কাণ্টুন্‌মেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কাছারি গৃহের বন কাটান উপলক্ষে কতক গুলি মুদ্রিত বুটীশ বাহির হয়। তন্মধ্যেও আমি এইরূপ মারাত্মক দোষ দেখিলাম। আমি আশা করি সুযোগ্য একফোর্ড সত্বরেই এই সকল ত্রুটী সংশোধন করিয়া লইবেন। প্রধান প্রধান বাঙ্গালী দলের সম্বোধনে "তুমি" শব্দ ব্যবহার করা আর এখন ইংরাজদের শোভা পায় না। "তুমির" পরিবর্ত্তে "আপনি" শব্দের ব্যবহার করা কি এতই লজ্জাকর? কাপ্তেন একফোর্ড এইরূপ বুটীশগুলিতে একালে অনেকগুলি "তুমির" শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই খড়দহ ও তন্নিকটবর্ত্তী ১০। ১৫ খানি গ্রামে একফোর্ড সাহেবের "আপনি" বলিবার যোগ্য ব্যক্তি কেহই নাই। যাহা হউক এবিষয়ে যথেষ্ট সঙ্কেত প্রদান করা হইল, এবং বোধ করি ইহার জন্য আর কিছু অধিক বলিতে হইবেনা।

৫। আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার প্রণীত "লুপ্তসম্বৎসরের মীমাংসা" সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের এক খণ্ড আমার হস্তগত হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার প্রথম পুস্তকে লুপ্তসম্বৎসরের অনুকূলে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ভট্টপল্লী নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সিদ্ধান্তরত্ন তথা শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় শিরোমণি ও পুরুষোত্তম শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়দ্বয় প্রভৃতি সেগুলির প্রতি যে সকল আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন ন্যায়রত্ন মহাশয় পুস্তকে তন্ন তন্ন করিয়া তৎসমস্তের

চেষ্টা পাইয়াছেন এবং আমি বলি তিনি কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। এই পুস্তকখানির ভাষা যেরূপ প্রাঞ্জল, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শিষ্টাচার, বিচারপটুতা ও বহুদর্শন তাহার অনুরূপই হইয়াছে। পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর ও বিদ্যারত্নের মহাশয় ভিন্ন আমাদের প্রায় অধিকাংশ শাস্ত্রব্যবসায়ীই এই সকল দোষ সম্পর্ক শূন্য নহেন। তাঁহারা যখন বিবাদ মগ্ন হইয়া কোন প্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হন তখন ন্যায় অন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্ম বিস্তারিত সম্পর্কা সম্পর্ক কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না। তাঁহারা জয়ী হইতে না পারিলে আপনাদিগকে নিরয়গামী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যাহা হউক ইহা বঙ্গভূমির অল্প অগৌরবের বিষয় নহে।

১২ এ জুন
১৮৭৪

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! প্রায় ৫ মাস হইল এখানে ওলাউঠা রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রথমতঃ ২।১ পল্লীতে আরম্ভ হইয়া এক্ষণে ক্রমশঃ সমস্ত পল্লীতে বিস্তৃত হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে যে পল্লীর লোক একবার আক্রান্ত হইয়াছিল সম্প্রতি সেই পল্লীর লোককে পুনরায় আক্রমণ করিতেছে। যদিও প্রতিবৎসর যেদি নাপুর সহর ও মফস্বলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয় কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে ইহার যে রূপ তীব্র বল দেখিতেছি এরূপ গত ১০ বৎসরের মধ্যে দেখি নাই। প্রথমতঃ হীন জাতি ও দুঃখজীবি পরে ক্রমশঃ ভদ্র ও বিত্তশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহার বিস্তৃতি লক্ষিত হইতেছে। টাউনের মৃত্যু রেজিষ্টরিতে দেখা গেল যে নিজ মেদিনীপুর সহরে ৩১ এ জানুয়ারি হইতে ২০ এ জুন পর্য্যন্ত ৩৭৯ সংখ্যক ব্যক্তির এই রোগে মৃত্যু হইয়াছে। শুনিতেছি মফস্বলের অনেক স্থানেই এই রোগ দেখা দিয়াছে এবং অধিক সংখ্যক লোককে প্রতিদিন সংহার করিতেছে। এই রোগের এবম্প্রকার প্রাদুর্ভাব আর কিছুকাল থাকিলে কতশত লোককে যে মৃত্যু পথের পথিক হইতে হইবে তাহা বলিতে পারি না।

এবৎসর এরোগের এত প্রাদুর্ভাব কেন? ওলাউঠা রোগের দুইটী কারণ, বিশেষ ও সাধারণ। বিশেষ কারণের অবিদ্যমান হইলে সাধারণ কারণ নিষ্ফল হয়। কিন্তু সাধারণ কারণ বিশেষ কারণকে সহায়তা করে, তজ্জন্য ইহাকে সংকারী কারণ বলা হয়। বিশেষ কারণ অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের বিষ কোথা হইতে ও কি প্রকারে জন্মে তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই, সুতরাং তদ্বিষয়ে কিছু বক্তব্য নাই। সাধারণ বা সংকারী কারণ অনেক। তন্মধ্যে তাপাধিক্য ও তাপের সহসা পরিবর্ত্তন, দূষিত জল ও বায়ু এবং অপকর আহার্য্য ইত্যাদি প্রধান।

তাপাধিক্য ও তাপের সহসা পরিবর্ত্তন বর্ত্তমান বর্ষে এ প্রদেশে এক প্রকার অনাবৃষ্টি বশতঃ মৃত্তিকা রসহীন, তাহাতে আবার বৈশাখ মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণ মেঘদ্বারা প্রতিহত না হওয়ায় ভয়ানক উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়াছে। তাপমান যন্ত্রে ৯৭ হইতে শতাধিক ডিগ্রি পারদ উঠে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং সামান্যরূপ বৃষ্টি হইলে কিয়ৎকালের জন্য উত্তাপ হ্রাস হইয়া যায়, কিন্তু তাপের আধিক্য ও সহসা পরিবর্ত্তন কেবল এই রোগের বিশেষ কারণকে পুষ্টি ও কার্য্যকারী করে এমত নহে মনুষ্য দেহকেও ঐ রোগাক্রান্ত করে।

দূষিত জল—অনাবৃষ্টি বশতঃ অধিকাংশ পুষ্করিণী ও কূপ বিশুষ্ক ও অল্পতোয় হইয়া গিয়াছে। ঐ সামান্য জল আবার গাঢ় নীলবর্ণ ও পূতিগন্ধ বিশিষ্ট, আমাদিগের দেশের প্রথানুসারে পুরাম সিক্ত শয্যা ও বস্ত্রাদি পুষ্করিণীতে প্রক্ষালিত হইয়া থাকে, এ জন্য ঐ জল প্রোক্ত রূপে বিকৃত হইয়া পড়ে। সহরবাসী গৃহস্থেরা স্নান পান মুখ প্রক্ষালনের নিমিত্ত বহুদূর হইতে পরিষ্কৃত জল না আনিতে পারিয়া অগত্যা ঐ জল ব্যবহার করে, সুতরাং এই দূষিত জল দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ওলাউঠা রোগ উৎপাদন করিবে তাহার বিচিত্র কি?

দূষিত বায়ু—সহরকে বায়ু শুষ্ক কূপ ও পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিতেছে। দুর্ভাগ্য ক্রমে জল দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে না। যে সমস্ত গলিত পশু পক্ষী গর্ত্ত হইতে উত্তোলিত হইয়া, ভূমির সহিত স্তরিত হইতেছে, তাহা হইতে ও পুকোপরি দূষিত জল হইতে, যে বাষ্প উত্থিত হয় সাধারণ বায়ুকে বিকৃত করে। আবার ওলাউঠা রোগীর ভুক্ত বিষ্ঠা পাঁক সহকারে পয়ঃপ্রণালীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া এবং ঐ বিষ্ঠার পরমাণু নিম্ন নিম্নগামী বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া থাকে, এই দুষ্ট বায়ু নিরন্তর সেবন (বিশেষতঃ ভক্ষণ) করিলে ওলাউঠা রোগ উপস্থিত হইবে না কেন?

অপকর আহার্য্য—এখানে বাজারে প্রায় সুখাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যাদি বিক্রয় নিবারণ প্রথা নাই

উৎকৃষ্ট চাউল পটল, আলু ও জীবিত মৎস্য দুর্ম্মূল্য। সুতরাং সাধারণ লোকে মন্দ ও শুষ্ক তরকারি পচা মৎস্য, ও পচা চাউল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। কোথায় এ সময় সহজ পাচ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া, প্রাণ রক্ষা করিবে, তাহা না করিয়া দুর্জ্জীর্ণ পদার্থ ভক্ষণ করিলে ওলাউঠাকে আহ্বান করা হয় সন্দেহ নাই।

যদিও ওলাউঠা রোগের বিশেষ কারণ মনুষ্যায়ত্ত কোন প্রকারে ধ্বংস করিবার নহে। কিন্তু উহার বিস্তৃতি ও প্রাদুর্ভাব এবং সংকারী কারণ সকল নিবারণ করিতে পারে। সুতরাং বিষয় তজ্জন্য কোন চেষ্টা বা উদ্যোগ অনুষ্ঠিত হয় না। কিন্তু নিয়মপূর্ব্বক এই সকল অবলম্বন করিলে প্রাদুর্ভাব অনেক হ্রাস হইতে পারে, তাহা বারান্তরে লিখিবার আশা রাখিলাম।

মেদিনীপুর
১৩ এ আষাঢ় শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র।

মনুষ্যের ধর্ম্মবুদ্ধি বলবতী হইলে, সে আর কোন ক্লেশকেই ক্লেশকর বোধ করে না। ধর্ম্মার্থে যত যন্ত্রণা উপস্থিত হউক না কেন, অপরাজিত চিত্তে সহ্য করে। অন্যদেশে এবি

রাজের বৈদাদৃশ্যের অভাব নাই, পুরাতন ইতিহাস এবিষয়ে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তের স্থল। তাঁহারা বহুদূরবোধে পার্থিব সুখ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। পুণ্য লাভাশয়ে সাধ্বী সহস্র ভাবের ভাবিনী মৃত পতির

নব শুশীতল চন্দনসাভিষিক্ত বসন্ত কুসুম শয়ার ন্যায় প্রাণস্নিগ্ধকর জ্ঞান করিয়া সুখে শয়ন করিয়াছেন। ধর্ম বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কতশত অবলা সদ্যোপ্রসূত নব একটির প্রিয়তম পুত্র বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এখন যে ভারতের এত দুর্দ্দশা তবু এরূপ উদাহরণের স্থান বিরল নহে।

এবৎসর রথ যাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথ দেবের নূতন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। তদুপলক্ষে বহুসংখ্য বর্ষে যাত্রী সংখ্যা অধিক হইবার সম্ভাবনা। আজির রথ যাত্রার বিলম্ব আছে, এখন হইতেই কটকের পথে সহস্র সহস্র যাত্রি গমন করিতেছে। তাহাদের যে কি ভয়ানক ক্লেশ হইতেছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। একে ত ভয়ঙ্কর রৌদ্র প্রভাব, দ্বিতীয়তঃ কটকের রাস্তার ধারের কূপগুলি প্রায় জল শূন্য হইয়াছে। এক মাইল কোন ক্রমে বশতঃ গমন করিতে হইলে প্রাণান্ত যাতনা উপস্থিত হয়। যে সকল যাত্রি পরব্রজে "উজ্জয়িনী" প্রভৃতি স্থান হইতে আসিতেছে, তাহাদের যে কি বিষম দুর্গতি উপস্থিত, তাহা মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে "কংসাবতী" তীরে ভ্রমণ করিতেছিলাম। কয়েকজন যাত্রির সহিত দেখা হইল, পরিচয়ে জানিলাম তাহারা "হুকোর" বাসী। বাটী হইতে আসিবার সময় ১২ জন এক সঙ্গে আসিয়াছিল। পথে "ওলাউঠা" রোগাক্রান্ত হইয়া ১ জন জীবন ত্যাগ করিয়াছে। হতভাগ্য মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মীয় স্বজনেরা যাহারা সঙ্গে ছিল, তাহাদের করুণ বিলাপোক্তি শুনিয়া আমার অন্তঃকরণে যে কি ভয়ানক ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যথার্থ বলিতে অক্ষম। রথোপলক্ষে পুরীতে অধিক জনতা নিবন্ধন "ওলাউঠা" ও অন্যান্য পীড়ার প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা। তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টির আবশ্যকতা লক্ষিত হইতেছে। যাহাতে বৈদেশিক যাত্রী লোকে চিকিৎসা ভাবে কষ্ট পায়ে পতিত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা উচিত।

মেদিনীপুর
২৫ এ জুন
} শ্রীচন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ২৪ এ জুন

ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাসির নীচে মোহনায়	১৪	
তথা হইতে মুরপুর	১০	
মুরা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	৯	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৯	৭
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	৮	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	১০	৬

সন ১৮৭৪ সালের ২৯ এ জুন বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	১৩	

বহরমপুর
২৯ এ জুন
১৮৭৪.
} টি, বেটী, সি, ই, প্রতিনিধি
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোম প্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দনাথ চৌধুরী
আহমদীবাদ ১০
" " শ্যামাচরণ বিশ্বাস
গোবিন্দপুর ৫।০
" " শ্রীরাম পালিত—বড়বাজার ৫।০
" " রসময় বসু—বহরমপুর ১০
" " হরচন্দ্র সার্ব্বভৌম—পঞ্জাব ১০
" " রাধাবল্লভ সিংহ দেব
কুচিয়াকোল ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের কমে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। চেটি, ভি. পি. বারাত চিঠি, মনি অর্ডর প্রভৃতি অন্য কোন মতে যাহার যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না মূল্য নিম্নোল্লিখিত প্রকারে পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহা সেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁ সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষি সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙড়িপো শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ ৩৪ সংখ্যা।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ৩০ এ আষাঢ়। ইং ১৮৭৪। ১৩ ই জুলাই।
মফস্বলে মাশুলসং বার্ষিক ১০৷৷ দশ টাকা ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

বহি ফাকারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ষ্লেজ বা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্কশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেকিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ষ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } ববণ এণ্ড কোং।

মন্ত্র তন্ত্র নির্ব্বাসিতের বিলাপ যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঈষ্টনের ক্যালি- ব্রাইব্রেরিতে কিম্বা বঙ্গবাসী ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ ১৮৭৪ সাল } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

পুরুবিক্রম নাটক

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গা পুস্তক বিক্রেতাদিগের নিকট ও ৫৫ নং আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট বাঙ্গালি যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা, ডাকমাশুল দুই আনা।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যরত্নাবলী মূল্য ৮ ডাক মাশুল ৷৷০ এবং ঐ কৃত ফিবর্ষ বন্ধু মূল্য ২ ডাকমাশুল ৵০।

ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের এবষ্ট্রাক্ট মেটিরিয়া মেডিকা মূল্য ২ ডাক মাশুল ৵০ এবং ঐ কৃত এনাটমি ছাপা হইয়াছে। উহা শীঘ্রই আমার নিকট আসিবেক এবং অন্যান্য ডাক্তারি পুস্তক আমার নিকট পাওয়া যায়।

কলিকাতা লালবাজার হেড্‌ষ্টেইল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষায় ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত ক্লিনিক্যাল মেডিসন্‌ এণ্ড

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ক্লিনিক্যাল ডাগ্‌		
মোসন্‌ অর্থাৎ রোগ বিচার	৷৷০	
চিকিৎসা দর্পণ ষাণ্মাসিক	৩	০
ধাত্রী শিক্ষা	২	৵০
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা	৷৷০	৵০
কুইনাইন প্রয়োগ	৵১০	৵০
শরীর পালন	৷৵০	৵০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত

প্রাক্‌টিস অবমেডিসিন	১৮	১৵০
এনাটমি	৪৷৷০	৷৵
মাতৃশিক্ষা	২	৷৷০

ডাক্তার হরিনারায়ণ কৃত

বালচিকিৎসা	৫	৷৵০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা হিন্দুষ্টেইল।

মেদুয়াবাজারীয় চিকিৎসালয়ের সব্‌ আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক—

১। বালচিকিৎসা। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য মূল্য ৫ টাকার পরিবর্ত্তে ৩৷৷০ টাকা অবধারিত করা হইল ডাকমাশুল ৵।

২। ব্যবস্থামালা (ডাং গুডিভ্‌, ট্যানার প্রভৃতির প্রেস্কৃপসান) মূল্য ১৷৷০ ডাকমাশুল ৵০।

৩। গর্ভিণীবান্ধব—বঙ্গস্থিত প্রধান প্রধান বিক্রেতার নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুষ্টেইল লাইব্রেরি।

—০—

ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী [illegible] বাবু গোপালদাস মিত্র প্রণীত। কেতকদাস জিনী; নাটক পুস্তকখানি আমি সম্পূর্ণ রূপ সংশোধন করিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার বাধা প্রস্তুত করিবার নিয়মাবলী ইহাতে সন্নিবেশিত করতঃ পুনর্মুদ্রিত করিলাম। মূল্য ১ টাকা।

...এই নামক পুস্তক প্রকা... ইহাতে বালক বালিকাগণের ... কয়েকটী হেতোপদেশ পদ্য ... এবে পাঠ হইয়াছে, মূল্য ৵ আনা ...

...ই বালক বালিকাদিগের অতি ...ত্যন্ত বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, সেই ... অবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্যাদর্পণ ১ম ভাগ ... ইহার এবং বিদ্যাদর্পণ ২য় ভাগ অর্থ ... নামক পুস্তক দ্বয় প্রকাশিত করিলাম, ইহাতে অতি সহজ ভাষায় লিখিত কয়েকটী ... সন্নিবেশিত হইয়াছে মূল্য / এবং /৪ পুস্তকব্যবসায়ীদিগকে শতকরা ২৫ টাকা কমিসনে দেওয়া যাইবেক। স্কুল বুক সোসাইটী চীনা বাজার এবং নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাইতে পারিবেন।

জেনরল লাইব্রেরি ১১৫ নং চিৎপুরবোড শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সুশ্রুত।

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিদ্যা ... কলিকাতা পটলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৵০ তিন আনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হোমিয়োপাথিক এলিকসার ও পাউডার অর্থাৎ পাচক অরীষ্ট ও চূর্ণ।

অজীর্ণ আমশূল রক্তাতিসার প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ ঔষধ বার বার পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্দোষ হইয়াছে, এবং নিম্নের কতিপয় পত্রের ... পাঠ করিলে বিশেষ রূপে ... হইবেক মূল্য ১২ পুরিয়া ৷৵ আনা ... ১ টাকা।

১২ মাত্রা সিরাপ এবং মিশ্রি ৷ আনা হইতে ১০

কলিকাতা ... এর প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু ... কাশ সেন গুপ্তের প্রেরিত।

"প্রায় তিন মাস হইল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সম্বর রক্তাতিসার রোগে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময়নাশক চূর্ণ ২ দিন ব্যবহার করিয়া এবং তৎপরে ক্রমে ২ শিশি উদরাময় নাশক এলিকসার সেবন করিয়া উত্তম আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি আমার কনিষ্ঠ পুত্র অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় পীড়ায় পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময় নাশক মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।"

ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীনাথ সেন কবিরত্নের প্রেরিত।

"আমার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাসের জ্বর ও রক্তাতিসার হইয়াছিল, আপনাদিগের নূতন পাচক অরীষ্ট নামক ঔষধ সেবন করিয়া তাহার অতি অল্পকালের মধ্যে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।"

কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের ভ্যাকসিনেসন অর্থাৎ টীকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র দত্তের প্রেরিত পত্রের অনুবাদ।

"কালিঘাটের শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিসার পীড়ায় যেরূপ পীড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আরোগ্য পক্ষে আমার সম্পূর্ণ সংশয় ছিল। ফলতঃ তাঁহার পীড়ার প্রতীকারে আপনাদিগের হোমিয়োপাথিক এলিকসারের যা সামর্থ্য তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

বি, এল, ঘোষ এণ্ড কোং সুবলচন্দ্র মেডিকেল হল, ভবানীপুর কলিকাতা।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডর অথবা নগদ চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

কুচিয়াকোল উচ্চ শ্রেণী ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। মাসিক বেতন ৮০ টাকা। যিনি পূর্ব্বতন সীনিয়র স্কলার বা বি, এ উপাধিধারী তিনিই বিজ্ঞাপন প্রকাশের সপ্তাহকাল মধ্যে আমার নিকট আবেদন করিবেন। অন্যের আবশ্যকতা নাই।

কুচিয়া কোল (জিলা বাকুড়া) ২।৭।৭৪ শ্রীরাধা রমণ সিংহদেব কুচিয়াকোল উচ্চ শ্রেণী ইংরাজী স্কুলের সম্পাদক

সাহিত্য কুসুম।

উপরিউক্ত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৷৷০ ডাকমাশুল ৵০। ষাণ্মাষিক ডাকমাশুলসমেত ৷৵। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৵। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা হুগলি বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পত্রাদি পাঠাইবেন

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণী সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্র শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ১০। ১৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাত্রার মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয়ও কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইতাম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধ দিয়া সংখ্যা করিতে পারিনা। এজন্য অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাশুল ৵৷ টাকা পাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং যোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে ধন ও অর্থ লওয়া যাইবেক।

১৯এ আষাঢ় ১২৮১ সাল গোবোরডাঙ্গা জেলা নদীয়া শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে। আমাদের জমীদারির অন্তর্গত মৌজা পত্তনি ও পত্তনি মহালের অন্তর্গত মৌজা দরপত্তনি দেওয়া যাইবেক। যাহারা লইবার অভিলাষ করিবেন তাঁহারা চকদীঘীর জমীদারি কাছারিতে উপস্থিত হইলে দিবার

বিষয় তাঁহাদের সহিত ধার্য্য করা যাইবেক। ঐ সম্বন্ধে কেহ পত্র দি লিখিলেও উত্তর পাইবেন।

নাম মৌজা	নাম ডিবিজান স্থিতজমা
জেলা বর্দ্ধমান কালে বি ৮৪ নং মৌজা ভুপালচন্দ্র বেলুনবসন্তগড় মৌজা।	
নিজ বেলুনি	মণ্ডেশ্বর ২৩৯১/১৯
মৌজা বাকলসা ও বগুল	ঐ ২৫৫৮/৮২
মৌজে জোতকবারি	ঐ ২৭২/১৯
মৌজে উলট ও সানগড়ী	ঐ ১০৭৪১০
জেলা ঐ ১৮ নং মৌজাভুক্ত লাট বড় বৈনামের অন্তর্গত।	
মৌজা সর্ত্যা	১২৭৭৮৮৯
মৌজা উচিতপুর	বাহেরা ৪২০৮/১৫৭
যে ২ মহাল ইবলপত্তনি বিলি করা যাইবেক।	
মৌজে কোরবাগড়া	বর্দ্ধমান ১৭৭০১১
মৌজে জোতভরব	ঐ ১১৩৮০
মৌজে একাবপুর	খণ্ডঘোষ ৪৬৩৮/৫৪
মৌজে বোড	রায়না ৯০৬৮/৯৪
মৌজে কেশবপুর	ঐ ৩৫৩৮/১৮৭
মৌজে আচার্য্যপুর	ঐ ১৩৮৮৮/১১
মৌজে কিরাজপুর	সেলিমাবাদ ৬৮১৮/৩
মৌজে রশীকগঞ্জ	ঐ ৪৭৬৮১
মৌজে মিঠা কুণ্ড	উলুবেড় ১৩৮

চন্দ্রদীঘী ১২৮১। ২৯ এ আ.সা.ড } শ্রীহরকুমার লাহা শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু

সোমপ্রকাশ

৩০ এ আষাঢ়সোমবার।

গবর্ণমেণ্ট যখন যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতেই বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। এখন অনেকে অনেক কথা কহিতেছেন। অনেকের এই মত দাঁড়াইয়াছে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা ছিল না, গবর্ণমেণ্ট ভীত হইয়া দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি দর্শন করেন। কথায় বলা যেমন সহজ, কাজে তেমন হয় না। "ভুক্তে পশ্চাত্তি বর্ব্বরঃ" বর্ব্বরেরা হইয়া না গেলে বুঝিতে পারে না কয়েক লক্ষ লোকের মৃত্যু হইলে তখন বর্ব্বরেরা বুঝিতে পারিবে দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। বর্ব্বরদিগের এই প্রকার বিচক্ষণ পাণ্ডিত্য উড়িষ্যার কয়েক লক্ষ লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং বীডন সাহেব চির কলঙ্কভাজন হন। তবে যাঁহারা বলেন বাঙ্গালা দেশের মানুষ মানুষই নয়, তাহারা গেলেই কি থাকিলেই কি, তাঁহাদিগের মত গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে গবর্ণমেণ্টের সেইবাঙ্গালাদেশের লোকের প্রতি এপ্রকার অমানুষোচিত রাক্ষসসদৃশ মনোভাব নহে। প্রজা ক্ষয় হইলে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি বিনা লাভ নাই, আমাদিগের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট তদ্বোধে অসমর্থ নহেন। যিনি যাহা বলুন, আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি, সর জর্জ্জ কাম্বেল ও লার্ড নর্থব্রুক যথা সময়ে এবিষয়ে সমধিক উদ্যোগবান ও যত্নবান না হইলে এবার বঙ্গদেশেও যে উড়িষ্যার অভিনয় হইত সে বিষয়ে সংশয় নাই। সর জর্জ্জ কাম্বেল অনেক বিষয়ে আপনার স্বাভাবিক শিক্ষপ্রকাশ করিয়া সাধারণ অধ্যবসায় গুণের পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার এই গুণ দুর্ভিক্ষ বিষয়ে যেরূপ ফলোপধায়ী হইয়াছে তাহাতে অন্য কোন বিষয়ে সেরূপ হয় নাই। তিনি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়া যত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, সে সমুদায় দুর্ভিক্ষ নিবারক এই এই হেতু সাব্যস্ত হইবে এবং তাঁহার নাম ও লার্ড নর্থব্রুকের নাম প্রজাগণের দেশে অবিনশ্বর অক্ষরে চিরলিখিত থাকিবে সন্দেহ নাই।

সংবাদপত্র ও বেঙ্গলের প্রজা।

আমাদের সংস্কার যে নীলের শ্রীবৃদ্ধি সাহেবের প্রজাদিগের দুর্দ্দশার অন্যতর কারণ। এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমরা পূর্ব্বে অনেক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি, কিন্তু ইউরোপীয় দিগের সংস্কার অন্য প্রকার ফ্রেণ্ডঅব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক জর্জ্জ স্মিথ সাহেব মধ্যে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশ পরিদর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন সেই সময়ে নীলকরেরা যথা সাধ্য তাঁহাকে যান বাহনাদি দ্বারা সন্তোষ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি বলেন যে নীলকরদিগের ন্যায় সদাশয় ও পরোপকারী লোক জগতে মিলে না। এইরূপে ইংলণ্ডের ডেলিনউসের বিশেষ সংবাদদাতা অ্যাকেল্ড ফরবস সাহেব ও বোধ হয় অতিথি সৎকার দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি নীলকরদিগের প্রতিদিনের জীবন ও কার্য্যাদির একটী সুদীর্ঘ বিবরণ লিখিয়া ডেলিনিউসে প্রেরণ করিয়াছেন। হংলিসমানের সম্পাদক এই উপলক্ষে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে নীলকরেরা অতি অন্যায়রূপে ইংলণ্ডের লোকের নিকট নিন্দিত হইয়াছে তাহাদের সেই গ্লানি ও অযশ দূর হইলে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হন। হংলিসমানের মুখে নীলকরদিগের এ প্রশংসা নূতন নহে। স্বজাতি প্রিয়তা নূতন নহে, লোকে সেজন্য নিন্দা ও করে, অনুরোধ রক্ষা করে না।

ফরবস সাহেব যে নীলকরদিগের প্রশংসা করিয়াছেন সে জন্য ও আমরা বিস্মিত নহি, কারণ তিনি এক্ষে বিদেশী তাহাতে নবাগত। নীলকরদিগের চরিত্র জানিবার তাঁহার সময় নাই। তিনি একজন বিশেষ সাহেব, তাঁহার আবেদনে সুফল আছে সুতরাং তিনি যেখানে গিয়াছেন সেখানেই অতিথি সৎকার, সেই খানেই সমাদর ও অভ্যর্থনা পাইয়াছেন। তাহা

যে ... তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। এ ... যদি এরূপ প্রমাণ হয় যে নীল ... অত্যাচারী নহে তাহা হইলে ... কি অপরাধ করিলেন, ... নীল করেরা কেবল ঘোড়া দিয়া অর্থাগম সংকার করিয়াছেন কিন্তু এক এবজন জমিদার অশ্ব গজ রথদ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন।

ফলতঃ নীলকরেরা উৎপীড়ক ও অত্যাচারী কি না তাহা বিদেশীয়দিগের জানিবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা তৎ-তৎস্থানে বাস করেন কিম্বা যাঁহারা সেখানকার প্রজাদিগের সহিত মিশিতে পারেন তাঁহাদেরই কিছু জানিবার সম্ভাবনা। এই সকল সূত্র যে সকল কথা জানা যায় সে সমুদায় নীলকরদিগের আর এক প্রকার চরিত্র দেখাইয়া থাকে। অমৃত বাজারের বিশেষ সংবাদ দাতার পত্রে এবং আমাদের সংবাদ দাতার পত্রে সেইরূপ কথাই প্রকাশ পাইয়াছিল। ইংলিসমানের সম্পাদক কি জানে না সে বেহারের নীলকরদিগের অত্যাচারে সেখানকার অনেক প্রজা দলে দলে নেপাল রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। দুই দিন কোন গৃহস্থের বাটীতে অতিথি হইয়া গৃহস্বামীর স্বভাব ও চরিত্র জানিবার সম্ভাবনা যেরূপ পাঁচ মাস কাল এক প্রদেশ মধ্যে বাস করিয়া নীলকরদিগের চরিত্র বুঝিবার সম্ভাবনা ও সেইরূপ।

পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন না যে আমরা নীলকরদিগকে নিষ্পাপ শয়তান প্রকৃতি বিশিষ্ট মনে করি। তাঁহাদের মধ্যে অনেক ভদ্র লোক থাকিতে পারেন কিম্বা আছেন তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি; কারণ নীলকরেরা ত মনুষ্য সীমার বহির্ভূত নন, কিন্তু তাঁহাদের অত্যাচার ও তৎপীড়ন চিরপ্রসিদ্ধ, একে সাকসন রক্ত তাহাতে পরাজিত দেশ তাহাতে আবার রাজধানীর অতি দূরে বাস সেখানে অত্যাচার করিবার অনেক প্রলোভন আছে: এই দুর্ভিক্ষ হাঙ্গামার সময় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরদিগের ঘন ঘন যাতায়াতের ও তত্ত্বাবধানের মধ্যেও যদি বার্টন প্রভৃতির লোকদিগের মুষ্টি ও পাদুকা চলিয়া থাকে তাহা হইলে দেশের অভ্যন্তরবাসী তত্ত্বাবধানের বহির্ভূত দরিদ্র প্রজাদিগের রক্ষাকর্ত্তাকে তাহা পাঠকগণ স্মরণ করিয়া দেখুন। খ্রীষ্টের উপদেশের বলঅপেক্ষা সাক্সন রক্তের বল অধিক, খৃষ্টধর্ম্ম শান্তভাবে ধারণ করিতে বলে কিন্তু সাক্সন রক্তের এমনি বিকৃত স্বভাব যে তাহা হস্তপদকে সুস্থির থাকিতে দেয় না। এমন কি? নীলকরের কুষ্ঠি বলিলে শত শত দারিদ্রের সমাধি স্থান মনে হয়। নীলকর বলিলে নীচ জঘন্য ও নরশোণিত লোলুপ রাক্ষস মনে হয়। নীলকরদিগের প্রতি এই ঘৃণা অত্যন্ত বদ্ধমূল হইয়াছে। তাঁহারা যদি পুনরায় সদনুষ্ঠান দ্বারা এই কলঙ্ক দূর করিতে পারেন তাহা হইলে ইংলিসমান কেন আমরাও আনন্দিত হই। তাহা হইলে প্রজারা বাঁচে আমরা বাঁচি, গবর্ণমেণ্ট বাঁচেন ইংলণ্ড বাঁচেন এবং যীশু খ্রীষ্টও বাঁচেন কারণ তাঁহার উপদেশের ফল দেখিয়া লোকে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করে।

দেশীয় সংবাদপত্রদিগের প্রতি কর্ত্তাদের বিষদৃষ্টি।

আমাদের অনুবাদক মহাশয় ক্ত দিন দিন অত্যন্ত কৃশ আকার ধারণ করিতেছেন দেখিয়া আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম যে তাঁহার কায়েল সাহেবের বিরহ অত্যন্ত লাগিয়াছে কিন্তু এখন দেখিতেছি যে ইহা নিতান্ত পরিহাসের বিষয় নয়। ইহার মধ্যে কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। আমাদের উপর কায়েল সাহেবের কিরূপ বিষদৃষ্টি ছিল তাহা পাঠকগণ সকলেই জানেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের একটী প্রধান লক্ষণ। ইহাতে হস্তার্পণ করিতে গেলে কলঙ্ক অবশ্য ও আপত্তির অবধি থাকিবে না; এই ভয়েই বোধ হয় কায়েল সাহেব কিছু করিতে পারেন নাই। কিন্তু অপমান, তিরস্কার, প্রভৃতি দ্বারা যতদূর দমন করা সম্ভব তাহা করিতে ত্রুটী করেন নাই। তিনি আমাদের প্রতি এত বিরূপ হইয়াছিলেন যে রিপোর্ট লিখিবার সময় আমাদিগের প্রতি বিশেষরূপ কটাক্ষ করিতে বিস্মৃত হন নাই। তিনি দেশীয় সংবাদ পত্রদিগের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন তাহা এই যে তাহাদের ভয়ে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম চারিরা অবাধে কর্ম্ম করিতে পারে না। এই কারণেই তিনি আমাদিগকে দমন করা উচিত বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার শাসন সংক্রান্ত রিপোর্টের এক স্থানে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন "দেশীয় সংবাদ পত্রেরা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া যে সকল কথা লিখে তাহা অনুবাদ করিয়া ভারতবর্ষের ও অন্যান্য স্থানের লোকদিগের গোচর করা উচিত কি না এ বিষয় বিচার চলিতেছে।"

এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে যে আমাদের অনুবাদক মহাশয়ের কৃশতা এই বিচারের ফলস্বরূপ। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে আর আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। এবিষয়ে শীঘ্র উপায় বিধান করা উচিত। আমরা কর্ত্তৃপক্ষদিগের বিচার দেখিয়া অবাক হইয়াছি। রোগ একপ্রকার ঔষধ আর এক প্রকার। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিরা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারেন না বলিয়া যদি আমাদিগের উপর আক্রোশ জন্মিয়া

থাকে কলাচ তাহার উপায় নহে। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা দুইভাগে বিভক্ত, ইউরোপীয় এবং এদেশীয়। তন্মধ্যে ইউরোপীয়েরা ত আমাদিগকে লক্ষ্যের মধ্যে আনেন না, সুতরাং আমাদের ভয়ে তাঁহাদের স্বাধীন কার্য্যের ব্যাঘাতের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ এদেশীয় কর্ম্মচারিগণ। আমাদের জন্য তাঁহাদের স্বাধীনতার যদি কোন ব্যাঘাত হয়, তাহা অনুবাদ দেখিয়াই কিন্তু আসল দেখিবা। সুতরাং অনুবাদ বন্ধ করিলে তাহার কি উপায় হইল, যদি বল অনুবাদ প্রথা বন্ধ হইলে আর তাঁহাদিগকে আকারে গবর্ণমেণ্ট চক্ষে দেখা হইতে হইবে না। এ কথাও যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। ভাল স্বীকার করিলাম যে আমাদের দেশে অনেক সময় অনেক কর্ম্মচারীকে অকারণ ও তুচ্ছ বিষয়ের জন্য কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট কৈফিয়ত দিতে হয় কিন্তু অনেক সময় যে অনেক দোষ শোধিত হয়, অনেক অবিচার ধরা পড়ে এদেশের সুশাসন হয় তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? অনুবাদ প্রথা রহিত করিলে সে সকল নিবারণের আর উপায় থাকিবে না। তখন স্বেচ্ছাচারের রাজ্য উপস্থিত হইবে।

আরও কয়েকটী কথা আছে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে অনুবাদ প্রথা প্রচলিত থাকাতে সংবাদপত্র দ্বারা ভয় হয় স্থানের অনেক উপকার হইয়াছে, প্রজাদের অনেক কষ্ট গবর্ণমেণ্টের গোচর হইয়াছে, এবং অনেক দুষ্টের দমন হইয়াছে। এইরূপে ক্রমশঃ সংবাদপত্র সমূহের শুভ সাধনের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতেছিল কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্য দ্বারা সে সমুদায় নষ্ট হইয়া যাইবে। সপ্তাহে সপ্তাহে অনেক গুলি অনুবাদ মুদ্রাঙ্কিত করিতে অনেক ব্যয় হয়, এই দুর্ভিক্ষের বৎসরে সকল বিভাগে ব্যয় সংক্ষেপ করা হইতেছে, সুতরাং এ বিভাগেও ব্যয় সংক্ষেপ করা হইবে, বলিয়া যদি এই ব্যয় সংক্ষেপের উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু যদি ইহা আমাদের দমনের উপায় রূপে অবলম্বিত হইয়া থাকে তাহা হইলে আমরা ইহার প্রতিবাদ করি।

বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা।

বঙ্গদেশে এত প্রকার পীড়া ও এত প্রকার এপিডেমিকের প্রাদুর্ভাব যে দেখিলে বোধ হয় এদেশ জনশূন্য থাকে তাহা বিধাতার অভিপ্রেত নয়। আমরা কেবল মাত্র বর্দ্ধমানের অল্পের কথা বলিতেছি ম্যালেরিয়া সাহেব বাবু দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি তাহার নিদান নির্ণয় করুন এবং তাহা নিবারণের উপায় অন্বেষণ করুন কিন্তু সমুদায় বঙ্গ দেশের স্বাস্থ্যের এরূপ দুরবস্থা কেন আমরা এই প্রশ্নের যথাসাধ্য মীমাংসা করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছি।

এই প্রশ্ন লইয়া মিস কেরি, মেজর মাকটিলন প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় মানবহিতৈষী ও মানব-হিতৈষিণীগণও আলোচনা করিতেছেন। এই অবসরে আমাদের ও কয়েকটী কথা বলিতে চেষ্টা হইতেছে।

বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা এত হীন কেন? এ প্রশ্নের উদয় হইলেই প্রথমতঃ দেশের জলবায়ুর কথা মনে হয়। বঙ্গভূমি জলা প্রধান দেশ বলিয়া ইহার সমুদায় দেশ প্রায় জলমগ্ন থাকে। এই সমুদায় জল বহির্গত হয় না, খানাখোন্দ দিয়ে দাঁড়াইয়া থাকে এবং বসন্তকালে ভূমিতেই শুখিয়া যায়। ইহাতে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু দেশ ক্রমে রসাল্র ও বায়ু ক্রমে সজল হইয়া যায়।

সমুদায় দেশ স্বাস্থ্যকর করিতে গেলে পূর্ব্বে এই কাদাটী নিবারণের কোন উপায় নির্দ্ধারণ করা উচিত, যাবৎ গ্রাম জঙ্গলাদির অপর যে কিছু উন্নতির উপায় অবলম্বিত হউক না কেন যতদিন এই আদ্যটী নিবারণের কোন উপায় না হইতেছে ততদিন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন প্রকার স্থায়ী উন্নতির আশা করা যায় না। আমাদের বিবেচনায় ইহার একটী মাত্র উপায় আছে। তাহা এই, প্রত্যেক জেলাতে ড্রেণেজ কমিটির নামে যদি খাল কাটিয়া দেওয়া যায়, এবং আবশ্যক হইলে জল আনয়ন দিয়া নির্গত করা যাইতে পারে এরূপ উপায় করা যায়, তাহা হইলে এই অনিষ্ট নিবারণ হইতে পারে। তাহা হইলে অনাবৃষ্টি সময় জল পাওয়া যাইতে পারে এবং অতিরিক্ত জল নির্গত করিয়া ভূমিকে শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের গ্রাম সকলের জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থা। বর্ষার দুই একটী জলধারা না পড়িতে পড়িতে গ্রামের চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার জঙ্গল জন্মিয়া উঠে। এই সকলের পত্রাদি পচিয়া প্রতি দিন গ্রামস্থ বায়ুকে দূষিত করিতে থাকে। আবার সকল গ্রামে ট্রেঞ্চেজল নির্গত হইবার উপযুক্ত ঢাল নাই। পূর্ব্বে যে সকল খানা ও পাতকুয়া প্রভৃতি ছিল সে সমুদায়ের খানা জঞ্জাল পরিষ্কারের অভাবে কালসহকারে বুজিয়া গিয়াছে। গ্রামের সমুদায় জল নির্গমের পথ মাটি পড়িয়া রুদ্ধ হইতে দাঁড়াইয়া থাকে, বর্ষাকালে সেই সমুদায় পাঁচ দিন অনেক গ্রামের পথ সকল এই রূপে জল ও কর্দ্দম পূর্ণ হইয়া অগম্য হয়। যে সকল পরিষ্কার করা ও পরিষ্কার

...ব কথা নহে, সুতরাং ...
...যাহাদের অর্থ সামর্থ্য ...
...তাহারাও সে বিষয়ে মনোযোগী ...
...। কিন্তার্থে এক্ষণে ...
...ব দূরে থাকুক যদি কোন ...
...আপনার বন্ধ করিয়া নিজের উদরের ...
...এক হস্ত বৃদ্ধি করিবার সম্ভাবনা ...
...ব হয়, গ্রামের সর্ব্বপ্রধান পুরুষ অর্থাৎ ...
...জমিদার বাবু তাহা করিতে কালিবিলম্ব ...
...করেন না। "ডিভাইড এণ্ড গবর্ণমেণ্ট" প্রথা ...
যখন প্রচলিত ছিল তখন গ্রামবাসীরা সকলে মিলিত হইয়া অতি অল্পব্যয়ে এই সকল সাধারণের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত, অনেক সময় গ্রামবাসী মজুরেরা বিনা বেতনে দুই এক দিন করিয়া পরিশ্রম করিয়া কার্য্য করিত; কিন্তু এক্ষণে সে ঐক্যও নাই। গবর্ণমেণ্ট সমুদায় কার্য্যের ভার নিজের হস্তে লইয়া দেশের লোকদিগকে উদাসীন করিয়া ফেলিয়াছেন এক্ষণে গ্রামবাসীরা এ সমুদায় কার্য্যকে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া ফেলিয়া রাখে। গবর্ণমেণ্ট এই উদ্দেশে মিউনিসিপাল টাক্স ও রোড সেস নামে দুইটী উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অনেক স্থলে মিউনিসিপাল টাক্স এক প্রকার নাম মাত্র হইয়া আছে। সম্পাদক ও কর্ম্মচারিদিগের অমনোযোগে তদ্দ্বারা আশানুরূপ ফল দর্শে না। অনেক অর্থ নষ্ট হয় কিন্তু গ্রামের উপকার অল্পই হইয়া থাকে। দ্বিতীয় রোড সেস এটী গবর্ণমেণ্টের নিজ হস্তে আছে ইহা দ্বারা কতদূর উপকার হয় দেখা যাইবে। আপাততঃ যেরূপ দেখা যাইতেছে ইহা দ্বারা অনেক রাস্তা ঘাট প্রভৃতি সংস্কার হইতেছে; যাহা হউক গ্রামের অবস্থা দৃষ্টি করিলে যে স্বাস্থ্যের কতদূর উন্নতি হইতে পারে কলিকাতার বর্ত্তমান অবস্থা তাহার প্রমাণ। কলিকাতা এক্ষণে বায়ু পরিবর্ত্তনের স্থান হইয়াছে বলিলে হয়।

তৃতীয়তঃ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা আমাদের অভ্যাস নয়। একজন ইংরাজ দুই দিবস যে বাটীতে থাকেন তাহাকে মনোরম উদ্যান সদৃশ করিয়া রাখেন কিন্তু আমরা যে বাটীতে পদার্পণ করি তাহাকে দুই দিবসের মধ্যে অপরিষ্কার দুর্গন্ধ ও নরক সমান করিয়া তুলি। ইংরাজেরা বায়ু সঞ্চালনের পথ রুদ্ধ থাকিলে সে বাটীতে বাস করেন না আমরা অন্ধকূপে ও বাস করিতে প্রস্তুত আছি, পূর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বঙ্গবাসিদিগের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও ক্রমশঃই হইতেছে। এখন কেহ বাটী করিতে হইলে উত্তমরূপ বায়ু সঞ্চালনের পথ রাখিয়া বাটী প্রস্তুত করিয়া থাকেন। কিন্তু এসম্বন্ধে লোকের রুচি যাহাতে দিন দিন পরিষ্কৃত হয় সে বিষয়ে সকলের যত্নশীল হওয়া উচিত

কার্ত্তনবীয় গবর্ণমেণ্ট ও মিত্ররাজগণ

কার্ত্তবীয় মিত্ররাজগণের সহিত তাঁর তত্রত্য গবর্ণমেণ্টের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত এই প্রশ্ন লইয়া মধ্যে মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইণ্ডিয়ার নাম দুই একটী লোকের ইচ্ছা যে দেশীয় রাজাদিগকে গর্ভমাৎ করিয়া রাখার সাধ্যসাধনা কিম্বা মোটিয়া বুকুজের নবাবের ন্যায় কারাগারে বদ্ধ করা হয়; কিন্তু ইংরাজদিগের মধ্যে অনেকের সে প্রকার মত নহে। মহারাণী তাঁহার ঘোষণা পত্রে রাজাদিগের প্রতি সদ্ভাবের ও সৌজন্য প্রদর্শনের অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেই ঘোষণা পত্রের অনুসারে বৎসর বৎসর স্থানে স্থানে দেশীয় রাজাদিগকে আহ্বান করিয়া দরবার করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এক দিকে যেমন সদ্ভাব ও প্রীতি বর্দ্ধনের চেষ্টা হইতেছে অপর দিকে কেহ কেহ মহাশয় অসদ্ভাব ও অপ্রীতি বিস্তারের চেষ্টা দেখিতেছেন। তিনি সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছেন যে দেশীয় রাজাদিগের সংখ্যা ১৫৩। এই ১৫৩ জন যে পরিমাণে রাজস্ব উপভোগ করেন সে পরিমাণে রাজ কোষে কর প্রদান করেন না। অথচ তাঁহাদের রাজ্যের শান্তি রক্ষার ভার গবর্ণমেণ্টের হস্তে সুতরাং সে জন্য গবর্ণমেণ্টকে ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া তিনি স্থির করিয়াছেন যে ভবিষ্যতে হয় তাঁহাদের বেতন কমের পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত নতুবা তাঁহাদের শান্তি রক্ষার ভার গবর্ণমেণ্টের হস্তে রাখা উচিত নয়। এ প্রস্তাব মন্দ নয়, ইহাতে দশ বৎসরে বন্ধুতা এক দিনে নষ্ট করিয়া ফেলে।

বরদা রাজ্যের দুঃশাসন বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতেই রাজাদিগের মনে শঙ্কা ও সন্দেহের উদয় হইবার সম্ভাবনা; এরূপ সময়ে এরূপ কথা বলাতে সেই শঙ্কা ও সন্দেহ আরও বর্দ্ধিত হইবে। ভারতবাসিদিগের চিত্ত—কিংকর্ত্তব্য কেহ অব ইণ্ডিয়া। কেবল এই মাত্র বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার হৃদয়ে আরও অনেক প্রকার শঙ্কা জন্মিয়াছে। দেশে যে দিন দিন এত বন্দুক ও বারুদ আমদানী হইতেছে তাহা কোন স্থানে যাইতেছে এ চিন্তায় তিনি অনেক দিন অবধি মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছেন, এবং অনেক চিন্তার পর স্থির করিয়াছেন যে এই সকল বন্দুক ও বারুদ প্রভৃতি দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে যাইতেছে। তবে ইংরাজ রাজ্য রক্ষার উপায় কি!!!

দেশীয় রাজাদের প্রজারা বাঙ্গালীদিগের ন্যায় ভীরু ও কাপুরুষ নয়। তাহারা উত্তম সৈন্য হইতে পারে। সৈন্য হইলে বন্দুক বারুদ ও ভূতিহইলে সেনাপতিরও অভাব নাই কারণ অনেক সুশিক্ষিত ও সুচতুর বাঙ্গালী এক্ষণে এদেশে কর্ম্ম না পাইয়া দেশীয়রাজাদের রাজ্যে দলে দলে গমন করিতেছেন। তাঁহারা বাঙ্গালা দেশে ভীরু ও অসহায়ের লোক কিন্তু দেশী রাজাদের রাজ্যে তাঁহারা এক এক জন এক একটি ভীম দ্রোণ কর্ণ। কাশ্মীরে বাবু নীলাম্বর ও ধুরুলে বাবু কিশোরীমোহন বসু তাহার প্রমাণ। পাঠকগণ! অপক্ষপাতে বলুন এ মর্ম্মের হৃদয় দেখিলে কেহও অবইণ্ডিয়ার নাম ভারত হিতৈষী ও সূক্ষ্মদর্শী সংবাদের মনে শঙ্কার হৃদয় হয় কি না? সে চিন্তা ইংলণ্ডের জন্য নহে, কিন্তু ভারতবর্ষের হিতেরই জন্য কারণ ইংলণ্ডের করকবলস্থিত হওয়াতে ভারতেরই মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই. অতএব আমাদের সুযোগ্য সহযোগী "বেঙ্গলি" যে তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া উপহার করিয়াছেন তাহা উচিত হয় নাই।

ফলকথা এই আজি ও যে কেহও অবইণ্ডিয়ার সম্পাদকের ন্যায় সুবজ্ঞ লোকেরা এরূপ সন্দিগ্ধ ও অসুখাবহ রাজনীতি প্রচার করেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। চিন্তাশীল ও দূরদর্শী ব্যক্তিদিগের মত ও কার্য্য অন্য প্রকার। বরঞ্চ কেহ কেহ জানিতে পারি লেন যে, ওহাবিদিগের মধ্যে অল্পে অল্পে বিদ্রোহাগ্নি প্রধূমিত হইতেছে। তাহাতে অনুমান করিলেন যে, মুসলমানেরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত হইতেছে, আবদুল্লা ও সিদার আলির অমানুষ ও নৃশংস আচরণে সেই সংস্কার আরও দৃঢ় করিয়া দিল। তখন তাঁহারা কি উপায় অবলম্বন করিলেন? কেহও অবইণ্ডিয়ার সম্পাদকের ন্যায় লোকেরা তখন তাহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া তাহাদিগকে একেবারে পদাঙ্গত ও পদানত করিবার পরামর্শ দিতেন; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রাজপুরুষদিগের সকলে সে রাজপুরুষ লোক নহেন, তাঁহারা অন্য প্রকার উপায় অবলম্বন করেন; তাঁহারা মুসলমানদিগের পদবৃদ্ধি ও সম্মানবৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক মনে করিলেন। এই উদার ও উন্নত রাজনীতি যে সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় তাহাতে কে সন্দেহ করিতে পারে? গবর্ণমেণ্ট যদি এইরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন তবেই সমুদায় প্রজার হৃদয় মন আকৃষ্ট করিতে পারিবেন আমাদের বিবেচনায় দেশীয় রাজাদিগকে হস্তগত রাখিবার একটী উত্তম উপায় আছে। গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া যেরূপ তাঁহাদিগকে স্বার্থ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের লাভে তাঁহাদের লাভএবং ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষতিতে তাঁহাদের ক্ষতি সুতরাং ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল তাঁহাদের সহজে প্রার্থনীয়। গবর্ণমেণ্ট যদি সেইরূপ কোনপ্রকার স্বার্থ শৃঙ্খলে রাজাদিগকে বদ্ধ করিতে পারেন তাহা হইলে আর শঙ্কা থাকে না।

নূতন পুস্তক।

১। খণ্ডন পরিশিষ্ট (১) বিজ্ঞাপন স্থলে লিখিত হইয়াছে গ্রন্থ খানি চারি পরিচ্ছেদে পূর্ণ হইবে। যে গ্রন্থখানি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে এ খানি প্রথম পরিচ্ছেদ। ইহাতে অবচ্ছেদকত্বাদি খণ্ডন করা হইয়াছে। পণ্ডিতগণ যদি ইহার সমাদর করেন ক্রমে তিন খণ্ড প্রকাশিত হইবে। দ্বিতীয়ে প্রমাণাদি খণ্ডন তৃতীয়ে নতবাদ খণ্ডন চতুর্থে মুক্তি নিরূপণ করা হইবে। তর্ক

(১) ভট্টপল্লী নিবাসী শ্রীতারাচরণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। বারাণসী নাইট ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছে।

ত্ব অবচ্ছেদকত্বাদি খণ্ডন বিষয়ে যে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত হইয়াছে। এসকলগুলি নব্য নৈয়ায়িকদিগের রচনা, প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থে এ সকলের নাম গন্ধ নাই। পদার্থ সম্বন্ধে এগুলি বিশেষ আবশ্যক নয়। অতএব ইহার ব্যবহার রহিত হইলে বিশেষ ক্ষতি দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে স্বীকার এই নব্য নৈয়ায়িকদিগের লিখন প্রণালী অলঙ্কার শূন্য হইয়া পড়ে আর একটী বিশেষ ক্ষতি এই, এই শব্দ গুলির গুণে ইহাদিগের লিখন প্রণালী যাবতীয় গ্রন্থকার সম্প্রদায়ের লিখন প্রণালী হইতে ভিন্ন হইয়াছে। সে ভেদটিও অন্তর্হিত হইয়া যায়। সমুদায় গ্রন্থকার সম্প্রদায়েরই কতক গুলি করিয়া বিশেষ শব্দ রচিত আছে। সেগুলি না হইলে চলে না এমন নয়।

প্রাপ্ত।

বারাণসী বৃত্তান্ত।

হিন্দু স্থানিদিগের কৃত গৃহের দ্বার ও জানলার ন্যায় কাশীর রাস্তা গুলিও অতি সঙ্কীর্ণ। হিন্দু স্থানীরা যেমন মোটা খান মোটা পরেন, তেমনি মোটা বুদ্ধি, মোটা বিবেচনা। রাস্তা প্রশস্ত হইলে যে নির্মল শোভা ও স্বাস্থ্যের পক্ষে মহৎ উপকার লাভ হয় কিন্তু হিন্দিগের তাহা বোধ নাই। তাঁহারা তাবেন বাটীর ভিতর কোন ক্রমে বাহির হইতে পারিলেই যথেষ্ট হইল। বাস্তাগুলি অপ্রশস্ত বলিয়া গমনাগমন কালে অতিশয় ক্লেশ জন্মে। পরস্পর গাত্রে গাত্রে ঘর্ষণ না হইয়া প্রায় কেহ চলিয়া যাইতে পারেন না। একটী চমৎকার এই,

যে সে স্থানের বা [illegible] যখন সেই সেই স্থানের [illegible] সংস্কার। এরূপ আমোদ [illegible] তাহাতে পাল্কী প্রবেশ করিতে পারে, এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যত বাস্তা, বাটির চতুর্দ্দিগস্থ, [illegible] করা হইয়াছে। বাস্তবিক বাঙ্গালি টোলার অধিকাংশ ভবন দর্শন করিলাম। বর্ষা আরম্ভ হইবামাত্র এই টোলার রাস্তা গুলি অথবা হইয়া উঠিয়া যায়। পথের দুই ধার উচ্চ মধ্যস্থল নম্র স্থানে গিয়া সমুদায় জল দাঁড়ায়; চলা নিতান্ত হইবারও ভাল পথ নাই, অথচ কাদায় রাস্তা গুলি পরিপূর্ণ থাকাতে সমস্ত বর্ষার দিন প্রতিদিনই বাঙ্গালিটোলাবাসিদিগের সাক্ষাৎ সব হইয়া থাকে।

রাস্তা গুলির এই মাত্র দুষণ নয় আর একটি মহালঙ্কার আছে রাস্তার নীচে ময়লা যাইবার নল। ঐ নল হইতে নিয়ত কালই দুর্গন্ধিত বাষ্প উত্থিত হইতেছে। বস্ত্র দ্বারা নাসিকা রুদ্ধ না করিয়া চলা বড় কঠিন। বাঙ্গালি টোলার এই কষ্ট বিশেষরূপে অনুভূত হয়। তাহার কারণ এই তথাকার বাসুা সকল প্রস্তর দ্বারা ভাল রূপে নির্ম্মিত নয়।

রাস্তা গুলি এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া আছে, কেন এখানে কি মিউনিসিপালিটী নাই? পাঠকগণ একথা জিজ্ঞাসা করিবেন সন্দেহ নাই। এই প্রশ্নের উত্তর দান কালে একটী চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য আমাদিগের স্মৃতি পথে উদয় হইল সেটী এই "আছে গোরু না, বহে কাল তার দুধ সর্ব্বকাল।" এখানে মিউনিসিপালিটী আছেন, কিন্তু উহা পূর্ণরূপ হাল [illegible] করেন না। তাড়া দিয়া ভাল করাইবার লোকও এখানে বড় বিরল। আপনি বিশেষ কষ্টের বিষয় বাক্ত [illegible] করিলে সভ্যগণ তাহার নিবারণ করেন কিন্তু স্বাধীনভাবে কোন কর্ম্ম করেন নাই তাঁহারা ভয়ের মাত্রা [illegible], তাঁহাদের কাপড়ের বই পায় তাহারও ভাঁজ দিবার স্বীকার তথাপি তাঁহারা কি কার্য্য বিবেচনা করিতে চান না; আমাদিগের বাঙ্গালি ভদ্রলোকও কাশীতে আসিয়া এ বিষয়ে হিন্দু স্থানীদিগকে ভয় করিয়া চলেন। না খোঁচাইলে আপনা হইতে দেখিয়া শুনিয়া কাজ করেন, বোধ হয় এরূপ মিউনিসিপালিটী অল্প আছেন। প্রজারা কিছু বলে না গবর্ণমেণ্টও কিছু বলেন না সুতরাং কাশীর মিউনিসিপালিটির নাম [illegible]। যেখানে প্রজা মিউনিসিপালিটীর উৎসাহদায়ক সাহসী যেখানে গবর্ণমেণ্টেরও কি মৌনাবলম্বী থাকা বিশ্বয় হয়? রাস্তার আলো বিষয়টীর যদি বর্ণন করা যায় অত্রত্য মিউনিসিপালিটীর আর একটী গুণ কীর্ত্তন হয়। যে সমস্ত স্থান জ্যোৎস্না রাত্রি ব্যতিরেক অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, সেরূপ স্থানে আলো দেওয়া একান্ত [illegible], কিন্তু সেখানে আলোর নাম [illegible]। প্রধান রাস্তাগুলিতেই আলো হইয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় যদি অর্থের নিতান্ত অসঙ্গতি হয়, রাস্তার আলোবন্ধ করিয়াও ঐ সকল আলো দেওয়া কর্ত্তব্য। ঐসকল স্থানে হইলেও কেহ জানিতে পারে না।

নদীর সলিল নির্গম হইবার প্রণালী ত বহুকাল অবধি আছে। কিন্তু ইহার সাধন একান্ত আবশ্যক। এখন উহার [illegible] আছে, তাহাতে অনিষ্ট বিনা ইষ্ট [illegible] সম্ভব বলা যায় না। সমুদয় ময়লা গঙ্গায় পতিত হয় ঐজলে লোকে স্নান ও পান

কাশীর জল স্বভাব অতি উৎকৃষ্ট [illegible] অতিশয় হয়। বাঙ্গালা দেশের ন্যায় মিক অবের অধিষ্ঠান ভূমি হয় নাই। ইহার যদি উৎকর্ষ সাধন করা না হয়, যে ইহা বাঙ্গলা দেশের ন্যায় দোষ শাগ্রস্ত হইবে সে বিষয়ে সংশয় নাই।

ভাহার সূত্রপাত হইয়াছে। এখন পেক্ষা অনেক পরিষ্কার হইয়াছে। মিউনিসিপালিটী একবার একটী ড্রেন করিয়া সহরের সমুদায় ময়লা র লইয়া ফেলিবার কল্পনা করিয়া ছ। তদর্থ ক্লার্ক সাহেবকে আনান হইয়া কিন্তু ক্লার্ক সাহেব পরীক্ষিত হইয়া বিলাত করাতে মিউনিসিপালিটির কল্পনাও [illegible] স্থগিত হইয়াছে। মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তব্য পুনর্বার ঐ চেষ্টাটী করেন। যদি বলেন ক্লার্ক সাহেব এখানে নাই, কে করে? এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। অনুসন্ধান করিলে অন্যে ক্লার্ক সাহেব মিলিতে পারিবেন।

কাশীর মিউনিসিপালিটীর হিতবাদিতার দিকে বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। ইহাঁদিগের হাতে ব্যয় নাই। এখানকার রাস্তায় আলো দেওয়া হয়, পাঠকগণ পূর্ব্বে পাঠ করিয়া ছেন। সেই আলো দেওয়ার ব্যবস্থাতেই তাঁহাদিগের হিতবাদিতার সম্যক পরিচয় হইয়াছে। তাঁহারা রাত্রির অন্ধকার হিসাব করিয়া তৈল ব্যয় করিয়া থাকেন। যে দিন রাত্রি ৩ দণ্ডের পর অন্ধকার, সেদিন ৩ দণ্ডের পর আলো দেওয়া হয় আবার যে দিন ৩ দণ্ড অন্ধকারের পর সমস্ত রাত্রি জ্যোৎস্না হয়, সেদিন ৩ দণ্ডের তৈল ব্যয় বাঁচিয়া যায়।

কাশীতে অনেক গুলি পুলিস আড্ডা আছে। রাস্তার বাহির হইলেই কালপাগড়ী ধরা কুরুপবিচ্ছদ পরিধারী অনেক লোকই বল দেখিতে পাওয়া যায়, ওদিক সেপোলে মাজিষ্ট্রেট আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বিরাজমান। ইঁহারা সকলেই কাশীর শাসনার্থ নিয়োজিত। কিন্তু শাসন কার্য্য অতিশয় বিশৃঙ্খল দৃষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে ফাটাফাটি ছোরাছোরি চুরী প্রভৃতি প্রায়ই দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। ন্যায়ানুচরণ নিষ্ঠা অতিশয় লোকে আছে। বঙ্গদেশে যেমন দেখা অন্যায় করিলে সাহসাবে অভিযোগ করিয়া তাহার শাসন করিতে হয়, এখানে সেরূপ ব্যবহার নাই, এখানকার লোকে আপনারাই স্বহস্তে ন্যায়ের গ্রহণ করিয়া শাসন করে। এই কারণে প্রায়ই দাঙ্গাহাঙ্গামি হইয়া প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। বিচারপতিরা শোণিত পাত না হইলে প্রায় নালিশ গ্রহণ করেন না। তন্নিবন্ধন উহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। বোধ হয় এখানকার বিচারপতিরা এই বিবেচনা করেন, সকল বিষয়ের [illegible] লইতে গেলে মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে তাঁহারা সকলে বিব্রত হইতে হইবে।

এটী তাঁহাদিগের ভ্রমাত্মক সংস্কারের ফল। কেহ আইনের রেখা মাত্র অতিক্রম করিলে যদি তাহার অপরাধের অনুরূপ দণ্ড বিধান করা হয়, আপাততঃ মনস্কামনা কিছু বৃদ্ধ হইবে বটে কিন্তু ক্রমে সকলের ন্যায় আচরণ শিক্ষা হইয়া আসিবে। অনেক সময়ে রাজদণ্ড ধর্ম্মনীতি শিক্ষার আচার্য্য হয়।

এখানে অশ্লীল গালি, পশুর প্রতি নির্দ্দয় প্রহার ক্ষতাঙ্গ ও বিকলাঙ্গ পশু দ্বারা ভার বহন এতিনিবারণ চেষ্টা একান্ত আবশ্যক। এখানকার লোকে সভা করিয়া এবিষয়ের চেষ্টা করিবেন, সে আশা নাই। এখানকার লোকের এসকল বিষয়ে অল্পই অনুরাগ দৃষ্ট হয়। যদি পুলিষের উপরে ভার দেওয়া হয়, এটী পুলিষের আর একটী উপার্জ্জন পন্থা হইয়া উঠিবে। মাজিষ্ট্রেট জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট অথবা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ইহাঁদিগের অন্যতরের এবিষয়ের ভার গ্রহণ কর্ত্তব্য। ইঁহারা তত্ত্বাবধান করিয়া যদি ঐ বিষয় গুলির নিবারণ করেন, অনায়াসে নিবারণ হইতে পারে। ইহার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে অধিকতর প্রয়াস পাইতে হয় না। তাঁহারা যদি ঐ সকল বিষয়ের একটী চেটরা পিটিয়া দেন এবং চেটরার মত কার্য্য হইতেছে কি না, যদি মধ্যে মধ্যে অনুসন্ধান রাখেন অনায়াসে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

আমি একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। এখানকার লোকে কে সাহেবের অতিশয় প্রশংসা করেন। তিনি দিনকত মাজিষ্ট্রেট হইয়া এখানকার বদমায়েসদিগের বিলক্ষণ শাসন করিয়াছিলেন। বদমায়েসেরা তাঁহাকে যম দেখিত। তাঁহার সময়ে বদমায়েসেরা শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল। অনেকে কাশী পরিত্যাগ করে। তিনি কৌশল করিয়া অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। বদমায়েসের অনুসন্ধানার্থ তাঁহার সদা ভ্রমণ করা ছিল। তিনি এক দিবস ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময়ে একজন পাকা বদমায়েসের সহিত তাঁহার দেখা হইল। তিনি তাহাকে কহিলেন, এক সপ্তাহের পর যেন তোমার সহিত একবার দেখা হয়। কে সাহেব এই কথা কহিয়া গৃহাভিমুখে গেলেন, বদমায়েসও কাশী হইতে প্রস্থান করেন। তিনিই কাশীর উপযুক্ত মাজিষ্ট্রেট। এখানে ঐরূপ মাজিষ্ট্রেট না হইলে চলে না।

বিবিধসংবাদ।

২৪ এ আষাঢ় সোমবার।

লিফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর বলেন, যে লণ্ডনে শব দাহকারী কোম্পানি নামে একটী কোম্পানি হইয়াছে। তাঁহারা ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ রাক্ষসবধ করিবার জন্য বেহার প্রদেশে যে সকল কটক প্রেরিত হইয়াছিল তাহারা এমন কি বরা আসিতেছে।

কলিকাতার জষ্টিসেরা ১লা জুলাই অবধি ধর্ম্মতলার বাজার আপাততঃ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা কিরূপে এই দুইটী বাজার চালাইবেন তাহা স্থির হয় নাই। ইংলিসম্যান অভিযোগ করিয়াছেন যে কলিকাতার মিউনিসিপালিটী ঋণজালে জড়িত। ঋণের অপরাধ কি? এইরূপ অকারণ ব্যয় করিতে গেলে এ জগতে কে ঋণ হইতে মুক্ত থাকিতে পারে।

ডিউক অব আর্গাইল ষ্টেট স্কলসিপ গুলি তুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু স্কলসিপ গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে তাঁহারা তাঁহাদের অধিকার স্থির রাখিবেন। ভারতবর্ষের দেশ গমনের সাহায্যার্থ জন্য সমস্ত ৩০০০ টাকার কুড়ি পাওয়া যায়। আমাদের কর্ত্তৃপক্ষেরা ক্রমেই বিলাত গমনের প্রতিবিধান করিতেছেন।

বন্ধুবর জেলার অন্তর্গত সাতগেছিয়া হইতে একখানি পত্র পাইয়াছেন, আমিনপুরের সেখ কোশ পশ্চিমে করিমপুর নামক স্থানে আন্দাজ ৪২।৪৩ বৎসর বয়সে একজন হাড়িনীর প্রথম সন্তান হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন ১৬।১৭ কি ২০। বৎসরের পরে সন্তান না হইলে স্ত্রীলোকের আর সন্তান হয় না, তাঁহারা আসিয়া যেন দেখিয়া যান।

ডেলেনা পাইপার এক বাবুর একটী কন্যা বয়স্থা করা আছে। বালিকাটী দেখিতে সুশ্রী, সুস্বভাব এবং নিরোগী। কিন্তু তাহার গলায় ছিদ্র নাই। সম্ভাব্য পোষকারী যাঁরা ওর ভিতর দিয়া দুগ্ধ সেবন করাইতে হয়, তাহাতে তাহার কোন কষ্ট নাই।

বাঙ্গালপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের একটী সন্তান হইয়াছে ঐ সন্তানের দুই মস্তক তিন হাত ও এক পা সে এখনও পর্য্যন্ত জীবিত আছে।

বিট পালঙ্গের মূল দ্বারা উত্তম চিনি প্রস্তুত হয়। শ্বেত বিট মূলের চাষ সম্পূর্ণ উপযোগী। লাল বিট লইতে হইলে একপ দেখিয়া লইবে যাহার মুখ সাদা খুব পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া সিদ্ধ করিবে, তৎপর একটী কাষ্ঠ পাত্রে দুগ্ধ দিয়া ছেঁচিবে এবং রস নিংড়াইয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ একটী তাম্র পাত্রে জ্বাল দিবে। উপরের গাদ ফেলার সঙ্গে ফেলিয়া দিবে। একশত কোয়ার্টস পরিমিত রসে দুই আউন্স চুন মিশাও এবং যে পর্য্যন্ত অম্লিক শুষাইয়া না যায় তাবৎ জ্বাল দাও। তৎপর একখানি পশমী বাগতে ঐ রস আবার জ্বাল দিয়া, যখন তিনির তারের মত হইবে তখন কাচ, প্রস্তর কি কাষ্ঠ পাত্রে ঢাল। তার পর নিম্ন ঐ পাত্র ঐ রসের নিকট পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দিলে মাটে মিশ্রীর কণার মত পড়িবে। ঐ সকল কণা রসের উপরে ভাসিবে তখন ঢালিয়া লইবে এবং জল মিশাইলে উত্তম সরবত হইবে। ফরাসী দেশে এই চিনি প্রস্তুত করিবার মণে টংপন্ন হয় ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়া, বিক্টরিয়া, ক্যাপ্টাউন প্রভৃতি দেশেরা শ্বেত বিটের বাহুল্য হওয়ায় চিনি প্রস্তুত করিতে পারে। এ দেশে উক্ত মূলের চাষ আরম্ভ হইলে যে কৃষকেরা কি লক্ষণ লাভবান হইতে পারে তাহার আর সংখ্যা নাই। এই বিট পালঙ্গ হইতে এক রকম অম্ল প্রস্তুত হয়, তাহা খুবই হাল্কা ও সুস্বাদু করা যায়।

২৪ এ আষাঢ় মঙ্গলবার।

কলিকাতা 'মেরে সাহেব বিউগলে একটী "শব দাহিনী" সভা স্থাপিত হইয়াছে।

স্বাংবাদ। ডেপুটী গবর্ণমেণ্টের মৃত শরীর ১০ অবধি ১১ টাকা পর্য্যন্ত বায়ে দাহ করিবার আদেশ করিয়াছেন।

সাংঘাতিক টাইফস বলেন যে টুমস সাহেব সেরেস্তার সাহেব যে অভিযোগ করিয়াছিলা তাহাতে ৩০০ শত টাকার ডিক্রী হইয়াছে। কিন্তু সিন ব্রেথার সাহেব বলে সাহেবের খরচা দিবার নিমিত্তে হইবে, এই বলের সমষ্টি ১৯২ টাকা সুতরাং সিন ব্রেথার সাহেব ১৮ টাকা মাত্র পাইতেছে।

হিতবাদী বেটস সাহেব শুনিয়াছেন, যে বম্বাই এর গবর্ণর সার ফিলিক উডহাউসকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করা হইবে। তিনি পদত্যাগ করিলে সার রিচার্ড টেম্পল তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন।

লক্ষ্ণৌ ইণ্টেলিজেন্সের তেরাতুনস্থ সংবাদ দাতা বলে যে সেক আবদুল রহমন মেদ জিদ খাঁ নইনিতাল পরিত্যাগ করিয়া তেরাতে গিয়াছেন। তাঁহার নাইনিতাল পরিত্যাগের কারণ এই যে সেখানে তাঁহার অন্তঃপুরবাসিনী বিবির যথোচিত মান রক্ষা হয় না। তিনি তেরাতে গিয়া ১০০০০ হাজার টাকাতে একটী সুন্দর বাটী ও ৫০০০ হাজার টাকাতে এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন। তিনি সেখানে মহাসুখে বাস করিতেছেন। প্রতিদিন একজন সামান্য কুলীর ন্যায় স্বহস্তে কোদালি ধরিয়া পরিশ্রম করিয়া থাকেন।

হিতবাদী মিরটের অন্তঃপুরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন যে সেখানে একটী ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কাঁসটা নামক একটী পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক খানকত গবর্ণমেণ্ট স্কুলে একটী পঞ্চম বর্ষীয় বালককে হত্যা করিয়াছে। হত্যা করিয়া তাহাকে একটী পুষ্করিণীর পাঁকে পুঁতিয়া রাখিয়াছে। তাহার পিতা মাতা অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে না পাইয়া পুলিসে সংবাদ দেয়। পুলিসও প্রথমতঃ সন্ধান করিয়া পায় নাই, পর দিন তাঁহার মৃত শরীর সেই পুষ্করিণীর এক কোণে পাওয়া যায়। হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে।

১৫ এ আষাঢ় বুধবার।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন যে, রামব্রহ্ম সন্যাল নামক এক ব্যক্তি চিকিৎসা শাস্ত্র এবং যন্ত্রবিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। পালগোলার জমিদার যোগেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার ঐ কার্য্যের সমুদায় ব্যয় বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান মিররের এক জন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, কিছু দিন হইল কাটোয়াতে একটী ডাকাইতি হইয়াছে। প্রায় ৩০ জন দস্যু এক জন এদেশীয় বণিকের বাটীতে প্রবেশ করে, কিন্তু গ্রামের লোক যথা সময়ে সংবাদ পাওয়াতে তাহারা বিশেষ কিছু অপহরণ করিতে পারে নাই।

বনওয়ারী আবাদের এক জন মুসলমান যুবা আপনার স্ত্রীকে হত্যা করিয়া ধৃত হইয়াছে। বিচার কিরূপ হয় পরে প্রকাশ করা যাইবে।

পাওনিয়র বলেন, বম্বাই নগরের ফ্রামজী একাজী নামক এক ব্যক্তির স্ত্রী মারওয়ানজী বোমানজী নামক এক ব্যক্তির সহিত ব্যভিচারিণী হয় এবং স্বামীকে পরিত্যাগ করে। মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া স্থির হয় যে, উক্ত স্ত্রীলোক নিজ স্বামীর নিকট ফিরিয়া যাইবে এবং উপপতির সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখিবে না। স্ত্রীলোকটী অবশেষে যাইতে চায় নাই, অনেক কষ্টে তাহাকে লইয়া যাওয়া হয়। পরে শুনিতে পাওয়া যায় ফিকাজী স্ত্রীলোকটীকে অতি নির্দ্দয় রূপে হত্যা করিয়াছে।

আফ্রিদির শোতান নামক স্থানের দক্ষিণস্থ কোন প্রদেশ হইতে সম্প্রতি দুইটী বালক ইটালীতে আনীত হইয়াছে। প্রথমটীর বয়স ১২ বৎসর ও দ্বিতীয়টীর বয়স ৯ বৎসর। শুনিতে পাওয়া যায় বালকটির কোনটীই এক গজের বড় অধিক উচ্চ হইবে না। যাহারা বালক দুইটীকে আনিয়াছে তাহারা বলে সে দেশের সকল লোকই খর্ব্বাকৃতি। এতদিনের পর গলিভারের লিখিত পট আবিষ্কৃত হইল না কি?

১৬ এ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

কিছুদিন হইল আমরা কাচড়াপাড়া খাল খননের প্রস্তাব করিয়াছিলাম এবং ঐ স্থানের অধিবাসীরা গবর্ণমেণ্টের নিকট সেই প্রার্থনা করেন। তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ের অনুসন্ধান করেন। নদীয়ার এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার ফরবস সাহেব বলিয়াছেন যে ঐ খাল খুলিয়া দিতে অনেক ব্যয় হইবে এবং নদীয়া ও চব্বিশ পরগণার রোড সেস কমিটী সে ভার বহনে অসমর্থ। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর এ উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া কত ব্যয় হইবার সম্ভাবনা তাহার একটী অনুমান পত্র প্রস্তুত করিয়া কমিটীদিগের বিচারার্থ অর্পণ করিতে বলিয়াছেন। যমুনার তীরবর্ত্তী লোকেরা এসময়ে একটু উদ্যোগী হউন।

বিক্রমপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে সেখানকার কৃত বাবুরা এই দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদিগের অনেক সাহায্য করিতেছেন। প্রতিদিন প্রায় ৫০০। ৬০০ শত লোককে অন্ন বিতরণ করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন অনেক মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের অন্ন যোগাইতেছেন।

পুটিয়া হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, পুটিয়ার বিখ্যাত রাণী শরৎ সুন্দরী একটী অন্নসত্র খুলিয়াছেন তাহাতে প্রতিদিন ১৫০০ শত লোক অন্ন পাইতেছে। লোক সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার দানের নিম্নলিখিত তালিকাটী প্রেরণ করিয়াছেন—

কলিকাতার রিলিফ কমিটীতে	৫০০
বোয়ালিয়ার কমিটীতে	১৫০০
কাশীগ্রাম পরগণার প্রজাদিগকে ঋণ দেয়ের জন্য বিনা সুদে ঋণ দান	১০০০
লক্ষ্মীপুর পরগণার প্রজাদিগকে বিনা সুদে ঋণ দান	১০০০
পুটিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভাতে বিনা সুদে ঋণ দান	৩০০০
বোয়ালিয়ার হাই স্কুলের বাটী নির্ম্মাণার্থ অঙ্গীকৃত	১০৫০
এক টাকার মধ্যে আপাততঃ দান	৮৫০০
হিন্দু এনুয়িটী ফণ্ডে দান	১০০০

১৭ এ আষাঢ় শুক্রবার।

হরিপাল গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত বঙ্গ বিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ লিখিয়াছেন উক্ত স্কুলবাটীর সংস্কারার্থ মহারাণী স্বর্ণময়ী ও রাণী স্বরৎসুন্দরীর নিকট আবেদন করা হয়, [মহারাণী স্বর্ণময়ী ১৫ টাকা এনিমিত্ত দান করিয়াছেন।

গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের রেলওয়ে সকলে নিম্নলিখিত রূপ দুর্ঘটনা

হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ১২৮১, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে ২৪, বোম্বেলখণ্ড ১১৩ পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ে ৪০৪, সিন্ধু ১৮৩, কলিকাতা ও দক্ষিণপূর্ব্ব ষ্টেট ১৪, মফস্বলী ১৮, রাজপুতনা ১৪, মাদ্রাজ ৩১৯, গ্রেট সাউদরণ ১৫, গ্রেট ইণ্ডিয়ান ১১৩ বম্বে ৩১৪, কর্ণাটিক ৫। সমস্তশুদ্ধ ১৯৭১ দুই কাজাব ছয় শত ছিয়াত্তর। তাহা হইলে প্রত্যেক বৎসর পাঁচ শতেরও উপর দুর্ঘটনা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, ক্রমশঃ দুর্ঘটনা বৃদ্ধি হইতেছে। স দ

শ্যাম রাজ্যে দুটি শ্বেত হস্তি ধরা পড়িয়াছে। শ্যাম দেশবাসীরা শ্বেত হস্তিকে অত্যন্ত সম্মান করে। বর্ত্তমান রাজার চারিটি শ্বেত হস্তি আছে এবং এই নিমিত্ত রাজা বিশেষ সৌভাগ্যশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজার কোন পূর্ব্ব পুরুষের চারিটি শ্বেত হস্তি ছিল না। অ, প,

দেশীয়দিগের প্রতি ইউরোপীয়দিগের অত্যাচার নিবারণার্থ গবর্ণর সম্পাদক নিম্ন লিখিত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। "ঘুষির পরিবর্ত্তে ঘুষি, ও লাথির পরিবর্ত্তে লাথি বন্দোবস্ত করা প্রকৃত উপায় হইতেছে। কেবল আইনের ভয়ে সকল লোক পাপ হইতে বিরত থাকে না। কিন্তু দুষ্ট লোকে যদি মনে জানে যে প্রহার করিলেই প্রহার সহ্য করিতে হইবে, তাহা হইলেই অত্যাচার করিতে সাহসী হয় না। তবে এতদ্দেশীয়গণ দুর্ব্বল। কিন্তু যে ব্যক্তি অধিক বলশালী হইয়া দুর্ব্বলকে আক্রমণ করে সে ব্যক্তির প্রতি মন্ত্রের যথার্থ নিয়মানুসারে কাজ করিবার প্রয়োজন রাখে না। একজন এতদ্দেশীয়কে কোন ইতর ইউরোপীয় প্রহার করিলেই, আর দুই জনের সাহায্য করা কর্ত্তব্য। এই প্রকার যেখানে এতদ্দেশীয়ের গায়ে স্পর্শ, সেখানে নিকটস্থ লোকে একত্রিত হইয়া অত্যাচারীকে তৎক্ষণাৎ প্রতিফল দিলে তবে এই আপদ দূর হইবে। এই সকল রোগের টাটকা চিকিৎসার প্রয়োজন কিছু দিন এতদ্দেশীয়গণ পারিয়া উঠিতে না পারেন, কিন্তু পরিণামে এই অত্যাচার নিশ্চয়ই নিবারিত হইবে। বিষের ঔষধ বিষ, প্রহারের ঔষধ প্রহার এটী এতদ্দেশীয়দিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

২৮ এ আষাঢ় শনিবার।

পিরনিয়র বলেন যে গাড নর্থব্রুক ফসিথ সাহেবের ইয়ার্থে ঘোড়ার ফল জানিবার জন্য কলিকাতায় অপেক্ষা করিতেছেন। উক্ত ফল জানিতে পারিলেই তিনি আগষ্ট মাসে সিমলে যাত্রা করিবেন সেখান হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় আসিয়া সেপ্টেম্বর মাস যাপন করিবেন এবং সেপ্টেম্বর অন্তে বাহির হইলে দার্জ্জিলিঙে গমন করিবেন।

ইংলিসম্যান বলেন ওয়েমাউথের কাফি কবেরা বাঙ্গালাদেশ হইতে কুলী আমদানী করিবার সংকল্প করিয়াছেন এবং সেই জন্য এখানকার অনেক কুলী এজেণ্টের নিকট তদ্বিষয়ক সংবাদাদি চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় বঙ্গদেশের কুলী না লইয়া বেহার প্রদেশ হইতে কুলী আমদানী করিলে ভাল হয়। বেহার যেরূপ জন-স্রোত-প্রপীড়িত এরূপ উপায় ভিন্ন অতিরিক্ত জন সংখ্যা কমাইবার উপায় দেখা যায় না।

নিউইয়র্ক হেরাল্ড নামক আমেরিকার একখানি সংবাদ পত্রে নিম্ন লিখিত ঘটনাটী প্রকাশ হইয়াছে। আমেরিকার অকলাণ্ড নামক স্থানে একটী ভূতাবিষ্ট বাটী আছে। বহুদিন অবধি সে বাটীতে নানা প্রকার ভূতের ভয় থাকে বলিয়া একজন সাহেব সম্প্রতি সেই বাটীতে আছেন। এক দিন রাত্রে বেল সাহেব এবং কতক কয়েকজন ভদ্রলোক জাগিয়া বসিয়াছিলেন। গভীর রাত্রে তাঁহারা নিকটে সন্নিধানে স্ত্রীলোকের রোদনের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল। তিনি তুরায় গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না অবশেষে তাঁহার মুরগী শালায় গিয়া থাকেন যে মুরগী গুলির শরীরে এক টীও পালক নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই কি গৃহের মধ্যে কি গৃহের বাহিরে একটী ও পালক নয়ন গোচর হইল না। আমেরিকা এবং ইংলণ্ডে সম্প্রতি ইহা অপেক্ষা আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল ঘটিতেছে।

আবার ভূতের রাজা উপস্থিত।

বৃষ্টি ও শস্যের সাম্প্রতিক সংবাদ।

২রা জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের বৃষ্টি বিভাগের কৃষি সম্বন্ধীয় অবস্থা বিষয়ক রিপোর্ট নিম্ন প্রকাশিত হইল—

মান্দ্রাজের শস্যাদির অবস্থা সন্তোষকর সিন্ধুতে নদীর জল কমিয়া গিয়াছে কিন্তু অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার নদীতে অধিক জল আছে। বোম্বাইয়ে কিছু কম বৃষ্টি হইয়াছে, বিশেষতঃ গুজরাটে। অন্য স্থানে বপন কার্য্য চলিতেছে, কোন কোন স্থানে বপন কার্য্য শেষ হইয়াছে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কয়েকটী স্থান ব্যতীত বঙ্গদেশ এবং বিহারে আর সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। উড়িষ্যায় মন্দ বৃষ্টি হয় নাই, প্রায় সর্ব্বত্রেরই শস্যাদির অবস্থা সন্তোষকর। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে, কেবল মথুরা আগ্রা এবং আলীগড়ে ভাল বৃষ্টি হয় নাই। গোরক্ষপুর এবং বান্দার জাবৎ বিলক্ষণ কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। অযোধ্যায় বিলক্ষণ বৃষ্টি হইয়াছে। পঞ্জাবের মুলতান বিভাগ এবং ডেরা ইস্মাইল খাঁ তে ভাল বৃষ্টি হয় নাই অন্যান্য উত্তম হইয়াছে। মধ্য প্রদেশেও বৃষ্টি মন্দ হয় নাই। বেরারে বৃষ্টি হয় নাই। রাজপুতনায় অল্প বৃষ্টি হইয়াছে, মধ্য ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশ ব্রহ্ম আসাম এবং নেপালে আকাশের ভাব অনুকূল।

গত শনিবার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের পূর্ব্ব বিভাগের শস্যাদির অবস্থা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে—

যষ্টি ১৭ এ জুন। অনবরত বৃষ্টি হইতেছে, অধিক বৃষ্টি বিলক্ষণ সম্প্রতি রিলিফ কার্য্য যে বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার কতক

কর্ম্মচারী হইয়াছে। সমুদায় কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। তিনটী কার্য্যালয়ে ১২০৭ লোক আছে। গোরক্ষপুর ১লা জুলাই। প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হইতেছে। তিনটী কার্য্যালয়ে ১৩৩ লোক আছে। লোকের কার্য্যের বৃদ্ধি নাই। রিলিফ কার্য্যের অবস্থা তাদৃশ ভাল নহে।

গাজীপুর ১লা জুলাই। ১ ইঞ্চের ও বৃষ্টি হইয়াছে, শস্যের মূল্য কতক কমিয়াছে। সিবক রোসিয়া রিলিফ গুয়ার্কে মজুরের সংখ্যা ১০০।

বাঁকুড়া ২১ এ জুন। বৃষ্টি সর্ব্বত্র এবং প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে। সকল কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে। রবি কার্য্যে বিস্তর লোক লোক নিযুক্ত হইতেছে। লোকের কষ্ট নাই।

কমিরপুর ২১ এ জুন। বৃষ্টি সর্ব্বত্র এবং প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে। এক্ষণে আর বৃষ্টি না হওয়াই সকলের ইচ্ছা। রিলিফ কার্য্যে লোকের সংখ্যা কমিতেছে।

ঝাঁসি ১লা জুলাই। এক ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে, সকল কার্য্য চলিতেছে রিলিফ কার্য্যে মজুরের সংখ্যা ১৫৪।

পঞ্জাবের কর্ণেল শিয়ালকোট এবং গুজরাণওয়ালায় বৃষ্টির অভাব হইয়াছে, অন্যান্য বিভাগের অবস্থা সন্তোষ কর।

জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত মধ্য প্রদেশের যে ডিষ্ট্রিক্ট রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় উত্তমরূপ বৃষ্টি হইয়াছে শস্যাদির অবস্থা দিন দিন উন্নত হইতেছে।

সরবরাহ পথে দুই কল অতিবৃষ্টি নিবন্ধন সাহরণ পুরের উত্তর রিড্ গাঙ্গার ও দিল্লী বেলওয়েতে ট্রেন যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। উক্ত স্থান একেবারে জলে নিমগ্ন হইয়াছে।

৩রা জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যা কালে উত্তরা কাঁসের প্রায় অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সুতরাং ঐ স্থান দিয়া ট্রেন যাওয়া বন্ধ হওয়াতে মেল ট্রেন যাইতে অনেক বিলম্ব হয়। সৌভাগ্য ক্রমে ট্রেলি যাইবার সুবিধা হওয়ায় দুই হাত আপাততঃ গমনাগমন চলিতেছে কিন্তু বর্ষার শেষ না হইলে বাঁধ প্রস্তুত করা সম্ভাবিত নহে। আপাততঃ স্তম্ভের উপর রেলওয়ে বসাইয়া ট্রেন চালাইবার বন্দোবস্ত করা হইবে। এক্ষণে যাত্রীদিগের অত্যন্ত অসুবিধা ও গমনাগমনে বিলম্ব হইতেছে।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

২৭ এ জুন পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের রাজার অনুষ্ঠিত রিলিফ কার্য্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় প্রতিদিন ২৯৫৯ জন লোক বিনা পরিশ্রমে সাহায্য পাইয়াছে। এবং রিলিফ কার্য্যে ২৬২ জন লোক নিযুক্ত ছিল, যাহারা বিনা পরিশ্রমে সাহায্য পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বর্দ্ধমানে ১০৬১ কালনায় ৫৯১ বুধবুদে ৫৮০ এবং নবীগ্রামে ৫২৫। রিলিফ কার্য্যে যাহারা নিযুক্ত ছিল, সে সমুদায় বর্দ্ধমানে। এই কয়েকদিনের মধ্যে রিলিফ প্রার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রতিদিন গড়ে ১৩১২ লোককে আহার দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন দিন দেড় হাজারেরও অধিক লোককে আহার দেওয়া হয় ২২ এ জুন কাটোয়া জাহানাবাদ ও সেলিমাবাদ হইতে প্রায় দেড় শত লোক আইসে।

৪ঠা জুলাই পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শস্যের মূল্যের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, হুগলী ২৪ পরগণা নদীয়া যশোহর মুরসিদাবাদ, দিনাজপুর, মালদহ রাজসাহী বগুড়া রাজসাহী ঢাকা ফরিদপুর সিলেট চট্টগ্রাম হিলটিপারা পাটনা সাহাবাদ পূর্ণিয়া কটক এবং বালেশ্বর জিলায় সাধারণ চাউলের মূল্য কতক কমিয়াছে এবং বর্দ্ধমান কলিকাতা পাবনা এবং মুঙ্গেরে কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। এ ভিন্ন আর ১৭ টী বিভাগে মূল্য সমান আছে। এক্ষণে কেবল দিনাজপুর ও দার্জ্জিলিঙে টাকায় ১০ সেরের কম চাউল বিক্রীত হইতেছে। দিনাজপুরে ৯ এবং দার্জ্জিলিঙে ৮ সের বিক্রীত হইতেছে। কলিকাতায় এক্ষণে চাউল টাকায় ১১ সেরের কিছু অধিক বিক্রীত হইতেছে। কেবল বাঁকুড়া হুগলী ধারওয়াড় বালেশ্বর এবং মানভূমে আরো অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন নতুবা অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে শস্যাদির অবস্থাও বিলক্ষণ সন্তোষ কর। আর আজিও বর্দ্ধমান বিভাগ পঙ্গপাল ত্যাগ করে নাই।

দার্জ্জিলিঙ্গ নিউস বলেন গত রবিবার দার্জ্জিলিঙের বাজারে কুলিদিগের আহারোপযোগী চাউল টাকায় সাত সের বিক্রীত হইয়াছে। ভুটা উত্তম জন্মিয়াছে আর একটু রৌদ্র পাইলেই উহা কাটিবার উপযুক্ত হইবে। বাজারে বিস্তর নূতন আলু আসিতেছে ইহাতে কুলিদিগকে চাউলের উপর অধিক নির্ভর করিতে হইবে না। সম্পাদক অনুমান করেন, দুই চারি সপ্তাহের মধ্যে শস্যাদির মূল্য কমিয়া আসিবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৫ ই জুন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ফৌজদারী সংক্রান্ত কার্য্য করিবেন এবং নিম্নলিখিত স্থানে থাকিবেন—

মৌলবী মহম্মদ আবদুল জলীল—সাহেবগঞ্জ।

মৌলবী মহম্মদ জমান খাঁ—চম্পারণ।

রাজসাহীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভুবনেশ্বর সিংহ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে সালেইবের ক্ষমতা পাইলেন।

সিলেটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল গফুর ঐ কার্য্যে বদলী হইলেন।

৭ ই জুলাই। শ্রীরামপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাধাকান্ত মিত্র ফরিদপুরের জন্য প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া কাটোয়া উপ বিভাগে থাকিবেন।

ডে, এস, বারোজ কিছুদিনের জন্য শ্রীরামপুরের সব ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন

মুঙ্গেরের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্যামাচরণ মিত্র প্রথম শ্রেণীতে উন্নত হইলেন।

নওয়াখালির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোলোকচন্দ্র রায় কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামে বদলী হইলেন।

বাবু জগবন্ধু গুপ্ত কিছুদিনের জন্য ত্রিপুরার প্রতিনিধি বিশেষ সব রেজিষ্টার হইলেন।

৭ ই জুলাই। মৌলবী সায়দ কাসিম হোসেন কিছুদিনের জন্য গয়ার প্রতিনিধি বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

খোরালন্দের প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন এফ সি, নিকলসন কিছুদিনের জন্য প্রেসিডেন্সি জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের এবং প্রেসিডেন্সি জেলের হাসপাতালের জুনিয়র সার্জ্জনের কার্য্য করিবেন। এতদ্ভিন্ন নিকলসন ১৮৭৪ অব্দের ৯ আইনের ১২ ধারানুসারে প্রেসিডেন্সি জেলের ওয়ার্ক হাউসের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিবেন।

৬ ই জুলাই। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মৌলবী আমীর হোসেন পাটনায় একজন মিউনিসিপাল কমিশনর হইলেন।

ভাগলপুরের সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার এম, বি, বাইলি কিছুদিনের জন্য উক্ত ষ্টেসনের সেণ্ট্রাল জেলের চার্জ্জ লইবেন।

রিবস টমসন।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

২০ এ জুন। হাসানপুরের বিলিফ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৪ ঠা জুলাই। মুন্সেফ ডবলিউ কাডজো প্রথম শ্রেণীর মুন্সেফের পদে উন্নীত হইলেন।

মুন্সেফ মোলবি ফকির উদ্দীন যিনি সাত আট বৎসর পরগণাইত সিবিল কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফের পদে উন্নীত হইলেন।

বাবু অতুল বিহারী ঘোষ তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন এবং রঙ্গপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফ হইলেন।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত (একজন রেসিডেন্ট কমীসার) ২৪ পরগণার একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু রাখালদাস রায় কিছুদিনের জন্য দক্ষিণ সাবাজারের দ্বিতীয় মুন্সেফের প্রতিনিধি হইলেন।

বাবু রাজকুমার মৈত্র তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন এবং রঙ্গপুরের অন্তর্গত বদরগঞ্জের মুন্সেফ হইলেন

৭ ই জুলাই। ময়মন সিংহের সব মুন্সেফ বাবু ভগবানচন্দ্র সেন বাখরগঞ্জের সুব জজের কার্য্য করিবেন।

মজাইলের মুন্সেফ বাবু পরেশনাথ বন্দ্যো পাধ্যায় কিছুদিনের জন্য ঢাকা এবং মুন্সী গঞ্জের ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিবেন।

বাবু বাবাশ্যাম সিংহ যিনি বর্দ্ধমানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া ছেন, কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি ষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৪ ঠা জুলাই। গত জুন মাসের ৩লি রাজের তুলার রিপোর্টে জানা যায় তুলার অবস্থা ভাল কিন্তু কিছু বিলম্বে হইবে। আকাশের ভাব আদৌ অনুকূল নহে।

পারিস ৩রা জুলাই। কমট ডি পারোডে একটী বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন, তিনি ইহাতে বলিয়াছেন "ফলের বাক্স তৈয়র প্রয়োজন, কারণ আমাকে তোমাদিগের রাজ্য করিবারে, আমি ইচ্ছা করি ফলগুলিকে পৃথক করিবার যে সকল প্রতিবন্ধক আছে তাহা অতি ক্রম করিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব আমি বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্টে নিয়ম প্রার্থনা করি। ইত্যাদি"

পারিস ৪ ঠা জুলাই। ফরাসী সংবাদ পত্র সমূহ বিবেচনা করেন কমটচি পার্লিয়ামেণ্ট এই বজ্ঞাপন দ্বারা উঁহার পুনরায় পদস্থ হওয়া অসম্ভাবিত হইতেছে।

লণ্ডন ৭ ই জুলাই। ২রা জুলাই মেইল কলিকাতা হইতে সাউথাম্পটন হইয়া গিয়াছে। উহা ৫ ই জুলাই লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ৭ ই জুলাই। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৪৭ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই জুলাই ডাক্তার ডিলওয়াল পদ ত্যাগ করাতে ইষ্টকের আর্কডিকন সেই ডেবি ডের বিশপ হইয়াছেন।

মাড্রিড ৭ ই জুলাই। কালিষ্ট দলকে আক্র মণ করিবার জন্য সেনাপতি ভাবালার নিকট আরো অনেক সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই জুলাই। কালিষ্টরা পুনরায় বিল বোয়া এবং সাণ্টাণ্ডার আক্রমণ করিবার উদ্যোগে আছে।

আমাদিগের বীভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। সে দিন রামনগরে একটী ডাকাইতি হইয়া যায়। তথাকার জনৈক সওদাগরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া দস্যুরা পলায়ন করে। লাভপুর থানার সব ইনস্পেক্টর মহাশয় অনুসন্ধানে বহির্গত হয়েন। যে সময়ে তিনি ঘটনাস্থলে উপনীত হয়েন, তখন মাধ্যাহ্নিক অবকাশ নিবন্ধন তথাকার স্কুলের বালকগণ ক্রীড়া স্থলে ক্রীড়মান ছিল। বালস্বভাবসুলভ কৌতূহল বশতঃ তাহারা একে একে সকলেই ইনস্পেক্টর মহোদয়ের নিকট উপস্থিত হইল। সুকুমারমতি বালকবৃন্দের সাহায্য লইলে কাহার না হৃদয় প্রীতি রসে আপ্লুত হয়? কিন্তু আমাদের ইনস্পেক্টরকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। বালকগণ নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহার ক্রোধের উদয় হইল। বালকদের আগমন তাঁহার অসহনীয় হইয়া উঠিল। এমন কি তাহাদিগকে দূরীকৃত করিবার জন্য ১০ জন বালককে "অর্দ্ধচন্দ্র" প্রয়োগ করা হয়। তখন বালকগণের কোলাহলে গ্রাম প্রান্ত প্রান্তর হইয়া উঠে ও দলে দলে লোকের সমাগম হয়। মহামান্য পরিদর্শক তখন গতিক ভাল নয় দেখিয়া দ্রুত পদে স্বস্থানে প্রস্থান করেন। পোলায় এ বিষয়টীর তদন্ত আন্দোলন হইতেছে। বুঝি বা এ নাটকের যবনিকা বিচারালয়ে না হইয়া শেষ হয় না। এস্থলে ইহা অপ্রকাশ্য যে প্রধান অভিনেতা বিবর্ণাম্বরধারী। তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত। রামনগর লাভপুর থানার এলাকায় অবস্থিত।

২। বসন্তরায়ী অবাদের অতি নিকট সুন গ্রামে একটী হত্যা কাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। তথাকার একজন উচ্চ প্রকৃতি মুসলমান যুবক এই ঘোরতর কার্য্যে লিপ্ত হয়। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া যুবক যাহার প্রাণ সংহার করে, সে তাহার প্রিয়তমা ভার্য্যা। এসম্বন্ধে এখন এক মোকদ্দমা চলিতেছে বলিয়া আমরা এঘটনার অধিক আলু-

পূর্ব্বক দৃষ্টান্ত দিলাম না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে চক্ষুর প্রণয় ব্যাপারের কিঞ্চিৎ মাত্র সংস্রব নাই।

২। পঁচচি গ্রামের বাগ্‌দি বংশীয় একটী স্ত্রীলোকের দুঃসহ গর্ভ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। বহুক্ষণ ক্লেশের পর সে তিনটী সন্তান প্রসব করে। তিনটীই পুত্র সন্তান। পুত্র গুলি অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে। পঁচচি গ্রামখানি বনহাটী আবাদের অতি নিকট।

কুকুরকণ গ্রামের অধিবাসীদের দুরবস্থার কথা সোমপ্রকাশে লিখিত হয়। গবর্ণমেণ্টের সে দিকে কিছুতেই দৃষ্টি পড়িল না। তালুকদার বাবু মাধবচন্দ্র সরখেল অনন্যোপায় হইয়া স্বয়ং প্রজা রক্ষার বন্দোবস্ত করেন। এস্থানের অধিবাসিরা প্রায়ই শ্রমজীবী। তাহাদের উপকারার্থে দুইটী পুষ্করিণী খনন আরম্ভ করিয়া দেন। তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ ব্যয় হইয়াছে। শুনিলাম এ কার্য্যে তাঁহার ১৫০০ শত টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এ সৎকার্য্যের জন্য জেলার প্রধান কর্ম্মচারি মাধব বাবুকে তুলসী সাধুবাদ করিয়াছেন। মাধব বাবু বনহাটী আবাদ রাজসংসারের অন্যতর দেওয়ান।

৫। কিছু দিন হইল সোমপ্রকাশে লেখা যায় একজন নীলকর সাহেব কাচড়া গ্রামের জমিদারের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েন। এ সম্বন্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহা জমিদার মহাশয়ের প্রতিকূলে বিচারিত হয়। এমন কি জমিদার মহাশয়কে যার পর নাই অপমান সহ্য করিতে হয়। আমরা সেই কিছু দিন এ সকল কথা সম্বন্ধে কাগজ পত্র ছোট লাট সাহেব তলব করিয়া দেখেন। আমাদের সকল বিষয় খুলিয়া লিখিতে সাহস হইল না। কাচড়া গ্রামখানি যুক্ত নবদ্বীপ জেলায়। বনহাটী আবাদ ৪৫ ক্রোশ দূরে নহে।

২।৭।৭৪

মহাশয় বিগত ১৮৭১ সালে আমাদিগের রামপুকুরগণ কোর্ট ফিজ বিক্রয়ের কার্য্য ষ্টাম্প ব্যাণ্ডারদিগের হস্ত হইতে উঠাইয়া লইয়া আফিসের আমলাদিগের হস্তে সমর্পণ করেন, এবং ঐ সরকুলরে এরূপ আদেশ লিখিত থাকে, যে, স্থানীয় প্রধান আফিসরগণ স্বীয় বিবেচনা মতে কোর্ট ফিজ বিক্রেতা আমলাদিগকে কোর্ট ফিজ বিক্রয়ের পারিশ্রমিক বেতন ১৫ টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারিবেন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আফিসের আমলাগণকে স্ব স্ব নিরূপিত কার্য্য সম্পাদন করিতে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা বোধ করি, মহাশয় ও পাঠকবর্গের কাহারও অবিদিত নাই। অনেকেই তামাসা ছলে এরূপ বলিয়া থাকেন, যে "পূর্ব্বজন্মে যাহারা গাধা থাকে তাহারাই মরিয়া পুনর্জ্জন্মে গবর্ণমেণ্টের আফিসের আমলা হইয়া থাকে"। বস্তুতঃ তাহা মিথ্যা নহে। যে সময়ে প্রথমে জেলার কর্তৃপক্ষগণ অধীনস্থ আমলাদিগকে কোর্ট ফিজ বিক্রয়ের কার্য্য গ্রহণ করিতে আদেশ করেন, তখন সকল আমলারাই তাঁহাদিগের নিকট স্ব স্ব নিরূপিত কার্য্য বহুলতা হেতু অনবকাশের আপত্তি দর্শাইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কি হইবে? জ্বলন্মোন্মুখ অগ্নি কি শুষ্ক তৃণ প্রাপ্ত হইলে প্রজ্বলিত না হইয়া থাকিতে পারে? তখন প্রভুদিগের রোষ রক্তিমানন বিনির্গত "হামারা হুকুম তামিল না করনেসে একদমসে খারিজ করেঙ্গে" শুনিয়া কটি মারা যায় তবে আমলারা কোর্ট ফিজ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে।

এস্থলে কোর্ট ফিজ আকার ও বিক্রয় করার নিয়মগুলি বিবৃত করা আবশ্যক। কোর্ট ফিজের আকার পোষ্টাল ষ্ট্যাম্পের আকার অপেক্ষা বিস্তৃত হইবে, ইহার মধ্য স্থলেও শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর মুখ অঙ্কিত আছে, বাষ্পীয় শকট যেরূপ জল অনল আদি উপকরণ ব্যতীত চলিতে পারে না, আমাদিগের নিদান শাস্ত্রানুমত ঔষধ যেরূপ তুলসী মঞ্জরী ও পিপ্পলী মূলের রস ইত্যাদি অনুপান ব্যতীত ফলোপধায়ী হয় না, তদ্রূপ আমাদিগের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কোর্টফিজও সাদা কাগজ বিহনে চলিতে সমর্থ নহে। সুতরাং কোর্ট ফিজের সঙ্গে সঙ্গে সাদা কাগজ বিক্রয়ের ভারও আমলাদিগকে বহন করিতে হইয়াছিল। ঐ কাগজ ও কোর্ট ফিজ দৈনিক যে পরিমাণে বিক্রয় হয় প্রত্যহ সেই পরিমাণ টাকা ট্রেজারের সমীপে চালান করিতে হয়, এবং ট্রেজারার চালান দৃষ্টে টাকা লইয়া বিক্রীত মূল্যের পরিমাণ কোর্ট ফিজ ও কাগজ বিক্রয়কারী আমলাকে প্রত্যর্পণ করিয়া থাকেন, পরন্তু বিক্রেতার হস্তে ৮০। ৯০ টাকার অধিক কোর্ট ফিজ ও কাগজ রাখিবার নিয়ম নাই, ঐ কোর্ট ফিজের মধ্যে ৭ টাকার বেশী মূল্যের কোর্ট ফিজ রাখিবারও বিধি নাই, কাজে কাজেই, একজনের ১০ টাকা মূল্যের কোর্ট ফিজ অথবা এক যোগে ১০০ একশত টাকার কোর্ট ফিজ লওয়া প্রয়োজন হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ টাকা ট্রেজরারের নিকট চালান করিতে হয়, এইরূপ প্রতিদিন ২। ৩ খানি চালান পাঠাইতে হয়, এদিকে উকীল মোক্তার প্রভৃতি ক্রেতৃবর্গ সময়মত কোর্ট ফিজ না পাওয়া জন্য রাগান্ধ হইয়া উচ্চ রবে আমার সমুদয় কার্য্য নষ্ট হইল, আমি এখনি সাহেবের নিকট যাইতেছি, ইত্যাদি বাক্য বাণ বর্ষণ করিতে থাকেন, কেহ কেহ উহাতে ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিলে সাহেব সমীপে যাইয়া অভিযোগ উপস্থিত করেন, সাহেব তদনুসারে উল্লিখিত আমলাকে ডাকিয়া "তোম বড়া দুষ্টি আদমি হ্যায়, কেয় এইসা গাফিলি কিয়োগে তব হাম জরিমানা করেগা"। সাহেবের এইরূপ বাক্যামৃত পান করিয়া সেরেস্তায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আমলাদির নিকটে গিয়া কাকুতি বিনতি পূর্ব্বক কোর্টফিজ আনিয়া ক্রেতাগণকে দেওয়া হইতেছে, অমনি সাহেবের চাপরাসি আসিয়া "সাহেব আপকো জলদি বোলাতেঁহে" তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফ যোগে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইতে না পারিলে, "তুমসে কিস্‌তরেসে কাম চলেগা" ইত্যাদি দাসত্বের নিয়মিত পারিতোষিক প্রদান পক্ষে পক্ষপাত করেন না।

সম্পাদক মহাশয়! এইরূপ ব্যস্ত সমস্ত

হইয়া কোর্ট ফিজ ও এক পয়সা দুই পয়সা মূল্যের কাগজ বিক্রয় করিলে যে ভ্রম প্রমাদে পতিত হইতে হয় কি না তাহা মহাশয়কে বুঝাইয়া দিবার বর্ণনা বাহুল্য মাত্র। অপিচ কোর্ট ফিজ যিনি ব্যবহার করিয়াছেন, তিনিই জানেন, কোর্ট ফিজের প্রকৃতি কেমন চাতুর্য্যময়ী। পাঠক মহাশয়! আপনকার যদি বালা কালের লুকোচুরি খেলিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এক বার কয়েক খানি কোর্ট ফিজ নিকটে আনয়ন করিয়া রাখিয়া দিন, দেখিতে দেখিতে কহিবেন, এই আছে এই নাই, এটী বড় মজা ভোজ বাজী নহে!!! উহা একস্থানে কিয়ৎকাল রাখিয়া কথা বার্ত্তা কহেন, কিছু কাল পরে দেখিতে পাইবেন, পূর্ব্ব স্থানে নাই, অন্বেষণ করুন, একবারের আবশ্যক নাই, সহস্র বার দেখুন, সহস্র চক্ষুর দ্বারা দেখুন, মন স্থির করিয়া দেখুন, কোন রূপেই পাইবেন না, যখন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন, তখন দেখিতে পাইবেন, উহা অভিমানে ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছে!!!

সম্পাদক মহাশয়! যে উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাবের অবতারণা করা এস্থলে তাহার উল্লেখ করিয়া বর্ত্ম প্রস্তুকে বিরাম প্রদান করিতেছি। প্রাত্যহিক মুলধন মিল করা কালীন প্রায় এক টাকা, আট আনা ভুল যাওয়া দৃষ্টে চোরের মায়ের কান্নার ন্যায় মনের খেদ মনে মনে মিটাইয়া পাছে আফিসরেরা জানিতে পারিয়া চোর বলিয়া ফৌজদারিতে অর্পণ করেন, এই ভয়ে তন্মুহূর্ত্তে ইত স্ততঃ কথা করিয়া ঐ ভুল দণ্ড দ্বারা মুলধন পরিপূরণ করা যেহু বিগত বৎসরের জুলাই মাস হইতে এপর্য্যন্ত ২০।২২ টাকা কোর্ট ফিজের বাক্সকে প্রণামি দিতে হইয়াছে, "অর্থনাশ মনস্তাপ মতি মন্যু প্রকাশ চৈব" এবাক্যটীর ব্যাখ্যানুরূপ নীরব থাকাই যুক্তিযুক্ত, এবং অনেকের ২০।২৫ টাকা তুচ্ছ বোধে উহা লঘ্য বেদনকেও প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু সকলের সম্বন্ধে সেটী সহজ নহে, যাহাদিগের ২০ ২৫ টাকা মাত্র মাসিক বেতন, যাহাদিগের পরিবারেরা মাসান্তে ১০ টী টাকার জন্য লালায়িত হইয়া চাতকের ন্যায় আশা পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, আহাদিগের সম্বন্ধে এ ঘণ্টী অত্যন্ত অসহ্যকর তাহার সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে সরকুলর অর্ডর আসিয়াছে, যে কোর্ট ফিজ আমলাদিগের হস্ত হইতে লইয়া পূর্ব্বমত ষ্যাম্পবেণ্ডরের হস্তে প্রত্যর্পণ করা যায়। এসংবাদটী সুখজনক তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু কোর্ট ফিজ বিক্রয় কারী হতভাগা আমলাগণকে এক বৎসর পর্য্যন্ত যে পরিশ্রম করাইয়া লইলেন, তত পরিবর্ত্তে অঙ্গীকৃত পারিশ্রমিকও যদি না দেন তবে কিঞ্চিৎ প্রধান করিলেও আমলা গণকে যে সুখ দত্ত দিতে হইয়াছে এদুর্ভিক্ষ সময়ে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে, পূর্ব্বে উক্ত সম্বন্ধে ষ্যাম্পবেণ্ডরকে যে কমিশন দিতে হইত এক বৎসরের সে টাকাটী ত রাজকোষেই নিহিত আছে, তদ্দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের (জলধিতে বৃষ্টি বিন্দু পাতবৎ) কিছু মাত্র উন্নতি লাভের সম্ভাবনা নাই; অথচ এদিকে এই হতভাগা আমলাদিগের বিসূচিকা সহলিত জ্বরোবিকার উপস্থিত।

দার্জ্জিলিং
১৮৭৪।২৫ এ জুন
} পাঠকানামেকস্য

গ্রীষ্ম প্রবোধ।

দিনমান শেষপ্রায়, মৃদুল গতিতে বায়
পাদপের পাতাগুলি ধীরে ধীরে নড়িছে।
রক্তবর্ণ ভানুমান, যেন স্বর্ণথাল খান
পশ্চিম গগন হতে নিরখিয়া পড়িছে॥
হরষিতা বিহঙ্গিনী, খেলাচ্ছলে বরাঙ্গনা
যেয়ে আসি নীলাম্বরে হাসি হাসি নাচিছে।
উতল আনন্দ মালে, আবদ্ধ লাবণ্য জলে
অনঙ্গক রস ঘন মুনি বরে করিছে॥
অনাভাগে হীনভাস, শশধর সুপ্রকাশ
পূর্ব্বাশার ভালে যেন শুভ্রমণি শোভিছে।
ক্বচিত কিরণ দ্বারা, দু এক মলিনা তারা,
চমকিয়া দিবসের আলোকেতে ডুবিছে॥
বিহঙ্গ কুলায় মুখে, কলরবে যায় সুখে
প্রবাসী আমোদে যেন নিজ দেশে চলেছে।
কভু উর্দ্ধ দেশে উঠে, কভু অধোমুখে ছুটে
আশার আসুরী সুরা পানে সব টলেছে॥
ধরাতলে সুশীতল, শ্যামল শাদ্বল দল,
নয়নের তৃপ্তিকর নবরূপ ধরেছে।
হেন মনে অনুমানি, সন্ধ্যার সঙ্কেত বাণী
শুনিয়া ধরণী বুঝি নীলবাস পরেছে॥
আনন্দেতে পুষ্প কুল, সাজি রাখি দেয়গুলি,
খুত পুলি উড়াইয়া গৃহ মুখে ধাইছে।
রাখাল ধরিয়া তান, গাইয়া সরল গান,
ধায় ধায় পথ পানে বেলা পানে চাইছে।
দিবা শেষে শিবাকুল, শুগালকুল সমাকুল,
আপনার পন্থা খুঁজি প্রান্তরেতে ভ্রমিছে।
মানুষের শব্দ পায়, অমনি লুকায়ে যায়?
নিকটয় ভক্তিভাবে প্রণোধোরে নমিছে।
বিষয়ের কলরব, ক্রমেতে বিলীন সব
মন্দমন্দ অন্ধকার বসুন্ধরা ঢাকিছে।
শুভ্র লতা সরোবর, লইয়া সুধাংশুকর
অনুরাগে অনুরাগ, করি অঙ্গে মাখিছে॥
নীরবে সন্ধ্যার গলে, তারাময় হার জ্বলে,
তটিনী সরসী জলে ছটা দিয়ে দুলিছে।
শ্রীভাময়ী বনবালা, যুথিকা মল্লিকামালা,
নীরবিলে আধ আধ মুখাধর খুলিছে।
বহীনীরে সারি সারি, তীরে তরী লয় করি,
নাবিকেরা শ্রম সারি সুখে গীত গাইছে।
প্রবাহের কলস্বনে, শান্তমুদ্রে সুপবনে।
নিশি সে সঙ্গীত সুধা দিগন্তরে যাইছে।
অয়ি শুভে সন্ধ্যাদেবি! তোমার করুণা সেবি,
কার না বিরাম সুখ শান্তধারে বহিছে?
এক মাত্র ধরাধামে, সন্তোষ তব সমাগমে,
শোকানলে দগ্ধে গব মনপ্রাণ দহিছে।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু
নবগ্রাম।

মহাশয়! ৺ পাঃ বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের মৃত ইনিস্পেক্টর সাহেব মহোদয় যৎকালে বর্ত্তমান নর্ম্মাল শ্রেণী স্থাপন করেন, তৎকালে উক্ত মহাত্মা জগদ্বিখ্যাত এডুকেশন পত্রিকায় বর্ত্তমান নর্ম্মাল শ্রেণী সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই "যে সকল ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তির সহিত প্রশংসা পত্রিকা লাভ করিবে তাহারা বর্ত্তমান নর্ম্মাল শ্রেণীতে পাঠ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, ৺ পাঃ বিভাগস্থ বিদ্যালয় সমূহের সর্ব্বপ্রকার বাঙ্গালা শিক্ষকতা পদ প্রাপ্ত হইবে।" বোধ করি ইহা মহাশয়ের ও মহাশয়ের পাঠকবৃন্দের অবগতি থাকিতে পারে।

শিক্ষকতা শিক্ষা প্রার্থী ছাত্রগণের এই প্রবণ সুখকর সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে ইং ১৮৭২ সালে বর্দ্ধমান জিলার যতগুলি ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলী প্রভৃতি নর্ম্মাল স্কুলে যাইবার উপযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা প্রায় সকলেই উক্ত নর্ম্মাল শ্রেণীতে যাইয়া ভর্ত্তি হইল। অধিকন্তু যাহারা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি না পাইয়া কেবল মাত্র প্রশংসা পত্রিকা পাইয়াছিল, তাহাদের মধ্যেও অনেকেই অচিরে অর্জ্জন স্পৃহাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আশয়ে মাস্টারী স্বীকার করিয়াও উক্ত নর্ম্মাল শ্রেণীতে পাঠার্থ প্রবৃত্ত হইল।

যদ্যপি সেই সুবিজ্ঞ প্রবর ইনস্পেক্টর মহোদয় জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্নেহের পাত্র বর্দ্ধমান এই অনাথিনী নর্ম্মাল শ্রেণীর প্রথম গর্ভোৎপন্ন সন্তানগণকে এতক্লেশভোগ করিতে হইত না। কিন্তু উক্ত নর্ম্মাল শ্রেণীর ছাত্রগণের দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহাদের পরীক্ষার পূর্ব্বেই কালের করাল কবলে পতিত হইয়াছিলেন।

যাহাহউক উক্ত নর্ম্মাল শ্রেণীর মৃত প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্য নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রযত্নে ছাত্রগণ পরীক্ষা দিয়া একটী ভিন্ন সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইহাদের আশা ভরসা সকলই উচ্ছেদ প্রায় বোধ হইতেছে। যেহেতু অদ্য দেড় বৎসর হইল ইহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তথাপি এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে ইহাদের প্রতি কোন কার্য্যের ভারার্পিত হইল না। অধিকন্তু ইহারা যে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইল, তাহার প্রশংসা পত্রিকা পর্য্যন্ত পাইল না। ইহার কারণ কি? বর্দ্ধমান নর্ম্মাল শ্রেণীর ছাত্রগণের কি শরীরে কোন সাধারণ চিহ্ন আছে? না, কৈ তাহাতো কিছু দেখিতে পাই না। তবে যখন ইহাদিগকে কোন স্থানে পরিচয় দিতে হইবে, তখন ইহারা কিরূপে পরিচয় দিবে? বাচনিক না, ডেপুটী ইনস্পেক্টর ও শিক্ষক মহাশয়দিগকে সাক্ষী মানিয়া? যাহা হউক পরিশেষে মৃত ইনস্পেক্টর মহোদয়ের পদাভিষিক্ত বর্ত্তমান ইনস্পেক্টর সাহেব মহোদয়ের নিকট আমাদের সবিনয়ে প্রার্থনা যে উক্ত নর্ম্মাল শ্রেণীর পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের প্রতি সদয় হইয়া মৃত সাহেব মহোদয়ের অকলঙ্ক নাম হইতে এই কলঙ্কটী মুছাইয়া দিউন।

একান্ত বশম্বদ।
জনৈক পাঠকস্য।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সালে ২৪ এ জুন

ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চোঁয়াসির নীচে মোহানায়	১৪	
তথা হইতে সুরপুর	১০	
তথা হইতে অম্বিপুর ১ মাইলের মধ্যে	৯	
অম্বিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৯	৭
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৮	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১০	৬

সন ১৮৭৪ সালের ২৯ এ জুন বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	১৩	৩

বহরমপুর ২৯ এ জুন ১৮৭৪ } ষ্টী, বেটী, সি, ই, প্রতিনিধি একজিকিউটীব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	গোয়াড়ি	১০
"	" নবকুমার চৌধুরী—মনীষাটী	১০
"	" দ্বারকানাথ গুহ—ময়মনসিংহ	১০
"	" ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্দ্ধমান	৫৷০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা, মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, বাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ ছয় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক বার বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গাড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ খ ভাগ। ৩৫ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্তনাং প্রকৃতিনিখিলাম পার্থিবঃ স্বরক্ষতী অসিমতী ন ধীরতাং।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫। টাকা
সন ১২৮১। ৫ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৭৪। ২০ এ জুলাই।
মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বাটী পরিবর্ত্তন।

আমরা মাণিকতলা ষ্ট্রীট ১৪৮ নং বাটী পরিত্যাগ করিয়াছি। বিগত ১৫ ই জ্যৈষ্ঠ আমাদের "নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র" শোভাবাজার রাজা কালীকৃষ্ণের লেন ৩০নং ভবনে উঠিয়া আসিয়াছে। সুতরাং অতঃপর যাঁহারা এই যন্ত্র সম্বন্ধে অথবা অন্য কোন প্রয়োজনানুরোধে আমাদের নিকট পত্রাদি পাঠাইতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা "কলিকাতা—শোভাবাজার— রাজা কালীকৃষ্ণের লেন নং ৩০" এই ঠিকানা দিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়
কলিকাতা— রাজা কালীকৃষ্ণের লেন নং ৩০
১ লা আষাঢ়,—১২৮১।

—০—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ঢেলে করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্গলন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ঢেলে করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট
বরণ এণ্ড কোং।

—০—

মন্ত্রাটত "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বানর্জ্জি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ
১৮৭৪ সাল
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

—০—

পুরুবিক্রম নাটক।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটোলডাঙ্গা পুস্তক বিক্রেতাদিগের নিকট ও ৫৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা, ডাকমাসুল দুই আনা।

—০—

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺দুর্গাদাস কর মহাশয়ের মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ঔষধ্যরত্নাবলী মূল্য ৮ ডাক মাসুল ।০ এবং তৎকৃত ডিজিজ্ বন্ধু মূল্য ২ ডাকমাসুল ৶০।

ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের এবষ্ট্রাক্ট মেটিরিয়া মেডিকা মূল্য ২ ডাক মাসুল ৶০ এবং তৎকৃত এনাটমি ছাপা হইতেছে। উহা শীঘ্রই আমার নিকট আসিবেক এবং অন্যান্য ডাক্তারি পুস্তক আমার নিকট পাওয়া যায়।

ক্ষেত্র বাবুর পুস্তকের পরিমিতি প্রক্রিয়া মূল্য ।০ ডাক মাসুল /০
যোগেশ বাবু প্রকাশিত স্বর্ণলতা ১
ডাক মাসুল ৶০।

ইজ্ বাকুবি এ কৃত কল্পতরু ১৲ ডাক মাসুল ৶০।

ক্যামিলি ষ্ট্রীট মেন্ট ১৷০।
কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহরেল
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—০—

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত ক্লিনিকাল মেডিসিন্ এণ্ড ক্লিনিকাল সার্জরি

	মূল্য—ডাকমাসুল।	
নোসিস্ অর্থাৎ রোগ বিচার	৬	৷৹
চিকিৎসা দর্পণ বাৎসরিক	৬	৹
ধাত্রী শিক্ষা	১	৶৹
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা	৷৹	/৹
সুইনাইন প্রয়োগ	/১০	/৹

মূল্য—ডাকমাসুল।

শরীর পালন	৷/৹	/৹

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত

প্রাক্টিস অব মেডিসিন	১৮	৸৹
এনাটমি	৪৷০	৷/
মাতৃশিক্ষা	১	৷০

ডাক্তার হরিনারায়ণ কৃত

বালচিকিৎসা	৫	৷৶৹

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা হিন্দুহরেল।

বিজ্ঞাপন।

এ সংবাদের শ্রীযুক্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনরলের অধীনস্থ কএকটী পোষ্ট আফিসে ০৫। ৫০ ব্যক্তিদিগের নামে জামিনি টাকা আমানত আছে, অদ্যাপি তাহা কাহাকেও ফেরত দেওয়া হয় নাই।

যাঁহারা জমা দিয়াছেন তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের ওয়ারিসেন ও উত্তরাধিকারিদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে এই বিজ্ঞাপনের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে তাঁহাদের পাওনার বিষয় শ্রীযুক্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনেরলের নিকট আবেদন করিবেন; তাহা না করিলে তাঁহাদের পাওনা টাকার স্বত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইবেন, এবং সেই টাকা গবর্ণমেণ্ট খাতে জমা দেওয়া যাইবে।

জামিনি টাকার ফর্দ্দ।

যে আফিসে জমা দেওয়া হইয়াছে।	যিনি জমা দিয়াছেন তাঁহার নাম ও কর্ম্ম			টাকা, আ, পা
বাঁকিপুর	বোলাকি লাল, পাটনা সিটি রিসিভিং হাউসের কেরাণি			২১ ০ ১৫
বীরভূম	জগবন্ধু মুখোপাধ্যায়		আমোদপুরের পেয়াদা	২৯ ৷৶ ০
ভাগলপুর	শ্যাম সের,		ডিলিভারি পেয়াদা	২২ ৸৶ ১০
বর্দ্ধমান	আমীরুদ্দীন,		টাঙ্গেলিং পোষ্ট আফিসের পেকারমেন	২৯ ৶০
কলিকাতা	সেক মেহোমেদ বক্স,		কলিকাতা পোষ্ট আফিসের সটার	২২ ৶ ১৫
ঐ	কাসিম উর্দ্দি	ঐ	পেয়াদা	২৯ ৷৶ ৫
ঐ	কাসিম হোসেন	ঐ	ঐ	২২ ৷৶ ৫
ঐ	মনির উর্দ্দি	ঐ	ঐ	২৯ ৷৶ ৫
ঐ	গোলাম আবদার	ঐ	সটার	২৭ ৷৶
ঐ	আমিন উদ্দিন	ঐ	ঐ	৩৪ ০ ১০
ঐ	কালীলাল ওমেদওমার	ঐ	পেয়াদা	২৮ ৸৶ ৫
গয়া	দিগিজয়চরণ পাল ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার			৪১ ৷৶ ৫
হুগলী	মনিলাল সিং		পেয়াদা	১১৭ ৶ ১৫
ঐ	সেক হুশণ,		ঘাটাল আফিসের পেয়াদা	১০২ ৷০ ৫
ঐ	জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়		সৌহাটি আফিসের কেরাণি	১০৫ ৷০ ১০
হাবড়া	লালা রমানন্দ নং ৩		ডিলিভারি পেয়াদা	২৯ ৷৶ ৫
মালদহ	জগচ্চন্দ্র ঘোষ			২০ ৷৶০
মুঙ্গের	খুদিরাম ভট্টাচার্য্য		মুঙ্গিরের পোষ্ট মাষ্টার	৭০ ৸৶ ১৫
মজিদবাঁ	তুরসি রায়,		সিগৌলি আফিসের ডিলিভারি পেয়াদা	৩২ ৷৶ ১০
নরসিংহ	চুবা সেক		সেরপুরের পেয়াদা	৪৮ ৶০
ঐ	নবকুমার চট্টোপাধ্যায়		মুক্তাগাছার ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার	১৬৮৶ ৫
ঐ	এম কাটাসু পাকুলার		ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার	৩৫ ৶০ ১৫
ঐ	আনন্দচন্দ্র ঘোষ		সেরপুরের ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার	১১৭ ৶ ০
ত্রিপুরা,	বনোয়ারি লাল দে,		হেড ওভারসিয়ার	১১৭ ৶ ০
পুরুলিয়া।	অমৃত বাহাদুর		গঞ্জের পেয়াদা	২৮ ৸৶ ০
ঐ	জহীর আলি,		পুরুলিয়া আফিসের মোহরার	২০৫৸৶ ১০
রঙ্গপুর	সরুপ উদ্দিন		ওভারসিয়ার	২৯ ৶ ৫
নরফরপুর	প্যারিমোহন ঘোষ,		দরজাদা আফিসের কেরাণি	১১৭ ৶

৭ ই জুলাই ১৮৭৪ } আফিসিএটিং পোষ্ট মাষ্টার জেনরল। বেঙ্গল

বিজ্ঞাপন।

মেলেরিয়া নাশক পুরিয়া

অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধ দ্বারা মেলেরিয়া জনিত প্লীহা যকৃত, পুরাতন বিষম সংক্রামক পালা জ্বর এবং অযথা কুইনাইন ব্যবহার ঘটিত জ্বর রোগাক্রান্ত বহু সংখ্যা লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ।০ আট আনা।

বিহারিলাল ঘোষ এণ্ড কোং
সুববরন্ মেডিকেল হল
ভবানীপুর কলিকাতা।

জেনুয়াকাস্থীর চিকিৎসাময়ের সব্ আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃত—

১। বালচিকিৎসা। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য মূল্য ৫ টাকার পরিবর্ত্তে ৩০ টাকা অবধারিত করা হইল। ডাকমাশুল ।৶।

২। ব্যবস্থামালা (ডাং শুড্ভিজ্, ট্যানার প্রভৃতির প্রেক্‌সপসান) মূল্য ১।০ ডাক মাশুল ৶০।

৩। গর্ভিনী বান্ধব—যন্ত্রস্থিত। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুহষ্টেল কলিকাতা।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণী সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ২০।২৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাহার মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয় কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইতাম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধি দিয়া সংখ্যা করিতে পারি না। এজন্য অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাশুল ৩৲ টাকা পাইলে রীতিমত ঔষধি পাঠাইব.

আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে দান ও অর্থ লওয়া যাইবেক।

১৯এ আষাঢ় ১২৮১ সাল
গোবোরডাঙ্গা
জেলা নদীয়া
শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন
ডাক্তার

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বঙ্গভাষায় এনাটমি বা শারীর বিদ্যা প্রথম খণ্ড জেনরেল এনাটমি সাধারণ শারীর বিদ্যা এবং অষ্টিওলজি বা অস্থি বিদ্যা উত্তম কাগজে উত্তম ছাপা এবং ১২০ খানা প্রতিমূর্ত্তি সহিত ৪৷৷০ মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল এইক্ষণে ক্রেতাদিগের সুবিধার জন্য ২ দুই টাকা মূল্য ও ডাক মাসুল ।০ আনা অবধারিত হইল আমার নিকট প্রাপ্তব্য—

কলিকাতা
২০ জুলাই
১৮৭৪।
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুস্কুলের নিকটবাজার

সোমপ্রকাশ।

৫ই শ্রাবণ সোমবার।

বাঙ্গালা দেশের উপরে জগদীশ্বরের যে কেমন কোপ হইয়াছে, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় এদেশটীকে পুনরায় অরণ্যময় করিবার তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে। সাংক্রামিক রোগে দেশটী হতশ্রী হইয়া গেল, অর্দ্ধেক লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইল, যাহারা জীবিত আছে, তাহারাও জীর্ণ শীর্ণ মৃতপ্রায় হইয়া আছে। ইহাতেও তাঁহার তৃপ্তি লাভ হইল না। তিনি আবার উপর্য্যুপরি দারুণ দুর্ভিক্ষ দ্বারানলে দেশটীকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। আজিও ১২৮০ সালের দুর্ভিক্ষ একোপ শান্ত হয় নাই, ইহার মধ্যে দ্বিতীয় দারুণতর দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হইতেছে। গতবারে ভূমির কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, কিছু কিছু শস্যও জন্মিয়াছিল, কিন্তু এবার মূলে আঘাত করিবার উপক্রম করিয়াছেন। শ্রাবণ মাস উপস্থিত, বৃষ্টির সহিত সাক্ষাৎ নাই। বোপণক্রিয়া বন্ধ হইয়াছে, বীজও ক্রমে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। বীজ মরিয়া গেলে উহার পর বৃষ্টি হইলেও চাস হইবার সম্ভাবনা নাই। দেশের সমুদায় লোকেই হতাশ ও নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। এবারে যে কিরূপে লোক রক্ষা হইবে আমরা ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। গত বৎসর কিছু কিছু শস্য জন্মিয়াছিল, তথাপি গবর্ণমেণ্টকে বিষম বিব্রত হইতে হইয়াছে, এবার ত শস্যের মূলেই আঘাত। এবারের এ বিপদ সামান্য নয়, গবর্ণমেণ্ট এই অবধি সসজ্জ হউন। গত বর্ষের দুর্ভিক্ষ কষ্ট নিবারণার্থ যে যে অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে তাহা বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছেন, আমাদিগের বিবেচনায় সে চেষ্টা হইতে বিরত হওয়া বিধেয়। সে চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া নূতন শস্য সংগ্রহের চেষ্টা করুন, অন্যথা প্রজা রক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে জমীদার দিগের কর্ত্তব্য।

যাঁহারা সমাজ মধ্যে সম্পত্তির সম বিভাগ ব্যবস্থা করিবার প্রয়াস পান তাঁহাদিগের মত যে ভ্রমপূর্ণ দুর্ভিক্ষ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। রাজ্য মধ্যে এক শ্রেণী ধনবান না থাকিলে কোন ক্রমে চলে না। সকলের যদি সমান অবস্থা হয়, দেশ সাধারণ বিপৎপাত হইলে সাহায্য করিবার লোক থাকে না। সুতরাং সেই বিপদ অতিশয় ভয়াবহ হইয়া উঠে। যাঁহারা বঙ্গ দেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিতে চান, তাঁহারাও ভ্রমের অনাবৃত নহেন। ঐ বন্দোবস্ত থাকাতে জমীদার নামে কতকগুলি ধনসম্পন্ন লোক বঙ্গদেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। ঐ দলের কতক গুলির মুর্খতা নিবন্ধন বিষয় বিশেষে বিলক্ষণ ঘুণা আছে বটে কিন্তু সময় বিশেষে ঐ দল হইতে বঙ্গদেশের সবিশেষ উপকার হইয়া থাকে। সাময়িক দুর্ভিক্ষ গুলি তাহার প্রমাণ। আমরা বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষকে উদাহরণ স্থলের গ্রহণ করিলাম। আমরা অনেক স্থলে জমীদারের সংবাদ পাইতেছি, স্বচক্ষেও অনেক দেখিয়াছি, এই দুর্ভিক্ষে প্রজার সাহায্য দানে বিমুখ এরূপ জমীদার বিরল। এক এক ব্যক্তির বদান্যতা বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে অন্তঃকরণ একান্ত পুলকিত হইয়া উঠে। মহারাণী স্বর্ণময়ী, আজিমগঞ্জের রায় ধনপতি সিংহ বাহাদুর, কেতমপুরের রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তি প্রভৃতির দান গুণগান সর্ব্বদা আমাদিগের শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে। ছোট বড় সকল জমীদারই যথানুসারে স্ব স্ব প্রজার কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন আমরা অদ্য মহারাণী স্বর্ণময়ীর দান বৃত্তান্ত পাঠকগণের গোচর করিতেছি, পাঠ করিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন এই দারুণ দুর্ভিক্ষের সময়ে জমীদার শ্রেণী হইতে প্রজার কিরূপ উপকার লাভ হইয়াছে। মহারাণী স্বর্ণময়ী নিজ বাসভূমি কাশিম বাজারে দরিদ্র লোকদিগকে প্রতিদিন ২৪। ২৫ মন চাউল বিতরণ করিতেছেন। দিবস বিশেষে ৭০। ৭৫ মণ করিয়াও বিতরণ করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার নিজ জমীদারিতে বিস্তর চাউল বিতরণ করা হইতেছে। পুষ্করিণী ও রাস্তা প্রভৃতিতে দরিদ্রদিগকে খাটাইয়া সাহায্যদান করা হইতেছে। এই জমীদার শ্রেণী যদি না থাকিত, গবর্ণমেণ্টকে অধিকতর বিব্রত হইতে হইত সন্দেহ নাই।

এস্থলে একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট

দাতৃগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ যে উপাধিদানের নিয়ম করিয়া ছেন, সেটী উত্তম হইয়াছে এবিষয়ে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। গবর্ণমেণ্ট উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ যে সমস্ত উপাধিদান করিতেছেন তাহার একটী সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আমরা দেখিতে পাই যিনি প্রজার হিতার্থ বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছেন তাঁহাকে যে উপাধি দেওয়া হইতেছে, সেই উপাধি আবার যিনি নিজ বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা দেশের উপকার সাধন করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতেছেন তাহাকেও দেওয়া হইতেছে। আবার ঐ উপাধি দ্বারা গবর্ণমেণ্টের হিতৈষী ব্যক্তিকেও অলঙ্কৃত করা হইতেছে। এক উপাধির সাধারণ বিনিয়োগ নিয়ম থাকাতে কেহ কেহ উপাধি পাইয়াও অসন্তুষ্ট হইতেছেন, কেহ বা যোগ্য হইয়াও উপাধি লাভে বঞ্চিত হইতেছেন, সময়ে সময়ে অযোগ্য ব্যক্তিরাও উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইতেছেন। অতএব একবিধ উপাধির সাধারণে দান নিয়ম না করিয়া যদি ক্রিয়া ও গুণ ভেদে উপাধি দান করা হয়, তাহা হইলে উপাধি দান প্রথা সমধিক ফলোপধায়িনী হইতে পারে। নির্দ্ধন পণ্ডিত ব্যক্তিকে রাজা উপাধি দান বিষম বিড়ম্বনা। তাঁহার নিমিত্ত পাণ্ডিত্য বোধক স্বতন্ত্র উপাধির সৃষ্টি করা উচিত। যাহার এশ্বর্য্য ভূসম্পত্তি ও দশজন প্রজা আছে, রাজা উপাধি দান তাহাতেই শোভমান হয়। রাজা বলিলেই সম্পত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে বুঝাইয়া যায়। নির্দ্ধন ব্যক্তিকে এই উপাধি উপহাসের হেতু হইয়া উঠে। অতএব আমাদিগের বক্তব্য এই যে সকল ব্যক্তি এই দুর্ভিক্ষ সময়ে অন্যান্য বদান্যতা প্রদর্শন করিতেছেন তাহাদিগকে রাজা উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হউক।

বিধবার একাদশী।

বঙ্গদেশীয়েরা যে অতিশয় বুদ্ধিমান সে বিষয়ে মত দ্বৈধ নাই। কিন্তু ধর্ম্ম সংক্রান্ত এক এক বিষয়ে ইহাঁরা যে প্রকার নির্ব্বোধের ন্যায় ব্যবহার করেন, তাহা দেখিয়া অন্য অন্য প্রদেশের লোক দিগকে ইহাদিগের অপেক্ষা অনেক সুবোধ বলিয়া বোধ হয়। বিধবার একাদশী ব্রতই উদাহরণ স্বরূপ গৃহীত হইল। বঙ্গদেশে একাদশীদিনে যদি বিধবার মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত হয়, তথাপি তাহার মুখে জলগণ্ডূষ দান করা হয় না। পীড়ার সময়ে আত্যন্তিক পিপাসা হইলে জলপান ব্যতিরেকে অসময়ে প্রাণ বিয়োগের অসম্ভাবনা নয়। বঙ্গদেশীয়েরা বরং সেই অপঘাত মৃত্যু স্বীকার করেন, তথাপি মুখে জলবিন্দু দান করেন না। কিন্তু উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশের এরূপ ব্যবহার নয়, তত্তৎ প্রদেশে বিধবার অনুকল্প বিধি প্রচলিত আছে। তত্রত্য বিধবারা একাদশী তিথিতে ফল মূলাদি ভক্ষণ করেন। তাহাতে তাঁহাদিগের ব্রতভঙ্গ হয় না। শাস্ত্রকারেরাও ফলমূলাদিকে অব্রতত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যুক্তি ধরিয়া বিবেচনা করিলেও একাদশীতে বিধবার মুখে জলগণ্ডূষ দান নিষেধ শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা বিধবার ইন্দ্রিয় দমনার্থই কঠোর ব্রহ্মচর্য্যবিধি করিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রাণবধ করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য নয়।

যে কারণে এ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে তাহা এই, পুটিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ "একাদশী ব্যবস্থা" নাম দিয়া এক খানি ক্ষুদ্রগ্রন্থ প্রচার করিয়া বিধবার অনুকল্প বিধি শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যে সমস্ত প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, আমরা তাহা অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিলাম, বিদ্যাবাগীশ প্রণীত ব্যবস্থাটী শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়ের অনুসারিণী হইয়াছে।

এস্থলে আমাদিগের একটী বক্তব্য উপস্থিত হইল, ভারতবর্ষে কেবল গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা এ সকল বিষয়ে অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই। আপন আপন গৃহে ঐ সকল বিষয়ের প্রবর্ত্তন চেষ্টা আবশ্যক। যদি সমাজের শিরোভূত ব্যক্তিরা নিজ নিজ গৃহে ঐ সকল বিষয়ের প্রবর্ত্তন করেন, ক্রমে উহা প্রচলিত হইয়া উঠে। আমাদিগের সমাজের একটী মহৎ গুণ আছে। সমাজের লোকেরা কোন বিষয়ের নূতন প্রবর্ত্তন চেষ্টা দেখিলে প্রথমতঃ খড়্গহস্ত হন, কিন্তু প্রবর্ত্তনকারী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে শেষে সেই খড়্গ তাঁহাদিগের হস্ত হইতে পতিত হয়। তখন আর তাঁহাদিগের শত্রুতা থাকে না, তাঁহারা পরম মিত্র হইয়া উঠেন। বুদ্ধ দেবই ইহার নিদর্শন বৌদ্ধধর্ম্মের যখন প্রথম প্রাদুর্ভাব হয়, তখন হিন্দুরা শত্রুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। শেষে উহারাই আবার বুদ্ধকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এটী কি বিচিত্রের কার্য্য নয়?

আপীল বিল সম্বন্ধে আরও
দুটী কথা।

নূতন আপীল সম্বন্ধে আমাদের আরও কিছু বক্তব্য আছে। এই আইন প্রচলিত হইলে কিকি উপকার হইবার সম্ভাবনা এবং এই আইন প্রচলিত করিতে হইলে নিম্ন আদালতের কিরূপ উন্নতি করা আবশ্যক তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইলে কিরূপ অবিচার সংঘটন হইবার সম্ভাবনা তাহার আরও দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে। আমরা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি লোকের মকদ্দমা প্রিয়তা দূর করিবার চেষ্টা করা যেরূপ কর্ত্তব্য সকল বিষয়ে সুবিচার হইল কি না সবল ও ধনবানদিগের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বল ও নির্ধনদিগের সম্যক রক্ষা হইল কি না তাহার তত্ত্বাবধান করাও সেইরূপ কর্ত্তব্য। আদালতে মোকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস করিবার অনেক উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে বটে কিন্তু তাহাতে লোকের অবিচার ও কষ্ট বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ষ্ট্যাম্পের মূল্য আরও কিছু বর্দ্ধিত করিলে আদালত অনেক লোকের অগম্য হয়; কিন্তু সেপ্রকারে লোকদিগকে নিরস্ত করায় অবিচার জনিত কষ্ট বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য লাভ দেখা যায় না। পূর্ব্বে এত আদালতের প্রাদুর্ভাব ছিল না। গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা একত্র হইয়া বিবাদের মীমাংসা করিতেন। তাঁহারা উভয় পক্ষের অবস্থা ও চরিত্র জানিতেন এবং উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট করিবার উপায়ও জানিতেন; সুতরাং ভয় প্রদর্শন কিম্বা অনুরোধ উপরোধ দ্বারা বাদী প্রতিবাদীর মনস্তুষ্টি সাধন করিতেন। এক্ষণে লোকে কথায় কথায় আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। আদালত ভিন্ন বিবাদ মীমাংসার স্থানও নাই। যে সকল মকদ্দমার আপীল নিষিদ্ধ হইবে সে সকল স্থলে অবিচার হইলে তাহার মীমাংসার স্থান কোথায়? বিশেষতঃ এক্ষণে হাইকোর্টে আপীল হইবার সম্ভাবনা থাকাতে নিম্নতন আদালতের বিচারপতিরা সতর্ক হইয়া বিচার করিয়া থাকেন; পাছে তিরস্কৃত হইতে হয় পাছে তাঁহাদের রায়ের কোন দোষ প্রকাশ হয় এই ভয়ে যথা সাধ্য সুবিচার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সে ভয় দূর হইলে সে সতর্কতাও চলিয়া যাইবে। যে সকল মোকদ্দমার আপীল চলিবে না তাঁহারা সচরাচর সে সকল মকদ্দমার সুবিচার বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিবেন। এই জন্য জেম্‌স মিল বলিয়াছিলেন যে আদালতে যদি মকদ্দমার সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে বরং সুবৃত্তি খেলিয়া মোকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস করা উচিত। তাহা হইলে কোন্ মোকদ্দমা গৃহীত ও কোন্ মোকদ্দমা পরিত্যক্ত হইবে জানা না থাকাতে নিম্নতন আদালতের বিচারপতিদিগেরও ভয় থাকে। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে এপ্রকার উপায় প্রকৃষ্ট উপায় নয়, কারণ তদ্দ্বারা হয় ত অত্যাবশ্যক অনেক বিষয় পরিত্যক্ত হইবে এবং অনাবশ্যক ও যৎসামান্য অনেক মকদ্দমা গৃহীত হইবে। এই জন্য নিম্ন আদালতের বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও বিশেষ উন্নতি সাধন করা নিতান্ত আবশ্যক।

দ্বিতীয় কথা এই, দুই শত টাকার অধিক টাকার কোন মকদ্দমার আপীল চলিবে না এরূপ নিয়ম করিলে কোন কোন স্থানে অবিচার ঘটনার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ যদি কোন মকদ্দমার মূল্য ২০০ শত টাকার অধিক না হয় আর সেই মকদ্দমায় কোন গুরুতর এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তাহার মীমাংসা করা আবশ্যক বোধ হয় সে স্থলে কর্ত্তব্য কি?

দ্বিতীয়তঃ নিম্নতন দেওয়ানি আদালতে সচরাচর যে সকল মকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার মধ্যে জমিদার ও প্রজা ঘটিত মকদ্দমাই অধিক জমিদারদিগকে প্রতিবৎসর বাকি খাজনার নালিশ করিয়া খাজনা আদায় করিতে হয়। সেই সকল মকদ্দমার মধ্যে দুইশত টাকার অধিক মূল্যের মকদ্দমা অতি অল্পই থাকে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নিয়ম প্রচলিত হইলে তাঁহাদের অধিকাংশ মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার বন্ধ হইয়া যাইবে। অতএব কোন্ মকদ্দমা গ্রহণের যোগ্য এবং কোনটী অযোগ্য প্রধানতম বিচারালয়ের হস্তে তাহার বিচার করিবার ভার দেওয়াই উচিত।

বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের উপর লোকের এত অশ্রদ্ধা কেন?

সাধারণ এই শব্দ ও ব্যক্তি বিশেষ এই শব্দ এ দুইটীর অর্থগত বহু অন্তর আছে। যদিও ব্যক্তির সমষ্টির নাম সাধারণ তথাপি একের সম্বন্ধে যে কথা বলা সঙ্গত ও সত্য হয় অপরের পক্ষে তাহা সঙ্গত নহে। বুদ্ধিমান মাত্রেই এই প্রভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অনেক সম্পাদক এ প্রভেদ বুঝিতে পারেন না কিম্বা বুঝিয়াও স্বীকার করা আবশ্যক মনে করেন না। সাধারণ ভাবে কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ হইলে তাঁহারা হয় ত ব্যক্তিবিশেষকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ করেন, আবার হয় ত ব্যক্তি বিশেষের কোন কার্য্যের প্রসঙ্গ হইলে সাধারণকে সেখানে আনিয়া ফেলেন। এ প্রকার দোষ বুদ্ধিমান লোক মাত্রেরই পক্ষে দূষণীয়, বিশেষতঃ সম্পাদকদিগের এই প্রকার দোষ অতিশয় দূষ্য। বলিতে কি এই দোষেই অধিকাংশ বাঙ্গালাসংবাদ পত্র দূষিত হইয়া আছে। প্রতিকূল যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করাই তন্ত্রের কার্য্য তন্ত্র কেন মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য; বিপক্ষের যুক্তির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া তাঁহার চরিত্রের কোন গূঢ় কথা বা ত্রুটীর বিষয় প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে লোকের নিকট অপদস্থ করিবার চেষ্টা করা অতন্ত্র ও অমানুষের কার্য্য, কিন্তু কত সম্পাদক এই প্রকার অমানুষ

আচরণ করিয়া থাকেন!! তাঁহারা ক্রোধে অধীর হইয়া বিপক্ষের সদর মফস্বল বাড়িতে পারেন না। যে সকল কথা প্রকৃত প্রস্তাবের সহিত কোন সম্পর্ক নাই তাহা সাধারণের গোচর করিবার জন্য অগ্রসর হন এবং হৃদয়স্থিত গরল বমন করিয়া আপন আপন পত্র ভদ্র রুচির অস্পৃশ্য করিয়া ফেলেন। আমরা সম্পাদক বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি না। মনে কর অমৃত বাজার পত্রিকা বলিলেন যে উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি লোকের বিদ্বেষ জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছেন।" এই কথার উত্তরে যদি উন্নতি শীল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তির কথা উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করা যায় যে হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের প্রতি ব্রাহ্মদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, তাহা হইলে প্রকৃত উত্তর হয়। কিন্তু সুলভ সমাচার তাহা না করিয়া লিখিয়া বসিলেন যে অমৃত বাজারের সম্পাদক গোপনে বরাহ বংশ ও কুক্কুট বংশ নির্ব্বংশ করিয়া থাকেন এবং স্বীয় পিতৃ কন্যার অহিন্দুমতে বিবাহ দিয়াছেন। মনে কর ইণ্ডিয়ান মিরর লিখিলেন যে কাম্বেল সাহেব অকপটে এদেশীয়দিগের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন। কাম্বেল সাহেবের অনুষ্ঠিত কতকগুলি অকল্যাণকর কার্য্যের উদাহরণ ধরিয়া দিলেই ইহার প্রকৃত উত্তর হয়, কিন্তু অমৃতবাজার লিখিলেন যে কাম্বেল সাহেব কেশব বাবুর শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে ২০০০ টাকা দিয়াছেন সেই জন্যই মিরর এত ভক্ত হইয়াছেন।

মনে কর সোমপ্রকাশ বলিলেন যে সুপ্রীমকোর্টের মকদ্দমার বিচার না হইতে দোষবরে সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগের কোন কথা বলা উচিত নয় অমনি সাপ্তাহিক সমাচার সোমপ্রকাশ সম্পাদক ইহা করিয়াছেন তাহা করিয়াছেন বলিয়া কতকগুলি অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিয়া বসিলেন। আমরা সকলেই অম্পাধিক এই দোষে দোষী। কাহার দোষ দিব। কিন্তু এদোষ দূর না হইলে যে আমাদের পত্র গুলি ভদ্র লোকদিগের পাঠের উপযুক্ত হইবে না তাহাতে আর সন্দেহ নাই দেশের লোকে আমাদের অত্যন্ত অনাদর করেন বলিয়া দুঃখ করিয়া থাকি কিন্তু কি দেখিয়া আদর করিবেন? ইংলণ্ডের যত বুদ্ধিমান ও বিদ্বান লোক, তাঁহারাই সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও লেখক হইয়া থাকেন। মেইন সাহেব ফিকেন সাহেব প্রভৃতি এক একজন সংবাদ পত্রের লেখক রূপে পরিচিত। এরূপ স্থলে সংবাদ পত্রের গৌরব হইবে না কেন? আমাদের দেশে যাহাদের অন্য কোন কর্ম্ম জুটে না, ভাল চাকরির উপযুক্ত বিদ্যা বুদ্ধি নাই, লোকের নিকট প্রতিপত্তি লাভের উপায়ান্তর নাই, তাহারাই প্রায় সংবাদ পত্রের সম্পাদক হইয়া থাকেন। তবে আর কিরূপে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের গৌরব বৃদ্ধি হইবে? দেশীয় সংবাদ পত্র প্রশংসনীয় এবং ভদ্র রুচির গ্রাহ্য হইতে এখনও অনেক দিন লাগিবে

—:০:—

আমাদের ষ্টেটসেক্রেটারির একটী অবৈধ কার্য্য।

সকলেই আমাদের বর্ত্তমান ষ্টেটসেক্রেটারির প্রশংসা করিয়া থাকেন। দক্ষ বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি আছে। ডিউক অব আর্গাইল যে দক্ষতা সম্বন্ধে হীন ছিলেন তাহা নহে। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত অলস তিনি যে কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন এবং যে জন্য বেতন পাইতেন তাহারই পরিদর্শন করিবার সময় হইত না। লর্ড শ্যালিসবরি পরিশ্রমী ও কার্য্য দক্ষ লোক শুনিয়া আমাদের আশা হইয়াছিল যে তাঁহার হস্তে ভারতবর্ষের অনেক কল্যাণ হইবে। কিন্তু তিনি ইতি মধ্যে আপনার কার্য্য দক্ষতার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমাদের আশা দূরে থাকুক মনে শঙ্কার উদয় হইতেছে। পাঠকগণ শুনিয়াছেন যে তিনি সম্প্রতি পার্লেমেণ্টে এক খানি বিল উপস্থিত করিয়াছেন, গবর্ণর জেনেরলের সভাতে একজন অতিরিক্ত মন্ত্রী নিযুক্ত করা সেই বিলের লক্ষ্য। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে যাঁহার যাহা বক্তব্য সকলেই প্রায় বলিয়াছেন। লর্ড শ্যালিসবরির উদ্দেশ্য যে মন্দ তাহা কেহ স্বীকার করিবেন? হয় ত এই উপায়ে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের অপব্যয় কাহার অগোচর আছে? এই বিভাগের জন্য কেহ দায়ী নয় সুতরাং ইহার অপব্যয় নিবারণে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না। ভূতের শ্রাদ্ধ ভূতেই করে। লর্ড শ্যালিসবরি বলেন যদি একজন দক্ষ ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে এই বিভাগের তত্ত্বাবধারক রূপে নিযুক্ত করা হয় এবং এবিভাগের অপব্যয় কিম্বা অন্যায় আচরণ প্রভৃতির জন্য তাঁহাকে দায়ী করা যায় তাহা হইলে এ বিভাগের অনেক শাসন হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি রাজস্ব বিভাগের উল্লেখ করেন। মহারাণী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে রাজ্যভার যখন স্বীয় হস্তে গ্রহণ করেন তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ঋণভারে পীড়িত ছিলেন কিন্তু একজন স্বতন্ত্র রাজস্ব মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়া অবধি ক্রমেই আয় ব্যয়ের সমতা হইয়া আসিতেছে। উইলসন লেণ্ড্ ট্রেবিলিয়ান প্রভৃতি এক একজন হইতে এসম্বন্ধে উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়াছে বিবেচনা

করিলে সহজে এই আশা জন্মে যে অপর বিভাগও সেইরূপ ফল লাভ সম্ভাবনা আছে। লাভ শ্যালিসবরির এ মনোরথ পূর্ণ হওয়া অসম্ভাবিত নয়। তবে একজন সুদক্ষ লোক নিযুক্ত হইলে এবিভাগের অপব্যয়ের বাস্তবিক নিবারণ হইতে পারে। কিন্তু ষ্টেটসেক্রেটারি যেরূপ স্বেচ্ছাচারির ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ রূপে দূষণীয়। আমরা দক্ষতা ভাল বাসি কিন্তু এরূপ দক্ষতা অনেক সময় অনর্থের কারণ হয়। বিশেষতঃ লর্ড নর্থব্রুকের ন্যায় বিজ্ঞ এবং সুধীর ব্যক্তি যখন ইহাতে আপত্তি করিয়াছেন, তখন এবিষয়ে বিশেষ পরামর্শ করিয়া কার্য্য করা উচিত ছিল কিন্তু লর্ড শ্যালিসবরি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি কাহারও সহিত পরামর্শ করেন নাই। ইহা কাহার সাধ্যে যে এরূপ আদর্শ শাসনকর্ত্তার কার্য্যে এ প্রণালী সকলের প্রিয় নহে। উক্ত বিল লাটদিগের সভায় অনুমোদন লাভ করিয়া কমন্সদিগের সভাতে অর্পিত হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় কমেট সাহেব সেখানে উহার বিচার স্থগিত রাখিয়া এবিষয়ে লর্ড নর্থব্রুকের আপত্তির কারণ কি তাহা জানিবার চেষ্টা করিবেন। ফলে যেরূপ দাঁড়ায় পরে জানা যাইবে। ইতিবসরে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। লাট শ্যালিসবরি বলেন পব্লিক ওয়ার্কের জন্য একজন স্বতন্ত্র মন্ত্রী নিযুক্ত হইলে অপব্যয় নিবারণ হইবে। অপব্যয় নিবারণ হইবে কি বর্দ্ধিত হইবে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না। পব্লিকওয়ার্কের শ্রীবৃদ্ধিতে প্রশংসা আছে। যাঁহার হস্তে সমুদায় পব্লিকওয়ার্কের ভার ন্যস্ত হইবে তাঁহার সহজেই সেই সুখ্যাতি লইতে ইচ্ছা হইতে পারে। এইরূপে প্রত্যেক মন্ত্রীই নিজ নিজ মন্ত্রণের মধ্যে এক একটী কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করিবেন তাহাতে এবি ভাগের ব্যয় বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা। ক্রমে রাজস্বের যেরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইতেছে তাহাতে এরূপে ব্যয় বৃদ্ধি করা যুক্তি সঙ্গত হয় না। এরূপে ব্যয় বৃদ্ধি না করিয়া অন্য উপায়ে যদি পব্লিক ওয়ার্ক বিভাগের অপব্যয় নিবারণের পন্থা হয় তদবলম্বনই শ্রেয়ঃকল্প। এতদ্ভিন্ন আমাদের বক্তব্য এই যে এবিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়া এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করা উচিত।

—:০:—

নূতন পুস্তক।

পূর্ণমাসী অষ্টম সংখ্যা। এই পত্র প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ইহাতে সম্পাদকের নাম নাই। এই সংখ্যাতে পার্থিব বৈকুণ্ঠ, সঙ্ক্ষিপুরাণ, মহালয়া, পূর্ণশশী, অশোক কাননে জানকীর প্রতি দশানন ও নাটকাভিনয় এই কয়টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। কাশ্মীর রাজ্যকে পার্থিব বৈকুণ্ঠ নামে অভিহিত করিয়া তাহার প্রাচীন বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে। লেখক রাজতরঙ্গিণী অবলম্বন করিয়া বোধ হয় এই প্রস্তাবটী সঙ্কলন করিয়াছেন। এই পত্রখানিতে বিজ্ঞান কিম্বা অন্য কোন বিষয়ের কথা অধিক নাই পুরাণ এবং ইতিহাস সম্বন্ধীয় কথাই অধিক। কবিতাটী বিশেষ মনোজ্ঞ বোধ হইল না। যাহা হউক পত্র খানির রচনা সুললিত এবং সুন্দর, বর্ণনা গুলি সরসও বটে।

চল সঙ্গীত প্রথম খণ্ড। ৺ মধুসূদন কিন্নর বিরচিত। আমরা কয়েকদিন এই পুস্তক খানি পাইয়াছি, কিন্তু এতদিন সমালোচনা করিতে পারি নাই অপরের বিরচিত কাব্য প্রকাশ করাতে প্রকাশকের প্রশংসা বা নিন্দার বিষয় অতি অল্পই আছে সে পুস্তকের সমালোচনা করিতে গেলে প্রকৃত লেখকের দোষ গুণের বিচার করিতে হয়। মধুকান আমাদের দেশে অপরিচিত লোক নন। এই ব্যক্তির কৃত সঙ্গীত প্রায় আবাল বৃদ্ধ যুবা সকলের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা স্বকর্ণে মধুসূদনের গান শুনিয়াছি। লোকটী বাস্তবিক কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন ছিলেন। প্রকাশক যদি এই সঙ্গে মধুসূদন কবির একটী জীবনচরিত দিতে পারিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। এরূপ লোকের জীবনচরিত অনেকের পক্ষে দৃষ্টান্ত স্থল। অতি হীন অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজের শক্তিতে যাহারা ধন মান উপার্জ্জন করিয়া সুখ্যাতি লাভ করে তাহাদের জীবনচরিত পাঠ করিলে অনেক উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে।

—:০:—

প্রাপ্ত।

বারাণসীর বৃত্তান্ত।

যে সংস্কৃত পূর্ব্বে মহাসাগরের উচ্ছলিত বারিপুরের ন্যায় ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা এখন ক্রমে সংকুচিত হইয়া কাশী মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সংস্কৃতের যে কিছু চর্চ্চা আছে, কাশীতেই আছে। এখানে ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার ও দর্শনাদি সমুদায় শাস্ত্রেরই সবিশেষ অনুশীলন হয়, কেবল ন্যায় শাস্ত্রের তাদৃশ চর্চ্চা নাই। এস্থানে সংস্কৃতের অধিকতর অনুশীলন থাকিবার বিশেষ কারণ এই, যেখানে যত ভাল পণ্ডিত আছেন, বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদিগের অধিকাংশই কাশীকে মুক্তি ক্ষেত্র স্থির করিয়া এখানে বাস করেন। তাঁহারা যত দিন জীবিত থাকেন, সংস্কৃতের অনুশীলনেই কালাতিপাত করেন। তদ্ভিন্ন এখানে অনেক সুপণ্ডিত সভা আছেন। তাঁহাদিগের আর অন্য কর্ম্ম নাই তাঁহারা কেবল অধ্যাপনায় আমোদেই কাল ক্ষেপণ করেন। গবর্ণমেণ্টেরও এখানে সংস্কৃত বিষয়ে বিলক্ষণ উৎসাহ দৃষ্ট হয়। কাশীর কালেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক কয়েক জন ভাল লোক আছেন।

কাশীতে ইংরাজী শিক্ষারও সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে। অনেক গুলি ইংরাজী স্কুল হইয়াছে। তন্মধ্যে কাশীর

কালেজই প্রধান। এই কালেজে সংস্কৃত শিক্ষার একটী স্বতন্ত্র বিভাগ, ইংরাজী শিক্ষার একটী স্বতন্ত্র ও ইংরাজী সংস্কৃতের স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। কাশীর কালেজের প্রতি আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের যে অধিক যত্ন অনুরাগ ও যত্ন আছে, তাহা কাশীর বাটী ও তৎসংলগ্ন উদ্যানটীর আকার সৌষ্ঠব দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। বাটী ও বাগান উভয়ই দেখিতে অতি সুন্দর।

এখানে অন্য অন্য প্রকার উন্নতির লক্ষণও লক্ষিত হইয়া থাকে। ৪ টী মুদ্রা যন্ত্র ও ৩০। ৩৫ টী লিথোগ্রাফি যন্ত্র হইয়াছে। তাহাতে নানাবিধ সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। বাবু হরিশ্চন্দ্র তিন খানি সাময়িক পত্র প্রচার করিয়া থাকেন। এক খানির নাম কবিবচন সুধা। এখানি সাপ্তাহিক পত্র। দ্বিতীয় হরিশ্চন্দ্রের মাগাজিন। এখানি মাসিক পত্র, ইহাতে নানা বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। আর এক খানির নাম বালাবোধিনী। স্ত্রীলোকদিগের উপকারার্থ এখানির সৃষ্টি হইয়াছে। সাধারণের হিতকার্য্যে হিন্দুস্থানীদিগের যত্ন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল এক বাবু হরিশ্চন্দ্রের এ সকল বিষয়ে সমধিক উৎসাহ ও যত্ন দৃষ্ট হয়। তাঁহার একটী নিজের বিদ্যালয় আছে।

কাশীর উন্নতিদর্শক যে সমস্ত পদার্থ আছে, মানমন্দিরটী তাহার অন্যতম। এটী মানরাজার কীর্ত্তিস্তম্ভ। এখানে খগোল বিদ্যার পরিচয় হইবার উপায় কল্পিত আছে। বাটীটী দশাশ্বমেধঘাটের নিকট গঙ্গার নিকটেই নির্ম্মিত। এটী কাশীর অন্য অন্য বাড়ীর ন্যায় নয়, দেখিতে অতি সুন্দর।

বাঙ্গলাদেশের আচার ব্যবহারের সহিত এখানকার আচার ব্যবহারের বহু বৈলক্ষণ্য আছে। মুসলমান সংসর্গ প্রভৃতি নানা ঘটনা এই বৈলক্ষণ্যের কারণ। হিন্দুস্থানীরেরা পরস্পর দেখা হইলে "বন্দকী" বলিয়া পরস্পরকে সেলাম করে। হিন্দুস্থানীর রমণীগণের বহু অংশে স্বাধীনতা আছে। তাঁহারা ইচ্ছামত যেথা সেথা গমনাগমন করিয়া থাকেন। অনেকের সঙ্গে কেহ থাকে না। অন্যত্র মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত অধিক। এখানে অসংখ্য দেবালয় থাকাতে ঐ স্বাধীনতার অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছে। হিন্দুস্থানীয় ব্রাহ্মণ মদ্যে আজিও মদ্য প্রবেশ করে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা মৎস্য মাংস আহার করেন না। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের একটী চমৎকার ব্যবহার দেখা গেল তাঁহারা বঙ্গবাসিদিগকে মৎস্য ভোজী বলিয়া স্পর্শ করিতেও ঘৃণা করেন, কিন্তু পলাণ্ডুর শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। উহাদিগের আর একটী চমৎকার ব্যবহার আছে। বিবাহকালে স্ত্রীলে কেরা ওপুরুষের ন্যায় বরযাত্রী হইয়া থাকেন। যাঁহার যেমন মর্য্যাদা কন্যার পিতার নিকটে তিনি তেমনি বিদায় পান।

হিন্দুস্থানীয় স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ অতিসুন্দর। অঙ্গে আবরণ ও সৌন্দর্য্য সম্পাদন পরিচ্ছদ পরিধানের যে দুটী প্রধান উদ্দেশ্য, ইহার দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইয়া থাকে। শাটীগুলি ১২। ১৩ হাত লম্বা। শাটী পরিবার সময়ে সম্মুখে কোঁচার মত কতক থাকে, অপর অংশ বেড় দিয়া গায়ে দেওয়া হয়। গায়ে এক একটী জামা থাকে। জামার হাতা সম্পূর্ণ থাকে না। তাহার উপরে ওড়না দেওয়া হয় তাহা বাঙ্গালা স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ দেখিতে অতি সুন্দর। অনেকে ঘাঘরাও পরিয়া থাকে। মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ এরূপ নয়। তাঁহারা পুরুষের ন্যায় কোঁচা কাছা দিয়া কাপড় পরেন। তাহা ভাল দেখায় না। এখন অনেকে বঙ্গদেশীয় রমণীগণের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনে চেষ্টাবান হইয়াছেন। নানা জন নানাপ্রকার কল্পনা করিতেছেন। আমার বিবেচনায় হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ গ্রহণ কর্ত্তব্য।

বিবিধ সংবাদ

৩০ এ আষাঢ় সোমবার।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত ৮ ই জুলাইর বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনটী সাধারণের গোচর করিতেছি:—

গঙ্গাস্থ যে সকল ছুঁতী অতি গভীর-মাঝিরা তথায় পাণী ও নৌকা মন্দ করিয়া রাখে, ঐ স্থান দিয়া জাহাজ গমনাগমন করাতে অনিষ্ট ঘটনার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, সম্প্রতি কয়েকটী দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, এই অনিষ্ট নিবারণার্থ মাঝিদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে, তাহারা যেন অতঃপর ঐ সকল ছুঁতিতে নৌকাদি মন্দ করিয়া না রাখে। মাঝিরা যদি ঐ সকল গভীর ছুঁতিতে নৌকা রাখে তন্নিমিত্ত তাহারাই দায়ী থাকিবে, যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে সে দোষ সম্পূর্ণ তাহাদের, অন্য কেহ তন্নিমিত্ত দোষী হইবে না।

ফরপাই হইতে একব্যক্তি লিখিয়াছেন "আমাদিগের দেশেসম্পূর্ণরূপে শস্যোৎপাদনের একটি মুমহৎ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে তজ্জন্যই সাধারণের এসময় কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে। এখানকার প্রায় আট মাইল অন্তর ছত্রগঞ্জের নিকট পোলাশ্ চাবস্থিত ঘাটে শিলাবতী নদীর বাঁধ ভগ্ন হইয়া বহুকাল হইতে খোলা থাকাতে সামান্য নদী বেগেই সাধারণের বহুপরিশ্রমোপার্জ্জিত শস্য ও ওষধি সকল একবারে নষ্ট হইয়া প্রতিবৎসরেই প্রায় তিন চার বার করিয়া পচিয়া নষ্ট হইতেছে। এ অবস্থায় যদি ঐ শিলাবতী হইতে একটি খাল খনন করা হয় এবং বামারিয়া প্রভৃতি উচ্চ ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত করিয়া হুড়-হুড়া নামক নদীর সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে ঐ জল প্লাবনের অনেকাংশে লাঘব ও উচ্চভূমির শস্যোৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হয়। আর একটি খাল ঘাঁটাল হইতে কাশীগঞ্জের মাঠ হইয়া যদি চন্দ্রকোণা পর্য্যন্ত করা হয় তাহা হইলে ঐ জল প্লাবনের আশঙ্কায় অনেক নিবারণ ও বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানি রপ্তানির বিশেষ সুবিধা ও উচ্চভূমির জলকষ্টের নিবারণ হইতে পারে এবং উপস্থিত দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিগণের জীবিকা নির্ব্বাহের একটি প্রধান অবলম্বন হয়। এ বিষয়ে বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের কৃপা না হইলে দুঃখী প্রজাগণের শস্যোৎ

পাদরের ও হাজা শুকা নিবারণের উপায় নাই।

হাইকোর্টের এটর্ণিরা মকদ্দমার দালাল দিগকে লইয়া বড় বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহাদের যে কিছু লাভ তাহা নিতাগা পায় না, দালাল দিগকে কিছু কিছু কমিশন দিতে হয়। যাহাতে একটী আইন হইয়া এই প্রথার নিবারণ হয় তদ্বিষয়ে প্রধানতম বিচারপতির সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহারা তাঁহার নিকট আবেদন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। আমরা ত এনিমিত্ত কোন আইন সৃষ্টির প্রয়োজন দেখি না। এটর্ণিরা মনে করিলে নিজেই ইহার নিবারণ করিতে পারেন।

বঙ্গদেশে চারিবারের অধিকের বিক্রয়ে এবং দালওয়ার অধিকেনের তিন মাসের শুল্কে ১৭৮৩৭০ টাকা উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশের অধিকেনে ৮৬৭২৩০ এবং দালওয়ার অধিকেনে ৯১৫৮৪০ টাকা হইয়াছে।

লণ্ডন হইতে একব্যক্তি ইংলিশম্যানে লিখিয়াছেন, গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলে পবলিকওয়ার্কের জন্য যে একজন নূতন সভ্য নিয়োগের কথা হয় লাড শালিসবরি সার রিচাড ঈডিকে সেই পদ দিবার জন্য পার্লিয়ামেণ্টের মত করিবার চেষ্টায় আছেন।

মান্দ্রাজ মেইল বলেন, কাগজ প্রস্তুত করিবার আর একটী নূতন পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে আক মাডিয়া রস বাহির করিয়া লইলে পর যে আখের খোয়া থাকে তাহাতে উত্তম কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। এক্ষণে কাগজ প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হয়, এ উপায়ে উহার তৃতীয়াংশ ব্যয়ে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে।

গত কয়েক মাসের মধ্যে আলীপুরের দেওয়ানী আদালতে মকদ্দমার সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। এক্ষণে আলীপুরে ৭ টী আদালত আছে, দুটী জজের দুটী মুন্সেফের এবং তিনটী মুন্সেফের কাছারি আছে। গত মাসে মুন্সেফ আদালতে বড় কাজ ছিল না, তিনজন মুন্সেফ আবশ্যক হয় এত কাজ নাই, এবিষয় বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করাতে তৃতীয় মুন্সেফ বাবু হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের পদটী উঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে ভায়মণ্ড হারবার পাঠান হইয়াছে।

৩১ এ আষাঢ় মঙ্গলবার।

শ্রীহট্টকে আসামের চিফ কমিশনরের অধীন করিবার বন্দোবস্ত বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য আসামের চিফ কমিশনর এবং ঢাকার কমিশনর এই সপ্তাহে শ্রীহট্টে সাক্ষাৎ করিবেন।

সম্প্রতি হার'জলিঙের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তি দিগের জন্য গবর্ণমেণ্ট তথায় কতক চাউল প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন না হওয়াতে ঐ চাউল পুলিষে রাখা হইয়াছে এবং পুলিসদিগকে ডিষ্ট্রিক্ট ও মিউনিসিপালের রাস্তায় নিযুক্ত করা হইয়াছে। পুলিসদিগের খাদ্যোপযোগী চাউল এক্ষণে বর্ত্তিত টাকায় ৬ সের বিক্রীত হইতেছে কিন্তু তাহারা চাউল বড় খাইতেছে না আলু এবং ভুট্টার উপরেই তাহাদের নির্ভর।

৪ ঠা জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২১৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ১৭১ জনের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে ১০ জনের ওলাউঠায় ৭৭ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট ব্যক্তি'দিগের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হয়।

আগামী ২৭ এ ২৮ এ ও ২৯ এ জুলাই হাই কোর্টের রেজিষ্টার আফিসে এটর্ণি দিগের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। সাত জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে একজন ইউরোপীয় এবং দুই জন এদেশীয়।

জনশ্রুতি এই সার হোপ গ্রাণ্ট মাগদা সার লাড় নেপিয়রের পদে অভিষিক্ত হইবেন।

আমরা গতবারে কড়কির নিকটবর্ত্তী লাওয়ার যে আখপোড়া রাজার বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলাম যিনি আক্ষরিক রূপে পুনর্জীবন লাভ করিয়া ছয় বৎসর পরে আসিয়া জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীয় রাজ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, দেশীয় অনেকে এবং অনেক ইউরোপীয় না কি তাহাকে প্রকৃত রাজা বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন। ইহারা ত চিনিতে পারিতেছেন কিন্তু তিনিত নিজে কাহাকে চিনিতে পারেন না এবং তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কিছু বলিতে পারেন না। ইহাতে কেমন কেমন লাগিতেছে।

গবর্ণমেণ্টের নূতন স্ট্যাম্প যে ফল হইয়াছে সেই সংবাদ পাইয়া কলিকাতার নায় বোম্বাইয়েরও গবর্ণমেণ্টের কাগজের বৃদ্ধি হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার ৪ টাকা মূল্যের কাগজ ১০৪৯ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

৩২ এ আষাঢ় বুধবার।

মিরর পাঠে অবগত হওয়া গেল কাবুলের স্বাধীন সিয়ার আলী বোখারার রাজাকে গোপনভাবে এই পত্র লিখিয়াছেন, ১ আমার আবদুল রহমন খাঁ এবং মহম্মদ ইসেইখাঁকে বন্দী করিয়া কাবুলে পাঠাও। স্বাধীনের এই দুই জন হইতে বিলক্ষণ ভয় আছে।

বেঙ্গল টাইমস বলেন লাড নর্থব্রুক ১২ ই আগষ্টের মধ্যে একবার ঢাকায় গমন করিবেন। তাঁহার আহ্লাদার্থ মহা আড়ম্বর হইতেছে। নর্থব্রুককে কিরূপে সম্মান করা যায়, তদ্বিষয়ের বিবেচনার্থ থাজে আশানুল্লার বাটীতে ইউরোপীয় ও এ দেশীয় বহুসংখ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মিলিয়া একটী সভা করিয়াছেন।

গত কল্য কলিকাতা মাদ্রাসার ছাত্রদিগের পুরস্কার দান কার্য্য মকালমত্রোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

গুরুকুমারের প্রিয় রাণী লক্ষীবাইয়ের বিরুদ্ধে তাহার স্বামী কিরূপ সাক্ষ্য দেন, তাহা শুনিবার জন্য ডেকানে এক কমিশন পাঠান হইয়াছে।

সম্প্রতি কতকগুলি কলীয়ান হিরাটের গবর্ণর জাকুব খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন। জাকুব খাঁও তাহাদের প্রতি বিলক্ষণ বন্ধুভাব প্রকাশ করেন। যিনি যাহাই বলুন, আফগানি স্থানের পরিণাম বড়ভাল বোধ হইতেছে না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উদা-

সীন ভাবে থাকা কর্ত্তব্য নয়। পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত।

এতদ্দেশীয় রাজগণ যে ক্রমে সকল বিষয়েই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কেবল অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এমন নয়, কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া উঠিতেছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নানারূপ টাক্স আছে বটে কিন্তু বিবাহের টাক্স নাই, সিন্ধিয়ার রাজা সম্প্রতি নিজ রাজ্যমধ্যে বিবাহের টাক্স করিয়াছেন।

গত জুন মাসে অযোধ্যা হইতে ৭৪১-৩১ মণ শসা রপ্তানী হয়।

পিয়র্সন বলেন, কোন এক পরীক্ষায় একজন হিন্দুকে ভীলদিগের বৃত্তান্ত লিখিতে বলাতে তিনি এই রূপ বর্ণনা করেন ভীল কাল, কিন্তু যত রোমশ তাহার হস্তে তূণীর থাকে, তদ্দ্বারা সে তোমাকে হত্যা করে, হত্যা করিয়া তোমার মৃতদেহ নর্দ্দামায় ফেলিয়া দেয়।" আমরা জানি একটী স্কুলে এক পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়, এক জন তাহার প্রার্থী হন। পরীক্ষক তাহাকে আমগাছের বিষয় বর্ণন করিতে বলাতে তিনি ডাল পাতা মুকুল ফল সহিত একটী বৃহৎ আম্রবৃক্ষ আঁকিয়া দেখাইয়াছিলেন।

১৯ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

এড, জে রেলওলডস সাহেব ১৪ ই জুলাই বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

গত শনিবার সর রিচার্ড টেম্পল গঙ্গার সেতুর কার্য্য পরিদর্শন করেন। জাহাজের কাপ্তেনেরা ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

মৃত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আইন অধ্যাপকের পদের জন্য ডাক্তার মহীন্দ্র ডিবস আবেদন করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান মেডিকল জুরিসপ্রডেন্স বিষয়ের উপদেশ দান তাঁহার কর্ত্তব্য হইত।

জুনমাসের শেষদিন পর্য্যন্ত এদেশে ৩১৫৮৯১১০ টাকার নোট প্রচলিত ছিল।

কলিকাতা জেনরল পোষ্ট আফিসের একজন কেরাণী নোট ও চেক সম্বলিত অষ্টাদশখানি রেজিষ্টরি চিঠি চুরি করাতে উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাতবৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

গত সপ্তাহে এক চোর বালীর এক গৃহস্থের বাটীতে চুরি করিতেছিল এমন সময় তাহাকে গোক্ষুরা সর্প দংশন করে। অপহৃত দ্রব্যগুলি হস্তে থাকিতেই তাহার মৃত্যু হয়। জগদীশ্বরের পেনালকোডে চুরি অপরাধের মৃত্যু দণ্ড।

এই বৎসরের প্রথম ছয় মাসে হাবড়ার ১০০ ব্যক্তির সর্পদংশনে মৃত্যু হয়।

উদ্ভিদ উদ্যানের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার কিঙ লিখিয়াছেন, মেঘাচ্ছন্ন বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই উত্তমরূপে জন্মে। গত ৫০ বৎসরের মধ্যে এই বাগান হইতে যে সকল চারা বিতরণ করা হয়, তাহাতে দেখা গিয়াছে শ্রীরামপুর বারাকপুর চুচুড়া রসরা বহরম পুর কৃষ্ণনগর ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে ইহা উত্তম জন্মিয়াছে।

আগামী ১লা আগষ্ট অবধি মেদিনীপুর দিনাজপুর মালদহ রঙ্গপুর বগুড়া এবং পাবনার রেজাকর সংগ্রহ আরম্ভ হইবে।

বোধ হয় লার্ড নর্থব্রুক ৪ঠা অবধি ২৮ এ আগষ্ট পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিতেছেন না, আসাম পরিদর্শনে যাইবেন। অক্টোবর মাস দার্জ্জিলিঙ্গে অতিবাহিত করিবেন।

সম্প্রতি রুড়কির ইঞ্জিনিয়রিং ক্লাসের ছাত্রেরা ছুটাতে ক্রিকেট খেলিতে যায়, সমস্তদিন ক্রীড়া করিয়া পুনরায় রুড়কিতে চলিয়া আইসে। রুড়কি হইতে তেরা ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এটী সামান্য কৌতুকাবহ ক্রীড়া নহে।

এক্ষণে বোম্বাইয়ে ১৩ তেরটী তুলার এবং অন্যান্য কল চলিতেছে। ইহাতে দশ হাজার লোকে কাজ করিতেছে। ১৩ টীর মধ্যে ১০ টীতে ১৪৩০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সম্প্রতি আর ছয়টী কল করা হইয়াছে। যদি এদেশীয়েরা এইরূপে বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করেন, বৎসর বৎসর আমাদিগকে মাঞ্চেষ্টরকে যে ১ কোটি ৭০ লক্ষ করিয়া দিতে হয়, ক্রমে তাহা কমিয়া আইসে।

বর্ষা প্রভাতে সুরাটের নিকট তাপ্তী নদীর উপর একটী সেতু করিবার সংকল্প হইতেছে।

মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উত্তীর্ণ ছাত্র একজন মিশনরির নিকট ছিল, ছাত্রটী মিশনরি সাহেবের একটী টুপি একটী জামা ও কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া প্রস্থান করেন। উহার ৩ মাস কারাবাস ও ৫০ বেত্রাঘাত দণ্ড হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রেরা কিছুতে কিছু করিতে না পারিয়া শেষে কি এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেছেন?

সিংহলের অন্তর্গত নিগম্বার প্রায় ৩ হাজার অধিবাসী দুর্ভিক্ষে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে ৫০ হাজার বস্তা চাউল বিতরণ করিয়াছেন।

কর্পূর তলার রাজা আজিও আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। চিকিৎসকেরা বলিতেছেন তাঁহার আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা অল্প। এক্ষণে উত্তরাধিকার লইয়া গোলযোগ হইতেছে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী যুবরাজ হার্ণাম সিংহ রাজ্য প্রার্থনা করিতেছেন।

আমীর সিরায় আলী হিরাটে জাকুব খাঁর নিকট অনেক দূত প্রেরণ করিয়াছেন। শেষ দূতের নিকট জাকুব খাঁ এইরূপে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। "আমীর আমাকে পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করেন না, দাসবৎ জ্ঞান করেন। তিনি যত উচ্চ উচ্চ পদগুলি নীচাশয় ব্যক্তিদিগকে প্রদান করিয়াছেন, পুত্র ও আত্মীয়দিগকে কিছুই দেন নাই। আমীর আপনার বিষয়ে কি বিবেচনা করেন? তিনি জানেন না যে যে সকল লোকের উপর তিনি এইরূপ বিশ্বাস করিয়াছেন, সময়ে তাহারা তাঁহার সাহায্য করিবে না? যখন তাঁহার সাহায্যের প্রয়োজন হইবে, তাঁহার পুত্রেরাই সে সময় কাজে লাগিবে।"

এবার আমেরিকার তুলার অবস্থা বড় ভাল বোধ হয় না। আকাশের যেরূপ ভাব তাহাতে তুলা অল্প জন্মিবার সম্ভাবনা।

২রা শ্রাবণ শুক্রবার।

খৃষ্ট কন্যা অবরেবল বুলেন স্মিথ সাহেব বঙ্গদেশীয় বণিক সভার সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

বোম্বায়ের এক খানি দেশীয় সংবাদ পত্র বলেন, এক্ষণে বোম্বাইয়ে সুতাকাটা ও বস্ত্র বয়নের যে সকল কল চলিতেছে, তাহাতে এত সুতা ও বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে যে ক্রেতা মিলা ভার হইয়া উঠিয়াছে। আপাততঃ বোম্বাই বাজারে ৬ লাজার গাইট সুতা এবং ৮ হাজার গাইট বস্ত্র মজুত রহিয়াছে। মূল্য অনেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি বিক্রীত হইতেছে না।

চিকাগোতে যে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল তাহা নির্ব্বাপিত হইয়াছে। বহুসংখ্যা গৃহ দাহ হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৪০ লক্ষ ডলার মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। চিকাগোর প্রতি ভদ্রার একান্ত কোপ দৃষ্টি দেখা যাইতেছে।

১৯ ই জুলাই ফর্লিথ সাহেব কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়ার বির্জোরিয়া নামক স্থানে একটী উৎকৃষ্ট লৌহখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গত শনিবার একজন এদেশীয় বহু বাজার ষ্ট্রীটে এক মিটাইর দোকানে মিটাই কিনিতেছিলেন, ইত্যবসরে তাহার কাপড়ে আগুন ধরিয়া যায়, এবং তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠে, দোকানের এক ব্যক্তি এতদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ এক থালি চাদর আনিয়া ঐ ব্যক্তির আপাদ মস্তক জড়াইয়া ফেলে, তৎক্ষণাৎ আগুন নিবিয়া যায়, কিন্তু ঐ ব্যক্তির শরীরের অনেক স্থান ওকতর রূপে পুড়িয়া গিয়াছে। এটী প্রত্যুৎপন্নম ভিন্নের অন্যতর দৃষ্টান্ত।

৬ ই জুলাই শ্রীহট্টে ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে।

শুনা যাইতেছে, অবশেষে এই স্থির হইয়াছে, এবৎসর ত সিমলা যাওয়া হইল না, কিন্তু আগামী বর্ষে যাওয়া হইবে। লাভ মর্ষক্রকের যেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে, ক্রমে সিমলাবাস বন্ধ করা তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়, তিনি সিমলা বাস প্রিয় কর্ম্মচারীদিগের শত করা ৩০ টাকা বেতন কর্ত্তন করিবার যে আদেশ দিয়াছেন, তাহাই ইহার অন্যতর প্রমাণ।

গত কল্য সার রিচার্ড টেম্পল পুনরায় মুঙ্গেরে যাত্রা করিয়াছেন।

৩রা শ্রাবণ শনিবার।

পূর্ব্বিয়া এবং উত্তর বিহারে জলপ্লাবন হইয়া গিয়াছে।

মিরর বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছেন, ভারত বর্ষীয় রাজস্ব কমিটীর নিকট যে কয়েক জন এদেশীয় সাক্ষীকে প্রেরণ করিবার যে খেয়াল উপস্থিত হয় তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সেদিন কাশীতে একটী হত্যা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। গঙ্গা বোয়াই নামক এক ব্যক্তি তাহার জ্যেষ্ঠপুত্রীর উপপতি বিবেচনায় ক্রমক্রমে তাহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে এক ঠাঙ্গা ও ছুরিকা দ্বারা হত্যা করে। সেসিয়ন জজ উইলক সাহেব উহার ফাঁসীর আজ্ঞা দিয়াছেন।

হাজারিবাগের ২২ গণিত সেনাদলের উইলিয়ম জ্যাকসন নামক যে ব্যক্তি রবার্ট টেলর নামক তাহার একজন সহচরকে হত্যা করে, গত বুধবার প্রাতঃকালে কলিকাতায় তাহার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

সেদিন কলিকাতা আমহরেষ্ট্রীটে একজন স্বর্ণকার প্রতিবেশী একজন স্বর্ণকারের নব বিবাহিতা একটী বালিকাকে তাহার সমস্ত অলঙ্কারাদি পরিয়া তাহার বাটীতে বেড়াইতে যাইতে বলে। বালিকাটী যাওয়াতে দুরাশয় তাহার সমস্ত অলঙ্কারাদি লইয়া উহাকে হত্যা করিয়া নিজ বাটীর মধ্যে মৃতদেহ পুতিয়া রাখে। গত বৃহস্পতিবার ঐ মৃত দেহ পরীক্ষার্থ মেডিকেল কালেজের হাসপাতালে আনা হইয়াছে।

গতকল্য নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার শতকরা	১০৪৯—১০৫
৪৷৷০ " "	১০১৫—১০৭
৪৷০ " "	১০৯—১০৯৷০
৪৷০ " "	১০৫৬—১০৬
৫৷ " "	১১০৷৶—১১০৸

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত একবিংশ বিজ্ঞাপনীতে লিখিত হইয়াছে, ৯ ই জুলাই পর্য্যন্ত ১৫ দিনের মধ্যে সর্ব্বত্র উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে। কেবল কলিকাতার পূর্ব্ববিভাগে কিছু কম হইয়াছে। সর্ব্বত্রই সচরাচর যেরূপ হয় তদপেক্ষা অধিক উৎসাহিক শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা। কোন কোন স্থানে উক্ত শস্য বাজারে আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। সর্ব্বত্রই শস্যের মূল্য কমিবে এরূপ ভাব দেখা যাইতেছে, কোন কোন স্থানে মূল্য একেবারে অনেক কমিয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের রিলিফ কার্য্যে মজুরের সংখ্যা একেবারে ১৭৭০৭০২ হইতে ৮৯৩১১৩ কমিয়া আসিয়াছে এবং ক্রমেই কমিতেছে, কেবল যাহারা বিনা পরিশ্রমে সাহায্য পাইতেছে তাহাদের সংখ্যা ৭০৪৯০৩ হইতে ৫২৫১২০ বৃদ্ধি হইয়াছে। ত্রিহুতে যে ১৭৯০৪৪ টন শস্য প্রেরিত হয়, সে শস্যের শেষ পর্য্যন্ত উহার ২৩১০০ টন মাত্র ব্যয় হইয়াছে। জুন মাসের জন্য ২৭২৭৯ টন নির্দ্দিষ্ট করা হয় কিন্তু কত ব্যয় হইয়াছে জানা যায় নাই। মজুরের সংখ্যা কমিয়া গেলেও এবং শস্যের মূল্য কমিয়া আসিলেও জুলাই ও আগষ্ট মাসের জন্য ৫৬৫০০ টন শস্য নিরূপিত হইয়াছে। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত ৪০০০০০ টনের মধ্যে ১১৫০০০ টন শস্য ব্যয় হইয়াছে।

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা।

গত শনিবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্যাদির অবস্থা বিষয়ে যে [illegible] প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে লিখিত হইয়াছে, অধিকাংশ বিভাগেই প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির প্রয়োজন। রিলিফকার্য্য সকল প্রায় বন্ধ হইয়াছে। কৃষিকার্য্যে বহুসংখ্যা লোক নিযুক্ত হইয়াছে। বাঁদার কার্য্যালয়ে ১১৬৮ এবং হাঁসপাতালে ১৫২৮ লোক আছে, ইহার অর্দ্ধেক সাধারণ্যে ভিক্ষুক। এখনও গাজি-

পুরে ১৮ ঘাঁর মজুর কাজ করিতেছে, যাত্রার দরিদ্র নিবাসে ২১৪ এবং কারউইরে ২৮ লোক আছে। রমিরপুরে রিলিফকার্য্যে ১৮৭১ মজুর খাটিতেছে।

১ ই জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে হরিণঘাটা বর্ণিত বৃষ্টি ও শস্যাদির অবস্থা এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। মান্দ্রাজে শস্যাদির অবস্থা সন্তোষকর। সিন্ধুনদীর জল গত বৎসর অপেক্ষা ৪ ফীট অধিক আছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে বৃষ্টির কিছু অভাব হইয়াছে, ভরিবন্দর গুজরাট এবং অন্যান্য স্থানে বপন কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়াছে। বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে প্রচুর পরিমাণে এবং কোন কোনস্থানে নিতান্ত অধিক বৃষ্টি হইয়াছে। বেহার এবং উত্তর মধ্যবিভাগে উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে, কেবল দক্ষিণ মধ্য এবং পূর্ব্বনিভাগে অল্প বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে শস্যাদির বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। ২৪ পরগণায় বৃষ্টি কিছু কম হইয়াছে। অতিবৃষ্টি এবং জলপ্লাবন নিবন্ধন যে সকল স্থানে অনিষ্ট আশঙ্কা আছে সে সকল স্থান ভিন্ন আর সর্ব্বত্রের শস্যাদির অবস্থা উত্তম। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল এবং অযোধ্যা হইতে সংবাদ আসিতেছে, তথায় প্রচুর পরিমাণে এবং অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। পঞ্জাবে প্রায় সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়াছে। মধ্য প্রদেশে সময়ে বৃষ্টি হইয়াছে এবং যাহা হইয়াছে তাহাতে উপকারও হইয়াছে। বিবারে বৃষ্টি হয় নাই, তথায় বৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। মধ্য ভারত বর্ষ এবং রাজপুতনাতেও বৃষ্টি হয় নাই। নেপালে উচ্চতার জন্য আরো অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন। মরীশস এবং ব্রহ্মদেশের শস্যাদির অবস্থা সন্তোষকর।

এসপ্তাহে পূর্ণিয়া ও বিহার হইতে জল প্লাবনের সংবাদ আসিয়াছে। কিন্তু কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বে এবং বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে যেরূপ অল্প বৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে লোকের শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। ১ লা জুলাই অবধি গঙ্গার উত্তরস্থ তাবৎ স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। গত সপ্তাহে চন্দারণে ১১ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, পর্ব্বত প্রদেশেও যথেষ্ট বারিবর্ষণ হইয়াছে, কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায় তাবৎ নদীর জলবৃদ্ধি হইয়া অনেক ক্ষতি করিয়াছে। সহস্র সহস্র বিঘা নীলের ভূমি প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র গণ্ডকের একটী বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বড় গণ্ডকের জলও এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, যে তীরবর্ত্তী পল্লী সকল প্লাবিত হইল বলিয়া লোকে শঙ্কিত হইয়াছে। ১০ ই জুলাই ভাগলপুরের অন্তর্গত সুপোল উপবিভাগ হইতে এক ব্যক্তি কেুণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় লিখিয়াছেন "গত রাত্রি অবধি বন্যা কমিয়া আসিতেছে, ৮। ১০ দিন পর্য্যন্ত আমরা আহার সামগ্রী পাইতেছি না"। পূর্ণিয়ার ৫ হাজার মণ নীল জমিতে পাতিত এত চারা নষ্ট হইয়াছে। গঙ্গার জলও এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে অপরিপক্ক চারা সকল কাটা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ণিয়াতে কুশীনদী প্লাবিত হইয়া মধ্য এবং উত্তর বিভাগীয় তাবৎ নীল নষ্ট করিয়াছে। পক্ষান্তরে মেদিনীপুরে বৃষ্টির অভাবে উহা নষ্ট হইতেছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১০ ই জুলাই। খাদ্য দ্রব্যের কৃত্রিমতা পরীক্ষা করিবার জন্য যে সভা আছে তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। সভা বলিয়াছেন, বিদেশীয় চা সকল জাহাজ হইতে তুলিবার সময় কষ্টম হাউসে পরীক্ষা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যে সকল চা-তে অন্য দ্রব্য অধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকিবে সেগুলি বিলাতের ব্যবহারের জন্য রাখা হইবে না।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ১০১০০০০ টাকা প্রদত্ত করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১১ ই জুলাই। গত রাত্রিতে চিল ডাস সাহেব কমন্স সভাতে এই কথার উল্লেখ করেন যে ক্রমে ব্যয় কমিয়া আসিতেছে। সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোট ইহার উত্তরে বলেন, আয় ব্যয়ের যে আনুমানিক তালিকা করা হইয়াছে তাহার সংশোধন করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

ইয়র্ক সায়ার এবং ডার্বি সায়ারে ১৮ হাজার খনিখোদক ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে। ষ্টাফোর্ড সায়ারে যে ধর্ম্মঘট হইয়াছিল তাহার শেষ হইয়াছে।

লণ্ডন ১১ ই জুলাই। এবার গমের চাস সাধারণতঃ উত্তম হইয়াছে।

পারিস ১৩ ই জুলাই। ফিগেরো নামক সংবাদ পত্রে জাতি সাধারণ সভার বিরুদ্ধে প্রস্তাব লিখিত হওয়াতে উক্তপত্র ১৫ দিনের জন্য বন্ধ করা হইয়াছে।

বারলিন ১২ ই জুলাই। প্রশিয়ার পূর্ব্বভাগে নূতন প্রাদেশিক আইন সংস্থাপন করাতে কৃষক দিগের বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

মাড্রিড ১২ই জুলাই। কালিষ্টদিগের সেনাপতি জেবিগেরে অনেক বেসরলিকার বন্দীকে গুলি করিয়া মারিয়াছেন। তিনি যুদ্ধ চালাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৫ ই জুলাই। চিকাগোতে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে, বায়ু প্রবলবেগে বহিতেছে বলিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

পারিস ১৪ ই জুলাই। এম থায়ারি লবণের শুল্ক বৃদ্ধি করিবার যে প্রস্তাব করেন তাহা ৩৬২ জনের মত লইয়া পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১০ ই জুলাই। অনরেবল ডি, এচ, সক সি, এচ, আই কিছুদিনের বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে যাওয়াতে অনরেবল জে, আর বুলেন স্মিথ কলিকাতার বন্দরের উন্নতি বিধানার্থ কমিসনর দিগের চেয়ারমান হইলেন।

১০ ই জুলাই। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ই, এম, ডিল সাহেব ময়মন সিংহের অন্তর্গত আটিয়া সবডিবিজনের হেড কোয়ার্টারে একটী পোষ্ট আফিসের জন্য ভূমী গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর বাবু গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস সারন বিভাগে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য ভূমী গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৪ ই জুলাই। অদ্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি অনরেবল এচ, এস, ডাম্পিয়র নিজ কার্য্য ভার এচ, জে, রেনোলস সাহেবের হস্তে প্রদান করিয়াছেন।

জে, মরবো সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিষ্টিক্ট ও সেসন জজ এবং রাজসাহীর ডিষ্টিক্ট ও সেসন জজ হইবেন।

মরো সাহেবের পদোন্নতি হওয়াতে ডব লিউ ওয়েডিল দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

জে, এস আরমষ্টঙ তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর হইবেন কিন্তু আপাততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীতে পুরীর মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ই, জে, বাটস প্রথম শ্রেণীর জরেণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর হইলেন কিন্তু আপাততঃ বগুড়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

আর এফ রাম্পিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। কিন্তু আপাততঃ প্রথম শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন।

ত্রিপুরার সহকারী মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর জে, প্রাট সাহেব মনমনসিংহে বদলী হইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৩ ই জুলাই। পাবনার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ বিভাগের সবডেপুটি কালেক্টর বাবু নবিনচন্দ্র রায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

চম্পারণ বিভাগের সিকারপুর রিলিফ সার কেলের ভার প্রাপ্ত কর্ণেল এস, এস, বোল ডাসন প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয়সমীপেষু।

১। মধ্যে উত্তম বৃষ্টি হওয়াতে সকলে ধান্যাদি বুনিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি অনাবৃষ্টিবশতঃ মাঠ শুষ্ক হইয়া যাওয়াতে অনেক স্থলের ধান্যগাছে পোকা ধরিতেছে শুনিতে পাওয়া যায়। যদি আর কিছুদিন বৃষ্টি না হয়, তবে আমাদের বড় বিপদ। এ অঞ্চলে টাকায় অর্দ্ধমণ চাউল বিক্রীত হইতেছে। দুর্ভিক্ষ না হউক, অনেকের অসুকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।

২। তমলুক কটক হাইস্কুলের হেড মাষ্টর চণ্ডীবাবু পাটনাকলেজের অধ্যাপক হইয়া গেলে, উড়িষ্যার স্কুল সমূহের জএণ্ট ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত এজর সাহেব মহাশয় উক্ত পদাভিষিক্ত হইবেন। জএণ্ট ইন্‌স্পেক্টরী পদ না থাকিয়া উড়িষ্যার জন্য ৫০০ টাকা বেতনে একজন স্বতন্ত্র ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইবেন। চিন্তাশীল দেশহিতৈষী বিজ্ঞগণ স্কুলের ইনস্পেক্টর ও জএণ্ট ইন স্পেক্টরী পদের অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া প্রস্তাবিত পদ উঠাইয়া দিয়া জেলার কমিসনর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টরের সহ ডাইরেক্টর সাহেবের যোগ করিয়া দিলে সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে বলিয়া থাকেন। কিন্তু শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারিগণ উক্ত ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত মতের মস্তকে একপদে নয় দুই পদেই আঘাত করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমরা মহামান্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর রিচার্ড টেম্পল মহাত্মার নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা করি, তিনি উড়িষ্যার স্কুল সমূহের অনাবশ্যক ইনস্পেক্টরী পদের সৃষ্টি না করিয়া উক্ত পদের বেতন পাঁচ শত টাকায় তৎ প্রদেশের ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা পূর্ব্বনিয়মানুসারে (যাহারা বৃত্তি পাইবার যোগ্য নম্বর রাখিবে তাহারা সকলেই ছাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত হইবে,) বৃদ্ধি করিয়া দিয়া উড়িষ্যার মহোপকার সাধন পুরঃসর অসীম মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করুন। জেলার মধ্যে ৪। ৫টী ছাত্র বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে সকলেই নিরুৎসাহ হইয়াছেন। মফস্বলস্থ স্কুল সমূহের হতভাগ্য শিক্ষকগণের প্রতিও কৃপাদৃষ্টি প্রকাশ করিয়া চিরস্মরণীয় হউন। প্রার্থিত বিষয় সফল করিলে উড়িষ্যার যে কি পরিমাণে উন্নতি হইবে, তাহার উল্লেখ না করিলেও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অনুভব করিতে পারিবেন। আমি সাহস সহ বলিতেছি, উড়িষ্যার অকৃত্রিম বন্ধুগণ এ মতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিবেন। এতদ্বিষয় গবর্ণমেণ্টে জানাইবার নিমিত্ত উড়িষ্যার প্রাতৃগণকে অনুরোধ করি। যখন কমিসনর সাহেব প্রদেশের ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব জেলার উচ্চস্থ আসনে আসীন আছেন, তখন ইনস্পেক্টরী পদের সৃষ্টি করিয়া অনর্থক কতকগুলি অর্থের শ্রাদ্ধ করিবার আবশ্যকতা আমরা সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিতেছি না। অথচ নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় (ছাত্রবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করা) স্থলে গবর্ণমেণ্ট মহোদয় বদ্ধমুষ্টি হইয়া উঠিতেছেন। আমরা ইহার মর্ম্ম সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। যদি ইংলণ্ডের কোন সন্তানকে পরিপোষণ করিবার অভিপ্রায় থাকে, তবে নিতান্ত দরিদ্র উড়িষ্যার শিক্ষাবিভাগের অর্থে পোষিত না করিয়া অন্যবিভাগে প্রেরণ করুন। যদি উক্ত ইনস্পেক্টরী পদের সৃষ্টি করিয়া উড়িষ্যার শিক্ষাবিভাগের অর্থ রাশি অনর্থক বিনষ্ট করিবার জিদ নিতান্তই বজায় রাখিতে বাসনা করেন, তবে আমরা উক্ত পদের সৃষ্টিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া সবিনয় প্রার্থনা করিতেছি উড়িষ্যাবাসীর মধ্যে কোন কৃতবিদ্যকে উক্ত পদ প্রদান করিয়া অকৃত্রিম মহত্ত্ব প্রকাশ করুন। যদি উড়িষ্যায় তেমন উপযুক্ত লোক না পাওয়া যায় তবে কোন কৃতবিদ্য বঙ্গবাসীকে উক্ত পদ প্রদান করিয়া তাহাদের যথার্থ হিতৈষিতা প্রকাশ করুন। দেশীয় উপযুক্ত লোক থাকিতে কোন রাজাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করা যুক্তি ও ন্যায় সঙ্গত নহে। শিক্ষকগণের আজন্মদাসত্ব প্রতি কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত পুনরায় গবর্ণমেণ্ট মহোদয়কে সবিনয় অনুরোধ করিতেছি।

১০।৭।৭৪।
দেবুডদা।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীগোবর্দ্ধন ঘোষাল

রেলওয়ে কার্য্যোপলক্ষে এখানে ৪।৫ শত বাঙ্গালি বাস করেন, কিন্তু আক্ষেপের

বিষয় ঐ অঞ্চলের কন্যাগণের বিদ্যাশিক্ষার্থ দীর্ঘ আট বৎসরাবধি কোন উপায় অবলম্বন করা হয় নাই, এবং উপযুক্ত বিদ্যালয়াভাবে অনেকে ইচ্ছা সত্ত্বেও আপনাপন বা লক্ষারিগকে কথঞ্চিৎরূপ বিদ্যাদান করিতে পারেন নাই। এই সামাজিক অভাব দূরকরণাভিলাষে একটী সদাশয় ব্যক্তি দৃঢ় সংকল্প হইয়া প্রগাঢ় যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে বিগত ১ লা জুলাই ১৮৭৩ খৃঃ অঃ নানা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করত একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি অত্রত্য অমিদার শ্রীযুক্ত মির ইয়ার আলি সাহেব তিন মাসের জন্য তাঁহার একটী বাটী নিজব্যয়ে প্রদান করিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

প্রথম মাসেই ছাত্রী সংখ্যা চতুর্বিংশতিটী হইয়াছিল, এবং যে পরিমাণে তাহাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল সেই পরিমাণে স্থানের সংকীর্ণতা বশতঃ বিশেষ অভাব বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে একটী অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত বাটীতে (গত অক্টোবর মাসে) বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয়, অদ্যাপি তথায় রীতিমত উহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে।

প্রচুর আয় না থাকায় অল্প বেতনে এক জন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। অধ্যক্ষাগণের সমবেত চেষ্টায় স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণ আশাতীত অর্থানুকূল্য করিয়াছেন এবং বিদ্যালয়ের জন্য একটী স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণার্থ এখানকার ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ এক কালীন ১৪৪ টাকা দান করিয়া বঙ্গীয় সমাজকে বিশেষ রূপে ঋণী করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সময়োপযোগী দান না পাইলে এই বিদ্যালয়টী এতদিন জীবিত থাকিতে পারিত না। তাঁহাদের বদান্যতাকে ধন্য।

গত নবেম্বর মাসে অত্রস্থ নৈশবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ বালিকা বিদ্যালয়ের সহিত উক্ত বিদ্যালয়ের যোগ করিয়া বিশেষ ভিত্ত সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করি। সাধারণের গোচরার্থে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম বাষ্পাসিক আয় ব্যয় বিবরণ এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

আয়।		ব্যয়।	
সভ্যদিগের দান	৬৯৩৲	পুস্তক ও স্লেটাদি ক্রয়	২৩/১০
স্থানীয়দিগের মাসিক ১৲ করিয়া বেতন	৩০৲	ছাত্রীদিগের মাসিক বেতন ৴৷৷ করিয়া দেওয়া	২১
		ঘর ভাড়া	৩৫৲
		অধ্যক্ষগণের বেতন বাবদ	৫৪৲/১০
		মজুরী	১০৲৷৷
		মজুত	১০৲১০
	৭৯৩৲		৭৯৩৲

পুস্তকাদি প্রথমতঃ বিনা মূল্যে বিতরিত হয়ত আপাততঃ তাহা স্থগিত হইয়াছে।

ছাত্রীগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ গত ডিসেম্বর মাসে এক পরীক্ষা হয়। পরীক্ষক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয় তাহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইল।* বিদ্যালয়ের বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া আমি অতীব প্রীতিলাভ করিয়াছি। ছয় মাস কাল মাত্র ইহার সংস্থাপনা হইয়াছে এবং এই অল্পকাল মধ্যে বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার প্রথম শ্রেণীস্থ ছাত্রীগণ কথা মালা প্রায় শেষ করিয়াছে, এবং কোটি অঙ্কের সহলন অবধি শিক্ষা করিয়াছে এরূপ উন্নতি আশাতীত পদে ব্যাখ্যাত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ০ ০ এরূপ নিয়মে শিক্ষা লাভ করিলে বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রীগণ (যাহাদের বয়ঃক্রম এইক্ষণে অনুমান ৭।৮ বৎসর) দেশীয় পরম্পরাগত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের পিতা মাতা দ্বাদশ বৎসর বয়সে তাহাদিগের বিবাহ দান করিলেও এই চারি বৎসর কাল মধ্যেই তাহারা অনায়াসে নারীদিগের প্রয়োজনীয় সাধারণ জ্ঞান ধর্ম্ম লাভোপযোগী সাহিত্য ব্যাকরণ, অঙ্কশাস্ত্র, ভূগোল, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা ও সদ্ভাবিজ্ঞান বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভে কৃত কার্য্য হইতে পারিবে।"

ডিসেম্বর মাসে বালিকাদিগের সংখ্যা ছাব্বিংশতিটী ছিল, ইহাদের বয়ঃক্রম অন্যূন চারি বৎসর হইতে অনধিক আট বৎসর পর্য্যন্ত এবং ইহারা সকলেই সম্ভ্রান্ত। আক্ষেপের বিষয় অনেক বালিকা এস্থলে অধিক দিন থাকিতে পায় না, তাহার কারণ যাহারা একবার স্ব স্ব পরিবার প্রেরণ করেন একবৎসর অতীত না হইলে পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে আনিতে পারেন না, সুতরাং বালিকাদিগকে নিয়মিত বিদ্যাশিক্ষায় অক্ষম ও বিদ্যালয়কে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং পিতামাতার অর্থব্যয় শিক্ষকদিগের যত্ন ও পরিশ্রম বিফল হইয়া যায়।

এই বিদ্যালয়ের উন্নতি দৃষ্টে অত্রত্য ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটি ইহার সাহায্যার্থ গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন কাঁকা এই মহকুমার স্কুল ইনস্পেক্টর সুযোগ্য শ্রীযুক্ত কেলান্ মহোদয় স্বচক্ষে বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা দর্শন করিয়া প্রার্থিত মাসিক ২৫ টাকা সাহায্যের জন্য গবর্ণমেণ্টে বিশেষ অনুরোধ করিবেন।

যদি প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক সাহায্য প্রদান করেন, যদি অভিভাবকগণ স্নেহপাত্রী কন্যাদিগের উপযুক্ত রূপ বিদ্যাদানে পরাঙ্মুখ না হন এবং কৃতবিদ্য মহোদয়দিগের দয়ার স্রোত মন্দীভূত না হয় তাহা হইলে এই বিদ্যালয় বেহার প্রদেশে চূড়ামূল হইয়া অবলা অজ্ঞানাচ্ছন্ন কুমারীগণকে সংসার ধর্ম্মোপযোগী নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিদ্যা ও জ্ঞান রূপ অমৃত ফল প্রদান করিয়া দয়ালু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মহানুভাবকতা ও মানবকুল হিতৈষী বিদ্যানুরাগী মহাশয়দিগের সদ্গুণত্বের সুন্দর নিদর্শন স্বরূপ হইতে পারিবে।

বিগত ২৮ এজুন রবিবার প্রথমবর্ষীয় পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রীদিগকে রূপার স্কুল ও বিস্তর পুস্তকাদি পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে। তদুপলক্ষে মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মৌলবী আবদুল করিম মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জামালপুর বালিকা বিদ্যালয় ২ রা জুলাই ১৮৭৪ } শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়

পাঠক! যেলবগময় সংকীর্ণ খাতেরউপর সাতক্ষীরা অবস্থিত, মনে করিবেন না উহা কোন দৈবখাত। পূর্ব্বে নদী বা খাল এতদুভয়ের সহিত সাতক্ষীরার কোন সংস্রবই

ছিল না। দেশ হিতৈষী দেবনাথ বাবু ১২৪৮ সালে ঐ খালের সৃষ্টি করিয়াছেন। তদবধি উহা পবিত্র দেশহিতৈষিতা গুণের চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি হইয়া রহিয়াছে। উহার একমুখ বরাবর উত্তরাভিমুখ হইয়া কলারোয়া গোপীনাথপুরের নিম্ন দিয়া যে প্রসন্নসলিল বেত্রবতী (বেতনা) নদী বেগবতী হইয়া তীরস্থিত লোকদের নিরন্তর স্বাস্থ্যবর্দ্ধন করিতেছে, তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে। অন্যমুখ দক্ষিণাস্যে কুল্‌কুলিগ্রামের নিম্ন দিয়া টিকেটীর নদীর সহিত একতা পাইয়াছে। টিকেটীর এই নদী গাবখিরার পার্শ্বদিয়া বক্রভাবে বেতনদীর হাটখোলার দিকে প্রবহমানা হইয়া নানা শাখায় নানাস্থানী হইয়াছে।

সাতক্ষীরার বর্ত্তমান খাত খনন হইলে উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের বাণিজ্য দ্রব্য সকল এখানে আমদানি হইতে পারে ভাবিয়া দেবনাথ বাবু ১২৪৯ সালের প্রথমেই খাতের উপর ইহার বর্ত্তমান বন্দর স্থাপনের সূত্রপাত করেন। প্রথমে দুই এক খানি সামান্য সামান্য কারখানা ও দুইচারি খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপণি (দোকান) স্থাপন করিয়া সন্নিহিত জনপদ সকল হইতে দ্রব্যাদির আমদানী দ্বারা তাহাদের শ্রীসম্পাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কলিকাতা মহানগরীর সহিত বন্দরের সংস্রব অধিক না হইলে তাহার সর্ব্বতোমুখী উন্নতি হইতে পারে না। তখন সাতক্ষীরা ও তন্নিকটবর্ত্তী জনপদ সকল হইতে কলিকাতা গমনাগমনের পথ এত দুর্গম ছিল যে স্থল ও জল উভয় পথে কলিকাতা যাত্রার নাম শুনিলে গমনকারির চক্ষু দিয়া জল পড়িত। যে স্থল বর্ত্ম অধুনা সাতক্ষীরা হইতে বসিরহাটের মধ্য দিয়া পরিশেষে কালীনাথ বাবুর প্রসিদ্ধ বর্ত্মে মিলিত হইয়া কলিকাতায় পথ সুগম হইয়াছে, পূর্ব্বে সেই পথটী এত সংকীর্ণ ও নিবিড় জঙ্গল পরম্পরায় এমন দুর্গম ছিল যে পথ চলে তার সাধ্য? দুই হস্ত দ্বারা জঙ্গল সরাইয়া পথিককে পথ বাহির করিতে হইত। স্থলবর্ত্মের ন্যায় জলবর্ত্মও বিষম দুর্গম ছিল। তখন সাতক্ষীরা হইতে কলিকাতা যাইতে ইহার সুদূরবর্ত্তী মাহুখোলার ঘাটে নৌকায় উঠিয়া বুধহাটার নিম্ন দিয়া আশাশুনীতে পড়িতে হইত, তথা হইতে কালীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের বড় বড় আবর্ত্তময়ী নদী পরম্পরা অতিক্রান্ত হইয়া হাসনাবাদে পড়িয়া তবে সুগম পথ পাওয়া যাইত। ছয় দিনের ন্যূনে পৌঁছিতে পারা যাইত না। বলতলার বাঁকের এক এক সময়ের তরঙ্গ জলাবর্ত্তকারণ হৃদয়ে আষাঢ় করিয়া অগ্রজলকে আকর্ষণ করে? আরোহীর সহিত বড় বড় জল যান প্রায়ই জলনিমগ্ন হইতে শুনা যাইত। এখন আর এ বিভ্রাট নাই, দেবনাথ বাবুর আত্মজীবন দেশীয় শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনে উৎসর্গ বলিয়া এতদঞ্চলীয় লোকের সে বিভ্রাটভাবনার অবসান হইয়াছে। তিনি স্বকীয় খাত কুঁচে যোড়া ভেদ করিয়া সাঁকরায় বামড়ে মিশাইয়া টাকীর নিকট ইছামতীর সহিত যোগ দিয়াছেন। তাহাতে দেড় বা দুই দিনে কলিকাতায় অবলীলাক্রমে যাওয়া যাইতেছে।

স্থলবর্ত্ম সুবিস্তৃত সুপরিষ্কৃত ও সরল হইয়া সাধারণের পক্ষে অতি সুগম হইয়াছে। এখন কোন অঞ্চলের দ্রব্যসামগ্রী আর এখানে আমদানী হইবার অসুবিধা নাই। যে সকল বণিকপোত ভাগীরথী ইছামতী প্রভৃতি স্রোতস্বতী সকল আন্দোলিত করিয়া কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে দ্রব্যাদির আমদানী করে, সেই সমস্ত বাণিজ্য পোত অধুনা সাতক্ষীরাতেও আসিতেছে। ইহার বর্ত্তমান বন্দর একটী বিস্তৃত সহর বলিলেও বলা যায়।

কলিকাতা যাইবার যে পথটী সাতক্ষীরা হইতে বসিরহাটে মিলিত, পথিকদিগের সুবিধার জন্য দেবনাথ বাবু উহার মধ্যে মধ্যে এক একটী কূপ খনন, একটী একটী পান্থবিপণি সংস্থাপন ও উভয় পার্শ্বে বিবিধ বৃক্ষশ্রেণী রোপণ করিয়া যত্নগুণের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। পাদপগণ সর্ব্বাঙ্গে ফলভরে অবনত থাকে, গ্রীষ্মকালে পান্থগণ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে উহার শীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া পরিশ্রম অপনোদন করে, এবং ফলাশনে রসনেন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করে বাহ্যবর্ত্ম অপেক্ষা ইহার অভ্যন্তরীণ বর্ত্ম আরো মনোহর, তৎসমস্তই ইউকময়, বর্ষাকালেও তাহাতে পাদুকা ব্যবহার করা যায়, মূৎবর্ত্ম জলবর্ষণে অতিশয় কর্দ্দমময় হইয়া থাকে। মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত হইয়া দিন দিন বর্ত্ম সকলের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এখানকার আভ্যন্তরিক গৃহসকল ইষ্টকময় অট্টালিকা। খড়ো ঘর প্রায় নাই বলিলেও হয়। এখানে একটী সুরম্য রাসমঞ্চ ও একটী বিস্তৃত দেবালয় আছে। প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় সময় রাস উপলক্ষে বিস্তর লোক জমক হইয়া থাকে। বৈষয়িক যাত্রী বিস্তর সমাগত হয় এবং কলিকাতা প্রভৃতি হইতে বহুবিধ উত্তমোত্তম দ্রব্য সামগ্রীরও আমদানী হইয়া যায়। দেবাপ্রসাদ দ্রব্যবংশাবতংস রামপ্রসাদ তদীয় ভার্য্যা জনকনন্দিনীর মনোহারিণী প্রতিমূর্ত্তি আছে। বৈষয়িক আগন্তুকেরা এই স্থানে আতিথ্য গ্রহণ করে। শহরে একটী রাজপ্রাসাদ ও অতিরিক্ত অনেকানেক অট্টালিকা ও আটচালা গৃহ আছে। মকুমার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহোদয় রাজপ্রাসাদে বাস করেন অন্যান্য গৃহ সকল অধুনা উকীল মোক্তারগণের খাসর হইয়া উঠিয়াছে। চোর ডাকাইতের অত্যাচার এরূপ নিরাকৃত হইয়াছে যে দোকানীদিগকে প্রায় বিপণি দ্বার রুদ্ধ করিতে হয় না। পথিক ও বণিকেরা পরিমধ্যে রাত্রিযাপন করিয়া অকাতরে নিদ্রা গেলেও কাহার কোন দ্রব্য অপহৃত হয় না। এখানকার কৃষিজাত দ্রব্য তণ্ডুলের মধ্যে ধানাই প্রধান, অন্যান্য দ্রব্য তাদৃশ উৎপন্ন হয় না, কেবল এগ্রিকল্চরেল সোসাইটীর আদর্শ স্বরূপ যে উদ্যানটী আছে তাহাতে দেশীয় বিদেশীয় নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী সুচারু উৎপন্ন হইয়া থাকে। উত্তমোত্তম জলাশয় এখানে অনেক আছে, সর্ব্বসময়

স্থান বলিয়া তাহাদের জল তাদৃশ স্বাস্থ্যকর নহে এবং এখানকার বায়ুও স্বভাবতঃ অস্বাস্থ্যকর। এখানে চিকিৎসালয়, পোষ্ট আফিস, সোসাইটী, স্কুল, এসকলের উত্তম সম্বোবস্ত। বর্ত্তমান ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় মহোদয় কি শুভক্ষণে যে সাতক্ষীরায় পদার্পণ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না। সাতক্ষীরার উন্নতির দিকে তাঁহার বিশেষ যত্ন তাঁহারই যত্নাধীনে সাতক্ষিরায় পাবলিক লাইব্রেরি ও ইংরাজি প্রাণনাথ স্কুলের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

এই মহাত্মা যেরূপ উন্নত অন্তঃকরণের লোক তাহাতে বোধ হয় কিছুকাল এখানকার মহকুমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিলে বিবিধ প্রকারে সাতক্ষীরার উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী হুগলী শ্রীরামপুর, বালী, কোন্নগর প্রভৃতি স্থান সকল যেমন ক্রমেই বর্ত্তমানে সাতক্ষীরাও প্রায় তদ্রূপ। ইহার পূর্ব্বাবস্থা এক্ষণে উপস্থিত। বস্তুবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তিই সাধু, তিনিই ধন্য এবং তাঁহারই জীবন সার্থক যিনি স্বদেশীয় শ্রীবৃদ্ধি সাধনে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। দেবনাথ যে এ বিষয়ে একজন মহাত্মা তাহাতে অণুমাত্র ও সংশয় নাই। এই মহাত্মার মহীয়সী বুদ্ধিবত্তা গুণে সাতক্ষীরায় ইলেক ট্রিক টেলিগ্রাফের সৃষ্টি পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

পুঁড়া
২২ এ আষাঢ় ১২৮১ সাল } শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১০ ই জুলাই

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল	
	ফীট	ইঞ্চ
চেঁরাসির নীচে	২১	
ভবপুর ১ মাইলের মধ্যে	১৫	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১৪	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১৬	৭
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১৯	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১০	৩

সন ১৮৭৪ সালের ১০ ই জুলাই বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

		ফীট	ইঞ্চ
		২২	৩
বহরমপুর ১০ ই জুলাই ১৮৭৪	ষ্টি, বেটী, সি, ই, প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।		

সন ১৮৭৪ ১০ ই জুলাই।

মাথাভাঙ্গা।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল	
	ফীট	ইঞ্চ
গঙ্গার মহানা	১৪	
ভাতার পাড়া	১৩	
ভাতারপাড়া হইতে হাট বোয়ালিয়া	১৪	
তথা হইতে কট ১ নং		
তথা হইতে সোলমারি	১০	৬
তথা হইতে খালিকদহ	১০	৬
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	১৪	

বহরমপুর ষ্টি, বেটী, সি, ই, প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন
১০ ই জুলাই ১৮৭৪

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ চৌধুরী জামালপুর ১০
" " মৃত্যুগোপাল নন্দী—রাইগঞ্জ ১০
" " গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চালিতাবাড়িয়া ১০
" " ক্ষিরোদচন্দ্র শুক্ল—নদনগঞ্জ ১০
" " মহেশচন্দ্র সাহা—কৃষ্ণপুর ১০
" " বিপিনবিহারি মল্লিক গোবরডঙ্গা ৫।০
" " প্রসন্নচন্দ্র সেন ডাক্তার গোবরডাঙ্গা ৫।০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর ইহার অন্যতর যাহাতে মাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা নীচে পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতায় দক্ষিণপুর সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণদ্বারাভিমুখোত্তর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৩৬ সংখ্যা।

" প্রবক্ষ্যামি প্রজানিমিত্তায় পার্থিবঃ স্বরম্বতী অনিমত্তমী ন ঘোষনা। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা
সন ১২৮১। ১২ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৭৪। ২৭ এ জুলাই।
মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ঐতিহাসিক রহস্য।

প্রথম ভাগ।

শ্রীরামদাস সেন প্রণীত।

এ প্রকার গ্রন্থ এই প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হইল। বঙ্গদর্শন।

কলিকাতা বহুবাজার ২৪৯ নং ষ্ট্যান হোপ যন্ত্রে ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ এক টাকা, ডাক মাসুল ৵ দুই আনা।

কবিতালহরী। মূল্য ৷০ আট আনা। ষ্ট্যান হোপ যন্ত্রে পাওয়া যায়।

—•—

বাটী পরিবর্ত্তন।

আমরা মাণিকতলা ষ্ট্রীট ১৪৮ নং বাটী পরিত্যাগ করিয়াছি। বিগত ১৫ ই জ্যৈষ্ঠ আমাদের " নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র " শোভাবাজার রাজা কালীকৃষ্ণের লেন ৩০নং ভবনে উঠিয়া আসিয়াছে। সুতরাং অতঃপর যাঁহারা এই যন্ত্র সম্বন্ধে অথবা অন্য কোন প্রয়োজনানুরোধে আমাদের নিকট পত্রাদি পাঠাইতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা " কলিকাতা— শোভাবাজার— রাজা কালীকৃষ্ণের লেন নং ৩০ " এই ঠিকানা দিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়
কলিকাতা— রাজা কালীকৃষ্ণের লেন নং ৩০
১ লা আষাঢ়,—১২৮১।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ষ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্গন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কায়ার ব্রিক।
কায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ষ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং কায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা। বরণ এণ্ড কোং।
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট

মুদ্রিত " নির্ব্বাসিতের বিলাপ " যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বানর্জ্জি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৷০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ ১৮৭৪ সাল
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

পুরাবৃত্তম নাটক।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটোলডাঙ্গা পুস্তক বিক্রেতাদিগের নিকট ও ৫৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট বাল্মীকি যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা, ডাকমাসুল দুই আনা।

—

প্রসিদ্ধ ডাক্তার৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যরত্নাবলী মূল্য ৮ ডাক মাসুল ৷০ এবং তৎকৃত ভিষগ্‌ বন্ধু মূল্য ২ ডাকমাসুল ৵০।

ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের একটুক্ মেটিরিয়া মেডিকা মূল্য ২ ডাক মাসুল ৵০ এবং তৎকৃত এনাটমি ছাপা হইতেছে। উহা শীঘ্রই আমার নিকট আসিবেক এবং অন্যান্য ডাক্তারি পুস্তক আমার নিকট পাওয়া যায়।

ক্ষেত্র বাবুর পুস্তকের পরিমিতি প্রক্রিয়া মূল্য ।০ ডাক মাসুল /০
যোগেশ বাবু প্রকাশিত স্বর্ণলতা ১
ডাক মাসুল ৵০।
ইন্দ্র বাবু বি এ, কৃত কল্পতরু ১৲ ডাক মাসুল ৵০।
ক্যামিলি ষ্টেটমেণ্ট ১৷০।
কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহোটেল
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

সাহিত্য কুসুম।

উপরিউক্ত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৷০ ডাকমাসুল ।৵০। ষাণ্মাসিক ডাকমাসুলসমেত ।৵। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৵। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা হুগলি বুমোদয় যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পত্রাদি পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গ প্রদেশের শ্রীযুক্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনরলের অধীনস্থ কএকটী পোষ্ট আফিসে কএক শ্রেণি ব্যক্তিদিগের নামে জামিনি টাকা আমানত আছে, অদ্যাপি তাহা কাহাকেও প্রদত্ত হয় নাই।

যাহারা জমা দিয়াছেন তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের এক্সিকিউসন ও উত্তরাধিকারিদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে এই বিজ্ঞাপনের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে তাঁহাদের পাওনার বিষয় শ্রীযুক্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনেরলের নিকট আবেদন করিবেন; তাহা না করিলে তাঁহাদের পাওনা টাকার স্বত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইবেন, এবং সেই টাকা গবর্ণমেণ্ট খাতে জমা দেওয়া যাইবে।

জামিনি টাকার ফর্দ্দ।

যে আফিসে জমা দেওয়া হইয়াছে।	যিনি জমা দিয়াছেন তাঁহার নাম ও কর্ম্ম			মবলক
				টাকা, আ, পা
বাকিপুর	বোলাকি লাল, পাটনা সিটি বিসিভিং হাউসের কেরাণি			২১ ০ ১৫
বীরভূম	জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় আমোদপুরের পেয়াদা			২৯ ৪৶ ০
ভাগলপুর	শ্যাম সেব ডিলিভারি পেয়াদা			৫২ ৸৶ ১০
বর্দ্ধমান	কামীরুদ্দীন, ট্রান্সমিটিং পোষ্ট আফিসের পেস্কারমেন			২৯ ৶০
কলিকাতা	সেক মেহেরুদ্দি বক্স, কালবাটা পোষ্ট আফিসের সটার			২২ ৶ ১৫
ঐ	কাসিম উদ্দি	ঐ	পেয়াদা	২৯ ৪৶ ৫
ঐ	কাসিম হোসেন	ঐ	ঐ	২৯ ৪৶ ৫
ঐ	মনির উদ্দি	ঐ	ঐ	২৯ ৪৶ ৫
ঐ	গোলাম আবদার	ঐ	সটার	১৭ ৪৶
ঐ	আমিন উদ্দিন	ঐ	ঐ	৩৪ ০ ১০
ঐ	কালীলাল ওমেদওমার	ঐ	পেয়াদা	২৮ ৸৶ ৫
গয়া	দিগ্বিজয়চরণ পাল ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার			৪১ ৷৶ ৫
হুগলী	মনিলাল সিং পেয়াদা			১১৭ ৶ ১৫
ঐ	সেক ফলপ, ঘাটাল আফিসের পেয়াদা			১০২ ৷০ ৫
ঐ	জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় গৌহাটি আফিসের কেরাণি			১০৫ ৷০ ১০
হাবড়া	লালা রমানন্দ নং ৩ ডিলিভারি পেয়াদা			২৯ ৷৶ ৫
মালদহ	জগচ্চন্দ্র ঘোষ			২০ ৪৶০
মুঙ্গের	খুদিরাম ভট্টাচার্য্য মুঙ্গিরের পোষ্ট মাষ্টার			৭০ ৸৶ ১৫
মতিহারি	তুরসি রায়, সিগৌলি আফিসের ডিলিভারি পেয়াদা			৩২ ৪৶ ১০
ময়মনসিংহ	চুবা সেক সেরপুরের পেয়াদা			৪৮ ৶ ০
ঐ	নবকুমার চট্টোপাধ্যায় মুক্তাগাছার ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার			১৬৮৶ ৫
ঐ	এম কাটাস্থ পাকুলার ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার			৩৫ /০ ১৫
ঐ	আনন্দচন্দ্র ঘোষ সেরপুরের ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার			১১৭ ৶ ০
নওগাঁ	বনোয়ারি লাল দে. হেড ওভারসিয়ার			১১৭ ৶ ০
পুরুলীয়া	অযুত বাকাছুর গঞ্জের পেয়াদা			২৮ ৸৶ ০
ঐ	জঙ্গীর আলি, পুরুলিয়া আফিসের মোহরার			২০৫৸৶ ১০
রঙ্গপুর	সরুপ উদ্দিন ওভারসিয়ার			২৯ ৶ ৫
মজফরপর	প্যারিমোহন ঘোষ, দরভাঙ্গা আফিসের কেরাণি			১১৭ ৶

৭ ই জুলাই ১৮৭৪ } আফিসিএটিং পোষ্ট মাষ্টার জেনরল। বেদাল

বিজ্ঞাপন।

জেমুয়াকান্দীর চিকিৎসালয়ের সব্ আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃত—

১। বালচিকিৎসা। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য মূল্য ৫ টাকার পরিবর্ত্তে ৩।০ টাকা অবধারিত করা হইল। ডাকমাসুল ৶০।

২। ব্যবস্থামালা (ডাং গুডিভ্, ট্যানার প্রভৃতির প্রেস্‌কৃপসান) মূল্য ১।০ ডাকমাসুল ৶০।

৩। গর্ভিণী বান্ধব—যন্ত্রস্থিত। গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুস্থান কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বিকৃত বঙ্গভাষায় এনাটমি বা শারীর বিদ্যা প্রথম খণ্ড জেনরেল এনাটমি সাধারণ শারীর বিদ্যা এবং অষ্টিওলজি বা অস্থি বিদ্যা উত্তম কাগজে উত্তম ছাপা এবং ১২০ খানা প্রতিমূর্ত্তি সহিত ৪।০ মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল এইক্ষণে ক্রেতাদিগের সুবিধার জন্য ২ দুই টাকা মূল্য ও ডাক মাসুল ।০ আনা অবধারিত হইল আমার নিকট প্রাপ্তব্য—

কলিকাতা ২০ জুলাই ১৮৭৪। } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় হিন্দুস্থান লালবাজার

সুশ্রুত।

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা পটোলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৶০ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ষ্টোম্যাকিক এলিকসার ও পাউডার
অর্থাৎ পাচক অরিষ্ট ও চূর্ণ।
অজীর্ণ আম ও রক্তাতিসার গ্রহণী প্রবা-

হিকা রোগের [illegible]অব্যর্থ ঔষধ বারংবার পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, এবং নিম্নের কতিপয় পত্রের উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইবেক। মূল্য ১২ পুরিয়া ।৵ আনা হইতে ৸ আনা।

১২ মাত্রা বিশিষ্ট এক শিশি। আনা হইতে ১।০।

কলিকাতা ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্তের প্রেরিত।

"প্রায় তিন মাস হইল আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সহর রক্তাতিসার রোগে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময়নাশক চূর্ণ ২ দিন ব্যবহার করিয়া এবং তৎপরে ক্রমে ২ শিশি উদরাময় নাশক এলিকসর সেবন করিয়া উত্তম আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি আমার কনিষ্ঠ পুত্র অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় পীড়ায় পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময় নাশক মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।"

ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু সৌরীনাথ সেন কবিরত্নের প্রেরিত।

"আমার ভাগিনের শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাসের জ্বর ও রক্তাতিসার হইয়াছিল, আপনাদিগের নূতন পাচক অরীষ্ট নামক ঔষধ সেবন করিয়া তাহার অতি অল্পকালের মধ্যে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।"

কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের ম্যাজিসিলেসন অর্থাৎ টীকার সুপারিণ্টেণ্ডণ্ট এবং আসিষ্টাণ্ট সার্জন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র দত্তের প্রেরিত পত্রের অনুবাদ।

"কাশীঘাটের শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিসার পীড়ায় যেরূপ পীড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে উঁহার আরোগ্য পক্ষে আমার সম্পূর্ণ সংশয় ছিল। ফলতঃ তাঁহার পীড়ার প্রতীকারে আপনার ঔষধের ষ্টোম্যাকিক এলিকসারের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

বি, এল, ঘোষ, এণ্ড কোং
সুরেন্দ্রবন মেডিকেল হল,
ভবানীপুর কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ।

১২ ই শ্রাবণ সোমবার।

আমরা অনেক দিন বিদেশে ছিলাম, সম্প্রতি দেশে আসিয়া নিজগ্রাম ও সন্নিহিত গ্রামবাসীদিগের দুরবস্থা দর্শন করিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলাম। গত দুই বৎসর কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি না হওয়াতে চাসের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। কৃষিজীবী মজুর ও স্বল্প আয়বান ভদ্র লোকেরা একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকের দুই সন্ধ্যা আহার হইতেছে না। কাহার বা সকল দিন অন্ন জুটিতেছে না। এ বৎসর যদি সুবর্ষা না হয়, কত লোক যে মারা পড়িবে বলিতে পারি না। এ বৎসর এ অঞ্চলে বৃষ্টির গতি বড় ভাল দেখা যাইতেছে না। গত কয় সপ্তাহে ত কিছু মাত্র বৃষ্টি হয় নাই। প্রখরতর রৌদ্রে বীজ ও আশুধান্য অনেক মরিয়া গিয়াছে। যেগুলি জীবিত আছে, তাহাও কীট দষ্ট হইয়া মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন হইয়াছে। আশুধান্য নির্ব্বিঘ্নে হইলে দরিদ্রদিগের অনেক স্বচ্ছল হইত, তাহারও ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। এ সপ্তাহে নভোমণ্ডল বর্ষাকালীন ভাব ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু বৃষ্টির সহিত বড় দেখা সাক্ষাৎ হইতেছে না। যদি দুই চারি দিনের মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি না হয়, কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

আমরা এ অঞ্চলের লোকের আর একটী বিষম কষ্ট দেখিলাম। দুই তিন বৎসর হইল এ অঞ্চলে মালেরিয়া জ্বর আরম্ভ হইয়াছে। অনেকে প্লীহা যকৃৎ ও জ্বরে অতিশয় কষ্ট পাইতেছে। অনেকে কিছুমাত্র সঞ্চয় না থাকাতে ডাক্তার দেখাইতে পারিতেছে না, বিনা চিকিৎসায় ও হাতুড়িয়া চিকিৎসকের ভ্রান্তিবহ চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। হাতুড়িয়ারা প্লীহা ও যকৃতের দাগ দেয়। তাহাতে যে ভয়ঙ্কর ক্ষত হয়, অনেকের তাহার যাতনায় প্রাণ বিয়োগ হইতেছে।

অতিশয় দুঃখের বিষয় এতদিন কেহ উল্লিখিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। আমরা আহ্লাদিত হইলাম সম্প্রতি হরিনাভি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের যত্নে একটী উন্নতি বিধায়িনী সভা হইয়াছে। সভা উল্লিখিত দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তিদিগের হিত চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। এস্থলে আমরা সভাকে একটী বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছি। অনেক সভায় যেরূপ হইয়া থাকে, কেবল বাক্‌মাত্রে হিতচেষ্টা যেন পর্য্যবসিত না হয়।

কি স্বেচ্ছাচারিতা!!

ক্ষমতা উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তগত হইলে যেমন মঙ্গলের কারণ হয়, অনুপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে পতিত হইলে তেমনি বহুল অনর্থের হেতুভূত হইয়া থাকে। অনুপযুক্ত ও গর্ব্বিত ব্যক্তিরা স্বভাবতঃ স্বেচ্ছাচারিতা অতিশয় ভালবাসে। পদস্থ হইলে উহাদিগের সে স্বেচ্ছাচারিতার ইয়ত্তা থাকে না। তাহারা যা মনে করে তাই করিতে পারে, যাবতীয় কার্য্যে তৎ প্রদর্শন করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য হয়। আমাদের গবর্ণমেণ্টের নিম্নতন কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ঐরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার নিবন্ধন সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রজাপীড়ন আইন লঙ্ঘন প্রভৃতি নানাবিধ অত্যাচার হয় এরূপ নয়, গবর্ণমেণ্টকেও তন্নিমিত্ত কলঙ্কভাগী হইতে হয়। ইহাদিগের যথেচ্ছাচারিতা ও অবিমৃষ্যকারিতাই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজাদিগের

বিবাদ উৎপাদনের অনুভব প্রধান বা ... ইঁহারা যেরূপে স্ব স্ব ক্ষমতার ... প্রদান করেন, নেটিব পবলিক ... তাহার একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। গোদাবরী ... এক প্রাচীন জমীদার বংশ ... ১৮৪৭ অব্দে বাকী খাজনায় ঐ জমীদারী বিক্রয় হয়, গবর্ণমেণ্ট উহা ... করেন। এমন এক প্রাচীন জমীদার বংশ উৎসন্ন হইয়া যান এই ভাবিয়া তৎকালের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে মাসিক ৬ শত টাকা পেন্সন এবং একটী ক্ষুদ্র জমীদারী প্রদান করেন। ঐ জমীদারের পেদ্দাপুরে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। তিনি সেখানে বাস করিতেন। প্রার্থনা করাতে গবর্ণমেণ্ট সেটীও তাঁহাকে দিলেন, তবে এই কথা বলিয়া দিলেন যত দিন গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন তিনি ঐ স্থানে বাস করিতে পারিবেন। এই ভাবে প্রায় ২০। ২৫ বৎসর নির্ব্বিবাদে কাটিয়া গেল। পূর্ব্বতন কর্ম্মচারিরা চলিয়া গেলেন, পঞ্জাবী স্কুলে শিক্ষিত উদ্ধত অবিমৃষ্যকারী যথেচ্ছাচারী কর্ম্মচারীরা গিয়া জুটিলেন। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের কোন কাজের জন্য কতকগুলি বড় বড় প্রস্তর আবশ্যক হয়। পেদ্দাপুরের দুর্গ ও তন্মধ্যস্থ বাটী সকলে ঐ প্রস্তর পাওয়া যায়, এই বলিয়া পবলিকওয়ার্ক বিভাগের কর্ম্মচারিরা কালেক্টরের নিকট আবেদন করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা আনয়ন করিবার অনুমতি দিলেন। গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার অপেক্ষা করিলেন না এবং বর্ত্তমান দখলীকারকে একটী কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলে ... তাঁহার ক্ষমতার সংকোচ হয়! তিনি তাহা করিবেন কেন? পবলিক ওয়ার্কের ... ও একে পায় আরে চায়, কালেক্টর সাহেব যে সকল প্রস্তর আনিবার আদেশ দিলেন, কর্ম্মচারিরা তাহা ছাড়া অন্য অন্য প্রস্তরও আনিতে আরম্ভ করিল। জমীদার প্রতিবাদ করিলেন; কিন্তু তাহা অরণ্যে রোদন হইল। কালেক্টর ও রেবেনিউ বোর্ডকে জানাইলেন, তাহাও বিফল হইল। ডিষ্ট্রিক্ট জজের নিকট অনধিকার প্রবেশ ও ক্ষতি পূরণের নালিশ হইল, জজ সাহেব মকদ্দমা ডিসমিস করিলেন। অবশেষে হাইকোর্টে আপীল করিয়া তিনি সুবিচার লাভ করিলেন। এই সকল মহাপুরুষের কার্য্যের প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহারা প্রজাদের রাজভক্তি হ্রাস করিবার মূলস্বরূপ।

আমরা প্রধান রাজপুরুষদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এই বিষয়টী একবার ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখুন। জমীদার যদি হাইকোর্টে জানাইতে না পারিতেন, কেমন অবিচার হইত। এটী একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়। কর্ম্মচারিদিগের দোষে এইরূপ শত শত অবিচার হইয়া থাকে। এস্থলে আর একটী বিষয়ের বিবেচনা করা আবশ্যক, জমীদার যদি গোঁয়ার হইতেন, তিনি অন্যায় সহ্য করিতে না পারিয়া যদি দাঙ্গা করিতেন, লোক হত্যাদি কত অনর্থ ঘটিত। শেষে জমীদারই গবর্ণমেণ্টের কোপে পড়িয়া উৎসন্ন হইতেন। গবর্ণমেণ্টের প্রশ্রয় দোষই এই সমস্ত অনর্থের মূল। যে সকল কর্ম্মচারী এই প্রকার স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করেন, তাহাদিগের যথোচিত দণ্ড হয় না। যদি অপরাধানুরূপ দণ্ড হয়, তাঁহারা সাবধান হন, ভবিষ্যতে আর তাদৃশ কার্য্যে অগ্রসর হন না। গবর্ণমেণ্টের দণ্ড দেওয়া নাই, অতএব তাঁহাদিগের গর্ব্ব ও স্বেচ্ছাচারিতার অধিকতর বৃদ্ধি না হইবে কেন? স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধির অনুসারে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার ও অবিচারের যে বৃদ্ধি হয় সে বিষয়ে কি প্রধান পুরুষদিগের সংশয় আছে? সকলে কি উপরে জানাইয়া অন্যায় প্রতীকারে সমর্থ হয়? অন্যায় ও অবিচার করিয়া দুর্ব্বলদিগকে দমনে রাখিয়া রাজ্য করা কি প্রধান পুরুষেরা শ্লাঘনীয় জ্ঞান করেন? উহাই কি আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের প্রভু শক্তি রক্ষার অবলম্বন স্তম্ভ? আমরা জানি অন্যায় ও অবিচার নিবারণ চেষ্টাই আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের বল। সেই বলেই তাঁহারা এদেশে বদ্ধপ্রতিষ্ঠ ও বদ্ধমূল হইয়াছেন। এখন যদি তাঁহারা তদ্বিষয়ে উদাসীন হন, তাঁহাদিগের অবলম্বনস্তম্ভ ক্রমে ভগ্ন হইবে সন্দেহ নাই।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে লার্ড নর্থব্রুকের বাক্যালাপ।

শান্তির সময়ে স্থিরভাবে কার্য্য করিয়া রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ কঠিন নয়। বিপদকালেই রাজনীতিজ্ঞদিগের পরীক্ষার নিকষ স্বরূপ। ঐ সময়ে যাঁহারা অবিচলিত চিত্তে স্বাবলম্বিত পথে বিচরণ করিয়া সকল দিক রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ, তাঁহারাই পাকা দণ্ডনীতিজ্ঞ। লার্ড কানিঙ ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ কালে এই রাজনীতিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, আর এই দুর্ভিক্ষ কালে লার্ড নর্থব্রুক প্রদর্শন করিলেন। দুর্ভিক্ষের উপক্রম কালে ভারতবর্ষের সকলেই প্রায় ভীত হইয়া শস্যের রপ্তানী বন্ধ করা প্রভৃতি অনেক প্রকার অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই শঙ্কিত ও ব্যস্ত হন নাই। তিনি নির্ভীক চিত্তে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রজা রক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি যদি পাকা লোক না হইতেন, বাঙ্গালা দেশের

কত প্রজার যে অনাহারে মৃত্যু হইত-আমরা বলিতে পারি না। এইরূপ আর একটী দুর্ভিক্ষ সময়ে আমরা সর জন লরেন্সেরও রাজনীতিজ্ঞতা দর্শন করিয়াছি। উড়িষ্যায় লোক মরিয়া উড় কুড় উঠিয়া গেল। তিনি স্বচ্ছন্দে সিমলা শৈলের সুখ সমীরণ সেবনে কালাতিপাত করিলেন!! তিনি মোমের নাকের ন্যায় মন্ত্রীদিগের কথায় এদিক ওদিক ফিরিতেন, লাড নর্থব্রুক সেরূপ ফিরেন না। এই দুর্ভিক্ষে লাড নর্থব্রুকের প্রজাবাৎসল্যেরও সবিশেষ পরিচয় হইয়াছে। এস্থলে সর জন লরেন্সের সহিত ইঁহার ব্যবহারগত সৌসাদৃশ্য প্রদর্শনের প্রয়োজন হইল। জন লরেন্সের প্রজার শরীর রক্ষার অপেক্ষা আত্ম শরীর রক্ষায় অধিকতর যত্ন ছিল। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া দেশ দগ্ধ করিতেছে, তিনি সিমলা পর্ব্বতে বসিয়া স্বকর্ণে শুনিতে লাগিলেন, এক পদ পর্ব্বত হইতে নামিতে পারিলেন না। পক্ষান্তরে লাড নর্থব্রুক দুর্ভিক্ষ সংবাদ পাইবামাত্র সিমলা পরিত্যাগ করিলেন, তথায় এক সপ্তাহও গমন করিলেন না। যে কারণে এ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

সর রিচার্ড টেম্পল বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হওয়াতে একটী নূতন বিষয় প্রকাশ হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা উপস্থিত হইবামাত্র সর জর্জ্জ কাম্বেল লাড নর্থব্রুককে রপ্তানী বন্ধ করিবার অনুরোধ করেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন না। ইহাতে কাম্বেল সাহেব মনে মনে একটু বিরক্ত হন, এবং লাড নর্থব্রুককে অপ্রতিভ করিবার জন্য যত শস্য দেশ হইতে রপ্তানী হইত তন্ন তন্ন করিয়া তাহার হিসাব সর্ব্বসাধারণের গোচর করিয়া সকলকে তত্ত্ব প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু কত শস্য আমদানী হইল, সে বিষয়টী সকলের গোচর না করিয়া একপ্রকার গোলযোগ করিয়া কাটাইয়া দিতেন। সার রিচার্ড টেম্পল সভা গোপন করিতে ছেন না। তিনি প্রকৃত বৃত্তান্ত সাধারণের গোচর করিয়াছেন। লাড নর্থব্রুক রপ্তানী বন্ধ করেন নাই বলিয়া যাঁহারা অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁহার প্রতি দোষারোপ করেন, এই হিসাব দর্শন করিলে তাঁহাদের আর সে ভাব থাকিবে না ১৮৭৩ সালের নবেম্বরের প্রথম অবধি ১৮৭৪ সালের জুনের শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গ দেশ হইতে ২৪০০৭২ টন শস্য রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কলিকাতায় ৪৩৬২৭৩ টন আমদানী হইয়াছে। রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। পূর্ব্বে অনেকে অনেক বলিয়াছেন, আমরাও অনেক বলিয়াছি, কিন্তু লাড নর্থব্রুক যেরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক গম্ভীর ও অবিচলিত ভাবে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে এক্ষণে সকলকেই তাঁহার প্রশংসা করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

—:০:—

লেপ্টিন সাহেব।

ইংরাজজাতি স্বজাতির প্রতি অতিশয় পক্ষপাতী, এই দুর্নামটী ভারতবর্ষে দৃঢ়তর বদ্ধমূল হইয়াছে। এ দুর্নাম অমূলক নয়। অনেক কার্য্যে তাহার পরীক্ষা হইয়াছে। সম্প্রতি আর একটী পরীক্ষাস্থল উপস্থিত হইয়াছে এ পরীক্ষায় কি হয়, দেখিবার নিমিত্ত অনেকে উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। আমরা রঙ্গপুরের ভূতপূর্ব্ব জজ লেপ্টিন সাহেবকে লক্ষ্য করিয়াই একথা কহিতেছি। কত দিন হইল তাঁহার অপরাধ প্রকাশ হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার অপরাধের কি দণ্ড হইল এ পর্য্যন্ত কেহ কিছু জানিতে পারিলেন না।

যাহাতে স্বার্থ সম্বন্ধ থাকে ভদ্র লোকে অতি সাবধান হইয়া সে বিষয়ে কার্য্য করেন। অপরের বিচার করিবার সময় ধর্ম্ম এবং অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন কিন্তু স্বসম্পর্কের কোন ব্যক্তির অপরাধ কিম্বা ত্রুটী দর্শন করিলে কঠোর ন্যায়ানুসারে তাহার বিচার করিবার প্রয়াস পান। কখনই সেই অপরাধীকে পক্ষপুট দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা পান না। ক্ষমা প্রদর্শন কালেও আত্মীয়ের বিষয়ে কঠোর ন্যায়ানুগামী হইয়া থাকেন। এই রূপ ব্যবহারে লোকে প্রকৃত ন্যায়পরতা কাহাকে বলে তাহা জানিতে পারে এবং নিঃস্বার্থ সত্য প্রিয়তা দর্শন করিয়া ধর্ম্মনীতির মহিমা বুঝিতে পারে। এই উন্নত ধর্ম্মনীতি, কি ব্যক্তি বিশেষ, কি গবর্ণমেণ্ট উভয়ের পক্ষেই সমান। গবর্ণমেণ্ট যদি এই রূপ অপক্ষপাতের দৃষ্টান্ত একবার প্রদর্শন করেন তাহা হইলে দেশ জুড়িয়া তাঁহাদের সুখ্যাতি হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে একথা সকল সময় কর্ত্তৃপক্ষের স্মরণ থাকে না। যেখানে কোন এদেশীয়ের সহিত কোন ইউরোপীয়ের বিবাদ ঘটিয়াছে, সেই খানেই এই ন্যায়পরতার মস্তকে পদাঘাত করা হইয়াছে।

রঙ্গপুরের উকীলেরা লেপ্টিন সাহেবের নামে যে আবেদন করেন তাহা পাঠক গণ অবগত আছেন। এই বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয় করিবার জন্য জ্যাকসন সাহেব যে রঙ্গপুরে গিয়াছিলেন তাহাও বোধ হয় কাহার অবিদিত নাই। জ্যাকসন সাহেব অনুসন্ধান করিয়া কি স্থির করিয়াছেন তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু হাইকোর্টে যে বিচার হইয়াছে তাহাতে লেপ্টিন সাহেবের দোষ এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে। তাঁহার আদালতের আমলারা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে সাহেব স্বয়ং কিছুই করিতেন

...সম্পাদকের তাহাদের হস্তে ফেলিয়া ...নি শুদ্ধ থাকিতেন। ইহার অপেক্ষা ...ন তাহার অবহেলার অপর প্রমাণ ...হইতে পারে? এই প্রকার,অনবধান-...জন্য সুরেন্দ্র বাবুর গুরুতর দণ্ড ...গিয়াছে কিন্তু লেভিন সাহেবের ...গুরুদণ্ড করা হইল? তাঁহাকে কি ...কেবল স্থানান্তরে বদলী করা হইল অথবা ...কিছু দিনের জন্য সস্পেণ্ড করা হইল অথবা চিরকালের মত গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করা হইল? যে সকল গর্ব্বিত ও ভ্রান্ত ইউরোপীয় সুরেন্দ্র বাবুর অপরাধ পাইয়া সমুদায় বাঙ্গালিকে অযোগ্য ও অধন্য বলিয়া গালি দিয়াছিলেন তাঁহারা এখন কোথায়? ইংলিশমান না প্রথমে মহাক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং লেভিন সাহেবকে রঙ্গপুরের উকীলদিগের নামে অভিযোগ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন? তিনি এখন কোথায়? আমরা এরূপ ভ্রান্ত মতাবলম্বী নহি। বাঙ্গলা দেশে যে জন্ম গ্রহণ করে সে সমুদায় দোষের, আর যে ইউরোপ খণ্ডে জন্ম গ্রহণ করে, সে সমুদায় গুণের আকর আমাদিগের এ সংস্কার নাই। আমাদের চক্ষে সুরেন্দ্র বাবুর অপরাধ করাও যেরূপ সম্ভাবিত, লেভিন সাহেবেরও অপরাধ করা সেইরূপ সম্ভাবিত। উপসংহার কালে আমরা অনুরোধ করিতেছি গবর্ণমেণ্ট লেভিন সাহেব সংক্রান্ত সমুদায় কাগজ পত্র ত্বরায় প্রকাশ করুন। যে পর্য্যন্ত উহা প্রকাশিত না হবে, তাবৎ লোকে তাঁহাদিগের প্রতি কপাত দোষের আরোপ করিবে, ই যেন তাঁহারা বিবেচনা করেন।

সদৃষ্টান্ত প্রদর্শন।

খানকার আচার ব্যবহারাদি সম্পূর্ণ বদেশীয় রাজার সেখানে রাজত্ব ...ড় কঠিন কর্ম্ম। ভ্রম প্রমাদাদি ঘটিবার অধিকতর সম্ভাবনা। সেই ভ্রম প্রমাদাদির বিষয়ও সময়ে সময়ে এই সোমপ্রকাশে উল্লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে যে উদার রাজনীতির উপর ব্রিটিশ রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর, তাহা চক্ষে দর্শন করা দূরে থাকুক তাহার বিষয় চিন্তা করিলেও হৃদয় আনন্দরসে উচ্ছলিত হয়। আমাদের এরূপ বক্তব্য নয়, যে সর্ব্বস্থলে ও সকল বিষয়ে এই রাজনীতির যথাযথ অনুসরণ করা হইয়া থাকে। অনেক সময়ে ইহার ব্যতিক্রম ঘটনা ও এই নীতির অবমাননার বহুল উদাহরণ নয়নগোচর হয়। কিন্তু ব্রিটিশ রাজ্যের অভ্যুদয় অবধি যে এদেশের সুখসমৃদ্ধি ও শান্তির সূত্রপাত হইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? স্বাধীনতা ইংলণ্ডের প্রাণভূত, স্বাধীনতাই ইংরাজের প্রধান গৌরবের বস্তু। এই হেতু ইংরাজ জাতি যখন ভারতবর্ষকে করতলস্থ করিলেন, তখন প্রজাদিগের স্বাধীনতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাদিগকে কার্য্য করিতে হইল। এই কারণে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী অবধি দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রজার নিজের মত অভিরুচি ও প্রবৃত্তির অনুসারে কার্য্য করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইল। তাহার উপাদেয় ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। বিকাশের অবসর পাইয়া ভারতবাসিদিগের নিদ্রিত চিত্তবৃত্তি সকল দেখিতে দেখিতে জাগ্রত হইয়া উঠিল; মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীনভাবে আপনার কার্য্য আরম্ভ করিল; সকলেই আপন আপন বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির অনুসারে নিজের ও সমাজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

সকল বিভাগেই এই উৎসাহ স্ফূর্ত্তি ও উদ্যোগ লক্ষিত হইতেছে। যে সকল প্রদেশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন, তাহার ত কথাই নাই, দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যেও এই উৎসাহ ও উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। মুসলমান রাজাদিগের সময় এই সকল রাজাদিগের অবস্থা যেরূপ ছিল তদ্বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখিলে বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের স্বরূপ পরিস্ফুটরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। মুসলমানদিগের সময় হিন্দু রাজারা দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। এক শ্রেণী মুসলমানদিগের অনুগত ও তাহাদের প্রিয় পাত্র ছিলেন, অপর শ্রেণী মুসলমানদিগকে ঘৃণা করিতেন এবং ম্লেচ্ছ বলিয়া তাহাদিগের নিকটস্থ হইতেন না। যাহারা মুসলমান রাজাদিগের অনুগত করিতেন, তাঁহারা যেমন কখন কখন প্রসাদভাজন হইয়া উচ্চপদে অধিরূঢ় হইতেন তেমনি আবার সময়ে সময়ে তাঁহাদের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া ধনে প্রাণে বঞ্চিত হইতেন। হিন্দুরাজাদিগকে অনুরক্ত রাখিলে যে কি উপকার হয় সুবুদ্ধি আকবর তাহা বুঝিয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত তিনি সর্ব্বদা হিন্দুদিগের মানবর্দ্ধন করিতেন। কিন্তু ধর্ম্মান্ধ আরঙ্গজেব হিন্দুরাজাদিগকে অপদস্থ করাই গৌরবের বিষয় জ্ঞান করিতেন। যাহারা রাজদ্বেষী ছিলেন, তাঁহাদের কথা বলা বাহুল্য মাত্র, তাঁহাদিগকে চিরনরকশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে হইত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকার কাল অবধি সে ভাবের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এখন গবর্ণমেণ্ট স্বাধীনভাবে নিজ নিজ রাজ্যের উন্নতি করিবার ভার দেশীয় রাজাদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ও উপদেশাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে সে বিষয়ে উৎসাহিত করিবার চেষ্টাও করিয়া থাকেন। ইহার উত্তম ফলও ফলিয়াছে। এখন প্রায় সকল রাজ্যেই উন্নতির লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। জয়পুর পাতিয়ালা

সিন্ধিয়া প্রভৃতির অধিপতিরা ক্রমেই স্ব স্ব রাজ্যের কল্যাণ সাধনে যত্নবান হইতেছেন। বোধ হয় কাশ্মীর এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান। মহারাজ রণবীর সিংহ বিচক্ষণ ও সুযোগ্য মন্ত্রীদিগের মন্ত্রশক্তির বলে ক্রমেই নিজরাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সমর্থ হইতেছেন। কয়েক বৎসর হইল ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কাশ্মীর রাজ্যের শাসন বিশৃঙ্খলার উল্লেখ করিয়া নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। তখন আমাদের এই শঙ্কা হইয়াছিল যে কালে কাশ্মীর রাজ্য ব্রিটিশ রাজ্যসাৎ করিবার সূত্র পাত হইতেছে। কিন্তু সে দিন আর নাই। এখন কি শিক্ষা কি শাসন কি বাণিজ্য সকল দিকেই কাশ্মীররাজের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে।" বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের হস্তে রেশমের কারবারের ভার সমর্পিত হওয়াতে যে উপকার লাভ হইয়াছে তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। শুনা যাইতেছে যে চীন দেশে মহারাজ একটী রেশমের কুঠী করিবেন এবং ইউরোপের স্থানে স্থানেও ঐরূপ কুঠী করিবার ইচ্ছা আছে। আর একটী আনন্দের বিষয় এই যে, মহারাজ এই সকল কার্য্যভার উপযুক্ত বাঙ্গালিদিগের হস্তে দিবার সংকল্প করিয়াছেন। নীলাম্বর বাবুর কৃতার্থতা ও যোগ্যতাই এই সংকল্পের কারণ। এস্থলে আমাদিগের একটী বক্তব্য উপস্থিত হইল। রাজা আপাততঃ কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত উপযুক্ত বাঙ্গালিদিগকে নিযুক্ত করুন, কিন্তু তাঁহার নিজ প্রজাদিগকে উপযুক্ত করিবার দিকে যেন দৃষ্টি থাকে। এই সকল উপায়ে যে কাশ্মীরের বিপুল ধনবৃদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের অন্যান্য রাজারা যদি এই উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে দেশের মুখশ্রী পরিবর্ত্তিত হয় সন্দেহ নাই।

বিবিধ সংবাদ।

৫ ই শ্রাবণ সোমবার।

সম্প্রতি এসিয়াটিক সোসাইটীতে দেশীয় জুতা লইয়া যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে কেবল যে এদেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকেরা এক বাক্যে সোসাইটীর সভ্যগণের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন এরূপ নয়, ইংলিশম্যান পিয়নিয়র ও বেঙ্গলি এপিনিয়ন প্রভৃতি অনেক ইংরাজী সংবাদপত্রও এ বিষয়ে বিরক্ত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। বেঙ্গলি এপিনিয়ন লিখিয়াছেন, "এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্যগণের ন্যায় ব্যক্তিরা যে এই সামান্য বিষয় লইয়া এত গোলযোগ করেন এটী অল্প বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই, যাহাতে এরূপ ঘটনা আর কখন না ঘটে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। এ দেশীয়েরা কোন মজলিসে গেলে যে জুতা খুলিয়া বসেন, তাহার কারণ এই, তাঁহাদিগকে গালিচা প্রভৃতি আসনে বসিতে হয়, সে জুতা খুলা কাহারও সম্মানের জন্য নহে, তাহাদের সামাজিক রীত্যনুসারেই জুতা খুলা ঘটিয়া থাকে, এমন অবস্থায় কোন ইংরাজ মজলিসে তাঁহাদিগকে জুতা পায় দিয়া যাইতে নিষেধ করা কোন মতে যুক্তিসঙ্গত হয় না।" ইংরাজেরা এদেশীয়দিগকে যত ভালবাসেন, দেশী জুতাতেই তাহার পরীক্ষা হইল।

ইংলিশম্যানের পারিসস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন সম্প্রতি ম্যাকমেহনের সহধর্ম্মিণী গাড়ি করিয়া বার্সেলিসের একটী গির্জ্জায় গমন করেন, গাড়ি হইতে নামিবার সময় তাঁহার পরিচ্ছদ গাড়ির চাকায় বাঁধিয়া যাওয়াতে তিনি চেঁচাইয়া উঠিয়া পড়িয়া যান, তথায় একজন ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ছিলেন, তিনি দৌড়াদৌড়ি তাঁহাকে তুলিতে গেলেন, কিন্তু মন্ত্রী বলিবার পূর্ব্বে তিনি তাড়াতাড়ি স্বয়ং উঠিয়া বলিলেন "তোমরা মন্ত্রী যখন পতিত হও, এরূপ শীঘ্র উঠিতে পার না।" ম্যাকমেহনের সহধর্ম্মিণীর সদৃশ কথাই হইয়াছে।

লণ্ডন অতি আশ্চর্য্য নগর। ইহার আয়তন ১১১ বর্গ মাইল, অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩৯ লক্ষ। যে সকল সম্পত্তির বার্ষিক কর ধার্য্য আছে, তাহার মূল্য ১০ কোটি টাকা। গত বৎসর প্রতি সপ্তাহে গড়ে ১১৮৫ ব্যক্তির জন্ম এবং ১৮৪৭ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। প্রতি সপ্তাহে মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম সংখ্যা ৮৩৯ অধিক।

ভারতবর্ষের পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহাতে এক্ষণ অবধি অর্দ্ধ ছটাক ওজনের চিঠি চারি আনা মাসুলে এখান হইতে ইংলণ্ডে যাইবে ও এখানে আসিবে। এটী অল্প সুবিধা নয়।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "নবদ্বীপ নিবাসী সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় এতদিনের পর ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উত্তেজক নিবন্ধনই হউক বা গৌরাঙ্গ ভক্তদিগের প্রতি অনুকূল হইয়াই হউক, অথবা কোন গুপ্তকারণেই হউক নবদ্বীপ-প্রভু শচীপুত্র গৌরাঙ্গের ঈশ্বরত্ব ও পূর্ণ ব্রহ্মত্ব সংস্থাপনে যত্নবান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন এবং কয়েকটী পৌরাণিক ও তান্ত্রিক বচনের অকপোলকল্পিত অর্থ অবলম্বন করিয়া গৌরাঙ্গের ঈশ্বরত্ব ও পূর্ণ ব্রহ্মত্ব শাস্ত্রসম্মত বলিয়া সাধারণের নিকট প্রতিপন্ন করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন।" আমাদিগের দেশে দেবতা হওয়া কঠিন নয়, দেবতা করিয়া তুলিবার লোকেরও অপ্রতুল নাই। সমাচারপত্রগুলি প্রতিবন্ধক না হইলে আমরা এতদিনে আরো কত নূতন দেবতা দেখিতে পাইতাম।

এক ব্যক্তি মুরশিদাবাদ হইতে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, "দুঃখের বিষয় এই যে ইংরাজদিগের মধ্যে এত মহাত্মাও কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রদান করেন নাই; যাহাতে দেশের কার্পাস তুলার দেশে শস্ত শস্ত দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় অন্নসত্র প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে, যাঁহাদের নাম ভারতের সমুদয় অংশে সকল লোকেই গান করিতেছে,

[illegible] একটী ক্ষুদ্র পাঠশালা [illegible] সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ [illegible] এরূপ কখনও বিশ্বাস হয় না। [illegible] প্রেরণে কোন গোলযোগ [illegible] ভাক্তি কর্ণি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা [illegible] ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং [illegible] পাঠকেরা সাহায্যদানে [illegible] হইতেছেন।

সম্প্রতি হাইকোর্ট এই মীমাংসা করিয়াছেন কোন কয়েদীর যদি বেতন ভিন্ন অন্য কোন উপায় না থাকে, তাহাকে ঋণের জন্য কারারুদ্ধ রাখা হইবে না। ইহাতে বিচারপতিদিগের কিছু অধিক দয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

আমেরিন নামক একখানি আমেরিকান জাহাজ যত শীঘ্র ভারতবর্ষে আসিয়াছে এত শীঘ্র আর কোন জাহাজ এপর্য্যন্ত আসিতে পারে নাই। এখানি বোষ্টন নগর হইতে মাদ্রাজে ৭১ দিনে আসিয়াছে। বোষ্টন হইতে সচর চর এক শত দিবসের ন্যূনে আসা যায় না।

আমেরিকার নায় ইংলণ্ড স্ত্রীরাও পুরুষের অন্ন মারিবার চেষ্টায় আছেন। ইংলণ্ডে দুইজন যুবতী বারিষ্টার হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ইঁহারা কিন্তু বারিষ্টার হইলে পুরুষের অপেক্ষা অধিক পসার করিতে পারিবেন। কারণ ইঁহারা যে সকল ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন করিবেন, জজদিগের এমন ক্ষমতা হইবে না যে সহজে তাহাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন।

আমরা শুনিলাম ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার বর্ত্তমান সম্পাদক ডাক্তার মিল ১৮ এ জুলাই স্বদেশ যাত্রা করিবেন। শীঘ্র ফিরিয়া আসিবেন না। মাদ্রাজ মেলের সম্পাদক কুপার সাহেব কিছুদিনের জন্য ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিবেন, যেমন ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া মিথ সাহেব তাহার সাময়িক সম্পাদক ছিলেন।

সম্প্রতি প্রিন্স বিসমার্ক বড় বাঁচিয়া গিয়াছেন। এক ব্যক্তি তাঁহাকে গুলি করে, ভাগ্যক্রমে গুলি তাঁহার কক্ষে লাগিয়া যায়। ঐ ব্যক্তি ধরা পড়িয়াছে।

মিউনিসিপালিটী সকলের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ তাহাতে কোন মিউনিসিপালিটীর সুখ্যাতি শুনা প্রায় আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, কোন মিউনিসিপালিটী ঋণে একান্ত অভিভূত কাহারও কার্য্যের কোন শৃঙ্খলা নাই, কেহ বা সকল অর্থের অপব্যয় করেন, কর প্রদাতাদিগের কোন উপকার হয় না, এইরূপ অভিযোগ প্রায়ই আমাদের শ্রুতিবিবরে প্রবেশ করে. এমন অবস্থায় কোন মিউনিসিপালিটীর সুখ্যাতি শুনিলে বড় আনন্দ হয়। কলিকাতার উপনগরের মিউনিসিপালিটীর গত বৎসরের কার্য্য বিবরণ দর্শনে আমরা সেই সন্তোষলাভ করিলাম, সকল দিকেই উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এটী টারণের সাহেবের অল্প গৌরবের বিষয় নহে। কেবল গৌরবের কেন লাভেরও হইয়াছে। কমিশনরেরা তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর উক্ত মিউনিসিপালিটীর অর্থের অনটন হইয়াছিল বটে, কিন্তু গত বৎসর প্রায় ৭৫ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। অনেক মিউনিসিপালিটীতে কাজের লোক নাই বলিয়াই তাহার হীন অবস্থা।

ইংলিসম্যান বলেন, আগামী ৯ই আষাঢ় লর্ড মর্লক্রক টাকায় এক দরবার করিবেন।

মাদ্রাজের কোন সংবাদপত্রসম্পাদক হইতে একখানি পত্র পাইয়াছেন, ইহাতে লিখিত হইয়াছে, আগামী শীত কালে গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ভারতবর্ষ দর্শনে আসিবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা ভারতবর্ষের কাজে থাকেন, তাঁহাদিগের ভারতবর্ষ দর্শন অতি আবশ্যক।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রাণান্তেও কখন স্বহস্তে এক কলম লিখেন না। তিনি বলিয়া দেন, ক্ষিপ্রহস্ত লেখকেরা লিখেন, পরে তাহা ছাপা হয়। এটী কিছু নূতন ও অদ্ভুত কথা নয়। গণেশ ব্যাসদেবের লেখক ছিলেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, এক্ষণে যত গুলি নূতন সুতার কল প্রস্তুত হইতেছে, সেগুলি সম্পূর্ণ হইলে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি নাগপুর এবং অমরাবতীতে সর্ব্বশুদ্ধ অনুমান ৪১ টী মুঠা হইবে। ইহাদের মূলধন চারি কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। এই সকল দর্শন করিলে এদেশের প্রকৃত উন্নতি হইতেছে বলিয়া মনে আশার সঞ্চার হয়।

৬ ই শ্রাবণ মঙ্গলবার।

মানুষের কখন কি অবস্থা ঘটে কাহার সাধ্য বলিয়া উঠে। শ্রীরামপুরের গোলোক নাথ রায়ের নাম বোধ হয় অনেকে শুনিয়া থাকিবেন, ইনি ডানিশ সেটেলমেণ্টের দেওয়ান ছিলেন। ইহাঁর দানশীলতা দেশ বিখ্যাত, এজন্য ইহাকে অনেকে বাঙ্গালা দেশের দাতাকর্ণ বলিত। ইনি এই অসাধারণ গুণে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। মৃত্যু কালে ইনি বার্ষিক ২০ হাজার টাকা আয় হয় এরূপ ভূসম্পত্তি রাখিয়া যান। এক্ষণে তাহার মৃত পুত্র প্রাণকৃষ্ণ রায়ের ঋণের জন্য তাহার বাসবাটীটি পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। তাঁহার স্ত্রী পুত্রেরা থাকিতে পায় এমন একটী স্থান নাই। সৌভাগ্যের সময়ে স্ত্রীলোকটী তাঁহার নখে যে মুক্তা গুলি পরিতেন তাহার এক একটীর মূল্য হাজার টাকা, তাহার পরিধেয় শাটী খানির মূল্য ৮ শত টাকা। এক্ষণে তাঁহার উপজীবিকা ভিক্ষা, তাঁহার সন্তানগণ অনাহারে কষ্ট পাইতেছে। বিষয় রক্ষা করা উপার্জ্জন করা অপেক্ষা কঠিন কাজ। বিষয় অপদার্থের হাতে পড়িলে তাহার এই দশা ঘটিয়া থাকে।

কোন সংবাদ পত্র বলেন, বোম্বাইর টার্ডি নামক একটী স্থানে সম্প্রতি এক ভয়ানক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ একজন কৃষকের মৃত্যু হয়, তাহার আত্মীয়গণ তাহার মৃত দেহ লইয়া গিয়া চিতার উপর তুলিয়া দিয়া ইহাতে অগ্নি প্রদান করে। যখন উহার চতুর্দ্দিক হু হু করিয়া ধরিয়া উঠিল, তখন ঐ মৃত ব্যক্তি "মলাম মলাম" বলিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু তখন আর তাহাকে রক্ষা করিবার সময় ছিল না, সে পুড়িয়া মরিল। যাহারা শব দাহ করিতে যায় বোধ হয় তাহারা মাতাল হইয়াছিল, না হইলে এরূপ ঘটনা হয় না। মৃত্যু হইল কি না প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির তাহা বুঝিয়া লওয়া কঠিন কার্য্য নয়।

ইংলিশম্যান পাঠে অবগত হওয়া গেল,

নিউইয়র্কের সাইরেকিউজ নামক স্থানে একটী ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এক উৎসব কালে এক গির্জ্জাতে বহুসংখ্য লোক সমবেত হন। হঠাৎ ফ্লোর করা-মেজে ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ৪ জন হত এবং এক শত জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি পারিসের এক সুন্দরী যুবতী এক মকদ্দমায় লিপ্ত হন। এ নিমিত্ত তিনি একজন প্রধান উকীলের নিকট গমন করাতে উকীল নিজে তাঁহার পক্ষ সমর্থনের ভার না লইয়া তাহাকে একটী বক্তৃতা লিখিয়া দেন, স্ত্রীলোকটী মকদ্দমা কালে সেই বক্তৃতা পাঠ করেন, অজ তাঁহার রূপলাবণ্য এবং কোকিল বিনিন্দিত স্বরমাধুরীতে মোহিত হইয়া তাহাকে ডিক্রি দিলেন! এমন অবস্থায় স্ত্রী বারিষ্টার হইলে কি আর রক্ষা আছে?

কয়েক জনের অপরাধে গ্রামশুদ্ধ লোককে দণ্ড দিবার রাজনীতি দিন কতক অন্তর্হিত হইয়াছিল। এক্ষণে আবার দেখা দিয়াছে। ইংলিসম্যান বলেন, জিলাস বিভাগে সিরওয়াল নামক পল্লীতে এক বৎসরের জন্য পল্লীবাসীদের ব্যয়ে এক জন সার্জ্জন ও চারিজন কনষ্টেবল রাখিবার অনুমতি হইয়াছে। গ্রামবাসীদের কয়েক জনের দুর্ব্যবহার নিবন্ধন এই আজ্ঞা হইয়াছে।

আমেরিকার সকলই আশ্চর্য্য, সকলই নূতন। সম্প্রতি তথায় টেলিগ্রাফযোগে এক বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বর কন্যা টেলিগ্রাফ লাইনের উভয় পার্শ্বে পুরোহিত লইয়া দণ্ডায়মান থাকেন। তারে সংবাদ হইল পাত্র পাত্রী উভয়ে হস্তস্পর্শ করুন। তাঁহারা তারের দুই প্রান্তভাগ স্পর্শ করিলেন। পাত্রের পক্ষ হইতে টেলিগ্রাফ হইল "মিস ফ্রান্সিস। তুমি আমাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিলে? উত্তর আসিল "করিলাম"। পরে ফ্রান্সিস টেলিগ্রাফ করিলেন, সালিবান! তুমি আমাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিলে? উত্তর আসিল "করিলাম" উভয়ে পরস্পরকে এই টেলিগ্রাফ করিলেন, সুখে দুঃখে আপৎ বিপদ সকল সময়েতাহারা জীবিত কালের মধ্যে পরস্পরকে পরিত্যাগ করিবেন না। আমেরিকার উন্নতি স্রোত যেরূপ বলবতী তাহাতে টেলিগ্রাফ দ্বারা বিবাহ হওয়া ত সামান্য কথা, টেলিগ্রাফ যোগে ক্রমে গর্ভাধান ও সন্তানের উৎপত্তিও হইবে।

শুনা যাইতেছে আগামী শীত ঋতুতে সার উইলিয়ম মিউর রাজস্ব মন্ত্রী হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিবেন।

বরদার গুইকুমারি কেবল গবর্ণমেণ্টের নয়, স্বজাতীয় আত্মীয় কুটুম্বদিগেরও বিরাগ ভাজন হইয়া উঠিয়াছেন। মণিটর বলেন, সম্প্রতি তাঁহার আত্মীয়কুটুম্বগণ তাঁহার হুকা ও তাঁহার সহিত একত্র ভোজন বন্ধ করিয়াছেন। আমরা গুইকুমারের পরিণাম বড় ভাল বুঝিতেছি না।

সম্প্রতি আমেরিকায় দুচক্ষো মদ্য মদ্যের নিষেধক এক আইন প্রচলিত হইয়াছে। আমাদের এখানে দুচক্ষো গোলযের নিবারক একটী আইন হইলে আমরা যে দুধ খাইয়া বাঁচি।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিগণের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে চাউল প্রেরণ করেন, তাহার অনেকগুলি বস্তা চুরি যায়, গবর্ণমেণ্ট রেল ওয়ে পুলিসের যত্নে সেগুলি ধরা পড়িয়াছে। দুষ্ট লোকদিগের এই এক মর্ম্ম।

৭ ই শ্রাবণ বুধবার।

জুলাই মাসের বেঙ্গল ম্যাগাজিন আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। উহাতে বঙ্গদেশের সাহিত্য সংক্রান্ত যে একটী প্রস্তাব দৃষ্ট হইল উহার লেখক এক স্থলে লিখিয়াছেন, অনেকের সংস্কার বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু সেটী সম্পূর্ণ ভ্রম। উক্ত প্রস্তাব লেখক বলেন সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি ইহার কয়েকটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। নিম্নে উহার কয়েকটী প্রদর্শিত হইল—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
ত্বম্	তুমম্	তুমি
অহম্	অহঙ্কি	আমি
প্রস্তর	পত্থর	পাথর
কার্য্য	কজ্জ	কাজ
অদ্য	অজ্জ	আজ
মদ্য	মজ্জ	মাদ ইত্যাদি।

লেখকের নিজেরই ভ্রম জন্মিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার কতকগুলি শব্দ প্রাকৃত হইতে হইয়াছে বটে কিন্তু অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত হইতে হইয়াছে। এই কারণে লোকের উল্লিখিত প্রকার সংস্কার।

দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হওয়াতে জাপানের গবর্ণমেণ্ট চাউল রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ কেবল বাঙ্গালা দেশের সীমায় বদ্ধ নয়।

বিকট হাস্য সময়ে সময়ে যত বড় চিকিৎসকের বিদ্যা বুদ্ধিকে পরাভব করিয়া ফেলে। লণ্ডন মেডিকাল রেকর্ড বলেন, সম্প্রতি এক ব্যক্তির গলার নলীর মধ্যে কোতা হইয়া গলা এরূপ ফুলিয়া উঠে যে ডাক্তারেরা সকলে জবাব দেন। রোগীর আত্মীয় পরিবার সকলে আসিয়া তাহার করপীড়নপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে, ঐ ব্যক্তির একটী পোষা বানর ছিল, পরিশেষে সেও আসিয়া এরূপ কর পীড়ন করিয়া চক্ষে হাত দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করে, ইহা দেখিয়া ঐ ব্যক্তি আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। সে এত হাসিতে লাগিল যে কোতাটী ফাটিয়া গেল, সেও আরোগ্য লাভ করিল।

একজন ব্রহ্মদেশীয় যুবক ব্যারিষ্টার হইবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। এ বিষয়ে ব্রহ্মদেশের এই প্রথম চেষ্টা।

২১ এ জুলাইর গবর্ণমেণ্ট গেজেটে নূতন পথ প্রস্তুত ও পুরাতন পথের সংস্কার প্রভৃতি পরিকল্পনার্থের জন্য ঋণ গ্রহণার্থ বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের বহুসংখ্যক বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হইল। কতকগুলি টাকের শতকরা এক টাকায় রাস্তা করা হইবে, এই বাক্যটীর

যে প্রকার ফল জন্মিয়াছিল, সেরূপ না হইয়া যদি বাস্তবিক রাস্তাঘাটগুলি হয় তাহা হইলে লোকের তাদৃশ কষ্টকর হইবে না।

গবর্ণর জেনরল ঢাকায় গমন করিলে তাঁহার সম্মানার্থ নগরের একাংশ ভালোক্ত করা হইবে। তাহে আবদুল গণির বাটীতে এক সভা হইয়া স্থির হইয়াছে চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার স্মরণার্থ "নর্থব্রুক হল" নামে একটী বাটী নির্ম্মাণ করা হইবে। লাট নর্থব্রুক ইহার অপেক্ষা অধিক সম্মানের পাত্র।

ইংলিসম্যান সংবাদ পাইয়াছেন, ২৩ এ জুন হরকণ্ডে ভয়ানক ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে। ভূমি কম্পের সময় এক প্রকার শব্দ হইয়াছিল। ইহাতে অনেক গৃহের প্রাচীর ফাটিয়া যায় কার্ণিশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং গৃহ মধ্যস্থ কাচের যে সকল আসবাব ছিল সমুদায় নষ্ট হইয়া যায়।

এদেশীয় লোকেরা প্রধানতঃ ধান্যোপ জীবী। এক বৎসর ধান্য ভাল না জন্মিলে ইহারা প্রাণে মারা যায়, সেই ধান্যের চালের উন্নতি বিষয়ে আমাদের প্রধান পুরুষেরা সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহারা আপনা দের স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত, প্রজারা দরিদ্র হউক, অনাহারে মরুক তাঁহারা তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি গণনা করেন না। ধান্যের চাস হউক না হউক তাহাতে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, তাঁহারা এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে নীল চা অহিফেন প্রভৃতি জন্মাইয়া আপনাদের সুবিধা এবং বাণিজ্য দ্বারা ইংলণ্ডের ধন বৃদ্ধি করিতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতার্থমন্য বিবেচনা করেন। আমরা অকারণ এই কথাগুলি কহিলাম পাঠকগণ এরূপ মনে করিবেন না, ইংলিসম্যানে দেখা গেল রেবেনিউ বোর্ডের সেক্রেটরি মণি সাহেব অহিফেনের চাস যেরূপ করিতেছে তাহার উৎকর্ষসাধন এবং তাহাতে উত্তমরূপে এবং যথেষ্ট পরিমাণে অহিফেন জন্মে তাহার উপায় নির্দ্ধারণার্থ গাজিপুরে গমন করিয়াছেন। কিসে ধান্যাদি চসের উন্নতি হয় ভবিষ্যতে যদি ইহাঁরা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করেন, অনেক উপকার সাধিত হয়।

আমরা শ্রাবণ মাসের "বান্ধব" প্রাপ্ত হইয়াছি। ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের সভ্যতা বিষয়ের তুলনা করিয়া যে প্রস্তাবটী লিখিত হইয়াছে আমরা উহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। কুলবধূর প্রস্তাবটীও মন্দ হয় নাই।

ইংলিসম্যানের একজন সংবাদদাতা লণ্ডন হইতে লিখিয়াছেন, পবলিক ওয়ার্কের জন্য গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলে যে একজন অতিরিক্ত সভ্য নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে, সকলেই বলিতেছেন কর্ণেল ষ্ট্রাচি ঐ পদে নিযুক্ত হইবেন।

১১ ই জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ১৯২ জনের মৃত্যু হইয়াছে, পূর্ব্ব সপ্তাহের সহিত তুলনা করিলে এ সপ্তাহে ২৯ জন কম হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৩ জনের ওলাউঠায় ৬৯ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনগণের অন্যান্য কারণে মৃত্যু হইয়াছে।

১১ ই জুলাই পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৪৪৫৪০ টাকা আয় হইয়াছে, গত বৎসর ঐ সময় ৩৬৪২৫০ টাকা আয় হইয়াছিল এবার ৯৯১৭০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। জবলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ২৬৫৭০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ১৭৯৫০ টাকা হইয়াছিল, ৮৬১০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম বাবু গিরীন্দ্র মিত্র পীড়িত হইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ কলিকাতা হইতে প্রায় তিন মাস কাল বিদেশে বাস করেন, এক্ষণে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়া গত শনিবার কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

গত রবিবার কালিকর্ণিয়া নামক এক খানি জাহাজের কাপেটার টরন্‌বুল সাহেব সুরাপানে মত্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে জাহাজে প্রত্যাগমন করে, প্রাতঃকালে দেখা যায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সুরাপানের এই সকল বিষময় ফল দেখিয়াও লোকে সাবধান হয় না এই আশ্চর্য্য!

বালীর খালের উপর যে একটী ঝুলান সেতু আছে, তাহা নিতান্ত জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, শীঘ্র উহার সংস্কার করা কর্ত্তব্য হইয়াছে। হুগলী বিভাগের এক্সিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র আপাততঃ উহার উপর দিয়া এক খানির অধিক গাড়ি না যায় তদ্বিষয়ে দুইজন দ্বারবান রাখিয়া দিয়াছেন।

এক ব্যক্তি মাঞ্চেলোর হইতে কোচিন আর্গসে লিখিয়াছেন, সম্প্রতি তথায় এক জন খৃষ্টান স্ত্রী একটী সন্তান প্রসব করিয়াছে, উহার কটিদেশ অবধি মস্তক পর্য্যন্ত পক্ষীর ন্যায় এবং নিম্নদেশ মনুষ্যাকৃতি। ওয়েষ্টার্ণ ষ্টার নামক সংবাদ পত্রেও একটী অদ্ভুত সন্তানের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহার স্বাভাবিক দুটী চক্ষু ভিন্ন কপালে আর দুটী চক্ষু আছে, একটী লাঙ্গুলের চিহ্ন আছে। আর একটী আশ্চর্য্য এই, সন্তানটী প্রতি ঘণ্টায় এক ইঞ্চ করিয়া বড় হয়। মাতা ইহাতে ভয় পাইয়া উহাকে একটী টবের মধ্যে ঢাকিয়া রাখে, তাহাতে উহার মৃত্যু হইয়াছে। সিবিল সার্জ্জন মৃত দেহ পরীক্ষা করিতে গিয়া এই সকল প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন।

আমরা আষাঢ় মাসের আর্য্যদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যার প্রস্তাব গুলি পাঠ করিয়া দেখিলাম প্রস্তাবগুলি নিষ্ফলীয় হয় নাই কিন্তু ইহাতে আমরা অধিকতর চিন্তাশক্তির পরিচয় পাইবার ইচ্ছা করি। আর্য্যদর্শন কিছু নূতন দেখাইবার চেষ্টা করুন।

৮ ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

অদ্য উল্টা রথ। এবৎসর প্রথম রথের দিবস মাহেশের রথ টানিতে দেওয়া হয় নাই। ইহার কারণ এই, রথখানি জীর্ণ এবং উহার দুই এক খানি চাকা ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল বলিয়া শ্রীরামপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট উহার সংস্কার করিতে বলেন। রথের অধ্যক্ষেরা উহার সংস্কার করেন কিন্তু মাজিষ্ট্রেট রথের কিছু পূর্ব্বে উহা দর্শন করেন এবং উক্ত সংস্কার তাঁহার মনোমত না হওয়াতে উহা টানিতে নিষেধ করেন, রথের

কাহি পর্য্যন্ত উঠাইয়া লইয়া যান। অধিকারীরা ও বিষয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরকে টেলিগ্রাফ যোগে জানান কিন্তু বুধবার কোন সংবাদ আইসে না। বৃহস্পতিবার রথ টানিবার হুকুম আসাতে কিয়ৎকাল রথ টানা হয়। আমরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, কিরূপ রথ সংস্কার তাঁহার অভিমত? সময় থাকিতে অধিকারীদিগকে সেগুলি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেন নাই কেন? রথ টানিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি সংস্কারটী মনোমত হইল না বলিয়া রথ টানা বন্ধ করিয়া দিলেন এটী কিরূপ ব্যবহার? কোন এক ছল করিয়া রথ টানা বন্ধ করা তাঁহার অভিপ্রেত, এতদ্দ্বারা কি ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে না?

এবার পুরীতে রথযাত্রা উপলক্ষে প্রায় ৫০ হাজার যাত্রী সমবেত হয়। ওলাউঠা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যাত্রিদিগের বিষয়ে ভালরূপ বন্দোবস্ত হইলে বোধ হয় পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয় না।

এই দুর্ভিক্ষ সময়ে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া এদেশীয় জমীদারেরা কি দেশীয় কি ইউরোপীয় সকলের নিকটেই প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। কাম্বেল সাহেব নিজেই তাঁহাদের ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ডেলিনিউসের ফরস সাহেবের নিকট সুখ্যাতি লইতে পারেন নাই। ফর্ব্বস সাহেব বিলাতে গিয়াই এক পত্রে লিখিয়াছেন "সরকার যদি জমীদারের প্রজাগণকে বাঁচাইয়া দেন, তবেই তিনি বড় সন্তুষ্ট, ইহার মধ্যে তিনি যদি আর কিছু লাভ করিতে পারেন, আরো ভাল। তাঁহাকে যদি তাঁহার দয়াবৃত্তি পরিচালনা করিতে দেওয়া হয়, তিনি কেবল যে তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রজাগণকে দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন না, এমন নয়, তাহারা মরিয়া গেলে তাহাদের সমাধি জন্য যে ব্যয় সে ব্যয় হাসেও সম্মত হইবেন না।" ফর্ব্বসের ন্যায় দুই একজন সাহেব এদেশে আসিলেই প্রতুল!

বোম্বাইর পারসিদিগের সহিত মুসলমানদিগের যে ঝগড়া হয়, তদ্বিষয় ষ্টেট সেক্রেটারির গোচরীভূত হওয়াতে তিনি বলিয়াছেন, এবিষয়ে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের প্রতি পারসিদিগের অনুযোগ করিবার বিলক্ষণ কারণ আছে। পুলিস কমিশনর সাউটার সাহেব পূর্ব্বে সাবধান হন নাই বলিয়া তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। পারসিরা এত অত্যাচার সহ্য করিয়াও যে দৌড়ী হইয়াছিল তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে প্রশংসা করা হইয়াছে। সাউটর সাহেবের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে বটে কিন্তু এদিকে এই ঘটনার পরেই তাঁহার পদোন্নতি হইল? অপরাধী কর্ম্মচারিদিগের এরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা হওয়াতেই অমিষ্টের অধিক বৃদ্ধি হইতেছে।

সম্প্রতি ভাস্তাড়ার নিকটে মণিপুর নামক স্থানে একটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। উক্ত গ্রামে জীবন মণ্ডল নামক এক ব্যক্তির অনেকগুলি ধান্য ছিল, এই দুর্ভিক্ষ সময়ে জীবন ধান্য বিক্রয় করিয়া কতকগুলি টাকা করে; ডাকাইতেরা সন্ধান পাইয়া প্রায় ২০। ২৫ জন একত্র হইয়া উহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে।

গত মঙ্গলবার গঙ্গায় চাউল বোঝাই এক খানি নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে।

১ই শ্রাবণ শুক্রবার।

উড়িষ্যা পেট্রিয়ট পাঠে অবগত হওয়া গেল, আমাদের রাজীবপুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস ক্রমে ক্রমে ক্রমাগত অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িতেছেন। তিনি প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ করিয়াছেন। এখনই এই, ইহার পর রাজা হইলে কি করিবেন বলা যায় না।

আমাদিগের রাজীব কনিষ্ঠা কন্যা বেট্রিসের পাণিগ্রহণার্থ যে কয়েকজন অভিলাষী হইয়াছেন। ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের পুত্র তাহার অন্যতম।

জর্ম্মণিতে শবদাহ প্রথা এরূপ লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়াছে যে অতি অল্প কালের মধ্যে জর্ম্মণির ৮১ টী নগরে "শবদাহিনী সভা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন, আইরিস বিলম্বন এ বৎসর সময় লেকে লবণ প্রস্তুত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আগামী ১লা নবেম্বর অবধি বোম্বাই সহরে একটী মেডিকল স্কুল খোলা হইবে, তথায় দেশীয় ডাক্তার বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

বোম্বাই গেজেট বলেন, সুরাটের একটী বৃদ্ধা উদরাময় রোগাক্রান্ত হইয়া একজন ঔষধ বিক্রেতার নিকট একটী ঔষধ চাহিয়া পাঠায় এবং সেই ঔষধ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করে। অন্যরূপ বোধ হওয়াতে বৃদ্ধা পরীক্ষার্থ একটী বালককে উহার কিয়দংশ খাইতে দেয়। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ের মৃত্যু হয়। পরীক্ষায় প্রকাশ পাইল বৃদ্ধা যে ঔষধ চাহিয়া পাঠাইয়াছিল সে ব্যক্তি ভ্রমক্রমে সে ঔষধ না দিয়া শাদা আর্সেনিক দিয়াছিল। একের সামান্য ভ্রমে দুইজনের মৃত্যু হইল!

উক্তপত্র বলেন, সম্প্রতি দ্বারকা হইতে কতকগুলি যাত্রী আসিতেছিল, গণ্ডলের নিকটে ডাকাইতে উহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। পুলিস ৩ জনকে সন্দেহ করিয়া তাহাদিগকে গাছে টাঙাইয়া এরূপ প্রহার করে যে উহাদের এক জনের মৃত্যু হয়। আমরা পুলিস কর্তৃক এরূপ অত্যাচার বৃত্তান্ত প্রায়ই শুনিতে পাই, ইহাদের শাসনের কি কোন উপায় নাই?

আমরা শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে "ঐশ্বরিক দর্শন" নামে যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, উহাতে লেখকের বিশেষ পরিশ্রম ও অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ পাইয়াছে।

মুলমিনে পুনরায় ডেঙ্গু দেখা দিয়াছে। বঙ্গদেশে এখন ম্যালেরিয়া জ্বরের বিলক্ষণ আধিপত্য, বোধ হয় ডেঙ্গু আর কোন অঞ্চলে আসিতে পারিতেছে না।

রাজপুতদিগের অত্যাচার নিবারণ জন্য দেব বুধি বাঙ্গালা দেশ পরিত্যাগ করেন। জাম খম্ভির সর্দ্দার রাজার টাকা ধার করিয়া এক বৃহৎ হর্ম্ম্য প্রস্তুত করিয়াছেন।

একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলিয়াছেন, সিমলার জল বায়ু অতিশয় দূষিত হইয়াছে শীঘ্র তথায় একটী ভয়ানক কাণ্ড ঘটিবে

আমরা শ্রবণের সহিত ডাক্তার সাহেবকে ধন্যবাদ করি।

আমাদিগের সিমলাস্থ সহযোগী বলেন, ৺ অমরচন্দ্র সাহেল গত চারি বৎসর যাবৎ এজুটাণ্ট জেনরল আফিসের প্রায় ৯ হাজার টাকা চুরি করিয়াছেন। এই টাকায় তিনি ব্যাঙ্কের শেয়ার কিনিয়াছেন এবং ভূসম্পত্তি করিয়াছেন। কঠিন পরিশ্রমের সহিত ইহার ৭ বৎসর মেয়াদ ও ১ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। রাতা রাতি বড় মানুষ হইবার চেষ্টা করিলে প্রায়ই এরূপ হয়।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

৪	টাকা শতকরা	১০৪৪—১০৪৵০
৪৲	" "	১০৪৲—১০৭
৪৲	" "	১০৫৸—১০৫৸৵
৪৲	" "	১০৫৸—১০৫৸৵
৫৲	" "	১১০৵- ১১০৸০

১০ ই শ্রাবণ শনিবার।

ইংলিসম্যান পেশোয়ার হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, তথায় এরূপ প্রীষ্মাধিক্য হইয়াছে যে ৪। ৫ জন সর্দ্দিগরমি হইয়া মরিয়া গিয়াছে। পেশোয়ারে প্রীষ্ম নিবন্ধন লোকের মৃত্যু হইতেছে, আমরা বঙ্গদেশে বৃষ্টির জন্য হাহাকার করিতেছি, মধ্যে উত্তর পশ্চিম অঞ্চল বন্যায় ভাসিয়া গেল।

সম্প্রতি তিনজন নাবিক গলের নিকট শীকার করিবার জন্য জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হয়। তীরে উঠিয়া তাহারা আর কিছু শীকার করিতে পারে নাই, তিন জন এদেশীয়কে শীকার করিয়াছে! ইংরাজেরা এদেশীয়দের জীবনকে পশুপক্ষীর জীবন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট মনে করেন।

আমরা কীটপতঙ্গ ইঁদুর প্রভৃতি দ্বারাই শস্যাদির ক্ষতি হইবার কথা শুনিয়াছি, কলাচিৎ কালেক্টর সম্প্রতি লিখিয়াছেন, কচ্ছপে ধানের বড় ক্ষতি করিতেছে।

লণ্ডনের ইউনিবার্সিটী কালেজের পুরস্কার দান কার্য্য ১৪ এ জুন সম্পন্ন হয়। এক যুবতী জুরিস প্রুডেন্স বিষয়ে প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

নবাবগঞ্জের রিলিফ কমিটীর সভ্যগণ দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণের কষ্ট নিবারণার্থ প্রাণ পণে চেষ্টা করিতেছেন। কমিটী প্রতিদিন প্রায় পাঁচ শত লোককে আহার দিতেছেন।

বাণীগঞ্জের বাবু বিশ্বেশ্বর মালিয়ার অন্ন সত্রে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ শত লোক আহার পাইতেছে।

বাঙ্গেলোরের দুর্ভিক্ষ রিলিফ ফণ্ডে ২১৯৪৮ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে।

আজি কালি কলিকাতায় দরিদ্রেরাও দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন বড় কষ্ট পাইতেছে, অন্যত্র হইতেও কলিকাতায় অনেক দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তি আসিয়াছে। কলিকাতার বিখ্যাতনামা রায় রাজেন্দ্র মল্লিক প্রতিদিন প্রায় হাজার বারো শত লোককে অন্নদান করিতেছেন। বাবু ভগবতীচরণ মল্লিকের বাটীতেও প্রতিদিন প্রায় এক শত লোক আহার পাইতেছে।

সম্প্রতি লণ্ডনের ম্যাসন হাউসে আর একটী সভা হয়, কাম্বেল ও মিউর সাহেব এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। লার্ড মেয়র বলেন, বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ জন্য উক্ত ফণ্ডে ১৫০০০০০ টাকারও অধিক সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষে ১০ লক্ষ টাকা পাঠান হইয়াছে। সালফোর্ড লিভস্ প্রভৃতি স্থানে যে সকল ফণ্ড হইয়াছিল তাহা বন্ধ করা হইয়াছে, লার্ড মেয়র এই ফণ্ড বন্ধ করা উচিত কি না তদ্বিষয়ে লার্ড সালিসবরির মত জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছেন এই ফণ্ড খুলিয়া রাখা উচিত এবং যত দূর হয় চাঁদা সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। কাম্বেল সাহেবও ঐ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কাম্বেল সাহেব বলেন, দুর্ভিক্ষ শেষ হইয়া গেলেও বহুসংখ্য বিধবা অনাথ ও বৃদ্ধ গবর্ণমেণ্টের গলগ্রহ হইবে। ইহাদিগকে জীবিত রাখিবার জন্য কোন প্রকার দানের অনুষ্ঠান আবশ্যক। এটীও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে অন্যে এক টাকা দিলে গবর্ণমেণ্ট দুই টাকা দিবেন। যে সকল এদেশীয় জমীদার ও ধনিগণ এই দুর্ভিক্ষ সময়ে অর্থব্যয় করিয়াছেন, কাম্বেল সাহেব তাঁহাদের বিশেষ প্রশংসা করিতে বিস্মৃত হন নাই। যাহা হউক আবার শুনা যাইতেছে এই ফণ্ডে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট যে সকল দরিদ্রকে প্রতিপালন করেন, ঐ টাকা উহাদিগের ভরণপোষণার্থ দেওয়া হয়, তার বদীর গবর্ণমেণ্ট না কি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ জন্য যে দয়া দান করিয়াছেন প্রকারান্তরে ব্যয় লাঘব ইহার উদ্দেশ্য বোধ হয়, কিন্তু এটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, পাছে গবর্ণমেণ্ট আত্মসাৎ করেন এই ভয়ে ইংলণ্ডের লোকেরা চাঁদা দানে প্রথমে বড় উৎসাহিত হন নাই। মাঞ্চেষ্টর এবিষয়ে আরো বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন। সেণ্ট্রাল কমিটীর চেয়ারম্যান শক সাহেবের পত্র পাইয়া লার্ডমেয়র যখন ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করেন যে তাঁহাদের দত্ত টাকা উক্ত কমিটী দ্বারা ব্যয়িত হইবে, গবর্ণমেণ্টের তাহাতে কোন সম্পর্ক থাকিবে না, তখন সকলে চাঁদা দানে অগ্রসর হন, এমন অবস্থায় উক্ত টাকা গবর্ণমেণ্টের এইরূপ প্রস্তাবানুসারে নিয়োজিত করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হয় না।। সেণ্ট্রাল কমিটীও অকপেয়র্দ গবর্ণমেণ্টের ঐ মতের পোষকতা করেন, ভারতবর্ষের চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ হইবে। গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিলে করপ্রদাতাদিগের ১০। ১০ লক্ষের ভার লাঘব হইতে পারে বটে, কিন্তু আমরা সে ভার লাঘব চাহি না, যেখানে ১০ কোটির কথা সেখানে ১০ লক্ষের সুবিধায় কি হইবে? এবিষয়ে ভিক্টুপোট্রিয়ট বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট বরং জেনরল ফণ্ডে যে টাকা দান করিয়াছেন সেই টাকা ফিরা ইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট ও ভিক্টুপোট্রিয়ট এ উভয়ের প্রস্তাবের কোনটীই আমাদের অভিমত হইতেছে না। আজি কালি যেরূপ দুর্ভিক্ষ ঘন ঘন হইতেছে, তাহাতে এক দুর্ভিক্ষের শেষ হইলে বহুকাল আর নিশ্চিন্ত থাকিবার যো নাই। যেরূপ ভাব তাহাতে বর্ত্তমান ও আগামী বর্ষেই অকাল উপস্থিত হইবে। আমাদের বিবেচনায় ভাবী দুর্ভিক্ষের জন্য ঐ টাকা মজুত রাখা অথবা ভবিষ্যতে যাহাতে এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইতে না পারে, পুষ্করিণী ও খাল প্রভৃতি খনন দ্বারা জল সেচন কার্য্যের উন্নতি বিধানার্থ ঐ টাকা নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য।

মফিসসের সংবাদ পত্রসমূহ বলেন, আকাশের ভাব অনুরূপ বটে কিন্তু সম্প্রতি যে ঝড় হইয়া গিয়াছে তাহাতে ইক্ষুর বড় ক্ষতি করিয়াছে। অনেক চাউল যাওয়াতে এবং বিদেশের জন্য চাউল ক্রয় বন্ধ হওয়াতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অনেক কমিয়াছে। সকলে অনুমান করিতেছে, চাউলের মূল্য শীঘ্র কমিয়া আসিবে।

১৮ ই জুলাই পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শস্যের মূল্যের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় বীরভূম, হুগলী, নদীয়া, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নওয়াখালি, পাটনা, সাহাবাদ, ত্রিহুত, ভাগলপুর, কটক, হাজারিবাগ এবং লোহারডগায় সাধারণ চাউলের মূল্য কমিয়াছে, কিন্তু বর্দ্ধমান মালদহ শ্রীহট্ট ত্রিপুরার পার্ব্বতীয় অংশ সারণ ও পুরীতে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। অন্যান্য বিভাগে মূল্য সমান রহিয়াছে; এখনও বর্দ্ধমান বাকুড়া চাবড়া এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগে বৃষ্টির একান্ত আবশ্যকতা রহিয়াছে। ফরিদপুরে প্লাবন নিবন্ধন ছয় আনা আউ ধান্য নষ্ট হইয়াছে।

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা।

সংক্রান্ত সংবাদ।

মুরশিদাবাদ অঞ্চলে বিলক্ষণ বৃষ্টি হইয়াছে। আউধান্য বোল আনা জন্মিয়াছে। এক্ষণে বন্যা হইয়া নষ্ট না হইলেই রক্ষা। চাউলের মূল্য সমান রহিয়াছে। বোধ হয় শীঘ্র কমিতে পারে।

১লা জানুয়ারি অবধি ২৭ এ জুন পর্য্যন্ত চেরাপুঞ্জীতে ২০০ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে।

আসামে যে যে স্থানে আউধান্য কাটা হইয়াছে, উত্তম ফসল জন্মিয়াছে। অন্যান্য স্থানের শস্যের অবস্থাও উত্তম। পাট এবং ইক্ষুর অবস্থা সন্তোষকর।

হাবড়া কিতকরী পাঠে অবগত হওয়া গেল শাঁখরাইল থানার অন্তর্গত গ্রামসমূহে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। আর কিছু দিন বৃষ্টি না হইলে ধান্যের বড় ক্ষতি হইত, মাটলের খাল কাটাইয়া দেওয়াতে জোয়ারের জল মাঠ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। এবার কৃষকদিগের প্রচুর ধান্য পাইবার আশা জন্মিতেছে।

৫ ই জুলাই পর্য্যন্ত পঞ্জাবের ডিষ্ট্রিক্ট রিপোর্টে জানা যায়, প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে, এবং বপন কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে।

গত শনিবারে প্রকাশিত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের শস্যাদির অবস্থা বিষয়ক রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, অনবরত অধিক বৃষ্টি এবং বন্যা নিবন্ধন কোন কোন বিভাগের শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, পুনরায় বীজবপন করিতে হইবে। সাধারণে ধরিতে গেলে অন্যান্য বিভাগের শস্যাদির অবস্থা সন্তোষকর। লোকের কষ্ট ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, কিন্তু বস্তির কার্য্যালয় সকলে ১৩৭৩ গোরক্ষপুরে ১৪৪০, বাণ্ডায় ১৪ এবং হমীরপুরের রিলিফওয়ার্কে ১৬১৭ এবং দরিদ্র নিবাসে ৪১১ জন রহিয়াছে।

১১ ই জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের কৃষিবিভাগের কৃত শস্যাদির অবস্থা বিষয়ক রিপোর্ট নিম্নে হইতেছে। মান্দ্রাজের সংবাদ ভাল। বোম্বাইয়ে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু গুজরাট খান্দেশ নাসিক এবং দাক্ষিণাত্যে অল্প বৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের উত্তর মধ্য প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। পাটনা এবং ভাগলপুরেও ঐরূপ। দক্ষিণ মধ্য বিভাগে বীজ রোপণের জন্য আরো বৃষ্টির প্রয়োজন। মানভূম এবং সিংহভূমে বৃষ্টি হইয়াছে। ঢাকা সারণ ও চম্পারণে বন্যায় বড় ক্ষতি করিয়াছে। যাহা হউক সাধারণে শস্যের অবস্থা মন্দ নয়। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেও মন্দ বৃষ্টি হয় নাই, তবে বারাণসী এবং জোয়ানপুরের স্থানে স্থানে বন্যায় কতক অনিষ্ট করিয়াছে। অযোধ্যার সংবাদ ভাল। পঞ্জাবে সিসার বিভাগ ভিন্ন আর সর্ব্বত্রই সুবৃষ্টি হইয়াছে: মধ্য প্রদেশে সর্ব্বত্র সমানরূপে বারিবর্ষণ হইয়াছে। বিরারে ৬ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। মধ্য ভারতবর্ষ এবং পূর্ব্ব রাজপুতনার অবস্থা উত্তম। পশ্চিম বিভাগে বৃষ্টির প্রয়োজন। আসাম মণিপুর এবং নেপালের সংবাদ ভাল।

সিমলা হইতে এক ব্যক্তি সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন, ৩০ এ জুন অবধি তথায় অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। কেবল মধ্যে মধ্যে সামান্য বৃষ্টি ও কোয়াসা হইতেছে মাত্র।

ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় লিখিত হইয়াছে, গঙ্গার উত্তর বিকস্থ বিভাগসমূহে যে জলপ্লাবন হয়, তাহা শস্যাদির বিস্তর ক্ষতি করিয়া এক্ষণে কমিয়া আসিয়াছে। কোন কোন স্থানে ধান্যক্ষেত্র রক্ষা হইবে এমন আশা আছে। ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গার জলও কমিয়া আসিতেছে। এবার নীলের বড় ক্ষতি হইয়াছে। গত বৎসর ১০৫০০০ মণ নীল জন্মিয়াছিল, এবার প্লাণ্টারেরা অনুমান করিতেছেন উৎপন্নসংখ্যা ৮০০০০ মণ জন্মিবে। বস্তি প্রভৃতি স্থানে লোকে পুনরায় বীজ বপন আরম্ভ করিয়াছে। এদিকে আবার গঙ্গার দক্ষিণ হইতে অনাবৃষ্টি এবং অত্যন্ত গ্রীষ্মের সংবাদ আসিতেছে। উত্তরে জলপ্লাবন দক্ষিণে শুষ্ক এবারকার বর্ষার ভাব এইরূপ। বালেশ্বর হইতে মানভূম পর্য্যন্ত বৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। মেদিনীপুরেও ঐরূপ, তবে সম্প্রতি তথায় একটু বৃষ্টি হইয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার অবধি আমাদের এ অঞ্চলে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এই বার বুঝি বর্ষা আরম্ভ হইল। ধান্যের গাছগুলি শুকাইয়া যাইতেছে দেখিয়া কৃষকেরা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছিল, এই বার তাহারা চাতকআশ্বাসিত হইয়াছে।

এ [illegible] প্রারম্ভ অবধি কলিকাতায় গতে ১.৭ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। গত ১০ বৎসরে বৃষ্টি হইয়াছে, গড় ধরিলে এবার গড় ১১ ইঞ্চ কম হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্লাবনে বড় ক্ষতি করিয়াছে। হমীরপুরে জুন মাসের প্রথমাবধি একটী দিনও মাঠে যাওয়া যায় নাই, অনবরত বৃষ্টি হইয়াছে। গোরক্ষপুরের নিম্নভূমি সকল জলে ডুবিয়া রহিয়াছে। গাজিপুর এবং আজিমগড়ও প্লাবিত হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৭ ই জুলাই। আমেরিকায় জুলাই মাসের কৃষি বিভাগের রিপোর্ট প্রকাশ করে, এবার তদ্দেশের তুলার অবস্থা তাদৃশ উত্তম নহে তবে সাধারণে ধরিতে গেলে ১৮৭০ অব্দের অপেক্ষা উত্তম হইবে।

পারিস ১৮ ই জুলাই। এম, রাউহারের দণ্ড বিষয়ে যে মীমাংসা অবলম্বিত হইয়াছে তাহা লইয়া কয়াসী মন্ত্রিসভায় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ারিয়ের মন্ত্রী এম, ফোটিন পদত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২০ এ জুলাই। সার হোপ গ্রাণ্টকে ভারতবর্ষের প্রধানতম সেনাপতিত্ব পদ দিবার যে প্রস্তাব হয়, তাঁহার বয়সের আধিক্য নিবন্ধন অনেকে তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। মাদ্রাজের কমাণ্ডার ইন চিফ এবং বোম্বাইর নূতন কমাণ্ডার ইন চিফ সার সি, ইবলি সাহেবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ৫ বৎসরের নিয়ম শেষ হইবার পূর্ব্বে সার হোপ গ্রাণ্টের বয়স ৭২ বৎসর হইবে।

লণ্ডন ২০ এ জুলাই। স্পেন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কালিষ্টরা দাভরিয়ের ৪২ ক্রোশ দূর বর্ত্তী কিউনেকা নামক স্থান অবরোধ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ১২৫০০০ অতিরিক্ত সৈন্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছেন এবং সমুদায় স্পেনে মার্শাল লা প্রচলিত করিয়াছেন ও কালিষ্টদিগের সমুদায় সম্পত্তি ক্রোক করিয়াছেন।

পারিস ১৯ এ জুলাই। বাসেলসের মন্ত্রিগণের পরস্পর গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সোমবার একটী নূতন মন্ত্রিসভা হইবার সম্ভাবনা আছে।

লণ্ডন ২০ এ জুলাই। ২৩ এ জুন কলিকাতা হইতে ত্রিষ্টোস হইয়া যে মেহল যায় উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ২১০০০০ টাকা গ্রহণ করা হয়।

গমের মূল্য প্রতি কোয়ার্টারে এক টাকা কমিয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ২১ এ জুলাই। রুসীয় রাজদূত কাউণ্ট সুবেলফ লণ্ডনে উপনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ জুলাই। গত রাত্রিতে কমন্স সভাতে কোর্ক সাহেব সার ডবলিউ এণ্টবাস সাহেবের বাক্যের উত্তরে বলেন, দাস ব্যবসায় নিবারণের জন্য জাঞ্জিবরের সুলতানের সহিত যে সন্ধি করা হয়, সুলতানের সেই সন্ধি পত্রের নিয়মানুসারে কাজ করিবার আন্তরিক ইচ্ছা আছে সন্ধি পত্রের বিরুদ্ধ কাজ করেন তাঁহার এমন অভিপ্রায় নয়।

বার্লিন ২০ এ জুলাই। প্রিন্স বিসমার্ককে যে হত্যা করিবার চেষ্টা হয়, ইহাতে যে একজন পুরোহিত লিপ্ত আছেন বলিয়া ধৃত হন, তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৭ জুলাই। ঢাকার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এল, কেয়ার সাহেব রিলিফ কার্য্যে লোক নিয়োগের জন্য বাঁকুড়ায় বদলী হইলেন।

২০ এ জুলাই। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বিহারিলাল গুপ্ত মানভূমের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

কাপ্তেন জে জনষ্টন কিছু দিনের জন্য নাগা পর্ব্বতের পোলিটিকাল এজেণ্টের ভার পাইলেন

মেদিনীপুরের প্রতিনিধি ডিষ্টিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সি, পি এল মেকলে এম এ, সি, এস, রিলিফ কার্য্যে লোক নিয়োগের জন্য বাঁকুড়ায় বদলী হইলেন।

নিম্ন লিখিত ডিষ্টিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট পূর্ব্বা পশ্চাল্লিখিত ডিষ্টিক্টে রহিলেন।

জে—এচ, রিলি, হাবড়া।
ডবলিউ, পি, ডেবিস—হাজারিবাগ।
কাপ্তেন ডবলিউ এচ হিউজ—বগুড়া।
এম, বি, বর্ণহাট—ত্রিপুরা।
ডবলিউ, ডি গ্রাট—হুগলি।
আর এচ, ডি আর্ভিন—বাঁকুড়া।
জে, মাষ্টার্স—মালদহ।
জি, এম, এস বিডসডেল। রঙ্গপুর।
সি, জেনিংস। সিলেট।
এচ, এল, হারিস। যশোহর।

২০ এ জুলাই। মৌলবী গোলাম কিবরিয়া কুমারখালির সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

জে, সট ক্লিফ ডবলিউ এচ এইকিনস সাহেবের অনুপস্থিতি কালে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সি এচ, টনি এম, এ, সট্‌ক্লিফ সাহেবের পদে প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রিন্সিপালের কার্য্য করিবেন এবং বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা কার্য্যের প্রথম শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন।

পাটনা কালেজের প্রিন্সিপাল জে ডবলিউ ম্যাক্রিণ্ডল এম, এ, টনি সাহেবের পদে শিক্ষা কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন।

পাটনা কালেজের অধ্যাপক এ, ই, ব্যাঙ্ক এম এ, ম্যাক্রিণ্ডল সাহেবের পদে শিক্ষা কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন।

ডিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৩০ এ জুন। সাবরের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাজকিশোর নারায়ণ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৩ ই জুলাই। বাবু শ্যামচাঁদ রায় বি, এল, কিছুদিনের জন্য ময়মনসিংহের সদর মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাবু বিহারিলাল মল্লিক কিছুদিনের জন্য যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

ধরতাজা উপবিভাগের অন্তর্গত লোহা রিলিফ সার্কেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ই, এম, খাউয়াস কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মুরসিদাবাদের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, ডবলিউ বোলটন ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪২,১৪৭,৪১৭, এবং ৫২১ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন। উক্ত ডিষ্ট্রিক্টের মাজিষ্ট্রেট যেপর্য্যন্ত হেড কোয়ার্টার হইতে অনুপস্থিত থাকিবেন বোলটন সাহেব সেই পর্য্যন্ত কেবল এই সকল ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ ১৮৬৯ অব্দের ১ আইনের ৪ ধারানুসারে কলিকাতা নগরীর জষ্টিস অব দি পিসের কার্য্য করিবেন।

জি, ডবলিউ, ডব লউ বাক্লে।
সি, এচ, উইলসন।
এচ, জেনিংস।
সাহেব জাদা ফরক সাহা।

২১ এ জুলাই। মৌলবী খাজেম হোসেন চতুর্থ শ্রেণীর সুবাডনেট জজ হইলেন এবং বসিক লাল বসুর পদে চট্টগ্রামের সুবডিনেট জজ হইলেন।

ডিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয়সমীপেষু।

গত ২৩এ আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে মেদিনীপুরের ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব উপলক্ষ করিয়া তদ্রোগের নিদান সম্বন্ধে কিছু লিখিত হইয়াছিল, অদ্য এই রোগের মনুষ্যাকৃত উপায় দ্বারা কত দূর নিবারণ হইবার সম্ভাবনা আছে, তদ্বিষয় লিখিত হইতেছে।

পূর্ব্বে কহিয়াছি ওলাউঠা রোগের কারণ দ্বিবিধ বিশেষ ও সহকারী। বিশেষ কারণ (বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই) সুষুপ্তি ও জাগ্রদবস্থায় বিদ্যমান থাকে। প্রথমোক্ত অবস্থায় ওলাউঠা বিষ নিষ্ক্রিয় এবং শেষোক্ত অবস্থায় সহকারি কারণ সমবায়ে কার্য্যকারক অর্থাৎ রোগোৎপাদক হয়। এই বিষ সময়ে আপনি ধ্বংস হইয়া যায় এবং পুনর্বার উদ্ভূত হয়। এই অবস্থান্তর কেন ও কিরূপে হয় তাহা নিদানতত্ত্বজ্ঞেরা অদ্যাপিও স্থির করিতে পারেন নাই। বিশেষ কারণ উদ্রেককারণোন্মুখ হইলে সহকারী কারণের প্রাবল্য ও বহুলতা রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পাদন করে, আর উহার বিপরীতাবস্থা ঘটিলে রোগের বল স্থায়ী হইতে পায় না।

উপরে যাহা উক্ত হইল তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে ওলাউঠা রোগ নিবারণ করিতে হইলে প্রথমতঃ ওলাউঠা রোগের বিষ বা বিশেষ কারণ ধ্বংস করা, দ্বিতীয়তঃ সহকারী কারণকে বহুবাধ করা আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ওলাউঠা বিষের উৎপত্তি কিরূপে ও কোথা হইতে হয় তাহা অপরিজ্ঞাত থাকাতে উহার বিধ্বংসোপায়ও অবধারিত হয় নাই। তবে অন্যান্য (টাইফসজ্বর বসন্ত প্রভৃতি) বিষের প্রকৃতির সহিত ইহার প্রকৃতিগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয় বলিয়া সেই সেই বিষনাশক প্রক্রিয়া এবিষ নাশোদ্দেশেও ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে দুর্গন্ধহারক দ্রব্য দ্বারা আবাসস্থ বা তন্নিকটবর্ত্তী পয়ঃপ্রণালীর (নর্দ্দমা) সংস্করণ, আবাসগৃহ পরিমার্জ্জন ও চূর্ণ বা মৃত্তিকা দ্বারা পরিলেপন, গৃহ মধ্যে স্থানে স্থানে অঙ্গার স্থাপন, ধুনা গুগ্গুলু এমন কি কর্পূরের ধূম ব্যবহার এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বায়ু প্রবিষ্ট হইতে দেওয়া প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যক। এই সকল ক্রিয়া নানা প্রকারে কার্য্যকরী হইয়া ওলাউঠা বিষ নাশক হইতে পারে। অতএব ওলাউঠা রোগের উৎপত্তি না হইতে হইতেই ঐ সকল ক্রিয়া করিবে তদ্ভিন্ন, স্থানান্তর হইতে ওলাউঠা রোগের সংস্রব নিবারণ এই রোগ নিবারণের অন্যতম উপায়। অনেক স্থান ওলাউঠার আবাস ভূমি নহে, কিন্তু বাণিজ্য দ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্রাদির সহযোগে উহার বিষ স্থানান্তর হইতে আনীত হওয়াতে ঐ ঐ স্থানে ওলাউঠা রোগের আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। মেদিনীপুর বণিক্ তাদৃশ স্থান নহে তথাপি প্রায় প্রতি বৎসর রথ যাত্রার সমাগম আরম্ভ হইলে ওলাউঠা দেখা দেয়। সচরাচর এই সহকারী কারণ বিশেষ কারণের সহায়তা করে। যদি জগন্নাথ যাত্রির গমনাগমনের পথ পৃথক করিয়া দেওয়া যায় এবং উহাদিগের নগর প্রবেশের নিষেধ আজ্ঞা হয় তাহা হইলে ঐরূপে স্থানান্তর হইতে ওলাউঠা রোগ সংস্রবনিবারিত হইতে পারে পরন্তু ব্যবসা।

যা কোন কার্য্যোপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ওলাউঠা গ্রস্ত দেশ হইতে যে সকল লোক আইসে তাহারা সর্ব্বতোভাবে যে বিষ আনয়ন করে তাহার প্রতীকার হওয়া দুষ্কর। অপর সহকারী কারণ নানাবিধ, তন্মধ্যে তাপের ন্যূনাধিক্য বায়ুর শুষ্কতা ও আর্দ্রতা প্রকৃতি দুর্নিবার। ফলতঃ যে সকল কারণে জল বায়ু দুষ্ট হয় তাহা দূর করা সাধ্যায়ত্ত। গলিত অবজনা নর্দ্দমা ও আঁস্তাকুড়স্থ নানা প্রকার পচা দ্রব্য, পুষ্করিণী ও কূপস্থ দূষিত জল প্রভৃতি দূরস্থ করণ বা মিউরিসিপালিটীর সাহায্যে দূর করিতে পারেন। মেদিনীপুরের জল স্বভাবতঃ উত্তম হইলে কি হইবে? অধিকাংশ জলে মলযুক্ত বস্ত্রাদি ধৌত এবং ছবিদ্রা ও তৈলসিক্ত দেহ অবগাহিত হওয়াতে উহার উত্তমতা নষ্ট হইয়া যায়। চেষ্টা করিলে উক্ত পানীয় অবিকৃত রাখা দুরূহ হয় না। সঙ্কীর্ণ বাতায়ন বা বাতায়নবিহীন গৃহে বাস না করিয়া বিস্তীর্ণবাতায়ন বিশিষ্ট গৃহে বাস করা সকলে যে ক্ষমতাযুক্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেদিনীপুর বাসীরা প্রশস্ত বাতায়নের উপকারিতা অবগত নহে। এখানকার গৃহ কি কাচা কি পাকা এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হয় যে সূর্য্য ও পবনের সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ থাকে না। বোধ হয় এই প্রধানতম কারণে ওলাউঠা বারম্বার বসন্ত ও টাইফইড জ্বর প্রতিবৎসর বহুব্যাপকরূপে এখানে আবির্ভূত হয়।

পরিশেষে ওলাউঠা রোগ উপস্থিত হইলে উহার তীব্রতা ও বহুব্যাপকতা নিবারণার্থ কি কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে। ওলাউঠা রোগের উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে যে বিশেষ ও সহকারী কারণ নাশক সাধারণ উপায় সকল অবলম্বিত না হইয়া থাকে তবে তাহার তৎক্ষণাৎ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যে সকল ব্যক্তি ওলাউঠাগ্রস্ত স্থান ত্যাগ করিতে সমর্থ তাহারা তৎস্থান যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। এস্থলে "যঃ পলায়তি স জীবতি" এ উপদেশ বাক্যটী গ্রহণ করা অতি আবশ্যক। ওলাউঠা রোগীর পরিধান বস্ত্র ব্যবহৃত শয্যা, এবং মল মূত্রাদি পুষ্করিণীতে ধৌত ও স্থানান্তর বিক্ষিপ্ত করিয়া যাহাতে অন্যের সংস্রবে না আইসে তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। বস্ত্র ও শয্যা রোগীর গৃহে দুর্গন্ধ নাশক দ্রব্য (কার্বলিক এসিড ক্লোরাইড অব লিঙ্ক ইত্যাদি) দ্বারা ধৌত করিয়া লইবে এবং বিষ্ঠা ও বিষ্ঠাপাত্র দূরস্থ প্রান্তরে প্রোথিত করিবে।

ওলাউঠার উদ্ভবকালে কোন প্রকারে উদরস্থ জল না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, এজন্য এসময় দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভক্ষণ ও বিরেচন ঔষধ সেবন নিষিদ্ধ। এই কালে সচরাচর উদরাময় জন্মিয়া থাকে, অনেক স্থানে উদরাময়ই উক্ত রোগের প্রথম লক্ষণ হয়। এই উদরাময় প্রথম হইতে নিবারিত হইলে (যাহা তখন সহজেই হইতে পারে) ওলাউঠা হইবার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সামান্য ও সহজ সাধ্য পীড়া (উদরাময়) হইতে যে মারাত্মক ও দুশ্চিকিৎস্য ওলাউঠা উপস্থিত হইবে ইহা প্রায়ই কেহ মনে করে না, সুতরাং উদরাময় এই রূপে উপেক্ষিত হয় এবং পরিণামে সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে। ওলাউঠার আবির্ভাব কালে উদরাময় নাশক ঔষধ প্রত্যেক ব্যক্তির বাটীতে সঞ্চিত রাখা আবশ্যক। রোগোৎপত্তি হইলে তাহার চিকিৎসা অপেক্ষা রোগ নিবারণের প্রতি বিধান করা অধিকতর প্রশংসনীয়, অতএব ওলাউঠার উদ্ভব হইলে তৎরোগাক্রান্ত পল্লীর প্রত্যেক বাটীতে উদরাময়ের অনুসন্ধানার্থ চিকিৎসক দ্বারা ভ্রমণ করা একান্ত আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট যদি ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবাবস্থায় চিকিৎসক নিয়োগ করিয়া উহার প্রাবল্যাবস্থার নিরূপ করেন তাহা হইলে কথিতরূপ অনেক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। এ বৎসর মেদিনীপুর সহরে অনুন আড়াইশত লোকের জীবনান্ত হইলে গবর্ণমেণ্ট একজন নেটিব ডাক্তার নিয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু রোগ নিবারণার্থ কোন উপায় অবলম্বনের ব্যবস্থা করেন নাই। আহ্লাদের

বিষয় সম্প্রতি ওলাউঠা রোগ এখান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

মেদনীপুর
৩ ই শ্রাবণ

বশম্বদ
শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনা সব্‌ডিবিজনের অধীন জামুনা প্রভৃতি কতকগুলি গ্রামের লোক অতি দীন দুঃখী। অধিকাংশ লোকেই কৃষি কার্য্য ও দৈনিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, কিন্তু উপর্য্যুপরি দুই বৎসর অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত উপযুক্ত শস্য উৎপন্ন না হওয়াতে কৃষকদিগের দিনপাত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর হইয়াছে। এখানে শস্যের মধ্যে কেবল ধান্য উৎপন্ন হয় তাহাও শুদ্ধ বর্ষাজলের উপর নির্ভর করে। কৃষকেরা গত দুই বৎসর মহাজনের নিকট ঋণ করিয়া রাজস্ব দিয়া আসিয়াছে, এক্ষণে মহাজনেরাও টাকা দিতে পারিতেছে না সুতরাং তাহারা কৃষি কর্ম্ম করিবে কি, অন্নাভাবে মারা যাইতেছে। অধিকাংশ লোকেই একান্নভোজী হইয়াছে এবং কাহারও বা মধ্যে মধ্যে সম্পূর্ণ উপবাস যাইতেছে। অনেকেই অতি সামান্য তণ্ডুলের সহিত শাক প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া কথঞ্চিৎ উদর পূর্ণ করিতেছে। যাহার অদ্যকার আহারের সংস্থান আছে সে কল্য কি খাইবে ভাবিয়া অস্থির হইতেছে তাহাতে আবার এ অঞ্চলে অদ্যাপি বৃষ্টি না হওয়াতে একবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা দৈনিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে তাহাদের কার্য্য একবারে বন্ধ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের কোন উপায় করিয়া দেন নাই সুতরাং তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। দয়াবান গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে প্রজার জীবন রক্ষার জন্য নানা উপায় করিয়া দিয়াছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এ অঞ্চলে তাদৃশ উপায় হয় নাই। প্রথমতঃ আমাদিগের কৃপালু ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু যাহার যাহার নাম আছে, তাহাদিগকে সেই নাম কৃষকদিগকে বাড়ি দিবার জন্য অনুরোধ করেন ও সুশৃঙ্খল ভাব জন্য পঞ্চাইত নিযুক্ত করেন, কিন্তু নামী দিকারী মহাজনগণ পঞ্চাইত নিযুক্ত হইতে দেখিয়া অর্থলোভেই হউক, কিম্বা পঞ্চাইত দিগের ভয়েই হউক ব্যস্ত হইয়া সকল নাম বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। কালনার বর্দ্ধমানাধিপতির একটী সদাব্রত আছে, কিন্তু কালনা এখান হইতে ৮।৯ আট নয় ক্রোশ অন্তর সুতরাং তাহাতে এখানকার লোকের কিছুই উপকার প্রত্যাশা নাই। আমরা আমাদের নিজাম ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের নিকট ক্রমশঃ দুই খান আবেদন পত্র প্রদান করিয়াছি কিন্তু অদ্যাবধি তাহার কোন প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় নাই যে প্রকার হয় পরে জানাইব।

একান্ত বশম্বদ—
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মল্লিক।
জামুনা।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১৭ ই জুলাই

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
চৌরাশির নীচে	২২	
মুরপুর ৩ মাইলের মধ্যে	১৬	
তথা হইতে জলিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১৫	
জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২৩	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২০	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৩ মাইলের মধ্যে	২২	৩

সন ১৮৭৪ সালের ২০ এ জুলাই বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	২৩	৪

বহরমপুর
২০ এ জুলাই
১৮৭৪
ই বেঙ্গ. সি. ই. প্রতিনিধি
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার
নদীয়া রিবার ডিবিজন

সন ১৮৭৪ ১৭ ই জুলাই।

মাথা ভাঙ্গা।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফীট	ইঞ্চ
গঙ্গার মহানা	১৩	
ভাতার পাড়া হইতে হাট বোয়ালিয়া	১৫	৩
হাট বোয়ালিয়া হইতে কট ১ নং	১৩	৪
তথা হইতে বোলমারি	১৫	৩
তথা হইতে আলিকদহ	১৫	৩
তথা হইতে কুকরঙ্গ	১৫	৩

বহরমপুর
২০ এ জুলাই
১৮৭৪
বেঙ্গ. সি. ই. প্রতিনিধি
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
নদীয়া রিবার ডিবিজন

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় বীরভূম ১০
" " রাজকৃষ্ণ রায়। শ্রীখণ্ড ১০
" " দুর্গাদাস আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ১০
" " রাখালচন্দ্র রায়। গড়বেতা ১০
" " ভোলানাথ ঘোষ। মুন্সাপুর ৫৷৷০
" " ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ৫৷৷০
" " হরেন্দ্র মোহন লাহিড়ী গয়হাটা গ্রাম ১০
" " অমৃতনারায়ণ আচার্য্য। মুক্তাগাছা ১০

—:০:—

১৮৭৪ অব্দের জুলাই (১২৮১ সালের শ্রাবণ) মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোম প্রকাশের মূল্য শেষ হইবে নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারিলাল সিংহ বাবু জমীদার উখরা।
" " জানকীবল্লভ সেন—কাননগোটোলা
" " দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পোয়াখালি
" " লালমোহন চট্টোপাধ্যায়—কারজিলিং
" " শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী—বেতুয়াবল্লভপুর
" " চন্দ্রকুমার মিত্র—হুগলী
" " গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—ময়মনসিংহ
" " গণেশচন্দ্র বসু—বাখরগঞ্জ
" " রামাচরণ মুখোপাধ্যায়—রাজমহল
" " গোপীনাথ চৌধুরী—রাড় গ্রাম
" " মুন্সি জিয়ার হুসেন—বরহারি আবাদ
" " বরদিবর মিশ্র—সরলপুর
" " বরদাপ্রসাদ নন্দী—বর্দ্ধমান
" " গোলোকচন্দ্র কানুনগো—শ্রীহট্ট
" " হরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য—রাজগঞ্জ
" " রাধাকিশোর পাল—ফরিদপাই
" " হরনারায়ণ সিংহ—মালদহ
" " দীননাথ সেন—ঢাকা
" " মাধবচন্দ্র ভাদুড়ী—দিনাজপুর
" " সুখেন্দুমোহন রায়—রোয়াইল
" " রামেশ্বর ঘোষ—গোপালনগর
" " দুর্গাবর আচার্য্য—আমতাড়ি
" আজিজুদ্দিন আহাম্মদ—গিলাহবাড়ী

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব গোপীপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাদড়িগোপ্তার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৬৭ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্তনাং প্রকৃতিনিষ্ঠিনায় পার্থিবঃ সন্মন্ত্রী অমিমন্ত্রী স ভীষনাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা
সন ১২৮১। ১১ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৭৪। ৪ ঠা আগষ্ট।
মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১২ বার টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৬।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

প্রত্নকল্প নন্দিনী ৭ ম ভাগ।

এই ভাগ হইতে সামবেদীয় "অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ" প্রভৃতির পদ্ধতিগুলি প্রকটিত হইতেছে দ্বাদশ সংখ্যার মূল্য প্রেরণ ব্যয় সহিত ১০ দশ টাকা।

ইহার পূর্ব্বের ছয় ভাগে সামবেদীয় মন্ত্র ভাগ ও ব্রাহ্মণভাগের অনেক গ্রন্থ সটীক সানুবাদ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং দুষ্প্রাপ্য কাব্য অলঙ্কার দর্শনাদিও অনেক গুলি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। সমুদায়ের মূল্য ৫০ পঞ্চাশ টাকা মাত্র, যথেচ্ছিত খণ্ড গুলি লইলে প্রতি খণ্ড ১ এক টাকা।

যন্ত্রস্থ পুস্তক।

" সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ দি সংস্কৃত কলেজ।"

মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

যজুর্ব্বেদ ভাষ্য ও অনুবাদ সহিত।

(অত্যুৎকৃষ্ট কাগজে ও অতিশয় যত্নে স্বর চিহ্নাদির সহিত)

আমরা এই শ্রাবণ মাস হইতে প্রতি মাসে এক এক খণ্ড প্রকাশ করিব। মূল পুস্তকাকারে, টীকা তাহারই উর্দ্ধাধোভাগে অনুবাদ বিভিন্ন অংশে প্রতিপৃষ্ঠা স্তম্ভদ্বয় ক্রমে ছোট ফুলস্কেপ আকারের ৪৮ পৃষ্ঠা। মূল্য প্রত্যেক খণ্ডের ১ টাকা, দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম ১০ টাকা (প্রেরণ ব্যয় ক্রেতৃবর্গকে স্বতন্ত্র দিতে হইবে না।) প্রত্নকল্প নন্দিনীর গ্রাহকগণ ইহা অর্দ্ধ মূল্যে পাইবেন।

কলিকাতা ১০ নং গোবাগ ষ্ট্রীট সত্যযন্ত্রালয়। শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী।

জি সি ঘোষ এণ্ড কোং

মফস্বল এজেণ্ট।

নং ৮০ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট কলিকাতা। সকল রকম দ্রব্যাদি অতি সতর্কে ও সত্বরে মফস্বলে প্রেরণ করা যায়।

টাকা—নগদ।

প্যাকিং ও ডাক মাশুল ব্যতীত সকল দ্রব্যের যথার্থ মূল্যের উপর শতকরা পাঁচ টাকা কমিশন লওয়া যায়।

হেম নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিঙ্ লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸০ আনা ডাক মাশুল /০ এক আনা।

লালবাজার হিন্দুহরেল কলিকাতা। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ঐতিহাসিক রহস্য।

প্রথম ভাগ।

শ্রীরামদাস সেন প্রণীত।

এ প্রকার গ্রন্থ এই প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হইল। বঙ্গদর্শন।

কলিকাতা বহুবাজারে ২৫২ নং ষ্ট্যান হোপ যন্ত্রে ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ এক টাকা, ডাক মাশুল ৵ দুই আনা।

কবিতাবলরী। মূল্য ।০ আট আনা।

ষ্ট্যান হোপ যন্ত্রে পাওয়া যায়।

—০—

বাটী পরিবর্ত্তন।

আমরা মাণিকতলা ষ্ট্রীট ১৩৮ নং বাটী পরিত্যাগ করিয়াছি। বিগত ১৫ ই জ্যৈষ্ঠ আমাদের "নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র" শোভাবাজার রাজা কালীকৃষ্ণের লেন ৩০ নং ভবনে উঠিয়া আসিয়াছে। সুতরাং অতঃপর যাঁহারা এই যন্ত্র সম্বন্ধে অথবা অন্য কোন প্রয়োজনানুরোধে আমাদের নিকট পত্রাদি পাঠাইতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা "কলিকাতা,—শোভাবাজার— রাজা কালীকৃষ্ণের লেন নং ৩০" এই ঠিকানা দিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত
যন্ত্রাধ্যক্ষ।
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়
কলিকাতা— রাজা কালীকৃষ্ণের লেন নং ৩০
১ লা আষাঢ়,—১২৮১

—০—

মন্ত্রচিত "মেক্সাসিটের বিলাপ" যাঁহারা এর কবিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ৫ নং কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ইমটলের ক্যানে লাইব্রেরিতে কিম্বা বাগবাজার এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ ১৮৭৪ সাল শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

বিজ্ঞাপন ।

বঙ্গ প্রদেশের শ্রীযুক্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনরলের অধীনস্থ কএকটী পোষ্ট আফিসে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের নামে জামিনি টাকা আমানত আছে, অদ্যাপি তাহা কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

যাহারা জমা দিয়াছেন তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের ওয়ারিসেন ও উত্তরাধিকারিদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে এই বিজ্ঞাপনের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে তাঁহাদের পাওনার বিষয় শ্রীযুক্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনরলের নিকট আবেদন করিবেন, তাহা না করিলে তাঁহাদের পাওনা টাকার স্বত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইবেন, এবং সেই টাকা গবর্ণমেণ্ট খাতে জমা দেওয়া যাইবে।

জামিনি টাকার ফর্দ্দ।

যে আফিসে জমা দেওয়া হইয়াছে।	যিনি জমা দিয়াছেন তাঁহার নাম ও কর্ম্ম			মন্তব্য
				টাকা, আ, পা
বাঁকিপুর	বোলাকি লাল, পাটনা সিটি রিসিভিং হাউসের কেরাণি			২১ ০ ১৫
বীরভূম	জগবন্ধু মুখোপাধ্যায়	আমোদপুরের	পেয়াদা	২৯ ৷৶ ০
ভাগলপুর	শ্যাম সেখ,	ডিলিভারি	পেয়াদা	৩২ ৸৶ ১০
বর্দ্ধমান	কামীরুদ্দীন,	ট্রাভেলিং	পোষ্ট আফিসের পেকারমেন	২৯ ৶০
কলিকাতা	সেক মেহেমেদ বক্স,	কলিকাতা	পোষ্ট আফিসের সর্টার	২২ ৶ ১৫
ঐ	কাসিম উদ্দি	ঐ	পেয়াদা	২৯ ৷৶ ৫
ঐ	কাসিম হোসেন	ঐ	ঐ	২৯ ৷৶ ৫
ঐ	মনির উদ্দি	ঐ	ঐ	২৯ ৷৶ ৫
ঐ	গোলাম আবদার	ঐ	সর্টার	২৭ ।৶
ঐ	আমিন উদ্দিন	ঐ	ঐ	৩৪ ০ ১০
ঐ	কালীলাল ওমেদওমার	ঐ	পেয়াদা	২৮ ৸৶ ৫
গয়া	দিগ্বিজয়চরণ পাল	ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার		৪১ ৷৶ ৫
হুগলী	মতিলাল সিং	পেয়াদা		১১৭ ৶ ১৫
ঐ	সেক ইশপ,	ঘাটাল আফিসের	পেয়াদা	১০২ ।০ ৫
ঐ	জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	গৌরাটি আফিসের	কেরাণি	১০৫ ।০ ১০
জাবড়া	লালা রমানন্দ	ন০ ৩ ডিলিভারি	পেয়াদা	২৯ ৷৶ ৫
মালদহ	জগচ্চন্দ্র ঘোষ			২০ ৷৶০
মুঙ্গের	খুদিরাম ভট্টাচার্য্য	মুঙ্গেরের	পোষ্ট মাষ্টার	৭০ ৸৶ ১৫
মজিহারি	ভুবসি রায়,	সিগৌলি আফিসের	ডিলিভারি পেয়াদা	৩২ ৷৶ ১০
মরমনসিংহ	টুবা সেক	সেরপুরের	পেয়াদা	৪৮ ৶০
ঐ	নবকুমার চট্টোপাধ্যায়	মুক্তাগাছার	ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার	১৩৮৶ ৫
ঐ	এম কাটাছু পাকুলার	ডেপুটী পোষ্ট	মাষ্টার	৩৫ /০ ১৫
ঐ	আনন্দচন্দ্র ঘোষ	সেরপুরের	ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার	১১৭ ৶ ০
নওগাঁ	বনোয়ারি লাল দে,	হেড	গুভারসিয়ার	১১৭ ৶ ০
পুরুলীয়া	অয়ত বাহাদুর	সঙ্গের	পেয়াদা	২৮ ৸৶ ০
ঐ	জহীর আলি,	পুরুলিয়া আফিসের	মোহরার	২০৫৸৶ ১০
রঙ্গপুর	ফয়েজ উদ্দিন	গুভারসিয়ার		২৯ ৶ ৫
মজফরপুর	প্যারীমোহন ঘোষ,	দরভাঙ্গা আফিসের	কেরাণি	১১৭ ৶

৭ ই জুলাই ১৮৭৪ আফিসিএটিং পোষ্ট মাষ্টার জেনরল। বেদাল

বিজ্ঞাপন।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

প্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্কশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত প্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

—•—

প্রসিদ্ধ ডাক্তার৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যরত্নাবলী মূল্য ৮ ডাক মাশুল ।০ এবং তৎকৃত ভিষগ্‌বন্ধু মূল্য ২ ডাকমাশুল ৶০।

ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের একটুকি মেটিরিয়া মেডিকা মূল্য ২ ডাক মাশুল ৶০ এবং তৎকৃত এনাটমি ছাপা হইতেছে। উহা শীঘ্রই আমার নিকট আসিবেক এবং অন্যান্য ডাক্তারি পুস্তক আমার নিকট পাওয়া যায়।

ক্ষেত্র বাবুর পুস্তকের পরিমিতি প্রক্রিয়া মূল্য ।০ ডাক মাশুল /০

যোগেশ বাবু প্রকাশিত স্বর্ণলতা ১ ডাক মাশুল ৶০।

ইন্দ্র বাবু বি এ, কৃত কল্পতরু ১, ডাক মাশুল ৵০।

ফ্যামিলি ট্রীটমেণ্ট ১।০।

কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কৃত বঙ্গভাষায় এনাটমি বা শারীর বিদ্যা প্রথম খণ্ড জেনরেল এনাটমি সাধারণ শারীর বিদ্যা এবং অস্থিবলজি বা অস্থি বিদ্যা উত্তম কাগজে উত্তম ছাপা এবং ১২০ খানা প্রতিমূর্ত্তি সহিত ৪।০ মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল এইক্ষণে ক্রেতাদিগের সুবিধার জন্য ২ দুই টাকা মূল্য ও ডাক মাশুল ।০ আনা অবধারিত হইল আমার নিকট প্রাপ্তব্য—

কলিকাতা ২০ জুলাই ১৮৭৪। } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় হিন্দুহষ্টেল লালবাজার

মেলেরিয়ানাশক পুরিয়া
অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধ দ্বারা মেলেরিয়া দূষিত গ্রীষ্ম প্রধান পুরাতন বিষম সংক্রামক পালা জ্বর এবং অন্যথা কুইনাইন ব্যবহার ঘটিত জ্বর রোগাক্রান্ত বহুসংখ্য লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ।০ আট আনা।

বিহারিলাল ঘোষ এণ্ড কোং
সুরবন মেডিকেল হল
ভবানীপুর কলিকাতা।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণী সূচিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ২০। ২৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাত্রার মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয়ও কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইতাম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধ দিয়া সংখ্যা করিতে পারি না। এজন্য অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাশুল ৩। টাকা পাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে দান ও অর্থ লওয়া যাইবেক।

১৯এ আষাঢ় ১২৮১ সাল গোবোরডাঙ্গা জেলা নদীয়া } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার

সোমপ্রকাশ।

১৯ এ শ্রাবণ সোমবার।

আমরা সমাচার পত্রের অনুবাদক মহোদয়কে সবিনয় অনুরোধ করিতেছি, তিনি উপেক্ষা না করিয়া গবর্ণমেণ্টের জ্ঞাতব্য সোমপ্রকাশের প্রস্তাব বিবিধ সংবাদ ও প্রেরিত পত্রগুলির সবিস্তর অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন। লোকে উপকার লাভের আশয়েই সমাচার পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। অনুবাদক মহোদয় যদি অনুবাদে বিমুখ হন, তাঁহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা কি? অনুবাদকের আলস্য ও উপেক্ষা নিবন্ধন সাধারণের অনিষ্ট হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয় না।

আমরা পর্জ্জন্যদেবকে মিতব্যয়ী অথবা কৃপণ ইহার অন্যতর কোন্ বিশেষণ দ্বারা সম্বোধিত করিব, বুঝিতে পারিতেছি না। উহাতে কতক অনাবেরও লক্ষণ লক্ষিত হইল। গতসপ্তাহে এ অঞ্চলে গগনমণ্ডল নিয়তকাল মেঘমালায় আচ্ছন্ন ছিল, গর্জ্জনেরও ত্রুটি ছিল না, পূর্ব্বদিকের বায়ুও ঝড়ের ন্যায় প্রবল বেগে বহিয়াছিল। কিন্তু যে বৃষ্টি হয়, তাহা অণুবীক্ষণদ্বারা দেখিতে হইয়াছিল। মেঘরাজ কি বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আমাদিগের রাজপুরুষগণকে অপব্যয়শীল দেখিয়া কৃপণতা অবলম্বন করিতেন? যদি আর কিছুদিন এইরূপ বদ্ধমুষ্টি হইয়া থাকেন তাহা হইলেই ত প্রতুল। কৃষকদিগকে আর মাঠে যাইতে হইবে না। আমরা যদি কেবল দোষের কথাগুলি কহিয়া মৌনাবলম্বন করি, প্রত্যবায়ভাগী হইব, গুণের কথাও কিছু বলা আবশ্যক। অল্প পরিমাণে যে বৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে মহৎ উপকার হইয়াছে। মিয়মান বীজ ও আশুধান্যগুলি জীবন লাভ করিয়াছে। এস্থলে আরো একটী কথা বলা আবশ্যক। মেঘরাজ নভোমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয় মনে গৃহে প্রস্থান করেন নাই। তাঁহার অনুচরেরাও ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণ।

বঙ্গদেশের জমীদারেরা প্রজার উপর যতই অত্যাচার করুন এবং প্রজারা তাঁহাদের প্রতি যতই বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করুক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া অবধি জমীদারে ও প্রজার যে এক সম্বন্ধ হইয়াছে, সহজে তাহার বিলোপ হইবার সম্ভাবনা নাই। পিতা পুত্রে যেরূপ সম্বন্ধ, এ সম্বন্ধও অবিকল সেইরূপ। পিতাপুত্রে যেমন সময়ে সময়ে অসৌহার্দ্দ জন্মে, তাহা অধিক ক্ষণ স্থায়ী হয় না, জমীদারে ও প্রজারও মধ্যে মধ্যে সেইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। গত বৎসর পাবনার প্রজারা বিদ্রোহী হইল, এবৎসর আবার সেই পাবনার প্রজারাই এক জমীদারের প্রতি কেমন স্নেহ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। এই দুর্ভিক্ষের সময় বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর পাবনার অন্তর্গত তাঁহার সাজাদপুরস্থ জমীদারীর প্রজাদিগের যে সাহায্য করেন, তন্নিমিত্ত প্রজারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া যে এক পত্র লিখিয়াছে, তাহাই এ বিষয়ের প্রধান নিদর্শন। প্রজারা লিখিয়াছে "দয়ালু মহাশয়! আপনি বিনা সুদে অগ্রিম টাকা দিয়া যে কি উপকার করিয়াছেন মুখ প্রজাদিগের তাহা বর্ণনা করা

সাহায্যের নিমিত্ত গতবৎসর আমরা দুই লোকের পরামর্শে বিদ্রোহী হইয়া আপনাকে এক কপর্দ্দকও পাঠাইয়া দি নাই। আপনি প্রথমে আমাদিগের ভ্রম ভঞ্জনের অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিছুতেই আমরা শান্ত হইলাম না দেখিয়া অবশেষে কর সংক্রান্ত মকদ্দমায় আমাদিগকে পরাজয় করিলেন। আপনার এমনি দয়ালু স্বভাব যে আমরা শান্ত হইবামাত্র আমাদিগকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন। আমাদিগের নামে যে সকল ডিক্রি হইয়াছিল, সেই টাকা লইবার জন্য পীড়া পীড়ি করা দূরে থাকুক যাহাতে আমাদিগের রক্ষা হয় সেই উপায় করিলেন। এই জমীদারীতে প্রায় লক্ষ টাকা আদায় হয়, গত বৎসর আমরা উহার এক কপর্দ্দকও দি নাই। তথাপি আমাদিগকে বিনা সুদে অগ্রিম টাকা ও শস্য দিতেছেন এবং আমাদিগের উপকারার্থ সাজাদপুরে একটী অন্নসত্রও খুলিয়াছেন। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি আপনি প্রজার মঙ্গল সাধন করিয়া অক্ষয় যশোলাভ করুন, ইত্যাদি।"

জমীদার ও প্রজার যদি পরস্পর স্নেহ বন্ধন না থাকিত, প্রজারা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাদিগের উপকার করা দূরে থাকুক, জমীদার তাহাদিগের মুখাবলোকনও করিতেন না। কেবল স্নেহের অনুরোধে বৈমুখ্য প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। কেবল এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণে এই প্রকার বাধ্যবাধকভাব জন্মিয়াছে। মধ্যে মধ্যে যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শত্রুভাব জন্মে, তাহাতে জমীদার ও প্রজা উভয়েরই দোষ আছে। জমীদারের দোষ এই, এদলের সকলেই সৎ সুশিক্ষিত ও ন্যায়ান্যায়বিবেকশালী নহেন। এদলের অনেকে নিতান্ত স্বার্থপর। তাঁহারা প্রজার নিকট হইতে কি লওয়া উচিত ও কি লওয়া উচিত নয়, তাহা বুঝিতে পারেন না। কতকগুলি বুঝিয়াও অত্যধিক লোভবশতঃ ন্যায় সীমার অতিক্রম করেন। তাহাতেই প্রজার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। আমরা জানি অধিকাংশ প্রজা ন্যায্য দেয় দানে কাতর নয়। নিতান্ত বাড়া বাড়ি করিলেই চটিয়া যায়। প্রজার দোষ এই, এই অত্যাচার নিবারণের যে ন্যায্য পথ আছে অজ্ঞতাবশতঃ ও কুলোকের মন্ত্রণায় তাহার পথিক হয় না। ঔদ্ধত্য বশতঃ অবৈধ আচরণ করিয়া বসে। তাহাতেই নানা প্রকার অনর্থ ঘটিয়া উঠে। বিদ্রোহী না হইয়া তাহারা একমত হইয়া যদি রাজদ্বারে জানাইয়া অত্যাচারের নিবারণ চেষ্টা করে, সহজে সৎ উপায় দ্বারা তাহারা কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হয়। মূর্খতা নিবন্ধন তাহারা তাহা করে না। তাহাই যত অনর্থের মূল হয়। এটী কিছু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ নয়। জমীদার ও প্রজার মূর্খতা দোষই ইহার কারণ। এ দোষের উন্মূলনের উপায় কি? জমীদার ও প্রজা উভয়কে কৃতবিদ্য করিয়া ইহার উন্মূলন করা হইবে, যদি এ আশা করা হয়, তাহা দুরাশা সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ যাহাতে পরস্পরের কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া পরস্পরের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার সামর্থ্য জন্মে, জমীদার ও প্রজা সাধারণের তাদৃশ শিক্ষালাভ সম্ভাবিত নয়। যদি সম্ভাবিত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা স্বল্পকাল মধ্যে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই দীর্ঘ কাল কি মধ্যে মধ্যে পরস্পরের শত্রুভাব চলিবে? এতন্নিবারণের একটী সহজ উপায় আছে। তদবলম্বনই শ্রেয়ঃ কল্প। সে উপায় জমীদারকে মধ্য স্থলে রাখিয়া প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। আমরা অনেক দিন অবধি এই সোমপ্রকাশে ইহার প্রসঙ্গ করিতেছি। এ উপায় অবলম্বিত হইলে প্রজার প্রতি জমীদারের অত্যাচার করিবার পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে, অথচ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে উপকারিতা তাহার সম্পূর্ণ ভোগ হইবে। ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইবে গবর্ণমেণ্টও তন্মূলক বিলক্ষণ লাভবান হইবেন। প্রতি বিঘা ভূমির উপস্বত্ব ধরিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য ও জমীদারের প্রাপ্য স্থির করিয়া যদি প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়, কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না।

ভারতবর্ষের বিষয়ে পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যগণের অনাস্থা।

পার্লিয়ামেণ্টের লার্ড ও কমন্স উভয় বাটীতেই ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়ারলণ্ডের প্রতিনিধিগণ স্বাধীনভাবে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলে উভয় বাটীতেই যথোচিত তর্ক বিতর্ক হইয়া পরে তাহার মীমাংসা হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সেরূপ হয় না। পার্লিয়ামেণ্টে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি নাই, ফলেট প্রভৃতি কয়েকজন ভারতবন্ধু ভিন্ন ভারতবর্ষের হইয়া দুই এক কথা বলেন এমন কেহ নাই। সুতরাং ভারতবর্ষের কোন বিষয় উত্থাপন হইলে তাহা প্রায় সভ্যগণের খবরে আইসে না। ভারতবর্ষের প্রতি পার্লিয়ামেণ্টের যে এই রূপ ভাব সম্প্রতি তাহার আর একটী প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পাঠকগণের স্মরণ আছে, কিছু দিন হইল ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলে পবলিকওয়ার্ক বিভাগের তত্ত্বাবধানার্থ একজন অতিরিক্ত সভ্য নিয়োগের প্রস্তাব হয়। লার্ড মেও প্রস্তাবের [illegible] করিয়া যান।

তিনি তৎকালের ষ্টেটসেক্রেটারি ডিউক অব আর্গিলকে এক পত্র লিখিয়া বলেন, "ভারতবর্ষের পবলিকওয়ার্কের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ তাহাতে তাহার তত্ত্বাবধানার্থ একজন পৃথক লোক নিযুক্ত করা একান্ত কর্ত্তব্য। পৃথক লোক হইলে তিনি তাঁহার সমুদায় সময় উক্ত বিভাগের উন্নতি বিধানার্থ ব্যয় করিবার অবসর পাইবেন। তাহাতে ঐ বিভাগের সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। এখন এক গবর্ণর জেনরলের হস্তে সমুদায় ভার ন্যস্ত আছে। তিনি কোন্ দিক দেখিবেন? আমি নিজে অত্যন্ত সবল ও পরিশ্রমী। প্রতিদিন ১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে পারি, তথাপি আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। অতএব এ নিমিত্ত একজন স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত করাই উচিত।" সেই অবধিই ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে পবলিওয়ার্ক বিভাগের জন্য একজন স্বতন্ত্রসভ্য নিয়োগের আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি এই নিমিত্ত "ইণ্ডিয়া কাউন্সিল বিল" নামে এক আইনের পাণ্ডুলেখাও পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত হইয়াছে। উহা লইয়া ইংলণ্ডে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। বিলখানি লার্ড বাটী হইতে পাস হইয়া কমন্স বাটীতে গিয়াছে। সেখানে পাস হইলেই ইহা আইনরূপে পরিণত হইবে। লার্ড সাণ্ডর্ষ্ট এই বিল সম্বন্ধে টাইমস পত্রে এই রূপ লিখিয়াছেন "ইণ্ডিয়া কাউন্সিল বিলের ন্যায় একটী গুরুতর বিষয় লার্ড বাটীতে তাড়াতাড়ি পাস হইয়া গেল, এ বিষয়ে রীতিমত তর্ক বিতর্ক হইল না। সুতরাং এই বিল সম্বন্ধে আমার যে সকল আপত্তি ছিল আমি তাহার উত্থাপন করিতে পারিলাম না। আমার নিজের দোষে যে আমি আপত্তি উত্থাপন করিতে পারি নাই, তাহা নহে যাহা হউক, আমার আপত্তি গুলি সামান্য নয়। এই বিলখানি কমন্স বাটীতে যখন দ্বিতীয়বার পঠিত হইবে, তৎকালে কমন্স বাটীর সভ্যগণ সেই সকল আপত্তির শ্রবণে বত্নবান হইতে পারেন।" ষ্টেট সেক্রেটারি মার্কুইস অব সালিসবরি এই পত্র পাঠ করিয়া লার্ড বাটীতে আক্ষেপ করিয়াছেন "লার্ড সাণ্ডর্ষ্ট যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ভারতবর্ষের বিষয় যথাযথরূপে আলোচিত হয় না এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাতে অনেক ভারতবর্ষীয়ের মনে কুসংস্কার জন্মিতে পারে। যৎকালে লার্ড বাটীতে এই বিলের বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হয়, তৎকালে তিনি নিস্তব্ধ ছিলেন, এক্ষণে সংবাদ পত্রে তাঁহার আপত্তি করা ভাল হয় নাই। যদি তাঁহার আপত্তি ছিল, লার্ড বাটীতেই তাহার উত্থাপন করা উচিত ছিল। লার্ড সাণ্ডর্ষ্ট যখন যে বিষয়ে বক্তৃতা করেন, সকলেই তাহা আনন্দ সহকারে শ্রবণ করেন। এমন অবস্থায় তিনি নিজে লার্ড বাটীর এক জন সভ্য হইয়া তথায় এই বিল সম্বন্ধে বাক্যনিষ্পত্তি না করিয়া যাহা তাঁহার বলিবার আছে তাহা কমন্স বাটীতে বলিবেন স্থির করিয়াছেন এটী অনল্প দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য বিলের সহিত তুলনা করিলে এ বিলখানি ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তথাপি ইহা অনেক দিন পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত ছিল। ২৪ দিন এখানি সভায় উপস্থিত থাকিয়া পাস হইয়াছে। এস্থলে আর একটী বক্তব্য এই, আমি এই বিবেচনা করি, প্রথমে বিলখানি উপস্থিত করিলে লার্ডরা তত মনোযোগী হইবেন না, শেষে দিলেও তাঁহারা সে সময় চলিয়া যাইবেন। এই ভাবিয়া এ বিষয়ে তাঁহাদের অধিক মনোযোগ ও যত্ন জন্মিবে বলিয়া আমি স্কটলণ্ডের চর্চ পেট্রনেজ বিল এবং বিশপ্‌স্ পবলিক ওয়ার্শিপ বিল এ উভয়ের মধ্যস্থলে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল বিল লার্ডদিগের সম্মুখে উপস্থিত করি। লার্ড সাণ্ডর্ষ্ট যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন, মৌনাবলম্বী হইয়া থাকিলে সেগুলি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। এই জন্য এই সকল কথা কহিলাম"।

মার্কুইস অব সালিসবরি আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ যাহা কিছু বলুন, পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ ভারতবর্ষের বিষয়ে যথাযথরূপে যে মনোযোগ করেন না, তাঁহার বাক্য দ্বারাই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। স্কটলণ্ডের চর্চপেট্রনেজ বিল ও বিশপ্‌স্ ওয়ার্শিপ বিল, এ উভয়ের মধ্যস্থলে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল বিল উপস্থিত করেন কেন? লার্ড সাণ্ডর্ষ্টের ঐ বিল সম্বন্ধে যাহা বলিবার ছিল তিনি তাহা লার্ড বাটীতে না বলিয়া কমন্স বাটীতে বলিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন তাহারই বা কারণ কি? তিনি যদি লার্ড বাটীতে বলিবার সুযোগ পাইতেন, তিনি কখন কমন্স বাটীতে বলিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন না। তিনি সুযোগ পাইয়াও যদি তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে, মহাসভার সভ্যগণের ভারতবর্ষের বিষয়ে যথোচিত মনোযোগ নাই। তখন লার্ড সাণ্ডর্ষ্টের মনোযোগ ছিল না, এখন কোন কারণে মনোযোগ হইয়াছে। ভারতবর্ষের কোন বিষয় মহাসভায় উপস্থিত হইলে সভ্যগণের কেহ নিদ্রা যান, কেহ গল্প করেন, এটী কি সালিসবরি অস্বীকার করিতে পারেন? ভারতবর্ষের প্রতি পার্লিয়ামেণ্টের যে এই রূপ ভাব এবং এই বিলখানি যে তাড়াতাড়ি যো সো করিয়া পাস করা হইয়াছে সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় হইতেছে না। টাইমস

[illegible] ইত্যাদি প্রভৃতি প্রধান [illegible] সম্পাদকগণ এবিষয়ে লাড [illegible] পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। [illegible] যথার্থ লিখিয়াছেন, "বিল [illegible] তাড়াতাড়ি পাস হইয়াছে এই [illegible] বলিলে এই মনে হয়, টোরি মন্ত্রি [illegible], অথবা অন্য কোন অসদভিপ্রায়ে স্বাধীনস্থ যে মত ব্যক্ত করিবার প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে, তাহাতেই এমন একটী বিষয় পার্লিয়ামেণ্টে তাড়াতাড়ি পাস হইল। এ বিষয়ের বিশেষ তর্কবিতর্ক হইলে হয় ত তাহাদের অনিষ্ট হইত।"

বর্দ্ধমানের দুর্ভিক্ষের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত।

মহাবীর অর্জ্জুন দৈবনির্ব্বাচনার্থী হইয়া অস্ত্রলাভার্থ ইন্দ্রকীলপর্ব্বতে তপস্যা করিতে গেলেন। ইন্দ্রের উপদেশ অনুসারে মহাদেবের আরাধনা আরম্ভ করিলেন। পশুপতি তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহার বল বীর্য্য পরীক্ষার্থ কিরাত বেশ ধারণ করিলেন এবং তিনি যেখানে তপস্যা করিতেছিলেন, সৈন্য সামন্ত লইয়া তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে এক দৈত্য বরাহ রূপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের যথার্থ ই সেই স্থানে উপনীত হইল। এদিকে অর্জ্জুন তাহাকে জিঘাংসু জানিয়া তাহার প্রাণ সংহারার্থ শর ক্ষেপ করিলেন। ওদিকে কিরাতরূপী মহাদেবও তাহাকে শর প্রহার করিলেন। মহাদেবের শর বরাহ কলেবর বিদীর্ণ করিয়া অনুষ্ঠিত হইল। অর্জ্জুনের [illegible] শর সেইস্থানে পতিত হইল। এখন সেই শর লইয়া উভয়ে [illegible] বিবাদ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন [illegible] এ শর আমার। আমার বাণেই [illegible] প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মহাদেব বলেন, না, এ বাণ আমার। আমার বাণেই উহার দেহাবসান হইয়াছে। উভয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অস্ত্রযুদ্ধ মল্ল যুদ্ধ প্রভৃতি যত প্রকার যুদ্ধ আছে, সব হইয়া গেল, শেষে মুষ্টামুষ্টি আরম্ভ হইল। আমরা বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ লইয়াও সেইপ্রকার তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত দেখিতে পাইতেছি। এখন পরস্পর মুষ্টামুষ্টি না হইলেই মঙ্গল।

এ দৈত্যকে কে সংহার করিল? এই বিবাদ। সার জর্জ্জ কাম্বেল ইংলণ্ড হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, আমি সংহার করিয়া আসিয়াছি; সার রিচার্ড টেম্পল বলিতেছেন আমিই ইহার সংহারকর্ত্তা। কেবল এই দুই জনে বিবাদ নয়, আর একব্যক্তি মধ্যে আছেন। লাড নর্থব্রুক সেই তৃতীয় ব্যক্তি। তিনিও মনে করেন যে এই দুর্জ্জয় রিপুর দমন বিষয়ে তাঁহারও হস্তাবলম্বদান আছে। কিন্তু সার জর্জ্জ কাম্বেল ও তাঁহার সেনাপতি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি তাঁহাকে এ যশের অংশ ভাগী করিতে অভিলাষী নহেন। এখন দেশের লোকেরই বিষম বিভ্রাট। এখন আমরা কি স্থির করি, দেশের এত বড় শত্রুকে কে বিনাশ করিল? আর কাহাকেই বা আমরা কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করি?

সার জর্জ্জ কাম্বেল দুর্ভিক্ষের উপক্রমেই উদ্যোগবান হন এবং যথাসময়ে উপায় বিধান করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পান, তিনি একে উষ্ণ প্রকৃতির লোক, তাহাতে আবার উড়িষ্যার কমিশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। যথাসময়ে উপায় বিধান না করিলে যে অনিষ্ট ঘটে তাহা বিলক্ষণ রূপে জানিয়াছিলেন। "ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ডরিয়া উঠে," তিনি দুর্ভিক্ষের নাম শুনিবামাত্র অতি শয় শঙ্কিত হইলেন। তাঁহারই প্ররোচনায় লাড নর্থব্রুক সিমলা পরিত্যাগ করিয়া আগমন করেন, তাঁহারই প্রার্থনানুসারে যথা সময়ে চাউল আমদানী করিবার আদেশ দেন; তাঁহারই উৎসাহ ও দৃষ্টান্তে নিম্নতন কর্ম্মচারিরা যথা সময়ে বদ্ধপরিকর হন, এ জন্য যে কিছু প্রশংসা তাহা তাঁহারই প্রাপ্য।

কাম্বেল সাহেব আরও কিছু প্রশংসার কাজ করিয়াছিলেন। তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ অনেকগুলি পব্লিকওয়ার্কের উদ্ভাবন, প্রতিসপ্তাহে দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ, এবং মফস্বলের দুর্গম প্রদেশে শস্য বহনের উপায় বিধান করেন। তাঁহা হইতে যেমন এই প্রশংসার কাজগুলি হইয়াছে তেমনি একটী বৃহৎ অনিষ্টও ঘটিয়াছে। দুর্ভিক্ষের নাম শ্রবণমাত্র তিনি ভয়ে একান্ত বিহ্বল হন। তন্নিবন্ধন যে পরিমাণে দেশে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, একে আর করিয়া তুলিলেন। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। এই কারণে লাড নর্থব্রুকের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইয়া যায়। লাড নর্থব্রুক বরাবর তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতেছিলেন। সে বিশ্বাস ভঙ্গ হইল। তিনিও তাঁহার অধীনে কার্য্য করিতে অনিচ্ছু হইলেন, পদ পরিত্যাগের অভিলাষ জানাইলেন। লাড নর্থব্রুক তথাস্তু বলিয়া সার রিচার্ড টেম্পলকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। সার রিচার্ড টেম্পল একে আর করিবেন না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। রিচার্ড টেম্পল অতি ভয়ে ভয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া কমিশনরদিগকে, অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগকে ও অপরাপর লোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই মুখে প্রবল দুর্ভিক্ষের কথা শুনিতে লাগিলেন। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় গোলদারেরা চাউল বিক্রয় বন্ধ করিয়াছিল, তন্নিবন্ধন চাউ-

লেও মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। বেহারের প্রজারা স্বভাবতঃ অতিশয় দরিদ্র, সচ্ছলের সময়েও তাহাদের দুই বেলা অন্ন জুটা ভার। বাজারে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে অনেকের অনশনে দিন যাইতেছিল শুনিয়া সর রিচার্ড টেম্পল ভয়ে কম্পিত হইলেন। কাজে কাজে তিনিও দুর্ভিক্ষের স্বরূপ বোধে অশক্ত হইয়া পড়িলেন এবং সেখান হইতে দুর্ভিক্ষের অতিশয় প্রকোপ হইয়াছে বলিয়া টেলিগ্রাম করিলেন। শুনিবা মাত্র লার্ড নর্থব্রুকের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। টাউন হলে দুর্ভিক্ষ নিবারিণী সভা হইল। ইংলণ্ডে ম্যান্সন হাউসে কমিটী বসিল। একেবারে দেশ উচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

বার্থেং অতি সুশৃঙ্খলা করিতে পারেন বলিয়া সর রিচার্ডের সুখ্যাতি আছে। তিনি সেই সুখ্যাতি রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গো অশ্ব উষ্ট্র গর্দ্দভ যেখানে যাহা কিছু ছিল সমুদায় সংগ্রহ করিলেন। যাহার একগুণ ক্ষতি হইল তাহার তিনগুণ ধরিয়া দিতে লাগিলেন। যাহার একগুণ বেতন ছিল তাহাকে দুইগুণ বেতন দিয়া সেই প্রদেশে লইয়া গেলেন। এইরূপে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল। বাঙ্গালা ও বেহারের লোক, শুধু বাঙ্গালা বেহার কেন, ভারতবর্ষের লোক কখনও যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতে লাগিল। গাড়ি বোঝাই করিয়া টাকা চলিল, সহস্র গাড়ি পূর্ণ করিয়া শস্য চলিল, দেখিয়া লোকে চমৎকৃত হইল। গোলাদারেরা যার চাউল বন্ধ পাখা বিকল দেখিয়া গোলা খুলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে বাজার নরম হইয়া আসিল। এদিকে ক্রমে বর্ষার সমাগম হইল। দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিরা ক্ষেত্রের কর্ম্মে গেল। দুর্ভিক্ষ ক্রমে অন্তর্দ্ধান হইল। সার রিচার্ড টেম্পলের বোধ হয় দুঃখ রহিল যে তিনি বাহাদুরী দেখাইবার সময় পাইলেন না। বস্তুতঃ শস্য সন্ধান না করিতে করিতে সংবাদ পাইলেন যে শত্রু অন্তর্হিত হইয়াছে। তাঁহার হাতের অস্ত্র হাতে রহিল, দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন এত ধন সজ্জা লইয়া কি করেন। সুহৃদের অন্নপান প্রস্তুত, কিন্তু নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের দর্শন নাই, তাঁহার যেরূপ অবস্থা ঘটে গবর্ণমেণ্টের সেই অবস্থা ঘটিয়াছে

সর জর্জ্জ কাম্বেল ও সর রিচার্ড টেম্পল ইঁহাদিগের অনাহার যিনি আত্মস্তরি হইয়া যাহা মনে করুন, অপক্ষপাত চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় জর্জ্জ কাম্বেল রিচার্ড টেম্পল ও লার্ড নর্থব্রুক তিন জনেই ন্যূনাধিক ভাবে দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য যশের ভাগী। জর্জ্জ কাম্বেল ও রিচার্ড টেম্পল যে পরিমাণে যশোভাজন হইয়াছেন, তাঁহারা যদি দুর্ভিক্ষের স্বরূপ নিরূপণে সমর্থ হইতেন, এতদপেক্ষা অধিকতর যশোলাভ করিতেন সন্দেহ নাই। এস্থলে একটী বিষয়ের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। জর্জ্জ কাম্বেল ও রিচার্ড টেম্পল কর্ম্ম ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন বটে কিন্তু লার্ড নর্থব্রুক স্বর্গ ধাম না থাকিলে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত করিতেন সন্দেহ নাই।

সাপ্তাহিক সমাচার ও বাবু কেশবচন্দ্র সেন।

সম্প্রতি বাবু কেশবচন্দ্র সেন হাইকোর্টে সাপ্তাহিক সমাচারের নামে মিথ্যাপবাদের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। আমাদের এতদিন সংস্কার ছিল বাবু কেশবচন্দ্র সেনের প্রকৃতি অতি ধীর কটূক্তিবিদ্রূপ তিরস্কার প্রভৃতি কিছুতেই কখন তাঁহার ধীরতা বিচলিত হয় না। কি প্রকাশ্য পত্রে কি আদালতে তাঁহাকে কখন আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ অগ্রসর হইতে দেখা যায় নাই। অনেক কার্য্যে তাঁহার কঠকাবিতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এ অংশে তাঁহার ব্যবহার বরাবর অতি প্রবীণ ও বিচক্ষণ লোকের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছে। সেই কেশব বাবু এতদিনের পর সেই চিরাবলম্বিত পথ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম।

সাপ্তাহিক সমাচারের যে প্রেরিত পত্র খানি অবলম্বন করিয়া তিনি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন তদপেক্ষা অনেক কটূক্তি পূর্ণ পত্র তাঁহার নামে প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। এখানে কেন গ্রাহ্য করিলেন? তিনি কি মনে করেন যে আদালতে জয় লাভ করিলেই তাঁহার এক্ষণে যে সম্ভ্রম ও সম্মান আছে, তাহার বৃদ্ধি হইবে? আমাদের এরূপ বোধ হয় না। সাপ্তাহিক সমাচারের প্রেরিত পত্রে যদি তাঁহার সম্ভ্রমের কিছু হানি হইয়া থাকে, আদালতে তাহার অধিকতর হানি হইবার সম্ভাবনা। আদালতে এ বিষয়ের যত আন্দোলন হইবে, ততই নানা প্রকার মিথ্যা জনরব উঠিবে। উপন্যাস রসিকেরা কতই অসঙ্গত উপন্যাস করিবে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা কত প্রকার অসঙ্গত তর্ক করিবে। হয় ত "কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইবার" ন্যায় অনেক গোপনীয় কুৎসা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কেশব বাবুর প্রতি লোকের যে শ্রদ্ধা আছে, এসকল ব্যাপার দ্বারা তাহার হ্রাস বিনা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব প্রতিনিধি এই পথ অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। আমরা তাঁহাকে পরামর্শ দিতেছি এবিষয়ে তাঁহার উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

লোকে মনে করিবেন আমরা সম্পাদক, আর একজন সম্পাদকবিপদে পড়িয়াছেন, দেখিনা তাঁহার রক্ষার্থ যত্ন পাইতেছি। তাহা নহে। আমরা উভয়ের হিতৈষী হইয়াই এ সকল বাক্যের প্রয়োগ করিতেছি। যদি কদাচিৎ ভ্রম বশতঃ কাহার গ্লানি সমাচার পত্রে প্রকাশ হয়, তাহার যথাযথ প্রতিবাদ করিয়া আত্মদায় ক্ষালন চেষ্টাই সাধু জনের আদৃত শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট পথ। সেপথ পরিত্যাগ করিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে স্বভাবের ক্রূরতা প্রকাশ পায়। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহার অনুমোদন করেন না। এস্থলে সাপ্তাহিক সমাচার সম্পাদককেও আমাদিগের কিছু উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহার যে পত্রখানি প্রকাশ করা বিবেচনার কার্য্য হয় নাই। প্রথমতঃ এরূপ পত্র প্রকাশে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কতকগুলি কটূক্তি বর্ষণ ভিন্ন সাধারণের কোন উপকার নাই। দ্বিতীয়তঃ তরল মতি দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য বালকদিগের এইরূপ পত্রাদি প্রকাশ করাতে সংবাদ পত্রের গৌরব হানি হয়। বুদ্ধিমান লোক মাত্রেই অশ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে সেই সংবাদ পত্রের আরো পিত্ত অপবাদ লোকে মিথ্যা ও বিদ্বেষ বিজৃম্ভিত বলিয়া মনে করেন। অতএব বিনা পক্ষপাতে সম্পাদকদিগের সকল বিষয়ের দোষগুণ দর্শন করা কর্ত্তব্য। যদি কেবল দোষ কীর্ত্তন কিম্বা গুণ কীর্ত্তনের ব্রত গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে লোকের শ্রদ্ধা থাকে না। অতএব আমাদিগের বক্তব্য এই, উক্ত সম্পাদকের উচিত তিনি এই উদারনীতি অবলম্বন করিয়া প্রস্তাবিত স্থলে কার্য্য করেন। এবিষয়ের বিচারে সহজে মীমাংসা হয় তদুপায় অবলম্বন করাই বিধেয়। আদালতে এবিষয়ের মীমাংসা করা তাঁহারও গৌরব ও সুখের নয়, এটী তিনি নিশ্চয় জানেন।

রাজকার্য্যে এদেশীয়দিগের বহুল নিয়োগ।

ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতির অধিকার হইয়া অবধি অনেকগুলি গবর্ণর জেনরল হইয়া গেলেন। আমরা ইতিহাস গ্রন্থে কতকগুলির কার্য্য বৃত্তান্ত পাঠ করিলাম, কতকগুলির কার্য্য স্বচক্ষেও দর্শন করিলাম। কিন্তু ইহাঁদিগের অধিকাংশই প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতা প্রদর্শনে শক্ত হন নাই। যাঁহারা প্রজার শোণিত শোষণ করিয়া অথবা প্রজার উন্নতিতে উপেক্ষা করিয়া কেবল রাজকোষ পূরণে ব্যগ্র হন, তাঁহারা প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ নহেন। অনেকে এইরূপ ভ্রান্ত রাজনীতিজ্ঞতারই পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। লার্ড ডেলহাউসি এই দলের শিরোরত্ন। যাঁহারা রাজা ও প্রজা উভয়ের শ্রেয়ঃ সাধন করিয়া স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হন, তাঁহারাই যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ। এ প্রকার রাজনীতিজ্ঞ দুইজন মাত্র গবর্ণর জেনরলের কথা আমাদিগের মনে পড়িতেছে. আর এক জনকে আমরা এক্ষণে ভারতবর্ষের শিরঃস্থানে অধিষ্ঠিত দেখিতেছি। লার্ড বেণ্টিঙ্ক লার্ড কানিঙ্ক ও লার্ড নর্থব্রুক এই তিন জন সেই যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ গবর্ণর জেনরল। আমরা এই তিন জনেরই কথা কহিতেছি। লার্ড বেণ্টিঙ্ক ও লার্ড কানিঙ্কের উল্লিখিত রাজনীতিজ্ঞতার বর্ণন করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। লার্ড নর্থব্রুকই আজি আমাদিগের লক্ষ্য। এই মহানুভব প্রায় প্রতিদিন এক একটী করিয়া উল্লিখিত উদার রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। ইনি সম্প্রতি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, রেল ওয়েতে ষ্টেসন মাষ্টার বুকিঙ্ক ক্লার্ক প্রভৃতির পদে এদেশীয় যুবকদিগকে বহুল পরিমাণে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। কেবল রেলওয়েতে কেন, রাজ্যের যাবতীয় বিভাগেই এই উদার আজ্ঞা প্রচারিত করিয়া দেওয়া উচিত।

এদেশীয়েরা যদি সকল বিভাগে বহুল পরিমাণে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে রাজা ও প্রজা উভয়েরই মহা মঙ্গল হয়। গবর্ণমেণ্টের প্রথম মঙ্গল এই, অল্প ব্যয়ে সমুদায় কার্য্য সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয়, প্রজারা স্বার্থ সম্বন্ধে দৃঢ় বদ্ধ হইয়া গাঢ় ভক্তির অনুরক্ত হইয়া উঠে। প্রজার মঙ্গল এই, জীবিকার পথ প্রশস্ত দেখিয়া উত্তরোত্তর তাহাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি ও আত্মোৎকর্ষ সম্পাদনে সমধিক যত্ন জন্মে। পঠদ্দশায় পুরস্কার দান বল, বৃত্তিবিধান বল, আর অন্য প্রকার উৎসাহ দান বল, জীবিকার উপায় বিধানের তুল্য লেখা পড়ার উৎসাহবর্দ্ধক আর নাই। এদেশে উকীলের সংখ্যা বৃদ্ধিই ইহার প্রমাণ। এ কালতীতে সহজে ও স্বাধীনভাবে জীবিকার পথ হয় বলিয়া শত শত ব্যক্তি সেই দিকে ধাবমান হইয়াছেন। ভালরূপ লেখা পড়া না জানিলে এ পথের পথিক হইয়া কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা নাই। এই অনুরোধে কত লোকের উহার শিক্ষা লাভ হইতেছে. লার্ড বেণ্টিঙ্ক যদি বিচারপতির পদ এদেশীয়দিগকে প্রদান করিয়া না যাইতেন, আজি কি গবর্ণমেণ্ট এত সুশিক্ষিত সূক্ষ্ম বিচারশক্তিসম্পন্ন দক্ষ বিচারপতি দর্শনে অধিকারী হইতেন? এদেশীয়েরা এমন উপযুক্ত বিচারপতি হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের কি একটী মহৎ লাভ হয় নাই?

উপসংহারে বক্তব্য এই, যাঁহারা ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতির প্রভুশক্তি বদ্ধমূল করিবার বাসনা করেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য এদেশীয়দিগকে বহুল পরিমাণে রাজ্যের যাবতীয় বিভাগে নিযুক্ত করেন। স্বার্থ সম্বন্ধ হইতেই প্রভু ভক্তি জন্ম পরিগ্রহ করে, এবং

স্বার্থ সম্বন্ধ হইতেই উহা বদ্ধমূল হয়। অধিক কি স্বার্থ সম্বন্ধ অছেদ্য হইয়া রাজা ও প্রজা উভয়কে এক শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখে। এস্থলে এবিষয়টীরও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, এদেশে যাহাদিগের চিরকালের বাস, তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া বিদেশীয়দিগকে বহুল পরিমাণে রাজপদ প্রদান করিলে নিতান্ত স্বার্থপরের কাজ করা হয়।

বিবিধ সংবাদ

১২ই শ্রাবণ সোমবার।

আমাদিগের আলাহাবাসস্থ সহযোগী বলেন, গত পূর্ব্ব সপ্তাহে যখন সর রিচার্ড টেম্পল কলিকাতায় ছিলেন, তিনি দুর্ভিক্ষ প্রদেশে ব্যয় করিবার জন্য সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটীর নিকট দুই লক্ষ টাকা প্রার্থনা করেন। কিন্তু কোথায় এবং কিরূপে ঐ টাকা ব্যয় করা হইবে তাহার বিশেষ বিবরণ না লিখিয়া দেওয়াতে কমিটী সে প্রার্থনায় সম্মত হন নাই। রাজধানী পরিত্যাগের পূর্ব্বেও সর রিচার্ড দ্বিতীয় বার আট লক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠান, এবারেও উক্তরূপে আবশ্যক বিবরণ লিখিয়া দেওয়া হয় নাই। সুতরাং কমিটী সে প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সর রিচার্ড কি আজিও পূর্ব্ব অভ্যাস তুলিতে পারেন নাই? এখনও কি তিনি মনে করেন তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় স্বেচ্ছাচারিতা চলিবে?

গেজেটে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, আগামী ৪ঠা আগষ্ট লার্ড নর্থব্রুক কলিকাতা হইতে আসাম যাত্রা করিবেন। গমন কালে ঢাকা কাছাড় এবং শ্রীহট্ট দর্শন করিয়া যাইবেন। ১৫ ই আগষ্ট শিলঙে উপনীত হইবেন। আগষ্টের শেষে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। আমাদিগের প্রধান রাজপুরুষেরা মধ্যে মধ্যে আপনাদিগের অধিকারস্থ স্থানগুলি দর্শন করেন, কিন্তু কি কাজ হয় আমরা কিছুই জানিতে পারি না। কাজকি কেবল আমোদ?

এবৎসর মক্কায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার যাত্রী হইয়াছিল। তীর্থ যাত্রীরা আসিয়ার লোকদিগের একটি প্রধান রোগ।

যেমন অহিফেন লবণ প্রভৃতি এক একটী ব্যবসায় তেমনি প্রজাদিগের বিচার কার্য্যও আমাদের গবর্ণমেণ্টের একটী ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে। গত বৎসর মান্দ্রাজের হাইকোর্টের অধীনস্থ আদালত সমূহে গবর্ণমেণ্টের চারিলক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা লাভ হইয়াছে। উক্ত বৎসর ১৯০০০০ টাকা আয় এবং বিচারপতিদিগের বেতনাদিতে ১৫০০০০০ টাকা ব্যয় হয়। এ অংশে এরূপ লাভ না করিয়া স্বল্প ব্যয়ে প্রজারা যাহাতে সদ্বিচার লাভে অধিকারী হয় গবর্ণমেণ্টের তাহা করাই কি উচিত নয়?

পুনার অধিবাসী বিশেষতঃ হিন্দুদিগকে অন্যান্য স্থানের লোকদিগের অপেক্ষা উন্নত পথে বিলক্ষণ অগ্রসর দেখা যাইতেছে। তাহারা স্থানে স্থানে এক একটী সভা স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। যে স্থানের সভা সেই স্থানের অধিবাসীদের পরস্পর যে সকল বিবাদাদি উপস্থিত হইবে উক্ত সভা তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন, তাহাদিগকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না। প্রস্তাবের অনুরূপ কার্য্য হইলে দেশের পরম মঙ্গল হয়, কিন্তু কাজ হইবার বিষয়ে বড় সন্দেহ আছে।

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম রাজপুরের সব আসিষ্টণ্ট সার্জ্জন বাবু শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্যকে জয়পুরের রাজা জয়পুর মেডিকাল হলের কেমিকাল এগ্‌জামিনার এবং মেডিকাল কোর কিপার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। এদেশীয় কৃতবিদ্যগণ দেশীয় রাজগণের অধীনে থাকিয়া স্বাধীন ভাবে স্ব স্ব বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করেন এটী বাঞ্ছনীয়। নীলাম্বর বাবু কাশ্মীরে থাকিয়া এদেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন।

অযোধ্যা ও রোহিল খণ্ড রেলওয়েতে স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক গাড়ি হওয়াতে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এদেশীয়েরা এরূপ গাড়ি প্রার্থনা করেন কি না, পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের এজেণ্ট তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। তিনি এত দিন এদেশে আছেন, আজিও কি এটী জানিতে পারেন নাই? ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র গাড়ি নাই বলিয়া ভদ্রলোকেরা পারত পক্ষে রেলওয়েতে পরিবার পাঠান না।

হিন্দুপেট্রিয়টে দেখা গেল গণনা করিয়া স্থির করা হইয়াছে এদেশীয় ১৫৩ জন রাজার অধীনে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪১০০০ পদাতিক ও ৮৯০০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৯ হাজার গোলন্দাজ আছে। গবর্ণমেণ্ট কি ইহাতে ভীত হন? এদেশের দুই জন প্রতিবাসিতে ঐক্য নাই, ১৫৩ জন রাজার একবাক্য হইবার সম্ভাবনা কি?

কেবল ভারতবর্ষস্থ ইংরাজদের নহে, ভারতবর্ষস্থ ফরাসীদিগেরও দেশী জুতায় প্রতি বিলক্ষণ অনুরাগ দেখা যায়। পণ্ডিচরিতে এই নিয়ম ছিল আদালতে যাইতে হইলে দেশী জুতা খুলিয়া রাখিয়া যাইতে হইত। কিছু দিন হইল তত্রত্য একজন দেশীয় উকীল এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া দেশী জুতা পায় দিয়া জজদিগের সম্মুখে গমন করেন, তাঁহাকে এ নিমিত্ত তিরস্কার করা হয়। তিনি এ বিষয় ফ্রান্সে জানাইয়া জয় লাভ করেন। পণ্ডিচারির আদালত পুনরায় এবিষয়ের আপীল করেন। আপীল আদালত উকীলকে দেশী জুতা পায় দিয়া পণ্ডিচারির আদালতে ওকালতি করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। আমরা এত দিন জানিতাম, ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তিরাই এই প্রকার ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া তোলা পাড়া করে, উচ্চমনা দিগের এ সকল বিষয়ে দৃষ্টি যায় না।

ইংলণ্ডে বিদ্যার যেমন গৌরব এমন বোধ হয় আর কুত্রাপি নয়। গোল্ডস্মিথ যখন ইটরোপ ভ্রমণ করেন, তৎকালে তিনি যে সকল কষ্টে পড়েন সেই সকল কষ্টের বিষয় বর্ণন করিয়া তিনি এক পত্র সার জন্সন্‌কে, লিখিয়াছিলেন, সেখানি ৩৭০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

সেদিন গঙ্গায় প্রায় ২০ জন লোক এক নৌকা করিয়া মাহেশে উল্টা রথ দেখিতে যাইতেছিলেন, গঙ্গার মাঝ খানে গিয়া নৌকা খানি ডুবিতে লাগিল দেখিয়া আর এক খানি নৌকা উহার সাহায্যার্থে গমন করিল। আরোহীরা ইহাতে লাফাইয়া উঠিতে লাগিল, নৌকা খানি ক্রমে উল্টিয়া পড়িল। তন্মধ্যের ১৮ জন জলমগ্ন হইয়া গেল। আর একখানি নৌকা আসিয়া চারি জনকে তুলিয়া লইল।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ভাণ্ডাধ্যক্ষ এদেশীয় প্রধান পে ক্লার্ক মিথ্যা করিয়া কয়েকজন কর্ম্মচারি পেয়ারার বেতন লইয়া তাহা আত্মসাৎ করাতে তাঁহার বিচার হইতেছে। উপরিলাভ না হইলে চাকরী মিছা।

এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন "জামালপুরে আপাততঃ অত্যন্ত ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অতি অল্প দিবসের মধ্যে কতকগুলি দুঃখী লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। রোগ ক্রমে ভয়ানক হইবার সম্ভাবনা আছে। বৃষ্টির আর বড় প্রাদুর্ভাব নাই, যখন ইহার তত আবশ্যকতা ছিল না তখন প্রচুর হইয়া এখনকার জীবনোপায় ভূট্টা শস্যের অনেক ব্যাঘাত জন্মাইয়া এখন কোথায়

পলায়ন করিয়াছে। গ্রীষ্ম এত্যন্ত প্রবল হইয়াছে, ১০ই জুন তারিখে থার্মমিটর ১১৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। রেলওয়ের চীফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত কাম্বল সাহেব দুঃখী কর্ম্মচারিগণকে বিনা মূল্যে ঔষধদান ও চিকিৎসা করার এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া বিশেষ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

১৩ই শ্রাবণ মঙ্গলবার।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের গতি কিরূপ নিম্ন লিখিত ঘটনাটী তাহার পরিচয় দিয়া দিবে। শিয়ালদহ দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত প্রদেশ হইতে এই সংবাদটীর সংগ্রহ করিয়াছেন। এক স্থানে গবর্ণমেণ্টের কতক চাউল প্রেরণ আবশ্যক হয়। গবর্ণমেণ্টের গাড়িতে ১৫ মণ করিয়া বোঝাই দিয়া চাউল পাঠান হয়। পথে ঘাস ও খড় না থাকাতে গাড়ির গরুগুলিকে ঐ চাউল খাইতে দেওয়া হইল। তাহারা ১০ মণ করিয়া খাইয়া ফেলিল। নির্দ্দিষ্ট স্থানে ৫ মণ মাত্র পৌঁছিল। গাড়িগুলিকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে, গরুগুলিকে পুনরায় ১০ মণ করিয়া চাউল খাইতে না দিলে আর তাহারা ফিরিয়া আসিতে পারে না, সুতরাং ৫ মণ ছিল আর ৫ মণ বোঝাই দিয়া গাড়ি গুলি ফিরাইয়া পাঠাইতে হইল!! অনেক স্থলের বন্দোবস্ত এই রূপই বটে।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসম্যান বলেন, ষ্টেটসেক্রেটারি ইণ্ডিয়া আফিসের জন্য একটী মিউজিয়ম ও একটী পুস্তকালয় করিবার নিমিত্ত সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দিয়াছেন।

আমাদের এখানে সিমলা পাহাড় যেমন রাজপুরুষগণের মতে স্বাস্থ্যকর স্থান, ইউরোপে ইংলণ্ডের দক্ষিণস্থ ওয়াইট দ্বীপ সেইরূপ। ইংলিসম্যানের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, জর্ম্মণির যুবরাজ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী (আমাদের রাজ্ঞীর কন্যা) উক্ত দ্বীপে কিছুদিনের জন্য বাস করিবার নিমিত্ত আসিতেছেন, ইহারা মধ্যে মধ্যে উইণ্ডসরে বকিংহাম প্যালেসেও থাকিবেন। ওয়াইট দ্বীপে অষ্ট্রিয়ার রাজ্ঞী ইহাদের প্রতিবেশিনী হইবেন, তিনি স্বাস্থ্য লাভের জন্য শীঘ্র তথায় আসিতেছেন। ওয়াইট দ্বীপ দেখিয়া আমাদিগের এখান কার রাজপুরুষেরা সিমলাবাস শিক্ষা করিবেন? না, এখনকার রাজপুরুষদিগের যে সকল ইংলণ্ডের লোকেরা ওয়াইট দ্বীপে স্বাস্থ্য রক্ষার্থ বাস করা শিখিবেন?

১৮ এ জুলাইর গবর্ণমেণ্ট গেজেটে দৃষ্ট হইল, ঐ ১৮ই বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের হস্ত হইতে আসামের প্রধানতম কমিশনরের অধীন ক্ষমতা সম্বন্ধে হুইস সাহেব এক খানের পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন। ঐ কাগজের উপর এ পর্য্যন্ত লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এবং রেবেনিউ বোর্ডের যে সকল ক্ষমতা ছিল, গবর্ণর জেনরলের হস্তে সেই সকল ক্ষমতা প্রদানই এই পাণ্ডুলেখ্যের উদ্দেশ্য। গবর্ণর জেনরল সময়ে সময়ে ঐ সকল ক্ষমতা কিম্বা উহার কোন ক্ষমতা প্রধানতম কমিশনরের হস্তে প্রদান করিবেন এবং ইচ্ছা করিলে ঐ ক্ষমতা তাঁহার হস্ত হইতে গ্রহণ করিতেও পারিবেন।

উক্ত গেজেটে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, ইংলণ্ডেশ্বরী ব্রিটিশ ভারতের প্রধানতম কমিশনর অনরেবল আর্শল ইডেন সাহেব, গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলের অন্যতর সভ্য রাজা রমানাথ ঠাকুর এবং বঙ্গদেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কাউন্সিলের এবং রেবেনিউ বোর্ডের সভ্য লক সাহেবকে সি, এস, আই উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

গবর্ণর জেনরল ঢাকায় যাইবেন বলিয়া তথায় মহা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার জন্য অভিনন্দন পত্র প্রস্তুত হইতেছে, তাঁহার নামে একটী সাধারণ বাটী ও পুস্তকালয় করিবার জন্য সভা হইতেছে, সভা স্থলেই ৯ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। কিরূপে সম্মান করিলে তিনি সন্তুষ্ট হন, সকলে সেই চিন্তায় মগ্ন হইয়াছেন। খাজে আবদুল গণি এই সকলের উদ্যোগকর্ত্তা। ইনি গবর্ণর জেনরলকে একটী ডোজ দিবেন বলিয়া নিমন্ত্রণ করেন, তিনি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রজাগণ লাড নর্থব্রুককে যে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন, এগুলি তাহার প্রমাণ।

এই কাল পর্য্যন্ত যিনি যিনি ফ্রান্স শাসন করিয়া গিয়াছেন, কেহই সকল দলকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন নাই, কিন্তু মার্শাল ম্যাকমেহন সকলকে তুষ্ট করিয়াছেন। ইংলিসম্যানের পারিসস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সম্প্রতি ম্যাকমেহন যে ৬০ হাজার সৈন্যের কাওয়াজ দেখেন, তৎসম্বন্ধে নানা লোকের মনে নানারূপ সংস্কার জন্মিয়াছে। কাওয়াজ হইয়া গেলে পর তিনি নিম্নলিখিত বাক্যগুলি সৈন্যদিগের গোচর করেন "সৈন্যগণ! আমি তোমাদের রণ কৌশল ও সুশৃঙ্খলা দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। জাতি সাধারণ সভা ৭ বৎসরের জন্য আমাকে ফ্রান্সের শাসনভার দিয়াছেন, এই ৭ বৎসর কাল আমাকে সুশৃঙ্খলা স্থাপন এবং শান্তি রক্ষা করিতে হইবে। এ ভারটী শুদ্ধ আমার নয়, তোমাদের সকলেরই। আমরা জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াও কার্য্য করিব। আইনের ক্ষমতা এবং সম্মান সকল স্থলেই রক্ষা করিব।" বিপক্ষগণকে ভয় প্রদর্শন করিয়া দমনে রাখাই ইহার উদ্দেশ্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সকলেই ইহার অনুমোদন করিয়াছেন ও এই বাক্য গুলি পাঠ করিয়া তুষ্ট হইয়াছেন।

পামার ("পামর" বলাই অধিকতর সঙ্গত) নামক এক ব্যক্তি যেমন অল্পে অল্পে বিষ পান করাইয়া লোকের মৃত্যু ঘটাইত, এবং তাহা স্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়াই বোধ হইত, এইরূপে সে শাশুড়ী, এমন কি তাহার নিজ মাতাকে হত্যা করিয়া লাইফ ইন্সুরান্স কোম্পানির নিকট হইতে টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল, ফ্রান্সে সেইরূপ আর এক ব্যক্তি বাহির হইয়াছে। ইহার নাম এম মরিয়। এ ব্যক্তি একবার বিবাহ করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার স্ত্রীধন লইত, পুনরায় বিবাহ করিত, আবার তাহাকে হত্যা করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিত। স্ত্রীধনের লোভে বিষপান করাইয়া স্ত্রী হত্যা করাই ইহার ব্যবসা ছিল। পামার তাহার একজন সহচরের কতকগুলি প্রাপ্য টাকা লোপ করিবার জন্য তাহাকে ঐরূপে হত্যা করিয়া ধরা পড়ে, এবং তাহার ফাঁসী হয়, এবারিও সম্প্রতি একটী স্ত্রীকে হত্যা করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু আজিও ইহার বিচারের শেষ হয় নাই।

জুলাই মাসের প্রথমে ফ্রান্সের স্থানে স্থানে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। ওলের ডিম্বের ন্যায় এক একটী শিলা বর্ষণ হইয়াছিল। ফল এবং শস্যাদির বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে, চাষারা শস্য হানি দেখিয়া এত নিরুৎসাহিত হইয়াছে, যে তাহাদের অনেকে স্থানান্তরে গমন করিতেছে। শস্য হানিই জগতের বর্ত্তমান নিয়ম দেখা যাইতেছে।

১৪ ই শ্রাবণ বুধবার।

গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের জন্য স্থানে স্থানে যে চাউল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন অনেক স্থলে তাহা উদ্বৃত্ত হওয়াতে কোনরূপে সেগুলি বিতরণ করিয়া ফেলা হইতেছে। অনেক স্থানে চাউল ছড়াছড়ি যাইতেছে, অনেক স্থলে পচিয়া নষ্ট হইতেছে। তত্ত্বাবধায়ক ও অনেক নিযুক্ত হইয়াছেন, তবে এরূপ ক্ষতি কেন? তত্ত্বাবধায়কেরা কি কেবল আপনাদিগের বেতন বুঝেন, এ সকল বুঝেন না?

১৮ ই জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৪৩৭৮৪০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর ঐ সময় ৩১২৫১০ টাকা হইয়াছিল। ১১৫৩২০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। জব্বলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ২২৪৩০ টাকা আয় হয়, পূর্ব্ব বৎসর ১৬২৭০ টাকা হইয়াছিল। ৯১১০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

বঙ্গবন্ধু লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডেশ্বরীর আর একটী পৌত্র হইয়াছে। এটী লইয়া মহারাণীর বাইশটী পৌত্র ও দৌহিত্র হইল। ডিউক অব এডিনবরাও ৫।৬ মাসের মধ্যে আর একটী এই সংখ্যায় যোগ করিবেন।

জুলাই মাসের ১৫ ই ১৯ ই পর্য্যন্ত রাজস্ব বিভাগে গবর্ণমেণ্টের ৫।৬ লক্ষ মণ চাউল খরচ হইয়াছে।

১৭ এ জুন যে সপ্তাহের শেষ হয়, তাহাতে পঞ্জাবের মৃত্যু সংখ্যা ৫৭১২ হইতে কমিয়া ৫১৯০ হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে বসন্তে ৫৭৭ লোকের মৃত্যু হয়, উক্ত সপ্তাহে ৪২৩ জনের বসন্তে মৃত্যু হইয়াছে।

হরিশ্চন্দ্র বলেন, বর্ত্তমান বর্ষের দ্বিতীয় তিন মাসে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ৩ খানি ইংরাজী ১৯ খানি আরব্য উর্দ্দু ও পারস্য ৯ খানি সংস্কৃত এবং ১২ খানি হিন্দী পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

ঢাকার গবর্ণর জেনরলের গমন উপলক্ষে বৈদ্যুতিক আলো প্রস্তুত করিবার জন্য ঢাকার মিউনিসিপালিটী এবং অনরেবল খাজে আবদুল গণি কলিকাতার পি, ডব্লিউ ফ্লিটরি কোম্পানিকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান পব্লিক ওপিনিয়নের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সর্দ্দার আলী খাঁ কান্দাহার হইতে কাবুলের আমীরকে লিখিয়াছেন, পারসের শাহা সীস্থানে সৈন্য সমবেত করিয়াছেন। সর্দ্দার আবদুল রহমন খাঁ কলীয়দিগের উপর বড় বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি বোখারার রাজার নিকট গমন করিয়াছেন। উক্ত পত্রের পেশোয়ারস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সামর্দ্দ খাঁ কতকগুলি অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ লইয়া জেলেলাবাদে যাত্রা করিয়াছেন।

১৮ ই জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যা ১৩ টী বৃদ্ধি হয়। উক্ত সপ্তাহে এবং উহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২০৫ ও ১৯২ জনের মৃত্যু হয়। ১১ জনের ওলাউঠায় ৮৫ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য কারণে মৃত্যু হইয়াছে।

১৫ ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিসরেলি সাহেব সম্প্রতি ম্যাঞ্চন হাউসে এক বক্তৃতা কালে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে "এক্ষণে সকল দেশই ইংলণ্ডের বন্ধুতা প্রার্থনা করেন। যাহাতে শান্তিরক্ষা হয় ইংলণ্ড তাহা করিবেন। যাঁহারা ইংলণ্ডের বন্ধুতার উপর নির্ভর করেন, তাঁহাদিগকে কেবল কতকগুলি শূন্যগর্ভ বাক্য বলিয়াই ইংলণ্ড সন্তুষ্ট থাকিবেন না, যাহাতে পৃথিবীর স্বার্থ সম্বন্ধ আছে এমন সকল বিষয়ে ইংলণ্ড হস্তার্পণ করিবেন এবং তন্নিমিত্ত তিনি পার্শ্বরীর নিকট দাবী থাকিবেন। এক্ষণে যে সকল দেশে গোলযোগ আছে, যাহাতে তাহাদের পরস্পর সৌহার্দ্দ হয় এবং যে সকল দেশ কষ্টে পড়িয়াছে যাহাতে তাহাদের পূর্ব্ব পদ ও সম্মান লাভ হয় ইংলণ্ড তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবেন।" এই বক্তৃতায় ইংলণ্ডের পুরাতন তেজস্বিতার পরিচয় হইয়াছে, এটী অতিশয় আহ্লাদের বিষয়।

আগামী শনিবার শ্রীহট্ট আসামের অন্তর্গত হইবে। তাহা হইলে এই নূতন প্রদেশটীর অধিবাসীর সংখ্যা ৯১২২০১৯ হইবে।

অদ্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মুঙ্গের হইতে পূর্ব্বাঞ্চলে যাত্রা করিবেন।

শুনা যাইতেছে কলিকাতায় আর এক জন মহান্ত না কি একজনের স্ত্রীকে বাহির করিয়াছেন। পরদার কড়া করাই কি এক্ষণে কায় মহান্তের ধর্ম্ম?

১৮৭৩ অব্দে বঙ্গদেশে ৬ লাজারেথ অধিক শিশু জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে। বাঘরগঞ্জেই মৃত্যুসংখ্যা অধিক। বালেশ্বরে জলপ্লাবন, ঢাকায় পল্লা এবং যশোহরে নৌকা ডুবি হইয়া, ময়মনসিংহে বজ্রে এবং শ্রীহট্টে জল প্লাবন নিবন্ধন এ সকল মৃত্যু ঘটনা হয়।

সাঁওতাল পরগণায় আর এক বিদ্রোহ বিষার আবির্ভাব হইয়াছে। স্রোতের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, তাঁহার নিকট একজন সাঁওতাল সাঁওতালদিগকে এই উপদেশ দিয়েছে, সে তাহাদের জন্য যুদ্ধ করিবে। সে শীঘ্র তাহাদের রাজা হইবে, এবং তাহারাও সুখী হইবে। যদি ব্রিটিশ গোলার মাতামুখ জানিতে পারিলে বোধ হয় এরূপ বুজরুকিতে মাইতেন না।

গোয়ালপাড়ায় জলপ্লাবন হইয়া ক্ষেত্র সকল ডুবিয়া যাওয়াতে শস্যের বড় ক্ষতি হইয়াছে। চাউলের মণ ৫৪। ৬ টাকা। যখন রাজা ঘাট ডুবিয়া ছিল, চাউল ৮ টাকা পর্য্যন্ত মণ বিক্রীত হইয়াছে।

গত বৎসর বঙ্গদেশে বিষপানে ১৬ জনের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে একটী ঘটনা বিস্ময়াবহ। ভাগলপুরে একব্যক্তি আর এক জনের নিকট কিছু টাকা পাইত, সে টাকা দিয়াছিল। কিন্তু পুনরায় টাকা চাওয়াতে সে তাহার পুত্রের মাথায় হাত দিয়া দিব্য করিয়া বলে, টাকা দিয়াছি। সে মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণ করিবার জন্য ঐ দুরাত্মা উহার সেই সন্তানটীকে বিষ মিশ্রিত সন্দেশ খাওয়াইয়া হত্যা করে। বিষাক্তপুরে দুটী স্ত্রীলোক তাহাদের উপপতির পরামর্শে বিষ পান করাইয়া তাহাদের স্বামীকে হত্যা করে।

ভারতবর্ষের মধ্যে কোন ধর্ম্মেই তামাক খাওয়ার নিষেধ নাই, কেবল শিখদিগের ধর্ম্মে তাহার নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা কিন্তু অতিশয় তামাক খাইয়া থাকে। ইহাদের যে ১০ জন গুরু হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা তামাক খাওয়া নিষেধ করেন নাই। তামাক খাইলে আলস্যের বৃদ্ধি হয় বলিয়া ইহাদের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ ইহার নিষেধ করেন। আহা যদি তাঁহার রাজত্বের চতু-

ঐশ বৎসরের সময় লাহোরে তমাক খাওয়ার নিষেধ করেন। তমাক খাওয়ার তখন এই দণ্ড ছিল, যাহারা তমাক খাইত তাহাদের নাসিকা ছেদন করিয়া দেওয়া হইত।

গত সপ্তাহে স্থানে স্থানে রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। চুনারের নিকট লকট চাক্রে এক মালের পাড়াতে অনেকগুলি মালগাড়ি রেলভ্রষ্ট হইয়া অনেক ক্ষতি হয়। বর্দ্ধুয়ের নিকট একটী সেতু ভগ্ন হইয়া মেইল ট্রেণ গমনের বিলম্ব করে।

ডিস্পেন্সরির সুখ কম্পাউণ্ডর হইতে সময়ে সময়ে মহানু অনর্থ ঘটিয়া থাকে। সম্প্রতি জব্বলপুরের একজন কম্পাউণ্ডর মাহট্রেট অব সেলবারের পরিবর্ত্তে ভ্রমক্রমে একজনের চক্ষে নাইট্রিক এসিড দিয়া তাহাকে অন্ধ করিয়া দিয়াছে। কেবল কম্পাউণ্ডরের দোষ নয় ডাক্তার মহোদয়েরা স্পষ্ট করিয়া ঔষধের পাঁতি লিখেন না এটীও একটী কারণ।

মান্দ্রাজের মফস্বলাস্তর্গত একটী স্ত্রী লোক বড় সাহসিকতা দেখাইয়াছে। এক চোর উহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, সে জানিতে পারিয়া স্বামীকে জাগরিত করে, স্বামী কাপিতে লাগিল দেখিয়া স্ত্রীলোকটী এরূপ জোরে চোরের গলাটী ধরিল যে তাহার নড়িবার যো রহিল না। প্রতিবেশীরা আসিয়া পড়াতে চোর ধরা পড়িল। মেটিব পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, বিচার পতি ঐ স্ত্রীলোকটীকে ২৫০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

যে কোন উপায়ে কর গ্রহণ বিষয়ে দেশীয় রাজগণও বড় ফেলা যান না। কেহ দত্তক গ্রহণ করিলে মুজাফরগড়ের রাজা তাঁহার কর লইয়া থাকেন। যাহার যেরূপ অবস্থা তাহার নিকট সেইরূপ লন, কিন্তু হাজার টাকার কম কাহারও নিকট লন না। এই টাকা আদায়ের সময় নিম্নতন কর্ম্মচারিরাও আপনাদের পরিশ্রম পোষাইয়া লইতে ত্রুটি করেন না। তদ্ভিন্ন এমনও ঘটে বাহার যে সন্তানকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা নাই, তাহাকে বাধ্য ক'রয়া তাহা করান হয় এবং অনেকের সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইবে বলিয়া আত্মীয়দিগকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় না।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল, আকাল্লাবের নিকট ১৮ মণ ওজনের একটী কচ্ছপ ধরা পড়িয়াছে।

আমেরিকার অন্তর্গত কালিফর্ণিয়াতে একটী চুম্বক পাথরের গুহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ষ্টেকস নামক এক ব্যক্তি ও তাহার আর কয়েক জন সহচর আমাদর নামক স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী গুহা দেখিতে পান। আর এক মাইল সেই দিকে গিয়া পরিশেষে আর একটী গহ্বর দেখিতে পান। উহার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র উহাদের সঙ্গে যে কম্পাস ছিল তাহার সূচী অতি বেগে ঘুরিতে লাগিল এবং তাহাদের শরীর ক্রমে শীতল হইয়া এক প্রকার কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। তথাপি তাঁহারা প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইবা মাত্র উহাদের এক জনের হস্তস্থিত একখানি কুঠার বেগে গিয়া একটী প্রস্তর স্তূপে এরূপ দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইল যে উহারা চারিজনে টানিয়া তুলিতে পারিলেন না। আর এক জনের হস্তের এক খানি ছুরিও ঐরূপে এক প্রস্তর স্তূপে গিয়া লাগিল। একজনের পায় লৌহ শলাকা যুক্ত জুতা ছিল, এক খণ্ড বৃহৎ চুম্বকের নিকট যাইবা মাত্র উহাতে একপ দৃঢ় সংলগ্ন হইল যে তাহাকে জুতার মায়া পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। তাঁহারা এইরূপে ১০ মিনিট কাল তথায় ছিলেন কিন্তু ক্রমে যাতনা বৃদ্ধি হওয়াতে এবং সমুদায় শরীর জড় পদার্থের ন্যায় হইতেছে দেখিয়া গহ্বর হইতে বহির্গত হইলেন।

উড়িষ্যায় এবার বৃষ্টি বড় কম হইয়াছে। ধান্যের বীজগুলি শুকাইয়া যাইতেছে স্থানে স্থানে কীটদষ্ট হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হইয়াছে। জল সেচনের জন্য যে খাল ছিল তাহার জল এত তলায় গিয়া পড়িয়াছে যে তাহা হইতে ক্ষেত্রে জল সেচন কঠিন। শস্যাদির অবস্থা দর্শনে সকলে ভীত হইয়াছে। উড়িষ্যায় বৃষ্টি কম শুনিলেই আমাদিগের আতঙ্ক উপস্থিত হয় এবং বীডন সাহেবের নাম মনে পড়ে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, একজন বাঙ্গালী সেদিন ব্যাঙ্গেলোরে বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, এদেশীয়দিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিয়া এই ফল হইয়াছে, ইহারা ভণ্ড পাপাচারী নাস্তিক মাতাল এবং গোখাদক হইয়াছে। বক্তা বাঙ্গালিটীর বোধ হয় দুই চক্ষু নাই। তিনি অসৎ গুলিকেই দেখিতে পাইয়াছেন সৎ গুলিকে দেখিতে পান নাই।

হংলিসমান বলেন, পুরী এবং কটক ও পুরীর রাস্তায় ভয়ানক ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এদেশে যুদ্ধ বিগ্রহ নাই বটে তাহার প্রতিনিধি তীর্থ যাত্রা আছে।

১৮৭৩ সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ১০৭২ জনের সর্প দংশনে মৃত্যু হয়। হাই দ্রাবাদ এবং রত্নাগুড়িতেই অধিক সংখ্যক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

১৬ ই শ্রাবণ শুক্রবার।

সমারসেট সায়ারের অন্তর্গত চিউমাগনা নামক স্থানে গত জুন মাসে ভয়ানক ভূমি কম্প হয়। একজন পণ্ডিত এতদ্দর্শনে এই অনুমান করেন, জুন মাসে যে ভূমিকম্প হয় তাহা প্রায়ই ভয়াবহ হইয়া থাকে। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে জামেকায় ভূকম্প হইয়া ৩ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। ১৭১৩ অব্দের ৭ ই জুন গোয়াটিমালায় ভূমিকম্প হইয়া সান্টিয়াগো নগর সমুদায় অধিবাসীর সহিত ভূগর্ভে নিহিত হয়। ১৭৫৫ অব্দের ৭ ই জুন পারস্যে ভূমিকম্প হইয়া ৪০ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। ১৮১৭ অব্দের ১৯ এ জুন জাবা দ্বীপে ভূকম্প হইয়া ৪ শত লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, রঙ্গপুরের ভূতপূর্ব্ব জজ লেভিন সাহেবের নামে যে কয়টী দোষের আরোপ হইয়াছে তারতব র্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুসন্ধানার্থ এক কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। আগামী সপ্তাহে রঙ্গপুরে এই অনুসন্ধান হইবে। কমিশনের অনুসন্ধানে যেন "মাকড় মারিলে ধোকড় না হয়।"

তাজমহলের নীচে একটী নূতন সিঁড়ি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বোধ হয় এই সিঁড়ি দিয়া নুরজিহানের কবরে যাওয়া যায়।

মান্দ্রাজেও স্ত্রী শিক্ষার বিলক্ষণ উন্নতি দেখা যাইতেছে। মান্দ্রাজ মেইল বলেন, সম্প্রতি তিন চারিজন যুবতী মান্দ্রাজ মেডিকাল কালেজে পড়িবার জন্য আবেদন করেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের প্রতি অনুকূলতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

পিয়নিয়র বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভা নূতন দেওয়ানী কার্য্য বিধির স্থান বিশেষে কিছু কিছু পরিবর্ত্তনে অভিলাষী হইয়াছেন। ঋণের জন্য কারাবাস এবং ডিক্রির টাকা আদায়ের জন্য ভূমি বিক্রয় প্রধানতঃ এই দুটী বিষয়ের পরিবর্ত্তন করা হইবে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান বারাণসীর এক পত্রে অবগত হইয়াছেন, বীজন গ্রামের রাজা ২০০ টাকা বেতনে একজন স্ত্রী ডাক্তার রাখিয়াছেন। তিনি ভদ্রলোকের বাটীর স্ত্রীলোক দিগকে বিনা দর্শনীতে চিকিৎসা করিয়া বেড়াইবেন। অবসর সময়ে তিনি অন্য লোকের চিকিৎসা করিয়াও উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। স্ত্রীলোকটী ইহার মধ্যেই নিজের একটী ডিস্পেন্সরি খুলিয়াছেন।

ঢাকাপ্রকাশ লিখিয়াছেন, ঐ অঞ্চলের অনেক নিম্নভূমির আশুধান্য সহসা জলবৃদ্ধি হওয়াতে নষ্ট হইয়াছে।

জয়পুরের রাজা নিজ রাজধানীতে একটী মুদ্রা যন্ত্র করিয়াছেন। ইহা হইতে একখানি পাক্ষিক গেজেট বাহির করা হইবে।

কিছু দিন হইল হাবড়ার এক ব্যক্তি তাহার একজন প্রতিবাসীকে যে হত্যা করিয়াছিল, হাবড়ার প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ এলেন সাহেবের নিকট তাহার দোষ প্রমাণ হওয়াতে ফাঁসীর আজ্ঞা হইয়া গিয়াছে।

হুগলীর মাজিষ্ট্রেটের নিকট তত্রত্য কালেক্টরেটের ৫ জন আমলার উৎকোচ গ্রহণাপরাধে বিচার হইতেছে। উৎকোচ নিবারণ পক্ষে বিচারপতিগণ যদি একটু মনোযোগী হন, দেশের মহোপকার সাধিত হয়।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

৪	টাকা শতকরা	১০৪৷—১০৪৷৵০
৪৷	" "	১০৪৷—১০৪৸
৪৷	" "	১০৫৸—১০৫৸৵
৪৷	" "	১০৫৷৵—১০৫৸০
৪৷	" "	১১০৷৵—১১০৸০

১৭ ই শ্রাবণ শনিবার।

দুর্গামণি দাসী নামক যে একটী নববিবাহিতা বালিকার হত্যা বিবরণ ইতি পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল, গত সোমবার জুরির বিচারে ব্রজনাথ তাহার স্ত্রী ও লক্ষ্মীনামক আর একটী স্ত্রীলোকের দোষ প্রমাণ হওয়াতে উহাদিগকে দায়রায় দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি আসামের একজন ইউরোপীয় চা-কর একজন কুলিকে এক কলের দ্বারা প্রহার করে। তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। শিলঙের ডেপুটী কমিশনর ঐ ব্যক্তিকে সেসিয়নে দিয়াছেন। কুলির কি বড় নাই? বড় স্ফীত হইয়া কুলির মৃত্যু হইয়াছে বলিলে ত সাহেবকে সেসনে যাইতে হইত না।

গত বুধবার গবর্ণমেণ্ট হাউসের পাক শালায় আগুন লাগিয়াছিল। পুলিসের যত্নে অগ্নি শীঘ্র নির্ব্বাপিত হয়। অন্য কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কেবল রোয়াকের কিয়দংশ ভাঙ্গিতে হইয়াছিল। এবার ত বাঙ্গলা দেশের সকল স্থানেই আগুন লাগিয়াছে গবর্ণমেণ্ট হাউস বাকি ছিল, তাহাতেও লাগিল!

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

২৩ এ জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের কৃষিবিভাগের ফল শস্যাদির অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্ট নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

মান্দ্রাজে উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে। শস্যাদির অবস্থা উত্তম। সিন্ধুতে বিলক্ষণ বৃষ্টি হইয়াছে, এখনও নদীর জল কমে নাই। গুজরাট এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির যে সকল স্থানে বৃষ্টির অভাব ছিল তথায় উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশের উত্তর মধ্য এবং পশ্চিম বিভাগে বৃষ্টি হইতেছে, দক্ষিণ মধ্য বিভাগে অভাব রহিয়াছে, বিশেষতঃ উড়িষ্যা এবং ছোট নাগপুরের স্থানে স্থানে শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে শস্য হানির সম্ভাবনা আছে। পঞ্জাবের সংবাদ ভাল। বিহার এবং মধ্য প্রদেশে সাধারণতঃ বৃষ্টি হইয়াছে। শস্যাদির অবস্থাও ভাল। রাজপুতনা এবং মধ্য ভারতবর্ষের শস্যের অবস্থা ভাল। মহীশূরে বরং কিছু অধিক বৃষ্টি হইয়াছে। নেপাল ও আসামের সংবাদ ভাল।

মধ্য প্রদেশে শস্যাদির অবস্থা সন্তোষ কর, তবে সম্বলপুর বিলাসপুর ভান্ডারা প্রভৃতি স্থানে যদি কিছু বৃষ্টি হইলে বীজ রোপণের সুবিধা হয়। এবার শস্য ভাল হইবে এই আশায় অনেক স্থানের শস্যের মূল্য কমিয়াছে। সম্বলপুরে চাউল টাকায় ৩৫ সের বিক্রীত হইতেছে।

গত শনিবারের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের শস্যাদির অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্টে জানা যায় প্রায় তাবৎ বিভাগের উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে। কৃষকেরা ধানের বীজ রোপণ আরম্ভ করিয়াছে। সাধারণে শস্যের অবস্থা সন্তোষ কর বলিয়া লিখিত হইয়াছে। রিলিফ ওয়ার্ক সকল বন্ধ হইয়াছে। গোরক্ষপুরে হওয়া অবধি লোকের কষ্ট কমিয়াছে।

ইংলিসম্যানের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন দিনাজপুরে উত্তম বৃষ্টি হইয়া কৃষকদিগকে আশ্বাসিত করিয়াছে।

কৃষ্ণনগর হইতে এক ব্যক্তি হিন্দুপেট্রিয়টে লিখিয়াছেন, নদীয়া বিভাগে বৃষ্টির জন্য বড় কষ্ট হইয়াছে, প্রায় এক মাস কাল তথায় বৃষ্টি হয় নাই; আশুধান্য নষ্ট হইলে বড় কষ্ট হইবে।

গোস্বামী দুর্গাপুর হইতে এক ব্যক্তি সাপ্তাহিক সমাচারে লিখিয়াছেন, সেখানে নদীর জল যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, দুই চারি দিবস সেরূপ বৃদ্ধি হইলে দেশ প্লাবিত হইয়া সমুদয় ধান্য ডুবিয়া যাইবে। এদিকে

আবার বৃষ্টি না হওয়াতে আশু ধান্যের অনেক ক্ষতি হইতেছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৪ এ জুলাই। ব্যারন লেসেপস তাঁবতবর্ষ পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে করিবার যে প্রস্তাব করেন, রুশীয়া সে প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়াছেন।

গত রাত্রিতে কমন্স সভাতে সকলে একমত হইয়া প্রস্তাব করেন লিণ্ড সোলডকে বার্ষিক ১৫০০০০ টাকা দেওয়া হয়।

লণ্ডন ২৩ এ জুলাই। গত কল্য ম্যান্সন হাউসে মন্ত্রি সভার যে সভা হয় তাহাতে বিদেশীয় রাজগণের সহিত সন্ধি উপলক্ষ করিয়া ডিসরেলি বলেন, এক্ষণে যেমন অধিকতর আগ্রহ সহকারে ইংলণ্ডের বন্ধুতা লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয় এমন পূর্ব্বে ছিল না যখন শান্তির জন্য আমরা ক্ষমতা সঞ্চালন করিব তখন যাহারা আমাদের বন্ধুতা প্রার্থনা করেন কেবল তাহাদিগকে শূন্যগর্ভ বাক্য বলিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব না। ইউরোপস্থ দেশসমূহের পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপন এবং যে সকল দেশ মধ্যে নানা গোলযোগ ঘটিয়াছে, তাহার নিবারণ করিয়া দিয়া তাহাকে সমুন্নত করার বিষয়ে ইংলণ্ডের ক্ষমতা সঞ্চালনই তাঁহার অভিপ্রেত।

কালিষ্টরা যেরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ড সকল করিতেছে তাহাতে সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে।

লণ্ডন ২৫ এ জুলাই। গার্ডবলাণ্ড আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

সার চারলস জ্যাকসনের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ২৭ এ জুলাই। কলিকাতা হইতে যে মেইল ৩০ এ জুন ব্রিণ্ডিসি হইয়া এবং ২৩ এ জুন সাউথ্যাম্পটন হইয়া যায় উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ২০৩০০০০ টাকা গ্রহণ করা হয়।

লণ্ডন ২৮ এ জুলাই। পেশিলবানিয়াতে জল প্লাবন হইয়া প্রায় দুই শত লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

কালিষ্ট যুদ্ধ ক্রমেই ঘোরতর হইয়া উঠিতেছে। কালিষ্টদিগের অনেককে ধরিয়া বাসি লোনার বন্দীভূত করা হইয়াছে এবং বৈরনির্য্যাতনার্থ তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইতেছে।

ম্যান্সন হাউস ফণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ ১২১০৩৮০ টাকা উঠিয়াছে। কমিটী আর এক লক্ষ টাকা পাঠাইয়াছেন, কমিটী অক্টোবর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

লণ্ডন ২৯ এ জুলাই। পার্লিয়ামেণ্ট রাজদূত কবাসী গবর্ণমেণ্টকে বলিয়াছেন যদি সীমা স্থলে বিশেষ সতর্কতাসহকারে শান্তিরক্ষা করা না হয় তবে স্পেনের উত্তরে একদল সেনা প্রেরণ করিবেন।

ফরাসী আফিসরেরা কালিষ্টদিগকে সাহায্য করার বিষয়ে অস্বীকার করেন।

৩৯০

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৭ এ জুলাই। জাহানাবাদ উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, এ, বোডিলন সারণের অন্তর্গত সেওয়ান উপবিভাগের ভার পাইলেন।

সেওয়ানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, সি, রাইট জাহানাবাদের ভার পাইলেন।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনকৃষ্ণ সরকার কিছুদিনের জন্য খুলনা উপবিভাগের ভার পাইলেন।

সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন এবং যশোহরের সদর ষ্টেসনে রহিলেন।

চম্পারণের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, এফ জে, কীন সাহেব রেবোল ড্স সাহেব বেঙ্গল সেক্রেটারিয়টের কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেই প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

১৮ ই জুলাই। বাবু মধুসূদন ভাদুরি পুরীর অন্তর্গত খর্দ্দার সব রেজিষ্টার হইবেন।

১৩ এ জুলাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রামচন্দ্র গুপ্ত কিছু দিনের জন্য সেওয়ান বিভাগের এবং তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৩ ই জুলাই। ত্রিহুতের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবু অযোধ্যা দাস পদত্যাগ করিয়াছেন।

১৭ ই জুলাই। ২৪ পরগণার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এচ, বার্ণ্ড কিছু দিনের জন্য ঢাকা এবং ফরিদপুরে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সাওতাল পরগণার রিলিফ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু হরিমোহন সান্যাল তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৭ এ জুলাই। বালেশ্বরের অন্তর্গত তমলুক উপবিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, ষ্টিবেন্স ১৮৭৯ সালের ২ আইনের ৩ ধারা অনুসারে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের মধ্যে এক জন জষ্টিস অব দি পিস হইবেন।

২৮ এ জুলাই। বাবু বোলাকচাঁদ কিছু দিনের জন্য ভাগলপুরের সুবডিবেট জজের কার্য্য করিবেন।

বাবু রামপ্রসাদ চতুর্থ শ্রেণীর সুবডিবেট জজ এবং পাটনার দ্বিতীয় সুবডিবেট জজ হইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

প্রেরিত পত্র।

৺ সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়সমীপেষু।

মহাশয়! গত ৩০ এ আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে শ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরী দেবীর দানের যে এক তালিকা প্রকাশ হইয়াছিল তাহাতে উক্ত রাণী মহোদয়ার কলিকাতার কমিটীতে প্রদত্ত ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার স্থলে ৫০০ পাঁচ শত টাকা লেখা হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া আগামীতে উক্ত ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবেন।

আষাঢ় মাসের ৩১ এ পর্য্যন্ত প্রতিদিন যত লোক আহার করিয়াছে এবং ১ লা শ্রাবণ হইতে প্রতিদিন যত লোককে চাউল দেওয়া হইতেছে, তাহার একটী তালিকা দিয়ে লিখিয়া দিলাম অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার বহু ব্যাপী পত্রের এক পার্শ্বে প্রকটিত করিয়া বাধিত করিবেন। ৩১ আষাঢ় (রথের পূর্ব্বদিবস) রথ উপলক্ষে লোক সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়াতে তদুপযুক্ত অন্ন প্রস্তুতি পাক করিয়া ভোজন করান দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া রথের দিন অর্থাৎ ৩২ অন্নসত্র বন্ধ ছিল এবং ১ লা শ্রাবণ অবধি ভোজন না করাইয়া প্রতি জনকে এক বেলার আহারের উপযুক্ত চাউল দেয়া হইতেছে।

১ লা আষাঢ়	১৫ ই আষাঢ়	
৩০		১৮২৪
	১৬ ঐ	২৫৮১
২ রা ঐ ৪৫	১৭ ঐ	২৩৯৮
৩ রা ঐ ৬৬	১৮ ঐ	২৩৫৩
৪ ঐ ১৯২	১৯ ঐ	৩০০০
৫ ঐ ৫০০	২০ ঐ	৩৩৪০
৬ ঐ ৫৩৪	২১ ঐ	৩১৬৩
৭ ঐ ৮৫০	২২ ঐ	২২১৮
৮ ঐ ১২০৮	২৩ ঐ	২২৭৬
৯ ঐ ১২০০	২৪ ঐ	৩০০০
	২৫ ঐ	২৮৭৫
১০ ঐ ১২৬৫	২৬ ঐ	২৭৪০
১১ ঐ ১৮৮০	২৭ ঐ	৩৫৩৪
১২ ঐ ১৭৪১	২৮ ঐ	৩৮৭২
১৩ ঐ ১৩৮৭	২৯ ঐ	৩৪৮২
	৩০ ঐ	৪৬৮৯
১৪ ঐ ১৪৬৫	৩১ ঐ	৯৫৭২
		৬৯৫৮০
১ লা শ্রাবণ		১৫৯৭
২ ঐ		৩১১৪
৩ ঐ		৩৭৪৪
৪ ঐ		৪২৩৭
৫ ঐ		৫২৩৬
৬ ঐ		৫৭৬৪
৭ ঐ		৫৮৩১
৮ ঐ		৬০৩২
		৩৫৫৮৫
জের		৬৯৫৮০
		১০৫১৬৫

১২৮১ কস্যচিৎ ধর্ম্মকস্য।

পুটিয়া।

জামালপুর দাতব্য সভার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ।

জামালপুর দাতব্য সভা ঈশ্বর প্রসাদে নিরাপদে দুই বৎসর কাল অতিক্রম করিয়া অদ্য তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিলেন।

গত দ্বাদশ মাস উক্ত সভা যেরূপ গুরুতর কার্য্য বহন করিয়াছেন তাহা পরদুঃখকাতর সহৃদয় মহোদয়গণের বিদিতার্থ পশ্চাৎ বিবৃত হইল।

জামালপুর একটী সামান্য ষ্টেসনওয়ে ষ্টেষণ মাত্র। যাঁহারা কর্ম্মোপলক্ষে এতদঞ্চলে আসিয়াছেন তাহাদিগকেই এখানকার বর্ত্তমান অধিবাসী বলিলেও বলা যাইতে পারে। বঙ্গীয় সমাজ হইতে বিদ্যা, জ্ঞান সভ্যতা ও ধর্ম্মাদি সম্বন্ধে এস্থলে যে সকল সদনুষ্ঠান হইয়াছে, দাতব্য সভা তন্মধ্যে পরিগণিত। ইহা হইতে কেবল যে দাতৃগণ যশ ও মান ভাজন হইয়াছেন এরূপ নহে, [অত্রত্য পার্ব্বতীয় দুঃখী নরনারীগণ এ শাস্তীয় উপকার লাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছে ও হইতেছে। পরোপকারই যদি পুণ্যপদ বাচ্য হয় তাহা হইলে এই [সভা স্থানীয় বঙ্গীয় সমাজের পুণ্যকীর্ত্তি স্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহা হইতে গত বৎসর ৪৫৫ জন নিরুপায় পুরুষ এবং ৫৯১ জন অনাথা বঙ্গালাবলিষ্ট স্ত্রীলোক সাহায্য পাইয়াছে।

তাহাদিগের মধ্যে ১৮৭ জন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত

১৫৭ " অন্ধ।

১০৮ " খঞ্জ

৬৬ " জরাজীর্ণ এবং পীড়া হেতু অকর্ম্মণ্য।

২৮ টী বিদ্যার্থী অসহায় বালক

যাহারা সম্বলবিহীন হইয়া কার্য্যগতিকে এতদ্দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়া অর্থাভাবে স্বদেশ প্রত্যাগমনে অক্ষম হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ২৭ জন হিন্দু এবং ২ জন খৃষ্টানকে পাথেয় দান করা হইয়াছে।

প্রথম বর্ষাপেক্ষা গত বৎসর পাথেয় দান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় হইয়াছে। তাঁহাদিগের মধ্যে যাহারা স্ত্রীলোক তাহাদিগকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইবার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে আনুকূল্য করা হইয়াছে। যাহারা সভার মাসিক বৃত্তিভোগী গত বৎসর তাহাদিগের ২ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১০ জন নিরুদ্দেশ হইয়াছে, তাহারা জীবিত কি মৃত তাহার কোন সম্বাদ পাওয়া যায় নাই, এবং ৭ জন গলিত কুষ্ঠ রোগী মুঙ্গের গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে প্রকৃত ঔষধ পথ্য পাইয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

এই দুর্ভিক্ষ কালে জামালপুর অন্নসত্র হইতে দাতব্য সভার কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য হইয়াছে। তথাকার অধ্যক্ষগণ দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের জন্য স্বতন্ত্র কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করাতে দাতব্য সভাকে সে ভার বহন করিতে হয় নাই। শেষোক্ত সভার অধ্যক্ষদিগের অনেকেই উল্লিখিত অন্নসত্রের সভ্য শ্রেণীভুক্ত। তজ্জন্য প্রথমতঃ তাঁহারা এরূপ মনে করিয়াছিলেন যে যত দিন অন্নসত্র এখানে থাকিবে, তত দিন দাতব্য সভার পীড়িত অনুযোগায় ব্যক্তিগণও তথায় আহারাদি পাইবে সেই কারণ [ন]ের জন্য দাতব্য সভার কিছু ব্যয় লাঘব [করিবে] কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না। কারণ এ সভা হইতে যাহারা মাসিক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি পাইয়া থাকে তাহারা সকলেই প্রায় প্রাতন অথবা কুষ্ঠরোগী জরাগ্রস্ত ইত্যাদি তাহাদের পক্ষে দুরারোহ হইলেও প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে অন্নসত্রে উপস্থিত হওয়া সম্ভবিত নহে। বিশেষতঃ কুষ্ঠরোগীদিগকে তথায় (অন্নসত্রে) প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই।

দাতব্য সভার গতবর্ষের আয় ব্যয় [নিম্নে] সংক্ষেপে বিনিবেশিত হইল:

আয়।	ব্যয়।
সংগৃহীত দান ২২১৮৶	চিকিৎসকদিগকে ১২৷ ০ ৮ ম
মূলধনের সুদ ৫০৶১০ ২২৭৮৶১০	পশেষ ৮৮৫৷ ৪
	সামান্য ব্যয় ৮৫৷৫
	সমষ্টি ২১৮৷৷১০
পূর্ব্বকার স্থিত ৭৷৷৶	
সমষ্টি ৩০১৶১০	বর্ত্তমান স্থিত ৮৭৷৶০

গত ফেব্রুয়ারি মাসে ১৫০ জন রুগ্ন পীড়িতকে বস্ত্রাদি বিতরণ করা হইয়াছে। ইহারা পূর্ব্বোক্ত ৫৪৩ জন [রো]গের পরিগণিত নহে। মাসিক হিসাবে গত বৎসর আয় হইতে ১৮৯ ৶১০ এবং ব্যয় হইতে ১৭৮৷১৫ হইয়া গিয়াছে। সভ্য সংখ্যা ৫৮ জন মাত্র ছিলেন, তন্নিবন্ধন মাসিক আয় গত ১৶ হ্রাস ও ব্যয় ৪৶১০ বৃদ্ধি হইয়াছে।

এস্থানে যে সমস্ত বিদ্যোৎসাহিসম্ভ্রান্ত সুসভ্য ভদ্রলোক বাস করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এই সদনুষ্ঠানের সমাক শ্রীবৃদ্ধি সাধনোদ্দেশে আনুপযোগী কিঞ্চিৎ ২ অর্থ দান করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের সমবেত যত্নে ও সাহায্যে সভার সংকীর্ণ দান ক্ষেত্র অনায়াসে প্রশস্ত হইতে পারে।

এতদুপলক্ষে অধ্যক্ষগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে সমস্ত দানশীল মহোদয়গণকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। ঈশ্বর সংস্থাপক ও দাতৃগণের আশা ও উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ করুন।

জামালপুর দাতব্য সভা ২৫ এ জুলাই ১৮৭৪

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক।

আপীলের নিয়ম না থাকিলে যে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

এই চাউস সাহেব অল্প মূল্যের মকদ্দমার আপীল প্রথা উঠাইয়া দিয়া অর্থাৎ আপীলী মকদ্দমার মূল্যের একটী সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া যে "আপীল বিল" নামে এক আইনের পাণ্ডুলেখ্য করিয়াছেন, আপনি তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, আপীল উঠাইয়া দিবার পূর্ব্বে নিম্নতন আদালতের উৎকর্ষ সাধন করিবা। এটি অতি সার কথা। নিম্ন আদালতে আজিও এমন সকল বিচারপতি আছেন, যাহাদের বিচার দর্শন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এমন অবস্থায় আপীলের নিয়ম না থাকিলে অবিচার স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইবে সন্দেহ কি? সম্প্রতি সামান্য মূল্যের মকদ্দমা সম্বন্ধে কাইকোটের বিচারপতি কেম্প সাহেবের একটী রায় প্রকাশ হইয়াছে। উহার দ্বারা আপনার পূর্ব্বোক্ত বাক্যের বিলক্ষণ পোষকতা হইতেছে। রায়টীর স্থূল মর্ম্ম এই "এই মকদ্দমাটী দ্বারা আপীলী মকদ্দমার মূল্যের সীমা নির্দ্ধারণ করিবার অনিষ্টকারিতা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবে। এই মকদ্দমাটীর মূল্য ২ টাকা মাত্র। কিন্তু বিষয়টী অতি গুরুতর। মকদ্দমাটী এই—ফরিয়াদির হাবীর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে কতক পতিত ভূমি আছে, তাহার উপর দিয়া একটী পথ আছে, ফরিয়াদির গরুবাছুর ঐ পথ দিয়া এক পতিত ভূমিতে গিয়া চরিয়া বেড়ায়। ফরিয়াদী ঐ পথের স্বত্ব প্রার্থনা করেন। মুন্সেফ আমীন পাঠাইয়া তাহার অবস্থা এবং ফরিয়াদী উহা কিরূপ বৎসর ভোগ করিতেছেন দেখিয়া, উঁহার অনুকূলে ডিক্রি দেন। জুরডিনেট জজের নিকট আপীল হওয়াতে তিনি এই ডিক্রি নামঞ্জুর করিয়াছেন। এ বিষয়ে জুরডিনেট জজ যে আইন প্রদর্শন করেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। জুরডিনেট জজ যাহা বলেন, তাহার সারভাগ এই "পতিত ভূমির উপর যে পথ আছে সে পথ দিয়া কেহ চলিয়াছে বলিয়া তাহার তাহাতে স্বত্ব জন্মিতে পারে না। যদি এটী প্রকৃত আইন হয়, মফস্বলে কোন পথেই কাহার স্বত্ব হইতে পারে না, কারণ সেখানে সকল পথই প্রায় পতিত ভূমির উপর দিয়া হয়। জুরডিনেট জজের আর একটী যুক্তি এই "ফরিয়াদির গরু বাছুর যখন বর্ষাকালে এই পথ দিয়া যাতায়াত করে না, তাহার ইহাতে স্বত্ব হইতে পারে না। এ ইহার কারণ অতি স্পষ্ট, সে সময়ে ঐ ভূমি প্রায় ৬ফীট জলমগ্ন হইয়া থাকে, সুতরাং সে দিকে গরুবাছুর প্রেরণ নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু তিন এই জন্য ব্যবহৃত হয় না বলিয়া তাহার লোপ হইতে পারে না। জুরডিনেট জজের শেষ যুক্তী অতি চমৎকার। তিনি বলেন, মনে কর, এক ব্যক্তি একটী ময়দানে বাটী নির্ম্মাণ করিলেন, সুতরাং ঐ স্থান দিয়া ঘোড়া পাল্কি বাইত তাহা বলিয়া কি এক্ষণে ঐ বাটীর ভিতর দিয়া ঘোড়া পাল্কি লইয়া যাওয়া হইবে? আমি কিন্তু এই উদাহরণের সারবত্তা দেখিতে পাই না। মকদ্দমাটী অতি অল্প মূল্যের ইহা লইয়া উভয় পক্ষের ব্যয় বৃদ্ধি করা অনুচিত বিবেচনায় ইহার নিষ্পত্তি বিষয়ে আর বিলম্ব করিলাম না; নথি সকল পড়িয়া মুন্সেফের সহিত একমত হইয়া দেখিলাম যে ফরিয়াদী তাহার মকদ্দমার বিষয় উত্তমরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। অতএব জুরডিনেট জজের আজ্ঞা না মঞ্জুর করিয়া মুন্সেফের আজ্ঞাই অব্যাহত রাখা গেল। সম্পাদক মহাশয় দেখুন এই সকল বিচারপতি থাকিতে আপীলের নিয়ম উঠাইয়া দিলে কি আর রক্ষা আছে?

১০ এ জুলাই ১৮৭৪ } শ্রী—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ২৪ এ জুলাই।
মাথা ভাঙ্গা।
স্থানের নাম সর্ব্বনিম্ন জল।

	ফীট	ইঞ্চ
১ ব মোহানা	১৫	৯
চাঁদপাড়া	১৫	
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া	১৬	
তথা হইতে কাঁ ১ নং	২৩	
তথা হইতে বোলমারি	১৫	২
তথা হইতে আলিকদহ	১৫	
তথা হইতে কুকরাজ	১৬	১

কলিকাতা ১৭ ই জুলাই ১৮৭৪ } বেঙ্গল সি, ই, প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রামকানাই মজুমদার বালুচর	১০
" নবকুমার মাইতি—মহীনাগাড়ি	১০
" মতিলাল দে—কলিকাতা	৫৷০
" মহিমচন্দ্র বসু—আলীগ্রাম	৫৷০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। ছয় মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্য যে উত্তর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয় তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন। টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিম্নলিখিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৩৮ সংখ্যা।

" প্রবক্তারা প্রজানিধিনায় পার্থিব: সংক্রমী অনিমন্থনী ন ঘোষনা। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা
সন ১২৮১। ২৬ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৭৪। ১০ ই আগষ্ট।
মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

আখামগরস্থ মধ্যম শ্রেণীর বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। মাসিক বেতন ২০৲ টাকা কিন্তু আপাততঃ ১৫ টাকায় স্বীকৃত হইতে হইবে। এতদ্ভিন্ন ছাত্রদত্ত বেতন আছে। যদি কাহারও ইচ্ছা থাকে তবে স্বীয় প্রশংসা পত্র সহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পৌঁছিবেন। উক্ত শিক্ষকটীর নর্ম্মাল স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া চাই। শিক্ষকটী ব্রাহ্মণ কিম্বা বৈদ্য জাতি হইলে ভাল হয়।

জিলা দিনাজপুর থানা কালিয়াগঞ্জ
১৮ ৭৪— ২ রা আগষ্ট
শ্রীআজিজুদ্দিন আহম্মদ চৌধরী আখা নগরস্থ বঙ্গ বিদ্যালয়ের সম্পাদক।

গ্রন্থকদম্ব নন্দিনী ৭ ম ভাগ।

এই ভাগ হইতে সামবেদীয় "অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ" প্রভৃতির পদ্ধতিগুলি প্রকটিত হইতেছে দ্বাদশ সংখ্যার মূল্য প্রেরণ ব্যয় সহিত ১০ দশ টাকা।

ইহার পূর্ব্বের ছয় ভাগে সামবেদীয় মন্ত্র ভাগ ও ব্রাহ্মণভাগের অনেক গ্রন্থ সটীক সানুবাদ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং দুষ্প্রাপ্য কাব্য অলঙ্কার ধর্ম্মশাস্ত্রাদিও অনেক গুলি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। সমুদায়ের মূল্য ৫০ পঞ্চাশ টাকা মাত্র, বখেল্লিত খণ্ড গুলি লইলে প্রতি খণ্ড ১ এক টাকা।

হেম নলিনী।
(বিয়োগান্ত-নাটক।)
এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিঙ্ লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸০ আনা ডাক মাশুল /০ এক আনা।

লালবাজার হিন্দুস্কুলের কলিকাতা
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

যন্ত্রস্থ পুস্তক।
" সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট অফ দ্যি সংস্কৃত কলেজ। "
মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

ঋগ্বেদ ভাষ্য ও অনুবাদ সহিত।
(অত্যুৎকৃষ্ট কাগজে ও অতিশয় বড় স্বর চিত্রাদির সহিত)
আমরা এই শ্রাবণ মাস হইতে প্রতি মাসে এক এক খণ্ড প্রকাশ করিব। মূল পুস্তকাকারে, টীকা তাহারই উর্দ্ধাধোভাগে অনুবাদ, বিভিন্ন অংশে প্রতিপৃষ্ঠা স্তম্ভদ্বয় ক্রমে ছোট ফুলিস্কেপ আকারের ৪৮ পৃষ্ঠা। মূল্য প্রত্যেক খণ্ডের ১ টাকা, দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম ১০ টাকা (প্রেরণ ব্যয় ক্রেতৃবর্গকে স্বতন্ত্র দিতে হইবে না।) গ্রন্থকর্ত্র নন্দিনীর গ্রাহকগণ ইহা অর্দ্ধ মূল্যে পাইবেন।

কলিকাতা ১০ নং গোবাগানষ্ট্রীট সত্যযন্ত্রালয়
শ্রীসত্যব্রত রামশ্রমী

জি সি ঘোষ এণ্ড কোং
মফস্বল এজেণ্ট।
নং ৮০ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট কলিকাতা
সকল রকম দ্রব্যাদি ক্রয় সম্বন্ধে ও সত্বরে মফস্বলে প্রেরণ করা যায়।
টাকা—নগদ।
প্যাকিং ও ডাক মাশুল ব্যতীত সকল দ্রব্যের যথার্থ মূল্যের উপর শতকরা পাঁচ টাকা কমিশন লওয়া যায়।

ঐতিহাসিক রহস্য।
প্রথম ভাগ।
শ্রীরামদাস সেন প্রণীত।
এ প্রকার গ্রন্থ এই প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হইল। বঙ্গদর্শন।
কলিকাতা বহুবাজার ২৪৯ নং ষ্ট্যান হোপ যন্ত্রে ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ এক টাকা, ডাক মাশুল ৵ দুই আনা।
কবিতালহরী। মূল্য ।০ আট আনা। ষ্ট্যান হোপ যন্ত্রে পাওয়া যায়।

—০—

মন্ত্রচিত " নির্ব্বাসিতের বিলাপ " যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, উমেশের ক্যানি লাইব্রেরিতে কিম্বা বানার্জ্জি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।
১৮ ই মার্চ্চ ১৮৭৪ সাল
শ্রীনিবনাথ ভট্টাচার্য্য

বাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।
যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

লোহ নির্ম্মিত নন্দামার পাইপ এবং উহা নির্ম্মিত সাইফন ওভলন ও ওয়াটার ক্লোজেট।

ইংলণ্ড দেশীয় ছাদের টাইল ইট ইত্যাদি বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ ঢালুয়া ইট

ফ্লাদার ব্রিক।

ফ্লাদার ব্লে।

বাসীর নন্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ব্লেজ কর্ণ পাইপ, টাইল এবং ফ্লাদার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা। ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। } বরন এণ্ড কোং।

—•—

প্রসিদ্ধ ডাক্তার৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যরত্নাবলী মূল্য ৮ ডাক মাসুল ।০ এবং তৎকৃত ভিষগ বন্ধু মূল্য ২ ডাকমাসুল ৵০।

ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের একটু ই মেটিরিয়া মেডিকা মূল্য ২ ডাক মাসুল ৵০ এবং তৎকৃত এনাটমি ছাপা হইতেছে। উহা শীঘ্রই আমার নিকট আসিবেক এবং অন্যান্য ডাক্তারি পুস্তক আমার নিকট পাওয়া যায়

ক্ষেত্র বাবুর পুস্তকের পরিমিতি প্রক্রিয়া মূল্য ।০ ডাক মাসুল /০

যোগেশ বাবু প্রকাশিত স্বপ্নলতা ১ ডাক মাসুল ৵০

উপ্ত বাবু বি এ, কৃত বঙ্গরক্ত ১, ডাক মাসুল ৵০

ফ্যামিলি ট্রিটমেণ্ট ১।০।

কলিকাতা লালবাজার ভিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি কৃত বঙ্গভাষায় এনাটমি বা শারীর বিদ্যা প্রথম খণ্ড জেনরেল এনাটমি সাধারণ শারীর বিদ্যা এবং অষ্টিওলজি বা অস্থি বিদ্যা উত্তম কাগজে উত্তম ছাপা এবং ১২০ খানা প্রতিমূর্ত্তি সহিত ৪।০ মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল এইক্ষণে ক্রেতাদিগের সুবিধার জন্য ২ দুই টাকা মূল্য ও ডাক মাসুল ।০ আনা অবধারিত হইল আমার নিকট প্রাপ্তব্য—

কলিকাতা ২০ জুলাই ১৮৭৪। } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় হিন্দুহষ্টেল লালবাজার

—•—

ঘৃতক্ত।

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা পটোলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৵০ তিন আনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—•—

ষ্ট্রোম্যাকিক এলিকসার ও পাউডার অর্থাৎ পাচক অরীষ্ট ও চূর্ণ।

অজীর্ণ আম ও রক্তাতিসার গ্রহণী প্রবাহিকা রোগের অব্যর্থ ঔষধ বারংবার পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্দীষ্ট হইয়াছে, এবং নিম্নের কতিপয় পত্রের উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইবেক। মূল্য ১২ পুরিয়া ।৵ আনা হইতে ৬ আনা।

১২ মাত্রা বিশিষ্ট এক শিশি ।০ আনা হইতে ১।০।

কলিকাতা ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্তের প্রেরিত।

"প্রায় তিন মাস হইল আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সহর রক্তাতিসার রোগে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময়নাশক চূর্ণ ২ দিন ব্যবহার করিয়া এবং তৎপরে ক্রমে ২ শিশি উদরাময় নাশক এলিকশর সেবন করিয়া উত্তম আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি আমার কনিষ্ঠ পুত্র অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় পীড়ায় পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময় নাশক মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।"

ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীনাথ সেন কবিরঞ্জনের প্রেরিত।

"আমার ভাগিনের শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাসের জ্বর ও রক্তাতিসার হইয়াছিল, আপনাদিগের সুতন পাচক অরীষ্ট নামক ঔষধ সেবন করিয়া তাহার অতি অল্পকালের মধ্যে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।"

কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের জ্যাকসিসেন অর্থাৎ টীকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং আসিষ্টাণ্ট সারজন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র দত্তের প্রেরিত পত্রের অনুবাদ।

"কালীঘাটের শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিসার পীড়ায় যেরূপ পীড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আরোগ্য পক্ষে আমার সম্পূর্ণ সংশয় ছিল। ফলতঃ তাঁহার পীড়ার প্রণীকারে আপনাদিগের ষ্টোম্যাকিক এলিকসারের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

বি, এল, ঘোষ এণ্ড কোং. সুবরবন মেডিকেল হল; ভবানীপুর কলিকাতা

—•—

সাহিত্য কুসুম।

উপরিউক্ত নামে একখানি সুতন মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ ডাকমাসুল ।৵০। ষাণ্মাসিক ডাকমাশুলসমেত ৷৵। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৵। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা হুগলি মুখোদয় যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পত্রাদি পাঠাইবেন।

সোমপ্রকাশ।

২৬ এ শ্রাবণ সোমবার।

আমরা গতবার মেঘরাজকে কৃপণ বলাতে বোধ হয় কুপিত হইয়া মঙ্গলবার ব্যয় শীলতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। এখন আর আমাদিগের এ অঞ্চলে কৃষি কার্য্য বন্ধ নাই। মেঘরাজ যদি মধ্যে

মধ্যে এইরূপ কোপ প্রকাশ করেন, আমাদিগের পক্ষে উহা বর হইয়া উঠে।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলের হস্তে কি প্রকার ক্ষমতা দেওয়া উচিত?

এখন যে প্রণালীতে ভারতবর্ষের কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে অন্যত্র গবর্ণর জেনরলের স্বাধীন হইয়া কার্য্য করিবার কোন ক্ষমতা নাই, তিনি ষ্টেট সেক্রেটারীর একান্ত পরাধীন। অনেকের চক্ষে এ অবস্থা শোচনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তাঁহারা বলেন ইংলণ্ডে যাহারা বাস করেন এবং প্রতিদিন ইংলণ্ডের রাজনীতির পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা ভারতবর্ষে যাঁহারা অবস্থিতি করেন এবং ভারতবর্ষের প্রজাদিগের হৃদয়গত ভাব ও প্রকৃত অবস্থা জানেন, তাঁহাদিগের হইতে ভারতবর্ষের সুশৃঙ্খল শাসন হইবার সমধিক সম্ভাবনা। অতএব যদি একজন উপযুক্ত ব্যক্তি দেখিয়া গবর্ণর জেনরলের পদে নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁহার কার্য্যপথে যে সমস্ত অন্তরায় আছে তাহা অন্তরিত করিয়া যদি তাঁহাকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের অধিকতর শ্রেয়োলাভ হয়। গবর্ণর জেনরলের স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের প্রদর্শিত অপর যুক্তি এই গবর্ণর জেনরলকে ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধি ও অত্যুচ্চ ক্ষমতাশালী বলিয়া ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের সংস্কার আছে। সেই সংস্কার নিবন্ধন তাঁহার পদের এত গৌরব ও তাঁহার এত সম্ভ্রম। কিন্তু যদি ভারতবর্ষের প্রজারা দেখিতে পায় যে তিনিও পরাধীন এবং ষ্টেট সেক্রেটারির মতনিরপেক্ষ হইয়া তাঁহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, তাহা হইলে সেই গৌরব ও সম্ভ্রমের হ্রাস হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। তৃতীয়তঃ ষ্টেটসেক্রেটারির অধীন হইয়া কার্য্য করিবার প্রথা প্রচলিত থাকাতে অনেক সময় শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিতে হয় এবং অনেক সময় অনেক নিরর্থক কার্য্যের অনুষ্ঠানে কালাতিপাত করিতে হয়। কারণ, ভারতবর্ষের প্রজাদের অবস্থা ও প্রবৃত্তি বিবেচনা করিয়া যে সকল কার্য্য করা আবশ্যক বোধ হয় ইংলণ্ডে বসিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই। কিম্বা এখানকার প্রজাদিগের চক্ষে যে সকল কার্য্য দূষণীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ইংলণ্ডের চক্ষে তাহা দূষণীয় বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যদি গবর্ণর জেনরলের হস্তে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান করা হয় এ সকল অনিষ্ট ঘটে না। যদি ষ্টেট সেক্রেটারিকে রাখিতে হয়, তাঁহার প্রতি কেবল সমুদায় কার্য্যের হিসাব লইবার ভার অর্পণ করাই বিধেয়।

গবর্ণর জেনরলের হস্তে যথেচ্ছ ক্ষমতা সমর্পণের অনুকূল যুক্তি গুলি এই গেল। ইহার প্রতিকূল যুক্তিও অনেক গুলি আছে। নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অনেক দোষ। আজি যেন লাভ নর্থব্রুককে একজন সুধীর ও সদাশয় গবর্ণর জেনরল পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু সকল সময়ে যে ইহাঁর সদৃশ মহানুভব গবর্ণর জেনরল পাওয়া যাইবে তাহার সম্ভাবনা কি? ভারতবর্ষের ইতিহাস অধিকসংখ্য স্বেচ্ছাচারী আত্মম্ভরি ও প্রজাবিদ্বেষী গবর্ণর জেনরলেরই পরিচয় দিয়া দেয়। সে সকল লোকের হস্ত হইতে রক্ষার উপায় কি? নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকিলে অবাধে শুভ সাধন করিবার যেমন সম্ভাবনা আছে, অবাধে অশুভসাধনেরও সেইরূপ সম্ভাবনা। বরং কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ ঘটনারই সমধিক সম্ভাবনা। বিশেষতঃ আমরা দেখিতে পাই, আমাদের কর্ত্তারা যখন ইংলণ্ডে থাকেন, তখন ভারতবর্ষের প্রতি সদয় ও অনুকূলদৃষ্টি হন; কিন্তু ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার পর এখানকার ইংরাজ সমাজের দূষিত বায়ু দুই এক মাস সেবন করিতে করিতে তাঁহাদের ভাবান্তর হইয়া যায়। ভারতবাসিদের প্রতি অনুগ্রহ ও সদ্ভাব চলিয়া গিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞার উপস্থিত হয়। কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারির সে দূষিত বায়ু সেবন করিতে হয় না, সুতরাং তাঁহার রাজনীতি দূষিত হইয়া অনুদার ও সংকীর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তাঁহার মতানুসারে কার্য্য করাতে ভারতবর্ষবাসিদের পক্ষে লাভ বিনা অলাভ হয় না।

কোন কোন বিজ্ঞ সম্পাদক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারসময় ও বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করিয়া এই আক্ষেপ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডেশ্বরীর গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা কোর্ট অব ডাইরেক্টরেরা গবর্ণর জেনরলদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্পণ করিতেন। এই অভিযোগ আমাদের যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ডাইরেক্টরেরা যে অধীনস্থ গবর্ণর জেনরলদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীনতা দিতেন তাহার কারণ কি? তাহা কোন উন্নত রাজনীতির অনুরোধে নয়। সে সময়ে সংবাদাদি প্রেরণের অতিশয় অসুবিধা ছিল। তখন একটী সংবাদ পাঠাইতে ও তাহা আনিতে প্রায় সমুদায় কাল অতীত হইয়া যাইত, সুতরাং তাঁহারা সকল কার্য্য বদ্ধ রাখা সুবিধাজনক মনে করিতেন। এই কারণেই গবর্ণর জেনরলেরা এক প্রকার স্বাধীন হইয়া কার্য্য করিতেন। সম্প্রতি এক সপ্তাহের মধ্যে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের মত জানিবার সুবিধা হই-

হইছে এখন আর গবর্ণর জেনেরলদিগের পুত্রের ন্যায় স্বাধীন হইয়া কার্য্য করিবার সম্ভাবনা নাই। বরং আমাদিগের বোধ হয় ইংলণ্ডের সহিত এই ভারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হওয়াতে ভারতবর্ষের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। ইংলণ্ডের উদার রাজনীতি ও উদার মত এদেশে দিন দিন প্রবেশ করাতে এখানকার অনুদার ইংরাজ সমাজের দূষিত বায়ু ক্রমেই পরিষ্কৃত হইতেছে। আমাদিগের বিবেচনায় ইংলণ্ডের সহিত এই সম্বন্ধ ছিন্ন করা উচিত নয়। বরং যাহাতে আরও ঘনিষ্ঠভাব হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য তাহা করিতে গেলে বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারির পদ রহিত করিয়া পার্লেমেণ্ট মহাসভার একটী কমিটীর হস্তে সকল কার্য্যের হিসাব লইবার ভার অর্পণ করা বিধেয় হয়। ষ্টেট সেক্রেটারি একজন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের লোক। তিনি সহজে ইহার ভ্রম প্রমাদ ও অন্যায় অত্যাচার প্রভৃতি সাধারণের গোচর করিতে ইচ্ছুক হন না। ডিউক অব আর্গাইলের কার্য্য প্রণালী ইহার প্রমাণ। আমরা যে কমিটীর প্রস্তাব করিতেছি তাঁহারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইবেন না, সুতরাং তাঁহারা সমধিক সাহস সহকারে ও অপক্ষপাতে সকল প্রশ্নের সীমাংসায় সমর্থ হইবেন। তদ্দ্বারা অনেক অত্যাচারের দমন ও অনেক অশুভ অনুষ্ঠানের নিবারণ হইবে সন্দেহ নাই।

নবাবনন্দিনী।

মুরশিদাবাদের বর্ত্তমান নবাব মীর জাফরের বংশজাত। সেই বংশজাত বলিয়া ইনি পঞ্চাশৎ বর্ষ অবধি ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া আপনার পেন্সন বৃদ্ধির চেষ্টায় যোগযোগ করিতেছেন। যোগ যোগ করিয়া বিশেষ উপকার হউক না হউক, তিনি লোকের নিকট বিলক্ষণ উপহাসাস্পদ হইতেছেন। তাঁহার স্বত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে লোকের বহুল মতভেদ আছে। সেদিন পার্লেমেণ্ট সভায় আমাদের অণ্ডর সেক্রেটারি লার্ড হামিল্টন বলিয়াছেন এবিষয়ে যত গোলোযোগ হইবে ততই তাঁহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। তাঁহাকে যাহা কিছু দেওয়া হয় তাহা অনুগ্রহ মাত্র। তাহাতে তাঁহার স্বত্ব কিম্বা অধিকার নাই। হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক ইহার প্রতিবাদ করিয়া অনেক প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার স্বত্ব ও অধিকার স্থাপন চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা অনুধাবন করিয়া দেখিলাম প্রমাণগুলি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। মীরজাফরের সহিত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সন্ধি হয়। তদনুসারে ঐ কোম্পানি মীরজাফর ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে কিছু কিছু দিবেন অঙ্গীকার করেন। সেই অঙ্গীকারের স্বরূপ কি? তাহার নিরূপণ করিতে হইলে ইতিহাসের শরণ লইতে হয়। অতএব বঙ্গদেশের ইতিহাসের ঐ অংশটীর একবার ভালরূপে আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। তাহাতে ভ্রম ভঞ্জনের সমধিক সম্ভাবনা আছে। মীরজাফরের সহিত ক্লাইবের এইরূপ সন্ধি হয় যে পলাসীর যুদ্ধের দিন তিনি নিজ দলবল লইয়া সিরাজউদ্দৌলার সৈন্য পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজদিগের সাহায্যার্থ আসিবেন, এবং তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে নবাব করা হইবে। তদনুসারে তিনি ইংরাজদিগের সাহায্যে বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইংরাজদিগের সাহায্যে যে কেবল সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এরূপ নয়, ইংরাজদিগের বাহু বলে চির রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের আয়ব্যয়ের ভার মুরশিদাবাদের নবাবেরই হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইংরাজ কর্ম্মচারিরা নবাবের নিকট ভাতা পাইতেন এইমাত্র। ১৭৬৫ অব্দে ক্লাইব বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি ভার প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি এই কয় প্রদেশের রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের ভার কোম্পানির হস্তে পতিত হইল। এই সময়েই নবাবের ভরণ পোষণ বিষয়ক প্রশ্ন উত্থিত হয়। তখন এই স্থির হইল আয় ব্যয় ও দেওয়ানি মোকদ্দমার বিচারাদির ভার কোম্পানির নিজের হস্তে থাকিবে এবং ফৌজদারি মকদ্দমার বিচারের ভার নবাবের হস্তে সমর্পিত হইবে। এই আদালতের নাম নিজামত আদালত রাখা হইল এবং নবাবের কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ বার্ষিক ৪১০০০০০ লক্ষ টাকা দিবার কথা হইল। পরে নিজামত আদালত কলিকাতায় উঠিয়া আসিল। ক্রমে কোম্পানি উক্ত ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু নবাবের উত্তরাধিকারিদিগকে বার্ষিক পেন্সন স্বরূপ কিছু কিছু দেওয়া হইতে লাগিল। এই সকল কার্য্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে মীরজাফরের সহিত কোন প্রকার স্থিরতর ও দৃঢ়তর সন্ধি বন্ধন হয় নাই। দৃঢ়তর সন্ধি হইলে পদে পদে তাহার নিয়ম ও প্রকরণের ভঙ্গ ও অন্যথাচরণ হইল কেন? বিশেষতঃ টাকার পরিমাণ ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে। ১৭৭০ অব্দে উপরি উল্লিখিত টাকা কমাইয়া ৩২০০০০০ লক্ষ করা হইল। অবশেষে নবাবের মৃত্যুর পর আরও কমিয়া গিয়া ১৬০০০০০ টাকায় দাঁড়াইল। তদবধি মুরশিদাবাদের নবাবেরা সেই টাকা পাইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান নবাব নিজের অমিতব্যয়িতা ও ব্যসনাসক্তি নিবন্ধন অতিশয় ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। সেই কারণে এক্ষণে পেন্সন

বৃদ্ধির চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়াছেন। যদি অপক্ষপাত চিত্তে বিবেচনা করা যায় স্পষ্ট বোধ হয়, এই সকল ব্যক্তিকে যে অর্থ দান করা হয় তাহা অপব্যয় মাত্র। বর্ষে বর্ষে ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে এই জন্য যথেষ্ট টাকা বাহির হইয়া যায়। এদিকে ব্যয় সঙ্কুলন হয় না বলিয়া মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে অত্যধিক করভারে পীড়িত হইতে হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যাঁহাদিগকে স্বাধিকারচ্যুত করিয়া রাজ্যাদি হরণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের ভরণ পোষণার্থ পেন্সনের বন্দোবস্ত করা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত হয়, না করিলে গবর্ণমেণ্টকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। কিন্তু নবাব নাজিমের সহিত সেরূপ সম্বন্ধ নয়। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা ইংরাজদিগেরই অনুগ্রহে রাজা পাইয়াছিলেন। বিশেষতঃ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সেই রাজ্য গ্রহণ করা হয়। এই জন্যই বোধ হয়, লার্ড হামিল্টন বলিয়াছিলেন যে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের রাজ্যলাভ করা ইংরাজ রাজত্বের এক প্রকার কলঙ্কস্বরূপ লার্ড হামিল্টন যথার্থ কথাই কহিয়াছেন লার্ড ক্লাইব বিশুদ্ধ ও ন্যায্য পথের পথিক হইয়া রাজ্য লাভ করিতে পারেন নাই। বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্রয় দেওয়া আর বিশ্বাসঘাতকতা করা উভয়ই তুল্য। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সেই বিশ্বাসঘাতকতার অনুমোদন করিয়া কলঙ্কিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আজিও সেই বিশ্বাসঘাতকের উত্তরাধিকারিগণের আবদার আর ভাল দেখায় না। আজিও আর তাহার প্রশ্রয় দেওয়াও উচিত হয় না। অতএব নবাব নাজিমের আর গোলযোগ করা ভাল হয় না। এখন যাহা পাইতেছেন তাহাই যথেষ্ট জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্ট হউন এবং সমুদায় দোষ পরিত্যাগ করিয়া মিতব্যয়িতা অভ্যাস করুন। দোষ পরিত্যাগ ও মিতব্যয়িতা অভ্যাস না করিলে পেন্সন বৃদ্ধি হইলেও তাঁহার কুলাইবে না। আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি তাঁহার মত লোকের যত আয় বৃদ্ধি হইবে, ততই দুষ্ক্রিয়া ও অপব্যয় বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

গবর্ণর জেনেরলের সভায় নূতন সভ্য নিয়োগ।

গবর্ণর জেনরলের হস্তে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সমর্পণ প্রস্তাবের ন্যায় এ প্রস্তাবটী লইয়াও দুটী দল হইয়াছেন। একদল কহিতেছেন, নূতন সভ্য নিয়োগে রাজ্যের বিলক্ষণ উপকার দর্শিবে, আর একদল কহিতেছেন কিছু মাত্র উপকার হইবে না, অর্থের অপব্যয় হইবে এই মাত্র। কিছু মাত্র উপকার নাই, আমরা এ কথা বলি না। নূতন সভ্য যদি কেবল পবলিক ওয়ার্কের উন্নতি সাধন বিষয়ে মনোনিবেশ করেন, উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে সন্দেহ নাই। প্রথম রাজস্বমন্ত্রী জেমস্ উইলসন সাহেবই এবিষয়ের প্রধান দৃষ্টান্ত। তাঁহার নিয়োগের পূর্ব্ব বৎসরের এবং তাহার পর কয়েক বৎসরের ব্যয়ের হিসাব দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, স্বতন্ত্র রাজস্বমন্ত্রীর নিয়োগ দ্বারা বাস্তবিক কতক উপকার দর্শিয়াছে। ১৮৫৯ ৬০ অব্দে ৫০৪৭ ৫০০০০ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু পর বৎসর ৩৫৫১০০০০ টাকা ব্যয় কমিয়া আসে। তাহার পর বৎসর ৩০৪৪০০০০ টাকা কমে এবং তাহার পর বৎসর ৫৫০০০০ টাকা কম হয়। কেবল ব্যয় সংক্ষেপ নয় আয়েরও বৃদ্ধি হয়। এই কয় বৎসরের মধ্যে অনুমান ৫৪০০০০০০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইনকম টাক্সই এই আয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ। ইহা দেশের আয় বৃদ্ধি কিম্বা উন্নতিসূচক নয় সত্য বটে কিন্তু একব্যক্তির প্রতি তত্ত্বাবধানের বিশেষ ভার থাকিলে যে সে বিভাগের উন্নতি সাধিত হয়, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। তবে রাজস্বের যেরূপ উন্নতি হওয়া আবশ্যক তাহা হয় নাই। তাহার কারণ অন্য। রাজস্বমন্ত্রির অনবধানতা কিম্বা ঔদাসীন্য তাহার কারণ নয়। সকল বিভাগের ব্যয় নিয়মিত করিবার ক্ষমতা না থাকাই তাহার কারণ।

পবলিকওয়ার্কের নিমিত্ত স্বতন্ত্র সভ্য নিয়োগে উপকার নাই এ কথা কিছু নয়, তবে এক আপত্তি এই, ভারতবর্ষের রাজস্বের যেরূপ অবস্থা তাহাতে নূতন সভ্য নিয়োগ করিয়া আর ব্যয় বৃদ্ধি করা বিধেয় নহে. কেবল একজন মন্ত্রির বেতন নয়, তাঁহার সঙ্গে একটী স্বতন্ত্র আফিসের ব্যয় দিতে হইবে। যদি পবলিকওয়ার্কের অপব্যয় নিবারণ দ্বারা নূতন সভ্য ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণের বেতন নির্ব্বাহ হইয়া গবর্ণমেণ্টের লাভ হয় তাহা হইলে নূতন সভ্য ও তাঁহার আফিসের ব্যয় দানে আপত্তি হয় না কিন্তু সে লাভ হইবে কি না? যদি হয়, কত দিনে হইবে, তাহার নির্ণয় নাই। অতএব এরূপ গুরুতর ব্যয়ভার স্কন্ধে লইয়া সংশয়ে আরোহণ করার অপেক্ষা যদি এমন কোন উপায় হয় অতিরিক্ত ব্যয়ও হইল না অথচ অভীষ্টসিদ্ধি হইল, তদবলম্বনই শ্রেয়ঃকল্প। এতদর্থ আমাদিগের প্রস্তাব এই, ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত ইঞ্জিনিয়ার দলের যিনি সর্ব্ব প্রধান, সচ্চরিত্র কার্য্যদক্ষ ও দূরদর্শী বলিয়া যাঁহার প্রতিষ্ঠা আছে, তাঁহার উপরে পবলিকওয়ার্ক বিভাগের অপব্যয় নিবারণের ভার সমর্পণ করা হউক। তাঁহাকে এই কথা বলিয়া দেওয়া হউক, যদি তিনি গবর্ণমেণ্টের লাভ দেখাইয়া দিতে পারেন, তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে। আর, গবর্ণর জেনরলের যে সমস্ত প্রধানতম কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, এটী যেন তাহার অন্যতম বলিয়া

করেন। গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক।

১৮ ভারতবর্ষে বরাবর ইঞ্জিনিয়ার কর্ম সামান্য পদ হইতে অত্যুচ্চ পদ প্রাপ্ত করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের উল্লিখিত কার্য্যভার সমর্পণের প্রস্তাব করিতেছি। তাহার কারণ এই, তাঁহারা রাজস্বের উপার্জ্জনের ঘাঁত ঘাত সকলই জানেন। অধিকাংশ ইঞ্জিনিয়ার কিরূপ এষ্টিমেট করিয়া কত আত্মসাৎ করেন, তাঁহার তাহা অবিদিত নহে। যিনি এইরূপে ভারতবর্ষের ইঞ্জিনিয়ারদিগের গূঢ় কার্য্য বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উচ্চ পদ প্রাপ্ত করিয়াছেন, তাঁহা হইতে ঐ বিভাগের অপব্যয় নিবারণের যেরূপ সম্ভাবনা আছে, নূতন লোক হইতে সেরূপ সম্ভাবনা নাই। যদি এই আপত্তি কর, যে ব্যক্তির দীর্ঘতর সংসর্গ নিবন্ধন ইঞ্জিনিয়ারদিগের সহিত সমদুঃখ সুখতা জন্মিয়াছে, তাঁহা হইতে পব্লিক ওয়ার্ক বিভাগের দোষ সংশোধন ও অপব্যয় নিবারণের সম্ভাবনা কি? এই নিমিত্ত আমরা কহিয়াছি সচ্চরিত্র বলিয়া যাঁহার সুখ্যাতি আছে। ইঞ্জিনিয়ার দলে সকলেই কিছু বদমায়েস নয়। এরূপ হওয়াও অসম্ভাবিত নহে, এক ব্যক্তি প্রথমে বদমায়েসী করিয়াছিল তাহার পর তাহা ত্যাগ করিয়া সাধু হইয়াছে; আমাদিগের বিবেচনায় সেই ব্যক্তিই এ কাজের যথার্থ উপযুক্ত। এটী প্রসিদ্ধ কথা ডাকাইতকে ডাকাইত না করিলে ডাকাইত ধরা যায় না। বিশেষতঃ উচ্চতম পদস্থ ব্যক্তির অসাধুতার সংশয় করা উচিত হয় না। সে সংশয় করিতে গেলে চলে না।

লার্ড নর্থব্রুক নূতন সভ্য নিয়োগের যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা উত্তম হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার এইরূপ একটী ব্যবস্থা করা বিধেয় হয়।

ইংলণ্ড ভারতবর্ষের অর্থ গ্রহণ করেন কি না?

ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের রাজস্ববিষয়ক যে কমিটী হয়, তাঁহারা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা শুনিয়াছিলেন, ইংলণ্ডেশ্বরীর গবর্ণমেণ্ট যে সকল বিষয়ে ভারতবর্ষের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহারও ব্যয় ভারতবর্ষের স্কন্ধে চাপাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা সাক্ষিগণের মুখে যেরূপ শুনিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছে, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের এরূপ ইচ্ছা নয় ভারতবর্ষের যাহাতে কোন সম্পর্ক নাই, সে বিষয়ে ভারতবর্ষের অর্থ গ্রহণ করেন। বিশেষতঃ ষ্টেট সেক্রেটারির এরূপ ক্ষমতা আছে, সে অর্থ গ্রহণ রহিত করিতে পারেন।

আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যাহাতে ভারতবর্ষের কোন সংস্রব নাই, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ের ব্যয় ভারতবর্ষের খাতে খরচ লিখিয়া বহুবার গ্রহণ করিয়াছেন, এখনও গ্রহণ করিতেছেন, অথচ কমিটী কহিতেছেন, ইংলণ্ডের এরূপ ইচ্ছা নয় যে সেরূপ করিয়া ভারতবর্ষের অর্থ গ্রহণ করেন। ইহাতে আমাদিগের একটী কথা মনে হইল, এক এক জনের এই রূপ স্বভাব আছে, তাহারা পরদ্রব্য গ্রহণ না করিয়া জল গ্রহণ করে না, কিন্তু অন্যের নিকটে সাহঙ্কার বাক্যে বলিয়া থাকে, মলেও আমরা পরের দ্রব্য স্পর্শ করি না। উল্লিখিত কমিটীর বাক্যগুলিও সেই প্রকার হইল। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট অর্থ লইতেছেন, অথচ বলা হইতেছে উক্ত গবর্ণমেণ্টের লইবার ইচ্ছা নাই। বাক্য ভঙ্গীতেও প্রকারান্তরে প্রমাণ হইতেছে, তাঁহারা ভারতবর্ষের অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কমিটী এই মাত্র বলিলেন, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের লইবার ইচ্ছা নয়, কিন্তু লইয়াছেন ও লইতেছেন কি না, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না। পূর্ব্বে অন্যায় করিয়া ভারতবর্ষের খাতে খরচ লিখিয়া যে সমস্ত অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিবার আর আমাদিগের ইচ্ছা নাই। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের ব্যয় বলিয়া এক্ষণে যে অর্থ গ্রহণ করিতেছেন, তাহাই এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে। এ অর্থগুলিতে ভারতবর্ষের বাস্তবিক উপকার সম্বন্ধ আছে কি না? কমিটী যদি স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে আর আমাদিগের আপত্তি থাকে না। কোন্ বর্ষে কত টাকা ইংলণ্ডের ব্যয় বলিয়া লওয়া হয়, ১৮৬২ অব্দ হইতে নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া হইল। ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে।

অব্দ	টাকা
১৮৬২	৭৬২৪৪৭৬০
১৮৬৩	৭২৫২৩১৭০
১৮৬৪	৬৮৯৪২৩৪০
১৮৬৫	৬৯৯৮৭১০০
১৮৬৬	৬২১১১৭৮০
১৮৬৭	৭৪৪৫৫১৮০
১৮৬৮	৮৪৯৭৬২২০
১৮৬৯	১০১৮১৭৪৭০
১৮৭০	১০৫৯১০১৩০
১৮৭১	১০০৮৩০০৩০

অনাবৃষ্টি।

প্রমাণবাদিরা প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই প্রাধান্য পদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাহার বিশেষ কারণ এই, মানুষের মন স্বভাবতঃ প্রত্যক্ষের দিকে যেরূপ ধাবমান হয়, অন্য প্রমাণের দিকে সেরূপ হয় না। অন্য প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিবার সময়ে মনের ভাব দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, মন যেন অগত্যা তদ্‌গ্রহণে সম্মত হইতেছে। এই কারণে

চার্ব্বাকাদি অনুমানাদির প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। আমরা বয়ঃক্রমে অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রম করিলাম কিন্তু বঙ্গ দেশে কখন এপ্রকার অনাবৃষ্টি দেখি নাই। এই কারণে আমরা যখন পুরাণাদি গ্রন্থে দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি বৃত্তান্ত পাঠ করিতাম, মনে হইত, পৌরাণিকেরা ঋষিগণের মাহাত্ম্য বাড়াইবার নিমিত্ত দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টির কল্পনা করিয়াছেন। মন কোন ক্রমেই সেই শাস্ত্র প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকারে উন্মুখ হইত না। কিন্তু এখন বঙ্গদেশে সেই দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টির উপক্রম দেখিতে পাইতেছি। বুঝি দেবরাজ শাস্ত্রাদি প্রমাণে আমাদিগের অনাস্থা দেখিয়া সেই দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি প্রত্যক্ষ করাইতে উদ্যত হইয়াছেন। গত বৎসর বৃষ্টি হয় নাই বলিলেই হয় এবৎসরও শ্রাবণ মাস গতপ্রায়, এখনও বঙ্গদেশে বৃষ্টি নাই, পত্রপ্রেরকেরা বৃষ্টি নাই বৃষ্টি নাই বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন। আমরাও বৃষ্টির অসদ্ভাব দেখিতেছি। অনেক স্থলে রোপণ কার্য্য বন্ধ আছে। কোন কোন স্থানে অতি কষ্টে রোপণ কার্য্য হইতেছে। পুষ্করিণীতে এ পর্য্যন্ত স্নান পানের যোগ্য জলের সংস্থান হইল না। যে পত্রের প্রসঙ্গে এ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, সেখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল—

" সম্পাদক মহাশয় ! আমি নদীয়া জেলার কাশী ড়, ডুবুরিয়া, কুড়ুলগাছি, লোকনাথপুর, মাটুরদহ, মেহেরপুর ইত্যাদি গ্রাম সমুদয় ভ্রমণ করিয়াছি, ধান্যের অবস্থা কোন স্থানে ভাল নয়, সকল স্থানের ধান্য শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, আষাঢ় মাসের ১৫ ই হইতে এপর্য্যন্ত তদ্রূপ বৃষ্টি হয় নাই। এদেশে আউ ধান্যের আবাদ অধিক হইয়া থাকে। নদীয়ার অন্যবিভাগ হইতে এই ভাগে ছুরি আছই আউস হয়। গত বর্ষে এদেশে এরূপ ধান্য জন্মিয়াছিল বলিয়া এদেশের দুঃখী কৃষকেরা এখন পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে। ইহার পর তাহারা কি খাইয়া বাঁচিবে তাহার কোন উপায় দেখিতেছি না। কারণ আষাঢ় মাসে ধান্যের উত্তম অবস্থা দেখিয়া মহাজন ও কৃষকদের ঘরে যে সকল পুরাতন ধান্য মজুত ছিল তাহা বিক্রয় ও দাদন দিয়া ফেলিয়াছে। এখন ধান্যের মন্দ অবস্থা দেখিয়া সকলের মনে অতিশয় চিন্তার উদয় হইয়াছে। ভাবী আশঙ্কায় মহাজন ও কৃষকদের শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দুই একদিন মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইলে অনুমান হয় আনা শস্য বাঁচিতে পারে অদ্য ৪।৫ দিন হইল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে ও বৈশাখ মাসের ন্যায় মধ্যে মধ্যে গর্জ্জন করিতেছে। কিন্তু এক বিন্দু বারিবর্ষণ হইতেছে না। বিধাতা বুঝি এবার বর্ষাকালকে শরৎ কাল ঘটাইয়াছেন, নতুবা এরূপ ঘটিবে কেন ? বৃষ্টি না হওয়াতে নীলকরদের আনন্দের পরিসীমা নাই। নীল এ বৎসর প্রচুর-পরিমাণে জন্মিয়াছে আষাঢ় মাসে ধান্যের অবস্থা অনুসারে চাউলের দর কমিয়াছিল। এখন দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

—:০:—

নূতন পুস্তক।

১। নগমঙ্গিনী নাটক। ইতিহাস মূলক। ইহাতে লেখকের নাম নাই। নগমঙ্গিনীর আর একটী নাম ইন্দুমতী। গোবিন্দ রায় নামক একজন বৃদ্ধ রাজপুতের কন্যা ইন্দুমতী ইহার নায়িকা, এবং সম্রাট আলা উদ্দিন খিলিজীর হিন্দু সেনাপতি সমরেন্দ্র সিংহ ইহার নায়ক। গল্পটীর স্থূল তাৎপর্য্য এই—সমরেন্দ্র সিংহ ইন্দুমতীর রূপে পাগল হন, জেগুয়ার রাজা (ভীল) সুখ নারোগ ইন্দুমতীকে হরণ করিয়া লইয়া যায় এবং তাহার সতীত্ব নাশের জন্য অনেক চেষ্টা করে, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। পরে এই ঘোষণা করিয়া দেয় ৫ লক্ষ টাকা দিলে সে ইন্দুমতীকে প্রত্যর্পণ করিবে। ইহাতে ইন্দুমতীর পিতা গোবিন্দ রায় যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ৫ লক্ষ টাকা লইয়া যান কিন্তু সুখ নারোগ টাকাগুলি লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। সমরেন্দ্র সিংহ এই সকল বিষয় জানিতে পারিয়া স্বয়ং এবং আর কতকগুলি সেনানী এবং গোবিন্দ রায়কে সঙ্গে লইয়া অশ্ব বিক্রেতার ভাণ করিয়া ছদ্মবেশে জেগুয়া রাজ্যে গমন করেন এবং তাঁহাদের দেশ হইতে উত্তম সুরা আনিয়াছেন বলিয়া সেই সুরাপান করাইবার জন্য সুখনারোগ ও তাঁহার পারিষদবর্গকে স্বীয় শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। সুখনারোগ ও তাঁহার পারিষদগণ সুরাপানে উন্মত্ত হইলে গোবিন্দরায় সুখ নারোগের বক্ষস্থলে ছুরিকার আঘাত করিয়া তাহাকে বধ করেন ও তাহার অনুচরগণকে বন্দীকৃত করেন। পরে ইন্দুমতীর উদ্ধার ও তাহার সহিত সমরেন্দ্র সিংহের পরিণয় কার্য্য সমাধা করিয়া নাটকের উপসংহার করা হইয়াছে।

যে কত নাটকের যেরূপ ছড়াছড়ি হইয়াছিল তাহাতে নাটক দেখিলেই আমাদের স্বভাবতঃ ঘৃণার উদয় হইত। অনেক দিনের পর এই নাটকখানি হস্তগত হওয়াতে আগ্রহ সহকারে পাঠ করিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় সন্তোষ লাভ করিতে পারিলাম না। ইহার গল্পটী যেমন রচনাও তেমনি সামান্য ও নীরস। লেখক স্থানে স্থানে পাঠকগণের মনোরঞ্জনার্থ যে রসিকতা করিয়াছেন সেগুলি নিতান্ত পুরাণ, সুখনারোগ ও চন্দ্রভাগের কথা বার্ত্তায় সর্ব্বত্র একাদশীর বিলক্ষণ গন্ধ পাওয়া গেল। তবে ভোজন সিংহের চরিত্র বর্ণনটী অপেক্ষাকৃত মিষ্ট হইয়াছে। নাটকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বোধ হইল লেখক অমিত্রাক্ষর পদ্য কিছু অধিক ভাল বাসেন। যাহা হউক লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন " তিনি এম, এ নন, বি, এ নন, বিদ্যাসাগর নন, তর্কালঙ্কার নন, রায় বাহাদুর নন, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটও নন, তিনি একজন সামান্য ব্যক্তি, সামান্যরূপ লেখা পড়া জানেন, অথচ তাঁহার একখানি নাটক না লিখিলেও নয়। তিনি এইরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন, নাটক খানি তদনুরূপ হইয়াছে।

...ের মত সাধের ভাষা। শ্রীযুক্ত বাবু কালীবর ঘটক ইহার রচনা করিয়াছেন। ...বালকগণের পাঠোপযোগী কতকগুলি বিষয় পদ্যে লিখিত হইয়াছে। "পরাস্ত ভ্রমর" প্রভৃতি কয়েকটী রচনা আমাদের মিষ্ট লাগিল। এগুলি বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীস্থ বালকদিগের বিলক্ষণ শিক্ষোপযোগী হইয়াছে। সুকুমারমতি শিশুগণের অধ্যয়নের জন্য যে পুস্তক প্রণীত হইয়াছে তাহাতে "মিকটিন" এরূপ মাইকেলি শব্দ প্রয়োগ আমাদের বিবেচনায় অনুচিত হইয়াছে।

৩। কাশীখণ্ড। মূলসংস্কৃত ও বাঙ্গলা অনুবাদ সংযুক্ত। বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শিবকৃষ্ণ মজুমদার ইহার প্রকাশ করিতেছেন। এ গ্রন্থের প্রশংসাস্থলে আমাদিগের অধিক বক্তব্য নাই। এই মাত্র বক্তব্য, অনুবাদটী মূলের অনুগত হইতেছে। মূল কাশীখণ্ড স্কন্দপুরাণান্তর্গত ব্যাসকৃত বলিয়া গ্রন্থে লিখিত আছে। কিন্তু অনেকে ইহাকে ব্যাসকৃত বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন শঙ্করাচার্য্য এখানির রচনা করিয়া ব্যাসদেবের নামে প্রচলিত করিয়াছেন। তাঁহারা ইহার এই যুক্তি দেন, পুরে কাশী অতি সামান্যরূপ ছিল। কাশীতে শঙ্করাচার্য্যের গমন ও কাশীখণ্ডের রচনা অবধি উহার সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যকৃত বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস হয় না। তিনি শৈবাদি মতের নিরাকরণ করিয়া অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে আবার কাশীখণ্ডের রচনা করিয়া শৈবমতের প্রশ্রয় বৃদ্ধি করিবেন, ইহা সম্ভাবিত নহে। তবে অন্যে কেহ রচনা করিয়া ব্যাসের নাম দিয়াছেন ইহা কথঞ্চিৎ সম্ভাবিত হয়। গ্রন্থরচনা করিয়া বড় লোকের নামে তাহা প্রচলিত করা এদেশের একটী রোগ ছিল।

৪। স্বভাব দর্শন। এখানি সংস্কৃত ...গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় ইহার রচনা করিয়াছেন। আজি কালি সংস্কৃত চর্চ্চা বিরল হইয়াছে, এ সময়ে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন কঠিন কর্ম্ম। ইহা বিবেচনা করিয়া যদি গ্রন্থের গুণ দোষ বিবেচনা করা সঙ্গত হয়, পদ্যগুলি উত্তম হইয়াছে বলিলে অসঙ্গত হয় না। যে ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, এখানি প্রথম সর্গমাত্র। ইহাতে প্রভাত সন্ধ্যা ও সায়াহ্ন বর্ণন সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইল।

বিবিধ সংবাদ।

১৯ এ শ্রাবণ সোমবার।

দিল্লী গেজেটের কাল্পনিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বাদক্ষণ এবং চতরার লোকেরা বাদক্ষণের শাসনকর্ত্তার বিপক্ষ হইয়া অস্ত্র ধারণ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছে। তিনি ফিজাবাদে পলায়ন করিয়াছেন, তাহারা সে স্থানও আক্রমণ করিয়াছে। সকলে বলিতেছেন চতরার মীর আমাদুল উল্‌ক বহার অন্তরে আছেন।

লক্ষ্ণৌএর যে একজন এদেশীয় খৃষ্টান বলাৎকার অপরাধে অভিযুক্ত হয়, কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার দেড় বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

গাজিপুরে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের কারণ সম্বন্ধে এইরূপ অদ্ভুত জনশ্রুতি হইয়াছে। কমকন নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণ কন্যা দুটী যমজ সন্তান প্রসব করেন। স্ত্রীলোকটী দিন দিন কৃশ হইয়া যাওয়াতে তাঁহার পিতা মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে এত খাদ্য দি তুমি কৃশ হইতেছ কেন? স্ত্রীলোকটী বলিলেন, সে সমুদায় খাদ্য ঐ দুটী সন্তান খাইয়া ফেলে আমি পাই না। তাঁহারা স্বচক্ষে ইহা প্রত্যক্ষও করিলেন। দর্শকগণ বলেন দুটীকে নাম জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিল, তাহাদের নাম "হাকু ও তাকু"। তাহাদের হইতেই দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। এই দুর্ভিক্ষের সময়ে এরূপ দুই একটী আষাঢ়ে গল্প উঠা ভাল। এমন গল্প পাইলে অনেকে ক্ষুধা তৃষ্ণা এককালে ভুলিয়া যায়।

গত সপ্তাহে শ্রীরামপুরের নিকট হরিপালে একটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। একজন চৌকীদার একজন ডাকাইতকে বড়শী দ্বারা বিদ্ধ করে, ঐ ব্যক্তি আহত হইয়া নিকটবর্ত্তী একটী ইক্ষুক্ষেত্রে লুকাইয়া থাকে। আর একজন চৌকীদার তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার রক্ত পড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল পা'ড়য়া গিয়া লাগিয়াছে। সে সন্দিহান হইয়া তাহাকে শ্রীরামপুরের থানায় লইয়া যায়। তথা হইতে হুগলীর ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান হয়। ইতিমধ্যে তাহার কোন চিকিৎসা না হওয়াতে হুগলীতে গিয়া উহার মৃত্যু হয়। ইহার মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান হইতেছে। মূল ডাকাইতির অনুসন্ধান কি এই মৃত্যু ঘটনার অনুসন্ধানে পর্য্যবসিত হইল?

কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টের ভূতপূর্ব্ব পিউনি জজ সার চার্লস জ্যাকসনের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি লার্ড জেলকাউসির রাজনীতির একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

পিয়নিয়ার বলেন, লাহোরের হাইকোর্ট সম্প্রতি এই মীমাংসা করিয়াছেন, কোন মকদ্দমার জয়লাভ হইলে মক্কেলকে এত টাকা দিতে হইবে বলিয়া উকীলেরা যে কণ্ট্রাক্ট লিখাইয়া লন তাহা আদৌ সঙ্গত নহে। কোন বোধী ব্যক্তি যদি উকীলকে এই এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দেয় যে যদি মুকদ্দমাতে ক'র আপনাকে এত টাকা দিব। এটী ১৮৬৫ সালের ২০ আইনের ৩০ ধারানুসারে নিষিদ্ধ। মকদ্দমা ফুরাইয়া লওয়া যাহাদিগের ব্যবসায় তাহাদিগেরই বিঘ্ন ঘটিল।

বারিষ্টার ফিলিপস সাহেব প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত আইন অধ্যাপকের পদ পাইয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের হাই কোর্ট ১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

২৫এ জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৪১২২৩০ টাকা আয় হয়। পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময় ৩৩০১৭০ টাকা হইয়াছিল। এবৎসর ১১১২৯০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। উক্ত

সপ্তাহে জঙ্গলপুর লাইনে ২১১২০ টাকা আয় হয়। পূর্ব্ব বৎসর ১৯১১০ টাকা হইয়াছিল এবৎসর ১৫১০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

আজীজন নাহার বলেন, সিকন্দার এ'মে তরিতুল্লা মণ্ডলের ১১৫ বৎসর বয়স হইয়াছে। বেগুণে এব্যক্তি এত দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছে, সম্পাদকের সে বিষয়টি বিশেষ করিয়া লেখা উচিত ছিল। তাহা অনেকের উপদেশক হইত সন্দেহ নাই।

কমল বাটীতে একটী আশ্চর্য্য যন্ত্র আছে। এটী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ১২ বৎসরের মধ্যে ইহাতে ১ এক সেকেণ্ড তফাত হইয়াছে।

কমল বাটীতে বায়ু বীজনের এক প্রকার কল করা হইয়াছে। উহাতে সর্ব্বদা শীতল বায়ু পাওয়া যায়। ইহাতে প্রতি মিনিটে ৬০ অবধি ৯০ গ্যালন পর্য্যন্ত বায়ু আইসে।

সমাজদর্পণ লিখিয়াছেন, ২৪ এ আষাঢ় বৈকালে মুলতানপুর প্রভৃতি গ্রামের মাঠে রাখালেরা গরু চরাইতেছিল এবং কৃষকেরা চাস করিতেছিল এমন সময় তাহারা প্রথমে কামানের ন্যায় শব্দ শুনিল, পরে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বাষ্পরাশি দেখিতে পাইল। প্রথমে বোধ হইল যেন মেঘ উঠিতেছে, পরে সেই সকল মেঘকে অগ্নিময় বোধ হইতে লাগিল এবং পুনঃ পুনঃ কামানের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই অগ্নিময় মেঘ ক্রমে নিকটে আসিতে লাগিল, দেখিয়া উহারা ভয়ে গ্রামমধ্যে দ্রুতবেগে পলাইয়া গেল। পশু পক্ষীরাও পলাইতে লাগিল। ঐ মেঘ দক্ষিণ পশ্চিম দিক হইতে বিদ্যুতের ন্যায় উত্তর পূর্ব্ব কোণে শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রামের দিকে যাইতে লাগিল। সম্মুখস্থ বড় বড় বাটী ও গাছ উড়াইয়া লইয়া গেল। জল হইতে একখান নৌকা তীরে উঠাইয়া ফেলিল। জলাশয়ের জল পর্য্যন্ত উপরে তুলিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া ফেলিল। ১২৪৪ সালের চৈত্রমাসে বেলেঘাটা হইতে এইরূপ অগ্নিময় বায়ু দক্ষিণ মুখে যেখিয়া ভাঙ্গা পর্য্যন্ত যায়। ঐ বায়ু সাপের ঘাট পর্য্যন্ত উলটাইয়া ফেলে

২০ শ্রাবণ মঙ্গলবার।

বোম্বাইর একখানি সংবাদপত্র বলেন, বোম্বাইর কয়েকজন ধনী রেসম ও পশমের সুতা কাটিবার কয়েকটী কল করিবার সংকল্প করিয়াছেন। বোম্বাইর লোকেরা বাণিজ্য যেমন বুঝেন, ভারতবর্ষের অন্য স্থানের লোকে সেরূপ বুঝেন না। বাণিজ্য ভাল বুঝেন বলিয়াই বোম্বাইর এত উন্নতি।

পঞ্জাবে ক্রমে লোকের স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি দেখা যাইতেছে। ৪ ঠা জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে তথায় ৪৭৭৯ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ৫১৯৬ লোকের মৃত্যু হয়। বসন্তে মৃত্যু সংখ্যাও অনেক কমিয়াছে।

সম্প্রতি পঞ্জাব গেজেটে দেশীয় ভাষার এক সংবাদ পত্রের একজন সম্পাদকের জন্য বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়, বেতন ৩০ টাকা লিখিয়া দেওয়া হয়। ইংলিসম্যান এতদ্বিষয়ে লিখিয়াছেন, "দেশীয় সংবাদ পত্র সকল "রাবিসে" পরিপূর্ণ দেখিয়া আমরা যে বিস্মিত হই, সম্পাদকদিগের বেতন দর্শন করিলে আর সে বিস্ময় থাকে না।" ইংলিসম্যান বড় অযথার্থ কথা বলেন নাই অল্প পয়সায় কাজ সারিবার চেষ্টা দেশীয় দিগের একটী প্রধান রোগ। অল্প পয়সায় কাজ ভাল হয় না এটী অতি অল্প লোকে বুঝেন। বলিতে কি এক ব্যক্তিকে ৩০ টাকা বেতন দিয়া মিলের ন্যায় পোলিটিকাল ইকনমি অথবা বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রস্তাব লিখাইয়া লইবার চেষ্টা করা অপেক্ষা স্থূল বুদ্ধির কাজ আর কি আছে? ৩০টী টাকা লইয়া একজন ভদ্রলোক সংসারের চিন্তা ক'রবে, না, গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত রাজ নীতির দোষ গুণ চিন্তা করিয়া ভাল ভাল প্রস্তাব লিখিবে?

মান্দ্রাজ মিউনিসিপালিটীর প্রেসিডেণ্ট সম্প্রতি এই এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন, যদি কেহ অন্ধ মৃত্যুর রেজিষ্টরি করিতে অসম্মত হন অথবা তদ্বিষয়ে অনবধানতা প্রদর্শন করেন, তাঁহার একশত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইবে। কলিকাতার এইরূপ নিয়ম হইলে জন্ম মৃত্যুর যে তালিকা প্রকাশিত হয়, তাহা সর্ব্বাধিক পরিশুদ্ধ হয় সন্দেহ নাই।

গত জুলাই মাসে ভারতবর্ষ হইতে ২১৮২৪০০ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসর ঐ জুলাই মাসে ১৭৩০৯২০০ পাউণ্ড রপ্তানী হয়। ভারতবর্ষে ক্রমে চা-প্রভৃতিরই চাসের শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছে। ধান্যাদি চাসের সেই সেকেলে অবস্থাই রহিল।

জঙ্গলপুর হইতে ৩ রা আগষ্ট টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ আসিয়াছে, একটী সেতু ভগ্ন হওয়াতে জি আই, পি, রেলওয়ের আরোহীদিগকে অর্দ্ধমাইল পথ হাটিয়া এবং ৭ মাইল টুলিতে যাইতে হইতেছে। এপ্রেলের পূর্ব্বে বোধ হয় সেতুটী পুনর্নির্ম্মিত হইতেছে না।

গত জুলাই মাসে ১৮২৮৯ লোক ভারতবর্ষীয় চিত্রশালিকা দর্শন করিতে যান। দেশীয়দিগের মধ্যে ১৪১৯৬ পুরুষ এবং ২১৮৩ স্ত্রীলোক, ইউরোপীয়ের মধ্যে ১১০ জন পুরুষ এবং ৯২ জন স্ত্রীলোক গমন করেন।

অদ্যকার গবর্ণমেণ্ট গেজেটে দৃষ্ট হইল ঠগী ও ডাকাইতি নিবারণার্থ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেনরলের আফিসের হেড ক্লার্ক বাবু রাজচন্দ্র দাস ৪০ বৎসরের অধিককাল সুখ্যাতির সহিত গবর্ণমেণ্টের কাজ করিয়াছেন বলিয়া গবর্ণর জেনরল সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়াছেন

যশোহরের অন্তর্গত আলীপুর থানার অধীন দেয়াপাড়া হইতে এক ব্যক্তি বরিশাল বান্ধবে লিখিয়াছেন, তথায় পদ্ম বিলা নামে একটী বিল আছে। পদ্মবন থাকাতেই উহার ঐরূপ নাম হয়। একটী বৃদ্ধা মুসলমান জাতীয় স্ত্রীলোক ডোঙ্গা করিয়া উহার মধ্যে গিয়া জলমগ্ন হয়। দুর্ব্বল বলিয়া উঠিতে পারে না, মৃতপ্রায় হইয়া

দাঁড়াইয়া থাকে। ক্ষণকাল পরে এক জলৌকা আসিয়া উহার গলায় এমন করিয়া জড়াইয়া ধরিল যে দুই এক দণ্ডকাল পরেই তাহার মৃত্যু হইল। জলৌকাটী ১৪ হস্ত দীর্ঘ দশ অঙ্গুলী উহার বেড়।

উক্ত ব্যক্তি আরো লিখিয়াছেন, জয়পুর গ্রামস্থ কোন এক পরামাণিক এক কচ্ছপ ক্রয় করিয়া বাটে করিয়া লইয়া যায়। কচ্ছপ শুদ্ধ বাটাইয়া উহার দক্ষিণ কর্ণ কামড়াইয়া ধরে। পরামাণিক যাতনায় উহাকে ঘাট হইতে ফেলিয়া দেয়। কচ্ছপ উহার কর্ণ মূলসহ ছিঁড়িয়া লইয়া জলতলে পতিত হয়। ঐ ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণের চিহ্ন মাত্র নাই।

আমরা এপ্রেল মাসের কলিকাতা জর্ণাল অব মেডিসিন প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব ও একটী ওলাউঠা রোগীর আরোগ্য বিবরণ দৃষ্ট হইল। বর্দ্ধমানে সাংক্রামিক জ্বর সংক্রান্ত প্রস্তাব চলিতেছে। কলিকাতা জর্ণাল অব মেডিসিনে বর্দ্ধমানের জ্বর সংক্রান্ত যে প্রস্তাব লিখিত হইতেছে, বাবু গিরীন্দ্র মিত্র রেলওয়ে হইয়া জলপথ বন্ধ হওয়াই উক্ত জ্বরের অন্যতর প্রধান কারণ বলিয়া যে নির্দ্দেশ করেন, ইহাতেও ঐ মত ব্যক্ত করা হইয়াছে।

হিন্দু রঞ্জিকা বলেন, সাহেবেরা শালী দিগকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করেন। কিন্তু ভগিনী দিগকে স্ত্রী জ্ঞান করেন। আমাদের মহারাণীর স্বামী সম্পর্কে উঁহার ভাই হইতেন। ব্রহ্ম দেশের রাজা সহোদরা বিবাহ করিয়া থাকেন। ইহার কারণ এই, নিজে রাজা হইয়া ভগিনীকে রাণী না করা সঙ্গত হয় না। ভগিনী থাকিতে আর এক জন রাণী হইবে এ কখন সহ্য হইতে পারেনা। বয় কন্যার সম্বন্ধের বিবেচনা বিষয়ে আর্য্যজাতি যেমন আর কোন জাতি এমন নয়।

১১ এ শ্রাবণ বুধবার।

ইংলিসম্যান শুনিয়াছেন, অনরেবল মেলি ও ডরকাউস সাহেব শীঘ্র সিমলা গমন করিবেন। গ্রীষ্মকাল গেল, বর্ষাকালে যাওয়া কেন? সিমলা গমনব্রতটী কোন রূপে প্রতিপালন কি ইহার উদ্দেশ্য?

চাকার যে টাকা চুরি যায় তাহার অনুসন্ধানার্থ ২৪ পরগণার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট বার্ণার সাহেব তথায় গমন করিয়াছেন।

তত্রদেশীয় সংবাদ পত্র সমূহ বলেন, মান্দালয়ে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। শস্যাদির অবস্থা দর্শনে লোকে যে ভীত হইয়াছিল, তাহাদের সে ভয় অপনীত হইয়াছে।

ত্রিহুতে শস্যবহনের জন্য যে সকল টাট্টু আনা হয়, এক্ষণে দুর্ভিক্ষের শেষ হওয়াতে সেগুলি নিতান্ত অল্পমূল্যে বিক্রয় করা হইতেছে। দারজিলিঙ নিউস বলেন, ছয় ভজন টাট্টু ৫০ পঞ্চাশ টাকায় বিক্রীত হইতেছে। একদলের অবিমৃষ্যকারিতায় এই ক্ষতি হইল। হয় ত আর এক দলকে ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। নূতন করের সৃষ্টি করিয়া এ ক্ষতি পূরণ করিয়া লইবার উপযুক্ত লোক আমাদিগের গবর্ণমেণ্টে অনেক আছেন।

ষ্টেট সেক্রেটারি এই আজ্ঞা দিয়াছেন, আলাহাবাদের মিউর কালেজে শারীর বিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। এতদ্ভিন্ন অধ্যাপকের কতকগুলি সবর্ডিনেট করা হইবে, এগুলি এদেশীয়েরা পাইবেন। মাসিক বেতন ২৫০ টাকা, ৫ বৎসরে ৩৭৫ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইবে।

দারজিলিং নিউস বলেন, গত তিন সপ্তাহ অবধি তথায় আকাশের ভাব যেরূপ তাহাতে এবার উত্তম চা জন্মিবে বোধ হইতেছে।

ইণ্ডিয়ান পব্লিক ওপিনিয়নের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, ভূতপূর্ব্ব আমীর আজীম খাঁর পুত্র সর্দ্দার মহম্মদ করিম খাঁ তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে। বোধ হয় তাহার ফাঁসী হইবে। কাবুলে জনশ্রুতি এই, কাবুলের আমীর সিরার আলী খাঁ দুই এক দিনের মধ্যে সৈন্য সহিত কান্দাহারে গমন করিবেন। তিনি মহম্মদ জাকুব খাঁর অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন।

চীন দেশে এই রীতি আছে যদি কোন উন্মত্ত ব্যক্তি তাহার মাতাকে হত্যা করে, তাহার এই দণ্ড হয়, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলা হয়। প্রতিবেশীরা তাহার উন্মত্ততার বিষয় পুলিসে না জানাইলে তাহাদেরও কিছু কিছু দণ্ড হয়।

সম্প্রতি সালকিয়ার এক ব্যক্তি স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিয়া তাহাকে প্রহার করে, প্রহার করিবামাত্র স্ত্রী লোকটী পড়িয়া মরিয়া যায়। ইচ্ছা করিয়া হত্যা করে নাই বলিয়া ঐ ব্যক্তির কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৩ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

গত সোমবার বৈকালে ৯ জন এতদ্দেশীয় এক খানি নৌকা করিয়া গঙ্গায় যাইতেছিলেন, পোর্ট কমিশনরদিগের ষ্টীমারে ধাক্কা লাগিয়া সেখানি জলমগ্ন হয়। সেই সময় একজন ইউরোপীয় গঙ্গা পার হইতেছিলেন, তিনি একজনকে তুলিয়া লন, আর আর কয়েক জনের কি হইল জানা যায় নাই।

গত সোমবার প্রাতঃকালে একখানি নৌকা হাবড়া হইতে পার আসিতেছিল, উহাতে ১৪ জন আরোহী ছিল, ষ্টীমারে ধাক্কা লাগিয়া সেখানি জলমগ্ন হয়, ১১ জনকে তুলিয়া লওয়া হয়, ৩ জনকে পাওয়া যায় নাই। ষ্টীমারে ধাক্কা লাগিয়া মধ্যে মধ্যে নৌকা মারা পড়ে, গবর্ণমেণ্ট তাহার নিবারণার্থ যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। ইহার নিমিত্ত বিশেষ বিধি করা উচিত।

২৫ এ জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ১৮৫ জনের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২০৫ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। এসপ্তাহে মৃত্যু সংখ্যা ২০ কম হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫ জনের ওলাউঠায় ৮৫ জন জ্বরেএবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য কারণে মৃত্যু হয়।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—" ডায়মণ্ডহারবর সবডিবিজনের স্থানে স্থানে দরিদ্র প্রজাদিগের অত্যন্ত অন্ন কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষতঃ এখন পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি না হওয়াতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ হয় নাই। বর্ষার আধিক্য হইলে প্রজাদিগের কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না।"

নদীয়া জেলা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—" নাটুহসিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সার জর্জ কাম্বেল সাহেবের সংস্থাপিত নূতন প্রেসিডেন্সি কালেজের ফ্রক বাড়ির মূল্য স্বরূপ ৪০০০ চারি সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত বাবু দান বিষয়ে মুক্তহস্ত হইয়াছেন। শুনিলাম, উক্ত পালচৌধুরী গত জুন মাসে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদের সাহায্যার্থ একবারে ১০০০ এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বীর বাটীতে দীন দুঃখী ও অন্ধ ব্যক্তিগণকে নিত্য আহার দিতেছেন। ইহাঁর সংস্থাপিত স্কুলটীর দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

২২ এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

প্রিন্স বিসমার্কের গ্লানি করা অপরাধে ডাক্তার ইওরালডের ৩ সপ্তাহ কারাদণ্ড হইয়াছে।

চেষ্টার কোরাণ্ট নামক সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, ওয়েবার্টনে ৮ বৎসর বয়স্ক একটী বালকের মৃত্যু হয়। মৃতদেহ পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে, অতিরিক্ত পান দোষই ঐ বালকটীর মৃত্যুর কারণ। আট বৎসরের ছেলের এরূপ পানদোষের কথা ত কখন শুনা যায় নাই। আমাদিগের অকালমৃত নব্য বাবুদিগের দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও এই সিদ্ধান্ত হইয়া উঠে।

অতিবৃষ্টি নিবন্ধন বোম্বাইর অনেক গুলি গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। মালাবার উপকূলেও বৃষ্টি নিবন্ধন অনেকগুলি সেতু ভাসিয়া গিয়াছে। কারাওয়ানে অনেক গৃহ ভূমিসাৎ হওয়াতে বহুসংখ্য লোক নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণে কয়মণি এবং কিলিয়র নদী প্লাবিত হইয়া বহুসংখ্য গৃহ ও বৃক্ষাদি ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

সেদিন সওনস্থ স্কচদিগের পশুগণের প্রতি অত্যাচার নিবারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন দিবসে আর্থর ষ্টুবিলিয়াম নামক এক ব্যক্তি এক নূতনবিধ প্রস্তাব করিয়া সভ্যগণকে হতবুদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন, পশুগণের প্রতি অত্যাচার নিবারণ যদি সভার উদ্দেশ্য হয়, উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোকেরা ঘোড় দৌড় এবং কপোত হরিণ বরাহাদি শীকারে যে আমোদ করেন সভার তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত কর্ত্তব্য। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া থাকে, অতএব অগ্রে ইহাঁদিগের পশুজাতির প্রতি দয়া ভাবের উদ্রেক করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। সভ্যগণ বিদ্রূপ দেখিয়া পূর্ব্বে নোটিশ দেওয়া হয় নাই এই আপত্তি করিয়া প্রস্তাবটী গোলমাল করিয়া দিয়াছেন।

কচের রাওয়ের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান মাসিক হাজার টাকা বেতনে বরদার সেসন জজ হইয়াছেন।

কাপ্তেন হল নামক যে ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া গুজরাটে তিন জন দেশীয় শওয়ারকে গুলি করিয়া হত্যা করেন, তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠান হইতেছে। তিনি সেখানে আপাততঃ পাগলা গারদে থাকিবেন। ইউরোপীয় ও এদেশীয়ের হত্যা ঘটনায় কারাগারে প্রেরিত হইলে প্রায়ই হত্যাকারীর উন্মত্ততা অথবা হত ব্যক্তির মহৎ বুদ্ধিরূপ কারণের ভাণ শুনিতে পাওয়া যায়। এস্থলে যদি ঐ রূপ কারণ ঘটিয়া থাকে, হত্যাকারীকে দুই এক সপ্তাহ গারদে রাখিয়া পেন্সন দিলেই ঐ রোগের শান্তি হইবে।

বঙ্গদেশের নবাব নাজিমের ন্যায় পদ্ম কোটার রাজাও ঋণ জালে বিলক্ষণ জড়াইয়া পড়িয়াছেন। রাজা যাহাদের নিকট ঋণী, পোলিটিকাল এজেণ্ট তাহাদিগকে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অথবা উকীল দ্বারা তাহাদের প্রাপ্য বিষয় আদালতে আজ্ঞা দিয়াছেন। ব্যসনাসক্তিই এদেশের ঐশ্বর্য্যবানদিগের বড় বিপদের কারণ।

ষ্টিয়র শুনিয়াছেন ইংলিসম্যানের সম্পাদক বাক্লে সাহেব কিছুদিনের বিদায় লইয়াছেন। জে, ডবলিউ করেল সাহেব তাঁহার প্রতিনিধি হইয়াছেন। করেল সাহেব বহুকাল অবধি ইংলিসম্যানে লিখিয়া আসিতেছেন।

কলিকাতায় ব্রজ, কামিনী এবং পক্ষীমণি বেওয়া নামক যে তিনজন অলঙ্কারের লোভে দুর্গামণি দাসী নামক একটী বালিকার হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হয়, এবং যে মকদ্দমা দায়রায় সোপর্দ্দ হইয়াছিল, গত কল্য হাইকোর্টের ফৌজদারী সেসনে উহার বিচার হইয়া বিশেষ জুরির বিচারে উহারা মুক্তি লাভ করিয়াছে। বারিষ্টর নর্থ এলেন সাহেব আসামীর এবং কাউন্সিল কেমেণ্ড এবং মাগ্রিগর সাহেব করিয়াদির পক্ষ সমর্থন করেন। কগ্‌স্‌ ওয়েল সাহেব জুরর্‌দিগের অগ্রণী ছিলেন। এই মকদ্দমা শুনিবার জন্য আদালত লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল কিন্তু জুরির রায় শুনিয়া দর্শকগণ অতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হন।

গত শনিবার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্যারীচরণ দাস ও সার্কিস উভয়ে বিবাদ হয়। সার্কিস ঐ ব্যক্তিকে প্রহার করে, প্যারী পকেট হইতে একখানি "হেয়ার" বাহির করিয়া তদ্দ্বারা উহার গলায় আঘাত করে। অনতিবিলম্বেই তাহার মৃত্যু হয়। প্যারীও পলায়ন করে। সেই দিন রাত্রি ১১ টার সময় সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ইউনান এবং ইনস্পেক্টর মোরিয়াটি সাহেব শাঁখারিটোলায় একবাটীতে হত্যাকারীকে ধৃত করেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, গোটি কানিত কোম্পানি কানিতের চাউলের কলটী উঠাইয়া দিয়া তথায় পাটের কারখানা করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এটী সৎ পরামর্শই হইয়াছে। চাউলের কলে কতকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ হইল মাত্র।

২৩ এ শ্রাবণ শুক্রবার।

গত বুধবার লাভ মহাত্মক ঢাকায় উপনীত হন। তিনি মটকোর্ড হাসপাতাল ও বাদুলালয় দর্শন করিয়া লালবাগে যান। রাত্রিতে রোটাস নামক জাহাজে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত একত্র আহার করেন। বৃহস্পতিবার পিলখানা কালেজ এবং ঢাকার অন্যান্য বিদ্যালয় দর্শন করেন। সন্ধ্যাকালে তত্রত্য জলের কলের মূল প্রস্তর প্রোথিত করেন। রাত্রিতে খাজে আবদুল গণির বাটীর মজলিসে যান। অদ্য প্রাতঃকালে আসাম যাত্রা করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। গত ৫ ই আগষ্ট অনরেবল নারায়ণ দাদুসেবের বাটীটী অকস্মাৎ পড়িয়া গিয়া, তাঁহার এবং আর কয়েক জনের মৃত্যু হইয়াছে। এই ঘটনার অনেক দিবস পূর্ব্বে ইনি বোম্বাই কাউন্সিলের একজন সভ্য হইয়াছিলেন।

কারাগ দোস্ত নামক সে একজন পোষ্ট কণ্ট্রাক্টের পেয়াদা রেজিষ্টরি করা চিঠি হইতে নোট চুরি করা অপরাধে অভিযুক্ত হয়, কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার ৩ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। ইহার প্রতি ৬ টী অপরাধের অভিযোগ করা হয়, একটীর এই দণ্ড হইল, আর পাঁচটীর এখনও বিচার হইতেছে। হারাগ বড় পাকা লোক! কতক গুলি চাতুরের সর্ব্বনাশ করা মত। তাহারা বলে, একবারে সমুদায় গিলিয়া ফেল। মনিব যদি টানাটানি করে, বড় জোর গুঁচিটে বাহির করিয়া লইবে, অন্ততঃ ডাল পালা গুলো উদর মধ্যে থাকিয়া যাইবে। বোধ হয়, হারাগ সেই দলের লোক।

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও প্রথম আর্ট পরীক্ষা ৩০ এ নবেম্বর এবং বি, এ, পরীক্ষা ২৮এ ডিসেম্বর হইবে। ৩১ এ অক্টোবরের মধ্যে প্রথম দুই পরীক্ষার এবং ২৮ এ নবেম্বরের মধ্যে বি, এ, পরীক্ষার আবেদন পাঠাইতে হইবে।

গোলাঘাটের অতিরিক্ত সবকারী কমিসনর লিখিয়াছেন শালিধান্য কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইতেছে, এবং ব্রহ্মপুত্র নদের জলবৃদ্ধি হইয়া মাজুলী এবং আর তিনটী বিভাগের আশুধান্য এককালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বস্তুতে এবার আশুধান্য উত্তমরূপ জন্মিবে বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি কোন ব্যাঘাত না ঘটে, এত শস্য জন্মিবে যে বহুকাল সেরূপ জন্মে নাই।

ওভেলোয়ের চতুর্দ্দিকে পানীয় জল পাওয়া যায় না। গত সেপ্টেম্বর মাস অবধি তথায় বৃষ্টি হয় নাই। অনেক স্থানেই এবার পানীয় জল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

ওভেলোয়ের এক ডাকাইত বাহার বাটীতে ডাকাইতি করে, মশালের দ্বারা তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিয়াছিল বলিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার ১০ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। ডাকাইতদিগের ডাকাইতী অপরাধ ভিন্ন উহাদিগের নিষ্ঠুরতার স্বতন্ত্র দণ্ড হইলে বোধ হয় নিষ্ঠুরতার অনেক হ্রাস হয়।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

৪	টাকা	শতকরা	১০৪।—১০৪।৵০
৪৪	"	"	১০৪।—১০৪৸
৪৪	"	"	১০৫৸—১০৫৸৵
৪৪	"	"	১০৫।০—১০৫।৵০
৫৪	"	"	১১০।০—১১০।৵০

১৪ এ শ্রাবণ শনিবার।

কশীয়ার সম্রাট তাঁহার কুলাঙ্গার ভ্রাতৃপুত্র ডিউক নিকোলাসকে যাবজ্জীবন ককেসস্ পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। খিবা যুদ্ধে তিনি বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে যে সম্মানসূচক দেওয়া হয়, তাহাও কাড়িয়া লইয়াছে।

যাহাতে স্ত্রীলোকেরা পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় স্বাধীন ভাবে মত ব্যক্ত করিতে পারেন, তদ্বিষয়ক একটী আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত হইয়াছে। ডিসরেলি সাহেব এই বিলের পোষকতা করেন, এই অনুরোধ করিয়া ইংলণ্ডের ১৮ হাজার স্ত্রীলোক স্বাক্ষর করিয়া তাঁহার নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। ডিসরেলি সাহেবের উহার অনুমোদন করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে সভ্যতার অপমান করা হইবে।

কিছু দিন হইল একজন লবণের বণিক রেবেনিউবোর্ডের নিকট ভূমিপথে লইয়া যাইবে বলিয়া পাঁচ শত মণ লবণ খোলসা দিবার পরওয়ানা প্রার্থনা করে। পরওয়ানা প্রাপ্য হয়, কিন্তু সে তাহা লইয়া যায় নাই। পরে সে নৌকা করিয়া লবণ চালান দেয়। বালীর মিষক চৌকীতে গমন করিলে তাহাকে পরওয়ানা দেখাইতে বলা হয়। সে বলে উহা বোডে রহিয়াছে। বালীর সব ইনস্পেক্টর উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান দেন। বণিকের পাঁচশত টাকা এবং চারি জন মাঝির ৩০০ টাকা করিয়া জরিমানা হইল। লবণ জ্রোক করা হইল এবং নৌকাখানি বিক্রয় করিয়া ফেলা হইল। ঘটনাটী দুর্বোধ বটে। বিষয় বুদ্ধি না থাকিলে এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে আমাদিগের একটী গল্প মনে হইল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এক ব্রাহ্মণকে কিছু ভূমি দান করেন। একখানি সনন্দ লিখিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিলেন। ব্রাহ্মণ বাটী চলিলেন। পথি মধ্যে নদী পার হইতে হয়। নদীর নিকটে গিয়া ব্রাহ্মণের ধন্দ করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিলেন, স্নান করিয়া অপবিত্র কাগজ কেমন করিয়া স্পর্শ করিবেন। শেষে এই স্থির হইল, সনন্দের পাঠটী অভ্যাস করিয়া কাগজখানি ছিঁড়িয়া ফেলা হউক। তাহাই করা হইল। গমস্তার কাছে গিয়া সেই সনন্দের ভূমি চাহিলেন। গমস্তা সনন্দ দেখাইতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ সনন্দের পাঠ আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। গমস্তা হাসিয়া কহিলেন আপনি উত্তম সনন্দ আনিয়াছেন, এ সনন্দে ভূমি পাওয়া যায় না।

আমাদিগের পত্র প্রেরকেরা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিবার অনুরোধ জানাইয়া নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি আমাদিগের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। "কলিকাতা ও রামনগর ৩৭ ক্রোশ। তথা হইতে মাটুদহ ডাক ঘর ৫ ক্রোশ। একুনে ৪২ ক্রোশ। তন্মধ্যে ৩৭ ক্রোশ শিয়ালদহ হইতে রামনগর পর্য্যন্ত রেলওয়ে রাস্তা আছে। ইহাতে কলিকাতার পত্রাদি কি নিয়মে পাইতে পারা যায়? সোমবারের সোমপ্রকাশ শুক্রবারে সন্ধ্যার সময় প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এক আধ বার নয়, প্রতি বারের সংবাদ পত্র এই নিয়মে আমাদিগের হস্তগত হয়।" এরূপ হইবার কারণ কি? ডাক ঘরের কর্ত্তৃপক্ষের এবিষয়ের অনুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা সময়ে সময়ে শুনিতে পাই, মফস্বলের কোন কোন ডাক ঘরের তেপুটী পোষ্ট মাষ্টারেরা সমাচার পত্র খুলিয়া পড়িয়া থাকেন।

তাহাতেই যাহাঁর কাগজ, তাঁহার পাইবার বিলম্ব হয়। প্রস্তাবিত স্থলে সেরূপ কোন ঘটনা হয় নাই ত?

" শান্তি রক্ষা করা পুলিসের প্রধান কার্য্য কিন্তু এই ভারতবর্ষ হারবরের অন্তর্গত খাটেষরা একটী ক্ষুদ্র গ্রাম, ইহাতে গত ৮।৯ মাসের মধ্যে অনুমান ৮।৯ টী সিঁধ হইয়া গিয়াছে।"

" হুগলী প্রদেশের বেতা, বড়পু, মুবাড়, নারায়ণপুর, বাদমান্, মূলগ্রাম, কাঞ্চনতলা, কাদিপাড়া, মহেশ্বরপুর, নবাশন, আম ডিয়া প্রভৃতি গ্রাম সমূহে আমি কখন কখন যাতায়াত করিয়া থাকি। বলে খালীর থানার পথ হইতে এই সকল গ্রাম পর্য্যন্ত একটীও সুগম পথ নাই। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত না থাকাতে তত্রত্য জন সমূহ অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেছে। এক্ষণে বঙ্গদেশ ও বেহারের সর্ব্বত্র রিলিফ ওয়ার্ক আরম্ভ হইয়াছে, দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের সেই দুঃখ প্রকাশার্থ একান্ত উৎসুক হইয়াছেন। তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে, যদ্যপি রিলিফ ফণ্ড, কিম্বা রোডসেস্ ফণ্ডের খরচ হইতে মওজাস্, বেতা, কুকুড়ি, এবং সনহাটি হইতে বাদমান্ পর্য্যন্ত, একটী শাখা পথ আরম্ভ করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের চির দুঃখ মোচন, এবং যে সকল লোক এই দুর্ভিক্ষ সময়ে কষ্ট পাইতেছে, তাহাদিগেরও দুঃখ নিবারণ ও প্রাণ রক্ষা হইতে পারে।"

বাবু শিবচন্দ্র সরকার এই দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রজাদিগের হিতার্থ ১০।১২ টী পুষ্করিণী খনন করাইয়াছেন। ময়ূরাক্ষী নদীর প্লাবন নিবারণ নিমিত্ত ঐ নদীর ধারে ধারে বাঁধ দিয়াছেন, এবং নিজ গোলা হইতে ধান্য দিতেছেন ও আপনি জামীন হইয়া দেওয়াইতেছেন, আর যে সকল প্রজার হালের গরু নাই তাহাদিগকে গরু কিনিয়া দিতেছেন।

যশোহরের অন্তর্গত খুলনা উপবিভাগের মধ্যগত ঈশ্বরীপাটী দেবীপুর শ্রীরামপুর মেহের পুর যোগলডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামের লোক দিগের অতিশয় অসুখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপাত একান্ত আবশ্যক।

বসুরহাট হইতে এক ব্যক্তি এইরূপ আক্ষেপ করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, ঐ উপবিভাগের অন্তর্গত যে সকল গ্রাম আছে, তত্রত্য লোকদিগের বিদ্যা শিক্ষাদি সৎ বিষয়ে অনুরাগ নাই, সুরাপানাদি অসৎ ক্রিয়ায় বিলক্ষণ অনুরাগ আছে। আজি কালি বঙ্গদেশের অধিকাংশ গ্রামের এই অবস্থা। সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, সম্পাদকেরা কোন্ অঙ্গে ঔষধ দিবেন?

এক ব্যক্তি বগুড়ার কোন কোন রাজপুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা প্রসঙ্গ করিয়া এই ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন " আমরা অত্যাচার সহ্য করিবার জন্যই বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। তাহা তআমাদের সঙ্গের সঙ্গী। এখানে কত উকীল বাবু ও মোক্তার বাবু মাথাত খাইলেন, অপমানিত হইলেন। আমরা বাঙ্গালীর ছেলে, পিট পাতিয়ে রয়েছি। নৈমিত্তিক কাজে আক্ষেপ বা অনুতাপ কি?"

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্যাদির অবস্থা সংক্রান্ত যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, সাধারণ্যে তাহা সন্তোষকর। যে সকল স্থানের ভূমি প্লাবিত হইয়াছিল তথায় পুনর্বার বীজ বপন করা হইয়াছে এবং ফতেগড় আলীগড় মোরাদাবাদের স্থানে স্থানে ভিন্ন অন্যত্র বড় ক্ষতি হয় নাই। বিজনোর এবং বেরিলির নিম্ন ভূমিতে তুলার কতক অনিষ্ট হইয়াছে।

৩১ এ জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের কৃষিবিভাগের কৃত শস্যাদির অবস্থা বিষয়ক রিপোর্টে জানা যায়, আবৎ বিভাগের শস্যের অবস্থা সাধারণে সন্তোষকর। দক্ষিণ ও মধ্য বাঙ্গালায় অল্প বৃষ্টি নিবন্ধন যে আশঙ্কা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা পরিমাণে তাহা নিবারিত হইয়াছে। পঞ্জাবের মধ্যে মুলতানে যেরূপ বৃষ্টি হইয়াছে, বহুকাল সেরূপ হয় নাই। বাঙ্গালা দেশের বিষয়ে বিশেষরূপে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, এসপ্তাহে সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এমন সময় যেরূপ বৃষ্টি হয় তদপেক্ষা কম হইয়াছে। বর্দ্ধমান এবং ছোটনাগপুরে এত কম বৃষ্টি হইয়াছে যে আমি শস্যের ক্ষতি হইয়াছে এবং আমন ধান্য রোপণেরও ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। গত দুই তিন দিবস ধরিয়া কলিকাতার চতুর্দ্দিকে যে বায়ু বহিয়াছিল তাহাতে অনেক উপকার হয়। বৃষ্টির অল্পতা এবং জলপ্লাবন নিবন্ধন যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলিলেও তাদৃশ ধান্য মন্দ জন্মে নাই। কোন কোন স্থানে উত্তম জন্মিয়াছে, কোন কোন স্থানে যেরূপ আশা করা গিয়াছিল, সেরূপ জন্মে নাই বটে কিন্তু ধরিতে গেলে সর্ব্বত্র শস্যের অবস্থা ভাল, বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সকলে। সাধারণের বিশ্বাস এই, পর্জ্জন্যদেব যদি শেষ কুলাইয়া দেন, অতি উত্তম শস্য জন্মে। নিম্নাঞ্চলে পাট কাটা হইতেছে, পাট উত্তম জন্মিয়াছে। জলপ্লাবন নিবন্ধন শস্যাদির যেরূপ ক্ষতি হইবার ছিল বলিয়া ভীত হওয়া গিয়াছিল বাস্তবিক তত দূর ক্ষতি হয় নাই।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৩রা আগষ্ট। শ্রীযুক্ত টি, টি, এলেন সাহেব কিছুদিনের নিমিত্ত পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত এচ, টুইডি সাহেব কিছুদিনের জন্য হুগলীর দ্বিতীয় অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত টি, ওয়াল্টর কিছু দিনের জন্য ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ, এচ, ডি, অরে সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত জে, এফ, কে, ষ্টেউইট সাহেব কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে [illegible] ষ্টেট এবং কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ, সি, [illegible] দিনের জন্য চম্পারণের মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

৪ঠা আগষ্ট। মুন্সেফ বাবু অমৃতলাল পাল সাওতাল পরগণার অন্তর্গত দুমকায় রহিলেন।

মালদহে বিশেষ কার্য্য ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর বাবু হেমচন্দ্র

৮০ ১৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালে ক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ডিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

৩১ আগষ্ট। আর, এম টাউন্সর্ বি, এ, সি এস, প্রথম শ্রেণীতে সিবিলসর্ভিস জজ আদালতের জজ হইলেন।

মৌলবী সায়দ আবদুল্লাহ মৃত্যু হওয়াতে নিম্নস্থ বিচারপতিদিগের নিম্নলিখিত রূপ পদোন্নতি হইল।

প্রথম শ্রেণীতে পয়লা সুবডিবেট জজ মৌলবি এমদাদআলী।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে—৮ মাহের সুবাডবেট জজ বাবু গঙ্গাচরণ সরকার।

তৃতীয় শ্রেণীতে ত্রিপুরার সুবডিবেট জজ বাবু উমাচরণ কাঞ্জিলাল।

মেজকোলার মুন্সেফ বাবু নন্দকুমার বসু চতুর্থ শ্রেণির সুবডিবেট জজ হইলেন।

৪ ঠা আগষ্ট। বাখরগঞ্জের সবডেপুটী কলেক্টর বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসাক তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মুন্সেফ বাবু অমৃতলাল পাল বিবি সাওতাল পরগণার হয়াছেন, প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩০ এ জুলাই। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক ডিস্কাউণ্ট শতকরা ৩ টাকা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে অদ্য ১৬০০০০ এবং গত কল্য ২৮৮০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৩১ এ জুলাই। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ফ্রান্সের জন্য ৩৪৭০০০০ টাকা লওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ১ লা আগষ্ট। সার চারলস ষ্টেবলি বোম্বাই কাউন্সিলের অন্যতর সভ্য হইয়াছেন।

লণ্ডন ৩রা আগষ্ট। ভূমধ্যস্থ সাগরস্থ ব্রিটিশ সেনাদলকে বাসিলোনায় যাইতে আজ্ঞা করা হইয়াছে।

তথায় প্রজা রক্ষার্থ জর্ম্মণির সেনাদল উত্তর স্পেনে যাইতেছে।

লণ্ডন ৩রা আগষ্ট সন্ধ্যাকাল। অদ্য ভারতবর্ষের রাজস্ব সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটী বলেন, তাঁহাদের প্রথমে এই সংস্কার ছিল, যে ভার ইংলণ্ডের বহন করা কর্ত্তব্য তাহা অন্যায় করিয়া ভারতবর্ষের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তাঁহারা সাক্ষীদিগের মুখে যেরূপ শুনিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের এই বিশ্বাস হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন ইংলিস ডিপার্টমেণ্টের ইচ্ছা নয় যে অন্যায় পূর্ব্বক ভারতবর্ষের স্কন্ধে কোন ভার নিক্ষেপ করেন। যে কোন বায়ভারের সহিত ভারতবর্ষের কোন স্বার্থ সম্বন্ধ নাই, সে ব্যয় দানে অস্বীকার করিবার ষ্টেট সেক্রেটারিরও ক্ষমতা আছে।

আমাদিগের পঞ্জাবসীমা—ডেরা এস্মাএলখাঁস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। অদ্য শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ, বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেই বর্ষাবাজ বিশেষরূপে রাজত্ব করিতেছেন। এই বর্ষার জলে দুর্ভিক্ষানলও নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছে। সমতল পঞ্জাবে প্রায় বর্ষা নাই, গ্রীষ্ম ও শীত এই দুই ঋতুরই একাধিপত্য। গত বৎসর এ সময়ে এখানে প্রায় এক দিনও বৃষ্টি দেখি নাই, কিন্তু এ বৎসর আজি কালি আমরা যেন বর্ষাপ্রধান বঙ্গদেশে রহিয়াছি। এই শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহেই এখানে প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ হইয়াছে। এখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আরও অধিক বারিবর্ষণ হইবার সম্ভাবনা আছে। শুনিলাম এরূপ বর্ষা এখানে অনেক কাল হয় নাই। এই বর্ষায় এখানকার কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উপকার হইবে। আষাঢ় মাসেও দুই দিন দুই পসলা বৃষ্টি হইয়াছিল। গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরে এখানে প্রায় এক দিনও "লু" চলে নাই।

২। ২৭ এ ও ২৮ এ আষাঢ় সন্ধ্যার পর উত্তর পশ্চিম কোণে এখানে আমরা ধূমকেতু দর্শন করিয়াছি। ক্ষুদ্র ও তাদৃশ উজ্জ্বল নহে। এখানকার লোকে একে কুসংস্কারাপন্ন, তাহাতে এই ধূমকেতু দর্শন করিয়া কোন দৈব দুর্ঘটনা হইবার আশঙ্কা করিতেছে। তৃতীয় ভাগ চারুপাঠে বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত জ্ঞানী ও অজ্ঞানের সুখের তারতম্য প্রস্তাবে যথার্থই লিখিয়াছেন যে স্থলে অজ্ঞানেরা নানা ভয়ের আশঙ্কা করিয়া অসুখী হয়, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা সেস্থলে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করেন। দুই জনে একত্রকালে এক স্থানে স্বর্গ ও নরক উভয়ই দর্শন করেন।

৩। উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবে যে সকল বাঙ্গালী আসিয়াছেন বা অবস্থিতি করিতেছেন তাঁহারা খরমুজ নামক ফল ভক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু এখানে যেরূপ সুমিষ্ট উৎকৃষ্ট খরমুজ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, অন্য কোন প্রদেশে সেরূপ দেখি নাই। কাবুলের প্রসিদ্ধ সর্দ্দা যেরূপ সুমিষ্ট ও সুস্নিগ্ধ, এখানকার খরমুজও প্রায় সেরূপ সুমিষ্ট ও সুস্বাদু। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে এখানকার লোকে প্রায় খরমুজ খাইয়াই দিনপাত করে। আজি কালি এখানে আঙ্গির নামক দুমুর জাতীয় এক প্রকার ফল যথেষ্ট উৎপন্ন হইয়াছে। এখানকার লোকে এই ফলও আনন্দের সহিত ভক্ষণ করে। উহা দুটির উপকরণ হয় কিন্তু বাঙ্গালীর উপযোগী আম্র ও তদকারি এখানে কিছুই নাই, সুতরাং আমাদের পক্ষে এস্থান বড় কষ্টদায়ক।

৪। এবার সিন্ধুনদ এরূপ স্ফীতি হইয়াছে এবং ডেরাইস্মাইল খাঁর ছাউনীর দিকের কূল এরূপ ভাঙ্গিতেছে যে এখানকার সকলেই এই আশঙ্কা করিতেছেন যে যদি নদের আরও বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে ছাউনীর ও নগরের অনিষ্ট হইবে। পূর্ব্বে নাকি ডেরাইস্মাএল খাঁ নদের নিকট ছিল, জলস্রোতে ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে বর্ত্তমান নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন নগরের আর চিহ্নমাত্রও নাই। ডেরা ফতেখাঁও পূর্ব্বে একটী সমৃদ্ধি সম্পন্ন প্রসিদ্ধ নগর ছিল, সিন্ধুনদের প্লাবনে ইহার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এখন দেখিলাম ডেরা ফতেখাঁ একটী বৎসামান্য গ্রামরূপে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বসমৃদ্ধির চিহ্ন মাত্রও নাই।

৫। সৈনিক পুরুষদিগের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র। ইহাদের যেমন অন্যের প্রাণের উপর দয়া মাই আপনাদের প্রাণের উপরও সেইরূপ দয়া মাই। কএকদিন হইল ডেরাগাজী খাঁর এক জন কাপ্তেন সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত সামান্য কারণে মনোমালিন্য হওয়াতে দুঃখের ভার রুদ্ধ করিয়া বন্দুকের দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছে। ডেরাইস্মাইল খাঁরও একজন সিপাহী কোন সামান্য কারণে ঐরূপে আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। গুলি উরুদেশ করিয়া চলিয়া গেল সুতরাং মৃত্যু হয় নাই। হাঁসপাতালে নীত হইয়া চিকিৎসার অধীনে রহিয়াছে। সৈনিক পুরুষদিগের এরূপ ঘটনা প্রায় মধ্যে মধ্যে শুনা যায়।

৬। এই সময়ে সিন্ধু নদের জলবৃদ্ধি হইয়া প্রায়ই প্রতিবৎসর দুর্ঘটনা ঘটে এবারও কএক

দিন হইল এক খানি নৌকা জলমগ্ন হওয়াতে অনেক গুলি মনুষ্যের মৃত্যু হইয়াছে।

৭। মুলতানের সিবিল বিভাগীয় এগজিকি উটীভ এঞ্জিনিয়র লালা নারায়ণ দাস মুলতান হইতে বদলি হইয়াছিলেন। তাঁহার স্থানে এক জন সাহেব আসিয়াছিলেন, সাহেব বদলি হইয়া গিয়াছেন। লালা নারায়ণ দাস পুনরায় মুলতানে আসিয়াছেন। তিন মাসের মধ্যে নারায়ণ দাসকে তিন স্থানে বদলি করা হইল। এক স্থানে এক মাসেরও অধিক থাকিতে পান নাই। এরূপ হইলে কোন ব্যক্তি সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিতে পারে না, এক স্থানে অন্যূন এক বৎসর না থাকিলে কোন ব্যক্তি সে স্থানের কার্য্য সুন্দর রূপে বুঝিতে পারেন না। এইরূপেই দেশীয় লোকের দুর্নাম হয়।

৮। সিন্ধু উপত্যকার রেলওয়ের কার্য্য শতদ্রুর সেতু ব্যতীত মুলতান হইতে তাওলপুরের নিকট খানপুর নামক স্থান পর্য্যন্ত প্রায় শেষ হইয়াছে। এই অংশটী শীঘ্র খুলিতে পারে।

৯। পঞ্জাবের প্রধান প্রধান নগরে দেখিয়াছি এখানেও দেখিলাম কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে প্রথমে প্রতিবাসী ও আত্মীয় স্বজনগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মহল্লার পর্য্যন্ত শবের সহিত যায়। যাহাদের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে তাহারা শ্মশান পর্য্যন্ত গমন করে। তার পর কএকদিন ধরিয়া মৃত ব্যক্তির পিতা মাতা বা বিশেষ আত্মীয়ের নিকট সকলে দুঃখ প্রকাশ করিবার জন্য গমন করে। ইহা এ অঞ্চলের অবশ্য পালনীয় রীতির মধ্যে হইয়া গিয়াছে।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

১। এবারে বীরভূমের যে কতস্থানে ডাকাইতি হইয়া গেল, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। শুনিয়াছি কয়েক মাস মধ্যে ৪০। ৫০ টী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। এ সব কার্য্য কি কর্তৃপক্ষের গোচর হয়?

২। বনয়ারী আবাদের মহারাজ এ দুঃসময়ে অনেকগুলি কার্য্য করিলেন। তাহাতে এ অঞ্চলের লোকের অন্নকষ্ট নিবারিত হইয়াছে। সংপ্রতি প্রায় দুই শত অনজীবী লোক বনয়ারী আবাদের রাস্তার কার্য্য করিতেছে।

৩। এদিকে বৃষ্টি একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভূমি শুষ্ক, চাষা মৃতপ্রায়। বুঝি বা আগামী বারেও দুর্ভিক্ষ হয়।

৪। বনয়ারীআবাদে বিসূচিকা পীড়া দেখা দিয়াছে।

১৮ ই শ্রাবণ
১২৮১

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয়সমীপেষু।

বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী।

মহাশয়! বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী লইয়া যে এক বিষম বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমার যে কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সাধারণের গোচর করিবার ইচ্ছা হইল। এই কারণে আমি সোমপ্রকাশের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। শিক্ষাকার্য্যের ডাইরেক্টর আটকিনসন সাহেব সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে প্রাকৃতিক ভূগোল ও মেন্সুরেশন প্রভৃতি প্রবেশিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ঢাকা কালেজের অধ্যক্ষ লব্ সাহেব প্রভৃতি অনেক বিজ্ঞ লোকে ইহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন ইতিপূর্ব্বে যে সকল বিষয় প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী বালকদিগের পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে একে ত তাহাই তাহাদের পক্ষে ভার স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে, আবার পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের স্মৃতশক্তিকে ভারাক্রান্ত করা উচিত হয় না।

আমার বিবেচনায় পাঠ্য কিম্বা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেই স্মৃতি শক্তিকে ভারাক্রান্ত করা হয় না। পাঠনার দূষিত রীতিই সেইরূপ বোধ হইবার কারণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠনা ও পরীক্ষার রীতি দেখিয়া আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে ইহাতে যত সময় যায় হয়, ফল তাহার দশভাগের এক ভাগও হয় না। আমার বিশ্বাস এই প্রবেশিকা পরীক্ষার যে সকল বিষয় ও যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সময়ের মধ্যে তদপেক্ষা দশ গুণ অধিক বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া যায়, অথচ বালকেরা আপনাদিগকে ভারাক্রান্ত বোধ করে না। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে যে অপচয় সময়ের অপব্যয় হয়, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

পঠদ্দশা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সংসারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একজন যুবাপুরুষের মনে কি কি পদার্থের সঞ্চয় করিয়া দেওয়া উচিত এই প্রশ্ন উদিত হইলেই এই মনে হয় যাহা সর্ব্বাগ্রে তাহার চিন্তাশক্তির উন্মেষ হয় এবং যাহাতে সে সকল বিষয়ে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে সক্ষম হয় তাহার উপায় করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সচরাচর লোকে বলিয়া থাকেন বাল্য ও যৌবন বিষয় সংগ্রহের সময় এবং প্রৌঢ়াবস্থা সেগুলির পরিপাক করিবার সময়। এ কথা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। সংসারে প্রবিষ্ট হইলে নানা কার্য্যে ব্যস্ততা নিবন্ধন লোকের আর নূতন নূতন বিষয় সংগ্রহের সময় থাকে না। অতএব এই অর্দ্ধ ২৫ বৎসর এই কালের মধ্যে যত জ্ঞাতব্য বিষয় মনুষ্যের মনে সংগ্রহ করা সম্ভব তাহার সংগ্রহ করিয়া দেওয়া উচিত। আর এরূপ শক্তিরও সঞ্চয় করিয়া দেওয়া উচিত যে প্রৌঢ়াবস্থায় নিজের নানা প্রকার বিষয় সংগ্রহ করিবার সামর্থ্য জন্মে।

এক্ষণে বক্তব্য এই, চিন্তাশক্তির উন্মেষ ও তদুপযুক্ত বিষয় সংগ্রহ এই দুই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংখ্যা বৃদ্ধিতে তত আপত্তি নাই কিন্তু সেগুলি বালকদিগের কেবল স্মৃতি শক্তির গ্রাহ্য করিয়া না দিয়া তাহাদের চিন্তাশক্তির গ্রাহ্য করিয়া দেওয়া উচিত। বিষয় গুলিকে পরস্পর অসংলগ্ন ও শৃঙ্খলাবিহীনরূপে উপস্থিত না করিয়া নিয়মাধীন সুসংলগ্ন ও শৃঙ্খলাপূর্ণরূপে উপস্থিত করিলে তত ভার বোধ হয় না। আমি পঠদ্দশাতে থাকিয়া যদি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকি তাহা এই, নিয়ম ও শৃঙ্খলাপূর্ণ দশটী বিষয় শিক্ষা করিতে ভার বোধ হয় না বরং আনন্দ হয়; কিন্তু তদ্বিহীন একটী বিষয়ও শিক্ষা করিতে ভার বোধ হয়। এক্ষণে আমাকে দুঃখিত হইয়া বলিতে হইতেছে যে প্রস্তাবিত প্রণালীর উপযোগী পুস্তক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে লোকের মত পরিবর্ত্তিত না হইলে পুস্তক রচনার প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতেছে না।

ফল কথা এই, নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করাতে আপত্তি নাই। কিন্তু বর্ত্তমান প্রণালী পরিবর্ত্তিত না করিয়া সন্নিবেশিত করিতে গেলেই বালকদিগকে ভারাক্রান্ত করা হইবে। ... সন সাহেব যদি পারেন বর্ত্তমান শিক্ষা পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করুন। তাহার উপায়ের ফল লাভের আশা নাই। বর্ত্তমান স্কুল গুলিকে "মানসিক হস্পাতাল" বলিলেও হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুদিগকে যখন বিদ্যালয়ে করা যায় তখন তাহাদিগকে কেমন প্রফু

স্তিক ও চতুর দেখা যায়। কিন্তু দুই এক বৎসর অধ্যয়ন হইতে না হইতে হইতে তাহাদের সেই প্রফুল্লতা প্রতিভা চতুরতা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি সমুদায় লোপ প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা গর্দ্দভের ন্যায় নির্বোধ হইয়া পড়ে। আহার করিয়াই স্কুলে যাওয়াতে আর ১০ টা অবধি ৪ টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করাতে যেমন এক দিকে উদরের অজীর্ণতা দোষ জন্মে, তেমনি অপর দিকে অনিচ্ছাক্রমে কতকগুলি রসহীন বিষয় শিখিতে শিখিতে মানসিক অজীর্ণতা দোষও উপস্থিত হয়। এই রূপে চিরদিনের মত বালকদের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়া যায়। বাস্তবিক আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর বিষয় ভাবিতে গেলে আর বালক বালিকাদিগকে স্কুলে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা হয় না। চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের ক্রমেই স্কুলের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিতেছে। ভদ্র লোকদিগের মধ্যেও অনেকে এই মতাবলম্বী আছেন। আমরা কয়েক জনের নাম করিতেছি। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ৺ দ্বারকানাথ মিত্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু কালীচরণ ঘোষ, ডাক্তর চন্দ্রকুমার দে, বাবু রামতনু লাহিড়ী ইঁহারা স্ব স্ব সন্তানদিগকে স্কুলে প্রেরণ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। কেবল বুদ্ধিশক্তি বিনষ্ট হইবার ভয়ে নয়, ধর্ম্মনীতি দূষিত হইবারও ভয় আছে, কিন্তু দ্বারকানাথ মিত্রের ন্যায় কয়জনের গৃহে পুত্র কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার সুবিধা আছে? সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেককে বাধ্য হইয়া সন্তানদিগকে স্কুলে প্রেরণ করিতে হয়। এস্থলে একটী বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংখ্যাধিক্যে ভয় নাই। শিক্ষা প্রণালীই দূষিত। যত পারিলে শিক্ষা প্রণালীর যে উৎকর্ষ সাধিত হয় আমি তাহার প্রমাণ স্বরূপ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের গৃহস্থিত ক্ষুদ্র স্কুলটীর উল্লেখ করিতেছি। মহেন্দ্র বাবু নিজের সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য নিজের বাটীতে একটী নিজের মনোমত স্কুল করেন। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে তাহাতে ৭। ৮ বৎসর বয়স্ক বালকদিগকে "বোটানি" "কিমিস্ট্রি" "শারীর বিদ্যা" প্রাকৃতিক ভূগোল" প্রকৃতির স্থূল স্থূল তাৎপর্য্যগুলির শিক্ষা দেওয়া হইত। বালকেরাও অতিশয় আনন্দপূর্ব্বক সমুদায় শিখিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যুক্তিপূর্ব্বক শিক্ষা দিতে পারিলে অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায়।

শ্রী—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ৩১ এ জুলাই।

স্থানের নাম	সর্ব্বনিম্ন জল। ফীট	ইঞ্চ
ভাগীরথী।		
জৌগাছির নীচে	২২	
মুরপুর ৬ মাইলের মধ্যে	১৫	
তথা হইতে ভঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১৪	
ভঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১৮	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২৫	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২০	৬
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	১৫	
ডাঙ্গারপাড়া	১৪	
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া	১৪	৬
তথা হইতে কই ১ নং	২১	৩
তথা হইতে বোলমারি	১৪	২
তথা হইতে আলিকদহ	১৪	
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	১৫	
জেলিঙ্গী।		
মোহানায়	৮	

সন ১৮৭৪ সালের ৩ রা আগষ্ট বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	২০	

বহরমপুর ৩ রা আগষ্ট ১৮৭৪ } টি, বেট্টী সি, ই, প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ দাস—সর্ব্বরি	১০
" " মুন্নাবিলাল সিংহ কাশিয়াডাঙ্গা	১০
কালীপাড়া হিতোপদেশিনী সভা	১০
" " উমেশচন্দ্র দেব—হরিনাভি	৫৪০
" " কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর	৫৪০
" " দুর্গানাথ ভলাপাত্র সিলিগুড়ি	৫৪০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৪০ টাকা মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫৪০ টাকা। ছয় মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, রেজেষ্টরি চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্য যে উপায় দ্বারা যাঁহার সুবিধা হয় তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাদড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

৮।১৭ শ ভাগ। ৫৯ সংখ্যা।

" প্রযত্নতো প্রকৃতিনিধিনায় পার্থিবঃ সম্বন্ধী অসিমন্বনী ন ত্বীয়সা। "

অগ্রিম বার্ষিকমূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮১। ২ রা ভাদ্র। ইং ১৮৭৪। ১৭ ই আগষ্ট।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

আখানগরস্থ মধ্যম শ্রেণীর বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। মাসিক বেতন ২০৲ টাকা কিন্তু আপাততঃ ১৫ টাকায় স্বীকৃত হইতে হইবে। এতদ্ভিন্ন ছাত্রদত্ত বেতন আছে। যদি কাহারও ইচ্ছা থাকে তবে স্বীয় প্রশংসা পত্র সহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পৌঁছিবেন। উক্ত শিক্ষকটীর নর্ম্মাল স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া চাই। শিক্ষকটী ব্রাহ্মণ কিম্বা বৈদ্য জাতি হইলে ভাল হয়।

জিলা দিনাজপুর থানা কালিয়াগঞ্জ ১৮৭৪— ২ রা আগষ্ট
শ্রীআজিজুদ্দিন আহম্মদ চৌধরী আখানগরস্থ বঙ্গ বিদ্যালয়ের সম্পাদক।

প্রস্তুকম্ নান্দনী ৭ ম ভাগ।

এই ভাগ হইতে সামবেদীয় " অগ্নি ষ্টোম যজ্ঞ " প্রভৃতির পদ্ধতিগুলি প্রকটিত হইতেছে দ্বাদশ সংখ্যার মূল্য প্রেরণ ব্যয় সহিত ১০ দশ টাকা।

ইহার পূর্ব্বের ছয় ভাগে সামবেদীয় মন্ত্র ভাগ ও ব্রাহ্মণভাগের অনেক গ্রন্থ সটীক সানুবাদ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং দুষ্প্রাপ্য কাব্য অলঙ্কার দর্শনাদিও অনেক গুলি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। সমুদায়ের মূল্য ৫০ পঞ্চাশ টাকা মাত্র, খণ্ডিত খণ্ড গুলি লইলে প্রতি খণ্ড ১ এক টাকা।

যন্ত্রস্থ পুস্তক।

" সুপরিচিতেষ্টো অফ্ দি সংস্কৃত কলেজ। "

মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

যজুর্ব্বেদ ভাষ্য ও অনুবাদ সহিত।

(অত্যুৎকৃষ্ট কাগজে ও অতিশয় যত্নে স্বর চিহ্নাদির সহিত)

আমরা এই শ্রাবণ মাস হইতে প্রতি মাসে এক এক খণ্ড প্রকাশ করিব। মূল পুস্তকাকারে, টীকা তাহারই উর্দ্ধাধোভাগে অনুবাদ বিভিন্ন অংশে প্রতিপৃষ্ঠা স্তম্ভদ্বয় ক্রমে ছোট ফুলস্কেপ আকারের ৪৮ পৃষ্ঠা। মূল্য প্রত্যেক খণ্ডের ১ টাকা, দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম ১০ টাকা (প্রেরণ ব্যয় ক্রেতৃবর্গকে স্বতন্ত্র দিতে হইবে না।) গ্রন্থকর্ত্র নন্দিনীর গ্রাহকগণ ইহা অর্দ্ধ মূল্যে পাইবেন

কলিকাতা ১০ নং গোবাগানষ্ট্রীট সত্যযন্ত্রালয়।
শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী।

হেম নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিঙ লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸০ আনা ডাক মাশুল /০ এক আনা।

শ্যামবাজার হিন্দুথিয়েটর কলিকাতা
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

জি সি ঘোষ এণ্ড কোং
মফস্বল এজেন্ট।
নং ৮০ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সকল রকম দ্রব্যাদি অতি সহজে ও সত্বরে মফস্বলে প্রেরণ করা যায়।

টাকা—নগদ।

প্যাকিং ও ডাক মাশুল ব্যতীত সকল দ্রব্যের যথার্থ মূল্যের উপর শতকরা পাঁচ টাকা কমিশন লওয়া যায়।

ঐতিহাসিক রহস্য।

প্রথম ভাগ।

শ্রীরামদাস সেন প্রণীত।

এ প্রকার গ্রন্থ এই প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হইল। বঙ্গদর্শন।

কলিকাতা বহুবাজার ২৪৯ নং ষ্ট্যান হোপ যন্ত্রে ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ এক টাকা, ডাক মাশুল ৵ দুই আনা

কবিতালহরী। মূল্য ৷৷০ আট আনা। ষ্ট্যান হোপ যন্ত্রে পাওয়া যায়।

মদ্রচিত " নির্ব্বাসিতের বিলাপ " যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, এলবার্ট ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বার্ণার্ড ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ ১৮৭৪ সাল
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য।

সাগীরঙ্গ পটার ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

রেড পরা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্গশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট দেখিবাতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ডুর্গাদাস কর মহাশয়ের মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যরত্নাবলী মূল্য ৮ ডাক মাশুল ।০ এবং তৎকৃত ভিষগ বন্ধু মূল্য ২ ডাকমাশুল ৶০।

ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের একটুক্‌ মেটিরিয়া মেডিকা মূল্য ২ ডাক মাশুল ৶০ এবং তৎকৃত এনাটমি ছাপা হইতেছে। উহা শীঘ্রই আমার নিকট আসিবেক এবং অন্যান্য ডাক্তারি পুস্তক আমার নিকট পাওয়া যায়।

ক্ষেত্র বাবুর পুস্তকের পরিমিতি প্রক্রিয়া মূল্য ।০ ডাক মাশুল /০

যোগেশ বাবু প্রকাশিত স্বর্ণলতা ১

ডাক মাশুল ৶০।

উমা বাবু বি এ, কৃত বল্লভক্ল ১, ডাক মাশুল ৶০।

ফ্যামিলি ষ্টিটমেণ্ট ১।০।

কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত পদ্মপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্‌ বিকৃত বঙ্গভাষায় এনাটমি বা শারীর বিদ্যা প্রথম খণ্ড জেনরেল এনাটমি সাধারণ শারীর বিদ্যা এবং অষ্টিওলজি বা অস্থি বিদ্যা উত্তম কাগজে উত্তম ছাপা এবং ১২০ খানা প্রতিমূর্ত্তি সহিত ৪।০ মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল এইক্ষণে ক্রেতাদিগের সুবিধার জন্য ২ দুই টাকা মূল্য ও ডাক মাশুল ।/০ আনা অবধারিত হইল আমার নিকট প্রাপ্তব্য—

কলিকাতা ২০ জুলাই ১৮৭৪। } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় হিন্দুহষ্টেল লালবাজার

ষ্ট্রোম্যাকিক এলিকসার ও পাউডার

অর্থাৎ পাচক অরীষ্ট ও চূর্ণ।

অজীর্ণ আম ও রক্তাতিসার গ্রহণী প্রবাহিকা রোগের অব্যর্থ ঔষধ বারংবার পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, এবং নিম্নের কতিপয় পত্রের উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইবেক। মূল্য ১২ পুরিয়া ।৶ আনা হইতে ৬ আনা।

১২ মাত্রা বিশিষ্ট এক শিশি ।০ আনা হইতে ১।০।

কলিকাতা ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্তের প্রেরিত।

"প্রায় তিন মাস হইল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সম্বর রক্তাতিসার রোগে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময়নাশক চূর্ণ ২ দিন ব্যবহার করিয়া এবং তৎপরে ক্রমে ২ শিশি উদরাময় নাশক এলিকসর সেবন করিয়া উত্তম আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি আমার কনিষ্ঠ পুত্র অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় পীড়ায় পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময় নাশক মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।"

ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীনাথ সেন কবিরত্নের প্রেরিত।

"আমার ভাগিনের শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাসের জ্বর ও রক্তাতিসার হইয়াছিল, আপনাদিগের ষ্টমক পাচক অরীষ্ট নামক ঔষধ সেবন করিয়া তাহার অতি অল্পকালের মধ্যে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।"

কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের ভ্যাকসিনেসন অর্থাৎ টীকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং আসিষ্টাণ্ট সারজন শ্রীযুক্তবাবু কাশীচন্দ্র দত্তের প্রেরিত পত্রের অনুবাদ।

"কালীঘাটের শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিসার পীড়ায় যেরূপ পীড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আরোগ্য পক্ষে আমার সম্পূর্ণ সংশয় ছিল। ফলতঃ তাঁহার পীড়ার প্রতীকারে আপনাদিগের ষ্টোম্যাকিক্‌ এলিকসারের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

বি, এল, ঘোষ এণ্ড কোং সুবরবন মেডিকেল হল; ভবানীপুর কলিকাতা

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণী সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ২০।২৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাহার মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয়ও কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইতাম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধ দিয়া সংখ্যা করিতে পারি না। এজন্য অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাশুল ৩৲ টাকা পাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে দান ও অর্থ লওয়া যাইবেক।

১৯এ আষাঢ় ১২৮১ সাল সোবোরডাঙ্গা জেলা নদীয়া } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার

সোমপ্রকাশ।

২ রা ভাদ্র সোমবার।

আমরা বাঙ্গালা সমাচার পত্রের অনুবাদক মহোদয়কে পুনরায় অনুরোধ করিতেছি, তিনি সোমপ্রকাশের প্রস্তাব কয়টী পাঠ করিয়া অন্য অন্য অংশের পাঠে যেন বিরত না হন। বিবিধ সংবাদ সংবাদপত্রের পত্র ও প্রেরিত পত্র মধ্যে

এরূপ অনেক বিষয় থাকে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করা একান্ত আবশ্যক হয়। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি এবারেও কহিতেছি, অনুবাদকের আলস্য ও উপেক্ষা দোষে সাধারণের অনিষ্ট হয় এটী উচিত হয় না।

অনর্থক মকদ্দমা-কারির দণ্ড।

দেওয়ানী কার্য্য বিধির সংশোধক আইনের যে এক পত্র লেখা হইয়াছে, তাহার একটী ধারায় আছে যে ব্যক্তি অনর্থক মকদ্দমা উপস্থিত করিয়া আদালতের সময় নষ্ট করিবে, সমুদায় খরচ তাহারই স্কন্ধে পতিত হইবে। ইহার উদ্দেশ্যটী ভাল সন্দেহ নাই। যথাযথরূপে কাজ হইলে এতদ্দ্বারা বিশেষ ইষ্টলাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য যেরূপ তদনুসারে কাজ হওয়া কঠিন। হয় ত লাভের মধ্যে এই হইবে, কোন ভদ্র লোক প্রকৃত মকদ্দমা উপস্থিত করিয়া বিচারপতির দোষে যদি জয়লাভ করিতে না পারেন, তাঁহারই ঘোরতর বিপদ ঘটিবে।

এ অনিষ্টের নিবারণার্থ এইরূপ একটী উপায় করা উচিত। কোন ব্যক্তি অকারণ মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, বিচারপতির যখন এ প্রকার সন্দেহ জন্মিবে, তখন তাঁহার কর্ত্তব্য মকদ্দমাকারির যে গ্রামে বাস, সেখানকার পাঁচজন ভদ্র লোকের উপরে সে বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানের ভার দেন। তাঁহারা যদি তাহাকে দোষী বলিয়া লিখেন, উল্লিখিত অর্থদণ্ড হইবে, আর যদি নির্দ্দোষ বলেন, মুক্তি লাভ হইবে।

রাজপুরুষেরা আইন করিলেন বটে কিন্তু ইহার ফল বিচারপতিদিগের হস্তগত। তাঁহারা যদি অনর্থক মকদ্দমার নিবারণ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাহা হইলেই উহার বাস্তবিক নিবারণ হইবে, আর যদি তাঁহারা শ্লথাদর হন, মিথ্যা সাক্ষ্যের দণ্ডের ন্যায় আইন করামাত্র সার হইবে। বিচারপতিরা যাহাতে শ্লথাদর না হন, ব্যবস্থাপকদিগের তাহারও একটী উপায় বিধান আবশ্যক। বিচারপতিরা পাছে আলস্যে কালক্ষেপ করেন, এই শঙ্কা করিয়া যেমন মাসে মাসে কে কত মকদ্দমা করিলেন, তাহার ফর্দ্দ লওয়া হয়, এ বিষয়েরও সেইরূপ কে কত অনর্থক মকদ্দমাকারির দণ্ডদান করিলেন তাহার ফর্দ্দ লইয়া তাগাদা করা কর্ত্তব্য। সহজে কেহ রাম নাম লয় না।

লার্ড নর্থব্রুকের প্রতি লোকের ভক্তি।

লার্ড নর্থব্রুক এমন কোন কাজ করেন নাই, যাহাতে ভারতবর্ষের ভাগ্যলক্ষ্মী চির স্থিরপদ হন এবং সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির চিরন্তন উপায় ও সবিশেষ উন্নতি লাভের দ্বার চির উন্মুক্ত হয়। কিন্তু প্রজারা তাঁহার প্রতি যে প্রগাঢ় ও অকপট ভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, ভূত কোন গবর্ণর জেনরলের প্রতি সে রূপ করেন নাই, তাহার কারণ কি? তিনি কি এমন কিছু জাদু জানেন যে সকল লোকেই তাঁহার কুহকে মুগ্ধ হইতেছেন? আমরা জানি, তাঁহার ইন্দ্রজাল বিদ্যা নাই। তাঁহার কেবল কতকগুলি অসাধারণ গুণ আছে তাহার মোহিনী শক্তিতেই সকলে মোহিত হইয়াছেন। যে যে কাজ তাঁহার হাত দিয়া হইতেছে, তাহার প্রত্যেকেই সেই সেই গুণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রজাবাৎসল্য ও প্রজাহিতৈষিতাই তন্মধ্যে প্রধান। দ্বিবিধ উপায়ে এই প্রজাহিতৈষিতার পরিচয় হইতেছে। এক, যাহাতে প্রজার অনিষ্ট হয়, তাহার নিবারণ। দ্বিতীয়, যাহাতে ইষ্ট হয় তৎ সম্পাদন। তাঁহার যে আর একটী বিশেষ গুণ আছে, তাহাতেই প্রজারা অধিকতর প্রীত ও অনুরক্ত হইয়াছে। সকলের সহিত মিশিবার তাঁহার একটী ইচ্ছা আছে। তিনি সর্ব্বদা অমায়িকভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রজারাও তাঁহাকে অনধিগম্য ও অপর জ্ঞান না করিয়া আত্মীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। প্রধান রাজপুরুষদিগের এটি অতি মহৎ ও মহোপকারক গুণ। ইহা কল্পতরুপ্রায় হইয়া ইচ্ছামত ফল ফলিয়া থাকে। পূর্ব্বকার ভারতবর্ষীয় রাজপুরুষদলের এ গুণটী বিলক্ষণ ছিল। মধ্যে ইহা লুপ্ত হইয়া যায়। যাঁহারা পঞ্জাব শাসন করিয়া শাসনপদ্ধতি শিক্ষা করেন, তাঁহাদিগের এই ভ্রমাত্মক সংস্কার জন্মে যে, প্রজাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা পরিত্যাগ করিয়া যত বলপূর্ব্বক শাসন করা হইবে, ততই শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধিত হইবে। তাঁহাদিগের গর্ব্বের প্রাদুর্ভাবনিবন্ধন বুদ্ধির কলুষভাবই এ সংস্কারের মূল। তাঁহারা শাসনপ্রণালীর এমনি উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন যে, প্রজারা একান্ত বীতরাগ হইয়াছিল। তাঁহাদিগের তাদৃশ দুর্ব্ব্যবহারের পর লার্ড নর্থব্রুকের উল্লিখিত গুণ প্রকাশ পাওয়াতে উহার সমধিক শোভা হইয়াছে। আমাদিগের এক্ষণকার ইচ্ছা ও অনুরোধ এই, মহানুভব লার্ড নর্থব্রুক যে প্রজাবাৎসল্যের বপন করিয়া গেলেন, অনন্তরবর্ত্তী প্রধান পুরুষেরা যেন তাহার উন্মূলন না করেন। যে কারণে এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে তাহা এই;—

ঢাকায় "নর্থব্রুক হল" নামে একটী বাটী নির্ম্মাণের যে প্রস্তাব হয়, তাহার ভূমি ক্রয় করিবার জন্য মুক্তাগাছার জমীদার বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী ঢাকার কমিশনর সাহেবের

প্রভৃতি ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন। ঢাকার বাবু মোহিনীমোহন দাস ঐ বাটীর নিমিত্তার্থে ১০ দশসহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। পাথুরিয়া কালীনারায়ণবাবু চৌধুরী বাহাদুর লার্ড নর্থব্রুকের স্মরণার্থ ২০ হাজার টাকা দানের অঙ্গীকার করিয়াছেন এই টাকায় "কালী নারায়ণ রায় ফণ্ড" নামে একটী ফণ্ড হইবে। শেষ কিস্তির টাকা দিতে না পারাতে যে সকল জমীদারী বিক্রয় হইয়া যায় এই টাকা হইতে সেই বাকি খাজনা দেওয়া হইবে, লার্ড নর্থব্রুক যে স্থানে জাহাজ হইতে অবতরণ করেন, সেই স্থানে রায় কালীনারায়ণের পুত্র "নর্থব্রুক ঘাট" নামে একটী ঘাট নির্ম্মাণ করিবেন। ইহার অপেক্ষা ভক্তি প্রকাশের উৎকৃষ্ট প্রমাণ আর কি আছে? গর্ব্বিত উদ্ধত নির্জ্জীব রাজপুরুষেরা যেরূপ বিবেচনা করুন, প্রজার এরূপ ভক্তিভাজন হওয়া যে শ্লাঘার বিষয় তাহার সন্দেহ নাই।

এস্থলে আমাদিগের একটী মনের ভাব প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইল। মহাশয়ের লার্ড নর্থব্রুক পাছে অকালে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যান, এই আমাদিগের আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে।

মধ্যে একবার জনশ্রুতি হয় লার্ড নর্থব্রুক পদত্যাগ করিবেন। ক্রমে সে জনশ্রুতি অন্তর্হিত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ বিষয়ে ষ্টেটসেক্রেটারির সহিত লার্ড নর্থব্রুকের মতভেদ এই জনশ্রুতির কারণ। একটী অন্তর্হিত হইতে না হইতে আর একটী, আবার সেটী অন্তর্হিত হইতে না হইতে আর একটী, এইরূপে খটস্কোর শিকড়ের ন্যায় ক্রমেই নানা বিষয়ে উভয়ের মতভেদবৃদ্ধি হইতেছে।

সম্প্রতি অণ্ডার সেক্রেটারি লার্ড হামিল্টন পার্লেমেণ্ট মহাসভায় বর্ত্তমান বর্ষের বজেট উপস্থিত করিবার সময় বলিয়াছেন, বর্ত্তমান বজেট সম্বন্ধে ষ্টেট সেক্রেটারির তিনটী অভিপ্রায় আছে। প্রথম, তিনি ঋণ করিয়া পবলিকওয়ার্কের শ্রীবৃদ্ধি করা সঙ্গত মনে করেন না। দ্বিতীয়, তৎতৎবর্ষে সাধারণে যে পবলিকওয়ার্ক হইবার সম্ভাবনা, তাহাই হওয়া উচিত। তৃতীয়, ভারতবর্ষের জন্য যদি ঋণ করিতে হয়, তাহা ভারতবর্ষেই করা কর্ত্তব্য। লার্ড নর্থব্রুক ইহার বিপরীতবাদী। তিনি বলেন ঋণ করিয়াই উহার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে ঐ সকল কার্য্য দ্বারা ভবিষ্যতে অর্থ সংগ্রহ হইবে এবং সমুদায় ব্যয় উঠিয়া যাইবে।

এই একটী প্রধান মতভেদ। কাহার মতটী সঙ্গত, যদি এবিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, ষ্টেটসেক্রেটারির অনুমোদন করিবারই আমাদিগের ইচ্ছা হয়। আমরা পূর্ব্বে একবার এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। লার্ড নর্থব্রুক যে মনোরথ করেন, তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অল্প। আমরা উদাহরণ স্থলে জলসেচনার্থ উড়িষ্যার খাল খনন কার্য্যটীকে গ্রহণ করিলাম। এ সকল কার্য্যে কিরূপ লাভের সম্ভাবনা, তাহা উহাদ্বারাই সপ্রমাণ হইয়াছে। বঙ্গদেশের ন্যায় যে দেশে বর্ষে বর্ষে প্রচুর বৃষ্টি হয় সেখানে টাকা দিয়া লোকে খালের জল লইবে কেন? অতএব ঋণ করিয়া ঐ সকল কার্য্য করিতে গেলে কেবল ঋণেরই বৃদ্ধি হইবে

পুনঃ পুনঃ এইরূপ মতভেদ দর্শন করিলেই সহজে লার্ড নর্থব্রুকের পদত্যাগ রূপ অনিষ্ট শঙ্কা আমাদিগের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়। বিশেষতঃ তাঁহার ন্যায় প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের পদত্যাগ কিরূপ এক কথার উপর নির্ভর করে তাহা স্মরণ হইলে সেই আশঙ্কার আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমাদিগের মনোগত কথা এই তিনি যেরূপ ধীর ও প্রজাহিতৈষী এবং তাঁহার প্রতি লোকের যেরূপ অনুরাগ ও ভক্তি আমাদের ইচ্ছা এই যে তিনি নিয়মিত কাল অপেক্ষাও অধিক দিন রাজত্ব করেন।

সিবিল সর্ব্বিসের প্রয়োজন কি?

ভারতবর্ষের অপব্যয় নিবারণের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে সকলের সৈন্য সংক্রান্ত ব্যয়ের দিকেই দৃষ্টি নিপতিত হয়। তাহা দেখিলে বোধ হয় ভারতবর্ষের যেন সেই একমাত্র অপব্যয়ের দ্বার, অন্য অপব্যয়দ্বার নাই। পবলিকওয়ার্ক বিভাগে অপব্যয় আছে বটে কিন্তু সে ব্যয় নিয়মিত নয়, ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সে ব্যয় বন্ধ করা যায়। সুতরাং লোকে সেদিকে বড় মনোযোগী হন না, কেবল সৈন্য সংক্রান্ত ব্যয় সঙ্কোচ করিবারই পরামর্শ দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অপব্যয়ের যে আর একটী অতি বিশাল দ্বার মুক্ত আছে, সে দিকে কাহার দৃষ্টি নাই। সেদ্বার সিবিল সর্ব্বিস। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ভারতবর্ষের রাজস্বের আয় ব্যয়ের হিসাব দিবার প্রথা প্রচলিত হওয়া অবধি প্রায় প্রত্যেক ষ্টেটসেক্রেটারি ও প্রত্যেক বক্তা মিলিটারি সর্ব্বিসের ব্যয় বাহুল্যের অভিযোগ ও উল্লেখ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সিবিল সর্ব্বিসের বিষয়ে হস্তার্পণ তাঁহাদিগের উচিত বলিয়া বোধ হয় নাই। যদি অপক্ষপাতচিত্তে বিবেচনা করা যায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় কেবল মিলিটারি সর্ব্বিস কেন সিবিল সর্ব্বিস বিভাগেও অনেক অপব্যয় হইয়া থাকে। ১৮৫৯ অব্দে ব্রাইট সাহেব স্পষ্টাক্ষরে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমরা এস্থানে তাঁহার বক্তৃতার কয়েক পঙক্তি অনুবাদসহ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

" এ জগতের আর কোন বিভাগে বোধ হয় এত বেতন দেওয়া হয় না। এ বিভাগে বিষয় বুঝিয়া পরিমিতরূপে ব্যয় করিবার চেষ্টা কখনও করা হয় নাই, কেবল কিরূপে আমাদের দেশের কতকগুলি লোক প্রচুর বেতন পাইয়া সুখে বাস করিবে এবং বিপুল অর্থসঞ্চয় করিয়া স্বদেশে আসিয়া সম্ভ্রান্ত লোকের ন্যায় থাকিবে, সেই চেষ্টাই বরাবর করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের কর্ম্মচারিদিগকে এত বেতন দেওয়া হয় কেন, তাহার কি কোন যুক্তি আছে? কেহ কেহ বলেন ভারতবর্ষ অতি দূরবর্ত্তী স্থান, লোকে সেখান হইতে প্রায় বৃদ্ধ ও জীর্ণ হইয়া ফিরিয়া আইসে। এখন আর সে দিন নাই। আর যদি জলবায়ুর দোষের কথা বল, লোকে সচরাচর এ বিষয়ে যেরূপ বলিয়া থাকে আমি তাহার দশ ভাগের এক ভাগও বিশ্বাস করি না। "

কোন্ হৃদয়শালী ব্যক্তি ব্রাইট সাহেবের বাক্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন না করিবেন? ব্রাইট সাহেব ১৫ বৎসর পূর্ব্বে যে বিষয়ের দোষোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, আজিও সেই বিষয় তদবস্থ আছে। সিবিলিয়ানেরা সচরাচর যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, সে সকল কার্য্য কি অন্য উপযুক্ত অচিহ্নিত কর্ম্মচারির দ্বারা সুশৃঙ্খল ও সুন্দর রূপে সম্পাদিত হয় না? অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদলে কি উপযুক্ত লোকের অপ্রতুল আছে? যখন সিবিলিয়ান ভিন্ন অন্য কর্ম্মচারী মিলিত না, সিবিলিয়ানেরাই যখন দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা ছিলেন, তখন কার কথা স্বতন্ত্র। সে সময়ে লোকের প্রয়োজন ছিল। ভারতবর্ষে কেহ সহজে আসিতে চাহিত না। সুতরাং অধিক বেতন দেওয়া আবশ্যক হইয়া ছিল, কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন কি দেশীয় কি বিদেশীয় অচিহ্নিত কর্ম্মচারি দলে বহুদর্শী বিজ্ঞ ও উপযুক্ত লোক অনেক পাওয়া যায়। এত প্রবীণ ও বহুদর্শী লোক থাকিতে বর্ষে বর্ষে এক এক ঝাঁক অর্ব্বাচীন যুবাপুরুষ ছাড়িয়া দিবার প্রয়োজন কি? সেই সমস্ত অপরিণত বুদ্ধি অনভিজ্ঞ যুবাপুরুষের হস্তে গুরুতর কার্য্যভার সমর্পণ করা কি বিধেয় হয়? তাহাতে ক্ষতি বিনা কি লাভ আছে? আমাদিগের মতে সিবিল সর্ব্বিস প্রথা এক কালে রহিত করা উচিত। তাহাতে ভারতবর্ষের ইষ্ট বিনা অনিষ্ট নাই। যে কারণে এ প্রথার সৃষ্টি হয়, তদ্বিষয় চিন্তা করিলেও এ প্রথাটী রহিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন ভারতবর্ষ জয় করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদিগের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য লোকের প্রয়োজন হয়। তাঁহারা প্রলোভন প্রদর্শনার্থ সিবিল সর্ব্বিসের সৃষ্টি করেন। প্রথম প্রথম ডাইরেক্টরেরা আপনাদিগের পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র জামাতা প্রভৃতিকে দলে দলে ভারতবর্ষে ধন সঞ্চয়ার্থ প্রেরণ করেন। এই ভাবে কিছু দিন গেল। পরিশেষে অনেক কষ্টে পরীক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। আজিও সেই প্রণালী চলিতেছে। এখন সে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নাই, সে ডাইরেক্টর নাই, তাই ভাগিনেয় জামাইপ্রভৃতি প্রতিপালন করিবার এখন তেমন পথও নাই। তবে আর সে প্রণালী কেন? আমরা এ প্রণালী অনুমূলিত রাখিবার আর কোন প্রয়োজনও দেখিতে পাই না। প্রয়োজনের মধ্যে কেবল এই দেখিতে পাই, কতকগুলি লোকের অতুল সম্পদ লাভের পথ করিয়া দেওয়া হইতেছে। কতকগুলি লোকের সুবিধার নিমিত্ত ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের অসুবিধা করিয়া দেওয়া কি বিধেয় হয়? আমরা মহাসভা ভারতহিতৈষি সভ্যদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা মহাসভায় এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া এ অপব্যয়ের দ্বারটী রুদ্ধ করিবার যেন চেষ্টা করেন।

বরদার গুইকুমার।

অসার ও অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত হইলে কেমন বিভ্রাট হয়, গুইকুমারের কার্য্য দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। তাঁহার রাজ্যের ব্যবস্থা নাই, কার্য্যের শৃঙ্খলা নাই, অত্যাচারই একাধিপত্য করিতেছে। এই সকল বিষয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর হইলে বিশৃঙ্খলা কারণের অনুসন্ধানার্থ এক কমিশন নিযুক্ত হন। কিছু দিন হইল কমিশনরেরা অনুসন্ধান করিয়া স্ব স্ব মত গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এতদ্বিষয়ে স্থাতিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। গুইকুমারকে এক বৎসরের সময় দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে যদি তিনি আপনার রাজ্যের শাসন কার্য্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে না পারেন, তাহা হইলে গবর্ণর জেনরল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া যাহাতে রাজ্যের শাসন কার্য্য সুন্দর রূপে সম্পন্ন হয়, সে চেষ্টা করিবেন। গুইকুমার কতকগুলি দুষ্ট মন্ত্রীর দ্বারা। সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকেন। গবর্ণর জেনেরল সেই মন্ত্রীদিগকে বিদায় করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

বরদার গুইকুমার যে নানা দোষে দোষী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি যে শাসন কার্য্যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, সে বিষয়েও সংশয় হইতেছে না। কিন্তু এ স্থলে আমাদের মনে একটী রাজনীতি সংক্রান্ত প্রশ্নের উদয় হইল। মিত্ররাজগণের অপরাধের বিচার তার

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্বয়ং গ্রহণ করা উচিত কি না? এই প্রশ্ন। ভাইকুমারের প্রতি যে গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকার অত্যাচার কি অবিচার করিবেন, তাহা আমরা বলিতেছি না। আমরা কেবল এই কথা বলিতেছি বিবাদ স্থলে যে দুই পক্ষে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার অন্যতর পক্ষের বিচারের ভার গ্রহণ করা কখনই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মিত্ররাজগণকে আপনার অধীনস্থ বলিয়া বিবেচনা করা ন্যায়সঙ্গত হয় না। সুতরাং সাধারণ প্রজার ন্যায় তাঁহাদের বিচার কার্য্যের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করা ও বিধেয় হয় না। বিশেষতঃ লার্ড ডেলহাউসির দুর্ব্বিষহ অবধি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বগ্রাসী বলিয়া দুর্নাম রটিয়াছে। অতএব তাঁহারা যত অপক্ষপাতে বিচার করিবার চেষ্টা করুন না কেন, লোকে দুরভিসন্ধির আরোপ করিবে সন্দেহ নাই। এরূপ স্থলে অপরের দ্বারা সেই বিচার হওয়া আবশ্যক। অন্ততঃ যদি পার্লিয়ামেণ্টের একটী বিশেষ কমিটীর দ্বারা এ বিষয়ের বিচার হয়, তাহা হইলেও লোকের অবিশ্বাস জন্মে না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বাদীর ন্যায় আপনাদের বক্তব্য কমিটীর গোচর করিবেন। কমিটী বিচার করিয়া যে ব্যবস্থা করিবেন তদনুসারে কার্য্য হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদিগের এই প্রস্তাবের অনুসারে কার্য্য করেন, সকল দিক রক্ষা হয়। তাহাদিগের অভিপ্রেত সিদ্ধ হয়, অথচ অযশোভাগী হইতে হয় না।

এখনও দুর্ভিক্ষের অবসান হয় নাই।

এদেশ সর্ব্বশস্যাঢ্য হইলেও একান্ত ভুক্ত থাকিবার প্রথা ও বাল্য বিবাহ প্রভৃতি অনেকগুলি কারণে দরিদ্র বহুল হইয়া উঠিয়াছে। ভদ্র বংশে জন্ম অথচ দরিদ্রতাতে হীনজাতীয় শ্রমজীবিদিগের অপেক্ষাও শোচনীয়দশাগ্রস্ত, এরূপ লোক এদেশে অধিক। তাহার কারণ এই বাল্যবিবাহের অনুগ্রহে অকালে অনেকগুলি সন্তান সন্ততি জন্ম পরিগ্রহ করে। সেগুলির ভরণ পোষণার্থ অসময়ে পাঠ সমাপন করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত হইতে হয়। তাদৃশ অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তির বিপুল অর্থ উপার্জ্জন হইবার সম্ভাবনা নাই। যে কিছু অর্থোপার্জ্জন হয়, তাহাতে অন্য সময়েই সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। এবৎসর তাহাদের অত্যন্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছে। গত কয়েক মাস বাজারে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। গত কয়েক মাস তাহাদেরও ইষ্ট বৃত্তি আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম প্রথম তাহারা লোকের নিকট ঋণ কিম্বা ভিক্ষা করিয়া সংসার চালাইয়াছিল। ক্রমে তাহাদিগের ঋণ ও ভিক্ষা উভয়ই দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। কারণ এ বর্ষে সকলেরই অল্পাধিকভাবে অর্থ কৃচ্ছ্র উপস্থিত। সকলেই প্রায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অধিকাংশ লোকের আর সাহায্য করিবার সামর্থ্য নাই। সুতরাং সেই সকল হতভাগ্যের দিন চলা ভার হইয়া উঠিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি খানায় খানায় কিছু কিছু শস্য প্রেরণ করিতেছেন। ভিক্ষার নিমিত্ত যে কোন স্থানে যাইতে হউক তাহাতে যাহাদিগের লজ্জা বোধ না হয়, তাহারা দলে দলে গিয়া চাউল আনিতেছে। তাহাদের কতক কষ্টের নিবারণ হইতেছে। কিন্তু আমরা যাহাদের কথা কহিতেছি, তাহারা অন্তঃকরণে ভদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। সুতরাং মুষ্টি ভিক্ষার নিমিত্ত খানায় যাওয়া তাহাদিগের বিষম ভার হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। তাহারা অনাহারে মরিতেছে না সত্য; কিন্তু প্রায় একবেলা কখনও বা একদিন দুই দিনও অনাহারে যাইতেছে। অনেকে দরিদ্রদিগকে পশুর ন্যায় দলে দলে মরিতে না দেখিলে দুর্ভিক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন না। এবং সাহায্য করা আবশ্যকও মনে করেন না। তাঁহারা ইহাদিগকে সাহায্য দান করা আবশ্যক মনে না করুন, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা অনাহারে শুষ্ক ও পীড়াগ্রস্ত হইয়া ক্রমে অবসন্ন হইতেছে। এরূপ স্থলে যদি সাহায্যদান আবশ্যক না হয়, কোন স্থানে আবশ্যক তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

এক্ষণে এই প্রশ্ন উদিত হইতেছে এই শ্রেণীর লোকদিগকে সাহায্য করিবার উপায় কি? আমরা পূর্ব্বে যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, এখনও সেই প্রস্তাব করিতেছি। ইহাদের জন্য গ্রামস্থ কোন ভদ্র লোকের বাটীতে যদি চাউল প্রেরিত হয়, তাহা হইলে ইহারা অনায়াসে সেখানে গিয়া আনিতে পারে। কিন্তু এই প্রণালীতে কতক কতক আনষ্টের আশঙ্কা আছে। প্রথমতঃ অনেক অলস ব্যক্তি বিনা পরিশ্রমে জীবিকা লাভের সুবিধা দেখিয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়া নিত্য নিত্য উপস্থিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ যাহার হস্তে গবর্ণমেণ্টের শস্য বিতরণের ভার থাকিবে তাঁহার দুর্ব্ব্যবহার করা আশ্চর্য্যের নয়। অতএব এই অনিষ্টের নিবারণ করিয়া সাহায্য দান করিতে হইবে। আমাদের বুদ্ধিতে ইহার একটী সদুপায় আছে বলিয়া বোধ হয়। গবর্ণমেণ্ট গ্রামবাসিদিগের কয়েক জনকে একটী কমিটীরূপে নিযুক্ত করুন। ঐ কমিটী গ্রামের মধ্যে উন্নিখিত প্রকার ভদ্রবংশীয় দরিদ্র লোকের সংখ্যা

কত তাহার নির্দ্ধারণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করুন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রেরিত তালিকা সত্য কি না অনুসন্ধান করিবার জন্য একজন ডেপুটী কিম্বা অন্য কোন কর্ম্মচারিকে প্রেরণ করুন। সেই কর্ম্মচারির অনুসন্ধানে কমিটীর তালিকা সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইলে কমিটীর নিযুক্ত কোন ভদ্র লোকের বাটীতে কিছু কিছু শস্য প্রেরণ করুন। সেই শস্য বিতরণের নিমিত্ত সপ্তাহের একটি কি দুটী দিন নির্দ্ধারিত হউক। সেই নির্দ্ধারিত দিনে নির্দ্ধারিত সময়ে গ্রামের জমাদার কিম্বা অন্য কোন পুলিষ কর্ম্মচারী সেখানে উপস্থিত থাকিয়া প্রতি দিন যত চাউল বিতরণ হয় তাহার একটী স্বতন্ত্র তালিকা গ্রহণ করিবে এবং সেই তালিকা ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিবে। মাজিষ্ট্রেটের নিকট সেই তালিকা থাকিবে। পরে কমিটী সপ্তাহে সপ্তাহে কিম্বা মাসে মাসে এক একখানি হিসাব পাঠাইবেন। মাজিষ্ট্রেট সেই উভয় হিসাবের ঐক্য করিয়া দেখিবেন। এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে উল্লিখিত দরিদ্রদিগের রক্ষা হইবে অথচ গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত চাউলের অপব্যয় হইবে না। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকার সাহায্যদানের উপায় অবলম্বন না করিলে আমরা যে শ্রেণীর কথা বলিলাম, তাহাদের কষ্ট নিবারণের উপায় দেখা যাইতেছে না।

এই প্রসঙ্গে আমাদিগের আর একটী কথা বলিবার ইচ্ছা হইল। সোণাপুর থানায় যে চাউল বিতরিত হইতেছে যাহারা তাহা আনিতেছে, তাহারা আমাদিগকে দেখাইল অর্দ্ধেক ধান আর অর্দ্ধেক চাউল। গবর্ণমেণ্টের কি প্রজাদিগকে ধানে ভাতে খাওয়াইবার সঙ্কল্প ছিল, তাহাই কি পূর্ণ করিতে হেবে? যে পরিমাণে চাউল দেওয়া হইতেছে, যদি তাহা হইতে ধান বাছিয়া ফেলা হয়, তাহাতে অর্দ্ধাশন হয় না। ঢেঁকিতে ফেলিয়া ধান পরিষ্কার করিতে গেলে চাউল চূর্ণ হইয়া যায়। চাউলগুলি নিতান্ত জীর্ণ, ঢেঁকির আঘাত সয় না। ধানশূন্য চাউল দিলে কি আল হয় না? "কাণা গরু বামুনকে দান" এই যে একটী প্রবাদ বাক্য আছে, গবর্ণমেণ্টের চাউল বিতরণে তাহারই প্রত্যক্ষ হইতেছে।

সুশিক্ষার প্রধান ব্যাঘাত কি?

আজি কালি বিশ্ববিদ্যালয়কে উৎসন্ন করা এক প্রকার প্রথা দাঁড়াইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত যুবকেরা এমনি উপহাস ও তিরস্কারের আস্পদ হইয়াছেন, যেন তাঁহাদের কিছুমাত্র পদার্থ বা কোন মূল্য নাই। সকলেই বলেন যুগপৎ অধিকসংখ্যক বিষয় শিক্ষা দিবার চেষ্টা করাতেই বিকৃত ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যুবকগণের কেবল স্মৃতিশক্তি ভারাক্রান্ত হয় তাহাদের চিন্তাশক্তির কিছুমাত্র উন্মেষ হয় না। পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যাধিক্য নিবন্ধন যে এই ফল উপন্ন হয়, এরূপ বোধ হয় না। আমাদের সংস্কৃত এই এখন যে সকল পাঠ্য বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে, ছাত্রদিগের স্মৃতিশক্তিকে ভারাক্রান্ত না করিয়া তদপেক্ষা দশগুণ বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভাবিত। পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যাধিক্য অপেক্ষা শিক্ষাপ্রণালী অধিক নিন্দনীয়। ছাত্রদিগের চিন্তাশক্তির উন্মেষের দিকে যদি শিক্ষকের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমান পাঠ্য বিষয় সকলের মধ্যেই এরূপযোগী অনেক বিষয় পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, শিক্ষা দিবার সময় কাহারও সেদিকে দৃষ্টি থাকে না। শিক্ষকেরা নিজে চিন্তাবিহীন প্রণালীতে শিক্ষিত, সুতরাং তাঁহারা সেই প্রণালীতেই শিক্ষা দিয়া থাকেন। কেবল সমুদায় বিষয় কণ্ঠস্থ করিয়া দিবার চেষ্টা করেন। স্ব স্ব কার্য্যে অধিকাংশ শিক্ষকেরই উৎসাহ বা আগ্রহ নাই। নিরুৎসাহ ও অবসন্ন ভাবে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ছাত্রেরাও নিরুৎসাহ এবং অবসন্ন ভাবে শুনিয়া থাকে। এইরূপে দিন দিন দেশের শিক্ষার বড় দুরবস্থা হইতেছে। মূল কারণ অন্বেষণ না করিয়া "ক্লাম" "ক্লাম" করিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে?

শিক্ষা বিভাগের যেরূপ দুর্দ্দশা, বেতনের যেরূপ অল্পতা তাহাতে সুবুদ্ধি চিন্তাশীল ও নিপুণ লোক পাইবার আশা নাই। যাঁহাদের কিঞ্চিৎ মাত্র বুদ্ধি বিদ্যা থাকে তাঁহারা প্রায় অন্যান্য বিভাগে গমন করেন, যাঁহাদের অন্যান্য বিভাগে যাইবার সুবিধ হয় না, তাঁহারাই প্রায় শিক্ষাবিভাগে পড়িয়া থাকেন। অল্প বেতনে কার্য্য করিতে হয় বলিয়া সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট হন এবং বিরক্তি ও নিরুৎসাহের অবতার স্বরূপ হইয়া শিক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ করেন।

আমরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ও শিক্ষকদিগের বিরক্তি ও অসন্তোষই শিক্ষার এই অবনতির মূল কারণ। এই কারণ যত দিন দূর না হইবে, ততদিন এই দুর্দ্দশা ঘুচিবে না। এখনকার ৭। ৮ টী পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্ত্তে যদি তিনটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট হয় আর শিক্ষকদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা দূর না করা হয়, তাহা হইলে শিক্ষার এই হীনাবস্থা থাকিবে। গবর্ণমেণ্টের এবং দেশের লোকের বিশেষ করিয়া এই কারণটীর অনুধাবন করিয়া দেখা উচিত।

ইহা দেখিলে পুত্র কন্যাদির শিক্ষার প্রতি লোকে কিরূপ উদাসীন তাহা বুঝিতে পারা যায় যদি সকলে পুত্র কন্যাদির সুশিক্ষার জন্য ব্যস্ত হইতেন তাহা হইলে এ বিষয়ে কখন এরূপ দুরবস্থা থাকিত না। কন্যাদি বিদ্যালয়ে যাইতেছে এইমাত্র জানিয়া লোকে নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু সেখানে গিয়া তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিবার উপযুক্ত শিক্ষা পাইতেছে কিম্বা চিন্তাবিহীন অপদার্থ হইয়া যাইতেছে তাহা কে অনুসন্ধান করেন না। অনেকে মকদ্দমার আমোদ ও ক্রীড়া কৌতুকে অনায়াসে

ত মুদ্রা ব্যয় করিতে পারেন কিন্তু পুত্র কন্যাদির শিক্ষার মাসে ৩। ৪ টী টাকা ব্যয় করাকে অপব্যয় মনে করেন। যাবৎ লোকের মনের এই ভাবের পরিবর্ত্তন না হইবে তাবৎ শিক্ষা বিস্তারের ভরসা দূর হইবার সম্ভাবনা নাই।

জ্ঞানবিকাশিনীর প্রগল্‌ভতা।

আমরা জ্ঞানবিকাশিনী পত্রিকার প্রগল্‌ভতা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। ইহাঁদিগের বুদ্ধি বিবেচনা অল্প ও কোন কাজ করিবার ক্ষমতা নাই, তাদৃশ ব্যাপিকা স্ত্রীলোকেরা যেমন একটী ছল ধরিয়া পাড়ার লোকের সহিত ঝগড়া করিয়া বেড়ায়, জ্ঞানবিকাশিনীও সেইরূপ সোমপ্রকাশের সহিত লাগিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ২৩ এ আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ কে?" এই শীর্ষক দিয়া যে প্রস্তাব লিখিত হয় তাহাই জ্ঞানবিকাশিনীর গাত্রদাহ হইয়াছে। ঐ প্রস্তাবে যে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, জ্ঞানবিকাশিনীর তৎখণ্ডনের ক্ষমতা হয় নাই। তিনি কেবল গ্রাম্যচলোচিত উপন্যাসরসিকতা ও গালিধারা বর্ষণ করিয়াছেন। তিনি যে যুক্তি খণ্ডনের দিকে যান নাই, যাঁহারা জ্ঞানবিকাশিনী পাঠ করেন, তাঁহারা এই নিম্নের উদ্ধৃত অংশ দুই দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

"যাহা হউক আমরা এ বিষয়ের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হই নাই, তবে এই মাত্র বলি আমাদের বিশেষ কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ নাই। যে গুলি তৎ সদৃশ দেখা যায়, তাহাও অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এত জটিল উহা হইতে ঐতিহাসিক সমাচার সংগ্রহ চেষ্টা, নিষ্ফল।"

জ্ঞানবিকাশিনী যদি প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবার কি প্রয়োজন ছিল? কেবল কি গালি দেওয়া প্রয়োজন?

আমরা অধিকতর দুঃখিত হইলাম যে জ্ঞানবিকাশিনীসম্পাদক সোমপ্রকাশের সে প্রস্তাব ভালরূপে পড়েন নাই, তাহার তাৎপর্য্য বোধেও সমর্থ হন নাই। তাঁহার নিজের লেখাতেই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন "সম্পাদক (সোমপ্রকাশ সম্পাদক) কায়স্থদিগকে অপদস্থ করিবার যত্ন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার মতে চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পঞ্চ বংশ ভিন্ন আর কেহই কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ সন্তান নয়।"

জ্ঞানবিকাশিনী সোমপ্রকাশের কোন অংশ পড়িয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে সোমপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পঞ্চবংশ কান্যকুব্জ হইতে আগমন করিয়াছেন? না বুঝিয়া এরূপ লেখা অতি অনুচিত কর্ম্ম। যাঁহারা বলেন ব্রাহ্মণেরা কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছেন, সোমপ্রকাশ তাঁহাদিগের মতে আস্থাবান্ নহেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ নির্ণয় সম্বন্ধে সোমপ্রকাশে যে প্রস্তাব লিখিত হয়, তাহার উদ্দেশ্য কি জ্ঞানবিকাশিনী তাহাও বুঝিতে পারেন নাই। এটীও আমাদিগের অনল্প ক্ষোভের বিষয়। পুরাবৃত্ত বেত্তা পণ্ডিতেরা পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেন? তাঁহারা কি দুর্ভাবিষ্ট হইয়া ছেন? তাঁহাদিগের পরিশ্রম কি পণ্ড হইতেছে? ইতিহাসের রচনা কি বিফল হইয়াছে? আর্য্যজাতি প্রথমে কোন্ দেশে ছিলেন? তাহার পর কোন দেশে যান? কি কি কর্ম্ম করেন? এ গুলির অনুসন্ধানে কি কোন ফল নাই? ইতিহাসের সৃষ্টিতে ও ইতিহাসের পাঠে কি জগতের অভ্যুদয় হয় না? পূর্ব্বকার ঘটনার অনুসন্ধানে যদি কোন ফল থাকে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ নির্ণয়ের ফল আছে সন্দেহ নাই।

আমাদিগের আর একটী দুঃখের বিষয় এই জ্ঞানবিকাশিনী সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কোন বিষয়েরই প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত নহেন। জ্ঞানবিকাশিনীর এক স্থলে লিখিত হইয়াছে, "যে দিন হইতে সোমপ্রকাশের প্রাচীন মাননীয় সম্পাদক অবসর লইয়াছেন, সেই দিন হইতেই আমরা উহার নানা বিষয়ে এমতি দেখিয়া আসিতেছি।" সোমপ্রকাশ সম্পাদক যে সোমপ্রকাশের কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়াছেন, জ্ঞানবিকাশিনী তাহা কিরূপে জানিলেন? সোমপ্রকাশে কি তাহার কোন প্রকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল? সোমপ্রকাশের ১৭ বৎসর বয়ঃক্রম হইল। যে দিন সোমপ্রকাশের জন্ম হয়, সেই দিবস যে ব্যক্তি উহার সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করেন, এখনও তিনিই সম্পাদক আছেন। এই ১৭ বৎসরের মধ্যে কোন নূতন ব্যক্তি সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করেন নাই। তবে মধ্যে কিছু দিন সম্পাদক শরীরের অস্বাস্থ্যনিবন্ধন পশ্চিম দেশে গমন করিয়াছিলেন। সেখান হইতেও তিনি অনেক প্রস্তাব লিখিয়া পাঠাইতেন। তাঁহার সহকারিরা কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। এক্ষণে তিনি স্বদেশে আসিয়াছেন, বরাবর যেমন সোমপ্রকাশের কাজ করিতেন, এখনও তেমনি করিতেছেন। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা সোমপ্রকাশে তাঁহার অধিক সময় ব্যয়িত হইতেছে। মনোযোগও সম্পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার আর অন্য ঝঞ্ঝাট নাই। তিনি আর সকল কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইহাতে বিশেষ রূপে চিত্তসন্নিবেশ করিয়াছেন। এ সমস্ত সংবাদ বিশেষ রূপে না জানিয়া জ্ঞানবিকাশিনীর উল্লিখিত প্রকার বাক্‌প্রয়োগ অতি অসঙ্গত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

উপসংহার কালে বিনয় সহকারে জ্ঞানবিকাশিনী সম্পাদককে আমরা একটী অনুরোধ করিতেছি তিনি সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটী লিখিয়াছেন, এখন একবার স্থির চিত্তে অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিবেন, তাহাতে কোন সার কথা আছে কি না? বাঙ্গলাসমাচার পত্র সকল এইরূপ অসার প্রস্তাবে পরিপূরিত হয় বলিয়াই জন সমাজে ইহার এত অগৌরব। যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, সে বিষয়ের বিশে-

বস্তু স্ত্রী হইয়া হস্ত ক্ষেপ করা কোন ক্রমেই বিধেয় হয়না। তাহাতে কেবল আপনার অনভিজ্ঞতা ও অবিমৃষ্যকারিতা দোষের পরিচয় দেওয়া হয়।

নূতন পুস্তক।

১। মৃণ্ময়ী। কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ (১)। বঙ্কিম বাবু কৃত কপালকুণ্ডলায়, কপালকুণ্ডলার জলমগ্ন হওয়া পর্য্যন্ত লিখিত হয়, ইহাতে জলমগ্ন হওয়ার পর অবধি তাহার জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাই বিবৃত করা হইয়াছে। পুস্তকখানি হস্তগত হইবামাত্র আমরা আদ্যন্ত পাঠ করিলাম। পাঠ করিয়া ভাবিলাম এখানিও বুঝি বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিল। আর এক জন নূতন অপরিচিত ব্যক্তির নাম দর্শন করিলাম। অপরের নাম দেখিয়া আমরা অধিকতর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গ্রন্থখানি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। যতই পড়িতে লাগিলাম, ততই আমরা প্রীতি লাভ করিতে লাগিলাম। ইহাতে স, রচনাচাতুরী, স্বভাববর্ণন প্রভৃতি অনে গুলি গুণের পরিচয় পাওয়া গেল। ই একটী স্বভাববর্ণন অতি উত্তম হইয়াছে। কপ, ণ্ডলার পাঠকগণ তাহার জলমগ্ন হওয়া পাঠ করিয়া আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইতে পা. ই, ক্ষুণ্ণ মনে ছিলেন, এখানিতে তাঁহারা প্রা পার শেষ সীমা পর্য্যন্ত গিয়া নিরাকাঙ্ক্ষ ও প্রীতিপ্রফুল্ল হইবেন সন্দেহ নাই। ইহাতে নবকুমারের পদ্মাবতীকে স্ত্রীরূপে পুনর্গ্রহণ, পদ্মাবতীর মৃত্যু, কাপালিকের মৃত্যু, নবকুমারের সখা উমাপতির সহিত কপালকুণ্ডলার ভগিনী মুক্তকেশীর বিবাহ, কপালকুণ্ডলার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত, ও পরে তাঁহার সহিত নবকুমারের পুনর্ম্মিলন প্রভৃতি এবং তদানুষঙ্গিক অন্যান্য ঘটনা সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। পদ্মাবতীর চরিত্রে গ্রন্থকার একটী নূতন ঘটনার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। পদ্মাবতীর সদৃশ সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত ব্যভিচারিণীর স্বামীর (এস্থলে স্বামিশব্দে নবকুমারের ন্যায় উৎকৃষ্ট স্বামী বুঝিতে হইবে) অনুগ্রহ লাভের বিষয় কখন শুনা যায় নাই, কিন্তু গ্রন্থকার এস্থলে তাহা ঘটাইয়াছেন। নবকুমার যেরূপ অবস্থায় পদ্মাবতীকে গ্রহণ করেন, তাহাতে বোধ হয় পাঠকগণের তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতে প্রবৃত্তি হইবে না, বরং সন্তুষ্ট হইবেন। পদ্মাবতীর চরিত্রের প্রতিবাক্যে প্রতি পঙ্‌ক্তিতে সারগর্ভ উপদেশ সকল নিহিত হইয়াছে। মধ্যে পদ্মাবতীর মৃত্যুঘটনায় বুদ্ধির কৌশল প্রকাশ হইয়াছে। নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার পুনর্ম্মিলনটী যেন কিছু তাড়াতাড়ি করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। আমরা যে ইহার এত সুখ্যাতি করিলাম, কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইহাকি সর্ব্বগুণ সম্পন্ন, কিছুমাত্র দোষ নাই? দোষ নাই আমরা এ কথা বলিতেছি না। পড়িতে ভাল লাগে, পাঠকালে হৃদয়স্থিত নিষ্ক্রীয় ভাব সকল উত্তেজিত হয়, এবং পড়িতে ইচ্ছা হয়, এরূপ "নবেলকে" যদি ভাল বলা সঙ্গত হয়, আমাদের মতে মৃণ্ময়ী ভাল হইয়াছে। পাঠকগণ কপালকুণ্ডলা পাঠে সন্তোষ লাভ করিয়াছেন, এখানি পাঠ করিলে তদ্রূপমনোরঞ্জন হইবেন না।

প্রত্যেক প্রসঙ্গের শীর্ষস্থানে ইংরাজী বাঙ্গালা সংস্কৃত প্রভৃতি নানা ভাষার এক একটী কবিতা দেওয়াতে গ্রন্থকারের যেন কিছু অধিক বিদ্যার পরিচয় দেওয়া অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালার সঙ্গে সংস্কৃত ভিন্ন ইংরাজী প্রভৃতি শোভা পায় না।

২। হেম-নলিনী নাটক। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র গুপ্ত ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার গল্পটী এই—উদয়পুরের ভূতপূর্ব্ব রাজা রণবীর সিংহের পুত্র হেমচন্দ্র ইহার নায়ক, উদয়পুরের বর্ত্তমান রাজা যশোবন্ত সিংহের কন্যা নলিনী ইহার নায়িকা। যশোবন্ত অকস্মাৎ রণবীরের জীবন হরণ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করেন এবং সগর্ভা রাণীকে ছলনা ক্রমে ভিখারিণী বেশে বিদায় দেন। হেমচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমে বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া সমুদায় জানিতে পারেন এবং পূর্ব্ব রাজমন্ত্রী ছদ্মবেশধারী ব্রহ্মচারী, তাঁহার পুত্র, যশোবন্ত সিংহের সেনানায়ক ভীমবাহু এবং কৃতপূর্ব্ব রাজবহ্নি ইন্দ্রবদন প্রভৃতির সাহায্য গুনরায় রাজ্য লাভের চেষ্টায় থাকেন। নলিনীর সহিত হেমের প্রণয় হয়। কিন্তু শিকারগতীর রাজপুত্রের সহিত নলিনীর বিবাহের উদ্যোগ হওয়াতে হেমের হিতৈষী ব্রহ্মচারী নলিনীকে এক প্রকার ঔষধ সেবন করান। অভিপ্রায় এই, ঔষধের গুণে নলিনী মৃতপ্রায় হইলে উহার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া উহাকে শ্মশানে ফেলিয়া আসিবে, উহারা সেই অবসরে নলিনীকে হরণ করিবে। তাহাই ঘটিল। নলিনীর মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া তাহাকে শ্মশানে ফেলিয়া আসা হয়, হেমচন্দ্র তাহার কিছুই জানিতেন না, হঠাৎ নলিনীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া বিষ সহিত শ্মশানে গমন করিলেন এবং তাহাকে মৃত দেখিয়া বিষ পান দ্বারা আত্ম হত্যা করিলেন, কিঞ্চিৎ পরে নলিনীর চৈতন্য হইল, এবং তিনিও হেমচন্দ্রের ঐ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হস্তস্থিত অবশিষ্ট বিষ পান দ্বারা আত্ম হত্যা করিলেন। পরে সকলে আসিয়া এই সকল দুর্ঘটনা দর্শনে শোকার্ত্ত হইলেন, দৈবযোগে কর্ত্তৃক যশোবন্তের বন্ধন এবং তাঁহার হত দানে গ্রন্থের উপসংহার করা হইয়াছে।

৩। তারাবাই। এখানি ঐতিহাসিক নাটক। শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন। তারাবাই রাজপুত রমণী তারাবাইর সাধুচরিত্র সাহস ও বীরত্ব সহকারে পাঠকদিগের সহিত যুদ্ধ এবং পরিণামে তাঁহার সহগমন বৃত্তান্ত বোধ হয় পাঠকগণের অনেকেই বিদিত আছেন। লেখক সেই সকল বৃত্তান্ত নাটকাকারে ইহাতে বিবৃত করিয়াছেন। নাটক প্রণয়ন আজি কালি লোকের একটী

(১) শ্রীহরমোহন মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৷৷০ আনা।

রোগে ধরাইয়াছেন। তারাবাইর লেখকও সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহার রচনা করিয়াছেন। নাটকাকারে না লিখিয়া তারাবাইর বৃত্তান্ত সোজাসোজী গদ্যে লিখিলে বোধ হয় ভাল হইত।

৪। দুঃখমালা। (ভ্রাতৃবিয়োগে ভগিনীর খেদ) কোন হিন্দু মহিলা ইহার রচনা করিয়াছেন। পুস্তকের নাম ধরাই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় পরিস্ফুট হইতেছে।

বিবিধ সংবাদ।

১৮ এ শ্রাবণ সোমবার।

ক'লে একটী যুদ্ধ প্রতিষিদ্ধ হইতেছিল, এক্ষণে প্রত্যাহৃত হইবার উপক্রম হইয়াছে: শুনা যাইতেছে, পারস্যাধিপ গবর্ণমেণ্ট আফ্‌গান খাঁর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। আবদুল রহমন খাঁ ১২ হাজার সৈন্য লইয়া হুমায়ুন নহী পার হইয়া কাবুলের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের অর্থের কিরূপ অপব্যয় হয় এবং গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীই বা কিরূপ, নিম্নলিখিত বিষয়টী তাহার পরিচয় দিয়া দিবে। সিন্ধিয়া বলেন, ইণ্ডস ভ্যালি রেলওয়ে নির্ম্মাণের প্রস্তাব হয়। ইংলণ্ড হইতে তন্নিমিত্ত মাল মসলা সকল করাচিতে প্রেরিত হয়। মাল মসলা আসিলে পর স্থির হইল, রেলওয়ে হইবে না। সুতরাং ঐ সকল দ্রব্য কলিকাতায় প্রেরণের আজ্ঞা হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে দ্রব্য গুলি বোম্বাইতে আসিতেছে, তথা হইতে কলিকাতায় আসিবে। ইংলণ্ড হইতে করাচি, করাচি হইতে বোম্বাই, বোম্বাই হইতে কলিকাতায় এ সকল দ্রব্য আনিতে যে ব্যয় পড়িবে, তাহা বোধ হয় উহার মূল্য ছাড়াইয়া উঠিবে।

মান্দ্রাজ রেলওয়ের টেলিগ্রাফ ইন্সিপেক্টর উক্তপ্রায় সাহেব এক প্রকার বৈদ্যুতিক আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন, গমনশীল ট্রেণের আরোহিবিশেষ কোন বিষয় জানাইবার প্রয়োজন হইলে তদ্দ্বারা গার্ডকে জানাইতে পারিবে। এটী যেমন সহজ তেমনি অল্প-ব্যয়সাধ্য। ইহাতে বিলক্ষণ উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে।

শুনা যাইতেছে আগামী অক্টোবরের ১২।১৩ ই গঙ্গার সেতুর পূর্ব্ব ভাগটী সম্পূর্ণ হইবে এবং ঐ সেতুর উপর দিয়া বাণিজ্য কার্য্য চলিতে থাকিবে। হউক না হউক শুনিলেও আনন্দ হয়।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম কলিকাতার বিখ্যাতনামা বাবু শিবচন্দ্র শুহ বুধবার প্রাতঃকালে ৫ ঘটিকার সময় মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি একজন অকপট ধার্ম্মিক ছিলেন। প্রথমে এক হাউসে সামান্য আসিষ্টাণ্ট হন। ক্রমে স্বীয় ক্ষমতায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। ইনি গবর্ণমেণ্টের অনেকগুলি অবৈতনিক উচ্চ পদ প্রাপ্ত করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্ম্ম সুমোর্জিত কার্য্যাদিতে ইহাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইহার বারো মাসে তের পার্ব্বণের বাধ ছিল না। ইহাঁর ৮৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল। বিশেষ দুখের বিষয় এই ইনি প্রপৌত্রের মুখাবলোকন করিয়া সমুদয় পরিবার পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে কালাতিপাত করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। এরূপ অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

বোম্বাই গেজেট সিন্ধু হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, সীমান্থিত প্রদেশ সকলে জল প্লাবন হইয়া নগর পল্লী সকল ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। জেকোবাবাদের শিবির পর্য্যন্ত ইহার হস্ত হইতে রক্ষা পায় নাই। সৈন্যগণ বাঁধ দিয়া নগর রক্ষার্থে প্রাণপণ করিতেছে। এদিকে বৃষ্টির নিমিত্ত হাহাকার।

লণ্ডনে যে "জাতিসাধারণ প্রদর্শন" খোলা হইয়াছিল, সেটী উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটারি এ বিষয়ে লর্ড নর্থব্রুককে টেলিগ্রাম করিয়াছেন।

২৭ এ শ্রাবণ মঙ্গলবার।

পঞ্জাবের নূতন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সম্প্রতি তাঁহার শাসনাধীন ভাবৎ স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। পঞ্জাবে যত লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হইয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে ইনিই প্রথমে এই কার্য্য করিলেন। বোধ হয় ইঁহা হইতে অনেক সুফল হইবে, সবে ত দেশ ভ্রমণ ইহার পর পর্ব্বতবাস প্রভৃতি আছে।

সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পব্লিক ওয়ার্কের একজন দেশীয় সব ওভারসিয়রকে বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে পদ চ্যুত করা হইয়াছে। দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়ের পক্ষে এই নিয়ম করিলে পব্লিক ওয়ার্ক বিভাগের পক্ষোদ্ধার হইতে পারে। দুই এক জন দেশীয় কর্ম্মচারীর উপর তদ্বী করিলে কিছুই হইবে না।

মান্দ্রাজের ট্রামওয়েতে বিলক্ষণ ভার চলিতেছে, লোকেও ইহাতে বিলক্ষণ সন্তুষ্ট হইয়াছে। তত্রত্য অনেকগুলি লোক একত্রিত হইয়া উক্ত লাইন বাড়াইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। আমাদিগের কলিকাতার মিউনিসিপাল ট্রামওয়ে কি চিরনিদ্রাভিভূত থাকিবে?

কোন বদমায়েসকে গ্রেপ্তার করিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট হইতে যে পরয়ানা বাহির হয়, তাহাতে লিখিত থাকে "মৃত বা জীবিত যে অবস্থায় হউক উহাকে ধরিয়া আনা হয়।" এইরূপ লেখা থাকাতে অনেকে মনে করে, গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াও তাহার মৃত দেহ আনিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। এই সংস্কার নিবন্ধন [illegible] যদিও অন্য কোন অনিষ্ট [illegible] নাই, কিন্তু দুই এক স্থলে এমন [illegible] গ্রেপ্তার কর্ত্তারা উহার [illegible] মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অপরাধী [illegible] সত্য সত্যই হত্যা করিয়া আনি[illegible]ছে। এই জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতি আজ্ঞা দিয়াছেন, ঐরূপ পরয়ানা হইতে "মৃত বা জীবিত" এ দুটী শব্দ উঠাইয়া দেওয়া হয়। এই সঙ্গে সঙ্গে পরয়ানার ভাষাটী পরিষ্কৃত বাঙ্গালায় লিখিবার আজ্ঞা হইলে ভাল হয়।

মান্দ্রাজ মেইল বলেন, উইন্দিয়া একটী স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৩১ শে আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ সেই সপ্তাহে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫২৩৯৮০ টাকা আয় হয়, পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময় ২৮৮৯০০ টাকা আয় হইয়াছিল। জব্বলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ২৮৪২৩ টাকা আয় হয়, পূর্ব্ব বৎসর ঐ সপ্তাহে ১২৮৪০ টাকা হইয়াছিল।

জুলাই মাসের কমর্শিয়াল গাইডে লিখিত হইয়াছে, গত বৎসরের সহিত তুলনা করিলে এবৎসরের জুলাই মাসে ৫৭৯২৬৫ অধিক টাকার বাণিজ্য দ্রব্য কলিকাতায় আমদানী হয়। তুলা সুতা প্রভৃতিরই আমদানী অধিক। কলিকাতা হইতে ১৩৬১৭৭৮ অধিক টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হয়। গনিব্যাগ গোচর্ম পাট ক্যাষ্টরওয়েল মসিনার উত্তল পোস্ত দানা রেসম এবং চার বাণিজ্যেরই বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু অপরিষ্কৃত তুলা টাউল এবং অহিফেনের বাণিজ্য কম হইয়াছে।

২৮ এ শ্রাবণ বুধবার।

সার রিচাড টেম্পল লাড নর্থব্রুকের সহিত শ্রীহট্টে যাত্রা করিয়াছেন।

পিয়নিয়র বলেন, এক্ষণ অবধি ষ্টেট রেলওয়ের ডাইরেক্টরের হেড কোয়াটার আগ্রায় হইবে। আগ্রা হইতে যে সকল ষ্টেট রেলওয়ে হইতেছে সে গুলির তত্ত্বাবধানের বিশেষ সুবিধা হইবে।

১লা আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২০৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা এ সপ্তাহে মৃত্যু সংখ্যা ১৯ বৃদ্ধি হইয়াছে। এই ২০৪ জনের মধ্যে ৬৯ জনের ওলাউঠায় ৮৯ জনের জ্বরে এবং অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

গত সোমবার রঙ্গপুরে ডাক্তার শশিভূষণ লাহিড়ি তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা ও আর তিন জন পুরুষ নৌকা করিয়া সাতরাগাছি যাইতেছিলেন। গঙ্গার সেতুতে ধাক্কা লাগিয়া নৌকা খানি জলমগ্ন হয়। সেতুতে যে সকল মজুর কাজ করিতেছিল তাহারা পূর্ব্বোক্ত তিনটী পুরুষকে তুলিয়া লয়, কিন্তু ডাক্তার তাঁহার কন্যা তাহার স্ত্রী এই তিন জনকে পাওয়া যায় নাই।

ওয়াইমান কোম্পানির পেরাদা আট আনা পয়সা চুরি করাতে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার দুই মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

২৯ এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

লর্ড নর্থব্রুক ঢাকায় গমন করিয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্মানার্থ অদ্যকার স্কুল ও কালেজ সমুহ এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ হইয়াছে।

গলেতে একটী স্ত্রীলোক সম্প্রতি একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে। উহার অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত একটী লাঙ্গুল আছে। উহার বয়স প্রায় তিন মাস হইল। ঐ লাঙ্গুলটী বিধাতা দিয়াছেন, বা, সমাচার পত্রসম্পাদকেরা দিলেন?

মিরর বলেন বরদায় একটী সভা হইয়াছে, তাহার সভ্যগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইয়াছে এমন বস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন বস্ত্র পরিধান করিবেন না।

আগামী ১ লা সেপ্টেম্বর বঙ্গদেশীয় মেটিব সুবর্ডিনেট সিবিল সর্ব্বিসের একটী বিশেষ ক্লাস খোলা হইবে। ইহার প্রবেশার্থীদিগকে ২১ এ আগষ্টের পূর্ব্বে হুগলী কলেজের প্রিন্সিপাল বোয়েট সাহেবের নিকট আবেদন করিতে হইবে। যিনি যে কয় বৎসর গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়াছেন তাহারও এক এক খানি সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে।

সম্প্রতি লণ্ডনের লাড মেয়র কলিকাতার সেণ্ট্রাল রিলিফ ফণ্ডে আর দুই লক্ষ টাকা পাঠাইয়াছেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন আর চাঁদা সংগ্রহের প্রয়োজন কি না? কমিটী এই লিখিবেন স্থির করিয়াছেন তাঁহাদিগের হস্তে যে টাকা আছে তাহাতে বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত সমুদায় আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে।

দুবরের নানা স্থান হইতে ওলাউঠার এবং পণ্ডীচার সংবাদ আসিতেছে।

ই-লিস্মান বলেন আগামী বৎসরে কটকে অর্দ্ধেক হারে রথযাত্রার সংগ্রহের আজ্ঞা হইয়াছে।

ক্রণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন সার হেনরি ডুরাণ্ডের দুইখানি প্রতিকৃতি আসিতেছে। একখানি কলিকাতায় এবং আর এক খানি লাহোরে থাকিবে।

উক্ত পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল কাবুলের আমীর সিরায় আলী তাঁহার বিদ্রোহী পুত্রের [illegible] সেনাপতিকে বন্দী করিয়া ফাঁসি দিয়াছেন। আমীর শিরাহ আলীর স্ত্রী অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি একদিন আমীরকে জিজ্ঞাসা করেন যাকুব খাঁ যদি ইংরাজদিগের সাহায্য লাভে সমর্থ হয় আবদুল জানের কি উপায় হইবে? আমীর বলেন কিছু মাত্র ভয় নাই। যতদিন আমি জীবিত থাকিব ইংরাজেরা কখনও আমাকে প্রতারণা করিবেন না। এবং আমার সংকেত সংহার করিবেন না।

কলম্বোর একজন ইউরোপীয় ডাক্তার এক ব্যক্তির অপমান করাতে তাঁহার পুত্রের উকীল দুই শত টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

মাদ্রাজের এক জন দেশীয় স্কুল মাষ্টার তাহার একটী ছাত্রের ভগিনীর হস্ত হইতে ৬৫ গাছি সোণার বালা চাহিয়া করেন। মাজিষ্ট্রেট কঠিন পরিশ্রমের সহিত উহার ছয় মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। স্কুলের শিক্ষকগণ কি ছেলে এই সকল উপায় অবলম্বন আরম্ভ করিলে মাহেবেতনের যে বন্দোবস্ত, না করিলে বা কি করেন?

একজন মাদ্রাজী স্ত্রী একটি [illegible] চুরি করিয়াছিল বলিয়া তাহার বিনা পরিশ্রমের সহিত পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। মেথটী কি সোণার?

গোয়ালিয়রের রাজার বিষ্ণুনাথ নায়ক এক জন মন্ত্রী ভক্ত রাজ্যে বিবাহের কর করিয়াছেন বলিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ১৫০০০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। যেমন রাজা মন্ত্রীটী তাহার উপযুক্ত হইয়াছেন।

৩০ এ শ্রাবণ শুক্রবার।

সিন্ধুর ন্যায় সুরাটেও জল [illegible] হইয়াছে।

গাজিপুরের [illegible] একটী [illegible] হইয়া [illegible] ও গরু [illegible]

পাটিয়ালার রাজা তাঁহার নিজ রাজ্য মধ্যে এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন

কোন কর্ত্তৃপক্ষের বৈদ্য যদি তাঁহার রাজা প্রজা কাহারও চিকিৎসা করে তাহাকে দণ্ড দিতে হইবে। মজঃফরপুরের একখানি সংবাদ পত্র বলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করুন। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে অনেকের জীবন রক্ষা হইতে পারে।

আইরিশ এক্সেমিনর বলেন, গত ৭ই আগষ্ট শুক্রবার লংফোর্ডের কোর্ট অব ওয়ার্ডের আবদুল্লা নামক একজন চাপরাসীর স্ত্রী এক সন্তান প্রসব করিয়াছে। উহার মুখটী ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ, হস্ত পদাদি অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভল্লুকের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। কপোল দেশের উভয় পার্শ্বে প্রায় ৩ ইঞ্চ পরিমিত দুটী শৃঙ্গ আছে। চক্ষু দুটী রুধের ন্যায় একটী ৫। ৬ মিনিট কাল জীবিত ছিল মাত্র। মধ্যে মধ্যে এরূপ দুই একটী সংবাদ না থাকিলে গ্রাহক বৃদ্ধি হয় না।

কংগ্রেসম্যান বলেন আমীর খাঁর স্ত্রী এবং কন্যা তাঁহার মুক্তির জন্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট যে আবেদন করেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের কেট প্রিজনরের বিষয়ে কিছু করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া তিনি ঐ আবেদন পত্র গবর্ণর জেনরলের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। গবর্ণর জেনরল আমীর খাঁর একরূপ সংক্রান্ত কাগজ পত্র চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

গত বুধবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এক খানি লবণের নৌকা রেলওয়ে কোম্পানির কোঁদাতে ধাক্কা লাগিয়া জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে।

এক ব্যক্তি রাধানগর হইতে লিখিতেছেন:—

এক ফসলাই, রাধানগর, শ্যামপুর প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টির অল্পতানিবন্ধন বৈষয়িক বাজের সম্পূর্ণ ক্ষতি লক্ষিত হইতেছে। কোন কোন মাঠে অদ্যাপি রোপণ করা আরম্ভ হয় নাই। কোন কোন মাঠের নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী প্রভৃতিতে যে সংসামান্য জল ছিল তাহা সেচন করিয়া কতক অংশ আবাদ হইয়াছে। ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয় যে সকল পুষ্করিণীতে ২০। ২২ হাত জল থাকিত, আজি কি না সেই সকল পুষ্করিণীতে একহস্ত প্রমাণও জল নাই। সুখের বিষয় এই মধ্যে মধ্যে যে অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছিল, তদ্দ্বারা আশুধান্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। তণ্ডুল দিন দিন মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। প্রজাবৎসল দয়াবান গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি না থাকিলে এত দিন যে অজন্মা অধিবাসিগণের কি পর্য্যন্ত দুর্দ্দশা ঘটিত, তাহা কথনাতীত। ফীরপাই ও রাধানগর এই স্থানদ্বয়ে দুটী অন্ন সত্র খোলা হইয়াছে। প্রায় ৪০০ শত লোক আহার পাইতেছে। উহারা মধ্যে মধ্যে বস্ত্রও পাইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন দুস্থ তন্তুবায়দিগকে সূত্র প্রদত্ত হইতেছে। উপায় বিহীন নিরন্ন ভদ্র ব্যক্তিরাও টাকা প্রাপ্ত হইতেছে।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, সম্প্রতি আমাদের এক আধা নগর গ্রামে একটী অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তাহা এই, ১ টী মুসলমান জাতীর স্ত্রীর ৩ টী সন্তান হয়। তন্মধ্যে ২ টী পুত্র ও একটী কন্যা। প্রসবের কিছু কাল পরে ৩ টীরই মৃত্যু হইয়াছে।

অপর আমাদের এ অঞ্চলে এবার আশু ধান্য অপর্য্যাপ্ত হইয়াছে এবং হৈমন্তিক ধান্য যে উত্তম রূপে হইবে তাহার লক্ষণ এক্ষণ হইতেই লক্ষিত হইতেছে। আগামী ১ মাস এই রূপে বৃষ্টি হইলে সমুদায় মনোরথ সফল হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং রিলিফ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

৩১ এ শ্রাবণ শনিবার।

আমাদিগের পত্র প্রেরকেরা সাধারণের গোচরার্থ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

"২৪ পরগণার অন্তর্গত বসুরহাট সব ডিবিজনের অধীন হয়দরপুর গ্রাম নিবাসী পরম দয়াবান্ হিতব্রত পরায়ণ শ্রীযুক্ত বাবু সৃষ্টিধর কোচ মহোদয় দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত করাল কালের আসন্নগত প্রায় সেই সমস্ত জনগণের সাহায্যার্থ প্রতিদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে ৵৷৹ অর্দ্ধ সের পরিমিত তণ্ডুল প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগের দুর্লভ জীবন রক্ষা করিয়া মানব জন্মের সার্থকতা সাধন করিতেছেন এমন নহে, ১২৭৮ সালের আশ্বিন মাসে যখন প্রবল বন্যা আসিয়া বঙ্গভূমির অধিকাংশ স্থান আক্রমণ করিয়া দীন হীন জনগণে ঘরবাড়ি সমুদয় সলিলসাৎ করিয়াছিল সেই সময় নিরুপায় জনগণ প্রবল সলিলে সমাক্রান্ত হইয়া অন্ন বস্ত্রের নিবন্ধন যার পর নাই কষ্টে নিপতিত হইয়াছিল, এবং বাসস্থানের অভাব বশত বৃক্ষাদি উচ্চ স্থানে আরোহণ চাতকের ন্যায় ধারা প্রার্থনার ন্যায় কাতরতা নিবন্ধন বারংবার ঈশ্বর আহারীয় প্রার্থনা করিতেছিল, তখন অনাথ শরণ করুণাসিন্ধুহৃদয় মহোদয় গ্রাম নিবাসী দুঃসহদুঃখ ভার সমস্ত দীন পরিবারগণকে উপযুক্ত অন্ন প্রদান দ্বারা তাহাদিগের সেই অসহ্য যন্ত্রণা নিবারণ করিয়াছিলেন

"জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী পুর গ্রামের সুবিখ্যাত জমীদার বং শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার রায় চৌধুরী স্বীয় মার্জ্জিত বুদ্ধির প্রভাবে চিকিৎসা বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছে ব্যক্তি অতি বিরল। তিনি দাতব্য সালয় স্থাপন করিয়া অনাথ দরিদ্র প্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে অকাতরে ঔষধ করিয়া যে মহোপকার সাধন করি তদ্দর্শনে কোন্ ব্যক্তি সাধুবাদ প্রদান করিবেন? কিছু দিন অতীত হইল গ্রাম দিগের করুণানিধান্ গবর্ণমেণ্ট কৃপা ক এই ঔষধালয়ের সাহায্যার্থ ঔষধ প্রদা করিয়াছেন। আমার প্রতি বসন্ত বাবু কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া ঔষধগুলি অল্প প্রদা করিয়াছেন।"

"গত জুন মাসের শেষ সপ্তাহে সোমপ্রকাশে মেদিনীপুরস্থ সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র ওলাউঠা রোগের নিদান সংক্রান্ত যে প্রবন্ধটী লিখিয়াছিলেন তাহাতে উল্লেখ ছিল "সংসর্গই দোষই ওলাউঠা রোগ সঞ্চারের প্রধানতম কারণ।" এই সারগর্ভ যুক্তিটী বাস্তবিক অভ্রান্তরূপে স্বীকার করিতে হইবে।

সংপ্রতি "পুরী" হইতে প্রত্যাগত একজন উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় লোক এখানে আসিয়া ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হয়। ৫। ৬ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির জীবন শেষ হইয়াছিল। তাহার জীবদ্দশাবসানের দুই এক দিনের মধ্যেই এখানকার অধিবাসিদিগের মধ্যে দুই তিনটী লোক উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে।

যত দিন পর্য্যন্ত জগন্নাথ যাত্রির পথ নির্দ্ধারিত না হয়, ততদিন এখানকার লোককে এই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

মেদিনীপুর সহরের মধ্যে জগন্নাথ যাত্রিদিগকে প্রবিষ্ট না হইতে দেওয়াই কর্ত্তব্য। নগরের বহির্ভাগ দিয়া একটী স্বতন্ত্র রাস্তা করিয়া দেওয়া অত কঠিন ব্যাপার নহে। তাহাতে পথিকদিগের বিশেষ ক্ষতি নাই। অথচ সাধারণ লোকের প্রভূত মঙ্গল সম্ভাবনা। যে সকল অনিষ্টকর কারণের উচ্ছেদ করা নিতান্ত, তাহার জন্য যত্নশীল হওয়া বিশেষ আবশ্যক।"

"আমাদিগের এই বদনগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরচন্দ্র শুক্ল মহোদয় সামান্য আয় বিশিষ্ট ব্যক্তি হইয়াও ঘাটাইয়া মানভূম জেলার রাইপুর পরগণার দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণের জীবনোপায় বিধানার্থে আপনার বদান্যতার ও দেশহিতৈষিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অপরিসীম দানশীলতার বিষয় শ্রবণাগত হইলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই দুঃসময়ে মাসিক ১০০০ হাজার লোকের অধিক ব্যক্তিকে ক্রমাগত ৩ তিন মাস কাল অনুন ২৭। ২৮ হাজার লোককে কাজ দিয়া প্রতিপালন এবং অতিরিক্ত ৫০০০ হাজার টাকার ধান্য দাদন করা সামান্য আয় বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সহজ ব্যাপার নয়।"

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

১০ ই আগষ্ট পর্য্যন্ত বেঙ্গল আক্ষস হইতে শস্যাদির অবস্থা বিষয়ক যে অতিরিক্ত রিপোর্ট প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় পূর্ব্বসপ্তাহ অপেক্ষা বর্ত্তমান অঞ্চলে শস্যাদির অবস্থা অপেক্ষাকৃত উত্তম। উক্ত বিভাগের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বীজ রোপণের জন্য আরো অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন। স্থানে স্থানে রোপণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আশু ধান্য উত্তম জন্মিয়াছে। অন্যান্য শস্যের অবস্থাও মন্দ নহে। নদীয়াতে বৃষ্টির অভাবে আশু ধান্যের এত ক্ষতি হইয়াছে বোধ হয় চেষ্টায় শস্যও পাওয়া যাইবে না। আমন ধান্যের কিয়দংশ ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। ২৪ পরগণার অপেক্ষা অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন। মুরসিদাবাদ হইতে সংবাদ আসিয়াছে বৃষ্টির অভাবে আমন ধান্যের অবস্থা অতি মন্দ হইয়াছে। চম্পারণে বৃষ্টির অভাবে অনেক শস্য শুকাইয়া যাইতেছে। রোপণ কার্য্যও চলিতেছে না। অন্যান্য বিভাগ হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহা সন্তোষকর। ঐ সকল বিভাগে আশুধান্য উত্তম জন্মিয়াছে এবং বর্ত্তমান শস্য সকলও উত্তম জন্মিবে বোধ হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৭ এ জুলাই, টি. জে. সি, গ্রাণ্ট পুনরায় কিছু দিনের জন্য রেবেনিউ বোর্ডের সেক্রেটারির কার্য্য করিবেন।

৫ ই আগষ্ট। এচ. জে. নিউবেরি, এ. এস, প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কলেক্টর হইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটী কালেক্টর বাবু ঘোলোকচন্দ্র রায়কে বগুড়া হইতে চট্টগ্রামে বদলী করিবার যে আজ্ঞা হয় তাহা স্থগিত হইয়াছে।

১১ ই আগষ্ট। সহকারী কমিসনর ডব্লিউ. ও, এ, বেকে রঙ্গপুরে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাঠলেন এবং ১৮২৫ সালের ৯ এবং ১৮৩২ শালের ৭ আইন অনুসারে উক্ত বিভাগের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

জে, ওয়াড দিনাজপুর সেসন বিভাগের অতিরিক্ত সেসন জজ হইলেন।

অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর এ ডব্লিউ কসবট প্রলপাইগুড়িতে থাকিবেন এবং প্রথম শ্রেণির ম্যাজিষ্ট্রেটের এবং ডেপুটী কলেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১১ ই আগষ্ট। ফ্রাঙ্ক ইংলিশের বাবু তারিণীচরণ সরকার পাবনার ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিসের ভার পাইলেন।

হাজারিবাগের সিবিল সারজন ই, এ, বার্ক নিজ কার্য্য ভিন্ন অতিরিক্ত লক হাসপাতালের ভার পাইলেন।

৮ ই আগষ্ট। সি. এল, হাবিসন সবডেপুটী অফিসর এজেন্টের পঞ্চম শ্রেণিতে কার্য্য করিবেন।

৬ই আগষ্ট। কাপ্তেন এচ, ডি, বেবেল ১৮৭০ সালের এ আক্ট [illegible] কাজ বন্দবস্তের উপযুক্ত [illegible] কমিসনর হইলেন।

বিনয় নিবেদন
বঙ্গদেশস্থ কৃষকদিগের
দোহাই।

১০ ই আগষ্ট। বর্দ্ধমান [illegible] আপাতত: [illegible] ভূমি [illegible] ভূমি [illegible] ভূমি [illegible] কার্য্য [illegible]

বঙ্গদেশীয় কৃষক সম্প্রদায়
দোহাই।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৭ই আগষ্ট। [illegible] কোলে বলেন, [illegible] আমার [illegible] পত্র প্রকাশের [illegible] ইউরোপের [illegible] উন্নতি [illegible] প্রেরণ [illegible] কোন পরিবর্ত্ত প্রস্তাব করা হইবে না এবং [illegible] কার্য্যের বিষয়ে [illegible] হইবে না, বিদেশীয় [illegible] কার্য্য করাতে [illegible] উক্ত সভা [illegible] কোন [illegible] তাহা [illegible] করিবার [illegible] [illegible] করিয়াছে [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] সাহেব যে সাহস করে, [illegible] তদনুসারে কার্য্য করিতেছেন।

সিংহলের গোলযোগ হয়, ফ্রান্স উহার এক পক্ষ অবলম্বনার্থ অগ্রসর হন, কিন্তু জর্ম্মণী ও অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নাই, উদাসীনভাবে আছেন

গত ৮ই আগষ্ট। ইলণ্ডের মাসে ১৮ কোটি হইতে ২১ কোটি টাকার বাণিজ্য দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত সপ্তাহে ৫,০০০ এক লাখিরও অধিক বস্ত্র বিক্রয় হইয়াছে। ৩০ কোটি টাকা [illegible] হইয়াছিল।

গত ১০ই আগষ্ট সার চার্লস গডন কি, এস, আই উপাধি পাইয়াছেন।

বোম্বাই নগরে প্লেগের দুরবস্থা হয়, অনেককে অন্য স্থানে [illegible] করিতে হইয়াছে।

আমাদিগের দেহুড়দাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। বালেশ্বরের উত্তরভাগে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ধান্য নষ্ট হইবার উপক্রম হওয়াতে বিশেষশঙ্কা করিয়া কয়েক দিন পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে লিখিয়াছিলাম। এক্ষণে অতিবৃষ্টি জনিত বন্যাজল উপস্থিত হইয়া মাঠ ঘাট পূর্ণ করিয়া শস্য সমুদয় বিনষ্টপ্রায় করিতে আমাদের পূর্ব্ব আশঙ্কা তিরোহিত না হইয়া অধিকতর বৃদ্ধি হইতেছে। এখনও জল বন্ধ হয় নাই। প্রায় প্রত্যহ দিন বৃষ্টি হইতেছে। যে সকল মাঠে এখন জল প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই, বর্ষাধিক্য জন্য সে সকল মাঠ জলমগ্ন হওয়াতে সুক্ষম ধান্যগাছগুলি নষ্টপ্রায় হইয়াছে। এতদ্দেশ দুরবস্থা দেখিয়া শস্যের মহাজনেরা ধান্য বাহির করিতে সম্মত হইতেছেন না। তজ্জন্য অনেককে অন্নের জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হইতেছে। কিম্বদন্তী কথা হইয়াছে মফস্বলের অনেকে নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছে। মাঠের অধিকাংশ ধান্য গাছ পচিয়া গিয়াছে।

২। কাঁথি এলাকার শ্রীযুক্ত বাবু নবকৃষ্ণ মাইতি মহাশয় একটী চলনবহীন বিধবা বালিকার পুনর্ব্বার বিবাহ জন্য বিশেষ যত্নশীল হইতেছেন। নবকৃষ্ণ বাবুর সচ্চেষ্টা দেখিয়া আমরা অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য সম্পাদন জন্য তত্রত্য লোক মাত্রের সাহায্য করা আবশ্যক।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। শ্রাবণ শেষ হইতে যাহা আকাশের বৃষ্টি দ্বার এখনও রুদ্ধ রহিল। ভূমি প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া উঠিল। চাষাগুলি মৃতপ্রায়। এ লক্ষণ শুভ কি ভাবী দুর্ঘটনাজ্ঞাপক নহে?

২। যাহাতে প্রজাক্ষয় নিবারিত হয়, তৎপ্রতি রাজার সাম্য পক্ষে সর্ব্বাই দৃষ্টি রাখা বিধেয়। আমাদের দেশে যে কয়েকটী মহামারীর উৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রতিবিধানে গবর্ণমেণ্ট একপ্রকার উদ্যোগশীল আছেন। কিন্তু বর্ষে বর্ষে সর্পদংশনে লোক যে নিধন প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রতীকার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে নিতান্ত উপেক্ষমাণ দেখা যায়। সর্পদষ্ট হইলে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োজিত হয়, এরূপ ঔষধ আবিষ্কৃত হইল না। তবে এ সম্বন্ধে যে সকল উপায় আছে, তাহাই অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক। সর্পকুলের বিনাশ চেষ্টা কেহ অসঙ্গত কার্য্য নহে। এই বিনাশ কার্য্য অনায়াসসাধ্য। বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এ বিষয়ে যেরূপ পুরস্কার দান ব্যবস্থা আছে, তাহাই সাধ্যমতে আমাদের দেশে প্রচলিত হইলে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। আমরা অতি সামান্য ব্যয়ের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি। বর্ষাগমে বীরভূমের অনেক স্থলে মহা সর্প ভয় হয়।

৩। বর্দ্ধমান জেলায় তণ্ডুল ঋণ দান প্রথা বহুল পরিমাণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এ কার্য্যে মধ্য শ্রেণীর লোকের অল্প উপকার সাধিত হয় নাই। সাহায্য দান কার্য্যটী বীরভূমে তাদৃশ বহুলতা সহকারে বিস্তারিত হয় নাই। তবে গবর্ণমেণ্টের এ প্রস্তাবটী কোন কোন জমিদার পরিপূরিত করিয়া দিয়াছেন। শুনিলাম, কীর্ণাহারের জমিদার শিবচন্দ্র বাবু অকাতরে আপন প্রজাবর্গকে ধান্য ঋণ দান করিতেছেন। শুনা যাইতেছে এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া তিনি প্রায় দশ সহস্র টাকার ধান্য দাদন করিয়াছেন। ধন্য শিবচন্দ্র বাবুর দানশৌণ্ডতা। দুঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার একবার সংবাদও লইলেন না।

৪। গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে সব রেজিষ্টরী আফিস স্থাপন করিতেছেন। এরূপ এক একটী কার্য্যালয় প্রতি থানায় করিলে ভাল হয়। এ থানায় এরূপ একটী আফিস কত দূর প্রয়োজনীয় তাহা কর্ত্তৃপক্ষের একবার অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক।

৫। কাটোয়া উপবিভাগের সাহায্য কার্য্যের বন্দোবস্ত দেখিয়া আমরা বড় প্রীত হইয়াছি। এ দিকে এ কার্য্যের এরূপ বহুল অনুষ্ঠান না হইলে দেশের অতি শোচনীয় দশা উপস্থিত হইত। এজন্য আমরা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ভগবান বাবুকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি।

৬। যে মুসলমান যুবক ক্রোধান্ধ হইয়া আপন পত্নীর প্রাণ সংহার করে, সে হতভাগ্য বর্দ্ধমানের সেসনে অর্পিত হইয়াছে। এই অবলা আমাদের প্রতিজ্ঞাত হত্যা বিবরণ পাঠক সমীপে উপস্থিত করিতেছি। আমরা ভার্য্যাকে নানা পরিচ্ছদে বিভূষিত দেখা প্রায় স্বামি মাত্রেরই স্বাভাবিক ইচ্ছা। হতভাগ্য যুবক সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আপন পত্নীকে এক খানি বস্ত্র ক্রয় করিয়া দেয়। ব্যবহারে তাহার জননী মহাকুপিত হইয়া উঠে। এ দুঃসময়ে (দুর্ভিক্ষ সময়ে) বস্ত্র ক্রয়ে পিতৃ দিক্য জননীর অসহনীয় হয়। এই সামান্য কারণ হইতে বিবাদ উপস্থিত হয়। আপন পত্নীর এ প্রগল্‌ভতা দেখিয়া হতভাগ্যের ক্রোধের সঞ্চার হয়। ক্রমে সেই ক্রোধ ভাব ধারণ করে। তখন জ্ঞানশূন্য লোমহর্ষণ কার্য্য করিয়া ফেলে।

প্রেরিত পত্র

ক্ষ সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয়সমীপেষু

সরমা-বিলাপ।

(১)

যে দেশেতে মনোরমা সরমা তটিনী
কবি কল কল ধ্বনি,
হইয়াছে দ্রুত বেগে পশ্চিম গামিনী
পূর্ব্ব উত্তর দক্ষিণে, বেষ্টিত ভূধরগণে
প্রাচীরে বেষ্টিত যথা রাজনিকেতন,
নিবারিতে শত্রু আগমন
আহা! প্রকৃতি সুন্দরী উল্লাসে সুবেশে,
দেদেশে প্রকাশে।
হবে বলে প্রকৃতির প্রিয় বাস স্থান,
স্বহস্তে বিধাতা করিলা নির্ম্মাণ।

(২)

কি দুখে মলিন মুখ দেখিয়া তাহার
আজ প্রাণ ফেটে যায়!
কে জানে কারণ এর, জিজ্ঞাসিব কার,
কেবা দিবে সদুত্তর, জুড়াইবে এ অন্তর
অথবা, মনের দুঃখ প্রকাশিতে নারি,
ভাবিতে নয়নে বহে বারি।
বুঝি বিধাতা এবার

হলেক বিমুখ।
অনেক অসুখ
ঘটিয়াছে প্রিয়তমা সে ভূমীর তাপে।
নাহলে অস্থিত কেন দুঃখ ভাপে।
(৩)
অইযে শাখীর শাখে বিহঙ্গের দল
বসি করিতেছে রব,
ভূজন তো নহে, শুধু রোদন এ সব।
অই যে স্রোতের জল বহিতেছে অবিরল
এ নহে বিশুদ্ধ বারি, শুধু অশ্রু জল।
কাঁদিতেছে পদার্থ সকল
হায়! সে ভূমীর ভয়ে,
ভূধর, ভূচর,
খেচর নিকর,
সকলে মনের দুখে রোদন করিছে,
মলিন আকার সবাই ধরিছে।
(৪)
এই তো সরমা নদী রমা সহচরী।
যার সুমধুর ধ্বনি
পরশিলে শ্রুতিযুগ, হৃদয় অমনি
অপার আহ্লাদ পেয়ে, আমোদে বিভোর হয়ে
নাচিত। বাজিলে যথা বীণা বীণাপাণি,
আনন্দে মগন চক্রপাণি।
এখন সে মধুরতা নাই,
হায় মধুরতা নাই।
বিনয়ে বিনয়ে
কাঁদয়ে কাঁদিয়ে
চলিছে, বলিতে নিজ অন্তরের কথা
বক্ষে সাগরে রক্ষ পুত্র যথা।
(৫)
কাঁদিছে কাতর স্বরে ব্রহ্মপুত্র প্রতি
দুখে দুইয়া কাতর,
"অভাগীর নিবেদন শুন নদ বর।
দীন বলে একবার, কর যদি উপকার,
রহিবে চরণে দাসী বাধা চিরকাল,
ভুলিবে না কৃতজ্ঞতা জাল।
আমি পড়েছি বিপদে,
বল নাই, বুদ্ধি নাই,
কোথা যাই, ভাবি তাই
কাহারে বলিলে দুখ, পাইব উদ্ধার,
বুঝিতে যাতনা কে আছে আমার?
(৬)
"বিস্তীর্ণ পর্ব্বত মালা চারি যুগ হতে
দেখ আছে বর্ত্তমান,
বঙ্গ আসামের সীমা করিয়া বিধান।
স্বভাব কল্পনা করি, ভিন্ন ভিন্ন বেশধরি,
দুই দেশে দুই বেশে করিছে বিহার,
ভিন্ন ভাষা ভিন্ন ব্যবহার,
ভিন্ন সৃষ্টি বিধাতার।
স্বাধীন, অধীন,
যখন যেমন—
চিরদিন ভিন্ন আছে বাঙ্গালা আসাম,
"বাঙ্গালী" "আসামী" ভিন্ন দুই নাম
(৭)
"কুক্ষণে বাঙ্গালা দেশে আসিল ক্যাবেল
লয়ে শাসনের ভার,
সদা পরিবর্ত্তনের স্বভাব তাহার।
ক্ষতি বৃদ্ধি নাই যায়, কবে হেন অভিপ্রায়,
খুঁজিতে শ্রীহট্টে কেন চায় আসামেতে
লাভ কিছু আছে কি ইহাতে?
সব হইবে বিফল,
ভীষণ, বিজন
গহন কানন—
সিংহ শার্দ্দুলের ভয়ে কে যাবে তথায়?
আপন ইচ্ছায় মরিতে কে চায়।
(৮)
"বাঙ্গালী দুর্ব্বল জাতি ঘৃণিত জগতে,
চির পরাধীন তাতে।
দিয়াছে সর্ব্বস্বধন বিদেশীর হাতে।
তথাপিও মুক্তি নাই, নিপীড়ন সর্ব্বদাই,
অপরাধ নাই তবু সহে নিষ্পীড়ন।
কোন জাতি নিধীহ এমন?
যাক! তাতে দুঃখ নাই,
ভুলিল সকল—
আছিল কেবল
নামটি, তাহাও বিধি করিতে হরণ,
ক্যাবেলে কি বঙ্গে করিল প্রেরণ?
(৯)
"এই দুঃখে নিবন্তর দহিতে অন্তর,
আর না পারি সহিতে
আসিয়াছি তোমারে যাতনা জানাইতে।
সদয় হইয়া তুমি, যদি কর অনুগামী,
পশিয়া জলধি গর্ভে ত্যজি এ জীবন,
সাধ নাই থাকিতে এখন।
কিম্বা মিশিয়া সাগরে,
ছাড়িয়া এসিয়া,
ভাসিয়া ভাসিয়া,
যদ্যপি টেমস নদী পাই দেখিবারে,
যাব তার সহ লণ্ডন নগরে
(১০)
"যথা রাণী বিক্টরিয়া স্বর্ণাসনে বসি
বঙ্গে করেন শাসন,—
কলেট প্রভৃতি যথা বঙ্গ বন্ধুগণ,
তথায় প্রবেশ করি, সকল কাহিনী ধরে
কহিব জনম খুলি মনোদুখ যত,
ঘুচাইতে ক্যাবেলের মত।
ও গো ভারতজননি!
দিও না যন্ত্রণা,
শুনো না মন্ত্রণা,
করো না শ্রীহট্টে আর বঙ্গ কোল ছাড়া,
কিসের আশায় ত মৃত দেহে সাড়া।

এ অঞ্চলে যেরূপ রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহা দেখিয়া শুনিয়া সকলেই ভীত হইয়াছেন, জ্বরাক্রান্তের তুলনায় রোগী অল্প লোক মারা যাইতেছে। এখানকার রেলওয়ে আফিস ও খানায় চারি জন বাঙ্গালি ডাক্তার আছেন তাঁহাদের মধ্যে একজনকে মফস্বলে আর একজনকে মুসবস্ত রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগকে চিকিৎসা করিতে হয়, আর একজনকে সতত চিকিৎসালয়ে উপস্থিত থাকিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে হয়, এবং অবশিষ্ট যিনি থাকেন তাঁহাকে এ ঔষধস্থ সকল লোকের দ্বারে দ্বারে কি রৌদ্রে কি বৃষ্টিতে সকল সময়ে ভ্রমণ করিতে হয়। কেবাণী ও মিস্ত্রি লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ এখানে অন্যূন ৫০০ শত দেশীয় লোক রেলওয়ের অধীনে কর্ম্ম করেন। এরূপ অল্প ডাক্তার দ্বারা এত লোকের চিকিৎসা কি প্রকারে হইতে পারে মহাশয় বিবেচনা করুন।

বোর্ড অব হেল্থের "সকট" আমাদের অনুরোধ এই যে তাঁহারা এখান হইতে অন্ততঃ দুই মাসের জন্য আর একজন ইয়োরোপিয়েন ডাক্তার পাঠাইয়া অত্রস্থ নিকপায় কর্ম্মচারিদিগকে অভয় দান করুন।

এ বিষয়ে আমাদের মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। এ সময়ে যাহাতে চাবিদিগের জলনির্গমের প্রণালীগুলি একটু পরিষ্কার ও প্রশস্ত হয় তাহা বলা উচিত। ইহা অনন্ত দুঃখের বিষয় যে কলিকাতা নগরী যে সময়ে সমস্ত বাঙ্গালি টোলা, [illegible] কোয়ার্টারের সন্নিহিত নওয়াবি [illegible] গের গৃহ দ্বার, অপরিষ্কার [illegible] যায়। ইহার উপর [illegible] আর রক্ষা নাই, [illegible] বাহির করা দুরে থাকুক, [illegible] ময় জল [illegible] গৃহস্থকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। দিবসে ৮।১০ ঘণ্টা অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের পরও আমাদিগকে কোন কোন

হ' এ বেশ্রাম শব্দ হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পাইখানায় জল * বন্ধ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হয়।

দ্বাদশ বাক্য বিষয়ের প্রতি মিউনিসিপালিটির এত অমনযোগিতা কেন? বাস্তবিক আমাদের কর্তৃপক্ষেরা যদি হাঁয়া আমাদের ক্রন্দনে কর্ণপাত করেন না, তাহার কারণ কি? দেশীয় কোন ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত লোককে কমিশনর পদে নিযুক্ত করা হয় না কেন? তাঁহাদের মধ্যে কি এতদ্দেশীয় লোক পক্ষ সমর্থনকারী কি কেহ নাই? যাঁহারা ছিলেন বা কাবণা প্রসঙ্গ করকার বহন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদেরই গুরু দ্বার বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তাঁহাদেরই গাড়ীবারান্দার পথ সংস্কার হয় না, তাঁহাদেরই বাস স্থানের চতুষ্পার্শ্বে দূষিত জল বাষ্পময় প্রাণনাশক নানা রোগের উৎপত্তি করিতেছে, ইহা তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত আছেন? এখানে ইতি পূর্ব্বে এত রোগ ছিল না, এখনই বা কেন তাহার প্রাদুর্ভাব হইল, প্রজা বৎসল গবর্ণমেণ্ট তাহার বিশেষ তদন্ত করুন। দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন দুঃখী লোক মাত্রেই কাতর, আবার এলাউটা ও বসন্তাদি ভয়ানক মারাত্মক রোগের আক্রমণ তাহাদের সহ্য হয় না। আমাদের মিউনিসিপালিটির সভাপতি মহানুভব শ্রীযুক্ত মিউবার্ন সাহেবের উপরে আমাদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। তিনি একবার এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে আমাদের আর আক্ষেপ করিতে হয় না।

সম্পাদক মহাশয়! অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদের দুঃখের কথাগুলি কর্তৃপক্ষের গোচর বার পত্রিক পার্শ্বে স্থান দান করিয়া আনন্দিত করিবেন।

জামালপুর ৭ ই আগষ্ট ১৮৭৪ } এক জন বসন্তর। শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১ লা আগষ্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বনিম্ন জল।	
ভাগীরথী।	ফীট	ইঞ্চ
চৌয়াশির নীচে	১৪	
মুরপুর ৮ মাইলের মধ্যে	১৭	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১৬	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ২১ মাইলের মধ্যে	২০	৪
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২০	৬
কাটোয়া হইতে ঘরীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২১	৩
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	১৭	৯
তাতারপাড়া	১৫	৯
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া	১৭	
তথা হইতে কট ১ নং	২৩	৪
তথা হইতে বোলমারি	১৬	৩
তথা হইতে আলিকদহ	১৬	
তথা হইতে কুকসঙ্গ	১৭	৩
জোলঙ্গী।		
মোহানায়	১০	

সন ১৮৭৪ সালের ১০ আগষ্ট বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	৫০	৪

বহরমপুর ১০ আগষ্ট ৮৭৪ } টী, বেক্লী সি, ই, প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনারায়ণ পাল মেদনীপুর	১০
" " দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পোয়াখালী	১০
" " রাধাগোবিন্দ সাহা—দিনাজপুর	১০
" " লাল মোহন চট্টোপাধ্যায় হাবড়িলিং	১০
" " রজনাথ রায়—ঠাকুর গাঁ	৫৷৷০
" " মুহুম্মলাল বর্ম্মা—বহরমপুর	১০
" " শ্রীকণ্ঠ মল্লিক—ভবানীপুর	৫৷৷০
" " অক্ষয়কুমার সেন—আহানাবাদ	৫৷৷০
" " নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হাবড়া	৫৷৷০
" " মধুসূদন দত্ত—কলিকাতা	৫৷৷০
" " সদানন্দ মিশ্র—বড়বাজার	৫০৷৷
উত্তরপাড়া পবলিক লাইব্রেরি	১০
" " রামকৃষ্ণ মজুমদার—ময়মনসিংহ	১০
" " অক্ষয়নারায়ণ সরকার বোহিনী	৫৷৷
" " গোপীনাথ চৌধুরী—ঝাড়গ্রাম	১০
" " চন্দ্রকুমার মিত্র মুখোপাধ্যায় শ্রীরামপুর	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। ১ মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইত্যাদ্যক্ত যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয় তিনি সে উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঁদড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৪০ সংখ্যা।

" প্রযতন্তাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা
সন ১২৮১। ৯ ই ভাদ্র। ইং ১৮৭৪। ২৪ এ আগষ্ট।
মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট

জল সেচন বিভাগ।

কর্শাই বিভাগের জন্য মেদিনীপুরে এক জন ভাল গুদাম সরকারের প্রয়োজন। ১ হাজার টাকা ডিপজিট দিতে হইবে। মাসিক বেতন ৩৫ টাকা। নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট প্রশংসা পত্র সহ আবেদন করিতে হইবে।

মেদিনীপুর ১৩ ই আগষ্ট ১৮৭৪ } জেম্‌স কিষার সি, ই এগ্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র কর্শাই বিভাগ।

—•—

এতদ্দ্বারা সাধারণকে জানান যাইতেছে যে চুচুড়ার সারদা প্রসাদ কুণ্ড এবং আদ্যনাথ কুণ্ড এবং বাবুগঞ্জে গোবিন্দচন্দ্র কুণ্ড, বাবুগঞ্জে রামকমল কুণ্ড এবং সারদা প্রসাদ কুণ্ড, কলিকাতা বাবুগঞ্জ, এবং পূর্ণিয়া জিলার অন্যান্য অনেক স্থান এবং রিলিব গঞ্জে প্রেমচাঁদ কুণ্ড এবং ভুবন চাঁদ কুণ্ড, এবং কলিকাতা বাবুগঞ্জ থাকরিয়া এবং মুঙ্গের বিভাগের অন্যান্য স্থান, সমষ্টিপুর এবং ত্রিহুত জিলার পাকরীতে কার্ত্তিকচরণ দে এবং ভুবন চাঁদ কুণ্ড, এই সকল ফারমে ১২৮১ সালের ১ লা বৈশাখ অবধি বাবু আদ্যনাথ কুণ্ড আর অংশীদার নাই।

হুইনো লা এণ্ড কোং
সলিসিটার্স।

বিজ্ঞাপন।

সুশ্রুত।

" প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। অভিজ্ঞাত পটলডাঙ্গা ডিস্পেন্সারির ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত। ১ম খণ্ড সূত্রস্থান। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ২য় খণ্ড নিদান স্থান। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৩য় খণ্ড বিমান স্থান। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৪র্থ খণ্ড শারীর স্থান। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৫ম খণ্ড ইন্দ্রিয় স্থান। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৬ষ্ঠ খণ্ড চিকিৎসা স্থান। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৭ম খণ্ড কল্প স্থান। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৮ম খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৯ম খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১০ম খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১১শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১২শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১৩শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১৪শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১৫শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১৬শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১৭শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১৮শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১৯শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ২০শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ২১শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ২২শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ২৩শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ২৪শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ২৫শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ২৬শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ২৭শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ২৮শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ২৯শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৩০শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৩১শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৩২শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৩৩শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৩৪শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৩৫শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৩৬শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৩৭শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৩৮শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৩৯শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৪০শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৪১শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৪২শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৪৩শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৪৪শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৪৫শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৪৬শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৪৭শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৪৮শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৪৯শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৫০শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৫১শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৫২শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৫৩শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৫৪শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৫৫শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৫৬শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৫৭শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৫৮শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৫৯শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৬০শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৬১শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৬২শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৬৩শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৬৪শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৬৫শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৬৬শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৬৭শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৬৮শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৬৯শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৭০শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৭১শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৭২শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৭৩শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৭৪শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৭৫শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৭৬শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৭৭শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৭৮শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৭৯শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৮০শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৮১শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৮২শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৮৩শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৮৪শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৮৫শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৮৬শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৮৭শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৮৮শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৮৯শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৯০শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৯১শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৯২শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৯৩শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৯৪শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৯৫শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৯৬শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৯৭শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৯৮শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ৯৯শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১০০শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১০১শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১০২শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১০৩শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১০৪শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১০৫শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১০৬শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১০৭শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১০৮শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১০৯শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১১০শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১১১শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১১২শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১১৩শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১১৪শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১১৫শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১১৬শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১১৭শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১১৮শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১১৯শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১২০শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১২১শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১২২শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১২৩শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১২৪শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১২৫শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১২৬শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ পিতে ৩৷৷০ আনা। ১২৭শ খণ্ড উত্তর তন্ত্র। ডিমাই ১৬ পেজি ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ভিঃ প

...নিমিত্ত চতুষ্কোণ ...
...
...
...ও অন্যান্য যে সকল ... নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজ করা ... ইত্যাদি এবং যাহার ক্রিক প্রভৃতি ... ইহাতে আবশ্যক হইলে নিম্ন ... কোম্পানি এ সকল কার্য্য প্রস্তুত ... করিবেন।

... ববর এণ্ড কোং।
...১৫ উইলিয়ম ষ্ট্রীট।

—•—

ডাক্তার ডব্লিউ কুর্গিটস কর মহাশয়ের ... মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যতত্ত্ব ... ডাক মাশুল ৷৷০ এবং তৎকৃত ভিষগ্ ... মূল্য ২ ডাকমাশুল ৶০।

ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের ... মেটিরিয়া মেডিকা মূল্য ২ ডাক ... ৶০ এবং তৎকৃত এনাটমি ছাপা হই... উহা শীঘ্রই আমার নিকট আসিবেক এবং অন্যান্য ডাক্তারি পুস্তক আমার নিকট ...

... বাবুর পুস্তকের পরিমিতি প্রক্রিয়া ... ডাক মাশুল ৶০

... বাবু প্রকাশিত স্বর্ণলতা ১ ডাক মাশুল ৶০।

... বাবু বি এ, কৃত বল্লভক ১, ডাক ... ৶০

... ট্রিটমেন্ট ১৷০।

কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গা ... ষ্ট্রীট ১৯ নম্বর ভবন শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—•—

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ ... কৃত বঙ্গভাষায় এনাটমি ব... শারীর বিদ্যা প্রথম খণ্ড জেনেরেল এনাটমি সাধারণ ... বিদ্যা এবং অষ্টিওলজি বা অস্থি বিদ্যা ... কাগজে উত্তম ছাপা এবং ১২০ খানা ... মূর্ত্তি সহিত ৪৷০ মূল্যে বিক্রয় হইতে ... এইক্ষণে ক্রেতাদিগের সুবিধার জন্য ২ দুই টাকা মূল্য ও ডাক মাশুল ৶০ আনা অবধারিত হইল আমার নিকট প্রাপ্তব্য—

কলিকাতা ২০ জুলাই ১৮৭৪। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় হিন্দুহষ্টেল লালবাজার

সোমপ্রকাশ।

৯ ই ভাদ্র সোমবার।

পাঠকগণ হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় সংক্রান্ত বৃত্তান্ত স্থানান্তরে দর্শন করিবেন। হিন্দুদিগের হিতার্থই এ বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব সমুদায় হিন্দুরই এ বিষয়ে সাহায্যদান করা আবশ্যক। যাবৎ আমাদিগের স্ত্রীগণ বিদ্যাবান্ না হইতেছেন, তাবৎ হিন্দু সমাজের সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। সমাজের অর্দ্ধ স্ত্রী। যে সমাজের সেই অর্দ্ধ মূর্খ রহিল সে সমাজকে সম্পূর্ণ সৌভাগ্যশালী বলিয়া নির্দ্দেশ করা ন্যায়ানুগত হয় না। যাহার শরীরের অর্দ্ধ বিকল হয় সে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ হইয়া পড়ে। আমাদিগের সমাজের পুরুষেরা এইগুলি বুঝিয়া যাবৎ স্ত্রীগণকে বিদ্যারূপ অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া তুলিতে না পারিবেন তাবৎ কখন সৌভাগ্যশালী হইতে পারিবেন না। তাঁহারা রমণীগণকে এক্ষণে যে স্বর্ণময় অলঙ্কারদ্বারা সুশোভিত করিতেছেন তাহাতে বাহ্য আকার সৌষ্ঠব হয় বটে কিন্তু গর্ব্বাদি প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন অন্তঃকরণ নিতান্ত বিকৃত হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহারা যদি বিদ্যারূপ অলঙ্কার দ্বারা তাঁহাদিগকে অলঙ্কৃত করেন তাঁহাদিগের আকার ও মন উভয়ই অপূর্ব্ব শ্রী সম্পন্ন হইবে স্ত্রী জাতির মূর্খতা মূলক কত অনিষ্ট ও কষ্ট হইতেছে, অনুভবশালী ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অনুভব করিতেছেন সন্দেহ নাই।

এই প্রসঙ্গে আমাদিগের একটী প্রস্তাব উল্লেখ করা হইল। স্ত্রীলোকের শিক্ষাদান বিষয়ে হিন্দুদিগের যে প্রকার কুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়, সহজে তাহা অপনীত হইবার নহে। অল্পে অল্পে তাহা দূর করিতে হইবে। তাঁহারা যেরূপে বুঝেন সেইরূপে বুঝাইয়া কার্য্য সাধন করিতে হইবে। তাঁহাদিগের অধিকাংশই বিদ্যালয়ে স্ব স্ব কন্যাদির প্রেরণে সম্মত নহেন। বাটীতে শিক্ষয়িত্রী পাঠাইয়া যদি শিক্ষাদান চেষ্টা করা হয় সমধিক কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা আছে। মিশনরিরা এই রূপে অনেক কাজ করিয়াছেন। কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী করা তাঁহাদিগের এক রোগ আছে। মধ্যে মধ্যে তাঁহারা কয়েকটী স্ত্রীলোককে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করাতে লোকে চটিয়া যান। ঐ রোগটী না থাকে অথচ যদি ঐ উপায় অবলম্বিত হয়, অভীষ্টসিদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় কমিটীর মধ্যে অনেক প্রধান প্রধান লোক আছেন, তাঁহারা যত্নবান হইলে আমাদিগের প্রস্তাবের অনুরূপ কার্য্য হওয়া কঠিন হয় না।

—•—

নীলকর মীরিস সাহেব ও তাঁহার দলবল।

যশোহর জেলার একজন নীলকর মীরিস সাহেবের নামে এতদিন প্রধানতম বিচারালয়ে এক মকদ্দমা চলিতেছিল। এতদিন উহার নিষ্পত্তি হয় নাই বলিয়া আমরা সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করি নাই। সম্প্রতি সে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের মতামত প্রকাশ করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত ঘটনাটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

নীলকর মীরিস এক দিবস পাঁচু নামক একজন তাঁতের পোষাকে এমন

করেন। পেয়াদা তাঁহার নামে মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে অভিযোগ উপস্থিত করে। সে অভিযোগ প্রথমে অগ্রাহ্য হয়। কিছুদিন পরে পাঁচু আবার মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই বলিয়া অভিযোগ করে যে পূর্ব্ব মকদ্দমা অগ্রাহ্য হইবার পর মীরিস সাহেব অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নিজ কুঠীতে লইয়া পুনরায় গুরুতর প্রহার করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারে মীরিস সাহেবের দুই মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

মীরিস সাহেব প্রধানতম বিচারালয়ে আপীল করেন। প্রথমে বিচারপতি মরিস ও বিচারপতি ফিয়ার সাহেবের নিকট মকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাঁহাদের মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে চিফ জষ্টিস সার রিচার্ড কাউচ সাহেব তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া বিচার করেন। মরিস সাহেব পূর্ব্বের ন্যায় আপীল গ্রাহ্য করিবার মত করেন কিন্তু চিফ-জষ্টিস ও ফিয়ার সাহেব তাঁহার বিচারে সম্মত না হইয়া আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং যশোহরের মাজিষ্ট্রেটের কৃত সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখিয়াছেন। উভয় পক্ষের যুক্তি ও বিচারপ্রণালী দর্শন করিয়া আমাদের হৃদয়ে যে সংস্কার জন্মিয়াছে তদ্বিষয়ও পাঠকগণের গোচর করা আবশ্যক হইল। মরিস সাহেব বলেন, পাঁচু বিধু ও মধু নামে দুই জন সাক্ষী উপস্থিত করে, তাহারা কল্পিত সাক্ষী। তাহারা পূর্ব্বাপর সমুদায় মিথ্যা কথা কহিয়াছে। অপর দিকে মীরিস সাহেব আপনার দুই ভ্রাতা ও এক ভগিনীপতিকে যে সাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত করেন তাঁহারা বলেন মীরিস মারপীটের সময় ১১।১২ ক্রোশ দূরবর্ত্তী লোকনাথপুর নামক স্থানে ছিলেন, এই কারণে তাঁহার বিবেচনায় আপীল গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বিচারপতি ফিয়ার ও চিফ জষ্টিস অন্য প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। পাঁচুর দুইজন সাক্ষী যে কল্পিত তাহা তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু মীরিস সাহেবের সাক্ষী দিগকেও তাঁহারা বিশ্বাস করেন নাই। চিফজষ্টিসের মতে কতকগুলি কারণে এই ঘটনাটী সত্য বলিয়া বোধ হয়। প্রথমতঃ একজন সামান্য ডাকের পেয়াদা যে একজন নীলকর সাহেবের নামে এত বড় মকদ্দমা সাজাইবে তাহা সম্ভাবিত নহে। দ্বিতীয়তঃ সে যে সন্ধ্যার সময় আহত হইয়া এক রাত্রির মধ্যে সমুদায় সাজাইয়া প্রাতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিতে শক্ত হয় এরূপ বোধ হয় না। তৃতীয়তঃ নীল ঐ লোকেরা যে মীরিস সাহেবের অনুমতি ব্যতিরেকে এরূপ গুরুতর প্রহার করিয়াছে তাহাও বোধ হয় না।

আমরা পূর্ব্বে যখন মীরিস সাহেবের দণ্ডের কথা শ্রবণ করি তখন যশোহরের মাজিষ্ট্রেট স্মিথ সাহেবের উপরে আমাদের ভক্তি জন্মে। তিনি স্বজাতি প্রিয়তার বশবর্ত্তী হইয়া অবিচার করেন নাই, আমাদের এই সংস্কার হয়। প্রধানতম বিচারালয়ে কি হয় আমারা এত দিন এই প্রতীক্ষা করিয়া ছিলাম। এক্ষণে প্রধানতম বিচারালয়ের বিচার দর্শনে সেই ভক্তি দৃঢ়তর বদ্ধমূল হইয়াছে। ইংলিশমান সম্পাদক এ বিষয়ে বড় গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, আমাদের মফস্বলবাসী ভ্রাতৃগণ কি এত নিষ্ঠুর এত নির্ব্বোধ ও এত ভীরু যে একজন সামান্য পেয়াদাকে এরূপ প্রহার করিবে? আহা! ইংলিশমান্ সম্পাদক কি সরল লোক!! তাঁহার মফস্বলবাসী ভ্রাতৃগণ যে কেমন ধার্ম্মিক কেমন দয়ালু! তিনি আজিও তাহা জানিতে পারিলেন না!! নীল করি কাণ্ডের সময় বোধ হয়, তিনি এখানে ছিলেন না!! ঐ সময়ে তাঁহার মফস্বলবাসী ভ্রাতৃগণের ধার্ম্মিকতা ও দয়ালুতার দীপ্তি অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছিল। ইংলিশমান বলেন, এই বিচারে ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করা হইয়াছে। কারণ যখন পাঁচুর দুইজন সাক্ষীই কল্পিত বলিয়া স্থির হইল, তখন কেবল পাঁচুর কথায় মীরিস সাহেবের তিন জন সাক্ষীকে মিথ্যা সাক্ষী বলিয়া অগ্রাহ্য করা ও তাঁহাকে দণ্ডার্হ মনে করা কোন ক্রমেই ন্যায়সঙ্গত নহে। এ কথা আপাততঃ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় বটে কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সেরূপ বোধ হয় না। পাঁচুর দুই জন সাক্ষীর যে কল্পিত সাক্ষী হইবার সম্ভাবনা তাহা আমরাও বুঝিতে পারিতেছি, কারণ নীলকর সাহেব যখন আপনার কুঠীর মধ্যে লইয়া গিয়া পাঁচুকে প্রহার করেন তখন সাহেবের লোক ভিন্ন পাঁচুর লোকের সেখানে থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বোধ হয়, সাক্ষী না হইলে মকদ্দমা হয় না বলিয়া পাচু দুই জন সাক্ষী উপস্থিত করিয়াছিল। পক্ষান্তরে মীরিস সাহেব যে বলিলেন তিনি সে সময়ে ১১। ১২ ক্রোশ দূরে ছিলেন, ইহার অর্থ বুঝিতে মফস্বলের লোকের অধিক বিলম্ব হয় না। প্রত্যেক জমীদার প্রত্যেক মারপিটের মকদ্দমায় এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। যদি বাস্তবিক তিনি সেই ১১।১২ ক্রোশ পথ দূরে ছিলেন এরূপ হয়, সেরূপ হইবারও অসম্ভাবনা নাই। তিনি ভৃত্যদিগকে প্রহার করিবার অনুমতি ও শিক্ষা দিয়া স্বয়ং দূরে গমন করিয়াছিলেন

ইংলিশমান সম্পাদকের তৃতীয় বাক্য এই, চিফ জষ্টিস সকলে সকলেই ভ্রমণ করেন, তিনি মফস্বলের লোকদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না। মরিস সাহেব অনেক দিন মফস্বলে ভ্রমণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ বাঙ্গালার জেলাতেই তিনি বহুদিন ছিলেন; সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার মত গ্রহণ করা উচিত ছিল। ইংলিশমান যে কারণে উচিত বলিয়াছেন, সেই কারণেই আমরা অনুচিত বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। তিনি যখন মফস্বলে ছিলেন তখন মীরিস সাহেবের সহিত তাঁহার মণ্ডল হওয়া অসম্ভাবিত নয়। প্রণয়ী ব্যক্তির দোষ কি সহজে দেখিতে পাওয়া যায়? ইংলিশমান সম্পাদক মীরিস সাহেবের দোষ যে দেখিতে পাইতেছেন না, ইহাই কি তাহার প্রমাণ নয়?

আমরা ইংলিশমান সম্পাদককে একটী হিত কথা বলি। তাঁহার যদি স্বজাতির ইষ্ট করিবার ইচ্ছা থাকে, তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করুন। দোষী ব্যক্তিকে অপবাদের দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টায় ইষ্টসিদ্ধি হয় না। তাহাতে দোষী ব্যক্তির অনিষ্ট করা হয়। ইংরাজী সমাচার পত্রের ইংরাজ সম্পাদকেরাই ত নীলকরদিগের মাথা খাইয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রশ্রয় দেওয়াতেই ত নীলকরেরা অতিশয় দুরাত্মা হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা অবশেষে ইংলিশমান সম্পাদককে একটী সৎপরামর্শ বলি। তিনি এ প্রকার বিপরীত পথের পথিক না হইয়া তাঁহার মফস্বলবাসী ভ্রাতৃগণকে অত্যাচার হইতে বিরত হইবার উপদেশ দিন। তাঁহারা অত্যাচার না করিলে কেহ নালিশ করিবে না, দণ্ড হইবে না, ইংলিশমান সম্পাদককেও তাঁহাদিগের পক্ষ সমর্থনার্থ এত ক্লেশ পাইতে হইবে না।

আফগানি স্থান ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট।

নিবিষ্টচিত্তে ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরাজদিগকে ভারতবর্ষের অধিকাংশ দেশ সংগ্রাম করিয়া করতলস্থ করিতে হয় নাই। এদেশীয় রাজাদিগের গৃহবিচ্ছেদ ও অনৈক্যই তাঁহাদের অভ্যুদয়ের কারণ। শত শত বৎসর ভারতভূমি বিবাদ বিদ্রোহ ও সংগ্রামের বাস স্থান ছিল বলিলে হয়। আকবরের সময় ভিন্ন আর প্রায় সকল সময়েই মুসলমান রাজ্য অরাজক ও অত্যাচারের আস্পদ হয়। এই গোলযোগ ও অরাজকের সময়ে ব্রিটিশ জাতি ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। তাঁহাদের রাজ্যবৃদ্ধির ইচ্ছা না থাকিলেও এ দেশীয় রাজা ও নবাবদিগের কুটিল রাজনীতি চক্রে পড়িয়া অনিবার্য্য বেগে তাঁহাদিগকে সেই দিকে নীত হইতে হইয়াছে। যখন তাঁহারা সেই দিকে নীত হইলেন তখন তাহাদিগের লোভ বৃদ্ধি হইল। সেই লোভ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা একটী বিশেষ রাজনীতির উদ্ভাবন করিলেন। তাহার নাম সবসিডিয়ারি এলায়েন্স। লর্ড ওয়েলেসলি এই রাজনীতির জন্মদাতা। লর্ড ওয়েলেসলি ইহার নাম করণ করেন এই রাজনীতির বলেই ইংরাজেরা ভারতবর্ষের সমুদায় রাজাকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছেন এবং এই রাজনীতির বলেই আজি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বরদার গুইকুমারকে সামান্য প্রজার ন্যায় তিরস্কার ও অবমাননা করিতে সাহসী হইয়াছেন। এই নীতির অনুসরণ করাতে এক দিকে যেমন ইংলণ্ডের ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়াছে, অপর দিকে ইংলণ্ডকে তেমনি নানা প্রকার গোলযোগ বিবাদ ও কলহে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। ডেলহাউসির সময়ে এই নীতির কিছু সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়; কিন্তু তাহার পর দিন দিন ইংলণ্ডের এবং ভারতবর্ষের রাজনীতিজ্ঞদিগের মত পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয়, তাঁহারা আর এই নীতির অনুসরণ করিয়া রাজ্য বৃদ্ধি করিবার অভিলাষী নহেন। আফগানিস্থান এই পরিবর্ত্তনের অন্যতম প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল।

বহুদিন অবধি আফগানিস্থানে বিদ্রোহ ও বিরোধানল প্রজ্বলিত হইয়া আছে। দোস্ত মহম্মদের সন্তানগণের পরস্পর একবার ঘোরতর সংগ্রাম হয়। সে সময়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উদাসীন ছিলেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বলেন "কাহাকেও কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে না। যিনি জয়লাভ করিবেন, তাঁহাকেই তৎকালের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করা হইবে।" এই নীতির অনুসারেই বর্ত্তমান আমীর সিরার আলি যখন তাঁহার ভ্রাতাদিগকে পরাস্ত করিয়া কাবুলের অধীশ্বর হইলেন তখন লর্ড লরেন্স তাঁহাকেই কাবুলাধিপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অদ্যাপি এই ভাবেই কার্য্য করিতেছেন কিন্তু কেহ কেহ বলেন এখন আর এই নীতির অনুসরণ করা উচিত নয়। বস্তুতঃ এই উদাসীন ভাব আর বহুদিন চলিবে কি না সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন না যে কাবুলের সকল গোল যোগ চুকিয়া গিয়াছে। সিরার আলি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যাকুব খাঁর বিবাদের কথা বোধ হয় সকলেই জানেন! সিরার আলি কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লা খাঁকে কাবুলের অধিপতি করিবার সংকল্প করিয়াছেন। যাকুব খাঁ তন্নিমিত্ত বিরক্ত। সিরার আলি যাকুব খাঁকে হিরাটের গবর্ণর করিয়া পাঠাইয়া দূরে রাখিয়াছেন বটে; কিন্তু

বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে পারেন নাই। যাকুব খাঁ নির্জ্জনে কেবল আপনার দল বৃদ্ধি ও কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিবার আয়োজন করিতেছেন। সিয়ার আলি যেমন এক দিকে ইংরাজদিগের সাহায্যের মুখাপেক্ষা করিতেছেন, যাকুব খাঁ অপর দিকে রুশীয়দিগের সাহায্য লাভের আশা করিতেছেন। সিয়ার আলি যত দিন জীবিত আছেন, ততদিন বোধ হয় এইরূপ ভাবেই যাইবে; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর আবার যে আফগানিস্থানে ঘোরতর বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তখন এই উদাসীন নীতি চলিবে কি না সন্দেহ। রুশিয়ানেরাও যদি এই উদাসীন নীতি অবলম্বন করেন এবং আফগানদিগকে ঘরের বিবাদ ঘরে মিটাইতে দেন তাহা হইলেই এই নীতি ফলোপধায়িনী হইবে। নতুবা রুশিয়া হস্তার্পণ করিলে বোধ হয় ইংলণ্ডকেও হস্তার্পণ করিতে হইবে। বাহিরে ইংলণ্ড ও রুশিয়ার যেরূপ বন্ধুত্ব ও সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় পরিণামে রুশিয়ানেরাও এই নীতির অনুসরণ করিতে পারেন। তবে আমাদের এই মনে হয় যে নিতান্ত উদাসীন না থাকিয়া উপদেশ ও সৎ পরামর্শ দান দ্বারা সৎপথে আনিবার চেষ্টা করা ভাল। আসিয়া এককালে জগতের ধর্ম্ম ও সভ্যতার জন্মভূমি ছিল, কিন্তু বহুদিন হইতে অজ্ঞান ও অসভ্যতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ইংলণ্ড ও রুশিয়া উভয়েই সেই দুরবস্থা দূর করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন যদি সদ্ভাব ও প্রীতিপূর্ব্বক সেই কার্য্যটী সম্পন্ন করা হয় তাহা হইলে সকলের পক্ষেই মঙ্গল হয়।

গবর্ণমেণ্টের শাসন প্রণালী ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া।

মান্দ্রাজের এক ব্রাহ্মণ যুবক ইংলণ্ডের বেডফোর্ড নামক নগরের এক সভায় ভারতবর্ষের বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। উক্তস্থানের লাড মেয়র ঐ সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়া বলেন "ভারতবর্ষ অতি কঠিনরূপে শাসিত হইতেছে। জমীদারেরা নানা রূপ করদ্বারা প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই হেতু ভূমির উন্নতিও হয় নাই, ভূমির উর্ব্বরতা শক্তিরও বৃদ্ধি হইতেছে না।" ইহাতে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছেন, "ইংলণ্ডস্থ ভারতবর্ষীয় ছাত্রেরা লোকের মনে যে এরূপ কুসংস্কার জন্মাইয়া দেয় এটী বড় দুঃখের বিষয়। লাড মেয়র এই সকল কথায় বিশ্বাস করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতিও একটু কটাক্ষ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ যুবক বক্তৃতা কালে এ কথারও উল্লেখ করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে ইউরোপীয়ের পরিবর্ত্তে দেশীয়দিগকে অধিক পরিমাণে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। ইহাতে উক্ত সম্পাদক বিষম চটিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "এটি বহুকাল সাধ্য অগ্রে দেশীয়দিগের ক্ষমতা সরলতা ও কর্ত্তব্য জ্ঞান হউক, বাস্তবিক গুণবান ও বিশ্বস্ত লোক সকল দেখা দিক, তাহার পর দেশীয়েরা অধিক সংখ্যায় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইবে।"

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক কাহার এদেশে বাস করুন, এদেশের সমুদায় বৃত্তান্ত জানেন বলিয়া যতই অভিমান করুন, তথাপি তিনি বিদেশী লোক। তিনি যে কখন এদেশের অভ্যন্তরীণ বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ রূপে জানিতে পারিবেন, আমাদিগের এমন বোধ হয় না। লাড মেয়র যে কথাগুলি কহিয়াছেন, তাহার একটীও অযথার্থ নহে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কঠিনরূপে যে ভারতবর্ষ শাসন করেন তন্নিবন্ধন জমীদারেরা প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতে যে বাধ্য হন, সে কথা কি অযথার্থ? আমরা এই দুর্ভিক্ষকে দৃষ্টান্ত স্থলে গ্রহণ করিলাম; আমাদিগের বাঙ্গলাদেশে বাস। আমরা বাঙ্গলা দেশের বিষয় ভাল জানি, এই নিমিত্ত বাঙ্গলাদেশের কথাই কহিতেছি। এখানকার লোকে ভূমি বড় ভাল বাসেন, কিঞ্চিৎ সঙ্গতি হইলেই তালুক ক্রয় করিয়া বসেন। ইঁহারা এ বিষয়ে এমনি ব্যগ্র ও আগ্রহবান যে আপদ বিপদের নিমিত্ত সঞ্চয় সঙ্গতি রাখেন না। অধিক কি অনেকে স্ত্রীর অলঙ্কার পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া তালুক কিনিয়া থাকেন। সেই ক্রীত তালুকের আয় হইতে গবর্ণমেণ্টের খাজনা দেওয়া ও সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা হয়। যদি দৈবী আপদ উপস্থিত হয়; সুতরাংই তাঁহাদিগকে অত্যাচারের শরণাপন্ন হইতে হয়। গবর্ণমেণ্টের সূর্য্যাস্তকালে নীলাম হইবার আইন আছে, আপৎকালেই হউক আর অনাপৎকালেই হউক, তাঁহারা তাহার কিঞ্চিন্মাত্র শৈথিল্য করেন না; অনাবিধসঙ্গতিশূন্য তালুকমাত্রজীবী উপস্থিত তালুকদারদিগের প্রজাপীড়নাভিন্ন আর কি উপায় হইতে পারে? এই দারুণ দুর্ভিক্ষকালে প্রজার নিকট খাজনা আদায় করিতে গেলেও সাতনা করা হয়। তাহাদিগের দিন চলে না। তাহারা কোথা হইতে খাজনা দেয়। তালুক মাত্রজীবী তালুকদারের প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় না করিলেও তালুক রক্ষা হয় না। এই কারণে কাজে কাজেই অত্যাচার ঘটিয়া উঠে। গবর্ণমেণ্ট আপদ বিপদ বিবেচনা করিয়া যদি কিঞ্চিৎ শিথিলভাবে কাজ করেন

হয়, এমন এক অত্যাচার ঘটনা হয় না; গবর্ণমেণ্ট জানেন জমীদারেরা লাঙ্গলের ও চষবাসে যেই লাভ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন। তন্নিমিত্ত আইনের কি ঘর করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু তাহা নয়, এটী ভাবেন না, বাঙ্গালাদেশের অনেক ভূস্বামীর ভূমির যে লাভ তাহা তাঁহাদিগের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহেও সঙ্কুলান হয় না, উহাদিগের বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা কি?

ভূমির উর্ব্বরতা শুদ্ধি যে হয় নাই, সেটীও অযথার্থ কথা নহে। গবর্ণমেণ্ট আপনার স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত, জমীদারেরাও স্ব স্ব স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির চেষ্টা কে করে? যাহারা ভূমির উর্ব্বরতা হরণ করিবে, ভূমিতে তাহাদিগের কোন স্বার্থ নাই। গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত ভূমিতে তাহা করার স্বার্থ জন্মিবার কোন প্রকার চেষ্টাও করেন নাই।

এদেশীয়েরা অল্পে উপযুক্ত হইলে তাহার পর গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম পাইবেন, ইহার, আজিও উপযুক্ত হন নাই। আত্মম্ভরিত্বস্বী স্বার্থপর ইউরোপীয় দিগের মুখে একথা ত আমরা শৈশবাবধি শুনিয়া আসিতেছি। এ ছল কি কোন কালে অপনীত হইবে না? ঐশপের নেকড়িয়া বাঘ পর্ব্বতের নিম্নস্থ জল ঘোলা করিলি বলিয়া মাড় ভাঙ্গিয়াছিল, এ ছল কি সেরূপ ছল হইতেছে না? এদেশীয়েরা কোন বিভাগেই যোগ্যতার পরিচয় দিলেন তথাপি কি ইঁহাদিগের ভাগ্যে কিছুই সম্ভাবনা হইবে না? ফ্রেণ্ডস অব ইণ্ডিয়া এদেশীয়দিগের বাস্তবিক গুণবত্তা সরলতা ও শক্ততার আর কি প্রমাণ চান? তিনি যদি এদেশীয় কোন অসৎ কর্ম্মচারির দোষ প্রদর্শন করেন, আমরাও শত শত ইউরোপীয়ের দোষ দেখাইয়া দিব। ভাল মন্দ সকল জাতিতেই আছে।

—

বঙ্গদেশীয় পুলিসের এত দুরবস্থা কেন?

সকল লোকেই কথোপকথনের কালে বলিয়া থাকেন এবং সম্পাদকেরাও লিখিবার সময় লিখিয়া থাকেন, বঙ্গদেশের পুলিস কর্ম্মচারিদিগের তুল্য কদর্য্য স্বভাব ও ঘৃণাই লোক আর নাই। পুলিস এই শব্দটীর উচ্চারণ করিলেই যেন সকল প্রকার দুষ্কর্ম্ম স্মরণ হয়। নিমকীর চাপরাশি প্রভৃতি কতকগুলি চাঁদের কাটে সেই সংস্থার আরও বদ্ধমূল করিয়া তুলিয়াছে। যাঁহারা ভাল লোক আছেন তাঁহারা চোরাপাজির সঙ্গে কলিকাল বলে অসতের সঙ্গে পড়িয়া মারা যাইতেছেন। পুলিসের বদনামটি যে অযথা তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার কারণ কি? যাহাদের হস্তে দুষ্কর্ম্মকারিদিগের দমনের ভার তাহারা এরূপ দুষ্কর্ম্মশীল হইলে দেশের শান্তি রক্ষার উপায় কি? এই প্রশ্ন অনেক দিন অবধি অনেকে করিতেছেন।

ইতি পূর্ব্বে পুলিস বিভাগ সম্বন্ধে আমরা যে সকল প্রদর্শন করিয়াছি এ বিভাগ সম্বন্ধে সেরূপ হয় দেওয়া কিছু প্রদর্শন অনাবশ্যক নয়। এ বিভাগে উপযুক্ত লোক না থাকাতে উহার দুরবস্থা ঘটিতেছে। শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি করিলে যেরূপ উপযুক্ত ব্যক্তি সেই দিকে লইয়া যাওয়া যায়, এ বিভাগকে সেই দিকে লইয়া যাওয়া যায়। যাহাদের কিছু বুদ্ধি কিম্বা বিদ্যা আছে তাঁহারা, প্রায় অন্যান্য বিভাগে গমন করেন। সুতরাং কতকগুলি অনন্যোপায় বুদ্ধি ও বিদ্যা বিষয়ে হীন ব্যক্তিই এই বিভাগে পড়িয়া থাকেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহাই পুলিসের প্রধান ব্যামোহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পুলিস বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের বেতন ব্যবস্থা এ বিভাগের উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়াছে। এবিভাগের কর্ম্মচারিদিগের বেতন ব্যবস্থা বোধ হয় পাঠকগণের অবিদিত নাই। একটী থানার সর্ব্বপ্রধান জমাদারের বেতন হয় ৫ ১০ কিম্বা ১২ টাকা। একজন উপযুক্ত সব ইনস্পেক্টরের বেতন ৫০ অবধি ১০০ এক শতের মধ্যে। পুলিসের কর্ম্মচারিদের কার্য্য কিরূপ গুরুতর তাহাও একবার স্মরণ করুন, পরিশ্রম কত তাহাও বিবেচনা করুন। বিবেচনা করিয়া বলুন এরূপ অবস্থায় নীচ জঘন্য ও সমাজের হেয় ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও সেদিকে যাইবার সম্ভাবনা আছে কি না? হয় ত কেহ কেহ বলিবেন ভদ্র লোক নিযুক্ত করিলে এ বিভাগে কার্য্য চলে না। একটী ইংরাজী প্রবাদ বাক্যে বলে "এক চোর ধরিতে অপর একটী চোরকেই নিযুক্ত কর!" এ প্রবাদের স্থূল ভেদ আছে। যদি সকল স্থলে এ প্রবাদ খাটাইতে যাওয়া যায় "চোরে চোরে মাসতুত ভাই" এ দেশীয় প্রবাদ বাক্যটির উপায় কি হইবে? যাহারা এক বিষয় বদমায়েস তাহারা অপর সকল বিষয়ে সুশিক্ষিত হইবে তাহা কে বলিল? তাহারা যে উৎকোচে ভুলিবে না, দুষ্কর্ম্মীর সহিত মিশিয়া তাহাকে নষ্ট করিবে না কিম্বা নিজের অত্যন্ত দুষ্কৃতির আচরণ করিবে না তাহা কে বলিতে পারে? আমরা যে ভদ্র লোক নিয়োগের কথা বলিতেছি ভদ্র শব্দের অর্থ অলস কিম্বা নির্দ্দোষ নয়। পরম শ্রমী সতর্ক ও চতুর অনাদিগের অভিপ্রেত। তাদৃশ ব্যক্তিরা এবিভাগে দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতে পারিবে না কেন?

আমরা বার বার গবর্ণমেণ্টকে এই দুই বিষয়ের জন্য অনুরোধ করিতেছি। শিক্ষা এবং শান্তিরক্ষা এই দুইটীই দেশের মধ্যে প্রধান কার্য্য। কিন্তু এই দুই বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনাস্থা আছে। যখন অন্ন বায়ের সমস্যা করিবার কথা উপস্থিত হয়, এবং কোন কোন বিভাগে ব্যয় সংক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা অনুভব করা হয় তখন এই দুই বিভাগ মনে পড়ে এবং এই দুই বিভাগের কর্ম্মচারিদের অল্পের দুই একটী গ্রাস কমাইবার চেষ্টা করা হয়। রাজস্ব বিভাগে গমন কর, সেখানকার এক একজন কেরাণীর বেতন পুলিসের একজন ইনস্পেক্টরের বেতন অপেক্ষা অধিক। অন্য অন্য বিভাগে গমন কর, সে খানেও প্রচুর বেতন

সের ব্যবস্থা আছে। সেই জন্যই বুদ্ধিমান ও বিদ্বান লোকে সেই দিকে গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু হতভাগ্য পুলিষ কর্ম্মচারী ও শিক্ষকদিগের দুরবস্থা কে দেখিবে? দেশের লোক এবিষয়ে উদাসীন, গবর্ণমেণ্টও উদাসীন। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি এই দুর্দ্দশা নিবারণের উপায় না করিলে এই দুই বিভাগের কলঙ্ক কখনই ঘুচিবে না।

—০০০—

ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের
আন্তর ভাব হইবার ত্রুটী
প্রস্তাবক।

ইংরাজদিগের অধিকারে ভারতবর্ষের যেমন নানা বিষয়ে সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে, বিদেশীয় কোন রাজার অধিকার কালে তা ভারতবর্ষের ভাগ্যে কখন এরূপ ঘটে নাই বটে কিন্তু ইহার যে প্রকার সৌভাগ্যশালী হইবার সম্ভাবনা, দুটী মহৎ অন্তরায় মধ্যবর্ত্তী হওয়াতে তাহা হইতেছে না। আমরা যে সৌভাগ্য লাভের কথা কহিতেছি ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের যাবৎ আন্তরিক ভাব না হইবে তাবৎ তাহা সম্ভাবিত নহে। এই আন্তরিক ভাব হইবার পথে দুটী প্রবল প্রতিবন্ধক উপস্থিত রহিয়াছে। এক, ইংরাজ জাতির গর্ব্ব, দ্বিতীয়, এ জাতির স্বজাতির প্রতি পক্ষপাতিতা।

ভারতবর্ষীয়েরা যে উচ্চ হইয়া উঠেন ও সকল বিষয়ে ইংরাজদিগের সমকক্ষ হন, গর্ব্ব প্রভৃতির নিবন্ধন অনেক ইংরাজে তাহা সহ্য করিতে পারেন না। অন্য কথা দূরে থাকুক, ভারতবর্ষীয়েরা ইংরাজদিগের অপরাধের যে বিচার করিবেন, ইহাও উহাদিগের সহ্য হয় না। বাক্যে ও কার্য্যেও ভারতবর্ষীয়দিগের অবমাননার চেষ্টার ত্রুটি নাই। একজন ইংরাজ ভারতবর্ষীয়ের প্রতি অত্যাচার করিল, তাহাকে নির্দ্দয় প্রহার করিল, পরে মারিলে তাহাকে মারিয়া ফেলিল, তাহার যথাপরাধ দণ্ড হইল না। বিচার কালে গর্ব্ব আসিয়া বিচারপতিদিগের হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। তাঁহাদিগের মনে হইল ইংরাজেরা কুকর্ম্ম করে, ইংরাজ অপরাধির দণ্ড করিলে তাহা প্রতিপন্ন হইয়া উঠিবে। ইংরাজেরা কুকর্ম্ম করে, ভারতবর্ষীয়েরা এটী জানিতে পারিলে ইংরাজ জাতির প্রতি তাহাদিগের অভক্তি জন্মিবে। অভক্তি জন্মিলে ইংরাজদিগের ভারতবর্ষে স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করা দুষ্কর হইয়া উঠিবে; গর্ব্ব নিবন্ধন কোন কোন বিচারপতির মনে এইরূপ চিন্তা উপস্থিত হয়, একজন ইংরাজে ও একজন ভারতবর্ষীয়ে কখন সমান হইতে পারে না। ইংরাজের জীবন বহু মূল্য, ভারতবর্ষীয়ের জীবন অকিঞ্চিৎকর। পতঙ্গতুল্য স্বল্পপ্রাণ একজন ভারতবর্ষীয়ের প্রাণ বধ করিয়াছে বলিয়া একজন ইংরাজের প্রাণ দণ্ড করা সঙ্গত হয় না। জুরির বিচারস্থলে জুরদিগের মনে প্রায় এইরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। গর্ব্ব মূলক এই প্রকার ভাবের উদয় হওয়াতে কেবল যে নায়ের অঞ্জলি দেওয়া সাধারণ মস্তকে পদাঘাত করা এবং ইংরাজ সমদর্শিতা খ্যাতির বিলোপ করা হয় এরূপ নয়, ভারতবাসিদিগের মনে একটী প্রবল বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করিয়া দেওয়া হয়। কোন্ হৃদয়শালী ব্যক্তি গর্ব্বের এরূপ কার্য্য দেখিয়া সুস্থ মনে থাকিতে পারে?

স্বজাতি পক্ষপাতিতার যে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা ও ইহার সহোদরের তুল্য কার্য্য করিয়া থাকে। স্বজাতি পক্ষপাতী ইংরাজেরা মনে করেন, ভারতবর্ষীয়দিগের উন্নতি হইলেই তাঁহাদিগের জাতির অবনতি হইল। ভারতবর্ষীয়েরা যদি সকল রাজকার্য্যে হস্তাধিকার ও সভ্যপ্রবেশ হয় তাহারা যদি উচ্চ উচ্চ রাজপদগুলি হস্তগত করিয়া লয়, তাহা হইলেই ত যে সকল ইংরাজ ভারতবর্ষে অন্ন করিয়া খাইতেছিল, তাহাদের অন্ন মারা গেল। এই কারণে ভারতবর্ষীয়দিগের রাজপদ সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব উত্থিত হইলে স্বজাতি পক্ষপাতী ইংরাজেরা অমনি খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। ইহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের মনে কি প্রকার ভাবের উদয় হইবার সম্ভাবনা? ইহাতে ইংরাজজাতির প্রতি অনুরাগের না বিরাগের সঞ্চার হয়? ইহাতে বিদ্বেষ ভাবের উদয় হয়? স্বজাতি পক্ষপাতিতার এই দুটী অনিষ্ট ফল নয়, আর একটী বিষম অনিষ্ট আছে। স্বজাতি পক্ষপাতিতা অপরাধিকে অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে দেয় না। সুতরাং সুক্ষ্ম ও সৎ বিচারের পথ রোধ করা হয়। তাহাতে দেশ মধ্যে অত্যাচার অবিচার ও অরাজক কাণ্ড প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠে।

আমাদিগের আজি এ বিষয়ের প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইবার প্রধান কারণ এই, ইংলিশম্যান ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার অনুচিত আচরণ। পাঠকগণ! স্থানান্তরে যে দুটী প্রস্তাব প্রকটিত হইল, আদ্যোপান্ত পূর্ব্বক পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন। একজন হত্যাকারী অপরাধির পক্ষ সমর্থন করিয়া যথার্থপক্ষে পাষণ্ডতার পরিচয় দিয়াছেন। আর একজন এদেশীয়দিগের উন্নতি পথে কণ্টক বিরোপণ করিয়া স্বজাতির মঙ্গল সাধন করিয়াছেন।

ওজন ও মাপ।

বাঙ্গালা দেশের ভাষা ব্যবহার ও আচারাদি দর্শন করিলে এখানকার সমুদায় লোককে এক দেশের লোক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ওজন ও মাপ সম্বন্ধে ব্যবহার দেখিলে তাহাদিগকে এক দেশী বলিয়া আর সংস্কার থাকে না। হুগলীর লোকেরা যখন ওজন ও মাপ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা কয়, সেখানে যদি তৎকালে ২৪ পরগণার লোক উপস্থিত থাকে সে ব্যক্তি তদ্ভূতে গমন করে বিভুর ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথনের ন্যায় তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না। এরূপ বর্দ্ধমান বীরভূম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের ওজন ও মাপ সম্বন্ধের বিবেচনা পরস্পরের বুঝিবার জন্য, [illegible] না এতদ্বিবরণ সময়ে সময় [illegible] বিধা ঘটে। বিশেষতঃ বাণিজ্য [illegible] পক্ষে এটী অত্যন্ত [illegible] এক দেশ দেশের ব্যবহারে বিলক্ষণ ভিন্ন ভাব আছে। এ অংশে [illegible] ভিন্ন ভাব থাকে সেটীও উচিত হয় না, গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে এক বিসদৃশ ভাবের দূরীকরণ চেষ্টা

স্থান দেখিতে পাই, কিন্তু শূলবেদনার ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক পীড়ার নিবৃত্তি জন্য দেখিতে পাই, যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইয়া এবিষয়ের একটা উপায় নির্দ্ধারণ করুন। আমরা অধিক কি বলিব।

ওজন ও মাপ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের আর একটী কর্ত্তব্য আছে। যত ব্যবসাদার ও দোকানদার আছে তাহাদের মাপের ও ওজনের সের ইত্যাদি যাহা আছে সেগুলি গবর্ণমেণ্টের দোকানের চিহ্নিত করিয়া লওয়া উচিত, আর হতের একটী ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে এরূপ আদেশ দেওয়া উচিত যে তাহারা সেই চিহ্নিত সের ইত্যাদি প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কিছু ব্যবহার না রাখে। আমরা শুনিতে পাই যাহাতে মাপ ও ওজন করা দোকানে কয় প্রকার সের আছে তাহা দেখিয়া ক্রেতারা দ্রব্য ক্রয় করে, যদি ক্রেতারা ঐরূপ না করে, তবে বিক্রয় করে গবর্ণমেণ্টের কোন লোক দেখিতে চাহিলে তাহাকে দেখাইয়া থাকে। ইহাতে যে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক হইতেছে না। দরিদ্র ক্রেতা দ্রব্য কিনিতে গেলেও ঠকিয়া আইসে বেচিতে গেলেও ঠকে। ইহার তুল্য ক্লেশের বিষয় আর নাই। এবে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন তাহাদিগের দিন চলা ভার, তাহার উপর আবার এই উপদ্রব।

উপসংহার কালে আমাদিগের বক্তব্য এই যে পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মাপ ও ওজনের একতা সম্পাদন করা না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত যে স্থলের যে মাপ ও ওজন আছে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের চিহ্ন দেওয়া উচিত। তাহার বিশেষ প্রকার ব্যবস্থা, করা দেওয়া উচিত। সকল দোকানদারের সেই আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে কি না মধ্যে মধ্যে তাহার অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য।

দুর্ভিক্ষ

৭ ই ভাদ্র আমাদিগের এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। যদি বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, হুগলী ও মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে এইরূপ হইয়া থাকে, লোকের যে মহা-আতঙ্ক হইয়াছিল, আপাততঃ তাহার শান্তি হইল। এবার চাস না হইলে জীবন রক্ষা হইবে না ভাবিয়া অধিকাংশ লোকে একান্ত হতাশ হইয়াছিল। তাহাদিগের বিলক্ষণ উৎসাহ জন্মিয়াছে।

গত বৎসরের অনাবৃষ্টি আর এবৎসরের এত দিনের এই অনাবৃষ্টি যদি এক বৎসরের পরীক্ষা হয়। পূর্ব্বে এতদিন বৃষ্টি না হইলে হিন্দুরা স্বস্ত্যয়ন শান্তি করাইতেন, মুসলমানেরা নমাজ পড়িতেন ও মিসনরিরা প্রেয়র করিতেন, কিন্তু এবারে তাহার কোন প্রকার অনুষ্ঠান দেখিলাম না, তাহার কোন সংবাদও শুনিলাম না। এটী লোকের নাস্তিকতার না তত্ত্বদর্শিতার পরিচয় ? বাঙ্গালা দেশের সকল লোকেই কি বাত্যারাতি তত্ত্বদর্শী হইয়া উঠিল ? ঈশ্বর নৈসর্গিক নিয়ম দ্বারা বৃষ্টি করিবার উপায় করিয়া রাখিয়াছেন, প্রার্থনা ও স্বস্ত্যয়ন শান্তির বশীভূত নহেন। তিনি আপনার সেই নিয়মে হস্তক্ষেপ করেন না। বাঙ্গালা দেশের সকল লোকেই কি এই তত্ত্ব বুঝিয়াছেন ? তত্ত্বজ্ঞের মত কাজও ত দেখিলাম না। কেন বৃষ্টি হইতেছে না ? কি উপায়েই বা বৃষ্টি হইবে ? কয়জন লোক তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ? এদিকে শুনিতে পাই, বৃষ্টি হইতে বিলম্ব হওয়াতে অনেকেই শ্লালোকের ন্যায় সাশ্রু নয়নে হস্তকোষ্ঠি করিয়া কালক্ষেপ করিয়াছেন।

নূতন পুস্তক।

১। অর্থনীতি ও অর্থ ব্যবহার। শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক প্রণয়ন করিয়াছেন। অর্থ উপার্জ্জন করা এক এবং তাহার রক্ষা ও যথাযথ ব্যবহার করা আর এক পদার্থ। উপার্জ্জন অপেক্ষা রক্ষা করা ও যথাযথ ব্যবহার করা কঠিন। অনেকে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন বটে কিন্তু কিরূপে তাহার রক্ষা ও তাহার উন্নতি করিতে হয় এবং কোন কোন বিষয়ে ব্যয় করিলে ভাল হয় তাহা না জানাতে সময়ে সময়ে নানা অনর্থ ঘটিয়া থাকে, তাহারা সুখী হইতে পারেন না। সংসারী ব্যক্তির পক্ষে অর্থোপার্জ্জন যেমন আবশ্যক তাহার রক্ষা ও যথাযথ ব্যবহার জানাও তেমনি প্রয়োজনীয়। সংসারে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে মানুষের এগুলি ভাল করিয়া শিক্ষা করা উচিত। বালকদিগের শিক্ষার যে সকল অঙ্গ আছে, এগুলি তাহার অন্যতর হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইউরোপের সুসভ্য দেশ মাত্রেই বালকদিগকে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বিদ্যালয়ে এবিষয়টীর বিশেষ রূপ শিক্ষা দেওয়া হয়। দুঃখের বিষয় এই, এদেশে সভ্যতা আছে, বিদ্যালয় আছে, নানারূপ শিক্ষা আছে, কিন্তু এমন একটী গুরুতর বিষয়ে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় না। মুসলমানের মক্তব ও অন্যান্য বাঙ্গলা স্কুলে হিসাব কিছু কিছু শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে বটে কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় তদুপযোগী ভাল পুস্তক নাই, যাহা কিছু আছে, তদ্দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি সম্ভাবনা অল্প। এটী একটী প্রধান অভাব। আমরা উপরে যে পুস্তক খানির নাম করিলাম তদ্দ্বারা এই অভাবটীর পূরণ হইয়াছে। আমরা এখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। এখানি কয়েক খানি ইংরাজী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহার সঙ্কলন বিষয়ে গ্রন্থকারের যে বিশেষ পরিশ্রম হইয়াছে, ইহা পাঠ করিয়া তাহা বিলক্ষণ প্রতীতি হয়। ইহার রচনা প্রণালী যেমন উৎকৃষ্ট ভাষাও তেমনি সরল হইয়াছে। এখানি ছাত্র বৃত্তি পাঠার্থিদিগের বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে। এখানির আর একটী গুণ এই, ইহার অবয়ব নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে কিন্তু সাধারণের সুবিধার জন্য গ্রন্থকার ইহার মূল্য ।০ আনা স্থির করিয়াছেন।

২। সঙ্গীত এবং নানা দেশীয় স্বর লিপি প্রণালী। এখানি ইংরাজীতে লিখিত। শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ ঘোষ ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। সঙ্গীতের তুল্য বিদ্যা আর নাই। এক সময় এই ভারতবর্ষে এই সঙ্গীতের

বহুল প্রচার ছিল। আর্য্যগণ ইহার প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন কিন্তু কালক্রমে তাহার লোপ হইয়াছে, বর্ত্তমান কালে এদেশের সঙ্গীতের বিষয় দর্শন করিলে কখন যে এদেশে ইহার উন্নতি ছিল এমন বোধ হয় না, এমন অবস্থায় সেই লুপ্তপ্রায় সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা ও কোন রূপে তাহার উন্নতি সাধন দ্বারা তাহার পুনরুদ্ধার চেষ্টা যদি কেহ করেন, তিনি বাস্তবিক আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন। অতএব লোকনাথ বাবু যে আমাদিগের ধন্যবাদার্হ তাহা বলা বাহুল্য। ইহাতে আফ্রিকা মিসর সিরিয়া গ্রীস আমেরিকা আরেবিয়া চীন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় সঙ্গীত প্রণালীর বিষয় লিখিত হইয়াছে, এবং সঙ্গীত বিদ্যা বিশারদ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কৃত দেশীয় সঙ্গীতের স্বর লিপির সহিত ঐ সকলের তুলনা করা হইয়াছে। ইহাতে লোকনাথ বাবুর বিলক্ষণ পরিশ্রম অনুসন্ধিৎসা এবং সঙ্গীত বিষয়ে পারদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে।

৩ সতী চরিত্র। শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর দাস ইহার প্রণেতা। ইহাতে একটী সতীর চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। আমরা কষ্টে সৃষ্টে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কিছু মাত্র তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলাম না। না আছে ভাষার লালিত্য, না আছে রচনা চাতুরী, না আছে কল্পনা শক্তির পরিচয়, কেবল বাঙ্গালা ভাষায় একটী সতীর গল্প লেখা হইয়াছে এই মাত্র। লেখক সতীকে সতী গুণবতী রূপবতী করিয়া বর্ণন করিয়াছেন বটে কিন্তু সেই গুণের আতিশয্য নিবন্ধন তাঁহার কথা বার্ত্তাগুলি স্থানে স্থানে নিতান্ত জেঠামি হইয়া উঠিয়াছে। গল্পটীর পূর্ব্বাপর যত সঙ্গতিও নাই। অবৈনসর্গিক বর্ণনও বিলক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইল।

৪। গীতহার। শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে নানা রাগ রাগিণী সংযুক্ত নানা বিষয়ক কতকগুলি বিশুদ্ধ সঙ্গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে। গানগুলি বিলক্ষণ ভাব পূর্ণ ও মিষ্ট হইয়াছে। আজি কালি স্থানে স্থানে যে সঙ্গীত বিদ্যালয় হইতেছে, এখানি সেই সকল বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১২ই ভাদ্র সোমবার।

কিছু দিন হইল কামানের গোলা ছুড়িলে বৃষ্টি হয় এই প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল, এ বিষয়ের পরীক্ষার্থ উত্তরপাড়ার বাবু অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৫০০ পাঁচশত টাকা পুরস্কার দান অঙ্গীকার করেন, কিন্তু কাম্বেল সাহেব সেবিষয়ে তত মনোযোগী হন নাই। সম্প্রতি ফ্যামিলি হেরালডে লিখিত হইয়াছে, চিকাগোর অধ্যাপক এডওয়ার্ড পাউয়ার্স সাহেব এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ১৩০টী যুদ্ধের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কামানের শব্দে বায়ু সঞ্চালিত হইলে বৃষ্টি হয়। তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, যত যত যুদ্ধ বা যত অধিক গোলা বর্ষণ হইয়াছে তাহার শতকরা ৬০ ষাটে গোলা বর্ষণ আরম্ভ হইবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি হইয়াছে। গোলা বর্ষণের পর যে বৃষ্টি হয় তাহা প্রায় প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। অনেক দেশে অনাবৃষ্টি কালে যুদ্ধ ঘটনা হওয়াতে বৃষ্টি হইয়াছে। কি গ্রীষ্ম কি শীত কি শরৎ কি হেমন্ত সকল ঋতুতেই এই রূপে বৃষ্টি হইতে পারে। যাহা হউক আজি কালি এ দেশের যেরূপ অনাবৃষ্টির কাল পড়িয়াছে তাহাতে এরূপ একটী উপায় যদি ফলোপধায়ী হয়, অশেষ মঙ্গলের হয় সন্দেহ নাই। আমাদের ইচ্ছা গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ের একবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন আজি কাল অনেক কৃত্রিম সারের (ফিলাডি মুল্য বিশেষ মূল্য ১০ টাকা) চলিতেছে। এ গুলিতে যবের ভাগ অতি কম থাকে, প্লাটি নম নামক ধাতুই অধিক। এ দেশীয়দিগের অলঙ্কারপ্রিয়তাই কি এই কৃত্রিমকারিদলের জননী।

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ছয় মাসে মধ্য প্রদেশে ১১০৯ বন্য জন্তু হত হয়। এই সকল জন্তু বধের জন্য গবর্ণমেণ্টের ১০৩০ টাকা ব্যয় পড়ে।

এদেশের কয়েক ব্যক্তি যশ লিপ্সায় না করিয়া একেবারে ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট কয়েক খানি আবেদন পত্র প্রেরণ করাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এরূপ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, যাহারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে না দিয়া আবেদন পত্র একেবারে ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইবেন তাঁহাদের সে আবেদনের বিষয় বিবেচনা করা হইবে না। ইহাতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অপমান হয় সত্য। কিন্তু যেখানে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের প্রতিকূল আবেদন উপরে পাঠাইতে অসম্মত হইবেন, সে স্থানে কি উপায় হইবে?

আগ্রাহাবাদের হাইকোর্টে অনেক মকদ্দমা পড়িয়া থাকাতে সেই সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য মার্কুইস অব সালিসবরি উক্ত হাইকোর্টে কিছুদিনের জন্য একজন অতিরিক্ত জজ নিয়োগের আজ্ঞা দিয়াছেন। এই নিয়োগকালে তিনি বলিয়াছেন এরূপ অতিরিক্ত জজ নিয়োগের আবশ্যকতা হওয়া অতিশয় দুঃখের বিষয়। উক্ত হাইকোর্টের চিফজষ্টিস সম্প্রতি মফস্বল ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন বলিয়া মার্কুইস অব সালিসবরি বলিয়াছেন যিনি যে দেশের ভাষা জানেন না, তাঁহার মফস্বল ভ্রমণে বিশেষতঃ এরূপ সময় যখন কোর্টে গুরু কাজ পড়িয়া রহিয়াছে তখন তাঁহার এ ভ্রমণকে কখন ভাল বলিতে পারি না। ভারতবর্ষীয় কর্ত্তৃপক্ষ যদি মধ্যে মধ্যে এরূপ চমৎকার করেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের অনেক ঢাক ঢোল চাপা হয়।

গবর্ণর জেনরল ১০ ই আগষ্ট শ্রীরাজে উপনীত হন। বৈকালে প্রধান প্রধান অধিবাসিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরদিন প্রাতঃকালে চাংক্ষর দেখিতে যান। প্রত্যাগমনকালে চাংক্ষরদিগের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ হয়। তৎপরে কিটিতের সাহেব ১০ টার সময় শ্রীরাজে হইতে যাত্রা করেন, ১২ ই আগষ্ট ৪ টার সময় সিলচরে উপনীত হন। ৫২ ঘণ্টায় ৯০ মাইল

সংবাদ ও মণিপুরের রাজা সহিত সাক্ষাৎ হয়, ১৩ ই আগষ্ট সিলেট যাত্রা করিয়াছেন।

ইউরোপের যাবতীয় পোষ্ট আফিসের আয় প্রায় ১০০০০০০০০ টাকা এবং ব্যয় ১২০০০০০০০ টাকা; সমস্তুদ্ধ ১৮০০০০ কর্ম্মচারী আছে। ইহার মধ্যে ইংলণ্ডে ৩৩০০০ ফ্রান্সে ২৭০০০ এবং জর্ম্মণিতে ১০০০৯।

সভ্যতার বৃদ্ধি অনুসারে যে খণেরও বৃদ্ধি হয় নিম্নলিখিত তালিকাটী দর্শন করিলেই তাহা পরিস্ফুট হইবে। বাক্সটার সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন ১৮৪৮ সালে সভ্য জগতের রাজা সমুদয়ে গড়ে ১৭০০০০০০০০ টাকা ঋণ ছিল, এক্ষণে প্রায় ৪৪৮০০০০০০০ টাকা হইয়াছে। ২৫ বৎসরের মধ্যে প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

একখানি সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল লণ্ডনে একটী যুবতী নাচিতে নাচিতে মাথার শির ছিঁড়িয়া রক্ত স্রাব হইয়া মারা পড়িয়াছে। ইনি গান গাইলে বোধ হয় হাত পা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন।

দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ যে টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহার অনেক টাকা অপব্যয় হইয়াছে। পিয়র্সন সময়ে সময়ে এই অপব্যয়ের অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। উক্ত পত্র সম্প্রতি লিখিয়াছেন এক ব্যক্তি ত্রিহুতে কতক গরু লইয়া যাইবার নিমিত্ত কন্ট্রাক্ট লয়। পরে আর দুই জন ঠিকদার লক্ষ টাকা লাভ দিয়া তাহার নিকট এ কন্ট্রাক্ট কিনিয়া লয়। এই দুই জন ঠিকাদার প্রত্যেকে ৩০০০০ ত্রিশ হাজার টাকা করিয়া লাভ করিয়াছে।

১৭ ই জুলাই রাত্রিতে ভাটপাড়া নিবাসী বলরাম সরকারের ঘাটে একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একজন পথিক মুসলমান ১৭। ১৮ বৎসর বয়স্ক একটী কন্যা সঙ্গে করিয়া উক্ত রাত্রিতে ঐ ঘাটে অবস্থিতি করে। রাত্রি ১১।১২ টার সময় ৩ এক জন বৈদেশ জাতীয় দুর্দ্দান্ত যুবক ঐ স্ত্রীলোকটীকে নিদ্রিতাবস্থাতে ঘাটের জন্য একটী কুঠারীতে লইয়া গিয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করে। স্ত্রীলোকটী যাতনায় হতচেতন হইয়াছিল। দুরাত্মারা কি বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাইল?

টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ আসিয়াছে, ইণ্ডিয়া কাউন্সিল বিল কমন্স সভায় পাস হইয়া গিয়াছে। সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোট বলিয়াছেন, গবর্ণর জেনরলের সহিত পরামর্শ না করিয়া মাকুইস অব সালিসবরি এই বিল অনুসারে উক্ত পদে কোন লোক নিয়োগ করিবেন না। যখন গবর্ণর জেনরলের অমতে বিল পাস হইল, তখন তাঁহার অমতে লোক নিয়োগেরই বা আটক কি?

দিন দিন প্রকৃতির কি বিপর্য্যয়ই ঘটিতেছে। ইংলণ্ড ত এত শীতপ্রধান দেশ কিন্তু তথায় আজিকালি এরূপ গ্রীষ্ম হইয়াছে যে লোকের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তথায় ৮২ এবং ফ্রান্সে ৯২ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপমান যন্ত্রে পারদ উঠিতেছে।

বন্ধুবন্ধু বলেন, ঢাকার গবি মিঞা সাহেব স্বীয় সাহায্যে রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যকে ঢাকাতে আনয়ন করেন। তাঁহার আগমন সময়ে তোপধ্বনি করা হয়। আসানুল্লা সাহেবের দিলখোষ নামক বাগানে বাসা দেওয়া হইয়াছে। এবং তাঁহাকে ২৫ টী খাসী ও ৬০ মণ চাউলের একটী সিধা দেওয়া হইয়াছে। বীরচন্দ্রের যখন মুসলমানের আতিথ্য স্বীকার করা হইয়াছে, তখন কেবল খাসীর উপর দিয়া যায়, উপরে না উঠে, তাহা হইলেই মঙ্গল।

একজন বহুদর্শী আফিসর এদেশের ভূমির মূল্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আক্ষেপ পূর্ব্বক লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের কোন কোন বিভাগ উর্ব্বরতা গুণে অন্যান্য অনেক স্থান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই সকল স্থান ৭০ বৎসর হইল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইয়াছে, এই দীর্ঘকাল ইংরাজ দিগের শাসনাধীন থাকিয়া এই ফল জন্মিয়াছে যে ঐ সকল স্থানের ভূমির মূল্য পাঁচ বৎসরের খাজনার তুল্য হইয়াছে মাত্র গ্রেট ব্রিটেনে ৩০ বৎসরের খাজনা ধরিয়া ভূমির মূল্য স্থির হয়। গবর্ণমেণ্ট এদেশের ভূমির উপর অধিক করভার নিক্ষেপ করিতেছেন কি না ইহা দ্বারা তাহার পরিচয় হইতেছে।

ভারতবর্ষের কোন কোন বিভাগে অধিবাসীর সংখ্যা নিতান্ত অধিক হওয়াতে দুর্ভিক্ষাদি নানারূপ দৈবী বিপদ সময়ে সময়ে উপস্থিত হইয়া লোক সংখ্যার হ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এ নিমিত্ত কোন রূপ উপায় উদ্ভাবনের জন্য যত্নবান হইয়াছেন। বিহারের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে আসাম প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপনের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সিবিলিয়ান হালসি সাহেব এরূপে উপনিবেশ সংস্থাপনে সন্তুষ্ট না হইয়া উপনিবেশ সংস্থাপনের একটী নূতনবিধ উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়া গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন। তিনি বলেন একজন দেশীয় সম্ভ্রান্ত আফিসরকে মনোনীত করিতে হইবে। ইনি পল্লীগ্রামের রীতিনীতি এবং কৃষিকার্য্যের বিষয় ভালরূপ জানেন এবং দেশস্থ সকলেই তাঁহাকে সম্মান করেন, এরূপ হওয়া চাই। তিনি আপনার মনোমত দুইজন সহকারী ও একজন দেশীয় সার্জ্জন সঙ্গে লইবেন এবং একশত ঘর গৃহস্থ সঙ্গে লইয়া উপনিবেশ স্থলে গমন করিবেন। প্রথমে প্রতি গৃহস্থকে ২৫ একর করিয়া ভূমি দিতে হইবে। এই ২৫ একর ভূমি যদি রীতিমত আবাদ করিতে পারে, ৫ বৎসর পরে আর ২৫ একর ভূমি দেওয়া হইবে। এইরূপে উপনিবেশ স্থাপন করিলেই প্রকৃত কাজ হইবে। এক্ষণে যে সকল পতিত ভূমি আছে তথায় এই উপনিবেশ হইবে। উপনিবেশীদিগের ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট জোর করিয়া না করিলে এ কাজ হইবে না। ইহাতেই ত এ প্রস্তাবের উপাদেয়তা গেল।

গবর্ণমেণ্ট ক্রমে দেশীয় সেনাদিগের উপর বিশ্বস্ত হইতেছেন। আলাহাবাদের ৩৩ গণিত দেশীয় পদাতিক দলে স্নাইডার রাইফল দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি একটী আশ্চর্য্য যন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে। ইংলণ্ডের অধ্যাপক টিণ্ডাল ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা। ইহাতে এরূপ ভয়ানক উচ্চ শব্দ হয় কেহ কখন সেরূপ শব্দ শুনেন নাই। যে সকল সমুদ্র তীরে বিপদের সম্ভাবনা, এটী সেই স্থানে রাখা হইবে। নাবিকেরা এই শব্দ শুনিয়া পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইবে।

৩রা ভাদ্র মঙ্গলবার।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, অযোধ্যার রাজপুতদিগের কন্যা হত্যাকাণ্ড ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। গত বৎসর প্রায় ছয় শত পল্লীর লোক সংখ্যাতে দেখা গিয়াছে, ৪ বৎসর বয়সের বালক বালিকার মধ্যে বালিকার সংখ্যা শত করা ৪৬ জন হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের বোম্বাই সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কশীয়ানেরা কাসগার পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছে এবং পথিকদিগের জন্য মধ্যে মধ্যে পুলিস ও সরাই করিয়াছে। তাসখণ্ডস্থ কশীয় গবর্ণর কাসগার নদীর তীরে বারিক সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি কান্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট একটী আশ্চর্য্য বিচার হইয়া গিয়াছে। একজন সৈনিক পুরুষের একটী বিড়াল হত হয়। একজন ভৃত্যকে উহার হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করা হয়। কান্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কান্টোনমেণ্ট ইনস্পেক্টর কতকগুলি পুলিস কর্ম্মচারী হাসপাতালের ইনস্পেক্টর জেনরল সকলে ঘটনাস্থলে গমন করেন। যথা রীতি অনুসন্ধান হয়, মৃতদেহ পরীক্ষা হয়, যথারীতি আসামীর নামে দরখাস্ত করা হয়। বিচারে ঐ ব্যক্তির কঠিন পরিশ্রমের সহিত ১৮ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। একজন এদেশীয়ের জীবন অপেক্ষা ইউরোপীয়দিগের একটী বিড়ালের জীবন শত গুণে মূল্যবান

ইংলিসম্যান পাঠে অবগত হওয়া গেল ১২ ই আগষ্ট পুলিস এক ব্যক্তিকে চিতপুর হাসপাতালে ধরিয়া আনে। উহার অপরাধ এই, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক একটী সর্পের দ্বারা আপনাকে দংশন করাইয়া আত্ম হত্যার চেষ্টা পাইয়াছিল। ইহার কারণ এই, ঐ ব্যক্তি কুষ্ঠরোগে বহুদিন কষ্ট পাইতেছিল। ক্রমে রোগের যাতনাবৃদ্ধি হয়। এদেশীয় অনেকের সংস্কার আছে, সর্প দংশনে কুষ্ঠ রোগ ভাল হয়। সে ঐ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া গোপনে একটী গোক্ষুর সর্প ধরিয়া আপনার ঘরে আনিয়া রাখে প্রাতঃকালে ঐ সর্পের নিকট হস্ত লইয়া যাওয়াতে সে দংশন করে, পরে ঐ ব্যক্তি স্নান আহার করিয়া নিদ্রা যায়। তাহার পুত্র সন্ধ্যাকালে বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া পুলিসে সংবাদ দেয়। পুলিস আসিয়া ঐ সর্পটী এবং ঐ ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া যায়। পরীক্ষায় দেখা গেল, উহার বামবক্ষের অগ্রভাগে মধ্যস্থান দষ্ট হইয়াছে। সেই স্থানটী ফুলিয়াছে মাত্র। এ স্থানে কিঞ্চিৎ ঔষধ দিয়া ২২ ঘণ্টার পর উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

৮ ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৪৯৭১২০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর ঐ সময় ১৮৭৮০ টাকা হইয়াছিল। এবৎসর ১০৩৯০ টাকা আয়বৃদ্ধি হইয়াছে। জব্বলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ২১১৯০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর ঐ সময় ১১৭১০ টাকা হইয়াছিল। এবৎসর ৯২৩০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

আমরা ৯ম সংখ্যা পূর্ণশশী প্রাপ্ত হইয়াছি। কলার দাবগুলি মন্দ হয় নাই। পদ্যগুলিও মিষ্ট হইয়াছে।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, সম্প্রতি ত্রিপুরা পর্ব্বত হইতে কতিপয় ব্রহ্মকারী কতক টাকায় কাসিয়াছিল। তাহাদিগকে দেখিবার জন্য বহুসংখ্য লোক একত্রিত সমাগত হয়। শুনা গেল যাহে আবদুল গণি উহাদিগকে তাঁহার সুসজ্জিত বৈঠকখানা দেখিতে দিয়া ছিলেন। এই সকল লোকের অবস্থার উন্নতি ত্রিপুরার রাজার মনের উপর নির্ভর করিতেছে।

আমাদিগের লাহোরস্থ সহযোগী বলেন উত্তর ষ্টেট রেলওয়ের কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হইতেছে। ওয়াজিরাবাদ পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইয়াছে। আর দুই তিন মাইল মাত্র বাকী আছে, বোধ হয় এক সপ্তাহের মধ্যেই চিনাব পর্য্যন্ত গাড়ি যাইতে পারিবে।

বোম্বাইয়ে নারায়ণ বাবু দেবের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে।

দূত বলেন, "ইঙ্গলণ্ডের কোন কোন জজ লেফ্‌টনাণ্ট সাহেবকে সিবিল সর্ব্বিস হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য হাইকোর্টের জজেরা আদেশ করিয়াছেন।

ঠাট্টা ও তামাসা।

আমরা সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম যে সিমলার মাজিষ্ট্রেট বাবু [illegible] মধ্যে বিচার প্রণালীর পুনর্ব্বার সংশোধন বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। তিনি যখন রাজধানীকে ১৯টী সুবায় বিভক্ত করিয়াছেন, এক একটী সুবার বিচার ভার এক একজন সুবাদারের উপর হইবে। তাঁহারা ২৫ হাজার টাকা মূল্যের মকর্দ্দমা পর্য্যন্ত বিচার করিতে পারিবেন। তদূর্দ্ধ টাকার মকর্দ্দমা হইলে ডেপুটী কমিশনর সাহেবের নিকট তাহার বিচার হইবে। প্রধান জজ [illegible] মকর্দ্দমা বিচার করিবেন। তাঁহার আর দুই জন সহকারী থাকিবেন। অন্যান্য দেশীয় রাজগণের কর্ত্তব্য তাঁহারা স্ব স্ব রাজ্যে ঐরূপ কার্য্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপন করেন।

সুরাব কল কেবল গোলাকার নহে, উহার পার্শ্বে অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের উপায়ন হইয়াছে। আমাদিগের আলোকাকাঙ্ক্ষী সহযোগী বলেন সম্প্রতি ইহার পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট আমা সেণ্টপল জেলের জন্য ১০ হাজার টাকায় কতকগুলি কল আমদানি করিয়াছেন, তাহাতে পাকের সুরা কাটা হইবে। কয়েদীরা এই কলে কাজ করিবে। একপ অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে, যদি ইহাতে [illegible] হয়, তবে পাশ্চাত্য সেণ্টপল এবং ঐরূপ কল আনা হইবে। এ চেষ্টাটী প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

১ ই আগষ্ট লর্ড নর্থব্রুক সিমলে গমনার্থ যাত্রা করিয়াছেন।

১৫ ই আগষ্ট কলিকাতে ভূমিকম্প হয়। ভূমি কম্পের সময় এক প্রকার শব্দ হইয়াছিল।

এ বৎসর সিমলা পর্ব্বত রাজপুরুষগণের বিহারে আনন্দময় হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সে কষ্ট বোধ হয় অধিককাল স্থায়ী হইবে না। তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিবার জন্য প্রধানমন্ত্র সেনাপতি ইতার মধ্যেই তথায় উপনীত হইয়াছেন।

ইংলিশম্যান বলেন, ইয়ারখন্দে যাইবার পথে কসার নামক সেতুটী ভগ্ন হইয়া বাণিজ্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইতেছিল, সেটির সংস্কার করা হইয়াছে এবং এক্ষণে ঐ রাস্তা দিয়া বণিকেরা স্বচ্ছন্দে বাণিজ্য দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছেন।

কোন সভ্যতা সম্পন্ন স্থান দর্শন করিলে এবং সভ্য লোকদিগের সহিত মিশ্রিত হইলে তদ্দেশীয় রীতি নীতির অনুকরণে স্বভাবতই প্রবৃত্তি জন্মে, বিলাসিতা আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে। শ্যামের রাজা ইহার দৃষ্টান্ত। তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়া অনেক সভ্য হইয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি সিঙ্গাপুরের রাজা গবর্ণর জেনরলের গমন উপলক্ষে ঢাকায় আসিয়াছিলেন, আসিবার সময় তিনি একখানি দেশীয় নৌকায় আগমন করেন। কিন্তু যাইবার সময় নৌকায় যাওয়া তাঁহার অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হয়, একখানি ষ্টীমার ভাড়া করিয়া যাইতেছেন।

পিয়নিয়রের প্রধানতম সম্পাদক অনুপস্থিত থাকাতে এক জন সিবিলিয়ানের হস্তে উহার সম্পাদকতা ভার অর্পিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজ এক্সামিনর বলেন, ব্রেণ নামক যে এক জন ব্যারিষ্টার কিছুদিন হইল মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তিনি পুনরায় স্বধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত ধর্মভাব তাড়িত না হইয়া কেবল স্বার্থবিশেষের অনুরোধে ধর্ম্মান্তর অবলম্বন করে, তাহাদের গতিই এরূপ।

পিয়নিয়র লিখিয়াছেন মফস্বলে ডেউলিয়া আইন প্রচলিত করা একান্ত কর্ত্তব্য। মফস্বলের সামান্য ব্যবসায়ীরা একটু গোল যোগে পড়িলে তাহাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। যাহাতে উহারা এই আইনের সাহায্যে লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

৫ ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

শ্যামদেশের রাজা কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজদিগের রীতি নীতি শিক্ষা করিয়া যান। এক্ষণে স্বীয় রাজ্যমধ্যে ইংরাজদিগের ন্যায় শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড বলেন, রাজা একটী ষ্টেট কাউন্সিল স্থাপন করিয়াছেন, উহার সভ্যগণকে মাসিক বা বার্ষিক হিসাবে যথা যোগ্য বেতন দেওয়া হইবে। উহাঁরা প্রতি সপ্তাহে সভা করিয়া রাজ কার্য্য করিবেন। এতদ্ভিন্ন এক ঘোষণা দ্বারা প্রজাবর্গকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, অপরাধি ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করিবার বিষয়ে তাঁহারা যেন পুলিসের সাহায্য করেন। যাহারা অপরাধিদিগকে পুলিসের হস্তে অর্পণ করিতে উপেক্ষা করিবে তাহাদিগকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। একটী প্রিবিকাউন্সিল করিবারও রাজার ইচ্ছা আছে। এতদ্ভিন্ন টেলিগ্রাফ লাইন এবং শাসন কার্য্যের উন্নতি বিধায়ক অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠানেরও কল্পনা হইতেছে।

গত জুন মাসে ব্রিটিশ ব্রহ্ম হইতে ৪৭৯৩০১ টাকা মূল্যের ৩৫৮২৪ মণ তুলা ভিন্ন ভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়াছে।

আগামী বর্ষে পুরীতে অর্দ্ধেক হারে এবং ঢাকাতে সম্পূর্ণ হারে রথযাত্রা সংগৃহীত হইবে।

৫ ই আগষ্ট পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, ব্রহ্মদেশে যথা সময় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া শস্যাদির অবস্থার বিলক্ষণ উন্নতি করিয়াছে।

নিজামের রাজ্য দিয়া যে ষ্টেট রেলওয়ে হইতেছে উহা আগামী ১লা নবেম্বর ওয়াডি হইতে হাইদ্রাবাদ এবং সেকন্দ্রাবাদ পর্য্যন্ত খোলা হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সংক্রান্ত রিপোর্টে জানা যায় পূর্ব্বে এদেশ হইতে যত অপরিষ্কৃত পাট বিদেশে রপ্তানী হইত এখন অনেক কম হইতেছে। ১৮৭২ অব্দের মে মাসে ইংলণ্ড আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে ৪০০২১৫ হান্দর পাট রপ্তানী হয় ১৮৭৩ অব্দের মে মাসে ২৪৭৩৮২ হান্দর এবং গত মে মাসে ২০৯০৫২ হান্দর মাত্র রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষ এক্ষণে পাট নির্ম্মিত দ্রব্যের রপ্তানী কিছু বাড়িয়াছে। গত মে মাসে ৪৪৭১১৭ গাঁট ব্যাগ রপ্তানী হয়, কিন্তু পূর্ব্বে ইহার রপ্তানী অনেক কম ছিল। এদেশ হইতে পাট নির্ম্মিত দ্রব্যাদির রপ্তানী বৃদ্ধি এবং এখানে পাটের কলের সংখ্যা বৃদ্ধিই বিদেশে অপরিষ্কৃত পাটের রপ্তানী কমিয়া যাইবার কারণ বোধ হয়।

ফেণ্ডস ইণ্ডিয়া বলেন, বগুড়া হইতে এক ব্যক্তি সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন, স্থানীয় পুলিসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট একজন মুসলমান অপরাধীর এইরূপে দণ্ডবিধান করেন. কতকগুলি কুকুর ছাড়িয়া দেওয়া হয়, কুকুরগুলি গিয়া ঐ ব্যক্তিকে কামড়াইয়া ক্ষত বিক্ষত করে!! এটী কি সত্য? যদি সত্য হয় কুকুর দংশনে লোকের কিরূপ কষ্ট হয় সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের শরীরে পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে জানাইয়া দিলে হয় না।

গঙ্গায় এক ভাসা চিঠি পাওয়া গিয়াছে। চিঠিগুলিতে টিকিট দেওয়া ছিল, সেগুলি খুলিয়া লইয়া কেহ ফেলিয়া দিয়াছে। যে ব্যক্তি এরূপ করিয়াছে সে এখনও ধৃত হয় নাই। টিকিট দিয়া চিঠি প্রেরণে লোকের বিশ্বাস ক্রমে কমিয়া যাইতেছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসন কসেট সাহেবের জন্য চাঁদা সংগ্রহ আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১৮০০ টাকা উঠিয়াছে

আগামী শীতকালে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল অশ্ব প্রদর্শনী মেলা হইবে তাহাতে পুরস্কার দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ৩০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

অনাবৃষ্টি নিবন্ধন গোয়ালপাড়ার পাটের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৩টী মুদ্রাযন্ত্র আছে। গত বৎসর এই সকল মুদ্রাযন্ত্র হইতে ৫৭৯ খানি পুস্তকাদি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

৬ ই ভাদ্র শুক্রবার।

সম্প্রতি বোম্বাইর বিচারপতি মেরিয়ট পুত্রের উপর পিতার স্বত্ববিষয়ক নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিটুবাই নামে একটী স্ত্রীলোক স্বামীর অত্যাচারে নিতান্ত পীড়িত হইয়া তিনটী সন্তান লইয়া মিশনরিদিগের শরণাগত হন। এ বিষয়ের অভিযোগ উপস্থিত হইলে বিচারপতি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সন্তান তিনটী পিতারই থাকিবে, উহাতে মাতার কোন স্বত্ব নাই। এ মীমাংসাটী এদেশের শাস্ত্রানুসারিণী হইয়াছে। "মাতা তল্পা পিতুঃ পুত্রঃ" মাতা তল্পার স্বরূপ পিতারই পুত্র।

নন্দীদুর্গের এক ব্যক্তি ঘরে আগুন দিয়া তাহার পিতা ও অন্যান্য পরিবার বর্গকে পোড়াইয়া মারিবার চেষ্টা করে। উহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইয়াছে। এরূপ সৎপুত্রের এইরূপ হওই উচিত।

মান্দ্রাজে বিধবা ও অনাথদিগের যে একটী ফণ্ড আছে, উহার ১২ হাজার টাকার গোলযোগ উপস্থিত হয়। এনিমিত্ত ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারির নামে নালীশ করিবার কথা হইতেছে। মানুষের চরিত্র বিচিত্র। কেহ দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া অনাথ দরিদ্রদিগকে অর্থ দান করে আর কেহ সেই অর্থ লইয়া আপনার ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করে।

সেকেন্দ্রাবাদের ছোট আদালতে একটী আশ্চর্য্য মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। দুই জন বিবি এক স্থলে নিমন্ত্রণে যান। দুই জনেরই গাউন প্রায় একবিধ। বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া উভয়েরই এই সন্দেহ হয়, নিমন্ত্রণ স্থলে অমুক আমার গাউনটী বদলা ইয়া লইয়াছে। সহজে এ বিষয়ের মীমাংসা না হওয়াতে ইহা আদালতে উপস্থিত হইয়াছে। বিচারপতি বিপদে পড়িয়াছেন সন্দেহ নাই। আমাদের শুনা আছে, এক জন মাতাল বাবু গুরুর বাটীতে গিয়া এক খানি পা ফেলিয়া আইসে। বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া ভৃত্যদিগের উপর পার জন্য মহা তম্বী করিয়াছিল। মেম সাহেবেরা নিমন্ত্রণে গিয়া হাত পা ফেলিয়া আইসেন নাই ইহাই সন্তোষ।

কুর্গের রাজার নিকট একজন জুয়াচোর গিয়া বলে তাহাকে যত টাকা দিবে সে তাহার দ্বিগুণ করিয়া দিবে। রাজা লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহাকে ২৫০০ টাকা দেন। সে যে কেমন টাকাগুলি দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছে বোধ হয় তাহা আর পাঠক গণকে বলিয়া দিতে হইবে না। রাজা এক্ষণে উহার নামে নালীশ করিয়াছেন। ইহারই নাম প্রকৃত রাজবুদ্ধি।

পাতিয়ালার রাজা নিজ রাজ্যের প্রত্যেক তহসিলে এক একটী চিকিৎসালয় খুলিয়াছেন। দেশীয় রাজারা বাসনাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যে এসকল কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন এটী ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির ফল সন্দেহ নাই।

অম্বালার বাবুদিগকে ক্রমে কলিকাতার রোগে পাইতেছে। তাঁহারা তথায় মাটা শালা সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করিয়াছেন।

মিরাট পাঠে অবগত হওয়া গেল ছোটেব বহুসংখ্যা হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

চীন হইতে আর ৩০ জন ছাত্র বিদ্যা শিক্ষার্থ আমেরিকায় গমন করিতেছে।

ভারত সংস্কারক বলেন, মধুরানাথ সরকার নামক একব্যক্তি রামপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক হইবার মানসে রঙ্গপুরের ডেপুটী ইনস্পেক্টর হরিচরণ বাবুর হস্তলিখিত এক খানি কৃত্রিম নিয়োগ পত্র প্রস্তুত করে কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হওয়াতে পুনরায় একখানি ভূদেব বাবুর কৃত্রিম নিয়োগ পত্র লইয়া কাশীগড় বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতে যায়। কিন্তু তথাকার সব ইন স্পেক্টর বাবু দ্বারকানাথ বাগচীর কৌশলে ধৃত হয়। ইহার তিনমাস কারাদণ্ড হইয়াছে। চাকরীর বাজার গরম হওয়াতেই এই সকল জুয়াচুরি আরম্ভ হইতেছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

	টাকা		শতকরা
৪			১০৩৶—১০৩৵
৪৲	১৮৭০	(১৮৮৫)	১০৪৲—১০৪৷৹
৪৲	১৮৭১	(১৮৮৪)	১০২৷৹—১০২৷৹
৪৲	১৮৭০	(১৮৭৯)	১০৪৷৹—১০৪৷৹
৫৲	১৮৫২-৩০	(১৮৭৯)	১০৭৲—১০৭৷৹

৭ ই ভাদ্র শনিবার।

কলিকাতায় একখানি কারসী ভাষার সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইবার আয়োজন হইতেছে।

গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অবগত হইয়া গুইসুমারের বাবু ৮৫ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছে। তিনি অনেকস্থান অন্বেষণ করিয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন তাহারা যেন তাঁহার রাজ্য মধ্যে চরিতে না করে। তিনি দাদাভাই নারোজীকে দেওয়ান এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন এবং উপরে লিখিত ব্যক্তিদিগকে যে পদচ্যুত করিয়াছেন, এই গুলি লাভ মর্ম্মজ্ঞতা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। কেবল লোক হাসাইয়া অব্যাহতি নাই, ঘটনার শোধন আবশ্যক।

মিরাটের ঢাকাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ঢাকা কলেজের সংস্কৃত একটী হিন্দু কলেজের জন্য মাসিক ১০০, ৬৫ শত টাকা দানে অনুমতি দিয়াছেন।

গত বুধবার হায়দরাবাদ রাজ রেসিডেন্সির সিমলায় উপনীত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে সকলে গিয়া জুটিতেছেন।

তুর্কির সুলতানের কনিষ্ঠ পুত্র প্রিন্স শেবরেটএফেণ্দি রাজার দলের একজন সব লেপ্টনাণ্টের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার বয়স ৩ সাত বৎসর মাত্র। এদেশের এতদ্দেশের বালকের সচরাচর জন্য পান করে।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:—২৯ শে শ্রাবণ রবিবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকা জেলার অন্তঃপাতী নাকাশীপাড়া থানার অধীন গোটাপাড়া গ্রামে একটী গাভি একটী বৎস প্রসব করে। বৎসটীর ১টী মুখ চারিটী কর্ণ, ৪টী মূত্র দ্বার, ৪ পা চারখানি। দুঃখের বিষয় এই গাভী ও বৎস উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে।

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

১৩ ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের কৃষি বিভাগের কৃত শস্যাদির অবস্থা বিষয়ক রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, বঙ্গদেশ ভিন্ন আর সকল প্রদেশের অবস্থা সন্তোষকর। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই বৃষ্টি অল্প হইয়াছে বিশেষতঃ দক্ষিণ মধ্য বিভাগ পাটনা এবং বারাসাতের স্থানে স্থানে বৃষ্টির বড় প্রয়োজন। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বিভাগ এবং চট্টগ্রাম বিভাগের অবস্থা ভালকটক ও বালেশ্বরে সন্তোষজনক হইয়াছে। কিন্তু শস্যাদির বড় ক্ষতি হয় নাই। পঞ্জাবে ও মুলতানে জলসেচন করিয়া আবাদ হয়ে কিন্তু পেশোয়ারে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি ও নদীর জল বৃদ্ধি হইতেছে।

বঙ্গদেশের বিষয়ে বিশেষরূপে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। প্রায় সর্ব্বত্রই এ সপ্তাহে সাধারণ বৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু আর্দ্রক বিভাগে এ সময় যত বৃষ্টি হয় তদপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। বর্দ্ধমান এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগে অনেক স্থানে বৃষ্টি এত অল্প হইয়াছে যে আমন ধান্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। নদীয়াতে এত কম বৃষ্টি হইয়াছে বোধ হয় আমন ধান্য অর্দ্ধেকও জন্মিবে না। মুরের এবং সারণের স্থানে স্থানে শস্য ডুবিয়া গিয়াছে, জল কমিয়া না গেলে কত ক্ষতি হইবে বলা যায় না। ভাগলপুর ছোটনাগপুর এবং উড়িষ্যায় উত্তম এবং যথাসময়ে বৃষ্টি হইয়াছে। রাজসাহী কুচবিহার ঢাকা চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে আশু ধান্য কাটা হইয়াছে। তথায় আশু ধান্য উত্তম জন্মিয়াছে। পূর্ণিয়াতে তাহাই শস্য উত্তম জন্মিয়াছে। বস্তুতঃ প্রচুর পরিমাণে আশুধান্য জন্মিয়াছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সাধারণে সংবাদ ভাল। গ্লাবর নিবন্ধন মির্জ্জাপুর যাত্তা হমিরপুরে কতক ক্ষতি হইয়াছে এবং অধিক বৃষ্টি নিবন্ধন বারাণসী আজমগড় এবং ফতেগড়ে কিছু অনিষ্ট হইয়াছে। এদিকে বস্তি গোরক্ষপুর এবং লাসিতে বৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১২ ই আগষ্ট। কালডনস এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া গার্হস্থীয় প্রধান প্রধান গবর্ণমেণ্টকে বলিয়াছেন, যে সকল নিষ্ঠুরতাচরণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অন্যায় হয় নাই এবং এই বলিয়া উহার উপসংহার করিয়াছেন, তাঁহার বিশ্বাস এই যে, শীঘ্র তাহারই জয় লাভ হইবে।

সার জেমস লিণ্ডসের মৃত্যু হইয়াছে।

পারিস ১৭ ই আগষ্ট। ইটালি এবং বেলজিয়ম স্পেনের অধিকার স্বীকার করিয়াছে। মার্শাল বেজিন কলোনে উপনীত হইয়াছেন। কাউণ্ট জার্ণাক লণ্ডনে ফরাসী দূত হইয়াছেন। কালিষ্টরা মাডরিড এবং সারাগোসা রেলওয়ে কাটিয়া দিয়াছে।

লণ্ডন ১৭ ই আগষ্ট। বিশপ সহেব মৃত্যু হইয়াছে।

১৪ ই জুলাই যে মেইল কলিকাতা হইতে সাউথাম্পটন হইয়া যায় গত কল্য উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

গত কল্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ১২১০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ১৮ ই আগষ্ট। মার্শাল বেজিনের স্ত্রী বলিয়াছেন তাঁহার আত্মপুত্র ভিন্ন তাহার অন্য কেহ সাহায্যকারী ছিল না। হস্তির সিড়িদ্বারা মার্শাল বেজিনের পলায়নের যে জনরব উঠে তাহা কেহ বিশ্বাস করিতেছেন না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১২ ই আগষ্ট। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত জাহানাবাদ উপবিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গৌরদাস বসাক উক্ত বিভাগে শ্যামবাজার ইউনিয়নে একটী পুষ্করিণী খননার্থ ভূমি গ্রহণ করিবার জন্য ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮ ই আগষ্ট। বাবু গঙ্গানারায়ণ রায় কিছু দিনের জন্য মুরসিদাবাদের অন্তর্গত জঙ্গীপুরে দ্বিতীয় শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন। বাবু শশিশেখর দত্ত যিনি এই কার্য্যে ছিলেন, তিনি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

১৪ ই আগষ্ট। সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সি, এ, কিসার কিছুদিনের জন্য যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিবেন।

মুঙ্গেরের প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন এচ, বি, পর্ক্টিস উক্ত পদে স্থায়ী হইলেন।

ময়মনসিংহের প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন সার্জ্জন জি, সি, শা, উক্ত পদে স্থায়ী হইলেন।

সার্জ্জন মেজর টি, ম্যাথিউ শ্রীহট্টের সিবিল সার্জ্জন হইলেন।

১৪ ই আগষ্ট। জে, মার্টিন সাহেব কলিকাতার উপনগরের একজন অতিরিক্ত মিউনিসিপাল কমিশনর হইলেন।

হিবর্ট টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।
বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৪ ই আগষ্ট। ত্রিপুরার নিম্ন লিখিত আফিসরেরা পশ্চাল্লিখিত ক্ষমতা সকল প্রাপ্ত হইলেন:—

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীনাথ দে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমাকান্ত দাস দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু রজনী কুমার দত্ত তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বর্দ্ধমানের মুন্সেফ জজ বাবু গিরিশ বিশ্বাস কিছুদিনের জন্য বাসুড়ার মুন্সেফ জজের কার্য্য করিবেন।

১৫ ই আগষ্ট। সার্জ্জন এচ, ডবলিউ গিল এম, বি, পুরীর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ত্রিপুরার সদর মুন্সেফ বাবু গবেশচন্দ্র চৌধুরী কিছুদিনের জন্য ত্রিপুরার তৃতীয় মুন্সেফ জজের কার্য্য করিবেন।

প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এচ, পি মলক ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪২,১৫৭,৫১৭ এবং ৫২১ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন।

১৭ ই আগষ্ট। মুন্সী গোলাম রসুল বীরভূমের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

হিবর্ট টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

নাটুয়হ হইতে একব্যক্তি লিখিয়াছেন:—

গত ২৩এ শ্রাবণের সোমপ্রকাশে কেহ লিখিয়াছেন যে নাটুয়হ নিবাসী অনিয়ার শ্রীযুত বাবু নফরচন্দ্র পালচৌধুরী প্রেসিডেন্সি কলেজে

একটী ঘড়ির মূল্যস্বরূপ ৪০০০ চারি সহস্র টাকা এবং বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজার সাহায্যার্থ এক কালীন ১০০০ একসহস্র টাকা দান করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার বাটীতে দীন দুঃখী বহুতর লোক নিত্য আহার করিতেছে।

১। প্রথমোক্ত দুই দান ব্যতীত তাঁহার আরো অনেক দান আছে। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ নিবৃত্তিকাল পর্য্যন্ত মাসিক ১০০ এক শত টাকা দান করিতে অঙ্গীকার করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতেছেন।

২। উক্ত পালচৌধুরী মহাশয়ের বিস্তৃত জমিদারির মধ্যে কি স্ত্রী কি পুরুষ নিঃসহায় উপায় বিহীন যত লোক বাস করে তাহাদিগকে বিনা মূল্যে ধান্য দিয়াছেন। এরূপ লোকের সংখ্যা এক সহস্রের ন্যূন নয়।

৩। অধিকারস্থ সমস্ত কৃষককে ধান্য ঋণ দিয়া নিষ্কণ্টকে রাখিয়াছেন। এরূপ লোকের সংখ্যা সপ্ততি সহস্রের ন্যূন নহে।

৪। কালেক্টর সাহেবের বিশেষ অনুরোধে অন্য অন্য জমিদারের অধিকারের মধ্যেও নিঃসহায় দিগকে বিনা মূল্যে এবং কৃষকদিগকে ঋণ স্বরূপ ধান্য দিয়া দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ঐ উভয়বিধ লোকের সংখ্যা---বিশোত্তর সহস্রের ন্যূন নহে।

৫। নিজ নাটুবরের ব্রাহ্মণদিগের এবং অন্যান্য সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ জন্য ২০০০ টাকা ব্যয় করিয়া একটী পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন। তাহাতে সাধারণে যার পর নাই উপকৃত হইয়াছেন। ঐ কার্য্য এবং সাধারণের গতিবিধির সুবিধার জন্য যে সকল রাস্তা করিয়াছেন তাহাতে বহুসংখ্য দুস্থ লোক কর্ম্ম করিয়া উপযুক্ত বেতন পাইয়া সুখী হইয়াছে।

আর যে লিখিত হইয়াছিল বহুতর দীন দুঃখীকে নিত্য আহার দান করা হইতেছে। এটী বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে নয়, অথবা এ নিমিত্ত পৃথক্‌রূপে কোন অন্নসত্র খোলা হয় নাই। কি প্রজা কি কর্ম্মচারী কি অতিথি সমাগত ব্যক্তি মাত্রকেই যত্নের সহিত আহার দেওয়া ইঁহাদিগের নিত্য কর্ম্ম। কথিত বাবুর পিতামহ ভবানীকৃষ্ণ পাল চৌধুরী মহোদয়ের সময় অবধি ঐরূপ অন্নদান এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

রাইপুরে একটী বৈদ বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। নিম্নতর শ্রেণীর লোকে বিনা ব্যয়ে শিক্ষা লাভ করিবে, ইহাই এতৎ স্থাপনের উদ্দেশ্য। সেখানকার অনারেরি জমিদার বাবু নরেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ এ অনুষ্ঠানের একমাত্র উদ্যোগী। তাঁহার স্বর্গীয় পিতা মহাত্মা বাবু শিবকণ্ঠ সিংহ রাইপুরের ভূষণ স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারই প্রযত্নে রাইপুরে অনেক বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধিত হয়। তাঁহার অকাল মৃত্যু নিবন্ধন সেই উন্নতি পথে কণ্টক নিক্ষিপ্ত হইবে আমাদের এরূপ আশঙ্কা হয়। কিন্তু নরেন্দ্র বাবুর অমায়িকতা দয়াশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ দেখিয়া আমাদের সে আশঙ্কা অনেক পরিমাণে অন্তর্হিত হইয়াছে।

২। দেখিলাম, ভাগলপুর বিভাগের যে যে জমিদার এ দুঃসময়ে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিয়াছিলেন, আমাদের ছোট লাট সাহেব তাঁহাদিগকে সাধুবাদ দিয়াছেন। আর তাঁহারা বিশেষ রূপে সম্মানিত হইবেন কি না তাহা তাঁহার বিবেচনাধীনে আছে। এটী অতি বিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। এরূপ উৎসাহ বাক্য অনেক সৎকার্য্যে প্রবৃত্তির উদ্দীপক হয়। দুর্ভিক্ষ অবসান প্রায়। অন্যান্য বিভাগের কোন কোন জমিদার কিরূপ কার্য্য করিলেন, তাহার বিশেষ অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক। আমরা শুনি, বীরভূমের অনেক জমিদার অনেক সৎকার্য্য করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের অনুসন্ধান লইলেন না। ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়।

৩। রামনগর স্কুলের ছাত্র সম্বন্ধে গোলপুর থানার সব ইনস্পেক্টর যে বিরক্তি প্রকাশ করেন, তাহার তিনি উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছেন। শুনিয়াছি সেই অপরাধে তাঁহাকে আপন কার্য্য হইতে অপসারিত করা হইয়াছে। এই বিষয়ক বৃত্তান্ত আষাঢ় মাসের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হয়।

৪। বীরভূমের প্রধান স্থান সিউড়ি অঞ্চলে সুচারুরূপে বৃষ্টি পাত হইয়াছে। রোপণ কার্য্য শেষ হইয়াছে। তবে বীরভূমের অন্য কোন স্থানে বৃষ্টি হয় নাই। ভূমি শুষ্কিন হইয়াছে। চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। শ্রাবণ মাস শেষ হইল, এখনও অনেক স্থলে কিছুমাত্র কৃষি কার্য্য হইল না। আমাদের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ বলিতে হইবে। ঈশ্বরের কোপদৃষ্টিতে আমরা পড়িয়াছি, বিপদে বিপদে আমাদের দেশ উৎসন্ন হইল।

৩১ এ শ্রাবণ
১২৮১

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয়সমীপেষু।

ইংরাজী ১৮৭৩ সালের ১২ই নবেম্বর তারিখে [illegible] ইহার তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত একটী সভা আছে। কতিপয় দেশীয় এবং ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এই সভার সভ্য। ইঁহাদিগের এক প্রধান লেফ্‌টেনেণ্ট মিস এক্‌রয়েডের তত্ত্বাবধারণে বিদ্যালয়টী চলিতেছে। বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী অনুসারে বালিকাদের শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান বিদ্যালয়টীতে বালিকারা ৮ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত থাকিতে পারেন। ছাত্রীর সংখ্যা সপ্তদশ ছিল, এক্ষণে অষ্টাদশ। একটী অসুস্থতা প্রযুক্ত চলিয়া যাওয়াতে, এবং তাঁহার পিতা একাকিনী থাকিতে না চাহাতে আর একটী বালিকা তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। একটী বালিকার পিতা মাতা কিয়দ্দিবসের জন্য বাটী পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কন্যারা সেই কয়েক দিবস বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছেন। পাঁচটী বালিকা এবং চারিটী অল্প বয়স্কা। তাঁহারা সকলে বয়ঃ, নয় বৎসর হইবে শ্রেণীর ছাত্রী।

চারিটী ছাত্রীর জন্য [illegible] টাকা বেতন দিয়া একটী শিক্ষয়িত্রী রাখিয়াছেন। সকলকেই বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। সকলের বিদ্যালয়ের বাটীর সম্বন্ধেই নানাপ্রকার [illegible] কর্ম্মে নিযুক্তিপর যত্নপ্রদর্শন করেন এবং কেহ কেহ বা বক্তৃতাপাঠ দ্বারা বিশেষ মনোযোগের [illegible] তাহাদের শিক্ষা দিয়া থাকেন।

অধ্যাপনা [illegible] কেহ প্রবেশার্থী হন নাই বলিয়া [illegible] বালক বালিকা [illegible] বেতন (২১০) দেখিয়া অনেকে মনে করিয়া ছেন। কোন [illegible] প্রবেশ করেন নাই।

ছাত্রীগণের উন্নতি দেখিলে এরূপ বিদ্যালয় সংস্থাপনের ব্যয় অতি সহজে সকলের বোধ হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীমতীদিগের আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয়। তাঁহাদিগের বিদ্যার নিমিত্ত যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা হইতে উপকার লাভ করিতে তাঁহারা নিতান্ত ইচ্ছুক। তাঁহারা বিদ্যালয়ের নিয়ম

পরে যুক্ত করণে প্রতিপালন করেন এবং যখন বেথুন বা যায় তাহারা ইতিপূর্ব্বে কখনও এরূপ কঠিন নিয়মের বশবর্ত্তী হন নাই তখন তাঁহাদিগের নিয়ম পালন দেখিয়া পরিশ্রান্ত হইতে হয়। যাঁহারা বিদ্যালয়ের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের মতে ছাত্রীদিগের জন্য এরূপ তত্ত্বাবধারণের সম্বন্ধে সকল ইয়ুরোপীয় কমিটিগণের তাহা অত্যন্ত আবশ্যক।

বিদ্যালয়ের জন্য দুটী বৃত্তি আছে। বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রীরা পরে বেথুনের শিক্ষয়িত্রী হইবেন। এক্ষণে দুটী বৃত্তি আছে। ঐ বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রীদিগের নাম বেথুন পরিচালক সভার পরিদর্শন পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। নিম্ন লিখিত ভদ্রলোকগণ এই বৃত্তি দুটী দিয়াছেন।

ডাক্তার ডফ সাহেব এক কার্পেটের দ্বারা দুটী বৃত্তি দিয়াছেন তাহার নাম "মিস্ কার্পেটর বৃত্তি"। অনরেবল এ হবহাউস ও বাবু প্যারীমোহন দাস একটী বৃত্তি দিয়াছেন, যাহার নাম "ই বাজি ও বাঙ্গালা বৃত্তি"। অনরেবল এ হবহাউস ও বাবু দুর্গামোহন দাস ঐ নামক আর একটী দিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের মধ্যে একটী শ্যামমোহিনী একটী দিয়াছেন যাহার নাম "শ্যামমোহিনী বৃত্তি"। নবেম্বর ও জুলাই মাসের মধ্যে বিদ্যালয়ের আয়ের তালিকা নীচে দেওয়া যাইতেছে:

কতকগুলি ভদ্রলোকগণ প্রদত্ত মাসিক চাঁদা,	৯২৫
কতকগুলি ভদ্রলোকগণ প্রদত্ত	১২৯০
বিদ্যালয়ের বেতন	২১১৭/০
বৃত্তি প্রদত্ত টাকা	১২২১৫
এককালীন দান	৩৭৫১
	৯৩১২/৫

ইহার মধ্যে যাবৎ ব্যয় ৪৫৫৪/১৫ বাকী আছে। কমিটি শিক্ষয়িত্রী বেতন না লইয়া কার্য্য করাতে অদ্যাপি মাসিক ব্যয় ৫০০।৫৫০ টাকার অধিক হয় নাই। যিনি এরূপ সহৃদয়তার সহিত বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন ও তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন তিনি আগামী নবেম্বর মাস হইতে শিক্ষার্থী হইতে নিবৃত্ত হইবেন তখন একজন পারদর্শী শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিতে এক্ষণ হইতে কিছু টাকার প্রয়োজন হইবে। মহাত্মা বাবু বাঙ্গালি ভদ্রলোকগণের নিকট এতদ্বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে তাহা আমাদিগের জানা নাই কিন্তু নিতান্ত ইচ্ছুক। এক্ষণে বর্ত্তমান কমিটির পর বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব ও সম্পূর্ণরূপে তাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে। তজ্জন্য সভ্যগণের প্রার্থনা যে, যেসকল বাঙ্গালি ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব বাসনা করেন তাঁহারা অবৈতনিক সম্পাদক মিসস ফিয়ারকে তাঁহাদিগের ইচ্ছা জানাইবেন। তাঁহার ঠিকানা "ওলড বালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা"। যাহারা সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা হয় টাকা দিবেন নচেৎ বিদ্যালয়ে ছাত্রী পাঠাইবেন।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১৪ ই আগষ্ট।

নদীর নাম	সর্ব্বনিম্ন জল।
ভাগীরথী।	
	ফীট ইঞ্চ
চৌধাশির নীচে	২৫
সুবপুর ও মাইলের মধ্যে	১৮,
তথা হইতে জলিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১৭
জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১৯ ৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২১ ৩
মাথা ভাঙ্গা।	
গঙ্গার মোহনা	১৯ ৩
ভাগীরথী পাড়া	১৮
তথা হইতে হাট খোলিয়া	১৯
তথা হইতে কট ১ নং	২৩ ৩
তথা হইতে খোলমারি	১৮ ৪
তথা হইতে আলিকদহ	১৮ ৫
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	১৯ ৩
মোহানায়	১০ ৩

সন ১৮৭৪ সালের ১৭ ই আগষ্ট বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	২৫	১০

বহরমপুর ১৭ ই আগষ্ট ১৮৭৪ } ই, বেটি সি ই, প্রতিনিধি এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া ডিবাই ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

৺ ৺ রাজমোহন দাস চৌধুরী হরিপুর	১০
৺ ৺ শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী বেতবরতপুর	৫৪০
জিমাতুল্লা তহশীলদার আখানগর গ্রাম	৫৪০
৺ ৺ যাদবচন্দ্র বসু—আসাম	১০

১৮৭৪ অব্দের আগষ্ট এবং ১২৮১ সালের ভাদ্র মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত রাজা গোপীলাল পাড়ে—পাকোড়
শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ বসু—গৌহাটী।
৺ ৺ যদুনাথ দত্ত—হোসেনাবাদ।
৺ ৺ মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ভেলিনীপাড়া।
৺ ৺ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঝিনিদা দহ
৺ ৺ গজানারায়ণ মজুমদার গোস্বামিখণ্ড।
৺ ৺ বজ্রেশ্বর পাহাড়ী—ক্ষীরপাই।
৺ ৺ গৌরীকান্ত সেন উকীল গৌলাত খাঁ।
৺ ৺ ইন্দ্রনারায়ণ তেওয়ারি মুরারপুর।
৺ ৺ আনন্দনাথ বিশ্বাস—শ্যামগঞ্জ।
৺ ৺ ভুবনমোহন সিংহ—মঙ্গলবোল।
৺ ৺ মহেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক পাতিলপাড়া।
৺ ৺ তারণচন্দ্র মজুমদার বেলিয়াগ্রাম।
৺ মহম্মদ হামেদ—মৌজেশ্বর।
৺ ৺ পঞ্চানন লাহিড়ী—খাজুরাগ্রাম।
৺ ৺ উপেন্দ্রনাথ মুস্তফী চন্দননগর বাগবাজার।
৺ ৺ উৎসবচন্দ্র মৈত্র—বগুড়া।
৺ ৺ যোগেন্দ্রনাথ রায়—চুয়াডাঙ্গা।
৺ ৺ নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়—ডিহিরি।
৺ ৺ শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়—কাশীর।
শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দেবী—গোবরডাঙ্গা।
জেমস্ লায়েল কোং—বহরমপুর।
গোয়ালন্দ জ্ঞানবিকাশিনী সভা।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেবলের দক্ষিণ চাঁদপিলোডার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৫১ সংখ্যা।

প্রবক্ষ্যতা প্রকৃতিনিচিনায় পার্থিবঃ সন্ত্বনো অনিমন্থনী ন ছাবনা। ঋ

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮১। ১৬ ই ভাদ্র। ইং ১৮৭৪। ৩১ এ আগষ্ট

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৩, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৬৷৷ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক।

বিশ্বেশ্বর বিলাপ। বিবিধ নীতিপূর্ণ বাঙ্গলা পদ্যে কাশীর পাপ বর্ণন করিয়া পাপ হইতে বিরত হইবার উপদেশ। যাঁহার এই গ্রন্থ ক্রয় করিবার ইচ্ছা হইবে তিনি মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাকঘরে আমার নিকট মূল্য প্রেরণ করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। ইহার মূল্য ।০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে পুস্তকের মূল্য ভিন্ন /০ এক আনা ডাক মাশুল দিতে হইবে। তবে যিনি এককালে ১০ খান অথবা তাহার অধিক পুস্তক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার স্বতন্ত্র মাশুল লাগিবে না। আট আনার হিসাবে প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য পাঠাইলেই পুস্তক পাইবেন। যাহার যে ডাক মাশুল লাগিবে, তাহা আমি নিজ হইতে দিব। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করিবেন, ৵১০ আনা আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরিত হইলে গৃহীত হইবে না। বিদেশের কোন গ্রাহক অথবা কলিকাতার গ্রাহকগণ কলিকাতার যে স্থানে পুস্তক পাঠাইতে কহিবেন, লোক দ্বারা সেই খানে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

১২৮১ সাল ৪ ঠা ভাদ্র
শ্রীদ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

প্রোফেসর উইলসন সাহেবের কৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান। ৩য় বার মুদ্রিত। এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। ডিমাই ৪ পেজি ১০০০ সহস্রাধিক পৃষ্ঠা পরিমিত। মূল্য ১২৷৷০ টাকা। কলিকাতা চাঁপাতলা আমহরেষ্ট ষ্ট্রীট ১৩২ নং ভবনে প্রাপ্তব্য।

প্রকাশক
শ্রীজানেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

স্ত্রী চিকিৎসা।

কলিকাতা মেডিকেল কালেজের ধাত্রীবিদ্যা, বালচিকিৎসা এবং স্ত্রীরোগ বিষয়ক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিব আসরফ আলি, জি, এম, সি, বিরচিত মূল্য ডাক মাশুল সমেত ২ টাকা আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুহরেল লাইব্রেরী
কলিকাতা।

এতদ্বারা সাধারণকে জানান যাইতেছে যে চুঁচুড়ার নারদা প্রসাদ কুণ্ড এবং আদিনাথ কুণ্ড এবং বাবুগঞ্জে গোবিন্দচন্দ্র কুণ্ড, বাবুগঞ্জে রামকমল কুণ্ড এবং নারদা প্রসাদ কুণ্ড, কলিকাতা বাবুগঞ্জ, এবং পুলিয়া জিলার অন্যান্য অনেক স্থান এবং বিলিয় গঞ্জে প্রেমচাঁদ কুণ্ড এবং ভুবনচাঁদ কুণ্ড, এবং কলিকাতা বাবুগঞ্জ থাকিয়া এবং মুঙ্গের বিভাগের অন্যান্য স্থান, সমষ্টিপুর এবং ত্রিহুত জিলায় পাকড়ীতে কার্ত্তিকচরণ দে এবং ভুবন চাঁদ কুণ্ড, এই সকল স্থানে ১২৮১ সালের ১ লা বৈশাখ অবধি বাবু আদিনাথ কুণ্ড আর অংশীদার নাই।

দুইনো লা এণ্ড কোং
সলিসিটার্স।

কবিবর ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত বির চিত মিত্রাক্ষর কাব্য ও নাটক প্রভৃতি স্বত্বের সহিত বন্ধক থাকাতে বন্ধকীপত্রের মর্ম্মানুসারে ঐ সমস্ত পুস্তক ও তাহাদের স্বত্ব আগামী ২৩ এ সেপ্টেম্বর বুধবারে মেসমেকেঞ্জি কায়েল কোং দ্বারা একসচেঞ্জ হালে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে। যথা—

১, মেঘনাদবধ কাব্য, ২ য় ভাগ ১২, মেঘনাদবধ কাব্য, এক খণ্ডে সম্পূর্ণ, (এক্ষণে ছাপা নাই) ৩, তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য। ৪, বীরাঙ্গনা কাব্য, ৫, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী। ৬, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, (এক্ষণে ছাপা নাই)। ৭, কৃষ্ণকুমারী নাটক, (এক্ষণে ছাপা নাই) ৮, পদ্মাবতী নাটক, ৯, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, ১০, হেক্টরবধ কাব্যের খাতে রেখা। ১১ একেই কি বলে সভ্যতা ?

এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ সমাচার ৭ নং কলিকাতা কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট মেসর্স ডি, সেণ্ট ফন ব্রাকম্যান উবীলের আফিসে প্রাপ্তব্য।

হেম নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ব্যাঙ্কিং লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য আছে। মূল্য ১০ আনা, ডাক মাশুল /০ এক আনা

লালবাজার
হিন্দুহরেল
কলিকাতা।
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

সংবাদপত্র পাঠার্থী মহাশয়দিগের প্রতি

যদি কাগজে প্রকৃত নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা ও ঠিকানার স্থান আবশ্যক হয় অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন, প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

মেক্‌দলা পুস্তক বাঁধিবার কাগজ এবং উহার মলিন সংস্কার ও রেশম ও বেণ্ডিং ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ও মেকিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইত্যাদি।

ফাঁপর ব্রিক।
ফায়ার ব্রে.
ষ্টাটিং মডার্ণ, ও অন্যান্য যে সকল কাজের নিমিত্ত উপরি উক্ত ব্লেক করা পাকর্, ষ্টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি এ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা। ৭ নং চেরিটোস ষ্ট্রীট } বরফ এণ্ড কোং।

—•—

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ডব্লু হ্যানিম্যান কর মহাশয়ের মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যতত্ত্বাবলী মূল্য ৮ ডাক মাশুল ৷৷০ এবং তৎকৃত ক্রিয়ম্ বন্ধু মূল্য ১ ডাকমাশুল ৵০।

ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের একোয়াক্ত মেটিরিয়া মেডিকা মূল্য ২ ডাক মাশুল ৵০ এবং তৎকৃত এনাটমি ছাপা হইতেছে। উহা শীঘ্রই আমার নিকট আসিবেক এবং অন্যান্য ডাক্তারি পুস্তক আমার নিকট পাওয়া যায়।

ক্ষেত্র বাবুর পুস্তকের পরিশিষ্ট প্রাক্টিস্ মূল্য ।০ ডাক মাশুল ৵০
ঘোষাল বাবু প্রকাশিত ফলসংগ্রহ ১ ডাক মাশুল ৵০।
ইন্দ্র বাবু কৃত বল্লভক্ত ১, ডাক মাশুল ৵০
ফ্যামিলি ষ্টুডেণ্ট ১৷০।

কলিকাতা মাণিকতলা হিন্দুহরকরা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—০০০—

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বিকৃত বঙ্গভাষায় এনাটমি বা শারীর বিদ্যা প্রথম খণ্ড কেনবেল এনাটমি সাধারণ শরীর বিদ্যা ৯৮ অষ্টিবলজি বা অস্থি বিদ্যা ভাল কাগজে উত্তম ছাপা এবং ১২০ খানা প্রতিমূর্ত্তি সহিত ৪৷০ মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল এক্ষণে ক্রেতাদিগের সুবিধার জন্য ১ ৬ টাকা মূল্য ও ডাক মাশুল ৵০ আনা অবধারিত হইল আমার নিকট প্রাপ্তব্য—

কলিকাতা ১০ জুলাই ১৮৭৪। } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় হিন্দুহরকরা মাণিকতলা

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় প্রবলী সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর কৃমি ইত্যাদি বিবরণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ২০। ২৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ সাহায্য মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয়ও কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইয়াম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিবেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধ দিয়া সংখ্যা করিতে পারি না। এজন্য অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাশুল ৩৷ টাকা পাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব, আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে দান ও অর্থ লওয়া যাইবেক

১৬এ আষাঢ় ১২৮১ সাল মোবোরডাঙ্গা জেলা নদীয়া। } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার

সোমপ্রকাশ।

১৬ ই ভাদ্র সোমবার।

যে যে ব্যক্তিকে দলিল পত্রাদির সব রেজিষ্টর পদ প্রদান করাতে যে অনিষ্ট ঘটিতেছে, তদ্দর্শন করিয়া নদীয়া জেলার কতকগুলি প্রজা একখানি পত্র আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছে, যথা স্থানে উহা প্রচারিত হইল। প্রেরিত পত্রের লিখিত বিষয়টীর তত্ত্বানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য, আর ইহাও কর্ত্তব্য, যে সকল ব্যক্তির সব রেজিষ্টর পদ প্রাপ্ত হইয়া স্বার্থ সাধন করিয়া লইবার সম্ভাবনা আছে, তাদৃশ ব্যক্তিকে কোন ক্রমে তৎপদ প্রদান করা না হয়। লোক মনোনীত করিবার দোষে অনেক আইন বিফল ও অনেক আইনের বিষময় ফল ফলিয়া থাকে।

—০০০—

নীলকরদিগের গুরুর পরিচয়।

নীলকর মিয়ার্স সাহেবের কারাদণ্ড হওয়াতে নীলকর মহলে হুলস্থুল পড়িয়াছে। যেন ভীমরুলের চাকে ঘা লাগিয়াছে। নীলকরদিগের লিখিত পত্রে পত্রে ইংলিসম্যান ছাইয়া যাইতেছে। সম্পাদকও ক্রোধে অধীর হইয়া ঐ সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। ইহারা ক্রমে পাঁচু ও তাহার সাক্ষিগণকে ছাড়িয়া সমুদায় বাঙ্গালি জাতিকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছে। একজন নীলকর লিখিয়াছেন, "জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্য মফস্বলের ব্যবসায়, চিফ জষ্টিস ও জষ্টিস কিম্বার ইহা শুনিয়া কিবিস্মিত হইবেন? এই সকল জালকারী ও মিথ্যা সাক্ষীর সংখ্যা নিতান্ত অধিক, কিছু দিলেই ইহাদিগকে পাওয়া যাইতে পারে। বাঙ্গালিদিগের মধ্যে সত্য কথা মিলে না, যে পর্য্যন্ত স্বার্থ সম্বন্ধ থাকে সেপর্য্যন্ত ইহারা শপথপূর্ব্বক যা ইচ্ছা তাই বলিতে পারে।" সাহেব ক্রোধে অধীর হইয়া এইরূপ অনেক বকিয়াছেন। ভদ্র লোকের যে সকল কথায় উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য। তবে এই একটী কথা, যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, কাহারা ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতির কলঙ্কস্বরূপ? আমাদিগের অঙ্গুলী অগ্রে এই সকল মহাপুরুষের দিকে অগ্রসর হয়। যে দুই একজন জজ সাহেব মিয়ার্স সাহেবের কারাদণ্ডের অনুমোদন করিয়া লিখিয়াছেন, সম্পাদক তাহাদিগকে সহস্র ধারে গালিবর্ষণ করিয়াছেন।

উক্ত পত্রে মিয়ার্স সাহেবের নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছেন। সিম্লুরীর শিরেফ সাহেবের এক পত্র প্রকাশ করা হইয়াছে। পত্রের মর্ম্ম এই, যখন মারপীট হয়, মিয়ার্স সাহেব তখন ঘটনাস্থলে ছিলেন না, লোকনাথপুরে ছিলেন। অতএব তাহা হইতে মারপীট হওয়া বিশ্বাসযোগ্য নহে। আমরা গতবারে এ কথার উত্তর দিয়াছি, পুনরায় কহিতেছি অনেক জমীদারের

১৬ কিম্বা ৩২ হাত বিশিষ্ট পাল্কী আছে। তাহার কল্যাণে তাঁহারা এক স্থানে আসা করিয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘটনা স্থল হইতে বিশ ক্রোশ দূরে গিয়া কোন আদালতে হয় ত মকদ্দমা করিতেছেন। সেখানকার বিচারপতি সাক্ষ্য দিলেন যে ব্যক্তি বেলা একটার সময় এখানে মকদ্দমা করিয়াছেন, তাহার ১১ টার সময় বিশক্রোশ ভবদ্বর্ত্তী স্থানে দাঙ্গা করিবার সম্ভাবনা কি? মিয়ার্স সাহেবের সম্বন্ধে এরূপ ভাবা কি অনভাবিত? ইংলিসম্যান সম্পাদক কি এই কথা বলিতে চান, ইউরোপীয়েরা ধার্ম্মিক, অতএব জুয়াচুরি ও অত্যাচারপ্রভৃতির নামগন্ধ জানেন না? নীলকরপ্রধান প্রদেশে শ্যামচাঁদ প্রভৃতির যে প্রাদুর্ভাব হয়, তাহার মূল কে? নীলকরদিগের আমলারা তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে কি তাহার সৃষ্টি করিয়াছিল? প্রজাদিগকে কুঠীতে ধরিয়া নিয়া যে বন্ধন ও প্রহারাদি করা হইত, নীলকরেরা কি তাহার কিছুই জানিতেন না? ইউরোপীয় মতের কথা আমরা বড় বলিতে পারি না, আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা কিন্তু অনুমতিদাতা ও পাপকর্ত্তার বড় ইতর বিশেষ করেন নাই "প্রযোজয়িতা অনুমন্তা কর্ত্তা চেতি সর্ব্বে স্বর্গনরকফল ভোক্তারঃ"। অত্যাচার ঘটিত মকদ্দমা উপস্থিত হইলে নীলকরেরা কি তাহার জোগাড় করিতেন না?

বর্ত্তমান লেপ্টনন্ট গবর্ণর সর রিচার্ড টেম্পলকে আমাদিগের অনুরোধ এই, তিনি এই সময়ে সাবধান হউন। নীলকর প্রধান প্রদেশে পুনরায় যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, আমরা তাহার লক্ষণ দেখিতেছি। পাপীর পক্ষসমর্থন, এটী বড় অমঙ্গল লক্ষণ। গ্রাণ্ট সাহেবের সময়েও নীলকরেরা এইরূপ একতাবদ্ধ ছিলেন এবং ইংলিসম্যান সম্পাদক তাহাদিগের পক্ষসমর্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হইবার পূর্ব্বে সাবধান হইলে সহজে অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।

এই প্রস্তাব লেখা সাঙ্গ হইলে আমরা অপরের প্রেরিত এতৎসংক্রান্ত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী প্রাপ্ত হইলাম। ইংরাজী সমাচার পত্রের ইউরোপীয় সম্পাদকেরা দেখুন, তাঁহারা পাপীর পক্ষসমর্থন করিয়া এদেশীয়দিগের মন কেমন বিকৃত করিয়া তুলিতেছেন। এখনও আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা পাপীর পক্ষসমর্থন হইতে বিরত হউন। পাপীর পক্ষসমর্থন করিয়া কেহ কখন ভদ্র হইতে পারে না।

ইংলিসম্যান ও মিয়ার্স সাহেব।

মনে করি ইংরাজদিগের প্রতি সদ্ভাবের সহিত কথা কহি এবং যাহাতে প্রজাদিগের মনে রাজভক্তি বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টা করি, কিন্তু ইংলিসম্যানের ন্যায় দুই এক জন স্বজাতিপক্ষপাতী ইংরাজ তাহা করিতে দেন না। উক্ত সংবাদ পত্র এক মিয়ার্স নীলকরকে লইয়া যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। এত বাড়াবাড়ি কেন? আমরা যশোহর হইতে সমাগত কোন বিজ্ঞ বন্ধুর নিকট শুনিলাম যে মিয়ার্স সাহেবের প্রতি যে যে দোষারোপ করা হইয়াছে সে সমুদায় সত্য, তবে পাছু, উপযুক্ত সাক্ষী সংগ্রহ করিতে পারে নাই এবং নেটিব ভাক্তার পাঁচু, মাহার পক্ষ ও সাহেবের বিপক্ষ হইয়া কে কখন সাক্ষ্য দিতে সাহস করে? গত ২৬ আগষ্টের ইংলিসম্যানে লেপ্টনন্ট গবর্ণরের নিকট মিয়ার্স সাহেবের এক সুদীর্ঘ আবেদন পত্র ও তাহার সহিত কতকগুলি লোকের জবানবন্দি প্রকাশ করা হইয়াছে। নিয়ার্স সাহেব যে মারপিটের দিন কুঠীতে ছিলেন না, তাহাই প্রমাণ করা সেই জবানবন্দি গুলির উদ্দেশ্য। সেই সাক্ষীদের বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ ইংলিসম্যান ও তাঁহার ইংরাজ গ্রাহকদিগের মত এই যে সেটিবদের সাক্ষ্যের ন্যায় অবিশ্বাস্য কিছুই নাই। নেটিবদের মত প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক জগতে দ্বিতীয় জাতি নাই। তবে নেটিবদের সাক্ষ্য দ্বারা মিয়ার্স সাহেবের কথা প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইল কেন? না, নিজের কাগজে [illegible] বিশেষ সাক্ষাদাতাদিগের সকলেই মিয়ার্স সাহেবের স্বদেশস্থ লোক, সামান্য বেতনভোগী কর্ম্মচারী, তাহাদের কথায় বিশ্বাস কি? লেপ্টনন্ট গবর্ণরকে আমরা অনুরোধ করি, যেন হঠাৎ ভুলিয়া না যান, বিশেষ সতর্ক ভাবে যেন ন্যায় বিচার করিবার চেষ্টা করেন।

ইংলিসম্যান মনে করেন, তাঁহার জাতিভায়ারা একেবারে স্বর্গ হইতে আসিয়াছেন। দুষ্কর্ম্ম তাঁহাদের কোষ্ঠীতে লেখে নাই। তাঁহার [illegible] চক্ষে দেখা স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরক কি বলেন? আমাদের ঠিক বিপরীত সংস্কার। আমাদের মত এই যে, ভারতবর্ষবাসী ইংরাজেরা করিতে পারেন না এমন দুষ্কর্ম্ম নাই। বিশেষ মুন [illegible] ইংলিসম্যানের সম্পাদক একটু ভেবে [illegible] করিতে পারেন। এই প্রস্তাব [illegible] আমাদিগকেই [illegible] হচ্ছে হইবে তবে [illegible] একটী কথা আছে [illegible] বড়, ভাল, [illegible] ধর্ম্মের কোন [illegible] আমাদের [illegible] না। সুতরাং [illegible] যেমনই [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও জজ [illegible] ভাবনা ভাবা হইলেও নিষ্ফল হয় না। বিকৃত মাকসন হক হক [illegible]

আস্থর করিয়া তুলে। বিশেষ নেটিবের পৃষ্ঠের সহিত সেই হস্তপদের যে কি বিকৃত সম্বন্ধ বলা যায় না। সে পৃষ্ঠ দেখিলে হস্ত পদ কোন প্রবোধ মানে না। ইহার একটী মাত্র ঔষধ আছে।

"মুখমা লাঠৌষধং"

আমরা এরূপ অভদ্র ও অযনা ইংরাজদিগকে যখন দুই এক ঘা উত্তম মধ্যম দিতে শিখিব, তখন আমাদিগের সম্ভ্রম রক্ষা হইবে। সম্ভ্রম কেন পৃষ্ঠের ধূলি ঝাড়িয়া উঠিয়া "ভেরি নাইস" বলিতে হইবে।

নীলকরদিগের কৃতজ্ঞতা।

নীলকরেরা বঙ্গদেশ হইতে প্রতিপালিত হইতেছে, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার দূরে থাকুক, বাঙ্গালাদেশের উপরে আবার অত্যাচার। ইহাদিগের তুল্য অকৃতজ্ঞ আর কে আছে? ইহাদিগের জ্বালায় প্রজারা আপন আপন ভূমিতে স্বেচ্ছামত শস্য উৎপাদন করিতে পারে না। কেহ কোন অংশে নীলকরের আজ্ঞার ব্যাঘাত করিলে তাহার আর নিস্তার থাকে না। তাহাকে বন্ধন করিয়া কুঠিতে লইয়া যাওয়া হয়, তার পর নাই প্রহার করা হয়, আরো নানা প্রকার অত্যাচার করা হয়। গ্রাণ্ট সাহেবের সময়ে পূর্ব্বকার নীলকরদিগের যে সমস্ত অত্যাচার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে আজিও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। প্রজার ভিটায় ঘুঘু চরা, তাহার পরিবারের প্রতি অত্যাচার, এবং তাহার বধ পর্য্যন্ত সম্পাদিত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তাহারা কিঞ্চিৎ শান্ত ছিল, পুনরায় পূর্ব্ব রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। তবে আমাদিগের আহ্লাদের বিষয় এই, স্মিথ সাহেব সময়ে চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। স্মিথ সাহেবের হস্তদান দ্বারা অনুমান হইতেছে, স্মিথ সাহেব নীলকরদিগের গূঢ় অত্যাচার বৃত্তান্ত বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছেন। আমরা প্রস্তাবান্তরে অনুরোধ করিয়াছি, সর রিচার্ড টেম্পলের এই বেলা সাবধান হওয়া উচিত। তিনি কমিশন নিয়োগ করিয়া হউক, আর অন্য প্রকারে হউক, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করুন।

নীলকরেরা যে দেশের অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে, সেই দেশের প্রজার উপরে অত্যাচার, উহাদিগের এতাবন্মাত্র অকৃতজ্ঞতা নয়, ঐ দলের কোন কোন ব্যক্তি নীলকর মিয়ার্সের মকদ্দমার প্রসঙ্গ করিয়া জাতিসাধারণে বাঙ্গালিদিগকে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা স্বার্থপর জুয়াচোর প্রভৃতি বলিয়া অকারণ গালি দিয়াছে। "আত্মবৎ মন্যতেজগৎ" এই একটী প্রসিদ্ধ বাক্য আছে। নীলকরেরা কি আত্মদৃষ্টান্তে সমুদায় বাঙ্গালিকে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা, স্বার্থপর ও জুয়াচোর দেখিলেন? আমরা ত বাঙ্গালিদিগকে জাতি সাধারণে ঐ সকল দোষে দূষিত দেখিতে পাই না। তবে কতকগুলি বাঙ্গালি ঐ দোষে দূষিত দুষ্ট হয় যথার্থ। তাহারা কিরূপ লোক, তাহাদিগের ঐ প্রকার হইবার কারণই বা কি, নীলকরেরা তবে শ্রবণ করুন। তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ অশিক্ষিত। না জানে তাহারা সংস্কৃত, না জানে ইংরাজী। সৎ উপায়ে হউক, আর অসৎ উপায়ে হউক, কোনরূপে অর্থ উপার্জ্জন করা মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য, ইহাই তাহারা জানে। মানুষের আর কিছু কর্ত্তব্য আছে, তাহারা তাহা জানে না। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বল, জুয়াচুরি বল আর স্বার্থ সাধন বল, অর্থের নিমিত্ত তাহারা সমুদায় কাজ করিতে পারে। নীলকরদিগের এ দেশে আগমন, এদেশের কতকগুলি মূর্খ জমীদারের জমীদারী ও গবর্ণমেণ্টের আইন তাহাদিগের উল্লিখিত স্বভাবের অনুরূপ কার্য্যের অনুশীলন দ্বারা সেই স্বভাবকে দৃঢ়তর ও পরিপক্ক করিয়া তুলিয়াছে। ঐ সকল লোক সচরাচর নীলকর ও জমীদারদিগের চাকরী স্বীকার করে। মূর্খ জমীদার ও নীলকরেরা যা করিতে বলে, তাহারা তাই করে, ক্ষণকালের নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করে না। প্রভুদিগের উপদেশই তাহাদিগের ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ভয়ের অপেক্ষা তাহাদিগের চাকরীর ভয় প্রবল। প্রভুর কথা না শুনিলে চাকরী থাকে না, সুতরাং তাহারা যেমন উপদিষ্ট হয়, তেমনি করে। গবর্ণমেণ্টের আইনেও কতকগুলিকে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা করিয়া তুলিয়াছে। পাঁচুর মকদ্দমাই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। পাঁচু প্রথমনালিশ করিল, সাক্ষী ছিল না বলিয়া অগ্রাহ্য হইল। তাহাকে সুতরাং সাক্ষী সাজাইয়া পুনরায় নালিশ করিতে হইল। আমরাও অনেক মকদ্দমা দেখিয়াছি, অনেকে যথার্থ কথা কহিয়া মকদ্দমা পান নাই।

পক্ষান্তরে আমরা দেখিয়াছি ১৯ আইন হইবার পূর্ব্বে ভদ্র বাঙ্গালিরা প্রাণান্তেও আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাইতেন না। তাঁহাদিগের দুটী শঙ্কা ছিল। প্রথম, যদি বিস্মরণ অথবা ভ্রম প্রযুক্ত দুই একটী মিথ্যা বাক্য মুখ হইতে বিনির্গত হয়, নরকগামী হইতে হইবে। দ্বিতীয়, দুর্নাম শঙ্কা। কতকগুলি ব্যবসায়ী সাক্ষী ছিল, তাহারা আদালতে গিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দান করিত। ভদ্র লোকেরা যদি সাক্ষ্য দিতে যান, লোকে তাঁহাদিগকেও এই ব্যবসায়ীর দলে গণনা করিবে। তখন কেবল ধর্ম্মভয় নয় লোক গঞ্জনারও ভয় প্রবল ছিল। কোন ভদ্র লোক আদালতে সাক্ষ্য দিতে গেলে গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাহার নিন্দা ও তাহাকে উপহাস করিত। এই

দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে ভদ্র বাঙ্গালিদিগের মিথ্যা সাক্ষ্য দান বিষয়ে অতিশয় ঘৃণা আছে। ১৯ আইন হইবার পরেও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এড়াইতে পারিলে ভদ্র বাঙ্গালিরা আদালতে সাক্ষ্য দিতে যান না। তাঁহাদিগকে যাইতে হয় অগত্যা যাইতে হয়, না গেলে দণ্ড আছে। মিথ্যা সাক্ষ্য দান বিষয়ে এদেশীয়দিগের অতিশয় ঘৃণা আছে, ইহাদিগের ব্যবহার দ্বারাই যে কেবল ইহা প্রতীয়মান হইতেছে এরূপ নহে, এদেশের শাস্ত্রকারেরাও ইহার বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মঘ্নে যে মৃতা লোকে
যে চ স্ত্রীবালঘাতিনঃ।
মিত্রদ্রুহঃ কৃতঘ্নাশ্চ
তে তে স্যুর্দ্বিজতো যথা॥

যে সকল সাক্ষী মিথ্যা কথা কহে, ব্রহ্মহত্যাকারী, স্ত্রী বালক ঘাতী ও মিত্র দ্রোহীর যে লোকে বাস হয়, তাহাদিগেরও সেই লোকে বাস হইয়া থাকে।

যঃ পরার্থেঽপহরতি
স্বাং বাচং পুরুষাধমঃ।
আত্মার্থে কিং ন কুর্য্যাৎ সঃ
পাপী নরকনির্ঘৃণঃ॥
অর্থাবৈ বাচি নিয়তাঃ
বাঙ্মূলা বাগ্ বিনিঃসৃতাঃ।
যস্তু তাং স্তেনয়েৎ বাচং
ন সর্ব্বস্তেয়কৃৎ নরঃ॥

যে অধম পরের নিমিত্ত আপনার বাক্য অপহরণ করে অর্থাৎ সকল কথা স্পষ্ট করিয়া না বলে, নরকনির্ঘৃণ সেই পাপাত্মা আপনার নিমিত্ত কি না করিতে পারে। যে বিষয় প্রমাণ করিতে হইবে বাক্য দ্বারা তাহা প্রমাণ করিতে হয়। বাক্য তাহার মূল। যে ব্যক্তি সেই বাক্য অপহরণ করে অর্থাৎ স্পষ্ট করিয়া [illegible] আবার সর্ব্বপ্রকার চুরি করা হয়। অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার চৌর্য্যের যে পাপ তাহার সেই পাপ হইয়া থাকে।

বাঙ্গালিদিগের প্রতি স্বার্থপরতার যে দোষারোপ করা হইয়াছে, ইহার পর অন্যায় আর নাই। অনেক বাঙ্গালি পরের নিমিত্ত ভিক্ষুক হইয়া গিয়াছেন। অনেকে অন্নত্র দান অন্যের বৃত্তি বিধান ও অতিথি শালা প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। নীলকরদিগের বোধ হয় তাহাদিগের ক্ষুদ্রপ্রাণী ক্ষুদ্রাশয় আমলাদিগের চরিত্র দর্শন করিয়া এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে এদেশের সমুদায় বাঙ্গালি স্বার্থপর। এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই নীলকরদিগের আমলারা তাহাদিগের সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের আদর্শ, আমাদিগের প্রধান রাজপুরুষেরা যেন এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখেন। যখন নীলকর সম্বন্ধে কোন কার্য্য উপস্থিত হইবে, সেই সিদ্ধান্তের অনুসারেই যেন সেই কার্য্য সম্পন্ন করেন।

ষ্টেট সেক্রেটারির অন্যায় ব্যবহার।

সময়ে সময়ে ইংলণ্ডস্থ কর্ত্তৃপক্ষগণ ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যে দুই একটী আজ্ঞা প্রচার করেন, তদ্দর্শনে এই মনে হয়, ইংলণ্ডের স্বার্থসম্বন্ধ থাকিলে তাঁহারা ভারতবর্ষের ইষ্টানিষ্টের বিষয়ে একেবারে অন্ধ হইয়া পড়েন। ইংলণ্ডের লাভ সম্ভাবনা হইলে ভারতবর্ষের ক্ষতি বৃদ্ধির বড় গণনা করেন না। ভারতবর্ষের ক্ষতি করিয়া যদি ইংলণ্ডের লাভ হয় তাহাতে তাঁহারা বিমুখ হন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে যদি ঐ দ্রব্য ইংলণ্ডে পাওয়া যায়, এরূপ হয়, তাহা হইলে উহা এদেশে ক্রয় করিবার যো থাকে না। ষ্টেটসেক্রেটারির হইতে উহা আনিতে হয়। এ সকল বিষয়ে ষ্টেটসেক্রেটারির হস্তক্ষেপ করাতে যে কত অনিষ্ট ঘটে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। ঐ সকল দ্রব্য এদেশে ক্রয় করিলে অল্প সময়ে ও অল্প মূল্যে উহা পাওয়া যায়, অথচ এদেশের বাণিজ্যেরও বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। পূর্ব্বে এই নিয়মটী কিছু শিথিল ছিল। পূর্ব্বে যে সকল দ্রব্য অতি শীঘ্র আবশ্যক হইত সেগুলি এখানে ক্রয় করা হইত। এখন একটী সামান্য দ্রব্যের প্রয়োজন হইলেও ইংলণ্ড হইতে আনাইতে হয়। উহা আনিতে দেড় বা দুই বৎসর অতীত হইয়া যায়। গত ১৫ই মের এক বিজ্ঞাপন দ্বারা পূর্ব্ব নিয়মটী রহিত করিয়া এই আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, শীঘ্র দরকারই হউক আর নাই হউক কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে আফিসরদিগকে তন্নিমিত্ত ষ্টেটসেক্রেটারির নিকট অবশ্য ইণ্ডেণ্ট করিতে হইবে। এ আজ্ঞাটী কেমন অসঙ্গত, সময়ে সময়ে উহার ভঙ্গ করা একান্ত আবশ্যক হওয়াতে তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। সম্প্রতি কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আফিসিয়াল গেজেটখানি বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। প্রেসের অধ্যক্ষ ১৮ মাস পূর্ব্বে কাগজের জন্য ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট ইণ্ডেণ্ট করিয়াছিলেন, উহা এ পর্য্যন্ত পঁহুছিল না। সমুদায় কাগজ নিঃশেষিত হইল, এক খানিও কাগজ ছিল না। গেজেট বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া নিকটবর্ত্তী এক ফ্রান্সে কাগজের নিমিত্ত টেলিগ্রাম করিলেন। তাঁহারা নিয়মিত সময়ে কাগজ যোগাইতে লাগিলেন। গেজেট ছাপা হইতে লাগিল। এইরূপে প্রায় ছয়মাস কাল অতীত হইলে পর ষ্টেট সেক্রেটা-

ষ্টেট সেক্রেটারির অবলম্বিত উল্লিখিত নীতি যে কেমন গর্হিত, তাহা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে। ষ্টেটসেক্রেটারির এতদূর করা উচিত হয় না। এ গুলি কিছু অধিক বাড়াবাড়ি। এই বাড়াবাড়ি দেখিয়াই বোধ হয় অনেকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলকে স্বাধীনতা দিবার প্রস্তাব করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের স্বার্থ অনুসন্ধান করিয়াই ষ্টেট সেক্রেটারির সমুদায় কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালাদেশের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের একটী উপায়।

গ্রাম্য ও অশিক্ষিত লোকেরাই কেবল অশ্লীলতা ভালবাসে, কিন্তু সভ্য ভদ্র ও বিজ্ঞ লোক মাত্রেই ইহাতে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা অশ্লীলতা দোষকে কাব্য শাস্ত্রের একটী প্রধান দোষ বলিয়া গণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে জুগুপ্সা ব্রীড়া ও অমঙ্গল ব্যঞ্জক ভেদে অশ্লীলতা দোষ তিন প্রকার সংস্কৃতের আলোচনার অভাব ও শিক্ষাকার্য্যের দুরবস্থা নিবন্ধন এক্ষণে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকের অশ্লীলতা দোষকে দোষ বলিয়া বোধ নাই। বাঙ্গালাদেশের কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তি উদ্যোগবান হইয়া এই অশ্লীলতা দোষের নিবারণার্থ একটী সভা করিয়াছেন। ইহা আমাদিগের অতিশয় আনন্দের হইয়াছে। যাহাতে কেহ অশ্লীল গ্রন্থাদি প্রণয়ন ও অশ্লীল গান ও বাক্যাদি প্রয়োগ করিতে না পারে, সভ্যেরা সেই চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু দেশমধ্যে যে একটী প্রধান অশ্লীল ব্যবহার বিদ্যমান হইতেছে, সে দিকে সভ্যগণের দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে না। বাঙ্গালা দেশের পরিচ্ছদ পরিধান সেই অশ্লীল ব্যবহার। বঙ্গদেশীয়েরা যেপ্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করেন, তাহাতে বস্ত্র পরিধানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তাঁহাদিগের অঙ্গ সকল অনাবৃত প্রায় থাকে। এই দিগের বর্ণিত জুগুপ্সা, ব্রীড়কতা ও ব্রীড়াব্যঞ্জকতারূপ উভয়বিধ দোষের যুগপৎ সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত সভার সভ্যগণের এতন্নিবারণ বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টাবান হওয়া উচিত।

এতন্নিবারণের তিনটী উপায় আছে। প্রথম, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানের দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক লোকের রুচি পরিবর্ত্ত করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা। দ্বিতীয়, গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানের দণ্ড বিধানের আইন করা। তৃতীয়, তন্তুবায়েরা যাহাতে সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিতে না পারে, তাহার আইন করা। প্রথম উপায়টী স্বল্পকালসাধ্য অথবা অনায়াসসাধ্য নহে। বিষয়ের সবিশেষ চর্চ্চা না হইলে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানের দোষ হৃদয়ঙ্গম হওয়া সম্ভাবিত নহে। দ্বিতীয় উপায়টিও আমাদিগের হৃদয়গ্রাহী হইতেছে না। ইহাতে অনেকের দণ্ড বিধান করিতে হইবে, অনেকের মনে ক্লেশ জন্মিবে, গবর্ণমেণ্ট অত্যাচার করিতেছেন বলিয়া অনেকের সংস্কার হইবে। তৃতীয় উপায়টীই আমাদিগের অধিকতর উপাদেয় বলিয়া বোধ হইতেছে। যে তাঁতি পাতলা সরু কাপড় বুনিবে, তাহার দণ্ড হইবে, দণ্ডের টাকার পরিমাণ করিয়া যদি এই প্রকার একটী আইন করা হয়, অনায়াসে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান রীতি রহিত হইয়া যায়।

সমাজের লোকেরা আমাদিগের এই প্রস্তাবে কি বিরক্ত হইলেন? আমরা তাঁহাদিগকে চটের মত মোটা কাপড় পরাইবার পরামর্শ দিতেছি না। যাহাতে সমুদায় অবয়ব দেখা যায় এমন সরু ও পাতলা কাপড় তাঁহারা না পরেন, এই আমাদিগের ইচ্ছা ঘন ও সূক্ষ্ম সূত্রে নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিলে কি বিলাসিতা রক্ষা ও অশ্লীলতা দোষের পরিহারস্বরূপ উভয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না? বিজ্ঞ লোকেরা এই প্রকার বস্ত্রেরই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। আমরা শিশুপাল বধ কাব্যের একটী শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকগণ অভিনিবিষ্ট চিত্তে

ত্রপীচলীমপি যমা
মনল্পগুণকল্পিতাং।
প্রসাধয়ন্তি কুশলা
শিল্পাং বাচং পটীমিব।

মাঘ কবি কোমল অথচ অধিকসংখ্য সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্রের প্রশংসা করিয়াছেন। এই প্রকার বস্ত্র কি স্থায়ী নয়? কাপড় পরা হইল অথচ সমুদায় অঙ্গ দেখা যাইতে লাগিল যদি এরূপ হয়, কাপড় পরিবার ফল কি? তাদৃশ বস্ত্রে বস্ত্রশব্দও অন্বর্থ হয় না।

উপসংহার কালে আমরা পুনরায় উল্লিখিত সভাকে অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে বাঙ্গালাদেশ হইতে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান রীতি রহিত হয়, সভা যেন সর্ব্বতোভাবে সে চেষ্টা পান। পশ্চিম দেশের লোকেরা ত বাঙ্গালা দেশের লোকের ন্যায় এমন জঘন্য পাতলা কাপড় পরেন না।

দুর্ভিক্ষে কে লাভবান হইল?

এরূপ এক দল আছে, তাহারা পরের বিপদ খুঁজিয়া বেড়ায়। ঐ সময় তাহাদিগের উপার্জ্জনের সময়। লোকের ঘরে আগুন লাগিল, ঐ দল সেই সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। গৃহস্থ গৃহের দ্রব্য সামগ্রী বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। ঘর ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, সে হতবুদ্ধি হইয়া দেখিতেছে। আর দগ্ধ ঘর কিরূপে রক্ষা পাইবে, তাহার চেষ্টায় বিব্রত হইয়া বেড়াইতেছে। ওদিকে উল্লিখিত দল তাহার বহির্গিপ্ত দ্রব্য সামগ্রী ক্রমে সরাইতে আরম্ভ করিল। রাজা সমরে পরাস্ত হইয়া পলায়নপর হইলেন। বিপক্ষ সেনাগণ তাঁহার রাজ্য লুঠ করিতে লাগিল। ওদিকে তাঁহার কপট আত্মীয়গণ গুপ্ত মণি মুক্তা প্রবালাদির হরণ আরম্ভ করিল। পলায়িত রাজা যে ঐ সকলের সাহায্যে জীবন ধারণ করিবেন সে পথও যুচিয়া গেল। একটী খুন হইল। খুন করিয়াছে বলিয়া যাহার উপর সংশয় হইল, সে প্রস্থান করিল। দারোগার ভয়ে তাহার পরিবার স্বগৃহ ত্যাগ করিল। সেই সুযোগে সাহ-

হরণ করিয়া লইল। এই দেশ সাধারণ বিপদ রূপ দুর্ভিক্ষকে একবার লাঞ্ছনা দিয়াছে, এখনও হইতেছে। সে দল কে? ব্যবসায়ীরা সেই দল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানদারেরা তন্মধ্যে প্রধান। আমরা উহাদিগের তণ্ডুল বিক্রয় ব্যাপারটীকে এ প্রস্তাবের উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। এই এক তণ্ডুল বিক্রয়ে উহাদিগের ত্রিবিধ লাভ। প্রথম, বাজারে যে চাউলের যে দর উহারা তাহার অপেক্ষা অধিক দর লয়। দ্বিতীয়, ভাল চাউলের সহিত মন্দ চাউল মিশাইয়া ভাল চাউলের দরে বিক্রয় করে। তৃতীয়, ওজনে কম দেয়। এই দুর্ভিক্ষের প্রভাবে অনেকের দিন আনা দিন খাওয়া হইয়া উঠিয়াছে। পরিবারের আহারোপযোগী চাউল কিনিতে পারে অনেকের প্রতি দিন এরূপ উপার্জ্জনও হয় না। তাহার উপরে এই উপসর্গ। তণ্ডুল বিক্রেতাদের ন্যায় এই উপসর্গের নিবারণও গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। ইহার নিবারণে অনেকের বিশেষ লাভ হয় সন্দেহ নাই। এ উপদ্রব নিবারণ কঠিন কর্ম্ম বলিয়া বোধ হইতেছে না। মধ্যে মধ্যে বাজারের অবস্থা দর্শন ও এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার একটী নিয়ম করিলেই অনায়াসে অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে। এ অনুসন্ধানের ভার কাহার উপরে দেওয়া হয়? যদি পুলিসের সামান্য কর্ম্মচারির হস্তে তার সমর্পণ করা হয়, তাহাদিগের উপার্জ্জনের আর একটী পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। তাহা হইলে ক্ষারের ন্যায় অধিকতর ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। তাঁহারা আমাদিগের অভিপ্রেত এই, পুলিসের প্রধানতম কর্ম্মচারী অথবা মাজিষ্ট্রেটেরা মধ্যে মধ্যে ইহার অনুসন্ধান করেন।

পৈতা পরিলেই ক্ষত্রিয় হওয়া যায় না।

আমরা দুই তিন সপ্তাহ ধরিয়া শুনিতেছি আমাদিগের বাসগ্রামের অদূরবর্ত্তী বোয়ালিয়া ও হরিনাভির কতিপয় কায়স্থ যুবক পৈতা পরিয়াছেন। আমরা এতদিন সৌম্যমূর্ত্তী হইয়া আজ কতদূর গড়ায় দেখিতেছিলাম। দেখিলাম অনেক দূর গড়াইয়াছে। আর অধিক দূর গড়াইতে দেওয়া উচিত হয় না। সুতরাং আমাদিগকে লেখনী গ্রহণ করিতে হইল। ক্ষত্রিয় বলিয়া আত্ম পরিচয় দান উল্লিখিত যুবকদিগের পৈতা ধারণের উদ্দেশ্য। ইহাতে তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় হইল, অথবা আর কিছুর পরিচয় হইল আমরা তাই ভাবিতেছি। পৈতাধারী কায়স্থ যুবকদিগকে আমাদিগের গুটি কত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল। পৈতা পরিলেই কি লোকে ক্ষত্রিয় হয়? চৈত্র মাসে কাওরা হাড়ি গোয়ালা প্রভৃতি পৈতা পরিয়া সন্ন্যাস করে, তাহারা কি ক্ষত্রিয় হয়? দ্বিতীয় কথা এই, এখন চৈত্রমাস নয়, এ ভাদ্র মাসে পৈতা পরিবার এত ধুম কেন? কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়, বিচার মুখে আমরা যেন স্বীকার করিলাম। যাহারা বাস্তবিক কায়স্থ, তাহারা যদি ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিমান করে, এক দিন শোভা পায়। কিন্তু যাহারা মূলে কায়স্থ নয়, তাহাদিগের এ অভিমান কি ধৃষ্টতার কার্য্য নহে? বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ কে? অগ্রে নির্ণয় করিয়া পৈতা পরিবার চেষ্টা করিলে কি ভাল হইত না? আমরা একটী বিষম সঙ্কট দেখিতেছি। যাঁহারা পৈতা পরিয়াছেন, তাঁহাদিগের পিতা পিতামহ প্রভৃতি দাস ঘোষ বসু প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া শ্রাদ্ধকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, এখন কুলপঞ্জিকেরা বসুর এই উল্লেখ করিয়া পিণ্ড দান করিলে তাঁহাদিগের পিতা পিতামহাদি তাহা গ্রহণ করিবেন কি না? পিণ্ড দানের কথা থাকুক, তাঁহাদিগের মৃত পিতা পিতামহাদি তাহাদিগকে নিজ পরিবার বলিয়া চিনিতে পারিবেন কি না? বসুর পুত্র বসু। চিনিবার পথই বা কি রহিল? তবে আনন্দের বিষয় এই, আমাদিগের প্রাতিবেশিগণের আর কোন উন্নতি দেখিতে পাই না এই এক উন্নতি দেখিলাম। কাহার হইতে কায়স্থ!! কায়স্থ হইতে ক্ষত্রিয়!! স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ক্ষত্রিয় দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন, কলিতে ক্ষত্রিয় নাই। আমরা সেই ক্ষত্রিয় দেখিতে পাইলাম, এটী আমাদিগের সামান্য আনন্দের বিষয় নয়।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়াছেন "ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াণামপি শূদ্রত্বমাহ মনুঃ। শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।" মনু ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়দিগের শূদ্রত্ব কহিয়াছেন। এই সমস্ত ক্ষত্রিয়জাতি ক্রমে ক্রমে ক্রিয়া লোপ হেতুক শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার পর লিখিত হইয়াছে, "মহানন্দিপর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ" মহানন্দি পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় ছিল, এক্ষণে আর ক্ষত্রিয় নাই, শূদ্রবৎ হইয়াছে, এইরূপ কহিতেছেন, অথচ কায়স্থ নূতন ক্ষত্রিয় দেখিতেছি। এই নূতন ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়দিগের রীতির অনুসারে যে ক্রিয়া কর্ম্ম করিবেন, তাহা শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইবে কি না? এক আর এক প্রশ্ন। শেষ প্রশ্ন এই, শাস্ত্রে কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বলে না, তবে যাঁহারা পৈতা লইলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় সন্তান এ কথা কে বলিয়া দিল?

মাঞ্চেষ্টরের স্বার্থপরতা।

স্বার্থ মানুষের এমনি প্রিয় পদার্থ যে ইহার কোন রূপ বিঘ্ন সম্ভাবনা হইলে আর তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। এদেশে সূতা ও কাপড় প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণের দুর্ভাবনার আর সীমা নাই। তাঁহারা নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা বৈরাতী বণিকের প্রারম্ভে এদেশে মাঞ্চেষ্টর হইতে যে সকল বস্ত্রাদি আইসে তাহার আমদানী শুল্ক রহিত করিবার প্রার্থনা করিয়া বেটসেক্রেটারির নিকট এক আবেদন করেন. ষ্টেট সেক্রেটারি এ বিষয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের লেখেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উত্তর এই উত্তর দিয়াছেন, এতৎ সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়ম আছে, তাহার সংশোধনার্থ আগামী শীতকালে এক কমিসী করিবার সম্ভাবনা আছে। বস্ত্র দির অধিক শুল্ক গ্রহণ করা হয় তাঁহাদের এমন বোধ হয় না। অপর উহার যেরূপ বাজার দর ধরিয়া শুল্ক গ্রহণ করা হয়, তদপেক্ষা অধিক মূল্যে বরং ঐ সব বস্ত্র বিক্রীত হইয়া থাকে। মাঞ্চেষ্টরের বণি

দেশের সুবিধার নিমিত্ত যদি এদেশীয় বণিকদিগের কোন অনিষ্ট করা হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের কল্যাণদ্বেষী বলিয়া নিশ্চিত হইবেন সন্দেহ নাই। বস্ত্র-বয়ন ও বস্ত্র ব্যবসায় এদেশের উন্নতির একটী প্রধান সাধন ছিল। মাঞ্চেষ্টরী বস্ত্রের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে উহার লোপ ও তন্মূলক ভারতবর্ষের উন্নতি হ্রাস হইয়াছে। প্রায় সমুদয় তাঁতির অন্ন উঠিয়াছে এবং অনেক বস্ত্র ব্যবসায়ীর অন্ন মারা গিয়াছে। এদেশে সুতা ও কাপড় প্রস্তুত হইয়া ভারতবর্ষের পুনরায় উন্নতি হয়, সেটী কি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শ্লাঘার বিষয় নয়? আমরা কবে তবে স্বাধীনতা শিক্ষা করিব? দেশের ধনবান লোকেরা আর কতকাল কেবল গবর্ণমেণ্ট কাগজের সুদ গণিয়া আলস্যে কালক্ষেপ করিবেন? তাঁহারা কি উদ্যোগবান ও অধ্যবসায়শালী হইবেন না? তাঁহারা যদি দৃঢ়ব্রত হন, কেবল কাপড়ের ও সুতার কল কেন, নানা বিষয়ের কল হইয়া ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতায় সমর্থ হয় সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ স্বল্পকালমধ্যে রূপান্তর পরিগ্রহ করে এবং চতুর্দ্দিকে উন্নতির স্রোত বহিতে থাকে।

কেবল এক চাকরীর উপরে
নির্ভর করিলে আর
চলে না।

বিদ্যাভ্যাসে ক্লেশস্বীকার যুবকদিগের প্রতি বড়ই প্রতিকূল। ইহাদের অদৃষ্ট অতি মন্দ। ক্লেশস্বীকার যুবকগণ আশা করিলেন, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বিলাতে গিয়া সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা দিয়া বড় বড় কর্ম্ম করিবেন, তাহার কত দিন উপস্থিত হইল। কাম্বেল সাহেব এদেশে দেশীয় সিবিল সর্ব্বিসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, ইহাঁরা কি করেন, ৭০।৮০ টাকা যাহা হয়, এক একটী কর্ম্ম লইয়া কোনরূপে জীবিকা অর্জ্জন করিবেন ভাবিয়া তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদের অদৃষ্ট প্রসন্ন বোধ হইতেছে না। গত মার্চ্চ মাসের নেটিব সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার ফল দর্শনে লেপ্ট [illegible] ছেন এবং তৎসম্বন্ধে ইংলিসম্যান যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখা গেল তাঁহাদের সে গুড়েও বালি পড়িতেছে। ইংলিসম্যান লিখিয়াছেন, মার্চ্চ মাসের পরীক্ষায় দুই শত ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে, ইহার পূর্ব্ব পরীক্ষায় ১৭৬ জন উত্তীর্ণ হয়। সমুদায়ে ৩৭৬ জন কর্ম্ম পাইবার উপযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু এদিকে উচ্চ শ্রেণীর ৩৭৭ টী এবং নিম্ন শ্রেণীর ১০০ টী কর্ম্ম আছে মাত্র। ইহাতে বৎসরে গড়ে প্রায় ১৫ টী কর্ম্ম খালি হইবে। যদি সমুদায় কর্ম্ম ইহাদিগকে দেওয়া যায় তাহা হইলেও গত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে কর্ম্ম দিতে হইলে ১৩। ১৪ বৎসর লাগিবে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলেন, এমন অবস্থায় এত নম্বর পাইলে উহারা কর্ম্ম পাইবার উপযুক্ত হইবে, এরূপ একটী নিয়ম করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। অথবা এরূপ একটী নিয়ম করা আবশ্যক, যতগুলি কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন পূর্ব্বে দেওয়া যাইবে, উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ততগুলি ছাত্র কর্ম্ম পাইবেন মাত্র। পরীক্ষার নিয়মগুলিও কঠিন করা হইয়াছে। পূর্ণ নম্বরের তৃতীয়াংশ নম্বর থাকিলেই উত্তীর্ণ হইত, এক্ষণে তিন ভাগের দুই ভাগ নম্বর অর্থাৎ ৬০ পূর্ণ নম্বর হইলে ৪০ নম্বর রাখিতে না পারিলে উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে না। আমরা বিষম সঙ্কট দেখিতেছি। কর্ম্মের সংখ্যা কম, কর্ম্মার্থীর সংখ্যা নিতান্ত অধিক। ইহাঁদিগেরও পণ চাকরী ভিন্ন আর কিছু করিব না।

বিবিধ সংবাদ।

৯ ই ভাদ্র সোমবার।

দেশীয় সংবাদ পত্র সমূহের পুনঃপুনঃ অনুযোগে সাপ্তাহিক রিপোর্টের কলেবর কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে বটে কিন্তু এখনও আশানুরূপ কাজ হইতেছে না। সংবাদ প্রেরিত ও পুলিস সংক্রান্ত বিষয়গুলি ত স্পর্শ করাও হয় না। বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রস্তাবগুলিরও যথাযথ অনুবাদ করা হয় না। দেশীয় সংবাদ পত্রে রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ের আন্দোলন হয় না, এবং ইহাতে বড় ভাল কথা থাকে না, এইটী দেখানই কি রবিনসন সাহেবের উদ্দেশ্য? না লোকে যে বলে তিনি একজন অর্দ্ধশিক্ষিত কিরিঙ্গী যুবকের হস্তে সমুদায় কার্য্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহাই সত্য?

পুরাতে এবৎসর একটী অশ্ব প্রদর্শনী মেলা হইবে। আজি কালি অশ্ব জাতির উন্নতির জন্য স্থানে স্থানে নানা অনুষ্ঠান হইতেছে, গবর্ণমেণ্টও তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ উৎসাহ দান করিতেছেন। এদেশে গো বংশের ক্রমেধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছে, যাহা আছে তাহাও নিতান্ত নির্জ্জীব প্রায়। গো বংশের রক্ষার্থ কোন প্রকার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে মনোযোগ বিধান উচিত।

কলিকাতার বিশপ আগষ্টের শেষ পর্য্যন্ত সিমলায় থাকিবেন। ধর্ম্ম যাজকেরাক্রমে বিলাসী হইয়া উঠিলেন।

সিমলায় বর্ষে বর্ষে যে শিল্প প্রদর্শনী মেলা হয় এবার তাহা না হইয়া কর্সিথ সাহেব কাশ্মীর হইতে যে সকল নূতন পদার্থ আনিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হইবে।

গত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৩ মাসের মধ্যে ভারতবর্ষে ৫১১৯ মাইল রেলওয়ে রাস্তা খোলা হয়। ইহাতে ৩৩৩৮১৩২২ টাকা আয় এবং ১৮৮৫৮৮৮৫ টাকা ব্যয় হয়। ১৪৫২২৬৩৮ টাকা লাভ থাকে।

ইংলণ্ডে "রেলওয়ে রক্ষিণী সভা" নামে একটী সভা হইয়াছে যাহাতে আরোহীদিগের কোন বিপদ আপদ না ঘটে, রেলের কার্য্যাদি সুশৃঙ্খলরূপে চলে এবং পশ্বাদি লইয়া যাইবার ভাল বন্দোবস্ত করা হয়, সভার এইগুলি উদ্দেশ্য। এদেশে দেশীয় আরোহীদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী একটী সভা হয় আমাদের ইচ্ছা।

সেণ্টপিটর্স বর্গের সংস্কৃতের অধ্যাপক মিনায়েফ পালি ভাষা শিক্ষার্থ সিংহলে যাত্রা করিয়াছেন। ইনি কলম্বোর গবর্ণমেণ্টের জন্য পালি ভাষায় পুস্তক সকল সংগ্রহ করিবেন।

সেণ্ট লুইসে [illegible]

৪ ঠা জুলাই উহা খোলা হইয়াছে। এই সেতুটীর নির্ম্মাণে ৬ বৎসর তিন মাস কাল লাগিয়াছে।

সম্প্রতি মান্দ্রাজ ব্যাঙ্ক একজনের উপর ১১০ টাকার এক ডিক্রি পান। ডিক্রি পাইয়া তাঁহার বাটী নিলাম করেন। বাটীটী ৪০ টাকায় বিক্রীত হয়। সরিফের এবং অন্যান্য সরকারী ব্যয় দিয়া ব্যাঙ্ক পাঁচ আনা পাইয়াছেন। যথেষ্ট লাভ হইয়াছে।

তুলার বাজার হঠাৎ নরম হওয়াতে বোম্বাইর বণিকগণ চিন্তিত হইয়াছেন। এক জন ইংরাজ বণিক দেউলিয়া হইয়াছেন।

১৫ ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৪১৮৪৪০ টাকা আয় হইয়াছে, গত বৎসর ঐ সময় ২৪৫৩১০ টাকা আয় হয়। এবৎসর ১৭৩০৯০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। উক্ত সপ্তাহে জব্বলপুর লাইনে ১৭৯০০ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর উক্ত সপ্তাহে ১৩৯১০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে এ বৎসর ৩৯৮০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

আমেরিকার স্ত্রীগণের উন্নতি যেমন এমন আর কুত্রাপি নয়। সম্প্রতি কুমারী বেথেরা রবার্টস নামে একটী স্ত্রীলোক আমেরিকার আন্‌টিয়ক কালেজের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়াছেন।

ইংলণ্ডের ন্যায় এদেশেও ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ রীতি ক্রমে দেখা দিতেছে। সে দিন মান্দ্রাজ ট্রামওয়ের কোচমানেরা বেতন বৃদ্ধির জন্য ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করে। এ নিমিত্ত গাড়ি বন্ধ হয়।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, কাবুলের প্রায় প্রত্যেক সর্দ্দার আমীরের উপর অসন্তুষ্ট। অনেকে পীড়াদির ভাণ করিয়া আমীরের দরবারে যান না, কেহ কেহ বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যত ইচ্ছুক নন। কাবুলের গবর্ণমেণ্টের কোন রূপ পরিবর্ত্ত হয় সকলেরই এই ইচ্ছা।

বোম্বাই গেজেট মান্দ্রাজ হইতে সংবাদ পাইয়াছেন; ডিণ্ডিগলের নিকট তাকাইতেরা [illegible]

৫ শত রেজিষ্টরি করা চিঠি লুঠ করিয়া লইয়াছে। ইহাতে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ছিল। দস্যুদিগের এ পর্য্যন্ত কোন অনুসন্ধান হয় নাই।

মান্দ্রাজে গত বৎসর স্কুলের সংখ্যা ২৩১৯ এবং ছাত্র সংখ্যা ৫১৮৬২ বৃদ্ধি হইয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর স্কুলের সংখ্যাই অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসর ১৫৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় এ বৎসর প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে স্থানীয় ফণ্ড বোর্ড অথবা মিউনিসিপালিটী হইতে ৪০৮১ স্কুলের সাহায্য দেওয়া হয়।

১০ ই ভাদ্র মঙ্গলবার।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম ডাক্তার হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, গত ছয় মাসের মধ্যে তথায় এক বিন্দুও বারিবর্ষণ হয় নাই। পুষ্করিণী প্রভৃতি শুকাইয়া গিয়াছে।

লার্ড নর্থব্রুক বোম্বাইর নারায়ণ বাবু দেবের মৃত্যুতে তাঁহার স্ত্রীর নিকট শোক প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন। এই সকল গুণেই তিনি এদেশের এত প্রেমাস্পদ হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের গতিই স্বতন্ত্র। সম্প্রতি উতকামুণ্ডে ২০০ দুই শত একার ভূমি বিক্রয় হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন দেন। এক ব্যক্তি ২৫ হাজার টাকায় উহা ক্রয় করেন। তিনি কেবল বিজ্ঞাপনের উপর বিশ্বাস করিয়াই উহা ক্রয় করেন। ক্রয় করিয়া ভূমি মাপিয়া দেখেন ২৫ একার মাত্র হইল! তিনি এক্ষণে কমিশনরের নিকট টাকা পাইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। এক্ষণে কাহার দোষে এরূপ হইল তাহার অনুসন্ধান হউক, এ দিকে ওবেচারা ঘরের টাকা দিয়া ঘুরিয়া বেড়াক।

রসাপাগলার ভূতপূর্ব্ব প্রিন্স গোলাম মহম্মদের স্মরণার্থ একটী দাতব্য হাসপাতাল ও একটী ডিস্পেন্সরি স্থাপনের জন্য স্থান মনোনীত হইয়াছে। ভূমি এবং দ্বিতল একটী বাটীর জন্য ১৬ হাজার টাকা লেণ্ট নণ্ট গবর্ণর মঞ্জুর করিয়াছেন। অন্যান্য সরঞ্জামে আর ৯ নয় হাজার টাকা লাগিবে।

ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে আর একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হিন্দুগণ একত্রিত হইলেই লাম্পট্য পরিবর্জ্জা বৈরনির্য্যাতন ও উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয় কথোপকথন করিয়া থাকেন। রাজকুমারের বক্তৃতা দ্বারা বোধ হইতেছে, ত্রিবাঙ্কুর অতিশয় হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ দোষগুলি যদি হিন্দু সাধারণ জগত, মনু যাজ্ঞবল্ক্য ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধোদশকং ধর্ম্মলক্ষণং, এরূপ লিখিতেন না।

লণ্ডন নগরে ৩২১৭ জন পুরুষ এবং ২১০৮ জন স্ত্রী অশ্লীল ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে।

ইউরোপীয় সভ্যতা কেমন চমৎকার বিষলিপ্ত বিষটী তাহার পরিচয় দিয়া দিবে। একটী ইউরোপীয় যুবক ইংলিসম্যানে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তিনি অবিবাহিত। কোন ভদ্র পরিবারের মধ্যে ভাড়াটিয়ার ন্যায় থাকিতে চাহেন। দ্বাবিংশতি বর্ষের অধিক বয়ঃক্রম না হয়, উক্ত বাটীতে অন্ততঃ একপ তিনটী অবিবাহিতা যুবতী থাকা চাই। তিনটীই ভগিনী হইলে আরো ভাল হয়। উহাদের জাতা থাকিলে হইবে না। ভ্রাতা থাকিলে বিরক্ত করিতে পারেন। তিনটীকেই একচেটিয়া করা হইবে অভিপ্রেত।

উৎকল হিতৈষিণীতে লিখিত হইয়াছে, কেন্দ্রাপাড়া সব ডিবিজনে কোন ব্যক্তির কলেবরের ওজন সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছে। দুটীর কটিদেশ হইতে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত জোড়া। উভয়ের দুই হাত, দুই পা, দুই কাণ, দুই নেত্র দুই মস্তক পরস্পর সংলগ্ন। বালিকাটী বালকের বাম ভাগে অবস্থিত।

১১ ই ভাদ্র বুধবার।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, সম্প্রতি দক্ষিণ আরকটে একটী অমানুষিক নিষ্ঠুর কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি একটী শেল্‌ফের উপর কিছু পয়সা রাখে, কিয়ৎক্ষণ পরে সে পয়সা [illegible]

জানি না, ইহাতে সেক্রীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া পয়সা কি হঠল তাহাকে বলাইবার জন্য তাহার হস্তদ্বয় ইতলসিক্ত বস্ত্র দ্বারা দৃঢ় রূপে বাঁধিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়! স্ত্রীলোকটীর শরীর এরূপ পুড়িয়া গিয়াছিল যে তাহাকে দুই মাস কাল হাসপাতালে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করিতে হইয়াছে। সেসনে ঐ দুরাত্মার বিচার হইতেছে। এক পয়সার বাঁচে ও এক পয়সায় মরে অনেক দুষ্টান্ত এরূপ আছে।

ভূমি কম্প সম্বন্ধে নানা জাতির নানা রূপ সংস্কার আছে। অজ হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই, অনন্ত দেবের মস্তকে পৃথিবী আছে, পৃথিবীর ভারে অনন্ত দেব কাতর হইলে যখন এক মস্তক হইতে অন্য মস্তকে পৃথিবী ধারণ করেন সেই সময় ভূমি কম্প হয়। আর্জেনীয়দিগের বিশ্বাস এই, পৃথিবী একটী বৃষের পৃষ্ঠে আছে, মক্ষিকা বৃষের গায়ে বসিলে সে যখন মস্তক নাড়ে তখন ভূমিকম্প হয়।

ঢাকা প্রকাশ বলেন, এম এ, উপাধি ধারী চারলস টর্ণর নামে ওয়ারউইক সায়ারের একজন ইংরাজ ডবলিউ এচ স্মিথ কোম্পানির দোকানে কয়েকদিন পুস্তক দেখিতে যান, কিন্তু আসিবার সময় কয়েক খানি পুস্তক লইয়া আইসেন। তিন চারি দিবস পরে দোকানের কেরাণী অনুসন্ধান করিয়া ঐ এম, এ, মহাশয়কে ধরে। তিনিও চুরি স্বীকার করেন, কিন্তু বাদিগণ ভদ্রতা করিয়া মকদ্দমা উঠাইয়া লইয়াছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এমন কর্ম্ম আর করিবেন না। বাঙ্গালি কৃতবিদ্যদিগের অনেক দোষ আছে বটে কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে আজিও কেহ এম, এ, চোর বলিয়া দেখা দেয় নাই। লেখা পড়ার কেমন গুণ, বিদ্বান লোকের কৃত দুষ্কর্ম্মের মধ্যেও একটু ধর্ম্মভাব থাকে। এম, এ, তারা চুরি করিয়াছিলেন বটে কিন্তু মিথ্যা কহেন নাই, চুরি করা স্বীকার করিয়াছেন।

১৮৭০। ৭৪ অব্দের পঞ্জাবের তুলার রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর অনেক কম জমিতে তুলার চাস করা হইয়াছে। শুকরাসপুরে পঙ্গপালে এবং কর্ণেলহিসার ও লুধিয়ানায় বৃষ্টিতে ক্ষতি করাতে তুলা কমিয়া গিয়াছে। কেবল জলন্দরে উত্তম তুলা জন্মিয়াছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন, সম্প্রতি মাকে ষ্টরের বণিক সভার এক অধিবেশনে বোর্ড অব ডাইরেক্টরেরা যাহাতে উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত রেলের সুবিধা হয় তন্নিমিত্ত আমেদাবাদ হইতে আজমীর পর্য্যন্ত এক রেলওয়ে করিবার প্রস্তাব করেন। মার্কুইস অব সালিসবরির নিকট আবেদন করিবার জন্য এক কমিটী হইয়াছে। এরূপ একটী রেলওয়ে হইলে বাণিজ্যের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হয়।

গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ গিনিতে ৫১৩২১ উপনিবেশী গমন করিয়াছে।

সম্প্রতি পঞ্জাবের প্রধানতম আদালতে প্রবেশার্থী প্লীডারদিগের পরীক্ষায় একজন প্লীডার বড় একটী কৌতুকাবহ উত্তর দান করিয়াছিলেন। অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, বোধ কর এক জন লোক জাল করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তুমি ফরিয়াদির পক্ষের উকীল, তুমি কি প্রমাণ করিবে? উকীল বলিলেন, যে সকল ব্যক্তি উহাকে নোটে স্বাক্ষর করিতে দেখিয়াছে তাহাদিগকে আনাইয়া সাক্ষ্য দেওয়াইব। প্রশ্ন—বোধ কর, যখন সে নোটে স্বাক্ষর করিয়াছিল তখন সেখানে কেহ উপস্থিত ছিল না, তাহা হইলে তুমি কি করিবে? উত্তর—কেন? যাহারা শপথ করিয়া বলিবে তাহারা স্বাক্ষর করিতে দেখিয়াছে এমন সকল লোক আনিয়া সাক্ষ্য দেওয়াইব!! আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রাদুর্ভাব কিরূপ ইহা হইতে তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতে পারে।

গত সোমবার জাস এ, আল ডিস্ এম, এ, বঙ্গদেশীয় সঙ্গীত বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। ছাত্রদিগের পরীক্ষায় তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ইংরা[illegible] অপেক্ষা বাঙ্গালি ছাত্রদিগের সঙ্গীত শিক্ষা বিষয়ে অধিক ক্ষমতা আছে।

১২ ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

কেও অব ইণ্ডিয়া বলেন, গত শনিবার রাত্রি দুই প্রহরের সময় ওঁাহাদের আফিসের অদূরে গঙ্গায় এক খানি নৌকা জলমগ্ন হইয়া ৩০ জনের জীবন নাশ হয়। প্রায় ৫০ জন স্ত্রীপুরুষ এবং ১৫ টী গরু ঐ নৌকায় কলিকাতায় যাইতেছিল। গরু গুলী সাঁতার দিয়া তীরে উঠিয়াছিল। নৌকায় অধিক লোক লওয়া না হয় তাহার তদারক করিবার নিমিত্ত নদীতে পুলিষ সৈন্য না আছে?

গত মার্চ্চ মাসে হুগলী পাটনা ঢাকা কটক এবং দোহাটীতে যে সেটিব সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা হয়, উক্ত পরীক্ষা দানার্থ ৪২৩ জন অনুমত হন, কিন্তু পরীক্ষা স্থলে ৩৮৫ জন মাত্র উপস্থিত হন এবং পরীক্ষা দেন। ইহার মধ্যে ৬৭ জন উচ্চ শ্রেণীতে এবং ১৩২ জন নিম্ন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পরীক্ষার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুরোধে আর একজনকে নিম্ন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করা হয়। সমুদায়ে ২০০ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীতে যাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন ওঁাহাদের মধ্যে দুই জন আসাম বাসী।

ইংলিসম্যান পাঠে অবগত হওয়া গেল, আগামী ডিসেম্বরের ১০। ১৫ দিন হইলেই উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের শীতকালীন ভ্রমণ আরম্ভ হইবে। গ্রীষ্ম কালে পর্ব্বতবাস, শীতকালে দেশ ভ্রমণ এক্ষণে বর্ষাকালে দেশীয় রাজা রাজড়ার বাটীতে ভোজ খাওয়া ও মৃতা গীতাদির আমোদ সম্ভোগের একটী ব্যবস্থা করিলেই ভারতবর্ষ শাসনের চূড়ান্ত হয়।

গত বৎসর অযোধ্যার ৭০ জন ধনবান ব্যক্তি প্রায় ১৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া উক্ত প্রদেশের স্থানে স্থানে কূপ খনন করাইয়া দিয়াছেন।

আমীর সিরায় আলী ইংলণ্ডেশ্বরীকে উপহার দিবার জন্য উৎকৃষ্ট রেসমের কয়েক খানি কার্পেট প্রস্তুত করাইতেছেন।

তেল মাখ সিঁদুর মাখ ভাই কিন্তু ভুলিয়ার [illegible]

তুর্কিস্থান গেজেটে এক কৌতুকাবহ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে লিখিত হইয়াছে, একটী কুকুর বিক্রীত হইবে। উহাকে ফ্রান্সিস্থান হইতে আনা হইয়াছে। কুকুরটী অতিশয় বুদ্ধিমান, অঙ্ক বুঝিতে পারে এবং এক রাশি কাগজের মধ্য হইতে এক খানি নির্দ্দিষ্ট কাগজ বাহির করিতে পারে। গণিত শাস্ত্রের কোন অধ্যাপক বোধ হয় শাপভ্রষ্ট হইয়া কুকুর জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে।

মান্দ্রাজের রেবেনিউ বোর্ড প্রস্তাব করিয়াছেন গবর্ণমেণ্টের পেয়াদা মাত্রকেই লাল রঙের কটি বন্ধন দেওয়া হউক, এবং লাল রঙই গবর্ণমেণ্টের রঙ বলিয়া ঘোষিত হউক। গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন অন্য কোন পেয়াদা লাল রঙের কটি বন্ধন পরিধান করিলে সে দণ্ডনীয় হইবে। ইহাতে ২০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। এই প্রকার বায়ুতেই ভারতবর্ষে অনেক টাকা উড়াইয়া দেয়।

ভাউনগরের একজন দেশীয় শিল্পী একটী ঘড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহাতে যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করা হইয়াছে সে সমুদায় ভারতবর্ষ জাত। এটী অনল্প আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। ভারতবাসিদিগের ভারতবর্ষের প্রতি এই প্রকার প্রেম না হইলে ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই।

অর্দ্ধন সংবাদ পত্র সমূহ বলিতেছেন, কাশীরের সহিত চীনের শীঘ্র একটী যুদ্ধ হইবে। কাসগারই এই বিবাদের মূল। চীনেরা বহু দিন পূর্ব্ব হইতে এই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

হাইকোর্টের আপীল বিভাগে ছয় জন অতিরিক্ত অনুবাদকের প্রয়োজন হইয়াছে। ইহাদিগকে বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী এবং ইংরাজী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হইবে।

১৮৭৪ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের মধ্যে ব্রিটিশ ভ্রদ্ধে ৬৩১০২৩৯০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হয়, এবং ৬৪৭৩০১৯৬ টাকার দ্রব্য রপ্তানী হয়। এই উভয় বিধ বাণিজ্যকার্য্যের জন্য ১০০০৩৩-টন বোম্বাই ২৩৯৭ খানি জাহাজ ব্রিটিশ ভ্রদ্ধে আইসে এবং ১৮৫১১৯ টন বোম্বাই ২৪৯১ খানি জাহাজ তথা হইতে বিদেশে গমন করে।

১৫ ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৩৮ জনের মৃত্যু হয়, ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২১৯ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যু সংখ্যা এ সপ্তাহে ১১ বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১০ জনের ওলাউঠায় ৮৫ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হয়।

গত মঙ্গলবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় চিতপুর রাস্তায় একটী বিদেশীয় বৃদ্ধা এক খানি গাড়ি চাপা পড়িয়া গুরুতর রূপে আহত হয়। উহার জীবনসংশয়। গাড়ীওয়ালা ধৃত হইয়াছে।

১৩ ই ভাদ্র শুক্রবার।

জলপ্লাবন নিবন্ধন রাজযহলে বড় ক্ষতি হইয়াছে।

লাড হবার্ট কোচিনের রাজাকে সংবাদ দিয়াছেন, তিনি আগামী মাসে কোচিন গমন করিবেন। ভারতবর্ষের গবর্ণর ও গবর্ণর জেনরলদিগের স্বাধীনতা নাই, তাহাতেই এই, আর স্বাধীনতা থাকিলে লাড হবার্ট কি করিতেন বলা যায় না।

সম্প্রতি মহীসুরে কাসান নামক এক স্থানে ভূমি কম্প হইয়া যাবতীয় কূপের জল অনেক কমিয়া গিয়াছে। ভূমি কম্পের সময় একরূপ শব্দ হইয়াছিল।

সম্প্রতি ইংলণ্ডের পোষ্ট আফিস এই নিয়ম করিয়াছেন, ইংলণ্ড হইতে সাউথাম্পটন দিয়া যে সকল সংবাদ পত্র এদেশে আসিবে, তাহার মাসুল পূর্ব্বের ন্যায় দিতে হইবে না, এক পেনি (আড়াই পয়সা) দিলেই হইবে। এদেশ হইতে যত সংবাদ পত্র ইংলণ্ডে যায় তাহারও মাসুল কমান আবশ্যক।

পালমাল গেজেটে একটী কৌতুকাবহ ঘটনা লিখিত হইয়াছে। ডাক্তারদিগের এই একটী চিকিৎসা প্রণালী আছে কোন রোগীর শরীরে রক্ত না থাকিলে অন্যের শরীর হইতে রক্ত লইয়া তাহার শরীরে প্রবেশিত করিয়া দিয়া তাহার শরীর পোষণ করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করেন, কিন্তু এই রক্ত নির্ব্বাচন বিষয়ে বিশেষ সাবধান না হইলে বড় বিপদ ঘটে। উক্ত পত্র লিখিয়াছেন, আমেরিকার সিমসন নামক এক ব্যক্তি যক্ষ্মা রোগে মৃত প্রায় হয়। ডাক্তার হপকিন্স তাহার চিকিৎসা করেন। তিনি অন্যের শরীরের শোণিত তাহার শরীরে প্রবেশিত করিয়া তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা পান। প্রথমে সিমসনের বন্ধুবান্ধবের শোণিত প্রার্থনা করাতে তাহার অসম্মত হয়, তিনি অন্য উপায় না পাইয়া সিমসনের একটী ছাগল ছিল, সেইটী আনিয়া তাহারই রক্ত উহার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন। সিমসন ছাগলের রক্তে পুষ্ট হইয়া যে ছাগলের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে, ডাক্তার স্বপ্নেও তাহা ভাবেন নাই। মৃতপ্রায় সিমসন ঐ রক্তে পুষ্টি লাভ করিয়া শয্যা হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ডাক্তার সাহেবকে গুঁতাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। ডাক্তার বিপদ দেখিয়া পলায়নই এক মুহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। সিমসন গিয়া ছাগলের ন্যায় কবাটে ঢু মারিতে লাগিল। কবাট ভাঙ্গিয়া ফেলে এমন সময় তাহার শাশুড়ী সেই স্থানে উপস্থিত হওয়াতে সে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে এক গুতা মারিয়া মেঝিয়াতে ফেলিয়া দিল এবং তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া করিতে করিতে মেঝিয়াতে সবুজ রঙের নানা রূপ ফুল কাটা কার্পেট বিছান ছিল, সেই সকল ফুল খাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। অনন্তরে তাহাকে কৌশল করিয়া বাঁধিয়া ফেলা হইল। কিন্তু তাহার ছাগলের ন্যায় চীৎকারে পাড়ার লোক বিব্রত হইয়া উঠিল। সিমসনের অবস্থা দর্শনে এবং তাহার স্ত্রীর তিরস্কারে ডাক্তার অপ্রতিভ হইয়া তাহার একজন হৃষ্ট পুষ্ট আইরিশ ভৃত্যকে অনেক টাকা ঘুস দিয়া তাহার শরীর হইতে রক্ত লইয়া পুনরায় সিমসনের শরীরে পূরিয়া দিলেন। সিমসন এক্ষণে আরোগ্যলাভ করিয়াছে, কিন্তু এখনও তাহার সেই ছাগলে

স্বভাব সম্পূর্ণরূপে যায় নাই। মধ্যে মধ্যে দুই একজনকে গুঁতাইয়া বসে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইয়াছে।

টাকা	দত্ত করা		
৫	"		১০৩৶—১০৩৷০
৪৷	১৮৭০	(১৮৮৭)	১০৬—১০৬৷০
৪৷	১৮৭১	(১৮৮৪)	১০৫৷—১০৫৷০
৪৷	১৮৭২	(১৮৮৯)	১০৪৶—১০৪৷০
৫৷	১৮৫৯-৬০	(১৮৭৯)	১০৯৶—১০

১৪ ই ভাদ্র শনিবার।

আমাদিগের পত্র প্রেরকেরা নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি আমাদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন:—

"গত ১৩ এ আগষ্ট রবিবার বেলা প্রায় দ্বি প্রহরের সময় সার রিচার্ড টেম্পল সাহেব ফরিদপুরে আগমন করেন। বেলা চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত ডিষ্টারে অবস্থিতি করিয়া অবশেষে অস্তত্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমভিব্যাহারে প্রথমে বিদ্যালয় পর্য্যবেক্ষণ করেন। ছাত্রেরা তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করে, তিনি অতি সমাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের উদ্যম যত্ন ও ভক্তির নিমিত্ত ধন্যবাদ ও উৎসাহ প্রদান করেন। সার রিচার্ড টেম্পল সাহেবের সঙ্গত সেক্রেটরি বারনাড ও ডাইরেক্টর সাটক্লিফ আসিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া আনন্দিত হইয়া গিয়াছেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই সঙ্গবিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া তাহা পরিদর্শন করেন ঐ বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির একটী মুসলমান ছাত্রের দরিদ্রাবস্থা অবলোকন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া বারনাড সাহেব তাহাকে কিঞ্চিৎ মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। অবশেষে মহামান্য সার রিচার্ড টেম্পল সাহেব সকল আদালত ও জেল দর্শন করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইতিমধ্যে বারনাড ও সাটক্লিফ অন্তত্য বালিকা বিদ্যালয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়াছিলেন। যদিও বালিকার সংখ্যা তত অধিক ছিল না তথাপি তাঁহাদের সন্তোষ উৎপাদনের ত্রুটি হয় নাই। সন্ধ্যার সময় সার রিচার্ড টেম্পল মাজিষ্ট্রেট সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে করিদপুর সহর দেখিতে বহির্গত হন। সবিশেষ যত্ন ও সমধিক পরিশ্রমের সহিত নগরটী সুশোভিত হইয়াছিল। প্রত্যেক গৃহ দ্বারে মঙ্গল ঘট সংস্থাপিত হইয়াছিল, কদলী বৃক্ষ ও লতাপাতা দ্বারা সুন্দর সুন্দর গেট প্রস্তুত ও তদুপরি পুষ্প মালা পরিবৃত করিয়া পরম রমণীয় শোভা সম্পাদন করিয়াছিল এবং প্রত্যেক গৃহ সম্মুখে বিচিত্র চন্দ্রাতপ অল্প সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে নাই। সে দিবস সমুদায় নগরটীতে আলোক দেওয়া হইয়াছিল। ফলে এই ক্ষুদ্র দেশ বাসীরা রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে কোন মতেই পরাঙ্মুখ হয় নাই, তাহারা যথা সাধ্য শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছে।"

বাঁশেখর জেলার অন্তর্গত সোর থানার অধীন কোন গ্রামে একটী লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। উক্ত গ্রামের এক নরাধম ও তাহার খুড়ী উভয়ে তাহার স্ত্রীকে মারিয়া ফেলে! জজ সাহেব মহোদয়, উভয়ের ফাঁসীর হুকুম দিয়া হাইকোর্টে জানাইয়াছেন। হাই কোর্টের মঞ্জুরী আইসে নাই।

মধুর ভঙ্গ এলাকার কোন স্থানে ৬০ হাত দীর্ঘ ও ৪ হাত প্রশস্ত এবং ৪০ হাত গভীরতা বিশিষ্ট এক খণ্ড ভূমি অকস্মাৎ ফাটিয়া গিয়াছে। আগ্নেয় গিরির উৎপত্তির পূর্ব্বলক্ষণ ত নয়?

আমাদের এ অঞ্চলে (নেহুডবা প্রভৃতি স্থানে) আশ্চর্য্য জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। প্রথমতঃ হুদী হইয়া শিরঃপীড়া হয়, তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে জ্বরের প্রবলতা প্রাদুর্ভূত হয়। উক্ত জ্বরের প্রবলতায় অনেকে জর্জ্জরীভূত হইতেছে। ৫।৬ দিন কেবল লঙ্ঘন দিয়া কেহ কেহ সারিতেছে, কাহাকেও তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিয়া জ্বর মুক্ত হইতে হইতেছে। এক এক ঘরের তাবৎ পরিবার শয্যাগত, এমন পরিবার নাই, যাহাদের ২।১ একজন শয্যাগত না হইয়াছে। এই সূত্রে অনেকে কর্ম্মক্ষমরহিত হইতেছে। স্কুলের কার্য্য এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে।

অতিবৃষ্টি জন্য যে সকল ধান্য গাছ পঁচিয়া গিয়াছিল, অনেকে তত্তৎস্থলে নূতন গাছ রোপণ করিতেছে। ফলতঃ এ বৎসর এ অঞ্চলের অনেক স্থলে উত্তম ধান্য হইবে না।"

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

২০ এ আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের কৃষি বিভাগের কৃত শস্যাদির অবস্থা সংক্রান্ত যে রিপোর্ট এখনি হইয়াছে তাহাতে জানা যায় [illegible]

সিন্ধুতে অত্যন্ত জল প্লাবন হইয়া করাচি এবং হাইদ্রাবাদের শস্যের অনেক ক্ষতি করিয়াছে বঙ্গদেশের যে যে স্থানে বৃষ্টির অল্পতা নিবন্ধন শস্য হানির আশঙ্কা করা হয়, বৃষ্টি হইয়া সে সকল স্থানে শস্যের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বর্দ্ধমান রাজসাহী পাটনার স্থানে স্থানে শস্য রোপণের জন্য আরো অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন অন্যান্য স্থানে ও অন্যান্য বিভাগের সংবাদ ভাল। ঢাকার নদীর জল কমিয়া গিয়াছে। উঁচু ধান্য প্লাবন হইয়াছিল, কিন্তু আমন ধান্যের অবস্থা উত্তম। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে গোরক্ষপুর ভিন্ন অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। পঞ্জাবে রোটক জলন্ধর এবং লাহোরে বৃষ্টির প্রয়োজন। অন্যান্য স্থানের শস্যের অবস্থা সন্তোষকর। রিটিশব্রহ্ম প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের সংবাদ মন্দ নয়।

বঙ্গদেশের বিষয় বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে সমুদায় বঙ্গদেশে বৃষ্টি হইয়াছে তবে পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা অধিকাংশ স্থানে কম বৃষ্টি হইয়াছে। তুলনা করিয়া দেখিলে ১৮৭৩ অব্দের ২৮এ জুলাই হইতে ১৫ ই আগষ্ট পর্য্যন্ত হুগলী বিভাগে ১১ নদীয়ায় ২৩ মুরসিদাবাদে ১০ এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগে ৯ ইঞ্চ বৃষ্টি হয় কিন্তু ১৮৭৪ অব্দের ২১ এ জুলাই হইতে ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ঐ সকল বিভাগে যথাক্রমে ৬.৯.১.৪ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। এই বৃষ্টির অল্পতা নিবন্ধন আমন ধান্যের বিষয়ে লোকের বড় আশঙ্কা জন্মাইয়া দিয়াছে। আমন ধান্যের জন্য শীঘ্র প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির প্রয়োজন। অনেক স্থলে রোপণ কার্য্য আজিও হয় নাই। বৃষ্টির অভাবে ধান্যের চারাগুলি শুকাইয়া যাইতেছে। রাজসাহী কুচবিহার ঢাকা চট্টগ্রাম পাটনা ভাগলপুর উড়িষ্যা এবং ছোট নাগপুরে শস্যের অবস্থা যেরূপ তাহাতে শীঘ্র বৃষ্টি হইলে উত্তম শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা। ঢাকার নদী সকলের জল যদি ক্রমেই কমিয়া যায় অনেক ক্ষতি হইবে। রাজসাহী কুচবিহার ঢাকা চট্টগ্রাম এবং পূর্ণিয়ায় আশু ধান্য কাটা হইতেছে। উক্ত ধান্য উত্তম জন্মিয়াছে। কেবল দুই এক স্থানে বৃষ্টির অল্পতা এবং প্লাবন নিবন্ধন কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

৩ ই আগষ্ট পর্য্যন্ত আসামের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, কাছাড় সুরমা নওগা শিবসাগরে বৃষ্টির প্রয়োজন অন্যান্য বিভাগের সংবাদ সন্তোষকর।

গত সপ্তাহে মধ্য ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। অনেক নদীর জল প্রায় ১২ ফীট বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে সেতু এবং রেলওয়ের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। ইন্দোরে ২৮ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে।

আমাদিগের আগ্রান্থ সহযোগী পেশোয়ার হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, কোহাট রোহ্যাব এবং বান্নুতে অত্যধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া [illegible]

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮ ই আগষ্ট। হুগলীর অতিরিক্ত সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত বিভাগের রিলিফ আফিসর হইলেন।

২১ এ আগষ্ট। বগুড়ার নিম্ন লিখিত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরেরা উক্ত বিভাগে রিলিফ রাস্তার জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

জি, এচ, এটকিন্সন।

জে, নিউজেণ্ট।

এফ, আর, এস, ক্লিয়র।

কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় পূর্ণিয়া বিভাগে রিলিফ রাস্তার জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনের ৩ ধারানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য ভাগলপুরাঞ্চলে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

কাপ্তেন এল সুইস কিছুদিনের জন্য ছোট নাগপুর ষ্টেটের ম্যানেজর হইলেন।

এচ, জে নিউবেরি কিছুদিনের জন্য পাটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ডবলিউ, ও ক্লার্ক সি. এস (যিনি বিশেষ কার্য্য ভার প্রাপ্ত হইয়া ত্রিপুরাতে গিয়াছিলেন) চম্পারণের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

চম্পারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ সাহাবাদে বদলী হইলেন।

২৪ এ আগষ্ট। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গয়ার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সভ্য হইলেন।

ই, গ্রে জন্স।

ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট জি, আর, কেমিয়স।

বাবু ভূপেন সিংহ গবর্ণমেণ্ট প্লিডার।

মির্জ্জা লোত্ত মহম্মদ।

সব রেজিষ্ট্রার বাবু কমলাপ্রসন্ন মজুমদার মজঃফরপুরের ডিষ্ট্রিক্ট রোড কমিটীর বাইস চেয়ারম্যান হইলেন।

মাটোরের অন্যতর জমীদার বাবু সারদা প্রসাদ গুহরায় ১৮৭১ অব্দের ১০ আইনের (বি, সি,) ৪৯ ধারানুসারে রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট রোডসেস কমিটীর অন্যতর সভ্য হইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২১ এ আগষ্ট। সাওতাল পরগণার সব ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ সিরাজুল হক তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যশোহরের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন—

মৌলবী আবদুসামদ।

বাবু পার্ব্বতীচরণ মজুমদার।

৯ প্রসন্নচন্দ্র সেন।

২৪ এ আগষ্ট। বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি ভাগলপুর হারবরে সব ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মজিপুর সার্কেলের সহকারী রিলিফ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাকুড়ার কর্ণেল পি এল, মেকলে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

এল, মেয়ার সি, এস, দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং ফৌজদারী দণ্ড বিধির ১৪২ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন

মেদিনীপুরের কেনাল ডেবেলিউর ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু কিছুদিনের জন্য ত্রিপুরার অন্তর্গত ভূমিস্থার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৪ এ আগষ্ট। ২১ এ ও ২৮ এ জুলাই যে মেইল ব্রিণ্ডিসি হইয়া যায় উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ৫১০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে। লণ্ডন ২৫ এ আগষ্ট। অষ্ট্রিয়া স্পেনের অধিকার স্বীকার করিয়াছে।

আগামী অক্টোবর মাসে প্রাণ্ট ডফ সাহেব ভারত ভ্রমণার্থ যাত্রা করিবেন। তিনি ছয়মাস কাল ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিবেন।

লণ্ডন ২৫ এ আগষ্ট। লিবরপুল এবং মাঞ্চেষ্টরের তুলার বাজার নরম যাইতেছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ১৫০০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

আমাদিগের পঞ্জাব-সীমা ডেরাইস্মা এলখাঁস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

১। এবার শ্রাবণ মাসে আমরা এখানে বর্ষাপ্রধান বঙ্গদেশ অপেক্ষাও অধিক বর্ষা সম্ভোগ করিয়াছি। আমার শেষ পত্র লিখিবার পরে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের তৃতীয় ও শেষ সপ্তাহেও এখানে যথেষ্ট বারিবর্ষণ হইয়াছে। এইরূপ অসাধারণ বারিবর্ষণ হওয়াতে এখানে অনেক ক্ষতি হইয়াছে। নিম্ন ভূমে যে সকল শস্য হইয়াছিল ক্ষেত্র ডুবিয়া যাওয়াতে তাহার অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অসংখ্য গৃহ পতিত হইয়াছে, মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহ কখনই এরূপ বর্ষা সহ্য করিতে পারে না। আবার এই বর্ষার জলের সহিত পূর্ব্বে যে লুনী নাম্নী স্রোতস্বতীর বিষয় লিখিয়াছিলাম তাহার প্রবল স্রোত মিলিত হইয়া নিকটবর্ত্তী পাঁচ ছয় খানি গ্রাম একেবারে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে গো মহিষ ছাগ মেষ কত নষ্ট হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। অনেক মনুষ্যও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে কিন্তু কোন গ্রামে কত মনুষ্য নষ্ট হইয়াছে তাহার সংখ্যা আজিও জানিতে পারি নাই। ইহা ব্যতীত সঞ্চিত শস্য প্লাবিত হইয়া কৃষকদিগের ভবিষ্যৎ আহার নষ্ট হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের অনেকগুলি পান্থশালার গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ এই বলিলে বুঝিতে পারিবেন যে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ৪। ৫ মাস হইল নিজে যে বাড়ী থাকিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার ছাদ একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় পতিত হইয়াছে। সৌভাগ্য ক্রমে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বাহিরে গিয়াছেন। সিন্ধু নদের জল প্রবেশে তীরস্থ অনেক গুলি গ্রাম প্লাবিত হইয়াছে। শুনিয়াছি ডেরাগাজী খাঁতেও এবার অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধিক বর্ষা হইয়াছে। পঞ্জাবের অন্যান্য স্থানের বিষয় বিশেষ বলিতে পারি না। তবে গবর্ণমেণ্ট সেতুর পথে যেরূপ বর্ষা হইয়াছে যে এবার পঞ্জাবের প্রায় সকল প্রদেশেই যথেষ্ট বর্ষা হইয়াছে।

২। গত বৎসরের ন্যায় এবারও সিন্ধু নদের তীরে প্রতি রবিবারে স্নানের মেলা হয়। তথা

ভাই একটী ছাদশ বর্ষীয় বালক অনেক লোকের সহিত স্নান ও সন্তরণ করিতে করিতে জলমগ্ন ও শ্রোতমুখে কোথায় যে নীত হইয়াছে তাহার সন্ধান হইল না। অনেক দূর পর্য্যন্ত মৃত দেহের অনুসন্ধান করা হইয়াছিল তথাপি পাওয়া যায় নাই। অনেকে কহিতেছে যে তাহাকে কুম্ভীরে গ্রাস করিয়াছে। যাহা হউক, পিতা মাতার সেটী একমাত্র সন্তান ছিল সুতরাং মনে করুন তাঁহাদের পক্ষে ইহা কিরূপ শোচনীয় দুর্ঘটনার বিষয়। যখন প্রতি বৎসর এই রূপ দুর্ঘটনা ঘটে এবং যখন সিন্ধুর শ্রোত তত্রত্য সকল স্থানের মেলার সময় পুলিসের লোক উপস্থিত হইয়া তত্ত্বাবধান করিলে বোধ হয় এরূপ শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইতে পারে না।

৩। কএক দিন হইল এক ব্যক্তি স্ত্রীর চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ যুক্ত হইয়া ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার নাসিকা ছেদন করিয়া দিয়াছে। এখন তাহারা বিচারের অধীনে আছে শুনিলাম অনেক দিন হইতে স্বামী সন্দেহ করিয়া স্ত্রীকে সর্ব্বদা প্রহার করিত কিন্তু স্বচক্ষে কিছুই প্রত্যক্ষ করে নাই; নিজে সন্দেহ করিয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া এইরূপ নাসিকা ছেদন করিয়াছে।

৪। উজীরি দস্যু কর্ত্তৃক শ্রাবণ নামক নিকট বর্ত্তী একটী গ্রামে তিনটী ভয়ানক হত্যা হইয়াছে। কএকজন দস্যু রাত্রিকালে কোন ধনিকের গৃহের চালের উপর উঠিয়া ধনিককে তাহার স্ত্রীকে ও কন্যাকে (প্রায় প্রত্যুক সকলেই এ সময়ে অনাবৃত ছাদোপরি শয়ন করে) খণ্ড খণ্ড করিয়া ও স্বর্ণাদি লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পরদিন পুলিস তদন্ত করিল ও মৃতদেহ ময়না পাতালে আনিল কিন্তু এ পর্য্যন্ত হত্যাকারীর কোন সন্ধান হয় নাই। সেই গ্রামে

৫। ঐ দিন ঐরূপ একটী প্রবীণা মুসলমান কন্যাকে রাত্রিযোগে হত্যাকারী দুই খণ্ড করিয়া কোন ব্যক্তি কাটিয়া গিয়াছে। তাহারও মৃত দেহ ময়না পাতালে দেখা গেল। শুনিলাম এই স্ত্রীলোকটী ব্যভিচারিণী ছিল এবং তাহার উপপতি কর্ত্তৃক হত হইয়াছে। যাহা হউক, হত্যাকারীর কোন সন্ধান হয় নাই।

৬। ঐ ৩ ৪ ৫ এর সংবাদ শ্রবণ করুন:—

(ক) ৪এর দিন হইল বাজারে অনেক লোকের মধ্যে একজন পাঠান একজন মুসলমান বিক্রেতার সহিত দেনা পাওনার জন্য বচসা করিতে করিতে ক্রোধান্ধ হইয়া ঐ বিক্রেতার উদর মধ্যে এরূপ জোরে এক খানা তীক্ষ্ণধার ছুরি প্রবেশ করিয়া দিল যে সে তৎক্ষণাৎ চটকট করিতে করিতে মরিয়া গেল। সে স্থলে অনেক লোক থাকাতে হত্যাকারী পাঠান ধরা পড়িল। বিচারে তাহার ফাসি দণ্ড হইয়াছে। পাঠান দিগের কি ভয়ানক প্রকৃতি। ইহারাই আবদুল্লার ও সিয়ার আলির জাতি। (খ) নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে সম্ভ্রান্ত সম্পন্ন দুইটী ভ্রাতা কৃষিকার্য্য ও ব্যবসা বাণিজ্য করিত, কিছুকাল পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইল, কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমস্ত ঐশ্বর্য্য পাইয়া নিরমিত ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে এ ব্যক্তিও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল। ইহার স্ত্রী ব্যভিচারিণী ছিল। স্বামীর মৃত্যুতে প্রায় ২০। ২৫ হাজার টাকার অধিকারিণী হইল। উপপতির প্ররোচনায় ও পরামর্শে এই স্ত্রীলোকটী স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে দূর করিয়া দিল। এই স্ত্রীলোকটী বিষয়ের ও অর্থের অংশ পাইবার জন্য আদালতে নালিশ করিল। অনেক মকদ্দমা ও বিচারের পর আদালত কর্ত্তৃক টাকার ও বিষয়ের অংশ প্রদত্ত হইল। হিংসা ও লোভ মানুষকে নষ্ট করে। ছোট ভ্রাতার স্ত্রী ও তাহার উপপতি পরামর্শ করিল যে যেরূপে হউক, বড়ভায়ের স্ত্রীকে মারিয়া ফেলিলে টাকার ও বিষয়ের অংশ দিতে হইবে না, এইরূপ স্থির করিয়া যে দিন মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইল সেই দিন রাত্রিতে কৌশলে বিষপান করাইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল। তৎপর দিন তাহার মৃত্যু সংবাদ প্রতিবাসি মণ্ডলের ও ক্রমে ক্রমে থানাদারের গোচর হইলে সকলের মনে ইহার মৃত্যুর কারণ বিষয়ে সন্দেহ হইল। সেই জন্য মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য ডাক্তার খানায় নীত হইল। পরীক্ষার দ্বারা প্রকাশ হইল যে বিষপানে স্ত্রীলোকটীর মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং অপর স্ত্রীলোকটী ও তাহার উপপতি মারিয়া ফেলিয়াছে এই সন্দেহ করিয়া বিচারার্থ লইয়া গেল, বিচারে দুই জনেরই মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে। শীঘ্রই ফাঁসী হইবে। কিন্তু এই হত্যা কেহ যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, অথচ ইহা নিঃসন্দেহ অনুমিত হইয়াছে যে হত্যা ইহাদের দ্বারাই কৃত হইয়াছে। বিচারপতি এই অনুমানের ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বিচার করিয়াছেন কিন্তু আপনাদের কলিকাতায় ব্রজকর্ম্মকারের গৃহে দুর্গামণির মৃতদেহ ও অলঙ্কার পাওয়া গেল, সাক্ষী গোলাব বেওয়ার সাক্ষ্য যদিও গোলমেলে ছিল তথাপি বহুও তাহার

স্ত্রী যে দুর্গামণিকে হত্যা করিয়াছে সহজ বুদ্ধি যুক্ত ব্যক্তিমাত্রেরই এই সংস্কার ও অনুমান মনোমধ্যে যুগপৎ উদয় হয়, অথচ ভাল প্রমাণ অভাবে দোষী মুক্তি পাইল, আর এখানে হত্যাকারী প্রকৃত দণ্ড পাইল। মিরর সম্পাদক যথার্থই বলিয়াছেন যে হত্যা মনুষ্যের অগোচর গূঢ়তম অন্ধকারেও হইতে পারে, আবার বহুলোকের সমক্ষেও হইতে পারে, শেষোক্ত প্রকার হত্যা প্রায় ক্রোধ হইতে হয়, কিন্তু যেখানে লোভ বা হিংসা হত্যা করায় সেখানে প্রায় লোকের অজ্ঞাতসারে অন্ধকারেই হয়।

৭। ১৫। ১৬ দিন হইল সন্ধ্যার পর এক ব্যক্তি সিন্ধুনদের তীর হইতে স্নানাদি করিয়া একাকী গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিল, সে সময়ে রাস্তায় আর লোকের সমাগম ছিল না। এই ব্যক্তির সহিত কোন কোন ব্যক্তির শত্রুতা ছিল তাহারা সর্ব্বদাই ইহাকে মারিবার চেষ্টায় থাকে। সে দিন তাহার অনুসরণ করিয়া রাস্তার পার্শ্বে লুক্কায়িত থাকে। যখন সেই পথ দিয়া যায় তাহার উপরে মিলিয়া ভয়ানক প্রহার ও নৃশংস করিয়াছিল। সে ব্যক্তির চীৎকারে নিকটবর্ত্তী গ্রামের কোন কোন ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া দেখিল প্রহারকারী পলাইয়াছে, সে ব্যক্তি অচৈতন্য পড়িয়া আছে। অনেক শুশ্রূষার পর চৈতন্য পাইল এবং চিকিৎসাদির দ্বারা আরোগ্যলাভ করিয়াছে। প্রহারের সময়ে গ্রামস্থ লোক না আসিলে সে ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই মারিয়া ফেলিত। প্রহারকারীর মধ্যে দুই জন অর্থদণ্ডে ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। মহাশয়! আমরা এই দুর্দ্দান্ত দস্যুতস্করদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছি সুতরাং আমরা কম বাহাদুর নহি।

৭ ভাদ্র
১২৮১

আমাদিগের মুক্তাগাছাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

গত ১৭ ই আগষ্ট সোমবার দুই প্রহর ২ টার সময় লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল সাহেব এই ময়মনসিংহে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া অস্থায়ী জজ সাহেব কালেক্টর সাহেব পুলিস ইনস্পেক্টর প্রভৃতি অগ্রসর হইয়া যথোচিত সম্মান সহকারে তাঁহাকে নগর স্থানে লইয়া আইসেন। তাঁহার সহিত অনেক গুলিন কয়েক জন ইউরোপীয় ছিলেন। উক্ত দিবস ৩৪০ ইঞ্চি

সময় হইতে ক্রমান্বয়ে কালেক্টরী ফৌজদারী কাছারী দর্শন করিয়া সিউড়ী সাইন কবরখানা জেলখানা এবং সহরের সমুদায় স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ফিরিয়া আইসেন। তৎপরদিবস (১৮ ই আগষ্ট) মঙ্গলবার স্থানীয় জমিদারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পর দিবস বুধবার প্রাতঃকাল ৪৯০ টার সময় মুঙ্গাগাছায় গমন করিয়া অপরাহ্ণ ৪৯০ টার সময় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আসান পুরের অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন।

প্রথমে সকলেই বিবেচনা করিয়াছিল যে তাঁহাকে উত্তমরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণেই পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে। তাঁহার হাস্য বদন, গম্ভীর ও প্রশান্ত মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আহ্লাদসহকারে যথোচিত রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছে। বরদন সিংহের স্থানে স্থানে রক্তবর্ণের পতাকা উড্ডীন করিয়া সহরের অপূর্ব্ব শোভা সংবর্দ্ধিত করা হইয়াছিল।

—o—

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

১। বীরভূম প্রদেশটী কিছু অল্পায়তন নহে। এখানে যে একটীও উপবিভাগ নাই, ইহা সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে। অনেকে অত্যাচারিত হইলে বিচারালয় সন্নিকট দূরে অবস্থিত বলিয়া অনেক সময়ে প্রতীকার বিধানে অশক্ত হয়। বিচার সম্বন্ধে দেশের এরূপ অবস্থা অতি শোচনীয় বলিতে হইবে। বীরভূমের স্থানে স্থানে উপবিভাগের সংস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়া আমরা অনেকবার সংবাদ পত্রে লিখিলাম। কিন্তু আমাদের প্রার্থনা কিছুতেই উপযুক্ত বিষয় সাধনে সমর্থ হইল না। আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়টী বহু ব্যয় সাপেক্ষ। আজি কালি গবর্ণমেণ্টের মহা অর্থকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত। এ দুঃসময়ে গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে এ সুতনবিধ ব্যয় ভার নিক্ষিপ্ত করিতে চাহি না। তবে বীরভূমের এ অভাবটী অন্যরূপে দূরীকৃত হইবার যে উপায় আছে আমরা তাহার একান্ত পক্ষপাতী। সংপ্রতি লাভপুর থানায় একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিয়োজিত হইয়াছেন। স্থানে স্থানে এরূপ অবৈতনিক কর্ম্মচারীর কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বিষয় সিদ্ধ হয়। এখন বীরভূমে লেখা পড়ার বহুল চর্চ্চা হইয়াছে। স্থানে স্থানে অনেক কৃতবিদ্য উচ্চপদের লোক রহিয়াছেন। সমাজের সহকারে আমূল হইলে অনেকেই এ পথ যে আগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। উদাহরণ স্থলে আমরা কতিপয় স্থানের নাম উল্লেখ করিলাম।

১। পাঁচথোপী—কালী বাবুর কৃতবিদ্য পুত্রেরা।

২। কুলণ্ডা—দীনবন্ধু বাবু বা জানকী বাবু।

৩। সাঁইতা—জীবন বাবুর জ্যেষ্ঠা শ্রীমাথ বাবু।

৪। কীর্ণাহার—শিবচন্দ্র বাবু।

৫। সুপুর—তিন কড়ি বাবু।

৬। সুরুল—রামতারক বাবু বা হরিমোহন বাবু।

৭। রাইপুর—বাবু বিষ্ণুচন্দ্র ঘোষ।

৮। বক্রা—বাবু বিপিনবিহারী মিত্র।

৯। বল্লা—বাবু মাখনলাল ঘোষ।

২। দেখিলাম, বীরভূমের রোড সেস সভায় আর কয়েকজন সদস্য রূপে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন। এই সুতন নির্ব্বাচিত সদস্যগণ জমিদার শ্রেণী ভুক্ত। এবম্বিধ সভায় অন্য শ্রেণীর লোকও উপবিষ্ট আছেন, তাহা আমাদের দেখিবার বাসনা। জমিদারেরা কি সর্ব্বসময়ে প্রজার পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন?

৩। রাইপুরের বালক বিদ্যালয়ের অবস্থা অতিশয় মন্দ হইয়াছে। এখন ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে আমাদিগকে সন্দিহান হইতে হইয়াছে। এটী বহুকালের স্কুল, ইহার চরমাবস্থা এত অধমা হইবে তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। যাহা হউক, ডেপুটী ইনস্পেক্টর বিষ্ণু বাবু একটী দয়া প্রদর্শন করিলে আরো কতক দিন ইহার কার্য্য অব্যাহত রূপে চলে। বিষ্ণু বাবুর নিকট এই অনুরোধ, সকল মেম্বর লইয়া একটী সভা করুন। তাঁহাদের বিষয় বিশেষে মনোযোগিনা থাকিলেও এ সৎকার্য্যে যে তাঁহাদের অনাস্থা হইবে, তাহা ত আমাদের বোধ হয় না। ফল কথা, এ স্কুলটীর অবস্থা ভাল দেখিতে পাইলে, আমরা বিষ্ণু বাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিব।

৪। শুনা যাইতেছে আগামী ১৫ ই ভাদ্র হইতে তণ্ডুল বিতরণ কার্য্য বন্ধ হইবে। ইহাই যদি প্রকৃত প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তবে এ সিদ্ধান্তটী পরিণামদর্শিতার অনুমোদিত বলিয়া বোধ হয় না। এখনও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় নাই বলিয়া দুর্ভিক্ষ ভীতি লোকের হৃদয় হইতে বিদূরিত হয় নাই। কার্য্য ক্ষেত্র হইতে গবর্ণমেণ্ট অপসৃত হইলে নানা বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। গবর্ণমেণ্ট দয়ার কার্য্যে এত মুক্তহস্ত হইয়া শেষে অল্পের জন্য কেন কলঙ্কভাগী হইতে যান?

২২ এ আগষ্ট

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয়সমীপেষু।

মহাশয়! মহামতি কাবেল সাহেব যখন সব ডিবিজনের বেতনভোগী সব রেজিষ্টর কুলিদিগকে খানায় খানায় এক এক জন সব রেজিষ্টর নিয়োগের আইন করেন, তখন সকল লোকের মনে এই আহ্লাদ হইয়াছিল যে বাকীর নিকট সব রেজিষ্টর হইল, আর দুঃখ কি। সেই সময়ে অনেক মহাশয় ব্যক্তি বলিয়াছিলেন এই আইন যেরূপ হউক লোক নিয়োগের দোষে কালে ইহাতে বিষময় ফল প্রসব করিবে। এক্ষণে সেই ঘটনা ঘটিয়াছে। নদীয়া জেলার রাণাঘাট সব ডিবিজনের অধীন কয়েক থানায় সাবেক কাজি ও অংশি কত জমিদার সকল ঐ সবরেজিষ্টরি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। একে মনসা তায় ধুনার গন্ধ। একে জমিদার তায় আবার সব রেজিষ্টরী ক্ষমতা। একবার হলিডে সাহেব নীল কুঠীর সাহেবদিগকে মেজেষ্টরী ক্ষমতা দেন। এ ক্ষমতাও তদ্রূপ। মনে করুন কতক গুলি প্রজার জমা খুব পাকা। সেই জমাগুলি কাচাইবার জন্য জমিদার সব রেজিষ্টর কতক গুলি মেয়াদি কবুলতি আপন আপনে রেজিষ্টরি করাইয়া রাখিলেন। পরে ঐ মেয়াদ অন্তে জমা গুলি খাস দখল করিলেন। অনেক প্রজার জমা পাকা আছে বটে কিন্তু দলিল পত্র পাকা নাই। সব রেজিষ্টর জমীদার এ সুযোগ ও এ লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আর আর অনেক অনেক অন্ন তাঁহার হাতে রহিল। সব রেজিষ্টর সকল করিতে পারেন। সম্পাদক মহাশয়! পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম সব রেজিষ্টর হইলে ইংরাজি জানা নিতান্ত আবশ্যক। কই এই সকল সব রেজিষ্টর ত ইংরাজি জানেন না। তবে তাঁহাদিগের মুরব্বিরা জানেন। সমস্ত সকল লোককে গবর্ণমেণ্ট সব রেজিষ্টর করিয়া কি লোকের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছেন। আর ঐ সকল থানায় কি এক্ষণে বিদ্বান নিরপেক্ষ লোক নাই, যে ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ স্বার্থপর জমীদারকে সব রেজিষ্টারের পদ দেওয়া হইল? মহামতি বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকট আমাদিগের সানুনয় প্রার্থনা যে এই সকল সব রেজি-

হইবে অবসর দিয়া বিদ্যান সাধক লোক বেছিয়া নিযুক্ত করেন। নতুবা যে উদ্দেশে যে সমস্ত লোক বাঙ্গালা আসা না করিতেছে, ঐ সকল সব রেজিষ্টারের হেপাজতে তাহারা বাস আসা করিবে।

মহাশয়, কথায় বলা এক, কাজে করা আর এর আমেরা প্রণীত বক্তৃতা করিয়া লোককে উপদেশ দেন বটে কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং তদনুরূপ কাজ করিতে পারেন না। মান্দ্রাজ বিভাগের একখানি দেশীয় সংবাদ পত্র সম্প্রতি বিলোপ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত পত্রের সম্পাদক প্রায়ই গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সংক্ষেপ প্রণালীর প্রতি দোষারোপ করিয়া তাহার সংশোধনার্থ নানাবিধ উপদেশ দিতেন। কিন্তু নিজের ব্যয় সংক্ষেপ বিষয়ে সেই সকল নীতির অনুগামী হইতে না পারাতে বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহার একজন অতি বিশ্বাসী মুহুরি ছিল, সেই ধূর্ত্ত সরকারদিগের সহিত যোগ করিয়া তাহার এক মাত্র সম্বল সেই সংবাদ পত্রের আয়, তাহার বিজ্ঞাপনের টাকা ও গ্রাহকদিগের টাকা আত্মসাৎ করিয়া উহার সর্ব্বনাশ করিত। তাঁহার খাতা পত্রের দিকে বড় দৃষ্টি ছিল না, সে বিষয়ে তত ক্ষমতাও ছিল না। ঐ ধূর্ত্তের চাটু বাক্য শ্রবণে তিনি মোহিত হইতেন, ইহকাল পরকাল ভুলিয়া যাইতেন, তাহাকে অতি বিশ্বাসী ও পরম মিত্র জ্ঞান করিতেন, সে ভিতর ভিতর প্রভুর সর্ব্বনাশ করিত। গবর্ণমেণ্ট যেমন পরলোক গমনার্থে মুখ খুলিয়া দিয়া জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করেন এবং অর্থের অনটন উপস্থিত হইলে প্রাণান্ত পরিশ্রমী স্কুলের ও মিডিউটিদিগের কিছু বেতন কর্ত্তন করিয়া অথবা শিক্ষা বিভাগ প্রভৃতি হইতে ২। ৫ হাজার টাকা বাচাইয়া ব্যয় সংকুলানের চেষ্টা পান, ইনও সেইরূপ বড় টানাটানি আরম্ভ হইলে যাহাদের হইতে তাঁহার আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা এমন সকল কর্ম্মচারিদিগের অতি সামান্য বেতনেরও কিছু কিছু কর্ত্তন করিয়া ব্যয় সংকুলানের চেষ্টা পাইতেন। এদিকে তিনি দুই টাকা বাচাইতেন, ওদিকে তাঁহার বিশ্বাসী কর্ম্মচারিগণ ১০ টাকা আত্মসাৎ করিত। এইরূপে বাস্তবিক ভদ্র ও কাজের লোক যাহারা ছিল, তাহাদের কাজে অপ্রবৃত্তি জন্মিতে লাগিল, আয় কমিয়া যাইয়া পরিবারে কাগজ বন্ধ হইয়া গেল। দুঃখের বিষয় এই, এখন সম্পাদকের চৈতন্য হইয়াছে। তিনি সমুদায় বিষয় জানিতে পারিয়া সেই বিশ্বাসী মিত্রকে পুলিসের হস্তে দিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। এ বিষয়টী অনেক সম্পাদকের উপদেশক হইবে। অগ্রে নিজের উপদেশক হইয়া পশ্চাৎ পরের উপদেশক হওয়া উচিত।

—•—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ২১ এ আগষ্ট।

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
	ফীট	ইঞ্চ
ভাগীরথী।		
চৌরাশির নীচে	২৫	
নুরপুর ৬ মাইলের মধ্যে	১৮	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১৭	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২২	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১০	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২২	
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	১৮	৯
তাতার পাড়া	১৭	
তথা হইতে হাট বোলিয়া	১৮	৬
তথা হইতে কট ১ নং	২৭	৫
তথা হইতে বোলমারি	২০	৪
তথা হইতে আলিকদহ	২০	৫
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	২০	৬
জলঙ্গী।		
মোহানায়	১০	৬

সন ১৮৭৪ সালের ২৪ এ আগষ্ট বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	২৫	৪

বহরমপুর ২৪ এ আগষ্ট ১৮৭৪ } টী, বেটি সি ই. প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন কুণ্ড হাট খোলা	১০
রঙ্গপুর পবলিক লাইব্রেরি	৫।০
* ৯ জগদিন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী পীরগাছা	১০
* ৯ অন্নদা প্রসাদ বসু—রাজমহল	১০
* ৯ হীরনাথ সেন—ঢাকা	১০
রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়—কান্দী	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। মোট, হুণ্ডি, রয়াল চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

* এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঁদড়িসোণার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ খণ্ড। ৪২ সংখ্যা।

"যথাকালে প্রজাসিষ্ঠিনায় পার্থিবঃ সস্যরক্ষী ঋদ্ধিমত্তরী স ক্ষীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮১। ২৩ এ ভাদ্র। ইং ১৮৭৪। ৭ ই সেপ্টেম্বর।

মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক।

বিশ্বেশ্বর বিলাপ। বিবিধ নীতিপূর্ণ বঙ্গিলা পদ্যে কাশীর পাপ বর্ণন করিয়া পাপী হইতে বিরত হইবার উপদেশ। যাঁহার এই গ্রন্থ ক্রয় করিবার ইচ্ছা হইবে, তিনি মাতলা ষ্টেসনস্থিত সোণাপুর ডাকঘরে আমার নিকট মূল্য প্রেরণ করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। ইহার মূল্য ৷৷০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে পুস্তকের মূল্য ভিন্ন /০ এক আনা ডাক মাশুল দিতে হইবে। তবে যিনি একত্রে ১০ খান অথবা তাহার অধিক পুস্তক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার স্বতন্ত্র মাশুল লাগিবে না। আট আনার হিসাবে প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য পাঠাইলেই পুস্তক পাইবেন। তাহার যে ডাক মাশুল লাগিবে, তাহা আমি নিজ হইতে দিব। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবার করিবেন, (১৫ আর আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গ্রেরিত হইলে গৃহীত হইবে না। বিদেশের কোন গ্রাহক অথবা কলিকাতার গ্রাহকগণ কলিকাতার যে স্থানে পুস্তক পাঠাইতে করিবেন, লোক দ্বারা সেই স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

১২৮১ সাল
৪ ঠা ভাদ্র
শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সোম প্রকাশ যন্ত্র।

আমার অধিকারী সেরেস্তার সেওয়ারী সিং খুন্দা আছে। সে পাই অধিকারী কার্য্যে পটু ও আইনজ্ঞ এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিব। মাসিক বেতন ১৫ পনর টাকা। কার্য্য দক্ষতার প্রশংসিত হইলে বেতনের হার বৃদ্ধি হইবে। আহারীয় দ্রব্যাদি এবং ভৃত্য সরকার হইতে দেওয়া যাইবে। যদি কেহ এই পদাকাঙ্ক্ষী হন, প্রশংসা পত্র সহ আবেদন পত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় অদ্য হইতে এক মাসের মধ্যে আমার নিকট পাঠাইবেন। পদাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ কিম্বা কায়স্থ জাতি হওয়া আবশ্যক।

১২৮১ সাল
১১ ই ভাদ্র
শ্রীউমাগোবিন্দ চৌধুরী
ষ্টেষন লেহরাসহ
কুষ্ণপুর গ্রামে বাসস্থান।

কুলীন কন্যা অথবা কমলিনী।

এই অভিনব নাটক কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রী টেণ্ড একাডেমিতে আমার নিকট এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মূল্য ৷৷০ আনা।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিপ্রায়—নীতি সম্বন্ধে।

এই নাটক খানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। বিশেষ আহ্লাদের বিষয় যে ইহাতে অশ্লীলতার নাম মাত্রও নাই এবং নীতিতে পরিপূর্ণ। এইরূপ নাটকের অভিনয়েই দেশের উপকার হয়। যে অভিনয় দ্বারা বিশুদ্ধ আমোদ এবং সুনীতি লাভ করা যায়, সেই অভিনয়ই ভদ্র সমাজের ধর্ম্ম সঙ্গত। আজ কাল কয়েকখানি কুৎসিত নাটকের অভিনয় দ্বারা সাধারণ লোকের রুচি কলুষিত হইয়াছে। এজন্য বিশুদ্ধ নীতিপূর্ণ নাটকের অভাব বোধ হইয়াছিল। দক্ষিণা-রঞ্জন বাবু সেই অভাব পূরণ করাতে ভদ্র সমাজে ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

মুদ্রণ সমাচার।

ইহাতে নীতিপূর্ণ অনেক বিষয় আছে এবং যে উদ্দেশে লিখিত হইয়াছে, তাহার বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান, ডেলিনিউস

এই নাটকখানি পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের পরাজয় এই কথার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নাটক খানি রচিত হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ।

কুলীন কন্যারাও যে সতীত্বের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারে, এ গ্রন্থে তাহাও লক্ষিত হয়। গ্রন্থ লিখিত অধিকাংশ চরিত্রই সাধু।

ভারত সংস্কারক।

রস, চরিত্র ও রচনা সম্বন্ধে।

কমলিনী দীননাথের প্রণয় অতি নির্ম্মল ও পবিত্র কমলিনী এবং দীননাথের চরিত্র অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। তাহাদের প্রণয় অতি পবিত্র এবং তাহাতে কলঙ্কের লেশ মাত্রও নাই। কুলীন কন্যা নামের চরিত্রও সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। কুটিল চাষের বদমায়েসি, বেচারামের সততা এবং দীননাথ কর্ত্তৃক কমলিনী হৃত হইয়াছে, এই বিশ্বাস হওয়াতে জয়রামের পরিবারের কলহারী শোক প্রকাশ এবং অবশেষে দীননাথের

লেখকের, ইহার এক একটীই অতি চমৎকার রূপে রচিত হইয়াছে।

হালিসহর পত্রিকা

নাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এই কয়টী প্রধান দীননাথ তারানাথ বেচারাম ঘটিকরাম অনরাম পুরুষগণ। কমলিনী কুমুদিনী ও চিন্তা—স্ত্রীগণ।

গ্রন্থখানি পাঠ করত, আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। কবিতা ও গানগুলি সরল ও সুন্দর হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ।

পুস্তক খানির লেখা সাধারণ্যে উত্তম এবং আড়ম্বরশূন্য হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস।

নাটকখানি অতি সুললিত ও শুদ্ধ ভাষায় লিখিত। অধুনা এরূপ নাটক অতি বিরল-প্রচার। রচনাটী কবিসুলভ কৌশলময়।

কুলীন কন্যার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরিত্র নায়ক দীননাথ কমলিনীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রগাঢ়, বিশুদ্ধ, পবিত্র, কমলিনীর চরিত্র সরলতাময়। তাঁহার প্রতি কথায় প্রতি আচরণে সরলতা, কমলিনী সরলতা নির্ম্মিতা। তারানাথের স্ত্রী কুমুদ আমোদময়ী। কুমুদ যেখানে যায় সেই খানেই যেন আমোদরাশি ছড়াইতে যায়।

এডুকেশন গেজেটের

চতুর ভাষ্যকার লেখক।

কুমুদিনীর প্রফুল্লতা ও রহস্যপ্রিয়তা তারানাথের মিত্রভাব বেচারামের কর্ত্তব্য জ্ঞান ধর্ম্মভাব উন্নত শিক্ষা ও কৌশল, অনরামের মর্য্যাদা বোধ, তাহার স্ত্রীর বাৎসল্য ও কমলিনীর প্রণয় ও সতীত্ব ধর্ম্ম তাহাদের চরিত্রে উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে।

কবি নাট্য নিয়ম সকল পরিজ্ঞাত আছেন, ইহা রচনায় প্রকাশিত হইয়াছে। রচনার নিপুণতা আছে। বিশেষতঃ কবিতা গুলি অত্যন্ত সুমধুর লাগিল। স্ত্রীলোকের কথাগুলিও অনুরূপ বোধ হইল। দীননাথের অভিনয় বিশিষ্টরূপে চিত্তাকর্ষণ করিবে।

ভারত সংস্কারক।

(এ) শেষ ইংরাজী শব্দ [illegible] স্ট্রীট

সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান। ৩য় বার মুদ্রিত। এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। ডিমাই ৪ পেজি ১০০০ সহস্রাধিক পৃষ্ঠা পরিমিত। মূল্য ১২৷০ টাকা। কলিকাতা চাঁপাতলা আমহরেষ্ট ষ্ট্রীট ১৩২ নং ভবনে প্রাপ্তব্য।

প্রকাশক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

—০:০—

স্ত্রী চিকিৎসা।

কলিকাতা মেডিকেল কালেজের ধাত্রীবিদ্যা, বালচিকিৎসা এবং স্ত্রীচিকিৎসার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মির আসরফ আলি, জি, এম, সি, বি কর্ত্তৃক প্রণীত মূল্য ডাক মাশুল সমেত ২ টাকা আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

হিন্দুহষ্টেল লালবাজার

কলিকাতা।

—•—

এতদ্দ্বারা সাধারণকে জানান যাইতেছে যে চুচুড়ার সারদা প্রসাদ কুণ্ড এবং আদিনাথ কুণ্ড এবং বাবুগঞ্জে গোবিন্দচন্দ্র কুণ্ড, বাবুগঞ্জে রামকমল কুণ্ড এবং সারদা প্রসাদ কুণ্ড, কলিকাতা বাবুগঞ্জ, এবং পুরিয়া জিলার অন্যান্য অনেক স্থান এবং রিপিন গঞ্জে প্রেমচাঁদ কুণ্ড এবং ভুবনচাঁদ সুণ্ড, এবং কলিকাতা বাবুগঞ্জ খাকরিয়া এবং মুঙ্গের বিভাগের অন্যান্য স্থান, সমষ্টিপুর এবং ত্রিহুত জিলার পাকরীতে কার্ত্তিকচরণ দে এবং ভুবন চাঁদ কুণ্ড, এই সকল ফারমে ১২৮১ সালের ১ লা বৈশাখ অর্থাৎ বাবু আদ্যানাথ কুণ্ড আর অংশীদার নাই।

মুইসো লা এণ্ড কোং

সলিসিটার্স।

—০:০—

কবিবর ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত বির চিত নিম্নলিখিত কাব্য ও নাটক প্রভৃতি স্বত্বের সহিত বঙ্গক থাকাতে বঙ্গবাসীপত্রের মর্ম্মানুসারে ঐ সমস্ত পুস্তক ও তাহাদের স্বত্ব আগামী ২৩ এ সেপ্টেম্বর বুধবারে মেঃ মেকেঞ্জি লায়েল কোং দ্বারা একস্‌চেঞ্জ হালে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে।

১, মেঘনাদবধ কাব্য, ২ য় ভাগ। ২, মেঘনাদবধ কাব্য একখণ্ডে সম্পূর্ণ, (এক্ষণে ছাপা নাই)। ৩, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। ৪, বীরাঙ্গনা কাব্য। ৫, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী। ৬, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, (এক্ষণে ছাপা নাই)। ৭, কৃষ্ণকুমারী নাটক, (এক্ষণে ছাপা নাই)। ৮, পদ্মাবতী নাটক। ৯, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক। ১০, বুড়োসালিকের ঘাড়ে রোঁ। ১১, একেই কি বলে সভ্যতা?

এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ সমাচার ৭/১ নং কলিকাতা হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে মেং এ, সেণ্ট জন কারুথর্স উকীলের আপিসে প্রাপ্তব্য।

—০:০—

হেম নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিঙ্গ লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸০ আনা ডাক মাশুল /০ এক আনা।

লালবাজার হিন্দুহষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—০:০—

ষ্টীমযন্ত্র পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তুত নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ফ্লেক্স করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্কশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত, উপরি উক্ত ফ্লেক্স করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন-

লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যরত্নাবলী মূল্য ৮ ডাক মাসুল ।০ এবং তৎকৃত ভিষক্ বন্ধু মূল্য ২ ডাকমাসুল ৶০।

ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের একটুকে মেটিরিয়া মেডিকা মূল্য ২ ডাক মাসুল ৶০ এবং তৎকৃত এনাটমি ছাপা হইতেছে। উহা শীঘ্রই আমার নিকট আসিবেক এবং অন্যান্য ডাক্তারি পুস্তক আমার নিকট পাওয়া যায়।

ক্ষেত্র বাবুর পুস্তকের পরিমিতি প্রক্রিয়া মূল্য ।০ ডাক মাসুল /০

যোগেশ বাবু প্রকাশিত ধর্ম্মনীতি ১
ডাক মাসুল ৶০।

ইন্দ্র বাবু বি এ, কৃত বঙ্গতত্ত্ব ১, ডাক মাসুল ৶০।

ক্যামিলি ষ্টীউমেন্ট ১।০।

কলিকাতা নারিয়াপার হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি কৃত বঙ্গভাষায় এনাটমি বা শারীর বিদ্যা প্রথম খণ্ড জেনরেল এনাটমি সাধারণ শারীর বিদ্যা এবং অস্থিবর্ণনা বা অস্থি বিদ্যা উত্তম কাগজে উত্তম ছাপা এবং ১২০ খানা প্রতিমূর্ত্তি সহিত ৪।০ মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল এইক্ষণে ক্রেতাদিগের সুবিধার জন্য ২ দুই টাকা মূল্য ও ডাক মাসুল ।/০ আনা অবধারিত হইল আমার নিকট প্রাপ্তব্য—

কলিকাতা
২০ জুলাই
১৮৭৪। } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুহষ্টেল নারিয়াপার

সুপ্রভ।

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা পটোলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধামাধব মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৶০ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য কুসুম।

উপরি উক্ত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ ডাকমাসুল ৵০। ষাণ্মাসিক ডাকমাসুলসমেত ৷৵। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৶। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা হুগলি বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পত্রাদি পাঠাইবেন।

—০:০:০—

মদ্রচিত "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বাগবাজার ব্রাহ্ম এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ
১৮৭৪ সাল } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য।

সোমপ্রকাশ।

২৩ এ ভাদ্র সোমবার।

আমাদিগের সংবাদদাতা ও পত্র প্রেরকেরা সমাচার পত্রের অনুবাদক মহোদয়ের উপেক্ষা দর্শন করিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে বারবার অনুরোধ করেন, আমারাও তাঁহাকে বারবার ত্যক্ত বিরক্ত করিতেছি। অনুবাদক মহোদয় স্বয়ং যেন আমাদিগের সংবাদদাতৃ ও পত্রপ্রেরকগণের পত্রগুলি পাঠ করেন, তাহা হইলে আর তাঁহাদের দুঃখ করিবার কারণ থাকিবে না।

—০০০—

আমরা এবারেও ভাল লক্ষণ দেখিতেছি না। ভাদ্রমাস অতীত হইতে চলিল আজিও অনেক স্থানে আমন ধান্য রোপণ যোগ্য বৃষ্টি হয় নাই। চাসের সময় গিয়াছে। ইহার পর বৃষ্টি হইলে ধান্যের পক্ষে কি উপকার দর্শিবে? যে সকল স্থানে গত বৎসর চাস হয় নাই, এবারেও চাস হইল না, সেখানকার লোকের বিপদের সীমা নাই। এখন অবধি তাহাদিগের রক্ষার উপায় বিধান আবশ্যক হইতেছে। নিম্নলিখিত পত্র খানি পাঠ করিলেই রাজপুরুষেরা বুঝিতে পারিবেন, এই সেই স্থানের লোকেরা কিরূপ বিপদাপন্ন হইতেছে।

"মহাশয়! জেলা হুগলীর অধীন ত্রৈবণ ধনিয়াখালির এলাকা মাখালপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহের প্রায় চতুঃসীমা চারি পাঁচ ক্রোশের মধ্যে আমরা অনেকগুলি কৃষি জীবী ভদ্রলোক বাস করিয়া থাকি। ১৪ ই ভাদ্র গত হইল এ পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইল না ইহার পরে হইলেও কোন উপকার নাই। কৃষিজীবীদিগের ক্লেশের কথা লিখিয়া কি জানাইব। আমাদের দুরবস্থার ইয়ত্তা নাই। গবর্ণমেণ্ট হইতে চাউল কর্জ্জ দিবার যে নিয়ম হইয়াছে সেই নিয়মানুসারে এই সময়ে আমাদিগকে চাউল কর্জ্জ না দিলে অচিরাৎ আমাদিগকে অন্নাভাবে শমন সদনে গমন করিতে হইবে। চাউল কর্জ্জ পাইবার জন্য কালেক্টর ও কমিসনর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত কোন উপায় করিলেন না। একে ত ঈশ্বরানল প্রজ্বলিত, তাহাতে আবার জমিদারগণ খাজনার নিমিত্ত উৎপাত করিতে কাসর রাখেন। মহাশয়! অধমদিগের প্রতি দয়া করিয়া একবার প্রধান প্রধান কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া যদি কোন উপায় করিয়া দেন তবেই মঙ্গল, নতুবা হতভাগ্যদিগের মরণ অবধারিত, নিবেদন।

শ্রীনলিনাক্ষ রায়
শ্রীরাধিকাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি।
মাখালপুর।"

—০০০—

রুশিয়া ও ইংলণ্ডের
বিদেশাধিকার।

ইংলিসম্যান সম্প্রতি এই শিরো-

নাম দিয়া একটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, রুশিয়া চারিশত বৎসরে আসিয়ায় যে শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন নাই, ইংরাজেরা এক শত বৎসরে ভারতবর্ষের তদপেক্ষা অধিক শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। আর, ইংরাজেরা ভারতবর্ষ যে শাসন করেন তাহা ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্য নয়, ভারতবর্ষের মঙ্গলের নিমিত্ত। আমরা জানিতাম ধর্ম্মের ষোঁড়াটাই এই রূপ মুখভারতী ভাল বাসেন, এখন দেখিতেছি বিজ্ঞ বিজ্ঞ সম্পাদকেরাও সেই রোগ হইতে মুক্ত নন। ইংরাজদিগের পক্ষে ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য ভারতবর্ষ শাসন করিতেছি বলা এবং ডিকেন্সের নিকলাস নিকলবি নামক নভেলের বিখ্যাত স্কুল মাষ্টারের লোভ সম্বরণের উপদেশ এই উভয় সমান। যাঁহারা ভারতবর্ষের বিশেষ বৃত্তান্ত না জানেন, তাঁহারা ইংলিসম্যানের এই মুখ ভারতীতে ভুলিতে পারেন; কিন্তু ব্রিটিশ অধিকারের আদি অন্ত মধ্য কালের বৃত্তান্ত যাঁহারা জানেন তাঁহারা কখনই এই ছেঁদো কথায় ভুলিবেন না। জিজ্ঞাসা করি ক্লাইব জুয়াচুরি করিয়া যখন বঙ্গদেশ অধিকার করিবার চেষ্টা করেন, তখন কি বঙ্গদেশের মঙ্গলার্থই তিনি বঙ্গদেশ লইতেছেন এই চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল? সে সময়ে কি ভারতবর্ষের শত শত দরিদ্র প্রজার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল? তাহার পর হেষ্টিংস ওয়েলসলি হার্ডিঞ্জ ডেলহাউসি প্রভৃতি এক এক জন কি ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থ ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন এইরূপ জপ করিতে করিতে কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছিলেন? যদি ভারতবর্ষের মঙ্গলের নিমিত্ত ভারতবর্ষ অধিকার করা হইয়াছে তবে ভারতবর্ষীয়দিগের অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইল কেন? তবে ভারতবর্ষীয়দিগকে সৈনিকবিভাগে উচ্চপদে আরূঢ় হইতে দেওয়া হয় না কেন? তবে আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ভারতবর্ষের অর্থ যায় কেন? তবে চেষ্টা পাইয়া দেশীয়দিগকে উন্নত পদ হইতে বঞ্চিত করা হয় কেন?

ইংলিসম্যান রুশিয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের তুলনা করিয়া যে অবস্থার করিয়াছেন তাহাও শোভা পাইতেছে না। তাহাতে কেবল তাঁহার অসারতা প্রকাশ পাইতেছে। অধিকার কালে উভয়ের রাজ্যের প্রজাদিগের অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হয়, সাইবিরিয়া মরুভূমি ও হিমপ্রধান দেশ তথাকার অধিবাসীরা বর্ব্বর বিশেষ বলিলে হয়, তাহাদের সহিত ভারতবর্ষবাসিদিগের তুলনা করা উচিত হয় নাই। ইংলণ্ড একেবারে ধনধান্য পূর্ণ ও সভ্যতালোকে সম্পন্ন একটী দেশ জোড়ে পাইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় এক শত বৎসরে যে এই উন্নতি হইয়াছে ইহা কি অধিক? ইহাতে আবার গৌরব কি? জিজ্ঞাসা করি এক শত বৎসর ত ইংরাজ রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে, এই দীর্ঘকালে সহস্রের মধ্যে কয়জন লেখা পড়া শিখিয়াছে? আজিও কতগ্রামে বিদ্যার আলোক প্রবেশ করে নাই ইংলিসম্যান কি ভাল জানেন? অধিক কারে আর ফল কি? প্রস্তুত ক্ষেত্রে সকলেই বীজ বপন করিয়া অনায়াসে ফল উৎপাদন করিতে পারে। ইংলিসম্যানের সেই প্রস্তাবটী লিখিবার কারণ এই যে একজন রুশীয় লেখক সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শাসন প্রণালী প্রসঙ্গ করিয়া ইংলণ্ডকে ধিক্কার করিয়াছেন। বিদেশীয়েরা মধ্যে মধ্যে এই রূপ সত্যালাপ প্রকাশ করিলে ভারতবাসিদিগের অনেক চোরোলাকের সভা বন্ধ হইয়া যায়।

ধর্ম্ম ও রাজনীতি।

ধর্ম্মের শিক্ষা এক প্রকার এবং রাজনীতির শিক্ষা আর এক প্রকার। ধর্ম্ম মনুষ্যকে নিস্পৃহ ও নিষ্কাম হইবার উপদেশ প্রদান করে এবং শান্ত ভাব অবলম্বন করিতে বলে। রাজনীতি রাজ্যবৃদ্ধি ও ধনবৃদ্ধির পরামর্শ দেয় এবং যুদ্ধাদিতেও প্রবৃত্ত করিয়া থাকে। এই জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই চিরকাল উভয়ের স্বতন্ত্রতা বিধানের চেষ্টা পাইয়া আসিয়াছেন। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল অবধি আর্য্যগণ এই সদযুক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। রাজারা কেবল রাজ্য শাসন করিতেন ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা কিছু কর্ত্তব্য ব্রাহ্মণদিগের হস্তেই ছিল। সুসময়ে এই নীতি অবলম্বিত হওয়াতে ইউরোপে ধর্ম্মের নামে যে সমস্ত অনাসৃষ্ট কাণ্ড ঘটিয়াছে, যে রুধির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে ভারতবর্ষে তাহার ঘটনা হয় নাই। মত ভর প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টার অপেক্ষা ভয়ঙ্কর ব্যাপার বোধ হয় পৃথিবীতে কিছুই নাই। এখন প্রায় সমুদায় সভ্য গবর্ণমেণ্টই "চেষ্ট" ও "চর্চ্চ" এ উভয়ের স্বতন্ত্রতা বিধানের উপায় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সুসভ্য ইংলণ্ড আজিও "চেষ্ট চর্চ্চ" প্রথা প্রবর্ত্তিত রাখিয়াছেন। চেষ্ট চর্চ্চের অর্থ কিছু বিশদ করিয়া বলা উচিত হইতেছে। ইংলণ্ডেশ্বরী যেরূপ সৈন্যবিভাগের পুলিস বিভাগের ও অন্য অন্য বিভাগের নিয়ম ও শাসন প্রভৃতি করিয়া থাকেন তেমনি ধর্ম্মসম্বন্ধেও মধ্যে মধ্যে নিয়মাদি করেন। অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের ন্যায় এ বিভাগের গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া থাকেন। রাজার সমুদায় হইতে তাঁহাদের বেতনাদি প্রদত্ত হয়।

এই প্রথার উন্মূলন করিবার জন্য

Age দিবসাবধি ইংলণ্ডে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। প্রতিবাদীরা বলেন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে ক্রমেই লোকের মতভেদ বৃদ্ধি হইতেছে এইরূপ অবস্থায় রাজকোষ হইতে অর্থব্যয় করা উচিত নহে। আমরাও বলিতেছি, ন্যায়সঙ্গত। আমাদের অধিক সুতরাং যে গোরাঙ্গীরা এরূপে অর্থ ব্যয় করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, তার তাহাতে যে এই আপত্তি করিবেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সেই আপত্তি করিয়া আমরা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। আমাদের দেশে সাধারণ রাজস্ব বাবদে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টীয় পারসি বৌদ্ধ এই সকলের ধন যুগায়। এই রাজস্ব হইতে বর্ষে বর্ষে ১৩ লক্ষ টাকা খ্রীষ্টান পাদরিদিগের বেতনাদিতে যায়। এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে গির্জ্জা প্রভৃতি নির্ম্মাণের নিমিত্ত রাজকীয় ধনাগার হইতে সাহায্যও করা হইয়া থাকে। মধ্যে কাহেল সাহেব সাঁওতালদিগকে খ্রীষ্টান করিবার জন্য মিশনরিদিগের সাহায্য দানে সম্মত হইয়াছিলেন।

আর কতদিন এরূপ অবিচার চলিবে? ধর্ম্মসংক্রান্ত তাবৎ কার্য্য লোকের স্বাধীন ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও বদান্যতার আশ্রয় করিয়া হওয়া উচিত। উপাসকেরা যদি আপনা আপনি ধর্ম্মসংক্রান্ত সমুদায় কর্ম্মের নিষ্পাদি করেন এবং আপনারা আপনাদের প্রচারক ও উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন, তাহা হইলেই ন্যায়সঙ্গত কাজ হয়। সুতরাং সম্মুখে রাখিয়া উপদেশ দিবার জন্য এক-এক দিগ্‌গজ বিশপকে বেতন দিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি? ইংলণ্ডে কাজ চলিতেছে, বঙ্গদেশে কি চলিবে না? ইংলণ্ডে কাজ চলিতেছে, আমাদের বিশ্বাস এই [illegible] সেই

দিয়া বিশপ মিলমানের ন্যায় আরও দুই চারিটি বিশপ আনয়ন করুন, আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই। আমাদের অর্থে অপরের উদর পূর্ণ করা হয় কেন? একটী আহ্লাদের বিষয় এই এখানকার মিশনরিদিগের মধ্যেও অনেকে ক্রমে এই আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। এইরূপে যদি লোকের মত ও ইচ্ছার পরিবর্ত্তন হয়, বোধ হয় স্বল্প কাল মধ্যেই ভারতবর্ষের এ অপব্যয় নিবারণ হইয়া আসিবে।

বাঙ্গালিরা অকৃতজ্ঞ ও রাজভক্তিশূন্য নহেন।

আজি কালি দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল ব্যক্তি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল গবর্ণর ও লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের পদে নূতন প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহারা প্রায় সকলেই স্বাধিকার মধ্যে অন্ততঃ এক একবার ভ্রমণ করিয়া আইসেন, কিন্তু কাহার ভ্রমণে যে কি ফল হয় আমরা তাহা জানিতে পারি না। সুতরাং আমাদিগের মনে হয় নূতন প্রদেশ দর্শন ও তজ্জন্য প্রমোদসম্ভোগ করাই তাঁহাদিগের সে ভ্রমণের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা দেখিতেছি লাট নর্থব্রুকের ভ্রমণে অতি উপাদেয় ফল উৎপন্ন হইতেছে। তিনি যেখানে যাইতেছেন, সেই স্থানের লোকেই তাঁহার প্রতি অকপট ভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। গোয়ালপাড়া হইতে কতকগুলি লোক সেই ভক্তি প্রকাশ করিয়া আমাদিগের নিকটে এক খানি দীর্ঘতর পদ্যময় পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্কোচ ও সংক্ষেপ করিয়াও সেই পত্র খানিকে স্থানান্তরে স্থান দান করিলাম।

বঙ্গদেশীয়েরা লাট নর্থব্রুকের প্রতি যে অকপট ভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে আপাততঃ দুই মহোপকার লাভ হইল। প্রথম, বঙ্গদেশীয়েরা যে অকৃতজ্ঞ ও রাজভক্তিশূন্য নহেন তাহা স্থির হইল। দ্বিতীয়, বাঙ্গালিদিগের প্রতি স্নেহ ও সৌজন্য প্রদর্শন ইহাঁদিগকে বশে রাখিয়া সুখে রাজ্য করিবার উপায় ইহা জানা হইল। যে সকল রাজপুরুষের মনে বাঙ্গালিরা অকৃতজ্ঞ ও রাজভক্তিশূন্য বলিয়া সংস্কার ও সংশয় আছে, তাঁহারা তাহা ত্যাগ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখুন, বাঙ্গালিরা বাস্তবিক উক্ত দোষে দূষিত নহেন, যে রাজপুরুষেরা তাঁহাদিগকে উক্তদোষে দূষিত মনে করেন, সে তাঁহাদিগেরই দোষ। তাঁহারা বাঙ্গালিদিগের স্বভাব জানেন না। যাঁহারা বাঙ্গালিদিগকে এক গুণ ভাল বাসেন, বাঙ্গালিরা তাঁহাদিগকে শত গুণ ভাল বাসেন এবং তাঁহাদিগের প্রতি শতগুণ ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই, যে সমস্ত রাজপুরুষ বাঙ্গালিদিগকে অসভ্য মনে করিয়া সঙ্গিনের উপর প্রদর্শন করিয়া বলপূর্ব্বক শাসন করিবার নীতি অবলম্বন করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। বাঙ্গালিরা অসভ্য নহেন। ইহাঁরা উল্লিখিত শাসন প্রণালীতে সন্তুষ্ট থাকেন না। লাট নর্থব্রুক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া ইহাঁদিগকে বশে রাখিয়া সুখে রাজ্য করিবার যে নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া গেলেন ভবিষ্যৎ কালের রাজপুরুষেরা যেন সেই নীতি অবলম্বন করেন। তাহা হইলে তাঁহারা সুখী ও যশস্বী হইবেন, বাঙ্গালিরাও সুখী ও চিরভক্তিপাশে বদ্ধ থাকিবেন।

বঙ্গদেশে সমাজশাসন কতক পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

বঙ্গদেশের যে দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই দেখিতে পাওয়া যায় বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রকৃতি যেন রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। কেবল যে লোকের মনের

ার ধর্ম্মভাব প্রভৃতির পরিবর্ত্ত হইয়াছে এরূপ নয়, দেশের জল বায়ু বৃষ্টি ভূমির উৎপাদিকা শক্তি প্রভৃতি আর প্রকার হইয়া গিয়াছে। এইরূপ প্রায় সকল বিষয়েই পরিবর্ত্ত লক্ষিত হইতেছে। কেবল ঐ বিষয়ের কোন প্রকার পরিবর্ত্ত দৃষ্টি গোচর হইতেছে না সে দুটী বিষয় এই, খাদ্য দ্রব্য, আর সেই খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদন প্রকার। সুন্দর বন প্রভৃতি অরণ্যময় স্থানে যে সকল আবাদ হইতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল এক ধানের লোভে সেখানে গিয়া লোকে বাস করিয়া থাকে। ঐ সকল স্থানে অপর্য্যাপ্ত ধান্য উৎপন্ন হয়। সেই ধান্যের উৎপাদনার্থ অধিক পরিশ্রম আবশ্যক হয় না, সুতরাং ব্যয়ও অধিক লাগে না। আলস্যপ্রিয় অপদার্থ লোকেরাই প্রায় সেই সকল স্থানে প্রথম বাস করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা অনুমান হইতেছে, বঙ্গদেশে এরূপে প্রথম বসতি হইয়াছে। ধান্যই ঐ বসতির মূল। ধান্যজাত অন্ন বঙ্গদেশীয়দিগের প্রধান জীবনাবলম্বন। বঙ্গবাসিরা প্রথম বাস কালে যে খাদ্য দ্রব্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন আজিও তাহাই অপরিবর্ত্তিত ভাবে চলিতেছে। ওদিকে আর সমুদায় বিষয়ের পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। সমুদায় বিষয়ের পরিবর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে আহারীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তনও আবশ্যক হয়। এ পরিবর্ত্তন না হওয়াতে বোধ হয় পীড়ার এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ভূমিও দীর্ঘ কাল কেবল এক ধান্য উৎপন্ন করিয়া করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার তাদৃশ উৎপাদিকা শক্তি নাই। অধিকাংশ ভূমি ক্রমে উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। এখন সেই সেই ভূমিতে আর পূর্ব্বের মত ধান্য জন্মে না। অতএব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে বঙ্গদেশে শস্যের প্রকার ভেদ ও শস্যোৎপাদনের প্রণালী পরিবর্ত্তন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গদেশীয়েরা সচরাচর যে সকল দ্রব্য আহার করিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশ ধান্য ও তণ্ডুলে প্রস্তুত হয়। যব গোধূম জাত দ্রব্যাদি তন্মধ্যে কার প্রবেশাধিকার পায় না। কিন্তু যব গোধূম জাত দ্রব্য ধান্য জাত দ্রব্য অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিকর। বাঙ্গলাদেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র। এখানে সচরাচর যব গোধূম উৎপন্ন হয় না। সুতরাং মহার্ঘ্য বিক্রীত হয়। তন্নিবন্ধন সেই দরিদ্রদিগের যব গোধূমজাত দ্রব্য ভক্ষণ প্রায় ঘটিয়া উঠে না। অল্পসংখ্য লোকে তজ্জাত দ্রব্য আহার করিয়া থাকেন। তাহাতে সেই সেই দ্রব্য প্রস্তুত করিবার দোষে বিগুণ হইয়া উঠে। সেই সকল দ্রব্য ঘৃতে পাক করা হয়, ঘৃতপক্ক হওয়াতে উহার তাদৃশ পুষ্টিকারক গুণ থাকে না। সহজে পরিপাক হয় না। উহা আবার কিঞ্চিৎ পর্য্যুষিত হইলে উহা হইতে উপকার লাভ দূরে থাকুক বিলক্ষণ অপকার হয়।

এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই, এদেশের যে ব্যক্তি প্রতিদিন যে পরিমাণে আহার করেন, ধান্য ও যব গোধূমের সহিত তাহার তৃতীয়াংশ তাল হওয়া উচিত। এক চেটিয়ার অনেক দোষ। ধান্য এদেশকে এক চেটিয়া করিয়া রাখাতে পীড়াদি নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে। অতএব প্রতিগৃহস্থের কর্ত্তব্য এই, তাঁহারা পরিজনগণের খাদ্য দ্রব্যের অর্দ্ধেক তণ্ডুলে ও অর্দ্ধেক যব গোধূমে প্রস্তুত করিয়া দেন। যে গুলি যব গোধূমে প্রস্তুত হইবে, সে গুলি যেন ঘৃত পক্ক না হয়। ঘৃত পক্ক দ্রব্য পর্য্যুষিত হইলে বিষময় হইয়া উঠে। বিশেষতঃ বাজারের প্রস্তুত ঐ সকল দ্রব্য যেন কোন ক্রমে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পায়।

এদেশের লোকেরা যব গোধূম ব্যবহার আরম্ভ করিলে কৃষকদিগের উৎপাদনে যত্ন জন্মিবে। তাহা হইলে উহার এক্ষণে এদেশে যে মহার্ঘতা আছে তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত এদেশের আর একটী মহোপকার লাভ হইবে। যে যে উচ্চ ভূমিতে এক্ষণে ধান্য ভাল জন্মিতেছে না, তাহাতে যব গোধূমাদি উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা করা হউক। তাহা করিলে দ্বিবিধ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। প্রথম, শস্যের প্রকার ভেদ ও শস্যোৎপাদনের প্রণালীভেদ হওয়াতে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির বৃদ্ধি হইবে। দ্বিতীয়, সময়ে সময়ে অনাবৃষ্টি দোষে ধান্যোৎপত্তির ব্যাঘাত হওয়াতে যে অনিষ্ট হয় তাহা দূরীকৃত হইবে। যব গোধূমাদির উৎপাদন রীতি প্রবর্ত্তিত হইলেই সেই সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিবার রীতি আপনা হইতে হইয়া উঠিবে। এখন জমীদারেরা ক্ষেত্রে কূপ ও পুষ্করিণ্যাদি খননে পরাঙ্মুখ হইতেছেন না, তাহার কারণ এই, বঙ্গদেশে কদাচিৎ অনাবৃষ্টি হয়। কবে অনাবৃষ্টি হইবে বলিয়া যদি তাঁহারা ক্ষেত্র মধ্যে কূপাদি খনন করিয়া রেখে তাঁহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। প্রজারা সে ব্যয় দিতে সম্মত হইবে না। কিন্তু যদি যব গোধূমের চাস আরম্ভ হয়, সর্ব্বদা জলের প্রয়োজন হইবে, তখন কূপাদি খনন করিয়া দিলে প্রজারা তাহার ব্যয় দিতে কাতর হইবে না। ঐ কূপাদি হইতে কেবল যব গোধূমাদি নয়, অনাবৃষ্টিকালে ধান্যেরও বিশেষ উপকার দর্শিবে।

ব্রাহ্ম কৌলীন্যপ্রথাও কি স্বাধীন অবলা সাইল?

কায়েল সাহেব বুদ্ধিমান্ অধ্যবসায়বান্ ক্ষমতাপন্ন ও ক্ষমতাবান ছিলেন। তাঁহার ধাতুও কিঞ্চিৎ উষ্ণ ছিল। অন্যে কাহা কাহাকে বাধ্য রেখে, তিনি ইহা ভাল বাসিতেন না। তিনি স্বয়ং স্বাধীন হইয়া কার্য্য করিলে যেমন সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেন, অন্যে বাধা দিলে সেরূপ পারিতেন না। তিনি স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা দান করিতেন, অন্যকেও সেই স্বাধীনতা দানে একান্ত উৎসুক ছিলেন। মাদিগ্রেইদিগকে স্বাধীনতা প্রদানার্থ তাঁহার একান্ত ব্যগ্রতা দেখাগিয়াছিল। কেবল কার্য্যে স্বাধীনতা দান চেষ্টা নয়, ঐ স্বাধীনতা প্রদানের অনুকূল আইনও করিয়াছিলেন। আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, ব্রাহ্মদিগকে তাঁহারা সেই স্বাধীনতা দানের ন্যায় সামাজিক রোগের ন্যায় ব্রাহ্ম কৌলীন্যপ্রথাকেও নিবারণ করিয়াছেন? উহাদিগকে রোগের ন্যায়, ইহারও প্রতি কি তাঁহারা ঘৃণা করিয়া থাকেন?

ইচ্ছা হইল রাত্রিতে গ্রাম চৌকী দিতে যেন, ইচ্ছা না হইল গেল না। তাহারা রাত্রিকালে গৃহে সুখশয্যায় শয়ন করিয়া রহিল, কি গ্রাম রক্ষার্থে বহির্গত হইল, তাহারও কেহ "অইস-জ্ঞান" নয় না। পূর্ব্বে পুলিসের লোকেরা যেরূপে আসিত, চৌকিদার গ্রামে বাহির হইয়াছে কি না তাহার তত্ত্ব করিত। চৌকিদারকে গ্রাম মধ্যে না পাইলে তাহাদিগকে ধরিত। এখন আর সে সকল বড় দেখিতে পাই না। পুলিসের লোকেরা ধূমকেতুর ন্যায় বহু দিন অন্তর এক একবার দেখা দিতেন, এখন সে দেখাও আর প্রায় দেন না। আমাদিগের গ্রামের কথা আমরা বলিতেছি। রবের দিন রাত্রিতে পুলিসের লোকেরা একবার আমাদিগের গ্রামটীকে চরণরেণু দ্বারা পবিত্র করিয়াছিলেন, তাহার পর এ পর্য্যন্ত আর আমাদিগের গ্রামের ভাগ্যে তাঁহাদিগের পাদরজোলাভ ঘটিয়া উঠে নাই।

এক্ষণে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, যে সে কর্ম্মচারিকে স্বাধীনতা দান কি সুখের ও উপকারের হয়? সকলের কি স্বকর্ত্তব্য জ্ঞান আছে? সকলের যদি সে জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে না। বিদ্বান ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও সময়ে সময়ে সে জ্ঞান হইতে চ্যুত হন। চৌকীদারেরা ত সামান্য মূর্খ লোক। ইহাদিগের জ্ঞান কি? ইহারা যত টুকু পরিশ্রম বাঁচাইতে পারে তাহাই লাভ জ্ঞান করে। এরূপ লোককে স্বাধীনতা প্রদান করিলে কি নিস্তার আছে? যাঁহারা পর পর তত্ত্বাবধারণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারা সুবদর্শী লোক, তাঁহারা মনুষ্যের চরিত্র বিশেষ রূপে জানিতেন। কয়জন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন? অধিকাংশ লোককেই দণ্ড ভয় প্রদর্শন দ্বারা স্বকর্ত্তব্য পথে নিয়োজিত রাখিতে হয়।

উপসংহারে সোণাপুর থানার সব ইন্সপেক্টরকে আমাদিগের অনুরোধ এই, তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের প্রতি তিনি যেন একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

নূতন পুস্তক।

১। স্বর্ণলতা নাটক (১)। ইহার গল্পটীর শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। ছাপাটী ভাল যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য এক টাকা [illegible]

স্থূল তাৎপর্য্য এই—স্বর্ণলতা এক কুলীন কন্যা। উহার জ্যেষ্ঠা বিপিনের বন্ধু চারুচন্দ্র নামক এক বংশজ যুবকের সহিত ইহার প্রণয় হয়। কিন্তু কৌলীন্য প্রথানুসারে জনৈক নামক একজন মূর্খ মাতাল কুলীনের সহিত ইহার বিবাহ দেওয়া হইবে স্থির হয়। বিপিনের বন্ধু চারুচন্দ্রের সহিত স্বর্ণ লতার বিবাহ হেন। এ বিষয়ে পিতার মত না হওয়াতে তিনি একদিন গোপনে ভগিনী ও চারুচন্দ্রকে লইয়া মাতুলালয়ে প্রস্থান করিলেন। ইচ্ছা সেই খানেই উভয়ের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। এদিকে দেখে কুলীন মহাশয়েরা জনরব তুলিয়া দিলেন চারু স্বর্ণলতাকে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্ব দিবস বিপিন এই সংবাদ পাইয়া তাহার মাতুলকে বলিলেন, দেশের কুলীনদিগের হাতে পায় ধরিয়া মত করিয়া চারুর সহিতই স্বর্ণের বিবাহ দেওয়া উচিত। এই স্থির করিয়া স্বর্ণ ও চারুকে লইয়া তাহার মাতুল দেশে আসিলেন। কিন্তু কুলীনদিগের মত না হওয়াতে একঘরে হইবার ভয়ে জনকের সহিতই স্বর্ণের বিবাহ দিলেন। চারুচন্দ্র এই সংবাদে ক্ষেপিয়া উঠিলেন, ও দিকে স্বর্ণলতা ফুল শয্যার দিবসেই জনক কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়া বিষপানদ্বারা আত্ম হত্যা করিলেন।

এদেশে মনোনীত করিয়া পরিণয় করিবার প্রথা না থাকাতে যে অনিষ্ট ঘটিতেছে কৌলীন্য প্রথার দোষ কীর্ত্তন করিয়া তৎ-প্রদর্শন এই গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য। আজি কালি বাঙ্গালা ভাষায় উপন্যাস হইতেছে কুলীনদিগের চরিত্রবিষয়ক রাশি রাশি পুস্তক বাহির হইয়াছে ও হইতেছে, আমরাও সে সকল পড়িয়া পড়িয়া এক প্রকার বিরক্ত হইয়াছি। বেবেন্দ্র বাবুও এদেশে মনোনীত করিয়া পরিণয় করিবার প্রথা প্রচলিত হয় এই উদ্দেশে কয়েকজন কুলীনের চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। যেরূপ চিত্র করা হইয়াছে, তাহাতে কুলীনেরা কিরূপ, তাহা বুঝা যায় বটে, কিন্তু ভাল রঙ ফলাইতে এবং যথাস্থানে ছায়া ও আলোকের তারতম্য সন্নিবেশ করিতে পারেন নাই। আমরা নাটকখানি বিশেষ ভাবে পাঠ করিলাম, পাঠকালে আমাদের হৃদয়ে ক্রোধ ঘৃণা করুণ প্রভৃতি কোন রসের উদয় হইল না। আমরা অবিচলিত চিত্তে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। স্বর্ণলতা ও চারুচন্দ্রের প্রণয়টী পবিত্র হইলেও উহা দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে পবিত্রতার অধিষ্ঠান হয় না। যে স্ত্রীলোক নিরাকরণ পূর্ব্বক প্রণয় বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রণয়ীর হাতে ধরিয়া টানাটানি করে এবং পিতা মাতাকে গোপনে করিয়া স্থানান্তরে গমন পূর্ব্বক বিবাহ করিতে উদ্যত হয়, তাহাকে বিয়ে পাগলা মেয়ে ভিন্ন আমরা আর কিছু বলিতে পারি না। তাহার চরিত্র এদেশীয় রমণীগণের চরিত্রের আদর্শ হয় ইহা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। স্বর্ণলতার চিত্রটী আমাদের ভাল লাগিল না। লজ্জাই স্ত্রীলোকের প্রধান সৌন্দর্য্য, লজ্জাশূন্য স্ত্রীলোক সহস্র গুণবতী ও রূপবতী হইলেও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে নিতান্ত কুরূপা দেখায়। কালিদাসের শকুন্তলার দুষ্মন্তের প্রতি সলজ্জ প্রণয় ভাব প্রণয় সম্ভাষণ প্রণয় আলাপন প্রভৃতি দর্শনে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও মোহিত হইয়াছেন। শকুন্তলা শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় সজল নয়নে যখন কণ্বের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, এবং যখন তাঁহার সখীগণ তাঁহার সহিত কথা কহিতে শিশু প্রভৃতির নিকট বিদায় গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের বিরহ চিন্তায় যেরূপ কাতরতা ও ক্রন্দন করেন; তাঁহার তৎকালের যে ভাব দর্শনে কাহার হৃদয় না গলিয়া যায়, শকুন্তলাকে স্বাধীনতা দিয়া কোন কার্য্য করিতে কাহার ইচ্ছা না হয়? শকুন্তলার যে সলজ্জ প্রণয় ভাব এবং [illegible] সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইবার কারণ নয়? জর্মাণ প্রধান পণ্ডিত ও কবি গেটে এই সকল গুণেই শকুন্তলার নামে গলিয়া গিয়াছিলেন।

। পত্র পাঠাবলী (১)। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। ইহাতে জ্ঞান ও নীতিগর্ভ উপদেশ পূর্ণ কতকগুলি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি সরল হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে কবির শক্তির তেমন পরিচয় দেওয়া হয় নাই। নিদ্রা পরিশ্রম আলস্য প্রভৃতি প্রবন্ধে কয়েকটী ঐতিহাসিক ঘটনা ও সম্পূর্ণ ভ্রম, অজমহল, আগ্রের গির্জ্জা, রোমরাজ্য প্রভৃতি অনেকগুলি বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১৬ ই ভাদ্র সোমবার।

মান্দ্রাজের বারবণিতাকুল সভ্য বহু দিন নিস্তব্ধাবস্থায় আছেন বলিয়া নেটিব পবলিক ওপিনিয়ন দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। বেঙ্গলি পবলিক ওপিনিয়ন দুঃখ করিয়াছেন বটে কিন্তু আমাদের বিবেচনায় সভা যত দিন নিদ্রা যান ততই ভাল, কারণ সভা জাগরিত হইলে একটী না একটী অনিষ্ট করিয়া বসিবেন ? আইনে আইনে লোকে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট এত চেষ্টা করিতেছেন সর্ব্বসাধারণে এত অনুযোগ করিয়াছেন রেলওয়ের অত্যাচার কিছুতেই নিবারিত হইতেছে না। পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে এক এক গাড়ির এক একটী কামরায় ১০ জন করিয়া বসিবার নিয়ম আছে, কিন্তু সে নিয়ম কাগজে লেখা আছে মাত্র, আরোহী তুলিয়া দিবার সময় গুণের নাগরী বোঝাই করিবার ন্যায় সংখ্যাতিগকে বোঝাই করিয়া দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন কর্ম্মচারিদিগকে দেখিলে বোধ হয় তাঁহারা গবর্ণর জেনরলের লোক হইবেন। আরোহীদিগের সুখ স্বচ্ছন্দের প্রতি তাঁহাদের কিছু মাত্র লক্ষ্য থাকে না। এ অবস্থা অতি শোচনীয় সন্দেহ নাই।

অনরেবল রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের আবেদনানুসারে মৃত অনরেবল প্রসন্নকুমার ঠাকুরের যাবতীয় বিষয় হাই কোর্টের নিয়োজিত একজন রিসিবরের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। অফিসিয়াল ট্রষ্টি ফাণ্ডসন সাহেব রিসিবর হইয়াছেন।

কনষ্টিয়েনপেটা নামক স্থানে একটী হস্তী আছে। গত সপ্তাহে মাদ্রাজ ঐ হস্তীটীকে এক স্থানে লইয়া যায়, সন্ধ্যা কালে মাহুত সুরাপানে বিচেতন প্রায় হইয়া পড়িয়া থাকে, হস্তী ইহা দেখিয়া উহাকে অতি যত্নে শুণ্ডে জড়াইয়া হস্তিশালায় লইয়া আসে এবং সেই খানে রাখিয়া দেয়। মাহুতের আত্মীয়গণ উহাকে কোথায়ও খুঁজিয়া না পাইয়া পরিশেষে তাহাকে হস্তিশালায় ঐরূপ অবস্থায় দেখিতে পায়। ইহার অপেক্ষাও হস্তীর বুদ্ধি চাতুর্য্যের অনেক কথা শুনা গিয়াছে।

লণ্ডনের এক খানি সংবাদ পত্র বলেন, সম্প্রতি ওয়াশিংটনের ট্রেজরি বিভাগে একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। বায় সংক্ষেপ করিবার জন্য উক্ত বিভাগের ৪০০ ত্রিশ শত স্ত্রীলোক কেরাণীকে কর্ম্মে জবাব দেওয়া হয়। তাহাদের কর্ম্মে জবাব হইল এই সংবাদ শুনিবা মাত্র ১৪ জন স্ত্রী কেরাণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। পরে চিকিৎসক আনাইয়া তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিতে হয়।

নিম্নলিখিত শোচনীয় ঘটনাটী দ্বারা বঙ্গ দেশ পুলিসের কার্য্য প্রণালী পরিস্ফুট হইবে। ভাবতা হিতকরী লিখিয়াছেন হাবড়ার অন্তর্গত সাত ঘরার এক পুষ্করিণীতে শিবচন্দ্র কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তির এক বৎসর বয়স্ক এক দৌহিত্রীর মৃত দেহ ভাসিতে দেখা যায়। কন্যাটীর মাতা সন্ধ্যা কালে উহাকে দোলায় শুয়াইয়া আহার করিতে যায়, আসিয়া দেখে কন্যা নাই, সে রাত্রি অনেক অনুসন্ধান করিয়া পাইল না, পরদিন পুষ্করিণীতে মৃত দেহ দেখিতে পাইয়া পুলিসে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিস আসিয়া অনুসন্ধান করিয়া মৃত কন্যার পিতা মাতাকে ধরিয়া থানায় লইয়া যান। পুলিস ইনস্পেক্টর মাতাকে এক ঘুঠারীতে এবং পিতাকে আর এক ঘরে বন্ধ করিয়া রাখেন। প্রাতঃকালে দেখা গেল মাতা রক্তাক্তকলেবরে মৃত প্রায় পড়িয়া আছে। গলায় ছুরির আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইল। সুখের বিষয় এই স্ত্রীলোকটী অনেক সুস্থ হইয়াছে। হিতকরীর সম্পাদক কয়েকজন বন্ধু সমভিব্যাহারে হাসপাতালে গিয়া স্ত্রীলোকটীকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়াছে, ইনস্পেক্টর বলে কে এই হত্যা করিয়াছে যদি তুমি স্বীকার না কর, তোমাকে ফাঁসী দিব" এবং আরো অত্যাচার করিবার ভয় প্রদর্শন করা হয়, তাহাতেই সে নিরুপায় হইয়া এইরূপে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ রূপে এই ঘটনাটীর সত্যা সত্য অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

বারাণসীতে অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া অনেক ঘর পতিত এবং তন্নিবন্ধন ১১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আলাহাবাদেও ঐ রূপে অনেক ঘর পতিত হইয়াছে। ঐ প্রদেশে সচরাচর অধিক বৃষ্টি হয় না বলিয়া ঘরের ছাদ ভাল করিয়া করা হয় না। জল নির্গমের পথও ভাল নয়। তাহাতেই কিছু অধিক বৃষ্টি হইলেই ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

অবজার্ভার বলেন আগামী ডিসেম্বর মাসে ভঙ্গাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে বলিয়া ৪২ গণ্ডক আসামের এবং ৪৪ গণ্ডক ব্রিটনের দেশীয় পদাতিক দলে আরও রাইফল দেওয়া হইবে।

গত কল্য প্রাতঃকাল ৯ ঘটিকার সময় লার্ড নর্থব্রুক শিয়ালদহ ষ্টেসনে উপনীত হন। রবিবারে তোপধ্বনি আইন বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার আগমনে তোপধ্বনি করা হয় নাই। অদ্য প্রাতঃকালে একটী তোপ ধ্বনি করা হইবে।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমান ভারতবর্ষের পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের ডাইরেক্টর অপব্যয় নিবারণের এই উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান পবলিক ওয়ার্ক গুলি কতদূর লাভ জনক তাহার অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। উক্ত সম্পাদক বলেন এইটী জানিতে পারিলেই ব্যয় কমিয়া আসিবে এবং আমাদিগের শাসন কর্ত্তৃগণের পবলিক ওয়ার্কে ব্যয় করিবার ইচ্ছা কমিয়া আসিবে। লাভ লোকসানের

শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ গুহ এ উত্তরের প্রত্যেক।

শাসন কালে এই ইচ্ছা অধিকতর প্রধূমিত হইয়াছে। পার্লিমেণ্ট ইহাকে যদি ক্রমে প্রজ্বলিত করিয়া তুলেন তাহা হইলে হত ভাগ্য ভারতবর্ষীয়গণ ঐ অগ্নিতে পুড়িয়া মরিবে। ইণ্ডিয়ান টেলমান যথার্থ কথাই কহিয়াছেন।

গত কল্য উইলিয়ম ক্যাম্পিলনামক এক ব্যক্তি ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিল, এই অপরাধে উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত দিন কারাদণ্ড হইয়াছে। কাশীতে যদি এই নিয়মটী প্রচলিত হয় অনেকে স্বচ্ছন্দে পথ চলিয়া বাঁচেন।

কলীরাতে দশজন পুরুষ ও দুই জন স্ত্রী বিদ্রোহসূচক ঘোষণা প্রচার করাতে যাবজ্জীবন দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে।

মান্দ্রাজে এক দল লোক আছে তাহারা পীড়া হইলে ঔষধ খায় না, তাহারা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। তাহাদের মতে ঔষধ সেবন করিলে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস করা হয়। পাগলামী এক আকারের নয়।

দুর্ভিক্ষের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে ট্যাক্স সংগ্রহ করেন তাহার দুই লক্ষ মণ আকারাবে পড়িয়া রহিয়াছে। আরও কোথায় কত পচিয়া যাইতেছে কে তাহার খবর লয়? যাঁহারা নষ্ট করিলেন তাঁহাদিগকে তাহা ভোগ করিতে হইবে না, তাঁহাদিগকে কষ্টভোগ করিতে হইলে এরূপ হইত না।

১৭ ই ভাদ্র মঙ্গলবার।

বরদার গুইকুয়ারকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার রাজ্য শাসনের উন্নতি বিধানার্থ যে ১৮ মাস সময় দিয়াছেন, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ঐ ১৮ মাসের জন্য দাদাভাই নাওরোজীকে তাঁহার দেওয়ান স্বরূপ নিয়োগের অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীহট্টকে আসামের অন্তর্গত করাতে শ্রীহট্টের অধিবাসীরা তাহার প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণর জেনরলের নিকট আবেদন করিয়াছেন। আবেদনটী অসঙ্গত হয় নাই। গবর্ণর জেনরল এ বিষয়ের বিশেষ বিবেচনা করেন আমাদের ইচ্ছা।

কলিকাতার টাকশালের অধ্যক্ষ টাকশাল ও অন্যান্য আফিসের কার্য্য শিক্ষার জন্য কলিকাতার শিক্ষাবিশারদদিগের একটী স্কুল করিবার প্রস্তাব করিয়া গবর্ণমেণ্টে লিখেন। গবর্ণর জেনরল ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছেন। কিরূপে ইহা করা উচিত তাহার বিবেচনার্থ এক কমিটী হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান পব্লিক ওপিনিয়নের তেরা ইস্পেইন খাঁ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আমীর সিরাজ আলী নীত ৯ হাজার সওয়ার লইয়া আজুব খাঁর সহিত যুদ্ধার্থ যাত্রা করিবেন। ওদিকে আজুব খাঁও বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া পিতার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য হিরাট হইতে যাত্রা করিয়াছেন। পিতাপুত্রে যুদ্ধ মুসলমান জাতিতে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় এমন আর কোন জাতিতে দেখা যায় না।

বিএনার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সভা উত্তম অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সাংক্রামিক পীড়াদির অনুসন্ধানার্থ জাতিসাধারণ বোর্ড নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে। বোর্ডের সভ্যগণ সকলেই ডাক্তার হইবেন। বিএ, নাতে এই সভা থাকিবেন। যে সকল গবর্ণমেণ্ট ইহার সংস্রবে থাকিবেন, তাঁহারা ইহার ব্যয় দিবেন। বোর্ড এক কমিটী নিযুক্ত করিবেন। এই কমিটী কোথায় কিরূপ ওলাউঠারোগের প্রাদুর্ভাব হয় তাহার অনুসন্ধানার্থ এসিয়া ও আফ্রিকার এক এক আড্ডা করিবেন এবং যে সকল স্থানে ডাক্তার নাই, সেখানে ডাক্তার প্রেরণ করিবেন।

বোম্বাই গেজেটের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গত বৎসর টাইমস পত্রের লাভ ১৮ লক্ষ টাকা হইয়াছে। প্রিন্সিপাল ওয়াল্টার সাহেবের সমুদায় ব্যয় বাদে ৭ লক্ষ টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছে। এ ভিন্ন ইহার আর দশ বার জন অংশীদার আছেন।

মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড বলেন, কলিকাতা হইতে পোর্ট ব্লেয়ারে এই আজ্ঞা করিয়া পাঠান হইয়াছে, যে সকল পুরুষ কয়েদী ২০ বৎসর এবং স্ত্রীকয়েদী ১৫ বৎসর আছে, তাহারা যদি এই কালের মধ্যে সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাদিগকে কতকগুলি বিষয়ে মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে হাই কোর্ট আগামী ২২ এ সেপ্টেম্বর অবধি ২১ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। ছুটীর মধ্যে ৪ ই অক্টোবর ইলসসবেণ্ট কোর্ট খোলা হইবে। হাইকোর্টের আদিম বিভাগের আফিস সকল ৫ ই অক্টোবর হইতে ১৯ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ হইবে। ইলসসবেণ্ট কোর্ট ৯ ই হইতে ১১ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

১৮ ই ভাদ্র বুধবার।

সিনক্লেয়ার সাহেবের মফস্বলে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের হাই কোর্ট একটী গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। সিনক্লেয়ার সাহেব ম্যাকডোনাল নামক একজন সাহেবের প্রতি অত্যাচার করিবে বলিয়া তয় প্রদর্শন করে। এ নিমিত্ত তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হয়। যে দিন তাহাকে আদালতে লইয়া যাওয়া হয় সে দিন রবিবার, সেই দিবসেই কাণ্ডোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাহাকে মোচলকা দিবার, না দিলে ছয়মাস কারাদণ্ডের আজ্ঞা দেন। সিনক্লেয়ার সাহেবও বিচার রবিবার হইয়াছে বলিয়া তাহা অবৈধ হইয়াছে এই আপত্তি করিয়া জুডিসিয়াল কমিশনরের নিকট আপীল করেন তিনি ইহার অবৈধতা স্বীকার না করিয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত হন। পরে হাই কোর্টে আপীল হয়। ৩ জজেই বলিয়াছেন, মফস্বলে রবিবারে কোন মাজিষ্ট্রেটের পক্ষে কৌজদারী বিষয়ের বিচার করিবার কোন বাধা নাই। তাঁহারা বলেন, এমন বিষয় ঘটিতে পারে যে রবিবারে তাহার অনুসন্ধান ও বিচার ও কেবল আইন সঙ্গত হয় এমন নয়, তাহা করা মাজিষ্ট্রেটের একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। এই সকল কারণ প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা সিনক্লেয়ার সাহেবের আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগর পোষ্ট আফিসের একজন ডাক

পোষ্টাল চিঠি হইতে ১০টি চুরি করিয়াছিল বলিয়া নদীয়ার জজ মিষ্টার্সন সাহেব উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৭ বৎসর মেয়াদ দিয়াছেন। কৃষ্ণনগরের বর্ত্তমান ইন্‌স্পেক্টর বাবুর মতে এ ব্যক্তি ধরা পড়িয়াছে। ডাক বিভাগের উপরিতন কর্ম্মচারিরা যদি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত কাজ করেন অনেক চুরির নিবারণ হয়।

গত জুলাই মাসে কলিকাতার উপনগরে ৮২৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮৫ জনের ওলাউঠায় এবং ৩২০ জনের জ্বরে মৃত্যু হয়। মৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ১১ জন খৃষ্টান ৫১৭ জন মুসলমান এবং ৪৯৬ জন হিন্দু।

২২ এ আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৩৭৩০৭০ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময় ৩১০৮৪০ টাকা লাভ হয়। ঐ হিসাবে ৫২২৩০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। জব্বলপুর লাইনে ঐ সপ্তাহে ১৭০৮০ টাকা আয় হইয়াছে, গত বৎসর ঐ সময় ১৭৮৫০ টাকা হইয়াছিল। এবৎসর ৭৭০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

বারজিলিপ মিউস বলেন, তথায় রথা রক্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। সম্পাদক এজন্য চা-করদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন তাঁহারা এই বেলা মাস্তা বাটের প্রতি একটু যত্নবান হন, তাহা হইলে এই কষ্ট হইতে রক্ষা পাইবেন।

২৮ আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৪৭ জনের মৃত্যু হয়। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা নয় জনের অধিক মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১ জনের ওলাউঠায় ৫৭ ১৮ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

১ লা এপ্রেল অবধি আগষ্ট পর্য্যন্ত ষ্টেট সেক্রেটারির বিলের জন্য ৩০১২১৯০ টাকা পার্লমেণ্ট প্রস্তাবে ধার্য্য হইয়াছে।

হাবড়ায় এক জন দেশীয় গণক আছে। একটী ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোকের কিছু টাকা চুরি যায়। সেম সাহেব ঐ গণকের নিকট গমন করেন। গণাইয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময় গাছের উপর হইতে এক সর্প পড়িয়া উহার গলা জড়াইয়া ধরে, সেম সাহেব অচেতন হইলেন। অনেক কৌশল করিয়া সর্পটীকে অপসারিত করিয়া রক্ষা করা হয়। সেম সাহেব রক্ষা পাইয়াছেন। এরূপ কতকগুলি ফিরিঙ্গী ও বাঙ্গালি সাহেব আছেন, তাহারা যীশু খৃষ্টকেও মানেন, এবং বিপদের সময় শীতলা মনসা ও পঞ্চানন প্রভৃতিকেও পূজা দেন।

সহচর পাঠে অবগত হওয়া গেল গত সপ্তাহে সুখচরে একটী গর্ভবতী ইতর জাতীয় স্ত্রীলোক সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ঐ দিন বৈকালে উহাদের উঠানে একটী সর্প দৃষ্টিগোচর হয়। স্ত্রীলোকটী দেখিয়া তাহার স্বামীকে সর্পটী মারিয়া ফেলিতে বলে। স্বামী সর্পের নিকট যাইবামাত্র সর্পটী গর্জ্জন করিয়া উঠে। তখন সে কহিল উহা বাস্তু সর্প, উহাকে মারা হইবে না। সর্পটীও একটী গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিল। উহারা সচরাচর গৃহের বাহিরে শয়ন করে, কিন্তু সে দিন স্ত্রীলোকটীর ভয় হওয়াতে সে সে রাত্রি ঘরের মধ্যে শয়ন করিল। গভীর রাত্রিতে ঐ কাল সর্প আসিয়া স্ত্রীলোকটীর একটী অঙ্গুলী একেবারে গিলিয়া ফেলে। উহার কিঞ্চিৎ পরেই স্ত্রীলোকটীর মৃত্যু হয়। কুসংস্কারের এইরূপ ফলই ফলিয়া থাকে। নীতি শাস্ত্রকারেরা লিখিয়া গিয়াছেন "সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ।"

নেটিব পব্লিক ওপিনিয়ন বলেন, চীন দেশে পিকিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী ফরাসী জর্ম্মণ ও রুশীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

ডাক্তার জেমস হিণ্টন শ্রবণ শক্তির বিষয়ে এক খানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। উহার এক স্থলে লিখিত হইয়াছে, এমন অনেক কার্য্য সচরাচর করা হয় যাহাতে শ্রবণ শক্তির অনিষ্ট হয়। তিনি ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথমেই বলিয়াছেন, স্কুলে সচরাচর বালকদিগের জোরে কান মলিয়া দেওয়া হয়, এটী উচিত নয়। এই রূপে কান মলিয়া দেওয়াতে অনেক বালক বধির হইয়া যায়। যে সকল শিক্ষক কান মলা ভাল বাসেন তাহাদের এটী দর্শন করা কর্ত্তব্য।

এদেশে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজগণের রাজ্যে যে সকল পোলিটিকাল আফিসর আছেন, তাঁহারা যাহাতে এদেশের রীতি নীতি প্রভৃতি বিষয়ে সুশিক্ষিত হন, গত বৎসর ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়ে চেষ্টা জন্মে। এবার ষ্টেট সেক্রেটারি ঐ সকল আফিসরকে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য জিদ করিয়াছেন। তাহা শিক্ষা বিষয়েই তাঁহার অধিকতর জিদ। লাড সালিসবরি বলেন, সম্ভ্রান্ত দেশীয়দিগের সহিত ভালরূপে কথা বার্ত্তা কহিতে পারা হইবার জন্য ঐ সকল আফিসরের তত্তৎ দেশীয় ভাষা ভালরূপে শিক্ষা করা উচিত। "তাঁহারা সেই সেই স্থানের ভাষা জানেন না, সেই সেই স্থানের রাজারাও ইংরাজী জানেন না, উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে উভয়ে কিয়ৎক্ষণ সঙ্কের মত বসিয়া থাকেন। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে বসিয়া থাকিয়া পরস্পরের উপরে পরস্পর চটিয়া উঠিয়া যান। পরস্পরের মনে পরস্পরকে জন্তু বলিয়া সংস্কার জন্মে। এতদ্রূপ অনেক অনর্থ ঘটিয়া থাকে।

মৃত পাঠে অবগত হওয়া গেল, কলিকাতা শিকদার বাগান নিবাসী কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতামহী গত ২৮ এ শ্রাবণ ১১৩ বৎসর বয়সে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি ১০৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্বয়ং অন্ন পাক করিয়া ভোজন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই, প্রাচীন লোকেরা এত শক্তিবিশিষ্ট ও দীর্ঘজীবী কেন, সে দল সে বিষয় বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখেন না।

ব্যাবেরীর সেনাদলের একজন ডাক্তার লিখিয়াছেন, তিনি একদা এক জঙ্গলে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি মৃতপ্রায় পড়িয়া আছে। প্রথমে তাহাকে মৃত জ্ঞান করিয়াছিলেন,

কিন্তু নিকটে গিয়া দেখিলেন, সে ব্যক্তি তখনও জীবিত আছে। তিনি জোরে তাহাকে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা দেওয়াতে তাহার চেতনা হইল। সে চক্ষু উন্মীলন করিয়া প্রথমেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার নিকট নস্য আছে কি না। নস্য নাই, এই কথা শুনিবামাত্র সে পুনরায় মূর্চ্ছিত ও অচেতন হইয়া পড়িল। তখন ডাক্তার নস্যের অনুসন্ধানার্থ কিয়দ্দূরে গিয়াই এক ব্যক্তির নিকট তমাকের নস্য প্রাপ্ত হইলেন। সেই নস্য আনিয়া ঐ ব্যক্তিকে দেওয়াতে সে চেতনা প্রাপ্ত হইল। ঐ ব্যক্তি কোন সংবাদ লইয়া গ্রামান্তরে যাইতেছিল আসিবার সময় তাড়া তাড়ি নস্য আনিতে ভুলিয়া যায়, তাহাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। অফিকেন সেবীদের অফিকেনের অভাবে এরূপ হওয়ার কথা শুনা গিয়াছে, কিন্তু নস্য কিম্বা তমাকের অভাবে অচেতন হইবার কথা কখন শুনা যায় নাই।

১৯ এ ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

নীলকর মিয়াস সাহেবকে লইয়া কেবল ইংলিসম্যান নহেন, ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। ইহাদের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, যদি ক্ষমতা পাইতেন তাহা হইলে এতদিন চিফ জষ্টিস এবং ফিয়ারকে পদচ্যুত করিতেন। ক্রেণ্ড বলিতেছেন, উক্ত দুই জন বিচারপতির এই বিশ্বাস হইয়াছে যে অনেক সম্ভ্রান্ত নীলকর বন্ধুকে বাঁচাইবার জন্য অনায়াসে মিথ্যা কহিতে পারিবেন তাঁহারা এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে ইউরোপীয় সমাজের সম্মানের বড় হানি হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তাঁহারা যেরূপে মিয়াস সাহেবের বিচার করিয়াছেন তাহাতে আমাদের আদালত সমূহ পক্ষপাত শূন্য হইয়া সুবিচার করিতে সমর্থ আমাদের এমন বিশ্বাস হয় না।" যিনি যাহাই বলুন, মিয়াস সাহেবের প্রেসিডেন্সি জেলে গণিবাগ বুনাতে অনেক কাজ হইয়াছে।

বীজনগ্রামের রাজা বারাণসীতে একটী স্ত্রীচিকিৎসালয় স্থাপন করাতে বিস্তর উপকার হইয়াছে। মিস ব্রিঙ্ক (এম, ডি) নামক একজন আমেরিকার স্ত্রীডাক্তারের অধীনে এই চিকিৎসালয়টী স্থাপিত হইয়াছে। এই চিকিৎসালয়ে প্রতিদিন বহুসংখ্যক ভদ্র অভদ্র সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা আইসে। এত রোগী আইসে যে যাহারা ডিস্পেন্সরিতে আসিতে পারে না, মিস ব্রিঙ্ক তাহাদের বাটীতে যাইবার অবসর পান না। আর কিম চারি জন স্ত্রী ডাক্তার হইলে তবে সমুদায় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে।

ইংলিসম্যান বলেন, সার রিচার্ড টেম্পল ৭ ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় অভ্যাগমন করিবেন।

শুক্রবার সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় লাড মর্থব্রুক যেও মেটিব হাসপাতাল খুলিবেন। তাহার পর উক্ত হাসপাতালে রোগীদিগকে লওয়া হইবে।

গত সপ্তাহে সাগরদ্বীপের নিকট যেরি গ্রাণ্ট নামক ষ্টীমার খানি জলমগ্ন হয়। কেহ কেহ বলিতেছেন ৮ জন দেশীয় আরোহীর মৃত্যু হইয়াছে।

নাগ পঞ্চমী উপলক্ষে জয়নগরে মহা সমারোহ হয়। ঐ দিবস লোকে সর্প চক্ষু ও মন্ত্র খাওয়ায়। এ সমাপনের অল্প পরেই পলোয়ানদিগের কুস্তী। যাহারা দিগের সন্তানেরা এককালে লিপ্ত হন, এবং কখন কখন বড় বড় পলোয়ানদিগকেও হারাইয়া দেন। এদেশের জমীদার সন্তানগণকে কিন্তু পাশ ফিরিয়া শয়ন করিতে হইলেও চাকরের উপর নির্ভর করিতে হয়।

সম্প্রতি বারাণসীতে এক ব্যক্তি আপনি আপনার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। এ ব্যক্তি আত্মীয় বন্ধু বান্ধব গণকে আহ্বান করিয়া আপনার একটী মূর্ত্তি গড়াইয়া উহা গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া দাহ করেন। এ ব্যক্তির কিছু ধন আছে, কিন্তু উত্তরাধিকারী নাই, এই জন্যই তিনি ঐরূপ করিয়াছেন। এদেশেও আমরা দুই এক জনের জীবিতাবস্থায় তাহার শ্রাদ্ধ করিবার কথা শুনিয়াছি।

ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, ১৮৭২-৭৩ অব্দে বোম্বাইর গবর্ণর সার পি ওডহাউসের ভ্রমণার্থ ৫৫১৩০ টাকা ব্যয় হয়। যাহাদিগকে এই ৫৫ হাজার টাকা দিতে হইয়াছে, এ ভ্রমণে তাহাদের কি লাভ হইল তাহাদিগকে বলা উচিত।

এক্ষণে বোম্বাইয়ে ২১ টী তুলা কাটা এবং বস্ত্র বয়নের কোম্পানি আছে। ইহাদের মূলধন ৯ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা।

১০ এ ভাদ্র শুক্রবার।

১৮৬৩ অব্দ অবধি গত ১০ বৎসরের মধ্যে প্রিবি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটী কলিকাতা হাইকোর্টের মীমাংসিত মকদ্দমার ১৯৭ টী আপীলের নিষ্পত্তি করেন। ইহার মধ্যে ৮৭ টী আপীলে হাইকোর্টের কৃত মীমাংসার অন্যথা অথবা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং ৮০ টীতে তাঁহাদের কৃত নিষ্পত্তি অবাহত রাখিয়াছেন। অনেকের সংস্কার এই, বাস্তবিক তুলনা হইলে ঐ লোকে এত অর্থ ব্যয় ও এত শ্রম স্বীকার করিয়া প্রিবি কাউন্সিলে আপীল করিতে আইসে না। জুডিসিয়াল কমিটী এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক স্থলে এদেশের আপীলের বিচার করেন। এই জন্যই অধিকাংশ স্থলে আপীল কারীর জয় লাভ হইতে দেখা যায়।

গত বুধবার চাঁদনীর চকে একজন মুদী ক্রেতাদিগকে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেছিল, হঠাৎ দোকান ঘরের ছাদটী পড়িয়া গিয়া ঐ ব্যক্তি গুরুতর রূপে আহত হয়। উহাকে মিডলসেক্স হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে কিন্তু উহার জীবন সংশয়। আরো কয়েক জনের বিলক্ষণ আঘাত লাগিয়াছে। ঐ গৃহটী বহুদিন অবধি নিতান্ত ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছিল। মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষগণ কি এ সকল বিষয়ের কিছু দেখেন না?

শুনা যাইতেছে শ্রীযুক্ত ১২ ই ১৩ ই এই মধ্যে লাড মর্থব্রুক দার্জ্জিলিঙ্গে যাইবেন না। কিন্তু ইলিবর্ট ও ফরকাইস সাহেব অদ্যই যাত্রা করিবেন। ইঁহাদের পর্ব্বত বাস কতদিন কিছু অধিক।

পিয়নিয়র বলেন, ৩১ এ আগষ্ট প্রাতঃকালে দিল্লীতে অনেকবার ভূমি কম্প হয়।

অযোধ্যার একব্যক্তি আপনাতাবে এক কাষ্ঠের অশ্বারোহী সে গোপনে বেলের চপর অর্পন করিয়া সকট চক্রে আত্মহত্যা করিয়াছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রয় হইতেছে।

৪ টাকা শতকরা			১০৩৸০—১০৩৸৵
৪৲	১৮৭০	(১৮৮৫)	১০৯—১০৯৷০
৪৲	১৮৭১	(১৮৮৪)	১০৫৷০—১০৫৷০
৪৲	১৮৭২	(১৮৭৯)	১০৪৷০—১০৪৸৵
৫৲	১৮৫৩-৫৮	(১৮৭৩)	১০৯৸—১০৯৷৵

১ লা ভাদ্র শনিবার।

১৮ ই আগষ্টের ইণ্ডিয়ান মিরর প্রভৃতি সমাচার পত্রের স্তম্ভে আমাদিগের সম্পর্কে এই, কথা দেখিয়া বোধ হইল যেন কায়স্থ জাতিকে সম্ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইলে, তৎকালে সোমপ্রকাশে তাহার প্রতিবাদ করিবার আবশ্যক হইবে। এই কথা বলা হয়, কায়স্থেরা ঐ উচ্চ পদ লাভ করিয়াছেন, সুতরাং হইয়া আর কি বাড়িবে? অতএব এ বিফল চেষ্টা কেন? আমরা রামদাস বাবুর সে চেষ্টার অনুমোদন বা প্রশংসা করি নাই। বঙ্গবাসী কায়স্থদিগের আদিপুরুষ সম্বন্ধে যে সংকল্প করিয়াছেন, তাহাদিগের নিজের নয়, তাঁহার এক বন্ধুর। ঐ প্রস্তাবের কথা। সোমপ্রকাশে ইহার আন্দোলন করিবার উদ্দেশ্য এই, এই আন্দোলনমূলক যদি কোন ঐতিহাসিক ঘটনার আবিষ্ক্রিয়া হয় কায়স্থ জাতিকে অপদস্থ করা আমাদিগের অভিপ্রেত নয়।

এই লেখাটুকু শেষ হইলে পর এক ব্যক্তি ১৯ এ ভাদ্রের অমৃতবাজার পত্রিকা আনিয়া আমাদিগের হস্তে দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম, সম্পাদক উচ্চভাবে আমাদিগকে অনেক কথা বলিয়াছেন। আমরা তাহার উত্তর দেওয়াই উচিত বোধ করিলাম। আমরা যদি অমৃতবাজার পত্রিকার গাত্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করি, আমাদিগের শরীর অপবিত্র হইবে। সাদা চক্ষে দুঃখের বিষয় এই, বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক ঘটনার আবিষ্ক্রিয়া হইবে মনে করিয়া আমরা প্রস্তাবটীর আন্দোলন করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই হইল না। সার কেবল গালিবাজী দেখিলাম। বঙ্গদেশ আজিও কি শোচনীয় দশায় পতিত রহিয়াছে। অন্য দেশ হইলে সমাচার পত্র সম্পাদকেরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া বাহাদুরী দেখাইতেন, এখানকার সমাচার পত্র সম্পাদকেরা গালি দিয়া বাহাদুরী দেখাইলেন।

ইংলিশম্যান বলেন, গঙ্গার জল এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে বরাকর এবং দামোদর জলমগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

কাবুলে আজি কালি বড় বড় কামান প্রস্তুত হইতেছে। সম্প্রতি আমীরের তোপ খানায় ফরাসী রীত্যনুসারে একটী বৃহৎ কামান প্রস্তুত হইয়াছে, উহার গোলা দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। আমীর কামানটী দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কামানটী কিন্তু কিছু অধিক ভারি হইয়াছে।

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা।

২১ এ আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কৃষি বিভাগের কৃত শস্যাদির অবস্থা বিষয়ক রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, মাদ্রাজে বৃষ্টির কিছু অল্পতা আছে, বোম্বাইর সংবাদ ভাল, বঙ্গদেশের দক্ষিণ ভাগ বিভাগে এখনও বৃষ্টির অভাব আছে, উত্তর ভিন্নতের কোন কোন স্থানের সংবাদ মন্দ। দক্ষিণ ভিন্নত ও পশ্চিম বাঙ্গালার অবস্থা উত্তম। পূর্ব্ব বাঙ্গালার শস্যের অবস্থার ক্রমে উন্নতি হইতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বারাণসী এবং ঝাঁসিতে অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু শস্যাদির অবস্থা মন্দ নয়।

বঙ্গদেশের বিষয়ে বিশেষরূপে লিখিয়াছে, সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু অনেক পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা এসপ্তাহে অল্প বৃষ্টি হইয়াছে, বটে কিন্তু অনেক স্থানে আমন ধানের রোপণ কার্য্য শেষ করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির প্রয়োজন। হুগলীতে আশু ধান্য এবং পাটের অবস্থা ভাল। কিন্তু আমন ধানের রোপণ কার্য্য সকল স্থানে সম্পন্ন হয় নাই। হাবড়াতেও বৃষ্টির অতিশয় প্রয়োজন, শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে সমুদায় ধান্য নষ্ট হইবে। নদীয়াতে চতুর্থাংশ মাত্র আমন ধান্য রোপিত হইয়াছে, মুরসিদাবাদে শস্যাদি কিরূপ হয় সংশয় আছে। তবে গত তিন চারি দিন ধরিয়া তথায় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইতেছে। ভিন্নতে শীঘ্র ভাল বৃষ্টি না হইলে ধানের বিশেষ ক্ষতি হইবে। সমুদায়ে যে সকল স্থানে জলসেচন করা হয় তাহা ভিন্ন আর সকল স্থানের ধান্য নষ্ট হইয়াছে, মানভূমে শস্যের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইয়া আসিতেছে। আগামী বর্ষেও দুর্ভিক্ষ হইবে বলিয়া অনেকের মনে আশঙ্কা জন্মিয়াছে। এখনও যদি সুবৃষ্টি হয়, বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক স্থানের শস্য ভাল হইবে এমন আশা করা যায়। অত্যধিক বৃষ্টি এবং জলপ্লাবন নিবন্ধন উড়িষ্যার অনেক ক্ষতি হইয়াছে। রাজমহলেও প্লাবন নিবন্ধন বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। স্থানে স্থানে উত্তম জন্মিয়াছে, অনেক স্থানে পাট উত্তম জন্মিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৮ এ আগষ্ট। মার্শল ম্যাকমেহন প্যারিস হইতে পারিসে প্রত্যাগমন করিয়াছেন সেখানে তাহার আহ্লাদাদি বিশেষ অভ্যর্থনা হয় নাই। ম্যাকমেহন আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রান্সের দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিবেন।

আগামী কল্য ব্রসেলসস্থিত জাতিসাধারণ সভার কার্য্য শেষ হইবে।

এবৎসর ইংলণ্ডে উত্তম শস্য জন্মিয়াছে।

লণ্ডন ৩১ এ আগষ্ট। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, সিকাডার রক্ষার্থ কার্টেজেনিয়া হইতে একদল রণনিপুণ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে।

লণ্ডন ১ লা সেপ্টেম্বর। সিসিলে বীপে বসন্তরোগের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে তথায় কতকগুলি সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। মাটক এইনা হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২২ এ আগষ্ট। পুর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় পুর্ণিয়া বিভাগে রিনিক রাস্তার জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনের ৩ ধারানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

২৫ এ আগষ্ট। ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী দিলওয়ার হোসেন আহম্মদ গণক বাঁধের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ চম্পারণে রহিলেন।

কে, বি, ওয়ার্গান কিছু দিনের জন্য কটকের ডিভিজন ও সেসন্স জজের কার্য্য করিবেন।

ডবলউ এচ মার্থার কিছু দিনের জন্য বর্দ্ধমানের ডিভিজন ও সেসিয়ন্স জজের কার্য্য করিবেন।

হুগলী বিভাগের সরবে রেজিষ্টরি কার্য্যের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু বর্দ্ধমান বিভাগের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য বসিরহাটে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

৩১ এ আগষ্ট। এ যুয়ার সাহেব নওয়াখালির ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইলেন।

জি, এম, এম রিড্ স্ ডেল কিছুদিনের জন্য ত্রিপুরার ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিবেন।

এ, এফ, সি বোল্ ট্ কিছুদিনের জন্য রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নিমাই চরণ চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমান বিভাগের কেশেড়ার চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

মেদিনীপুরের সিবিল সার্জ্জন মেজর আর, জি, ম্যাথিউ কিছু দিনের জন্য রাজসিলির সিবিল সার্জ্জনের কার্য্য করিবেন।

২৯ এ আগষ্ট। তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন গোপালচন্দ্র দে দক্ষিণ সুবর্ণরেখা টাউন দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বেনীমাধব দাস বেতিয়ার চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

২৭ এ আগষ্ট। ত্রিপুরার পর্ব্বত প্রদেশের প্রতিনিধি পোলিটিকাল এজেণ্ট কাপ্তেন ই, জি, লিলিওইন বি, এ, ত্রিপুরার প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১ লা সেপ্টেম্বর। এস, বি, রচফেট (যিনি রেলওয়ে পুলিষের আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর জেনরলের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন) ১৮৫১ অব্দের ৫ আইনের ৩ ধারানুসারে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন। পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের যতদূর পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অধীন তিনি সেই পর্য্যন্ত এই ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। সে দিন আরণ্ডলে এক ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। এক সময়ে দস্যুরা দুই জন গৃহস্থের বাটীতে প্রবিষ্ট হয়। শুনিলাম, দুই স্থান হইতেই যথাসর্ব্বস্ব লইয়া বহির্গমনোদ্যত হয়। ২। ১ জন গৃহবাসীকে নির্দ্দয় রূপে প্রহার করিয়া গিয়াছে। পুলিষ অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন। শুনা যাইতেছে, এ কার্য্যে পুলিষ কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সবিশেষ জানিয়া বারান্তরে লিখিবার মানস রহিল। আরণ্ডল গ্রাম খানি বীরভূমের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। কাটোয়া উপবিভাগের এলেকার অধীন।

২। অদ্য ভাদ্রের তৃতীয় সপ্তাহ। পর্জ্জন্য দেবের এ দিকে এখনও অনুকূল দৃষ্টি পড়িল না। কৃষি কার্য্য সমস্তই বন্ধ। চাষা গুলি বিমর্ষ। আমরা দিবা চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, এবারে এদিকে কিছু মাত্র ফসল জন্মিল না। তবেই ত দেশ উৎসন্ন গেল। এক দুর্ভিক্ষের ধাক্কা না সামলাইতেই আবার সেই বিপদ দ্বার দেশে উপস্থিত। এবারে ত গবর্ণমেণ্ট প্রজা বাৎসল্যের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। আগামী বারে কি উপায়ে যে বাঁচিয়া যাইবে, এই চিন্তাতেই সকলে আকুল হইয়াছে। মহাশয়! জিজ্ঞাসা করি, এ দিকের বৃষ্টির অবস্থা কি কর্ত্তৃপক্ষের গোচর হইয়া থাকে?

৩। বনয়ারী আবাদ অঞ্চলের স্থানে স্থানে জ্বর দেখা দিয়াছে, এখনকে সাংক্রামিক বলিয়া বোধ হয় না। ইহার নাশশক্তিও তাদৃশ বলবতী নহে। তবে উপযুক্ত চিকিৎসাভাবে লোকের অপরিসীম ক্লেশ হইতেছে। এদিকে বনয়ারী আবাদ ভিন্ন কোন স্থানেই চিকিৎসা শালা নাই। দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন তণ্ডুলের দুর্ম্মূল্যতা বশতঃ লোকে নিতান্তল ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। চিকিৎসা সম্বন্ধে ব্যয় করিয়া উঠে, তাহাদের কিছু মাত্র সামর্থ্য নাই। এমন অবস্থায় স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের কঠোর হস্ত হইতে প্রজা রক্ষা করিয়া যশোভাজন হইলেন। কিন্তু এখন বিনা চিকিৎসায় যে অসংখ্য লোক শমন ভবনে গমন করিবে তাহার প্রতীকার বিধানে মনোযোগী হইলে রাজার প্রকৃত কাজ করা হয়। অন্ততঃ অল্প কালের জন্য এদিকে স্থানে স্থানে ডাক্তার খানা স্থাপিত হইলেও লোকের কতক উপকার দর্শে এস্থলে আমাদের একটী বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হইল। সেটী এই, তালিবপুরের জিল্লুর রহমান সাহেবের একটী চিকিৎসা শালা সংস্থাপনের অভিলাষ আছে। এ অনুষ্ঠানের উপযুক্ত সময় উপস্থিত। এ সময়ে এ কার্য্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলে লোকের অল্প উপকার সাধিত হয় না। মুন্সী সাহেব এ শুভ কার্য্যে আর গৌণ করিতেছেন কেন?

৪। কোন বিষয়ে অভাব দেখিলে সেই অভাব দূর হইবে বলিয়া আমরা সংবাদ পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু সে দিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি না পড়িলে আমাদিগকে যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইতে হয়। আমরা বনয়ারী আবাদ ডাকঘর সম্বন্ধে অনেকবার সংবাদ পত্রে লিখিলাম। দুঃখের বিষয় এই কর্ত্তৃপক্ষ তাহার একবারও অনুসন্ধান ত লইলেন না। যে দিন হইতে এখানকার ডাকঘরটী শাখা কার্য্যালয়-রূপে পরিণত হইয়াছে, সেই দিন হইতে পত্র প্রেরণ বিষয়ে লোককে নিরতিশয় ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। যথা সময়ে পত্র পাওয়া যায় না। অনেক বিলম্ব হইয়া থাকে। তাহাতে যে লোকের কত ক্ষতি হয়, তাহা সহৃদয় পাঠক অনুভব করিয়া লউন। আমরা জিজ্ঞাসা করি এখানকার ডাকঘরকে কাটোয়ার অধীন করিবার প্রয়োজন কি? আমুরপুরের অধীন করিলে লোকের কোনরূপ আপত্তি থাকে না। আমাদের বিশেষ অনুরোধ বঙ্গল বার্ত্তা বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী এ বিষয়ের এক বার অনুসন্ধান লয়েন।

১৫ ই ভাদ্র
১২৮১ সাল

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয়সমীপেষু।

শ্রীল শ্রীযুক্ত লাট নর্থব্রুক গবর্ণর
জেনরল বাহাদুরের গোয়া-
লপাড়া নগরীতে শুভা-
গমনোপলক্ষে
উপহার।

১। সুখের নিবেশ উদিল আসি।
বিনাশি দুঃখের তিমির রাশি॥

নরগণ যত,
আমোদেতে রত,
নৃত্য গীত প্রমত্ত সবে তা'য়।
নব নারীগণ,
কে করে গণন,
সুখের সলিলে ভা'সায় কায়।
২। জয় জয় নক্ষত্রক মুখরিত।
সহস্রাননে উঠে জয়ধ্বনি॥
যত নর নারী,
হয়ে সারি সারি,
ভক্তি পুষ্পে পূজিছে তোমায় হে।
করুণা বিকাশ,
এ নগরে আসি,
পরস্পর দেহ নগর চেতে॥
৩। ধন ত্যজি এ নগরী শোভিল।
রক্ত পতাকা সিন্দূর পরিল॥
নানা আভরণ,
খচিত কাঞ্চন,
স্বীয় অঙ্গেতে ধারণ করিল।
কণ্ঠপক্ষগণ,
আনি মানি জন,
সৈরিন্ধ্রী পদেতে বরিত হৈল॥
৪। সবে সাজায় মনের মতন,
যেন বাসরে করয়ে যতন॥
মলিনতা যত,
হইল বিগত,
বিকাশিছে বিমল বিভা কায়।
ধবল পতাকা,
যেমন বলাকা,
চৌদিকে বিমানে উড়িয়া যায়॥
৫। বাজিছে বাজনা মধুর রবে।
পুলকে পূরিত মানব সবে॥
নগরী শোভায়,
ইন্দ্র লাজ পায়,
আহা নরি কিবা শোভা ধরেছে।
আজি কি উৎসব,
যেন দুর্গোৎসব,
পথেতে প্রমোদ স্রোত চলেছে॥
৬। দীন হীন প্রজাকুল কাতরে।
ডাকিছে তোমায় প্রভো যে ঘরে॥
মনে বড় আশা,
ঘুচিবে পিপাসা,
তোমায় দর্শন করিয়ে এবে।
ক্ষুদ্র এ নগর,
দীন হীন নর,
তাই কি তুষিবে প্রভো এ সবে॥

৭। জনক সদনে সন্তান প্রায়।
সকলে সমান করুণা চায়॥
তারতম্য করি,
যদ্যপি পরিহরি,
কনিষ্ঠ বলিয়া বুঝি তুষিবে।
আমাদের বল,
রোদন কেবল,
পরস্পর কেহ নাহি ছাড়িবে॥
৮। বলিবারে প্রতিনিধি তোমায়।
আমাদের মানস নাহি যায়॥
তুমি হে রাজন,
ভারত তারণ,
তোমার কৃপায় ভারত সুখী।
শিষ্টের পালন,
দুষ্টের দমন,
করিছে তরিছ যতেক দুখী॥
৯। তব আগমনের আয়োজন।
করে নগরী করিছে যতন॥
দীন দুঃখী যত,
হয়ে সমবেত,
এল গ্রহণ করিতে তোমায়।
নাই কোন ধন,
করিতে অর্পণ,
এই উপহার হে তব পায়॥
১০। ভাসিছে নগরী সুখ সলিলে
গ্রীষ্মেতে জুড়ায় যেন অনিলে॥
দুর্ভিক্ষের ক্লেশ,
হইল যেন শেষ,
সুসু সুখ উপস্থিত নগরে।
কেহ নাচে গায়,
কেহ বেগে ধায়,
উঠে তরঙ্গ সুখের সাগরে॥
১১। করিছে কীর্ত্তন কীর্ত্তনিয়াগণ।
শোভিছে তাহে নর্ত্তকী নর্ত্তন॥
লৌহিত্য লোহিত,
করিছে মোহিত,
রক্ত পতাকা বিম্বের আভায়।
নীলিমা প্রভায়,
বিমিশ্র শোভায়,
অপূর্ব্ব রূপে বসুধা ভুলায়॥
১২। ধরে হৃদয়ে রক্ত নীলাসন।
হৃদীয় উপবেশন কারণ॥
লৌহিত্য আপনি,
মনে ধন্য গণি,
হাসিছে তরঙ্গ ছলে আমোদে।

ভীরুভূমি ধন্যা,
হয়ে লোকারণ্যা,
হয়েছে শোভিত বীর আহ্লাদে॥
ভূমিস্বামী ধনী যত এসেছে।
আনন্দ বাজার তটে লেগেছে॥
যত আশা মনে,
তব দরশনে,
পবিত্রতা লাভ করি যাইবে।
দিয়ে দরশন,
পুরাও মনন,
স্বর্গ বাস ফল তারা পাইবে॥
১৪। অসংখ্য দর্শক আসি জুটিল।
আনন্দ কাননে মুকুল ফুটিল॥
করী সারি সার,
পৃষ্ঠেতে আমারি,
স্বর্ণরৌপ্য খচিত রক্তাসন।
যত বাজিরাজি,
কাবুলের তাজী,
ধরে পৃষ্ঠেতে পর্য্যাণ সুশোভন॥
১৫। সাজিছে পোলিস প্রহরী যত।
ধরিছে বন্দুক কিরীচ কত॥
ভাতি তাহু করে,
ঝক মক করে,
তাহু যেন ভূতলেতে নেমেছে।
সেলামী করিতে,
তোমায় বরিতে,
এক দৃষ্টে সবে চেয়ে রয়েছে॥
১৬। সেজেছে ঘাটলা কেমন সাজে।
দুই দিগেতে নহবত বাজে॥
রক্তিম বসন,
করি আচ্ছাদন,
তদুপরে উপরেতে শোভা পায়।
দিনকর কর,
ভাজিয়া অম্বর,
শ্যামল নীরদ জলে লুকায়॥
১৭। নবীন রচিত কুঞ্জ যেমন।
শোভিছে ঘাটলা মঞ্চ তেমন।
পতাকার পতি,
সহ সদাগতি,
বিতরে অপূর্ব্ব শোভা অম্বরে।
মনে করি আশা,
হবে তব আসা,
ঢেকেছে বস্ত্র রক্তিম অম্বরে॥
১৮। আ মরি নগরী কি শোভা ধরে।
লোকারণ্য এ নগরে না ধরে॥
করে করে ধরে,
উঠে ধরাধরে,

আবাল বৃদ্ধ বৈসব যা ধরে।
দেখিবার তরে,
চলেছে সত্বরে,
ধরিবার বারি যেন না ধরে॥
১৯। নবীন রঙ্গের সং দেখাইব।
নর বানর করি নাচাইব॥
তাওনা আইছে, (১)
গাওনা গাইছে,
নদ হ্রদে মাঠ কত ভাসিছে।
মুখস পরিয়া
লাঙ্গুল ধরিয়া,
কই রই রবে সবে বাচিছে॥
২০। রমিত চৌদিকে নরোহারিনী।
সতত দুঃখিত দুঃখ বারিণী॥
বাব বদ্ কুল,
করি কুল কুল,
দিতেছে হুহুঙ্কারি বার বার।
কুল বধূগণ,
খুলি বাতায়ন,
দেখিছে সবে হয়ে অনিবার॥
২১। মনোভাব কে বা পারে রমিতে।
নানা ভাব মনে হয় ভাবিতে॥
নগর উপর,
পর্ব্বত শিখর,
এ শিবোরত্ত করিল নগরী।
হেরিবার তরে,
মহাযত্তি করে,
উঠিল যেন উচ্চ শির করি॥
২২। এদেশেতে দীননাথ উদিল।
সশঙ্কিত দিননাথ হইল॥
যেন দিবাকর,
প্রভাবিতে কর,
প্রসারিছে স্বীয় কর নিকর।
ভয়ে ভীত হয়ে
কণে রয়ে রয়ে,
সম্বরিছে অম্বরে স্বীয় কর॥
২৩। পার্ব্বতীয় লোক আসবা সকল।
প্রভাবিত ফুল ফল কেবল॥
লতা পাতা দিয়ে,
তোমারে তোষিয়ে,
বিদায় করিব প্রভু তোমায়।
যে দেশে যেমন,
পাইবে তেমন,
লও বিদায়ের মুদ দয়ায়॥
২৪। দশমী দিবসে যথা তটিনী।
আমোদ প্রমোদে সব তোষিনী।
প্রফুল্ল হৃদয়ে,
উত্তেজিত হয়ে,
যায় সবে তটিনীর তটেতে।
আমোদে মাতিয়া,
দিন কাটাইয়া,
বিসর্জ্জিয়া দেবী যায় ঘরেতে॥
২৫। সহষ মনে করি আগমন।
বিষর্ষ ভাবে করিব গমন॥
করিতে সান্ত্বনা,
মনের বাসনা,
কোলাকোলি করে যেন সবোহে।
জ্বালিয়া আলোক,
নিবারিব শোক,
তোমার বিরহ বেদনা ও কে॥
২৬। তপন তাপিত হয়ে চলিছে।
বিরহ জ্বালায় যেন জ্বলিছে॥
দিগ বধূগণ,
বিরস বদন,
কুমুদের সখা দেখ আসিল।
উদিল গগনে,
তব দরশনে,
সহস্র নয়ন তারা মেলিল॥
২৭। জ্বলিছে অসংখ্য দীপ নগরে।
করিছে কীর্ত্তন কত নাগরে॥
রাজপথ যত,
দীপ কত শত,
জ্বালিয়া করিছে আলোকময়।
নগরী যেমন,
করিতে দর্শন,
মেলিছে অসংখ্য নয়নচয়॥
২৮। আপনি আতস বাজি পুড়িল।
দেখিতে গগনে যেন উঠিল॥
অভাবে দর্শন,
হইল পতন,
ভস্মীভূত হয়ে প্রাণ ত্যজিল।
অগ্নির উত্তাপে
বাজির প্রতাপে,
বিরহ যন্ত্রণা যেন বাড়িল॥
২৯। প্রভু নয় ও হে ভারতপ্রভু।
আসাম অরণ্যে তুলনা কভু॥
দীন জনগণ,
নাই কোন ধন,
ভিখারী কাঙ্গালী সব এসেছে।
এই উপহার,
বাক্য নয় হার,
দেখে সবে সমর্পিতে এসেছে॥
৩০। ম কুচিবকীর্ত্তি কয়ে ধরাধামে
ভুল না ভুল না প্রভু আমাদে॥
আমরা সবাই
এই ভিক্ষা চাই,
এ উপহার করিবে গ্রহণ
ভক্তি রসে ভাসি,
স্বভাবায় ভ ষি,
কবে তারিণী প্রসাদ বচন।
৩১। কাঙ্গালীগণ কর জোড়ে কয়,
আসামে যেন রেল রোড হয়॥
তব আগমন,
স্মরিয়ে স্মরণ,
দুঃখিত কাঙ্গালী সব চলিবে।
উন্নতি সাধন,
হবে বিলক্ষণ,
দুর্ভিক্ষ আসাম ভয়ে ভাবিবে॥
৩২। চির কাল আশীর্ব্বাদ করিবে।
আসাম বাসীরা সুখে ভাসিবে
ধন্যবাদ দিবে,
সদা নাম নিবে,
অক্ষয় রহিবে তব সুনাম।
ভিখারিরা কয়,
মনে যেন রয়,
পূর্ণ হয় যেন এ মনস্কাম॥
সমাপ্ত।

২৯ এ আগষ্ট ১৮৭৪ } খ্রী.—

(১) আসাম ভাষায় অভিনয়।

সবিনয়নিবেদনমিদং—

মহাশয়! সকলেই অবগত আছেন যে ... নীপুর হইতে উলুবেড়িয়া পর্য্যন্ত একটী খাল হইয়াছে। এতদ্বারা পথিকদিগের ... গমন কৃষকদিগের কৃষি ... লক্ষ লক্ষ টাকার উপকার দর্শিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সাদিনীপুরে ইহার দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অল্প হইবার ইহা একটী প্রধান কারণ। ইহার নিমিত্ত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। অদ্যদিন ৪টার কলিকাতা হইতে একটী ষ্টীমার এখানে গমনাগমন করিতেছে। তাহাতে লোকে দ্রব্যাদি লইয়া সপ্তাহে সপ্তাহে একবার নির্ব্বিঘ্নে গমন করিয়া থাকে। কয়েক দিবস হইল উক্ত ষ্টীমারে একটী অতি শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ষ্টীমারের প্রতি লোকের অতি ... রহিয়াছে। আমি একদিন এই ষ্টীমারে ... করিয়া

হইতেছিলাম, কপোতাক্ষ নদের সম্মুখে চরের নিকট সূর্য্য অস্ত হয় এবং রাত্রে তাহাতে সেইরূপ অবস্থানে কাটাইতে হইবে। আমার সঙ্গে একটি ব্যাগ ছিল, তাহার উপর সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকা কখনই সম্ভাবিত নহে সুতরাং যৎকিঞ্চিৎ জলযোগের পর ব্যাগটিকে বালিস করিয়া ষ্টীমারে শয়ন করিয়া রহিলাম। প্রত্যুষে উঠিয়া দেখি ব্যাগ নাই। দেখিয়াই একবার হতবুদ্ধি হইলাম এবং চতুর্দ্দিকশূন্য দেখিতে লাগিলাম। বিশেষতঃ তাহাতে অন্যূন ১০ দশ হাজার টাকার দলিল ও তমসুক এবং নগদ ৫৪ টি টাকা ছিল। তাহা আমার নিজের নহে, তখনকে কি বলিব এবং কিনিই বা কি করে পাঠাইব এই চিন্তায় আমার বক্ষ শুষ্ক হইয়া গেল। হৃদয়ে তীক্ষ্ণ শেল বিদ্ধ হোল ও বমনের এবং চক্ষু হইতে জল বহত পক্ষে ধারা বাহতে লাগিল। আমি এইরূপ অবস্থায় বিস্তর আক্ষেপ ও ক্রন্দন করিলাম এবং সকলকেই অনুনয় পূর্ব্বক উক্ত বিষয় জানাইলাম কিন্তু কিছুই অনুসন্ধান হইল না। অবশেষে একজন বৃদ্ধমান লোকের উপদেশে ও সেইস্থানের আসিষ্টাণ্ট ওভরসিয়র শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র চৌধুরি মহাশয়ের দয়া ও ভদ্রতায় যে স্থানে ষ্টীমার ছিল তথায় জাল ফেলায় ব্যাগ, জালের সহিত জল হইতে উত্থিত হইল। তাহার ভিতর দেখা গেল প্রায় সমুদায় কাগজ ও ৩০ ৪ সের পরিমাণে একখণ্ড পাথরীয়া কয়লা আছে। কেবল মাত্র তিন খানি দলিল ও নগদ ৫৪ টি টাকা নাই। সে সময়ের আমার হৃদয়ের ভাব সকলে মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। সম্পাদক মহাশয়! এই শোকাবহ ঘটনাটী কিরূপ ভয়ঙ্কর ইহা অপেক্ষা পরিবারগণের দুঃখের বিষয় আর কি আছে? ইহাতে কে সাহস করিয়া ষ্টীমারে যাইতে ইচ্ছা করে? অতএব সকলের সতর্কতার নিমিত্ত আমি ইহা প্রকাশ করিতেছি যে কোন ব্যক্তি ঐ দিবস অবধি এই সকল অনিষ্ট নিবারণের জন্য কোন মনোযোগী না হন বিশেষ দুঃখিত হইব। যে পর্য্যন্ত না কর্ত্তৃপক্ষ ষ্টীমারে চৌকীর নিমিত্ত একজন উপযুক্ত লোক নিযুক্ত না করেন সে পর্য্যন্ত যেন ইহাতে কেহ আরোহণ না করেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন আর কেহ কখন এরূপ বিপদে না পড়েন।

১০ এ আগষ্ট ১৮৭৪, ঝিনিদহ
শ্রীসমসুদ্দীন মল্লিক
ঝিনিদহ কেনেলের পথিক
নাং চন্দা পং ভজ দুম জিলা যে যশোহর।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ২৮ এ আগষ্ট।

নদীর নাম	সর্ব্বাধমতি জল।	
ভাগীরথী।	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাশির নীচে	৩১	
ডুবপুর ও মাইলের মধ্যে	২২	
তথা হইতে জলিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	২১	
জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২৪	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২৩	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৩ মাইলের মধ্যে	২৪	৩
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	২৩	
ভাঙ্গার পাড়া	১৯	৩
তথা হইতে হাট বোলিয়া	১৯	৩
তথা হইতে কট ১ নং	৩২	৩
তথা হইতে বোলমারি	২৫	৯
তথা হইতে আলিকদহ	২৫	৯
তথা হইতে কুকদহ	২৭	৯
জলঙ্গী।		
মোহানায়	১২	

সন ১৮৭৪ সালের ৩১ এ আগষ্ট বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	২৩	১১

বহরমপুর ৩১ এ আগষ্ট ১৮৭৪ } টী, বেটী সি ই, প্রতিনিধি এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ কৌমিক
দাসপুর ১০
" " গণেশচন্দ্র বসু—সৌলত খা ১০
" " মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
তেলিনীপাড়া ১০
" " রাজ রাজ দীপ—গোয়ালন্দ ৫৪০
" " মধুরামোহন পাল চৌধুরী
বালিডাঙ্গা ১০
শ্রীযুক্ত বাবু বহুলাল মল্লিক—পাথুরেঘাটা ১০
" " হরচন্দ্র চৌধুরী—কলিকাতা ১০
" " শ্যামাকিশোর শীল—ক্ষীরপাই ১০
" " মহাতারণ রায়—কলিকাতা ৫৪০
" " হরিমোহন মজুমদার— ৫৪০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারও নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৪০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫৪০ টাকা। ছয় মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না নোট, হুণ্ডি, বন্ধক চিঠি, মনি অর্ডর, টীকা অন্যান্য যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন অধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সুদূর সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা!
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৮৩ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্তনাং প্রজানিধিনায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তা।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ৩০ এ ভাদ্র। ইং ১৮৭৪। ১৪ ই সেপ্টেম্বর।
মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১২৷ বার টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৬৷৷ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক।

বিশ্বেশ্বর বিলাপ। বিবিধ নীতিপূর্ণ বাঙ্গলা পদ্যে কাশীর পাপ বর্ণন করিয়া পাপ হইতে বিরত হইবার উপদেশ। যাঁহার এই গ্রন্থ ক্রয় করিবার ইচ্ছা হইবে তিনি মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাকঘরে আমার নিকট মূল্য প্রেরণ করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। ইহার মূল্য ।৷০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে পুস্তকের মূল্য ভিন্ন /০ এক আনা ডাক মাশুল দিতে হইবে। তবে যিনি এককালে ১০ খান অথবা তাহার অধিক পুস্তক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার স্বতন্ত্র মাশুল লাগিবে না। আট আনার হিসাবে প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য পাঠাইলেই পুস্তক পাইবেন। তাহার যে ডাক মাশুল লাগিবে, তাহা আমি নিজ হইতে দিব। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করিবেন, ।৵০ আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরিত হইলে গৃহীত হইবে না। বিদেশের কোন গ্রাহক অথবা কলিকাতার গ্রাহকগণ কলিকাতার যে স্থানে পুস্তক পাঠাইতে করিবেন, লোক দ্বারা সেই স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

১২৮১ সাল
৪ ঠা ভাদ্র
শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

লক্ষ্মণ বর্জ্জন ও শ্রীবৎস চিন্তা গীতাভিনয় নামক দুইখানি পুস্তক আমি প্রণয়ন করিয়া বি পি যন্ত্রে প্রেরণ করিয়াছি, অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেক। কিন্তু আমার অনুমতি ব্যতিরেকে কেহই উহা অভিনয় করিতে পারিবেন না।

শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী
সাং উলবেড়ের অন্তঃপাতী
কুলেশ্বর।

আমার জমিদারী সেরেস্তায় দেওয়ানী পদ শূন্য আছে। ঐ পদে জমিদারী কার্য্যে পটু ও আইনজ্ঞ এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিব। মাসিক বেতন ১৫ পনর টাকা। কার্য্য দক্ষতায় প্রশংসিত হইলে বেতনের হার বৃদ্ধি হইবে। আহারীয় দ্রব্যাদি এবং ভৃত্য সরকার হইতে দেওয়া যাইবে। যদি কেহ এই পদাকাঙ্ক্ষী হন, প্রশংসা পত্র সহ আবেদন পত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় অদ্য হইতে এক মাসের মধ্যে আমার নিকট পাঠাইবেন পদপ্রার্থী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ কিম্বা কায়স্থ জাতি হওয়া আবশ্যক।

১২৮১ সাল
১১ ই ভাদ্র
শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চৌধুরী
হেয়ার সেরেস্তাগড়
কৃষ্ণপুর গ্রামে বাসস্থান।

প্রোফেসর উইলসন সাহেবের কৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান। ৩ য বার মুদ্রিত এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। ডিমাই ৪ পেজি ১০০০ সহস্রাধিক পৃষ্ঠা পরিমিত। মূল্য ১২৷৷০ টাকা। কলিকাতা চাঁপাতলা আমহরেষ্ট ষ্ট্রীট ১৩২ নং ভবনে প্রাপ্তব্য।

প্রকাশক
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

স্ত্রীচিকিৎসা।

কলিকাতা মেডিকেল কালেজের ধাত্রী বিদ্যা, বালচিকিৎসা এবং স্ত্রীচিকিৎসার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিব আনন্দ কর, এম, ডি, সি, বি কর্ত্তৃক প্রণীত মূল্য ডাক মাশুল সমেত ২ টাকা আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুস্থানের লাইব্রেরী
কলিকাতা।

কবিবর ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত বি [illegible] চিত নিম্নলিখিত কাব্য ও নাটক গ্রন্থ [illegible] স্বত্বের সহিত বঙ্গক থাকাতে বঙ্গকগ্রহীতার মর্ম্মানুসারে ঐ সমস্ত পুস্তক [illegible] স্বত্ব আগামী ১৭ ই সেপ্টেম্বর [illegible] কাল পর্য্যন্ত কলিকাতা [illegible] স্থানে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় [illegible]

সংখ্যা—

১, মেঘনাদবধ কাব্য, ১ খণ্ড। ২, মেঘনাদবধ কাব্য একত্রে সম্পূর্ণ, (এখন ছাপা নাই)। ৩, তিলোত্তমাসম্ভব, কাব্য। ৪, বীরাঙ্গনা, কাব্য। [illegible] ৫, চতুর্দ্দশপদী [illegible] নবা কাব্য। (এখন ছা[illegible] ৬, কৃষ্ণকুমারী নাটক, (এখন [illegible] পদ্মাবতী নাটক, ৯, [illegible] তুতোমা [illegible] বলে [illegible]

এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ সমাচার [illegible] কলিকাতা হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে নং ৩, সেণ্ট [illegible] কাউন্সেল উকীলের আপিসে প্রাপ্তব্য।

হেম নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা ৫৩৯ ষ্ট্রীট ব্যানিং লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸০ আনা ডাক মাসুল ১০ এক আনা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুহেরল কলিকাতা

বাষ্পীয় পটারি ওয়ার্ক।

কলিকাতাবাসী প্রভৃতি নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হইলে আদেশ করিলেই উক্ত প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ফ্লেক করা প্রভৃতি নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাউকন ওভলস ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় চুনের স্টাইল টাইল স্কেকিয়াছে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

এতদ্ভিন্ন এঞ্জিন ও অন্যান্য যে সকল কারখানার নিমিত্ত উপরি উক্ত ফ্লেক করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা, ৭নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। বরন এণ্ড কোং।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের ৫০ টিপিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যরত্নাবলী মূল্য ১ ডাক মাসুল ৸০ এবং তৎকৃত ভিষগ্‌বন্ধু মূল্য ১ ডাকমাসুল ৵০।

ডাক্তার বাবু নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের একটুকে মেটিরিয়া মেডিকা মূল্য ২ ডাক মাসুল ৵০ এবং তৎকৃত এনাটমি ছাপা হইতেছে। উহা শীঘ্রই আমার নিকট আসিবেক এবং অন্যান্য ডাক্তারি পুস্তক আমার নিকট পাওয়া যায়।

ক্ষেত্র বাবুর পুস্তকের পরিমিতি প্রক্রিয়া মূল্য ।০ ডাক মাসুল /০

যোগেশ বাবু প্রকাশিত স্বর্ণলতা ১ ডাক মাসুল ৵০।

ইন্দ্র বাবু বি এ, কৃত বল্লভক্ত ১, ডাক মাসুল ৵০।

ফ্যামিলি ট্রিটমেণ্ট ১৷৷০।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহেরল

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি কৃত বঙ্গভাষায় এনাটমি বা শারীর বিদ্যা প্রথম খণ্ড জেনরেল এনাটমি সাধারণ শারীর বিদ্যা এবং অস্থিবলজি বা অস্থি বিদ্যা উত্তম কাগজে উত্তম ছাপা এবং ১২০ খানা প্রতিমূর্ত্তি সহিত ৪৷০ মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল এইক্ষণে ক্রেতাদিগের সুবিধার জন্য ২ দুই টাকা মূল্য ও ডাক মাসুল ।/০ আনা অবধারিত হইল আমার নিকট প্রাপ্তব্য—

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুহেরল লালবাজার।
১০ ইণ্ডিয়া ১৮৭৪

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় প্রহণী যকৃতিক প্লীহার পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ২০।২৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাহার মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয় ও কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইতাম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধ দিয়া সংখ্যা করিতে পারিনা। এজন্য অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাসুল ৩৷৷ টাকা পাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে দান ও অর্থ লওয়া যাইবেক।

শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার।
১৯এ আষাঢ় ১২৮১ সাল
সোবোরডাঙ্গা
জেলা নদীয়া।

মদ্রচিত "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বামর্জি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ই মার্চ্চ ১৮৭৪ সাল
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য।

ইংরাজী জুতা।

দুর্গা পূজার সময় ব্যবহার জন্য অতিশয় সস্তা।

ক্যাশ এণ্ড কোং
১২৬ ও ১২৭ রাধাবাজার।

সোমপ্রকাশ।

৩০ এ ভাদ্র সোমবার।

ভারতবর্ষে কি এত নির্লজ্জ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন ইউরোপীয় আছেন?

এ জগতে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ও নির্লজ্জ লোক অনেক আছে বটে কিন্তু যাহারা দোষী ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা পায় তাহাদিগের তুল্য কাণ্ডজ্ঞানহীন ও নির্লজ্জ কেহ নয়। আমরা ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয় দলে এই প্রকার লোকই অধিক দেখিতে পাইতেছি। এতদিন তাহাদিগের হৃদয় কজ্জলে আবৃত ছিল, নীলকর মিয়ার্স সেই আবরণ তুলিয়া দিয়াছেন। অনেক ইউরোপীয় তাঁহার স্বপক্ষ হইয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকটে আবেদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

যাঁহারা আবেদন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা কাণ্ডজ্ঞানহীন ও নির্লজ্জ বলিলাম তাহার কারণ এই, নীলকর মিয়ার্স পাঁচুর উপরে যে অত্যাচার করিয়াছেন, সে বিষয়ে কি সংশয় আছে? দূরবর্ত্তী মফস্বলের প্রবল লোকেরা দুর্ব্বলদিগের প্রতি যে এই প্রকার দৌরাত্ম্য করে, তাহা কে না জানেন? আমরা স্বচক্ষে এরূপ অনেক

গ্রাম দেখিয়াছি, সেখানকার তালুকদার কোন ব্যক্তিকে একটী অসঙ্গত আদেশ করিলেন, সে ব্যক্তি তৎসম্পাদনে অনিচ্ছু অথবা অসমর্থ হইল। তালুকদার লোক পাঠাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনাইলেন। কখন স্বহস্তে কখন বা লোকদ্বারা তাহাকে নানা প্রকার অপমান করিলেন। সে কেবল উচ্চস্বরে ঈশ্বরকে ডাকিল, এবং যতক্ষণ শরীরে স্থানা হইল, ততক্ষণ রোদন করিল। তাহাতেই যে প্রতীকার হইল। সে যে রাজদ্বারে জানাইয়া প্রতীকার করে এমন সাহস হইল না। সে চেষ্টা করিতে গেলে লাভের মধ্যে এই হয়, তালুকদার তাহাকে পুনর্বার ধরিয়া আনিয়া দ্বিগুণতর প্রহার ও নানা প্রকার অত্যাচার করেন যদি কেহ কোন রূপে সক্ষম করিতে না পারিয়া আদালতে উপস্থিত হয়, তাহার কৃতার্থতা লাভ হয় না। আদালত আইনের অধীন। আইন সাক্ষী ব্যতিরেকে মকদ্দমা করিতে নিষেধ করে। উল্লিখিত তালুকদারের বিপক্ষ হইয়া সাক্ষ্য দেয় গ্রামের কোন ব্যক্তিরই এমন সাহস হয় না।

পাচুর বিষয়ে যে ঐ প্রকার ঘটনা হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে সমস্ত ইউরোপীয় সেই দোষী মিসার্সের স্বপক্ষ হইয়া আবেদন করিতেছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের কেমন অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মিসার্স যদি উহাদিগের আবেদনে মুক্ত হন পাঠকগণ দেখিবেন, নীলপ্রধান প্রদেশে পাচু মিসার্স-কাণ্ডের নিত্য অভিনয় হইবে। তাহা হইলে কেবল যে শাসনপ্রণালী হীনবল ও প্রজারা চির অসুরক্ষিত হইবে এরূপ নয়, ইংলণ্ডেশ্বরীর এত যে প্রতাপ, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আইনের এত যে মহিমা ও এত যে আশ্রিত জন সমুদায় বিফল হইয়া যাইবে। অধিক কি, নীল প্রধান প্রদেশে সেই পূর্ব্ববৎ অরাজক কাণ্ড বিজৃম্ভমাণ হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। যে সকল ইউরোপীয় সেই অরাজক কাণ্ড ঘটাইবার মূল হইতেছেন এবং যত্ন পাইয়া পুরাণ পাপিগণের প্রশ্রয় বর্দ্ধনে উৎসুক হইতেছেন, তাঁহারা যে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ও নির্লজ্জ সে বিষয়ে সংশয় কি? কাণ্ডজ্ঞানহীন না হইলে কেহ কখন ধনজনসম্পন্ন একটী প্রধান দেশের এরূপ অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হয় না।

যদি কেহ এ কথা বলেন, এদেশে যে সকল ইউরোপীয় আছেন, তাঁহাদিগের অনেকেই মফস্বলের প্রকৃত বৃত্তান্ত জানেন না। তাঁহারা বিচারপদ্ধতিদিগের বাহ্যে দেখিতেছেন, পাচু যে যে সাক্ষির দ্বারা আপনার মকদ্দমা সপ্রমাণ করে, তাহারা মিথ্যাবাদী। তাহারা যখন মিথ্যা সাক্ষী হইল, তখন মিসার্সের বিচার আইন সিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং অবিচার হইয়াছে। অবিচারের প্রতিবাদ দূষণীয় নহে। উহার উত্তর দান স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, যে ব্যক্তি বিশেষ না জানিয়া শুনিয়া কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে যায়, সে কি কাণ্ডজ্ঞানহীন নহে? আইনে নিষ্কাস হইলেই লোক বাস্তবিক নির্দ্দোষ হয় না। যে যথার্থ নির্দ্দোষ, সেই বাস্তবিক নির্দ্দোষ। যে বিচারপতি আপন বা প্রত্যর্থীকে যথার্থতঃ দোষী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াও আইনে দোষী হইল না বলিয়া ছাড়িয়া দেন, লোকে তাহার বিচার বিষয়ে কি ভয় সন্দেহ নাই। ধার্ম্মিক বিচারপতিরা প্রাণান্তেও সে কাজ করেন না। তাঁহারা আইন লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া যদি তিরস্কৃত অথবা পদচ্যুত হন, তাহাও স্বীকার করেন।

যদি বলেন, ইউরোপীয়েরা মিসার্সের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত আবেদন করিতেছেন না, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে অব্যাহতি দেন, উহাই তাঁহাদিগের আবেদনের উদ্দেশ্য। আবেদনের যদি এ উদ্দেশ্য হয়, তাহাও সঙ্গত হইতেছে না। দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ডের লাঘব করিলে দণ্ডের গৌরব থাকে না। অনুগ্রহ করিলে যখন তাহার পুরস্কার হইতে হইতে এবং পাঁচ হাজার টাকা সম্মান করা হইতে সে এই ভাবিয়া উল্লসিত হইবে অন্যের মনের ভাবই এইরূপ, এমতাবস্থায় অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলে আর একটী বিষম অনিষ্ট ঘটিয়া উঠে। প্রত্যেক অপরাধীই এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া যখন অনুগ্রহ প্রার্থনা করিবেন তখন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কি করিবেন? তিনি যদি তাহাদিগের বেলা অনুগ্রহ না করেন, স্বদোষ ও স্বজাতি পক্ষপাতী বলিয়া তাঁহার প্রতি লোকের বিদ্বেষ ভাব বিরাগ হবে। আর যদি তাঁহার প্রতি সমভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, আদালত বিচারপদ্ধতি ও দণ্ড প্রণালী সমুদায়ই বিফল হইবে। ফ্রান্সের মার্শেল বেজিন রাজদ্রোহে অপরাধে বন্দী হন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে [illegible] নেপোলিয়নের নিকটে গমন করেন। তিনি বিনা সঙ্কোচে মার্শেলের [illegible] রাজদ্রোহ সম্বন্ধীয় সমস্ত কাগজ পত্র আছে, আপনি সে [illegible] মুক্ত করিয়া নিতে পারেন। সম্রাজ্ঞী বলিলেন, আমি সে সকল কাগজ পত্র চাহিনা, আমার স্বামী নির্দ্দোষী, আমার স্বামীকে মুক্ত দিবার ক্ষমতা নাই। তাহার পর বেজিনের স্ত্রী এই প্রার্থনা করিলেন, বেজিন যে দ্বীপে কারারুদ্ধ আছেন, রক্ষিগণ সমভিব্যাহারে দিয়া তাঁহাকে সেই দ্বীপে

সময়ে সময়ে ভ্রমণ করিতে দেওয়া হয় রক্তপাত্ত মাকমেহন তাহাতেও অসম্মত হইলেন। শেষে বেঞ্জিনের স্ত্রী গোপনে নদ খাওয়ার উপায় করিয়া বেঞ্জিনকে কারাগৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছেন কিন্তু মাকমেহনের নিকটে সেরূপ ক্রমে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রথমোক্ত পক্ষে ঐ প্রকার দৃঢ়তা ও স্থিরপ্রতিজ্ঞতা না থাকিলে রাজ্য রক্ষা হওয়া কঠিন।

আবেদনকারী ইউরোপীয়গণ কি এই আশঙ্কা করেন নিয়মের মুক্তিলাভ অথবা দণ্ডের লাঘব না হইলে নীলকর দিগের মফস্বলে বাস্তব্য করা দুষ্কর হইবে ও দরিদ্র প্রজারা নীলকরদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেই বাঁচিয়া যায়, তাহাদিগের আর নীলকরদিগের উপরে অত্যাচার করিতে হবে না। গ্রাণ্ট সাহেবের সময়ে নীলকরদিগের যে দুর্দ্দশা হয়, সে অল্প কাঠখড়ে হয় নাই। দেশশুদ্ধ লোক, মিশনরিগণ, সম্পাদকদল ও গ্রাণ্ট সাহেব সকলে লাগিয়াছিলেন, তাই হইয়াছিল। ভগবতী সকল দেবতার তেজঃপ্রদান করেন, তবে মহিষাসুর বধ হয়।

আমরা আবেদনকারিদলে কয়েক জন বাঙ্গালির নাম দেখিলাম আজিও এরূপ কতকগুলি বাঙ্গালি আছেন, তাঁহারা ধানগাছ দেখেন নাই, বোধ করি ইঁহারা সেই দলের লোক হইবেন। তাহাতেই নীলকরদিগকে বলিষ্ঠ দেশের জ্ঞান করিয়াছেন। অথবা এমনও হইতে পারে ইঁহারা কেবল "পোড়া পেটের দায়ে হরিনামের মালা ঘাবণ করিতে হইয়াছে।"

এই প্রস্তাবটীর নিষ্পন্ন লাভ হইলে আমরা সংবাদ পাইলাম, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আবেদনকারিদিগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সংবাদটী পাইয়া আমাদিগের হৃদয়ে এই ভাবের উদয় হইল, সর রিচার্ড টেম্পলের অধিকারে বঙ্গদেশ সুখে থাকিবে। ইনি শাসন প্রণালী ও রাজনীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া আপনার ক্ষমতা প্রদর্শনে উৎসুক নহেন। ইঁহার কার্য্য দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইনি স্বেচ্ছাচারিতা অপেক্ষা আইন ও আদালতের সম্মাননা রক্ষা করাই অধিক ভাল বাসেন। যথেচ্ছাচার-প্রিয় বলিয়া ইঁহার বিষয়ে আমাদিগের যে একটী সংস্কার ছিল, আজি তাহা অপনীত হইল।

সমাচার পত্রের সংবাদদাতা ও সম্পাদকদিগের পরস্পর সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য।

লিবারপুলের মার্কিন চাম্বেলের সম্প্রতি একটী বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছে এটী সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগের জানা অতি আবশ্যক। লিবারপুল লিডার নামক সংবাদ পত্রে সিবিল সর্ভিস এসোসিয়েসন সম্বন্ধে এক প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। সম্পাদক কাহার নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ঐ প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে জবাব দিবার জন্য মেজিষ্ট্রাটের নিকট তলবীত করা হয়, তিনি সংবাদদাতার নাম প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিয়া বলেন, আমিই তাহার নিমিত্ত দায়ী। পীড়াপীড়ি করাতে কিছুতেই তিনি সংবাদদাতার নাম বলিতে চান না। অবশেষে অনেক বিচারের পর বাইস চাম্বেলর মীমাংসা করিলেন, সম্পাদক নাম বলিবার জন্য বাধ্য নহেন।

এতদ্দ্বারা সমাচার পত্রের সংবাদ দাতৃগণের সহিত সম্পাদকদিগের যে কিরূপ সম্বন্ধ ও পরস্পরের যে কি কর্ত্তব্য তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সম্পাদকের কর্ত্তব্য তিনি প্রাণান্তেও সংবাদদাতার নাম প্রকাশ না করেন, সংবাদদাতারও কর্ত্তব্য তিনি অলীক ও হিংসাদ্বেষ পূর্ণ সংবাদ দিয়া সম্পাদককে বিপদগ্রস্ত ও সংবাদপত্রের গৌরব বিনষ্ট না করেন। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় স্পষ্ট দৃষ্ট হয়, সংবাদ পত্রের উন্নতি ও অবনতি অনেক অংশে সংবাদদাতৃগণের মুখাপেক্ষী হইয়া আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের অধিকাংশ সংবাদদাতার ও অধিকাংশ সম্পাদকের সে জ্ঞান নাই। সংবাদদাতারা যা ইচ্ছা তাই লিখিয়া পাঠান, কতকগুলি বাজারে পত্রিকা হইয়াছে, অম্লানবদনে সে সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অধিকাংশ বাঙ্গলা সমাচার পত্রের সংবাদদাতা ও সম্পাদক না জানেন বাঙ্গলা, না জানেন ইংরাজী, না জানেন অন্য ভাষা। জানিবার মধ্যে কেবল গালি দিতে জানেন। রচনা-প্রণালীর সৌষ্ঠব যেমন, গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতাও তেমনি। তাঁহারা মীমাংসা কার্য্যে এমনি পটু, সাক্ষাৎ জৈমিনি বলিলে হয়। পেনালকোড আছে, তাই রক্ষা। তাহা না থাকিলে ঐ মহাপ্রভুরা চক্রে কুকুরের ন্যায় দেশের সমুদায় ভদ্র লোককে দংশন করিতেন। বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের যে কিছু সম্মান লাভ হইয়াছিল ও হইতেছিল, ঐ মহাপুরুষদিগের হইতে বিলুপ্ত হইতে বসিল। অন্যের কথা থাকুক, আমাদিগের উৎসাহদাতা গবর্ণমেণ্টও ঐ সকল মহাপুরুষের গুণ দেখিয়া অশ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কায়েল সাহেবের সময়ে এই অনাদরের সূত্রপাত হয়। এক্ষণে কার্য্যেও উহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সপ্তাহে সপ্তাহে বাঙ্গলা সমাচার পত্রের যে অনুবাদ হইয়া থাকে, আমরা তাহার এক খণ্ড করিয়া পাইতাম। গবর্ণমেণ্ট সম্পাদকদিগকে তাহা দেওয়া বন্ধ

করিয়াছেন। ইহাকেই বলে পরাপকারে পরের দণ্ড। এই পর্য্যন্ত করিয়া যদি গবর্ণমেণ্ট ক্ষান্ত হন, তাহা হইলেও মঙ্গল। যদি বাঙ্গালা সমাচার পত্রের অনুবাদ বন্ধ হয়, তাহা আমাদিগের অতিশয় ক্ষোভের ও বাঙ্গলাদেশের অত্যন্ত অমঙ্গলের হইবে। অনেক বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে এরূপ অনেক বিষয় থাকে, তাহা গবর্ণমেণ্টের গোচর হওয়া অতিশয় আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট যদি অনুবাদে বিরত হন, আর একটী বিষম অনিষ্ট ঘটিবে। বাঙ্গালা পত্রিকা সকল আরো ক্ষেপিয়া উঠিবেন। তখন আর তাঁহাদিগের মুখে আলি আটন থাকিবে না।

বাঙ্গালা সমাচার পত্রের সংবাদদাতা ও পত্রপ্রেরকেরা যেরূপ পত্র প্রেরণ করেন, তাহার এক খানি আদর্শ নিম্নে প্রদর্শিত হইল। পত্রমধ্যগত স্থান ও ব্যক্তির নামগুলি উঠাইয়া দেওয়া গেল।

"ভায়া! কি হইল। এই দিনের পর এই বিদ্যালয়টী একেবারে নীরেট হইল। শিক্ষকরূপ স্তম্ভ চতুষ্টয় এক কালে অপসারিত হইল। গ্রামবাসীরা হাহাকার করিতেছে। বালকগণ সদা মত পরম শ্রদ্ধাস্পদ কার্য্যদক্ষ সংযত ও বিশিষ্ট ক্রিয় গুরু জনের বিরহ আশঙ্কায় সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। এই দুর্ঘটনার বিষয় সকল স্থানেই আন্দোলিত হইতেছে। কেহই সুখী নহে প্রধান শিক্ষক ৺৺৺ ১ ম শিক্ষক ৺৺৺ ৩ য় শিক্ষক ৺৺৺ ২ য় শিক্ষক ৺৺৺ ইহাঁরা সকলেই স্ব স্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা জানি ইহাঁরা সকলেই বিজ্ঞ সুধীর বহুশালী শিক্ষক। ইহাঁদিগের বিরহে অনেক বালকেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবে তাহার সন্দেহ নাই ৺৺৺ বাবু এই বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও গ্রামবাসী। ফণী যেমন আপন মণিধনকে যত্ন সহকারে রক্ষা করে, তিনিও তেমনি এই বিদ্যালয় রক্ষণে যত্নবান ছিলেন। ৺৺ বাবু এই স্থানে একাদিক্রমে দশ বৎসরের অধিক কর্ম্ম করিতে বিদ্যালয়টী সুরক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। ইনি গণিত শাস্ত্রে একজন অতি সুবিজ্ঞ ও যশস্বী অধ্যাপক। বাবু ৺৺৺ এই বিদ্যালয়ে ৮। ৯ বৎসর কার্য্য করিতেছেন। ইনি কি সাহিত্য কি অঙ্ক সকল বিষয়েই পারদর্শী ইঁহার সংস্রবে এখনও সকল বালকেই ইঁহাকে যার পর নাই মান্য করিয়া থাকে। ইঁহাকে স্বভাবে দ্বিতীয় রামতনু বাবু বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। ৺৺। বাবু ১১ বৎসর কাল এই বিদ্যালয় পরিপালন করিয়া আসিতেছেন। সুকুমারমতি অল্প বয়স্ক বালকদিগকে শিক্ষা প্রদানে ইঁহার তুল্য শিক্ষক অতি বিরল। সম্পাদক মহাশয়! অধিক কি কহিব এই চারিটী সচ্চরিত্র শিক্ষক কর্ম্ম পরিত্যাগ করায় এদেশের ভদ্র লোক মাত্রেরই মনে যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক ৺৺৺ মহাশয় একজন সম্ভ্রান্ত ও সাধুলোক তুল্য ব্যক্তি হইয়াও বিদ্যালয়ের বিষয়ে বিশেষ মনযোগী নহেন। তিনি অন্য লোকের হস্তে বিদ্যালয়ের ভার ন্যস্ত করাতেই এই সকল অমঙ্গল ঘটিতেছে। যে কয়েক বাবু বিদ্যালয়ের ভার পাইয়াছেন তাঁহার নাম ৺৺। তিনি ৺৺ ডেপুটী কালেক্টরের একজন উর্দ্দীন ছাত্র। ৺৺। মহাশয় কর্ম্ম করিতে প্রোফেসর বাবু নিত্য লক্ষ্য ও ৺৺৺ বাবু ২২ টাকা বেতনে ইংরেজী শিক্ষক ছিলেন। এই পত্রে বাবুর বিষয় গুণ বর্ণিত হইয়াছে আমরা অনুরোধ করি যাহাতে মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া উক্ত গুণ বাবুর কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলেই উক্ত বাবুর কার্য্যের আন্দোলনের আলাপ হইবে। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক অপরিচিত লিখিতে পারিলাম না, অনুসন্ধানে বলিলাম সম্ভবতঃ তিনি তাহাতে এই পত্রখানি প্রকাশিত হইতে যাহা হইবে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু কথা নিশ্চিত সময়ে বেতন পান না, এই বিষয় লইয়া, ইন্সপেক্টর মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিলেই গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দিবেন হইবে তাহার সন্দেহ নাই। এই গ্রামে অনেক ভদ্র লোকের বাস ও উহাতে অনেক

ইচ্ছা স্কুলটীর উন্নতি হয়, কিন্তু অবোগতি দেখিয়া তাঁহারা দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইতেছেন। আমরা ইনিস্পেক্টর মহাশয়ের নিকট এই প্রার্থনা করি যে তিনি ৺৺। ৪ দিবস বিদ্যালয়ের সমুদয় বিষয় বিশেষ রূপে তদন্ত করিয়া একটী রিপোর্ট করেন, অন্ততঃ মহামান্য শ্রীযুক্ত বাবু ৺৺৺ মহাশয়ের হস্তে একটী [illegible] গোষ্ঠীয় মহাত্মদিগের হস্তে যাহাতে বিদ্যালয়ের সম্পাদকীয় ভার অর্পিত হয়, তাহা হইলে এই বিদ্যালয় পুনর্বার সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইবে, এবং এই [illegible] এমন কি ৫। ৬ মাসের মধ্যে উহার [illegible] বিলক্ষণ প্রভেদ হইতে পারিবে, ইহাই একটী গুরু মন্ত্র, একজন ভদ্র লোকের উপর নির্ভর করিয়া এখানে কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। ইনিস্পেক্টর ৺৺ মহোদয়ের নিকট আমাদিগের নিবেদন এই, তিনি [illegible] বিদ্যালয়ের ভার অর্পণ করিয়া [illegible] কতদূর পর্য্যন্ত উন্নতি হয় তাহা জানিয়া আমাদিগের সংবাদপত্রে [illegible] মধ্যে কোন মহাত্মা ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন। এমন কি একটী [illegible] উক্ত প্রোফেসর ইঁহারা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন কেবল বর্ত্তমান [illegible] অবমাননা আশঙ্কায় [illegible] বিরত রহিয়াছেন

সন ১২৮১ [illegible]
তারিখ ৺ এ ভাদ্র [illegible]

প্রথমতঃ [illegible] করিবার [illegible] করিতেছেন না। [illegible] কেবল [illegible] কিন্তু [illegible] কিছু সাহায্য পাইতে [illegible] আছে? যিনি [illegible] কে কত দিন কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহার পরিচয় দেওয়াই বা কেন? সাধারণে তাঁহাদিগের গুণ দর্শনে মোহিত হইয়া কি তাঁহাদিগকে পুনরায় আনাইবেন? [illegible]

রূপে নিন্দা করিবার নিমিত্তই কেবল এ আন্দোলন হয় নাই। অধ্যক্ষ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন, পত্র মধ্যে এ বিষয়ের প্রমাণ থাকিবার বা প্রয়োজন কি? গ্রামের কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির যদি বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা হয়, থাকে, উক্ত অধ্যক্ষের সহিত সমুদ্রে কোন তাহা গ্রহণ করিলে কি হয় না? তত্ত্বচিন্তার সমাচার পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিবার কারণ কি? এই সকল দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে পত্র প্রেরকের বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অধ্যক্ষের সহিত বিবাদ আছে, তিনি তৎসম্পর্কে চরিতার্থ করিবার উদ্দেশেই পত্রখানি আমাদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন এরূপ পত্র সমাচার পত্রে প্রকাশার্থ প্রেরণ করা উচিত হয় না:

সর রিচার্ড টেম্পলের
রাজনীতি।

সর রিচার্ড টেম্পল কি প্রকার রাজনীতি অবলম্বন করেন, বঙ্গদেশের লোকে উদ্‌গ্রীব হইয়া এতদিন সেই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এত দিনের পর তাঁহার বিদেশের সেই সংকল্পানল নির্ব্বাণে অবসান হইল। নীলকর মিয়াসের পক্ষ হইয়া যে সকল ব্যক্তি আবেদন করেন, লেপ্টনন্টগবর্ণরের অপেক্ষাকৃত উদারতা তাঁহারা সেক্রেটারি তাঁহাদের যে উত্তর দান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার রাজনীতি স্পষ্ট স্ফুট হইয়াছে। সেই পত্রখানি আমরা নিম্ন অনুবাদ করিয়া দিলাম, পাঠকগণ দর্শন করুন:

"আপনারা ১৫ এ আগষ্টের পত্রে লিখিয়াছেন "মিয়াস সাহেব যে নির্দ্দোষ অনেকের বাক্যে তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে" কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ হয় নাই। বাকিতে তাহাদের সাক্ষ্য না থাকাতে সুতরাং তাহারা চিফ কষ্টিস ও কষ্টিস ফিরারের নিকটেও উপস্থিত হয় নাই। যদি হাইকোর্ট একপ সাক্ষ্য পাইতেন, বিচার অন্যরূপ হইত সন্দেহ নাই।" লেপ্টনন্ট গবর্ণর উপরি উক্ত বিষয়টী পাঠ করিয়া আপনাদের আবেদন ও ঐ সকল সাক্ষ্যের বিষয় চিফ কষ্টিস ও কষ্টিস ফিরারের বিবেচনার্থ অর্পণ করেন, এবং জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা ঐ সকল কাগজ পত্র বিশেষতঃ শিবেফ শপথ পূর্ব্বক যে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহা দেখিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত মীমাংসার কোন প্রকার পরিবর্ত্ত করিতে ইচ্ছা হন কি না? তাহারা উহার উত্তরে লেপ্টনন্ট গবর্ণরকে বলিয়াছেন তাঁহারা ঐ সকল কাগজ পত্র দেখিয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব কৃত মীমাংসার কোন প্রকার সংশোধন বা পরিবর্ত্ত করা উচিত বোধ করেন না, এবং মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা ঠিক হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বে তাঁহারা যে মত প্রকাশ করেন, এখনও তাঁহাদের মত সেইরূপ আছে।

আপনাদের ৮ ই সেপ্টেম্বরের পত্র সম্বন্ধে বক্তব্য এই, প্রজার বিশ্বাস ঘাতকের জন্মের নিকট যে দাখীল করে এবং জজ সাহেব তাহাকে মুক্ত করিয়া যে রায় প্রকাশ করেন লেপ্টনন্ট গবর্ণর তাহা পাঠ করিয়াছেন। সাক্ষীর বিশ্বাস ও মিয়াসের অপরাধ উভয় প্রকার, এমন অবস্থায় মিয়াসের দণ্ড ও সাক্ষীর মুক্তি লাভ অসঙ্গত হয় নাই।

লেপ্টনন্ট গবর্ণর আপনাদের আবেদন ও অন্যান্য কাগজ পত্র বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সমুদায় দেখিয়াছেন, এ সকল কাগজ পত্রে এমন কিছুই নাই যাহার বিষয় হাইকোর্টের জজেরা বিবেচনা করেন নাই। হাইকোর্ট যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা ঠিক হইয়াছে বলিয়া লেপ্টনন্ট গবর্ণরের সংস্কার জন্মিয়াছে। তিনি মিয়াসকে ক্ষমা করিবার অথবা তাহার দণ্ড কিছু কমাইবার কোন কারণ দেখিতে পাইতেছেন না। সুতরাং তিনি আপনাদের আবেদন অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইলেন।"

আমরা সর রিচার্ড টেম্পলের বিষয় যেরূপ শুনিতে পাই, তাহাতে কার্য্য দক্ষতা ক্ষিপ্রকারিতা ও ক্লেশসহিষ্ণুতাদি বিষয়ে তিনি কাম্বেল সাহেবের হইতে ন্যূন নহেন। বরং কোন কোন অংশে তিনি কাম্বেল সাহেবকে পরাভব করিয়াছেন। কার্য্যে উপস্থিত হইলে তাঁহার আহার আহার নিদ্রা থাকে না, যানেরও অপেক্ষা রয় না। তিনি সামান্য দ্রব্য আহার করিয়া পদ ব্রজে বহুদূর গমন করিতে পারেন। কাম্বেল সাহেবের সহিত তাঁহার আর একটী গুণগত বহু বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কাম্বেল সাহেব বিষম একগুঁয়ে ও অভিশয় উদ্ধত ছিলেন। তিনি আপনি যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই করিতেন। আপন আদালতে বড় গ্রাহ্য করিতেন না। সর রিচার্ডের ব্যবহারে তাহার বৈপরীত্য লক্ষিত হইতেছে। ইনি আইন আদালতের বিশেষ সম্মাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, মিয়াসের বিষয়ে আমরা তাঁহার যেরূপ ব্যবহারের পরিচয় পাইলাম, ইহা যদি চিরস্থায়ী হইয়া যেন স্থায়িত্বের প্রাপ্ত হয়, আমাদিগের এই প্রার্থনা। আমাদিগের অপর প্রার্থনা এই, কার্য্য কালে তাঁহার যেন এই কথাটী মনে হয় যে, জগদীশ্বর বঙ্গদেশের মঙ্গলার্থ তাঁহাকে বঙ্গদেশের সর্ব্বোচ্চ পদ প্রদান করিয়াছেন। এই মনে করিয়া যদি তিনি সকল কাজ করেন, তাহা হইলে ইংরাজেরা সচরাচর গর্ব্ব করিয়া যে এই কথা বলিয়া থাকেন, ইংরাজজাতি ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থই ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, কিয়দংশে সে গর্ব্ব চরিতার্থ হয়, বঙ্গদেশও তাঁহার অধিকার কালে সর্ব্বতোভাবে সুখী হয়।

এই প্রসঙ্গে আমাদিগের একটী কথা বলা আবশ্যক হইল। আমরা নীলকর মিয়াসের বিষয়ে অনেক কথা কহিলাম। অনেকে মনে করিবেন, আমরা

মিয়ার্সের মতে আহ্লাদিত হইয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। আমরা জানি তাঁহার মতে আমাদিগের আহ্লাদের কোন কারণই নাই। আমরা সচরাচর লোকের কথা কহিতেছি লোকে জানে শত্রুর দমনে আনন্দ জন্মে। মিয়ার্সের সহিত আমাদিগের কখন কোন প্রকার সম্পর্ক হয় নাই সুতরাং শত্রুতা জন্মিবার সম্ভাবনা কি? যদি বল জাতিবৈর আছে, তাহাও সম্ভাবিত নহে। জাতিজ্ঞান ব্যতিরেকে জাতিবৈর হয় না। মিয়ার্স ইংরাজ কিবা ফরাসি কিবা পর্তুগীস আমরা তাহার কিছুই জানি না। আমাদিগের এত কহিবার কারণ এই, আমরা বঙ্গদেশের অবস্থা জানি। বঙ্গদেশ অন্য দেশের ন্যায় নয়। এখানকার লোকেরা অন্য দেশের মত স্বহস্তে রাজশক্তি গ্রহণ করিয়া অত্যাচারির দণ্ডদানে সমর্থ নয়। সুতরাং প্রবল ব্যক্তিরা নির্ভয়ে অত্যাচার করে। প্রবল ব্যক্তিদিগের যে কিছু রাজদণ্ডের ভয় আছে এই মাত্র। সেই রাজদণ্ড যদি অনুকূল হইয়া তাহাদিগের প্রশ্রয় বর্দ্ধন করে, দুর্ব্বলের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকে না।

সংস্কৃত গ্রন্থ রক্ষার উপায়।

এদেশে সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থ কত তাহা স্থির করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনেক দিন অবধি চেষ্টা করিতেছেন। ইহার অনুসন্ধানার্থ ডাক্তার রাজলাল, বর্ণেল সাহেব বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং আরো অনেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহার ফলও অতি সন্তোষকর হইয়াছে। এই স্থির হইয়াছে গ্রীক ও রোমান সাহিত্য অপেক্ষা সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থ অনেক অধিক। খৃষ্টের মৃত্যুর দ্বাদশ শতাব্দীর পরের গ্রন্থ সকল পাওয়া গিয়াছে, উহার পূর্ব্বের গ্রন্থগুলি পাওয়া যায় না। যে কয়েকখানি অতি প্রাচীন কালের পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, উহা "ইষ্টার্ণ ন্যাশনাল কনগ্রেস অব ওরিএণ্টালিষ্ট" সভায় প্রদর্শন করিবার জন্য ষ্টেটসেক্রেটারি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট চাহিয়া পাঠাইয়াছেন

কত যে সংস্কৃত গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। আমরা অলঙ্কারাদি গ্রন্থে অনেক গ্রন্থের নাম দেখিতে পাই, কিন্তু এখন আর তাহার অধিকাংশ দৃষ্টিগোচর হয় না। ভারতবর্ষ যদি সুসভ্য ইংরাজ জাতির হস্তগত না হইত, উহারও আবার অধিকাংশ এতদিনে বিলুপ্ত হইত সন্দেহ নাই। আমাদিগের রাজপুরুষেরা কত স্থান হইতে কত কষ্ট করিয়া গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিতেছেন এবং তাহা মুদ্রিত করিয়া তাহার রক্ষার উপায় বিধান করিতেছেন। এত গ্রন্থ যে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে, সংস্কৃতের অনুশীলন হ্রাসই তাহার প্রধান কারণ। চর্চ্চাই যদি প্রকৃত কারণ হইল, সংস্কৃত চর্চ্চার ক্রমে হ্রাস হইতে চলিয়াছে। ইহার চর্চ্চা না থাকিলে কেবল পুস্তক মুদ্রিত করিয়া উহার রক্ষা দুঃসাধ্য। চর্চ্চা না থাকিলে লোকের অনুরাগ থাকিবে না। গবর্ণমেণ্টের অনুরাগও ক্রমে কমিয়া আসিবে। অনুরাগ কমিলে এখন যে পুস্তকগুলি মুদ্রিত হইতেছে, এগুলি কোন কারণে বিনষ্ট হইলে উহা যে পুনরায় মুদ্রিত হইবে, সে সম্ভাবনা অল্প। ফলতঃ গ্রন্থ মুদ্রণ সংস্কৃত রক্ষার প্রকৃত উপায় নয়। উহার চর্চ্চাই উহার রক্ষার প্রকৃত ও প্রধান উপায়। সেই উপায়টীর অবলম্বনে সবিশেষ যত্নবান হওয়া আমাদিগের সভ্য গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ই, বি, কাউয়েল সাহেব উহার একটী উৎকৃষ্ট পথ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, কাজন মিশনরি প্রবল হইয়া ঐ পথে কতক কণ্টক ক্ষেপণ করিয়াছেন। কাউয়েল সাহেবের ইচ্ছা ছিল ইংরাজী বিদ্যালয় মাত্রে সংস্কৃত পাঠনা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হয়। মিশনরিদিগের যত্নে উহা ঐচ্ছিক হইয়াছে। ঐচ্ছিক হইলে অভীষ্ট লাভ সম্ভবে নাই। গবর্ণমেণ্টের যদি সংস্কৃত অবলুপ্ত দেখিতে ইচ্ছা থাকে, এই আদেশ করুন, যাবৎ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের পাঠনা অবশ্য করিতে হইবে, কেবল নীচের দুই এক ক্লাসে বাঙ্গালা থাকিবে। ইংরাজী বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা শিক্ষাদানের প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা শিক্ষা হউক। ইংরাজী বিদ্যালয়েও যদি প্রতিবৎসর এক গ্রন্থের আলোচনার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলেও আমরা যে প্রস্তাব করিতেছি, তাহা কালোপযোগী হইবার সম্ভাবনা নয়। প্রতি বৎসর নূতন নূতন গ্রন্থের পাঠনা রীতি প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য।

আমরা গ্রামের যে বাস করিতেছি।

পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে বাসের অনেক সুখ ছিল। এখানে অল্প ব্যয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। লোকের বড় ভাবনা চিন্তা ছিল না। [illegible] সকলেই প্রায় আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া কৌতুকে কাল [illegible] বাবুর কোন দোষ [illegible] পীড়াও এখনকার মত [illegible] না। লোক সংখ্যা [illegible] ছিল। এখন সে সমুদায়ের বিপর্য্যয় হইয়াছে। এখন আর তেমন বলিষ্ঠ পুরুষ দৃষ্টিগোচর হয় না। জল বায়ু দূষিত হইয়া গিয়াছে। পীড়া নিত্য বিরাজ

[illegible]ছে। মাথার ঘাম পায়ে না পড়িলে আর জীবিকা সংস্থান হয় না। সকল লোকেই প্রায় রোগ শোক ও ভাবনাগ্রস্ত হইয়াছে। এই সকল উপদ্রবের উপরে আর একটী উপসর্গ ঘটি[illegible]। গ্রামগুলি বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ [illegible]ছে। কখন বাঘে খায় সাপে খায় শৃগালে খায় তাহার নিশ্চয় নাই বাটীর বাহির হইতে শঙ্কা য়। আমরা পূর্ব্বে কখন গ্রাম মধ্যে ন জঙ্গলের এ প্রকার প্রাদুর্ভাব দেখি [illegible]ই, গ্রামের জল বায়ু দূষিত হওয়াতে বাঘ [illegible]ইবার এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

বন জঙ্গলে গ্রামগুলি পূর্ণ হইয়া যাই [illegible]তেছে কিন্তু কাহারই ইহার উন্মূলন চেষ্টা দেখিতেছি না। না আছে গ্রামের লো[illegible]কের চেষ্টা, না আছে পুলিসের চেষ্টা, না আছে মাজিষ্ট্রেটদিগের চেষ্টা। গ্রামগুলি পরিষ্কার থাকিলে কেবল যে শৃগাল ব্যাঘ্রাদি থাকিবার স্থান পায় না এমত নয়, পীড়াও বোধ হয় আশ্রয়হীন হইয়া পড়ে। আর এ বিবেচনা করাও কর্ত্তব্য গ্রামগুলি যদি বনে পরিপূর্ণ হইয়া রহিল তাহা হইলে অরণ্যে আর গ্রামে কি বৈলক্ষণ্য হইল? অতএব গ্রামমধ্যগত বন জঙ্গল গুলির উন্মূলন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এখন কি মধ্যবর্ত্তী ও উদ্যোগী হইয়া এ কার্য্যটী সম্পন্ন করেন, এই প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক হইতেছে। যেখানে মিউনিসিপালিটী আছেন, সেখানকার মিউনিসিপালিটীর সভ্যেরা তাঁহারা আলস্য শয্যা পরিত্যাগ করিয়া এই কার্য্যটীর নিমিত্ত অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে প্রবোধবান হন। আর যেখানে মিউনিসিপালিটী নাই, সেখানকার পুলিসের কর্ত্তারা উদ্যোগবান হইয়া এ কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়া তুলেন। পুলিস গ্রাম সমস্ত প্রতিগৃহস্থকে এই আদেশ দিন, তাহারা আপন আপন বাটীর চতুঃসীমাস্থ বন জঙ্গল এক সপ্তাহের মধ্যে পরিষ্কার করিয়া ফেলেন। এখন চাষ উঠিয়াছে, কৃষক ও মজুরদিগের অবসর হইয়াছে, এখন লোক পাওয়া কঠিন হইবে না। কৃষকেরাও এখন স্বচ্ছন্দে আপন আপন বাটীর সীমা পরিষ্কার করিতে পারিবে। পুলিস স্বয়ং কর্ত্তা হইয়া এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন না এই এক আপত্তি আছে। এ আপত্তির খণ্ডনার্থ আমরা এই পরামর্শ দিতেছি, গ্রাম্য পুলিস কর্ম্মচারিদিগের কর্ত্তব্য, তাঁহারা আপনাদিগের উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে এবিষয়ের রিপোর্ট করিয়া অনুমতি গ্রহণ করেন।

বিবিধ সংবাদ।

৩০ এ ভাদ্র সোমবার।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে অযোধ্যায় যেমন বন্য জন্তু ও সর্পভয় এমন আর কোথাও নয়। ১৮৭৪ অব্দে তথায় সর্পদংশনে [illegible] জন ১১৯১ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর শনিবার প্রাতঃকালে কাশীধামে উপনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন টাইমস বলেন, কাশ্মীরাধিপতি রাজা এক্ষণে অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। শীঘ্র রাজ্য ভার গ্রহণ করিবেন এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি প্রতি দিন নিয়মিত রূপে ব্যায়ামাদি করিয়া থাকেন।

অযোধ্যার ত্রিটিশ রাজ্য হইতে কয়েক জনকে ধরিয়া লইয়া যায়। উহাদিগের উদ্ধারার্থ এবং ঐ বন্য জাতি মধ্যে মধ্যে ত্রিটিশ রাজ্যে যে উপদ্রব করে তাহার নিবারণার্থ উহাদিগের অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করিবার যে প্রস্তাব হয় গবর্ণর জেনরল তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। উহারা যদি সহজে ঐ সকল ত্রিটিশ প্রজাকে ছাড়িয়া দেয়, উহাদিগের কিছু দণ্ড অথবা বন্দীদিগকে যে কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে তাহার পূরণ হয় এমন কোনরূপ দণ্ড করা হইবে।

মান্দ্রাজ টাইমস এই অদ্ভুত বিষয়টী লিখিয়াছেন। নিগাপাটামের কিঞ্চিৎ দূরে এক ব্যক্তি একজনকে হত্যা করে। কয়েক জন দেশীয় যুবক একত্র হইয়া সেসিয়ন করিয়া উহার বিচারে প্রবৃত্ত হয়। এ ব্যক্তি দোষী কি না তাহা স্থির করাই এরূপ করিবার কারণ, কিন্তু শেষে ইহা গুরুতর হইয়া উঠিল। ঐ ব্যক্তি দোষী স্থির হইলে উহার ফাঁসীর আজ্ঞা হইল, এবং সত্য সত্যই উহাকে সেই স্থানে ফাঁসী দেওয়া হইল। এই সেসিয়নের জজ ও জুরেরা এক্ষণে কারারুদ্ধ আছেন।

বোর্ড অব এডমিরলির আজ্ঞানুসারে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের ট্রাফিক মানেজর কেবল কাষড়া বিভাগে ২৫ টাকা বেতনে ছয় জন দেশীয় গার্ড নিযুক্ত করিয়াছেন। উহারা এক্ষণে কেবল মাল গাড়ি চালাইবে, আরোহী ট্রেণ চালাইবে না। এদেশীয়েরা যে উক্ত কার্য্যে অপটু নয়, রামগতি বাবু তাহা বলহাটী ও মাতলা রেলওয়েতে দেখাইয়াছেন। তবে একটী কথা এই, নিতান্ত ব্যয় সংক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিলে ভাল লোক পাওয়া যাইবে না।

গত বুধবার বেলা চারি ঘটিকার সময় এক খানি নৌকা গঙ্গার সেতুর মধ্য স্থানের কুকরের ভিতর এক খানি ষ্টীমারে ধাক্কা লাগিয়া মারা যায়। একজন ভিন্ন আর সকলের মৃত্যু হইয়াছে। ঐ দিবস আর এক খানি নৌকা সেতুতে ধাক্কা লাগিয়া মারা যায়। উহার এক প্রাণীও জীবিত নাই। গত সপ্তাহেও ঐ সেতুর মধ্য স্থানে একটী ষ্টীমার এক নৌকার উপর গিয়া পড়ে, মাঝি জলে পড়িয়া যায় কিন্তু রক্ষা পাইয়াছে। গঙ্গার মধ্য স্থানের কুকরের মধ্যে এইরূপ দুর্ঘটনার বিষয় প্রায় শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট কি এটী লোক মারিবার ফাঁদ করিলেন?

আমেরিকার বল বুদ্ধি নাশ হইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। সিনসিনেটাই গেজেট বলেন, আমেরিকায় অধিকেদের একাধিপত্য হইতেছে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী হলেই

ইহার আধিপত্য অধিক। আবার দরিদ্রাদিগের অপেক্ষা শিক্ষিত ও ধনবান সম্প্রদায়ই ইহাতে অধিকতর আসক্ত। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে তথায় যে অহিফেন আমদানী হইত, এক্ষণে তদপেক্ষা দশ গুণ অধিক আমদানী হইতেছে। এখন বর্ষে বর্ষে তথায় ২৫০০০০ পাউণ্ড অহিফেন আমদানী হয়। ডাক্তারেরা বলেন ইহার তৃতীয়াংশে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয় মাত্র। আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের এই বেলা সাবধান হওয়া উচিত। চীনেরা ত অহিফেনের কলাপে উৎসন্ন হইয়াছে।

অন্যে যদি আমাদিগের উপর অত্যাচার করে, পুলিষ তাহার নিবারণ করেন, কিন্তু পুলিষ অত্যাচার করিলে তাহার নিবারণ কর্ত্তা কে? টাইমস অব ইণ্ডিয়া পুলিষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যে এক অত্যাচার বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিহারে এক হত্যাকাণ্ড হয়। পাঁচজনকে হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিয়া ধরা হইল। এবং তাহারা যে হত্যা করিয়াছে এটী স্বীকার করাইবার জন্য তাহাদিগকে গুরুতররূপে প্রহার করা হইল। উহাতে একজনের মৃত্যু হওয়াতে সে আত্মহত্যা করিয়াছে এই বলিয়া রিপোর্ট করা হইল। আর তিন জন, অনির্ব্বচনীয় ও নানাবিধ কুৎসিত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও স্বীকার না করাতে ইনস্পেক্টর তাহাদিগকে স্বীকার করাইবার জন্য এক নূতন উপায়ের আবিষ্কার করিলেন। তিনি উহাদিগকে বাঁধিয়া এক ঘরের মধ্যে রাখিয়া উহাদিগের স্ত্রীকে সম্মুখে আনিয়া বলিলেন "যদি তোমরা এই হত্যার বিষয় স্বীকার না কর এবং যাহা শিখাইয়া দি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহা না বল, তোমাদের সম্মুখে তোমাদের স্ত্রীগণের সতীত্ব নাশ করিব।" তাহারা নিরুপায় হইয়া এবং স্ব স্ব প্রাণ দিয়াও স্ত্রীগণের সতীত্ব রক্ষার্থ শপথ পূর্ব্বক তাহাতেই স্বীকার করিল। মাজিষ্ট্রেটের নিকট ইনস্পেক্টরের আদেশানুমত জবানবন্দী দেওয়াতে মাজিষ্ট্রেটের উহাদিগকেই প্রকৃত হত্যাকারী বলিয়া বিশ্বাস হইল। এমন সময় ঈশ্বরেচ্ছায় প্রকৃত হত্যাকারী আন্তরিক যন্ত্রণায় নিতান্ত পীড়িত হইয়া স্বয়ং গিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট হত্যার বিষয় স্বীকার করিল। এরূপ না হইলে ঐ হতভাগ্য নির্দ্দোষদিগের ফাঁসী হইত সন্দেহ নাই। তারাচাঁদ প্রভৃতি হাবড়া হইতে বদলী হইয়া কি বিহারে গিয়াছে?

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের একটী অনুষ্ঠান দর্শনে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, আগামী ৩০ এ সেপ্টেম্বর সিবিল আপীল বিলের বিরুদ্ধে গবর্ণর জেনরলের নিকট আবেদন করিবার জন্য সমুদায় বঙ্গবাসীর এক সভা হইবে। মফস্বলের জমীদারেরা এ সময় কিস্তির টাকার জন্য ব্যস্ত আছেন বলিয়া মাসের শেষে সভা করা স্থির হইয়াছে। প্রধান প্রধান লোকদিগের সভাস্থলে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ইষ্ট সসেক্স নিউসে একটী কৌতুকাবহ বিবাহ বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। ব্রোবেণ্টনে এক যুবক ও যুবতীতে বিবাহ হয়। আর্চ্চডিকন ফিলপট এই বিবাহ দেন। অঙ্গুরী পরাইবার সময়ই বিঘ্ন উপস্থিত হয়। কন্যাটীর বুড়ী অঙ্গুলি নাই। সুতরাং অঙ্গুরীটী তাহার পায়ের আঙ্গুলে পরাইয়া বিবাহ হয়। কন্যাটী পায়ের আঙ্গুলে কলম ধরিয়া রেজিষ্টারেতে স্বাক্ষর করিয়া দেয়।

ভারতবর্ষে এক টাকা মূল্যের এক প্রকার পোষ্টেজ ষ্টাম্প আসিয়াছে। এগুলি নীঘ্র বাহির হইবে।

বর্ত্তমান বর্ষের এপ্রেল মে ও জুন এই তিন মাসে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে ৩১২৪৪৮৪০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হইয়াছে। ১৮৭৩ অব্দে ঐ সময় ৪৮৪১০২০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হয়।

পিয়নিয়র বলেন, বেটুল হইয়া ও রাজপুতনার জন্য রাজ কোটের রাজকুমার কালেজের ন্যায় হংরোহেতে একটী কালেজ করিবার কল্পনা হইতেছে।

২৯ এ ভাদ্র মঙ্গলবার।

পেশোয়ার হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সম্প্রতি কোয়াটে সিংহ ও সুঁড়ে উহাদের মধ্যে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সুঁড়ে সিংহ বধ প্রভৃতি করিয়া গিয়াছেন।

বরদার গুরুকুমার গবর্ণর জেনরলের পত্র পাওয়া অবধি ৩০শে তারিখ পর্য্যন্ত রাখিয়া দিয়াছেন। কি বিচার কি রাজস্ব কি পুলিস সকল বিষয়েই উন্নতি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অবারিতচিত্তদিগের সৎপথের পথিক করিবার এক মাত্র উপায়।

১১ এ আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতীয় রেলপথে কোম্পানির ৩৯২১৮০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময়ে ৩৮৭০০০ টাকা হইয়াছিল। হিসাবে ৩২১০০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। জব্বলপুর নাগপুর সপ্তাহে ১৯৭৮০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ১৭৭৭০ টাকা হইয়াছিল। ১১০৯০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

পূর্ণিয়া হইতে এক ব্যক্তি ফিলমাহিনীতে লিখিয়াছেন, ডুলালগঞ্জ গ্রামে চাষা জাতীয় এক পাবরাবের মধ্যে ৭ সাতটী লোক আছে। উহারা সকলেই বাকশক্তি হীন। উহারা কেবল অঙ্গ ভঙ্গী দ্বারা সকল কার্য্য সম্পাদন করে। উহাদের এরূপ হইবার কারণ এই, প্রথমে এক বোবা জন্ম গ্রহণ করে। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বাকশক্তি হীন এক কন্যাকে বিবাহ করে। উহাদের যে কয়টী সন্তান হইয়াছে সকলেই বাকশক্তি বিহীন। উহারা ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

ডাক্তার আলো লিখিতেছেন, পুরী জেলার [illegible] সাহেব [illegible] কোচ জাতীয় স্ত্রীলোকের [illegible] পরিধান করে না, বুকে [illegible]

২৯ এ ভাদ্র বুধবার।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় [illegible] ইংরাজদিগের বিশ্রাম গৃহ আছে, কিন্তু কানপুরের দিকে এরূপ [illegible] বিশ্রাম গৃহ নাই। এ নিমিত্ত হাইকোর্টের একজন উকীল আক্ষেপ করিয়া ইংলিসম্যানে লিখিয়াছিলেন। সম্প্রতি আর একজন লিখিয়া

ছেন, বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসের পর উক্ত রেলওয়েতে এদেশীয়দিগের বিশ্রাম ঘর আর থাকে হইবে না। এটি যদি সত্য হয় ইহার তাৎপর্য্য আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অনেক সময় এদেশীয়কে পরিবার প্রভৃতি লইয়া রেলওয়েতে অনেক দূর দেশে গমন করিতে হয়, এমন অবস্থায় তাহাদের মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম গৃহের একান্ত প্রয়োজন। সম্প্রতি অধিকসংখ্যক এদেশীয় গমনাগমন করেন না, বলিয়া ইহাতে তাদৃশ লাভ নাই যদি এই আপত্তি করা হয়, প্রত্যেক আরোহী ট্রেণে দুই চারি খানি করিয়া প্রথম শ্রেণীর গাড়ি থাকে, উহার সকল গাড়ি কিছু লোকে পরিপূর্ণ হয় না, কখন কখন দুই একজন মাত্র আরোহী ঘুটে, তাহা বলিয়া কি প্রথম শ্রেণীর গাড়ি রাখা হইবে না? ঐ দুই একজন তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে যাইবেন, রেলওয়ে কোম্পানি কি এরূপ ব্যবস্থা করিতে সম্মত হইবেন?

কর্ম্মচারিদিগের বেতন পাইবার সময় উপস্থিত হইবামাত্র। টাকা আফিসের কর্ত্তার হাতে পৌঁছিতে থাকিতেই উত্তমর্ণগণ হাইকোর্টের ডিক্রী লইয়া তাহাদিগের বেতন ক্রোক করে। আজি কালি কলিকাতায় এই রীতিটী অতি প্রবল হইয়াছে। সম্প্রতি মাজ্রাজের একজন জজ এই মীমাংসা করিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত না বেতনের টাকা তাঁহার হাতে আইসে সে পর্য্যন্ত তাহা ক্রোক হইবে না। অতএব তাঁহাদিগকে চেক রূপে পারা তার বলিয়াও ঐ ক্রোক করিবার রীতি হইয়াছে।

মাজ্রাজ এথিনিয়ম বলেন মার্কাারা নামক স্থানে গত তিন মাস ধরিয়া অনবরত বৃষ্টি হইতেছে, একবারও বিশ্রাম নাই। অধিক্ষ অবধি এরূপ নীত হইয়াছে যে ছাদা আগুন লইয়া থাকিতে হয়। সম্প্রতি তথায় দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। এই তিন মাস অনবরত বৃষ্টিতে কত বৃষ্টি হইল তাহার পরিমাণ করা কর্ত্তব্য। এবার শস্যের বহু বিঘ্ন দেখা যাইতেছে। কোথায় অতিবৃষ্টি কোথায় বা অনাবৃষ্টি।

কলিকাতার বাণিজ্য সংক্রান্ত রিপোর্টে জানা যায়, গত বৎসরের সহিত তুলনা করিলে এ বৎসর আগষ্ট মাসে ৪৮২৩০০ টাকার কম বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হইয়াছে এবং ১০২৭৬৩১ টাকার কম বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে। তুলা তাইল চাউল মহিষের চর্ম্ম অহিফেন তিসি ও রেসম এই গুলি কম এবং রেশমী কাপড় গনিব্যাগ গোচর্ম্ম পাট ও চিনি অধিক রপ্তানী হইয়াছে। শুল্কেও ৫৪১৫৪৭ টাকা কম আদায় হইয়াছে।

বরিশাল দেওয়ানী আদালতের উকীল বাবু রসিকচন্দ্র বসুর সঙ্কলিত মাসিক দেওয়ানী নজীর সংগ্রহের এক খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। প্রিবি কাউন্সিল ও হাই কোর্টের আপীল বিভাগ যে সকল দেওয়ানী মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন রসিক বাবু তাহার সারভাগ সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিতেছেন।

বাবু আনন্দমোহন বসু (যিনি বারিষ্টার হইয়াছেন) এই সেপ্টেম্বরের শেষে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল মেদিনীপুর জিলার কোন কোন স্থানের কায়েমি পাঠশালার গুরুমহাশয়দিগের প্রতি "পাউণ্ড" রক্ষার ভার দেওয়া হইতেছে। ইহারা পাঠ শালা ও খোয়াড় রক্ষা উভয় কার্য্যই করিবেন এবং তন্নিমিত্ত স্বতন্ত্র বেতন পাইবেন বেতন স্বতন্ত্র পান আর না পান, কাজ কিন্তু এক

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমান বলেন, জিলঙ্গের এপারীর নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সমূহে কতকগুলি নরক্রপী রাক্ষস বড় উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা মৎস্যের ন্যায় মানুষ ধরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ভক্ষণ করিয়া খায়। ইহাদিগকে দূরীকৃত করিবার জন্য এদিন হইতে ওলন্দাজদিগের একদল সৈন্য গিয়াছে কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ইহারা ক্রমে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে।

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল হাইদ্রাবাদের নিজাম বিলাতের একটী কুঠি হইতে ১০ কোটি টাকা কর্জ্জ করিতেছেন এই টাকায় তিনি পবলিক ওয়ার্কের উন্নতি সাধন করিবেন।

২৯ এ ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

মুরীরা আজি কালি বড় উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি তাহারা সিন্ধু রাজ্যে কতকগুলি পল্লী লুণ্ঠন করিয়াছে।

আগামী বর্ষে নদীয়া পূর্ণিয়া ও মুরসিদাবাদ বিভাগে সম্পূর্ণ হারে এবং ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগণায় অর্দ্ধেক হারে রথ্যা কর সংগৃহীত হইবে।

আগামী ১২ ই অক্টোবর সোমবার বিভাগীয় আসিষ্টাণ্ট একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং পুলিস ও অহিফেন বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের বাষ্পাসিক পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

সার রিচার্ড টেম্পলের ভাবগতি দেখিয়া বোধ হইতেছে, প্রজা রঞ্জন বিষয়ে ইঁহার কতক চেষ্টা আছে। তিনি বলিয়াছেন, লাট নর্থব্রুক যদি দারজিলিঙ্গ গমন করেন, তাহা হইলে তিনি আর তথায় যাইতেছেন না। তিনি বোধ হয় একবার মেদিনীপুরে যাইবেন।

আগামী ৬ ই অক্টোবর জুনিয়র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থিদিগের (যাহারা ভূরিশ্রবে-রিড ও ভূগোলের প্রশংসা পত্র পাইতে ইচ্ছা করেন) পরীক্ষা কৃষ্ণনগর কালেজ যশোহর জিলা স্কুল এবং কলিকাতা সেনেট হাউসে গৃহীত হইবে।

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম তিন মাসে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াতে ৭৮৭১৮৪০৫ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হয়, গত বৎসর ঐ সময়ে ৬৮০০৫৫০৫ টাকার হইয়াছিল। এবৎসর ১৬৫২০৮১৫৬ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হয়, গত বৎসর ১৪১৭০৫৭০২ টাকার হইয়াছিল। আমদানী শুল্কে ৯০৫৭৯৫০ টাকা এবং রপ্তানী শুল্কে ১৬৬৪৮৫৪ টাকা সংগৃহীত হয়। গত বৎসর আমদানী শুল্কে ৮৮৪৩১০২ এবং রপ্তানী শুল্কে ২০১০৮৫৫ টাকা আদায় হইয়াছিল।

কলিকাতায় দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে, উহাদের জন্য হগ সাহেব সেণ্ট্রাল ক্যামিব রিলিফ কমিটীর নিকট ৫০ হাজার টাকা প্রার্থনা করেন। কমিটী ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন। কমিটী

বলিয়াছেন, আরো সাহায্য করা যদি আবশ্যক বোধ হয় পরে তাহাও করিবেন।

"একটী স্ত্রীলোক" এই স্বাক্ষরিত এক খানি পত্র ইংলিসমানে প্রচারিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, এদেশে আমেরিকা প্রভৃতির ন্যায় আফিসে গুণবতী স্ত্রী লোকদিগকে কর্ম্মকাজ দেওয়া না হয় কেন? অনেক শিক্ষিত স্ত্রীলোকের স্বামী মূর্খ ও উপার্জ্জনে অক্ষম, এমন অবস্থায় স্ত্রীদিগকে কর্ম্মকাজ দিলে তাহাদের আর কষ্ট থাকে না, অন্যথা তাহাদিগকে ক্ষমতা থাকিতেও কষ্ট পাইতে হয়। যে পুরুষ তাহারা গোছ গাছ করিয়া অন্ন করিয়া খাইতেছিলেন, এইবার বুঝি তাঁহাদিগের অন্ন উঠে।

২৯এ আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৪৭ লোকের মৃত্যু হয়। পূর্ব্ব সপ্তাহের মৃত্যু সংখ্যাও ঐ রূপ। ইহার মধ্যে ৮ জনের ওলাউঠায় ৭৯ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

ক্রেত অব হিতিয়া লিখিয়াছেন যাহারা কাহারও মৃত্যু দেখিবার আশা করিয়া লার্কস দেখিতে যান, তাহারা একদিন গঙ্গার সেতুর উপর গিয়া দাঁড়াইলেই সে আশা চরিতার্থ করিতে পারিবেন। এটী বড় অযথার্থ কথা নয়। গত সপ্তাহের মধ্যে ঐ সেতুতে লাগিয়া ১।৭ খানি নৌকা মারা যায় এবং প্রায় ২৪। ২৫ জনের মৃত্যু হয়।

এক ব্যক্তি একজন অন্ধ প্রস্তুতকারী ৮০০ আট শত টাকা ফুরাইয়া ফুরত হয়। আলীপুরে উহার বিচার হইতেছে। অন্যান্য জুয়াচোরের সহিত ইহার কিছু বিশেষ আছে। ইহার পিতা পিতামহ বৃদ্ধ প্রপিতামহ পর্য্যন্ত সকলেই ঐ রূপ কার্য্য করিয়া আন্দামানের শোভা বর্দ্ধন করেন। এ ব্যক্তির বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। এ এই সময় হইতেই পিতৃ পিতামহের ব্যবসা শিক্ষা করিতেছে। যাহার ৩।৪ পুরুষ আন্দামানে বাস, আন্দামানেই তাহার ওজাসন, সে এখানে থাকিতে পারিবে কেন?

উহার পূর্ব্ব সীমায় ভক্তাখুড়ে চারি দল দেশীয় পদাতিক সৈন্য প্রেরণের আজ্ঞা হইয়াছে।

এদেশের মিশনরিরা কেবল পরের ছেলে বাহির করিয়া বেড়ান, বিলাতের মিশনরিরা পরের স্ত্রী বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ৩০ বৎসর বয়স্ক একজন খ্রিষ্টধর্ম্ম মিশনরি একজন ৪০ বৎসর বয়স্ক স্ত্রীকে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছেন। স্ত্রীলোকটী ৫ পাঁচটী ছেলের মা!!

১৮৭২-৭৩ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে ৪২০০ উপনিবেশী ত্রিনিদাদে গমন করে। জাহাজে ১৩৪ জনের মৃত্যু হয়।

মেজর জেনরাল সার হেনরি নর্ম্মাণ শীঘ্র বিলাত যাইতেছেন। তিনি ইংলণ্ডে গিয়াই দেশীয় সেনাদলের উৎকর্ষ সাধনার্থ লার্ড মর্লব্রুক ও লার্ড নেপিয়র যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা লার্ড সালিসবরির সম্মুখে উপস্থিত করিবেন।

বোম্বাই পুলিস ১৮৫৭ অব্দের আর এক জন বিখ্যাত বিদ্রোহীকে ধরিয়াছে। ইহার নাম আবদুল রসফ। এ ব্যক্তি বিদ্রোহ কালে অযোধ্যে বহুসংখ্য ইউরোপীয় এবং তন্মধ্যে কাপ্তেন ডাউলাস এবং লেপ্টনণ্ট ক্রেজরকে হত্যা করে। বরদায় ইহাকে ধরা হয়। একণে দিল্লীতে ইহার বিচার হইতেছে।

বোম্বাইর ট্রামওয়ে চলিতেছে বটে, কিন্তু ইহাতে প্রায়ই দুই একটী মানুষ মারা পড়িতেছে। সে দিন আর এক জনের মৃত্যু হইয়াছে।

এসিয়া মাইনরে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহাতে ১০ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত দেহ সকল রাস্তা ঘাটে বহু দিবস পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, তাহাদের সমাধি করিবার লোক ছিল না। কার্নসওয়ার্থ সাহেব বলেন, এক পল্লীর ৫০। ৬০ ঘর গৃহস্থের মধ্যে এক শত লোকের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ১০ ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন ইহার মধ্যে দুইটী পল্লী আছে, কিন্তু উহার পাঁচটীতে একটীও অধিবাসী নাই। ষষ্ঠটীতে ৩০ ঘর গৃহস্থের মধ্যে ৩ ঘর মাত্র আছে। গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ না করিলে এবার বঙ্গদেশেও অনেকে এই রূপ দুর্দ্দশা করিতেন।

কাবুলের আমীর সিরাজ আলী খাঁকে খাঁর অভিমুখে বিবাদে রক্ষা করিবার জন্য সৈন্য সমবেত করিতেছেন, তদ্বিরে সৈন্যগণ বেতনের জন্য বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করিতেছে। আমাদের সীমান্তে কোন বিপদ দেখা যাইতেছে।

১৭ এ ভাদ্র শুক্রবার।

ওয়াশিংটন গার্জিয়ান নামক সংবাদ পত্রের অন্যতম কম্পোজ করিবার একটী যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই কল দ্বারা তিনি নিজের এক খানি পত্র মুদ্রিত করিয়াছেন।

৪ঠা ও ৫ই সেপ্টেম্বর বোম্বাই নগরে প্রবল ভয়ানক বৃষ্টি হয়। ঐ বৃষ্টিতে বহুসংখ্য বাটী পড়িয়া যায় এবং ছয় জনের মৃত্যু হইয়াছে।

আমাদিগের আগ্রাস্থ সহযোগী মুলতান হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, একজন এদেশীয় পোষ্ট মাষ্টার ও তাহার একজন পেয়াদা উভয়ের বাটীতে প্রায় চারি শত ডাকের চিঠি পাওয়া যায়। পোষ্ট মাষ্টার বাবুর চিঠিগুলির মধ্যে ৬০০ টাকার অঙ্ক নোট ছিল। উভয়ের কঠিন পরিশ্রমের সহিত চারি ও পাঁচ বৎসর কারাবাস হইয়াছে।

স্পেক্টেটর পত্রে একটী অত্যাশ্চর্য্য এবং কৌতুকাবহ আবিষ্ক্রিয়া বিষয় লিখিত হইয়াছে। চিকাগোর হলিশা গ্রে নামক এক ব্যক্তি এক প্রকার উপায়ের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা টেলিগ্রাফ যোগে সঙ্গীতের স্বর এবং সুরগুলি পর্য্যন্ত সহস্র ক্রোশ দূরে প্রেরণ করা যাইতে পারে। তথায় ঐ সুরগুলি স্পষ্টরূপে শুনা যাইবে। গ্রে সাহেব যদি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হন, বাদ্যের স্বর টেলিগ্রাফযোগে প্রেরণ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না। তাহা হইলে আমরা এক দিন ভারতবর্ষে বসিয়া আটলাণ্টিক সমুদ্রের উপর দিয়া টেলিগ্রাফযোগে আমেরিকানদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারিব।

পার্ব্বতীপুর হইতে রঙ্গপুর পর্য্যন্ত একটী

শাখা রেলওয়ে খোলা হইবে। এনিমিত্ত দুর্গ ক্রয় করিবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। ঐ রেলওয়েটী দিনাজপুরের ১১ টী গ্রাম এবং রঙ্গপুরের ১৫ টী গ্রাম হইয়া যাইবে।

সেদিন গড়ের মাঠে বিবা একজন ফিরিঙ্গি যাইতেছিল, এমন সময় দুই জন আসিয়া উহাকে ধরে এবং উহার ঘড়ি চেন প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল সমুদায় কাড়িয়া লয়। গবর্ণর জেনরলের বাটীর সম্মুখে গড়ের মাঠে এরূপ কাণ্ড নিতান্ত আশ্চর্য্য জনক।

বোম্বাইর দুটী সম্ভ্রান্ত যুবক সিবিল সার্ভিস এবং এম, ডি পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে যাইতেছেন।

আগামী সোমবার রেওয়ারি হইতে আলওয়ার পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলিবে।

আমাদিগের পাছোয়ন্ত সহযোগী বলেন অপর সিন্ধুতে দুর্ভিক্ষ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এবিষয় সার উইলিয়ম মিয়ার ওয়েদার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট লিখিয়া পাঠাইতে ইণ্ডস ভ্যালি রেলওয়ের কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইবামাত্র নূতন রেলওয়ে আরম্ভ হইল, এখানে তাহার বিপরীত কেন?

আমরা দুঃখিত হইয়া পাঠকগণের গোচর করিতেছি, বহরমপুরের অন্যতর জমীদার রায় দুর্লিনবিহারী সেন ১৯ এ ভাদ্র মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইহার অনেককে অন্নদান করা ছিল।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকা শতকরা		১০৩৷৵—১০৩৷৵
৪৷	১৮৭০ (১৮৮৫)	১০৪—১০৪৷০
৪৷	১৮৭১ (১৮৮৪)	১০৪৷০—১০৪৷০
৪৷	১৮৭২ (১৮৭৯)	১০৪৷৵০—১০৪৷
৪৷	১৮৭৯-৮০ (১৮৭৯)	১০৯৷৵—১১০

১৮ এ ভাদ্র শনিবার।

এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন:—

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত গড়বেতা সব ডিবিজনের এলাকার অধীন অনেকানেক গ্রাম, নগর, খুনবেড়া, তোলবনী, কুলবনী, খামার বেড়ে, কেওটাড়া, পাঁচারোল প্রভৃতি গ্রামগুলির অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ওলাউঠা, বসন্ত ও মেলেরিয়া-এই তিনটীই মহা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রত্যেক স্থান সকলে অবতীর্ণ হইয়া স্ব স্ব মহিমা প্রকাশ করিতেছে। কেহই কম নয়। এই গ্রাম সমূহের মধ্যে যা সন্নিকটে সুচিকিৎসক দুবে থাকুক একজন সামান্য হাতুড়ে ডাক্তার পর্য্যন্তও নাই। সুতরাং চিকিৎসাভাবে অনেকেই অকালে কালকবলে পতিত হইতেছে। এখানকার ও ক্রোশ দূরে গড়বেতায় ২।১ জন মেটিব ডাক্তর আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে আনিয়া দেখান সকলের সাধ্যায়ত্ত হয় না। এ প্রদেশবাসীদিগের অধিকাংশই দরিদ্র, এমন কি নিরন্নের সংখ্যাই অধিক, বিশেষতঃ বর্ত্তমান বর্ষে। এক্ষণে প্রজাবৎসল দয়াবান গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের প্রার্থনা এই অত্র স্থান সমূহের জন্য অন্ততঃ বর্ত্তমান পীড়া ত্রয়ের তিরোভাব পর্য্যন্তএকজন চিকিৎসক প্রেরণ করেন। নতুবা আমাদিগের নিস্তার নাই। আশা করি আপনিও আমাদিগের পত্র খানি যথা স্থানে প্রকটিত করিয়া বাধিত করিবেন।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, তথায় এক্ষণে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। কাগজগুলি অত্যুৎকৃষ্ট ও নিতান্ত সৌখীন ইউরোপীয়দিগের মনোমত হয় নাই বটে, কিন্তু ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অফিসে কালেক্টরী কাছারীতে স্কুলে ও দোকানে ব্যবহৃত হইতেছে। এই প্রথম আরম্ভ, ইহার পর সৌখীন লোকের ব্যবহারোপযোগী কাগজও প্রস্তুত হইতে পারিবে এমন সম্ভাবনা আছে।

আমরা শুনিলাম ভারত আশ্রমের অধ্যক্ষ ও একজন ব্রাহ্ম মিশনরি গত কল্য খাই কোর্টে সাপ্তাহিক সমাচারের প্রকাশক ও সম্পাদকের নামে ১০ হাজার টাকার দাবীতে গ্লানির নালীশ করিয়াছেন। সহজে এ বিষয়ের মীমাংসা না হওয়াতে আমরা দুঃখিত হইলাম।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের তেরা [illegible] খাঁর সহিত যোগ দিতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া আমীর সিরায় খানী তাহার ভ্রাতা মহম্মদ হাসান খাঁকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ইমি আরো লিখিয়াছেন, জ'কুব খাঁ পারসোর সাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাতে তিনি কতক টাকা ও কতকগুলি মোটক পাঠাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক্ষণে অনেক ভাল আছেন।

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

২রা সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের কৃষি বিভাগ কৃত শস্যাদির অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, কেবল ত্রিচিনপলি ও মালাবার ভিন্ন মান্দ্রাজের আর সকল স্থানেই বৃষ্টির অল্পতার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সমুদায় বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে এক্ষণে আরো কিছু বৃষ্টির প্রয়োজন। সিন্ধুতে যে প্লাবন হয় তাহা কমিয়া যাইতেছে। শস্যাদির অবস্থা উত্তম। বঙ্গদেশের সমুদায় দক্ষিণ অংশ বিভাগে অল্প বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু তাহা আমন ধান্যের পক্ষে বড় উপকারী হইয়াছে। কিন্তু বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্থানে স্থানের সংবাদ বড় অশুভ। উত্তর বাঙ্গালার অবস্থা কিছু ভাল হইয়াছে কিন্তু আরো বৃষ্টির প্রয়োজন। দক্ষিণ ত্রিহুতে বৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। উত্তর পশ্চিমে বৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে এবং কেবল জলন্ধর ও হিসার ভিন্ন পঞ্জাবেও উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে। অন্যান্য বিভাগের সংবাদ ভাল। বঙ্গদেশের বিষয়ে বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে, আশু ধান্য কোন কোন স্থানে কিছু কম কোন কোন স্থানে কিছু বেশি হইয়াছে। সাধারণ্যে সমান হইয়াছে। কিন্তু এদিকে বর্দ্ধমান প্রেসিডেন্সি ও রাজসাহী বিভাগ এবং চাকা মুরসিদাবাদ ও ত্রিহুতে বৃষ্টির অভাবে আমন ধান্যের বড় অনিষ্ট হইতেছে। ইহার অবস্থা এরূপ যে একেবারে নষ্ট না হউক অনেক কম হইবে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ত্রিহুতে এখনও ছয় সাত সপ্তাহ বৃষ্টির প্রয়োজন এবং এ বৃষ্টি যদি প্রচুর না হয়, প্রায় সর্ব্বত্রই আমন ধান্য অনেক কম জন্মিবে। শুনা যাইতেছে, ৩রা ও ৪ঠা সেপ্টেম্বর বর্দ্ধমান হুগলী রঙ্গপুর দরভাঙ্গা মজফরপুর বেতীয়া সাহাবাদ হুগলী এবং জলপাইগুড়িতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে।

সপ্তাহের পাকিসিয়াল রিপোর্টে আমরা যত দূর, তার সংক্ষিপ্ত [illegible]

রাষ্ট, মন্টগমরি এবং ডেবাগাজি খাদ্যে বৃষ্টির অতিশয় প্রয়োজন। মজফরগড়ে প্লাবন জন্য অনিষ্ট হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩ রা সেপ্টেম্বর। এস, এস, ইয়র্ক সায়ার নামক যে জাহাজ কলিকাতা হইতে ইংলণ্ডে যাইতেছিল, এলজিয়াসের নিকট উহাতে আগুন লাগিয়াছে। অর্দ্ধেক পুড়িয়া গিয়াছে, ক্রমে আগুনের তেজ বাড়িতেছে।

মাড্রিড ৪ঠা সেপ্টেম্বর। জাবালাব মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিয়াছেন।

সাগাষ্টা প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন।

কালিষ্টরা পিকাডি আক্রমণে ক্ষান্ত হইয়াছে।

লণ্ডন ৫ ই সেপ্টেম্বর। রিপনার মাকুইস রোবান কাথলিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন।

ইয়র্ক সায়ার জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়াংশ দ্রব্য রক্ষা হইয়াছে। এখনও জ্বলিতেছে কিন্তু আগুনের তত তেজ নাই।

কালিষ্টরা বিলবোয়া আক্রমণের উদ্যোগে আছে।

লণ্ডন ৬ ই সেপ্টেম্বর। স্পেন হইতে সংবাদ আসিয়াছে কালিষ্টরা গিটারিয়া নগরে জর্ম্মণ দিগের কামানের জাহাজে গোলা বর্ষণ করে, তাহারাও সমর মধ্যে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর। ফ্রান্সের দক্ষিণে বেজে ভাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। ফেণ্ডার মেরির মধ্যবর্ত্তিতায় ১৯জন দাঙ্গাকারী আহত ও একজন হত হয়। অন্যান্য স্থানেও গোলযোগ হইতেছে, উহারাও মৃত ও দণ্ডিত হইতেছে।

লণ্ডন ৮ ই সেপ্টেম্বর। সিলিজের নগরে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। প্রায় অর্দ্ধেক নগর নষ্ট হইয়াছে। ৩ হাজার লোক আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছে।

পারিস ৮ ই সেপ্টেম্বর। ইউনিবাস নামক সংবাদ পত্রে মার্শাল সিরাথোর সাম্যিসূচক প্রস্তাব প্রকাশিত হয় বলিয়া উক্ত পত্র দুই সপ্তাহের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জর্ম্মণ ও অষ্ট্রিয়ার দুই জন মন্ত্রীই মাড্রিতে উপস্থিত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৮ই সেপ্টেম্বর। গত আগষ্ট মাসে গ্রেট ব্রিটেন হইতে ২০৫০০০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হয়। উক্ত মাসে তথায় ৩২৫০ ০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হয়।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৯ এ আগষ্ট। এফ, জে, মার্শডেন কিছু দিনের জন্য কলিকাতার পুলিষ মাজিষ্ট্রেট সিনার সাহেবের কার্য্য করিবেন।

৫ ই সেপ্টেম্বর। পুরীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ আবদুল কাদির কটকে বদলী হইলেন।

বাবু মন্মথ কুমার বসু দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইয়া সাতক্ষীরা উপবিভাগে রহিলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গৌরদাস বসাক জাহানাবাদের মুসলমান অধিবাসীদের গোর স্থানের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

এ, ডবলিউ কক্রেন কিছু দিনের জন্য হুগলীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

পাশ্চম বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর জে, এ, হপকিন্স সাহেব নিজ কার্য্য ভিন্ন কিছু দিনের জন্য মেদিনীপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

দিনাজপুর এবং রঙ্গপুর বিভাগে বিশিষ্ট রাস্তার জন্য ভূমি গ্রহণার্থ নিম্নলিখিত আফসরেরা ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন—

দিনাজপুর—লেপ্টনণ্ট এ, ডবলিউ প্রাউড ফুট, সি, এস, জে, পোলেন সি, এস জে, এচ কেম্পবেল সি, এস, ডবলিউএচ, হাসলি সি, এস, মাইকেল কিলুকেন সি এম, এ, ডবলিউ ম্যাকেনায়ান, জে, পি স্মাইথ, টি ডবলিউ টুইডি, বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায়, বাবু হরিমোহন চক্রবর্ত্তী, বাবু রামরতন গোস্বামী, বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, বাবু জগদীশনাথ রায়, বাবু সুরেন্দ্র নাথ রায়।

রঙ্গপুর—জি, এম, জামাণ্ট সি, এস, বাবু ব্রজ কান্ত রায়, বাবু রতনলাল ঘোষ, বাবু অক্ষয় কুমার সেন, বাবু ব্রজমোহন রায়।

নিম্নতর শাসন কার্য্যের নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের পদোন্নতি হইল—

প্রথম শ্রেণীতে—বাবু অক্ষয়চরণ মল্লিকের পদে ডবলিউ ও ব্রলি সাহেব।

ডবলিউ আর পেরাসন সাহেবের পদে বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে—বাবু শ্রীনাথ ঘোষ, বাবু হেমচন্দ্র কর।

তৃতীয় শ্রেণীতে—বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায়, বাবু কান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

চতুর্থ শ্রেণীতে—বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, মৌলবী মাফিজুদ্দীন।

বাবু প্রসন্ননাথ সেনের পদে এচ বার্টে সাহেব বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের রাজস্ব বিভাগের ডেপুটী সিক্রেটারির কার্য্য করিবেন।

পঞ্চম শ্রেণীতে ডবলিউ জি ব্লাকমোর মৌলবী আহম্মদ—বাবু শীতলনাথ বসু ডবলিউ বি, মার্টিন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা নিম্নতর শাসন কার্য্যের ষষ্ঠ শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন—

বাবু কালীনাথ দে, বাবু রাজেন্দ্রনাথ রায় বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সেন, বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরেরা পশ্চিমাঞ্চলের রোড সেসের কার্য্যভার পাইলেন এবং ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন—

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মালদহ। বাবু দ্বারকানাথ সেন—মেদিনীপুর বাবু ষ্ট্রীফন এ কর—দিনাজপুর। বাবু বগলানন্দ মুখোপাধ্যায়—রঙ্গপুর। বাবু কালীকিঙ্কর সেন—পাবনা।

বেগু সবাইর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, এ, উইলকিন্স বারাসত উপবিভাগের ভার পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে এস কার বেণ্ডসরাই উপবিভাগের ভার পাইলেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রধান শিক্ষক রিভ সাহেব নিজ কার্য্য ভিন্ন কিছু দিনের জন্য প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুল ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৯ এ আগষ্ট। এফ, জে, মার্শডেন ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে লেপ্টনণ্ট

...রের অধীনস্থ প্রদেশের মধ্যে একজন ডষ্টিক্ট ...ব দি'পস হইলেন। ইনি আরো উক্ত আই...র ৮ ধারানুসারে কলিকাতার ডষ্টিক্ট অব দি'পস হইলেন।

১ই সেপ্টেম্বর। বাবু চন্দ্রমোহন সেন বি, এল, ...কুচবেহার জন্য ত্রিপুরার পাঁচ পুকুরিয়ার প্রথম মুন্সেফ হইলেন।

বাবু শশাঙ্কভূষণ রায় বি, এল, কিছুদিনের জন্য বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবেন।

৮ই সেপ্টেম্বর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কটকের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং ইহাঁরা থেসীর মধ্যে ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু [illegible] ... ৩য়।

" [illegible] ... ৩য়।

" [illegible] ... ৩য়।

কাঞ্চিবিবাহের সরকারী কমিশনর এচ, এম, ইলিয়ট, এস দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। কিছুদিন হইল বনয়াবী আবাদে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। গবর্ণমেণ্ট আনুকূল্য জন্য বর্ষ সময়ে এক খানি আবেদন পত্রিকা কর্তৃপক্ষ সমীপে প্রেরণ করা হয়। শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে। এ বিদ্যালয়টী এখানকার বাবু সংসারের ডাক্তার বাবু আবশ্যকচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রয়াস যত্নের ফল। ইহার স্থাপন বিষয়ে ইনিই প্রধান উদ্যোগী। ডাক্তার শ্রেণীর লোককে প্রায়ই স্বতন্ত্র ধাতুর দেখা যায়। তাঁহাদের দেশহিতকর কার্য্যে বড় একটা দৃষ্টি থাকে না। আমাদের অবিনাশ বাবু সে দলের অন্তর্নিবিষ্ট নহেন। দেশের অক্ষ সৌষ্ঠব সাধনে বিলক্ষণ আগ্রহ ও তৎপরতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। দেশের উপকার বিধানের স্থল উপস্থিত হইলেই তাহাতে হস্তাবলম্ব দান করা তাঁহার প্রিয় অভ্যাস। এখন অবিনাশ বাবুর নিকট প্রার্থনা এই, যে সভা বিদ্যালয়টীর কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে চলে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

২। এ দিকের আকাশের ভাব পূর্ব্ববৎ অবসন্ন কুল। ভাদ্র মাস শেষ হইতে যায়, এখনও অনেক ভূমি অকৃষ্ট ও তৃণপূর্ণ রহিল। যথা সময়ে বৎসামান্য বর্ষণে ভূমি আর্দ্র হয় বটে, কিন্তু রৌদ্রের প্রখরতায় তাহা আবার বিশুষ্ক হইয়া যায়। ভূমিতে কিছু মাত্র জল সঞ্চিত হইতে পায় না। আর বৃষ্টিপাত হইলে কোনই উপকার দর্শিবে না। অধিকাংশ স্থলেই বীজগুলি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, পুনবায় মহাবিপদ যে নিকটবর্ত্তী তাহা আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। গবর্ণমেণ্ট এই বেলা সতর্ক হইয়া রসসঞ্চায় সচেষ্ট হউন। এখন আমাদের প্রার্থনা এই গবর্ণমেণ্ট বনয়াবী আবাদ অঞ্চলে একজন নিরপেক্ষ কর্ম্মচারী প্রেরণ করেন। কর্ম্মচারী অনুসন্ধান করিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা কর্তৃপক্ষের গোচর করিবেন।

৩। শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, পূর্ব্বের ন্যায় সংক্রামকৃত স্কুলের বিল মাসে মাসে পাস হইবার নিয়ম পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইতে চলিল। এ সম্বন্ধে আমরা অনেক বার সংবাদ পত্রে লিখি, এত দিনে আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইল দেখিয়া আমাদের অপরিসীম হর্ষ হইল। শিক্ষা বিভাগে অনেকগুলি বিষয়ের সংশোধন করণা আবশ্যক। সম্প্রতি মাইনার ও বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় যে সমুদায় বিষয় অবধারিত আছে, সে সকল পরিবর্ত্তিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। পূজার পরই আগামী বর্ষের পাঠনা আরম্ভ হয়। এই সময়ে আমাদের বর্ত্তমান ছোট লাট সাহেবের সে দিকে নয়ন আকৃষ্ট হইলে আমাদের অভিপ্রেত বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে।

৪। গ্রাম্য সব রেজিষ্ট্রার নিয়োগ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি রাখা বিধেয়। এ সকল কর্ম্মচারীতে কৃতবিদ্যতা ও বংশ মর্য্যাদার সমাবেশ থাকা আবশ্যক। আমাদের বীরভূমে যে কয়েকজন সব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এখনও কোন অভিযোগ শুনিতে পাই নাই। বস্তুতঃ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উক্ত উভয় গুণসম্পন্ন আছেন। এ সকল কার্য্যালয় নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসী দের সুবিধা জন্যই সংস্থাপিত হয়। বীরভূমের প্রায় প্রতি থানায় এক একজন কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইয়াছেন। কেবল শাখারীপুরের থানার অধিবাসীদিগকে পূর্ব্ববৎ কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। এ থানায় এখনও এ কার্য্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইল না। কার্য্য উপযুক্ত হইলে এ থানার অধিবাসীদিগকে সুরুল যৌড়িতে হয়। সুরুল এ থানার অধিকাংশ স্থল হইতে ৮।১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গবর্ণমেণ্ট কি কারণে যে এখানে আফিস সংস্থাপন করিতে দেন না, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

৫। আগামী ১ লা অক্টোবর হইতে বনয়াবী আবাদ বিদ্যালয়ের বার্ষিক, পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

২২ এ ভাদ্র
১২৮১ সাল

আমাদিগের আমালপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

আমাদিগের শিশু বিদ্যালয়, বালিকাবিদ্যালয় শ্রমজীবীদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় বালকদিগের জন্য নীতি সভা ছাত্রসভা ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি উত্তম চলিতেছে। অল্প দিবস হইল ব্রহ্মস্পদ শ্রীযুক্ত দিননাথ মজুমদার মহাশয় এখানে আগমন করিয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তাঁহার উপদেশ ও বক্তৃতাদি শুনিতে স্থানীয় ব্রাহ্মমন্দিরে অনেক লোকের সমাগম হইতেছে।

আমালপুর অন্নসত্রে গত ৪র্থ মাসের মধ্যে প্রায় ১১০০০ দুঃখী লোক আহার পাইয়াছে। ইহার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন অর্থ সাহায্য লওয়া হয় নাই, কেবল স্থানীয় ভদ্র লোকদিগের দ্বারা অন্নসত্রের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে।

এতদঞ্চলে গঙ্গার জল এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে যে মুঙ্গের ও তৎসন্নিকটস্থ অনেক দরিদ্র লোকের গৃহ দ্বার জলে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। তাহারা গৃহাভাবে পথে পথে ঘুরিতেছে। কেহ কেহ রাস্তার উপর বা বৃক্ষ তলে অতি কষ্টে দিন কাটাইতেছে। এই সকল অনন্যোপায় ব্যক্তিদিগকে মিউনিসিপালিটি হইতে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করা যায় পর নাই আবশ্যক।

এস্থানে ওলাউঠা জনিত মৃত্যু সংখ্যা এখন অনেক কমিয়াছে।

এবার তুষারপাত সকল স্থানে সমান জন্মে নাই। নিম্ন স্থানগুলির ত কথাই নাই, উচ্চ ভূমির উপর যাহা রোপিত হইয়াছিল তাহার প্রায় ৫০ আনা পরিমাণ ভাল হইতেছে। ভদ্র লোকের ব্যবহারোপযোগী চাউল অদ্যাপি ৪ টাকা মণ বিক্রীত হইতেছে।

আবার ঘোগা ষ্টেশনের সন্নিহিত ভায়রার নূতন রেলবন্দরী গঙ্গাগর্ভে বার বার হইয়াছে। গত বৎসর এই লাইন নির্ম্মাণ করিতে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, এবৎসরও আরো

কতক গুলি টাকার শ্রাদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ষ্টীমারের মরণ কোম্পানির যথেষ্ট লাভ, তাঁহাদেরই বা দোষ কি? গঙ্গার স্রোত ফিরিয়াছে। তথায় জল এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে টেলিগ্রাফের খুটিগুলি ডুবিয়া গিয়াছে, সুতরাং তদ্বারা জল অন্তর্গত লাইনের নিকট বিপদ করিতেছে, শকট হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

মুঙ্গের ষ্টেশনের অতি নিকটে এমন কি প্রায় ১০০ শত হস্ত দূরে মহাজনদিগের বৃহৎ বৃহৎ নৌকাগুলি ভাসিতেছে।

৪ ঠা সেপ্টেম্বর
১৮৭৪

প্রেরিত-পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয়সমীপেষু।

মহাশয়! গত ১৪ এ ভাদ্র বৃহস্পতিবার আমরা "জয়নগর মজিলপুর নাট্যশালায়" বাবু উমেশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের "বিধবা-বিবাহ" নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। নাট্যশালাটী জয়নগরের বিখ্যাত রায় [illegible] চাঁদ নীতে হইয়াছিল। "বিধবাবিবাহ" নাটক খানি অতি উত্তম গ্রন্থ। বঙ্গদেশের [illegible] করণরসপ্রধান এই প্রথম নাটক। [illegible] বিধবাবিবাহ নাটক যখন প্রথম অভিনীত হয় তখন ইহা [illegible] হইয়াছিল। আমরা হৃষ্টচিত্তে ইহা স্বীকার করিতেছি যে "জয়নগর মজিলপুর নাট্যশালার" সভ্যগণ তত দূর কৃতকার্য্য হইতে [illegible] নাই। কৃতকার্য্য না হইবার তিনটী কারণ লক্ষিত হইয়াছে (১) নাটকখানির [illegible] অনেক স্থল পরিত্যক্ত হইয়াছে। (২) [illegible]দিগের যোগযোগ এবং অভদ্রতা প্রকাশ। (৩) সভ্যগণের এই প্রথম উদ্যম।

১ম কারণে আমাদিগের বক্তব্য এই যে সমুদায় অংশ যদি অভিনীত হইত তাহা হইলে তাঁহারা কতক কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, বোধ হয় তাঁহারা উক্ত অংশ অভিনয় করিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছিলেন, পরে অসুবিধা হেতু অক্ষম হইয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষ দোষী মনে করি না। তবে এই মাত্র বলি যে তদ্বারা নাটক খানির সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে এবং নাটকখানিকে হত্যা করা হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ২ কারণ [illegible]দিগের দোষ। এ প্রদেশে নাট্যশালার এই প্রথম উদ্যোগ, সুতরাং বহুলোকের সমাগম হইবে বিচিত্র কি? যার [illegible]গণ লোকের স্রোত অবরোধ করিতে পারেন নাই যদিও বহুলোকের (তন্মধ্যে তদ্রও অনেক) সমাগম হইয়াছিল, তত্রাপি নিস্তব্ধ ভাবে তদ্ররূপে বসিয়া থাকা অসম্ভব নয়। উপবেশন স্থলে বেঞ্চ দেওয়া হয় নাই এটিও গোলযোগের একটী প্রধান কারণ। পূর্ব্বে সাবধান হইলে এরূপ বোধ হয় হইত না। ৩য় কারণের বিষয়ে আমরা কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না, তবে এই মাত্র তাঁহাদের প্রশংসা করিতে হয় যে সভ্যগণের এই প্রথম উদ্যম। ইহাতে যতদূর হইয়াছে তাহাতে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি আশাতীত হইয়াছে। প্রধান অভিনেতার মধ্যে কীর্ত্তিরাম ঘোষ ও মধুমতের অভিনয় কতক ভাল হইয়াছিল। অন্যান্য ক্ষুদ্র অভিনেতার মধ্যে রামদেব বাচস্পতি বৈকব ও গণকের অভিনয় নিতান্ত মন্দ হয় নাই। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে পদ্মাবতী ও সুলোচনার অভিনয় সকলের অপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী এবং সুন্দর হইয়াছিল। সুখময়ী অনেকাংশে সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন। নাপ্তিনীর অভিনয় ভাল হয় নাই। বাদের বিষয়ে বক্তব্য এই, বাদকদিগের অনেকেরই সুরবোধ নাই। ভবানীপুরের একটী ভদ্রলোক না আসিলে তাঁহাদিগকে নিতান্ত উপহাসাস্পদ হইতে হইত। "তবে আমি ডুবে মরি" নামক প্রহসন অবশেষে অভিনীত হয়। ইহার অভিনয়টী নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

হবিনাভি
২৩ এ ভাদ্র ১২৮১ } অনুগত
শ্রী—

সম্পাদক মহাশয়! আদিম কালে আর্য্য জাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। পরে অনুলোম ও প্রতিলোম সংযোগে নানা প্রকার বর্ণ সঙ্করের উদ্ভব হয়। এই কালে ব্যবস্থাপকেরা সঙ্কর জাতির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা বা জীবিকা কল্পনা করেন। তদবধি সেই সেই বৃত্তি উহাদিগের জাতি ব্যবসায় বাচক হইয়া আসিয়াছে। কোন বিষয়ের চর্চ্চা ও অনুসরণ পুরুষানুক্রমে করিলে তাহাতে বিশেষ পারদর্শিতা জন্মে। বোধ হয় এই উদ্দেশে প্রাচীন আর্য্যগণ সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বিষয় এক এক জাতির অনুসরণীয় করিয়া দিয়াছিলেন। এই পদ্ধতি ধারাবাহিক রূপে কুল পরম্পরা চলিয়া আসায়, তত্তৎ বিষয়ের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে দেখা যায়। কালক্রমে সমাজে স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি বলবতী ও রাজ কর্ত্তৃক প্রজার জীবিকা পূর্ব্ববৎ নিয়ন্ত্রিত করিবার নিয়ম রহিত হইয়া গেল। আপন আপন রুচি ও সুবিধা অনুসারে একজাতি অন্য জাতীয় বৃত্তি অবলম্বন করিতে লাগিল। তখন স্বকীয় জাতি নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির উপযোগিনী যোগ্যতা লাভ না করিলেও আর কোন ক্ষতি হইল না। সুতরাং সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীতে তিন প্রকার লোক দেখা দিল।

১। বংশানুক্রম বৃত্তির অনুসারক। ২ ভিন্ন জাতীয় বৃত্তির অবলম্বী। ৩ কৌলিক ব্যবসায় নামধারী।

শেষোক্ত দুই সম্প্রদায়ের লোক হইতে ব্যবস্থাপকদিগের উদ্দেশ্য সাধনের বিলক্ষণ বিঘ্ন জন্মিল, যাহারা স্বকীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া পরকীয় জাতি নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় আশ্রয় করে, তাহারা অর্থোপার্জ্জন বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নতি সাধন করিলেও করিতে পারে বটে কিন্তু অবলম্বিত ব্যবসায়ের উৎকর্ষ সম্পাদনে অক্ষম হয়। পক্ষান্তরে অপর যাহারা পৈতৃক ব্যবসায় সম্পাদনের সুযোগ অথচ তদ্দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া স্বকীয় জীবিকা উপার্জ্জন করে, তাহারা কেবল পূর্ব্ব পুরুষার্জ্জিত ব্যবসায় বিদ্যা

করে এমত নহে, তদ্দ্বারা সমাজ সাধারণ্যে ঘোর অনিষ্ট হয়। যাজক ও গুরুপদাভা ব্রাহ্মণ, আচার্য্য প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। নানা প্রকার শিল্পী ও বৈদ্য উক্ত দুই শ্রেণীরই অন্তর্ভূত। চিকিৎসক বা বৈদ্য সমাজের সহিত অতি গুরুতর সম্বন্ধে বদ্ধ অতএব অদ্য তদ্বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে।

হিন্দু জাতির মধ্যে একটী বিশেষ কুরীতি এই যে একজন উপার্জ্জনক্ষম হইলে তাহার আত্মীয় বর্গ তদুপার্জ্জনোপজীবী হয়। এই হেতু আমাদিগের সমাজে সচরাচর বিদ্বান ও উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির আত্মীয়বর্গ অনেক স্থলে আলস্য পরতন্ত্র, সুতরাং বিদ্যা বিহীন ও উপার্জ্জনে বিরত হইয়া থাকে। এইরূপ বৈদ্য বিদ্যা ও জ্ঞান বিষয়ে বিখ্যাত ও অর্থোপার্জ্জন ক্ষম হইলে তাঁহার ভ্রাতা পুত্র প্রভৃতি স্বজনগণ অনেক স্থলে শ্রম বিমুখ হইয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের রীতিমত অধ্যয়ন ও চিকিৎসা ব্যবসায় যথোচিত শিক্ষা করে না। কিন্তু মনুষ্যের অবস্থা কত দিন স্থির থাকে? কাল ক্রমে তাদৃশ অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যখন সংসার তাহাদের পক্ষে [illegible] ন্যস্ত হয়, তখন তাহাদিগের পক্ষে [illegible] নিতান্তর প্রয়োজনীয় কর্ম্ম হয়। কিন্তু এদিকে বিদ্যা ও ব্যবসা শিক্ষা [illegible] হয় নাই, অতঃপর তাহা শিখিবার সময় ও সুবিধাও নাই, অথচ লোকের নিকট হীন সাধুবৃত্তিতা ব্যক্ত না হইয়া সবশ্য অর্থ লাভ হয়, এই চিন্তা ও চেষ্টা হইতে থাকে।

আর এক শ্রেণীর লোক স্বজাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ান্তর চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞান লাভ এবং দুই চারিটী মাত্র ঔষধ সংগ্রহ করিয়াই চিকিৎসা ব্যবসা অবলম্বন করে। সমাজের নিম্ন শ্রেণী ও দূরদেশীয় লোকের মধ্যে ইহাদের প্রাদুর্ভাব অধিক। কারণ তাঁহারা শিক্ষিত চিকিৎসক অপেক্ষা অল্প অর্থে সন্তুষ্ট হয়। রোগী আরোগ্য লাভ করিলে উক্ত উভয় শ্রেণীর চিকিৎসকেরা যশোলাভ করেন, মরিয়া গেলে সীড্‌নিতের গরমাদু নাই বলিয়া স্থির হয়। যাহা হউক, ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না, যে এরূপ চিকিৎসকেরা সর্ব্বদাই বঞ্চনা করিয়া আপন আপন জীবিকা উপার্জ্জন করে। চিকিৎসা শাস্ত্রের সম্যক অধ্যয়ন ও উহার ব্যবসায়ে পারদর্শিতা লাভ না করিয়া সমাজের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করা আর চৌর্য্য বৃত্তি অবলম্বন করা উভয়ই তুল্য। ধন্বন্তরি এক স্থানে কহিয়াছেন, "যে ব্যক্তি গুরু মুখ হইতে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করে, সেই বৈদ্য, তদ্ভিন্ন অপর সকলে তস্কর।" স্থানান্তরে বলিয়াছেন "যে বৈদ্য চিকিৎসা কর্ম্মে কুশল হইয়াও শাস্ত্র অধ্যয়ন না করেন, তিনি সাধুদিগের নিকট মান্য হইতে পারেন না। নৃপতি কর্ত্তৃক তাঁহার প্রাণ দণ্ড হওয়া উচিত।"

হায়! অতি প্রাচীন কালে আয়ুর্ব্বেদের কি গৌরব ছিল, রাজার দৃষ্টি ইহার প্রতি কত দূরই নিক্ষিপ্ত হইত। অতি পুরাতন কালে আর্য্য সমাজে চিকিৎসা কার্য্য কুশল বৈদ্য অধ্যয়নশীল হইলে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইত, কিন্তু এক্ষণে চিকিৎসকের বস্তুল জন্ম গ্রহণ মাত্র করিয়া অথবা চিকিৎসা ব্যবসায়ীর জাল করিয়া লোকের সর্ব্বস্ব অপহরণ ও সংস্র লোকের প্রাণ নাশ করিলেও বাস্তবিক দণ্ডিত হইতে হয় না। রাজা তাদৃশ তস্কর ও হন্তা কাহাকে দণ্ড দেন না, প্রত্যুত প্রকাশ্য ভাবে সম্ভ্রম দিয়া থাকেন। ইন কম ট্যাক্সের সময়ে ঐ শ্রেণীস্থ লোকের উপরেও ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছিল। ইহা সামান্য শোকের বিষয় নহে, যে এই উনবিংশ শতাব্দীতে সুসভ্য রাজার রাজ্যে এরূপ ব্যবসায়ী অনায়াসে সম্মান করে। ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি সভ্য দেশে অশিক্ষিত ব্যক্তি চিকিৎসা কার্য্যে অথবা ঔষধ বিক্রয়ে প্রবৃত্ত হইলে রাজনিয়মে দণ্ডিত হয়। এই ভারতবর্ষ শতাধিক বর্ষ সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন থাকিল, প্রজার ধন মান প্রাণ রক্ষার্থ নানা প্রকার বিধি বদ্ধ হইল, অথচ এক শ্রেণীর চৌর ও হন্তা কারী অদ্যাপি অপরাধী বলিয়া ধরা পড়িল না।

মেদিনীপুর, ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৭৪। } একান্ত বশম্বদ শ্রীঃ—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ৪ ঠা সেপ্টেম্বর।

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।
ভাগীরথী।	
	ফীট ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	৩৪
সুবপুর ও মাইলের মধ্যে	২০
তথা হইতে জলিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	২১
জলিপুর হইতে বহরমপুর ১৭ মাইলের মধ্যে	২৫ ২
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২৪ ৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২৬
মাথা ভাঙ্গা।	
গঙ্গার মোহানা	২১ ৬
ডাঙ্গার পাড়া	২১
তথা হইতে কাট বোলিয়া	৩৪ ৬
তথা হইতে কট ১ নং	২৭ ৭
তথা হইতে বোলমারি	২৮ ৪
তথা হইতে আলিকদহ	২৭ ৯
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	২৭ ৯
জলঙ্গী।	
মোহানায়	১৩

সন ১৮৭৪ সালের ৭ ই সেপ্টেম্বর বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	১৮	৩

বহরমপুর, ৭ ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ } টী, বেটী সি ই, প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র গুপ্ত
বরপকাটি স্কুল ১০
* * তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়—কটক ১০
* * জানকী বল্লভ সেন
কাঞ্চনগোটোলা ১০
* * যাদব কিশোর আচার্য্য চৌধুরী
মুক্তাগাছা ৫৪০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৪০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ [illegible] ষাণ্মাসিক ৫৪০ টাকা। ছয় মাসের [illegible] করা যায় না। [illegible] নাই, ছাড়িতে [illegible] লিখি অভয়, ইহার [illegible] হয়, তিনি সেই [illegible] ম। যাঁহারা [illegible] আর আমা [illegible] মূল্যের [illegible] মূল্যের টিকিট [illegible] প্রেরণ করিবে [illegible] নিম্নলিখিত [illegible] হইবার পূর্ব্বে [illegible] নিবেদন [illegible] হইলে অবধি [illegible]।

যখন যিনি [illegible] তাহা যেন রেজিষ্টরি [illegible] ও আপনার নাম [illegible] দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ [illegible] যাহাদিগের নূতন [illegible] হইয়া আসিবে সোমপ্র [illegible] তাঁহাদিগের নামোল্লেখ [illegible] স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে [illegible] হইলেও একমাস কাল প্রতী [illegible] তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে, শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি [illegible] করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঁদড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

৭ ম ভাগ। ৪৪ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্তন্তাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
আগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ৯ ই আশ্বিন। ইং ১৮৭৪। ২১ এ সেপ্টেম্বর।
মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১২৲ বার টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৬৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	৷৷০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৶০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৶০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাশুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাঠাইবেন। যিনি টি কট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, ১৲ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

বঙ্গদেশবাসিগণ উপস্থিত থাকিয়া লবণের সিবরেজ মাশুল বিল সম্বন্ধে গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের কাউন্সিলে আবেদন করা উচিত কি না, এ বিষয়ের বিবেচনা করেন এই অভিপ্রায়ে আগামী ৩০ এ সেপ্টেম্বর বুধবার অপরাহ্ণ ৪ চারি ঘটিকার সময় জানরেবল সভাপতি সভাগণ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন গৃহে এক সভা করিবেন।

শ্রীগণেন্দ্রমোহন ঠাকুর
অনরেবি সেক্রেটারি
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান
এসোসিএসন

বাল্য বিবাহ নাটক।

মূল্য ৷৷০ আনা। কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্য।

শ্রীকেদারনাথ রায়।

ষ্টোম্যাকিক এলিকসার ও পাউডার অর্থাৎ পাচক অরীষ্ট ও চূর্ণ।

অজীর্ণ আম ও রক্তাতিসার গ্রহণী প্রবাহিকা রোগের অব্যর্থ ঔষধ বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, এবং নিম্নের কতিপয় পত্রের উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইবেক। মূল্য ১২ পুরিয়া ৷৶ আনা হইতে ৸ আনা।

১২ মাত্রা বিশিষ্ট এক শিশি ৷৷০ আনা হইতে ১৷৷০।

কলিকাতা ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্তের প্রেরিত।

" প্রায় তিন মাস হইল আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সঙ্কর রক্তাতিসার রোগে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময়নাশক চূর্ণ ২ দিন ব্যবহার করিয়া এবং তৎপরে ক্রমে ২ শিশি উদরাময় নাশক এলিকসর সেবন করিয়া উত্তম আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি আমার কনিষ্ঠ পুত্র অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় পীড়ায় পীড়িত হওয়ায় আপনাদিগের উদরাময় নাশক মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।"

ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীনাথ সেন কবিরঞ্জনের প্রেরিত।

" আমার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাসের যকৃৎ ও রক্তাতিসার হইয়াছিল, আপনাদিগের সুতন পাচক অরীষ্ট নামক ঔষধ সেবন করিয়া তাহার অতি অল্পকালের মধ্যে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।"

কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের জ্যাকসিসেসন অর্থাৎ টীকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং আসিষ্টাণ্ট সারজন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র দত্তের প্রেরিত পত্রের অনুবাদ।

" কালীঘাটের শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিসার পীড়ায় যেরূপ পীড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আরোগ্য পক্ষে আমার সম্পূর্ণ সংশয় ছিল। ফলতঃ তাঁহার পীড়ার প্রতীকারে আপনাদিগের ষ্টোম্যাকিক এলিকসারের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

বি, এল, ঘোষ, এণ্ড কোং
পুরবরম মেডিকেল ষ্টো
ভবানীপুর কলিকাতা।

যুক্তাক্ষর।

প্রাচীন আর্য্যগণের [illegible] কলিকাতা গোলদীঘির [illegible] অথবা ১৩ নং বাদুড়বাগান [illegible] পাওয়া যায়। প্রতিমাসে ২ খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য [illegible] খণ্ড ৶০ তিনআনা। [illegible] গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম দিতে হইবে, ও ডাকমাশুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য কুসুম।

উপরি উক্ত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ ডাকমাশুল ।৶০। ষাণ্মাসিক ডাকমাশুলসমেত ।৶। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৶। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা হুগলি বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পত্রাদি পাঠাইবেন।

কুলীন কন্যা অথবা কমলিনী।

এই অভিনব নাটক কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ট্রেণিঙ্গ একাডেমিতে আমার নিকট এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মূল্য ৸০ আনা।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিপ্রায়—নীতি সম্বন্ধে।

এই নাটক খানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। বিশেষ আহ্লাদের বিষয় যে ইহাতে অশ্লীলতার নাম মাত্রও নাই এবং নীতিতে পরিপূর্ণ। এইরূপ নাটকের অভিনয়েই দেশের উপকার হয়। যে অভিনয় দ্বারা বিশুদ্ধ আমোদ এবং সুনীতি লাভ করা যায়, সেই অভিনয়ই ভদ্র সমাজের দর্শনীয়। আজ কাল কতকগুলি কুৎসিত নাটকের অভিনয় দ্বারা সাধারণ লোকের রুচি কলুষিত হইয়াছে। এজন্য বিশুদ্ধ নীতিপূর্ণ নাটকের অভাব বোধ হইয়াছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু সেই অভাব পূরণ করাতে ভদ্র সমাজে ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

সুলভ সমাচার।

ইহাতে নীতিপূর্ণ অনেক বিষয় আছে এবং যে উদ্দেশে লিখিত হইয়াছে, তাহার বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান, ডেলিনিউস

এই নাটকখানি পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের পরাজয় এই কথার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নাটক খানি রচিত হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ।

কুলীন কন্যারা ও যে সতীত্বের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারে এ গ্রন্থে তাহাও লক্ষিত হয়। গ্রন্থ নিবিষ্ট অধিকাংশ চরিত্রই সাধু।

ভারত সংস্কারক।

রস, চরিত্র ও রচনা সম্বন্ধে।

কমলিনী দীননাথের প্রণয় অতি নির্ম্মল ও পবিত্র, কমলিনী এবং দীননাথের চরিত্র অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। তাহাদের প্রণয় অতি পবিত্র এবং তাহাতে লাম্পট্যের লেশ মাত্রও নাই। কুলীন জয় রামের চরিত্রও সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ফটিক চাঁদের বদমায়েসি, বেচারামের লম্পটতা এবং দীননাথ কর্ত্তৃক কমলিনী হৃত হইয়াছে, এই বিশ্বাস হওয়াতে জয়রামের পরিবারের ক্ষণস্থায়ী শোক প্রকাশ এবং অবশেষে দীননাথের উন্নততা, ইহার এক একটীই অতি চমৎকার রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

হালিসহর পত্রিকা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এই কয়টী প্রধান দীননাথ তারানাথ বেচারাম ফটিকচাঁদ জয়রাম পুরুষগণ কমলিনী কুমুদিনী ও ঝিঙ্গা—স্ত্রীগণ।

গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। কবিতা ও গানগুলি সরস ও সুন্দর হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ।

পুস্তক খানির লেখা সাধারণ্যে উত্তম এবং আড়ম্বরশূন্য হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস।

নাটকখানি অতি সুললিত ও শুদ্ধ ভাষায় লিখিত। অধুনা একপ নাটক অতি বিরল-প্রচার। রচনাটী কবিসুলভ কৌশলময়।

কুলীন কন্যার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরিত্র নায়ক দীননাথ। কমলিনীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রগাঢ়, বিশুদ্ধ, পবিত্র, কমলিনীর চরিত্র সরলতাময়। তাঁহার প্রতি কথার প্রতি আচরণে সরলতা, কমলিনী সরলতা নির্ম্মিতা। তারানাথের স্ত্রী কুমুদ আমোদময়ী। কুমুদ যেখানে যায় সেই খানেই যেন আমোদরাশি ছড়াইতে থাকে।

এডুকেশন গেজেটের চরক ভাষায় লেখক।

কুমুদিনীর প্রফুল্লতা ও রহস্যপ্রিয়তা তারানাথের মিত্রভাব বেচারামের কর্ত্তব্য জ্ঞান ধর্ম্মভাব উন্নত শিক্ষা ও কৌশল, জয় রামের মর্য্যাদা বোধ, তাহার স্ত্রীর বাৎসল্য ও কমলিনীর প্রণয় ও সতীত্ব ধর্ম্ম তাহাদের চরিত্রে উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে।

কবি নাট্যনিয়ম সকল পরিজ্ঞাত আছেন, ইহা রচনায় প্রকাশিত হইয়াছে। রচনায় নিপুণতা আছে। বিশেষতঃ কবিতা গুলি অত্যন্ত সুমধুর লাগিল। স্ত্রীলোকের কথাগুলিও অনুরূপ বোধ হইল। দীননাথের অভিনয় বিশিষ্টরূপে চিত্তাকর্ষণ করিবে।

ভারত সংস্কারক।

লক্ষ্মণ বর্জ্জন ও শ্রীবৎস চিন্তা গীতাভিনয় নামক দুই খানি পুস্তক আমি প্রণয়ন করিয়া বি পি যন্ত্রে প্রেরণ করিয়াছি, অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেক। কিন্তু আমার অনুমতি ব্যতিরেকে কেহই উহার অভিনয় করিতে পারিবেন না।

শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী
সাং উলুবেড়ের অন্তর্গতী
ফুলেশ্বর।

আমার জমিদারী সেরেস্তায় দেওয়ানী পদ শূন্য আছে। ঐ পদে জমিদারী কার্য্যে পটু ও আইনজ্ঞ এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিব। মাসিক বেতন ১৫ পনর টাকা। কার্য্য দক্ষতার প্রশংসিত হইলে বেতনের হার বৃদ্ধি হইবে। আহারীয় দ্রব্যাদি এবং ভৃত্য সরকার হইতে দেওয়া যাইবে। যদি কেহ এই পদাকাঙ্ক্ষী হন, প্রশংসা পত্র সহ আবেদন পত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় অদ্য হইতে এক মাসের মধ্যে আমার নিকট পাঠাইবেন। পদাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ কিম্বা কায়স্থ জাতি হওয়া আবশ্যক।

১২৮১ সাল ১১ ই ভাদ্র

শ্রীগুরুগোবিন্দ চৌধুরী
ষ্টেষণ সেহেরাগঞ্জ
কৃষ্ণপুর গ্রামে বাসস্থান।

প্রাক্টেনর উইলসন সাহেবের কৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান। ৩য় বার মুদ্রিত। এক খণ্ডে সম্পূর্ণ ডিমাই ৪ পেজি ১০০

সহস্রাধিক পৃষ্ঠ পরিমিত। মূল্য ১২।০ টাকা। কলিকাতা চাঁপাতলা আমহরেষ্ট ষ্ট্রীট ১৩১ নং ভবনে প্রাপ্তব্য।

প্রকাশক
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

—০—

স্ত্রী চিকিৎসা।

কলিকাতা মেডিকেল কালেজের ধাত্রী বিদ্যা, বালচিকিৎসা এবং স্ত্রীচিকিৎসার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হিব নাসবক্ষ আল, সি, এম, সি, বি কর্ত্তৃক প্রণীত মূল্য ডাক মাশুল সমেত ২ টাকা আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুস্কুলের নিকটবর্ত্তী
কলিকাতা।

—০—

কবিবর ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত নিম্ন লিখিত কাব্য ও নাটক গ্রন্থ সকলের সহিত স্বত্বক থাকাতে সম্প্রতি এদের মধ্যানুসারে ঐ সমস্ত পুস্তক ও তাহাদের স্বত্ব আগামী ২৩ এ সেপ্টেম্বর বুধবারে মেঃ মেকেঞ্জি লায়েল কোং দ্বারা একত্রে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে। যথা:—

১, মেঘনাদবধ কাব্য, ১ ম আর ২, মেঘনাদবধ কাব্য একত্রে সম্পূর্ণ, (এক্ষণে ছাপা নাই) ৩, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। ৪, বীরাঙ্গনা, ৫, ব্রজাঙ্গনা, কবিতাবলী। ৬, ব্রজাঙ্গনা, কাব্য, (এক্ষণে ছাপা নাই)। ৭ কৃষ্ণকুমারী নাটক (এক্ষণে ছাপা নাই) ৮ পদ্মাবতী নাটক। ৯ শর্ম্মিষ্ঠা নাটক। ১০, বুড়োসালিকের ঘাড়ে রোঁ। ১১, একেই কি বলে সভ্যতা।

এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ সমাচার ৭।৮ নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটস্থ ষ্টুয়ার্ট লেথাম এণ্ড কোম্পানির দোকানে প্রাপ্তব্য।

—০—

হেম নলিনী।
(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিঙ লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸০ আনা ডাক মাশুল /০ এক আনা।

লালবাজার হিন্দুস্কুল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—০—

বাণীযন্ত্র (টাকার ওয়াচ)

ঘড়িকারদের ঈশ্বর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা, প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে:

১৮ কে, প্রকার ডিস্ক্রিপ্ট ঘড়ির কাচ এবং উহার নিমিত্ত ২ ইঞ্চ ওয়ার্ক ও বেণ্ড উপাদি।

ইটালী দেশীয় ছাচের মাইল ষ্টোন মেকিয়ে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ ঢাইল ইত্যাদি।

ফার্ণার ট্রেক।

ফায়ার ব্রে।

বাটীর নম্বরিং ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত নেম্বর করা পাইল, তাহার এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অবশ্যক হইলে নেম্বর লিখিত কোম্পানির এজেন্সি কার্য্য করিয়া দিবেন।

কলিকাতা এবং কাউন্টরস্থ ষ্টোর } ৬৩৩ নং চিৎপুর রোড।

—০—

আমরা ঢাকাস্থ ষ্টোরে যে সকল মনোহারি মেটিরিয়ল মেডিসিন অর্থাৎ ঔষধোপযোগী দ্রব্য রাখিয়াছি তাহার মূল্য ও ডাক মাশুল ৸০ আনা সমেত বিনামূল্যে ১ ডাকমাশুল ৸০।

ডাক্তার বাবু এককড়ি ঘোষ এল, এম, এস একটু ঔষধ মেটিরিয়া মেডিকা, মূল্য ১ ডাক মাশুল ৸০ এবং তৎপ্রণীত ফার্ম্মাকোপিয়া ১ ডাক মাশুল ৸০ প্রেরণ করিয়াছেন। তাহা শীঘ্রই আমার নিকট ও কলিকাতা এবং অন্যান্য ডাক্তারি পুস্তক বিক্রেতার নিকট পাওয়া যায়।

ক্ষেত্র বাবুর পুস্তকের পরিবর্ত্তে ক্রিয়া মূল্য ।০ ডাক মাশুল /০

যোগেশ বাবু প্রকাশিত স্বপ্নলতা ১ ডাক মাশুল ৸০।

ইন্দ্র বাবু বি এ, কৃত কল্পতরু ১, ডাক মাশুল ৸০।

ক্যামেলি ট্রীটমেণ্ট ১৷০।

ঢাকা লালবাজার } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুস্কুলের }

—০—

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম, বি কৃত বঙ্গভাষায় এনাটমি ব, শারীর বিদ্যা ১ম খণ্ড মেডিকেল এনাটমি সাধারণ শারীর বর্ণনা এবং অস্থিবন্ধন বা অস্থি বিদ্যা উহার সংক্ষেপে উত্তম ছাপা এবং ১২০ খানা প্রতিমূর্ত্তি সহিত ৪।০ মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল এইক্ষণে ক্রেতাদিগের সুবিধার জন্য ২ ভাগে ২ টাকা মূল্য ৭ ডাক মাশুল ।/০ আনা অবধারিত হইল আমার নিকট প্রাপ্তব্য—

ঢাকা লালবাজার হিন্দুস্কুলের নিকট } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
২০ জুলাই ১৮৭৪।

—০—

ইংরাজী জুতা।

দুর্গা পূজার সময় ব্যবহার জন্য,
আতশয় সস্তা।

ক্যাম্প এণ্ড কোং
২৯ ও ১২১ বাবাবাজার।

—

মহাশয়—নির্ব্বাসিতের বিলাপ * যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, মেটকাফ প্রেসে মাইকেলিতে কিম্বা বাবাবাজার ব্রাহ্মসমাজ কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৬ ই মার্চ্চ ১৮৭৪ } শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য।

সোমপ্রকাশ।

১ ম আশ্বিন সোমবার।

এই মিয়াদের মধ্যেমধ্যে কত লোক ইউনিভার্সিটীর ফ্রি লিষ্টমধ্যে নাম লিখাইয়া রাখিলেন। ইউনিভার্সিটীর এ বিষয়ে আপনার মত বিদ্যা বুদ্ধি সংক্ষে কাহাকেও কিছুতেই কিছু হইতে না। অবশেষে বিদ্যালয়ের অকর্ম্মণ্য খরচাড়ি পুলিসাদিগের কতক লোক শিক্ষিত হইতেছে।

এ নিমিত্ত ইংলিসমানে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়াও ইহাঁদের রাগ পড়ে নাই। ৺ ত্রিভুবের একজন ২৩ বৎসরের নীলকর দ এই স্বাক্ষরিত একখানি পত্র ইংলিসমানে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন, এক্ষণে ইউরোপীয়দিগের সম্বন্ধে ভারতবর্ষে যে আইন আছে, তাহা তুলিয়া দিবার জন্য রাজ্ঞীর নিকট আবেদন প্রেরণার্থ অবিলম্বে চাঁদা সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। ইহার ইচ্ছা, ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয়দিগের বিচার ইংলণ্ডের আইন অনুসারে এবং জুরির দ্বারা সম্পন্ন হয়। ইহার এরূপ ইচ্ছা হওয়া অসম্ভাবিত নয়। ইনি ২৩ বৎসরের নীলকর, দরিদ্র প্রজাদিগের উপর হস্ত ও এই ২৩ বৎসর ধরিয়া অবাধে শ্যামচাঁদ প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছেন। এখন মিয়াসের বিচার দর্শনে সেই শ্যামচাঁদ প্রয়োগে অত্যন্ত হস্তের পাছে সঙ্কোচ করিতে হয় এই আশঙ্কায় কি ভীত হইয়াছেন?

—০—

অন্নাভাবের কি কিছুতেই চৈতন্য হইবে না?

এই দুর্ভিক্ষে অনেকের অনেক প্রকার শিক্ষা হইল। অলসেরা পরিশ্রম করিতে শিখিল। অমিতব্যয়িরা মিতব্যয়িতার শিক্ষা লাভ করিল। যে জমীদারের ভাত মদ বন্ধ করিবার অল্পমাত্রও ক্ষমতা আছে, প্রজা যে কেমন সামগ্রী এবার তিনি প্রজাই অনেক জমীদারের একমাত্র অবলম্বন। প্রজার নিকটে যতক্ষণ খাজনা পান, ততক্ষণ তাঁহাদিগের চলে খাজনা বন্ধ হইলেই তাঁহাদিগের হাত পা বন্ধ হইয়া যায়। এবার এই দুর্ভিক্ষের প্রভাবে অনেক প্রজার গৃহে অন্ন নাই। অনেক প্রজা জমীদারকে এক কপর্দ্দকও দিতে পারে নাই। অনেক জমীদারই অন্ধকার দেখিয়াছেন। যে সকল জমীদারের এবার শিক্ষালাভ হইল, প্রজা যে কেমন সামগ্রী বোধ হয় অনেককাল তাঁহাদিগের মনে থাকিবে। বোধ হয় তাঁহারা আর প্রজার উপরে অত্যাচার করিতে উদ্যত হইবেন না। কি আশ্চর্য্য! জগতের কি বিচিত্র ভাব। যে কৃষকদল অলস জমীদার ধনবান ও অন্য অন্য শ্রেণীর অবলম্বন, যে পাইলে কেহই তাহাদিগের উপরে অত্যাচার করিতে বিমুখ হন না। যাহাদিগের এদেশে বাস, তাঁহারাই যে কেবল অত্যাচার করেন এরূপ নয়, বিদেশ হইতে যাঁহারা আইসেন, তাঁহারাও কম নন। তাঁহাদিগের অধিকতর অত্যাচারে পটুতা দৃষ্ট হয়। কৃষকদলের সহিত তাঁহাদিগের অণুমাত্র সমদুঃখসুখতা নাই। কৃষকেরা উৎসন্ন হউক, তাহাতে তাঁহাদিগের ক্ষতি নাই, কৃষকেরা সম্পন্ন হউক তাহাতেও তাঁহাদিগের লাভ নাই। তাঁহাদিগের স্বার্থপাত হইলেই হইল

এই দুর্ভিক্ষে জমীদার দলের শিক্ষা লাভ হইল, তাঁহারা কৃষকদিগের উপরে অত্যাচারের ইচ্ছা একেবারে পরিত্যাগ করিবেন, আমরা এই রূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে একখানি পত্র আমাদিগের হস্তে উপস্থিত হইল। আমরা পত্রখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, তাহাতে একজন জমীদারের অত্যাচার বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তাহাতে যে সমস্ত অত্যাচারের কথা লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে নরকীটের কথা দূরে থাকুক নিষ্ঠুর ব্যক্তিরও হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। আমরা পত্রখানি স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম, কিন্তু জমীদারের নাম ও পত্রের শেষ অংশ পরিত্যক্ত হইল। পাঠকগণ! ঐ পত্রের উপরিভাগে "বিদ্রোহ" এই কয়টী অক্ষর লিখিত আছে।

যাঁহারা জমীদারপক্ষপাতী, তাঁহারা বলিবেন, জমীদার অপরাধী এ কথা কে বলিল? প্রজারাই অপরাধী। তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া জমীদারের বিপক্ষতা করিতেছে, জমীদার কি করেন, স্বার্থরক্ষার্থ তাঁহাকে অগত্যা প্রজার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। এ আপত্তির খণ্ডনার্থ আমাদিগের একটী বক্তব্য আছে। জমীদার অত্যাচার না করিলেও প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া জমীদারের বিপক্ষ হয়, এটী যদি নিশ্চিত থাকা হইত, তাহা হইলে জমীদার ও প্রজার নিত্য কলহ কোলাহল আমাদিগের শ্রুতিমূল প্রবিষ্ট হইত না। বঙ্গ দেশে যে সমস্ত সাধু সদাশয় জমীদার আছেন, তাঁহাদিগের কখনের সহিত প্রজার বিরোধ হইতেছে? তাঁহারাও অত্যাচার করেন না, প্রজারাও ধর্ম্মঘট করিতেছে না। তবে যে প্রজারা ধর্ম্মঘট করে, তাহার কারণ জমীদারের অত্যাচার, ইহাই কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে না? এই কারণেই আমরা উপরে বলিয়াছি, অগ্রে জমীদারের কি কিছুতে চৈতন্য হইবে না?

ঐ সকল অগ্রে জমীদারের চৈতন্য সম্পাদনের উপায় কি? এখন এই প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক হইতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বন্দার শুইকুমারের বিষয়ে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, দুরাত্মা জমীদারের বিরুদ্ধেও সেই উপায় অবলম্বন করুন। যে জমীদারের সহিত প্রজার সহিত বিরোধ হইবে, গবর্ণমেণ্ট অগ্রে তাহাকে সাবধান করিয়া দিন, তিনি যদি স্বচরিত্র সংশোধন করেন, ভাল, অন্যথা তাঁহার বংশে যিনি সচ্চরিত্র হইবেন, জমীদারীর কর্তৃত্ব ভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইবে। আর যদি তাঁহার বংশে সচ্চরিত্র না পাওয়া যায়, তাঁহার জমীদারী রিসি-

বরের জিম্মা হইবে। যতদিন তাঁহার বংশে সচ্চরিত্র ও উপযুক্ত লোক না মিলিবে, ততদিন জমীদারী সিবিবরের হস্তে থাকিবে, সচ্চরিত্র উপযুক্ত লোক মিলিলেই তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইবে। এই উপায় হউক, আর অন্য উপায় হউক এরূপ অবলম্বিত না হইলে দুরাত্মা জমীদারদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ সম্ভাবিত নহে।

লণ্ডনস্থ ইংরাজ সমাজের
একটী গূঢ় চরিত্র।

১৮৭৩ অব্দে লণ্ডনে ১০৭ জনের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে। এতদ্দ্বারা লণ্ডনস্থ ইংরাজ সমাজের একটী গূঢ় চরিত্র প্রকাশিত হইতেছে। যদি হিন্দু সমাজের চরিত্রের সহিত তাহার তুলনা করা যায় তাহা অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই। বাহিরে ইংরাজ সমাজের দানের যেরূপ ধুম ধাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয়, এমন বদান্য সমাজ আর নাই। কিন্তু উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, ইহার তুল্য কৃপণ ও স্বার্থপর সমাজ আর নাই। বিনা পরিশ্রমে ঐ সমাজের নিকটে কেহ যে এক মুষ্টি অন্ন পাইবেন সে আশা নাই। সে আশা থাকিলে এত বড় সমৃদ্ধিসম্পন্ন লণ্ডন নগরে অনাহারে লোকের মৃত্যু হইবে কেন? পক্ষান্তরে হিন্দু সমাজের প্রথম বড়চমৎকার। বাহিরে উহার দানের কিছুমাত্র ধুম ধাম নাই। কিন্তু উহার অভ্যন্তর দানশক্তিতে পরিপূর্ণ। যাহার খাটিবার শক্তি নাই, সে ব্যক্তিও সমাজের গুণে লণ্ডন নগরবাসির ন্যায় অনাহারে বিপদ্যমান হয় না। এ সমাজে কত যে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কাণ্ডের ব্যবস্থা আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতি কর্ম্মেই দান ও ভোজনের বিধি। তদ্ভিন্ন অতিথি সেবা ও নিত্য মুষ্টি ভিক্ষা দান। অতিথি ও ভিক্ষুক হতাশ হইয়া যে গৃহস্থের গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তাহার অধর্ম্মের পরিসীমা থাকে না যেখানে এরূপ নিয়ম, সেখানে দরিদ্র প্রতিবেশির অনাহারে বিপদ্যমান হইবার সম্ভাবনা কি? হিন্দু সমাজের আর একটী বিশেষ গুণ এই, কোন প্রতিবেশীর যথা সময়ে আহার হয় নাই শুনিলে পাড়স্থ গৃহস্থ কাতর হইয়া তাহার আহারের উপায় বিধানে যত্নবান হন।

শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বিভাগ করিয়া তাহাদিগের যে কর্ম্ম বিভাগ করিয়াছেন, দান তন্মধ্যে একটী প্রধান কর্ম্ম। কোন শাস্ত্রকে সেই দানের মাহাত্ম্য বর্ণনে বিমুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দুসমাজের অন্তর্নিহীত দানশক্তি এত অধিক যে ইহা কয়েকটী অনর্থের হেতু ভূত হইয়া উঠিয়াছে। অলস দলের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি তাহার অন্যতর। এই কারণে হিন্দু সমাজে অলস ও অপদার্থ দলের যেরূপ প্রাদুর্ভাব, অন্য কোন সমাজে সেরূপ নয়। অপর অনিষ্ট এই, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াদির যে প্রকার ব্যবস্থা ও দানের যে প্রকার নিয়ম পদ্ধতি করা হইয়াছে, তাহাতে অনেককে অসমর্থতায় দান করিতে হয়। তাহাতে অনেকে দৈন্য দশাগ্রস্ত ও একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। নিত্যদান ব্যবস্থা থাকাতে এদেশীয়েরা ইংরাজদিগের ন্যায় সাময়িক বাহ্য দানের আড়ম্বরে সমর্থ হন না।

ইংরাজ ও হিন্দু সমাজের উন্নতি ও অবনতির কারণও এতদ্দ্বারা নির্ণীত হইতেছে। ইংরাজ সমাজের লোকেরা স্বার্থপর হইয়া স্বাধীনভাবে সমুদায় কার্য্য করেন। যিনি অনলস অধ্যবসায়বান ও মিতব্যয়ী হন, তিনি অনায়াসে আপনার অবস্থার উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হন, সামাজিক নিয়ম তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণে শক্ত হয় না। পক্ষান্তরে হিন্দুদিগের স্বাধীন ও স্বার্থপর ভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। তাঁহাদিগকে সমাজের সকলকে লইয়া জড়িয়া থাকিতে হয়। তাঁহারা কাহাকে এক পয়সা দিবেন না মনে করিলে সে মনোরথ সিদ্ধ হয় না। সামাজিক নিয়মে বদ্ধ হইয়া অগত্যা দিতে হয়।

কোন সমাজ ভাল, কোন সমাজ মন্দ তাহার বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমাদিগের এই কথা বলা উদ্দেশ্য, ইংরাজজাতি পরের চক্ষে ধূলি দিয়া কারবার নিমিত্ত যেরূপ বদান্য বলিয়া খ্যাত, কোন জাতি এরূপ নয়। ইহারা অন্য দেশের কষ্ট নিবারণার্থ কত সভা করেন ও কত অর্থব্যয় করেন, কিন্তু ইহাঁদিগের ঘরের লোক অনাহারে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, এটী অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। এরূপ কারণে কি হয় না লণ্ডনের প্রতি পল্লীতে এক একটী সভা হউক। সভ্য পতি মৃতকের অবস্থা অনুসন্ধান করুন। কাহার কিরূপে চলে যে খাটিতে পারে না পারে, এই সকল অনুসন্ধান করিয়া তাহার শ্রম করিবার শক্তি নাই ও কোন প্রকারে আয় নাই, সভা তাহার সাহায্য দানের একটী ব্যবস্থা করুন। এরূপ করিলে আর কাহাকে অনাহারে বিপদ্যমান দেখিতে হইবে না।

[illegible]

[illegible] আমাদিগকে [illegible] মীমাংসায় প্রবর্ত্তিত [illegible] ইউরোপীয় [illegible] অনিষ্ট ঘটিতেছে [illegible] প্রধান। আমরা [illegible] প্রবৃত্ত হইলাম। [illegible] প্রজাগণের উপরে [illegible]

মুখবহুল দেশে সংবাদের উপরে অত্যাচার করিবার লোকের অপ্রতুল নাই। দরিদ্রেরা সবারই পাত্র, অত্যাচারের পাত্র নয়। স্বার্থসাধন কালে মূর্খদিগের এ বিবেচনা থাকে না। একটু বাঙ্গলা জানিলে, দুই চারিটী জমা খরচের অঙ্ক কষিতে পারিলে, দুই চার পাত ইংরাজী পড়িলে অথবা দুই চারিটী ইংরাজী কথা জানিতে পারিলেই মূর্খতা দূর হয় না। যাহার ন্যায়ানায় ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ নাই, সেই মূর্খ। সে মূর্খ বঙ্গদেশে বিস্তর আছে। একে তাহাদিগের স্বাভাবিক দরিদ্রদিগের উপরে টান হইয়াছে, তাহার উপরে আবার বাজে ইউরোপীয় দল আসিয়া জুটিয়াছে। এ দলের এদেশের প্রতি দয়া মায়া নাই। ইহারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে আইসে। যে কোন উপায়ে হউক, অর্থ উপার্জ্জন হইলেই স্বদেশে চলিয়া যায়। দেশের প্রতি মন পড়িয়া থাকে। সঙ্গতি করিয়া কবে দেশে যাইব সর্ব্বদা এই চিন্তা। সুতরাং অর্থোপার্জ্জন বিষয়ে অধিকতর ব্যগ্রতা জন্মে। ন্যায় পথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে গেলে কাল বিলম্ব হয়। সে বিলম্ব সহ্য হয় না। কাজে কাজেই অত্যাচার করিতে হয়। ইউরোপীয় অত্যাচারির অত্যাচার ও এদেশীয় অত্যাচারির অত্যাচার উভয়ের বড় বৈলক্ষণ্য আছে। এদেশীয়েরা স্বভাবে অত্যাচারী হউক, তাহাদিগের প্রকৃতি নয়, অত্যাচারেরও প্রকৃতি নয় হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইউরোপীয়দিগের প্রকৃতি উগ্র, তাহাদিগের কৃত অত্যাচারও উগ্রতর হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় অনিষ্ট, এদেশীয়দিগের প্রাপ্য রাজপদ হরণ। অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, এদেশীয়েরাই এদেশীয় রাজপদের প্রধানতম অধিকারী। কিন্তু বাজে ইউরোপীয়েরা তাহা গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। ইংরাজেরা যদি গ্রাস করে, তাহা তত দুঃখের হয় না। জয়নিবন্ধন তাহাদিগের কিয়দংশে অধিকার জন্মিয়াছে। অন্য অন্য ইউরোপীয়ের তাহাতে অধিকার কি? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, উচ্চ রাজপদগুলি এদেশীয়দিগের মুখের গ্রাস, ইউরোপীয়েরা সেগুলি প্রায় কাড়িয়া লইয়াছে। সিবিলপদগুলি উহারা প্রায় এক চেটিয়া করিয়া লইয়াছে।

তৃতীয়, আইন ও আদালতের প্রতি অবজ্ঞা। ইউরোপীয়েরা প্রবল এদেশীয়েরা দুর্ব্বল। প্রবল ও দুর্ব্বলের সংসর্গ নিয়ত কাল শ্রেয়স্কর হয় না। দুর্ব্বল যত দিন সবলের অনুগত হইয়া রহিল, যত দিন তাহার অত্যাচার সহ্য করিল তত দিন এক প্রকার চলিয়া গেল। কিন্তু দুর্ব্বল যে দিন প্রবলের আনুগত্য পরিত্যাগ করিল, যে দিন তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে অনিচ্ছুক হইল, সেই দিনই বিরোধ উপস্থিত হইল। প্রবলের সহিত বিরোধে দুর্ব্বলেরই সচরাচর বিপদ ঘটিয়া থাকে। সে বিপদের প্রায় প্রতীকার হয় না। বোধ কর একজন ইউরোপীয় কোন এদেশীয়কে একটী অসঙ্গত কার্য্য করিতে বলিল, সে তাহা করিল না, ইউরোপীয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গালি করিল আদালতে অভিযোগ হইল, বিচারও হইল, কিন্তু জুরির বিচারে অত্যাচারী ইউরোপীয় অব্যাহতি পাইল। সাধারণ লোকের আইন ও আদালতের প্রতি অবজ্ঞা হইল। গবর্ণমেণ্টের প্রতিও অশ্রদ্ধা জন্মিল।

চতুর্থ, ধর্ম্মনীতির উন্মূলন। এদেশে যখন হিন্দুর রাজত্ব ও হিন্দু আচার ব্যবহারে লোকের সবিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল, তখন ধর্ম্মনীতির বড় অল্প বৈলক্ষণ্য ছিল না। এখন যে এদেশে অধিকসংখ্য ধর্ম্মনীতিভ্রষ্ট লোক দৃষ্ট হয়, সংসর্গ দোষ তাহার প্রধান কারণ। মুসলমানদিগের অধিকার কালে যবন সংসর্গ বলে অনেক দোষ হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হয়। মিথ্যা প্রবঞ্চনাদির স্রোত সমধিক বেগে ঐ সময়েই প্রবাহিত হইয়াছিল। মিথ্যা প্রবঞ্চনাদি এত যে প্রবল হয়, যবন জাতির অত্যাচার তাহার অন্যতর কারণ। অনেককে ধন-মান রক্ষার্থ অগত্যা উহার শরণ লইতে হইত। এখন আবার বাজে ইউরোপীয়দিগের সংসর্গ প্রভাবে ধর্ম্মনীতি বঞ্চন শ্লথ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কতক তাহাদিগের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া অনেক পথগামী হইতেছে। কতক স্বার্থের অনুরোধে তাহাদিগের দাসত্ব স্বীকার করিয়া ধর্ম্মনীতিতে জলাঞ্জলি দিতেছে, কতক তাহাদিগের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার্থ ছল চাতুরী প্রভৃতি নানা অসৎ উপায় অবলম্বন করিতেছে। এস্থলে একটী বিচিত্র কাণ্ডের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা আবশ্যক হইল। বাঘে বাঘে কুকুরে কুকুরে শৃগালে শৃগালে দেখা হইলে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। স্বজাতির প্রতি এরূপ আক্রোশ হিংস্র পশু জাতির ধর্ম্ম, মানুষের ধর্ম্ম নয়। কিন্তু ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দিগের গুণে সেই পশুধর্ম্ম বঙ্গদেশে বিলক্ষণ আধিপত্য লাভ করিয়াছে। এই বঙ্গদেশের লোকেই ঐ ইউরোপীয়দিগের অর্থদাস হইয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় আপনাদিগের বন্ধুবান্ধব সুহৃদ্‌গণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেছে। তাহারা উল্লিখিত সংসর্গ প্রভাবে এমনি পশুধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, যে আপনাদিগের বন্ধুবান্ধবের অনিষ্ট সাধন করিয়া সে কি কুকর্ম্ম করিতেছে, সে বোধ নাই। পাঠকগণ এটী কি বিচিত্র কাণ্ড নয়? এই বিচিত্র কাণ্ড ঐ বাজে ইউরোপীয়দিগের সংসর্গের ফল।

পঞ্চম, অসৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন। স্বার্থ হানি ও স্বজাতির অনিষ্ট দর্শন করিলে উক্ত ইউরোপীয়দিগের দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। সে সময়ে লোক লজ্জা ও ধর্ম্মভয় দূরগত হয়। পাপির পক্ষ সমর্থনে ও উৎসাহদানে কিছুমাত্র সংকোচ হয় না। অজ্ঞ লোকেরা এই দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া যে তৎপথের পথিক হইবে, তাহা বিচিত্র নহে।

—০—

লাড নর্থব্রুকের শাসন কাল।

গৃহস্থ ভাল হইলে তাহার পরিবার ভাল হয়, গৃহস্থ মন্দ হইলে তাহার পরিবারও মন্দ হয়, এদেশে এই একটী প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য আছে। লার্ড নর্থব্রুককে ইহার যথার্থতা অনুগত হইতেছে। তিনি নিজে ভাল তাঁহার অধীনস্থ সকলেই ভাল হইয়াছেন। তাঁহার এই শাসন কালে সকল বিষয়েরই ভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রাজনীতি রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। সকলই মঙ্গলময় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সমভাবে প্রজার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিতেছেন গুণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন, কিসে প্রজার মঙ্গল হয়, সেই চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিরাও এই সকল চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। অধিক কথা কি দেখিলে বোধ হয় বিচার স্রোতও যেন ফিরিয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা দেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব ও বর্ত্তমান লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সর রিচার্ড টেম্পলের ব্যবহার বৃত্তান্ত দর্শন করিলেই আমাদিগের বাক্যের তাৎপর্য্য পরিস্ফুট রূপে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমরা উদাহরণ স্বরূপ আজি একটী বিষয়ের উল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম।

যাহার সহিত সমদুঃখসুখতা না থাকে তাহার গুণ দেখিতে পাওয়া যায় না, এটী মনুষ্যের স্বাভাবসিদ্ধ। কিন্তু সেইগুণ উজ্জ্বলতর হইয়া যখন সর্ব্ব সাধারণের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় তখন চিরপ্রকট সংস্কারের বিরোধী হইলেও অগত্যা লজ্জায় পড়িয়া তাহা স্বীকার করিতে হয়। কাম্বেল সাহেবের এদেশীয়দের সহিত তাদৃশ সমদুঃখসুখতা ছিল না, তাঁহার এই সংস্কার ছিল এদেশীয় জমীদার ও ধনবান ব্যক্তিরা প্রজা ও দুঃস্থব্যক্তিদিগকে পীড়ন করিতেই কেবল বিলক্ষণ পটু, কিন্তু তাহাদের উপকারার্থ এক পয়সাও ব্যয় করেন না। তিনি বরাবর এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, তবে গত দুর্ভিক্ষ সময়ে যখন এদেশীয় ধনবান ও জমীদারগণ মুক্ত হস্তে প্রজাগণের সাহায্য দানে অগ্রসর হন, তখন কেবল তাঁহারা মুখে ইহাঁদের একটু সুখ্যাতি শুনা গিয়াছিল। কিন্তু টেম্পল সাহেবের সম্বন্ধে ইহার বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তিনি এদেশীয়দিগের গুণ দর্শনে অন্ধ নহেন। সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে তিনি এই গুণজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, দেবদ্বিজৈষী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ ব্যয়ে যে সকল সাধারণ হিতকর কার্য্য করিতেছেন, গত কয়েক বৎসর তাহার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ গত কয়েক বৎসর দেশীয় জমীদার ও ধনবান ব্যক্তিগণ বহু ব্যয়ে অনেকগুলি সাধারণ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ১৮৭১ অব্দে উক্তরূপ কার্য্যের সংখ্যা ৪৬ এবং ব্যয় সংখ্যা ৫৪৮০০ টাকা, ১৮৭৩ অব্দে কার্য্যের সংখ্যা ১৩৩ এবং ব্যয় সংখ্যা ১৮-৯৭১৫ টাকা হয়। তাহার অনেক কার্য্যে মুক্তাগাছার মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্যের নেতৃত্বে এবং দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্য্যে জমীদারেরা যে অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছেন সে টাকা ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। ১৮৭১ অব্দে সাধারণ হিতকর কার্য্যে যে টাকা ব্যয়িত হয়, তাহার অধিকাংশ পুষ্করিণী ও কূপ খননার্থ ব্যয় করা হইয়াছে। নাটুলহের বাবু নফরচন্দ্র পালচৌধুরী একটি পুষ্করিণীর খননার্থ ১০ হাজার টাকা ব্যয় করেন। যাঁহারা দীন দুঃখিদের উপকারার্থ এই সকল অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে এইরূপ দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ইহাই একান্ত ইচ্ছা। ২৪ পরগণা, যশোহর কতক কার্য্যকর জায়গাপুর মুর্শিদাবাদ দিনাজপুর ও পাবনা প্রভৃতি স্থানকে তিনি এ বিষয়ে অগ্রগণ্য দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, ত্রিপুরাতে এই সকল স্থানের তিনি ঐরূপ সমদুঃখসুখতা সকল দর্শন করেন, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা।

—০—

নূতন পুস্তক।

১। স্তোত্রোপহার (১)। কবিবর গোত্র যাদি প্রণীত দর্শন শাস্ত্র হইতে স্তোত্রগুলি উদ্ধৃত করিয়া এখানি সংকলিত গদ্যে নিবদ্ধ হইয়াছে।

২। দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী (২)। এখানি মূল সংস্কৃত আছে। তাহার পর তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ।

৩। বিষ্ণু বৈষ্ণব বিচার (৩)। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ক ভোগ দিতে পারিবেন বলিয়া যে ব্যবস্থা প্রচলন করিয়াছেন, এখানি তাহার প্রতিবাদ।

৪। জ্ঞানরত্ন (৪)। এক ঈশ্বরের উপাসনায় আবশ্যকতা প্রতিপাদন এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

(১) শ্রীযুক্ত রঘুনাথ সার্ব্বভৌম প্রণীত। কলিকাতা নেবুতলা ষ্ট্রীট শ্রীহরি সংবাদক যন্ত্রে মুদ্রিত।

(২) শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীট ৩৬ নং ভবনে বিদ্যোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত।

বিবিধ সংবাদ।

১০ ই ডিসেম্বর সোমবার।

সর রিচার্ড টেম্পল ৫ দিবসের প্রচলন গমন করিয়া ৭ই [illegible] মুঙ্গের, ভাগলপুরে পুলিসের তত্ত্বাবধারণ প্রভৃতি কার্য্য করিয়াছেন। তিনি স্থানীয় বর্দ্ধমান মেজেষ্টরি এবং কালেক্টর সাহেবদিগকে ডাকিয়া পরিদর্শন করিয়া মুঙ্গেরে গমন করিবেন। সর রিচার্ড টেম্পল দুর্ভিক্ষ কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইয়া সে বিষয়ে আশ্চর্য্য পারিশ্রম করিয়া ক্ষান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, অথচ তাঁহার উৎসাহ ও কার্য্যতৎপরতার হ্রাস হয় নাই। সর রিচার্ড লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হইবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি লোকের যেরূপ বিপরীত ভাব ছিল, কয়েকটী প্রজারঞ্জক কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এই দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে তিনি যেসকল স্থানে গমন করিয়াছেন, সেই সেই স্থানের দুঃস্থ লোকের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন, বিলিফ কমিসনরের অনাবশ্যক ব্যয়ের হ্রাস করিয়া কার্য্যের সুশৃঙ্খলা করিয়াছেন, এই সকল কারণে [illegible] তাঁহার প্রতি লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে, তিনি [illegible] অনাবশ্যক ব্যয়ের হ্রাস করিয়া [illegible] সুশৃঙ্খলা করিয়াছেন, এই সকল কারণে [illegible] তাঁহার প্রতি লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে।

গত মঙ্গলবার গবর্ণর [illegible] রাজা [illegible] প্রদান করিয়াছেন।

[illegible] সংগ্রহ করিয়াছেন [illegible] করিয়াছে। [illegible] বিলিফ আফিস [illegible] মুক্ত হস্তে [illegible] তাহাতে [illegible]

(৩) [illegible] মুদ্রিত।

(৪) শ্রীযুক্ত [illegible] প্রণীত। কলিকাতা [illegible] পাকী যন্ত্রে মুদ্রিত।

বোধ হইতেছে, কিন্তু এ সময় তাহাদের একটু স্থিরবুদ্ধি হইয়া কার্য্য করা উচিত।

গত মঙ্গলবার ব্রহ্মদেশীয় রাজদূতগণের গবর্ণর জেনরলের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইহাঁরা ইংরাজী ফরাসী উত্তম ভাষাই কহিতে পারেন। ইহাদের দৌত্য কার্য্যের বিবরণ এখনও জানা যায় নাই।

গঙ্গার দোআঁশে যে হলে দলে লোক মারা যাইতেছে, এইবার বোধ হয় তাহার নিবারণার্থ কোনরূপ উপায় অবলম্বিত হইবে। সেদিন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের স্ত্রীমার খানি মধ্যে মধ্যে বাঁচিয়া গিয়াছে। বজ্রও খানি এক প্রকার চুণ হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তৎকালে সে ষ্টীমারে ছিলেন না। সিভিল সিথ সাহেব বলিয়াছেন, একজন বিশপ না মরিলে আর রেলওয়ে দুর্ঘটনা নিবারিত হইবে না। এবার যখন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের স্ত্রীমার লইয়া টানাটানি আরম্ভ হইয়াছিল তখন এবিষয়ে একটী উপায় হইবে এমন আশা আমিও করিয়াছি।

বঙ্গদেশের অহিফেনের ৬ বারের বিক্রয়ে এবং মালওয়ার অহিফেনের ৫ মাসের শুল্কে যেরূপ কৃত করা হইয়াছিল তদপেক্ষা ৩২৫৪৪৩০ টাকা অধিক সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশীয় অহিফেনে ১৪৮০৯১০ টাকা এবং মালওয়ার অহিফেনে ২০০৩২০ টাকা হইয়াছে।

গেজেটে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাতে দেখা গেল গবর্ণর জেনরল ষ্ট্রেচির শাসন ভার নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে গ্রহণ করিয়াছেন। আর একটী বিজ্ঞাপন দ্বারা ষ্ট্রেচিকে আসামের প্রধানতম কমিশনরের অধীন করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে রেভেনিউ বোর্ড ও বঙ্গদেশীয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

ফরাসীরা সেগন হইতে পেরিস নগরের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে করিবার উদ্যোগে আছেন।

পুনে মাক্রাজের ছোট আদালতে বিচার্য্য ছিল দুই শত টাকার অধিক টাকার মকদ্দমা রুজু করিতে হইলে প্রতি টাকার দুই আনা ওকালতী মকদ্দমা রুজুর ফী দিতে হইত। গত বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য দুই আনা কমাইয়া এক আনা ফী নির্দ্দিষ্ট করা হয়। ইহাতে আদালতের মোকর্দ্দমা বৃদ্ধি এবং ২৩০৪৯ টাকা লাভও হয়। এই ফল দর্শন করিয়া এক্ষণে সেই এক আনাই অবধারিত হইয়াছে। কলিকাতা ছোট আদালতেও যদি, এরূপ ফী কমাইয়া দেওয়া হয়, মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তন্মূলক আয় বৃদ্ধিও হইতে পারে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম সাত মাসে লণ্ডনে ১৩৯৭১৩ টন পাট আমদানী হয়, গত বৎসর ১৮৮৯৯৪ টন আমদানী হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ক্রমে যতই বস্ত্রাদির কলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, ততই তুলা ও পাটের রপ্তানী কমিতে থাকিবে।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, নাসরির খিল্‌জিরাই জাতি এবং মিয়ান খেইল, মুসিমায খেইল, ইহারা সকলেই আমীরকে রাজস্ব দানে অসম্মত হইয়াছে। তাহারা প্রায় ৪০ সহস্র লোক সমবেত হইয়া আমীরের সৈন্যের গতি রোধ করিবার চেষ্টায় আছে। ওদিকে সেনাগণের বেতনের জন্য বিদ্রোহ সম্ভাবনা, এ দিকে প্রজাবর্গের এইরূপ বিদ্রোহিতাচরণ, আমীরের এইরূপ একটীর পর একটী বিপদ উপস্থিত হইতেছে। কাবুলে বোধ হয় শীঘ্র একটী মহান্ বিপ্লব ঘটিবে।

মার্শাল বেজিনের পলায়ন লইয়া ফ্রান্সে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। অনেকে অনেক রূপ কহিতেছেন। তিনি কিরূপে পলায়ন করিলেন তাহার তাৎপর্য্য নিরূপণার্থ জিগেরো সংবাদ পত্রের এক জন সংবাদদাতা বেজিনের স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে বেজিনের স্ত্রীর বুদ্ধি কৌশলে তিনি পলায়ন করিয়াছেন বোধ হয়। কিন্তু অন্যান্য সংবাদ পত্র তাহা বিশ্বাস করেন না। মার্শাল বেজিন যে কারারক্ষকদিগকে উৎকোচ দিয়া পলায়ন করিয়াছেন অনেকের বিশ্বাস এই। এ নিমিত্ত কারারক্ষকদিগকে ধরা হইয়াছে। যাহা হউক, সিংহ পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়াছে, তাহাকে আর এখন ধরা বড় সহজ নয়। কিন্তু না ধরিলেও ম্যাকমেহনের নিশ্চিন্তমনে রাজ্য শাসন সহজ নয়। ইংলিসম্যানের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, মার্শাল বেজিন ও তাহার স্ত্রী এক্ষণে ব্রসেলসে আছেন, শীঘ্র লণ্ডনে আসিবার সম্ভাবনা আছে। তাহা হইলে ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের যেরূপ সন্ধি তাহাতে মার্শাল বেজিন স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে লণ্ডনে থাকিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষের রাজস্ব বিষয়ের পর্য্যালোচনার্থ যখন প্রথম মহা আড়ম্বরের সহিত রাজস্ব কমিটীর অধিবেশন হয়, তখন আমরা না হই, অনেকে ভাবিয়াছিলেন, এই বার ভারতবর্ষের সৌভাগ্য সূর্য্যের উদয় হইবে। কমিটী না জানি এবার কি কাণ্ডই করিয়া বসিবেন। কিন্তু শেষে এত ধুম ধাম এত আড়ম্বরের পর পর্ব্বতের মূষিক প্রসবের ন্যায় ফল হইল। কমিটী বহুদিন ধরিয়া বহু পরিশ্রম বহু আয়াস স্বীকার করিয়া এই সার সংগ্রহ করিলেন, ইংলণ্ড অনায়াসে ভারতবর্ষের এক পয়সা গ্রহণ করেন না এবং যদিও তখন কিছু গ্রহণ করেন, তাহা অন্যায় নহে, কারণ ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজ্যের একটী প্রধান অংশ, অতএব ইংলণ্ডের ব্যয়ভার বহন করা অন্যায় নহে। এ বাহাদুরী মন্দ কৌতুকাবহ নহে। কেবল ব্যয় ভার বহন করিবার সময়েই ভারতবর্ষ প্রধান অংশ, কিন্তু অন্য কোন বিষয়ের সময় ইংরাজেরা এমত স্বীকারে সম্মত নহেন। তখন ভারতবর্ষ মরিসস প্রভৃতি স্থানের ন্যায় বিবেচিত হয়। ইংলিসম্যান যথার্থই বলিয়াছেন, "কমিটী প্রথমে মহা পরাক্রান্ত সিংহের ন্যায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু যাইবার সময় নির্জ্জীব মেষশাবকের ন্যায় গমন করিলেন।"

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সেতারার ভূমপূর্ব্ব রাজার পুত্রকে রাজোপাধি ও অন্যান্য রাজ চিহ্নধারণে অসম্মত হওয়াতে মহারাষ্ট্রীয়েরা অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। এ দিকে লাড মর্লবরক প্রাচীন বংশ সকলের মর্য্যাদা রক্ষণে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন, ওদিকে লার্ড লিটণ প্রাচীন রাজবংশের মর্য্যাদা লোপের চেষ্টায় রহিয়াছেন, এটী অসম্পূর্ণ আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

বীরভূমের ডিপ্লিক্ট আফিসর ওডোনেল সাহেব যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে বর্দ্ধমানের অবস্থা অতি শোচনীয় বলিয়া বোধ হয়। পলাদির অবস্থা অতি মন্দ, জমীদারেরা খাজনা আদায় করিতে পারিতেছেন না, তাহারা কর্জ্জ করিয়া গবর্ণমেণ্টের খাজনা দিয়াছেন। জমীদারেরা এ নিমিত্ত মাকর্ত্তে সেপ্টেম্বরের কিস্তি জানুয়ারি ও মার্চ্চ এই দুই কিস্তিতে লওয়া হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন।

পারিসের গমিলিন নামক এক ব্যক্তি জলমগ্ন জাহাজ ও নৌকাস্থ ব্যক্তিদের রক্ষার্থ এক প্রকার পরিচ্ছদের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। আজি কালি গঙ্গায় অনেক লোক মারা যাইতেছে। মাঝিদের নৌকা করিয়া গঙ্গায় সেতু সন্নিহিত হইয়া যাইবার প্রয়োজন হইবে, গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য তাহা দিগকে উহার এক একটী পরিচ্ছদ প্রদান করেন।

৪১ এ ভাদ্র মঙ্গলবার।

টাইমস অব ইণ্ডিয়াতে লিখিত হইয়াছে, এই শীতকালে পার্লিয়ামেণ্টের অন্যতর সভ্য ইষ্টউইক সাহেব ভারতবর্ষে আগমন করিবেন। ভারতবর্ষ দর্শনার্থ তাঁহার আসা নয়, তিনি ইষ্টইণ্ডিয়ান এসোসিএসনের প্রতিনিধি স্বরূপ আসিবেন। লণ্ডনে উক্ত এসোসিএসনের একটী বাটী হয় তাহার নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহ করাই তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য।

গত সোমবার জয়পুরে প্রথম রেলওয়ে এঞ্জিন প্রবেশ করে। রাজা এঞ্জিন চালাইয়াছিলেন।

সিন্ধুর প্লাবন অতি ভয়ানক হইয়াছে। এই প্লাবনে বহুসংখ্য পল্লী এক কালে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। কত শস্য নষ্ট হইয়াছে। জল করিয়া গেলেও অন্যান্য শস্যের সুবিধা দেখা যায় না কারণ ভূমি সকল অনেক দিন জলে ডুবিয়া থাকাতে তাহাতে নানা প্রকার বন্য গাছ জন্মিবে। সমুদায় ধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেওয়ানের প্লাবন দর্শনে একজন দেশীয় আফিসর বলিয়াছেন, তোমার পর এরূপ প্লাবনের কথা কখন শুনা যায় নাই। কালেক্টর আজ্ঞা দিয়াছেন সেওয়ানে বর্ত্তমান বর্ষের কিম্বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের খাজনা আদায় যেন আপাততঃ করা না হয়। প্রজাদিগকে কৃষিকর্ম্মের টাকাও দেওয়া হইতেছে। বিধাতা ভারতবর্ষের প্রতি নিতান্ত বাম হইয়াছেন দেখা যাইতেছে।

সুলতানপুরের ভূতপূর্ব্ব নিজাম সিকন্দর আগাআলী খাঁ দেড়লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টে জমা দিয়াছেন, ইহার মাসিক সুদ পাঁচশত টাকা। এই টাকা মুসলমান ধর্ম্ম বিষয়ে এবং দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ ব্যয় করা হইবে। ইনি দাতব্য বিষয়ে আরও দুই একটী জমীদারী দিবেন এমন সম্ভাবনা আছে, উহার উপস্বত্ব হইতে দরিদ্রদিগের ভরণ পোষণ হইবে। মির্জ্জা আলীর দানশীলতার বিষয় অনেকে পরিজ্ঞাত আছেন। ইহাঁর ন্যায় দানশীল ব্যক্তি মুসলমান সমাজে অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।

৫ ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৩১৪১৯০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৪০০১৮০ টাকা আয় হইয়াছিল। এহিসাবে এ বৎসর ৩১৪৮০ টাকা কম আয় হইয়াছে। অজমীর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ১৭২৮০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ১৮৫১০ টাকা আয় হইয়াছিল। এবৎসর ১১০০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

৮ ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে বোম্বাইয়ে ৩৩৫ জনের মৃত্যু হয়। কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাইয়ে লোক সংখ্যা কম, কিন্তু মৃত্যু সংখ্যা অধিক।

বোম্বাইর একজন ব্রাহ্মণ ও একজন বৈশ্য মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

গয়ার অন্তর্গত নওবার মুখেদের পল্লীটী উঠিয়া গিয়াছে। মকদ্দমার অপপাত ইহার কারণ। অনেক স্থানেই মকদ্দমার সংখ্যা কম দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে আরাপুরে চারি জন মুন্সেফ ছিলেন, এক্ষণে তিন জন মাত্র আছেন, তাহারও আবার সকলের প্রয়োজন হইতেছে না। মকদ্দমা বিচার পতির সংখ্যা কমিতেছে, কিন্তু উকীলের ও ফি বাড়িতেছে।

সকলের লিখিত হইয়াছে, মৃত বাবু শিবচন্দ্র গুহের শ্রাদ্ধোপলক্ষে কাঙ্গালি দিগকে চাঁদা আনা করিয়া বিদায় দেওয়া হয়। একজন মুরাদাবাদের দুটী বিধবা সহোদরা জন্য একটী বস্ত্রাবৃত গাধার সন্ধান করিয়া বলে সেটী তাহার পুত্র, তাহাকে একটী সিকি দিতে হবে। নিকটস্থ একজন চৌকীদার বক্ষ উত্তোলন করাতে তাহার মধ্যে একটী বৃহৎ রামবিড়াল দেখা গেল। দুটী সিকির নিমিত্ত ইহাকে বিদায় সাহেবের নিকটে যাইতে হইয়াছে।

বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিক বহুরাজ্যের গার্হস্থ্য সাহিত্য সভার পক্ষদল ও সম্পাদক অধিবেশনে যে দুটী বক্তৃতা করেন তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। উহার এক খণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা দুটী বক্তৃতা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম।

৯ ই আশ্বিন বুধবার।

পেন্সিলের কানপুর হইতে ইণ্ডিয়ান পাইয়াছেন, তথায় যেরূপ জনপ্লাবন হইয়াছে, এমন আর পূর্ব্বে কেহ কখন দেখে নাই। তাহাতে ভাসমান সেতুটী বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, উপর সিন্ধুর সীমাতে ভয়ানক উপদ্রব হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতেরা প্রায় সকল সুযোগ করিয়া পর্ব্বতে পলায়ন করে, কিন্তু যখন সময়ে সংবাদ পাওয়াতে কতকগুলি ব্রিটিশ অশ্বারোহী সৈন্য উহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া উহাদিগকে ধৃত করিয়াছে। উহাদিগের এক্ষণে বিচার হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এত চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু কিছুতেই সীমার শান্তি রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। শুষ্ক কাষ্ঠ ও মূর্খ ভাঙ্গে, তবু নোয়া না।

মান্দ্রাজ রেলওয়ের [illegible] হওয়াতে তথা হইতে কলিকাতায় ডিম্ব পাখী ও কাগজ আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। [illegible] সমুদায়ই বিনষ্ট। অতি কোন স্থানে বন্যা কোন স্থানে পানীয় জলাভাবে [illegible] এরূপ বিচিত্র ব্যাপার আর হয় না।

আমেরিকানেরা এক প্রকার অস্ত্র [illegible] পাইয়াছেন। কতু দিন হইল, তাঁহারা [illegible] হইতে [illegible] এক [illegible] করেন। [illegible] এক [illegible] দিয়া [illegible] দুটী [illegible] পাঠাইয়াছেন।

৪ ঠা সেপ্টেম্বর যে [illegible] সেই সপ্তাহে কলিকাতায় [illegible] হয়। ইহার মধ্যে সপ্তাহে [illegible] ৮ [illegible] পাওয়া [illegible] এক [illegible] এত [illegible] হইয়াছে।

১০ ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

কাপড় ব্যবসায়ী [illegible] সম্প্রদায় [illegible] কথা [illegible] পাঠকদিগের [illegible] করিয়াছি। [illegible] তাহাদের [illegible] হইয়াছে।

সম্প্রতি কয়েকখানি [illegible] কলা হইয়া [illegible] [illegible] করিয়াছে।

[illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible]

লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা প্রতিদিনই এরূপ করিতেছে। অত্যাচরিত ব্যক্তিদের প্রতি সুবিচার হইতেছে না। একনায়ক তন্ত্রের অনেক দোষ।

মফস্বল আদালতে উকীল মোক্তারদিগের প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে হাইকোর্ট কতকগুলি নিয়ম করিয়াছেন। নিয়মগুলি পক্ষ বুঝাইবার গোজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

গত এপ্রেল মে ও জুন এই তিন মাসে বঙ্গদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৭১১ খানি পুস্তক, ক্ষুদ্র পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদি প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার পুস্তকই অধিকাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। এই ৭১১ খানি পুস্তকের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার ১৭২ পুস্তক ১৫১ পুস্তিকা এবং ৮১ খানি সাময়িক পত্র প্রচারিত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, আমাদিগের গবর্ণর জেনরল লাড নর্থব্রুক নীত্র "আরল" উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। লাড নর্থব্রুক উচ্চপদ ও উপাধি লাভের একান্ত যোগ্য পাত্র।

শুনা যাইতেছে আগামী বর্ষে যশোহর ও ২৪ পরগণায় সম্পূর্ণ হারে রপ্তানি কর গৃহীত হইবে।

মান্দ্রাজ এক্সিমিনর বলেন, মান্দ্রাজের গবর্ণরের নিমিত্ত দুই খানি রেলওয়ে সেলুন গাড়ি নির্ম্মাণের প্রস্তাব হয়। ইহাতে ১৮ হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত গাড়ি প্রস্তুত করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এ একটী নূতন আবদার। এই সকল আবদারে শাসন কর্ত্তৃগণ হইতে ভারতবর্ষের এক কপর্দ্দকেরও উপকার নাই। ইহারা কেবল দরিদ্র ভারত বর্ষীয় প্রজাদিগের বহুপ্রযত্নার্জ্জিত অর্থে নিজ নিজ ভোগ্য বিলাস চরিতার্থ করিতে থাকেন। বিশেষতঃ মান্দ্রাজের গবর্ণর লাড হবার্টকে আমাদের কিছু খাম খেয়ালী রকম বলিয়া বোধ হইতেছে। সেদিন তিনি কোচিন দর্শনার্থ গমন করিবেন বলিয়া রাজাকে সংবাদ দেন, সম্প্রতি আবার বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার যাওয়া হইবে না। তাঁহার যাওয়া না যাওয়ার সংবাদ দিতে দুটী ফুলস্কেপ কাগজ নষ্ট হইল নাম, কিন্তু রাজা হয় ত তাঁহার আহ্লানার্থ ৫০।৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া যে আয়োজন করিয়াছিলেন তাহা নষ্ট হইল।

জষ্টিসদিগের সভাপতি ফল সাহেব এক মাসের বিদায় লওয়াতে সেদিন হবার্টস সাহেব অনুপলক্ষে জষ্টিসদিগের সভায় বলেন "ফল সাহেব যদি "ঋতু" পাঠাইয়া না দেন তাঁহার বিদায় দানে আমি সম্মত হইতে পারি, নতুবা নয়"। ফল সাহেব দুইবার বিদায় লইয়া বিলাত গমন করেন দুই বারই এখানে ভয়ানক ঝড় হইয়াছিল। হবার্ট সাহেব এই উপহাসরসিকতার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে তিরস্কার খাইয়া থাকেন।

সর জন ষ্ট্রাচি পশ্চিমাঞ্চলের কন্যা হত্যা নিবারণার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। তিনি এতদ্নিবারণার্থ যে সকল আইন করেন উহা ইটা সেকেট সাময়ার এবং অন্যান্য পরগণায় প্রচলিত করিয়াছেন। সর জন ষ্ট্রাচির শাসন কালে বোধ হয় এই মহানিষ্টকর প্রথাটী একবারে উন্মূলিত হইবে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন সমুদায় শ্রীরাম পুর বিভাগে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আমন ধান্যের রোপণ কার্য্য উত্তম রূপ চলিতেছে।

জে, সি হল নামক যে সাহেব দুইজন এদেশীয়কে হত্যা করে, এবং উন্মত্তাবস্থায় হত্যা করিয়াছে বলিয়া কিছুদিন ইংলণ্ডের বাতুলালয়ে বাস যাহার দণ্ড হয়, উহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইতে ৩ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই তিন হাজার টাকা রাজকোষ হইতে না লইয়া হত ব্যক্তিদের স্ত্রী পুত্র গণের নিকট হইতে লইলেই সুবিচারের পরা কাষ্ঠা হয়।

সায়দ তুর্কি বড় বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি মস্কটের বণিকগণের উপর ইনকম টাক্স বসান করেন। তাঁহারা দিতে অস্বীকার করাতে তিনি আর কিছু না বলিয়া যাবতীয় বণিককে ধরিয়া আনিয়া ২৪ ঘণ্টা কয়েদ করিয়া রাখেন। তাঁহারা এক্ষণে টাক্স ও তাহাদের ধরিয়া আনিবার খরচ সমুদায় দিয়াছেন। সায়দ তুর্কি কেবল ইনকম টাক্স স্থাপিত করিলেন না, বিদ্রোহ বীজও বপন করিয়াছেন।

৩ রা আশ্বিন শুক্রবার।

সম্প্রতি নরউইচে একটী রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া ২৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। অনাবৃষ্টির নিবারণ যেরূপ, রেলওয়ে দুর্ঘটনার নিবারণ ত সেরূপ নয়, তবে ইহার নিবারণ না হয় কেন?

দিল্লীগেজেট সংবাদ পাইয়াছেন, এবার কুমায়ুন ও গারওয়ালে ৪০০০০০ পাউণ্ড চা জন্মিবে। যদি কম বৃষ্টি হইত এ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ও অধিক পরিমাণে চা জন্মিত। ইংরাজদিগের স্বার্থ লইয়া ভারতবর্ষে মহাসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। বৃষ্টি কম না হইলে তাহাদের চা ভাল জন্মে না, অধিকে আবার কম বৃষ্টি হইলে ধান্য হয় না, আমরা অনাহারে মারা যাই।

ব্যারণ আন্‌সেলম্ রথচাইল্‌ড্ ২০ বিশ কোটি টাকার সম্পত্তি রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এখানকার কেহ বিশ কোটি টাকা বোধ হয় স্বপ্নেও দেখেন নাই।

বর্ত্তমান সময়ের সভ্যতার প্রভাবে কুকুরের কায়াও পর্য্যন্ত শুদ্ধ গিয়াছিল। সম্প্রতি ফ্রান্সে ইহার অপেক্ষাও একটী চমৎকার মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। এক ষাঁড়ের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। ষাঁড়টী এক জনের একটী গরুকে গুতাইয়া হত্যা করে, এই তাহার অপরাধ। ইহার নামে রীতিমত নালিশ ও সমন বাহির হইয়া গ্রেপ্তার ও পরে বিচার হইয়া এই দণ্ড হয়। মানুষের ৭২ বৎসর অতীত হইলে বালকের মত ব্যবহার হয়, ফ্রান্সের সভ্যতা বোধ হয় ষাওতরে,দশা পাইয়াছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকা শতকরা		১০৩।৶—১০৩।০
৪৷৷ ১৮৭০	(১৮৮৫)	১০৩।০—১০৩।০
৪৷৷ ১৮৭১	(১৮৮১)	১০৫।০—১০৫৷০
৪৷৷ ১৮৭২	(১৮৭৯)	১০৪।৶০—১০৪৷
৪৷৷ ১৮৫৩-৫০	(১৮৭৯)	১০০

৪ঠা আশ্বিন শনিবার।

এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি গত ২০ এ ভাদ্র শুক্রবার নবদ্বীপাধিপতি স্বর্গীয় শিরিশ চন্দ্র রায় বাহাদুরের মহিষী পীতাম্বরী দেবী প্রায় সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। স্বামিবিয়োগের পর হইতে ভরণ পোষণার্থ যে বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিল না। তথাপি তিনি বিস্তর অন্নদান করিয়া গিয়াছেন। অনেকগুলি দরিদ্র সন্তান তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত ও তাঁহার ব্যয়ে শিক্ষিত হইয়া আপন আপন অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছেন। কতকগুলি নিরুপায় স্ত্রী মহিলারও তিনি একমাত্র অবলম্বন ছিলেন।

আমরা জামালপুরের পত্রে জানিতে পারিলাম, গত দুই সপ্তাহের মধ্যে জামালপুর ষ্টেসনে অনধিক ১৫। ১৬ টী বাটীতে রজনীযোগে চুরি হইয়া গিয়াছে। জামালপুর বাসিরা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে আবেদন করিবার যে সংকল্প করিয়াছেন তাহা উত্তম কল্প হইয়াছে।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। এত দিনে পর্জ্জন্য দেব আমাদের প্রতি সদয় হইয়াছেন। গত ২৪ এ ভাদ্র হইতে প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টিপাত হইতেছে। কৃষকগণ প্রফুল্ল চিত্তে কৃষি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু সুচারুরূপে শস্য জন্মিবে, আমাদের এ আশা নাই। ভাদ্র মাসে সর্ব্ব স্থলের রোপণ কার্য্য শেষ হইবে না।

২। সংপ্রতি উদ্ধানপুরে একটী শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। উদ্ধানপুর ভাগীরথী তীরে অবস্থিত। শব দহনের একটী প্রধান আড্ডা। এ দিকের সমস্ত মৃতই প্রায় এই স্থানে নীত হয়। কয়েক দিন হইল এক দূরবর্ত্তী জনপদ হইতে তথায় কয়েক ব্যক্তি এক মৃত দেহ লইয়া যায়। সৎ কার্য্য সমাপনানন্তর তাহারা রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। শ্রমবশতঃ এক জনের নিদ্রাবেশ হয়। পাক স্থল হইতে একটু দূরে সে শয়ন করে। এই অবসরে একটী সর্প তাহাকে দংশন করিল। সেই দংশনে সে চৈতন্যশূন্য হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে মৃত্যু আসিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিল। এরূপ অপমৃত্যু সংবাদ পুলিসে দিলে হয়, তাহা ঐ হতভাগ্য মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের জানা ছিল। তাহারা রথারীতি এ সংবাদ পুলিসে প্রেরণ করিল। পুলিস যে কিরূপ জিনিস্ তাহা বোধ হয় আপনার বিলক্ষণ জানা আছে। একে একে দিন যাইতে লাগিল, পুলিস কর্ম্মচারীর দেখা নাই। সুতরাং মৃতদেহটী কিরূপ অবস্থাপন্ন হইল তাহা আপনিই স্থির করিয়া লউন। গলিত মাংসের দুর্গন্ধে লোকের অসহনীয় ক্লেশ হইল। শুনিলাম, ৫। ৬ দিন পরে এ দেহের সৎকার্য্য হয়। উদ্ধানপুর কাটোয়া উপবিভাগের এলেকার অধীন।

৩। বনয়াটী আবাদের অদূরে খাড়েরা-নামে এক স্থান আছে। এ স্থানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। মসজিদ প্রোত দে গ্রামে বহুমান আছে। সংপ্রতি তথায় একব্যক্তির মৃত্যু ব্যাপার লইয়া মহা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। একজন মুসলমানের মৃত্যু হইলে যথা সময়ে সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হয়। এক পক্ষ অপর পক্ষের স্কন্ধে হত্যাপরাধ নিক্ষেপ করিয়াছে। পুলিস ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ের সত্যাসত্য নিরূপণ করিতেছেন। শুনিলাম মৃতদেহটী সমাধি হইতে উত্তোলিত হয়। পুলিস এখনও মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এ কাণ্ডের কথা আপনাকে জানাইবার মানস রহিল।

৪। এ দুঃসময়ে প্রায় সকল স্থানের জমিদার প্রজা রক্ষার এক এক পথ দেখাইয়াছেন। শুনিলাম বনয়াটীর আমাদের নিকটবর্ত্তী এক জমিদার প্রজার জন্য কোনই হিত সাধন করেন নাই, পরন্তু কয়েকজন প্রজার সঙ্গে মকদ্দমা বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জমিদার মহাশয়ের এ কাণ্ডটী ভাল হয় নাই। ইহা আমাদের নিকটস্থ লোক বলেন এবং আমাদের অনুরোধ।

৫। অদ্য আমাদের ছোট লাট সাহেব কাটোয়া পরিদর্শন করিতে আসিবেন এরূপ সংবাদ আছে। তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া অকস্মাৎ শুনিলাম। পক্ষ হইতে তাঁহার কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। আপনার ছোট লাট যে দিকে গিয়াছেন, সেই অঞ্চলের অধিবাসিদিগকে নিতান্ত বিপন্ন মনে আপনাকে আপনারা করিয়া থাকেন। কাটোয়া অঞ্চলের অধিবাসিদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে অনেকগুলি ধনশালী সম্ভ্রান্ত পুরুষ আছেন। ছোট লাটের অকস্মাৎ আগমনে সকলেই মুস্কিলে পড়িতে পারেন। দাদা দাদা, আমাদের ছোট লাট বাহাদুর কাটোয়ায় কি কি কার্য্য করিয়া যান, তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত আগামী বারে পাঠাইবার অভিপ্রায় রহিল।

২৮ এ ভাদ্র
১২৮১।

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা। সংক্রান্ত সংবাদ।

১৫ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শস্যাদির অবস্থা বিষয়ক রিপোর্টের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে, যে

[illegible]

ইউরোপীয় সমাচার।

মাঞ্চেষ্টর ৯ ই সেপ্টেম্বর। লিকাস্টিতে পরাভূত হইয়া কানীষ্টেবা অত্যোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে। উহারা এবারমে হইতেও দুর্বীকৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ১১ ই সেপ্টেম্বর। সম্প্রতি গ্রেট ইষ্টার্ণ রেলরোডে দুই খানি ট্রেণে ধাক্কা লাগিয়া ১৯ জন হত ও ৩০ জন আহত হয়।

লণ্ডন ১২ ই সেপ্টেম্বর। বোলটনের তুলার কারখানায় ৩০ হাজার কর্ম্মচারী বেতন কমাইবা দেওয়াতে ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে।

লণ্ডন ১১ ই সেপ্টেম্বর। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ১১৩০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ১২ ই সেপ্টেম্বর। কলিকাতা হইতে যে মেইল ১৮ ই আগষ্ট ব্রিণ্ডিসি হইয়া যায়, অদ্য উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

এফ, এস, নির্ম্মাপুর নামক জাহাজ বোম্বাইয়ে ৭০০০০ টাকার স্বর্ণ ও ১১০০০০ টাকার রৌপ্য মুদ্রা লইয়া যাইতেছে।

আমেরিকার কৃষি সভার সেপ্টেম্বর মাসের রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, এবার অনাবৃষ্টি এবং অতিশয় উত্তাপ নিবন্ধন তুলা অনেক কম জন্মিবে।

পারিস ১৪ ই সেপ্টেম্বর। মার্শাল ম্যাকমেহন ফ্রান্সের উত্তর বিভাগ সকল পরিদর্শন করিতেছেন।

মর্ণাল ডিস ডিবাটস নামক সংবাদ পত্রে একটী প্রস্তাব প্রকাশিত হয়, উহাতে লিখিত হয়, যাহারা রিপব্লিকান নয়, তাহারা সকলেই রাজ বংশের প্রতি অনুরক্ত। এই লেখার জন্য সম্পাদককে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ই সেপ্টেম্বর। কলিকাতা হইতে যে মেইল ১১ ই আগষ্ট সাউথ্যাম্পটন হইয়া যায় তাহা অদ্য উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লয়েডের কর্ত্তৃপক্ষেরা অনুমান করেন এবার আমেরিকায় উর্দ্ধ সংখ্যা ৩১০০০০ গাইট তুলা জন্মিবে, গতবারের কর্ত্তৃপক্ষগণ অনুমান করেন, এ অপেক্ষাও কম জন্মিবে।

—০:::০—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৭ ই সেপ্টেম্বর। যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু সলিল মোহন চট্টোপাধ্যায় ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি,) অনুসারে উক্ত বিভাগের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১১ ই সেপ্টেম্বর। জে, ওয়াড সি, এস সেপ্টেম্বর মাসে দিনাজপুরে সেসিয়ন করিবার জন্য পুনরায় ভারতা অতিরিক্ত সেসিয়ন জজ হইলেন।

১২ ই সেপ্টেম্বর। পশ্চিম সার্কেলের স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টর জে, এ, হপকিন্স সাহেব নিজ কার্য্য ভিন্ন কিছুদিনের জন্য হুগলীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, আর মিডলটন হুগলী বিভাগে কাপাসদীর সহিত সরস্বতীর সংযোগের জন্য এবং বইচি হইতে বৈদ্যপুর পর্য্যন্ত একটী রাস্তার জন্য ভূমি পরিমার্থ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, জে, লাইবসে মালদহে ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু দেবী প্রসাদ মুন্সেফ দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

জে, সি, বিসি সাহেব কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

এ, উইকস্ সাহেব প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ডবলিউ এফ, বার্থার দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

১৫ ই সেপ্টেম্বর। এফ, এ, চিসেইার চট্টগ্রাম পর্ব্বত প্রদেশের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

পাটনার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর টি, জে, মরে সাহেব সারণে বদলী হইলেন এবং সেওয়ান উপবিভাগের ভার পাইলেন।

১১ ই সেপ্টেম্বর। সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু মহেন্দ্রনাথ হাজরা মালদহের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য ভার পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১১ ই সেপ্টেম্বর। বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু কিছুদিনের জন্য রঙ্গপুরের অন্তর্গত কোটবারির মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, এফ কেম্পু প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১১ ই সেপ্টেম্বর। অলিপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু জ্ঞানারায়ণ রায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু গিরীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী কিছুদিনের জন্য চাকার সব মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাবু বোলাকচাঁদ পুজার অবকাশের পর দেওয়ানী আদালত খুলিলে দ্বিতীয় সুবডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

বসীরহাটের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

হাজিলিঙের প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর ডবলিউ এফ, পেজ মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

—০—

উপহার।

পূজনীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৈত্র
উপাধ্যায় মহাশয়
সমীপেষু।

রেখো, গুরো, নিজ পদে, এই ভিক্ষা তব কাছে,
একান্ত যাইবে যদি,
উত্তরি স্নেহের নদী,
ধর, যতনের ধন, এই প্রীতি উপহার
যে ভক্ত আদর করি,
এত কাল ছিনু, কবি।
সে ভক্ত বিলীন হল, কালের কঠোর করে।
আশ্রিত লতিকাবলী—
হারায় জীবন কলি,
বিদ্যার আদর্শ তুমি, যশের আকরে মণি,
(গভীর বারিধি সম)
রতনের শ্রেষ্ঠতম।
পুলকে পূরিত হেরি প্রীতি পূর্ণ কলেবর।—
কল্পনা বিমল জলে,
ছায়া হেরি প্রতিপলে।
যাও গুরো, যথা ইচ্ছা, সুখী হও অতঃপর।

উত্তরপাড়া রাজকীয় ইংরাজি
বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ।

—০—

ভারতবর্ষীয় সভা সাধারণের গোচরার্থ নিম্ন লিখিত পত্রখানি আমাদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন—

সবিনয় নিবেদন—

সিবিল আপীল বিল নামে যে একটি অভিনব আইনের পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হওনার্থে মহামান্য গবর্ণর জেনেরল হুজুর কৌন্সলে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে শ্রীলশ্রীযুক্ত বাইসরয় গবর্ণর জেনেরল হুজুর কৌন্সলে আবেদন করণ জন্য কি কর্ত্তব্য কর্ত্তব্য, ইহা বিবেচনার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় সভার অবৈতনিক সভ্য কলিকাতা প্রদেশবাসী তত্ত্ব তত্ত্ব লোককে আহ্বান করিয়া আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৪ টার সময় ঐ সভার গৃহে এক অধিবেশন করিবেন।

উক্ত পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য এ পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ বিবৃত আছে যথা—

"যে স্থলে কোন মকদ্দমার দাবি দুই শত টাকার অধিক নহে, কিন্তু যে স্থলে প্রথম আপীল আদালত সদরের আদালতের সাহায্য একমত হইবেন, সে স্থলে তাহার আর কোন আপীল হইবে না।

কিন্তু কোন কোন স্থলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে কোন আপীলের বাধা হইবে না। যথা—

যে স্থলে ডিক্রীকৃত আদালত আপীল করা উচিত বিবেচনা করিবেন এবং যে স্থলে ঐ আদালত মকদ্দমার ভাব গতিক দেখিয়া কেবল টাকার পরিমাণ গণ্য করিলে অন্যায় হওয়া বিবেচনা করিবেন, কিম্বা যে স্থলে কোন মকদ্দমায় সাধারণের ইষ্টানিষ্ট জড়িত থাকায় সুবিচার জন্য তাহার দ্বিতীয় আপীল হওয়া আবশ্যক বোধ করিবেন।

প্রথম আপীল আদালত দ্বিতীয় আপীল করিতে পারিবার অনুমতি দিবার পরিবর্ত্তে এ মকদ্দমার প্রকৃত অবস্থা সুবিচার বদন করিয়া হাইকোর্টের আজ্ঞার জন্য পাঠাইতে পারিবেন।

ভারতবর্ষীয় সভার অবৈতনিক সভ্যেরা পূর্ব্বোক্ত পাণ্ডুলিপি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া এই মনে করিয়াছেন, যে উহার বিশেষ রূপ পরিবর্ত্তন ও সংশোধন না হইলে বিশেষ অনিষ্টের কারণ হইবে।

১।—কারণ মফস্বল আদালত বিশেষতঃ যে সকল জেলা জজের হস্তে প্রথম আপীল পাঠান হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই রীতি মত আইনের চর্চ্চা থাকে না এবং মফস্বলে এন সমাজের মতামত প্রকাশক সংবাদ পত্রাদির শাসন না থাকায় সুশিক্ষিত উকীলেরাও অন্যায়রূপে তাঁহাদিগকে প্রতারিত করিতে পারেন।

২।—যখন মফস্বলের এইরূপ অবস্থা, তখন গবর্ণর জেনেরল হুজুর কৌন্সলের হুইপ্ মি. মেয়র একথা বলিয়াছেন যে, আপীলের নিয়ম থাকাতেই অল্পমূল্যের হুণ্ডি হইতে লোকের রক্ষা হইবার অনেক সম্ভাবনা। হাইকোর্টে আপীল হইলে যার নিস্পত্তি হইতে প্রায় তিন বৎসর হইতে পারে, তাহার হুণ্ডি ভাঙ্গাইতে হয়, এই আশঙ্কাতে মফস্বলের সকল মহাজনেরা সহজে সাধারণ লোকের সঙ্গে কারবার করিবে।

৩।—দুই শত টাকার অধিক পরিমাণের মকদ্দমার যার আপীল না হইবার কথা, সে মফস্বলে অনেক দুঃখী লোকের সর্ব্বনাশ হইতে পারে। অনেকের উপযুক্ত উকীল সমেত সদর আদালতের খরচা দুই শত টাকা হইবে না।

৪।—আর যাহারা দুই শত টাকার অধিক টাকার নিষ্পত্তি পূর্ব্বে বাকি থাকিবার অধিকার মকদ্দমারই হাইকোর্টে আপীল হওয়া বন্ধ হইবে, এবং তাহারা জানিবে যে "বাইশ" হুজুর পক্ষেরই জয় হইবে, কারণ ইহা যত বার ও জনার মকদ্দমাই এমন সকল আইনের চর্চ্চা তাঁর উপস্থিত হইয়া থাকে, যে তাহা চিরকাল তাঁহার মীমাংসা হওয়া করিন।

৫।—মফস্বলে আদালতের সকল এমন আপীল আদালতের এক মাত্র চরম জজ আদালত দ্বিতীয় আপীল না হইবার বিষয়টি ভাল জেনে অল্পে অল্পে মফস্বল আদালত সকল উচ্ছন্ন যাইবে। এবং ঐ সকল আদালতের বিচারপতিরা বিচারাসনে বসিয়া যে সাহসের সহিত মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারেন, তাহা করিতে পারিবেন না। এবং তাহার ফলও উহার ন্যায় হইবে না। অধিকন্তু বিচার করা উহার ন্যায় হইবে না। অধিকন্তু বিচার করা উহার ন্যায় হইবে না। অধিকন্তু বিচার করা উহার ন্যায় হইবে না।

৬।—এমন কোন কোন বিশেষ স্থলে যে আপীল হওয়া বিধেয় তাহা বিধি করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া অসাধ্য। মফস্বলের বিচারপতিরা কোন মকদ্দমার সমুদায় কাগজ পত্র শুনিয়া তাহার আপীল হওয়া উচিত কি অনুচিত বলিয়া দিতে পারেন, কেবল এক নির্দ্দেশ দ্বারা কখন সেরূপ হইতে পারে না, বিশেষ যে উকীল আপীলের প্রার্থনা করেন স্থলে কেবল সওয়াল পাঠ হইলে কি উকীল কৌন্সল করা, তাহা বিতর্ক করিতে পাইবেন বিলের মধ্যে তাহারও কোন লিখিতা নাই। আর যখন আপীলের সংখ্যা হ্রাস করাই প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য, তখন সহজেই অনুমান হইতেছে [illegible]

৭।—এই আইনের আপীলটি সদর—[illegible] হুজুর প্রধান আদালতের আজ্ঞাবহী এক [illegible] করিয়াছে, তখন উহাদের এমন বোধ হয় না।

৮।—অনেক জমিদার ও পত্নীদার কোটির অজানিতের জন্য [illegible] হইতেছে তাহা নিবারণ [illegible] সকল আপীল [illegible] হুণ্ডি [illegible] আসিতে [illegible] যে রকম হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

[illegible] হুজুর [illegible] আপীল [illegible] সকল [illegible] সকল [illegible] সক

কারণ পল্লীগ্রামের মধ্যে এ বঙ্গাল অতিশয় দুষ্ট্যান বলিয়া গণ্য, ইহাতে মুন্সেফী আদালত পুলিস প্রভৃতির বহুকাল অবস্থিতি হেতু সুশিক্ষিত দুরন্ত ব্যক্তি বর্গের অবস্থিতির কোন বিঘ্ন ঘটে নাই, সকলে আনন্দের সহিত আসিয়া রেজিষ্টরি কার্য্য নির্ব্বাহ করিত এবং তাহাতে ব্যক্তিবর্গের ক্লেশ নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্ট যে সুতন সব রেজিষ্টরির আইন প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহার সম্যক সাফল্য সম্পাদিত হইয়াছিল। এক্ষণে এক অতি শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, ইহা যে সাধারণের অত্যন্ত ক্লেশপ্রদ ঘটনা তাহা সকলেই অম্লান বদনে স্বীকার করিবেন। মহানগর কলিকাতার ৫ মাইল অন্তর কৃষ্ণনগর থানা এবং তাহার শেষ সীমা ১১। ১২ মাইল পর্য্যন্ত স্থূল মর্ম্ম যাহা অল্প স্থলে নির্ব্বাহ হইত। এক্ষণে ঐ কৃষ্ণনগর থানার রেজিষ্টরি কার্য্য বাক্‌সা গ্রামে নির্ব্বাহ হইবেক, এরূপ আদেশ হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়! ইহাতে যে কিরূপ কষ্ট হইবেক, তাহা বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ঐ বক সা গ্রাম কৃষ্ণনগর থানার শেষ সীমা হইতে প্রায় ২৪। ২৫ মাইল অন্তর। তথায় যাহারা রেজিষ্টরী করিতে যাইবে তাহাদিগের অন্ততঃ তিন দিন কাল সময় নষ্ট ও তাহাতে বহু ব্যয় হইবেক তাহা সকলেই স্বীকার করিবে। কি আশ্চর্য্য! কোথায় শ্রীরামপুরে রেজিষ্টরি কার্য্য থাকায় লোকের কষ্ট হইত এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট সে কষ্ট নিবারণের জন্য এবং অনর্থক প্রজাপুঞ্জকে বহু ব্যয়সাধ্য কার্য্য হইতে উদ্ধারার্থ আইন স্থাপি করিলেন এবং এত দিন তাহাদের সুখে কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছিল, এক্ষণে কি উদ্দেশে একেবারে হাথ সাগরে লোকদিগকে নিমগ্ন করিলেন, তাহার কিছুই কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কখন কখন কার রেজিষ্টার সাহেব অনুপযুক্ত লোক নহেন ও কাহাকেও বৃথা কষ্ট প্রদান করেন না। তথাপি এরূপ ঘটনা হওয়া সমূহ দুঃখের বিষয় তাহার সন্দেহ নাই। অথ উক্ত স্থানের প্রজাদিগের বাসীর নিকটে কোন আপিসের রেজিষ্টরি আফিস থাকাতেও এত প্রকার পার হইয়া অন্ততঃ ৭। ৮ ক্রোশ দূর বাক্‌সা গ্রামে গমন করিয়া রেজিষ্টরি কার্য্য করিতে হইবে হউ, অপেক্ষা, বরং শ্রীরামপুরে যে রেজিষ্টরি আপীস স্থাপনের অনুমতি হইল লোকের সুবিধা হইত। কারণ তথায় সাহেব পথ সুগম, লোকের পীড়া না হইতে অধিক হইলে সামান্য ঘোড়ার গাড়ী দ্বারা গমন করিতে পারিত এবং তথায় থাকিবারও উত্তম স্থান প্রাপ্ত হইত। এক্ষণে কৃষ্ণনগর থানার অধীন হতভাগ্য প্রজাপুঞ্জের প্রতি গবর্ণমেণ্টের সকরুণ নেত্র পতিত হউক। পূর্ব্বমত ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া আমাদের কষ্ট নিবারণ হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা। কারণ এই ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও এপিডেমিক জ্বরে প্রায় অনেকেই নিঃস্ব হইয়া ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিতেছে, তাহাতে বাক্সা গ্রামে রেজিষ্টার কার্য্য প্রচলিত থাকিলে চারের দামে মনসা বিক্রয় হইবেক তাহার সন্দেহ নাই। আমরা এই উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছি, যত দিন ইহার শুভ সমাচার প্রাপ্ত না হইব তত দিন আমরা রেজিষ্টরি কার্য্য হইতে বিরত হইলাম, সত্য গবর্ণমেণ্ট মাত্রেই প্রজাপুঞ্জের সুখ সাধনে বদ্ধবান এম ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

১২৮১ সাল ২৮ এ ভাদ্র } কতকগুলি প্রজা। সাং রাজবলহাট

মহাশয়! আজি কালি বঙ্গভাষা ক্রমে ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। এ উন্নতির সহিত নানাবিধ উৎকৃষ্ট পুস্তকও রচিত হইতেছে। নাটক কাব্য বিজ্ঞান প্রভৃতি সোপান সমূহে পদ বিক্ষেপ করিয়া বঙ্গভাষা ক্রমেই উর্দ্ধে উঠিতেছেন। এটী অতিশয় সন্তোষের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্রমে উৎকৃষ্ট পুস্তকের সংখ্যা অল্প ও অপকৃষ্ট পুস্তকের সংখ্যা অধিক হইয়া আসিতেছে এ কথাও অস্বীকার্য্য নহে, কিন্তু "চিনটী পড়িলেই পাচকেনী পড়ে" গ্রন্থকারগণ যত অপকৃষ্ট ভাব ধারণ করিতেছেন যতই চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতেছেন সমালোচকগণও ততই আপনাদিগের নামের অর্থ ও গৌরব পরিত্যাগ করিতেছেন। বাস্তবিক আমাদের দেশের গ্রন্থকার যত অপকৃষ্ট থাকুক না কেন সমালোচক তাঁহা হইতে অল্প অপকৃষ্ট নহেন এরূপ চন্দ্র সূর্য্যবৎ প্রত্যক্ষ। ফলতঃ আজি কালি গ্রন্থে স্বাভাবিক শক্তির পরিচয় নাই বলিলেই হয় তাহাতে আবার যদি কাহার গ্রন্থে কিছু মাত্র দুষ্ট হয়, তাহা হইলেও তাহার আদর থাকে না। এক্ষণে লোকের চক্ষে ধূলি মুষ্টিনিক্ষেপ করিয়া শিক পকেট করিতে পারিলেই বাজারে নবেল কোন দুর্ভাগা যদি মস্তিষ্ক বিলোড়িত করিয়া বালকগণের পাঠোপযোগী কোন পুস্তক লেখেন, সমালোচক অমনি বালক দিগকে উপদেশ দিবেন, তোমরা চারি আনা দিয়া এ পুস্তক না কিনিয়া আট পয়সা দিয়া তাস কিনিয়া খেলা করিও,। অনেক পরিমাণে উত্তম ফল ফলিবে। সমালোচনার উদ্দেশ্য কি? গ্রন্থের দোষ গুণের যথার্থ বিচার করা। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান সমালোচকগণ সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহারা এক্ষণে তাঞ্জার গোল্ড স্মিথের উপদেশ অনুসারে চলিতেছেন। এক্ষণে পুস্তকের স্রোত যে প্রকার বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে সমস্ত পুস্তকের বিষয় সুবে থাকুক নাম পর্য্যন্ত মনে করিয়া রাখা লোকের পক্ষে দুরূহ হইবেক। অতএব এই পুস্তক স্রোত বন্ধ করিবার উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সমালোচনা অথবা গ্রন্থকর্ত্তাকে পুস্তক লিখিতে নিবারণ করা তন্মধ্যে একটী উপায়। আমাদের বর্ত্তমান সমালোচকেরা সে উপায় কতক পরিমাণে অবলম্বন করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহাদের অভিপ্রায় এই, আপন কল্পনা শক্তির পরিচয় দিবার চেষ্টা কর, আর গালি খাও আর ওয়ালটরস্কট রণলড প্রভৃতি হইতে তাব চুরি কর আর কপালে জয়পত্র বাঁধিয়া দিগ্বিজয় করিয়াছি বলিয়া চীৎকার কর। আবার দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সম্প্রদায়স্থ সমালোচকগণের মধ্যে কাহার কপালে উক্ত প্রকার জয় পত্র বাঁধা থাকাতে তাঁহারা যাহাকে যাহা বলেন সাধারণে বিচার না করিয়া তাহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করেন, এইটী আরও অনিষ্টের মূল।

শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শনে "স্বর্ণলতা" নাটক এই প্রকার আশ্চর্য্য ভাবে সমালোচিত হইয়াছে। যে ভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় সমালোচকের সময় অথবা তাঁহার পুস্তকে স্থানের অভাব ছিল। আধ্যাত্মিক দর্শনের অবিষয় বিজ্ঞানের অবিষয় কেবল কবিদিগের সৃষ্টির বিষয় মানব প্রকৃতির গূঢ় তত্ত্ব যাহা প্রকটন করা নাটক প্রণয়নের উদ্দেশ্য ইহাতে তাহা আছে কি নাই সে বিষয়ে একটী কথাও না বলিয়া মনোনীত করিয়া বিবাহ করা এই পুরাকাল হইতে প্রচলিত সুপ্রথাকে হুং কোটি শিশ বলিয়াই ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার ত্রুটী সকলেই মার্জ্জনা করিতে পারি, যেহেতু তাঁহার হাতে অনেক কাজ, পুস্তক খানি পাঠ করিতে সময় পান নাই, তজ্জন্য নাটক প্রণয়ন করিবার উদ্দেশ, হইতে আছে কি না জানিতে পারেন নাই, অথচ সমালোচনা করাও চাই এই জন্য বিজ্ঞাপনে লিখিত মনোনীত পরিণয় এই বাক্যটী প্রাপ্ত হইয়াই কোটশিপ বলিয়াছেন। কিন্তু অন্ততঃ বিজ্ঞাপনটী সমস্ত পাঠ করা তাঁহার উচিত ছিল, তাহা হইলে সম্যক রূপে বুঝিতে পারিতেন, যে হেতু তৎপরে লেখা আছে

" বিশেষ যখন ভিন্ন শ্রেণীর মুক্ত সকল বঙ্গদেশের উর্ব্বরা ভূমি পাইয়া বিশেষ রূপে ভেজস্কর হইতেছে তখন আমাদের শ্রেণীর লড়াই বন্ধ করিলে যে কিছুই হইবে না তাহা তখন মনে হয় না।" এস্থলে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় কি? আমাদের দেশের লড়াই কাহাকে বুঝাইতেছে। আমরা সমালোচক মহাশয়কে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তাল পুস্তক খানিই যেন পাঠ করেন নাই তজ্জন্য তন্মধ্যে কি আছে না আছে জানিতে পারেন নাই কিন্তু এটী ত তাঁহার বিবেচনা করা উচিত ছিল যে এই প্রকার মনোনীত পরিণয় আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল কি না? গান্ধর্ব্ব বিবাহ কাহাকে বলে?

ইচ্ছয়ান্যোন্য সংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ
গান্ধর্ব্বঃ সতু বিজ্ঞেয়ঃ ॥ মনুঃ।

অর্থাৎ বরকন্যার পরস্পর অভিমতানুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইলে তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ কহে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে যে প্রথানুসারী যে বিবাহ হইত তাহাকে কি সমালোচক ইংরাজী কোর্টশিপ্ বলিবেন? এবং অর্থ লোভে অথবা কন্যার অসম্মতিতে পিতা অথবা অন্য অভিভাবকের সম্মতিতে নানা প্রকার অনিষ্টের মূল যৌতুক প্রথানুসারে মুখ, মাতুল, বৃদ্ধ পাত্রের সহিত সর্ব্বগুণসম্পন্না পাত্রীর বিবাহকে কি দেশের সুপ্রথা কহিবেন? তবে যদি আমাদের সমালোচক মহাশয় এপ্রথাটীকে কোর্টশিপ বলেন তাহা হইলে মনোনীত পরিণয়কেও কোর্টশিপ বলুন, অথবা স্বর্গলতালেখক নিজ কালীর সাহায্য না লইয়া পাঠক কল্পনার সাহায্য লইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে চাল কাটিয়া উঠাইয়া দিন তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না।

১২৮১ } একান্ত বশম্বদ
৩১ এ ভাদ্র } শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র মজোপাধ্যায়।

বিদ্রোহ।

মহাশয়! সত্য হউক কিম্বা কাল্পনিক হউক, মনুষ্যের সুখ যখন কোন ঘটনা বা বস্তু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়, তখন মনুষ্য সেই সুখ স্বপক্ষে রাখিবার জন্য সচেষ্ট হয়; সেই চেষ্টার নাম বিদ্রোহ। বিদ্রোহ নানা প্রকার। নিজ সুখের জন্য যখন কোন মনুষ্য সাংসারিক বিষময়ী যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার অভিলাষে আত্ম হত্যা করে তাহাকে আত্মবিদ্রোহী কহে। নিজ সুখের জন্য যখন কোন মনুষ্য সুপথ হইতে কুপথে গমন করে তখন তাহাকে ঈশ্বরবিদ্রোহী কহে, নিজ সুখের জন্য যখন কোন মনুষ্য নরহত্যা দিয়া নরহত্যার হইতে চেষ্টা করে, কিম্বা অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমে মুণ্ডক শুভ্র কেশে কলপ দেয়, তখন তাহাকে স্বভাববিদ্রোহী কহে। যখন কোন রাজাকে পদচ্যুত করিবার অভিলাষে প্রজাপুঞ্জ অস্ত্র ধারণ করে, তখন তাহাদিগকে রাজবিদ্রোহী কহে। ইত্যাদি।

সত্য সুখ স্থাপন করিবার জন্যই হউক, কিম্বা কাল্পনিক সুখ স্থাপন করিবার জন্যই হউক, মনুষ্যের বিদ্রোহের ফল সচরাচর ভয়ানক হইয়া থাকে (১) এইরূপ বিদ্রোহে ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্য জাতির আদিমতা বিলুপ্ত হইল, প্রাচীন রোমক ও গ্রীক রাজ্য এক পক্ষে ধ্বংস হইল; এইরূপ বিদ্রোহেই ১৬৮৮ খৃ অব্দে ইংলণ্ড বরশোণিতে আপ্লুত হইয়াছিল। প্রজাগণের মন মান বশ্য গিয়াছিল, এইরূপ বিদ্রোহে প্রকৃত বলবীর্য্যসম্পন্ন এত দিনের ধনশালী জাতি চারখার হইল। এই রূপ বিদ্রোহে মুসলমানেরা নিজাম অধীশ্বর হইয়াছিল। এবং এই রূপ বিদ্রোহেই ভারতবর্ষ ইংরেজদের হস্তগত হইল। কি বড় কি ছোট সকল স্থানেই এই রূপ বিদ্রোহ ঘটিয়া থাকে। কোন রাজ্যেশ্বর সংক্রান্ত কিম্বা কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সংক্রান্ত হইলে তাহা ইতিহাসে প্রথিত হইয়া কিছুদিন এই নশ্বর জগতে দেদীপ্যমান থাকে, এবং কোন সামান্য ব্যক্তি সংক্রান্ত হইলে তাহা কলাক্ষেত্রের ন্যায় তৎক্ষণাৎই বিলীন হইয়া যায়। এই শেষোক্ত প্রকার বিদ্রোহের একটী দৃষ্টান্ত বিবৃত করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী, দামোদর নদী তীরস্থিত * * * কোন পল্লীগ্রাম ত্রয়ে একটী ভীষণ বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। যদ্বা গ্রাম বিদ্রোহ মধ্যে পরিগণিত, অথবা ঐ * নিবাসী ধনাঢ্য জমীদার বাবুর বিপক্ষে উপস্থিতিক গ্রাম ত্রয়ের প্রজা সমূহে বিদ্রোহভাব ধারণ করিয়াছে। উক্ত তিন খানি গ্রামে এক্ষণে রাজা প্রজায় তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। সংগ্রাম অস্ত্রে নয়, কাগজে, এবং ধর্ম্মাধিকরণই যুদ্ধক্ষেত্র। এ যুদ্ধে উকীলগণ মহারথী, তাহাদিগকে রাজে প্রস্তুত করিতে হয়, এবং বাঁহার ভুজবিজয়ী বলা অনেক সময় তিনিই সমরে জয়লাভ করেন, তজ্জন্য তিনিই অনেকের স্পৃহণীয়। এ যুদ্ধে মোক্তারগণ রথীর স্বরূপ, কিন্তু অনেক সময়ে তাহারা মহারথিগণের সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। এ যুদ্ধে পেয়াদারা সৈন্য নির্ব্বাহ

(১) কোন কোন সময়ে বিদ্রোহের অগ্নি বল অনল হইয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রথম উৎপত্তির অবস্থায় কোন বিদ্রোহই মঙ্গলদায়ক নহে।

করে এবং মাঝিমল্লা পদাতিক স্বরূপ। এযুদ্ধে পক্ষের টাকা অধিক সেই পক্ষই সচরাচর জয় হয়, শারীরিক বলের কিঞ্চিন্মাত্রও আবশ্যকতা নাই এবং মানসিক বুদ্ধিরও অত্যল্প প্রয়োজন তাবা এ উভয়ের কার্য্য করে।

এক্ষণে উক্ত গ্রামত্রয়ের লোক দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে। একটী আমার অপরটী প্রজার। কতকগুলি প্রজা রাজার পক্ষে গিয়াছে, অবশিষ্ট সকল প্রজা সাধারণ শাসনপ্রণালী স্থাপন করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক। রাজা তাহা কোন প্রকারেই করিতে দিবেন না, প্রজারা অবশ্যই করিবে। সাহসিক প্রজারা রাজার নিষ্ঠুর ব্যবহার সহ্য করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, রাজা সেই রূপই ব্যবহার করিবেন। ইহাই "বাবাদের যুদ্ধ" সহজে স্বরাজ এ বিবাদ মিটিয়া যায়, উভয় পক্ষই তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কুটীলাশয়েরা অতি সামান্য বিষয়ের জন্য সে বিবাদ মিটিল না। ক্রমেই প্রজা পক্ষ হইয়া উঠিল। অবশেষে বর্দ্ধমানের, যুদ্ধক্ষেত্রে—দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আদালতে—উভয় পক্ষই নিজ নিজবল সংগ্রহ করিয়া সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। এ যুদ্ধে রাজা বলবান প্রজারা দুর্ব্বল। কিন্তু রাজা যে কর্ম্ম বল টাকার করিবেন, প্রজারা সেই কর্ম্ম এক টাকায় করিতে পারে। রাজার টাকা সহায়ী বলে প্রকৃতপক্ষে টাকার সহায়তায়, প্রজার টাকা কথার বশীভূত। রাজা ৫ পাঁচ টাকা চড়াইয়া সেনাপতি পদাতি কর্ত্তিকে সম্মুখে অবলীলাক্রমে আনিতেছেন প্রজারা কুড়াজলি করিয়া কান্দিয়া পায়ে পড়িয়া সেনাপতিকে রণক্ষেত্রে আনিতেছে। রাজার বাদ সাধ্যায় উত্তর পশ্চিম বাসী লোক কর্ত্তৃক রক্ষিত। প্রজাদের গুরু প্রজারা সমস্ত ই পক্ষ করিতেছে। প্রজারা কইসহ শুদ্ধ, সাক্ষ্য সুদক্ষ ও তোষবিল সী। প্রজারা বিপক্ষের কর্ম্ম নিষ্ফল করিয়া থাকে, রাজা তাঁহার কর্ম্ম ধ্বংস লোককে দিয়া করাইয়া থাকেন। রাজা [illegible] করিয়া বর্দ্ধমানের যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া করেন, প্রজারা পরস্পরে বর্দ্ধমান আসিতে [illegible] রাজার শিবির পাহারায় [illegible] সুদৃঢ় নির্ম্মিত, প্রজাদের [illegible] পাচক ব্রাহ্মণ রাজার [illegible] রন্ধন প্রভৃতি [illegible] বৃহৎ বোহিত মৎস্যের মূল, ডালপালার ডিম ভাজা, প্রজাদের যাহন আমুতাতে এবং চিঙ্গড়ী মাছ দিয়া আমড়া চড়চড়ী। রাজার আহারে ভক্ষ্য উদ্ভিজ্জ পরিষ্কার করে, প্রজাদের

আহারাবসানে আপনাদিগের উচ্ছিষ্ট আপনারাই পরিষ্কার করিয়া থাকে। রাজা আহারান্তে শিবির দ্বারে চৌকির উপর বসিয়া ভৃত্যধৃত পাত্র হইতে মন্দ মন্দ পণ্ডিত সুসুম সুবাসিত সলিল হস্তে লইয়া আচমন করেন প্রজারা আহারান্তে বাঁকার ঘাটে গিয়া আচমন করে। রাজার সহিত বর্ত্তমান কেবল শুদ্ধ লোকেরই আলাপ, সকলেই তাঁহার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। প্রজাদের সহিত কাহারও আলাপ নাই কিন্তু তাহাদের প্রতি অনেকেই দয়া করিয়া থাকে।

এই ভীষণ সংগ্রাম গত মাঘ মাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত প্রায় ২১ টী সম্মুখ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই ২১ টী যুদ্ধে রাজাই প্রথমে অগ্রসর হন এবং প্রজারা আপনাদিগকে রক্ষা করে। এই ভিন্ন এই সমস্ত যুদ্ধেই প্রজারা জয়ী হইয়াছে। রাজার হার জিত একই কথা। কারণ তাহার ইহাতে অর্থের ব্যয় ভিন্ন আর কোন ক্ষতি নাই। প্রজাদের জয়েও ক্ষতি। প্রজারা কায়িক পরিশ্রমে আপনাদের জীবনোপায় সংগ্রহ করে। জয় হউক আর পরাজয় হউক, যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে জীবনোপায় সংগ্রহ করা হয় না, তজ্জন্য তাহাদের পরিবার বর্গ এই দুর্ভিক্ষের বৎসরে অনাহার জনিত কষ্ট পায়। ইহাতে জয়েও তাহাদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি। রাজার প্রতিবৎসর দশ সহস্র টাকা সঞ্চয় হইত, না হয় যুদ্ধে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়া ৫ হাজার টাকা জমিল। ইহাতে অপর কোন ক্ষতি নাই। এক্ষণে প্রজারা জিতিয়া জিতিয়া হারিতেছে, এবং রাজা হারিয়া হারিয়া জিতিতেছেন।

এই সকল ভীষণ ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া প্রজারা নিতান্ত ভীত ও হতাশ হইয়া আপনাদের ধন, মান, ধর্ম্ম, জীবন রক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া উক্ত জমীদারের সমস্ত উৎপীড়ন ও দুর্ব্যবহার বিষয় বিবৃত করিয়া কারুণ্যরস পূর্ণ হৃদয় বিদারক একখানি উড়ো দরখাস্ত গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করে। এই আবেদন পত্র পাঠ করিলে নরশোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। শরীর কাঁপিতে থাকে, মন বিস্ময়ে ও ক্রোধে অভিভূত হয় এবং সহৃদয় ব্যক্তির নয়ন অশ্রুজলে আপ্লুতবক্ষ হইয়া বস্ত্রাঞ্চলকে প্লাবিত করে। সেই আবেদন পত্র পাঠ করিয়া কে না বলিবে, যে উক্ত গ্রামসমূহ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর রাজ্যের বহির্ভূত নয়? কে না বলিবে যে উক্ত গ্রাম সমূহের জমীদার লোকেরা সম্রাট, দ্বিতীয় বাবর বা পারস্যের সাহার ন্যায় যথেচ্ছাচারী নয়? কে না বলিবে উক্ত গ্রাম সমূহে লোকের মান নাই, ধন নাই, ধর্ম্ম নাই? ● ● ●

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১১ ই সেপ্টেম্বর।

নদীর নাম	সর্ব্বসমতি জল।	
ভাগীরথী।		
	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	৩০	
সুবপুর ৩ মাইলের মধ্যে	২৩	
তথা হইতে অজিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	২২	
অজিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২৩	২
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২৫	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২৬	৬
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	২০	৩
তাতার পাড়া	২০	
তথা হইতে হাট খোলিয়া	২০	
তথা হইতে কট ১ নং	৩৩	২
তথা হইতে বোলমারি	২৬	৩
তথা হইতে আলিকদহ	২৬	৬
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	২৬	৬
জলঙ্গী।		
মোহানায়	১২	৬

সন ১৮৭৪ সালের ১৪ ই সেপ্টেম্বর বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
বহরমপুর ১৪ ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৪	২৫	১০

টী, বেট্টী সি ই, প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া বিভাগ ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ দত্ত
হোসেনপুর ৫৷৹
* * পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় শুকপুকুরিয়া ৫৷
* * বংশীধারি সিংহ—রাঘবপুর ১০
* * অন্নগোপাল চক্রবর্ত্তী—মল্লরা ১০
* * জেম্‌স লায়েল কোং—বহরমপুর ১০
শ্রীমহারাণী ভুবনেশ্বরী—কৃষ্ণনগর ৯০
শ্রীকেত্রমণি দেবী—রাঘবডাঙ্গা ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। ছয় মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। মোট, হুণ্ডি, রসাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অনাত্তর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঁদড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৪৫ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্তনা প্রকৃতিহিতায় পার্থিব: সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা
সন ১২৮১। ১৩ ই আশ্বিন। ইং ১৮৭৪। ২৮ এ সেপ্টেম্বর।
মফস্বলে মাশুল সমেত ৮ অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বর্দ্ধমান জেলার অধীন গলসি থানার অন্তর্গত বেকুটা গ্রামবাসী আমার হতভাগ্য প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র সামন্ত যিনি ইতিপূর্ব্বে বর্দ্ধমান পুলিসে সব ইনস্পেক্টর ছিলেন তাঁহার পুত্র মনহারিলাল সামন্ত তাহার বয়স অনুমান ১৭ বৎসর, গৌরবর্ণ এবং যিনি বর্দ্ধমানের মহারাজার বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী ভাষা পাঠ করিতেছিলেন, অদ্য ১০ দশ দিবস হইল তিনি বর্দ্ধমান হইতে অকারণে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, তাঁহার সহিত একটী পয়সাও নাই, কেবল ২ দুই খানি মলিন পরিধেয় বস্ত্র। সর্ব্বদা অন্যমনস্ক। অনেক অনুসন্ধানে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যদি আপনার দ্বারা পাঠক মহাশয়েরা এই বিষয়ের কোন সন্ধান পান তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার সম্বাদপত্র সোমপ্রকাশ মধ্যে অথবা বর্দ্ধমান কালেক্টরি আদালতের হেড-রাইটর শ্রীযুক্ত বাবু উমাপ্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সংবাদ দিলেই বাধিত হইব নিবেদনমিদং।

বর্দ্ধমান
১২৮১
২ রা আশ্বিন
বশম্বদ
শ্রীউমেশচন্দ্র বসু।

কাকিনীয়ার বার্ষিক মেলা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান মাসের ২৫ শে তারিখ হইতে কাকিনীয়ার রাজবাটীর বার্ষিক মেলা আরম্ভ হইয়া আগামী ১০ ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিবে। মওরাগর, কাঁয়া, ও অন্যান্য ব্যবসায়ীর দোকানদারের নিমিত্ত উপযুক্ত স্থান ও আলয় প্রদত্ত হইবে। ক্রেতা বিক্রেতার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা বিধান করা যাইবেক। সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য দ্রব্য শাক এবং মনোনীত দ্রব্য হইলে অন্য ক্রেতার অভাবে কাকিনীয়ার রাজ সরকারই তাহা ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করিবেন। উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিয়া লওয়ার নিমিত্ত ব্যবসায়ীদিগকে মেলার আরম্ভ দিবসের পূর্ব্বেই এখানে উপস্থিত হইতে হইবে। ইহাও জ্ঞাতব্য যে দোকানদারদিগের যাহাতে কোন অংশে ক্ষতি না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা যাইবে ইতি।

১২৮১ সাল
১লা আশ্বিন
শ্রীনন্দকুমার সিংহ পট্টী
হেডমুহুরী
কাকিনীয়া রাজব টী।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে

আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণী হৃদ্রোগ পেটের পীড়া আমজ অম্লশূল উদরাধ্মান নিম্ব বমন এক মাত্র ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ২০ ২৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাত্রার মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয়ে কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইতাম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধ দিয়া সংখ্যা করিতে পারিনা। এজন্য অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাশুল ৩৲ টাকা পাইলে নীতিমত ঔষধ পাঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে দান ও অর্থ লওয়া যাইবেক।

১৯ এ আষাঢ় ১২৮১ সাল
গোবরডাঙ্গা
জেলা নদীয়া
শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন
ডাক্তার।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিদ্যেশ্বর বিলাপ	৷০	।০
১ ম ভূগোলী তিমির	৶০	।০
২ য় ভাগ নাতিসার	৶০	।০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাশুল ।০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ দশ আনা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না মাসুল বলিয়ে সোণাপাট ৮ ক বর্ষে সম্বাদ লিখিতে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। বিনা টিকিট পাঠাইলে উহা অদেয়, ১, আধ আনা, মূল্যের ডাকটী পাঠাইবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন শর্ম্মণঃ
সংস্কৃতযন্ত্র।

হাড় বিনাশক মাদুল।

মূল্য ৷০ আনা কলিকাতা কালেক্ট ষ্ট্রীট ক্যাম্পবেল লাইব্রেরিতে প্রাপ্য।

শ্রীকেদারনাথ রায়।

লক্ষণ বঙ্গন ও শ্রীবৎস চিন্তা গীতাভিনয় নামক দুই খানি পুস্তক আমি প্রণয়ন করিয়, বি পি সন্ত্রে প্রেরণ করিয়া ছ, অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেক। কিন্তু আমার অনুমতি ব্যতিরেকে কেহই উহার অভিনয় করিতে পারিবেন না।

শ্রীমাশুতোষ চক্রবর্ত্তী
সাং উলুবেড়ের ৩স্যাপাতী
কুলেশ্বর।

স্ত্রী চিকিৎসা।

কলিকাতা মেডিকেল কালেজের ধাত্রীবিদ্যা, বালচিকিৎসা এবং স্ত্রীচিকিৎসার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মির আসরফ আলি, জি, এম, সি, বি কর্ত্তৃক প্রণীত মূল্য ডাক মাসুল সমেত ১ টাকা আমার নিকট প্রাপ্য

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুহরেল লালবাজার
কলিকাতা।

হেম নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক;)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিঙ্ লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸০ আনা ডাক মাসুল /০ এক আনা

লালবাজার হিন্দুহরেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক

কলিকাতারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মন্ত্র পড়া প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্গম ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইংলণ্ড দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝেরাখিবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট,

কায়ার ব্রিক।

কায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত দ্রব্য পাইপ, টাইল এবং কায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } রবর এণ্ড কোং।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বিরচিত বঙ্গভাষায় এনাটমি বা শারীর বিদ্যা প্রথম খণ্ড জেনরেল এনাটমি সাধারণ শারীর বিদ্যা এবং অষ্টিলজি বা অস্থি বিদ্যা উত্তম কাগজে উত্তম ছাপা এবং ১২০ খানা প্রতিমূর্ত্তি সহিত ৪৷৹ মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল এইক্ষণে ক্রেতাদিগের সুবিধার জন্য ২ দুই টাকা মূল্য ও ডাক মাসুল ।/০ আনা অবধারিত হইল আমার নিকট প্রাপ্তব্য—

কলিকাতা ২০ জুলাই ১৮৭৪। } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের হিন্দুহরেল লালবাজার।

ইংরাজী জুতা।

ছর্গা পূজার সময় ব্যবহার জন্য অতিশয় সস্তা।

কাশি এণ্ড কোং
১২৬ ও ১২৭ রাধাবাজার।

মদ্য ছাড়" নির্ব্বাসিতের বিলাপ " যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ডনষ্টনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা রামদাস এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ ১৮৭৮ সাল } শ্রীবিনোদ ভট্টাচার্য্য।

সোমপ্রকাশ।

১৩ ই আশ্বিন সোমবার।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ গবর্ণমেণ্ট প্রেরিত বিজ্ঞাপনটি এই স্থলে গ্রহণ করিলাম। বিজ্ঞাপনটীর তাৎপর্য্য এই, যদি কোন ব্যক্তি কিম্বা ভারতবর্ষের দেওয়ানী বিভাগের কোন কর্ম্ম চারী কোন বিষয়ের আবেদন ইংলণ্ডেশ্বরী অথবা ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট প্রেরণ করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা যে যে নিয়মে করিতে হইবে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ১৮৬৭ অব্দের ২১এ আগষ্টের এক বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা তাহা সাধারণের গোচর করেন। সে নিয়মগুলি এই, পর্য্যায় ক্রমে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের হস্ত দিয়া ঐ সকল আবেদন প্রেরিত না হইলে ইংলণ্ডেশ্বরীর গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রহণ ও তদ্বিষয় বিবেচনা করিবেন না। যিনি রাজ্ঞীর কিম্বা ষ্টেটসেক্রেটারির নিকট কোন আবেদন পত্র প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তিনি যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাস কিম্বা কর্ম্ম করেন, তাহা সেই গবর্ণমেণ্টের হস্ত দিয়া প্রেরণ করিতে হইবে। তাহা হইলে সেই সকল স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই আবেদন সম্বন্ধে স্ব স্ব মত ও হেতুবাদ লিখিয়া পাঠাইবেন।

এই নিয়ম থাকিতেও অনেকে ভারতবর্ষ হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংলণ্ডে আবেদন প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট সেগুলি আবেদন কর্ত্তাদিগের নিকট ফিরাইয়া দিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, এবং পুনর্ব্বার এই সকল নিয়ম সর্ব্বসাধারণের গোচর করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। অতঃ পর যাঁহারা এখান হইতে ইংলণ্ডে কোন বিষয়ের জন্য আবেদন করিবেন, তাঁহারা যেন যথা নিয়ম স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্ত দিয়া তাহা প্রেরণ করেন।

এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্রের অনুবাদ সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব।

বাঙ্গলা উর্দ্দু প্রভৃতি সমাচার পত্রের

যে অনুবাদ হয়, ১৮৭২ অব্দে উহার এক এক খণ্ড সম্পাদকদিগকে দিবার নিয়ম হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই নিয়ম রহিত করিয়াছেন। কেন এ নিয়ম হইল, কেন বা ইহা রহিত হইল, আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, সে কারণ ব্যক্ত নাই। ভারতসংস্কারক প্রস্তাব করিয়াছেন, সম্পাদকেরা একবাক্য হইয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়া পূর্ব্ববৎ এক এক খণ্ড পাইবার চেষ্টা পান। আমরা এ প্রস্তাবে সম্মত নহি। এক এক খণ্ড পাইয়া আমরা ত কোন লাভ দেখিতে পাই না। পাইয়া যখন লাভ জ্ঞান নাই, না পাইলে ক্ষতি জ্ঞান হইতেছে না। লাভের মধ্যে এই যখন উহা পাঠ করি, বিরক্ত হইতে হয়। পাঠকালে দেখিতে পাই, অনুবাদক স্থানে স্থানে আমাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই, একে আর করিয়াছেন। যে বিষয়টী অবশ্য অনুবাদ করা উচিত, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থানে এরূপ ঘটনা হয়, সম্পাদক যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া যে ভাবে গবর্ণমেণ্টের বা কোন রাজকর্ম্মচারির গুণ দোষ বিচার করিয়াছেন, অনুবাদক সে যুক্ত সে ভাব ও গুণের অংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল দোষের অংশের অনুবাদ করিলেন। সেই অংশটুকু পাঠ করিয়া রাজপুরুষ ও অন্য অন্য ইউরোপীয়ের এই সংস্কার জন্মিল, বাঙ্গলা সমাচার পত্রে কেবল গবর্ণমেণ্টের ও লোকের নিন্দাই প্রকাশ হয়, সম্পাদকদিগের ভাল ও গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই। বাঙ্গলা সমাচার পত্রগুলি অতি অযত্ন। অনেক বার এ বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন ও ঘোর তর বিচার হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের অনুবাদকের দোষই এরূপ অপবাদের প্রধান কারণ। যাহা হইতে অকারণ এ প্রকার অপবাদ হয়, আমাদিগের এক একবার ইচ্ছা হয়, সে অযথা অনুবাদ প্রথা এককালে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে ভাল হয়। কিন্তু পরক্ষণে মনোমধ্যে এই ভাবের উদয় হইয়া থাকে, অনুবাদ নিয়মটী রহিত হওয়া উচিত হইতেছে না। অধিকাংশ প্রজাই ইংরাজী জানেন না; গবর্ণমেণ্টের নিকট নিবেদয়িতব্য তাহাদিগের যে সমস্ত দুঃখ আছে, বাঙ্গলা উর্দ্দু প্রভৃতি সমাচার পত্র তাহা জানাইবার এক মাত্র উপায়। অনুবাদক আর যত অনুবাদ করিতে পারুন না পারুন, সেই দুঃখের বিষয় গুলির যদি অনুবাদ করেন, তাহা হইলেও মঙ্গল।

অতএব আমাদিগের প্রস্তাব এই, বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা এক বাক্য হইয়া যাহাতে অনুবাদের দোষ সংশোধন হয়, সেই চেষ্টা করুন। সংশোধনের উপায় এই, গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বাঙ্গলা ও ইংরাজী তিন বিষয়ে অভিজ্ঞ এমন একজন বাঙ্গালি নিযুক্ত করুন এবং অর্থের কিঞ্চিৎ মায়া পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে এই আদেশ দিন যে প্রস্তাবগুলির নিতান্ত সংক্ষেপে অনুবাদ করিলে তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হওয়া দুরূহ হয়, বিস্তারিতরূপে তাহার অনুবাদ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে এখন এরূপ উপযুক্ত বাঙ্গালি নিযুক্ত করা কঠিন নয়। গবর্ণমেণ্ট সমাচার পত্রের স্বাধীনতা দান করিয়া যখন দেশের উপকার সাধন করিবার ও আপনারা সাধুবাদ লইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন অনুবাদের নিমিত্ত একজন উপযুক্ত ভাল বাঙ্গালি নিযুক্ত করাই কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট ব্যয় সংক্ষেপের আশয়ে বর্ত্তমান বন্দোবস্ত করিয়াছেন, ইহাতে যদিও কিঞ্চিৎ ব্যয় সংক্ষেপ হয়, কার্য্য ভাল হয় না, আমরা একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। অবশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই, বাঙ্গলা সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের অনুবাদ সম্বন্ধে যদি কিছু করা কর্ত্তব্য হয়, আমরা যে প্রস্তাব করিতেছি, তদনুরূপ কার্য্য করাই কর্ত্তব্য।

—০:০—

ভারতবর্ষের সকলের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা লাভ হইতেছে কি না?

বিধাতা যাহাদিগের প্রতি প্রতিকূল হইয়া বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও চতুরগামিতা প্রভৃতি গুণ দেন নাই এবং যাহাদিগের অবস্থা অতি মন্দ ও শিক্ষাকার্য্যে স্বাভাবিক অনিচ্ছা আছে, তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষালাভ সম্ভাবিত নহে। ভাড়িয়া ও ভরত পশ্চিম বাসী সাঁওতাল ও মুসলমান প্রভৃতি ইহার উদাহরণস্থল। উড়িষ্যার অধিকসংখ্য লোক কেবল বিষয় বিভবে নয় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বিষয়েও নিতান্ত দরিদ্র। বুদ্ধি না থাকিলে শিক্ষাকার্য্যের গুণ ও মহিমা বুঝিবার ক্ষমতা থাকে না। কি সাংসারিক বিষয় কি আধ্যাত্মিক বিষয় শিক্ষা ব্যতিরেকে কোন বিষয়েরই উন্নতি লাভ হয় না, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা ইহা বুঝিতে পারে না। পক্ষান্তরে বুদ্ধি এমন পদার্থ নয় যে স্থির ও মন্দ ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বদাই ক্রমোন্নতি লাভার্থে সমধিক উৎসুকতা ও ব্যগ্রতা করে। ইহা বদ্ধ হইয়া থাকিতে চায় না ও থাকিতে পারে না। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার বুদ্ধি প্রশস্ত তাহার অবস্থা অপ্রশস্ত নয়। উড়িষ্যাবাসীরা বুদ্ধির প্রাখর্য্য নাই বলিয়া অতি হীনাবস্থ হইয়া আছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল অনেক গংশে উড়িষ্যার সদৃশ। যে কতকগুলি লোকের কিছু কিছু বুদ্ধি আছে, তাহাদিগের শিক্ষা কার্য্যে অনুরাগ নাই। কোনরূপে কিছু অর্থ সঙ্গতি করিতে পারিলেই

তাহারা আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করে। সাঁওতালদিগের ত কথাই নাই। মুসলমানদিগের বুদ্ধি আছে, শিক্ষার উপযোগী উপকরণও আছে, কিন্তু শিক্ষা কার্য্যে তাহাদিগের স্বভাবতঃ ইচ্ছা নাই। কোন বিষয় শিক্ষা করিতে গেলে পরিশ্রম করিতে হয়, মুসলমানেরা পরিশ্রম করিতে ভালবাসে না। আলস্য বিলাসিতা ও দৌখীনতা তাহাদিগের অতি স্নেহের পদার্থ। সুতরাং তাহাদিগের অধিকসংখ্যা লোকের অবস্থার উন্নতি নয়ন গোচর হয় না।

মুসলমানের নয়, উত্তর পশ্চিম ও উড়িষ্যাবাসীর নয়, সাঁওতাল প্রভৃতি পার্ব্বতীয়দিগের নয়, তবে কি বঙ্গদেশবাসীদিগের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষালাভ হইতেছে? এস্থলে বঙ্গদেশের বিপক্ষেরা বোধাবিষ্ট চিত্তে আমাদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশীয়দিগের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা লাভ হইতেছে, আমরা একথা বলি না। যাহার বলে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষালাভ হয়, বঙ্গদেশের অনেকের সে উপকরণ সামগ্রী আছে। কেবল কয়েকটী প্রতিবন্ধকে ইহাদিগকে সে অভীষ্ট লাভ করিতে দিতেছে না। সেই গুলির গণনা করাই এ প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথম প্রতিবন্ধক গবর্ণমেণ্ট। বাঙ্গালিরা যে পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহার মূল, আবার ইহাদিগের শিক্ষা যে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে না গবর্ণমেণ্টই তাহার কারণ। নৈষধকার শ্রীহর্ষ লিখিয়াছেন, অধ্যয়ন অর্থবোধ আলোচনা ও অধ্যাপনা এই চারিটী উপাধি না হইলে বিদ্যা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হয় না। আমরাও তেমনি বলিতেছি, শিক্ষার অনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও ফল লাভ না হইলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। নীতি শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন, বুদ্ধি কর্ম্মের বাধ্য। কার্য্যে যত উহার বিনিয়োগ করা হয়, ততই উহার বিকাশ হইতে থাকে। পক্ষান্তরে ফল দর্শন না হইলে উহার তেজোহ্রাস হইয়া যায়। শিক্ষাবলে যাহার যেমন ক্ষমতা জন্মিতেছে, গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়া তাহাকে তদনুরূপ কার্য্যে প্রবেশাধিকার দিতেছেন না। তাহাতে অনেকে উৎসাহ হইয়া পড়িতেছেন। যাহার যেমন প্রবৃত্তি গবর্ণমেণ্টের প্রতিবন্ধকতা বশতঃ অনেকের তদনুরূপ শিক্ষালাভেও পথ রুদ্ধ হইয়া আছে। সংগ্রাম বিদ্যা শিক্ষা বিষয়টী পাঠকগণ একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশীয়দিগকে এ বিষয়ে অধিকার দেন না; সুতরাং ইহাদিগের বল বীর্য্য ও সাহসাদি বৃত্তির পথ রুদ্ধ হইয়া আছে। কেবল পাত কত গ্রন্থ মুখস্থ করাকে প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হয় না। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে কয়েক পাতা গ্রন্থ মুখস্থ করাই বাঙ্গালিদিগের এক্ষণকার শিক্ষা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। স্বদেশে ও স্বগৃহে বসিয়া নিরুৎকণ্ঠ ও নিস্তব্ধ ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করা সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা লাভের ফল নয়? যে শিক্ষিতের বুদ্ধি বন্যাবারির ন্যায় সর্ব্ববিষয়ব্যাপিনী হয়, তাহার শিক্ষাই শিক্ষা। বঙ্গদেশের কয় জন শিক্ষিতের বিদেশ গমনে সাহস জন্মে? কয় জনের পোতাধিরোহী হইয়া সমুদ্র পথে বাণিজ্য করিবার ইচ্ছা হয়? বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ দ্বার রুদ্ধ হইয়া আছে বলিয়া এই সকল ব্যাঘাত জন্মিতেছে। গবর্ণমেণ্ট বিদেশ গমনে কাহাকে নিষেধ করেন না, সমুদ্র পথে যাইতেও কাহাকেও বাধা দেন না, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের দোষ কি? যদি কেহ এই আপত্তি করেন, এই নিমিত্ত আমরা কহিতেছি, গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এসকল বিষয়ে বাধা দেন না বটে, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে বাধা দেওয়া হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এরূপ অনেক কাজ করিতেছেন, যে ইহাদিগের বুদ্ধি ইচ্ছানুরূপ খেলিতে পাইতেছে না। অনেক বিষয়ে সঙ্কুচিত হইয়া আছে। সুতরাং বিদেশ গমনাদি বিষয়েও সঙ্কোচ ভাব জন্মিতেছে না।

বঙ্গদেশীয়দিগের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা লাভের দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক জলবায়ুর দোষ। জলবায়ুর দোষে এদেশীয়দিগের শরীর কষ্টসহ শ্রমপটু ও দুঃখসহিষ্ণু হয় না। সুতরাং কোন কার্য্যে প্রায় অধ্যবসায় থাকে না। অধ্যবসায় ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ সাধ্যায়ত্ত নহে। জলবায়ুর দোষে আমাদিগের যে অনিষ্ট ঘটিতেছে আমরা যদি ক্রমে আহার দ্রব্য ও পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনাদি দ্বারা তাহার অপনয়ন চেষ্টা পাই অনেক অংশে কৃতকার্য্য হইতে পারি, কিন্তু আমাদিগের সে চেষ্টা নাই। আমাদিগের সেই মান্ধাতার সময়ের যে খাদ্য দ্রব্য ছিল তাহাই রহিয়াছে, যে পরিচ্ছদ ছিল, তাহাই আছে। পরিবর্ত্তের মধ্যে কতকগুলি লোকের কেবল বিলাসিতা ও দৌখীনতা বৃদ্ধি হইয়াছে। উহাতে অপকার ভিন্ন উপকার নাই। উহাতে শরীরের বলিষ্ঠতা শ্রমপটুতা ও ক্লেশ সহিষ্ণুতাদি গুণ জন্মে না। রোমকেরা যত দিন বিলাসবিমুখ হইয়া সামান্য অশন বসনে পরিতৃপ্ত ছিল, তত দিন রোমে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হয়। যেমন তাহারা বিলাসী হইয়া উঠিল, অমনি রোমের শ্রী হ্রাস হইতে লাগিল।

তৃতীয় প্রতিবন্ধক আচার ব্যবহারাদি। বঙ্গদেশের আচার ব্যবহারাদি দেখিতে এমনি উদ্ভূত যে ইচ্ছামত কাহার কিছু করিতে সহসা ভরসা হয় না। বোধ করি এক ব্যক্তির ইচ্ছা হইল সমুদ্র পথে ভ্রমণ ও নানা দেশ দর্শন

করিয়া নানা বিষয় অবগত হন এবং গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া স্বদেশের চির কল্যাণ সাধন করেন। কাহার ইচ্ছা হইল নানা দেশে বৌবাণিজ্য করিয়া অর্থ সঞ্চয় করেন এবং সেই অর্থদ্বারা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। কিন্তু সমাজের ভয়ে মনোরথ মনে উদিত হইয়া মনেই লীন হইয়া গেল। আমরা যদি যত্নবান হই, এ অংশেও কৃতকার্য্য হইতে পারি। আমাদিগের যত্ন নাই সুতরাং আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না। আমাদিগের সমাজ দূর হইতে দেখিতে উগ্রমূর্ত্তি বটে কিন্তু যত উহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়, ততই উহা শান্ত ভাব অবলম্বন করে। যাহাতে দেশের অনিষ্ট হয়, এমন সকল নিষিদ্ধ কাজ ত সমাজে চলিত হইয়া গিয়াছে, আর যাহাতে ইষ্ট হয়, যত্ন পাইলে না চলিবে কেন? আমরা সুরাপানকে উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। বোধ হয় সুরার তুল্য এদেশের অপকারকারী আর কোন পদার্থ নাই। শাস্ত্রকারেরা ইহার স্পর্শ পর্য্যন্তের নিষেধ করিয়াছেন। সেই সুরাও সমাজ মধ্যে বিলক্ষণ চলিয়াছে। কোন্ মাতাল সুনীলের সমাজ মধ্যে অনাদৃত আছে? বহুল অনর্থের হেতুভূত মদ্য যদি সমাজ মধ্যে চলিল, সমুদ্র পথে ভ্রমণ কি চলে না? চলিতে পারে। কেবল এদেশীয়দিগের সম্পূর্ণ শিক্ষার বিরহে সে সাহস জন্মিতেছে না, তাহাতেই চলিতেছে না। তবে উহা চলিত করিবার একটী প্রণালী আছে। মদ্য যেমন ক্রমে চলিয়াছে, তেমনি ক্রমে চলিত করিতে হইবে। একেবারে চলিত করিবার চেষ্টা পাইলেই বিভ্রাট হইবে সন্দেহ নাই।

অর্দ্ধ ইংরাজী অর্দ্ধ নবাবী রাজত্ব।

মানুষের সৃষ্টি বিধাতার সৃষ্টিকে পরাভব করিয়াছে। বিধাতা কটু কষায়াদি ছয় রসের সৃষ্টি করিয়া তৃপ্ত হইলেন, কিন্তু কবিগণের ছয় সংখ্যায় তৃপ্তি জন্মিল না, তাঁহারা শৃঙ্গার বীর করুণাদি নয় রসের সৃষ্টি করিলেন। বিধাতা স্থাবর জঙ্গমভেদে মনুষ্য পশু পক্ষি কীট পতঙ্গ বৃক্ষলতাদি নানাপ্রকার সৃষ্টি করিয়া সকলেরই অবয়ব নিয়ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু মানুষ নিজ সৃষ্ট বস্তুতে নিয়মিত অঙ্গ দিয়া তুষ্ট নয়। অর্দ্ধপশু অর্দ্ধমনুষ্য অর্দ্ধস্ত্রী অর্দ্ধমৎস্য অর্দ্ধনর অর্দ্ধ নারী মানুষ এই রূপ অদ্ভুত আকারের সৃষ্টিকর্ত্তা। প্রবাদ আছে বিশ্বামিত্র যখন সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তখন নারিকেল জাতীয় বৃক্ষে মানুষ ফলাইয়াছিলেন। বিধাতা কার্য্য কারণ ক্রমে সৃষ্টির নিয়ম করিয়াছেন। মানুষের সৃষ্টির নিয়ামক অনুমান ও কল্পনাশক্তি। এ শক্তির ইয়ত্তা নাই। এ শক্তি অতি অদ্ভুত, সুতরাং সৃষ্টিও অতিশয় অদ্ভুত হইয়া উঠে। ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষে এইরূপ অদ্ভুত রাজনীতির সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদিগের দেশের রাজনীতি আইনরূপ রজ্জুতে সকলকে বদ্ধ করিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেছে। অবিচার ও অত্যাচারের আধিপত্য নাই। সকলেতে সমভাব। ইংরাজেরা যখন এদেশে আগমন করেন, সেই সুগমন রাজনীতি সঙ্গে করিয়া আনিলেন। এখানে আসিয়া দেখিলেন, নবাবী রাজনীতি আর এক প্রকার। নবাবের ইচ্ছাই সর্ব্বে সর্ব্বা। নবাবের ইচ্ছাই আইন নবাবের ইচ্ছাই আদালত। নবাব যাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, ভাগ্যলক্ষ্মী আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল; যাহার প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন, তাহার পৃথিবী বাস ঘুচিয়া গেল। ইংরাজেরা এই অদ্ভুত রাজনীতির মোহিনী শক্তিতে মোহিত হইলেন। তদ্গ্রহণে একান্ত লোলুপ হইলেন। কিন্তু একেবারে স্বদেশের রাজনীতির মায়াও পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাহাতেই ভারতবর্ষে অর্দ্ধ-ইংরাজী অর্দ্ধ নবাবী রাজনীতি সংস্থাপিত হইয়াছে। পাঠকগণ যদি রাজপুরুষদিগের কৃত আইনের অনুগত ও আইন বহির্ভূত প্রদেশ বিভাগটীর বিষয় একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, আমাদিগের বাক্যের তাৎপর্য্য পরিস্ফুটরূপে তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে সন্দেহ নাই।

এখন রাজপুরুষদিগের নিকটে আমাদিগের একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল। বাহুল্য সংক্ষেপের উদ্দেশে হউক আর কার্য্য লাঘবের অনুরোধে হউক, যে অভিপ্রায়ে তাঁহারা আইন বহির্ভূত প্রদেশের সৃষ্টি করুন, তাহাতে যথার্থ রাজধর্ম্ম প্রতিপালিত হয় কি না? যদি যথার্থ রাজধর্ম্ম প্রতিপালিত না হয়, স্বার্থের অনুরোধে অধর্ম্ম করা রাজার উচিত কি না? যেখানে এক জনের ইচ্ছার উপরে নির্ভর, সেখানে কি সম্পূর্ণ সুবিচার হইবার সম্ভাবনা আছে? মানুষের মন ভ্রম প্রমাদে পরিপূর্ণ ও ক্রোধ লোভাদির একান্ত বশীভূত। আইন বহির্ভূত প্রদেশে সৈনিক পুরুষেরাই প্রায় কর্ত্তৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহারা ভিন্ন ধাতুর লোক। তাঁহাদিগের অধিকাংশে বিচারপতির সমুচিত ধৈর্য্যাদি গুণ দুর্লভ। আইন প্রভৃতিতেও তাঁহারা অভ্যস্ত নহেন। ঈদৃশ ব্যক্তি হইতে সুবিচার লাভের আশা বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। যাঁহারা চিরকাল আইন অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন, এবং আইনের অনুগত প্রদেশে দীর্ঘকাল কার্য্য রক্ষক, শান্তি কারয়াছেন, যখন দেখা যাইতেছে, তাঁহারাই সকল সময়ে সুবিচার করিতে পারিতেছেন না, তখন যাঁহাদিগের সে অভ্যাস নাই, সে বিচারপটুতা নাই, তাঁহাদিগের নিকটে যে সুবিচার লাভ হইবে, সে সম্ভাবনা কি?

আমরা প্রামাণিক লোক মুখে শুনিয়াছি, আইনের অনুগত প্রদেশে অবিচার হইলে রাজপুরুষদিগের নিকটে আবেদন করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া সুবিচার লাভের যেমন আশা থাকে, আইন বহির্ভূত প্রদেশে তেমন থাকে না। আইন বহির্ভূত প্রদেশের কর্ত্তারা যে বিষয়ের যে মীমাংসা করেন, তাহাই চূড়ান্ত হয়। তাঁহাদিগের কথার উপরে কথা কয়, কাহার এরূপ ক্ষমতা নাই। কথা কহিলেই বিপরীত ফল ফলে। আমার কথার উপরে কথা এত বড় যোগ্যতা এই ভাবিয়া আইন বহির্ভূত প্রদেশের কর্ত্তারা ক্রোধে একবারে অধীর হইয়া উঠেন।

সভ্য ও অসভ্য ভেদে অবিচার কৃত পাপের কিছু বৈলক্ষণ্য হয় না। তবে লৌকিক ফলের বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সভ্যেরা অবিচার হইলে রাজদ্বারে জানাইয়া তাহার প্রতীকার চেষ্টা পায়। পক্ষান্তরে অবিচার জন্য অপকার অসভ্যের হৃদয়মধ্যে গ্রথিত হইয়া থাকে। সুযোগ পাইলেই সে তাহার পরিশোধ করিবার চেষ্টা পায়। সাঁওতাল প্রভৃতি প্রদেশে মধ্যে মধ্যে যে গোলযোগ হয়, অবিচারজনিত অত্যাচার তাহার প্রধান কারণ। অপর অনিষ্ট এই, আইনের অনুগত প্রদেশের লোকের সহিত গবর্ণমেণ্টের যেরূপ ঘনিষ্ঠতা জন্মে, আইন বহির্ভূত প্রদেশের সহিত সেরূপ হয় না। ঘনিষ্ঠতার না হইলে পরস্পরের হিত সাধন চেষ্টা বলবতী হয় না। আইনবহির্ভূত প্রদেশের সহিত গবর্ণমেণ্টের তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা নাই সুতরাং তাহাদিগের উন্নতি সাধনের তাদৃশ চেষ্টাও নাই। তাহাদিগের উন্নতি রাজপুরুষদিগের ইচ্ছার আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে; যদি কোন রাজপুরুষের ইচ্ছা হইল, তিনি কিছু উন্নতি সাধন করিলেন। হয় ত তাহার পর যিনি কর্ত্তা হইলেন, তাঁহার সে ইচ্ছা হইল না তাহাদিগের উন্নতি সেই স্থানেই রুদ্ধ হইল। আইন বহির্ভূত প্রদেশের এপ্রকার অবস্থা শোচনীয় সন্দেহ নাই।

এক্ষণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শীর্ষ স্থানে এক মহানুভাব ব্যক্তি বিরাজ করিতেছেন। এই নিমিত্ত আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি উল্লিখিত অদ্ভুত অর্দ্ধ ইংরাজী অর্দ্ধ নবাবী রাজনীতি রহিত করিয়া সর্ব্বত্র একবিধ নীতি প্রবর্ত্তিত করেন। সাঁওতাল প্রভৃতি আইনের অনুগত হইলে তাহারা কেবল যে সুবিচার লাভে সুখিত হইবে এরূপ নয়, ক্রমে তাহারা উন্নতি সোপানে অধিরূঢ় হইবে সন্দেহ নাই। যে দেশ সুশাসিত না হয়, তাহার উন্নতি হয় না।

এখন নূতন শাস্ত্রীয় মত প্রচারে ফল কি?

মনুষ্যের নূতন মত প্রচার করিবার ইচ্ছাটী নূতন নয়। এই ইচ্ছা চিরকাল মানুষের হৃদয়ে আধিপত্য করিতেছে। মানুষের মন সতত নূতন চায়, তাহার সঙ্গে গর্ব্বের যোগ আছে। অতএব নূতন মত প্রচার করিবার ইচ্ছা যে বলবতী হইবে তাহা বিচিত্র নহে। এ ইচ্ছাটী সর্ব্বদেশসাধারণ। এ ইচ্ছা থাকাতে জগতের অনুদয় লাভ হইয়াছে। আমাদিগের দেশে প্রাচীন ও নব্য দুটী সম্প্রদায় চির প্রসিদ্ধ আছে। নব্য সম্প্রদায়ের কাজই এই তাঁহারা প্রাচীন সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করিয়া নূতন মত প্রচার করিয়া থাকেন। এদেশে যে ষড়দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে ঐ ইচ্ছাই তাহার মূল। দর্শনকারদিগের সকলেরই নূতন নূতন মত। ধর্ম্মসংহিতাকার গ্রন্থকারও কম নন। তাঁহারাও প্রায় নূতন নূতন মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে এ প্রকার নূতন মত প্রচারে উপাদেয় ফল ফলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন আমরা নূতন শাস্ত্রীয় মত প্রচারের কোন ফল দেখিতে পাইতেছি না। এখন যিনি যত নূতন মত প্রচার করুন, কেহ তাহাতে আস্থা দান করে না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহবিষয়ক পরাশরের যে বচনটী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নূতন আবিষ্কৃত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিধবা বিবাহ চলিত হইলে দেশের যে কি মঙ্গল হয় তাহাও বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু কয় ব্যক্তির সেই বচনে আস্থা জন্মিয়াছে? এদেশের লোকের স্বভাব এই যে ব্যবহার দীর্ঘকাল চলিয়া আসিয়াছে, কেহ তদ্বিরুদ্ধ একটী বাক্যও কর্ণে স্থান দান করেন না। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, যাঁহারা এখন নূতন শাস্ত্রীয় মত প্রচারে যত্নবান হন, তাঁহাদিগের সে যত্ন বিফল হয় সন্দেহ নাই। তবে এ পণ্ড শ্রম কেন?

যদি বল, অন্য ফল হউক না হউক কতক গুলি গ্রন্থ বিরচিত হয়। সে অংশেও বা কৈ আমাদিগের মনোরথ সফল হয়। নবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামী যে একটী নূতন মত প্রচার করেন, কয়েকজন প্রতিবাদী হইয়া কয়েক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহার ৩। ৪ খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম, সেই সেই গ্রন্থ দ্বারা বাঙ্গালা দেশের যে কিছু শ্রীবৃদ্ধি হইল, আমাদিগের এরূপ বোধ হইল না। তদ্বৎ গ্রন্থ দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি লাভ দূরে থাকুক, যাহারা পাঠ করেন তাঁহাদিগের বাঙ্গলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা জন্মে। নবদ্বীপ গোস্বামী যে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, তাহা সুব্যবস্থা কি অব্যবস্থা হইয়াছে, প্রতিবাদকারিরা যে উত্তরদান করিয়াছেন, তাহা সদুত্তর কি অসদুত্তর হইয়াছে, তাহার বিচারে আমাদিগের ইচ্ছা নাই। আমরা উপরে কহিয়াছি, এক্ষণকার লোকের নূতন শাস্ত্রীয় মতে আস্থা নাই অতএব উহার বিচার বিফল সন্দেহ কি?

চাকেশ্বরী মন্দলের না অমঙ্গলের ক্ষেত্র?

কিছু দিন হইল, চাকেশ্বরে এক ব্যক্তি হত হয়। ষ্টিবেন্স নামে এক ব্যক্তির উপরে হত্যাপরাধ দেওয়া হইয়াছিল সেই ব্যক্তি

সম্প্রতি ফুলির বিচারে মুক্তি লাভ করিয়াছে। কে হত্যা করিল, তাহা স্থির হইল না বটে কিন্তু এক ব্যক্তি যে হত হইয়াছে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। হত্যাকারী স্থির না হওয়াতে কেবল যে গবর্ণমেণ্ট কলঙ্কভাজন হইলেন এরূপ নয়, চাকেত্রের কুলিদিগের অবস্থা যে অতিশয় শোচনীয় তাহাও সপ্রমাণ হইল। এই ঘটনা হইতে আমাদিগের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতেছে, চাকেত্রগুলি মঙ্গলের না অমঙ্গলের ক্ষেত্র? কুলিসংগ্রহ আরম্ভ করিয়া যদি যাবতীয় বৃত্তান্ত অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, এই সংস্কার দৃঢ়তর বদ্ধমূল হইয়া উঠে।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল ব্যক্তির কোন ক্ষমতা নাই, যাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ ও অপদার্থ, তাহারাই মজুরী করিয়া দিনপাত করে। কুলিরা এমনি নির্ব্বোধ যে উহাদিগকে পশু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিকাংশ কুলি উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হয়। ঐ অঞ্চলের লোকের স্বভাবতই বুদ্ধি অল্প, নীচ লোকের ত কথাই নাই। উহারা যে কেমন নির্ব্বোধ আমরা কুলি সংগ্রহের একটী বৃত্তান্ত বলি, তাহা হইলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের স্থানে স্থানে এক একটী কুলি সংগ্রহের আড্ডা ও কতকগুলি কুলি ব্যবসায়ী আছে। ব্যবসায়িরা লোক সংগ্রহ কালে এই বলিয়া তাহাদিগকে লোভ দেখায় যে তাহাদিগকে অধিক দূর যাইতে হইবে না, কর্ম্মস্থলে গিয়া অধিক খাটিতেও হইবে না, অথচ অধিক বেতন পাইবে। নির্ব্বোধ লোকেরা সচরাচর অলস হইয়া থাকে। তাহাদিগের অর্থ লোভও স্বভাবতঃ অধিক। অধিক খাটিতে হইবে না অথচ অধিক বেতন পাইবে, এ লোভ সম্বরণ করা তাহাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহারা ব্যবসায়িদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাহাতে সম্মত হয়। মাজিষ্ট্রেটদিগের নিকটে গিয়া কুলিদিগের সম্মতি জানাইবার একটী নিয়ম আছে। তাহারা তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইয়া পাছে সকল কথা বলিয়া ফেলে, এই আশঙ্কা করে, তাহা হইলেই ত বিপদ, এই আশঙ্কা করিয়া উহাদিগকে ব্যবসায়িরা আপনাদিগের মনোমত কথা শিখাইয়া দেয়। তাহার পর তাহারা সেইরূপ অবিকল বলিতে পারিবে কি না, তাহার পরীক্ষা লওয়া হয়। একজন বাজে ইউরোপীয় অথবা কিরিঙ্গিকে কিছু দিয়া তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়। তাহারা যদি এদিক ওদিক করিয়া কিছু বলে কল্পিত সাহেব অমনি বেত লাগাইয়া দেয়। সুতরাং ভয়ে আর এদিক ওদিক করে না, যেরূপ শিখাইয়া দেওয়া হয়, তাহাই অবিকল বলিতে অভ্যাস করে। তাহার পর যখন প্রকৃত মাজিষ্ট্রেটের নিকটে নীত হয় পূর্ব্ব প্রহার মনে পড়ে সেই ভয়ে শিক্ষার অনুরূপকথা গুলি বলে, মাজিষ্ট্রেট তাহাতে বিশ্বাস করিয়া কার্য্য শেষ করিয়া দেন।

কুলিরা যে অনন্ত অগাধ দুঃখ সাগরে মগ্ন হইতে চলিল, অতঃপর তাহার সূত্রপাত হয়। এক এক গৃহে শতশত কুলির অবস্থান অসময়ে অপর্য্যাপ্ত দ্রব্য ভোজন, অলস ভাবে কালযাপন, জাহাজে গমন এই প্রকার নানা কষ্ট উপস্থিত হয়। সে যে কিরূপ দুঃসহ কষ্ট, কুলির দুর্দ্দশা সংখ্যা দ্বারাই পাঠকগণ তাহা অনুধাবন করিয়া লউন। এইরূপ অসহ্য কষ্ট ভোগের পর তাহারা চা-ক্ষেত্রে নীত হয়। সেখানে উপস্থিত হইলেই তাহাদিগের ক্লেশের অবসান হইল, পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না। দুঃখ দুর্দ্দিন দূরগত হইয়া সুখ শশধরের উদয় হইবে বলিয়া এত দিন তাহারা যে মনোরথ করিয়াছিল, এখন ক্রমে তাহা অস্তমনে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। দেশে দুরবস্থা আহার মিলুক না মিলুক, তাহাদিগের যে কিছু স্বাধীনতা ছিল, তাহা দূরে প্রস্থান করিল। পশুর মত খাটনি আরম্ভ হইল। খাটনির সঙ্গে সঙ্গে পশুর ন্যায় নির্দ্দয় প্রহার উপরিলাভ হইতে লাগিল। বলীবর্দ্দের হলবাহির নিকটে যেমন পদে পদে অপরাধ হয়, খাটনি.ধনন্তর চা-করদিগের নিকটে কুলিদিগের তেমনি পদে পদে অপরাধ। অপরাধের কলঙ্ক হাতে হাতে হইয়া থাকে। অলস ও নির্ব্বোধ লোকেরা স্বভাবতঃ অপরাধকর হয়। চা-করেরা তাহাদিগকে যতদূর খাটাইতে চান তাহারা ততদূর খাটিতে পারে না; সুতরাং চা-করদিগের স্বার্থ হানি হয়। তাহাদিগের রোষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, বিবিবিক জ্ঞান থাকে না, কুলির শরীরে শিলাবৃষ্টির ন্যায় ঘুসি বৃষ্টি আরম্ভ হয়। নির্জ্জীব প্রায় কুলি সজীব ইউরোপীয় ঘুসি কতক্ষণ সহ্য করিতে পারে। সেই নিদারুণ প্রহারে কাহার তৎক্ষণাৎ চা-ক্ষেত্রপ্রাপ্তি হয়, কাহাকে বা ফাঁসিপাতালে যাইতে হয়। অত্যাচারের প্রতীকারেরও কোন উপায় নাই। প্রথমতঃ রাজদ্বারে জানাইবার কাহার সাহস হয় না। কেহ সাহসী হইয়া জানাইলেও প্রমাণ হইল না বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়। আমরা কল্পনা বলে এই কথাগুলি কহিতেছি, পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না। ১০। ১১ বৎসর হইল, আমাদিগের গ্রামের এক ব্যক্তি উল্লিখিত প্রকার লোভে পড়িয়া আসামের চা-ক্ষেত্রে গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত ফিরিল না।

চা-ক্ষেত্র হইতে ভারতবর্ষের কি কি অনিষ্ট হইতেছে, পাঠকগণ একেক্রমে তাহা একবার গণনা করিয়া দেখুন। প্রথমতঃ কুলিদিগের দারুণ দুর্দ্দশা, দ্বিতীয়তঃ তাহাদিগের স্বাধীনতা লোপ, তৃতীয়তঃ অত্যাচার প্রতীকার হয় না, চতুর্থতঃ হত্যাদির সুবিচার হয় না। পঞ্চমতঃ গবর্ণমেণ্টের কলঙ্ক। চা উৎপন্ন হইয়া ভারতবর্ষের লোকের কোন উপকার দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানকার কেহ চা খায় না। এই কারণেই আমরা উপরে কহিয়াছি, ভারতবর্ষের চাক্ষেত্র গুলি মঙ্গলের নয়, অমঙ্গলের ক্ষেত্র। চা উৎপাদনের বর্ত্তমান প্রণালী যতদিন অপরিবর্ত্তিত থাকিবে ততদিন চাক্ষেত্রগুলি অমঙ্গল ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশিত হইবে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান প্রণালীর পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। যে যে স্থানে চা ক্ষেত্র হইয়াছে। অন্যে সেই সেই স্থানে উপনিবেশ করা হউক। অনেক স্থানে উপনিবেশ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট চেষ্টাবান্ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আরো অধিকসংখ্য লোক লইয়া তত্তৎ স্থানে বাস করাইবার চেষ্টা করুন এবং যে প্রণালীতে অহিফেন উৎপাদন করিতেছেন

ার উৎপাদন বিষয়েও সেই প্রণালী প্রবর্ত্তন করুন। উপনিবেশিরা স্বাধীনভাবে চা উৎপাদন করুক। চীনেরা তাহা ক্রয় করিয়া লইবে। এরূপ হইলে সমুদায় আপদের শান্তি হইবে এবং চাক্ষেত্রগুলি অমঙ্গলের ন হইয়া মঙ্গল প্রসূ হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।

রোডসেসের রাস্তা।

যে যে স্থানে রাস্তার কর হইয়াছে সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব তাহাদিগের যে কতকালের বন্ধু ছিলেন বলা যায় না। আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, যে পাপ করে তাহার ফল নরকভোগ, আর যে পুণ্য করে, তাহার ফল স্বর্গভোগ হয়। যে পাপ পুণ্য উভয় করে পর্য্যায়ক্রমে তাহার উভয় ফলভোগ হইয়া থাকে। রোডসেসের কর হইতে গ্রামমধ্যে যে রাস্তাগুলি হইয়াছে, এই বর্ষাকালে তাহাতে গ্রামবাসিদিগের পাপের ফল নরকভোগ ইহলোকেই হইয়া যাইতেছে, মৃত্যুর পর তাঁহারা একেবারে স্বর্গসুখভোগে নির্ম্মুক্ত হইতে পারিবেন। এ কেবল কাম্বেল সাহেবের বন্ধুতার ফল। তিনি কন্ট্রাক্টরের বন্ধু ছিলেন, তাই তাঁহার কল্যাণে গ্রামবাসিরা লোকান্তর নরক যন্ত্রণার হাত এড়াইলেন।

পরিহাস থাকুক, প্রকৃত কথা এই, গ্রাম মধ্যে যে পুরাণ পথগুলি আছে, তাহাতে বরাবরে এক প্রকার চলা যায়, পায়ে হেঁটে কাদা লাগে না, কিন্তু রোডসেস করা হইতে রাস্তা দেওয়াতে তাহাতে চলা ভার হইয়াছে। চলিবার সময়ে মনে হয়, "বাবের কড়ি দিয়া চুবে পার হওয়া যাইতেছে।" রোডসেস হইয়াছে বলিয়া প্রতিষ্ঠা ভঙ্গ ভয়ে রাস্তাসম্বন্ধে গ্রামমধ্যে কিছু করা যদি গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, যদি পারেন, গ্রামের পথগুলি পাকা করিয়া দিন, আর তাহা দূর যদি করিতে না পারেন প্রজারা যে রোডসেস দিতেছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের রোডসেস হউক। উহা গবর্ণমেণ্টের আরো একটী আয়ের পথ হউক, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। কিন্তু আমাদিগকে ঘরের পয়সা দিয়া যেন আর নরকভোগ করিতে না হয়।

বিবিধ সংবাদ।

৬ ই আশ্বিন সোমবার।

দিল্লী গেজেট বলেন সম্প্রতি আর একজন ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহী ধরা পড়িয়াছে। উহার ফাঁসীর আজ্ঞা হইয়াছে। ইহার নাম জোরাব খাঁ। এ ব্যক্তি ইন্সাণ্ড কষ্টম বিভাগে কর্ম্ম করিত।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, সার ষ্টিফেন গ্লিনের উইল দ্বারা গ্লাডষ্টোন সাহেব বাহাতে বার্ষিক ৩০০০০০ টাকা আয় হয় এমন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

আগামী নবেম্বর মাসে হাইদ্রাবাদ ষ্টেট রেলওয়ে খোলা হইবে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, উত্তরপাড়ার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী পরলোক গত হইয়াছেন। তিনি দানশীলা ধার্ম্মিকা ও অতিশয় দয়াবতী ছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজে একটী মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিঙ শ্রেণী খোলা হইয়াছে। কলিকাতার টাকশালের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার পরচেজ সাহেব মাসিক একশত টাকা বেতনে ইহার শিক্ষক হইয়াছেন। ইহাতে দেশীয় ইউরোপীয় ফিরিঙ্গি সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে।

মাঞ্চেষ্টার ভারতবর্ষের প্রতি বড় উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে মাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র বয়নের কল স্থাপনার্থ এক কোম্পানি হইয়াছেন। ইহাদের মূল ধন ৩০ লক্ষ টাকা। প্রতি অংশের মূল্য এক শত টাকা। এই অংশের তৃতীয়াংশ ভারতবর্ষের দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। মূল ধন ৩০ লক্ষ টাকার অর্দ্ধেক ইহার মধ্যেই উঠিয়াছে। অক্টোবর মাসে ঐ রূপ আর একটী কোম্পানি হইবার সম্ভাবনা আছে। এক মাঞ্চেষ্টর হইতে এদেশের তাঁতিরা মাটী হইল।

সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করিয়াছেন, যাহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পেন্সন পাইবেন, তাহাদের মৃত্যু দিবস পর্য্যন্ত পেন্সন দেওয়া হইবে।

ইংলিসম্যান বলেন, আগামী ৮ ই অক্টোবর নিজাম ষ্টেট রেলওয়ে খোলা হইবে।

এই শীত কালে সার সালারজঙ্গের কলিকাতায় আসিবার কথা আছে।

গত আগষ্ট মাসে ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন বন্দর হইতে ৩১২৫২৫ টাকার তুলা বিদেশে রপ্তানী হয়।

আমাদিগের আগ্রাস্থ সহযোগী বলেন, যমুনার জল পুনরায় বৃদ্ধি হইয়াছে।

মাইনিস্তালের মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষগণ আজ্ঞা দিয়াছেন, রবিবার কেহ বাজী পোড়াইতে পারিবে না। রবিবার ইংরাজেরা পবিত্র দিবস বলিয়া জ্ঞান করেন বলিয়া সকলকে তাঁহার পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইবে এ মন্দ বিচার নয়। কৈ রেলওয়ে কোম্পানিরা ত সে পবিত্রতা রক্ষা করেন না?

সাঁওতালদিগের মধ্যে একটী শিশু মিয়ার আবির্ভাব হইয়াছে। এ ব্যক্তি আপনাকে দেবতা বলিয়া পরিচয় দিতেছে। পুলিস এ ব্যক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত আছেন। ধৃত হইলেই দেবত্ব ঘুচাইবেন।

সম্প্রতি এক আমেরিকান ত্রিচলোডিং কামানের পরীক্ষা হইয়াছে। ইহা দ্বারা সাত মাইল দূর হইতে গোলা ছোড়া যায়। মানুষ মারিবার উপায়ের আবিষ্কারে দুঃখিতের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত হইতেছে।

গত শুক্রবার একটী মুসলমান বালক বর্ষ্ণলা ষ্ট্রীটে গাড়ি চাপা পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে।

১২ ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৩৪৮১৭০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর ঐ সময় ৩৯০৭২০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ বৎসর ৪২৪৪০ টাকা কম আয় হইয়াছে। অমরপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ১৭৪৯০ টাকা আয় হয়, পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময় ১৮০৮০ টাকা আয় হইয়াছিল। এবৎসর ৪৮০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

গবর্ণর জেনরল ইণ্ডিয়া গেজেটে এক বিজ্ঞাপন দ্বারা ব্রিটিশ প্রজে গাঁজা ভাঙ

সিদ্ধি প্রভৃতির রপ্তানী নিষেধ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অহিফেনের উল্লেখ নাই কেন?

ভারতবন্ধু ফসেট সাহেবের জন্য এ দেশে যে চাঁদা হইতেছিল এ পর্য্যন্ত উহাতে ৩৭ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

মেটিব হাসপাতাল নির্ম্মাণ কালে রাজেন্দ্র মল্লিক রায় বাহাদুর ঐ বাটীর কয়েকটী ঘর গঙ্গাযাত্রিদিগের জন্য রাখা হইবে এই নিয়ম করিয়া ৫ হাজার টাকা চাঁদা দেন। বাবু ছকুলালের এক্সিকিউটরেরাও ঐ অভিপ্রায়ে আর ৪ হাজার টাকা চাঁদা দেন। গঙ্গাযাত্রিদিগের বলিয়া কয়েকটী ঘরও এ নিমিত্ত পৃথক হইয়াছে। কিন্তু শুনা যাইতেছে হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষেরা না কি যাহারা ঐ সকল ঘরে থাকিবে, তাহাদিগের নিকট ভাড়া লইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এটী যদি সত্য হয়, সত্য প্রতিপালনটী বিলক্ষণহইল।

৭ ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

মান্দ্রাজে এখনও জলপ্লাবন হইতেছে। কমলাপুর নদীর প্লাবন নিবন্ধন গত বুধবার মেইল আসিতে বিলম্ব হয়। পশ্চিমেও প্লাবনের প্রাদুর্ভাব বড় কম নয়। উনাওয়ে প্লাবন হইয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। এডিবরুম লক্ষ্ণৌএর কমিশনর তথায় গমন করিয়াছেন।

আর্গস পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি ত্রিভিনপলিতে এক ব্যক্তি টাকার শোকে ক্ষেপিয়া গিয়াছে। এ ব্যক্তি স্বীয় সরল প্রকৃতি ও ধার্ম্মিক পিতৃব্যের প্রতারণা করিয়া এবং স্বীয় প্রভুর অপহরণ করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, চোরে যে সমুদায় হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহাই তাহার উন্মত্ততার কারণ। সে মৌনভাবে সর্ব্বদা বসিয়া থাকে এবং এক একবার "আমি পাপ কার্য্য করিয়া যে স্ত্রীপুত্রের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিলাম তাহারা কি সে পাপভাগী হইবে?" এই কথাবলে। অসৎ উপায়ে উপার্জ্জিত অর্থের ও উপার্জ্জকের পরিণাম প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে।

সম্প্রতি ক্রাপের একজন মজুর তাহার স্ত্রীকে গুরুতর রূপে প্রহার করে, তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়, ইহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৪০ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। কোন দেশের কোন ফৌজদারী আইনে এরূপ দণ্ডের কথা শুনা যায় নাই।

রাজার বাগানের ব্রজনাথ কর্ম্মকার ও কামিনী দাসীর বিচার হাইকোর্টের অধীন ফৌজদারী সেসিয়নে হইয়া গিয়াছে। হত্যাপরাধ গোপন করা ও অপহৃত দ্রব্য গ্রহণ করা অপরাধে উহাদের প্রত্যেকের কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে। ভারতবর্ষে যত অদ্ভুত বিচারের দৃষ্টান্ত আছে, ব্রজ ও কামিনীর মকদ্দমার বিচার তাহার অন্যতর।

বরিশাল বার্ত্তাবহের কোন বন্ধু লিখিয়াছেন, মেঘেরপুরের অন্তর্গত বসিরাম পুরের সখাতুল্লা মণ্ডলের স্ত্রী ৬। ৭ মাস কাল গর্ভাবস্থায় জ্বর রোগে পীড়িত হইয়া উপর্য্যুপরি এক মাস এগার দিবসে কয়েকটী সন্তান প্রসব করিয়াছে। ১৮ ই শ্রাবণ একটী কন্যা ২ রা ভাদ্র একটী পুত্র, এবং ২৭ এ ভাদ্র না কন্যা না পুত্র একটী সন্তান প্রসব করে। সন্তানগুলি অত্যল্পকাল জীবিত ছিল। প্রসূতী আজিও আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই।

এক ব্যক্তি ইণ্ডিয়ান মিররে লিখিয়াছেন, যাহাদের ঘরে ইন্দুরের উপদ্রব আছে, তাহারা সরাপের বোতলের কর্ক ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া উহা ঘৃতপক্ক করিয়া যেখানে ইন্দুর আইসে সেই খানে ছড়াইয়া রাখিবেন, ইন্দুরেরা উহা খাইয়া মরিয়া যাইবে। যিনি ইন্দুর রোগের এই ঔষধ বলিয়া দিয়াছেন, তিনি যদি মশা ও ছারপোকা রোগের এক একটী ঔষধ বলিয়া দিতে পারেন এই বর্ষাকালে অনেক দরিদ্র বাঁচিয়া যায়।

ব্রহ্মদেশে ধান্য উৎপাদন জন্য কতক গুলি বণিক মিলিয়া এক কোম্পানি হইয়াছেন। ইহাদের মূলধন দুই লক্ষ টাকা। বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ দেখিয়া বোধ হয় ইহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বিলাতের স্ত্রীলোকেরা বাজি রাখিয়া ক্রিকেট খেলিতে ও সন্তরণ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনেকে একত্র হইয়া ঐ সকল কার্য্য করিতেছে এবং অনেকে বাজির টাকা মারিতেছে।

কেপ কলোনিতে বিস্তর স্বর্ণ উঠিতেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে এক ব্যক্তি ১৪০ আউন্স এবং অন্য এক ব্যক্তি ১১১ আউন্স স্বর্ণ পাইয়াছেন। অনেকে পায় নাই বলিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে উৎসাহ পাইয়া আবার তথায় গিয়াছে।

৮ ই আশ্বিন বুধবার।

ভারতবর্ষকে ক্রমে চা-ক্ষেত্র করিয়া তুলা হইয়াছে। এখানে এখন বিস্তর চা জন্মিতেছে। আজ্ঞা হইয়াছে, ব্রিটিশ সৈন্য দিগকে আর চীনের চা দেওয়া হইবে না। যেগুলি এখন মজুত আছে তাহা নিঃশেষিত হইলেই উহাদিগকে ভারতবর্ষীয় চা দেওয়া হইবে। এ দিকে দার্জ্জিলিঙে বহুসংখ্য নূতন নূতন চা বাগান হইতেছে, যে পুরাতন বাগানগুলি আছে তাহারও আয়তন বৃদ্ধি করা হইতেছে। এখন ত আমাদিগকে অর্দ্ধেক দিন কুইনাইন খাইয়া থাকিতে হইতেছে, ইহার পর বোধ হয় অবশিষ্ট কয়েক দিন চা ও অহিফেন খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে। প্রজারা না থাকিলে কেবল সেনাগণ খাইয়া কত শেষ করিবে?

লার্ড নর্থব্রুক এবার দার্জ্জিলিঙে যাইতেছেন না, সার রিচার্ড টেম্পলের একবার তথায় যাইবার সম্ভাবনা আছে। যে কোন এক জন গেলেই দার্জ্জিলিঙের সম্মান রক্ষা হয়।

আন্দামান দ্বীপসমুহের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এক্ষণে তথায় যে সৈন্য আছে, তাহা আর পর্য্যাপ্ত হইতেছে না। অধ্য এক রেজিমেণ্ট দেশীয় সৈন্য তথায় রাখিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

কানপুরের ভাসমান সেতুটী পুনরায় খোলা হইয়াছে। এক্ষণে তাহার উপর দিয়া কাজ চলিতেছে। অযোধ্যার দিকে যে রাস্তা গিয়াছে তাহা প্লাবিত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ার ষ্টেটসমান ভারতবর্ষের বাণিজ্যের ক্রমে চাতুরীর বৃদ্ধি দর্শনে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় বণিকগণ যেরূপ সরল ও সৎ ছিলেন এক্ষণে তদপেক্ষা অনেকাংশে অসৎ হইয়া পড়িয়াছেন। মন্বন্তর বলিয়া কি সকলেরই উপরি লাভের চেষ্টা জন্মিয়াছে?

কিছু দিন হইল গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের ভাড়া কমাইয়া দিলে আরোহী ও বাণিজ্য দ্রব্যের বৃদ্ধি হয় কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানিদিগকে অনুরোধ করেন। মান্দ্রাজ রেলওয়ে কোম্পানি তদনুসারে ইহার পরীক্ষায় প্রথমে প্রবৃত্ত হন। ভাড়া কমাইয়া দেওয়াতে উক্ত কোম্পানি বিলক্ষণ লাভবান হইয়াছেন। উক্ত রেলওয়েতে ১৮৭৩ অব্দে সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৪১০০৪ আরোহী গমন করে। কিন্তু ১৮৭২ অব্দে ১২৩১৭০৫ জন আরোহী হয় মাত্র। ১৮৭৩ অব্দে ১১৮৯৪১ টন কিন্তু ১৮৭২ অব্দে ১৮৮৫১০ টন বাণিজ্য দ্রব্য রেলযোগে প্রেরিত হয়। অন্যান্য রেলওয়ে কোম্পানিরও এই নীতি অনুসারে কার্য্য করা উচিত।

বোম্বাই গেজেটে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, এত দিনের পর রাণী রুক্মিণী বাই বরদার করা মূত্রের ভাবৎ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি

লাভ করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে মেইল ট্রেণে ব্রোচে যাত্রা করিয়াছেন। রাণী এক্ষণে এত দুর্ব্বল যে তিনি সোজা হইয়া বসিতে পারেন না। তিনি যাইবার সময় পে লিটিকাল রেসিডেণ্ট কর্ণেল কেরি এবং সার পি ওডহউস ও লার্ড নর্থব্রুককে শত শত সেলাম দিয়া যান।

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের অনুরোধে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ বাবু প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারীর পদ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। প্রসন্ন বাবু এক্ষণে মাসিক তিন শত টাকা পাইতেছিলেন, এক্ষণ অবধি তিনি এডুকেশনাল সার্ভিসের চতুর্থ শ্রেণী ভুক্ত হইলেন, এবং মাসিক ৫০০ পাঁচ শত টাকা বেতন পাইবেন। এটীও সার রিচাড টেম্পলের উদারতা অপক্ষপাতিতা এবং গুণগ্রাহিতার অন্যতর উদাহরণ। প্রসন্ন বাবুর প্রতি অতি অবিচার হইতেছিল, টেম্পল সাহেব তাহা অপনীত করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন।

১২ ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২১১ জনের মৃত্যু হয়। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা এ সপ্তাহে মৃত্যু সংখ্যা ১৮ কম হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪ জনের ওলাউঠায় ৭১ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

১৩ ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সভা রাজার রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরকে এই স্বত্ব প্রদান করিয়াছেন যে, তাঁহাকে স্বয়ং দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে না।

গত জুলাই মাসে ব্রিটিশ ব্রহ্ম হইতে ২৬১৬২০ টাকা মূল্যের ১৮৭০৫ মণ তুলা বিদেশে রপ্তানী হয়।

গত ২১ এ সেপ্টেম্বর ব্যারজিলিড রাইফল বলণ্টিয়ার দলের কাপ্তেন এ, এম, ম্যাকডোনালড মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি অতি সজ্জন ছিলেন। ব্যারজিলিড নিউসের এক আতরিক্ত সংখ্যায় এই সংবাদটী প্রকাশিত হইয়াছে।

ক্যামেন রিলিফ কমিটী ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীকে ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন এবং আর্ক বিশপ ষ্টীন্‌সকে তাহার অধীনস্থ অনাথদিগের জন্য ৩০৯০ টাকা দিয়াছেন।

পাইকপাড়ার স্বর্গীয় রাজা প্যারীমোহন দাস নামক যে ব্যক্তি নার্কিস নামক একজনের হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হয়, তাহার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। চারিটী অপরাধের অভিযোগ হয় তন্মধ্যে গুরুতর আঘাত এই অপরাধে উহার তিন মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। প্যারীর পক্ষে সকলেই দয়া প্রদর্শন করেন। প্রথম জ্যাপল সাহেব তাহার পক্ষ সমর্থন করিবেন বলিয়া স্থির হয়, কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হইয়া টাকা ফিরাইয়া দেন। লো সাহেব পক্ষ সমর্থন করেন। জুরিদিগের মধ্যে ৮ জন এদেশীয় ছিলেন। জুরেরা তাহাকে অপরাধী বলেন, কিন্তু ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। প্যারীর প্রতি সর্ব্বসাধারণে সমদুঃখসুখতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাক্ষ্য দান কালে কোন কোন বিষয় গোপন করা অপরাধে দয়া ও তাহার স্বামীর কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন সেণ্ট্রাল ক্যামিন রিলিফ কমিটীর হস্তে চাঁদা ও গবর্ণমেণ্টের দান সর্ব্ব শুদ্ধ ৯১০৪৬৭১ টাকা সঞ্চিত হয়, ইহার মধ্যে ১৭০১৮১৭ টাকা ব্যয় হইয়াছে ২৭৯৮০১৭ টাকা কমিটীর হস্তে মজুত আছে এবং ৬৯৪৯৫ টাকা আজিও আদায় হয় নাই।

সর রিচাড টেম্পল যখন নদীয়াতে ভ্রমণ করিতে যান, নগরবাসীরা তাঁহার নিকট এই বলিয়া আবেদন করেন, যে নবদ্বীপকে যে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত করিবার আজ্ঞা হইয়াছে, তিনি তদ্বিষয়ে আর একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন। ডিষ্ট্রিক্ট আফিসরেরাও এই আবেদনের সপক্ষতা করেন। টেম্পল সাহেব এই আবেদন পাইয়া সে আজ্ঞা রহিত করিয়া দিয়াছেন। নবদ্বীপ নদীয়া জিলারই অন্তর্গত রহিল। টেম্পল সাহেব এই কার্য্যটী দ্বারা বহু সংখ্যা লোকের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

এ বৎসর অক্টোবর হইতে গবর্ণমেণ্টের ৩৮০১৩৮৪০ টাকা আয় হইয়াছে। যাহা হইতে এত আয় তাহার উন্নতি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যত্ন জন্মিবে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই তিন কোটি লাভের জন্য ভারতবর্ষের ২০ কোটি লোকের অনিষ্ট করা হইতেছে।

বহুসংখ্য ডাকাইত নেপালের সীমা পার হইয়া আসিয়া ঢাকেত্রে উপদ্রব করে। সম্প্রতি কতকগুলিকে ধরিয়া দারজিলিঙে পাঠান হয়, কিন্তু এরূপ আটক করিয়া রাখা আইন বিরুদ্ধ বলিয়া উহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাদের একজন নেপাল সেনাদলের একজন কর্ণেল। ইহাদিগের উপদ্রব মূলকই কি জন্মিয়া উঠিয়াছে যে নেপালে যুদ্ধ হইবে?

আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের সিকিমে ২ হাজার একর ভূমি আছে। এই ভূমিতে সিঙ্কোনার চাস হয়। গত বৎসর বিবিধ সিঙ্কোনার চারা রোপণ করা হয়। প্রথম প্রকারের ২৪৭০০০ এবং শেষোক্ত প্রকারের ১২২০০০ চারা রোপণ করা হইয়াছে। দেশের যেরূপ ভাব হইতেছে তাহাতে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে বোধ হইতেছে।

১৩ ই আশ্বিন শুক্রবার।

পূর্ব্বে এদেশে চরসের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। যখন সুরা এদেশে তাদৃশ লব্ধপ্রবেশ হয় নাই, তখন চরসই ইয়ার দলের এক মাত্র অবলম্বন ছিল। এখন সকল বিষয়েই উন্নতি হইয়াছে। সুতরাং চরস আর সভ্য সমাজে আদর পায় না, মদ গাঁজা প্রভৃতি তাহার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। ফ্রেণ্ডস অব ইণ্ডিয়া বলেন, লণ্ডনে ৮০ হাজার মণ চরস পড়িয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার বাণিজ্য যে অনেক কমিয়া গিয়াছে, ইহা দ্বারা তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। ইহার বাণিজ্য কমিয়াছে বটে কিন্তু মদ গাঁজার বাণিজ্যের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে এ সামান্য ক্ষতি পূরণ হইয়া ও গবর্ণমেণ্টের বিস্তর লাভ থাকে।

সাজিদানপুর বিভাগে অতিবৃষ্টি ও প্লাবননিবন্ধন লক্ষ্ণৌ হইতে বেরিলি গমনাগমনের ব্যাঘাত হইয়াছে।

বরদার গুইকুমার লক্ষ্মীবাইর প্রণয়ে একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, গুইকুমার সম্প্রতি লক্ষ্মী বাইর জন্য একটী রৌপ্যময় দোলা প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। দোলা যে শিকলে ঝুলিবে তাহাতেই ৪ হাজার টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। স্বভাব না বলে বায় না।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

টাকা শত করা—

৪		১০৩—১০৩।০
৪॥	১৮৭০ (১৮৮৫)	১০৬।—১০৬।০
৪॥	১৮৭২ (১৮৮১)	১০৫৪—১০৫৬০
৪॥	১৮৭২ (১৮৭৯)	১০৪।০—১০৪।৶
৫।	১৮৫৯-৬০ (১৮৭৯)	১০২৬-১০২৬৶

ফৌজদারি আদালতে অপরাধিদিগের বিচার কালে তাহাদিগকে অতি সাবধানে রাখা উচিত। তাহারা কিছুমাত্র সুযোগ পাইলেই বিপদ ঘটে। সে দিন মান্দ্রাজের অন্তর্গত কাড্ডির মাজিষ্ট্রেট একজন এবি সিনিয়ানের ৩ মাসকারাদণ্ডের আজ্ঞা দেন। দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ মাত্র সে সম্মুখস্থ এক খানি চৌকী লইয়া বিচার পতির মস্তকে আঘাত করে।

১১ ই আশ্বিন শনিবার।

আলোয়ারের রাজার একটী রৌপ্যময় টেবল আছে। এই টেবলে ১৪ জন বসিয়া সচ্ছন্দে আহার করিতে পারে। টেবলটী নিরেট।

বাঙ্গালোর ও মান্দ্রাজের মধ্যস্থিত মান্দ্রাজ রেলওয়ে প্লাবিত হইয়াছে। ট্রাঞ্জিতে ট্রেণ যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। এবার অধিকাংশ স্থান হইতে প্লাবন সংবাদ আসিতেছে।

গত মঙ্গলবার অবধি কলিকাতার হাই কোর্ট দুই মাসের জন্য বন্ধ হইয়াছে।

ঢাকায় নর্ম্মাল স্কুলগৃহে ৭০ হাজার টাকা উঠিয়াছে। আর ৩০ হাজার টাকা হইলেই কলটী নির্ম্মিত হইতে পারিবে।

শ্বেতবর্ণ কাক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সিংহল দ্বীপের এক ব্যক্তি একটী শ্বেতবর্ণ কাক পাইয়াছে। অনেকে পয়সা দিয়া ঐ কাক দেখিতেছে। যাহারা দেখিতেছে তাহাদিগের মধ্যে কি কেহ রাজা হয় নাই?

—০০০—

গোবরাছড়া হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:—

আজি আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, কুচবিহার শিবোত্তর জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠচন্দ্র মুস্তোফি মহাশয় কলিকাতা হইতে প্রাণাধিক পুত্রদ্বয়ের ও সহধর্ম্মিণীর আরোগ্য সম্পাদন করিয়া ২০ এ ভাদ্র শুক্রবার স্বীয় আবাসে উপনীত হইয়া অনুগত প্রজাদিগকে সাদর সম্ভাষণ করেন। প্রজাগণ সানন্দ চিত্তে, বৈকুণ্ঠ বাবুর জয়ধ্বনি দিয়া আমাদের কর্ণযুগলের বধিরতা সম্পাদন করে, তৎকালে এরূপ জনতা হইয়াছিল যে কোন হৈব মহোৎসবেও সেরূপ হয় না। প্রজাদিগের এমন অকৃত্রিম ভক্তি ও অনুরাগ এবং ভূম্যধিকারীর স্বার্থশূন্য ও সদ্ব্যবহার আমি অল্প মাত্র জমীদারে দেখিয়াছি। প্রজার বিদ্যাদান বিষয়ে ইঁহার যাদৃশ অকপট যত্ন ও অনুরাগ আছে, ইনি নিজের বিদ্যালয়ের জরীপ শিক্ষার উপযোগী কম্পাস্ স্কেল, চেন প্রভৃতি এবং পদার্থ বিদ্যা শিক্ষার জন্য যেরূপ ভাপমান যন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, সেরূপ যন্ত্র সচরাচর কোন উচ্চতম বিদ্যালয়ে দেখা যায় না। তাঁহার প্রগাঢ় যত্ন দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় শুলি অচিরে কুচবিহারের বাবন্তীয় স্কুলের অগ্রগণ্য হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

—০০০—

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

সে দিন (২৯ এ ভাদ্র) আমাদের ছোট লাট বাহাদুর কাটোয়া পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। প্রায় ১১ টার সময় তাঁহার বাষ্পীয় পোত কাটোয়া ঘাটে উপনীত হয়। প্রধান রাজপুরুষদের চরণরেণু মফস্বলে প্রায় পতিত হইতে দেখা যায় না। সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজভক্তি প্রদর্শনের সুযোগ মফস্বলবাসীদের ভাগ্যে সচরাচর ঘটিয়া উঠে না। বহুকাল বাদানুবাদের পর এক একবার সেই অবসর সমুপস্থিত হইলে তাহাদের হৃদয়ে আনন্দ বেগ ধরে না। হৃদয় আনন্দ রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। উপস্থিত ক্ষেত্রে কাটোয়াবাসীদের হৃদয়ে যে সেই আনন্দ লহরী সমুত্থিত হইয়াছিল, তাহা তাহাদের প্রতিকার্য্যেই পরিস্ফুট রূপে প্রকাশমান হয়। আপন আপন আবাস বাটী পরিমার্জ্জন সাধন করেন। রাস্তাগুলি যথারীতি পরিষ্কৃত হয়। আম্র শাখা রচিত এক এক গণ্ড পুষ্পমালা প্রতি গৃহের সম্মুখ ভাগে দোদুল্যমান থাকে। কদলী বৃক্ষ সহকৃত বারিপূর্ণ এক একটী কলস দ্বার দেশের উভয় পার্শ্বকে পরিশোভিত করে। আহা! সে দিন কাটোয়া কি অনুপম শোভা ধারণ করে! যে দিকে নয়ন পরিচালিত হয়, সেই দিকেই আনন্দ ধ্বনির উল্লাস ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। স্ত্রীজনের আনন্দ ব্যঞ্জক "উলু উলু" ধ্বনি, বালক বৃদ্ধের উচ্চ নাদ, পুরজনের "হৈ হৈ" রব, বাদ্যকরদের বাদ্যধ্বনিতে নগরী মহাকোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠে। বলিতে কি, কাটোয়াবাসীদের তাৎকালিক মুখশ্রীতে উৎসাহ উল্লাস ভিন্ন আর কিছুই প্রতিফলিত হয় নাই। এই উৎসবময় সময়ে (প্রায় সাড়ে বারটার সময়) আমাদের লাট বাহাদুর জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করেন। কিয়ৎক্ষণ নগরের শোভা সন্দর্শন করিয়া কাছারীর দিকে আগমন করেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ভগবান বাবু ও মুন্সেফ বলরাম বাবুর সঙ্গে দেশের অবস্থাবিষয়ক নানা কথাবার্ত্তা হয়। তদনন্তর তথাকার বস্ত্রসত্র দেখিয়া প্রীত হয়েন. অনন্তর স্কুল গৃহে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিয়া আপন পোতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রায় দুইটার সময় তাঁহার বাষ্পীয় তরণী বহরমপুর অভিমুখে যাত্রা করে। শুনিলাম কাটোয়ায় কোন দরবার করা হয় নাই। এ অঞ্চলের অনেক গুলি সম্ভ্রমশীল মহাশয় পুরুষ তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু সুবিধা না হওয়ায় তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করা তাঁহাদের ঘটিয়া উঠে নাই।

২। অদ্য আবার একটী ডাকাইতি সংবাদ লইয়া আপনার সমীপে উপস্থিত হইতেছি। এবারে আপনাকে কত যে ডাকাইতি সংবাদ দিয়াছি তাহা কি আপনার স্মরণ হয়? বীরভূমে ও বর্দ্ধমানের কিয়দংশ স্থানে এবারে প্রায় ৬০। ৭০ টী ডাকাইতি হইয়া যায়। অধিকাংশ স্থলে চোরেরা ধৃত হয় নাই। কোন কোন স্থলে মহামতি পুলিস কর্ত্তারা এ কার্য্যগুলি একছত্র রাখিয়া দিয়াছেন: এই সব দেখিয়া ইংরাজ শাসন এত প্রশস্ততা ধারণ করিল কেন এই প্রশ্ন মনোমধ্যে সময়ে সময়ে উদিত হয়। অদ্যকার ডাকাইতি কাণ্ডের বৃত্তান্ত

এই, বলরামী আমাদের অনতিদূরে আমগাছে নামে এক খানি পল্লী আছে। তথাকার একজন ধনিকের গৃহ ধনরাজেরদের দুরভিসন্ধি সংসাধনের স্থল হয়। শুনিলাম তাহারা আপনাদের দুষ্প্রবৃত্তি নির্ব্বিঘ্নে চরিতার্থ করিবার জন্য এক নূতনবিধ উপায় অবলম্বন করে। যখন নিশীথ সময় উপস্থিত, সকলেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, তখন তাহারা একে একে অধিবাসীদের বহির্দ্বার শৃঙ্খল বদ্ধ করে (বাহিরের দরজায় শিকল লাগাইয়া দেয়) এইরূপে কিয়ৎ পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইয়া তাহারা ধনিকের গৃহে প্রবেশ করে। একজন গৃহবাসিনী স্ত্রীলোককে মসাল দ্বারা দগ্ধ করিয়া দেয়। এইরূপ প্রহার ব্যাপার দেখিয়া আর আর গৃহবাসীরা নিতান্ত ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়ে। এমন কিঞ্চিৎকাল কথা কহিয়া উঠে তাহাদের এ সাহস হয় নাই। তখন দুষ্টমতি দস্যুরা যথাসর্ব্বস্ব লইয়া প্রস্থান করে। যথারীতি পুলিস ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। কাজে কত দূর করিয়া উঠেন তাহা দেখিবার জন্য আমরা প্রতীক্ষায় রহিলাম।

৫ ই আশ্বিন
১২৮১

—•—

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

১৭ ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের কৃষিবিভাগের কৃত শস্যাদির অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্ট দ্বারা জানা যাইতেছে, মান্দ্রাজের শস্যের অবস্থা মন্দ নয়। সিন্ধুতে বন্যার জল কমিয়া যাইতেছে। বোম্বাইর অধিকাংশ বিভাগে বৃষ্টি হইয়াছে, এবং কোন কোন বিভাগে যদিও কোন বৃষ্টির প্রয়োজন আছে, কিন্তু সাধারণতঃ শস্যের অবস্থা ভাল। বঙ্গদেশের কোন কোন চরপ্রদেশে বৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাতে শস্যের উপকার হইয়াছে। মধ্য [illegible] অনাবৃষ্টি নিবন্ধন [illegible] অবস্থা ভাল। এক্ষণে [illegible] হইয়াছে। বৈদ্যবাটী শস্যের অবস্থা সন্তোষকর। কিন্তু এখনও তিন চারি সপ্তাহ কাল যদি আকাশের ভাব অনুকূল থাকে, তাহা হইলেই মঙ্গল।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ১২ ই। ১৩ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বৃষ্টি শেষ হইয়া গিয়াছে। সাধারণ্যে শস্য মন্দ জন্মিবে না, তবে আর কিছু বৃষ্টি হইলে আরো ভাল জন্মে। অন্যান্য বিভাগের সংবাদ ভাল।

১১ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্যাদির অবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বলেন, এক্ষণে বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে। আর এক পক্ষের মধ্যে যদি একবার ভালরূপ বৃষ্টি হয়, অতি উত্তম শস্য জন্মিবে। অতিরিক্ত বৃষ্টিনিবন্ধন বেরিলি বিভাগের নিম্নভূমির শস্যের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

৩ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পঞ্জাবের শস্যাদির অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, শস্যের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে। কোন কোন বিভাগে আরো অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন আছে, হিসারের সংবাদ বড় ভাল নয়, অনাবৃষ্টি জন্য এখানে বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। লুধিয়ানা এবং ফিরোজপুরের সংবাদ সন্তোষকর নহে, বৃষ্টির অভাবে বড় অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। পেশোয়ারে ভাল শস্য জন্মে নাই। মজফরগড়ে প্লাবননিবন্ধন বিস্তর শস্য হানি হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১১ ই সেপ্টেম্বর। ওই টার ন্যাসনাল কন্‌গ্রেস নামক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

বোলটনের তুলার কারখানার কর্ম্মচারিদিগের ধর্ম্মঘটের যে কথা লিখিত হয়। মধ্যস্থ দ্বারা তাহার মীমাংসা চেষ্টা হইতেছে।

নিউইয়র্ক হইতে সংবাদ আসিয়াছে, নিউ অর্লিন্সগরে বিদ্রোহিনী বশীভূত হইয়াছে।

পারিস ১৭ ই সেপ্টেম্বর। বেজিনের পলায়ন বিষয়ে যাহারা সহায়তা করে, তাহাদের বিচার হইয়া গিয়াছে। সকলেই মুক্তি লাভ করিয়াছেন। কেবল বেলেট একবৎসর, প্লাস্টিনের ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে, এবং দুই জনের সম্মান দণ্ড হইয়াছে।

লণ্ডন ১৯ এ সেপ্টেম্বর। কালিফর্ণিয়া বলিতেছে, তথায় সমাট সমদুঃখসুখতা প্রকাশ করিয়া তদকালস্থকে এক পত্র লিখিয়াছেন।

জর্ম্মনেরা সেলেকটউইগ হইতে অনেক লোককে তাড়াইয়া দিয়াছে।

মার্শাল ম্যাকমেহন পারিসে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ সেপ্টেম্বর। মেসচসেটস নগরীর নিকটস্থ একটী তুলার কারখানায় আগুন লাগিয়া ৪০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ২২ এ সেপ্টেম্বর। বিপথালকানদিগের অধ্যক্ষ ল্যাসাবেলা মোরিওনিস এবং সিক্রেসু একত্র মিলিয়া কালিফর্ণিয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন।

—•—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৭ ই সেপ্টেম্বর। এচ জে নিউবেরি কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে পাটনার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

১৯ এ সেপ্টেম্বর। হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর টি, জে, সি প্রাণ্ট, দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টরের কার্য্য করিবেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন—

বাঁকুড়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ আর লার্ম্মিন।

বীরভূমের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর ডি কাইন।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আহম্মদ কিছুদিনের জন্য পটুয়াখালি উপবিভাগে তার পাইলেন।

এচ, বিবরেজ কিছুদিনের জন্য বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

জে, এফ, ব্রাডবার কিছুদিনের জন্য বাখরগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বাবু রামকান্ত চট্টোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য মোদনীপুরে বন্দোবস্তি কার্য্যের জন্য প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা রিলিফ কার্য্যের জন্য হুগলীতে বদলী হইলেন।

মানভূমের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বিহারি লাল গুপ্ত।

দিনাজপুরের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু মহেন্দ্র নাথ হাজরা।

ভাগলপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ সেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ইকরাম হুসেন কিছুদিনের জন্য কেন্দ্রাপাড়া উপবিভাগের ভার পাইলেন।

১৮ ই সেপ্টেম্বর। বেঙ্গল পুলিষের হারিস সাহেব কিছুদিনের বিদায় লইয়া ১২ ই সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল বাবু প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারী বেঙ্গল এডুকেশনাল সার্ভিসের চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১১ এ সেপ্টেম্বর। বাবু বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য ত্রিপুরার অন্তর্গত পাঁচ পুকুরিয়ার প্রথম মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

জেলা ২৪ পরগণার অধীন মেটেবুরুজ আউট পোষ্টের অন্তঃপাতী খুদিয়ালী, ফতেপুর, রামেশ্বরপুর, রামনগর, পাহাড়পুর, রামহাসমাণী, সন্তোষপুর, পলিবাজী, ধোবাপাড়া কাশকুলী, কাটালবেড়ে প্রভৃতি গ্রামের দরিদ্র ও উপায় বিহীন গৃহস্থগণ বর্ত্তমান সময়ে দুর্ম্মূল্যতা নিবন্ধন অতিশয় অন্ন কষ্টে পতিত হইয়াছে। অনেকেরই দুই সন্ধ্যা আহার চলা ভার হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য স্থানের দুস্থ প্রজাগণ জমীদারের বা ধনাঢ্য লোকের নিকটে কথঞ্চিৎ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কষ্টে সৃষ্টে দিনপাত করিতেছে। কিন্তু এখানে তাদৃশ ধনী লোক নাই এবং এক এক খানি গ্রামে চারি পাঁচজন জমীদারের অধিকার থাকায় প্রজা রক্ষার্থে কেহই যত্নবান হয়েন নাই, সুতরাং ঐ সকল গ্রামবাসী দুঃখী নিরুপায় লোকেরা এখন উপায়হীন হইয়া পড়িয়াছে। দয়াশীল গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিন্ন তাহাদের আর রক্ষা নাই। অতএব জেলা ২৪ পরগণার সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর পীরক সাহেবের নিকট প্রার্থনা এই যে, উক্ত গ্রামস্থ দুঃখী নিরুপায় প্রজাগণের প্রাণরক্ষার্থে কিঞ্চিৎ চাউল মেটেবুরুজ আউট পোষ্টে অথবা তত্রস্থ কোন ভদ্রলোকের নিকট অর্পণ করিয়া আমাদিগের প্রাণ রক্ষা করেন।

১৮৭৪ ই সেপ্টেম্বর
খুদিয়ালী।
অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীতারিণীচরণ পাল
শ্রীকুঞ্জবিহারী দেব
শ্রীহরলোচন দত্ত
শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ
শ্রীরাধানাথ ঘোষ

বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের
আদিপুরুষ কে?

মহাশয়! আপনার ২ রা ও ২০ এ আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষ সংক্রান্ত যে দুইটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে তাহার উত্তর সাধ্য মত নিম্নে দিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার বিখ্যাত পত্রে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

১ উত্তর। বঙ্গদেশীয় দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থেরা সর্ব্বশুদ্ধ ৮০ ঘর। ইঁহারা দেশবীতানুসারে কুলীন, আজা মৌলিক ও মৌলিক এই ৩ ভাগে বিভক্ত। ইহাদের ব্যবসা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থদের মত লিপি কার্য্য, ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা নয়। যেমন ব্রাহ্মণের যজন যাজন বৈদ্যের চিকিৎসা বণিকের বাণিজ্য, তেমনি কায়স্থের লিপিকর্ম্ম। উত্তর প্রদেশে ব্রাহ্মণ বণিক ও কায়স্থের ব্যবসা একরূপ। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বৈদ্য জাতি না থাকায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। যদি কোন কায়স্থ পরিচারক হন, সে জন্য কারণ বশতঃ, জাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া নয়। যেমন কোন ব্রাহ্মণ পাচকের কর্ম্ম করিলে "ভাত রাঁধা" ব্রাহ্মণ জাতির ব্যবসা হইতে পারে না।

রাজা আদিশূর কান্যকুব্জাধিপতির নিকট ৫ জন উপযুক্ত ব্রাহ্মণের নিমিত্ত প্রার্থনা করাতে উক্ত দেশীয় রাজা শ্রীহর্ষ শ্রীভট্ট নারায়ণ শ্রীশ্রীহর্ষ শ্রীবেদগর্ভ, শ্রীছান্দোগ্য নামে ৫ জন ব্রাহ্মণ উপযুক্ত সমারোহে বঙ্গে প্রেরণ করেন। তাহাদিগের সহিত কেবল ৫ জন সামান্য ভৃত্য আইসে নাই। আর পুরাণানুসারে ৫ জন কায়স্থ তাঁহাদিগের ৫ জনের রক্ষক স্বরূপ আসিয়াছিলেন। যেমন সচরাচর বড় লোকের সঙ্গীদের নাম প্রকাশ পায়, সুতরাং কোন কথা থাকে না, তেমনি কায়স্থ কৌস্তুভে উক্ত ৫ জন রক্ষকের নামই লিখিত হইয়াছে।

২। সত্য, উত্তর পশ্চিম দেশীয় ১০ ঘর কায়স্থ মধ্যে কেহ ঘোষ বসু বা মিত্র নামে আখ্যাত নয়, এরূপ উপাধি তাহাদিগের মধ্যে নাই। কিন্তু উক্ত প্রদেশীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে মুখ বন্দ্য কি চট্ট আছেন? আর যে ৫ জন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার কি ঐরূপ উপাধি ছিল? ঘোষ বসু মুখ বন্দ্য প্রভৃতি উপাধিগুলি কল্পিত এবং কায়স্থ ও ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশে বাস নিবন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনি লিখিয়াছেন "যাহারা কান্যকুব্জ হইতে আগমন করেন, তাঁহারা অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা সাধারণের উপাধ্যায় উপাধি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেন। বঙ্গদেশ বাস নিবন্ধন সেই উপাধ্যায় উপাধির সংক্ষিপ্ত চট্ট মুখ বন্দ্য প্রভৃতি সংযোজিত হইয়াছে। সাপ্তাহিক সমাচার কি ঘোষ বসু মিত্র প্রভৃতির বেলা এ প্রকার কিছু ঘটাইতে পারেন? উত্তর, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি কখন উপাধ্যায় উপাধি পাইয়াছেন আপনি বলিতে পারেন? যদি তাহা না পাইয়া থাকেন তবে কি প্রকারে কায়স্থেরা যে যোপাধ্যায় মিত্রোপাধ্যায় উপাধি পাইবেন? অপর কোন জাতির রাজা কি রায় ভিন্ন অন্য কোন রকম উপাধি নাই, যাহা ঐরূপ সংযোজিত হইতে পারে। আর আপনি কি মুখ বন্দ্য চট্ট গঙ্গ ব্যতীত পঞ্চম ব্যক্তির বেলা এ প্রকার কিছু ঘটাইতে পারে না। তিনি ঘোষাল হইলেন কেন।

৩। কোন লোক অপরের সহিত তুলনা করিতে হইলে আপনাকে তাহার শ্রেষ্ঠ তুল্য বা নিকৃষ্ট কহে। কায়স্থেরা ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ বা তুল্য নন। যখন নিকৃষ্ট তখন দেবতা তুল্য পূজনীয় ব্রাহ্মণের দাসত্ব দেবব্রাহ্মণ ভক্ত কায়স্থ যে স্বীকার করিবেন ইহা বিচিত্র কি? উত্তর পশ্চিমের কায়স্থেরা যদি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন, আর তাঁহা দিগকে পূজনীয় ও সেবার পাত্র বলিয়া মানের সহিত কেমন করিয়া বলিবেন যে তাঁহারা ব্রাহ্মণের দাস নহেন? আপনি বলিয়াছেন যে "সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্ভ্রম করা ভদ্র লোকের গৌরবের বিষয় বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু দাসের করা গৌরবের বিষয় বলিয়া বোধ হয় না। ও হিন্দু ধর্ম্মে ব্রাহ্মণদিগকে অন্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্ভ্রম করিতে বলিয়াছে, না, তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় সেবা করিতে আজ্ঞা করিয়াছে? যখন শাস্ত্রে ব্রাহ্মণকে সকল বর্ণের গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, তখন কেমন করে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ক্ষত্রিয় বৈশ্য কায়স্থ বা শূদ্র বলিতে পারেন, যে আমি ব্রাহ্মণকে সম্ভ্রম করি কিন্তু তাঁহার দাস বলিয়া আপনাকে স্বীকার করি না। শিষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি গুরুকে সম্ভ্রম করা, না,

তাঁহার সেবা করা ? যখন সেবা করা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইল, তখন তিনি কেমন করিয়া ব্রাহ্মণের দাস হইলেন না ? আর বক্তব্য এই এখন দাস শব্দ যেরূপ অপমানসূচক বোধ হয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থেরা যখন উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন উহা সম্মানসূচক চিহ্ন ছিল, কারণ সেই প্রাচীন কালে রাজাধিরাজেরাও ব্রাহ্মণের সেবা করা সম্মানের কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। দাস শব্দ গ্রহণ দ্বারা কায়স্থেরা পূজনীয় ব্রাহ্মণদের সেবকের মান পাইলেন।

রাজা ইচ্ছা করিলে নীচ জাতিকে উচ্চ করিতে পারেন, তাহার উদাহরণ আপনার উল্লিখিত চিত্তপাবন, ভূইহার ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণ এবং এখনকার রাজপুতনা দেশে আধুনিক রাজপুতগণ। কিন্তু ইহারা পুরাতন ব্রাহ্মণ বা রাজপুত্র দলভুক্ত হইতে পারেন নাই তাহারা এক স্বতন্ত্র দল হইয়া আছেন। আদিশূর ব্রাহ্মণদিগের বশবর্ত্তী হইয়া নীচ কায়স্থদিগকে চিত্তপাবন প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের মত এক স্বতন্ত্র কায়স্থজাতি করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার বা ব্রাহ্মণদের এমন ক্ষমতা ছিল না যে তাহাদিগকে পুরাতন কায়স্থদের সমকক্ষ করেন। "জাতি হারালে কায়েত" নয় "জাতি হারালে বৈষ্ণব"। বঙ্গদেশে কায়স্থ হওয়া সহজ নয়, কারণ কিছু গলদ থাকিলে তাঁহাদিগের কুলকারিকাতে ধরা পড়ে।

৫। আদিশূরের সময় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেরা আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন এবং কায়স্থদিগেরও সেই পরিমাণে অধোগতি হইয়াছিল। তাঁহারা বোধ হয় তখন ১ মাস অশৌচ গ্রহণ করিতেন এবং ঐ ৫ জন নবাগত কায়স্থ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ দলভুক্ত হইবার সময় তাঁহাদিগের আচার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কারণ উঁহারা অবস্থানুসারে কর্ম্ম না করিলে তাঁহারা ঘৃণাস্পদ হইতেন। স্বদেশ প্রত্যাগমন তাঁহাদিগের বন্ধ হইয়াছিল এবং বঙ্গীয় কায়স্থদিগের আচার গ্রহণ না করিলে তাঁহারা দলভুক্ত হইতে পারিতেন না। পূর্ব্বে যেমন ব্রাহ্মণের ১০ দিন ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন বৈশ্যের ১৫ দিন ও শূদ্রের ৩০ দিন অশৌচের নিয়ম ছিল, এখন সে রকম নাই; কারণ উত্তর পশ্চিমের কায়স্থেরা ১০ দিন অশৌচ লন এবং অশৌচ গ্রহণের কাল নির্দ্দেশ করা প্রাধান্যের স্বেচ্ছা বা নিকৃষ্টতার পরিচায়ক নয়, তবে বাঙ্গালা কায়স্থেরা ব্রাহ্মণদের তুল্য নয় কেন ? যদি তেজস্বী পুরুষেরা প্রাণান্তেও নিজ আচার ত্যাগ করিয়া নম্রতা স্বীকার না করেন, তবে তাহারা কি কখন উচ্চ জাতির আচার গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দেন ? এরূপ আচার পরিবর্ত্তন কোন ক্ষত্রিয় কি করিয়াছেন ? লালা কায়স্থেরা ব্রাহ্মণ নয়, তবে তাঁহারা ব্রাহ্মণের ১০ দিন অশৌচ গ্রহণ করেন কেন ? এটী কি তাঁহাদের তেজস্বিতার পরিচায়ক ?

৬। বঙ্গদেশীয় ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থদিগের মধ্যে কন্যা আদান প্রদানের রীতি নাই যথার্থ। কিন্তু উত্তর দেশীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কি ঐ রূপ চলন আছে ? যদি না থাকে তবে পঞ্চ ব্রাহ্মণদিগের কি রকমে বিবাহ হইয়াছিল ? হয় তাঁহারা বিবাহিতা স্ত্রী সঙ্গে আনিয়াছিলেন, না হয় বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। যদি প্রথম অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তানেরা কি রকমে বিবাহ করিলেন। উত্তর পশ্চিম হইতে কন্যা আনাইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, না, এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন ? যদি প্রথম রকমে বিবাহ হইয়া থাকে তাহা হইলে কোন্ সময় হইতে তাঁহারা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিলিত হন ? আর যদি শেষোক্ত রকমে বিবাহ হইয়া থাকে তবে তাঁহারাও কায়স্থদিগের মতন হইলেন। কিন্তু যদি বলেন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদের সহিত উত্তর পশ্চিমের ব্রাহ্মণদের কোন সম্পর্ক নাই, তাহা হইলে আপনার কথা ইতিহাসমূলক নহে। আর বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেরাও তাহা অনুমোদন করিবেন না। কন্যা ত্যাগ করিয়া স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে অবশ্য বোধ হইবে যে বঙ্গীয় ও উত্তর পশ্চিমের ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে ও কায়স্থে কায়স্থে সে সময়ে বিবাহ হওয়া তত অসম্ভব নয় যত আপনি মনে করিতেছেন। কারণ প্রাচীন কালে ভিন্ন জাতি মধ্যে বিবাহ প্রথা যখন চলিত ছিল তখন ভিন্নদেশ বাসী স্বজাতি মধ্যে বিবাহ যে অসম্ভব ইহা বোধ হয় না।

৭। ধ্রুবানন্দ মিশ্র ব্যতীত আর কোন্ কুলাচার্য্য তাঁহার মতের পোষকতা করিয়াছেন ? আর তাঁহার কথা যে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য তাহারই প্রমাণ কি ? আপনার মতে অন্যান্য কুলাচার্য্যেরা যাদের বশবর্ত্তী হইয়া বঙ্গীয় কায়স্থ জাতিকে উচ্চ করিয়াছেন। ধ্রুবানন্দ ব্রাহ্মণদিগের কুলাচার্য্য ছিলেন, তিনি কায়স্থদিগের কোন ধার ধারিতেন না, এ কারণ যথার্থ কথা লিখিয়া গিয়াছেন। আপনার অনুমান যে ঠিক তাহার প্রমাণ কি ? ইহা ত হইতে পারে যে ধ্রুবানন্দ ব্রাহ্মণদিগের কুলাচার্য্য হওয়াতে কায়স্থদিগের কুলকারিকা লিখিবার সময় অধিক যত্নের সহিত সাধ্যসাধ করিয়াছিলেন, এবং তাহা পূর্ণ না হওয়াতে রাগে অন্ধ হইয়া তাঁহার ক্ষমতানুসারে উক্ত জাতির গ্লানি করিয়া গিয়াছেন। কিম্বা তিনি কায়স্থদিগের বিষয় কিছু জানিতেন না। যদি সত্যানুসন্ধান পুরাবৃত্ত পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কোন বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে এক জনের উপর নির্ভর করা উচিত হয় না। দশ জনের সেই বিষয়ে মত কি জানা আবশ্যক। তাঁহাদের সকলকার যদি এক মত হয় তাহাই প্রমাণ। এ কারণ ধ্রুবানন্দের মত অগ্রাহ্য এবং অন্যান্য কুলাচার্য্যদিগের মত বিশ্বাসযোগ্য।

ইহা সত্য যে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ১৩ ঘর লালাকায়স্থের মধ্যে দত্ত উপাধি কাহার নাই। যেমন উক্ত প্রদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মুখ বন্দ্য চট্ট এবং গঙ্গ নামে খ্যাত কেহ নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নবাগত কায়স্থ মহাশয়েরা বঙ্গদেশীয় প্রথানুসারে এক এক উপাধি ধারণ করেন, এবং কুলাচার্য্যদিগের শুদ্ধ পুরুষোত্তম না লিখিয়া পুরুষোত্তম দত্ত লিখিবার কারণ এই যে, দত্ত উপাধি যোগ থাকায় পুরুষোত্তম যে কোন বংশের আদিপুরুষ তাহা নির্ণয় হইতেছে। আর আপনি পুরুষোত্তম দত্ত নামের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন তাহা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে আর ৪ জন কায়স্থের নাম কিরূপে দশরথ বসু মকরন্দ ঘোষ বিরাটগুহ ও কালিদাস মিত্র হইল ? এস্থলে কুলাচার্য্যদিগের লেখা সকলেই কল্পিত না হইয়া আপনার কথাই হইতেছে। পুরুষোত্তম দত্ত কুলীন হইতে না পারার কারণ তাঁহার অবিনয়প্রকাশিতা। অপর ৪ জন কায়স্থ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তেজীয়ান থাকায় তিনি তাঁহাদের ব্যবহার অপমান সূচক জ্ঞান করিয়া বলিয়াছিলেন যেহেতু কার ভৃত্য নয় শুন মহীপাল " এক সঙ্গে সবে মোরা থাকি চিরকাল।" এই সাহঙ্কার বাক্য দ্বারা আরো প্রতীত হইতেছে যে উক্ত ৫ জন ভৃত্য ছিলেন না। দত্ত মহাশয় "আপনাকে নীচ জাতি জানিয়া কখনই প্রকাশ্য রাজসভায় অনুগ্রাহক ব্রাহ্মণদিগের মুখের উপর ভৃত্য নহি, এই গর্ব্ব করিতে সাহস পাইতেন না। আর ৪ জন হইয়া ঐরূপ গর্ব্বিত বাক্য বলিল এবং ব্রাহ্মণেরা চুপ করিয়া রহিলেন, একি বিশ্বাসযোগ্য ? যাহাকে তাঁহারা উচ্চ করিলেন সে ব্যক্তি ও রকম কৃতঘ্নতা প্রকাশ করিলে

তাহাকে অনায়াসে অপদস্থ করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া তাহাকে কায়স্থ দলভুক্ত রাখিলেন, কেবল কৌলীন্য মর্য্যাদা তাহাকে দিলেন না। ইহা দ্বারা উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। পুরুষোত্তম দত্ত অবিনয়ের জন্য কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইলেন না।

কায়স্থ কৌস্তুভ ঠিক, কি, আইন আকবরি ঠিক আমি জানি না কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে কোন খানি আপনার মতের পোষকতা করিতেছে না। বল্লাল সেন যে আদিশূরের পুত্র নয় বাঙ্গালা পাঠশালার বালকেরা পর্য্যন্ত তাহা জানে আর আদিশূরের পর পালবংশ এবং তৎপরে যে সেনবংশ বঙ্গে রাজত্ব করে তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। যাহা কিছু গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায় সে কেবল কায়স্থদিগের বিষয়ে নয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের সকল বিষয়েই। আমাদের দেশে ইতিহাস নাই, একারণ অতি গুরুতর বিষয়েও গোলযোগ। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থেরা যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগকে কায়স্থ বলেন না, আমি স্বীকার করি না। তাঁহারা ইহাদিগকে শূদ্র বলেন, তবে আপনাদের তুল্য জ্ঞান না করিতে পারেন। যেমন উক্ত প্রদেশীয় ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে আপনাদের নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন (১)।

৩১ এ ভাদ্র ১২৮১ কোন কায়স্থ।

(১) এ পত্রখানি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল না। পত্রপ্রেরক পাছে মনে করেন, তিনি যে উত্তর দান করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত বিষয়ের মীমাংসা হইয়াছে এই নিমিত্ত আমরা মৌনাবলম্বী হইয়া আছি, এই কারণে এখানি প্রকাশ করিতে হইল। আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, পুনরায় লিখিতেছি কোন প্রামাণিক গ্রন্থস্থ প্রমাণ ব্যতিরেকে প্রকৃত বিষয়ের মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই। বৃথা বাগ্বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়া ও কেবল অনুমানের উপরে নির্ভর করিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা হইবার নয়। আমরা পত্রখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, পত্র প্রেরক অনেক স্থলে আমাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই এবং স্থানে স্থানে প্রত্যক্ষের অপলাপ ও কতকগুলি অসঙ্গত বাক্যের উপন্যাস করিয়াছেন। মনু ক্ষত্রিয় জাতির উপরেই লোক রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছেন ;। কিন্তু পত্র প্রেরক বলেন পাঁচজন কায়স্থ রক্ষক হইয়া পাঁচজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। অগ্নিপুরাণে যদি এরূপ বচন থাকে, তাহা মনু বিরুদ্ধ, অএএব কল্পিত।

প্রয়াগ।

১। গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে প্রসিদ্ধ প্রয়াগ তীর্থ। পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে লিখিত আছে "অন্যত্র কৃত পাপ বারাণসীতে ও বারাণসী কৃত পাপ প্রয়াগে নষ্ট হয়।" এই নিমিত্ত প্রয়াগ সমস্ত তীর্থের রাজা। নাগরাজ বাসুকি ইহার অধিপতি। গঙ্গাতীরে একটি মন্দির ও ছাদ বিশিষ্ট পরম কৌশল নির্ম্মিত একটি সুন্দর ঘাট তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছে। মন্দির মধ্যে পঞ্চফণা বিশিষ্ট অতি সুন্দর প্রস্তরময় বাসুকি মূর্ত্তি। গত নাগপঞ্চমীর দিন তাহার মেলা হইয়া গিয়াছে। সে দিন বহু দূর দেশ হইতে অসংখ্য যাত্রী এখানে সমাগত হয়

রামায়ণ মতে রাম পিতৃসত্য পালনার্থ বনবাসী হইয়া এখানে ভরদ্বাজাশ্রমে আগমন করেন। তিনি যে খানে গঙ্গাপার হন সেই স্থানকে এখনও "রাম ঘাট" বলে। পূর্ব্বে ঐ স্থানেই গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী সঙ্গম ছিল। কিন্তু এক্ষণে সঙ্গম স্থান রামঘাট হইতে প্রায় এক ক্রোশ সরিয়া আসিয়াছে।

এলাহাবাদের প্রায় এক চতুর্থাংশ ভূমি পূর্ব্বে গঙ্গাগর্ভে ছিল। ক্রমে স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলে ঐ সকল স্থান কেবল বর্ষাকালে নদীর জলে মগ্ন হইত। সাত আট বৎসর হইল একবার নদীর জল উঠিয়া নগরের কিয়দংশ পর্য্যন্ত প্লাবিত করে। তাহাতে লোকের বিস্তর ক্ষতি ও কষ্ট হয়। পুনর্ব্বার এরূপ অনিষ্টপাত না হয় এ নিমিত্ত এখন জল স্রোত হইতে কিছু দূরে বিস্তীর্ণ বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছে। বাঁধের অপর পারেও পশুপালক ও দরিদ্র কৃষিজীবীদিগের গৃহ ও বৃক্ষাদি দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক সপ্ত ৭ অবধি গঙ্গার জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে বাঁধের নিকট পর্য্যন্ত জল আসিয়াছে। এখন গঙ্গার স্রোতা চরকার পরিসর দুই ক্রোশেরও বোধ হয় অধিক। কুটীর প্রভৃতি যে খানে যাহা ছিল, গঙ্গার গর্ভসাৎ হইয়াছে, কেবল বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল বিস্তীর্ণ জল রাশির উপর শাখা বিস্তার করিয়া সন্তরণ দিতেছে।

মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা কেবল এক পুত্রের ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের দাসত্ব বিধান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পত্রপ্রেরক যে প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও ব্রাহ্মণের দাস। এটিও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যাহা হউক, এরূপ অসঙ্গত বাক্য ও বাক্‌চল পূর্ব্ব পত্র প্রকাশে আমাদিগের ইচ্ছা নাই। এ প্রকার পত্র প্রকাশে পাঠকগণের বিরাগ ভিন্ন অন্য কোন ফল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। স।

২। বর্ত্তমান এলাহাবাদ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪ ক্রোশ, বিস্তারে তিন ক্রোশ বা তদধিক। কিন্তু বলিতে গেলে এলাহাবাদ একটি নগরের নাম না বলিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রদেশের নামই বলা উচিত। কয়েকটি বিভিন্ন অসংলগ্নিক পল্লী লইয়া এলাহাবাদ নগর। মধ্যের ভূমি সকল কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছে। পল্লী সকলের মধ্যে দুই একটি সমৃদ্ধ বটে, কিন্তু সাধারণে বিলক্ষণ দরিদ্র। এই নিমিত্ত ঐ নগরের আর একটি নাম ফকিরাবাদ।

৩। এখানকার লোক সংখ্যা অধিক নহে। কাশীর এক তৃতীয়াংশ লোকও এখানে আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু যখন আগ্রা হইতে রাজধানী উঠিয়া আসে, তখন কর্তৃপক্ষেরা কাশী পরিত্যাগ করিয়া কেন যে এলাহাবাদকে মনোনীত করিলেন তাহা বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন দুইটি বৃহৎ নদীর সঙ্গম স্থলে স্থাপিত বলিয়া এখানে বাণিজ্যের সুবিধা বিলক্ষণ আছে। সেই নিমিত্তই কর্তৃপক্ষের মনোনীত হয়। কিন্তু এখন যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে নৌপথ বাণিজ্য নাই বলিলেই হয়। কাশীতে যেরূপ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এখানে তাহার কিছু মাত্র নাই। যাহা কিছু আছে তাহা রেলওয়ে সম্বন্ধে। মধ্যে কাশী হইতে লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত রেলওয়ে হওয়াতে এ ব্যবসায়েরও অবনতির আশঙ্কা আছে। যাহা কিছু থাকিবে তাহাও এখনকার প্রস্তাবানুসারে নাগপুর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইলে একেবারে যাইবার সম্ভাবনা।

৪। আমরা কাব্য গ্রন্থে গঙ্গা ও যমুনাজলের বর্ণনস্থলে বিশেষ লক্ষ্য সঙ্গমের যে অপূর্ব্ব শোভার বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, দেখিয়া তাহার কিছুই উপলব্ধ হইল না। সঙ্গমের উপরেই পরিখা বেষ্টিত প্রকাণ্ড প্রস্তরময় দুর্গ। গঙ্গা ও যমুনা উভয় পার্শ্বে তাহার পাদ মূল ধৌত করিতেছে। প্রচণ্ড বেগে গভীর শব্দে তরঙ্গমালা প্রস্তর প্রাকারে আঘাত করিতেছে, ফেন পুঞ্জে পরিখা লিপ্ত করিতেছে। সম্রাট আকবর এই দুর্গটি নির্ম্মাণ করেন। এখানকার প্রাচীন লোকেরা কহেন যে দুর্গের মধ্যে কয়েকটি সেনাবাস ভিন্ন আর সমস্তই মুসলমানদিগের নির্ম্মিত, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ দুর্গের মধ্যে অশোক স্তম্ভটি তবন সাহেবের উদ্ভাবিত নূতন প্রণালীতে নির্ম্মিত। শত শত বৎসরের শিক্ষা ও চেষ্টার পর ইউরোপের বিজ্ঞান বল সে দিন যাহা উদ্ভাবিত করিল মুসলমান সম্রাট

দিগের সময়ে তাহা এদেশে বিদিত ছিল, ইহা ও সহজে বিশ্বাস হয় না। আমাদের বোধ হয় দুর্গের সম্মুখ তারটি ইংরাজ নির্ম্মিত।

৫। দুর্গের মধ্যে হিন্দুদিগের তীর্থ পাতালপুর। ইহার দৈর্ঘ্য ৫০ হাত বিস্তার ৩৩ হাত এবং গভীরতা প্রায় ১২ হাত। ৩৬ টি প্রস্তরময় স্তম্ভের উপর ইহার ছাদ রক্ষিত হইয়াছে। ৩২ হাত দীর্ঘ, ৪ হাত বিস্তৃত একটি সুড়ঙ্গ দিয়া ইহার প্রবেশ দ্বার। অভ্যন্তর ভাগ নিবিড় অন্ধকারময়। সেখানে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি ও কতকগুলি তীর্থ—দুইটি শিব লিঙ্গ ও একটি অক্ষয় বট আছে। একটি শিব লিঙ্গ ঈষৎ লোহিত বর্ণ ও তাহার উপর অস্ত্রাঘাত চিহ্ন আছে। প্রবাদ এই যে সম্রাট আরঙ্গজেব ঐ শিব লিঙ্গের উপর অস্ত্রাঘাত করেন। ঐ হাতে তখন প্রবল বেগে শোণিত ধারা নির্গত হইয়াছিল। অক্ষয় বট শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তাহার পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ। লোকে বলে এই সুড়ঙ্গ দিয়া গয়া ক্ষেত্রে যাওয়া যায়। এক মহাত্মা ঐ সুড়ঙ্গ রক্ষা করিতেছেন। কেহ উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তিনি অল্পে অল্পে তাহার জীবন নির্ব্বাণ করিয়া দেন। কিন্তু আমরা দেখিলাম "কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস" ই জীবনির্ব্বাণক মন্ত্রের রক্ষিতা মহাবীর। হিন্দুরা এ পাতালপুরকে আপনাদের তীর্থ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এটি বৌদ্ধদিগের একটী বিহার মাত্র। দেবমূর্ত্তি গুলির অধিকাংশই বৌদ্ধ দেব। বট বৃক্ষ মূলে বসিয়া বুদ্ধ তত্ত্ব চিন্তা করিতেন বলিয়া বটও বৌদ্ধদিগের পবিত্র বৃক্ষ ও সেই নিমিত্ত এখানেও আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। বৌদ্ধদিগের পরাভব ও নির্ব্বাসনের পর হিন্দুরা অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানকার বিহার ভূমিও আপনাদের দেবাগার ও তীর্থ স্থান করিয়া লইয়াছেন সন্দেহ নাই।

৬। পাতালপুরের অনতিদূরে অশোকের প্রকাণ্ড কীর্ত্তস্তম্ভ। এখানকার লোকেরা ইহাকে ভীমের গদা বলে। মুসলমান রাজাদের সময়ে এটি স্থান চ্যুত হইয়া ভূমে পতিত ছিল। কর্ণেল স্মিথ সাহেব এটিকে আনাইয়া দুর্গের মধ্য স্থলে স্থাপিত করিয়া দেন। স্তম্ভের উপর অনেক গুলি নাগরাক্ষর ক্ষোদিত আছে।

৭। কয়েক দিবস হইল এখানে উকিল বহুমান প্রসাদের বাটীতে কলেট মেমোরিয়েলের নিমিত্ত এক সভা হয়। নগরের কয়েকটী সর্দ্দার প্রধান লোক উপস্থিত ছিলেন। কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসনে পাঠান স্থির হইয়াছে। অর্থ সংগৃহীত হইতেছে

৮। লক্ষ্ণৌতে সামরিক উদযোগ হইতেছে শুনিয়া এখানকার লোকের আশঙ্কা হইয়াছে শীঘ্রই নেপালের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ হইবে। ইংলিসম্যানের লক্ষ্ণৌস্থ সংবাদদাতাও এটি লিখিয়াছিলেন। কি ঘটনা হইবে বলা যায় না।

এলাহাবাদ
১৫ ই সেপ্টেম্বর } শ্রী—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১৮ ই সেপ্টেম্বর।

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
ভাগীরথী।		
	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	৩০	
মুরুপুর ৩ মাইলের মধ্যে	২০	৩
তথা হইতে জলিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	২৯	৩
জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২২	১
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২০	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২৫	
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	২৯	
জাজার পাড়া	২৯	
তথা হইতে হাট বোলিয়া	২০	
তথা হইতে কট ১ নং	৩২	৬
তথা হইতে বোলমারি	২৫	
তথা হইতে আলিকদহ	২৬	
তথা হইতে কুকগঞ্জ	২৭	
জলঙ্গী।		
মোহানায়	১০	৩

সন ১৮৭৪ সালের ২১ এ সেপ্টেম্বর বহরমপুর ঘাটের জলের মাপ।

	ইঞ্চ
	১১

বহরমপুর
২১ এ সেপ্টেম্বর
১৮৭৪ } ই, বেটি সি ই, প্রভিন্সিয়াল একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হেমনাথ দত্ত—মজীলপুর ১০

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ—সেরপুর ৫৷০

" " চিন্তামণি চৌধুরী—কাঁথি ১০

" " গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—সেরপুর ১০

" " শ্যামচাঁদ পাল—মায়াজিলিঙ ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। ছয় মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৪৬ সংখ্যা।

" প্রযক্ষতা প্রকৃতিহিতায় যাস্থিয়ঃ সরস্বতী অমিমঘতী ন হায়সা। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮১। ২০ এ আশ্বিন। ইং ১৮৭৪। ৫ ই অক্টোবর।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

রক্ত আমাশয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার নিকট রক্ত আমাশয় রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ একটী আবিষ্কৃত হইয়া আছে। তদ্দ্বারা সহস্র সহস্র লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। অল্প বা দীর্ঘ কালের পীড়া ও রক্তযুক্ত হইলে এক যোড়া সেবন করিলে নিঃসন্দেহ আরোগ্য হইবে। পীড়িতগণ আপন আপন বয়সের সহিত রোগের বিবরণ বিশেষরূপ লিখিয়া মাত্র ৵০ এক আনা ডাকমাসুল সহ আমার নিকট পাঠাইলে ব্যবস্থা পত্রসহ বিনা মূল্যে ঔষধ পাইবেন।

বৈদ্যপুর পোষ্টাফিস ভায়া বৈঁচি ৮ ই সেপ্টেম্বর। ৭৪ } শ্রীকৃষ্ণধন নন্দী চৌধুরী ৎ'না কাশনা খেলা বর্দ্ধমান।

সটীক দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী, পুথির আকারে মুদ্রিত হইয়াছে শেষে স্তবস্তব দত্ত আছে। মূল্য ৪ টাকা, কমিসন ২৫ টাকার হিঃ। পটোল ডাঙ্গা ষ্ট্রীট ২৩ নং প্রাকৃত যন্ত্রে পাওয়া যায়।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ বসাট।

—০৯০—

কোদালিয়া বঙ্গ-বিদ্যালয়।

কোদালিয়া ও চাঙ্গড়িপোতার সুকুমার মতি বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ পূর্ব্বে পূর্ব্ব উৎকৃষ্ট বঙ্গবিদ্যালয় ছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার বিলোপ হওয়াতে অত্রত্য শিশুদিগের শিক্ষার অত্যন্ত ব্যাঘাত হইয়াছে। এই অভাব পূরণার্থ গত ১০ ই আগষ্ট হইতে ৺ নীলকমল বসু মহাশয়ের বাটীতে এই নূতন বিদ্যালয়টী সংস্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে প্রায় ৫০ টী বালক সংগৃহীত হইয়াছে এবং তাহাদিগের অধ্যাপনার্থ তিন জন পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন। ছাত্রদিগের সুচারুরূপ শিক্ষার নিয়মাদি অবলম্বিত হইয়াছে এবং যাহাতে তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয়, তৎপক্ষে চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। এই বিদ্যালয়ে ত্বরায় যাহাতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাওয়া যায়, তজ্জন্যও প্রার্থনা করা যাইবে। এক্ষণে দেশবাসী সর্ব্ব সাধারণের নিকট সবিনয় নিবেদন, তাঁহারা স্ব স্ব শিশুগণকে এই বিদ্যালয়ে প্রেরণ ও ইহার উন্নতিকল্পে যথা সাধ্য সাহায্যদান পূর্ব্বক বিদ্যালয়টীকে চির স্থায়ী ও আমাদিগের গুণগ্রাহিতার পূর্ব্ব করিবেন।

বালকগণের বেতনের নিয়ম।

১ ম ও ২ য় শ্রেণী	।০ আনা
৩ য় ও ৪ র্থ	।৵ "
অন্যান্য	।০ "

হরিনাভি ইং নং বিদ্যালয় ১৪ ই আশ্বিন ১২৮১ সাল } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদক।

—০৯০—

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য নিবেদিতেছি বিবিধার্থ যন্ত্র নামে যে একটী মুদ্রাযন্ত্র ছিল, সম্প্রতি কোন কারণ বশতঃ তাহা হস্তান্তরিত হইয়াছে। অতএব আমি ৺ কবিবর হরিশ্চন্দ্র মিত্রের (হরিশযন্ত্র) নামে একটী মুদ্রাযন্ত্র শারদীয় পূজার পর স্থাপন করিবার বাসনা করিয়াছি। কিন্তু আমার দীনহীন জনের দ্বারা এই কার্য্যটী সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন, অতএব দেশ বিদেশস্থ কার্য্যপ্রিয় বন্ধু, বিদ্যোৎসাহী মহোদয় জনগণ সমীপে আনুকূল্য প্রার্থনা করিতেছি। ভরসা করি বদান্য বিদ্যোৎসাহি মহোদয়গণ আমার এই সদনুষ্ঠানে একজন লুপ্তপ্রায় কবির নামের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয়কীর্ত্তি প্রচারে পরাঙ্মুখ হইবেন না, এই হতভাগ্য জনও ভগ্নাশ হইবে না।

পরন্তু এস্থলে ইহাও নিবেদ্য যে সকল মহোদয়গণের নিকট পুস্তক, ও মুদ্রাঙ্কণ এবং মিত্র প্রকাশ পত্রিকার মূল্য প্রাপ্য আছে তাঁহারা এ সময়ে প্রদান করিয়া চিরবাধিত করিবেন। কিন্তু দিব বলিয়া যেন উপেক্ষা না করেন ইহা আমার একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীকালিদাস মিত্র।
ঢাকা পাবুর বাজার

—০৯০—

প্রায় ৮। ১০ বৎসর হইল যিনি আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জিলাবে সামিল বিজনী নগরে গিয়া রাজা শ্রীল শ্রীযুত কুমুদ নারায়ণ ভূপ বাহাদুরকে ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা দিয়া ছিলেন তাঁহার নাম সাধারণ অজ্ঞাত থাকায় এই জ্ঞাপন পত্র দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে, তিনি কলিকাতার বহুবাজার ষ্ট্রীটের ১২৩ নং বাটীতে আসিয়া উক্ত রাজাদুরের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেন।

—০৯০—

কালিদাস বার্ষিক মেলা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাপন

করা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান মাসের ২৫ শে তারিখ হইতে কাঞ্চিনীয়ার রাজবাটীর বার্ষিক মেলা আরম্ভ হইয়া আগামী ১০ ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিবে। সওদাগর, কাঁসারি, ও অন্যান্য বাবতীয় দোকানদারের নিমিত্ত উপযুক্ত স্থান ও আশ্রয় প্রদত্ত হইবে। ক্রেতা বিক্রেতার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা বিধান হয়, যাহাতে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য কাপড় শাক এবং মনোনীত দ্রব্য হইলে অন্য ক্রেতার অভাবে কাঞ্চিনীয়ার রাজ সরকারই তাহা উচিত মূল্যে ক্রয় করিবেন। উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিয়া লওয়ার নিমিত্ত ব্যবসায়ীদিগকে দেওয়ার আবশ্যক দিবসের পূর্ব্বেই এখানে উপস্থিত হইতে হইবে। ইহাও জ্ঞাতব্য যে দোকানদারদিগের যাহাতে কোন অংশে ক্ষতি না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা যাইবে ইতি।

১২৮১ সাল ১লা আশ্বিন } শ্রীনন্দকুমার নিয়োগী হেডমুন্সী কাঞ্চিনীয়া রাজষ্টে।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৵০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৶০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাশুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। হাওড়া রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

স্ত্রী চিকিৎসা।

কলিকাতা মেডিকেল কালেজের ধাত্রীবিদ্যা, বালচিকিৎসা এবং স্ত্রীচিকিৎসার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মির আসরফ আলি, সি, এম, সি, বি কর্ত্তৃক প্রণীত মূল্য ডাক মাশুল সমেত ২ টাকা আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুহষ্টেল লালবাজার
কলিকাতা।

হেম নলিনী।
(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিঙ্ লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸০ আনা ডাক মাশুল /০ এক আনা।

লালবাজার হিন্দুহষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ফ্লেক্ বর্ণা প্রস্তুত নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেকিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ফ্লেক বর্ণা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরন এণ্ড কোং।

মদ্রচিত "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রে পুস্তকালয়ে, ঐনটনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বামর্দ্ধি ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ ১৮৭৪ সাল } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য।

ইংরাজী জুতা।

দুর্গা পূজার সময় ব্যবহার জন্য অতিশয় সস্তা।

ক্যাশ এণ্ড কোং
১২৬ ও ১২৭ রাধাবাজার।

সুশ্রুত।

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা পটোলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৵০ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য কুসুম।

উপরি উক্ত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ ডাকমাশুল ।৵০। ষাণ্মাসিক ডাকমাশুলসমেত ।৵। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৵। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা হুগলি বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পত্র দি পাঠাইবেন।

সোমপ্রকাশ।

২০ এ আশ্বিন সোমবার।

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে যেরূপ আকাশের ভাব হইয়াছিল, তাহাতে আমাদিগের এই আতঙ্ক উপস্থিত হয়, বুঝি এবারেও আমাদিগের এ অঞ্চলে শস্য না হয়। কিন্তু শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বরুণ-

দেব যেরূপ প্রসন্ন হইয়াছেন, এখন যদি পবনদেব প্রতিকূল না হন, অনুমান হয় আমাদিগের এ অঞ্চলে অর্দ্ধ শস্য জন্মিবে। আমরা অর্দ্ধ শস্য জন্মিবে অনুমান করিতেছি তাহার কারণ এই, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস চাসের মুখ্য সময়। ঐ দুই মাস অনাবৃষ্টিতে অতিবাহিত হয়। অসময়ে রোপণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং ধান গাছের সমুচিত বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। গাছগুলি সমধিক-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ না হইলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা কি? বিশেষতঃ অনেক ভূমি পতিত আছে। চৈত্রে বীজ মরিয়া যাওয়াতে তত্তৎ ভূমিতে রোপণকার্য্য হয় নাই। যাহা হউক, জগদীশ্বরের কৃপায় যদি অর্দ্ধমিত শস্য জন্মে, তাহা হইলেও দেশ রক্ষা হয়।

বাঙ্গালাদেশের একটী উপদেশ লাভ।

সকলে বলেন, মান্দ্রাজ বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে বোম্বাই ও বাঙ্গলা দেশের অনেক নীচে পড়িয়া আছে, কিন্তু তত্রত্য দুই জন হিন্দু যুবকের যাব যাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, মান্দ্রাজ অতঃপর বেকল যে বাঙ্গালাদেশের উপরে উঠিতে চলিল এরূপ নয়, মান্দ্রাজ হইতে বাঙ্গলাদেশের একটী উপদেশ লাভ হইল। মান্দ্রাজের দুইজন হিন্দু যুবক কিরূপে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয় দেখিবার ও শিখিবার নিমিত্ত মাঞ্চেষ্টরে গমন করিয়াছেন। আমরা বাঙ্গালা দেশে এরূপ দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়াছি, কৈ আমাদিগের ত এমন মনে হইতেছে না। এখানকার যুবকেরা এতদ্দেশসুলভ আলস্য দোষে প্রায় লিপ্ত হইয়া থাকেন। অলসের যে কাজ তাহাতেই অনুরক্ত হন। যাহাতে দৃঢ়তর শ্রম উৎসাহ অধ্যবসায় ও ক্লেশসহিষ্ণুতার প্রয়োজন, সে দিকে বড় যান না। কেহ নূতন ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া গেলেন। কেহ কেরাণি গিরিতে নিযুক্ত হইলেন। যিনি বড় উৎসাহ ও অধ্যবসায় শক্তির পরিচয় দিলেন, ইংলণ্ডে গিয়া বারিষ্টার হইয়া আসিলেন। যে কার্য্য দ্বারা দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়, তাহাতে প্রায় কাহাকে উন্মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাঁহারা নূতন ধর্ম্ম প্রচার ও নূতন গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে মস্তিষ্ক বিলোড়িত করিয়া বুদ্ধি বৃত্তির চালনা করিতে হয়, তাহাতে অনেক পরিশ্রম ও কষ্ট হয়, পাঠকগণ কি এই মনে করিতেছেন? এরূপ মনে করিবেন না। সংগ্রহ কার্য্যে যে ক্লেশ হয় তাঁহাদিগের সেই ক্লেশ জন্মে মাত্র। জগতে নানা ধর্ম্ম আছে। সকল ধর্ম্ম হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিলেই একটী নূতন ধর্ম্ম হইয়া গেল। গ্রন্থেরও অভাব নাই। নৈপুণ্য সহকারে কিছু কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলেই অনায়াসে গ্রন্থপ্রণয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। কেরাণি গিরি অথবা তৎ সদৃশ কর্ম্মের ত কথাই নাই।

বাঙ্গালা দেশের কৃতবিদ্য যুবকেরা এইরূপ আলস্যে জলাঞ্জলি না দিয়া যদি মান্দ্রাজের উল্লিখিত যুবকদ্বয়ের প্রদর্শিত পথের পথিক হন, বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যাদি শিক্ষা করিয়া তত্তৎ কার্য্যে ব্যাপৃত হন, আপনারা সুখিত হইতে পারেন, দেশকেও সুখী করিয়া তুলিতে পারেন।

বাঙ্গে ইউরোপীয়দল ও গবর্ণমেণ্ট।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রাজপুরুষেরা ইউরোপীয়দল সম্বন্ধে এত দিন যে রাজনীতির অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন, এখন তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এত দিন এদেশীয়েরা ইউরোপীয়দিগকে দূর হইতে দর্শন করিয়া তাহাদিগের গুণদোষ বিচার করিতেন। তাহাদিগের অন্তরের কথা এত দিন ইহাঁরা জানিতেন না। কতকগুলি সচ্চরিত্র ইউরোপীয়কে দেখিয়া ইহাঁদিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছিল, ইউরোপীয়মাত্রেই ভদ্র লোক। তাঁহারা এদেশের মঙ্গলার্থই এদেশে আসিয়াছেন। এখন এদেশীয়েরা যত তাহাদিগের অন্তরের কথা জানিতেছেন, তত ইউরোপীয় বলিয়া সাধারণ্যে যে ভক্তি জন্মিয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইতেছে। অনেকের বিদ্যাবুদ্ধি ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। এখন অনেক ইউরোপীয় ধর্ম্মের অবতার না হইয়া পাপের অবতার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। দিন দিন যত নীলকর চা-কর কাফির প্রভৃতি বাঙ্গে ইউরোপীয়দিগের ধনবৃদ্ধি হইতেছে ততই উহাদিগের পাপাশয়তার পরিচয় হইতেছে।

পক্ষান্তরে প্রধান রাজপুরুষদিগের অনেকের এই সংস্কার ছিল, ইউরোপীয়দিগের ধর্ম্মনীতিজ্ঞান প্রবল। উহাদিগের কখন ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে না। উহারা কখন দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করে না, তবে যে মধ্যে মধ্যে এদেশীয়দিগের সহিত গোলযোগ হয়, সে ইউরোপীয়দিগের দোষে নয়, এদেশীয়দিগের দোষে ঘটিয়া থাকে। এদেশীয়েরা অসভ্য। ইহাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান নাই। তাহাতেই ইহারা ইউরোপীয়দিগের সহিত অকারণ বিরোধ করে। কোন কোন প্রধান রাজপুরুষ মফস্বলবাসী ইউরোপীয়দিগের বিদ্যা বুদ্ধি জানিতেন, কিন্তু এই ভাবিয়া তাহাদিগের দোষ দেখিয়াও দেখিতেন না, যদি ইউরোপীয়দিগের দোষ প্রকাশ হয়, যাবতীয় ইউরোপীয়ের

প্রতি এদেশীয়দিগের অশ্রদ্ধা জন্মিবে। তাহা হইলে মফস্বলে ইউরোপীয়দিগের বাস করা দুর্ঘট হইয়া উঠিবে। এই রূপ নানা কারণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি মফস্বলবাসী ইউরোপীয়দলের প্রতি বরাবর সুহৃদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এখন আর সে রাজনীতি অপরিবর্ত্তিত রাখা বিধেয় হইতেছে না। তবে মধ্যে মধ্যে উহার পরিবর্ত্ত লক্ষিত হয় বটে; কিন্তু তাহা জলের রেখার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হয় মাত্র।

গবর্ণমেণ্ট উহাদিগের প্রতি শত্রুভাব প্রদর্শন করুন, আমরা এ পরামর্শ দিতেছি না। গবর্ণমেণ্ট জাতি ও বর্ণ এ দেশীয় ও ইউরোপীয় বলিয়া ভেদ না করিয়া সমভাবে রাজকার্য্য সম্পাদন করেন, এই আমাদিগের পরামর্শ।

আমরা যে এ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছি, তাহার কয়েকটী কারণ ঘটিয়াছে। প্রথম, আমরা মনে করিয়াছিলাম, নীলকর মিয়ার্সের দণ্ডে মফস্বলবাসী ইউরোপীয়দিগের লজ্জা হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। বরং বিপরীত ভাব লক্ষিত হইতেছে। আমরা শুনিলাম মিয়ার্স কারামুক্ত হইলে মিয়ার্সের বান্ধবগণ তাহাকে মহাসমারোহে একটী ভোজ দিবেন!! মিয়ার্সের বান্ধবগণের এত উল্লাস কেন? মিয়ার্স কি ওয়াটরলুর যুদ্ধ জয় করিয়া আইলেন? রাজপুরুষেতর ইউরোপীয়দিগের মফস্বলে বিচার না হয় এই চেষ্টা জন্মিয়াছে। এই চেষ্টা সফল হইলে তাঁহাদিগের একাদশ বৃহস্পতি হয়। তাঁহারা যা ইচ্ছা তাই করিবেন, কেহ কিছু করিতে পারিবে না। অভিযোগ হইল, প্রমাণ হইল না বলিয়া জুরিরা মুক্ত করিয়া দিলেন। যে খানে এমন সুবিধা, সেখানে মফস্বল বাসী ইউরোপীয়েরা মফস্বলে তাহাদিগের অপরাধের বিচার না হয়, এ চেষ্টা না করিবেন কেন?

দ্বিতীয় কারণ, আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাইতেছি, চা-প্রধান প্রদেশে হত্যাকাণ্ড হইতেছে, কিন্তু জুরির বিচারে অপরাধী অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতেছে। সেদিন একটী হত্যাকাণ্ড অমনি অমনি গেল। কে হত্যা করিল স্থির হইল না। আবার ঐরূপ একটী হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে। জুরির বিচারে যে অপরাধীর দণ্ড হইবে, এ সম্ভাবনা অল্প। আমরা গতবারে লিখিয়াছি কুলিরা পশুর তুল্য অতি নির্ব্বোধ। তাহারা যে বিষয় স্বচক্ষে দেখিয়াছে, কিয়দ্দিন পরে বন্ধু বান্ধবের নিকটেও তাহার আমূল বৃত্তান্ত অবিকল বলিতে পারে না। তাহাদিগের পূর্ব্বাপর সংগতি জ্ঞান নাই, কালজ্ঞান ও দূরত্বের জ্ঞান নাই। সেই কুলি সাক্ষী যে হাইকোর্টের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া অক্ষুব্ধ চিত্তে বারিষ্টরদিগের জটিল ও কুটিল প্রশ্নের আনুপূর্ব্বিক উত্তর দান করিবে, তাহা কি সম্ভাবিত হয়? হাইকোর্টে ভদ্র লোকের মধ্যে সাক্ষ্য দিতে গেলে অতিবুদ্ধিমান ব্যক্তিরও শরীর কাঁপিয়া উঠে। কুলিরা কোথায় আছে। এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে মফস্বলে সুবিচার হইবার সম্ভাবনা কি? জুরির বিচারের নিয়ম থাকিলে গবর্ণমেণ্ট দুর্ব্বল প্রজাদিগকে মফস্বলবাসী ইউরোপীয়দিগের হস্ত হইতে কোন ক্রমে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

ভারতবর্ষের শাসন কর্ত্তৃগণ।

আমরা শুনিতে পাই, ভারতবর্ষের শাসন কর্ত্তৃগণ পরস্পরপরাধীন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ও গবর্ণরেরা গবর্ণর জেনরলের এবং গবর্ণর জেনরল ষ্টেটসেক্রেটারির অধীন। অনেকে মধ্যে মধ্যে গবর্ণর জেনরলের স্বাধীনতা প্রদানের প্রস্তাবও করিয়া থাকেন। কিন্তু কার্য্য দেখিয়া ইহাঁদিগের কোন প্রকার পরাধীনতা আছে এরূপ ত বোধ হয় না। যাঁহার যেমন স্বভাব যেরূপ রুচি যে প্রকার অভিপ্রবৃত্তি, তিনি সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন। উপরে কেহ নিবারণ কর্ত্তা অথবা উপদেশদাতা আছেন, এরূপ অনুমান হয় না। যাঁহার পরোপকার করা স্বভাব ও প্রজার কল্যাণ সাধনে রুচি, তিনি প্রজার মঙ্গলার্থ নানা প্রকার অনুষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহার ক্লেশ স্বীকার ও পরিশ্রমের অবধি নাই। আবার যাঁহার প্রজার মঙ্গলকার্য্যে অরুচি আমোদ প্রমোদেই রুচি, তিনি তদনুরূপ আচরণ করিতেছেন। ফলতঃ সকলেই স্ব স্ব ইচ্ছার অনুসারে কার্য্য করিতেছেন বলিবার কেহ উপরে আছেন, কার্য্য দেখিয়া ত এমন বোধ হয় না।

আমরা শাসনকর্ত্তৃগণের দেশভ্রমণ ব্যাপারটীকেই উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। পাঠকগণ লাডলেও, লাড নর্থব্রুক, লাড হবার্ট ও সর রিচাড টেম্পলের ভ্রমণকাণ্ডটী দর্শন করুন। লাড লেওর ক্ষণকাল বিশ্রাম ছিল না, লাড হবার্টেরও নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। ইহাঁদিগের ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি? ভ্রমণে কি বা ফল হইয়াছে, পাঠকগণ একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। লাড লেওর অধিকাংশ সময় ভোজে ও মৃগয়ায় ব্যপনীত হইত এবং লাড হবার্টের সময় দেশ ভ্রমণের আমোদে ও ভোজে পর্য্যবসিত হইতেছে। লাডলেও প্রজার উপকারের চিন্তার বড় সময় পাইতেন না। লাড হবার্টের সে চিন্তার অবসর ও সে মন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রজার উপকারের মধ্যে এই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাদিগের শোণিত শোষণ করিয়া যে কর গৃহীত হইতেছে, তাহা

লাভদিগের প্রমোদ সুখভোগের ব্যয়ে বিনিয়োজিত হইয়াছে ও হইতেছে। অপর লাভ এই, সংগৃহীত করের এইরূপ অপব্যয় হইয়া অকুলান হওয়াতে নূতন করের আয়োজন করিতে হয়।

পক্ষান্তরে সর রিচার্ড টেম্পল যেন নাটাই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। লাভ নর্থব্রুকও ভ্রমণ কার্য্যে উদাসীন নহেন। কিন্তু লাভ মেও ও লাভ ডরাটের ন্যায় ইহাঁদিগের ভ্রমণের উদ্দেশ্য নয়। ইঁহাদিগের প্রজাবাৎসল্য ও প্রজার হিতসাধনের ইচ্ছা ও চেষ্টা আছে, ফলও তদনুরূপ হইতেছে। ইহাঁরা কাজছাড়া একক্ষণও থাকেন না, কাজছাড়া এক পাও ফেলেন না। ইহাঁদিগের ভ্রমণের অন্য ফলের কথা দূরে থাকুক, প্রজার রাজভক্তি যে দিন দিন দৃঢ় বদ্ধমূল হইতেছে, সে বিষয়ে বিসম্বাদ নাই।

পাঠকগণ দেখুন, ভারতবর্ষের অর্থের অপব্যয়রূপ অনিষ্ট সাধনে শাসনকর্ত্তৃগণের কেমন স্বাধীনতা আছে। তবে কি কেবল ইষ্টসাধন বিষয়ে পরাধীনতা? লেপ্টনন্ট গবর্ণর গার্ণর ও গবর্ণর জেনরলেরা কোন মঙ্গল প্রস্তাব করিলেই কি ষ্টেটসেক্রেটরি প্রতিবাদী হন? তিনি কি উহাদিগের স্বৈরবিহারাদির প্রতিবাদী নন? ইহার নিবারণের কি কোন উপায় হয় না? কাহার ভ্রমণে কত ব্যয় লাগিল, কাহার ভ্রমণে কি ফললাভ হইল, মধ্যে মধ্যে ষ্টেটসেক্রেটারি যদি শাসন কর্ত্তৃগণের নিকটে তাহার কৈফিয়ত লন, তাহা হইলে কি উল্লিখিত দোষের শান্তি হয় না? শাসনকর্ত্তৃগণের যথেচ্ছাচারিতা দর্শন করিয়াই আমরা গবর্ণর জেনরলের স্বাধীনতা দান প্রস্তাবের বিরোধী হই। এখন স্বাধীনতা নাই তাহাতেই এই, স্বাধীনতা প্রদত্ত হইলে কি আর রক্ষা থাকিবে? ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের শাসন প্রণালীর রচনা অতি চমৎকার। রাজ্ঞী আছেন, তাঁহার মন্ত্রিগণ আছেন, লাভদিগের ও সাধারণ লোকের সভা আছে। সকলেই পরস্পর পরাধীন, কেহ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারেন না। এই শাসন প্রণালীতে যাঁহারা চিরশিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়াই যে স্বেচ্ছাচারী হন, এটী অনল্প আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। মানুষের স্বভাবই দুর্জ্ঞেয়।

লিবিন সাহেব।

রঙ্গপুরের ভূতপূর্ব্ব জজ লিবিন সাহেবের বিষয়ে অনুসন্ধানার্থ যে কমিশন নিযুক্ত হন, তাঁহারা যে সকল লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একজন যে সাক্ষ্য দিয়াছে, ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউসে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এ ব্যক্তি বলিয়াছে "কোন এক মকদ্দমায় সেরেস্তাদার হাজার টাকা প্রার্থনা করেন। এ বিষয় লিবিন সাহেবকে বলাতে তিনি বলিলেন "যদি তুমি টাকা দিতে না পার, মকদ্দমা হারিবে।" উকীলেরা যাহা বলেন, সেরেস্তাদারকে ইনি তাহা লিখিয়া লইতে দেখিয়াছেন। কোন কোন সময় কোন্ মকদ্দমায় কি করা কর্ত্তব্য সেরেস্তাদার লিবিন সাহেবকে বলিয়া দিয়াছেন। কখন কখন তিনি লিবিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই নিজে হুকুম জারি করিয়াছেন। উকীলদিগের বক্তৃতা কালে তিনি তাঁহাদিগকে থামিতে বলিতেন, লিবিন সাহেব সে সময় কোন কথাই বলিতেন না। এ প্রদেশে সাধারণ লোকের সংস্কার এই, উমাচরণ সেনই প্রকৃত জজ, লিবেন সাহেব তাঁহার সেরেস্তাদার মাত্র।"

কি ভয়ঙ্কর কথা। সেরেস্তাদারকে উৎকোচ না দিলে মকদ্দমায় হার হইবে, জজ স্বয়ং এই কথা বলিলেন!! এটী কাণ্ডজ্ঞানশূন্য সামান্য অপদার্থের কথা নয়। লিবিন সাহেব অপদার্থ হউন, তাহাতে আমাদিগের বিস্ময় জন্মিতেছে না। আমরা অহোরাত্র অসংখ্য অপদার্থ বেষ্টিত হইয়া আছি। আমাদিগের বিস্ময়ের বিষয় এই, এমন অপদার্থ লোক কিরূপে জজের পদ প্রাপ্ত হইলেন? পদ প্রাপ্ত হইয়াই বা কিরূপে এত দিন পদস্থ রহিলেন? লিবিন সাহেব কি অন্তর্হিত মন্ত্র জানিতেন? যিনি মফস্বলের বিচারপতিদিগের বিচারপদ্ধতি দর্শন করিতে যাইতেন, তিনি কি লিবিন সাহেবের নিকটে গিয়া অন্ধ হইয়া যাইতেন? কেবল মফস্বলের বিচারপতিদিগের কার্য্যদর্শী বিচারপতিকে নয়, যে শাসন প্রণালীর গুণে লিবিন সাহেবের সদৃশ অপদার্থ ব্যক্তিরা উচ্চপদ লাভে সমর্থ হন, তাহাকেও শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়।

গবর্ণমেণ্ট লিবিন সাহেবের বিষয়ে কি করিলেন, জানিবার জন্য দেশের যাবতীয় লোক নিতান্ত উৎসুক হইয়া আছেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরেই লিবিন সাহেবের মকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে সেই ঔৎসুক্যের সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আর বিলম্ব করিতেছেন কেন? কমিশন যে মীমাংসা করিলেন, তাহা শীঘ্র প্রচার করিয়া দিয়া দেশের লোককে ঔৎসুক্যযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া দিন।

সিবিল আপীল বিলের প্রতিবাদার্থ সভা।

সিবিল আপীল বিলের প্রতিবাদ করিয়া লাভ নর্থব্রুকের নিকটে আবেদন করিবার অভিপ্রায়ে গত বুধবার ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে অনেক প্রধান লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনরেবল দিগম্বর মিত্র সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত হন। রাজা

নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে আপীল রহিত হইলে যে যে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহার গণনা করিয়া এক এক বক্তৃতা করেন। এই সোমপ্রকাশে বহুবার সেই সেই অনিষ্টের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব পুনর্বার তদুল্লেখের প্রয়োজন হইতেছে না।

আবেদনকারিদিগের গবর্ণর জেনরল হয় মফস্বল আপীল আদালতের অবস্থার সংশোধন করুন নতুবা হাইকোর্টে আপীল করিবার অনুমতি দিন। এই প্রার্থনাটী বড় সহজ হইয়াছে। আমরা গবর্ণর জেনরলের বিষম সঙ্কট দেখিতেছি। যখন লিবিন সাহেব প্রভৃতি মফস্বল আপীল আদালতের বিচারপতিগণ সম্মুখে জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন, তখন লার্ড নর্থব্রুক এই কথা বলিতে পারিবেন না যে মফস্বল আপীল আদালতের অবস্থা উৎকৃষ্ট, বিচারপতি সকল উপযুক্ত, ঐ আদালতে বিচার হইলেই সদ্বিচারের চূড়ান্ত হইবে, হাইকোর্টে আর আপীলের প্রয়োজন নাই। অতএব আবেদনকারিদিগের আবেদন অগ্রাহ্য হইল।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই লার্ড নর্থব্রুক যেরূপ বিজ্ঞ লোক, যাহাতে জমীদার ও প্রজা সকলেরই অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে, তিনি যে সে বিষয়ের অনুমোদন করিবেন, স্বপ্নেও আমাদিগের এরূপ মনে হয় না।

নূতন পুস্তক।

১। বহু বাজার গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠশালার ১৮৭৩ অব্দের সাংবৎসরিক বিবরণ। আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, উক্ত বিদ্যালয়টী ক্রমশঃ উন্নতি সোপানে আরূঢ় হইতেছে। ছাত্রগণের পরিশ্রম ও তত্ত্বাবধারকের যত্ন ইহার মূল। ১৮৭২ অব্দের ডিসেম্বরের শেষে উক্ত বিদ্যালয়ে ৪৩৩ ছাত্র ছিল। ১৮৭৩ অব্দের ডিসেম্বরের শেষে ৩৭৮ ছাত্র হয়। এ হিসাবে গত বৎসর ৫৪ জন ছাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে। গত বৎসর বালক সত্ত বেতন এবং গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য সাহায্যে সমুদায়ে ৪৯২৩৲ টাকা সংগৃহীত হয়, তন্মধ্যে ৪৭১৫৷৶০ ব্যয় বাদে ১৯৫/০ টাকা উদ্বৃত্ত হয়। ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ৫৮৮৷৶ উপরি উক্ত হিসাবে প্রত্যেক বালকের প্রতি গড়ে মাসিক ৸৵১৫ ব্যয় পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে প্রতি বালকের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের ৵১০ আনা ব্যয় লাগিয়াছে। এ বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার অন্যান্য সাহায্যকৃত বাঙ্গালা বিদ্যালয় অপেক্ষা অল্প ব্যয় ভার বহন করেন। এই বিদ্যালয়টীতে বালকগণের বেতন অল্প নয়। ইহার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য ইংরাজী স্কুলের বেতন যেরূপ এখানে বালকগণকে সেইরূপ বেতন দিতে হয়। তদ্ভিন্ন যে পল্লীতে বিদ্যালয়টী আছে সেই পল্লীতেই ইহার প্রতিযোগী আরও কয়েকটী স্কুল আছে। সেই সকল স্কুলের শিক্ষক ও অধ্যক্ষগণও এই স্কুলের বালকগণকে স্ব স্ব স্কুলে লইয়া যাইবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করেন। ইহাতেও যে এই স্কুলের ছাত্র ও আয় বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাই ইহার শ্রেষ্ঠতার ও উন্নতির পরিচায়ক। ১৮৭১ অব্দে উক্ত বিদ্যালয়ে কয়েকটী বিষয়ে কিছু কিছু পরিবর্ত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইল।

প্রথম, পূর্ব্বে অবৈতনিক ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার সাহিত্যবিষয়ক পুস্তক নির্দ্দিষ্ট ছিল। গত বৎসর সে নিয়ম তুলিয়া দিয়া ইংরাজী প্রবেশিকা পরীক্ষার ন্যায় করা হইয়াছে, অর্থাৎ সাহিত্য পরীক্ষার কোন পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। যে সকল বালকের বয়স কিছু অধিক হইয়াছে এবং যাহাদের অপেক্ষাকৃত অধিক জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এ নিয়ম উপকারজনক হইতে পারে কিন্তু সুকুমারমতি বালকগণের পক্ষে এ নিয়মটী উপকারজনক বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। যাহাতে বালকগণের প্রকৃত উপকার হয় তাহা তুলিয়া দিয়া যাহাতে কেবল সময় নষ্ট ও প্রকৃত কাজ কিছুই হয় না, এমন সকল বিষয় প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। ১৮৭২, ১৮৭৩ এবং ১৮৭৪ অব্দের অবৈতনিক বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা গেল, ১৮৭২ অব্দের গদ্য রামের রাজ্যাভিষেক, পদ্য কুসুমাবলী, বাঙ্গলা ব্যাকরণ (ছন্দ ও অলঙ্কার সহিত) বাঙ্গলা রচনা, এবং ভূগোল ও অঙ্কাদি অধিক পরিমাণে ছিল, কিন্তু ১৮৭৪ অব্দে দ্রুত লিখন ও শুদ্ধ বানান, জটিল হাতের লেখা পাঠ, ব্যাকরণ কিছুই নাই, রচনা নাই, ভূগোল ও অঙ্কও অনেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জটিল হাতের লেখা পাঠ, এটী কায়েলী রীতি। ইহাতে বালকগণের সময় নষ্ট ভিন্ন অন্য কোন উপকার দেখা যায় না। যাহা হউক, উপরে বালকগণের যেরূপ পাঠের বিবরণ লিখিত হইল সে নিয়ম অব্যাহত থাকিলে বালকগণের প্রকৃত শিক্ষা বিষয়ে সমূহ ব্যাঘাত জন্মে, তদ্ভিন্ন ঐরূপ বিদ্যালয়ের অবনতির বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখা যায়।

দ্বিতীয়, বৃত্তি দান বিষয়ে পরিবর্ত্তন। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে প্রথম ৯ জন ৫ বৎসর কাল বিনা বেতনে কোন গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে পড়িতে পাইত। গত বৎসর নিয়ম করা হইয়াছে, ঐ ৯ জনের মধ্যে প্রথম চারি জন ৫ বৎসর বিনা বেতনে পড়িতে পাইবে, তদ্ভিন্ন ঐ ৫ বৎসর মাসিক ২৲ টাকা নগদ বৃত্তি পাইবে। পল্লী গ্রামের বালকগণের অবস্থা বিবেচনা করিতে গেলে তাহাদের নগদ বৃত্তি দেওয়া আবশ্যক বোধ হয়। অনেকের অবস্থা এরূপ যে বিনা বেতনে পড়িবার অনুমতি পাইলেও বাসা খরচ বা অন্যান্য কারণে তাহাদের পড়া শুনা করা ঘটিয়া উঠে না। এমন অবস্থায় তাহাদের নগদ কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়া উচিত বোধ হয়। কিন্তু কলিকাতায় বালকদিগের মাসিক ২৲ টাকা নগদ বৃত্তিতে তাদৃশ লাভজনক নাই। আমা

দের বিবেচনায় ঐ টাকায় দুইবৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে বালকগণ সমধিক উৎসাহিত হইবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে ৯ টী মাত্র ছাত্রবৃত্তি আছে, যদি ঐ টাকায় আর দুই তিনটী বাড়াইয়া দেওয়া হয়, যে সকল ভাল ছাত্র ২।৪ নম্বরের জন্য পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়, তাহারা যদি ঐ বৃত্তি পায়, অনেক উপকারের সম্ভাবনা।

২। নব মালিকা (১) অশোক বনে সীতা, অশ্বত্থামার বিলাপ এইরূপ কতকগুলি বিষয় পদ্যে রচিত হইয়াছে। কবিতাগুলি নিতান্ত মন্দ হয় নাই, কিন্তু ইহাতে চিন্তাশক্তি ও কবিত্বশক্তির তাদৃশ বিকাশ দেখা গেল না।

৩। বরদা চরিত্র অর্থাৎ বনিতা বিয়োগ বিলাপ (২) জগৎ বাবু বীয় সহধর্ম্মিণী বরদার মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া এখানি লিখিয়াছেন। পদ্যগুলিতে জগৎ বাবুর কবিত্ব শক্তির প্রকাশ না হউক, তিনি যে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে লিখিয়াছেন এটী প্রকাশ পাইয়াছে

৪। চিত্র বিদ্যা, প্রথম ভাগ (৩)। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে চিত্র বিদ্যার যেরূপ চর্চ্চা এবং আর্য্যগণের হস্তে ইহা যেরূপ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এমন আর কুত্রাপি হয় নাই। দুঃখের বিষয় এই, এক্ষণে সেই বিদ্যা ভারতবর্ষে লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। এক্ষণে অন্যান্য বিষয় শিক্ষার্থ যেমন বিদ্যালয় সকল আছে, চিত্রবিদ্যা শিক্ষার সেরূপ স্কুল নাই। কলিকাতায় যে একটী আর্ট স্কুল আছে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। যদি শিল্প বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, এই পুস্তকখানি বিশেষ উপকারী হইতে পারে। এখানি ইংরাজী

(১) শ্রীযুক্ত বাবু হুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন।

(২) শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র বসু ইহার প্রণেতা। চাকা ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত।

(৩) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় প্রণীত, কলিকাতা সিমুলিয়া বেহালা দীঘীর পূর্ব্ব হরিপালের লেন ৭ নং ভবনে কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৵০ আনা।

আরাত্তিজ দেশীয় ছাত্রগণের প্রথম চিত্রবিদ্যা শিক্ষার বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে। এরূপ প্রকৃতির পুস্তক এই সর্ব্বপ্রথম দেখা গেল। কিন্তু বিদ্যালয়ে ওরূপদেশ ভিন্ন কেবল বাটীতে এখানি দেখিয়া চিত্রবিদ্যা শিক্ষা সম্ভাবিত নহে। ইহাতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে ২০ খানি চিত্র লিখিত হইয়াছে, আমাদের চক্ষে উহা তাদৃশ উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। যাহা দেখিয়া প্রথমে শিক্ষা করিতে হইবে তাহা উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত

বিবিধ সংবাদ।

১৩ই আশ্বিন সোমবার।

পাঠকগণের স্মরণ আছে গত বারে আমরা লিখিয়াছিলাম মেটিব হাসপাতালে কয়েকটী ঘর গঙ্গাযাত্রিদিগের জন্য রাখিবার কথা হয় কিন্তু এক্ষণে ঐ ঘরের ভাড়া লইবার কথা হইতেছে। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, হাসপাতালের অধ্যক্ষেরা এক সভা করিয়া ৩ তিনটী ঘর গঙ্গা যাত্রিদিগের জন্য পৃথক রাখা স্থির করিয়াছেন। উহার ভাড়া লওয়া হইবে না।

মিয়ার্স সাহেবের মকদ্দমার ব্যয় দানার্থ কতকগুলি প্রধান বণিক ও উকীল ১০ টী করিয়া মোহর চাঁদা দিয়াছেন। শুনা যাইতেছে মিয়ার্স সাহেব যে দিন মুক্তি লাভ করিবেন সেই দিন তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে মহাসমারোহে ভোজ দিবেন। বাজে ইউরোপীয় দলে কি এত দুই কাণ কাটা আছে?

সার পি ওডহাউস আজ্ঞা দিয়াছেন, বোম্বাইর সদর রাস্তা দিয়া কেহ শব লইয়া যাইতে পারিবে না। মেটিব এপিনিয়ন ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। সার পি ওডহাউস শেষে কি জীয়ন্তদিগকে ছাড়িয়া মরা লইয়া পড়িলেন?

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, লাড মর্থক্লক যে সাঙ্ঘাতিক জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন তাহা হইতে অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। গত কল্য তিনি জমণার্থ বহির্গত হইয়াছিলেন।

প্রাবধিবন্ধন মান্দ্রাজ রেলওয়েতে নাইট ট্রেণ বন্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে খোলা হইয়াছে।

আগামী নবেম্বর মাসে বক্তিসারে যে অশ্বমেলা হইবে, তাহাতে পুরস্কার দানার্থ উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট ২ হাজার টাকা দিয়াছেন। গবাদি লইয়া এইরূপ একটী অনুষ্ঠান করা একান্ত আবশ্যক।

কেবল জিবেন্স সাহেব হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন এমন নয়, আলমেরার একটী ম্যাজিষ্ট্রেটও বিচারার্থ সীতাই হাইকোর্টে আসিতেছে। এস্থলে একজন চ'-কর পদাঘাত দ্বারা একজন চৌকীদারকে হত্যা করেন। জিবেন্স সাহেবের মকদ্দমার বিচার যেরূপ হইয়াছে, এটীও সেরূপ হইবে কি না বলা যায় না, কিন্তু দুই চারিটী এরূপ বিচার হইলে, চ'-করেরাই আবার পূর্ণপ্রকার নীলকর হইয়া উঠিবেন।

১৮৭৩-৭৪ অব্দে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা সাধারণ হিত কর কার্য্যে ২২৯১৭৫ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ মেইল বলেন, ভিণ্ডিগলের একজন দেশীয় খৃষ্টান স্ত্রীর সহিত বিবাহ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। যাহাদের আদৌ ধর্ম্ম ভাব নাই, কথায় কথায় তাহাদিগের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ বিচিত্র নয়।

বোম্বাই গেজেট বলেন, বরদার মৃত মহারাওয়ের স্ত্রী রাণী যমুনা বাই মলহর রাওয়ের নামে এই বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করেন যে মলহর রাও তাঁহার সমুদায় অলঙ্কারাদি ও অন্যান্য সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছেন, এবং তাঁহার জীবন পোষণের জন্য যে মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইত তাহা বন্ধ করিয়াছেন। ইহাতে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, ওইকুমারকে প্রতিবর্ষে রাণীকে ৩৩ হাজার টাকা দিতে হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে ওজরা রেসিডেণ্টকে আজ্ঞা দিয়াছেন, এই বৃত্তি ভিন্ন রাণীর অলঙ্কারাদি ও অন্যান্য সম্পত্তি যেন ফিরাইয়া দেওয়া হয়। রেসিডেণ্ট এই আজ্ঞাটী মলহর রাওয়ের গোচর করিয়াছেন। মলহর রাও নিজ দোষেই গবর্ণমে-

ষ্টের নিকট একজন সামান্য প্রজার ন্যায় অপমানিত হইতেছেন।

গত আগষ্ট মাসে কলিকাতায় উপরগরে ১৩১ লোকের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে ওলাউঠায় ৬৭ এবং জ্বরে ৪০২ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

২৯ এ সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৪১৪৮৩০ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময় ৩৯০১৯০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে এ বৎসর ২১২০০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। অমলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ১৮১৯০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ১৮৯৮০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ বৎসর ৭৮০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমান বলেন, সেদিন গুইকুমারের একটী স্বর্ণময় কামান বরদার রাস্তা দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। গুইকুমার ও অন্যান্য প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ইহাকে পূজা করিয়া কামান খানার অধ্যক্ষকে সম্মুখে আহ্বান পূর্ব্বক তাহাকে একটী শিরস্ত্রাণ উপহার দেন। কামানটী খাটি সোণার। চুড়িটী ইস্পাতের এবং চাকা প্রভৃতি রূপার। গুইকুমারের এইরূপ দুটী কামান আছে। ইহাতে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার সোণা ও ৭ লক্ষ টাকার রূপা আছে। গুইকুমার যদি চাসা হইতেন, সোণার কাস্তে গড়াইতেন সন্দেহ নাই।

ইডেন সাহেব ব্রিটিশ ব্রহ্মের লোকদিগের উন্নতি সাধন জন্য দেশীয় ভাষায় এডুকেশন গেজেট নামে একখানি সংবাদ পত্র প্রচারের আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহার যাবতীয় ব্যয় গবর্ণমেণ্ট হইতে দেওয়া হইবে। এখানি ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় হইবে বটে, কিন্তু ইংরাজী ধরণে হইবে। ইহাতে টেলিগ্রাম সংবাদ প্রস্তাব ও প্রেরিত পত্রাদি থাকিবে। এদেশের লোকের হিত সাধন বিষয়ে ইডেন সাহেবের সবিশেষ যত্ন আছে।

ঈডুক সাহেব আবার কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইহাঁর ইচ্ছা ছিল আর এদেশে আসিবেন না, প্রিবি কাউন্সিলে কার্য্য করিবেন। কিন্তু এখানকার আদালতের ন্যায় প্রিবিকাউন্সিলেও উকীল বারিষ্টারে পরিপূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে পুনরায় ভারতবর্ষে আসিতে হইতেছে।

জগতে যত বড় লোক দেখা যায় তাঁহাদের অধিকাংশই প্রায় অতি হীনাবস্থা হইতে ক্রমে মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। বিষ্ণু পেট্রিয়টে অনেকগুলি বড় লোকের পূর্ব্ব পরিচয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে। কলম্বস একজন তন্তুবায় ছিলেন, পঞ্চম সেক্সটস হাঁস চরাইতেন, ফার্গুসন, বয়ণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণ মেষপালক ছিলেন, হোমর ভিক্ষুক, ইশপ ক্রীত দাস, বার্জ্জিল কটিওয়ালার পুত্র, পোপ এক বণিক পুত্র ছিলেন। এইরূপ আরো অনেকগুলি উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

কেশব বাবুর কল্যাণে আমরা ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি এক পয়সা মূল্যের সংবাদ পত্র দেখিলাম। সম্প্রতি "প্রতি ধ্বনি" নামে আর একখানি এক পয়সার সংবাদ পত্র বাহির হইয়াছে। "প্রতিধ্বনি" ক্ষণস্থায়ী, এ প্রতিধ্বনির অবস্থা সেরূপ না হয় আমাদের ইচ্ছা।

বোম্বাই গেজেট অধ্যাপক ফসেট সাহেবের আশ্চর্য্য স্মৃতি শক্তির একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেদিন ব্রাইটনে ফসেট সাহেবের এক বক্তৃতা হয়। তিনি কি বক্তৃতা করিবেন তাহা সংবাদ পত্রে রিপোর্ট করিবার জন্য এক ব্যক্তি ব্রাইটনে গমন করেন। বক্তৃতার কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি ফসেট সাহেবের নিকট গিয়া তিনি যে বক্তৃতা করিবেন তাহার স্থূল স্থূল বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। ফসেট শুদ্ধমাত্র তাৎপর্য্যটী না বলিয়া যাহা তাঁহার বক্তব্য ঐ ব্যক্তির নিকট আদ্যন্তঃ তাহা বলিলেন। রিপোর্টার সমুদায় লিখিয়া লইলেন। কয়েক দিন পরে যখন তিনি বক্তৃতা করিলেন, তখন সেই লেখার সহিত মিলাইয়া দেখা হইল, কেবল একস্থানে একটী শব্দের পরিবর্ত্তে সেই অর্থসূচক আর একটী শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে মাত্র।

পব্লিক ওয়ার্কের জন্য গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলে একজন অতিরিক্ত মেম্বর নিয়োগ স্থির হইয়া গিয়াছে। তবে আবশ্যক বোধ করিলে গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সভ্য সংখ্যা বাড়াইতে পারিবেন।

১৪ ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

গত রবিবার সার রিচার্ড টেম্পলকে কলিকাতায় দেখা গিয়াছিল, গত কল্য তিনি আবার সাবেবগঞ্জে যাত্রা করিয়াছেন। টেম্পল সাহেব এক দণ্ড স্থির থাকেন না।

গিধোড় হইতে এক ব্যক্তি সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন, গুইকুমারের গায়ক অধ্যাপক মাউলাবক্স বরদার গিধোড় রাজবাটী হইতে কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছেন। পাশ্চিমাঞ্চলে ইহার তুল্য কিম্বা ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গায়ক কেহ নাই। ইনি সঙ্গীত বিষয়ে যেমন পটু, সেতার, বীন, জলতরঙ্গ যন্ত্রাদি বাদন পক্ষেও তেমনি সক্ষম। ইউরোপীয় যন্ত্রাদি বাদন বিষয়েও ইহার বিলক্ষণ পটুতা আছে। প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্র হইতে ইনি শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। কর্ণাট দেশে ইহার জন্ম। কলিকাতাস্থ হিন্দু সঙ্গীত শাস্ত্রাধ্যাপকদিগের সহিত মিলিয়া সঙ্গীত বিদ্যার উন্নতি সাধন করাই তাহার কলিকাতায় আসিবার কারণ।

ইণ্ডিয়ান পব্লিক ওপিনিয়নের বোম্বাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বোম্বায়ের আমীর তাহার পুত্রকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কলীয়ার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। মুসলমানদিগের পিতা পুত্রে যেমন সদ্ভাব এমন আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

সহকারী কমিশনর ও অন্যান্য নিম্নতর কর্ম্মচারিদিগের পরীক্ষার জন্য আসামে একটী কমিটী হইয়াছে।

২২ এ সেপ্টেম্বর হুগলি এবং মেকেওতে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। অনেক গুলি জাহাজ মারা গিয়াছে, অনেকগুলি জাহাজ কোথায় গিয়া পড়িয়াছে সন্ধান হইতেছে না। বিস্তর টাকার দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছে। প্রায় হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

হংসিসহান শুনিয়াছেন, শনিবার অবধি হঠাৎ পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। বন্যাবেগে পুল প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া প্রায় ২০ ক্রোশ রাস্তা অগম্য হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে কড়লাইন দিয়া লক্ষ্মীসরাই হইয়া মাল ও আরোহী সকল তিন পাহাড় রাজমহল প্রভৃতি ষ্টেসনে যাইতেছে। কয়েক দিবসের জন্য মলদাহী মুরার রাজবর্ত্ম পাকোড় বাজাপুর এবং বাহোরাতে মাল ও আরোহী লইয়া যাওয়া বন্ধ হইয়াছে।

সার রিচার্ড টেম্পল সাহেবগঞ্জে দুর্ভিক্ষ কর্ম্মচারিদিগের সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া রিবেলগঞ্জে গমন করিবেন, তথা হইতে কারাগোলা আসিবেন এবং ১০ ই অক্টোবর তথা হইতে রায়জিলিঙ্গ যাত্রা করিবেন। তিন সপ্তাহ কাল রায়জিলিঙ্গে থাকিয়া জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার হইয়া নবেম্বরের ১০। ১৫ ই কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। পরে বালেশ্বর কটক এবং পুরী পরিদর্শনার্থ গমন করিবেন। অবশেষে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সেসিয়ন আরম্ভ করিবার জন্য ডিসেম্বরের প্রথমে পুনরায় কলিকাতায় আসিবেন।

গত বৃহস্পতিবার বোম্বাইয়ে পোর্ট কোমিত কোম্পানির এক অধিবেশন হয়। সভাপতির ১৮৭৪ অব্দের রিপোর্ট পাঠ করিবার পর চাউলের কারবারে কোম্পানির বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া অংশিদারগণ অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেন। পোর্ট কমিত কোম্পানি বহুকাল ধরিয়া বহুব্যয় ও যত্ন করিয়া চাউলের কল করিলেন, কিন্তু কেবল এক চুরি, কার্য্যের বিশৃঙ্খলা এবং কোম্পানির ক্ষতি বৃদ্ধি বিষয়ে কর্ম্মচারিদিগের নিশ্চেষ্টতাতে তাহাদের এই ক্ষতি হইল। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি চাউলের কলে প্রথম প্রথম যে ভুষ বাহির হইত, তাহার অর্দ্ধেক চাউল অর্দ্ধেক ভুষ কিন্তু পাছে কর্ত্তৃপক্ষগণ জানিতে পারিয়া বিরক্ত হন, এই জন্য সেই ভুষ সমুদায় থালে ফেলিয়া দেওয়া হইত। আমরা একজন বিশ্বস্ত লোক মুখে শুনিয়াছি একটী গুদামে হাজার বস্তা চাউল ছিল, গুদামের ছাদটী এক স্থানে ফুটা হইয়া চাউল ভিজিয়া যায়, কেহ তাহার তত্ত্ব লয় না, অনেক দিন পরে একজন সাহেব কর্ম্মচারী গুদামে গিয়া দেখেন চাউল পচিয়া গিয়াছে। তখন সে চাউলের অবস্থা যেরূপ তাহাতে কিছু অল্প মূল্যে তাহা অনায়াসে বিক্রয় করা যাইতে পারে কিন্তু পাছে তাহারা তত্ত্বাবধান করেন না বলিয়া কোম্পানি তাহাদিগকে দোষী করেন এই ভয়ে তিনি সমুদায় চাউল খালে ফেলিয়া দিবার আজ্ঞা দেন, এবং বিষয়ক কর্ম্মচারিদিগকে বলিয়া দেন এবিষয় কেহ প্রচার করিলে তাহার কর্ম্ম যাইবে। সুতরাং তাহারাও কেহ প্রকাশ করে না। যাহাদের কার্য্যের গতি এইরূপ তাহাদের ব্যবসায় করিয়া লাভ করিবার সম্ভাবনা কি? কোম্পানি যদি চুরির নিবারণ ও কার্য্যের সুশৃঙ্খলা করিতে পারেন লাভবান হইতে পারিবেন। চাউলের কলই রাখুন আর উহা তুলিয়া দিয়া পাটের কলই করুন আমরা যাহা কহিলাম তাহা না করিলে কোন কালেও লাভ করিতে পারিবেন না।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, সম্প্রতি তাহাতে বিলক্ষণ বৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে চার অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে।

১৫ ই আশ্বিন বুধবার।

সম্প্রতি লাহোরের ডেপুটী কমিশনর এই এক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, একজন মাজিষ্ট্রেট আর এক বিভাগের মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা ক্রমে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন কি না? মীমাংসার্থ পঞ্জাবের হাইকোর্টে এই প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম গত সোমবার সন্ধ্যাকালে অনাইর বাবু যোগীন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় চাতরার ঘোড়া হইতে পড়িয়া এরূপ আঘাত প্রাপ্ত হন যে অনতিপরেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

১৯ এ সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৩০ জনের মৃত্যু হয়। উহার পূর্ব্বসপ্তাহে ২১৭ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৫ জনের ওলাউঠায় ৮৭ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

গত রবিবার বৈকালে মিউনিসিপাল হস্পিটালের উত্তরে এক চালের উপর প্রায় ১০ হাত দীর্ঘ এবং একটী বৃহৎ বাঁশের ন্যায় স্থূল একটী সর্প দেখা যায়। হস্পিটালের অধ্যক্ষ গুলি করিয়া উহাকে মারিয়া ফেলেন।

সম্প্রতি কলিকাতা ছোট আদালতে এই একটী প্রশ্ন উত্থিত হয়, কোন ডাক্তার তাহার দর্শনী টাকার জন্য নালীশ করিতে পারেন কি না? একজন দেশীয় ডাক্তার ১০ বারের দর্শনী ২০ টাকার জন্য এক ব্যক্তির নামে নালীশ করেন। কণ্ট্রাক্ট আইনের ৭০ ধারানুসারে ডাক্তার ২০ টাকার ডিক্রি পাইয়াছেন।

কায়েল সাহেবের শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতি প্রজাদের বড় অনুকূল ছিল না। এদেশীয়েরা তাদৃশরূপ লেখা পড়া শিখেন তাঁহার মনোগত ছিল না। তিনি কৃষ্ণনগর ও বহরমপুর কালেজের উচ্চতম শ্রেণীগুলি তুলিয়া দিয়া উহাকে এক প্রকার হাই স্কুল করিয়া যান। সম্প্রতি ঐ উভয় স্থানের অধিবাসীরা কালেজ দুটীকে পূর্ব্বাবস্থায় স্থাপিত করিবার জন্য টেম্পল সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছেন। টেম্পল সাহেবের শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতি অনুদার নহে। আমাদিগের মনে হইতেছে তিনি আবেদন কারিদের মনোরথ পূর্ণ করিবেন।

একজন প্রাচীন অর্থণ শৃগাল ও ভল্লুকের দংশনের এই ঔষধটী মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছেন। দংশনের পরেই উক্ত তিনিগায় ও উক্ত জলে ক্ষত স্থান উত্তমরূপ প্রক্ষালন করিয়া পরে কয়েক বিন্দু মিউরিএটিক এসিড ক্ষত স্থানে দিলেই বিষ শূন্য হইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

গত শনিবারের সেসিয়নে ১১ জন বিশেষ জুরি অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া উহাদের প্রত্যেকের ৮০ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে।

পাটের উৎপত্তি ও ব্যবহারাদি বিষয়ে বাবু হেমচন্দ্র কর যে এক সুবিস্তৃত রিপোর্ট

লিখেন, ষ্টেটসেক্রেটারি উহা পাঠ করিয়া তাঁহার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। এদেশীয়দিগকে যাহাতে দাও, তাহাতেই ইহাঁরা কৃতকার্য্য হইয়া উঠেন, এটী তাহার অন্যতর উদাহরণ।

মেক্সিকোতে এক প্রকার ভয়ানক শিরঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে। উহার দ্বারা আক্রমণের এক ঘণ্টা পরে রোগীর মৃত্যু হয়।

মৃত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের স্মরণার্থ কোন রূপ চিহ্ন স্থাপনের জন্য চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। ইহার মধ্যে ৬ ছয় হাজার টাকা উঠিয়াছে।

সাপ্তাহিক রিপোর্ট বিতরণ বন্ধ করাতে যে অনিষ্ট হইয়াছে, ন্যাশনাল পেপর তৎপূরণে যত্নবান হইয়াছেন। কয়েক সপ্তাহ অবধি উক্ত পত্রে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের অনুবাদ প্রকাশ করা হইতেছে। এটী ন্যাশনাল পেপরে না হইয়া স্বতন্ত্ররূপে করিলে সম্পাদক ইহা হইতে লাভবান হইতে পারেন।

পারিসের স্ত্রীগণের ন্যায় বিলাসিনী ও সৌন্দর্য্যপ্রিয় স্ত্রী জগতে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির অলৌকিক দেখাইয়া ইহাদিগকে না ঠকান যায় এমন কাজ নাই। কিছুদিন হইল পারিসে "একটী বিউটী ইন্‌ষ্টিটিউশন" কোম্পানি অর্থাৎ সৌন্দর্য্য রক্ষিণী সভা হয়। সম্প্রতি একজন চিকিৎসক বলিয়াছেন, সদ্যোহত পশুর শোণিত পান করিলে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। ইহাতে পারিসের রমণীগণ প্রতিদিন কসাইখানায় গিয়া শোণিত পান আরম্ভ করিয়াছেন।

দেশহিতৈষিণী লিখিয়াছেন, সাহাজাত পুরের অন্তর্গত কোন গ্রামের এক মণ্ডলের বাটীতে এক খাসি বধ করিয়া ১৪ জনে উহার মাংস বিভাগ করিয়া লয়। মণ্ডলের কন্যা আপনাদের মাংসের চর্ব্বির মধ্যে কতকগুলি মুক্তা পাইয়াছে। সাহাজাত পুরের পুলিস সব ইন্‌স্পেক্টর উহার কয়েকটী মুক্তা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে দেখাইয়াছেন। যখন গজমুক্তার কথা শুনা যায়, তখন অজমুক্তার অসম্ভাবনা কি?

লিউইয়ার্কের সপ্তাহ সভা সংস্থাপনের নিমিত্ত একটী গৃহ প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ আছেন। গৃহের দেয়ালগুলি লৌহময় হইবে। ঐ গৃহে তাপমান যন্ত্রের ১০০০ ডিগ্রি উত্তপ্ত বায়ু দ্বারা শবদাহ করা হইবে। দেড় ঘণ্টার মধ্যে শব ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

১৪ ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল, যশঃ প্রদেশের সিওনির সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার ইবার্স সাহেব দুটী নূতন ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি তত্রত্য জেল সমূহের ইনস্পেক্টরকে এই কথা লিখিয়াছেন যে তিনি বহুদিন ধরিয়া দেশীয় কতক গুলি ঔষধের পরীক্ষা করিতেছেন, পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, চাঁপা ফুলগাছের ছাল কুইনাইনের তুল্য জ্বরঘ্ন ও বলকারক। আর একটী ঔষধ পেঁপেয়ার আঠা। ইহার ব্যবহারে প্লীহা ও যকৃত প্রভৃতির নিবারণ হয়। এ দুটী তাঁহার পরীক্ষাসিদ্ধ। বাঙ্গালা দেশে আজি কালি জ্বর ও প্লীহার যে প্রকার প্রাদুর্ভাব, তাহাতে এ দুটী যদি বাস্তবিক জ্বরঘ্ন হয়, বিশেষ উপকার দর্শে সন্দেহ নাই।

ডেঙ্গু আবার ঢাকায় দেখা দিয়াছেন। বঙ্গদেশে যিনি একবার পদার্পণ করেন, সহজে ইহার মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

লার্ড নর্থব্রুক একবার হাজারিবাগে গমন করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। ছোট নাগপুরের সর্ব্বাধারেরা সেই খানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

মান্দ্রাজের রেবরেণ্ড বর্গেস সাহেব ছোট ছোট ব্রাহ্মণ বালককে খ্রীষ্টান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন। সেদিন আর একটী ছেলে ধরিয়া খ্রীষ্টান করিবার চেষ্টা করাতে পুনরায় তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। মিশনরি সাহেবের অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিতে হয় বটে কিন্তু ভারতবর্ষে ১১ কোটি ব্রাহ্মণ এবং ৪ কোটি মুসলমানের বাস, খ্রীষ্টানের সংখ্যা ২ লক্ষ মাত্র, এমন অবস্থায় মিশনরিরা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন বোধ হয় না। তাহাদের উপর লোকের যাহা একটু শ্রদ্ধা ছিল ছেলেধরা রোগের বৃদ্ধি হওয়াতে ক্রমে তাহারও লোপ হইতেছে।

যে সকল স্ত্রী কয়েদী দুর্জ্জন্ত, তাহাদের দণ্ডের জন্য হাতকড়ি দিবার আজ্ঞা হইয়াছে। অনেক স্ত্রী লোক সহজে কাজ করিতে চায় না।

১৮৬৮ অব্দে জেল সমূহের ইনস্পেক্টর জেনরল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস দণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের ফটোগ্রাফ লইবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ব্যয়ের বিষয় বিবেচনা করিয়া তখন উহা পরিত্যক্ত হয়। এক্ষণে পুনরায় ঐ বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এ নিমিত্ত বর্ষে বর্ষে ১৮০০ টাকা ব্যয় হইতে পারে। প্রতি বর্ষে আন্দামানে পাঠাইবার জন্য আলীপুর জেলে প্রায় ৫। ৬ শত কয়েদী প্রেরিত হয়।

কলিকাতা মেডিকেল কালেজে দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা দিবার যে চেষ্টা হয় তাহাতে কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ছাত্রী মিলাই দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক মাস হইল, ছয়জন ধাত্রীকে পরীক্ষা দানার্থ আহ্বান করা হয়। ছয় জনের মধ্যে ৩ জন উপস্থিত হয়, তাহারাও আশানুরূপ পরীক্ষা দিতে পারে নাই।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, যুবীর ইউরো পীয় পোষ্টমাষ্টার বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে ধৃত হইয়াছে।

উক্ত পত্র বলেন, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে আশু ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে, আমন ধান্যের অবস্থাও উত্তম।

গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, অধিবাসীরা যদি দুইলক্ষ টাকা দেন, গবর্ণমেণ্ট গাজিপুরে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের শাখা করিয়া দিতে পারেন। অনেক দিন অবধি গাজিপুরবাসিরা এই চেষ্টা পাইতেছেন।

সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সাজিহান পুরে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। বহুসংখ্য পল্লী বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে। নগর মধ্যে ৫৮০০ কাঁচা এবং ৫৮২ অট্টালিকার

দুর্গ নির্ম্মিত বাটী পড়িয়া গিয়াছে। বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়াতে ৪৮ জন হত হইয়াছে, ৮ জন জলমগ্ন ও ১০ জন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতির কি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে ঐ রূপ ঝড় ঐ সকল প্রদেশে বোধ হয় কখন হয় নাই।

সেদিন বোম্বাইর অন্তর্গত টানায় পাঁচ জনের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

পুনাতে একজন ফকীর এক নূতন উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছে। এ ব্যক্তি এক অগ্নিকুণ্ড করিয়া তদুপরি আপনি হেট মুণ্ড হইয়া ঝুলিয়া দেহটীকে সিদ্ধ করিতেছে। দর্শকগণের নিকট এক টাকা করিয়া লওয়া হইতেছে। ২ মাসের শুষ্ক মূত্র কি উক্ত ফকীর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে?

সম্প্রতি বিদারের এক হিন্দু কৃষক ভাঙ্গ খাইয়া উন্মত্ত হইয়া একজনকে হত্যা ও ৩ জনকে আঘাত করে। ইহাদের মধ্যে চারি জনের জীবন সংশয়। অবশেষে এ ব্যক্তি স্বীয় তরবার সহিত পুলিসের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। এক ভাঙ্গের গুণ এই, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট গাঁজা গুলি প্রভৃতি এইরূপ অনেক গুলির উৎসাহ দিতেছেন।

বোম্বাইর হিন্দু অধিবাসীরা এ সময় মহা ধুম ধাম করিয়া গণপতি পূজা আরম্ভ করিয়াছেন। কয়েক দিন ধরিয়া গণপতির পূজা হয়। জ্যোৎস্না আসিয়া গণপতির গাত্রে না লাগে এই অভিপ্রায়ে এক রাত্রি ঘরের দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এরূপ করিবার কারণ এই, তাঁহারা বলেন, একদা গণপতি ইন্দুর চড়িয়া যাইতেছিলেন, চন্দ্র তাহা দেখিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। যাহার যেমন অবস্থা তদনুসারে কেহ ৫ কেহ ১০ দিন পূজা করিয়া গণপতিকে সমুদ্রে বিসর্জ্জন করে।

ব্রহ্মদেশেও শব দাহের চেষ্টা হইতেছে। সম্প্রতি ম্যাটেবিয়ায় এক সভা হয়। ইহাতে অনেকেই শবদাহের পক্ষপাতী মত প্রকাশ করিয়াছেন।

জবাবদিহি না থাকিলে মানুষের যথেচ্ছাচার প্রবৃত্তি স্বভাবতই বলবতী হয়। এই কারণে ইংলণ্ডের ও এদেশের ইউরোপীয়গণের ব্যবহারগত এত বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে প্রিন্স অব ওয়েলসও যদি একজন কুলীকে একটী চপেটাঘাত করেন, তাঁহাকে তন্নিমিত্ত একজন সামান্য মাজিষ্ট্রেটের কোর্টে গিয়া দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এখানে একজন সামান্য ইউরোপীয় যদি একজন সম্ভ্রান্ত দেশীয়কে হত্যা করে সে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারে। এখানকার বিচার প্রণালী কিরূপ তাহা আর পাঠকগণকে বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই, নিম্নে যে একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে তদ্দ্বারা পাঠকগণ ইংলণ্ডের বিচার প্রণালীর বিষয় বুঝিতে পারিবেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডের একজন জজ অশ্বারোহণে গমন করিতে করিতে সম্মুখস্থ একজন গাড়োয়ানকে চাবুক মারেন। সে বিলাতী গাড়োয়ান, সহজে ছাড়িবে কেন? সে জজের নামে সমন বাহির করিল। জজ প্রথমে ত হাজির হইবেনই না পরে হাজির হইতে হইল। কোর্টে গিয়াই তিনি মহারুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "সে পাজি গাড়োয়ান কোথায়, আমি তাহাকে ফটকে দিব"। সে সময় অন্যান্য বিচারপতি অন্য একটী গৃহে থাকাতে তাঁহাদের ক্লার্ক বলিলেন, আপনার কথায় আমি উহাকে ফটকে দিতে পারি না"। জজ বলিলেন, আমিও একজন বিচারপতি, তুমি আমার কথা শুনিবে না কেন? এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় অন্যান্য বিচারপতিগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসিবা মাত্র জজ আরক্ত নয়নে বলিলেন "আমি তোমাদের একজন সমপদস্থ ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমার নামে সমন বাহির করিলে কেন? তাঁহারা বলিলেন, আপনি অপরাধী, আপনার বিচার হওয়া কর্ত্তব্য। এই বলিয়া তাঁহারা বিচার আরম্ভ করিলেন এবং ঐ জজের ৫০ টাকা জরিমানা করিলেন। জজ বলিলেন আমি জরিমানা দিব না। বিচারপতিরা বলিলেন তাহা হইলে জেলে যাইতে হইবে। জজ কোন রূপে জরিমানা দিতে স্বীকার না করাতে তাহাকে একজন পুলিস কনষ্টেবলের হস্তে সমর্পণ করা হয়, কোর্টের যাবতীয় লোক জজের পশ্চাতে করতালি দিতে থাকে।"

১৭ ই আশ্বিন শুক্রবার।

দেশীয় রাজগণ ক্রমে গবর্ণমেণ্টের দেখা দেখি ঋণ জালে জড়িত হইতেছেন। পঞ্জাব কোটের রাজার ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছে।

৯ ই আগষ্ট জাপান সমুদ্রে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। এরূপ ঝড় ৩০ বৎসরের মধ্যে হয় নাই।

ফরিদপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:—কএক দিবস গত হইল এ প্রদেশে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইয়া আশু ও আমন ধানের অনিষ্ট করিয়াছে বৃষ্টি জলে পদ্মা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র নদী পূর্ণ হইয়া শস্যক্ষেত্র একেবারে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রই অদ্যাপি জলে ডুবিয়া আছে: জল প্রায় সমভাবেই রহিয়াছে, হ্রাস হইতেছে না, সুতরাং তাবদ্ব্যতে আমন ধান্যের আশা অধিক করিতে পারা যায় না। মধ্যে চাউলের দর কিছু কমিয়াছিল কিন্তু পুনর্বার চড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে যে চাউলের মণ ৩০ টাকায় পাওয়া যাইত, এক্ষণে তাহা ৪ টাকায়ও পাওয়া সুকঠিন হইয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবার এখানে জ্বরের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব। এমন গৃহ নাই যেখানে দুই একজন জ্বরোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী নাই। পল্লীগ্রামে আরও ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। একে ফরিদপুর নিম্ন প্রদেশ, তাহাতে আবার এখানকার সর্ব্বসাধারণ লোকের মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহ, বৃষ্টি জলে অনেকের গৃহ আর্দ্র ও প্রাঙ্গণ জলপূর্ণ হওয়াতে জ্বরোগের উৎপত্তি হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ পয়ঃপ্রণালী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিম্নভূমি জলে পরিপূরিত, তথায় গুল্ম ও বৃক্ষপত্র পড়িয়া বায়ুকে দুষিত করিতেছে। অত্রত্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই সকল বস্তুজল বহির্গত করিয়া দিবার নিমিত্ত অধিক যত্ন করিতেছেন এবং অনেক কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে এখানে একটী মাত্রও ঔষধালয় ছিল না, সম্প্রতি দুইজন মেডিকেল কালেজের উত্তীর্ণ ছাত্র আসিয়া একটী ঔষধালয় সংস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহারা অল্প মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করিতেছেন এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে বিনা দর্শনীতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

অত্রত্য ও অন্যান্য প্রদেশস্থ ধনাঢ্য জমিদারদিগের আনুকূল্যে ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যত্নে এখানে একটী নূতন জেলা স্কুল গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। তাহা প্রায় শেষ হইয়াছে। লেঃ গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল সাহেব এই গৃহ দর্শনানন্তর জমিদারদিগের উদ্যম বদান্যতার নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। জেলাস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতি সুযোগ্য ও কর্ম্মদক্ষ লোক। অনেক দিবস হইতে বিশেষ প্রশংসার সহিত শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

এখানকার পোষ্ট আফিসে [illegible] সুশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায় না। [illegible] সময় পত্র ফেলা যায় এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে পত্র পাওয়া যায় না। বোধ হয় উপযুক্ত লোক পরিবর্ত্তন ও তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করার কারণ।

১৮ই আশ্বিন শনিবার।

আসামের যে একজন চা-কর একজন চৌকীদারকে কত্যা করে এবং যে মকদ্দমা হাইকোর্টে আসিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া লেখা হয়, ইংলিসম্যান বলেন, জুডিসিয়াল কমিশনর সে মকদ্দমা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আমরাও ইহার অধিক কিছু আশা করি নাই। মিছামিছি নালীশ কজু করিয়াছে বলিয়া কয়িয়াদিকে কাটকে দেওয়া হয় নাই, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে।

পাটনায় শীঘ্র একটী সভা হইবে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তথায় যাইতেছেন। দুমকের রাজা এবং পাটনা বিভাগের যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ সময়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

ইংলিসম্যান পিয়নিয়র প্রভৃতি কতকগুলি ইংরাজী সংবাদ পত্র সম্পাদক আছেন, ইহাঁরা এতদূর স্বদেশীয়পক্ষপাতী ও এদেশীয় বিদ্বেষী যে, কোন ইউরোপীয় এদেশীয় কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়া আদালতে গিয়া যদি মুক্তিলাভও করে, তথাপি ইহাঁরা সন্তুষ্ট হন না। ইহাদের অভিপ্রায় এই, এদেশীয় দিগকে ত ইউরোপীয়দের নামে নালীশ করিতে দেওয়াই উচিত নয়, যদিচ নালীশ করে, অপরাধী ইউরোপীয় আদালতে উপস্থিত হইবামাত্র জজ উঠিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া টিফিন ঘরে লইয়া গিয়া যদি দুই চারিটী কথা কহিয়া জল খাওয়াইয়া তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া দেন, তাহা হইলেই ঠিক বিচার হয়, তাহা হইলেই ইহারা সন্তুষ্ট হন। চা-কর ষ্টিবেন্স সাহেব কত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিল, হত্যাকাণ্ড মধ্য হইতে উড়িয়া গেল, পিয়নিয়র ষ্টিবেন্সের নামে নালীশ করিয়া বৃথা তাহাকে কষ্ট দেওয়া হইল কেন বলিয়া মেঘগর্জ্জনে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। দেশীয় পুলিষ কর্ম্মচারিরা তাহার এই কষ্টের মূল, ষ্টিবেন্স সাহেবের ক্ষতি পূরণ করা কর্ত্তব্য। পিয়নিয়র বলেন, "ষ্টিবেন্স সাহেব ২১ বৎসরের যুবক মাত্র, তিনি সম্প্রতি ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, এখানে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু নাই, অতএব তিনি নির্দ্দোষ!!" এই জন্য পিয়নিয়রের এত দয়া হইয়াছে।

গত রবিবার কলিকাতায় বাবু মুরলীধর সেনের বাটীতে এক সভা হয়। বিলাত প্রত্যাগত হিন্দুযুবককে পুনরায় হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা যায় কি না, যদি করা যায়, তাহাকে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লওয়া উচিত? এই বিষয়ের মীমাংসার্থ ঐ সভার অনুষ্ঠান হয়। এ সভা করিবার কারণ এই, বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ান বাবু মাধব চন্দ্র সেনের পুত্র বাবু রাজকৃষ্ণ সেন সম্প্রতি বারিষ্টার হইয়া ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে গ্রহণ করাতে তাঁহার পরিবারবর্গ গোলযোগে পড়িয়াছেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও কয়েকজন বৈদ্য সভাস্থলে এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তৎপরে তর্ক বিতর্ক হয়। শ্রাদ্ধের সভায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগের যেরূপ বিচার হয়, এ তর্কও প্রায় সেইরূপ হয়, সুতরাং কোন ফল হয় নাই।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম গত কল্য বৃহস্পতিবার কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু সাতকড়ি দত্ত মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আজি কালি দেশীয় ডাক্তারদিগের মধ্যে ইহার ন্যায় উপযুক্ত লোক অতি অল্প দেখা যায়। ইহার ৫১ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

—•—

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

২৪ এ সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের কৃষি বিভাগের কৃত শস্যাদির অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, মাদ্রাজের সংবাদ সন্তোষকর। বোম্বাইর সংবাদও মন্দ নয়, তবে স্থানে স্থানে অতিরিক্ত বৃষ্টি নিবন্ধন কতক অনিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গদেশেও সাধারণ্যে বৃষ্টি হইয়াছে, তবে বর্দ্ধমান হুগলী এবং সারণ ও ত্রিহুতের স্থানে স্থানে আমন ধান্যের বিষয়ে কতক আশঙ্কা আছে। অযোধ্যা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, উনাও ও লক্ষ্ণৌএ প্লাবন নিবন্ধন কতক ক্ষতি হইয়াছে। অন্যান্য স্থানের সংবাদ মন্দ নয়।

বঙ্গদেশের বিষয়ে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে, আগষ্ট মাসে অনাবৃষ্টি জন্য বড় আশঙ্কা উপস্থিত হয় কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্র তিন সপ্তাহ কাল উত্তম বৃষ্টি হওয়াতে শস্যের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। কৃষকেরা রোপণ কার্য্য শেষ করিয়াছে। এখনও স্থানে স্থানে রোপণ কার্য্য চলিতেছে। বর্দ্ধমান প্রেসিডেন্সি বিভাগ পাটনা ও রাজসাহী বিভাগে স্থানে স্থানে আমন ধান্য বিষয়ে যে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে সে আশঙ্কা কতক দূরীভূত হইয়াছে। কিন্তু এখন শস্যের ভদ্রাভদ্র আকাশের প্রতিকূল ও অনুকূল ভাবের উপর নির্ভর করিতেছে যে সকল স্থানে রোপণ কার্য্য অনেক বিলম্বে হইয়াছে, সেখানে কিছু দিন ধরিয়া বৃষ্টি হইলে তবে কতক শস্য হইতে পারে। হুগলী ও বর্দ্ধমানে যদিও শস্যের অবস্থার কতক উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু এখনও অনেক আশঙ্কা আছে। অধিকাংশ বিভাগে অনেক ধান্যের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় ভাল জন্মিবে। কিন্তু সারণ ও ত্রিহুতের স্থানে স্থানে সম্পূর্ণ শস্য হানির আশঙ্কা আছে। পাটনা রাজসাহী উড়িষ্যা ও প্রেসিডেন্সি বিভাগে প্লাবন নিবন্ধন নিম্নভূমির ধান্যের কতক ক্ষতি করিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য বিভাগে যে সকল স্থান ডুবিয়াছিল, সে সকল স্থানে পুর্ণ রোপিত ধান্যের গাছ কতক বাঁচিয়াছে, এবং যথায় মরিয়া গিয়াছে সেখানে পুনরায় নূতন বীজ রোপণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল স্থানে কতক শস্য পাওয়া যাইবে। এখনও অনেক স্থানে আউ ধান্য কাটিতেছে, উহা উত্তম জন্মিয়াছে। সাধারণ্যে বিবেচনা করিলে আমন ধান্যও মন্দ জন্মিবে বলিয়া বোধ হয় না।

কামরূপ ও মঙ্গলদীপে ১০ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় নাই কাছাড় ও শিব সাগরে বাতাস হওয়াতে কতক শস্য হানি হইয়াছে। আসামের অন্যান্য স্থানের সংবাদ ভাল।

১৩ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা যায়, ঐ সময় পর্য্যন্ত পঞ্জাবের হিসার রোটাক অমৃতসর এবং সিয়ালকোটে বৃষ্টি হয় নাই। বৃষ্টি হইয়া লুধিয়ানা এবং ফিরোজপুরের শস্যের অনেক উপকার করিয়াছে। স্থানে স্থানে আজিও পঙ্গপাল রহিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৫এ সেপ্টেম্বর। তিনবেলি সাহেবের আয়ারলণ্ডে যাইবার কথা ছিল কিন্তু পীড়া হওয়াতে তাহা বন্ধ হইয়াছে।

বিজিলিতে টীয়ার্স এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন তিনি এম ফাশিমীর পেরিয়াবের সাহায্যে রেপবলিকান গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিবেন।

লণ্ডন ২৮এ সেপ্টেম্বর। প্রিন্স অব ওয়েলস ইংরাজ ফ্রিমেসনদিগের গ্রাণ্ড মাষ্টার হইয়াছেন।

রুশীয় সম্রাট সত্য সত্যই ডন কালসের প্রতি সমদুঃখ সুখতা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে যে মেইল ১ লা সেপ্টেম্বর ত্রিণ্ডিসি হইয়া এবং ২৫এ আগষ্ট সাউথ্যাম্পটন হইয়া যায়, উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

অদ্য লিবারপুলে এডিনবরার ডিউকের গমন উপলক্ষে আফিস প্রভৃতি এবং বাজার বন্ধ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৩০এ সেপ্টেম্বর। পারস্যরাজ জর্ম্মণি হইতে ৬০ হাজার চেসপট ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া যে এক টেলিগ্রাম প্রকাশিত হয় তৎসম্বন্ধে বার্লিন হইতে এই বলা হইয়াছে যে গত ১৮ মাসের মধ্যে পারস্যে যে সকল বন্দুক দেওয়া হইয়াছে সেগুলি পুরাতন এবং তাহা কোন বিদেশীয় রাজার সহিত যুদ্ধার্থ নহে।

ষ্টাণ্ডার্ড বলেন, আগামী বর্ষে ব্যাবেরিয়ার রাজা ভারতবর্ষ দর্শনার্থ আসিবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৪এ সেপ্টেম্বর। জে, ওকিনিলি ভাগলপুরের সেসিয়ন বিভাগের অতিরিক্ত সেসিয়ন জজ হইলেন।

এচ, জে, মিউবেরি কিছু দিবের জন্য পুর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত চট্টগ্রামে রহিলেন।

২৮এ সেপ্টেম্বর। সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু যদুনাথ সিংহ মতিহারির সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

২৩এ সেপ্টেম্বর। মহাত্মা রামকৃষ্ণ রামানুজ দাস পুরীর ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সভ্য হইলেন।

কাবেল মেডিকল স্কুলের রেসিডেণ্ট আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন উমেশচন্দ্র সেন কিছুদিনের জন্য সাহাবাদের অন্তর্গত হুসরামের চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

২৩এ সেপ্টেম্বর। ঢাকার কমিশনরের পারসনাল আসিষ্টাণ্ট বাবু অক্ষয়চন্দ্র দাস ঢাকার একজন মিউনিসিপাল কমিসনর হইলেন।

২৯এ সেপ্টেম্বর। জে, এ, হপকিন্স কিছু দিনের জন্য হুগলী এবং চুচুড়ার মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের বাইস চেয়ারম্যানের কার্য্য করিবেন।

জে, ক্রফর্ড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৩এ সেপ্টেম্বর। লোহারডগার সহকারী কমিশনর লেপ্টনণ্ট এল, জে, এচ, গ্রে ১৮৭১ অব্দের ৭ আইনের (উপনিবেশ আইন) ৮৫ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন। ইনি মুন্সেফের ক্ষমতাও পাইয়াছেন।

২৮এ সেপ্টেম্বর। লোহারডগার সহকারী কমিশনর লেপ্টনণ্ট এল, জে, এচ, গ্রে ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের মধ্যে একজন জষ্টিস অব দি পিস হইলেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনচন্দ্র সেন বি, এ, প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীরামপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর জে, ষ্টি, বাবোনা সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

হুগলীর প্রতিনিধি জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, এ, হপকিন্স প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারার উল্লিখিত অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

জে, ক্রফর্ড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

আমাদিগের ভাগলপুরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেনঃ—

একদণ্ডনে গত বৃহস্পতিবারাবধি প্রতি দিবস অত্যন্ত বৃষ্টি হইতেছে, আরো অধিক বর্ষণ হইলে আমন ধান্য ও অন্যান্য শস্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। এই সাত দিবের বৃষ্টিতে পর্ব্বতবাহিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি ভয়ানক বেগবতী হইয়া উঠিয়াছে, এবং গঙ্গার জল রাশি এত অধিক স্ফীত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

ভাগলপুর মহকুমার প্রায় সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া এই বৃষ্টি প্রচুর বর্ষিত হইয়াছে, অধিকন্তু সাঁওতাল পরগণার অনেক স্থান জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে। একারণ রামপুরহাট ও বাহোরা ষ্টেষণ দ্বয়ের মধ্যস্থিত অমুখান ২৫ ক্রোশ লাইনে আপাততঃ ট্রেণ চলা বন্ধ হইয়াছে। হাওড়া হইতে যে সকল ট্রেণ প্রতিদিন ভাগলপুরে আসিত তাহা এখন রামপুরহাট পর্য্যন্ত আসিয়া স্থগিত থাকে, এবং বাহোরা ষ্টেষণ হইতে স্বতন্ত্র ট্রেণে লোক গমনাগমন করিতেছে। কলিকাতার ডাক আজিকালি কওলাইন দিয়া এখানে অনেক বিলম্বে পৌঁছিতেছে। লুপ লাইন দিয়া যে সমস্ত ট্রেণ পূর্ণিয়াপ্রদেশে গতায়াত করিত তাহা এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। তন্নিবন্ধন অনেক মহাজনের বিশেষতঃ কোম্পানির অতিশয় ক্ষতি হইতেছে।

কএক দিবসাবধি এখানে যে সকল চুরি হইতেছিল তন্নিবারণার্থ সমস্ত তন্ত্রলোক সমবেত হইয়া মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এক খানি আবেদন প্রেরণ করিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছেন যে, ভাগলপুর পুলিষ ইনস্পেক্টর সাহেবের পীড়িতাবস্থায় চোরেরা তাহাদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল কিন্তু যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইতে না পারে তদ্নিমিত্ত তিনি বিশেষ চেষ্টা করিবেন। সিংহ মাননীয় লফ্টন সাহেবের ন্যায় সুবিজ্ঞ বিচারপতির লেখনী হইতে উক্ত বাক্যগুলি নিঃসৃত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়। পুলিষ ইনস্পেক্টর সাহেব যে সময়ে পীড়াজনিত ঘোর শুরুতর কার্য্যভার বহনে অপারক ছিলেন, সে সময়ে অন্য একজন সুদক্ষ ইনস্পেক্টর তৎপদে প্রেরিত হন নাই কেন? তাহা হইলে ত কএকশত লোকের

অবাধে সর্ব্বত্র অপহৃত হইত না। এতদুপলক্ষে দুইজন পুলিষ কনষ্টেবলের কৌর্ত্তিপরাধে ১৪০ মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব অন্যান্য পুলিষ কর্ম্মচারিদিগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, ইহা আমাদের অনুরোধ।

১৯ এ সেপ্টেম্বর এখানে একজন ব্রাহ্মের শ্রাদ্ধকর্ম্মানুসারে মাতৃশ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তৎকালে কতিপয় নামধারী হিন্দুবংশাবতংস সুরাদেবীর প্রসাদে উন্মত্ত হইয়া অন্যান্য গোল যোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সুখের বিষয় ব্রাহ্মদের ধৈর্য্যগুণে তাহার পরিণাম দুঃখ জনক হয় নাই।

তৎপরদিবস এস্থানে একটি প্রজাসাধারণ সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। দরিদ্র প্রজাদের দুঃখমোচন রাজকর্ম্মচোর করা ও সামাজিক উন্নতি সাধন ও পরস্পরের ঐক্য সম্পাদন উহার প্রধান উদ্দেশ্য।

গত বুধবার কলিকাতা আর্য্যরীতিনীতি রক্ষিনী সভার অন্যতম উপদেষ্টা ওল্পিপাড়া নিবাসী মান্যবর শ্রীযুক্ত রামধন বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অতুল ব্রাহ্মমোহিত সাকার দেবদেবীর পূজা পদ্ধতি (এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে) প্রচলিত করিবার অভিপ্রায়ে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত শতাধিক ভদ্র লোক সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহার মনঃপোষক যুক্তি ও প্রমাণাদি যত কেন অসাময়িক ও অসমীচীন হউক না কিন্তু নিজীব হিন্দুসমাজকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য তাঁহার যেরূপ যত্ন ও অধ্যবসায় তজ্জন্য তিনি ধর্ম্মার্থী মাত্রেরই নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইবার ন্যায় প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রাভিজ্ঞ ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আলস্যকর ঢেঁকি ছাড়িয়া যদি নিঃস্বার্থভাবে স্বধর্ম্মলোপাশঙ্কায় ধর্ম্মপ্রচারব্রতে ব্রতনিষ্ঠ হন, তাহা হইলে হিন্দুসমাজে যে মনুমুনু ধর্ম্মস্রোত পুনর্ব্বার বহমান হইয়া পাপ অশান্তি ও অনৈক্যের বীজ সকলকে দূর করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ কি? যিনি যাহাই বলুন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুসমাজ ধর্ম্মশূন্য হইয়া কোনকালে পূর্ব্ব গৌরব প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না।

অদ্য কল্য আমাদের প্রজাবৎসল ছোট লাট সাহেব রাজমহলে যাত্রা করিয়াছেন।

ভাগলপুর
২৯ শে সেপ্টেম্বর

—•—

আমাদিগের পঞ্জাব সীমা—ডেরা ইস্মাএলখাঁস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

১। অদ্য আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ, আপনারা দুর্গোৎসবানন্দ সম্ভোগের উপযোগী আয়োজন ও সজ্জা করিতেছেন, আমরা হিন্দু স্থানের এক সীমায় সিন্ধুর পর পারে অবস্থিতি করিতেছি এবং বাল্যকালে এই সময়ে স্বদেশে যেরূপ আশা ও আনন্দ হৃদয়কে উল্লাসিত করিত, স্মরণ পথে তাহা উদয় হইয়া মনকে অস্থির করিতেছে, মনে হইতেছে অদ্যকী (অদ্যই) ও অপ্রবাসী হইয়া দিবাতে এক মুষ্টি অন্ন আহার করিয়া আত্মীয় স্বজন পরিবৃত হইয়া থাকার অপেক্ষা বুঝি সুখের অবস্থা আর নাই। এখানে আর গ্রীষ্মের রাজত্ব নাই। রাত্রিকালে অনাবৃত প্রাঙ্গণে ও গৃহের ছাদোপরি শয়ন করা যায় না এবং অধিক বর্ষা হওয়াতে এবার এখানে জ্বর রোগেরও বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে মৃত্যুও সংঘটিত হইতেছে। এ অঞ্চলে শিশুরই অধিক মৃত্যু হয়। তাহার কারণ শিশুদিগের পীড়া হইলে যেরূপ নিয়মে রাখিতে হয় ও চিকিৎসা করিতে হয় ইহারা তাহা জানে না। ইংরাজী চিকিৎসার উপর ইহাদের আজিও বিশ্বাস হয় নাই। হাকিমী চিকিৎসা করায় কিন্তু অধিকাংশ হাকিম আমাদের দেশের গোবৈদ্যদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এ অঞ্চলে বঙ্গদেশের ন্যায় জ্বর রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অনেক নগর জন শূন্য হইয়া যায়।

২। আবার শেষ পত্র লিখিবার পর একটী কুস্তীরে একজন রজককে লইয়া গিয়াছে। কুম্ভীর ধরিবার জন্য অনেক চেষ্টা ও পুরস্কারের প্রলোভন পর্য্যন্ত প্রদর্শন করা হইয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটীও কুম্ভীর ধৃত হয় নাই।

৩। আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি এখানকার পাঠানেরা অস্বাভাবিক ব্যভিচারে আসক্ত। এ অঞ্চলে রাসধারী নামক যাত্রার অল্পবয়স্ক বালকগণকে কৃষ্ণ রাধিকা ও সখী সাজাইয়া নৃত্য গীত করায়। অল্পদিন হইল দুই জন পাঠান সিপাহি একটী স্ত্রীরূপী রাসধারী বালকের উপর আসক্ত হওয়াতে উভয়ের মধ্যে বিবাদ হয় ও বিশেষ বুদ্ধির প্রয়োজনায় অপূর্ব্বমনোরথ পাঠান সেনা অপরকে বন্দুক দ্বারা মারিতে কৃতসংকল্প হয়, কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়াতে আপনি গুলি খাইয়া মরিতে গিয়াছিল। গুলি ঠিক স্থানে না লাগিয়া ঊরুভেদ করিয়া চলিয়া গেল। সে ব্যক্তিকে হাসপাতালে চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য করা হইয়াছে, এবং বিচারের অধীনে আছে। পিয়লস্কোড অর্থাৎ অশ্বতরীর হত্যা নিষিদ্ধ অস্বাভাবিক ব্যভিচারের গুরুতর দণ্ড লিখিত আছে। এ অঞ্চলে এইরোগের প্রাদুর্ভাব হইলেও প্রকাশ ভয়ে দণ্ডও হয় না। অধিকাংশ লোক যে এ দোষে লিপ্ত আদালতের তাহা প্রায় গোচরীভূত হয় না।

৪। বঙ্গদেশের আবর্জ্জনার স্বরূপ এখানে যে দুই একটী বাঙ্গালী আছে তাহার মধ্যে কেহ রাত্রিদিন মদ খাইয়া ভোঁ হইয়া থাকে। আচরণে কুকুর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। কেহ অন্য ইতর জাতীয় স্ত্রীলোক লইয়া পশুভেও সঙ্গ দিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে এসংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কেহ রাত্রিদিন গুলি ও চণ্ডুর দোকানে পড়িয়া আছে। ইহারা ইংরাজ কর্ত্তৃক পঞ্জাব আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিল। সেই জন্য অন্ন করিয়া খাইতেছে। এখন আর সে কাল নাই। পূর্ব্বে যে কর্ম্ম বাঙ্গালীতে নির্ব্বাহ করিত এখন সেই কর্ম্ম ভালরূপে ও অল্প বেতনে পঞ্জাবী কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইতেছে। একজন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রকে ৫ টাকা বেতন দিলে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অনেক অবস্থার চাকুরীর লোকে পশ্চিমে আসিতেন, এখন আর সে কাল নাই। এই সীমান্ত ডেরাইস্মাএল খাঁর এক শত টাকার অপেক্ষাও অধিক বেতনের কর্ম্মক্ষম অনেক দেশীয় লোক এখানে ও অন্য স্থানে কর্ম্ম করিতেছে। সুতরাংরূপে কার্য্য নির্ব্বাহের উপযোগী ইংরাজীতে ইহাদের বেশ অধিকার হইয়াছে। আমাদের দেশে যখন বিএ এমএ তারাও চাকুরী বিনা চৌ চৌ করিয়া বেড়াইতে ছেন তখন অল্প শিক্ষিত তারাবা কি করিবেন? এই বেলা হস্তে কোদালি ও লাঙ্গল ধরিতে আরম্ভ না করিলে উপার্জ্জনাভাবে মারা যাইতে হইবে।

৫। এ স্থানের সীমান্বিত উজীরীদিগের সহিত অস্ত্রস্থ কমিসনর ও ডেপুটী কমিসনর যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় ইহাদিগের অত্যাচার হইতে এখানকার লোক মুক্ত হইল। পার্ব্বতীয় উজীরীদিগের আমির স্বরূপ ৩৫ জন উজীরীকে ডেরাইস্মাএল খাঁর রাখা হইয়াছে। টাক ও বন্নুর রাস্তায় আর উজীরি দস্যুর ভয় থাকিবে না, কিন্তু উজীরিরা অসভ্য মুখ এবং অবিশ্বাসী। ইহারা উজীরী মুসলমান ছাড়া অন্যান্য মুসলমানকেও কাফের জ্ঞান করে সুতরাং ইহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করা উচিত নহে। পেসোয়ারের কমিসনর জেন

রল পলক সাহেব যেরূপ দক্ষতার সহিত পেশোয়ারের সীমাস্থিত খাইবার জাতির অত্যাচার হইতে সে স্থানকে অনেকাংশে মুক্ত করিয়াছেন অস্থায় কমিসনর সাহেব সেইরূপ ডেরাইস্মাএল খার সীমাকে যদি উজীরিদিগের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিতে পারেন তবে পঞ্জাব সীমা অনেক নিরাপদ হইবে।

৩। আগামী নবেম্বর মাসে পঞ্জাবের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বহু হইয়া এখানে আসিবেন এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছে এবং তদুপযুক্ত আয়োজন হইতেছে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সর্ব্বার্থ সাধিনী সভা।

নগর ও নগরীতে যে সকল সর্ব্ব সাধারণ হিত কর কার্য্য সংসাধিত হইতেছে, তাহাতে আমরা যতদূর আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকি, পল্লীগ্রামে তাদৃশ অনুষ্ঠান দেখিলে ততোধিক সমুৎসাহিত ও আপ্যায়িত হই, সন্দেহ নাই। ফলতঃ যত দিন পর্য্যন্ত পল্লী সকল সভ্যতা সলিলে প্লাবিত না হইতেছে, তত কাল ভারতের কল্যাণ কল্পলতার অঙ্কুর সম্ভাবিত নহে। এই কারণেই আমরা পল্লীজাত নগরপ্রবাসী যুবকগণের এককালীন নগর বাস প্রবৃত্তি এবং স্বীকারের সর্ব্বথা প্রতিবাদ করিয়া থাকি। অদ্য যে নিমিত্ত এই সংক্ষেপ ভূমিকার ভিত্তিপাত করিলাম, তদ্বারা তদীয় অবতারণা করি, তাহা এই।

জেলা হুগলির অন্তঃপাতী মহকুমা হাওড়া সবডিবিজন মোং মহিষরাখা খানা বাগনানের মধ্যে পরস্পর প্রতিবেশবান্ সাং হারক সাং বাঙ্গালপুর সাং পুরন্দাল সাং আগুনশী নামে চারিটী গণ্ডগ্রাম আছে, উহা চিরকাল "হারক বাঙ্গালপুর" নামক একটী ক্ষুদ্র সমাজরূপে গণ্য। সুপ্রসিদ্ধ অনরেবল বাবু দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয় এই হারক বাঙ্গালপুরেরই অন্যতম প্রতিবেশী গ্রাম সাং আগুনশীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। আমাদের অতীব দুর্ভাগ্যবশতঃ অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। গত ভাদ্র রবিবার উল্লিখিত হারক বাঙ্গালপুরে "সর্ব্বার্থ সাধিনী" নামে একটী সভার সূত্রপাত হইয়াছে। ইহার যদিও সম্প্রতি কেবল আনুষ্ঠানিক সভ্যের জন্মগ্রহ হইয়াছে মাত্র তথাপি অনুমান হয়, অচিরে প্রকৃত সভার স্বভাব ও আকৃতি সমুদ্ভাবিত হইবেক। সভ্যগণ সমুচিত আগ্রহ এবং প্রযত্নবান আছেন। অতীত রবিবার ইহার দ্বিতীয় তৃতীয় ও অনুষ্ঠানিক অধিবেশন পূর্ণানগ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র করের বৈঠকখানায় হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সভ্যেরা স্বীয় সংকল্প সাধনে বিলক্ষণ নিষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

এই সভাটী আপাততঃ সামান্যাকারে প্রকাশ হইতেছে সত্য, কিন্তু ইহা দ্বারা কালে অসামান্য কার্য্যে সংসাধন হইবার উদ্দেশ আছে। সভ্যেরা সম্ভাবনা করিতেছেন, ইহারে কলিকাতা ভারতবর্ষীয় সভার সম্ভাবিত শাখা "মহিষরাখা এসোশিয়েসনের" শাখা করিবেন সুতরাং এই সর্ব্বার্থসাধিনী সমবে মহামান্য ভারতবর্ষীয় সভার প্রশাখা হইবে। অতএব আমরা অতি আগ্রহ সহকারে শ্রীশ্রী ৺ নিকটে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, তদীয় দ্বারকানাথ বাবুর জন্মভূমি সাং হারক বাঙ্গালপুরের এই প্রস্তাবিত "সর্ব্বার্থ সাধিনী" যথার্থতঃ সর্ব্বার্থ সাধিনীই হউক। এ বিষয়ে আমাদের আরও যাহা কিছু বক্তব্য আছে, পরে প্রকাশিত করিব।

উপরি ভাগে প্রসঙ্গ সংগতি ক্রমে আমরা মহিষরাখা এসোশিয়েসনের সম্ভাবনার নির্দ্দেশ করিয়াছি। অতএব সেই বিষয়েও যৎকিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইতেছে। মহিষরাখা এসোশিয়েসনের এই সম্ভাবনা—

ঐ সুতন সবডিবিজনের কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক মানস করিয়াছেন, তথায় "মহিষরাখা এসোশিয়েসন" সংস্থাপিত করিবেন। বোধ হয় পূজার বন্ধের পরেই উহার সূত্রপাত হইবেক। অনুষ্ঠান পুস্তকে স্বাক্ষর হইতেছে। ফলতঃ অভিনব মহিষরাখা সবডিবিজনটী যৎসামান্য স্থান নয়, ইহা অদ্বিতীয়বীর্য্য রাজা রামমোহন রায়, অদ্বিতীয় বাবু রমাপ্রসাদ রায় এবং অনরেবল বাবু দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয়গণের জন্মভূমি। অতএব এই উর্ব্বর ক্ষেত্রে মহিষরাখা এসোশিয়েসনের প্ররোপিত বীজটী যে অঙ্কুরে বলবান হইয়া উঠিবে, তাহার সংশয় মাত্র নাই। অধিকন্তু এই প্রদেশে প্রাতঃস্মরণীয় অধুনা স্বর্গবাসী মৃত হলধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনতি পূর্ব্ব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীঃ—

—০—

মহাশয়! নিম্নলিখিত প্রার্থনা পত্রখানি মহামান্য বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের সমীপে প্রদত্ত হইয়াছিল, কিন্তু মহামতি লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর সত্বর এস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায় লেখক কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছেন, এক স্থানে অধিক কাল স্থিরতররূপে অবস্থিতি করেন না। সুতরাং উহা তৎসমীপে প্রেরণে বিরত হইয়া সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধি সংবাদপত্ররূপ মহত্তর আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সামান্য পুষ্পকীটসকল পুষ্পরূপ মহত্তর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া লোক আরাধ্য দেবতার শিরোদেশ প্রাপ্ত হয়। অথবা—"রাজেন্দ্র সঙ্গমে হীন যথা যায় পুরতীর্থ দরশনে।" বোধ হয়, এই উপায়ে লেখক অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন ও সর্ব্বসাধারণের অধিকতর উপকার হইবে।

মহামান্য মহাশয়!

ভারতবর্ষের নানা স্থানে গবাদি পশু অতি মারাত্মক নানা রোগে ও বিষপ্রদান কারক মুচিদিগের নিষ্ঠুর হস্তে অকালে নিধন প্রাপ্ত হইতেছে। তন্নিবন্ধন কৃষিজীবীদিগের জীবনোপায়ের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ গবাদির সংখ্যা যে ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, তদ্বিষয়ে কেহ আর এক্ষণে সংশয় করেন না। গত ২। ৩ বৎসর হইল উহা মহামান্য গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরেরও বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। তন্নিবন্ধন মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত মাননীয় রাজপ্রতিনিধি মহোদয়ের আজ্ঞানুসারে গবাদির মারাত্মক পীড়ার নিবারণোদ্দেশে বহুসংখ্যক পুস্তক রাজব্যয়ে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। উক্ত পুস্তকে অনুসন্ধানকারী বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান চিকিৎসকের মত সঙ্কলিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের অনুসন্ধানে যত দূর জানা হইয়াছে, বোধ হয় অন্য লোকের চেষ্টায় তত দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে গবর্ণমেণ্টের এত দূর চেষ্টা ও এত মনোযোগ বিধাতার পরম নিষ্ঠুর দুশ্চিকিৎস্য হস্ত হইতে নিরাশ্রয় গো সকল রক্ষা পাইতেছে না, পল্লিগ্রামে শূন্য একান্ত স্বার্থপর কুসংস্কারাবিষ্ট বৈদ্যগণ এখনও গোপনে গোপনে তাহাদিগকে বিষ যোগাইতেছে।

এই ময়মনসিংহ জেলা ঘ, [illegible] নবীনাবাদ সহরেই এখনও [illegible] জাতির পরমশত্রু, বহুসংখ্যক মুচি [illegible] বেশধারী বহুসংখ্যক জনন স্বগণণ বিচিত্রেতা অবস্থিতি করিতেছে। ইহারা খুলনার চামার

বিক্রেতাদিগের সহায়তা বলে গোপনে গোপনে এই সকল বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। যদি পুলিষের লোককে জিজ্ঞাসা করা যায় তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন যে, এই সকল মুচি অনেক বারই ধৃত হইয়া মধ্যে মধ্যে শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক নির্দ্দোষ কর্ত্তব্য পরায়ণ পুলিষ না হইলে প্রায়ই বিষ-বিক্রেতা ও মুচিগণ দণ্ডের হাত এড়াইতে পারে। সুতরাং প্রকৃত ঘটনা যথাযথরূপে অবধারিত বা প্রকাশিত হয় না। ৬ মাসমধ্যে এক সহরের মধ্যেই বিষ খাইয়া ন্যূনাধিক ২৫। ৩০ টী গরু অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বিষদান কালে প্রায়ই মুচিদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না সুতরাং মনে কেহ বুঝিতে পারে না যে, উহা বিষ খাইয়া মরিয়াছে। গবাদির প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিতে অনেকেই অসমর্থ বা অনভিজ্ঞ। সুতরাং অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া উহা পীড়াতেই মরিয়া থাকিবে এই বলিয়া অনেকে মনকে কথঞ্চিৎ প্রবোধ দেন।

বেদিয়ারা দারমোজ সেঁকো প্রভৃতি বিষ বিক্রয় করে এবং মুচিরা গোপনে উহা লইয়া কললীপত্রে করিয়া কিম্বা ঘাসের উপরে ছড়াইয়া দিয়া গরুকে খাওয়ায়। তাহাতে বলদ বা গাভীগণের তলপেটে হঠাৎ বেদনা হয়, তজ্জন্য পিছনের পা ও সিং দিয়া তলপেটে গুতা মারে। মুখ দিয়া ফেনা পড়ে, কখন কখন তরল ভেদ হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত নির্গত হয়। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া সচরাচর ২। ৪ ঘণ্টার মধ্যেই মরিয়া যায়। বিষের প্রকার বিশেষে শীঘ্র বা বিলম্বে মৃত্যু হয়।

এতৎসম্বন্ধে জিলার শান্তিরক্ষক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি বিহিত আদেশ প্রদান পূর্ব্বক আইন অনুসারে অপরাধী দমের যথোচিত শাস্তি বিধান করিলেই উদ্দেশ্য সংসা সফল হইতে পারে। যদি মাজিষ্ট্রেট মহোদয় সমুদয় মুচিকে তলব দিয়া মুচলকা গ্রহণ করেন ও মুচিগণ যাহার এলাকায় বাস করিতেছে সেই ভূম্যধিকারীকে অপরাধিগণকে ধরিয়া দিতে ও অপরাধ নিবারণ করিতে প্রতিবদ্ধ করেন, তাহা হইলেই সহজে বিষপ্রয়োগ বন্ধ হয়।

অতএব প্রার্থনা যে মানবের গবর্ণমেণ্ট গবাদি-হিতৈষিতা সম্পাদক ঔষধের ব্যবস্থাপত্র এক সংখ্যক পুস্তক বিতরণ করিয়া যেরূপ নিদারুণ দেশ প্রত্যাদেশের মহৎ উপকার সাধন করিতেছেন সেই প্রকার গো জাতির ও সাধারণ মানব হিতৈষণা পরতন্ত্র হইয়া অস্মদ্দিগের নির্দ্দয় হস্ত হইতে বাক্‌শক্তি হীন জীবদিগকে রক্ষা করুন।

নির্দ্দয়াভিনয় সহকারে সবিনয়ে গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক মহাশয়ের সমীপে প্রার্থনা করা যাইতেছে যে উহার সারাংশ অনুবাদ যেন গবর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করেন।

৩০ এ ভাদ্র ১২৮১ সনে } গবর্ণমেণ্ট হাজিজ স্কুল ময়মনসিংহে।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১৫ ই সেপ্টেম্বর।

নদীর নাম	সর্ব্বকর্ম্মতি জল। ফীট	ইঞ্চ
ভাগীরথী।		
চৌয়াশিব নীচে	২৮	
ভবপুর ৬ মাইলের মধ্যে	১৮	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১৬	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২০	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২০	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২২	
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	১৬	৯
ভাঙ্গার পাড়া	১৭	
তথা হইতে হাট খোলিয়া	১৯	
তথা হইতে কট ১ নং	৩১	৯
তথা হইতে খোলমারি	২২	
তথা হইতে আলিকদহ	২০	২
তথা হইতে কু ঝাড় জলঙ্গী।	২২	২
মোহানায়	১০	৩

সন ১৮৭৪ সালের ২৮ এ সেপ্টেম্বর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	২৪	৮

বহরমপুর ২৮ এ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ } টী, এইচ উইক্স সি ই, একজি- কিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া বিভাগ ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বাধুমিশ্র—কলিকাতা ৫৷৷০
" ডবলিউ মেয়াস সাহেব কলিকাতা ১০
" আবদুল বারি সর্দ্দার—কলিকাতা ৫৷৷০
" বনমালিলাল নন্দী চৌধুরী বৈদ্যপুর ১০
" যদুনাথ দত্ত—হোসেনাবাদ (১) ১০

বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

(১) ৬ই আশ্বিনের সোমপ্রকাশে ভ্রম বশতঃ ১০ টাকার স্থলে ৫৷৷০ টাকা হইয়াছে।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৪৭ সংখ্যা।

" প্রবক্ষ্যামি প্রকৃতিনিষ্ঠিলায় পার্থিবঃ সংজ্ঞানী অসিমত্বতী ন খোয়সা। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা
সন ১২৮১। ২৭ এ আশ্বিন। ইং ১৮৭৪। ১২ ই অক্টোবর।
মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

১০০ টাকা পুরস্কার।

সেখ নামক আমার চাকর গত মঙ্গলবার রাত্রে নিম্নলিখিত জিনিষ সকল অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহার চেহারা ফরসা শ্যামবর্ণ, লম্বা আন্দাজ ৫।ফুট, একহারা মুখলম্বা। পৃষ্ঠে, বুকে, দাপনার হস্তে এবং কর্ণে লম্বা লম্বা লোম আছে। বয়স আন্দাজী ৩২ কি ৩৩ বৎসর হইবে। কথা পূর্ব্ব দেশের মত আড় আছে। তাহার বাটী যশোহর জেলায় ও জাতি উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ বলিয়াছিল। যে ব্যক্তি ইহাকে মালসমেত ধৃত করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে এক শত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

হরিনাভি
২৪ এ আশ্বিন
১২৮১ সাল
শ্রীনবীনচাঁদ ঘোষ।

কোম্পানির কাগজ।

সন ১৮৬৫ সালের ১ লা মে তারিখে ৪ টাকা সুদের ০০৭৮৫৭ অঙ্ক ৪৮০ নং এক কেতা ২১০০

সন ১৮৪৩। ১ লা ফেব্রুয়ারি ঐ সুদের ০২৪৭৮৩ অঙ্ক ৭৮৩৩ নং এক কেতা ১০০০

ঐ সন তারিখের ঐ সুদের ০১২৫৩১ অঙ্ক ১৫৯০৯ নং এক কেতা ৫০০

ঐ সন ঐ তারিখের ঐ সুদের ০১১৭৯২ অঙ্ক ১০৩০৫ নং এক কেতা ৫০০

ঐ সন তারিখের ঐ সুদের ০১০০৩৯ অঙ্ক ২৫৬৮৭ নং এক কেতা ২১০০

সন ১৮৩৬। ৩১ এ মার্চ্চ ঐ সুদের ০০৫৩৪৫ অঙ্ক ২৮৩৬ নং এক কেতা ১৪০০

সন ১৮৫৪। ৩০ এ জুন তারিখের ঐ সুদের ০১২৮৮৫ অঙ্ক ৪২৯৩৭ নং এক কেতা ১০০০

ঐ সন তারিখের ঐ সুদের ০১২৮৮৪ অঙ্ক ৩৮৪১২ নং এক কেতা ১৫০০

১০১০০

এই কাগজ সমেত ছোট কাঠের বাক্স ১ টা ও তাহার মধ্যে বেঙ্গের খালাসি বান ও অন্যান্য কাগজ ছিল।

গবর্ণমেণ্টের করেন্সি নোট।

এল ৫০ নং ৩৯৭০৯। ৩৯৭১০। ৩৯৭১১। ৩৯৭১২ নং ৪ কেতা ১০০ হিসাবে ৪০০ টাকার মধ্যে এক কেতা ১০০ টাকা খরচ বাদে তিন কেতা ৩০০

এল ১৯ নং ০৫৩৮৮ নং এক কেতা ... ৫০

৩৫০

ইহা সেওয়ার খজরা নোট ও নগদ ... ৪০৪

৭৫৪

কোং কাগজের সুদের চেক এক কেতা ৮২
" " " এক কেতা ৫০
" " " এক কেতা ২৮

১৬০

দলিল এক তাড়া ৫। ৭ খানা ও লোহার সিন্দুকের চাবি ও ছাতা, পুরাতন কার্পেটের বেগ।

ভারত সংস্কারক কাগজে কম্পোজের ভুলে ১৪০০ টাকার কোং কাগজের অঙ্ক নম্বরের ২৮৩ নং স্থানে ২৮৩৬ হইবে ও করেন্সি নোটের এল ০৫৯ স্থলে এল ৫৯ হইবে ও ৩১৭১০ স্থলে ৩৯৭১০ হইবে।

ও সুদের চেক তিন কেতার ১৫০ টাকার ও লোহার সিন্দুকের চাবি ইত্যাদির উল্লেখ হয় নাই।

" বংশ রত্নাকর " নামক বটী।

অনেক কোটীর সিদ্ধ যোগাচারী জটিল মহাত্মার অধিকারভুক্ত বহুদ মহৌষধ। শুক্র স্থান গর্ভস্থান প্রভৃতি বৈগুণ্যে যে বন্ধ্যত্বাদি নানা দোষ ঘটে তাহা এতৎ সেবনে অল্প দিনেই তিরোহিত হয়। ৩ সপ্তাহের ঔষধের মূল্য সহ ডাক মাসুল একুনে ১০ টাকা মাত্র। গর্ভধারণে চির প্রয়াস ও শ্রমের সার্থকতা হইয়াছে, তখন মাত্র যথাযুক্ত পুরস্কারের প্রত্যাশা, বলবতী রহিল।

শ্রীভৈরবী গোসাঁই
কাশী ভৈরবনাথ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আমার এলাকাস্থ আগোয়ারী নামক বাৎসরিক মেলা গত বৎসর চুরিক হওয়ায় বন্ধ ছিল। এবার নিয়মিত সময় (রাস পূর্ণিমা) উপলক্ষে উক্ত মেলা হইয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিবেক। ইতি

১২৮১ সাল
তাং ১৫ ই আশ্বিন
শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায়
জমিদার।
জিলা—দিনাজপুর।
ভেবন ঠাকুর পী

সটীক দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী, পুথির আকারে মুদ্রিত হইয়াছে, শেষে অনুবাদও আছে। মূল্য ৪ টাকা, কমিসন ২৫ টাকারাহে। পটোল ডাঙ্গা ষ্ট্রীট ২৩ নং প্রাকৃত যন্ত্রে পাওয়া যায়।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ বরাট।

—০:০—

রক্ত আমাশয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার নিকট রক্ত আমাশয় রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ একটী আবিষ্কৃত হইয়া আছে। তদ্দ্বারা সহস্র সহস্র লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। অল্প বা দীর্ঘ কালের পীড়া ও রক্তযুক্ত হইলে এক মোড়া সেবন করিলে নিঃসন্দেহ আরোগ্য হইবে। পীড়িতগণ আপন আপন বয়সের সহিত রোগের বিবরণ বিশেষরূপ লিখিয়া মাত্র /০ এক আনা ডাকমাশুল সহ আমার নিকট পাঠাইলে ব্যবস্থা পত্রসহ বিনা মূল্যে ঔষধ পাইবেন।

বৈদ্যপুর পোষ্টাফিষ ভায়া বৈঁচি ৮ ই সেপ্টেম্বর। ৭৪ } শ্রীকৃষ্ণধন নন্দী চৌধুরী থানা কালনা, জেলা বর্দ্ধমান।

—০০—

প্রায় ৮। ১০ বৎসর হইল যিনি আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জিলার নামিল বিজনী নগরে গিয়া রাজা শ্রীল শ্রীযুত কুমুদ নারায়ণ ভূপ বাল্যগুরুকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন তাঁহার নাম ধাম অজ্ঞাত থাকায় এই জ্ঞাপন পত্র দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে, তিনি কলিকাতার বড়বাজার ষ্ট্রীটের ১২৩ নং বাটীতে আসিয়া উক্ত রাজা বাহাদুরের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেন।

—০০—

কাকিনীয়ার বার্ষিক মেলা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান মাসের ১৫ শে তারিখ হইতে কাকিনীয়ার রাজবাটীর বার্ষিক মেলা আরম্ভ হইয়া আগামী ১০ ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিবে। সওদাগর, কাঁয়া, ও অন্যান্য যাবতীয় দোকানদারের নিমিত্ত উপযুক্ত স্থান ও আশ্রয় প্রস্তুত হইবে। ক্রেতা বিক্রেতার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা বিধান করা যাইবেক। সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য আবশ্যক এবং মনোনীত দ্রব্য হইলে অন্য ক্রেতার অভাবে কাকিনীয়ার রাজ সরকারই তাহা উচিত মূল্যে ক্রয় করিবেন। উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিয়া লওয়ার নিমিত্ত ব্যবসায়ীদিগকে মেলার আরম্ভ দিবসের পূর্ব্বেই এখানে উপস্থিত হইতে হইবে। ইহাও জ্ঞাতব্য যে দোকানদারদিগের বাসাতে কোন অংশে ক্ষতি না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা যাইবে ইতি।

১২৮১ সাল ১৯ আশ্বিন } শ্রীনন্দকুমার নিয়োগী হেডমুন্সী কাকিনীয়া রাজবাটী।

—০০—

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৶০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৶০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাশুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। যাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টীকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনা মূল্যের টীকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

—০০—

হেম নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিঙ্ লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸০ আনা ডাক মাশুল /০ এক আনা।

নানবাজার হিন্দুহষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ফ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্গন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেকিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ফ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

—

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণী সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ২০। ২৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাহার মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয়ও কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইতাম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধ দিয়া সংখ্যা করিতে পারি না। এজন্য অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাশুল ৩। টাকা পাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে যান ও অর্থ লওয়া যাইবেক।

১৯ এ আষাঢ় ১২৮১ সাল গোবোরডাঙ্গা জেলা নদীয়া } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার।

—০০—

সোমপ্রকাশ।

২১ এ আশ্বিন সোমবার।

যেরূপ বরাবর হইয়া থাকে দুর্গোৎসব উপলক্ষে আগামীবার অবধি সোমপ্রকাশ দুই সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে।

---

১০০ টাকা পুরস্কার।

নীতিশাস্ত্রকারেরা অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির গৃহে স্থান দিবার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অনেকে নানা কারণে সেই নিষেধের প্রতিপালনে সমর্থ হন না। সময়ে সময়ে তাহার ফল ভোগও হইয়া থাকে। আমরা দুঃখিত হইয়া পাঠকগণের গোচর করিতেছি, সম্প্রতি ঐ নীতি বাক্যের একটী উদাহরণ স্থল ঘটিয়াছে। আমাদিগের বাসগ্রাম সংলগ্ন হরিনাভি গ্রামের শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচাঁদ ঘোষের ঈশ্বর সেন নামে এক ভৃত্য গত মঙ্গলবার রাত্রিতে গবর্ণমেণ্টের কাগজ নোট ও নগদে অনেকগুলি অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। যে ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়া দিতে পারিবেন, উক্ত বাবু তাঁহাকে একশত টাকা পুরস্কার দিবেন। পাঠকগণ সোমপ্রকাশের প্রথম পৃষ্ঠে এতৎসংক্রান্ত একটী বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইবেন। তাহাতে চোর ঈশ্বর সেনের অবয়বাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। যদি কেহ ইহার সন্ধান করিতে পারেন, সোমপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা উক্ত বাবুর নিকটে সংবাদ পাঠাইলে পুরস্কার পাইবেন।

ডাক কর্ম্মচারিদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা।

অন্যতর সোমপ্রকাশ গ্রাহক নিম্নলিখিত পত্রখানি আমাদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা উহা ডাকঘরের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিপথে উপনীত করিলাম। তাঁহারা পত্রখানি পাঠ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন

"আমি মেদিনীপুরে যতদিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম, ততদিন বরা নিয়মে সোমপ্রকাশ অর্থাৎ মঙ্গলবারেই প্রাপ্ত হইতাম। কিন্তু কাঞ্চনপ্রাম এলাকায় আসিয়া অবধিই কখন বৃহস্পতিবার কখন শুক্রবার কখন বা শনিবারে এমন কি কখন কখনও এক সপ্তাহের পর প্রাপ্ত হইয়া থাকি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় অদ্য ১ লা অক্টোবর হইল এ পর্য্যন্ত ২১ এ সেপ্টেম্বরের সোমপ্রকাশ পাইলাম না। মহাশয়! পাঠাইতে বিস্মৃত হইবেন বোধ হয় না। বোধ করি ডাকঘরের মহাত্মাদিগেরই হইতে এরূপ বিলম্ব হয়। মহাশয় যদি ইহার একটী কোন সদুপায় না করেন তাহা হইলে আমাদের মত বিদেশস্থ গ্রাহকগণের সংবাদ পত্র সওয়া অপেক্ষা না সওয়াই শ্রেয়ঃ। কেবল যে সংবাদ পত্র পাইতে এরূপ বিলম্ব হয় তাহা নহে পত্রাদিও ঐরূপ বিলম্বে আসিয়া থাকে।"

রবিবার সোমপ্রকাশের সমুদায় কাজ শেষ হয়, সোমবার অতি প্রত্যূষে ডাকের সমস্ত কাগজ সোণাপুর ডাক ঘরে যায়। তাহার পর বেলা ৯ টার সময় মাতলা রেলগাড়িতে কলিকাতার ডাক ঘরে প্রেরিত হয়। এরূপ স্থলে কখন বৃহস্পতি কখন শুক্র কখন শনিবারে এরূপ অনিয়মে সোমপ্রকাশ গ্রাহকের হস্তগত হয় কেন? আমরা ত তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কারণটী আমাদিগের দুর্ব্বোধ্য হইল বটে; কিন্তু ডাকঘরের কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্বোধ্য নয়। কর্ম্মচারিরা তাঁহাদিগের লোক। উহাদিগের ভাব ভঙ্গি তাঁহাদিগের অবিদিত নাই। উল্লিখিত পত্র খানিতে একবার তাঁহাদিগের দৃষ্টিপাত হইলেই দোষের প্রতীকার হইয়া আসিবে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালী সংবাদ পত্রের অনুবাদ।

আমরা দেখিয়া বড় সন্তোষলাভ করিলাম, হিন্দুপেট্রিয়ট প্রভৃতি সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা বাঙ্গালা সমাচার পত্রের ন্যায় সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ পত্রে প্রকাশ করিতেছেন। ইহাঁরা যদি কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করিয়া নিয়মিতরূপে অনুবাদ করেন, গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত অনুবাদকের অপেক্ষা ইহাঁদিগের কৃত অনুবাদ যে শত গুণে উৎকৃষ্ট হইবে সে বিষয়ে সংশয় নাই। ইহাঁরা বাঙ্গালী, বাঙ্গলা লিখনের ভাব ভঙ্গী প্রভৃতি অনায়াসে বুঝিতে পারেন। তবে ইহাঁরা বরাবর নিয়মিতরূপে অনুবাদ করেন কি না, সেই এক সন্দেহ আছে। যে বিষয়ে স্বার্থসম্বন্ধ না থাকে, মুক্তমন ব্যাপৃত হইলে তাহাতে প্রায় অরুচি জন্মিয়া থাকে। এই কারণে আমরা একটী প্রস্তাব করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট একজন সম্পাদককে মনোনীত করিয়া তাঁহার উপরে ভার সমর্পণ করুন, এতদ্ভিন্ন তাঁহার একজন সহকারী নিযুক্ত করিবার ব্যয়ের আনুকূল্য করুন, এবং তাঁহাদিগের যে কয় খণ্ডের প্রয়োজন হইবে, তাহা ক্রয় করিয়া লউন। আমরা হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদককেই মনোনীত করিতেছি। তাঁহার বিষয়ে বোধ হয় বিসম্বাদ ও কাহারও অমত নাই। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও সহৃদয়তাদি এতৎকার্য্যের উপযোগী অনেকগুলি গুণ আছে। গবর্ণমেণ্ট যদি এই ব্যবস্থা করেন, তাঁহাদিগের কেবল যে ব্যয়ের লাঘব হইবে এরূপ নয়, কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে।

এস্থলে আমাদিগের আর একটী কথা বলিবার ইচ্ছা হইল। যে সম্পাদক গবর্ণমেণ্টের মনোনীত হইবেন, তিনি যদি গবর্ণমেণ্টে এই প্রস্তাব করেন, গবর্ণমেণ্টের এক পয়সা লইবেন না, নিয়মিত রূপে অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের যে কয় খণ্ডের প্রয়োজন, তাহা বিনা মূল্যে দান করিবেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উপরে কত সন্তুষ্ট হইবেন, আমরা তাহা বলিতে পারি না। হয় ত তাঁহার "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ হইয়া

যাইবে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট এরূপ বদান্যতা গুণগ্রহে যেমন পটু বোধ হয় এমন আর কেহ নন।

—•••—

কেবল এক অর্থদণ্ডে প্রবলের দমন হয় না।

উদ্ধত ও অত্যাচারী ইউরোপীয়দিগের শাসন কোন রূপেই হইতেছে না। যেরূপ বিচার প্রণালী তাহাতে কখনও যে হইবে এমন বোধ হয় না। ইউরোপীয়েরা অধিকাংশ বিচারপতির চক্ষে দোষী বলিয়া বিবেচিত হয় না। যদি বা দোষ প্রমাণ হইল, সামান্য অর্থদণ্ড দ্বারা তাহার শাসন করা হইল। ধনশালী ইউরোপীয়দিগের সামান্য ২০। ৩০ টাকা অর্থদণ্ডে কি হইবে? তাহাতে তাহাদের অত্যাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র।

শোলাপুরের এক ব্যক্তি সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন, সম্প্রতি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়রের আফিসের ইবাল্ড নামক এক জন একাউণ্টেণ্ট তাহার একজন ভৃত্যকে অন্যায় করিয়া গুরুতররূপে প্রহার করে। বেতন প্রভৃতিতে সাহেবের নিকট তাহার ৯০ টাকা পাওনা থাকে। সে নালীশ করিয়া ডিক্রি পাইল। সাহেব আপীল করিয়া মকদ্দমা জিতিলেন। ভৃত্য মকদ্দমার হার শুনিয়া ফিরিয়া আইসে। আদালতের বাহির হইতে না হইতে সাহেব আসিয়া তাহাকে ধরিলেন, এবং ধমকাইতে ও গালি দিতে লাগিলেন। সে বলিল, আমি পুনরায় ইহার আপীল করিব। ইহা শুনিয়া সাহেব ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। সে রক্তাক্তকলেবর হইয়া বিচারপতির নিকট দৌড়িয়া গেল। যাইতেছে এমন সময়েও সাহেবের ঘুসি ও লাথি চলিতে লাগিল। বিচারপতি দুইজন সিপাহীকে উহাকে আদালতের বাহির করিয়া দিবার আজ্ঞা দিলেন। আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরের নিকট নালীশ হইল। কালেক্টর ইবাল্ড সাহেবের ৩০ টাকা জরিমানা করিলেন। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন ৩০ টাকা দণ্ডে ইবাল্ডের সদৃশ লোকের প্রকৃত শাসন হইতে পারে কি না?

এদেশের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি কোন দুর্ব্বলের প্রতি এরূপ অত্যাচার করিতেন, বিচারপতি কি কেবল ৩০ টাকা দণ্ড করিয়া তাহাকে অব্যাহতি দিতেন? তাঁহার অপমানের ও তাঁহার লাঞ্ছনার কি ইয়ত্তা থাকিত? ইউরোপীয়দিগের বেলায় বিচারপতিদিগের মন ও হাত কাঁপিয়া যায় কেন? সেই এক হাত হইতে এদেশীয়দিগের বেলায় এক প্রকার ও ইউরোপীয়দিগের বেলায় অন্য প্রকার দণ্ডের আজ্ঞা বহির্গত হয়, তাহার কারণ কি? এদেশীয় দরিদ্র ব্যক্তিরা সর্ব্বাংশে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা দুর্ব্বল। উভয়ের বিরোধ উপস্থিত হইলে এদেশীয়েরাই নানা প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিবাদকালে সমভাবে উভয়ে মুষ্টামুষ্টি করিতে পারে এদেশীয়দিগের এমন শারীরিক বল নাই। দরিদ্রদিগের লোকবল ও অর্থবলও ইউরোপীয়দিগের সমান নয়। দুর্ব্বলের একমাত্র বল রাজা। কিন্তু অধিকাংশ বিচারপতি যে বিচার প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, ভারতবর্ষে রাজা দুর্ব্বলের বল না হইয়া প্রবলের বল হইয়া উঠিয়াছেন।

উপসংহার কালে আমাদিগের বক্তব্য এই, যাবৎ এদেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়ের পক্ষে সর্ব্বাংশে তুল্যরূপ বিচার প্রণালী না হইতেছে, যাবৎ ইউরোপীয় বিচারপতিগণ স্বজাতিপক্ষপাতিতা পরিত্যাগ করিয়া সমভাবে বিচার বিতরণ না করিতেছেন, তাবৎ এদেশের মঙ্গল নাই। তাবৎ উদ্ধত ও অত্যাচারী ইউরোপীয়দিগের দমন হইবার সম্ভাবনা নাই।

—•—

কায়েল সাহেবের পাঠশালা।

কায়েল সাহেবের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাগুলি গবর্ণমেণ্টের অপব্যয়ের আর একটী স্থল হইয়াছে। সর জর্জ্জ কায়েল অতিশয় শেয়ানে ছিলেন। অল্প ব্যয়ে অধিক কাজ লইবেন, এই চেষ্টা ছিল। কিন্তু "শেয়ানের চাউল উলুবনে পড়িয়াছে।" প্রথম যখন এই সকল পাঠশালা হইবার প্রস্তাব হয়, তৎকালে আমরা মূল যুক্তি ধরিয়াই কহিয়াছিলাম, গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে ব্যয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা "এ দেবার ন ধর্ম্মায়" হইবে। এখন আমরা কার্য্য দেখিয়া দেখিতে পাইতেছি তাহাই ঘটিয়াছে। আমাদিগের এ অঞ্চলে যে সকল পাঠশালা আছে, তাহার কোনটীতে মাসিক এক টাকা কোনটীতে বা মাসিক দুই টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে। এ সাহায্য গুরুমহাশয়দিগের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহ জন্মিবার সম্ভাবনা কি? এ সাহায্য লাভ না হইলে কি গুরুমহাশয়েরা আপনাদিগের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাগুলি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন? এ টাকাগুলি কি জলে বিসর্জ্জন করা হইতেছে না? এই সকল পাঠশালার তত্ত্বাবধারণার্থ সব ডেপুটী পদের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদিগের বেতনের টাকাগুলিও কি বৃথা বৃথা যাইতেছে না?

আমরা আর একটী অনিষ্ট দেখিতে পাইতেছি। উড্রো সাহেবের কল্পনা অনুসারে যে সমস্ত পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়, এক্ষণে সেই সেই পাঠশালা ও তত্রত্য পণ্ডিতদিগের নিতান্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছে। উড্রো সাহেব নিয়ম করিয়া-

ছিলেন, এক একজন পণ্ডিত সপ্তাহের মধ্যে তিন করিয়া পাঠশালা দেখিবেন। তাঁহারা প্রতিপাঠশালায় সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন করিয়া যাইতেন। গুরু মহাশয় ও ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার ও শিক্ষা গ্রহণ করিবার রীতি পদ্ধতি শিখাইবার অবসর পাইতেন। এখন তাঁহাদিগের প্রতি যে আদেশ হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদিগের প্রাণান্ত হইতেছে, সেই সকল পাঠশালারও কিছু হইতেছে না। এখন তাঁহাদিগের প্রতি প্রতিদিন পাঁচটী করিয়া পাঠশালা দেখিবার অনুমতি হইয়াছে। পাঠশালার কাজ কর্ম্ম দূরে থাকুক, পাঁচটী পাঠশালায় এক এক বার পদধূলি দেওয়াই কঠিন। পাঠশালাগুলি নিকট নিকট নয়, এক ক্রোশ দেড় ক্রোশ অন্তর। পাঠশালা গুলি বসিল কি না, এই সংবাদ লওয়াই যদি এ আদেশের উদ্দেশ্য হয়; আমরা একটী প্রস্তাব করিতেছি, যে সকল ব্যক্তি ডাকঘরের কর্ম্ম করিয়া সত্বর গমনাগমন অভ্যাস করিয়াছে, তাহাদিগকেই নিযুক্ত করা হউক। তাহাদিগকে ৬।৭ টাকা বেতন দিলেই যথেষ্ট হইবে। উহাতে গবর্ণমেণ্টেরও ব্যয় সংক্ষেপ হইবে, ভদ্র সন্তান পণ্ডিতগুলিও দৌড়াদৌড়ির হাত হইতে বাঁচিয়া যাইবেন।

আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর রিচার্ড টেম্পলের নিকটে বক্তব্য এই, কাম্বেল সাহেবের উল্লিখিত পাঠশালাগুলির প্রতি একবার দৃষ্টি-পাত করেন। কাম্বেল সাহেবের কীর্ত্তি অবিলুপ্ত রাখা যদি তাঁহার একান্ত অভি-প্রেত হয়, আমরা যে প্রস্তাব করিতেছি তদনুসারে কাজ করুন, কতক ফল দেখিতে পাইবেন। গুরুমহাশয়দিগকে মাসিক ১ টাকা ২ টাকা দিবার নিয়ম রহিত করিয়া এই নিয়ম করুন, যে যে গুরুমহাশয় আপন আপন পাঠশালার বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে উন্নতি বিবেচনা করিয়া ৫০ অবধি ১০০ পর্য্যন্ত টাকা বার্ষিক পুরস্কার দেওয়া হইবে। এপ্রকার পুরস্কারের নিয়ম হইলে অনেকে চেষ্টা পাইয়া নূতন নূতন পাঠশালা বসাইবেন, এবং পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাগুলিরও উন্নতি সাধনে বিশেষ যত্নবান হইবেন। সব ডেপুটি ইনস্পেক্টর রাখিবার প্রয়োজন নাই। ডেপুটী ইনস্পেক্টরেরাই ঐ সকল পাঠশালার পরীক্ষা করিয়া পুরস্কার দান করিবেন। এরূপ করিলে কাম্বেল সাহেব পাঠশালা সম্বন্ধে যে ব্যয় দিবার নিয়ম করিয়াছেন, সেই টাকাতেই অনেক কাজ হইবে সন্দেহ নাই।

—০—

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার রাজনীতি।

কেহ শুনুন না শুনুন ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক নূতন নূতন রাজনীতি প্রচারে পরাঙ্মুখ নহেন। তিব্বত প্রদেশ চীনেশ্বরের অধীন। সেখানে ইংরাজেরা সহজে প্রবেশপথ পান না। ইংরাজদিগের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কও নাই। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ইহাতে বিরক্ত হইয়া লিখিয়াছেন, চীনেশ্বর যদি সহজে ইংরাজদিগের সহিত সম্পর্ক না করেন, ইস্পাত তাঁহাদিগের লেখনী ও বারুদ কালী হইবে।

তাঁহার এই বাক্যটি আমাদিগকে লাড ডেলহাউসির ও ওয়ারেন্ হেষ্টিং-সের রাজনীতি স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যে ব্যক্তি যে কার্য্যে সম্মত নয়, তাহাকে ভয় প্রদর্শন বা বলপূর্ব্বক সেই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করা কোন্ যুক্তির অনুমোদিত কার্য্য? আমরা উক্ত পত্রের সম্পাদককে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, বলরাম অতি-শয় দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি, সে যাহার নিকটে দ্রব্য ক্রয় করে, তাহাকে মূল্য দেয় না। বিক্রেতারা ক্রমে ক্রমে তাহার এই গুণ জানিতে পারিল। সে কোন দ্রব্য চাহিলে বিক্রেতারা তাহাকে দেয় না। তাহার দ্রব্যে প্রয়োজন, সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, ভয় প্রদর্শন অথবা বলপূর্ব্বক তাহা কাড়িয়া লইল। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া তাহার বিষয়ে কি ব্যবস্থা দিবেন? তাহাকে দণ্ডবিধির হস্তে সমর্পণ করিবেন, অথবা তাহার অত্যাচারের অনুমোদন করিবেন? এখন ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, তিনি চীনেশ্বরকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বাণিজ্য কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার যে উপদেশ দিতেছেন, সেটী কেমন দেখাইতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বাইবল পাঠনার একজন প্রধান উদ্যোগী। গবর্ণমেণ্ট খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ যে অর্থ ব্যয় করেন, তিনি তদ্বিষয়ে উৎসাহদানে অনুৎসুক নহেন। এই সকল দেখিয়া তাঁহাকে খৃষ্টের পরম ভক্ত বলিয়া আমাদিগের সংস্কার ছিল। কিন্তু তিব্বত সম্বন্ধে তিনি যে উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহাতে সে সংস্কারের বৈপরীত্য হইল। খৃষ্ট ডানি গালে চড় মারিলে বাম গাল ফিরাইয়া দিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ইনি দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়া অনিচ্ছু ব্যক্তিকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার উপদেশ দিতেছেন। এই সকল উপদেশদাতার গুণেই কি সময়ে সময়ে বিদেশীয় রাজগণের সহিত যুদ্ধ ঘটনা হয় না? সেখানে স্বার্থ সম্বন্ধ, সেইখানেই কি অধিকাংশে ইংরাজ ন্যায়ানায় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া যান? ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদকের এই উদার গুণ দর্শন করিয়া আমাদিগের মনোমধ্যে সময়ে সময়ে এই ভাবের উদয় হয়, যদি উক্ত সম্পাদককে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা করিয়া তাঁহার হস্তে নিরঙ্কুশ প্রভুশক্তি

সমর্পণ করা যায় এবং ইংলিসমান সম্পাদককে তাঁহার মন্ত্রী করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের শাসন কার্য্যটী অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন এবং ভারতবাসিরা যার পর নাই সুখী হয়!!

চীনের সম্রাট বিদেশীয়দিগের সম্বন্ধে যে তিব্বতের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহার প্রশংসা করি না। ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক হইলে উভয় দেশেরই উন্নতি হইবার সবিশেষ সম্ভাবনা। সম্রাট এই উন্নতির আকাঙ্ক্ষী নন। তাঁহার একমাত্র অসভ্যতাই কি ইহার নিদান? না, আর কোন কারণ আছে? তিনি দেখিতে পান, ইংরাজেরা বাণিজ্য সম্পর্কে যে স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই খানেই অনর্থ ঘটাইয়াছেন। সে দেশ পূর্ব্ব স্বামীর হস্তপরিভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই বাঙ্গলাদেশই তাহার একটী প্রধান নিদর্শন। চীনেশ্বর নিজদেশেও ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাইয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। সেই কারণে তিনি তিব্বতে বিদেশীয়ের প্রবেশ দানে সমুৎসুক নহেন। ফ্রেণ্ডস্ব ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে বলিয়া যাহাতে চীনেশ্বরের ভয় না থাকে এমন কি কোন উপায় করিতে পারেন? ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট এই প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিয়া দিন যে কোন বিবাদ উপস্থিত হউক, তিব্বত চীনেশ্বরের হস্ত হইতে তাঁহারা গ্রহণ করিবেন না। তাহা হইলে বোধ হয় সম্রাট সম্মত হইতে পারেন। এইরূপ সদুপায়ে কার্য্য সাধন কি প্রশংসনীয় নয়?

ভারতবর্ষের প্রজাবৃদ্ধি।

গত দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে এদেশের অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রসঙ্গ লইয়া অত্রত্য ইংরাজী সংবাদ পত্রে আন্দোলন উপস্থিত হয়। সম্প্রতি একজন সিবিল ইঞ্জিনিয়র ডিহিরি হইতে টাইমসে এক পত্র লিখিয়াছেন, তন্নিবন্ধন ইংলণ্ডেও এ বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে অতিশয় প্রজাবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাদিগের রক্ষার্থ কি করা উচিত? এই গুরুতর প্রশ্ন আজি না হউক, কিছুকাল পরে উত্থিত হইবে সন্দেহ নাই। তিনি বলেন, এদেশীয়েরা বাধ্য হইয়া বাল্যবিবাহ করেন। ইঁহাদিগের ধর্ম্ম এরূপ যে পরিণীত পত্নী দ্বারাই হউক আর দত্তক গ্রহণ করিয়াই হউক একটী পুত্র সংগ্রহ চাই। সুতরাং জন সংখ্যা যে শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের নহে। জন সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই অধিক খাদ্য সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, সুতরাং দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্রদিগের কষ্ট বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহারা অতিশয় অজ্ঞ, খাদ্য দ্রব্যের অভাব বা অল্পতা জনিত কষ্ট হইলেই মনে করে শাসন কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রজাবৃদ্ধির যে কয়েকটী কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অমূলক নয়। প্রজাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয় বৃদ্ধি না হইলে যে দারুণ কষ্টবৃদ্ধি হয়, তাহাও অসঙ্গত নহে। কষ্ট বৃদ্ধি হইবার বিশেষ কারণ এই, অল্পবয়সে সন্তান সন্ততির উৎপত্তি হওয়াতে অনেক সন্তানই অপদার্থ হয়। অসার অপদার্থেরা কেবল পৃথিবীর ভারভূত। এখন কি উপায় হয়? ইংলিসমান সম্পাদকের সদৃশ মহাত্মারা যে উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা ত নিতান্ত নৃশংস। বিপৎকালে সাহায্য করিয়া কাজ নাই, অনাহারে মৃত্যু হইয়া লোক কমিয়া যাউক, যাহার শরীরে কিঞ্চিৎ দয়া আছে, তিনি এমন নিষ্ঠুর প্রস্তাব করিতে পারেন না। বাল্য বিবাহের নিষেধ অথবা অবস্থাভেদে বিবাহের বিশেষ রীতি প্রচলিত করাও সম্ভাবিত নহে। আমাদিগের বুদ্ধিপথে দুটী উপায় আবির্ভূত হইতেছে। প্রথম, উপনিবেশ সংস্থাপন। দ্বিতীয়, ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হউক, ভারতবর্ষে যে ভূমি আছে, তদুৎপন্ন শস্যে ইহাদিগের ভরণ পোষণ হইয়া আরো উদ্বৃত্ত হইতে পারে। এখন সেই ভূমির অধিকাংশ অকৃষ্ট পতিত আছে। বাঙ্গালার আবাদ হইয়াছে তাহারও অনেক ভূমি এদেশীয়দের অবশ্য প্রয়োজনীয় নয় এমন সকল শস্যের উৎপাদনে বিনিয়োজিত হইতেছে। যদি সেই সকল ভূমিতে আমাদিগের খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করা হয় এবং পতিত ভূমি সকলের আবাদ করা হয় কোন ভাবনা থাকে না।

আমরা যে উপনিবেশের কথা কহিলাম, ইহা ভারতবর্ষে নূতন নহে। ভারতবর্ষে বরাবর উপনিবেশ করিবার রীতি ছিল। প্রধান নীতিকার কৌটিল্য বলেন "ভূতপূর্ব্বমভূতপূর্ব্বং বা জনপদং পরদেশাপবাহেন স্বদেশাভিষ্যন্দনেন বা নিবেশয়েৎ"। উপনিবেশ দুই কারণে ও দুই প্রকারে হয়। এক লোকশূন্য স্থানে নূতন বসতি করাইবার ইচ্ছা হইলে অন্যস্থান হইতে লোক আনিয়া সেই খানে বাস করাইতে হয়। দ্বিতীয়, যে স্থানে লোক সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হয়, সেস্থান হইতে লোক লইয়া অন্য স্থানে বাস করাইতে হয়।

শাস্ত্রকারেরাই যে কেবল উপনিবেশের কথা কহিয়া গিয়াছেন, এরূপ নয়, কার্য্যেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষেই আর্য্যজাতির উপনিবেশের রীতিতে বসতি হইয়াছে। তাহার পর বাঙ্গালাদেশে বাস উপনিবেশের প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। এখন সুন্দর বনে যে সকল নূতন আবাদ হইতেছে, সেখানেও ঐ রীতি অনুসৃত হইতেছে।

তবে এক কথা এই, যাহারা পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহাদিগের কিছু প্রলোভন চাই। এদেশে অপদার্থের সংখ্যাই অধিক। অপদার্থেরা যেখানে জানিতে পারে অল্প শ্রমে অধিক উপার্জ্জন হয়, সেই খানেই দৌড়িয়া যায়। ভারতবর্ষে যে যে স্থান পতিত আছে, গবর্ণমেণ্ট সেই সেই স্থানের জমীদারের সহিত মিলিত হইয়া উভয়ে অর্থ সাহায্য দ্বারা উপনিবেশ করিবার চেষ্টা করুন, কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

:::

" ভোজন বিচার। "

এই নামের একখানি গ্রন্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এখানি হিন্দি ভাষায় লিখিত। ব্রাহ্মণের শূদ্রান্ন ভোজন নিষিদ্ধ নয়, ইহা প্রতিপন্ন করাই এই গ্রন্থ প্রচার করিবার উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার বলেন, আমি বেদ যে পর্য্যন্ত দেখিয়াছি, তাহাতে উচ্চবর্ণের নীচ বর্ণের হস্তে অন্ন খাওয়া উচিত কি না তাহার বিধি নিষেধ দেখি নাই। স্মৃতি শাস্ত্রেও ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য স্পৃষ্ট অন্ন ভোজনের নিষেধ নাই, প্রত্যুত বিধি আছে। পরাশর সংহিতার একাদশ অধ্যায় হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যথা—

ক্ষত্রিয়োবাপি বৈশ্যোবা ক্রিয়াবন্তৌ শুচিব্রতৌ।
তদ্গৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্য কব্যেষু নিত্যশঃ॥

ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য যদি ক্রিয়াবান ও শুচরিত্র হয়, যাগযজ্ঞাদি কালে ব্রাহ্মণাদি তাহার গৃহে ভোজন করিবে।

ব্রাহ্মণাদির শূদ্রান্ন ভোজনও যে বিহিত, তাহারও প্রমাণ ঐ পরাশর সংহিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—

দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্নাঃ যশ্চাত্মনিবেদয়েৎ।

ব্রাহ্মণাদি শূদ্রের মধ্যে দাস নাপিত গোপালাদির অন্ন ভোজন করিবে।

তবে ধর্ম্মশাস্ত্রে শূদ্রান্ন ভোজনের যে নিষেধ দৃষ্ট হয়, আমাদিগের গ্রন্থকার তাহার এই মীমাংসা করিয়াছেন, যে সকল শূদ্র অতি পাপিষ্ঠ কদর্য্য ও অতি নীচকর্ম্মা, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ তাহাদিগের অন্ন ভোজন করিবে না। ইহারও অনেকগুলি প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—

মত্তক্রুদ্ধার্ত্তব্যাধ্যঙ্গ ন ভুঞ্জীত কদাচন।
কেশকীটাবপন্নঞ্চ পদাস্পৃষ্টঞ্চ যদ্ভবেৎ॥
জ্ঞাত্বাবেক্ষিতঞ্চৈব সংস্পৃষ্টঞ্চ পুংশ্চলৈঃ।
পতত্রিণাবলীঢ়ঞ্চ শুনা সংস্পৃষ্টমেবচ॥
ইত্যাদি

মত্ত ক্রুদ্ধ ও আতুর ব্যক্তির অন্ন কদাচ ভোজন করিবে না। যে অন্নে কেশ অথবা কীট পতিত হইয়াছে, অথবা কেহ ইচ্ছা করিয়া যাহাতে পদক্ষেপ করিয়াছে, সে অন্ন ভোজন করিবে না। জ্ঞণহত্যাকারী ব্যক্তি যে অন্ন দর্শন করে, রজস্বলা স্ত্রী যে অন্ন স্পর্শ করে, পক্ষিতে যে অন্ন খায় ও কুকুরে যে অন্ন স্পর্শ করে তাহা ভোজন করিবে না। ইত্যাদি।

গ্রন্থকার এই আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, যে জাতি ও বর্ণভেদে আহারাদি ব্যবস্থা নয়, ক্রিয়াভেদে ভোজনাদির বিধি নিষেধ। শূদ্রও যদি সৎক্রিয়ান্বিত হয়, সে ব্রাহ্মণতুল্য হয়। তাহার অন্ন নিষিদ্ধ নয়। আর ব্রাহ্মণ যদি অসৎ ক্রিয়ান্বিত হয়, সে শূদ্র তুল্য হইয়া যায়। এখন আর সৎক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব এখন অন্ন বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত করিবার প্রয়াস পাওয়া বিধেয় হয় না। তিনি যে বাক্য সমর্থনার্থ যে সমস্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা তাহার কয়েকটী এস্থলে প্রদর্শন করিলাম। যথা—

একবর্ণমিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্মক্রিয়াবিশেষেণ চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতং॥
শূদ্রোহপি শীলসম্পন্নো গুণবান ব্রাহ্মণোভবেৎ
ব্রাহ্মণোহপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্র প্রত্যবরোভবেৎ॥
পঞ্চেন্দ্রিয়বধে যে যে দোষা বুদ্ধিপূর্ব্বকে
তস্মিন্ বর্ণবধে প্রাপ্তে তদ্দোষঃ কিল তাদৃশঃ॥
ন জাতির্দৃশ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ
ইত্যাদি।

বৈশম্পায়ন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, এই বিশ্ব একবর্ণ ছিল, কর্ম্মক্রিয়া ভেদে চাতুর্ব্বর্ণ্য হইয়াছে। শূদ্রও যদি গুণবান ও সচ্চরিত্র হয় সে ব্রাহ্মণ হয়, আর ব্রাহ্মণও ক্রিয়াহীন হইলে শূদ্রের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয়। শূদ্রও যদি পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ ঘোর সমুদ্র পার হয়, তাহাকে অপরিমিত দান দিবে। মহারাজ! জাতি দেখিতে পাওয়া যায় না, গুণই কল্যাণকারক। ইত্যাদি।

এখন লোকের মনের ভাব পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন শিক্ষিত দল আর পুরাণ আচার ব্যবহার ও পুরাণ রীতিতে সন্তুষ্ট নহেন। কিন্তু একটী আশ্চর্য্য দেখিতেছি, যাঁহার মনে যে বিষয়ের পরিবর্ত্তন বাঞ্ছা হয়, তিনি অমনি শাস্ত্র বচন প্রমাণ দিয়া এক খানি গ্রন্থ লিখিয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টা পান। এ চেষ্টা বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ শাস্ত্রকারকে হস্তাকরা হয়। যে গ্রন্থকার যে অভিপ্রায়ে যে বচন লিখিয়া গিয়াছেন, পরিবর্ত্তনকারিদলের অনেকে তাহা বুঝিতে পারেন না, বুঝিতে পারিলেও তাঁহাদিগের অভিপ্রেত সিদ্ধি হয় না, সুতরাং বুঝিয়াও বুঝেন না। দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রে পরস্পর বিরুদ্ধ এরূপ অসংখ্য বচন আছে; তাহার মীমাংসাও আছে। মীমাংসা প্রণালী প্রদর্শনার্থ মীমাংসা শাস্ত্রেরও সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, পরিবর্ত্তন কারিদলের অনেকে সে মীমাংসার দিকে যান না, যে বচন গুলি স্বমতের অনুকূল বলিয়া বোধ হয়, সেই গুলি উদ্ধৃত হয়, আর যেগুলি প্রতিকূল বোধ হয়, সেগুলি পরিত্যক্ত হয়। তাঁহারা প্রায় মীমাংসার প্রকৃত পথে পদার্পণ করেন না। সে পথের পথিক হইলে অভীষ্ট সিদ্ধি কঠিন হইয়া উঠে। তৃতীয়তঃ যে সকল ব্যক্তির আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে যে প্রকার সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে, আজ দুই চারিটী সংস্কৃত বচন শুনিয়া তাহার অন্যথা হইবে যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত সন্দেহ নাই।

আমরা উপরে দেখাইয়াছি, পরিবর্ত্তন কারিদলের অনেকে আপনাদিগের মতের অনুকূল বচনগুলিই উদ্ধৃত করেন, প্রতিকূল বচনের নাম গন্ধ করেন না। আমরা তাহার একটী প্রমাণ দিতেছি, পাঠকগণ দর্শন করুন ভোজন বিষয়ক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ দাস নাপিত গোপালাদি

৮ম ভোজন করিতে পারেন, কিন্তু স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন—

কন্যামমর্ষণাদ্যং বিবাহস্থিরত্বং তথা।
এষা, বৃহস্পত্যাদি সাপেক্ষমদসংস্কারেণ তথা
প্রাজাপত্যবিবাহস্য বিধানাৎ অবৈধত্বং॥
সংস্কারোধঃ পুনঃ সংস্কারকে পুনোবধূঃ।
চতুর্থীবেলতবেণাহ পুত্রীকরণ পূর্ব্বকং॥
সূত্রেণ ব্যাসগোপালকুলমন্ত্রার্জ্জনীবিধানং।
ভোজ্যান্নতা গুরুসুশ্রূষা তীর্থসেবা রহস্যং।
স্বয়া ব্রাহ্মণাদিস্থ শূদ্রস্য পত্নীত্ব দাক্ষ্যাপিত
তুর্য্যবিবাহস্থৈব বৃত্তাভিধানং তথা। ঔদ্বাহিনাগ্নিস্থাপ, এতানি লোকপ্রসিদ্ধং কলৌ তানি
সর্ব্বাণ্যুক্তঃ। নিবর্ত্তিতা ন বন্ধ্যা ন ব্যবস্থা পূর্ব্বকং
পুনঃ।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণের অসবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ, দাস গোপালাদির ভোজ্যান্নতা ও শূদ্র কৃতপাক ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া কলির প্রথমে মহাত্মা পণ্ডিতগণ ব্যবস্থাপূর্ব্বক ঐ সকলের নিষেধ করিয়াছেন।

আমরা পরিবর্ত্তনোৎসুক দলকে একটী পরামর্শ বলিতেছি, তাহাই করুন। দুই চারিটী শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া এরূপ গ্রন্থ প্রচার বৈ পণ্ডশ্রম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা স্থানে স্থানে এক একটী সভা করুন। সেই সেই সভায় দেশের প্রধান প্রধান লোক ও প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া এই প্রস্তাব করুন, কলির প্রথমে পণ্ডিতগণ মিলিত হইয়া দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যেমন পূর্ব্বকার আচার ব্যবহারাদির পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, উঁহারাও তেমনি এক্ষণকার দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া, আচার ব্যবহারাদির পরিবর্ত্ত করুন। আমরা উদাহরণ স্বরূপ একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। সম্ভব সময়ে এই নিয়ম ছিল, পুরুষের বিদ্যা ও বয়ঃক্রম হইয়া পরিবারের ভরণপোষণ ক্ষমতা না জন্মিলে বিবাহ দার পরিগ্রহ করিতেন না, তাহাতে সে সময়ের লোকেরা সুখী হইত, সন্তানগণও বলিষ্ঠ ও ঐ রীতিতে কার্য্যক্ষম হইত। এখন সে রীতির পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। শৈশবকাল উত্তীর্ণ হইতে না হইতে বিবাহ হয়। কতক গুলি কুসন্তান জন্ম গ্রহণ করে; তাহারা চির অসমর্থ ও পরগলগ্রহ হইয়া, সংসারের কষ্টকর হয়। অকাল মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব ও সাংসারিক কষ্টের ইয়ত্তা থাকে না। এই প্রকার বিষয় সকলের পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক কেবল এক গ্রন্থ প্রচার দ্বারা এ কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। পরস্পরের সাহায্য বল ব্যতিরেকে এ বিষয় সম্পন্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে। পরিবর্ত্তনোৎসুক দল সেই চেষ্টা করুন, কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

বিবিধ সংবাদ।

২০এ আশ্বিন সোমবার।

মান্দ্রাজের ডেপুটী কালেক্টর মহম্মদ যুসুফ মান্দ্রাজের একজন মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন লর্ড হবার্টের এ গুণটী আছে।

বোরেসেন সাহেব সাঁওতাল পরগণায় গিয়া অতি অল্প কালমধ্যে বহুসংখ্য সাঁওতালকে খৃষ্টান করিয়াছেন। গত চারি মাসের মধ্যে প্রায় ১৪ শত লোককে তিনি খৃষ্টান করিয়া অনেক গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা গর্ব্বের কোন কারণ দেখিতে পাই না। দুর্ভিক্ষ সময়েই মিশনরিদিগের এদেশীয়দিগকে খৃষ্টান করিবার সুসময়। দুর্ভিক্ষ কালে যে সে মিশনরি দরিদ্র ইতর লোকদিগকে খৃষ্টান করিতে পারেন।

লক্ষ্ণৌ উইটনেস বলেন, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মজুরদিগের বেতনগত বহু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। আমেরিকায় একজন চাষা ক্ষেতে খাটিয়া মাসিক ৮০ টাকা পায়, কিন্তু ইংলণ্ডে এ কর্ম্মে ৩২ অবধি ৪৪ টাকা পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে।

চিবাপুত্তীর রাজা বোরসিং পুত্র কলত্র সহ খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন।

আমেরিকার একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সমুদায় পৃথিবীর অধিবাসীর সংখ্যা ১৩৯১০৩২০০০। ইহার মধ্যে এসিয়াতে ৭১ কোটি, ইউরোপে ৩০ কোটি, আফ্রিকায় ২০ কোটি আমেরিকায় ৮৪ কোটি এবং অষ্ট্রেলিয়া পোলিনেসিয়াতে প্রায় ৫ কোটি লোকের বাস।

ইউনাইটেড ষ্টেটস ইকনমিষ্ট বলেন, পৃথিবীতে এক্ষণে যত তুলা আবশ্যক, তদপেক্ষা অধিক মজুত আছে, ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় কলে বর্ষে বর্ষে এক্ষণে ১৫০০০০০০০ পাউণ্ড তুলা লাগে, কিন্তু ইংলণ্ড আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে সমুদায়ে ২৮৫০০০০০০ পাউণ্ড তুলা জন্মে।

ভগ্ন দেশের কেসিন রিলিফ ফণ্ডে এপর্য্যন্ত ৭০৮০৫ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে।

কটকের একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সার রিচার্ড টেম্পল যখন উড়িষ্যায় গমন করিবেন, তখন তত্রত্য লোকেরা উড়িষ্যা পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে করিবার জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে আগামী ১৩ই অক্টোবর মঙ্গলবারে গবর্ণর জেনরল হাজারিবাগে যাত্রা করিবেন।

এথিনিয়ম বলেন, সর জর্জ্জ কাম্বেল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে একবক্তৃতা করেন তাহাতে খশিয়া পর্ব্বতবাসিদিগের এরূপ বর্ণন করিয়াছেন। এই জাতির স্ত্রীলোকেরাই বাটীর সর্ব্বময় কর্ত্তা। ইহাদের হস্তে সমুদায় সম্পত্তি রক্ষিত হয় এবং উত্তরাধিকার নিয়মও স্ত্রীদিগের মধ্যে আছে। স্ত্রীলোকই স্বামী মনোনীত করিয়া লয় এবং ইচ্ছা করিলে স্বামী পরিত্যাগও করিয়া থাকে। ইহারা বাবতীয় কাজ কর্ম্ম করে, পুরুষেরা কেবল বসিয়া খায় মাত্র। ভারতবর্ষের ভদ্রলোকেরা মীচ বলিয়া যাহাদিগকে ঘৃণা করেন, সচরাচর তাহাদিগের এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়।

মাকেষ্টরের যে সকল বাণিজ্য দ্রব্য এদেশে আইসে উহার আমদানী শুল্ক তুলিয়া দিবার জন্য ইংলণ্ডে যে আন্দোলন চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমান বলেন, যদি আমদানী শুল্ক উঠিয়া যায় বোম্বাই বণিকগণের তাহাতে আপত্তি না করিয়া মাকেষ্টরের বণিকদিগের সমকক্ষতা লাভের চেষ্টা করিলেই হইতে পারে, অর্থাৎ আমদানী শুল্কের ন্যায় রপ্তানী শুল্কও তুলিয়া দিতে পারিলেই হইবে। গল্পে শুনা আছে একব্যক্তির মাথায় চুল অর্দ্ধেক পাকিয়া যায় আর অর্দ্ধেক কাঁচা ছিল। তাহার বৃদ্ধা ও যুবতী দুই স্ত্রী। যুবতী পাকা চুলগুলি ও বৃদ্ধা যাঁহার চুলগুলি তুলিয়া দিল। ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমান পরামর্শে আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের ঐ দশা ঘটিবার সম্ভাবনা হইতেছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বাবু চন্দ্রকুমার রায় কাশীপুরে একটী শব দাহের স্থানের জন্য মুনিসিপালিটীর হস্তে তদুপযোগী ভূমি প্রদান করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে মহারাজ কুচবিহার আর একবার ইংলণ্ডে যাইবার মানস করিয়াছেন। তিনি ১ই অক্টোবর বোধ হয় কলিকাতায় আসিবেন।

২১এ আশ্বিন মঙ্গলবার।

ডেরাইস্মাইল খাঁতে সিন্ধুনদীর উপর যে নৌসেতু হইতেছিল, ১লা অক্টোবর উহা খোলা হইয়াছে।

চীনদেশে কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য একটী বাষ্পীয় যন্ত্র হইয়াছে। ইহাতে যে প্রকারের ইচ্ছা সেই প্রকারের কাগজ প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

গত বৎসর অযোধ্যার সর্প দংশনে এবং বন্য পশুদ্বারা ১২৯৮ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

সাউথ আফ্রিকান মেইল বলেন, সংপ্রতি কেপ কোষ্টে একখানি অতি বৃহৎ হীরক পাওয়া গিয়াছে। এতদ্বত হীরক আর কখন দেখা যায় নাই। এখানি ওজনে ২৯০ কারাট হইবে। এখানি কাটিয়া পালিশ করিবার জন্য আমষ্টার্ডামের বিখ্যাত কারিকর হারবাটার নিকট পাঠান হইয়াছে।

মাদ্রাজ টাইমস বলেন, ত্রিবাঙ্কুরের রাজা সদর কোর্টের একজন জজকে (ইনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র) একখানি পেনাল কোড ও একটী ফৌজদারী আইন প্রস্তুত করিবার জন্য আজ্ঞা দিয়াছেন। এজন্য তাহাকে চারি মাসের অবকাশ দেওয়া হইয়াছে। এদেশের রাজাদিগের এ প্রকার চেষ্টার কথা শুনিলে আহ্লাদ জন্মে।

বঙ্গদেশের ন্যায় সিন্ধুতেও আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষের জন্য রিলিফ কার্য্যে অসংখ্য অর্থ ব্যয় করা হইতেছে।

আজি কালি বরদার পশুযুদ্ধের বড় প্রাদুর্ভাব। হস্তী গণ্ডার মহিষ প্রভৃতিকে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া দিয়া দর্শকগণ আমোদ করিতে থাকেন। মলহররাও যেখানকার রাজা, সেখানে পশু যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব হইবে আশ্চর্য্য কি?

গবর্ণমেণ্ট রাউলপিণ্ডির অশ্বমেলায় পুরস্কারার্থ ৪ চারি হাজার টাকা দিয়াছেন।

১৮৭৩-৭৪ অব্দে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ১০৪৯০১২ একার ভূমিতে জল সেচনার্থ খালাদি খনন করা হয়। ইহাতে ২৬৫৯৮৪৪ টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয়। ইহা দ্বারা শস্যাদির পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক গুণে বৃদ্ধি হইয়াছে।

গত শনিবার গ্রেট ন্যাসনাল থিএটরে পুরুবিক্রম নাটকের সুন্দর অভিনয় হইয়া গিয়াছে।

২৯ এ সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৩৯৩৯৫০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর ঐ সময় ৪৫৯০২০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে ৬৫০৬০ টাকা কম আয় হইয়াছে। ঐ সপ্তাহে অমরপুর লাইনে ২০১৪০ টাকা আয় হয়। পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময় ২৫৫৭০ টাকা আয় হইয়াছিল। এবার ৫৪২০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

হাবড়া হিতকরী বলেন, কিছুদিন হইল সহদেব দো নামক তত্রত্য এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে মাজিষ্ট্রেটিতে নীত হয়। উহাকে সেসিয়নে সোপরর্দ্দ করা হইয়াছে।

হাবড়ার অন্তর্গত কাকড়াঝুলি গ্রামের উমাচরণ ভট্টাচার্য্য নামক একজন ব্রাহ্মণ তাহার মাতাকে হত্যা করে। উহার ফাঁসীর আজ্ঞা হইয়াছে।

আমাদের রাজপুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস ক্রমেই ঋণ জালে জড়িত হইয়া পড়িতেছেন। আবার ৬৪ লক্ষ টাকা দেনা হইয়াছে। মন্ত্রিবর্গ শীঘ্র এই ঋণ পরিশোধার্থ কমন্স বাটীতে প্রস্তাব করিবেন। ইদি ক্রমে চতুর্থ জর্জ্জ হইয়া উঠিলেন।

সম্প্রতি পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের চাকদহ ষ্টেষণে দুইখানি মালগাড়িতে ধাক্কা লাগিয়া ৫। ৭ খানি গাড়ি ভাঙ্গিয়া যায়। কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট ষ্টেষণ মাষ্টারের এক শত টাকা জরিমানা এবং একজন পাইণ্টস ম্যানের কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসর কারাদণ্ড দিয়াছেন।

এত দিন মঙ্গলবার ইংলণ্ডে মেইল যাইত, এক্ষণ অবধি শুক্রবারে যাইবে।

১ লা এপ্রেল অবধি সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত ষ্টেট সেক্রেটারির বিলের জন্য ৩৮২৯৩৭০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। দরিদ্র ভারতবর্ষকে ইহা সহ্য করিতে হইবে। ভারতবর্ষের টাকার কাহারও দয়া মায়া নাই।

পিকিনে একখানি পুস্তক বিক্রয়ার্থ আছে। পুস্তকখানি ৬০১৯ খণ্ডে বিভক্ত। এ খানি চীন ভাষার প্রাচীন ও নব্য সাহিত্য সংগ্রহ। এখানি সম্রাট কাঙহির রাজত্ব কালে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। ইহা মুদ্রিত করিতে অনেক সময় লাগিয়াছে। এক্ষণে উহার এক কাপির মূল্য ৪০০০০ টাকা।

মাদ্রাজের মেরিন আফিসের ছাদের উপর একটী বৃহৎ ঘড়ি রাখা হইতেছে। ঘড়ির এক পৃষ্ঠ সমুদ্রের দিকে অপর পৃষ্ঠ নগরের দিকে থাকিবে। সমুদ্রের মধ্যে অনেক দূর হইতে উহা দেখা যাইবে।

জ্ঞানবিকাশিনী বলেন, মালদহের অন্তর্গত কাশমাটে এক চোর এক গৃহস্থের ৬০ টাকা মূল্যের একটী বলদ চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল, মাঠের মধ্যে তামাক খাইবার ইচ্ছা হওয়াতে চকমকি ঠুকিয়া আগুন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পাছে গরুটী পালায় এই ভয়ে উহার দড়ি কোমরে বাঁধিয়া চকমকি ঠুকিতেছিল। চকমকির শব্দে গরু ভীত হইয়া প্রাণ পণে দৌড়িতে লাগিল। ৬০ টাকার গরু, কেমন দৌড় পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন। চোরও সেই সঙ্গে হেচড়াইয়া যাইতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ চীৎকার করিল, পরে তাহার মৃত্যু হইল। গরুটী যখন আপন প্রভুর বাটীতে গিয়া পহুছিল, তখন চোরের মৃত্যু হইয়াছে। পুলিষ আসিয়া তদারক করিয়া সকল বিষয় জানিতে পারিয়া প্রস্থান করিলেন। ঈশ্বরই চোরের দণ্ড দিয়াছেন, পুলিষ আর অধিক কি দিবেন?

হিন্দু হিতৈষিণী লিখিয়াছেন, উচ্ছেদ শীল ব্রাহ্মদিগের পত্র দ্বারা বিবাহ আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা আসাম ও নওগাঁর পত্র দ্বারা এক বিবাহের কথা প্রকাশ করিয়াছি, সম্প্রতি পত্র দ্বারা আর একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শীঘ্রই রোজউরি হইবে। আমেরিকা নিতান্ত উন্নত, তথায় টেলিগ্রাফ যোগে বিবাহ হয়, ব্রাহ্মেরা তত দূর হইতে পারেন নাই বলিয়া এখন পত্র দ্বারা বিবাহ হইতেছে।

২২ এ আশ্বিন বুধবার।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, ইংলণ্ডে ডাক্তার চক্রবর্ত্তী মৃত হইয়াছে। গত কল্য টেলিগ্রাফ যোগে কলিকাতায় এই শোচনীয় সংবাদ আসিয়াছে।

১৮ ই অক্টোবর কলিকাতার লার্ড বিশপ আলাহাবাদে উপনীত হইবেন।

ঢাকার সংবাদ পত্র সমূহ বলেন, তথায় এবার পূজার ধুমধাম অতি উচ্চ। সকলে

সম্ভাবনা করিতেছেন, উচ্চ ভূমির শালি-ধান্য সচরাচর যেরূপ জন্মে, তদপেক্ষাও অধিক জন্মিবে।

ইংলিসম্যান বলেন, গঙ্গার সেতু প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। গবর্ণর জেনরল ১৩ই অক্টোবর ঐ সেতুর উপর দিয়া গাড়ি হাকাইয়া রাজধানীতে যাত্রা করিবেন।

সর সিসিল বীডন টেম্পল দারজিলিঙ যাইতেছেন। শনিবার তিনি কারাগোলায় উপনীত হইবেন। কিন্তু টেম্পল সাহেবের দারজিলিঙ যাওয়া বড় সুবিধার হইবে না। কারণ দার্জিলিঙের রাস্তার তিনটী সেতু জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ড হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ১ লা অক্টোবর রাজদ্রোহী সাদক খাঁর ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। ফাঁসী দর্শনার্থ বহু সংখ্যা দেশীয় ও ইউরোপীয় সমবেত হইয়াছিল। এ ব্যক্তি নির্ভীকচিত্তে ফাঁসী কাষ্ঠে মস্তক প্রদান করে, অন্তিম কাল পর্য্যন্তও বলিয়াছিল, সে নির্দ্দোষ।

হুগলিপুরের ডেপুটী কমিশনর তত্রত্য উকীলদিগের বক্তৃতা শ্রবণে অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন, এখানকার উকীলেরা মক্কেলদিগের সন্তোষের জন্য মিছামিছি কতকগুলা বকিয়া বিরক্ত করেন। উকীলেরা বলেন অধিকক্ষণ না বকিলে মক্কেলেরা মনে করে, তিনি কিছুই করিলেন না, অধিক বকিয়াও যদি মক্কেল মকদ্দমায় হারিয়া যায়, সে উকীলের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় না, বলে তিনি ত পরিশ্রমের ত্রুটী করেন নাই, আমার অদৃষ্ট ক্রমে আমি মকদ্দমা হারিলাম। উত্তর পশ্চিমের লোকেরা এমনি নির্দ্দোষ বটে।

২৭ এ সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৫৫ লোকের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ২১ জনের অধিক মৃত্যু হইয়াছে। উহার মধ্যে ৯ জনের গলাটিপায় ১০০ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

সার্ভিলিঙ্গ লিটন বলেন, সেদিন রাত্রিতে একটী ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত বৃষ্টি ও ঝড় হওয়াতে পর্ব্বতের একদিক ভাঙ্গিয়া একটী বাটীর উপর পতিত হয়। বাটীটী একবারে চূর্ণ হইয়া যায়, গৃহস্বামীর একটী কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে।

২৩ এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, এবার বঙ্গদেশে ৮০ হাজার মণ নীল জন্মিয়াছে।

ভরা যুদ্ধের জন্য পঞ্জাবে অনেক কুলি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাদিগকে খাদ্য বস্ত্র ভিন্ন মাসিক ৮ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে।

রায় লছমীপত সিংহ বাহাদুর ৬৮১০৮ জন দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তির সাহায্য করেন সমুদায় প্রজাকে বীজ ধান্য প্রদান করেন এবং খাজনা আদায় বন্ধ করেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

এক ব্যক্তি কোন সংবাদ পত্রের সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন "ঈশ্বর যে পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, মানুষ পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে কি ছিল? সম্পাদক এই বলিয়া ইহার উত্তর দানে অস্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি তৎকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। বড় মিষ্ট উত্তর হইয়াছে।

বালেশ্বরের কালেক্টর রিপোর্ট করিয়াছেন গত বৎসর তথা হইতে ১৩৫৭৩২৭ মণ চাউল রপ্তানী হয়। ইহার অধিকাংশ কটকের উৎপন্ন।

১৮৭৩ অব্দে কলিকাতায় সর্ব্ব শুদ্ধ ১১৫৫৭ লোকের মৃত্যু হয়। কলিকাতার অধিবাসীর সংখ্যা ধরিয়া হিসাব করিলে হাজার করা ২৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে হাজার করা ৩১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা কলিকাতার স্বাস্থ্য অনেকাংশে বৃদ্ধি হইয়াছে।

আগামী ১ লা নবেম্বর অবধি বাখরগঞ্জ নওয়া খালি চট্টগ্রাম পাটনা গয়া সাহাবাদ রিহুত সারণ চম্পারণ জলপাইগুড়ি এবং লোহারডগার রপ্তানির আইন প্রচলিত হইবে।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, মান্দ্রাজের অনেকগুলি ধনী মুসলমান কলিকাতা যাত্রাসার ন্যায় তথায় কেবল মুসলমান যুবকদিগের শিক্ষার্থ একটী কালেজ করিবার জন্য চাঁদা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টকে এবিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিবার জন্য লেখা হইয়াছে। লার্ড নর্থব্রুকের শাসনকালে তাহাদের এ চেষ্টা সফলবতী হইবার সম্ভাবনা।

জাপানরাজ একবিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচার করিয়াছেন, তথা হইতে আর চাউল রপ্তানী হইবে না।

বঙ্গদেশের অনাবৃষ্টির এক অভিনব কারণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কালিফর্নিয়ার এক সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, নিবিড় অরণ্য আকাশ হইতে জল আকর্ষণ করে ইহার প্রমাণার্থ লেখা হইয়াছে, ১৮৬২ অব্দের পূর্ব্বে সাণ্ডিয়াগোতে বর্ষে বর্ষে এক কুড়িয়া বর্ষা হইত, তাহাতেই শস্যাদি জন্মিত কিন্তু উক্ত বর্ষে আগুন লাগিয়া বহু দার বন পুড়িয়া যাওয়াতে এক্ষণে তথা আর বর্ষা হয় না। এখানে ক্রমে সুন্দর বন পরিষ্কৃত হইতেছে, ইহাই কি বঙ্গদেশে বৃষ্টির অল্পতার কারণ?

অমৃত বাজার পত্রিকায় এই শোচনীয় ঘটনাটী লিখিত হইয়াছে। মধুকুমা বসি ঘাট ষ্টেসন হাওড়ার অন্তর্গত আড়ুলিয়া নিবাসী হরিশ্চন্দ্র ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ১১ ই আশ্বিন কালেক্টরিতে খাজনা দাখিল করিতে যাইতেছিলেন, তিনি পাল্কিতে ছিলেন সঙ্গে একজন দ্বারবান ছিল। বাটী হইতে প্রায় এক ক্রোশ গিয়াছেন এমন সময় ৩০। ৩৫ জন আসিয়া আক্রমণ করে দ্বারবান পলায়ন করে। তিনি অনেক অনুনয় বিনয়ের পর ডাকাইতদিগে পায় ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিবামাত্র হস্তটী কাটিয়া দেয়, তাহাদের পদতলে মস্তক অবনত করিবামাত্র তলবারের এক আঘাতেই মস্তকটী শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। পুলিস অনুসন্ধান করিতেছেন।

আগামী কল্য প্রাতঃকালে সার জর্জ বাহাদুরের কলিকাতায় আসিবার কথা আছে। তাঁহার সম্মানার্থ ১৯ টী তোপধ্বনি করা হইবে।

গত সপ্তাহে গোয়ালন্দে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অনেক শস্য বিশেষতঃ ধান্য সকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বিষয়েও অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

১৮৭০ অব্দে সিংহলের আয় ১২৯০৯১৮০ টাকা এবং ব্যয় ১১৭৪২৫৮৫ টাকা। উদ্বৃত্ত ১১৪৬৫৯৫ টাকা।

২৪ এ আশ্বিন শুক্রবার।

অন্ কভেনণ্টেড সার্ব্বিসে একশত টাকার অধিক বেতন ভোগী কত ইউরোপীয় ও ফিরঙ্গী কর্ম্মচারী আছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহার এক তালিকা চাহিয়াছেন। আরও ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা যায় কি না তাহা দেখিবার জন্যই কি এই অনুষ্ঠান?

হিন্দু রঞ্জিকায় লিখিত হইয়াছে রাজা পরেশ নারায়ণ রায় বাহাদুরের দেওয়ান গোবিন্দনাথ সেন গত ৮ ই আশ্বিন রোয়া-

লিতে যানলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। গত ৬ এ আষাঢ় ইনি কিঞ্চিৎ শৃগালের ন্যায় দংশ করেন। সামান্য ঔষধ সেবনে আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কোন কার্য্যোপলক্ষে বোয়ালিয়াতে আসিয়া জল দেখিয়া ভয় পান। তিনি অবিলম্বে তাহার আত্মীয়গণকে বলেন, তাঁহার মৃত্যুর অন্য কোন লক্ষণ ঘটে নাই। মৃত্যুর এক ঘণ্টা পূর্ব্বে শৃগালের ন্যায় ৩।৪ বার ডাকিয়া উঠেন। পরে বলেন, আমার ঐ রূপ ডাকিবার ইচ্ছা নাই কিন্তু সহসা ঐ রূপ হইয়া পড়িতেছে। কিয়ৎক্ষণ আর আর কথা বার্ত্তার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। অনেক শৃগালদষ্ট ব্যক্তির শৃগালের ন্যায় রব করিয়া মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াছি, কিন্তু এরূপ জ্ঞান পূর্ব্বক মৃত্যু ঘটনার বিষয় কখন শুনা যায় নাই।

সম্প্রতি একজন ফরাসী বেলুন আরোহী এক দিন বেলুনে উঠিবার উদ্যোগ করিয়া দেখেন, সেদিন সমুদ্র মুখে ঝড় হইতেছে। অনেকে বেদিন বেলুন চালাইতে নিষেধ করেন, তিনি ও তাঁহার স্ত্রী উহাই স্থির করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, পথি মধ্যে কতকগুলি লোক বিদ্রূপ করাতে তিনি সস্ত্রীক বেলুনে উঠিয়া দড়ি কাটিয়া দিলেন। বায়ুবেগে বেলুন সমুদ্রের দিকে চলিল। বেলুন সমস্ত রাত্রি সমুদ্রের উপর উড়িয়া বেড়ায়। পর দিন জলে পতিত হয়। নিকটে একখানি জাহাজ ছিল তাহাতেই তাহাদের জীবন রক্ষা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

টাকা শত করায়—

৪		১০৩৶—১০৩৷৶
৪৷	১৮৭০ (১৮৮২)	১০৪—১০৪৷০
৪৷	১৮৭১ (১৮৮৪)	১০৫৷—১০৫৷০
৪৷	১৮৭২ (১৮৭৯)	১০৪৶—১০৪৷৶
৫৷	১৮৫৯-৬০ (১৮৭৯)	১০৯৷৶—১১০

২৫ এ আশ্বিন শনিবার।

মফস্বলের দেওয়ানী আদালত সকল ১০ ই অক্টোবর হইতে ১১ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ হইবে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বিখ্যাত সঙ্গীত বিদ্যা বিশারদ মৌলা বক্সের যে কথা বলিয়াছিলাম, তিনি কলিকাতায় আসিয়া বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্টের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। এক দিবস মজলিস করিয়া সর্ব্বসাধারণকে তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করান হইবে। এই সভায় অনেক ইউরোপীয়কেও নিমন্ত্রণ করা হইবে।

যশোহরের সব ইনস্পেক্টর গোপালচন্দ্র সিংহ নীলমণিনাথ নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ এবং তাহার একটী সুন্দরী কন্যার সতীত্ব নাশের অপরাধে অভিযুক্ত হন। ঐ ব্যক্তির কঠিন পরিশ্রমের সহিত ১৪ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

মিরর পত্রে লিখিত হইয়াছে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের মৃত্যু হইয়াছে।

আমেরিকার দেখাদেখি ইংলণ্ডও বেলুন প্রস্তুত করিবার বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন। ইংলণ্ডে এক নূতন প্রকার বেলুন প্রস্তুত করা হইয়াছে। উহা উত্তপ্ত বায়ু দ্বারা চালিত হইবে।

আমরা সে দিন বমন ও ছাড়পোকার ঔষধের জন্য ক্ষোভ করিয়াছিলাম, আমেরিকার একখানি সংবাদ পত্র আমাদের সে ক্ষোভ মিটাইয়াছেন। ইহাতে লিখিত হইয়াছে কর্পূরের ধূমে মশক বিনষ্ট হয়। ইহার পরীক্ষা কঠিন নয়।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "বাকইপুরের পশ্চিমস্থ শাসন নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় যত্নে ও উৎসাহে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া অনাথ দরিদ্র বালকদিগের মহোপকার করিয়াছেন। তিনি পিতৃহীনের পিতা, কষ্টের চিকিৎসক ও পথ ভ্রান্তির প্রদর্শক স্বরূপ ইত্যাদি।"

—০:০:০—

আমাদিগের জামালপুরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

রামপুরহাট ও মলহাটী ষ্টেষনের মধ্য স্থিত পাগ্‌লা নামক যে সেতুটী সম্প্রতি হইল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর দিয়া গত সোমবার অবধি ট্রেণ সকল অতি শয় সতর্কতার সহিত গমনাগমন করিতেছে। এখনও ভয়ের বিষয় দূর হয় নাই বটে কিন্তু লাইনের ধারে যেরূপ জলরাশি বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে আপাততঃ উহার পূর্ণ সংস্করণ হইবার উপায় নাই। শারদীয় পূজার পূর্ব্বে লুপলাইন খোলা হওয়াতে সাধারণের অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে।

২। এতদ্দেশে সাধারণতঃ তিন প্রকার ধান্য উৎপন্ন হয়।

১ ম। আটি অর্থাৎ এ ধান্য ৬০ দিনের মধ্যে প্রস্তুত হয়, আমরা ইহাকে আশু ধান্য বলিয়া থাকি, ভাদ্র মাসে ইহার চাষ উত্তম হইয়াছে।

২ য় জোঙ্গা। ইহা আষাঢ় মাসে রোপিত ও কার্ত্তিক মাসে সুপক্ক হয়।

৩ য় সাহিয়ান্। ইহা শ্রাবণ মাসে রোপিত ও অগ্রহায়ণ মাসে পরিপক্ক হয়।

যদ্যপি দৈনন্দিক কোন প্রকার উপদ্রব না ঘটে, তাহা হইলে এবার বেহারদেশ হাঁসিয়া যাইবে। রঙ্গপুর, গিরিধর, দুর্গাপুর, সাহসরামপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতি কৃষি প্রধান স্থান সমূহে উত্তম চাষ হইয়াছে। উল্লিখিত স্থানে আতি সুবাসিত মিহি চাউল প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে এই কয়েক বিধ উৎকৃষ্ট। গঙ্গুলসার, সরিস, সুলাবিয়া, কাজরি, বাঁশফুল, গজকেশর, সীতাসার ইত্যাদি। সচরাচর এ সকল চাউল সকলে পায় না।

৩। এ বৎসর মৌয়া ফুল প্রচুর জন্মিয়াছে। মৌয়া গাছ কদম্ব বৃক্ষের ন্যায় উচ্চ ও শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। ইহার পত্রও কদম্বের ন্যায়। এই ফুল চোঁয়াইয়া এক প্রকার নিকৃষ্ট মদ প্রস্তুত হয়। অনেকে তাহা পান করিয়া পরম সুখ লাভ করে। ঐ ফুল শুষ্ক করিয়া বাজারে বিক্রীত হয়। উহা কোন কোন স্থানে টাকায় ৩/ মণ পাওয়া যায়। দুঃখী লোকেরাই অন্নাভাবে উহা পাক করিয়া উদর পূর্ত্তি করে। মৌয়া ফুল কাঁচা বাদামের ন্যায়, তাহা হইতে এক প্রকার ঘন তৈল নিঃসৃত হয়। ২৩৷ টাকায় /১০ সের পাওয়া যায়। দরিদ্র লোকেরা ঐ তৈলে রন্ধনাদি করিয়া খাকে। সহরের মধ্যে ঐ তৈল কিঞ্চিৎ মহার্ঘ্য।

৪। বেহারবাসিদিগের মধ্যে

বিবাহ প্রচলিত আছে। ৬। ৭ বৎসর বয়সে অনেকের বিবাহ হয়। ইহাদের এরূপ সামাজিক শাসন যে যবধবি জায়াপতী পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, তদবধি তাহারা পরস্পরের সহিত সহবাস করা দূরে থাকুক মুখাবলোকন করিতে পাবে না। আমাদের উন্নত মনা সভ্যাভিমানী বঙ্গবাসিগণ এই অসভ্য অনক্ষর জাতির নিকট প্রাপ্তক্ত গুরুতর নিয়মটী শিক্ষা করুন।

৫। যাহারা অপেক্ষাকৃত নীচ বর্ণোদ্ভব, তাহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে এবং স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে ইচ্ছামত পরিত্যাগ করিয়া অন্য পত্নী বা অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে। ইহাদের বৃদ্ধ আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের মৃত্যু হইলে উহারা গীত বাদ্য সহকারে সেই শবদেহকে শ্মশানে লইয়া যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত সংসারের সুখ (যদি কিছু থাকে) সম্ভোগ করিয়া চলিয়া গেল তাহার জন্য শোকাভিভূত হইয়া ক্রন্দন করা অকর্ত্তব্য।

৬। যাহারা শ্রেষ্ঠ হিন্দু বর্ণোদ্ভব তাহাদের সমাজ বন্ধন প্রথা বঙ্গীয় হিন্দুসমাজাপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ইহারা পঞ্চায়েত দ্বারা সুশাসিত হয়। যদি কেহ ইহাদের মধ্যে সুরাপান বা ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হয়, তৎক্ষণাৎ সে সমাজচ্যুত হয়। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! আমাদিগের বাঙ্গালা উক্ত মহা পাতকে নিমগ্ন থাকিয়াও অম্লানবদনে দলাদলির ঘোঁটে প্রধান পাণ্ডা হইয়া দাঁড়ান। কি পরিতাপের বিষয়! দলাদলির মুখ্য মহৎ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া তাঁহারা কেবল নৈবেদ্য ও হুঁকা লইয়া টানাটানি করিতেছেন, দ্বেষহিংসা ও অনৈক্যের বিষময় বীজ স্বহস্তে বঙ্গমাতার বক্ষে বপন করিয়া আপনারা অশেষ ক্লেশভাজন হইতেছেন।

৭। ভারতবর্ষীয় সমস্ত রেলওয়ে কোম্পানির অধীনস্থ ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণের হিতসাধনোদ্দেশে একটী প্রকাণ্ড সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। তাহার নাম "এসাল মেমেটেল্ সোসাইটী"। ইহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র এলাহাবাদ। নিম্ন লিখিত কএকটী প্রধান প্রধান স্টেষণে উহার শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গাজিয়াবাদ, টুণ্ডলা, কানপুর, আলাহাবাদ, জব্বলপুর, মির্জ্জাপুর, বক্সার, দানাপুর, জামালপুর, রামপুরহাট, সাহেবগঞ্জ, এসান্‌সোল, মধুপুর, মওয়াদি, রাণীগঞ্জ, বর্দ্ধমান, এবং হাবড়া।

সভার উদ্দেশ্যগুলি আপনার পাঠকবিগের অবগতির জন্য পশ্চাৎ বিবৃত হইল।

১। সমস্ত রেলওয়ের কর্ম্মচারিগণের সাধারণ অবস্থার উন্নতিসাধন করা।

২। কোন দুর্ঘটনা বশতঃ কোন সভ্য কর্ম্মচ্যুত হইলে তাহাকে সাহায্য দান করা।

৩। শ্রমজীবী ও রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষদিগের পরস্পর সৌহার্দ্দ বর্দ্ধন।

৪। সভ্যদিগের উপর কার্য্যগতিকে কোন মকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করা।

৫। সভ্যদিগের পরস্পরের কোন প্রকার বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করা।

৬। রেলওয়ে কোম্পানির বিপক্ষে বিদ্রোহাচরণ নিবারণ করা।

৭। সভ্যদিগকে অপরাপর বিষয়ে সাহায্য করা।

৮। কোন সভ্যের হঠাৎ মৃত্যু বা অঙ্গ বৈকল্য হইলে তাহাকে যথোচিত সাহায্য করা।

৯। সভ্যদিগের কেহ বৃদ্ধ বা অকর্ম্মণ্য হইলে তাহাকে আনুকূল্য করা।

১০। ১১। তাহাদের উপকারার্থ একটী পেন্সিয়ন্ ফণ্ড ও আর একটী লাইফ্ ইন্সুরান্স ফণ্ড সংস্থাপন করা।

১২। সভ্যদিগের বিধবা স্ত্রী এবং অসহায় বালক বালিকাদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র ফণ্ড করা।

ভারতবর্ষ, ব্রিটীষ ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও আন্দামান দ্বীপস্থ যে কোন রেলওয়ের যে কোন কর্ম্মচারী খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইবেন ও মাসিক অন্যূন ২ টাকা চাঁদা দিবেন তিনিই উক্ত সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। এতদ্দেশীয় অন্যধর্ম্মাবলম্বী রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের জন্য সভার দ্বার উন্মুক্ত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। "একতাই বল" এই মহাবাক্যের যথার্থ মর্ম্ম ইউরোপীয়েরা যেমন বুঝিতে পারিয়াছেন তেমন আর কোন জাতি পারেন নাই। অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালি বাবুরা সুরাপান ও স্ত্রীস্বাধীনতা দিবার পূর্ব্বে ইংরাজদিগের এই অত্যুৎকৃষ্ট গুণটীর যদি অনুকরণ করিতে শিক্ষা করেন তাহা হইলে অচিরে বঙ্গভূমি নূতন শ্রী ধারণ করিতে পারে। কিন্তু হায়! এমন যে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ তাহার মধ্যেও অনৈক্য প্রবেশ করিয়াছে। ইহাই ভারতবর্ষকে ছার খার করিতেছে। সমাজসংস্কারক মহাশয়গণ সর্ব্বাগ্রে ইহার প্রতিবিধান চেষ্টা করুন।

৪ ঠা আশ্বিন
১৮৭৪

আমাদিগের মজিলপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

জেলা ২৪ পরগণার ভারমণ্ড হারবরের এলেকা মথুরাপুর থানার অধীন চাঁদপালা নিবাসী নাজীর গাজি নামক এক মুসলমানের উদারতা দয়ালুতা ও সদাশয়তার কথা শুনিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত ও বিস্মিত হইয়াছি, এ ব্যক্তি এবারের দুর্ভিক্ষকেতু আপন প্রজাদিগের নিকট পাওনা ২০০০ টাকা খাজনা এবং ধান্য ও নগদ কর্জ্জা টাকা কিছুই চাহেন নাই, বরঞ্চ এবং সর ধান্য দিয়া তাহাদিগের চাষ করাইবেন এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে বৈশাখ মাস হইতে ধান্য দিয়া তাহাদিগের প্রাণরক্ষা করিতেছেন। আপনার গোলার ধান্য নিঃশেষ প্রায় দেখিয়া নিজে খত দিয়া অন্যের নিকট হইতে ধান্য আনিয়া দরিদ্রদিগকে দিতেছেন। ইহা ভিন্ন নগদ টাকাও কর্জ্জ দিতেছেন কিন্তু ঐ ধান্য ও টাকার খত পত্র বা জামিন লইতেছেন না। তদ্ব্যতীত দরিদ্রদিগের পালনের জন্য আপন বাটী হইতে সর্ব্বদমেতের তেড়ী

পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। মহাশয়! পরের দুঃখে দেখিয়া কাতর হয় মুসলমান জাতিতে এরূপ লোক অতি অল্প, কিন্তু এ ব্যক্তির ন্যায় দয়ালু ও পরোপকারী কেবল মুসলমান জাতিতে নয়, অন্য জাতিতেও বিরল, অতএব এই মাজীর গাজি বিশেষ ধন্যবাদের যোগ্য সন্দেহ নাই। আমরা প্রার্থনা করি, যেন গাজীর চিরজীবন এইরূপ সৎকর্ম্মে মতি থাকে।

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

৫ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শস্য সংক্রান্ত রিপোর্টের যে এক অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে লিখিত হইয়াছে, কয়েক স্থান ভিন্ন আর সমুদায় স্থানের শস্যের অবস্থা অতি সন্তোষকর। এ সপ্তাহ আকাশের ভাব বড় অনুকূল গিয়াছে। কোন কোন স্থানে প্লাবন নিবন্ধন কতক অনিষ্ট হইয়াছে, কোন কোন স্থলে বৃষ্টির অভাবে হৃবকেরা সকল স্থানে ধান্য রোপণ করিতে পারে নাই বটে কিন্তু যে স্থানে রোপণ করিয়াছে তথায় উত্তম জন্মিবে। নদীয়াতে শস্যের মূল্য অতিশয় অধিক হইয়াছে। রিলিফ কার্য্যে মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাদিগকে একশত বর্গ ফীট মাটির কাজে দুই সের করিয়া চাউল দেওয়া হইতেছে, তথাপি ইহাদের সংখ্যা বাড়িতেছে। সারণে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ইহাতে শস্যের বিলক্ষণ উপকার দর্শিয়াছে।

৫ ই অক্টোবরের পর এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে সম্প্রতি যে সকল স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তথায় ৭ হইতে ১৫ ইঞ্চ পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছে। হৈমন্তিক ধান্য আশার অতিরিক্ত জন্মিয়াছে। বর্দ্ধমান এবং হুগলীতে কতক শস্যের হানি হইয়াছে। সেপ্টেম্বরের শেষে দাতব্যোপজীবী এবং মজুরের সংখ্যা ৬ লক্ষ ছিল। ১৫ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র রিলিফ কার্য্য বন্ধ হইতে পারে। কেবল বর্দ্ধমানে ও হুগলীতে বন্ধ হইবে না।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে দুর্ভাবনা প্রাবিত হইয়াছে। অনেক পল্লীতে পাঁচ ফীট জল দাঁড়াইয়াছিল। তন্নিবন্ধন অধিবাসীরা তিন দিবস অনাহারে থাকে। তবে কাহারও মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

পঞ্জাবের সংবাদ এই, হিসারে বৃষ্টির অভাবে শস্য শুকাইয়া যাইতেছে। অমৃতসরেও বৃষ্টির প্রয়োজন। লুধিয়ানা এবং সিয়ালকোটেও বৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। স্থানে স্থানে এখনও পঙ্গপালের প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আমাদিগের বাসগ্রামের অতি নিকট দিয়া যে গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীর রাস্তাটী বরাবর দক্ষিণ পড়িয়া রাজপুর হরিনাভি মালঞ্চ বারুইপুর হইয়া বুড়ী পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে সেই রাস্তাটী দুরদৃষ্টবশতঃ বিরহে শীর্ণকলেবর হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের রাস্তার এ দুর্দ্দশা দেখিয়া আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। গত বৎসর এইরূপ জখম হইয়া যাওয়াতে স্থানে স্থানে খোওয়া ফেলা হইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে দু এক মাইল সংস্কৃতও হইয়াছিল। সংস্কৃত হইয়াছিল বটে কিন্তু নাম মাত্র। যদি নামমাত্র না হইত তবে এবৎসর আবার এরূপ জখম হইবে কেন? যদি কেহ কলিকাতা হইতে দক্ষিণ বারুইপুর পর্য্যন্ত আইসেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে রাস্তাটির স্থানে স্থানে গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে এবং স্থানে স্থানে কর্দ্দমময় হইয়া আছে। কোন গাড়োয়ান এই রাস্তা দিয়া গাড়ি লইয়া যাইতে সহজে সম্মত হয় না। সম্পাদক মহাশয়! এই রাস্তাটীর প্রতিবৎসর এই রূপ দুর্গতি হয়, ইহার নিবারণ কি গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই করিতে পারেন না? যে যে স্থানে গর্ত্ত কিম্বা খাত হইয়াছে কেবলই সেই সেই স্থানে খোওয়া ফেলিয়া দেওয়া আর রাস্তাটী যেমন অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় রাখা সমান কথা। কারণ, দুই দিন পরে আর এক স্থানে গর্ত্ত হইয়া যাইবে এবং দেখিতে দেখিতে আর এক স্থানে হইবে এইরূপে ক্রমে ক্রমে ইহার পূর্ব্বাবস্থা হইয়া দাঁড়াইবে। তখন কি গবর্ণমেণ্ট পুনরায় "ঢালি দিয়া দিবেন" না আর কিছু করিবেন? তখন যদি কেহ তাঁহাদিগকে জানায়, তাঁহারা বলিবেন, রাস্তা এই সে দিন সংস্কৃত হইয়াছে, আবার কেন? তাঁহারা সচ্ছন্দে উচ্চ অট্টালিকায় বসিয়া এই কথা বলিলেন কিন্তু আমরা যাই কোথায়? আমাদের যে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, তাহা তাঁহারা বুঝেন না। শুনিয়াছি এ দিকের একজন ওবরসিয়র আছেন, কৈ তাঁহাকে কখনত এ প্রদেশে দেখিতে পাই না। পূর্ব্বে যখন সোণাপুর ষ্টেসনের নিকটে ওবরসিয়র থাকিতেন তখন রাস্তার অনেক সুবিধা হইত ও ছিল। কিন্তু ৩। ৪ বৎসর হইতে চলিল সে আড্ডাটী উঠিয়া গিয়াছে এবং রাস্তারও দুর্গতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

আমরা দেখিতেছি গবর্ণমেণ্টের সকল দিকে অপব্যয় হইতেছে। এই এক সামান্য রাস্তাতেই তাহা প্রকাশ পাইতেছে। যেখানে অপরের ১০ টাকা খরচ করিলে চলে সেখানে গবর্ণমেণ্টের ১০০ টাকা লাগিবে। এইরূপে কত অর্থ অপব্যয় স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। গরুর গাড়িতে রাস্তার অত্যন্ত ক্ষতি করে। উক্ত রাস্তা দিয়া প্রায় প্রত্যহই ১০০। ১৫০ গরুর গাড়ি যাতায়াত করে। গরুর গাড়ি যাইবার এক পার্শ্বে স্বতন্ত্র একটী স্থান করিয়া দিলে আমাদের বড় ভাল হয়। বোধ করুন ১০০। ১৫০ গরুর গাড়ি, প্রতি গাড়িতে ২০। ৩০ মণ বোঝাই, এত গাড়ি যে রাস্তা দিয়া প্রত্যহ গমন করে সে রাস্তার কি আর শ্রী ছাঁদ থাকে, বরং রাস্তাটী ক্রমে নিম্ন হইতে থাকে। অনেক স্থানে রাস্তার প্রকৃত জল বাহির হইবার পথ নাই, সুতরাং রাস্তার জল দাঁড়াইয়া উহাকে কর্দ্দমময় এবং একেবারে উৎসন্ন প্রায় করিয়া তুলে। এই রাস্তাটীতে অনেক উত্তম উত্তম শকট স্প্রিংবিহীন হইয়া গিয়াছে। কোন গোরুর চক্র কর্দ্দমে পতিত হওয়াতে চূর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এইরূপ অনেক কথা আমরা শুনিতে ও দেখিতে পাই।

মহাশয়! কলিকাতা হইতে শকটারোহণে আসিতে হইলে প্রাণ যায় যায় হয়। একবার গর্ত্ত একবার উচু এক বার নীচু এই রূপ সমাগত শকটখানি উঠিতে ও পড়িতে থাকে।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে গবর্ণমেণ্ট কি আমাদিগের দেশের প্রতি [illegible] কৃপানেত্রে চাহিবেন না? [illegible] যে উদ্বৃত্ত টাকা আছে তাহা [illegible] কেবল টাক্স দিয়া মরি, আমাদের [illegible] হয় না তাহাতে আবার এটী যে সবল [illegible] তাহাও

এইরূপ হইয়া থাকিল, গ্রাম সকলের মধ্যে রাস্তার ত কথাই নাই। বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে চতুর্দ্দিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও রাস্তা কর্দ্দমময় হয়, কে দেখিবে কে পরিষ্কার করিবে? মিউনিসিপালিটীর টাকা থাকিলে এ সব অবায়ক হইত। কিন্তু বেঙ্গলাওয়ালারা সমুদায় টাকা নিঃশেষিত করিয়াছে ও জানি না আজিও করিতেছে কি না। যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে একটু মনোযোগী হইলে আমরা কৃতার্থ হই।

ইতিনাভি
১ লা অক্টোবর খ্রী:—
১৮৭৭

মহাশয়! বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমূহের পত্র প্রেরকগণ সাধারণের অনিষ্টজনক যে সমস্ত বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া প্রতীকার বিধান মানসে বাঙ্গলা সংবাদ পত্রে আন্দোলন করেন, কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে কি জন্য এত অবজ্ঞা ও অমান্য প্রদর্শন করেন? কর্ত্তৃপক্ষ কি এক বারও ভাবেন না যে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রগুলিই মফস্বলবাসী দুঃখী ও দুর্ব্বল প্রজাগণের দুঃখ জানাইবার প্রধান উপায়? যে জন্য এই কথার উল্লেখ হইল তাহা এই—চাঙ্গমণ্ড হারবর সবডিবিজনের অন্তঃপাতী কুলতানপুর থানার অধীন কুলপী রোডের বাকলস্থ এই অঞ্চলটীর রাস্তা ঘাটের অভাব জনিত শোচনীয় অবস্থার বিষয় "সোমপ্রকাশ" ও "ভারতসংস্কারক" এই দুই খানি সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালা সংবাদপত্রে আন্দোলন হইয়াছে দেখিয়াছি কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের ভ্রূক্ষেপও নাই, যে নিদ্রা সেই নিদ্রা। যাহা হউক, এক্ষণে বলিবার আর অধিক কিছুই নাই, কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে এই বর্ষাকালে থাকিতে থাকিতে একবারের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া গিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যদি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন তাহা হইলে রাস্তা ঘাটের অভাব বশতঃ আমাদিগকে যে জীবনান্ত কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে তাহা বারম্বার অবগত করিয়া আমরা আর কাহার কাছে তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিব না।

২। গত বর্ষের অনাবৃষ্টি হেতু অন্যান্য অনেক স্থানের ন্যায় এ প্রদেশেও বিলক্ষণ শস্য হানি হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ পৌষ ধান্য ভিন্ন এ প্রদেশে অন্য কোন শস্য উৎপন্ন হয় না এবং অধিকাংশ লোকদিগেরও কৃষি কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন অবলম্বন নাই। এ বৎসর এতদঞ্চলের সাধারণের কত দূর কষ্ট হইয়াছে তাহা মনুষ্য মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। বাস্তবিক প্রতি গ্রামে অন্বেষণ করিয়া দেখিলে জানা যায় যে দুই চারি ঘর সম্পন্নতর ব্যক্তিরেকে আর সকলেই সপরিবারে এক বেলা আহার করিয়া বৎসরোপরি কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে। কাহার কাহার বা তিন দিনান্তর আহারে যাইতেছে। তন্মধ্যে নিরাশ্রয় অক্ষম হীন দুঃখিগণ ও ঠিকা মজুরি করিয়া যাহারা দিন পাত করে, এই দুই শ্রেণীর লোক একে বারে নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছে। প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট কুলীতে অক্ষম ব্যক্তিদিগকে আহারীয় দ্রব্যাদি দানের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে কুলীর নিকটস্থ গ্রামবাসীদিগের বিলক্ষণ উপকার হইতেছে বটে কিন্তু রাস্তাঘাট না থাকাতে দূর গ্রামবাসীদিগের কোন উপকার দর্শিতেছে না। অতএব এ প্রদেশস্থ আর দুই চারি স্থানে অক্ষম ব্যক্তিদিগকে আহারীয় দ্রব্যাদি দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে। এই ত গেল অক্ষম হীন দুঃখিগণের পক্ষে, কিন্তু ঠিকা মজুরদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্ট ত এ পর্য্যন্ত কিছু মাত্র মনোযোগী হন নাই। এত দিন যা হইয়াছেন তাহাতে বড় ক্ষতি হয় নাই। কারণ চাষের কর্ম্ম ছিল। কিন্তু এক্ষণে চাষের কর্ম্ম ফুরাইয়াছে। এই সময়ে ইহারা খাটিয়া খাইতে পারে এমত কোন সুব্যবস্থা করিয়া না দিলে এই হতভাগ্যগণের অনেককে শীঘ্র শমন ভবনে গমন করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট প্রজা রক্ষার জন্য যে এত ব্যয় করিলেন, শেষ এই হতভাগাদিগের হইতে তাঁহাদিগকে কলঙ্কের ভাগী হইতে হইবেক। অতএব গবর্ণমেণ্ট এই বেলা সতর্ক হইয়া এ প্রদেশস্থ কোন কোন গ্রামে যে সঙ্কীর্ণ ও মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ পথ আছে সেই পথগুলির সংস্করণ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলে অনেক সুবিধা হইতে পারিবে।

৩। এই করগুলি ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে দুই খানি আফিঙ্গের দোকান আছে। সেই জন্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রামবাসী অনেক গুলিখোর ও আফিঙ্গ সেবন কারী, ব্যক্তি এই গ্রামে সর্ব্বদা গমনাগমন করিয়া থাকে। তাহার সঙ্গে অনেক বয়স্থা স্ত্রী লোকেরও সমাগম হয়। তাহাতে গ্রামের মধ্যে দুষ্ট প্রকৃতি নামা প্রকার উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। এখানকার লোক একে অত্যন্ত দুরবস্থাপন্ন তাহার উপর আবার এই সকল অত্যাচার। সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি এখানকার কতিপয় ভদ্র লোক এই আফিঙ্গের দোকান দুইটী কুলপীর হাটে অথবা নিকটবর্ত্তী অন্য কোন সাধারণের গমনীয় প্রকাশ্য স্থানে উঠাইয়া লইবার প্রার্থনা করিয়া ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এক খানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা না করিলে তাঁহাদিগের উপায়ান্তর নাই। আমরা প্রার্থনা করি যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাদিগের উক্ত আবেদন পত্র গ্রাহ্য করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে প্রজারঞ্জন করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন।

৪। এ প্রদেশের ধানের অবস্থা এক্ষণে সন্তোষকর। মধ্যে বিলক্ষণ ঝাঁকন হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি প্রচুর হইয়াছে। কার্ত্তিক মাসের প্রথমে একটু বৃষ্টি হইলেই এ প্রদেশে উত্তম শস্য জন্মিবে প্রত্যাশা করা যাইতেছে।

করগুলি
২৭ এ সেপ্টেম্বর
১৮৭৭

কিয়দ্দিবস হইল, আমি কার্য্যানুরোধে জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কাটোয়া সব্‌ডিবিজনে গমন করিয়াছিলাম। এখানে গত দুই বৎসর অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দরিদ্রদিগের দুর্দ্দশা অবলোকন করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। বঙ্গদেশের সর্ব্বস্থান অপেক্ষা বোধ হয়, অত্রত্য দুঃখিদিগের অবস্থা সমধিক শোচনীয়। এক প্রহর হইতে তিন প্রহর পর্য্যন্ত পল্লীগ্রাম দিয়া ভ্রমণ করিলে স্থানে স্থানে হাজার হাজার লোক গবর্ণমেণ্টের চাউল পাইবার প্রত্যাশায় বসিয়া আছে, দৃষ্ট হয়। তাহাদিগের পরিধেয় মলিন ও শতছিন্ন, অঙ্গে চৈতন্যাভাব, শুষ্ক কেশ বাতাসে উড়িতেছে, চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিয়াছে, অস্থি বাহির হইয়া উঠিয়াছে, শরীর পঞ্জর ও দুর্ব্বল। তাহাতে উৎসাহ লক্ষণ কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না, হইবেই বা কেমন করিয়া, দুই বৎসরকাল অনাবৃষ্টি এবারও তাই। দরিদ্রদিগের মধ্যে মধ্যে শিশু সন্তানগণ ক্রন্দন করিয়া উঠিতেছে। আহা! ক্ষুধাপোষা শিশুগণ ক্ষুধার অসহ্য বেদনায় কাতর হইয়া রোদন করিতেছে। ইহা দেখিয়া কি জনক জননীর প্রাণ বাহির হয় না? তাহারা ত নিকটে আছে? কিন্তু তাহারা কি করিবে। পিতা কোন কোন দিন কর্ম্ম পাইয়া অতি কষ্টে দিনান্তে ৮ টী পয়সা হাতে করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। পরিবারে অনেকগুলি বালক বালিকা, তাহাতে আবার

এই দারুণ দুর্দৈব; ঐ পয়সা কটীতে কি হইবে ?

দরিদ্রদিগের আধুনিক দুরবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আমার অন্তঃকরণ ব্যথিত হইল। কিন্তু গ্রামবাসী কতকগুলি ভদ্র লোক মুখে যাহা শুনিলাম, তাহা শান্তিপ্রদ বটে। আমাদিগের দয়ালহৃদয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিপল্লীতে এক একটী চাউলের ভাণ্ডার করিয়া দিয়াছেন। দুঃখিগণ তথা হইতে প্রত্যহ চাউল পায়। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত সর রিচার্ড টেম্পল্ সাহেব অদ্য প্রায় ১২। ১৩ দিন হইল কাটোয়ার পদার্পণ করিয়া তথাকার দুরবস্থা ৫ ঘণ্টা পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক উক্ত ভাণ্ডারগুলিতে অধিক চাউল পাঠাইতে তত্রত্য ভদ্র ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ভগবান চন্দ্র বসুকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। দেখিলাম ডেপুটি বাবু দীন দুঃখী দিগের হিতের জন্য বিশেষ যত্নবান আছেন। তিনি প্রায়ই পল্লীগ্রামে গমন করিয়া তাহাদিগের ক্লেশ নিবারণ জন্য নানা প্রকার উপায় করিয়া দেন।

পথিমধ্যে যতগুলি চাউলের ভাণ্ডার দেখিলাম তন্মধ্যে চাণ্ডুলী নামক গ্রামের ভাণ্ডারটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। এখান হইতে নিকটবর্ত্তী অন্য অন্য পল্লীতে চাউল যায়। শুনিলাম এই গ্রামের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস মিত্র অতিশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের দুঃখ দূর করিতেছেন সম্পাদক মহাশয় ! বলিতে কি নিশ্চয়ই এই সকল মহাত্মাদিগের যত্নে এবার দুর্ভিক্ষের অশেষ যন্ত্রণা হইতে লোক কথঞ্চিৎ মুক্ত হইয়াছে। ধন্য টেম্পল সাহেব ! ধন্যভগবান বাবু ! তোমাদিগের ন্যায় ব্যক্তিদিগের এইরূপ কার্য্যই করা উপযুক্ত। তোমরা যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছ, তাহাতে চিরস্মরণীয় হইবে।

এ অঞ্চলে পূর্ব্বে বিন্দু মাত্র বৃষ্টিপাত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখন প্রচুর বৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু তাহাতে আগামী বৎসরের অভাব দূর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ৬। ৭ আনা পরিমাণ ধান্যোৎপত্তির আশা করা যাইতে পারে।

কুকিরাচীট
নং ২।
৪ঠা সেপ্টেম্বর
১৮৭৪।
} একান্ত বশম্বদ
শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

মৃত মহাত্মা ডাক্তর সাণ্ডর্ক্ড মহোদয়ের প্রতি।

এ মহানগরী তোমা ভুলিবে কেমনে,
কলের সাগর ওরে, ভিষক রতন।
ন্যায় ধর্ম্ম সত্য পথ ধরিয়া যতনে,
বীর ভাবে চালাইতে জীবিকা আপন।
যমন্তরি জেনেছিল তোমারে সবাই
তোমারে পাইলে রোগী হইত নির্ভয়,
দীনের ছিলেহে তুমি পিতা বন্ধু ভাই।
আমায়িক মিষ্ট ছিল তোমার হৃদয়।
শান্ত ভাবে বিচরিলে তুমি হে ধরায়,
তাই এত গুণ তব গায় কত জনে।
জগৎ জননী এবে লইয়া তোমায়
দিন সুখময়ী শান্তি, চাই এক মনে।

কলিকাতাবাসিনঃ।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২রা অক্টোবর। একখানি মালদ বোম্বাই বন্দরে বিজেক্টস কেনালের নিকটে পুড়িয়া গিয়াছে।

আষ্ট্রো হাঙ্গারিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে, জাকেজেন টোকিমেন তুর্কীয়ার প্রতি শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিয়াছে।

লণ্ডন ৩রা অক্টোবর। গত কল্য বিজেক্টস কেনালের নিকট যে যাত্রদের বজরা পুড়িয়া যায়, উহাতে কেনালের সেতুটী উড়িয়া যায়, এবং নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকেরা অতিশয় ভীত হয়। অতি নিকটবর্ত্তী বাটী সকলও নষ্ট হয়। ৫ ক্রোশ দূর হইতে ইহার শব্দ শুনা গিয়াছিল। তিন জনের জীবন নষ্ট হইয়াছে মাত্র। কিন্তু বিস্তর টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

লণ্ডন ৫ই অক্টোবর। ইজিপ্ট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, নাইল নদীর জল ক্রমে বৃদ্ধি হওয়ায় সকলেই স্রাবণের আশঙ্কা করিতেছেন। জিমজ্যা কেনালের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ৭ই অক্টোবর। নাইল নদীর জল বৃদ্ধি সম্বন্ধে সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে জল ক্রমে কমিয়া যাইতেছে।

বার্লিন ৬ই অক্টোবর। বার্লিনস্থ ফরাসী রাজদূত কাউণ্ট আর্ণিম রাজকীয় পত্রাদি গোপন করাতে বিসমার্কের পরামর্শে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার মুক্তির জন্য আবেদন করা হয় কিন্তু সে আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই। আর্ণিম বলেন, তিনি ঐ সকল পত্রাদির বিষয় কিছুই জানেন না।

পারিস ৬ই অক্টোবর। স্পেন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সম্প্রতি তনকালসের সৈন্যগণ বিদ্রোহী হয়; তাহাতে তিনি আহত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১লা অক্টোবর। এফ, ডবলিউ ডি, পাটারসন প্রথম শ্রেণীতে বশোহরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, এচ, হ্যারাড কিছুদিনের জন্য ভাগলপুর উপবিভাগের ভার পাইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন—

ভাগলপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, এ, ওয়েস সাহেব।

চম্পারণের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ ফিডিয়ান।

সারণের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, জি ডে সাহেব।

মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল জব্বার ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

মুপুলের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে জি মেকিন্স প্রথম শ্রেণীতে নদীয়ার সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ভাগলপুরের প্রাক্তনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, এম, স্মিথ বাজমহলের সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

জে, আর কার্ণাক তৃতীয় শ্রেণীর সহকারী কমিশনরের কার্য্য করিবেন। ইনি লোহারডগার সদর ষ্টেশনে রহিলেন।

প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ, জে, জি কাবেল জামুই উপবিভাগের ভার পাইলেন।

দিনাজপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এম, ফেলুকেস মুঙ্গেরে বদলী হইলেন।

ই, জে, বার্টন কিছুদিনের জন্য বাঁকুড়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সি, এফ মাগ্রাথ কিছুদিনের জন্য বগুড়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সাওতাল পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী কেরেশ আলী জামাল পুরে বদলী হইলেন।

টী, এম, কাফ্টন সাহেব কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

হুগলীর প্রতিনিধি আইন্ট মাজিষ্ট্রেট জে, এ হপকিন্স কিছুদিনের জন্য ১৮৬৮ অব্দের ৫ আইনের [(ভাড়াটিয়া গাড়ি সম্বন্ধীয় আইন) ২ ধারানুসারে হুগলী ও চুচুড়ার মিউনিসিপালিটীর কণ্ট্রোলার ও রেজিষ্টার হইলেন।

২৪ পরগণা এবং হুগলীর প্রতিনিধি দ্বিতীয় অতিরিক্ত জজ [জে, টুইডি কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রাম ঢাকা বাখরগঞ্জ এবং ত্রিপুরার অতিরিক্ত জজ এবং অতিরিক্ত সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন। ইনি করিদপুরে থাকিয়া তথায় সেসিয়ন করিবেন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যু হওয়াতে বাবু ব্রজনাথ লাহিড়ী কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে কলিকাতার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর হইলেন।

জে, ক্রফট
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপ।

২ রা অক্টোবর। এল, ডবলিউ ডি পিটারসন যেদি বশোহরের আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন, প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের এবং ফৌজদারী দণ্ড বিধির ২২২ ধারার উল্লিখিত অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

৩ রা অক্টোবর। লোহারডঙ্গার সহকারী কমিশনর লেপ্টনর্ণ্ট এল, জে এচ গ্রে সাহেব ফৌজদারী দণ্ড বিধির ১৪২, ১৫৭, ৪১৭ ও ৫২১ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন।

৫ ই অক্টোবর। জে, আর কার্ণাক (যিনি লোহার ডঙ্গার সহকারী কমিশনর হইয়াছেন) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রোহিনীপুরের ভূতপূর্ব্ব মুন্সেফ বাবু অবিনাশ চন্দ্র মিত্র (যিনি স্কুলের রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন) পুনর্ব্বার সেই পূর্ব্ব পদে গমন করিয়াছেন।

সাতক্ষীরা পরগণার অন্তর্গত ভূতকার রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত বাবু অমৃত লাল পাল বি, এল, ২৪ পরগণার অন্তর্গত সাতক্ষীরায় যেমন মুন্সেফ ছিলেন সেই পদ গ্রহণে অনুমতি পাইয়াছেন।

৬ ই অক্টোবর। বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র পাল বি, এল, কিছুদিনের জন্য রিমাজপুরের অন্তর্গত পত্নিটোলার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

হুগলীর প্রতিনিধি আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, এ, হপকিন্স ফৌজদারী দণ্ড বিধির ১৪২, ১৫৭, ৪১৭, এবং ৫২১ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (যিনি মালদহে বদলী হইয়াছেন তথায়) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

জে, ক্রফট
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ২ রা অক্টোবর।

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।
ভাগীরথী।	
	কীট ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	২৩
মুরপুর ৬ মাইলের মধ্যে	১০ ৬
তথা হইতে জলিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১৫
জলিপুর হইতে বহরমপুর ১৭ মাইলের মধ্যে	২০ ৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২০ ৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৩ মাইলের মধ্যে	২৪
মাথা ভাঙ্গা।	
গঙ্গার মোহানা	১৪ ৬
ভাঙ্গার পাড়া	১৫
তথা হইতে হাট বোলিয়া	১৭ ৬
তথা হইতে কট ১ নং	৩১ ৯
তথা হইতে বোলমারি	২০ ৩
তথা হইতে আলিকদহ	২০ ৩
তথা হইতে কুকগঞ্জ	২১
জলঙ্গী।	
মোহানায়	১০

সন ১৮৭৪ সালের ৫ ই অক্টোবর বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

	কীট	ইঞ্চ
	২৩	

বহরমপুর
৫ ই অক্টোবর
১৮৭৪

টি, এইচ উইল্ক সি ই,
একজি- কিউটিবইঞ্জিনিয়র
নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কুমার দেবেন্দ্রচন্দ্র দেব বাহাদুর
স্বাধীন ত্রিপুরা ১০
শ্রীযুক্ত বাবু পরমচন্দ্র গুপ্ত—কলিকাতা ৫৪০
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল কী—মেদিনীপুর ১০
" " নবীনচন্দ্র সরকার—খোলাবাসি ১০
" " ভগবতীচরণ সাহা—কলিকাতা ১০
" " কৃষ্ণগোপাল মোখার্জী
শান্তিপুর ১৯

বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। ছয় মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতায় দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেষণের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৪৮ সংখ্যা।

" প্রবক্ষ্যন্ প্রক্রান্তিনায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা
সন ১২৮১। ১৭ ই কার্ত্তিক। ইং ১৮৭৪। ২ রা নবেম্বর।
মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

সভ্যসমাজকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে "গল্টিনী বাল্কব" নামক মহৌষধের বাক্স (যাহাতে ২ প্রকারের ঔষধ ১ সপ্তাহ করিয়া ২ কৌটাতে) প্রস্তুত আছে। ইহা সুসেব্য সংমিশ্রিত ও অস্বাস্থ্যকর শোণিত বিশুদ্ধকারক ও পুষ্টি পরম্পরা পরিপ্রাপ্ত। ইহা অমোঘ-বীর্য্য ও সদ্যঃফলদ। ইহার প্রভাবে ২। ৩ দিবস পর্য্যন্ত ছট ফট করিতেছে এমত গর্ভিণী ২ প্রহরের মধ্যে বেদনা শান্তি পাইয়া সুস্থ হয় এবং কাল পূর্ণ করিয়া সুখপ্রসবিনী হয়। চিকিৎসক ও ডাক্তর মহাশয়েরা ইহার অব্যর্থ প্রভাব অনুভব করিবেন। আমাশয় গর্ভাশয় ও মূত্রাশয় বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্রান্ত্র এ সকলের বৈধাত্ব শমন করিয়া স্বাস্থ্যকর হয়। গর্ভিণীদিগের অবশ্য সেব্য। এক বাক্সের মূল্য ৬ টাকা, ডাকমাশুল চার্জ্জ ও মাশুল ৷৷০ আনা, মোট ৬৷৷০ টাকা। উহার সহিত মুদ্রিত ব্যবস্থা পত্র প্রেরিত হইবেক।

শ্রীকুঞ্জবিহারী কবিরাজ
সাং ৩ মেডিকেল কল
লক্ষ্মীবিলাস বনারস।

সাহিত্য কুসুম।

ঐ নামে উক্ত নামে একখানি ক্ষুদ্রদল মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ৷৷০। ষাণ্মাসিক ডাকমাশুলসমেত ৷৷৵। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৵। গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত মহাশয়েরা হুগলি বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পত্রাদি পাঠাইবেন।

—•—

সুসংবাদ।

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা সিটোলাডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৵০ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল ১০ অষ্টআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০০ টাকা পুরস্কার।

ঈশ্বর সেন নামক আমার চাকর গত মঙ্গলবার রাত্রে নিম্নলিখিত জিনিষ সকল অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহার চেহারা ফরসা শ্যামবর্ণ, লম্বা আন্দাজ ৫।ফুট, একহারা মুখলম্বা। পৃষ্ঠে, বুকে, দাপনার হাতে এবং কর্ণে লম্বা লম্বা লোম আছে বয়স আন্দাজ ৩১ কি ৩৩ বৎসর হইবে। কথা পূর্ব্ব দেশের মত আছে। তাহার বাটী যশোহর জেলায় ও জাতি উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ বলিয়াছিল। যে ব্যক্তি উহাকে মালসমেত ধৃত করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে এক শত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

হরিনাভি
২৪ এ আশ্বিন
১২৮১ সাল
শ্রীনবীনচাঁদ ঘোষ।

কোম্পানির কাগজ।

সন ১৮৬৫ সালের ১ লা মে তারিখে ৪ টাকা সুদের ০০৭৮৫৭ অফ্ ৪৮০ নং এক কেতা ২১০০
সন ১৮৪৩। ১ লা ফেব্রুয়ারি ঐ সুদের ০২৪৭৮৩ অফ ৭৮৩৬ নং এক কেতা ১০০০
ঐ সন তারিখের ঐ সুদের ০১২৫৩৪ অফ্ ১৫৯০৯ নং এক কেতা ৫০০
ঐ সন ঐ তারিখের ঐ সুদের ০১১৭৯২ অফ্ ১০৩০৫ নং এক কেতা ৫০০
ঐ সন তারিখের ঐ সুদের ০১৩৩৬৯ অফ ২৫৬৮৭ নং এক কেতা ২১০০
সন ১৮৩৬। ৩১ এ মার্চ্চ ঐ সুদের ০০৫৬৪৫ অফ ২৮৩৬ নং এক কেতা ১৪০০
সন ১৮৫৪। ৩০ এ জুন তারিখের ঐ সুদের ০১২৮৮৫ অফ্ ৪২৯৬৭ নং এক কেতা ১০০০
ঐ সন তারিখের ঐ সুদের ০১২৮৮৪ অফ ৩৮১২ নং এক কেতা ১৪০০

১০১০০

এই কাগজ সমেত ছোট কাঠের হাক্স ১ টা ও তাহার মধ্যে বেঙ্গের খালাসি বান ও অন্যান্য কাগজ ছিল।

গবর্ণমেণ্টের কন্সোল নোট।

এল ৫০ নং ৩৯৭০৯ : ৩৯৭১০ ৩৯৭১১ ৩৯৭১২ নং ৪ কেতা ১০০ হিসাবে ৪০০ টাকার মধ্যে এক কেতা ১০০ টাকা খরচ বাদে তিন কেতা ৩০০
এল ১৯ নং ০৫৩৮৮ নং এক কেতা ... ৫০
৫৫০
ইহা সেওয়ার খরচা নোট ও নগদ ৫০৪
৭৫৪

কে,২ কাগজের সুদের চেক এক কেতা ৮২
" " " এক কেতা ৫০
" " " এক কেতা ২৮
১৬০

দলিল এক তাড়া ৫ ৭ খানা ও লোহার সিন্দুকের চাবি ও ছাতা, পুরাতন কার্পেটের থেপ।

ভারত সংস্কারক কাগজে কম্পোজের ভুলে ১৫০০ টাকার কোং কাগজের অফ্ নম্বরের ২৮৩ নং স্থানে ২৮০৩ হইবে ও করেন্সি নোটের এল ০৫৯ স্থলে এল ৫০ হইবে ও ৩১৭১০ স্থলে ৩৯৭১০ হইবে।

ও সুদের চেক তিন কেতায় ১৯০ টাকার ও লোহার সিন্দুকের চাবি ইত্যাদির উল্লেখ হয় নাই।

"বংশ রত্নাকর" নামক বহী।

জনৈক ভোটীয় সিদ্ধ যোগাচারী জটিল মহাত্মার স্বউদ্ভাবিত বয়স নিবারণ। ঋতু স্থান গর্ভস্থান প্রভৃতি বৈগুণ্যে যে বন্ধ্যাত্বাদি নানা দোষ ঘটে তাহা এতৎ সেবনে অবশ্যই তিরোহিত হয়। ৩ সপ্তাহের ঔষধের মূল্য মায় ডাক মাসুল একুনে ১০ টাকা মাত্র। গর্ভ স্থবে স্থির প্রয়াস ও শ্রমের সাফল্য হইলে তখন মাত্র যথাযুক্ত পুরস্কারের প্রত্যাশা বলবতী রহিল।

শ্রীভৈরবী গোসাঁই
কাশী ভৈরবনাথ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আমার এলাকাস্থ বাঁশবাঁধা নামক বাংসরিক মেলা গত বৎসর দুর্ভিক্ষ হওয়ায় বন্ধ ছিল। এবার নিয়মিত সময় (বাস পূর্ণিমা) উপলক্ষে ঐ মেলা হইয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিবেক। ইতি ১২৮১ সাল তাং ১৫ই আশ্বিন
শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায় জমিদার।
জিলা—দিনাজপুর হেমতাবাদ ঠাকুর গাঁ।

সচীক দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী, পুথির আকারে মুদ্রিত হইয়াছে, শেষে অনুবাদও আছে। মূল্য ৬ টাকা, কমিসন ২১ টাকার কিং পটোল ডাঙ্গা ষ্ট্রীট ২৩ নং প্রাক্তন যন্ত্রে পাওয়া যায়।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ বরাট।

—০:০—

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাসুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	৷৷০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৶০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৶০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাসুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাসুল লাগিবে না, মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

হেম নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিঙ্ লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸০ আনা ডাক মাসুল /০ এক আনা।

লালবাজার হিন্দুস্কুলের কলিকাতা
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বাণীযন্ত্র পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ফ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্কশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইতালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফ্লাওার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ফ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট
বরন এণ্ড কোং।

সোমপ্রকাশ।

১৭ ই কার্ত্তিক সোমবার।

দুই সপ্তাহের পর আজি, আমরা পুনরায় সোমপ্রকাশের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আজি কোথায় সোমপ্রকাশ পাঠকগণকে সপ্রেম আলিঙ্গন ও সাদর সম্ভাষণ করিয়া দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সংবাদ দিয়া তাঁহাদিগের হৃদয় পরিতোষ সম্পাদন করিবে তাহা না হইয়া দারুণ জল প্লাবন ও ভয়ঙ্কর ঝড়ের অশুভ সংবাদ লইয়া তাঁহাদিগের অগ্রে উপনীত হইতেছে। ৩০ এ আশ্বিন বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বিষম ঝড় হইয়া গিয়াছে। বিস্তর অনিষ্ট হইয়া লোকের যার পর নাই কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। আমাদিগের এ অঞ্চলে ঝড় হইয়াছিল, কিন্তু তত আনিষ্ট হয় নাই। আমরা বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর হইতে এতৎসংক্রান্ত যে কয়খান পত্র পাইয়াছি, তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। পাঠ করিলে পাঠকগণ ঝড়ের স্বরূপ বোধে সমর্থ হইবেন। বর্দ্ধমান অঞ্চলে মেমারি ও মানকরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উহা ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করে। ৩০ এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকাল ৯ টার সময় ঝড় আরম্ভ হইয়া প্রাতঃকাল ৫ টা পর্য্যন্ত

থাকে। ৭ টার সময় পুনরায় বায়ু প্রবল বেগে বহিতে থাকে এবং বেলা তিন-টার সময় উহার নিবৃত্তি হয়। বর্দ্ধমান ডেবণের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। বর্দ্ধমানের বাজার নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছে। শুক্রবার খাদ্য দ্রব্য পাওয়া কঠিন হইয়াছিল। ডাকঘর ও অনেক পাকা বাড়ীর ছাদ ভাঙ্গিয়া যায়। ঘরের দ্বার জানলা সার্সি প্রভৃতি চূর্ণ হয়। বৃক্ষাদি পতিত হইয়া রাস্তা ঘাট বন্ধ হইয়াছিল। বাতাস এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে মানকরের নিকট আরোহিপূর্ণ একখানি গাড়ি উল্‌টিয়া পড়ে। অনেকের হাত পা মাথা ভাঙ্গিয়া যায়, কাহারও মৃত্যু হইয়াছে কি না সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বর্দ্ধমানের চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদায় স্থান জলে ভাসিয়া গিয়াছে। লোকের মৃত্যু সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু যেরূপ ঘটনা হইয়া গিয়াছে তাহাতে লোকের হাত পা ভাঙ্গা ও মৃত্যু হওয়া অসম্ভাবিত নয়। বর্দ্ধমানে প্রথম ম্যালেরিয়া তার পর দুর্ভিক্ষ এক্ষণে আবার ঝড়, পরে কি দৈব ঘটনা ঘটে বলা যায় না। পাঠকগণ সোমপ্রকাশের বিবিধ সংবাদ ও ইউরোপীয় সম চারস্তম্ভটি অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিবা দেখিবেন, দেখিতে পাইবেন এবার কত স্থানে কত ঝড় ও কত অনাবৃষ্টি হইয়াছে।

এখনও পর্জ্জন্যদেব বর্ষণ কার্য্যে বিরত হন নাই। গত শনিবার অবধি ৩। ৪ দিন এ অঞ্চলে বিলক্ষণ বৃষ্টি হইবা গিয়াছে, এখনও আকাশ পরিষ্কার হয় নাই। আকাশের ভাব দেখিয়া শঙ্কা হইতেছে পবনদেব পাছে বা পুনরায় অনুগ্রহ করেন। আর বৃষ্টির প্রয়োজন নাই। এখন বৃষ্টি হওয়াতে কেবল অপকার। শ্রাবণ মাসে এই বৃষ্টি হইলে বিস্তর উপকার হইত। এক কাঠাও ভূমি পতিত থাকিত না। এবার সময়ে বৃষ্টি না হওয়াতে অনেক স্থলে অনেক ভূমি পতিত আছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া দেবতারাও দেখি স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন। গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারে কথঞ্চিৎ পাপ আছে, কিন্তু দেবতাদিগের স্বেচ্ছাচারে পাপ নাই। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা পর্জ্জন্যদেবকে বশে রাখিয়া কি স্বপ্রয়োজন সাধন করিয়া লইতে পারেন না?

নানা সাহেব।

বঙ্গদেশের ঝড় ও নানা সাহেবের বন্দীভাব তুল্যরূপ ধারণ করিয়াছে। বঙ্গদেশে ৩। ৪ বৎসর অন্তর ঝড় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, নানা সাহেবও ৩। ৪ বৎসর অন্তর ধরা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে ৩। ৪ জন নানা সাহেব ধরা পড়িলেন, মুক্ত হইয়াও গেলেন। আবার এক নানা সাহেব ধরা পড়িয়াছেন।

পিবনিয়র লিখিয়াছেন, ২১ এ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যাকালে মহারাজ সিন্ধিয়া একখানি পত্র প্রাপ্ত হন। বিটুরের নানার একজন মুন্সী এই পত্র লিখেন। ইহাতে নানা সাহেব সিন্ধিয়ারাজকে ভ্রাতৃভাবে লিখেন যে, বহুকাল জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া এক্ষণে তিনি মৃত্যু কামনায় হিন্দুস্থানে আসিয়াছেন। সিন্ধিয়ারাজ এই পত্র পাইবামাত্র যে স্থানে নানা অবস্থিতি করিতেছিল, ২০০ শত সৈন্য সমভিব্যাহারে তথায় গমন পূর্ব্বক স্বয়ং তাহাকে ধরিয়া বন্দীভাবে আনয়ন করেন। নানা সিন্ধিয়ার অপেক্ষা ১০। ১১ বৎসর অধিকবয়স্ক। কিন্তু তাহাদিগের বাল্যকালে পরস্পরে সাহচর্য্য ছিল সিন্ধিয়া তাহাকে ধরিবা মাত্র চিনিতে পারিলেন। তদ্ভিন্ন বাল্যকালের কয়েকটী সামান্য ঘটনার বর্ণন করাতে তাহাকে প্রকৃত নানা সাহেব বলিয়া সিন্ধিয়ার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। সে সকল ঘটনা অন্য কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই। সিন্ধিয়া রাজবাটীতে উপনীত হইয়া ৩ হাজার সৈন্যকে রাজবাটী রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া পোলিটিকাল এজেণ্ট কর্ণেল অসবরণকে সংবাদ দিলেন। অসবরণ আসিয়া বন্দীর জবান বন্দী গ্রহণ করিলেন। নানা সাহেব এরূপ জবানবন্দী দিলেন যে তিনি বাজীরাও পেশোয়ারের পুত্র, তিনি বিটুরের নানা সাহেব বলিয়া খ্যাত। তিনি বাধ্য হইয়া বিদ্রোহী সিপাহীদিগের অধিনায়কতা করেন। ঘাটে যে সকল হত্যাকাণ্ড হয় এবং পরে স্ত্রীলোক ও ছোট ছোট বালক বালিকা গণকে যে হত্যা করা হয়, তিনি তাহার মধ্যে ছিলেন না। হাবলক সাহেব সসৈন্যে আসিয়া কানপুর পুনরায় অধিকার করিলে পর তিন মাস কাল পর্য্যন্ত তিনি কানপুরের ৫ ক্রোশের মধ্যে ছিলেন। পরে নেপালে যাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া ভূটান প্রস্থান করেন। সেখানে ৭ বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। প্রায় ৫ বৎসর গত হইল তিনি আসামে গমন করেন, তথায় গৌহাটির এক জন ইউরোপীয় আফিসরের আশ্রয়ে কিছুদিন বেশে কালযাপন করিয়াছিলেন। তথা হইতে বোকলি তৎপরে গোয়ালিয়রে আইসেন। ইহার পূর্ব্ব দিবসেই তিনি গোয়ালিয়র উপস্থিত হন। পোলিটিকাল এজেণ্টের নিকট নানা সাহেব স্বয়ং এই জবান বন্দী দেন। মুন্সীকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। মুন্সী বলেন ১০ মাস পূর্ব্বে তিনি নানা সাহেবকে ফকীর বেশে বোকলিতে দেখেন। তৎকালে তাঁহার কোন কর্ম্মকাণ্ড না থাকাতে তিনি তাঁহার অধীনে চাকরী স্বীকার

করেন। সিন্ধিয়াকে যে পত্র লেখা হয়, তাহা নানা তাহাকে বলিয়া দেন, তিনি লিখিয়া ছিলেন মাত্র। এই চিঠি লিখিবার পূর্ব্বে ঐ ফকীর বেশ ধারী ব্যক্তিকে তিনি জানিতেন না। নানা সাহেব সিন্ধিয়ার ন্যায় একজন মহারাষ্ট্রীয়। তিনি সিন্ধিয়ার শরণাপন্ন হইয়াছেন, সিন্ধিয়া যদি তাঁহাকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করেন তাঁহার মৃত্যু দণ্ড হইবে সন্দেহ নাই। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া সিন্ধিয়া প্রথমে তাহাকে পোলিটিকাল এজেণ্টের হস্তে সমর্পণ কালে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, যে যাহাতে তাহার মৃত্যুদণ্ড না হয়, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে প্রতিভূ থাকিতে হইবে। পরিশেষে নানারূপ প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া সিন্ধিয়া বিনা সর্ত্তে নানা সাহেবকে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। ২২ এ অক্টোবর তাহাকে সিন্ধিয়ার ২০০ টী নামাভিবাহারে দিয়া মোরার কাণ্টনমেণ্টে পাঠান হয়। তথায় এক্ষণে তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। মুন্সীকেও একটী পৃথক কারাগৃহে রাখা হইয়াছে। নানা সাহেব এক্ষণে বলিতেছেন সে একজন সামান্য ফকীর মাত্র, আদেশ করিলে সে ইহার প্রমাণ দিতে পারে। সিন্ধিয়াকে যে পত্র লেখা হয় এবং পোলিটিকাল এজেণ্টের নিকট যে জবানবন্দী দেওয়া হয় সে সমুদায় আমূলতঃ মিথ্যা। যে সময় পত্র লিখিতে বলে এবং জবানবন্দী দেয় তখন সে ভাণ্ডের নেপাল অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহাকে দেখিয়া বোধ হয় ইহার বয়স ৪০ বৎসরের অধিক নয়, দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ শ্মশ্রু আছে, মস্তকের কেশ গুলিও দীর্ঘ, ইহার এক গাছিও শ্বেত বর্ণ হয় নাই। কেহ কেহ বলিতেছেন উহার কেশ শ্মশ্রু কলপ দেওয়া, কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এ ব্যক্তি দীর্ঘে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফীট হইবে, মুখে বসন্তের দাগ আছে। কে সাহেবের বাক্যানুসারে নানা সাহেবের বয়স ৫০ বৎসর হওয়া উচিত, কিন্তু ইহাকে দেখিলে ৪০ বৎসরের অধিক বোধ হয় না। বিশেষ প্রমাণ সত্ত্বেও এই সকল কারণে তাহাকে প্রকৃত নানা সাহেব বলিয়া অনেকের সন্দেহ হইতেছে। যাহা হউক কেহ কেহ বলিতেছেন নানার বয়স ৪৫ বৎসরের অধিক হইবে না। তদ্ভিন্ন এদেশীয়দের আকৃতি দেখিয়া বয়স নির্ণয় সুকঠিন। সিপাহী বিদ্রোহ কালে হত্যা কাণ্ড হইতে যে চার জন রক্ষা পান, কর্ণেল মাইত্রে টমসন তাহার অন্যতর। এই ব্যক্তিই প্রকৃত নানা সাহেব কি না পরীক্ষা করিবেন। তজ্জন্য তাঁহাকে মোরাবে আসিতে বলা হইয়াছে। এদিকে বন্দীকে বিশেষ সতর্কতার সহিত রক্ষা করা হইতেছে। এক জন আফিসর অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর তাহাকে দেখিয়া আইসেন। তাহার আহারের সময় একজন আফিসর উপস্থিত থাকেন। বোধ হয় এ ব্যক্তিকে শীঘ্র আগ্রায় পাঠান হইবে।

বন্দীভূত ব্যক্তি প্রকৃত নানা সাহেব কি না একবার বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। সিন্ধিয়ারাজ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মিত্র ও একান্ত অনুগত। প্রধান গবর্ণমেণ্টের অমতে নানা সাহেবকে তাঁহার আশ্রয় দিবার ক্ষমতা নাই। যদি আশ্রয় দেন, তিনিও নানা সাহেবের ন্যায় বিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইবেন, এটী বুঝিতে না পারা নিতান্ত নির্ব্বোধের কাজ। নানা সাহেব এত নির্ব্বোধ, আমাদিগের এমন বোধ হয় না। বোধ হয়, বন্দীকৃত ফকিরের মনে ভাণ্ডের তোরে এই উদয় হয়, সিন্ধিয়ার সহিত নানা সাহেবের সৌহার্দ্দ ছিল, নানা সাহেব বলিয়া পরিচয় দিলে যথেষ্ট সমাদর করিবেন। এই ভাবিয়া উল্লিখিত প্রকার পত্র লেখা হয়। মুন্সিও ফকিরের একজন ভাণ্ড খোর চেলা। ফকিরের মন্ত্রেই তাহার মত। ফকির যেমন তাহাকে উপদেশ দেয়, সে তেমনি কাজ করে।

দ্বিতীয়, নানা সাহেবের বয়স ৫০ বৎসরের ন্যূন নহে, কিন্তু বন্দীকৃত ফকিরের বয়ঃক্রম চল্লিশের ঊর্দ্ধ নয়। বন্দীকৃত ব্যক্তি যে নানা নয়, এটী তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। এদেশের জল বায়ু ও আহারাদির দোষে অল্পবয়স্কদিগকে অধিকবয়স্ক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অধিকবয়স্ককে অল্পবয়স্ক বলিয়া প্রায় বোধ হয় না।

তৃতীয়, বন্দীভূত ব্যক্তি প্রথমে জবানবন্দী দেয়, আসামে কিছুকাল এক জন ইউরোপীয় আফিসরের আশ্রয়ে বাস করিয়াছিল, কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে প্রকৃত নানা সাহেবের এরূপ সাহস হইবার সম্ভাবনা নাই। জানিয়া শুনিয়া কেহ ব্যাঘ্র ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করে না। আসামে ইউরোপীয়ের আশ্রয় ভিন্ন কি অন্য আশ্রয়ে থাকিবার স্থান নাই?

চতুর্থ, নানা সাহেবের নেপাল গমনে অকৃতার্থ হইবার কারণ কি? সেই স্থানে তাহার যাইবারই সমধিক সম্ভাবনা। সেখানে তাহাকে কেহ চিনিত না। বিশেষতঃ নেপাল অরণ্যময় স্থান। তাদৃশ স্থানে অপরাধী ব্যক্তিদিগের আশ্রয় লাভ দুর্ঘট নয়। সাধারণ লোকের সংস্কার এই, নানা সাহেব নেপালেই গমন করিয়াছেন, যদি জীবিত থাকেন সেই খানেই আছেন।

যাহা হউক, আমাদিগের বক্তব্য এই, নানা সাহেবের নামে যেন নিরপরাধ ব্যক্তিরা হত না হয়। আজি যদি এই ফকিরকে বধ করা হয়, আর কালি

প্রকৃত নানা সাহেব দেখা দেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অযশের ও অধর্ম্মের পরিসীমা থাকিবে না। প্রকৃত নানা সাহেবের দণ্ড হয়, এটী কাহারও অপ্রার্থনীয় নহে। নানা সাহেব ভারতবর্ষের শত্রু। ঐ ব্যক্তি বিদ্রোহিদলে সন্নিবিষ্ট হওয়াতে ভারতবর্ষের অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছে। এখানে যে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়, তাহা কিছু কালের নিমিত্ত রুদ্ধ হইয়া যায়। উহা আজও প্রকৃত পথগামী হয় নাই। নানা সাহেব বিদ্রোহী সিপাহী দলে মিলিত হওয়াতে বাঙ্গপুরুষদিগের ভারতবাসিদিগের উপরে এমনি অবিশ্বাস জন্মে যে আজিও তাহার সংশোধন হইতেছে না।

—০.::০—

দুর্ভিক্ষের উদ্বৃত্ত চাউল।

দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের প্রাণ রক্ষার্থ গবর্ণমেণ্ট যে চাউল সংগ্রহ করেন, আবশ্যক ব্যয় হইয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইয়াছে, সে চাউলের কি করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয় লইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের যে পত্র লেখালেখি হইতেছে, তাহা শনিবারের ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। মেসিডোনিয়াতে যে চাউল মজুত আছে তাহা ভিন্ন ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত গণনা করিয়া দেখা হয়, ৯০ হাজার টন চাউল আছে। ইহার মধ্য হইতে আর ২২। ২৩ হাজার টন ব্যয় হইয়াছে। অবশিষ্ট প্রায় ৭০ হাজার টন আছে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলেন, এ চাউল অল্প অল্প পরিমাণে স্থানে স্থানে আছে, সে সমুদায় পুনরায় একত্র সংগ্রহ করিতে গেলে অনেক ব্যয় ও অনেক নষ্ট হইবে, অতএব সে সমুদায় যে যে স্থানে আছে, সেইখানেই বিক্রয় করিয়া ফেলা উচিত। যদি অক্টোবর ও নবেম্বরে বিক্রয় করা হয়, ঐ ৭০ হাজার টনে অন্ততঃ ১৮০০০০০ টাকা উঠিতে পারে। যে দরে চাউল কিনিতে হইয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিলে ইহা সামান্যমাত্র বটে; কিন্তু এই ১৮ লক্ষ টাকাও কম নয়। গবর্ণমেণ্ট যে চাউল সংগ্রহ করেন, তদ্দ্বারা দুর্ভিক্ষের নিবারণ হইয়াছে, কত অপব্যয় হইয়াছে, কত নষ্ট হইয়াছে তথাপি এত চাউল উদ্বৃত্ত হইল, ইহাতে গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনাধিক কত চাউল আনিয়াছিলেন তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যতই নষ্ট করুন, দুর্ভিক্ষে যে একজনেরও মৃত্যু হয় নাই, সে জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। এই ৭০ হাজার টন চাউল বৃথা নষ্ট হইলেও তত ক্ষোভের হইবে না, কিন্তু যদি চাউলের অভাব হইয়া লোক মারা যাইত ক্ষোভের পরিসীমা থাকিত না। এত অতিরিক্ত চাউল আমদানী করাতে আমরা লার্ড নর্থব্রুককে সম্পূর্ণ দোষী করিতে পারি না। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি যেরূপ ব্যগ্র ও ভীত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহাতে তিনি দুর্ভিক্ষের স্বরূপ নির্ণয়ের অবসর পান নাই। যাহা হউক আমাদিগের বক্তব্য এই, এখনও লোকের সঙ্কট হয় নাই। অনেক স্থলে চাউল ৩৪ টাকা মণ বিক্রয় হইতেছে। মহার্ঘ চাউল কিনিয়া কিনিয়া অনেকে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। উহাদিগের কষ্টের অবসান হইতে অন্ততঃ আর একমাস লাগিবে। আর একমাসের মধ্যে নূতন হৈমন্তিক ধান্য হইবে না। গবর্ণমেণ্ট এই একমাসের মধ্যে উদ্বৃত্ত চাউলগুলি যে যে স্থানে চাউল মহার্ঘ বিক্রয় হইতেছে সেই সেই স্থানে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করুন। তাহা করিলে অনেকে দুর্ভিক্ষের জঠর জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইবে সন্দেহ নাই।

বঙ্গান্তরে চুরি।

"স্বয়মসিদ্ধঃ পরান্ কথং সাধয়তি" যে ব্যক্তি আপনি অসিদ্ধ, সে পরকে কিরূপে সিদ্ধ করিবে। যাহারা দেশের রক্ষা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা আপনাদিগকেই রক্ষা করিতে পারিতেছে না, এটি অতিশয় লজ্জার কথা। সম্প্রতি বারুইপুরের থানায় একটী চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহাই আমাদিগের এ প্রসঙ্গ করিবার কারণ। চৌর্য্য বৃত্তান্ত এই:—

খাতের নামে একজন কনষ্টেবল ১৬ই অক্টোবর (৩১এ আশ্বিন) রাত্রিতে বারুইপুর পুলিস ষ্টেষণ গৃহের মালখানার সিন্দুকের তালা ভাঙ্গিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের পুরাতন টাকা ও মোহর প্রভৃতি অনুমান ৬০০। ৬৫০ টাকার দ্রব্য চুরি করে এবং থানার পশ্চিম আম্র বাগানে পুতিয়া রাখে। পরে ঐ ব্যক্তি বারুইপুরের তাবেদার কনষ্টেবল ওয়াজেদ আলিকে ঐ চুরির কথা সমুদায় বলে। সে ব্যক্তি ঐ চুরির অংশ লইয়া ১৯ এ অক্টোবর কতক মাল সমেত পলায়ন করে। ঐ রাত্রি আড়াইটার সময় নেজামতসার হেড কনষ্টেবল গোপালচন্দ্র দালাল বেলে গেল এবং সব ইনস্পেক্টর বিনোদলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি স্থলপথে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। যাদবপুর ষ্টেষণে গাড়ী পৌঁছিলে ৪ জন এক গাড়ীতে উঠে। হেড কনষ্টেবল সন্দেহ করিয়া ঐ কয় ব্যক্তির নাম জিজ্ঞাসা করিল, চোর নাম ধাম ভাঁড়াইল, কিন্তু হেড কনষ্টেবল তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া বিশেষ অনুসন্ধান করাতে চোর ধরা পড়িল। হেড কনষ্টেবল তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এবং বেলগাড়ীতে উঠিয়া শিয়ালদহে চলিয়া গেল। পরে ৮ টার গাড়িতে চোর সমেত ফিরিয়া আসিয়া বারুইপুর

ভেষণে গিয়া অবশিষ্ট মাল এক আম্র গাছ তলা হইতে বাহির করিয়া দিল। এক্ষণে চোর একরার করিয়াছে, বিচারাধীনে আছে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, চোর পলাইতে পারে নাই। গোপালচন্দ্র জমাদারের বাহাদুরী আছে। ঐ ব্যক্তি পুলিস কার্য্যের যথার্থ উপযুক্ত লোক। উহাকে উন্নত পদ প্রদান করিয়া উহার ও অন্য অন্য পুলিস কর্ম্মচারির উৎসাহ বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য।

নীলকরদিগের অত্যাচার
যাইবার নয়।

বোধ হয় আমাদিগের পাঠকগণের অনেকের এই সংস্কার আছে, বাঙ্গলা দেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেব নীলকরদিগের বিষ দন্ত ভগ্ন করিয়া গিয়াছেন, এখন আর তাহাদিগের অত্যাচার নাই। কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা এরূপ নয়। নীলকরদিগের অত্যাচার যেমন ছিল, তেমনি আছে, বিশেষের মধ্যে এই, উহা রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। নীলকরেরা যে প্রকার বিশাল অধিকার করিয়া বসিয়াছে, কাজে কাজেই উহাদিগকে অত্যাচারী হইতে হয়। অত্যাচারী না হইলে কোন ক্রমে চলে না। অত্যাচার কার্য্যে উহাদের উৎসাহ লাভও হইয়া থাকে।

অত্যাচারী না হইলে উহাদিগের চলে না, আমরা একথা কহিলাম কেন, পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন। নীলকরেরা যে যে স্থানে আবাস গ্রহণ করিয়াছেন, সেখানকার সমুদায় ভূমি ক্রমে ক্রমে হস্তগত করিয়া লইয়াছেন। কোন জমীদারের জমীদারী পত্তনি কোন জমীদারের জমীদারী বা তালুক গবর্ণমেণ্ট হইয়াছে নীলকরেরা ইহা করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, প্রজাদিগের স্বত্বের জমীও ক্রয় করিয়া লইয়াছেন ও লইতেছেন। এত জমির আবাদ কিরূপে হয়? এত ভূমির কার্য্য সম্পন্ন করে তাঁহারা এত লোক কোথা পাইবেন? সুতরাং প্রজার উপরে অত্যাচার হয়। প্রজারা অগ্রে নীলকরদিগের ভূমিতে নীল বপন না করিয়া আপনাদিগের ভূমিতে ধান্যাদি বপন করিতে পাবে না।

এ অতি ঘৃণার বিষয় রাজ দ্বারে জানাইয়া প্রতীকার করিবারও উপায় নাই। ইউরোপীয় বিচারপতিরা নীলকরদিগের দোষ দেখিতে পান না। স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় বলিয়া নীলকরদিগের প্রতি তাঁহাদিগের স্বভাবতঃ স্নেহ আছে। স্নেহের চক্ষে গুণ বিনা দোষের আবির্ভাব হয় না। বিশেষতঃ ইউরোপীয় বিচারপতি ও ইউরোপীয় পুলিস ইনস্পেক্টরেরা যখন কোন মকদ্দমার তদারক করিতে যান, প্রায় নীলকরদিগের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। নীলকরের উপরে যদি কাহার কোন প্রকার মনের বিরুদ্ধ ভাব থাকে, অতিথি সৎকার সময়ে তাহা অন্তরিত হইয়া যায়। মানুষের স্বভাব এই, যাহার নিকটে উপকার লাভ হয়, মন আপনা হইতেই তাহার প্রত্যুপকারে প্রবৃত্ত হয়। তাদৃশ বিচারপতির নিকটে অপক্ষপাত বিচার লাভের সম্ভাবনা কি? মিষাসের অপরাধের বিচারকর্ত্তা স্মিথ সাহেবের ন্যায় পক্ষপাতশূন্য বিচারপতি একান্ত দুর্লভ।

পলিবিয়স রোমের লোকের তদানীন্তন ভাব দেখিয়া ভবিষ্যৎ বাণীর ন্যায় কহিয়াছিলেন, রোমের লোক হইতেই রোমের ধ্বংস হইবে, আমরাও তেমনি নীলকর ও নীলপ্রধান প্রদেশবাসী প্রজাদিগের ভাব দেখিয়া কহিতেছি, নীলকর হইতেই বঙ্গদেশ উৎসন্ন হইবে। তবে লোক হইতেই রোমকেরা মধ্যে মধ্যে প্রবল দোষের দমনার্থ যেমন এক একটী আইন করিতেন তেমনি গবর্ণমেণ্ট যদি এইরূপ এক একটী আইন করেন, কোন বিচারপতি নীলকরদিগের সহিত কোন প্রকার সংসর্গ করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে যদি কিছু মঙ্গল হয়। গবর্ণমেণ্টের আর একটী কাজ করা কর্ত্তব্য, নীলপ্রধান প্রদেশের মধ্যে মধ্যে এদেশীয় বিচারপতি নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। এদেশীয় বিচারপতিরা এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে নীলকরদিগের অত্যাচার ব্যাপারগুলি যেমন বুঝিতে পারেন, ইউরোপীয় বিচারপতিরা সেরূপ বুঝিতে পারেন না। এদেশীয় বিচারপতিগণ বুঝিতে পরেন বলিয়াই নীলকরেরা প্রায় তাঁহাদিগকে নীলপ্রধান প্রদেশে থাকিতে দেন না। দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই গবর্ণমেণ্টও মোহিত হইয়া তাহাতে অনুমোদন করেন।

চিরন্তন সংস্কারের বিরুদ্ধ
আচরণ কর্ত্তব্য নয়।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা আছে, প্রজার ধর্ম্ম আচার ব্যবহার ও চিরন্তন সংস্কারের বিরুদ্ধ আচরণ করিবেন না। এই প্রতিজ্ঞা থাকাতেই তাঁহারা ভারতবর্ষে সুখে রাজত্ব করিতেছেন। কোন কোন অবিমৃষ্যকারী উদ্ধত কর্ম্মচারির দোষে যখন ঐ প্রতিজ্ঞার অন্যথাচরণ হইয়াছে, তখনই এক একটী বিপদ ঘটিয়াছে। কেবল ভারতবর্ষ বলিয়া নয়, কোন দেশের লোকেই ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারগত চিরন্তন সংস্কারের বিরুদ্ধ আচরণ সহ্য করিতে পারে না। অতি প্রাচীন কাল অবধি ইহা লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। সক্রেটিস গ্রীসদেশের মঙ্গল চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দেশপ্রচলিত ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদির বিরুদ্ধকারী বলিয়া তাঁহার হেমলক বিষপান দণ্ড হয়। এক ধর্ম্ম লইয়া ইউরোপখণ্ডে কত তুমুল কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কত নিরপরাধ ব্যক্তির সর্ব্বস্বান্ত ও প্রাণদণ্ড হইয়াছে। এই উনবিংশ শতাব্দীতেও অধিকাংশ ইউরোপীয় বাইবলের বিরুদ্ধ একটী বাক্য শ্রবণগোচর করিতে সম্মত নহেন। বিশপ কোলেন্সো নিজ সংস্কারের অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া দণ্ডিত হইলেন। মেদবিল মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া স্বপদে বঞ্চিত হইলেন। আজিও লোকে ১৮৫৭ অব্দ বিস্মৃত হয় নাই। এক টোটা ঐ অব্দের বিষম বিদ্রোহ কাণ্ডের প্রধান সাধন। এই সমস্ত জলন্ত দৃষ্টান্ত সম্মুখে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তথাপি যে রাজপুরুষেরা মধ্যে মধ্যে এদেশীয়দিগের চিরন্তন সংস্কারের

বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হন, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়।

সম্প্রতি হাজারিবাগের জেলের মধ্যে একটী বিদ্রোহ ঘটনার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল। তত্রত্য ব্রাহ্মণ কয়েদিদিগকে পিতলের থাল ও বোটা দেওয়া হইত। উহা কলঙ্কিত করিয়া মৃন্ময় পাত্র দিবার আজ্ঞা হয়। এই আজ্ঞাই ঐরূপ গোলযোগের মূল। হিন্দুদিগের সংস্কার এই, যে মৃন্ময় পাত্রে একবার ভোজন করা যায়, দ্বিতীয় বার সেই পাত্রে ভোজন করিতে নাই। এ সংস্কার অমূলক নয়, শাস্ত্র ইহার মূল। শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন "শারীরৈর্মলৈঃ যুক্তা তস্মান্নৈব ত্যজেৎ ক্বচিৎ যদ্যপ্যতদ্ভাজনোপকরণং কর্ম্মকং লৌহজাতমপ্রেপ্রতপ্তং শুদ্ধ্যেত মদ্বিমিশ্রমম্লনমুমুয়ঞ্চ সপ্তরাত্রং মূত্রীষনমেন শুদ্ধমস্থিময়ঞ্চ তক্ষণেন দারুময়ং মৃন্ময়ং জলাদিভিঃ।" মল দূষিত হইলে মৃন্ময়পাত্র পরিত্যাগ করিবে। এই শাস্ত্র মূলক এদেশের ব্যবহারও এই হিন্দু মাত্রে মৃন্ময় পাত্রে ভোজন করে না। মৃন্ময় পাত্রে ভোজন করা মুসলমানদিগের ব্যবহার। তদ্ব্যবহৃত সম্প্রমাণ হইতেছে মৃন্ময় পাত্র হিন্দুদিগের ব্যবহার্য্য নয়। হিন্দু ও মুসলমানের ব্যবহার পরস্পর বিরুদ্ধ। এমন অবস্থায় বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে সে কার্য্য করাইবার চেষ্টা কর্ত্তব্য নয়। কেবল এই হাজারিবাগের জেলের এই ঘটনাটী নয়, কয়েদিদিগের ধর্ম্ম সংস্কারের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করাইবার চেষ্টা করাতে ভারত বর্ষীয় জেলে মধ্যে মধ্যে এরূপ বিদ্রোহ ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়। এদেশের নীতি নীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ইংলণ্ডীয় কতকগুলি ইংরাজ কর্ম্মচারী এই সকল অনর্থের মূল।

—•—

নূতন পুস্তক।

১। অপূর্ব্ব সহবাস। ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রথম খণ্ড (১)। ইহাতে চিতোরের অধিপতি মহারাজ উদয় সিংহের ভ্রাতা

(১) কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত, মূল্য ৸০ আনা।

বিক্রমের বিশ্বাসঘাতকতায় আকবর কর্ত্তৃক উদয় সিংহের বন্দীকরণ, তাঁহার বীরপত্নী সঙ্গা কর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধার সাধন, সতী বিবির সহিত উদয় সিংহের বনে পলায়ন এবং সেখানে তাঁহার কর্ত্তৃক মতিবিবির শিরশ্ছেদন, যবনগণ কর্ত্তৃক রাজপুরী আক্রমণ, রাজপুত রমণীগণের অগ্নিকুণ্ডে পতিয়া প্রাণত্যাগ, যবনকর্ত্তৃক চিতোর নগরের বিনাশ, পরিশেষে বনে গিয়া উদয় সিংহের সহিত প্রতাপগণের এবং সঙ্গার মিলন, ইত্যাদি ঘটনাগুলি যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। অপূর্ব্ব সহবাসকর্ত্তা ইতিপূর্ব্বে অপূর্ব্ব কারাবাস নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। অপূর্ব্বকারাবাস অপেক্ষা এখানিতে গ্রন্থকারের রচনাশক্তির বিলক্ষণ উন্নতি লক্ষিত হইল। স্থানে স্থানে বিরক্তি জন্মিলেও ইহার অধিক অংশ পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিলাম।

২। আনন্দকানন, অথবা মদনের দিগ্বিজয়, দৃশ্য কাব্য (২)। গ্রেট ন্যাশনাল থিএটারে অভিনীত হইবার উদ্দেশে এখানি লিখিত হইয়াছে। পদ্যগুলি কোমল ও মিষ্ট হইয়াছে। লেখকের যে পদ্য লিখিবার ক্ষমতা আছে, আনন্দকানন তাহার পরিচয় দানে সমর্থ।

৩। ভারতে যবন (৩)। এখানিও গ্রেট ন্যাশনাল থিএটারের জন্য রচিত হইয়াছে। ইহাতে গদ্য পদ্য উভয়ই আছে। ইহাতে মুসলমানগণের ভারতবর্ষের প্রতি অত্যাচার ও আর্য্য সন্তানগণের স্বাধীনতা লাভার্থ নিষ্চেষ্টতা এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করা হইয়াছে। গদ্য অপেক্ষা পদ্যগুলি আমাদের মিষ্ট লাগিল। জ্বলন্তস্থির নিশ্চিন্ত ভাব সকলকে জাগ্রত করিবার পক্ষে পদ্যগুলির কতক উপযোগিতা আছে

(২) শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর প্রণীত, ৭ নং উল্‌টাডিঙ্গি রোড সাহিত্য সংগ্রহ যন্ত্রে মুদ্রিত।

(৩) শ্রীযুক্ত বাবু কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। নূতন ভারত যন্ত্র মুদ্রিত, মূল্য ৵ আনা।

৪। নির্ম্মলা শৈল সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার নিয়মাবলী দ্বিতীয় সংস্করণ। যে নিয়মগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহা পুস্তকে লেখা মাত্র সার না হইয়া কার্য্যে পরিণত হয় আমাদিগের ইচ্ছা।

৫। ভূগোলসার (৪) ইহাতে ভূগোলের প্রথম জ্ঞাতব্য স্থূলস্থূল বিষয়গুলি লিখিত হইয়াছে। এখানি বাঙ্গালা বিদ্যালয়স্থ অল্প বয়স্ক বালকদিগের বিলক্ষণ পাঠোপযোগী হইয়াছে।

৬ মিত্র ২ কাশ। কবিবর ৺ হরিশ্চন্দ্র মিত্রের মৃত্যুর পর অবধি এখানি বন্ধ ছিল। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, তাঁহার জ্যেষ্ঠ কালিদাস মিত্র এক্ষণে পুনরায় উহার প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন।

৬। তারাচরিত (৫)। লেখিকা সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল বিখ্যাত নামা বাবু প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারীর সহধর্ম্মিণী। আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে তারা বাই নামক নাটকের সমালোচনা কালে বলিয়াছিলাম, এখানি নাটকাকারে লিখিলে ভাল হইত। লেখিকাও একদা উ নাটক পড়িতে ছিলেন, তাঁহার স্বামী ইং. দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন "কেমন পড়িলে?" তিনি বলেন "গ্রন্থকার যদি নাটক না লিখিয়া আখ্যায়িকা লিখিতেন তাহা হইলে ভাল হইত।" শুনিয়া তিনি বলি লেন "তুমিই কেন লেখ না" সেই বাক্যানুসারে তিনি রাজস্থানীয় ইতিহাস অবলম্বন করিয়া বিখ্যাত শৌর্য্যসম্পন্না রাজপুত পত্নী তারার চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন। আমরা এখানি পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। স্ত্রীলোকের হস্তে কোমল লেখনী হইলে স্ত্রীলোকের চরিত্র বর্ণন কেমন সুন্দর মিষ্ট ও কোমল হয় তারা চরিত তাহার উত্তম পরিচয় দিয়াছে

(৪) শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ সঙ্কলিত, ওয়েলিংটন প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য এক আনা।

(৫) শ্রীমতী সুকুমারী প্রণীত বাঙ্গ যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ৷৷০।

৭। স্বাধীনতা (৬)। এখানি ন্যাশনাল থিএটারে অভিনীত হইয়াছে। স্বাধীনতা বিহীন হইয়া ভারতের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, সংক্ষেপে উহাতে তাহারই বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানি অভিনয়ের যোগ্যই হয় নাই। পুস্তকখানি ক্ষুদ্রাকার বটে কিন্তু লেখাটী উত্তম হইয়াছে।

৮। পৌত্তলিকতাপরেতা (৭): ইহাতে লেখক ঈশ্বর আরাধনার্থ প্রতিমাদি পূজার অনাবশ্যকতা প্রতিপাদনের চেষ্টা পাইয়াছেন। আজি কালি ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রতিমাদির প্রতি লোকের যেরূপ ভক্তি দাঁড়াইয়াছে তাহাতে লেখকের আর এ গ্রন্থ প্রচারের কষ্ট পাইবার প্রয়োজন ছিল না।

৯। কবিতাবলি প্রথম ভাগ (৮)। অল্পবয়স্ক বালকগণের শিক্ষোপযোগী নীতিগর্ভ কতকগুলি বিষয় পদ্যে লিখিত হইয়াছে পদ্যগুলি সরল ও মিষ্ট হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

২৭ এ আশ্বিন সোমবার।

গত শনিবার গবর্ণর জেনরল সাহেব জজ ওয়াটসনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার সম্মানার্থ ২১ টী তোপধ্বনি করা হয়।

এবার মরিসসে কড় হইয়া বড় অনিষ্ট করিয়াছে। অতো পূর্ব্বে ১০০৯০ টন চিনি হইবে অনুমান করা হয় কিন্তু এক্ষণে অনুমান করিয়া দেখা হইয়াছে ৮০০০০ টনের অধিক হইবে না।

কলিকাতায় লাট হোলডাস এসোসিএসন ভিবেন্স সাহেবের বিরুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া আফিমের পুলিস তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন তাহার অনুসন্ধান করাইবার মানস করিয়াছেন। পুলিসকে হস্তে রাখিতে পারিলে রাজদ্রোহীদিগের সকল আশয়ের শান্তি হইয়া যায়, পন্থা মন্দ নয়।

(৬) শ্রীযুক্ত বাবু কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও বহুরূপে। কলিকাতা রত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৵০ আনা।

(৭) কুমার খালি মধুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত।

(৮) শ্রীযুক্ত কালীকমল ভট্টাচার্য্য, বি, সি, এল কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ১৩। ৵ আনা।

গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত পাক্ষিক বিবরণ আর প্রকাশ না করিয়া অক্টোবরের শেষে রিলিফ কার্য্যের আরম্ভ অবধি তদ্বিষয়ক একটী সাধারণ রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে দেওয়া হয়। যে পর্য্যন্ত বৈশাখিক ধান্য না হইবে সে পর্য্যন্ত লোকের কষ্টের অবসান হইবে না। অতএব রিলিফ কার্য্য আরো কিছু দিন খোলা রাখিলে ভাল হইত।

২৮ এ আশ্বিন মঙ্গলবার।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, ব্যাবেরিয়ান টেলিগ্রাফ আফিসের একজন কর্ম্মচারী এক আশ্চর্য্য উপায়ের আবিষ্কার করিয়াছেন ইহা দ্বারা নানা ভাষায় লেখা সাধ প্রতি মুর্ত্তি প্লান ম্যাপ প্রভৃতি টেলিগ্রাফ যোগে পাঠান যাইতে পারে।

২৯ এ আগষ্ট এটনা পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হয়, আজিও তাহার নিবৃত্তি হয় নাই। পর্ব্বতের কিনারী মুখ দিয়া ধাতু নিস্রব বহির্গত হইয়া অতি দূরে গিয়া পড়িতেছে।

শুনা যাইতেছে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী আগ্রা হইতে স্থানান্তর করা সার জন স্ট্রাচির অভিপ্রেত, এ বিষয়ের জন্য তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। রাজধানীটী একবারে সিমলায় লইয়া গেলে ভাল হয়। তাহা হইলে আর এবারের স্থানান্তর করিবার কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না।

সম্প্রতি হাবলিতে মরউইটরের নিকট একটী রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া ১১ জন হত এবং ১০ জন আহত হইয়াছে।

২৯ এ আশ্বিন বুধবার।

একপক্ষে নিউটের মটর হইলে বাহির করে পুষ্করিণীতে ধরা উচিত আছে, বিজ্ঞান বিদেরা স্থির করিয়াছেন। এক প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ আছে, উহার পুষ্পের উপর মক্ষিকা বসিবা মাত্র পত্রগুলি বদ্ধ হয়, মক্ষিকাটী ছাড়া হইলে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা বিকশিত হয়। মানুষ গাছ নিকটে গেলে ধরিয়া তক্ষণ করে মনে আফ্রিকাতে এমন বৃক্ষ আছে শুনিয়া একজন সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন।

পূর্ব্বে ডাক বিভাগে নিয়ম ছিল, ১৫ টাকা বেতনভোগী কর্ম্মচারিরা ক্রমে বৎসর বৎসর বৃদ্ধি পাইয়া ২০ এবং ২০ হইতে ক্রমে ৩০ পর্য্যন্ত পাইত। এক্ষণে কর্ত্তৃপক্ষেরা সে নিয়ম রহিত করিয়া ১৫ ২০,৩০ টাকা বেতনের সীমা করিয়াছেন। কেহ আর ক্রম বৃদ্ধি পাইবে না, ১৫ হইতে ২০ এবং ২০ হইতে ৩০ এইরূপে তাহাদের পদোন্নতি হইবে। যাহারা ১৫ হইতে বা ২০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২০ বা ৩০ টাকা পাইতে পান নাই, তাহাদেরও সেই ১৫ ও ২০ টাকা বেতনের নিয়ম করা হইয়াছে।

৩০ এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

দুই জন ফরাসী পণ্ডিত দুইটী অদ্ভুত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আলজিয়ার্সের নিকট একটী নিম্ন স্থানে আছে, একজন ফরাসী ভূমধ্যস্থ সাগর হইতে জল আনিয়া সেখানে একটী বৃহৎ সমুদ্র করিবেন প্রস্তাব করিতেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ভূমধ্যস্থ সাগর হইতে জল আনিয়া একটী নূতন সাগরের সৃষ্টি করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

কোচিপুরের রাজারাম তাঁর স্কুলটী খোলা হইয়াছে। এই স্কুলটির নির্ম্মাণে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। স্কুলটী কোচিপুরের রাজার নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে।

বিদ্রোহী সার্বিয়া যুদ্ধ কালে এক বিষম গোলযোগ বাধাইয়া গিয়াছে। "আমেরিকার কাছে কোনকারের আজ্ঞা পালন করিয়া এই বিপদে পড়িয়াছি" যুদ্ধ কালে এই কথাগুলি বলে। এক্ষণে সার্বিয়ার তাঁহার দেশের নিকে যাত্রা করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইতেছে। সার্বিয়া পথ দেখে কয় শনিবারের মতার নাম ব্যবহার করিয়াছে।

১৮৭২ সালে যেসব বাতুলালয়ে যত বাতুল ছিল, তাহার শতকরা ১০ জন আত্ম হত্যা করিয়া পালাল হয় কিন্তু বাতুলের স্ত্রীলোকের এবং বৃদ্ধদিগের একাদশ অংশ ঐ কারণে পালায়।

জাপানের পাল্কী বাহকদিগের নায় দ্রুতগামী বাহক বোধহয় কোন দেশে নাই। ইহারা সাত ঘণ্টায় ১৮ ক্রোশ পথ চলিতে পারে। ইহার মধ্যে আবার বিশ্রাম করা আছে।

যোকাহামার একজন পারসি আমেরিকা পরিভ্রমণ করিতেছেন। তিনি মধ্যে মধ্যে

তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া তাহার বন্ধু গণের নিকট প্রেরণ করিতেছেন।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্য স্থলে ডোবার প্রণালী আছে। ইহার এক পারে ডোবার অপর পারে কালে নগর। ইতি পূর্ব্বে এই ডোবার প্রণালীর নিম্ন দিয়া একটী সুরঙ্গ নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব হয়। এক্ষণে এটী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে মহা আন্দোলন চলিয়াছে। কতক গুলি রেলওয়ে কোম্পানি ইহা সম্পন্ন করিবার জন্য ২৯ বৎসর সময় চান, কিন্তু আর এক কোম্পানি ৩০ বৎসর সময় এবং অগ্রে চারি কোটি টাকা চাহিয়াছেন। ইহাঁরা প্রথমে ডোবর এবং কালে নগরের উপকূল হইতে দুইটী নিম্নাভিমুখ সুড়ঙ্গ করিবেন, পরে চলুভাবে সোপ ন শ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া নিম্নে যোগ করিয়া দিবেন। এটী যদি সম্পন্ন হয়, পৃথিবীর অষ্টমীয় প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই।

জেনরল মরিন্ নামক এক ব্যক্তি এক প্রকার বিষের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার ন্যায় তীব্র বিষ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহাদ্বারা জগতের সমস্ত জীব নষ্ট করা যাইতেপারে। ইহার নাম অসরিয়াম। ইহার একসের পরিমাণ বিষ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইলে সহস্র ক্রোশের মধ্যে যে কেহ ঐ বায়ু সেবন করিবে তাহারই মৃত্যু হইবে। জগতের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত কি এ বিষের আবিষ্ক্রিয়া হইতেছে?

যশোহর কদর্পপুর হইতে এক ব্যক্তি গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকায় লিখিয়াছেন, ভৈমা কেশবপুরের অন্তর্গত কন্দর্প পুরের উত্তরাংশ স্থিত বিলের মধ্যে ক্ষুদ্র একটী খাল আছে। গত ১০ ই আশ্বিন বেলা অনুমান ১১ টার সময় তথা হইতে দুটী অগ্নিময় গোলক উঠিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। কখন পৃথক কখন আবার একত্রিত হইয়া তম্বাকার ধারণ পূর্ব্বক ধূমোদ্গীরণ করিয়াছিল। কখন মহাশব্দ করিয়া পুনর্ব্বার পৃথক হইয়াছিল। এই প্রকারে বায়ুভরে চলিতে লাগিল। তাহার প্রভাবে বায়ু প্রবল হইয়া ঐ স্থানের পশ্চিম পার্শ্বস্থ গ্রাম সকল তাহা হইতে উক্ত বেগের অন্তর্গত মধ্য কুল গ্রাম পর্য্যন্ত প্রস্থে দুই রশি ভূমির গৃহ ও বৃক্ষাদি সমুদায় ভূতলশায়ী করিয়াছে। ইহার পর কোন দিকে গিয়া বিলুপ্ত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান হয় নাই।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট করদ রাজ্য সকল হইতে ৭২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা কর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই সকল রাজ্যের জন্য ৪৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হয়। এ হিসাবে গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক লাভ ১৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। যত করদ রাজ্য আছে তন্মধ্যে মহীসুর হইতে অধিক কর আদায় হইয়া থাকে। রাজা ও নবাবদিগকে বার্ষিক ১৭৪৯৮৯০০ টাকা পেন্সন দেওয়া হয়। যাঁহারা এইরূপ পেন্সন পাইয়া আসিতেছেন তাহাদিগের অধিকাংশই মুসলমান।

আমাদের পূর্ব্বকার শাসনকর্ত্তৃগণের ব্যবহারগত বহু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। তাঁহারা এদেশীয়দের প্রীতি ভাজন হইয়া রাজ্য শাসন করিতে চাহিতেন, ইহাঁরা প্রজাগণকে ভয় প্রদর্শন দ্বারা বশে রাখিয়া রাজ্য শাসন করিতে চান। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির কোন দেবালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে লাড ক্লাইব এক ছত্র মুক্তার হার দেন। একজন কালেক্টর সাহেব ঐ দেবীকে বহু মূল্য একটী মুকুট দিয়াছিলেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে ভক্তি বশতঃ নয়, হিন্দু প্রজাগণের সন্তোষ জন্য ঐ রূপ করিয়াছিলেন।

১১ আশ্বিন শুক্রবার।

জুদখেলা নিবারক আইন বরমপুর মুরসিদাবাদ বালুচর আজিমগঞ্জ জঙ্গীপুর এবং দার্জিলিঙে প্রচলিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই এ আইনটী প্রচলিত করা কর্ত্তব্য।

জমীদারদিগকে সেপ্টেম্বর মাসে গবর্ণমেণ্টে যে কিস্তি দিতে হয় দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর দিনাজপুরের সাতজন জমীদারকে উহা হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন। উহাদিগের নিকট হইতে কিসে কিস্তি পাওয়া হইবে। উহারা দুর্ভিক্ষ কালে প্রজাদিগকে অগ্রিম অর্থ ও ঋণ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর পদে পদে প্রজারঞ্জকতার পরিচয় দিতেছেন।

লার্ড নর্থব্রুক দরভাঙ্গার বাবু গোবর্দ্ধন লালকে রায়বাহাদুর উপাধি দান করিয়াছেন।

বরদার গুইকুমারের ক্রমে সৎপথে মতি দেখা যাইতেছে। তিনি সম্প্রতি শিক্ষাকার্য্যের জন্য মাসিক আর ৫০০ টাকা ব্যয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

লার্ড নর্থব্রুক সিমলাবাসের রীতি তুলিয়া দেন কি না তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দিহান ছিলেন, সে সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে। সেক্রেটারি প্রভৃতিকে তাঁহাদের আফিসের জন্য ঘরাদি ভাড়া করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। লার্ড নর্থব্রুকও সিমলাবাসে মোহিত হইলেন?

সার জঙ বাহাদুর কলিকাতা হইতে কিয়দ্দিবসের জন্য কাটামুতে প্রত্যাগমন করিয়া পরে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

ফ্রান্সে কালিওপ নামক একটী বাষ্পীয় যন্ত্র পরীক্ষিত হইতেছে, কোয়াসার সময় সমুদ্র পথে বহুদূর হইতে ইহার শব্দ শুনা যাইবে। নির্দ্ধারিত হইয়াছে ৪২ মাইল দূর হইতে ইহার শব্দ শুনা যায়।

গত সোমবার সর রিচার্ড টেম্পল বারবিনিতে উপনীত হইয়াছেন।

১৩ ই কার্ত্তিক শনিবার।

কলিকাতার যে একজন মহান্ত চাপাতলার এক সুত্রধরের স্ত্রীকে বাহির করিয়া লইয়া যায়, উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন মাস কারা দণ্ড হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ কালে বাবড়ায় যে সকল চাউল সংগৃহীত হয়, উহার একটী চাউলের গোলা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে একজন আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র সাহেব ভূমে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে, গবর্ণমেণ্ট তাহার স্ত্রীকে সাতে চারিহাজার টাকা দিয়াছেন।

সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত যত কলিকাতাস্থিত ব্যক্তিদিগের [illegible] গণনা হইবে, আনীত ৩১৪৭১৬ টন মাল [illegible] হইয়াছে।

গত ১১ মাসের মধ্যে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি হইতে ২৮৬২৩৯ টন শস্য রপ্তানী এবং কলিকাতা বন্দরে ৪৫৮৭৩০ টন শস্য আমদানী হইয়াছে।

বৃহস্পতিবার রাত্রিতে যে ট্রেণে চিঠিপত্র যায় আমরা সিওট ঔষধে আগুন লাগে। অনেক গুলি চিঠি পত্র এবং মেইল পুড়িয়া যায় এবং অগ্নি নির্ব্বাণ কালে যে জল দেওয়া হয় তাহাতে ভিজিয়া নষ্ট হয়।

গত বৎসর বোম্বাইস্থ কারাগার সমূহে ১০৭৪০ জন চোর ও ৮০ জন জেল হইতে পলায়ন করে।

হফা নগর প্লেগাক্রান্ত হইয়া ভয়ানক অনিষ্ট করিয়াছে। উলুর নামক নগরটী একবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ৮ সহস্র হইবে। অনেকের মৃত্যু হইয়াছে, অবশিষ্ট ব্যক্তিরা দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। সেখানে তাহাদিগের খাদ্য লইয়া দেওয়া হইতেছে। কুফানদী ও জনলিফেন কেনালের মধ্যবর্ত্তী সমুদায় দেশ জলময় হইয়া গিয়াছে।

গত সোমবার রাজপুতনা ষ্টেট রেলওয়ে জয়পুর পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে।

৩রা কার্ত্তিক সে মবার।

ডিবেল সাহেবের মকদ্দমায় যে ব্যয় হইয়াছে তাহার পুরণার্থ অসামে চাঁদা হইতেছে, ইউরোপীয়েরা তৎক্ষণে তাহাতে সহর্ষে প্রদান করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মকদ্দমার খরচটী তুলিয়া লইতে পারিলে অনেক সাহায্য হইত।

গত সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এবং ব্রহ্মের বন্দর সকল হইতে ১৮৭৩১০ লক্ষ মণ তণ্ডুল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে লেপ্সল যে জুন হইতে তিন মাসে তাহাতে বেলওয়ে সমূহে ২১৮১৯৯৯০ টাকা লাভ করিয়াছে। গত বর্ষে এ সময়ে ১৭৩১৭৩৯০ টাকা লাভ হইয়াছিল।

শনিবার সন্ধ্যাকালে গঙ্গার সেতু খোলা হয়। বহু সংখ্যক লোক উক্ত দিবস সেতু দিয়া গমনাগমন করে। শনি রবি ও সোম এই কয়বার মাসুল লওয়া হয় নাই। মঙ্গল বার হইতে যথা নিয়ম মাসুল গ্রহণ করা হইবে।

৪ঠা কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

অদ্য সার অক্‌ল্যাণ্ড কলিকাতা হইতে নেপাল যাত্রা করিবেন। গমন কালে তাঁহার সম্মানার্থ ১৯ টী তোপধ্বনি করা হইবে।

লাড মেওর শাসন কালে কয়েক জনের অপরাধে সর্ব্বসাধারণের যে দণ্ডের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় তদনুসারে রাউলপিণ্ডির কয়েকটী পল্লীর কয়েক জনের অপরাধে সমুদায় পল্লীবাসীর বাসে তথায় অতিরিক্ত পুলিস কর্ম্মচারী রাখা হইয়াছে। সমৃতসর বিভাগের একটী পল্লীতেও ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাকেই বলে "পরাপরাধেন পরমা হতাঃ।"

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট কৃত্রিম হীরক প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কৃত্রিম মুক্তার ন্যায় এক্ষণে হীরকও সাধারণ্যে চালিত হইতে চলিল।

লেপ্‌টেনেণ্ট গেজেট বলেন, গত ফরাসী প্রুশিয়া যুদ্ধে যে ব্যয় ও যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার এক তালিকা প্রকাশ হইয়াছে। এই তালিকা অনুসারে দেখা যায় উক্ত যুদ্ধে জর্ম্মণদিগের ৭ এবং ফরাসীদিগের ২৮ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। উক্ত যুদ্ধে ১৩৯৫০ জর্ম্মণ সৈন্য হত হয়। ইহাদের মধ্যে কতক যুদ্ধ ক্ষেত্রে এবং অবশিষ্ট হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করে।

উক্ত পাদ্রি বলেন, লাডকের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কাশ্মীরের রাজার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন যে, তথায় অকস্মাৎ ৩০ জন মানুষ আসিয়াছে, তাহারা অতি শুভ্র দীর্ঘ কলগুলি গরগোসের ন্যায়, দেখিতে ভয়ানক, এরূপ প্রকার দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কথা কয়, তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে বলে তাহারা মেঘ হইতে নামিয়াছে। কলির আরম্ভে দেবতারা মর্ত্তে গমনাগমন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কি আবার মর্ত্তালোকে আসিতে আরম্ভ করিলেন?

৫ ই কার্ত্তিক বুধবার।

পুনাতে অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। অনেক গৃহ বৃক্ষাদি পতিত এবং অনেকের মৃত্যুও হইয়াছে।

বোম্বাই গেজেট বরদা হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, ১৭ ই অক্টোবর গুইকুমারের নব বিবাহিতা স্ত্রী রাণী লক্ষ্মী বাই নির্ব্বিঘ্নে এক সন্তান প্রসব করিয়াছেন। গুইকুমার যখন লক্ষ্মী বাইকে বিবাহ করেন, তখন তাঁহার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসে তাহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল, এক্ষণে এ সন্তানটী গুইকুমারের অথবা লক্ষ্মী বাইর পূর্ব্ব স্বামীর, কাহার সন্তান বলা সঙ্গত হয়?

বঙ্গোপসাগরে যে ঝড় হইয়া গিয়াছে তাহার বিশেষ বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই, তবে এই সংবাদ আসিয়াছে যে অনেকগুলি জাহাজ ও মানুষ মারা পড়িয়াছে।

কাবুলের আমীর পীড়িত হইয়াছেন। কয়েক দিবসাবধি তাঁহার পরিবার ও চিকিৎসক ভিন্ন আর কাহাকে তাঁহার নিকট যাইতে দেওয়া হয় নাই। আবদুল জানের মাতা ইহাতে ভীত হইয়া যাহাতে সর্দ্দার মাকুব খাঁ এই পীড়ার সংবাদ না পান তজ্জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করেন।

২২ এ সেপ্টেম্বর রাত্রে যে ভয়ানক ঝড় হইয়া যায় তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বিপক্ষ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক কোন নগর আক্রান্ত হইলে আক্রমণের পর তাহার যেরূপ শ্রী হয়, ঝড়ের পর উক্ত নগর অবিকল সেইরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল। ঘর প্রাচীর বড় বড় বৃক্ষাদি পড়িয়া স্তূপাকার হয়। রাস্তা ঘাট বন্ধ। বন্দরস্থ যাবতীয় জাহাজ ভাঙ্গিয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দুই সহস্র লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কত টাকার দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

৬ ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

আজিকালি বহুবিবাহে হুলস্থুল পড়িয়া

গিয়াছে। উক্ত কৈবল জজে জজে হইয়া গিয়াছে। সর রিচার্ড কাউচ সার রবার্ট টুয়ার্ট টর্ণার পার্কেক্স ফিয়ার প্রভৃতি সকলেই তথায় আনন্দে অবসর কাল অতি বাহিত করিতেছেন।

কালনা হইতে এক ব্যক্তি ইংলিসমানে লিখিয়াছেন, ঝড় হইয়া ভাল ভাল গৃহাদি পতিত হয় নাই বটে কিন্তু বাহির বাটী বাগান গবাদি বিস্তর নষ্ট হইয়াছে। বৃক্ষাদি পতিত হইয়া রাস্তা ঘাট অগম্য হইয়া উঠে। গঙ্গা সে সময় ঠিক সমুদ্রের ন্যায় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল।

গবর্ণর জেনরলের হাজারিবাগে অবস্থান কালে অনরেবল বেলি ও ইলিসিস সাহেব তাঁহার কার্য্য করিবেন।

দুর্ভিক্ষ জন্য গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজ ও ব্রহ্ম হইতে যে চাউল সংগ্রহ করেন এক্ষণে উহার ৬০০ ০০০ মণ চাউল গবর্ণমেণ্টের হস্তে রহিয়াছে, নবেম্বর ডিসেম্বর ও জানুয়ারি এই তিন মাস ধরিয়া নীলামে বিক্রয় করা হইবে। শীঘ্র বিক্রয় হইলেই ভাল হয়। কিছুদিন এইরূপ থাকিলে ঐ সকল চাউলের পোকা হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইবে।

যেদিন যে ঝড় হয় তাহাতে কলিকাতায় একটী বৃদ্ধা স্বীয় কুটীর চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

৭ ই কার্ত্তিক শুক্রবার।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, ১৮৭৩ অব্দের ২০ এ নবেম্বর অবধি ৭৪ অব্দের ৩০ এ সেপ্টম্বর পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন অনুমান ৯ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ডা নিটি ক্রনার নামক সংবাদপত্র বলেন লাভ নর্থব্রুক শীঘ্র কার্য্য পরিত্যাগ করিতেছেন। ডিসরেলি সাহেব ইহার মধ্যেই তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। লাভ হোয়ার্ণ ক্লিফ তাহার উত্তরাধিকারী মনোনীত হইয়াছেন।

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌএ একটী হিন্দুর বাটীতে একটী গোক্ষুরা সর্প দৃষ্ট হয়। গৃহস্থ সর্পটীকে মারিতে নিষেধ করে, এবং তাহাকে বাস্তুদেবতা জ্ঞান করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া যেমন চুম্বন করিবে অমনি সে দংশন করে, পরক্ষণেই তাহার মৃত্যু হয়। কুসংস্কারের এইরূপ বিষময় ফল অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়।

সম্প্রতি আগ্রায় একজন মুসলমান স্ত্রীলোক আত্মহত্যার মানসে একখানি গমন শীল ট্রেণের সম্মুখে পতিত হয়। কিন্তু শকট চালকের চেষ্টায় তাহার প্রাণ রক্ষা হয়। স্ত্রী লোকটীর ছয় মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে যাহাতে পাটের চাসের উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা হইতেছে, আমেরিকাতেও এই চেষ্টা হইতেছে। সমুদায় পৃথিবীকে কি পাটময় করা হইবে?

সম্প্রতি একজন মান্দ্রাজী একজনকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে একখানি অস্ত্র লইয়া তাহার নিকট গমন করে, সে এক অন্ধকার গৃহে নিদ্রিত ছিল, হত্যাকারী অন্ধকারে ভ্রম ক্রমে তাহার গলায় না মারিয়া এক অস্ত্রাঘাতে তাহার পা দুখানি কাটিয়া ফেলে। উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৫ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

৮ ই কার্ত্তিক শনিবার।

অযোধ্যায় যেমন হত্যাকাণ্ডের প্রাদুর্ভাব এমন বোধ হয় আর কুত্রাপি নয়। গত বৎসর তথায় ৪৩ জনের মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা হয়। ইহার মধ্যে ২১ জনের লক্ষ্ণৌ বিভাগে এবং ১৫ জনের সীতাপুরে ঐ দণ্ড হয়।

বর্দ্ধমান ও রাণীগঞ্জের মধ্যে যে টেলিগ্রাফ লাইন নষ্ট হইয়াছিল উহা সংস্কৃত হইয়া কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু মেদিনীপুর হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত যে ডাইরেক্ট লাইন নষ্ট হইয়াছে তাহা এখনও সংস্কৃত হয় নাই। বোম্বাই হইয়া সংবাদ আদান প্রদান চলিতেছে।

১৯ এ অক্টোবর লাহোরে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। উহা প্রায় দেড় মিনিট কাল স্থায়ী ছিল, কোন ক্ষতি হইয়াছে কি না সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, কোচিন ষ্টেটে একজন ব্রাহ্মণ ভবিষ্যদ্বক্তার ভাণ করিয়া বেড়াইতেছে। এ ব্যক্তি বলিতেছে, ইহার পর যে সকল ঘটনা ঘটিবে সে সমুদায় বলিয়া দিতে পারে। সে বলিয়াছে ৪ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে আর ইংরাজদিগের অধিকার থাকিতেছে না। ভারতবর্ষীয় যাবতীয় রাজগণ তখন সকলে একত্রিত হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটীই তাহাকে বাতুলালয়ে প্রেরণ করিবে সন্দেহ নাই।

মান্দ্রাজ এক্সিলিয়ম বলেন, দক্ষিণ আর্কেটে জলপ্লাবন হইয়া অনেক ক্ষতি করিয়াছে। কোটাকালন নামক এক পল্লীতে ৪২০৩ গবাদি ও বহুসংখ্য টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

সম্প্রতি ব্রহ্মদেশীয় এক ব্যক্তির স্ত্রীর পীড়া হয়। একজন তদ্দেশীয় ডাক্তার তাহাকে আরোগ্য করেন। পরে পুরস্কার প্রার্থনা করাতে সে বলিল আমার আর কিছুই নাই, এই স্ত্রীটী আছে, লও। সে সেইরূপই করিল। তাহার বাটীতে গমনাগমন আরম্ভ করিল। প্রতিবেশীরা কিরূপ করাতে স্ত্রী পুরুষে একদা রাত্রিতে নিকটস্থ এক বনে গিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে।

১০ ই কার্ত্তিক সোমবার।

মান্দ্রাজ এক্সিলিয়ম বলেন, সার রিচার্ড কাউচ অবসর গ্রহণ করিলে মান্দ্রাজের প্রধানতম বিচারপতি সর ওয়ালটার মর্গান বঙ্গদেশের হাইকোর্টের চিফ জষ্টিস হইবেন এবং জষ্টিস মার্কবি অথবা জে, গ্রেহাম সার ওয়ালটরের পদাভিষিক্ত হইবেন

দীল্লি গেজেটের কারুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, আমীর সিরার আলী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি নূতন সৈন্য সংগ্রহ আরম্ভ করিয়াছেন। আজ্ঞা দিয়াছেন পলাতীয় পরিবারকে এক এক জন করিয়া সৈনিক দিতে হইবে। তাহা না করিলে ৩ শত করিয়া টাকা দিতে হইবে। যে নূতন সৈনিক হইবে সে যদি পলায়ন করে তাহার আত্মীয়গণকে সাড়ে চারিশত টাকা দিতে হইবে। সিরার আলী এই সকল কারণে প্রজার বিরাগ ভাজন হইতেছেন।

ইংরাজেরা পোর্ত্তুগিজদিগকে পরাভব করিতেছেন। ইংলণ্ডের দেখাদেখি কলিকাতার একদল রোমান ক্যাথলিক একজন পুরোহিত সঙ্গে করিয়া সেণ্টার সেণ্ট জেবিয়রের গির্জ্জায় তীর্থ যাত্রা করিয়াছেন। ইহাঁদের কেবল গয়ায় পিণ্ডদান অবশিষ্ট রহিল।

২১ এ অক্টোবর টাইমস অব ইণ্ডিয়া টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ পান অলণ্ডষ্টেন নামক জাহাজ মেলবোরণ হইতে কলিকাতায় আসিতেছিল বঙ্গোপসাগরে ঝড় হইয়া জাহাজ খানি মারা যায়। উহাতে দেড়শত যাত্রী ছিল, সেগুলি শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে।

১১ ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

অযোধ্যায় যেরূপ চুরি হয় তাহা শ্রবণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। গত বৎসর তথায় ১২ হাজারেরও অধিক চৌর্য্য কাণ্ড সংঘটিত হয়। উহার পূর্ব্ব বৎসরের চুরির সংখ্যা ৮০ হাজার। ইহার মধ্যে শত করা ৮৩ টী চুরি ধরা পড়ে।

উইন্দিয়ানে সিক্কোনা চাষের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

১২ ই কার্ত্তিক বুধবার।

আগামী বর্ষে বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর আয় ৩২৭৯০৫৭ এবং ব্যয় ৩০৪৯১৫৪ টাকা অনুমিত হইয়াছে। এ হিসাবে ২৩৩৯৩ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে।

জলপ্লাবন নিবন্ধন মান্দ্রাজ রেলওয়েতে গমনাগমনের এবং মান্দ্রাজের উত্তর দক্ষিণ পণ্ডিচারি ও নেলোরের মধ্যবর্ত্তী টেলিগ্রাফ লাইনে সংবাদ আদান প্রদানের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। নেলোরের গুদাম প্রভৃতি ভাসিয়া গিয়াছে। কত জলপ্লাবন আজি কালিকার নিত্য ঘটনার মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে।

১৩ ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

গঙ্গার সেতুর উপর আজিকালি লোকের অত্যন্ত ভিড় হইতেছে।

১০ এ অক্টোবর পেশোয়ারে দুইতিনবার ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, লোক সকলকে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে হইয়াছিল।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট রিলিফ কার্য্য সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে যে এক পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে জানা যায় হৈমন্তিক শস্য উত্তম জন্মিয়াছে বলিয়া লেণ্টনেণ্ট গবর্ণর ৩১ এ অক্টোবর পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সমূহের রিলিফ কার্য্য বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তবে স্থানে স্থানে দুই একটী সামান্য রিলিফের বন্দোবস্ত নবেম্বর পর্য্যন্ত রাখা হইবে। হুগলী ও বর্দ্ধমানে আরো কিছুদিন কিছু অধিক পরিমাণে সাহায্য দেওয়া হইবে। ১৫ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে প্রায় ২৫ লক্ষ মণ চাউল গবর্ণমেণ্টের মজুত আছে। নবেম্বরের শেষে সাহায্যদান কার্য্য বন্ধ করিলে ভাল হয়।

ইংলিসম্যান বলেন, গত কয়েক দিবস ধরিয়া নানা সাহেবের বন্দীকরণ সম্বন্ধে যত সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে, টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপনাবধি এক বিষয়ে এত সংবাদ প্রেরণ কখন ঘটে নাই। গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আফিসে এত ভিড় হয় যে কর্ম্মচারিদিগের সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। এখন ইনি প্রকৃত নানা হইলে হয়।

কলিকাতা হইতে টাইমস অব ইণ্ডিয়া এই টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হাইকোর্টের দুই একজন জজকে ব্যবস্থাপক সভায় নিযুক্ত করিবেন কি না বিবেচনা করিতেছেন। ইনি আরো সংবাদ পাইয়াছেন হবিনিউ ষ্টার নামক জাহাজের দুই জন এদেশীয় ভিন্ন আর সকলেই জল মগ্ন হইয়াছে।

১৭ ই কার্ত্তিক শুক্রবার।

পুলিসের অত্যাচার কিছুতেই কমিতেছে না। সেদিন একজন দেশীয় পুলিস কর্ম্মচারী বলপূর্ব্বক একটী স্ত্রীলোককে থানায় লইয়া গিয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করে। উহার দুই বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

জঙ্গলপুরে সম্প্রতি একটী স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ দুই পঙক্তি দন্ত সহিত একটী সন্তান প্রসব করিয়াছে। প্রসবের দুইঘণ্টা পরে সন্তানটির মৃত্যু হয়।

আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, পূর্ব্ব তুটান দুয়ার কামরূপ দুরঙ নওগাঁ শিবসাগর এবং লক্ষ্মীপুরে ভূমির যত রাজস্ব আদায় হয়, তাহার ১৭ অংশের একাংশ টাকা স্থানীয় রাস্তাদি এবং শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হইবে। আমরা ভূমির রাজস্বের অংশ চাহি না, রাস্তার জন্য যে টাকা দি, সেই টাকায় দুই চারি ক্রোশ মাটি রাস্তার দিলেই সন্তুষ্ট হই।

ভক্কা যুদ্ধের যাবতীয় সৈন্য ১০। ১৫ নবেম্বর পর্য্যন্ত নারায়ণপুরে উপনীত হইবে। আটশত মহিষ একশত অশ্বতর এবং ৪০ টী হস্তী যাইতেছে।

গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে, গত ঝড়ে মেদিনীপুরে দুই সহস্র লোকের মৃত্যু হইয়াছে। সেণ্ট্রাল জেলের প্রস্তরের দেয়াল পর্য্যন্ত পড়িয়া যায়। চাউলের গোলার বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে, এক দিবসের মধ্যে যে চাউল ১৭ সের টাকায় ছিল তাহা টাকায় ৮ সের দাঁড়াইয়াছে।

১৫ ই কার্ত্তিক শনিবার।

সম্প্রতি গোয়া জেল হইতে যে সকল কয়েদী পলায়ন করে, উহারা দলবদ্ধ হইয়া পল্লীবাসিদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে।

পুনাতে যে ঝড় হইয়া গিয়াছে তাহাতে রাস্তার উপর চারিফিট জল দাঁড়াইয়াছিল। অনেকের মৃত্যু হইয়াছে।

মান্দ্রাজের তিনজন স্কুল মাষ্টার গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইবার আশয়ে মিথ্যা করিয়া রেজিষ্টরি বহিতে ছাত্র সংখ্যা অধিক করিয়া লিখিতেন। ইহারা অবশেষে ধরা পড়িয়াছেন। শিক্ষা বিভাগেও ক্রমে এরূপ শোচনীয় দশা ঘটিতে আরম্ভ হইল।

গত মে মাসের ঝড়ে যে সকল নাবিক জলমগ্ন হয় মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট উহাদের সাহায্যার্থ ১ হাজার টাকা ব্যয় করেন। একখানি জাহাজ রেঙ্গুন হইতে দুই শত কুলি লইয়া আসিতেছিল, সেখানি কোথায় গেল, কি হইল, এপর্য্যন্ত তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কুলির জাহাজের সংবাদ কে লয়?

পালমাল গেজেট বলেন, প্রেসিডেন্সি বাজুলালয়ে সম্প্রতি একজন বাজুলের মৃত্যু হয়। উহার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, উদর মধ্যে প্রায় ১৮৪১ টী পদার্থ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রায় ৮০। ৯০ টী নানা রকমের প্রেক, ৫ টী পিত্তলের প্রেক, ৯ টী পিত্তলের বোতাম, একটী পিন, ১৪ খণ্ড কাচ, ১০ টি পাথরের নুড়ি, তিন গাছি দড়ি, একখণ্ড চর্ম্ম একখণ্ড সীস, এইরূপ আরো অনেকগুলি পদার্থ আছে। সমুদায় ওজনে প্রায় ৯ সের হইবে। এই খানেই ব্রহ্মার অগ্নিমান্দ্য ঘটিয়াছিল।

১০ ই অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৪০৬২৮৮০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৪২০১৪০ টাকা আয় হইয়াছিল। এবৎসর ৪২৭৪০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। উক্ত সপ্তাহে জব্বলপুর লাইনে ২১৯৪০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ২৬১৮০ টাকা হইয়াছিল এবার ৪২৪০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

লাভ নর্থব্রুক তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারি কাপ্তেন মারিডের সমভিব্যাহারে ৪ ঠা নবেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। হাজারিবাগে গবর্ণর জেনরল প্রজার মনোরঞ্জন করিতে পারেন নাই, তথায় যে ইউরোপীয় সেনাদল ছিল তাহাদিগকে স্থানান্তরে পাঠাইবার আজ্ঞা হইয়াছে।

কলিকাতা মেডিকাল কালেজের ইংরাজী বিভাগে ছাত্রগণের প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে বিশ্ব বিদ্যালয় সভা এক নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত নিয়ম ছিল, প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া ছাত্রগণ মেডিকাল কালেজের ইংরাজী বিভাগে পড়িতে পাইত, এক্ষণে এই নিয়ম হইতেছে, প্রথম আর্ট পরীক্ষা না দিলে কেহ তথায় পড়িতে পাইবেন না। ইহাতে এই এক লাভ হইবে, ছাত্রগণ ইংরাজী ভাষায় অপেক্ষাকৃত ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া উক্ত কালেজে প্রবেশ করিলে অল্প সময়ে অধিক কাজ করিতে পারিবে, ইংরাজী লেক্‌চর সকল বুঝিতেও তাদৃশ কষ্ট হইবে না। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া যে সকল ছাত্র তথায় গমন করে, তাহারা ইংরাজী লেক্‌চর ভাল বুঝিতে পারে না, অধ্যাপকগণ বহুকাল অবধি এই আক্ষেপ করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালা স্কুলেও যাহাতে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ছাত্রগণ প্রবেশ করে তাহারও একটী উপায় বিধান কর্ত্তব্য।

২৮ এ অক্টোবর মান্দ্রাজ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, তথায় ভয়ানক বৃষ্টি হইয়া অনেক স্থান প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। বিলোরে অতিশয় প্লাবন হইয়াছে। চেঙ্গলপট্টের পশ্চিমে যত্রাবতি পলার এবং পেনেয়ারের সেতু ভাসিয়া গিয়াছে।

সিন্ধুনদীর প্লাবন হইতে জেকো বাবাদ রক্ষা করিবার জন্য একটী বাঁধ নির্ম্মাণার্থ ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে এই এক পাত লক্ষে অতীষ্ট সিদ্ধি হয় তবেই মঙ্গল।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

"ভয়ঙ্কর ঝড়"।

কি বিপদ! মহাশয়! আমরা বাস্তবিক দেব তার কোপেই পড়িয়াছি। আমাদের রাজপ্রতিনিধি দয়াময় শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর সহস্রাক্ষ সংস্রশীর্ষ সহস্র ভুজ হইলেও বোধ হয় আর আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। নানা উপদ্রববশতঃ এক এক দেশ ক্রমশই উৎসন্ন হইবে। কেন না সৃষ্টি সংহারের নিমিত্ত জগদীশ এক একজন সংহারকর্ত্তাকে ক্রমে ক্রমে বিমুক্ত করিতেছেন। আর কি দেশ রক্ষা হয়? না আমরাই বাঁচি?

প্রজার প্রাণ রক্ষার্থ দয়াময় গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে অন্নসত্র স্থাপন করিয়া দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া তাহাকে এক প্রকার নিস্তেজ করিয়াছেন এবং মহারাক্ষসের দমনার্থও রাজ্যের স্থানে স্থানে ঔষধালয় স্থাপন করিয়া তাহার নিধনের চেষ্টায় আছেন। বস্তুতঃ তাঁহার কোন বিষয়ের ত্রুটি লক্ষিত হয় না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ দৈববিড়ম্বনা আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি কয় দিক রক্ষা করিতে পারেন, কয় দিকই বা রক্ষা করিবেন। আমরাই বা বিপদ বার্ত্তা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে কতই জানাইব? তাই বলি তিনি সহস্র চক্ষে আমাদিগকে দেখিলেও সহস্র হস্তে আমাদিগকে রক্ষা করিলেও আর আমাদের নিস্তার নাই ও এ যাত্রা রক্ষা নাই।

অল্প দিন হইল, আমাদের এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্ট দাতব্য দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত অন্নসত্রটি একবারে উঠিয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র ঔষধালয় ও রোগি সংক্রান্ত অন্নসত্রই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এখনও এপ্রদেশের জনসমূহ দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের হস্ত হইতে সম্যক প্রকারে মুক্ত হয় নাই। এখনও বহুব্যাপক জ্বরের করাল কবল হইতে সকলে পরিত্রাণ পায় নাই। অন্নের জন্য এবং প্রাণের জন্য সকলেই বিব্রত। তায় আবার পবন ও বরুণ দেবের ভীষণ অত্যাচার, এ অবস্থায় আর রক্ষা নাই।

গত ৩০ এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার শারদীয় পূজার পূর্ণ পঞ্চমীর প্রত্যূষে নভোমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইয়া প্রায় সমস্ত দিন এবং রাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত মন্দ মন্দ বাতাসের সহিত বৃষ্টি হয়। তাহাতে কাহারও বড় একটা ক্ষতি হয় নাই। সকলেই এক প্রকার কষ্টে সৃষ্টে জীবন রক্ষার্থ আহারের উপায় বিধান করিয়া রাত্রি ১০ টার পর স্ব স্ব গৃহে সুষুপ্ত অবস্থায় ছিল। ইহা দ্বারা প্রভঞ্জন সৃষ্টি বিনাশের বিলক্ষণ সুযোগ পাইয়া বরুণদেবকে সহায় করিয়া উত্তর দিক হইতে মহা বিস্তার পূর্ব্বক দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকস্থ বাটি সমূহকে সংহার করিবার নিমিত্ত ভীম গর্জ্জনে এবং সিংহনাদসম ভয়াবহ ঝঞ্ঝাবায়ুরূপ সঙ্গীর হুহুঙ্কার গর্জ্জনে অবিরত করাঘাতের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া সংসারকে একবারেই টলটলায়মান করিয়া তুলিল।

এইরূপ অপ্রতিহত প্রবল পরাক্রমে রাত্রি ১০ টা অবধি পর দিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ঝড় বহিয়া অবনী মণ্ডলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কি, কৃত্রিম কি স্বাভাবিক যাবতীয় সামগ্রী লণ্ডভণ্ড ও ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। বড় বড় বাঁশ ঝাড়, তাল, নারিকেল, খর্জ্জুর ও বহুবিধ প্রকৃতি পবন দেবের প্রবল প্রতাপে দণ্ডায়মান কলেবরে নতশিরা হইয়া এবং অধঃপতিত এক সমূহ কর শাখা প্রশাখা কর্ত্তন করণে ও পত্র ছিন্ন প্রায় করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

তথাপি প্রভঞ্জন তাহাতেও তৃপ্তি না করিয়া তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটন ও শাখা প্রশাখা ভগ্ন পূর্ব্বক যত্রতত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসমূহ একবারে উৎপাটিত ও ভগ্ন [illegible]

পথিকের পথ অবরোধ করিয়া এ পর্য্যন্ত পতিত হইয়া রহিয়াছে।

যে ভগ্ন বা ভগ্নপ্রায় অবস্থায় যে সকল মনুষ্যের শরীরে দেওয়াল ও চাল পড়িয়া পড়িয়া ছিল এবং ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি বলিয়া যাহারা পলায়নে অসমর্থ হইয়াছিল কেবল তাহারাই বিপাকে পড়িয়া একবারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এমত গৃহ নাই যে গৃহে কোন না কোন রূপ অপকার হয় নাই। এমন উঠান নাই যাহা বৃক্ষশূন্য হইয়া যায় নাই এবং এমন ব্যক্তি নাই যাহার বিশেষ বা সামান্য ক্ষতি হয় নাই। প্রায় সকলই ভগ্নস্তূপ হইয়াছে বলিলেই হয়। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল সে সমুদায়ই বিকৃত ভাবাপন্ন ও ভগ্নপ্রায় হইয়া কঙ্কালবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। লোকের ঘর-দ্বার আর পরিসীমা নাই।

মহাশয়! এদেশের প্রজাগণ সাধারণতঃ দীন দশাপন্ন ও নিঃস্ব, তাহাতে আবার দুর্ভিক্ষের উপসংহার না হইতে হইতেই এই দৈব বিড়ম্বনা উপস্থিত। ইহাতে তাহাদিগকে যে অশেষ ক্লেশ পাইতে হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই। এই ঝড় যাতে যে গৃহ প্রকৃতই ভগ্ন হইয়াছে এমত নহে, জীবনাধার যাহা চাষা সকল সমুদয় নষ্ট না হউক যাহা তুলিয়া ছিল ও যাহা গর্ভ হইয়া ছিল তত্তাবতের ও ইক্ষু সমুদয়ের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে।

একে এইরূপ প্রবল বাত্যা তাহাতে অজস্র বৃষ্টি পাতে মাঠ ময়দান খাল বিল নদ নদী তড়াগ পুষ্করিণী প্রভৃতি জলে একাকার হইয়াছে। এমনি দুঃসময় যে এ সময়ে মনুষ্য ও তৃণ পর্য্যন্ত পাওয়াও দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। এখন মনুষ্য যায় কোথায় বা থাকে কোথায় কিছুই সংস্থান নাই। এই ঝড় বৃষ্টির উপদ্রব সামলাইতে অন্ততঃ এক বৎসর কাল অতি বাহিত হইবে। হায়! বিধির কি বিড়ম্বনা!

আমরা মধ্যে মধ্যে ১০। ১২ বৎসর অন্তর দেশোপদ্রবকারী ভয়ঙ্কর ঝড় ও জল প্লাবন ঘটিতে দেখিয়াছি, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঝড় অপেক্ষা এই ঝড় অত্যন্ত প্রবল। অশীতিপর বর্ষীয়ানদিগের মুখে শ্রবণ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা কোন কালে বা এ যোগে এরূপ দেশ ব্যাপী ঝড় ও জল প্লাবন দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই।

১২৭১ সালের ঝড় দিবা ভাগে হওয়াতে অনেকের সাবধান হইবার সময় হইয়াছিল। পরস্পরের মুখাপেক্ষা ও প্রতিবাসীর আশ্রয় লইয়া ও পরস্পরের মুখ দর্শন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, ঘোর অন্ধকার প্রযুক্ত এ ঝড়ে কেহ ঘরের বাহির হইতে ও কোন স্থানে যাইতে কি পরস্পরের মুখ দর্শন করিতে পারে নাই। রাত্রি বলিয়া যে মনুষ্য প্রকৃতি অনেকেই অনুপায় হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। কত স্থানে যে কত শত পশু পক্ষী হত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। অতীব নিকৃষ্ট পশুকেও তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া মনুষ্য আশ্রয়ে রক্ষিত হইয়া কেবল ২ টী মাত্র অবোধ স্তন্য লোককে সে প্রলয়ে কত পশু ও কত সহস্র মনুষ্য মৃত্যু মুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ যাহারা মরিয়া গিয়াছে তাহাদের ত আর কথাই নাই, যাহারা আহত হইয়াছে তাহারা এপর্য্যন্ত জীবিত আছে।

মহাশয়! পবন দেবের একটী অন্যতর নাম জগৎ প্রাণ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু এস্থলে তিনি জগৎ প্রাণ নহেন, প্রাণ ঘাতক মনুষ্যঘাতক, পশু ঘাতক, তাঁহার বিচার নাই, ও ইহাতে তাঁহার প্রশংসাও নাই। তিনি অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন। কেন না

"কেলেতে শুইয়া যে বা নিদ্রায় অবশ।
তাহারে মারিলে হয় কত বড় যশ॥"

যখন জগৎ প্রাণ বলিয়া আমরা প্রাণ সমর্পণ করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা গিয়া থাকি, তখন তিনি সুষুপ্তি অবস্থায় অনেককে বিনাশ করিয়া তাবি বৃশংস ব্যবহার করিয়াছেন। ধর্ম্ম ভয় থাকিলে কখনই এরূপ করিতে পারিতেন না। আমিপত্য নাই, কিছু বলিবার যো নাই, কিছু করিবারও যো নাই তিনি একজন দেবতা। তাঁহার অত্যাচার সমূহ দর্শন করিলে রাগে, শোকে, দুঃখে অধীর হইতে হয়। বোধ হয় এবার তাঁহার যুগ প্রলয় করিবারই সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল।

এই ত ৩০ এ আশ্বিনের অবস্থা। তার এবার গতোপায় বিস্ফোটক। গত ২ রা কার্ত্তিক রবিবার সন্ধ্যার পরক্ষণেই পুনর্ব্বার বরুণদেব সসজ্জ হইয়া রাত্রি ১১ টা পর্য্যন্ত মুষলধারে বারি বর্ষণ করাতে যাহাদের দুরবস্থা কঙ্কালবৎ দণ্ডায়মান ছিল সে গুলিও ভূতলশায়ী হইয়াছে। একবে সকলেই হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। কাজেই বিপন্ন হৃতসর্ব্বস্ব ব্যক্তিদিগের সাহায্য নিমিত্ত এ সময় গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন না কোন বন্দোবস্ত হওয়া উচিত, তাহা না হইলে তাহাদের উপায়ান্তর নাই।

অতএব আমরা বদান্যবর গবর্ণমেণ্টের সমীপে সানুনয় প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক হৃতসর্ব্বস্ব ব্যক্তিদিগের রক্ষার উপায় করুন, আর যে পর্য্যন্ত প্রজাগণের সংস্থানের উপায় না হয় সে পর্য্যন্ত এদেশের "হাউস" অর্থাৎ চৌকীদারী টাকসটী একবারে উঠাইয়া দিউন।

১৮ ই অক্টোবর ১৮৭৪
বদনগঞ্জ জেলা বর্দ্ধমান

একান্তবশম্বদ
শ্রীহারাধন দত্ত
বদনগঞ্জ রিলিফ কমিটীর সেক্রেটরি।

এ যাত্রা আপনাদের সহিত যে সাক্ষাৎ করিব এরূপ আশা ছিল না। ৩০ এ আশ্বিনের রাত্রি স্পত্তিবারের প্রবল ঝড় আমাদের সকল আশাই নির্ম্মূল প্রায় করিয়াছিল। কেবল ঈশ্বরের অনুকম্পায় প্রাণে বাঁচিয়াছি মাত্র। ২৯ এ আশ্বিন বুধবারের শেষ রাত্রি হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল অবধি বৃষ্টি ও পূর্ব্ব উত্তরের বায়ু বহিতে থাকে। দিবা দুই প্রহর পর্য্যন্ত প্রায় সমানভাবেই যায়। তৎপরে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রমে বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর হইতে ৭১ একাত্তরের ন্যায় ঝড়। রাত্রি ১১ টার পর হইতে পশ্চিম দিকের বায়ু বহিয়া একেবারে মহা প্রলয় উপস্থিত করে, এবং লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া ভোর ভোর বেলায় স্থগিত হয়।

তৎকালে মনুষ্য মাত্রেই সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিল। এক পরিবারভুক্ত স্ত্রী পুরুষ সমস্তই একত্র জড় সড় ও এ ঘর হইতে ওঘর এবং আর্ত্তনাদ ও ত্রাহি ত্রাহি শব্দে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়াছে। তৎকালে বায়ুর ভয়ঙ্কর শন শন শব্দ ও বৃক্ষাদির মড় মড় ও গৃহাদির কট কট এবং ঘপ ঘাপ শব্দে শরীরে যে শোণিতের সঞ্চার ছিল এরূপ বোধ হয় না। এখনও সেই কথা মনে পড়িয়া শরীর কাঁপিয়া উঠিতেছে। লোকের ঘর দ্বার এবং দ্রব্যাদি কিছুই নাই। সঞ্চিত শস্যাদি যাহা ছিল তাহা এবং মূল্যবান বস্ত্র ও দলিলাদি কত যে ঘর চাপা পড়িয়া ও ভাসিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মফস্বলে বিশেষতঃ এ প্রদেশে পাকা বাড়ী হওয়া বহু ব্যয় সাধ্য ও কষ্টকর। লোকে কাঁচা বাড়ীই উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া থাকে। আমাদের একত্র অনেক ভাল লোকের বাস এবং মফস্বলে এরূপ মজবুদ কাঁচা বাড়ী অতি বিরল। গত একাত্তরের ঝড়ে যে সকল গৃহ পতিত হয় নাই এবারে তাহা ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। অপরের ক্ষতির কথা কি বলিব আমার নিজের গৃহ ও দ্রব্যাদি এবং ধান্য (যাহা হামারে ছিল এবং যাহা এবৎসর পাওয়া যাইত) ও খাজনা ইহাতে প্রায় ২। ৩ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এই ভীষণ ঝড় ৭১ একাত্তরের ৫। ৬ গুণ অধিক। বয়োবৃদ্ধেরা এরূপ ঝড় ও জলের সহিত এরূপ বৃষ্টি কখন দেখেন নাই এবং কেহ কখন শুনেন নাই। বাস্তবিক ঝড়ও যত বৃষ্টিও তদনুরূপ। সেই রাত্রির বৃষ্টিতে ৩। ৪ হাত জল দাঁড়াইয়াছিল।

দেশের দুরবস্থা দূর থাকুক আপন আপন গৃহ ও গৃহবাসাদির দুরবস্থা দেখিলে শুষ্কীভূত হইয়া থাকিতে হয়। কি উপায় হইবে কি করা যাইবে কিছুই স্থির করিতে পারা যাইতেছে না। একে ত বৃষ্টির জলে দেশ ডুবিয়াছিল তাহার উপর আবার কেলেখাই নদীর ৩ স্থানে ৫। ৬ রশি আন্দাজ হানা পড়িয়া একেবারে শয়নাপি হইয়াছে। এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির বাড়ীতে যাইতে পারিতেছে না। গৃহাদি পতিত হইয়া ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, আবার প্রজার প্রায় ধান্যও নষ্ট হইল সুতরাং জীবন্মৃতের যে কি উপায়ে প্রাণ ধারণ করিবে তাহা ঈশ্বরই জানেন অনেকের পরিধান বস্ত্রসার, অনেকের আবার তাহাও নাই। লোকের দুর্দ্দিশায় দুঃখ ও অশ্রু বিসর্জ্জন অথবা সাহায্য করে এরূপ লোক এখানে কেহই নাই। ইহাকেই জীবন্মৃত্যু বলে। এ অঞ্চলে উত্তর অন্ত ও পশুপক্ষাদির ত কথাই নাই গরু মানুষ যে কত মরিয়াছে এ পর্য্যন্ত তাহার নিষ্পত্তি হয় নাই। ইহার মধ্যে মৃত জীবের ও বৃক্ষের ডাল ও পালিত পক্ষে জল এরূপ দুর্গন্ধ হইয়াছে যে, তিষ্ঠান দায়। না জানি অদৃষ্টে আরও কত দুর্গতি আছে। শুনিলাম নারায়ণ গড় খটনগর দাদুন পীপুর কাথি অঞ্চলেও এইরূপ ঝড় ও ঝড়ে অনেক মানুষ মরিয়াছে।

—০:০:০—

মেদিনীপুর "সাই ক্লোন"।

সম্পাদক মহাশয়! গত ২৯ এ আশ্বিন শেষরাত্রি হইতে এখানে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। ৬॥ এ প্রাতঃকালে উত্তর দিগ হইতে মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে থাকে ও সামান্য বৃষ্টি হয়। বেলা ১১ ঘটিকা হইতে দুই প্রহর ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত সামান্যরূপ বায়ু বহিয়াছিল, তখন আকাশ মেঘাবৃত। ইহার পর হইতে পুনরায় সামান্য বৃষ্টি পতিত এবং অপেক্ষাকৃত প্রবলবেগে বায়ু বাহিত হইতে লাগিল। এ বায়ু এক্ষণে উত্তর পূর্ব্বের। ক্রমশঃগগন নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টির বৃদ্ধি এবং বায়ুর প্রবলতর বেগ। দুই একটী সামান্য বৃক্ষ ও বৃক্ষশাখা ভূপতিত হইতে লাগিল। এক্ষণে বায়ুকে আর ঝড় না বলিয়া থাকা গেল না। ইহার শব্, শন্ শব্দ ও দুর্ব্বেগ ১২৭১ সালের প্রবল বাত্যাকে স্মৃতিপথে উদিত করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি প্রহর ভাবে সমাগতা, সূর্য্যদেব সমস্ত দিনের মধ্যে কর জাল একবারও বিস্তার করিতে অবসর পান নাই। এই কালে আকাশ চন্দ্রমা ও তারকা শূন্য এবং নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় পৃথিবী ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, প্রাণিগণের দৃষ্টিপথ একবারে অবরুদ্ধ হইয়া আসিল, রাত্রির বৃদ্ধির সহিত বৃষ্টি ও ঝড়ের প্রবলতার বৃদ্ধি হইল। বায়ুর সে বৎসরের সেই ভীষণ নিদান এক্ষণে হৃদয়কে আবার কম্পিত করিল, সকলে ব্যথিত প্রায়, এমন কি দশ হাত দূরস্থ লোকের বাক্য শ্রুতিগোচর হইল না, এক গৃহে কি হইতেছিল গৃহান্তরের লোক তাহা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকেন। অজস্র প্রবল বৃষ্টি ও তীব্র বেগ ঝটিকা দেখিয়া প্রলয় কাল উপস্থিত বলিয়া এক এক বার মনে হইতে লাগিল। রাত্রি ৩ টার পর ঝটিকা ও বৃষ্টি শমিত হইলে গৃহ (ইষ্টক নির্ম্মিত) মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখি প্রাঙ্গণ জলপূর্ণ, প্রথমতঃ বোধ হইল নালী অবরুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু যখন দেখিলাম বাজীর বাহিরও জলময় তখন আমার উক্ত ভ্রম দূর হইল। চতুর্দ্দিক হইতে মনুষ্য কোলাহল শ্রুতিপথে প্রবেশ করিতে লাগিল। এই কোলাহল যে কাতরতা ও ক্রন্দন সম্ভূত তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইল না। ক্রমে রজনী অবসান হইল। অদ্য কাক কুক্কুটাদির রব প্রভাত সূচনা করিল না, একমাত্র ঘটিকাই উহা বলিয়াছিল।

প্রভাতে বাসীর বাহির হইয়া দেখিলাম পৃথিবী যেন শত্রুহস্তে নিপতিত হইয়া বসন ভূষণ ও সৌন্দর্য্য হারাইয়া ক্ষত বিক্ষত অঙ্গে রোদন করিতেছেন। বট অশ্বত্থ আম্র প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল সমূলে ধরাশায়ী, মৃন্নির্ম্মিত অধিকাংশ গৃহই এবং ইষ্টক নির্ম্মিত অনেক গৃহ ভূপতিত হইয়াগিয়াছে, বিস্তর মনুষ্য ও পশু পক্ষ্যাদি মরিয়া চাপা, বাত্যাহত ও স্রোতে ভাসিয়া মরিয়াছে। পশু পক্ষ্যাদির সংখ্যা কে করিবে? পুলিস মৃত মনুষ্যের গণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চাল দেওয়াল উত্তোলন করিয়া মৃতপ্রায় ও মৃত দেহ বহির্গত করা হইতেছে।

বৃক্ষ সমূহ যে ভাবে পতিত হইয়াছে তাহাতে এই অনুমিত হয় যে, উত্তর পূর্ব্ব ও উত্তর পশ্চিম দিগ হইতে বায়ু বাহিত হইয়াছিল। এক্ষণে (৩১ এ প্রাতঃকালে) বায়ুর গতি উত্তরাভিমুখে।

অতিশয় দুঃখের বিষয় এই অত্রত্য চারিটী পল্লী ছাবি-বাজ, চিক্কিমারসাই, বক্সিবাজার, পাইশাবাজার ঝড় বৃষ্টি ভিন্ন আর একটী অতিভয়ানক দুর্ঘটনা হইতে ভয়ানক ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছে। মেদিনীপুর টাউনের বক্ষে বহুদিন হইতে একটী পয়ঃপ্রণালী ছিল। বর্ষাকালে উহার দ্বারা বহুদূর হইতে জল আসিয়া কংশাবতীতে পতিত হইত। ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট ম্যালেট সাহেব উহার সংস্কার করিয়া খাল খনন করিয়াছিলেন। মনুষ্যের গতায়াতের জন্য ইহার উপর স্থানে স্থানে সেতু নির্ম্মিত হয়। সেতু মধ্যস্থ খালে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী জল রাখিবার জন্য উক্ত সেতুতে কপাট দেওয়া হইত। কএক বৎসর অতীত হইল একবার বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি নিবন্ধন খাল ছাপিয়া জল পল্লীতে উঠিয়াছিল। উক্ত সাহেব বহু ব্যয় ও কষ্টে বহুসংখ্যক কুলী ও মজুর দিয়া উক্ত কপাট উত্তোলন করিয়া লোকের গৃহাদি রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই অবধি ঐ সেতু মুখে আর কপাট সংলগ্ন থাকিত না, সুতরাং খালও পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল: এই বৎসর সাধারণ জলকষ্টের সময় এখানকার মিউনিসিপালিটির দৃষ্টি উহাতে পতিত হয় এবং অনেকগুলি অর্থব্যয় করিয়া ইহার পুনঃসংস্কারও করা হয়। কএকটী সেতু সম্ভব সংকীর্ণ করিয়া তাহাতে কপাট সংস্থাপিত করিয়া আবাসীদিগের স্নানাদি কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত খালে জল সঞ্চয় করা হইয়াছিল। গতকল্য রাত্রির দ্বিপ্রহরের কএক ঘণ্টার বৃষ্টিতে এই খালে এত ভয়ানক জল বৃদ্ধি হইয়াছিল, যে কপাটের উপরিস্থ সংকীর্ণ পথ দিয়া উহার সম্পূর্ণ নিগমন সাধন হইতে পারে নাই সুতরাং সেতুর উপর ও পার্শ্ব দেশ দিয়া ঐ জল অতি প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। পার্শ্বস্থ স্রোত পল্লাভিমুখে অত্যুচ্চ সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় প্রবলবেগে ধাবিত হইয়া লোকের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং বৃক্ষ, গৃহ ও দ্রব্যাদি যাহা সম্মুখে পাইল তাহা ভাসাইয়া লইয়া গেল। যে সকল মনুষ্য ও পশ্বাদি ঘরের বাহির হইয়াছিল তাহারা স্রোত বেগে ভাসিয়াগেল, যাহারা গৃহাভ্যন্তরে ছিল তাহারা অনেকে দেওয়াল চাপা পড়িল। শুনিলাম ইহাদের মধ্যে অনেকেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। হায়! একে প্রবল বাত্যা ও ঘোরতর বৃষ্টির ভয়ে স্বকীয় আবাস পরিত্যাগে করিয়া উৎকৃষ্টতর স্থান আশ্রয় করিতে যাইতে ছিল তাহারা যে কোথায় গিয়াছে সেই কালস্বরূপ জল স্রোতই তাহা বলিতে পারে। অপর, সেতু সন্নিহিত কএকটী গৃহ এপ্রকার ভাসিয়া গিয়াছে যে তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই। এই দুর্ঘটনা বস্তুতঃ অন্যান্য পল্লী অপেক্ষা এই পল্লীচতুষ্টয়ে গৃহাদি পতনের ত কথাই নাই, মনুষ্য ও গবাদির মৃত্যু সংখ্যা অনেক অধিক।

এই জল প্লাবনের ২। ৩ ঘণ্টার মধ্যে ঈশ রেঞ্জার ২। ০ স্থানের সেতু ও তৎপার্শ্বস্থ রাস্তা ভাসিয়া খালের জল প্রচুর পরিমাণে বিনির্গত হইলে যে শ্রান্ত পল্লী ভাসাইয়াছিল তাহা নিরস্ত হইল। যদি আর কিয়ৎকাল খালের জল স্রোতরূপে নির্গত হইতে না পারিত তাহা হইলে এই সকল পল্লীর যে কি দুরবস্থা হইত তাহা অনুভব করা যায় না।

সম্পাদক মহাশয়! চতুর্দ্দিকে ক্রন্দন ও হাহাকার রব শ্রবণ করিয়া এবং লোকের দুরবস্থায় পরা কাষ্ঠা দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ কিরূপ সহায়তা করেন এবং এই দুর্ঘটনা সম্ভূত আপদের অবস্থা পশ্চাৎ অবগত করিব।

মেদিনীপুর
৩১ এ আশ্বিন ১২৮১ } বশম্বদ
শ্রীকৃ—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১০ ই অক্টোবর। রেবরেণ্ড আর রবিন্সন রেবরেণ্ড জে রবিন্সনের অনুপস্থিতি কালে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গলা অনুবাদকের কার্য্য করিবেন এবং ১৮৬৭ সালের ২৫ আইনের ১৮ ধারানুসারে যে সকল পুস্তকের হিসাব রাখিতে হয় তাহাও করিবেন।

২০ এ আগষ্ট। সি. সি কুইন প্রথম শ্রেণীতে হুগলীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন। ইনি আরো হুগলী ও চুঁচুড়ার মিউনিসপালীটীর ১৮৬৬ অব্দের ৫ আইনের (বি. সি) ২ ধারানুসারে কমিশনার ও বেঞ্জিষ্ট্রার হইলেন।

২৭ এ অক্টোবর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ঈশ্বরী প্রসাদ ত্রিপাঠির সদর ষ্টেথনে রহিলেন।

এচ, সাবেজ বাঙ্গলাহী বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ এফ, মিগাস/সাহেবের অনুপস্থিতি কালে সি, সি, কুইন সাহেব চন্দনী ও চুঁচুড়ার মিউনি সপাল কমিসনরদিগের বাহস চেয়ারম্যান হইলেন।

২০ এ অক্টোবর। সি. সি কুইন সাহেব কিছু দিনের জন্য হুগলীর ডিষ্ট্রীক্ট বোড সেস কমিটীর বাহস চেয়ারমানের কার্য্য করিবেন।

বিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২০ এ অক্টোবর। সি সি কুইন সাহেব, যিনি হুগলীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন, প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং ফৌজদারী দণ্ড বিধির ২২২, ১৪২, ১৫৭ ৪১৭ এবং ৫২১ ধারার উল্লিখিত অপরাধ সকলের সম্বন্ধে বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন

২৩ এ অক্টোবর। মুঙ্গেরের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মাইকেল ফিজ্‌পেট্রিক ১৮৬৯ সালের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের একজন ষ্টাম্প অব্‌ টি পস হইলেন।

২৭ এ অক্টোবর। উড্‌বর্ণ বাঙ্গালা ষ্টেট রেলওয়ের চীফ মেকেনিক্যল ইঞ্জিনিয়র মেসর্স ই. ই কণ্ট্রাক্টের ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৩ ধারার অনুসারে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের একজন ষ্টাম্প অব টি পস হইলেন। ইনি আরো প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটরি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৩ ই অক্টোবর। ডেলি নিউজের স্পেশাল টেলিগ্রাম হইতে স্বাস্থ্যভঙ্গ জন্য ইংলণ্ডের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন

মার্শাল লাসাল্‌স উত্তর রেপব্লিকান সেনাদল সহ ইরো নদী পার হইয়া লাগোয়াডিয়া অবরোধ করিয়াছেন।

মিশর হইতে সংবাদ আসিয়াছে নাইল নদীর জল ক্রমে কমিতেছে।

লণ্ডন ১৩ ই অক্টোবর। স্পেনের রাজপ্রতিনিধি ডিকাজের নিকট এক পত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার কর্ত্তৃক কার্লিষ্টদিগের সাহায্যদানের ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছেন।

নীলষ্টেরের ডিউকের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ১৩ ই অক্টোবর। অমেরিকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, এবার উত্তর কারোলিনা শান্ত করা হইয়াছে এবং দক্ষিণ কারোলিনায় শান্তিরক্ষা হইয়াছে এবং আলাবামায় শান্তিরক্ষা হইবার সম্ভাবনা। জর্জিয়ার, টেক্সাস এবং টেনিসেসি কোরিয়া এই অঞ্চলে কতক বৃষ্টি হইয়াছে। মিসিসিপি এবং লুসিয়ানার কৃষকদিগের অবস্থা সন্তোষজনক রহিয়াছে।

লণ্ডন ১৯ এ অক্টোবর। সাদ্ধ ডেলি টেলিগ্রাফ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে নিম্নলিখিত উপায়ে টেলিগ্রাফ হইবে।

একখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে বলোন, বলোন হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। দ্বিতীয় তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুই তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই চারি তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই ছয় তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই আট তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই বার তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই চৌদ্দ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই ষোল তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই আঠার তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই কুড়ি তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই বাইশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই চব্বিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই ছাব্বিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই আটাশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই ত্রিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই বত্রিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই চৌত্রিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই ছত্রিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই আটত্রিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই চল্লিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই বিয়াল্লিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই চুয়াল্লিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই ছেচল্লিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই আটচল্লিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই পঞ্চাশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই বাহান্ন তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই চুয়ান্ন তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই ছাপ্পান্ন তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই আটান্ন তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই ষাট তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই বাষট্টি তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই চৌষট্টি তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই ছেষট্টি তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই আটষট্টি তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই সত্তর তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই বাহাত্তর তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই চুয়াত্তর তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই ছাপ্পাত্তর তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই আটাত্তর তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই আশি তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই বিরাশি তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই চুরাশি তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই ছিয়াশি তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই আটাশি তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই নব্বই তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই বিরানব্বই তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই চুরানব্বই তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই ছিয়ানব্বই তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই আটানব্বই তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত এক তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত দুই তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত তিন তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত চার তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত পাঁচ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত ছয় তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত সাত তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত আট তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত নয় তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত দশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত এগার তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত বার তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত তের তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত চৌদ্দ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত পনর তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত ষোল তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত সতের তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত আঠার তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত উনিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত বিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত একুশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত বাইশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত তেইশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত চব্বিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত পঁচিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত ছাব্বিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত সাতাশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত আটাশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত ত্রিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত বত্রিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত চৌত্রিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত ছত্রিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত আটত্রিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত চল্লিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত বিয়াল্লিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত চুয়াল্লিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত ছেচল্লিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত আটচল্লিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত পঞ্চাশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত বাহান্ন তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত চুয়ান্ন তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত ছাপ্পান্ন তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত আটান্ন তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত ষাট তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত বাষট্টি তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত চৌষট্টি তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত ছেষট্টি তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত আটষট্টি তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত সত্তর তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত বাহাত্তর তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত চুয়াত্তর তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত ছাপ্পাত্তর তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত আটাত্তর তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত আশি তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত বিরাশি তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত চুরাশি তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত ছিয়াশি তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত আটাশি তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত নব্বই তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত বিরানব্বই তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত চুরানব্বই তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত ছিয়ানব্বই তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই একশত আটানব্বই তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত এক তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত দুই তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত তিন তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত চার তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত পাঁচ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত ছয় তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত সাত তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত আট তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত নয় তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত দশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত এগার তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত বার তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত তের তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত চৌদ্দ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত পনর তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত ষোল তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত সতের তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত আঠার তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত উনিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত বিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত একুশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত বাইশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত তেইশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত চব্বিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত পঁচিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত ছাব্বিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত সাতাশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত আটাশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত ত্রিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত বত্রিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত চৌত্রিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্যালে হইতে আমিয়েন্স, আমিয়েন্স হইতে পারিস পর্য্যন্ত যাইবে। এই দুইশত ছত্রিশ তার ব্যতীত আরো দুইখানি তার ডোভর হইতে ক্যালে, ক্য

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ৪৯ সংখ্যা।

" যবস্তনাং প্রস্তাবিস্থিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী অসিমন্বতী ন ঘোষনাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ২৪ এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৭৪। ৯ ই নবেম্বর।
মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বন্ধবন্ধু।

এই নামের ইংরেজী ও বাঙ্গালা এতদুভয় ভাষায় লিখিত তিমাই ডবল ডিমাই ফর্ম্মার আয়তনে এক খানা প্রত্রিকা প্রতি শুক্রবার টাকা ইষ্টরণ বেঙ্গল প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে। ইহাতে যাবতীয় হিতকর বিষয়ের আলোচনা হয়। ইহার বার্ষিক মূল্য ৫ টাকা মাত্র। ডাক মাশুল ১৷৷০ টাকা। পূর্ব্ব বাঙ্গালা শুভ,সুধারী ব,ক্তি মাত্রেই এতৎ প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন,এই ঐকান্তিক প্রার্থনা।

ঢাকা
২৯ এ অক্টোবর
১৮৭৪
} প্রপ্রাইটারের জন্য
শ্রীনবীনচন্দ্র দে

সভ্যসমাজকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে " গর্ভিনী বান্ধব " নামক মহৌষধের বাক্স (যাহাতে ২ প্রকারের ঔষধ ১ সপ্তাহ করিয়া ২ শিশিতে) প্রস্তুত আছে। ইহা সুলেন সংশিহোক্ত ও অন্যবংশের চিকাসুক্রত ও পুর্ণ পরম্পরা পরিপ্রাপ্ত। ইহা অমোঘবীর্য্য ও [illegible] প্রভাবে ২। ৩ দিবস [illegible] করিতেছে, এমত গর্ভিনী ও [illegible] যেহেনা শান্তি পাইয়া সুস্থ হয় এবং কাল [illegible] সুখপ্রসবিনী হয়। চিকিৎসক ও ডাক্তর মহাশয়েরা ইহার অব্যর্থ প্রভাব অনুভব করিবেন। আমাশয় অর্শাশয় ও মুত্রাশয় বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্রান্ত এ সকলের বৈগুণ্য শমন করিয়া স্বাস্থ্যকর হয়। [illegible] দিগের অবশ্য সেব্য। এক বাক্সের মূল্য ৬ টাকা, প্যাকীং চার্য্য ও মাশুল ।৷০ আনা, মোট ৬৷৷০ টাকা। ইহার সহিত মুদ্রিত ব্যবস্থা পত্র প্রেরিত হইবেক।

শ্রীকুঞ্জবিহারী কবিরাজ
সংস্কৃত মেডিকেল হল
লক্ষীচন্তরা বসারস।

১০০ টাকা পুরস্কার।

ঈশ্বর সেন নামক আমার চাকর গত মঙ্গলবার রাত্রে নিম্নলিখিত জিনিষ সকল অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহার চেহারা ফরসা শ্যামবর্ণ, লম্বা আন্দাজ ৫।৷ফুট, একহারা মুখলম্বা। পৃষ্ঠে, বুকে, দাপনার হস্তে এবং কর্ণে লম্বা লম্বা লোম আছে। বয়স আন্দাজ ৩২ কি ৩৩ বৎসর হইবে। কথা পূর্ব্ব দেশের মত আছে। তাহাবাসী বশোহর জেলায় ও জাতি উত্তর রাঢী কায়স্থ বলিয়াছিল। যে ব্যক্তি ইহাকে মালসমেত ধৃত করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে এক শত টা কা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

ঘরিমাজি
২৪ এ আশ্বিন
১২৮১ সাল
} শ্রীনবীনচাঁদ ঘোষ।

কোম্পানির কাগজ।

সন ১৮১৫ সালের ১ লা মে তারিখে ৪ টাকা সুদের ০০৭৮৫২ অঙ্ক ৪৮০ নং এক কেতা ২১০০

সন ১৮৪৩। ১ লা ফেব্রুয়ারি ঐ সুদের ০২৪৯৮৩ অঙ্ক ৭৮৩৬ নং এক কেতা ১০০০

ঐ সন তারিখের ঐ সুদের ০১২৫৩১ অঙ্ক ১৫৯০৯ নং এক কেতা ৫০০

ঐ সন ঐ তারিখের ঐ সুদের ০১১৭৯২ অঙ্ক ১০৩০৫ নং এক কেতা ৫০০

ঐ সন তারিখের ঐ সুদের ০১৩৩৬৯ অঙ্ক ২৫৬৮৭ নং এক কেতা ২১০৯

সন ১৮৩৬। ৩১ এ মার্চ্চ ঐ সুদের ০০৫৬৪৫ অঙ্ক ২৮৩৬ নং এক কেতা ১৪০০

সন ১৮৫৪। ৩০ এ জুন তারিখের ঐ সুদের ০১২৮৮৫ অঙ্ক ৪২৯৩৭ নং এক কেতা ১০০৯

ঐ সন তারিখের ঐ সুদের ০১২৮৮৪ অঙ্ক ৩৮১১২ নং এক কেতা ১৫০০

১০১০০

এই কাগজ সমেত ছোট ২ কাগজের বাক্স ১ টা ও তাহার মধ্যে বেঙ্গের খালাসি বাস ও অন্যান্য কাগজ ছিল।

গবর্ণমেণ্টের কোম্পানি নোট।

এল ৫০ নং ৩৯৭০৯। ৩৯৭১০। ৩৯৭১১। ৩৯৭১২ নং ৪ কেতা ১০০ হিসাবে ৪০০ টাকার মধ্যে এক কেতা ১০০ টাকা ধরচ বাদে তিন কেতা..... ৩০০

এল ১৯ নং ০৫৩৮৮ নং এক কেতা ... ৫০

৩৫০

ইহা সেওয়ায় খুচরা নোট ও নগদ ... ৫০৪

৭৫৪

কোং কাগজের সুদের চেক এক কেতা ৮২
" " " এক কেতা ৫০
" " " এক কেতা ২৮

১৩০

দলিলএক তাড়া ৫ ৭ খানা ও লোহার সিন্দুকের চাবি ও ছাঁচা, পুরাতন কার্পেটের বেগ।

ভারত সংস্কারক কাগজে কম্পোজের ভুলে ১৪০০ টাকার কোং কাগজের অফ্ নম্বরের ২৮৩ নং স্থানে ২৮৩৬ হইবে ও করেন্সি নোটের এল ০২১ স্থলে এল ৫০ হইবে ও ৩১৭১০ স্থলে ৩৯৭১০ হইবে।

ও সুদের চেক হিসাব কোং ২১০ টাকার ও লোহার সিন্দুকের চাবি ইত্যাদির উল্লেখ হয় নাই।

"বংশ রক্ষাকর" নামক বটী।

জনৈক কোটীর সিদ্ধ যোগাচারী জটিল মহাত্মার খটিরাদ্ভূত বরদ মহৌষধ। শুক্রস্থান গর্ভস্থান প্রভৃতি বৈগুণ্যে যে বন্ধ্যাত্বাদি নানা দোষ ঘটে তাহা এতৎ সেবনে অবশ্যই তিরোহিত হয়। ৩ সপ্তাহের ঔষধের মূল্য মায় ডাক মাসুল একণে ১০ টাকা মাত্র। গর্ভসম্ভবে চির প্রয়াস ও শ্রমের সাফল্য হইবে তখন মাত্র যথাযুক্ত পুরস্কারের প্রত্যাশা বলবতী রহিল।

শ্রীভৈরবী গোসাঁই
কাশী ভৈরবনাথ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আমার এলাকাস্থ আলাখা নামক বাৎসরিক মেলা গত বৎসর দুর্ভিক্ষ হওয়ায় বন্ধ ছিল। এবার নিয়মিত সময় (রাস পূর্ণিমা) উপলক্ষে উক্ত মেলা হইয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিবেক। ইতি

১২৮১ সাল তা° ১২ ই আশ্বিন } শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায় জমিদার। জিলা—দিনাজপুর হেয়ৎ ঠাকুর মং

হেম নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸০ আনা ডাক মাসুল /০ এক আনা।

লালবাজার হিন্দুহোটেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রাংগীগজ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ঢেলে করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঙ্গিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফাখার ব্রিক।

ফাখার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ঢেলে করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রী ৩ } ববব এণ্ড কোং

সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় প্রদর শূলবেদনা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ২০।২৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাহার মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয়ও কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইতাম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধ দিয়া সংখ্যা করিতে পারি না। এজন্য অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাসুল টাকা পাইলে রীতিমত পাঠাইব আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে দান ও অর্থ লওয়া যাইবেক।

১৯এ আষাঢ় ১২৮১ সাল গোবোরডাঙ্গা জেলা নদীয়া } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার।

—০:০—

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাসুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	৸০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৵০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৵০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাসুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাসুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টী কট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন

শ্রীঘারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

২৪ এ কার্ত্তিক সোমবার।

এবারেও সোমপ্রকাশের প্রেরিত স্থলে ৩০ এ আশ্বিনের ঝড়ের বৃত্তান্ত ঘটিত কয়েকখানি পত্র প্রচারিত হইল। পত্রগুলি পাঠ করিলে অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হয়। অনেকেই নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে, [illegible] বালে খর প্রভৃতি স্থান [illegible]। একেই ঐ সকল প্রদেশের লোকের সম্বল নাই, তাহার উপরে এই দারুণ বিপৎপাত। অপরের সাহায্য লাভ ব্যতিরেকে তাহারা আপনা হইতে যে এই উৎকট বি হইতে উত্তীর্ণ হয়, তাহার সম্ভাবনা অল্প। বালেশ্বরের অন্তঃপাতী বেহুং

দার পত্রপ্রেরক গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থী হইয়া, আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি, এই অনুরোধ করিয়াছেন। "এক ভূতে রক্ষা নাই পাঁচ ভূত মেলা।" গবর্ণমেণ্টকে পাঁচ ভূতের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজত্ব করিতে হইতেছে। আজিও তাঁহারা দুর্ভিক্ষের হাত হইতে পরিত্রাণ পান নাই, আবার এই ঘোর আপদ। আমরা তাঁহাদিগকে কতই বা অনুরোধ করিব, কতই বা তাঁহারা অনুরোধ রক্ষা করিবেন। আবার এ বিবেচনাও করি, তাঁহারা রক্ষা না করিলে অপরাপর হীন প্রজাগণকে কে রক্ষা করিবে? তাঁহারা যখন প্রজার রক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন যে উপায়ে হউক, তাঁহাদিগকেই রক্ষা করিতে হইবে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট আসন্ন কালে সাহায্য দান বিষয়ে অনভ্যস্ত নন। ১২৭১ অব্দে অন্নের সময়ে তাঁহারা আমাদিগের এ অঞ্চলে সাহায্য দান করিয়াছেন, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এস্থলে একটী কথা আমাদিগের বক্তব্য আবশ্যক হইল। কাল লোকদিগের সাহায্য দান কার্য্যে নিয়োজিত হয়। যাঁহারা তাহা প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা যেন গবর্ণমেণ্ট হইতে অর্দ্ধ অর্থ ভদ্রলোক না করেন সাহায্য দান কার্য্য বন্ধ হইলে কে কি পাইল, তাহার অনুসন্ধান হয়, হইতেছে কাহারো দোষ হয় হইলে অনেক দমন হয়।

—০—

সন্ধ্যা ও নানা সাহেব।

সন্ধ্যা ২৭ এ অক্টোবর ঘোষণা লিখনে এক বার করিয়া নানাসাহেবের বিষয় লিখন, এই বক্তৃতা করেন, নানা সাহেবের পূর্ব্বপুরুষদিগের হইতে আমরা উচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়াছি সত্য কিন্তু তিনি যেমন প্রথমে শপথ করিয়া পরে তাহা ভঙ্গ করিয়া কানপুরে ইউরোপীয় ও তাহাদের সন্তানগুলিকে হত্যা করেন, তেমনি তাঁহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। যুদ্ধবিবাদে আমাদের রাজ্যের বিস্তর ক্ষতি হয়। কিন্তু সে সময় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের অনেক সাহায্য করেন। লর্ড সাহেব পেশোয়ার হইতেই ১৮৫৭ অব্দে গোয়ালিয়রে এক বিদ্রোহ ঘটনা হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে সময়ে আমাদিগকে রক্ষা করেন। নানা সাহেব ইংরাজ গবর্ণমেণ্টেরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছেন। এই কারণে আমরা তাঁহাকে গোয়ালিয়রের রেসিডেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি।"

নানাসাহেব স্বইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক যখন বিদ্রোহে লিপ্ত হইয়াছেন তখন তাঁহার পক্ষ সমর্থনের কিছুই নাই। তাঁহার অপরাধানুরূপ দণ্ড হওয়াই উচিত। কিন্তু সিন্ধিয়া আত্মদোষ ক্ষালনের নিমিত্ত যে যুক্তি করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের নিতান্ত অরুচিকর হইতেছে। নানা সাহেবের পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের উপকারক, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও উপকারক, এস্থলে তাঁহার অনুরূপ ব্যবহার না পাইয়া যৌবনকালে যাহাই করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে সে সকল কথা মনে স্থান দেন না, তিনি এক্ষণে সম্পূর্ণ ভদ্রলোক হইয়াছেন, তাঁহার অনুসন্ধান হয়, হইতেছে কাহারো দোষ হয় হইলে অনেক দমন হয়। সিন্ধিয়া স্বয়ং প্রসন্ন নহে; সেই তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। লর্ড কর্ণওয়ালিস দৌলত রাও সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধি করিবার অভিপ্রায়ে গোয়ালিয়র রাজ কিলাতে সাহেবকে পাঠাইয়াছিলেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহার সেই চেষ্টাটী যেরূপ হয় সিন্ধিয়ার স্বপক্ষ সমর্থন চেষ্টা সেইরূপ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

নানা সাহেবের অপরাধ গুরুতর করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে কি সিন্ধিয়া এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন যে নানা সাহেব পূর্ব্বে শপথ করিয়া পশ্চাৎ তাহা ভঙ্গ করিয়াছেন? বিদ্রোহকারিতা অপরাধের অপেক্ষা এ অপরাধ কি গুরুতর? আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা মহারাষ্ট্রীয়দিগের নূতন নয়। মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য সংস্থাপয়িতা শিবজীও কতবার স্বকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন। সিন্ধিয়ার পূর্ব্বপুরুষেরাও কি এরূপ দোষে দোষী নন? অপর, নানা সাহেবের তাহে ইউরোপীয় স্ত্রী বালবধাদিগের অপহরণের যে আরোপ করা হইয়াছে তাহা বিশিষ্ট প্রমাণ সাপেক্ষ। নানাসাহেব হত্যার আজ্ঞা দিয়া সেই আজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, সিন্ধিয়া কি এরূপ কোন প্রমাণ পাইয়াছেন? বিদ্রোহীরা কানপুর অধিকার করিয়া তথায় শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক যখন অবস্থান করে, তৎকালে ওত্রত্য বাঙ্গালিদিগকে ধরিয়া নানা সাহেবের সম্মুখে উপনীত করা হয়। নানা সাহেব তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দেন। তাঁহাদিগেরই এক ব্যক্তির মুখে আমরা শুনিয়াছি, বিদ্রোহ শিবিরে সমুদায়ই সিপাহিদিগের ব্যাপার, নানা সাহেব বিদ্রোহিদিগের অধিনায়ক হইয়াছিলেন বটে কিন্তু বিদ্রোহীরা তাঁহার সকল কথা শুনিত না। যে আজ্ঞা তাহাদিগের মনোমত হইত, তাহা প্রতিপালন করিত, আর যে আজ্ঞা মনোমত না হইত তাহা যে কেবল অগ্রাহ্য করিত এরূপ নয়, "মারতে" বলিয়া গালি দেওয়া তাঁহার উপর মহা তর্জ্জন গর্জ্জন করিত। এরূপ স্থলে নানা সাহেবের আজ্ঞা মুতাবিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা সামান্য কথা বড় কঠিন।

পাঠকগণ কি মনে করিতেছেন আমরা নানা সাহেবের অপরাধের লঘুতা সম্পাদনার্থ এ সকল কথা প্রকাশ করি-

হ. ে ই ই. নং। আমরা তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছি না, তাঁহাকে মাদৃশ সমাজের নিকট প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছি না। আমরা কেবল শিক্ষিতের ধৃষ্টতা প্রদর্শনার্থ এই প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছি, বলিতে কি তাঁহার বক্তৃতাটী সহসা আলোচিত হয় নাই; তিনি আত্ম পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া নিতান্ত উপহাসাস্পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন যাহা হউক, উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই বন্দীকৃত ব্যক্তি যদি প্রকৃত মানী লোক না হয়, শিক্ষিতের আগে বোদন সার হইল।

দেশীয় রাজগণের প্রজা স্বাধীনতা লোপ।

দেশীয় রাজগণের যে কিছু স্বাধীনতা ছিল, কিয়দংশে কোন কোন প্রধান রাজপুরুষের অত্যাধিক লোভে আর কিয়দংশে রাজগণের নিজ দোষে তাহা লোপ হইতে চলিল। দেশীয় রাজগণের অধিকাংশের সুশিক্ষা হয় না। তাঁহারা অল্প বয়সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া উঠেন। তাঁহাদের কেহ শাসনকর্ত্তা ও উপদেশদাতা বিবেচক লোক থাকেন না, সদা অসৎ লোকের সহবাস ও অসৎ লোকের উপদেশ শ্রবণ, অল্প দিনের মধ্যে বিষম বিলাসী স্বেচ্ছাচারী ও বলদর্পান্ধ হইয়া পড়েন,

যৌবন ... ...
প্রভুত্ব ...
একৈকমপ্যনর্থায়
কিমু তত্র চতুষ্টয়ং।

এপ্রকার লোকের মতি কোথায়?

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে দিন বরদার গুইকবারকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, তিনি স্বচরিত্র সংশোধন না করিলে তাঁহার রাজ্য থাকিবে না। আট প্রদেশের এক জন জায়গীরদার নিজ আমলা প্রভৃতির প্রতি দুর্ব্যবহার করাতে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করেন, সাবধান না হওয়াতে তাঁহার দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। একখানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট সংকল্প করিয়াছেন, এই প্রকার একটী বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন, কোন রাজা প্রধান গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে আপনার রাজ্যের কোন অংশ হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

এ সমুদায়গুলিই মন্দ লক্ষণ। প্রধান গবর্ণমেণ্ট যখন দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন স্বাধীনতা কোথায় রহিল? প্রধান গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে যখন নিজ রাজ্যে এক ভূমি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা রহিল না, তখন স্বাধীনতা কোথায়? রাজগণের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে সকল সন্ধি হয়, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, মিত্ররাজগণের রাজ্যের অভ্যন্তরীণ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। আমরা উদাহরণ স্বরূপ একটী সন্ধির এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি পাঠকবর্গ দর্শন করুন। ১৮০৪ অব্দের ২৭ এ ফেব্রুয়ারি সিন্ধিয়ার সহিত যে সন্ধি হয়, তাহার এক স্থলে লিখিত হইয়াছে "পক্ষান্তরে কোম্পানির গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের পক্ষে এই অঙ্গীকার করিলেন মহারাজের জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব অধীন সর্দ্দার ও ভৃত্য প্রভৃতির বিষয়ে তাঁহাদিগের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। ঐ সকলের বিষয়ে মহারাজ যা ইচ্ছা তাহা করিবেন। **** কোম্পানির কোন কর্ম্মচারী সিন্ধিয়ার রাজ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না ইত্যাদি।"

এপ্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র সম্মুখে থাকিতে মিত্ররাজগণের রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করা অন্যায় সন্দেহ নাই। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ না হয়, অথচ উচ্ছৃঙ্খল অবাবস্থিত রাজগণের শাসন হয় এরূপ কোন উপায় অবলম্বন করাই উচিত। আমাদিগের বিবেচনায় সে উপায় এই, দুর্ব্যবহারপরায়ণ যে রাজা পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিলেও সাবধান না হন, তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার বংশে যে ব্যক্তি উপযুক্ত থাকিবেন, তাঁহাকে তৎপদ প্রদান করা হইবে। এরূপ করিলে গবর্ণমেণ্টের নিস্বার্থতার পরিচয় হয়, দুর্বুদ্ধি রাজগণের সৎপথে প্রবৃত্তি হয় এবং রাজবংশের উপযুক্ত লোকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করা হয়। এরূপ একটী উপায় না করিলে অনেকে গবর্ণমেণ্টের প্রতি স্বার্থপরতা দোষের আরোপ করিবে সন্দেহ নাই।

ইংরাজ ও বঙ্গদেশের উন্নতি।

ইংরাজ অধিকারে বঙ্গদেশের কোন বিষয়ে উন্নতি হয় নাই যদি আমরা এ কথা বলি, এখন শত শত ব্যক্তি আমাদিগের উপরে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন, আমাদের প্রতিবাদ করিবেন। পাঠকবর্গ যদি একবার মনে মনে গণনা করিয়া দেখেন যে কতে পারিবেন, নানা বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে। প্রথমে পুলিস দেখুন। বর্ত্তমান পুলিসের সকল দোষ আছে বটে কিন্তু পূর্ব্বকার পুলিসের অপেক্ষা যে শত গুণ উৎকৃষ্ট হইয়াছে, সে বিষয়ে বিবাদ নাই। মুসলমানদিগের অধিকার কালের কথা দূরে থাকুক, আমরা এই ইংরাজ অধিকারে বাল্য কালে দেখিয়াছি, গ্রামের মধ্যে যাঁহাদিগের সঙ্গতি ছিল, তাঁহারা চোর ও ডাকাইতের ভয়ে রাত্রি কালে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। আমরা গ্রাম মধ্যে কয়েকটী ডাকাইতী হইতেও দেখিয়াছি। এখন

ডাকাইত দল উন্মূলিত হইয়াছে বলিলে হয়। চৌর্য্যেরও তাদৃশ প্রাচুর্য্য নাই। দ্বিতীয়, বিচার কার্য্য একার্য্যটীও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও যতদূর উৎকৃষ্ট হইবার হয় নাই বটে, কিন্তু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই অধিকাংশ বিচারপতিরই সংস্কার কার্য্যে সবিশেষ যত্ন জন্মিয়াছে। এক্ষণে অধিকাংশ যোগ্য লোক বিচারাসনে উপবেশন করিয়াছেন। অধিক দিনের কথা নয়, ২০ বৎসর পূর্ব্বে বিচার কার্য্য বিষম বিড়ম্বনা স্বরূপ ছিল। যাহার অর্থবল, তাহারই মকদ্দমায় জয় লাভ হইত। পূর্ব্বে ধর্ম্মাধিকরণে বিচার বিক্রয় হইত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তৃতীয়, রাস্তা ঘাট প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন। পূর্ব্বে রাস্তার অতিশয় দুরবস্থা ছিল। বর্ষাগমে অনেক রাস্তা এরূপ হইত যে উরুদ্বয় পঙ্ক অতিক্রম না করিয়া গন্তব্য স্থানে যাওয়া যাইত না। এখন কেবল পাকা রাস্তা বলিয়া নয়, চতুর্দ্দিকে বেলওয়ে হইয়াছে, আর লোকের গমনাগমনের ক্লেশ নাই। বাণিজ্যের বৃদ্ধি হওয়াতে সব লোকেরই ঘরের অবস্থা প্রায় ভাল হইয়া উঠিয়াছে। জমীদার ও তাঁহাদিগের কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে অনেক কমিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে জমীদারের কর্ম্মচারিদিগের অত্যাচার ছিল, একটী গল্প বলি পাঠকগণ শ্রবণ করুন। একজন জমীদার গমস্তাকে এক চিঠি লিখিলেন, তাঁহার এক ক্ষেত্রে ধান্য কাটিতে হইবে, ৫০ জন মজুরের প্রয়োজন। গমস্তা এই পত্র পাইয়া কামার কুমার তাঁতি প্রভৃতি যত ব্যবসায়ী লোকের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল, জমীদারের হুকুম হইয়াছে, তোমাদিগকে ধান্য কাটিতে যাইতে হইবে। তাহারা বিষম বিপদে পড়িল। তাহারা ব্যবসায়ই জানে, ধান্য কাটা তাহাদিগের অভ্যাস নাই, বিশেষতঃ ধান্য কাটিতে গেলে তাহাদিগের ব্যবসায় বন্ধ হয়। তাহারা গমস্তার সহিত বন্দোবস্ত আরম্ভ করিল। গমস্তা প্রত্যেকের অবস্থা বুঝিয়া কিছু কিছু লইয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি দিলেন এবং জমীদারের নিকটে লিখিলেন এখন সকলেরই ধান্য কাটিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তালুক হইতে এখন কৃষকদিগকে পাঠাইতে হইলে তাহাদিগের অনিষ্ট হয়। জমীদার দয়ালু, প্রজাদিগের অনিষ্ট হইবে শুনিয়া ক্ষান্ত হইলেন এবং অন্য লোক লইয়া স্বকার্য্য সাধন করিলেন। এখন আর এ প্রকার অত্যাচারের কথা প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। এগুলি ইংরাজ রাজত্বের মহিমা সন্দেহ নাই।

চতুর্দ্দিকে ত এই উন্নতি স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষের দুর্ভিক্ষ এই উন্নতির মধ্যে যে একটী বিষয় প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে, পাঠকগণ যদি একবার তদ্বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখেন দেখিতে পাইবেন, বঙ্গদেশ প্রকৃত পক্ষে উন্নতিশালী হয় নাই। আমরা উপরে যে উন্নতিগুলির বর্ণন করিলাম, এগুলি বাহ্য উন্নতি, ইহার অভ্যন্তরীণ উন্নতি অল্পসার শূন্য। দেশের সাধারণ সম্পত্তিই প্রকৃত উন্নতির সূচক। সে সমৃদ্ধি আমরা কৈ দেখিতে পাই না। এক বৎসরের অনাবৃষ্টিতে তাহা বিলক্ষণ প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। এক বৎসর শস্য না হওয়াতে সকল লোকেই প্রায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি হস্তাবলম্বদান না করিতেন বঙ্গদেশেও উড়িষ্যার অভিনয় হইত সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশ যখন এক বৎসরের দুর্ভিক্ষের আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, তখন ইহার উন্নতি কি? এই দুর্ভিক্ষে যে গ্রামের পনর আনা তিন পাই লোকের অসচ্ছল হইল, সে গ্রামকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া নির্দ্দেশ করা কি সঙ্গত হয়? আমার বিবাদি বিষয়ে সাধারণ লোকের অণুমাত্র উন্নতি লক্ষিত হয় না। গত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশবাসিদিগের যে সামান্যরূপ অশন বসন ও তৃণাচ্ছাদিত গৃহ ছিল, এখনও তাহাই আছে। বিশেষের মধ্যে এই হইয়াছে, পূর্ব্বে স্বল্প ব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত লোক বিলক্ষণ আমোদ প্রমোদে ছিল, তাহাদিগের শরীর হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিল, এখন তাহার বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। এখন সেই পূর্ব্বকালের অন্ন ব্যয়ে চলিতেছে। তখন অল্প পরিশ্রমে সেগুলির সংগ্রহ হইত, এখন তাহার সংগ্রহার্থ অধিক পরিশ্রম করিতে হইতেছে। তখনকার মত কাহার দেহ প্রায় সবল ও নীরোগ নয়। অধিকাংশ লোকেই রোগে শোকে চিন্তায় জর্জ্জর হইয়া পড়িয়াছে। এখনকার যুবা পুরুষদিগের শরীর দেখিলে দুঃখ উপস্থিত হয়, মনে হয় এই শরীরে ইহারা কেমন করিয়া দীর্ঘজীবী হইবে।

মফস্বলের বিচার প্রণালী।

মফস্বলের বিচার প্রণালী কেমন, অর্থি প্রত্যর্থি সাক্ষিগণের কেমন কষ্ট, তাহাদিগের কষ্টের নিবারণ বিষয়ে বিচারপতিগণের অনেকের কেমন ঔদাসীন্য এক গোপালচন্দ্র দেব মকদ্দমা তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। মকদ্দমা বৃত্তান্ত এই, কাবড়া মিডনাপোরের সরকার গোপালচন্দ্র দেব নামে চৌর্য্য অভিযোগ করেন। পুলিস ১৮৭৪ অব্দের ৩রা অক্টোবর তত্রত্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট রিকেট সাহেবের নিকটে আসামীকে চালান দেন। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট আসামীর হাজতের হুকুম দিয়া বলিলেন ২৯ এ অক্টোবর মকদ্দমা হইবে। ঐ

দিবস সাক্ষিদিগকে আনিবার অনুমতি করিলেন। প্রতিবাদীর মোক্তার জামীন লইয়া তাহাকে মুক্ত করিবার প্রার্থনা করিলেন এবং কহিলেন কোন ব্যক্তিকে ১৫ দিনের অধিককাল হাজতে রাখা আইনের বিরুদ্ধ কার্য্য। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন এবং বলিলেন, তাল তুমি আপীল কর মুখে মুখে ঐ প্রার্থনা করা হইয়াছিল। প্রতিবাদীর এক বন্ধু ৫ ই অক্টোবর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটকে জানাইলেন, তিনি গোপালচন্দ্র দেকে হাজত দিবার যে অনুমতি করিয়াছেন, তাহার এক খানি নকল দেন। নকল সে দিন দেওয়া হইল না।

বাবু নরসিংহ দত্ত প্রতিবাদীর পক্ষ হইয়া সেসন জজের নিকটে জামীনের প্রার্থনা করিলেন। জজ প্রিন্সেপ সাহেব এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন, বাবু নরসিংহ দত্ত যে সকল কথা কহিয়াছেন, তাহা সত্য কি না? যদি সত্য হয় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট নিম্ন লিখিত তিনটী বিষয়ের কি কারণ প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায় করেন? প্রথম, জবানবন্দী না লইয়া সাক্ষিদিগকে কি রূপে দেওয়া হাইকোর্টের আজ্ঞার বিরুদ্ধ। দ্বিতীয়, মকদ্দমা প্রমাণ হইল না, অথচ প্রতিবাদিকে হাজতে দেওয়া হইল। তৃতীয়, প্রতিবাদিকে ১৫ দিনের অধিক হাজতে রাখা ফৌজদারী আইনের ১৯৪ ধারার বিরুদ্ধ।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট উহার এই উত্তর দিলেন, তাঁহার নিকটে ৭৬ টী মকদ্দমা রুজু ছিল। ২৮ এ অক্টোবর পর্য্যন্ত ঐ সকল মকদ্দমা করিবার দিন ছিল, কাজে কাজেই তাঁহাকে ২৯এ গোপালের মকদ্দমা করিবার দিন স্থির করিতে হয়। সাক্ষিদিগের জামীন লইয়া ঐ দিবস আসিতে বলা হইয়াছিল। গোপালচন্দ্র যে অপরাধ করে, তাহার জামীন হয় না বলিয়া তাহাকে হাজতে দেওয়া হইয়াছে। প্রতিবাদিকে জামীন দিয়া মুক্ত করিবার প্রার্থনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় না। এতদ্ভিন্ন, তিনি বলিলেন তাঁহার উপরে ট্রেজরির ভার ও মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতিত্ব প্রভৃতি অনেক কার্য্য ভার, তাঁহার কিছু মাত্র অবসর নাই। তিনি এ বিষয় মাজিষ্ট্রেটকে পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছেন ইত্যাদি।"

এই হেতুবাদ শুনিয়া জজ এই আজ্ঞা দিলেন রিকেট সাহেবকে অবিলম্বে এই মকদ্দমা করিতে হইবে। ১৮ ই অক্টোবরের পর প্রতিবাদিকে হাজতে রাখা আইন বিরুদ্ধ কর্ম্ম।

রিকেট সাহেব যে কয়টী হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার একটীও তাঁহার আইনলঙ্ঘনকারিতা দোষের লঘুতা সম্পাদনে সমর্থ নহে। তিনি যে কার্য্য ভারের উল্লেখ করিয়াছেন, সচরাচর অধিকাংশ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের উপরে তাহা বিন্যস্ত হয়। আমরা দেখিতে পাই বুদ্ধিমান কার্য্যদক্ষ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটেরা অবলীলাক্রমে ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন। আর যাঁহারা অলস প্রকৃতি, তাঁহারাই কেবল অনবসর প্রভৃতি নানা আপত্তি করিয়া থাকেন। আমরা বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, গল্প ও আমোদ প্রমোদে তাঁহাদিগের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। তাঁহারা যথাসময়ে কার্য্য আরম্ভ করেন না, করিতেও পারেন না। লোকের কষ্টেও তাঁহাদিগের কষ্ট বোধ নাই। সুতরাই তাঁহারা কার্য্য শেষ করিতে পারেন না। কাজেই মকদ্দমা জমিতে থাকে। অর্থি প্রত্যর্থি সাক্ষিগণের কষ্টের পরিসীমা থাকে না।

রিকেট সাহেবের লোকের কষ্টে যে কষ্ট বোধ ও স্বকর্ত্তব্য জ্ঞান নাই, তাঁহার কার্য্য দ্বারাই তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। তিনি গোপালচন্দ্র দেকে কি যুক্তিতে হাজতে দিলেন? তিনি সাক্ষির জবানবন্দী লইলেন না তবে কিরূপে জানিলেন যে গোপাল দোষী? যদি লোক তাঁহার পুলিষের উপরে বিশ্বাস আছে, তাহাতেই তিনি গোপালকে হাজতে দিয়াছেন; সেটী বলা সঙ্গত হয় না। সে বিশ্বাস থাকিলে পুনর্বার সাক্ষী লইবার প্রয়োজন কি? আইনে সে বিশ্বাস করিতেও বলে না। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই গোপালের জামীনের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না কেন? মকদ্দমাটী জামীন লইবার যোগ্য কি না, তিনি তাহার বিচার করিলেন না, তবে কিরূপে জানিলেন, মকদ্দমাটী জামীন লইবার যোগ্য নয়। তৃতীয় প্রশ্ন যে দিন নকল লইবার প্রার্থনা করা হইল, সে দিন নকল দেওয়া হইল না কেন?

এই সকলের দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে তাঁহার স্বকর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে যত্ন নাই, লোকের সুখেও দুঃখ বোধ নাই। গোপাল যদি বাস্তবিক অপরাধী না হয়, তাহাকে অকারণ কষ্ট দেওয়া হইল। এক জনকে অকারণ কষ্ট দেওয়া অনুচিত, বিচারপতির এ বিবেচনা না থাকাও অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। যাহাতে সুবিচার হয়, লোকের কষ্ট না হয়, গবর্ণমেণ্ট সেই চেষ্টা পাইতেছেন। সেই নিমিত্ত নানা প্রকার আইন করিতেছেন। কিন্তু কেবল আইন করিলে কি হইবে? যাঁহারা আইনের অনুসারে চলিবেন, তাঁহারা যদি আইনকে পদতলে মর্দ্দন করেন আইনে ফল কি? বিচারপতিদলে আজিও অনেক শ্যামা মেরু আছে। গবর্ণমেণ্ট সে গুলির সংশোধন করুন। দেশের জন্যে কিছু অর্থ বৃদ্ধি করিয়া সে গুলিকে বিদায় না দিলে মঙ্গল নাই।

গবর্ণমেণ্টের আর একটী কাজ করা কর্ত্তব্য, তাঁহার অধস্থ বিচারপতিদিগের

কার্য্য দর্শনের যে প্রণালী করিয়াছেন, তাহা বিশুদ্ধ করিয়া তুলুন ঐ প্রণালীটী যাহাতে নামমাত্র না হইয়া ফলোপধায়িনী হয়, তাহা করুন। উহাই বিচারচক্রকে প্রকৃত পথে প্রবর্ত্তিত করিবার প্রকৃত উপায়। ঐ প্রণালী প্রকৃত প্রস্তাবে ফলোপধায়িনী হইলে অনেক পুরাণ পাপী আপনা হইতেই পেন্সন লইয়া দূরে প্রস্থান করিবে।

মহান্ত ও তীর্থস্থান।

মহান্তদিগের ব্যভিচারদোষ প্রকাশ হইবার সম্ভব পড়িয়াছে। তারকেশ্বরের মহান্তের অগ্নি প্রজ্বালিত করেন, তাহা নির্ব্বাণ হইতে না হইতে কলিকাতার ঐরূপ একটী কাণ্ড উপস্থিত হয়, সেদিন আবার কটকে একজন মহান্তকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি জাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন।

আমরা মহান্তদিগের উপরে অনেকে যেরূপ মনের ভাব ও আক্রোশ দেখিতে পাই, তাহাতে বোধ হয় তাঁহারা তাহাদিগকে দেখে পাইলে দুই খান করিয়া ফেলেন। এরূপ ভাব হইবার একটী বিশেষ কারণ আছে। উঁহাদিগের সংস্কার এই মহান্ত হইলেই তাহাদিগের কামক্রোধাদি মনুষ্যধর্ম্ম থাকে না। তাহারা এক অপূর্ব্ব পদার্থ হইয়া উঠে। এই সংস্কার আছে, অথচ তাঁহারা কার্য্যে বিপরীত দেখিতে পান, সুতরাং ক্রোধে অধীর হইয়া পড়েন। তাঁহাদিগের উল্লিখিত সংস্কারটী যে ভ্রমমূলক যদি তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন, মহান্তদিগের উপরে তত রোষ ও অসন্তোষ থাকে না: মনুষ্য হইয়া মনুষ্যধর্ম্ম বর্জ্জিত হইবার এ নিয়ম নয়। ইন্দ্রিয়গণ অতি প্রবল। প্রাচীন কাল অবধি ইহার দমন চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। কত স্থানে কত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, কিন্তু কোন সম্প্রদায়ই সম্পূর্ণ রূপে কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হন নাই। জিনের শিষ্য বৌদ্ধ এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন উহাদিগের মত এই মানুষ কোন প্রকার ইন্দ্রিয় বিকারে বিচলিত হইবে না। বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যগণের ইন্দ্রিয়দমন চেষ্টা সুপ্রসিদ্ধ। আর্য্যেরা অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন এক ইন্দ্রিয় জয় চেষ্টাই এ সমুদায়ের মূল। ইন্দ্রিয় দমন ব্যতিরেকে মানুষের ঐহিক পারত্রিক কোন কালেই মঙ্গল নাই। ইহা স্থির করিয়া প্রাচীন কালের লোকেরা ইন্দ্রিয় দমনার্থ নানাবিধ উপায়ের সৃষ্টি করেন। মনু যে দশবিধ ধর্ম্ম লক্ষণ করিয়া গিয়াছেন, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ তাহার অন্যতম।

প্রাচীন কালের লোকেরা ইন্দ্রিয় জয়ের এই প্রকার নানা চেষ্টা করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত পথের পথিক হইয়া এ চেষ্টা করেন নাই বলিয়া তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। এক কালে প্রকৃতি ধর্ম্মের উন্মূলন সে পথ নয়। এই অংশেই তাঁহাদিগের ভ্রম জন্মিয়াছিল। তাঁহারা যদি প্রকৃতির পরিপোষণ ও তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিয়া তাহাকে নিয়মিত পথে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিতেন, কৃত কার্য্য হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই। দারপরিগ্রহ পরিত্যাগ করাই তাঁহাদিগের প্রধান ভ্রম হইয়াছে। যে যে সম্প্রদায় এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাঁহারাই কলঙ্কিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান দণ্ডি সম্প্রদায় ও মহান্ত প্রকৃতি তাহার প্রধান নিদর্শন। ইউরোপ খণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইবার পূর্ব্বে এই কলঙ্কিত দলের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি ছিল।

যাঁহারা কঠোর ব্রহ্মচর্য্য করিয়া মজ্জা মাংস ধাতুক্ষয় করেন, দারপরিত্যাগী হইয়া তাঁহাদিগের কথঞ্চিৎ চলিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা ঘৃতদধি দুগ্ধ নবনীত প্রভৃতি নিত্য ভোজন ও মদক সেবন করেন, তাঁহাদিগের দারত্যাগী হইয়া জিতেন্দ্রিয় থাকিবার সম্ভাবনা কি? একজন কবি কহিয়াছেন:—

"বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়ো যে চাম্বু পর্ণাশনাস্তেঽপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব মোহং গতাঃ। শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে রাত্রৌ কিমিন্দ্রিয়নিগ্রহে.....।"

বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি কেবল জল ও বৃক্ষের পত্র ভক্ষণ করিতেন, তাঁহারাই স্ত্রীলোকের সুললিত মুখপদ্ম দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছেন আর যাঁহারা ঘৃত দধি দুগ্ধ ও উত্তম অন্ন ভোজন করিতেছেন, তাঁহাদিগের যদি ইন্দ্রিয় দমন হয়, বিন্ধ্য পর্ব্বতও সাগর পার হইতে পারে।

মহান্তদিগের প্রায় সুশিক্ষা ও পরিণাম দর্শন নাই, পক্ষান্তরে বিলক্ষণ রাজভোগ ও মদক সেবন আছে, তাহারা যদি অজিতেন্দ্রিয়তার পরিচয় দেয় তাহাতে বিস্ময় কি? তীর্থ যাত্রা তীর্থ দর্শন ও তীর্থ স্থানে অবস্থানের যে ব্যবস্থা আছে, তাহাও মহান্তদিগের বৈরাগীপন বিস্তার হইয়াছে। আমাদিগের স্ত্রীগণের স্বাধীনতা নাই। মনু কহিয়াছেন।

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা, রক্ষতি যৌবনে। রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।

বাল্যকালে পিতা যৌবনে ভর্ত্তা, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা স্ত্রীলোককে রক্ষা করে। স্ত্রীর স্বাধীনতা নাই।

আমাদিগের স্ত্রীগণ স্বতন্ত্র হইয়া কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না। কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিপদেই তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার বাধা দেন। কিন্তু তীর্থ স্থলে সে বাধা কিছুই থাকে না। তীর্থ স্থানের ভোগবিলাসী পাণ্ডাদিগের সর্ব্বদা সেই রমণীগণের দর্শন ও স্পর্শন হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠে।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, তীর্থস্থানের পাণ্ডাদিগের ব্যভিচার দোষ প্রকাশ হওয়া বিস্ময়ের বিষয় কি না? আমাদিগের দেশের লোকেরা যখন তারকেশ্বরের মহান্তের উপরে ক্রোধান্ধ হন, তৎকালে আমরা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের ভাব দর্শন করি, এবং এই ভাবিয়া দুঃখিত হই যে কি আশ্চর্য্যের বিষয় মহান্তের উপরে ক্রোধ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের আপনার উপরে ক্রোধ করা কর্ত্তব্য ছিল। তাঁহারা কেন তাদৃশ ব্যক্তিগণের নিকটে আপনাদিগের স্ত্রীগণকে প্রেরণ করেন? কেনই বা তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন

ঘরে বসিয়া কিরূপ চর্চ্চা হয় না? আমরা তীর্থ স্থানের যেরূপ ক.ও দেখিয়াছি, সেখানে গিয়া ধর্ম্মলাভ না হইয়া অধর্ম্মেরই সঞ্চয় হয়। যে সকল ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়তাদি গুণে তীর্থাধিষ্ঠাতাদিগের প্রতিষ্ঠিত এক একটী দেবালয়ের তীর্থ স্থান হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারিরাও যে সেইরূপ সচ্চরিত্র হইবে, তাহার সম্ভাবনা কি?

নূতন পুস্তক

১। সেকাল আর একাল (১)। আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। এখানি যেমন কৌতুকাবহ তেমনি উপদেশগর্ভ হইয়াছে। রাজনারায়ণ বাবু সে কালের অবস্থার সহিত একালের অবস্থা এবং তখন কার উন্নতি অবনতির সহিত তুলনা করিয়া এক্ষণকার উন্নতি অবনতির অতি সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন। এক্ষণকার যে নব্য সম্প্রদায় ইংরাজী সভ্যতা। মিশ্রিত রীতি নীতি আচার ব্যবহার আহার বিহার প্রভৃতির একান্ত পক্ষপাতী, আমাদিগের অনুরোধ তাঁহারা অভিনিবেশপূর্ব্বক একবার এখানি পাঠ করেন।

২। কেরাণী দর্পণ নাটক (২)। বর্ত্তমান সময়ের কেরাণীদের দুর্দ্দশার বিষয় বর্ণন করা ইহার উদ্দেশ্য। লেখক অনেকাংশে সে বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। আজি কালি নাটক অভিনয়ের প্রবৃত্তি হওয়াতে বিদ্যালয়ের বালক দিগের দ্বারা অনেকানেক নাটক অভিনয় হইয়া থাকে। এই নাটক অভিনয়ে প্রবৃত্ত ও উদ্যুক্ত হইয়া কোন বিদ্যালয়ের কোন ছাত্র, এক, এ, ক্লাসের একটী সামান্য কেরাণী লইয়া কার্য্যের অনুরোধে অপমান ও কষ্ট স্বীকার এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের খোসামোদ এবং আত্মীয় স্বজনদিগের প্রতি একান্ত পক্ষপাতিতা ও অন্যান্যদিগের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার এবং প্রস্তাবনা করিয়া এদেশীয়দিগের অর্থ অপব্যয় করিয়া

(১) শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রণীত, কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত।

(২) "মহত্বের এই কি কাজ" প্রণেতার দ্বারা প্রণীত, কলিকাতা সাহিত্য সংগ্রহ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

লইয়া যাইবার চেষ্টা, আনুষঙ্গিক এগুলিরও বর্ণন করা হইয়াছে।

৩। সাবিত্রী নাটিকা (৩)। মহাভারতে সাবিত্রী ও সত্যবানের যে উপাখ্যান আছে, নাটকাকারে তাহারই বর্ণনা করা হইয়াছে। আজি কালি নভেলাদির যে সকল নাটক দেখা যায়, এখানিও সেইরূপ

৪। হিন্দু মিউজিক (৪)। ইতি পূর্ব্বে হিন্দু দিগের সঙ্গীত বিষয় লইয়া হিন্দু পেট্রিয়টের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় যে আন্দোলন হয়, তাহাই পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত করা হইয়াছে। ১২ ই সেপ্টেম্বরের হিন্দু পেট্রিয়টে ক্লার্ক সাহেবের হিন্দু সঙ্গীত বিষয়ক রিপোর্টের এক সমালোচনা প্রকাশিত হয়, ক্লার্ক সাহেব কলিকাতা রিভিউ পত্রে এক প্রস্তাব লিখিয়া উহার উত্তর দান করেন। উহাতে মাদ্রিনারের প্রিন্সিপাল আলডিস সাহেবের সহিত ক্লার্ক সাহেবের ইণ্ডিয়ান অবজর্ভর পত্রে বিচার উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান লেখক ক্লার্ক সাহেবের সেই প্রস্তাবের দোষ গুণ বিচার করিয়াছেন। হিন্দু সঙ্গীত বিষয়ে ক্লার্ক সাহেবের যে সকল ভ্রম আছে, ইহাতে সুন্দররূপে তাহা প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইহাতে লেখকের হিন্দু সঙ্গীত বিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা, বহুদর্শিতা ও পারদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১৭ ই কার্ত্তিক সোমবার।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম আনন্দ মোহন বসু সংস্কৃতে সম্মানসূচক উপাধি ও ৪ সহস্র টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। এফ, সি ডকিন্স সাহেব পারস্য ভাষায় বুৎপত্তি লাভ জন্য ১ হাজার এবং এফ, এচ, ফিলার ও জি, এ স্মিথ সাহেব উর্দ্দু ভাষায় বুৎপত্তি লাভ হেতু প্রত্যেকে দুই হাজার টাকা করিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন।

(৩) শ্রীকৃষ্ণনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত, কুসুমখালি মধুসূদন যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৸০ আনা।

(৪) হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেসে মুদ্রিত।

১৬ ই অক্টোবর বঙ্গদেশের রিলিফ কার্য্যে ১১৪৯৪৭ লোক নিযুক্ত ছিল। যাহারা বিনা পরিশ্রমে সাহায্য পাইতেছিল তাহাদিগের সংখ্যা ২১০২০২।

বোম্বাই গেজেট বলেন, যে মাসে বরদার গুইকুমার লক্ষ্মী বাইকে বিবাহ করেন, আজিও ৭ মাস পূর্ণ হয় নাই তাঁহার পুত্র হইল। এই পুত্রটী সুরাটের এক তন্তুবায়ের ঔরসজাত। লক্ষ্মীবাই যখন গর্ভবতী গুইকুমার সেই সময় তাহাকে বিবাহ করেন। রেসিডেন্টও এই পুত্রটিকে গুইকুমারের পুত্র বলিয়া স্বীকার করেন নাই। গুইকুমারের পারিষদবর্গ প্রভৃতিও নানা গোলযোগ বাধাইয়াছেন। অনেকে দুর্গোৎসব উপলক্ষে তাঁহার বাটীতে যাইতে সম্মত হন নাই। গুইকুমার সকল বিষয়েই আপনার বুদ্ধি বিদ্যার পরিচয় দিলেন।

নন্দ সাহেবের সম্বন্ধে ১৮৫৮ অব্দে গবর্ণমেণ্ট এক বিজ্ঞাপন দেন, যিনি তাঁহাদের ধরিয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে ৫০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে, সে যদি কোন বিদ্রোহী হয় তাহাকে ক্ষমা করাও হইবে। এত প্রলোভনেও নানা সাহেব ধরা পড়িতেছে না, এটী কম আশ্চর্য্যের নয়।

জন্য একটী কৌতুকাবহ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। বাণিজ্যের অবস্থা দিন কত অতিমন্দ যায়, ইহা দেখিয়া কতকগুলি বুদ্ধিমান লোক পরামর্শ করিয়া দেশের চতুর্দ্দিকে এই ভাবে এক খানি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া দিল, যে "কলীর গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষাভিজ্ঞ যুবতী কে আফ্রিকার পাঠাইবার সংকল্প করিয়াছেন, তথায় নিগ্রোদিগের সহিত তাহাদের বিবাহ দেওয়া হইবে"। এই বিজ্ঞাপন প্রচার হইবামাত্র যাহাদের ঐরূপ কন্যা সকল অবিবাহিত ছিল তাহারা উহাদের বিবাহের উদ্যোগ করিয়া ফেলিল, ১০। ১৫ দিবসের মধ্যে অসংখ্য বিবাহ হইয়া গেল, বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন জন্য নানা দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় হইয়া বাণিজ্যের মন্দভাব

তিরোহিত হইল। যে ব্যক্তি ঐ বিজ্ঞাপনের মূল, শেষে সে ধরা পড়িল, এবং তাহার ১৫ দিন কারাদণ্ড হইল। ঐ অদ্ভুত বিজ্ঞাপনে লোকে ত বিশ্বাস করিয়াছিল? ইহাতে কথিয়ার বিদ্যা বুদ্ধির এক প্রকার পরিচয় হইল।

১৮ ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

মেদিনীপুরের প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন সার্জ্জন মেজর রাজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঘৃত ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর পদে মেডিকল কালেজে মেটিরিয়া মেডিকার অধ্যাপক হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম আগামী বৎসরের জন্য বাবু দিগম্বর মিত্র কলিকাতার শরিফের পদে মনোনীত হইয়াছেন।

১লা এপ্রেল অবধি অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উপর ষ্টেট সেক্রেটারির বিলের দরুণ ৪৯৬৪৩৪০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

আগামী কল্য প্রাতঃকাল ৬ ঘটিকার সময় গবর্ণর জেনরল বাবহার উপনীত হইবেন। তাঁহার আগমন সূচক ২১ টী তোপধ্বনি হইবে।

সিমলা হইতে কিরত পর্য্যন্ত যে রাস্তা হইতেছিল তাহা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। যে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে, তাহা প্রস্তুত করা বড় কঠিন। এই টুকু প্রস্তুত করিতে অন্ততঃ ৩ বৎসর লাগিবে।

পূজার বন্ধে কলিকাতা এক প্রকার বড় লোক শূন্য হইয়াছিল, এক্ষণে আবার ক্রমে পরিপূরিত হইতেছে। বুধবার গবর্ণর জেনরল আসিবেন, বৃহস্পতিবার মিলিটারি সেক্রেটারি কর্ণেল আরলের আসিবার সম্ভাবনা আছে। নইনিতাল হইতে জষ্টিস কিথার আসিয়াছেন। হুইটলি ষ্টোক্স ৮ ই এবং হবহাউস ১০ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত আসিবেন। অনরেবল ইলিস এবং ও এচসন সাহেব কলিকাতায় আসিয়াছেন। অনরেবল মিস বেরিও আসিতেছেন।

১৭ ই অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৫২ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। উহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২০৩ জনের মৃত্যু হয়, এ হিসাবে ৪৯ জনের অধিক মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৬ জনের ওলাউঠায় ১১২ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

গত সপ্তাহে মান্দ্রাজের কোন চিঠি পত্র বা কাগজ আইসে নাই, তথায় জলপ্লাবন নিবন্ধন প্রায় ৫। ৬ টী সেতু ভগ্ন হইয়াছে ইহাই তাহার কারণ।

মাদুরাতে টিকনরণের নামে একটী ছোট মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। ফরিয়াদি বলিতেছে সে আসামীর পুত্র, সে তন্নিমিত্ত তাহারসংশ ৯৫ হাজার টাকা পাইবে। তাহার মাতা ভগিনী ও অন্যান্য আত্মীয়গণ বলিতেছে যে বাস্তবিক আসামীর পুত্র, কিন্তু তাহাকে আর একজনের পুত্র বলিয়া আসামী বহুসংখ্য সাক্ষীদ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

সেদিন মুসলমানদিগের রমজানের সময় মুসলমানেরা নাচ দিবার জন্য বোম্বাইর গ্রাণ্ট রোড থিএটার বাটীটী ভাড়া লন। গৃহস্বামী ভাড়া দিবার সময় মনে করিয়াছিলেন, কোন রূপ বক্তৃতা বা উপাসনাদির জন্য ভাড়া লওয়া হইতেছে, এই জন্য ভাড়া দেন, পরে প্রকৃত বিষয় জানিতে পারিয়া কয়েকজন পুলিষ কর্ম্মচারিকে গৃহ দ্বারে রাখিয়া দেন, বলিয়া দেন কাহাকেও যেন প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়। যথা সময়ে প্রায় ৬৫ জন নর্ত্তকী একজন ইংরাজ উকীল সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়া ঐ ব্যাপার দেখেন, এবং ইংরাজ উকীলটি কণ্ট্রাক্টের আইন প্রদর্শনদ্বারা পুলিষম্যান দিগকে ভয় প্রদর্শন করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া অপ্রতিভ হইয়া নর্ত্তকীগণ সমভি ব্যাহারে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন।

সম্প্রতি সিংহলের একটী স্ত্রীলোক বিবাহের সম্বন্ধ ভঙ্গের নালীশ করিয়া কলম্বোর ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টে ৪৫০ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

হোলকারের রাজ্যে সাদত খাঁর ন্যায় আর একজন বিদ্রোহী ধরা পড়িয়াছে। ইনি সাদত খাঁর শিক্ষিত পুত্র। হোলকারের রাজ্য কি শিক্ষিতদিগের বাসা?

১৯ এ কার্ত্তিক বুধবার।

৩১ এ মার্চ পর্য্যন্ত ৩ মাসের মধ্যে পঞ্জাবে ৬০ খানি পুস্তক ৫২ খানি ক্ষুদ্র পুস্তক এবং ৪৮ খানি সাময়িক পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছে।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তত্রত্যবিশ্ববিদ্যালয় বাটীর উপরে রাখিবার জন্য ৩২ হাজার টাকায় ইংলণ্ড হইতে একটী ঘড়ি আনিতেছেন।

এ বৎসর ১ লা এপ্রেল অবধি সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ৩৮৮৭৪২ টন লবণ আমদানী হইয়াছে, ইহাতে ২৭৩১২৫৪০ টাকা মাশুল আদায় হয়। গত বৎসর ঐ সময়ে ৩৯২১৫১ টন আমদানী এবং ২৭৬৫৫৪৯০ টাকা শুল্ক সংগৃহীত হইয়াছিল।

বোম্বাই গেজেট বলেন, গোয়াতে ক্রমেই গোলযোগ চলিতেছে। সেদিন সাত গমের এক রেজিমেণ্ট হইতে ১০ জন ইউরোপীয় সৈন্য কল্লাদি সরিসংশোধন করিয়াছে। পাঞ্জিম জেল হইতে কয়েদী পলাইয়া যে স্থানে গিয়া আছে, ইহারাও সেই স্থানে গিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছে। ইহারা কনকোলিম ষ্টেষণ হইতে আর দুই জন অস্ত্রধারী সৈন্যকে অপহরণ করিয়া লইয়াছে।

বোম্বাইর ডাক্তার পেরেনজী নাউরোজীর স্ত্রী খরশেদ বাই, সম্প্রতি গুজরাটীয় ভাষায় একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। লাভ ছেষ্টার কেনত তাঁহার পুত্রকে যে সকল পত্র লিখেন, এখানি তাহার অনুবাদ। বোম্বাইর পারসি স্ত্রীরা ক্রমে বিলক্ষণ উন্নতি সোপানে আরূঢ় হইতেছেন। ইহাদের মধ্যে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিতে পারেন এমন স্ত্রীলোকও দেখিতে পাওয়া যায়।

গত সোমবার লর্ড আলফ্রেডকোন বা কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার বহু সংখ্য বন্ধু তাঁহার স্বাস্থ্যার্থ জাহাজে তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি প্লাটফরমে নামিলে সকলে তাঁহাকে সাদর

সম্ভাষণ পূর্ব্বক গ্রহণ করেন। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, তিনি ইংলণ্ডে যে চাঞ্চল্যের অভিব্যক্তি করিয়াছেন, সেই কালের মধ্যে তাঁহাতে কোন পরিবর্ত্ত ঘটে নাই। তিনি যেরূপ সরল ও অমায়িক স্বভাব লইয়া ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন সেই স্বভাব লইয়াই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই, তিনি কোট কাট পরিয়া আইসেন নাই। যাহা হউক আনন্দমোহন দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে কলিকাতার টাঁকশালে প্রায় ২ লক্ষ টাকার সিকি প্রস্তুত করা হইতেছে। এদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যদি বুদ্ধিমান হন ইহা হইতে কিছু বুঝিয়া লইতে পারেন।

পত্রান্তরে দৃষ্ট হইল, ব্রিটিশ ব্রহ্মে ইদুরের দৌরাত্ম্যে দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে। গতবৎসর ও এই সকল ইদুরের উৎপাতে অনেকগুলি গ্রামের ধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এতদ্বিবন্ধন বহুসংখ্য লোকের অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের জন্য রিলিফ কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতেছেন। শুনা যায় ব্রহ্মদেশে বিস্তর বাঁশ গাছ আছে, ইদুরে বাঁশের ফল খাওয়াতে না কি তাহাদের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। মূষিকের উপদ্রব ইতির মধ্যে পরিগণিত।

রঙ্গপুরের লিবেল সাহেবকে লইয়া যে নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়, তাহাতে সেরেস্তাদার ইমাচরণের অংশ অভিনীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও প্রধান অভিনেতা লিবেল সাহেবের যবনিকা পতন হইল না। উত্তরপক্ষের দুইবৎসর কারাদণ্ড ও ২ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। কিন্তু কমিশনরেরা আজিও লিবেল সাহেবের বিষয়ে তাঁহাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই। তবে কেহ কেহ কহিতেছেন, পেন্সনের কালপর্য্যন্ত ক সম্পেও হল হইয়াছে। পেন্সনের কাল পূর্ণ হইলে তাঁহাকে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বলা হইবে। ইহার অর্থ এই, যে অপরাধে সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মচ্যুতি হইল, তাহার শত গুণ অধিক অপরাধে লিবেল সাহেবকে সসম্মানে পেন্সন দিয়া স্বদেশে প্রেরণ করা স্থির হইল।

মিয়ার্স সাহেবের কারাদণ্ডের অবসান হইয়াছে। তিনি এক্ষণে মুক্তি লাভ করিয়া পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। মিয়ার্স বোধ হয় এক্ষণ হইতে উগ্রমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিবেন।

দুর্ভিক্ষের ত অবসান হইল, কিন্তু বোধ হয় দুর্ভিক্ষ আমাদিগকে সহজে ছাড়িয়া যাইতেছে না। সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল শীঘ্র আমাদিগকে একটী "দুর্ভিক্ষ কর" ভার বহন করিতে হইবে। এই "ফেমিন টাক্সের" গল্প শুনিয়া আমাদের হৃদয় শুষ্ক হইতেছে। এ করভার সামান্য নয়। প্রথমে ৫ কোটি টাকা ধার করিলেই দুর্ভিক্ষের নিবারণ হইবে এই অনুমান করা হয়, কিন্তু গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে, এ নিমিত্ত ৬ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। শত করা ৪ টাকার হার সুদ ধরিলেও বর্ষে বর্ষে এই ৬ কোটি টাকার সুদ ২৪ লক্ষ করিয়া বৃদ্ধি হইবে। এই টাকা পরিশোধের উপায় কি? ইহার জন্য একটী নূতন টাক্স স্থাপন দ্বারা যদি প্রজাগণকে পীড়ন করা হয়, গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে দরিদ্র প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়া যে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাহা দূর হইয়া তাঁহাকে নিন্দনীয় ও প্রজার একান্তবিরাগভাজন হইতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের এ টাকা নিজ হইতেই দেওয়া কর্ত্তব্য। দেখা যাউক গবর্ণমেণ্ট এই টাকা পরিশোধার্থ কি উপায় অবলম্বন করেন।

কলিকাতায় আবার ট্রামওয়ে চালাইবার প্রস্তাব হইতেছে। এবার মিউনিসিপালিটী দ্বারা না হইয়া অপরের দ্বারা চালান স্থির হইতেছে।

আমরা এ সপ্তাহে "দি ষ্টুডেণ্ট" নামক একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি প্রতি সোমবার পাটনা হইতে প্রকাশিত হইবে। সম্পাদক প্রথম সংখ্যা বিনা মূল্যে সাধারণকে দিয়াছেন। ইহাতে রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয় ও ষ্টুডেণ্ট অর্থাৎ স্কুলের ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী বিষয় সকল সন্নিবেশিত থাকিবে। এ সংখ্যায় কতকগুলি নীতিগর্ভ ও সাহিত্য সংক্রান্ত উপদেশ কতকগুলি সংবাদ ও কয়েকটী প্রহেলিকা দৃষ্ট হইল। এখানি স্থায়ী হইলেই সুখের হয়। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সমেত ২৷৷ টাকা মাত্র।

গোয়ালন্দ রেলওয়ে কোম্পানির বড় ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহারা গত বৎসর পঞ্চার কিয়দংশ বাঁধিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আগামী বৎসর আরো যাইবার সম্ভাবনা।

কাবুলে কেবল মানুষ হইতে বিপৎপাত নহে, ঈশ্বর বিপৎপাতেরও বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গত ১৮ ই অক্টোবর হইতে আরম্ভ করিয়া ২১ এ অক্টোবর পর্য্যন্ত এই চারি দিন পর্য্যায়ক্রমে তথায় ভূমি কম্প হয়। প্রথম দিবসেই বড় ক্ষতি হয়। ঐ দিবস বহু সংখ্য বাটী পতিত ও অনেকের মৃত্যু হয়। ২১ এ অক্টোবর রাত্রি ১০ টার সময় এমন ভয়ানক ভূকম্প হয় যে আমীর ভীত হইয়া নিজ শয্যা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া উদ্যানে গমন করেন। পর দিন তিনি বেলা ৯ ঘটিকার সময় সেই স্থানে দরবার করেন, সে সময় আবার ভূমি কম্প হয়। তৎকালে যে সকল সর্দ্দার উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা আমীরকে বলিলেন, সাহা সুজার সময়, যখন ইংরাজেরা কাবুলে ছিলেন, তখন একবার এইরূপ পুনঃ পুনঃ ভূমি কম্প হয়। ইহাতে কাবুলীরা অত্যন্ত ভীত হইয়া দিবারাত্রি ঈশ্বরের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছে। আমীর বহুসংখ্য ছাগ বলি দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ভূমি কম্পে যাহাদের ক্ষতি হইয়াছে ঐহাদিগকে ঐ ছাগ দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে অন্যরূপ সাহায্য করিবারও আজ্ঞা হইয়াছে।

সম্প্রতি খাসেশে একটি ভয়ানক হত্যা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। চারি জন এক ব্যক্তিকে অস্ত্র ঘাত ইষ্টকাঘাত প্রভৃতি নানারূপ নিষ্ঠুর আঘাতে হত্যা করিয়া নিকটস্থ রেলের উপরে তাহার মৃত দেহ রাখিয়া হত্যাপরাধ রেলওয়ে কোম্পানির স্কন্ধে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, ধরা পড়িয়াছে। হত্যার কারণ এই, ঐ চারি জন হত ব্যক্তির স্ত্রীকে বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা পায়, কিন্তু তাহার স্বামী থাকিতে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত দেখিয়া তাহাকে মদ্যপানে উন্মত্ত করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গিয়া ঐরূপে হত্যা করে। পৃথিবীতে যত হত্যা কাণ্ড সংঘটিত হয়, স্ত্রীলোকই তাহার অধিকাংশের মূল।

গত অক্টোবর মাসে ১৫১৫১ যাত্রি তীরভবীয় চিত্র শালিকা দর্শনার্থ গমন করেন। ইউরোপীয়ের মধ্যে ৩১০ পুরুষ এবং ১১৭ স্ত্রী। অদেশীয়ের মধ্যে ১২৪৮১ পুরুষ এবং ৯১১৮ স্ত্রীলোক।

গত সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার উপনগরে ৮৭৭ লোকের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে ওলাউঠায় ৪১ জ্বরে ৩১০ এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

২০ এ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

আমরা ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে আহ্লাদিত হইলাম, লাভ বর্ধক শীঘ্র শীঘ্র ইউরোপে যাত্রা করিবার সংকল্প করিয়াছেন বলিয়া যে জনরব হয় তাহা সমূলক নহে।

গত কল্য লার্ড নর্থব্রুক কাপ্তেন বেরিডের সমভিব্যাহারে হাজারিবাগ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি ব্যয় সংক্ষেপ করিবার মানসে সম্প্রতি প্রায় দুই শত ইউরোপীয় কর্ম্মচারিকে জবাব দিয়াছেন। হাতীপোষা আর ইউরোপীয় পোষা সমান।

হর জলিতের কাপ্তেন ম্যাকডোনাল্ডের একটী দাঁত তুলিবার প্রয়োজন হয়। এ নিমিত্ত ক্লোরোফরমের পরিবর্ত্তে কিছু অধিক হওয়াতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অনেকের ডাক্তারী চিকিৎসার নামে গায়ে জ্বর আসে।

কলিকাতার একজন দোকানদার সেকেল সেক্রেটারিএট প্রেস হইতে অপহৃত কতকগুলি সীসের অক্ষর ক্রয় করাতে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার চারি মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। চোরের কি দণ্ড হইল? চোর কি গায়ে বাতাস দিয়া বেড়াইতেছে?

দুর্গাপূজার তিন দিবস কলিকাতায় বিখ্যাত নামা বাবু তারকচন্দ্র প্রামাণিক প্রায় ২০ হাজার দরিদ্রকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়াছেন এবং পয়সা দিয়াছেন। তারক বাবুর দরিদ্রদিগের প্রতি যেমন দয়া দেখিতে পাওয়া যায় এমন আর কাহারও নয়। দরিদ্রদিগকে দান করা ইহাঁর নিত্যব্রত।

সেদিন কটকে পত্নী গমনাপরাধে আর একজন মকদ্দমের বিচার হইয়া গিয়াছে। এ ঘটনাটী তত্দূর গুরুতর না হইলেও সর্ব্বসাধারণে মহান্তের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিরক্ত হইলে কি হয়, এবার মহান্ত মুক্তিলাভ করিয়াছে।

ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, সেদিন সিবিল সার্জ্জন গ্রিণ সাহেব শ্রীরামপুরের একটী সর্পদষ্ট স্ত্রীলোককে আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিয়াছেন। শ্রীরামপুরের ক্যাথলিক চর্চ্চের নিকটবর্ত্তী একটী বাগানে স্ত্রীলোকটীকে সর্পে দংশন করে। স্ত্রীলোকটী দুই দিবস অচেতন থাকে। গ্রিণ সাহেব প্রথমে কার্ব্বলিক এসিড ক্ষতস্থানে দেন, পরে ১৫ মিনিট অন্তর অর্দ্ধগ্লাস ব্রাণ্ডির সহিত ১৫ ফোঁটা টার্পিনতৈল মিশাইয়া সেবন করান, পরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঐ ঔষধ সেবন করাইতেছিলেন। ক্রেণ্ড বলেন, যে সর্পে দংশন সেটী গোক্ষুর সর্প, কিন্তু সাপটীকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তবে গ্রিণ সাহেব বলিতেছেন, সর্পটী বিষম বিষধর। দংশনের পর দেখা গেল, এক ইঞ্চেরও অধিক অন্তরে দুটী দাঁত রহিয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে, সর্পটী বোড়া, গোক্ষুর নহে। গ্রিণ সাহেব বলেন, তিনি গোক্ষুর বলিয়া বাহির করিতে পারেন। বোড়া সাপে কামড়াইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় না। ডাক্তার গ্রিণ যে তাহাকে আরোগ্য করিয়াছেন তাহার চিহ্ন এই, সে দুই দিন অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া চৈতন্য লাভ করিয়াছে। আমাদের বোধ হয় কোনরূপ চিকিৎসা না করিলেও তাহার চৈতন্যের লোপ হইত না, ১৫ মিনিট ও এক ঘণ্টা অন্তর অর্দ্ধ গ্লাস করিয়া ব্রাণ্ডি একটী দেশীয় স্ত্রীলোককে দেওয়া হইয়াছে, সে যে দুই দিন পরে চৈতন্য লাভ করিয়াছে ইহাই যথেষ্ট, বোধ হয় সর্পে দংশন না করিলে তাহাকে এমন অবস্থায় আর চৈতন্য লাভ করিতে হইত না। যাহা হউক দুই এক মাস না গেলে স্ত্রীলোকটী আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

শনিবারের গেজেটে উত্তর পশ্চিম কলের স্থান সকলের নামের একটী সুদীর্ঘ তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পশ্চিমকলের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর একটী নূতন রীতি অবলম্বন করিয়া ঐ সকল স্থানের নাম বাঙ্গালা করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও ইহার অনুমোদন করিয়াছেন।

যোধাইর অন্তর্গত আঠ নামে একটী রাজ্য আছে তথায় রাও তাহার জায়গীরদার। তিনি অপ্রাপ্ত প্রভৃতির বেতন ও অন্যান্য লোকের প্রাপ্য টাকা দিতেন না। গবর্ণমেণ্টে নালীশ করাতে তাঁহার বিরুদ্ধে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়। এই সকল অন্যায় ব্যবহারের নিবারণ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চৈতন্য না হওয়াতে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট কমিশনের উপর স্থানের দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসন ভার নিযুক্ত করিয়াছেন। ষ্টেটসেক্রেটারি ইহার অনুমোদন করিয়া লিখিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় সর্দ্দারকে প্রজার মঙ্গলার্থে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা যদি তাহার যথা[illegible] ব্যবহার না করেন, তাঁহাদিগের ঐ সকল ক্ষমতা রহিত হইবে। এই দৃষ্টান্ত দর্শনে তাঁহারা চৈতন্য লাভ করেন। * দেশীয়

রাজা ও সর্দারদিগের যে একটু স্বাধীনতা ছিল তাঁহারা নিজ নিজ দোষে তাহা হারাইয়াছেন।

গঙ্গার উপর যে সেতু হইয়াছে, উহাতে ৩৫০ টন (প্রায় লক্ষ মণ) লৌহ এবং ২২২০ টন (১৩ হাজার মণ) বাঙ্গালুর কাষ্ঠ লাগিয়াছে। ব্যয় ১৮ লক্ষ টাকা হইয়াছে। সেতুর মধ্যে মধ্যে যে সড়ক আছে তাহার মধ্যে দিয়া নৌকারি যাইবে। জাহাজ যাইবার জন্য সেতুর মধ্য স্থানের কিয়দংশ একণে নির্ম্মিত হইতেছে যে ইচ্ছা করিলে সেই অংশটী টানিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে। এক এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে সেই অংশটী টানিয়া একটু দূরে লইয়া যাওয়া হইবে। সেই সময় দিয়া জাহাজ যাইবে। তৎকালে সেতুর উপরে লোক জন চলা সুতরাং বন্ধ থাকিবে।

হরকরায়ারে এক ব্যক্তি এক প্রকার কল প্রস্তুত করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি ১০ মিনিটের মধ্যে প্রবল বায়ুর সময় শূন্যে প্রায় আট ক্রোশ গমন করিয়াছেন। শূন্য পথে উঠিয়াছেন নামিয়াছেন স্থিরভাবে ছিলেন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছেন। এত দিনের পর বুঝি ইংলণ্ডীয়দের মনোরথ পূর্ণ হইল।

২১ এ কার্ত্তিক শুক্রবার।

গো বাঁদরদের নাম সাহেব দিলেন বাঙ্গালি করা হইয়াছে, উহাকে মুখ হইতে আনা হইয়াছে।

গত বুধবার মাজেষ্টরের প্রধান প্রধান বণিকগণ মার্চ্চেণ্ট অফ সালিসবরির নিকট প্রার্থনা করিয়া এই প্রার্থনা করেন, মাজেষ্টরের যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি [illegible] তাহার শুল্ক তুলিয়া দেওয়া হয়। [illegible] উত্তর দেন "ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক সকল দ্রব্যের শুল্ককে 'রক্ষণশীল' আইনের ন্যায় স্বরূপ বিবেচনা করেন না, সময়ে ইহা তুলিয়া দিতে পারেন। তবে আপাততঃ ভারতবর্ষীয় রাজস্বের অবস্থা যেরূপ তাহাতে এ শুল্ক এক্ষণে ত্যাগ করা যাইতে পারে না"। মাজেষ্টরের বণিকেরা তাহাদের বস্ত্রাদির শুল্ক তুলিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন, গবর্ণমেণ্টও তাহাদের সেই যাথার্থ প্রস্তাবের এককালে অননুমোদন না করিয়া হাত রাখিয়া কার্য্য করিতেছেন। বস্ত্রের মাসুল উঠিয়া গেলে আমাদিগের লাভ। তবে যে আমরা উহার প্রতিবাদ করি, তাহার কারণ এই গবর্ণমেণ্ট যদি মাসুল ত্যাগ করেন, অর্থের অনটন হইবে, অনটন হইলেই আমাদিগের স্কন্ধে শুল্কভার করভার নিক্ষেপ করিবেন।

প্রায় এক সপ্তাহ কাল মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় সংবাদ আদান প্রদান বন্ধ ছিল, কিন্তু গত কল্য মাদ্রাজের চিঠি পত্র এবং সংবাদ পত্রাদি কলিকাতায় আসিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, মধ্য প্রদেশে যত মেলা হইবে তাহাতে অক্ট্রাই কর গ্রহণ করা হইবে না। এটী মেলার শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।

সংবাদপত্রে লেখা গেল, এক নূতন বিধ ত্রিচলোডারের সৃষ্টি হইয়াছে, উহার গুণ এই, অন্যান্য বন্দুকে যেমন অসাবধানতা বশতঃ মধ্যে মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে ইহাতে সে সম্ভাবনা নাই। শীকারীরা এই বন্দুক পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।

কোঁদত আগস্ত বলেন, সম্প্রতি তথায় এক ব্যক্তি আসিয়াছেন, তাঁহার বয়স ১১০ বৎসর হইবে। তিনি বলিতেছেন, 'তিনি ত্রিবাঙ্কুরের একজন রাজবংশীয়। তিনি উক্ত রাজবংশের গৃহ বিবাদের সময় ত্রিবাঙ্কুর পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। বার্দ্ধক্যনিবন্ধন তিনি দেশ ভ্রমণে অসমর্থ হইয়া পুনরায় স্বদেশে আসিয়াছেন। রাজা তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজবাটীতে লইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তিনি রাজবাটীতে আছেন, তিনি যে উক্ত রাজবংশের একজন তাঁহার কথা যাথার্থ তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

২৮ এ অক্টোবরের ১২ দিনের পর গুইকুমার নব কুমারে নামকরণ করেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহার নাম করণার্থ উৎসবে অনুমতি দিয়াছেন বটে কিন্তু উক্ত কুমারকে গুইকুমারের উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এ জন্য গুইকুমারের মনে তাদৃশ আনন্দ নাই। জনশ্রুতি এই লর্ড নর্থব্রুক গুইকুমারকে এই টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে, "লক্ষ্মীবাই সংক্রান্ত বিষয়গুলি এত সত্বের পূর্ব্ব যে মলহররাও উক্ত নবকুমারকে তাহার উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য যে প্রার্থনা করিয়াছেন, তদ্বিষয় বিবেচনা করিতে অনেক সময় লাগিবে।" অর্থাৎ এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিতেছেন না, এবিষয়ের বিশেষ তদন্ত করিয়া পরে যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবেন। গুইকুমার গবর্ণমেণ্টের এইরূপ ব্যবহারে নিতান্ত ভীত দুঃখিত ও ভগ্নান্তঃকরণ হইয়াছেন। "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন"। এখন কান্দিলে কি হইবে?

গত শনিবার কলিকাতার উত্তর বিভাগের মাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজরা নামক একজন মিউনিসিপাল ওবারসিয়ার কয়েকটী মিউনিসিপাল মকদ্দমা চালাইতেছিলেন, একটী মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াই তিনি হঠাৎ ভূমিতে পতিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, কিন্তু সেই রাত্রিতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

টাকা শত করায়—

৪		১০২৸৶—১০৩৶০
৪৲	১৮৭০ (১৮৮৫)	১০৪—১০৪৷০
৪৲	১৮৭১ (১৮৮৪)	১০৪৲—১০৫৷০
৪৲	১৮৭২ (১৮৭৯)	১০৩৸৶—১০৪
৫৲	১৮৫৯-৬০ (১৮৭৯)	১০৯৸৶—১১০

২২ এ কার্ত্তিক শনিবার।

সম্প্রতি কতকগুলি লোক কোহাট হইতে পেশোয়ারে যাইতেছিল, পথি মধ্যে একদল পার্ব্বতীয় আসিয়া উহাদিগকে ধরে, এক জনকে হত্যা করে এবং কয়েকজন সিপা-

দিকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। আফগান স্থানের গোলযোগই এই সকল দৌরাত্ম্যের মূল বোধ হয়।

সম্প্রতি লাহোরের নিকটস্থ একজন ইউরোপীয় পেশনভোগী সুরাপানে মত্ত হইয়া তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে। সে পাষণ্ডোত্তম হইয়া আসিয়া তাহার স্ত্রীর নিকট ত্রাণ্ডি কিনিবার জন্য টাকা চায়। সে তাহা দেয় নাই এই তাহার অপরাধ। স্ত্রীকে যাঁহারা জীবনের সার জ্ঞান করেন, তাঁহারা যেন এই উদাহরণগুলি মনে রাখেন।

সেদিন বোম্বাইর অন্তর্গত শক্করে এক জন ইউরোপীয় একজন জেল চাপরাসির এক পাটি দাঁত ভাঙ্গিয়া দেন। উহার এক শত টাকা জরিমানা হইয়াছে। এটী লঘু পাপে গুরু দণ্ড বলিতে হইবে! একজন গুলেশীয়ের এক পাটি দাঁতের মূল্য কি এক শত টাকা?

আমদাবাদে একটী বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে। উহাতে ভদ্রতা রীজনদিগের মধ্যে ঘুল ঘুল পড়িয়া গিয়াছে। বর কন্যাকে সমাভিব্যাহারে করা হইয়াছে এবং তাহাদের প্রতি নানারূপ অত্যাচরণ করা হইতেছে।

মোরাবে চরিত পিয়নিয়র সংবাদ পাইয়াছেন, ৩০এ অক্টোবর একজন বিখ্যাত আফিসরের সহিত হঠাৎ আসিয়া বলে সে নানা সাহেবের একজন বন্ধু এবং কানপুরে সে ৭ জন ইংরাজ আফিসরকে অকস্মে হত্যা করে। তাহাকে ক্ষমা করিলে সে নানা সাহেবকে চিনিয়া দিতে পারে। এইরূপ অনেক কাণ্ড ও কতকগুলি টাকার সাদ্ধ হইবে। কয় ত শেষে পাঞ্জাবের প্রসব ক'ও হইয়া উঠিবে।

—০:০:০—

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

১৯ এ অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের কৃষি বিভাগকৃত শস্যাদির অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, বোম্বাইয়ে শস্যাদির অবস্থা ভাল। বঙ্গ দেশে ধান্যের অবস্থা বর্দ্ধমান এবং মেদিনীপুর ভিন্ন আর সর্ব্বত্র সন্তোষকর। মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানে অতি শস্যের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। পঞ্জাব উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং অযোধ্যার সংবাদ ভাল। সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া এবং রাইজাবাদের সংবাদ মন্দ নয়। রাজপুতনা ও ব্রিটিশ ব্রহ্মের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

উত্তর পশ্চিমে কেবল কাঁসি পরগণা ভিন্ন আর সর্ব্বত্র উত্তম শস্য জন্মিয়াছে। কাঁসিতে বৃষ্টির অভাবে ভাল শস্য জন্ম নাই।

পঞ্জাবে শস্যাদির অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদে লিখিত হইয়াছে, গুরগাঁও শস্যের ক্ষতি হইয়াছে। হিসারের যে সকল স্থানে জল সেচনের উপায় নাই, তথাকার শস্য সমুদায় নষ্ট হইয়াছে। রোটাকে বৃষ্টির অভাবে শস্য শুকাইয়া গিয়াছে। সিয়ালকোট এবং গুজরাণ ওয়ালাতে আরো বৃষ্টির প্রয়োজন।

—০:০:০—

মুরশিদাবাদ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন:—

গত ১০ এ আশ্বিন প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এতদঞ্চলে অতি ভয়ানক ঝটিকা ও অতি সৎ বৃষ্টি হওয়াতে মধুখ মাত্রের গমনাগমন রোধ হইয়াছিল, তজ্জন্য সেই দিবস শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাশীমবাজারের বাটীতে অন্যান্য দিনের ন্যায় চউল লইতে কাঙ্গালি উপস্থিত হইতে পারে নাই। কেবল ৩০০ শত অন্ধ আতুর কাঙ্গালি (যাহারা রাজ বাটীর চতুর্থাংশে চাউল পাইয়া থাকে) তণ্ডুল লয় কিন্তু সেই বিশুষ্ক দুর্ভাব পরমাণু নিবন্ধিতা দীনপালিনী যখন দেখিলেন যে অন্য দিনের ন্যায় কাঙ্গালি উপস্থিত হইতে পারে নাই তখন তিনি এক কালে মর্ম্মাহত সন্তাপে আহারাভাবে ক্ষুধার্ত্ত ও হৈমন্তিনাপাকে বিপন্নাকুল হইয়া থাকিলে জননীর কোমল মনের ভাব হয় হতভাগাপন্ন হইয়া স্নান ভোজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় মন্ত্রী অশেষ গুণাশ্রয়, সমাধারণ বুদ্ধিমান শ্রীযুক্ত বাবু রাজীব লোচন রায় বাহাদুরকে আদেশ করিয়া কতিপয় অধীনস্থ কর্ম্মচারীকে সেই তণ্ডুলাদি বাটীর সমস্ত খাদ্য বহরমপুর সৈদাবাদ ও কাশীমবাজার প্রভৃতি স্থানে স্থানে পাঠাইয়া আত্মীয় প্রধান পুরুষ যখন সংস্র সংস্র ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্র ব্যক্তিদিগের জীবন রক্ষা করেন, তখন [illegible] ও বাঙ্গালা কুল নষ্টন হইয়া ছিলেন। তৎপরে ইংরাজ ধার্ম্মিক সংবাদ পাইল যে ঝড়ের প্রবল প্রবাহে অনেক বস্ত্র সকল নষ্ট হওয়াতে তাহা বিবস্ত্র লোক হইয়াছে। ইংরাজ লোক এই বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র তখন স্থির করিয়া খাদ্য বাজারে বহুতর বস্ত্র এবং পুরাতন নবমী পূর্ব দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ৩।৪ দিবস প্রায় ১৪। ১৫ হাজার কাঙ্গালিকে বস্ত্র দান করা হইয়াছে। এই বস্ত্র দান বাহুল্য ও সুশৃঙ্খলার সহিত বিতরণ করা হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এই বস্ত্র দান সমাধা হইলে পর সহরের একটী স্বনামধন্যা শ্রেষ্ঠা হইয়া তা. আপনি অনুভব করিবেন। যে সমস্ত স্থান ৩।৪ দিবস পূর্ব্বে কান্দ লগ হওয়াতে কেবল দুঃখ দুঃখ বোধ হইতো সেই সমস্ত স্থানে কাঙ্গালিগণ যখন উলঙ্গ করিয়া নব বস্ত্র পরিধান করিয়া তখন যেন উহা আনন্দ ভূমি হইয়া উঠিল এবং যখন তাহারা বারবার উচ্চস্বরে মহারাণীর হউক এই শব্দে কাশীমবাজার প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল তখন মনুষ্য মাত্রেই যেন সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! গত ৩০ এ আশ্বিন বৃহস্পতি প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া গড়বেতা ডিবিজনের অন্তর্গত শ্যামপুর রামনগর খাঁপাট চন্দ্রকোণা চন্দ্রমঞ্জ ঘাটাল প্রভৃতি স্থানের আপামর সাধারণ জনগণের কি পর্য্যন্ত দুরবস্থা করিয়াছে তাহার বর্ণনা করা দুষ্কর। কোন ব্যক্তিরই গৃহাদি অক্ষত নাই। অধিকাংশ অনেকগুলি মনুষ্য ও অসংখ্য পশুর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এবারকার ঝড় পূর্ব একাত্তরের আশ্বিনের ঝড়ের [illegible] অনেক প্রবল। ঝটিকায় বৃক্ষাদি [illegible] গমনাগমনের পথ ঘাট [illegible] [illegible] [illegible]

...হইয়াছে। যে দিন ঝড় হইবার সম্ভাবনা, সে দিন ঝড় হইবে না, আর যে দিন ঝড় হইবার সম্ভাবনা নাই, সে দিন ঝড় হইয়া থাকে। ঝড়ের সময় আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছিলাম। প্রাচীন প্রাচীন মুরব্বিরা এমন ভয়ানক ঝড় দেখেন নাই। বাস্তবিক বলিতে কি, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঝড়ের যেরূপ বেগ হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে এখনও হৃৎকম্প হয়। ঝড়ের সময় অনেকে ঘরের ভিতর থাকিতে পারে নাই, বাহিরে আসিয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছিল। ঝড় থামিলে তাহারা ঘরে আসিয়া দেখিল, ঘর পড়িয়া গিয়াছ

পূরণ করিতে কৃপণতা প্রকাশ করিবেন না ইহা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস আছে।

লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি, উক্ত বৃহস্পতিবার দিবা দশ ঘটিকা হইতে ঝড় অধিক প্রবল হইয়া রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় ছাড়িয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ফসলের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। কোথাও চারি-আনা কোথাও অর্দ্ধেক হইবে।

২৮।১০।৭৪। একান্ত বশম্বদ জড়পীড়িত
দেহুড়দা। শ্রীগোবর্দ্ধন খাঁমাল।

কি ভয়ানক ঝড়!

৩০ এ আশ্বিনের রজনী মেদিনীপুর জেলা-বাসী ব্যক্তিগণের পক্ষে কি অশুভক্ষণে প্রভাত হইয়াছিল। ৩০ এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল অবধি সামান্যতঃ বৃষ্টি অবিরত হইয়া দিবা দুই প্রহর এক ঘণ্টার পর হইতে অল্প অল্প বাতাস হইয়া আকাশ মণ্ডল নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন হয়। বাতাস ক্রমশঃ প্রবল হইয়া দিবা অবসান কাল হইতে ক্রমে প্রবলতর হইয়া উঠে। রাত্রি কালে ঘোরতর অন্ধকার ও নিরন্তর বৃষ্টি ধারা ও গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর এক একটী শব্দ হইতে লাগিল বোধ হইল যেন প্রলয় উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ ঈশান কোণ হইতে (যেন সাক্ষাৎ ঈশ্বর সৃষ্টি লোপ করিবার জন্য সংহার মূর্ত্তিতে) তৎপরে কিয়ৎকাল পশ্চিম দিগ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। এতদঞ্চলের বৃক্ষ সমূহ ও নানাবিধ দ্রব্য পরিপূরিত মৃণ্ময় গৃহ মাত্রেই ভূপৃষ্ঠশায়ী হইয়াছে শতশত অট্টালিকাও একেকালে ভূমিসাৎ হইয়াছে অসংখ্য গো ও বহুসংখ্য মনুষ্যকে অকালে কালের করাল বদনে প্রবিষ্ট হইতে হইয়াছে। নদী সকলের মধ্যে আরোহিগণ ও বোঝাই দ্রব্য সমেত অনেক নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে। রাত্রি দুই প্রহর এক ঘণ্টার পর পবন দেব ক্রমে শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করেন। মহাশয়! পরিতাপের বিষয় কি জানাইব স্মরণ করিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! কোন কোন গৃহস্থ সমুদয় ঘর ভগ্ন হইলে কেবল এক ঘরের ভিতর স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার-সহ আশ্রয় লইয়াছিল। কি দৈব বিড়ম্বনা। ঝড়ের প্রবল বেগে সে গৃহের দেওয়াল পতিত হইলে সকলে একেকালে সজীব সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন কোন গৃহস্থের পুত্র পিতা মাতার সম্মুখে, পিতা মাতা পুত্র সম্মুখে, স্ত্রী স্বামীর সম্মুখে, স্বামী স্ত্রী সম্মুখে প্রভু ভৃত্য সম্মুখে এবং ভৃত্য প্রভুর সম্মুখে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। যে দিগে কর্ণপাত করা যায় হাহাকার শব্দ ভিন্ন আর কিছু শুনা যায় না। মহাশয়! অধিক কি পর দিন প্রাতঃকালে ঘরের বাহির হইয়া আপনার গৃহাদি আপনিই চিনিতে পারি না। চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া দেখি সকলই অভিনব বোধ হইতে লাগিল। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন কোন মরুভূমিতে সহসা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। পৃথিবীর শোভাও এক প্রকার চমৎকার বোধ হইতে লাগিল। পৃথিবী যেন প্রবল বায়ু সহ সংগ্রামে পরাজিত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন শরীরে লজ্জায় ধরাশায়ী হইয়া বিষাদে মগ্ন হইয়াছেন।

১২৭১ সালের সাইক্লোন অদ্যাপি লোকের অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। তজ্জনিত অপকার সকল এ পর্য্যন্ত শুধরে নাই, তাহার উপর আবার তদধিক সাইক্লোন, ইহাতে নিস্তারের উপায় কি? এত দুঃখের পরেও যাহা অবশিষ্ট লোক সকল মৃতাবশেষ গবাদি সহ তরু তল আশ্রয় করিয়া কষ্ট স্বষ্টে দিনপাত করিতেছিল কোজাগর পূর্ণিমার দিবস হইতে ৫ দিন দিবা রাত্রি অনবরত বৃষ্টি হইয়া সকলে নিরাশ্রয় ও অন্নবিহীন হইয়াছে। জগদীশ্বরের মনে কি এই ছিল?

দুর্গোৎসব উপলক্ষে এক সম্প্রদায় যাত্রাকার মণ্ডলঘাট হইতে এখানকার রাজবাটীতে আসিতেছিল, কেলেঘাই নামক নদী মধ্যে নৌকা জলমগ্ন হইয়া ৫৩ জন সম্প্রদায়ের লোক ও ৪ জন মাঝি মাল্লার মধ্যে ২৫ জন বিনষ্ট, ১৮ জন মাত্র কৌপীন বস্ত্র পরিধানে রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিল।

খড়গেই গ্রাম
জেলা মেদিনীপুর।

ইউরোপীয় সমাচার।

বার্লিন ৩০ এ অক্টোবর। ১৩ ই জুলাই কিসিঞ্জেনে এডওয়ার্ড কলমান নামক যে ব্যক্তি প্রিন্স বিসমার্ককে হত্যা করিবার চেষ্টা পায় অদ্য উহার বিচারের শেষ হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি নিজ দোষ স্বীকার করিয়া বলিয়াছে, রোমান ক্যাথলিকদিগের উপরে প্রিন্স বিসমার্কের পুনঃ পুনঃ অত্যাচার জন্য তিনি ঐ চেষ্টা করেন কারণ তিনি নিজে একজন রোমান ক্যাথলিক। এ ব্যক্তির ১৪ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে, ইহার পর আর ১০ বৎসর পর্য্যন্ত পুলিসের তত্ত্বাবধানে থাকিতে হইবে।

খোকাণ্ডের খাঁ তুর্কিস্থানের গবর্ণরকে টেলি গ্রাম করিয়াছেন তথায় যে বিদ্রোহ ঘটনা হইয়াছিল তাহার নিবারণ হইয়াছে।

লণ্ডন ২৯এ নবেম্বর। ২রা অক্টোবর কলিকাতা হইতে যে মেইল সংবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে, উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ১০০০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৩রা নবেম্বর। স্পেন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কালিষ্ট এবং রেপবলিকানেরা এক্ষণে নিস্তব্ধ ভাবে রহিয়াছে।

পারিস ২৯ এ অক্টোবর। ফ্রান্স এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, অষ্ট্রিয়া রুশীয়া ও জর্ম্মণি রুমানিয়ার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরোক্ষ সংক্রান্ত সন্ধি করিবার যে সংকল্প করিয়াছেন তাহাতে অমত নাই।

বার্লিন ২৯ এ অক্টোবর। সম্রাট উইলিয়ম বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন, জর্ম্মণির সহিত বিদেশীয় রাজগণের কোন গোলযোগ নাই. বিদেশীয় রাজগণের সহিত এই বন্ধুতাই শান্তি রক্ষার প্রতিভূ স্বরূপ। উপসংহারকালে সম্রাট বলিলেন, জর্ম্মণি যে ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা কোন বিদেশীয় সাম্রাজ্য আক্রমণের জন্য নয়, অন্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিনিয়োজিত হইবে।

অত্যন্ত পীড়া বশতঃ কাউণ্ট আর্ণিমকে জামীন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৮ এ অক্টোবর। সৈয়দ এক, বাল্লিমি এস, এ কিন্ডিনের জন্য কটিলপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বরিশালের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর, ব, কে, ফেলার মুন্সীগঞ্জ উপবিভাগের ভার পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু যাদবচন্দ্র গোস্বামী কটিলপুরে রহিলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর রাজকালী মুখোপাধ্যায় ঢাকায় রহিলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর এ, সি মাকাবিক ফরিদপুরে রহিলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, এম, এণ্ড সাসবাম বিভাগের ভার পাইলেন।

জে, কেনিডি প্রেসিডেন্সী বিভাগের একজন সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ডবলিউ বি ওলডহাম বিচারের জন্য

মেদিনীপুরের ডপুটী ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বাঙ্গমহলের অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর আবাসাহ হুমিলটনকে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অপসৃত করা হইল।

এ, ডবলিউ পালমর, এ, সি, এস, কিছু দিনের জন্য ভবানীপুর, বিভাগের ভার পাইলেন।

৩রা নবেম্বর। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর এ, এ, ওয়েস, পাটনায় রহিলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, এচ বি, ষ্টাইন ছুটী লইয়া বিলাতে গমন করিলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, গিলেন, চট্টগ্রামে অবস্থিতি করিবেন

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, আর এচ, কোলিয়র বগুড়ায় বিভাগের ভার পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, জে, এচ ফেরেল আটিয়া উপবিভাগের ভার পাইলেন।

আটিয়া বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, এম, মিসি ত্রিপুরায় বদলী হইলেন।

ডবলিউ আর মিলার ঢাকায় একজন সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী কেরেম আলী কিছু দিনের জন্য সাওতাল পরগণায় সেটেলমেণ্ট আফিসরের ক্ষমতা পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এচ, রাইলাণ্ড ২৪ পরগণায় সদর ষ্টেসনে রহিলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণী কুমার দে ঢাকার সদর ষ্টেসনে রহিলেন

২৭ এ অক্টোবর। কটক হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার অন্তর্গত সমুদয় এণ্ট্রেন্স ইনস্পেক্টর হইলেন।

৩রা নবেম্বর, বাবু হরকিশোর রায় মুন্সী গঞ্জ খাস বোর্ডের সেক্রেটরীর কার্য্য হইতে অপসৃত হইলেন।

স্কুল অফ আর্টের বাবু কালীকুমার দাস মুন্সী গঞ্জ খাস বোর্ডের সেক্রেটরীর কার্য্য করিবেন।

বিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটরি।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

৩০এ অক্টোবর। জে, কেনিডি (যিনি প্রেসিডেন্সি বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন, এবং যশোহরে আছেন) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৩রা নবেম্বর। ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল হাই প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ বি, মিলার (যিনি ঢাকা বিভাগের একজন সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটরি।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ৩০ এ অক্টোবর।

নদীর নাম	সর্ব্বনিম্ন জল।	
ভাগীরথী।		
	ফীট	ইঞ্চ
চৌয়াশির নীচে	১৩	৩
ছুরপুর ৩ মাইলের মধ্যে	৪	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১০	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১১	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৭	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১০	
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	৭	০
ভাতারপাড়া	৪	৬
তথা হইতে হাটবোলিয়া	৯	
তথা হইতে কট ১ নং	১৯	৪
তথা হইতে বোলমারি	৮	৬
তথা হইতে আলিকদহ	১২	
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	১২	৩
জলঙ্গী।		
মোহানায়	২	

সন ১৮৭৪ সালের ২ রা নবেম্বর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	১৫	৬

বহরমপুর
১৮ নবেম্বর
১৮৭৪

} ষ্টি, এইচ উইল্ক সি, ই,
একজিকিউটিণ্ড ইনিয়র
নদীয়া বিবাদ বিবেচন।

১৮৭৪ অব্দের নবেম্বর (১২৮১ সালের কার্ত্তিক) মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে নিম্নে তাঁহাদের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়
দেহকুদা
" " অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—উলা।
" " কিসুসিংহ রায়—নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর।
" " ললিতমোহন রায়—চকদীঘী।
" মৌলবী আবদুল মজিদ—শ্রীহট্ট।
" " কৃষ্ণমোহন মিত্র—জয়নগর।
" " ঈশানচন্দ্র রায়—উকীলাবাদ।
" মুন্সি গোলাম আলীমিয়া চৌধুরী সাহেব
মাদারিপুর।
" " ললিতমোহন সরকার—শ্রীপুর।
" রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র
খণ্ডকইগড়।
" " মহানন্দ রায়—সুবর্ণপুর।
" " বরিশাল বঙ্গবিদ্যালয়ের
প্রধান শিক্ষক।
" " নবকুমার চৌধুরী—খাসা লাড়ু।
" " চন্দনডুবা দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী
জমীদার সাহেবন্দর
" " রাজনারায়ণ কোঙর—বোসড়া।
" পণ্ডিত জয়নাথ দাস—ময়নীপুর।
" " নবীনচন্দ্র কোঙর—সেখপুর।
" বাদিপুর বাঙ্গালা স্কুলের সেক্রেটারি
" মুন্সি এমদাদ আলি মোক্তার—ত্রিপুরা।
" " পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়—শুখপুকুরিয়া।
" " যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—ভাপরা।
" " কার্ত্তিকচরণ সিংহ জমীদার—মধুপুর।
" কেশবদাস গোলাপচাঁদ সুরব
বালুচর।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপদ ঘোষাল - বিক্রমমঞ্জ ৫৷৷০
" " শিবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলাবেপুর। ৫৷৷০
" " নবীনচন্দ্র গুপ্ত—যাদবপুর ১০
" " ইন্দ্রনারায়ণ তেওয়ারি
বর্দ্ধমান। ১০
" " নন্দিনাথ বসুরা—আসাম ১০
" " মথুরামোহন রায়—কলিকাতা ১০
" রাচ পব্লিক লাইব্রেরি ১০

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৮শ ভাগ। ১ সংখ্যা।

" প্রবক্ষ্যামি গ্রন্থসিদ্ধিমস্য পার্থিবঃ সম্যঙ্মনা অমিশ্রফলভাগী ন সংশয়ঃ। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ১ লা অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭৪। ১৬ ই নবেম্বর।
মফস্বলে ডাকমাসুলসহিত অগ্রিম বার্ষিক ১২৲ বার টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৬৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

শব্দদীধিতি অভিধান ২য় সংস্করণ।

এবারে ধাতু প্রকৃতি প্রত্যয় সমাস প্রভৃতি বিশ্লেষিত হইয়াছে, অনেক নূতন শব্দ সংযোজিত হইয়াছে এবং যে যে স্থানে ভুল ছিল, তৎসমুদয়ও সংশোধন করা গিয়াছে। পুস্তকের কলেবর প্রায় দেড় গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। আট পেজী ফর্ম্মার ৯২৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য চারি টাকা। বিদেশীয় গ্রাহকদিগের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, স্কুল-বুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে, কলুটোলা সত্যরাম বসাকের লেন ১ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং ৮।৷ নং মর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে আমার নিকট পুস্তক বিক্রীত হইয়া থাকে।

পটলা নর্ম্মাল স্কুল
১৫ এ কার্ত্তিক ১২৮১
শ্রীশ্যামচরণ চট্টোপাধ্যায়।

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশমান, প্রতি খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০ প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র।

সভ্যসমাজকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে "গ্রীণ ব্যাঙ্ক" নামক মণ্ডপের বাক্স (যাহাতে ২ প্রকারের ঔষধ ১ সপ্তাহ করিয়া ২ কৌটাতে) প্রস্তুত আছে। ইহা ব্যবহারে সংবিরেচক ও অম্লরসের চিরানুভূত ও পূর্ণ পরিপাক প্রাপ্তি হইয়া অমোঘ বীর্য্য ও সদ্যফলদ। ইহার প্রভাবে ২।৩ দিবস পর্য্যন্ত ছুট ফট করিতেছে এমত গর্ভিণী ২ সপ্তাহের মধ্যে বেদনা শান্তি পাইয়া সুস্থ হয় এবং কাল পূর্ণ করিয়া সুখপ্রসবিনী হয়। চিকিৎসক ও ডাক্তর মহাশয়েরা ইহার অব্যর্থ প্রভাব অনুভব করিবেন। আমাশয় গর্ভাশয় ও মূত্রাশয় বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রান্ত্র এ সকলের বৈকারিক শমন করিয়া স্বাস্থ্যকর হয়। গর্ভিণীদিগের অবশ্য সেব্য। এক বাক্সের মূল্য ৬ টাকা, প্যাকীং চার্জ্য ও মাশুল ৷৷০ আনা, মোট ৬৷৷০ টাকা। ইহার সহিত মুদ্রিত ব্যবস্থা পত্র প্রেরিত হইবেক।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী কবিরাজ
সাহিত্য মেডিকেল হল
লক্ষ্মীবসুতরা বনারস।

১০০ টাকা পুরস্কার।

ঈশ্বর সেন নামক আমার চাকর গত মঙ্গলবার রাত্রে নিম্নলিখিত তিনটি দ্রব্য অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহার চেহারা কালো শ্যামবর্ণ, গায়ে খাটো ফ্লানেলের কোট, একখানা চুনাপাড় ধুতি, ইংরাজী ধরণের চটী জুতা এবং কথা কহিলে নাকী সুর বাহির হয়। বোধ করি বয়স আন্দাজ ৩১ কি ৩২ বৎসর হইবে। কথা পূর্ব্ব দেশের মত আর আকার প্রকারটী যশোহর জেলার এ জাতি উহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিল। যে ব্যক্তি উহাকে সন্ধান মত ধৃত করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে এক শত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

হরিনাভি
১৪ এ আশ্বিন
১২৮১ সাল
শ্রীনবীনচাঁদ ঘোষ।

কোম্পানির কাগজ।

সন ১৮৬৫ সালের ১ লা মে তারিখের ৪ টাকা সুদের ০০৭৮৫৭ অঙ্ক, ৫৮০ টাকা এক কৌটা ২১০০

সন ১৮৪৩। ১ লা ফেব্রুয়ারি ঐ সুদের ০২৪৭৮৩ অঙ্ক ৭৮৩৬ নং এক কৌটা ১০০০

ঐ সন তারিখের ঐ সুদের ০১২৫৩৮ অঙ্ক ১৫৯০৯ নং এক কৌটা ৫০০

ঐ সন ঐ তারিখের ঐ সুদের ০১১৭৯৮ অঙ্ক ১০৩৫ নং এক কৌটা ৫০০

ঐ সন তারিখের ঐ সুদের ০১০০৬১ অঙ্ক ২০৬৮৭ নং ৫টি কৌটা ২১০০

সন ১৮৫৬। ৩১ এ মার্চ্চ ঐ সুদের ০০৫৬৫৫ অঙ্ক ২৮৩৬ নং এক কৌটা ১৫০০

সন ১৮৭২। ৩০ এ জুন তারিখের ঐ সুদের ০১২৮৮৫ অঙ্ক ৪২৯৬৭ নং এক কৌটা ১০০০

ঐ সন তারিখের ঐ সুদের ০১২৮৮৫ অঙ্ক ৩৮১১৭ নং এক কৌটা ১৫০০

১০১ ,

আট কাগজ সমেত ছাড়ি টাকার ১ টা ৬ টাকার মধ্যে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ও অন্যান্য কাগজ ছিল।

গবর্ণমেণ্টের বণ্ডোদ্ধি নাম.

এল ৫০ নং ০৯৭৮০ ১০০০ ১০০১ ।
৩৯৭১৯ নং ৪ কৌটা ১০০ টাকার মধ্যে এক কৌটা ১০০ ১ ৫০ ১০৫
বাদে তিন কৌটা" ৩০
এল ১৯ নং ০২৩৬৮ ৫০ ১০০ ৫০
১৫০
ইহা ব্যতীত নগদ টাকা ১০৪
১২৬

৮ কাগজের স্থলে চেক এক রেট		৮১
" " এক কোটা		৫০
" এক কোটা		২৮
		১৬০

ইলিপএক ট্যাক্স ৫ ৭ আনা ও লোহার সিন্দুকের চাবি ও হাতা, পুরাতন কাপেটের বেগ।

ভারত সংস্কারক কাগজে কম্পোজের ভুলে ১৪০০ টাকার কোং কাগজের অফ্ নম্বরের ২৮০ নং স্থানে ২৮৩৬ হইবে ও কবোস সোটের এল ০২১ স্থলে এল ৫০ হইবে ও ৩১১১০ স্থলে ৩৯১১৭ হইবে।

ও সুদের চেকটিন কোং।য় ১২০ টাকার ও লোহার সিন্দুকের চাবি ইত্যাদির উল্লেখ হয় নাই।

" বংশ রক্ষা বিষ " নামক বটী।

জনৈক কোটীয় সিদ্ধ যোগাচার্য্য জটিল মন্ত্রতন্ত্রাদি কহিয়াছেন যে বন্ধ্যাত্বাদি নানা দোষ ঘটে তাহা এতৎ সেবনে অবশ্যই তিরোহিত হয়। ৩ সপ্তাহের উপযোগী মূল্য সাধু ডাক মাশুল একত্রে ১০ টাকা মাত্র। গর্ভসঞ্চারের প্রয়াস ও শ্রমের সাফল্য হইবে, তখন মাত্র বাগ্যুক্ত পুরস্কারের প্রত্যাশা করিবেন। ইতি।

শ্রীহরিদাস কবিরাজ
কাশী বৈদ্যবনাম।

হেম নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট, নাম্বর ৯৯ কলেজ লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বক্তব্য প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, মূল্য ৸০ আনা ডাক মাশুল ১০ এক আনা।

রাজবাটীর হিন্দুস্কুলের কলিকাতা } শ্রীশুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তুত নির্দ্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ফ্লেক বর্ণা প্রভৃতি নির্দ্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নির্দ্মিত সাইফন জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেক্সিকোতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরফ এণ্ড কোং।

গুপ্তরত্ন॥

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা পটোলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং বাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিসংখ্যা খণ্ড ৩ ও প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৸০ তিন আনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল বাবদ ১০ অষ্ট আনা দিতে হইবে।

শ্রীমন্মথকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য কুসুম।

উপরি উক্ত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ ডাকমাশুল ৵০। ষাণ্মাসিক ডাকমাশুলসমেত ৸৵। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৵। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা হুগলি বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীযুক্ত হিজবকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পত্রাদি পাঠাইবেন।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিদ্যেশ্বর বিলাপ	৷৹	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৵০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৵০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাশুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে গোপালপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

১ লা অগ্রহায়ণ সোমবার।

ভারতবর্ষ বিষয়ে ইউরোপীয় লিখের অনভিজ্ঞতা।

একজন পশ্চিম দেশীয় অধ্যাপক ছাত্রদিগকে অমরকোষ পড়াইতেছিলেন। নারিকেল শব্দের পর্য্যায় উপস্থিত হইলে একজন ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল নারিকেল বৃক্ষ কি প্রকার? অধ্যাপক উত্তর দিলেন, দক্ষিণ দেশ প্রসিদ্ধ লতা বিশেষ। যে বিষয় জানা না থাকে, তাহাতে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে গেলে প্রায়ই এইরূপ কৌতুকের ঘটনা থাকে। ভারতবর্ষসম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের কেবল যাকোনর, কখনো কখনো এইরূপ অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাক্যগত অনভিজ্ঞতায় বিশেষ অনিষ্ট হয় না, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের তাহাতে কৌতুক জন্মে, এই মাত্র। কিন্তু কার্য্যগত অনভিজ্ঞতায় বহুল অনর্থ উৎপন্ন হয়। ১৮৫৭ অব্দের টোটাব্যাপার নীলকরি কাণ্ড ও পাবনার প্রজাবিদ্রোহ প্রভৃতি এই অনভিজ্ঞতার ফল। সেদিন

হাজারিবাগের জেলের হিন্দু কয়েদি দিগকে মৃণ্ময় পাত্রে ভোজন করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, সেটীও এই অনভিজ্ঞতার ফল। ১৮৫৮ অব্দের ১১ ই মে সেণ্ট জেমস হালে এক সভা হয়, তাহাতে লোর্ড সাহেব বলিয়াছিলেন (১) শিখেরা ভারতবর্ষীয় নয়! (২) ভারতবর্ষীয়েরা মিশনরিদিগের নিকটে সন্তানের শিক্ষা দানার্থ সবিশেষ যত্নবান! (৩) ভারতবর্ষীয়েরা লাভ কানিঙের উপরে অতিশয় বিরক্ত!!

সেদিন বাঙ্গালাদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর জর্জ্জ কাম্বেল সোসিয়াল সায়েন্স কন্‌গ্রেস সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অতি কৌতুকাবহ অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। ভারতবর্ষে যে প্রকার প্রজা বৃদ্ধি হইতেছে, তদুপযোগী শস্য জন্মিতেছে না। তাহাতেই দুর্ভিক্ষ ঘটিতেছে! এই মত সম্প্রতি প্রচারিত হওয়াতে ইহার প্রতিকারার্থ অনেকে অনেক প্রকার উপায়ের উদ্ভাবন করিতেছেন, সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেবও ঐ বিষয়ে উদাসীন নহেন। দেশান্তরে উপনিবেশ সন্নিবেশ কতকগুলি লোকের মত। কাম্বেল সাহেব তদ্মত প্রবিষ্ট। তিনি বলেন, যাহাতে অধিকতর অধ্যবসায় ও ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রয়োজন, ইউরোপীয়েরা সেই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন তাঁহাদিগের গৃহকার্য্য সম্পাদন কে করে? ইংরাজীতে শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়দিগকে তাঁহাদিগের গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। কাম্বেল সাহেবের অভিপ্রায় এই, তাহা করিলে ভারতবর্ষীয়দিগের দেশান্তরে উপনিবেশ করা হইল, অথচ তাহাদিগের জীবিকার সংস্থান হইল। কি চমৎকার অভিজ্ঞতা! তিনি ভারতবর্ষে অনেক দিন বাস করিলেন, বাঙ্গালাদেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কাজ করিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এদেশের লোকের স্বভাব ও চরিত্রের বিষয় জানিতে পারিলেন না। ভারতবর্ষে যাঁহারা ইংরাজী শিখিতেছেন তাঁহাদিগের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থাদি উচ্চশ্রেণীর লোক। ইঁহারা ইউরোপীয়দিগের গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন সর জর্জ্জ কোন্ অভিজ্ঞতাবলে ইহা স্থির করিলেন? ভারতবর্ষে জাত্যভিমান প্রবল। উচ্চজাতীয়েরা প্রাণান্তেও নীচ কর্ম্ম পরের গুরুমার্জ্জনাদি করেন না। আর, নীচ শ্রেণীর যে সকল লোক ইংরাজীতে শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারাও শিক্ষা বলে আপনাদিগকে অভ্যুন্নত জ্ঞান করিয়া পৈতৃক নীচ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা যে ইউরোপে গিয়া ইউরোপীয়দিগের গৃহ কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন, ইহা কি সম্ভাবিত হয়? যাঁহারা স্বদেশে নীচ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহারা পর দেশে গিয়া সেই নীচ কর্ম্ম অবলম্বন করিবেন, কাম্বেল সাহেব কোন্ অভিজ্ঞতার চক্ষে ইহা দর্শন করিলেন? আমাদিগের বোধ হইতেছে, ভারতবর্ষীয়দিগের বিষয়ে কাম্বেল সাহেবের বহুকালের যে সংস্কার ছিল, তাহাই মুক্তদ্বার হইয়া প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ভারতবাসিদিগকে বুদ্ধি ও বলবীর্য্যাদি সকল বিষয়েই নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন, অতএব ইহাদিগকে নিকৃষ্ট গৃহকর্ম্ম ভিন্ন অন্য উচ্চ কর্ম্ম দিবার তাঁহার ইচ্ছা জন্মিবে কেন? তিনি যত দিন লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তত দিন নিকৃষ্ট ভাবেই ইহাদিগের উন্নতি সাধন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সবডেপুটি পদের ও কাম্বেলি পাঠশালার সৃষ্টি তাহার প্রধান প্রমাণ। যাহা হউক, যাঁহারা ইংরাজী পড়িতেছেন তাঁহারা এই বেলা সাবধান হউন। কাম্বেল সাহেব যদি তাঁহাদিগের দুর্ভাগ্য ক্রমে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইয়া আইসেন, তিনি এক্ষণে যেরূপ তাকালে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, হয় ত তাঁহাদিগের তাহাই ঘটিয়া যাইবে! অনেকে ভারতবর্ষে গবর্ণর জেনরল গবর্ণর ও লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হইয়া গেলেন বটে কিন্তু কাম্বেল সাহেবের মত এমন ক্ষুদ্র মন কাহারই দেখা যায় নাই। তিনি লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হইয়া তাঁহার অধীনস্থ যাবতীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, আপনার অধ্যবসায়শীলতা ক্রিয়াকারিতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন বটে কিন্তু কোন বিষয়েই মহামন স্বভাব পরিচয় দিয়া যাইতে পারেন নাই, এটী বড় দুঃখের বিষয়।

-০:০-

প্রজা না স্বার্থ রাজার প্রধান।

রাজা ও প্রজা উভয়ের যে প্রকার সম্বন্ধ, তদ্বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, রাজার অন্য কোন স্বার্থই প্রজার কল্যাণ অপেক্ষা প্রধান নয়। প্রজাই রাজার সম্পত্তি, প্রজার মঙ্গলেই রাজার মঙ্গল, প্রজার পালন রাজার পরম ধর্ম্ম। কিন্তু আবকারি সম্বন্ধে ইদানীন্তন রাজগণের যেরূপ বন্দোবস্ত দেখা যায়, তাহাতে প্রজার মঙ্গল অপেক্ষা রাজার অন্য স্বার্থ প্রধান এই জ্ঞানই জন্মিয়া থাকে। অহিফেন সেবনে চীনেরা উৎসন্ন হইতেছে, তাহাদিগের বলবীর্য্যাদি সমুদায় ক্ষয় পাইতেছে, অধিক কি তাহারা অহিফেনসেবী হইয়া মনুষ্যত্ব হইতে রহিত ও নিতান্ত অপদার্থ হইয়া যাইতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি এই শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া মধ্যে মধ্যে এই আজ্ঞা প্রচার করিতেছেন চীন দেশে কেহ অহিফেন উৎপাদন করিতে পারিবেন না। তাঁহার এ চেষ্টাটী প্রজার হিতার্থ সন্দেহ নাই। এচেষ্টা দর্শন করিলে আপাততঃ বোধ হয়, তিনি আপনার রাজস্বলাভ অপেক্ষা প্রজার মঙ্গল প্রধান জ্ঞান করিয়া থাকেন, কিন্তু

কার্য্যে সেরূপ বোধ হয় না। তাঁহার ঐ আজ্ঞা বাক্যমাত্রের পর্য্যবসিত হইতেছে, কার্য্যে পরিণত হইতেছে না তিনি অহিফেন ঘটিত রাজস্ব লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, সুতরাং তাঁহার স্বকৃত আজ্ঞার অন্যথা কার্য্য সম্পাদনে অশক্ত হইতে হইতেছে।

এস্থলে আর একটী বিষয়ের বিবেচনা কর্ত্তব্য। তাঁহার একার চেষ্টাতে কৃতার্থতা লাভ সম্ভাবনা নাই, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভ নিতান্ত আবশ্যক। বোধ করি চীনেশ্বর নিজ রাজ্যে অহিফেনের উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তথায় অহিফেন বিক্রয় করিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রজাগণের যে অনিষ্ট হইতেছিল, তাহাই হইতে লাগিল, তবে তাঁহার নিজ রাজ্যমধ্যে অহিফেনের উৎপাদন রহিত করিয়া কি ইউলাভ হইল? তিনি যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অহিফেন বিক্রয় চেষ্টার প্রতিরোধ করেন, এখনই তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়া উঠিবে: ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এ কার্য্যটী প্রশংসনীয় নয়। মিত্র রাজার অধীনস্থ প্রজার রক্ষা বিষয়ে তাঁহাদিগেরও হস্তাবলম্ব দান কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ অংশে যে প্রজার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহারও একবার বিবেচনা করা উচিত। প্রথমে উদাহরণস্বরূপ ১৮৭১—৭২ অব্দের আবকারি ও অহিফেনে যে উপস্থিত হইতেছে। অহিফেনে ৮০৩৮৫০০০ টাকা এবং আবকারিতে ২৩৫১১০০০ টাকা আয় হয়। আবকারি যেমন বিপুল প্রজার অনিষ্টও এই পরিমাণে তেমনি বৃহৎ। বিপুল অনিষ্ট না করিয়া এ আয় হয় না। সকল দেশেই আবকারি ঘটিত আয় আছে বটে, কিন্তু এদেশে মাদক সেবনে যে প্রকার অনিষ্ট ঘটে অন্য কোন দেশে সেরূপ হয় না। উষ্ণপ্রধান দেশ মাদক সেবনের যোগ্য স্থান নহে। এখানে মাদক সেবনে বুদ্ধি বিদ্যা শরীর অর্থ সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে সকল ব্যক্তি অত্যধিক মাদক সেবন করে, তাহারা কেবল লক্ষ্মীছাড়া হয় এরূপ নয় অধিক কাল জীবিত থাকে না। কেবল এই মাত্র অনিষ্ট নয়, মাদকসেবিদিগের অনেকে এক কালে সকল কাজের বাহির হইয়া যায়। যদি গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত বাতুলালয়ের রিপোর্ট দর্শন কর, দেখিতে পাইবে, উন্মত্ত দলের অধিকাংশের মাদকসেবনই উন্মাদের কারণ। আমরা ১৮৬৫ অব্দের বাতুলালয়ের রিপোর্ট হইতে কত লোক কোন্ মাদক সেবনে উন্মত্ত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠকগণ তাহা দর্শন করিলেই আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ১৮৬৫ অব্দে কটক ঢাকা বলদা ময়দাপুর ও পাটনায় গাঁজা খাইয়া ৩৮৯ জন মদ্যপানে ৩৪ অহিফেনে ১৭ এবং চরসে ১ জন উন্মত্ত হয়। প্রতি বর্ষের রিপোর্টে এইরূপ মাদকসেবনে উন্মত্তের নূতন নূতন সংখ্যা দেখিতে পাইবে।

ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্ম্মণি প্রভৃতি ইউরোপ খণ্ডের প্রধান প্রধান দেশে আবকারি বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি আছে বটে কিন্তু আমিয়া খণ্ডে উহার যেরূপ অনিষ্ট কারিতা দৃষ্ট হয়, ইউরোপ খণ্ডে সেরূপ হয় না। ইউরোপ খণ্ড শীতপ্রধান দেশ, সেখানে মাদক সেবনে বরং উপকার হয়। এদেশে অপকার ভিন্ন উপকার নাই। বিশেষতঃ এখানে মাদক সেবনের একটী প্রধান দোষ এই, যাহারা মাদক সেবন আরম্ভ করে, তাহারা নিয়ম রাখিতে পারে না। শীঘ্র মাতাল হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে ইউরোপ খণ্ডে মাদক দ্রব্য নিত্য ভোজ্য মধ্যে পরিগণিত। অতএব নিয়ম রক্ষা করা তত্রত্য লোকের পক্ষে কঠিন হয় না। এদেশে মাদক সেবন কোন ক্রমে সভ্য হয় না বলিয়া শাস্ত্রকারেরা উহাকে বাসন মধ্যে পরিগণিত করিয়া উহার সেবন বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া গিয়াছেন সুরাপানের ত কথাই নাই। শাস্ত্রে সুরাপান মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুস্তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ।

শাস্ত্রকারেরা সুরাপায়ীর সংসর্গ করিতেও বারণ করিয়া গিয়াছেন।

আতিশয় দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের ন্যায় কতকগুলি অহিফেন ক্ষেত্র ও সুরার আলয় করিয়া মাদকসেবী প্রস্তুত করিতেছেন। মাদক সেবননিবন্ধন প্রজার যে সর্ব্বনাশ হইতেছে, স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া তাঁহারা তাহা এক বারও দেখিতেছেন না।

ইহার প্রতীকারের উপায় কি? আমাদিগের বুদ্ধিপথে এই একটী সহজ উপায় উপস্থিত হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট এদেশে অহিফেন উৎপাদন পরিত্যাগ করুন এবং এই আজ্ঞা দিন কেহ গাঁজা ও সুরা প্রভৃতি করিতে পারিবে না, যদি কেহ করে, দণ্ডনীয় হইবে। এই সঙ্গে এই আর একটী আজ্ঞা দিতে হইবে, কেহ ইউরোপীয়দিগের ব্যবহার্য্য সুরা ও ঔষধের উপযোগী অহিফেন ভিন্ন অন্য মাদক দ্রব্য আমদানী করিতে পারিবে না। এরূপ ব্যবস্থা করিলে অনেকের মঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই।

এ উপায় অবলম্বন করিতে গেলে গবর্ণমেণ্টের যে আয়ের ক্ষতি হইবে, তাহার উপায় কি? সে আয়ও সামান্য নয়, প্রায় ১১ কোটি টাকা। গবর্ণমেণ্ট অন্য উপায়ে সে আয় সংগ্রহ করুন।

বোধ কর একজন গৃহস্থের মাসিক ৫০০ টাকা আয় ছিল, তাহার ব্যয়ও ৫০০ টাকা, দৈবাৎ ১০০ টাকা আয় কমিয়া গেল, সে ব্যক্তি সেই আয় বৃদ্ধির কোন সদুপায় অবলম্বন করিবে, না, প্রতিবেশী কোন ধনী গৃহস্থকে বিষপান করাইয়া তাহার প্রাণ সংহার পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিবে?

গবর্ণমেণ্টের ঐ অর্থের ক্ষতিপূরণের তিনটী উপায় আছে। এক, যে ব্যয় না করিলেও চলে তাহা পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয় ব্যয় সংক্ষেপ করা। তৃতীয় নূতন কর করা। (১) ইংলণ্ডে সৈনিক ব্যয় বলিয়া ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে যে ৪ ৬০৩১৪০৸/১ টাকা লওয়া হইয়া থাকে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা ত্যাগ করুন। (২) সৈন্য পূর্ত্তকার্য্য ও রাজপুরুষদিগের নিমলাবাসের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া ৪ কোটি টাকা সংগ্রহ করুন (৩) সম্পত্তির উপরে কর এবং বিলাস দ্রব্য বস্ত্র ও লবণের উপরে কর বৃদ্ধি করিয়া অবশিষ্ট ৩ কোটি টাকা সংগ্রহ করুন, এদেশে বিলাস করবৃদ্ধি হওয়াতে প্রজার যদি কষ্ট বৃদ্ধি হয় তাহাও স্বীকার করা কর্ত্তব্য, তথাপি প্রজার ধন প্রাণ ও ধর্ম্মনীতির সংহার করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা অনাদিগের মতে গবর্ণমেণ্টের অনুচিত মত। গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা।

[illegible]

গত বৎসর কলিকাতা হইতে ৫৬ খানা জাহাজে প্রায় ২৪১১৯ ইণ্ডিনিবাসী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করে। পূর্ব্বাপেক্ষা গত দুই বৎসরে উপনিবেশের সংখ্যা প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। উক্ত বৎসর কলিকাতার ডিপোতে ২৯২১৭ কুলি সংগৃহীত হয়। কুলি সংগ্রাহকের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। তন্মধ্যে উক্ত কুলিদিগের মধ্যে ভক্ত পাঁচসহস্রের ১৯৯৯, অযোধ্যার ৫৮২৩ বিহারের ৫১৯৯, মধ্য বাঙ্গালার কেবল ১১১২ জন মাত্র। পঞ্জাব মধ্য প্রদেশ এবং অন্যান্য স্থান হইতে যাহারা আসিয়াছে তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। বাঙ্গালা ও বেহারের কুলিরা মরিসসে যাইতেই অধিক ইচ্ছুক। বাঙ্গালার পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যা অধিক বটে কিন্তু তথা হইতে কুলি বড় পাওয়া যায় না। ইহার কারণ এই বোধ হয়, তাহারা আসাম ও কাছাড়ের চা-ক্ষেত্রে মজুরি করিতে পারে, সুতরাং তাহারা দূরদেশে গমন করিবে কেন? কুলিদিগের প্রতি যদি সদ্ব্যবহার করা হয়, কুলির সংখ্যা আরো বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু কুলিদিগের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করা হয় না। প্রলোভন দেখাইয়া একবার রেজিষ্টরি করাইতে পারিলে আর নিস্তার থাকে না। তাহাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে লইয়া যাওয়া হয়। আমরা সেদিন প্রত্যক্ষ করিলাম, কলিকাতার ডিপো হইতে বিহার অঞ্চলের একটী স্ত্রীলোক অত্যাচারগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতেছে, রাস্তায় ৫।৭ জন লোক আসিয়া তাহাকে টানাটানি করিতেছে, সে তাহার অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতেছে, কোন ক্রমে যাইতে স্বীকার করিতেছে না। রাস্তায় ৩।৪ শত লোক জমিয়া গেল, পরিশেষে ডিপোর লোকেরা উহাকে গাঠশালায় ধরিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত লইয়া যাইতে লাগিল। সে যেরূপ কাতরস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইল, এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, ওরূপ ঘটনা প্রায়ই হইয়া থাকে। একবার নাম রেজিষ্টরি করাইতে পারিলেই আর ভাবনা থাকে না। যখন কলিকাতার বিষয় এই, বাহিরে গেলে তাহাদের উপরে যে অধিকতর অত্যাচার হইবে তাহার সন্দেহ কি? কেবল আইন করিলে ও মিনিট লিখিলে ও সভায় বক্তৃতা করিলে এ অত্যাচারের নিবারণ সম্ভাবনা নাই। সাধু সদাশয় মহাত্মাদিগের উপরে তত্ত্বাবধানের ভার সমর্পণই এ অত্যাচার নিবারণের প্রধান উপায়।

[illegible]

এদেশীয়েরা সচরাচর এই আক্ষেপ করেন, ভারতবর্ষ যদি কোন দেশীয় রাজার অধীন হইত, এক্ষণে ইউরোপীয়েরা যে সকল প্রধান প্রধান পদ অধিকার করিয়া আছেন, এদেশীয়েরা তাহাতে অধিষ্ঠিত হইতেন সন্দেহ নাই। ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমান ইহার এই উত্তর দিয়াছেন "ভারতবর্ষের প্রাচীন ও বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর তুলনা করিয়া দেখা আবশ্যক। যদি এদেশীয় শাসন প্রণালী ইংরাজী শাসন প্রণালীর ন্যায় উৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এদেশীয়দিগের প্রধান প্রধান পদগুলি না পাইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু ইংরাজী শাসন কার্য্য যদি উৎকৃষ্টতর নীতি অনুসারে সম্পাদিত, ইহার উদ্দেশ্য সকল মহত্তর এবং যে নীতি অনুসারে শাসন কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, তাহা উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত বিজ্ঞ ইংরাজেরাই বুঝিতে পারেন, এরূপ প্রমাণ হয়, তাহা হইলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ইংরাজীতে শিক্ষিত এদেশীয় ব্যক্তিদিগকে শাসন কার্য্যের প্রধান প্রধান পদ দেওয়া উচিত হয় না।"

ইংরাজী শাসন প্রণালী যে উৎকৃষ্ট আমরা তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ভারতবর্ষে যে শাসন প্রণালী [illegible] হইতেছে, ইংরাজ [illegible] অপেক্ষা হস্তস্থিত [illegible] করিবার

অধিক উপযুক্ত আমরা একথা স্বীকার করি না। ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমানের এ অংশে ভ্রম জন্মিয়াছে। এদেশের যে সকল ব্যক্তি উদার শিক্ষা লাভ করিয়া উচ্চতর যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এদেশের প্রজার সহিত ব্যবহার সম্পর্কে যেমন উপযুক্ত, ইংরাজেরা সেরূপ নহেন। এদেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা এদেশের সর্ব্বসাধারণের মনের ভাব রীতি নীতি প্রভৃতি যেরূপ বুঝিতে পারেন, ইংরাজেরা বহুচেষ্টা পাইয়াও তাহা বুঝিতে পারেন না। ইংরাজদিগের অন্য অন্য অংশে এদেশীয়দিগের অপেক্ষা প্রাধান্য থাকুক আমরা যে বিষয়ের কথা কহিতেছি, সে বিষয়ে এদেশীয়দিগের প্রাধান্য আছে ইংরাজেরা এদেশের সর্ব্বসাধারণ লোকের সহিত ব্যবহার সম্পর্কে যে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই, আমরা তাহার দুটী প্রমাণ দিতেছি। প্রথম, যে সমস্ত ইংরাজ রাজপুরুষ প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন ও হইতেছেন তাঁহাদিগের অধিকাংশের কার্য্য এ দেশের লোকে সন্তুষ্ট নহেন। [illegible] সাহেব ও মেডলিকট সাহেবের কর্ত্তৃত্ব কাল ইহার নিদর্শন। দ্বিতীয়, অধিকাংশ প্রধান রাজপুরুষের এতদ্দেশীয় অভ্যুদয়ীয় বিষয়ের অভিজ্ঞতার অভাব, তাঁহাদিগের অনেক পদের মুখে কালি থাকে না, সুতরাং তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্য সকল সন্তোষজনক হয় না।

যাঁহারা চিত্ত অনুরাগে এদেশীয়দিগের কর্ত্তৃত্ব করণ সঙ্কুচিত করিতেছেন, যাঁহাদিগের মনে এদেশীয়দিগকে বিশ্বাস ও আপনাদিগকে জেতা বলিয়া অভিমান আছে, তাঁহারাই এদেশীয়দিগকে অনুপযুক্ত জ্ঞান করেন। তাহার একটী প্রমাণ হইতেছে

ডাক্তার গ্রিণ সাহেবের হস্তে শ্রীরামপুরের চিকিৎসা ভার সমর্পিত আছে, একণে একজন হিন্দু মেডিকেল অফিসরের হস্তে ঐ ভার ন্যস্ত করিবার কথা হইতেছে। ইহাতে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিয়াছেন, তথায় গ্রিণ সাহেবকেই রাখা উচিত। গ্রিণ সাহেবকে তথায় রাখিবার পক্ষে ফ্রেণ্ডের যুক্তি এই, তথায় বহুসংখ্য লোকের বাস, তাহার মধ্যে অনেক ইউরোপীয়ও আছেন।

ইউরোপীয়েরা চিকিৎসা বিষয়েও যে এদেশীয়দিগের অধীন হন, ফ্রেণ্ডের অভিমত নহে। ফ্রেণ্ডের আবার ভারতদ্বেষী এইরূপ অনেক ফ্রেণ্ড আছেন। তাঁহারাই এদেশীয়েরা অনুপযুক্ত অনুপযুক্ত বলিয়া হুজুক তুলিয়া দেন। কিন্তু যাঁহাদিগের চিত্ত ঔদার্য্যগুণসম্পন্ন তাঁহারা একথা বলেন না, তাঁহারা এদেশীয়দিগকে উন্নত পদ দিবারই অনুরোধ করিয়া থাকেন। একজন ইতিহাস লেখক ইংরাজ লার্ড কর্ণওয়ালিসের রাজনীতির পর্য্যালোচনাকালে লিখিয়াছেন "লার্ড কর্ণওয়ালিস যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রচলন করেন, তাহাতে তাঁহার বহুদর্শিতার পরিচয় হইয়াছে বটে কিন্তু একটী মহৎ ভ্রমাত্মক কার্য্যদ্বারা ব্যবস্থাগুলি কলঙ্কিত হইয়াছে। তিনি এদেশীয়দিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেশের যাবতীয় রাজ কার্য্যের ভার কোম্পানির সিবিল সর্ব্বাণ্ট দলের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ফৌজদারী সম্বন্ধে দেশীয় কর্ম্মচারির মধ্যে কেবল এক দারোগা রহিলেন। তাঁহার মাসিক বেতন ২৫ টাকা মাত্র। দেওয়ানী কার্য্য ভার মুন্সেফের উপরে সমর্পিত হইল। তাহারও আবার বেতন ছিল না। তিনি সকলমার কমিসন পাইতেন। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় বিচারপতির বেতন মাসিক ২৫০০ টাকা হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জেতৃগণের অধিকারে কয়েকটী কার্য্য ভিন্ন প্রায় সমুদায় কার্য্যেই এদেশীয়দিগের অধিকার ছিল। ইহাঁরা মন্ত্রণা ও সেনাপতির পদ পর্য্যন্ত পাইতেন। কিন্তু ১৭৯৩ অব্দের দুরন্ত রাজনীতি এদেশীয়দিগের সমুদয় আশাপথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিল"। ইত্যাদি।

উদারচেতা লার্ড বেণ্টিঙ্ক যখন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলের পদে অধিষ্ঠিত হন, তিনি কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের এদেশীয়দিগের প্রতি এই দুর্ব্ব্যবহার দর্শনে দুঃখিত হইলেন এবং আবশ্যক হইলে ইহাঁদিগের উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তিনি যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে অপ্রতিভ হইতে হয় নাই। এদেশীয়েরা নিজগুণে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তিনি যদি ইদানীন্তন রাজনীতিজ্ঞদিগের ন্যায় ক্ষুদ্রাশয় হইতেন, আজি কি সভ্যদেশীয়েরা এদেশীয়দিগের ক্ষমতার পরিচয় পাইতেন? ফল কথা এই, কতকগুলি অভিমানী ক্ষুদ্রাশয় ইউরোপীয়ের বিদ্বেষ প্রভাবে ভারতবর্ষের মহা অনিষ্ট ঘটিতেছে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টও যে তাহাদিগের বাক্যে মোহিত হন, এটী আতিশয় ক্ষোভের বিষয়। এ বিষয়ে আমাদিগের অধিক বক্তব্য নাই, কেবল এই এক বক্তব্য, ভারতবর্ষ ভারতবাসিদিগের পৈতৃক বাসস্থান ইহারা উপযুক্ত হইয়াও কতকগুলির বিদ্বেষ প্রভাবে সেই পৈতৃক স্থানের উচ্চপদে বঞ্চিত হইতেছেন, এটী কেমন অন্যায় কাজ গবর্ণমেণ্ট যেন একবার এ বিষয়টী বিবেচনা করেন।

আনন্দময়ে মন বসু ও কৃতবিদ্য হলের জন্ম।

বাবু আনন্দমোহন বসুর ন্যায় সুবুদ্ধি লোক বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অল্প

দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালিদিগের মধ্যে কেহ আজিও রাজাদার হইতে পারেন নাই। তিনি নূতন ঐ উপাধি লাভ করিয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিলেন। এই নিমিত্ত আমরা তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছি না। পঠদ্দশা অবধি তিনি যখন যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই অসামান্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। এ কিছু তাঁহার নূতন পরিচয় নয়। আমরা তাঁহার বুদ্ধির এই প্রশংসা করিতেছি, যে তিনি তাঁহার পূর্ব্বগত ইংলণ্ডপ্রত্যাগত ভ্রাতৃগণের ন্যায় কিবিঙ্গি সাজিয়া বঙ্গদেশে উপস্থিত হননাই এবং "ডটি বাঙ্গালি" বলিয়া বাঙ্গালিদিগের সহিত সর্ব্ব প্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করেন নাই।

আমরা দেখিতে ও শুনিতে পাই, পূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালি সিবিল সর্ব্বাণ্ট ও বারিষ্টর হইয়া এদেশে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের উল্লিখিত দুর্ব্ব্যবহার নিবন্ধন বিজ্ঞ অবিজ্ঞ সকল লোকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। যদি বল পরিচ্ছদে আইসে যায় কি? তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ যেন ভিন্ন হইল, মন ত ভিন্ন হয় নাই। যে সকল বাঙ্গালি ইংলণ্ডে যান নাই, তাঁহারা যেমন বাঙ্গালা দেশের শুভচিন্তা করেন, উহাঁরাও তেমনি চিন্তা করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা দেশের প্রতি উহাঁদিগের স্নেহের কিছুমাত্র ত্রুটি নাই, তবে দোষ কি?

দোষ এই, তাঁহারা যে প্রকার ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে এদেশের লোকের সহিত তাঁহাদিগের পরস্পর স্নেহ ও সদ্ভাব থাকিবার সম্ভাবনা নাই। প্রথমতঃ পরিচ্ছদ দেখিয়াই তাঁহাদিগকে ভিন্ন জাতীয় বলিয়া বোধ হয়। ঈশপের গ্রন্থে পরপক্ষপ্রার্থী দাঁড় কাকের প্রসিদ্ধ গল্পই আছে। পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনই বা কি? আমাদিগের কৃতবিদ্যগণ যে পরিচ্ছদ পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা কি কুৎসিত? তাহা পরিয়া কি ভদ্রসমাজে যাওয়া যায় না? ইংরাজেরা কি সে পরিচ্ছদ দর্শন করিয়া ঘৃণা প্রদর্শন করেন?

পরিচ্ছদের কথা ত এই গেল, তদ্ভিন্ন, তাঁহারা বাঙ্গালিদিগের কাছে থাকেন না, বাঙ্গালিদিগের সহিত মিশেন না, বাঙ্গালিদিগের কোন বস্তু ভাল বাসেন না। এরূপ অবস্থায় পরস্পরের সৌহার্দ্দ ও প্রণয় থাকিবার সম্ভাবনা কি? এরূপ ব্যবহারে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মন ঔদাসীন্য অবলম্বন করে সন্দেহ নাই। এদেশের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিরাই ইহার নিদর্শন। এদেশীয়েরা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিদিগকে স্বজাতীয় বলিয়া জ্ঞান করেন না; উহাঁরাও এদেশীয়দিগের সহিত মিশিতে চান না। পরস্পরের ভাব ও ব্যবহার দেখিয়া পরস্পরের সুখে দুঃখে পরস্পরের অণুমাত্র সমদুঃখসুখতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। পরস্পর ঘনিষ্ঠতা ব্যতিরেকে পরস্পর সমদুঃখসুখতা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতির এমন নিয়ম নয়। দূরদেশ বাসী পুত্রেরও প্রতি পিতার স্নেহের ন্যূনতা হইয়া আইসে। অপরের কথা দূরে থাকুক।

এই এক বিষয় বলিয়া নয়, অনেক বিষয়ে কৃতবিদ্য দলের বুদ্ধির অল্পতার পরিচয় হইতেছে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মকেই আমরা আর একটী উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিলাম। রাজা রামমোহন রায় বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপন করেন। সমাজসংস্কারক ও ধর্ম্ম সংস্কারকে যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, তাঁহার সেগুলি সম্পূর্ণ ছিল। তাঁহার বুদ্ধিও কেবল অগাধ ছিল এরূপ নয়, তাঁহার বিলক্ষণ দূরদর্শিতা ছিল। তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মটীকে বদ্ধমূল করিবার অভিপ্রায়ে শ্রুতিকে মূল করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। শ্রুতিকে মূল করিলেই ঈশ্বরকে মূল করা হইল। যে ধর্ম্মের মূল ঈশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বর স্বয়ং ধর্ম্ম করিতেছেন এরূপ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, সেই ধর্ম্মই জগতে বদ্ধপ্রতিষ্ঠ ও স্থায়ী হইয়াছে। একে একে সমুদায় ধর্ম্মের মূল অন্বেষণ কর, দেখিতে পাইবে, ঈশ্বর সেই সেই ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া ধর্ম্মকর্ত্তারা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যেরা বলেন, ঈশ্বর মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বেদ করিয়াছেন। বাইবলে আছে ঈশ্বর মুষাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। মহম্মদ ঈশ্বরের নিকটে গিয়া সমুদায় আনিয়া আইসেন। চৈতন্য ও লুথর প্রভৃতি ধর্ম্ম সংস্কার করিয়াছেন, তাহারাও মূল ধর্ম্ম ছাড়িয়া যান নাই। যে ধর্ম্ম ঈশ্বরোপদিষ্ট বলিয়া সকলের আদৃত ছিল, তাঁহারা যদি তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথের পথিক হইয়া ধর্ম্মসংস্কার চেষ্টা পাইতেন, কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

আমাদিগের কৃতবিদ্য দলের অপরিণামদর্শী কতকগুলি লোক সেই মহামনা দূরদর্শী রাজার প্রবর্ত্তিত পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথের পথিক হইয়া সেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে যুক্তির ধর্ম্ম করিয়া তুলিয়াছেন। ধর্ম্মটীও এক স্বল্পকাল মধ্যে বাল্য যৌবন জরা অতিক্রম করিয়া মুমূর্ষুদশায় উপনীত হইয়া কখন যায় এইরূপ হইয়াছে। যুক্তির ধর্ম্ম কখন সংসারে বদ্ধমূল হয় না। মানুষের বুদ্ধিভেদে যুক্তি ভিন্ন, ঐ যুক্তি আবার দেশকাল পাত্রভেদে ভিন্ন হইয়া থাকে। এই সকল কারণে যুক্তির যেমন ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্ত হয়, ধর্ম্মেরও তেমনি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্ত হইতে থাকে। যুক্তি ধর্ম্ম কখন বদ্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে না। যুক্তি যাহার মূল, তাহার

প্রায় এই দশা ঘটিয়া থাকে। ব্রিটিশ আইন তাহার প্রমাণ। ঐ আইনের মূল যুক্তি, দিনদিন উহার কতই পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে।

আমরা ত অনেক বকিলাম, পাঠকগণ কি সার সংগ্রহ করিলেন? আমাদিগের বাক্যের সার এই, মূল বক্তব্য এই, আমাদিগের কৃতবিদ্য দলের যাঁহারা ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তাঁহারা নূতনবিধ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তয়িতাদিগের ন্যায় বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমাদিগের সমাজের কপাট দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে। তাহার উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে। সেই উদ্‌ঘাটন তাঁর কৃতবিদ্য দলের উপরেই পতিত হইয়াছে। তাঁহাদিগকে সমাজ মধ্যে থাকিয়া ও সমাজের লোকের সহিত মিশিয়া ক্রমে সমাজটীকে উদার ভাব সম্পন্ন করিয়া তুলিতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই, তাঁহারা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এই ভাবিয়া আমরা এতদিন হতাশ হইয়াছিলাম। সম্প্রতি বাবু আনন্দমোহন বসু যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা দ্বারা কতক আশার সঞ্চার হইয়াছে। আনন্দ বাবু ন্যায় বুদ্ধিমান লোকেরা সহজ পথ প্রদর্শিত পথের পথিক হন, কালে ক্রমে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

বিবিধ সংবাদ।

১৫ এ কার্ত্তিক সাধারণী

"নর্থম্যান ষ্টেট রেলওয়ে খোলাতে সাহেবদের জন্য দুটা কাটা এবং বন্ধু বান্ধবের জন্য চারটা কাটা স্থাপিত এও ইরিগেশন কোম্পানি" নামে একটী কোম্পানি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই কোম্পানির মূলধন ৯০ লাখ টাকা। টাকাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। উক্ত কলে যত তুলা লাগিবে সে তুলার শুল্ক গ্রহণ করা হইবে না। এই গুলিই প্রকৃত উন্নতির পথ। এদেশে এক একটী তুলার কারখানা হইতেছে আর মাকে টের বণিকদিগের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইতেছে।

আমীর সিয়ার আলীর সহিত যাকুব খাঁর যে বিবাদ হইতেছিল তাহা মিটিয়া গিয়াছে। যাকুব খাঁ কাবুলে গমন করিতেছেন।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, একজন মুসলমান তাহার একটী সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হইয়া এক কাগজে তাহার নাসিকাটী এককালে তুলিয়া লইয়াছে। পরে স্ত্রীলোকটীর চীৎকারে সে নিজেই ভয়াতুর হইয়া তাহার সান্ত্বনা করে এবং পর ক্ষণেই স্বয়ং পুলিসে গিয়া সংবাদ দেয়। কমিশনরের বিচারে উহার ১৫ দিন কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। একটী নাকের মূল্য পনর দিন কারাবাস!

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমান বলেন, বোম্বাইর একজন ডাক্তার গোয়ার এক খানি সংবাদ পত্রের গ্রাহক। একদা তিনি ঐ কাগজখানি পাইয়া খুলিয়া দেখেন উহার মধ্যে তাঁহার [illegible] কাগজের মূল্যের একখানি বিল ও [illegible] পত্র রহিয়াছে, ডাক্তার ইহা [illegible] মাত্র ঐ কাগজ সম্বলিত বিল ও চিঠি বোম্বাইর পোষ্ট মাষ্টার জেনরলের নিকট প্রেরণ করেন, তিনি এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছেন। সেই জন সম্পাদককে হওনীর হইতে হইবে। সংবাদ পত্রের মধ্যে কেবল তাহার অতিরিক্ত সংখ্যা ও গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা ভিন্ন যদি আর কিছু লিখিয়া দেওয়া হয়, ৫০ টাকা দণ্ড হইবার নিয়ম আছে। সেদিন মাদ্রাজে ঐরূপ এক জনের দণ্ড হইয়াছে। যাহারা নিয়ম না জানিয়া ঐরূপ করে, তাহাদিগের লঘু দণ্ড হওয়া উচিত। জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত পাপের লাঘব গৌরব আছে।

আজি কালি এদেশে "বাবুর" একরূপ প্রাচুর্য্য হইয়াছে যে, একটি পিরান গায় দিতে পারিলেই বাবু হওয়া যায়। যে দিকে দেখ কেবল বাবু। কেবল নামে নয় সম্প্রতি কেহ বাবু শব্দ প্রবেশ করিয়াছে "দাদা বাবু" "কাকা বাবু" পর্য্যন্ত হইয়াছে, কেবল "বাবা বাবু" আজিও হয় নাই। যাহা হউক এই "বাবু" কোথা হইতে আসিল, ইহার মূল কি? সে বিষয়ে কাহারও বড় অনুসন্ধান দেখা যায় না। সম্প্রতি ডেলি নিউসের একজন পত্র প্রেরক ইহার এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন "বাবু" বাবা হইতে এবং বাবা বাপ (পিতা) হইতে হইয়াছে পূর্ব্বে আমীরদিগের সন্তানেরা এবং রাজকুমারেরা বাবা উপাধি পাইতেন। কালক্রমে বাবা শব্দ বাঙ্গালা ভাষার বাবু শব্দে পরিণত হইয়াছে। মৃত বাবু দীনবন্ধু মিত্র বাবু শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বাবী পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন কিন্তু ইহার মূল বাহির করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, পত্র প্রেরক বাবু শব্দের যে ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন তাহা অসঙ্গত নহে। বাবু শব্দে যে কিছু উচ্চ দরের জিনিস বুঝায় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আজি কালি বাবু শব্দটী এক প্রকার গালি হইয়া উঠিয়াছে। বাবু বলিলেই যেন অতি অসার পদার্থ বুঝা যায়।

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম কলিকাতা ছোট আদালতের বাবু কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

সংবাদেরা যে ভয়ানক যুদ্ধ প্রস্তুত হইতেছেন তাহার মূল এইরূপ লিখিত হইয়াছে। উক্ত জাতি বর্ষে বর্ষে আসামে আগমন করিত। একবার আসামে আসিয়া তাহাদের এক প্রকার কালির পীড়া হয়। এই পীড়া লইয়া তাহারা দেশে যায় এবং সেখানে অনেকের সেই পীড়ায় মৃত্যু হয়। ইহাতে তাহা। এই মনে করে যে আসামে গিয়া তাহাদের এই পীড়া ও এইগুলি লোকের মৃত্যু হইয়াছে, অতএব আসাম হইতেই একটি পূরণ কর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়া তাহারা ১৮৭৩ অব্দের ১২ ই ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে তিন শত লোক সমবেত হইয়া আসামের একটী পল্লী আক্রমণ করিয়া স্ত্রী পুরুষ বালকে প্রায় ৪০ জনকে স্বদেশে ধরিয়া লইয়া যায়।

আমেরিকার মেসচুসেট্স দেশের অন্তর্গত নাইকেওনে একটী তাসমান দ্বীপ আছে। উক্ত স্থানে ১২৫০ মাইল প্রশস্ত মনমনাক নামে একটী হ্রদ আছে, তাহাতে আড়াই মাইল প্রশস্ত একটী দ্বীপ ভাসিয়া রহিয়াছে। এটী গত যে মাসে ভাসিতে ভাসিতে প্রায়

এক ক্রোশ দূরে চলিয়া গিয়াছিল। দুই এক দিন পরে আবার ফিরিয়া আসিল। ইহার ভূমি অতিশয় কঠিন। ইহার উপর অনেক লোক ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এই দ্বীপে নানা প্রকার গাছ আছে। শুদ্ধ এইটী বলিয়া নয় ও অঞ্চলে আরো কতকগুলি ভাসমান দ্বীপ আছে। শুনা যায়, চীন দেশে বহুসংখ্য ভাসমান বাগান আছে। এদেশে ঘটী বাটী চুরির ন্যায় সেখানে বাগান চুরি হয়। এক জনের বাগান আর একজন ভাসাইয়া অন্যত্র লইয়া যায়।

ম্যানিলাতে ৩রা সেপ্টেম্বর একবার ঝড় হইয়া কতক শস্যাদির অনিষ্ট হয়, অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল ১৮ ই সেপ্টেম্বর আবার ঝড় হইয়া তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। এক দিনে দুই তিন বার জ্বরের ন্যায় ঝড়ও বৎসরের মধ্যে দুই তিন বার হইতে লাগিল। আজি কালি যেরূপ আকাশের ভাব দেখা যাইতেছে, এখা নেই যা আবার কি হয় বলা যায় না।

মান্দ্রাজ মেইল বলেন, মান্দ্রাজে ড্রেণ করিবার উৎকৃষ্ট উপায় স্থির করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে ক্লার্ক সাহেবকে আনাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। ড্রেণের বিষয়ে ক্লার্ক সাহেব জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হইয়াছেন।

দিল্লী গেজেট বলেন, গত বুধবার নানা সাহেব লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আগ্রায় উপনীত হয়। তাহার [illegible] ছয় জন বন্দুকধারী ও উহাদিগের সৈনিক ছিল।

ইংলিসম্যান এক জন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন, পুলিসের নামে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে আমাদিগকে তদন্ত করিবার পূর্ব্বে সেই স্থানে সে বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে ভাল হয়। অন্যান্য বিষয়ের বেলায় মাজিষ্ট্রেটকে পুলিসের উপরেই অনুসন্ধানের জন্য অধিক নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু পুলিসের নামে অভিযোগের অনুসন্ধান পুলিস দ্বারা সম্পন্ন হইলে তাহাতে সত্য নির্দ্ধারণ কঠিন হয়। এমন স্থলে মাজিষ্ট্রেটের স্বয়ং তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। আমরাও পত্র প্রেরকের বাক্যের অনুমোদন করিয়া কহিতেছি, পুলিসের কৃত অত্যাচারের অনুসন্ধান পুলিসের দ্বারা করান কোন ক্রমে যুক্তিসঙ্গত নহে। চোঁকের গায়ে জোঁক বসে না।

ইংলিসম্যান বলেন, সার রিচ'ড টেম্পলের দার্জিলিঙে যাইবার জন্য ১০ ই ১১ ই ও ১২ ই নবেম্বর এই তিন দিনের জন্য ডাক বসে। এই তিন দিন সামান্য ভৃত্যাদিগের জন্যও প্রথম শ্রেণীর ডাক গাড়ির বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এবং তাঁহার একজন সেক্রেটারিকে লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতা হইতে ১৬০০ টাকা করিয়া দিয়া দুই খানি গাড়ি লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এ সকল ব্যয় কি করদাতা দিগের ঘাড়ে কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া হইবে?

৩১ এ অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৩৯৮৯১০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৫০৯১১০ টাকা আয় হইয়াছিল, এ হিসাবে এ বৎসর ১১০১৯০ টাকা কম আয় হইয়াছে। জব্বলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ২৬৫০০ টাকা আয় হয় গত বৎসর ঐ সময় ৩২৬৪০ টাকা হইয়াছিল, এবার ৬১৩০ টাকা কম হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সমাচার শুনিয়াছেন, গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর কলিকাতায় প্রায় এক শত খানি অধিক দুর্গাপ্রতিমা পূজা হইয়াছে। পল্লী গ্রামে ত আমরা ইহার বিপরীত দেখিতে পাই। ব্রাহ্ম মিশনরিরা প্রাদুর্ভূত হইয়া দিন কত হিন্দু ও খৃষ্ট উভয় ধর্ম্মকেই ঢোঁড়া করিয়া ফেলিয়াছিলেন, ব্রাহ্ম মিশনরিরা কি এক্ষণে ঢোঁড়া হইলেন? হিন্দু ধর্ম্মের কি নূতন অঙ্গরাগ হইল?

২৫ এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

গবর্ণমেণ্টের দেখা দেখি দিনকত দেশীয় রাজগণও সৈন্যদিগের শিক্ষা শিবির স্থাপনের যে হুজুক তুলিয়াছিলেন, যথা উহা কিছু থামিয়াছিল, পুনরায় আবার উহা দেখা দিতেছে। এই শীত কালে মহারাজ সিন্ধিয়া গোহদে একটী শিক্ষা শিবির করিতেছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, সেদিন একজন এদেশীয় দুর্ভিক্ষ প্রদেশে যে সকল মহিষ লইয়া যাওয়া হয়, উহার ১২ টী ১৪ দেড় টাকায় ক্রয় করেন। সেগুলি লইয়া যাইবার পূর্ব্বেই খোয়াতে ৫ টীর মৃত্যু হয়। মাজিষ্ট্রেট আজ্ঞা দিলেন, ক্রেতাকে ঐ মৃত মহিষগুলিকে স্থানান্তরে ফেলিয়া দিতে হইবে। ঐ ব্যক্তির একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া সে গুলিকে ফেলিতে ২৪ আড়াই টাকা ব্যয় পড়ে। আমরা শুনিয়াছিলাম, এক বাবু এক ব্যক্তিকে ৪০ আনার জল খাবার আনিতে পাঠান। জল খাবার আনিবার সময় পথে বৃষ্টি হওয়াতে সে দেড় টাকা দিয়া পাল্কী ভাড়া করিয়া বাটীতে আসিল। আট আনার জল খাবার আনিতে গিয়া দেড় টাকা যেমন পাল্কী ভাড়া, দেড় টাকায় ১২ টী মহিষ কিনিয়া তেমনি আড়াই টাকা বাজে খরচ।

অষ্ট্রেলেসিয়ান বলেন, সম্প্রতি মেলবোরণে গিবসন নামক একজন সাহেবের একটী ধেঁড়ো মেষ ৫৮০ গিনিতে বিক্রীত হইয়াছে।

১৮৭৩-৭৪ অব্দে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ৪৩৯৮৯১১৯৬ টাকার বাণিজ্য হয়। গত বৎসর অপেক্ষা দুই কোটি টাকার অধিক বাণিজ্য হইয়াছে। উক্ত বৎসর ১০১৯৮০-৯৪৩ টাকার তুলা রপ্তানী হয়, পূর্ব্ব বৎসর ১৯৮৭৭২২১ টাকার তুলা রপ্তানী হইয়াছিল।

গত জুলাই আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৪৭ খানি পুস্তক ৯ খানি ক্ষুদ্র পুস্তক এবং ১৩ খানি সাময়িক পত্রিকা প্রচারিত হয়।

কলীয় গবর্ণমেণ্ট বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ কাষ্ঠময় জাহাজগুলির পরিবর্ত্তে লৌহ জাহাজ নির্ম্মাণ করিতেছেন। কলীয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে যে যে বিষয়ের ত্রুটী ছিল ক্রমে তাহার সংশোধন হইতেছে। কেবল আত্মরক্ষার্থ কলিয়ার যে এ আয়োজন আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না।

কুষ্টিয়া পোষ্ট আফিসের একজন পারাণিক কতকগুলি রেজিষ্টরি চিঠি চুরি করাতে এবং কতকগুলি চিঠি যথা স্থানে পৌঁছিয়া না দেওয়াতে তাহার কঠিন পরিশ্রমে সহিত এক বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান পব্লিক ওপিনিয়নের সংবাদদাতা বলেন, আমীর সি[illegible] যাকুব খাঁকে কাবুলে লইয়া [illegible] ছেন

পাইতেছেন, কিন্তু তিনি তথায় যাইতে সম্মত নহেন। তাহার কারণ এই, তাঁহার এই ভয় হয় পাছে স্বামীর আর কতকগুলিকে যেমন করিয়াছেন সেইরূপ তাঁহাকেও ক'য়েদ করিবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কি ওম্‌র অসার?

গত রবিবার রাত্রিতে শিবপুরের বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায় নামক মেডিকাল কালেজের একটী ছাত্র দেওয়ালী বলিয়া ছাদের উপর আলো জ্বালিতে জ্বালিতে পড়িয়া গিয়া গুরুতররূপে আহত হয়। উহাকে এক্ষণে হাসপাতালে রাখা হইয়াছে কিন্তু উহার জীবন সংশয়।

অমরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক মেডিকল কালেজের থি'লটারি ক্লাশের একটী ছাত্রের একটী রক্ষিত বেশ্যা ছিল। ঐ বেশ্যাটীর ভগিনী একদিন রাত্রিতে তাহার সহিত দেখা করিতে আইসে। তাহাকে দেখিবামাত্র অমর ক্রোধে অধীর হইয়া "তুমি আবার আসিয়াছ" এই বলিয়াই তাহাকে প্রহার করে। মাজিষ্ট্রেট মার্শডেন সাহেবের নিকট অভিযোগ উপস্থিত হয়। দোষ প্রমাণ হওয়াতে অমরের কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক মাস কারাবাস ও ৫০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। পাঠকগণেই যখন এই, বিষয় কর্ম্ম হইলে এ ব্যক্তি কি করিয়া উঠে বলা যায় না।

২১ এ কার্ত্তিক বুধবার।

করাচিতে একটী কাপড়ের কল হইতেছে। বোম্বাইর ফিন্‌লে কোম্পানি ইহা করিতেছেন।

হারজিলিঙ নিউস বলেন, সেদিনকার ভয়ানক বৃষ্টিতে নেপালের অন্তর্গত চলামে এক খণ্ড ভূমি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া অনেকগুলি লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার সার রিচার্ড টেম্পল নিকটবর্ত্তী স্থান সকল ভ্রমণ করিয়া হারজিলিঙে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

সার্ভে অফিসের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধানাথ শিকদার মহাশয় কমিশনর হইয়াছেন।

মহম্মদ বাহুর খাঁ ৩রা নবেম্বর কাবুলে উপনীত হন। তাঁহার সমভিব্যাহারে এক শত সওয়ার ও কতকগুলি পারিষদ ছিল। তিনি আমীরের নিকট অসম্মানিত হন নাই।

সে দিন কাবুলে যে ভূমি কম্প হইয়া যায় তাহাতে সাত সহস্র লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এখনও অনেক স্থানের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

পিবনিয়র বলেন, দুর্ভিক্ষ প্রদেশস্থ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা এখনও আপন আপন বেতন ভিন্ন বিনা মূল্যে প্রচুর পরিমাণে চাউল লইতেছে। যে চাউল উদ্বৃত্ত হইয়াছে, যে কোনরূপেই হউক, তাহা ফুরাইয়া দিতে পারিলেই সেটা চুকিয়া যায়।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সেতারার রাজাকে তাহার পৈতৃক প্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আজ্ঞা দেন, কিন্তু লার্ড নর্থব্রুক আপাততঃ ঐ আজ্ঞা রহিত করিবার অনুমতি দিয়াছেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর রাজ্ঞীর আদেশক্রমে দেশীয় রাজাগণের দত্তক পুত্রেরা পৈতৃক সিংহাসন অধিকার করিতেছেন, কিন্তু ডেলহাউসির সময় সেরূপ ছিল না, তিনি দত্তক বলিয়া সেতারার রাজাকে পৈতৃক রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। সেতারার রাজা আপনার বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় বর্ণন করিয়া এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট কি আজিও ডেলহাউসিকে ভুলিতে পারেন নাই?

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, বাঙ্গলা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রগণ ভিন্ন অন্য ছাত্রেরাও পরীক্ষা দিয়া মেডিকল কালেজের বাঙ্গলা বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিত, এক্ষণে আর সে নিয়ম থাকিতেছে না, এখন অবধি বাঙ্গলা ও মাইনর পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র ভিন্ন আর কাহারও তথায় প্রবেশাধিকার নাই। কারেলি মেডিকল স্কুলে ছাত্র সংখ্যা অধিক হইয়াছে, তাহার হ্রাস করাই ইহার উদ্দেশ্য বোধ হইতেছে।

সাপ্তাহিক সমাচার বলেন, কালীঘাটের এক মহান্ত একটী যুবতী কন্যাকে ব্যভিচারিণী করিবার চেষ্টা পায়, স্ত্রীলোকটী তাহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে দুর্বৃত্ত তাহাকে বেত্রাঘাত করে। মৌলবী আবদুল লতিফ উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন মাস কারাদণ্ডের অনুমতি দিয়াছেন।

টালীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী বৈকণ্ঠপাটা গ্রামের ঈশ্বর ঘটক ও আর দুই ব্যক্তি ৫০০ টাকা পণ লইয়া এক ইতর জাতীয় কন্যার সহিত একজন ব্রাহ্মণের বিবাহ দেয়। ধরা পড়াতে দুই ব্যক্তি সেসিয়নে সোপর্দ্দ হইয়াছে, তৃতীয় ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে।

২৭ এ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

সার রিচার্ড টেম্পল ১৪ ই কিম্বা ১৫ ই নবেম্বর প্রেসিডেন্সিতে প্রত্যাগমন করিবেন। কলিকাতায় এক দিন মাত্র থাকিয়া পুনরায় কটকে যাত্রা করিবেন।

২৫ এ নবেম্বর কলিকাতায় গবর্ণর জেনরলের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে। এ সভায় গবর্ণর জেনরল উপস্থিত থাকিতেছেন না, কারণ তিনি চম্পারণ যাত্রা করিবেন।

২ রা নবেম্বর বিজিয়াগাপ্তমে ঝড় হইয়া গিয়াছে। আরো কত স্থানের অনিষ্টের সংবাদ পাওয়া যাইবে বলা যায় না।

মেডিকেল কালেজে ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর পদে ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র মেটিরিয়া মেডিকার অধ্যাপক হওয়াতে ইংলিসম্যান লিখিয়াছেন "কোন্ যুক্তি অনুসারে তাঁহাকে এই পদ দেওয়া হইল আমরা বুঝিতে পারি না। ডাক্তার পামর ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র অপেক্ষা চারি বৎসরের সিনিয়র।" আমরা ইংলিসম্যানকে হক্‌'র যুক্তি বুঝাইয়া দিতেছি, সিনিয়র জুনিয়র বিবেচনা না করিয়া যোগ্যতা বিবেচনা করিয়াই এইরূপ নিয়োগ হইয়াছে। ইংলিসম্যান কি সমুদায় উচ্চ পদগুলি স্বজাতীয়ের এক চেটিয়া করিতে চান?

আরাকান নিউস বলেন, সেদিন আকিয়াবে একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে।

হাকিম নামক এক ব্যক্তি স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার স্ত্রীকে দাত্রের আঘাতে হত্যা করে, পরে তাহার স্ত্রীর এক ভগিনী বিদ্যমান ছিল, সেই অবস্থায় তাহাকে হত্যা করে, স্ত্রীর ভ্রাতা সেই সময় উপস্থিত হওয়াতে তাহাকেও হত্যা করে, পরে একটী গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকে। পুলিস আসিয়া অনেক পীড়া পীড়ি করাতেও দ্বার খুলিয়া দেয় না, এই কথা বলে যে কেহ তাহার সম্মুখে যাইলে তাহাকে হত্যা করিবে। হেড কনষ্টেবল ইহা শুনিয়া দুই জন পুলিস কর্ম্মচারিকে দ্বার ভাঙ্গিতে বলে এবং আপনি গুলিপোরা একটী বন্দুক লইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হয়। দ্বার ভাঙ্গামাত্র সে বেগে আসিয়া সেই দাত্র দ্বারা যেমন কনষ্টেবলকে আঘাত করিবার উপক্রম করে, কনষ্টেবল অমনি গুলি করে এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। কনষ্টেবলের এই সাহসিকতার জন্য তাহাকে পুরস্কার দিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

৩১এ অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৭৭ জনের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২৩৫ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। এ হিসাবে এ সপ্তাহে ১২ জনের অধিক মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৭ জনের ওলাউঠায় ১৮ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের নানা কারণে মৃত্যু হয়।

ত্রিহুত চম্পারণ সারণ গোরক্ষপুর প্রভৃতি স্থানে জল নিকাশের ভাল সুবিধা না থাকাতে বর্ষে বর্ষে বিস্তর ধান্য নষ্ট হয়, অনেকে বলেন, খালের দ্বারা জল নির্গমনের বন্দোবস্ত করাতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নাই। কারণ প্লাবন হইলে লোণা জল উঠিয়া সমুদায় চুমকে নষ্ট করিয়া ফেলে। এই জন্য খালের পরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে ড্রেণেজ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশের এক ব্যক্তি সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের কতক গুলি চাউল গোপনে নৌকা বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতে যাইতে ধরা পড়ে। কেহ কেহ এবিষয় পুলিসে জানাইবার পরামর্শ দেন, কিন্তু পুলিসে জানান একজন প্রধান ব্যক্তির অমত হওয়াতে তিনি নৌকা খানি ডুবাইয়া দিতে বলেন। যাহাতে গবর্ণমেণ্টের সংস্রব মাত্র আছে তাহার দশাই এই।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউসের একজন সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, রাণীগঞ্জের ইষ্টবেঙ্গল কোল কোম্পানির ২৪ নং কয়লার খনিতে আগুন লাগিয়াছে। এই সংবাদে কোল কোম্পানির অংশিদারেরা ভয় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন।

১৮৭২-৭৩ অব্দে চট্টগ্রাম পর্ব্বত প্রদেশ যত রাজস্ব সংগৃহীত হয় ১৮৭৩-৭৪ অব্দে তদপেক্ষা অধিক রাজস্ব আদায় হইয়াছে। কিন্তু আয় অপেক্ষা ব্যয় প্রায় ৪০ চল্লিশ হাজার বৃদ্ধি হইয়াছে। সীমান্তলে যে পুলিস রাখা হইয়াছে তাহাদিগের জন্যই এই ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এই ব্যয় বৃদ্ধি দর্শনে সার রিচার্ড টেম্পল ভীত হইয়াছেন। কারণ এই পর্ব্বত প্রদেশ অধিকার করিয়া রাজ্যের সীমা একটী ভার বৃদ্ধি করা হইল, এ ভার কতদিন বহন করিতে হইবে বলা যায় না। এক্ষণে ত এই ৪০ হাজার ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহার পর বারিক ও আফিসরদিগের জন্য অন্যান্য বাটী নির্ম্মাণেরও প্রয়োজন হইবে। এই সকল চিন্তা করিয়া টেম্পল সাহেব তত্রত্য কমিশনরকে বিশেষ মিতব্যয়িতার সহিত কার্য্য করিতে বলিয়াছেন। সার রিচার্ড ঐ মিতব্যয়িতার পরামর্শ দিলেন কিন্তু সে মিতব্যয়িতার উপযোগিতা অতি অল্প লোকে বুঝিয়া থাকেন, কারণ ভারত বর্ষের টাকা "গৌরীসেনের" টাকা।

এক্ষণে গঙ্গার সেতুর উপর দিয়া বিস্তর লোক গমনাগমন করিতেছে। গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে প্রতি দিন অনুন ৫০ হাজার লোক সেতুর উপর দিয়া গতায়াত করিতেছে। কর করিবার নিমিত্ত যদি এ গণনা করা হয়, উহাতে ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। এখন অনেকে কৌতুক দেখিতে যাইতেছে।

সার ডাউনাল ফর্সিথ কাশগার হইতে যে সকল অদ্ভুত পদার্থ আনিয়াছেন কলিকাতা ভেলহাউসি ইনষ্টিটিউটে তাহার প্রদর্শন হইবে।

অতিবৃষ্টি নিবন্ধন সম্প্রতি দার্জ্জিলিঙে অনেক গুলি ভূখণ্ড পতিত হয়, তাহাতে অনেকের জীবন নষ্ট হইয়াছে।

১৮ এ কার্ত্তিক শুক্রবার।

জলপ্লাবন নিবন্ধন মান্দ্রাজের জি আই পি রেলওয়ের গাড়ি চলিতে বিলম্ব হয়। এক জন দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঐ বিলম্বের জন্য কোম্পানির নামে অভিযোগ করিয়াছিলেন। কোম্পানিকে তাঁহার ক্ষতি পূরণ করিতে হইয়াছে। ঐ ক্ষতি পূরণ করা বরং দেবের কর্ত্তব্য ছিল।

মান্দ্রাজের "বিধবা ও অনাথ ফণ্ডের" সেক্রেটারির তহবিল তছরূপ অপরাধে কঠিন পরিশ্রমের সহিত চারি বৎসর কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে, জরিমানা না দিলে আর দুই বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। "বিধবা ও অনাথ ফণ্ডের" তার উপযুক্ত লোকের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছিল। ইনি একজন ইউরোপীয়।

সম্প্রতি ব্যাঙ্গলোরে একজন দেশীয়ের মাটির ছাদ ভাঙ্গিয়া গৃহস্থিত একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয়। অনুসন্ধানে দেখা গেল হত ব্যক্তি স্ত্রীলোকটীর উপপতি, উহার স্বামী সে রাত্রি বাটীতে ছিল না, স্থানান্তরে গিয়াছিল। দৈবের কার্য্য অতি বিচিত্র।

ইদুরে পুনরায় ব্রহ্মদেশের কোন্ কোন্ পর্ব্বতের অধিকাংশ ধান্য নষ্ট করিয়াছে। এদিকে টঙ্গুতে সোয়া পোকস্থ প্রায় ১৪০ একার ভূমির ধান্য নষ্ট করিয়াছে। মানুষের আর মঙ্গল দেখা যায় না, কীট পতঙ্গ অনর্থ বিপক্ষতাচরণ আরম্ভ করিয়াছে।

সম্প্রতি চীন দেশে যে ঝড় হইয়া গিয়াছে তাহা কাটনে তাদৃশ প্রবল হয় নাই বটে কিন্তু হিংডশানে এবং সুজুই বিভাগে ভয়ানক প্রবল হইয়াছিল। হিংডশানের এক একটী পল্লী একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে। মেকেওর নিকটে টসন একটী পল্লীতে প্রায় এক বৃদ্ধের বসতি ছিল, উহার চিহ্ন পাই, সে

পল্লীটী কোন স্থানে ছিল এখন চিনিবার যো নাই। কেহ কেহ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন অদ্য ন লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন, ইহার অপেক্ষাও অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। চীনেতে কবে লক্ষ লোকের মৃত্যু হইলে তুমিবম্পে সাত রাজার লোকের মৃত্যু, ইত্যাদি ঘটনার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, মানুষের সংখ্যা কখন ঈদৃশের অতিরেক্ত হইয়াছে।

সম্প্রতি আমেদাবাদের এক লাইব্রেরিতে অধ্যাপক বরনাফ ছয় শত বৎসরের কতকগুলি তাল পত্রের পুঁথি পাইয়াছেন। এগুলির সঙ্কেত মাক্ষরের পুঁথির প্রভেদ এই, এগুলি তেতোটের পত্রে লিখিত, মাদ্রাজের পুঁথিগুলি অপেক্ষাকৃত পুরুপত্রে লৌহ লেখনী দ্বারা লিখিয়া সেই লেখার উপর কালী দেওয়া হইয়াছে। তৈজন ধর্ম্মের ৪৫ খানি পুস্তক টীকা সহিত পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন প্রাকৃত ভাষার এক খানি অভিধান পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে এ পর্য্যন্ত কেহ জানে নাই এমন ১১ হাজার অধিক শব্দ আছে।

শুনা যাইতেছে, এই মাসের শেষে বর্দ্ধমানের রিলিফ কার্য্য বন্ধ করা হইবে। সম্প্রতি যে মত হইয়া গিয়াছে তাহাতে আর কিছু দিন রিলিফ কার্য্য চালা আবশ্যক বোধ হয়।

বোম্বাই গেজেট ১১ই নবেম্বর এখন হইতে টেলিগ্রাম পান, সোমবার রেসিডেণ্ট সাহেবকে বিসর্জ্জন করাইয়া কর্ত্তা করিবার চেষ্টা হয় এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান চলিতেছে। রেসিডেণ্ট নানা কৌশল শুরু কুমারের বিষয়ে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এ কার্য্য যদি তাঁহার মনঃপূত করিয়া থাকে, নিতান্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করা হইয়াছে, অতএব এ নিষ্ঠুরতার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। শুরু মহারাজ যদিও আর একজন আত্মীয়কে আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

মহারাজ কোলহর আর এক বৎসর কাল তাঁহার মস্তিত্ব করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া সার টি, মাধব রাওকে এক পত্র লিখিয়াছেন। যে দুই বৎসর তিনি কাজ করিয়াছেন তাহাতে রাজা অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। সার মাধব রাও যে রাজার মন্ত্রী হইবেন তাঁহারই উন্নতি হইবে।

গবর্ণর জেনরলের কলিকাতা হইতে যাত্রার যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহা রহিত হইয়া এই নিয়ম হইয়াছে তিনি ২৫ এ নবেম্বর ব্যবস্থাপক সভায় সভাপতিত্ব করিয়া সেই দিন সন্ধ্যা কালে যাত্রা করিয়া ৪ ঠা ডিসেম্বর পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। সোণাপুর চাপরা মজঃফরপুর দরভাঙ্গা এবং বক্সর এই স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া আসিবেন।

গত অক্ত নিবন্ধন মেদিনীপুরের লোকের এত কষ্ট হইয়াছে যে তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট কলিকাতার রিলিফ কমিটীর নিকট ২ লক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। উক্ত কমিটী বলিয়াছেন লণ্ডন কমিটীর অনুমতি বিনা এত টাকা দিতে পারেন না। আমাদিগের পত্র প্রেরকগণও ঐ কষ্টের বিষয় যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে রিলিফ কমিটির অবিলম্বে সাহায্য দান কর্ত্তব্য। এক বিপদ নিবারণার্থ সংগৃহীত অর্থ অপর বিপদে প্রদত্ত হলে বাস্তবিক দোষ হইবার সম্ভাবনা নাই বিপদের সময়ে শাস্ত্রের বচন অধ চলে না।

১৩ ই নবেম্বর মুরাদপুর নিবাসী ৺লোকনাথ ভট্টাচার্য্য নামক ১৮ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। এ ব্যক্তির প্রথমে হিন্দু ধর্ম্মে আস্থা ছিল, পরে তাঁহার মোসলমান বন্ধু ইনি ব্রাহ্ম হন, তাঁহাতেও ধর্ম্মতৃষ্ণা নিবারিত না হওয়াতে এক্ষণে খৃষ্টের আশ্রয় লইয়াছেন। ধর্ম্মান্তর অবলম্বন করার ব্যবসায় বোধ হইতেছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, ধর্ম্ম সম্প্রদায়, কেহ যে ইহা প্রকাশ করেন আমাদিগের এমন বোধ হয় না।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

		শত করা টাকা:—
৪		১০২৸—১০৩
৪½	১৮৭০ (১৮৮৫)	১০৩—১০৩।০
৪½	১৮৭১ (১৮৮৪)	১০৩৸—১০৩৸০
৪½	১৮৭২ (১৮৭৯)	১০৩৸৵—১০৪
৫½	১৮৫৯-৬০ (১৮৭৯)	১০৯৸৵—১০৯৸৵

২৯ এ কার্ত্তিক শনিবার।

গবর্ণর জেনরল বোম্বাইর একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি স্বরূপ সে লণ্ডনস্থ " ওরিএণ্টাল কনগ্রেসে " পাঠাইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে লণ্ডন এথিনিয়ম যাহা লিখিয়াছেন আমরা পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। এথিনিয়ম লিখিয়াছেন, ইনি যখন কিছু বলিবার জন্য উত্থিত হইয়াছিলেন তখন সভা মধ্যে কেবল গোলযোগ হইতে লাগিল কাহারও কিছু মনোযোগ ছিল না, তিনি একখানি কাগজ হইতে সংক্ষেপে এই ভাবে বলিলেন " ভারতবর্ষে কালিদাস নামে একজন কিম্বা দুইজন কবি ছিলেন, যদি দুইজন হন, তাঁহারা সমকালের লোক, তাঁহাদের এক স্থানেই বাস, পরস্পরের একইরূপ কল্পনাশক্তি এবং একই নাম ছিল "। এ ব্যক্তি কি এই আষাঢ়ে গল্প বলিবার জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া (৫০০০ মাইল পার হইয়া) গিয়াছেন।

টাইমসের বার্লিনস্থ সংবাদদাতা বলেন, সেদিন জর্ম্মণির যুবরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স ফ্রেডারিক উইলিয়মকে চাপেলের এমার্স স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যুবরাজ স্বয়ং সস্ত্রীক পুত্রকে লইয়া গিয়া প্রধান শিক্ষক দ্বারা যথারীতি তাঁহার পরীক্ষা করাইয়া ভর্ত্তি করিয়া দেন। আসিবার সময় বলিয়া আসেন, তাঁহাকে যেন রাজপুত্রের ন্যায় সম্বোধন করা না হয় সামান্যতঃ তাঁহার নাম ফ্রিন্স উইলিয়ম বলিয়া ডাকা হয়, এবং অন্যান্য সাধারণ বালকের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয় তাঁহার প্রতিও যেন সেইরূপ ব্যবহার করা হয়, রাজপুত্র বলিয়া যেন কোন রূপ স্বতন্ত্র বিশেষ করা হয় না।" এদেশের যে সকল ধনী ব্যক্তি কিম্বা স্কুলের সেক্রেটারি মহাশয়েরা স্ব স্ব সন্তানদিগকে স্কুলে দেওয়া করেন এবং মাষ্টারেরা যেন সকল বালকের প্রতি সাধারণ বালকের ন্যায় ব্যবহার করিলে

অর্থাৎ সেক্রেটারির পুত্রের বর্ণজ্ঞান না হইলেও তাহাকে প্রোমোশন না দিলে বিরক্ত হন এবং আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করেন, তাঁহারা অর্ণপির যুবরাজের দৃষ্টান্ত দর্শন করুন।

এডুকেশন গেজেট বলেন, খসিয়া পাহাড়ে কুষ্ঠ রোগ অতিশয় প্রবল। বিশেষতঃ উপত্যকা ভূমিতে ঐ রোগ আরো অধিক। তত্রত্য অধিবাসীরা উক্ত রোগ ও তাহার লক্ষণ বিলক্ষণ বুঝে। তাহাদের বিশ্বাস, শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট উৎপন্ন হইয়া কুষ্ঠাদি পীড়া জন্মে। তাহারা কুষ্ঠকে শুভ্র বিন্দুযুক্ত পোকার পীড়া কহে। বসন্তকে গন্ধরূপী পোকার এবং হামকে ছোট পোকার পীড়া বলে। ঐ সকল পীড়ার চিকিৎসা বিষয়ে তাহাদের অভিজ্ঞতা আছে। তাহারা আশ্চর্য্য কৌশল ক্রমে ঐ সকল কীটের অবস্থান নিরূপণ করে এবং তাহাদিগকে বাহির করিয়া ফেলে, এইরূপে পীড়া আরোগ্য করে।

:::::

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ।

বর্দ্ধমান ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকলের আমন ধান্যের অবস্থা মন্দ নয়। গড়বেতা ও মেদিনীপুরের অবস্থাও ভাল, তবে গত ঝড়ে ও বৃষ্টিতে কৈমাতিক শস্যের বড় ক্ষতি করিয়াছে। কাঁ[illegible] শস্যের অবস্থা বড় মন্দ, অনেক [illegible] হইয়াছে। যশোহরে কেবল ঝিনিদা মহকুমার আর সর্ব্বত্রের সংবাদ ভাল। রাজসাহীতে উত্তম শস্য জন্মিয়াছে। মানভূমে এখন শস্যের অবস্থা ভাল, আকাশ অনুকূল থাকিলে উত্তম শস্য জন্মিবে। ফরিদপুরে মন্দ শস্য জন্মে নাই, ধান্য কাটা চলিতেছে। সাহাবাদে বৃষ্টি নিবন্ধন অধিক ক্ষতি হয় নাই। দরভাঙ্গায় উত্তম জন্মিয়াছে। বৃষ্টি নিবন্ধন রবি শস্যের ক্ষতি হইয়াছে। মধুবনীতে ধান্য উত্তম জন্মিয়াছে, যে সকল রবি শস্য অঙ্কুরিত হয় নাই বৃষ্টিতে তাহার বড় ক্ষতি করিয়াছে। বালেশ্বরে বৃষ্টি নিবন্ধন নিম্ন ভূমির ধান্যের অনিষ্ট করিয়াছে। কিন্তু সাধারণ্যে শস্যের অবস্থা ভাল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রবিশস্যের অবস্থা উত্তম।

২৫ এ অক্টোবর পর্য্যন্ত পঞ্জাবের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা উক্ত সপ্তাহে শস্যের অবস্থা সন্তোষকর। সিয়ালকোট ভিন্ন আর কোথায় বৃষ্টির অভাবের কথা শুনা যায় নাই। অনেক স্থানে জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে

উদ্ধৃত

দুর্গোৎসব।

পূজা উপলক্ষে সমুদায় বঙ্গদেশ দুই সপ্তাহ অবকাশ ও আমোদ ভোগ করিয়াছেন। পুনর্ব্বার পরিশ্রম করিবার সময় আসিয়াছে। কেবল দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি ও কর্ম্মচারিগণের অদ্যাপও কার্য্যে নিযুক্ত হইবার সময় আইসে নাই। পাঠকদিগের অনুগ্রহে আমরাও দুই সপ্তাহ বিশ্রাম লাভ করিয়াছি। পূজার পর বান্ধবগণের সহিত প্রিয় সম্ভাষণ ও তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করা অসম্ভব, অতএব আমরা তাঁহাদিগের সহিত পুনর্ম্মিলনে আহ্লাদ প্রকাশ ও তাঁহাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি।

পূজার অবকাশ ও তন্নিবন্ধন আমোদ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রার্থনীয় কি না? ইহাতে মঙ্গল কি অমঙ্গল হইতেছে? কয়েক বৎসর হইল আমাদিগের দেশের কতকগুলি উচ্চমস্তিষ্ক উৎকর্ষকারি যুবক পূজার আমোদের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন এই উপলক্ষে বিস্তর অর্থের অপব্যয় এবং অনেক কুব্যবহার হইয়া থাকে। তাঁহারা ইউরোপীয় দলকে জানাইতেন যে দুর্গা পূজা উপলক্ষে [illegible] উদার দেব পাপসাগরে নিমগ্ন হন। কিন্তু ক্রমশঃ এই দলের অস্তিত্ব লোপ অথবা তাঁহাদিগের মতের পরিবর্ত্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের চারিদিকে রেলওয়ে হওয়াতে অনায়াসে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা সম্বৎসর পরিশ্রম করেন তাঁহারা এই অবকাশ উপলক্ষে নানাস্থান দর্শন করিয়া ক্লান্তি দূর করিতে সমর্থ হন। ক্রমাগত লিখিয়া কেরানির হস্ত স্পন্দহীন প্রায় হইয়াছে। বণিক প্রস্তাহ বাজারের দর জানিয়াছেন এবং ক্ষতি না হইয়া কিছু লাভ হয় এই কারণে এক মুহূর্ত্তকালও অলস থাকেন নাই। যাঁহাদিগের হস্তে বিচারের ভার এবং এই কার্য্যে যাহা দিগকে [illegible] ও উকীলের স্বরূপ সাহায্য করিতে হয় তাঁহাদিগের কষ্ট তাঁহারাই জানেন। সংবাদপত্র সম্পাদকেরা কাহারও পশ্চাতে নহেন, এদেশে এই শ্রেণীর লোকের লাভ অল্পই হয়। কিন্তু যাঁহারা এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, যাঁহাদিগকে নিয়মিত সময়ের মধ্যে একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে হয় তাঁহারা পরিশ্রম কাহাকে বলে তাহা জানেন। তাঁহাদিগের পক্ষে কিঞ্চিৎ কালের অবসর অতিশয় সুখকর হয়। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পূজার অবকাশ নিতান্ত প্রার্থনীয়। পূজা আত্মীয় ও বন্ধুগণের সহিত পুনর্ম্মিলনের এক মাত্র সময়। যাহারা কার্য্যোপলক্ষে দূরে বাস করিতে বাধিত হন তাঁহারা এই সময়ে আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন করেন। এই মিলনে কি সুখ নাই? প্রাচীন গ্রীকগণ ওলম্পীয় ভোজ উপলক্ষে শত্রুতা বিস্মৃত হইতেন, বিবদমান আলিঙ্গন উপলক্ষে অনেক বিবাদ ভঞ্জন হয় একথা কোন ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? ইহা কি লাভের নহে? পূজার সময়ে সকলেরই ব্যয় হয়। যাঁহারা দুর্গে বসব করেন তাঁহাদিগকে অবশ্যই অধিকতর ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু যে উৎসব উপলক্ষে আগন্তুক ব্যক্তি মাত্রেই ভোজন করিতে পান, যে সময়ে দুঃখি লোকেরা উত্তম খাদ্যের মুখাবলোকন করে, সে উৎসবকে কতকগুলি বকধার্ম্মিক কেরা অন্যায় বলিতে পারে, কিন্তু যিনি উহার মর্ম্মে সমুদায় দর্শন করেন, ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার আস্থা না থাকিলেও এই ধর্ম্মের অনুমোদন করিতে হয়। যে সময়ে দরিদ্রের পক্ষে লোকের অবারিত দ্বার সে সময় প্রার্থনীয় নহে, ইহা কাণ্ডজ্ঞানবিশিষ্ট লোকে বলিতে পারেন না।

উৎকর্ষকারীদিগের শেষ তর্ক এই, যে পূজার সময়ে নানাবিধ ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়া থাকে। ইণ্ডিয়ান মিরার ও তদ্দলস্থ কোন কোন ব্রাহ্মের মত এই। সম্প্রতি উক্ত পত্র বলিয়াছেন "এই সময়ে যে কুসংস্কারজনিত উপধর্ম্ম প্রভুতা ও ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ কার্য্য হয় তাহাতে মন আন্তরিক দুঃখ ভোগ করে। নব্য বাঙ্গালিগণ আমোদের বিষ ত্যাগ করিয়া কি তাহার মধু পানে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না? দুর্গোৎসব [illegible] ও বেশ্যাসক্ত লোক দলের দ্বারা হয় না। যাহারা এই উৎসবের প্রতি বিশ্বাস করে তাঁহারা সাধারণে [illegible] সুরাপান করা খাকুক, এ সময়ে [illegible] প্রবাব মাত্রক [illegible] তাঁহারা বাটীতে অ [illegible] এই উপলক্ষে মাতালের দল আমোদ [illegible] করেন। তাঁহারা সকল ছুটিই এই প্রকারে অ[illegible]

হিত করেন। পুষ্টের জন্মতিথি ও মহরম উপলক্ষেও ঐরূপ আমোদ হয়। ব্রহ্মগণ যে দিবস নগরকীর্ত্তন করেন গবর্ণমেণ্ট যদি উক্ত দিবস যাবতীয় কার্য্যালয় বন্ধ করিতেন মান্দালে মহাশয়গণ সে দিবসও যথারীতি আমোদ করিতেন। এই উৎসবের দোষ না থাকিলে বিশেষ অবকাশ পাইলেই এই প্রকারে সময় অতিবাহিত করে। দুর্গোৎসব ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ কোন কার্য্যের উৎসাহ দান করে এই আমরা এই প্রথম প্রবণ করিলাম। বিবর অবশ্যই ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত এই বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অল্প ইউরোপীয় ইহাতে বিমোহিত হইবেন। বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার একজন বহুদর্শন ব্রাহ্ম। তিনি কেবল বাবুর উত্তরাধিকারী, এই বাক্য সম্প্রতি নবাবজ লিপিকে এই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে তাঁহার এক হস্তে মোসাহেব ও অপর হস্তে বিয়ারের বোতল লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করেন। কিন্তু একজন সিবিলিয়ান তৎক্ষণাৎ বলিয়াছেন যে এই দোষারোপ সম্পূর্ণ অলীক। ব্রাহ্ম প্রধানেরা স্বদেশীয়দিগের এই প্রকার বর্ণনা করেন। তাঁহারা এই উপায় অবলম্বন করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। যাহারা স্বদেশীয়দিগকে এই অনুগ্রহ করেন, দেশবাসিগণ তাঁহাদিগকে কোন নেত্রে দর্শন করিবেন, তাহা কি আমাদিগের বলিয়া দিতে হইবে? মিরার ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের অস্তিত্বলোপ এবং ব্রাহ্ম মন্দির ভূমিসাৎ হইলেও দুর্গোৎসব থাকিবে। আমাদিগের জাতীয় আমোদ নষ্ট হইতেছে না,—যাওয়াও প্রার্থনীয় নহে। তবে পেচকেরা চীৎকার করিবে বাদির দুর্দ্দশীরা এই অপকর্ষ সূচক শব্দের মুখবন্ধ করিবার উপায় জানেন। স, চ,

—০:০:০—

সর জর্জ্জ কাম্বেল।

সর জর্জ্জ কাম্বেল যতদিন এদেশের শাসন কর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার অসাধারণ সাহসিকতা, বুদ্ধির পরিপক্কতা, কর্ত্তব্যের বেগবত্তা এবং অকপট ব্যবহার অধিবাসীদিগকে তাঁহার প্রতি চমৎকৃত ও আকৃষ্ট করিতে এক প্রকার অসাধারণ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিল। তিনি অকালে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন করিলে, তথাকার লোক নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার কার্য্য করিবার অবসর পাইয়াছে। তাঁহার কিন্তু [illegible] এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারীরা যে [illegible] তাহা গত কয়েক বৎসরের ঘটনা দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে এবং এই বঙ্গহিতৈষী স্বদেশে গিয়া কি করিতেছেন জানিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছে। সার জর্জ্জ আমাদিগের নিকট বিদায় লইবার সময় বলিয়া যান তিনি ইংলণ্ডে গিয়া আমাদিগের হিতচিন্তা করিতে বিস্মৃত হইবেন না। তিনি ভারতবর্ষীয় কৌন্সিলে যখন স্থান লাভ করিয়াছেন, তখন এ অঙ্গীকার যে প্রতিপালন করিতেছেন তাহার সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সেখানকার পদ তাদৃশ উন্নত না হওয়াতে আমরা তাঁহার কার্য্য বিবরণ অবগত হইতে পারিতেছি না। কিন্তু তিনি অন্য প্রকারে আমাদিগের নিকট আত্ম পরিচয় দান করিতে উদযুক্ত হইয়াছেন। সংবাদপত্রের স্তম্ভে তাঁহার লেখনী এবং প্রকাশ্য সভাস্থলে তাঁহার কণ্ঠ আমাদিগের জন্য পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হইতেছে। গত ৬ ই অক্টোবর গ্লাসগোর সামাজিক বিজ্ঞান সভায় তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম প্রকাশ ও যৎকিঞ্চিৎ সমালোচনা করাই আমাদিগের অদ্যকার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। আমাদিগের পাঠকগণের স্মরণ আছে, সামাজিক বিজ্ঞানের প্রতি সর জর্জ্জ কাম্বেলের ঐকান্তিক অনুরাগ, এইজন্য এদেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বেঙ্গল সোসাল সায়েন্স আসোসিয়েসনের সভাপতি পদ গ্রহণ করেন এবং তাহাতে এদেশের কল্যাণ সূচক একটী আকাশভেদী বক্তৃতা করেন। এখন তিনি গ্লাসগোর সামাজিক বিজ্ঞান সভায় বাণিজ্য বিভাগের সভাপতি হইয়াছেন এবং এখানে তাঁহার কার্য্যের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, সেখানে গিয়া সুসম্পন্ন করিতেছেন।

বিলাতে লোক সংখ্যার স্বাধীনতাবৃদ্ধি হেতু তুলা পাওয়া দুষ্কর হওয়াতে তিনি এ দেশীয় লিঙ্গকে অপরের সহিত সেই পদে বরণ করিয়াছেন। তিনি বলেনঃ—

"ভারতবাসীরা আমাদিগের সহিত এক বংশোদ্ভব বটে, কিন্তু তাহারা শারীরিক বলবিক্রমে হীনতর। যাহাহউক তাহাদিগের বেশ বুদ্ধি আছে এবং পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে তাহারা এদেশে আসিয়া সুস্থশরীরে ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে। ইউরোপের অপেক্ষা তাহাদের শ্রমজীবীদিগের মূল্য অল্প, অতএব এখানে তাহাদিগকে অনায়াসে আনয়ন করা যাইতে পারে।"

ভারতবর্ষের শিল্প কার্য্যের উপযোগিতা বিষয়ে তাঁহার মত এইঃ—

"বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছি, ভারতবাসীরা এদেশীয়দিগের অপেক্ষা কলের কার্য্যে নিকৃষ্ট নহে। তন্তী এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের শ্রমজীবীদিগের ন্যায় তাহাদিগের হস্ত সুনিপুণ, তাহাদিগের এ কার্য্যে বিশেষ অনুরাগ, পুরুষ স্ত্রীলোক বালক সকলে আনন্দচিত্তে কার্য্য করে। ভারতবর্ষের শিল্পকার্য্যের পরিশ্রম এদেশের পরিশ্রমের সহিত অনায়াস প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উপলক্ষে তিনি বলেনঃ—

"কানাডা এবং অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশের ন্যায় ভারতবর্ষের হস্তে আমরা আত্মশাসনভার সমর্পণ করিতে পারি না। আমরা হয় ত কোন কালে সে দেশকে স্বাধীনতা লাভের যোগ্য করিতে পারি, কিন্তু সে সময় এখনও বহুদূরবর্ত্তী। একবে দেশীয়দিগের হস্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় মিউনিসিপালিটি ব্যতীত অন্যবিধ রাজ্য সংক্রান্ত ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে না। আমরা যদি স্বদেশের এবং ভারতবর্ষের কল্যাণার্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিতে চাই তবে তাহা এই যে বিজ্ঞতা ও ন্যায়পরতার সহিত ভারতবর্ষকে একাধিপত্য দ্বারা শাসন করিতে হইবে।"

তিনি এক সাধারণ উপকার সূত্রে স্বদেশ এবং ভারতবর্ষকে মিলিত করিতে চান, তাহার উপায় এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—

"যে দেশে যাহার অধিকা, তাহা অবাধে অন্য দেশে প্রবাহিত হইতে পাবে, অর্থাৎ যাহাতে স্বাধীন বাণিজ্য চলে, তিনি তাহার সপক্ষ। ভারতবর্ষে বহুদর্শক পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান এবং নিয়মিত অধিবাসীর প্রাচুর্য্য এবং উৎকৃষ্টদেশীয় সূর্য্যোত্তাপ ও বৃষ্টিপাতে তাহার ভূমি অতি উর্ব্বরা, কিন্তু তথায় মূলধন, বিজ্ঞান এবং উপযুক্ত অধ্যক্ষের অভাব। শেষোক্ত তিনটী বিষয়ে অন্য কোন দেশ গ্রেট ব্রিটেনের ন্যায় প্রাধান্য প্রদর্শন করিতে পারে না। ভারতবর্ষীয় উৎপন্ন দ্রব্য ও মনুষ্যের কায়িক শ্রম, যদি ব্রিটনীয় মূলধন, বিজ্ঞান কৌশল ও অধ্যক্ষতার সহিত সংমিলিত হয়, তাহা হইলে যথেষ্ট সম্ভব উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন করিতে পারে। ভারতবর্ষে এদেশীয় মূলধন সঞ্চারিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা প্রচুর রূপে হইতেছে না বলিয়া আক্ষেপ শুনা যায়। সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য দেশে ব্রিটীশ মূলধন যেরূপ যায়, ভারতবর্ষে সেরূপ যায় না। এবিষয়ের সুবিধা বিধানার্থ দ্বারা আর কি থাকে তাহা এই—ভূমি সম্বন্ধীয় স্বত্বের উৎকৃষ্ট

ভর ব্যবস্থা, বিচারের উৎকৃষ্টতর নিয়ম, কার্য্যা থাকেরা অধিকতন সাধু হয়, এজন্য ইংলণ্ডীয় বাণিজ্য নিয়মের সংশোধন, ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যকর পার্ব্বত্য দেশে ইউরোপীয় অধিবাসের সুযোগ প্রদান, তাহা সুসাধ্য করিবার উপায় উপনিবেশী দ্বয়ের সন্তানগণের শিক্ষার সুব্যবস্থা করা এবং ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগের মধ্যে উৎকৃষ্টতর সামাজিক যোগ সংস্থাপন।

বক্তৃতাটি অতি সুদীর্ঘ, আমরা আবশ্যক বিবেচনায় তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভাব মাত্র প্রকাশ করিলাম। সার জর্জ্জ এই বক্তৃতা দ্বারা একটী অমল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে ইংলিসমানের একজন লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ— " সারজর্জ্জ কাম্বেলের মতে নিম্ন শ্রেণীর লোকে বিদ্যা শিক্ষা করাতে নীচ প্রবৃত্তিদমের কার্য্যে বিরক্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে, হিন্দু স্থানে অসংখ্য লোক আছে, তাহাদিগকে বালীর চাকররূপে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহার মাসগোর বক্তৃতা পাঠের পর মোটে এই সংস্কার জন্মিল যে তাঁহার বিদ্যা ও ক্ষমতা যথেষ্ট আছে, দ্বাথের বিষয় বিচার শক্তি বিজ্ঞতা এবং সামান্য বুদ্ধি অংশে তিনি নিতান্ত হীন। " টাইমস অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলেন " সার জর্জ্জের রাজনীতি বিষয়ক বিদ্যা ও ক্ষমতা অতি উচ্চ বলিয়া যাহাদের ভ্রম ছিল, এই বক্তৃতা দ্বারা তাহাদের সে ভ্রম দূরীকৃত হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনর্থক অতিরিক্ত ব্যয়ে ডুবাইয়া আপনার অক্ষমতা দূষিয়াছেন, এখন লোকরঞ্জনার্থ নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের প্রিয় হইতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে ক্ষতিতে তাঁহার লাভ হইতে পারে, কমন হাউসে পরখুনা হইলে তিনি সভ্য মনোনীত হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার ভাল কারবার যদি কিছু ক্ষমতা থাকে, তদপেক্ষা মন্দ করিবার ক্ষমতা অধিক আছে। তাহার পক্ষে কৌন্সিলে থাকাই উপযুক্ত। কিন্তু অভীষ্ট সাধনের সুযোগ হইলে তাহার তিলার্দ্ধ তথায় থাকিবার ইচ্ছা নাই। লর্ড সালিসবরির চরপুট, এরূপ লোককে অবৈতনিক পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।"

সার জর্জ্জ কাম্বেলের বক্তৃতার এ'র অধিক সমালোচন নিষ্প্রয়োজন। তাহাকে এদেশের লোকে অনেক দিন চিনিয়াছেন। তিনি এদেশের বন্ধু বটেন, কিন্তু জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে হয় " এরূপ বন্ধু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। " ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের জন্য এদেশীয়েরা অজ্ঞান হীনাবস্থ ও পশুর মত থাকিবে এবং ইংরাজেরা সকল বিষয়ে প্রধান থাকিয়া ইহাদিগকে শাসন করিবেন, এই শাসন আবার সম্পূর্ণ একাধিপত্যরূপ ধারণ করিবে, ইহাই তাঁহার মনোগত বাসনা। তিনি চান এদেশীয়দিগকে কুলী, মজুর, বালীর চাকর, ও কলের গ্রমজীবী করিয়া ইংরেজ প্রভুদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন, ইংলণ্ডের মূল ধন আনিয়া এদেশের উৎপন্ন দ্রব্য সকল স্বদেশে লইয়া যাইবেন এবং ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর উর্ব্বর স্থান সকলে ইংরাজ উপনিবেশ স্থাপন করাইবেন, ইহা হইলে ভারতবাসীদিগের দুঃখ মোচনের অবধি থাকিবে না। আমরা দেখিয়া দুঃখী হইলাম, যে তাঁহার স্বজাতীয়েরাই তাঁহার অযুক্ত উক্তির প্রতিবাদ করিতেছেন এবং তত্র ইংরাজগণের মধ্যে তাঁহার ধাতুর লোক বড় অধিক নাই।

ভা সং

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৫ ই নবেম্বর। জে এফ, কে হেউইট সি, এস, কিছু দিনের জন্য বেবেনিউ বোর্ডের সেক্রেটারির কার্য্য করিবেন।

আর এচ গ্রেবস কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

এচ, এ ডি ফলিপস ইউদ্যা বিভাগের একজন সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল গফুর কিছু দিনের জন্য মালদহের বিভাগের ভার পাইলেন।

বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু চন্দ্রকুমার দত্ত উক্ত বিভাগে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

রাজসাহী বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, সাবেজ রঙ্গপুর বিভাগে বদলি হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অম্বিকাচরণ রায় চৌধুরী পুরীতে বদলি হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর কবিস নবীন সিভিলিয়ন মেহেরপুর বিভাগের ভার পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর যদুনাথচন্দ্র দত্ত বরগা বিভাগের ভার পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, আর মাইতিন মজুমদী বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী নদীয়ার সদর হেডকে বদলী হইলেন।

বাবু জগদ্বন্ধু গুপ্ত কিছু দিনের জন্য ত্রিপুরার বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

১০ ই নবেম্বর। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ রাজসাহীর ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সভ্য হইলেন।

ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ জে, মনরো।

লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল ডবলিউ ডি কেগন।

জি ই ম্যাসেট্টি।

বাবু যদুনাথ সরকার।

কুমিল্লা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু ভাবকবন্ধু চক্রবর্ত্তী ত্রিপুরার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর অনারেব সভ্য হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিষ্ণুপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধারণার্থ সভার সভ্য হইলেন।

বিষ্ণুপুরের মুন্সেফ বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।

বিষ্ণুপুর মিডল ক্লাশ স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু হরিশ্চন্দ্র দাস।

বিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৫ ই নবেম্বর। এচ, এ, ডি ফিলিপস যিনি ইউদ্যা বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন, তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৭ ই নবেম্বর। জে কার্ণক যিনি মজার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন, তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১০ ই নবেম্বর। বাবু তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য নড়াইলের মুন্সেফ হইলেন।

বাবু নীলমণি নাগ কিছু দিনের জন্য রঙ্গপুরের অস্থায়ী জেটমারির মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য কিছু দিনের জন্য পাটনার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাবু দুর্গাচরণ ঘোষ কিছু দিনের জন্য ময়মনসিংহের মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাবু রাজকৃষ্ণ রায় ডেপুটী শ্রেণীতে ফরিদপুরের ডেপুটী হইলেন।

বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু চারি মাসের জন্য ভাগলপুরের অস্থায়ী জজ নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত ডেপুটীকলেক্টরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু শরৎকুমার বসু ও দ্বিতীয় সুবডিভিসনের ভার গ্রহণ করিলেন।

বুড়ীচং, চুয়াডাঙ্গা, এবং পাবনার ছোট আদালতের জজ মেসর্স মেরেডিথ সাহেব মোকদ্দমা শুনিবেন।

নিম্ন লিখিত আফিসরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী কালেক্টর হইলেন।

রাজসাহীর সুবডিভিসনের ভার বাবু মধুসূদন মল্লিক।

দিনাজপুরের সুবডিভিসনের ভার বাবু কালিদাস দত্ত।

ত্রিহুতের প্রতিনিধি সুবডিভিসনের ভার বাবু বোলাকীদার চতুর্থ শ্রেণীর সুবডিভিসনের ভার হইলেন।

নদীয়ার প্রতিনিধি সুবডিভিসনের ভার বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় চতুর্থ শ্রেণীর সুবডিভিসনের ভার হইলেন।

রাজসাহীর সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, ই ম্যানেন্টি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডিরস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৭ ই নবেম্বর। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ৮৭০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

ওয়াশিংটনস্থ কুষণজী অনুমান করেন, যদি আকাশের তাপ ৩ ডিগ্রী না যায় তবে লক্ষ গাঁইট তুলা জন্মিবে যদি তাপ যায় তবে ৪০ লক্ষ গাঁইট পাওয়া যাইবে।

মাদ্রিদ হইতে টেলিগ্রাফ: উত্তর দিক হইতে সম্রাট ডন কার্লস ৭ দল লোকজনের সহিত যাত্রা করিয়াছেন। অনেক সৈন্য আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবে।

লণ্ডন ৮ ই নবেম্বর। ১৬ ই আটলাণ্টিক মেল: ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে উত্তর আমেরিকা হইতে ১০০০০ গাঁইট তুলা আসিয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই নবেম্বর। গত রাত্রিতে লাড মেয়র যে ভোজ দেন তাহাতে ডিসরেলি গবর্ণমেণ্ট সাধারণের সন্তোষ এবং সৌভাগ্যের বিষয় বর্ণন করিয়া বাণিজ্যের উন্নতির উল্লেখ করেন এবং বলেন, রাজস্ব সম্বন্ধে যে সকল আশা করা হইয়াছিল তাহা পূর্ণ হইয়াছে। তৎপরে ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য ডিউক অব বুইস অব সালিসবরি ও লাড নর্থব্রুককে বিশেষ প্রশংসা করেন। বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের রাজনীতি সম্বন্ধে বলেন, শান্তিরক্ষা সকলেরই অভিপ্রেত।

গত অক্টোবর মাসে গ্রেট ব্রিটেন হইতে প্রায় সাড়ে একুশ কোটি টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হয় ১৭ কোটি টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হয়।

পারিস ১০ ই নবেম্বর। কার্লিষ্টরা যেসবলি কার্লিষ্টের দ্বারা আক্রমণ হইতে তাড়িত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা পুনরায় আসিয়া উক্ত স্থানে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ৬ ই নবেম্বর।

নদীর নাম	সর্ব্বনিম্ন জল। ফীট	ইঞ্চ
জলঙ্গী।		
চৌরা পর নীচে	১৬	৩
সুবপুর ও মাইলের মধ্যে	৫	
তথা হইতে ভাঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১০	৬
ভাঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১০	৫
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৭	১
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১	৬
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	৮	১
ভাগীরথী	৭	
তথা হইতে কাটোয়া	২	
তথা হইতে কট ১ মাং	১১	
তথা হইতে বোলেমারি	১০	৬
তথা হইতে আলেকদহ	১২	৬
তথা হইতে বুকফাই	১৩	৯
জলঙ্গী।		
মোহানায়	৯	

সন ১৮৭৪ সালের ৯ ই নবেম্বর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

		ফীট	ইঞ্চ
বহরমপুর ৯ ই নবেম্বর ১৮৭৪	}	১৩	১
		ই, এইচ উইল্স সি, ই, একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া ডিবিসন।	

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। সুতরাং মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। ডাক মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। বোট, জাহাজ, বণ্ডাল চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অনুভব যাহাতে যাঁহাদের সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিম্নোল্লিখিত হইবার পরে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে পরিষ্কার মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দেয় সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সম্পাদক পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া পত্রিকাতে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোমপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে প্রথম বারে প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵৹ ছয় আনা তাহার পর ৵১ দেড় আনা ৮০ টাকা হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সহর সোণাপুর ষ্টেসনের নিকট চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৮ শ ভাগ। ২ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫। টাকা
সন ১২৮১। ৮ ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭৪। ২৩ এ নবেম্বর।
মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

শব্দদীধিতি অভিধান ২য় সংস্করণ।

এবারে ধাতু প্রকৃতি প্রত্যয় সমাস প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে, অনেক নূতন শব্দ সংযোজিত হইয়াছে এবং যে যে স্থানে ভুল ছিল, তৎসমুদয় সংশোধন করা গিয়াছে। পুস্তকের কলেবর প্রায় দেড় গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। আট পেজী ফর্ম্মার ৯২৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য চারি টাকা। বিদেশীয় গ্রাহক দিগের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, স্কুল-বুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে, চুনুটোলা সন্তারাম মল্লিকের লেন ১ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত কবীরদনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং পাবনা মর্ম্মালস্তম্ভে আমার নিকট পুস্তক বিক্রীত হইয়া থাকে।

পাবনা মর্ম্মালস্তম্ভ
২৫ এ কার্ত্তিক ১২৮১
শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

গর্ভিণী বান্ধব।

নামক মহৌষধ গর্ভিণীদিগের সকল অবস্থার সুখদ অতএব অবশ্য সেব্য।

এই মহৌষধ সেবনে সংবিয়ার উষ্ণ এবং অন্তঃশোণের আর্ত্তবরক্ত দ্বারায় পরম্পরানুস্যূত। ইহা নিরাপদে প্রসবে গর্ভিণীর প্রাণসঙ্কটাবস্থাতেও সেবিত হইলে ৪ চারি প্রহর মধ্যে বেদনা ও রক্তস্রাবাদি শান্তি করিয়া প্রাণরক্ষা হয়। এ প্রদেশে ইহার অসাধারণ শক্তি বিদিত আছে।

এক বাক্সে ১ সপ্তাহ করিয়া ২ টী কৌটা থাকিবে। ১ টী উৎকট বেদনা ও রক্ত স্রাব নিবারক। দ্বিতীয়টী ঘর কাল প্রহরী শোথাদি মাসোপদ্রব নিবারক।

এক বাক্সের মূল্য সর্ব্ব ডাকমাশুল ৩।০ মাত্র। এক প্রকারের ১ কৌটা লইলে ৩।০ টাকা। ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র থাকিবে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী কবিরাজ।
সংস্কৃত ঔষধালয়।
সঙ্কটাচতুষ্পথা—বনারস।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণী সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ২০। ২৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাহার মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয়ও কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইতাম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধ দিয়া সংখ্যা করিতে পারি না। এজন্য অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাশুল ৩।০ টাকা পাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে দান ও অর্থ লওয়া যাইবেক।

১৯এ আষাঢ় ১২৮১ সাল
মোবারকাদা
মেঘা নদীর
শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন
ডাক্তার।

" বংশ রত্নাকর " নামক বটী।

অনেক ভোটীর সিদ্ধ যোগাচারী জমীদ মহাশয় স্বচিরানুভূত বহুদ মহৌষধ। কচু স্থান গর্ভস্থান প্রভৃতি বৈগুণ্যে যে বন্ধ্যত্বাদি নানা রোগ ঘটে তাহা এতৎ সেবনে অবশ্যই তিরোহিত হয়। ৩ সপ্তাহের ঔষধের মূল্য মায় ডাক মাশুল একত্রে ১০ টাকা মাত্র। গর্ভসম্ভবে চির প্রয়াস ও শ্রমের সাফল্য হইবে তখন মাত্র যথাযুক্ত পুরস্কারের প্রত্যাশা বলবতী রহিল।

শ্রীভৈরবী গোসাঁই
কাশী ভৈরবনাথ।

হেম নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিঙ্গ লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸০ আনা ডাক মাশুল /০ এক আনা।

জানবাজার
হিন্দুহষ্টেল
কলিকাতা
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বাবীগড় পদার্থ ঔষধালয়।

যদি কাহারো প্রস্তুত নির্দ্দিষ্ট কোন প্রকার

দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করা দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মেঙ্গলোর প্রস্তুত সিমেণ্ট মর্ম্মারাবপাইপ এবং উহার নির্ম্মিত প্লাটফর্ম জলপাত্র ও বেসিন ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেজিয়াকে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর বন্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ক্লে করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরদা এণ্ড কোং।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

প্রথমা	১।	ডাক মাশুল
[illegible]	।০	/০
১ [illegible]	৵০	/০
২ [illegible]	৵০	/০

[illegible] করিলে ডাকমাশুল লাগিবে না। ইহার যে কোন গ্রন্থ ১০ খান অথবা অধিক ক্রয় করিবেন, তাঁহাকে ডাক মাশুল লাগিবে না। মাসুল সমেত সোমপ্রকাশ ডাক ঘরে আমার নিকটে টাকা পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, তিনি অনু. মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

৮ ই অগ্রহায়ণ সোমবার

আমরা পূর্ব্বে বারুইপুরের থানার অন্তর্গত চুঁচির যে সংবাদ লিখিয়াছিলাম, ২৫ এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার আলিপুরের জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট বীচ সাহেবের নিকটে তাহার বিচার হইয়া তাহের কনষ্টেবল ওয়াজেদ আলীর দুই বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। প্রথম চোর খাতের কনষ্টেবলের দোষ প্রমাণ না হওয়াতে সে মুক্তিলাভ করিয়াছে। যাঁহার বুদ্ধি কৌশলে ওয়াজেদ আলী মাতলা বেলওয়ের যাদবপুর ষ্টেসনে মাল সমেত ধরা পড়ে, সেই গোপালচন্দ্র বাগচির উন্নত পদলাভ হইয়াছে। তাঁহার উন্নতির সংবাদ পাইয়া আমরা আনন্দিত হইলাম বটে, কিন্তু আমাদিগের এই একটু অসন্তোষ জন্মিতেছে যে তাঁহার বেতনের বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয় নাই। তিনি যে প্রকার চতুরতার সহিত চোর ধরিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পদোন্নতি বেতন বৃদ্ধি ও নগদ টাকা পুরস্কার এই তিনই হওয়া উচিত। যাহা হউক, আমরা ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সটলওয়ার্থ সাহেবকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহার বেতন বৃদ্ধির বিষয়েও যেন সাহেবের দৃষ্টি থাকে।

ভারতবর্ষের ভূমির কিরূপ বন্দোবস্ত হইলে ভাল হয়।

ভূমি আকর্ষণ ও লবণ এই তিনটী ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান আয় স্থান। ইহার মধ্যে আবার ভূমি প্রধান। ভূমিতে ২০ কোটি টাকারও অধিক আয়। প্রধান আয় স্থান বলিয়া ভূমির উপরে অধিক করভার ন্যস্ত না হয় এবং ভূমি ভূস্বামিদিগের হস্তপরিভ্রষ্ট হইয়া না যায়, গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়ে সবিশেষ যত্ন আছে। বোম্বাইতে পূর্ব্বে ভূমির যে বন্দোবস্ত হয়, তাহাতে অনেক ভ্রম প্রমাদ ছিল। সম্প্রতি তাহার সংশোধন করিয়া মধ্যবিধ করে পুনরায় বন্দোবস্ত হইতেছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ভূস্বামিরা অলসকর্ম্মশীল। রাজের দোষে তাঁহারা সচরাচর অত্যধিক ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। উত্তমর্ণেরা ডিক্রী করিয়া তাঁহাদিগের তালুক বিক্রয় করিয়া লয়। এরূপে তালুক বিক্রয় না হয়, গবর্ণমেণ্ট হইতে সে চেষ্টা হইতেছে। এই সমস্ত ব্যাপার দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ভূমির বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সবিশেষ যত্ন আছে। কিন্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বাংশে ভূমির সুচারু বন্দোবস্ত নাই, সেই হেতু সময়ে সময়ে ভূমিঘটিত নানা প্রকার অত্যাচার ও উপদ্রব ঘটিয়া থাকে।

কোন্ স্থানে ভূমির কিরূপ বন্দোবস্ত আছে, সে বিষয়টী অগ্রে পাঠকবর্গের গোচর করা যাইতেছে। লার্ড কর্ণওয়ালিস বঙ্গদেশে দশ বৎসরের নিয়মে বন্দোবস্ত করেন। উহা পিটের মন্ত্রিত্বকালে তাঁহার যত্নে চিরস্থায়ী বলিয়া পরিগৃহীত হয়। বারাণসী বিভাগেও ঐ সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ও পঞ্জাবে গ্রামওয়ারী বন্দোবস্ত। এক এক গ্রামের দেয় খাজনা নির্দ্দিষ্ট করিয়া ৩০ বৎসরের নিয়মে ঐ বন্দোবস্ত করা হয়। মান্দ্রাজে জমীদারী রাইয়তী ও গ্রামওয়ারী এই তিন প্রকার বন্দোবস্তই আছে বোম্বাই ও বেরারে রাইয়তী বন্দোবস্তই প্রধান।

এখন কোন্ বন্দোবস্তে কি দোষ তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। বাঙ্গলা দেশে জমীদারের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। প্রজার সহিত কোন প্রকার বন্দোবস্ত নাই। প্রজারা জমীদারের ইচ্ছাধীন। জমীদারেরা ইচ্ছামত প্রজাদিগকে ভূমি হইতে বহিষ্কৃত করেন এবং ইচ্ছামত ভূমির কর বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। তন্মূলক নানাপ্রকার অত্যাচারও হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে

মৌরস স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা অল্পই আছে, অধিকাংশ প্রজারই ভূমিতে কোন প্রকার স্বত্ব নাই। জমীদার ঠিকা হারে জমী বিলি করিয়া থাকেন। সেই কারণে নানা প্রকার বাধেরও সৃষ্টি হইয়াছে। কোন প্রকার স্থায়ী স্বত্ব নাই বলিয়া ভূমিতে প্রজার মমতা নাই। সুতরাং তাহারা ভূমির উন্নতি সাধনার্থ যত্ন করে না। জমীদারেরও ভূমির শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্ন নাই। তাঁহারা খাজনার সহিত সম্বন্ধ। খাজনা হইলেই তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। প্রথম যখন এই স্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তৎকালে কর্ণওয়ালিসের সহিত শোর সাহেবের বিষম বিরোধ উপস্থিত হয়। তিনি অনুমান বলে এই কথা বলেন, জমীদার এক খাজনা লইয়া প্রজার উপরে নানা প্রকার উপদ্রব করিবেন। তাহাই ঘটিয়াছে।

তবে কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করাটী ভাল হয় নাই? উহা কি বঙ্গদেশের অনিষ্টের কারণ হইয়াছে? এ বন্দোবস্তটী ভাল হয় নাই, আমরা একথা বলি না। যে সময়ে এ বন্দোবস্ত করা হয়, সে সময়ে ইহার অতি উপায়ের ফললাভ হইয়াছিল। লাভ কর্ণওয়ালিস আসিয়া দেখিলেন, রাজস্বের অতিশয় দুরবস্থা। ডহার টুঙ্গ ওয়া দূরে থাকুক ক্রমেই ক্ষয় হইতেছে। কর সংগ্রহের অতিশয় বিশৃঙ্খলা ছিল, তদ্বিষয়ে কাহারও যত্ন ছিল না। স্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে ভূমির উন্নতি সাধন চেষ্টা না হউক রাজস্বের সংগ্রহ বিষয়ে জমীদারের যত্ন জন্মিল। সমুদায় সুশৃঙ্খল হইয়া আসিল, দেশও ক্রমে অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যশালী হইয়া উঠিল। শোর সাহেব যে দোষ গুলি ঘটিবার আশঙ্কা করিয়াছিলেন, যদি তাহার প্রতীকার করিয়া এ বন্দোবস্ত করা হইত, বঙ্গদেশের যে কি অপূর্ব্ব সৌভাগ্য লাভ হইত বলা যায় না। ঐ সকল দোষের প্রতীকারের উপায় নাই এমন নয়, যাঁহারা ঐ বন্দোবস্তের স্থায়িত্ব ও অস্থায়িত্ব লইয়া বিবাদে প্রবৃত্তি উঠেন, তাঁহারা অল্পতা প্রযুক্ত তৎকালে উপায়টী দেখিতে পান নাই। জমীদারকে মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্তই সেই উপায়। প্রজার অর্থব্যয় ও পরিশ্রম বাদ দিয়া ভূমিতে যে উপস্বত্ব হইবে, তাহার কিয়দংশ খাজনা আদায়ের বেতন স্বরূপ জমীদারকে দিয়া আর কিয়দংশ গবর্ণমেণ্ট লইয়া যদি প্রজার সহিত একটী স্থিরতর পাকা বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে জমীদারদিগের অত্যাচারের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, এবং ভূমিতে আমার বলিয়া প্রজার মমতা জন্মে, সুতরাং ভূমির উন্নতি সাধন বিষয়ে উহাদিগের প্রাণপণ চেষ্টা জন্মে ভূমির উন্নতি হইলে তন্মূলক বাণিজ্যেরও সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়।

রাইয়তী ও গ্রামওয়ারী বন্দোবস্তেরও অনেকগুলি দোষ আছে। প্রথম দোষ এই, ঐ বন্দোবস্ত স্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। ত্রিশ বৎসর অন্তর উহার পরিবর্ত্তের কথা আছে। সুতরাং উহাতে প্রজার মমতা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয় দোষ এই, খাজনা আদায় করিবার লোক নির্দ্দিষ্ট থাকে না। তাহাদিগের প্রজার প্রতি মমতা থাকে না। নিম্নস্থ ব্যক্তিদিগের অধিকতর নির্দ্দয় ভাবে প্রজাপীড়নে প্রবৃত্ত হইবারই সমধিক সম্ভাবনা। বঙ্গদেশের জমীদারেরা প্রজা পীড়ন করেন বটে, কিন্তু বন্দোবস্তের স্থায়িত্বনিবন্ধন প্রজার প্রতি তাঁহাদিগের মমতা আছে। প্রজারা বিপদে পড়িলে তাঁহারা ব্যস্ত হন এবং যথা সাধ্য সাহায্য দান করেন। কিন্তু গ্রামওয়ারী ও রাইয়তীবন্দোবস্তে প্রজার সে সাহায্য লাভ সম্ভাবনা নাই। অতএব আমরা উপরে যে বন্দোবস্তের কথা কহিলাম, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল পঞ্জাব মান্দ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতি সকল স্থানেই ঐ একবিধ বন্দোবস্ত করাই কর্ত্তব্য। তাহা করিলে আর গবর্ণমেণ্টকে ভূমিঘটিত উপদ্রবে বিব্রত হইতে হইবে না। দেশের ও অত্যধিক অভ্যুদয় লাভ হইবে। এই সঙ্গে আর দুটী বন্দোবস্ত করিতে হইবে, এক, ঋণগ্রস্ত তালুকদারদিগের ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত। দ্বিতীয়, দায়াদগণ তালুক বিভাগ করিয়া না লইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত। দেশের মধ্যে কতক গুলি সমৃদ্ধিসম্পন্ন প্রাচীন বংশ থাকা আবশ্যক। যে দেশে তাদৃশ লোক না থাকে, সে দেশ সৌভাগ্যশালী ও সভ্য দেশ বলিয়া পরিগণিত হয় না। ঋণের নিমিত্ত তালুক বিক্রয়ের ব্যবস্থা ও দায়াদগণের অংশ করিয়া লইবার ব্যবস্থা থাকিলে ঐ অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। অতএব ঋণ পরিশোধের বিষয়ে এই ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, উত্তমর্ণেরা ঋণের নিমিত্ত তালুক বিক্রয় করিতে পারিবেন না। তালুকের উপস্বত্ব হইতে ঋণ পরিশোধ হইবে। তালুকদার উপস্বত্বের কিয়দংশ আপনার ন্যায্য খরচের নিমিত্ত রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ উত্তমর্ণকে দিবেন। তালুক বিভাগের বিষয়ে এইরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত, দায়াদগণ তালুক অংশ করিয়া লইতে পারিবেন না, তালুকের উপস্বত্ব ভোগী হইবেন এইমাত্র। তালুকের দান বিক্রয়াদির ক্ষমতা কাহারও থাকিবে না। তালুকের উন্নতির নিমিত্ত যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক হইবে, উপস্বত্ব হইতেই তাহা সম্পাদিত হইবে, অবশিষ্ট যে উপস্বত্ব থাকিবে তাহাই দায়াদেরা বিভাগ করিয়া লইবেন। ঋণ পরিশোধের বিষয়ে বক্তব্য এই, তালুকদারেরা যদি স্বয়ং উত্তমর্ণদিগের সহিত

বন্দোবস্ত না করেন, গবর্ণমেণ্ট মধ্যবর্ত্তী হইয়া বন্দোবস্ত করাইয়া দিবেন। এরূপ হইলেই ভূমির বন্দোবস্তটী ঠিক হয় এবং সকল বিষয়ে মঙ্গল হয় সন্দেহ নাই।

কয়েকটী কথা।

এখানকার ইংরাজী সমাচার পত্র সম্পাদকেরা নিমাসের মকদ্দমা লইয়া যে প্রকার তুমুল করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে ইংলণ্ডের প্রধানতম সংবাদ পত্র টাইম্‌স বিচারপতিদিগের উপরে যে অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমরা একটী অপ্রকাশিত বাস্তবিক ঘটনার বিষয় প্রকাশ করিতেছি, তৎসম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্নও করিতেছি, এবং এই অনুরোধ করিতেছি টাইম্‌স ও এখানকার ইংরাজী সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা প্রশ্নগুলির যথোচিত মীমাংসা করুন এবং অপক্ষপাত চিত্তে বলুন, কাহার উপরে অসন্তোষ প্রকাশ করা উচিত হয়। ঘটনাটী এই;—

যশোহরের একজন নীলকরের মাথু নামে (নামগুলি কল্পিত) একজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নিমুর উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করে। নিমু মাজিষ্ট্রেটের আদালতে গিয়া মাথুর নামে অভিযোগ করিল। নিমু কোন প্রকার তদ্বির না করাতে মকদ্দমা অমনি ঘরেস্থরে হইয়া গেল। হাইকোর্টে মকদ্দমার নথী গেলে সেখানকার বিচারপতিরা নিমুর মকদ্দমার কোন প্রকার নিষ্পত্তি না দেখিয়া মাজিষ্ট্রেটকে মকদ্দমা করিতে বলিলেন। মাজিষ্ট্রেট নিমুকে আনাইলেন। মকদ্দমার ইতিকর্ত্তব্যতা অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। ওদিকে মাথু গোপনে নিমুকে ডাকাইয়া বলিল, তুমি মকদ্দমায় ক্ষান্ত হও, তোমাকে ২০ টাকা দিব। নিমু ২০ টাকার লোভ পাইয়া রাজীনামা দিল। সে মকদ্দমার এইরূপে শেষ হইল। নিমু কয়েক দিন পরে সেই ২০ টাকা আনিতে গেল। মাথু সে বার তাহাকে গুরুতর প্রহার করিল। শরীরের অনেক স্থানে প্রহারের চিহ্ন হইল। নিমু এই নূতন মারপিটের আবার নূতন নালিশ করিল। সাহেবের কুঠিতে মারপিট হয়। সেখানে সাহেবের লোক ভিন্ন আর কেহ ছিল না। সাহেবের লোকেরা সাহেবের বিপক্ষে বলিবে কেন? সুতরাং নিমুকে নূতন সাক্ষী সাজাইয়া লইয়া যাইতে হইল। ২০ টাকা আনিতে গিয়া সে যে মার খায়, কিসে কি হইবে এই ভয়ে সে কথা মুখে আনিল না। মাজিষ্ট্রেট একজন ইউরোপীয় পুলিস ইনস্পেক্টরকে নীলকরের কুঠিতে মকদ্দমার তদন্ত করিতে পাঠাইলেন। সে কয়েক দিন কুঠিতে বাস করিল এবং দিব্য আহার ও আমোদ প্রমোদ করিয়া আসিয়া এই রিপোর্ট দিল, মারপিট সমুদায় মিথ্যা। নিমুর গায়ে মারের দাগ ছিল, এখন তাহার কি উপায় হয়, সুবুদ্ধি ইনস্পেক্টর তাহার এই উপায় উদ্ভাবন করিয়া রিপোর্ট মধ্যে লিখিলেন, নিমু অতি লম্পট স্বভাব, সে কোন বেশ্যার বাটীতে গিয়া মার খাইয়া আসিয়াছে।

মাজিষ্ট্রেট এ হেতুবাদে ও এ রিপোর্টে ভুল হইলেন না। মাথু যে নিমুকে প্রহার করিয়াছিল, সে বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি উপস্থিত সাক্ষির জবানবন্দী লইয়া মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিলেন। মাথু অপরাধী ও তাহার কারা দণ্ড হইল।

এখন আমাদিগের প্রশ্নগুলি এই মাথু ও নিমু ইহার মধ্যে অধিক দোষী কে? মাথু নিমুকে প্রহার করিয়া প্রথম শাস্তিভঙ্গ করিল, উৎকোচ দিবার অঙ্গীকার করিয়া কুপথে তাহার প্রবৃত্তি জন্মাইল, উৎকোচ দিয়া পুলিস ইনস্পেক্টরকে মিথ্যা রিপোর্ট করাইল এবং মকদ্দমার দিন অম্লান বদনে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে প্রকৃত ঘটনার অপলাপ করিল। পক্ষান্তরে, আদালতে সাক্ষী না লইয়া গেলে মকদ্দমা হয় না, প্রকৃত সাক্ষী উপস্থিত করিবার সম্ভাবনা নাই। নিমু অগত্যা মিথ্যা সাক্ষী সাজাইয়া লইয়া গেল। ঘটনাটী সত্য বলিয়া মাজিষ্ট্রেটের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তিনি মাথুকে দোষী করিলেন। আমাদিগের মূল প্রশ্ন এই, এরূপ স্থলে কাহার উপরে অসন্তোষ হওয়া উচিত? কাহার প্রতারণা মিথ্যাবাদিতা ও অন্যায়কারিতা অধিক প্রকাশ হইল? এখানকার ইংরাজী সমাচারপত্র সম্পাদকদিগের কি এই মত, মফস্বলবাসী ইউরোপীয়েরা মফস্বলে যে ইচ্ছা সেই অত্যাচার করুক, এদেশীয়েরা বোবা হইয়া তাহা সহ্য করুক এবং পিঠ পাতিয়া দিয়া মার খাক। ঘটনাটী প্রকৃত, নিমুকে মারা হইয়াছে যথার্থ, দণ্ডটীও যথার্থ হইল। এরূপ স্থলে সাক্ষী মিথ্যা হইয়াছে বলিয়া কি মাজিষ্ট্রেটের উপরে অসন্তোষ হওয়া উচিত? আইনে প্রকারান্তরে মিথ্যা সাক্ষী সাজান হইতে কহিতেছে। মাজিষ্ট্রেটের উপরে না হইয়া সেই আইনের উপরেই অসন্তোষ হওয়াই কি উচিত নয়? আমরা আইনের দোষ দিলাম বটে কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে কোন রূপে এরূপ বোধ হয় না যে, যে আইনে সদ্বিচারের প্রতিবন্ধকতা করিবে সে আইন অবশ্য পালনীয় হইবে। অবিচার না হয়, এই নিমিত্ত আইনের সৃষ্টি। যাঁহারা নিতান্ত সাহসহীন, তাঁহারা অবিচার হইতেছে মনে বুঝিতে পারিয়াও আইনের অক্ষরার্থ লইয়া বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু যাঁহারা কর্ত্তব্য বিষয়ে যথোচিত সাহস সম্পন্ন, যেটী যথার্থ বলিয়া বুঝিতে পারেন তাঁহারা তাহাই করেন; আইন পালন

হইল কি না হইল সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করেন না। আমাদিগের শেষ প্রশ্ন এই যে কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির অনুগত হইয়া এইরূপে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তাদৃশ ব্যক্তিরা সন্তোষের না অসন্তোষের ভাজন ?

জুয়াখেলা।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন উচ্চ শ্রেণীর লোক ছিলেন। রাজ্যের যত কিছু উচ্চ কর্ম্ম এই তিন শ্রেণীরই হস্তগত ছিল। এই তিন শ্রেণী হইতেই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সৎক্রিয়ার যথাবিধি প্রতিপালন হইত। কাল বিপর্য্যয়ে বর্ণ বিপর্য্যয় হওয়াতে এখন আর সে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই। তাহাদিগের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নূতন নূতন উচ্চ শ্রেণীর লোক হইয়াছে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ভিন্ন বৈদ্য ও কায়স্থ উচ্চ পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছেন। দেশের যে কিছু উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চ কাজ এই তিন শ্রেণীতেই নিবদ্ধ হইয়া আছে বলিলে হয়। কিন্তু এই তিন শ্রেণীর মধ্যে এরূপও কতকগুলি লোক আছে, তাহাদিগের উচ্চ শিক্ষা নাই, কোন প্রকার বিষয় কর্ম্ম নাই, উচ্চবংশজাত বলিয়া অভিমান বশতঃ মজুরি প্রভৃতি করাও নাই। তাহাদিগের অবকাশ যথেষ্ট। এরূপ লোকের অবসরকাল সচরাচর মাদক সেবন ও জুয়া খেলা প্রভৃতি অনার্য্য কার্য্যেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। ঐ ব্যসনাসক্তি কেবল যে উহাদিগেরই বিনাশের কারণ হয় এরূপ নয় সময়ে সময়ে প্রতিবেশিগণেরও বিপদের কারণ হইয়া থাকে। আমাদিগের বাসগ্রামের সন্নিহিত কাঁয়নাড়ি, রাজপুর প্রভৃতি গ্রামে অনাতর ব্যসন জুয়াখেলার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি। আমরা কয়েকবার উহার উন্মূলন চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু এ অঞ্চলে জুয়া খেলা নিবারণের আইন প্রচলিত না থাকাতে আমাদিগের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, সম্প্রতি এ অঞ্চলে জুয়াখেলা নিবারণের আইন (১৮৬৭ অব্দের ২ আইন) প্রচলিত হইয়াছে।

আইন ত প্রচলিত হইল, কিন্তু ইহার ফল পুলিস কর্ম্মচারিদিগের হস্তগত। তাঁহারা যদি মন দেন, তবেই ইহার নিবারণ হইবে, অন্যথা "যথা পূর্ব্বং তথা পরং" আইন না হইয়াও যে ফল হইয়াও সেই ফল। আমরা সোণাপুর প্রভৃতির থানার সব ইনস্পেক্টরদিগকে আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন জুয়াখেলার নিবারণ বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হন। যত্নবান হইলে কেবল যে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইবে এরূপ নয়, তাঁহারা এ প্রদেশের হিতকারী বলিয়া যশোভাগী হইতে পারিবেন।

মফস্বলের প্রজা ইউরোপীয় ও গবর্ণমেণ্ট।

এক দুরন্ত ব্যাঘ্র গ্রাস করিবার অভিলাষ করিয়া একটী নিরীহ মেষকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছে, এক দয়ালু শীকারী পুরুষ বন্দুকে গুলি পুরিয়া মেষের রক্ষার্থ তাহার অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়াছে। ব্যাঘ্র শীকারির ভয়ে মেষকে গ্রাস করিতে পারিতেছে না, লোভ প্রযুক্ত উহাকে পরিত্যাগ করিয়াও যাইতে পারিতেছে না। যদি কোন সুনিপুণ চিত্রকর এইরূপ একটী ছবি আঁকিয়া সোমপ্রকাশ পাঠকগণের সম্মুখে উপনীত করেন, তাহা হইলে পাঠকগণ "মফস্বলের প্রজা ইউরোপীয় ও গবর্ণমেণ্ট" এই শীর্ষকাঙ্কিত আমাদিগের এই প্রস্তাবটীর তাৎপর্য্য সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বঙ্গদেশের মফস্বলের প্রজারা যেন সম্মুখ নিরীহ, দুরন্ত ব্যাঘ্র তুল্য ক্ষমতাপন্ন ইউরোপীয়েরা তাহাদিগের সংহারে উদ্যত হইয়াছে এবং দয়ালু গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের রক্ষার্থে যত্নবান্ হইয়াছেন। আমরা অলঙ্কার শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এরূপ প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলাম কেন? বোধ হয় ত পাঠকগণ এতক্ষণ মনে মনে এই চিন্তা করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে কিঞ্চিৎ ফুটবাদী হইতে হইল।

কিছু দিন হইল, আসামের চাকেক্ষেত্রে একজন কুলি হত্যা হয়। ফিবেজকে হত্যাকারী বলিয়া হাইকোর্টের বিচারপতিদিগের অগ্রে উপনীত করা হইয়াছিল। জুরির বিচারে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বোধ হয় পাঠকগণ এ সংবাদগুলি মনে করিয়া রাখিয়াছেন। ফিবেজের মুক্তিলাভের পর লাণ্ড হোলডার্স সভা এই ভাবে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে এক আবেদন করেন, পুলিস অকারণ ফিবেজকে কষ্ট দিলেন কেন? সে বিষয়ের অনুসন্ধান হয়। বোধ হয়, এ সংবাদটীও পাঠকগণের স্মৃতিপথে মুদ্রিত আছে। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ঐ আবেদনের এই উত্তর দান করিয়াছেন, আসাম এক্ষণে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অধীন নয়, চিফ কমিশনরের অধীনস্থ হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই, চিফ কমিশনরই ঐ অনুসন্ধানের অধিকারী, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট অধিকারী নহেন।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট যেন আপাততঃ ঘোড়ার আপদ বালাই বানরের ঘাড়ে চাপাইলেন, কিন্তু লাণ্ড হোলডার্স সভা ছাড়িবার পাত্র নন, কমিশনরকে ধরিয়া আবার টানাটানি আরম্ভ করিবেন। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট রক্ষা পাইতেছেন না, তাঁহাকে আবার আবর্ত্তে পড়িতে

হইবে। অতএব টালমটাল করিয়া না কাটাইয়া গবর্ণমেণ্টের একটী নির্দ্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের বিবেচনায় এই, একটী নির্দ্দিষ্ট নীতি অবলম্বন না করিলে গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই পারিতেছেন না। সে নির্দ্দিষ্ট নীতি এই, ইউরোপীয় বলিয়া গবর্ণমেণ্টের আজিও যে একটু টান আছে তাহা পরিত্যাগ করুন, এবং লাও হোলডার্স সভাকে স্পষ্টাক্ষরে বলুন, গবর্ণমেণ্ট অতঃপর মফস্বলবাসী ইউরোপীয় ও এদেশীয় উভয়কেই সম ভাবে সমচক্ষে দর্শন করিবেন। এদেশীয়ের যে আদালতে বিচার হয়, ইউরোপীয়েরও সেই আদালতে বিচার হইবে। এদেশীয়ের সেসন আদালত ও ইউরোপীয়ের হাইকোর্ট এ প্রভেদ থাকিবে না। পুলিস এদেশীয়ের অপরাধের যেরূপ অনুসন্ধান করেন, ইউরোপীয়ের অপরাধেরও সেইরূপ অনুসন্ধান করিবেন। পুলিস এদেশীয়ের অপরাধের অনুসন্ধানকালে অত্যাচার করিলে যেমন তাহার বিচার হয়, ইউরোপীয়ের বেলাও ঐরূপ বিচার হইবে, কিন্তু সেখানে এরূপ দেখা যাইবে পুলিস কেবল নিজ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কোন প্রকার অত্যাচার করেন নাই, সেখানে গবর্ণমেণ্ট তাহার কার্য্যের অনুসন্ধান করিবেন না। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে ষ্টিবেন্সের বিষয়ে পুলিস আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। কারণ পুলিস যেরূপ নিরপরাধ ঈশ্বর নাপিতকে হত্যাকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে সেরূপ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ একজন পুলিস কর্ম্মচারীকে এরূপ ঘটনায় এখানে [illegible] সম্ভাবনা কি? [illegible] পুলিস হত্যাকারী [illegible] পারিলে দোষী হন, অতএব আপনার দোষ ক্ষালনার্থ ষ্টিবেন্সের স্কন্ধে দোষক্ষেপ করিয়াছেন। তাহা সম্ভাবিত নহে। পুলিস বাস্তবিক অপরাধী ইউরোপীয়কেই দোষী করিতে সাহসী হন না, আর যার গায়ে কোন প্রকার গন্ধ নাই, তাহাকে দোষী করিতে কি সাহস হয়? পুলিস যথার্থ দোষী বোধ করিয়াই ষ্টিবেন্সকে অপরাধী করিয়াছিলেন, জুরির বিচারে তিনি মুক্তি লাভ করিলেন, তাহাতে পুলিসের অপরাধ কি? আমরা সহজে এই বুঝিতে পারি পুলিসের সে চেষ্টা হইলে অপর একজন কুলিকেই হত্যাকারী বলিয়া সাজাইয়া লইতেন, কখন মাদার গাছে গা ঘসিতে যাইতেন না। তবে কি জুরির বিচার অন্যায় হইয়াছে? জুরির বিচার অন্যায় কি সন্যায় হইয়াছে, ষ্টিবেন্স বাস্তবিক দোষী কি নির্দ্দোষ আমরা সে বিচারে প্রবৃত্ত হই নাই, সে বিচারের কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। লাও হোলডার্স সভা যে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহারই গুণ দোষ বিচার করা আমাদিগের অভিপ্রেত।

ষ্টিবেন্স নিরপরাধ, [illegible] অত্যাচার করা [illegible] বিবেচনা করেন, এই কারণে [illegible] সভা ষ্টিবেন্সের পক্ষ [illegible] গবর্ণমেণ্টকে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিতেছেন। ইহাই কি সভার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপের হেতু? না, আর কোন নিগূঢ় কারণ আছে? যদি প্রথমোক্ত হেতুটীই বাস্তবিক হেতু হয় অত্যাচারকারী পুলিসকর্ম্মচারির নামে আদালতে অভিযোগ করিলেন, না কেন? তাহা হইলেই ত সহজে ষ্টিবেন্সের ক্ষতি পূরণ হইয়া আসিত। সভা তাহা না করিয়া যখন গবর্ণমেণ্টকে অনুসন্ধান করাইবার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতেছেন, তখন তাঁহাদিগের একটী গূঢ় অভিপ্রায় আছে বলিয়া বোধ হইতেছে। আমাদিগের বিবেচনায় সে অভিপ্রায় এই, গবর্ণমেণ্ট যদি ঘুম ঘাম করেন, তাহা হইলে পুলিস কর্ম্মচারীরা ভীত হইবেন। ইউরোপীয়দিগকে যথার্থ অপরাধী বলিয়া জানিতে পারিলেও আর সেদিকে যাইবেন না। তাহা হইলেই ইউরোপীয়দিগের মফস্বলে একাধিপত্য হয়। পুলিসের আর উচ্চ বাচ্য করিবার যো থাকে না। তাঁহারা যা ইচ্ছা তাই করেন। প্রজাদিগেরও ঘাড় মুড় নাড়িবার পথ এককালে রুদ্ধ হইয়া যায়। যদি এইটী বাস্তবিক লাও হোলডার্স সভার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে ত তাঁহারা "টাইরেণ্ট" (অত্যাচারী) হইয়া উঠিলেন। প্রাচীন ও ইদানীন্তন উভয় কালেই সকলদেশে কতকগুলি করিয়া টাইরেণ্ট হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহারা অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারেন নাই। জগদীশ্বরের এমন নিয়ম নয় যে কেহ অত্যাচারী হইয়া সংসারের সকলকে অসুখী করিয়া অধিক দিন নিশ্চিন্ত মনে ক্ষেপণ করিতে পারে। এক একটী সুখ হরণ সমুদায় অত্যাচারির সংহার হইয়াছে। এদেশীয়দিগকে দমনে রাখিয়া মফস্বলের ইউরোপীয়দিগের একাধিপত্য করিবার যদি বাস্তবিক মানস হইয়া থাকে, তাহাদিগের মনোবাঞ্ছা কোন ক্রমেই পূর্ণ হইবে না। এক একটী অচিন্তনীয় হেতু ঘটিয়া উঠিবে, প্রজারা ক্রমে সাহসী হইবে, গবর্ণমেণ্টকেও স্বজাতি স্নেহ ছেদন করিয়া যথোচিত বলিয়া প্রজা সমক্ষে অগ্রসর হইতে হইবে।

আমাদিগের ইউরোপীয় পাঠকগণ যখন এই প্রস্তাবটী পাঠ করিবেন, মনে করিবেন, আমরা ইউরোপীয়দিগের উপরে বিদ্বেষ পরবশ হইয়া এইরূপ প্রস্তাব লিখিতেছি। বাস্তবিক তাহা নহে। এদেশীয়দিগের সহিত যাহাদিগের

স্বার্থ সম্বন্ধ আছে, আমরা মফস্বলবাসী সেই ইউরোপীয়দিগের অত্যাচার বৃত্তান্ত সর্ব্বদা শুনিতে পাই, যাহাতে তাহার নিবারণ হয়, আমাদিগের সেই চেষ্টা। সেই কারণে আমরা গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বদা উত্তেজনা করিয়া থাকি। গবর্ণমেণ্টের কৃত আইন ও গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত বিচারপতিগণের তুল্যরূপতা ও সমদর্শিতা ব্যতিরেকে সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

—০—

আমীর সিরাজ আলী যাকুব খাঁ ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের সমাচার পত্র সম্পাদকেরা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া যাকুব খাঁর সহিত কাবুলের আমীর সিরাজআলীর মিলন সংবাদ লইয়া ব্যস্ত হইয়াছেন। আমরা প্রতিদিনই এতৎসংক্রান্ত এক একটি নূতন সংবাদ পাইতে লাগিলাম। আজি শুনিলাম সিরাজআলী যাকুব খাঁর নিকটে উভয়ের মিলন প্রস্তাব করিয়াছেন, কালি শুনিলাম, যাকুব খাঁ তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। ত পর দ বাদ আইল, যাকুব খাঁ কাবুলে উপনীত হইয়াছেন, আমীর তাঁহার প্রতি যথোচিত স্নেহ প্রদর্শন ও নানা প্রকার কথোপকথন করিতেছেন: পিতা পুত্রে সদ্ভাব হইবে শুনিয়া এক একবার আমাদিগের মনে আহ্লাদ জন্মিয়াছে বটে কিন্তু আমরা বরাবর সসংশয় হৃদয়ে সংবাদগুলি পাঠ করিয়াছি। যাকুব খাঁর এত অবাধ্যতার পর আমীর যে এত সরল হইবেন, সেবিষয়ে আমাদিগের অতিশয় সন্দেহ ছিল। ইংলিসম্যান শুক্রবার তারে যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহা আমাদিগের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছে। তারের সংবাদটী এই, আমীর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যাকুব খাঁকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। আমরা যখন এই সংবাদটী পাঠ করিলাম, আমাদিগের মনে বিস্ময়ের তাদৃশ আবির্ভাব হইল না, ইতঃপূর্ব্বে পাঠ করিয়া ও কার্য্য দেখিয়া মুসলমানদিগের বিষয়ে আমাদিগের যে সংস্কার জন্মিয়াছে, এটী তাহার বিপরীত ঘটনা নহে। মুসলমানদিগের পিতাপুত্রের পরস্পর এরূপ ব্যবহার নূতন নয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যাধিকার হইতে নিরাস করা কাবুলে নূতনও হইতেছে না। মোস্ত মহম্মদ স্বয়ংই জ্যেষ্ঠ পুত্র আফজুল খাঁকে পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর সিরাজ আদিকে রাজ্য দান করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান আমীরও যাকুবকে পরিত্যাগ করিয়া আবদুল্লা জানকে উত্তরাধিকারী করিবেন, স্থির করিয়াছেন।

আমীর যাকুবকে পরিত্যাগ করিয়া আবদুল্লাকে রাজ্যাধিকারী করিতেছেন, এ কার্য্যটী উচিত হইতেছে কি না তাহার বিচার করা আমাদিগের পক্ষে সুবিধার নয়। যাকুব অপদার্থ ও রাজ্যরক্ষায় অশক্ত, আবদুল্লা উপযুক্ত, এই বলিয়া আমীর যাকুবকে রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত ও আবদুল্লাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছেন, অথবা আমীর আবদুল্লার মাতাকে অধিক ভাল বাসেন তাঁহার অনুরোধে এই কাজ করিতেছেন, আমরা তাহা অবগত নহি। অবগত হইলেও আমাদিগের যেরূপ সংস্কার তাহাতে ঐ কার্য্যটী বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা সকল বিষয়েই সমুদায় পুত্রের সমাংশিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু রাজ্যের বিষয়ে জ্যেষ্ঠাধিকার নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের দেশের লোকেরা স্বেচ্ছানুসারে এ শাস্ত্রের উল্লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হয় না। রাজা দশরথ কেকয়ীর প্রতারণাপাশে বদ্ধ হইয়া রামকে বনবাস দিয়া ভরতকে রাজ্যদান করিয়াছিলেন, কিন্তু ভরত তাহা গ্রহণ করেন নাই। মুসলমানদিগের মধ্যে সেরূপও নাই সে ভরতও নাই। মুসলমানেরা রাজ্যের নিমিত্ত ভ্রাতার প্রাণবধ ও ভ্রাতার চক্ষুঃ উৎপাটন প্রভৃতি দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ নহেন। আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা রাজ্য সম্বন্ধে যে জ্যেষ্ঠাধিকারের নিয়ম করিয়া গিয়াছেন, তাহার যুক্তিসিদ্ধ একটী কারণ আছে নৈসর্গিক সংস্কার এই রাজ্যে পুত্রই যেন জ্যেষ্ঠের অধিকার হয়। এরূপ স্থলে জ্যেষ্ঠকে বঞ্চিত করিতে গেলেই তাহার মনঃ ক্ষোভ হয়। সে অল্পে ক্ষান্ত হয় না। সুতরাং ভ্রাতার ভ্রাতৃবিরোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সেই অগ্নি প্রবল হইয়া রাজ্যকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে: এই কারণে আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠকে বঞ্চিত করিতে গেলে যে তুমুল কলহ উপস্থিত হয়, যাকুব খাঁ ও আমীরের ব্যবহারে তাহা বিলক্ষণ প্রমাণ হইতেছে।

আমাদিগের দেশে একটী চির প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে "শনিবারের মড়া সোমর চায়।" আমীর নিজেও বিপদে পড়িতেছেন, আবার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকেও টান পাড়িয়াছেন। প্রথম, তারে এই সংবাদ আইসে, লাড লর্ণব্রুকের প্রয়োচনায় যাকুব খাঁ কাবুলে যান। তাহার পর আবার সংবাদ আসিয়াছে, "লাড লর্ণব্রুকের প্রয়োচনা" এই যে বাক্যটি লেখা হইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। লাড লর্ণব্রুক যেরূপ পাকা লোক, রাজনীতিজ্ঞতা বিষয়ে তাঁহার যে প্রকার দক্ষতা আছে, তিনি যে এ বিষয়ে লিপ্ত হইয়া কাঁচা কাজ করিবেন ইহা সম্ভাবিত নহে। প্রথম সংবাদ পাঠ কালেই আমাদিগের এ বিষয়ে অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কিন্তু কথা এই, একপ জনরব উঠে কেন? "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ।" এই একটী পাকা কথা আছে। বোধ হয় এ প্রকার জনরব উঠিবার কোন কারণ আছে এখনও তাহা প্রকাশ হয় নাই। আমাদিগের বোধ হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ ঘোর ঘুঘুত রাজনীতিই ইহার মূল।

ভারতবর্ষ রুশিয়ার এক লক্ষ্য হইয়াছে। কাবুলের আমীন অন্তরায় স্বরূপ মধ্য স্থলে থাকিলে রুশিয়া সহসা ভারতবর্ষের সীমা প্রদেশে উপনীত হইতে সমর্থ হইবে না। সেই ভাবিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আমীরের রক্ষায় সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু গৃহ বিবাদের নিষ্পত্তি না হইলে আমীরের রক্ষা নাই। তাহাতেই লোকে অনুমান করে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কাবুলের গৃহ বিবাদের শেষ করিবার নিমিত্ত উহার অন্য স্তরীয় কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। তন্মূলক

ঐ জনরব উঠিয়াছে, এস্থলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইল। কারা দ্বারা এপ্রকার হইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিজ মিত্র অনুরাগ আশ্রিত ও বিদেশীয় রাজ্যের সম্বন্ধে নিঃস্বার্থ রাজনীতির অবলম্বন করিতে নহেন কিন্তু এ প্রকার রাজনীতি বিপক্ষে হেতু। রোমের যখন সৌভাগ্য পতাপ ও পৃথিবীর সর্ব্বস্থ লুট প্রায় হইয়া আসিয়াছিল, সে সময়ে রোম মিত্র ও বিদেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে যে রাজনীতি অবলম্বন করেন তাহা নিতান্ত স্বার্থপরতা দুষিত সেই রাজনীতির দোষে মিত্র রাজগণও উৎসন্ন হইলেন পরিণামে রোমও উৎসন্ন গেল অন্য দেশীয় রাজগণের সম্বন্ধে রোম যে রাজনীতি অবলম্বন করেন, একজন ইতিহাস লেখক তাহার এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন "বিদেশীয় রাজগণের সহিত রোমের যত সম্পর্ক হইতে লাগিল উহাদিগের সহিত সম্বন্ধ তত জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই রোমের সর্ব্বনেশে রাজনীতির প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল। রোমের নিজের উন্নতি ও অন্য অন্য রাজ্যের বিনাশ ঐ রাজনীতির একমাত্র উদ্দেশ্য। রোমের যে সমস্ত মুক্ত আফ্রিকা গ্রীস ও আসিয়া বাসীরা, তাহারা সন্ধি ও মৈত্রী বন্ধন করিয়া গমন করিত বটে, কিন্তু তাহারা ঐ সকল দেশের ভয়াবহ শত্রু ছিল। তাহারা যে যে রাজ্যে গমন করিত সেই সেই রাজ্যের [illegible] অথবা তাহার বিনাশের [illegible] করিত এবং রাজ্যমধ্যে [illegible] রোমের স্বার্থ সিদ্ধির সুবিধা হইলে [illegible] করিয়া দেওয়া হইত বিদেশ [illegible] মধ্যে যাহারা প্রবল, [illegible] তাহাদিগকে নিরস্ত্র করা হইত [illegible] তুর্গাদি তাহাদিগের সহিত [illegible] করা হইত এবং যে পর্য্যন্ত [illegible] করা রোমের সুবিধা না [illegible] সে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বাহ্য স্বাধীনতা [illegible] হইত মিত্রগণের কর্ণযোর প্রতি [illegible] সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকিত এবং সামান্য প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাহাদিগের স্কন্ধে গুরুতর [illegible]। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও রাজগণ এমনি জ্ঞানহীন হইয়াছিল যে তাহাদিগকে দেখা রোমের কোন শত্রু ছিল না। রোম স্নেহাপূর্ব্বক তাহাদিগের পক্ষ হইলে পর নাই দুর্ব্বলসহকে করিত, তাহাদিগের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত, সেই ক্রোধ তাহাদিগকে আক্রমণকরা ও দমন করা হইত রোমকেরা সময়ে সময়ে বাহ্য নিঃস্বার্থতার পরিচয় দিত বটে কিন্তু সেটী কেবল তাহাদিগের দুর্ব্বুদ্ধির ফল, আপাততঃ অল্প ক্ষতি স্বীকার করিয়া পরে মহৎ লাভ করাই তাহার মূল উদ্দেশ্য।" ইত্যাদি।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি অবিকল এইরূপ আমরা এ কথা কহিতেছি না। কিন্তু অনেক অংশে উহার সহিত সৌসাদৃশ্য আছে; সময়ে সময়ে এক এক প্রধান রাজপুরুষের অতিলোভ দোষে মিত্র রাজ্য সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের স্বার্থপরতার বিলক্ষণ পরিচয় হইয়া থাকে। লার্ড ডেল হাউসি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার কতকগুলি ছল করিয়া পর রাজ্য গ্রহণ করেন। সম্প্রতি মিত্ররাজারা স্বাধীনরূপে রাজ্য শাসন করিতে পারেন না বলিয়া পর রাজ্য গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ দুষিত রাজনীতি পরিত্যাগ করুন, এই অনুরোধ করিবার নিমিত্তই এ প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে যে পর্য্যন্ত তাঁহারা নিঃস্বার্থ রাজনীতি অবলম্বন না করিবেন, সে পর্য্যন্ত সুখী হইতে পারিবেন না। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট কাবুলের আমীরের সহিত যে মধ্য মাঝি করিতে গেলেন কেন? হিতৈষী ও বন্ধুভাবে সৎপরামর্শ দিয়া আমীরের দুই বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা পাইলে গবর্ণমেণ্ট কখন মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতেন না।

বিবিধ সংবাদ।

১ লা অগ্রহায়ণ সোমবার।

তেকান হেরাল্ডে এক ব্যক্তি আগ্রা হইতে লিখিয়াছেন, ১ লা নবেম্বর সিন্ধিয়ার শিবিরে একটী যুদ্ধ হয়। সিন্ধিয়াকে দুই সহস্র সৈন্যকে নিরস্ত্র করিতে হইয়াছিল। ইহার কারণ কি এ পর্য্যন্ত প্রকাশ পায় নাই। এটী কতদূর সত্য বলা যায় না। বাল্য সাদেবের বন্দীকরণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক রূপ জনরব তুলিবে।

আগামী জানুয়ারি মাসে মেটীর সিবিল সর্ভিস পরীক্ষার আসায় হইতে পরীক্ষার্থী গ্রহণ করা হইবে। যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাদের জন্য তত্রত্য যাবজ্জীব নিষ্কর শাসন কার্য্যের পত্রগুলি এবং আসামের উপবিভাগীয় কার্য্যালয়ে যত গুলি ৫০ টাকার এবং তাহার অধিক বেতনের কর্ম্ম থাকিবে সে সমুদায় অগ্রে উহাদিগকে দেওয়া হইবে।

তেজপুর হইতে টেলিগ্রাফ আসিয়াছে, ডফলা অস্ত্রাদি ও খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছে।

সার জর্জ্জ কুপার নবাবগঞ্জ হইতে যে রেলের গাড়িতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, একটী বালক সেই গাড়িতে ইট ছুড়িয়া মারিয়াছিল, গাড়ির জানালা ভাঙ্গিয়া যায়, ঐ বালকটীর ৩ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

সার রিচার্ড টেম্পল বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হওয়াতে গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলের একজন মেম্বরের পদ শূন্য হয়, ইণ্ডলিস সাহেব কিছু বিলম্বের জন্য ঐ পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন; শুক্রবার সার উইলিয়ম মিউর যথারীতি শপথ পূর্ব্বক ঐ পদ গ্রহণ করিবেন।

ভারত সংস্কারক বলেন কাবুল যুদ্ধ সূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে, পঞ্জাবে ১৮ সহস্র টাকা দিয়া যে সকল সামন্ত রাজা পুষিয়া আছে সেই স্থানটী রদ করা, এই সময়। বঙ্গরঙ্গ ভূমির অধ্যক্ষগণ মফস্বলের [illegible] অভিনয় করিবার জন্য গত শনিবার গমন করিয়াছিলেন। এ থিয়েটরটী এখন স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, শরীরের কোন স্থান পুড়িয়া গেলে ডিমের মধ্যে যে সাদা পদার্থ থাকে তাহা দিলে সারিয়া যায়।

আমেরিকা হইতে আর একজন স্ত্রী মেডিকেল মিশনরি এদেশে আসিতেছেন, তাঁহার নাম কুমারী জুলিয়াসের (এমডি)।

বৃষ্টি হওয়াতে শ্রীরামপুর গোয়ালপাড়া এবং আমাদের অন্যান্য স্থানের শস্যের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। কেবল গারো পর্ব্বতের তুলার কতক ক্ষতি হইয়াছে।

কিছুদিন হইল বোম্বাইর মুসলমানদিগের সহিত তত্রত্য পারসিদিগের যে মোকদ্দমা হয়, সে সময় বোম্বাই গেজেট পারসিদিগের অনেক সহায়তা করেন, সেই উপকার স্মরণ করিয়া তত্রত্য পারসিরা উক্ত সম্পাদককে বিবাহ জন্য ১০ হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন, আর ১০ হাজার টাকা তুলিবেন চেষ্টায় আছেন। পারসিরা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন।

পিয়ার্সন বলেন, ধরতারা রেলওয়ে করা অনর্থক হইয়াছে, কারণ ইহাতে মধ্যে অনেক শস্য লইয়া যাওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু গরুর গাড়ি এবং নৌকায় করিয়া তদপেক্ষা দশ গুণ অধিক শস্য লইয়া যাইতে পারা যাইত, এবং তাহাতে নিতান্ত বিলম্বও হইত না। যদি লাভ না হয় রেলওয়ে কোম্পানি আপনা আপনির হাত গুটাইবেন।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে আমীর সিয়াব আলী তাঁহার রাজ্যের মধ্যে যাবতীয় পুরাতন বাটী ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। কারণ সেদিনকার ভূমিকম্পে অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

ইংলিসম্যান পাঠে অবগত হওয়া গেল ১৫ ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাত্রি দুইটা ৪৫ মিনিটের সময় বকিংহাম প্যালেসে ডিউক অব এডিনবরার সহধর্ম্মিণী এক রাজপুত্র প্রসব করেন। লোকে সচরাচর পুত্র কন্যা প্রসব করে, ইনি রাজপুত্র প্রসব করিয়াছেন। কোনটের বর্ত্তমান ডিউক আর্থর আলবার্টের জন্ম কালে ডিউক অব ওয়েলিংটন রাজকীয় ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "পুত্র, না কন্যা হইয়াছে" ধাত্রী ঈষৎ হাসিয়া বলিল "রাজপুত্র হইয়াছে। ডিউক ইহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। আমাদের এদেশীয় কোন পূর্ব্বকার ধনি বংশীয় একটী স্ত্রীলোক তিন চারিটী সন্তান প্রসব করেন, তাঁহারা সকলেই তখনকার প্রধান প্রধান রাজপদে অধিষ্ঠিত হন, একদা তাঁহার গর্ভাধস্থায় কোন সহচরী জিজ্ঞাসা করিলেন "এবার তিনি কি সন্তান প্রসব করিবেন?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন "এবার একটী ছোট খাট দেওয়ান প্রসব করিব।" আমাদিগের রাজবন্ধু তেমনি একটী "রাজপুত্র" প্রসব করিয়াছেন

গত শনিবার সন্ধ্যাকালে রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের বৈঠকখানায় এক মজলিস হইয়া অধ্যাপক ধোলা বক্সের সঙ্গীত হয়। কলিকাতার প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং অনেক ইউরোপীয় উপস্থিত হন, ধোলাবক্সের সঙ্গীত, তাঁহার বীণা বিশেষতঃ জলতরঙ্গ বাদন শ্রবণে সকলেই বার পর নাই সন্তোষ লাভ করেন। রাজা যতীন্দ্র মোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের সৌজন্য দর্শনেও দর্শকগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

আমরা সংবাদ পত্র পাঠে অতিশয় দুঃখিত হইলাম, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি সিপাহি বিদ্রোহের সময় আলাহাবাদে মুন্সেফ ছিলেন। ইনি সেই বিদ্রোহকালে যেরূপ সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা অনেক ইংরাজ অফিসরেও দৃষ্ট হয় না। এই জন্য ইনি "খোদা মুন্সেফ" এই উপাধি পান। তন্নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ইহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া গোরক্ষপুরে ইহাকে একটী জায়গীর প্রদান করেন। ইনি যেমন বিদ্বান বুদ্ধিমান ও সাহসিক তেমনি অমায়িক স্বভাব সরল ও সদালাপী ছিলেন। তৎকালের লেপ্টেনণ্ট ইডেন সম্পাদক টাউনসেণ্ড সাহেব ইহাঁর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন "আমরা প্রয়োজন হইলেই বাঙ্গালিদিগকে ধমকাইতে ছাড়ি না। কিন্তু ভারতবর্ষে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ক্ষমতা বাঙ্গালি যদি কোন জাতি থাকে সে জাতি বাঙ্গালি, একজন অতিভীত স্বভাব সামান্য কায়স্থকে লইয়া সামান্য ক্ষমতা দিয়া তাহাকে ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে প্রেরণ কর, সে যদি কি পঞ্জাবী কি সিখ কি মহারাষ্ট্রীয়দি হিন্দুস্থানী সকলকেই এতদূর বশীভূত করিতে না পারে যে তাঁহারা তাহার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে সে প্রকৃত বাঙ্গালি নহে।"

এবার বোম্বাইয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থের সংখ্যা ১১১৪ হইয়াছে।

২ রা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলের পার্লিকওয়ার্কের জন্য যে একজন অতিরিক্ত সভ্য নিয়োগের কথা হয়, শুনা যাইতেছে, ইংলণ্ডের রেলওয়ে সমূহের ইনস্পেক্টর কাপ্তেন টাইলার আর, ই, সেই পদে মনোনীত হইয়াছেন।

৭ ই নবেম্বর লাভ ও লোড হবাই উক্তকায়ত হস্তে প্রস্থান রাজ্ঞী করিয়াছেন। মান্দ্রাজের লোক মাত্রের বড় ভাগ্য তাঁহারা বড় মানুষে শাসন কর্ত্তা পাইয়াছেন।

১২ ই নবেম্বর পেশোয়ার হইতে এই টেলিগ্রাম আসিয়াছে "আমীরের সহিত বাকুব খাঁর সন্ধির সংবাদ সম্পূর্ণ সত্য। বাকুব এক্ষণে কাবুলে আছেন। আমীর তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিতেছেন। কিরূপে এই সন্ধি হইল তাহা জানা যায় নাই। বাকুব খাঁ আমীরের উত্তরাধিকারী হইলেন বলিয়া সাধারণে ঘোষণা করা হয় নাই। যতদিন সে ঘোষণা না হইতেছে, ততদিন এ সন্ধি। বন্ধুত্ব বলিয়া প্রত্যয় জন্মিতেছে না।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের অধীনে এত দিন যে পঞ্জাব [illegible] একটী পদ ছিল। [illegible] সাহেব ঐ পদে ছিলেন। এক্ষণে এদেশে [illegible] বিবেচনা করিয়া ঐ পদটী তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন [illegible] হয়, গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা বাঁচিয়া যায়, কিন্তু [illegible] অনেক স্থলে [illegible] কার্য্যে [illegible]

[illegible] নানা [illegible] করা হইতেছে, ওদিকে [illegible] দৃষ্টি [illegible] এমন একজন লোক উপস্থিত। দিল্লী গেজেটে এক পত্র প্রকা-

শিক্ষ হইয়াছে, উহাতে লিখিত হইয়াছে, নানা সাহেব যখন কানপুরের কন্যা কাণ্ডের পর প্রস্থান করেন, তাঁহার সহিত অনেক গুলি সৈন্য ছিল, সিউরাজ সিং নামক এক ব্যক্তি ঐ সঙ্গে ছিল। এক বৎসর গত হইল আজিমগড়ে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ঐ ব্যক্তি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া গ্রামবাসীদিগকে বলে, নেপালের জঙ্গল মধ্যে "টেরাই জ্বরে" নানা সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। সে নিজে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া আসিয়াছে। নানা কটক সিন্ধিয়ার সম্মানার্থ দুটী তোপ ছুঁড়িবার জন্য যেন এক জন নিরপরাধ ব্যক্তিকে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলান না হয়। ফিঙ্গুসেটিট্রুট যথার্থ বলিয়াছেন, এটী ক্রমে ভাবনাদায়ী ব্যাপার হইয়া উঠিল।

গত শুক্রবার কুক কোম্পানির আফিসের রিচার্ড গ্রেসার নামক একটী কর্ম্মচারীর আশ্চর্য্যরূপে মৃত্যু হইয়াছে। উক্ত ব্যক্তি যথা নিয়ম গিয়া কাজ করিতেছিল, হঠাৎ পীড়া বোধ হইল, এক গ্লাস জল চাহিল কিন্তু জল দিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল। এ ব্যক্তির যক্ষ্মা রোগ ছিল।

সাপ্তাহিক সমাচার তাঁহার কোন পাঠকের নিকট হইতে এই সংবাদটী সংগ্রহ করিয়াছেন "করিমাবাদ নিবাসী উপবীতধারী কায়স্থ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দেব গত বুধবার ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া উপলক্ষে তাঁহার বাটীতে যম ও চিত্রগুপ্তের প্রতিমা করিয়া সমারোহে পূজা করিয়াছেন। উহার কুল পুরোহিত ঐ গ্রামবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।" আমরাও এ সংবাদ শুনিয়াছি। যাহা কটক, উমেশ বাবু যমকে কাকি দিলেন দেখিতেছি। তিনি কায়স্থ হইয়া পৈতা গলায় দিয়াছেন, যম দূত আসিয়া তাঁহাকে হঠাৎ চিনিতে পারিবে না। যম ও চিত্রগুপ্ত পূজা পাইয়া এখন চলিলেন তাঁহারা আর গা ঘামাইয়া উমেশ অনুসন্ধান করিবেন না।

সাহেবের বাঙ্গালি বাবুরা নাকি এবার তিন হাজার টাকা ব্যয় করিয়া মহাসমারোহে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌএর এক সংবাদপত্র বলেন, ইহাতে অনেক ব্রাহ্ম চাঁদা দিয়াছেন। কেশব বাবুর এত বক্তৃতা কি শুদ্ধে দি ঢালা হইল?

পক্ষান্তরে দৃষ্ট হইল, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বিলাতে এক স্থানে বক্তৃতা কালে বলেন, ব্রাহ্মগণ হইতে ভারতবর্ষের সহমরণ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। ইহাতে ভদ্রতা অনেক সংবাদ পত্র বলেন, তাহা কিরূপে সম্ভবে ১৮১৮ ৩০ অব্দে ব্রাহ্ম সংসমাজ সংস্থাপিত হয়, কিন্তু ১৮২৯ অব্দে সহমরণ প্রথা উঠিয়া যায়। মিস্টর ইহার এই উত্তর দিয়াছেন, "ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দিবার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করেন, তাহাতেই ইহা ব্রাহ্ম কীর্ত্তি বলা যায়।" আমাদিগের মতে কিন্তু আদিশূরই প্রকৃতপক্ষে এই যশোভাগী হইতে পারেন, ব্রাহ্মদের ইহাতে তত অধিকার নাই, কারণ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, রামমোহন রায় সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতর বংশ সম্ভূত, সেই রামমোহন রায় সাহায্য করিয়া সহমরণ তুলিয়া দেন। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, সহমরণ প্রথার উন্মূলন জন্য যশ ব্রাহ্মগণের, না আদিশূরের, কাহার পাওয়া উচিত হয়। আদিশূর ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণ না আনিলে আর রামমোহন রায়ের জন্ম হইত না। দুঃখের বিষয় এই ব্রাহ্মগণ নিজের কিছু কীর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া অবশেষে পরের কীর্ত্তি লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন।

আশান্টি যুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের যে ব্যয় হয় তাহার ৮০ লক্ষ টাকা গত বর্ষের ব্যয়ের মধ্যে ধরা হইয়াছে, অবশিষ্ট টাকা এ বৎসরের মধ্যে ধরা হইবে। ইহাতেই কথা উঠিতেছে না, আবার শুনা যুদ্ধের উদ্যোগ হইতেছে।

আমরা অনেক ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক দেখিয়াছি, ইংলিসম্যান সম্পাদকের ন্যায় ভারতদ্বেষী সম্পাদক কিন্তু দেখি নাই, ইহার মুখে আমরা কখন বাঙ্গালির খাটি প্রশংসা শুনিলাম না। বাবু দিগম্বর মিত্রের কলিকাতার শেরিফের পদে মনোনীত হওয়া সম্বন্ধে উক্ত সম্পাদক দেশ বিখ্যাত সর্ব্বজন পরিচিত দিগম্বর বাবুর অপ্রশংসা করিতে সাহসী হন নাই, কিন্তু উহার মধ্যে আবার একটু লিখিবার ভঙ্গী দেখাইয়াছেন, লিখিয়াছেন "এ পদ এদেশীয়দিগকে দেওয়া উচিত, যদি এটী স্বীকার করা যায় তবে দিগম্বর বাবুকে দেওয়া উত্তম হইয়াছে।" যদি এটী স্বীকার করা যায়" এ কথাতেই তাঁহার এদেশীয়দিগের প্রতি কেমন স্নেহ বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

৩রা অগ্রহায়ণ বুধবার।

গত সোমবার সর পি গুডহাউস স্বপরিবারে পুনা হইতে বোম্বাইয়ে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

গত সোমবার কলিকাতা হাইকোর্ট খুলিয়াছে।।

মান্দ্রাজের ছুকাপ্রদেশের যে সকল লোক জল প্লাবন নিবন্ধন কষ্ট পাইতেছে, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে খাদ্যাদি দিয়া সাহায্য করিবার জন্য তত্রত্য কালেক্টরকে লিখিয়াছেন।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, ব্রিটিশ সীমার অতি নিকটে নেপালের মধ্যে ইলাম নামক স্থানে একটী বৃহৎ শিক্ষা শিবির স্থাপিত হইয়াছে। নেপালীয়েরা রটিয়াছে আগামী বর্ষে ভুটান আক্রমণ করা হইবে।

পিয়নিয়র সৌদাগী হইতে ১৩ ই নবেম্বর টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, জেনরল উইকোফ সসৈন্যে নারায়ণপুর যাত্রা করিতেছেন। গত কল্য কলিকাতা হইতে দুই থানি ষ্টীমার সৈন্য সহিত ছাড়িয়াছে।

গাজিপুর হইতে সংবাদ আসিয়াছে, এবৎসর বারাণসী বিভাগে ৪১০০০ মণ অধিফেন জন্মিয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর ১৬০০০ মণ অধিফেন অধিক জন্মিয়াছে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, রাউল পিণ্ডির একজন মেডিকাল আফিসর সুরাপানে মত্ত হইয়া রোগী দেখিতেন এবং কোন কোন রোগীর প্রতি দুর্ব্যবহারও করিতেন, এ নিমিত্ত তাঁহার বিচার হই-

তেছে। চিকিৎসক ও পুরোহিত অসৎ হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

যাদুব খাঁ আমীরের নিকট উপনীত হইলে আমীর তাঁহাকে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া অনেক ক্ষণ তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন। পরে তিনি অন্তঃপুরে গমন করেন। ২ রা নবেম্বর রাত্রিতে আমীর তাঁহাকে নিজ শয্যাগৃহে ডাকিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কথোপকথন করেন। সখীর আবদুল্লা জানের মাতা ভিন্ন সে স্থলে আর কেহ উপস্থিত ছিল না।

৭ ই নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৭৯ লোকের মৃত্যু হয়, এবার ১৯ জনের অধিক মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৬ জনের ওলাউঠায় ১২১ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

১৩ এ নবেম্বর কাবড়ায় যে সেসিয়ন বসিবে, তাহাতে বিচার করিবার জন্য জে, ওকিনিলি হুগলী সেসিয়ন বিভাগের অতিরিক্ত সেসিয়ন জজ হইয়াছেন।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত পল্লকোটা রাজ্যের অবস্থা এত মন্দ হইয়াছে যে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ত্রিচিনপলির কালেক্টর এবং তত্রত্য পোলিটিকাল এজেণ্টকে লিখিয়াছেন তাঁহারা দুই তিন মাস তথায় থাকিয়া তত্র রাজ্যের শাসন কার্য্যের বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করেন। দেশীয় রাজারা সকলেই কি এইরূপ দুরবস্থাপন্ন ?

কলিকাতায় আজি কালি [illegible] প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কলিকাতা [illegible] মালেরিয়ার কি সেখানেও অধিষ্ঠান হইল ?

শুনা যাইতেছে, আপাততঃ গঙ্গার সেতুর উপর দিয়া গমনাগমন জন্য মাসুল লওয়া হইবে না।

গত শুক্রবার রাত্রিতে আনবাজার ষ্ট্রীটের নিকট টমাস ষ্কট নামক এক ব্যক্তি (এ ব্যক্তি এক্ষণে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মুর মহম্মদ নাম লইয়াছে) একজন খালাসিকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করিয়াছে।

রাণীগঞ্জের কয়লার খনিতে যে আগুন লাগিয়াছিল, আজিও তাহা নির্ব্বাণ হয় নাই। বহুদূর হইতে অগ্নি শিখা দেখা যাইতেছে। স্থানে স্থানে খনির উপরিস্থ ভূমি অকস্মাৎ ভূগর্ভে পতিত হইতেছে।

৪ ঠা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, দুটী বালক প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। তারাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নামক দুটী বালক প্রশ্ন চুরি করিবার অভিপ্রায়ে পোষ্ট আফিসের একজন সাহেব কর্ম্মচারিকে উৎকোচ দিবার চেষ্টা করে. তাহারা সাহেবকে বলে ১০ টাকা নগদ দিবে এবং ৪৯০ টাকার হাণ্ডনোট লিখিয়া দিবে। উক্ত কর্ম্মচারী তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া এবিষয় তাহার উপরিতন কর্ম্মচারীর গোচর করেন। এ বিষয় পুলিসে জানাইয়া রাখা হয়। যখন উক্ত বালক দুটী প্রশ্ন লইবার আশায় পোষ্ট আফিসে গমন করিয়া টাকা দেয় সেই সময় পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হয়। ইহারা এক্ষণে হাজতে আছে, মাজিষ্ট্রেট ইহাদিগের জামীন লন নাই। উক্ত বালক দুটীই সাউথ সুবরবান স্কুলের ছাত্র বলিয়া ইংলিসম্যানে লিখিত হয়, কিন্তু উক্ত স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য ইহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উক্ত স্কুলের ছাত্র বটে কিন্তু তারাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তিনি জানেন না। যেরূপ রোগ তাহার উপযুক্ত ঔষধ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে যদি এরূপ ঔষধ প্রয়োগ হয়, এ রোগের শান্তি হইয়া আসে।

"কাশ্মীর" নামক এক খানি নূতন কাষ্টমর জাহাজ সম্প্রতি বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় পথে একটী বৃহতী মৎস্য (সোর্ডফিশ) দ্বারা আক্রান্ত হয়। মৎস্যটী জাহাজের তাম্র ও কাষ্ঠভেদ করিয়া তাহার খড়্গ প্রায় এক ফুট উর্দ্ধে তুলিয়াছিল।

গত পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার কেমিন ক্লিনিক কমিটীর এক সভা হইয়া মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেটের প্রার্থনানুসারে এক লক্ষ টাকা দেওয়া স্থির হইয়াছে।

ভারতবর্ষে এক্ষণে ১৮৩৬ ৫৮৭২ মাইল রেলওয়ে খোলা হইয়াছে। ইহাতে ১৭০০০-০০০০ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রতি মাসে ১৬৫৩৫০ টাকা ব্যয় হয়। এ ভিন্ন আর ১৮৭০ মাইল রেলওয়ে প্রস্তুত হইতেছে। গত বৎসর ৩১২ মাইল খোলা হইয়াছিল।

সম্প্রতি বিলাতের সমাজিক বিজ্ঞান সভায় মিসকার্পেণ্টর "ভারতবর্ষের চরিত্র সংশোধন এবং শিল্প বিদ্যালয়" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা পাঠ করেন। এদেশে কারাগারে কয়েদিদিগের চরিত্র সংশোধনের কোন রূপ উপায় নাই ইহা প্রতিপন্ন করিয়া তিনি প্রস্তাব করেন শিল্প কার্য্য শিক্ষা এদেশের সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ করা উচিত। তিনি আরো প্রস্তাব করিলেন, এক্ষণ অবধি ১৪ বৎসর বয়সের যুবকবয়স্কদিগকে কারাগারে প্রেরণ করা না হয়, এক্ষণে ঐ বয়সের যাহারা দুষ্কার্য্য করিয়া দণ্ড পাইয়াছে এবং যে সকল বালক অভিভাবক ও উপায় বিহীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদিগকে শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানের অধীন কোন গবর্ণমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা। এদেশে অল্পবয়সে উপায়হীন লোকের সংখ্যা অধিক। উহাদিগের কোন উপায় হইলে রাজ্যের বিশেষ মঙ্গল হয়।

ত্রিবাঙ্কোর মিত্র বলেন, বিধবাবিবাহের আইন হইবার পর অবধি বঙ্গদেশে সর্ব্বশুদ্ধ দুইশত বিধবা বিবাহ হইয়াছে।

অযোধ্যার একজন পুলিস ইনস্পেক্টর তাহার একজন উপরিস্থ রাজপোষীয় কর্ম্মচারীকে ২০০ টাকা উৎকোচ দিবার চেষ্টা করাতে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৬ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

৫ ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

সেদিন বোরসিতে একজন মিশনরি ধর্ম্মোপদেশ করিতেছিলেন, বহুসংখ্য লোক তথায় সমবেত হইয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেছিল। একজন পুলিসম্যান উহাদিগকে গালি দিয়া তাড়াইয়া দেয়। উহার একবৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। ইহাঁরা

চোর ডাকাইত ধরিতে পারেন না, ভদ্রলোক লইয়াই বড় টানাটানি।

গোঁহার সেনাদল হইতে যে সকল সৈন্য পলায়ন করে, তাহারা অনেকপল্লী ও দেবালয় লুণ্ঠনের পর ব্রিটীশ রাজ্যে ধৃত হইয়াছে।

কৃত্রিম মুদ্রা করা অপরাধে সিংহলের একজন বৌদ্ধ পুরোহিতের ১০ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

ক্ষেত্র অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল জাপান সমুদ্রের উপকূলে একটী তোরেল মৎস্য ধরা পড়িয়াছে। উদর উদর মধ্যে একটী চামড়ার ব্যাগ পাওয়া গিয়াছে। উহার ভিতর ১০ হাজার স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল সাক্ষীরা যে জবানবন্দী দিত, বিচারপতিরা তাহা সাক্ষিদিগকে শুনাইতেন। হাই কোর্ট সম্প্রতি এনিয়ম উঠাইয়া দিয়াছেন। বিচারপতিদিগের অবশ্যতঃ একরূপ স্থলে যদি অন্যরূপ হয়, সে অনিষ্ট নিবারণের উপায় কি?

এক ব্যক্তি সিবিল ডিসিটারি গেজেটে লিখিয়াছেন, নানা সাহেব বলিয়া যে ব্যক্তিকে ধরা হইয়াছে, গোয়ালিয়রের লোকদিগের মত বিশ্বাস এই, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত নানা সাহেব। নানাকে ধরিয়া সেখানে সিন্ধিয়ার সৈন্যদিগের মধ্যে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সিন্ধিয়ার কর্ম্মচারিদিগের অনেকে নানাকে চিনে। এ ব্যক্তিই যে প্রকৃত নানা এ কথা তাহারা শপথ পূর্ব্বক বলিবে। এ দিগে নানাকে ধরিয়া দিয়াছেন বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ না কি সিন্ধিয়ার উপর বড়জুলুম করিয়াছে। নানাকে ধরিয়া দিল কত এইরূপ কৌতুক চলিবে

বর্ত্তমান বর্ষে কলিকাতা হইতে ডাকযোগে ২৮ লক্ষ মণিঅর্ডার রপ্তানী হইয়াছে।

মান্দ্রাজের গবর্ণরের ইচ্ছা উত্তকাম্বুণ্ডে মান্দ্রাজের রাজধানী হয়। তিনি ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট এবিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। এ প্রস্তাব পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তৃগণের একটী রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৬ ই অগ্রহায়ণ শনিবার।

মহারাজ হোলকরের কাপড়ের কলে যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহার কয়েক খণ্ড পরীক্ষার জন্য ইংলণ্ডে ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট পাঠান হয়। লাড সালিসবরি এই কাপড় দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

জর্ম্মণির কোন নগরে এক সম্ভ্রান্ত যুবতীর এই এক রোগ ছিল তিনি প্রতিদিন ঘরের বাহিরে গিয়া উদর পূরিয়া মাটি খাইয়া আসিতেন। সম্প্রতি তথায় কলিজের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন বৃত্তিকার সহিত অনেক কলিঙ্গ ভক্ষণ করেন। ইহাতে তাহার মৃত্তিকা ভক্ষণ রহিত হইল এবং তিনি দিবা রাত্রি বন্তোত্তলন করিয়া উঠিবার জন্য ব্যগ্র হইতে লাগিলেন। ডাক্তারেরা রোগ নির্ণয়ে অসমর্থ হইলেন। এক দিন তিনি বহু সংখ্যক কলিঙ্গ উদ্ভিজ্জেছে দেখিয়া বারম্বার লম্ফ প্রদান করিয়া তাহাদের সহিত উড়িবার অভিলাষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিতান্ত অধীর হইয়া এক লম্ফে আকাশ মার্গে উড্ডীন হইয়া কিছু ক্ষণ উহাদের সহিত উড়িয়া পঞ্চাশ হাত উর্দ্ধ হইতে পতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। তাহার উদর হইতে অনেক জীবিত কলিঙ্গ উড়িয়া যাইতে লাগিল। অনেকে অনুমান করেন, তিনি যে মৃত্তিকার সহিত জীবন্ত কলিঙ্গ খাইয়াছিলেন তাহারাই তাহাকে কিছুক্ষণ আকাশে উড়াইয়াছিল এবং তাহার সর্ব্বদা যে উড়িবার ইচ্ছা হইত তাহারও কারণ এই। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের এই সংস্কার আছে জীবন্ত পিপীলিকা ভক্ষণ করিলে সাঁতার শিখিতে পারে। তাহার কারণ এই পিপীলিকারা সন্তরণনিপুণ এরীত বোধ হয় এরূপ ভুল হইতে হইয়াছে।

গত বৎসর বঙ্গদেশে ১৭৯৩৯০২১৯ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী এবং ২৭৫৩-২৫৭৫৪ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হয়।

এবার যে শিল্প প্রদর্শন হইবে, উহার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ রাজা রমানাথ ঠাকুর বাহাদুর সি, এস, আই রাজা শতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর এবং বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র তিনটী পুরস্কার দিবেন।

আমেরিকার কোন ভদ্র ভুলোভব সুশিক্ষিতা যুবতী সংবাদ পত্রে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন যে তিনি এক জন সংবাদ পত্রের সম্পাদককে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। আমাদিগের সহযোগীদের মধ্যে যদি কেহ অবিবাহিত বা মৃতদার থাকেন এই বেলা দরখাস্ত পেশ করিবার চেষ্টা দেখুন।

ইউরোপে আজি কাল এগার আনা ধারে শব দাহ হইতেছে। ফলে উহা বই তেছে। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সমুদায় মাংস ভস্ম হয়, অস্থি গুলি পুড়িতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগে। শবদাহ ক্রমে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতে চলিল। আমাদিগের মুনি ঋষিরা কত কাল পূর্ব্বে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া কেমন দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

শত করা টাকায়—	
৪	১০২১—১০২৪
৪৲ ১৮৭০ (১৮৮৫)	১০৬—১০৬৷০
৪৲ ১৮৭১ (১৮৮৪)	১০৫—১০৫৷০
৪৲ ১৮৭২ (১৮৭৯)	১০৩৷৶—১০৩৷
৪৲ ১৮৫৯-৬০ (১৮৭৯)	১০৯৷—১০৯৷০

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। সে দিবসের ঝড়ে বীরভূমের অল্প ক্ষতি করে নাই। কত যে বৃক্ষ ভূতলশায়ী হইয়াছে, তাহা গণিয়া উঠা সুকঠিন। তৃণাচ্ছাদিত গৃহের ত কথাই নাই, অনেক স্থলে ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকা ভূমিক্ষিপ্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে দুই এক মনুষ্য জীবন বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তবে সুখের বিষয় এই এ বাত্যা শস্যের পক্ষে তাদৃশ অনিষ্টকর হয় নাই। প্রত্যুত বহুল পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াতে ইহার সমভেজ বৃষ্টির অনুকূলতা সাধন করিয়াছে। কিন্তু এ ঘটনার (ঝড়ের) অব্যবহিতপরে অন্য বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে। দুর্ভিক্ষের বৎসর বলিয়াই এ ক্ষতি লোকের এত অসহনীয় হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন বায়াধিক্যে লোক অব

সন্ন ও নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছে। এমন অবস্থায় এ যাত্রা যে তাহাদের নিতান্ত কষ্টকর হইবে তাহা অনায়াসে উপলব্ধ হইতে পারে। লোকের দুরবস্থা মোচনের গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন আর লক্ষ্য স্থল নাই। এখন গবর্ণমেণ্ট হতভাগ্যদের উদ্ধার উদ্দেশে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন, এই আমাদের সানুরোধ প্রার্থনা।

২। সে দিন বনয়ারী আবাদ স্কুলের বালকদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে স্কুল গৃহটী সুসজ্জিত হয়। এখানকার যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোক সে দিন স্কুল গৃহে উপস্থিত ছিলেন। রাজকুমার শ্রীযুক্ত কুমার বনয়ারী আনন্দ বাহাদুর এ শুভ কার্যের প্রধান উদ্যোগী হয়েন। তিনি উপদেশপূর্ণ হিতগর্ভ একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। মধ্যে মধ্যে বালকবৃন্দের আনন্দ ব্যঞ্জক করতালিতে স্কুল মন্দির প্রতিধ্বনিত হয়। এখানকার বিদ্যালয়ের বালকদিগকে উৎসাহ দানে কখনই তাহাকে কৃপণতা প্রদর্শন করিতে দেখা যায় না। এই অবসরে আমাদের ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা এই তিনি দীর্ঘজীবী হউন, আর সৎকার্য্যে মতি স্থির ভাবে থাকিয়া যাউক।

৩। বীরভূমের সর্ব্বত্র এবার সমান শস্য জন্মে নাই। কোন কোন স্থলে লোকে পূর্ণ মাত্রায় ফসল পাইবে। আবার কোথাও বা এক চতুর্থাংশ ফসল পাইবার আশা লোকে পরিত্যাগ করিয়াছে। খানা বড়োঞা ও সৌরেশ্বরে ফসল সম্বন্ধে এরূপ শোচনীয় ভাব দেখা যাইবে। আমরা নির্ব্বন্ধ সহকারে প্রার্থনা করিতেছি যেন গবর্ণমেণ্টের ঐ অঞ্চলের দিকে কৃপা দৃষ্টি থাকে।

৪। শুনিতেছি বীরভূমে আর একটী চৌকি (মুন্সেফের কার্য্যালয়) সংস্থাপিত হইবে। এ কার্য্যালয়ের যে কোন স্থানে কার্য্যালয় হইবে তাহার এখনও শেষ মীমাংসা হয় নাই। বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে গেলে লোকের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। বীরভূমের কর্তৃপক্ষেরা পূর্ব্বাপর সমস্ত বিবেচনা করিয়া এ প্রস্তাবিত কার্য্যালয়ের স্থান নিরূপণ করেন এই আমাদের আবেদন। এ সম্বন্ধে আমাদের অভিপ্রায় এই লাভপুর থানায় এ কার্য্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের যে কোন প্রকারে সুবিধা হইবে তাহা ত আমাদের বোধ হয় না।

৫। বোলপুর হইতে ধারা শাখালীপুর পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত হয়। কয় বৃষ্টিতে রাস্তাটীর অবস্থা এত অঘন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে সে দিকে গমনাগমন করা লোকের দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে যখন রাস্তা ছিল না, তখন লোকের এত কষ্ট হয় নাই। এ রাস্তা সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিলাম, কর্তৃপক্ষ তাহার অনুসন্ধান করিয়া সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিন। বোলপুর চাউল ব্যবসায়ের একটী প্রধান রাস্তা। অবিলম্বে রাস্তাটী সংস্কৃত না হইলে ঐ ব্যবসায়ের বড়াঘাত জন্মিবার সম্যক সম্ভাবনা। রাস্তার বর্ত্তমান অবস্থায় গো শকট যে চলিবে না, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

৬। কার্ত্তিক মাস শেষ হইতে যায়, এখনও এ দেশে শীতানুভব হয় না। অন্য অন্য বৎসরে এ সময়ে লোকে শীত বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। এবারে এখন গ্রীষ্মকালীন বস্ত্রে লোকে স্বচ্ছন্দে দিন রাত্রি যাপন করিতেছে। আবার একটী বিষম উপসর্গ উপস্থিত। ঝড়ের পর অবধি মশার দৌরাত্ম্য এত প্রবল হইয়াছে যে লোকে জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছে। মশার এত উৎপীড়ন পূর্ব্বে কখন দেখা যায় নাই। মশার দৌরাত্ম্য নিবারণের কোন রূপ প্রতীকার উদ্ভাবিত হইলে ভাল হয়।

৭। বীরভূমের যে যে স্থানে সাংক্রামিক জ্বর প্রবেশ করিয়াছিল, এ বৎসর সেই সেই স্থানের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত শ্রীতিকর। সে দিকে পীড়ার প্রকোপ তাদৃশ প্রবল নহে। তবে আর আর স্থানে ভয়ঙ্কর পীড়া দেখা দিয়াছে। গলিত পত্র সংযোগে পানীয় জল দূষিত হওয়া এ পীড়া বৃদ্ধির কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বীরভূমের স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হয় এ প্রার্থনা আমরা অনেক দিন হইতে করিয়া আসিতেছি, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহার প্রয়োজনীয়তা দেখিলেন কৈ?

২৮এ কার্ত্তিক।
১২৮১ সাল।

উদ্ধৃত।

ধর্ম্ম-বিপ্লব।

(প্রাবর্ত্তক প্রকাশিকা।)

ইংরাজ মহোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ভারতবর্ষে নূতন প্রকার ধর্ম্মবিপ্লব প্রবেশ করিয়াছে। ধর্ম্ম বিপ্লব যে ভারতবর্ষে ছিল না, তাহা নহে, বরঞ্চ ভারতবর্ষের ন্যায় কোন দেশেই ধর্ম্মবিপ্লবে অধিকতর আন্দোলিত হয় নাই। ভারত যেমন ধর্ম্মের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের জন্য চির বিখ্যাত, ধর্ম্মবিপ্লবের জন্য চিরস্মরণীয় এমন আর কোন দেশ নহে। সুতরাং ভারতবর্ষ যে চিরকাল ধর্ম্মবিপ্লবে দোলায়মান হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? দোলায়মান হউক, কিন্তু ইহার আদ্য অনুসন্ধানের স্থিরীকৃত মূলোৎপাটন এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারেন নাই। বৌদ্ধ, জৈন, মহম্মদীয়, পরে খৃষ্টীয়ান কত ধর্ম্ম ভারতে আসিয়া ইহার আদি ধর্ম্মকে লইয়া টানাটানি করিয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়ে করিতেছে, কিন্তু কোন ধর্ম্মই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। অশোক রাজার দিগ্বিজয়, মহম্মদের অসি বলে ধর্ম্ম প্রচার, ইংরাজ দিগের রাস্তায় রাস্তায় মিশিনে সকলই আর্য্য ধর্ম্মের নিকট পরাজিত হইয়াছে।

সম্প্রতি ইংরাজদিগের খ্রিষ্টিং দ্বারা যে একটী কার্য্য হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতে হইতেছে। এই খ্রিষ্টিং দ্বারা নূতন প্রকার ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ এই খ্রিষ্টিং অনুকরণ করিয়া দেশে দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। তাহাতে হিন্দুসমাজে যে বিপ্লব তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া ভীত হইয়া হিন্দুগণও স্থানে স্থানে ধর্ম্ম সভা সংস্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হয় ত কালে ইহারাও দেশে দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে বাধ্য হইবেন। এ দেশে মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী অনেক সম্প্রদায় আছে, তন্মধ্যে ফারাজী (কেহ কেহ ওহাবি কহিয়া থাকেন) সম্প্রদায় যে প্রকারে আপনাদিগের ধর্ম্মপ্রচারে কৃতসঙ্কল্প ও অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইংরাজগণ রাস্তায় রাস্তায় ধর্ম্ম প্রচার করেন, ইহারা বাড়ী বাড়ী প্রচার করিতে যান। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থানে স্থানে এক এক জন উপদেষ্টা আছেন, তিনি এক এক দিন এক এক কৃষক পল্লীতে গমন করিয়া সেই পল্লীর এক বাটীতে থাকেন। তাঁহার আগমন বার্ত্তা প্রচার হইলে পল্লীস্থ সমুদায় কৃষক স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়েন। উপদেষ্টা তখন তাহাদিগকে পাপাদি হইতে উপদেশ দেন এবং কৌশলক্রমে তাহাদিগকে ফারাজি দলে ভুক্ত করেন। সরলচিত্ত কৃষকেরা ধর্ম্মের কথা শুনিয়া গলিয়া যায় এবং সপরিবারে গ্রামশুদ্ধ লোক উক্ত সম্প্রদায়ের মত গ্রহণ করে। ফারাজি হইলে ইহাদের প্রত্যেককে ।০ চারি আনা করিয়া উপদেষ্টাকে দিতে হয়। অনেক সময়ে আবার একঘরে করা ও দেখা যায় বলপূর্ব্বক করা হয়। এইরূপ প্রণালীতে যে প্রকার ফারাজি সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। কুষ্টিয়া খালীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ ফারাজি দ্বারা প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। মত ওহাবি বিপ্লবের

সময় উনকত্ত্বারিংশ ছিল, কিন্তু এক্ষণে আবার শুনা যায় ঐ সম্প্রদায় বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা শুনিলাম গত ২৮এ অগ্রহায়ণ তারিখে ঈদ উপলক্ষে কুমারখালি নিকট ফুলিপুরে কারাজি মসজিদে প্রায় ৩০০ লোক কারাজি হইয়াছে. এখানে সোনাবন্ধু নামে এক পীর আছেন পূর্ব্বে এই সময়ে অনেক লোক ঐ পীরের বাটীতে সমাগত হইত কিন্তু এবার দুই একটী ভিন্ন আর সেরূপ লোক দুই হয় নাই। যাহা হউক, সকল সম্প্রদায় মধ্যেই যে, ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফারাজি (অথবা ওয়াহাবি) সম্প্রদায়ের কি মত, আমরা বিশেষ জানি না। সুতরাং কি কারণে লোক অধিক পরিমাণে ঐ মতাবলম্বী হইতেছে বলিতে পারি না। তবে এই বোধ হয়, অবশ্যই ইহাদের উপদেশ ভাল, নইলে এত লোকে মুগ্ধ হইবে কেন? কিন্তু এই স্থলে আশ্চর্য্যের সহিত প্রকাশ করিতেছি, কুমারখালীস্থ দুই একজন সম্ভ্রান্ত মহম্মদীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী উক্ত দিনে উল্লিখিত ফারাজি মসজিদে উপাসনা করিতে যান নাই। সুতরাং ফারাজি দলে মিশেন নাই।

—০:০—

স্ত্রীশিক্ষা।

(সমবেত।)

আধুনিক ইউরোপীয় তত্ত্ব বিৎগণের মতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী জাতি অধিক বুদ্ধিমতী নহে। ডাক্তার পকক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন স্ত্রী জাতির অপেক্ষা পুরুষের মস্তিষ্ক অধিক, তাঁহার মতে পুরুষের ৫০ এবং স্ত্রীর ৪৫ আউন্স্ মস্তিষ্ক আছে। ডাক্তার ভিষ্টেরও এই মত। হুম্যান এবং হেরেট নামক দুইজন চিকিৎসক স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের মস্তিষ্ক অধিক সপ্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং এই সকল প্রমাণে পুরুষ জাতি অনেক দূরদর্শন প্রকাশ পাইতেছে। পুরুষেরা মনে করিয়াছিলেন বিদ্যালয়ের যত কিছু উন্নতি পুরুষের দ্বারাই হইয়াছে। বাষ্পীয় শকট, বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ, এ সকলগুলিই পুরুষের কার্য্য। [illegible] আমেরিকার সভ্যতা প্রভাবে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেও সমাজের অনেক উন্নতি করিয়াছেন। তথায় কি বিদ্যাচর্চ্চা, কি [illegible] সকল বিষয়েই স্ত্রীলোকে আলো[illegible] করিতেছেন এমন কি ইউরোপীয় পণ্ডিতের [illegible] দুই গ্রন্থ স্ত্রীলোকের উত্তেজনা[illegible] হইতেছে। বিজ্ঞানবিৎ অগষ্ট কোমতে [illegible] ও তাঁহার স্ত্রী ক্লতিল্ডে [illegible] বক্তৃতা [illegible] হইলে সর্ব্বদাই শ্রোতার [illegible] বাদ দর্শন রচনা করিতে পারিতেন না। এই অসাধারণ বুদ্ধিমতী স্ত্রীই কোমতের সহচরী। তাঁহার বুদ্ধি প্রভাবেই কোমত দর্শনের সৃষ্টি। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার স্ত্রীর সহায়তায় অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার স্বাধীনতা বিষয়ক গ্রন্থ অনেকাংশে মিসেস মিলের রচিত। পণ্ডিতবর ফসেট তাঁহার স্ত্রীর সহিত এক যোগে অর্থ ব্যবহার বিষয়ক কতিপয় প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কবিবর সাদির "গোলেস্তা" নামক কবিতা তাঁহার স্ত্রীর সহিত এক যোগে রচিত। উইলিয়ম হাউইট এবং তাঁহার স্ত্রী মেরি অনেক গ্রন্থ এক যোগে রচনা করিয়াছেন। ইউরোপ এবং আমেরিকার স্ত্রী শিক্ষার উন্নতির পরিসীমা নাই। সেখানকার স্ত্রীর সহিত আমাদিগের পুরুষেরও তুলনা হয় না। সে কেবল বিদ্যাচর্চ্চা ও সমাজের উন্নতির ফল। আজি কালি উক্ত প্রদেশ দ্বয়ে বোধোদ্ধ অসংখ্য অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। মিসেস সামারভিল কৃত বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ নিচয় পাঠে বিখ্যাতবিজ্ঞানবিৎগণও তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। মিস মার্টিনো, মিসেস্ ষ্টাউ, মিসেস্ হিমেন্স, মিসেস ব্রোউ প্রভৃতির গ্রন্থ সাহিত্য সংসার উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। কোন কোন ইউরোপীয় এবং আমেরিকার স্ত্রীর তর্ক শক্তি অত্যন্ত প্রখর, তাঁহারা কেহ কেহ প্রবল তার্কিকগণের মত খণ্ডনেরও সাহস করিয়াছেন। একটী স্ত্রী বিখ্যাত ব্যবহারাজীব সিসেল ডিকিন কৃত "স্বাধীনতা, একতা, ও ভ্রাতৃভাব" গ্রন্থের প্রত্যুত্তর লিখিয়াছেন এবং স্ত্রী জাতির বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে যে একটী প্রবন্ধ ডাক্তার মডস্লে লিখিয়াছেন, তাহার তীব্র প্রত্যুত্তর চিকিৎসা শাস্ত্র নিপুণা এলিজবেথ ব্লাকেই এণ্ডারসন কট নাইটন রিভিউ" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া অনেক পুরুষকেও অপ্রতিভ করিয়াছেন। ইউরোপে ও আমেরিকায় কামিনীগণ অতি শৈশব হইতেই বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্তা। প্রথমে তাঁহারা মাতৃভাষা এবং তৎপরেই অন্যান্য ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকেন। ভদ্র বংশোদ্ভব ইংরাজকামিনীগণকে ইংরাজী, ফেঞ্চ, ইতালীয়, এবং জর্ম্মণ ভাষা জানিতেই হইবে, ইহা ভিন্ন কেহ কেহ অন্যান্য ভাষাও শিক্ষা করিয়া থাকেন। মিস এমিলা ব্রাটেন বেবি সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়া মানব কল্পসূত্র নামক দুরূহ বৈদিক গ্রন্থও পাঠ করিয়াছিলেন। বিবিধ বিদ্যাব্যতীত শ্বেতাঙ্গীগণ শিল্পকার্য্যে অতিশয় নিপুণা। সঙ্গীত ও নৃত্য তাঁহাদের শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ। উক্ত শিক্ষার প্রসাদে আমেরিকার কামিনীগণ চিকিৎসা ও ব্যবহার শাস্ত্র পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। এ-সকল শুনিয়া আমাদিগকে অবনত মস্তকে লজ্জায় বাক্ নিষ্পত্তিও করিতে হয় না।

স্বাধীন ভারতবর্ষে স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ উন্নতি ছিল। সে সময়ের এক একটী কামিনীর বিষয় চিন্তা করিলে হৃদয়ে পবিত্র ভাব প্রবেশ করে। বৃহদারণ্যউপনিষদে মৈত্রেয়ীর সহিত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথন কি মনোহর উপদেশ ব্যঞ্জক। একমাত্রাভীত গার্গী, রুক্মিনী লীলাবতী, খনা, মিরা বাই প্রভৃতি বিদুষীগণ যাহা বিখ্যাত তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও স্ত্রী শিক্ষা ভারতবর্ষে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল. ঋগ্বেদের কতিপয় সূক্ত স্ত্রীর রচিত, কিন্তু "তে হিনো-দিবসা গতাঃ" আমাদিগের সে দিন আর নাই আর সে ভারতবর্ষ নাই। মুসলমানগণের পাকচক্রে কামিনী পিঞ্জরাবদ্ধা হইলেন, সেই অবধি ভারতবর্ষের সকল সুখ বিগত হইল। এক্ষণে দুর্গা ও লক্ষ্মী বাইএর কথা মনে পড়িলে বাঙ্গালীকে কত হীন বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজ গণের অনুগ্রহে আমাদিগের বিদ্যালাভ হইতেছে বটে কিন্তু সমাজের তাদৃক উন্নতি হয় নাই। এ তাঁহাদের দোষ নহে, আমাদিগের দোষ। আমরা অনুকরণপ্রিয়, ভাল মন্দ কিছুই বিবেচনা নাই, বিশেষ কোন বিষয়ে প্রবেশ নাই, "বাহির চটকে" উন্মত্ত। একবার যাহা দেখি তাহা অনুকরণ করিতে গিয়া কিরূপির দোষের ছাঁচ তুলিয়া লই। বঙ্গসমাজের এতাদৃশ দুর্দ্দশা অধিকাংশে অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের দোষে ঘটিতেছে। এখনকার সমাজের কথা মনে করিলে দুঃখে হৃদয় ব্যথিত হয়। হিতাহিত বিবেচনা শূন্য বাঙ্গালীর কপালে কি ঘটিবে বলিতে পারি না। পাঠক! দুঃখের কথা আর কি বলিব একটী বঙ্গ শালার উপরে লিখিত আছে "শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ম" তাহার পর এত পরিশ্রমের সৎকার্য্যে কি না ভূতের নাচ। একটী শিক্ষক নীতি মার্গ পরিহার করতঃ ডাক্টরের প্রিয় বস্তু সাজিয়া বিকৃতস্বরে নানাবিধ অশ্লীল ব্যঙ্গ করিতেছেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে কয়েকটী বালক বিদ্যাশিক্ষার জলাঞ্জলি দিয়া [illegible] কাজেই যখন গুরুশিষ্যে এতাদৃশ সম্বন্ধ] খোঁপা বাঁধাইয়া স্ত্রী পরিচ্ছদ পরিধান করত "ন্যাকামো" করিয়া রামাস্বরে নানাবিধ কুৎসা ব্যঙ্গ করিতেছেন, কোথাও বা কুলকলঙ্কিনী

বেশ্যা ও ভদ্র লোক একত্রে অভিনয়ে প্রবৃত্ত, মনে করিতেছেন তাঁহারা বিনোদ, নিজন বা মারিক হইয়া উঠিলেন। হা বঙ্গদেশ! তোমার কপালে এই ছিল? ইহাই আমরা বিস্ফারিত চক্ষে দৃষ্টি করিব?

আমাদিগের সমাজের এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে যদি কোন কৃতবিদ্য হিত সাধনে যত্ন করেন, তাহা হইলে সেই সঙ্গোরে আমরা হুলুধ্বনি বাদ্য করিয়া সকলকে জ্ঞাত করি এবং সেই কারণেই এই প্রস্তাবের দুর্ঘীর অবতারণিকা লিখিতে হইল।

আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীলোকের শিক্ষার উন্নতির জন্য কলিকাতার নিম্ন লিখিত কতিপয় কৃতবিদ্য মহোদয় একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন। বাবু দুর্গামোহন দাস, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র রায়, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দমোহন বসু, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় রজনীনাথ রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, এবং দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহারা সকলেই বিচক্ষণ এবং বিদ্বান কিন্তু তথাপি কএকটী কথা বলিতে হইল। ইংরাজী ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে অন্তঃপুরের মহিলাগণকে হিন্দুস্ত্রী শিক্ষয়ত্রী দ্বারা কোন প্রকার ধর্ম্ম উপদেশ না দিয়া শিক্ষা দেওয়া যাইবেক। কিন্তু কিপ্রকার শিক্ষা দেওয়া যাইবেক তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিত হয় নাই। বালিকা বিদ্যালয়ে বালিকাগণ সামান্য বিদ্যা শিক্ষা করে মাত্র। স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ সময়ে কেবল অধিকাংশ মেম্বরগণ ও সেক্রেটারী, সাহেব ও বিবিদিগকে না না কথায় ভুলাইয়া ছাত্রীগণের আকাশ পাতাল প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহাতে শ্বেত পুরুষের প্রসাদাৎ তাঁহাদিগের নিজের লাভ ভিন্ন আর কিছুই নাই। অন্তঃপুরের জন্য সচ্চরিত্রা শিক্ষয়ত্রী আবশ্যক, কিন্তু ইউরোপীয় কামিনীর তত্ত্বাবধানে যেন অন্তঃপুরে বিলাতি সভ্যতা প্রবেশ না করে, এটী মেম্বরগণের বিশেষ লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। মেম্বরগণ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রুচির লোক আছেন। রাজনারায়ণ বাবু আমাদিগের প্রাচীন ঋষির ন্যায় ব্যক্তি। তাঁহার দ্বারা হিন্দু সমাজের বিশেষ উন্নতি হইবেক ইহা দৃঢ় বিশ্বাস আছে। বাবু দুর্গামোহন দাস ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী, এজন্য তাঁহাদের দ্বারা অন্তঃপুরে যেন স্ত্রীস্বাধীনতা প্রবেশ না করে এবং বাবু আনন্দমোহন বসু ও শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতী সভ্যতা ভক্ত, এজন্য তাঁহারা যেন বাঙ্গালীর মেয়েকে বিবি হইতে না বলেন, তাহা হইলে মহা বিভ্রাট উপস্থিত হইবে। এতদ্বিষয়ের দেখা আবশ্যক, নতুবা জাতীয় স্ত্রী শিক্ষার উন্নতিকারক মহোদয়গণের অতি প্রায় অতি মহৎ। তাঁহাদিগের দ্বারা বঙ্গীয় মহিলাগণের বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। আমরা এই সভার কার্য্যনির্ব্বাহক মহাশয়কে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরকে মেম্বর শ্রেণীভুক্ত করিতে অনুরোধ করি। এই সভার মাসিক অধিবেশনের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে এ সকল বিষয় প্রকাশ্য সংবাদ পত্রে সমালোচিত হইবে ও তদ্দ্বারা সকল কার্য্য সুনিয়মে নির্ব্বাহ পাইবেক।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১২ ই নবেম্বর। নিম্নলিখিত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরেরা বোর্ডসের কার্য্যের জন্য পশ্চাল্লিখিত স্থানে বদলী হইলেন।

বাবু গোলোকচন্দ্র রায়—চট্টগ্রাম।

" কালীনাথ বসু—নওয়াখালি।

" মৌলবী জব্বার—ত্রিহুত।

বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—সারণ।

বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ—চম্পারণ।

নিম্ন লিখিত আফিসরেরা ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

পাটনার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী আমির হোসেন।

সাহাবাদের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু যদুনাথ বসু।

হাজারিবাগের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর বাবু রামগোপাল বার সোবারডগার বদলী হইলেন এবং ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

মুন্সী মতীউল্লা রঙ্গপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ রায় (যিনি উত্তর বাঙ্গলা ষ্টেট রেলওয়ের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন) বগুড়ার বদলী হইলেন এবং ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

উত্তর বাঙ্গলা ষ্টেট রেলওয়ের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ বাবু হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রাজসাহী বিভাগের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কার্য্য করিবেন এবং ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

খুলনার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু চন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম, এ, ভাগলপুরে বদলী হইলেন।

১৪ ই নবেম্বর। বাবু কুসুমনাথ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য তত্রত্যের সব ডেপুটি কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য জাহাঙ্গীরাবাদ উপবিভাগের ভার পাইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা ১৮৬৩ অব্দের ১৯ আইন অনুসারে রঙ্গপুরের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বেবেরিজ সর্ব্বের ডেপুটি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর ডি ম্যাকডোনাল্ড।

বেবেরিজ সর্ব্বের সহকারী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তেন ডব্লিউ এচ, ষ্টিওয়ার্ট।

এচ, এ, ডি, ফিলিপ্স উড়িষ্যার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

পি, এম লাউডন বর্দ্ধমান বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] রঙ্গপুরে বিভাগের [illegible]

[illegible] ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর [illegible] খুলনা বিভাগের ভার [illegible]

জে, [illegible] [illegible] সেসনের জজ হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামশঙ্কর সেন, (যিনি এ দেশীয় লোকদিগের বন্ধু মানে রহিয়াছেন) ২৪ পরগণার সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাষ্টিস অফ পীস ও ডেপুটি কালেক্টর আবদুর রহমান ঢাকায় রহিলেন।

সাতক্ষীরার সব ডেপুটি কালেক্টর বাবু ভগবচন্দ্র সোম আলীপুরে বদলী হইলেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু গুরুচরণ দাস নদীয়ার সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু

নলিনমোহন চট্টোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য বসির হাট বিভাগের ভার পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৭ ই নবেম্বর—নিম্নলিখিত আফিসরেরা প্রথম শ্রেণীর মুন্সেফের পদে উন্নীত হইলেন।

মৌলবী তাফেল আহম্মদ।
বাবু নবীনচন্দ্র পাল
মৌলবী করম হোসেন।
বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী।
মৌলবী গুলুকর আলী।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফের পদে উন্নীত হইলেন।

বাবু পার্ব্বতীকুমার মিত্র।
" নন্দকুমার আঢ্যকুল।
" রামদয়াল ঘোষ।
" শিবনারায়ণ লাল।
" নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাটনার অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু গোপালচন্দ্র বসু, তৃতীয় শ্রেণীতে পাটনার মুনসেফ হইলেন।

পাটনার প্রতিনিধি মুনসেফ বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য চারি মাসের জন্য উক্ত চৌকীর অতিরিক্ত মুনসেফ হইলেন।

পি, এল, লাওডন, যিনি বর্দ্ধমান বিভাগে সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৩ ই নবেম্বর—ব্রসেলসের সভায় যে সকল গবর্ণমেণ্ট যোগ দিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন, উক্ত সভায় যে সকল প্রস্তাবের আলোচন হয় তাহাতে তাঁহাদের মত আছে কি না?

ডন কার্লস সসৈন্যে হেণ্ডাইতে উপনীত হইয়াছেন। আইরাণে কালিষ্টদিগের সহিত যোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। বেসবলিকানদিগের সাহায্যার্থ অনেক সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। অনেকক্ষণ যুদ্ধ হয় কার্লিষ্টরা পরাজিত হয়, কার্লস পর্ত্তগাল প্রদেশে পলায়ন করিয়াছে।

বার্লিন ১৬ ই নবেম্বর। কাউণ্ট আর্ণিমকে পুনরায় ধৃত করিয়াছে। পুনরায় তাঁহাকে ধরিবার কারণ জানা যায় নাই। তাঁহার পীড়া জন্য আপাততঃ তাঁহাকে তাঁহার গৃহেই রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৭ ই নবেম্বর—লার্ড ডার্বি ঐডিনবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর হইয়াছেন।

৭ ই ডিসেম্বর কাউণ্ট আর্ণিমের বিচার আরম্ভ হইবে।

লণ্ডন ১৮ ই নবেম্বর—কলিকাতা হইতে যে মেইল ২৩ অক্টোবর ব্রিণ্ডিসি হইয়া যায় উহা গত কল্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

ডিসবেলি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর হইয়াছেন।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১৩ ই নবেম্বর।

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
ভাগীরথী।		
	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	১২	৩
মুরপুর ৩ মাইলের মধ্যে	৩	৩
তথা হইতে জলিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৩	
জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৭	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৩ মাইলের মধ্যে	১০	৩
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	৩	৯
ভাগীরথপাড়া	৪	৩
তথা হইতে হাটবোলিয়া	৭	
তথা হইতে কট ১ নং	১৯	৩
তথা হইতে বোলমারি	৮	৩
তথা হইতে আলিকদহ	১২	
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	১২	৩
জলঙ্গী।		
মোহানায়	২	

সন ১৮৭৪ সালের ১৩ ই নবেম্বর বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	১০	১

বহরমপুর ১৩ ই নবেম্বর ১৮৭৪ } টি, এইচ টমসন সি, ই, একজিকিউটিবইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ—কলিকাতা ১০
" " চন্দ্রকিশোর সে—মঙ্গলপুর ১০
" " ভিমকান্তি চট্টোপাধ্যায় দেবগড় ৫।০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ বাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। চোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম ভিম বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৮ খ ভাগ। ৩ সংখ্যা।

" প্রবক্তনাং প্রক্তনিষ্ঠিনায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্মৃতিমতী ন ছীয়তা। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা
সন ১২৮১। ১৫ ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭৪। ৩০ এ নবেম্বর।
মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গুর্ব্বিণী বান্ধব।

(১) গর্ভলক্ষণ; নানাবিধ পীড়ার সহিত গর্ভলক্ষণের প্রভেদ। (২) বিবিধ ব্যাধি জন্মিলে এবং শারীরিক বিকৃতিসত্ত্বে গর্ভ হইলে তাহা নষ্ট হয়, ইহার নিদান, লক্ষণ, ও বিস্তীর্ণ চিকিৎসা। (৩) আভিঘাতিক অর্থাৎ আঘাতাদির দ্বারা যে গর্ভ নষ্ট হয়, তন্নিবারণ। (৪) অনেক প্রকার শারীরিক বিকৃতি আছে, যাহাতে গর্ভ হইলে বা পূর্ণকাল পর্য্যন্ত থাকিলে প্রসূতির জীবননষ্ট হয়, এই অবস্থায় অকাল জনন বা গর্ভস্রাব করিবার উপায়। (৫) নীচ লোকে যে যে দেশীয় ঔষধে অরক্ষিত গর্ভনষ্ট করে, তাহাদের উল্লেখ ও প্রয়োগ করিবার ধারা, এবং তদ্দ্বারা কি কি অনিষ্ট হয়, এবং তৎসম্বন্ধে রাজকীয় দণ্ডবিধি।

মূল্য ডাক মাশুল ব্যতীত, স্বাক্ষরকারীর প্রতি ৷৷০ অন্যের প্রতি ৷৷৮ পুস্তক ছাপা সমাধা হইলে স্বাক্ষরকারীর নাম গ্রাহ্য হইবে না।

কান্দী, জেলা মুরসিদাবাদ } শ্রীহরিনারায়ণ বন্দ্যো এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন।

সে কাল আর একাল।

শ্রীরাজনারায়ণ বসুর দ্বারা প্রণীত, পরম বিনোদ জনক অথচ উপদেশগর্ভ প্রস্তাব। আদি ব্রাহ্মসমাজে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং ক্যানিং লাইব্রেরীতে প্রাপ্য। মূ৷৷০ আনা ডাকমাশুল /০ আনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত পাটীগণিত (সম্পূর্ণ হইয়া) টা ১৷৷ শুভঙ্কর মূলক মানসাঙ্ক বা "বাজার হিসাব" ৷৷০ ধারাপাত নিয়ম ও মন্তব্য সমেত /০ মূল্যে কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে।

মেদিনীপুর খাল।

বাণিজ্যের জন্য উক্ত খাল পাঁচকুরা পর্য্যন্ত পুনরায় খোলা হইল। যে সকল নৌকা অনধিক ৩ ফীট পর্য্যন্ত জল টানিয়া থাকে কেবল সেই সকল নৌকা গতায়াত করিতে পারিবে।

১৮ নবেম্বর ১৮৭৪ } জেমস কিন্বার সি, ই, এক্সাকাকউটিব ইঞ্জিনিয়র কলাই বিভাগ।

মুক্তত।

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা পটোলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৷৷০ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল ১০ অষ্টআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য কুসুম।

উপরিউক্ত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূ৷৷৵০ ডাকমাশুল ৷৷০। ষাণ্মাসিক ডাকমাশুলসমেত ৷৷৵। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৵। গ্রন্থপ্রেরক মহাশয়েরা কৃপাপূর্ব্বক এই যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়ের নিকট পত্রাদি পাঠাইবেন।

শব্দধীধিতি অভিধান ২য় সংস্করণ।

এবারে ধাতু প্রকৃতি প্রত্যয় সমাস প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে, অনেক নূতন শব্দ সংযোজিত হইয়াছে এবং যে যে স্থানে ভুল ছিল, তৎসমুদায় সংশোধন করা গিয়াছে। পুস্তকের কলেবর প্রায় দেড়-গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। আট পেজী ফর্ম্মা ৯০ খানি সম্পূর্ণ। মূল্য চারি টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, কুমারটুলী সন্তারাম বসাকের লেন ১ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং পাবনা ধর্ম্মালোচনী আফিসে নিকট পাওয়া বিক্রী হইয়া থাকে।

পাবনা ধর্ম্ম সভা ১৫ এ মার্চ্চ ১৮৭১ } শ্রীঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গদেশ, ভাষা ও সাধু জনের সহিত। ১৮৭১ আগষ্ট ... দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম ... খণ্ড ১, কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র।

গর্ভিণী বান্ধব

নামক মহৌষধ গর্ভিণীদিগের সকল অবস্থায় সুখদ অতএব অবশ্য সেব্য।

এই মহৌষধ সুসেন সংহিতায় উক্ত এবং অশ্বত্থ পেষ আর্যগণ দ্বারায় পরম্পরানুভূত। ইহা নিত্য অপরিহার্য্য প্রভাবে গর্ভিণীর প্রাণ-সঙ্কটাবস্থাতেও সেবিত হইলে ৪ চারি প্রহর মধ্যে বেদনা ও রক্তস্রাবাদি শান্তি করিয়া শান্তিপ্রদ হয়। এ প্রদেশে ইহার অসাধারণ শক্তি বিদিত আছে।

এক বাক্সে ১ সপ্তাহ করিয়া ২ টী কৌটা থাকিবে। ১ টী উৎকট বেদনা ও রক্ত স্রাব নিবারক দ্বিতীয়টী জ্বর কাশ গ্রহণীশোথাদি নানোপদ্রব নিবারক।

এক বাক্সের মূল্য মায় ডাকমাসুল ৬৷০ মাত্র। এক প্রকারের ১ কৌটা লইলে ৩৷০ টাকা। ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র থাকিবে।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী কবিরাজ।
সংস্কৃত ঔষধালয়।
লক্ষ্মীচরবুলতা।—বনারস।

বংশ বস্ত্রাকর নামক বটী।

ইহা ৩ তৃতীয় সিফ যোগাচারী জটিল মহাস্থানে স্বচিরাভ্যুত্থ বরদ মহৌষধ। ইহা শুক্র গলস্থান প্রভৃতি বৈগুণ্যে যে বন্ধ্যাত্বাদি নানা দোষ জন্মে তাহা তাহা সেবনে অপসৃষ্ট হইয়া থাকে। ১ সপ্তাহের ঔষধের মূল্য সাত টাকা মাসুল একুনে ১০ টাকা মাত্র। গর্ভসঞ্চারে ইহার প্রভাব ও ভ্রমের সাফল্য হইবে তখন আর ধন্যবাদ পুরঃসর পুনর্বারের প্রার্থনা অনাবশ্যক হইবে।

শ্রীবিশ্বম্ভরী গোস্বামী
কাশী বৈদ্যবন্ধু।

কেন নলিনী!

(বিবাহাত্মক নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸০ আনা ডাক মাসুল ০ এক আনা।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট
} শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ফ্লেক করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্কশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

উটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেকিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।
ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ফ্লেক করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট
} বরদ এণ্ড কোং।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাসুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	৷০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৶০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৶০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাসুল ০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাসুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

১৫ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

আমরা সজল নয়নে এই পত্র খানি পাঠ করিলাম। পাঠ করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণ যেরূপ আকুল হইল, তাহা আমরা পাঠকগণকে বলিয়া জানাইতে পারি না। পত্র খানি এই স্থলেই গৃহীত হইল। তাঁহারাও আমাদিগের ন্যায় বিপন্ন ব্যক্তিদিগের দুঃখের অংশ গ্রহণ করুন এবং সাহায্য দানের কোন উপায় যদি তাঁহাদিগের হস্তে থাকে অবিলম্বে তদবলম্বন করুন।

মহাশয়! আপনাকে ঝড়ের সংবাদ দেওয়ার পর দিন হইতে ক্রমাগত ৭। ৮ দিন দিবারাত্রির বৃষ্টিতে অবশিষ্ট গৃহাদি পতিত হইয়া লোকের দুর্গতির চরমসীমা হইয়াছে অনাহার দুর্গন্ধ বিশিষ্ট বায়ু সেবন এবং মাথার উপর বর্ষা ইহা মানুষে আর কত সহ্য করে। এরূপে শাস্তিদানে ঈশ্বরের যে কি মঙ্গল অভিপ্রায় আছে, তাহা মানুষের স্থূল বুদ্ধিতে উপলব্ধি হয় না। আমরা ইহাকে কোপ দৃষ্টি ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না।

বন্যার জলে অমরশী বজরপুর ভুঞ্জাঘুটা পরগণার প্রায় সমুদয় এবং জলাঘুটা সবঙ্গ খান্দার ও শুক্লাঘুটার কিয়দংশ প্লাবিত হইয়া ধান্যাদি সমুদয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক গাছি তৃণও নাই যে, গোরু বাছুর খাইয়া বাঁচে। দেশস্থ লোকে যে, কোথা হইতে খড় ও অন্য উপকরণাদি পাইয়া ঘর প্রস্তুত করিবে এবং কি খাইয়া সম্বৎসর বাঁচিবে তাহা ভাবিয়া কাতর হইয়াছে। শাক শব্জি তরিতরকারি কিছুই নাই। হাট বাজার বন্ধ। প্রায় পঞ্চাশক্রোশ এ পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া রহিয়াছে। নৌকা ভিন্ন গতি বিধি নাই। যদিও ক্রমে কিছু কিছু জল কমিতেছে তথাপি মাঘ ফাল্গুন না হইলে সমুদয় জল শুষ্ক হইবে না। এখনও ৪।৫ হাত জল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যদি একজিকিউটিভ কার্য্যকারকেরা বন্যার (ঝড়ের পর বন্যা হয়) সময় রীতিমত বাঁধের তত্ত্বাবধান করি-

তেন, তবে বোধ হয়, স্থানে স্থানে বাঁধ বাঁধিয়া এতদূর প্লাবন হইত না। জেলেরাই নদীতে এখন জল অতি কম, এখনও যদি তাঁহারা স্থানে স্থানের বাঁধ কাটাইয়া পরগণার জল নদীতে বাহির করাইয়া দেন, তবুও লোকের অনেক মঙ্গল হয়। লোকে স্থানান্তরে গতায়াত করিয়া জীবনোপায় সাধন করিতে পারে।

এদেশের পরগণা বহু লাট বা মহালে বিভক্ত। আবার এক এক মহালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু অংশীদার। সুতরাং দেশের উন্নতি অথবা প্রজা ও জমীদারের দুরবস্থা ঘুচে না। জমীদারদের এমন সঙ্গতি নাই যে প্রজার নিকট হইতে আদায় না করিলে এক কিস্তির সরকারি খাজনা দিতে পারেন। অনেককে আবার লাটের সময় কর্জ্জ করিতে হয়। এই রূপে অনেক জমীদার উৎসন্ন গিয়াছে। এদেশের জমীদারেরা প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া সরকারি খাজনা দেন এবং যা কিছু মুনাফা পান তাহাতেই সংসার চালান। খাজনা শুকা হইলে প্রজার নিকট খাজনা পাওয়া যায় না। সুতরাং কর্জ্জ ভিন্ন তাঁহাদের উপায় থাকে না। এবারে এই বিজলী কাঁথি ডিবিজনের যেরূপ দুরবস্থা ইহাতে প্রজার সাহায্য ও জমীদারের মিনা (খাজনা ছাড়) বা কিস্তিবন্দীর দ্বারা এ বৎসরের খাজনা আগামী ২। ১ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমে না লইলে উপায় নাই। এ সময়ে গবর্ণমেণ্ট দয়া প্রকাশ না করিলে আর রক্ষা নাই। সম্পাদক মহাশয় সাহায্য করা দূরে থাকুক, আমাদের পক্ষে দুটো কথা বলে এমন লোকও এদেশে নাই। আমাদের ও অঞ্চল হইলে হুলস্থূল পড়িয়া যাইত। এত দিনে সাহায্যের উপর সাহায্য এবং কত তত্ত্বাবধারণ হইয়া যাইত। প্রায় দেড় মাস কাল আমরা ঝড় খাইয়া জলমগ্নের ন্যায় বন্যাজল বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছি, কই এ পর্য্যন্ত ত কোন একজন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে দেখিতে পাই নাই। কিন্তু একটু দোষে বেলায় অনেক জাল পাগড়ীধারীকেও ইনকম টাক্সের সময়ে অনেক কর্ম্মচারীকে দ্বারে বসিয়া দেখিতে পাই। শুনিলাম আমাদের দুরদৃষ্টক্রমে জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত মেঃ হারিসন সাহেব আগামি ১২ ই নবেম্বর বিলাত গিয়াছেন। তবে বুঝি আর কিছুই হইল না। না?

শ্রীউমাচরণ রায় চৌধুরী
বালাগোবিন্দপুর।

অপ্রাপ্তবয়স্কদিগের শিক্ষাতত্ত্ব।

এদেশের অপ্রাপ্তব্যবহার রাজতনয় ও জমীদার সন্তানদিগের সম্পত্তিতে ব্যয় হইয়া যে অর্থ উদ্বৃত্ত হয়, তাহা লইয়া কি করা কর্ত্তব্য এই বিষয় লইয়া অনেক দিন অবধি আন্দোলন চলিতেছে। সর জর্জ্জ কাম্বেল যখন লেপ্টনন্ট গবর্ণর ছিলেন, তিনি এক প্রকার মীমাংসা করিয়া যান। সম্প্রতি সর রিচার্ড টেম্পল আবার তাহা রহিত করিয়া অন্য প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন। আমরা গবর্ণমেণ্ট গেজেট হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকগণ দর্শন করুন।

"রাজানুপালিতের মহালের উদ্বৃত্ত টাকা লইয়া কি করা কর্ত্তব্য এই বিষয়ে ১৮৭৪ সালের মে মাসের যে ২ নং সরকুলার অর্ডর প্রকাশিত হয় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত গবর্ণমেণ্টের ১৮৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৮৮৯ নং পত্রের আজ্ঞামতে রহিত করা গেল।

"রাজানুপালিত ব্যক্তিদের উদ্বৃত্ত টাকা লইয়া কি করা কর্ত্তব্য ইহা বিবেচনা করিতে গেলে দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয়। প্রথম, যে মহালের অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইয়াছে সেই মহালে উক্ত টাকা দিয়া অধিক ভূমি ক্রয় করিয়া সংযোগ করিয়া দিলে ভূস্বামী ও প্রজাগণের পরস্পর পরিচয় বা সম্পর্ক থাকিতে পারে না, এই আপত্তি হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ অনেক নগদ টাকা কিম্বা তাহা হইলে অনায়াসে টাকা পাওয়া যায় এমত কোম্পানির কাগজ সঞ্চিত থাকিলে স্বার্থ লাভ ও পরিতোষার্থে সেই টাকা অথবা ব্যয় করিতে প্রলুব্ধ দিবে এমত লোক সম্প্রতি বয়ঃপ্রাপ্ত যুবক ভূম্যধিকারিদিগের নিকট প্রায় সর্ব্বদা থাকা প্রযুক্ত তাঁহাদের টাকা অপব্যয় করা সম্ভব। এমত স্থলে বরং ভূমি ক্রয় করা ভাল, কেন না ভূমি বিক্রয় করিয়া সহজে টাকা পাওয়া যায় না, সুতরাং ভূম্যধিকারী সম্প্রতি বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে ভূমি বিক্রয় করিতে ইচ্ছাও করিবেন না।

"পূর্ব্বোক্ত কারণে মহালের ও বাটীর খরচের নিমিত্তে উপযুক্ত যে পরিমাণে টাকা হাতে রাখা উচিত রাজানুপালিতের বয়ঃ প্রাপ্তির কালে তদপেক্ষা অধিক উদ্বৃত্ত টাকা যেন না থাকে, রাজানুপালিতের বিষয় কার্য্য চালাইবার এমত নিয়ম করা কর্ত্তব্য, শ্রীযুক্ত লেপ্টনন্ট গবর্ণর সাহেব এই স্থির করিয়াছেন, পূর্ব্ব ২ কাল ঋণ শোধ করা রাজানুপালিতের মহালের কার্য্যাধ্যক্ষের অনুচিত কিন্তু মহালের ঋণ না থাকিলে সতর্ক হইয়া ব্যয় করিলে যত টাকা রক্ষা হয় তাহা মহালের উৎকর্ষ ও প্রজাগণের উন্নতি সাধনে ব্যয় করিতে হইবে কার্য্যাধ্যক্ষের ইহা জানা কর্ত্তব্য। উদ্বৃত্ত টাকা জমিলে তদ্দ্বারা কূপ ও পুষ্করিণী ও জলসেচন সম্পর্কীয় ক্ষুদ্র ২ খাল প্রভৃতি খনন ও রাস্তা প্রস্তুত ও পতিত আবাদ করিয়া মহালের আবাদী ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে। মহাল বৃদ্ধি করাতে উন্নতির সম্ভাবনা না চলে তাহা বৃদ্ধিও করা যাইতে পারে অথবা প্রজাগণের [illegible] পাঠশালা ও চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপনে টাকা ব্যয় হইতে পারে পাঠশালা ও চিকিৎসালয় প্রভৃতি দ্বারা প্রজাগণের [illegible] বিশেষ লক্ষ্য করা উচিত। কার্য্যাধ্যক্ষের ন্যায় যাঁহারা [illegible] রাজের বিষয় সম্পর্কে থাকেন তাঁহারা মাসিক বেতন ভিন্ন নগদ টাকার সংখ্যা বৃদ্ধি করাই সর্ব্বাপেক্ষা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন। এইরূপ কারণে রাজানুপালিতের প্রতি তাঁহাদের [illegible] বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহাদের সম্পর্ক আছে তাঁহাদের পরম পক্ষের নাশ হইতে পারে। মহাল আয় বিশিষ্ট ও সুশাসিত হইলে যেরূপ

উন্নতিশীল হয় কোর্ট অফ ওয়ার্ড সের অধীনস্থ সুরক্ষিত মহাল চতুর্দ্দিকস্থ লোকদের এরূপ আদর্শ স্বরূপ হইয়া উঠা উচিত্ত শ্রীযুত সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব ইহা কহিয়াছেন।"

"অতএব ১৮৭৪ সালের মে মাসের ৫ ই তারিখের ১০৪১ নং গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা ক্রমে বোর্ডের ১৮৭৪ সালের যে মাসের যে ২ নং সরকুলার প্রকাশ করা গিয়াছে তাহা রহিত করা উপরিউক্ত উপদেশ অনুসারে সংশোধিত সরকুলার প্রকাশ করা যায়, এই আদেশ করিতে আজ্ঞা পাইলাম।"

১। ভূম্যধিকারী সুবিবেচক ও দূরদর্শী হইলে আপনার মহালের উন্নতি সাধনার্থে ও প্রজাগণের হিতের নিমিত্তে যে পরিমাণে টাকা ব্যয় করিবেন রাজানুপালিতের মহালের উদ্বৃত্ত টাকার মধ্যে সেই পরিমাণাতিরিক্ত ব্যয় করা উচিত, গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার এমত অভিপ্রায় নয়, গবর্ণমেণ্ট পশ্চাৎ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ভূমি ক্রয় করাতে মহালের উন্নতি অথবা রাজানুপালিতের সর্ব্ব প্রকারে লাভ হইলে ভূমি ক্রয় করিবার নিষেধ নাই। ফলতঃ কর্ম্মাধ্যক্ষেরা মহালের উদ্বৃত্ত টাকা লইয়া কি করিবেন এই বিষয়ের সাধারণ নিয়ম ব্যক্ত গবর্ণমেণ্টের উপরিউক্ত আজ্ঞাতে কোন ২ ও অলঙ্ঘনীয় বিধি করা যায় নাই ইহার তাৎপর্য্য এই, শৈথিল্য প্রযুক্ত কোন উৎকর্ষ সাধনার্থে অনেক কার্য্য করিতে বাকী থাকিলে অথবা ভূসম্পত্তি ক্রয় করা গবর্ণমেণ্টের উপরিউক্ত অভিপ্রায়ে যেপর্য্যন্ত কিন্তু সুচতুর ও দূরদর্শী ভূম্যধিকারী আপন সম্পত্তির উন্নতির জন্যে স্বভাবতঃ যাহা করিয়া থাকেন তাহা রাজানুপালিতের মহালের সম্বন্ধে করা গেলে পর ভূমি ক্রয় করণ ব্যতীত অন্য কোন মতে উদ্বৃত্ত টাকার উপযুক্ত ব্যয় হইতে পারে না, ইহা প্রকাশ হইলে ভূমি ক্রয় করিলেও তাহাতে কোন আপত্তি নাই। সুদক্ষ বঙ্গদেশে বারম্বার এইরূপ হইয়া থাকে যে ভূম্যধিকারী অবধারিত বার্ষিক কর লইয়া আপনার বহু চিরকালের নিমিত্ত হস্তান্তর করিয়া থাকেন, এমন স্থলে মহালের উন্নতি সাধন হইলেও তাহাতে রাজানুপালিতের কোন লাভ হইতে পারে না। অতএব মহালের উন্নতির জন্যে রাজানুপালিতের উদ্বৃত্ত টাকা ব্যয় করিলে বুদ্ধিমান ভূম্যধিকারির মত কার্য্য করা হয় না। এই রূপ অবস্থা ঘটিলে মহালের উদ্বৃত্ত টাকা ব্যয়ের অন্য কোন উপায় করা কর্ত্তব্য। স্থূলতঃ মহালের অবস্থা বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করা উচিত, বিশেষতঃ স্বার্থের প্রতি অমনোযোগী না হইয়াও কেবল স্বার্থের নিমিত্তে মহালের উন্নতি সাধন করা যে কর্ত্তব্য এমন নয়, কিন্তু তদ্দ্বারা যেন প্রজাগণেরও উপকার হয় ভূম্যধিকারির ইহা মনে রাখা উচিত।

৩। প্রত্যেক মহালে আকস্মিক নৈমিত্তিক ব্যয়ের নিমিত্ত প্রচুর নগদ টাকা হাতে রাখা কর্ত্তব্য।"

এদেশের ধনিলোকেরা নানাপ্রকার অত্যাচারে অল্পবয়সেই দেহত্যাগ করেন। তাঁহাদিগের শিশুসন্তান ও পরিবারেরা নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের বিষয় রক্ষার ও শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিয়া পরম বন্ধুর কাজ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ না করিলে ঐ সকল কালের মধ্যে তাহাদিগের বিষয় বিভব সমুদায় বিনষ্ট করিয়া ফেলিত সন্দেহ নাই। দেশের বড় বড় ঘরগুলি উৎসন্ন হইয়া যাইত।

গবর্ণমেণ্ট রক্ষাকর্ত্তার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যে উদ্বৃত্ত অর্থের বিনিয়োগ ব্যবস্থা করিতেছেন সেটী সঙ্গত হইতেছে কি না একবার বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। আমাদিগের বিবেচনায় এটী অনধিকার চর্চ্চা ও কর্ত্তব্য সীমার অতিক্রম বলিয়া বোধ হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যাহাদিগের রক্ষা ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা অপ্রাপ্তব্যবহার। কিরূপে ও কোন বিষয়ে অর্থ ব্যয়িত হইলে তাহাদিগের উপকার হয়, তাহারা কিছুই জানে না। তাহাদিগের সে সকল বিবেচনা নাই। যখন তাহাদিগের ইচ্ছা ও বিবেচনা নাই; তখন যাঁহারা তাহাদিগের প্রতিনিধি হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ইচ্ছা ও বিবেচনাতেই কাজ হইল। কিন্তু ঐ সকল বালক যখন প্রাপ্তবয়স্ক হইবে, তখন যে তাঁহাদিগের ইচ্ছা ও বিবেচনা কৃত কার্য্যে তাহারা সন্তুষ্ট হইবে, তাহার প্রমাণ কি? কার্য্যাধ্যক্ষেরা বিষয়বৃদ্ধি করিতে গিয়া যদি ক্ষতি করিয়া বসেন, তাহার দায়ী কে হইবে? এরূপ স্থলে বিষয় বৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ অক্ষয় করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য। স্থাবর বিষয় অপেক্ষা গবর্ণমেণ্ট কাগজ শীঘ্র নষ্ট করা যায়, এ সাবধানতা অকিঞ্চিৎকর। যে ব্যক্তি বিষয় নষ্ট করিবে, তাহার কি এ বাধা বাধা হয়?

এই প্রসঙ্গে অপ্রাপ্তবয়স্কদিগের শিক্ষাগৃহ সম্বন্ধে আমাদিগের একটী প্রস্তাব উপস্থিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যে উদ্দেশে এ শিক্ষাগৃহটী সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা সুসিদ্ধ হইতেছে না। এখানে যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশ যদি সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র ও কাজের লোক হইতেন, তাহা হইলে শিক্ষাগৃহটী অমূল্য হইত, কিন্তু তাহা না হইয়া উহা অনর্থের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। তত্রত্য অধিকাংশ ছাত্রই বন্দোবস্তের দোষে সুরাপানাদি ব্যসনে আসক্ত ও অপদার্থ হইয়া উঠেন। ফল এইরূপ, ব্যয় বিলক্ষণ আছে। এ অবস্থায় শিক্ষাগৃহটী উঠাইয়া দিয়া কোন প্রকার নূতন বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইতেছে।

আমাদিগের বিবেচনায় নিম্নলিখিত বন্দোবস্তটী যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত শিক্ষাগৃহটী উঠাইয়া দিন। অপ্রাপ্ত-

বয়স্কদিগের বিদ্যা রক্ষার্থ এক এক জন কার্য্য সম্পাদক রাখিতে হয়। যেমন তেমন লোক রাখাতে নাবালকদিগের অনিষ্ট হয়। তাহা না করিয়া সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত দেখিয়া এক একজন লোক রাখা হউক। নাবালকেরা তাঁহাদিগের নিকটে অধ্যয়ন করিবে। তাঁহারা অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের অধ্যাপনা ও বিষয় রক্ষা উভয়কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন। এ ব্যবস্থা হইলে শিক্ষা গৃহে থাকিয়া অপ্রাপ্তবয়স্কদিগের যে অধিক অর্থ ব্যয় ও চরিত্র দোষ হইতেছিল তাহা হইবার সম্ভাবনা অল্প হইবে। কার্য্যসম্পাদকদিগের অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের অধ্যাপনার ন্যায় তাহাদিগের চরিত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহারা কোন ক্রমে অসতের সংসর্গে না যায় ও বিলাসী হইয়া না পড়ে সর্ব্ব প্রযত্নে ইহা করিতে হইবে। অসতেরা যেন কোন ক্রমে তাহাদিগের নিকটে যাইবার অনুমতি না পায়।

এস্থলে আমরা আর একটী প্রস্তাব করিতেছি, গবর্ণমেণ্টে তদনুরূপ কার্য্যের আচরণেও যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। অপ্রাপ্ত ব্যবহারেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই যেন বিষয় হস্তে না পায়। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাহারা পাঁচবৎসর কাল সেই কার্য্য সম্পাদকের অধীনে থাকিয়া বিষয় কর্ম্ম শিক্ষা করিবে। বিষয়কর্ম্মে শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হইলে তাহার পর তাহাদিগের হস্তে বিষয়ের ভার অর্পিত হইবে। এরূপ ব্যবস্থা হইলে বর্ত্তমান শিক্ষাগৃহে যে সমস্ত দোষ লক্ষিত হইতেছে, তাহা অন্তর্হিত হইবে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান শিক্ষাগৃহের একটী প্রধান দোষ এই, তজ্জন্য ছাত্রদিগকে বিষম বিলাসী করিয়া তুলা হয়।

বঙ্গদেশ ও অন্যান্য লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরগণ।

ভারতবর্ষের অন্য অন্য খণ্ডে অনেক বীর পুরুষ অনেক প্রকার বীরত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গদেশবাসীরা সে প্রকার বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই। বিধাতা বঙ্গদেশের প্রতি একান্ত বিমুখ। তিনি এখানকার জলবায়ু ও আহারীয় দ্রব্যের যে প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন তাহাতে যে বঙ্গবাসিরা কখন বীরত্ব প্রকাশে সমর্থ হইবেন, সে সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এখানকার লেপ্টনণ্ট গবর্ণরেরা সেই ত্রুটীর পরিপূরণ করিয়াছেন। একজন নূতন গবর্ণর হইয়া নানাবিধ নূতন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আপনার বাহাদুরী ও বীরত্ব প্রকাশ করিয়া গেলেন। তাহার পর আর এক জন নূতন লোক লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের পদ প্রাপ্ত হইয়া একেকক্রমে সেই ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কৃত যাবতীয় কার্য্য গুলির পরিবর্ত্তন ও নূতন নূতন কার্য্যের সৃজন করিয়া আপনার বাহাদুরী ও বীরত্ব প্রকাশ করিলেন। ফেলিতে সাহেব লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হইয়া যে যে কাজ করিলেন গ্রাণ্ট সাহেব সেগুলির পরিবর্ত্ত করিবার চেষ্টা পাইলেন। বীডন সাহেবের আপনাকে অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান বলিয়া অভিমান ছিল, তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কৃত যাবতীয় বিষয় বিপর্য্যস্ত করিয়া আপনার ক্ষমতা ও বাহাদুরী দেখাইবার অভিলাষী হইলেন। সার জর্জ্জ কাম্বেল সকলকে ছাড়াইয়া উঠিলেন। কয় দিনের মধ্যে সমুদায় ওলটপালট করিয়া তুলিলেন। বাবু রামকমল সেন কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। আমরা দেখিয়াছি তিনি প্রতি দিন কালেজে আসিয়া এক একটী নূতন আদেশ করিতেন। ক্রমে তাঁহার আজ্ঞা পত্র রাশীকৃত হইয়া উঠিল। কালেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কোন্ আজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন, কোন্ আজ্ঞা বা পরিত্যাগ করিবেন, ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। সার জর্জ্জ কাম্বেল সাহেবও বঙ্গদেশে দিনকত মহাধুম করিয়া তুলিয়াছিলেন। নিত্য নূতন আজ্ঞা ও নূতন পরিবর্ত্তনে বঙ্গদেশ অস্থির হইয়া উঠিল। এখন আবার সার রিচার্ড টেম্পল একে একে তাঁহার কৃত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার কৃত ব্যবস্থা গুলির যে এই দশা ঘটিবে উহার সৃষ্টিকালেই সেই অনুমান করা হইয়াছিল। নীতিশাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন "সুবিচার্য্য যৎ কৃতং সুদীর্ঘ কালেঽপি ন যাতি বিক্রিয়াং" ভালরূপ বিবেচনা না করিয়া যে কাজ করা হয় তাহা যে কখন মাত্র স্থায়ী হয় তাহা কেবল নীতিশাস্ত্রকারদিগের বাক্য দ্বারা নয় কার্য্য দ্বারাও প্রত্যক্ষ হইতেছে। কাম্বেল সাহেব বাঙ্গালাদেশে থাকিয়া যে ভাবে যে কাজ করিয়া গিয়াছেন ইংলণ্ডে গিয়া তাঁহার নিজেরই সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এডুকেশন গেজেট বলেন "আমাদের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার জর্জ্জ কাম্বেল সাহেবের ধরাধর এই মত ছিল যে জেলে মরুক বাঁচুক কয়েদীকে গুরুতর শারীরিক দণ্ডদান আবশ্যক নতুবা অপরাধির শাসন সম্ভাবনা নাই। এই মতানুসারে তিনি ভারতমৌলটের প্রবর্ত্তিত কারাব্যবস্থার অনেক পরিবর্ত্ত করিয়া তাহাতে কঠিন শাস্তির বিধান করেন। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার সে মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি ইংলণ্ডে গিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে অপরাধিকে কষ্ট দেওয়া বিচার প্রণালীর মূল উদ্দেশ্য তিনি মনে ভাবেন না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় অপরাধিদের পক্ষে তিনি এই ভাবেন যে, ভারতবর্ষের অপরাধিরা কোন মতেই [illegible] যুক্ত নহে। [illegible] দেখিলেই বাস্তবিক দয়া হয়।"

কাম্বেল সাহেব যে পাঠশালাগুলির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলো

পদ্ধতির বিষয়ে আমরা যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। ভারতসংস্কারক লিখিয়াছেন "তাঁহার পাঠশালায় সাহায্য দানের ফল যাহা প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে তাহার বিবরণ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিসনর লার্ড ইউলিক ব্রাউন এতদুপলক্ষে বলিয়াছেন, ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বরের পর নিম্ন শ্রেণিস্থ বিদ্যালয় ও বিদ্যার্থির সংখ্যা যে কি বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা তিনি ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। কতকগুলি স্থলে গুরুমহাশয়েরা ছাত্রদিগের বেতনে প্রতিপালিত হইত। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ২৮৲ টাকা করিয়া দেওয়াতে ছাত্রদিগের অভিভাবকেরা বেতন দিয়াবে সেই টাকা কমাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে এই ফল হইয়াছে যে ছাত্রেরা যে বেতন দিত এখন গবর্ণমেণ্ট তাহা দিতেছেন।"

পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদিগের উপরে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান ভার ছিল তাহাতে কাজ ভাল হইত না বলিয়া ১৮৫৪ অব্দে যে মহাপত্র এদেশে সাহায্য দান প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া দেন, সেই পত্র হইতেই ইন্‌স্পেক্টরের সৃষ্টি হইয়াছে। মহাপ্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের দীর্ঘকাল চিন্তা ও বিবেচনায় যে কার্য্যের সূত্রপাত করেন এক আঘাতেই বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। কিন্তু আবার সেই তত্ত্বাবধান ভার ইন্‌স্পেক্টরদিগের হস্তেই নিহিত হইতেছে। এতদ্বিষয়ে ভারতসংস্কারক বলেন "কাম্বেল সাহেব ইন্‌স্পেক্টরদিগের ক্ষমতা কমাইয়া মাজিষ্ট্রেটদিগকে শিক্ষার অধ্যক্ষ করিয়াছেন। এদেশে শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাবে তাঁহারা সকল বিষয় বুঝিতে অক্ষম। তাহাতে তাঁহাদিগের অবকাশ অল্প। এবিষয়ে লার্ড ইউলিক ব্রাউন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন মাজিষ্ট্রেটদিগের শিক্ষা কার্য্যে তত্ত্বাবধান করিবার অবকাশ নাই এজন্য তাঁহার ইচ্ছা ইহাদিগের স্কন্ধ হইতে এ ভার উদ্ধার করিয়া পুনরায় ইন্‌স্পেক্টরের উপরে প্রদত্ত হয়।"

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই বঙ্গভূমি আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরদিগের এইরূপ বীরত্ব প্রকাশের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিল। এখন বঙ্গদেশের উপায় কি? একজন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হইয়া বঙ্গদেশের যে কিছু শ্রীবৃদ্ধি করিবেন আর একজন আসিয়া তাহার উন্মূলন করিয়া নূতন পত্তন করিবেন। এরূপ করিলে বঙ্গদেশের ভস্মাচ্ছাদন নিতান্ত দুরূহ হইতেছে। এ বিষয়ের একটী সদুপায় করা আবশ্যক। আমরা অদ্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপরেই সেই সদুপায় চিন্তার ভার সমর্পণ করিলাম।

বরদার গুইকুমার ও
কর্ণেল ফেয়ার।

মহাকবি ভারবি কহিয়াছেন "সদানুকূলেষ্বিহ কুর্ব্বতে ধৃতিং নৃপেষ্বমাত্যেষু চ সর্ব্ব সম্পদঃ"। রাজা ও তাঁহার অমাত্য পরস্পর যদি পরস্পরের প্রতি অনুকূল হন, তাহা হইলে সমুদায় সম্পত্তি অনুরক্ত হইয়া তাঁহাদিগের নিকটস্থ হয়। প্রতিকূল হইলে বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। বরদার গুইকুমার ও তত্রত্য রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ার এই মহার্থ উপদেশের অন্যতর উদাহরণ হইয়াছেন। নানা ঘটনা দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে, উহারা পরস্পরের প্রতি অনুকূল ও মিত্রভাবসম্পন্ন নহেন। ফলও বিষময় ফলিতেছে। বরদার শান্তি নাই। নিত্য নূতন গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। এরূপ অবস্থা মঙ্গলদায়িনী নয়। অবিলম্বে ইহার প্রতীকারের একটী উপায় অবলম্বন করা প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। সে উপায় কি?

বরদার গুইকুমার সুশিক্ষিত নহেন। বিষয় কর্ম্মেও তাঁহার সুশিক্ষা হয় নাই। তাঁহার সুশিক্ষার সময় কারাগারে অতিবাহিত হইয়াছে। লক্ষ্মী বাইর পাণি গ্রহণাদি কার্য্যদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে, তিনি একজন অবাবস্থিতচিত্ত অপদার্থ লোক। কার্য্যকারণভাব চিন্তা ও পরিণাম দর্শন করিয়া তাঁহার কার্য্য করা নাই, যখন যে খেয়াল উপস্থিত হয়, তদনুসারে কাজ করেন। এই মাত্র দোষ নয় কতকগুলি দুষ্ট লোক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তিনি তাহাদিগের ক্রীড়নক স্বরূপ হইয়াছেন তাহারা তাঁহাকে যে দিকে ফিরায়, তিনি সেই দিকে ফিরেন।

তাঁহার দশা ত এই গেল, যিনি রেসিডেণ্ট আছেন, তাঁহাকেও উপযুক্ত লোক বলিয়া বোধ হইতেছে না। তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট গুইকুমারের মিত্র। তিনি যখন সেই মিত্রের প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছেন তখন তাঁহার মিত্রভাবে সমুদায় কার্য্য সম্পাদন কর্ত্তব্য। গুইকুমারের যে যে দোষ আছে, মিত্রভাবে উপদেশ দিয়া তাহার সংশোধন করিতে হইবে। যে যে দুষ্ট মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী হইতে বরদার অনিষ্ট ঘটিতেছে, মিত্র ভাবে উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে অন্তরিত করিয়া তত্তৎপদে ভাল লোক নিয়োজিত করিতে হইবে। রেসিডেণ্টের এ সকল চেষ্টা নাই। পরস্পরের অনুকূল ভাব দূরে থাকুক, পরস্পরের বিদ্বেষভাবের শ্রীবৃদ্ধিই শ্রুতিগোচর হইতেছে।

এরূপ স্থলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য এই, অবিলম্বে বর্ত্তমান রেসি-

ডেট কর্ণেল ফেয়ারকে তথায় হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করেন এবং তথায় এরূপ একজন রেসিডেণ্ট পাঠাইয়া দেন যে তিনি মিত্রভাব প্রদর্শন করিয়া গুইকুমারকে ক্রমে স্ববশে আনয়ন করেন এবং সদুপদেশ প্রদান করিয়া যে যে দোষ আছে তাহার সংশোধন করিয়া লন। অপর, প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট গুইকুমার কেও স্পষ্টাক্ষরে বলুন তাঁহার যে সকল দুষ্ট মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী হইতে বরদার অনিষ্ট হইতেছে, তিনি তাহাদিগকে সত্বর বিদায় দেন।

গবর্ণমেণ্ট যদি এরূপ উপায় অবলম্বন না করিয়া গুইকুমারের দুষ্ট মন্ত্রিগণ যেমন কুচক্র ও কুমন্ত্রণা করিতেছে তাহা করিতে দেন এবং রেসিডেণ্টকে তাঁহার ক্রোধবিষ বমন করিতে দেন, বরদা উৎসন্ন ও স্বাধীনতা ভ্রষ্ট হইবে সন্দেহ নাই, পরিশেষে গবর্ণমেণ্টকে স্বহস্তে উহার কার্য্য ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট এরূপে যদি বরদাকে হস্তগত করিয়া লন, তাঁহাদিগের দুর্নামের পরিসীমা থাকিবে না। আমরা গত বারে বিদেশীয় রাজগণের প্রতি রোমের রাজনীতির যে বর্ণন করিয়াছিলাম, বরদায় তাহার অভিনয় হইয়া উঠিবে। ইতিহাস লেখকেরা রোমের দুষ্টগণের যে দুর্নাম লিখিয়া গিয়াছেন, কর্ণেল ফেয়ারেও সেই দুর্নাম রটিয়া উঠিবে।

জলপাই গুড়ির দরবার।

বাঙ্গালা দেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর রিচার্ড টেম্পল মহোদয় জলপাই গুড়িতে যে দরবার করেন, কমিশনর ডবলিউ জে হরসেল সাহেব তদ্বৃত্তান্ত আমাদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা তাঁহার সম্মানার্থ সাধারণের গোচরার্থ এই স্থলেই উহা প্রকটিত করিলাম।

শুক্ল প্রদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত সার রিচার্ড টেম্পল, কে, সি, এস, আই, ১১ ই নবেম্বর তারিখে জলপাইগুড়িতে একটি দরবার করিয়াছিলেন; তাহাতে নিকটস্থ ইউরোপীয় এবং দেশীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

তিনি ইউরোপীয় ভদ্রলোক এবং কমিশনার সাহেবের পারসনেল্ এসিষ্টাণ্ট বাবুর সহিত দরবারের পূর্ব্বে কমিশনার সাহেবের বাটীতে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন নিম্ন লিখিত ভদ্রগণকেও তাঁহার সহিত বিরলে সাক্ষাৎ করান হইয়াছিল।

বাবু কালিকাদাস দত্ত, কুঁচবেহার মহারাজার দেওয়ান।

মুন্সি তরিফুল্লা, অনরেরি মাজিষ্ট্রেট—বোদা।

উপেন্দ্রনাথ দোয়ারদার, তহশীলদার, বাক্সা।

দরবারে নিম্ন লিখিত দেশীয় ভদ্রলোক গণকে সাহেব বাহাদুরের সহিত পরিচয়ার্থে উপস্থিত করা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বাবু কালিকাদাস দত্ত, দেওয়ান।

" " দীননাথ মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর

" " কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়

" " উপেন্দ্রনাথ দোয়ারদার।

" " ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

" " চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

" " যোদ্ধারাম গাবুর।

" " তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

" " বেণীমাধব দত্ত এম এ, বি, এল্,।

" " মুন্সী মহম্মদ তরিফুল্লা।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ দাস।

" " হরপ্রসাদ দাস।

" " রামচন্দ্র ভৌমিক।

" " কালীমোহন রায়।

" " গুরুদয়াল চট্টোপাধ্যায়।

" " তারিণীশঙ্কর মজুমদার।

" " ভবানীচরণ ঘটক।

" " যদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

" " নরেন্দ্র দেব কুন্ডর।

" " চন্দ্রকান্ত পাইন, বি, এল।

" " নরহরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

" " চন্দ্রকেলি মুন্সী।

" " প্রাণকান্ত শর্ম্মা। হরগোবিন্দ শর্ম্মা।

" " ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

" " কালীকৃষ্ণ দত্ত।

" " রামগোপাল ভট্টাচার্য্য।

মান্যবর লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সাহেব বাঙ্গালুর প্রত্যেকের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন।

মান্যবর লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে যে প্রকার সমাদরে আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গত ১০ ই তারিখে জলপাইগুড়ি হইতে ডেঙ্গুলিয়া এবং কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। গত ১০ ই তারিখের রাত্রিতে যে আলোক প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার সৌন্দর্য্যে গবর্ণর সাহেব বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যে সকল জমিদার এবং দেশীয় ভদ্রলোকগণ ইহা কল্পনা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কাপ্তেন মনি সর্ব্ব প্রকার উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া কমিশনার সাহেব ধন্যবাদ করিতেছেন এবং পুলিষ কর্ম্মচারিগণ যে প্রকার সুশৃঙ্খলাবদ্ধরূপে উপস্থিত ছিল ও স্ফূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিল তজ্জন্য মেজর ওএল সাহেবকে ধন্যবাদ করিতেছেন। নদীর পূর্ব্বদিকে যে মনোরম আলো প্রদত্ত হইয়াছিল তজ্জন্য শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ মুখোপাধ্যায় এবং পশ্চিম দিগে সেইরূপ আলোক প্রদানের জন্য বৈকুণ্ঠপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায়কত এবং তাঁহার কর্ম্মচারিগণকে ধন্যবাদ করিতেছেন। আর কল্লা নদীতে আলোক দিবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসাদ দাসকে ধন্যবাদ করিতেছেন। উক্ত রায়কত উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া কমিশনর সাহেব নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন, কিন্তু লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে রাজভক্তি সহকারে সম্বর্দ্ধন করাতে তিনি যে প্রস্তুত ছিলেন তাহা কমিশনর সাহেব স্বীকার করেন

১৩ ই নবেম্বর ১৮৭৪ } ডবলিউ. জে হারসেল, কমিশনর।

প্রদেশ বাসিদিগের উৎসাহ দান।

বাঙ্গালা দেশের লোকেরা সর্ব্ব প্রথমে

ইংরাজী শিক্ষা করেন। তৎকালে উত্তর পশ্চিম প্রভৃতি প্রদেশের লোকদিগের ইংরাজীর প্রতি বিদ্বেষ ছিল। তাঁহারা ইংরাজী শিখিতেন না, তাহাদিগের হইতে রাজকার্য্য সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। সুতরাং বাঙ্গালিরাই সকল প্রদেশে সকল কাজে নিয়োজিত হইতেন। কাজে কাজেই বাঙ্গালিদিগকে উৎসাহ দান করা হইয়াছিল। এখন সকল প্রদেশেই ইংরাজীর বিলক্ষণ চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে এখন তত্রত্য লোকদিগের ইংরাজীতে কাজ কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে। প্রধান রাজপুরুষেরা বাঙ্গালিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তত্তৎ প্রদেশের লোকদিগকে নিয়োজিত করিতেছেন. ইহাতে অনেক বাঙ্গালি বিরক্ত হইয়াছেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহারা মোকদ্দমা করিয়া থাকেন এবং গবর্ণমেণ্টের এই রাজনীতির প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এ নীতি দোষারোপযোগ্য নহে। গবর্ণমেণ্ট যদি এ নীতি অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে প্রদেশের উন্নতির দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট যদি বাঙ্গালিদিগকে চাকরি দান না করিতেন, বাঙ্গালা দেশ কি আজি এ প্রকার উন্নতি লাভে সমর্থ হইতেন? ইহাতে আমাদিগের অনাস্থা নাই। তবে আমাদিগের আপত্তি এই, আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই, কোন কোন প্রধান কর্ম্মচারী বাঙ্গালির উপরে এমনি চটা যে তাঁহারা অনুপযুক্ত হিন্দুস্থানী প্রভৃতিকে কর্ম্ম দেন তথাপি উপযুক্ত বাঙ্গালীকে কর্ম্ম দেন না। এপ্রকার বিদ্বেষ কি প্রশংসাকারিণী নহে। এরূপ বিদ্বেষের কারণ কি? বাঙ্গালিরা গরুড়াকৃতি হইয়া সাহেবদিগকে সেলাম করেন না। ইহাই কি কারণ? যদি ইহা প্রকৃত কারণ হয়, আমাদিগের প্রধান রাজপুরুষেরা যে সারবান নহেন, ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে। আমাদিগের একজন পত্রপ্রেরক আলাহাবাদ হইতে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহাই এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ। পত্রখানি এই—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সৃষ্টির পূর্ব্বে এদেশে অতি অল্প বাঙ্গালি আসিতেন তন্মধ্যে অধিকাংশই কমিসরিয়টে কর্ম্ম করিয়া বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিতেন। এদেশের লোকে তখন প্রায় ইংরাজী জানিত না। সুতরাং ইংরাজেরা সকল কর্ম্মেই বাঙ্গালিদিগকে নিযুক্ত করিতেন। তৎকালে বাঙ্গালিদিগের এরূপ মান সম্ভ্রম ছিল যে এ-দেশীয়েরা তাঁহাদিগকে ইংরাজদিগের গুরু বলিত এবং যথোচিত সম্মান করিত। শুনা গিয়াছে যে পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালি রাস্তায় বাহির হইলে পার্শ্বস্থ হিন্দুস্থানী যোদ্ধারা দণ্ডায়মান হইয়া নমস্কার করিত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে তৎকালের বাঙ্গালীরা বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন করিতেন কিন্তু জন্মভূমি ও স্বজনবান্ধবাদি পরিত্যাগ এবং তদ্বিরহজন্য মনোদুঃখ শিথিল করণার্থে প্রায় অনেকেই অপরিমিতব্যয়ী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেন। তন্মধ্যে ১।১ জন যাঁহারা চতুর ছিলেন তাঁহারা এরূপ বিবেচনা করিয়া চলিতেন যে তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারীরা পরিমিত ব্যয় করিয়া ৫ পলে সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই এখানকার অনেকেই পরিমিতব্যয় কাহাকে বলে জানেন না। রেলওয়ের সৃষ্টি হওয়া অবধি বাঙ্গালিদিগের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম কার্য্যও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ এখানকার লোকেরা ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করাতে অনেক আফিসে উহাদিগের সংখ্যাই অধিক দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে আমরা মনে করিতাম যে দেশে চাকরী না পাইলে পশ্চিমে চলিয়া যাইব এবং তথায় অনায়াসে মাসিক ৫০। ৬০ টাকা উপার্জ্জন করিব। এমন কি আমি এদেশে আসিবার সময় অনেকেই আমাকে কর্ম্ম কার্য্যের বিষয় চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু আমাদিগের সে আশা লতা ক্রমশঃ উন্মূলিতা হইতেছে। আর সে পশ্চিমও নাই আর সে সকল সাহেবও নাই। কর্ম্মার্থীর সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে সম্প্রতি আমাদিগের আপিসে ৪ টী কর্ম্ম খালি হওয়াতে দ্বিসহস্রাধিক ১০০ দরখাস্ত পড়িয়াছে। অনেক আপিসের সাহেবেরাও বাঙ্গালিদিগের উপর চটিয়া উঠিতেছেন। একটী একটী বড় বড় আপিসের সমস্ত কর্ম্মচারীই হিন্দুস্থানী দেখা যায়। পূর্ব্বে যে হিন্দুস্থানীরা আমাদিগকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিত, এক্ষণে তাহারাই আমাদিগকে গ্রাহ্য করে না, এমন কি অনেকে ঘৃণা করিয়া থাকে। ইহার অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে দুইটী প্রধান। ১ ম এক্ষণে হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন এবং অধিকন্তু অনেকেরই গবর্ণমেণ্ট কর্ম্ম প্রাপ্তি। ২ য় আমাদিগের মধ্যে অনেকের চরিত্র দোষ। এদেশে আসিয়া আমরা যেমন কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করি অমনি বাবু হইয়া পড়ি। এমনি বিলাসী হইয়া উঠি যে বাসা হইতে এক ক্রোশ দূরস্থ আপিসে পদব্রজে যাইতে সঙ্কুচিত হই। অন্ততঃ মাসিক ৪। ৫ টাকা গাড়ি ভাড়া দিয়া থাকি। এদিকে আমাদিগের দেখিয়া স্ত্রীলোকেরা দ্বিগুণতর বাবু হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা আর রন্ধন করিতে পারেন না এবং অন্য অন্য গৃহ কর্ম্ম করিতে পারেন না। প্রায় অনেকেই আপন আপন পুস্তক ও কার্পেটের কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন। সুতরাং একটী পাচিকা ব্রাহ্মণী ও একটী দাসী প্রায় অনেককেই রাখিতে দেখা যায়। এইরূপে নানা কারণ বশতঃ আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়া পড়ে, এবং কখন কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য কিছু টাকা আবশ্যক হইলে অন্যান্তর না দেখিয়া প্রতিভূ দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ করিতে হয়। কি দুঃখের বিষয় প্রায় এখানকার চতুর্থাংশ লোকের ব্যাঙ্কে দেনা আছে আবার ইঁহাদিগের মধ্যে এক একজন এরূপ অবিবেচক যে ঋণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। অপনি শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেন একজন সামান্য ৪০। ৫০ টাকা বেত-

দেয়। কেরাণীর ৫০০। ৬০০ টাকা ঋণ। কোন পুলিস ইনস্পেক্টর মাসে ১৫০ টাকা উপার্জ্জন করিয়া ২০০০ টাকা ঋণ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে এই সকল ঋণের মূল কেবল বাবুয়ানা। উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে আমাদিগের হিতৈষী গবর্ণমেণ্ট যদি অনুগ্রহ করিয়া এরূপ নিয়ম করেন যে বেতনভোগী কর্ম্মচারী মাত্রেরই কিছু কিছু জমা রাখিতে হইবে এবং বিশেষ প্রয়োজন না হইলে এবং ঋণ পরিশোধের উত্তম কারণ দেখাইতে না পারিলে যেন কেহ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে আমরা এদেশে ভবিষ্যতে সুখে এবং মান সম্ভ্রমে থাকিতে পারি।

এলাহাবাদ
২২ এ নবেম্বর
১৮৭৪

বিবিধ সংবাদ।

৮ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

কেওঅর ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা টাউনসেণ্ড সাহেব বলেন, ইউরোপে যে মহাযুদ্ধের আশঙ্কা করা হইতেছে, ফরাসীয়া ও জর্ম্মণি এই উভয় রাজ্যের মধ্যে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা। জর্ম্মণি ও অষ্ট্রিয়া একপক্ষ এবং ফরাসীয়া ও ফ্রান্স অপরপক্ষ হইবেন। উভয় দল যুদ্ধে ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িলে ইংলণ্ড মধ্যবর্ত্তী হইবেন। তিনি বলেন, নিশ্চয় জানিবে জর্ম্মণি এক্ষণে ফ্রান্সের অপেক্ষা ফরাসীয়াকে অধিক ভয় করেন। ফরাসীয়া যুদ্ধ সজ্জায় প্রস্তুত হইতেছেন, সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে আর দুই বৎসর লাগিবে। জর্ম্মণির ইচ্ছা ফরাসীয়া সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে না হইতেই যুদ্ধ ঘটনা হয়। ডেনমার্কই যুদ্ধের কারণ হইবে। এ উপলক্ষে ফ্রান্স হয় ত আলসাক লোরেণ পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

সার জন ষ্ট্রাচি গত বৃহস্পতিবার আলাহাবাদে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

দিল্লীগেজেটের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ১৬ ই নবেম্বর সহরে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

গত বেইলে লার্ড ক্যাম্পারডাউন বোম্বাই আসিয়াছেন, তিনি কিছুদিন ভারতবর্ষে থাকিয়া বেড়াইয়া আগ্রা ও দীল্লী দর্শনার্থ গমন করিবেন। ভারতবর্ষ কি শেষে ইংলণ্ডীয় লার্ডদিগের থাকিবার স্থান হইল?

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্পাতী দাঁতুন থানার এক ক্রোশ পূর্ব্বদিকে সহস্রাধিক নামক এক অতি বৃহৎ সরোবর আছে। উহা অতি প্রাচীন কালাবধি হদ্ ও খালে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। গত ১৫ ই অক্টোবর বৃহস্পতিবারের ঝড়ে ঐ সমস্ত হদ্ এবং জল সমলিত কর্দ্দম তরল পঙ্ক অতি প্রচণ্ডবেগে পূর্ব্বদিগের যোহানা দিয়া প্রায় ক্রোশান্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তদ্দ্বারা নিকটবর্ত্তী অনেক সামান্য সামান্য পুষ্করিণী ও ধান্যক্ষেত্র সমুদায় প্লাবিত হইয়া গিয়াছে।"

৯ ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

২৯ এ ডিসেম্বর বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের বাটীতে এক ভোজ হইবে।

পঞ্জাবে এক সিয়ালকোট ভিন্ন আর সর্ব্বত্র উত্তম শস্য জন্মিয়াছে।

গতকল্য অবধি হাইকোর্টের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ৩০ এ নবেম্বর হইতে দরখাস্ত কৌজদারী সেসিয়নের অধিবেশন হইবে। ৭ ই ডিসেম্বর হইতে চিফ জষ্টিস এবং জষ্টিস ম্যাকফার্শন ও পার্ণিফেক্স আদিম বিভাগের আপীল শ্রবণ করিবেন। মফস্বলের ফৌজদারী আপীল বিচারপতি কেম্প ও বার্চ শুনিবেন। ইনসলবেণ্ট কোর্টের মকেদমের অধিবেশন শুক্রবার এবং ডিসেম্বরের অধিবেশন ১ লা ডিসেম্বর মঙ্গলবার হইবে।

হিন্দু হিতৈষিণী বলেন, ৭ খানি নৌকা পদ্মা দিয়া আসিতেছিল, নওডাঙ্গার নিকট অকস্মাৎ জলমগ্ন হইয়া তাহার ১৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। পদ্মার দুর্দ্ধ জলে সময়ে সময়ে এরূপ ভয়ানক ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়।

কালীকট হইতে এক ব্যক্তি মাদ্রাজ এথিনিয়মে লিখিয়াছেন, গত সপ্তাহ লাট হ্যাট যখন উক্ত নগর দর্শনার্থ গমন করেন তখন তাঁহার ভ্রমণার্থ বড় বড় নৌকার প্রয়োজন হয়, কিন্তু খালের উপর যে সকল সেতু ছিল, নৌকাগুলি বড় বলিয়া তাহার মধ্য দিয়া যাইবার অসুবিধা হয়, সুতরাং যেখানে অসুবিধা হয় সেখানে সেতুগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আজ্ঞা দেওয়া হয়। যাঁহাদিগের উপরে অত্যাচার দিবারাত্রের ভার তাঁহারা নিজে যদি অত্যাচার করেন তাহাতে কি দোষ হয় না?

মার্শেল বেজিন এক্ষণে লণ্ডন নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। ইংলণ্ডস্থ বিখ্যাত রাজ ভক্ত প্রিয় করাসী ওয়ার্ট তিনি ছাপাপিয় আখিত্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতাল কমিটী ঢাকার সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার ওয়াইজের একখানি শ্বেতমূর্ত্তি উক্ত হাসপাতালে রাখিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ছবিখানি লণ্ডনে প্রস্তুত হইবে।

১৪ ই নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৪৮৯৭০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৫১৮১১০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে এ বৎসর ১১৬৩৯০ টাকা কম আয় হইয়াছে। অযোধ্যা রোহিলখণ্ড উক্ত সপ্তাহে ৩২৮১১ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময়ে ৪০২১০ টাকা আয় হয়। এ হিসাবে এবৎসর ৭৩৯০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

১০ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

ই সেপ্টেম্বর ম্যানিলাতে বেলা ১০ টা অবধি রাত্রি ২ টা পর্য্যন্ত অনুন ত্রিশঘণ্টা ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

আমাদিগের লাহোরস্থ সংযোগী বলেন, ইয়াকুবের ভাগিনেয় সাহেব যাকুব খাঁ টীরা ঔষধার আনু এবং সিয়ালকোট হইয়া লাহোর আসিতেছেন। এই উপলক্ষে ইহার একবার লণ্ডনে যাইবার ইচ্ছা আছে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, বরদার রেসিডেণ্ট কর্ণেল কেরাকে বিষপান দ্বারা হত্যা করিবার যে চেষ্টা হয়, তাহাতে যে কয়েক জনকে সন্দেহ করিয়া ধরা হয় তাহার মধ্যে একজন বরাট সাহেবের নিকট স্বীকার

করিয়াছে, যে কেহ কেহ তাহাকে লক্ষ টাকা দিব বলিয়া এই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। আপাততঃ ১৫ হাজার টাকা দিয়াছে, কার্য্য সমাধা হইলে অবশিষ্ট টাকা দিবার আছে। ইষ্টি সাহেব জিজ্ঞাসা করেন ১২ হাজার টাকা সম্প্রতি পাইয়াছে, ৩ টাকা মজুত আছে সন্দেহ নাই, সে টাকা কোথায়? ইহাতে সে ব্যক্তি বলিল যে টাকা তাহার বাগানে পুতিয়া রাখা হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করিয়া ঐ ১২ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি সোয়াত একটী গবর্ণমেণ্ট মর্দ্দাল স্কুলের এক অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। কয়েকজন স্ত্রীলোক ঐ পদের জন্য পরীক্ষা দেন। উহাদের সাহিত্য বিজ্ঞান ভিন্ন কার্পেট বুনা সেলাই করা প্রভৃতি শিল্প কার্য্যেও পরীক্ষা গৃহীত হয়। দুইজন ফরাসী স্ত্রীলোক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই পরীক্ষা দর্শনার্থ শিক্ষা বিভাগের কাউন্সিলার কমিসারি, মেডিকাল কালেজের সিনিয়র পাশ প্রভৃতি বহুসংখ্য সম্ভ্রান্ত ও সম্বিবান ব্যক্তি আসিয়াছিলেন।

গত রবিবার পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে যখন গাড়ি চলিতেছিল, সেই সময় অমৃতসর ষ্টেষনের নিকটে এক ব্যক্তি রেল পার হইতে গিয়া শকট চক্রে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

গত শনিবার বেলা প্রায় ১১ টার সময় শিবপুরের পাটের কলের জন্য যে বাঁটী প্রস্তুত হইতেছে, হঠাৎ উহার ছাদের কিয়দংশ পড়িয়া হওয়ায় প্রায় ১২ জন কুলি চাপা পড়ে। উহাদের মধ্যে দুই জনের মৃত্যু হইয়াছে, অবশিষ্ট সব জন গুরুতর রূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। আহত লোকদিগকে তৎক্ষণাৎ জাবতা হাসপাতালে পাঠান হয়। ছাদের যে অংশটী পড়িয়াছে, তাহা উহা দুই তিন দিন হইল প্রস্তুত হইয়াছে, ছাদটী রীতিমত না শুকাইতে শুকাইতে উহার খুটিগুলি খুলিয়া লওয়ায় উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। কি কারণে খুটিগুলি খুলিয়া লওয়া হয় তাহাকে কি এ হত্যার জন্য দায়ী করা হইয়াছে?

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে হাইকোর্টের জজেরা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে পান এরূপ বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে ত জজেরা সভা পদ পাইতেন।

এক জন গাড়ওয়ান ২৷৷ টাকা গাড়ি-ভাড়ার জন্য স্মিথ নামক একজন সাহেবের নামে নালীশ করে। মাজিষ্ট্রেট গাড়ি ভাড়া ২৷৷ এবং তাহার বৃথা সময় নাশ করা বলিয়া এক টাকা দেওয়াইয়াছেন। গাড়ি ভাড়া না দেওয়া অনেকের চেষ্টা আছে, অনেক গাড়ওয়ান সাহেব বলিয়া ভয় পায়, নালীশ করে না, অন্য কোন প্রতীকারও করিতে পারে না। তাহাতেই দুষ্টদিগের প্রশ্রয় হইয়াছে।

১১ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

আমেরিকাস্থ টীনদিগের রীতি এই তাহারা স্বদেশ হইতে স্ত্রী ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। যখন স্ত্রীর প্রয়োজন হয় তাহারা বাটীতে টাকা পাঠাইয়া দেয়, বাটীর অন্যান্য পরিবারেরা মূল্য অনুসারে ভাল মন্দ স্ত্রী কিনিয়া জাহাজে করিয়া পাঠাইয়া দেয়। জাহাজ তথায় উপনীত হইলে সে ব্যক্তি আসিয়া উহাকে লইয়া যায়। এক ব্যক্তি নিউইয়র্ক টাইমসে লিখিয়াছেন, তাহার এক জন চীন চাকর ছিল। তাহার স্ত্রীর প্রয়োজন হওয়াতে সে বাটীতে তাহার মাতার নিকট টাকা পাঠাইয়া দেয়। তাহার মাতা স্ত্রী কিনিয়া পাঠাইয়া দিলে, সে সেই স্ত্রীকে লইয়া তাহার প্রভুর নিকট উপস্থিত হয়। প্রভু বলিলেন, তোমার স্ত্রী ত সুন্দরী নয়। ইহাতে সে বলিল, এই স্ত্রী আনিতেই আমার প্রায় ৬ শত টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। সুন্দরী স্ত্রীর মূল্য অনেক। তাহা ভিন্ন সুন্দরী স্ত্রী বড় প্রকার করে। আমার এই স্ত্রীই ভাল।

১৪ ই নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৮৩ জনের মৃত্যু হয়। গত সপ্তাহ অপেক্ষা ৭ জনের অধিক মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৯ জনের ওলাউঠায় ১ জনের জ্বরবিকার রোগে ১ জনের পক্ষাঘাত রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান কানপুর হইতে এই লিখিয়াছেন, এখানে সম্প্রতি কানপুরের ৩ ক্রোশ দূরে এক রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ১১ খানি গাড়ি রেলচ্যুত হইয়া পড়ে। লাইনটী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, অনেক লিখর এই, তাহারও জীবনশেষ হয় নাই। জীবন-নাথের সংসারে আমাদের বিশ্বাস নাই।

পিয়নিয়র বলেন, এই শীতকালে গবর্ণর জেনরলের মান্দ্রাজ গমনের যে সংকল্প ছিল তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

লাহোরের পোষ্ট মাষ্টার সলেন সাহেব কলিকাতার পোষ্ট মাষ্টারের প্রতিনিধি হইয়া আসিতেছেন।

আলাহাবাদের মিউনিসিপালিটী তাহাদের আগামী বর্ষের আয় হইতে ১০ হাজার টাকা "মেয়ো মেমোরিয়াল ফণ্ডে" দিবার সংকল্প করিয়াছেন।

মহীসুরের কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ একটী সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মান্দ্রাজ এডিনিয়ম বলেন, তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগের কৌলিন্য বিষয়ে ছোট বড় যে কয়েকটী শ্রেণী আছে, উহারা সে সমুদায়কে এক শ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টায় আছেন। ঐ সকল শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আহার ব্যবহার ও বিবাহাদি প্রথা নাই। এরূপ পার্থক্য না থাকিয়া যাহাতে তাহাদের পরস্পরে আহার ব্যবহার ও বিবাহাদি প্রচলিত হয় এই তাহাদের চেষ্টা। বাঙ্গেলোরের গোপাল পাণ্ডুলু এই দলের প্রধান। তিনি সম্প্রতি তাঁহার নিজ বাটীতে এক ভোজ দেন। তথায় সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ গিয়া একত্র আহার করিয়াছেন। এটী একটী মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের দুর্দ্দশার যতগুলি কারণ আছে অত্রত্য অধিবাসীদের অগণনীয় শ্রেণী বিভাগ তাহার অন্যতর কারণ। ঐ শ্রেণী বিভাগ পরস্পর একতা সাধনের এক প্রধান অন্তরায়।

লক্ষ্ণৌ টাইমস কানপুর হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, গত সপ্তাহে বন্দীকৃত নানা সাহেব উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু গাত্র বস্ত্র সত্বরে আনিতে পারাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

গত রাত্রিতে লর্ড মর্লিক বেহারে যাত্রা করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজের সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার রসন সাহেব সংস্কৃত ভাষায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২ হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

অদ্য কানপুরে নানা সাহেবের পরীক্ষা হইবার সম্ভাবনা আছে। তাঁহাকে মিশনারিদি করিবার জন্য ডাক্তার ট্রেসিডারকে অম্বালা হইতে কানপুরে পুনরায় যাইতে বলা হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক হইতে মোট এবং স্বর্ণ মুদ্রায় প্রায় ৩৫ হাজার টাকা চুরি গিয়াছে। ব্যাঙ্কের দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের প্রতি সন্দেহ করা হইয়াছে।

বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রের শস্যের সংবাদ ভাল। অধিকাংশ স্থানে শস্যের মূল্য কমিয়াছে।

শিবসিংহের রাজপুতনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সে দিন মাদুরার সাকরখানায় আগুন লাগিয়া ২৩ জন হত হইয়াছে।

ডাক্তার ফালন সম্প্রতি যে হিন্দুস্থানী ইংরাজী অভিধান প্রস্তুত করিয়াছেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার ৬ শত খণ্ড লইবেন বলিয়া ৩০ হাজার টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং গ্রন্থকর্ত্তাকে ৮ হাজার টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব সুপরিণ্টেণ্ট জজ বাবু রসিকলাল বসু মহাশয়ের দাতব্য চিকিৎসালয় বাটীর জন্যে ৩ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। উক্ত ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য বন্ধ হইবার পর অবধি নিজ ব্যয়ে বহু সংখ্যক দরিদ্রকে আহার দিতেছেন।

দিল্লীর জোয়ারি মল নামক এক জন ধনবান ব্যক্তি একটী মকদ্দমায় মধ্যস্থ হইয়া এক পক্ষের নিকট হইতে ১২০০ টাকা উৎকোচ লন। এ নিমিত্ত তাঁহার নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। উপযুক্ত পাত্র দেখিয়াই মধ্যস্থ করা হইয়াছিল।

লক্ষ্ণৌএর এক জন ফকীর ধর্ম্মের ভান করিয়া একটী বালিকাকে বলাৎকার করে। বালিকাটীর আত্মীয়েরা উহাকে এরূপ প্রহার করে যে ফকীর সাহেব তাহাতে পঞ্চত্ব পান। হত্যাকারীদের এক জনের এক মাস ও আর এক জনের এক বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

রাজপুতনার এক জন চিকিৎসক এক ব্যক্তির চর্ম্মরোগ আরোগ্য করিবার ভার লইয়া বহু দিন ধরিয়া তাহার দুটী পা কর্দ্দমলিপ্ত করিয়া রাখিত। ইহার ফল এই হইল, ঐ ব্যক্তি দুই বৎসর পর্য্যন্ত আর চলিতে পারিল না। অবশেষে এক জন ইউরোপীয় ডাক্তার তাহাকে শক্তিশক্তি প্রদান করেন।

বোম্বাই এক জন ফকীর অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তায় বেড়াইত বলিয়া তাহার ১০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। ঋষিগোর মহান্ত ও ফকীর সাহেবদের এরূপ হওয়া হইলে ভাল হয়।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগে বর্ষে বর্ষে প্রায় ৮ লক্ষ টাকার সম্পত্তি চুরি যায়। কিন্তু অপহৃত অর্থের অর্দ্ধেকের অধিক পাওয়া যায় না। পুলিসের সুখ্যাতি সর্ব্বত্র সমান।

সম্প্রতি বিজিগাপত্তনে ঝড় হইয়া অনেকের জীবন নষ্ট ও অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

সে দিন ব্যাঙ্গালোরের এক ব্যক্তি অধিক পানে মত্ত হইয়া দুটী বালক একটী স্ত্রীলোক ও দুটী স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়াছে। সুরাপানের এই বিষময় ফল দেখিয়াও লোকে সাবধান হয় না।

সিন্ধিয়ার রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকেরা নানা সাহেবের পক্ষ সমর্থনার্থ বহুসংখ্যক টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন।

বুধবার কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় সার বিচার্ড টেম্পলের দুই খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, দুর্ভিক্ষ কালে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকেরা যে সকল কার্য্য করেন, তৎসম্বন্ধে প্রথম খানি লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খানিতে জমীদার ও অন্যান্য দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং নীলকর প্রভৃতি ইউরোপীয় ব্যক্তিগণ দুর্ভিক্ষ কালে যে সকল উপকার করেন তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে।

বেঙ্গল মিউজিক স্কুলের সভ্যেরা কর্ণট দেশীয় গায়ক মৌলা বক্সকে একটী স্বর্ণ মেডাল উপহার দিতেছেন।

ফ্রেণ্ড বলেন এবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে অতি উৎকৃষ্ট তুলা জন্মিয়াছে। পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের বহুদূর পর্য্যন্ত প্রায় প্রতি ষ্টেষনে তুলার গাঁইট পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

সিয়াস সাহেবের প্রতিকূলে 'ক দেশীয় কি ইউরোপীয় কেহ কোন কথা বলিলে ফ্রেণ্ড ও ইংলিসম্যান প্রভৃতির তাঁতা বিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। মিয়াসের মকদ্দমা সম্বন্ধে পালমাল গেজেট লিখিয়াছেন, "প্রথমে একজন ইউরোপীয় মাজিষ্ট্রেট ও তাহার পর দুই জন ইউরোপীয় জজের বিচারে যখন মিয়াসের দোষ প্রমাণ হয়, তখন যে মিয়াসের রীতিমত বিচার এবং সুবিচার হয় নাই একথা বলা সঙ্গত হয় না।" ফ্রেণ্ড ইহাতে বিরক্ত হইয়া নানা অদ্ভুত ও অসার যুক্তি দ্বারা উক্ত বাক্যের খণ্ডন চেষ্টা পাইয়াছেন।

গত ১৯এ নবেম্বর নর্ম্মদা নদীতীরস্থ বরওয়াই নগরে সিন্ধিয়ামহারাজ হোলকারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহাদের জীবনে এই পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। সিন্ধিয়া নর্ম্মদা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন। মেটিব ওপিনিয়ন আশা করেন, সিন্ধিয়ার হোলকারের সহিত যে মনোমালিন্য আছে নর্ম্মদা স্নানে তাহা যেন পরিষ্কৃত হইয়া যায়। এবং পরস্পর সৌহার্দ্দ সূত্রে আবদ্ধ হন। এ সঙ্গত আশা।

ইংলণ্ডে কুক নামক এক ব্যক্তির বিলিয়ার্ড খেলায় এরূপ পারদর্শিতা ছিল যে কেহই তাহাকে পারিয়া উঠিত না। সম্প্রতি এ ব্যক্তি আমেরিকায় গিয়া হারিয়া আসিয়াছেন। আমেরিকার সহিত কোন বিষয়ে আজি কালি কাহারো পারিয়া উঠা সহজ নয়।

সমাজ দর্পণ বলেন "কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় (বোধ হয় বন্দ্যোপাধ্যায়টী ভুল হইয়াছে, চক্রবর্ত্তী হইবে) ক্রমে প্রসিদ্ধ অক্ষর চোর হইয়া উঠিল। বেঙ্গল সেক্রেটারিয়ট, সোমপ্রকাশ আফিস, বীডন প্রেসে যে অক্ষর চুরি হয় কেদার সে সকলেই নাকি সংশ্লিষ্ট ছিল। সম্প্রতি আবার হালিসহর পত্রিকা প্রেসে অক্ষর চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছে।"

কোন কোন সংবাদ পত্রে লিখিত হইল রাণিগঞ্জের অসুবিধা লোকের কষ্ট প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া গবর্ণর জেনরল স্থির করিয়াছেন, গঙ্গার সেতুর উপর দিয়া গমনাগমনের জন্য মাসুল লওয়া হইবে না।

তথা যাইতেছে ডাবড়ার হোর্টাসিকাল বাগানের উন্নতি জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট ৩৫ হাজার টাকা প্রার্থনা করা হইয়াছে।

টিবারণ হইতে এক ব্যক্তি ইংলিসম্যানে লিখিয়াছেন, পারস্যের সাহার ইউরোপ ভ্রমণের যে সকল ফল হইয়াছে তাহার অন্যতর এই একটী ফল হইয়াছে যে তাঁহাকে সর্ব্বদা জুতা পরিয়া থাকিতে হয়, একমুহূর্ত্তের নিমিত্তও জুতা খুলেন না। ইউরোপ ভ্রমণ কালে তাঁহার সর্ব্বদা সর্দ্দি ও কাশি হইত এক জন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করাতে ডাক্তার বলেন, তিনি যখন যখন অর্দ্ধ স্থানে খোলা পায়ে বেড়ান বলিয়া এরূপ পীড়া হয়। সেই অবধি তিনি আর জুতা খুলেন না। শয়ন কালেও জুতা পায় থাকে। সাহা তবে ত ইউরোপে গিয়া বেশ লাভ করিয়া আসিয়াছেন।

১২ ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

১৮৭৩ ৭৪ অব্দে মধ্য প্রদেশে দেশহিতৈষী লোকেরা সাধারণ হিতকর কার্য্যে ৫১৪৩৫ টাকা দান করিয়াছেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন, মৃত দোসাভাই ফ্রামজী কামা চুরুট কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নামে ক্রমে দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

মধ্য প্রদেশের স্থানে স্থানে ধান্য উত্তম জন্মিয়াছে, তন্নিবন্ধন চাউলের মূল্য ও অনেক কমিয়া আসিয়াছে। সম্বলপুরে বৃষ্টির জন্য তুলার অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

বোম্বাই গেজেট পেশোয়ার হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, বাহুক খাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় নাই, তবে আমীরের তাঁহার উপর বিশ্বাস নাই বলিয়া সতর্কতা সহকারে তাহাকে রাখা হইয়াছে।

সম্প্রতি ফ্রান্সে এক ধনবান ব্যক্তি ইহুদী জাতীয় একটী বিধবার পাণি গ্রহণার্থ ব্যগ্র হন। স্ত্রীলোকটী বলেন, স্বজাতীয় না হইলে তিনি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবেন না। সাহেব কি করেন, স্ত্রীলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি ইহুদী ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে তাঁহাকে বিবাহ করিতে তাহার আপত্তি আছে কি না? স্ত্রীলোকটী বলেন তাহাতে তাহার আপত্তি নাই। সাহেব তদনুসারে খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইহুদী ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। তখন স্ত্রীলোকটী বলিয়া বসিল আমি পরে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, ইহুদী বংশোদ্ভূত না হইলে কাহাকে বিবাহ করা হইবে না। সাহেব একূল ওকূল দুকূল হারাইয়া শেষে স্ত্রীলোকটীর নামে ২০ হাজার টাকার দাবী দিয়া নালীশ করিয়াছেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন, জাঠের রাজাকে বিষ পান দ্বারা হত্যা করিবার চেষ্টা হয়। রাজার সম্প্রতি একটী পুত্র সন্তান হয়। পুত্রটী তাঁহার ঔরসজাত নয় বলিয়া রাজার সন্দেহ জন্মে, এই জন্য রাণী তাহাকে ঐ রূপে হত্যা করিবার চেষ্টা পান। খাদ্য দ্রব্যের সহিত বিষ মিশাইয়া দেওয়া হয়, তিনি উহার কিয়দংশ আহার করিয়া পীড়িত হন, ঐ সামগ্রী আর কয়েক জনকে খাইতে দেওয়াতে তাহাদের ভেদ ও বমন হয়। রাজা কয়েক জনকে সন্দেহ করিয়া তাড়াইয়াছেন। ব্যভিচারিণী স্ত্রী হইতে না হয় এমন কাজ নাই।

প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি করিবার চেষ্টা করাতে যে হুগলী বালক ধরা পড়িয়াছে, মাজিষ্ট্রেট ডিকেন্স সাহেবের নিকট উহাদের বিচার হয়। লোল সাহেব বালকদিগের পক্ষসমর্থন করেন। তিনি জামীনে উহাদিগকে মুক্ত করিবার প্রার্থনা করেন কিন্তু মাজিষ্ট্রেট যে প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই। উহাদিগকে সেসিয়নে দেওয়া হইয়াছে।

কলীয়ার রাজ্ঞী ইংলণ্ডে আসিয়াছেন। যে দিবস তাঁহার কন্যা এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন তাহার পরদিন তিনি ইংলণ্ডে উপনীত হন। তিনি এক্ষণে বকিংহাম পালেসে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার যে সমস্ত ব্যয় তাহা তিনি নিজ হইতে করিতেছেন, গবর্ণমেণ্টের নিকটে লইতেছেন না।

গত বৎসর মধ্য ভারতবর্ষে যত ভূমিতে যে প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় তাহার এক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ধান্য ৪১৫৮৪৩২ একার, ছোলা প্রভৃতি ৫১৩৭৪৪০ একার, গম ৩৪৯১১০৫ একার, তৈলবীজ দ্রব্য ৮৬৪২৯৭ একার, ইক্ষু ১৭১০১ একার, তুলা ৭৩৩৪০৪ একার, অহিফেন ৩২৪৩ একার, পাট ইত্যাদি ২৪৭২ একার, তামাক ৫০৫৫০ একার, শাকাদি ৫৮৩০১ একার এবং অন্যান্য শস্য ৫৮৪২৯ একার ভূমিতে জন্মে। এক একার ভূমিতে আমাদের এখানে তিন বিঘার কিছু বেশি হয়।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

শত করা টাকা—		
৪		১০২৲—১০২৷
৪৲	১৮৭০ (১৮৮৫)	১০৪—১০৪৷০
৪৲	১৮৭১ (১৮৮৪)	১০৪—১০৪৷০
৪৲	১৮৭২ (১৮৭৯)	১০৩৷৵—১০৪৲
৫৲	১৮৫৯-৬০ (১৮৭৯)	১০৯—১০৯৷০

১৩ ই অগ্রহায়ণ শনিবার।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া কানপুর হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, গোরালিয়রের রেসীডেণ্ট কর্ণেল অসবরণ কানপুরে উপনীত হইয়াই অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ আবার আগ্রার যাত্রা করেন। সিন্ধিয়ার সৈন্য ও প্রজাগণের যে অসন্তোষ জন্মিয়াছে, তাহাই তাঁহার এরূপ তাড়াতাড়ি গমনের কারণ।

সেদিন কিন্সলি নামক এক ব্যক্তি সুরাপানে মত্ত হইয়া একজন পুলিস কনষ্টেবলকে প্রহার করে, কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের মাজিষ্ট্রেট মার্শডেন সাহেব উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ১৪ দিন কারাদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন। যদিএক বোতল ব্রাণ্ডির মূল্য জরিমানা না করিয়া এইরূপ দুই একটী দণ্ডের বিধান হয়, মাতালদিগের শাসন হইয়া যাইবে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ইণ্ডিয়ান সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার্থিদিগের ২১ বৎসর বয়সের যে নিয়ম করা হইয়াছিল তাহা রহিত করিয়া ২৩ বৎসর করার চেষ্টা হইতেছে। ২৩ বৎসর নিয়ম করা সাধারণের মত দাঁড়াইয়াছে।

১৮ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, সমুদায় ভারতবর্ষের শস্যের অবস্থা সন্তোষকর। হৈমন্তিক শস্য উত্তম জন্মিয়াছে। বঙ্গদেশে আশুধান্য উত্তম জন্মিয়াছে, আমন ধান্যের অবস্থাও সন্তোষকর।

ইংলিসম্যান বলেন, আমীর খাকুব খাঁকে যে কারারুদ্ধ করিয়াছেন, তিনি তাহার এই কারণ নির্দ্দেশ করেন যে পাছে খাকুব খাঁ হিরাট পারস্যের হস্তে অর্পণ করেন এই ভয়ে তিনি খাকুবকে হস্তগত করিয়াছেন। মীর আখা আবদ্বদ খাঁকে আপাততঃ হিরাটের গবর্ণর করা হইয়াছে। খাকুবের কনিষ্ঠ আদব খাঁর হস্তে রাজ্যের কৌজদারী বিভাগের কার্য্যভার দেওয়া হইয়াছে। হিরাট অধিকার করিবার জন্য কাবুল হইতে ষ্টাউর্ট সাহেবকে কতকগুলি সৈন্য সমভিব্যাহারে পাঠান হইয়াছে।

৬ ই নবেম্বর কাবুলে আরো কয়েকবার সামান্য ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ভূবিবাদে যত ককক বা ককক ভূমিকম্পে কাবুলের বিনাশ করে দেখিতে পাই।

বিলাতের লোকের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে কতদূর যত্ন, তদ্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূসম্পত্তি দ্বারা তাহার পরিচয় হইবে। তথাকার বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভূসম্পত্তি ৩১১৭১৮ একার ভূমি। ইহার মধ্যে অক্সফোর্ড ৭৬৮৩ একর, কেম্ব্রিজের ২৪৯৫ একার ভূমি। প্রথমোক্ত তীর অধীনস্থ কালেজগুলির ১৮৪৭৬৪ একর এবং শেষোক্তটীর ১২৪৮২৬ একার। উভয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের আয় ৭৫৪৫০০০ টাকা। এই সমুদায় সম্পত্তি সাধারণ বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের দ্বারা দান করা হইয়াছে।

-০:০-

সংবাদদাতার পত্র।

বীরভূম।

বীরভূমে রথ্যাকর আদায় আরম্ভ হইয়াছে। এ করের উচ্চতম হার এ জেলায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কি নিয়মে যে এত উচ্চতম হার প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। স্থানীয় লোকের অবস্থা দেখিয়া এ করের ভিন্ন ভিন্ন হার স্থাপিত হইবে এইটী মূল নিয়ম। কর্ত্তৃপক্ষ বীরভূমের অধিবাসীদের অবস্থার সচ্ছলতা দেখিয়া কি এই হার স্থাপন করিয়াছেন? আমরা বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিতে ছি, কর্ত্তৃপক্ষ বীরভূমের কয়েকটী স্থান সংপ্রতিপন্ন দেখাইতে পারেন? আমরা জানি বীরভূমের ন্যায় দরিদ্র প্রদেশ বঙ্গরাজ্যে অতি অল্পই আছে। এখানকার অধিকাংশ স্থলের অধিবাসীরা যে কত কষ্টে কালাতিপাত করে, তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন অপরের বুঝিবার বিষয় কি? মহাশয়! আপনারা কি বীরভূমকে সমৃদ্ধশালী বলিয়া জানেন? রাজ্যের লোককে জিজ্ঞাসা করুন, সকলেই দরিদ্র স্থান বলিয়া বীরভূমের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিবেন। আমরা বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি, বীরভূমে এ হার প্রচলিত হইল, আর কেহই এ কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন না। এ অযুক্তি সংগত কার্য্যটী অবাধে সম্পন্ন হইয়া গেল। এ কার্য্য দ্বারা কি প্রকাশিত হয় না যে বীরভূমে লেখনী ধারণ করেন এমন কেহই নাই। রোড সেস কমিটীতে যে যে মহোদয় সভ্য আছেন, তাহাদের কি এ কার্য্যে মুকুত অবলম্বন করা ভাল হইয়াছে? এখনও যদি সময় অতীত না হইয়া থাকে তবে প্রতিকারে প্রবৃত্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি এ করভার বহনে অধিবাসীরা নিতান্ত অশক্ত। বীরভূমের দক্ষিণ অঞ্চল সাংক্রামিক জ্বরে উৎসন্ন যাইতেছে। দুর্ভিক্ষের ধাক্কা বা সামলাইতে সামলাইতে এতার এ দিকের অধিবাসীদের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা, কোন্ যুক্তির অনুমোদিত কার্য্য হইতেছে, তাহা ত আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

৪। দুর্ভিক্ষের ত অবসান হইয়াছে। এমন দুঃসময়ে যে যে জমিদার প্রজাদের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যথাযোগ্য পুরস্কার করা নিতান্ত আবশ্যক। করুণা কর্ত্তব্যবোধে অল্পমাত্রই লোকে দান প্রভৃতি কার্য্যে রতী হয়েন। রাজদ্বারে সম্মানিত হইবার আশাই অধিকাংশ স্থলে সৎকার্য্যের প্রবর্ত্তক হয়। উপস্থিত দুর্ভিক্ষে যেযে সদাশয় পুরুষ আপন আপন দান শৌণ্ডতার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করা একান্ত বিধেয়। নতুবা ভাবী বিপৎকালে লোকে যে দান কার্য্যে অগ্রসর হইবে তাহা ত আমাদের বোধ হয় না। হেতম পুরের রামরঞ্জন বাবু বীরভূমের প্রজার সুব্যবস্থা মোচন উদ্দেশে এ কঠিন সময় ৫০ । ৬০ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত পুরস্কার হইতেছে না। কীর্ণাহারের শিবচন্দ্র বাবু ও এ সময়ে কিছু অল্প ব্যয় করেন নাই। তাঁহারই বা "খেতাব" হইল কৈ? এরূপ লোককে সম্মান প্রদর্শনে কার্পণ্য দেখাইয়া গবর্ণমেণ্ট অতি বিসদৃশ কার্য্য করিতেছেন

৩। এবারে বীরভূমের স্থানে স্থানে ফসল সুচারুরূপে জন্মিয়াছে। চাউলের দর দিন দিন সুলভ হইতেছে। তবে বরোদা ধানের পুর্ব্ববৎ কষ্ট হইতেছে। সেখানে এখনও উপশম কার্য্য বন্ধ হয় নাই।

৪। বনয়াবী আবাদের ডাকঘরের দিকে এত দিনে কর্ত্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে। এ আফিসের জন্য একজন বিশেষ পত্র বাহক (রানার) নিযুক্ত হইয়াছে। এ বন্দোবস্তে লোকের আর তত কষ্ট নাই বটে, এটী আমুদপুরের শাখা হইলে আরোর সুবিধা হইত। এস্থলে আর একটী কথা নিবেদন করিতে হইবে, বনয়াবী আবাদ হইতে কাটোয়া ১৯ মাইল। একজন রানারের পক্ষে নয় মাইল গমনাগমন করা অতি কষ্টকর হইবে। শুনিয়াছি দিন ১৮ মাইল পথ একজন পত্র বাহক যোড়িবে, এটী বার্ত্তা বিভাগের নিয়মও নহে। এমন অবস্থায় আর একজন রানার নিযোজিত হইলে সর্ব্বপক্ষে ভাল হয়।

৭ ই অগ্রহায়ণ।
১২৮১ সাল।

উদ্ধৃত।

"মরার উপর খাঁড়ার ঘা"

(হিন্দু পত্রিকা)

বর্ত্তমান বর্ষে সর্ব্বসাধারণ লোকেরই যে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইয়াছে, তাহা সর্ব্ব সম্প্রদায়েই স্বীকার করিয়া থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং বঙ্গদেশস্থ জমিদারগণের বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। গত বর্ষে যে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছে, তাহা এ পর্য্যন্ত শান্ত হয় নাই। সেই অবধি খাজনা আদায় অধিকাংশে জমিদারের এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। সকলে এক জোটে থাকায় ও মকদ্দমা নালিশ করায় কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না, তাহারা যে বিবিধ বহিয়া নালিশ আরম্ভ করিয়াছে, তাহা হইতে অনেক কম বিবিধ আদালতে বাকী হইতেছে। কর বৃদ্ধি করিবার যে কয়েকটী কারণ আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে, অর্থাৎ ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি, শস্যের মূল্যাধিক্য ইত্যাদি, তাহা বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে। কারণ পূর্ব্বে বঙ্গদেশের ভূমিসকল অনেক নিম্ন ছিল। রোপিতশস্য কিঞ্চিৎ অধিক পরিমিত বৃষ্টি বা বন্যা হইলেই নষ্ট হইয়া যাইত। আর এই জন্যে ন্যূন বাণিজ্যের বৃদ্ধি এবং রপ্তানির সুযোগ না থাকাতে শস্যের মূল্যও পূর্ব্বকালে অতি অল্প ছিল। অধুনা বাঙ্গালার ভাব পূর্ব্বাপেক্ষাকৃত উচ্চ হইয়াছে, তাহাতে কিঞ্চিদধিক বর্ষা বা বৃষ্টি হইলেই শস্য নষ্ট হয় না। সুবিধামত জল পাইলে ত আশাতীত শস্যোৎপন্ন হইয়া থাকে এবং বাণিজ্যবিভাগের প্রথা যেমন যেমন বৃদ্ধি হইতেছে শস্যের মূল্যও পূর্ব্ব হইতে অনেক অধিক হইয়াছে। জমিদারদের মনে, প্রায় নয় আনাতে রায়তদিগের হাড় ভাঙ্গে নাই। তাঁহারা সমস্ত ভার প্রজাগণের মাথে, দিয়া কবিয়া দিয়া নিজের শস্য ক্রয় করিয়া পারিবারিক কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। গুরো লোকের খাবিন করিতে যে ব্যয় লাগিত, এইক্ষণে তদপেক্ষা চতুর্গুণ বেশী ব্যয় লাগিতেছে। এই সকল কারণে ও মহাত্মারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি এবং শস্যের মূল্যের বৃদ্ধি দেখিয়া আইন প্রস্তাবী করিয়া লইয়াছিলেন, প্রজারাও তাহাতে বিরোধ না করিয়া থাকেন। [illegible] কিন্তু মন্ত্র [illegible] কারণে [illegible] এবং কুমন্ত্রণায় তাঁহারা দেখিতে সকলে মন্ত্র [illegible] করিয়া থাকেন। [illegible] করিয়াছে। এবং তাহাদিগের চর্চ্চিত হওয়ায় ঐ সকল প্রজা [illegible] এক প্রকার খাজনা আদায় করিবার শক্তিও নাই, তাহাতে আবার গবর্ণমেণ্ট হইতে "এই দুর্ভিক্ষ বর্ষে প্রজাগণকে খাজনা দিতে হইবে না" এইরূপ আজ্ঞা প্রচারের জল্পনা শুনিতে পাইয়া সামর্থ্য থাকিলেও প্রায় সকলেই রাজস্ব আদায় বন্ধ করিয়াছে। জমিদারেরা প্রায়ই ঋণগ্রস্ত, গৃহে অর্থ সঞ্চিত আছে এরূপ জমিদার অতি অল্প; এবং হঠাৎই জমিদারির অবস্থা এরূপ ও তদুপরি দুর্ভিক্ষের আক্রমণ হইবে, ইহা তাঁহারা কখন চিন্তা করেন নাই। এদিগে আবার ঐ সকল দুর্দ্দশাপন্ন জমিদারগণের নিকট হইতে ঋণ আদায় করিবার নিমিত্ত মহাজনেরাও কৃত সঙ্কল্প হইয়াছে। মহাজনেরা আদালতের সাহায্যে ঐ সকল বিপন্ন জমিদারগণের জমিদারি নিলামে বিক্রয় করিয়া ঋণের টাকা আদায় করিয়া লইতেছে। ইহাতে যে বিস্তর জমিদারের সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা বলা বাহুল্য। অনেক প্রসিদ্ধ জমিদার পথের কাঙ্গাল হইয়া যাইতেছে। আদালতের দয়াময় দৃষ্টি কেবল আইনের প্রতিই নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দেশের গতি এবং সম্ভ্রান্ত জমিদারগণের দুরবস্থার উপর তাঁহারা জ্রূক্ষেপও করুণ দৃষ্টি পাত করিতেছেন না। এইরূপ দুঃসময়ে ঐরূপ করিলে যে যথার্থই "মরার উপর খাঁড়ার ঘা" দেওয়া হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত। ঋণদায়গ্রস্তকে আদালত হইতে এই বর্ষের নিমিত্ত অবকাশ দেওয়া নিতান্ত উচিত। যাহারা হস্তাক্ষর করিতেছে, তাহাদের এক আধ বৎসর গৌণে টাকা আদায় হইলে কোন ক্ষতি দেখা যায় না। তাহাদের যে ব্যবসায় অর্থাৎ সুদ আদায় করা তাহারও কোন হানি হয় না।

কারাগার।

(অনুকল্পন মেজেষ্ট)

পাপের দণ্ড ঈশ্বর দিবেন বলিয়া মানুষে নিশ্চিন্ত থাকিলে এরূপে সমাজবন্ধন হইতে পারিত না। সমাজবিপ্লবকর অপরাধের নিবারণ উদ্দেশেই রাজপ্রভাব সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্য সমাজের প্রারম্ভাবধিই রাজশক্তি দ্বারা অপরাধী প্রজার দণ্ড হইয়া আসিতেছে। সেই দণ্ডের চিরকালই নানারূপ প্রকারভেদ হইয়া আসিয়াছে। সমাজের যখন যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তখন সেইরূপ দণ্ডের প্রথাই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু সকল দণ্ডের উদ্দেশই উপদ্রব নিবারণ হইয়া যাহাতে মনুষ্য সমাজে শান্তি সংস্থাপিত হয়। অসভ্য অবস্থায় বিবিধ নিষ্ঠুর দণ্ড প্রণালী হত এই উদ্দেশ, এবং সভ্যাবস্থায় অপেক্ষাকৃত লঘু দণ্ডপ্রণালীরও এই উদ্দেশ্য। লোকের চরিত্র ভাল থাকিলে অপরাধ হয় না, অতএব চরিত্র ভাল রাখাই দণ্ড দানের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া চাই, কিন্তু সেই মুখ্য উদ্দেশ্য অল্প বা অধিক পরিমাণে চিরকালই উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কৃতাপরাধ ব্যক্তির প্রতি অপকৃতের বৈরনির্য্যাতন ইচ্ছা স্বাভাবিক। অপকৃত ব্যক্তি আপনার সেই বৈরনির্য্যাতন ইচ্ছা রাজ শক্তি দ্বারা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা পায়, রাজাও প্রধানতঃ অপকৃত ব্যক্তির সেই বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা চরিতার্থ করিবার ভার লইয়া থাকেন। দণ্ডদান প্রণালীর এই ভাব ন্যূনাধিক পরিমাণে চিরকালই নিরীক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কেবল বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা চরিতার্থ করা দণ্ডের উদ্দেশ্য নহে। তাহাতে অপরাধের সম্যক নিবারণ হয় না; সভ্যতর মানবসমাজে এ বিষয় পরিজ্ঞাত থাকিলেও সেই পরিজ্ঞানানুযায়ি কার্য্য কোথাও সমাক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

কারাবাস প্রণালী অপরাধীকে দণ্ড দানের একটী প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু যাহাতে অপরাধীর চরিত্র সংশোধন হইয়া অপরাধে আর তাহার প্রবৃত্তি না হয়, কারাগারে এরূপ ব্যবস্থা করিলে দণ্ড দানের প্রকৃত ফল হইয়া থাকে। কেবল গুরুতর কষ্ট দিয়া বৈরনির্য্যাতন সাধারণ করিলে সে ফল হয় না। ঐ রূপে দণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রবৃত্তি নিবারিত হইবে এমন কোন কথা নাই। যে ছেলেকে একবার প্রহার করা যায়, দ্বিতীয় বার সে প্রহারে আর তাহার ভয় থাকে না। এই জন্য শারীরিক দণ্ডের যে বিশেষ ফলোপধায়িকা নাই, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। মনের কষ্টই বড় কষ্ট; কিন্তু শারীরিক দণ্ডে সে মনঃকষ্ট ক্ষণিক মাত্র। দ্বিতীয় ক্ষণে সে কষ্টের বিস্মরণ হইয়া যায়। বন্ধু বান্ধব গৃহ পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অপমানিত অবস্থায় কারাগারে অবস্থান করা মনঃকষ্টের প্রচুরই কারণ বলিতে হইবে। তাহার উপর শারীরিক গুরুতর কষ্টের ব্যবস্থা নিষ্ঠুরতা মাত্র। বন্ধু বান্ধব গৃহ পরিবার বিচ্ছেদে ও অপমানে যাহাদের মনে কষ্টবোধ হয় না, শারীরিক দণ্ডে তাহারা যে বেশী কষ্ট অনুভব করিবে, এ কথার উল্লেখ নিতান্তই অলীক পরিবাদ। তবে তাহাদের অনর্থক স্বাস্থ্যভঙ্গ করা কেন? ইহাতে অপরে কষ্ট পাইয়াছে; আমিও পাইব, এরূপ ভাবিয়া কাজ করার দৃষ্টান্তও অতি বিরল

সুতরাং একের কষ্ট শুনিয়া অপরের সাবধান হইবার প্রত্যাশাও সর্ব্বথা অধিকার্থ হয় না।

অতএব কারাগারে থাকিয়া অপরাধীর যাহাতে পাপ প্রবৃত্তি আর না হয়, তাহার সেই উপায় অনুসরণ করাই বিধেয়। সে উপায়ের সম্যক ব্যবস্থা করা এক প্রকার সুদুষ্কর-পরাহত স্থল বটে, কিন্তু চেষ্টা করিলে যে কতকাংশে কৃতার্থতা লাভ হয় না এমন কোন কথা নাই। "দারিদ্র্যাদ্বাধং শুভরাশিবাধি" এই ন্যায় অনুসারে উপায়হীনতা যে অনেক পাপের প্রযোজক হয়, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। অর্থহীন ও নিরুপায় হইলে লোকে অনেক স্থলে চৌর্য্যাদি অপকর্ম্মে রত হইয়া থাকে। অতএব চৌরাদিরা যাহাতে আপনাদের উপায় আপনারা করিতে পারে, তাহাদিগকে এমনরূপে প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিলে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়। কুত্রাপি কারা-গৃহে সে প্রক্রিয়া যে অবলম্বিত হয় নাই, এমন নহে; প্রত্যুত অনেক স্থলে সেই প্রক্রিয়া অনুসৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ রাজ্যেও সে প্রক্রিয়ার প্রচলন দেখা যায়। যাহাতে অপরাধীরা সদুপায়ে জীবিকা সংগ্রহের উপায় করিতে বা তাহাতে দক্ষতা লাভ করিতে পারে, জেলে খাটুনীর প্রথা প্রবর্ত্তিত করার মূল উদ্দেশ্য তাহাই, কিন্তু অনেক স্থলে তাহাতে বৈরনির্য্যাতনরূপ গূঢ় অভিপ্রায়টী রহিয়া গিয়াছে। গুরুতর শারীরিক কষ্ট দিবার ব্যবস্থাতেই আমরা সে গূঢ় অভিপ্রায়টী বুঝিতে পারি।

যে কারণে এই প্রবন্ধটীর অবতারণা হইয়াছে, তাহা এই—আমাদের ভূতপূর্ব্ব লেপ্ট ন্যাণ্ট গবর্ণর সর জর্জ কাম্বেল সাহেবের বরাবর এই মত ছিল যে, জেলে মরুক বাঁচুক কয়েদীকে গুরুতর শারীরিক দণ্ডদান আবশ্যক; নতুবা অপরাধীর শাসন সম্ভাবনা নাই। এই মতানুসারে তিনি ভাঙ্গার মৌয়েটের প্রবর্ত্তিত কারা ব্যবস্থার অনেক পরিবর্ত্ত করিয়া তাহাতে কঠিন শাস্তির বিধান করেন, কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার সে মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি ইংলণ্ডে গিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে অপরাধীকে কষ্ট দেওয়া বিচার প্রণালীর মূল উদ্দেশ্য তিনি মনে ভাবেন না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় অপরাধীদের পক্ষে তিনি এই ভাবেন যে, ভারতবর্ষের অপরাধীরা কোন মতেই কষ্ট দানের উপযুক্ত নহে; তাহাদিগকে দেখিলে বাস্তবিক দয়া হয়। কাম্বেল সাহেবের যে এই মত পরিবর্ত্ত হইয়াছে, ইহা অতি সুখের বিষয়। তাঁহার এই মত পরিবর্ত্ত এদেশে ঘটিলে এ দেশের অনেক মঙ্গল হইতে পারিত। কিন্তু এ দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটে নাই। যাহা হউক, এক্ষণে ঐ বিশুদ্ধ মতানুসারে কার্য্য হইলে অনেক শুভ হয়। অপরাধী হইলেও এদেশের লোকেরা এককালে ধর্ম্ম ভয় শূন্য নহে। এদেশের অতি অধম কয়েদীর মনে আত্মীয় বন্ধুর বিচ্ছেদ ও অপমানভয় কতক অংশে বিদ্যমান আছে। অতএব ইহাদের পক্ষে শারীরিক কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থার আর আবশ্যকতা হয় না। ঃ

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২০ এ নবেম্বর। মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উক্ত বিভাগে ছুটি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ ডি স্মিথ (যিনি সম্প্রতি বেঙ্গল সিবিল সার্ব্বিসের সভ্য হইয়াছেন) রাজসাহী বিভাগের একজন সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

আর কাষ্টেয়ার্স (যিনি সম্প্রতি বেঙ্গল সিবিল সার্ব্বিসের সভ্য হইয়াছেন) চট্টগ্রাম বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভুবনেশ্বর সিংহ মালদহে বদলী হইলেন।

ভাগলপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ এচ, ব্যাম্বো ১৮৭১ অব্দের ৭ আইনের ৮৫ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাকুড়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এল, ডেয়ার ঢাকার বদলী হইলেন।

ডি ডবলিউ ম্যাকফুলেন চৈতো বাকুড়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন এবং প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

নিম্ন লিখিত আফিসরেরা প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

এ, ডবলিউ কক্রান্।

এচ, জি শার্প বি, এ,

সি, ডি, সি উইল্কীন্স।

নিম্ন লিখিত আফিসরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

আর, এচ, ব্রিবস্।

জে, প্রাট, এম, এ,।

জে, ডি, গেল (যিনি সম্প্রতি বেঙ্গল সিবিল সার্ব্বিসের সভ্য হইয়াছেন) প্রেসিডেন্সি বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ডেবিড নটন বর্ত্তমান বিভাগের এবং এফ, এচ, হাডিও রাজসাহী বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ব্রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২১ এ নবেম্বর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ (যাহারা দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ, ডি, স্মিথ সি, এস।

আর কাষ্টেয়ার্স, সি, এস।

রাণাঘাটের প্রাক্তনীয় মুন্সেফ বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় সাহারামপুরে তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

২৮ এ নবেম্বর। জে, ডি, গেল (যিনি ২৪ পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ফরিদপুর এবং তাহার ছোট আদালতের সুবডিবিসনের জজ বাবু শ্রীনাথ রায় কিছুদিনের জন্য কুষ্টিয়া চুয়াডাঙ্গা এবং পাবনার ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিবেন।

খুলনার মুন্সেফ বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য ফরিদপুর এবং তাহার ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিবেন।

জি, টমাস মুর্শীরের একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ভাগলপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, এচ, ব্যাম্বো ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের অধীন

প্রবেশ সম্বন্ধে একজন জষ্টিস অব দি পিস হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ (যাহারা মেদিনীপুর ও মুরসিদাবাদ বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর হইয়াছেন) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডি, মটন সি, এস।
এফ, এচ, হাউড সি, এস।

ডিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

মাদ্রিদ ১৯ এ নবেম্বর। কার্লিষ্টরা সম্প্রতি পরাজিত হইয়াছিল কিন্তু পুনরায় তাহারা আইবরের সন্নিকটস্থ স্থান সকল অধিকার করিয়াছে। দেশবলিকানদিগের মিশেষ্ট ভাবই তাহাদের এইরূপ পুনরধিকার করিবার কারণ।

লণ্ডন ২০ এ নবেম্বর। কেপ কোষ্ট হইতে সংবাদ আসিয়াছে কিং কফিকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২১ এ নবেম্বর। কাপ্তেন বেল আশান্টি যুদ্ধের সময় যে সকল উত্তম উত্তম কার্য্য করেন তাহাতে রাণী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভিক্টোরিয়া ক্রস পুরস্কার দিয়াছেন।

সাউথহামের নিকটে বমাশ কয়লার খনিতে আগুন লাগিয়া প্রায় ২৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বার্লিন ২১ এ নবেম্বর। প্রিন্স বিসমার্কের সহিত প্রিন্স মটেস কফের অনেক কথোপকথন হইতেছে। প্রিন্স মটেস কফ বলিয়াছেন তাঁহার বিশ্বাস এই, এক্ষণে ইউরোপে যে শান্তি ভাব হইয়াছে তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইবে। জনস্ট্রক্ট এই সংবাদ, ইহার একটী বন্ধুর সমীপে দিবার সংবাদ দিয়াছেন।

লণ্ডন ২৩ এ নবেম্বর। প্রুশিয়ার ব্যাঙ্কে ডিস্কাউণ্টের হার শতকরা ৬ হইয়াছে।

৩০ এ অক্টোবর কলিকাতা হইতে যে সকল চরস যায় তাহা লণ্ডনে উপনীত হইতে পারে নাই, এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ভূমধ্যস্থ সাগরে ঝড় হওয়াতে এই বিলম্ব হয়।

প্যারিস ২৩ এ নবেম্বর। গ্রন্ড ডিউক কন্সটাইন ইম্পিরিয়েল পার্লিয়ামেণ্ট খুলেন। তিনি বক্তৃতা পাঠ করিয়া সম্রাজ্ঞীর অবর্ত্তমানে রাজপ্রতিনিধি [illegible] বিদেশীয় রাজনীতি সম্বন্ধে বলেন ইটালির সহিত অন্যান্য রাজগণের বন্ধুভাব আছে।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ২০ এ নবেম্বর।

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
ভাগীরথী।	ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	১০	৩
মুরলপুর ৩ মাইলের মধ্যে	৩	৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৫	৯
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৫	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	৭	
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	৫	
ভাতারপাড়া	৩	৬
তথা হইতে কাঁচরাপাড়া	৫	
তথা হইতে কট ১ নং	১৭	৪
তথা হইতে বোলমারি	৬	৬
তথা হইতে আলিকদহ	৬	৪
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	৭	৩
জলঙ্গী।		
মোহানায়	১	

সন ১৮৭৪ সালের ২৩ এ নবেম্বর বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

		ফীট	ইঞ্চ
বহরমপুর ২৩ এ নবেম্বর ১৮৭৪	}	৮	৭

ই, এইচ উইক্স সি, ই,
একজিকিউটিবইঞ্জিনিয়র
নদীয়া ডিবার ডিবিজন।

১২৮১ সালের অগ্রহায়ণ ও ১৮৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন—বালেশ্বর।
" " গোলোকচন্দ্র সেন—দিনাজপুর।
" " রাজকুমার মুখোপাধ্যায়—মজঃফরপুর
" " মহিমাচন্দ্র মজুমদার—মুরসিদাবাদ।
" " যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা।
লালা যদিষ্ঠাত্তলাল দাস—দেওঘর।
রাজা কালীপ্রসন্ন মজেন্দ্র মহাপাত্র খড়গপুর।
" মৌলবী আবদুল মহম্মদ—শ্রীহট্ট।
রঙ্গপুর পবলিক লাইব্রেরী।
বরিশাল মদনমোহনের—বরিশাল।
শ্রীযুক্ত বাবু গৌরসুন্দর চক্রবর্ত্তী দিনাজপুর কালীতলা।
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীচন্দন তুলা দ্বারকানাথ চন্দ্র রায় জমীদার—সাহেবগঞ্জ।
" " নবকুমার চৌধুরী—খানা নাজু।
" " ত্রৈলক্যচরণ রায়—সোরো।
" " কৃষ্ণপ্রসাদ সামন্ত—কেওতামাল।
" " রাজনারায়ণ কোঙর—রোসড়া।
" " গোবিন্দনারায়ণ দে—সুবর্ণখুলী।
" " দুর্গানাথ তলাপাত্র—সিলিগুড়ি।
" " কার্ত্তিকচরণসিংহ জমীদার—মধুপুর।
" " কৈলাসচন্দ্র বাগচি—সিরাজগঞ্জ।
" " কালীনাথ বিশ্বাস—টাঙ্গাইল।
" " হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়—জলপাইগুড়ি
গিরিশচন্দ্র সিংহ—রাণীগঞ্জ)
" কেশবদাস মোলাচাদ (লুগড়—বালুচর।
" " রায় রমানাথ গুহ দাস—পাটগ্রাম।
" " ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বর্দ্ধমান
" " ব্রজনাথ রায়—জব্বলপুর।
" " যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মাহ।
" আয়েনুদ্দিন বক্সী—মেখলীগঞ্জ।
আলীমদ্দিন মুন্সী মোক্তারকার
মৌলাত খাঁ।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য দিনাজপুর ৫১০
" " রামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—শাসন ৫১০
" " কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়—মেহকুল ১০
" " রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী বারুইপুর ৫১০
" " কৃষ্ণগোপাল ঘোষ—পাচগোপী ১০

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাকড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের যন্ত্রীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৮শ ভাগ। ৪ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ২২ এ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭৪। ৭ ই ডিসেম্বর।
মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গুর্ব্বিণী বান্ধব।

(১) গর্ভলক্ষণ, নানাবিধ পীড়ার সহিত গর্ভলক্ষণের প্রভেদ। (২) বিবিধ ব্যাধি জন্মিলে এবং শারীরিক বিকৃতিসত্ত্বে গর্ভ হইলে তাহা নষ্ট হয়; ইহার নিদান, লক্ষণ, সুবিস্তীর্ণ চিকিৎসা। (৩) আভিঘাতিক অর্থাৎ আঘাতাদির দ্বারা যে গর্ভ নষ্ট হয়, তন্নিবারণ। (৪) অনেক প্রকার শারীরিক বিকৃতি আছে, যাহাতে গর্ভ হইলে বা পূর্ণকাল পর্য্যন্ত থাকিলে প্রসূতির জীবন নষ্ট হয়, এই অবস্থায় অকাল জনন বা গর্ভস্রাব করিবার উপায়। (৫) নীচ লোকে যে যে দেশীয় ঔষধে আরব্ধ গর্ভ নষ্ট করে, তাহাদের উল্লেখ ও প্রয়োগ করিবার দ্বারা, এবং তদ্দ্বারা কি কি অনিষ্ট হয়, এবং তৎসম্বন্ধে রাজকীয় দণ্ডবিধি।

মূল্য ডাক মাশুল স্বতন্ত্র, স্বাক্ষরকারীর প্রতি ৷৷০ অন্যের প্রতি ৷৷৵ পুস্তক ছাপা সমাধা হইলে স্বাক্ষরকারীর নাম গ্রাহ্য হইবে না।

কান্দী জেলা মুরসিদাবাদ } শ্রীহরিনারায়ণ বন্দ্যো এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন।

সে কাল আর এ কাল।

শ্রীরাজনারায়ণ বসুর দ্বারা প্রণীত পরম বিদ্বান্ জনক অথচ উপদেশগর্ভ প্রস্তাব। আদি ব্রাহ্মসমাজে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকাগারে এবং ক্যানিং লাইব্রেরীতে প্রাপ্য। মূল্য ৷৷০ আনা ডাকমাশুল /০ আনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত পাটীগণিত (সম্পূর্ণ হইয়া) টাকা ১৷৷ শুভঙ্কর মূলক মানসাঙ্ক বা "বাজার হিসাব" ৷৷০ ধারাপাত বিষম ও মন্তব্য সমেত /০ মূল্যে কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে।

শব্দরীতি অভিধান ২য় সংস্করণ।

এবারে ধাতু প্রকৃতি প্রত্যয় সমাস প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে, অনেক নূতন শব্দ সংযোজিত হইয়াছে এবং যে যে স্থানে ভুল ছিল, তৎসমুদায় সংশোধন করা গিয়াছে। পুস্তকের কলেবর প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। আট পেজী ফর্ম্মার ৯০৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য চারি টাকা। বিদেশীয় গ্রাহকদিগের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, স্কুলবুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে, কলুটোলা সভারাম বসাকের লেন ১ নং বাটীতে ৺শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং পাবনা নর্ম্মালস্কুলে আমার নিকট পুস্তক বিক্রীত হইয়া থাকে।

পাবনা নর্ম্মালস্কুল ২৫ এ কার্ত্তিক ১২৮১ } শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়

বহুবেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশিত হইবে, প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০; প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

গর্ভিণী বান্ধব

নামক মহৌষধ গর্ভিণীদিগের সকল অবস্থায় সুখদ অতএব অবশ্য সেব্য।

এই মহৌষধ সুশ্রুতের সংহিতায় উক্ত এবং অস্মদ্বংশের আর্য্যগণ দ্বারা পরম্পরাগত। ইহা নিজ আশ্চর্য্য প্রভাবে গর্ভিণীর প্রাণসঙ্কটাবস্থাতেও সেবিত হইলে ৪ চারি প্রহর মধ্যে বেদনা ও রক্তস্রাবাদি শান্তি করিয়া প্রাণপ্রদ হয়। এ প্রদেশে ইহার অসাধারণ শক্তি বিদিত আছে।

এক বাক্সে ১ সপ্তাহ করিয়া ২ টী কৌটা থাকিবে। ১ টী উৎকট বেদনা ও রক্ত স্রাব নিবারক। দ্বিতীয়টী স্বল্প কাশ প্রভৃতীশোথাদি বালোপদ্রব নিবারক।

এক বাক্সের মূল্য মায় ডাকমাশুল ৩৷৷০ মাত্র: এক প্রকারের ১ কৌটা লইলে ৷৷০ টাকা। ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র থাকিবে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী কবিরাজ।
সংস্কৃত ঔষধালয়।
তাজপুরদুয়ারা—বনারস।

"বংশ বন্ধুকর" নামক বটী।

অনেক ভোটীয় সিদ্ধ সোণাচোরী গুটীর মহাত্মায় স্বটীরানুভূত বহুল মহৌষধ। ইহা স্থান গর্ভস্থান প্রভৃতি বৈগুণ্যে যে সন্তানাদি জন্মে তাহাদিগের ৫।৭ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে সেবনে ৭ সাত দিবোরোহিত হয়। ৩ সপ্তাহের ঔষধের মূল্য মায় ডাক মাশুল একত্রে ১০ টাকা, মাত্র। গর্ভসম্ভবে চির প্রয়াস ও শ্রমের সাফল্য হয়।

ঔষধ মাত্র যথাযুক্ত পুরস্কারের প্রত্যাশা বলবতী রহিল।

শ্রীভৈরবীচরণ ঘোষাই
কাশী ভৈরবনাথ।

হেম নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

এই পুস্তক আমার নিকট ও কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট স্যানিটরি লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸০ আনা ডাক মাসুল /০ এক আনা।

শালবাজার হিন্দুরঙ্গেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

সাধারণ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত সন্ধ্যার পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন জঙ্গম ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাথিন সন্ধ্যা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলবর্ণ ও পল কোম্পানি লিমিটেড } বরবন এণ্ড কোং।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আনাশয় রক্তামাশয় গ্রহণী সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ২০। ২৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাহার মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয়ও কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইতাম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধ দিয়া সংখ্যা করিতে পারি না। এজন্য অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাসুল ৩৷০ টাকা পাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে স্থান ও অর্থ লওয়া যাইবেক।

১৯এ আষাঢ় ১২৮১ সাল সোবোরডাঙ্গা জেলা নদীয়া } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাসুল
বিদ্যেশ্বর বিলাপ	৷০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৵০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৷০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাসুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ তিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাসুল লাগিবে না। মাতলা বেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

২২ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

লার্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণমেণ্ট ও জমীদারের স্বার্থ চিন্তা করিয়াই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। প্রজার স্বার্থের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তন্নিবন্ধন ঐ বন্দোবস্তটী সর্ব্বথা দোষশূন্য হয় নাই। দোষশূন্য হয় নাই বলিয়া সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্ট জমীদার ও প্রজা সকলকেই বিব্রত ও অসুখিত হইতে হয়। আমরা প্রায়ই প্রজার সহিত জমীদারের অনিষ্ট ঘটনার সংবাদ শুনিতে পাই। আমরা ঢাকা প্রকাশ হইতে একটী প্রস্তাব উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, এবং পাঠকগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা একবার যেন উহাতে দৃষ্টিক্ষেপ করেন। দেখিতে পাইবেন জমীদারে ও প্রজায় কেমন বিরোধ চলিতেছে। যে পর্য্যন্ত প্রজার সহিত জমীদারের একটী স্থায়ী বন্দোবস্ত না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত এ উপদ্রবের শান্তি সম্ভাবনা নাই।

কটকে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত করিবার প্রার্থনা।

পাঠকগণ আমাদিগের প্রেরিত পত্র স্তম্ভ মধ্যে দর্শন করিবেন, বাঙ্গলাদেশের বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সর রিচাড টেম্পল সাহেব যে সময়ে কটকে দরবার করেন, সেই সময়ে তত্রত্য প্রধান ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁহার নিকটে এই অভিপ্রায়ে এক আবেদন করিয়াছেন যে কটকের বিদ্যালয় সকলে বাঙ্গলা ভাষা প্রচলিত হয়। তাঁহাদিগের প্রদর্শিত যুক্তি এই, কটকে অনেক বাঙ্গালি আছেন। বিদ্যালয়ে বাঙ্গালি বালকই অধিক। তাহাদিগকে বাঙ্গালা পরিত্যাগ করাইয়া উড়িয়া শিখান সুসঙ্গত হয় না। আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণ এ প্রার্থনার অনুমোদন করিতেছি। আমাদিগের মতে কেবল কটকে কেন, সমুদায় উড়িষ্যা প্রদেশে বাঙ্গলা প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। উড়িয়া ভাষা ও বাঙ্গালা ভাষা উভয়ে বড় বৈলক্ষণ্য নাই। উভয়েই এক সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উভয়

ভাষাতেই সংস্কৃত শব্দ বহুল পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে। কেবল শব্দের কিছু কিছু রূপভেদ ও উচ্চারণের স্বরভেদ আছে এই মাত্র। অক্ষরও প্রায় এক প্রকার। উড়িয়া ও বাঙ্গলা উভয় অক্ষরই এক দেবনাগর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উভয়ের যখন এত সৌসাদৃশ্য আছে, তখন দুটী ভাষা স্বতন্ত্র না রাখিয়া একবিধ করাই বিধেয় হয়। এস্থলে কেহ কেহ এই আপত্তি করিবেন, যদি দুটী ভাষা এক হওয়া সঙ্গত হয়, বাঙ্গলা না হইয়া উড়িয়া হউক না কেন? ইহার উত্তরদান স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, যেটী অধিক গুণসম্পন্ন, তাহারই গ্রহণ সমুচিত হয়। বাঙ্গালা উড়িয়া অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। উড়িয়া কর্কশ, বাঙ্গলা শুনিতে মিষ্ট। বাঙ্গালিরা উড়িয়াদিগের অপেক্ষা সভ্যতার উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ় হইয়াছেন। উভয় ভাষার একতা হইলে উড়িয়া ও বাঙ্গালি উভয়ের সবিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইবে। তাহা হইলে সভ্য সংসর্গে উড়িয়াদিগের সমধিক উন্নতিলাভ হইবে সন্দেহ নাই। আর একটী মহান্ লাভ এই, ভাষা ভেদ থাকাতে উড়িয়া ও বাঙ্গালি উভয়ের মনের যে ভিন্ন ভাব আছে, তাহা দুরপগত হইবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বাসিদিগের ভিন্নভাব দূরে যত প্রস্থান করে, ততই মঙ্গলের বিষয়।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেও এইরূপ ভাষাগত একটি বিষম বিড়ম্বনা আছে। তত্রত্য লোকেরা সচরাচর হিন্দুস্থানী ভাষা কহিয়া থাকে। সাধারণে হিন্দী প্রচলিত করাই কর্ত্তব্য হয়, তাহা করিলে সকল লোকের পক্ষে অতিশয় সুবিধা হয়া উঠে। কিন্তু কার্য্যে তাহা হে ঘটে পারা যায় না। আদালতে উর্দ্দু প্রচলিত। সাধারণ লোকে উর্দ্দু বুঝতে পারে না। তাহাতে অনেক অসুবিধা ঘটে। হিন্দী উর্দ্দুর অপেক্ষা অনেক প্রাচীন হিন্দুস্থানে ঐ ভাষা অনেক দিন অবধি চলিত হইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গলা ও উড়িয়াদি ভাষার ন্যায় উহারও মূল সংস্কৃত। পারস্য সংযোগে উর্দ্দুর সৃষ্টি হইয়াছে। এখন আর পার সোর প্রাদুর্ভাব নাই, তবে উর্দ্দুর এত যত্ন কেন?

আমাদিগের এই বোধ হয় বেহারের পশ্চিমে হিন্দী আর পূর্ব্ব অংশে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির সমুদায় স্থানে যদি বাঙ্গলা ভাষা প্রচলিত হয়, ভারতবর্ষের মঙ্গল হয় সন্দেহ নাই।

—:০:—

সিবিল আপীল বিলের প্রতিবাদের কল।

ভারতবর্ষীয় সভা ও রাজসাহী সভা প্রভৃতি সিবিল আপীল বিলের যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই। ২০০ টাকার মকদ্দমা আপীল হইবে না, বলিয়া যে মূল প্রস্তাব হয়, তাহার অন্যথা হয় নাই বটে; কিন্তু সিলেক্ট কমিটী এতৎ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহাতে আপীলের অনেক গুলি পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা—

"যেখানে আপীল প্রার্থী ব্যক্তির মোকর্দ্দমার মূল্য অর্থ যারা পরিমের নহে এবং যে রায়ের উপর আপীল প্রার্থনা করা হইতেছে তাহা এখন আদালতের মত হইতে বিভিন্ন। যথা

ক ও খ উভয়ের প্রত্যেকে এক পারিবারিক বিগ্রহের স্বত্বাধিকারী বলিয়া দাবা করে ক খর নামে ন. দস করিয়া মুন্সেফী কোর্টে ডিক্রী পাইল, গ জজের কাছে আপীল করিয়া জয়ী হইল। এ মোকর্দ্দমা অর্থঘটিত পরিমের নহে।

(২) যেখানে মোকর্দ্দমা হইতে এমন প্রশ্ন উত্থিত হয়, যাহার সহিত সাধারণের রাজস্বলাভ সংবন্ধ আছে এবং হাইকোর্টের মতে যাহার আপীল আবশ্যক: যথা, কৌন্সিলের আইন অনুসারে টাক্স ধার্য্য হইয়াছে বলিয়া ক খ ৫ টাকা টাক্স আদায় করিতে যাওয়া হইল, ক তাহাতে আপত্তি করিল এস্থলে প্রশ্ন এই, সেই আইন যথার্থ এ টাক্স ধার্য্য করিতেছে কি না? ইহা সাধারণের রাজস্বলাভের সহিত সংসৃষ্ট।

(৫) যেখানে যে ডিক্রী বা রায়ের উপর আপীল প্রার্থনা করা হইতেছে, তাহাতে যদি স্পষ্ট রূপে কোন ভ্রম দেখা যায়, যে বিষয়ে ভ্রম স্পষ্ট দেখা

১৮৭৩ সালের ১ লা এপ্রেল ক খর নামে ১৫০ টাকার নালিশ করিল। জজ ১৮৫৯ সালে। ১৪ আইন অনুসারে ডিস্মিস করিলেন। অগ্রাহ্য করিলেন। যখন মোকদ্দমা করা হয় সে আইন রদ হইয়াছিল। এস্থলে হাইকোর্ট আপীলের অনুমতি করিতে পারেন।

(৪) যেখানে হাইকোর্ট পরিষ্কাররূপে বুঝিবেন যে, যে রায় বা নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতেছে তাহাতে ভ্রমের দোষে অবিচার হইয়াছে।

(১) এ আইন বিষয়ক হইলেও ও মাস পর্য্যন্ত স্থগিত হবে।

(২) তখন যেখানে আপীল হইতে দেন বা না দেন তাহার কারণ লিখিবেন।

(৩) আর্থী কোন দেশ কোর্টকে আপীল করিতে অক্ষম করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরেও করিতে পারিবে এবং তাহার নকল এইরূপ [illegible] ইহার মধ্যে পাইবা করিবে না

(৪) যে [illegible] আপীল করিবে কোর্ট তাহাকে মোকদ্দমা [illegible] দিবেন। তাহাতে টাকা নিষ্পত্তি করিবে, সেই টাকা চতুর্থাংশ [illegible]

[illegible] হইবে।

[illegible]

তাহাতে [illegible] আইন, [illegible] আইন [illegible]

অভ্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। এক ব্যক্তি যথা সময়ে নালীশ করিল না বলিয়া হয়তঃ তাহার স্বত্ব লোপ হয় না। দর্শতঃ যদি স্বত্বলোপ না হইল, তবে যে অভিযোগ করিতে অনুমতি দেওয়া হইল না, সেটী অবিচার করা হইল সন্দেহ নাই। এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির নিকটে কিছু টাকা ঋণ করিল। ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে ভদ্র লোক বলিয়া জানিতেন। তিনি প্রথমে টাকার নিমিত্ত [illegible] করেন নাই। তাহার পর যখন দেখিলেন অসঙ্গত বিলম্ব হইল তখন টাকার নিমিত্ত কিছু করিতে আরম্ভ করিলেন। ভদ্রলোকটী অজ্ঞান হইলে বলিলেন টাকা দিবেন না, তামাদি হইয়া গিয়াছে: যদি তামাদি আইন না হইত, [illegible] টাকা যাইত না। [illegible] আইন [illegible] টাকা পাইলেন না। [illegible] আপীল [illegible] সবিচারের দিকে [illegible] হইবে, [illegible] হইবে। বিশেষতঃ যেখানে [illegible] সেখানে অবিচার হইবার অধিক [illegible] কেহ কেহ বিবেচনা করিতে পারেন, আপীল দ্বার রুদ্ধ করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে না। তবে কাহারও মনে করেন অধিকসংখ্যক আপীল দ্বার রুদ্ধ করিলে অনেক লোকের সুযোগ পাওয়া [illegible] মকদ্দমা করিয়া [illegible] তাঁহাদিগের বুঝিতে হয়, সুতরাং আপীল দ্বার রুদ্ধ করা [illegible] যাহার উপরে কোপ [illegible] উৎসন্ন করিবার পথ রুদ্ধ করে না। অসতেরা কি কেবল আপীল আদালতে বিপক্ষকে বিব্রত করে। বিপক্ষকে বিব্রত করিবার সহস্র পথ মুক্ত আছে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, দুষ্টেরা এক এক ব্যক্তির নামে এক কালে দেওয়ানী ও ফৌজদারীতে ৫। ৭ টী করিয়া মকদ্দমা উপস্থিত করে। যাঁহারা আপীলের দ্বার রুদ্ধ করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা তাহার কি করিবেন? আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, আপীলের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যে দরিদ্র রক্ষার চেষ্টা হইতেছে, তাহা সুসিদ্ধ হইবে না, ফলের মধ্যে সুবিচার দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।

অতএব ২০০ টাকার মকদ্দমার আপীল দ্বার রুদ্ধ করিবার প্রস্তাব হওয়াতে প্রথমে আমাদিগের যে অসন্তোষ জন্মিয়াছিল, এখনও সেই অসন্তোষ রহিতেছে। তবে সিলেক্ট কমিটি কয়েকটী বিশেষ বিধি করাতে তাহার পরিমাণ কিছু অল্প হইল এই মাত্র।

—•—

ফকীর নানা সাহেব।

লোক লাভের লোভেই জাল সাজিয়া থাকে। লোকে জাল দারোগা, জাল আমেলদার, জাল পেয়াদা হয়, তাহাদিগের অর্থলাভ উদ্দেশ্য থাকে। শ্যামানন্দ গোস্বামীর পুত্র প্রতাপচন্দ্র সাজিয়াছিল, বর্দ্ধমানের রাজত্বলাভ তাহার অভিপ্রেত ছিল। অতুল ঐশ্বর্য্য লাভের আশাতে জাল টিকরূপ হইয়াছে। আমাদিগের ফকীর সাহেব কি ফাঁসীকাষ্ঠে আরোহণের লোভে নানা সাহেব সাজিলেন? ফকীর যে নানা সাহেব নন আমরা প্রথমেই কহিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহাই ঠিক হইতেছে। ফকীর সাহেব ও নানা সাহেবের আকারগত বহু বৈলক্ষণ্য আছে। উভয়ের দৈর্ঘ্য সমান নয়, অবয়বগত চিহ্ন সমান নয়, কথাবার্ত্তাও সমান নয়।

নানাজন এ ঘটনার নানা কারণ কল্পনা করিতেছেন। কেহ কহিতেছেন, সিন্ধিয়া প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টকে সন্তুষ্ট করিয়া গোয়ালিয়রের দুর্গটী হস্তগত করিবার নিমিত্ত একজনকে নানা সাজাইয়া এই কাণ্ড করিয়াছেন। কাহার বা এই মত, সিন্ধিয়ার বিপক্ষ সিন্ধিয়াকে বিপদে ফেলিবার নিমিত্ত একজনকে নানা সাহেব সাজাইয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি যদি স্বদেশীয় স্বজাতীয় ও শরণাগত বলিয়া উহার বিষয় গোপন করিতেন, বিপক্ষ উহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া সিন্ধিয়াকে গবর্ণমেণ্টের বিষম বিরাগ ভাজন করিয়া তুলিতেন। যিনি যে কারণই নির্দ্দেশ করুন, আমরা বলি এটী গাঁজাখুরি কাণ্ড। গাঁজার দম দিয়া ফকির সাহেবের নানা সাহেব হইবার খেয়াল হয়, তাহাতেই তিনি সিন্ধিয়ার নিকটে গমন করেন।

সিন্ধিয়ার উপরে যে লোকে সন্দেহ করে, তাঁহার বুদ্ধির ভ্রমেই এ ঘটনা ঘটিয়াছে। তিনি নানা বেশধারী ফকীরের পত্র পাইয়া যদি সেই পত্রখানি অমনি রেসিডেণ্টের নিকটে পাঠাইয়া দিতেন, আপনি উহাতে কোন প্রকারে লিপ্ত না হইতেন, তাঁহার উপরে সন্দেহ আসিত না।

যিনি এ ঘটনার যে কারণ কল্পনা করুন, এ ঘটনাটী হওয়াতে দুটী বিষয়ের পরিস্ফুটরূপে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রথম, ইংরাজজাতির বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা বলবতী। সেই ১৮৫৭ অব্দে যে বৈরবহ্নি হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়াছিল, আজিও তাহা নির্ব্বাণ হয় নাই। মূর্খ সিপাহিরা দারুণ হত্যাকাণ্ড করিয়া যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়, সেনাপতি নীল প্রভৃতি তাহার অনুরূপ আচরণে বিমুখ হন নাই। কত নিরপরাধ ব্যক্তি উহাদিগের হস্তে হত হইয়াছে,

কত নিরপরাধ গ্রাম ভস্মীভূত হইয়াছে। উহাতেও ইংরাজ জাতির বৈরসাধন প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় নাই। নানা সাহেব ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া অনেকে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। বন্দীকৃত ব্যক্তি বাস্তবিক নানাসাহেব কি না তাহা এখনও ঠিক হয় নাই, তাহাতেই কেহ উহার মুখে থুথু দেয়, কেহ গালি দেয়, কেহ বা বাহ্বা স্ফোটন করে।

দ্বিতীয়, নানাসাহেব নিজের বিষয়ের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপরে বিরূপ হন। সিপাহিরা বিদ্রোহী হইল। তিনিও বৈরসাধনের সুযোগ পাইলেন মনে করিয়া সেই দলে গিয়া মিশিলেন। তিনি দেশের প্রতিনিধি হইয়া বিদ্রোহী হন নাই, গারিবল্ডির ন্যায় দেশের পরাধীনতার পরিহারার্থও সমরসাগরে অবতীর্ণ হন নাই। দেশের লোকেরাও তাঁহাকে আপনাদিগের প্রতিনিধি জ্ঞান করিয়া তাঁহার অনুচর হয় নাই। তবে যে কতকগুলি লোক সিপাহিদিগের সহিত মিশিয়াছিল, সিপাহিদিগের উপদ্রবই তাহার কারণ। সিপাহিরা পীড়াপীড়ি করিয়া তাহাদিগকে আপনাদিগের সঙ্গী করে। তাহারা নিরুপায় হইয়া সঙ্গী হয়। যদি তাহারা সিপাহিদিগের সঙ্গে না যায়, উহারা তাহাদিগের প্রাণ বধ করে, তাহারা কি করে আপাততঃ প্রাণরক্ষা হইবে বলিয়া বিদ্রোহিদিগের সহিত মিলিত হয়। কেহ যে অনুরাগ বশতঃ বিদ্রোহে লিপ্ত হয় নাই, আমরা একথা বলি না। কতকগুলি বলমত উদ্ধতস্বভাব লোক আছে, একটা কোন নূতন ঘটনা হইলেই তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠে। তাহাদিগের অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা নাই একটা কাজ করিয়া বসে। তদ্রূপ কতকগুলি লোক ভিন্ন বিবেচক লোকে স্বইচ্ছায় বিদ্রোহে লিপ্ত হয় নাই। কুমার সিং প্রভৃতি দুই একজন যে বিদ্রোহী হয়, তাহাদিগের গবর্ণমেণ্টের উপরে রাগ ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই ইংরাজ জাতির অনেকের এই সংস্কার জন্মে, ভারতবর্ষের সকলেই বিদ্রোহে লিপ্ত হয়। বিদ্রোহ কালে ঐ মহাপ্রভুরা বঙ্গদেশেও সাংগ্রামিক আইন প্রচলিত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। সে সময় দারুণ উৎকণ্ঠার সময় বলিয়া তাহাদিগের সেই সংস্কার তাদৃশ বিস্ময়াবহ হয় নাই। কিন্তু আজিও যে সেই সংস্কার সজীব হইয়া আছে, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। পাঠকগণ আমাদিগের এই বাক্যগুলিকে আমাদিগের কপোল কল্পিত জ্ঞান করিবেন না। স্পেকটেটর নানাসাহেবকে লইয়া যে একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্ট বন্দীকৃত ব্যক্তিকে যেরূপে রক্ষা করিতেছেন, তাহা দেখিয়াই আমরা ঐ কথা কহিতেছি। রাজপুরুষদিগের অত্যধিক সতর্কতা দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাঁহারা মনে করিতেছেন, নানাসাহেবকে বন্দী করাতে দেশের লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। কিন্তু আমরা লোকের মনের ভাব যেরূপ দেখিতেছি ও যেরূপ সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে কাহারও কোন প্রকার চিত্তচাঞ্চল্য বা চিত্তবিকার জন্মিয়াছে এরূপ বোধ হয় না। মহো জনরব উঠিল সিহ্নিয়ার সৈনিক শিবিরে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এখন আবার তাহা অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

বরদার রেসিডেন্ট।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, সর এলপেলি আপাততঃ কিছুদিনের নিমিত্ত বরদার রেসিডেন্ট হইতেছেন, তদ্বিষয়ে কর্ণেল ফীনী সাহেব রেসিডেন্ট হইবেন। এটী আনন্দের সংবাদ সন্দেহ নাই। এদেশে একটী জনশ্রবাদ আছে "এক হাতে তালি দেওয়া যায় না।" কর্ণেল ফেয়ার নির্দ্দোষ হইলে বরদার কখন এত গোল যোগ হইত না। তাঁহাকে অপসারিত করাতে লাভনর্থব্রুকের বরদার কল্যাণ সাধনে যে আন্তরিক ইচ্ছা আছে তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। আমরা নানা কার্য্য দ্বারা লার্ড নর্থব্রুকের যেরূপ পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তিনি যে ডেলহা উসির ন্যায় স্বার্থপরতাদুষিত সর্ব্বগ্রাস রাজনীতি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বগ্রাস করিবেন ইহা সম্ভাবিত নহে। তিনি যদি বন্ধুভাবে গুইকুমারের দোষ সংশোধন করিয়া তাঁহাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন, এটী তাঁহার নিঃস্বার্থ রাজনীতির অক্ষয় কীর্ত্তি স্তম্ভ হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই।

মেদিনীপুরের ঝড়ের পর যে যে ঘটনা হইয়াছে।

আমরা এবার অন্য অন্য প্রস্তাব বন্ধ রাখিয়া এই পত্রখানিকে এই স্থানে গ্রহণ করিলাম। ইহাতে মেদিনীপুরের ঝড়ে মৃত্যু সংখ্যাদির সবিশেষ বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। অন্য অন্য প্রস্তাব বন্ধ করা হইল বলিয়া পাঠকগণের যদি কিছু অসন্তোষ জন্মে, পত্রখানি তাহার দূরীকরণে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই।

"আপনাকে ও আপনার পাঠকবর্গকে ৩১ এ আশ্বিনের পত্রে গত ঝড়ে মেদিনীপুরের যে ভয়ানক দুরবস্থা হয় সামান্যতঃ তাহার পরিচয় দিয়াছি। তদবধি এ পর্য্যন্ত এখানকার অবস্থা কিরূপ এবং কর্ত্তৃপক্ষ কি কি কার্য্য করিয়াছেন অদ্য তাহার বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

মহাশয়! সেই ভীষণ ঝড় ও জল প্লাবনের ২। ৩ দিন পর পর্য্যন্ত আমরা দুরের ও কথা নাই, নিকটবর্ত্তী গ্রামেরও কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। রেলিগ্রাফের কার্য্য ৩ দিন বন্ধ থাকে। ডাকের কার্য্যেও বিশৃঙ্খলা ঘটে। শাবদীয়া পূজা উপলক্ষে মেদিনীপুর হইতে বিস্তর লোক (উকিল, আমলা হাকিম, স্কুলের বালক

প্রভৃতি) খাল দিয়া জলপথে বাটী যাইতে ছিলেন, ইহাঁদিগের অনেকেই পথি মধ্যে প্রবল বাত্যা ও বৃষ্টিবশতঃ বিষম বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। নৌকা ত্যাগ করিয়া কেহ নিকটস্থ লোক মধ্যে, কেহ পবলিকওয়ার্ক বাঙ্গালায়, অনেকে এতদুভয়ের অভাবে বাঁধের উপর আশ্রয় লইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন সংশয় জ্ঞান করিয়া কথঞ্চিৎ কালা তপাত করেন। খালে অনেক নৌকা জলমগ্ন এবং ঐ সঙ্গে অনেক দ্রব্যাদি ও কয়েকজন মনুষ্যের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয় এই মেদিনাপুর হইতে যে সকল ব্যক্তি গিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটী বালক ব্যতীত আর কাহারও প্রাণ হানি হয় নাই। পরন্তু অনেককেই নিঃস্ব ও নিরাশ্রয় হইতে হইয়াছিল।

ক্রমশঃ জানা গেল সহর অপেক্ষা মফস্বলের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। মেদিনীপুরের উত্তর দক্ষিণে বহুদূর (এক দিগে সমুদ্র অপর দিগে বহুদূর) কেবল পাস্কা কোলা ও খটাল, পশ্চিম ও পূর্ব্ব কতক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে দেখা যায় এখন অনেকের (বিশেষতঃ মফস্বলের লোকের) ইষ্টক ঘর নির্ম্মাণ করা কুল মর্য্যাদার বহির্ভূত। এজন্য ধনাঢ্য লোকেরাও দুঃখিদিগের ন্যায় খড়ো ঘরে বাস করেন। এরূপ প্রবল ঝড় ও জলে সে সকল ঘর ভূমিসাৎ হইবে তাহা বিচিত্র নহে। এই কারণে মফস্বলে জীব হত্যা ও দ্রব্যাদির বিনাশ অধিক হইয়াছে। ১৭ ই কার্ত্তিক প্রাতে ঝড় শান্ত হইলে মেদিনীপুর সহরের লোকেরা মৃতদেহ গণনা করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু এক্ষণে বিশেষরূপে জানা হইয়াছে ও মফস্বলের কোন প্রাণ জানা হইতেছে। তাহা আর কত লোক ভাসিয়া গিয়াছে তাহার গণনা হয় নাই। মেদিনীপুর সহর ডিভিজন ও ২৫ টী পুলিস ষ্টেসন লইয়া। উহার মধ্যে ৪ টী পুলিস ষ্টেসনের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। যে যে সব ডিভিজনে যত লোকের মৃত্যু জানা গিয়াছে, নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

সবডিবিজনের নাম	মৃত্যুর সংখ্যা
তমোলুক	১৫০
কাঁথি	৬৮০
গড়বেতা	২৫৫
মেদিনীপুর	১২২৫
	৩০১০

নিজ মেদিনীপুর সহরে ৯৪ ব্যক্তির মৃত্যু ও ১২১৬ ঘর পতিত হইয়াছে। যে যে ফাঁড়ির এলাকায় যত মনুষ্য ও ঘর নষ্ট হইয়াছে তাহা দেখান যাইতেছে।

পতিত ঘরের সংখ্যা	মৃত্যু সংখ্যা
পাটনা বাজার ৮০০	৭৭
নূতন বাজার ৭০০	১
ঈশ পুর ৩৮৩	৯
সহর ফাঁড়ি ৫৪৩	৭
২৯১৬	৯৪

মেদিনীপুর সব ডিবিজনের অন্তর্গত এখান হইতে ৬ ছয় ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব কেশপুর থানার এলাকায় প্রায় ৭০০ শত বাড়ির প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার চতুঃসীমান্তর্গত স্থান ১১ ক্রোশ মাত্র। মেদিনীপুর ও কেশপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পারং নাম্নী একটী অতি ক্ষুদ্র নদী আছে, ৩০ এ আশ্বিন যে পর্য্যন্ত তাহাতে অল্প জল ছিল, কিন্তু যে দিন ঐ নদীর জল এত বৃদ্ধি হইয়াছিল, সে দিবস ঐ গ্রাম সকল প্লাবিত করিয়া অনেকের যথাসর্ব্বস্ব ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। স্রোতের মুখে কি মনুষ্য, কি পশু, কি পক্ষী যাহা পড়িয়াছে তাহা আর পুনরায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এরূপ শিলাবতী নদীতে জল প্লাবিত হওয়াতে নিকটস্থ গ্রাম ও খাল, বিল বিশিষ্টরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় কৃষিসাবতীর তাদৃশ জল বৃদ্ধি হয় নাই।

ঝড়ের পর দিন হইতে সহরের পথি পতিত বৃক্ষ, মৃত্তিকা প্রভৃতি এবং মৃত দেহ উঠাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ হয়। পুলীষ ৪। ৫ দিন ধরিয়া মনুষ্য ও পশুর মৃত দেহ নদী খাল পুষ্করিণী ডোঙ্গ জঙ্গল ও দেয়াল চাপা হইতে উঠাইয়াছিল। ১৪।১১ টী মৃত দেহের ওয়ারিস কেহ দাঁড়াইল না, সুতরাং মেতরের দ্বারা তাহাদিগের সৎকার সম্পন্ন হইল। মেতর পর মুটী মজুর এত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল যে প্রতি দিন আট আনা বেতন দিয়াও একটী মজুর পাওয়া যায় নাই। কারণ তখন মজুরেরও মজুর আবশ্যক হইয়াছিল। পুলীষ ও মিউনিসিপালিটী অনেক কষ্টে সরকারী রাস্তার উপর যে সকল বৃক্ষ ও দেয়াল পতিত হইয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে অপসারিত করেন। গলির রাস্তা সকলও ক্রমে পরিষ্কৃত হইল। মর্ম্মস্থ সকল মহল্লি যাবৎ অবরুদ্ধ থাকাতে এবং খাল পুষ্করিণী ডোবা প্রভৃতি জলাশয়ের জল ছাপিয়া যাওয়াতে কিছিৎ নিম্নতল ভূমি যাবৎ প্লাবিত অবস্থায় কিছু কাল ছিল। জলে বৃক্ষপত্র খড় প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য এবং জীব জন্তুর মৃতদেহ পচিয়া চতুর্দ্দিক দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিল। এখনও কোথা কোথা নালা আবরণ না করিয়া যাওয়া যায় না। খানা ডোবা ও পুষ্করিণীর জল এখনও রক্তাক্তমীনসর্প পূতিগন্ধবিশিষ্ট এবং ক্রিমিময় রহিয়াছে। এই সহরের পূর্ব্বাংশস্থ গঞ্জীনকলের লোক দূরস্থ কূপোদক পান না করিয়া সচরাচর নিকটস্থ পুষ্করিণীর জল পান করিয়া থাকে। উহাদিগের অনেকে উক্ত বিকৃত জল পান করিয়া জ্বরাদিরোগে আক্রান্ত হইতেছে। ঐ জ্বর ম্যালেরিয়া সম্ভূত জ্বরের অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। ঝড়ের পর কয়েকদিন নিয়ত বৃষ্টি হওয়াতে মৃতকীন ব্যক্তিদিগের কষ্টের পরিসীমা ছিল না। একাল পর্য্যন্ত মৃত্তিকা সকল ভিজা রহিয়াছে। অর্থাভাব আর বাঁশ খড় ও মজুরের দুষ্প্রাপ্যতা বশতঃ অনেকেই অদ্যাপি বাসগৃহ প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। ভিজা মাটির উপর দিবারাত্রি রৌদ্র ও নীচারে থাকিয়া দূষিত জলবায়ু সেবন করিয়া এবং পর্য্যাপ্ত অন্ন না পাইয়া পীড়িত হইতেছে ও মরিতেছে। সহর অপেক্ষা মফস্বলের অবস্থা অধিকতর মন্দ। সহরের রাস্তা ঘাট এক্ষণে একরূপ পরিষ্কার হইয়া আসিল। কিন্তু মফস্বলের বৃক্ষ ও গুহাদি যে অব-

স্থায় পতিত হইয়াছে, প্রায়ই সেই অবস্থায় আছে। পুষ্করিণী নদী ও খাল প্রভৃতিতে এখনও বৃক্ষ, খড় ও মৃত প্রাণির দেহ বিগলিত হইতেছে। গ্রামের জল নিকাশ অনেক স্থলেই হয় নাই। এরূপ অবস্থায় তথাকার জলবায়ু যে নিতান্ত মন্দ ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। মফস্বলের অতি অল্প সংখ্যক লোক পরিস্রুত জলপানের উপযোগিতা অবগত আছে। প্রায় আপামর সাধারণ লোক ঐ দূষিত জল পান করিতেছে। যে সকল স্থলে বাসের রিপ্লায় অধিকায় ছিল, এক্ষণে তত্তাবৎ স্থানে উহা ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে। আর যে সমুদয় স্থান স্বাস্থ্যকর বলিয়া খ্যাত ছিল তাহা আর তাদৃশ নাই। একে বাস স্থান নাই, আর্দ্র মৃত্তিকার উপর বাস, জলবায়ু দূষিত, তাহাতে অর্থ, অন্ন ও চিকিৎসার অভাব; সুতরাং লোকের জীবনান্ত করিতে আর কি উপাদান প্রয়োজন করে? তদ্বিতেছি কাঁথি অঞ্চলে কেবল জ্বরের নয়, ওলাউঠা রোগেরও আবির্ভাব হইয়াছে। এখানে ঐ রোগ কোথা কোথা দেখা দিতেছে।

ঝড়ের পর দিন অন্যত্র সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট হ্যারিসন ও পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কয়েকটী বাঙ্গালি পল্লীর দুরবস্থা দর্শন করিয়া যান। প্রথমতঃ ঝড় বৈব দুর্ঘটনা, আবশ্যক পরস্পরের পরস্পর সহায়তা লাভ করা উচিত, অতএব গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে কোন প্রকার সাহায্য দান করা অনাবশ্যক বিবেচিত হইয়াছিল। তদনন্তর যখন চতুর্দ্দিক হইতে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতে লাগিল তখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব দয়াপরবশ হইয়া ঝড়পীড়িত ব্যক্তিদিগের সহায়তা দানের উপায় উদ্ভাবন না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। একটী সাধারণ "সাহায্যদান রিলিফ কমিটী" হইল। কমিটীর অধিবেশনে এই স্থির হইল যে, "ক্যাথিল রিলিফ ফণ্ডে" যে ১৪ হাজার টাকা আছে তাহা সাইক্লোন ক্ষতি পূরণে পর্য্যাপ্ত নয়। দ্বিতীয়তঃ সম্প্রতি উহা হইতে এতদ্দেশীয় ডিস্পেন্সরির কতক ঘর নির্ম্মাণ হইতেছে। আর ইহার পর চতুর্দ্দিকে যখন অবশ্যম্ভাবী মারীভয় উপস্থিত হইবে তখন ঐ টাকার চিকিৎসা ও ঔষধ দান দ্বারা অনেক কার্য্য হইতে পারিবে। অতএব সেণ্ট্রাল রিলিফ ফণ্ড হইতে ২ লক্ষ টাকা ঝড় পীড়িত লোকদিগের সাহায্যদানার্থ প্রার্থনা করা উচিত। তদনুসারে একখানি আবেদন পত্র প্রেরিত হয়। প্রত্যুত্তর আসিতে বিলম্ব দেখিয়া আমরা হতাশ হইয়াছিলাম কিন্তু আহ্লাদের বিষয় অল্প দিন হইল ঐ ফণ্ড হইতে ১ লক্ষ টাকা আসিয়াছে। টাকা পৌঁছিবার পর রিলিফ কমিটীর আর দুইবার অধিবেশন হয়। প্রথম বারে এই কার্য্য হয় যে সহর ও মফস্বলের কতব্যক্তি সাহায্য প্রাপ্তির নিতান্ত উপযুক্ত তাহার অনুসন্ধান হউক এবং তজ্জন্য ৯ জন ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হউন। দ্বিতীয় কমিটীতে কাহাকে কি পরিমাণের ও কি প্রকারের সাহায্য দান করা কর্ত্তব্য তাহার প্রশ্ন উপস্থিত হয়। অনেক তর্ক বিতর্কের পর এই স্থির হইয়াছে যে আপাততঃ ৫০ হাজার টাকা দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইবে, বক্রী ৫০ হাজার টাকা সেণ্ট্রাল রিলিফ ফণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের অভিমত লইয়া সত্ত পীড়িত গৃহহীন ব্যক্তিদিগের গৃহ নির্ম্মাণার্থ দেওয়া যাইবে। কমিটী আরও স্থির করিয়াছেন যে উল্লিখিত সাহায্যের টাকা স্কুল ইন্সপেক্টরদিগের দ্বারা এবং পুলিসের সহায়তায় উপযুক্ত পাত্রে বিতরণ করা হইবে। মফস্বলের থানায় থানায় ঐ টাকা তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেবল কাঁথি সবডিবিজনের ৪ টী থানার ক্ষতি অধিক হইয়াছে বলিয়া অপেক্ষাকৃত অর্দ্ধেক টাকা দেওয়া স্থির হইয়াছে। সহরে ঝড়পীড়িত লোক অল্প থাকাতে ৫০০ টাকা মাত্র সাহায্যার্থ দেওয়া বিবেচিত হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়! আপনি হয় ত মনে করিতে পারেন "লুন আনিতে পান্তা ফুরায়" সাহায্য পাইতে ২ গৃহ ও অন্যান্যে অনেকে শমন সদনে উপনীত হইল। ইহা সত্য কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সাহায্য দানের যে বিলম্ব হইয়াছে তাহা নিবারণ নহে। এই সুবিস্তীর্ণ জেলার কোথায় কি ক্ষতি হইয়াছে কাহারা যথার্থ সাহায্য প্রাপ্তির যোগ্য পাত্র কি বন্দোবস্ত করিলেই বা উপযুক্ত রূপে সাহায্য বিতরণ করা হইতে পারে, এই সকলের নির্দ্ধারণ কালবিলম্বের কারণ। যাহা হউক অতঃপর আর বিলম্ব না করিয়া কমিটী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ভাল হয়। ঝড় পীড়িত ও গৃহ হীন ব্যক্তিদিগের সাহায্য দানের যে কল্পনা হইয়াছে তদ্ব্যতীত আমরা আর কিছু প্রস্তাব করিতে চাই। তাহা এই—

১। সহরে যে সকল সরকারী বৃক্ষ পতিত হইয়াছিল তাহা নিলাম হইয়া সহস্রাধিক মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। শুনিতেছি ঐ টাকা মিউনিসিপালিটীতে প্রদত্ত হইবে। আমরা বলি তাহা না হইয়া আপাততঃ ঐ টাকা সহরের বাসহীন দুঃখী ব্যক্তিদিগের গৃহ নির্ম্মাণার্থ প্রদত্ত হউক। মিউনিসিপাল ফণ্ডে টাকার অভাব নাই। মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের কর্ত্তব্য তাঁহারা অন্ততঃ ৬ মাসের ট্যাক্স গৃহহীন ব্যক্তিদিগের নিকট আদায় করিতে ক্ষান্ত হন। না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" দেওয়া হইবে।

২। সহর ও মফস্বলের পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের দূষিত জল যাহাতে পরিষ্কৃত হয় তাহার উপায় করা অতিশয় আবশ্যক। পদ্ম শালুকাদি আবর্জ্জনা জল হইতে উত্তোলিত ও দূরীভূত করিবার বিশিষ্টরূপ উপায় বিধান করা সত্বরেই প্রয়োজন। পরে পুলিস দ্বারা সকল ব্যক্তিকে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত যে যতদিন জল প্রকৃতিস্থ না হয় ততদিন অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত ও গন্ধবিহীন জল সিদ্ধ করিয়া ও পুনঃ পুনঃ ছাঁকিয়া পান করে। ধাত্রী ক্ষেত্রের পরিষ্কৃত জল পান বিষয়ে উত্তম।

১৭ ই অগ্রহায়ণ মেদিনীপুর। } শ্রীযুঃ—

নূতন পুস্তক।

১। রুদ্রপাল নাটক (১)। ইংরাজী না ক

(১) শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল রায় প্রণীত. কলিকাতা রায় যন্ত্রে মুদ্রিত।

বেধ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। সেক্সপিয়রের ম্যাকবেথ পাঠে যেরূপ প্রীতি লাভ হয়, এতৎপাঠে সেরূপ প্রীতি লাভ সম্ভাবিত নহে। যাহারা ইংরাজী ম্যাকবেথ পাঠ করিয়াছেন, কুল পাল তাহাদের সন্তোষ সাধনে সমর্থ নহে। যাহারা ইংরাজী পাঠ করেন নাই কুল পাল পাঠ করিলে তাহাদের মনোবৃত্তি সকল কথঞ্চিৎ সঞ্চালিত হইতে পারে। নাটককার লিখিয়াছেন, ম্যাকবেথ অবলম্বন করিয়া এখানি লিখিত কিন্তু আমাদের এই বোধ হইল, ইহার অধিকাংশ স্কুল সেক্সপিয়রের ম্যাকবেথ সম্মুখে রাখিয়া লিখিত হইয়াছে।

২। স্ত্রীলোকের প্রতি উপদেশ (২)। ঈশান বাবু বিদ্যাসাগর স্থানের কয়েকটী স্ত্রীলোককে এক সময় পত্র লিখিয়া কতকগুলি উপদেশ প্রদান করেন, সেই উপদেশগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা হইয়াছে। উপদেশগুলি অতি সারগর্ভ এবং হিন্দুসমাজের প্রাচীন রীতানুমোদিত। ঈশান বাবু সতীত্ব রক্ষা, স্ত্রীলোকের লিখন পঠন ও জ্ঞানোপার্জ্জন স্ত্রী জাতির গুণ ও সৌন্দর্য্য, ভালবাসা প্রভৃতি যে কয়টী বিষয়ে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, সে, বর্ত্তমান উন্নতিশীল নব্য সম্প্রদায়ের মনোমত হইলেও আমাদিগের অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীগণ যদি সেই উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে পারেন, আমাদিগের সংসার সুখ ও শান্তির আগার হইয়া উঠে, সমাজও প্রকৃত উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে পারে।

৩। প্রেম মনষ্টার মিষ্টার (৩)। প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় নব্য সম্প্রদায় যে আপনাদিগের স্বাধীনতা প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হইবেন ইহার উদ্দেশ্য। লেখক এইটী স্থলে এক সভা করিয়া সভক্ষণ ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজের নব্যকে তথায় একত্র করিয়াছিলেন, এবং সেই সভে

[illegible] বসু দ্বারা [illegible] কোম্পানির প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৵ আনা।

(৩) ৭৭ নং কলিকাতা প্রেসে শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ৵ আনা।

মিবর পেট্রিয়ট এডুকেশন অমৃত ও সোমকে তথায় প্রদর্শন করিয়াছেন। মিবর ও এসভার সভাপতির উপযুক্ত, পেট্রিয়ট এডুকেশন ও অমৃতের বিষয়ে আমাদিগের কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। লেখক প্রাচীন সোমপ্রকাশকে এই মেরে মনষ্টার মিটিতে লইয়া গেলেন কেন? এরূপ সভায় গমন করা বা ইহার উৎসাহদান করা সোমপ্রকাশের অভিপ্রেত, লেখক কিরূপে তাহা জানিলেন? বোধ হয় লেখক সোমপ্রকাশের এতৎ সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করেন নাই।

৪। ধ্রুববাদী অগষ্ট কোমত (৪)। কতিপয় বৎসর অতীত হইল কলিকাতা ফ্রিচর্চ্চ স্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক রেবরেণ্ড ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব "ধ্রুববাদী অগষ্ট কোমত" নামক প্রস্তাব ক্যালিড ইনষ্টিটিউটে পাঠ করিয়াছিলেন। উক্ত প্রস্তাবে কোমতের জীবন বৃত্তান্ত এবং তাঁহার মতের দোষ ও অযৌক্তিকতা প্রদর্শিত হয়। এখানি সেই প্রস্তাবটীর বাঙ্গালা অনুবাদ। অনুবাদ সহজ ও সরল করিবার পক্ষে লেখক বিলক্ষণ পরিশ্রম করিয়াছেন। লেখকের আর একটী সুন্দর অনুষ্ঠান। যা গেল, ইংরাজী দর্শন বা বিজ্ঞানের অনুশীলনকালে সচরাচর লোকে যেমন অধিকাংশ ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করেন, উনি সেরূপ না করিয়া ইংরাজী দর্শন ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত শব্দগুলির প্রতিরূপ সুতন বাঙ্গালা শব্দের সংকলন করিয়াছেন। ইংরাজী যে শব্দের বাঙ্গালা যেরূপ করিয়া উক্ত পুস্তকে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সেই ইংরাজী ও বাঙ্গালা শব্দের একটী তালিকা গ্রন্থশেষে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

৫। ব্রাহ্ম বিবাহ বিচার। (৫) প্রকৃত ব্রাহ্মবিবাহ কাহাকে বলে ইহাতে তাহারই বিচার করা হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে এই বিষয়টী সাপ্তাহিক সমাচারে লিখিত হইয়াছিল,

(৪) ৫৮ নং কলিকাতা প্রেসে শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষালের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(৫) শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু দ্বারা লিখিত ও, ৯ নং কলিকাতা প্রেসে মুদ্রিত।

উহাই পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা হইয়াছে। ঈশান বাবু ব্রাহ্মবিবাহের এই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন "ব্রাহ্মবিবাহে যে দম্পতী বদ্ধ হইলেন, তাঁহারা অনন্তকালের জন্যই বদ্ধ হইলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধের আর বিচ্ছেদ হইবে না, দম্পতীর মধ্যে কেহ কোন প্রকারে নষ্ট রুগ্ন দুরগত বা মৃত হউন, তিনি তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গরূপে গৃহীত হইলেন, তিনি তাঁহারই অর্দ্ধাঙ্গ চিরদিন থাকিবেন। যাহারা শুদ্ধসত্ত্ব ও দৃঢ়ব্রত হইয়া এই মর্ম্মে প্রতিজ্ঞা করিয়া বিবাহ করিবেন তাহাদেরই বিবাহ ব্রাহ্মবিবাহ হইবে। কাহারও দ্বিতীয় বিবাহ ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া গণ্য হইবে না।"

৬। চিকিৎসাতত্ত্ব। (৬) চিকিৎসা বিদ্যা সংক্রান্ত বিষয় পূর্ণ মাসিক পত্র। ইহাতে গৃহ চিকিৎসা, ভারত ভৈষজ্যতত্ত্ব, প্রকৃতি ও সাধারণ নিদান বিদ্যা ও দেশীয় ভৈষজ্য ব্যবস্থামালা, এই কয়টী বিষয় লিখিত হইতেছে। এ প্রকার পত্রিকার সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গলের বিষয়।

৭। হরিশ্চন্দ্র চরিত নাটক (৭)। নাটকাকারে রাজা হরিশ্চন্দ্রের বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করা যায় ইহাতে এমন কিছুই নাই। এখানি অভিনয়েরও তাদৃশ উপযোগী হয় নাই। একটী গ্রামের স্ত্রীপুরুষ সংগ্রহ করিতে না পারিলে ইহার অভিনয় করা কঠিন। ইহাকে হাস্যরসাশ্লিষ্ট করিবার জন্য ইহাতে একটী নিতান্ত পুরাতন রাতকাণা জামাইয়ের গল্প দেওয়া হইয়াছে।

(৬) ২৪, মীজাফর লেন, গুপ্তযন্ত্রে মুদ্রিত।

(৭) শ্রীপার্ব্বতীচরণ তর্করত্ন প্রণীত, দিপ লস কেস প্রেসে মুদ্রিত মূল্য ।৵ আনা।

বিবিধ সংবাদ।

১৫ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

এতদ্দেশে সর্পদংশনে অনল্প লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট সর্পবিষ নাশক ঔষধের আবিষ্কারার্থ বহু যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। সর্পদংশনে মৃত্যুসংখ্যা কমাইবার জন্য এক্ষণে একটী মাত্র উপায় অবলম্বিত আছে,

সর্প বধের জন্য পুরস্কার দান সেই উপায়। গবর্ণমেণ্টের প্রতি সর্পে দুই আনা করিয়া পুরস্কার বিধান আছে, কিন্তু বিভাগীয় কমিসনরের বাক্যে যদি বিশ্বাস করা যায়, এ সামান্য পুরস্কার দানদ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। উক্ত কমিশনর রিপোর্ট করিয়াছেন, ১০টী বিভাগের মধ্যে ৬ টী বিভাগের একটী লোকও গত বৎসর সর্প বধের পুরস্কার গ্রহণার্থ আইসে নাই। অবশিষ্ট ৪ টী বিভাগে ৩৮ টী সর্প বধের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু গতবর্ষে সর্পদংশনে ৭২২৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আর এক বৎসর এই ব্যবস্থার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং এক একটী সর্প বধের জন্য চারি আনা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হয় তজ্জন্য গবর্ণর জেনরলের মত চাহিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ পুরস্কারদান রীতি দ্বারা যদি কিছু উপকারের প্রত্যাশা করা হয়, পুরস্কারের পরিমাণ আরো কিছু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত। অন্যথা অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা অল্প।

১৮৭৩ অব্দের বজেটে পঞ্জাব ইউনিবার্সিটি কালেজে ৬০৫১৭ টাকা দেওয়া হয়, কিন্তু উক্ত বৎসর ৪৫৯১৭ টাকা ব্যয় হয় মাত্র। উক্ত কালেজের আয় ২৩০০০ টাকা হয়। ইহার মধ্যে ছাত্র বেতন বেতনে ১৫০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

আজি কালি পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের রাজগণকে সামরিক উন্নতি লাভের চেষ্টায় বিব্রত দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি ব্রহ্মের রাজা তাঁহার সেনা দলের জন্য কয়েকজন কলীয় আফিসর প্রার্থনা করিয়া কলীয় সম্রাটের নিকটে দূত প্রেরণ করিয়াছেন। রাজগণ স্ব ইচ্ছায় এ চেষ্টা করিতেছেন না, পেয়াদায় করাইতেছে।

বেঙ্গল ক্রিশ্চয়ান হেরালড বলেন, ডাক্তার ডফের একটী অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তির জন্য ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টিটিউসনের ছাত্রেরা যে চাঁদা দেন, তাহা প্রস্তুত হইয়াছে, শীঘ্র কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইবে।

সিভিলিয়ান বলেন, সম্প্রতি বোম্বাইর একজন মিশনরির স্ত্রী পাঁচটী সন্তান প্রসব করেন। দুইটী মারা গিয়াছে তিনটী জীবিত আছে।

মাদ্রাজ টাইমসে প্রায় ৮৮ জন যুবতী স্ত্রীর নাম প্রকাশিত হইয়াছে। ইহারা সকলেই স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মাদ্রাজে স্ত্রীশিক্ষার বিলক্ষণ উন্নতি দেখা যাইতেছে।

১লা ডিসেম্বর অবধি আগ্রার খাল বাণিজ্যার্থ খোলা হইবে।

২৫ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্যের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রীতিকর।

গবর্ণর জেনরল গেজেটে এক বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, গালার আর রপ্তানী শুল্ক গ্রহণ করা হইবে না।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, সম্প্রতি লণ্ডন হইতে বরফে আবৃত করিয়া কতকগুলি মাংস বোম্বাইয়ে আনা হইয়াছে। জাহাজ আসিতে প্রায় ৩১ দিন লাগিয়াছে। কিন্তু ঐ মাংসের কোনরূপ বিকৃতি হয় নাই। ঐরূপ উপায়ে অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে যদি মাংস আনয়ন করা হয়, তাহা হইলে এদেশীয়েরা ইংরাজদিগের নিকটে অধিকতর কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, গোয়ালন্দ ষ্টেসনটী পদ্মার গর্ভসাৎ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সে দিন ষ্টেসনে গাইবার প্রায় ৭০ ফীট রাস্তা পদ্মা উদরসাৎ করিয়াছেন। পদ্মা রেলওয়ে কোম্পানির অনেক অর্থ উদরসাৎ করিলেন।

গত অক্টোবর মাসে কলিকাতায় উপন গরে ৯২১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ওলাউঠায় ৪৬ এবং জ্বরে ৩৮২ জনের মৃত্যু হয়। গড়ে হিসাব করিলে বৎসরে হাজার করা প্রায় ৪০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বন্দীকৃত নানা সাহেবের ভাগ্যে এক প্রকার পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। ইহাকে নিশান দিহি করিবার জন্য যাহাদিগকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল তাহাদের সকলেই বলিয়াছেন এ ব্যক্তি [illegible] নানা সাহেব নয়। ডাক্তার ট্রেসিডার ও ডাক্তার ডিকস বলিয়াছেন, প্রকৃত নানা সাহেবের সহিত ইহার বয়সের ও অবয়বের বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য আছে। নানার এক ভ্রাতা নানা নারায়ণ রাও বলিয়াছেন, নানা সাহেবের কর্ণে ছিদ্র ছিল কিন্তু তাহা নাই। তিনি একটু তোতলা ছিলেন, এ ব্যক্তি সেরূপ নয়, তিনি মরাঠী ভাষা অতি শুদ্ধরূপে এবং অনর্গল বলিতে পারিতেন, এ ব্যক্তি তাহা পারেন না। কানপুর কোর্টের সহকারি জজ মহম্মদ বলিয়াছেন, প্রকৃত নানার সহিত ইহার কোন সৌসাদৃশ্য নাই। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারেও এই [illegible] পরে জাল নানা হইয়া পড়িল।

এদেশে প্রজা সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিয়া অনেকে চিন্তিত হইয়াছেন, কিরূপে এত লোকের উদরান্নের সংস্থান হয়, অনেকে তাহার অনেক রূপ উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। কেহ অনাহারে মরিয়া ফেলিতে কেহ বা উপনিবেশ দ্বারা লোক সংখ্যা কমাইবার পরামর্শ দিতেছেন। এক মাত্র কৃষকদের জন্যই সকলে চিন্তিত ও নানারূপ উপায়ের সদুপায়ক্ষয়ায় প্রবৃত্ত। কিন্তু কেহ বলিতেছেন, ভারতবর্ষে যেমন দিন দিন [illegible] বৃদ্ধি হইতেছে এদেশে শিল্পাদি বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইলে এখানকার লোকের অন্নকষ্ট দূরগত হইতে পারে। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বান্ধিতে পারিলে বিপদ থাকে না বটে, কিন্তু ঘণ্টা বান্ধে কে? শিল্পাদির উন্নতিতে দেশের উন্নতি হয়, বুঝা যাইতেছে, কিন্তু সে উন্নতি করে কে? গবর্ণমেণ্ট শিল্প বাণিজ্য বৃদ্ধি প্রভৃতি যাহাতে প্রকৃত উন্নতি হয় তাহার শিক্ষা না দিয়া কেবল কতকগুলা পুস্তক পড়াইয়া ছাড়িয়া দেন এবং মনে করেন, এদেশীয়দের উচ্চশিক্ষা হইল এবং ভারতের পথ মঙ্গল করা হইল।

১৬ ই অগ্রহায়ণ মঙ্গ বার।

সম্প্রতি পঞ্জাবের লেপ্টে[illegible] গবর্ণর এই আজ্ঞা দিয়াছেন, পঞ্জাবের [illegible] বিভাগের

প্রভৃতি ইউরোপীয় কর্ম্মচারিকে, স্কুলের ইনস্পেক্টর গবর্ণমেণ্ট কালেজের প্রিন্সিপাল বা অধ্যাপক কিম্বা কোন গবর্ণমেণ্ট স্কুলের মাষ্টার নিযুক্ত হইলে, শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিয়া দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে হিন্দুস্থানী ভাষার পরীক্ষা দিতে হইবে। যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ইচ্ছামত তাঁহাদের বেতন কমাইবেন, এবং তাঁহাদের পদোন্নতি হইবে না। বাঙ্গালা দেশের অনেক ইউরোপীয় শিক্ষক ও অধ্যাপক প্রভৃতি কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা জানেন না।

টমাস কর ইণ্ডিয়ার গোয়ালিয়রস্থ এক জন সম্বাদদাতা লিখিতেছেন, সিন্ধিয়া এখন বলিতেছেন, তিনি নানা সাহেবকে সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন না, কারণ তাঁহাকে একবার মাত্র দেখিয়াছিলেন, তবে ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে যেরূপ পত্র লিখিয়াছিল, তাহাতেই তিনি তাঁহাকে নানা সাহেব মনে করিয়া ধরিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে সিন্ধিয়ার ইহা ভিন্ন আর বলিবার কিছুই নাই।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বিজ্ঞাপন দ্বারা সাধারণের গোচর করিয়াছেন, কোন দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ৭ই ডিসেম্বর রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় বেলবিডিয়রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। যাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন পূর্ব্বে তাঁহাদের নাম প্রাইবেট সেক্রেটারি বকলণ্ড সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে।

১৭ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত পঞ্জাবের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, কেবল গুজরাট ও জিলাব ভিন্ন অন্য সকলের শস্যের অবস্থা ভাল। সেখানে শস্যের মূল্য কমিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশের ন্যায় পঞ্জাবেও কর্ম্মার্থি [illegible] হইয়াছে বোধ হইতেছে। পঞ্জাবের [illegible] লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এক [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, পরীক্ষা [illegible] কোন গবর্ণমেণ্ট আফিসে কাহাকে ও নিযুক্ত করা হইবে না। যাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র আছে, তাহারা কেবল এ নিয়মের অধীন নহেন। যদিও উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কর্ম্ম দেওয়া হইবে না, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই যে কর্ম্ম দিতে হইবে এমনও নয়। পঞ্জাবের বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের ক্রমে দুর্দ্দশা ঘটিয়া আসিতেছে।

অর্থপতে এক তাজার ব্রিগেট নাম্নী এক পাচিকা রাখেন, কিছুদিন পরে তিনি উহার চরিত্র দোষের কথা শুনিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দেন, তাহার কর্ম্মে জবাব হইয়াছে শুনিয়া সে উন্মত্তার ন্যায় হইয়া উঠে এবং প্রভুকে গালি ও প্রহার আরম্ভ করে, প্রভু পুলিষে সংবাদ দেওয়াতে স্ত্রীলোকটী গ্রেপ্তার হয় কিন্তু উমেদের ভাণ করিয়া মুক্তি লাভ করে। পরে সে আর একজন ভদ্র স্ত্রীলোকের নিকট নিযুক্ত হয়। ইনিও তাহাকে সেই দুশ্চরিত্রতা জন্য জবাব দেন। সে কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যায়। রাত্রি কালে কর্ত্রীর বাটীতে আসিয়া তাহাকে যথেচ্ছ গালি দেয়, তিনি ভীতা হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা করেন, সে তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে উঠিয়া গিয়া যেখানে কর্ত্রীর শিশু সন্তানগুলি নিদ্রিত ছিল সেই মশারিতে অগ্নি দেয়, এবং গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পলায়ন করে। সন্তানগুলি পুড়িয়া মরিল। ঐ দুশ্চারিণী পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া দণ্ডিত হইয়াছে। এরূপ দাস দাসী হইলেই প্রতুল।

১৮ অগ্রহায়ণ বুধবার।

আমরা কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেটের বিচার শক্তি দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছি। এক সাহেব একজন কলুকে প্রহার করে, কলু নালীশ করাতে মাজিষ্ট্রেট বলিলেন, অপরাধ অতি সামান্য, কারণ সাহেব যে ঘুঁসি মারেন তাহাতে তাঁহার গাত্র স্পর্শ হইয়াছিল বটে কিন্তু আঘাত লাগে নাই। অতএব এই সামান্য অপরাধে নালীশ করিয়া সাহেবকে কষ্ট দিয়া আদালতে আনা হইয়াছে বলিয়া কলুর ২০ টাকা দণ্ড হইল। সাহেব ঐ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পাইবেন। এইরূপ গুটিকত বিচারপতি হইলেই ইংরাজ রাজত্বের মাহাত্ম্যের পরিসীমা থাকে না।

সম্প্রতি ব্রহ্মদেশীয় রাজা একটী সুন্দরী যুবতীকে বিবাহ করিয়া আনয়ন করেন কিছু দিন পরে উক্ত যুবতী আরাকানের এক মন্দিরে পূজার জন্য গমন করেন। সেখানে এক যুবক দালালের সহিত তাহার প্রণয় হয়। রাজা এই সংবাদ পাইয়া দালালের শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দেন। রাজমন্ত্রিগণ এই পরামর্শ দেন, যদি ইহাকে এই কারণে বধ করা হয়, কেবল রেঙ্গুণে নয় কলিকাতা ইংলণ্ড ফ্রান্স ইটালি প্রভৃতি যাবতীয় সভ্য দেশ তাহার উপর বিরক্ত হইবেন। অতএব উহাকে ক্ষমা করা উচিত। রাজা তদনুসারে উহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা হইলে প্রায়ই এইরূপ ঘটে। রাজার আজিও এ বায়ু কেন?

হিন্দু হিতৈষিণী বলেন, তেলী গ্রামে এক গৃহস্থের বাটীতে একদল দস্যু গিয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করে। গৃহস্থের কতকগুলি গরু ছিল। উহারা লুণ্ঠনাদি অত্যাচার দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া দস্যুদিগের উপরে গিয়া পড়ে। দস্যুরা কোন ক্রমে উহাদিগকে থামাইতে না পারিয়া পলায়ন করে। গরুগুলিও উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া উহারা স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিলে বাটীর চতুর্দ্দিকে থাকে। প্রাতঃকালে গৃহস্থ জানিতে পারিয়া পুলিষে সংবাদ দেয়, পুলিষ আসিয়া দ্রব্য সহ দস্যুদিগকে ধৃত করেন।

হিন্দুরঞ্জিকা বলেন, গত ৮ ই তারিখে নবান্নের দিনে ২৪ সের দরে আতপ চাউল বিক্রীত হইয়াছে, গত বৎসর এই নবান্নের দিনে আতপ চাউল ২ সের ১। সের দরে বিক্রয় হইয়াছিল। এখন অন্য চাউল পাঁচ ওজনে ৩০ সের দরে বিক্রীত হইতেছে।

১৮ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

সেণ্ট্রাল কেমিন রিলিফ কমিটী উদ্বৃত্ত টাকার কিয়দংশ ঋণগ্রস্তিত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ দিবার প্রার্থনা করাতে লণ্ডনের লার্ডমেয়র এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের মেয়র তদ্বিষয়ে অনুমতি দিয়াছেন। তদনুসারে উক্ত

কমিটী মেদিনীপুরের অভাবীড়িত ব্যক্তি দিগের সাহায্যার্থ দুই লক্ষ টাকা দিবার সংকল্প করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত অভাবীড়িত ব্যক্তি সাহায্য পাইল কি না মেদিনী পুর রিলিফ কমিটীকে তাহার তত্ত্বাবধান করিতে হইবে।

আলাহাবাদের মিউনিসিপালিটী এই এক নূতন নিয়ম করিয়াছেন, কোন ডাক্তারের ডিপ্লোমা না থাকিলে অথবা কোন ঔষধ বিক্রেতার এলাহাবাদের সিবিল সার্জ্জনের অনুমতি পত্র না থাকিলে তিনি মিউনিসিপাল সীমার মধ্যে ব্যবসায় করিতে পারিবেন না। দরিদ্রদিগকে হাতুড়ে বৈদ্য দিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার এ একটী মন্দ উপায় নয়। অন্যান্য স্থানের মিউনিসিপালিটীরও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর্ত্তব্য।

কলিকাতা গেজেটে দেখা গেল নদীতে ও কলিকাতা বন্দরে ঝড়সূচক সঙ্কেত প্রকাশের নূতন বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কলিকাতায় দিবা ভাগে সেলরহোমে যখন ডবল নিশান তুলিয়া দেওয়া হইবে তখন এই বুঝা যাইবে যে ঝড়ের সম্ভাবনা আছে, আর যখন ঢক্কা বাদন করা হইবে, তখন এই বুঝা যাইবে যে ঝড় উপস্থিত প্রায়। রাত্রিকালে ত্রিকোণ আকারে তিনটী আলোক দিলে ঝড়ের সম্ভাবনা এবং চারিটী আলোক চতুষ্কোণ আকারে দেওয়া হইলে ঝড় উপস্থিত প্রায় বুঝিতে হইবে।

গত কল্য কলিকাতা গেজেটে গত বৎসরের পাটনা মিউনিসিপালিটীর যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে চেয়ারম্যান আক্ষেপ করিয়াছেন, অধিকাংশ কমিশনরের মিউনিসিপালিটীর বিষয়ে মনোযোগ নাই, এবং কখন তাহাদের সকলগুলি একত্র হন না। " কেবল পাটনা বলিয়া কেন প্রায় সর্ব্বত্রের মিউনিসিপালিটীর এই দুর্দ্দশা। কমিটীর অধিবেশন কালে কমিশনরদিগের টিকি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি বঙ্গদেশের শস্যের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় কেবল মেদিনীপুর ভিন্ন আর সর্ব্বত্রের সংবাদ সন্তোষকর। মেদিনীপুর জিলার কাঁথি উপবিভাগের প্রায় ৯৫ বর্গ মাইল ভূমির শস্য ঝড়ে ও বন্যায় বিনষ্ট হইয়াছে। অনেক স্থানে অনেক ধান্য কাটা আরম্ভ হইয়াছে। শস্যের মূল্যও কমিতেছে।

মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড বলেন, মহীসুরের চিফ কমিসনর বাঙ্গেলোর হাই স্কুল সংশ্লিষ্ট একটী ইঞ্জিনিয়ারিঙ ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিখিবার বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন। এটী দেশীয়দের হিতার্থে প্রকৃত সদনুষ্ঠান। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি এইরূপ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন, প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয় সন্দেহ নাই।

ইংলিসম্যানের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন ইংলণ্ডে একটী সভা আছে, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ নিবারণ উহার উদ্দেশ্য। উক্ত সভা ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে উহার এক একটী শাখা সভা স্থাপনের চেষ্টায় আছেন। স্পেক্টেটর নামক সংবাদ পত্র বলেন, ফ্রান্সে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ নিবারণ কিছু মুস্কিল। বস্তুতঃ ফরাসী জাতি যেরূপ উগ্র স্বভাব ও শোণিত প্রিয়, তথায় ইহার নিবারণ সম্ভাবনা অল্প। সে দিন ফ্রান্সে দুই ১৮ বৎসর বয়স্ক বালক দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিয়া এরূপ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, যে তাহাদের মৃত্যু সম্ভাবনা নাই বটে কিন্তু উহারা দেখিতে অতি কদর্য্য হইয়াছে। কাহারও নাসিকা কর্ণ ওষ্ঠ গণ্ডের কিয়দংশ মাংস কিছুই নাই, যুদ্ধ কালে পর স্পর কামড়াইয়া ঐরূপ করিয়াছে। এক্ষণে উহারা ভালপাতালে আছে। এই যুদ্ধ দর্শনার্থ যে বহু সংখ্যা দর্শক সমবেত হইয়াছিল উহাদিগকে ছাড়াইয়া দেওয়া দূরে থাকুক, উহাদিগের সেই ভীষণ যুদ্ধের উৎসাহ দিতে এবং তদ্দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিতে লাগিল।

জন্তুর মধ্যে কুকুরের ন্যায় প্রভুভক্ত প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এডিনবর্গের একজন লার্ডের একটী কুকুর ছিল, লার্ডের মৃত্যু হইলে যে স্থানে তাঁহার কবর হইল, কুকুরটী প্রাণান্তে আর সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চায় না। ইহাতে বিস্মিত হইয়া ঐ লার্ডের স্ত্রী সেই কবরের নিকটে ঐ কুকুরের থাকিবার এবং আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

২১এ নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫০৭৮৭০ টাকা আয়, গত বৎসর ঐ সময় ৬০৮২৮০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ বৎসর ১০১১১০ টাকা কম আয় হইয়াছে। জমলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ৩৮৮৯০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৪০২০০ টাকা আয় হইয়াছিল, এ হিসাবে এ বৎসর ১৩১০ টাকা কম পাওয়া হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এন জ্বাঁয়তে এন রাছেন, পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়র সিবলি সাহেব শীঘ্র কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। তাহা হইলে সিবিল ষ্টিফেন্সন সাহেব উক্ত কোম্পানির সর্ব্বে সর্ব্বা এজেণ্ট হইবেন।

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫০০ হইয়াছে।

গত বৎসর প্রতি কয়েদীর জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের গড়ে ৮০ টাকা ৩ আনা ব্যয় পড়িয়াছে। ১৮৭১ অব্দে ৭৩ টাকা কয় আনা পড়িয়াছিল।

সেনাপতি বাঙ্গালোর গত ১৮ ই নবেম্বর ইসনা ১ শত কুলি ও প্রায় তিন মাসের রসদ প্রভৃতি লইয়া দিকন্দরাবাদে উপনীত হইয়াছেন।

গত বৎসর বঙ্গদেশে আর ২৪ টী ডিষ্ট্রিক্ট সেবিং ব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছে। এক্ষণে সমস্তুদ্ধ ১০৭ টী হইল। ফ্রেণ্ড বলেন, ভারতবর্ষের যে সকল স্থানে বানরের বড় উপদ্রব তত্রত্য অধিবাসীরা উহাদিগকে ধোকায় করিয়া লইয়া গিয়া নিকটস্থ নদী পার করিয়া দিয়া আইসে। বানরেরা সেখানে গিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিলে আবার তাহারা ধোকায় করিয়া উহাদিগকে পূর্ব্ব স্থানে দিয়া যায়। অনেক স্থলে এইরূপ ঘটনা হইতেছে। ভারতবর্ষের প্রসাদে ইহারা মানুষের পূর্ব্ব পুরুষ হইয়াছে, এক্ষণে নিজ বুদ্ধি বলে এক প্রকার পাল্কী চড়ার সাধ মিটাইতেছে।

ডিসেম্বরের শেষে বেলবেডিয়রে একটী ব্যায়াম সভা হইবে। সকল বিদ্যালয় এবং কালেজের প্রধান প্রধান ব্যায়ামকুশল ছাত্রেরা ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করিবেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যোগ্য ব্যক্তিকে পুরস্কার দান করিবেন।

১৯ এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

স্ট্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল গত বৎসর বঙ্গদেশের জেলে অন্যূন ১২৬০ ব্রাহ্মণ এবং ১০৩৯ কায়স্থ কয়েদী কারারুদ্ধ হয়। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর এতদ্দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। তাঁহার অনুমান হেতু কারণ এই, কিম্বদন্তীর মধ্যে এই দুই শ্রেণী শ্রেষ্ঠ, অথচ ইহাদের মধ্যেই পাপক্রিয়ার অধিক অনুষ্ঠান। এ দুই দলে এত পাপবৃদ্ধির কারণ এই, এ দুই সম্প্রদায় অধ্যবসায় সহকারে শারীরিক পরিশ্রম সাধ্য নীচ কার্য্যাদি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, সুতরাং এ সম্প্রদায়ের অক্ষম ও উপায়বিহীন ব্যক্তিরা নানা দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যদি এদেশে দরিদ্রের সংখ্যা করিয়া দেখেন, কৃষক ও শ্রমজীবিদল অপেক্ষা চাকরী ও ভদ্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকসংখ্যা দরিদ্র দেখিতে পাইবেন। কি শারীরিক উন্নতি ও এক সকল অনিষ্টের নিবারণ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

গত ৩রা মহেশের লণ্ডনস্থ বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার এক অধিবেশন হয়। লর্ড হেরিস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত সভা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেন, তাহার মধ্যে ১১ লক্ষ কলিকাতায় পাঠান হয়, উক্ত টাকা সংগ্রহার্থ ৮৮৮৮ হাজার টাকা ব্যয় হয় অবশিষ্ট ২ ২ হাজার টাকা এক্ষণে মজুত আছে। [illegible] এক্ষণে যদি লোকের কোনরূপ [illegible] নিবারণার্থ ঐ টাকা [illegible] স্থির হইয়াছে।

[illegible] ষ্টেবণ মাষ্টর এক্সনের [illegible] গাড়ী [illegible] করিয়াছেন। গাড়ি [illegible] আরম্ভ হইলে দৌড়িয়া গিয়া গাড়িতে উঠা ষ্টেবণ মাষ্টার ও গাড়ির্দিগের একটী রোগ, ইহা এই রোগ বশতই জীবন হারাইয়াছেন।

গত বৎসর মুদ্রণ কার্য্যে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

গত সাত বৎসরের মধ্যে অযোধ্যার প্রায় হাজার বালক বালিকাকে বাঘে লইয়া গিয়াছে। ইংরাজ মিশনরিরা মরিয়া বুঝি এই বাঘ হইয়াছে, নতুবা বালকদিগের উপরেই ইহাদের এত আক্রোশ কেন?

বাঙ্গালোরের একটী দেশীয় স্ত্রীলোক সম্প্রতি তিন খানি হস্ত বিশিষ্ট একটী পুত্র প্রসব করিয়াছে।

অমৃতসরে একটী বাতুলালয় ও একটী পান্থ নিবাস করিবার জন্য পাতিয়ালার রাজা ৩ হাজার টাকা দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ এ বিষয়ে ১০ হাজার টাকা দেন।

সংস্কৃত বিজ্ঞান শাস্ত্র এবং বেদাদির বিষয়ে বিচার করিবার জন্য ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে তাঞ্জোরে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ পণ্ডিত একত্রিত হইয়াছেন।

বুধবার সন্ধ্যাকালে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর উড়িষ্যা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। গত কল্য প্রাতঃকালে যে তোপধ্বনি হয় তাহা তাঁহার আগমন সূচক। ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে লেডি টেম্পলও মেইল ট্রেণে কলিকাতায় উপনীত হন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

শত করা টাকা:—	
৪	১০২৷—১০২৷৶
৪৷ ১৮৭০ (১৮৮৫)	১০৪৷—১০৪
৪৷ ১৮৭১ (১৮৮৪)	১০৫—১০৫৷
৪৷ ১৮৭২ (১৮৭৯)	১০৩৶—১০৩৷৶
৪৷ ১৮৫৯-৬০ (১৮৭২)	১০২৶—১০২৷০

২০ এ অগ্রহায়ণ শনিবার।

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষার্থির সংখ্যা ৫৩৩ হইয়াছে।

ভূপালের বেগম তাঁহার রাজ্যের সমুদায় ঋণ পরিশোধ করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া গবর্ণর জেনরল সন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছেন। বোম্বাই গেজেট বলেন, আহম্মদ আলী খাঁর সহিত সুলতান জাদ বেগমের বিবাহের কথা হইতেছে। গবর্ণর জেনরল ইহারও অনুমোদন করিয়াছেন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যদি আপনাদিগের ঋণ পরিশোধ করিয়া উঠিতে পারেন, ভূপালের বেগমও গবর্ণর জেনরলের ন্যায় সন্তোষ প্রকাশ করেন সন্দেহ নাই।

কাঁচড়া পাড়া পত্রিকা বলেন হালিসহরের অনেকগুলি ক্ষুদ্র সন্তান যৌবনের প্রারম্ভেই উন্মত্ত হইয়া বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়াছে। এ উন্মত্ততার প্রধান কারণ গাঁজা ও গুলি সেবন। গবর্ণমেণ্ট এক আবকারীর আয়ের লোভে দেশ ছার খার করিতেছেন।

ইংলণ্ডের বড় বড় লোককে ও তৎসংক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বর্ষে বর্ষে যে পেন্সন দেওয়া হয়, তাহার একটী তালিকা প্রকাশ হইয়াছে। রাজ পরিবারদিগকে ১৩২০০০০ টাকা দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে প্রথম রাজপুত্র চারি লক্ষ টাকা পান। যাহারা সামরিক ও নাবিক কার্য্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের বংশাবলী ৩০০০০০ টাকা পেন্সন পাইয়া থাকেন। ইংলণ্ডে প্রধান মন্ত্রী ডিসরেলি সাহেবের ২০০০০ টাকা পেন্সন। মিসেস সার হ্যামিলটনের বংশীয়েরা বৎসর ২৬৮৫০ টাকা পান। ইহাদিগকে পেন্সন দিবার কারণ কি জানিবার জন্য ইংলণ্ডের লোকে উৎসুক হইয়াছেন। জানাও আবশ্যক।

মুর্শিদাবাদ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:— কলিকাতার গার্ডেন রিচের সাবীল যেটেবুরুজের দক্ষিণাংশে মুর্শিদাবাদ ও তদ্ভূতপার্শ্বস্থ গ্রাম নিচয়ের অনাথা বিধবাদিগের ভরণ পোষণ ও অনাথ বালক বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার এবং নিরুপায় কপর্দ্দকদিগের ঔষধ পথ্যের সাহায্যার্থ মুর্শিদাবাদী হিতৈষিণী সভা" নাম্নী একটী সভা গত শ্রাবণ মাসে স্থাপিত হইয়াছে। সভার মাসিক আয় অধিক না হওয়াতে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতে নয়টী অনাথা প্রতিপালনা ও একটী অন্ধকে তণ্ডুল প্রদত্ত হইতেছে।

গত ১৪ ই অগ্রহায়ণ বুধবার সভার

তৃতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ দিনে দুঃখী শীতার্ত্তদিগকে ১৫০ খানি শীতবস্ত্র প্রদান করা হইয়াছে। এক্ষণে সভার তাদৃশ আয় না থাকায় প্রার্থীগণ সকলে মাসিক সাহায্য পাইতেছে না। অতএব দেশহিতৈষী বদান্যবর মহোদয়গণ সমীপে প্রার্থনা এই যে দুঃখীদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া সভায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান পূর্ব্বক কৃতার্থ করুন।

পরিশেষে দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি সভাটীকে দীর্ঘায়ু প্রদান করুন এবং সভার মহদুদ্দেশ্য সকল করুন।

সংবাদদাতার পত্র।

বীরভূম।

শুনা যাইতেছে যে যে মহোদয় এ দুর্ভিক্ষের সময় গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যে ভাবে সম্মানিত করা হইবে তাহার এটী ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টের চিন্তাধীনে রহিয়াছে। এ অবসরে আমরা যে যে মহাপুরুষের সৎকার্য্য প্রকাশ জানিতে পারিয়াছি, তাঁহাদের সেই কার্য্য সাধারণের গোচর করিব মানস করিয়াছি। অদ্য বনয়ারী আবাদের মহারাজ আমাদের প্রথমস্থলে পতিত হইলেন। তাঁহার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সৎকার্য্য নিম্নে বিবৃত হইল।

বর্দ্ধমান দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভায় এককালীন দান ৫০০

কাশীড়া ঐ ঐ ঐ ২০০

আর দুই স্থলে ঐ ৩০০

১০০০

নিজ বাস গ্রামে তিনটী পুষ্করিণী খনন করা এবং তাহার ব্যয় (আনুমানিক) ১৮০০

রাস্তা সংস্কার ২০০০

এমারতের কার্য্য ৫০০০

তণ্ডুল বিতরণ ১০০০

দেবালয়ে অতিরিক্ত আহার দানের ব্যবস্থা ১০০০

আপন সংসারের দুর্দ্দশাপন্ন কর্ম্মচারী দিগকে অগ্রিম বেতন স্বরূপদেওয়া হয়। ১০০০

১২৮০০

আপন খাস মহালের প্রজাদিগের নিকট খাজনা আদায় স্থগিত ৪০০০

রঙ্গপুর দিনাজপুর প্রভৃতি স্থান দিয়া যে সরকারী রেলওয়ে হইতেছে তাহাতে বিনা মূল্যে যে ভূমিদান করেন তাহার আনুমানিক মূল্য ৬০০০

২২৮০০

২। শুনিলাম মহুরেশ্বর থানার এলাকাধীনে এক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ওদিকে এবার সুচারুরূপে ফসল জন্মে নাই। দুর্ভিক্ষ কষ্ট এখনও পূর্ব্ববৎ প্রবল রহিয়াছে। এমন অবস্থায় ডাকাইতি প্রভৃতি লোমহর্ষণ কার্য্য যে সংঘটিত হইবে তাহা কিছু বিচিত্র নহে। ফলে গবর্ণমেণ্ট দয়ার কার্য্যে হস্ত প্রসারিত না রাখিলে এ অঞ্চলের অবস্থার আরো শোচনীয় দশা হইয়া উঠিবে।

৩। বনয়ারী আবাদ জাকমরটী পূর্ণ কলেবর ধারণ করিয়াছে। সম্প্রতি এটী শাখাকার্য্যালয় রূপে পরিণত হয়। তাহাতে কার্য্যের নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছিল। লোকের অসুবিধার এক শেষ হইয়াছিল। এ সকল কারণে রাজা বিক্রমা যের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ অধিবাসীদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন। পূর্ব্বে যেমন সব আফিস ছিল, এখন তাহাই হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

কটকের বর্ণনা।

গত ২১ এ নবেম্বর লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এই কটক নগরীতে উপস্থিত হন। তাঁহার আগমন কটকস্থ বাঙ্গালিদের বিশেষ উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন, এবং উড়িষ্যার গণ্য মান্যের ও ভূমিলক্ষীয় ব্রাহ্মণগণ সকলে উপস্থিত হইয়া মাননীয়কে যথোচিত সমাদর করিয়াছেন। উক্ত রজনীতে কটক সহরের প্রধান পথগুলি আলোক দ্বারা সুশোভিত এবং আতসবাজী, পথের দুধারে মেলাসের ঝাড় পতাকা এবং দেবদারু পত্রের মালায় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। যে যে স্থল বাঙ্গালীর বাসা বাড়ী পথের পথে ছিল, তাহার অনেক বাটীতে সংস্কৃত ইংরাজী ও বাঙ্গালাতে নানারূপ অভ্যর্থনার শ্লোকাদি লিখিত হয়। সহরের আমোদের ছটা গ্রেট উৎকৃষ্টতর হইয়াছিল। এই সকলের ব্যয় প্রায় ৬০০ শত টাকা হয়। উৎকলীয় জমিদার ও ভদ্রমণ্ডলীর মধ্য হইতে ১০০ এক শত টাকার অধিক সংগ্রহ হয় নাই, সমস্ত টাকা এতদ্দেশীয় বাঙ্গালী ও বঙ্গদেশীয় বাঙ্গালী এবং একণে হিন্দুস্থানীয় লোকের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। তথাপি এখানকার ৬০০ শত বাঙ্গালীদিগের প্রতি অযথা বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে ত্রুটী করেন না।

২৫ এ নবেম্বর এখানে একটী দরবার হইয়া গিয়াছে। উক্ত দরবারে ভদ্রলোক সম্ভ্রান্ত দেশের রাজাদিগকে সনন্দ ও খেলওয়াত প্রদান করা হয়। দরবারের অনেক আগে ভাল হইয়াছিল, কিন্তু এখানকার সমুদায় উকীল দিগকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। ওদিকে সাধারণ আমলা শ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত দরবারে আহূত হইয়া ছিলেন। এই এখানকার সম্ভ্রান্তদিগের ভয়। উকীলেরা দরবারের সময় অনেক অবৈধ কার্য্য করিয়া বেড়াইতে পারেন, মাথা ঘামাইয়া দেখ এবং বিদ্রোহ করিতে পারে সেই জন্য বোধ হয় উকীলদিগকে একেবারে দরবারে নিমন্ত্রণ করা হয়। আশ্চর্য্য সম্পাদক

অদ্য মাননীয় পুরীর দিকে যাত্রা করিয়াছেন। পুরীতেও ধুমধাম হইবে। বালেশ্বরেও এক প্রকার ধামাধুম। গোডের সময় দেখা হইয়া ছিল সাধারণের টেম্পল যে প্রকার দুর্লভ আপনার স্মরণ আছে, তাহা সম্প্রতি হইয়াছে তদ্রূপ সাধারণে বাঙ্গালীদিগের প্রতি প্রকাশ করিতেছে, সেই বলিতে হইবে।

কটকে সহরে হইবার কথা সাধারণে একটী প্রস্তাব করিয়াছেন। এখানকার প্রায় অনেক স্কুলের কালীর সন্তানগণ আমাদের কলেজে উঁচিয়া অপেক্ষা বাঙ্গালী ছাত্রের সংখ্যা অধিক। তজ্জন্য স্থানীয় স্কুলে বাঙ্গালী শিক্ষকের সংখ্যা অধিক। বাঙ্গালী ও খাস বাঙ্গালী এমনকি ও প্রবাসী হওয়ায় সন্তানগণ মনোযোগ করিয়া বাঙ্গালা শিক্ষা প্রদান করিবেন। বালেশ্বরেও এক্ষণে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার সাধনায় [illegible] প্রদান করিয়াছেন। আর একটী [illegible] কার একজন [illegible] করিবেন। [illegible] পাঠাইয়া [illegible] তখন নীতির [illegible] সন্তানদিগের [illegible] টেম্পল মহোদয় [illegible] এই একান্ত প্রার্থনীয়। [illegible] হাইস্কুল [illegible] বাঙ্গালী ছাত্রের সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে

...করা ... এই সকল বাঙ্গালী সম্পাদককে ...ার কথা ... শিক্ষায় ... এবং ইংরেজদিগের ভাষা শিক্ষায় ... কথা ... সকল ... করা উচিত নহে।

... লর্ড লরেন্স এই যে পার্বি সাহেব এখানে ... করেন না। সার বিচার্ড টেম্পল বঙ্গ কলোধ্যক্ষকে (একজন উড়িষ্যা) উক্ত ... নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা ... করিয়াছেন। ... বিষয়ী ... বাঙ্গালী ... ইংরেজি সকলের আজ্ঞা দেখ বিষয় হইয়াছে

২২ নবেম্বর ১৮৭৪

মহামান্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের ঢাকানগরে শুভাগমন।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত সর চিচার্ড টেম্পল ১২ ... ১৮ তারিখের বালেশ্বরস্থ ... সংবাদ ছিল, উক্ত দিবস না পৌঁছিয়া ১৭ ই মঙ্গলবার ... আষাঢ় প্রত্যুষে সময়ে উক্ত ... পৌঁছিয়াছেন। বালেশ্বরের কালেক্টর ... ও ... উড়িষ্যার ... মহাশয় সাহেব অভ্যর্থনার জন্য নগর হইতে ৩। ৪ ক্রোশ দূর সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। ... সাহেব ডেপুটি সাহেব ডেপ্ট কালেক্টর ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অন্যান্য ম্যাজিষ্ট্রেট ও জমীদার প্রভৃতি ভদ্রগণ উক্ত মহাত্মার দর্শন ও সম্ভাষণ করণ মানসে নগর সমীপস্থ মনীপুরে ... করিয়া অনিমেষ নয়নে প্রোতস্বতীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। এমন সময়ে ... সাহেবের ... মধ্যে প্রথমতঃ ... ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের ... বালেশ্বরের ... ও অন্যান্য ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়দিগের ... করিয়া উক্ত মহাত্মাকে ... দিবা ১৮ ... সম্ভ্রান্তসূচক উপযুক্ত ... পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া অভিনন্দন ... করেন। বালেশ্বরস্থ ... সাহেবদিগের ... অভিনন্দন ... হয়। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বিশেষ ... একটু অভিনন্দন ... কহিয়াছিলেন কি ... বালেশ্বরের অনন্তর অনর্বর ... কতকগুলি মহাশয়দের ... করিয়া ধন্যবাদানন্তরে ... শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ... ধন্যবাদ করেন। পুলিস কর্ম্মচারী ১২৭৩, ১২৭৪ শক সংখ্যক পারক সমস্ত হইয়া উক্ত নদীকূল হইতে এক ক্রোশ অন্তর কাছারী পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান ছিল। গমনাগমনের রাস্তার কয়েক স্থলে উত্তম ফটক নির্ম্মাণ করিয়া নগরের শোভা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। উক্ত মহাত্মার আগমনোপলক্ষে যে সকল অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা অনর্থক ভস্মীভূত না করিয়া বালেশ্বরের উত্তরাঞ্চলস্থ ভয়ানক জলপ্লাবিত প্রজাগণের উপকারার্থ ব্যয় করাতে উক্ত মহোদয় বক্তৃতা কালে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং অনর্থক ব্যয় সাপেক্ষ আতসবাজী প্রভৃতি অগ্নিকাণ্ড হয় নাই। যৎকিঞ্চিৎ সাহায্যদানের বিবরণ পত্রান্তরে প্রকাশ করিব। উক্ত দিবস দিবা চারিটার পর অ.ত.ত জমীদারগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সভা হয়। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ভিন্নস্থলে উপবেশন করিয়া একৈক ক্রমে জমীদারগণের সহিত সাক্ষাৎ ও সসম্মানে মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বিদায় দেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিকটে থাকিয়া প্রত্যেক জমীদারের পরিচয় প্রদান করেন। তৎপরদিন বুধবার প্রাতঃকালে উক্ত মহাত্মা সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় পরিদর্শন ও উক্ত বাবুর বাসভবনে কিঞ্চিৎ কাল উপবেশন পূর্ব্বক প্রজারঞ্জকতা প্রকাশ করিয়া পুরীতে প্রত্যাগত হন। শ্যামানন্দ বাবুর উপযুক্ত সন্তান বৈকুণ্ঠবাবু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। যখন জেলখানা পরিদর্শনার্থ উপস্থিত হন, তখন এক হাস্যজনক ব্যাপার সংঘটিত হয়। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরকে পরিদর্শন করিয়া একজন কয়েদী "আমাকে খালাস করুন" বলিয়া ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহার পদদ্বয়ে না কি হাত বাড়াইয়াছিল। দেহরক্ষক(বডিগার্ড) করেদী ছুতর সাঙ্কেতে হাত বাড়াইতেছে বিবেচনায় অসি নিষ্কোষিত করিলেন। "খালাস" শব্দ শ্রবণকারী ব্যক্তিগণ ধরা করাতে কয়েদী রক্ষা পাইয়াছে, নচেৎ কি ব্যাপার যে সংঘটিত হইত তাহা বলা যায় না। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর প্রায় একটার সময়ে কাছারী ... লওয়া পরিদর্শন করিয়া ... সময় আহারের জন্য আরো ... করিয়া ... গমন করেন। তথায় ... প্রায় একঘণ্টা কাল অবস্থিতি করিবেন। ... ফটকে এক দরবার হইবে। উড়িষ্যার গণ্যমান্য রাজগণ উক্ত দরবারে আহূত হইয়াছেন। ফটকে জমীদারগণও উপস্থিত হইবেন। তথায় মহামান্য ... বাহাদুরের ... লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের ভদ্র ভাব ও নম্রতায় সকলে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

১৮৭৪ ২২ এ নবেম্বর } শ্রী গোবর্দ্ধন ঘোষাল ঢেঙ্কুরা।

উদ্ধৃত।

উত্তর সাপুরের প্রজাবিদ্রোহ।

(ঢাকাপ্রকাশ।)

সংক্রামক রোগের ন্যায় আজি কালি প্রজা বিদ্রোহও নানা স্থানে পরিব্যাপ্ত হইতেছে পাবনার প্রজাবিদ্রোহ অনেক স্থানেই সংক্রামিত হইতেছে। ঢাকা জেলায়ও অনেক স্থানে এই রোগ দেখা দিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে ভবেরচর, প্রভৃতি স্থানের প্রজাবিদ্রোহ সংবাদ শুনা গিয়াছিল, তৎপর উত্তর সাপুর সোণারগাঁয়ও অনেক স্থানে উহা লক্ষ্যাধিকার হইয়াছে। রক্ষা এই, সর্ব্বত্র বোলেন সাহেবের ন্যায় উৎসাহদাতা নাই, তাহা হইলে এতদঞ্চলও সাঁজাতপুর প্রভৃতির ন্যায় এতদিন ছার খার হইয়া যাইত।

নীলকর ওয়াইজ সাহেবের উত্তরসাপুর সোণারগাঁয় যে তালুকসম্পত্তি ছিল, খানকোড়ার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় তাহা ক্রয় করিয়াছেন। জনশ্রুতি এই ঐ সকল স্থানে প্রজাগণ ইতঃপূর্ব্বে ওয়াইজ সাহেবকে যে হারে খাজনা প্রদান করিত, নূতন ক্রেতা গোবিন্দ বাবুকে সে হারে খাজনা দিতে সম্মত নহে গোবিন্দ বাবুও প্রথমতঃ পূর্ব্বহার অপেক্ষা ন্যূনতর হারে খাজনা লইতে অসম্মত। এই কারণেই উত্তরসাপুর সোণারগাঁর ৮ মৌজার অধিকাংশ প্রজা ক্রমে বিদ্রোহী হইয়া উঠে বিদ্রোহীরা কেবল খাজনা না দিয়াই ক্ষান্ত হয় না। নানা উপলক্ষে নানারূপে অত্যাচার করিতেও প্রবৃত্ত হয়। যাহারা জমীদারের বাধ্য ছিল, তাহাদিগের উপর যার পর নাই দৌরাত্ম্য করিতে অগ্রসর হয়। এমন কি তাহাদিগে পাবজনের স্ত্রীদিগের প্রতিও অত্যাচারের এ শেষ করিতে থাকে। প্রজাদিগের ইত্যাকার দৌরাত্ম্য সময়ে অনেকে বিশেষতঃ জমীদার গোবিন্দ বাবুর অনেক আমলা গোবিন্দ বাবু এই পরামর্শ দেন যে তাঁহারও উপযুক্ত পরিমাণ লাঠিয়াল রাখিয়া উক্ত বিদ্রোহি প্রজাদিগের দমন করিতে এবং ভয় দেখাইয়া খাজনা আদায়ে সচেষ্ট হউন। কিন্তু ধীরপ্রকৃতি গোবিন্দ বাবু সে পরামর্শে কিছুমাত্র বিচ-

লিত না হইয়া তখন এই উত্তর দান করিয়াছেন" এখন সহ্য করিয়া থাকিলে পরে অবশ্যই সুফল পাওয়া যাইবে কিন্তু এক্ষণে উত্তেজিত হইয়া দাঙ্গা হঙ্গামায় প্রবৃত্ত হইলে ভবিষ্যতে মঙ্গল বৈ ভাল হইবে না।" বস্তুতই গোবিন্দ বাবু উত্তরসাপুর সোণারগাঁয় প্রজাবিদ্রোহ সময়ে সবিশেষ সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলও এখন ভালই লক্ষিত হইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে গোবিন্দ বাবুর কোন এক কর্ম্মচারী পূর্ব্ব খাজানার হার অপেক্ষা এক আনা ভার কমাইয়া দিতে স্বীকার পাইয়াছিলেন মাজিষ্ট্রেট সাহেবও তদ্রূপ হারে খাজনা দিয়া উপস্থিত দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিতে পরামর্শ দান করিয়াছিলেন, তখন প্রজারা সে প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে যেরূপ গতিক দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় উক্ত বিদ্রোহি প্রজারা পূর্ব্বহারে খাজানা দিয়া অব্যাহতি পাইতে পারিলেও আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে। উক্ত বিদ্রোহীদিগের উপর্য্যুপরি ঘোরতর অত্যাচার নিবন্ধন অনেক মকদ্দমা উপস্থিত হয়। দিন দিনই সেইরূপ মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি পতিত হয়। পুলিষ ডিষ্টিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব স্বয়ং মফস্বল অনুসন্ধান করিতে যান। তিনি সবিশেষ তদন্ত করিয়া প্রজাদিগের দৌরাত্ম্যের অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হন। শুনিলাম এই নিমিত্ত তিনি রিপোর্ট করিয়াছেন, উল্লিখিত বিদ্রোহ ব্যাপ্ত স্থান সমূহের শান্তিরক্ষার নিমিত্ত একদল অতিরিক্ত পুলিষ সব ইনস্পেক্টর, ৩ জন হেড কনষ্টেবল ও ১০০ এক শত জন কনষ্টেবল রাখা আবশ্যক। তদর্থ যে মাসিক ৮০৩ টাকা ব্যয় হইবে, তাহা ঐ সকল স্থানের প্রজাদিগেরই দিতে হইবে। ভরসা করি আমাদিগের মাজিষ্ট্রেট এবং কমিসনর সাহেবও শান্তিরক্ষার অনুরোধে এই প্রস্তাবে অবশ্যই অনুমোদন করিবেন। তাহা হইলেই লোকের অশান্তিজনক কার্য্য এবং বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপেই প্রশমিত হইবে সন্দেহ নাই।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৬ এ নবেম্বর। পি মোলান, কিছু দিনের জন্য পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিমোহন সেন কিছু দিনের জন্য তমোলুক বিভাগের ভার পাইলেন।

সিবিল একটা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু নীল মাধব বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য লোহারডগা ডিষ্ট্রিক্টের অন্তর্গত পালামাউ বিভাগের ভার পাইলেন।

ডবলিউ ডি বিথ বীরভূমের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বি, এল, গুপ্ত ২য় পরগণার অন্তর্গত ভারমণ্ড হারবরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ভারমণ্ড হারবরের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রামেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হুগলী গমন করিলেন।

ভাগলপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু চন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম, এ, ১৮৭১ সালের ১০ আইন (বি, সি) এবং ১৮৭০ সালের ১০ আইন অনুসারী ক্ষমতা পাইলেন।

এচ, লি, (যিনি সম্প্রতি বেঙ্গল সিবিল সার্ব্বিসের অন্যতর সভ্য হইয়াছেন) বর্দ্ধমান বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

হাজারিবাগের সহকারী কমিশনর এ, জি উইলসন কিছু দিনের জন্য পাচম্বা বিভাগের ভার পাইলেন। পাচম্বা বিভাগের ভার প্রাপ্ত আতরিক্ত সহকারী কমিশনর ডবলিউ এন, কাবেল কিছু দিনের জন্য উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

হাজারিবাগের সহকারী কমিশনর এচ, এম টবিন সি, এস, লোহারডগায় বদলী হইলেন।

পাটনার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, এ, ওয়েস ভাগলপুর বিভাগের ভার পাইলেন।

ত্রিহুতের বিলিফ কার্য্যভারপ্রাপ্ত জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এচ, মোসলী পাটনার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, এম, হারিসন সাসারাম বিভাগের ভার পাইলেন।

সাসারাম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, এস এণ্ড চম্পারণের সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, গিলন মজঃফরপুর বিভাগের ভার পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডি, বি, এলেন, ত্রিহুতের সদর ষ্টেষণে নিযুক্ত হইলেন।

১ লা ডিসেম্বর। পূর্ণিয়ার শান্তিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অমূল্য চরণ মল্লিক রাজসাহী বিভাগে বদলী হইলেন এবং উত্তর বাঙ্গালা ষ্টেট রেলওয়ের জন্য ভূমি গ্রহণাপ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সি, এম, ডবলিউ ষ্টেট (যিনি সম্প্রতি বেঙ্গল সিবিল সার্ব্বিসের অন্যতর সভ্য হইয়াছেন) রাজসাহী বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন এবং দিনাজপুরে রহিলেন।

এফ, বি টেলর প্রেসডেন্সি বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

মেদিনীপুর সর্ব্বে ডেপুটী কালেক্টর বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বগুড়ার ডেপুটী স্কুল ইনস্পেক্টর বাবু শরচ্চন্দ্র দাস দিনাজপুরে বদলী হইলেন।

দিনাজপুরের ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু দ্বারকানাথ দত্ত বগুড়ায় বদলী হইলেন।

রাজসাহীর ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু পার্ব্বতী মোহন মুখোপাধ্যায় পাবনায় বদলী হইলেন।

পাবনার ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু ভুবন মোহন নিয়োগী রাজসাহীতে বদলী হইলেন।

৩০ এ নবেম্বর। লাহিনিয়া জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এস, ডি সি উইকীর মুরসিদাবাদের মিজামত স্কুল কমিটির অন্যতর সভ্য হইলেন।

ডিরেক্ট কমিশন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটরি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৭ এ নবেম্বর। বাখরগঞ্জের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

হাবাসতের আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু পার্ব্বতী লাল সেন ২৪ পরগণার একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৩০ এ নবেম্বর। বাবু শিবচন্দ্র সেনকে কিছুদিনের জন্য রেজিষ্টরের মুহুরির কর্ম্ম করিবেন।

এচ, লি (যিনি বর্দ্ধমানের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন) তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১লা ডিসেম্বর। নিম্নলিখিত সুবডিবেট জজ ও চেট আদালতের জজদিগের পদোন্নতি হইল—

বাবু জিয়র বিশ্বাস—প্রথম শ্রেণীতে।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র পানিগ্রাহী—দ্বিতীয় শ্রেণীতে।

বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ—তৃতীয় শ্রেণীতে।

এক বি টেলর সি, এস (যিনি নদীয়ার সহ ও বী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভুবনেশ্বর সিংহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সি, এস, ডবলিউ ব্রে (যিনি দিনাজপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৮ এ নবেম্বর। ডিন ষ্টানলি সেণ্ট এণ্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর হইয়াছেন।

সার উইলিয়ম মেটর সার বিচার্ড টেম্পলের পদে গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলের অনারেব্ল মেম্বর হইলেন বলিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

কমন্স সভা মিনিষ্টরদিগের সকল পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া ১৯ জনের সাধারণ সভা স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ নবেম্বর। আজ বিলপ হ্যারিস রোমে উপনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৩০ এ নবেম্বর। ফ্রেঞ্চ বিসমার্ক পুরো ডিউক ব্রিগ্লোকের মৃত্যুতে ফরাসিক মন্ত্রিগণের সহিত বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

মন্ট্রিড ৩০ এ নবেম্বর। মার্শাল সিবাস্তিও ৩০ হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে এ সপ্তাহে উত্তরে যাত্রা করিয়াছেন, তথায় বেপরলিকান সেনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন।

লণ্ডন ৩০ এ নবেম্বর। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ... উপচয় হইয়াছে।

নদীয়ার নদী।

১৮৭১ সাল ২৭ এ নবেম্বর।

সর্ব্বোচ্চ জল।

৬ ফীট।

	ফীট	ইঞ্চ
মুরশিদাবাদ	৪	৬
তথা হইতে জিয়াগঞ্জ ৬ মাইলের মধ্যে	৩	৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৫	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৪	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	৫	৬

মাথা ভাঙ্গা।

গঙ্গার মোহানা	৩	৩
ডায়মণ্ডহারবার	২	৯
তথা হইতে হাটখোলিয়া	৪	
তথা হইতে কট ১ নং	১৪	৩
তথা হইতে বোলমারি	৫	৩
তথা হইতে আলিকদম	৫	৩
তথা হইতে কুকরাজ	৫	৩

সন ১৮৭১ সালের ৩০ এ নবেম্বর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	৩	৯

বহরমপুর ৩০ এ নবেম্বর ১৮৭১ } ই, এইচ উইক সি, ই, একজিকিউটিবইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কলিকাতা ১০

শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর কলিকাতা ১০

* * সর্ব্বানন্দ মজুমদার—কলিকাতা ৫৷৹

* * লালমোহন সরকার—টাকি ১০

* * ঈশানচন্দ্র দত্ত—বনগ্রাম ৫৷৹

* * রাজকুমার মুখোপাধ্যায়—ত্রিহুত ৫৷৹

* * দীননাথ পাল—নূতনচিলমারি ১০

* * কিঙ্কুসিংহরায়—রঙ্গপুর ১০

* * বিমলচন্দ্র অধিকারী—আশাম ১০

* * যদুনাথ মুখোপাধ্যায়—মত্ত ১০

* * মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হামিরপুর ৫৷৹

* মুন্সিমোলামআলী চৌধুরী—মাদারিপুর ১০

সেক্রেটারি পেসোয়ার রিডিংরুম ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা। মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৷৹ ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা। ছয় মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

মোগলাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মোগলাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৮ খ ভাগ। ৫ সংখ্যা।

" প্রবক্তনাং প্রজ্ঞানিধিনায় পার্থিবঃ সরস্বতী অসিমন্বতী ন ভাষনা

এগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা
সন ১২৮১। ২৯ এ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭৪। 13 ই ডি.সম্বর।
মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

কাশীপুর গ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য আমি উদ্যোগী হইয়াছি, এই কথা বলিয়া কোন প্রতারক আমার নাম স্বাক্ষরিত কৃত্রিম পত্র লইয়া অনেক ধনী ও মান্য ব্যক্তির নিকট দান সংগ্রহ করিয়াছে ইহা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি এবং ঐ দুর্ব্বৃত্তের কোন প্রকার অনুসন্ধান করিতে না পারায় তাহার প্রতিবিধানে নিরুপায় হইয়া এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে যাঁহাদের নিকট উক্ত বিষয় উপলক্ষে যে কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া দান সংগ্রহ করিয়াছে অথবা তার কালে উপস্থিত হইবে তাঁহারা তাহার নাম ধাম জানিয়া আমাকে বিদিত করিলে বাধিত হইব ইতি।

শ্রীশিবচন্দ্রদেব।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত চরক সংহিতা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া মূল সংস্কৃতের সহিত ৮ পেজি ফর্ম্মার ৭ ফর্ম্মা করিয়া ক্রমশঃ খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাশ হইবে। সম্প্রতি প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, গুপ্ত প্রেসে হে গোলকুণ্ডের হরিঘোষের ষ্ট্রীটে ৭১ নম্বর ভবনে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ।০ আনা।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতা ৩২।১ নং বীডন ষ্ট্রীট স্কুলবুক প্রেসে বিক্রীত হইতেছে।

চাইলডস ফার্ষ্ট গ্রামার-এক্সস, লেখাম এডামস এবং বেনের মতানুসারে লিখিত, পি,সি সরকার প্রণীত মূল্য ।০ আনা।

নেটিব চাইলডস এরিথমেটিকাল টেবলস। ইহাতে ভারতবর্ষীয় এবং ইংরাজী ওজন মাপ ও মুদ্রার হিসাব আছে। পি, সি, সরকার দ্বারা প্রণীত মূল্য /- আনা।

কম্পানিয়ন টু দি আটলাস পি, সি, সরকার দ্বারা প্রণীত, মূল্য ৵ আনা।

ষ্টুডেণ্ট অব ইষ্টেম্পারেন্স প্রথম ভাগ। পি, সি, সরকার দ্বারা প্রণীত মূল্য ।০ আনা।

এলিমেণ্টারি হিষ্টরি অব বেঙ্গল। অনেক গুলি আধুনিক ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিদিগের জন্য। সকল অবস্থার ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য এই পুস্তকখানির পূর্ব্ব মূল্য ১৵ আনা হইতে কমাইয়া ৸০ আনা স্থির করা হইয়াছে।

অধিকসংখ্য পুস্তক একত্রে লইলে অধিক কমিসন দেওয়া যাইবে। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীতে, অন্যান্য পুস্তক বিক্রেতার দোকানে এবং সিয়ালদহ ষ্টেসনের দক্ষিণ বৈটকখানা মার্সেণ্টাইল মেস ৮০ নং বাটীতে প্রাপ্য মূল্য নগদ।

শুক্রিণী বান্ধব।

(১) গর্ভলক্ষণ; নানাবিধ পীড়ার সহিত গর্ভলক্ষণের প্রভেদ। (২) বিবিধ ব্যাধি জন্মিলে এবং শারীরিক বিকৃতিসত্ত্বে গর্ভ হইলে তাহা নষ্ট হয়, ইহার নিদান, লক্ষণ, সুচিকীর্ষ চিকিৎসা। (৩) আভিঘাতিক অর্থাৎ আঘাতাদির দ্বারা যে গর্ভ নষ্ট হয়, তন্নিবারণ। (৪) অনেক প্রকার শারীরিক বিকৃতি আছে, যাহাতে গর্ভ হইলে বা পূর্ণকাল পর্য্যন্ত থাকিলে প্রসূতির জীবন নষ্ট হয়; এই অবস্থায় অকাল জনন বা গর্ভস্রাব করিবার উপায়। (৫) নীচ লোকে যে যে দেশীয় ঔষধে আয়ুকৃত গর্ভ নষ্ট করে, তাহাদের উল্লেখ ও প্রয়োগ করিবার দ্বারা, এবং তদ্দ্বারা কি কি অনিষ্ট হয়, এবং তৎসম্বন্ধে রাজকীয় দণ্ডবিধি।

মূল্য ডাক মাশুল দ্বারা স্থির, গ্রাহকশ্রেণীর প্রতি ।০ অনোধ প্রতি ৵ পুস্তক ছাপা সমাধা হইলে গ্রাহকশ্রেণীর নাম গ্রাহ্য হইবে না।

কান্দী জেলা মুরসিদাবাদ } শ্রীহরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এণ্ড কোং।

সে কাল আর একাল।

শ্রীজগন্নারায়ণ বসুর দ্বারা প্রণীত, পরম বিনোদজনক অথচ উপদেশগর্ভ প্রস্তাব। আদি ব্রাহ্মসমাজে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং ক্যানিং লাইব্রেরীতে প্রাপ্য। মূল্য ।০ আনা ডাকমাশুল /০ আনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় এণীত পাটীগণিত (সম্পূর্ণ ১ইয়া) টাকা ১৵ শুভঙ্কর মূলক মানসাঙ্ক বা "বাজার হিসাব" ।৵০ ধারাপাত নিয়ম ও মন্তব্য সমেত /০ মূল্যে

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে।

—•—

শব্দরত্নাবলি অভিধান ২য় সংস্করণ।

এবারে ধাতু প্রকৃতি প্রত্যয় সমাস প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে, অনেক নূতন শব্দ সংযোজিত হইয়াছে এবং যে যে স্থানে ভুল ছিল, তৎসমুদয়ের সংশোধন করা গিয়াছে। পুস্তকের কলেবর প্রায় দেড় গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। আট পেজী ফর্ম্মার ৯১৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য চারি টাকা। বিদেশীয় গ্রাহক দিগের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, স্কুল-বুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে, কলুটোলা সন্তারাম বসাকের লেন ১ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং পাবনা, মর্ম্মালয়ে আমার নিকট পুস্তক বিক্রীত হইয়া থাকে।

পাবনা মন্মালয় } শ্রীশ্যামাচরণ
২৫ এ কার্ত্তিক ১২৮১ } চট্টোপাধ্যায়

মনুসংহিতা, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি ফারম ৴৷৹ অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সভাযন্ত্র।

—•—

গর্ভিণী বান্ধব

নামক মহৌষধ গর্ভিণীদিগের সকল অবস্থায় সুখদ অতএব অবশ্য সেব্য।

এই মহৌষধ সুশ্রুত সংহিতার উক্ত এবং অন্যান্য পূর্ব্ব আর্য্যগণ দ্বারা পরিপালনানুভূত। ইহা নিজ আশ্চর্য্য প্রভাবে গর্ভিণীর প্রাণ-সঙ্কটাবস্থাতেও সেবিত হইলে ৪ চারি প্রহর মধ্যে বেদনা ও রক্তস্রাবাদি শান্তি করিয়া প্রাণপ্রদ হয়। এ প্রদেশে ইহার অসাধারণ শক্তি বিদিত আছে।

এক বাক্সে ১ সপ্তাহ করিয়া ২ টী কৌটা থাকিবে। ১ টী উৎকট বেদনা ও রক্ত স্রাব নিবারক। দ্বিতীয়টী অব কাশ গ্রহণী শোথাদি রোগোপশ্রব নিবারক।

এক বাক্সের মূল্য সাং ডাকমাশুল ৷৷৹ মাত্র। এক প্রকারের ১ কৌটা লইলে ৷৷৹ টাকা। ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র থাকিবে।

শ্রীভুজবিহারী কবিরাজ।
সংস্কৃতঔষধালয়।
লক্ষ্মীচবুতরা—বনারস।

—•—

"বংশ রত্নাকর" নামক বটী।

জনৈক ভোটীয় সিদ্ধ যোগাচারী জটিল মহাত্মার সুচিরানুভূত বয়স মহৌষধ। ক্ষতু স্থান গর্ভস্থান প্রভৃতি বৈগুণ্যে যে বন্ধ্যত্বাদি নানা দোষ ঘটে তাহা এতৎ সেবনে অবশ্যই তিরোহিত হয়। ৩ সপ্তাহের ঔষধের মূল্য সাং ডাক মাশুল একুনে ১০ টাকা মাত্র। গর্ভসম্ভবে চির প্রয়াস ও শ্রমের সাফল্য হইবে তখন মাত্র যথাযুক্ত পুরস্কারের প্রত্যাশা বলবতী রহিল।

শ্রীভৈরবী গোসাঁই
কাশী ভৈরবনাথ।

—•—

সুশ্রুত।

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা পটোলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি খণ্ড ৴৹ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—•—

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	৷৹	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৴০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৴০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাশুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। যাতনা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

২৯ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

ভারতবর্ষ ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা থাকাতে ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতির যে পরিমাণে উপকার লাভ হয়, ভারতবর্ষের তদপেক্ষা শতগুণ অধিক উপকার লাভ হইয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতির গবর্ণমেণ্টে প্রজার প্রভুত্ব আছে। ঐ ঐ রাজ্য সভাসভা দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে। সভায় প্রজার প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি অন্যায় করেন, অন্যায় আইন হয়, অথবা প্রজার অন্য প্রকার দুঃখ উপস্থিত হয়, প্রতিনিধিগণ সভায় সেই সেই বিষয়ের বাদানুবাদ ও আন্দোলন করিয়া তাহার প্রতীকার করিয়া লন। ভারতবর্ষে সেরূপ শাসন প্রণালী নাই, সেরূপ সভা নাই, প্রজার প্রভুত্ব নাই, প্রজার সেরূপ প্রতিনিধি নাই। এখানকার অন্যায় প্রতীকারের একমাত্র উপায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা। এদেশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রগুলি অন্যান্য প্রজাদিগের মুখ স্বরূপ। অন্যায় আইন হউক, অত্যাচার হউক, অন্য প্রকার দুঃখ উপস্থিত হউক, প্রজারা ঐ মুখরূপ মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা তাহা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া থাকে। মহোদয় সর চারলস মেটকাফ সাহেব অল্প দিনের নিমিত্ত গবর্ণর জেনরল হইয়া ভারতবর্ষের এই অনল্প উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। ১৮৩৫ অব্দে এই অত্যুপকার অনুষ্ঠান হয়। কত আঠার শত বৎসর এই

অক্ষয়কীর্ত্তি যে বহন করিবে, তাহা বলা যায় না।

অত্যাচারপ্রিয় ইউরোপীয়েরা এই স্বাধীনতাকে শলাস্বরূপ জ্ঞান করেন। সেই হেতু তাঁহারা এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টার ত্রুটি করেন না। তাঁহারা এদেশীয় সম্পাদকদিগকে বিদ্রোহী বলুন, গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ বলুন, আর অসভ্য বলুন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ও এদেশীয় সমাচারপত্র সম্পাদকদিগের যথার্থবাদিতা নিবন্ধন ভারতবর্ষের অনেকগুলি মহোপকার সাধিত হইয়াছে। অদ্য আমরা অন্যতর একটীর উল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম। সেটী এই-ইউরোপীয়দিগের অত্যাচারের প্রতিবিধানের উপায়বিধান। এদেশে ইংরাজ জাতির অধিকার হইবার পর অবধিলার্ড মেয়োর অধিকারকাল পর্য্যন্ত অদ্যতন গবর্ণমেণ্ট এখানকার ইউরোপীয়দিগকে আইনের এক প্রকার অগম্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। এদেশীয়দিগের এক আদালতে ও ইউরোপীয়দিগের অন্য আদালতে বিচার হইত। ইউরোপীয় জুরিদিগের অনুগ্রহে ইউরোপীয় অপরাধীরা প্রায়ই নিষ্কৃতি পাইত। এদেশীয় সম্পাদকেরা এনিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বদা উত্তেজনা করিতেন। সেই তীব্রতর উত্তেজনা রাজপুরুষদিগের নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা ঐ পক্ষপাত দোষের প্রতীকারে মনোনিবেশ করিলেন। ক্রমে নূতন ফৌজদারী আইনের (১৮৭২ অব্দের ১০ আইনের) সৃষ্টি হইয়া উঠিল। ইউরোপীয় মাজিষ্ট্রেটেরা (দেশীয় বিচারপতিরা এখনও অধিকার পান নাই) ইউরোপীয় অপরাধির বিচারে অধিকার পাইলেন। কিন্তু ঐ অধিকার অত্যাচারপ্রিয় ইউরোপীয়দিগের হৃদয়শল্য হইয়া উঠিয়াছে। পালমাল গেজেটের একজন পত্রপ্রেরক মিয়ার্সের মকদ্দমা প্রসঙ্গ করিয়া কেবল বিচারের নয় ক্রিকেন সাহেবের সঙ্কলিত আইন পদ্ধতিরও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ক্রিকেন সাহেব তদুত্তরে বলেন "আমি স্বচক্ষে দর্শন ও স্বকর্ণে শ্রবণ প্রভৃতি অনেকবিধ প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিয়াছি, ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দিগকে আইনের অগম্য করিয়া রাখিবার এই ফল ফলিয়াছে যে ভারত বাসীয়দিগের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা ও ইংরাজ নাম কলঙ্কিত করা হইতেছে।"

রাজপুরুষদিগের যে এই সংস্কার জন্মিয়াছে, এটী কেবল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ও এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের যত্নের ফল। এদেশীয় সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা যদি চীৎকার না করিতেন, রাজপুরুষদিগের উল্লিখিত প্রকার সংস্কার জন্মিত না। নূতন ফৌজদারী আইনেরও সৃষ্টি হইত না। মাজিষ্ট্রেটেরাও এদেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়ের তুল্যরূপে বিচার কার্য্যে অধিকারী হইতেন না।

আইন ও আদালত এদেশীয়দিগের নিমিত্ত হউক, আইনে ইউরোপীয়দিগকে স্পর্শ করিতে না পারে, অদ্যতন ইউরোপীয়দিগের এই ইচ্ছা। কিন্তু কেবল এক মাত্র আইনের সংশোধন চেষ্টাদ্বারা সে অভীষ্টসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। সে মনোরথ পূর্ণ করিতে হইলে এদেশীয়দিগের ইংরাজীশিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করিয়া মুখবন্ধ করিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত॥ এদেশীয়েরা ইংরাজী শিখিলে অন্যায় দেখিলে মুখর ভাব অবলম্বন ও নানা প্রকার উত্তেজনা করিবেন। অন্যায়ে যাহাদিগের ভয় ও লজ্জা আছে, তাঁহারা কখন তাহা সহ্য করিতে পারিবেন না। সুতরাংই তাঁহাদিগের পক্ষপাত দোষের প্রশমন চেষ্টা পাইতে হইবে।

—:০:—

কর্ম্মচারির চিহ্নিত ও অচিহ্নিত প্রভেদ করা আর উচিত নয়।

ইংরাজ জাতির মুখে অপক্ষপাত অপক্ষপাত এই শব্দ নিরন্তর শ্রবণ করিয়া আমাদিগের এমনি কদর্য্য অভ্যাস হইয়া উঠিয়াছে যে, যে বাক্যে পক্ষপাতের নাম গন্ধ থাকে, তাহা নিতান্ত অরুচিকর হইয়া উঠে। পক্ষপাত অন্ত স্তরে গুপ্ত ভাবে আছে কি না ইহার অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বেই কর্ম্মচারির চিহ্নিত ও অচিহ্নিত এই দুটী বিশেষণ শব্দ শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিবামাত্র বোধ হয় সিবিল সার্ব্বিস ব্যবস্থাটী পক্ষপাত দ্বারা একান্ত দূষিত। এক্ষণে পরীক্ষা করিয়া সিবিল সর্ব্বাণ্ট নিয়োজিত করা হইতেছে, অতএব তাহাতে পক্ষপাতের সম্ভাবনা কি? অনেকে এই কথা বলিবেন। যদি তাঁহারা অনুধাবন করিয়া দেখেন দেখিতে পাইবেন সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা প্রথাটী কেবল এক পক্ষপাতের নয় বহু দোষের আকর।

সিবিল সার্ব্বিস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৃষ্টি। তাঁহারা আপনাদিগের আত্মীয় স্বজনকে মনোনীত করিয়া আপনাদিগের কর্ম্ম সম্পাদনার্থে প্রেরণ করিতেন। অন্য লোকের তাহাতে প্রবেশাধিকার ছিল না। ক্রমে কোম্পানির রাজ্য বিস্তৃত হইয়া উঠিল। [illegible] বৃদ্ধি হইল, সেই সঙ্গে নিবন্ধন একটী পদেরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যাহাতে লাভ থাকে এমন কোন দীর্ঘ কাল লোকের উপেক্ষিত থাকে না। ক্রমে ঐ সকল পদে লোকের লোভ জন্মিল। লোভ জন্মিবার বিশেষ কারণ

এই, যাঁহারা সিবিল সর্ব্বীণ্ট হইয়া এদেশে আসিতেন, তাঁহারা এখানে নবাবের ন্যায় থাকিতেন এবং স্বদেশ গমন কালে অতুল ঐশ্বর্য লইয়া যাইতেন। ইহা দেখিয়া শুনিয়া লোকে মোহাবলম্বী হইয়া থাকিবে, ইহা সম্ভাবিত নহে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পক্ষপাত করিতেছেন, চতুর্দ্দিকে এই চীৎকার শব্দ উত্থিত হইল। প্রধান রাজপুরুষেরাও এই পক্ষপাতের প্রতীকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। পরীক্ষা প্রথাটী সেই পক্ষপাত প্রতীকারের প্রধানতম উপায় বলিয়া অবধারিত হইল।

এখন পাঠকগণ একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই পরীক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে উল্লিখিত পক্ষপাত দূরীভূত হইয়াছে কি না? সহজ বুদ্ধিতেই ত এই বুঝা যাইতেছে, যখন পরীক্ষা করিয়া কতকগুলিকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লওয়া হইতেছে, তখনই উহাতে পক্ষপাতের পরিচয় হইতেছে। পরীক্ষোত্তীর্ণ যে সকল ব্যক্তি চিহ্নিত এই বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করিতেছেন, অচিহ্নিত বলে তাঁহাদিগের অপেক্ষায় অনেক উপযুক্ত লোক আছেন, তাঁহারা পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য উচ্চতর পদগুলির লাভে বঞ্চিত রহিতেছেন। এটী পক্ষপাতের পরিচয় নয়?

কর্ম্মচারির চিহ্নিত ও অচিহ্নিত পক্ষপাতসূচক এ দুটী বিশেষণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৃষ্ট। সে কোম্পানির লোপ হইয়াছে। তবে তাঁহাদিগের পক্ষপাত চিহ্ন আর থাকে কেন? নিমিত্তের অভাবে নৈমিত্তিকের অভাব হয়, বৈয়াকরণদিগের একটী ন্যায় আছে। চিহ্নিত অচিহ্নিত এ প্রভেদ রহিত হউক, পরীক্ষার প্রথা উঠিয়া যাউক এবং এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হউক যে, ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়া যাঁহারা অজ্ঞ লোকদিগের আচার ব্যবহার ও মনের ভাব প্রভৃতি সুক্ষ্মরূপে অবগত হইবেন এবং কার্য্যে আপনাদিগের যোগ্যতার সবিশেষ পরিচয় দানে সমর্থ হইবেন, তাঁহারাই ইদানীন্তন সিবিল সার্ব্বীণ্টদিগের প্রাপ্য পদগুলি পাইবেন। তাহাতে হিন্দু মুসলমান ইংরাজ ফরাসী শ্বেত কৃষ্ণ বলিয়া বিবেচনা থাকিবে না। এ প্রথা হইলে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা প্রথা থাকাতে ভারতবর্ষের যে অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা দূরগত হইবে, গুণের পুরস্কার হইবে এবং যোগ্যপাত্রে কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়া ভারতবর্ষের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিবে।

পরীক্ষা প্রথা থাকাতে ভারতবর্ষের অল্প অনিষ্ট হইতেছে না। যাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন, তাঁহাদিগকে বালক বলিলে হয়; তাঁহাদিগের তখন বুদ্ধির পরিণাম হয় না। তাঁহারা তৎকালে বিষম কার্য্যে অভিষিক্ত হইতে সমর্থ হন না। আমলাদিগের ক্রীড়নক স্বরূপ হইয়া উঠেন। অনেকের আমলাদিগের বাতাস লাগিয়া চরিত্রদোষ ঘটিয়া উঠে শেষে তাঁহারা রঙ্গপুরের লিবিন সাহেব হইয়া উঠেন।

ভারতবর্ষীয়দিগের স্বশাসন ক্ষমতা।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক জর্জ্জ সিপ সাহেব ডেলি রিবিউর সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এডিনবর্গের লোকেরা এই উপলক্ষে সভা করিয়া তাঁহাকে এক ভোজ দেন। ঐ সময়ে সভাপতি তাঁহার প্রশংসা করিয়া এক বক্তৃতা করেন। তিনি তাহার প্রত্যুত্তর দান কালে এক স্থলে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অগত্যা স্বেচ্ছাচারিতা ভাব গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা আপনারা আপনাদিগের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া যে সেই স্বেচ্ছাচারিতার দমন করিবেন, সে সম্ভাবনা অল্প। এ বিষয়ে তাঁহাদিগের মন্দ ও মন্থর উন্নতি দর্শন করিয়া হতাশ হইতে হয়।

স্মিথ সাহেবের এ আক্ষেপ বাক্য গুলি অমূলক নয়। কিন্তু আমাদিগেরও আক্ষেপ এই, যে মূল অবলম্বন করিয়া লোকের আত্মশাসন ক্ষমতা জন্মে, তাহাতে যে আঘাত করা হইয়াছে, তিনি তাহার উল্লেখে বিমুখ হইয়াছেন। সে মূল স্বাধীনতা। গবর্ণমেণ্ট শাসন কার্য্যের কোন অংশেই এদেশীয়দিগের স্বাধীনতা দান করেন নাই। কথায় বলা হয়, মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কাজে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। মাজিষ্ট্রেটেরা মফস্বলের মিউনিসিপালিটীর সভাপতি। তাঁহাদিগের ইচ্ছা ও মতানুসারে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হয়। এদেশীয় সভ্যগণ কেবল সাক্ষী গোপাল হইয়া বসিয়া থাকেন। স্বাধীনতা রস সেক ব্যতিরেকে সদ্‌গুণের বীজ অঙ্কুরিত অথবা পুনর্জ্জীবিত হয় না।

এদেশীয়দিগকে আত্মশাসনক্ষম দর্শন করিবার রাজপুরুষদিগের যদি আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, ভারতবর্ষের শাসন কার্য্যে ইহাদিগের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার দিন। স্বল্পকাল মধ্যে দেখিতে পাইবেন, এদেশীয়েরা কেমন উন্নতি লাভ করেন। এখানে যদি ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতির ন্যায় এক একটী সভা হয়, তাহাতে প্রজার প্রভুত্ব থাকে, এবং প্রজার প্রতিনিধি তথায় প্রেরিত হয়, কেবল যে এদেশীয়দিগের অভূতপূর্ব্ব উন্নতিলাভ হয় এরূপ নয় গবর্ণমেণ্টেরও বিশিষ্ট লাভ হয় সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্টের যে সকল অপব্যয় আছে, তাহার নিবারণ হইবে এবং আর যত

প্রকার অন্যায় অত্যাচার ও অবিচার প্রভৃতি দূর হয়, তাহাও সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে।

—০—

রোডসেসের রাস্তা।

" তেলা মাথায় তেল দেওয়া সহজ, রুক্ষ মাথায় তেল দেওয়া কঠিন " এদেশে এই চির প্রবাদ আছে। যাহাদিগের অল্প ব্যয়ে অধিক যশোলাভের আবশ্যক আছে, সেই চতুর ব্যক্তিরাই তেলা মাথায় তেল দিয়া থাকে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে রোডসেসের টাকা রাস্তায় ব্যয় করিতেছেন, তাহা দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, তাঁহাদিগের তেলা মাথায় তেল দেওয়া হইতেছে। গ্রামের মধ্যে যে সকল ভাল রাস্তা বা পথ আছে, তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ মৃত্তিকা দিয়া তাঁহারা কথঞ্চিৎ শুদ্ধ হইতেছেন। লোকে জানিল গবর্ণমেণ্ট যেমন রোডসেস লইয়াছেন, তেমন রাস্তা করিয়া দিলেন, অথচ অল্প ব্যয়ে কাজ সারা হইল। কিন্তু যেখানে রাস্তা নাই, কিম্বা রাস্তা সংস্কারবিরহে একান্ত অগম্য হইয়া উঠিয়াছে, আমাদিগের রাজকর্ম্মচারিদিগের সে দিকে দৃষ্টি নাই। উহাঁরা রুক্ষ মাথায় তেল দিতে চান না। কিন্তু যাঁহাদিগের দয়া অধিক, পরোপকার করিবার আন্তরিক ইচ্ছা আছে, তাঁহারা রুক্ষ মাথাতেই তৈল দেন। কৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে উপদেশ দেন, এই ভাবেই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়
মাপ্রযচ্ছেশ্বরে ধনং।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং
নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥

অর্জ্জুন। তুমি দরিদ্র ব্যক্তিকে প্রতিপালন কর, ধনবানকে ধন দিওনা। রোগীরই ঔষধের প্রয়োজন, নীরোগের ঔষধে প্রয়োজন কি?

যে স্থানের লোকের নূতন রাস্তা করিবার অথবা পুরাতন রাস্তা মেরামত করিবার ক্ষমতা নাই, গবর্ণমেণ্টের সেই স্থানেই রোডসেস ব্যয় করা কর্ত্তব্য হয়। যেখানকার লোকে আপনাদিগের রাস্তা আপনারা মেরামত করিতে পারে, সেখানে রোডসেসের টাকা ব্যয় করিবার প্রয়োজন কি? গল্প আছে, দরাপ খাঁ হিন্দু ধর্ম্মে মতি হয়। তিনি গঙ্গার এই স্তব করিয়াছিলেন:—

ত্বয়ধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স হরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্বং।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদপি তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বং॥

অয়ি তনয়ে গঙ্গে! যদি তুমি পুণ্যবানকে উদ্ধার কর, তাহাতে তোমার মহত্ত্ব নাই, সে নিজ পুণ্য বলেই উদ্ধার হয়। যদি তুমি গতিবিহীন পাপী আমাকে উদ্ধার কর, তাহা হইলেই তোমার মহত্ত্ব, আর সেই মহত্ত্বই মহত্ত্ব।

অদ্য আমরা যে দুটী রাস্তার প্রস্তাব করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে তাহাতে দৃষ্টিক্ষেপ করেন, এই আমাদিগের অনুরোধ। উহার একটী পুরাতন ও একটী নূতন। পুরাতনটী আমাদিগের বালগ্রামের সন্নিহিত কোদালিয়া গ্রাম হইতে বরাবর পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া শ্রীরামপুর মঙ্কবপুর প্রভৃতি গ্রামের দিকে গিয়াছে। প্রায় ৫০ বৎসর হইল, শ্রীরামপুরের মতিউল্লা সরদার উহা প্রস্তুত করিয়া যান। উহা মতিউল্লার জাঙ্গাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার পর আর কেহ উহাতে মৃত্তিকাও দান করেন নাই। এক্ষণে উহার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে। অনেক স্থানে রাস্তার চিহ্নও নাই। বর্ষাকালে লোকের কষ্টের পরিসীমা থাকে না। রাস্তাটী ধান্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গিয়াছে। তাহাতে যাও যাতে গমনশীল ব্যক্তিদিগকে কোন স্থানে এক উরু কোন স্থানে এক কোমর এইরূপ জল ভাঙ্গিয়া যাইতে হয়। মতি উল্লা স্বয়ং এই কষ্ট ভোগ করিয়া ও লোকের কষ্ট দেখিয়া ঐ রাস্তাটী বাঁধিয়া দেন। কিন্তু উহা সংস্কার বিরহে এক্ষণে পূর্ব্বের অপেক্ষাও অধিকতর কষ্টদায়ক হইয়াছে।

দ্বিতীয় রাস্তাটী নূতন করিতে হইবে। আমাদিগের বালগ্রামের উত্তরাংশ দিয়া বরাবর নথুরাপুর প্রভৃতি গ্রামের দিকে লইয়া যাইতে হইবে। বর্ষা কালে নথুরাপুর প্রভৃতি গ্রামের লোকের যে কষ্ট হয়, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। রোডসেস লওয়া হইতেছে বলিয়া যদি রাস্তা করিতে হয়, আমরা যে দুটী রাস্তার প্রস্তাব করিলাম ঐ দুটী অগ্রে করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। দুটী রাস্তাই ধান্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইবে। ধান্য ক্ষেত্রই রোডসেসের উৎপত্তি স্থান। যাহারা রোডসেসের অধিকাংশ দিতেছে, তাহারা যে রাস্তা ব্যতিরেকে কষ্ট পায়, ইহা সঙ্গত হয় না।

এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই, রাস্তার মাটির কাজ করিবার সময় হইয়া আসিল। ধান্য কাটা হইতেছে। ধান্য কাটা শেষ হইলে মজুর ও সস্তা হইবে এই বেলা গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগ করুন।

—০—

অদ্ভুত সিদ্ধান্ত।

আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, কোন এক অজ্ঞ ব্যক্তি স্বার্থের অনুরোধে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক ব্যক্তিকে সুশিক্ষিত বলিয়া কোন ইংরাজের নিকটে পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে ইংলিশম্যান সম্পাদক সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন যে এদেশীয়েরা প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিকেই সুশিক্ষিত জ্ঞান করিয়া থাকেন। এদেশীয়েরা প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিকে সুশিক্ষিত জ্ঞান করেন, এই আমরা ইংলিশম্যান সম্পাদ

কের মুখে নূতন শুনিলাম। আমাদিগের পাঠকগণও ইংলিশমানের এই সিদ্ধান্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। অনেকের সিদ্ধান্ত আছে, ইন্দ্রের ঐরাবতে সমুদ্র হইতে জল তুলিয়া ছড়াইয়া দেয়, তাহাতে বৃষ্টি হয়। বালকদিগের সিদ্ধান্ত আছে, চন্দ্র তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া যায়। ইংলিশমান সম্পাদকের উল্লিখিত সিদ্ধান্তও ঐরূপ উপহাসকর। সবিশেষ না জানিয়া দুই একটী উদাহরণ দেখিয়া অথবা দুই একজনের বাক্য শুনিয়া কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করিতে গেলে প্রায়ই ঐরূপ অদ্ভুত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয়েরা এইরূপ অপসিদ্ধান্তে সচরাচর উপনীত হইয়া থাকেন। এক জনের সরকার জুলাচুরি করিল, তাহাতে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত হইল, ভারতবর্ষীয়েরা জুয়াচোর। একজন কম্পোজিটর ভুল করিল, তাহাতে ইউরোপীয় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভারতবর্ষের বাবতীয় লোক মিথ্যাবাদী।

ইংলিশমানের উল্লিখিত প্রকার সিদ্ধান্ত হইবার একটী বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি টেম্পল বটক কলিকাতার কোন ইংরাজ স্কুলে অধ্যক্ষ ছাত্র দিগের পরীক্ষা লইয়াছিলেন, তাহাতে প্রায় সকল ছাত্রই নিতান্ত অজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তিনি ইহাদিগকে ক্লডবিধ বলিয়া মনে করেন। তাহাতেই আর তাঁহাকে ক্লাসে পড়াইতে চান না। এই সংস্কারবশতঃই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও যে ছাত্রদিগের ইংরাজী জ্ঞান জন্মে না, ইহা ডভিন্সবাসিদিগের সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তিনি এক বক্তৃতাও করেন। বোধ হয় অন্যান্য বিদ্যালয়ের টেম্পলেরও এ বিষয়ে ভ্রম জন্মিয়াছে; ডভিন্সবাসিরা অতিশয় দরিদ্র; তাহারা অতি কষ্টে প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক পর্য্যন্ত পাঠ করে। তাহার পর আর বায় কুলাইয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং পড়া শুনায় ক্ষান্ত হয়। আমরা বাঙ্গলা দেশেই দেখিতে পাই, অধিকাংশ বালক সঙ্গতি নাই বলিয়া প্রবেশিকার পর আর পড়া শুনা করিতে পারে না। বি, এ, প্রভৃতির পরীক্ষার্থির সহিত প্রবেশিকার পরীক্ষার্থির তারতম্য করিলেই সুস্পষ্টরূপে ইহা সপ্রমাণ হয়।

বৃদ্ধ শাতাতপের একটী বচন আছে—

অবুধা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং বদন্তি যে।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পূতস্তৎ পাপং তেষুগচ্ছতি।

ধর্ম্মশাস্ত্র না জানিয়া যাহারা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেয়, পাপী পবিত্র হয়, তাহার পাপ সেই সকল ব্যক্তিতে গমন করে।

ইহার তাৎপর্য্য এই, বিশেষ না জানিয়া ব্যবস্থা দিতে গেলে ঠিক হয় না। তাহাতে কর্ম্ম পণ্ড হয় ও নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটে। উপস্থিত বিষয়ে অনিষ্ট এই, আমাদিগের প্রতি আরো পিত ঐ ক্ষুদ্রাশয়তা দেখিয়া সভ্যজনপদবাসিদিগের মনে অশ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। কেবল এই মাত্র অনিষ্ট নয়, বিধাতার ন্যায় প্রধান রাজপুরুষদিগের মনে এরূপ ভাবের উদয় হওয়াও অসম্ভাবিত নয়, যখন ইহারা অল্পে সন্তুষ্ট তখন আর ইহাদিগের নিমিত্ত অধিক যত্ন ও অধিক ব্যয় স্বীকারের প্রয়োজন নাই।

সম্পদা সন্নিয়ন্ত্যাত্তবতি স্বল্পয়াপি হয়ঃ।
কৃতকৃত্যোবিধির্মন্যে ন বর্দ্ধয়তি তস্য তাং॥

যে ব্যক্তি স্বল্প সম্পত্তিতে সুস্থির হয়, বিধাতা নিশ্চিন্ত হন আর তাহার সম্পত্তি বাড়ান না।

চরক সংহিতা (১)। একদা এদেশে বেদাদি শাস্ত্রের ন্যায় চিকিৎসাশাস্ত্রও বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। শাস্ত্রকারেরা যে অষ্টাদশ বিদ্যার গণনা করিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদ তাহার অন্যতর। বিষ্ণুপুরাণ ঐ অষ্টাদশ বিদ্যার এইরূপ গণনা করিয়াছেন।

" অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো
মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ
বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ।
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো
গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ
বিদ্যাহ্যষ্টাদশৈব তাঃ।"

অনেক তত্ত্বদর্শী বহুজ্ঞ ব্যক্তি চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি কল্পে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। উহাদিগের দ্বারা রোগের নিদান নির্ণয়, চিকিৎসা পদ্ধতি প্রণয়ন, দ্রব্য গুণের অনুসন্ধান ও নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়াদি চিকিৎসাসংক্রান্ত নানা কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। চরক সংহিতা যেরূপে আরব্ধ করা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই পাঠকগণ ইহার যাথার্থ্য বিষয়ে নিঃসন্দিহান হইবেন। আমরা রামাচরণ বাবুর কৃত চরকসংহিতার প্রারম্ভের কিয়দংশ অনুবাদ এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

" প্রথমতঃ অগ্নিবেশ ঋষি মানসিক মঙ্গলাচরণ করিয়া শিষ্যশিক্ষার্থ প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভেই অথ শব্দোচ্চারণ রূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। এই জগতে লোকব্যবহারই মুক্তি প্রাধনীয় কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে মুক্তি বিষয়ে আরোগ্যের প্রাধান্য এবং দীর্ঘজীবনই আয়ুর্ব্বেদের প্রধান উদ্দেশ্য, তন্নিমিত্ত এই ১ম দীর্ঘজীবিতীয় অধ্যায় প্রথমেই বিন্যাস করিয়াছেন। দীর্ঘজীবন সম্বন্ধীয় মন্ত্রের অর্থ স্পষ্টরূপে করিব; যাহা ভগবান্ আত্রেয় মুনি কহিয়াছেন।

---

(১) শ্রীযুক্ত রামাচরণ বাচাই প্রণীত ও ৺ কাশী মীরজাপুরস্থ নিজ গুপ্তযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ॥০ আট আনা।

মহারাজ ভরদ্বাজমুনি দেবরাজ ইন্দ্রকে সকলের রক্ষাকর্ত্তা জানিয়া দীর্ঘায়ুঃ কামনায় তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। প্রথম ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যথা কথিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সম্পূর্ণ রূপে দক্ষ প্রজাপতি অধ্যয়ন দ্বারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহা হইতে অশ্বিনী কুমার অধ্যয়ন করেন। অশ্বিনী কুমার হইতে অমরেন্দ্র প্রাপ্ত হন। এই জন্য ঋষি শ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজমুনি ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন।

যৎকালে রোগ সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া তপোধ্যয়ননিরত, উপবাসপর ব্রহ্মচর্য্যপরতন্ত্র দেহিগণের বিঘ্নোৎপাদন করিতে লাগিল, তৎকালে পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া লোকহিত কামনায় পরম পবিত্র হিমালয়ের একদেশে উপনীত হইলেন।

অনন্তর সেই ব্রহ্মজ্ঞান নিশ্চিন্তস্বরূপ তপঃ প্রভাব প্রদীপ্ত, আহূত অগ্নি প্রতিম অঙ্গিরা প্রভৃতি (যমদগ্নি বশিষ্ঠ কশ্যপ ভৃগু অত্রির গৌতম শঙ্খ পুলস্ত্য নারদ অসিত অগস্ত্য মার্কণ্ডেয় আশ্বলায়ন পারিক্ষি ভিক্ষু আত্রেয় ভরদ্বাজ কপিঞ্জল বিশ্বামিত্র আশ্বরথ্য ভাগব চ্যবন আভিষেণি গার্গ শাণ্ডিল্য কৌণ্ডিন্য অক্ষি দেবল গালব পারাশর্য্য বৈজবাপি কুশিক বাদরায়ণ বড়িশ শরলোমা কাপ্য কাত্যায়ন কাঙ্কায়ন কৈকশেয় সৌম্য মারীচি কাশ্যপ সর্ব্বাক্ষ হিরণ্যাক্ষ লোকাক্ষ পৌষ্কি শৌনক শালুকেয় মৈত্রেয় মৈমতায়নি বৈনেয় বাধিমুখ্য) মহর্ষিগণ তথায় সুখোপবিষ্ট হইয়া এই পবিত্র কথার প্রস্তাবে প্রবৃত্ত হইলেন, যে স্বাস্থ্যই ধর্ম্ম অর্থ কামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গের প্রধান কারণ এবং রোগই জীবন ও সুখের অপহারী হইয়া ইহাই মানব মণ্ডলীর মহান্ অনর্থকর হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে ইহার শান্তির উপায় কি? এই চিন্তায় অল্পকাল মগ্ন হইয়া মহামতি ইন্দ্রকেই ইহার যথার্থ প্রতিকর্ত্তা বলিয়া অবধারণ করিলেন এবং তিনিই ইহার শান্তি উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

এককালে চিকিৎসা শাস্ত্রে কতকগুলি এমন সকল লোক জন্মিয়া গিয়াছেন যে তাঁহাদিগের নামে বোধ হয়ে প্রস্থান করিত। আজিও সেই ধন্বন্তরি প্রভৃতির নাম ঔষধ সেবন কালে গৃহীত হইয়া থাকে। আমাদিগের গল্প শুনা আছে পূর্ব্বে লক্ষ্মনামা এরূপ প্রসিদ্ধ অনেক বৈদ্য ছিলেন তাঁহারা দর্প করিয়া রোগীর এক অঙ্গের জ্বর ত্যাগ করাইতেন আর এক অঙ্গে জ্বর থাকিত। আজিও অনেক রোগে বৈদ্য শাস্ত্রোক্ত চিকিৎসার সমধিক উপযোগিতা লক্ষিত হইয়া থাকে।

রাজার উৎসাহ দান ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের উন্নতিলাভ হয় না, উন্নত বিষয়েরও লোপ হয়। আর্য্যদিগের রাজত্ব লোপ হইল সেই সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদেরও অধঃপতন উপস্থিত হইল। মুসলমানদিগের রাজত্ব হইল, হকিমী চিকিৎসা আরম্ভ হইল, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ রাজদ্বারে অনাদৃত হইল। মুসলমানদিগের অধিকার কালে ধনী ব্যক্তিদিগের যত্নে যে কিছু উন্নতি ছিল, ইংরাজদিগের অধিকারে তাহার হ্রাস হইয়া আসিল। এখন সমস্ত ইংরাজী চিকিৎসার প্রাদুর্ভাব ও ইংরাজী চিকিৎসা প্রচলিত। আর আমাদিগের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি লোকের তাদৃশ শ্রদ্ধা ও আদর নাই। কিন্তু আমাদিগের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রটী সমুদ্রতুল্য। উহার অভ্যন্তরে অনেক রত্ন আছে। সেগুলি অনাদর হেতু ক্রমে ক্রমে লুপ্তপ্রায় হইতেছে। সেগুলি উদ্ধৃত হইলে তার সংসারের পরম মঙ্গল হয় সন্দেহ নাই। সকলেই সেই উদ্ধার কার্য্যে ব্রতী হন, তাহা আমাদিগের কর্ত্তব্য [illegible] শাস্ত্রে বিশেষ [illegible] রাম চন্দ্র [illegible] দেখিয়া আমরা [illegible] গ্রাম্য অনুবাদটী মুদ্রিত অনুবাদটী অতি প্রয়োজন হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদিগের একটী প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা হইল। এদেশে এক্ষণে যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ সুচিকিৎসক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগের দেশের ইংরাজী চিকিৎসাশাস্ত্রে বুৎপন্ন ব্যক্তিদিগের সহিত মিলিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হউন। উভয় দলে মিলিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত সমুদায় ঔষধের গুণ পরীক্ষা করুন। যে সমস্ত ঔষধ এক্ষণকার সময়ের উপযোগী ও উপকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহা গৃহীত হউক, আর যেগুলি অনুপযোগী ও অনুপকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহা পরিত্যক্ত হউক। ইংরাজী ঔষধেরও কতক কতক বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত মাত্রার অনুযায়ী করিয়া গৃহীত হউক। তাহা হইলে আমাদিগের বোধ হইতেছে, আয়ুর্ব্বেদের যে দারুণ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহা অবিলম্বে ঘুচিয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

—:০:—

লাভ নক্ষত্রের আর একটী উদাহরণ।

স্ব স্ব শ্রেণিভেদের সিবিল ফণ্ড সর্ব্বসের নিয়মানুসারে এদেশীয় সিবিল সর্ব্বাণ্টদিগকে তাঁহাদিগের বিধবা স্ত্রী ও পুত্রগণের জন্য ফণ্ডে টাকা জমা দিবার অনধিকারী করা হইয়াছিল, কিন্তু মহানুভব গবর্ণর জেনরল সিবিল পেন্সন আইনে নিম্ন লিখিত ধারাটী সংযোজিত করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে সে অধিকার দিয়াছেন, তদনুসারে সিবিল সর্ব্বাণ্টের। যে কারণে যে নিয়মে এবং যে হিসাবে টাকা জমা দেন, তাঁহারাও সেই কারণে সেই নিয়মে এবং সেই হিসাবে [illegible] জন্য দিতে পারিবেন যাঁহারা বেঙ্গল সিবিল ফণ্ডে টাকা জমা দেন, তাঁহারা ও তাঁহাদের পরিবারবর্গ তাহা হইতে যে উপকার প্রাপ্ত হন, উক্ত ব্যক্তিরা ও তাঁহাদিগের পরিবার বর্গও গবর্ণমেণ্ট

হইতে সেই উপকার লাভ করিবেন। কিন্তু এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে যদি আবার বিবাহ করা হয়, সেই দ্বিতীয় স্ত্রী ও তাহার গর্ভজাত সন্তানের নিমিত্ত টাকা জমা দিলে গ্রহণ করা যাইবে না। এরূপ স্ত্রী ও সন্তান গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন পেন্সন পাইবে না।

এতদ্দ্বারা আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল মাননীয় লার্ড নর্থব্রুকের কেবল অপক্ষপাত রাজনীতিজ্ঞতার নয় ভারতবর্ষ হিতৈষিতারও পরিচয় হইতেছে কেমন সহ মীমাংসা হইল, সর্ব্ব সামঞ্জস্য হইল এবং অবিচার জনিত কলঙ্ক দূরীভূত হইল। ইহাতে ভারতবর্ষ হিতৈষিতার পরিচয় এই, এ ব্যবস্থাটী না হইলে এদেশীয় সিবিল সর্ব্বেণ্টেরা নিতান্ত অসন্তোষান্বিত হইতেন সন্দেহ নাই।

বিবিধ সংবাদ।

২২ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

সকলেই জানেন ফটোগ্রাফ লইতে হইলে সূর্য্যের আলোক আবশ্যক। সূর্য্যের আলোক ভিন্ন ফটোগ্রাফ লওয়া যায় না। কাল ও একপ্রকার আলোকের আবিষ্কার হইয়াছে, ইহাদ্বারা ফটোগ্রাফ লওয়া দিবা ও সূর্য্যালোকের তোয়াক্কা রাখিতে হয় না। বিজ্ঞান প্রভাবে ক্রমে ক্রমে কত নক্ষত্রের প্রয়োজন করিয়া আসিতেছে।

বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোনরূপ চিহ্ন স্থাপনের জন্য সেদিন আলবার্টে কয়েক জন দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একসভা করিয়া চাঁদা সংগ্রহার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক সভ্যশ্রেণীর [illegible] সম্বাদপত্র [illegible] করিয়াছে। কলিকাতা এডুকেসন গেজেট নামক একখানি সংবাদপত্রও [illegible] থাকিয়া প্রাণ ত্যাগ করে। একসেল্‌সর নামক সংবাদপত্র মাত্রেরই এরূপ অল্পায়ু হইবার কারণ কি?

১৭ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় ব্রহ্মদেশে উত্তম শস্য জন্মিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, ৪০ জন দ্বীপান্তর কারাদণ্ড প্রাপ্ত কয়েদী গত শুক্রবার লাহোর হইতে আন্দামান যাত্রা করে। যে পুলিস গার্ড তাহাদিগকে লইয়া আসিতেছিল, তাহার যত্নণায় দুই জন কয়েদী ট্রেণ হইতে পলায়ন করে। উপযুক্ত লোকের হস্তে কয়েদীদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হইয়াছিল।

কলিকাতার অফিসদিগের গত অধিবেশনে সভাপতি ডুমণ্ড হুক কুলীর তালিকা দিবে বার্ষিক ৩ জনা ধরিয়া তাহার শতকরা ৯ টাকা টাক্স লইবার প্রস্তাব করেন। রবার্টস সাহেব ৮৪০ টাকা লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, অবশেষে তাহাই স্থির হইয়াছে। রবার্টস সাহেব কিছু করপ্রদাতাদিগের অনুকূল।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের এইরূপ লোক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দু ১২৫।২৩১১, শিখ ১১৫০০০০, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী এবং জৈন ১৬৩৯২১১, আদিম বাসী ১১২৩২০০০, মুসলমান ৫০৮৪৪০৩৪ পারসী ৭০০০০, ইউরোপীয় খৃষ্টান ১১০৫১১ ফিরিঙ্গী ১১২৪০৯, দেশীয় খৃষ্টান ১২৪১৪১।

বোম্বাই ট্রামওয়ে কোম্পানি বিলক্ষণ লাভবান হওয়াতে ট্রামওয়ে বাড়াইবার জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। আমাদিগের কলিকাতার কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন কারণ কি?

রাজপুতনা রেলওয়ের আর এক অংশ আলওয়ার হইতে বাণ্ডিকুই পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। এক্ষণে আগ্রা ও দিল্লী হইতে একেবারে জয়পুর যাওয়া যাইবে।

গত শনিবার পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রবি শস্যের অবস্থা সন্তোষকর।

অদ্য বেলবিডিয়ারে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে আহ্বান করিবার জন্য যে এক সভা করিবেন, তাহাতে রাজা ভরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরকে বেসরাত দেওয়া হইবে।

বঙ্গদেশের অহিফেনের নয় বাক্সের বিক্রয়ে এবং মালওয়ার অহিফেন আট মাসের শুল্কে যেরূপ অনুমান করা হইয়াছিল তদপেক্ষা ৪০৩১৪৯০ টাকা অধিক সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশের অহিফেনে ২৯০১৮৪০ টাকা এবং মালওয়ার অহিফেনে ৩৪৪২৯৫০ টাকা হইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজা স্বীয় রাজ্যের লোক সংখ্যা গ্রহণের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিনি ঘোষণা দিয়াছেন, কেহ যদি এবিষয়ে সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা করিয়া সংখ্যা বলে তাহার তিন মাস কারাদণ্ড, অথবা ৫০ টাকা জরিমানা হইবে। রাজা একটী বুদ্ধির কাজ করিয়াছেন, সর্ব্বসাধারণের গোচর করিয়া দিয়াছেন, এই যে লোক সংখ্যা করা হইতেছে ইহা কোনরূপ নূতন টাক্স করিবার বা যে সকল টাক্স আছে, তাহা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে নহে। লোকের এ ভয় না থাকিলে প্রকৃত লোক সংখ্যা হইবার সম্ভাবনা আছে।

৩রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, সমুদায় তাঁহার বর্ষের শস্যের অবস্থা উত্তম। মান্দ্রাজের দক্ষিণ বিভাগে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। বোম্বাইয়ে রবি শস্যের অবস্থা ভাল, বিশেষতঃ সিন্ধুতে। বঙ্গদেশে অনেক ধান্য কাটা আরম্ভ হইয়াছে। এ ধান্য উত্তম জন্মিয়াছে। পঞ্জাবে বৃষ্টির অভাবের কথা শুনা যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে কোন অনিষ্টের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

এদেশে বিদ্যালয় সমূহে পট সাহেবের যে জ্যামিতি (জিওমেট্রি) সচরাচর পঠিত হয়, তাহাতে নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামবাসী অক্ষয়কুমার মুহুরি নামক একব্যক্তি উহাতে একটী ভুল বাহির করিয়া ইংলণ্ডে পট সাহেবের নিকট উহার সংশোধনার্থ লিখেন। সম্প্রতি পটসাহেব ভ্রম স্বীকার করিয়া অক্ষয় বাবুকে এক পত্র লিখিয়াছেন।

বিলীগেজেটের কালুলেস্ট সংবাদদাতা

লিখিয়াছেন, গিলজাই সর্দ্দারেরা কাবুল পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। তাঁহারা সকলেই পীরার ভাগ করিয়া বাটীতে আছেন। আমীর তাহাদের জন্য দুইজন চিকিৎসক পাঠাইয়াছেন। আমীর উহাদিগকে জেলালাবাদে যাইতে দিবেন না তিনি শীঘ্র উহাদিগকে কারারুদ্ধ করিবেন। আমীর সর্দ্দার আবদুল্লা জানকে ১০ রেজিমেণ্ট পদাতিক একদল অশ্বারোহী ও কতকগুলি কামান সহ হিরাটে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইনি তথায় উপনীত হইয়াই য়াকুব খাঁর ভ্রাতা সর্দ্দার মহম্মদ ইয়াকুব খাঁকে কাবুলে পাঠাইয়া দেন। কাবুল অবধি লালপুরা পর্য্যন্ত যাবতীয় অধিবাসী বিদ্রোহভাব প্রদর্শন করিতেছে। আমীর দিবা রাত্রি অতিশয় চিন্তিত রহিয়াছেন।

ইংলণ্ডে সুরা পানের প্রাদুর্ভাব কিরূপ নিম্ন লিখিত তালিকা দ্বারা তাহার পরিচয় হইবে। ১৮৭৩ অব্দে ইংলণ্ডে এবং ওয়েলসে ১৮২৯৪১ লোক সুরাপান জনিত অপরাধে পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত প্রাপ্ত হয়। ১৮৬৩ অব্দে ঐরূপ লোকের সংখ্যা ১৪৭৪৫ ছিল। এই দশ বৎসরের মধ্যেই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণিত হইয়াছে। কিন্তু এই যে বৃদ্ধি হইয়াছে ইহা পুরুষ সম্প্রদায়েই হইয়াছে, স্ত্রীলোকের মধ্যে তাদৃশ বৃদ্ধি হয় নাই। আমাদিগের এখানকার পুলিষ যদি ইহার একটী তালিকা প্রদর্শন করেন, দেখা যায় এদেশীয়েরা ইংলণ্ডকে পরাস্ত করিতে পারিয়াছেন কি না?

মাটম নামক আহাজের প্রধানতম অফিসরকে হত্যা করা অপরাধে পণ্টিকেল সাহেব যে তিন জনের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন ১৯ এ ডিসেম্বর শনিবার উহাদের ফাসী হইবে।

আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ নিউইয়র্ক টাইমসে লিখিয়াছেন, আমেরিকার সমুদ্রে গানকারী এক প্রকার মৎস্য আছে, ইহারা একপ্রকার অতি কর্কশ শব্দ করিতে পারে।

২৩ এ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

নানা সাহেবের বন্দীকরণ সম্বন্ধে বোম্বাই গেজেটের আলাহাবাদস্থ একজন সংবাদ দাতা যে এক নূতন বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহা যদি সত্য হয়, সিন্ধিয়া যে ছুটী তোপের আশায় নানাকে ধরিয়া দিয়াছেন তাহা পাওয়া দূরে যাউক, যে কয়েকটী এখন পাইতেছেন তাহার লোপ হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে পাছে ধান ছাড়াইতে গিয়া চাউল গলায় বাধিয়া যায়। উক্ত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সিন্ধিয়া যখন পোলিটিকাল এজেণ্ট অসবরণকে লিখেন যে তিনি নানা সাহেবকে ধরিয়াছেন, এবং অসবরণ তাহার বাটীতে আসিলে সিন্ধিয়া এই প্রস্তাব করেন, যদি নানাসাহেবের প্রাণ দণ্ড না হয় এরূপ বন্দোবস্ত করা হয়, তিনি তাহাকে রেসিডেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন। এই বিষয় লইয়া রেসিডেণ্টের সহিত সিন্ধিয়ার কিছু উষ্ণভাবে কথা বার্ত্তা হয়। রেসিডেণ্ট অবিলম্বে এবং বিনা করারে নানাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিতে কহেন। অবশেষে তিনি আসিবার সময় বলিয়া আইসেন, যদি তিনি তিন ঘণ্টার মধ্যে নানাকে রেসিডেণ্টের হস্তে অর্পণ না করেন, তিনি ব্রিটিশ সেনাগণের সাহায্য গ্রহণ করিবেন। এই বলিয়া তিনি রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া রেসিডেন্সিতে চলিয়া আইসেন। ইহার দুই ঘণ্টা পরে সিন্ধিয়া রেসিডেণ্টকে লিখিয়া পাঠান তিনি নানাকে রেসিডেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিবেন তদনুসারে নানাকে তাহার হস্তে দেওয়া হয়। কিন্তু যাহাকে দেওয়া হয় সে প্রকৃত নানা নহে, আর একজনকে নানা সাজাইয়া রেসিডেণ্টের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। তত্রত্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিতেছেন প্রকৃত নানা সাহেব সিন্ধিয়ার নিকট আছে। তিনি গবর্ণমেণ্টকে প্রতারণা করিয়া এক কৃত্রিম নানা প্রদর্শন করিয়াছেন। যতদিন যাইবে ততই এইরূপ অনেক অদ্ভুত গল্প উঠিবে।

বোম্বাইর ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার ভাউদাজীর ভ্রাতা ডাক্তার নারায়ণ দাজী আগামী বর্ষে বোম্বাইর শেরিফ হইবেন। ইনি বোম্বাইর শেরিফ হইলেন, অনরেবল দিগম্বর মিত্র কলিকাতার শেরিফ হইতেছেন, এই সকল দেখিয়া ইংলিসম্যান তাবিয়া আকুল হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, এদেশীয়েরা শেরিফের পদ একচেটিয়া করিল। উচ্চ উচ্চ পদগুলি তাঁহার স্বজাতীয়ের একচেটিয়া আছে, দুই একটী এদেশীয়েরা পাইতেছেন মাত্র, ইহাতে ইংলিসম্যানের এত ভয় কেন? এদেশীয়েরা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের কি একটী উচ্চপদ লাভেও অধিকার নাই?

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, গতবারে রেপ্স অযোধ্যায় ১৩২৬ স্কুল ছিল। তাহার ছাত্রসংখ্যা ২৩৬৫১। তাহার পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা ২৬ টী স্কুল ও ৩৮২২ ছাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে।

২২ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া যায় তাহাতে জানা গিয়াছে, পঞ্জাবের হিসার কাঙ্গারা অমৃতসর সিয়ালকোট রাউলপিণ্ডি গুজরাট পেশোয়ার এবং কোহাট বিভাগে বৃষ্টির প্রয়োজন। অন্যান্য বিভাগের শস্যের অবস্থা ভাল আছে। অনেক স্থানে জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইতেছে।

শনিবারের গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় মান্দ্রাজ রেলওয়ের কন্সট্রাক্টিভ ইঞ্জিনিয়রের লিখিত একটী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে লিখিত হইয়াছে গত প্লাবনে মান্দ্রাজ রেলওয়ের ১১৩ মাইল রাস্তা নষ্ট হইয়াছে। ৭৩টী ব্রীজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানির বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন গত বৎসরের মধ্যে ধায় ৫৭৩১ টী [illegible] হয়। ১৮৭১ সাল অপেক্ষা ১৮৭২ সালে [illegible] অধিক [illegible] মকদ্দমা [illegible] অল্প হইয়াছে। [illegible]

গত অক্টোবর মাসে বোম্বাই হইতে বিদেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দরে ১৮৩২৩ গাঁইট তুলা রপ্তানী হইয়াছে।

মাদ্রাজের এক রেলওয়ের এঞ্জিন ড্রাইবরের সহিত তাঁহার অধীনস্থ একজন সামান্য মুসলমান কর্ম্মচারীর বিবাদ ছিল। সে ইংরাজ-দিগের অন্য কোন উপায় না পাইয়া ড্রাইবরের এঞ্জিনের এক্সেল বাক্সে কতক গুলি পিতল ও লৌহচূর্ণ দিয়া রাখিয়াছিল। যথা সময়ে জানিতে পারাতে কোন দুর্ঘটনা হয় নাই। মাদ্রাজ এক্সিমিনর ইহাকে বলেন, যাহারা রেলওয়ের এক্সিভাগে দেশীয় কর্ম্মচারী নিয়োগের পক্ষপাতী, তাঁহারা তাহা-দের ভ্রম দর্শন করুন। এক্সিমিনরের চমৎকার সিদ্ধান্ত এই যে, দেশীয় লোকে জাতিসাধারণ অবিশ্বাস্য ও অকর্ম্মণ্য হয়। এদেশীয় ড্রাইবরেরা মাদ্রাজ গার্ডি সুন্দররূপে চালা-ইতেছে।

২৪ এ অগ্রহায়ণ বুধবার।

ইংলিশম্যান শুনিয়াছেন জয়পুরের রাজা এই শীতকালে একবার কলিকাতায় আসি-বেন।

পালমাল গেজেট বার্লিন হইতে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, প্রুশীয়া ও অষ্ট্রীয়ার মধ্যস্থলে যে সীমা ছিল তাহার পুনঃসংশোধনের প্রস্তাব করিয়া অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রুশীয় গবর্ণমেণ্টকে লিখেন, কিন্তু প্রুশীয় গবর্ণ-মেণ্ট সে প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই। টাইম-সের সাহেব যে অবিশ্বাসী করিয়াছেন, এ ক্রমে তাহারই সূত্রপাত না কি?

আমাদিগের লক্ষ্ণৌস্থ সংবাদদাতা লিখি-য়াছেন, আফিং-বিভাগের কর্ম্মচারিরা অযোধ্যার এক প্রতিষ্ঠিত কৃষকের বাটীতে যাইয়া তাহা-দিগকে অপমান করিয়াছে। তাহারা কোন কর্ম্মচারীর নামে নালিশ করিতে যাইতেছে। কর্ম্মচারিরা তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়াছে যে, নালিশ করিলে তাহাদিগের নামে মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া তাহাদিগকে কারাগারে প্রেরণ করিবে। এই সংবাদ পাইয়া ডেপুটী কমিশনর সাহেব তদন্তের জন্য আদেশ করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ হইতে তাঁহার ক্যাম্প এত নিকটবর্ত্তী স্থানে যে তাঁহার গমন কালে অনেকে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দরখাস্ত পাইতে গমন করে। অনেকে তাঁহার হাতে দরখাস্ত দিতে সমর্থ হয়। তিনি সেই সকল দরখাস্ত লইয়া তদন্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যে সকল ইংরাজ এদেশীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন, তাহারা এইরূপ ভর্ৎসনা ও অপমানের ভাজন হইয়া থাকেন।

ইংলিশম্যান বলেন, সার এল পেলি কর্ণেল কেরারের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া গুরুকুমার এত আনন্দিত হন যে তিনি তিন সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করান এবং প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন বিতরণ করেন। টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, কেবল গুরুকুমার বলিয়া নয় পেলি সাহেব বরদা যাওয়াতে সর্ব্বসাধারণে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। কর্ণেল কেরারকে স্থানান্তরিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট কেমন বুদ্ধির কাজ করিয়াছেন এতদ্দ্বারা তাহা বুঝা যাই-তেছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট স্কুল ও কালেজের সংখ্যা ১৮৭৩-৭৪ অব্দে ৪৩১৩ হইতে ৪১৮৮ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। ছাত্র সংখ্যাও ১১২৭৭০ হইতে ১৩৫১৬৩ হই-য়াছে। কিন্তু প্রত্যেক ছাত্রের শিক্ষার জন্য ৬৷৵ পড়িত এক্ষণে ৬৷৹ পড়িতেছে। সাহায্যকৃত স্কুলের সংখ্যাও ২৭৩ হইতে ২৮৭ হইয়াছে। ছাত্রসংখ্যা ১১১০৪ হইতে ১২৭৭১ হইয়াছে। প্রতি ছাত্রের শিক্ষার ব্যয় ১১৷০ হইতে ১০৷৵ কমিয়াছে। অন্যান্য স্কুলের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হই-য়াছে।

২৫ এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

শুনা যাইতেছে আগামী জানুয়ারি মাসে সার রিচার্ড টেম্পল চট্টগ্রামে গমন করিবেন।

গত শ্রাবণে মাদ্রাজ রেলওয়ের যে ক্ষতি হয় তাহার সংস্কারার্থ ২৫০০০০ টাকা ব্যয় করিতে অনুমতি হইয়াছে।

মাদ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড পোর্ট ব্লেয়ার হইতে যে খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত হইয়াছে, ডাক্তার ডাউয়ার গঠিত ইউনিয়ন দ্বারা দুর্ভিক্ষের যে চিকিৎসা আরম্ভ করেন, তাহাতে ৩৭ জন রোগীর মধ্যে ১৫ জন সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করি-য়াছে। অবশিষ্ট কয়েকজনও যে আরোগ্য লাভ করিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অন্যান্য ডাক্তারেরও ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

এবৎসর মাদ্রাজের প্রতি বন্যার ভয়ানক কোপ দৃষ্টি দেখা যাইতেছে। টিনিবেলি হইতে এক ব্যক্তি মাদ্রাজ টাইমসে লিখি-য়াছেন, ২৪ এ ও ২৫এ নবেম্বর উক্ত বিভাগে প্রায় ১১ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়া নদীসকলকে প্লাবিত করে। নদীর জল ২০ ফীট উঠিয়া বহু সংখ্যক গৃহাদি ভাসাইয়া লইয়া যায়।

আমি কালি কি গবর্ণমেণ্ট কি অপর সাধারণ মিতব্যয়িতা সকলেরই লক্ষ্য হই-য়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহারা যে রূপে সেই মিতব্যয়িতার চেষ্টা পান তাহাতে প্রকৃত পক্ষে ব্যয় সংক্ষেপ হয় না, লোকের প্রতি অবিচার জন্য পাপভাগী হইতে হয় মাত্র। সম্প্রতি মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই ব্যয় সংক্ষেপ মানসে তত্রত্য সেক্রেটারিএটের ১৫ জন অধস্তন কর্ম্মচারিকে পেন্সন দিয়া বিদায় দিয়াছেন আর ৩০ জনকে কর্ম্মে জবাব দিয়াছেন। কিন্তু মোটা বেতনভোগী অলস কর্ম্মচারিদের বেতন স্পর্শ করা হয় নাই। ইহাতে ২০ হাজার টাকা বাচিয়াছে। কিন্তু এই ২০ হাজার টাকা রাজকোষে জমা হইবে না। রাজপুরুষগণের পক্ষে বাসের যে একটী নিয়ম আছে তাহাতে ২০ হাজার টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই ২০ হাজার টাকায় রাজপুরুষগণ যে সুখ লাভ করিবেন, তাহা কেবল যে ঐ কয়েকজন কর্ম্মচারিকে মারিয়া ক্রয় করা হইল, এমন নয়, যে সকল কর্ম্মচারী রহিলেন ঐ কয় জনকে ছাড়াইয়া দেওয়াতে যে কার্য্য বৃদ্ধি হইল তাহার পুরণার্থ উহাদিগকে অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত খাটিতে হইবে। পাঠক-গণ দেখুন কেমন চমৎকার ব্যয় সংক্ষেপ!

১৮ এ নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ৩২৯ জনের মৃত্যু হয়। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা এ সপ্তাহেও ১২ জনের অধিক মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৭ জনের ওলাউঠায় ১৩৪ জনের জ্বরে এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

গত বর্ষের নবেম্বর মাসের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে এ বৎসর নবেম্বর মাসে কলিকাতায় ৭১৭৮০৮ অধিক টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হইয়াছে। কিন্তু ৯২৪০ অধিক টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে মাত্র। শুল্কে ৩০৯৫৯১ অধিক টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। চাউল গণিবাগ অহিফেন সোরা তমাক প্রভৃতি অধিক রপ্তানী হইয়াছে, নীল পাট রেসম কম রপ্তানী হইয়াছে।

নেপালিয়েরা বাঁশ গাছ হইতে এক প্রকার অতি পাতলা কাগজ প্রস্তুত করিতেছে।

বেহারের একজন মুসলমান কণ্ট্রাক্টর এবং আর এক ব্যক্তি গত দুর্ভিক্ষে দুই লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে। ইহাকেই বলে কাহার সর্ব্বনাশ কাহার পৌষ মাস।

এবার রায়গিলিতে ১৫০০০ মণ চা জন্মিয়াছে। ১৮৭৩ অব্দ অপেক্ষা দ্বিগুণেরও অধিক হইয়াছে।

ষ্ট্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত পরীক্ষায় সভ জুয়াচুরি ধরা পড়িয়াছে। কতকগুলি বালক দুই খণ্ড করিয়া প্রশ্নের কাগজ লইয়া উহা উৎকোচ দ্বারা বশীভূত একজন বেহারা দ্বারা বাহিরের এক বন্ধুর নিকট পাঠাইয়া দেয়। সে পুস্তক দেখিয়া সমুদায় প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া দিলে বেহারা সেই কাগজ ভিতরে আনিয়া দেয়। এইরূপে জুয়াচুরি চলে, কিন্তু ধরা পড়িয়াছে এবং তাহার ফলই বা কি হইল জানা যায় নাই।

কলিকাতার হেলথ্ আফিসর বলেন ক্লার্ক সাহেবের খোলা ড্রেণ গুলি সম্বন্ধে বলিতে গেলে তাঁহার ড্রেণেজ প্রণালী দ্বারা কলিকাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি দূরে থাকুক বরং অবনতি হইতেছে। ময়লা সকল রীতিমত নিঃসৃত হইতে না পারাতে তাহা হইতে ম্যালিরিয়া হইয়া পীড়া জন্মাইতেছে।

লক্ষ্ণৌএর এক ব্যক্তি একটী পরিবারের আবশ্যকীয় ব্যক্তিকে বিষাক্ত দ্রব্য খাওয়াইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। দুরাত্মাদিগের অসাধ্য কিছুই নাই।

ডেলহাউসির একজন আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের স্ত্রীকে বাহির করিয়া লইয়া যাওয়া অপরাধে কাপ্তেন হপকিন্স সাহেবের হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। ইংরাজ সমাজ অতি চমৎকার। এ সমাজে ধনবান ব্যক্তিরা হাজার টাকা দিয়া অনায়াসে এক জনের স্ত্রীকে বাহির করিতে পারে। দরিদ্রেরও অলাভ নাই। সে সেই স্ত্রী ও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ হাজার টাকা পাইতে পারে।

২৯ এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

যাদ্রাজের একজন লোকার তাহার ছেঁড়া জামা সেলাই করিবার জন্য একজনের একটী ছুচ ও সুতা চুরি করে। নালীশ করাতে উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ছয় মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। আহা! অভিযোগকর্ত্তা কি দয়ালুস্বভাব!

সম্প্রতি সিংহলের কেগালা বিভাগে একটী পর্ব্বতে দুই ফীট দীর্ঘ মানুষের পদ চিহ্ন দেখা গিয়াছে। বোধ হয় রাবণের কোন কোন অনুচর আজিও জীবিত আছে।

ব্রহ্মদেশের রাজা চুটী হেত হস্তী ইটালির রাজাকে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন।

মধ্য প্রদেশে যে সকল স্থানের ধান্য কাটা হইতেছে, তথায় উত্তম শস্য জন্মিয়াছে, কেবল বিলাসপুরে বৃষ্টি নিবন্ধন কতক ক্ষতি হইয়াছে। দুই তিনটী স্থান ব্যতীত আর সর্ব্বত্রের শস্যের সংবাদ সন্তোষকর।

ইণ্ডিয়ান মেডিকল গেজেটে লিখিত হইয়াছে, আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত বৃশ্চিক দংশনের এক অমোঘ ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বৃশ্চিক দংশনে অনেক প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়াতে পরিশেষে "লাইকার লিটি" প্রয়োগ করিয়া দেখেন ইহা দ্বারা আশু আরোগ্য লাভ হয়। তিনি ইহা দ্বারা প্রায় একশত ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন, লাইকার লিটি বিষনাশ করিবার ক্ষমতা আছে। বোধ হয় সর্প বিষে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কাজ হইতে পারে।

২৮ এ নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫২৪০৪০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৭০৪১৩০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে এবৎসর ১৮০০৯০ টাকা আয় হইয়াছে। উক্ত সপ্তাহে জব্বলপুর লাইনে ৩৩৩৮০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর ঐ সময় ২৯৮৫০ টাকা আয় হইয়াছিল। এবৎসর ৪০০০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

কারাগচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ঐহরি মুখোপাধ্যায় নামক যে দুই বাঙ্গালি পোষ্ট আফিসের একজন কর্ম্মচারীকে উৎকোচ দিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নের কাগজ চুরি করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছিল, গত বৃহস্পতিবারের হাইকোর্টের ক্রিমিনাল সেসিয়নে উহাদের প্রত্যেকের কঠিন পরিশ্রমের সহিত চারি মাস করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে।

আগামী কল্য বৈকালে গবর্ণর জেনরল শিল্প প্রদর্শন খুলিবেন। ইহাতে চারি শতেরও অধিক ছবি সংগৃহীত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে ইহার মধ্যে অনেক ছবি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এত অধিক ছবি সংগৃহীত হইয়াছে, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদর্শনে এত দেখা যায় নাই।

বেঙ্গল টাইম্‌স বলেন ব্রহ্মদেশের রাজা গবর্ণর জেনরলের নিকট উপঢৌকন করেক জন প্রধান মন্ত্রীকে কোন বিশেষ কার্য্যে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহারা অদ্য কলিকাতায় উপনীত হইবেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিক্রীত হইতেছে—

শত কড়া টাকা—

৪	১০০	১০০
৪॥	১০০	১০০৫
৪॥	১০১	১০১৫
৫	১০২	১০২৫
৫॥	১০৩	১০৩৫

১৮ এ অগ্রহায়ণ ১৭৮১।

পিয়ারমিয়ার বলেন, "শুষ্ক পাকা কালে পুস্তকে যাহা লেখা হয় তাহা ভাল হয় না। ভাল না হওয়ার কারণ এই, মেদিনীপুরে যে সকল ছোটক আনা হয় তাহা পুরের রাজা তাঁহার রাজ্যমধ্যে দিয়া আনা

হইয়াছে বলিয়া প্রত্যেক ঘোড়ার ১০ টাকা করিয়া মাসুল লন।

এ, বি, বাউন্টিস নামক একজন সাহেব সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন, ১৮৭১ অব্দে সম্রাট নেপোলিয়নের তাঁহার নিকট একটী আশ্চর্য্য গল্প করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে, ইংরাজেরা হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা আচার ব্যবহার রীতি নীতির উপর কটাক্ষপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া নানা সাহেব ইংরাজদের বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন অনেক বিষয়ে কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন, কথা অসম্ভব নহে।

কিছু দিন হইল মাদ্রাজের ৫২ বৎসর বয়স্ক একজন হিন্দু স্ত্রীলোককে তাহার একজন ধনী প্রতিবেশী গুরুতর রূপে প্রহার করে। ইহার কারণ এই তাহাকে ডাইন বলিয়া সন্দেহ করা হয়। ঐ ব্যক্তির একটী পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে এই সন্দেহ আরো দৃঢ়ীভূত হয়। স্ত্রীলোকটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালীশ করে। মাজিষ্ট্রেট উহাকে প্রথমে হাসপাতালে প্রেরণ করেন। কিন্তু তৎপর দিন উহার মৃত্যু হয়। আজও লোকের এতদূর কুসংস্কার আছে, ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

সেপ্টেম্বরে বোম্বাইর একজন সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, অজন্তা প্রবেশিকা পরীক্ষা উপলক্ষে একজন যুবক বড় চুরি করিয়াছে। সে পরীক্ষার পূর্ব্বে পরীক্ষা দিতেছে বলে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্টারকে উৎকোচ দিয়া পুস্তকগুলি কঠিন প্রশ্নের কাগজ সংগ্রহ করিয়াছে। ইহাতে তাহার অনেক ব্যয় পড়িয়াছে, অতএব [illegible] দিলে সে কাগজ [illegible] কতকগুলি বালক চুরি [illegible] কাগজ লইয়া তাহাদের [illegible] উত্তর মুখস্থ করিয়া [illegible] পরীক্ষার দিবস দেখে তাহারা যে [illegible] মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে, [illegible] তাহার একটীও প্রশ্ন [illegible], তাহাদের বৃথা পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হইল। সেই চতুর বালক দিন কয়েকের জন্য বোম্বাই হইতে সরিয়াছে। প্রতারিত বালকদিগের "চোরের মার কান্নার" ন্যায় হইয়াছে, কুটিয়া কিছু বলিবার যো নাই।

সংবাদদাতার পত্র।

পঞ্জাবের সীমা।

ডেরা ইস্মাইল খাঁ।

১। এবার অনেকদিন পরে আপনার উত্তর পশ্চিম সীমাবাসিত সংবাদদাতা আপনার ও আপনাদের পাঠক মহোদয়গণের নিকট এই প্রেরিত পত্র লইয়া উপনীত হইতেছে। দুর্গোৎসবের অবকাশের পর সকলে স্ফূর্ত্তি সহকারে নবোৎসাহে পুনরায় আত্মীয় স্বজনের সহিত মিলিত হয়। আমি পীড়িত শরীরে ও ভগ্নোৎসাহ সহকারে অতি কষ্টে আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎকার করিতেছি। বাস্তবিক মহাশয় এবার আমরা যেন মারিতর প্রপীড়িত বঙ্গদেশের কোন নগরে বাস করিতেছি, এবার এখানে আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রায় সকলেই এই জ্বরের গ্রাসে পতিত হইয়াছে। অনেকগুলি মৃত্যু ঘটনাও সংঘটিত হইয়াছে। অনেকে আজিও ভুগিতেছে আমার ও তাহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছি। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট গেজেটের স্বাস্থ্য রিপোর্টের মধ্যে দেখিতে পাই, পঞ্জাবের প্রায় সকল জেলাতেই জ্বরের প্রাদুর্ভাব, আমার সিন্ধু প্রবেশের এক বড়ো মুখে অবগত হইলাম তথায়ও জ্বরবোগের অধিক প্রাদুর্ভাব। বোধ হয় এবার এই সকল অঞ্চলে অতিরিক্ত বর্ষা ও জলপ্লাবন হওয়াতে এরূপ পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তবে আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে যেরূপ পীড়ার প্রবলতা হইয়াছিল এখন শীতের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তাহার কিছু হ্রাস হইয়াছে।

২। এখানে চলতানাদির অপেক্ষা গোধুম ছোলা প্রভৃতি শস্য অনেক পরিমাণে সুলভ, গবর্ণমেণ্টের গুজনে গোধুম ৩০ টাকায় ৩০ সের ছোলা ৩০ টাকায় এক মণ স্যানেটারি ড্রেণও তাদৃশ মহার্ঘ্য নহে। ৩৫৫ টাকায় প্রায় চারসের লবণের এক স্তূপ হয়, মাটী বলিলেই হয়। অর্দ্ধ আনার লবণে একটী বৃহৎ পরিবারের এক মাস চলে, কেবল চাউল গুড় মহার্ঘ্য। মধ্যমরকম চাউল টাকায় সাত সেরের অধিক পাওয়া যায় না, কখন কখন ইহা অপেক্ষাও কম, মূলা গোল আলু এক্ষণকার ন্যায় এই তরকারি, এরূপ স্থানে হিন্দুস্থানী ও পঞ্জাবীর কোন কষ্ট নাই, বাঙ্গালীরা হিন্দুস্থানী ও পঞ্জাবীর ন্যায় আহারাদি করিতে শিখিলে কষ্ট পায় না, বহুকাল প্রবাসী অনেক বাঙ্গালা বোধ হয় এই জন্য আহার ও পরিচ্ছদাদিতে হিন্দুস্থানী ও পঞ্জাবীর রীতি অবলম্বন করে।

৩। কলিকাতায় অশ্লীলতা নিবারণী সভা হইয়াছে এবং তথায় ইহার দ্বারা অনেক উপকারও হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু আমি উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবের লোকের সহিত মিলিয়া দেখিলাম যে অশ্লীল ভাষা যেন ইহাদের স্বাভাবিক ভাষা বলিয়া বোধ হইল। ইহাদের মধ্যে অশ্লীল ভাষায় গালা পরিহাস ঠাট্টা তামাসার যেরূপ প্রাদুর্ভাব তাহাতে ইহার যে শীঘ্র অপনয়ন হইবে এমন বোধ হয় না। রাগিলে ইহাদের মুখ হইতে অনর্গল অশ্লীল ভাষা নির্গত হয়; তাহাতে সহোদর সহোদরা পর্য্যন্ত ভাসিয়া যায়। আমি একজন ভদ্র লোকের মুখে স্বকর্ণে মাতাকে অকথ্য অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে শুনিয়াছি। ভারতবর্ষের ন্যায় বোধ হয় কোন দেশে অশ্লীলতার এত প্রাদুর্ভাব নাই, ইংরাজদের মধ্যে "ড্যাম" "ডেবিল", বাঙ্গালাতে হাবাতে পিড় ফুল, প্রভৃতি গালির অধিক প্রাদুর্ভাব। বাঙ্গালাতেও যদি অধম্য গালির পরিবর্ত্তে এইরূপ গালি ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে ভাল হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে অশ্লীল গালির স্রোতে মাতা পিতা ভগিনী প্রভৃতি সমস্তই আসিয়া পড়ে, এই জাতি কবে যে সভ্য হইবে তাহা বলিতে পারি না।

৪। এখানে ১৯ এ অক্টোবর বেশ ভূমিকম্প হইয়াছিল। আমরা প্রায় দুই মিনিট কাল ইহা অনুভব করিয়াছিলাম। বিতলগৃহে থাকিতে ভয় হইয়াছিল, কিন্তু এ স্থানের ভূমাপি ইহাদ্বারা কোন ক্ষতির সংবাদ শুনি নাই। বোধ হয় এই ভূমিকম্প কাবুল আফগানিস্থান প্রভৃতি স্থানে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল।

৫। পূজার পর এখানে একটী স্ত্রীলোকের ফাঁসী হইয়াছে। সে স্ত্রীলোকটী দেনা পাওনার জন্য তাহার মনদাতাকে বিষপান করাইয়া মারিয়া ফেলে। এই তাহার দোষ। ইহার প্রায় দশ হাজার টাকা ছিল। মৃত্যু সময়ে এই দশ সহস্র টাকা বিবিধ সৎকার্য্যের জন্য ব্যয় করিতে ক'হয়া যায়। তাহার মধ্যে অমৃত সরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে একটী কূপ ও পান্থনিবাস। এখান হইতে মুলতানে যাইবার রাস্তার ধারে একটী কূপ ও পান্থশালা ও আর আর স্থানে এইরূপ

রূপ ও পাঠশালা হইবে। এরূপ অথবা পাপীর মৃত্যুর সময়ে এরূপ সুমতি হইবার কথা প্রায় শুনা যায় না।

৭। এবার সিন্ধুর উপরে যে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাতে গত বৎসর অপেক্ষা অনেক অধিক মাসুল আদায় হইতেছে। কোন কোন দিন চারিশত টাকাও উঠিতেছে। বোধ হয় গত বৎসরে অল্পতা লোকের সেতুর উপর দিয়া বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইতে সাহস ও বিশ্বাস হয় নাই। এইরূপ নদী প্রভৃতির উপর সেতু নির্ম্মাণ করিতে অনেক ব্যয় হয় বটে কিন্তু বোধ হয় অচিরে তাহা উঠিয়াও যায়। অদ্য এই পর্য্যন্ত।

বীরভূম।

গঙ্গাটিকুরীতে একটী পুত্রসন্তান জীবিত রহিয়াছে। ইহার বয়স ৫। ৬ মাসের অধিক হইবে না। এটী শ্রবণদ্বারে বঞ্চিত। কর্ণের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা যায় না। এরূপ বিকলাঙ্গতা নিবন্ধন যে বালকটীর শ্রবণ কষ্ট হয় তাহা আমা দের বোধ হয় না। যখন এটী রোরুদ্যমান হয়, তখন কোন রূপ প্রিয়বাক্য (সোহাগ) প্রয়োগ করিলে শান্ত হয়। তবে একটু দূর হইতে এরূপ বাক্য প্রয়োজিত হইলে অধিকতর কার্য্যকর হয়। গঙ্গাটিকুরী বনস্থলী আবাদের অতি নিকট।

২। সম্প্রতি কাটোয়ায় যে পরীক্ষা গৃহীত হইয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে কেমন একটা কথা শুনা যাইতেছে। ঘটনাটা কতদূর সত্য বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া পরে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশের মানস রহিল।

৩। উভয়বিধ মধ্য শ্রেণী (ইংরাজী ও বাঙ্গলা) স্কুলের বালকদের বৎসরান্তে এক একটী পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। পরীক্ষার ফলও এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়। গেজেটে যে ভাবে ফল বাহির হয় তাহাতে এ পরীক্ষামূলক অনেক বিষয় লোকের জানিবার সুবিধা হয় না। এই হেতু ইনস্পেক্টর রূপ কিল মহোদয়ের নিকট বিনয় সহকারে প্রার্থনা এই তিনি এবারে যেন অন্যবিধ রূপে ফল বাহির করেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বালকেরা যে সংখ্যা (নম্বর) পাইয়া থাকে, তাহা জানিতে পারিলে, অধ্যাপনা কার্য্যের অনেক সুগমতা হয়। সে সুবিধার দিকে কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এই হেতু আমাদের প্রার্থনা এই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বালকেরা যে সংখ্যা পাইয়াছে তৎবিবরণসহ এক একটী ফল বাহির করিয়া প্রতি স্কুলে যেন প্রেরিত হয়। এ কার্য্য করিতে গেলে অবশ্য কিছু ব্যয় পড়িবে। বালকদের নিকট হইতে যে ফিস আদায় হয়, তাহা কিছু কম নহে। আবশ্যক ব্যয়ের কিছু সংকোচ সাধন করিয়া এ ফল মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় অনায়াসে হইতে পারে।

৪। আগামী বৎসরের জন্য মাইনার পুস্তক আদি স্বতন্ত্র রূপে নির্দ্ধারিত হইলে ভাল হয়। শিক্ষা বিভাগের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ এ কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা দেখেন ইহা আমাদের প্রার্থনা।

২২ এ অগ্রহায়ণ
১২৮১ সাল

দাতুন।

আমি গত কার্ত্তিক মাসের প্রারম্ভাবধি মেদিনীপুর জেলার অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিলাম। বিগত বৃষ্টিকায় এ প্রদেশের যে প্রকার বিষম দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। একে ত এদেশের অধিকাংশ লোক নির্ধন, দ্বিতীয়তঃ প্রচণ্ড বৃষ্টিকায় সকলেরই বাস কুটির ভূতলশায়ী। এই বিভাগ এমন দরিদ্রজন পরে সংপরিপূর্ণ যে ৮। ১০ খানি গ্রাম পরিভ্রমণ করিলে রীতিমত একটী ইষ্টকালয় পাওয়া যায় না। সেই জন্য আশ্রয়াভাবে বিগত বৃষ্টিকার প্রবল বাত্যাঘাতে অনেক লোক মানবলীলা সংবরণ করিয়াছে। সেই সকল মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের শোকাশ্রু অদ্যাপি এদেশের সর্ব্বস্থানে বর্ষিত হইতেছে যেখানে যাই, সর্ব্ব স্থলে কেবল শোক দুঃখ বিষাদ দরিদ্রতা বিরাজিত। সর্ব্বত্রই হাহাকার রব।

অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, এইক্ষণে "দাতুনে" আছি। এই স্থানটী অতিশয় প্রাচীন, এই স্থানের বিবরণ আপনার পাঠকবৃন্দের আনন্দ প্রদ হইতে পারে। এই স্থানটী মেদিনীপুরের ৩৬ মাইল দক্ষিণ কটকের রাস্তার ধারে, সুবর্ণরেখা নদীর দুইক্রোশ পূর্ব্বে। এই সুবর্ণরেখার ৭ ক্রোশ পশ্চিম হইতে মযূরভঞ্জ রাজার অধিকার। নির্ম্মল উষাকালে কিংবা গোধূলি সময়ে এখান হইতে পশ্চিমাভিমুখে নেত্রপাত করিলে মেঘমালার ন্যায় "নীলগিরির" অস্পষ্ট প্রতিমূর্ত্তি নেত্রগোচর হয়। এইস্থানের অধিবাসিদিগের মধ্যে ইতর লোকের সংখ্যাই অধিক। স্থানীয় জনগণের অধিকাংশ অশিক্ষিত অসভ্য। এখানে সুশিক্ষার উপকরণ অধিক নাই, একটী পল্লীগ্রামে সামান্যতঃ যেরূপ থাকা উচিত, তাহাই আছে। একটী নিম্নশ্রেণীর ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয়, পোষ্ট আফিস খানা আবগারি এবং মুন্সেফি কাছারি আছে। বিদ্যালয়টী প্রায় বৈদ্য শেক লোকের ঘরেই সুরক্ষিত। এখানকার অধিবাসিরা কথোপকথন কালে সর্ব্বদা যেরূপ ভাষা কহিয়া থাকে তাহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অথবা সম্পূর্ণ উড়িয়া নহে। উভয় মিশ্রিত ভাষাতে কথা বার্ত্তা কহে কিন্তু স্থানীয় জনগণের লিখিত ভাষা বাঙ্গালা।

এস্থানে যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তি চিহ্ন দর্শন করা যায়, তন্মধ্যে ২ টী দীর্ঘিকাই প্রধান। অদ্য তদ্বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

একটী দীর্ঘিকার নাম "সবশঙ্কু" দ্বিতীয়ের নাম "বিদ্যাধর"। উভয় জলাশয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত কিছুই স্থির করা যায় না। কাল সহকারে যে এই দীর্ঘিকা দ্বয় কাহা কর্ত্তৃক খনন করা হয়, কয়েকটী জনশ্রুতি ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এখানকার লোকেরা "সবশঙ্কু" সম্বন্ধে এইরূপ কহে—"বিরাট রাজার শঙ্কু নামক এক পুত্র ছিল, এই "সবশঙ্কু" তাঁহার কৃত। বিদ্যাধর নামক রাজমন্ত্রী বিদ্যাধর দীর্ঘিকা খনন করান"। উভয় জলাশয়ের অবস্থা দেখিলে উহাদের এক সময়ে খাত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু জনশ্রুতি সম্বন্ধে কোন বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। এদেশ যে বিরাট রাজার অধিকৃত ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মোদনীপুর "মোগলগিরির" সন্নিহিত প্রদেশ যে বিরাটরাজের দক্ষিণ মোহর ছিল, তাহার প্রমাণ বাস্তবিক প্রকাশ করা যাইবে।

কিন্তু বিরাটের যে শঙ্কু নামক কোন পুত্র ছিল, অথবা বিদ্যাধর যে কোন মন্ত্রী ছিল, মহাভারতাদি ইতিহাসে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় এই দীর্ঘিকাদ্বয় মহাবীর রাজাদিগের সময়ে প্রতিষ্ঠিত।

সবশঙ্কু দৈর্ঘ্য প্রায় ১ মাইলের অধিক প্রস্থে তদনুরূপ। বিদ্যাধর ইহার অপেক্ষা অনেক ছোট। উভয় জলাশয়ে অনেক বৃহৎ মৎস্য ও কুম্ভীর আছে।

ঐ দুই বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করা যে বহুব্যয় সাধ্য, তাহার সংশয় নাই। এখানকার স্থানীয় বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের পূর্ব্ব পুরুষের দ্বারা যে সেই শুরুতর ভার সম্পন্ন হয় নাই, অদ্যতা অধিবাসিদলের বর্ত্তমান অবস্থাই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

৩ ই ডিসেম্বর ১৮৭৪। দাতুন

এ—ভবাদ।
শ্রীচন্দ্রনাথ পন্থা।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

বালেশ্বরের উত্তরাংশের অত পীড়িত ব্যক্তিগণের বর্ত্তমান অবস্থা ও তৎপ্রতী-কারের উপায়।

ঐ বিষয় সোমপ্রকাশের অবস্থা পোঁছনীয়। [illegible] অনাবৃষ্টি কারণ সমবায়ে [illegible] পীড়িত হতভাগ্যগণের যাহা হানি যে অনির্বচনীয় তাহার উল্লেখ না করিলেও [illegible] ব্যক্তিমাত্র উপলব্ধি করিবেন। প্রায়েই দীর্ঘাকান্ত হইয়া অধিকতর কষ্ট ভোগ করিয়া জীবন-নাশা পরিত্যাগ করিয়াছে। এক এক গৃহস্থ সপরিবারে পীড়িত। শুনিয়াছিলাম, আশ্বিন মাসের কালেক্টর সাহেব মহোদয়, ঔষধসহ ডাক্তর জন্য রিপোর্ট করিয়াছিলেন, তাহা কি কেবল চেষ্টা-তেই পরিণত হইল? অধিকাংশ লোক আজি পর্য্যন্ত অবস্থান্তর আশ্রয় করিতে পারে নাই। কেওয়াল, চাল প্রভৃতি গৃহনির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্য সমূহের সম্পূর্ণ অভাবই তাহার অন্যতর প্রধান হেতু। শীতকালে বাসশূন্য স্থানে বাস করিয়া জীবন যাপন করা কেমন কষ্টকর, সহানুভূতি গুণাবলম্বী পাঠক মহাশয়গণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। যাহাদের ঘর কেওয়াল দণ্ডা ছিল, তাহারা পচাকুটা ও বেণাপ্রভৃতি দ্বারা সামান্য মত আশ্রয় করিয়া অতি কষ্টে দিনযাপন করিতেছে। মজুরের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা হেতু অধিকাংশ অল্প লোক বাসশূন্য স্থানে বাস করিয়া দুরবস্থার কষ্ট ভোগ করিতেছেন। [illegible] প্রকাশ করিবার [illegible] প্রকাশিত হইবে, সুতরাং [illegible] ক্রমে সম প্রণালী গৃহনির্ম্মাণ করিবার [illegible] প্রকাশিত হইবে, এক্ষণে আবশ্যক নয়, [illegible] হইয়া সম্পূর্ণ এক বৎসরকাল [illegible] বিষয়ে নিরাশ্রয় হইয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়া রহিয়াছি।

[illegible] স্থানের শস্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, [illegible] কোন স্থানে চারি আনা [illegible] উৎপন্ন হইবে, কিন্তু [illegible] মধ্যে যান আসে নাই। উক্ত [illegible] সম্প্রতি অতিশয় কষ্টকর [illegible] সাধারণকারী গরুর অভাবই [illegible] প্রধান কারণ জীবিত বিক্রয় [illegible] অনেকে মরি[illegible] হইতে। গুরুতর [illegible] বিষয়ে নিতান্ত নিরুপায়।

৮ ই নবেম্বরের লাটবন্দী গত হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহার কবল হইতে রক্ষা পাওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। ঋণ করিয়া রাজস্ব প্রদান করা হইয়াছে। মূল পরিশোধ দূরে থাকুক, সুদীদ প্রদান করাই কঠিন। ইহাতে এ অঞ্চলের বাত্যাপীড়িত প্রায় সমস্ত জমীদার ও তালুক দারগণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিয়াছেন। ফলতঃ প্রায় সমস্ত ভূম্যধিকারী ঋণ করিয়া চিরবিষয়ের বিচ্যুতি হইতে রক্ষা পাইয়াছেন এই মাত্র। তাহা পরিশোধ করিবার কোন উপায় নাই। গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ না করিলে কাজে কাজেই চির বিষয় হস্তান্তর হইবে। প্রজারা কোথা হইতে রাজস্ব প্রদান করিবে? উক্ত বাঁধ বন্দী মজবুত হওন দূরে থাকুক, তিন মাস কাল অন্তর করিবার কারণ কটিকাপীড়িত জমীদার ও তালুকদারগণ যথাস্থানে দরখাস্ত করিয়া অকৃত কার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের মাননীয় কালেক্টর সাহেব মহোদয়কে তদ্বিষয়ে দোষ দিতেছি না, সাহেব মহোদয় অধীনস্থ ধাত্যাপীড়িত প্রজা ও ভূম্যধিকারিগণের রক্ষার্থ ক্ষমতানুসারে লাটবন্দী মজুরবিষয়ে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উচ্চতম রাজপুরুষগণ কটিকাবিহীন স্থানে বাস করিয়া উক্ত প্রজাগণের কষ্ট অনুভব করিতে পারিলেন না। যদি তাঁহারা উক্ত ভয়ানক ঝড় বৃষ্টির আংশিক পরিমাণ ভোগ করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে উল্লিখিত প্রার্থনা সমূহ মঞ্জুর করিতেন। কষ্টভোগ না করিলে অল্প স্থলে সহানুভূতি জন্মিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট প্রজাগণের পিতৃস্থানীয়। তিনি উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত না করিলে আর কে করিবে? আমাদের গবর্ণমেণ্ট প্রজাবৎসল নামের ইহা কহি আমাদের এ উদ্দেশ্য নহে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় উদার ও প্রজারঞ্জক গবর্ণমেণ্ট অল্পই আছেন। এক্ষণে চিন্তা এই, ঋণ পীড়িত চাসবাসবিহীন হতভাগ্যগণের এক বৎসর কাল জীবন রক্ষার উপায় কি? বালিয়াপাল থানার অন্তর্গত কাক ড্যাঙ ভোগরাই পরগণার সমুদ্র কিনারায় লবণের পোক্তার প্রারম্ভ হইয়া অবস্থানের সুবিধা হইয়াছে সত্য কিন্তু পর্য্যাপ্ত নহে। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে নিম্নলিখিত উপায় সকল উদ্ভূত হইতেছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইলে সুখের বিষয় বটে।

পাঠকগণ উপস্থিত কথা কিঞ্চিৎক্ষণ স্থগিত রাখিয়া ধৈর্য্যসহকারে পূর্ব্বিক বালেশ্বরের উত্তর ভাগস্থ বালিয়াপাল ও জলেশ্বরের মানচিত্রের প্রতি সাভিনিবেশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বর্ষরেখা ও তাহার কিতাই নামক শাখানদীর প্রতি দৃষ্টি পাত করুন। বৃষ্টিরেখার জল বাড়িলে কিম্বা সাধারণতঃ বর্ষার জল জমিলে সে সমস্ত জল প্রথমতঃ উত্তর ও তৎপরে পূর্ব্ব দক্ষিণবাহিনী কিতাই হইয়া সংশ্লিষ্ট মেদিনীপুর জেলার কয়েক পরগণার মধ্য দিয়া কাঁথির নিকটস্থ সমুদ্রে পতিত হওয়াতে বালেশ্বরের অন্তর্গত নীরগোদা, [illegible] বাই ও [illegible] কাশবুদা পরগণার অধিকাংশস্থলে উত্তম ফসল হইতেছিল, গত ফালগুন মাসে মেদিনীপুর জেলাস্থ কিতাইর অংশস্থলে সরকার তরফ হইতে বাঁধ হওয়াতে জল নির্গমন বন্ধ হইয়া উক্ত পরগণা সমূহের অধিকাংশ স্থল অধিকতর প্লাবিত হইয়া শস্য হানির অন্যতর প্রধান হেতু হইয়াছে। যে বন্যার জল ৪।৫ দিনে বহির্গত হইত, নির্গমন স্থলে বাধ হওয়াতে সে জল ১৫। ১৬ দিন কাল ধান্য গাছের উপরে ২।১ হাত উচ্চ হইয়া রহিয়া ফসল হানি করিয়াছে। উক্ত বাঁধের দ্বারা লোকের ফসল ও ঘরের অনিষ্ট হইবার বিশেষ কারণ দর্শাইয়া এ অঞ্চলের জমীদার তালুকদার ও প্রজাগণ দরখাস্ত করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, উক্ত অনিষ্টকর বাধ এবালিশ করিয়া গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব স্বীকারানুসারে উভয় জেলাবাসিগণের আপত্তি শূন্য অথচ উপকারক সুবর্ণ রেখার উভয় পার্শ্বের এক মাইল অন্তরে বাধ করিয়া গবর্ণমেণ্ট মহোদয় উভয় জেলার বিশেষ উপকার করুন। ঐ ধান্যের আজি পর্য্যন্ত কোন ফল জানা যায় নাই। জল নির্গমনের পথ থাকাতেও অতি বৃষ্টি নিবন্ধন অধিকাংশস্থল প্লাবিত হইয়া ফসল ও ঘরের হানি হইতেছিল, তাহা বাধের দ্বারা বন্ধ হওয়াতে উক্ত স্থানবাসিগণের যে কেমন দুরবস্থা সংঘটিত হইবে, যাহারা লেখকের নির্দ্দেশানুসারে সাভিনিবেশ চিত্তে মানচিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা অনুভব করিতে পারিবেন। স্থানবাসী কিম্বা স্বার্থশূন্য দর্শক অথবা পর্য্যটকগণের কথা ছাড়িয়া দিন। এক্ষণে আমাদের প্রার্থনীয় অভিপ্রায় বিশদ হইতেছে। আমাদের পালনকর্ত্তা গবর্ণমেণ্ট মহোদয়ের নিকটে বিনীত ভাবে প্রার্থনা এই, উক্ত বাধ এবালিশ করিয়া আমাদের (এ অঞ্চলবাসিগণের) প্রার্থনীয় বাঁধ (সুবর্ণ রেখার উভয় পার্শ্বে) আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে প্রজাগণের মহোপকার সাধন করুন। তাহা আরম্ভ হইলে বর্ত্তমান বাত্যাপীড়িত প্রজাগণের বিশেষ উপকার হইবে। আমাদের প্রার্থনীয় বাধ প্রস্তুত করিতে ৪।৫ বর্ষ হইবে

গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ইষ্টিমেট হইয়াছিল, অধিক খরচ (প্রায় সাত লক্ষ টাকা) হইবে বলিয়া তাহা হয় নাই। এস্থলে ইহাও আমাদের প্রার্থনীয় যে, বালিয়াপাল হইতে বস্তা ও কামারখালা হইতে ভুড়িকা পর্য্যন্ত যে রাস্তা ঘর হই য়াছে, তাহারও সংস্করণ করা কর্ত্তব্য। উক্ত রাস্তা ঘর বর্ষাকালে যমালয় স্বরূপ হইয়া উঠে। বৎসর বৎসর কতক কতক টাকা অপব্যয় না করিয়া একবারে পাকা করিয়া দিলে পথিকগণের বিশেষ উপকার হইবে। আমাদের কালেক্টর সাহেব মহোদয় উক্ত কদর্য্য রাস্তায় গমনাগমন করণ অমিত কষ্টের ভুক্তভোগী, সুতরাং ঐ রাস্তা দুইর কষ্ট বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতেও পাঠকগণ তাহার স্বরূপ অনুভব করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় উপায় দয়াবান ও অনাথবন্ধু গবর্ণমেণ্ট এবং দেশীয় ধনশীল মহাশয়গণের বদান্যতার উপরে নির্ভর করে। উক্ত মহোদয়গণ বিপন্নাপন্ন দীনহীনদিগের বিপদ হরণ করিয়া অসীম মহত্ত্ব ও উদারকীর্ত্তি প্রকাশ করণ বিষয়ে অনভ্যস্ত নহেন, ইহাতে আশা হইতেছে, আমাদের আর্ত্তনাদ অরণ্যে রোদনবৎ না হইয়া পরোপকারিগণের শ্রুতিবিবরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদের হৃদয় ব্যথিত করিয়া বিপদুদ্ধারে প্রবৃত্ত করাইবে। রাজস্ব মাপ করিয়া ৫, ৭, ও ১০ টাকা রেটে প্রজাদিগকে সাহায্য দেওয়া উচিত। মজুরগণ মজুরী করিয়া যেন দিন যাপন করিল; চাসবাস বিহীন বাস্ত্যাপীড়িত অধিকাংশ ভদ্রলোকের জীবন যাপনের উপায় কি? তাঁহারা মজুরী করিতে পারিবেন না, সুতরাং অনন্যোপায়। এইস্থলে বিনয়সহ প্রার্থনা করি, গবর্ণমেণ্ট মহোদয় দুস্থ ভদ্রলোক দিগের জীবন রক্ষার উপায় (নগদ টাকা দান অথবা ধান্য প্রদান) বিধান করিয়া তাঁহাদের জীবন রক্ষা করুন। সচ্চরিত্র ভদ্রলোক দিগের জমীদার দ্বারা দান বণ্টন কার্য্য সমাধা করা কর্ত্তব্য। অন্যথা বিফল হইবে। স্থানীয় সচ্চরিত্র লোক দ্বারা যে প্রকার সুব্যবস্থা হইবে, স্থানান্তরের লোক দ্বারা (যাহারা দুঃখিগণের আভ্যন্তরিক দুরবস্থা অজ্ঞাত) সেপ্রকার কখনই হইবে না। চারি আনা আট আনা ও এক টাকা দানে কিছুই হইবে না। তাহার অপেক্ষা না দেওয়াই ভাল। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের বালেশ্বর আগমনোপলক্ষে যে সামান্য অর্থ (প্রায় ১৪০০ টাকা) সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা ঐ প্রকারে বণ্টিত হইতেছে। চৌদ্দ শত টাকায় কি উপকার হইবে? ঐ যৎসামান্য সাহায্য পুলিসের একজন ইন্সপেক্টর দ্বারা সাধিত হইতেছে তিনি সুতরাং আসিয়াছেন। সুতরাং আমাদের তত পরিচিত নহেন।

এই প্রস্তাব লিখিবার পর আমাদের কালেক্টর ও পুলিস সাহেব মহোদয় দ্বয় শস্য ও প্রজাগণের দুরবস্থা তদারক কারণ এ অঞ্চলে আগমন করিয়া অত্রত্য প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় অস্থায়ি মাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের আবাসগৃহে আগমন করিয়াছিলেন। সাহেব মহোদয়ের অভিপ্রায় এই, জমীদারগণ জমী দান করিলে এই দেহুড়দা গ্রাম হইতে বাপ ভিয়া হইয়া প্রায় সাত মাইল অন্তর কামারখালা পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করেন। প্রস্তাবিত রাস্তা প্রস্তুত হইলে এ অঞ্চলের যে বিশেষ সুবিধা হইবে, তাহার দ্বিরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব মহোদয় বিশেষ চেষ্টা করিলে প্রস্তাবিত রাস্তা হইতে পারিবে। তাঁহার কীর্ত্তিও আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ রাখিয়া উপকৃত হইব। জমীদারগণ ভূমি দান করেন, তাঁহাদের নিকট ইহারই বিশেষ প্রার্থনা।

৬। ১২।৭৪ দেহুড়দা। একান্তবশম্বদ। শ্রীগোবর্দ্ধন ঘোষাল।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৩০ এ নবেম্বর। নিম্নলিখিত আফিসরেরা ১৮৭১ অব্দের ২৬ আইন অনুসারে যে সকল অগ্রিম টাকা দেওয়া হয় তাহার সংগ্রহার্থ রাজসাহী বিভাগে কিছুদিনের জন্য বিশেষ ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন—

সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিমোহন চক্রবর্ত্তী।

ভূতপূর্ব্ব রিলিফ আফিসর এ, ডবলিউ অ্যামলান্।

বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত আরও কিছুদিনের জন্য দিনাজপুরের সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বাবু পার্ব্বতীচরণ রায় ফরিদপুর এবং ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ই, এস মোসলমি প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

এফ, ডবলিউ ডি পিটারসন দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

এ, ম্যানসন ত্রিপুরার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

৮ ই ডিসেম্বর। ডবলিউ. আর মিলার সি, এস ঢাকা বিভাগে একজন সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাখাল দাস মুখোপাধ্যায় ত্রিপুরায় বদলী হইলেন।

ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণীকুমার ঘোষ কিছু দিনের জন্য ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি,) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গুরুচরণ দাস ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

এচ, জে, লিউবেরি মুঙ্গেরের একজন সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

জলপাইগুড়ির ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মুরসিদাবাদের সব ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

মুরসিদাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিচরণ ঘোষ ৺ পদে বদলী হইলেন।

হাজিপুরের ভার প্রাপ্ত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, সি, টিউটে মুরসিদাবাদে বদলী হইলেন।

এল সি, এবট সি, এস, ত্রিহুতের একজন সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন এবং হাজিপুর বিভাগের ভার পাইলেন।

বিশেষ কার্য্য ভার প্রাপ্ত কুষ্টিয়ার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডব্লিউ, ই কক্রেল শ্রীরামপুর বিভাগের ভার পাইলেন।

বিশেষ কার্য্য ভার প্রাপ্ত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, এম, কিন চট্টগ্রাম সব ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমাচরণ [illegible] খাসপুরের সব ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

ফ্রিমন টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটরি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৪। [illegible] বর্ধমান কুচবিহারের পলিটিকাল আসিষ্টেণ্ট বাবু রমণীমোহন মুখোপাধ্যায়

১৮৭১ অব্দের ৬ আইনের ২৯ ধারানুসারে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

ত্রিপুরার প্রতিনিধি সভার সুপারিন্টেন্ট জজ বাবু নবীনচন্দ্র সেন চট্টগ্রামে বদলী হইলেন।

৫ ই ডিসেম্বর। বাবু কৃষ্ণদাস দে কিছু দিনের জন্য খুলনায় মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাবু কালীচন্দ্র সেন কিছুদিনের জন্য বালিত পুরের মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাবু মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য সাতক্ষীরার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

৭ ই ডিসেম্বর। বরাহাবাদের আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উক্ত বিভাগে এক জন অবৈতনিক সা জষ্টেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর সা জষ্টেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সাতক্ষীরা পরগণার প্রতিনিধি অতিরিক্ত কমিশনর টি. ই ডেম্পষ্টার দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৭ ই ডিসেম্বর। কলিকাতা হইতে যে মেইল ১৩ ই নবেম্বর ব্রিণ্ডিসি হইয়া যায় উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই ডিসেম্বর। ডিসরেলি ক্রমে স্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন, তিনি বাবু পরিবর্ত্তনার্থ নোবল মাউথে গমন করিয়াছেন।

মেসেডনের মহাসভার ন্যায় সেণ্ট পিটর্সবর্গে এক সভার অনুষ্ঠান হইতেছে তথায় প্রতি নিধি প্রেরণের জন্য রুসীয়া অন্যান্য গবর্ণমেণ্টকে আহ্বান করিয়াছেন।

ডণ্ডীর ৩০ হাজার কর্ম্মচারী বেতন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সকলেই ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে।

গত নবেম্বর মাসে গ্রেট বিটন হইতে ১৮ কোটি টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হয় এবং ১৮ কোটির আমদানী হয়।

৮ই লিভরপুল ৭ ই ডিসেম্বর। প্রেসিডেণ্ট গ্রাণ্ট বলিয়াছেন বিদেশীয় রাজগণের সহিত বন্ধুভাব আছে, তবে স্পেনের সহিত যে গোলযোগ তাহা আজও মিটে নাই।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ৫ ঠ. ডিসেম্বর।

নদীর নাম	সমক্রম ভূ জল।		ভাটীরথী।		
				ফীট	ইঞ্চ
			চৌরাশির নীচে	৩	
			চুয়াপুর ৩ মাইলের মধ্যে	২	
			তথা হইতে জলিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৩	৩
			জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৬
			বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৩	
			কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	৪	৩
			মাথা ভাঙ্গা।		
			গঙ্গার মোহানা	২	৩
			ভাতারপাড়া	২	৬
			তথা হইতে হাটবোলিয়া	৩	
			তথা হইতে কট ১ নং	১২	৬
			তথা হইতে বোলমারি	৪	৬
			তথা হইতে আলিকদহ	৪	৩
			তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	৪	৬

সন ১৮৭৪ সালের ৭ ই ডিসেম্বর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
বহরমপুর ৭ ই ডিসেম্বর ১৮৭৪	৫	১

টী, এইচ উইল্স সি, ই,
এক্জিকিউটিবইঞ্জিনিয়র
নদীয়া রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী—মুক্তাগাছা	১০
" সারদাপ্রসাদ শুকুল—নাটোর	১০
" আনন্দ মোহন দাস ব্রাহ্মণ বাড়িয়া	১০
" দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা সিমুলিয়া	১০
" উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীমন্তিপুর	১০
" এক কৌড়ী সিংহ—কলিকাতা	১০
" গোবিন্দনারায়ণ ঘোষাল—সাগর	৫৷৹
" ব্রজনাথ রা—ঠাকুর গাঁ	৫৷৹
" তোলানাথ দাস—চৌহাটী	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১৹ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা। মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৹ ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা। ছয় মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, ষ্ট্যাম্প চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৮ শ ভাগ। ৬ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্তনাং প্রকৃতিনিচিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ৭ ই পৌষ। ইং ১৮৭৪। ২১ এ ডি. সম্বর।
মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১২ ই ও ১৩ ই জানুয়ারী মঙ্গল ও বুধবার কলিকাতা মর্ম্মাল বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থিগণের পরীক্ষা গৃহীত হইবে। নিম্ন লিখিত বিষয়ে পরীক্ষা হইবে। ৮। ১০ টী ৩ টাকার বৃত্তি খালি হইবার সম্ভাবনা আছে।

বিষয়।

সাহিত্য	
ব্যাকরণ	
ইতিহাস	বাঙ্গালার ইতিহাস।
ভূগোল	চারিখণ্ডের স্থূল বিবরণ।
গণিত	দশমিক ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত।

১৪ ই ডিসেম্বর ১৮৭৪ — শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা মর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় প্রদরী সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ২০। ২৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাহার মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয়ও কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইতাম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধ দিয়া সংখ্যা করিতে পারি না। এজন্য অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাশুল ৩৷৷০ টাকা পাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে দান ও অর্থ লওয়া যাইবেক।

১৯এ আষাঢ় ১২৮১ সাল
গোবোরডাঙ্গা
জেলা নদীয়া
— শ্রীনরেন্দ্রকুমার সেন ডাক্তার

কোন্নগর গ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য আমি উদ্যোগী হইয়াছি, এই কথা বলিয়া কোন প্রতারক আমার নাম স্বাক্ষরিত কৃত্রিম পত্র লইয়া অনেক ধনী ও মান্য ব্যক্তির নিকট দান সংগ্রহ করিয়াছে ইহা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি এবং ঐ দুর্ব্বৃত্তের কোন প্রকার অনুসন্ধান করিতে না পারায় তাহার প্রতিবিধানে নিরুপায় হইয়া এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে যাঁহাদের নিকট উক্ত বিষয় উপলক্ষে যে কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া দান সংগ্রহ করিয়াছে অথবা ভবিষ্যতে উপস্থিত হইবে তাঁহারা তাহার নাম ধাম জানিয়া আমাকে বিদিত করিলে বাধিত হইব ইতি।

শ্রীশিবচন্দ্রদেব।

আর্য্যশিরোমণি চরক সংহিতা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া মূল সংস্কৃতের সহিত ৮ পেজি ফর্ম্মার ৭ ফর্ম্মা করিয়া ক্রমশঃ খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাশ হইবে। সম্প্রতি প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, গুপ্ত প্রেসে হোগোলকুড়ের হরিমোহনের ষ্টীটে ৭১ নম্বর ভবনে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ৷৷০ আনা।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতা ৩২। ১ নং বীডন ষ্ট্রীট স্কুলবুক প্রেসে বিক্রীত হইতেছে।

চাইলডস ফাষ্ট গ্রামার-এক্সসাইজেস, যেখায় এক্সামস্ এবং বেনের মতানুসারে লিখিত, পি,সি সরকার প্রণীত মূল্য ৷০ আনা।

নেটীব চাইলডস এরিথমেটিকাল স্লেট লস। ইহাতে ভারতবর্ষীয় এবং ইংরাজী ওজন মাপ ও মুদ্রার হিসাব আছে। পি, সি, সরকার দ্বারা প্রণীত মূল্য /০ আনা।

কম্পানিয়ন টু দি আটলাস পি, সি, সরকার দ্বারা প্রণীত, মূল্য ৵ আনা।

ষ্টুডেণ্টস ইনটেলেক্চুয়েল জিওগ্রাফি প্রথম ভাগ। পি, সি, সরকার দ্বারা প্রণীত মূল্য ৷৷০ আনা।

এলিমেণ্টারি হিষ্ট্রি অব ইংলণ্ড। অনেক গুলি আধুনিক ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা র্থিদিগের জন্য। সকল অবস্থার ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য এই পুস্তকের মূল্য পূর্ণ মূল্য ১৵ আনা হইতে কমাইয়া ৷৷০ আনা স্থির করা হইয়াছে

অধিকসংখ্যক পুস্তক একত্র লইলে অধিক কমিসন দেওয়া যাইবে। পুস্তক স্কুলবুক সোসাইটীতে, অন্যান্য পুস্তক বিক্রেতার দোকানে এবং সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে দক্ষিণ বৈঠকখানা সার্পেণ্টাইন লেন ৮০ নং বাটীতে প্রাপ্য মূল্য নগদ।

গুর্ব্বিণী বান্ধব।

(১) গর্ভলক্ষণ নানাবিধ পীড়ার সহিত গর্ভলক্ষণের প্রভেদ। (২) বিবিধ ব্যাধি জন্মিলে এবং শারীরিক বিকৃতিসত্ত্বে গর্ভ হইলে তাহা নষ্ট হয়, ইহার নিদান, লক্ষণ, ও বিস্তীর্ণ চিকিৎসা। (৩) আভিঘাতিক অর্থাৎ আঘাত লাগিয়া যে গর্ভ নষ্ট হয়, তন্নিবারণ। (৪) অনেক প্রকার শারীরিক বিকৃতি আছে, যাহাতে গর্ভ হইলে বা পূর্ণকাল পর্য্যন্ত থাকিলে প্রসূতির জীবন নষ্ট হয়, এই অবস্থায় অকাল জনন বা গর্ভস্রাব করিবার উপায় (৫) নীচ লোকে যে যে দেশীয় ঔষধে ঐ বালকের গর্ভ নষ্ট করে, তাহার উল্লেখ ও প্রয়োগ করিবার দোষ, এবং তদ্দ্বারা কি কি অনিষ্ট হয়, এবং তৎসম্বন্ধে রাজকীয় ব্যবস্থা।

মূল্য ডাক মাশুল স. ই, স্বাক্ষরকারীর প্রতি ৮০ মূল্যে প্রতি ৫/ পুস্তক ছাপা সদ্য হইলে স্বাক্ষরকারীর নাম গ্রাহ্য হইবে না।

কান্দী } শ্রীবিনোদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
জেলা মুরসিদাবাদ } ৫ বছরাজ সাক্ষীন।

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও ৯০ বাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশারম্ভ, প্রতি খণ্ড খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০ প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

গর্ভিণী বান্ধব

নামক মহৌষধ গর্ভিণীদিগের সকল অবস্থায় সুখদ অতএব অবশ্য। সংগ্রহ।

এই মহৌষধ সুসেব্য সংযোগে তাহার ঠিক এবং প্রসবকালের আর্য্যগণ দ্বারা, পরম্পরাগতভূত। ৫০। নিজ আশ্চর্য্য প্রভাবে গর্ভিণীর প্রাণসঙ্কটাবস্থাতেও সেবিত হইলে ৪ চারি ঘণ্টার মধ্যে বেদন, ও সন্তান কি শান্তি দিয়া ৫ প্রসব করে প্রদোষে প্রায় অনায়াসে ও শান্তি বিদ্রূপ করে।

এক বাক্সে ১ সপ্তাহ কোর্স, ১ টী কৌটা, ৫ বারে ১ টী টিকিট বেদন ও রক্ত স্রাব নিবারক বিশেষটী স্বল্প ব্যয় প্রসবশোণাদি ন দোষ নিবারক।

এক বাক্সের মূল্য মায় ডাকমাশুল, ৩০ মাত্র। এক প্রকারের ১ কৌটা, হইলে, ৯০ টাকা। ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র থাকিবে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী কবিরাজ।
স কৃতঔষধালয়।
লক্ষ্মীচরুভরা—বনারস।

"বংশ বন্ধাকর" নামক বটী।

জনৈক ভোটীয় সিদ্ধ যোগাচারী জটিল মহাত্মার অভিপ্রায়ানুসারে বহুদ মহৌষধ। গুহ্য স্থান গর্ভস্থান প্রভৃতি বৈগুণ্যে যে বন্ধ্যাত্বাদি নানা দোষ ঘটে তাহা এতৎ সেবনে অবশ্যই তিরোহিত হয়। ৩ সপ্তাহের ঔষধের মূল্য মায় ডাক মাশুল একণে ১০ টাকা মাত্র। গর্ভসম্ভবে চির প্রয়াস ও শ্রমের সাফল্য হইবে তখন মাত্র যথাযুক্ত পুরস্কারের প্রত্যাশা বলবতী রহিল।

শ্রীভৈরব চন্দ্র গোস্বামী
স্বামী ভৈরবনাথ।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিদ্বেশ্বর বিলাপ	৷০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৶০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৶০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাশুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। মাতলা বেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।
৭ ই পৌষ সোমবার।
জাল নানাসাহেব।

১৪ ই ডিসেম্বর তার যোগে যে সমাচার প্রচার হইয়াছে, তাহাতে জানা যাইতেছে নানাসাহেব বলিয়া যাহাকে ধরা হয়, সে নানাসাহেব হইল না। এত ধুমধাম সমুদায় মিছা হইল, গবর্ণমেণ্টের অর্থব্যয় পণ্ড হইল, বৈরনির্য্যাতনার্থী ইউরোপীয়দিগের দম্ভঘর্ষণ বিফল হইল, সিপ্রিয়ার প্রশংসালাভের আশা উন্মূলিত হইল, এবং ভবিষ্যতে পুনরায় যে গবর্ণমেণ্টের এই রূপ ভূভুকে কতকগুলি অর্থ ভস্মসাৎ হইবে তাহার সংস্থান হইয়া রহিল। আমরা বুদ্ধি না বুদ্ধি, এস্থলে একটী প্রস্তাব করিতেছি, যদি গবর্ণমেণ্ট ভাল বোধ করেন, গ্রহণ করিবেন। ১৮৫৭ অব্দে বিদ্রোহ হয়, এখন ১৮৭৪ অব্দ অতীত প্রায়। যে সকল বিদ্রোহী রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়া এই ১৭ বৎসর কাল পরিজন পরিত্যাগ ও সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিল, তাহাদিগের কি গুরুদণ্ড হয় নাই? প্রাণদণ্ড কি ইহার অপেক্ষা গুরুতর? তাহাদিগকে এখন ক্ষমা করিলে কি ভাল হয় না? তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ঔদার্য্য প্রকাশ হইবে এবং সময়ে সময়ে যে এই উপলক্ষে কতকগুলি করিয়া বৃথা অর্থ নষ্ট হয়, তাহারও নিবারণ হইবে। তাহারা দেশে আসিলা গবর্ণমেণ্টের পুনরায় অনিষ্ট করিবে আর সে আশঙ্কা নাই। তাহাদিগের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

—:০:—

বাঙ্গালোরে একটী সুরক্ষিত বণিকদল।

বাঙ্গালোরের সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে, তত্রত্য কয়েকজন বণিকদল দলবদ্ধ হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ভারতবর্ষে যে সমস্ত বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়, তাঁহারা তাহারই তথায় আমদানী করিবেন। মাঞ্চেষ্টরের প্রস্তুত বস্ত্রাদি লইয়া যাইবেন না।

বোম্বাইর বণিকগণ বস্ত্রের কল করিয়াছেন, সিন্ধিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন, মান্দ্রাজের লোকেরা কিরূপে বস্ত্র প্রস্তুত হয়, শিখিবার নিমিত্ত দুইজন যুবককে মাঞ্চেষ্টরে পাঠাইয়াছেন, আবার বাঙ্গালোরে ঐ উদ্যোগ হইতেছে। এগুলি শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। এই সময়ে ভারতবর্ষের অন্য অন্য স্থানের লোকেরা উদ্যোগবান হউন। মাঞ্চেষ্টরের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে এদেশে বস্ত্রের বাণিজ্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তন্তুবায়গণ নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যদি পুনরায় বস্ত্র ব্যবসায় চলে, ভারতবর্ষ স্বল্পদিন মধ্যে সৌভাগ্যশালী হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। এক বাণিজ্যের বলে ইংলণ্ড অতুল ঐশ্বর্যশালী হইয়াছে। গ্রেটব্রিটনের ১০২ বৎসরের আমদানী রপ্তানী বৃত্তান্ত দর্শন করুন দেখিতে পাইবেন, তথায় বাণিজ্য কেমন বিস্তৃত। সে বৃত্তান্ত এই।

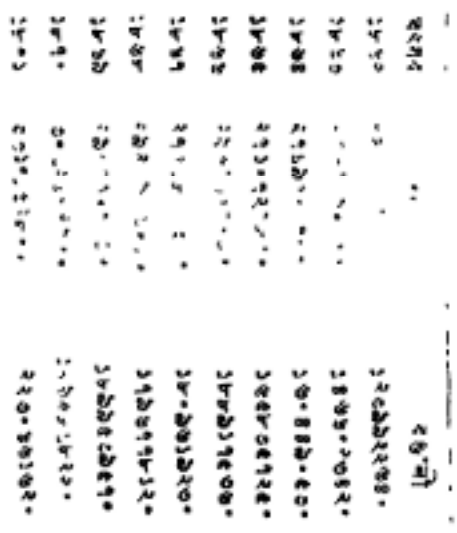

—:০:—

শিল্প প্রদর্শন।

১২ ই ডিসেম্বর দুই প্রহরের পর কলিকাতায় শিল্প প্রদর্শন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। লাড নর্থব্রুক সর রিচাড টেম্পল প্রভৃতি অনেক বড় বড় লোক উপস্থিত ছিলেন। সর রিচাড টেম্পল প্রথমে উহার সবিশেষ বৃত্তান্ত শ্রোতৃগণের গোচর করেন। লাড নর্থব্রুক সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একটী বক্তৃতা করিলেন। এটী সপ্তম প্রদর্শন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে সিমলায় এই প্রদর্শন হয়। এবার অন্য অন্য বর্ষের অপেক্ষা অনেক অধিক চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। এদেশীয়েরাও অনেক গুলি চিত্র প্রেরণ করিয়াছেন। লাড নর্থব্রুক ও সর রিচাড টেম্পল উভয়েই বক্তৃতা কালে বিশেষ রূপে এদেশীয়দিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। লাড নর্থব্রুক দুটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন। এক, ভারতবর্ষের সমুদায় অংশে শিল্প বিদ্যালয় হয়। দ্বিতীয়, চিত্র গুলি রাখিবার নিমিত্ত একটী প্রশস্ত গৃহ হয়।

এদেশে কৃষি প্রদর্শন ও শিল্প প্রদর্শন প্রভৃতি ইউরোপীয়দিগের যত না হউক এদেশীয়দিগের উন্নতির দ্বার সন্দেহ নাই। আমাদিগের প্রধান রাজপুরুষেরা ঐ সকল বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া [illegible] যাইতেছেন। [illegible] উপেক্ষা [illegible] নগরের অস্ত্র শিক্ষা। অস্ত্র শিক্ষা [illegible] থেকে সাহস জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালিদিগের এ বিষয়ে [illegible] আছে। অতএব এ বিষয়ে শিক্ষা দান অতিশয় আবশ্যক। পুরুষে যদি সাহস না হইল, পৌরুষ বিফল। [illegible] না হয় এমন কাজ নাই। শিক্ষা ও অভ্যাস স্বভাবকে পরাস্ত করিয়া ফেলে। বাঙ্গালিরা যে এত ভীরু, যদ্দ্বারা কার্য্যে শিক্ষা দেওয়া যায়, ইঁহারা অল্পকাল মধ্যে সাহসী হইয়া উঠিবেন সন্দেহ নাই।

যদি বলেন রাজপুরুষেরা এদেশীয়দিগকে যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া কি আপনাদিগের পায়ে আপনারা কুঠার প্রহার করিবেন? ইহার উত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, এ শঙ্কা ভ্রমাত্মক। প্রজাদিগকে শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলে তাহা রাজনাশের হেতু হয় না। গ্রীকেরা আদি রোমকদিগের বিজিত। উহাদিগের অস্ত্র বলেই রোম উন্নতির উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ় হয়। রোমকেরা গ্রীকদিগকে আপনাদিগের রাজ্যে অস্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতেই রোমের তাদৃশ অভূতপূর্ব্ব অভ্যুদয় লাভ হয়। আমাদিগের রাজপুরুষেরাও যদি রোমকদিগের ন্যায় বাঙ্গালিদিগকে শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া আপনাদিগের রাজ্যের অঙ্গভূত করিয়া লন, রোমকদিগের ন্যায় অভ্যুদয় লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

পক্ষান্তরে রোম অন্য যে সকল জাতিকে জয় করিতেন, তাহাদিগের গৃহ কার্য্যের উৎকর্ষণ তীক্ষ্ণ অস্ত্র পর্য্যন্ত হরণ করিয়া লইতেন। এত সাবধান হইয়াও [illegible] উৎ[illegible] রাজ্যনাশের কারণ হইয়াছিল। [illegible] রাজা [illegible] গ্রীকেরা [illegible] বাঙ্গালীরা [illegible] তখন [illegible] তাহাদিগের হস্ত পরিভ্রষ্ট হইবে কেহ রক্ষা করিতে পারিবেন না। ভারতবর্ষ গ্রীস রোম প্রভৃতি প্রাচীন যাবতীয় রাজ্যেরই ঐ সকল দোষে বিষম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। অতএব আমাদিগের রাজপুরুষেরা যদি ঐ অলীক শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালিদিগকে সংগ্রাম শাস্ত্রে দীক্ষিত করিয়া আপনাদিগের রাজ্যের অঙ্গ করিয়া লন কেবল বাঙ্গালদের মঙ্গলোপকার হইবে এরূপ নয়, আপনারাও সময়ে প্রত্যুপকার ভাজন হইবেন।

—

রুশিয়া কাবুল ও ভারতবর্ষ।

রুশিয়েরা পুনরায় খিবের যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন মধ্য আসিয়ায় রাজ্য বিস্তার চেষ্টা এটী হল মাত্র। উহাদিগের এ প্রবৃত্তি প্রবল। জিগীষু ব্যক্তিরা সচরাচর দুরাকাঙ্ক্ষার একান্ত পরবশ হইয়া থাকে। জিগীষুর হৃদয় বাসনানলের অন্তঃকরণে আর শান্তি থাকে না। অন্যান্য দ্রব্য সম্মুখে থাকিতে তাহারা কোন ক্রমে লোভ সম্বরণে সমর্থ হয় না। রুশিয়া মধ্য আসিয়ার অধিকার সম্পন্ন করিয়া যে বিরত হবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। চক্ষুর অগ্রে কাবুল আছে, তাহার পর ভারতবর্ষ।

আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মহাসঙ্কট দেখিতেছি। রুশিয়েরা ভারতবর্ষ আক্রমণ। সে কথা এখন থাকুক, সে ভয় এখন নাই। ভবিষ্যতে আমরা ইংরাজ নাই, আপাততঃ কাবুল লইয়া বিষম বিভ্রাট উপস্থিত। কাবুল দুর্ভেদ্য বিশাল শৈলের ন্যায় রুশিয়ার ভারতবর্ষে প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া আছে। কাবুলের স্বাধীনতা যদি অপহৃত হইল, ভারতবর্ষ নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু আমরা কাবুলের স্বাধীনতাকে মহাবলবান বলিয়া দেখিতেছি। আমীর শের আলি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া মাতুল পুত্র যাকুব খাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করাতে অনেক সর্দার তাঁহার উপরে চটিয়াছেন। যাকুবের ভ্রাতা আবদুল্লা খাঁও আমীরের দুর্ব্যবহার বর্ণন করিয়া নিজ কুটুম্ব ও মিত্র সর্দারদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতেছেন। বিশ্বস্থ এইরূপ পারস্যের নাসের উদ্দীন শাহ প্রভৃতি হইয়াছেন। কাবুলের অন্তর্বিরোধ বহ্নি অল্পে যে নির্ব্বাণ হবে, এমনটি বোধ হয় না। তদ্ভিন্ন ঐ রাজ্যে উত্তরাধিকার লইয়া আছে। যাকুব খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা যদি রুশিয়ার শরণাগত হন, রুশিয়া যে এ সুযোগ পরিত্যাগ করিবে তাহাও বোধ হয় না। গৃহবিবাদে রাবণ হত হইয়াছে, কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে, গ্রীস বিনষ্ট হইয়াছে, রোম উৎসন্ন গিয়াছে, ভারতবর্ষও দীন হীন হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এখন কি করিবেন? তাঁহারা শ্যাম রাখেন কি কুল রাখেন এই চিন্তা।

কাবুলের স্বাধীনতা রক্ষা ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের নিজ রাজ্যের মঙ্গল নাই। কিন্তু তাঁহারা কাবুলের স্বাধীনতা রক্ষার্থ কি উপায় অবলম্বন করেন এই ভাবনা। কাবুলের স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান এ প্রথম উপায় তত্রত্য গৃহবিবাদের মীমাংসা, কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কি উপায়ে সেই মীমাংসা করিয়া দেন, এই আর এক চিন্তা। প্রথমতঃ আমরা এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্ত ক্ষেপের ত পথ দেখিতেছি না। দৈবতা বশতঃ হউক আর একটী নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার ইচ্ছাতে হউক আমীরের জিদ হইয়াছে তাঁহার উচ্চবংশ সম্ভূত স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র আবদুল্লা খাঁকে রাজা দিবেন। ওদিকে, যাকুব খাঁরও জিদ হইয়াছে, রাজা গ্রহণ করিবেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি সিয়ার আলীর পক্ষ অবলম্বন করেন সেটী অন্যায় হয়। উচ্চবংশজাত স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র রাজ্যাধিকারী হইবে, এটী কাবুলের চিরন্তন প্রথা নয়। দোস্ত মহম্মদ সিয়ার আলীকে রাজ্য দিয়া এই প্রথার সূত্রপাত করেন। সিয়ার আলী তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। চিরন্তন প্রথা নয় আমরা এ কথা কহিলাম, তাহার কারণ এই, সিয়ার আলীর রাজত্ব লাভকালে আফজুল খাঁ বিবাদ করিয়া গিয়াছেন। যাকুব খাঁও এক্ষণে বিরোধ করিতেছেন। কুলক্রমাগত প্রথা হইলে তাঁহারা কখন বিবাদানল প্রজ্বলিত করিতেন না। এরূপ স্থলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ বিধেয় হয় না। তবে বিবাদের মীমাংসা কিরূপে হয় এক্ষণকার এই প্রশ্ন।

আমরা একটী প্রস্তাব করিতেছি গবর্ণমেণ্ট একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন সেটী ভাল হইল কি না। গবর্ণমেণ্ট মধ্যবর্ত্তী হইয়া আমীরকে এই পরামর্শ দিন, তিনি রাজ্য দুইভাগ করিয়া অর্দ্ধেক যাকুবকে আর অর্দ্ধেক আবদুল্লা জানকে দেন। তাহা হইলে আমীরের মানরক্ষা হইল, এবং আমীর অন্যায় করিতেছেন বলিয়া যাকুবের মনে যে সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহা দূরগত হইয়া তাঁহারও হৃদয় পরিতোষ লাভ করিল। এইরূপে যদি কাবুলের গৃহবিবাদের শান্তি হইয়া যায়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনেক নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। তাহার পর রুশিয়ার কাবুল আক্রমণের ছল পাওয়াও কঠিন হইয়া উঠিবে।

লাও হোলডার সভা ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

বাঙ্গালিদিগের অধ্যবসায় তালপাতার আগুন, ক্ষণে জ্বলিয়া উঠে, ক্ষণে নিবিয়া যায়। ইউরোপীয়দিগের অধ্যবসায় সেরূপ নয়। উহা বড়বা মুখের অগ্নি জলেও নির্ব্বাণ হয় না। ডিবেল্স নামে চা-কর অক্ষিরামের প্রাণহন্তা বলিয়া অভিযোগ হয়। হাইকোর্টে জুরির বিচারে সে মুক্তিলাভ করে। লাও হোলডার সভা বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টে এই বলিয়া এক আবেদন করেন, চক্রান্ত করিয়া ডিবেল্সকে বিপদে ফেলা হইয়াছিল, অতএব ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান হয়। সভা

পুলিষকে ছাড়েন নাই এবং যে নিম্ন আদালত ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করেন, তাঁহাকেও পরিত্যাগ করেন নাই। বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট আসাম কমিশনরের উপরে আত্মবিপদ ক্ষেপ করিয়া কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ পান। এই সংবাদ গুলি পূর্ব্বে যখন আমরা পাঠকগণের গোচর করি তখন কহিয়াছিলাম, বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ পাইলেন বটে কিন্তু সভা ছাড়িবার পাত্র নন, পুনরায় গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত করিবেন। তাহাই ঘটিয়াছে। ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান প্রার্থনা করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে এক আবেদন করা হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি এই উত্তর দান করিয়াছেন, বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট আর আসামের কমিশনর তুল্য পদস্থ। বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিলে যে ফল আসামের কমিশনরের অনুসন্ধানেও সেই ফল লাভের সম্ভাবনা। ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান আরম্ভও হইয়াছে। অনুসন্ধানে যে ফল হয়, গবর্ণর জেনরল তাহা অবগত হইয়া সভার গোচর করিবেন।

ভারতবর্ষবাসী ইউরোপীয়রা পূর্ব্বে আইনের সর্ব্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত হইয়া বিরাজমান ছিলেন। নূতন ফৌজদারী আইনে তাঁহাদিগকে বিপাকে ফেলিয়াছে। আইন হইয়াছে উপায় নাই। কিন্তু পুলিষের ও নিম্ন আদালতের কার্য্যের অনুসন্ধান করা ও তদুপলক্ষে তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরাগ ও তিরস্কারভাজন করিয়া তাহাদিগকে নিরুৎসাহ করা, এই সকল উপায় দ্বারা ঐ আইনটীকে ফলোপধায়ী হইতে না দেওয়া যদি সভার অভিসন্ধি নয় হয়, সভা নিম্ন আদালত ও পুলিষের কার্য্যের অনুসন্ধানের যে প্রস্তাব করিতেছেন, তাহা অনুপাদেয় নহে। উহাতে নিম্ন আদালত ও পুলিষের সমধিক সাবধান ও যত্নবান হইয়া কার্য্য করিবার সম্ভাবনা আছে।

সভার অভিসন্ধি যেরূপ হউক, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির লিখিত প্রত্যুত্তর পত্রখানি পাঠ করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে কয়েকটী প্রশ্নের উদয় হইল। প্রথম প্রশ্ন এই, ইউরোপীয় ক্রিবেন্সের বেলা গবর্ণমেণ্ট যেমন অনুসন্ধানের আজ্ঞা দিলেন, ক্রিবেন্সে অপেক্ষা অধিকতর সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী এদেশের কোন ব্যক্তি যদি ঐরূপ অপরাধী হইয়া মুক্তিলাভ করে, তাহার বেলায় ঐরূপ নিম্ন আদালত ও পুলিষের কার্য্যের অনুসন্ধানের অনুমতি হইবে কি না? না, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও লিবন সাহেবের অপরাধের যেরূপ দণ্ড হইল, সেইরূপ হইবে? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, এদেশীয়ের যে সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী বিশেষণ দেওয়া হইল, তাহা কেন? অপরাধমুক্ত দরিদ্রের বিষয়েও কি গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ অনুসন্ধান করা উচিত জ্ঞান করেন না? তাঁহাদিগের চক্ষে নির্ধন সধন দুর্ব্বল প্রবল শ্বেত কৃষ্ণ সকল প্রজাই কি সমান নয়? যদি সকলের বিষয়েই অনুসন্ধান উচিত ও আবশ্যক হইল, তাহা হইলে ত উল্লিখিত প্রকার অনুসন্ধানের একটী নূতন বিধি ও প্রথা করা আবশ্যক হয়। তাহাতে কার্য্য গৌরব ও ব্যয় বাহুল্য হইবে কি না? সে ব্যয় কে দিবে? ইউরোপীয়দিগের অনুসন্ধানের ব্যয় ইউরোপীয়েরা দিবেন, আর এদেশীয়দিগের অনুসন্ধানের ব্যয় এদেশীয়েরা দিবেন এই কি ব্যবস্থা হইবে? তৃতীয় প্রশ্নটী কিঞ্চিৎ গুরুতর। পুলিষ ও নিম্ন আদালত যদি বার বার তিরস্কার খান, স্বকর্ত্তব্য সাধনে উদাসীন হইবেন কি না? চতুর্থ প্রশ্নটী আরো গুরুতর। বোধ কর, এক ব্যক্তি যথার্থ অপরাধী। তাহার অর্থবল ও লোকবল আছে। সে অনায়াসে সাক্ষিদিগকে ভাঙ্গাইল। মকদ্দমা প্রমাণ হইল না। সে মুক্তিলাভ করিল। পুলিষ ও নিম্নআদালতের কার্য্যের অনুসন্ধান হইল। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে তিরস্কৃত লাঞ্ছিত ও দণ্ডিত হইলেন। এ দণ্ড বৈধ হইল কি না?

সংস্কৃতের উৎসাহদান।

গত সোমবার শ্রীরামপুর কালেজের পারিতোষিক দান কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সর রিচার্ড টেম্পল স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন এবং একটী সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া সকলের চিত্তরঞ্জন করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার প্রতি টেম্পল সাহেবের যে অনুরাগ আছে, এই বক্তৃতা দ্বারা তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি এক স্থলে ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন "এই কালেজে সংস্কৃত শ্রেণীর উন্নতি হইতেছে কি না আমি বলিতে পারি না, কিন্তু যে সকল মহাত্মা এই বিদ্যালয়টী স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সংস্কৃতের বহুল চর্চ্চা তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, এইটী স্মরণ করিয়া তোমরা উৎসাহিত হইতে পার।" আর এক স্থলে তিনি বলেন, "আমার আশঙ্কা হয় পাছে তোমরা ইংরাজী শিক্ষা করিতে গিয়া যে সকল পূর্ব্বাঞ্চলীয় ভাষা দ্বারা হিন্দুজাতির নাম ইতিহাস ও প্রবাদ প্রসিদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল ভাষার শিক্ষায় অনাদর কর। যেমন লাটিন ও গ্রীক ভাষা না জানিলে ইংরাজী ভাষা সুশিক্ষিত হওয়া যায় না তেমনি বাঙ্গালায় সুপণ্ডিত হইতে হইলে সংস্কৃত ভাষা জানা আবশ্যক।" সর রিচার্ড টেম্পল ছাত্রগণকে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা বিষয়ে যে উৎসাহদান করিয়াছেন, ইহাতে ভারতবর্ষের বিজ্ঞ

লোক মাত্রেই তাঁহার উপরে তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই তিনি যখন প্রথম লেপ্ট ন্যাণ্ট গবর্ণর হন, তৎকালে আমাদিগের এই শঙ্কা জন্মিয়াছিল, তিনি কাম্বেল সাহেবের সহকীর্ত্তি, কাম্বেল সাহেব ভারত বর্ষকে কাটিয়া কাটিয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়া গিয়াছেন, টেম্পল সাহেব তাহাতে লবণ প্রক্ষেপ করিবেন, কিন্তু তিনি এক একটী অস্ত্রোপচার কার্য্য দ্বারা এ সাদৃশ্যের আশঙ্কাকে অমূলক করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার প্রতি কার্য্যেই প্রজাবাৎসল্য ও ন্যায়পরতার গুণগ্রামের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

সর রিচার্ড টেম্পলের আর একটী গুণ দেখিয়া আমরা অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। তিনি যে ইংরাজী ভাষায় যে দুইটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা কালে ছাত্র গণকে তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন, এবং সংস্কৃত ভাষা জানেন না বলিয়া সংস্কৃত শ্রেণীর কিরূপ উন্নতি হইতেছে বলিতে পারেন নাই, কিন্তু সর রিচার্ড সাহেব সকল বিষয়েই আপনার অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন এবং বাঙ্গালা ভাষার বিন্দু বিসর্গও না জানিয়া উক্ত বিদ্যালয়ের গুণ পর্য্যবেক্ষণের বিচার করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। সর রিচার্ডের এই সরল ও নিরহঙ্কার ব্যবহার প্রজা রঞ্জনের কার্য্যের প্রধানতম সহায় হইবে সন্দেহ নাই।

আমাদিগের বহুবিধ সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

আমাদিগের সমাজের কতকগুলি অসঙ্গত প্রথা আছে। যত দিন সেইগুলির সংস্কার না হইতেছে ততদিন সমাজের মঙ্গল নাই। পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ ও সন্তান সন্ততির বিবাহ উপলক্ষে এক্ষণে যে অপরিমিত ও অনর্থক অর্থ ব্যয়ের রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা সর্ব্ব, তাহাই লক্ষ্য করিয়া এই প্রস্তাবের প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতি সামান্য গৃহস্থ ও দরিদ্র ব্যক্তিরাও এ সকল উপলক্ষে এত অর্থব্যয় করে যে রাজেশ্বর বা অতুল ঐশ্বর্য্যশালিরও তাহা শোভা পায় না। এই ভয়ঙ্কর অমিতব্যয়িতা যে গরল রাশি বমন করিতেছে তাহাতে আমাদিগের সমাজ দিন দিন শ্রীভ্রষ্ট ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছে। অধিক কি, যে হিন্দুজাতির ন্যায় মিতাচারী আর দ্বিতীয় সংসারে লক্ষিত হয় না, মুষ্টি পরিমিত তণ্ডুলে ও কতক হস্ত পরিমিত বস্ত্র খণ্ডে যাহাদের আহার ও আচ্ছাদনক্রিয়া সম্পন্ন হয়, আর যে জাতির বাসভূমি এত শস্য শ্যামল যে নাম মাত্র কর্ষণে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়, উল্লিখিত প্রথার প্রভাবে এখন সেই মিতাচারী ও উর্ব্বরা ভূমির স্বামীদিগের মধ্যে সম্পন্ন ব্যক্তি খুঁজিয়া পাওয়া ভার। এই প্রথাগুলির প্রসাদে অক্ষম ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ও সক্ষম ব্যক্তি নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে এবং সঞ্চিত অর্থের অভাবে অর্থ সাপেক্ষ কার্য্যে কেহই প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছে না, অর্থাৎ কৃষি বা শিল্প বা বাণিজ্য কার্য্য অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জনে কেহ সমর্থ হইতেছে না। দেহমাত্র তাঁহাদিগের সম্বল, সুতরাং চাকুরির জন্য এ দ্বার ও দ্বার করিয়া লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে।

শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিতে হয় তাহা নিতান্ত অপরিহার্য্য নহে। এস্থলে অধিক ব্যয় না করিতে পারিলে কেবল অভিমান বৃত্তি চরিতার্থ হইল না, এই মাত্র, অন্য কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু বিবাহ স্থলে সেরূপ নহে। বিবাহ স্থলে অধিক ব্যয় না করিলে পাত্র পাইবার যো নাই। না করিলে মনোমত পাত্র মিলে না। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা জেঠ শ্বশুরী আর অদ্বৈতীর ও নথ দিয়া যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এখন সেই কার্য্য করিতে সৃষ্টির যাবতীয় সামগ্রীর আয়োজন করিতে হয়। কন্যাদান বিষয়ে এখন এই এক সংস্কার জন্মিয়াছে যে দম্পতীর সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য আমরা যে যে উপকরণের প্রয়োজন সেইগুলি সমুদায় দিলে দান সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। অপর, অবস্থানুরূপ এই সমস্ত উপকরণ দান করিলে হয় না, সমস্তই উচ্চ অঙ্কের দিতে হইবে। যিনি মালার জল খাম ও কম্বল গায় দেন, তাঁহাকেও স্বর্ণময় পান পাত্র ও শালের জোড়া দিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন আবার বিবাহোপলক্ষে সমাজের লোক দিগের আহ্লাদ ও সম্বর্দ্ধনা আছে। ইহাতেও তুল্য রূপ আড়ম্বর করিতে হয়। এইরূপে একটী কন্যার বিবাহ দিতে সামান্য গৃহস্থের ন্যূন কল্পে ১০০০। ১৫০০ টাকা ব্যয় করিতে হয় এবং এক বিবাহ দিয়া অনেকে যাবজ্জীবন সপরিবারে দারিদ্র্য যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া থাকে, অথচ এই ব্যয়ের পক্ষে না আছে শাস্ত্রের বিধি না আছে যুক্তি না আছে পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত কেবল এক অভিমান ও বরকর্ত্তার অত্যধিক লোভ এই ব্যয়ের জন্মদাতা।

এই প্রথার যাহাতে সমূলে উচ্ছেদ হয় এবং ইহার পরিবর্ত্তে প্রাচীন প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়, এ বিষয়ে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই উদ্যোগবান হওয়া উচিত। আমরা সমাজের যে সংস্কারের জন্য সকলকে অনুরোধ করিতেছি সম্প্রতি কলিকাতার বাগ্বাজারস্থ তন্তুবায় মণ্ডলীর মধ্যে কতকগুলি সুশিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি তাহার এক প্রকার সূত্রপাত করিয়াছেন। উল্লিখিত উদ্বাহ প্রথা তন্তুবায় দিগের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। ন্যূনকল্পে ১২০০ টাকা না হইলে তাঁহাদিগের কন্যা পাত্রস্থ হয় না, এবং তাঁহাদিগের এপক্ষে এত আঁটা আঁটি যে যে টাকাটী দেওয়া স্থির হয় তাহা যত ক্ষণ বরকর্ত্তার হস্তগত না হয়, ততক্ষণ আত্মোদরিক পর্য্যন্ত হয় না ইহাকে এক প্রকার ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা বলাই সঙ্গত হয়। আদান প্রদানের এ রীতি নহে। এই উপদ্রবের নিমিত্ত অনেকে সুলক্ষণ হইবে বলিয়া কন্যার মঙ্গলামঙ্গল লক্ষ্য না করিয়া বৃদ্ধ ও দারবান পাত্রে কন্যাদান করে। কন্যাকে আমরণ কাল সপত্নীর জ্বালা ও নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় এবং এই সুযোগ পাইয়া অনেকেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার দারপরিগ্রহ

করিয়া অর্থ সংগ্রহ বা অপর অসদভিপ্রায় সাধন করিয়া লয়।

অতএব, সহৃদয়, সুশিক্ষিত তন্তুবায়গণ, আপনাদিগের সমাজগত এই কদর্য্য রীতি দর্শন করিয়া অতিশয় কাতর ও ইহার সংশোধনার্থ একান্ত ব্যাকুল হন। অনন্তর এক দৈবঘটনার উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের অভিপ্রেত সাধনের অনুকূল হইয়াছে। মালদহে তাঁহাদিগের স্বশ্রেণীয় কতকগুলি তন্তুবায়ের বাস আছে। নৈসর্গিক বিষম প্রভাবে ইহাঁদিগের ঔরসে কন্যা সন্তানের উৎপত্তি ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। পাত্রীর অসদ্ভাব হওয়াতে ইহাঁদিগের পরিণয় সম্বন্ধের বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। কলিকাতার তন্তুবায় মণ্ডলীর এইরূপ চিকিৎসা করিয়া থাকেন। তিনি মালদহের তন্তুবায়দিগের এই বৃত্তান্ত জানিতেন। তিনি কলিকাতার তন্তুবায়দিগের সৎপাত্র পাইবার কষ্ট দেখিয়া তাঁহাদিগের নিকট মালদহের রহস্যের উদ্ভেদ করিয়া তত্রত্য তন্তুবায়গণের সহিত তাঁহাদিগের কন্যা আদান প্রদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব করেন। শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ বসাক বি, এ, যথোচিত আদর ও আগ্রহ সহকারে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা ও প্রচার করিয়া মালদহের বারেন্দ্র কুল তন্তুবায়দিগের সহিত তাঁহাদিগের উদ্বাহ বন্ধন সংস্থাপন করে স্বজাতীয় সকলের সহায়তার প্রার্থনা করিলেন। এইপুস্তক প্রাপ্ত হইয়া বাবু নীলকমল বসাক, বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসাক, বাবু ভগবতীচরণ দত্ত, বাবু বসিকলাল সেট প্রভৃতি আর কএক জন সুশিক্ষিত ও পদস্থ তন্তুবায় রাধানাথ বাবুর প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সহায়তা করিতে বলিলেন এবং মালদহ ও কলিকাতার তন্তুবায়গণের পরস্পর আদান প্রদানের প্রবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত সমধিক যত্নবান হইলেন। মালদহের ও কলিকাতার তন্তুবায়গণ পরস্পর করণ কারণ চলিতে পারে ইহা স্থির হইলে অনুষ্ঠেয়বিষয়ে কর্ত্তব্যপক্ষে আর কোন প্রতিবন্ধক থাকে না ইহা অবধারণ করিয়া উক্ত ব্যক্তিরা বাবু নীলকমল বসাককে মালদহবাসী তন্তুবায়দিগের আচার ব্যবহারাদির অনুসন্ধানার্থ মালদহে প্রেরণ করিলেন। নীলকমল বাবু যেমন সুশিক্ষিত তেমনি সামাজিক বিষয়ে অতিশয় সুচতুর ও কর্ম্মদক্ষ। অধিকন্তু তিনি মালদহে সকলের আদর ও অনুরাগ ভাজন হইলেন এবং "তন্ন তন্ন" করিয়া সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্বজাতীয় সভাতে এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে মালদহের তন্তুবায়দিগের সহিত তাঁহাদিগের যৌন সম্বন্ধ হইবার কোন বাধা নাই। তাহাতে অন্যান্য যাবতীয় তন্তুবায় ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক মালদহনিবাসী স্বজাতীয়দিগের সহিত আহার ব্যবহার ও কন্যা আদান প্রদান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পাত্র ও কন্যা স্থির হইল। বরকর্ত্তা সপরিবারে পুরোহিতের সমভিব্যাহারে পাত্র লইয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন। গত ২৫ এ অগ্রহায়ণ মালদহ বাসী ছুখিরাম কালদারের পুত্র রাধাবল্লভ কালদারের সহিত কলিকাতা পরাণহাটা নিবাসী মহেন্দ্রনাথ বসাকের জ্যেষ্ঠা কন্যার অতি সামান্য ব্যয়ে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ রাত্রিতে বাবু রবদাপ্রসাদ বসাক পৌরদাস বসাক রাজকৃষ্ণ রায়দার উমাচরণ সেট চৈতন্য চরণ দত্ত রাধাপ্রসাদ সেট নগেন্দ্রচন্দ্র বসাক শশিভূষণ সেট গঙ্গানারায়ণ দত্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত দেবেন্দ্রনাথ বসাক প্রভৃতি অনেক গুলি তন্তুবায় জাতীয় প্রধান প্রধান ধনী ও ভদ্র ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনেকে উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে [illegible] এই বিবাহ অতি সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে ক্রমশঃ দলপুষ্টি হইবে।

আমরা নীলকমল বাবু রাধানাথ বাবু নবীনচন্দ্র বাবু মহেন্দ্রনাথ বাবু ও যে সমস্ত ব্যক্তি তাঁহাদিগের সহায় হইয়াছেন সকলকে সাধুবাদ করিতেছি এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে এই অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারাও এই সমুদয় ব্যক্তিদিগের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করুন। তাঁহাদিগের তন্তুবায়গণের ন্যায় পাত্র বা পাত্রীর অসদ্ভাব নাই, কেবল যাহাকে সজ্জনজ্ঞান বলে তাহারই অসদ্ভাব। সজ্জন তাঁহাদিগের নাই, আমরা এরূপ নির্দ্দেশ করিলাম তাহার কারণ এই, তাঁহারা এক অলীক অভিমানের পরবশ হইয়া কাপড়ের দালালি এক অসঙ্গত প্রণালী দাঁড় করিয়া আছেন এবং সমাজকে উৎপন্ন করিতেছেন। আমাদিগের বক্তব্য এই যে, [illegible] ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া বিবাহ কার্য্যের সুবিধা করেন এবং উঁহারা তন্তুবায়গণের মত যথোচিতজন করুন।

—০:০—

নূতন পুস্তক।

১। শরৎ সরোজিনী (১) এখানি টক নাটক এই শব্দটী শ্রুতিমূলে প্রবেশ করিলে বোধ হয় আমাদিগের পাঠকগণের অনেকে কেবল গ্রন্থকার ও গ্রন্থের উপরে নয়, এই ভাবিয়া আমাদিগের উপরেও বিরক্ত হইবেন যে আমরা একটী বৃথা বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া তাঁহাদিগের সময় নষ্ট করিতে বসিয়াছি। আজি কালি বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র যে প্রকার নাটক প্রসব করিতেছে, তাহাতে পাঠকগণের এরূপ অরুচি হওয়া অসঙ্গত নয়। নাম নাটক, কিন্তু না আছে বসন্তের সন্নিবেশ, না আছে গল্প রচনার চাতুরী, না আছে শব্দ লালিত্য, না আছে রচনা মাধুর্য্য, প্রথমতঃ ভাষা দেখা যেমন যা তাই। উহা ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগের ভাষাকেও অপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে আমরা যখন নবযুবকদিগের লিখিত গ্রন্থ পাঠ করি, আমাদের বোধ হয়, তাঁহারা [illegible] বাঙ্গলা অক্ষর [illegible] বুঝিতে পারি না। কিন্তু শরৎ সরোজিনী নাটক সেরূপদিগের রচনার নয়। উহাতে

(১) শরৎ সরোজিনী। [illegible] (২) সম্পাদক কর্ত্তৃক শ্রীউমেশচন্দ্র দাস দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ১ এক টাকা ছই আনা।

পদার্থ আছে। আমরা আহ্লাদিতচিত্তে নাটক খানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। পাঠকালে প্রতিপদেই আমাদিগের কৌতূহলের সমধিক বৃদ্ধি হয়: গল্পটী যে মনোরম হইয়াছে, আমরা বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়াই তাহা বুঝিয়াছিলাম। বিজ্ঞাপন মধ্যে লিখিত হইয়াছে, গ্রন্থ প্রকাশক গ্রন্থ খানি একবার বঙ্কিম বাবুকে দেখাইয়া লইবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ অক্ষরটী পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না, শরৎসরোজিনী প্রকাশক ঐ দোষ দেখিয়া সে চেষ্টা হইতে বিরত হন। এই লিখন ভঙ্গী দেখিয়াই আমাদিগের বোধ হয়, ইনি বঙ্কিম বাবুর নূতন শিষ্য হইয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত রীতি ক্রমে ইনিও গ্রন্থ রচনা করিবেন, কিন্তু আমরা প্রকাশিত গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া "শরৎ নহে শরৎসরোজিনী" এই প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। চৌর্য্যক্রিয়ায় ইনি বঙ্কিম বাবুর অপেক্ষা নকৃষ্ট নহেন। বঙ্কিম বাবু ইংরাজী হইতে চুরি করেন, ইনি বাঙ্গালা হইতে চুরি করিয়াছেন আমরা পূর্ব্বে দুই এক খানি ভাল বাঙ্গলা নাটকের যে সমালোচন করিয়াছি তাহার কতিপয় পরে শরৎসরোজিনীর উপসংহার ভাগ ও গল্পের অন্তর্গত ঘটনাগুলির বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। তবে বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ অপেক্ষা শরৎসরোজিনীর শ্রেষ্ঠতা এই, বঙ্কিম বাবুর লেখা ইংরাজী বাঙ্গলা, শরৎসরোজিনীর লেখা বিশুদ্ধ বাঙ্গলা। বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থের গল্পগুলি মনোরম হইলেও তাহা লেখার দোষে পাঠেচ্ছা হয় না। শরৎসরোজিনীর ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গলা বলিয়া পাঠে অভিনিবেশ প্রবৃত্ত জন্মে।

শরৎ গ্রন্থের নায়ক, সরোজিনী নায়িকা ও হেমলাল প্রতিনায়ক। গ্রন্থকার নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় নাটোল্লিখিত পাত্রদিগের চরিত্র অতি সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। যথাযথ স্থানে রসের ভাষা কচন ও অলঙ্কার সন্নিবেশ করা হইয়াছে। পাঠকালে অস্বাভাবিক কিছুই বিকার উপস্থিত হয়। ইহার তুল্য গ্রন্থকারের প্রশংসা বোধ হয় আর নাই। গল্প রচনার অনেকগুলি দোষও আছে। সরোজিনী হঠাৎ শরৎকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন এটী সুসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। বিপাকে পড়িয়া যদি শরতের সহিত তাঁর বিচ্ছেদ হইত, সেটী অধিকতর স্বভাবপ্রাপ্ত হইত। মতিলাল দে একজন অসৎ জমীদার, অসতের স্বভাব চরিত্র কার্য্য যেরূপ বর্ণন করিতে হয়, তাহা করা হইয়াছে। কিন্তু মৃত্যু কালে সে বিনয় ও মৃদু মারীর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিল এটী যেন আমাদিগের অনুভববিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইল। সচর চর দেখিতে পাওয়া যায় মৃত্যু কালে ক্রোধের পাত্র সম্মুখে থাকিলে অতীব সিদ্ধি হইল না বলিয়া উহাদিগের দমনভয় ক্রোধাগ্নি বর্দ্ধন করিতে থাকে। দুর্য্যোধন মৃত্যু কালেও পাণ্ডবদিগের বিনাশ সাধন করিতে পারিল না বলিয়া বিদ্যমান হইয়াছিল। শরৎ একজন গোরার প্রাণদান করিয়া ভূতলশায়ী হইলে অপর গোরা তাহার বক্ষস্থলে দণ্ডায়মান হয়। শরৎ তৎকালে বলেন, বাঙ্গালিরা কাপুরুষ নয়, ধর্ম্ম সাক্ষী। এই কথা বলাতে তাঁহার বীরত্বের গৌরব কমিয়া গিয়াছে। মতিলাল বলে, টাকা দিলে ইংরাজদিগকে যা ইচ্ছা তাই করান যায়। এ বাক্যে আমরা অনুমোদন করি না। ইংরাজ জাতির সকলেই অসৎ এ বাক্যটী প্রমাণ বিরুদ্ধ, এস্থানে এই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে ইংরাজদিগের রাজত্ব অপেক্ষা আকবরের রাজত্বে লোকে সুখী ছিল। এটী ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত। আকবর অন্য অন্য যবন রাজার ন্যায় নিজে অত্যাচার করেন নাই বটে কিন্তু তাঁহার অধিকারে পুলিষ প্রভৃতির এতদূর উন্নতি হয় নাই। তবে ইংরাজ অধিকারে অনেক অবিচার হয় ও অনেক ইংরাজের অত্যাচার আছে, এ কথা আমরা অস্বীকার করি না। এদেশীয়দিগের বলেই ভারত বর্ষ কালে ক্রমে স্বাধীনতা লাভ করিবে বলিয়া যে আশা করা হইয়াছে তাহা দুরাশা মাত্র। যাবৎ জাতিভেদ ও জাতি বিদ্বেষের প্রাদুর্ভাব থাকিবে, তাবৎ সে মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি ইংরাজদিগের রাজত্ব যায়, ভারতবর্ষ আর একজাতির অধীন হইয়া পড়িবে।

শরৎ ই রাজী বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে হিন্দুধর্ম্মের ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন শেষে তাঁহাকে সেই প্রণয়ের দাস হইতে হইল। গ্রন্থের এই উপসংহার ভাগটী অতি সুন্দর হইয়াছে স্বভাবকে জয় করা বড় কঠিন কাজ। ইহাও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, ইংরাজীবিদ্যালয় হইতে বহির্গত যুবকদিগের মন ইস্পাম ঘিয়ের ন্যায় একান্ত ইচ্ছুঙ্খল হইয়া উঠে, শেষে আর সে ভাব থাকে না।

বিবিধ সংবাদ।

১৯ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

আমাদিগের সমাজ বন্ধন এমনি শিথিল হইয়া উঠিয়াছে যে লোকে সামাজিক বিষয়েরও মীমাংসার্থী হইয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণার্থী হইতেছে। আমাদিগের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, এক ব্রাহ্মণ কন্যা পাঠাইয়া না দেওয়াতে জামাতা সাত রণ পত্নী পাইবার প্রার্থনায় পাণ্ডুয়ার মুন্সেফ আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। পূর্ব্বে সমাজের প্রধানেরা এ সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিতেন। এখন কেহ কাহার কথা শুনে না। সুতরাং সমাজের প্রধানেরা আর কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সমাজের এ দশা শোচনীয় সন্দেহ নাই।

ষ্টেট সেক্রেটারি লার্ড সালিসবরি বঙ্গ জয় এদেশীয় অবস্থা জানিতে জিলার জজের পদ প্রদান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া হিন্দু হিতৈষিণী লিখিয়াছেন "আমরা উদাহরণ স্থলে এখানেও উল্লেখ করিতে পারি যে ঢাকার জজ সি, বি, গ্রেট সাহেবের পরে ওয়ালটন সাহেবকে প্রতিনিধি না দিয়া যদি উপযুক্ত অবস্থ জজ বাবু ভূপতিচরণ রায়কে প্রতিনিধি করা হইত, সাধারণে সন্তুষ্ট হইতেন, কার্য্যও সমধিক উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন হইত। দেশীয় বিচারকগণ কিরূপ কার্য্যপটু, উচ্চপদস্থ হইলে কি ভাবে

ধীর ক্ষমতা প্রদর্শন করেন প্রধানতম আর্য্য লণ্ডের কতিপয় দেশীয় বিচারকই তাহার প্রমাণস্থল।" হাইকোর্টের বিচারপতি দিগের নিকট এদেশীয় বিচারপতিদিগের বিচার ক্ষমতার অপরিচয় নাই। অনেক মকদ্দমায় হাইকোর্ট জজের রায় রদ করিয়া নিম্ন আদালতের এদেশীয় বিচারপতির রায় বহাল করেন।

চিকিৎসা তত্ত্ব দুটী উৎকট প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথম, গবর্ণর জেনরল সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদিগকে আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনেরা আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বলিয়া নির্দ্দেশিত হইবেন। উচ্চতর উপাধি লাভ সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন দিগের আহ্লাদের হইবে সন্দেহ নাই। চিকিৎসা তত্ত্ব বলেন, যেমন ওঁহাদিগের উচ্চ উপাধি লাভ হইল, তেমন বেতনবৃদ্ধি হওয়া এবং তাঁহাদিগের প্রতি সিবিল ষ্টেসনের ভার সমর্পণ করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় প্রস্তাব এই, নেটিব ডাক্তারদিগের একটী সুতন পরীক্ষা প্রণালী করিয়া সেই পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এই উপাধি দেওয়া উচিত। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই দুটী প্রস্তাবেরই অনুমোদন করিতেছি। নেটিব ডাক্তরদিগের উপাধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়াও কর্ত্তব্য। তাহা হইলে উহাদিগের উৎসাহ দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইবে, এবং চিকিৎসা-তত্ত্ব যে কথা করিয়াছেন, তাহাও সুসিদ্ধ হইয়া উঠিবে। চিকিৎসা তত্ত্ব বলেন "এরূপ করিলে উপাধি লাভের প্রত্যাশায় নেটিব ডাক্তারদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই স্ব স্ব চিকিৎসায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে সমধিক যত্নবান হইবেন এবং গবর্ণমেণ্টেরও উত্তম উত্তম কর্ম্মচারি সকল প্রস্তুত হইবে।"

বঙ্গবন্ধু বলেন, বাবু প্রসন্নকুমার রায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বেচিলর অব সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং বেচিলর অব সাইন্স উপাধি পাইয়াছেন। ব্রাহ্মণালয়ে যে বিষয়ে যান, তাহাতেই কৃত কার্য্য হন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আমাদিগের রাজপুরুষেরা এখনও এই বলিয়া আপত্তি করেন, বাঙ্গালিরা কার্য্যে পটু হন নাই।

দিনাজপুরে দুর্ভিক্ষ কালে সাহায্যদান কার্য্যদিগের উৎসাহ দান প্রসঙ্গ করিয়া রাজসাহি বিভাগের কমিশনরকে এই অনুরোধ করিয়াছেন, পুটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী যে যে সৎকার্য্য করিয়াছেন তাহার অনেক অবশিষ্ট আছে, কমিশনর সেইগুলির অনুসন্ধান করিয়া গবর্ণমেণ্টে তাঁহার উৎসাহ দানের প্রস্তাব করেন। সজ্জন ব্যক্তি মাত্রেই এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিবেন সন্দেহ নাই। কাশীর রাজার রাণী স্বর্ণময়ী পুটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী ও দিনাজপুরের রাণী শ্যামমোহিনী এ তিনটী স্ত্রীরত্ন। ইঁহারা হিন্দু জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

সুতন ফৌজদারী আইনের ২২১ ধারায় আছে চোরিত দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক হইলে সরাসরি বিচার হইবে না। কিন্তু ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেট এরূপ একটী চুরির মকদ্দমার সরাসরি বিচার করিয়াছেন যে চোরিত দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক। সেসন আদালতে উহার আপীল হয়। সেসন জজ মাজিষ্ট্রেটের রায় রহিত করেন। হাইকোর্টে উহার আপীল হয়। হাইকোর্ট সেসন জজের রায় বহাল করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গ করিয়া হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, মফস্বলের মাজিষ্ট্রেটের হস্তে যেমন ভয়াবহ ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে, এই মকদ্দমা তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। আমাদিগের ব্যবস্থাপকগণ শুভ উদ্দেশ্য করিয়া যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন, অনেক সময়ে বিচারপতিদিগের রাগ দ্বেষাদি দোষের প্রভাবে তাহা বিফল হইয়া যায়। যে পর্য্যন্ত বিচারপতিদিগের দোষ সংশোধিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত আপীলের বিধি রহিত করা যুক্তি সঙ্গত নহে।

ইংলিশম্যান সম্পাদক তারযোগে তুরস্ক-যুদ্ধসংক্রান্ত এই বিশেষ সংবাদ পাইয়াছেন, আবার সয়তানদিগের সন্ধি করিবার যে আন্তরিক ইচ্ছা আছে, তাহার প্রমাণার্থে তাঁহারা পাঁচজন দূতকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সেনাপতি তাঁহাদের ১৫ ই ডিসেম্বর কনষ্টান্টিনোপলে যাত্রা করিবেন। "তুর্কেরা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলে ইংরাজদিগের চৈতন্য হয় না।

জ্ঞানবিকাশিনী বলেন, চাটমোহর অঞ্চলে জ্বরে ও ওলাউঠায় অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

দিল্লীগেজেট কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, আমীর সরদার আবদুল্লাকে বন্দী করিলে তাঁহার শোয়ারেরা কিরাটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভ্রাতা আয়ুব খাঁকে ঐ সকল সংবাদ দেয়। তিনি হস্তে অশ্বিশস্ত্র বিরক্ত করিয়া আগ খাঁ ঐ সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া এক পত্র লিখেন এবং তাঁহাকে এই অনুরোধ করেন যে তিনি আস্ সাদি ও চর কমলাগা আদি দলকে সঙ্গে করিয়া কাবুলে উপনীত হন। আয়ুব খাঁ সেনাপতি নূরউল্লাকেও এই ভাবে পত্র লিখিয়াছেন যে যত পারেন সৈন্য পাঠাইয়া দেন। আমীর আয়ুব খাঁকে তাঁহার পরিবার পাঠাইবার নিমিত্ত কিরাটে পত্র লিখিতে বলেন। তাহাতে আয়ুবখাঁ এই উত্তর দেন, আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি যে আমীর তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন এবং আমাকে বন্দী করিবেন, অতএব আমি আমার পরিবার পাঠাইতে লিখিয়াছি। ইহাতে আমীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং বলেন তুমি যদি অবিলম্বে তোমার পরিবারকে কাবুলে আনয়ন না কর, তোমার চক্ষু উৎপাটন করিব। ইহাতে সরদার উত্তর দিলেন, আমীর সাহেব আপনার যেমন ইচ্ছা তাহাই করুন, তদনুসারে আমীর মুক্তিকে তাকিয়া তাহাকে সৈন্য সহ কিরাটে যাত্রা করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমীরের বিশ্বাসঘাতকতার ফল বোধ হয় হাতে হাতে ফলিবে।

১ লা পৌষ মঙ্গলবার।

এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকটে লিখিয়া

পাণ্ডুইয়াছুম গত ১০ ই ডিসেম্বর ইউসফুল আর্টস ও দুটী বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। কমোডোর কথান জেনরল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুত শ্যামচরণ সরকার ইংরাজী পাঠ ও বাঙ্গলা ও সংস্কৃত এই চারি শ্রেণীর বক্তৃতা করিয়া বার্ষিক রিপোর্ট আবৃত্তি করিয়াছিলেন। চারি ভাষায় বক্তৃতা করিবার উদ্দেশ্য কি?

ইংলিশম্যান বলেন, অযোধ্যার পূর্ব্বতন ইনস্পেক্টর জিমারমেন সাহেব ফাঁসী অপরাধে খাঁসীর জবাবদিহি লিখিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া সুরেন্দ্র এক মকদ্দমায় তাঁহার ভুয়া সাক্ষ্য করাইয়া লয়। সে আদালতে অসন্তুষ্ট হইয়া কমিশনরের বিপক্ষে আপীল করে। কমিশনর সাহেব ঐ ২২ এ জবাবদিহির অংশে কাটিয়াছেন। ১৮৭১ অব্দের ২ আইন অনুসারে তাঁহার মত কাটা বুঝি করিবার ক্ষমতা আছে।

গত অক্টোবর পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ৭৯০০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। গত বৎসর ঐ মাসে যত লোকের মৃত্যু হয় তাহার অপেক্ষা ২০৬ অধিক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। উহার পূর্ব্ববর্ষের অপেক্ষা ১১০৩১ জন অধিক মরিয়াছে। ১৯১০ ব্যক্তি এলাহাবাদ যে ১৭১ বসন্তে ১২০৭৭ জ্বরে ৩৩৫ সর্প ও অন্য অন্য বন্য জন্তুর দংশনে হত হইয়াছে। গোরক্ষপুর ও বস্তিতে উহার অধিকাংশ মৃত্যু ঘটনা হয়।

বেলজিয়মের একজন মাসী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, এক স্থলে অন্য ফলের আবশ্যক করা যায়। সূচির মত এক সূক্ষ্ম যন্ত্রের অগ্রভাগ দ্বারা ফলের ভিন চারি স্থানে ছিদ্র করিতে হয়। সেই ছিদ্র দ্বারা অন্য ফলের রস তাহাতে প্রবেশ করিয়া দিতে হয়। তাহার পর ৭ দিন অন্তর দুই তিন বার এই প্রক্রিয়া করিতে হয়। তাহা হইলেই এক অপূর্ব্ব ফল খাইবার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পার্লামেণ্টে ওয়াল্ পোল বলেন, কুইন্সের [illegible] ৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড দেনা আছে। [illegible] ১১০ [illegible] ৮ [illegible] ইহাদের [illegible] ৭ [illegible] ১০ [illegible] ৭ [illegible] ৫ [illegible] ১০ [illegible] ৭ [illegible] ৫ [illegible] ১০ [illegible] ৭ [illegible] ৫

বলিয়া সে উহাতে হোবল্পর্শ করিবে না।

আগামী ১১ এ ডিসেম্বর শনিবার বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন হইবে।

ষ্টেট সেক্রেটারি সাহেব একটী শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন। বোম্বাইর কিপলিঙ্ক সাহেব ইহার প্রিন্সিপাল হইবেন।

বেঙ্গলীর সেনাদলের মেজর ডি বোলেজে সম্প্রতি একটী যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ দ্বারা স্থানের দূরতা নিরূপিত হইবে। যুদ্ধ কালে এই যন্ত্র দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিবে। কামানের শব্দ দ্বারা শত্রুপক্ষ কত দূরে অবস্থিতি করিতেছে তাহা অনায়াসে নির্ণীত হইবে।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজা এই মাসে কলিকাতায় আসিতেছেন।

খৃষ্টমস উপলক্ষে হাইকোর্ট আগামী ২৩ এ ডিসেম্বর অবধি ২ রা জানুয়ারি পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

১২ ই ডিসেম্বর যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, সমুদায় বঙ্গদেশের শস্যের অবস্থা উত্তম, কোন কোন বিভাগে এমন ধান্য জন্মিয়াছে যে বহুকাল সেরূপ জন্মে নাই। যত নিবন্ধন মেদিনীপুরের ৪০ বর্গ মাইলের ধান্য একেবারে নষ্ট হইয়াছে, অন্যান্য স্থানে কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছে। এসকল স্থানে আমন ধান্য দশ আনার অধিক হইবে না। অনেক স্থানেই সাধারণ চাউলের মূল্য অনেক কমিয়াছে।

৫৫ বৎসর বয়স হইলে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের যে নিয়ম হয়, মধ্যে তাহার আর কোন উচ্চ বাচ্য শুনা যায় নাই, সম্প্রতি কলিকাতা পেপার কয়েপি আফিসের আসিষ্টাণ্ট কণ্ট্রোলার জেনরল বার্কিলি সাহেবকে ঐ নিয়মানুসারে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের অনুমতি করা হইয়াছে।

ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, সিন্ধুর কমিশনর সার উইলিয়ম মিয়ারওয়েদার ১১ ই ডিসেম্বর লাট নর্থব্রুকের সহিত কলিকাতায় যে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, লোকের বিশ্বাস এই, সেলুচি স্থানের কার্য্যাদির অবস্থা কিরূপ তদ্বিষয় জানিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে।

গবর্ণর জেনরল বরদার নূতন রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিয়া যেমন সকলের প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন, সর লিউইস পেলিকে ঐ পদ প্রদান করিয়া তেমনি বুদ্ধির কাজ করিয়াছেন। সর পেলি একজন বাস্তবিক উপযুক্ত লোক। তিনি যেরূপে কার্য্য করিতেছেন তাহা দর্শন করিলেই তাঁহার উপযুক্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কেবল যে গুইকুমারের প্রজাগণকে সুবিচার দানে কৃত সংকল্প হইয়াছেন এমন নহে, গুইকুমারকেও তাঁহার প্রজাগণের অন্যায় প্রার্থনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন। যাহা হউক লার্ড নর্থব্রুক গুইকুমারের প্রতি বিলক্ষণ সদাশয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। গুই কুমারের সৌভাগ্য যে এখন লেলহাউসির রাজত্ব নয়।

৪ ঠা পৌষ শুক্রবার।

ইংলিসমান তারযোগে পারিস হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, তত্রত্য জাতিসাধারণ সভা সম্প্রতি এক আইন করিয়া যে সকল বিদেশীয় ফ্রান্সে জন্ম গ্রহণ করিবেন তাহাদিগকে সৈনিক কার্য্যের অধীন করিয়াছেন। ফ্রান্স আজি কালি সৈন্য বৃদ্ধির চেষ্টায় আছেন।

উক্ত পত্র বলেন, বরদার নূতন রেসিডেণ্ট হওয়াতে মলহর রাও নূতন নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। তিনি সম্প্রতি তিন কোটি টাকা কর্জ্জ করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহার দেশের উন্নতি বিধানার্থ অথবা তাঁহার নিজ বিলাসবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এ টাকা কর্জ্জ করা হইতেছে তাহা কিছু প্রকাশ পায় নাই

৭ ই ডিসেম্বর জয়পুর ষ্টেট রেলওয়ে খোলা হইয়াছে।

আগামী ১১ ই মার্চ্চ লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্ব্বিস প্রবেশার্থিদিগের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

আফ্রিডিটেসেরা ৭২ গণিত হাইল্যাণ্ডরদের যাত্ত মাষ্টারকে যে ধরিয়া লইয়া যায়, তাহারা বলিতেছে, ৭ হাজার টাকা না দিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না।

সম্প্রতি মান্দ্রাজের হাইকোর্ট এই নিষ্পত্তি করিয়াছেন, ফৌজদারী প্রসিডিয়র ১৮৩ ধারানুসারী অপরাধী ব্যক্তির পক্ষ সমর্থনার্থ যদি কোন উকীল বারিষ্টার বা এটর্ণি উপস্থিত হন, তাহাকে ওকালত নামা দাখিল করিতে হইবে না।

আলাহাবাদে গ্রেট ইষ্টারণ হোটেল কোম্পানির যে এক শাখা আফিস আছে, তাহার ম্যানেজার কোলিন্স সাহেব তদ্বিশেষ তদ্রূপ করাতে গত মঙ্গলবার তত্রত্য জাইকোর্ট তাঁহার কঠিন পরিশ্রমের সমুচিত আড়াই বৎসর কারাগার দিয়াছেন। কেবল বাঙ্গালি নয় এই বড় বড় ইংরাজদিগের মধ্যেও এরূপ সাধু অনেক পাওয়া যায়।

সম্প্রতি টালার প্রধান জলের পাইপ কাটিয়া যাওয়াতে কলিকাতার লোকদিগের দুই দিন বড় জলকষ্ট হয়।

বোম্বাই গেজেট কলিকাতা হইতে তার যোগে এই বিশেষ সংবাদ পাইয়াছেন, সিরার আলীর সহিত যাকুব খাঁর মিলনের যে বন্দোবস্ত হয়, যদিও গবর্ণমেণ্ট তাহার কিছুই জানিতেন না, কিন্তু আমীর যাকুব খাঁকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বন্দী করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে তিনি কতদূর বাধ্য হন তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া যাকুব খাঁকে মুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইহার কোন উত্তর এ পর্য্যন্ত আইসে নাই। আমীর সন্ধি করিতে অসম্মত হন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যে, বৃত্তি দেন তাহা বন্ধ করা ভিন্ন আর কিছু করেন এমন বোধ হয় না। এখানকার প্রধান পুরুষদিগের মত এই, কাবুলের একজন রেসিডেণ্ট রাখা অনুচিত এবং সীমা অতিক্রম করিয়া সৈন্য লইয়া যাওয়াও উচিত নয়। এবিষয় এক্ষণে কোন গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে নীত হইয়াছে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন যে

বোম্বাইয়ে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণসমাজে একটী বিধবা বিবাহ সম্বারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ বাটীর দ্বার দেশে একজন ইউরোপীয় কনষ্টেবল কতকগুলি সিপাহী লইয়া শান্তি রক্ষা করে।

গত বুধবার কলিকাতা বেণিয়াটোলায় একটী এদেশীয় স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়া বিষপান দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছে।

মিয়াসের মকদ্দমা সম্বন্ধে আজিও অনেক ইংরাজী সংবাদ পত্র সম্পাদকের রাগ পড়ে নাই। এটী যে অবিচার হইয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ইঁহারা প্রাণ পণে প্রয়াস পাইতেছেন। কেহ কেহ ইঁহারা লিখিয়াছেন ওডেসার অনেকগুলি সংবাদ পত্র মিয়াসের মকদ্দমা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, কমীয় গবর্ণমেণ্ট এতদ্ভিন্ন অসভ্য কিন্তু সেখানেও এরূপ অবিচার হওয়া সম্ভাবিত নয়। প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিলে ওঁহাদের এ সংস্কার জন্মিত না।

কলিকাতার সেণ্ট্রাল কমিটী বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, ওঁহারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তি দিগের সাহায্যার্থ আর টাকা দিবেন না, এবং এ জন্য এক্ষণে যদি কেহ টাকা দেন তাহাও গ্রহণ করিবেন না।

অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব নবাবের দুটী বিবাহিতা স্ত্রী ৩৯ টী আরা এবং ১০০ টী বেগম আছে। নবাবের ৩১ টী পুত্র ও ২৫ টী কন্যা। ইহাকে ছোট খাট একটী রাজ্য বলিলেও বলা যায়।

বর্দ্ধমানের একখানি সংবাদপত্র বলেন, বর্দ্ধমানের রাজা হিন্দুস্থানী আচার ব্যবহার অবলম্বন করিতেছেন, কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধে নয় পরিচ্ছদাদি বিষয়েও হিন্দু স্থানী সাজিতে চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দুস্থানীদিগের ন্যায় মস্তকে মুকুটবন্ধন করিতেছেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

	একের টাকা—	
৪		১০২৷৶—১০২৷০
৪৷	১৮৭০ (১৮৮৫)	১০২৷০—১০৩
৪৷	১৮৭১ (১৮৮৪)	১০৫—১০৫৷০
৪৷	১৮৭২ (১৮৭৯)	১০৩৷০—১০৩৷০
৫৷	১৮৫৯-৬০ (১৮৭৯)	১০৯৶—১০৯৷০

৫ ই পৌষ শনিবার।

ফ্রেণ্ডঅফ্ইণ্ডিয়া পত্রিকা ভাওয়ার সিংহ বাহাদুরের গুণ ব্যাখ্যা করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে কোন প্রকার সম্মান চিহ্ন প্রদান করুন বলিয়া যে অনুরোধ করিয়াছেন, আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ে তাহার অনুমোদন করিতেছি। সম্মান লাভ যোগ্য তাঁহাদিগের অনেক সৎকর্ম্ম ও সৎ ব্যয় আছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব গবর্ণর জেনরল ও তদধীনস্থ কর্ম্মচারিরা সেতারার রাণীর প্রতি যেরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। আমাদিগের মন্ত্রীমণ্ডল সাত মন্বন্তরক তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথের পথিক না হইয়া রাণীর অর্দ্ধেক রাজ্য বিধান করিয়াছেন। সমাজ দর্পণ এই প্রসঙ্গে যথার্থ কথাই কহিয়াছেন "এরূপ গুরুতর দোষের ব্যাঘাত করিয়া অর্দ্ধবৃত্তি প্রদান করিতে পারা সহজ ব্যাপার নহে।"

অমৃত বাজার পত্রিকা বলেন, বাবু ব্রজমোহন দত্ত বেদের উন্নতির নিমিত্ত দুটী ছাত্রবৃত্তি দেন। বাখরগঞ্জের মাজিষ্ট্রেটের রিপোর্টে ঐ সংবাদ জানিতে পারিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকায় একজন জমীদারের অত্যাচার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। জমীদারেরা গবর্ণমেণ্টের ন্যায় প্রজার পিতৃস্থানীয়। তাঁহারা প্রজার প্রতি পিতৃবৎ ব্যবহার না করিয়া যে শত্রুবৎ ব্যবহার করেন, ইহার পর দুঃখের বিষয় আর নাই।

আমরা রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ পত্রে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, দুর্ভিক্ষ কমিশনর রবিন্সন সাহেব দিনাজপুরের রাণী শ্যাম মোহিনীকে মহারাণী উপাধি এবং তাঁহার জামাতা বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহকে রায় বাহাদুর উপাধি দিবার অনুরোধ করিয়া গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন। যোগ্যপাত্রে উৎসাহ দানের কথা শুনিলেই আনন্দ জন্মে।

অদ্যকার পত্রে "বঙ্গীয় কবি" এই প্রস্তাবটীতে লোকের কবির পরিচয় পাইয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি ভারতভূতা কেড়ায় শূন্যে পড়িয়া বোধ হয় মারা গেলেন।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! বিলাতগামী মহাত্মা মেঃ হ্যারিসন সাহেবের রিপোর্ট অনুসারে মেদিনীপুরের রাস্তা ও বন্যাপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ এক লক্ষ টাকা কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। অন্যান্য সব ডিবিজনের ন্যায় কাঁথিতেও প্রায় দশ হাজার টাকা আসিয়াছে। কিন্তু বিতরণের বিলম্ব হওয়াতে দেশের যারপর নাই অনিষ্ট হইতেছে। লোকে অনাহারে ও বিনে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। আমাদের বাসগ্রাম ও তৎসংলগ্ন ২। ৩ খানি গ্রামের প্রায় চৌদ্দ আনা লোক মৃত হয় হইয়াছে। অন্যান্য গ্রামের অবস্থাও প্রায় ঐরূপ।

আপনাকে দ্বিতীয় পত্র লিখিবার কয়েকদিন পরেই দুইটী মকদ্দমা উপলক্ষে কাঁথির সুযোগ্য ডেপুটী কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট মেঃ বারবর সাহেব ও ইকার্য্য সবডিভিজিউ পুলিষ ইন স্পেক্টর বাবু প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের গ্রামে পদার্পণ করেন এবং দেশের দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন। কার্য্য সমাধান্তে ইঁহারা স্বস্থানে গমন করেন। কয়েক দিন পরেই প্রভাত বাবু লোকের অবস্থা পুনরায় নিরোজিত হইয়া আইসেন। এই উপলক্ষে ডিভিজিউ পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং প্রতিনিধি কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সাহেব বাহাদুরেরাও আমরাড়িয়া ও গোপালপুরের রাজবাটীতে থাকিয়া স্বচক্ষে এদেশের দুর্গতি দেখিয়া গিয়াছেন। উপরস্থ লোকদিগের আগে শস্যসংগ্রহ ও গৃহহীন দুস্থ লোক দেখিয়া প্রাক্তনিক এক আনা হিসাবে আট দশ আনা করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহাতে উহা দিগের যে কি পরিমাণ উপকার হইবে তাহা আপনি এবং আপনার সহৃদয় পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন।

লোকের গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী ও আহারো

পযোগী অর্থদান না করিলে কখনই প্রকৃত উপ কার হইবে না। বোধ হয়, মহাত্মা হ্যারিসন সাহেবের রিপোর্টের ও সেক্রেটরেল রিলিফ কমি টীর কখনই এরূপ অভিপ্রায় নয়। লোকে যদি বাসগৃহ নির্ম্মাণ ও পরিমিত আহার করিতে না পাইল তবে কি প্রকারে বাঁচিয়া থাকে এবং কি প্রকারেই বা পরিশ্রম করিয়া সংসার নির্ব্বাহক্ষম হইয়া উঠে এরূপ সাহায্যদানের কোন ফল নাই। অনেক লোকে আহারাভাবে এত ক্লিষ্ট ও দুর্ব্বল হইয়াছে যে গৃহোপকরণ বাঁশ খড়াদি এবং ধান্য তণ্ডুলাদি দূর হইতে আনিয়া না দিলে উপায় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ যত শীঘ্র পারেন মুক্তহস্তে পরি মিত দান করুন। যত দিন বিলম্ব হইতেছে ততই লোকের অবস্থা মন্দ হইয়া উঠিতেছে। এমন কি এ প্রদেশের অন্নহীন দুস্থ লোকদিগকে আগামী শস্য পর্য্যন্তও সাহায্য করিতে হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ একেবারে যদি এত অর্থ দিতে না চান তবে কিছুদিন পর্য্যন্ত সাহায্য করিয়া দুর্ব্বলদিগকে সবল করিয়া তুলুন এবং তৎপরেই তাহা দিগকে নিজগমনের একটী প্রশস্ত খাল খনন ও গবর্ণমেণ্ট গ্রামের ভেক্তি ও বাঁধের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিউন। তাহা হইলেও লোকে অনায়াসে খাটিয়া খাইতে পারিবে। আমাদিগের কি দুর্ভাগ্যের বিষয় যাহার রিপোর্টে লক্ষ টাকা আসিয়াছে তিনি এ সময় এখানে নাই। তিনি থাকিলে বোধ হয় শীঘ্রই যথোচিত সাহায্যদানের সুব্যবস্থা করিতেন। কর্ত্তৃপক্ষ অর্থ সাহায্যে কেন এত কুণ্ঠিত বলিতে পারি না। যদি এ টাকায় সংকুলান না হয় তবে সেক্রেটরেল কমিটী ত আর এক লক্ষ টাকা পাঠাইতে প্রস্তুত আছেন।

প্রভাত বাবু আমাকে সঙ্গে লইয়া অবশীর অনেকগুলি গ্রাম তদারক ও লোক বিশেষে উল্লিখিত অর্থদান করিতেছেন। আমরা পুলি-সের যত লোকের সহিত আলাপ ও ব্যবহার করিয়াছি তন্মধ্যে ইহার ন্যায় সুদক্ষ প্রযত্নশীল দয়ালু ব্যক্তিবান লোক আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হন নাই। আমরা আশা করি ইনি কাথি সবডিবিজনে স্থিরতররূপে থাকিয়া শান্তি সংস্থাপন দ্বারা লোকের বিবিধ মঙ্গল সাধন করিতে থাকুন। কর্ত্তৃপক্ষ যদি এইরূপ উপযুক্ত লোকের হস্তে সাহায্যদানের সমুদয় ভার অর্পণ করেন তবে তাঁহাদের অনর্থ অর্থ ব্যয়ের আর আশঙ্কা থাকিবে না।

বালাগোবিন্দপুর } এক তত্ত্বদর্শন
ঞ্জিঃ—

প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন।

মহাশয়। ক্রমে ক্রমে প্রবেশিকা পরীক্ষা কঠিন হইয়া উঠিতেছে। অন্যান্য বৎসরে নির্দ্ধারিত সাহিত্য গ্রন্থ থাকিত এবৎসর হইতে তাহা উঠিয়া গিয়াছে। ইহা যে বালকদিগের হিতপ্রদ হইয়াছে, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পূর্ণ পূর্ণ বৎসরে অনেকেই আপন আপন স্মরণ শক্তির বলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে অথবা ইংরাজী সাহিত্যে সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে নাই কিন্তু এবার হইতে সে পথ রুদ্ধ হইয়াছে আর স্মরণ শক্তির প্রভাব খাটিবে না।

ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষার সম্বন্ধে অনে কেই অনেক কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু এখন দেখিয়া সে ভ্রম দূর হইয়াছে। প্রাতঃকালের প্রশ্নগুলি অপেক্ষাকৃত কিছু কঠিন ও সংখ্যায় অনেক ছিল, এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে সকল প্রশ্নের উত্তর করা সহজ ব্যাপার নহে।

এ বৎসরে যে হতভাগ্যেরা সংস্কৃতের পরি বর্ত্তে বাঙ্গালায় পরীক্ষা দিয়াছে তাহাদের দুর্দ্দ-শার একশেষ হইয়াছে। এ বৎসর বাঙ্গালা কোর্স অতি কঠিন, অনেক স্থলের ভাব এত জটিল যে তাহা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হয় না এবং অনেক স্থলের অর্থ হওয়া সুকঠিন। ইহা পাঠ করিয়া বালকেরা যে বিশেষ কোন উপকার প্রাপ্ত হই-য়াছে এরূপ বোধ হয় না। সিণ্ডিকেটের মেম্বর রেরা কি নিমিত্ত এরূপ পুস্তক বালকদিগের পাঠো পযোগী বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। একে ত বাঙ্গালা কোর্স কঠিন তাহাতে আবার পরীক্ষক মহাশয়েরা নিতান্ত নির্দ্দয়াচরণ করিয়াছেন। প্রশ্নের ভাব দেখিয়া বোধ হয় তাঁহাদের একান্ত বাসনা ছিল পুস্তকের সকল অংশই প্রশ্নের আকারে পরিণত করিয়া বালকদিগকে দেন কিন্তু তাঁহাদের সে বল সুফল শালী হইয়াছে, কারণ একখণ্ড কাগজের চারি পৃষ্ঠা ভিন্ন আর অতিরিক্ত কাগজে প্রশ্ন দিবার উপায় নাই সুতরাং তাঁহারা বিফলমনোরথ হইয়া কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা একবারও ভাবেন নাই যে তিন ঘণ্টার মধ্যে এত অধিক প্রশ্নের উত্তর কি প্রকারে দিয়া উঠিবে। প্রশ্নও লিও বিলক্ষণ কঠিন ছিল। তন্মধ্যে একটী প্রশ্নের অর্থ করিতে পারা যায় না। তাহা সাধারণের গোচরার্থ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

(১) (বি) "অতএব হে পুত্র! স্ববুদ্ধির স্থূলত্ব নাশ পরিহারার্থে শাস্ত্ররূপী শাণে সতত অনুশীলনরূপ ঘর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণতা সম্পাদন কর। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় বিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্র ভেদে স্পর্শন করতঃ অভ্যন্তর প্রবিষ্ট হয়। স্থূলবুদ্ধি প্রস্তরপ্রায় বিষয়ের বাহ্য এক মহারাজাধিরাজ তত্ত্বং প্রকাশ পায় যেমন একাদশ আদিত্য মধ্যে দিনকৃৎ প্রকাশ পান এবং চিরস্থায়ী সেই রাজার নিমিত্তে অচির স্থায়ী আর আর রাজা সকল প্রবর্ত্তমান হন কেন।" ইহার শেষ কএক পঙক্তির কোন অর্থই হয় না। এই পরীক্ষক মহাশয়দিগের উদ্ধৃত করিবার জন্য বাঙ্গালা কোর্সের পঞ্চদশ পৃষ্ঠার প্রথম প্রকরণে (পারেগ্রাফে ?) ইহা আছে এবং সেই পৃষ্ঠা "স্থূলবুদ্ধি প্রস্তরপ্রায় বিষয়ের বাহ্য" এই কয়েকটী কথায় শেষ হয়। পর পৃষ্ঠায় "প্রদেশ স্পর্শন করিয়াও বাহিরে থাকে", ইহা আছে এই রূপ লিখিলে অর্থ হইত কিন্তু ইহা পরিত্যাগ করিয়া অষ্টাদশ পৃষ্ঠার প্রথম হইতে "এক মহা রাজাধিরাজ তত্ত্বং প্রকাশ পায়, যেমন একাদশ আদিত্য মধ্যে দিনকৃৎ ইত্যাদি" তাৎপর্য্য সংশ্লিষ্ট করাতে নিতান্ত অসংলগ্ন ও অর্থশূন্য হই য়াছে। ইহা যে তাঁহাদের অসাবধানতার ফল তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারা আর দ্বিতীয়বার প্রশ্ন দেখেন নাই এবং সিণ্ডিকেটের মেম্বর মহোদয়ও প্রশ্ন মনোনীত কালীন দৃষ্টিগোচর করেন নাই পরীক্ষক মহাশয়দের এরূপ সামান্য ভ্রমের নিমিত্ত বালকদিগকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। উপসংহার কালে আমাদিগের বক্তব্য এই যে উদ্ধৃত প্রশ্নটী তাঁহারা পরিত্যাগ করেন।

বশম্বদ
ঞ্জিঃ—

কুমকুলের দুরবস্থা।

কুমকুল গ্রামটী এমন কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠি য়াছে যে সদাগম পথ আর এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী গমনের সাধ্য নাই। দুর্গন্ধ বেরবন পরিধারাতে গ্রামকে বেষ্টন করিয়া রহি য়াছে। গ্রাম অভ্যন্তর গ্রামের উন্নতির চেষ্টা দৃষ্টি পাত না হওয়া "বার ইয়ারি" ও নাট মন্দির অবস্থায় উপস্থিত হওয়াকে আপনি কি মনে করেন? বার ইয়ারির চাঁদা না পেলেই চলিবে না, অভিনয়ের উন্নতি সাধনে যত্ন না করিলেই নয়, কিন্তু আর কত দিন বাদে যে গ্রাম হইতে নির্গমিত হইতে হইবে কে কখন পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া দেখেন? অর্থ যদি সৎকার্য্যেই ব্যয়িত না হইল তবে সে অর্থের সার্থকতা কি? তবে বার ইয়ারি ও নাটকাভিনয় সৎকার্য্য কি না

সে বিষয়ের আলোচনায় আমাদের প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। এই মাত্র বলিলেই হইবে যে ইহা দ্বারা গ্রামের একতা যে কারণেই হউক নষ্ট হইয়া যায় ও দলাদলির সূত্রপাত হইতে থাকে। আমরা এবারও সকলবরে বলি গ্রামের সুখাধিকারী মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক ও উক্ত মস্তিষ্কদিগের মস্ত পরিত্যাগ করুন। এ প্রকার আচরণে তাঁহারা যে জনসমাজে মিশ্রিত হইতেছেন তাহা কি তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না? গ্রামের আভ্যন্তরিক উন্নতি সাধনে সকলেই বদ্ধপরিকর হইলে, দলত্বের বল এক পথ বলবতী হইলে কি না করিতে পারা যায়? "ডিটেক্টিভ্ ইন্‌স্পেক্টরের নিকটস্থ মস্ত দস্তর" এমন্‌জন্য বাক্যটী সর্ব্বদা যেন তাঁহাদের মনে জাগরূক থাকে। তাঁহারা যদি একবার পূর্ব্বকাল হইতে দেখিবেন ঐক্যে কত সুখ। সে সুখ তাঁহারা বারইয়ারি ও অভিনয় হইতে কখনই উপলব্ধি করিতে পারেন না এটী যেন তাঁহারা স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিয়া রাখেন।

সুরুল
১৩ ই ডিসেম্বর
১৮৭৪
বশম্বদ
শ্রীকালীকমল সান্যাল।

—০—

সুখী কে?

১

ঐ যে সুনীল মেঘে নব শশধর
উজল কিরণরাশি, বসিয়াছে হাসি হাসি,
চারিধার চারু, স্নিগ্ধ, শান্ত উপবন।
ঐ স্বপন
[illegible]

২

[illegible]
হেরিয়ে লুকায় মেঘে, [illegible] থেকে থেকে,
গগনে বন্ধুর চলে যায় চলে।
ঐ জলদ
[illegible] কবি ভোর গরজন,
কাননে পালায় ডরে হরিণ কাতর।
[illegible] ঐ জলদের

৩

ঐ যে পবন, পেয়ে নব সহবাস,
[illegible] শীতল অতি, মৃদুল মধুর গতি,
কুসুম সুরভি মাখি কে এ চারু পাশে।
ঐ সমী
মন্দিরপাড়ার মুখে, [illegible] ঢুকে,

(নরক সমান ঠাঁই। ঘৃণা নিকেতন।)
কেবলে বলুক তবে সুখী সমীরণ?

৪

ঐ যে মলিনভাতি তারকানিচয়,
হাসে না যে দিন শশী, নীলাকাশে গাঢ়মসী
ঢালা রয়, সেই দিন উজলভাময়।
কিন্তু কই আজ
হীরকাক্ত কলেবর, মৃদুহাস রসময়?
কীণাক্ত শশীর তবে ছিছিরে কি লাজ।
কে বলে সুখী যে তবে তারকাসমাজ?

৫

চক্রবাক চক্রবাকী দম্পতী যুগল,
ঐ যে দেখিছ চেয়ে, প্রণয়ের পরিচয়ে
দিবসে আছিল সুখী, নিশায় এখন,
সুদূরে থাকিয়ে।
বিরহ দহনে জ্বলে, নয়ন ভাসায় জলে
দিবসের সুখ এবে নিশায় স্বপন।
কে বলে ওদের তবে সুখে দিনযাপন?

৬

ঐ যে অমিয়মুখী জলকমলিনী,
এই যে খানিক আগে, অরুণের অনুরাগে
ফুলাধারে হয়েছিল হেন পাপলিনী।
আমন এখন,
ঘোমটায় আবরণ, বিষাদে আকুলচিত,
পতির বিরহে সতী মুদেছে নয়নে।
কে বলে সুখীরে তবে নলিনী তখন?

৭

[illegible]
[illegible]

[illegible]

তবে, বল, কুমুদীরে কে সুখিনী বলে?

৮

এই যে রজনী আজি কুমুদিনী সম,
চাঁদের উজল করে উজলিয়ে শোভা করে
হাসিছে, স্মিতমুখী রূপমনোরম।
তিমি অমাময়ী
জলে এই রজনীর নয়নে ঝরিবে নীর,
মসীময়ী চাঁদ মুখে না হেরিবে শশী।
কে বলিতে পারে তবে সুখী এই নিশি?

৯

চক্রবাক চক্রবাকী, তারকা, পবন,
সুধামুখী কমলিনী, সুহাসিনী কুমুদিনী,
জলদ রজনী আর, রজনী রঞ্জন

হায় রে সবাই
সুখী নই সুখী নয়। খুঁজিলে জগতময়,
কাহারেও সুখী, হায়, দেখিতে না পাই।
সকলি গরলে মিশি সুখ গড়ে নাই।

অনুগত
শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

উদ্ধৃত।

সূর্য্য গুরুর সংক্রমণ।

(একুকেশন গেজেট।)

গত বুধবার প্রাতে ৭ টার সময় এই সংক্রমণ হইয়াছিল। বুধগ্রহ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী। এই গ্রহের সূর্য্য সংক্রমণ বিখ্যাতই আছে। যখন কবিলে সময়ে সময়ে ইহার সংক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সংক্রমণ দর্শন কালে এইরূপ দেখায়, যেন একটী ক্ষুদ্র বিন্দু সূর্য্যের উপর দিয়া যাইতেছে। কিন্তু শুক্র গ্রহের সংক্রমণ এত বিলম্বে বিলম্বে হইয়া থাকে যে, সকলের পক্ষে তাহা দর্শন সম্ভবে না। শুক্র-গ্রহমর্দ্দ এমন কি ২০০ শত কিম্বা ৩০০ শত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীস্থ লোকের একবার দৃষ্টিগোচর হয়।

সূর্য্য গ্রহবিশেষ ও পৃথিবীর সমসূত্রপাত হইলে গ্রহমর্দ্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শুক্রগ্রহ বুধের অপেক্ষা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী, এই জন্য সূর্য্য শুক্র ও পৃথিবীর সমসূত্রাবস্থান অতি বিলম্বে ঘটিয়া থাকে।

[illegible]

সূর্য্যের সহিত শুক্র গ্রহের বহির্দ্দিকে সংস্পর্শ ৭ টা ২৩ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড। প্রথম অন্তরে সংস্পর্শ ৮ টা ১২ মিনিট ৪৫ সেকেণ্ড। শেষ অন্তরে সংস্পর্শ ১১ টা ৫৩ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড। শেষ বহির্দ্দিকে সংস্পর্শ ১২ টা ২৩ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড।

যখন সংক্রমণ হয় তখন দেখিতে সুন্দর। সংক্রমণ সময়ে এইরূপ দেখা গিয়াছিল, যেন সূর্য্যের উপর দিয়া একটী কৃষ্ণবর্ণ লৌকাপিণ্ড যাইতেছে। যাঁহারা এবার এই সংক্রমণ দর্শন করিলেন, তাঁহাদিগের ভাগ্যে এইরূপ সংক্রমণ দর্শন আর কখনই ঘটিয়া উঠিবে না।

—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৪ ঠা ডিসেম্বর। ২৪ পরগণার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এচ বার্থার হাওরার একটী সাধারণ পুষ্করিণীর জন্য ভূমি-গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ত্রিহুতের বিশেষ কার্য্যভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর এ, ডবলিউ পাল সি, এস, জলপাইগুড়িতে রহিলেন।

সি, সি কুইন সাহেব রাজসাহীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ত্রিপুরাস্থ প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীনাথ দে উক্ত বিভাগে ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ৺গিরিশ চৌধুরী কিছুদিনের জন্য মেহরপুর বিভাগের ভার পাইলেন।

এচ, এল অলিফাণ্ট কিছুদিনের জন্য ছোট নাগপুরের কুণ্ডসিয়াল কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

কাপ্তেন এম হুইস কিছুদিনের জন্য লোহার ডগার ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

লোহার ডগার সহকারী কমিশনর লেপ্টনণ্ট এন জে, এচ, ক্রে কিছুদিনের জন্য নিজকার্য্য ভিন্ন ছোট নাগপুর ষ্টেটের ম্যানেজরের কার্য্য করিবেন।

কাপ্তেন সি, এচ, গার্ডনর কিছুদিনের জন্য মানভূমের কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

১৪ ই ডিসেম্বর। বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার সেন ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি,) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

অনরেবল এচ, এল, ডাম্পিয়ার আপাততঃ লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কাউন্সিলের সভ্য হওয়াতে এচ, ডে, বেনগুলডস, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সেক্রেটারি হইলেন।

জি টইন বি রেবেনিউবোর্ডের সেক্রেটারি হইলেন।

পাইকপাড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় শিয়ালদহ বিভাগের ভার পাইলেন।

মালারিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী তফজ্জল আলী পাইকপাড়া বিভাগের ভার পাইলেন।

জে পক্কোড কলিঙ্গপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন এবং মালারিপুর বিভাগের ভার পাইলেন। ইনি ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি সি,) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অমূল্যচরণ মল্লিক ত্রিপুরার বদলী হইলেন।

জে বি, ওয়াগাস কিছুদিনের জন্য রাজসাহীর সিটিই ও সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন। কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, এচ, এইকিনস কেন্দ্রাপাড়া বিভাগের ভার পাইলেন।

টী, টী, এলেন ভাগলপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বর্দ্ধমান দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু সুধাকুমার সেন প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

আলীপুরে ডিসেম্বরেজাইণ্ট সেসিয়ন হইবে তাহাতে বিচার করিবার জন্য জে, ওকিনিলী ২৪ পরগণার অতিরিক্ত সেসিয়ন জজ হইলেন।

১৮৭৫ অব্দের জানুয়ারি মাসে সিবিল কর্ম্মা র্থিদিগের যে পরীক্ষা হইবে, ডবলিউ এচ, গ্রিফিথ সিজ কার্য্য ভিন্ন তাহার তত্ত্বাবধারণাদি করিবেন।

বিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপ।

৮ ই ডিসেম্বর। পূর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এচ, জে, আর ওয়াকর দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১১ ই ডিসেম্বর। আর এম টাউয়াস সি, এস মুন্সেফ এবং ভাগলপুরের ছোট আদালতের জজ হইলেন। ঐ টমাস ১৮৭১ অব্দের ৩ আইনের ৩০ ধারা এবং ১৮৬৫ অব্দের ২১ আইনের ৫১ ধারানুসারে ভাগলপুরের সুবডিবেট জজের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ এচ, বাইলাণ্ড আপাততঃ কলিকাতা প্রথম শ্রেণীতে শিয়ালদহ ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিবেন।

১২ ই ডিসেম্বর। সাওতাল পরগণার প্রতি মিদি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর জে, রাণ্ড লাণ্ড দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৩ ই ডিসেম্বর। বাবু গিরীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কিছুদিনের জন্য খুলনার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

১৫ ই ডিসেম্বর। পাটনার অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য তৃতীয় শ্রেণীতে মজঃ ফরপুরের মুন্সেফ হইবেন।

বাবু সুধাংশু ভূষণ রায় বি, এল, পাটনার অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন।

বাবু গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, বড় বাজীর অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন।

সাহাবাদের অন্তর্গত সাসিরাম বিভাগের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, এচ, হ্যাবিসন প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারায় উল্লিখিত অপরাধ সকলের সংসর্গী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

বিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

মাড রড ১২ ই ডিসেম্বর। সেনাপতি লোমা ৮০০০ সৈন্য লইয়া সোলোবসায় কালিষ্টিনিষ্টক আক্রমণ করেন। দুই দিবস ঘোরতর সংগ্রামের পর তিনি পরাজিত হইয়া সিবাষ্টিপোলে পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহার অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

বার্লিন ১২ ই ডিসেম্বর। কাউণ্ট আর বিসমের বিচার হইতেছে। তিনি সম্রাটের পত্রে কয়েকটী প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ১২ ই ডিসেম্বর। ডণ্ডতে যে ধর্ম্মঘট হয়, তাহার শেষ হইয়াছে। কারখানার অধিপতিরা স্বীকার করিয়াছেন পূর্ব্বের কমাইবেন না।

লণ্ডন ১০ ই ডিসেম্বর। টাইমসে এই টেলিগ্রাম প্রকাশ হইয়াছে কনষ্টেণ্টিনোপলের

সহিত যুদ্ধ উপযোগ করিতেছে। তিব্বতের সেনাদল আট্‌ক উপত্যকায় অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। সেই লোহস্তম্ভ সৈন্যগণ আমুস্তেবিয়া পর্ব্বত হইয়া খেবাস্ত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে।

৫ই ফেব্রুয়ারি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার পুনর্ব্বার অধিবেশন হইবে।

ইজিপ্টের শাসনকর্ত্তা ডাবকর বাজা ইজিপ্টের সহিত সংযোজিত করিবার যে প্রস্তাব করেন, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বার্লিন ১৪ ই ডিসেম্বর। কাউণ্ট আবলিম যে সময় ৭ পত্র পত্র অপহরণ করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে ভিন্ন বিষয় ঘটিত লিখিত এক খানি চিঠি আছে। এ চিঠি ১৮৭৫ অব্দের ডিসেম্বর মাসে লিখিত হয়। উহাতে তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, ফ্রান্সে একনায়ক তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইয়া সাধারণতন্ত্র হইলেই ভাল হয়। একনায়ক তন্ত্র হইলে অন্য অন্য রাজ্যের সহিত পুনর্ব্বার মৈত্রী হইবে। তাহাতে ভয়ানক বিপদের আশঙ্কা আছে।

জরমেনিয়া পত্রের সম্পাদক মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত ৬,০০ টাকা জরিমানা করাতে এক বৎসরের নিমিত্ত কারারুদ্ধ হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৫ ই ডিসেম্বর। ইণ্ডিয়া আফিসের অধ্যক্ষ বাবু মাননীয় লাট নেপিয়র আর এক বৎসর সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত রহিলেন।

প্রধান নায়ক প্রিমার সাউথামটন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। উহার বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। সমুদ্র উপকূলে বারম্বার ঝড় হওয়াতে অনেক জাহাজ ধ্বংস হইয়াছে।

নিউইয়র্ক ১৫ ই ডিসেম্বর। অমেরিকার বৃদ্ধ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপনে প্রকাশ হইতেছে, এবার তথায় যেরূপ তুলা জন্মিবে অনুমান করা, তাহা ছিল তদপেক্ষা প্রায় ১২ লক্ষ গাইট তুলা হইবে।

পারিস ১৮ ই ডিসেম্বর। ডক ডিকাজিস এক পত্রে প্রভু ইংলণ্ডের সাংবৎসরিক অভিযোগের খণ্ডন করিয়া লিখিয়াছেন, স্পেনের রেপব্লিক গবর্ণমেণ্ট গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ বন্ধু ভাবে রক্ষা করিবে।

বার্লিন ১৮ ই ডিসেম্বর। কাউণ্ট মার্শিমর্কে বিশ্বাস করিতে হইলে তাহাতে এই স্থির হয়, তিনি একটী যে সকল কাগজ পত্র সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন তাহা রাখিবার অধিকার ছিল, কিন্তু সে সকল ফিরিয়া দিবার ইচ্ছা তাঁহার অভাই বৎসর কারারুদ্ধ হন। শনিবার ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে।

—•—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১১ ডিসেম্বর।

নদীর নাম	সর্ব্বনিম্ন জল।	
	ফীট	ইঞ্চ
জলাঙ্গী।		
চৌয়াশির নীচে	২	
মুরপুর ৩ মাইলের মধ্যে	২	
তথা হইতে জলিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৩	
জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	৩	২
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা	১	৯
ভাঁটারপাড়া	১	৩
তথা হইতে কাটবোলিয়া	২	
তথা হইতে কট ১ নং	১০	৩
তথা হইতে বোলমারি	৩	৪
তথা হইতে আলিকদহ	৩	৪
তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	৩	৪

সন ১৮৭৪ সালের ১৪ ই ডিসেম্বর বহরমপুর ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	৪	১৩

বহরমপুর ১৪ ই ডিসেম্বর ১৮৭৪ } টী, এইচ টাইক্স সি, ই, এক্সিকিউটিবিই ইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন

—•—

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র রায়—রঙ্গপুর ১০
" " চন্দনতলা দ্বারকানাথচন্দ্র রায় সাবডেপুটী মুন্সেফ—বাঁকুড়া ১০
" " গঙ্গাচরণ মুন্সী—পাটনা ৫ (১)
" " মথুরালাল রায়—রঙ্গপুর ১০

(১) অন্য ক্রমে ইনি আর ৪০ আনা পাঠান নাই।

—•—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। ছয় মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহা অন্যান্য যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সে উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহার টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকি প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

১৮ শ ভাগ। ৭ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্তনাং প্রকৃতিনাং হিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন ছীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ১৪ ই পৌষ। ইং ১৮৭৪। ২৮ এ ডিসেম্বর।
মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি

মতে ওলাউঠা

রোগের

মহৌষধ।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি মতে কর্পূরের আরোক বিসূচিকা রোগের মহৌষধ। এই মারাত্মক ব্যাধির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা বমন ও অতিসার অগৌণে নিশ্চিতই নিবারণ করে। অঙ্গ গ্রহ অর্থাৎ হাত পায়ে খিল ধরা নিবৃত্তি এবং হস্ত পদাদির উষ্ণতা পুনঃ প্রদান করে।

শিশির সহিত যে ব্যবস্থা পত্র আছে তদ্দ্বারা সকলেই বিনা উপদেশে চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

টীকিটে আমার নাম দেখিয়া লইবেন। প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা। ১০ টাকার অধিক লইলে শত করা হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৭১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র সাহা মোদ্দার দোকানে এবং গোরাচন্দে আমার নিকট পাইবেন।

ডাক্তার শ্রী রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
পোষ্ট সিরাজগঞ্জ।

পত্র।

বহুমানাস্পদ
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়!

আমি প্রবল সমূহের ওলাউঠা ব্যাধিতে যার পর নাই চেষ্টা করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল পাই নাই। তৎপরে আপনার কর্পূরের আরক দ্বারা প্রজাদিগকে সেই জীবন মারা ঘোর ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম। নিবেদনমিতি।

১২৮১ ২রা অগ্রহায়ণ
শ্রীমহেশচন্দ্র ভাদুড়ী
জমীদার—
গোপালপুর।

হরিনাভি ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত।

প্রায় ৯ বৎসর হইল, এই উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহা হইতে ছাত্রগণ প্রতি বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। এই বিদ্যালয়ের বালক সংখ্যা প্রায় ২০০ এবং উহার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক আনুকূল্য ৮০ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিদ্যালয়টীর নিজস্ব একটী গৃহ না থাকাতে কর্ত্তৃপক্ষ কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। এই অভাব মোচনার্থ উদ্যোগ করা গিয়াছে, কিন্তু উদ্দেশ্যটী সম্পন্ন হওয়া বহু ব্যয় সাধ্য, এই নিমিত্ত দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। এই গুরু কার্য্যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যিনি যাহা দান করিতে ইচ্ছা করেন নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অথবা সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়
২৪ এ ডিসেম্বর ১৮৭৪
শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক।

কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মোশারফ হোসেন নামক একজন মুসলমান গতসনের ১০ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে এই ভাবে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন যে, কলিকাতা নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়কে জানাইতেছি যে, বসন্তকুমারী সম্বন্ধে কিছু পাওনা নাই, অথচ পুস্তক দিতেছেন না ইত্যাদি এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাঁহার নিকট বর বসন্তকুমারী নাটক মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতি বাবত ৮৪৷৷৵১০ বাকী ছিল, তাহা না পাওয়াতে যন্ত্রালয়ের রীতানুসারে সমস্ত পুস্তক গুলি সেল দেওয়া হয় নাই। বিজ্ঞাপন প্রকাশের প্রার্থনামত সময়ে সময়ে প্রায় এক শত পুস্তক দেওয়া হইয়াছিল; মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত দেখিয়া যন্ত্রাধ্যক্ষ মহাশয় অবশিষ্ট ফুরাইয়া পাওনা টাকার দাবীতে কলিকাতার ছোট আদালতে নালিশ করেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দের ১১ ই আগষ্ট সোমবার উক্ত আদা-

লতের দ্বিতীয় জজ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের এজলাসে বাদী প্রতিবাদী উভয়ের যেকোবেলার আসল ১৪৭৯১০ ও খরচার ডিক্রী হইয়াছে। সোম প্রকাশের উক্ত বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, কিছুই পাওয়ানা নাই, কিন্তু বিচারপতির সম্মুখে প্রতিবাদী কলফ করিয়া স্বয়ং স্বীকার করেন যে, ৭০ ২২ টাকা পাওনা হইবে। কিন্তু আদালতের সূক্ষ্মবিচারের উচিত মত উপযুক্ত চার্জাই ডিক্রী হইয়াছে। তথাপি তিনি ৩ পয়সা ডাকটীর টাকা ও মকদ্দমার খরচা দেন নাই। আগামী জানুয়ারি মাসের মধ্যে সমস্ত টাকা প্রদান না করিলে তাঁহার নামে "ব্রাঞ্চওয়ারেন্ট" বাহির হইবে। আর এরূপ মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া ২৩৷ পাইলেও পুস্তক ছাড়িয়া দিবার যে অপবাদ দিয়াছেন, উপযুক্ত ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে তদ্রূপ সম্পাদক মহাশয়ের নামেও সমনের জন্য স্বতন্ত্র অর্জিয়ে গ উপস্থিত করিতে সমর্থ বাধ্য হইবেন।

১৩ ই ডিসেম্বর ১৮৭৪ } শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি সুহৃৎ যন্ত্রালয়।

আগামী ১২ ই ও ১৩ ই জানুয়ারী বুধবার ও বৃহস্পতিবার কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থিগণের পরীক্ষা গৃহীত হইবার নিম্ন লিখিত বিষয়ে পরীক্ষা হইবে। ৮। ১০ টী ১ টাকার বৃত্তিগুলি দেওয়া যাইবে।

বিষয়।	
সাহিত্য	
ব্যাকরণ	
ইতিহাস	বাঙ্গালার ইতিহাস।
ভূগোল	চারিখণ্ডের স্থূল বিবরণ।
গণিত	দশমিক ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত।

১৫ ই ডিসেম্বর ১৮৭৪ } শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতা ১০ বীডন ষ্ট্রীট অমলবুক প্রেসে প্রাপ্তব্য হইতেছে।

চাইলডস ফার্ষ্ট গ্রামার-এক্ষণ, লেখার এডামস্ এবং বেমের মতানুসারে লিখিত, পি, সি সরকার প্রণীত মূল্য ।০ আনা।

নেটিব চাইলডস এরিথমেটিকাল টেবলস। ইহাতে ভারতবর্ষীয় এবং ইংরাজী ওজন মাপ ও মুদ্রার হিসাব আছে। পি, সি, সরকার দ্বারা প্রণীত মূল্য /০ আনা।

কম্পানিয়ন টু দি আটলাস পি, সি, সরকার দ্বারা প্রণীত, মূল্য ৵ আনা।

ট্রু অব ইনটেম্পারেন্স প্রথম ভাগ। পি, সি, সরকার দ্বারা প্রণীত মূল্য ।০ আনা।

এলিমেন্টারি হিষ্টরি অব ইংলণ্ড। অনেক গুলি আধুনিক ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিবার জন্য। সকল অবস্থার ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য এই পুস্তকখানির পূর্ব্ব মূল্য ১৵ আনা হইতে কমাইয়া ।৵ আনা স্থির করা হইয়াছে।

অধিকসংখ্যক পুস্তক একত্র লইলে অধিক করিয়া কমিসন দেওয়া যাইবে। কলিকাতা অমলবুক সোসাইটীতে, অন্যান্য পুস্তক বিক্রেতার দোকানে এবং সিয়ালদহ ষ্টেসনের দক্ষিণ বৈঠকখানা সার্পেন্টাইন লেন ৮০ নং বাটীতে প্রাপ্য মূল্য নগদ।

গুর্ব্বিণী বান্ধব।

(১) গর্ভলক্ষণ; নানাবিধ পীড়ার সহিত গর্ভলক্ষণের প্রভেদ। (২) বিবিধ ব্যাধি ঔষধে এবং শারীরিক বিকৃতিসত্ত্বে গর্ভ হইলে তাহা নষ্ট হয়, ইহার নিদান, লক্ষণ, ও তদ্বারণ চিকিৎসা। (৩) আভিঘাতিক অর্থাৎ আঘাতাদির দ্বারা যে গর্ভ নষ্ট হয়, তন্নিবারণ। (৪) অনেক প্রকার শারীরিক বিকৃতি আছে, যাহাতে গর্ভ হইলে বা পূর্ণকাল পর্য্যন্ত থাকিলে প্রসূতির জীবন নষ্ট হয়, এই অবস্থায় অকাল জনন বা গর্ভস্রাব করিবার উপায়। (৫) নীচ লোকে যে যে দেশীয় ঔষধে অকৃত গর্ভ নষ্ট করে, তাহাদের প্রয়োগ ও প্রয়োগ করিবার দ্বারা, এবং তদ্দ্বারা কি কি অনিষ্ট হয়, এবং তৎসম্বন্ধে রাজকীয় ব্যবস্থাবিধি।

মূল্য ডাক মাশুল ব্যতীত, যাচকদিগের প্রতি ।০, অন্যের প্রতি ।৵, পুস্তক ছাপা সমাধা হইলে যাচকদিগের নাম গ্রাহ্য হইবে না।

কাশী জেলা মুরসিদাবাদ } শ্রীহরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন।

বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

গর্ভিণী বান্ধব।

নামক মহৌষধ গর্ভিণীদিগের সকল অবস্থায় সুখদ অতএব অবশ্য সঞ্চেয়।

এই মহৌষধ সুশ্রুত সংহিতার উক্ত এবং অন্যান্য শাস্ত্র আর্য্যগণ দ্বারা পরম্পরানুভূত। ইহা নিজ আশ্চর্য্য প্রভাবে গর্ভিণীর প্রাণসঙ্কট নিবারণেও সেবিত হইলে ৪ চারি প্রহর মধ্যে বেদনা ও রক্তস্রাব নিবারণ করিয়া প্রাণরক্ষা হয়। এ প্রদেশে ইহার অসাধারণ শক্তি বিদিত আছে।

এক বাক্সে ১ সপ্তাহ করিয়া ২ টী কৌটা থাকিবে। ১ টী উৎকট বেদনা ও রক্ত স্রাব নিবারক দ্বিতীয়টী স্বল্প কাল গ্রহণীশোথাদি নানোপদ্রব নিবারক।

এক বাক্সের মূল্য সহ ডাকমাশুল ৩৷০ মাত্র। এক প্রকারের ১ কৌটা লইলে ৩৷০ টাকা, ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র থাকিবে।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী কবিরাজ।
সদ্ভূতৌষধালয়।
লক্ষ্মীচরুডরা—বলারস।

"বংশ রক্ষাকর" নামক বটী।

অনেক জ্যোতীষ সিদ্ধ যোগাচারী জটিল মহাত্মার ঋষিপ্রণীত বহু মহৌষধ। কটু স্থান গর্ভস্থান প্রভৃতি বৈগুণ্যে যে বন্ধ্যাত্বাদি নানা দোষ ঘটে তাহা এতৎ সেবনে অবশ্যই তিরোহিত হয়। ৩ সপ্তাহের ঔষধের মূল্য মায় ডাক মাশুল একত্রে ১০ টাকা মাত্র। গর্ভসম্ভবে চির প্রয়াস ও শ্রমের সাফল্য হইবে

তখন মাত্র যথাযুক্ত পুরস্কারের প্রত্যাশা বলবতী রহিল।

শ্রীভৈরবী সোঁসাই
কাশী ভৈরবনাথ।

সুশ্রুত।

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা পটোলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি প্রতিখণ্ড ৵০ তিনআনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল ১০ অর্দ্ধআনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—•••—

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাসুল
বিদ্বেশ্বর বিলাপ	।০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৵০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৵০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাক মাসুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাসুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

১৪ ই পৌষ সোমবার।

অহিফেন ও অন্য অন্য মাদক সেবন প্রভাবে আমাদিগের ধনিগৃহগুলি ধন ও জন শূন্য হইয়া উঠিল, দেশ মধ্যে অকাল মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব হইল, লোকে সারহীন হইয়া হেয় ও অপদার্থ হইয়া পড়িল। আমরা অহোরাত্র এই অনিষ্ট দর্শন করিতেছি, অতএব আমরা যে উহার প্রতিবাদ করিব, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ধনবান লোক হইতেছী ব্যক্তি মাত্রেই উহার প্রতিবাদী। সম্প্রতি লণ্ডন টাবরণে এক সভা হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে যে অহিফেনের উৎপাদন ও ব্যবসায় করিতেছেন, সভ্যগণ একমতাবলম্বী হইয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মাদক সেবন নিবন্ধন প্রজার অনিষ্ট দর্শন করিতেছেন, ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ আচরণ করাতে যে মহাপাপ জন্মিতেছে, তাহাও বুঝিতেছেন, কিন্তু স্বার্থে অনুরোধে উহাতে প্রশ্রয় দান ও উহার ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। ইহা অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয়।

—•••—

জমিদারদিগের কষ্ট।

সোমপ্রকাশের একজন গ্রাহক জমীদারদিগের কষ্টের বিষয় বর্ণনা করিয়া আমাদিগের নিকটে একখানি পত্র পাঠাইয়াছেন। পত্রখানি এই স্থানেই প্রকাশিত হইল।

মহাশয়! আপনি জমিদারদিগের সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন। সেই বাহুল্যে নিম্নলিখিত পংক্তি কয়েকটী আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম। অনুগ্রহ করিয়া সংশোধনানন্তর পত্রিকা পার্শ্বে স্থান দান করিবেন।

কি দেশীয় কি বিদেশীয় সংবাদ পত্র মাত্রেই এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করিয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সকলেই স্বয়ং চিন্তা প্রকাশ করিতে গিয়া একপক্ষপাতিতা প্রকাশ করেন যে তাঁহাদিগের প্রস্তাব একরূপ অপাঠ্য হইয়া পড়ে। তাঁহারা সেকেলে জমিদারদিগের অত্যাচারের যে সকল গল্প শুনিয়া রাখিয়াছেন তাহাই তাঁহারদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা বোধ হয় একপ শুনেন নাই যে পূর্ব্বে জমিদারেরা বাঙ্গালিকে পীড়ন করিতেন তাহারা প্রায়ই চোর ডাকাইত জুয়াচোর বদমাইস লোক। সে যাহা হউক, পিনালকোড প্রচলিত হওয়াতে অনেকেরই "হাত পা পেটের ভিতর" গিয়াছে তবে দুই একটী থাকিলেও থাকিতে পারেন। তাঁহারা প্রাচীন সম্প্রদায়। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে একপ লোক অতি বিরল। ফল এবিষয় লইয়া আমি বিতণ্ডা করিতে চাহি না।

আমি জিজ্ঞাসা করি, জমিদারদিগের অবস্থা কি? একণে অনেকেই বলিবেন মন্দ কি? খাজানা আদায় বল, কর বৃদ্ধি বল, আইনরূপ ইক্ষুর উদ্যানে দশ আইন রূপ কল্পতরু রহিয়াছে। তবে খাজনার নিমিত্ত ধরিয়া লইয়া যাওয়া বন্ধ হইয়া রাখা অথবা মারপিট করার পক্ষে পিনালকোড রূপ বিষবৃক্ষ আছে। যদি কেহ গমস্তারূপ শয়তানের বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ কার্য্য করেন, তাহা হইলে বহুপাপ জনিত যে ফল তাহা তাঁহাদিগেরই ভোগ করিতে হয়। এক্ষণে উভয়দিক বজায় আছে মন্দ কি? আমরা ভাল কি মন্দ কিছুই বলি না। আমরা প্রমাণ মুখাপেক্ষী এবিষয়ে ২৪ পরগণার ও নদীয়ার দুইজন উপযুক্ত কালেক্টরকে সাক্ষী মানা যাইতেছে। তাঁহারা সাধারণ সমীপে বলুন দেখি যে মৃত প্রাণনাথও সারদাপ্রসন্ন বাবুর ইষ্টেটে কতগুলি বকেয়ার কর্জ্জ পাইয়াছেন ও তাহার কি পরিমাণে তামাদি দোষ ঘটিয়াছে। ঐ সকল খাজানা নালিশ করিয়া যদি আদায় করিতে হয় তাহা হইলে কি পরিমাণে খরচ হয় কি পরিমাণে ব্যয় হয় এবং তাহাতে কত সময় আবশ্যক, আর যখন একপ সম্পন্ন ও উচ্চ শ্রেণীর জমিদারদিগের একপ অবস্থা হইতেছে তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদিগের কিরূপ অবস্থা হইতেছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছে। আমরা বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন এ বিষয়টী গবর্মেণ্টকে জানান। জমিদারদিগের অবস্থা যে সঙ্কটাপন্ন হইতেছে, অথচ ও দিকে সাধারণ হিতকর কার্য্যে অর্থ ব্যয় না করিলে তাঁহারা অমনি অপদার্থ হইয়া পড়েন। অর্থ না থাকিলে তাঁহারা কি সে ব্যয় সাধন সে পক্ষে কাহারও দৃষ্টি [illegible]

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে জমিদারেরা খাজনার টাকা দেন কেন? প্রজারা টাকা দেয় কেন? উত্তর তালুক ও ঘর দুয়ার বিক্রয় হইবার ভয়ে ও ঐ বিক্রীত বস্তুর উদ্ধার করিবার ক্ষমতা না থাকাতে। যদি জমিদার ও প্রজাদিগের কোন রূপ উপায় থাকিত তাহা হইলে কখনই সহজে দিতেন না। পূর্ব্বে যাঁহারা নির্দ্দোষ ছিলেন, তাঁহারা খাজনা আদায়ের নিমিত্ত প্রজাদিগকে পীড়ন করিতেন। যাঁহারা দুর্ব্বোধ, তাঁহারা জমি ছাড়াইয়া লইয়া সাধুখোর লোককে বিলি করিতেন পূর্ব্বে কিছু পীড়নে ও প্রয়োজন হইত বা দশে বার জনে টাকা দিবে সে এক টাকা দিয়া এক টাকা বাহার খুঁটে গুঁজিয়া রাখিত, মার না খাইলে তাহা বাহির করিত না। সুতরাং জমি ছাড়াইয়া লওয়ার ভয়ের হউক, আর পীড়নের ভয়েই হউক, খাজনা আদায়ের পথে কোন বিঘ্ন ছিল না। পূর্ব্বে যখন ছিল পূর্ব্বে জমিদারেরা ফসল না পাকাইতে পারিতেন এখন তাহার কিছুই নাই আগে পীড়ন নাই বলিয়া দুঃখিত নাই। জমির সম্বন্ধে জমিদারদিগের কর্ত্তৃত্ব নাই তাহাই আমারদিগের দুঃখের কারণ। সূর্য্যাস্তের পর তালুক লাটবন্দী হয়। জমিদারের স্বত্বলোপ হয়। যে কেহ হয় তাকিয়া লয়। অমনি জমিদারদিগকে পূর্ব্বের মত খাজনা দিতে বলা। এক্ষণে জমিদারেরা যে এত ভেঙ্গে কবিতে অক্ষম, প্রজারা তাহা ভেঙ্গে করিতেছে।

আপনার পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে আমারদিগের দেশে যেরূপ ৭১ সালের ৮ আইন সেইরূপ আইনসম্বন্ধে ৫৯ সালের ১০ আইন রূপ প্রবল বজ্র বর্ষিতেছিল পরে [illegible] বেগে স্তম্ভিত [illegible] সমস্ত করিয়াছে। বড় বৃক্ষ [illegible] ছোটগুলির ত কথাই নাই [illegible] বটে [illegible] ছোট বালকরূপ প্রজাগণ ভাল [illegible] খেলিতেছে। পাতা [illegible] ফল পাড়িতেছে, ফুল কাড়িয়া লইতেছে। আমরা কৃপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত অবস্থার বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

মনে করুন একটী বাকি খাজনার নালিশ হইল মুনসেফই হউন, আর যিনিই হউন, সকলেই প্রতিজ্ঞা ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষী। যদি জমিদারকে ডিক্রী দেন, তাহা হইলে ঐ পক্ষ বলিয়া গোল হইলে মুনসেফের কর্ম্ম থাকা ভার হয়। তিনি কেবল ছিদ্র অন্বেষণ করেন। হয় জমাওয়াশিল বাকির না হয় কড়চা হিসাব, কোন একটী কাগজে একটী ভুল পাইলেই হয়। যদি তাহাতেও কৃতকার্য্য না হন সাক্ষীর জবানীর প্রতি দোষারোপ করেন। একরারী মকদ্দমা প্রায়ই জমিদারদিগকে পাইতে হয় না। তাঁহারা যে দুই একটী মকদ্দমা পান সে কবুল জবাবী একরারী মকদ্দমা। এক শতের মধ্যে পাঁচটী ডিক্রী পাইলে যথেষ্ট। আবার সে ডিক্রী প্রায় দিল্লীর লাড্ডুবৎ হয়। একে ত মকদ্দমা রুজু করিবার পূর্ব্বে চতুর উকীলগুলিকে বশ্য করিতে হয়। আমলারাও ভাল না করিতে পারেন মন্দ করিতে পারেন, সে ভয়েও তাঁহাদিগকে হস্তগত করিতে হয়। মকদ্দমা রুজু হইলে নিষ্পত্তি করিতে ২৪ পরগণা ছাড়া এক বৎসর লাগে। আবার দুই এক জন চিরঞ্জীব মুনসেফ আছেন। তাঁহারা খাঁটিজন্মিয়। ডাক মাত্রে হাজির না হইলেই খারিজ হইল। এই সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে হয়। তাহার পর ডিক্রী হইল। এদিকে প্রজা ফসল বিক্রয় করিয়া অপর স্থানে বাসিল। জমিদার যদি তিন বৎসরের মধ্যে ডিক্রিজারি করিবার সুযোগ না পাইলেন তবে সেখানি তামাদি হইল। ডিক্রি জারি হইলে প্রজারা পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ পায়। ফসল প্রভৃতি যাহা কিছু থাকে তাহা স্থানান্তরিত করে। যদি ডিক্রীদারের নিসানদিহি সম্বন্ধে কিছু গোল করে অমনি ফৌজদারিতে পুটতরাজের দরখাস্ত হয়। ফৌজদারি হাকিমেরা জমিদারেরা অত্যাচারী বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। জমিদারদিগের উপর কড়া হুকুম জারি করেন। জমিদারেরা ডিক্রী ফেরত দিতে পথ পান না।

এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। আবার মহকুমার যে সকল উকীল মহাত্মা আছেন তাঁহারদিগের গুণের কসুর নাই। মক্কেল তাঁহাদিগের জীবন, উপাস্য দেবতা। যাঁহারা জমিদারদিগের ঘরের খবর জানেন তাঁহাদিগের ত "অনুকূলশনহস্ত" হয়, এদিক না হয় ওদিক। জমিদারেরা মকদ্দমা না করিলে প্রজাকে নাচাইয়া দেন। জমিদারেরা বাকি খাজনার নালিশ করিবেন কি তাহার পূর্ব্বে দাখিলা পাওয়ার নালিশ রুজু হয়। জমিদারেরা মধ্যবিত্ত লোকের অর্থাৎ যাহারা কৃষক নহে, তাহাদিগের হস্ত হইতে জমি ছাড়াইয়া লইবার পূর্ব্বে ঐ সকল জমির মৌরাশি মকররি বলিল হালিল হয়। এই রূপ দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

এক্ষণে হবহাউস সাহেব নূতন আপিলের আইন প্রচলিত করিয়া একটী মহৎ উপকার করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকেই সাষ্টাঙ্গ অনুরোধ করিতেছি যে, প্রজারা যাহার ভয়ে জমিদারদিগকে সহজে খাজনা দেয় তাহার একটা উপায় করিয়া দিউন।

বর্দ্ধমান
৮ ই পৌষ

পত্রপ্রেরক বলেন, ভূমি সম্বন্ধে জমীদারের যে কিছু স্বাধীনতা ও প্রজার উপরে যে কিছু প্রভুত্ব ছিল পিনাল কোড ও দশ আইন হওয়াতে সে সমুদায় বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রজারা সহজে টাকা দেয় না। দশ আইন করিয়া টাকা আদায় করিতে অনেক সময় যায় ও বিস্তর ব্যয় হয়। বিচারপতিদিগের সাধারণো সংস্কার এই, জমীদারেরা অত্যাচারী। এই হেতু তাঁহারা মকদ্দমা কালে প্রায়ই প্রজার প্রতিপক্ষপাতী হইয়া থাকেন। এই সকল কারণে জমীদারের খাজনা আদায় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। আয় নাই ব্যয় বিলক্ষণ আছে। পত্র প্রেরক এইরূপে জমীদারের কষ্টের যে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা অযথার্থ নয়। ওদিকে যাঁহারা প্রজার প্রতি জমীদারের অত্যাচার বর্ণন করেন, তাঁহাদিগের বাক্যেও অমূলক করিয়া উপেক্ষা করা যায় না। জমীদার দলে এরূপ অনেক সাধু মহাশয়

লোক আছেন, তাঁহারা প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু এরূপও অনেক মহাপ্রভু আছেন, তাঁহারা সুযোগ পাইলে প্রজার প্রতি অত্যাচারে বিমুখ হন না। সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় দলেই এরূপ লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যখন উভয় পক্ষেই এইরূপ দুঃখের আবেদন, তখন সহজে এই অনুমান হয়, জমীদারী প্রণালীর মূলগত এমন একটী দোষ আছে যে তাহার প্রভাবে জমীদার ও প্রজা উভয়েরই অনিষ্ট ঘটিতেছে। সে দোষ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অসম্পূর্ণতা। লার্ড কর্ণওয়ালিস নিজের ঔদার্য্য গুণ প্রভাবে জমীদারদিগকে রাগদ্বেষাদি দোষের অতীত ভাবিয়া উল্লিখিত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহাতেই ঐ দোষ ঘটিয়াছে। তিনি যদি একবার বিবেচনা করিতেন, মানুষ স্বার্থ লোভে অন্ধ হইলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়, তৎকালে ধর্ম্ম বুদ্ধি তাহাদিগের দুষ্প্রবৃত্তির নিরোধে সমর্থ হয় না। তাহা হইলে তিনি ঐ বন্দোবস্ত মধ্যে প্রজার প্রতি জমীদারের ও জমীদারের প্রতি প্রজার অত্যাচার করিবার পথ রুদ্ধ করিবার একটী উপায় করিয়া যাইতেন সন্দেহ নাই। আমরা বার বার করিয়াছি, পুনর্বার করিতেছি, জমীদারকে মধ্য স্থলে রাখিয়া প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এক্ষণে সেই উপায়। ঐ উপায় হইলে জমীদারেরা অধিক লইবার আশায় প্রজা পীড়ন করিতে পারিবেন না, প্রজারাও তুমি অন্তর্পরিষ্কার হইয়া যাইবে এই ভয়ে খাজনা দিতে বিলম্ব করিবে না। অত্যাচারের অবসান হইলে কি গবর্ণমেণ্ট কি জমীদার কি প্রজা সকলের পক্ষেই মঙ্গল সিনাল কোড বল, দশ আইন বল, আর জমীদারের প্রতি বিচারপতিদিগের বিপরীত সংস্কার বল, অত্যাচার সমুদায়ের মূল।

এদেশীয় ধনি গৃহে ইউরোপীয় কর্ম্মচারি নিয়োগের প্রয়োজন কি?

ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের অধিকার হইবার পূর্ব্বে বরাবর হিন্দুজাতি রাজত্ব করিয়াছেন। দশরথ রামচন্দ্র নন্দ চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি বড় বড় রাজা হইয়া গিয়াছেন। তখন এদেশের লোকে ইংরাজ জাতির নামও কর্ণে শুনেন নাই। ইংরাজেরা তখন বন্য পুলিন্দ জাতির ন্যায় নিতান্ত অসভ্যাবস্থাসম্পন্ন ছিলেন। এদেশের লোকেই ঐ সকল রাজার মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন এবং বিস্তর কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। বশিষ্ঠ বামদেব রাক্ষস চাণক্য প্রভৃতি মন্ত্রিগণের গুণানুবাদ আজিও ঘণ্টার অনুরণনের ন্যায় আমাদিগের শ্রবণ বিবরের তৃপ্তিসাধন করিতেছে যে দেশের লোকে যে কাজ বরাবর করিয়া গিয়াছেন, সে দেশের লোকে কি এখন আর সে কাজ করিতে পারেন না? বিধাতা কি এদেশের প্রতি এমনি বাম হইয়াছেন, যে এদেশে আর তেমন বুদ্ধিমান লোক জন্ম পরিগ্রহ করেন না? আজিও এদেশের অনেক ধনিগৃহে এ দেশীয় অনেক কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সুচারু রূপে কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। পুং ধনী ও তাঁহাদিগের কর্ম্মচারির নামোল্লেখ করিয়া আমাদিগের ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা নাই। যে তিনটী স্ত্রীলোক বঙ্গদেশের সুখসমৃদ্ধি হরণ করিতেছেন, তাঁহাদিগের কর্ম্মচারিদিগকে দৃষ্টান্ত স্থলে প্রদর্শিত করিতেছেন। ঐ তিনটী স্ত্রী যে এত যশস্বিনী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অমাত্যগণের গুণই তাহার প্রধান কারণ।

রাণী শরৎসুন্দরী ও শ্যামমোহিনীর প্রধান কর্ম্মচারিদিগের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎসম্বন্ধে আলাপ নাই। আমরা বিশেষরূপে তাঁহাদিগের গুণ বর্ণনে সমর্থ নহি। রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুরের সহিত আমাদিগের আলাপ আছে। আমরা ইহার গুণগুলি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতএব আমরা আজি ইহাঁকেই উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। ইনি ইংরাজিতে সুশিক্ষিত নহেন, সংস্কৃতেও পণ্ডিত নন, কিন্তু কি ইংরাজী ও কি সংস্কৃত উভয়ে এমন বিষয় অল্প আছে যাহা ইনি সুন্দররূপে বুঝিতে ও যাহাতে সুন্দররূপে তর্ক বিতর্ক করিতে না পারেন। ইহাঁর তর্ক শক্তি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কণ্ব মুনি কহিয়াছিলেন "নহি কশ্চিদবিবরোধীমতাং" কোন বিষয় বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবিদিত নাই। এই মহার্থ বাক্যটী ইহাঁর বিষয়ে বিলক্ষণ সুসংলগ্ন হইয়াছে। ইহাঁর বুদ্ধি চতুরস্রগামিনী, সকল বিষয়েই সমান রূপে প্রবেশ করিতে পারে। ইহাঁর কার্য্য দক্ষতার সীমা নাই। ইহাঁর প্রবর্ত্তিত কার্য্য প্রণালী অনেকের কার্য্য শিক্ষার আদর্শ স্থল হইয়া আছে। আমরা ইহাঁর কার্য্য প্রণালী দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি। কোন অংশে কোন প্রকার গোলযোগ নাই, সমুদায় পরিষ্কার। জমীদারদিগের অনেকের গদাইলস্করী চাল দেখিতে পাওয়া যায়। যে কার্য্য এক দণ্ডে সম্পন্ন হয়, অনেকে তাহাতে একমাস বসেন, কিন্তু ইহাঁর যেটী কর্ত্তব্য, সেটী সেই দিন, হয় তাহা সুসম্পন্ন করেন, নয় তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখেন। এই বিশাল ধন কাণ্ড সম্পন্ন দেখিয়া এক মানুষ গুণে তাঁহার আত্মবৃদ্ধি হইতেছে। ইহাঁরই যত্নপ্রভাবে মহারাণীর ধনের এত অধিক গৌরব হইয়াছে। ধন প্রার্থ-

দিগকে দীন বচনে কাতর ভাবে দাতার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অধিকক্ষণ কষ্ট পাইতে হয় না। অনেক স্থলে মন্ত্রী আর্থের আকার ইঙ্গিত দ্বারা হৃদয়গতভাব বুঝিয়া তাহার প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই দান করিয়া তাহার হৃদয় পরিতোষ অধিকতর বর্দ্ধিত করেন। সর্ব্বকার্য্যেই মন্ত্রির নিঃস্বার্থভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। এটী পরম দুর্লভ গুণ। এই গুণটী মন্ত্রবর হায়দারাবাদের সম্বন্ধে তাঁহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। অধিক কি, ইনি যদি সিন্ধিয়া ও হোলকর প্রভৃতি কোন স্বাধীন রাজার মন্ত্রী হইতেন, সর মাধব রাও ও দিনকরবাও প্রভৃতির ন্যায় ইঁহারও যশ ভারতবর্ষব্যাপী হইত সন্দেহ নাই। যে দেশে সকার লোক দুর্লভ নয়, সেখানে রাজ কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন কি? সে কোনরূপে হউক ইউরোপীয় প্রতিপালন কি উহার প্রয়োজন? দরওয়ান ও পাইকপাড়া প্রভৃতি সম্পত্তির অধ্যক্ষতা পদে ইউরোপীয়কে নিয়োজিত দেখিলাম আজি এই প্রস্তাবের প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া হইয়াছে। ইউরোপীয় কর্ম্মচারী হইতে কাজ মন্দ হয়, আমরা একথা বলি না। এদেশীয় হইতেও যখন সেইরূপ কাজ হইবার সম্ভাবনা আছে, সে কাজে ইউরোপীয় নিয়োগের প্রয়োজন কি? এই আমাদিগের আপত্তি।

—:০:—

বাঙ্গলা ভাষার কয়েকটী পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

তিনি দেখিলেন, যে দেখিল, সম্মান ও উপেক্ষা ভেদে একই ক্রিয়াপদের বাঙ্গলা ভাষায় এক প্রকার বিড়ম্বনার [illegible] নিখিলের সময় সময়ে সময়ে বিষম [illegible] হয়। ধন, বিদ্যা বুদ্ধি [illegible] প্রভৃতি সম্মানের কারণ। যাহার ধন আছে, সে যদি দুরাত্মা হয়, তাহাকেও সম্মান করিতে হইবে। দুরাত্মা রাজা নবেন্দ্র ভূপ প্রজার উপরে এইরূপ অত্যাচার করিলেন। এপ্রকার লিখন পরিপাটীর তুল্য ভাষার বিড়ম্বনা আর কি আছে? যে সংস্কৃত ভাষা হইতে বাঙ্গলা ভাষা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ নাই। তাহাতে পুরুষ বচন ও কাল ভেদেই ক্রিয়া ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গলা ভাষার এরূপ ভেদ হইবার এই কারণ অনুমান হয়, সংস্কৃত যে আর্য্যদিগের চলিত ভাষা ছিল, তাঁহাদিগের সাহস পৌরুষ বীরত্বাদি পুরুষোচিত নানা গুণ ছিল এবং তাঁহারা স্বাধীনতা রসাস্বাদে পরিতৃপ্ত ছিলেন। দীন বচনে তাঁহাদিগের অন্যের উপাসনা ও অনুবৃত্তি করিবার প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের ভাষাও বীরপুরুষোচিত ছিল। এই নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষায় সম্মান ও উপেক্ষা ভেদে ক্রিয়া ভেদ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না।

সেই সকল আর্য্য পুরুষের সন্তানেরা ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে আসিয়া অতি কাপুরুষ হইয়া গিয়াছেন। পদে পদে ইঁহাদিগের দীন বচনে অন্যের অনুবৃত্তি করিবার প্রয়োজন হইতেছে, ভাষাটীও তদনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব আমাদিগের অদ্যকার প্রস্তাব এই, বাঙ্গালা ভাষায় উল্লিখিত প্রকার ক্রিয়া ভেদ ব্যবস্থা রহিত করিয়া একবিধ ক্রিয়াপদ ব্যবহারের অনুসরণ সকলের কর্ত্তব্য। আপাততঃ কিছু শ্রুতিকটু হইবে বটে; কিন্তু ক্রমে অভ্যাস বশতঃ মিষ্ট হইয়া আসিবে। আমাদিগের যে সকল সন্তানগণ মাতৃক্রোড়ে আছে, তাহাদিগের কর্ণে কঠোর বোধ হইবে না। পদ্যে ও গানে প্রায় একবিধ ক্রিয়া ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। “ জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে” “কার বামা সমরে বিরাজে ” “ রাণী ক্রোধে ধায় রক্তে” ইত্যাদি অনেক উদাহরণ আছে। গদ্যেও ঐরূপ লিখন রীতির অনুসরণ বিধেয়।

—:০:—

মুরশিদাবাদের নবাব ও তাঁহার অপব্যয়।

নবাব পেন্সন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় ইংলণ্ডে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি এক্ষণে বার্ষিক ১৬০০০০ টাকা পাইতেছেন, তাহাতেও তাঁহার কুলাইতেছে না। তাঁহার যে প্রকার অপব্যয়, বার্ষিক ষোল কোটি দিলেও তাঁহার কুলাইবে এরূপ বোধ হয় না। কোন্ বিষয়ে কি ব্যয় হয়? সে ব্যয় সঙ্গত কি না? যে যে বিষয়ে যে ব্যয় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার কতক রহিত করা যায় কি না? অথবা তাহার সংক্ষেপ হইতে পারে কি না? এ সকল বিষয়ে নবাবের দৃষ্টি নাই। তিনি এ সকল বিষয় একবার চিন্তাও করেন না। এতদ্ভিন্ন তাঁহার কতকগুলি নিশ্চিত ব্যয় আছে। তিনি এমনি বাসনাসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে তাহার নিবারণ তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। তদ্ভিন্ন চোরের উদর পূরণ আছে। কত কর্ম্মচারী কত বিষয়ে কত অর্থ হরণ করিতেছে কে তাহার গণনা করে? যে ব্যক্তি এমন অপদার্থ, যাহার নিজ বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবার ক্ষমতা নাই, যে ব্যক্তি সর্ব্ব কার্য্য বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল ভোগসুখে মত্ত হইয়া আছে, ষ্টেট সেক্রেটারি তাহার পেন্সন বৃদ্ধির প্রার্থনা যে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাহা সমুচিতই হইয়াছে।

নবাবের নিজের দোষেই ত অপব্যয় স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, আবার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনুচিত ব্যয়কারিতারূপ আর একটী শাখা নদীর তাহার সহিত যোগ করিয়া দিয়া ঐ অপব্যয়কে প্রবলতর করিয়া তুলিয়াছেন। মুরশিদাবাদে গবর্ণমেণ্টের প্রতি-

নিধি স্বরূপ একজন এজেণ্ট আছেন। তিনি মাসে মাসে দুই হাজার টাকা করিয়া বেতন পান। এ অনাবশ্যক ব্যয় কেন? বরদা সিন্ধিয়া হোলকার প্রভৃতির রাজ্যে গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি আছেন। তত্তৎ স্থলে প্রতিনিধি রাখা আবশ্যক। প্রতিনিধি না থাকিলে তত্তৎ প্রদেশের রাজারা যদি প্রধান গবর্ণমেণ্টের প্রতি কূলে অভ্যুত্থান করিবার চেষ্টায় সৈন্য সংগ্রহ করেন, অথবা অন্য প্রকার চক্রান্ত করেন, তাহার অনুসন্ধান লয় কে? মুরশিদাবাদের নবাবের কি সেপ্রকার অভ্যুত্থান করিবার ক্ষমতা আছে? আমরা দেখিতে পাই, বাঙ্গালা দেশের একজন সম্ভ্রান্ত জমীদারের যে ক্ষমতা আছে, নবাবের সে ক্ষমতা নাই, তবে গবর্ণমেণ্টের একজন এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া তাঁহার অর্থ হরণ করিতেছেন কেন?

কেবল এক এজেণ্ট বলিয়া নয়, বহু বেতনভুক একজন সেনাপতি ও একজন ইঞ্জিনিয়ার আছেন। সৈন্যের মধ্যে জন কয়েক দ্বার রক্ষক সিপাহি আছে, এই মাত্র তাহাদিগের নিমিত্ত একজন সেনাপতির বেতন দিবার প্রয়োজন কি?

-:০:-

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। বাঙ্গাল (১)। এখানি মাসিক পত্র। ইহার ৩ সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। প্রস্তাবগুলি পাঠ করিয়া দেখিলাম, লেখকের অনেক জানা শুনা আছে। পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া যুক্তিপূর্ণ বাক্যে প্রস্তাব গুলিও লেখা হইয়াছে। লেখকেরা যদি উৎসাহসহকারে কাজ করেন, ক্রমে পত্র খানিকে উন্নত করিয়া তুলিতে পারিবেন। এখানির যখন স্থিতির আশা আছে, তখন ইহার কতক কতক দোষ বলিয়া দেওয়া মন্দ হইতেছে না। বলিয়া দিলে লেখকেরা সাবধান ও সে সকলগুলির সংশোধনে যত্নবান হইবেন। প্রথম প্রস্তাবের এক স্থলে লিখিত হইয়াছে "পত্র সম্পাদকের প্রথম কর্ত্তব্য ভাষার পুষ্টি ও সংস্কার। পত্র সম্পাদক সহিবেচক ও সুলেখক হইলে লোকের মনে রুচি ও সাহিত্যানুরাগ সঞ্চারিত করিয়া মুমূর্ষু ও মলিন ভাষাকেও অচিরে সজীব ও সুশ্রী করিয়া তুলিতে পারেন। এডিসন ও স্পেকটেটর প্রভৃতি সুবিজ্ঞ ও সুচতুর লেখকেরা সাময়িক পত্র প্রচার দ্বারে ইংরাজী ভাষার কিরূপ কান্তি ও মুখ সমুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন।" ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন সমাচার পত্র সম্পাদকের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া যখন স্থির হইল তখন যাহাতে ভাষাগত কোন প্রকার দোষ না থাকে, সম্পাদকের সর্ব্বতোভাবে সে চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। বাঙ্গালিতে ভাষাগত অনেকগুলি দোষ লক্ষিত হইল, সেগুলি প্রদর্শিত হইতেছে, লেখকেরা তৎ সংশোধনে ঔদাসীন্য করিবেন, আমাদিগের এমন মনে হয় না। সেগুলি এই:—

যথা ' এবং বিস্তর চিন্তার পরেও আমরা এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া পরিলাম না"। " না করিয়া " ইহার পর থাকিতে অথবা কান্ত হইয়া থাকিলে এইরূপ কিছুর প্রয়োজন হইতেছে। (২) " সংপ্রতি সেই রোম পথের কাঙ্গালিনী।" " রোম এই শব্দের পর নগরী শব্দ প্রযুক্ত হইলে " কাঙ্গালিনী " বিশেষণ শব্দ প্রয়োগটী বিশুদ্ধ হইত। (৩) " মেগলিয়াবেথির মত শত শত পুস্তকালয় উদরসাৎ করিয়াও জগতের ক্ষতি বৃদ্ধি না হইতে পারে।" এ বাক্যটী অতিশয় জটিল হইয়াছে। এতৎপাঠে একটী নির্দ্দিষ্ট অর্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। এ বাক্যটীর কর্ম্ম ক্রিয়া ও কর্ত্তৃপদেরও সুসমন্বয় নাই। এ বাক্যটীকে সরল ও বিশুদ্ধ করিতে হইলে এই রূপ লেখা উচিত, যদি কোন ব্যক্তি মেগলিয়াবেথির মত শত শত পুস্তকালয় উদরসাৎ করিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহা হইতে জগতের ক্ষতি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। (৪) " ক অক্ষর বিহিত কৃষকের আসন্ন্যা হল চালনা " এস্থলে " আসন্ন্যা " এই পদে চ্যুতসংস্কারতা দোষ ঘটিয়াছে। আসন্ন্যা এইরূপ হইলেই ব্যাকরণ শুদ্ধ হয়।

বিষয়গত দোষও দুই একটী প্রদর্শিত হইতেছে। " মনুষ্যের মহত্ত্ব কিসে " এই প্রস্তাবে মানুষের শারীরিক বলকে মহত্ত্ব লাভের একটী কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। কিন্তু লেখকেরা যদি কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখেন দেখিতে পাইবেন, বুদ্ধি ও সাহসের সহকারিতা ব্যতিরেকে কেবল বল মহত্ত্বলাভের কারণ হয় না। বুদ্ধি বিহীন বলবান ব্যক্তি আধিপত্য লাভে সমর্থ হইয়াছে লেখকেরা কি এমন একটি প্রমাণ দিতে পারেন?

উপসংহার কালে বাঙ্গালির লেখকদিগকে আমরা একটী পরামর্শ দিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। তাঁহারা কেবল গল্প লিখিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। প্রতি পত্রেই দর্শন ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত দুই একটী প্রস্তাব লিখিতে আরম্ভ করুন। কেবল আষাঢ়ে গল্প লিখিয়া কৃতার্থতা লাভের কাল অতীত হইয়াছে।

২। কবিতাপাঠ (২)। ইহাতে নানা বিষয়ের উপদেশগর্ভ অনেকগুলি কবিতা আছে। এখানি বিদ্যালয়ের বালকদিগের শিক্ষাদানের উদ্দেশে বিরচিত হইয়াছে। কবিতাগুলি সরল হইয়াছে। আমরা তাহার পরিচয় স্বরূপ একস্থানের কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম।

মধু

(সময়ের [illegible])

তবে যদি মরে যা[illegible] কি শিখাও বল।
সাগরের দিকে [illegible] নদী সকল॥
ফিরিবে না [illegible]
এই শিখা [illegible]
এরূপ যে সময় [illegible]
তারে কিরাইবে আর [illegible]
শুধু সময়ের বলে [illegible]

(১) ঢাকা হইতে বেঙ্গল প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ।৵ চারি আনা।

(২) শ্রীযুক্ত দ্বা[illegible] এম বি বি এল কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়া এমস যন্ত্রে মুদ্রিত মূ[illegible]

অন্ধ

নহে ভালো সাধিবারে কা'র সাধ্য নয়।
সময়ের বলে হয় ঈশ্বর চিন্তন
সময়ের বলে হয় ধর্ম্মের সাধন।
সময়ের বলে হয় সাধু সহবাস।
সময়ের বলে হয় পাপের বিনাশ।
সময়ের বলে হয় লাভ গুণজ্ঞান।
সময়ের বলে হয় যত সুবিধান।
এমন সুকাজ নাই এ ভবমণ্ডলে।
সাধন না হয় যাহা সময়ের বলে।
তাই বলি শিশুগণ পরম যতনে।
সার্থক কর রে এই অমূল্য রতনে।
ত্রিলোক সমরে বৃথা কর না ক্ষেপণ।
ডটনীর ভাব হৃদি করিবে মগন॥

১। শ্রীমদ্ভাগবত (৩) ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত মূল সংস্কৃত, শ্রীধরস্বামি কৃত টীকা ও ব্রহ্মব্রতসামাধ্যায়ি কৃত টিপ্পন ও অনুবাদ আছে। সামাধ্যায়ী মুদ্রণকার্য্যে বিলক্ষণ কিছু বিশেষ করিয়াছেন। তিনি সম্পাদকীয় নিবেদন মধ্যে লিখিয়াছেন।

"আমাদিগের বান্ধবগণ সকল বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতেছেন সত্য এবং তাঁহারা সাধু অনুকরণের সম্পূর্ণই অভিলাষী, ইহাও কে অস্বীকার করিবে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত সংস্কৃত গ্রন্থ ছেড়ে উচ্চারণের সাহায্যটী বিসর্জ্জন করিতে পারিলেন না। যদিও কৃতবিদ্যেরা এবিষয়ে স্পষ্ট যে, অমনোযোগী, ইহা বলিতে পারি না, কিন্তু বিশেষ মনোযোগী কই, কার্য্য পরিণত করিতেও কাহাকে দেখি না। ফলতঃ মুদ্রণ যন্ত্র বঙ্গীয়বর্ণাক্ষরে যেমন সংযুক্ত বর্ণত্রয়ের অবয়ব ভেদ দৃশ্য হয়, তদ্রূপ য ও জ এবং এবং বর্ণদ্বয়ের পরস্পর অবয়বভেদ থাকাতে সম্পন্ন হয়, এবং অক্ষর নিয়োগার্থ ঐরূপই সীসক অক্ষরের যাহাতে অংশে অংশে বন্ধনের প্রচার হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা পাওয়া উচিত। যাহা হউক, সম্প্রতি আমিই সর্ব্বপ্রথমে একপ চেষ্টা পাইতে ব্রতী হই নাই। ভরসা, কবি সাধু অনুকরণকারী সহৃদয়গণ সত্বর স্বভাবসুলভ সাধুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে সাধু মনোরথ করিবেন।"

১। শ্রীমদ্ভাগবত সামাধ্যায়ি কর্ত্তৃক [illegible], কলিকাতা সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে

বিবিধ সংবাদ।

৭ ই পৌষ সোমবার।

এত দিনের পর দুঃখী বরদার গুইকুমারের ভাগ্য প্রসন্ন হইল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন। বোম্বাই গেজেট বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, লক্ষ্মী বাইর সহিত তাঁহার যে বিবাহ হয় তাহা সিদ্ধ বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করিবেন এবং সম্প্রতি লক্ষ্মী বাইর গর্ভে যে সন্তান হইয়াছে, তাহাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া অস্বীকার করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। গবর্ণমেণ্ট বলেন, এমন সকল অবস্থায় আদালতের ন্যায় তাহাদের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য হয় না। যাহা হউক, গুইকুমার এত অনুগ্রহ লাভেও যদি তথায় যাইয়া না যান তাঁহার নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেক্রেটারি আর্থর হাউএল সাহেব লাট হোলডার্স এবং রাজকীয় সভার সেক্রেটারিকে লিখিয়াছেন, ষ্টিবেন্স সাহেবের বিষয় অনুসন্ধানার্থ আসামের চিফ কমিশনর একজন উপযুক্ত অফিসর দিতে না পারাতে তাঁহার বদলে গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য এক জন ভাল লোক নির্ব্বাচনের বন্দোবস্ত করিতেছেন। লাট হোলডার্স সভা ছাড়িবার পাত্র নহেন।

গত নবেম্বর মাসে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার বন্দর সকল হইতে ১৫১০৭২ টাকার তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

বেঙ্গলের জেল সমূহে অনেক ফরেদি মরিতেছে। বঙ্গদেশীয় জেল সমূহের ইন্সপেক্টর জেনরল সিবিল সার্জ্জন কমিশনর কোটিস এবং ২ সহকারি সিবিল সার্জ্জন ডাক্তর মএর সাহেব ইহার অনুসন্ধানার্থ গমন করিতেছেন।

সাপ্তাহিক সমাচারের এক ক্রোড় পত্রে দেখা গেল, আগামী ১লা মাঘ হইতে "প্রভাত সমীর" নামে একখানি বাঙ্গলা প্রাত্যহিক পত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইবে, এখন ভাল বাঙ্গলা প্রাত্যহিক পত্র নাই, এখানি সেই অভাব পূরণ করিবে বলা হইয়াছে এবং ইহার এই প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে আর্য্যদর্শনের অনেক লেখক ইহাতে লিখিবেন স্বীকার করিয়াছেন। উহার বিজ্ঞাপন এক খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আড়ম্বর যেরূপ কার্য্য তদনুরূপ হইলে সুখের বিষয়।

বাবু আনন্দমোহন বসু ধূর্ত্ত চাষার পরিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছেন। সভার জনশ্রুতিতে শুনিয়াছেন, এখানকারইবাসি উহারা তাঁহার দেশীয় পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহাকে আপনাদের দলভুক্ত করিতে অসম্মত হইয়াছেন। লাইসেউম এবিষয়ে বড় ক্ষেপ করেন নাই। এ কৌতুক মন্দ নয়।

চট্টগ্রাম হইতে এক ব্যক্তি সম্বাদে লিখিয়াছেন। কেলি সহর নামক গ্রামে একটী স্ত্রীলোক অদ্ভুত যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছে। উহার মস্তক নারিকেলের ন্যায়। হস্তপদাদি অতিশয় ক্ষীণ। ঐ গ্রামের নিকটে পটিয়া নামক একটী গ্রামে একটী ছাগী এক আশ্চর্য্য সন্তান প্রসব করিয়াছে। উহার মস্তক বানরের ন্যায় দেহ মনুষ্যের ন্যায় পাগুলি ছাগলের ন্যায়। কোন বিষয়ের ত্রুটি হয় নাই।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, সর্দ্দারদিগের সহিত চারি ঘণ্টা কাল পরামর্শ করিয়া আমীর স্থির করিয়াছেন, সর্দ্দার আবদুল্লা জানকে হিরাটে পাঠাইবেন না। তাঁহাকে জেলালাবাদে পাঠাইতেছেন। এক্ষণে হিরাটের কোন সংবাদ পাওয়া কঠিন। আমীর হিরাটের যে কোন পত্র পাইতেছেন, উহা পাঠ করিয়াই পোড়াইয়া ফেলিতেছেন এবং আজ্ঞা দিয়াছেন কেহ হিরাটের কোন কথা কহিলে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করা হইবে।

অদ্য অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সেণ্ট জেবিয়ার্স কালেজের পারিতোষিক দান কার্য্য সম্পন্ন হইবে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর উপস্থিত থাকিবেন।

হিন্দুরঞ্জিকা রক্ষার্থ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দান শিরোনামান্বিত একটী প্রস্তাবে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট খৃষ্টধর্ম্মের

পোষণার্থে এদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিদিগেরদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, সেটী অতিশয় অন্যায়। বাস্তবিক ১৮৫৮ অব্দের মহারাণীর ঘোষণা পত্রে যখন লিখিত আছে, ধর্ম্ম বিষয়ে ভারতবর্ষে নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করা হইবে, তখন হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট হইতে লইয়া বর্ষে বর্ষে ১৮ লক্ষ টাকা খৃষ্ট ধর্ম্মের উন্নতি জন্য ব্যয় করাতে কেবল যে গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ জন্য দোষে লিপ্ত হইতেছেন এমন নহে; প্রজাদের অবিশ্বাস ও বিরাগ ভাজনও হইতেছেন।

সমবেদক বাঙ্গালিদিগকে সাহসী ও বলবান করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন, বঙ্গদেশের সমুদায় বিদ্যালয় জ্ঞান চর্চ্চার সহিত ব্যায়াম চর্চ্চা শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক এবং প্রতি পল্লীতে সভা করিয়া দেশের কুরীতি সংশোধন এবং অশ্লীল নাট্যামোদ হইতে বিরত হওয়া বঙ্গবাসীর নিতান্ত কর্ত্তব্য। প্রস্তাব ত অনেক রূপ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা শুনে কে? তদনুসারে কার্য্য করেই বা কে?

শুনা যাইতেছে, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক উক্ত পত্রিকা ২০০ খণ্ড বিনা মূল্যে ইংলণ্ডে বিতরণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। গত কয়েক সপ্তাহ উক্ত পত্রিকার এক অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশ হইতেছে, উহাতে দেশীয় সংবাদ পত্রের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ আছে। সম্পাদক যে সংকল্প করিয়াছেন তাহা করিয়া উঠিতে পারিলে অনেক কাজ হইবে।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, জনশ্রুতি এই, মহীসুরে যে তিনটী কমিশনরের পদ আছে উহার একটী খালি হইলেই একজন দেশীয়কে ঐ পদ দেওয়া হইবে, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই সংকল্প করিয়াছেন।

মান্দ্রাজে স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী শিল্প বিদ্যালয় হইবার কথা হইতেছে। অগ্রে পুরুষদিগের জন্যই হউক।

৮ ই পৌষ মঙ্গলবার।

হাবড়া হিতকারী লিখিয়াছেন; গত বুহস্পতিবার ৭৪০ টার সময়ে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর হাবড়া দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি সেদিন অনেকগুলি কাজ করিয়া আসিয়াছেন। জেলখানা দেখিবার সময় কয়েদিদিগের কোন প্রকার কষ্ট আছে কি না বিশেষরূপে তাহার অনুসন্ধান করেন। কনষ্টেবলদিগের পাকশালা ও গোরেজাদিগের বাসগৃহ খোলার ঘর দেখিয়া তাহা পাকা করিবার আদেশ দেন। কনষ্টেবলদিগের গৃহের নিকটে মৃতদেহ রক্ষার গৃহ ছিল। তত নিকটে তাদৃশ গৃহ থাকাতে স্বাস্থ্য হানির সম্ভাবনা বুঝিয়া ঐ গৃহ তথা হইতে লইয়া দূরে করিবার আদেশ দেন। সর রিচার্ড পয়ের দুঃখ ও পয়ের অমিষ্টে উদাসীন মনেন।

মুরশিদাবাদ পত্রিকা একটী যথার্থ কথাই কহিয়াছেন তিনি বলেন, "কলিকাতা গেজেট পাঠে আমরা অবগত হইলাম যে দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগের দুঃখ মোচনার্থে যে সকল দয়াশীল বঙ্গমহোদয়গণ সাহায্যদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে বর্দ্ধমান ও বেত্তিয়ার মহারাজ বাহাদুর প্রথম ও দ্বিতীয় মহারাণী স্বর্ণময়ী তৃতীয় হইয়াছেন। অর্থ সম্বন্ধে আমাদের মহারাণী তৃতীয় হইতে পারেন, কিন্তু উদ্দেশ্য অভিপ্রায় ও সদন্তঃকরণ দেখিতে হইলে বোধ হয় কেহই আমাদিগের মহারাণী অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন না" মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় কাহারও সন্নতোমুখ দান নাই, এ কথা অযথার্থ নয়।

এবার কলিকাতায় রাজার দল আসিতেছেন। সার সালারজঙ্গ কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন। মহারাজ হোলকর এবং তৎ পরে যোধপুর ও জয়পুরের রাজাও আসিতেছেন।

সার জর্জ্জ কাম্বেল সম্প্রতি এডিনবর্গে সামাজিক নীতি সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। স্কটলণ্ডের দরিদ্রেরা মৎস ভোজনে তাহাদের অম্প আয় নিঃশেষিত করিয়া ফেলে বলিয়া তিনি তাহাদের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। মাংস ভোজন না করিলে যে বল বৃদ্ধি হয় না, কাম্বেল সাহেব ইহা স্বীকার করেন না তিনি বলেন, আফগান ও পঞ্জাবীরা অতিশয় বলবান ও তাহাদের অবয়ব সম্পূর্ণ, কিন্তু তাহারা নিরামিষ ভোজী পুরুকার স্কচ হাইলাণ্ডরেরা বীরত্ব জন্য বিখ্যাত, কিন্তু ছোলা ও দুগ্ধই তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল। মাংস আহার পরিত্যাগ করিলে তাহাদিগের এক্ষণকার ন্যায় সাহস ও অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ থাকিবে কি না সন্দেহ।

দ্যারজিলিঙ্গ নিউস বলেন, পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের ফ্রেগ নামক একজন ওবর সিয়র এক দোকানদারের নিকট হইতে ৫০টী টাকা লইয়া তাল রসিদ দেন। এই ঋণ রাখে তাহাকে সেসিয়নে পাঠান হইয়াছে। পবলিকওয়ার্ক বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের এমনি সাধু অভ্যাস যে গবর্ণমেণ্টের কথা দূরে থাকুক অন্য লোকের সহিত ব্যবহার কালেও তাহারা সে অভ্যাস বিস্মৃত হইতে পারেন না।

মান্দ্রাজে একটী স্ত্রীলোক গৃহে নিদ্রিত ছিল। সেই সময় এক ইঁদুর আসিয়া একটী জ্বলন্ত প্রদীপের শলিতা লইয়া প্রস্থান করে। ঐ শলিতা দ্বারা ঘরে অগ্নি লাগিয়া ক্ষণ কালের মধ্যে ঐ স্ত্রীলোকটীর ঘর ভস্মীভূত হইয়া গেল।

সেণ্টপিটর্স বর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কলীয় সম্রাটকে হত্যা করিবার জন্য একটী ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহা বিফল হইয়াছে। সাম্রাজ্যে ধ্বংস হইয়া কলীয়া ও পোলাণ্ড দুই স্বতন্ত্র সাধারণ তন্ত্র হয়, এই উদ্দেশে সমুদায় সাম্রাজ্য ব্যাপী একটী চক্রান্ত হইতেছিল, অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তানেরা ইহাতে লিপ্ত ছিল।

১০ ই ডিসেম্বর ইংলণ্ডে আমাদের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের [illegible] তিনি এই সংবাদ [illegible] যে সকল আয়োজন [illegible] বলিয়া নিষ্কণ্টক [illegible] রহিত করিবার [illegible]

ইংলিসমান লাহোর [illegible] সংবাদ পাইয়াছেন, আফ্রিদিরা [illegible]

মাউন্টকে ধরিয়া লইয়া যায়, টাকা পাইয়া তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছে।

পঞ্জাবের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ডেরা ইস্মাইল খাঁতে যাত্রা করিয়াছেন।

পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণ জন্য একটী সভা স্থাপনার্থ সেদিন বোম্বাইর টাউনহলে এক সভা হইয়া গিয়াছে। যেখানে পশুদিগের প্রতি লোকের এত দয়া সেখানে মানুষের প্রতি এত অত্যাচার নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

১৮৭৩ অব্দে অযোধ্যা হইতে ৫১০১ ব্যক্তি উপনিবেশে যায়। ইহার মধ্যে কিজী দ্বীপ হইতে ৩১২১ জন গমন করে।

১ ই পৌষ বুধবার।

অদ্য ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের যে গাড়ি সন্ধ্যাকালে পশ্চিম হইতে কলিকাতায় আসিতেছিল, শ্রীরামপুর ষ্টেসনে তাহাতে একজন মনুষ্য হত হইয়াছে। হতভাগ্য গাড়ি না থামিতে থামিতে গাড়ি হইতে অবতীর্ণ হয়। অমনি বেগবলে ঘুরিয়া গাড়ির নীচে পড়িয়া যায়। পায়ের উপর দিয়া শকট গিয়া পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মনুষ্য হত্যা না হয়, রেলওয়ে কোম্পানি তাহার অনেক উপায় করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধি দিতে পারেন না। অকালে বিলম্বে নামিলে কোন বিপদ ঘটে না, কিন্তু হতভাগাদিগের বিলম্ব সয় না।

মহাপাপ বাল্যবিবাহ পত্রে দৃষ্ট হইল, আমেদাবাদে হিন্দু বাল্যবিবাহ নিবারিণী সভা হইয়াছে। সভা নিয়ম করিয়াছেন, পুরুষের ১৪ বৎসর ও স্ত্রীর ১০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ হইবে না। মহাপাপ বাল্যবিবাহ পত্র সম্পাদক উহাতে আপত্তি করিয়াছেন। বৎসর নিয়ম করিতে গেলে এইরূপ নানা [illegible] হইয়া উঠিবে। তাহা [illegible] লোক না হইলে [illegible] নিয়ম করিলে বাল্য [illegible] নিবারিত হওয়া [illegible] গণিগণ আশ্রম বিভাগ করিয়া [illegible] অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা এমনি অপদার্থ যে সেই মহার্ঘ উপদেশে উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়াছি। তাহার ফলভোগ করিতেছি। উত্তরোত্তর অপদার্থেরই বলবৃদ্ধি হইতেছে।

দারজিলিঙ মিউস বলেন, গত সপ্তাহে তথায় আত্যন্তিক বরফ পড়িয়াছে। গত সপ্তাহে এখানে উত্তরদিকের বায়ু প্রবল বেগে বহিয়াছে। শীতও আত্যন্তিক হইয়াছে।

বরিসাল বার্ত্তাবহ বলেন, তথায় ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে। অন্য অন্য স্থানেরও ওলাউঠার কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তবে প্রবল নয়। সাংক্রামিক জ্বর কিঞ্চিৎ অন্তর্ভাব অবলম্বন করিয়াছে। ওলাউঠা বুঝি নিজ বিক্রম প্রকাশ করেন।

৭ ই পৌষের সমাচার চন্দ্রিকা দেখিয়া আমরা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম। ৬ ই পৌষ সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, বেতিয়ার রাজকুমার প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন। রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রাজা কমলকৃষ্ণ সাক্ষাতে থাকিতে হরেন্দ্রকৃষ্ণের সভাপতির আসন গ্রহণ বিবেচনা সিদ্ধ হয় নাই।

ঢাকা প্রকাশ বড় বড় ইংরাজী বিদ্যালয়ের অনধ্যায় কাল ২০১ দিন গণনা করিয়া এই আক্ষেপ করিয়াছেন, সুদ্ধ করিয়া ধরিলে অনধ্যায়কাল ৬ মাসেরও অধিক হইবে। বঙ্গদেশে শীতকালের অবকাশটী অধিকতর আক্ষেপের কারণ।

মেডর নামক সংবাদপত্র এক আশ্চর্য্য প্রস্তাব করিয়াছেন। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকে একটী যোজক দ্বারা সংযুক্ত করা এই প্রস্তাব। সমুদ্রের নিম্ন দিয়া একটী পথ প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় এরূপ একটী যোজক করিতে তদপেক্ষা কিছু অধিক ব্যয় পড়ে মাত্র।

অনেকের সংস্কার আছে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কাবুলের আমীর সিরার আলীকে বৃত্তি প্রদান কিছু কিছু দিয়া থাকেন। সিরার আলী কর্ত্তৃক বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক যাকুব খাঁর বন্দীকরণ সম্বন্ধে কোন কোন সংবাদ পত্র বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আমীরকে লিখিয়াছেন, যাকুব খাঁকে খুন করিলে তাঁহার বৃত্তি বন্ধ করা যাইবে। ইংলিসম্যান লিখিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমীরকে এরূপ কোন বৃত্তি দেন না। সম্প্রতি কয়ালার ঘরবাড়ির স্পষ্টাক্ষরে আমীরকে বৃত্তি দিতে অঙ্গীকার করেন। আমীরের সেবক এই মাত্র বলেন, তাঁহাকে যথা যে পর্ব্ব ও অস্ত্রদ্বারা সাহায্য করা হইবে। কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে কিছু দিতে যান, সাহায্য করা তাঁহাদিগের ইচ্ছাধীন অথবা ঘরবাড়ি অবধি আমীরকে দুইবার মাত্র অর্থ ও অস্ত্র দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে।

এথ, ব্লুক নামক এক ব্যক্তি ফরাসী জাতির সৌভাগ্য ও ক্ষমতার নিগূঢ় হেতুর আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন ফরাসীদিগের অধিক বয়সে বিবাহ রীতি তাহাদের এই সৌভাগ্য ও ক্ষমতার কারণ তাহাদের পুরুষের ৩০ বৎসর এবং স্ত্রীলোকের ২৫ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। ইংলিসম্যান বলেন, ব্লুক সাহেব অধিক বয়সে বিবাহ করিলে যে সুফল ফলে বলিয়া দিখিয়াছেন, যে সকল এদেশীয় বাল্যবিবাহে অনুরক্ত এবং যে কারণে তাহারা পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ দ্বারা প্রপীড়িত হয় তাহাদের এক বার তাহা দর্শন করা কর্ত্তব্য। বাল্য বিবাহে যে বহুতর অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হয় তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

১২ ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষ রেলওয়ে কোম্পানির ৫২৮৭৯০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৬৪৭০৫০ টাকা আয় হইয়াছিল। ১১৮২৫০ টাকা কম আয় হইয়াছে। জব্বলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ৩১২৯০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৩৫০৬০ টাকা হইয়াছিল। এ হিসাবে এবৎসর ৩৫২০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

কোচিনের এক জন জজ হত্যাপরাধে এক ব্যক্তির এক বৎসর মাত্র কারাদণ্ড দিয়াছেন। এরূপ লঘু দণ্ডের কারণ এই, হত্যাকারী একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কোচি-

বের সৌভাগ্য বড় যে এমন সমদর্শী জজ পাইয়াছেন।

পদ্মা গোয়ালন্দ ষ্টেষনটীকে গ্রাস করিবার জন্য ব্যগ্র, রেলওয়ে কোম্পানির প্রতিজ্ঞা তাহা দিবেন না, এ নিমিত্ত কত অর্থ যে পদ্মার উদরসাৎ হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। তথাপি তাঁহারা ক্ষান্ত নহেন। বেঙ্গল টাইমস বলেন, পদ্মার অনুকূল স্রোত দেখিয়া ইঞ্জিনিয়ারদিগের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে, তাহারা এক সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন কিছু অধিক ব্যয় করিলে উক্ত ষ্টেষনটী রক্ষা করা যাইতে পারে। পদ্মা ক্ষণে অনুকূল ক্ষণে প্রতিকূল। বোধ হয়, ইঞ্জিনিয়রদিগের বুদ্ধির মাহাত্ম্যে আরো কতক গুলি টাকা উদরসাৎ করিবেন।

পিয়নিয়রের লাহোরস্থ সংবাদদাতা বলেন, শকটসিংহ ঢেবার সিংহাসন প্রাপ্তির আশয়ে ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট যে আবেদন করেন, তাহা তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ক্রমে প্রেততত্ত্বের ভয়ানক উন্নতি হইতেছে। ইংলিসমান বলেন, ইবারিট নামক একজন সাহেব সম্প্রতি সিহাসে প্রেততত্ত্ব বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। এই স্থলে তিনি এক খানি পুস্তক প্রদর্শন করিয়া বলেন, এই পুস্তকখানি লাটীন ভাষায় প্রেতগণ কর্তৃক লিখিত। তিনি প্রেতদিগকে উহা লিখিতে দেখিয়াছেন এবং তাহারা এক মিনিটে ছয় হাজার শব্দ লিখিতে পারে। প্রেতেরা বুঝি অবশেষে কেরাণী ও গ্রন্থকারদিগের অন্ন মারেন।

১২ ই পৌষ বৃহস্পতিবার।

আগামী ১ লা জানুয়ারি বেলবিডিয়রে ফাঁসি হেয়ার (শকের বান্ধার) হইবে।

মেটেবুরুজের নবাবের পশুশালায় মাসে ৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়, নবাবের বাগানে ৩ শত মালী আছে। পেন্সনেও এই, অবস্থা যেরূপ হউক নবাবী চাল পরিত্যাগ করা হইবে না।

একখানি সমাচার পত্রে দৃষ্ট হইল ১ লা জানুয়ারি হইতে গঙ্গার সেতুর উপর দিয়া যাহারা গমন করিবে তাহাদের নিকট মাসুল লওয়া হইবে। এ সংবাদের সত্যতা বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

জয়পুরে ইংরাজী সভ্যতা অধিকপরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। উক্ত নগরে গ্যাসের আলো হইয়াছে।

আজীজন বিবি লিখিয়াছেন, চুয়াডাঙ্গার ইংরাজ মাজিষ্ট্রেটের বড়ে তথায় বড় জাঁকে বারইয়ারি পূজা হইয়া গিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট নিজে ইহাতে চাঁদা দেন। মাজিষ্ট্রেট এমন একটি কাজ করিয়া উঠিলেন, গবর্ণমেণ্ট কি তাঁহাকে পুরস্কার দিবেন না?

কাবুলের গোলযোগ বোধ হয় সহজে মিটিতেছে না। ইংলিসমান পাঠে অবগত হওয়া গেল আমীর সিরারখানী কর্তৃক বাকুব খাঁর বন্দীকরণ বৃত্তান্ত শুনিয়া পায়েন্দার সাহা না কি বাকুবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা খাঁর সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। কাবুলের সংবাদগুলি যেরূপ গোলযোগ পূর্ণ ও পরস্পর বিরোধী তাহাতে কোন টী সত্য কোন টী মিথ্যা বুঝিয়া উঠা ভার।

আগ্রার জেলের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া সম্প্রতি দুইজন কয়েদী পলায়ন করিয়াছে।

একখানি সংবাদপত্রে লেখা গেল, আমাদিগের ষ্টেট সেক্রেটারি লাড সালিসবরি মিয়াস সাহেবের মকদ্দমা সংক্রান্ত যাবত্ কাগজপত্র চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। এটী যদি সত্য হয় ভারতবর্ষে সুবিচার বিতরণ কঠিন হইয়া উঠিবে। অত্যাচার বিচারপতিরা যথার্থ অপরাধী জানিতে পারিয়াও তাঁহার ভয়ে অবিচার রূপ মহাপাপ পঙ্কে লিপ্ত হইবেন। মিয়াস যে দোষী সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা প্রামাণিক লোকমুখে নিগূঢ় বৃত্তান্ত শুনিয়াছি।

১১ ই পৌষ শুক্রবার।

ভারত সংস্কার শুনিয়াছেন, বরাহনগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০ টাকা বেতনে ইনস্পেক্টীং পোষ্ট মাষ্টার হইয়াছেন। এটী অতিশয় আহ্লাদের বিষয়।

অদ্য বড় দিন। ইংরাজ মহলে আজি বড় ধুম ইংরাজ ভক্ত নবাবদলেও আজি আনন্দের সীমা নাই। ইহাদের ভাবভক্তি দেখিলে বোধ হয়, বড়দিন কেবল ইংরাজদিগের নয়, এটী বাঙ্গালিদিগেরও একটী উৎসব, অন্ততঃ ইহা ক্রমে বাঙ্গালিদিগের একটী উৎসব হইয়া পড়িতেছে। এটী নব্য বঙ্গের আর একটী দুর্গোৎসব হইয়া উঠিল।

গত কল্য যোধপুরের রাজা কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

বক্সির রাজার দেওয়ান ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ম্যাকমুলেন সাহেবকে উৎকোচ দিবার অপরাধে অভিযুক্ত হন। তাঁহার একমাস কারাবাস ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

কর্ণেল ফেয়ারকে নিষ্পান করাইবার যে চেষ্টা হয়, সাউটার সাহেব কেদার সাহেবের আয়ার নিকটে সে বিষয়ের অনুসন্ধান করেন। আয়া স্বীকার করিয়াছে কোন এক ব্যক্তি তাহাকে অনেক টাকা দিয়া এই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। ঐ লোকটী এক্ষণে পীড়িত বলিয়া তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

মাদ্রাজ টাইমস বলেন, সেদিন মাদ্রাজের এক পুলিসের একখান চরণের ও আর কয়েকটী দ্রব্য চুরি যায়। বর্ত্তমান পুলিস কেবল অপরের নয় নিজেরও ধন প্রাণ রক্ষার সমর্থ নহে।

ভারতসংস্কারকের বারাণসীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বারাণসীর আসিকাণ্ডার ঘাটের উপর এক ধর্ম্মশালায় একজন সন্ন্যাসী বাস করেন। তাঁহার শয্যা লোহ নির্ম্মিত কাঁটা দ্বারা প্রস্তুত, তাঁহাতে আমাদের হস্ত রাখিলে বিদ্ধ হইয়া যায়। বোধ হয় সন্ন্যাসী ঠাকুর ব্যায়াম ক্রিয়ার অভাব বলে শরীরের চর্ব্বিকেও লৌহবৎ কঠিন করিয়া তুলিয়াছেন।

পিয়নিয়র বলেন, [illegible] হইবার জন্য গঙ্গু নামে এক সাঁওতাল [illegible] বের গঙ্গু নামে এক সাঁওতাল [illegible] শুনিলেন কেহ যেন গঙ্গু গঙ্গু বলিয়া ডাকিতেছে। সাহেব ফিরিয়া দেখেন, বানরটী যেখানে শিকলে বাঁধা ছিল, সেই খানে একটী লম্ফ দিয়াছে,

হাঁসটী শিকল ছিঁড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং গঙ্গু, গঙ্গু, বলিয়া ডাকিতেছে। হাঁসটী ইহার পর কিন্তু আর কখন কথা কয় নাই। আর কথা না কহিলেও হাঁস জাতি যে মানুষের ন্যায় কথা কহিতে পারে, কেবল পরিশ্রম করিবার ভয়ে কথা কয় না, এই প্রবাদ বাঙ্গালী এক গঙ্গু দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে।

২৩এ নবেম্বর সোমবার রবিহাম প্যালেসে এডিনবর্গের ডিউকের পুত্রের নামকরণ হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের রাজ্ঞী ও রাজপরিবার প্রায় সমস্ত এবং কপীর রাজা প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

বরদার ষ্টেসিডেট পরিবর্ত্তনে আপাততঃ এই এক লাভ দেখা যাইতেছে, মলহররাও প্রজাদিগের প্রতি অনুকূল দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এক ঘোষণা দ্বারা প্রজাসাধারণকে জানাইয়াছেন যে সকল স্থানে কর অধিক হইয়াছে এবং তজ্জন্য প্রজাদিগের কষ্ট হইতেছে বলিয়া বোধ হইবে, সে স্থলে করকর্ম্মচারী দেখা হইবে। কহার অনুসন্ধানার্থ তিনি কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত করিয়াছেন। মলহররাও যদি প্রজার প্রতি সমদুঃখদুখতা প্রকাশ করেন দেখিতে পাইবেন, তাহারও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ও সন্তুষ্ট হইবে।

টাইমস পত্র ডাবসোগে সংবাদ পাইয়াছেন, কাশীর সন্নিধানে আমু নদী পার হইয়া বিদ্রোহীরা আক্রমণ করিয়াছে। কসীয়া ক্রমেই অগ্রসর হইতেছেন।

লেপ্টনন্ট গবর্ণর লোয়ার কাশমনরিজের প্রার্থনানুসারে কাশীপুরে একটী নর্ম্মাল স্কুল নির্ম্মাণার্থ ৩০৫০০ টাকা দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা [illegible] ১৫, ১৭ পরগণায় ১২, [illegible] ১১, এবং হোটনায় [illegible] ৩ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রেসিডেন্সি [illegible] ৯৮ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে।

[illegible] সবডেপুটীর মাসে ৫ টাকা বেতন পান। উপরিলাভ অবশ্য আছে, নতুবা কাজ চলে কিরূপে?

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

টাকা শতকরা—

৪		১০২৲—১০২৷৹
৪৲	১৮৭০ (১৮৮৫)	১০৪৷৹—১০৬
৪৲	১৮৭১ (১৮৮৪)	১০৫—১০৫৷৹
৪৲	১৮৭২ (১৮৭৯)	১০০৶—১০৩৷৹
৫৲	১৮৫৯-৬০ (১৮৭৯)	১০৯৶—১০৯৷৹

১৪ ই পৌষ শনিবার।

পাদরি জে, ওরেলাণ্ড সাহেব সাপ্তাহিক সংবাদে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন, বঙ্গবাসিনী নারীগণের যে কেহ যীশু খৃষ্টের বিষয়ে একটী অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা বঙ্গভাষায় রচনা করিতে পারিবেন, বিখ্যাত এ, এল, ও, ই, বিদ্যাবতী কুমারী তাঁহাকে দুই শত টাকা অথবা তত্তুল্য অন্য কোন দ্রব্য পুরস্কার দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। "এ বিজ্ঞাপন প্রচারের উদ্দেশ্য কি? বঙ্গমহিলাগণকে বিদ্যা বিষয়ে উৎসাহ দান করা, না, জানিনা মিশনের নিগূঢ় অভিসন্ধি কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে তাহা জানা? যীশু খৃষ্টের বিষয়ে রচনা করিতে বলিবার কিছু গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।

খৃষ্ট ধর্ম্ম নিজের উন্নতির জন্য ক্রমে হিন্দু ধর্ম্মের শরণাগত হইতেছেন। কিছু দিন হইল, একজন মিশনরি কথকতা দ্বারা খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের পরামর্শ দেন, সাপ্তাহিকসংবাদ সম্পাদক এক প্রস্তাব লিখিয়া গীত গান দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারের উপায়েরতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমাদিগের বৈষ্ণবেরা যেমন খঞ্জনী বাজাইয়া কৃষ্ণ বিষয়ক গান গাইয়া বেড়ায় মিসনরিরাও সেইরূপ করুন। "খৃষ্ট কথকতায় খঞ্জনীই বাজান আর কথকতাই করুন তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু এক্ষণে খৃষ্ট ধর্ম্মকে বদ্ধমূল করিবার আশা দুরাশা মাত্র।

গোয়ালন্দ হইতে এক ব্যক্তি গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকায় লিখিয়াছেন, সম্প্রতি জনরোয় পুর গ্রামে একজন রেলওয়ে সাহেব শীকার করিতে গিয়া পঞ্চম বর্ষীয় একটী বালককে গুলি করে, গুলিটী বালকের কপালে লাগে সৌভাগ্য ক্রমে মস্তকে প্রবেশ করে নাই তাহাতেই বালকটী প্রাণে বাঁচিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট, সাহেবের ২০ টাকা জরিমানা করিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। বালকটী মরিয়া গেলে উহা সংখ্যা আর বিশ পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হইত।

প্রথমতঃ দরভাঙ্গা রেলওয়ে অস্থায়ি স্থায়ী হইবে এইরূপে নির্দ্ধিষ্ট হয়, এক্ষণে উহা স্থায়ী হয় এই রূপ নির্দ্ধারণের বন্দোবস্ত হইতেছে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

খাল খনন।

আমরা শুনিতেছি এবৎসর গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমান জেলার স্থানে স্থানে খাল খনন করাইবেন। এই সময় হইতে তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হইলে ভাল হয়, মাঠের ধান্য তোলা প্রায় শেষ হইল। বর্দ্ধমান বর্ষে বর্দ্ধমান জেলায় অধিকাংশ মহলে ফল ভাল জন্মে নাই। উচ্চভূমিস্থলি অনাবৃষ্টি আজি তিন বৎসর পীড়িত রহিয়াছে। তাহার বিষময় ফল ফলিয়াছে। জমীদারেরা খাজনার নিমিত্ত প্রজার উপর পীড়াপীড়ি করিতেছেন। উত্যক্ত হইয়া কেহ কেহ ভিটা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রামান্তরে বাস করিতেছে। এজেলার অনেক ক্ষুদ্র জমীদার মহলে সদর মালগুজারি সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অনুমানে জড়িত হইয়াছেন এবং জমীদারী পত্তনী দিবার জন্য ব্যস্ত আছেন। ঐ জমিদারগুলির জমীদারী আবার বহু অংশে বিভক্ত। জমীদারির লভ্য হইতে আপন আপন সাংসারিক নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় ও ক্রিয়া কলাপ সমাধা হইয়া থাকে। উপর্য্যুপরি ৩ তিন বৎসর অনাবৃষ্টি নিবন্ধন কি জমীদার কি প্রজা উভয় সম্প্রদায়ের অনেকেই এবৎসর দারুণ অনকষ্ট পাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যথা সময়ে সাহায্যদান করাতে কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছিল বটে, কিন্তু এ অবস্থায় উক্ত জমীদার মহাশয়দিগের আনুকূল্যে গ্রামে পুষ্করিণী খনন ও কূপ খননের উদ্যম সাহস প্রভৃতি সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। গতবৎসর অনেক জমীদারগণ স্ব স্ব অধিকার মধ্যে পুরাণ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও নূতন পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন। কিন্তু বিরাশস্থল গ্রামে এমন এক ব্যক্তি ধনী নাই যে জলকষ্টের নিবারণার্থ একটী ডাঙ্গালী পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করেন। সুতরাং গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে আমরা যে কষ্ট-

প্রোথাস্তি জলকষ্ট সহ্য করিয়াছি এমন কি পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে ১৪০ হেড় বা ২ হাত কর্দ্দমাক্ত ঘোলা জল ছিল তাহাই পো, মনুষ্যে পান করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছে। এ বৎসর কেবল আমাদের গ্রামের নয়, অনেক গ্রামের পুষ্করিণীতে অতি অল্প জল দৃষ্ট হয়। যদি আগামী চৈত্র বৈশাখ মাসে পর্জ্জন্যদেব বর্ষণ না করেন বোধ হয় হুগলি জলকষ্ট হইবে। পরন্তু অবগত হইলাম গবর্ণমেণ্ট দামোদর নদের দাঁইবের পূর্ব্বপারবর্ত্তী পাচড়া গ্রামের উত্তর মাঠ দিয়া একটী খাল খনন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। যদি খালটী খনন হইয়া বীরশিমুল গ্রামের দক্ষিণে স্রোতোবিহীন যে একটী নদী আছে তাহার সহিত সংমিলিত হয়, উক্ত নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী স্থানের প্রজাগণের জলকষ্ট নিবারণ কৃষি কার্য্যের উৎকর্ষ সাধন এবং বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করা হয় সন্দেহ নাই। তৎসঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টও লাভবান হইতে পারেন।

১২৮১
১ লা পৌষ } কস্যচিৎ
বীরশিমুল বাসিনঃ।

প্রতিবাদ।

মহাশয়! বারাণসের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী কবিরাজ মহাশয় গত কয়েক সপ্তাহের সোমপ্রকাশে "গর্ভিনী বান্ধব" বাজক ঔষধের বিজ্ঞাপন দিতেছেন। কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন যে "ইহা সুশ্রুত সংহিতোক্ত ও অশ্মরংসের চিরানুভূত ও পুর্ব্বপরম্পরা পরিজ্ঞাত। ইহা অমোঘ বীর্য্য ও সদ্যঃ ফলদ। ইহার প্রভাবে ২। ৩ দিবস পর্য্যন্ত ছট ফট করিতেছে এমত গর্ভিনী দুই প্রহরের মধ্যে বেদনাশান্তি পাইয়া সুস্থ হয় এবং কাল পূর্ণ করিয়া সুখপ্রসবিনী হয়। চিকিৎসক ও ডাক্তার মহাশয়েরা ইহার অব্যক্ত প্রভাব অনুভব করিবেন" ইত্যাদি মহাশয়। বিজ্ঞাপনটী পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। ইহা যে ধরণে লেখা হইয়াছে তাহাতে গৃহস্থ মাত্রেই উক্ত মহৌষধ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবেন সন্দেহ নাই। হয় ত কন্যার প্রথম শ্বশুরালয়ে যাইবার কালে যে সমস্ত দ্রব্য সঙ্গে দিতে হয় গর্ভিনীবান্ধবও তন্মধ্যে পরিগণিত হইবে। অস্মৎ সমাজের বড় বড় লোকেরা ও হাতুড়েও বিজ্ঞাপিত ঔষধের প্রতি যেরূপ বিশ্বাস করেন তাহাতে ইহার বহু ব্যবহার হইবার সম্ভাবনা। পরন্তু চিকিৎসকেরা "গর্ভিনী বান্ধব" প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞাপিত গুণ, সম্পন্ন কি না তাহা পরীক্ষা না করিয়া উহার ব্যবহারে অনুমোদন করিতে পারেন না। ঔষধের প্রতি প্রথমতঃ চিকিৎসকের বিশ্বাসের কারণ থাকিলে তাহা উপযুক্ত রোগে পরীক্ষার্থ ব্যবহৃত হয়। গর্ভিনী বান্ধবে তাদৃশ বিশ্বাসের কারণ কেবল উহার নাম মাত্র। যেহেতু উহা কোন্ কোন্ দ্রব্য সমষ্টিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ নাই। যদি বলেন একবার ব্যবহার করিয়া দেখ না, গুণ জানিতে পারিবে, কিন্তু তাহা অকর্ত্তব্য। যে হেতু প্রথমেই ৬৷৷০ টাকা ব্যয় করিয়া ঔষধ ক্রয় করিতে হইবে, তৎপরে ঔষধে উপকার না হইয়া অপকার হইলে কেহ দায়ী হইবে না। সাহস হইতে ইহাতে বিশ্বাস করিয়া কোন সদুপায় না করিলে গর্ভিনী ও সন্তান মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। কবিরাজ মহাশয় অবশ্য অবগত থাকিতে পারেন যে, প্রসবাবরোধের নিদান বহুবিধ। যে স্থলে গর্ভিনী ২। ৩ দিন বেদনায় ছট ফট করে ও প্রসব করিতে পারে না, তথায় নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণের একটী না একটী অবশ্য বর্ত্তমান থাকে।

১। অত্যন্ত নিস্তেজস্কতা।

২। বস্তিদেশীয় অস্থির স্বভাবতঃ বা পীড়া বশতঃ বক্রতা প্রযুক্ত বস্তি গহ্বরমুখের সঙ্কীর্ণতা।

৩। যোনি মধ্যে একটী আবরক পর্দ্দা থাকে, যাহা আদ্য ঋতু কালে খণ্ডিত হয়। কোন কোন নারীর উহা তৎকালে আংশিকরূপে খণ্ডিত হইলে গর্ভোৎপত্তির প্রতিবন্ধক হয় না, কিন্তু প্রসবের অন্তরায় হয়।

৪। ভ্রূণ মস্তকের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি।

৫। সন্তানের মস্তক ও বস্তি ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গের জরায়ু হইতে অগ্রে নির্গমন।

৬। বস্তি ও যোনি গহ্বরে বহুবিধ অর্শ্বুদ উৎপত্তি প্রযুক্ত প্রসব পথের সংকীর্ণ ও অবরুদ্ধ ভাব ইত্যাদি। এক্ষণে কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার এক মাত্র ঔষধ প্রভাবে উক্ত প্রসব প্রতিরোধক নিদান সকল কিরূপে নিরাকৃত হইবে? কবিরাজ মহাশয় যদি প্রসব প্রতিরোধের ভিন্ন প্রকার নিদান অবগত থাকেন, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

মেদিনীপুর
২রা পৌষ } বশম্বদ
শ্রীকুবেশ্বর মিত্র
চিকিৎসক।

উদ্ভূত ভয়ানক ব্যাপার।

(সাপ্তাহিক সংবাদ)

শিলঙ হইতে করলা বোঝাই করিয়া ইন্-সাইব নামে এক খানি ব্রিটিশ জাহাজ এডেন অভিমুখে যাত্রা করে। জাহাজ যখন দক্ষিণ আটলাণ্টিক সাগরে আইসে, তখন কয়লাতে আগুন ধরে। প্রথমে জাহাজস্থ নাবিকেরা অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করে, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে তিন খানি নৌকা আরোহণ করিয়া তাহারা কূল অভিমুখে গমন করে। দুই খানি নৌকা সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে পঁহুছে। আর এক খানির কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। নাবিকেরা ৮ আগষ্ট তারিখে জাহাজ ছাড়িয়া নৌকা আরোহণ করে। যে নৌকার উদ্দেশ পাওয়া গেল না, তাহাকে আমরা তৃতীয় নৌকা বলিব। তৃতীয় নৌকার নাবিকেরা মনে করিয়াছিল, তাহাদের নৌকা যে স্থানে ছিল তথা হইতে সেণ্ট হেলেনা ৪০৫ ক্রোশ দূরে। ইহাদের নৌকা খানি নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। তাহাতে ছটী মাস্তুল ছিল, পাইল খাটান ছিল। নৌকাতে লোকদিগের আহারার্থ দুই বাক্স বিস্কুট একখণ্ড শূকরের মাংস এক বৃহৎখণ্ড পনির ১২ বাক্স মোমাংস দুই জালা পান করিবার জল ছিল। নয় দিবস তাহারা সেণ্ট হেলেনা দ্বীপ অভিমুখে নৌকা বাহন, কিন্তু শেষে জানিতে পারিল যে, তাহারা দিক ভুল করিয়াছে, সেণ্ট হেলেনা তাহাদের অনেক পশ্চাতে রহিয়াছে। কিন্তু বাতাসের গতিকে পশ্চাদ্দিকে যাইবার আর উপায় নাই। এজন্য তাহারা নৌকা বাহিয়া আফ্রিকার দক্ষিণকূলে যাইবার মনস্থ করিল খাদ্য সামগ্রী ফুরাইয়া যাইবে বলিয়া তাহারা প্রাত জনে প্রত্যহ আধখানি বিস্কুট ও এক গ্লাস জল উদরস্থ করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল। এই ভাবে আগষ্ট মাসের ২৪ তারিখ গত হইল, তথাপি উদ্ধারের কোন উপায় হইল না। অসীম ও অতল সমুদ্র গর্ভে কোন জাহাজ ভাসিতে দেখিল না। অথবা কূল ভূমিও পাইল না। তাহারা নিরাশার জলে ভাসিতে লাগিল, লোকদিগের স্বাস্থ্য নষ্ট হইল। ডিসেম্বরের মাসে এক রাত্রে বড় অধীর হইল। সে জলে দুঃখিরা সকলকে সান্ত্বনা করিতে বার বার উৎসাহ করিতে লাগিল। অন্য সকলে তাহাতে সম্মত হইল না। পরিশেষে একজন চিত্তে চতুরে একত্র হইয়া সকলে একত্রিত হইয়া ৯ জন নাবিকের নৌকায় হাস ধরিয়া ৯ জন নাবিক ও পাইল ধরে এমন করিতে চলিল। চতুর মনে করিল এই বার নৌকা ভুবাইয়া দিয়া একে একে ৯ প্রাণের সঙ্গত বই

শেষ হইবে। এই উদ্দেশে সে এমন করিয়া ফেলিল যে, নৌকা কাত হইয়া গেল, সকলেই জলে পড়িল। কিন্তু নৌকা ডুবিল না, কেন না নৌকা এমন কারিগর নির্ম্মিত যে ডোবে না। অনন্তর সকলে চেষ্টা করিয়া নৌকা সোজা করিল ও সকলে নৌকায় উঠিল। কিন্তু নৌকা কাত হওয়াতে খাদ্যসামগ্রী সকলই গিয়াছিল। ভবিষ্যতে যেন নৌকা না কাত হয়, এজন্য মাস্তুল কাটিয়া ছোট করা হইল এবং একটি ছোট পাইল মাত্র খাটান হইল। আর নৌকা ডুবিবার ভয় রহিল না। এক রবিবারে অনাহারে লোকদের বড় কষ্ট হইল। আর প্রাণ বাঁচে না স্থির হইল, গুলিবাঁট করিয়া আপনাদের মধ্য হইতে এক জনকে হত করিয়া তাহার মাংসে খাওয়া হইবে। শেষে গুলিবাঁট হইল, নাবিকদের মধ্যে একজন চটালী দেশীয় লোক ছিল। তাহার নামে গুলিবাট উঠিল, এক বার নয়, তিন বার উঠিল। ইতিমধ্যে ডুবার এমে এক ব্যক্তি আপনার প্রাণ দিতে ইচ্ছুক হইল। কিন্তু ইটালীয় যুবক তাহাতে অস্বীকার হওয়া আপনি মরিবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে চক্ষু বুজিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। শেষে অন্য পাঁচ জন নাবিকে তাহার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া তার গলায় ছুরি দিল। তাহার রক্ত, একটী টিনের পাত্রে ধরা হইল, এবং তাহার মাংস ও হৃৎপিণ্ড সেই রক্ত লোনা জল দিয়া সকলে আহার করিল। ইহার তিন ঘণ্টা পরে নিরুপায় নাবিকেরা অদূরে এক খানি জাহাজ যাইতে দেখিয়া ইঙ্গিত করিল, তাহারা আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিল।

কি ভয়ানক ব্যাপার! ইচ্ছা একবার এই রূপ আর একটি ঘটনার বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে ডেবিড ওয়াল্টার সকলের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল।

এই পাঁচ জন নাবিকের বিচার হইতেছে। ইহারা যে গুরুতর শাস্তি পাইবে, তাহার সন্দেহ নাই। জাহাজের নাবিকেরা যেমন কষ্টেই পড়ুক না কেন, মনুষ্য হত করিবার তাহাদের কোন ক্ষমতা নাই। এমন মনুষ্যকে হত করিয়া [illegible] জন করাতে আমাদের বড় কষ্ট [illegible], যদি এমত হে উহারা সকলে মরত, [illegible] তত কষ্ট হইত না। যদি ডেবিড [illegible] একজন খ্রীষ্টিয়ান ইহাদের [illegible] এরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার হইতে

সন্তান বিক্রয়।

(প্রতিধ্বনি)

কলিকাতা মেডিকেল কালেজের চিকিৎসালয়ের সূতিকাগৃহে যে সকল স্ত্রীলোক প্রসব করিতে আইসে, তাহাদিগের অনেকে আতুর গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার সময় সন্তান বিক্রয় করিয়া যায়। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, এই সকল সন্তানের এক একটী চার পাঁচ টাকা দিলে অনায়াসে ক্রয় করিতে পারা যায়। অনেক লোকে এখান হইতে সন্তান ক্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু এই সকল সন্তানের অতি অল্প সংখ্যাই ভদ্রগৃহে স্থান প্রাপ্ত হয়, অধিকাংশ বালিকা বেশ্যাদিগের গৃহে নীত ও প্রতিপালিত হইয়া তাহাদিগের ভাবী সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে, বালকেরাও সচরাচর অসৎসংসর্গে থাকিয়া দস্যু তস্করের শ্রেণীর পুষ্টি বিধান করিতেছে। প্রসূতিগণ কি কারণে মাতৃস্নেহ অতিক্রম করিয়া সন্তানদিগকে বিক্রয় করে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে এই সকল সন্তানের অধিকাংশই অপসর্গজাত, তাহাদিগকে গৃহে লইয়া গেলে কিম্বা আপনার নিকট রাখিলে প্রসূতিদিগের কলঙ্ক হইয়া থাকে। এই কলঙ্ক দূর করিবার নিমিত্তই তাহারা সন্তানদিগকে বিক্রয় করিয়া যায়। এই সকল সন্তান জীবিত থাকিয়া বেশ্যা ও দস্যু তস্করের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, ইহা কখনই আকাঙ্ক্ষনীয় নহে। কিন্তু কি উপায়ে ইহা নিবারণ করা যাইতে পারে তাহাও বিশেষ বিবেচনার বিষয়। প্রসূতিগণ যাহাতে সন্তান বিক্রয় করিতে না পারে, পুলিস কর্ম্মচারিদিগকে সেই বিষয়ে সতর্ক হইবার অনুমতি দিলে বরং অনেকাংশে অমঙ্গলই ঘটিবে। সন্তান বিক্রয় করার অপরাধে ধৃত হইয়া দণ্ড পাইবার আশঙ্কায় প্রসূতিগণের সন্তান বিক্রয় না করিবারই সম্ভাবনা, কিন্তু তখন তাহারা আত্মকলঙ্ক গোপ নোদ্দেশে সন্তানদিগকে বিক্রয় না করিয়া গোপনে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইবে, কিম্বা বিক্রয় না করিয়া সন্তান দান করিয়া যাইবে। সুতরাং বিনা পয়সায় সন্তান পাইবে, এই উক্তে কন্যায় অনবধান প্রকৃতির লোকেরাও এই অসহায় শিশুদিগকে গ্রহণ করিবেন এইরূপে এই শিশুসঙ্ঘের অধিক পরিমাণে অকাল মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। আর যে সকল লোক মূল্য দিয়া এই সকল সন্তান গ্রহণ করত, তাহাদিগের পক্ষও সমভাবেই মুক্ত থাকিবে।

গবর্ণমেণ্ট ও আমাদিগের দেশের সহৃদয় লোকেরা যদি প্রকৃতপক্ষে এই দুর্গত শিশুদিগের উপকার করিতে চান, তবে ইউরোপের ফাউণ্ডিলিং হস্পিটালের অনুকরণে এখানে পরিত্যক্ত শিশুদিগের একটী আশ্রম করা আবশ্যক। উপযুক্ত সংখ্যক ধাত্রী রাখিয়া পরিত্যক্ত শিশুদিগকে প্রতিপালন ও পরে তাহাদিগের শিক্ষা বিধান করিলে তাহারা আর সমাজের কলঙ্ক বৃদ্ধি করিবে না বরং চেষ্টা থাকিলে তাহাদিগের অনেকে কালক্রমে সমাজের গণ্য লোক হইতে পারিবে। কেহ কেহ এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া আশঙ্কা করিতে পারেন, আমাদিগের প্রদর্শিত উপায় অবলম্বিত হইলে দুষ্ট লোক অধিকতর প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। কিন্তু এইরূপ আশঙ্কা আমাদিগের নিকট সঙ্গত বোধ হইতেছে না। সামাজিক নিয়মের সংশোধন না করিলে পাপ কার্য্যকে কোন কৌশলে ঢাকা দিয়া রাখিবার উপায় নাই। তাহার এক পথ বন্ধ কর, আর এক পথ নূতন আবিষ্কৃত হইবে। আমরা যত দিন কোন পাপ কার্য্যের মূল উচ্ছেদ করিতে না পারিব, তত দিন সেই পাপানুষ্ঠানকারীদিগের প্রতি সানুগ্রহ ব্যবহার করা আবশ্যক। তাহারা যে পাপ করে সে কেবল তাহাদিগের নিজদোষে নহে, আমরাও সেই দোষের অংশভাগী। অনেক সামাজিক নিয়মের অনুচিত কার্য্যিতা মনুষ্যকে পাপ পথে লইয়া যায়। অনেকে আমাদিগের নীতি শাস্ত্রের প্রশংসা না করিতে পারেন, তথাপি কর্ত্তব্যানুরোধে আমাদিগকে এই অপ্রিয় সত্য বলিতে হইল। আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট ও দেশহিতৈষিগণ উপস্থিত প্রস্তাবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১১ ই ডিসেম্বর। ই, ডি ওয়েষ্ট মেকট কিছু দিনের জন্য বহরমপুরে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

১৮ ই ডিসেম্বর। রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় রিলিফ রাস্তার জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

টেলিগ্রাফ একাউণ্ট বিভাগের ইলিস সাহেব দরভাঙ্গা হইতে মজাফরপুরে বদলী হইলেন।

বাবু ইন্দ্রবিহারী সিংহ সাহাবাদে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাবু শ্যামাচরণ দাস দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় তমোলুক বিভাগের ভার পাইলেন।

টী, বি লেম সাহেব রেবেনিউ বোর্ডের লাণ্ড রেবেনিউ বিভাগের সেক্রেটারি হইলেন কিন্তু আপাততঃ যেমন করিতেছেন কলিকাতার কষ্টম কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বাসুকার ডিগ্বি সেসিয়ন জজ ডবলিউ কর্বেল সাহেব কিছুদিনের জন্য ২৪ পরগণা ও হুগলীর দ্বিতীয় অতিরিক্ত জজ ও অতিরিক্ত সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

জে, টকডি কিছুদিনের জন্য বাসুকার ডিগ্বি সেসিয়ন জজ ও বর্দ্ধমানের অতিরিক্ত জজ এবং অন্তরঙ্গ সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

আটিয়ার ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, এম ব্রিলি সাহেব ত্রিপুরার বদলী হইলেন।

ময়মনসিংহের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আনন্দরাম বড়ুয়া কিছুদিনের জন্য আটিয়া বিভাগের ভার পাইলেন।

১৩ ই ডিসেম্বর। সি ক্রাইটন ডাক্তার জর্জ্জ স্মিথ সাহেবের পদে শ্রীরামপুরের মিউনিসিপাল কমিসনর হইলেন

২১ এ ডিসেম্বর টী ই. কক্রফ্ট শ্রীরামপুর এবং উত্তরপাড়ার মিউনিসিপাল কমিসনর দিগের বাইস চেয়ারম্যান হইবেন এবং ১৮৬৫ অব্দের ৬ আইন (বি, সি) অনুসারে শ্রীরাম পুর মিউনিসিপালটী ভাঙ্গিয়া গাড়ীর বেঞ্জি ষ্টার হইবেন।

২২ এ ডিসেম্বর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঢাকার মিউনিসিপাল কমিসনর হইলেন

আর প্রফ, বার্লিং।
ডাক্তার ডি, বি স্মিথ।
এম, ডেবিড
এস রেয়ার ডবলিউ আর সিসার।
সি, ই গোলডসবেরি।
বাবু চন্দ্রকুমার বসু।
মদনমোহন বসাক

২২ এ ডিসেম্বর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নওয়াখালির ডিগ্বি রোডসেস কমিটীর সভ্য হইলেন—

মৌলবী আবদুল আজিম খাঁ।
বাবু কালীপ্রসন্ন মজুমদার
* ব্রজকিশোর সেন
* চন্দ্রনাথ চৌধুরী
* হরকৃষ্ণ মিত্র
হোসেন আলী চৌধুরী।
বাবু ক্ষেত্রনাথ দাস
* কালীকিশোর গুহ
* লক্ষ্মণ প্রসাদ তেওয়ারি
* মাণিকচন্দ্র রায়
মহম্মদ পাবা সিরা
মানওয়ার মিয়া
* বাবু নবীন কিশোর রায়
* রামচন্দ্র লাহা
* ভবতারচন্দ্র চৌধুরী

টী, ই কক্রফ্ট ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি) অনুসারে হুগলীর রোডসেস কমিটীর একজন সভ্য হইলেন।

বিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটরি বি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৮ ই ডিসেম্বর। ভদ্রক বিভাগের ভার প্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, ডিবেস ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারায় উল্লিখিত অপরাধ সকলের সংক্ষেপে বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঢাকা বিভাগের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন

বাবু অক্ষয়চন্দ্র দাস
ডাক্তার ডি, বি, স্মিথ
বাবু মদনমোহন বসাক
" চন্দ্রকুমার বসু

বাবু মথুরনাথ চট্টোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য সাতক্ষীরার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাখরগঞ্জের দ্বিতীয় সুবর্ডিনেট জজ বাবু গুরুপ্রসাদ সেন নদীয়ার সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

নদীয়ার প্রতিনিধি সুবর্ডিনেট জজ বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় বাখরগঞ্জের দ্বিতীয় সুবর্ডিনেট জজ হইলেন এবং ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

মুরসিদাবাদের মুন্সেফ বাবু নবকচন্দ্র ভট্ট কিছুদিনের জন্য নদীয়ার সুবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

কলিকাতা ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ জি, সি, ডোস ঐ পদে স্থায়ী হইলেন।

বিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

বার্লিন ১৯ এ ডিসেম্বর। প্রিন্স বিসমার্ক জর্ম্মণ সম্রাটের প্রধান মন্ত্রির পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া যে জনশ্রুতি হয় তাহা সত্য, কিন্তু সম্রাট তাহাতে স্বীকার করেন নাই, সুতরাং তাঁহার পদত্যাগ ঘটে নাই।

কাউণ্ট আর্ণিমের ৩ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

জাপান নামক মেরল ফিমার ১৭ ই ডিসেম্বর হঙ্কঙের ৬০ মাইল দূরে পুড়িয়া যায়। অরে কেহ মরে নাই।

২৭ এ নবেম্বর যে মেরল কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়া যায়, অদ্য উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ২১ এ ডিসেম্বর। মানিলা নামক যে জাহাজ বোম্বাই আসিতেছিল উহা জাপানের নিকটে মারা যায়। জাহাজস্থ লোকেরা রক্ষা পাইয়াছে।

লণ্ডন ২২ এ ডিসেম্বর। কালবাশাখীর ঝটীতে অদ্য কালীন ওলপাত হইয়া বারুদের কারখানা পুড়িয়া যায়, প্রায় ২০০ লোক হতাহত হইয়াছে।

সেণ্ট পিটর্সবর্গ গেজেটের নায় মহারাজ্ঞী ইউরোপীয় প্রধান প্রধান গবর্ণমেণ্টকে যে রুশীয় নমুনা আহ্বান করেন, তাহারা সকলেই তাহাতে সম্মত হইয়াছেন।

ব্রিষ্টলের ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এসোসিয়েসনের বার্ষিক অধিবেশনের দিবস সার জর্জ্জ কাইলে বলেন, ভারতবর্ষীয়েরা যাহাতে সামাজিক বিষয়ে উন্নত ও শান্ত হয়ে তাহাদের ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার উপায় বিধানার্থ সভা স্থাপন করেন এবং ভারতবর্ষীয় সদাশয় ব্যক্তি এবং সমাজ সকল সমধুর সুখতা আবশ্যক।

গত সপ্তাহে ৮০ লোক সেবের
ক্রিসমস টারাল ক্রিয়াছিল
প্রত্যেক ১২ পাউণ্ড
পাঠাইয়া দিবে।

			৮ টন
সের	সের	সের	
২৬৫০	১	১৫	৫

ঝালুডা	।৪।	।৮	।২৪	।৮
বীরভূম	।২	।৫	।০৪	৷৷০
মেদিনীপুর	।২		।২	৷৷০
হুগলী	।০	।০।৷০	৵৮৪০৵৯	।৪।৪৪
হাবড়া	।০৸		।৩	।০
কলিকাতা	।০	।৭	৵৮৸	।২
২৪ পরগণা	।০।-।৪৪	।৪৪-।৩	৵২৪৹	।৩।৵
নদীয়া	।৩৵			।৪৪০
যশোহর	।০।		।২	৮
মুরশিদাবাদ	।৫	।৫ ৷৷৩	।১	।৩৯
দিনাজপুর	।২৪	।২	।৯	৷৷৫
মালদহ	।৮	৯	৷৷২	।৮৪
রাজসাহী	।৪। ৫	।২	৵৮২৪	৷৷৪৵
রঙ্গপুর	।।৪৵		৵।০৵	৷।০৪৵
বগুড়া	।২		৵৮।	৸২
পাবনা	।৩৪		৵৮	।৮
রাজসাহী	৵৭	৵৫	৵৪	।২
জলপাইগুড়ি	৵৯		।২	৷২৵
ঢাকা	।০	৷৷০	।৩	৷৷০
ফরিদপুর	।২৪		৵৮	৷৷৮
বাখরগঞ্জ				৷৷০
ময়মনসিংহ	।২		।১	৷।২৪
চট্টগ্রাম	৵৯৪		।২	।৯
নওয়াখালী			।৩	।৮
ত্রিপুরা	।০৪৵		৵৯	৷৷৪
চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ			।০৪	।১০৵
ত্রিপুরা পর্ব্বত	৵৮		৷৷০	৷।২৪
পাটনা	।৯	৸০	।২	৷৷৪
গয়া	৮	৷৷০	।১	৷৷৩
শাহাবাদ	।৮	৷৷৪	।২৪	৷৷০
ত্রিহুত	।৫	।৬	।০	৷৷৩
সারণ	।৭	৷৷৫	৵৯	৷৷৭
চম্পারণ	।৮৶	।১৵	।০৵	।৬৪
ভাগলপুর	।০৷৶	।০৶	।৭৷৶	৷৷৫
মুঙ্গের	।৯		৷৷৮	৷৷৭
সাঁওতাল পরগণা।	।৪		।৩	৷৷০
ঢাক	৮৵		।৭৵	।।৵
ঁ	৪৶		।৭৵	।।৵
ঃপুর	।৩		।৮	।৫
ঁ ঁাঁ	।২	।৩।৮	৵৮৪	।৭
ঁ ঃ	।৭	৵২৪	।৮০	৷৷১
ঃপুর	১		।০	৷৷৮
চুম	।০৪	।২ ৷৷০	।৩	৷৷৪

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ১৮ ডিসেম্বর।

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।
ভাগীরথী।	
	ফীট ইঞ্চ
চৌবাশিব নীচে	২ ৩
সুবপুর ৩ মাইলের মধ্যে	১ ৯
তথা হইতে জলিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	২ ৯
জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২ ৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৩ মাইলের মধ্যে	২ ৩
মাথা ভাঙ্গা।	
গঙ্গার মোহানা	১ ৩
ভাঙ্গারপাড়া	১ ২
তথা হইতে হাটবোলিয়া	১ ৩
তথা হইতে কট ১ নং	৯ ৩
তথা হইতে খোলমারি	২ ৯
তথা হইতে আলিকদহ	২ ৯
তথা হইতে কুকগঞ্জ	২ ৯

সন ১৮৭৪ সালের ২১ এ ডিসেম্বর বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	৩	৯

বহরমপুর ১১ ই ডিসেম্বর ১৮৭৪ } ই, এইচ উইল্স সি. ই. এক্সিকিউটিবইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিসন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রামনাথ গুহ রায়—পাটগ্রাম ১০
" জিনাতুল্লা তহশীলদার—দিনাজপুর ৫৷৷০
" " তারিণীচরণ ভাদুড়ী—গাজিপুর ১০
শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী—কাশীমবাজার ১০
রঙ্গপুর পাবলিক লাইব্রেরি ৫৷৷০
" " গৌরসুন্দর চক্রবর্ত্তী—সাকড়াইল ১০
" " কৃষ্ণমোহন মিত্র—জয়নগর ১০
" " শ্রীধর চক্রবর্ত্তী—কুচবিহার ১০

১২৮১ সালের পৌষ ও ১৮৭৪ অব্দের ডিসেম্বর মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে নিম্নে তাঁহাদিগের সুবিধার্থ নাম প্রকাশ হইল।

রাজিহাপুর জ্ঞানবিকাশিনী সভা।
শ্রীরামপুর পবলিক লাইব্রেরি।
রাজিয়া নিউস পেপর—শিবসাগর।
শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ মিত্র—ইন্দোর।
" " ভোলানাথ ঘোষ—মুজাপুর।
" " উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—বানাপুর।
" " তারাপ্রসন্ন গুপ্ত—তাকলপুর।
" " গোবিন্দচন্দ্র লাহিড়ী—রাজমহল।
" " শিবচন্দ্র রায় চৌধুরী—পানিহাটী।
" " চন্দ্রকুমার দাস—পাংসা।
" " মহিমচন্দ্র বসু—দাউদকান্দি।
" " লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—ছাপরা।
" " যদুনাথ মজুমদার—পাথরা গ্রাম।
" " প্রসন্নচন্দ্র সেন ডাক্তার—গোবরডাঙ্গা।
" " উদয়চন্দ্র দাস বেরা জমীদার—চক্কুত্তর
" " বিপিন বিহারি মল্লিক—গোবরডাঙ্গা।
" " অক্ষয়কুমার সেন—জাহানাবাদ।
" " দ্বারকানাথ প্রধান—কন্যাদহ।
" " রামহরণ চট্টোপাধ্যায়—বানাইল।
" " চন্দ্রশেখর সান্যাল—ফুলবাড়িয়া।
মহারাজ কেশবকান্ত সিংহ আসাম গৌহাটী।
" " অন্নদাপ্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরী মহিষাড়ী
আলীমর্দ্দিন মুন্সি মোক্তারকার দৌলত খাঁ।
রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাগডাঙ্গা।
" " বিভাই প্রসাদ বসু দেওয়ান টুলী।
" " যদুনাথ চক্রবর্ত্তী পীলা গ্রাম।
" " কৃষ্ণলাল চৌধুরী মালদহ।
" " হরিলাল সরকার মোক্তার। রাজমহল
" " গৌরচন্দ্র রায় মৌগ্রাম।
" " দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য মানভূম।
" " রঘুমণি বিশ্বাস বাকিপুর।
" " জগেন্দ্র মল্লিক মেদিনীপুর।
" " সর্ব্বেশ্বর ঘোষ বড় আগুলি।
" " যাদবকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা।
" " দ্বারকানাথ রায় গুরুল।
" " ভবকুমার সরকার করচমারিয়া।
" " সুধাকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সুখ সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রোজকার করা!
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৮ খ ভাগ ৫ ৮ সংখ্যা।

" যবক্ষমতা প্রজ্ঞানিশ্চিতায় যার্থিবঃ সরস্বতী ঋনিমধতী ন ঘীয়তা। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ২১ এ পৌষ। ইং ১৮৭৫। ৪ ঠা জানুয়ারি।
মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কৃত প্রাক্‌টীস অব মেডিসীন—

প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১০ ডাক মাশুল ।০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ।৵ একত্রে লইলে ১৮ ডাকমাশুল ১৵ মাত্র। এনাটমি প্রথম খণ্ড ২ ডাক মাশুল ৵০ মাতৃশিক্ষা ২ ডাক মাশুল ।০, এতদ্ভিন্ন আমার নিকট প্রায় যাবতীয় বাঙ্গালা ডাক্তারি পুস্তক পাওয়া যায় আবশ্যক হইলে লিষ্ট পাঠান যাইবে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল ২৭৮ নং বাটী।

—:০:—

জিলা মুরশিদাবাদের কলেক্টরি ভুক্ত আমার জমিদারির অন্তর্গত দেবগ্রাম দিগরের ১৭০ নং কিসমত দেবগ্রাম, ১৯৪ নং কিসমত ভদ্রপুরদিগর, ৩৭৫ নং তরফ চরকা পাড়া ও নয়াগ্রাম পত্তনি দেওয়া হইবেক যাঁহারা এ সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আমার সদর কাছারির নায়ব শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বাগচী ও রাজকুমার মজুমদার সমীপে লিখিলে অবগত হইতে পারিবেন।

বুলাগাছা
৭ ই পৌষ
১২৮১
শ্রীসূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী
জমিদার আলাপ সিংহ
ওমররহ।

—০০০—

বারইপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত দাতব্য ঔষধালয় ও বঙ্গ রজনী বিদ্যালয়ে যদি কেহ কোনরূপ সাহায্য করিবার মানসে টাকা বা নোট পাঠাইতে অভিলাষিত হন, তাহা হইলে অপর কোন ব্যক্তির নামে পত্রাদি না পাঠাইয়া স্বয়ং অধ্যক্ষের নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীতারকদাস সর্ব্বাধিকারী
সাং বারুইপুর।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অদ্যাবধি আমি আমাদিগের পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া আমার স্বোপার্জ্জিত অভিনব উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছি। অতএব আমার নিজকৃত সমুদায় বিষয়ে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

বারুইপুর
১৮ ই পৌষ
শ্রীরাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী।

—০—

এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি মতে ওলাউঠা রোগের
মহৌষধ।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি মতে কর্পূরের আরোক বিসূচিকা রোগের মহৌষধ এই মারাত্মক ব্যাধির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই ইহা বমন ও অতিসার অনায়াসে নিশ্চিতই নিবারণ করে। অঙ্গ গ্রহ অর্থাৎ হাত পায়ে খিল ধরা নিবৃত্তি এবং হস্ত পদাদির উষ্ণতা পুনঃ প্রদান করে।

শিশির সহিত যে ব্যবস্থা পত্র আছে তদ্দ্বারা সকলেই বিনা উপদেশে চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

টিকিটে আমার নাম দেখিয়া লইবেন। প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা। ১০ টাকার অধিক লইলে শত করা হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৭১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র সাহা সোপানির দোকানে এবং গোরাচন্দে আমার নিকটে পাইবেন।

ডাক্তার শ্রী রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
পোষ্ট শিবাজগঞ্জ।

পত্র।

বহুমানাস্পদ
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
ডাক্তার মহাশয় শ্রীচরণেষু—

মহাশয়!

আমি প্রজা মুখের ওলাউঠা ব্যাধিতে যার পর নাই ভোগ করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল পাই নাই। তৎপরে আপনার কর্পূরের আরক দ্বারা প্রজাদিগকে সেই ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি হইতে রক্ষা করায়, আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম নিবেদনমিতি।

১২৮১
২ রা অগ্রহায়ণ।
শ্রীমহেশচন্দ্র ভাদুড়ী
জমীদার—
গোপালপুর।

—০:০—

হরিনাভি ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত।

প্রায় ৯ বৎসর হইল, এই উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহা হইতে ছাত্রগণ প্রতিবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। এই বিদ্যালয়ের বালক সংখ্যা প্রায় ২০০ এবং ইহার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক আনুকূল্য ৮০ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিদ্যালয়টীর নিজস্ব একটী গৃহ না থাকাতে অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। এই অভাব মোচনার্থ উদ্যোগ করা গিয়াছে, কিন্তু উদ্দেশ্যটী সম্পন্ন হওয়া বহু ব্যয় সাধ্য। এই নিমিত্ত দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। এই শুভ কার্য্যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যিনি যাহা দান করিতে ইচ্ছা করেন নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অথবা সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিলে তুল্য স্বীকার সহিত গৃহীত হইবে।

হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়
২৪ এ ডিসেম্বর ১৮৭৪

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক।

কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত এবাদত হোসেন নামক একজন মুসলমান গত সনের ১০ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে এই স্থানে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন যে, কলিকাতা নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়কে জানাইতেছি যে, বসন্তকুমারী সম্বন্ধে কিছু পাওনা নাই, অথচ পুস্তক দিতেছেন না ইত্যাদি। এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাঁহার নিকট বসন্তকুমারী নাটক ৮৮ খণ্ড প্রভৃতি বাবত ৮৪৷৶১০ বাকী ছিল, তাহা না পাওয়াতে যন্ত্রালয়ের রীতানুসারে সমস্ত পুস্তক ওয়াপাস দেওয়া হয় নাই। বিজ্ঞাপন প্রকাশকর প্রার্থনামত সময়ে সময়ে প্রায় এক শত পুস্তক দেওয়া হইয়াছিল। মিথ্যা বিজ্ঞাপন এক শিট দেখিয়া যন্ত্রাধ্যক্ষ মহাশয় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া পাওনা টাকার দাবীতে কলিকাতা ছোট আদালতে নালিশ করেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দের ১১ ই আগষ্ট সোমবার উক্ত আদালতের দ্বিতীয় জজ বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের এজলাসে বাদী প্রতিবাদী উভয়ের মোকোবেলায় আসল ৮৪৷৶১০ ও খরচার ডিক্রী হইয়াছে। সোমপ্রকাশের উক্ত বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, কিছুই পাওনা নাই, কিন্তু বিচারপতির সম্মুখে প্রতিবাদীহলফ করিয়া স্বয়ং স্বীকার করেন যে, ২০। ২৫ টাকা পাওনা হইবে। কিন্তু আদালতের সূক্ষ্মবিচারের উচিত মত উপযুক্ত দাবীই ডিক্রী হইয়াছে। তথাপি তিনি এ পর্য্যন্ত ডিক্রীর টাকা ও মকদ্দমার খরচা জমা দেন নাই। আগামী জানুয়ারি মাসের মধ্যে সমস্ত টাকা প্রদান না করিলে তাঁহার নামে "বডিওয়ারেণ্ট" বাহির হইবে। আর প্রকাশ্য পত্রে মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া টাকা পাইয়াও পুস্তক ছাড়িয়া না দিবার যে অপবাদ দিয়াছেন, উপযুক্ত ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে তজ্জন্যও যন্ত্রাধ্যক্ষ মহাশয় শীঘ্রই সম্ভ্রমের ক্ষতি পূরণার্থ স্বতন্ত্র অভিযোগ উপস্থিত করিতে অগত্যা বাধ্য হইবেন।

২০ এ ডিসেম্বর ১৮৭৪

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রিণ্টার নূতন বাঙ্গালাযন্ত্র।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতা ৩২। ১ নং বীডন ষ্ট্রীট স্কুলবুক প্রেসে বিক্রীত হইতেছে।

চাইলডস ফাই গ্রামার-এজন, লেখার এডামস এবং বেমের মতানুসারে লিখিত, পি,সি সরকার প্রণীত মূল্য ।০ আনা।

নেটিব চাইলডস এরিথমেটিকাল টেবলস। ইহাতে ভারতবর্ষীয় এবং ইংরাজী ওজন মাপ ও মুদ্রার হিসাব আছে। পি, সি, সরকার দ্বারা প্রণীত মূল্য /০ আনা।

কম্পানিয়ন টু দি আটলাস পি, সি, সরকার দ্বারা প্রণীত, মূল্য ৶ আনা।

ষ্টুডেণ্ট্স ইমটেম্পারেন্স প্রথম ভাগ। পি, সি, সরকার দ্বারা প্রণীত মূল্য ।০ আনা।

এলিমেণ্টারি হিষ্টরি অব ইংলণ্ড। অনেক গুলি আধুনিক ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিদিগের জন্য। সকল অবস্থার ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য এই পুস্তকখানির পূর্ব্ব মূল্য ১৶ আনা হইতে কমাইয়া ৸০ আনা স্থির করা হইয়াছে।

অধিকসংখ্য পুস্তক একত্র লইলে অধিক করিয়া কমিসন দেওয়া যাইবে। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীতে, অন্যান্য পুস্তক বিক্রেতার দোকানে এবং নিম্নলিখিত ঠৈকদের দক্ষিণ বৈঠকখানা সার্পেণ্টাইন লেন ৮০ নং বাটীতে প্রাপ্য। মূল্য নগদ।

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

গর্ভিণী বান্ধব।

নামক মহৌষধ গর্ভিণীদিগের সকল অবস্থায় সুখদ অতএব অবশ্য সঞ্চেয়।

এই মহৌষধ সুশ্রুত সংহিতার উক্ত এবং অন্যান্যাংশের আর্ষ্যগণ দ্বারা পরম্পরানুভূত। ইহা নিজ আশ্চর্য্য প্রভাবে গর্ভিণীর প্রাণসঙ্কটাবস্থাতেও সেবিত হইলে ৪ চারি প্রহর মধ্যে বেদনা ও রক্তস্রাবাদি শান্তি করিয়া প্রাণপ্রদ হয়। এ প্রদেশে ইহার অসাধারণ শক্তি বিদিত আছে।

এক বাক্সে ১ সপ্তাহ করিয়া ২ টী কৌটা থাকিবে। ১ টী উৎকট বেদনা ও রক্ত স্রাব নিবারক। দ্বিতীয়টী অর কাশ প্রদরী শোথাদি রোগোপদ্রব নিবারক।

এক বাক্সের মূল্য মায় ডাকমাসুল ৩৷৹ মাত্র। এক প্রকারের ১ কৌটা লইলে ৩৷৹ টাকা। ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র থাকিবে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী কবিরাজ।
সংস্কৃতঔষধালয়।
লক্ষ্মীচবুতরা—বনারস।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় প্রহণী যুক্তিকা পেটের পীড়া আমজ যুক্ত শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা এপর্য্যন্ত ২০। ২৫ টী রোগীর বহু দিবসের ঐ সকল পীড়া ১ মাহার মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। বিদেশীয়ও কেহ আমাকে পত্র লিখিলে ঔষধ পাঠাইতাম, আরোগ্য হইলে পুরস্কার প্রদান করিতেন কিন্তু এইক্ষণে এত অধিক রোগী হইয়াছে যে ঔষধ দিয়া সংখ্যা করিতে পারি না। এজন্য অদ্য হইতে মূল্য স্বরূপ এবং ডাক মাহুল ৩৷০ টাকা পাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং রোগী বিবেচনায় আমার নিকট আসিলে দান ও অর্থ লওয়া যাইবেক।

১৯এ আষাঢ় ১২৮১ সাল
সোনাবেড়াদাঙ্গা
জেলা নদীয়া
} শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার।

—০০০—

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাহুল
বিদ্যেশ্বর বিলাপ	৷০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৶০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৶০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাহুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ তিন ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাহুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টি কট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, অগ্রিম না পাঠাইলে টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

২১ এ পৌষ সোমবার।

ভারতবর্ষের অবস্থা।

ওয়েষ্টমিনিষ্টরের গ্রেটজর্জ্জ ষ্ট্রীটে ইষ্ট ইণ্ডিয়া আসোসিয়েসনসভার যে অধিবেশন হইয়াছে, ২৫ এ নবেম্বর তথায় সভাপতি এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সর চার্লস উইঙ্গফিলড কে, সি, এস, আই, সি, বি, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অমিতব্যয়িতা ও রাজস্ববিষয় প্রসঙ্গ লইয়া কথোপকথন হয়। মেজর জেনরল ডবলউ, এফ, মারিয়ট এই ভাবে বলিলেন ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র দেশ। যাঁহারা ভারতবর্ষশাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশ এ জ্ঞানে অন্ধ। পৃথিবীর মধ্যে যে সকল ব্যক্তি অত্যন্ত ধনী, তাঁহারাই ভারতবর্ষের শাসন কার্য্যে নিয়োজিত আছেন। তাহাতেই অধিকতর অনিষ্ট ফল ফলিতেছে।

মেজর জেনরল মারিয়ট যথার্থ কথাই কহিয়াছেন, ভারতবর্ষের তুল্য দরিদ্র দেশ আর নাই। এখানকার ভূমি স্বর্ণপ্রসূ, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু নানা কারণে ইহা নিতান্ত দীন দশা গ্রস্ত হইয়া আছে। আমাদিগের রাজপুরুষেরা ধনিসন্তান। তাঁহারা কখন দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করেন নাই, সুতরাং দারিদ্র্য কষ্ট অনুভব করিতে পারেন না। ভারতবর্ষকে ধনী বলিয়া তাঁহাদিগের সংস্কার আছে। সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা আইন আদালত ও টাক্স প্রভৃতির সৃষ্টি করিতেছেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের দারিদ্র্য দশার ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা ভারতবর্ষের অনেক গ্রাম ও নগরে ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, যেখানে যাই, সেই খানেই দারিদ্র্য পরিচয় পাই। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের বহুসংখ্যক ধনি ভিন্ন যাবতীয় লোকেই প্রায় দুর্দ্দশাপন্ন। নিম্ন শ্রেণীর দশা দর্শন করিলে অশ্রুজল নয়ন যুগল হইতে আপনা হইতেই বহির্গত হয়। ভূম্যধিকারিগণের দশাও ক্রমে মন্দ হইতেছে। মধ্যে বাঙ্গালাদেশের লোকে কিঞ্চিৎ সচ্ছল হইয়াছিল। সাংক্রামিকজ্বরে দুর্ভিক্ষে ও ঝড়ে ইহাদিগকে নিতান্ত অবসন্ন করিয়া তুলিয়াছে। আমরা যে গ্রামে যাই ও যে গ্রামের অবস্থা বৃত্তান্ত শুনিবার অভিলাষ করি, সেই গ্রামের লোকে অথবা সেই গ্রামের অবস্থাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, গ্রামের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল, এখন আর তাহার কিছু নাই। অন্য গ্রামের কথা থাকুক, পাণ্ডুয়া এমন একটী প্রসিদ্ধ গণ্ড গ্রাম তাহার এমনি দুর্দ্দশা হইয়াছে যে তথায় পানীয় জল মিলে না। গ্রামের কাহারই এরূপ সঙ্গতি নাই যে পুরাণ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার অথবা নূতন পুষ্করিণী খনন করেন। মুরসিদাবাদ ও বহরমপুর প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সেখানেও ঐ প্রকার দুঃখের আবেদন। ক্ষুদ্র গ্রাম গুলির ত কথাই নাই। তাহাতে প্রবেশ করিলেই তাহার দীন দশা নয়নগোচর হইয়া থাকে। গ্রাম মধ্যে বিজ্ঞ প্রবীণ ও ক্ষমতাপন্ন লোক নাই বলিলেই হয়। অপদার্থের দলই প্রবল। অনেকের অতি কষ্টে দিন পাত হয়।

বাণিজ্য সম্বন্ধে এই কথা বলা হয়, আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের বাণিজ্যকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে ভারতবর্ষের পরম মঙ্গল হইবে। তাহাতে যে ক্ষতি হইবে, ক্রমে ভূমির কর বৃদ্ধি করিয়া তাহার পূরণ করা কর্ত্তব্য। এ বাক্যটী ভারতবর্ষের কল্যাণকর নহে। এক ভূমি ভারতবর্ষের ধন, ভূমির [illegible] বাণিজ্যের [illegible] করা হইবে। ভূমি নষ্টের যে কিছু গোল যোগ আছে তাহার সীমাংসা করা ও স্বল্প পরিশ্রমে এরূপ নির্দ্দিষ্ট

করিয়া তাহা চিরকালের নিমিত্ত স্থিরতর করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে ভারতবর্ষের যথার্থ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ড যে যে অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, মেজর মারিয়ট তাহারও উল্লেখে বিমুখ হন নাই। প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই ভারত বর্ষকে ঋণ করান হয়, কিন্তু ইংলণ্ড তাহার দায়ী হন না। তদ্ভিন্ন ইংলণ্ড ভারতবর্ষের স্কন্ধে অসঙ্গত ব্যয় ভার নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। উহাই উহার ঋণ বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ। ইংলণ্ড আফগান যুদ্ধের এক পয়সাও দিলেন না। কিন্তু ভারতবর্ষকে পারস্য চীন ও আবিসিনিয়ার যুদ্ধের ব্যয়ের অংশ দিতে হইয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই, ইংলণ্ড যাবৎ ভারতবর্ষের দুঃখে দুঃখী না হইবেন, ভারতবাসিদিগকে শাসন কার্য্যে হস্ত ক্ষেপ করিতে না দিবেন এবং ভবিষ্যতবংশীয় রাজপুরুষেরা ভারতবাসিদিগের সুখ দুঃখের অনুভবশালী না হইবেন, তাবৎ ভারতের মঙ্গল নাই।

বাঙ্গালি জাতির প্রকৃত কলঙ্কের কারণ।

বাঙ্গালিদিগের পুরাণ লইয়াই লাড়া চাড়া, নূতন করিবার ক্ষমতা নাই। এই বিবেচনা অপবাদ করিয়াছে। বিধাতা বাম হইয়া ইহাদিগকে নূতন করিবার ক্ষমতায় এক কালে বঞ্চিত করিয়াছেন অথবা ইহাদিগের নূতন করিবার বাস্তবিক ক্ষমতা আছে, কোন নিগূঢ় কারণ প্রভাবে তাহা প্রকাশ পাইতেছে না? বাঙ্গালিরা বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা নূতন করিবার ক্ষমতা হইতে স্বভাবতঃ বঞ্চিত, ইহা সম্ভাবিত নহে। যাবৎ কষ্ট বোধ, প্রয়োজন জ্ঞান ও স্বার্থ লাভের আশা হৃদয়ে উদ্রেক হয়না উঠে, তাবৎ মানুষ অলস অধ্যবসায়হীন ও অপদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বাঙ্গালিরা এতদিন স্বল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন। সামান্য পরিশ্রমে তাঁহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। সুতরাং তাহাদিগের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়াদি গুণ প্রকাশের প্রয়োজন হয় নাই। এখন দিন দিন তাঁহাদিগের নানা বিষয়ে কষ্ট বোধ প্রয়োজনজ্ঞান ও স্বার্থ লাভের আশা প্রবল হইয়া উঠিতেছে, দিন দিন তাঁহাদিগের উৎসাহ অধ্যবসায় ও নূতন করিবার ক্ষমতার পরিচয় হইতেছে যাহাতে মানুষকে উচ্চ পদবীতে অধিরোহিত করে, বাঙ্গালির সে সমুদায় গুণ আছে, কারণ বিনাহে তাহা এতদিন মলিন ও প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহাদিগকে যে কার্য্যে দিবে তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়া উঠিবেন। এ দেশে অধিক লোকে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে ইংরাজদিগের কর্ম্মার্থির সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িল। সেই সংখ্যা হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে ক্রমে পরীক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। এণ্ট্রান্স, এল, এ, বি, এ, এম, এ, প্রভৃতি পরীক্ষার নিয়ম হইল, বাঙ্গালিরা তাহাতে পরাঙ্মুখ না হইয়া সেই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ক্রমে সেই সকল পরীক্ষা অধিক কঠিন করা হইতে লাগিল, বাঙ্গালিরা তাহাতেও কৃতার্থতা লাভ করিতে লাগিলেন। সিবিল সর্ব্বিস পদের পরীক্ষার সৃষ্টি করা হইল, বাঙ্গালিরা তাহাতেও প্রবৃত্ত ও কৃতকার্য্য হইলেন। ক্রমে সেই সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষায় এরূপ কতকগুলি প্রতিবন্ধক উপস্থিত করা হইল যে বাঙ্গালিরা সহজে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারেন। কিন্তু বাঙ্গালিরা তাহাতেও ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। সেই সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। কেবল সিবিল সর্ব্বাণ্ট ও বারিষ্টর বলিয়া নয়, বাঙ্গালিরা রাজধানীর হইয়া সমস্ত ইংরাজের সভা হইতে পুরস্কার লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন।

আমরা যে কারণে এত কথা কহিলাম তাহা এই, প্রামর্ড্ড প্রকাশিকা লিখিয়াছেন, কুমারখালিতে বস্ত্র বয়নকারী জোলা নামে এক জাতি আছে। তাহারা সম্প্রতি বিলাতি ব্যাপারের অনুকরণ করিয়া কার্পাসসূত্র দ্বারা এক প্রকার ব্যাপার প্রস্তুত করিতেছে। ইহা দেখিতে ঠিক বিলাতি ব্যাপারের ন্যায়, কোন অংশে বিভিন্ন নহে, ইহা হরিদ্রাদিগের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। উক্ত জোলারা নিজবুদ্ধি কৌশলে এক প্রকার নূতন তাঁত প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র বয়ন করিতেছে। ইহাতে উহাদের পরিশ্রমের লাঘব হইতেছে। ঐ সকল বস্ত্র এত সস্তা দরে বিক্রয় করিতেছে যে, সকলেই উহা ক্রয় করিতে পারে। এই জন্য আজি কালি কুমারখালিতে এবং তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী হাটে কেবল ব্যাপারই বিক্রীত হইতেছে। বহুদূরদেশ হইতে ব্যাপারীরা আসিয়া উহা লইয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ পূর্ব্বাঞ্চলে উহা অধিক পরিমাণে রপ্তানী হইতেছে। এমন কি প্রতিহাটে ৩।৪ হাজার টাকার ব্যাপার বিক্রীত হইতেছে। ইহাতে জোলারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইতেছে। এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন গবর্ণমেণ্ট যদি এদেশে শিল্পবিদ্যা ও বাণিজ্যের উৎসাহ দেন, এদেশের কতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। যাহারা বিনা শিক্ষায় এতদূর করিতে পারে, তাহারা শিক্ষা ও উৎসাহ পাইলে যে কতদূর করিয়া উঠে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইতেছে।

কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন।

আমাদিগের প্রজাবৎসল গবর্ণর জেনরল লার্ড নর্থব্রুক মহোদয় বঙ্গদে-

শের গত দুর্ভিক্ষকালে সদয় হৃদয়ে যে যে উপায় অবলম্বন করিয়া প্রজা রক্ষা করিয়াছেন, তদর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যগণ ২৯ এ ডিসেম্বর গবর্ণমেণ্ট হাউসে উপনীত হইয়া এক খানি কৃতজ্ঞতা পত্র প্রদান করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত যে যে কাজ করা হয়, গবর্ণর জেনরল দুর্ভিক্ষ সংবাদ পাইবামাত্র সিমলা হইতে আগমন করিয়া প্রজাবাৎসল্যের যে পরিচয় দেন, কর্ম্মচারিরা যে উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন, পত্রমধ্যে সেগুলির বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পরিশেষে গবর্ণর জেনরলকে এই অনুরোধ করা হয়, ইংলণ্ডেশ্বরী প্রজাগণের দুঃখে যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইংলণ্ডের লোকেরা যে সাহায্যদান করিয়াছেন, তদর্থ বঙ্গবাসিরা যে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছেন, গবর্ণর জেনরল তাহা তাঁহাদিগের গোচর করেন।

গবর্ণর জেনরল উহার যথাযথ উত্তর দান করিয়াছেন। তাঁহার উত্তর দান চতুরতা দেখিয়া আমাদিগের চিত্ত পুলকিত হইল। ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যগণ এক স্থানে কহিয়াছিলেন, প্রথমে দুর্ভিক্ষকে যেরূপ শঙ্কা করা হয়, পরিশেষে প্রমাণ হইল, সেরূপ নয়। ইহার উত্তরে লাড নর্থব্রুক বলেন, গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত যখন যে কোন সংবাদ জানিতে পারেন, তাহা সাধারণের গোচর করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ প্রতীকারার্থ কি উপায় অবলম্বন করিবেন সেই বিষয়টী ভিন্ন আর কোন বিষয় গোপন করেন নাই সকলের মতে কাজ করা হইয়াছে। প্রকারান্তরে এই কথা বলা হইল ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যগণই প্রথমে দুর্ভিক্ষকে নিতান্ত দারুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় সভা সমুদায় ভারতবর্ষের না হইয়া বঙ্গদেশের প্রতিনিধি। সভা বঙ্গদেশের প্রতিনিধি হইয়া যে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এটী অতি উত্তম কাজ হইয়াছে। অন্যথা বঙ্গদেশ অকৃতজ্ঞ বলিয়া নিন্দিত হইতেন। এস্থলে আমরা একটি প্রস্তাব করিতেছি, লাড নর্থব্রুক যেরূপ দয়ালুতা ক্ষিপ্রকারিতা ও বিশ্বাসকারিতা সহকারে বঙ্গদেশকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চিরসম্মানার্থ একটী বিশেষরূপ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের উপায় করা বিধেয়। ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যগণ উদ্যোগী হইয়া বঙ্গদেশে চাঁদা করুন এবং তাঁহার চিরস্মরণার্থ হয় একটী ব্যায়াম বিদ্যালয় না হয় একটী শিল্পবিদ্যালয় অথবা একটী অনাথনিবাস প্রতিষ্ঠা করুন। এই প্রকার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এই ফল হইবে, যাঁহারা বঙ্গদেশকে সাক্ষিনের ভয় প্রদর্শন করিয়া বশে রাখিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের এই শিক্ষা হইবে, বলদ্বারা প্রজা শাসন করিবার চেষ্টা করিলে প্রজারা অনুরক্ত থাকে না। স্নেহ প্রদর্শন করিলে বিনা সৈন্যে তাহাদিগকে শাসনে রাখা যায়। তাহারা চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকে। উক্ত সভ্যগণ সর রিচার্ড টেম্পলের নিকটেও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এটী আমাদিগের আর একটী আহ্লাদের বিষয়। সর রিচার্ড এ বিষয়ে অবিচলিত উৎসাহ ও অধ্যবসায়সহকারে যার পর নাই পরিশ্রম করিয়াছেন। সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেবও আমাদিগের কৃতজ্ঞতা ভাজন। তিনি এ বিষয়ে প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

পত্রীয় ক।

আর্য্য দর্শনের একটী প্রস্তাব আমাদিগের এ প্রস্তাবের অবলম্বন। সে প্রস্তাবটী স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইল। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষে সাধারণতন্ত্র ছিল বলিয়া অনুমান করেন। আর্য্য দর্শনের লেখক পল্লী সমাজকে যে সেই সাধারণ তন্ত্র বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, তাহা ঠিক হইয়াছে। এ সমাজবিধি অতি প্রাচীন কালের সৃষ্টি। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। মিতাক্ষরাদি গ্রন্থে আছে রাজারা শ্রেণী পূগগণাদি কৃত ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিতেন না, উহাদিগের কৃত মীমাংসারও অন্যথাচরণ করিতেন না। আর্য্য দর্শনের লেখক এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করেন নাই। তাহাতেই তাঁহার ভ্রম জন্মিয়াছে।

মুসলমানেরা দীর্ঘকাল এদেশে রাজত্ব করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহারা হিন্দু সমাজের অভ্যন্তর স্পর্শ করেন নাই। সমাজ যেমন তেমনি ছিল। উহার কোন প্রকার বিকার উপস্থিত হয় নাই। সমাজের লোকেরা সামাজিক কার্য্য, বিচার পতির কার্য্য শাসন কর্ত্তার কার্য্য, পুলিষের কার্য্য, সমুদায় সম্পন্ন করিতেন। আমরা বাল্যকালে (প্রায় ৪৫ বৎসরের কথা) দেখিয়াছি, গ্রামের দুই ব্যক্তিতে পরস্পর বিবাদ করিল, দুই জনেই গ্রামের প্রধানের নিকটে গেল, তিনি উভয়ের বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিলেন। কাহার কোন দ্রব্য চুরী গেল। সে বিষয় প্রধানের গোচর করিল। তিনি চৌকীদারকে ডাকাইয়া তাহাকে শাসন করিয়া দিলেন। চৌকীদার ঐ ব্যক্তির চোরিত দ্রব্যের মূল্য দান করিল। এখন ইহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত (অন্ততঃ রাজধানীর নিকটে) হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা ইংরাজ সংসর্গ ও ইংরাজদিগের দৃষ্টান্ত দর্শন হিন্দু সমাজের অন্তর্ভেদ করিয়াছে। যাহার কোন ক্ষমতা নাই নিতান্ত অপদার্থ সে ব্যক্তিও এখন স্বাধীন ভাব প্রকাশন করে। সমাজের প্রধানের কথা গ্রাহ্য করে না। সুতরাং সমাজের [illegible] নিকটে বিবাদের মীমাংসা [illegible] কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবার সম্ভাবনা [illegible]। ঐ সব কারণ অতির প্রস্তাবে সমাজ বন্ধন যে কেমন ঢিলা হইয়াছে, অবজ্ঞাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। বঙ্গদেশের ত কথাই নাই, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও পঞ্জাব প্রভৃতিতেও বঙ্গদেশের সদৃশ শোচনীয় দশা ঘটিতেছে।

নিম্নে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মকদ্দমা সংখ্যা বৃদ্ধির যে উদাহরণটী প্রদর্শিত হইতেছে, তদ্দ্বারাই আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে সন্দেহ নাই।

গত বৎসর উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের দেওয়ানী আদালতে মকদ্দমার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি হইয়াছে। উক্ত মকদ্দমার সংখ্যা ১১৯১৪ ছিল, ১০২৫১৮ হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রাথমিক মকদ্দমা ৮১৪১০ এবং আপীলী মকদ্দমা ১৩১০৮। গত বর্ষের পূর্ব্ববর্ষে ৯৮৪৭৭ মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়। গত বর্ষে ১০৩৫৪৫ মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে। যে সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়, তাহার মূল্য ২১৪৭৫২৮০ টাকা। প্রত্যেক মকদ্দমার গড়মূল্য ২৮ টাকা। বোম্বাই হোটেও মকদ্দমার সংখ্যা ৬৮৯০০ ছিল, ৭১১৮৩ বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৭০ অব্দে উক্ত মকদ্দমার সংখ্যা ৫১৬৭২ মাত্র ছিল। বৎসরের শেষে কোন মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে বাকি ছিল না। ১৮৭২ অব্দে বাকী থাকার মকদ্দমার সংখ্যা ৪৪৮২৮ হইতে ৫১২৫৪ বৃদ্ধি হয়। দেওয়ানী আদালতের আয় ১৭৮০৪১৩ ছিল, ১৮৭৩৭১৫ হইয়াছে ব্যয় ১৫৩৮৬৯৪ টাকা।

সমাজ মধ্যে যখন সমাজ প্রধানের কর্তৃত্ব ছিল, তখন অনেক অবিচার হইত, এবং চৌকীদার প্রকৃতির প্রতি সময়ে সময়ে বিলক্ষণ নির্দ্দয় ব্যবহার করা হইত, এখন তাহার পরিবর্ত্ত হওয়াতে সূক্ষ্ম বিচার হইতেছে, আর সে প্রকার নিষ্ঠুর কাণ্ডের অনুষ্ঠানও হয় না। তবে আমরা সেই পরিবর্ত্ত দশাকে যে চলনীয় দশা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম তাহার কারণ এই, এখন যেমন কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম বিচার হইতেছে ও আশিষ কর্ত্তৃক নিবারণ হইতেছে, তেমন মকদ্দমার বৃদ্ধি হইয়া রূপান্তর কষ্টের বৃদ্ধি হইয়াছে এবং দেশের লোকের যে কিছু স্বাধীনতা ছিল তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। এই চিন্তামণির দ্বারা কাচক্রয় হইয়াছে। এরূপ অনর্থকর পরিবর্ত্ত না হইয়া যদি আমাদিগের সেই পল্লী সমাজ প্রণালীর দোষ গুলি সংশোধিত হইয়া উহার উৎকর্ষ সম্পাদিত হইত, তাহা হইলে সৌভাগ্য বৃদ্ধির নিদানভূত হইতে সন্দেহ নাই। ইদানীন্তন রাজপুরুষেরা আমাদিগের সেই পুরাতন পল্লী সমাজ প্রথার ও স্বাধীনতার উন্মূলন করিয়া তৎপরে যে মিউনিসিপাল ব্যবস্থা ও স্বাধীনতার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। এদেশের লোকে যে এ স্বাধীনতার ফল ভোগে সমর্থ হইবে, আমাদিগের এমন বোধ হয় না। শী প্রধান দেশে যে বৃক্ষের জন্ম উক্ত প্রদেশে তাহার বহুমূল হইয়া সতেজ হওয়া ভার।

কথা আখ্যায়িকা ও নাটকের প্রাদুর্ভাব।

আমরা বঙ্গদেশকে যত আধুনিক মনে করি, ইহা বাস্তবিক তত আধুনিক নয়। মহাভারত ও কালিদাসাদি প্রণীত গ্রন্থাদিতে বঙ্গ দেশের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। এত দিনের যখন বঙ্গদেশ, তখন বাঙ্গলা ভাষা এখানে বহুদিন প্রচলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজিও ইহার সম্যক শ্রীবৃদ্ধি হইল না, এটী বড় আশ্চর্য্যের কথা। ইহা এত দিন নিতান্ত উপেক্ষিত ছিল। উপেক্ষার এই কারণ অনুমান হয়, এদেশে সেদিন পর্য্যন্ত সংস্কৃতের বিশেষ চর্চ্চা ছিল। যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি সাধন করিবেন, তাঁহারা সংস্কৃতেই একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, এবং বাঙ্গলা ভাষাকে ঘৃণা করিতেন। তাঁহাদিগের সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াই প্রতিপত্তি লাভের ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল। বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিবার লোক ছিল না। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিও হয় নাই। তবে দুই একজন মধ্যে মধ্যে যে কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা সংস্কৃত শিক্ষা না থাকাতে বাঙ্গালা ভাষায় হৃদয়গত ভাবগুলি প্রকাশ করিয়া যান। তাহাতেই দুই এক খানি বাঙ্গলা গ্রন্থের সৃষ্টি হয় এবং আমরা বিদ্যাপতি কবিকঙ্কণ প্রভৃতি দুই একজন কবির নাম শুনিতে পাই। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বাঙ্গালা ভাষার কিছু সমাদর হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষাতেও সবিশেষ অনুরাগ ছিল। তাহাতেই মহাকবি ভারতচন্দ্রের কবিত্বকীর্ত্তি ভারতবর্ষকে সমুজ্জ্বল করিয়া আছে। তাহার পর রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও বাঙ্গালা ভাষার কিঞ্চিৎ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। একণে যে বাঙ্গালা ভাষা লোকে আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে দোষ হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বিদ্যাসাগর যে পথ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, অনেকে অন্ধ হইয়া সে পথ দেখিতে পাইতেছেন না। বিপথে বিচরণ করিতেছেন। এটী আবার বাঙ্গলা ভাষার একটী দুর্ভেদ্য অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রসকল দিন দিন রাশি রাশি কথা আখ্যায়িকা ও নাটক প্রসব করিতেছে, কিন্তু উহার অধিকাংশই বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনে পর্য্যাপ্ত হইতেছে না ঐ সকল গ্রন্থের ভাষা এক বিজাতীয় বাঙ্গলা ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। উহাতে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সম্ভাবনা নাই। উহাতে ভাষার যে অধোগতি হইবে বরং তাহারই অনুমান হইতেছে।

বঙ্গ বিজেতা নামে ইতিহাসমূলক এক খানি নূতন আখ্যায়িকাই আমাদিগের এ প্রস্তাবের অবতারণার কারণ। গ্রন্থ খানি বহুগুণ সম্পন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু এক ভাষা দোষ দারিদ্র্য দোষের ন্যায় গুণরাশিনাশী হইয়া উঠিয়াছে। রচনাটীতে এই দোষ দেখিয়া আমাদিগের একটী প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা হইল। সেটী এই, যাঁহাদিগের বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ লিখিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছে ও জন্মিতেছে, তাঁহারা বিশেষরূপে, সংস্কৃতের আলোচনা করুন। সংস্কৃতের সবিশেষ আলোচনা ব্যতিরেকে বাঙ্গালা ভাষা সুমিষ্ট রীতিবিশুদ্ধ ও বশ্য হয় না। ভাষা মিষ্ট রীতিবিশুদ্ধ ও বশ্য না হইলে গ্রন্থকার হইবার চেষ্টা বিষম বিড়ম্বনা।

এস্থলে আমরা একটী মনোবথ ব্যক্ত করিতেছি। অনেকের সংস্কার আছে, যাহাতে অক্লিষ্ট পরিশ্রম, প্রগাঢ় চিন্তা, বিশুদ্ধ তর্কশক্তি, ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসার প্রয়োজন, বাঙ্গালিরা তাদৃশ নূতন গ্রন্থ রচনার পটু নহেন. পুরাতন লইয়াই ইহাঁদিগের যে

কিছু ত্রুটিযুক্ত। কিন্তু নূতন নূতন কথা ও আখ্যায়িকাদির প্রাদুর্ভাব দেখিয়া আমাদিগের মনে এই আশার সঞ্চার হইতেছে যে ইহাঁরা ক্রমেই উপযুক্ত প্রকার গ্রন্থের রচনায় পটু হইবেন। উক্ত কথা ও আখ্যায়িকাদি গুলিতে যদিও ইংরাজীর গন্ধ কয় কিন্তু রচয়িতাদিগের উহাতে ক্ষমতার সবিশেষ পরিচয় হইতেছে। তাহাতেই আমাদিগের মনে হইতেছে ক্রমে ভাল ভাল গ্রন্থকারও জন্ম গ্রহণ করিবেন। প্রকৃতির নিয়ম এই, ক্রমেই হয়, যুগপৎ হয় না।

—•—

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। বঙ্গ বিজেতা (১)। এ খানি সম্রাট আকবরের সময়ের ইতিহাসমূলক উপন্যাস। গল্পটী অতি চমৎকার হইয়াছে। বর্ণনাগুলিও সুন্দরপ্রণালী হইয়াছে। বর্ণনার বিশেষ গুণ এই, যখন সেগুলি পাঠকরা যায়, বোধ হয় বর্ণনীয় বিষয়গুলি যেন সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। যেখানে যে রসভাব সন্নিবেশ করা হইয়াছে, পাঠকালে হৃদয় মধ্যে তাহারও সম্পূর্ণ ক্রিয়া হইতে থাকে। গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের হৃদয়গতভাবগুলি এমন সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে বোধ হয় লেখক যেন তাহাদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সমুদায় দেখিয়া আসিয়া লিখিয়াছেন প্রসঙ্গক্রমে হিন্দু জাতির আচার ব্যবহার রীতি নীতি ও বাস প্রণালী প্রভৃতিরও সুন্দর বর্ণনা করা হইয়াছে।

মহাশেখরার মানোন্নতচিত্ততা ও তেজস্বিতা, সরলার সরলতা ও অমায়িক ভাব, বিমলার ঔদার্য্য ও অভিমানোজ্ঝিতা ও কর্ত্তব্যপরতা, তোদর মল্লের, রাজনীতিজ্ঞতা দূরদর্শিতা ও বিষয়কারিতা, শক্তসিংহের বীরত্ব পরাক্রম ও উদার ব্যবহার, এবং সুরেন্দ্রনাথের 'মত্ত সুরাগ মিশ্রস্বর্গ পরোপকার প্রবৃত্তি, অসীমসাহস, বীরপুরুষোচিত বদান্যতা ও সমুদার ব্যবহার, এগুলি পাঠ করিলে মোহিত হইতে হয়। গ্রন্থকার একটী নূতন বিষয় হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিলাষী হইয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের প্রতি প্রথমে সরলার অনুরাগ হয়। বিমলা তাহা জানিতে পারেন নাই, তাঁহারও অনুরাগ সঞ্চার হইল। কিন্তু তিনি যখন জানিতে পারিলেন সরলা সুরেন্দ্রনাথের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন, বিবাহ করিবেন না। শেষে তিনি শোকে ও অভিমানে প্রাণত্যাগ করিলেন। হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ প্রথা আছে। একের প্রতি উত্তর নায়িকার প্রণয় সঞ্চার হইলে উত্তরের তাহার পাণিগ্রহণে দোষ হয় না। তথাপি গ্রন্থকার বিমলাকে সুরেন্দ্রের পাণিগ্রহণ বিষয়ে হতাশ করিয়া তাঁহাকে যে প্রাণত্যাগ করাইলেন, তাহাতে এই বোধ হইতেছে গ্রন্থকর্ত্তার ইচ্ছা এই যে হিন্দুসমাজে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত না থাকে। স্ত্রীলোকদিগের যন্ত্রণে তাহা পরিত্যক্ত হয়।

সহজে নীতিশিক্ষাদান কথা ও আখ্যায়িকা প্রভৃতির অন্যতর উদ্দেশ্য। সতীশচন্দ্র ও শকুনির অপরাধানুরূপ দণ্ড হওয়াতে সে উদ্দেশ্যটী সুন্দররূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে।

আমরা বর্ণিত গ্রন্থের প্রধান দোষের মধ্যে এক রচনারই যে দোষ দেখিতে পাই। আমাদিগের নবযুবকেরা যেমন ভাল ভাল গ্রন্থ লিখিতে শিখিতেছেন, তেমনি ভাল করিয়া ভাষাটীও লিখিতে শিখুন। ভাষার রচনা বিষয়ে শিক্ষাদানই সাহিত্য গ্রন্থ প্রণয়নের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

২। বঙ্গভূষণ (২)। এখানি কাব্য গ্রন্থ। বাঙ্গলাদেশের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের গুণাবলী বর্ণন করিয়া এখানি বিরচিত হইয়াছে। কবিতাগুলি ভাবপূর্ণ ও মধুর হইয়াছে।

৩। সমদর্শী (৩)। এখানি মাসিক পত্র।

(১) শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত, বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৪৯ নং ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ১০ এক টাকা চারি আনা।

(২) শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। কলিকাতা নবনিধি যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত ১৪৮ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট মূল্য ।০ আট আনা।

(৩) শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ১১ নং কালেজ স্কোয়ার রায় প্রেসে মুদ্রিত প্রতি সংখ্যা মূল্য ।০ আনা।

ইহার নামধারাই ইহার উদ্দেশ্য ও ইহার প্রচারের প্রয়োজনাদি পরিস্ফুট হইতেছে। সাম্প্রদায়িকতা দোষে দূষিত না হইয়া একেশ্বরবাদ প্রচারই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাতে ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাতেই লিখিত প্রস্তাব দুই হইল। প্রস্তাব ও রচনা উভয়ই ভাল হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১৪ ই পৌষ সোমবার।

১২ ই ডিসেম্বর তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে, ভদ্রাদিগের অন্যতর সর্দ্দার পাক কি ৫ জন বন্দীকে প্রত্যার্পণ করিয়াছে, উহারা এক্ষণে সেনাপতি কাফোভের শিবিরে রহিয়াছে। এই সর্দ্দার নিজে কোন উপদ্রব করে নাই। ভরিপো নামক আর একজন সর্দ্দারের নিকট হইতে একজন বন্দী পলাইয়া শিবিরে আসিয়াছে।

২৩ এ ডিসেম্বর এই মর্ম্মে সংবাদ আসিয়াছে। অদ্য এবর সর্দ্দার পাক কি শিবিরে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে অধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

বোম্বাইর পারসি আইনের ইতিপূর্ব্বে মুসলমানদিগের গ্লানিসূচক যে এক খানি পুস্তক প্রকাশ করেন এবং যাহাতে পারসিদিগের সহিত মুসলমানদিগের ঘোরতর ধাক্কা হইয়া যায়, তিনি আবার সম্প্রতি আর এক খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে মুসলমানদিগের কুৎসিত ছবি সকল আছে, ইহাতে মুসলমানেরা অপমানিত বোধ করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ২৪ এ ডিসেম্বর পারসি দলে মহা ভয় উপস্থিত হয়, মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক পুনরায় অত্যাচার ঘটনার সম্ভাবনা হওয়া উচিত, এজন্য পুলিস ও একদল সৈন্য শান্তিরক্ষার্থ প্রস্তুত ছিল। কোন গোলযোগ ঘটে নাই।

গবর্ণমেণ্ট রেলওয়েদিগের স্বত্বে অস্ত্র দিতে সাধনী হইলেন। বোম্বাইর এক কোটি দশ লক্ষ লোকের বাস, ইহার মধ্যে ৭০২১ জনের অস্ত্র ধারণ করিবার অনুমতি আছে।

ব্রহ্মদেশের রাজা সম্প্রতি সিংহলের বৌদ্ধ মন্দির সকলের জন্য ৬০ হাজার টাকার উপহার প্রেরণ করিয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, গত বৃহস্পতিবার উদ্যোগে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হয়। বলওয়ে ইণ্ডিনিয়ার আফিসটী সমুদায় কাগজ পত্র সহিত পুড়িয়া গিয়াছে।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশের রাজাকে অস্ত্র এবং যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী সকল আমদানী করিতে নিষেধ করাতে এক চীন যুদ্ধে যে সকল শিখ সৈন্য অস্ত্র লইয়া তাঁহার রাজ্য দিয়া গমন করিতেছে, তিনি তাহাদিগকে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

হিন্দু রঞ্জিকা এদেশের উন্নতি কল্পে এই প্রস্তাব করিয়াছেন, এক্ষণে যাহাতে আমাদের দেশীয় শিল্পাদির শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং যাহাতে আমাদের নষ্ট ধনসম্পত্তির পুনরুদ্ধার হয়, তদর্থ সর্ব্বসাধারণের সমবেত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত আমরা সাধ্যানুসারে স্বদেশোৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্য ভিন্ন দেশান্তরের দ্রব্য ব্যবহার করিব না। আগ্রে স্বদেশের বিদ্যা স্বদেশের জ্ঞান স্বদেশে যত্নে অভিজ্ঞতা লাভ করিব পশ্চাৎ বিদেশীয় বিদ্যাদির আস্বাদন করিব। যেখানে বাসীরা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক উন্নতি লাভ করিতেছে।

নরিশাল বার্ত্তাবহ বলেন, কোন গ্রামে এক বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণের বিধবা বধূ বাদা করিবার বাঁশের ঘরে মোহিত হইয়া ৩ বৎসর বয়স্ক একটী সন্তান লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। উহারি সন্ধানার্থে ঐ বাঁশী আবার কোথা হইতে আসিল?

আকাশে সচরাচর যেমন বিদ্যুৎ হয় এই রূপ হইয়া থাকে, আমেরিকায় এরূপ ভিন্ন আকাশে আরো অনেক ব্যাপার হয়। সম্প্রতি তথায় আকাশে একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহ একটী বেলুনের মধ্যে হয়।

উড়িষ্যা পেট্রিয়ট বলেন, এবার উড়িষ্যার প্রবেশিকা ও প্রথম পরীক্ষায় ৩০ টী মাত্র ছাত্র উপস্থিত হয়। প্রথম পরীক্ষা দানার্থ কটক হাই স্কুল হইতে ৭ জন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা দানার্থ উক্ত স্কুল হইতে ১৫, বালেশ্বর স্কুল হইতে ২, এবং পুরী স্কুল হইতে ৬ জন ছাত্র আইসে।

এবার ব্রহ্মদেশে গত বর্ষের ন্যায় ধান্য জন্মিয়াছে। কিন্তু এবার চাউলের মূল্যগত অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে। এক জন মহাজন অনেক চাউল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, গতবর্ষে তাঁহাকে প্রতি একশত ঝুড়ি চাউলের ১১২ টাকা মূল্য দিতে স্বীকার করিলেও তখন তিনি চাউল ছাড়েন নাই। কিন্তু এখন সেই এক শত ঝুড়ি চাউল ৫০ টাকার হিসাবে বিক্রয় করিতে হইতেছে। নিতান্ত অধিক লোভ করিতে গেলে প্রায় এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন তাজোরের রাজপুত্রীর সম্মানার্থ ১৩ টী তোপধ্বনি হইবে। লার্ড নর্থব্রুক এদেশের প্রাচীন রাজ বংশের সম্মান রক্ষার্থ যেমন যত্নবান এমন অন্য কোন শাসনকর্ত্তাকে দেখা যায় না।

কলিকাতায় পুনরায় ট্রামওয়ে হইবে বলিয়া এত দিনও মনে এক প্রকার আশা ছিল, কিন্তু এক্ষণে সে আশালতা এক কালে নির্ম্মূল হইল। বোম্বাইর ট্রামওয়ে কোম্পানি কলিকাতার ট্রামওয়ের যাবতীয় মাল মসলা ক্রয় করিয়াছেন।

সিন্ধু গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, সম্প্রতি একদিন সর্দ্দার যাকুব খাঁ পীড়িত হইয়া স্নানার্থ গমন করেন, কিছু বিলম্ব হওয়াতে একজন সিপাহী দেখিতে যায়, ইহাতে তিনি অতিশয় বিরক্ত হইয়া ঐ সিপাহির উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষকে ডাকিয়া পাঠান। সে ব্যক্তি আসিবামাত্র তাহার প্রতি ধাবিত হইয়া বিলক্ষণ প্রহার করেন। সিপাহীর অন্যায় কার্য্য হইয়াছে বলিয়া সে ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সিপাহি অপরাধ করিলে রাজপুরুষের সহসায় মার খাইল, এ কৌতুক মন্দ নয়।

বোম্বাই গেজেট বলেন, সম্প্রতি ইন্দোরের স্কুলে মহারাজ হোলকরের দুটী পুত্রকে একত্র দাঁড়াইয়া পাঠ বলিতে আজ্ঞা করা হয়। তাহারাও সেই রূপ করে। এই উপলক্ষে হোলকর সন্তুষ্ট গণকে বলেন, আইনের সম্মুখে রাজা প্রজা সকলেই সমান তাহাদের হৃদয়ে এই ভাবটী বদ্ধমূল করিবার জন্য তাহাদের প্রতি বাল্য কাল হইতে এইরূপ ব্যবহার করা হইবে। রাজপুত্র বলিয়া অন্যান্য বালকের সহিত তাহাদের ইতর বিশেষ করা হইবে না। দেশীয় রাজগণের মুখ হইতে এরূপ কথা শুনিলে আহ্লাদ হয়।

গত বর্ষে অযোধ্যার বন্য পশু বধার্থ পুরস্কার দানে গবর্ণমেণ্টের ২১২০ টাকা ব্যয় হয়। হত পশুদিগের মধ্যে কুকুরের সংখ্যা ১০২৩। কুকুর কি বন্যপশু মধ্যে গণ্য?

১৫ ই পৌষ মঙ্গলবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট লক্ষ্মীবাইর গর্ভজাত পুত্রকে গুইকুমারের উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হয় টাইমস অব ইণ্ডিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এখনও সে বিষয়ের মীমাংসা করেন নাই।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমান বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন, কর্ণেল পোলি গবর্ণর জেনরলের নিকট হইতে বিশেষ ক্ষমতা পাইয়াছেন এবং তিনি আবশ্যক হইলে সে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন, তবে বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে মনহর রাওর বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতেছেন না। বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্তির কথা শুনিয়া আমাদিগের কিছু শঙ্কা হইল।

১৮৫৮ অব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে এক প্রতিজ্ঞাপত্র প্রকাশ করেন তাহাতে লিখিত হয়, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসদণ্ড প্রাপ্ত করেদিরাই আন্দামানে গমন করিবে। কিন্তু সেনাপতি ষ্টুয়ার্টের বাক্যানুসারে ঐ নিয়মের কতক শৈথিল্য করা হইয়াছে। ছুতার কামার প্রভৃতির অধিক প্রয়োজন হওয়াতে এই নিয়ম করা হইয়াছে আপাততঃ ৭ বৎসর কারাবদ্ধ প্রাপ্ত ব্যক্তিরা এবং ইহার পর ১০ বৎসর উক্ত দণ্ড প্রাপ্ত করেদীরা পোর্টব্লেয়ারে গমন করিবে। প্রতি তিনজন এইরূপ করেদীর

মধ্যে একজনকে পোর্টব্লেয়রে পাঠান হইবে।

এক খানি সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল রঙ্গপুর জজের সেরেস্তাদারের যে দুই বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল তাহাকে সে দণ্ড হইতে মুক্ত করা হইয়াছে। তবে ত দিবিন সাহেব বেকসুর খোলাসা পাইবার।

সার শালার জন্ত আগামী ৪ ঠা জানুয়ারি হাইদ্রাবাদের রেসিডেন্ট সণ্ডার্স সাহেবের সহিত কলিকাতায় আগমন করিবেন।

গিল্‌ডহল টেবারণ প্রেসায় ঐীয় ২৩ এ নবেম্বর পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে বিষয় এক ষাণ্মাসিক অধিবেশন হা রিপোর্ট পঠিত হয় তাহাতে প্রকা গত ৩০এ জুন যে ছয় মাসের শেষ ছয় মাসে উক্ত কোম্পানির ১৮৮০৪৫ মাস্থ, ১০৬৯০০ টাকা ব্যয় এবং ৮ টাকা লাভ থাকে। গত বর্ষে ঐ ছয় ১৪৯১০৯০ টাকা আয় ৭৭৯৭৭০ টা এবং ৭১১৩২০ টাকা লাভ থাকে। সুদ দিয়া যে আরও লাভ থাকে, তা সামান্য, সেই লাভ আবার গবর্ণ কোম্পানি উভয়ে বিভাগ করিয়া লন। উক্ত ছয় মাসে রেলওয়ে মেরামত প্রভৃতি বদলাইয়া দিবার জন্য অনেক ব্যয় পড়ে, সে সমুদায় বাদ দিয়া যে লাভ হয় তাহা অংশিদারদিগকে দিলে প্রত্যেকে শত করা সাত সিকা পাইতে পারেন মাত্র। উক্ত রেলওয়ে কলিকাতা ষ্টেবণে বিলক্ষণ বাণিজ্য বৃদ্ধি হইতেছে।

১৪ ই পৌষ বুধবার।

লাহোর হইতে সংবাদ আসিয়াছে সর্দ্দার আবদুল্লা খান জেলেলাবাদ যাত্রা করিয়াছেন। সর্দ্দার বাকুব খাঁ আমীর যে গৃহে থাকেন, সেই গৃহেই বাস করিতেছেন। কান্দাহারের গবর্ণর আমীরকে বলিয়াছেন সর্দ্দার বাকুব খাঁ আফগান স্থানের সকল অংশ হইতে সাহায্য লাভের চেষ্টায় আছেন।

ইংলিসম্যান বোম্বাই হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, বরদার ভূতপূর্ব্ব রেসিডেন্ট কর্ণেল ফেয়ারকে যে বিষপান দ্বারা হত্যা করিবার চেষ্টা হয়, গুইকুমার যে তাহার মূলে আছেন, পুলিস কমিশনর তাহার প্রমাণ সকল সংগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে কেবল গুইকুমারের জবানবন্দী এবং তাঁহাকে আদালতে প্রেরণ বাকি আছে মাত্র। এ সংবাদ কত দূর সত্য বলা যায় না। বৈরনির্য্যাতনার্থ নির্দ্দোষ ব্যক্তিকেও যেন দোষী করা না হয়।

জয়পুরের রাজা এই শীতকালে কলিকাতায় আসিয়া গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলে প্রবেশ করিবেন বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হয় তাহা সত্য নহে। রাজাকে উক্ত কাউন্সিলের সভ্য পদ প্রদান করা হয় বটে, কিন্তু শরীর অসুস্থ বলিয়া তিনি তাহা গ্রহণে অসম্মত হন। যদি বা উক্ত কাউন্সিলের দু একটী পদ এদেশীয়দিগকে দেওয়া হয় কেমন দুর্ভাগ্য তখন আবার ইহাদের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে।

এবার ২২৪৪ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থির মধ্যে ১৪১ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে ইহার মধ্যে ১১৯ প্রথম শ্রেণী ৪৮৪ দ্বিতীয় শ্রেণী এবং ৩০৩ তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। ৫৩৩ প্রথম আর্ট পরীক্ষার্থির মধ্যে ১৯৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৮ জন প্রথম শ্রেণী ৭১ দ্বিতীয় শ্রেণী এবং ৯৭ জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এবার বি, এ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২১৭, বি, এল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭১ জনমাত্র।

এবার ব্রহ্মদেশের কারেন পাহাড়ে উত্তম আলু জন্মিয়াছে। এ আলু অপেক্ষাকৃত নরেঠে এবং বিলক্ষণ সুস্বাদু। ভূমি হইতে ৩ সহস্র ফীট উর্দ্ধে পর্ব্বতের উপর ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিতেছে। এ অঞ্চলে ইহা উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করা উচিত।

কিছুদিন হইল কলিকাতায় কলে কাপড় কাচিবার জন্য যে কোম্পানি হয় সম্প্রতি তাঁহারা কার্য্য বন্ধ করিয়াছেন। কোম্পানির এপর্য্যন্ত ৩০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। আমাদের বোধ হয় কোম্পানি যদি সুশৃঙ্খলা ও মিতব্যয়িতা সহকারে কাজ চালাইতে পারিতেন তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না।

১৯ এ ডিসেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫৬৮২৮০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৬২৫৫০০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে ৮৭২০ টাকা কম আয় হইয়াছে। উক্ত সপ্তাহে জব্বলপুর লাইনে ৪৪২২০ টাকা আয় হয় গত বৎসরে ঐ সময় ২৯১৯০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ বৎসর ১৪১৯০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

সম্প্রতি লণ্ডনে একটী স্কুলের এক বালক পড়া বলিতে পারে নাই বলিয়া শিক্ষক তাহাকে বেত্রাঘাত করেন। ইহাতে বালকের পিতা শিক্ষকের নামে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া আক্ষেপ করিয়া বলেন বালকগণের চরিত্র সংশোধনের জন্য শিক্ষকে সামান্য প্রহার করিলে এরূপ মানীশ করা অতি অন্যায়। এদেশীয় অনেক পিতা মাতা ইহা হইতে কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

১৭ ই পৌষ বৃহস্পতিবার।

পুলিস কমিশনর সাউটার সাহেব কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ পান করাইবার বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে বরদায় গমন করেন, তিনি অনুসন্ধান করিয়া বোম্বাইয়ে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি অনেকগুলি সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়াছেন, এক্ষণে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট পাঠাইবেন। গুইকুমারের সম্বন্ধে এবং তাঁহার বিরুদ্ধেও না কি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তবে নিশ্চিত হয় নাই। সাউটার সাহেবের রিপোর্ট পাইয়া গবর্ণর জেনরল সভা করিবেন।

আগামী ৭ ই জানুয়ারি প্রাতঃকাল ১১ ঘটিকার সময় সেন্ট সাহেবে ব্যাঙ্ক কৌশল প্রদর্শিত হইবে।

আমরা ইংলিসম্যান পাঠে দুঃখিত হইলাম গত ১৩ এ ডিসেম্বর দিল্লী গেজেটের সম্পাদক ও অন্যান্য প্রিন্টিং সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি অনেক দিন ভারতবর্ষে

সংবাদ পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছেন। ইনি একজন উপযুক্ত বারিষ্টর ছিলেন।

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের লোক অপেক্ষা বোম্বাই বাসীরা অধিকতর বাণিজ্য প্রিয়। সম্প্রতি তথায় চিনি পরিষ্কার করিবার জন্য এক কোম্পানি হইয়াছে। ইহাদের মূলধন ৭ লক্ষ টাকা।

ইংলিসম্যান বলেন, ১ লা জানুয়ারি হইতে গঙ্গার সেতুর উপর গমনাগমন জন্য মাসুল গ্রহণ আরম্ভ হইবে। প্রতি গাড়িতে ঘোড়া বা গরু এ গাড়ি এ উভয়ে ছয় আনা করিয়া মাসুল লওয়া হইবে। ছাবড়া ষ্টেসন হইতে যে সকল মাল ও লোক আসিবে তাহাদিগকে মাসুল দিতে হইবে না। ষ্টেলওয়ে কোম্পানি প্রতি এক শত মণ মালে এক টাকা এবং প্রতি আরোহীর জন্য ইংরাজী ফিফ পাই করিয়া দিবেন।

পিয়নিয়র কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, আমীর রিয়াট অধিকারার্থ যত্নবান হইয়াছেন, ওদিকে আয়ুব খাঁ যাকুব খাঁর এক পত্র পাইয়া রিয়াট রক্ষার্থ বিশেষ যত্ন করিতেছেন। আমীর কাবুল হইতে শাসাজীসিয়ার দিল খাঁকে রিয়াটে পাঠাইয়াছিলেন আয়ুব খাঁ তাহাকে বন্দী করিয়াছেন। মীর আকবর আবদ্ধ খাঁকেও ধরিবার জন্য আয়ুব খাঁ এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন; কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

গত কল্যের কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের যে এক প্রতিজ্ঞা পত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে জানা যায় বোটানিকাল গার্ডেনের উন্নতি বিধানার্থ তিনি যত্নবান হইয়াছেন। এ বৎসর ইহার জন্য রাজকোষ হইতে ৫১ হাজার টাকা দেওয়া হয়, ইহাতে কুলাইবে না বলিয়া সার রিচার্ড টেম্পল আর ১০ দশ হাজার টাকা দিয়াছেন।

১৯ এ ডিসেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২২৩লোকের মৃত্যু হয়। তাহার পূর্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ৩৩ জনের কম মৃত্যু হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৪ জনের বসন্তে ... জনের উদরাময়ে ১৬ জনের ওলাউঠায় ১১৫ জনের জ্বরে মৃত্যু হয়।

গত নবেম্বর মাসে কলিকাতার উপনগরে ১০৫৮ জনের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে ওলাউঠায় ৪৭ এবং জ্বরে ৪৮১ জনের এবং অবশিষ্ট জনের অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

ভক্কা যুদ্ধের এক প্রকার শেষ হইয়াছে। সেনাপতি ষ্টাকোর্ড ১৫ জন বন্দীকৃত ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়াছেন। সর্বশুদ্ধ ৪৭ জন বন্দীকৃত হয়, ইহার মধ্যে ঐ ১৫ জন মাত্র জীবিত আছে।

আমীর সিয়ার আলী কর্তৃক যাকুব খাঁর বন্দীকরণ সম্বন্ধে কে ও অব ইণ্ডিয়া এইরূপ

... তখন আমীরের ইচ্ছা ছিল তাহাকে যথা যথোচিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিবেন। তিনি আগমন করিলে সিয়ার আলী সেইরূপই করিয়াছিলেন, তিনি আসিবামাত্র তিনি সভা মধ্যে তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বিলক্ষণ সমাদর করিয়াছিলেন। কয়েক দিন এইরূপে গেলে পর এক দিন এক দরবার হয়। আমীর যাকুব খাঁ ও অন্যান্য সর্দারেরা বসিয়া আছেন এমন সময়ে যুবরাজ আবদুল্লা জান আসিলেন, তিনি আসি বামাত্র সকল সর্দারেরা উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন কিন্তু যাকুব খাঁ উঠিলেন না। আমীর ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে যাকুব গর্ব সহকারে বলিলেন, আবদুল্লা জানের কর্তব্য বরং তাঁহাকে সম্মান করা। ইহাতে আমীর অতিশয় বিরক্ত হইলেন, যাকুব খাঁর সহিত মৌখিক বিবাদ হইল, পরিশেষে যাকুব বন্দী হইলেন।

১৮ই পৌষ শুক্রবার।

পিতার মৃত্যু হওয়াতে সার রিচার্ড টেম্পল বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। তিনি পিতার যে ভূসম্পত্তি পাইলেন তাহার বার্ষিক আয় ৪০ হাজার টাকা।

হজারি বেগে একখানি সচিত্র পত্রিকা আছে। এই পত্রিকায় কলিকাতার বিখ্যাত মর্মা রাধ সাহেবলাল মিত্রের একটী ছবি ও জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। রাজেন্দ্র বাবু কেবল এদেশে নয় ইউরোপ খণ্ডেও বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

এবারের প্রবেশিকা পরীক্ষায় হিন্দু স্কুল সর্ব প্রথম হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ বলেন, কলিকাতায় টাউনের ঘর কিছু বাড়িয়াছে। এখনও নূতন বাসায় প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয় নাই। নূতন বাসায় আমদানী হইলেই খাবার ঘর কমিতে পারে।

ভর্ণমেণ্টের ২৩ খানি যুদ্ধ জাহাজ আছে। কিন্তু ভর্ণমেণ্ট বণিকদিগের ২১৯ খানি ষ্টিমার ও ২৬০ খানি জাহাজ আছে। আবশ্যক হইলে যুদ্ধকালে এগুলিও পাওয়া যাইতে পারে।

সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে ১ মণ ১৬ সের ওজনের একটী সর্প ধৃত হইয়াছে। যাহারা ধরে তাহারা দুই শত টাকা মূল্যে ইহা বিক্রয় করিতে চাহে। ধরিবার পূর্বে সর্পটী একটী শূকর খাইয়া ফেলিয়াছিল।

রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ বলেন, ঢাকার এক জন হিন্দু কোন যোগল স্ত্রী লোকের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন। আজি কালি যেন খ্রীষ্টানের অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই সাহায্যেই অধিক হইয়াছে, ধর্মোপদেশদ্বারা যত হউক না হউক স্ত্রীলোকে মনে করিলেই খৃষ্টানকে মুসলমান হিন্দুকে খৃষ্টান অথবা মুসলমানকে খৃষ্টান করিতে পারে।

১৯এ পৌষ শনিবার।

গত ৮ই পৌষ ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্মার বহুবাজার ষ্ট্রীট ৯১ নং ভবনে হিন্দুধর্ম মতে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র বারাসত নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় বয়স ২১ বৎসর, পাত্রী উক্ত গ্রাম নিবাসী ৺ ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা মৃণালিনী দেবী বয়স ১৮ বৎসর। ৮ বৎসর বয়সে ইহার বিবাহ হয়, ১২ বৎসর বয়সে বিধবা হন। দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য মহাশয় যত্নে এই বিবাহটী সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ সভায় অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন।

এই জানুয়ারি মাসে প্রাচীন সাবেদ ও ত্রিবাঙ্কুরের রাজা কলিকাতায় আসিবেন।

—:০:—

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

প্রতিবাদ।

অদ্য সোমবার সাময়িক পত্রগুলি আমাদিগের উপাদেয়সাহিত্যরসাস্বাদনের মাতৃভাষার এক একটী অবয়ব স্বরূপ। এই অভিনব বর্ষাগম অবয়বে কোন প্রকার আঘাত করা আমাদিগের কখনও অভিপ্রেত নহে। কিন্তু অদৃষ্টবিশেষ দুর্বিপাকক্রমে অকস্মাৎ সন্দংশ হইলে অত্যল্পচিকিৎসাকুশল বৈদ্যেরা যেমন তথায় অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং তাহা আপাত পীড়াকর হইলেও যেমন পরিণাম সুখের জন্য তাঁহাদিগের কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তেমনি আমরাও মাতৃভাষার দুইটী প্রধানাবয়ব স্বরূপ কবিবর্ণন ও আর্যধর্মণের স্থান বিশেষ শুচিরোধ দুষ্ট দেখিয়া তৎসংক্রমে ইতরাবয়বগুলির দোষ সম্ভার তাহার প্রতীকারার্থ এই প্রতিবাদাস্ত্র প্রয়োগ করিতেছি। ইহাতে তৎসম্বন্ধে উপকার ভিন্ন অপকার সম্ভব নাই। ভরসা করি, এই প্রতিবাদে আমাদিগের সম্পূর্ণ পটুত্ব না থাকিলেও অভিপ্রায়ের সাধুতানুসারে পরহিতরত পাঠক সমাজে আমরা নিন্দনীয় হইব না।

আজি কালি আমাদিগের দেশে মার্জিত রুচির আদর হইয়াছে। ইংরাজিভাষাজ্ঞ কতকগুলি মাত্র লোক উক্তবিধ রুচি সম্পন্ন। তদ্ভিন্ন বঙ্গবাসি গ্রন্থকারগণের রুচি অতি কদর্য্য। এতদ্বিষয়ে আর্য্য দর্শনে একটী মনোজ্ঞ প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে এবং তাহার হেতুবাদ প্রদর্শন স্থলেও সেই হেতুবাদের প্রামাণ্য সংস্থাপন প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

"দুঃখের বিষয় " আমাদের দেশের গ্রন্থকারগণের রুচি আজিও পরিশুদ্ধ হয় নাই। সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের দেশে বাস করিয়া তাঁহার শরীরে যে অশ্লীলতার গন্ধ লাগিয়াছে, তাহা আজিও সম্পূর্ণরূপ দূর হয় নাই। আমি কালিদাসের রুচিকেও নিকৃষ্ট রুচি বলি। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈ
রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধি॥

দুষ্মন্ত শকুন্তলার রূপবর্ণনা করিয়া বলিতেছেন, সেই নিষ্কলঙ্করূপ অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায় অখণ্ডিত নব পল্লবের ন্যায়, অপরিহিত রত্নের ন্যায় অনাস্বাদিত নব মধুর ন্যায় এবং বহুপুণ্যের ফলস্বরূপ। হায়! বিধাতা এ জগতে কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি তাহা উপভোগ করিবে, অর্থাৎ আমার, তাহা যদি তাহা ঘটে তাহা হইলে কৃতার্থ হই। কবি শেষের চরণটী না বলিলে ভাল হইতেন। পাঠকগণ এই শ্লোকের সহিত তদনুরূপ এই ভাবের তুলনা করুন।

ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়ো
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিরসি মহতো মৌক্তিকসরঃ
কিমস্যা ন শ্রেয়ো যদি পরমসহ্যস্তু বিরহঃ॥

সীতা বাহুলতাদ্বারা রামচন্দ্রের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত হইয়াছেন। রামচন্দ্র বারবার তাঁহার মুখপ্রভাবন্ধ মুখের শোভা নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমপূর্ণহৃদয়ে বলিতেছেন, ইনি আমার গৃহের লক্ষ্মী, ইনি আমার নয়নদ্বয়ের অমৃতাঞ্জনস্বরূপ, ইঁহার শরীর চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কণ্ঠস্থিত মুক্তামালার ন্যায় শীতল, জানকীর সকলই মধুর কেবল মাত্র বিরহই ভয়ানক।"

এস্থলে প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, যে সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের দেশে বাস করিয়া তাঁহার শরীর হইতে অশ্লীলতা গন্ধ অদ্যাপি দূর হয় নাই, তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে কিজন্য সুরুচিসম্ভূত শ্লোক উদ্ধৃত হইল? তাঁহাদিগের গ্রন্থে সুরুচিসম্ভূত শ্লোকের কিরূপে সদ্ভাব হইতে পারে? যেহেতু কি কালিদাস, কি ভবভূতি, কি বাণভট্ট সকলেই ভারতবর্ষ বাসী ও সংস্কৃত গ্রন্থকার, সুতরাং কুরুচিসম্পন্ন। দ্বিতীয়তঃ উক্তরূপ দুষ্মন্ত শকুন্তলা বিষয়ক পূর্ব্ব রাগের সহিত উল্লিখিত রামসীতা বিষয়ক প্রেমের তুলনা হইতে পারে কি না, পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। তখন রামচন্দ্রের অবস্থা কিরূপ তিনি রাবণ বধান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া রাজ্যপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, যাহার বিরহে অধীর হইয়া পর্ব্বতের প্রান্তরে মহারণ্যে ভ্রমণ করিয়া বিলাপ বচনে পাষাণ পশুপক্ষীদিগকে সমদুঃখে দুঃখীভূত করিয়াছেন—অদ্য দীর্ঘকালের দুঃসহ বৈধব্যকালও যাহার বিরহ, স্মৃতিপথ হইতে অপনীত হয় নাই, সেই প্রাণাভিরামাসলজ্জা সীতা সতীর সহবাস সুখে কালযাপন করিতেছেন, কালে লজ্জাদি আবরণের অপগমে প্রণয় স্নেহসারস্বরূপে পরিণত হইয়াছে, কালে সীতা গর্ভবতী হইয়াছেন, গর্ভের পূর্ব্বাবস্থায় একদিন পতিপ্রাণা জানকী তৎকাল সুলভ নিদ্রাবশে পতিবক্ষে প্রসুপ্তা হইয়াছেন, রামচন্দ্র প্রেমপূর্ণ নয়নে স্নেহসীক্ত সুরম্যাবক্ত মুখমাধুরী অবলোকন করিতে করিতে তদনন্তরিত গাঢ়পবিত্র হৃদয় ভাবরাশি বর্ণাবলীতে চিত্রিত করিতেছেন। এস্থলে সীতাসহ রামচন্দ্রের কি প্রগাঢ় প্রেমভাব। তাহার সহিত শকুন্তলা বিষয়ক দুষ্মন্তের প্রণয়ের তুলনা করুন। দুষ্মন্ত তপোবনে দেবকন্যা রূপিণী শকুন্তলার অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপলাবণ্য অক্ষি গোচর করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন ও তপোবন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রিয়বয়স্য মাধব্যের সহ কথোপকথনকালে হৃদয় নিহিতরূপা শকুন্তলার রূপবর্ণন প্রসঙ্গে বলিতেছেন, বয়স্য! শকুন্তলার সৌন্দর্য্যের কথা কি বলিব, শকুন্তলাকে দেখিলেই মনে হয়, সেরূপ যেন অনাঘ্রাত প্রস্ফুট পুষ্প, অস্পৃষ্ট নখস্পর্শ কিসলয়, যেন অপরিহৃত রত্ন, কিম্বা অনাস্বাদিত রস নবমধু, অথবা পুণ্যরাশির অখণ্ড ফল। না জানি ধরাতলে কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি এই অনবদ্যসৌন্দর্য্য সমুপভোগে সমর্থ হইবে। পুনর্ব্বার বলি, শ্লিষ্ট পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন, এস্থলে দুষ্মন্তের পূর্ব্বরাগের সহ রামচন্দ্রের প্রগাঢ় প্রেম উপমিত হইতে পারে কি না? যদি না পারে, তবে কিরূপে শকুন্তলার রূপ বর্ণনাস্থলে দুষ্মন্তের অনাঘ্রাত পুষ্পং ইত্যাদি উক্ত কুরুচিসম্ভূত হইবে, কিরূপেই বা দুষ্মন্ত তখন সদ্যদৃষ্টা শকুন্তলাকে ও ইয়ং গেহে লক্ষ্মী ইনি আমার গৃহলক্ষ্মী স্বরূপা ইত্যাদি প্রকারে বর্ণন করিবেন?

কিন্তু ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধি এই চতুর্থ চরণের তাৎপর্য্য আমার ভাগ্যে যদি তাহা ঘটে তাহা হইলে কৃতার্থ হই" এইরূপ লিখিয়া প্রস্তাব লেখক যে কবির কুরুচির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শকুন্তলা পাঠ বিষয়ক অনভিজ্ঞতারও পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। যিনি উহার আদ্যন্ত অনুধাবন করিয়া দেখিবেন এরূপ বলিবেন না। কারণ উক্তরূপ উক্তির অব্যবহিত পরেই কথা প্রসঙ্গে বিদূষক যখন বলিল, বয়স্য! যদি সে তপস্বিকন্যা অনুঢ়া হয়, তবে তাহাকে দেখিয়া কি ফল? দুষ্মন্ত তদুত্তরে বলিলেন, মূর্খ! লোকে অনিয়মরত্নে নবোদিত ইন্দুকলাকে কেন দর্শন করে? (কিন্তু ঈদৃশং ভদ্রং তপসি সংভবতি ইতি ত্রয়ীবাদিনা তদা তাং দৃষ্টবতা। বালা মুগ্ধা নিয়মিতা মা, যদি নৈবংরূপা স্যাত্তথাপি। নব মধু কলাং লোকঃ কেন ভাবেন পশ্যতি॥) এই শ্লোকপাঠ করিয়াছেন তাহা কখনও কখনও শকুন্তলা প্রণেতার রুচির নিদর্শন করিবেন না। মূলগ্রন্থে দুষ্মন্ত যখন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রথ হইতে শাপ প্রভাবে শকুন্তলাগত হৃদয় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন, সেই সময়ে গর্ভবতী শকুন্তলা দুষ্মন্তের সহধর্ম্মচারিণীরূপে পরিগৃহীতা হইয়া সাদরে অন্তঃপুরবাসকামনায় তপস্বিগণ সহ একদা রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা তাপসদলের মধ্যে অবগুণ্ঠনবতী পরমসুন্দরী একটী রমণী দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাঁহার রূপ [illegible] তাঁহাদিগের অন্তর্দ্বিতোপস্থিত [illegible]

প্রতীহারী কহিল, দেব! আমি তো ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, এই রমণীর আকৃতি কিন্তু অতি মনোহর। রাজা কহিলেন, হউক পরবৃত্তান্তের প্রতি বিশেষরূপ দৃষ্টি পাত করিতে নাই। (তদ্বস্তুনির্বর্ণনীয়ং খলু পরকলত্রম্,)। যিনি এবাক্য পাঠ করিয়াছেন তিনি কখনও কালিদাসকে নিকৃষ্টরুচি বলিতে পারেন না। নায়কনায়িকার চরিত্র প্রথমেই যদি কবির রুচির মা জ্ঞিতত্ব ও আর্জ্জিতত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে শকুন্তলা প্রণেতাকে, কখনও কুরুচি জন্য বিদ্যাভাজন হইতে হইবে না

আমরা বত্নাবলীকারকেও কুরুচিসম্পন্ন বলিতে সম্মত নহি এবং তাঁহার গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকটীকেও কুরুচিপূর্ণউদাহরণ বলিতে পারি না। সেই শ্লোকও তৎসম্বন্ধে প্রস্তাব লেখক যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল।—

" স্তিমুদ্বসি বিশালং পদ্মিনীপত্রমেতৎ
কথয়তি ন তথাত্মমন্মথোদ্দামরত্নম্।
অতিপরিণতপ্রায়ম্লানিভাজ্যাৎ যথাস্যাঃ
স্তনযুগ পরিণাহং মণ্ডলাভ্যাং ব্রবীতি॥

রত্নাবলী।

সেই বিরহীনীর হৃদয়স্থিত এই পদ্মপত্রের মলিনতা দেখিয়া অন্তরের মত্তা তত বুঝিতে পারা যাউক আর না যাউক, তাহার স্তনযুগল যে সুবিস্তৃত, এই মণ্ডলাকার চিহ্নদ্বয় দ্বারা তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এস্থলে প্রণয়ী প্রণয়িনীর বিরহবর্ণনস্থলে কেমন বিশুদ্ধ প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। প্রণয় এত নিকৃষ্ট পদার্থ নয়। মাংসপিণ্ড শরীরের কোন অঙ্গবিশেষের জন্য তাহা ব্যাকুল হয় না, সে বিরহে কোন বিশেষ অঙ্গের কথা স্মরণ থাকে না। যদি প্রণয়ীকে জিজ্ঞাসা কর, তুমি প্রণয়িনীর কি চাও, মুখ চাও—হস্তপদ চাও—স্তনযুগল চাও—সে বলিবে আমি কোন অঙ্গ বিশেষ চাই না, কিন্তু তাহাকে চাই।

রত্নাবলীর নায়ক উদয়ন নৃপতি প্রিয়বয়স্য বসন্তকের সহ উপবনে ভ্রমণ করিতেছেন। সহসা মধুর স্বরহারী সঙ্গীতধ্বনি হিল্লোলে সঞ্চরিত হইয়া তাঁহার কর্ণ বিবরে প্রবেশ করিল, রাজা অন্তরে তাহা সারিকাকূজিত বলিয়া স্থির করিতে পারিলেন এবং শুনিবার ইচ্ছায় পার্শ্বস্থ বসন্তককে কহিলেন, বয়স্য সারিকা কি বলিতেছে, অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া আমাকে বল। বসন্তক সারিকামুখনিগত বাক্যগুলি সাবধানে শ্রবণ পূর্ব্বক রাজসমীপে আবৃত্তি করিয়া কহিল, বয়স্য এ সকলের অর্থ কি? রাজা আদ্যন্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বোধ হয় কোন প্রাচ্য যৌবনা সুন্দরী অনুরাগহেতু নিজহৃদয়বল্লভকে চিত্রে অঙ্কিত করিয়া সখীসমক্ষে কামদেবস্থলে গোপন করিয়াছিল, সখী তাহা বুঝিতে পারিয়া বৈদগ্ধ্যবশতঃ সখীকে সেই স্থলে লিখিয়া রতি স্থলে দেখায়। দেখিয়া সুন্দরী প্রথমতঃ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া পরক্ষণেই প্রত্যুত্তর না দেখিয়া ও সখী কর্ত্তৃক বিজ্ঞাত হইয়াছি জানিয়া হৃদয় উদ্ঘাটন পূর্ব্বক জীবিতনিরাশার ন্যায় প্রিয়তমের অপ্রাপ্তিনিবন্ধন নিজদুর্ভর দুঃখরাশি এইরূপ প্রকাশ করিতেছে। বসন্তক এই শুনিয়া সকরতাল উচ্চ হাস্য পূর্ব্বক কহিল, এ সকল বক্রোক্তিতে প্রয়োজন কি? আমাকে না পাইয়া সে পরিদেবন করিতেছে, এইরূপ বল না কেন? তুমি ভিন্ন আর কাহাকে কন্দর্পস্থলে গোপন করা যায়? এদিকে বসন্তকের সহসাতাস উচ্চ হাস্যে ভীত হইয়া সারিকা উড্ডীন হইল। রাজা তাহার তাদৃশ আচরণে বিরক্ত হইলেন। অনন্তর সারিকার বাক্য শেষ শ্রবণাকাঙ্ক্ষায় বয়স্যদর্শিত কদলী গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশিয়া দেখিলেন, সারিকার বাক্য কিঞ্চিন্মাত্রও অযথার্থ নহে। কন্দর্পব্যপদেশে অঙ্কিত নিজ প্রতিকৃতি ও বর্ত্তিস্থলে অঙ্কিত অনুমিতা সুন্দরীর প্রতিকৃতি যুক্ত একখানি আলেখ্য তথায় পতিত রহিয়াছে। ইতস্ততঃ মদনদাহশান্তিকর মৃণালাদিবিকীর্ণ রহিয়াছে। বসন্তক দেখিয়া কহিল বয়স্য এই সজল নলিনীদল ও মৃণাল সকল নিশ্চয় তাহার মদনাবস্থাসূচক। রাজা কহিলেন বয়স্য উত্তম উপলব্ধি করিয়াছ। এই পদ্ম পত্র সদৃশ বিপুল স্তনজঘন সংসর্গহেতু প্রাতস্থলে পরিম্লান হইয়াছে, কীদৃশ মধ্যদেশের সংযোগ বিরহে মধ্যে ক্ষিতবর্ণ রহিয়াছে, শিথিল ভুজলতার নিক্ষেপ সংস্থাপনে বিশ্লিষ্টান্তরল হইয়াছে, আর এই হৃদয় নিহিত বিশাল পদ্মপত্র অতিপরিতাপে ম্লান কান্তি মণ্ডলাকার চিহ্ন দ্বারা অন্তর্গত মদন দশাপেক্ষাও তাহার স্তনযুগলের বিশালতাকে অধিকতর ব্যক্ত করিতেছে। রাজা আলেখ্য ও অন্যান্য পদার্থ দ্বারা অদৃষ্টপূর্ব্বা নায়িকার আকৃতি অবস্থা নিরূপণ করিতেছেন। এস্থলে গাথা এই কতুমাত্রাত্মক শ্লোকদ্বয়ী উক্তটী কিরূপ সকরতিলায়ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে বুঝিতে পারি না। গ্রন্থাবলেখক পরিহাস পূর্ব্বক এ স্থলে লিখিয়াছেন যে প্রণয়ী প্রণয়িনীর বিরহবর্ণনস্থলে কেমন বিশুদ্ধপ্রেমের পরিচয় দিয়াছেন, পাঠক তাহা বিবেচনা করুন এবং এই স্থলে উত্তরচরিত হইতে সীতানির্ব্বাসনান্তে রামচন্দ্রের গভীর শোকক্ষোভময় একটী শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন, এস্থলে প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য এই মুহূর্ত্তসময় মধ্যে অপ্রত্যক্ষগোচরা সারিকার সহ রাজার কি এতদূর প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে যে তাঁহাদিগকে প্রণয়ী ও প্রণয়িনী শব্দে উল্লেখ করা যাইবে এবং সারিকার বিরহবর্ণনকালে রাজার সমদুঃখভাগিতা প্রকাশ না হওয়ায় তাঁহাকে নিন্দা করিতে হইবে ও সেই প্রণয়ের সহ রামসীতা বিষয়ক প্রগাঢ় প্রেমের তুলনা করা যাইবে?

দ্বিতীয়তঃ " প্রণয় এত নিকৃষ্ট পদার্থ নয়, মাংসপিণ্ড শরীরের কোন অঙ্গবিশেষের জন্য তাহা ব্যাকুল হয় না। সে বিরহে কোন বিশেষ অঙ্গের কথা স্মরণ থাকে না। যদি প্রণয়ীকে জিজ্ঞাসা কর তুমি প্রণয়িনীর কি চাও? মুখ চাও হস্তপদ চাও? স্তনযুগল চাও? সে বলিবে আমি কোন বিশেষ অঙ্গ চাই না, কিন্তু তাহাকে চাই।" একথাগুলি অযথার্থ নহে, ইহা আমি স্বীকার করি। আমি নয় প্রস্তাব লেখকের অনুরোধে উদয়ন নৃপতিকে উল্লিখিত রামচন্দ্রের ন্যায় প্রণয়ী বলিয়াও স্বীকার করিলাম, কিন্তু তিনি ত কোন অঙ্গবিশেষের প্রার্থনা করেন নাই, তাঁহাকে তজ্জন্য কুরুচি সম্পন্ন বলিতে কিরূপে স্বীকার করিব। কোন পাঠক বোধ হয় তাহা বলিতে সম্মত হইবেন না। নৃপতি কতকগুলি বাহ্য পদার্থ দ্বারা অদৃষ্টপূর্ব্বা নায়ীর আকৃতি অবস্থাদি নিরূপণ করিতেছিলেন মাত্র। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে এবার এই স্থলেই নিরস্ত হইতে হইল। বারান্তরে অবশিষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করিব, যদি কেহ ইহার প্রতিবাদ করেন, সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

১৭৯৬ শকাব্দা—
৯ ই পৌষ মেরুতলা।

পল্লীসমাজ।

(আর্য্যদর্শন।)

আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলিয়াছি যে সংস্কৃত সাহিত্যসংসারের কোন স্থলেই পল্লীসমাজ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কথাটি আপাততঃ যত বিস্ময়কর বোধ হয়, বাস্তবিক তত নয়। ঐতিহাসিক মনে ভারতের দারিদ্র্য ত প্রসিদ্ধ। অন্যান্য দেশেরও পুরাতন সমাজের প্রকৃত ইতিবৃত্ত উচ্চতমঞ্চে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কোন্ কোন্ ঘটনার বিবরণ মানব জাতির যথার্থ প্রয়োজনীয়, তাহা কোন দেশেরই প্রাচীন ইতিহাস লেখকেরা প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা সাধিবিগ্রহ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। রাজসভা, সৈন্য ও সন্ধ্যা স্নানের যত্ন যত্ন এবং পার্বণ ও পুরোহিতগণের বিবাদ বিসম্বাদ বর্ণন করিতে গিয়া তাঁহাদের সমুদায় সময় ও শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন মিসর সকল দেশেরই আদি ইতিবৃত্ত অন্ধতমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে। স্ত্রীজাতিদের উপনিবেশ ও বীর চরিত্র রোমীয়দিগের উপনিবেশ ও রাজাবলী; ইংলণ্ডের রাজাসপ্তক ও সাক্ষণহেপ্তগণ, ঐতি

হাসিক পুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু রাম রাবণের যুদ্ধ অপেক্ষা বড় অধিক পরিষ্কার বোধ হয় না। পরন্তু উক্ত ঘটনা সকল প্রমাণ দ্বারা উদ্ভাসিত হইলেও মানবজাতির বিশেষ উপকারে লাগিবেক না। সন্ধিবিগ্রহের বিবরণ লইয়া মানব ইতিহাসের কেবল একটি মাত্র পরিচ্ছেদের পূরণ হইতে পারে। রাজবংশ, বীরাবলী, সৈন্যশ্রেণী ও পুরোহিতসম্প্রদায় মানবসমুদ্রের কেবল একটি তরঙ্গ মাত্র। মানবসমাজের যে আরও অনেক পরিচ্ছদ আছে, তাহার সঙ্কলন, এবং মানব সমুদ্রের যে আরও অনেক তরঙ্গ আছে, তাহার পরিগণন না হইলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবেক।

পূর্ব্বকালের আচার ব্যবহার বিষয়ক বিবরণ কেবল আভাসে ও প্রসঙ্গক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাতন সভ্যজাতির মধ্যে গ্রীক ও রোমীয়দিগের ইতিবৃত্তে সেই সকল আভাস ও প্রাসঙ্গিক বিবরণ এত অধিক পরিমাণে লব্ধ ও আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, তাহাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় ইতিহাস এক প্রকার সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে। এই বিষয়ে মিসর পারস্য ও ভারতের বড়ই হীনতা হইয়াছে। কিন্তু ভারতের অনেক ঐতিহাসিক উপকরণ আছে। তৎসমস্তই নিতান্ত বিশৃঙ্খল ভাবে রহিয়াছে। যদি নিবেরের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন এক জন পণ্ডিত এই দুর্ভাগ্য দেশের প্রতি মনোযোগী হন, তাহা হইলে ইহার ইতিহাসের কতক পরিমাণে উদ্ধার হইতে পারে সন্দেহ নাই।

এ যাবৎ প্রাচীন সভ্যজাতির কথা বলিতেছি। স্পেন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও জর্ম্মণি প্রভৃতি অধুনাতন সভ্যদেশের ইতিহাসও বরাবর অসম্পূর্ণ ছিল। মানবসমাজের যথার্থ প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত রাজ্যের আয়ব্যয়স্থিতি, লোকসংখ্যা, কৃষি, বাণিজ্য বিদ্যা, শিল্প, আত্মীবনের উপযোগী ব্যবসায়, শান্তিরক্ষা, ধর্ম্মাধিকরণ প্রভৃতি। এই সকল অত্যাবশ্যক বিষয় গুলির বিবরণ সে দিন হইল প্রকৃত প্রস্তাবে ও স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভল্‌টেয়ারের বিশ্ববন্দ্য প্রতিভাই প্রথম পথ প্রদর্শন করে। তিনি চতুর্দ্দশ লুইয়ের রাজত্ব উক্ত প্রণালীতে রচনা করিয়া যে মহৎ দিগ্দর্শন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন চতুর্দ্দিক হইতে উহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল এবং মানব ইতিহাস সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইবার সোপান হইল। ইহা সকলেরই সুবিদিত যে ভল্‌টেয়ারের দৃষ্টান্ত মেকলের রচিত ইতিহাসের দুই অধ্যায়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া কিছুদিনের জন্য ইংলণ্ডবাসীদিগকে মোহিত করিয়াছিল।

কিন্তু ভল্‌টেয়ারের দৃষ্টান্ত কেবল দেশবিশেষের জাতিবিশেষের এবং যুগবিশেষের ইতিবৃত্তের উপযোগী। তাহা হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে এমন কোন শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায় না যে, তদ্দ্বারা মানবজাতির ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইতে পারে। জাতি বিশেষের অপরিপক্ক সমাজের পরমাণুর সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে পরম জীবনের ন্যায় বোধ হয়। বস্তু জাতীয় ইতিহাসের উপযোগিতা চিরস্থায়ী। ভিন্ন ভিন্ন জাতির এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগের ঐতিহাসিক ঘটনা গুলি পরস্পর তুলনা করিয়া যে সকল সাধারণ নিয়ম অবগত হওয়া যায়, মানব ইতিহাস সম্বন্ধে সেইগুলি এক একটি ঘটনা মাত্র। জাতিবিশেষের এক একটী অতীত ঘটনা মানবইতিহাসের পক্ষে অতি ক্ষুদ্র তাহাতে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না। নেপোলিয়নের চরিত কিছু কালের জন্য ফ্রান্সের ও ইউরোপের প্রধান ইতিবৃত্ত। কিন্তু মানবইতিহাসের নিকট উহা ফরাসিস রাষ্ট্রবিপ্লবের একটী প্রধান ঘটনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসিস বিপ্লব আবার রাজা ও যুবনপ্রধানের অত্যাচার নিবারণার্থ সাধারণের অভ্যুত্থান মাত্র। যেমন একটী পঙ্ক আতঙ্কলের ভূমিতে পতন হইতে ভূস্বামিত্ব পর্য্যন্ত সমুদয় ঘটনা হইতে মানবকর্ম্মশক্তি অবগত হওয়া গিয়াছে, তদ্রূপ রোমের প্লিবীয়দিগের মন্টসেনারে প্রস্থান হইতে পার সের জাতীয় সভা পর্য্যন্ত তাবৎ বৃত্তান্তই মনুষ্য জাতির নমতা প্রকাশ করিয়া দিতেছে। আতঙ্ক পতন ও ধূলা গ্রহণ ঐশ্বর্য্যশালীদের পক্ষে যেমন সমান, প্লিবীয়দিগের প্রস্থান ও জাতীয় সভায় আগমনের মানব ইতিহাসের পক্ষে ঠিক সেরূপ কার। সে দিন হইল আমেরিকার যুক্তরাজ্য মানব ইতিহাসের উপযুক্ত দৃষ্টান্ত ভূমণ্ডলে প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে জ্ঞানের সুকঠিন বন্ধন মোচন চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া মানব সমুদয়কে করিয়া দিয়াছে

যখন ইউরোপেই প্রকৃত ইতিহাসের উদয় এত সম্প্রতি ও এত আধুনিক তখন আসিয়াতে যে, উহার এত অসদ্ভাব হইবেক, তাহা বিচিত্র নহে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণপ্রভৃতি যত আদি পত্য, একতন্ত্র রাজত্ব এবং বিদ্যার অনুশীলন এই বিষয় সমস্তই কারণ বোধ হয়। যে সময়ে জ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইল, তখন ব্রাহ্মণের ও রাজার নিরঙ্কুশ শাসন বশতঃ স্বাধীনতার আধার পল্লীসমাজ সকল ক্রমে তেজোহীন হইতে ছিল এবং উহার সংখ্যা উপযোগিতা প্রভাব [illegible] করিতেছিল। তথাপি এত [illegible] ইতিবৃত্তে যে সকল অভাব পাওয়া যায়, এবং বর্ত্তমানে যে সকল নিদর্শন দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা পল্লীসমাজ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ লব্ধ হইতে [illegible] বলিতে হইবেক।

গ্রীক ও অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভারতে যে [illegible] স্বীকার করিয়াছেন, তাহা পল্লীসমাজ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ গ্রামের যে কখন [illegible] বিষয় সাধারণ তন্ত্র ছিল না, তাহা সকল সম্মত। অধিক কি দেশীয় কোন ভাষাতে তদ্বোধক এক [illegible] শব্দ লক্ষিত হয় না। পল্লীসমাজসম্বন্ধে [illegible] অপেক্ষা হইতে পারে, এমন অনুভবে [illegible] পল্লীসমাজ শব্দটী সর্ব্বাংশে [illegible] নিমিত্ত নবনির্ম্মিত হইলেও [illegible] বর্ত্তমানে প্রচলিত থাকাতে [illegible] ও বাহ্য প্রমাণ দ্বারা উহার [illegible] হইতেছে। পরন্তু মুখ, মুখ [illegible] পল্লীসমাজ [illegible] গ্রামণি গ্রামকূট [illegible] শব্দ ছয় মণ্ডল [illegible] বিষয়ে বর্ত্তমানে কেবল কোন [illegible] কোন ঘনিষ্ঠ চলিত মাত্র, এমন নয়, [illegible] তন্ত্র শাসন প্রণালীর একটিও সম্বন্ধ [illegible] করিতে পারে এমন পদ [illegible] পাওয়া যায় না। [illegible] [illegible] যে সমস্ত [illegible] [illegible] পল্লীসমাজে [illegible] [illegible] [illegible]

পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে এক প্রকার পল্লীসমাজ প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহা। আর একটি বিদেশীয়, তাক্তার হুকর সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা পাঠকের সুবিধার্থ তাঁহার পুস্তক হইতে কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

"গ্রামের শাসনপ্রণালী পরিজনতন্ত্রের প্রতিরূপ। প্রত্যেক পল্লীর এক একজন স্থাপয়িতা আছেন। তাঁহাকে মণ্ডি বলে। তিনি দেবতার ন্যায় পূজ্য এবং তাঁহার আধিপত্য পুত্র পৌত্রক্রমে অধস্তন হইয়া থাকে। গ্রামের অধিপতিকে সম্বোধন করিলে, তিনি পুরুষানুক্রমিক শাসন কর্ত্তা বিবেচনে প্রধান প্রধান বিষয়ে একাকীই কার্য্য চালাইয়া থাকেন। সমবেত বা অন্য সকলের সহিত সরকারী পরামর্শ করিতে কদাচিৎ সময় হয়। তাঁহারা আপনাদের ক্ষমতার অধিকারচ্যুত হওয়ার ভয় করেন না। যদি কোন পথিক বিদেশ হইতে গ্রামপতিকে জানান তিনি ভুক্তন না দিতে চাহেন, যান পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতে বস্তুতে পথিকের প্রয়োজন, তবে সমস্ত আসিয়া হাজির হয়। সাঁওতাল বালক বালিকাগণের মধ্যেও এইরূপ এক জন মণ্ডি ও পরামাণিক আছে। যত দিন পর্য্যন্ত না বিবাহ হয়, তাহাদিগকে নিজ নিজ মণ্ডি ও পরামাণিকের তত্ত্বাবধানের মধ্যে থাকিতে হয়। পল্লীর কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে চৌকিদার একজন, কিন্তু যথার্থ সাঁওতালগণের মধ্যে অপরাধের সংখ্যা অতি কম।"

সাঁওতালেরা বঙ্গদেশের নিকটবর্ত্তী। তাহাদের মধ্যে পল্লীসমাজের প্রতিরূপ যে বঙ্গসমাজ হইতে পতিত হইয়াছে, এরূপ কল্পনা করা অসঙ্গত নয়।

আমরা এই স্থলে একটি আপত্তির উল্লেখ করিতেছি। আপত্তিটি এই—বঙ্গদেশে মণ্ডল উপাধি ও [illegible] প্রভৃতি নীচজাতীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত। ব্রাহ্মণ, [illegible] কুলীন ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ [illegible] ইহা দেখিয়া অসভ্য জাতির [illegible] বলিয়া বোধ হয়, তাহা আমরা [illegible] সাঁওতালদিগের মধ্যে [illegible] ইহা দেখিয়া সাঁওতালদিগের [illegible] সম্বন্ধের [illegible] ইহা [illegible] সাঁওতালদিগের মধ্যে দুই [illegible]

হইত এবং পল্লীসমাজের প্রকৃত আকৃতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও মণ্ডলের পদ ও উপাধি নিম্নস্তর নীচ মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিত।

পরন্তু ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়া দেন যে, দাক্ষিণাত্যবাসীরা আর্য্যজাতিভুক্ত নহেন; তাঁহারা এদেশের আদিমবাসীদিগের মধ্যে সভ্য ও উন্নত। কারণ তাঁহাদের ভাষার প্রকৃতি সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহা হইলে পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা, দাক্ষিণাত্যে পল্লীসমাজ প্রণালী অধিক প্রচলিত হওয়া উচিত ছিল। আর যদি সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম অসভ্য জাতি দাক্ষিণাত্যবাসী হইতে পৃথক জাতীয় বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও এরূপ বিবেচনা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে যে, উত্তরাঞ্চলস্থিত আর্য্য ঔপনিবেশিক অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যবাসীর সহিত আদিম জাতির অনেক অধিক কাল হইতে একত্র বাস ও সংসর্গ হইয়া ছিল। অতএব এ কল্পনাতেও উত্তরাঞ্চল অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যে অধিক পরিমাণে পল্লীসমাজ প্রণালী প্রচলিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা না হইয়া বিপরীতই ঘটিয়াছে। পুনশ্চ পল্লীসমাজের যেরূপ প্রকৃতি ও অবয়ব সংস্থান ভারতের উহা ঔপনিবেশিক ও অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতির মধ্যেই প্রথম প্রচলিত হইবার যোগ্য। সমুদয় আর্য্যজাতির ইতিহাসেও এই কথা বলিয়া দিতেছে। ইত্যাদি কারণে আমরা বিবেচনা করি যে, পল্লীসমাজ প্রণালী আর্য্য ঔপনিবেশিক দিগেরই স্বকপোলকল্পিত, আদিম অসভ্য জাতির নহে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে বঙ্গদেশে কেবল নীচ জাতীয়দের মধ্যে মণ্ডল পদ ও উপাধি নিবদ্ধ হইল কেন? আমরা এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হইতেছি না, কেবল তদুপযোগী দুই একটী আভাস দেওয়া মাত্র। আর্য্যজাতির তাহাতে প্রথম উপনিবেশের সহিত তুলনা করিলে বঙ্গদেশে যাঁহাদের নিবাস নিতান্ত আধুনিক বোধ হয়। দেশে নিবাসের পূর্ব্বভাগ সমাজে কোনও উচ্চ স্থান পাওয়া যায় না। মনুসংহিতাতে যেরূপ লিখিত আছে, তাহাতে বঙ্গদেশে আর্য্যগণ শূদ্রের অনুপযোগী হইতে পারে। কিন্তু তাহার কোন বিশেষ উল্লেখ নাই। মহাভারতের সভা পর্ব্বে বঙ্গের নাম দেখা আছে। কিন্তু তৎকালে এ দেশের কোন বলবিক্রম ছিল বোধ হয় না। যাহা হউক বঙ্গদেশ ক্রমে ক্রমে পাণ্ডবদিগের নিকট বলীভূত ও রাজসূয় যজ্ঞে সব প্রদানে সম্মত হইত না। বিক্রমাদিত্যের সময়ে এ দেশের কোন গৌরব ছিল না। কালিদাস কেবল এইমাত্র বর্ণন করিয়াই পর্য্যাপ্ত বোধ করিলেন, যে রঘুরাজ বলদ্বারা বঙ্গীয়দিগকে উৎখাত করিয়া চলিয়া গেলেন। অধিক কি পঞ্চম ও সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন দেশীয় পর্য্যটকদিগের নিকট ও এপ্রদেশের তাদৃশ সমৃদ্ধি প্রকাশ পায় নাই।

অতএব আমরা বিবেচনা করি যে, বঙ্গদেশে আর্য্য উপনিবেশ অতি আধুনিক। এমন কি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গতী মহা, কর্ণাট, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের উক্ত ঘটনা অপেক্ষাও আধুনিক। কারণ, প্রাচীন সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের সহিত এপ্রদেশের কোন সম্পর্ক ছিল না এবং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ও অন্য কোন পৌরাণিক ঘটনা যের কোন সংস্রব দৃষ্ট হয় না। যৎকালে বঙ্গ দেশে প্রকৃত প্রস্তাবে আর্য্য উপনিবেশ হইয়াছিল, তখন পল্লীসমাজ প্রণালীর এমনি হীন অবস্থা, যে উহা দেশান্তরে প্রচলিত হইবার উপযুক্ত ছিল না। সুতরাং বঙ্গদেশীয় আর্য্য ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে ইহা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তবে আমরা একথা বলিতেছি না যে, তৎপূর্ব্ব কাল হইতে এপ্রদেশের সহিত আর্য্য জাতির কোন সংস্রব ছিল না। প্রত্যুত আমাদের বোধ হয় মহাভারতের পূর্ব্বকাল হইতে বঙ্গদেশ আর্য্যজাতির অধিকারভুক্ত ছিল, এবং মনুর সময়েও তাঁহাদের ইহার সহিত পরিচয় ছিল। তবে কদর্য্য জাবিড়াদি ও অন্যান্য স্থানীয় অসুবিধা বশতঃ পূর্ব্বে প্রকৃত প্রস্তাবে এদেশে তাঁহাদের নিবাস হয় নাই।

মুসলমানদের ইতিহাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পাঠান ও মোগলকর্ম্মচারিগণ সহজে এদেশে আসিতে চাহিতেন না। যেমন আধুনিক সাহেবিরিয়ায়, তেমনি মধ্যকালের বঙ্গদেশে যাহারা দুষ্কর্ম্মপরায়ণ বা সম্রাটের বিরাগভাজন, তাহারাই নির্ব্বাসন দণ্ডের ন্যায় রাজকর্ম্মচারী হইয়া প্রথমে প্রেরিত হইতেন। এই সকল কারণে আমরা বিবেচনা করি প্রথমতঃ এদেশে আর্য্য উপনিবেশ অনেক আধুনিক। দ্বিতীয়তঃ প্রাচীনকাল হইতে আর্য্যজাতির সংস্রব থাকাতে এদেশীয় আদিম অসভ্য জাতির মধ্যে পল্লীসমাজ প্রণালীর একপ্রকার সকল প্রবর্ত্তিত হয়। তাহাদেই কেবল কৈবর্ত্ত, গোপ প্রভৃতি নীচ জাতীয়দিগের মধ্যে মণ্ডল পদ ও উপাধি নিবদ্ধ দেখা যায়, দ্বিজাতির মধ্যে দেখা যায় না।

ইউরোপীয় ইতিহাসলেখকেরা যে সকল স্থানকে সাধারণতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু যাহা বাস্তবিক এক একটী পল্লীসমাজ, বৈশালী তাহাদের, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, এত

প্রাচীন যে শাক্যসিংহের সময়ে বৈশালীর অধিবাসিগণের প্রভূত ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য ছিল এরূপ আভাস পাওয়া যায়। বৈশালী—অযোধ্যা, বিদেহ ও মগধের মধ্যবর্ত্তী। উক্ত পল্লীসমাজ সম্বন্ধে এই গল্পটি চলিত আছে "বিদেহের রাজমন্ত্রী যশু কোন কারণে স্বদেশ ছাড়িয়া বৈশালীতে আসিয়া বসতি করেন। তিনি প্রথমে তত্রত্য অধিবাসি সভার সহিত কোন সংস্রব রাখিতে সম্মত হন নাই; কিন্তু পরে সাধারণের কর্ম্মাধ্যক্ষ (মণ্ডল) নিযুক্ত হইয়া সমাজের মহৎ হিতসাধন করিয়া ছিলেন। যশুর মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয়পুত্র তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজগৃহ নগরে উঠিয়া গেলেন।" পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান বৈশালীতে আগমন করেন, তখনও ইহার বিলক্ষণ সমৃদ্ধি ছিল। কিন্তু দুইশত বৎসরের মধ্যে উহার বড় হীন অবস্থা হয়। হিয়ুনসঙ্গ বলিতেছেন 'বৈশালীর প্রধান নগরের পরিধি ১২। ১৩ মাইল হইবেক, উহার সর্ব্বত্র ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। বৈশালীজনপদে অনেক বৌদ্ধকীর্ত্তিস্তম্ভ বিদ্যমান আছে, কিন্তু উহার অন্তঃপাতী ধর্ম্মশালা সকলের নিতান্ত ভগ্ন দশা কেবল তিন চারিটিতে লোকজন রহিয়াছে। তথায় অনেক বিধর্ম্মির সমাগম দেখিলাম বিশেষতঃ যাহারা উলঙ্গ সন্ন্যাসী তাহাদেরই অধিক।"

ইউরোপীয় সমাচার।

পারিস ২৪ এ ডিসেম্বর। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের পুত্র সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, গবর্ণমেণ্ট এইরূপ প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া পেজ নামক সংবাদ পত্রে লিখিত হয় এ জন্য উক্ত সংবাদ পত্র প্রচার দুই সপ্তাহের জন্য বন্ধ করা হইয়াছে।

বার্লিন ২৫ এ ডিসেম্বর। কাউণ্ট আমিসের প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে পব্লিক প্রসিকিউটার তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৮ এ ডিসেম্বর গত কল্য যখন গ্রেট ইষ্টার্ণএক্সপ্রেস ট্রেণ শিপটনে আসিতেছিল, হঠাৎ রেলমষ্ট হইয়া গাড়ি গুলি খালে পতিত হয়। ৩০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহাকোম্ব সাহেবের কয়লার খনিতে আগুন লাগিয়া ২০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

কণীয়া ব্রাসলসের মহাসভা সেণ্টপিটর্সবর্গে কফির জন্য সকল গবর্ণমেণ্টকে যে আহ্বান করেন তাঁহারা সকলেই তাহাতে সম্মত হইয়া ছেন, কেবল ইংলণ্ড আজিও এবিষয়ের কোন উত্তর দেন নাই।

শিপটনে যে রেলওয়ে দুর্ঘটনা হয় তাহাতে ৩১ জন হত এবং ৫০ জন আহত হয়।

গত কল্য উত্তর পশ্চিমের একখানি এক্সপ্রেস ট্রেণ এক খানি কয়লার গাড়ির সহিত ধাক্কা লাগিয়া একজন হত ও ২০ জন আহত হয়। উইগানে এইদুর্ঘটনা হইয়াছে।

৪ ঠা ডিসেম্বর কলিকাতা হইতে ব্রিণ্ডিসি হইয়া যে মেইল যায় উহা শনিবার লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৩ এ ডিসেম্বর। প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর টি ই কক্রফ্ট পূর্ণিয়ায় রহিলেন। ইনি শ্রীরামপুর বিভাগের ভার পাইলেন বলিয়া যে আজ্ঞা হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, বি গডফ্রে কিছুদিনের জন্য শ্রীরামপুর বিভাগের ভার পাইলেন।

ই, ডি লকউড প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে উন্নীত হইলেন।

টি, জে, সি গ্রাণ্ট দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে উন্নীত হইলেন।

জে, এফ কে ডেউইট তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

বেহারের ওয়ার্ড ষ্টেটের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর ডি, ই, পোর্টার ঐ পদে স্থায়ী হইলেন।

ই, ডবলিউ গ্রিবল প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

এ, সি ব্রেট দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মুন্সী মতিউল্লা উক্ত বিভাগে ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সি, এ, কেলি রঙ্গপুরে প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তরিণীচরণ মিত্র হাবড়ায় রহিলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী কালেক্টর বাবু যাদবচন্দ্র গোস্বামী একটী রাস্তার সংস্কার ও নির্ম্মাণার্থ ভূমি গ্রহণের জন্য ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, এ, রিকেট্‌স, মদীয়ার সদর ষ্টেশনে রহিলেন।

ত্রিহুতের প্রতিনিধি জজ জে, সি, গেডিস কিছুদিনের জন্য সারণের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

২৯ এ ডিসেম্বর। মৌলবী সাবর আবদুল্লা (যিনি বেহারের স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইয়াছেন) ভাগলপুরে বদলী হইলেন।

ভাগলপুরের স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর মৌলবী আলা হ বক্স পাটনায় বদলী হইলেন।

পাটনার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু সুধাসিন্ধু ত্রিহুতে বদলী হইলেন।

পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে এজেন্সি বোর্ডের অন্যতর সভ্য সিবিল ষ্টিফেন্সন সাহেব কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধায়ক ১৮৭০ অব্দের ৫ আইন (বি, সি) অনুসারে একজন কমিশনর হইলেন।

হরল টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটরি।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন

২৮ এ ডিসেম্বর। নিম্নলিখিত আফিসরেরা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ফরিদপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, নিউজেন্ট।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভুবনমোহন দাস।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এ কেলি, ত্রিপুরার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, ম্যাকন, এবং বাকুড়ার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডি, ডব্লিউ এম ষ্টেক্কো সাহেব প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং ফৌজদারী ৮৬ ধারার ৪র্থ খণ্ডে লিখিত অপরাধ সকলের সবাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

হরল টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটরি।

শস্যের মূল্য।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকায় নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম চাউল	সামান্য চাউল	ছোলা	যব
	সের	সের	সের	সের
বর্দ্ধমান	।৭।	।৮॥	।৩	।৪
বাকুড়া	।২॥	।৮	।৪	।৮
বীরভূম	।০॥	॥০	।২	।৫
হুগলী	৮॥ ৯	।৪- ৫॥	।০	।৩।-॥১
হাবড়া	।০	।৩	।৩৶	
কলিকাতা	৵৯	।৩	।৩	।৮
২৪ পরগণা	৫৪৶	।৩'৵	।৩'৵	।৪
নদীয়া	।৪।	।৬	।৪।	
যশোহর	।২	।৮।	।২	
মুরশিদাবাদ	।১৪	।৭-।৯	।৫॥	।৪-॥৩
দিনাজপুর	॥১	৸০	।২॥	।২।
মালদহ	॥২	॥৫-৸০	।৮	॥০
রাজশাহী	৮-।৮৸	॥৪৸	।৪।-।৫	।২
রঙ্গপুর	৵৭৶	॥২॥	।২৸১০	
বগুড়া	৵৮।	৸০	।১।	
পাবনা	৵৮	।৮৸	।৩॥	
রাজসাহি	৵৪॥	।৩	৵৮	৵৫
জলপাইগুড়ি	॥০	৸৯৶	।০	
ঢাকা	।৩	॥০	।৩	।৮
ফরিদপুর	৵৮	॥০	।২॥	
বাখরগঞ্জ	।৩	॥০		
ময়মনসিংহ	।১	॥২॥	।২	
চট্টগ্রাম	।২	॥০	৵৯॥	
নওয়াখালী	।৪	॥১		
ত্রিপুরা	৵৯॥	॥৫	।০॥৶	
চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ	।০॥	।১ ৵		
ত্রিপুরা পর্ব্বত	।৭ ৶	।০	৵৮	
পাটনা	।৪	॥৪	।৯	
গয়া	।১	॥৶৪	।৮	।৯॥
শাহাবাদ	।২৸	।৭॥ ৯	।৭।৯	॥০।
ত্রিহুত	।০	॥৪	৵৫	।৩
সারণ	৶৯	॥৬	।৭	॥৫
চম্পারণ	৵৮	॥৬	।৪॥	।৫-॥৬
মুঙ্গের	।৮'৵	॥২।৵	।৭॥	॥২।৵
ভাগলপুর	॥২॥৶	॥৫।	।৭॥৶	॥০৶
পূর্ণিয়া	॥৩	॥৮	।৩	
সাওতাল পরগণা।	।২	॥০	।৪	
পুরী	।৭৵	॥৭॥৵	।৪॥৶	
বালেশ্বর	।৩	॥৩	।১	
হাজারীবাগ	৵৯	।৭-॥৪	।২	।৩
লোহারডগা	॥০	॥৭	৵৯২	
সিংহভূম	।২	॥৮	।১	
মানভূম	।৫	॥৪	।১	।৩-॥০

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ২৫ এ ডিসেম্বর।

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
ভাগীরথী।		
	ফীট	ইঞ্চ
চৌয়াশির নীচে	৩	
মুরপুর ৩ মাইলের মধ্যে	২	৯
তথা হইতে জলিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	২	৩
জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৩ মাইলের মধ্যে	২	৯
মাথা ভাঙ্গা।		
গঙ্গার মোহানা		৩
আগারপাড়া	১	২
তথা হইতে হাটবোলিয়া	১	৩
তথা হইতে কট ১ মৎ	৮	৩
তথা হইতে ঘোলমারি	২	৪
তথা হইতে আলিকদর	২	৩
তথা হইতে কুকনঞ্জ	২	৩

সন ১৮৭৪ সালের ২৮ এ ডিসেম্বর বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	৩	৪

বহরমপুর ১৮ এ ডিসেম্বর ১৮৭৪ } ই, এইচ উইক্স সি, ই, এক্সিকিউটিবইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ রায়—অর্জ্জলপুর ৫৪০

* * যোগেন্দ্রচন্দ্র সেন—দিনাজপুর ১০

* * তারিণীপ্রসাদ রায়—দিনাজপুর ৫ ৩

* * রাজনারায়ণ ঘোষ—রোসড়া ৫৪০

শ্রীমতী রাণী হরসুন্দরী—কলিকাতা ৫৪০

হুরসীতাবাদ ডিবেটিংক্লব ৫ ৩

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৪০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫৪০ টাকা। ছয় মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

প্রঃ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাদড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

* ইহারা বিস্মৃতি ক্রমে ৪০ করিয়া পাঠান নাই।

রেজিষ্টরি করা।
৭৫ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৮ শ ভাগ। ৯ সংখ্যা।

" প্রবক্ষ্যন্তা প্রকৃতিনিধিলায় পার্থিবঃ সন্ত্বজ্ঞানী ঋষিমথনী ন ক্ষীয়সা। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা
সন ১২৮১। ২৮ এ পৌষ। ইং ১৮৭৫। ১১ ই জানুয়ারি।
মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

পঞ্চত্বারিংশ সাংবৎসরিক
ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ ই মাঘ শনিবার পঞ্চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১ লা মাঘ অবধি ১০ ই মাঘ পর্য্যন্ত প্রতি দিবস সন্ধ্যা ৬॥ ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা ও সঙ্গীত সহকারে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

১১ ই মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

জেলা ২৪ পরগণার জুরির তালিকা সংশোধিত হইয়া পুনঃ প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার প্রতিলিপি নিম্নলিখিত স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে—

জজ আদালত আলিপুর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের আফিষ আলিপুর খিদিরপুর পুলিষ ষ্টেষণ শিয়ালদহের মাজিষ্ট্রেটের কাছারি বরাহনগর পুলিষ ষ্টেষণ।

উক্ত তালিকা সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি উপস্থিত হইবে শ্রীযুক্ত সেসন জজ ও কালেক্টর সাহেব বাহাদুর আগামী ১৫ ই জানুয়ারি শুক্রবার দিবা দুই প্রহর হইতে দুই প্রহর তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত আলিপুরের সেসন আদালতে তাহার মীমাংসা করিবেন।

এলেক্‌জাণ্ডার এফ, ম্যালিন সাহেব
২৪ পরগণার সেসিয়ন জজ।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কৃত প্রাক্‌টীস অব মেডিসীন—

প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।৵ একত্রে লইলে ১৮ ডাকমাসুল ১৵ মাত্র। এনাটমি প্রথম খণ্ড ২ ডাক মাসুল ।৵০ মাতৃশিক্ষা ২ ডাক মাসুল ।০, এতদ্ভিন্ন আমার নিকট প্রায় যাবতীয় বাঙ্গালা ডাক্তারি পুস্তক পাওয়া যায় আবশ্যক হইলে লিষ্ট পাঠান যাইবে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল ২৮৮ নং বাটী।

—:০:—

জিলা মুরসিদাবাদের কলেক্টরি ভুক্ত আমার জমিদারির অন্তর্গত দেবগ্রাম দিগরের ১৭০ নং কিসমত দেবগ্রাম, ১৯৪ নং কিসমত ভদ্রপুরদিগর, ৩৭৫ নং তরফ চরকা পাড়া ও নবাগ্রাম পত্তনি দেওয়া হইবেক যাঁহারা এ সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আমার সদর কাছারির নাএব শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বাগুচী ও মাজ কুমার মজুমদার সমীপে লিখিলে অবগত হইতে পারিবেন।

মুকামাহা ৭ ই পৌষ ১২৮১ } শ্রীহরিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী জমিদার আমাপাসহ ওমবরক।

এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি
মতে ওলাউঠা
চিকিৎসা।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞান দাইতেছে যে এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি মতে কর্পূরের আরোক বিশুচিকা রোগের মহৌষধ। এই মারাত্মক ব্যাধির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই ইহা বমন ও অতিসার অগৌণে নিশ্চিতই নিবারণ করে। অঙ্গ গ্রহ অর্থাৎ হাত পায়ে খিল ধরা নিবৃত্তি এবং হস্ত পদাদির উষ্ণতা পুনঃ প্রদান করে।

শিশির সহিত যে ব্যবস্থা পত্র আছে তদ্দ্বারা সকলেই বিনা উপদেশে চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

টিকিটে আমার নাম দেখিয়া লইবেন। প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা। ১০ টাকার অধিক লইলে শত করা কমিসন দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৭১ নং মাহেশ্বরী দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র সাহা কোম্পানির দোকানে এবং খোয়ালন্দে আমার নিকটে পাইবেন।

ডাক্তার শ্রী রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
পোষ্ট শিবাজগঞ্জ।

পত্র।

বহুমানাস্পদ
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু—
মহাশয়।

আমি প্রথম সমুদের ওলাউঠা ব্যাধিতে যার পর নাই চেষ্টা করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল পাই নাই। তৎপরে আপনার কর্পূরের আরক দ্বারা প্রজাদিগকে সেই ভীষণ মারা-

থাকব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম নিবেদনমিতি।

১২৮১ ২ রা অগ্রহায়ণ। } শ্রীমহেশচন্দ্র ভাদুড়ী জমীদার— গোপালপুর।

—•:•—

ইণ্ডিনাভি ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত।

প্রায় ১ বৎসর হইল, এই উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহা হইতে ছাত্রগণ প্রতিবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। এই বিদ্যালয়ের বালক সংখ্যা প্রায় ২০০ এবং ইহার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক আনুকূল্য ৮০ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিদ্যালয়টীর নিজস্ব একটী গৃহ না থাকাতে অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে; এই অভাব মোচনার্থ চেষ্টা করা গিয়াছে, কিন্তু উদ্দেশটী সম্পন্ন হওয়া বহু ব্যয় সাধ্য। এই নিমিত্ত দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। এই শুভ কার্য্যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যিনি যাহা দান করিতে ইচ্ছা করেন নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অথবা সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

ইণ্ডিনাভি ইং সং বিদ্যালয় ২৪ এ ডিসেম্বর ১৮৭৪ } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদক।

—•:•—

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

—•••—

গর্ভিণী বান্ধব

নামক মহোষধ গর্ভিণীদিগের সকল অবস্থায় সুখদ অতএব অবশ্য সংগ্রহ।

এই মহৌষধ সুসেন সংহিতায় উক্ত এবং অন্যান্য শেষ আর্য্যগণ দ্বারা পরম্পরানুমোদিত। ইহা নিজ আশ্চর্য্য প্রভাবে গর্ভিণীর প্রাণসঙ্কটাবস্থাতেও সেবিত হইলে ৪ চারি প্রহর মধ্যে বেদনা ও রক্তস্রাবাদি শান্তি করিয়া প্রাণরক্ষা হয়। এ প্রদেশে ইহার অসাধারণ শক্তি বিদিত আছে।

এক বাক্সে ১ সপ্তাহ করিয়া ২ টী কৌটা থাকিবে। ১ টী উৎকট বেদনা ও রক্ত স্রাব নিবারক, দ্বিতীয়টী অব কাশ গ্রহণীশোথাদি নানোপদ্রব নিবারক।

এক বাক্সের মূল্য মায় ডাকমাশুল ৩০ মাত্র। এক প্রকারের ১ কৌটা লইলে ৩০ টাকা। ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র থাকিবে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী কবিরাজ।
সংস্কৃতঔষধালয়।
মন্মথচতুষ্টয়—বনারস।

—•••—

সুশ্রুত।

প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। কলিকাতা পটোলডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া প্রেসে অথবা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে পাওয়া যায়। প্রতিমাসে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি প্রতি খণ্ড ৶০ তিন আনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে ১ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল ১০ অষ্ট আনা দিতে হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—•••—

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৶০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৶০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাশুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। মাতলা বেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

২৮ এ পৌষ সোমবার।

আমরা কাবুলের যুদ্ধবিবাদের মীমাংসার নিমিত্ত ঐ রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তাহাতে একজন গ্রাহক তিনটী আপত্তি করিয়াছেন। প্রথম, রাজ্য বিভাগ হইলে রাজ্যের গৌরব থাকিবে না। দ্বিতীয়, দুই ভ্রাতার বিরোধ উপস্থিত হইবে। তৃতীয়, দুই জন অধিকারী হইলে দুই জনকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। ইহার উত্তর স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, চিরকালের নিমিত্ত রাজ্য বিভাগের ব্যবস্থা করিলেই রাজ্যের গৌরব হানি হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু চির কালের নিমিত্ত না করিয়া যদি উপস্থিত বিবাদের মীমাংসার নিমিত্ত বিভাগ ব্যবস্থা করা হয়, তাহাতে গৌরব হানির শঙ্কা কি? বিভাগের ব্যবস্থাকালে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারি নির্ণয় বিষয়টিও স্থির করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে দুটী মহৎ অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা। এক, কে উত্তরাধিকারী হইবে, এ বিবাদ থাকিবে না; দ্বিতীয়, কাবুলের রাজ্যাধিকার সম্বন্ধে যে ব্যবহারটি সন্ধেহগর্ভে নিহিত আছে, সে সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া একটী মীমাংসা হইয়া থাকিবে। মহাকবি মাঘের একটী মহার্থ বাক্য আছে "সর্ব্বঃ স্বার্থং সমীহতে।" সকলেই স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। আমীরের বিদ্যমান পুত্রদ্বয় আপন আপন স্বার্থলাভ হইলেই তুষ্ট হইবেন, পুত্রদিগের উত্তরাধিকারিত্ব নিমিত্ত ব্যস্ত হইবেন না।

দ্বিতীয়; উভয় ভ্রাতা রাজ্য বিভাগ করিয়া লইলে পরস্পর বিরোধ হইবার যে আশঙ্কা করা হইয়াছে, সেটী অলীক

বলিয়া আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিভাত হইতেছে। স্পার্টায় যুগপৎ দুই রাজার রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। পরস্পর নিয়মে বদ্ধ হইলে বিবাদের শঙ্কা কি? নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া বিবাদ করিবার যদি আশঙ্কা করা হয়, প্রতিবেশী রাজগণের সহিতও বিরোধের শঙ্কা আছে।

তৃতীয়, অনাস্তর অধিকারির ক্ষতি-গ্রস্ত হইবার যে আপত্তি করা হইয়াছে তাহাও সারবতী বলিয়া আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। বর্ত্তমানে যে ক্ষতি উপস্থিত, তাহার অপেক্ষা সে ক্ষতি কি অধিক? যে কোন সদুপায়ে শান্তি স্থাপন হয়, ইহাই কি ভাল নহে? যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, মুসলমানদিগের নামে অভিহিত, বাস্তবিক ! যিনি যে প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হন, তিনি সেখানে প্রায় স্বাধীন হইতেন। দিল্লীশ্বরের অধিক বাঙ্গলা দেশের নবাবেরা প্রায়ই ব্যবহার করিতেন। দিল্লীশ্বরকে দিতেন না। যাকুব খাঁ হিরাটের কর্ত্তা, আমীরের অধীন, কিন্তু পারস্যরাজকে হিরাট বিক্রয় করিয়াছেন বলিয়া যেরূপ জন প্রবাদ পাওয়া যায়, তাহাতে তিনি যে তাঁহার অধীন এমন বোধ হয় না।

দুর্ভিক্ষকালীন প্রত্যুদ্ধারার্থ অতিরিক্ত পাণ্ডুলেখ্য।

গবর্ণমেণ্ট ১২৮০ ও ৮১ সালে দুর্ভিক্ষ কালে প্রজাদিগের প্রাণ রক্ষার্থ যে ৭। ৮ লক্ষ টাকা ধার দিয়াছিলেন, সম্প্রতি অনাবৃষ্টি জন্য শস্যের অনুৎপত্তি জন্য সেই টাকা আদায় করিবার আবশ্যকতা দেখিয়া ব্যবস্থাপক সভায় আইন পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন। ১৮৬৮ অব্দের ৭ আইনের অনুসারে কালেক্টরের হস্তে সরাসরি ক্ষমতা অর্পণ করিয়া ঐ টাকা আদায় করা প্রস্তাব কর্ত্তার অভিপ্রেত। যাহাকে যে টাকা দেওয়া হইয়াছে, কালেক্টরের নিকটে তাহার হিসাব আছে। অতএব তিনিই আদায় করিবার উপযুক্ত পাত্র। যাহার টাকা দিবার সময় হইবে, কালেক্টর তাহা জানিতে পারিবেন এবং তাহাকে সংবাদ দিবেন। যদি তাহার কোন আপত্তি থাকে, কালেক্টর তাহার সংশোধন করিবেন। তাহার পর তাহাকে একটী মিয়াদ করিয়া দিবেন, সেই মিয়াদ মধ্যে টাকা দিতে হইবে। এ বিষয়ে কালেক্টরের বিচার দেওয়ানী আদালতের বিচারের তুল্য ফলোপধায়ী হইবে। দেওয়ানী আদালতের উপরে এ বিচারের ভার সমর্পণ করিলে প্রজার কষ্ট ও অনর্থক অর্থব্যয় হইবে।

কালেক্টরের উপরে এ বিষয়ের মীমাংসা করিবার ভার সমর্পণের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, এটী উত্তম হইয়াছে। যাঁহারা দেওয়ানী আদালতের কার্য্য প্রণালী অবগত আছেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ হৃদয়ে ইহার অনুমোদন করিবেন সন্দেহ নাই। তবে একটী কথা আছে। এবারও চাসা লোকেরা সম্বল হইতে পারিবে, এমন আকার দেখা যাইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট যাহাকে যাহা দিয়াছেন যদি এককালে সমুদায় আদায় করেন, সাহায্যদান করিয়া প্রজাদিগের যে উপকার করা হইয়াছে, তাহার চতুর্গুণ অপকার করা হইবে সন্দেহ নাই। গত বৎসর তাহারা যেরূপ বা অল্প বা অল্প করিয়াছে, এ বৎসরও তাহাদিগকে সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। অনেকেরা দিয়ন্তর মিত্র ক্রমে আদায় করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাই সুসঙ্গত হইতেছে।

সর জন বাউরিংএর বিলাত গমন ও আমাদিগের সংস্রব।

ধর্ম্মশব্দ ধৃ ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। ধৃ ধাতুর অর্থ স্থিতি। (ধৃঞ্চ স্থিতৌ) যাহা হইতে সমাজ স্থিতি হয়, সেই ধর্ম্ম। সমাজের অসামান্য ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরাই ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা। দেশ ও কালভেদে সমাজের অবস্থা ভেদ হইয়া থাকে, সুতরাং ধর্ম্মেরও রূপভেদ হয়। এক আর্য্য ধর্ম্ম এই ভারতবর্ষে কাল ও প্রদেশ ভেদে নানারূপ হইয়াছে। আমাদিগের আচার ব্যবহারাদি সামাজিক সমুদায় বিষয়ই ধর্ম্মানুস্যূত। এই আচার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। বাঙ্গলা দেশের সহিত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের সহিত নেপাল প্রভৃতির আচার ব্যবহারাদিগত বহু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। কালভেদে আবার উহার যে কত প্রভেদ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। এই ভারত বর্ষবাসী যে আর্য্যজাতি পূর্ব্বে স্বচ্ছন্দে সমুদ্র পথে নৌবাণিজ্য, ভ্রমণ ও সমুদ্র দিয়া দেশান্তরে গমন করিয়াছে, সেই জাতির এক্ষণে আর সমুদ্রগমন অনুমত ও বৈধ নয়। কলির প্রথমে কয়েকজন মহাত্মা সমুদ্র যাত্রা স্বীকার ও কমণ্ডলু ধারণাদির প্রতি বেধ করিয়াছেন। বোধ হয়, বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাবকালেই আর্য্যধর্ম্মের উদারভাব বিলুপ্ত ও সঙ্কীর্ণভাব উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। অনুমান হইতেছে, তদানীন্তন আর্য্যেরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংসর্গে আর্য্য ধর্ম্ম পাছে বিকৃত হইয়া উঠে এই শঙ্কায় অধিক অধিক আঁটা আঁটি করিতে গিয়া উহাকে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন।

ধর্ম্ম আবার যখন মানুষের রুচি ও স্বার্থের বিরোধী হয়, তখন স্থিরপদ হইয়া থাকিতে পারে না. এক্ষণকার লোকের রুচি ও স্বার্থ অন্য প্রকার হইয়াছে। ধর্ম্ম আর তাহার প্রতিরোধে সমর্থ হইতেছে না, প্রতিরোধ করিতে গিয়া আপনিই হীনবল হইয়া পড়িতেছে। অনেকের ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মিয়াছে, সেই আর্য্য

ধর্ম্মকে এক্ষণকার রুচি ও স্বার্থের অনুগত করিয়া লন। এই কারণে নানা প্রকার নূতন নূতন ব্যবস্থা ও শাস্ত্রীয় বচনের নূতন নূতন ব্যাখ্যা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এ চেষ্টার অপেক্ষা সর জর্জ বারোচ্রের চেষ্টা সমধিক ফলোপধায়িনী বলিয়া অনুমিত হইতেছে। মন্ত্রিরাজ সপরিবারে বিলাতে চলিতেছেন, আরো এক বার গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে হিন্দু, সেই হিন্দু আছেন এবং এ যাত্রায় বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া যে হিন্দু ছিলেন সেই হিন্দুই থাকিবেন। বড় লোকের দৃষ্টান্তের অতিশয় মোহিনী শক্তি আছে। বড় লোক হইতেই ধর্ম্মের সৃষ্টি এবং বড় লোক হইতেই ধর্ম্মের পরিবর্ত্ত হয়। বড় লোকে প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধ কোন কাজ করিলে অন্য কেহ তাহার অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হয় না। শেষে সেই বড় লোকের কৃত ব্যবহার দেশাচার হইয়া উঠে। আমাদিগের দেশের বড় মানুষেরা যদি সর জর্জ বারোচ্রের ন্যায় সাহসী হইয়া সেই প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনে উদ্যোগবান্ হন, অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। কি আক্ষেপের বিষয় যে আমরা নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে এদেশের বড় মানুষদিগের বিপরীত গতি দেখিতে পাই যাহাতে দেশের উন্নতি ও অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা আছে, ইহাঁদিগের সে দিকে গতি নাই, যাহাতে দেশের অধোগতি হয়, সেই দিকেই গতি। এরূপ চমৎকার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, যদি কেহ সেই প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মের পুনরুজ্জীবন চেষ্টা পান, অনেকে তাহার প্রতিবাদী হইয়া থাকেন। দয়ানন্দ সরস্বতী এই চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহার প্রশংসা ও সাহায্য করা দূর থাকুক, কাশীতে পাগল বলিয়া তাঁহার গায়ে ধূলি কাদা দেওয়া হইয়াছিল।

ব্যায়াম কৌশল দর্শন।

লেপ্টনন্ট গবর্ণর বাহাদুর গত বৃহস্পতিবার বেলবিডিয়রে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের বালকগণের ব্যায়াম কৌশল দর্শন করিয়াছেন। এ সকল বিষয়ে রাজপুরুষেরা যে উৎসাহ দান করেন এটি আমাদিগের অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়। বঙ্গবাসিদিগকে ব্যায়াম অস্ত্র ও শিল্পাদি বিষয়ে শিক্ষাদান একান্ত আবশ্যক। এখানে এ সকল বিষয়ের শিক্ষার নিতান্ত অসঙ্গতি আছে। বাঙ্গালিরা ক্ষীণদেহ ও দুর্ব্বল। শরীরে বল না থাকিলে উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রভৃতি সকলই হীন প্রভ হয়, সেই বলবিধানের একমাত্র উপায় ব্যায়ামচর্চ্চা।

আমরা দুঃখিত হইলাম, লেপ্টনন্ট গবর্ণর সাধারণের এ বিষয়ে উৎসাহদানে বৈমুখ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্র ভিন্ন অন্যকে ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শনের অনুমতি দেন নাই। বাবু নবগোপাল মিত্র এ বিষয়ের প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এতৎসংক্রান্ত একটী বিদ্যালয় আছে। তথায় অনেকে শিক্ষিত হইয়া অন্য অন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করিতেছেন। নবগোপাল বাবু ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেও বেলবিডিয়রে ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শনস্থলে উপনীত করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু লেপ্টনন্ট গবর্ণর তাহাতে সম্মত হন নাই। এ অসম্মতির কারণটী তাঁহার ব্যক্ত করিয়া বলা উচিত ছিল। না বলাতে সকলেরই যার পর নাই মনঃক্ষোভ জন্মিয়াছে। ব্যায়াম চর্চ্চা বিষয়ে যাঁহাদিগের অনুরাগ আছে, তাঁহারাও ভগ্নোৎসাহ হইয়াছেন। সর রিচার্ড টেম্পলের এ ব্যবহারটী গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত শিক্ষাসংক্রান্ত নীতির বিরুদ্ধ হইতেছে। সাধারণে আপন আপন শিক্ষার ভার আপনারা গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট সর সর হন, গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিষয়ে এই মূল যুক্তি।

এস্থলে আমাদিগের আর একটী দুঃখ জ্ঞাপন কর্ত্তব্য। রাজপুরুষেরা যে অভিপ্রায়ে যে কাজ করেন, সকল সময়ে তাহা ব্যক্ত করেন না। বোধ হয় তাহা ব্যক্ত করা তাঁহারা অপমানের বিষয় বলিয়া বোধ করেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় কারণ প্রদর্শন অপমানের বিষয় নয়। প্রত্যুত, তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। প্রার্থনাকারিরা তাহা জানিতে পারিলে স্ব স্ব দোষ সংশোধন করিতে পারেন। পক্ষান্তরে, কারণটী ব্যক্ত করিয়া না বলিলে বহুল অনর্থ হয়। সেই বিষয় লইয়া নানা জন নানা প্রকার কুতর্ক উপস্থিত করেন। তবে যে বিষয়ের প্রকাশে কার্য্য হানি হইবার সম্ভাবনা আছে, আমরা তাহা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছি না। যাহার প্রকাশে কার্য্যের হানি নাই, তাহা প্রকাশ করিয়া দিলে লোকে গবর্ণমেণ্টের সদভিপ্রায় বোধে সমর্থ হয় এবং তত্তদ্বোধের গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত হইতে থাকে।

লক্ষীকান্তের স্বামী ও মলয়রাও।

বোম্বাই গেজেট বরদা হইতে তার যোগে সংবাদ পাইয়াছেন, লক্ষ্মী বাইর স্বামী গুইকুমারের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিবার জন্য সর লুইস পেলির নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করেন। গুইকুমার অন্যায় পূর্ব্বক তাহার স্ত্রীকে আটক করিয়া রাখিয়াছেন, এই তাহার অভিযোগের কারণ। পেলি সাহেব বলিয়াছেন, গুইকুমারের সাংসারিক বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন না।

পেলিসাহেবের এ উত্তর দানটী সুসঙ্গত হয় নাই। কি সাংসারিক বিষয়

কি সামাজিক বিষয় কি রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়, সকল বিষয়েই বরদার গুইকুমারের স্বাধীনতা আছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যখন তাঁহাকে মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিজের রাজকার্য্যাদি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের তাঁহার নিজের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। তবে যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াও সকলের অনুরাগ ভাজন হইতেছেন, তাহার কারণ এই, তাঁহারা গুইকুমারের অত্যাচার নিবারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অত্যাচার নিবারণ যখন উদ্দেশ্য হইল, তখন তাঁহার যত প্রকার অত্যাচার আছে, সে সমুদায়ের নিবারণ চেষ্টা পাওয়াই বিধেয়। আমাদিগের বিবেচনায় রাজার প্রজা স্ত্রী হরণের তুল্য অত্যাচার আর নাই। গুইকুমার অত্যাচারী, ইহ যদি প্রমাণ করিতে হয়, লক্ষ্মীবাইকে তাঁহার পাণিগ্রহীতার ক্রোড় হইতে যে হরণ করিয়া আনিয়াছেন, তাহার তুল্য নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ আর নাই। "বন্ধুজনস্য মূলং হি মহৎ দৈব তদোঃ স্ত্রিয়ঃ।" স্ত্রীই বন্ধুজনের মহৎ মূল। স্ত্রীঘটিত বিরোধের ন্যায় প্রবল বিরোধ আর নাই। ভুবন বিজয়ী রাবণ এই বিরোধেই উৎসন্ন গিয়াছে ট্রয় বিনষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ বাদীপক্ষে এতাদৃশ দোষের। অন্যে এ অত্যাচার করিলে রাজার নিকটে তাহার প্রতীকার হয়। কিন্তু রাজা যদি স্বয়ং এই দোষে দোষী হন, প্রজারা কাহার নিকট প্রতীকারের প্রার্থনা করিবে?

পোলিটিকাল এজেণ্টের অভিপ্রায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টেরও অভিপ্রায়ের বিরোধী হইতেছে। লক্ষ্মীবাইয়ের গর্ভজাত সন্তানকে মাহের রাওর উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রমাণ করা হইবে কি না প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট এই বিবেচনা করিতেছেন। যদি গুইকুমারের সাংসারিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা না হয়, এ বিবেচনা করিবার কারণ কি? এক লক্ষ্মীবাইকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করাতে শাস্ত্র যুক্তি আইন ধর্ম্ম ভদ্রতা ও সামাজিক নিয়ম এ সমুদায়ের মস্তকে পদাঘাত করা হইয়াছে। যাঁহারা মুনি বচনের নূতন নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেছেন, তাঁহারা যদি সহস্র বৎসর অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করেন, গুইকুমারের পরস্ত্রী গ্রহণের শাস্ত্রীয়তা বিধায়ক একটী বচনেরও আবিষ্ক্রিয়ায় সমর্থ হইবেন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট শাস্ত্র যুক্তি সামাজিক ব্যবহার বিরুদ্ধ সংযোগ জাত সন্তানকে কিরূপে গুইকুমারের উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিবেন আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই উপস্থিত হইতেছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যখন গুইকুমারের অত্যাচার নিবারণে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন, তখন তাঁহার সর্ব্ব প্রকার অত্যাচার নিবারণে যত্নবান হওয়াই উচিত। তবে আমরা একথা বলি না যে প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট গুইকুমারের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া তাঁহার অবমাননা করেন। গবর্ণমেণ্ট গুইকুমারকে বলুন তিনি লক্ষ্মীবাইকে পরিত্যাগ করুন, তাহা হইলেই তাঁহার চৈতন্য হইবে। তিনি আর পুনরায় এরূপ কুকার্য্যে যাইবেন না।

ওলাউঠের এক ঔষধ।

বোম্বাইর বণিক সম্প্রদায় তুল জাত দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী শুল্ক রহিত করিতেছেন। উহাতে গবর্ণমেণ্টের যে আয় ক্ষতি হইবে, তাহার পূরণার্থ এই প্রস্তাব করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট মিত ব্যয়িতা অবলম্বন করুন, আপাততঃ পূর্ত্ত কার্য্যের ব্যয় সংক্ষেপ করুন এবং তমাক আবকারির অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া তাহাতে কর করুন এবং তাহা এক চেটিয়া করিয়া স্বহস্তে লউন।

মাঞ্চষ্টরের কল্যাণে এদেশে বস্ত্র যেরূপ সুলভ হইয়াছে, এরূপ সুলভ হইবে, ইহা এদেশের লোকের স্বপ্নের অগোচর। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যদি এ সময়ে জীবিত থাকিতেন, তাঁহারা দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন সন্দেহ নাই। কাপড় এত সস্তা হইয়াছে, তথাপি বণিকগণ তুষ্ট নহেন; আমদানী রপ্তানী শুল্ক রহিত করিয়া আরো সস্তা করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। এ চেষ্টাটী যদি তাঁহাদিগের নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তির ফল হইত, তাঁহারা ভারতবর্ষের শত সহস্র ধন্যবাদের আস্পদ হইতেন সন্দেহ নাই। এক দুর্ব্বার স্বার্থপরতা এ চেষ্টাকে বলীয়ান করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতেই তাঁহাদিগের প্রশংসাগানে আমাদিগের রুচি জন্মিতেছে না। কি মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণ কি বোম্বাইর বণিকগণ কি অন্য স্থানের বণিক সম্প্রদায় এতদিন কাহারই এ চেষ্টা ছিল না; ভারতবর্ষে বস্ত্রের কল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, অমনি তাঁহাদিগের উপচিকীর্ষাবৃত্তি জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমদানী রপ্তানী শুল্ক রহিত হইলে গবর্ণমেণ্টের যে আয় ক্ষতি হইবে, তাহার পূরণার্থ বণিকগণ তমাকের উপরে কর গ্রহণ ও তমাক এক চেটিয়া করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা তাহা কোন ক্রমে প্রামর্শসিদ্ধ বলিতে পারি না। প্রথম, ইহা দ্বারা বণিকগণের স্বার্থসিদ্ধি সম্ভাবনা, কিন্তু ইহা দ্বারা দরিদ্র প্রজা জীবিকা নির্ব্বাহোপায় শ্রমজীবি দিগের ন্যায় সুযোগজ্ঞ নহে। তমাকই উহাদিগের এক মাত্র প্রমোদজনক বিলাস দ্রব্য, যদি

অধিবেশনের ন্যায় এক চেটিয়া করিয়া উঠাতে কর করা হয়, অনেককে অগত্যা তমাক পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং যাহারা কোনক্রমে অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিবে না, তাহাদিগকে তমাকের ব্যয় সংগ্রহার্থ অতিশয় কষ্ট পাইতে হইবে। বণিকগণের লাভার্থে না হইয়া যদি গবর্ণমেণ্টের বিপদুদ্ধারার্থ এ চেষ্টা হইত, তাহা হইলেও এ দরিদ্রপীড়ন কথঞ্চিৎ অনুমোদিত হইত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নিজের বিপৎ কালে যখন যে কর করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ সময়ে দরিদ্রদিগকে মুক্ত করিয়া কর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইনকম টাক্স দরিদ্রদিগকে স্পর্শ করে নাই। লবণের উপরও মূলনিষেধ কর গ্রহণে গবর্ণমেণ্ট অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বণিকসম্প্রদায় তমাকের উপরে কর গ্রহণের প্রস্তাব না করিয়া যদি দেশীয় সুরা গাঁজা চরস আফিম প্রভৃতির উপরে কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়া আমদানী হওয়ানী শুল্ক কাষ্টমের প্রস্তাব করিতেন, তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ে তাহার অনুমোদন করিতাম।

গবর্ণমেণ্টকে তমাক এক চেটিয়া করিবার যে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, সেটিও যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না। প্রথমতঃ, গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ বিধেয় হয় না। তাহাতে প্রজার সহিত উহাদের প্রীতির ন্যূনতা ঘটিয়া উঠে; বাণিজ্য বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ অর্থবিদ্যার ও বাণিজ্যশাস্ত্রেরও নিয়মবিরুদ্ধ। যে গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের দারুণ দুর্ভিক্ষ বিপদেও বাণিজ্য ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত হইয়াছেন, সেই গবর্ণমেণ্ট তমাকের এক চেটিয়া করিয়া প্রধান বণিক হইবেন, ইহাই বা কিরূপে সঙ্গত হয়? তাহা হইলে চাষী ও অন্যান্যের যে এক চেটিয়া মাল, ও তাহার পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা না থাকে, এমন সময়ে যাহার মূলন এক চেটিয়া? বোম্বাইর বণিক সম্প্রদায় এক সামান্য স্বার্থের অনুরোধে আমাদিগের গবর্ণমেণ্টকে মহাপাপপঙ্কে পাতিত করিতে উদ্যত হইলেন?

ডাক্তার জর্জ স্মিথ ও ভারতবর্ষ।

মেকলে মিল প্রভৃতি কয়েক জন গ্রন্থকার ভারতবর্ষের মহৎ অনিষ্ট সাধন করিয়া গিয়াছেন। ভারতবাসিদিগের সহিত তাঁহাদিগের অধিকক্ষণ ঘনিষ্ঠতা ও সবিশেষ পরিচয় হয় নাই। তাঁহারা কতকগুলি অসৎ লোকের চরিত্র দর্শন করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়া লন, ভারতবাসিরা সকলেই অসৎ। তাঁহাদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেক ইউরোপীয়ের ভারতবাসীদিগের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিয়া আছে। কিন্তু এদেশীয়দিগের সহিত যাঁহাদিগের সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়, যাঁহারা ইহাদিগের স্বভাব চরিত্র ও গুণের বিষয় জানিতে পারেন, তাঁহাদিগের বিদ্বেষ থাকে না। তাঁহারা ইহাদিগকে ভাল বাসিয়া থাকেন। সর উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক, উইলসন, কাউয়েল প্রভৃতি ইহার প্রমাণ স্থল। সম্প্রতি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ডাক্তর জর্জ স্মিথ এডিনবর্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও উহা সপ্রমাণ হইতেছে।

জর্জ স্মিথ বলেন "কুড়ি বৎসরকাল সর্ব্বপ্রকার লোকের সহিত আমার সবিশেষ পরিচয় হয়, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে আমি বাস করি, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন ও কদাচিৎ ইতস্ততঃ গমন করি, অতএব আমি বলিতে পারি, ভারতবর্ষীয়েরা ভাল বাসিবার যোগ্য।"

জর্জ স্মিথ এদেশীয়দিগের দারিদ্র্য সামাজিক অবস্থা, বাসপ্রণালী, পরিচ্ছদ জল বায়ু প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়েরই একেকক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন। দরিদ্র কৃষকদিগের প্রতি যে অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহারও উল্লেখে বিমুখ হন নাই। আমরা বরাবর সেই অত্যাচার প্রতীকারের যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছি, তিনিও সেই উপায়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। ভূমিতে কৃষকদিগের স্বামিত্ব প্রদান তাঁহার মতে সেই উপায়।

সম্প্রতি বঙ্গদেশে যে দুর্ভিক্ষ হইয়া গেল, তিনি তাহারও প্রসঙ্গে পরাঙ্মুখ হন নাই। এই প্রসঙ্গে আমরা তাঁহার একটী অসঙ্গত বাক্যের উপন্যাস দর্শন করিলাম। তিনি বলেন, সর জর্জ কাম্বেল দুর্ভিক্ষের বিষয় লাভ নর্থব্রুকের গোচর করিলেও তিনি প্রথমে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই, তাহাতে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। জর্জ স্মিথের এবংকারী আমাদিগের রুচিকর হইতেছে না। লাভ নর্থব্রুক যদি বিশ্বাস না করিলেন, তবে সংবাদ পাইবামাত্র সিমলা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন কেন? লার্ড নর্থব্রুকের স্বাভাবিক ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য আছে। তিনি বিপদ কালেও ব্যাকুল হন না। বিপদ সংবাদ শুনিয়াও তিনি অনাকুল চিত্তে পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলেন। তাহাতেই বোধ হয় জর্জ স্মিথের এই ভ্রম জন্মিয়াছে যে, তিনি বিপদ সংবাদ পাইয়াও প্রথমে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। আমাদিগের সংস্কার এই, সর জর্জ কাম্বেল যেরূপ ক্ষিপ্রকারী হইয়াছিলেন, তিনিও যদি সেইরূপ হইতেন, তাহা হইলে অধিকতর অনিষ্ট হইত সন্দেহ নাই। তিনি যে সর জর্জ কাম্বেলের অপেক্ষা অনেক উচ্চদরের রাজনীতিজ্ঞ, ইহার দ্বারা তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে। আর একটী বিষয় দ্বারাও লার্ড নর্থব্রুকের উচ্চতর

রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় হইয়াছে। সর জর্জ কাম্বেলের সহিত দেশশুদ্ধ লোকে চাউলের রপ্তানী বন্ধ করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বাণিজ্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অবিচলিত চিত্তে বরাবর কাজ করিয়াছেন, কৃতকার্যও হইয়াছেন। চাউলের রপ্তানী বন্ধ করিলেও চাউলের আমদানী করিতে হইত। তিনি এক আমদানীর দ্বারা সকল কাজ সিদ্ধ করিয়াছেন। জর্জ স্মিথ দুর্ভিক্ষের কারণ ও ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষের প্রতীকারের যে সমস্ত উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেগুলির উল্লেখে আমাদিগের ইচ্ছা নাই। নানা মুনির নানা মত।

আমাদিগের নূতন গ্রন্থকারদিগের নূতন বাঙ্গালা লেখা।

আমরা বঙ্গবিজেতার দোষ গুণ বিচার কালে কহিয়াছিলাম, উহার অনেক গুলি গুণ হইয়াছে বটে; কিন্তু গ্রন্থটী প্রকৃত বাঙ্গলা হয় নাই। এক ব্যক্তি এই লেখায় তৃপ্ত না হইয়া এক খানি দীর্ঘতর পত্র লিখিয়া আমাদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা পত্রখানি মাপিয়া দেখিলাম, এক হস্ত চারি আঙ্গুলি দীর্ঘ ছয় অঙ্গুলি প্রশস্ত। এতরূপ পত্রের চারি পৃষ্ঠ লিখিত হইয়াছে তথাচও লেখক কেন তৃপ্তিলাভ হয় নাই। জাহাজের জালি বোটের ন্যায় উহার সঙ্গে এক খানি ক্ষুদ্র পত্র সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। এত বড় পত্রের আদ্যোপান্ত সমুদায় অংশ যে কেবল সাধুবাদ বাক্য দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছে, তাহা সম্ভাবিত নহে। ইহাতে অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপন্যাস করা হইয়াছে, আমাদিগের নিজের প্রশংসা ও অনেকও নিম্ন আছে। আমরা সেগুলি পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত বিষয়ের উপযোগী অংশটীই গ্রহণ করিলাম।

মহাশয়! আপনার সংসম্পর্কে পত্র "বঙ্গবিজেতা" সম্বন্ধে সমস্তই প্রশংসা করিয়া ভাষা বিষয়ে প্রশংসা করেন নাই; তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই।

আপনি বলিয়াছেন সংস্কৃত না জানিলে বাঙ্গালা ভাল হইবে না। অতএব সংস্কৃত চর্চ্চা কর। কিন্তু মহাশয়! অনেক দিন হইতে এই উপদেশ দিতেছেন উহা পাঠ করিয়া আমরা চিন্তিত হইয়াছি: আমাদের সন্তানগণকে যেন আমরা তাহা পড়াইব। আমাদের গতি কি হইবে? ইংরাজ আমাদের মহারাজা হওয়ায় তাঁহাদের ভাবে খাটিয়া খাইবার অস্ত্রের স্বরূপ আমাদের অভিভাবকেরা আমাদিগকে কেরাণীগিরি করিবার যোগ্য ইংরাজি শিখাইয়াছেন সেই অস্ত্রের সেবা হেই আমরা সংস্কৃত পড়িতে কাল কাটাইব? এখন আমাদের কি দশা হইবে? তবে ত আমরা বঙ্গদেশে আসিয়া বোবা হইয়া রহিলাম। ১০ বৎসর নিয়ত পরিশ্রম না করিলে সংস্কৃতের নিকট শিক্ষা পাইবার সম্ভাবনা নাই। এই ১০ বৎসরই যদি আমাদের পূর্ব্বাবধি থাকিবার সীমা হয়, তবে ত আমরা মাতৃভাষার মনের কথা লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এখন আমরা জীবনের চতুর্থ অবস্থায় অবস্থিত। এখন আমাদের মনের ভাব, কল্পনা, দূরদর্শিতা সমস্তই পরিমার্জ্জিত এবং পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছে। এই আমাদের পুস্তক লিখিবার উপযুক্ত সময় এই অবস্থা। এখন যদি "মুকুন্দ সচ্চিদানন্দং" আরম্ভ করিতে হয় তাহার তুল্য আর বিড়ম্বনা কি আছে? দেখিতেছি ইংলণ্ড, চীন, ফরাসি, রুস, জার্মাণ প্রভৃতি দেশ বাসীরা মাতৃভাষা মাত্র শিখিয়া মনের ভাব সকল প্রকাশ করেন, পুস্তক লেখেন, তাঁহারা অন্য ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য হয়েন না, তবে যদি শিক্ষা করেন তাহা অতিরিক্ত। স্বতরাং একটী ভাষা না শিখিলে মাতৃভাষায় কিছু লিখিলে তাহা বিশুদ্ধ ভাষা হইবেনা এরূপ নহে। আমরা অভাগী, অন্য ভাষার বিদ্যা বাতীত আমরা বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া কি মাতৃভাষা জ্ঞানে সমর্থ হইব না? যদি বঙ্গদেশের সংস্কৃতই আমাদের মাতৃভাষা তাহা কিরূপে? আমরা গঙ্গাস্নান করি মা" এই প্রথম শব্দ শিক্ষা এবং উচ্চারণ করিয়াছি, "মাতর" বা "জননি ত্বং" শিক্ষা এবং উচ্চারণ করি নাই, সংস্কৃত আমাদের মাতৃভাষা নহে, ইহা দেবভাষা। আমাদের প্রতিপালক কালাকুরুর কন্যা বিবাহ করেন, তিনি ইংরাজ সম্রাজ্ঞী ভাষা বলেন। তাঁহার মাতৃভাষা ইংরাজি, তাঁহার পুত্র কন্যারা ইংরাজি ভাষায় কথা কহিয়া থাকেন। তাঁহারা কেবল, স্কুল, কলেজ পড়েন এবং আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গলা; সংস্কৃত আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের মাতৃভাষা। আমরা কিরূপে? তবে যদি আমি দেখিতে পাই সংস্কৃত ভাষায় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, সেই জ্ঞান লাভের জন্য আমার যে ভাষা শিখিবার ইচ্ছা হইলে শিখিব। কিন্তু আমার যে কথঞ্চিৎ জ্ঞান আছে তাহাই আমার কনিষ্ঠদিগকে শিখাইতে বা জ্যেষ্ঠদিগকে জ্ঞাপন করিতে প্রতিভাশালীর ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে কেন? যদি বলেন আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা পুষ্ট এবং সম্পূর্ণ নহে: উহা হইতে পারে না। আমি যদি কোন ঐতিহাসিক পুস্তক লিখিতে যাই তখন আমার উচ্চাঙ্গের শব্দের আবশ্যক। সে স্থলে আরবী, লাটিন, গ্রীক, ইংরেজি, পারসের সাহায্য না লইয়া সংস্কৃতের নিকট ঋণ করা উচিত, কারণ সংস্কৃতের উন্নত ভাব প্রকাশের আমাদের অধিকার আছে তাহা আমাদের পিতৃত্বের সম্পত্তি। কিন্তু কখনও নাটক, উপন্যাস, বা গল্প লিখিতে সংস্কৃত আরবী লাটিন গ্রীক ইংরাজি প্রভৃতি কাহার সাহায্য বা ঋণ গ্রহণ করিব কেন? আমরা সচরাচর যে কথা বলিয়া থাকি তাহা ঐ ব্যাকরণ করিয়া নিয়ম করিয়া সাজাইয়া সাধারণে প্রচলিত করিব, তাই না কেন?

বাস্তবিক কি সংস্কৃত না জানিলে বাঙ্গলা লেখা যায়? যদি এরূপ হয়, তবে আমাদিগকে গোড়া হইতে "মুকুন্দ সচ্চিদানন্দং" কে আশ্রয় করিতে না হয়, অথচ বাঙ্গলা লিখিতে শক্তি জন্মে এরূপ কোন সহজ উপায় করুন। আপনারা না করিলে কে করিবে? আমি বাজে হাসিয়া তবে বলিতেছি না। মনের সহিত আন্তরিক যত্নের সহিত বলিতেছি যখন যে স্রোত চলে তাহা রোধ করা বড় কঠিন: বঙ্গিমী ভাষার স্রোত চলিয়াছে। সাধারণের মিষ্ট এবং প্রিয়বোধ হইয়াছে ইহা স্বীকার করেন কি না? তাহা না হইলে সন্ধ্যার পরে পাঠে এ স্রোতের জল পানে ধাবিত হইতেছেন কেন? ঐ স্রোত পানে নিবৃত্ত না হইতে "বলিলে পিপাসাতুরেরা তাহা শুনিবেন। বোধ হয় না। অতএব বঙ্কিমী ভাষায় কি কি দোষ, কোন স্থলে দোষ, সেগুলি নির্দ্দেশ প্রদর্শন করুন। ঐ ভাষায় লিখিত যে পুস্তক সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইবেন, তাহার এক দিক সাধারণের উপযুক্ত রাখিয়া আপনার সমালোচন করিয়া দিবেন। যদি ইহাতে মনোযোগ করেন, সোমপ্রকাশের একটী প্রধান কীর্ত্তি হইবে, ইহা করিবেন। আপনাদিগের প্রার্থনা "বঙ্গবিজেতার" দুই একটী পরিচ্ছেদ যাহাতে আপনার কথিত গুণের বা অভাবের বর্ণনা এবং দুই বাক্যের মধ্যে কোথায় কখন আছে, সেই স্থলগুলি উদ্ধৃত করিয়া সংশোধন করুন।

বোধ হয় এরূপে যদি মহাশয় সংশোধন করিয়া দেখাইতে পারেন, যাঁহাদের সংস্কৃত শিখিয়া বাঙ্গলা শিখিবার সুযোগ বা কালে নাই তাঁহাদের শিক্ষা এবং বঙ্গিমী ভাষা লিখনপ্রিয়দের সমধিক উপকার হয়। বঙ্গদেশ বিশেষতঃ ভারতবর্ষে যাঁহারা জন্মিয়াছেন তাঁহারা সৌভাগ্যবান, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃত জানেন একটু তলাইয়া দেখেন, তাঁহারা সমধিকতর সৌভাগ্যবান। যাঁহারা সংস্কৃত জানে বঞ্চিত, তাঁহারা অসংস্কৃত উহার ছুঁচো। যাঁহারা মনুষ্য নহেন, কীট পতঙ্গ অপেক্ষা ও নীচ। উঁহাদের চক্ষু বিদ্যমানে তাঁহারা অন্ধ হৃদয় এবং মস্তিষ্ক বিদ্যমানে অজ্ঞান। প্রাচীনেরা বলেন অদীক্ষিতের মরণের পর সৎ গতি হয় না সে দীক্ষা গোস্বামী বা ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রদত্ত বীজ মন্ত্র দীক্ষা নহে, সে দীক্ষার মূল সংস্কৃত শাস্ত্রে এবং ঐ শাস্ত্রের জ্ঞানে দীক্ষা বেদে অদীক্ষিতদিগের পারলৌকিক সৎ গতির জন্য নারদ বেদব্যাসকে মন্ত্র গুপ্ত লিখিতে পরামর্শ দেন। সংস্কৃতে অদীক্ষিত ব্যবস্থাপিদিগের বঙ্গভাষা গতি দর্শনে আপনারা যদি কোন সহজ উপায় না করেন, তবে কে করিবে? নারদ বা বেদব্যাসের দেখা পাইলে উঁহাদিগকে এজন্য ধরিতাম। এখন আমাদের পক্ষে আর্য্যাবর্ত্তে সরস্বতী।

বড় দুঃখিত হইয়াই লিখিতেছি, "বঙ্গিমী ভাষা বঙ্গলা ভাষার আদর্শ স্থল" এ মাত্র বলিয়া যদি নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহাতে লোকের তৃপ্তি হইবে না। উল্লিখিতরূপে কিয়দংশ করিয়া প্রত্যেক পুস্তকের সংশোধন করিয়া যদি কিছু দিন দেখাইতে পারেন প্রত্যেক লেখকেরা যে স্বীকার করিবে তদনুসারে লেখন করিতে চেষ্টা করিবে।

বঙ্গবিজেতা হইতে উদ্ধৃত।

আমরা পত্র প্রেরকের অনুরোধানুসারে বঙ্গবিজেতার উপসংহার ভাগের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহার সংশোধন করিয়া দিলাম ইহা পত্র প্রেরকের তৃপ্তি সাধনে যথেষ্ট হইবে সন্দেহ নাই গ্রন্থের আরম্ভ যেরূপ ধারায় করা হইয়াছে উপসংহার তখন লিখিতে নূতন আরম্ভ। কিন্তু উপসংহারে সেরূপ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তখন লেখা যাইতে পারে। সেই সাধু লেখার এক অংশ উদাহরণস্থলে প্রদর্শিত হইল। উহাতেও কি গ্রন্থের অন্য অন্য অংশের রচনা গুণের পরিমাণ ও পরিচয় হইবে না? পত্রপ্রেরক যদি সোমপ্রকাশের ক্রোড় পত্রের ব্যয় ও সংশোধকের পরিশ্রমের ব্যয় সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, আমরা গ্রন্থের প্রথম পঙক্তি হইতে শেষ পঙক্তি পর্য্যন্ত সমুদায় সংশোধন করিয়া দিতে পারি। পত্র প্রেরক এরূপ ভাবিবেন না যে এটী আমাদিগের অহঙ্কারের কথা। আমরা বাস্তবিক দুঃখিত হইয়াছি। বাঙ্গলা ভাষা একটী ভাষা বলিয়া স্থির না হইতে হইতে ইহার বিকার উপস্থিত হইয়াছে। সংস্কৃত না জানিয়া যদি বাঙ্গলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা যায়, তাহা বাঙ্গালা দেশের নিতান্ত বিড়ম্বনার বিষয়, পত্র প্রেরক এই বলিয়া যে আক্ষেপ করিয়াছেন এবং ইংরাজ ও অন্য অন্য জাতীয়েরা লাটিন গ্রীক প্রভৃতি না জানিয়াও নিজ নিজ ভাষার গ্রন্থ রচনা করিতে সমর্থ হইতেছেন বলিয়া যে দৃষ্টান্তের সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহার উত্তর দান স্থলে আমাদের এই বক্তব্য এই, ইংরাজী প্রভৃতি এক একটি ভাষা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এখন লাটিন গ্রীক প্রভৃতি না জানিয়াও তত্তৎ ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন দুরূহ হইতেছে না, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা আজিও সেরূপ একটী স্থির ভাষা হইয়া দাঁড়ায় নাই। সুতরাং এখন সংস্কৃত জ্ঞান আবশ্যক। ইংরাজীর প্রথম অবস্থাতেও এইরূপ লাটিন জ্ঞানের প্রয়োজন হইয়াছিল। পত্র প্রেরক এটীও জানিবেন, আমাদিগের বাঙ্গালি ভাষারা দুই চারিটী শব্দ একত্র করিতে পারিলেই অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া গ্রন্থকার হইয়া বসেন, ইংরাজ প্রভৃতি অন্য জাতি মধ্যে এরূপ লোক অতি বিরল। ঐ ঐ জাতিতে যাঁহারা গ্রন্থকার হন, তাঁহারা নানা ভাষা ও নানা বিষয় জানেন। ঐ ঐ জাতিতে বিদ্যাশূন্য গ্রন্থকার অতি দুর্লভ। শব্দসরোজিনীর সহিত বঙ্গবিজেতার রচনা মিলাইয়া দেখিলেই পত্র প্রেরক বুঝিতে পারিবেন বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থকার হইতে গেলে সংস্কৃত জ্ঞান কেমন আবশ্যক। শব্দসরোজিনীর প্রচারয়িতা সংস্কৃত জানেন তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থের ভাষাও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ জলসেচন ও বীজন করিয়া তাঁহাকে চৈতন্য দান করিবার চেষ্টা করিলেন সে চেষ্টা বৃথা, বিমলার জীবনগ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছিল —কয়েক মাস হইতে প্রেমের অনন্ত পাশক ছিন্নভিন্ন রাখিবার চেষ্টায় হৃদয় স্তরে স্তরে ক্ষত হইতেছিল,—আজি সে বীরাস্তঃকরণ বিদীর্ণ হইল।

সন্ধ্যাকাল সমাগত। শঙ্খধ্বনিতে গ্রাম পরিপূর্ণ হইল, শুভকার্য্যোপলক্ষে স্ত্রী লোকের কণ্ঠধ্বনি নৈশ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল, জমীদারপুত্রের বিবাহোপলক্ষে চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামবাসী ও গ্রামবাসিনী একত্র হইয়া আনন্দ ধ্বনিতে গ্রাম পরিপূর্ণ করিল। সরলা (বিমলার মৃত্যু বার্ত্তা তাহাকে কেহ অবগত (১ করে নাই) অপরিসীম আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিল,—কেবল সুরেন্দ্রনাথের ভ্রূ কুঞ্চিত ও ললাট নৈরাশের অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত হইয়া রহিল।

উহার সংশোধন।

সুরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুখে জলদান ও বীজন করিয়া চৈতন্য সম্পাদনের বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হইল, বিমলার জীবন গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছিল, তিনি অনন্ত প্রেমালয়ে গমন করিয়া তাহার চেষ্টা পান, এই হেতু বহুক্ষণ অবধি স্তরে স্তরে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে, আজি সেই বীরসদৃশ সহিষ্ণু প্রেমসন্ন্যাসীর মহোদার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইল।

সন্ধ্যা সমাগত। বিবাহ প্রার্থিনী রমণীগণের মঙ্গলধ্বনি, গ্রামবাসিদিগের আনন্দ কোলাহল ও শঙ্খের শব্দে গ্রামমণ্ডিত ও গগনতল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাত্রিকাল বলিয়া সেই শব্দ আরও বলিয়া বোধ হইতে লাগিল সরলা (কেহ বিমল বৃত্তান্ত সরলাকে জানায় নাই) অপরিসীম আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিল, কেবল সুরেন্দ্রনাথের ভ্রূ কুঞ্চিত ও ললাটে দুরপনেয় নৈরাশ, চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল।

বিবিধ সংবাদ।

২১ এ পৌষ সোমবার

এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকটে নিম্ন লিখিত সংবাদটী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন:-

গত ১ লা জানুয়ারি বেলা ৯॥০ ঘটিকার সময় বাগবাজারস্থ মুনিসিপাল আফীসের কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরীর প্রাপ্তিস্বীকার দানের উপলক্ষে এক সভা

(১) "অবগত করে নাই" এটী ব্যাকরণের ভুল।

তালের পঞ্চম সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন অতি সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াছে। সভাস্থলে অত্রত্য অনেক উপকৃত ব্যক্তি ও কলিকাতাস্থ অনেক ভদ্রলোক সমাগত হইয়াছিলেন। প্রথমে কলিকাতা হিন্দুস্কুলের একজন শিক্ষক ইংরাজি ভাষায় ঐ ঔষধালয় সংক্রান্ত একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে বঙ্গভাষায় অত্রত্য অনেকেই বাচনিক বক্তৃতা করেন। পরিশেষে সম্পাদক মহাশয় সংবৎসর কাল মধ্যে রোগিদিগের আরোগ্য ও মৃত্যু সংখ্যাপ্রভৃতি বিষয়ে একটী তালিকা পাঠ করেন, তদ্দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে এই সংক্রামক জ্বরের সময় রোগিদিগের আশ্চর্য্য উপকার হইয়াছে মৃত্যুর সংখ্যা অতি অল্প। অতঃপর সম্পাদক মহাশয় দীন দরিদ্রদিগকে অর্থদানকরিলেন ও সভাভঙ্গ হইল।

ডক্টর সর্দ্দারেরা সকলেই আমতলায় রোয়াক্কো লিপ্ত ছিল। ইহার সকলেই ২৮ এ ডিসেম্বর অধীনতা স্বীকার করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজ শিবিরে আসিয়াছিল। সৈন্যগণ ২৯ এ ডিসেম্বর পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে, সৈন্যগণের গমনের জন্য রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। সরদারেরা যদি অধীনতা স্বীকার করিল, তবে আর যুদ্ধ কেন।

সার জঙ্গ বাহাদুর নেপাল হইতে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। ইনি ইংলণ্ডে যাইতেছেন। ইহার সঙ্গে এক রাণী, ইহার ভ্রাতা পুত্রগণ ভ্রাতুষ্পুত্রগণ নেপালের রেসিডেণ্ট এবং আরো অনেক প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী আছেন। ইংলণ্ড ক্রমে হিন্দুদিগের তীর্থ স্থান হইয়া উঠিল।

গত শনিবার বেলা একটার সময় ব্রহ্মদেশীয় রাজদূত গবর্ণর জেনরলের সহিত সাক্ষৎ করিয়াছেন। সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্য কি?

এবার লবণ হইতে কিছু কম রাজস্ব আদায় হইয়াছে। ১লা এপ্রেল হইতে ৩০ এ মার্চের পর্য্যন্ত ৩১৭৩১১৭০ টাকা সংগৃহীত হয়, কিন্তু গত বৎসর ঐ কয়মাসে ৩৮১৯৩৩০ টাকা আদায় হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ কি লবণ ব্যবহারেও প্রতিবন্ধকতা করে।

অদ্য বেলা সাড়ে ৩ টার সময় গবর্ণর জেনরল সার জঙ্গ বাহাদুরকে এক দরবার করিয়া অভ্যর্থনা করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট এদেশে গোবীজে টীকাদান প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। টীকা দিবার সময়ও উপস্থিত। সমাচার চন্দ্রিকা এই উপলক্ষে প্রস্তাব করিয়াছেন, যাহার বীজে টীকা দেওয়া হইবে সে বীজ ভাল এবং যিনি টীকা দিবেন তিনিও উপযুক্ত, তাঁহাদিগের এইরূপ সার্টিফিকেট দেওয়া উচিত। সেই সার্টিফিকেট দেখিয়া গৃহস্থেরা স্ব স্ব বালক বালিকাদিগের টীকা দিবেন। বস্তুতঃ ইংরাজী টীকা যত সহজ মনে করা যায় বাস্তবিক ইহা তত সহজ নয়। ভালভাল ডাক্তারেরা বলেন, যে ব্যক্তির গাত্র হইতে বীজ লইয়া টীকা দেওয়া হয়, সে ব্যক্তি যদি সবল ও সুস্থ না হয় সে বীজে টীকা দিলে বড় অনিষ্ট ঘটে। তাহার যে সকল পীড়া থাকে সেই বীজ লইয়া যার টীকা দেওয়া হইবে তাহারও সেই সকল পীড়া হইবার সম্ভাবনা। অনেক স্থানে এ ঘটনা ঘটিতেও দেখা যায়। তদ্ভিন্ন যেরূপ প্রণালীতে উক্ত টীকা দিবার নীতি আছে যথাযথরূপে সে প্রণালী অবলম্বিত না হইলে অনেক স্থলেই অনিষ্ট ঘটনা হয়। আজি কালি ইংরাজী টীকাদার দলে এরূপ অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা দুই এক মাস মাত্র অন্য টীকাদারের সহিত বেড়াইয়া আপনারাও টীকা দিতে আরম্ভ করে। ইহাদের দ্বারা টীকা দিলে অনেক স্থলে টীকা দিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয় না। এমন অবস্থায় ঐ সকল ব্যক্তির ডাক্তারের সার্টিফিকেট থাকা চাই এবং যে বীজে টীকা দেওয়া হয় তাহা যাহাতে বিশুদ্ধ হয় এমন হওয়া উচিত।

একটী তার দ্বারা এক সময়ে উত্তর দিক হইতে সংবাদ প্রেরণের যে উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদনুসারে ব্রহ্মদেশের সহিত কলিকাতার সংবাদ আদান প্রদান করিবার উদ্যোগ হইতেছে। ইহাতে অনেক ব্যয় লাঘব হইবে।

ভারতবর্ষে তুলার কলের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মাঞ্চেষ্টরের বণিকেরা নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তদ্ভিন্ন ঐ সকল কল চালাইবার নিমিত্ত যে কয়লার প্রয়োজন ভারতবর্ষ তৎপ্রদানে অসমর্থ নহে, এজন্য আমাদিগকে ইংলণ্ডের আর মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না, ইহা দেখিয়া তাঁহাদের ঐ ভয়ের আরো বৃদ্ধি হইয়াছে। তাঁহারা কিসে এই উন্নতির ব্যাঘাত করিবেন তাহারই চেষ্টায় বিব্রত হইয়াছেন। কার্পাস নির্ম্মিত দ্রব্যাদির আমদানী শুল্ক উঠাইয়া দিবার জন্য তাঁহারা ত লাড সালিসবরির নিকটে চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া যাহাতে ভারতবর্ষের সীমামধ্যে যত কার্পাস নির্ম্মিতদ্রব্য প্রস্তুত হইবে তাহার উপর সেইরূপ একটী শুল্ক স্থাপিত হয় তাহারই চেষ্টায় আছেন। লাড সালিসবরি যাহাতে সেইরূপ শুল্ক স্থাপন করেন তাঁহারা সেই চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা যাহাই করুন ভারতবাসীরা যদি অধ্যবসায়শালী হইয়া যাবলম্বিত ব্যবসায় হইতে বিচলিত না হন, তাঁহারা কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

গত ডিসেম্বর মাসে ১৩৫০ জন ভ্রমণকারী বীর চিত্রশালিকা দর্শনার্থ গমন করেন। এদের মধ্যে ১৮৫৪ পুরুষ ২৩৯৭ স্ত্রীলোক এবং ইউরোপীয় মধ্যে ৭৫০ পুরুষ ও ৫০২ স্ত্রীলোক গমন করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে ১১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা মদের ব্যবসায়ে খাটিতেছে। কার্পাস পশম ও লোহের কারখানায় ৯ কোটি টাকা মাত্র খাটে। তামাকে অধিক সভ্য মদের ব্যয়ও অধিক। তীব্র সভ্যতার অঙ্গ হয় তামাক বর্ষে বর্ষে এ সভ্যতা প্রবেশ না করে।

২ এ পৌষ মঙ্গলবার।

যে সকল সৈন্যের প্রতি হিয়াট গমনের আজ্ঞা হইয়াছিল আমীর তাহাদিগকে তথায় যাইতে নিবারণ করিয়াছেন। আমীরের আশঙ্কা এই পাছে তাহারা তথায় গিয়া আয়ুব খাঁর সহিত মিলিত হয়। খাঁ আকবর খাঁ অধিকার করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে কারারুদ্ধ করিয়াছে।

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, বাবু কৃষ্ণদাস পাল ও নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আলী বেঙ্গল কংগ্রেসের সভ্য হইয়াছেন। বাবু কৃষ্ণদাস পাল ও বাবু কৃষ্ণদাস পাল এবং আবদুল [illegible] খাঁ বাহাদুরের পক্ষে [illegible] মনোনীত হইয়াছেন। বাবু কৃষ্ণদাস পাল [illegible] মনোনীত করাতে [illegible] নামোদ্ভব করা হইয়াছে [illegible] প্রজাবর্গেরা মনে করেন [illegible] রাজপ্রতিনিধি সভার সভ্য [illegible] এ বৃদ্ধি হয় এবং দেশের [illegible] কে ফুটে ৮৮। বাস্তবিক তাহা মন্দ। কৃষ্ণদাস বাবুর [illegible] উপযুক্ত লোককে মনোনীত করিলেই সভার গৌরব ও লোক

সন্তোষ বৃদ্ধি হয়। ইঁহারা কেবল সভার শোভা বৃদ্ধি করিয়া সাক্ষেপ্ট পাকে ইহার লোক নহেন। ইহাদিগের দ্বারে কিছু কিছু কাজ হইবার সম্ভাবনা আছে।

প্রাণ্ট ডফ সাহেব অম্বালা হইতে যাত্রা করিয়া পাণ্ডিতলাব রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, কোমটের ডিউক ভারতবর্ষে আসিতেছেন। সীকার করিতে ? না অন্য কোন অভিপ্রায় আছে ?

সম্প্রতিকাল লিখিয়াছেন, ইলুরাদস্থ কোন ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোক স্নান করিতে করিতে কয়েকটী মাকড়সা পাইয়া তাঁহার একটী ভাঙ্গিয়া মেয়ে তাঁহার মধ্যে প্রায় দুই ফোঁটা দীর্ঘ দুটী ত্রিশিরা বাহির হইয়াছে। যখন সভা-প্রকাশ লিখিয়াছেন, তখন এ সংবাদে আমরা সহসা অবিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা একবা শুনিয়াছিলাম এক ব্যক্তি পৌষ মাসে এক জনের কাঁঠালের খুটী দেওয়া একটী চতুষ্কোণে বসিয়া থাকা কাঠালের গন্ধ পায়, অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল উহার একটী খুটী দ্বারা কুড়িয়া প্রস্তুত করা হয় উহার নিম্ন দে. একটী কাঁঠালের কুল ছিল, কাল ক্রমে উহা হইতে একটী কাঠাল হইয়া মাটির ভিতর উৎপাদিত হইয়াছে তাহাতেই কাঠালের গন্ধ বাহির হইয়াছিল।

কলিকাতার উত্তর বিভাগের নিমিত্ত এক জন স্বতন্ত্র ডেপুটী কমিশনর নিয়োগের প্রস্তাব হইতেছে। ঐ পদটি এদেশীয় কর্ম্মচারীকে দেওয়া হইবে। বাবু জগদীশনাথ রায়ের সেই পদ পাইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা হইলে আহ্লাদের বিষয়। ইনি পুলিস বিভাগে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। এরূপ উপযুক্ত লোকের পদ বৃদ্ধি হইলে অনেক সুখ হইবার সম্ভাবনা।

সম্প্রতি ভারতবর্ষে [illegible] বৃদ্ধি হইয়া [illegible] পুরুষ [illegible] ও পঞ্জাবে [illegible] [illegible] গমন করিয়া [illegible] হইয়াছে। সর্ব্বত্রই অনেকের [illegible] বিশেষতঃ এই বৃদ্ধিতে বাস্তবিক [illegible] ভারতবর্ষে দর্শিয়াছে।

পিয়নিয়রের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলেন, ইংলণ্ডের টেলি টেলিগ্রাফ নামক সংবাদ পত্র যত ছাপা হয় এত আর কোন সংবাদ পত্র নহে। গত নয় মাসে উক্ত পত্র ৪ কোটি ৬০ লক্ষ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। এ হিসাবে প্রতিদিন ১ লক্ষ ৭১ হাজার কাপি মুদ্রিত হয়। এদেশের সংবাদ পত্র সম্পাদকগণের কথা স্বপ্নবৎ বোধ হয়। এদেশে বিদ্যা বিষয়ে লোকের উৎসাহ দান যেরূপ সংবাদ পত্রের উন্নতিও তদনুরূপ দেখা যাইতেছে।

ভরতপুরাজ সহ প্রাপ্ত হওয়াতে কেণ্ট জন লরেন্স তাঁহার বিষয়ের তত্ত্বাবধান ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীপুরের কুঠিয়াল রবিন সাহেবকে আপনার সাংসারিক ষ্টেটের ম্যানেজার এবং কিক সন সাহেবকে বাটী প্রভৃতি নির্ম্মাণের তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিয়াছেন। ইংরাজ কর্ম্মচারী নিয়োগ প্রদেশের জমীদার ও রাজগণের ক্রমে একটী রোগ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাই হইতে ২০০০১৯ টাকা মূল্যের ১১৭৩১ গাইট তুলা ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দরে এবং বিদেশীয় বন্দর সকলে রপ্তানী হইয়াছে।

২৩এ পৌষ বুধবার।

১ লা জানুয়ারি প্রাণ্ট ডফ সাহেব লাহোরে উপনীত হইয়াছেন।

১১ ই জানুয়ারি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কলিকাতা হইতে চট্টগ্রামে যাত্রা করিবেন। তিনি আবার ২০ এ জানুয়ারি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। লেডি টেম্পল তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিবেন।

যে সে ব্যক্তি মনে করিলেই বিষ বিক্রয় করিতে পারে এই নিয়ম থাকাতে বড় অনিষ্ট হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ ব্যতিরেকে ইহার নিবারণ সম্ভাবনা নাই। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ভক্তজন্য মাদ্রাজীয় মিউনিসিপালিটীকে এক নিয়ম জ্ঞাপন করিয়াছেন। "কোন আইন কর্ম্মচারী ভাল হয় তাহা কেমন করিয়া জানিতে পারা যায়" অনেকে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়াছেন এ নিমিত্ত একটী বিশেষ আইন করা বাস্তবিক আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

গত কল্য বেলা দুইটার সময় কলিকাতায় ভয়ানক শিলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শিলাগুলি মহাল আণ্ডের ন্যায় বৃহৎ। অনেক লাউন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়াছে। তৎপরে সমস্ত বৈকাল বিলক্ষণ বৃষ্টি হয়। ২৪ পরগণারও স্থানে স্থানে শিলা বৃষ্টি হইয়াছে। পৌষমাসে এমন শিলা বর্ষণ প্রবল বেগে বায়ু বহন ও এরূপ বৃষ্টি হওয়া আমাদিগের স্মরণ হয় না।

আগামী ১৩ ই জানুয়ারি বুধবার গবর্ণমেণ্ট হাউসে এক মজলিস হইবে।

আগামী বর্ষে কলীর সেনাদলে ২৪০০০০০০ টাকা এবং রণতরিদলে ৩০০০০০০ টাকা ব্যয় হইবে অনুমিত হইয়াছে।

অদ্য সার সালার জঙ্গের সম্মানার্থে গবর্ণমেণ্ট হাউসে বৈকালে এক মজলিস হইবে।

গত জুলাই আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে বেঙ্গল লাইব্রেরি নামক পুস্তকালয়ে ১৪৯ পুস্তক ১৪৪ ক্ষুদ্র পুস্তক এবং ৩৯৭ সাময়িক পত্র আইসে। ইহার অধিকাংশ বাঙ্গালা পুস্তক। ভাল হউক না হউক, আজি কালি বাঙ্গালা পুস্তক রাশি রাশি বাহির হইতেছে।

বরদার যে সকল প্রধান কর্ম্মচারী পদ ত্যাগ করিতেছেন তাহাদের পদে ৫ পাঁচ জন এদেশীয়কে পাঠান হইবে। গবর্ণমেণ্ট তারযোগে এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন।

৫ ই জানুয়ারি বোম্বাইর বণিক সভায় এক অধিবেশন হয়। তাহাতে কার্পাসনির্ম্মিত দ্রব্য ভিন্ন প্রভৃতির রপ্তানী শুল্ক তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং বোম্বাই হইতে যে সকল সামগ্রী অন্য দেশে নীত হইবে, তাহার শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হইবে। চা'ডল নীল প্রভৃতি ভিন্ন অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্যের রপ্তানী শুল্ক তুলিয়া দিবারও প্রস্তাব হইয়াছে। সমুদায় শুল্ক রহিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট নূতন নূতন কর করিয়া কি রূপে নির্ব্বাহ করিবেন ?

ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপিনিয়নের কার্য্যকারক সংবাদদাতা বলেন, সম্প্রতি সর আন্ড্রু স্কাইনদের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি আমীরের একজন অতি প্রাচীন ও বিশ্বাসী ভৃত্য।

স্বামীর যাদুব খাঁর সহিত সদ্ব্যবহার করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। এইরূপ ব্যবহার দ্বারা তাঁহার বন্ধুগণ হিরাট হাতিয়া দিবে, স্বামীরের মনে মনে এই অভিপ্রায় আছে। কিন্তু সে মনোরথ সিদ্ধ হওয়া কঠিন।

২৪ পৌষ বৃহস্পতিবার।

কলিকাতার পয়ঃপ্রণালীর বিষয়ে এক প্রস্তাব লিখিয়া ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস বলেন, ১৮৬৯ অব্দে যখন কলিকাতায় জলের কল ও পয়ঃপ্রণালীর কার্য্য আরম্ভ হয় নাই, তখন উক্ত নগরের মৃত্যু সংখ্যা ১২৭৯৫ ছিল। কিন্তু তাহার পর বৎসর ঐ উভয় কার্য্য আরম্ভ হইলে মৃত্যু সংখ্যা ১০১০১ হয়। উক্ত বৎসর মৃত্যু সংখ্যা ২৬৯৪ কমিয়া যায়। বিশুদ্ধ জল ও নগর পরিষ্কার রাখিবার ব্যবস্থা করিলে নগরবাসিদিগের স্বাস্থ্যের যে বৃদ্ধি হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি? কিন্তু আজিও কলিকাতা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয় নাই।

জাল নানা সাহেবের অনুসন্ধান বিষয়ে বিশেষ যত্ন করাতে ফিটজ প্যাট্রিক সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকটে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ ব্যক্তি যে প্রকৃত নানা নহে তাহার প্রমাণ এই, প্রকৃত নানার বয়স ৫০ বৎসরেরও অধিক হওয়া উচিত, কিন্তু ডাক্তার নর্দ্মাণ চিবস প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, বন্দীকৃত ব্যক্তির বয়স ৩৫ বৎসরের অধিক নয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সিন্ধিয়াকে লিখিয়াছেন তিনি এক্ষণে ফকীর সাহেবকে লইয়া যাহা ইচ্ছা হয় করুন।

কিমেকস্ সীর্দহাম সাহেব বলেন, ভারতবর্ষে যদি উপনিবেশের উৎসাহ দেওয়া উচিত হয়, বঙ্গদেশ ও মান্দ্রাজের অতিরিক্ত লোক লইয়া লেকতে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। কাবেল সাহেবের মত ভারতবর্ষী রেয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়া ভৃত্যত্ব স্বীকার করিলে তাহারাও সুখী হয়, ইংলণ্ডও লাভবান হন। এক দুর্ভিক্ষ হওয়াতে কত লোকে কত বিদ্যা প্রকাশ করিয়া লইলেন।

২৫ এ পৌষ শুক্রবার।

পারিসে ডুবুরিদিগের এক প্রকার নূতন পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইয়াছে। উহা পরিয়া ডুবুরি অধিকক্ষণ নির্ব্বিঘ্নে জল মধ্যে থাকিতে পারে। ইহার বিশেষ গুণ এই, ইহাতে এরূপ বন্দোবস্ত আছে যে ডুবুরিরা জলের মধ্যে থাকিয়া অনায়াসে জাহাজস্থ লোকের সহিত কথা কহিতে পারে।

গত মঙ্গলবার গবর্ণমেণ্ট হাউসে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে প্রেসিডেন্সি টাউন ডিফেন্স বিলের বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হয়। হব হাউস সাহেব আপাততঃ উক্ত বিল পাস করিবার বিষয়ে ক্ষান্ত করিয়াছেন। এই বিলের বিষয়ে রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে পর অনেক নূতন কথা উপস্থিত হয়, তাহাতে কমিটী উক্ত বিল সম্বন্ধে আরো কিছু কিছু পরিবর্ত্ত করা উচিত বোধ করেন। তৎপরে যাহাতে আইন সংক্রান্ত রিপোর্টগুলি উৎকৃষ্টতর হয় এবং তাহার সংখ্যা কমিয়া যায় তদ্বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটি যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, হব হাউস সাহেব সেই রিপোর্ট উপস্থিত করিলে পর হাইকোর্টের আদিম ফৌজদারী ক্ষমতা চালনের যে বিধি ছিল তাহার সংশোধক বিলের বিষয়ে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রদত্ত হইল। অবশেষে স্থলপথে যে সকল লবণ ও চিনি আমদানী রপ্তানী হয়, তাহার শুল্ক সম্বন্ধে অযোধ্যার যে সকল আইন প্রচলিত আছে, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য এবং পঞ্জাবের শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ এবং অযোধ্যার রাজস্ব সংক্রান্ত বিলের বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্য যে সকল সিলেক্ট কমিটী হইয়াছেন, হব হাউস সাহেব তাহাতে সর ডাউলাস ফর্সিথকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন।

ডাকার কমিশনর কর্ণেল সাহেব ডিবেণ্চার বিষয়ে অনুসন্ধানার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন। দেখ গুপ্ত কথা বা ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, ডফ্রা দেশের পর্ব্বতগুলির সহিত আবিসিনীয়া পর্ব্বতের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। সকল বিষয়ে সৌসাদৃশ্য কিন্তু প্রার্থনীয় নহে। আবিসিনিয়ার ন্যায় ডফ্রা যুদ্ধে যদি বিপুল অর্থ ব্যয় হয় তাহা হইলেই বিপদ।

২৬ এ পৌষ শনিবার।

ভারতবর্ষে আজি কালি চাকেটের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি দেখা হইতেছে। কুলিদিগের ইনস্পেক্টর বলেন, ১৮৭২ অব্দে ১৭৪ টী চা ক্ষেত্র ছিল ১৮৭৩ অব্দে ২০২ টী হইয়াছে।

আগামী ১৮ ই জানুয়ারি সোমবার কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে সিনক্রাইট ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা হইবে।

ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল, ৫ ই জানুয়ারি যাদুব খাঁ লাহোরে উপনীত হইয়াছেন। কি কারণে তাঁহারা ভারতবর্ষে আসা হইল সেটী প্রকাশ করিয়া দেওয়া উচিত।

রায় বেরিলী ডেমুক্রাটে ১০ লাখ টাকার টাম্প চুরি গিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান পব্লিক ওপিনিয়নের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ধোল্প মৎস্যের অন্যান্য পুত্রগণের সহিত বয়স্থ কথাতে আমীর ইব্রাহিম খাঁকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন।

পিয়নিয়র বলেন, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট আমীরকে যে পত্র পাঠান তাহা তিনি সময়ে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, যাকুব খাঁর বিদ্রোহ ব্যবহার এবং আফগান স্থানের এতদংশ অবস্থাতে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া যাকুব খাঁকে কারারুদ্ধ করিতে হইয়াছে। এবং যাকুব খাঁ কাবুলে আমীরের পুত্রে আমীর তাঁহার প্রতি কোন অসদ্ব্যবহার করিবেন কি না সেবিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া কিছু বলেন নাই।

সংবাদদাতার পত্র।

কাবেশ্বরের বিবরণ।

কাবেশ্বর সম্বন্ধে [illegible] উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ প্রায় ৫ মাইল হইবে, বিস্তার্ণ প্রায় ১২ মাইল। [illegible] তিন দিগে বেষ্টিত করিয়া প্রীতিকর অনুচ্চ প্রস্তর শ্রেণী রহিয়াছে। পূর্ব্বদিগ্‌স্থ প্রায় ৪ ক্রোশ অন্তর। কাবেশ্বর নগর হইতে পুরের দক্ষিণ প্রায় ৩৮ ক্রোশ অন্তরে এবং ৪০ নগরের উত্তর হইতে ৪ ক্রোশের মধ্যে ৪,৫০

আদালত, ফৌজদারী ও দেওয়ানী মুন্সেফী আদালত একত্র, জজের আদালত কিঞ্চিৎ দূরে আছে। আদালত গৃহগুলি সুন্দর। টি, লম্বাথ সাহেব মহাশয় মাজিষ্ট্রেটী ও কালেক্টরী পদে অধিষ্ঠিত। জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি চারি জন বিচারক তাঁহার সহকারী আছেন। উড়িষ্যার মধ্যে একজন জজ, তিনি কটকে অবস্থিতি করেন। জজ সাহেব তিন মাস অন্তর বালেশ্বরে আসিয়া বিচার কার্য্য শেষ করিয়া ৭।৮ দিবসের পর কটকে গমন করেন। উড়িষ্যার কমিশনর সাহেব বৎসরান্তে একবার কর্ম্মিয়া আগমন করিয়া থাকেন। অল্পদিন হইল, সুবর্ডিনেট জজের আদালত বসিয়াছিল, কিন্তু তাহা উঠিয়া গিয়াছে। মকদ্দমার অল্পতা হেতু আদালতের পরমায়ুক্ষয়ের প্রধান কারণ। কেবল একজন মুন্সেফ আছেন। সুবর্ডিনেট জজ আসাতে দুই জন বাঙ্গালী বি. এল, উকীল আসিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে অবলম্বনের অভাবে, থাকায় কি না সন্দেহ। বালেশ্বরের বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেট সাহেব অত্যন্ত ভদ্র ও বিবেচনাবিহীন। তুমি হাজার বিরক্ত কর, তাঁহার তাহাতে বিরক্তি নাই। ইহা অতি প্রশংসনীয় গুণ। তাঁহার উপরস্থ ও উৎপ্রেষ ইউরোপীয় ম ভূষণ যেন টি, লম্বাথ সাহেব মহোদয়ের ঐ সদ্‌গুণসমূহ শিক্ষা করেন। তিনি এক্‌টিং স্বরূপ আছেন। তিনি পদস্থ হন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সহরে প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়। নগরে কয়েকজন ধনী ও জমীদার বাস করেন। তন্মধ্যে একজন ইংরেজাদক অর্থাৎ [illegible] আর যাঁহারা বাঙ্গালী জমীদার আছেন, তাঁহারা বালেশ্বরেই সপরিবার [illegible] অনেকগুলি ভদ্র বাঙ্গালীও নগরে বাস করেন। নগরে ভদ্রলোকের সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহারা কয়েকজন মিলিয়া [illegible] ও উপরিচিকাক কয়েক জনের বিনোদার্থে [illegible] ছুটী দুবাসের। [illegible] অনেক দিন হইল [illegible] ও আর একটির বয়স অল্প। [illegible] [illegible] [illegible]

লিপির এক স্থলে "ঐ গরুর মালিক বাঁটরা নিবাসী" এইরূপ লিখিত ছিল, একটী বালক তাহাকে "ঐ গরুর মালিক বেটারা" এইরূপ অনুভোত্তরে পাঠ করিল।

সাহিত্য ভূগোল ও ইতিহাস বাতীত প্রাকৃতিক ভূগোল পদার্থ বিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা ও অর্থব্যবহারের দুরূহ প্রশ্নসমূহে দ্বাদশবর্ষীয় শিশুগণ মস্তক আলোড়িত করিতেছে। আবার সর্ব্বোপরি মহামতি স্যার জর্জ্জের (তাঁহার নাম ধন্য হউক) জরীপ পরিমিতি ও আদালতের পাণ্ডুলিপি পাঠ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যে সকল বিজ্ঞান শাস্ত্রের ও ব্যবহার শাস্ত্রের দুর্জ্ঞেয় দুরূহ তত্ত্বের নির্ণয়ে ব্যস্ত, অপরিপক্কমতি শিশুগণের মস্তিষ্কে তাহার কিরূপে তাৎপর্য্য হইতে পারে? যে সকল জঞ্জাল হইতে মাতৃভাষাকে উদ্ধার করিতে হইবে, সেই সকল জটিল, মাতৃ ভাষার বিদ্রোহী আদালতী ভাষা, তাহাদের জীবনের প্রথম অঙ্কেই লম্বপ্রসর হইতেছে। একে ত বঙ্গীয় সাহিত্যাগারে পাঠ্যপুস্তকের অভাব তাহাতে কর্তৃপক্ষীয়গণের নির্ব্বাচনের দোষ এবং সর্ব্বশেষে অব্যবস্থিতচিত্ত ও উদ্ধত স্বভাব শাসন কর্তৃগণের স্বেচ্ছাচারিতা। বালকগণের সময় অল্প তাহাতে পুস্তকের সংখ্যাবৃদ্ধি। এই হেতু অষ্টাধিক বর্ষ বঙ্গবিদ্যালয়েঅধ্যয়ন করিয়াও বালকেরা ভাষা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকে। বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া তাহারা ভাল রূপে লিখিতে অথবা সভাস্থলে সুচারুরূপে কথা কহিতে সমর্থ হয় না। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার সমাদর সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালা অদ্যাপি সম্পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই। তজ্জন্য বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুবাদ সম্পূর্ণ উপযোগী ও সঙ্গত হয় না। পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি লোকের এরূপ আস্থাও ছিল না এবং কথাঞ্চিৎ দুরূহভাষানিবন্ধন শিক্ষার পক্ষে হানি হইত। আমরা শুনিয়াছি, এক ব্যক্তি সোমপ্রকাশ প্রভৃতি সংবাদ পত্রে তিনটী পৃথক "ন" র পরিবর্ত্তে একটী ব্যবহার করিবার বিষয়ের সমালোচনা দেখিয়া বাঙ্গলা ভাষার জঞ্জাল মিটিতেছে বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে কর্তৃপক্ষীয়ের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে, মধ্যে মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা যথেচ্ছ বিয়োগে বঙ্গভূমিকে আর পীড়ন না করেন। নতুবা বারম্বার এরূপ অস্থির মতি শাসনকর্ত্তার স্বেচ্ছানুগত শাসনে বিপদ্ধি হওয়া অপেক্ষা যখন বীণাপাণি বাগেদবী ভাগীরথীর তীর পরিত্যাগ করিয়া নীলিম বিভাসিত সমুদ্র পারে গমন করিয়াছেন, তখন জগদীশ্বর চিরলীকৃত বঙ্গকে অতলজলে নিমজ্জন করুন।

উত্তরপাড়া।
১৫ পৌষ
১২৮১ সাল
} একান্ত বশম্বদ
শ্রী দু:—

রাণী শরৎ সুন্দরী দেবী।

যে প্রাতঃস্মরণীয়া দানশীলা মহিলার গুণ কীর্ত্তনে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি, তাঁহার নাম বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ব্যাপৃত। বঙ্গদার প্রায় সমস্ত পত্রিকাতেই তাঁহার নাম বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে এবং এখনও প্রতি সপ্তাহে অনেক পত্রিকায় তদীয় দানাদি কার্য্য প্রকাশিত হইতেছে। এমন অবস্থায় অধিক বিশেষ করিয়া তাঁহার পরিচয় না দিলেও ক্ষতি নাই। আমরাও তাহাতে প্রবৃত্ত নহি। তবে সংক্ষেপে দুটিকত কথা বলিব।

পৃথিবীস্থ লোকে যখন কোন রূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁহারা যে জনসমাজের প্রশংসা ভাজন হইবার জন্য বা তাদৃশ কোন রূপ পুরস্কার লোভে তাহাতে অগ্রসর হন না, তাহা বলা বাহুল্য। যিনি সেরূপ ইচ্ছায় এতাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তিনি দয়াবান বটেন এবং তাঁহারা সমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে এরূপ আশা করা বিফল। উল্লিখিত বিষয়ে সফল মনোরথ হইলেই তিনি পুনরায় পূর্ণভাব ধারণ করেন। কিন্তু মনুষ্যের মন সহজেই আকৃষ্ট হয়। কোন একজনকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখিলে অনেক অবশ্যই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবে। এই ধন্যবাদে অনেক ফল ফলে। সদনুষ্ঠাতা ইহাতে বিশেষ উৎসাহিত হইয়া থাকেন।

কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিবার জন্য আমরা গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপিত উপাধি প্রদান প্রথা উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিলাম। এই উপাধি প্রদান প্রথা প্রচলিত আছে বলিয়া আমাদের দেশে অনেক সুফল ফলিতেছে। যেন না দানশীল ব্যক্তি ইহাতে উৎসাহিত হইতেছেন এবং কোন উপাধি গ্রহণ লোলুপ ব্যক্তিও এক এক বার আসিয়া জনসমাজের মঙ্গলকারী ব্যক্তিগণের পারচ্ছদে দর্শন দিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সকল সময়ে এই উপাধি দান ন্যায়পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন হইতেছে না। অদ্য রাণী শরৎসুন্দরী দেবী মহাশয়াকে লক্ষ্য করিতেছি। তাঁহার ন্যায় দানশীলা দেশহিতাকাঙ্ক্ষিণী যে অতি বিরল তাহা সকলেই জানেন। ইহাতে এমন ভরসা হয় যে ন্যায়বান গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই সম্মানিত করিবেন। কিন্তু অনেক সংবাদ পত্রও অনেক তন্ত্র লেখক যত্ন করিয়াও এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সুবিজ্ঞ কর্ম্মচারী মহোদয়গণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

রাণী শরৎ সুন্দরী দেবী মহাশয়ার বিশিষ্ট দান কার্য্যাদি প্রায় সকল সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন তাঁহার দানও অনেক আছে। অনেক অনাথ বালক তাঁহার সাহায্যে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। এস্থলে তদ্ভাবতের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করা নিষ্প্রয়োজনীয়। এক কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে তিনি এই বৎসর কলিকাতার দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভায় পাঁচ হাজার এবং বোয়ালিয়া হাইস্কুলের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য দশ হাজার সর্ব্বশুদ্ধ পনর হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইহাও বক্তব্য যে তিনি তিন মাস ব্যাপিয়া প্রত্যহ গড়ে দুই সহস্র দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোককে আহার দান করিয়াছেন।

অনেক মহাশয় আমাদের অনুরোধ প্রতিপালিত বিষয়ের জন্য পুনঃ পুনঃ অনেক যত্ন করিয়া ছেন। কিন্তু তাঁহারা সফল হন নাই। আমরাও আশা যে ফলবতী হইবে না তাহা জানিতাম। কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট হওয়া উচিত নয়। বঙ্গবাসি মাত্রে একবাক্যের জন্য অবশ্য চেষ্টিত হইবেন, তাহাতে তাঁহাদের স্বদেশানুরাগ প্রকাশ পাইবে।

আমাদের দেশীয় সংবাদ পত্রসমূহের অনেক বিষয়ে মত ভেদ আছে। কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয়ে বোধ হয় দুই মত থাকিতে পারে না। কেন না আমরা যখন যে সংবাদ পত্র পড়িয়াছি তাহাতেই বিখ্যাতা রাণী মহোদয়ার দান এই বিষয়ের একটু একটু আলোচনা দেখিয়াছি। আমরা ভরসা করি, সম্পাদক মহাশয়গণ পুনরায় সকলে একবাক্যে এই জন্য চেষ্টিত হইবেন। তাঁহারা সকলেই সৎকার্য্যের পুরস্কর্ত্তা ও উৎসাহী তাহা আমরা জানি। কিন্তু সময়ে সময়ে সেবিষয়ে তাঁহাদের তাদৃশ মনোযোগ থাকে না দেখিয়া বাধিত হইতে হয়। সংবাদ পত্রসমূহ সমাজের প্রতিরূপ স্বরূপ। রাজপুরুষগণ এই প্রতিরূপে সময় বঙ্গবাসীর মতামত অবগত হইবেন। বিখ্যাতা রাণী মহোদয়ার সম্মান লাভ যে বঙ্গসমাজবাসিমাত্রেরই প্রার্থনীয় একথা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না।

শ্রীশ—

উদ্ধৃত।

দেশীয় সংবাদপত্রের সর্ব্বনাশ।

(ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া)

ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট নামে একখানি সংবাদপত্রে লেলি সাহেব নামক এক ব্যক্তি চতুর্দ্দশ স্তম্ভব্যাপী একটী প্রস্তাবে বলিয়াছেন, দেশীয় সংবাদপত্র সকল রাজবিদ্বেষে উত্তেজক এবং তাহারা গবর্ণমেণ্টের এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী বর্গের নামে মিথ্যা নিন্দা ও অপবাদ ঘোষণা করে। এই সম্বন্ধে তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে সম্পাদকগণ রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা না করিয়া সমাজ সংস্করণে যত্নবান হউন; আর গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রীবর নামে এক সংবাদপত্র বাহির করুন তাহাতে তাঁহারা দেশের অভিপ্রায় প্রজাদিগকে স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়া দিবেন। দেশীয় ইংরাজী সংবাদপত্রেরা "এতে মরসা তাতে খুনাব রক্ত" লেলি সাহেবের প্রস্তাব পাঠে উৎসাহপূর্ণ হইয়া তাহার সমর্থন করিতেছেন এবং দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলোপের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে নানা প্রস্তাব করিতেছেন।

দেশীয় সংবাদপত্রের অপবাদ সম্পূর্ণ অমূলক। বিদ্রোহ উত্তেজিত করা তাহাদের অভিলষিত নহে। তাহারা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের অনিষ্টের ফল নিবারণার্থ দুই চারি কথা বলিয়া থাকে বটে; কিন্তু তাহা হইলেই কি তাহারা বিদ্রোহী হইল? তাহারা দেশীয় লোকদিগের স্বার্থ রক্ষার্থে অনেক সময় তার স্বরে চীৎকার করিয়া থাকে বটে; কিন্তু তাহা হইলেই কি তাহারা বিদ্রোহী হইল? রাজকর্ম্মচারিদিগের বিকৃত অত্যাচার তাহারা সর্ব্ব সমক্ষে প্রচার করে এবং তদ্বিষয়ের প্রতিকারার্থে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করে, তাহা বলিলেই কি তাহারা বিদ্রোহী? গবর্ণমেণ্টের একটী ভ্রম এই যে (আমরা যে দেখা হইতেছি বলিয়া হয়ত লেলি সাহেব আমাদিগকে বিদ্রোহী বলিবেন) গবর্ণমেণ্ট প্রোজ্জ্বিত কর্ম্মচারিদিগের দোষ দেখা হইলে অথবা রাগে তাহাদিগকে মন্দ কথা বলিলে গবর্ণমেণ্ট মনে করেন গবর্ণমেণ্টেরই দোষ দেখান হইল অথবা তাহার প্রতি বিদ্বেষ পূর্ণ কথা বলা হইল। সাহেবেরা কিম্বা এদেশীয়, যাঁহারা ইংরাজের অন্ন ভক্ষণ করিতেছেন তিনিই অন্যায় সংপ্রতি পূর্ণ ও নিষ্পক্ষপাত সমালোচনা সংবাদকে সিডিশন সার্চ্চ অর্থাৎ উত্তেজনা করিয়া মাজিষ্ট্রেট করিয়া থাকেন। ইংরাজ অপরিণতবুদ্ধি ও অস্থায়ী শাসনকর্ত্তা সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া স্বকার্য্যপ্রবৃত্ত। মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ... [illegible] বাইয়া হঠাৎ প্রভূত ক্ষমতা হস্তগত দেখিয়া মদমত্ত প্রভুত্ব করিতে থাকেন। প্রতি জেলা অত্যাচারে জর্জ্জর হইতে থাকে। এই সকল চক্ষের উপর ঘটিতেছে দেখিয়া সংবাদপত্রেরা কেমন করিয়া মুকভাবে নিশ্চিন্ত থাকেন? অজ্ঞাতজ্ঞ মাজিষ্ট্রেটেরা ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে লাভ করেন এবং ক্রমশঃ মদোন্মত্ত হইতে থাকেন সুতরাং তাহাদের স্বভাবের বড় একটা পরিবর্ত্তন হয় না; সকল হাকিমই যে এইরূপ তাহা আমরা বলিতেছি না। দুই একজন হাকিমকে দেশীয়দিগের স্বার্থ রক্ষার্থে যত্নবান দেখা যায়। এই মহাত্মাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই। কিন্তু যাহারা আমাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতা পদদলিত করে তাহাদের বিরুদ্ধে আমরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করি ও করিব। গবর্ণমেণ্ট আমাদের ক্রন্দনে উপেক্ষা করেন আমরা মহারাণীর নিকট ক্রন্দন করিব এবং জানাইব আমরা বিদ্রোহী নই আমরা তাঁহারই প্রভুভক্ত দরিদ্র প্রজা।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের ন্যায় অন্যায় সংবাদ পত্রে বিচার করা হয়। লেলি সাহেব বলেন, এরূপ করা বিদ্রোহীর কার্য্য। তিনি যদি একথা বলিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি বিদ্রোহী শব্দের অর্থ জানেন না এবং সংবাদপত্রের কি উদ্দেশ্য তাহা তিনি বুঝেন না। মনে করুন গবর্ণমেণ্ট একটী আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিলেন। আইন দ্বারা দেশীয়দিগের উপকার হইবে কি অপকার হইবে মঙ্গল হইবে কি অমঙ্গল হইবে তাহা গবর্ণমেণ্ট সকল সময়ে ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন না; কারণ গবর্ণমেণ্ট অনেক সময় দেশের আচার ব্যবহার বিশ্বাস সংস্কার প্রভৃতি ভাল করিয়া জানেন না। অতএব আইনটির শুভাশুভ ফল নিদ্ধারণার্থ দেশীয় সংবাদপত্রই একটী প্রধান উপায়। যদি দেশীয় সকল সংবাদপত্রে একস্বরে বলিয়া উঠে অমুক আইন দ্বারা প্রজাদিগের ঘোর অনিষ্ট হইবে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া অভিনিবেশের সহিত তদন্ত করা উচিত।

লেলি সাহেব আরও বলিয়াছেন, সংবাদপত্র গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় সর্ব্বদা দুই ভাবেই গ্রহণ করে, গবর্ণমেণ্ট অসৎ অভিপ্রায়েই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন এই কথা সকল সংবাদপত্রে প্রতিধ্বনিত হয়। গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই অপবাদ আমরা সকল সময়ে দেই না কিন্তু কখন কখন দিয়া থাকি। যখন নূতন ফৌজদারী আইন বিধিবদ্ধ হয় তখন তাহার বিরুদ্ধে সকল সংবাদ পত্রেই লিখিত হয়, এমন কি প্রধান প্রধান ইংরাজী সংবাদ পত্রেও (যাহারা লেলি সাহেবের অর্থানুসারে বিদ্রোহী নহে) অধিকন্তু অনেক কথা বলিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছিলেন আমরা প্রজাদিগের উপকারের নিমিত্ত এই আইন বিধিবদ্ধ করিলাম। কিন্তু আমরা বলিয়াছিলাম তাহার এরূপ অভিপ্রায় নহে প্রজাগণের সর্ব্বনাশের নিমিত্তই ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল। একথা বলিবার অনেক হেতু ছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট প্রজার কি মঙ্গলের জন্য আইন করিলেন তাহা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন নাই। এমন হইতে পারে যে একখানি সংবাদ পত্রে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু যখন সকল সংবাদ পত্রে একস্বরে তাহা এক রূপে ব্যাখ্যা করে তখন তাহা বুঝিবার ভুল নহে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমরা দুই একটী কথা বলিব। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আমাদের স্বাধীনতার ইচ্ছা উভয়ই ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী সভ্যতার ফল, সুতরাং এরূপ বলিতে পারা যায় যে গবর্ণমেণ্টই আমাদের মনে স্বাধীনতা বীজ বপন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট আমাদের দেশ জয় করিয়া আমাদিগকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। আমরা সেই শিক্ষার আলোকেই স্বাধীনতা কি পদার্থ তাহা দেখিতে পাইতেছি ও কতকটা সম্ভোগ করিতেছি। গবর্ণমেণ্ট এতদূর অগ্রসর হইয়া আমাদের মন হইতে সেই স্বাধীন ভাব অপনীত করিতে পারেন না। ইংরাজী শিক্ষার এই ফল দেখিয়া সুপ্রসিদ্ধ হোরেস মাইল বাবেল সাহেব শঙ্কিত হইয়া উচ্চ শিক্ষায় আঘাত দিয়াছিলেন। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার প্রোত ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা ভাবের বৃদ্ধি নিবারণ করিতে সুতকার্য্য হন নাই। যদিও প্রজাদিগের স্বাধীনভাব হইতে গবর্ণমেণ্ট বিপদাশঙ্কা করেন তথাপি "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুম সাম্প্রতং" ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ইহা গৌরবের কথা যে প্রজারা স্বাধীনতা সম্ভোগ করে ও স্বাধীনভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে। সে গৌরব গবর্ণমেণ্ট নষ্টচ্ছই সহজে হারাইবেন না। ইংরাজেরা অনেক সময় বলিয়া থাকেন প্রজারা স্বাধীন হইবার যোগ্য হইলে তাহারা স্বকে তাহাদের প্রতিনিধি পূর্ব্বক তাঁহারা স্বদেশে প্রতিগমন করিবেন. ইহা অধিকন্তু গৌরবের কথা যে ইংরাজ জাতি এত মহত্ত্বের পরিচয় দিতে পারেন তাহারা যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিবেন, ইহা স্বপ্নেও বিশ্বাস হয় না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৩ এ ডিসেম্বর। ২৪ পরগণার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ, এচ, বার্থার মেডিকাল কালেজের ড্রেণের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গৌরদাস বসাক বীরভূম ডিষ্ট্রিক্টে রহিলেন।

৫ ই জানুয়ারি। ডি, আর লায়াল কিছু দিনের জন্য ঢাকার কমিশনর হইলেন।

আর, এফ বাম্পিনি কিছুদিনের জন্য ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

টী, ডি ব্রাইটন সি, এস, হুগলীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন এবং শ্রীরামপুর বিভাগের ভার পাইলেন।

জলপাইগুড়ির সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভবভোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

খুরদার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু কমলনাথ ঘোষ।

বালেশ্বরের প্রতিনিধি সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়।

রঙ্গপুরের অজ ডবলিউ মাকফারসন কিছু দিনের জন্য কটকের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

সি, এ, কেলি কিছু দিনের জন্য রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, ডি সি উইলীয় মুরসিদাবাদ বিভাগের ভার পাইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের ষ্টাফ্‌ভুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ নিয়োগে গবর্ণর জেনরলের অনুমোদনের অপেক্ষা আছে।

অনরেবল জি, সি পাল বি, এ,।

নবাব আশগার আলী খাঁ সি, এস আই।

বাবু কৃষ্ণদাস পাল।

২৯ এ ডিসেম্বর। বাবু তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় পাণ্ডুয়ার সব রেজিষ্টার হইলেন।

৫ ই জানুয়ারি। বাবু গোবিন্দবিহারী সিংহ হাজিপুরের সব রেজিষ্টার হইলেন।

চাইবাসা গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু অধিকাচরণ সরকার সিংহভূম ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সেক্রেটারি হইলেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক এচ, এল, বিবি সাহেব বেঙ্গল এডুকেশনাল সার্ভিসের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

রাজসাহী বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল এডুকেশনাল সার্ভিসের তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৩০ এ ডিসেম্বর। দিনাজপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, সি, ক্রেট এবং মুর্সিদাবাদের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, ডি সি, উইলীয় সাহেব আর ফৌজদারী দণ্ড বিধির ২৩৩ ধারানুসারী ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন না।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা পশ্চাল্লিখিত ক্ষমতা চালনে ক্ষান্ত হইবেন।

এফ, এ ডসন দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।

বাবু জগদীশনাথ রায়, জে, পি জাইণ্ট এবং এ ডবলিউ অ্যাবলাস তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।

মৌলবী ওয়াজী উদ্দীন আহম্মদ তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।

বাবু শশিশেখর দত্ত—দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।

মুরসিদাবাদের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু শশিশেখর দত্ত তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রঙ্গপুরের মুন্সেফ ডবলিউ কাডোজে কিছু দিনের জন্য দিনাজপুরের সুবডিবিজন জজ এবং রঙ্গপুরের দ্বিতীয় সুবডিবিজন জজের কার্য্য করিবেন।

মুরাডাবাদ বিভাগের ভার প্রাপ্ত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, এচ, বি, ব্রাইন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৫ ই জানুয়ারি। টী, ডি ব্রাইটন (যিনি হুগলীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২০২ ধারানুসারী অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন

খুরদার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু কমলনাথ ঘোষ।

বালেশ্বরের প্রতিনিধি সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২ রা জানুয়ারি। নানা সাহেব বলিয়া যাহাকে ধরা হয়, সে প্রতারক বলিয়া গবর্ণমেণ্ট সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রিন্স আলফ্রেড সর্ব্বত্র সাহবে বিনা গোল যোগে স্বীকৃত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১ লা জানুয়ারি। প্রিন্স আলফ্রেড স্পেনে গমন করিয়াছেন।

ওয়েলসের ৫০ হাজার খনিজে এক যোগে কমাইয়া দেওয়াতে ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে।

লণ্ডন ২ রা জানুয়ারি। ১১ ই ডিসেম্বর কলিকাতা হইতে যে মেইল ব্রিণ্ডিসি হইয়া যায় উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ৪ ঠা জানুয়ারি। ফটলণ্ডে অতিশয় শীত পাত হইতেছে।

ডর্ণিব গবর্ণমেণ্ট প্রিন্স আলফ্রেডকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই জানুয়ারি। ওয়েল সের খনিজোদ্ধেরা যে ধর্ম্মঘট করে তাহা এক প্রকার শেষ হইয়াছে। উহারা ক্রমে বশীভূত হইয়া আসিতেছে। মাসাল সিবাণিও সপরিবারে ফ্রান্সে গমন করিয়াছেন।

জেনরল বিচার ক্যাডি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলের একজন সভ্য হইলেন।

লণ্ডন ৪ ঠা জানুয়ারি। অদ্য ২০ লণ্ডের ব্যাঙ্কে ৮০০০০০ টাকা এণ্ট দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৫ ই জানুয়ারি। কলিকাতা হইতে যে মেইল ৪ ঠা ডিসেম্বর সাউথাম্পটন হইয়া যায় উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক ডিস্কাউণ্টের হার কতক কমিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

শস্যের মূল্য।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকায় নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত মূল্যে শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম চাউল।	সামান্য চাউল।	ছোলা।	যব।
	সের	সের	সের	সের
বর্দ্ধমান	।৮	।৯	৯	।৫।
বাকুড়া	।৭॥	।৮	।৪।	।৮
বীরভূম	।৭॥	॥৫	।২	।৫
মেদিনিপু	।২	॥০	।২	
হুগলী	৵৮॥ ৵৯	।৪-।৪॥	।৩	।৩।-॥১
হাবড়া	।২	।৫॥	।৯॥	
কলিকাতা	।৯	।৩	।৩	।৮
২৪ পরগণা	৵৬-৷৵	।৩'৵	।২॥	।৩
নদীয়া	।৪॥	।৩	।৫।	
যশোহর	।৬	।৮।	।২॥	
মুরশিদাবাদ	।০'৵	।৭-।৯	।৫	॥২
দিনাজপুর	॥৯	৸০	।২॥	।২।
মালদহ	॥৩॥	॥৯-॥৭	।৮	৷৹
রাজ শা	৵৮-৷১	॥৩।-॥৪	।৫।-।৫৸	।২
রঙ্গপুর	৵৭'৷৵	॥৫-৷৵১০	।২৸১০	
বগুড়া	৵৯	৸২	।২	
পাবন	৮	।৯।	।৩॥	
ফরিদপুর	৵৮	॥০	।২॥	
বাখরগঞ্জ	৬	॥০		
ময়মন	।২	॥০	।২	
চট্টগ্রা	।৩	॥২	৵৯॥	
নওয়াখালী	।৪	॥১		
ত্রিপু	।১	॥০	।০॥	
চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ	।০॥	।১৵		
পাটনা	॥৭	॥৪	।৯	॥৮
গয়া	।১॥	॥৯॥	।৮	॥০॥
শাহাবাদ	।২।	॥০	।৯	॥২
ত্রিহুত	।০॥	॥৫	।৫	।৬
সারণ	৵৯	॥৬	।৭	॥৫
চম্পারণ	৵৮	॥৯	।৪॥	।৫
পূর্ণিয়া	॥৯	॥৮	।৬	
সাঁওতাল পরগণা।	।২	॥০	।৪	।৫
কটক	।৭৵	॥৮৵	।৮৵	
পুরী	।৭৵	॥৭॥৵	।৫৸	
হাজারীবাগ	৵৯	॥১	।২	।৬
লোহারডগা	॥০	॥৪	।০	
সিংহভূম	।২	॥৮	।২	
মানভূম	।৫	॥৪	।১	।৬-।০

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ১০ ই জানুয়ারি

নদীর নাম	সর্ব্বনিম্ন জল।
ভাগীরথী।	
	ফীট ইঞ্চ
চৌয়াশির নীচে	৩ ৬
মুরপুর ৩ মাইলের মধ্যে	২ ৬
তথা হইতে অজিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	২ ৯
অজিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২ ৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২ ৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২ ৯
মাথা ভাঙ্গা।	
গঙ্গার মোহানা	৩
ভাণ্ডারপাড়া	
তথা হইতে হাটবোলিয়া	
তথা হইতে কট ১ নং	৮ ৬
তথা হইতে বোলমারি	২ ৪
তথা হইতে আলিকদহ	২ ৩
তথা হইতে কুকসহ	২ ৩

সন ১৮৭৫ সালের ৪ ঠা জানুয়ারি বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	৩	২

বহরমপুর ৪ ঠা জানুয়ারি ১৮৭৫ সাল } টী, এইচ উইক্স সি, ই, এক্সিকিউটিবইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারি মল্লিক
গোবর ডাঙ্গা ৫৷০

* * শ্রীবণ্ড মল্লিক—ভবানীপুর ৫৷০

* * কেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ৫৷০

* * গোবিন্দনারায়ণ দে উনত্রিশ কোমাবাড়ী ১০

* * দীননাথ চক্রবর্ত্তী—লোকনাথপুর ৫৷০

* * দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় খিদিরপুর ৫৷০

* * কেত্রনাথ বসু মুন্সি—উখরা ১০

* * দ্বারকানাথ রায়—বজ্রা ১০

* * ঈশ্বরচন্দ্র দেব—বালেশ্বর ১০

মেদিনীপুর নর্ম্মাল স্কুলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। ছয় মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। মোট, হুণ্ডি, বকাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনার মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সুর্ণ সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতা শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ [illegible] বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকা[illegible] হয়।

রোজস্কার করা!
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ১১ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্তনাং প্রকৃতিনিচিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তা। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ১৩ ই মাঘ। ইং ১৮৭৫। ২৫ এ জানুয়ারি।
মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

আমার কৃত প্রচলিত পদার্থ বিদ্যা ব্যতিরেকে ঐ নামে দিয়া অন্যকর্ত্তৃক অন্য এক খানি পুস্তক প্রচার করা হইয়াছে দেখিতেছি অতএব যাঁহারা আমার ঐ পুস্তক লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন বিশেষ রূপে দেখিয়া লন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

" চিকিৎসাতত্ত্ব " মাসিক পত্র।

বর্ত্তমান বর্ষের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত। আকার রয়েল ১২ পেজী ২ ফরমা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পোষ্টেজ সহ ২৷৷০। কার্য্যালয় কলিকাতা বহুবাজার চিনিপটী বটতলা ষ্ট্রীট ৩ন ঠী।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত রঙ্গপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ম্যালেরিয়া প্লীহা যকৃৎ সুতন ও পুরাতন জ্বর প্লীহা ও যকৃৎ ঘটিত পালাজ্বর ও সর্ব্ব প্রকার জ্বর। প্রবল কলেরা বিসূচিকা ও সর্ব্ব প্রকার উদরের পীড়া উদরী শোথ উন্মাদ শিরো রোগ কুষ্ঠ রোগ সর্ব্ব প্রকার কাশ ও কুষ্ঠ চর্ম্ম রোগ গরমির পাড়া ও রক্ত বিকৃতির জন্য নানা প্রকার রোগ নাশক দেশীয় ও ইংরাজী বিবিধ প্রকার উত্তম ঔষধ প্রস্তুত আছে। যাঁহারা এই চিকিৎসালয়ের চিকিৎসাধীন হইবেন, তাঁহারা বিনা মূল্যে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। অন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ঔষধ লইতে ইচ্ছা করিলে অন্যান্য চিকিৎসালয়ের অপেক্ষা অল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশীয় রোগী চিকিৎসালয়াধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিলে ঔষধের মূল্য ইত্যাদি বিষয় জানিতে পারিবেন।

১২।১।৭৫ বারুইপুর } শ্রীপ্রাণনাথ চক্রবর্ত্তী।

আমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত বর্ত্তমান সালের ৮ ই অগ্রহায়ণ তারিখে অন্নে পৃথক হইয়াছি, মেদমল্ল পরগণার চক হরিরামপুর যে ।০ আনা অংশ চক ও দরচক আছে তাহা ও অন্য অন্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আমাকে রক্ষিত করণ মানসে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোপনে হস্তান্তর করিতে পারিতেছেন। এ জন্য প্রকাশ করিতেছি, গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ আমার অর্দ্ধ অংশ বাদে লইবেন।

কল্যাণপুর ২৮ এ পৌষ ১২৮১ সন } শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং মজু জেলা হুগলী।

প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরচিত।

বৃত্র সংহার। প্রথম খণ্ড।

মূল্য ১ টাকা, ডাকমাশুল ৵০। ৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কোম্পানির নিকটে পাওয়া যাইবে।

নূতন পুস্তক।

ডিজিজ্ অব দি আই

অর্থাৎ

অক্ষিতত্ত্ব ও চিকিৎসা।

প্রসিদ্ধ ডাক্তর সি, মেক্‌নামারা সাহেব কর্ত্তৃক প্রণীত চক্ষুরোগ সম্বন্ধীয় ইংরাজী পুস্তকের অবিকল অনুবাদ। কলিকাতা অপ্‌থেলমিক হাঁসপাতালের হাউস সরজন শ্রীযুক্ত বাবু লালমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অ.টপেজিফরমার সুচিপত্র ভিন্ন ৩৪৮ পৃষ্ঠা উত্তম ছাপা, উত্তম বাঁধা, বহুতর সুদৃশ্য প্লেট সমেত, মূল্য ৩ টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা। আমার নিকট আপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

১০ ই জানুয়ারি ১৮৭৫ সাল। } কলিকাতা হিন্দু হোটেল লালবাজার।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কৃত প্রাক টিস অব মে ডিসিন—

প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১০ ডাক মাশুল ।০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ।৵ একত্রে লইলে ১৮ ডাকমাশুল ১৵ মাত্র। এনাটমি প্রথম খণ্ড ২ ডাক মাশুল ৷৵০ মাতৃশিক্ষা ২ ডাক মাশুল ।০, এতদ্ভিন্ন আমার নিকট প্রায় যাবতীয় বাঙ্গালা

ডাক্তারি পুস্তক পাওয়া যায়, আবশ্যক হইলে লিখি পাঠাইতে পারিবেন।

শ্রীভক্তদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
ডিস্পেন্সরি ২৮৮ নং বাটী।

—•—

এলোপাথিক বা ডাক্তারি
মতে ওলাউঠা
রোগের
মহৌষধ।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে এলোপাথিক বা ডাক্তারি মতে কর্পূরের আরোক বিসূচিকা রোগের মহৌষধ। এই মারাত্মক ব্যাধির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই ইহা বমন ও অতিসার অগৌণে নিশ্চিতই নিবারণ করে। অঙ্গগ্রহ অর্থাৎ হাত পায়ে খিল ধরা নিবৃত্তি এবং হস্ত পদাদির উষ্ণতা পুনঃ প্রদান করে।

শিশির সহিত যে ব্যবস্থা পত্র আছে তদ্দ্বারা সকলেই বিনা উপদেশে চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

টীকিটে আমার নাম দেখিয়া লইবেন। প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা। ১০ টাকার অধিক হলে শত করা হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৭১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র পালের ফেলনেল ঔষধালয়ে এবং আমার নিকটে পাইবেন।

ডাক্তার শ্রী বালকৃষ্ণ নিয়োগী
পোষ্ট সিরাজগঞ্জ।
৮৫।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু বালকৃষ্ণ নিয়োগী
ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু—
মহাশয়।

আমি ঐ সমুদয় ওলাউঠা রোগিদিগের মধ্যে কতক ঔষধ বিতরণ করিয়া এবং নানা প্রকারে উহার পরীক্ষা করিয়া কোন ঔষধ পাই নাই যে আপনার কর্পূরের আরোকের ন্যায় ঐ ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম নিবেদনমিতি।

১২৮১ ২রা অগ্রহায়ণ। } শ্রীমহেশচন্দ্র ভাদুড়ী জমীদার— গোপালপুর।

—•৩•—

বঙ্গুর্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ সালের সহিত প্রকাশ্যমান, প্রতি খণ্ড খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

—•:•—

১৮৭৫ খৃঃ অব্দের ১ লা এপ্রেল অবধি ১৮৭৬ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত দমদমার সামান্য যুদ্ধোপকরণ সামগ্রীর কারখানার 'লেটারহেড' প্রভৃতির সরবরাহ করিবার নিমিত্ত যোড়বকরা টেণ্ডর সকল উক্ত কারখানার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আগামী ১৭ ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে গ্রহণ করিবেন।

অধিক কিম্বা অল্পসংখ্য (গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য যেমন আবশ্যক) ষ্টেশনরের লিখিবার সরঞ্জামের নিমিত্ত টেণ্ডর সকল আবশ্যক হইয়াছে তাহা এবং কণ্ট্রাক্টের ফরম প্রার্থনাকারিদিগকে উক্ত কারখানার আফিসে রবিবার এবং ছুটীর দিনভিন্ন প্রতিদিন দেখান যাইবে।

টেণ্ডর গ্রাহ্য হইলে কণ্ট্রাক্টের ফরম স্বাক্ষর ও মোহর করিতে হইবে। ষ্ট্যাম্পের মূল্য একটাকা কণ্ট্রাক্টরদিগকে দিতে হইবে।

টেণ্ডরগুলি ইংরাজী ভাষায় লিখিত এবং ডুপ্লিকেট হওয়া চাই। যে মূল্যে যে প্রকার ষ্টেশনরি দেওয়া হইবে, তাহা ঐ পত্রে বিশেষ করিয়া শব্দে এবং অঙ্কপাতে লেখা থাকিবে।

টেণ্ডরগুলি কেবল ছাপার ফরমে গ্রহণ করা হইবে। আবেদন যাহার ঐ ফরম ২ টাকায় দুই খান এই আফিসে পাওয়া যাইবে।

সর্ব্বাপেক্ষা কম দরের টেণ্ডর হইলেই যে উহা গৃহীত হইবে এমন কিছু নিয়ম নাই এবং কোন টেণ্ডর অগ্রাহ্য করা গেলে তাহার কারণ দেখান যাইবে না।

অর্ডনান্সের ইনস্পেক্টর জেনরলের টেণ্ডর গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে। তিনি স্বেচ্ছামত সর্ব্বাপেক্ষা কম দরের টেণ্ডর, বা অন্য কোন টেণ্ডর অথবা যে টেণ্ডরে কোন দ্রব্যের মূল্য বেশি বোধ হইবে তাহা কারণ না দেখাইয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

টেণ্ডরের সহিত গবর্ণমেণ্টের কাগজেই হউক অথবা নোটেই হউক ১০০০ টাকা জমা দিতে হইবে। কণ্ট্রাক্ট পত্র লেখা শেষ হইলে কিম্বা টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইলে সেই টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে।

১৮৭৫ অব্দের ১৮ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বেলা দুই প্রহরের সময় সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট উক্ত কারখানার আফিসে টেণ্ডর সকল খুলিবেন যাঁহারা টেণ্ডর দিবেন তাঁহারা সেই সময়ে তথায় উপস্থিত থাকিবেন।

দমদমা সামান্য যুদ্ধোপকরণ সাম গ্রীর কারখানা আফিস ১৩ ই জানুয়ারি ১৮৭৫ } এ, ওয়াকার মেজর আর, এ, সামান্য যুদ্ধোপকরণ সামগ্রীর কারখানার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

—•••—

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ
নীতিশিক্ষার উপ-
যোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাসুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	৷০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৶০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৶০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাসুল /০ এক আনা লাগিবে। কলিকাতা যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাসুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টীকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, অর্দ্ধ আনামূল্যের টীকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

———

সোমপ্রকাশ।

১৩ ই মাঘ সোমবার।

আমাদিগের রাজপুরুষেরা মুখে বলেন এদেশীয়দিগের স্বশাসন শিক্ষার উদ্দেশেই মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যে ইহার বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মাজিষ্ট্রেটেরা অবচ্ছেদাবচ্ছেদে যাবতীয় মিউনিসিপালিটির শীর্ষদেশে বিরাজ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছানুসারেই মিউনিসিপালিটির সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হয়। মাজিষ্ট্রেটেরা ইউরোপীয়। এরূপ স্থলে এদেশীয়দিগের স্বশাসনপ্রণালী শিক্ষার সম্ভাবনা কি? বরং মাজিষ্ট্রেটেরা ঐ শিক্ষার অন্তরায়ভূত হইয়া আছেন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম রায় বাহাদুর বিজয়রঙ্গ মুদলার পুনার মিউনিসিপালিটির সভাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুনা ভারতবর্ষের অন্য অন্য স্থানের উন্নতি পথ প্রদর্শনের আদর্শক্ষেত্র হইয়াছে। ঐ স্থানেই প্রথমে সার্ব্বজনিক সভার সৃষ্টি হয়। এই সভা বঙ্গদেশের সভার ন্যায় কেবল মুখেদড় নয়। এ সভা হইতে অনেক কাজ হইয়াছে। রায় বাহাদুর বিজয়রঙ্গ মুদলার যে তত্রতা মিউনিসিপালিটির সভাপতি পদ প্রাপ্ত হইলেন, বোধ হয় এটী পুনাসার্ব্বজনিক সভার যত্নের চেষ্টারই ফল। যদি এদেশীয়েরা একমাত্র সমুদায় মিউনিসিপালিটির সভাপতি হইতে পান, রাজপুরুষেরা যে উদ্দেশে উহার সৃষ্টি করিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় সন্দেহ নাই। ইউরোপীয়েরা যদি মিউনিসিপালিটির সভ্য ও সভাপতি পদ একচেটিয়া করিয়া রাখিলেন, তাঁহাদিগের মতেই সমুদায় কাজ হইল, এদেশীয়দিগের স্বাধীনভাবে মিউনিসিপালিটি সম্বন্ধে যদি কিছু করিবার ক্ষমতা না রহিল ইহাদিগের স্বাধীনতা কোথায়? স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা শিক্ষার উপদেশ দিবার তুল্য বিড়ম্বনা আর কি আছে?

বরদাসম্বন্ধে লর্ড নর্থব্রুকের কয়েকটী ভ্রম।

রামধনুকে সাতটির অধিক রঙ্গ ফলে না, কিন্তু ইংরাজদিগের স্বজাতিপক্ষপাতিতারূপ শক্রধনুতে যে কত শত রঙ্গ ফলে তাহা বলা যায় না। কর্ণেল ফেয়ারকে বিষপান করাইবার চেষ্টা হইয়াছে, আর রক্ষা নাই, ইংরাজী সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের ক্রোধ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। অতএব তাঁহাদিগের কেহ যদি মলহর রাওকে ফাঁসী দিতে অথবা তোপে উড়াইয়া দিতে বলেন কিম্বা বরদারাজ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টভুক্ত করিতে অনুরোধ করেন, তাহাতে আমরা দুঃখিত ও বিস্মিত নহি। আমাদিগের দুঃখ ও বিস্ময়ের বিষয় এই, লার্ড নর্থব্রুক দূরদর্শী স্থিরচিত্ত ও বিবেচনাকারী হইয়াও পাঁচ জনের কুহকে পড়িয়া মলহররাওয়ের বিষয়ে বিষম ভ্রমে পতিত হইলেন। মলহররাও স্বেচ্ছাচারী ও অব্যবস্থিতচিত্ত, তিনি রাজপদের যোগ্য পাত্র নহেন। তাঁহাকে যে রাজচ্যুত করা হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমরা দুঃখিত নহি। একে কমঙ্গলে [illegible] লোকের মঙ্গল সম্ভাবনা আছে [illegible] রাজপুরুষেরা সোমপ্রকাশের ফাইল অন্বেষণ করিয়া দেখেন দেখিতে পাইবেন, আমরাই সর্ব্বাগ্রে মলহর রাওর অত্যাচার নিবারণার্থ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলাম লার্ড নর্থব্রুক যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের একান্ত প্রীতিকর ও তাঁহার মহৎ নামের অনুরূপ হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের এই, লাভির পা উল্টিয়া গেল, তাঁহার পাকা চাল কাঁচিয়া গেল। তিনি মহা ভ্রমে পতিত হইলেন।

তাঁহার প্রথম ও প্রধান ভ্রম এই- তিনি মলহর রাওকে তাঁহার নিজ চরিত্র সংশোধনের যে অবসর দিয়াছিলেন, তাহার প্রতীক্ষা করা উচিত ছিল। মলহর রাও যদি সে সময়ের মধ্যে শুধরিয়া উঠিতে না পারিতেন, তিনি আপনা হইতেই রাজচ্যুত হইতেন, কাহারও দ্বিরুক্তি করিবার পথ থাকিত না। এই অবসরদান চতুর ও গভীর রাজনীতিজ্ঞতার ফল সন্দেহ নাই। ইহারও আবার অন্য উপায়ের ফল ফলিয়াছিল। সর লুইস পেলি স্বমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন তিনি বরদায় গিয়া অবধি দেখিতেছেন, মলহর রাও অতি সুন্দররূপে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, এবং তাঁহার প্রতি (পেলির প্রতি) অতি সদ্ব্যবহার করিতেছেন। তিনি ক্রমে যদি এইরূপ ভয়ে ও মিত্রতায় স্বদোষ সংশোধন করিয়া লইতেন, লার্ড নর্থব্রুকের কত যশের ও শ্লাঘার বিষয় হইত, তাহা বলা যায় না। কিন্তু এক ভ্রমে পতিত হইয়া তিনি সে যশোভাগী হইতে পারিলেন না।

লার্ড নর্থব্রুকের দ্বিতীয় ভ্রম এই, মলহর রাওর অপরাধ প্রমাণ হয় নাই, এক মাত্র সন্দেহের উপরে নির্ভর করিয়া তাঁহাকে রাজচ্যুত ও বন্দীভূত করিয়া যার পর নাই অপমানিত করা হইল। যদি মলহর রাও অপদার্থ ও কাপুরুষ না হইয়া তেজস্বী হইতেন, তাঁহার হৃদয় এতদিন অপমানে আপনা হইতে বিদীর্ণ হইয়া যাইত সন্দেহ নাই। তিনি যদি বিচারে নির্দ্দোষ হন, লার্ড নর্থব্রুক বলুন দেখি এ বিষয়ী তাঁহার (লার্ড নর্থব্রুকের) হৃদয়ের যার পর নাই পরিতাপের হেতু হইবে কি না? মলহর রাও যে নিরপরাধ, তাঁহার কার্য্য দ্বারাও কতক বুঝা যাইতেছে। তাঁহার

বন্দীকরণ চেষ্টা হইতেছে তিনি এ কথা শুনিয়াও স্বয়ং রেসিডেন্ট সর লুইস পেলির আবাস গৃহে উপস্থিত হইলেন। দোষী হইলে কখনই তিনি আসিতে সাহসী হইতেন না। তিনি যেমন চতুর লোক সকলে যে আপনার মনের ভাব গোপন করিয়া নিজের নির্দ্দোষতা প্রদর্শনার্থ রেসিডেন্টের গৃহে আসিয়া স্বয়ং উপস্থিত হইবেন তাঁহার বাক্য ও কার্য্যাদি দ্বারা তাঁহাকে নিরোধ ও সরল বলিয়াই বোধ হইতেছে। তাঁহার শত্রুবর্গের চক্রে তাঁহার প্রতি রাজদ্রোহ আরোপ হওয়া অসম্ভাবিত নয়, দশ চক্রে ভগবান ভূত হইয়াছিলেন।

তৃতীয় ভ্রম এই, মলহর রাওকে ইংলণ্ডেশ্বরীর বিপক্ষ ও রাজদ্রোহী বলিয়া রাজচ্যুত ও বন্দীভূত করা হইয়াছে মলহর রাওর মন্ত্রণাতেই কর্ণেল ফেরারকে বিষপান করাইবার চেষ্টা হয়, এই আমরা ইহা স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলেও কেবল এই এক চেষ্টা দ্বারা তাঁহার রাজদ্রোহিতা সপ্রমাণ হইতেছে না। তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া কখন একটীও দুশ্চেষ্টা অথবা অকার্য্য করেন নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যখন তাঁহার প্রতিকূল যে আচরণ করিয়াছেন, বাক্যনিষ্পত্তি না করিয়া তাহাতেই তিনি সম্মতিদান করিয়াছেন। আর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যপর্য্যালোচনার্থ কমিশন নিয়োগ করিলেন, তিনি তাহাতেই অনুমোদন করিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের আদেশ হইল, তিনি তদনুসারে যাত্রা করিতে লাগিলেন। সর লুইস পেলিকে বিশেষ রেসিডেন্ট করিয়া পাঠান হইল, তাঁহার সহিত তিনি সাধু ভদ্র ও অমায়িক ব্যবহার প্রকাশ করিলেন। এ সকল কি রাজদ্রোহিতার প্রমাণ? কখনই তিনি যদি ব্যক্তিবিশেষের নিজের বিষয়ে দুর্ব্ব্যবহার করেন, আর সেই ব্যক্তি রাজপ্রতিনিধির উপরে নিজের সেই বৈরসাধন চেষ্টা পান, তাহাও কি রাজদ্রোহ বলিয়া পরিগণিত হইবে? কর্ণেল ফেরারের সহিত মলহর রাওর যদি এই প্রকার কোন শত্রুতা থাকে, আর সেই শত্রুতা সাধনার্থ যদি এই চেষ্টা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ অপরাধকে রাজদ্রোহিতা অপরাধে বলিয়া গণনা করা কিরূপে ন্যায়ানুগত হয়? এ স্থলে আর একটী বিষয়ের বিবেচনা করাও উচিত। গুইকুমার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একজন নাম না প্রকাশন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মিত্র বলে বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে তাঁহার কৃত অপরাধ কি সামান্য প্রকারে অপরাধের মধ্যে গণ্য হইবে? সামান্য প্রজা রাজার অনিষ্ট চেষ্টা করিলে যেমন তাহাকে বিদ্রোহী বলিয়া গণনা করা হয় এবং তাহার বিষয় বিভব হরণ করিয়া লওয়া হয়, গুইকুমারের বিষয়েও কি সেইরূপ ব্যবহার বিধেয় হয়?

চতুর্থ ভ্রম, গুইকুমার ক্ষমতাশালী হউন, অপদার্থ হউন, কাপুরুষ হউন, তাঁহাকে যখন মিত্র বলিয়া গণনা করা হইয়াছে, তখন তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সমকক্ষ। সমকক্ষতা স্থলে উপরিতন গবর্ণমেণ্টের আদেশ না লইয়া গুইকুমারের বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কিছু করা উচিত হয় না। মলহর রাওর রাজচ্যুতি ও বন্দীকরণাদি কার্য্য দ্বারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও সম্মানভঞ্জনকারিতা দোষ ঘটিয়াছে। এতৎ সংক্রান্ত সমুদায় বিষয় ইংলণ্ডেশ্বরীর গবর্ণমেণ্টের গোচর করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করা লার্ড নর্থব্রুকের কর্ত্তব্য ছিল।

পঞ্চম ভ্রম, বরদায় সৈন্য প্রেরণ করিয়া গুইকুমারের সম্পত্তি গ্রহণ। সর লুইস পেলি ও গবর্ণর জেনরল যত সাবধান হউন, ঐ কার্য্যটী দ্বারা বরদার অত্যাচার হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। বদমায়েসেরা ঐ সুযোগ পাইয়া আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টা পাইবে সন্দেহ নাই। সেতারা প্রভৃতি স্থানেও ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল। অধিকাংশ রাজসম্পত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইবে, গবর্ণমেণ্ট চোখেও দেখিতে পাইবেন না।

ষষ্ঠ ভ্রম, গুইকুমারের কার্য্য পর্য্যালোচনার্থ কমিশন নিয়োগের পরও কর্ণেল ফেরারকে পদস্থ রাখা। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যখন জানিতে পারিলেন, গুইকুমারের সহিত কর্ণেল ফেরারের শত্রুতা চলিতেছে, তখন তাঁহাকে বরদায় রাখিলেন কেন? তাঁহার অবস্থিতিই এখনকার যাবতীয় অনর্থ ঘটিবার মূল।

এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই, যিনি যাহা বলুন, যিনি যত লার্ড নর্থব্রুকের প্রশংসা করুন, এ কার্য্যটী যে তাঁহার ক্ষিপ্রকারিতা ও অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। তাঁহার ভারতবর্ষীয় রাজনীতি চরিত্রে এটী কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া রহিল।

উপসংহারকালে আর একটী কৌতুকাবহ বিষয়ের প্রসঙ্গ করা অসঙ্গত হইতেছে না। রেসিডেন্ট পেলি সাহেবের উপরে গুইকুমারকে বন্দী করিবার আদেশ হয়। গুইকুমার তাঁহার বাস গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রেসিডেন্ট তাঁহাকে গবর্ণর জেনরলের আদেশ জানাইলেন। গুইকুমার সেইখানেই তাঁহাকে বন্দী করিতে বলিলেন। ঐ খানেই তাঁহাকে বন্দী করা হয়, এই বিষয়ে তিনি পুনঃ পুনঃ জিদ করিলেন। কিন্তু পেলি সাহেব তাহাতে সম্মত হই-

লেন না। তাঁহাকে তথা হইতে উঠাইয়া লইয়া তাঁহার রাজ্যের সীমা হইতে বন্দী করিয়া আনা হইল। এ আজ্ঞা প্রতিপালনের অর্থ কি? যাঁহাকে সামান্য প্রজার ন্যায় ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যে বন্দী করা বিবেচনা সিদ্ধ হইল না, তাঁহাকে আর সকল বিষয়ে সামান্য প্রজার অধম বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা হইল, এটী অধিকতর কৌতুকাবহ সন্দেহ নাই।

বোম্বাই গেজেটের বিশেষ সংবাদ দাতা কর্ণেল পেলির সহিত গুইকুমারের যেরূপ কথোপকথনের বিষয় লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল, পাঠকগণ অভিনিবেশ সহকারে ঐগুলি পাঠ করিলেই আমাদিগের বক্তব্য বিষয় বিশদ রূপে বুঝিতে পারিবেন।

কর্ণেল পেলি এখানে আসা অবধি গুইকুমার যে অতি সুন্দর রূপে কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছেন এবং আমাকে সর্ব্বদা সাহায্য করিয়াছেন তদ্বিষয় আমি গবর্ণর জেনরলকে এবং আমার বন্ধুগণকে বলিয়াছি।

দ্বিভাষী গুজরাটী ভাষায় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন, গুইকুমার অতিশয় দুঃখিত অন্তঃকরণে শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

কর্ণেল পেলি আমি যে সময়ে যবদ্বীপ আসিয়াছি সেই অবধি গুইকুমার আমার প্রতি বিলক্ষণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করেন নাই।

গুইকুমার। কর্ণেল পেলি আসিবা অবধি আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

কর্ণেল পেলি। আমার আগমন অবধি এপর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্ম ঘটিয়াছে কেবল সেই সম্বন্ধে কিছু করিবার যদি আমার ক্ষমতা থাকিত আমি নিশ্চয় এই গ্রামস্থ মনুষ্য যে যথার্থ মতে ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম। আমি আসিয়া অবধি গুইকুমারের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত কার্য্য করিয়াছি। কিন্তু মানুষ তাহার জীবনের ঘটনা সকলের উপরে কর্তৃত্ব করিতে পারে না। এমন সকল অবস্থা ঘটিয়া উঠিল, যে গুইকুমারের রাজ্য শাসন সংক্রান্ত পূর্ব্ব ঘটনা সকলের পর্য্যালোচনা করিতে বাধ্য হইতে হইল।

গুইকুমার। গোবিন্দ রাওয়ের বংশে কেহ কখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শনের ত্রুটি করেন নাই।

কর্ণেল পেলি। তাঁহার প্রতি যাহাতে সুবিচার হয়, তজ্জন্য আমি ও গবর্ণর জেনরল উভয়ে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব। গুইকুমারের স্মরণ আছে প্রায় এক বৎসর গত হইল, তাঁহার কার্য্যাদির অনুসন্ধানার্থ বরদায় এক কমিশন বসে, তদ্বিষয়ে ছয় তিন মাস হইল ব্রিটিশ রেসডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারকে বিবরণ করাইবার চেষ্টা হয়। ইহাতে গবর্ণর জেনরলের আজ্ঞানুসারে এ বিষয়ের অনুসন্ধান হয়। অনুসন্ধানে গুইকুমার ইহাতে লিপ্ত আছেন বলিয়া প্রকাশ পায়।

গুইকুমার। করজোড়ে বলিলেন, আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, গোবিন্দ রাওয়ের বংশের কেহ কোনরূপ রাজদ্রোহে দোষী হইবে না।

কর্ণেল পেলি। গুইকুমার জানেন তিনি এ বিষয়ে লিপ্ত আছেন। শুনিবামাত্র আমি অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে তাঁহাকে ইহা জানাইয়াছি। তাহাতে তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ সুবিচার হয় গবর্ণর জেনরলের সে বিষয়ে সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে।

গুইকুমার। কর্ণেল পেলি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছেন।

কর্ণেল পেলি। আমার একটী অতি সহজ কর্ত্তব্য আছে। কিন্তু সেটী যখন আমার কর্ত্তব্য, আমাকে তাহা করিতে হইবে। অনুসন্ধানের সময় গুইকুমার যে [illegible] তজ্জন্য তাঁহার প্রতি [illegible] হয়। [illegible] গবর্ণর জেনরলের [illegible] তাহাতে আমাকে [illegible] আমি [illegible] বলেন। [illegible] কোন কার্য্য করিতে [illegible]

গুইকুমার এই কথাগুলি শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন এবং মুখ ঢাকা [illegible]

কর্ণেল পেলি। এই সকল কার্য্যের মধ্যে গবর্ণর জেনরলের আজ্ঞানুসারে একখানি ঘোষণাপত্র প্রচার উহার অন্যতর।

দ্বিতীয়ী ঘোষণা পত্রখানি গুজরাটী ভাষায় পাঠ করিলেন। গুইকুমার মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিলেন এবং কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া তাঁহার পক্ষসমর্থন যে দৃষ্টান্ত সকল নিম্নে দেওয়া গিয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া বিদায় গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

কর্ণেল পেলি। তাঁহার দেহরক্ষার্থে যত প্রকার সুবিধা, হইতে পারে তাঁহাকে সে সুবিধা দেওয়া, হইবে। তিনি বাহিরে প্রভৃতি যাহার ইচ্ছা [illegible] করিতে পারেন। অনুসন্ধান একাশ্য ভাবে হইবে। আমি কোন বিষয়ে তাঁহার প্রতিসম্মোচিত সম্মানের ত্রুটি করিব না এবং যদিও তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা আমার কর্ত্তব্য, তাঁহাকে উৎকৃষ্ট স্থানে রাখা হইবে এবং তাঁহার কোন বিষয়ে কষ্ট বা অসুবিধা হইবে না তিনি তাঁহার উকীলগণের সহিত পরামর্শাদি করিতে পারিবেন।

গুইকুমার কৃতাঞ্জলি হইয়া কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন তাঁহার শত্রু অনেক। তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার বিপক্ষ। যে ভূমির উপর তিনি বসিয়া আছেন, সেই ভূমি পর্য্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধ হইবে। জগদীশ্বর গবর্ণর জেনরল এবং কর্ণেল পেলি এই তিন জন ভিন্ন জগতে তাঁহার এমন কেহ নাই, যাহার নিকট তিনি অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিতে পারেন। তিনি পূর্ব্বেই কর্ণেল পেলিকে বলিয়াছেন তিনি শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত, এক্ষণে দেখি তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন।

কর্ণেল পেলি। সাধারণ সকলে জানে তাঁহার অনেক শত্রু আছে। এই জন্য যদি কেহ তাঁহার সম্পত্তির [illegible] করে কিম্বা [illegible] তাহা [illegible] আমি [illegible] গুইকুমারকে তাঁহার শত্রুগণ হইতে রক্ষা করিবার [illegible] তাঁহার [illegible] এই [illegible] তাঁহার [illegible]

নগর লুণ্ঠনের সময় উপস্থিত বলিয়া মনে করে। আমি বিবেচনা করি গুইকুমার লর্ড অপেক্ষা শিবিরে সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত থাকিতে পারিবেন।

কর্ণেল জেকবও এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন

কর্ণেল পেলি। এই যে সডেন্সি ব্রিটিশ রাজ্যের অধীন, গুইকুমার এখানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, অতএব আমি এখানে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারি না।

গুইকুমার সেইখানেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে বলিলেন।

কর্ণেল পেলি। আমি তাঁহাকে এখানে অথবা নগরমধ্যে গ্রেপ্তার করিতে ইচ্ছা করি না। তিনি যদি সম্মত হন, আমি তাঁহার সমভিব্যাহারে ব্রিটিশ কাণ্টোনমেণ্টের নিকট তাঁহার রাজ্যের সীমা স্থানে গিয়া গ্রেপ্তার করিতে পারি।

গুইকুমার পুনঃ পুনঃ কহায় এবং তখনই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে বলিলেন।

কর্ণেল পেলি। আমার উপর যেরূপ আদেশ আছে, আমি তাহার কিছু মাত্র অন্যথা করিতে পারি না। আমি যেরূপ বলিতেছি তাহাই হউক।

গুইকুমার বলিলেন এরূপ করিবার প্রয়োজন নাই।

কর্ণেল পেলি। তাহা হইতে পারে না।

গুইকুমার। আগে এ বিষয়ের অনুসন্ধান হউক, পরে যেরূপ হয় করিবেন।

কর্ণেল পেলি। এ বিষয়ে অনুসন্ধান হইবে। আমার ও গবর্ণর জেনরলের গুইকুমারের অপকার করিবার কিছু মাত্র ইচ্ছা নাই। গবর্ণর জেনরল অনুসন্ধানের জন্য বিশেষ বিশেষ আফিসর নিযুক্ত করিবেন।

গুইকুমার। তাঁহার ইচ্ছা গবর্ণর জেনরল স্বয়ং এ বিষয়ের অনুসন্ধান করেন।

কর্ণেল পেলি। গবর্ণমেণ্টের সঙ্কল্প বোধ হয় এই, তাঁহারা ন্যায় বিচারের সহিত সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন।

কর্ণেল পেলি এই বলিয়া পুনর্ব্বার গবর্ণর জেনরল ও কর্ণেল পেলি দ্বারা অনুসন্ধান হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

কর্ণেল পেলি। অনুসন্ধান আমার দ্বারা হইবে না গবর্ণর জেনরলের আজ্ঞা ক্রমে আমার ভুল পদস্থ এবং আমার অপেক্ষা এ বিষয় ভাল বুঝিতে পারেন এমন সকল লোক দ্বারা অনুসন্ধান হইবে।

গুইকুমার পুনর্বার বলিলেন তিনি এবং গবর্ণর জেনরল অনুসন্ধান করেন।

আর কিয়ৎ ক্ষণ কথোপকথনের পর কর্ণেল পেলি গবর্ণর জেনরলের প্রতিজ্ঞা পত্র ইংলণ্ড হইতে পাঠ করিলেন। তৎপরে কর্ণেল পেলি বাপুসাইকে নগরের শান্তিরক্ষার্থ যত্নবান হইতে বলিয়া পূর্ব্ব কথিত নিয়মানুসারে গুইকুমারকে সঙ্গে করিয়া ব্রিটিশ কাণ্টোনমেণ্টের নিকট তাঁহার রাজ্যের সীমা স্থানে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলেন। বেসি ডেপি সাহেব নব বাঙ্গালায় তাঁহাকে রাখা হইল।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া পত্র বৃহস্পতিবার রবদা হইতে নিম্ন লিখিত বিশেষ সংবাদ গুলি পাঠাইয়াছেন।

সর্দ্দারদিগের দরবারের শেষ হইয়াছে। প্রায় দুই শত সর্দ্দার, সিক্কাদার এবং ব্যাঙ্কর উপস্থিত ছিলেন। সর লুইস পেলি তাঁহাদিগের নিকট গবর্ণর জেনরলের প্রতিজ্ঞা, পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন রাজদ্রোহ যাহাতে কোন গোলযোগ না ঘটে তাঁহারা তদ্বিষয়ে যত্নবান হন। তিনি বলিলেন, গবর্ণমেণ্টের রাজ্য গ্রহণের ইচ্ছা নাই। তিনি আরো বলিলেন, গুইকুমারের যে সকল ক্ষমতা ছিল, গবর্ণর জেনরল তাহা তাঁহাকে দিয়াছেন কিন্তু গুইকুমারের নামে দরবার আর করিবেন না। সর্দ্দারদিগের যে সকল বহি আছে, তিনি তাহার অনুসন্ধান করিবেন। [illegible] অনুসন্ধান করিবেন। তিনি সর্দ্দারদিগকে বলিলেন, কোন প্রকার অত্যাচার বা পীড়নাদি হইলে তাঁহারা যেন তাহা তাঁহার গোচর করেন: তিনি অপরাধীদিগের আইন অনুসারে দণ্ড করিবেন।

৫ জন প্রধান সর্দ্দারের উপরে গদির রক্ষার ভার সমর্পণ করা এবং রাজবাটী ও রাজকোষ সিলকরা হইয়াছে। পেলি বলিলেন কেহ যেন রাজার দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা যেন বিশেষ সতর্ক থাকেন। রাজসম্পত্তি কাহারও নিকট পাইলে তৎক্ষণাৎ যেন তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার নিকটে পাঠান হয়। সকলেই পেলির সাহায্য করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

বোম্বাই হইতে একজন সহযোগী তার যোগে নিম্ন লিখিত সংবাদ পাইয়াছেন।

কর্ণেল পেলি একজন এডিকঙ্কের সহিত রাজবাটীতে গিয়া রাণীদিগকে বলেন, গুইকুমার ভাল আছেন গুইকুমারের জন্য দুই বাক্স মণিমুক্তা দাক্ষিণাত্যে পাঠাইতেছিলেন তাহা আটক করিয়া রেসিডেন্সিতে পাঠান হইয়াছে। বৃহস্পতিবার তিনজন দরবারিকে ধরা হয়। যথাতে দরবারি দামোদর ইহার অন্যতর। বৃহস্পতিবার তাহাকে শিবিরে লইয়া যাওয়া হয়, নানারূপ জনরব উঠিতেছে। এক জনরব এই, সোমবার গুইকুমারের একজন উত্তরাধিকারী স্থির হইবে।

ই লিসমানের বোম্বাইস্থ সংবাদদাতা ২৯এ জানুয়ারি তারযোগে নিম্নলিখিত সংবাদ গুলি প্রেরণ করিয়াছেন—

সোমবার সার লুইস পেলি গুইকুমারের রাজবাটী হইতে ৪০ লক্ষ টাকার হিরা করেন। সর্দ্দারেরা বলেন, তাঁহারা ইহার কিছুই জানিতেন না।

গুইকুমারের বিচারার্থ যে কমিসন বসিবে, সার রিচার্ড কাউচ তাহার সভাপতি হইবেন এবং বোম্বাই হাইকোর্টের জজ অনরেবল ওয়েষ্ট, সার সিচার্ড মীডি বোধ হয়, সার দিন কর রাও এবং জাডন সাহেব কমিশনের সভ্য হইবেন। সকলে অনুমান করিতেছেন, সার দিন কর রাও ইহার মধ্যে থাকিবেন না, কারণ তিনি এক জন মহারাষ্ট্রীয়। তাহা হইলে ইন্দোরের সার মাধব রাও তাঁহার পদে হইবেন।

অদ্য সার জুলস পেলি রাজবেশে নগর পরিদর্শন করিবেন।

আর কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। এক্ষণে আর কোন গোলযোগ নাই।

টাইম্‌সের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গুইকুমারের আরো অনেক অপরাধ প্রকাশ হইয়াছে।

বোম্বাই ২০ এ জানুয়ারি। সুরাটের ২১ সংখ্যক দেশী পদাতিকদল কে বরখাস্ত হইতে আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

সার জুলস পেলি কয়েকজন আফিসর ও আর কয়েকজন সর্দারকে লইয়া এক কমিটী করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ইহাঁরা গুইকুমারের প্রাসাদে এবং অন্তঃপুরবাসিনীদিগের গৃহে গুপ্ত ধন আছে কি না তাহার অনুসন্ধান করিবেন।

গত কল্য গুইকুমারের বোম্বাইস্থ বাটীর সম্পত্তি বোম্বাইর দুর্গে নীত হইয়াছে। এক্ষণে বরদার কোন গোলযোগ নাই।

চাপ্রধান প্রদেশ ও তত্রত্য
শাসন প্রণালী।

ডিবেন্স কৃত হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে ইতঃ পূর্ব্বে আমরা যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিছু দিন হইল ইকনমিষ্ট নামক সংবাদপত্রও সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই, ডিবেন্স নিশ্চয়ই হত্যা করিয়াছেন, উক্ত সম্পাদকবরেন এই হত্যাপরাধের অন্য কোন প্রমাণ থাকুক না থাকুক একজন ইউরোপীয় চা করের নামে একজন এতদ্দেশীয় যদি হত্যাপরাধের বা অন্য কোন গুরুতর অপরাধের অভিযোগ করে, তাহা হইলে সেই অপরাধ প্রমাণ করা অতি সাবধান হওয়া উচিত। একজন ইউরোপীয় কোন গুরুতর অপরাধে এতদ্দেশীয় একজন এতদ্দেশীয় লোক যেমন সাহস করে না যে তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করে এমন অবস্থায় একজন এতদ্দেশীয় সামান্য ব্যক্তি যে প্রবল ডিবেন্সের নামে মিথ্যা করিয়া হত্যাপরাধের অভিযোগ উপস্থিত করিবে ইহা নিতান্ত অসম্ভাবিত। যাহা হউক, ইকনমিষ্ট ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া ভীমরুলের চাকে ঘা দিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান অবজার্ভর ও ইংলিসম্যান প্রভৃতি তাঁহার উপরে অজস্রধারে গালি বর্ষণ করিয়াছেন। যিনি যাহাই বলুন, ইকনমিষ্ট সম্পাদক কিন্তু এদেশীয় ও ইউরোপীয়দের অবস্থা অবিকল বুঝিয়াছেন।

এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে চা প্রধান প্রদেশে অত্যাচার হয়, অনেকের এই প্রকার সংস্কার আছে। এ সংস্কার অমূলক নয়। যে প্রণালীতে চা উৎপন্ন করা হইতেছে, এ প্রণালীতে যে যে কাজ হয়, তাহাতেই অত্যাচার ঘটিয়া থাকে। সে অত্যাচার দুর্নিবার। প্রথমতঃ প্রবল ও দুর্ব্বলে সম্বন্ধ, দ্বিতীয়তঃ প্রবলের স্বার্থলোভ প্রবল এবং দুর্ব্বলের আলস্য ও প্রবঞ্চনাদি তাহার উত্তেজক। প্রবল স্বার্থলোভের নিকটে দয়া ধর্ম্ম ভদ্রতা প্রভৃতি সকলেই মস্তক নত করিয়া থাকে। তুল ও নীল প্রধান প্রদেশে ইহার ভূরি উদাহরণ নয়নগোচর হয়। চা প্রধান প্রদেশে কয় জন সাহেব লিপ্ত আছে এ কথা কে সাহস করিয়া বলিতে পারেন? নীল প্রধান প্রদেশে আজিও অনেকগুলি সাহেব লিপ্ত বিরাজ করিতেছে। নীল প্রধান প্রদেশগুলি আইনের অনুগত শাসনপ্রণালীর অধীন। সেই খানেই যখন সাহেব লিপ্তের দৌরাত্ম্য মহাপ্রভৃতির প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে, তখন আইন বহির্ভূত শাসনপ্রণালীর অধীন চা-প্রধান প্রদেশে যে তাহার দশ সাহেবের প্রাদুর্ভাব হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি?

চাপ্রধান প্রদেশের অত্যাচার নিবারণের উপায় কি? এক্ষণকার এই প্রশ্নের উপায় দুটী আছে। প্রথম, কুলিদিগকে কণ্ট্রাক্টে নিয়মে বলপূর্ব্বক খাটাইয়া চা উৎপাদন করিবার যে প্রথা আছে, তাহা রহিত করিতে হইবে। এ প্রথা থাকিতে অন্য সহস্র উপায় করিলেও তাহা বিফল হইয়া যাইবে। এখন আসাম প্রভৃতি চা-প্রধান প্রদেশে ক্রমে উপনিবেশ হইতেছে। উপনিবেশীদিগের জীবিকা সংস্থান চাই। মজুরি না করিলে তাহাদিগের চলিবে না। চা করেরা কণ্ট্রাক্ট প্রথা পরিত্যাগ করুন। আমরা এ অঞ্চলে ঠিকা মজুরী দিয়া যেমন আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইতেছি, চা-করেরাও সেই রূপ করুন, যাহার ইচ্ছা হইবে সে খাটিবে আর যাহার ইচ্ছা না হইবে সে খাটিবে না। তাহাতে চা-করের বল চলিবে না, হাত পা ও বেত্র চলিবে না। যদি স্বার্থে অন্ধ হইয়া হাত পা ও বেত্র চালান, তখনই দণ্ডনীয় হইবেন।

দ্বিতীয়। শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন। তথায় আইনের অনুগত শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হউক। অধিক পরিমাণে বিচারপতি নিযোজিত হউন। উকীল প্রভৃতি আইনজ্ঞ লোক সকল তথায় গমন করুন। এখন যদি কোন চা-কর কোন কুলিকে হত্যা করে কিম্বা তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে অথবা তাহাকে সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী দ্বীপমধ্যে লইয়া গিয়া ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির মুখে নিক্ষেপ করিয়া আইসে, তাহার কোন দণ্ড হয় না। হত্যা কুলির সম্মুখে হইয়া কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করে এমন সাহস হয় না। কথা কহিবার লোক নাই। কিন্তু আমাদের এতদ্দেশীয় প্রবন্ধ অনুরোধ করিতেছি যদি তাহা প্রবর্ত্তিত হয় ক্রমে অত্যাচার নিবারণ হয়। আর এখন হত্যা কুলির পক্ষে হওয়া কথা কহিবার লোক হইবে আপরাধের বিচার ও অপরাধী দণ্ড হইবে।

অত্যাচারের নিবারণ না হইলেও আসাম প্রভৃতি চাপ্রধান প্রদেশের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যেখানে অবিচার ও অত্যাচার, সেই খানেই অসুরাস্তি। সেখানে লোকের বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয় না, মনের কথা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং ক্রমে সমুদায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি যাহা ও চাপ পাইয়া সঙ্কুচিত ও সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। বঙ্গদেশই ইহার প্রমাণ স্থল। বঙ্গদেশ এমন উর্ব্বর প্রদেশ, তথাকার লোকেরা এমন সুবুদ্ধ, কিন্তু এক অত্যাচার প্রভাবে ইহা দীর্ঘকাল অনুন্নত অবস্থাপন্ন হইয়া আছে। এখন অত্যাচারের অনেক নিবারণ হইয়াছে, এখন ইহা ক্রমে উন্নতি পথে বিচরণ করিতেছে।

—:—

ডাকখুঁত

স্বার্থ ও পরার্থ উভয় সাধন উদ্দেশ্য আছে, কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিপথে পতিত না হইলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এই হেতু পত্র খানি এই স্থানেই সুচীত হইল।

মহাশয়কে বার বার পত্র লিখিয়া জ্বালাতন করিতেছি, কিন্তু না করিলে আমি সুখী হইতে পারি না, কারণ ইতঃপূর্ব্বে সোমপ্রকাশ অদ্যাপি প্রাপ্ত হই নাই, অতএব আপনি লিখিয়াছেন, যে একটী পোষ্ট না করিলে ইহা বোধ হইতে পারে ডাক চুরি হইল। পরে যাহাতে সোমপ্রকাশ ও অন্যান্য প্রাপ্ত হইতে পারি, মহাশয় ইহার উপায় না করিলে কোথায় আর দুঃখ নিবেদন করিব, কি একে আমাদের নিস্তার করিবে

ফ্রি প্রেস এই সত্য সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, গত ১৩ এ অক্টোবর শিলঙের পত্র লেখক দুই মাইল অন্তরে ডাকের যে দুই কর্ম্মচারী ছিল তাহাদিগকে দেখিতে পান। তাহাদের প্রত্যেক লক্ষ্য করা গিয়াছে। অদ্যাপি তাহার কিনারা হয় নাই। আবার গত ২৯ এ পৌষ রাত্রি যোগে কলিকাতায় ডাক আসিতেছিল। উক্ত সিলের পুল ও মইল সুবর্ণ রেখানদীর ধারে ঐ প্রকার দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। ইহাতে অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তন্মধ্যে আমারও ৩০০ তিন শত টাকার দ্বিতীয় ড্রাফ মোট মারা গিয়াছে। এ প্রকার ব্যবহার হইলে লোকের মনে ডাকের উপর একটী অবিশ্বাস জন্মিতে পারে কি না মহাশয় বিবেচনা করিবেন, এতদ্বিষয় গবর্ণমেণ্ট সমীপে নিবেদন এই ডাকের সঙ্গে দুই জন করিয়া পেয়াদা নিযুক্ত করুন নচেৎ উপায় নাই।

বিবিধ সংবাদ।

ও ম ম র সোমবার!

কলাদের ওরিএণ্টাল ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব এজেণ্ট ডেবেন সাহেব ব্যাঙ্কের টাকা চুরি করাতে তাঁহার ৭ সাত বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। যত বড় সাহেবেরাও চৌর্য্য করে, বড় খেলা যায় না; একটা একজন উচ্চপদস্থ এদেশীয় লোকের, চৌর্য্য প্রভৃতি দোষী হইলে হরিসমান হুড়ুম্ টাইকারে ভারতবর্ষ কাঁপিয়া যায়।

বোম্বাই গেজেট বলেন, বরদার মহারাজের নামে যে কয়টী নূতন দোষের আরোপ করা হইয়াছে তন্মধ্যে একটী এই যে, লক্ষ্ণৌ বাসী প্রধান স্বামীর প্রতি গার্হস্থ্য সম্বন্ধে দুর্ব্যবহার করেন তাহার চেষ্টা করিবার জন্য, ৫০, ০০০ পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া গেল, ইনি ঐ টাকা ফেরত দিতে অস্বীকার করেন। এক্ষণে এই দোষের নামে নানা দোষের আরোপ হইতেছে।

মহাত্মা দাদাভাই নৌরজি এদেশীয়দের দুঃখ কষ্ট দেখা যাইতেছে। তিনি বলিতেছেন, "যদি কোন কমিসনরের পদ শূন্য হয়, তবে সে ইংলণ্ডে একজন এদেশীয়কে দেওয়া হবে।

আজি কালি এরূপ ঘটনার বিষয় অনেক শুনিতে পাওয়া যায়, শুক্লপক্ষে মৃত্যু হয় নাই, অথচ মৃতদেহ দেখিয়া সমাধিস্থ করা হয়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, রেবরেণ্ড ডালিঞ্জার মৃত্যুনির্দ্ধারণের একটী নূতন উপায়ের আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, মৃত বৎ কোন ব্যক্তির হস্ত কয় দিবে যদি সাইকর এমোনিয়া প্রবেশিত করিয়া দেওয়া হয়, উহার শরীরে যদি জীবনী শক্তি থাকে। ঐ স্থানে রক্তবর্ণ চিহ্ন হইবে, মৃত হইলে কোন চিহ্ন হইবে না।

বিজ্ঞান বুদ্ধি হইবার যত উপকারিতা আছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপকারিতাও আছে। ইংলণ্ডে তড়িৎ দ্বারা ঘড়ি চালাইবার সংস্থাপন হইতেছে। গ্যাসের আলোর ন্যায় একটী মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী ঘড়ির কারখানা থাকিবে, সেই স্থান হইতে টেলিগ্রাফের তার লইয়া প্রত্যেক বাটীর এক একটী ঘড়ির সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইবে, এই ঘড়িগুলির স্প্রিং ও অন্য অন্য কলের প্রয়োজন নাই, কেবল একটী আবরণ একটী ডায়াল ও দুটী কাঁটা থাকিবে, সেই প্রধান কারখানা হইতে তড়িৎ সংযোগে সমস্তের ঘড়ির কাঁটা চলিতে থাকিবে। এক্ষণে যেমন সকল ঘড়ির সময় সমান থাকে না, উহাতে তাহা হইবে না, সকল ঘড়ির সময় একরূপই হইবে।

গত অক্টোবর মাসে কলিকাতা হইতে ১৫১৩ উপনিবেশী গিনি মরিসস সেণ্টাল ও সেণ্টভিন্সেণ্টে যাত্রা করে। ইহাদের অধিকাংশ বিহার উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যা হইতে আসিয়াছে।

হরিসমান বলেন, যে ব্যক্তিকে মানা বলিয়া ধরা হয়, গবর্ণমেণ্ট উহাকে সিক্কিমের রাজ সমীপে সমর্পণ করিবেন। সিক্কিমরা উহার জাল নানা যাতনা অপরাধের বিচার করিবেন। "ইদমর্থক"।

শনিবার কলিকাতায় শিল্প প্রদর্শন বন্ধ হইয়াছে। উক্ত দিবস দর্শকের সংখ্যা ৮০০ হয়। উক্ত প্রদর্শন খোলা অবধি ৪ লক্ষ লোক উহার দর্শনার্থ গমন করেন।

সার জর্জ বার্লো যে দিবস কলিকাতা হইতে হায়দরাবাদে যাত্রা করেন, সেই দিন আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর মহাসমারোহে তাঁহাকে এক ডোজ দেন।

১৮৭৯ অব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথম

৯ দিবস পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ১৪১৭১০ টাকা আয় হয়, গত বর্ষের জানুয়ারির প্রথম ১০ দিনে ১৭০৫৭০ টাকা আয় হইয়াছিল, ৩২৮৪০ টাকা কম আয় হইয়াছে। এবৎসরের ঐ ৯ দিনে অযোধ্যা রোহিলখণ্ড রেলে ৪৩২৫০ টাকা আয় হয়, গত বর্ষের ঐ মাসের প্রথম ১০ দিনে ৪৮৮২০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে ৫৫৭০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

যোধপুরের রাজা রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণের বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

হিন্দুপেট্রিয়ট পাঠে অবগত হওয়া গেল ডেলি টেলিগ্রাফ নামক সংবাদপত্রের গ্রাহক সংখ্যা ১৮০০০০। ইহার প্রধান অধ্যক্ষ বৎসরে ১০ লক্ষ টাকা লাভ পান।

সোমপ্রকাশের একজন গ্রাহক ফীরপাই হইতে লিখিয়াছেন। এই ফীরপাই গ্রাম কত হইয়া বহু লোকের কষ্ট হইতেছে এবং মেলেরিয়া জ্বরে বিস্তর মনুষ্য মারা গিয়াছে। সন ১২৮০ ও ৮১ এই দুই বৎসরে গ্রাম জনশূন্য হইয়াছে বলিলে হয়। গবর্ণমেণ্ট হইতে ডাক্তার খানা ও দরিদ্র পীড়িত লোকের জন্য অন্নসত্র হওয়াতে বিশেষ উপকার হইয়াছে। এক্ষণে অত পীড়িতদিগের সাহায্যার্থ সুযোগ্য বাবু গোসাঁইদাস দত্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয় এখানে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন, ৫ মাটির সভ্য মহাশয়েরা মেদিনীপুরের উত্তর অংশে ২০ হাজার টাকা দিয়াছেন। ইহাতে এঅঞ্চলের অধিকাংশ উপকার হওয়া সম্ভাবিত নহে। ফীরপাই রাধানগর, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি গ্রামগুলি অত্যন্তরায়ে পূর্ণ। ইহাদিগের ঘর করিবার কোন উপায় নাই। অতএব কমিটির সভ্য মহাশয়গণ যদি ইহাদিগের প্রতি অনুকূল ভাবে দৃষ্টি পাত করেন, ইহারা এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারে।

৭ ই মাঘ মঙ্গলবার।

পারিসে সম্প্রতি ১০৯ বৎসর বয়সে একজন ধরজীর মৃত্যু হইয়াছে। এ ব্যক্তি ৯ বৎসর বয়সের সময় ধরজীর কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। একশত বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করিয়া ১০৯ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

শুনা যাইতেছে লাড কাম্পার ডাউন (যিনি এক্ষণে কলিকাতায় আছেন) লাড নর্থব্রুকের কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইয়াছেন।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন, এদেশে সুরাসেবের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হওয়াতে যে আন্দোলন চলিতেছে, এবং যাহার নিবারণার্থ লাড নর্থব্রুক ও লাড সালিসবরি যত্নবান হইয়াছেন, সেদিন ঢাকার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তত্রত্য সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার ওয়াইজকে তদ্বিষয়ে তাঁহার মত কি জিজ্ঞাসা করিয়া এক পত্র লিখেন। ওয়াইজ সাহেব এবিষয়ে যে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহার স্থূল মর্ম্ম এই, ইংরাজী শিক্ষা নিবন্ধনই এক্ষণকার যুবকেরা ধর্ম্মবিশ্বাস বিরহিত ও উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি হইয়া সুরাসক্ত হইতেছে, গবর্ণমেণ্টও আবকারী সংক্রান্ত আয়ের লোভ ছাড়িতে না পারিয়া প্রকারান্তরে তাহার প্রশ্রয় দিতেছেন।" ডাক্তার ওয়াইজ ঠিক কথাই বলিয়াছেন।

মার সালার জঙ্গ কলিকাতা ভারত সংস্কারক সভার অন্তর্গত খ্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয়ে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

আলাহাবাদ অঞ্চলে শিলাবৃষ্টি হইয়া শস্যের অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন অযোধ্যার জমিদারদিগের প্রাচীন লোকদিগের আক্ষেপ যেমন উপযোগী ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানের সেরূপ নয়। তথায় বৎসর মধ্যে ২১ জন বৃদ্ধের মৃত্যু হয়, পক্ষান্তরে যুবকের মৃত্যু সংখ্যা উহার দ্বিগুণ। যে সকল প্রাচীনের দীর্ঘায়ু হইবার বাসনা আছে তাঁহারা অযোধ্যায় গিয়া বাস করুন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান উকীল বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদে আগর গবর্ণমেণ্ট উকীল লালা জওলার প্রসাদ নিযুক্ত করিয়াছেন।

বোম্বাইস্থ দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার তহবিলে ১৯ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত আছে সভা ঐ টাকা তত্রত্য ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়াছেন। ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ বা অন্য কোন বিপৎপাত হইলে উহা ব্যয় করা হইবে।

অযোধ্যার গভর্ণমেণ্ট বিভাগে গত বৎসর ব্যাপ্তে ৪৭ টী স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি সংসাধন করিয়াছে। অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশ হইতে লোক সংখ্যা অনুসারে উপনিবেশ করা হইতেছে। কিন্তু এ সকল লোককে যদি ঐ সকল অঞ্চলের অবশ্যমধ্য স্থানগুলিতে বাস করান হয়, তাহা হইলে সকলে রাজের উপকারের উপলব্ধি করিয়া আসিবে।

৮ ই মাঘ বুধবার।

ইউরোপীয়েরা এদেশীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে ইহাঁরাও তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে পরাঙ্মুখ হন না, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি অনেক সংকীর্ণহৃদয় ও ভারতবর্ষদ্বেষী ব্যক্তি যে ইহাঁদিগকে কৃতঘ্ন প্রভৃতি বলিয়া গাল দেন এই অশ্রদ্ধেয়। অযোধ্যার চিফ কমিশনর জেনরল বাবো অতি সজ্জন ব্যক্তি। তিনি তত্রত্য লোকদিগের প্রতি এরূপ সদ্ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। এ নিমিত্ত অযোধ্যার তালুকদারেরা সমবেত হইয়া তাঁহার সম্মানার্থ কিছু করিবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। তত্রত্য ভারত বর্ষীয় সভার সহকারী সভাপতি এজন্য ১০ হাজার টাকা চাঁদা দিয়াছেন। সীতাপুরের কমিশনর টমসনের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ প্রায় ৪। ৫ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছে। যে সকল ইউরোপীয়ের এদেশীয়দিগের নিকট পূজনীয় ও শ্রদ্ধাভাজন হইবার বাসনা আছে, তাঁহারা ইহাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা করুন। বলপূর্ব্বক ভক্তি গ্রহণের চেষ্টা বিফল হয়।

জন সর ষ্টিফার্ড [illegible] কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

আমাদিগের লাহোর [illegible] সংবাদ পাইয়াছি। [illegible] সভা সংস্থাপন করা হয়। [illegible] বেড়ি হয়ে গবর্ণর জেনরল [illegible] করিবার মানস করিয়াছেন তাহা [illegible]

সিরাজগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, যখন কান্দাহার হইতে আমীরের সৈন্যগণ ছিন্নাট যাত্রা করে, তাহারা পথে এক স্থানে গিয়া বলে তাহাদের বেতন না পাইলে আর অগ্রসর হইবে না। আফিসরেরা তাহাদিগকে এ চেষ্টা হইতে বিরত করিবার অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু তাহারা বলে, আমরা যখন কাবুলে ছিলাম, আমাদিগকে দিবা ভাগে আমীরের চাকুরী করিয়া রাত্রিতে ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ করিতে হইয়াছে। আমাদের ৮ মাসের বেতন পাওনা আছে। এখন আমরা যুদ্ধ করিতেছি, কখন ভিক্ষা করিয়া খাইব? অমীর ইহা শুনিয়া বিরক্ত ভাবে তিন লক্ষ টাকা পাঠাইয়াছেন এবং কান্দাহারের গবর্ণরকে আর ও লক্ষ টাকা দিতে বলিয়াছেন। জেলালাবাদে যে সকল সৈন্য পাঠান হইয়াছিল, তাহারাও গোলযোগ বাধাইতেছে। তাহারা বেতন পায় নাই বলিয়া প্রজাদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক খাদ্যাদি লইতেছে। জনশ্রুতি এই যাকুব খাঁকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করা হইয়াছে। আমীর সিরাটের যাবতীয় সর্দারের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহারা যদি আর খাঁর পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমীরের সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করেন, তাঁহাদিগকে কামানে উড়াইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের জায়গীর কাড়িয়া লওয়া হইবে আর আমীরের সহায়তা করিলে তাহাদিগকে পুরস্কার করা হইবে।

ইংরাজদিগের সামাজিক রীতি নীতি দর্শন করিলে সময়ে সময়ে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। মান্দ্রাজ টাইমস বলেন ব্লাক টাউনের একটী অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা একজন ৩০ বৎসর বয়স্ক যুবকের প্রণয়পাশে বদ্ধ হন। বিবির বিলক্ষণ সম্পত্তি আছে, একটী উপযুক্ত পুত্রও আছে। বিবি ঐ যুবা পুরুষকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। পুত্রটী বিবির দেখিয়া যাহাতে মাতার সেই দেবাবস্থায় বিবাহ না হয় তজ্জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাতাও বিবাহে হস্তক্ষেপ করা আদালতের অন্যায় বলিয়া উদ্যোগী আছেন। এরূপ মাতা ও এরূপ পুত্র এ উভয়কেই আমাদের শত শত ধন্যবাদ।

আমীর সিরাজদ্দৌলা সম্প্রতি ওঁহার কন্যাকে যাকুব খাঁর নিকটে পাঠান তিনি বুঝাইয়া যাকুবকে আমীরের বশীভূত করেন এই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি গিয়া বলেন, আপা আর বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি আবদর খাঁকে আমীর যাহা বলেন তদনুসারে কাজ করিতে বল, এবং গোলযোগ মিটাইয়া ফেল। যাকুব খাঁ বলিলেন, তা'পর। তুমি স্ত্রীলোক, তুমি আমীরের মনোগত ভাব জান না। তুমি বিবেচনা কর আমীর আমার শত্রুদিগের পরামর্শে আমাকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমা হইতে অনেক বিপদের আশঙ্কা আছে। যদি আমার অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা থাকিত, আমি কি কাবুলে আসিতাম? মূল কথা এই, আমীর দেশটী ছার খার করিবেন।

পিয়রসিয়র বলেন, এদেশে দরিদ্র ইউরোপীয় বালকদিগের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন নাই, দরিদ্র ইউরোপীয়দের এদেশে থাকিয়া কাজ নাই। পিয়রসিয়র যথার্থ কথাই বলিয়াছেন, অর্থোপার্জ্জনের জন্যই ইউরোপীয়দের এদেশে আসা। তাহাই যদি না হইল, তবে তাহাদের দেশে চলিয়া যাওয়াই উচিত।

৯ ই মাঘ রবিবার।

শস্য বিষয়ক রিপোর্টে এইরূপ প্রকাশ হইয়াছে, এক্ষণে বঙ্গদেশের সকল স্থানের ধান্য কাটা হইয়াছে। সর্ব্বত্রই উত্তম ধান্য জন্মিয়াছে। অনেক স্থানে সচরাচর যেরূপ জন্মে, তদপেক্ষা বরং অধিক জন্মিয়াছে। যদি শস্যের অবস্থাও উত্তম, তবে স্থানে স্থানে শিলাবৃষ্টি কতক অনিষ্ট করিয়াছে। শস্যের মূল্য সকল স্থানেই সুলভ। "সুলভ পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র প্রচুরতর সুলভ হয় নাই।

মিউ অর্লিয়ন্সে এক কেশসংস্কারক কোম্পানি হইয়াছে। কেশ উঠাইয়া লয়ে। এবং যেখানে আদৌ কেশ জন্মে নাই, সেখানে কতক কেশ জন্মাইয়া দেওয়া ঐ কোম্পানির প্রধান কর্ম্ম। ইহাদের মতে উদ্ভিদের ন্যায় যেখানে সেখানে কেশ রোপণ করা যায়। মস্তকে কেশ রোপণ করিতে হইলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছুঁচের প্রয়োজন। সকল রকম রঙের চুল সকলের মাথায় উৎপন্ন করা যায়। যাহারা মানুষের কেশ যারপর নাই অসমর্থ ঘোড়ার চুল তাহাদের মস্তক রোপণ করিয়া দেওয়া যায়। মিউ অর্লিয়ন্সের অনেক লোক মস্তকের কেশ ফেলিয়া আপনাদের মনোমত কেশ বসাইবার জন্য উক্ত কোম্পানির আশ্রয় লইতেছে। আমেরিকাবাসিরা কি প্রকৃতিকে পরাস্ত করিবার সংকল্প করিয়াছেন?

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, বোম্বাইয়ের লোকদিগের আমেরিকার ন্যায় কতকটা ধান দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহাঁরা মুক্তন মুক্তন কারিগরি করিতেছেন। সম্প্রতি তথায় লাল ও নীল পেন্সিল প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পেন্সিলে দেশীয় অক্ষর নির্দ্ধাতার নাম লেখা থাকে। পেন্সিল গুলি উত্তম হইতেছে। এদেশের যদি কিছু উন্নতি হয় এবং আমরা যদি বিদেশীয়দের নিকট শৌর্য্যবীর্য্য হইতে পারি, বোম্বাইয়ের লোকদিগের হইতে হইবে, অন্যত্রের লোকের উপর এরূপ আশা নাই।

গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার উপকণ্ঠে ১৩৮৮ জনের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে ওলাউঠায় ১৮২, বসন্তে ১৮ জ্বরে ৬৩১, উদরাময়ে ২৭১, অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের অন্যান্য কারণে মৃত্যু হইয়াছে।

সমাজদর্পণ বলেন রাজনারায়ণ বসু আনন্দমোহন বসু আদি ও বৈদিক এই উভয় ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের সম্মিলনের জন্য উদ্যোগ করিতেছেন। এটী করিতে পারিলে মহোপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু নিতান্ত সহজ বলিয়া বোধ হইতেছে না।

অদ্য বেলা আড়াই ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে ব্রাহ্ম সম্প্রদায় দ্বয়ের সম্মিলন হইবে।

সমাজদর্পণের কালনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন ২৯ এ পৌষ কালনায় কেশবসুর এক সন্তান হইয়াছে। সন্তানটীর দুই হাত দুই পা, কিন্তু স্কন্ধ দেশ হইতে দুটী

মস্তক নির্গত হইয়াছে। মস্তক দুটীর একটী কৃষ্ণ ও একটী গৌর বর্ণ। মাতার দোষে সন্তানটী মৃত ভূমিষ্ঠ হয়। বর্দ্ধমানের রাজা সন্তানটীকে আরকে ফেলিয়া রাখিয়াছেন।

১০ ই মাঘ শুক্রবার।

গত ১১ ই জানুয়ারি ত্রিহুত ষ্টেট রেল ওয়ে খোলা হইয়াছে। উক্ত দিবস অবধি আরোহী লওয়া হইতেছে। উক্ত লাইনটী দীর্ঘ ৩১ মাইল।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সমধপুর বিভাগে হীরা পাওয়া যাইতেছে।

বরদার গোলযোগ নিবন্ধন একটী বড় অগ্নি হইয়াছে। সার কিলিপ ওডহাউসের ভ্রমণের ব্যাঘাত হইয়াছে।

প্রতাপ গড়ের রাজা সস্ত্রীক ইংলণ্ড দর্শনার্থ অভিলাষী হইয়াছেন। রাজারা যখন ইংলণ্ডে গমনাগমন আরম্ভ করিলেন, তখন ইংলণ্ড গমন চলিয়া গেল।

কেহ কেহ ইঙ্গিত করেন, বরদার গদির যে কয়জন প্রার্থী হইয়াছেন, মলহর রাওয়ের পিতা শিবজী রাও গুইকুমারের এক জ্ঞাতি-পুত্র তাহার অন্যতর। শিবজীর ৫ পুত্রের মধ্যে গণপত রাও খণ্ড রাও ও মলহর রাও এই তিনজন গুইকুমার হন। এই পাঁচ পুত্রের মধ্যে মলহররাও কেবল জীবিত আছেন।

এক খানি আরবীয় সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, তুরস্ক দেশীয় লোকেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছে তাহারা আর দুই শত বৎসরের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিবে। মৌতাতের মাত্রা কিছু অধিক হইয়াছিল বোধ হয়।

সাপ্তাহিক সংবাদ বলেন, লণ্ডনে এক ব্যক্তি ইউক ও টালি প্রস্তুত করিত, এ ব্যক্তি মৃত্যু কালে ৩ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছে। লণ্ডনের লোকদিগের যেমন দানশীলতা, ধনেরও সেইরূপ।

মুরসিদাবাদ পত্রিকা বলেন, মেজেস্টরের নিকট চিলখালি গ্রামে [illegible] বাটীতে বড় অদ্ভুত কাণ্ড হইতেছে। উহার ঘরে জলছালা বিষ্ঠা প্রভৃতি কয়েকদিন ধরিয়া নানা উপদ্রব হয়। অনেকে প্রহরী থাকিয়াও তাহাকে ধরিতে পারেন নাই। এরূপ ভূতের উপদ্রব অনেক শুনা যায়। মূল কথা এই, বাহিরের ভূত ধরা যায়, ঘরের ভূত ধরা কঠিন।

গোয়ালন্দ হইতে এক ব্যক্তি বার্ত্তাবহে লিখিয়াছেন তত্রত্য একটী কুলির স্ত্রী ১০। ১২ দিন প্রসব বেদনায় অস্থির হইয়া শেষে একটী বৃহৎ গোখুরা সর্প প্রসব করে। সর্পটী বাহির হইয়াই প্রসূতির কটিদেশে জড়াইয়া থাকে। এ প্রকার সংবাদ না থাকিলে সংবাদ পত্রের শ্রীক হয় না।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

টাকা শত করা—

৪		১০২।—১০২।০
৪৲	১৮৭০ (১৮৮২)	১০৫—১০৫।০
৪৲	১৮৭১ (১৮৮৪)	১০৫—১০৫।০
৪৲	১৮৭২ (১৮৭৯)	১০৩৶—১০৩।৶০
৫৲	১৮৫৯-৬০ (১৮৭৯)	১০৯৶—১০৯।০

১১ ই মাঘ শনিবার।

বোম্বাই ২১ এ জানুয়ারি।

সাউটার সাহেব বুধবার গুইকুমারের প্রাসাদে ছেড় লক্ষ টাকা ও আর কতকগুলি মূল্যবান দ্রব্য বাহির করেন।

অদ্য সার লুইস পেলি পুনার সর্দারদিগকে আহ্বান করেন। সর্দারেরা তাঁহাকে বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছেন।

৮। ১০ দিবসের মধ্যে গুইকুমারের বিচার আরম্ভ হইতেছে না।

গুইকুমারের পক্ষ সমর্থনার্থ জেফার্সন ও পেরেন কৌন্সলি নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রধান কাউন্সিল হইবার জন্য ইস্মাম সাহেবকে কলিকাতায় টেলিগ্রাফ করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ ক্রমে সার দিনকর [illegible] গত কল্য আজা হইতে বরদা যাত্রা করিয়াছেন।

মলহর রাওয়ের অনেক সম্পত্তি বাকির হইয়া [illegible] কোন গোলযোগ নাই, সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলিতেছে।

বোম্বাইয়ে গুইকুমারের ১১ লক্ষ টাকা ছিল, তাহা আটক করা হইয়াছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন, তত্রত্য হাইকোর্টের বারিষ্টার জর্জ্জ টেলর সাহেব এবং শঙ্করামনারায়ণ গুইকুমারের পক্ষ সমর্থনার্থ বরদায় যাইতেছেন।

গুইকুমার ১৫ জন সহচরের সহিত ভোজন করিবার প্রার্থনা করেন, কিন্তু কেবল দুই জনের সহিত আহার করিতে অনুমতি দেওয়া হয়, এ দুই জন বন্দী। গুইকুমারের ১৫ জন মাত্র অনুচর আছে ইহারা সকলেই বন্দী। ভিন্ন গুইকুমারের নিমিত্ত রুটি জল তুলিতে গেলে তাহার সহিত একজন ইউরোপীয় রক্ষক যায়।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৫ ই জানুয়ারি। গ্লাডষ্টোন লিবারল দলের অধ্যক্ষতা পরিত্যাগ করিয়া আরল গ্রাবিলকে পত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু বলিয়াছেন, পার্লমেণ্টে থাকা উঁহার অভিপ্রেত।

মাড্রিড ১৪ ই জানুয়ারি। ডন আলফন্সো গত কল্য নগরে প্রবেশ করেন। সকলে উঁহাকে উৎসাহ সহকারে গ্রহণ করিয়াছে।

বার্লিন ১৪ই জানুয়ারি। কার্ল ষ্টেইন্স থিয়েটারে যে অত্যাচার করে, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টায় আছেন। জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্টের যে অপমান হইয়াছে, মাড্রিড গবর্ণমেণ্ট তাহার ক্ষতি পূরণের অঙ্গীকার করিয়াছেন, কালিষ্ট দলের প্রতি প্রতিশোধ লইবার জন্য জর্ম্মণ রণতরী তাহাতে গিয়াছে।

লণ্ডন ১৮ ই জানুয়ারি: টাইমস পত্র বলেন, পার্লমেণ্টের সভা [illegible] কর্তৃপক্ষকে [illegible] করিবার ক্ষমতা [illegible] কেমরণ [illegible] লর্ড [illegible] করিয়া [illegible] ষ্টেইটের সার [illegible] ক্রান্তি [illegible] ছেন। [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ২০ শে [illegible]। ২৭শে [illegible] ১৮৭৪ [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]

ডব্লু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

—০—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গেশ্বর গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৪ ই জানুয়ারি। [illegible] [illegible] [illegible]

কর লওয়া মিউনিসিপালিটির ন্যায়সঙ্গত কার্য্য নহে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, যদি কেবল দুই তিন দিনের ব্যবহার জন্য এরূপ স্থলে কর লওয়া যায় তবে কলিকাতার মধ্যস্থলে সাধারণের আমোদার্থ যে সকল গৃহ নির্ম্মিত হয় কলিকাতার মিউনিসিপালিটি তাহাতে হস্তক্ষেপ না করেন কেন? হিন্দুপেটিয়ট সাধারণের সমক্ষে এ সময়ে এ প্রশ্নটী উপস্থিত করিয়া আপনার নামকে অযথার্থ করিয়াছেন। দেবসেবার্থ নির্দ্দিষ্ট ভূমির উপর করগ্রহণের চেষ্টা আমরা এই প্রথম দেখিলাম।

৩। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, গবর্ণমেণ্ট খড়দহে একটী স্বতন্ত্র পোষ্ট আফিস করিবার অনুমতি দিয়াছেন। আমরা এতদিন সোমপুর পোষ্ট আফিসের অধীন থাকিয়া যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতেছিলাম, এক্ষণে সে সকল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব বলিয়া মনে মনে কথঞ্চিৎ আশ্বাস লাভ হইয়াছে। যাহা হউক আদেশ সত্বরই কার্য্যে পরিণত হইলে সুখী যাব।

৪। কিছু দিন হইল, মহেন্দ্রনাথ দত্ত নামে খড়দহের ভদ্রবংশীয় একটী যুবক "হতাকরণ চেষ্টা" অপবাদে বারাকপুরের কান্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সেসনে সমর্পিত হন। সে দিবস তিনি তথায় আপনার নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

৫। কয়েক বৎসর হইল আমাদের গ্রামে একটী সখের যাত্রার দল হইয়াছে। এ বৎসর ইঁহারা বেণীসংহার নাটকের যাত্রার আকারে পরিণত করিয়া অভিনয় করিয়াছেন। অনেকের মুখ হইতেই ইঁহাদের অভিনয়ের প্রশংসা শুনিতে পাই। কিন্তু ইহা অতি দুঃখের বিষয় যে আমাদের রুচি নাটকাভিনয় হইতে ক্রমে সেই পুরাতন ঘৃণিত যাত্রার দিকে যাইতেছে। আমোদ প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য পবিত্র কবিকে বলিদান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

৬। আমরা অনেক দিন হইতেই যে চীৎকার করিয়া আসিতেছিলাম, পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে কোম্পানি এতদিনে তাহাতে কর্ণপাত করিয়াছেন। তাঁহারা সম্প্রতি খড়দহ ষ্টেষনের জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

১৪ ই জানুয়ারি }
১৮৭৫। }

—•—

কলিমপুরের মেলা।

হরিহরছত্র ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রদেশের মেলার ন্যায় এখানেও একটী ক্ষুদ্রতম মেলা হইয়া থাকে। এ জেলার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু প্রথমে ইহার সৃষ্টি করেন। প্রায় একাদশ বৎসর ইহা এক প্রকার চলিয়া আসিতেছে। ইহার বিলক্ষণ আয় এবং ব্যয়ও আছে। সম্প্রতিপর জমিদার ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিদিগের নিকট হইতে চাঁদা গৃহীত হয় এবং গবর্ণমেণ্ট আড়াই শত টাকার সাহায্য করেন। প্রায় প্রত্যেক বৎসরে অনূন তিন সহস্র টাকা আদায় হইয়া থাকে। সংগৃহীত টাকার মধ্যে সাতশত টাকার পারিতোষিক বিতরণ এবং অবশিষ্ট অর্থ যাত্রা ও অন্য অন্য কার্য্যে ব্যয়িত হয়। এবার দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিরা মেলা ফণ্ড হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব জেলার সিবিল সার্জ্জন এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটগণ পর্য্যায়ক্রমে ইহার কার্য্যাধ্যক্ষ হইয়া থাকেন। কৃষি সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট দ্রব্যের মূল্য পুরস্কার দিয়া কৃষকদিগের উৎসাহবর্দ্ধন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই নিমিত্তই ইহা "কৃষি প্রদর্শনী মেলা" বলিয়া থাকে। ফাল্গুন মাসের প্রথমে মেলা আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ এক সপ্তাহকাল থাকে। এই কয়েক প্রদর্শনী মেলা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। গৃহপালিত জন্তু অর্থাৎ গো, মেষ, বৃষ, ছাগ, হংস, কুক্কুট প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। স্থানীয় কৃষিকার্য্যোপযোগী অস্ত্র লাঙ্গল কোদাল আর এদেশজাত দ্রব্য বনিসপত্র ফল মূল শর্করা প্রভৃতি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত।

সহরের প্রান্তভাগে একটী বিস্তৃত স্থান আছে। প্রতি বৎসরে তথায় মেলা হয়। মাচান ও অন্যান্য তামাসা দেখিবার নিমিত্ত সেই প্রান্তর মধ্যে একখানি গৃহ নির্ম্মিত ও তাহার সমক্ষে একটী সুরম্য গেট প্রস্তুত হয় এবং চতুঃপার্শ্ব বিপণি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। এই এক সপ্তাহকাল এখানে মহোৎসবে অতিবাহিত হয়। উক্ত গৃহে প্রথম দিবসে সকলে মিলিত হন এবং অপরাপর বৎসরের ন্যায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব একটী বক্তৃতা করিয়া মেলার কার্য্য আরম্ভ করিতে অনুমতি প্রদান করেন এবং তদনুসারে প্রথমে গুপ্তের ভোজ্য, ইংরাজী ও এদেশীয় পক্ক ফল মূলের ডালি, ফুল কপি বাঁধা [illegible] ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আলু ও আর আর নানা প্রকার দ্রব্য দেখান হইল। মাজিষ্ট্রেট ও আর আর সাহেবগণ এই সকল দ্রব্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ণয়ান্তে পূর্ব্বক শ্রেণী বদ্ধ করিয়া তৎসমস্ত দ্রব্যাধিকারীর নাম লিখিয়া [illegible] তাহারা স্ব স্ব দ্রব্য লইয়া গৃহে গমন করিলে সন্ধ্যার প্রাক্কালে তামাসা দেখিবার নিমিত্ত মেলার মাঠে লোকে লোকারণ্য হইল। কৌতূহল পরবশ হইয়া আমরাও তথায় আসিয়া দেখিলাম কতকগুলি ইতরলোকের চক্ষু দুরুহ ও মস্তকোপরি জলকুম্ভ স্থাপিত রহিয়াছে। তাহারা আদেশানুসারে এক সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানোদ্দেশে ধাবিত হইল, যে সর্ব্বাগ্রে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিল তাহাকে পারতোষিক প্রদান অবধারিত হইল। অন্যান্য লোকদিগের মধ্যে কেহ বা স্থানান্তরে গিয়া পড়িল, কেহ বা ভূমিতলে হইয়া ঘর পৃষ্ঠে পতিত হইয়া সাহেব ও মেমদিগের বক্ষ সঞ্চালন দর্শনাবধি [illegible] করিল। কয়েকটী পা একটী গোল কাষ্ঠ বাঁধা [illegible] ঘুরি আরম্ভ হইল। আমরা সেই দিবস মেলা ভাঙ্গিয়া দেখিলাম সেই বিলক্ষণ পক্ক ঘৃত তৈল রম্ভা দ্বারা মণ্ডিত করত তাহার শাক আসে কয়েকটী মুহা অন্য দ্রব্য ঝুলিতেছে। বালকেরা তাহা পাইবার প্রত্যাশায় লুকাইয়া চুরিয়া সেই বৃক্ষ দণ্ডের উপর উঠিতেছে পড়িতেছে, অবশেষে যে কৃতকার্য্য হইল সে সকল দ্রব্য এবং আরও অতিরিক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইল। দ্বিতীয় দিবসে বিবিধ প্রকার ফলমূল স্থানীয় হইল কিন্তু সেদিবস জজ সাহেব ভিন্ন আর কেহই উপস্থিত হইলেন না। আর অন্য দিবস পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় সম্পন্ন হইল। তৃতীয় দিবসে কেবল আউস ও আমন ধান্যের পারিতোষিক হইল। চতুর্থ দিবসে কোন কার্য্য হয় নাই। পঞ্চম দিবস বাণিজ্য, ষষ্ঠ দিবসে তুলা, মাখন, গুড়, কাপাস ও নানা প্রকার বনজ এবং সপ্তম দিবস প্রকাণ্ডকায় বৃষ, বলীবর্দ্দ, গাভী, ছাগ মেষ হংস কপোত প্রভৃতি লইয়া [illegible] হইল। সহরাভাবনিবন্ধন কোন সাহেবই আসিতে পারেন নাই। সুতরাং কয়েকজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও "আর মাসে না আসিবে যে জন" এরূপ দুই এক জন কর্ম্মচারী কয়েক দিবসের কার্য্য সমাধা করেন। তামাসার মধ্যে কেবল এক জন মল্ল যুদ্ধ [illegible] আর এক জন ভূত [illegible] ও জলপূর্ণ ঘটে পড়িয়া নাকে প্রভৃতি [illegible] হইল। শুনিলাম ঐ দিবসে কলিকাতা হইতে কয়েকজন বাঙ্গালি ভদ্রলোক আসিয়া [illegible] করিতে বড় করিতে লাগিল। কলার বা মাসকা মুখ ভুষে পরিপূর্ণ হইল, কেহ বা ভূমিতে পতিত হইয়া গেল, তথাপি পরস্পর লোক সমক্ষে করিতে পারিল না। [illegible] বলে সভাস্থ [illegible] উভয় পক্ষে [illegible]

বলে বাঙ্গালি সাহেব" এই তিন খানি নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। আমরা বহু কষ্টে মেলা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম, তথায় কোনরূপ সুরূপ দৃষ্টিগোচর হইল না এবং আর যাহা দেখিলাম তাহা সভ্য সাধারণের লোচন করা অভিনেতৃবর্গকে নিরুৎসাহ করিতে ইচ্ছা করি না। তবে দুই একটী কথা না বলিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। অভিনেতৃবর্গ অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া স্ব স্ব অভিনেতব্য বিষয় অভ্যাস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই তাঁহাদের শ্রম সফল হয় নাই।

১৪ ই জানুয়ারি ফরিদপুর।
১৮৭৫

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বঙ্গদর্শনের প্রতিবাদ।

যে বাণী ভগবান পদ্মযোনির কণ্ঠকন্দরা হইতে যুগপৎ উদ্গীরিত হইয়া চরিতার্থ হইয়াছিল, পরমার্থতত্ত্ববোধনী শ্রুতী যাহার প্রথম শ্রোত অনুসরণ করে, ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় ভাষাপেক্ষা যে ভাষার সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ অদ্যাপি অবিসংবাদিতরূপে সর্বদেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলী কর্ত্তৃক সর্ব্বথা স্বীকৃত হইতেছে, অদ্যুনা শত শত সংস্কৃতজ্ঞ বঙ্গবাসিবর্ত্তৃক সেই ভাষার মূল নিরূপিত হইতেছে, তাহার অন্যান্য অকাট্য প্রমাণ স্বরূপে বিদ্যার্ণব পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলীর মত পরিগৃহীত হইতেছে এবং সেই সংস্কৃত প্রসূত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির প্রচার, যাথার্থ্য, উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সমালোচিত হইতেছে, অসঙ্কুচিত রূপে নিরূপিত স্থলে সপরিহাস কটাক্ষও নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, আমাদের দেশে সংস্কৃত ভাষার ভূরি প্রচার আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই ভূরি প্রচার প্রভাবে দেশীয় লোক বঙ্গবাসী স্বকভাষার কুতবিদ্য ও সুপণ্ডিত হইয়া জন্ম ভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। কিন্তু এখনকার পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ [illegible] প্রণীত উপক্রমণিকা [illegible] ক্তবিদ্য ব্যক্তিবর্গ [illegible] সুখে সম্মানিত হইতেছেন এ [illegible] বিষয়সমূহের তত্ত্বনিরূপণে [illegible] তাহাতে বিস্তর বক্তব্য আছে। এক ভাষার [illegible] অন্য ভাষা [illegible] অল্প শিক্ষায় সম্পূর্ণ [illegible] হইবার বিষয় সমূহের তত্ত্বোদ্ভাবনে দক্ষতা অন্ততঃ অধিকারিতা লাভ করিতে পারা যায় কি না, তদ্বিষয়েও অধিক বক্তব্য নাই। এক মাত্র বঙ্গদর্শনের একটী প্রস্তাবের কিয়দংশ আমরা বিজ্ঞ পাঠকবর্গের নয়নপথে পতিত করিতেছি। এই বিষয় প্রদর্শনেই আমাদিগের উক্ত বাক্যগুলির যাথার্থ্য অনেকাংশে উপলব্ধ হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।

২য় খণ্ড, ৩ সংখ্যার বঙ্গদর্শনে বহুবিবাহ শীর্ষক প্রস্তাবে আমাদিগের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা ভগবান্ মনুর উপর অযুক্তরূপ উপহাস ও কটু কটাক্ষ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

" কিন্তু এখনও শাস্ত্রের মহিমা শেষ হয় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান বিধির উল্লেখ করিতে বাকি আছে। "সদাজু প্রিয়বাদিনী" ভার্য্যা অপ্রিয় বাদিনী হইলে সদাই অধিবেদন করিবে। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ যে যাহার যাহার ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের গৌরববর্দ্ধনার্থ সদাই পুনর্ব্বার বিবাহ করুন। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ মুখরা দ্বিতীয় ভার্য্যাও অপ্রিয়বাদিনী হইতে পারে, তাহা হইলে আবার তৃতীয় বিবাহ করিবেন, তৃতীয়াও যদি অপ্রিয়বাদিনী হয় (বাঙ্গালীর মেয়ের মুখ ভাল নহে) তবে আবার বিবাহ করিবেন। এরূপ লোক হিতৈষী নিরীহ শাস্ত্রকারদিগের অনুকম্পায় আপনারা অনন্ত গৃহিণী শ্রেণীতে পুরী শোভিতা করিবেন। এমন বাঙ্গালীই বাই যাহাকে এক দিন না একদিন স্ত্রীর কাছে " মুখ ঝামটা " খাইতে না হয়। অতএব আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের অনন্ত মহিমার গুণে সকলেই অনন্তসংখ্যক গৃহিণীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। যাঁহারই স্ত্রী [illegible] আসিয়া স্বামীর [illegible] করিবে, তিনিই তৎক্ষণাৎ অন্য বিবাহ করিতে পারিবেন। যাঁহারই স্ত্রী স্বামীর মুখে স্বকৃত পাপের নিন্দা শুনিয়া বলিবেন, " কিছুতেই তোমায় এ যোগ্য হইতে পারিলাম না, আমায় মরণ দাও, আমি, তিনি তখনই চেলির কাপড় পরিয়া সোণার চোপর মাথায় দিয়া, প্রতিবাসীর ঘরে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিবেন, মহাশয়! কন্যাদান করুন। এতদিনে বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করা সার্থক হইল।—অমূল্য ধন স্ত্রীরত্ন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করা যাইতে পারিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য অনন্ত। ধর্ম্মশাস্ত্রের বলে বাঙ্গালী মাত্রেই অসংখ্য বিবাহ করিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে শাস্ত্রকারদিগকে লোক হিতৈষী বলিয়াছেন, তাহা সার্থক বটে।"

অপ্রিয়বাদিনী শব্দের অর্থ অপ্রিয়বাদ করাই যে স্ত্রীর স্বভাব। (অপ্রিয়ং বদিতুং শীলং যস্যাঃ সা অপ্রিয়বাদিনী) এতাদৃশ বাচক অপ্রিয় শব্দ পূর্ব্বক বদধাতুর উত্তর শীলার্থে ণিনি প্রত্যয় দ্বারা ঐ শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। যথা পাণিনি সূত্র। সুপ্যজাতৌ ণিনিস্তাচ্ছীল্যে। অজাত্যর্থে সুপি থাকার্থে ণিনঃ সাত্তাচ্ছীল্যে দোত্তো, অর্থাৎ অজাতিবাচক সুবন্ত উপপদ থাকিলে ধাতুর উত্তর নিন প্রত্যয় হয়, তাচ্ছীল্য অর্থে, বৃত্তিকার ভট্টোজী দীক্ষিত এই বৃত্তি লিখিয়া উষ্ণভোজী শীতভোজী এই উদাহরণ দিয়াছেন এবং প্রত্যুদাহরণস্থলে লিখিয়াছেন, তাচ্ছীল্যে কিম্, উষ্ণং ভুঙ্‌ক্তে কদাচিৎ অর্থাৎ কদাচিৎ উষ্ণ ভোজন করে, এই অর্থে উষ্ণভোজী পদের প্রয়োগ হইবে না। সেইরূপ যে কদাচিৎ অপ্রিয় বলে, তাহাকে অপ্রিয়বাদিনী বলা যাইতে পারে না। অতএব প্রিয়বাদিজনের প্রশংসাস্থলে শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন।

কোঽতিভারঃ সমর্থানাং কিংদূরং ব্যবসায়িনাম্।
কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্॥

সমর্থদিগের কোন কার্য্য অতিভার বোধ হয় না, ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে কোন দেশই দূর নহে বিদ্যাবান কোন স্থলেই বিদেশী নহেন এবং প্রিয়বাদীদিগের কেহই পর নহে।

যদি একবার প্রিয়বাক্য বলিলে কেহ তাহার সম্মত পর না হয়, তবে ভূমণ্ডলে কেহ কাহার [illegible] না। কারণ সকল ব্যক্তিই জন্মাবচ্ছিন্নে [illegible] কখন প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

সুতরাং শীলার্থে প্রত্যয় থাকিলে সকৃৎকরণ অনুভব করা কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে। বরং শীলার্থে প্রত্যয় না থাকিলে তাদৃশদোষ পরীহারের নিমিত্ত শীলার্থে প্রত্যয় প্রকৃতি দ্বারা ব্যক্ত করা সংস্কৃত শাস্ত্রের রীতিসিদ্ধ। এই নিগূঢ় উদ্ভাবিত কলাকলাপ সম্বন্ধনের পূর্ব্বপক্ষের পাখা স্থলে কুকুরও সংস্কৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মনসাঽসাধুবৃত্তাচ্চ প্রতিকূলাচরণে তরে।
স্বাধিতা বাধবেত্তব্যা হিংস্রাপ্যর্থক্ষয়ে সদা॥
মনসা নিষিদ্ধমাচরণশীলা, প্রতিকূলা তদ্বিপরীতাচরণশীলা, হিংস্রা ক্রূরস্বভাবিতারূপ শীলা, অর্থক্ষয় সত্ত্বেও অহিতকারিণী।
এবং সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্নী প্রিয়ং বদা। স্ত্রীপ্রত্যুক্তাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা,

এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনে অর্থগ্রী অর্থবাদিনী নিতাক্ষরায় এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং ইহাতে মনুর অপ্রিয়বাদিনীর ন্যায় যে অপ্রিয়বক্তা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও অপ্রিয়বাদ অভার্যা রমণীরই অধিবেদন প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ কেহ একবার অপ্রিয়বাক্য বলিলে কি প্রিয় বাক্য বলিলেই অপ্রিয়বক্তব্য বা প্রিয়বক্তব্য পদের

ঢ্য হইতে পারে না। যদি তাহা হইত তাহা হইলে শিবপুরাণে প্রিয়বক্তব্যের এত স্তুতিবাদ সঙ্গত হইত না। যথা—

গোসহস্রপ্রদাতারো ভূমিদাতার এব চ।
যে সুবর্ণপ্রদাতারস্তে সর্ব্বে প্রিয়বক্তারঃ॥

যাঁহারা জন্মান্তরে গোসহস্রপ্রদান ভূমিদান এবং সুবর্ণদান করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রিয়বক্তব্য হয়েন।

তবে প্রতিবাদী বলিতে পারেন, অপ্রিয় বাদিনীকে সদ্যঃ ত্যাগ করিবে, এ স্থলে সদ্যঃ পদ প্রয়োগ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? আমি যদি ইহ জন্মে শাস্ত্রকারকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে না। স্ত্রীর অপ্রিয়বাদিনীত্ব নিশ্চয় হইতে ১।১ দিনে হইতে পারে না। কালে অন্যান্য ব্যবহারে যখন নির্দ্ধারিত হইল যে অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করা ইহার স্বভাবসিদ্ধ দোষ অন্যান্য দোষীদের ন্যায় অপরিহার্য্য, তাদৃশ নিশ্চয় হইবামাত্রই ভর্ত্তা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দারান্তর পরিগ্রহ করিবেন। তখন আর কাল বিলম্ব করিবেন না। সুতরাং এই অভিপ্রায়ে সদ্যঃ পদ প্রয়োগ কোনক্রমেই অসঙ্গত হইতে পারে না। অতএব অপ্রিয়বাদিনী শব্দ লইয়া বঙ্গ বাসীকুলের পূর্ব্বিক প্রধানধর্ম্মশাস্ত্র বক্তা ভগবান মনুর উপরি প্রস্তাবলেখক এরূপ উপহাস করিয়া স্বয়ং কতদূর উপহাসাস্পদ হইয়াছেন বলা যায় না। ফলতঃ তাদৃশ গাম্ভীর্য্য অসাধারণ বুদ্ধি এবং দূরদর্শিতাসম্পন্ন পরোপদেশ কুশল ব্যক্তির এত দূর চপলতা প্রকাশ করা আমাদিগের এই অল্পবুদ্ধিতেও সঙ্গত ও সুনীতিসিদ্ধ বলিয়া অনুভব হয় না। প্রস্তাব বড় হওয়া ভয়ে আমাদিগের বক্তব্য নিঃশেষে প্রকাশিত হইল না। উল্লিখিত প্রস্তাবের উপরি আরও যা কিছু বক্তব্য আছে, বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

১৭৯৩। শ্রীশারদাপ্রসাদ শর্ম্মা।
১ লা মঘ মেহতলা নিবাসী।

উদ্ধৃত।

পোর্টলাণ্ড সিমেণ্টের কারখানা।

(সাপ্তাহিক সমাচার।)

বৎসর বৎসর গবর্ণমেণ্টের যে সমস্ত অট্টালিকাদি প্রস্তুত হয় তাহাতে বিস্তর পোর্টলাণ্ড সিমেণ্ট (বিলাতি মাটী) লাগে। ঐ সিমেণ্ট এখানে অতিশয় মহার্ঘ্য বলিয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় প্রস্তুত করিয়া লইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কলিকাতার মৃত্তিকায় ঐ সিমেণ্ট সুন্দররূপে প্রস্তুত হইতে পারে এবং তাহার প্রধান উপাদান চাখড়ি বিলাত হইতে আমাইয়া লইলেও বাজারদরের অর্দ্ধেক পড়তা হয়। সিমেণ্টের একটী কারখানা করিতে হইলে মাত্র সরঞ্জামি, ১,২৪,১০৫ টাকা ব্যয় পড়ে। উহাতে এক লক্ষ কিউবিক ফিট সিমেণ্ট প্রস্তুত হইলে পাঁচ কিউবিক ফিটের পিপা প্রতি ৩৸০ টাকা পড়তা হয়, কিন্তু ঐপরিমাণের সিমেণ্ট বাজারে ১২৲০ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। অতএব এক লক্ষ কিউবিক ফিট সিমেণ্ট প্রস্তুত হইলে প্রথম বৎসরেই কারখানার বাড়ী নির্ম্মাণ ও যন্ত্রাদি আহরণের সমস্ত টাকা উঠিয়া যায়, এবং তৎপরে গবর্ণমেণ্টের বৎসর বৎসর লক্ষাধিক টাকা লাভ হইতে থাকে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের এই যুক্তিযুক্ত পত্র পাঠ করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বিলাতে সেক্রেটরি অফ ষ্টেটের এ বিষয়ে কি অভিপ্রায় জানিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু কারখানা স্থাপন সম্বন্ধে অমতই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা এই যে বিলাতস্থ কারিকরগণের মধ্যে যদি কেহ গবর্ণমেণ্টের সকল কণ্ট্রাক্ট লইয়া কিঞ্চিৎ ন্যূনতা মূল্যে পোর্টলাণ্ড সিমেণ্ট দিতে পারেন অগ্রে সেই চেষ্টা দেখা কর্ত্তব্য। যদি সে সুবিধা না হয়, তখন এদেশে সিমেণ্টের কারখানা নির্ম্মাণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা বিষয়ে বিবেচনা করা হইবে। তাঁহাদের এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশের এই হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে যদি কখন বিলাতে চাখড়ির মূল্য অধিক হয়, তবে কলিকাতায় সিমেণ্টের ততা অধিক হইবে।

বিলাতস্থ কতিপয় কারিকরগণের উপর গবর্ণমেণ্টের এইরূপ বদান্যতা দেখিয়া নিতান্ত নিষ্প্রভ হইলাম। কলিকাতার সংবাদের পত্রে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে কলিকাতায় কোন প্রধান ইংরাজ বণিক ১১ হইতে ১৩ টাকা দরে চাখড়ি যোগাইবার কণ্ট্রাক্ট লইতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তথাপি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উত্তরকালে চাখড়ির মূল্য বৃদ্ধি হইতে পারে এই অমূলক ওজর করিয়া বিলাতস্থ কারিকরদিগকে প্রতিপালন করিতে যাইতেছেন। ইঞ্জিনিয়ারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে চাখড়ির পরিবর্ত্তে সিলেট চুণেও বেশ কাজ চলিতে পারে। অতএব চাখড়ির অভাব হইলেই যে এখানকার কাজ বন্ধ হইবে তাহাও নহে। আর যদি গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ বণিকের চাখড়ি যোগাইবার কণ্ট্রাক্টের উপর বিশ্বাস করিতে না পারেন, তবে সিমেণ্ট যোগাইবার কণ্ট্রাক্টের উপর কিরূপে বা বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন? চাখড়ির দর চড়িলেই সেই অনুসারে সিমেণ্টেরও দর চড়িবে। সুতরাং সিমেণ্ট কণ্ট্রাক্টরও নির্দ্দিষ্ট মূল্যে সিমেণ্ট দিতে পারিবে না।

কলিকাতায় পোর্টলাণ্ড সিমেণ্টের কারখানা স্থাপিত হইলে আমরা তিনটী লাভ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের লক্ষাধিক টাকা লাভ হইবে। গবর্ণমেণ্টের লাভে প্রজা সাধারণের লাভ।

দ্বিতীয়তঃ এদেশে কারখানা স্থাপিত হইলে কর্ম্মচারী পদের বেতন দান জন্য যে ১৮০০০ টাকা হেম করা হইয়াছে তাহার কিয়দংশও এদেশীয় লোকদিগের গৃহে আসিবে। কারখানায় কেবল যে লক্ষেই লাভ হয় এরূপ নহে, তাহাতে কর্ম্ম করিয়া বিস্তর লোকও প্রতিপালিত হইতে থাকে। এদেশের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিলাতে প্রস্তুত হওয়াতে তথাকার শ্রমজীবী ও বণিকগণই যে লাভবান হইতেছেন এরূপ নহে, তদ্দ্বারা বিস্তর লোকের অন্ন সংস্থান হইতেছে। ইংরাজ শ্রমজীবিগণের বলাবলে এদেশের সমস্ত শিল্প লোপ পাইয়াছে। বাঙ্গালা সহিত অন্যান্য এই তর্কের বলে যে বিলাতি শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করিতে পারেন না, কিন্তু এদেশে সহজ ও সুলভ বলে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে সেগুলিও বিলাত হইতে অধিক মূল্য দিয়া আনয়ন করিয়া গবর্ণমেণ্ট যে কোন অভিপ্রায়ে বঙ্গবাসীর মাথা খাইতে চান?

তৃতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে এরূপ একটী কারখানা স্থাপিত হইলে দেখাদেখি অন্য লোকেও সিমেণ্টের কারখানা স্থাপনে প্রবৃত্ত হইবে এবং তাহা হইলে এদেশীয় লোকে সুলভ মূল্যে পোর্টলাণ্ড সিমেণ্ট পাইতে পারিবে। ইহাতে বিলাতি সিমেণ্টের ক্ষতি হইবে, কিন্তু [illegible] যখন ভারতবর্ষের প্রভূত [illegible] তখন না মূলতঃ ও ধর্ম্মতঃ ভারতবর্ষের [illegible] করিতে বাধ্য।

শস্যের মূল্য।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকায় নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত মূল্যে শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম চাউল	সামান্য চাউল	ছোলা	যব
	সের	সের	সের	সের
বর্দ্ধমান	।৯	।৯॥	।৯	।৪
বাকুড়া	।৭॥	।৮৸	।৫।	॥
বীরভূম	।৬	॥১	।৫॥	
মেদিনীপুর	।৭	॥২	।৪	
হুগলী	৵৮॥ ৵৯	৵৫॥ ৵৬	।৫॥ ৵৬	।৩।-॥২
হাবড়া	।১॥	।৫	।৯	
কলিকাতা	৵৯	।৩	।৭	।৮
২৪ পরগণা	৵৮	।৩৵	।৪॥	।৬
নদীয়া	।৬	।৬	॥৹	
যশোহর	।৬	।৮	।৩	
মুরশিদাবাদ	।২-।৩	।৮-॥৹	।৮	।৩
দিনাজপুর	॥৯	৸৹	।৩॥	।২।
মালদহ	॥৩॥	॥৬-৸২	।৬	৸
রাজসাহী	।৮৸।১	॥২॥-॥৪	।॥৩-।৮	
রঙ্গপুর	৵৮॥৹		।১।	
বগুড়া	।২	॥৮॥	।৩॥	
পাবনা	৵৮-২	॥৹	।৪	
চাবজলপ	৵৪	।৪	৵৮	৵২
জলপাই গুড়ি	।৬	॥২৵	।৹	
ঢাকা	।৮	॥১	।৬	৸
ফরিদপুর	৵৩	॥৹	।১	
বাখরগঞ্জ	।৭	॥১	।৩	
ময়মনসিংহ	।১	।৹	।৪	
চট্টগ্রাম	১	॥১	২	
নওয়াখালী	।৫	॥১		
চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ	।১৵	৵		
পাটনা	।৪	॥৯	।১	॥৯
গয়া	।১	৸১	।৹	॥
শাহাবাদ	।৩	।৯	৵৹	৸৫
ত্রিহুত	।৹	॥৪	॥৫	৵৫
সারণ	৵৯	॥৪	।৹	।২
চাম্পারণ	৵৮	॥৫	৵৭	।২-॥৮
মুঙ্গের	।১৵	৵৹॥৵	॥৬৵	॥৬৵
ভাগলপুর	॥১৵	॥১৸৵	৸৹৵	॥৫।
পূর্ণিয়া	৸৫	॥৬	।৮	
সাওতাল পরগণা	।২	॥১	।৪	॥॥১
কটক	।৮৵	॥৸৬৵	॥১	
পুরী	।৭৵	॥৭॥৵	।২৬৵	
হাজারীবাগ	।৹	॥৹	।৬	।৬
লোহারডগা	॥৹	॥৹	।৩	।৬
সিংহভূম	।২	॥৮	।৩	
মানভূম	।৩	॥৹	।৩	।৩-৪

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ১৫ ই জানুয়ারি

নদীর নাম	সর্ব্বনিম্ন জল।
	ফীট ইঞ্চ
ভাগীরথী।	
চৌবাশির নীচে	৩ ৬
মুখপুর ৬ মাইলের মধ্যে	২ ৯
তথা হইতে জলিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৩
জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২ ৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২ ৯

সন ১৮৭৫ সালের ১৮ ই জানুয়ারি বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	২	১১

বহরমপুর ১৮ ই জানুয়ারি ১৮৭৫ সাল } ই, এইচ উইল্‌কিন্‌সন ই. এক্সিকিউটিবই ইঞ্জিনিয়র নদীয়া ডিবাজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণলাল চৌধুরী—মালদহ ১৹

* * ভবিলাল সরকার মোক্তার রাজমহল ১৹

* চৌধুরী বাবু অঘোরনাথ মল্লিক শেরবাজার ১৹

* * রসুমণি বিশ্বাস—বাঁকিপুর ১৹

* * মহানন্দ বাগ—মুরশিদপুর ১৹

* * নিকুঞ্জবিহারি চট্টোপাধ্যায় গোহাটী ৫৫৹

* * অমৃতলাল বসু কলিকাতা বহুবাজার ১৹

* * ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—মেহেরপুর ৫।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারও নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১৹ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥৹ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ ষাণ্মাসিক ৫॥৹ টাকা। ছ মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না।

নোট, হুণ্ডি, ব্যবস্থ চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সে উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনার মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোমপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵৹ দুই আনা হিসাবে পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

*** এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাকড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজেষ্টার করা।
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ১২ সংখ্যা।

" প্রযত্নতো প্রজানিষ্ঠিনায় পার্থিবঃ সমর্থয়া শ্রুনিমতনী ন স্থীয়তা। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ২০ এ মাঘ। ইং ১৮৭৫। ২ রা ফেব্রুয়ারি।
মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি মজিলপুর বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু দয়ালচাঁদ দত্তকে গত ডিসেম্বর মাস হইতে কার্য্যের অনুপযুক্ততা প্রযুক্ত পদচ্যুত করা হইয়াছে। যাঁহারা উক্ত বিদ্যালয়ে চাঁদা দিয়া থাকেন, তাঁহারা যেন উক্ত শিক্ষকের নিকট আর না যেন।

মজীলপুর বালিকা বিদ্যালয় ১৯। ১ ১৮৭৫ — শ্রীহেমনাথ দত্ত সম্পাদক।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় প্রবল সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। উহার দ্বারা বহুতর রোগী ১ বা ১৷ মাত্রার মধ্যে আরোগ্য করিতেছি। বিদেশীয় কেহ পত্র সহিত ৩৲ টাকা পাঠাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব, আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং গ্রীহা জ্বর ও গ্রীহা সূত্রে যকৃৎ কাশ আমাশয় শোথ এবং কাশ ও হাপ কাশ এই সকল নিবারণের মহৎ ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছি। অন্ততঃ ১ বা ১৷ মাত্রার মধ্যে সকল রোগ আরোগ্য হইবেক। গ্রীহা জ্বর ৫ টাকা ও গ্রীহা যকৃৎ শোথ ১০ টাকা এবং কাশ ও হাপ কাশ ১০ টাকা এক নিয়মে বিদেশীয় পত্র সহিত টাকা পাঠাইলে ঔষধ পাঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন। আর রোগী আমার নিকট আসিলে দান করিব।

২৬ এ পৌষ ১২৮১ গোবর ডাঙ্গা জেলা নদীয়া — শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার।

আমার কৃত প্রচলিত পদার্থ বিদ্যা ঘাতি রেকে ঐ নাম দিয়া অন্যকর্ত্তৃক অন্য এক খানি পুস্তক প্রচার করা হইয়াছে দেখিতেছি অতএব যাঁহারা আমার ঐ পুস্তক লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন বিশেষ রূপে দেখিয়া লন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

" চিকিৎসাতত্ত্ব " মাসিক পত্র।

বর্ত্তমান বর্ষের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত। আকার রয়েল ১২ পেজী ১ ফরমা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পোষ্টেজ সহ ২৷৷০। কার্য্যালয় কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রিটস্থ বটতলা ষ্ট্রীট ৩ নং বাটী।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দত্ত কার্য্যাধ্যক্ষ।

প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরচিত।

ছায়াময়ী। প্রথম খণ্ড।

মূল্য ১ টাকা, ডাকমাসুল ৵০। ৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা শ্রীযদুগোপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কোম্পানির নিকটে পাওয়া যাইবে।

নূতন পুস্তক।

ডিজিজ্ অব দি স্কাই
অর্থাৎ
অক্ষিতত্ত্ব ও চিকিৎসা।

প্রসিদ্ধ ডাক্তর সি, মেক্‌নামারা সাহেব কর্ত্তৃক প্রণীত চক্ষুরোগ সম্বন্ধীয় ইংরাজী পুস্তকের অবিকল অনুবাদ। কলিকাতা অপ্‌থেলমিক হাঁসপাতালের হাউস সরজন শ্রীযুক্ত বাবু লালমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আটপেজিফরমার সূচিপত্র ভিন্ন ৩৪৮ পৃষ্ঠা উত্তম ছাপা, উত্তম বাঁধা, বহুতর সুদৃশ্য প্লেট সমেত, মূল্য ৩ টাকা ডাক মাসুল ৷৵০ আনা। আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
১০ ই জানুয়ারি ১৮৭৫ সাল। — কলিকাতা হিন্দু হষ্টেল লালবাজার।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি কৃত প্রাক্‌টিস অব মেডিসিন—

৫খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৵০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৵ একত্রে লইলে ১৮ ডাকমাসুল ১৵। মেটিরিয়া মেডিকা প্রথম খণ্ড ১ ডাক মাসুল ৷৵০ মাতৃশিক্ষা ২ ডাক মাসুল ৷০, এতদ্ভিন্ন আমার নিকট ৫।৭ খানি বাঙ্গালা ডাক্তারি পুস্তক পাওয়া যায়, আবশ্যক হইলে লিষ্ট পাঠান যাইবে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল ২৮৮ নং বাটী।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ম্যালেরিয়া প্লীহা যকৃৎ নূতন ও পুরাতন জ্বর জীর্ণ ও বিষম জ্বর পালাজ্বর ও সর্ব্ব প্রকার জ্বরের প্রথম কইনজ বিসূচিকা ও সর্ব্ব প্রকার উদরের পীড়া উদরী শোথ উপদংশ শিরো রোগ চক্ষুর রোগ সর্ব্ব প্রকার কাশ ও কুষ্ঠ চর্ম্ম-রোগ গরমির পীড়া ও রক্ত বিশুদ্ধির জন্য নানা প্রকার রোগ নাশক দেশীয় ও ইংরাজী বিবিধ প্রকার উত্তম ঔষধ প্রস্তুত আছে। যাঁহারা এই চিকিৎসালয়ের চিকিৎসাধীন হইবেন, তাঁহারা বিনা মূল্যে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। অন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ঔষধ লইতে ইচ্ছা করিলে অন্যান্য চিকিৎসা-লয় অপেক্ষা অল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশীয় রোগী চিকিৎসালয় রক্ষের নিকট পত্র লিখিলে ঔষধের মূল্যাদির বিষয় জানিতে পারিবেন।

১২৮১-৭২ বারুইপুর } শ্রীপ্রাণনাথ চক্রবর্ত্তী।

এলোপাথিক ও ডাক্তারি

দাতব্য ঔষধালয়।

বেহালা।

সর্ব্বসাধারণ মহাশয়দিগের নিকট বিজ্ঞাপন যাইতেছে যে এলোপাথিক বা ইংরাজি মতে কলেরারোগের বিসূচিকা রোগের মহৌষধ এই মহারাজের রাজধানী কলিকাতা অপেক্ষা [illegible]

[illegible]

কলিকাতা বড় বাজার ৭১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র সাহা কোম্পানির দোকানে, গোয়ালন্দে এবং আমার নিকটে পাইবেন।

ডাক্তার শ্রী রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
পোষ্ট সিরাজগঞ্জ।

পত্র।

বহুমানাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়!

আমি প্রজা সমূহের ওলাউঠা ব্যাধিতে যার পর নাই চেষ্টা করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল পাই নাই। তৎপরে আপনার কর্পূরের আরোক দ্বারা প্রজাদিগকে সেই জীবন নাশক ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম নিবেদনমিতি।

১২৮১ ২ রা অগ্রহায়ণ। } শ্রীমহেশচন্দ্র ভাদুড়ী জমীদার— গোপালপুর।

বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮০ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি ছাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সংস্কৃত।

[illegible] ১৫ খৃঃ ফাল্গুন ১ লা এপ্রেল অবধি [illegible] ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত দমদমার [illegible] যুদ্ধোপকরণ সামগ্রীর কারখানায় [illegible] প্রস্তুত দ্রব্য সরবরাহ করিবার [illegible] ঠিকদার টেণ্ডর সকল উক্ত কার-খানার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার করিবেন।

[illegible] (গবর্ণমেণ্টের [illegible] আবশ্যকীয় দ্রব্যের চিঠি [illegible] নিম্নস্থ টেণ্ডর সকল [illegible] তাহা এবং কণ্ট্রাক্টের [illegible] স্বপক্ষে উক্ত কারখানার আফিসে রবিবার এবং ছুটির দিনভিন্ন প্রতিদিন দেখান যাইবে।

টেণ্ডর গ্রাহ্য হইলে কণ্ট্রাক্টের ফরম স্বাক্ষর ও মোহর করিতে হইবে। উহাদের মূল্য একটাকা কণ্ট্রাক্টরদিগকে দিতে হইবে।

টেণ্ডরগুলি ইংরাজী ভাষায় লিখিত এবং ডুপ্লিকেট হওয়া চাই। যে মূল্যে যে প্রকার ষ্টোরস দেওয়া হইবে, তাহা এক পত্রে বিশেষ করিয়া শব্দে এবং অঙ্কেতে লেখা থাকিবে।

টেণ্ডরগুলি কেবল ছাপার ফরমে গ্রহণ করা হইবে। আবেদন করিলে ঐ ফরম ২ টাকায় দুই খান এই আফিসে পাওয়া যাইবে।

সর্ব্বাপেক্ষা কম দরের টেণ্ডর হইলেই যে উহা গৃহীত হইবে এমন কিছু নিয়ম নাই এবং কোন টেণ্ডর অগ্রাহ্য করা গেলে তাহার কারণ দেখান যাইবে না।

অর্ডনান্সের ইনস্পেক্টর জেনরলের টেণ্ডর গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে। তিনি স্বেচ্ছামত সর্ব্বাপেক্ষা কম দরের টেণ্ডর, বা অন্য কোন টেণ্ডর অথবা যে টেণ্ডরে কোন দ্রব্যের মূল্য বেশি বোধ হইবে তাহা কারণ না দেখাইয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

টেণ্ডরের সহিত গবর্ণমেণ্টের কাগজেই হউক অথবা নোটেই হউক ১০০০ টাকা জমা দিতে হইবে। কণ্ট্রাক্ট পত্র লেখা শেষ হইলে কিম্বা টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইলে সেই টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে।

১৮৭৫ অব্দের ১৮ ই ফেব্রুয়ারি [illegible] বেলা দুই প্রহরের সময় সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট [illegible] কারখানার আফিসে টেণ্ডর সকল খুলিবেন যাহারা টেণ্ডর দাখিল করিবেন তাঁহারা অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধি তথায় উপস্থিত থাকিবেন।

দমদমা সামান্য যুদ্ধোপকরণ সামগ্রীর কারখানা আফিস ১৩ ই জানুয়ারি ১৮৭৫ } এ ওয়াটসন। মেজর আর, এ, সামান্য যুদ্ধোপকরণ সামগ্রীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৵০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৵০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাশুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ অ নামুল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

বাটী বিক্রয়।

পার্ক্ষেম বিটে ২৪ নং ব্রেসব্রিজ হল নামক বাটী সম্পত্তিসহ বিক্রয় করা যাইবে। এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানির নিকট আবেদন করিতে হইবে।

শিলাডাস
আসবর্ণমেট এণ্ড কোং

পত্রলিকথন বিভাগ।

মেদিনীপুরের ডাক এক্ষণে পুনরায় বরা বর খোলা হইয়াছে।

মেদিনীপুর ২৫ এ জানুয়ারি ১৮৭৫ } ফেরস কিম্বার সি. ই এক্টিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র কমার্শিয়াল বিভাগ।

সোমপ্রকাশ।

২০ এ মাঘ সোমবার।

আমরা পুনরায় ডাকঘরের কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিবার নিমিত্ত এক পত্র খানি এই স্থলেই প্রচার করিলাম।

সম্পাদক মহাশয়। আপনার এক খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়া অবগত হইলাম, সোমপ্রকাশের মূল্য বর্ত্তমান মাসে শেষ হবে, আমার স্মরণ জন্য লেখা হইয়াছে। কিন্তু পোষ্ট আফিসের দৌরাত্ম্যে আর সংবাদ পত্র লইবার ইচ্ছা নাই। কারণ গত তিন সপ্তাহের পত্রিকা প্রাপ্তির বিঘ্ন হইতেছে। মহাশয়কে জানাইয়াছি ১২ ই জানুয়ারি ডাকে যে ডাকাইতি হয়, তাহার কয়েক দিবস পরে সোমপ্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু তাহার পূর্ব্ব সপ্তাহের পত্রিকা অদ্যাপি প্রাপ্ত হই নাম না। রাঢি হইতে কলিকাতা ২৪০ মাইল। ৪৮ ঘণ্টাতে ডাক আসিয়া থাকে। সোমবারের প্রেরিত সোমপ্রকাশ বুধবার ৭ ৭॥ ঘটিকার সময় রাঢি মোকামে পৌঁছে, পরে বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে আমরা পত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকি। অদ্য শনিবার ১১ ই মাঘ, এপর্য্যন্ত দুই সপ্তাহের সোমপ্রকাশ পাই নাই। মহাশয়কে পূর্ব্বে লিখিয়াছি ২৮ এ পৌষের সোমপ্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছি। উহার পূর্ব্ব ও পরের প্রাপ্ত হই নাই। আমরা এই পাহাড়ে মহারণ্যে অবস্থিতি করিতেছি আমাদের বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় যারা কিছু একমাত্র সংবাদপত্রাদি আর কাহাকেও দেখিতে পাই না এবং দেখিয়াও তৃপ্তিলাভ হয় না। তাহাতেও জগদীশ্বর বঞ্চিত করিতেছেন। যাহা হউক সত্বরে একটী উপায় করুন। সংবাদ পত্র কোথায় মারা যাইতেছে। আমাদী বৃহস্পতিবার ডাক দেখিয়া যদি দেখিতে পাই আবার কাগজ খানি মারা গিয়াছে, তবে নিশ্চয় জানিব যে আর সোমপ্রকাশ পাইব না।

শ্রীবিশ্বম্ভরলাল মিত্র
মোং জিতু
রাঁচি পোষ্টআফিস।

প্রতি সোমবার সোমপ্রকাশ ৯ টার সময়ে কলিকাতায় যায়, তাহা ডাক ঘরের কর্ত্তৃপক্ষের অবিদিত নাই। আমরা এ গোলযোগ নিবারণের কি উপায় করিব, ইহার উপায় ডাকঘরের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তগত। বার বার উল্লেখনাতেও যদি তাঁহাদিগের চৈতন্য না হয়, নির্দ্দিষ্ট সময়ে সমাচার পত্র প্রচার চেষ্টা বিফল, গ্রাহকগণেও সমাচার পত্র প্রাপ্ত বিফল। গ্রাহকসংখ্যা হ্রাস হইলে আমরা একা মরি, গবর্ণমেণ্টও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। আর গবর্ণমেণ্ট সংবাদ পত্রের উন্নতি সাধনের অভিলাষে অর্দ্ধেক মাশুল পরিত্যাগ করিয়া ঔদার্য্যের যে পরিচয় দান করিলেন, তাহাও বিফল হইল।

মৃত বাবু রাজকুমার রায় চৌধুরী।

দুই সপ্তাহ অতীত হয় নাই, আমরা যাঁহার গুণানুবাদ করিয়াছিলাম, সেই অমায়িকপ্রকৃতি বাবু রাজকুমার রায় চৌধুরী আজি আর ভূতলে নাই। ১৪ ই মাঘ মঙ্গলবার বেলা ১১ টার সময় হঠাৎ ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্বে কোন পীড়া হয় নাই। আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে অসুখ বোধ হইল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল। আহার পরিত্যাগ করিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া শয়ন করিলেন। ক্রমে অসুখের বৃদ্ধি হইল। পীড়ার আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত এক ঘণ্টার বড় অধিক বিলম্ব হয় নাই, ইহার মধ্যেই জীবাত্মা ৫৫ বৎসর যে দেহে অধিষ্ঠান ও ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। মনুষ্য জীবন যে ক্ষণিক, জলবিম্বের ন্যায় ক্ষণে লীন হয়, রাজকুমার বাবুর মৃত্যু তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ করিয়া দিল।

ইনি বারুইপুরের শিরোভূষণ ছিলেন। ইহাঁর মৃত্যুতে আমাদিগের ন্যায় অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন। সোমপ্রকাশের গ্রাহকগণের যাঁহারা রাজকুমারের বন্ধু আছেন, তাঁহারা অশ্রুমোচন করিবেন সন্দেহ নাই। ইহাঁর দয়া দাক্ষিণ্যাদি অনেকগুলি মহৎগুণ ছিল। লোকে যে সকল ব্যক্তির দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করে, ইনি তাহার অনাস্তব ছিলেন। কেহ কোন প্রকারে বিপদগ্রস্ত বা দায়গ্রস্ত হইয়া ইহাঁর নিকটস্থ হইলে ইনি তাহাকে সেই দায় হইতে

মুক্ত করিয়া দিতেন। ইনি গুণবোদ্ধা ও গুণপক্ষপাতী ছিলেন। ইহাঁর নিকটে বিদ্বান ব্যক্তিদিগের সবিশেষ সমাদর ছিল।

ইহাঁর আকার দীর্ঘ বা হ্রস্ব স্থূল বা কৃশ ছিল না। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। আকৃতিটী দেখলে তাঁহাকে সরলচিত্ত ভদ্র লোক বলিয়া বোধ হইত।

—: :—

বরদার মহারাজের বিচার সম্বন্ধে পুনরায় আবেদন।

আমরা এ সপ্তাহে ডাকের চিঠি ও অন্য অন্য পত্রের সঙ্গে পুনাবাসিদিগের একখানি আবেদন পত্র প্রাপ্ত হইলাম। পুনাবাসিদিগের বিবেচনায় আমাদিগের যে সংস্কার জন্মিয়াছে, পত্রখানি পাঠ করিয়া তাহা আরো বদ্ধমূল হইল। বরদার মহারাজ মলহর রাওয়ের অপরাধের বিচারার্থ যে বিচারালয় বসিতেছে, তাহাতে এদেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়বিধ বিচারপতি তুল্যসংখ্যকরূপে নিযোজিত হন, ইহাই আবেদনকারিদিগের প্রধান প্রার্থনীয় বিষয়। এ প্রার্থনাটী সঙ্গত সন্দেহ নাই। গবর্ণর জেনরলের এ প্রার্থনা পূরণ করা অত্যন্ত আবশ্যক। মলহর রাওয়ের বিপক্ষ অনেকে অনেক প্রকার মিথ্যা সাক্ষ্যদান করিবে। তাহাদিগের সেই কুটকারিতার উদ্ভব [illegible] বিচারপতি হইতে [illegible] শীই বিচারপতির [illegible] সুক্ষ্ম ও সুক্ষ্ম [illegible] বেন; অতএব মলহর [illegible] অপরাধের যথার্থ বিচার হয় না। এজন্য অত্যন্ত [illegible] হয়, তুল্যসংখ্যক [illegible] এদেশীয় বিচারপতি [illegible] সে বিষয়ে সংশয় নাই।

[illegible] যদি [illegible] পারি [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible]

ক্ষুণ্ণ বলিয়া যদি তত্ত্বাবধানের শৈথিল্য হয় এবং সেই শৈথিল্য দোষে পাঠশালার অনিষ্ট হয় এই আশঙ্কা করিয়া তিনি কেবল মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরদিগের উপরে ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, ইনস্পেক্টরদিগের উপরেও এই ভার সমর্পণ করা হইয়াছে, যে ঐ সকল পাঠশালার তত্ত্বাবধান করিয়া তাঁহাদিগের যে প্রকার সংস্কার জন্মিবে তাঁহারা তদ্বিষয় কালেক্টর মাজিষ্ট্রেট ও কমিশনরদিগকে এবং শিক্ষাকার্য্যের ডাইরেক্টরকে জানাইবেন।

সর রিচার্ড টেম্পল পাঠশালাগুলির উন্নতি সাধন বিষয়ে যে সবিশেষ আগ্রহবান এই ব্যবস্থা দ্বারা তাহা বিলক্ষণ প্রমাণ হইতেছে। সকলে মিলিয়া যদি যত্ন পান, পাঠশালাগুলির যে উন্নতি হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। তবে এই একটী আশঙ্কা আছে "বাঁধনের উপরে বাঁধন দিলে দুটী বাঁধনই আলগা হইয়া যায়" কিন্তু সর রিচার্ড টেম্পলের নিজের যদি বিশেষ দৃষ্টি থাকে, বন্ধন শ্লথ হইবার সম্ভাবনা অল্প।

সর রিচার্ড এতৎ সম্বন্ধে আর যে তিনটী প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহারও এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ঐ পাঠশালায় যে সাহায্য দান করিতেছেন, অনেকে তাহা গুরুমহাশয়ের বেতন মনে করিয়া আপন আপন দেয় মাসিক বেতন দানে বিরত হয়। অতএব গবর্ণমেণ্টদত্ত সাহায্য গুরু মহাশয়ের বেতন নয়, ইহা সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় প্রস্তাব এই, পরীক্ষা করিয়া যে পাঠশালাকে উত্তম বলিয়া বোধ হইবে, তাহাতেই সাহায্য দান করা হইবে। এ দুটী প্রস্তাব যে উত্তম, সে বিষয়ে সংশয় নাই। বিনা পরীক্ষায় সাহায্য দান করিলে সে সাহায্য তাদৃশ কাজ হয় না। আমরা এরূপ অনেক স্থল দেখিয়াছি, ইনস্পেক্টর ও ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরা দুরতাদি কারণে যে যে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান ও পরীক্ষা গ্রহণে উপেক্ষা ও আলস্য করিয়াছেন, সেই খানেই পড়া শুনার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে।

সর্ব্ব প্রযত্নে তৃতীয় প্রস্তাবটীর অনুরূপ কার্য্য করা একান্ত আবশ্যক। সেটী এই, গুরু মহাশয়দিগকে নর্ম্মাল স্কুলে শিক্ষিত করিয়া লওয়া। সচরাচর যাহারা গুরু মহাশয় গিরি করিয়া থাকে, তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ। কেবল শুভঙ্করের অঙ্ক জানে এই মাত্র তাহারা অন্য সমুদায় বিষয়ে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহারা না জানে শুদ্ধ রূপে লিখিতে, না জানে শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে, না জানে শব্দের প্রকৃত অর্থ। আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি, একজন গুরু মহাশয় ছাত্রদিগকে নাম লিখাইতেছিলেন, বলিলেন লেখ আনন্দচন্দ্র। ছাত্রেরা জিজ্ঞাসা করিল কিরূপ আ লিখিব? গুরু মহাশয় উত্তর করিলেন, সিদ্ধির আ লিখিলেও হয় অন্যান্য হতে আকার দিলেও হয়। যে বালকের এরূপে প্রথম শিক্ষা হয়, তাহার এক প্রকার মাথা খাওয়া হয় সন্দেহ নাই। অতএব গুরুমহাশয়কে যে নর্ম্মালস্কুলে শিক্ষিত করিয়া লওয়া আবশ্যক, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দানের যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা যে অতীব্রফলোপধায়ী হইবে, এরূপ বোধ হয় না... কিন্তু কাহাকে করিয়া জানাযাইবে কীলে না বলে" কে তাহা সহ্য করিবে? গ্রামে গ্রামে পাঠশালায় সচরাচর যেরূপ বেতন দেন, অনেক স্থলেই তাহা অতীব [illegible] তাহাতে গুরুমহাশয়দিগের ভদ্রস্থ সংস্থান হয় না। গবর্ণমেণ্টও কোন বিদ্যালয়ে ২ টাকা কোন বিদ্যালয়ে ১ টাকা এরূপ সাহায্য দিতেছেন, ইহাতে গুরুমহাশয়েরা উৎসাহান্বিত হইয়া নর্ম্মাল স্কুলে অধ্যয়ন ক্লেশ স্বীকার করিবেন, ইহার সম্ভাবনা দেখা যায় না। গবর্ণমেণ্ট স্বদেয় সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিন এবং গ্রামা লোকেরা স্ব স্ব দেয় নিয়মিত রূপে দেন একটী হার বাঁধিয়া তাহারও সুব্যবস্থা করিয়া দিন। অন্নচিন্তা দূর না হইলে কাহার কোন কাজে উৎসাহ হয় না। যেখানে উৎসাহ নাই, সেখানে যথাবিধি কর্ত্তব্যেরও অনুষ্ঠান নাই।

সর রিচার্ড টেম্পলের সংস্কৃতে উৎসাহদান।

সর রিচার্ড টেম্পল কেবল বাক্য দ্বারা নয়, কার্য্য দ্বারাও সংস্কৃতে উৎসাহদান করিতেছেন। কাউল সাহেবের চেষ্টায় ও উদ্যোগে গবর্ণমেণ্ট যখন বিদ্যালয়ে সংস্কৃত পাঠনার রীতি প্রবর্ত্তিত করেন, তৎকালে এই অনুমতি দিয়াছিলেন, প্রথম তিন শ্রেণীতে সংস্কৃত অধীত হইবে। এক্ষণে কলিকাতা গেজেটে দৃষ্ট হইল, সর রিচার্ড টেম্পল চারি শ্রেণীতে সংস্কৃত পাঠনার অনুমতি দিয়াছেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলেন এদেশীয়েরা আবেদন করাতে আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, শিক্ষাকার্য্যের ডাইরেক্টরের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টারেরও গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে সংস্কৃত পাঠনার বিলক্ষণ মত আছে। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে তাঁহার লোকবশ্যতা প্রবল। তিনি কাউন্সেল সাহেবের ন্যায় প্রজাদিগের মতামতে উপেক্ষা করেন না, প্রধান প্রধানদিগের অনুরোধও অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন না।

কাউন্সেল সাহেব নর্ম্মাল স্কুলে সংস্কৃত পাঠের নিষেধ করিয়া যান, সর রিচার্ড [illegible] কাজেই তাহার একটী সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

যদি একজনে কাপ্তেন সাহেবের নিয়োগ রহিত করেন, তাঁহার অসম্মান হয়। তাঁহার মানরক্ষা করিয়া এই অনুমতি করিয়াছেন, সামান্য পাঠশালায় যে সকল ব্যক্তি গুরুমহাশয়ারি করিবে, তাহাদিগের সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজন নাই, তবে যাহারা উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গলা পাঠশালায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত হইবে, তাহারা সংস্কৃত শিক্ষা করিবে। আমরা সব জজ টম্পসনের এই সকল কার্য্য দেখিয়াই তাঁহার 'বহুদর্শিতা ও কার্য্যদক্ষতার প্রশংসা করিলাম।

যাঁহারা সংস্কৃতে বিদ্যা দেখাইবার নিমিত্ত বাঙ্গলা ভাষার ভুরি সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করেন কাপ্তেন সাহেব তাহার উপরে এক প্রকার অসন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি তাহাদিগের উৎসাহভঙ্গ করিবার নিমিত্ত বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত মিশ্রণের নিষেধ করিয়া যান। সব জজ সম্পূর্ণ রূপে তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। অনেকে বিদ্যা দেখাইতে গিয়া "কাটনিং" তুলিয়া যান কেমন স্থলে কেমন শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা তাঁহারা জানেন না। শব্দের অস্থানযুক্ততা দোষে তাঁহাদিগের লিখিত বাঙ্গলা অস্পষ্ট বাঙ্গলা হইয়া উঠে। বাঙ্গলা ভাষার সহিত বহু মিশ্রণে যে অতিশয় দুষিত, ইহা বাঙ্গালা ভাষার স্বতন্ত্র ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব আমরাও এই জজ টম্পসনের অনুমোদনে অনুমোদন করি। তবে কেবল বহু সংস্কৃত আমরা একটী বক্তব্য আছে। এই বিচারে কাপ্তেন সাহেবের সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের গন্ধও যদি সহ্য করিতে না পারেন, তাহা হইলে পাঠশালা উঠিয়া যাইবে। যাঁহারা ব্যতিরেকে বাঙ্গলা ভাষা মিশ্র, সুশ্রাব্য ও রচনাসৌন্দর্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি প্রয়োগকর্ত্তারা বুঝিয়া শব্দপ্রয়োগ করিতে পারেন সংস্কৃত শব্দগুলি সুবর্ণে মোহাগার ন্যায় বাঙ্গলা ভাষাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলে।

এই কি ভারতবন্ধুর মঙ্গল সাধনের চেষ্টা?

কেবল আমরা বলি না, ইংলিশম্যান সম্পাদক লিখিয়াছেন, এদেশে বঙ্গের ন্যায় অন্যত্র গবর্ণমেণ্ট মাঞ্চেষ্টরের বস্ত্রের আমদানী শুল্ক রহিত করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন, কিন্তু কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট পণ্ডিচরিতে কাপড়ের কলের উৎসাহ দানার্থ বার্ষিক ৪০০০০ চল্লিশ হাজার টাকা দিতেছেন।

এদেশে কাপড়ের কল হইলে মাঞ্চেষ্টরের লাভ ক্ষতি হয় আবার মাঞ্চেষ্টরের বস্ত্রে আমদানী শুল্ক রহিত হইলে এদেশের যে সকল ব্যক্তি কাপড়ের কল করিতেছেন তাঁহাদিগের ক্ষতি হয়। তাঁহারা মাঞ্চেষ্টরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ হইবেন না। ক্ষতি হইলে অগত্যা তাঁহাদিগকে কল পরিত্যাগ করিতে হইবে, ভারতবর্ষে বস্ত্রের কল ও বস্ত্রের বাণিজ্য হইলে ভারতবর্ষের মঙ্গল, না হইলে অমঙ্গল। এদেশে পূর্ব্বে বস্ত্রের যে বাণিজ্য ছিল, মাঞ্চেষ্টরের চক্রান্তক্রমে তাহা রহিত হয় যাহাতে এদেশে এসকল প্রকার উৎপন্ন হইতে পারে আবার যদি তাহার সেই পূর্ব্ব বাণিজ্য উত্তেজিত হয়, ইহাই ভারতের মঙ্গল, ইহাই কি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট করিতেছেন? কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট কি মাঞ্চেষ্টরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রতিনিধি? ভারতবর্ষের কল্যাণকল্পে গবর্ণমেণ্ট কি অনুরূপ কার্য্য করিতেছেন? এই কি ভারতবন্ধুর মঙ্গল সাধনের চেষ্টা?

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট বলেন, তাঁহারা অন্তঃকরণের সহিত ভারতবর্ষের মঙ্গল ভাল বাসেন। এই কি সেই ভাল বাসার প্রমাণ? তাঁহারা যে ভারতবর্ষের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এ ব্যবহারে তাহার সপ্রমাণ হইতেছে না।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নন, একথা ও বলা যায় না গবর্ণমেণ্টের এরূপ অনেক কাজ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে গবর্ণমেণ্টের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিতার বিশেষ পরিচয় হয় তবে কি ভারতবাসীর গবর্ণমেণ্ট অধ্যবস্থিত চিত্ত? তাঁহাদিগের মতের কি স্থিরতা নাই? তাঁহারা কি ফলে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আবার ফলে মঙ্গলদ্বেষী হন? তাঁহাদিগের ব্যবহারগত পূর্ব্বাপর বিরোধের কি প্রকার মীমাংসা হইবে? মীমাংসা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা বিরোধ স্থলে বিষয়ভেদে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এখানকার বিষয়ভেদে ব্যবস্থা এই, প্রধান রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষের মঙ্গল ভাল বাসেন বটে কিন্তু যখন তাঁহাদিগের অথবা তাঁহাদিগের জাতি ভাইদিগের স্বার্থের সহিত ঐ মঙ্গলের বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা ভাল বাসেন না। ভারতবর্ষে শত সহস্র ভদ্রাভদ্র আছে। ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসিদিগের যদি পরস্পর সৌজন্য বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ হন, ভারতবাসের আত্মপক্ষ অনুমোদনের ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের রাজপুরুষেরা সে সৌজন্য ভাল বাসেন না। সে সৌজন্যের বিরোধিদিগের স্বার্থহানির সম্ভাবনা আছে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসিদিগের মধ্যে সম্পর্ক ঐক্য হয়, আমাদিগের রাজপুরুষদিগের শঙ্কা এই, তাঁহারা বিদ্রোহী হইয়া ব্রিটিশ জাতির হস্ত হইতে ভারত রাজ্য ছিনিয়া লইবেন। অধিক কথা কি, সিন্ধিয়া রাজ কোলাকরের সঙ্কেত সাক্ষাৎ করিতে চলেন বলিয়া ব্রিটিশ জাতির মুখ

ভূত টাইমস প্রভৃতি প্রধান প্রধান সমাচার পত্র সম্পাদকেরা কত প্রকার আশ্রৎ স্বপ্ন দেখিতেছেন। ব্রিটিশ জাতির স্বার্থ হানি শঙ্কা এমনি প্রবল যে রাজায় রাজায় অথবা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী প্রজায় প্রজায় নির্জ্জনে বসিয়া দুটি কথা কহিবেন, সে পথ নাই। অধিকন্তু দুঃখ ও ক্ষোভের এই, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসিদিগের পরস্পরের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি যে বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিতেছে আমাদিগের রাজপুরুষেরা নিকৃষ্ট স্বার্থপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া তাহা আরো উদ্দীপিত করিয়া তুলেন।

—:০:—

রাজ কর্ম্মচারিদিগের ব্যবহার।

ফরিদপুরের জজ ওয়াল্টন সাহেব এদেশীয়দিগের সংসর্গ কিছু জ্ঞান করেন বোধ হইতেছে। তিনি সেদিন তাঁহার আদালতের সমুদায় দেশীয় উকীলকে এবং অনেকগুলি ইউরোপীয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করেন এবং পরস্পর গল্প কথোপকথন ও তাস ও দাবা খেলাতে আমোদ আহ্লাদ হয়।

জজ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজপ্রতিনিধি ও রাজ কর্ম্মচারিগণ এদেশীয়দিগের সহিত এইরূপ সৌহৃদ্য বন্ধন করেন, এ সংবাদ আমাদিগের অত্যন্ত আনন্দের হয়। সকল কার্ম্মচারীরা এরূপ ব্যবহার করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগের একান্ত প্রিয়তম হইয়া উঠেন এবং রাজপুরুষদিগকে ভিন্নজাতীয় ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি লোকের যে ভিন্নভাব আছে, তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়। সেই ভিন্নভাব দূরীভূত হইলে নিঃসংশয় গবর্ণমেণ্টকে আপনাদিগের গবর্ণমেণ্ট বলিয়া জ্ঞান জন্মিবে। দুঃখের বিষয় এই অধিকাংশ কর্ম্মচারির এ ব্যবহার নাই। তাঁহারা জেতৃজাতীয় গর্ব্বে নিতান্ত উদ্ধত। এদেশীয়দিগের সহিত সৌহার্দ্দ বন্ধনে ঘৃণা বোধ করেন। সে দিন বাঙ্গলাদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

এদেশীয়দিগের সহিত অভিন্নভাবে অমায়িক ব্যবহার করিবার তাঁহাদিগের ইচ্ছা নাই, তাঁহারা এই অমূলক আপত্তি করেন, পরস্পরের আচার ব্যবহারগত বৈসাদৃশ্যই পরস্পরের সৌহার্দ্দ বন্ধনের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া আছে। তাঁহারা বলেন পরস্পরের আচার ব্যবহার এক না হইলে পরস্পরের মন এক ও পরস্পরের সদ্ভাব হয় না। আমরা জানি যে কাজে ইচ্ছা না থাকে, তাহাতে এইরূপ অনেক আপত্তি ও যুক্তি জুটিয়া উঠে। এটীও সেই অনিচ্ছু ব্যক্তির যুক্তি। ধর্ম্ম বা সামাজিক বিষয়ে মতভেদ থাকিলে যে রাজনীতি সম্বন্ধে মতের ঐক্য হয় না, এটী যুক্তিবিরুদ্ধ বাক্য। যুক্তি করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ের সহিত রাজনীতির কোন প্রকার সংস্রব নাই। ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্ম্মণি প্রভৃতি প্রদেশে ধর্ম্মঘটিত বিলক্ষণ মতভেদ লক্ষিত হয়। এক ইংলণ্ডে এক ফ্রান্সে এক জর্ম্মণিতে ধর্ম্ম সংক্রান্ত কতগুলি ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। সেই সম্প্রদায়ভেদ রাজনীতি ঘটিত মতের একতা সম্পাদনের কি প্রতিবন্ধক হয়?

এদেশীয় ও ইউরোপীয় রাজপ্রতিনিধি ও রাজকর্ম্মচারিদিগের পরস্পরের মনস্তুষ্টি না থাকাতে অনেকগুলি মহৎ অনিষ্ট হইতেছে। প্রথম ও প্রধান অনিষ্ট গবর্ণমেণ্টকে অনাত্মীয় জ্ঞান। দ্বিতীয় অনিষ্ট, ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের স্বজাতির প্রতি পক্ষপাতিতা। তৃতীয়, সেই পক্ষপাতিতা নিবন্ধন সদ্বিচারের ব্যাঘাত। চতুর্থ, ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের এদেশীয়দিগের প্রতি তাদৃশ স্নেহ না থাকাতে এদেশীয়দিগের উচ্চপদলাভের প্রতিবন্ধ।

উপসংহারে বক্তব্য এই, যাবৎ রাজপুরুষেরা এদেশীয়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা ও সস্নেহ ব্যবহার না করিবেন, তাবৎ উল্লিখিত দোষগুলির উন্মূলন সম্ভাবনা নাই। দোষগুলি উন্মূলিত না হইলেও ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই এবং তার তবষীয় গবর্ণমেণ্টের ও ভারতবাসিদিগের আন্তরিক অনুরাগ ভাজন হইবার সম্ভাবনা নাই। একটী আশ্চর্য্য এই, রাজপুরুষেরা দেখিতে পাইতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি এদেশীয়দিগের সহিত অকপট ভাবে ঘনিষ্ঠতা ও সস্নেহ ব্যবহার করেন, তিনিই এদেশীয়দিগের অধিকতর আদরনীয় ও স্নেহভাজন হন। লাট নর্থব্রুক এদেশীয়দিগের এত আদরণীয় হইয়াছেন কেন? ইহা দেখিয়াও অধিকাংশ রাজপুরুষ পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া এদেশীয়দিগের সহিত সৌহার্দ্দ বন্ধনে বীতস্পৃহ হন, ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। মেনকাগীতি কাব্য (১)। এখানি কাব্য গ্রন্থ। কবিতা ও অনুতাপ এই দুটী পৃথিবীর সার, ইহা প্রতিপন্ন করাই এই কাব্যের গ্রন্থ প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতি কৌশলে ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। দুর্ব্বাসা মেনকাকে এই শাপ দিলেন, তুমি আমার প্রদোষকাল কলঙ্কিত করিয়াছ, তোমাকে মর্ত্ত্যে যাইতে হইবে। মেনকা ইন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া অতিশয় খেদ বচনে দৈববাণী করিল, তুমি যদি পৃথিবীর সারভূত বস্তু আনিতে পার, স্বর্গে স্থান পাইবে। মেনকা হতাশবচনে বাধ্য হইলেন। মেঘনাদপত্নীর সতীত্ব, ভীষ্মের পবিত্র পরিত্যাগ প্রভৃতি মহাপ্রতিজ্ঞা, বালক

(১) শ্রীঅমরলাল সেন বিরচিত। কলিকাতা রাজা কালীকৃষ্ণের লেন ৩০ নং বাটীতে নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ৵ চারি আনা।

অন্তর্গত অলোকসামান্য বীরত্ব এই গুলিকে পৃথিবীর সার মনে করিয়া মেনকা একেক ক্রমে স্বর্গে লইয়া গেলেন, কিন্তু তাহা গৃহীত হইল না। শেষে দস্যু রত্নাকরের অনুতাপ ও তাঁহার বাল্মীকি মুনিনাম লাভ করিয়া "ম. নিষাদ প্রতিষ্ঠাংত্বং" ইত্যাদি করিয়া বচন এই দুটীকে মেনকা পৃথিবীর সার গ্রহণ করিলেন কিন্তু স্বর্গ আর খুঁজিয়া গেল না গ্রন্থ রচনাকৌশলের ন্যায় মেকাগীতি কবোদ কবিতাগুলিও মনোহর হইয়াছে।

২। ইংলিশ সম্পোরিশন (২)। ইংরাজী স্কুলের নীচের ক্লাসের বালকদিগের ইংরাজী রচনা শিক্ষার্থ এখানি প্রণীত হইয়াছে। নীচের ক্লাস হইতে রচনা লিখাইতে আরম্ভ না করিলে রচনা শিক্ষায় পটুতা হয় না কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এ রীতি নাই এখানি যদি সমুদায় বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হয়, বালকদিগের বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে। আমরা ইহার এই একটী বিশেষ গুণ দেখিয়াছি, বাঙ্গলার সহিত ইংরাজী ভাষার রীতি ভিন্ন হওয়াতে ইংরাজীর যে যে অংশ বাঙ্গালি বালকদিগের বুঝা কঠিন হয়, সেগুলি বিশেষ করিয়া ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে যে বিদ্যালয়ে সাইনর ছাত্র বৃত্ত পড়ান হয়, এখানি তাহারও উপযোগী হইয়াছে।

৩। ভাষা বোধ ব্যাকরণ (৩)। ব্যাকরণের জ্ঞাতব্য বিষয় সকল ইহাতে সহজে ও সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে।

৪। কাব্য কুসুম (৪)। একখানি পদ্যময় ইতিহাস। ইহাতে দ্বীপান্তর প্রেরিত যুবকের বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে এবং এমেকেশীর সহধর্ম্মিণী পতিসহগমনে উদ্যতা, করা হইয়াছে কবিতাগুলি কাব্যরসাক্রান্ত বলিয়া অধিক হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

৫। চন্দ্রকান্ত দর্পণ (৫)। এখানি নাটকাকারে লিখিত হইয়াছে। প্রবোধচন্দ্র দেখাইয়া দেওয়াতে কুলি সাহেব বদ্ হয় এবং চা প্রধান

(২) কলেজ ফ্রেন্ড [illegible] যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৵০ আনা।

(৩) শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় [illegible] সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৵০ আনা।

(৪) শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় [illegible] সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে ১৭৯ নং ভবনে মুদ্রিত।

(৫) শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় [illegible] ভবনে ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৵০ আনা।

প্রবেশে তাহাদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচার হয় সেই গুলি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

৬। কুসুমে কীট (৬)। এখানি নাটক। লেখা পড়া শিখিলে লোকে সৎ হয়, না শিখিলে চরিত্র দোষ কেন হয়ে সংশোধিত হয় না, ইহা প্রতিপন্ন করাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

(৭) সুদর্শন (৭) এখানি মাসিক পত্র ইহাতে লেখকদিগের এই প্রতিজ্ঞা দৃষ্ট হইল, ইহারা সাহিত্য বিজ্ঞান ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিষয় লইয়া প্রস্তাব লিখিবেন

—০—

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া সাধারণের গোচরার্থ এই পত্র খানি এই স্থানে প্রেরণ করিলাম।

স্বদেশহিতৈষী মাননীয় মহোদয়গণ সমীপেষু।

স্বদেশোচিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

গত সপ্ত বৎসর অতীত হইল, কলিকাতায় হিন্দুমেলা স্থাপিত হইয়াছে, উহার কার্য্যকলাপ, বোধ হয় মহাশয়দিগের অগোচর নাই। এই স্বল্প কালের মধ্যে কয়েকজন স্বদেশানুরাগী মহোদয়গণের সাহায্যে ও যত্নে মেলার ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। হিন্দুমেলা একণে প্রতি মাঘ সংক্রান্তিতে হইয়া থাকে, আগামী মেলাও উক্ত সংক্রান্তি দিবসে আরম্ভ হইবেক। ইহাতে নিম্নস্থ এতদ্দেশীয় কৃষি ও শিল্পজাত এবং অন্যান্য উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা হেতু দেশীয় ব্যক্তির আনুকূল্য ও চেষ্টা ব্যতীত কখনই হইতে পারে না। স্বদেশের উন্নতি বিষয়ে আপনাদিগের কিরূপ অনুরাগ তাহাতে যে আপনারা মেলার সাহায্যকারী ও উৎসাহদাতা হইবেন তাহা বলা বাহুল্য; অতএব আপনাদিগের নিকট সানুনয় নিবেদন যে, আপনারা সাড়ম্বরে হইয়া আপনাদিগের অধীনস্থ স্থানে যে সকল উত্তম শিল্পজাত ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা সংগ্রহ করিয়া মেলার হস্তগত হয়, এরূপ পূর্ব্বে লোক পাঠাইয়া [illegible] সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট পত্রলেখক

(৬) [illegible] কলিকাতা [illegible] যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১ এক টাকা।

(৭) [illegible] কলিকাতা মুক্তাপুর [illegible] যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৵০ আনা ডাক মাশুল সমেত ৵০ আনা।

গত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভবনে জাতীয় সভার অন্যতর প্রতিনিধি সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অথবা পরলোকগত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ভবনে সভার সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেবমুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমীপে আমাদিগের নামে প্রেরণ করিলে মেলায় প্রদর্শিত হইবে। এবং উত্তম হইলে উপযুক্ত পারিতোষিক সভার অধ্যক্ষদিগের কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবে, কিন্তু হিন্দুমেলা সমস্ত হিন্দু জাতির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে যে কোন হিন্দু আনুকূল্য করিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

শ্রীপ্রাণনাথ পণ্ডিত, সরস্বতী।
শ্রীনবগোপাল মিত্র।
জাতীয় সভার অবৈতনিক সম্পাদক।

বিবিধ সংবাদ।

১৩ ই মাঘ সোমবার।

শ্রীহট্ট হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন "এই জেলার অধিবাসী মৌলবী মহম্মদ আলী আকবর খাঁ সাহেব গত পৌষ মাসের ২৩ এ বুধবার পঞ্চমবর্ষীয় এক পুত্র রাখিয়া মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন তিনি অতি সুচতুর ও সাহসিক লোক ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার লুসাই যুদ্ধের সময় ঐ মৌলবী সাহেব সরকারী সৈন্যদলের অনেক বিষয়ে সহায়তা করেন, এবং সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে লুসাই দেশে যাইয়া বিলক্ষণ সাহসিকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ভারত জমিদারী অপ্রাপ্তবয়স্কের ব্যবস্থার অনুগত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ এক অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর রক্ষণাবেক্ষণে ও বিদ্যোপার্জ্জনে মনোযোগ না করিলে সম্পূর্ণ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এই নিরূপায় অসহায় অবোধ বালকের এক মাত্র গবর্ণমেণ্টই সহায় বলিতে হইবে।"

হিন্দু রঞ্জিকা শিরোমণিগণের মুখোজ্জ্বল বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের প্রশংসা স্থলে লিখিয়াছেন "১৮৭১ সালে যখন জজ ষ্ট্রাট সাহেব বার্ষিক রিপোর্ট লিখেন তখন তিনি তাহাতে কালীপ্রসন্ন বাবুকে বাঙ্গলার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান মুন্সেফ বলিয়া রিপোর্ট করেন এবং ১৮৭২ সালে জজ আলেগজাণ্ডার সাহেবও বার্ষিক রিপোর্টে ঐ কথা লিখিয়াছিলেন। ১৮৭৩ সালে জজ

মরো সাহেব কালীপ্রসন্ন বাবুর কার্য্য প্রণালী স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হন এবং ইহার প্রমোশনের জন্য হাইকোর্টে অনুরোধ করেন। " যাঁহারা এই প্রকার প্রশংসা করেন তাঁহারাই আবার অপনাবিগের ইষ্ট সাধনের বেলা বলিয়া থাকেন, এদেশীয়েরা আজিও উচ্চপদ লাভের যোগ্য হইতে পারে নাই। এটী অতিশয় কৌতুকাবহ।

১৮৭৩ অব্দের বঙ্গদেশীয় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনীর পর্য্যালোচনা প্রসঙ্গে ইংলিশম্যান লিখিয়াছেন " স্বাস্থ্য রক্ষক নিজ কার্য্যালয়ে বসিয়া কোম্পানির কাজ না করিয়া সকল স্থল স্বচক্ষে দর্শন করেন এমত বন্দোবস্ত করা উচিত।" ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের অনেকেই ঘরে বসিয়া বাহাদুরী লন, মুরব্বির জোরে তরিয়া যান, বাঙ্গালিদিগের যাহাদিগের মুরব্বির জোর নাই তাঁহারাই মারা পড়েন।

মফস্বল কালেজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার্ষিক আইন শ্রেণীগুলি উঠাইয়া দেওয়াতে এডুকেশন গেজেট ও ঢাকা প্রকাশ উভয়েই আইন শ্রেণী গুলি উঠিয়া যাইবার শঙ্কা করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। ঢাকা প্রকাশ বলেন " ঢাকার যে আইন শ্রেণীর পূর্ব্ব সমুৎপন্ন আয় দ্বারা এখনও ৯০০০ নয় হাজার টাকা রাজকোষে সঞ্চিত আছে। সেই আইন শ্রেণীর আজি কালি আয় কমিয়া যাওয়াতে তাহা উঠাইয়া দিতে গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জিত হইলেন না।" আইন শিখিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিব, এখন অধিকাংশ লোকের এই চেষ্টা জন্মিয়াছে। এখন আইন শ্রেণী গুলি উঠিয়া গেলে মফস্বল কালেজ গুলির গৌরব হ্রাস হইবে সন্দেহ নাই।

ইংলিসম্যান তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন, জব্বলপুরের ২৫ গণিত পদাতিক দল শনিবার বোম্বাই যাত্রা করিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন ইহারা বরদায় যাইতেছে।

সিণ্ডিকেটের অনুরোধ ক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নিয়োজিত আইন অধ্যাপকের কার্য্য কাল সম্বন্ধে কতক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। নিয়ম ছিল উক্ত আইন অধ্যাপক ৩ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইতে পারিবেন মাত্র। এক্ষণে নিয়ম হইতেছে, উক্ত সভার বিবেচনা অনুসারে তাঁহাকে যত দিনের জন্য হউক নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে এবং তাঁহার এইরূপ সর্ব্য কাল অতীত হইয়া গেলে তিনি পুনরায় উক্ত পদে নিয়োজিত হইতে পারিবেন।

৯ ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৯৭ লোকের মৃত্যু হয়। পূর্ব্বসপ্তাহ অপেক্ষা ৫৯ জনের কম মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১২ বসন্তে ৩৪ ওলাউঠায় ৩১ উদরাময় এবং ৯০ জনের জ্বরে মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন একজামিনর নামক সংবাদ পত্রে একটী কৌতুকাবহ ঘটনা লিখিত হইয়াছে। জেনকিন্স নামক এক সাহেব ভূত মানেন না, এই অপরাধে ক্লিফটনের বাইকার ভূক সাহেব তাঁহাকে বাপটাইজ করিতে সম্মত নহেন। এই বিষয় লইয়া দুটী দল হইয়াছে। দুই দলে ঘোরতর তর্ক চলিতেছে ভূত না মানিলে খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়া যায় না, এও মহা কৌতুকের কথা নয়। যাহা হউক এতদিন পাঁচ ভূতেরই অস্তিত্ব ছিল ইংলণ্ডীয় বিজ্ঞানে ৬০ ।৬৫ টী ভূত বাহির করিয়াছে। ভূতের এত ছড়াছড়িতেও ভূত না মানা কর্ত্তব্য হয় না।

রে, পি মিশ্রাক্ষ নামক একজন কর্ণীয় অধ্যাপক ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। নেপাল দর্শনই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইনি সংস্কৃত বিলক্ষণ পণ্ডিত।

ডিস্রেলি ট্রিবুট বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ৭৭৮০৪৭৯ বর্গ মাইল বিস্তৃত। ইহার মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন ১০১৬০৯, উপনিবেশ সকল ৪৪৮৫০২১ এবং ভারতবর্ষ ও সিংহল ১৮২৮২০ বর্গ মাইল। সমুদায় সাম্রাজ্যের প্রতি বর্গ মাইলে ৩৮ জনের বাস। তন্মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনে প্রতি বর্গ মাইলে ২৯০ ভারতবর্ষে ২০১ এবং উপনিবেশ ১ জনের কিছু অধিক। ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানের অধিবাসীর সংখ্যা ইংলণ্ড অপেক্ষাও অধিক। ২৩৯১২২৯৮ লোকের উপরে ইংলণ্ডেশ্বরীর আধিপত্য। তাঁহার প্রজাগণ ৪৭১৪১৬৭১ বৃত্তে বাস করে। তাহারা যে চুয়ান্নে বাস করে তাহা ৭৭৬৯৪৪৯ বর্গ মাইল হইবে।

অধ্যাপক গোলড্ স্থির করিয়াছেন, জলের উপর বিদ্যুতের গতি প্রতি সেকণ্ডে ৭ হাজার অবধি ৮ হাজার মাইল পর্য্যন্ত। ভূমিতে খুটির উপর যে টেলিগ্রাফ তার দেওয়া যায় তাহাতে প্রতি সেকণ্ডে উহার দ্বিগুণ পথ গত হয়।

এবার বি, এ পরীক্ষায় ১০ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রেসিডেন্সি কালেজের একটী ছাত্র সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন।

১৪ ই মাঘ মঙ্গলবার।

সার লুইস পেলি বরদার রাজ প্রাসাদে আরো অনেক লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। আরো অনুসন্ধান হইতেছে।

২৫ এ জানুয়ারি সার লুইস পেলি মলহর রাওয়ের পক্ষ সমর্থনার্থ মাকফারসন এণ্ড পেল কোম্পানিকে ৭৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

১ লা এপ্রেল অবধি জানুয়ারির শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উপর ষ্টেট সেক্রেটারির বিলের দরুণ যে ক্ষতি হইবে অনুমান করা হয় তদপেক্ষা ৩৩৮৪৩৫ টাকা অধিক ক্ষতি হইয়াছে।

খ্রীষ্টের অনাত্তর জমীদার মৌলবী আলী আসগর গবর্ণর জেনরলের সমক্ষে উক্ত সহরের উন্নতিবিষয়ক কোন কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য তাঁহার নিকটে কমিশনরের হস্তে ২ হাজার টাকা দিয়াছেন। গবর্ণর জেনরল এ নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

বোম্বাই ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস্‌মান বলেন জেমি নর্ম্মান নামক এক ব্যক্তি, আমেরিকায় গিয়া তত্রত্য লোকদিগকে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বনার্থ উপদেশ দিতেছেন। কথা ও সাহস কম নয়।

১৫ ই মাঘ বুধবার।

রবিবার অবসরপ্রাপ্ত মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর ইংরাজদিগের দূতদূত

সায়দ বাকুর খাঁকে স্বীয় আলয়ে নিমন্ত্রণ করেন। সায়দ বাকুর খাঁ তাঁহার সমর্দ্ধনায় বিলক্ষণ সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন।

গত শনিবার টাউনহলে কেশব বাবুর এক বক্তৃতা হয়। দেশীয় ও ইউরোপীয় প্রায় দুই সহস্র শ্রোতা উপস্থিত হইয়া ছিলেন।

বরদার মলহর রাও সার্জ্জেণ্ট বাালেন্টাইনকে নিজ পক্ষ সমর্থনার্থ নিয়োজিত করিয়াছেন। তাঁহাকে লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছে। মলহররাও যে পাকে পড়িয়াছেন, এরূপ কতলক্ষ দিতে হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। তবুও পার পান কিনা সন্দেহ।

মলহর রাওয়ের যে বিচার হইবে তাহাতে সোয়াইর এডবোকেট জেনরল গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিবেন।

কলিকাতার ন্যায় দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা দিবার চেষ্টা মাদ্রাজেও বিফল হইয়াছে। তত্র স্ত্রীলোকদিগের এ কাজে যাইবার কুসংস্কার সমাজ ভয় লোকলজ্জা ইত্যা প্রভৃতি অনেক গুলি প্রতিবন্ধক আছে

২০ এ জানুয়ারি ষোলকর ষ্টেট রেলওয়ে মর্ণাকা হইতে চুড়াল পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে।

দারজিলিঙ টাইম বলেন, কার্সিয়ঙে একটী টেলিগ্রাফ ষ্টেষণ হইতেছে।

গত দুর্ভিক্ষে অতিশয় পরিশ্রম অর্থব্যয় ও যত্ন করিয়াছেন বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ভাগলপুরের জমীদার গবর্ণর জেনরল ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে অভিনন্দন দান করিয়াছেন।

১৬ ই মাঘ বৃহস্পতিবার।

ইংলিসম্যান বলেন, সাঁওতাল বিভাগে সিংধালি গ্রামের প্রজাদিগের পরস্পর সর্দ্দার দ্বারা শত্রুতা হয় বলিয়া ইহার দণ্ড স্বরূপ তথায় কতকগুলি অতিরিক্ত পুলিস কর্ম্মচারী রাখা হইয়াছে। ইহার মাসিক ব্যয় ১৩৯ টাকা এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য ১১৮ টাকা ব্যয় হইবে। এবায় গ্রাম [illegible] হইবে। লার্ড মেয়োর আমলে এই বন্দুক দণ্ডের সৃষ্টি হয়। লোক এক্ষণে বুঝুক বা না বুঝুক তখন, কিন্তু নির্দ্দোষের যেন দণ্ড না হয়, এই সিদ্ধান্ত বাকাটী অবলম্বন করিয়া কি এই দণ্ড প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে?

২৩ এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, সে দিন যে বৃষ্টি ও শিলা বর্ষণ হয়, তাহাতে ২৪ পরগণা যশোহর এবং নদীয়ার সরিষা তামাক প্রভৃতির অনিষ্ট করিয়াছে, বৃষ্টি নিবন্ধন চট্টগ্রামেও কতক অনিষ্ট আশঙ্কা আছে। বাঙ্গলা দেশে পৌষ মাসে ও মাঘ মাসের প্রথমে বৃষ্টি হইলেই অনিষ্ট। এদেশে এই প্রবাদ বাকাটী আছে "ধন্য রাজার পুণ্য দেশ যদি বর্ষে মাঘের শেষ।"

পিয়নিয়র বলেন, এবারিজিনস ইউনিভার্সিটী কালেজের পূর্ব্বাঞ্চলীয় ভাষার অধ্যাপক ডাক্তার জি, থিবট বারাণসী কালেজের ইংরাজী সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়াছেন। গফ সাহেব উচ্চ পদ লাভ করিলে আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য তাঁহার প্রতিনিধি হন। তিনি এত দিন কাজ করিলেন। তাঁহা হইতে কি ভালরূপ কাজ হয় নাই?

ইংলিসম্যান ষ্টকহল হইতে তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন, গত ১২ ই জানুয়ারি চীনের সম্রাটের বসন্ত রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, কিরাটের লোকে আয়ুব খাঁর সহায়তার্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক সৈনিক দলে প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের যে ব্যয় তাহা তাহারা নিজে দিতেছে। এদিগে আমীর যে সকল সৈন্য কিরাটে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা আয়ুব খাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে সম্মত নহে। তাহারা বলে আমীর বাকুব খাঁ ও আয়ুব খাঁ ইহাদিগের পিতা পুত্র সম্বন্ধ, এরূপ গৃহ বিবাদে আমরা জীবন দান করিব কেন? সর্দ্দার আয়ুব খাঁ ঘোরতর যুদ্ধ সজ্জা করিতেছেন। যে সকল সর্দ্দার তাঁহার নিকট আসিতেছেন তিনি তাঁহাদিগকে খেলওয়াত দিয়া উৎসাহিত করিতেছেন। তাহারাও তাহাদের অধীনস্থ সৈন্য সামন্ত লইয়া সমবেত হইতেছে।

সে দিন কলিকাতা ষ্টেট আদালতে দ্বিতীয় জজের নিকট একটী মকদ্দমা উপস্থিত হয়। উভয় পক্ষের পক্ষগণ উপস্থিত হন, কিন্তু জজ বলিলেন, অদ্য সূর্য্য দেখা যাইতেছে না, অতএব অদ্য মকদ্দমা হইবে না। পাঠকগণ এই কারণ শুনিয়া আপাততঃ হাসা করিবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার একটী নিগূঢ় কারণ আছে। মকদ্দমার উভয় পক্ষীয় লোক টীমবাসী, তাহাদের শপথ করিবার এই রীতি আছে, তাহারা সূর্য্যের দিকে চাহিয়া একটী পাত্র পদতলে ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং বলে আমি যদি মিথ্যা বলি, আমার অন্তঃকরণ এইরূপে ভগ্ন হইবে। অদ্য এবং সে দিন যখন সূর্য্য দেখা যায় নাই, তখন তাহাদের শপথ করিবার ব্যাঘাত হয়, এ জন্য মকদ্দমা হয় নাই। যে পর্য্যন্ত হইলে ওয়ওবে যেরূপাঠ বন্ধ হয়, সূর্য্য দর্শন না হইলে চীন দেশে বিচার বন্ধ হয়। বোধ হয় এক দেশের লোকে অপর দেশের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত করিয়া এই রীতিটী গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন।

১৫ ই মাঘের প্রভাতসমীর লিখিয়াছেন "মাদ্রাজ পোষ্ট আফিসের উচ্চতর কর্ম্মচারীরা অধস্তন কর্ম্মচারী ও পেয়াদাদিগের শঠতা ধরিবার এক উত্তম উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা আপনাদের আলাপী বিশেষ বিশেষ ভদ্রলোকদের নামে পত্র পাঠান. পত্রের মধ্যে হাফ্ নোট এবং ডাকের টিকিট থাকে; বিলি হইবার পরই সেই সকল পত্র লোক দ্বারা প্রেরকদিগের হস্তে আনীত হয়। এরূপ বন্দোবস্ত পেয়াদা প্রভৃতিরা কিছুই অবগত থাকে না। সুতরাং তাহাদের যদি কোন শঠতা থাকে, প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিছু দিন এরূপ কিকির খাটিতে পারে, কিন্তু মূর্খের নিকট সকল কিকির ক্রমে ব্যর্থ হইয়া পড়ে।"

১৭ ই মাঘ শুক্রবার।

এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন:—

"১০ ই মাঘ শুক্রবার আজিমগঞ্জস্থ বিখ্যাত দানশীল শ্রীলশ্রীযুক্ত রায় ধনপতি সিংহ বাহাদুর মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত

রায় গণপতি সিংহ বাহাদুর মহাশয় বরহম পুর কলেজের ছাত্রদিগের ব্যায়াম কৌশল দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত ছাত্রগণকে পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক উৎসাহান্বিত করিয়াছেন। ইঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ষষ্টি বৎসর এখনই বিদ্যালোচনা বিষয়ে যেরূপ যত্ন ও উৎসাহ দেখা যায়, বোধ করি ভবিষ্যতে ইহা হইতে দেশের অনেক মঙ্গল হইবে।

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪

শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ চৌধুরী ৩

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ২

শ্রীসেখ বিশারদ খাঁ ১

বাখরগঞ্জের ছোট আদালতের জজ বাবু ব্রজমোহন দত্ত এক বিজ্ঞাপন দ্বারা সাধারণকে জানাইয়াছেন বঙ্গদেশস্থ কোন ব্যক্তি যদি কাশী কিম্বা তদ্রূপ অন্য কোন স্থানে বেদাধ্যয়ন করিবেন তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন, তিনি তাঁহাকে অবস্থা ভেদে মাসিক ৫ কিম্বা ১০ টাকা করিয়া বৃত্তি দিবেন, আবশ্যক হইলে এ বৃত্তি যাবজ্জীবন দিতেও পারেন। প্রিন্স অব ওয়েলসের আরোগ্য এবং এডিন বর্গের ডিউকের বিবাহের স্মরণার্থ উহা প্রদত্ত হইতেছে। এই বৃত্তি জন্য তিনি ৩ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছেন।

গুইকুমারের বৈমাত্র ভ্রাতার ৮৮ হাজার টাকা বেতন পাওনা ছিল। উহা সমুদায় চুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, গুইকুমারের বিচারার্থে যে কমিশন বসিবে সার সালার জঙ্গ তাহার অন্যতর সভ্য হইয়াছেন।

গুইকুমার এক্ষণে ভাল আছেন, তাঁহার প্রতি যে সকল সন্দেহ করা হয় তজ্জন্য তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন এবং বলিতেছেন এ বিষয়ে যতদূর অনুসন্ধান হউক না কেন তিনি তাহাতে ভীত নহেন।

গুইকুমারের পক্ষসমর্থনার্থ কলিকাতার এটর্ণি বারিষ্টার উড্রফ সাহেবকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। যত দিন বিচার চলিবে ইহাকে প্রতিদিন ১৫ শত টাকা করিয়া দিতে হইবে। উকীল বারিষ্টারদিগের এই এক সুযোগ পড়িয়াছে।

আগামী বুধবার ত্রিবাঙ্কুরের রাজা কলিকাতায় আসিবেন।

আসামের রাজস্বের অবস্থা বিলক্ষণ সন্তোষ জনক। বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ছয় মাসে ৮৮৫৩১৮ টাকা আয় হয় কিন্তু ব্যয় ৪৮২১৪৫৭ টাকা মাত্র। রাজস্বের এই অবস্থা স্থায়ী হইলেই সুখের বিষয়। উদ্বৃত্ত টাকা দেখিলে শাসন কর্ত্তৃগণের ব্যয় বৃদ্ধির চেষ্টা বলবতী হইয়া উঠে।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ছবি বিলাত হইতে আসিয়াছে। এখানি আপাততঃ বিচারপতি কেম্প ও মার্ক সাহেবের কোর্ট রুমে রাখা হইয়াছে।

১৪ ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫৩১৭০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৬৫১৯০০ টাকা হইয়াছিল, এবার ১৪৭১১০ টাকা কম আয় হইয়াছে। উক্ত সপ্তাহে জবলপুর লাইনে ৪৪৯১০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৩৪৭৩০ টাকা হইয়াছিল। এবার ৯৩৪১ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৯ এ নবেম্বর সেণ্টহেলেনা দ্বীপের নিকট এক দোহদর্গণ নামক সংঘটিত হয়। কলপাট্রিক নামক একখানি ইণ্ডিয়াদেশী জাহাজ ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিল। জাহাজে ৪১৯ জন ইণ্ডিয়াদেশী এবং অন্যান্য আরোহী সমুদায়ে ৪৭৬ জন লোক ছিল। ঐ স্থানে জাহাজে আগুন লাগিয়া জাহাজ খানি ভস্মীভূত হয়, সেই সঙ্গে ৪৫০ জনের প্রাণ বিনষ্ট হয়। তিন জন লোক জীবিত পাওয়া গিয়াছে মাত্র। সকল অগ্নি ক্রমে উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিলে তখন তিন খানি নৌকায় ১০ জন লোক পলায়ন করিয়া আপনাদের প্রাণ রক্ষা করে, তাহাদের একখানি নৌকা কোথায় গেল কিছু সন্ধান পাওয়া গেল না, ১ দিবস পরে দ্বিতীয় খানি পাওয়া যায়, কিন্তু তখনকালে তাহাতে ৫ জন মৃত জীবিত ছিল। অবশিষ্ট আরোহী দুই জন অতিকাল পর্য্যন্ত ভাসিয়া ভাসিয়া ত্যাগ করে। কি ভয়ানক ব্যাপার!! এক বহুসংখ্য লোক কেবল এই জাহাজ অনাবধানে কেহ অলসগ্নি হইয়া কেবল আগুনে পুড়িয়া জীবন হারাইল।

১৮ ই মাঘ শনিবার।

তমোলুক হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, তথাকার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু তারিণীচরণ মিত্রের সংবর্দ্ধনার্থ তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ এক সভা হয়। সভাস্থলে অনেকগুলি ভদ্র লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। তারিণী বাবুকে একখানি অভিনন্দন পত্র দান করা ও তাঁহার ফটোগ্রাফচিত্র তথায় দাতব্য ঔষধালয়ে রাখা হইবে, সভায় ইহা স্থির হইয়াছে।

গত শনিবার ব্রহ্মদেশীয় রাজদূত কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছেন। ইনি গয়া হইয়া যাইবেন। ব্রহ্মদেশীয়দের গয়ায় প্রয়োজন আছে না কি?

গঙ্গার সেতুতে যত মাশুল আদায় হইবে আশা করা হইয়াছিল তদপেক্ষা অনেক কম আদায় হইতেছে। যাহাদের দুবিধা যাইবার তত ভর নাই, তাহারা পয়সা দিয়া হাঁটিয়া গঙ্গা পার হইবে কেন?

হুগলী কালেজে বি, এ, ক্লাস পুনঃ স্থাপন সম্বন্ধে সে দিন কালেজের হলে বহু সংখ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও জমীদার একত্রিত হইয়া এক সভা করেন, সভা স্থলেই ১১৮৮০ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়। কুমার শরৎচন্দ্র রায় এবং বাবু নকড়চন্দ্র পাল চৌধুরী প্রত্যেকে ৫ হাজার টাকা দিবার অঙ্গীকার করেন। ৺ মুক্তকেশী পাল চৌধুরাণী ৫০০০ টাকা দেন। চাঁদা সংগ্রহার্থ এক কমিটী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

[illegible] হইতে যে সেতু হইতেছে, উহার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এরূপ দীর্ঘ সেতু বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই।

দাদাভাই নাওরোজী পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে যাইবার মানস করিয়াছেন

গুইকুমারের [illegible] ত্রিবাঙ্কুরে সে আশ্রয় করিয়াছে।

একখানি মাদ্রাজী [illegible] পত্রে।

একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গুরুকুমার কারাবস্থায় অতিশয় মানসিক ক্লেশ ও চিন্তায় আছেন। রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হয় না, কিন্তু দিবাভাগে তিনি ইচ্ছামত নিদ্রা যান।

ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, সে দিন বোম্বাই হইতে একটী হেঁটে খাট কত হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি লোকা সরা গিয়াছে। কতকগুলি লোকের মৃত্যুও হইয়াছে। বৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে। শীতকালেও ঝড়।

গুইকুমারের প্রতি অনেকেরই বিরক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। হস্ত গোপ্তার নামক একখানি সংবাদপত্র বলেন, গুইকুমার যদিও বিষপান করাইবার অপরাধে অপরাধী না হন, তিনি আরো অনেক দোষে দোষী। অতএব তাঁহাকে আর রাজা করা কর্ত্তব্য নয়। ইহার মতে দামাজীই নাইবোজীর অভিভাবীনে গুইকুমারের এক উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

গত ৩০ এ জুন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যত রেলওয়ে খোলা হইয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য ৫৮২২ মাইল।

—•••—

স্বদেশের সংবাদ।

গত সোমবার বোম্বাই গেজেটে বরদা সংক্রান্ত নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

বরদা ২৭ এ জানুয়ারি। কাজী শাবুদ্দীন শনিবার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

গুরুকুমারের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুবিধার জন্য সার লুইস পেলি তাঁহাকে সাক্ষীদিগের জবানবন্দীর নকল দিয়াছেন।

সাটোর সাহেব বরদার দরকারী দলিল পত্র এবং মণিমুক্তাদি বাহির করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। সার লুইস পেলি ও নিমিত্ত আরো রাজবাটী অনুসন্ধানের জন্য সাটোর সাহেব, কাপ্তেন জাকসন, লেপ্টনাণ্টের গজানন্দ এবং আকবর আলীকে নিযুক্ত করিয়াছেন। যাহাতে কোন দ্রব্যাদি চুরি বা তদ্রূপ না হয় ইহারা তাহার উপায় বিধান করিবেন।

গুইকুমারের গ্রেপ্তারের এক দিন পূর্ব্বে সেনাপতি ৪০ লক্ষ টাকা গোপন করিয়াছিলেন বলিয়া সার লুইস পেলি তাহাকে প্রতাপগড়ে পদচ্যুত করিয়াছেন। কর্ত্তার দিগের মতানুসারে পেলি সেনাপতির পদ অনাবশ্যক বলিয়া এক কালে উঠাইয়া দিয়াছেন।

সার লিউইস পেলি সমুদায় রাজস্বের হিসাব সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শনিবার সেক্রেটারি সমুদায় হিসাব দিয়াছেন। এই হিসাবের সত্যতা সম্বন্ধে তিনিই দায়ী।

নগরে কোন গোলযোগ নাই।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৩ এ জানুয়ারি। গ্রিন সিওপোল্ডের সংবাদ বড় সন্তোষকর নহে। ক্রমে দুর্গ সকল বৃদ্ধি হইতেছে।

মন্টিনিগ্রো এবং তুর্কির যাহাতে যুদ্ধ না হয় তজ্জন্য প্রধান প্রধান গবর্ণমেণ্ট সকল বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কোন ফল হইবে বোধ হয় না।

লণ্ডন ২৫ এ জানুয়ারি। গ্রিন সিওপোলড অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন।

পারিবলিডি রোমে উপনীত হইয়াছেন। সেখানে সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৫ এ জানুয়ারি। মাঞ্চেষ্টারের বণিক সভা মার্কুইস অব সালসবরিকে এক অভিনন্দন দেন। মার্কুইস তদুত্তরে ডিউক অব আর্গিলের রাজনীতির প্রশংসা করিয়া বলেন তিনিও সেই রাজনীতি অনুসারে কার্য্য করিবেন। মার্কুইস বলেন, ভারতবর্ষের ভারবহ রাজস্বের উন্নতি রেলওয়ের উপর নির্ভর করে, এবং এই আজ্ঞানের বিষয় যে দেশীয় রাজগণ রেলওয়ে নির্ম্মাণ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ সহায়তা করিতেছেন।

লণ্ডন ২৬ এ জানুয়ারি। গারিবলিডি ইটালির পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিয়াছেন।

মাদ্রিদ ২৫ এ জানুয়ারি। ডন আলফন্সো এবং ক্রিশ্চিনা, গত ২৩ এ মাঘ রাজধানী প্রবেশ সম্বন্ধে প্রতিবাদীকে বলিয়াছেন তাহারা যেন তাঁহার শাসনে বশীভূত হয় এবং তিনি প্রজাদিগের স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন না।

লণ্ডন ২৬ এ জানুয়ারি। অদ্য দক্ষিণ আমেরিকার জন্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ২৪৬০০০ টাকা গ্রহণ করা হয়।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২২ এ জানুয়ারি। সাওতাল পরগণার প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর টি. ই. ডেম্পষ্টার উক্ত বিভাগের আসিষ্টাণ্ট সেটলমেণ্ট আফিসর হইলেন।

ভাগলপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ব্রজবিহারী সিংহ কিছুদিনের জন্য ডুপ্লিকেট বিভাগের ভার পাইলেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, ডব্লিউ ডে বিজ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীন কৃষ্ণ সরকার পুরীতে বদলী হইলেন।

ষ্টি, এস, বিগমোলড কিছুদিনের জন্য গয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

এল আর ষ্টেনহাম কিছু দিনের জন্য মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

ই, এস, লুইস কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামের কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

ই, বি, ওয়েষ্ট মকট কিছুদিনের জন্য দিনাজপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

এ, সিম্রেট কিছুদিনের জন্য রঙ্গপুরের জ্বয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] ডব্লিউ মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ও কলেক্টর আরায়িয়া বিভাগের ভার [illegible]

[illegible] কিছুদিনের জন্য বঙ্গল সেক্রেটারিয়ট [illegible] সাধারণ বিভাগের হেড আসিষ্টাণ্ট [illegible]

আরা বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, জে, এচ হেস্টন ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ই, এ, বেলি গয়া ডিভিসনের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

এচ, ডো, রেনল্ড্স বি, এস, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কাউন্সিলের একজন সভ্য হইলেন।

বিহার টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

২১ এ জানুয়ারি। ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীনাথ দে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৫ এ জানুয়ারি। পোয়ালদহ বিভাগের ভার প্রাপ্ত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, নিউজেণ্ট ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের অফিস অব দি পিস হইলেন।

পাবনার নিম্ন লিখিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরেরা নিম্ন লিখিত ক্ষমতা সকল প্রাপ্ত হইলেন।

মৌলবী আবদুল করিম প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।

বাবু কালীকিঙ্কর সেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।

বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ কিছুদিনের জন্য পাণ্ডুয়ার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাবু গোপালচন্দ্র সেন কিছুদিনের জন্য মধুবনীর মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

সাহাজাদপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু চণ্ডীচরণ সেন মানিকগঞ্জে বদলী হইলেন।

২৬ এ জানুয়ারি। গয়ার প্রথম মুন্সেফ মৌলবী মহম্মদ নাজিফ সেওহারে বদলী হইলেন।

মৌলবী আমীরআলী খাঁ পুরিয়ার সব ডেপুটীর মুন্সেফ হইলেন।

সাহা গোপালচন্দ্র গঙ্গুফ গয়ার দ্বিতীয় মুন্সেফ হইলেন।

বাবু জগবতীচরণ মিত্র কিছু দিনের জন্য আরার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

এস, বাটে, দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সন্দীপের মুন্সেফ মৌলবী সাহাব আলী তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

মালদহের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট এচ, আর বিলি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ই, আর রেনল্ড্স (যিনি পূর্ণিয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

বালেশ্বরের বিবরণ।

(পূর্ণিমাপ্রকাশপত্রের পত্র)

নগরে ইংরাজীস্কুল দুখানি, একটি মিডল স্কুল দুটী মিসনরী স্কুল একটি ফ্রি স্কুল এবং বালেশ্বরের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোক বাবু মদনমোহন দাসের উপযুক্ত সন্তান বাবু ভগবানচন্দ্র দাসের যত্নে প্রতিষ্ঠিত একটী স্কুল আছে। ভগবান বাবু নিজ ব্যয়ে শিক্ষক রাখিয়া এবং স্কুলের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া দেশের মহোপকার সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। উক্ত স্কুলে বাঙ্গলা ইংরাজী ও উড়িয়া ভাষার শিক্ষা দান হইয়া থাকে। এখন যদি দেশের ধনিকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে সুখের সীমা থাকে না। উক্ত স্কুলে গবর্ণমেণ্টের কোন সাহায্য নাই। ভগবান বাবু অল্পবয়স্ক। তিনি বালেশ্বরে একটী ব্রাহ্মসমাজও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মবোধিনী পত্রিকার সম্পাদক। তাঁহার বাটীতে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত আছে। ইংরাজী ও মডেল স্কুলে অনেকগুলি বাঙ্গালি সন্তান অধ্যয়ন করে। ২। ১ ঘর মোক্তার ব্যতীত নগরের বাঙ্গালী ও উড়িষ্যাগণ বাঙ্গলাভাষার আলোচনা বিষয়ে যত্নশীল ও আকাঙ্ক্ষী লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মহোদয় যখন বালেশ্বরে আসেন, সেই সময়ে বালেশ্বরের প্রায় তাবৎ ভদ্রলোক পুরীর ন্যায় স্কুল সমূহে উড়িয়া ও বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন বিষয়ে প্রার্থনা করিয়াছেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের এখনও আদেশ জানা যায় নাই। ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত কারণের সফল করণ বিষয়ে তিনি যে সময় প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের এমত বোধ হয় না। কেবল উড়িষ্যার কমিশনর সাহেব তাহা বুঝেন না। তিনি [illegible] করিয়া [illegible] বিঘ্ন করিতেছেন। [illegible] উড়িষ্যা বাঙ্গালী হইতে পৃথক উদ্দেশ্য নাই।

নগরে দুটী লাইব্রেরি [illegible] আছে। সর্ব্বসাধারণ বন্ধুবান্ধবের [illegible] বাবু [illegible] বাবু উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ের [illegible] ৩০০ টাকা [illegible] উপস্থিত [illegible] ১। পয়সা এক [illegible] হইলে [illegible] হইলে দেখা [illegible] সুখের [illegible] [illegible]

ঐশ্বর্য্যশালী তাঁহার নিকট হইতে আমরা দেশের অনেক উপকারের আশা করি। তিনি একটী মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ অধিকেরও অধিকারী ও পানপ্রভৃতি দোষাশ্রিত জমীদার সন্তানগণকে সদনুষ্ঠানকারী ঈশ্বরচন্দ্র বসু ও তারকনাথ বাবুর দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি: ধন সৎকর্ম্মের ব্যয় জন্য, এমন কাব অনেক ধনী তাহা বুঝিয়া অর্থের প্রকৃত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বাবু সদালাপী ও মিষ্টভাষী।

নগরবাসী অনাদর যুবক বাবু দামোদরদাস বাটীতে একটী পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া অনেক ইংরাজী বাঙ্গলা ও উড়িয়া পুস্তক সংগ্রহ করিয়া অনাদর একটী অভাব দূর করিতেছেন। তিনি উড়িষ্যা ও বাঙ্গলাভাষার প্রায় সকল প্রকার পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি দোষে লিপ্ত হইতে হইবে না। দামোদর বাবু অনেকগুলি সংবাদপত্র ও পত্রিকা লইয়া থাকেন। তাঁহার লাইব্রেরি গৃহ টীও সুন্দর দর্শনের মধ্যে দেখিলাম, দামোদর বাবুর লাইব্রেরির পুস্তক প্রায় সকল যুবকের গৃহ ও বাসায় পঠনকারণ রহিয়াছে। দামোদর বাবুর ন্যায় পুস্তক সংগ্রহ করণ বিষয়ে অল্প লোককে যত্ন ও উৎসাহশীল দেখা যায়।

ক্রমশঃ

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সুবর্ণপুর ও যদুনাদীর সংস্কার।

রাণাঘাট উপবিভাগের অন্তর্গত বড়চাঁদলী থানার অধীন সুবর্ণপুর নামক একটী ভদ্রগ্রাম আছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে অদ্যতন অনেকে জলের ও যাতায়াতের অসুবিধা নিবন্ধন এ গ্রাম ত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। পল্লীটীর পূর্ব্বপার্শ্বে এক মাত্র যদুনাদী মৃতমন্দ ভাবে বহিতেছে। সম্পাদক মহাশয়! ইহার জীবনই এক্ষণে প্রায় সমুদয় লোকের জীবন। কিন্তু [illegible] বর্ষা বর্ষা বারিপাত কয়েক মাস এখান [illegible] জীবন ধারণোপযোগী জল প্রাপ্ত [illegible] সুবিধা নিবন্ধন অতীত হইলে আবাল-[illegible] সকলেরই স্নান ও পানীয় জলের [illegible] যদুনার যে একটী ক্ষুদ্র [illegible] ছিল, তাহারা [illegible] সাধারণ [illegible] হইয়া [illegible] এই কালে বঞ্চিত হইতে হয় ও শেষে এরূপ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, যে তাহা বর্ণনা করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। যাহাহউক আমরা একণে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে আমাদের সুবিবেচক প্রজাবৎসল শ্রীযুক্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর সত্বর যদুনা নদীটী খনন করাইয়া দিয়া উক্ত নদীতটবাসী হতভাগ্যদের যথার্থ হিতসাধন পূর্ব্বক অক্ষয়যশ ও ধর্ম্মলাভ করুন। তিনি যখন সহরের ময়লা ও দুর্গন্ধ নিবারণ জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতে পারেন, তখন কি তিনি জলকষ্টে যে সকল স্থানের স্বাস্থ্য বহু বিলোপ হই আছে, ইহার প্রতিবিধান জন্য একটু যত্ন করিবেন না?

উপসংহারকালে প্রার্থনা এই যে, রাণাঘাটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত লীলনাথ বাবু এ বিষয়ে একটু মনোযোগী হইয়া সর্ব্বসাধারণের উপকার চেষ্টা করুন।

সুবর্ণপুর
১৪ ই জানুয়ারি
বশম্বদ—
শ্রীঈশ্বরচন্দ্ররায়।

উদ্ধৃত।

গবর্ণমেণ্টের শাক্ত ধর্ম্মানুরাগ।

(ভারত সংস্কারক)

যাহারা শক্তির উপাসক তাহাদিগকে শাক্ত বলা যায়। হিন্দুদিগের সম্প্রদায় বিশেষ ভগবতীকে আদ্যশক্তি বলিয়া পূজা করিয়া শাক্ত নামে অভিহিত হন বটে, কিন্তু এক উদার শাক্ত ধর্ম্ম জগৎ ব্যাপী হইয়া সকল জাতির উপরে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, তাহা কে না প্রত্যক্ষ করেন? এই শক্তির মাহাত্ম্য সূচক অনেক প্রসঙ্গ আছে ও দেশে বলে' থাকে যার যত শক্তি ঈশ্বরেরো বলেন শক্তিই সাহেবের স্থানীয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এরূপ আরো অনেক শক্তি উপাসনার মূলমন্ত্র থাকিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় আধুনিক সভ্য জাতিরা শক্তির উপাসক হইয়াও আপনাদিগের যথার্থ পরিচয় দিতে চান না। অন্ততঃ যখন ন্যায় সঙ্গত শক্তির স্পষ্টাস্তিত্বে বিবাদ হয়, তখন তাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন আশ্চর্য্য, যে শক্তির উপাসক শক্তিরই বিরুদ্ধে অন্যায়ের পক্ষ বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায়। এরূপ বিসদৃশী উক্তির মীমাংসা করিতে হইলে ন্যায়পক্ষ অর্থাৎ ন্যায়পর না হওয়া নৈয়ায়িক বলিতে হয়।

পৃথিবীতে আজ কালি নৈয়ায়িক শাক্ত জাতি অনেক আছেন, কিন্তু ইংরাজ জাতি তন্মধ্যে প্রধান। ইংরাজদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়পর জাতি কাহারা? তাঁহাদিগের মুখাগ্রে ইহার উত্তর রহিয়াছে—ইংরাজ জাতি। ইংরাজদিগের অতি সামান্য ব্যক্তিও যেমন স্বাধীনতা বিরুদ্ধ কথা সহ্য করিতে পারেন না, তেমনি তিনি স্বয়ং যে অন্যায় করিতে পারেন এ কথাও সহ্য করিতে পারেন না একজন ইংরাজ যদি এদেশীয় এক ব্যক্তিকে গুলি করিয়া মারেন, তথাপি তিনি অন্যায় করিয়াছেন ইহা বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। ইংরাজদিগের ন্যায়ানুরাগ অতি প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রকৃত উপাস্য দেবতা শক্তিকে যে ন্যায়ের পরিচ্ছদে ভূষিত করেন ইহাই ক্ষোভের বিষয়।

আমরা ভারতবর্ষের কষ্টিপাথরে ইংরাজদিগের শক্তিপ্রিয়তা ও ন্যায়পরতার যখন পরীক্ষা করিতে যাই, তখন তাঁহাদের স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হই। ইংরাজেরা ভুজবল দ্বারা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা কি ন্যায়পরতা দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছিল? যাঁহারা ইংরাজ গ্রন্থকারদিগের লিখিত ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা অস্বীকার করিবেন। আমরা দেখিতেছি বিলাতের বড় বড় সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা ইতিমধ্যে ইহা অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পঞ্চানন্দ অর্থাৎ বঙ্গবাসী নামক একখানি পত্রে ইংরাজদিগের ভারতবর্ষ জয় সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—

"ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িয়া আমরা এই শিক্ষা পাইতেছি যে পক্ষগণের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ঘটাইয়া আমরা সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছি। বলদর্প ও সিদ্ধিদাতা যদি রাজচক্রে সহকারে মিলিত হইয়া ইংলণ্ডীয় অধ্যবসায়ের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতেন তাহাহলে ভারতবর্ষে আমাদিগের অবস্থা ভিন্ন প্রকার হইত। আসেলাসবাসী এবং আবেগেয়ম বণিকেরা জয় লাভ করিয়া ইংলণ্ড ভারতবর্ষবাসীর আত্মিবে লাভালাভ লোপ করিতে পারেন নাই, ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যেমন্বৈরি ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ করিয়াছেন।"

সুপ্রসিদ্ধ টাইমস্ পত্র সঙ্কল্প করেন:—

"বলদ্বারা আমরা কেবল স্বরাজ্য নয়, মিত্র রাজ্য সকলও বশীভূত রাখিয়াছি, এ বিষয়ে সন্দেহোদয় হইলে আমাদিগের সাম্রাজ্যের ঘোর বিপদ। ● ● ● ইংলণ্ডের পক্ষে জাহাজ সকল যেমন, ভারতবর্ষের পক্ষে সৈন্যও সেইরূপ আবশ্যক। আমাদিগের অজ্ঞাতে যে অলস অল্প

একখানি নাই, সকল গুলিই আমাদিগের নিরাপত্তা ও প্রধান রক্ষার প্রতিভূ স্বরূপ।»

উপরি উক্ত মাননীয় সম্পাদক দ্বয়ের একটী কথাও অযথার্থ নয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব, অধিকার সকলি যে শক্তি পূজার উপরে নির্ভর করে এবং ন্যায়ের পূজা করিতে হইলে শক্তির খর্ব্বতা স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইংরাজ জাতি যে ন্যায়বিবর্জ্জিত এ কথা বলা কখনই আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, প্রত্যুত অনেক বিষয়ে পৃথিবীর অনেক জাতি অপেক্ষা ইঁহারা উদার ও ন্যায়পর তাহা আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। তবে আমরা এই বলি যে কেবল ন্যায়মার্গ অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষ শাসন করিবেন বলিয়া ইংরাজ জাতি যে আশ্বাস দেন, তাহা আমরা এককালে বিশ্বাস করিতে পারি না। পৃথিবীতে যে জাতি শক্তি পাইয়াছে, শক্তির প্রলোভনে ন্যায়কে পদানত রাখিতে সঙ্কুচিত হয় না, ইংরাজেরাও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারিবেন ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

নবদার গুইকুমার সম্বন্ধে সম্প্রতি লাড নর্থ ব্রুকের ন্যায় একজন অশেষ গুণান্বিত শাসন কর্ত্তা যেরূপ ব্যবহার প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, ইংরাজ জাতির নিকট তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দুষ্টান্ত দর্শনের প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু ইহাতে আমরা ন্যায়ের উপর শক্তির প্রাধান্য মাত্র দর্শন করিতেছি। একজন অধীনস্থ অনুন্নত বিস্তৃত প্রদেশের রাজা গোপনে কোন প্রকার রাজবিদ্রোহিতায় জড়িত আছেন, সন্দেহ হওয়াতে বিনা বিচারে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও কারা রুদ্ধ করিলে সাম্রাজ্যপতির কোন্ ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়? তাহা শাস্ত্র ধর্ম্ম কিম্বা ন্যায় ধর্ম্ম কখন বলা যায় না, বলিতে গেলে কেবল নৈয়ায়িকতার পরিচয় দেওয়া হইবে। আমরা জানি অনেক ইংরাজ নৈয়ায়িক আছেন, তাঁহারা আপনাদিগের শাস্ত্র ধর্ম্মকে ন্যায় ধর্ম্ম বলিয়া বুঝ দিতে পারেন এবং গুইকুমারের প্রতি নর্থব্রুকের ব্যবহারকে কেবল ন্যায়সঙ্গত নয়, অতি মাত্র দয়ার কার্য্য বলিয়াও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু যেখানে বিচারে নির্দ্দোষ সপ্রমাণ হইলেও পুনঃ২ রাজ্য দিবেন কি না, নর্থব্রুক তাহারও ভাব প্রকাশ করেন নাই কেবল বলিয়াছেন বিচারাধীন রাজার দ্বারা রাজ্য শাসনের পুনরায় কোন বন্দোবস্ত করা যাইবে, ইহা ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টকৃত কোন ইংলিস ন্যায়ের ন্যায় উচ্চ প্রকৃতি ইংরাজও এ উক্তি সহ্য করিতে পারেন নাই, আবার দেশীয় রাজার উপর ইহার শাসনভার অর্পণ তাঁহার অভিমত নহে। বোম্বাইস্থ ইংরাজেরা ইহা অপেক্ষা অধিক চান। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি একজন সম্পাদক উদার ধরাতে উত্তেজিত হইয়া বলেন "বরদা রাজা এখনি ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত হউক এবং মহারাজ গেওকে তাহার রাজপ্রাসাদের দ্বার দেশে ফাঁসী দেওয়া হউক। কেবল মাত্র দোষের সন্দেহে, বিনা বিচারে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট কোন কথা শ্রবণ না করিতে২ যাঁহারা এতদূর অগ্রসর হইতে পারেন, তাঁহারা কি না করিতে পারেন? ইংরাজদিগের আইনানুসারে যে পর্য্যন্ত এক ব্যক্তি দোষী সপ্রমাণ না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। কিন্তু কার্য্য কালে সে যুক্তির ফলোপধায়িতা না দেখিলে কি সিদ্ধান্ত করিতে হয়? গুইকুমার ন্যায় বিচারে দোষী সপ্রমাণ হন, উচিত দণ্ড পাইবেন, সে পরের কথা, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইল, তাহা বোধ হয় সামান্য ব্রিটীশ প্রজার প্রতিও করা হইত না। ইহাতে কেবল শক্তিরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

এইরূপ শক্তির পরিচয় দেওয়াতে মঙ্গল ফল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিতেছেন। ইহার কারণ এই, বরদার সর্দ্দার বা প্রজাগণ কোন উচ্চ বাচ্য করে নাই। সকলে তাঁর নিকটে সকলেই সঙ্কুচিত, কে উচ্চ বাচ্য করিবে? কিন্তু বাহিরে বিরক্তি প্রকাশ না করিলেও যে অন্তরে সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা ভ্রম মাত্র। যদি লোকে প্রত্যক্ষ দেখে রাজা ক্ষমতাধর্ম্মে ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিলেন, সে রাজার প্রতি তাহাদিগের ভয় হইতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধা ও আস্থা সঞ্চারিত হইতে পারে না। প্রজাদিগের অপেক্ষা অধীনস্থ রাজাদিগের অবস্থা আরো সঙ্কটপূর্ণ। রাজা যদি সন্দেহ মাত্র করিয়া এক জনকে এক হুকুমে সিংহাসন হইতে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে পারেন, সকলকেই প্রাণ হাতে করিয়া থাকিতে হয়। মহারাণী ঘোষণা পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, দেশীয় রাজা ন্যায় বা শাসিত কোন রাজ্য আর ব্রিটীশ সাম্রাজ্য ভুক্ত হইবে না কিন্তু দেশীয় রাজাদিগের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে কোন রাজনীতি অবলম্বনীয়, তাহা স্পষ্টরূপে স্থিরীকৃত না হওয়াতে অনেক গোলযোগের সম্ভাবনা রহিয়াছে। দেশীয় রাজাদিগের শত্রুপক্ষের অভাব নাই। অধিকাংশ ইংরাজ তাঁহাদিগের ক্ষমতা ঈর্ষান্বিত নেত্রে দর্শন করেন ইহা বলা বাহুল্য। তাঁহাদিগের কিছুমাত্র ছল পাইলে ইংরাজ সম্পাদকগণ তাকে কাটি দেন, বিশেষতঃ তাহাদিগের কার্য্য দর্শক যে এক একজন ইংরাজ থাকেন তাঁহার সহিত ক্ষমতার প্রতি যোগিতা উপস্থিত হইলে আর রক্ষা থাকে না। দেশীয় রাজগণ যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ে শাসনদক্ষতার পরিচয় দিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রজাদিগকে, সন্তুষ্ট রাখিতে পারিবেন ইহাও আশা করা যায় না। এরূপ স্থলে মহারাণী ও প্রধান রাজপুরুষদিগের স্নেহ ও অনুগ্রহ তাঁহাদিগের আশার অবলম্বন ও প্রভূত রক্ষার উপায়। গবর্ণমেণ্ট সে অনুগ্রহের দৃষ্টি করিয়া শাস্তি প্রদানে ও সন্দেহ প্রযুক্ত হইলে কাহার অর্থ রক্ষা নাই, ক্রমে ক্রমে সকলেই ঘুঘুসংহারের মরার বা মিরীর বাদসাহের দশা প্রাপ্ত হইতে পারে।

গবর্ণমেণ্ট আত্মক্ষমতা নিরাপদ রাখিবার জন্য অবশ্য সাবধান হইতে পারেন, কিন্তু অমূলক সন্দেহ দ্বারা আবার বিপদ উৎপন্ন করা হয়, মন্ত্রকে সর্প হইতে বাধা করা হয়। গুইকুমার এক প্রকার গবর্ণমেণ্টের পদচ্যুত হইয়াছেন আমরা যে পর্য্যন্ত এখন সংবাদ ও ফলাফলের প্রতীক্ষা করিতে কোন কোন ইংরাজ বন্ধুকে উপদেশ দিয়াছেন। কিছু দিন হইল লোপেজ মন্ত্রী সিন্ধিয়া ও হলকার পরস্পরের সহিত এরূপ ভাবে সাক্ষাৎ করেন। থর্ণহিল ও টাকর ইহাতে মহাভয় প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] ইংরাজ সৈন্য সংখ্যা ২২,৫০৯ এবং হলকারের পদাতিক সৈন্য ২৮,১০০ জন, ঐরূপ ইংরাজ সৈন্য সংখ্যা ১৯০০ এবং হলকারের ১২৫ [illegible] ৩,২১৩ [illegible] এত সৈন্য [illegible] সাজান বা করা বলা [illegible] উপলক্ষে [illegible] সাক্ষাৎ [illegible] সৈন্য [illegible] আসিল, শাস্ত্র অবশ্য [illegible] কোন [illegible] ইংরাজ [illegible] সাহায্য [illegible] করেন এবং অধীনস্থ রাজন্যবর্গের [illegible] ইচ্ছামত [illegible] অবলম্বন করিতে [illegible] এই আমাদিগের অনুরোধ [illegible] দেখিতেছি [illegible] কার্য্যে [illegible] বা সহ [illegible] হইতে পারে। এজন্য সকলকারে [illegible] উপযুক্ত সময় ও [illegible] উপযুক্ত [illegible] করিলে [illegible] পারেন।

মফঃ, ১৫ ই মাঘ মঙ্গল।

শস্যের মূল্য।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকায় নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত মূল্যে শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম চাউল	সামান্য চাউল	ছোলা	গম
	সের	সের	সের	সের
বর্দ্ধমান	।৮	।৯	।৮	।৬
বাঁকুড়া	।৭॥	।৮৸	।৪।	।৫॥
বীরভূম	।৬	॥১	।৩॥	।২॥
মেদিনীপুর	।২	॥৮	।৪	।২
হুগলী	৵১৩/১॥	৬৩ ৸৪	৬৩।৬॥	।৩
হাবড়া	।২	।৩	৯	।৫॥
কলিকাতা	৵৯	।৪	।৭	।৫
২৪ পরগণা	৵৯৸	।৩ /	।৪৸৵	।৪॥-।৬৸
নদীয়া	।৪।	।৬	॥৹	
যশোহর	।৬	।৮।	।৩৵	।৩।৵
মুরাদাবাদ	।১- ৩	।৮ ॥৹	।৮-৯	৸৬
দিনাজপুর	॥৯	৸৹	।৩॥	।২॥
মালদহ	॥৮ ॥৩	॥৪ ॥৭	।৭	।৯
রাজসাহী	।৮৸-।৯॥৵	॥৸-॥২॥	৩॥-।৮।	।৫- ৩
রঙ্গপুর	৵৯	॥৩৸৵	।১।	।৩৸৵
বগুড়া	।২	৸৹	।২	।০॥
পাবনা	৵৮- ২	॥১	।৫	।৪।
দার্জ্জিলিঙ্গ	৵৪	।২	৵৮	৵৭
জলপাইগুড়ি	।৩	৸২	।৹	।৹
ঢাকা	।৮	॥১	।৩	।৫
ফরিদপুর	৵৬	॥৹	।১	।২
বাখরগঞ্জ	।৭	॥১	।৩	
ময়মনসিংহ	।৩	॥৹	।৪	।২॥
চট্টগ্রাম	।৬	॥৹	।৩	।০
মজঃফরপুর	।৮	৸৹		
ছাপরা	।৫	৸৫	।৬	।২
চট্টগ্রাম হইতে পার্ব্বত্য প্রদেশ	।১ ৵	।২।		
ত্রিপুরা পর্ব্বত	॥৹	॥২৸	৵৯	৵৮
[illegible]	।৪	॥৪	॥৪	।৯
[illegible]	।১	॥৭॥	।৯	।৭॥
[illegible]	।৩॥	।৯	॥১	।৯
[illegible]	।০	॥৪	॥৬	।৫
[illegible]	৵৯	॥৪	॥০	।৭
[illegible]	৵৮	॥৩	।৭	।৪॥
[illegible]	৹ ৵	৵৯॥৵	॥৫৵	।৯॥৵
[illegible]	১ ৬	১৷৷৵	৪৷৷৵	৮৮৵

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ২২ এ জানুয়ারি নদীর নাম সঞ্চরমাণ জল।

ভাগীরথী।

	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাশির নীচে	৩	৩
মুলপুর ৩ মাইলের মধ্যে	২	৯
তথা হইতে জলিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৩	
জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৩ মাইলের মধ্যে	২	৩

সন ১৮৭৫ সালের ২৫ এ জানুয়ারি বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

		ফীট	ইঞ্চ
বহরমপুর ২৫ এ জানুয়ারি ১৮৭৫ সাল	টি. এইচ উইল্কু সি. ই, এক্সিকিউটিবইঞ্জিনিয়র নদীয়া বিভাগ ডিবিজন	১	৩

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাসন ৫৪৹

* * বিনোদচন্দ্র রায় চৌধুরী—পানিকালী ১৹

* * শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ সিংহ—মদন পুর ১৹

* * বাবু কৃষ্ণ মোলিক—বাসুবাড়ী ১৹

* * মহেশচন্দ্র মজুমদার চোয়া করিদ পাড়া ১৹

* * পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় শুকপুকুরিয়া ১৹

* * সর্ব্বেশ্বর ঘোষ—বড়জাগুলি ১৹

* মহারাজ কেশবকান্ত সিংহ—আসাম ৫৪ ৷

* * অন্নদাপ্রসাদ রায়—কাশীমবাজার ১৹

* * বন্ধু বিহারি সিংহ—খাগড়িয়া ১৹

* * কাশীকান্ত রায়—রায়কালী গ্রাম ১৹

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১৹ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥৹ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৹ ষাণ্মাসিক ৫॥৹ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না।

মোট, হুণ্ডি, ব্যবস্থ চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যান্য যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনার মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

মোগলপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵৹ ছয় আনা তাহার পর ৵১০ দশ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টার করা।
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ১৩ সংখ্যা।

" প্রবক্তনাং প্রকৃতিসিদ্ধমেব পার্শ্বিবঃ সংস্কৃতী স্মৃতিমন্থনী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা
সন ১২৮১। ২৭ এ মাঘ। ইং ১৮৭৫। ৮ ই ফেব্রুয়ারি।
মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি মজীলপুর বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু দয়ালচাঁদ দত্তকে গত ডিসেম্বর মাস হইতে কার্য্যের অনুপযুক্ততা প্রযুক্ত পদচ্যুত করা হইয়াছে। যাঁহারা উক্ত বিদ্যালয়ে চাঁদা দিয়া থাকেন, তাঁহারা যেন উক্ত শিক্ষকের নিকট আর না দেন।

মজীলপুর বালিকা বিদ্যালয় ১৯। ১ ১৮৭৫ — শ্রীহেমনাথ দত্ত সম্পাদক।

আমার কৃত প্রচলিত পদার্থ বিদ্যা ব্যতিরেকে ঐ নাম দিয়া অন্যকর্ত্তৃক অন্য এক খানি পুস্তক প্রচার করা হইয়াছে দেখিতেছি অতএব যাঁহারা আমার ঐ পুস্তক লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন বিশেষ রূপে দেখিয়া লন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

নূতন পুস্তক।

ডিজিজ্ অব দি আই

অর্থাৎ

অক্ষিতত্ত্ব ও চিকিৎসা।

প্রসিদ্ধ ডাক্তর সি, মেক্‌নামারা সাহেব কর্ত্তৃক প্রণীত চক্ষুরোগ সম্বন্ধীয় ইংরাজী পুস্তকের অবিকল অনুবাদ। কলিকাতা অপ্‌থেলমিক হাঁসপাতালের হাউস সর্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু লালমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক অনুবাদিত। আর্টপেপার ফরমার সুচিপত্র ভিন্ন ৬৮ পৃষ্ঠা, উত্তম ছাপা, উত্তম বাঁধা, বহুতর সুদৃশ্য প্লেট সমেত, মূল্য ৩ টাকা, ডাক মাসুল ৷৵০ আনা। আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
১০ ই জানুয়ারি ১৮৭৫ সাল। — কলিকাতা হিন্দু হষ্টেল লালবাজার।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কৃত প্রাক্‌টিস অব মেডিসিন—

৫খণ্ড ৪র্থ দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷০ একত্রে লইলে ১৮ ডাকমাসুল ১৵ মাত্র। এনাটমি প্রথম খণ্ড ২ ডাক মাসুল ৷৵০ মাতৃশিক্ষা ২ ডাক মাসুল ৷০, এতদ্ভিন্ন আমার নিকট প্রায় যাবতীয় বাঙ্গালা ডাক্তারি পুস্তক পাওয়া যায়, আবশ্যক হইলে লিষ্টি পাঠান যাইবে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল ১৮৮ নং বাটী।

শ্রীযুক্ত বাবু বাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে মাতৃবিয়োগ স্ত্রীরোগ বহুমূত্র সুতিকা ও পুরাতন ঘা জীর্ণ ও বিষম ঘা পালাজ্বর ও সর্ব্ব প্রকার প্রবল প্রমেহ কইবজ বিসূচিকা ও সর্ব্ব প্রকার উদরের পীড়া উদরী সে ও উন্মাদ শিরো রোগ চক্ষুর রোগ সর্ব্ব প্রকার কাশ ও কুষ্ঠ চর্ম্ম রোগ গরমির পীড়া ও রক্ত বিকৃতির জন্য নানা প্রকার রোগ নাশক দেশীয় ও ইংরাজী বিবিধ প্রকার উত্তম ঔষধ প্রস্তুত আছে। যাঁহারা এই চিকিৎসালয়ের চিকিৎসাধীন হইবেন, তাঁহারা বিনা মূল্যে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। অন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ঔষধ লইতে ইচ্ছা করিলে অন্যান্য চিকিৎসালয় অপেক্ষা অল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশীয় রোগী চিকিৎসালয়াধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিলে ঔষধের মূল্যাদির বিষয় জানিতে পারিবেন।

১২।১।৭৫ বারুইপুর — শ্রীপ্রাণনাথ চক্রবর্ত্তী।

এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি
মতে ওলাউঠা
রোগের
মহৌষধ।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন যাইতেছে যে এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি মতে কর্পূরের আরোক বিসূচিকা রোগের মহৌষধ। এই মারাত্মক ব্যাধির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা বমন ও অতিসার অপৌনে নিশ্চিতই নিবারণ করে। অজীর্ণ অর্থাৎ হাত পাবে খিল ধরা নিবৃত্তি এবং হস্ত পদাদির উষ্ণতা পুনঃ প্রদান করে।

সিলিসাইটিস যে রোগের পত্র আছে তাহারা সকলেই বিনা উপদেশে চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

টিকিট আমার নাম দেখিয়া লইবেন। প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা ১০ টাকার

অধিক মূল্যে সত্ত্ব করা কিম্বা কমিশন দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৭১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র সাহা কোম্পানির দোকানে গোরক্ষণ্ডে এবং আমার নিকটে পাঠাইবেন।

ডাক্তার শ্রীরাজকৃষ্ণ মিত্রযোগী
পোষ্ট সিরাজগঞ্জ।

পত্র।

বহুমানাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্রযোগী

ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়!

আমি প্রজা সমূহের ওলাউঠা নিবারিতে যত্ন পর নাই চেষ্টা করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল পাই নাই। তৎপরে আপনার কপূর্বের আরোক দ্বারা প্রজাদিগকে সেই ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইলাম ইতিবৃত্তমিতি।

১২৮১ ১লা অগ্রহায়ণ। } শ্রীমহেশচন্দ্র ভাদুড়ী জমীদার— গোপালপুর

মফস্বলের ভাষ্য ও অন্যান্যের মতে। ১২৮১ সালের ১লা বৈশাখ হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সংস্করণ।

১৮৭৫ খৃঃ অব্দের ১০ এপ্রেল অবধি ১৮৭৬ অব্দের ৩১ এ মার্চ পর্য্যন্ত জনসমাজে বাষ্প দ্বারা চালিত কল সামগ্রীর কারখানার "ফেক্টরীর" প্রতি বর্ষ সবৎসরে করিবার নিমিত্ত মোকর্দ্দমা, টেক্স সকল উক্ত কারখানার স্বত্বাধিকারি সাহেব আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারি বর সাহেব করণ করিবেন।

অধিক বিদ্যা অল্পবিদ্যা (গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে অন্য প্রমন আবশ্যক) ছেলের শিক্ষার নিমিত্ত বর্ষবরাদের নিমিত্ত টেক্স সকল করা হইয়াছে তাহা এবং কন্ট্রাক্টর কর্ম্ম নির্ব্বাহকারিদিগকে উক্ত কারখানার আফিসে রবিবার এবং ছুটীর দিনভিন্ন প্রতিদিন দেখান যাইবে।

টেণ্ডর প্রাপ্ত হইলে কন্ট্রাক্টের ফরম স্বাক্ষর ও মোহর করিতে হইবে। কাম্পের মূল্য একটাকা কন্ট্রাক্টরদিগকে দিতে হইবে।

টেণ্ডরগুলি ইংরাজী ভাষায় লিখিত এবং ডুপ্লিকেট করা চাই। যে মূল্যে যে প্রকার ষ্টোরস দেওয়া হইবে, তাহা উক্ত পত্রে বিশেষ করিয়া শব্দে এবং অঙ্কেতে লেখা থাকিবে।

টেণ্ডরগুলি কেবল ছাপার ফরমে গ্রহণ করা হইবে। আবেদন করিলে ঐ ফরম ১ টাকার ষ্টাম্প যুক্ত খাম এই আফিসে পাঠান যাইবে।

সর্ব্বাপেক্ষা কম দরের টেণ্ডর হইলেই যে উহা গৃহীত হইবে এমন কিছু নিয়ম নাই এবং কোন টেণ্ডর অগ্রাহ্য করা গেলে তাহার কারণ দেখান যাইবে না।

অর্ডনান্সের ইনস্পেক্টর জেনরলের টেণ্ডর গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে। তিনি সেক্রেটরি সর্ব্বাপেক্ষা কম দরের টেণ্ডর, বা অন্য কোন টেণ্ডর অথবা যে টেণ্ডরে কোন দরের ১৯ বেশি রোখ হইবে তাহা কবুল না দেখাইতে অন্যায় করিতে পারিবেন।

টেণ্ডরের সহিত গবর্ণমেণ্টে কাগজেই হউক অথবা নোটেই হউক ১০০০ টাকা জমা দিতে হইবে। কন্ট্রাক্ট পত্র লেখা শেষ হইলে কিম্বা টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইলে সেই টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে।

১৮৭৬ অব্দের ১৬ ই ডিসেম্বর অবধি যে ছুই প্রকারের কম্পনিতে ২টি উক্ত কারখানার আফিসে ডুপ্লিকেট টেণ্ডর দাখিল করা যাইবে সেই সময়ে তথায় উপস্থিত থাকিবেন।

চন্দননগর সামান্য ডাক্তারখানার ইন্সপেক্টর বাম ও তাঁর কর্ম্মচারি, আফিস ১৩ ই জানুয়ারি ১৮৭৬ } ও, ওয়াবার মেকেঞ্জি আর, ও সামান্য ডাক্তারখানার, সমগ্রীল কারখানা সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট

বাটী বিক্রয়।

গার্ডেনরিচে ২৪ নং ব্রেসব্রিজ রোড নামক বাটী সম্পত্তিসহ বিক্রয় করা যাইবে। এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানির নিকট আবেদন করিতে হইবে

গিলাণ্ডার্স
আরবথনট এণ্ড কোং।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৶০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৶০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাশুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে যোগীপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি ভি পি পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনার ষ্টাম্পের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

২৭ এ মাঘ সোমবার।

আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সর ফিচাড টেম্পল প্রজাপুঞ্জের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে অবহিত হইতেছেন। প্রজার প্রতি স্নেহ ও দয়ের ব্যবহার এবং প্রজার হিতসাধন চেষ্টার নাম প্রজার সাধ্যত মিশিবার চেষ্টাও প্রজাপুঞ্জের অন্যতর প্রধান উপায়। প্রথম প্রথম যে সকল রাজপুরুষ এদেশে আগমন করেন, তাঁহাদিগের এই গুণগুলি বিলক্ষণ ছিল, তাহাতেই তাঁহারা প্রজার সাবশেষ অনুরাগ ভাজন হইয়াছিলেন, মধ্যকার রাজপুরুষেরা এ পথের পথিক

হন নাই। এই হেতু তাঁহারা প্রজার অনুরাগভাজন হইতে পারেন নাই। তাঁহারা অস্ত্র বলে শাসনকেই উত্তম কল্প বলিয়া অবধারণ করেন। লক্ষ লক্ষ সৈন্যে যে কাজ না হয়, এক প্রজার অনুরাগে সহজে সে কাজ সম্পন্ন হয়, তাঁহারা সে বিবেচনা করিতেন না। এক্ষণকার রাজপুরুষেরা আবার উল্লিখিত গুণগুলির সবিশেষ উপযোগিতা বুঝিতে পারিতেছেন। এদেশীয়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া ইহাদিগের অনুরাগকে বদ্ধমূল করিয়া তুলেন, লাড নর্থব্রুকের ন্যায় সব হিচাড টেম্পলেরও এই ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মিয়াছে। আমরা একখানি আমন্ত্রণ পত্র দেখিয়া জানিতে পারিলাম, লেপ্টনন্ট গবর্ণর ৫ ই ফেব্রুয়ারি রাত্রি ৯ টা ১৫ মিনিটের সময় এদেশীয় কতকগুলি লোককে একত্র করিয়া সম্ভাষণাদি করিবেন। কয়েকটী প্রতিবন্ধক হওয়াতে আমরা লেপ্টনন্ট গবর্ণরের সহিত সেই সম্ভাষণ সুখের অনুভবে অসমর্থ হইয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম বটে; কিন্তু তাঁহার এই সাধুতর চেষ্টাটী দেখিয়া আমাদিগের সে দুঃখের অনেক অপনোদন হইল তাঁহার এই দুষ্টান্ত বহুতর উপাদেয় ফল প্রসব করিবে সন্দেহ নাই, যাঁহারা গবর্ণমেণ্টে শীর্ষ স্থানে আছেন, তাঁহারা যে পথের প্রদর্শক হন, সেই পথ পড়িয়া যায়। অনুষ্ঠানকারিদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন এই সম্ভাষণের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। এটীও আমাদিগের অল্প আহ্লাদের সংবাদ নহে।

—:—

ডাক্তর সাহেবের
প্রত্যাগমন।

ডাক্তর হুকর পূর্ব্বে সরকারী হেডকোয়ার্টারে প্রাণ্ট ডফ সাহেব ডাক্তর হুকর ধর্ম্মসাথী হইয়া এদেশে আগমন করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থান ভ্রমণ ও দর্শন করিতেছেন। ভারতবর্ষের জ্ঞাতব্য বিষয় জানা ও দ্রষ্টব্য দর্শন করা তাঁহার অভিপ্রেত। তিনি ভারতবর্ষের বিষয় অনেক জানেন। অতএব এ সকল বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। সকল দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞ হইয়া যাইতেছেন। কথাবার্ত্তায় ও অভিজ্ঞতার উপাদেয় ফল ফলিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। তিনি সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। গত সোমবার রাত্রিতে রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাটীতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। রাজা তাঁহার অভ্যর্থনার্থ সুসম্পন্ন আয়োজন করেন। কেমন সম্পন্ন হইয়াছিল, পাঠকগণ ইহা হতেই বুঝিয়া লউন, একজন ইংরাজ সমাচার পত্র সম্পাদক উহার ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। সম্পাদক মহোদয় ভারতবর্ষের প্রায় কোন বিষয় প্রসন্ন নয়নে দর্শন করেন না। গবর্ণর জেনরল ও মিনবেরিও ঐ সমভিব্যাহারে ছিলেন। প্রাণ্ট ডফ সাহেবের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত গীত বাদ্য অভিনয়াদি হইয়াছিল।

আমাদিগের রাজপুরুষেরা উপযুক্ত পাত্রের বাহোপাধি দান করিয়াছেন। যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর আজি কালি রাজপুরুষ, দেশে অভ্যর্থনার প্রধানতম দ্বারভূত হইয়াছেন, যা আপনার দ্বারে তাঁহার উচ্চপদ নাই। তাহাতে রাজপুরুষদিগের তাঁহার গৃহে আগমন করাতে আতিথ্যের মান রক্ষা হয়, আমাদিগের দেশেরও মুখ উজ্জ্বল হয়। বিদেশীয়েরা জানিতে পারেন যে তাঁহার এদেশের রাজপুরুষ দিগের আতিথ্য আতিথ্যের এবং গবর্ণমেণ্টের ভক্ত ও অনুগত।

আমরা এস্থলে ভারতবর্ষীয় লোককে একটী অনুরোধ করিতেছি, সকল দেশের প্রতিনিধিভূত হওয়া ডফ সাহেবের অভিপ্রেত কোন প্রকার অনুষ্ঠান করুন, অন্ততঃ একখানি অভিনন্দন পত্র দান করাও উচিত। প্রাণ্ট ডফ সাহেব ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক দিন ছিলেন, পুনরাগমন করায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে [illegible] আছে।

—:—

ডেলিনউসের উইলসন সাহেব
ও এদেশীয় সমাচার পত্র।

সেদিন কলিকাতার বণিকসভায় ডেলিনিউসের সম্পাদক উইলসন সাহেব কৌতুক করিয়া হউক ও আত্মশ্লাঘা করিয়া হউক হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক অনরেবল কৃষ্ণদাস পালকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, হিন্দুপেট্রিয়টের ২০ বৎসরে হাজার গ্রাহক সংগ্রহ হয় নাই, কিন্তু ডেলিনিউসের ১০ বৎসরে তিন হাজার গ্রাহক হইয়াছে। আমরা এটী আত্মশ্লাঘা বলিয়াই বুঝিতেছি। কারণ তিনি এদেশীয় সমাচার পত্রের প্রতি অনুচিত ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় স্পষ্টদৃষ্ট হয়, এ আত্মশ্লাঘায় তাঁহার নিজের গৌরব হানি হইয়াছে বটে, কিন্তু সমাচার পত্র সম্বন্ধে তিনি যে জাতির প্রতিনিধি, তাঁহার ঐ আত্মশ্লাঘায় সে জাতির গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই। কেননা এদেশীয় সমাচার পত্রের নিন্দা করা অন্যায়, জাতি সাধারণে এদেশীয়দিগেরই নিন্দা করা হইয়াছে। উইলসন সাহেব এ কথা মনে করিবেন না যে তিনি নিজের গুণে এত গ্রাহক পাইয়াছেন। তাঁহার জাতির গুণেই পাইয়াছেন। তাঁহার [illegible] সমাচার পত্রের [illegible] বাঙ্গালি [illegible] তাঁহার [illegible] বাঙ্গালি

নহজ উপায় এই। কেন তাঁহার জাতিতা-ইয়া সমাচার পত্র আদ্যোপান্ত সকলকে প্রবণ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, এদেশীয়েরা এ সকল বিষয়ে এক প্রকার উদাসীন বলিলে হয়। এ সকল বিষয় জানিলে যে কি উপকার হয়, তাঁহারা তাহা বুঝেন না। যাঁহারা গল্প ও ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া সংবাদ পত্র পাঠ করেন, তাঁহাদিগের সময় বৃথা নষ্ট হইল, ঐ সকল ব্যক্তি এই কথা মনে করেন। যাহাদিগের আবার পুস্তক বা পত্রিকা পাঠের কিছু অনুরাগ হইয়াছে, তাঁহারা কোন পত্রিকায় কি মজাদার কথা আছে, তাহাই খুঁজিয়া বেড়ান, বাজের দিকে বড় যান না। তাহাতেই এদেশীয় সমাচার পত্রের এত দুর্দশা। সম্পাদকেরা উৎসাহ পান না। সুতরাং ভাল লোকে সমাচার পত্র সম্পাদনে ব্রতী হইতে চান না। যাহাদিগের কাণ্ডজ্ঞান নাই, সদসদ্বোধ নাই, এবং উপার্জ্জনের অন্য কোন উপায় নাই তাঁহারাই প্রায় সম্পাদকতা কার্য্যে দীক্ষিত হইয়া এদেশীয় সংবাদ পত্রের অবমাননা করিয়া থাকেন। আমরা যে কথা বলিলাম, তাহার অন্য কোন প্রমাণ দিবার প্রয়োজন হইতেছে না কিন্তু পাঠকই তাহার প্রমাণ এই পত্রের সৃষ্টি অবধি যত দিন ইহা চাঁদশি বাবুর হস্তে ছিল, তত দিন ইহার প্রাদুর্ভাবের সীমা ছিল না, এক্ষণে বাবু কৃষ্ণদাস পালের হস্তে পতিত হইয়াছে, কে না ইহার প্রশংসা করে? কিন্তু সেই প্রশংসানুরূপ [illegible] ফল কি হইতেছে?

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

আমাদিগের মন যুগপৎ হিন্দু আচার ব্যবহার নিতান্ত ভ্রান্ত বোধ করে, কতকগুলি ইউরোপীয় বাঙ্গালা বিদ্যা প্রকৃতির ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিবার চেষ্টায় তদপেক্ষা অধিকতর ব্যস্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি হেকটর সাহেব ঐ দলের প্রধান সেনাপতি হইয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি এক খানি ক্ষুদ্র ক্ষুরধারবৎ তীক্ষ্ণতর অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া বিপক্ষদলকে পরাভূত করিবার চেষ্টায় আছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভঙ্গে প্রবৃত্ত হইলে গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষে দূষিত হইবেন কি না, তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে ইহার বিচার করা হইয়াছে। তিনি বলেন, এ বন্দোবস্তটী ঔপাধিক বন্দোবস্ত। গবর্ণমেণ্ট যে নিয়মে জমীদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করেন, তাঁহারা সে নিয়ম প্রতিপালন করেন নাই, অতএব ঐ বন্দোবস্তের ভঙ্গে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই ওয়েষ্ট মিনষ্টারের একটী প্রস্তাবরূপ মূল হইতে এই বিচার উত্থিত হয়। ওয়েষ্টমিনিষ্টারের প্রস্তাব লেখকের মতে উল্লিখিত স্থায়ী বন্দোবস্তের ভঙ্গে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষ ঘটে বটে, কিন্তু প্রসো জনের গুরুতর বিবেচনা করিয়া সে দোষ অমার্জ্জনীয় নয়। তিনি বলেন লার্ড কর্ণওয়ালিসের স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার অধিকার ছিল না। ভূমিতে তৎকালের লোকদিগের অধিকার ছিল তাহাদিগের সে স্বত্বের পর ভূমি তৎপরবর্ত্তী লোকদিগের সম্পত্তি হয়। লার্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহার সমকালবর্ত্তী লোকদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ হন। তাঁহাদিগের প্রত্যেক দোষযোগ্য বা নির্দ্দোষার্থ [illegible] বিষয়ে অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী লোকদিগের উপরে তাঁহার ঐ নির্দ্ধারণদির অধিকার ছিল না। এক্ষণে যে রাজ্যের ব্যয় বৃদ্ধি ও ভূসম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, লার্ড কর্ণওয়ালিসের গবর্ণমেণ্ট তৎকালে তাহা বুঝিতে পারেন নাই ইত্যাদি।

সহ হউক, অসহ হউক, ন্যায্য হউক, অন্যায্য হউক, যখন যাহার যে মত হয়, তাহার প্রতিপোষিনী যুক্তির অভাব হয় না। হেকটরের ও ওয়েষ্টমিনিষ্টরের প্রস্তাব লেখকের যুক্তিও সেইরূপ হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের তুল্য দোষ আর নাই বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ। গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা ও বিশ্বাসের উপরে রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে সেই অন্যায় কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পান, তাঁহাদিগের প্রদর্শিত যুক্তি যে কেমন বিশুদ্ধ তাহার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য।

হেকটর বলেন, উল্লিখিত বন্দোবস্তটী ঔপাধিক বন্দোবস্ত। জমীদারদিগের সহিত যে নিয়ম করা হয়, তাঁহারা তাহার ভঙ্গ করিয়াছেন। অতএব ঐ বন্দোবস্তের ভঙ্গে দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সে নিয়ম কি? জমীদারেরা প্রজার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে পারিবেন না, প্রত্যুত তাহাদিগের মঙ্গল চেষ্টা করিবেন, এই কি হেকটরের অভিপ্রেত নিয়ম? কিন্তু এ নিয়ম বন্দোবস্তকর্ত্তার অভিপ্রেত নহে। শোর সাহেব তৎকালে এ সকল আপত্তির উত্থাপন করিয়াছিলেন। লার্ড কর্ণওয়ালিস এরূপ কথাই গ্রাহ্য করেন নাই। জমীদারেরা প্রজার উন্নতি সাধন চেষ্টা না করিলে কিম্বা প্রজার প্রতি অত্যাচার করিলে ঐ বন্দোবস্তের ভঙ্গ করা যদি তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তিনি নিঃসংশয় স্পষ্ট অক্ষরে তাহার উল্লেখ করিয়া যাইতেন। আর ইহাও বিবেচনা করা উচিত, যাবদ্ধী জমীদার প্রজার উন্নতি সাধন চেষ্টায় বিমুখ বা অত্যাচারী নন, দুই চারি জনের দোষে গবর্ণমেণ্টের কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গরূপ অকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত? যথাসময়ে খাজনা না দেওয়া উল্লিখিত বন্দোবস্ত ভঙ্গের একমাত্র পথ রাখিয়া গিয়াছেন, তদ্ভিন্ন তিনি অন্য কোন পথ রাখি

স্থান নাই। যে বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিবার যে সে পথ থাকে, তাহা স্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া পরিগণিত হয় না। বিশেষতঃ উইলিয়ম পিট ভারতের সহিত নির্জ্জনে দীর্ঘ তর্ক বিতর্ক করিয়া এবং ভারতবর্ষের বিশেষজ্ঞ চার্লস গ্রাণ্টকে আনাইয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া উল্লিখিত বন্দোবস্তটীকে চিরস্থায়ী করিয়াছেন। এ বন্দোবস্তের ভঙ্গ করা বন্দোবস্ত কর্ত্তাদিগের যে কোন ক্রমে অভিপ্রেত ছিল না, তাহা নিম্নলিখিত কারণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। সে কার্য্যটী এই, এই বন্দোবস্তকে প্রথম দশ বৎসরের নিমিত্ত করা হয়, শেষে উইলিয়ম পিট প্রভৃতি বহু বিবেচনা করিয়া উহাকে স্থিরতর করিয়া দেন। তবে লার্ড কর্ণওয়ালিসের এই মনের ভাব ছিল, যখন বন্দোবস্তটী স্থায়ী করিয়া দেওয়া হইল, তখন জমীদারেরা নিঃসংশয় প্রজার উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হইবেন। কিন্তু যে জমীদার প্রজার উন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ হইবেন, তাহার সহিত বন্দোবস্তটী ভাঙ্গিয়া যাইবে, এমন অভিপ্রায় ছিল না।

ওয়েষ্টমিনষ্টরের প্রস্তাব লেখক যে বলেন, ভূমিতে প্রজার স্বামিত্ব ছিল, এ দেশের সে সংস্কার ও সিদ্ধান্ত নয়। রাজাই ভূমির স্বামী। রাজা ইচ্ছা করিয়া যাহাকে যাহা দেন, তিনি তাহাই পান। এ সিদ্ধান্ত বহুমানাদৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকৃত না হইলে গবর্ণমেণ্টও ভূমির বন্দোবস্ত করিবার বিষয়ে অনেক আপত্তি উপস্থিত হয়। ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের প্রস্তাব লেখকের অপর আপত্তি এই, ভূমির এ দেশের প্রধান আয়দ্বার, যখন ইহার রাজস্ব বৃদ্ধির পথ বন্ধ রহিল, তখন একণাবার বর্দ্ধিশীল ব্যয় কিরূপে নির্ব্বাহ হয়। আমরা বলি স্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতেই সেই বর্দ্ধনশীল ব্যয়নির্ব্বাহের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে লোকের সঙ্গতি থাকিলে তাহাকে যে ভার দাও, সে অনায়াসে বহিতে পারে। বঙ্গদেশে নানাপ্রকার কর সৃষ্টি হইতেছে, বঙ্গদেশীয় জমীদারেরা তাহা অনায়াসে বহন করিতেছেন এবং দুর্ব্বহ দুর্ভিক্ষ ভারও অবলীলাক্রমে বহন করিলেন। যদি এখানে স্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকিত, গবর্ণমেণ্ট কি দুর্ভিক্ষ সময়ে প্রজার নিকটে এক কপর্দ্দকও পাইতেন?

আশ্চর্য্য এই, উল্লিখিত মহোপকারক বন্দোবস্তের যে যে দোষ আছে, সেগুলির সংশোধন চেষ্টা না করিয়া এক কালে তাহার উন্মূলন চেষ্টা হইতেছে। সে দোষের সংশোধনের পথ নাই, এমনও নয়। প্রশস্ত পথ আছে, অথচ সে দিকে গতি হইতেছে না, এটী বড় দুঃখের বিষয়। অধিক কি এ চেষ্টাটী ছাবপোকার উপদ্রবে ঘরে আগুন দিবার চেষ্টার তুল্য নিতান্ত উপহাসকর হইয়াছে।

এদেশের সংবাদ পত্রের বিষয়ে
সর রিচার্ড টেম্পলের মত।

বাবু যদি কোন বাক্যে ঈষৎ ঝাল বোধ করেন, মোসাহেবদিগের জিহ্বা অবশ হইয়া যায়, বাবু যদি কোন পদার্থকে মিষ্ট দেখেন, মোসাহেবেরা তখনি বলিয়া উঠেন, বিধাতা পৃথিবীতে চিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ত এমন বোধ হয় না। ইংরাজী সমাচার পত্রের ইংরাজ সম্পাদকেরা এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকদিগকে কখন রাজদ্রোহী কখন রাজভক্তিশূন্য কখন বিদ্রোহী দেখিয়া থাকেন, কিন্তু বর্ত্তমান এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকদিগকে [illegible] দোষী দেখেন না। ১৮৭৩ [illegible] যে বঙ্গদেশ শাসন [illegible] হইয়াছে তাহাতে সর রিচার্ড টেম্পলের নিম্নলিখিত অভিপ্রায়টী প্রকাশ হইয়াছে, "সর রিচার্ড টেম্পল এদেশীয় সংবাদ পত্রের ভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। সময়ে সময়ে কিছু কিছু অসঙ্গত বাক্‌প্রয়োগ ও অত্যুক্তি দোষ হয় বটে কিন্তু সাধারণতঃ সংবাদ পত্রের ভাব গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ নহে। সম্পাদকেরা যে রাজভক্ত, সে বিষয়ে সংশয় নাই। অধিকাংশ সংবাদ পত্র স্বাধীন ভাবে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এ কথা বিশেষরূপে বলা আবশ্যক, দেশে দুর্ভিক্ষ বিপদ উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতীকারার্থ যে যত্ন পান, এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা এক বাক্যে তাহার অনুমোদন করিয়াছেন এবং উহার ফল দর্শন করিয়া যার পর নাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।"

ইংরাজী সমাচার পত্রের ইংরাজ সম্পাদকেরাই কেবল এদেশী সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগকে রাজভক্তিশূন্য রাজভক্তিশূন্য বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন কিন্তু আমরা ত ইহাঁদিগকে রাজভক্তিশূন্য দেখিতে পাই না। রাজভক্তিশূন্য হইবার কোন কারণও দেখা যায় না। গবর্ণমেণ্ট কি আমাদিগের সহিত শত্রুতা করেন? গবর্ণমেণ্ট যে সর্ব্বদা আমাদিগের হিতচেষ্টা করিতেছেন, আমরা কি এমন মূঢ় যে আমাদিগের সে বোধ নাই? তা তবে অনেক রাজা হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোন্ রাজা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় প্রজা পালন করিয়াছেন? [illegible] এক বাক্যে বলিতে [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] সম্পাদকেরা [illegible] হইলেন? এক এক জন রাজভক্তিশূন্য

ইউরোপীয় অফিসরেরা করেন। অনেক স্থলায় করেন। এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা তাহার প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। ইহাতেই কি রাজদ্রোহ করা হইল? রাজপুরুষেরা ইউরোপীয়দিগের কার্য্যের কি আপনাদিগের এক একটী স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট জ্ঞান করেন?

ছাড লর্থব্রুক বঙ্গদেশে যে চরিত্র ও ব্যবহার প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার মহাফল ফলিয়াছে। তিনিজন নিরপেক্ষ করিয়া মনের সাধুতার চরিত্র চর্চ্চা, তাঁহার রাজত্বে বিশৃঙ্খলা, প্রজাপীড়ন, ধর্ম্মযাজিদিগের প্রজার উপরে অত্যাচার, এই সকলের প্রমাণ পাইয়া তাহার সংশোধন চেষ্টা ও মনের সাধে তাঁহার নিজ চরিত্র শোধনের অবসর দান, ঐ সময়ের মধ্যে চরিত্র শোধন ও রাজ্যে সুব্যবস্থা করিতে না পারিলে রাজত্ব হইতে বঞ্চিত করিবেন ইত্যাদি প্রদর্শন করিয়া বলা যায় যে ইংলণ্ডে এক সেক্রেটারি, এই গুলিতেই আমরা লাভ করি, ব্রুক চতুর ও তাহার রাজনীতি। প্রথম সময়ের মধ্যে সকল কার্য্য সাধন করিতে যে রাজপুরুষ বলা হইয়াছে, সে রাজনীতজ্ঞ) বলিয়া থাকি। কারণ, রাজগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদিগের বোধ, যে ব্যক্তি সেই সময়ের মধ্যে সকল কার্য্য সাধন করিতে পারিবে, সে ব্যক্তি তাঁহাদিগের ভাগ্য ফলের কারণ হইবে। তাঁহারা একে একে ছাড লর্থব্রুকের দর্শন করিলেন। কি, সেদিন বিশৃঙ্খলা সংবাদে শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রে যে লিখিত হইয়াছে, ইহা অলীক বলিয়া তিনি (ছাড লর্থব্রুক) তাঁহার ভ্রম ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন।

ছাড লর্থব্রুক ভক্ত ও মৈত্র উভয়ে প্রদর্শন করিয়াছেন এক জন ফলিয়াছে। তিনি যদি অন্য অন্য সাধারণ লোকের ন্যায় রাজপুরুষদিগের দিকে যাইতেন, রাজগণ চক্ষুরুন্মীলন পাইতেন। তাঁহারা দেশের চরিত্র দোষ সংশোধনে যত্নবান হইতেন। প্রত্যুত, ব্রিটিশ রাজ্যের বিপ্লব চেষ্টাই বলবতী হইত। তাহা হইলে কি মনের সাধ মিটাইয়া বিদ্বেষে আত্মসমর্পণ করিতেন? আমরা উল্লিখিত পুস্তকের স্থূল স্থূল বৃত্তান্তগুলি পাঠকগণের গোচর করিবার সংকল্প করিলাম।

সব রিচার্ড টেম্পল ১৮৭৪ অব্দের ৪ঠা এপ্রেল লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু কার্য্যের সাহের পদস্থ থাকিতে থাকিতে সব রিচার্ড কখন ছুটি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষের অভিশয় প্রকোপ হইয়া উঠিলে গবর্ণর জেনরল কাউন্সিল সাহেবের সম্মতিতে এই স্থির করেন, সব রিচার্ড টেম্পল কার্য্যে থাকিবেন সাহেব মন্ত্রিত্ব করেন কার্য্য করিবেন তদনুসারে তাঁহাকে ১৮৭৪ অব্দের ১১ এ জানুয়ারিতে নিযোজিত করিয়া পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশে প্রেরণ করা হয়। তিনি এখানে থাকিবে এবং অন্য অন্য দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে গমন করিয়া তত্ত্ব উপস্থিত করিবেন, সাহায্য দান কার্য্যের পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধারণ সম্পন্ন করেন।

যে বৎসরের শাসন সংক্রান্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে ঐ বর্ষে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের পদের ন্যায় অন্য কয়টী সময়ের পরিবর্ত্ত হয়। পূর্ব্বে আসাম লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অধীন ছিল। তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া স্বতন্ত্র কমিশনরের অধীন করিবার প্রস্তাব বহুদিন অবধি চলিয়া আসিতেছিল। ১৮৭৪ অব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি উহাকে স্বতন্ত্র করিয়া কামরূপ ছুটনগপুর। শিবসাগর মঙ্গলীপুর গারো। অসিয়া জয়ন্তিয়া ও নাগাপর্ব্বত প্রদেশ কাছাড়

বিস্তৃত সংবাদে শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রে যে লিখিত হইয়াছে, ইহা অলীক বলিয়া তিনি (ছাড লর্থব্রুক) তাঁহার ভ্রম ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন।

ছাড লর্থব্রুক ভক্ত ও মৈত্র উভয়ে প্রদর্শন করিয়াছেন এক জন ফলিয়াছে। তিনি যদি অন্য অন্য সাধারণ লোকের ন্যায় রাজপুরুষদিগের দিকে যাইতেন, রাজগণ চক্ষুরুন্মীলন পাইতেন। তাঁহারা দেশের চরিত্র দোষ সংশোধনে যত্নবান হইতেন। প্রত্যুত, ব্রিটিশ রাজ্যের বিপ্লব চেষ্টাই বলবতী হইত। তাহা হইলে কি মনের সাধ মিটাইয়া বিদ্বেষে আত্মসমর্পণ করিতেন? আমরা উল্লিখিত পুস্তকের স্থূল স্থূল বৃত্তান্তগুলি পাঠকগণের গোচর করিবার সংকল্প করিলাম।

সব রিচার্ড টেম্পল ১৮৭৪ অব্দের ৪ঠা এপ্রেল লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু কার্য্যের সাহের পদস্থ থাকিতে থাকিতে সব রিচার্ড কখন ছুটি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষের অভিশয় প্রকোপ হইয়া উঠিলে গবর্ণর জেনরল কাউন্সিল সাহেবের সম্মতিতে এই স্থির করেন, সব রিচার্ড টেম্পল কার্য্যে থাকিবেন সাহেব মন্ত্রিত্ব করেন কার্য্য করিবেন তদনুসারে তাঁহাকে ১৮৭৪ অব্দের ১১ এ জানুয়ারিতে নিযোজিত করিয়া পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশে প্রেরণ করা হয়। তিনি এখানে থাকিবে এবং অন্য অন্য দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে গমন করিয়া তত্ত্ব উপস্থিত করিবেন, সাহায্য দান কার্য্যের পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধারণ সম্পন্ন করেন।

যে বৎসরের শাসন সংক্রান্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে ঐ বর্ষে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের পদের ন্যায় অন্য কয়টী সময়ের পরিবর্ত্ত হয়। পূর্ব্বে আসাম লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অধীন ছিল। তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া স্বতন্ত্র কমিশনরের অধীন করিবার প্রস্তাব বহুদিন অবধি চলিয়া আসিতেছিল। ১৮৭৪ অব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি উহাকে স্বতন্ত্র করিয়া কামরূপ ছুটনগপুর। শিবসাগর মঙ্গলীপুর গারো। অসিয়া জয়ন্তিয়া ও নাগাপর্ব্বত প্রদেশ কাছাড়

বঙ্গদেশের চীফ কমিশনর সাহেব
ও সব ডিবিসন।

উপরি লিখিত অঙ্কের বঙ্গদেশ সাহেব

ও গোয়াল পাড়া ইহার অন্তর্গত করিয়া আসাম কমিশনরের অধীন করিয়া দেওয়া হয়। কর্ণেল কিটিঙ্গ প্রধান কমিশনরের পদে নিয়োজিত হইয়াছেন। ঐ অঙ্কের ১২ ই সেপ্টেম্বর শ্রীহট্টকেও আসাম কমিশনরের অধীনস্থ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে কাছাড় ও শ্রীহট্ট ঢাকা কমিশনরের অধীন ছিল। ঐ দুটী আসামের অন্তর্গত হওয়াতে ঢাকা কমিশনরের অধীনে ঢাকা ময়মন সিং ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ এই চারিটী জেলা থাকে, পশ্চাৎ ত্রিপুরাকে চট্টগ্রাম কমিশনরের অধীনতা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ঢাকা কমিশনরের অধীন করা হইয়াছে।

ত্রিপুরা ঢাকার অন্তর্গত হওয়াতে চট্টগ্রাম নোয়াখালি এবং চট্টগ্রামের পর্ব্বতময় প্রদেশ এই তিনটী মাত্র চট্টগ্রাম কমিশনরের অধীনে থাকে। কিন্তু অন্য উপায়ে চট্টগ্রামের শাসন কার্য্যের সুবিধা না হওয়াতে চট্টগ্রামের কমিশনরীর পরিবর্ত্ত না করিয়া কেবল এই পরিবর্ত্ত করা হইয়াছে, অতঃপর যিনি চট্টগ্রামের কমিশনর হইবেন, তিনি কমিশনর ও জজ উভয়ের কর্ম্ম করিবেন এবং তাঁহার সাহায্যের নিমিত্ত একজন সহকারী জজ থাকিবেন। পূর্ব্বে চট্টগ্রামের কমিশনর মাসে ৩৭৫১ টাকা বেতন পাইতেন, এখন তিনি ২৭৫০ টাকা পাইবেন। পূর্ব্বে চট্টগ্রামের জজের মাসিক ২০০০ টাকা বেতন ছিল, এখন ১২০০ টাকা হইবে। এ বন্দোবস্তে গবর্ণমেণ্টের ৮০০ টাকা লাভ হইবে এবং নূতন বন্দোবস্তে আফিষ খরচের ব্যয় কম হওয়াতেও মাসিক ২০০ টাকা লাভ থাকিবে।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কুচবিহারের কমিশনরের পদ রহিত করিয়া এই প্রস্তাব করিয়াছেন, রাজসাহী বিভাগের কমিশনর ডাক্তার হাণ্টর কুচবিহারের জজপাইগুড়ি এবং কুচবিহারের সিবিল ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন। তাঁহার সাহায্যার্থ মাসিক ১২০০ টাকার একজন সহকারী জজ থাকিবেন। ঐ কর্ম্মচারির বেতনের তিনভাগের দুইভাগ কুচবিহার রাজ্য হইতে গৃহীত হইবে।

যে সমস্ত পরিবর্ত্তের প্রস্তাব করা হইয়াছে, এগুলি সম্পূর্ণ হইলে বাঙ্গলাদেশে সমুদায়ে ২৮ জন জজ হইবেন, পূর্ব্বে ৩০ জন ছিলেন। ঐ ৩০ জনের ১৫ জন প্রথম শ্রেণীর, আর ১১ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর বেতন ২৫০০, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর বেতন মাসিক ২০০০ টাকা।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যে ব্যয় সংক্ষেপের প্রস্তাব করেন নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

চট্টগ্রামের কমিশনরের বেতন হইতে ৪১১ চট্টগ্রামের জজ ও সহকারী জজের বেতন হইতে ৮০০ কুচবিহারের কমিসনরের পদ উঠাইয়া ১৭৫০, উক্ত কমিশনরের আফিসের খরচ হইতেও ১৭৫০। জজদিগের বেতন হইতে ১৫০ এবং চট্টগ্রামের জজ ও কমিশনরের আফিসের খরচ হইতে ২০০ টাকা সমুদায়ে মাসিক ৫১১১ টাকা। এই টাকাটী বাঁচাইবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু এই টাকা হইতে ঢাকা কমিশনরের বেতনাদি ব্যয়ের তৃতীয়াংশ এবং কুচবিহারের কমিশনরকে গবর্ণমেণ্ট যে টাকা দেন তাহার অর্দ্ধেক দেওয়া স্থির হয়। ঢাকার কমিশনরের বেতনাদি ব্যয়ের তৃতীয়াংশে ২৪০১৪ টাকা এবং কুচ বেহারের কমিশনরের গবর্ণমেণ্ট দত্ত বেতনের অর্দ্ধেকে ১১৩৭১ টাকা, সমুদায়ে ৪০৫১০ টাকা হয়। মাসিক হিসাবে ৩৩৭১ টাকা হইতেছে। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত ঐ ৫১৬১ হইতে এই ৩৩৭১ টাকা বাদ দিয়া বঙ্গদেশের রাজস্বের প্রকৃত পক্ষে মাসিক ১৭৭৫ টাকা বাঁচিতেছে।

নূতন পুস্তক।

১। বৃত্রসংহার (১)। গ্রন্থের নাম দ্বারাই গ্রন্থে প্রতিপাদ্য বিষয় পরিস্ফুট হইতেছে। বৃত্রাসুর অত্যাচার উদ্দীপ্ত হইয়া দেবগণকে স্বর্গপুর হইতে দূরীকৃত করিয়া দিল। দেবগণ পাতালে প্রবেশ করিলেন। বজ্র নির্ম্মাণের পরামর্শ দিয়া নারদ তপস্যা

(১) শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, কলিকাতা বহুবাজার ২৪৯ নং ষ্টীম যন্ত্রে মুদ্রিত।

আরম্ভ করিলেন। শচী মর্ত্যে মৈমিষারণ্যে গেলেন। দৈত্যপতি বৃত্রাসুরের পত্নী ঐন্দ্রিলার ইচ্ছা হইল, শচীকে দাসী করিয়া রাখিবে। তাহার আনয়নার্থ কয়জন দৈত্য গমন করিল। অরক্ষ শচীর রক্ষার্থ দৈত্যাদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন। তাহাদিগের কয় জনের প্রাণ সংহার করিলেন। শেষে দৈত্যেরা তাঁহাকে পরাভূত করিল। তিনি আহত হইয়া মোহাভিভূত হইয়া রহিলেন। দৈত্যেরা শচীকে ঐন্দ্রিলার নিকটে লইয়া গেল। ওদিকে নারদ প্রসন্ন হইয়া ইন্দ্রকে বৃত্রবধের উপায় বজ্রনির্ম্মার্থ মহাদেবের নিকটে যাইতে কহিলেন। মহাদেব ইন্দ্রকে দধীচি মুনির অস্থি লইয়া বজ্র নির্ম্মাণের উপদেশ দিলেন। সেই বজ্রে বৃত্র হত হইবে। এদিকে

"কৈলাসে ঐন্দ্রিলাবাক্য শুনিলা ঈশানী;
শচীরে ভাবিয়া হৈলা আকুলপরাণী॥
কহিলা মহেশে, মহেশের ক্রোধানল
জ্বলিল প্রদীপ্ত করি গগনমণ্ডল;
বাজিল প্রলয়-শৃঙ্গ ভূতি-বিদারণ;
বহিল ঘন হুঙ্কারে ভীষণ পবন;
সংহার-ত্রিশূলাকৃতি জ্যোতিঃ বায়ুস্তরে
ভ্রমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্ত পরে।
চমকিল ব্যোমমার্গে ভাস্করের রথ;
অতল ছাড়িয়া কূর্ম্ম উঠে অন্ধিবৎ;
বাসুকি গুটায় ফণা, মেদিনী কম্পিত;
উত্তাল উল্লোলময় সিন্ধু বিধুনিত,
ভয়েতে ভূধরকুল পাতালে গর্জ্জয়,
সদ্যজাত শিশু মাতৃস্তন ছাড়ি রয়;
বিবর্ণ বিমানমার্গ, গিরিশৃঙ্গ পড়ে,
চেতনে জড়ের গতি, গতিপ্রাপ্ত জড়ে,
টলমল টলমল ত্রিদশ আলয়,
মূর্চ্ছিত দেবতা-দেহে চেতন উদয়,
দোদুল্য সঘনে শূন্যে ত্রিদেবশিবির,
ঘোর বেগে বৈজয়ন্ত কাঁপে থর থর।
ত্রৈলোক্য। ভগ্ন কিরে এ সব বন্ধন,
কুধাতীত অঙ্গ কৈল লোম চরবণ,
নিঃশব্দ বৃত্রের দেহে পলক পড়িল
"কুদ্রের ক্রোধাগ্নি-চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল।

এইখানেই প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইল, এ খণ্ডে এগারটী সর্গ আছে। গ্রন্থমধ্যে, মধ্যে-

ক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দেরই সৃষ্টি হইল। অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিবর্ত্তিত প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বকৃত পদ্য মধ্যে লিখিয়াছেন।

"মৃত মহোদয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালা কাব্য রচনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদ-বিন্যাস করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন। আমি তৎপ্রদর্শিত পথ যথাযথ অবলম্বন করি নাই। তথাচ অমিত্রাক্ষর ছন্দ মিল্টন প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণের প্রণালী অনুসারে বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী ভাষাপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার সমধিক নৈকট্য সম্বন্ধ বলিয়া যে প্রণালীতে সংস্কৃত শ্লোক রচনা হইয়া থাকে আমি কিয়ৎপরিমাণে তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। বাঙ্গালায় হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ ভেদ না থাকায় সংস্কৃত কোন ছন্দেরই অনুকরণ করিতে সক্ষম হই নাই কেবল সংস্কৃত শ্লোকের চারি চরণে যেরূপ পদ সম্পূর্ণ হয়, তদ্রূপ চতুর্দ্দশ অক্ষর বিশিষ্ট পাংক্তিস চারি পংক্তিতে পদ সম্পূর্ণ করিতে প্রযত্নশীল হইয়াছি। পয়ারের যতি সংস্থাপনের যেরূপ প্রথা আছে তাহার অন্যথা করি নাই কেবল শেষ ছয় অক্ষর সম্বন্ধে একটী নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি। প্রথম কিম্বা তৃতীয় চরণের শেষে তিন তিন করিয়া ছয় অক্ষর থাকিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষে দুই চারি, চারি দুই অথবা দুই দুই করিয়া ছয় অক্ষর বিন্যস্ত হইয়াছে, তদ্রূপ প্রথমে দুই চারি, বা চারি দুই, ইহার কোন অক্ষর থাকিলে তাহার পরবর্ত্তী চরণে তিন তিন করিয়া ছয় অক্ষর সন্নিবেশিত করিয়াছি। যে যে স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে সেই সেই স্থলে কিঞ্চিৎ দোষ জন্মিয়াছে কেবল অনুপ্রাস রক্ষার্থে সে দোষ ব্যবহার করিয়াছি কোন স্থানে অন্যথা করা হয় নাই।"

গ্রন্থকার বৃত্র সংহারেও আপনার পূর্ব্বোক্ত কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বর্ণনা গুলি হৃদয় গ্রাহী হইয়াছে, কবিতা-গুলিও অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত ও রস ভাব সংযোজিত হইয়াছে। তবে বলিতে হয়, বৃত্র-সংহার প্রথম শ্রেণীর কাব্য হয় নাই। কবিতাগুলি কর্ণে মধু ধারা বর্ষণ করে না, চিত্তও দ্রবীভূত হয় না। প্রথম শ্রেণীর কবির কাব্য রচনার কৌশল এই, যখন যে রসের বর্ণন করা হয়, তখন পাঠক ও শ্রোতৃগণের মনে সেই সেই সাধারণ উৎস হৃদির প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। এ গ্রন্থের পাঠে চিত্তের সেরূপ ভাব হয় না। ইহাতে অনেক গুলো বিন্যাসের উপযোগী শ্রুতিকটু শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, অনেক স্থলের ভাব পাঠমাত্র ব্যক্ত হয় না; অনেক স্থলে পদ ও বাক্যের বিন্যাসের দোষে বাঙ্গালা ভাষার রীতি ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছে।

২। ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১)। ইহাতে হিন্দুদিগের রাজত্ব আরম্ভ করিয়া লার্ড নর্থব্রুকের আগমন পর্য্যন্ত ইতিহাস শ্রুতিযা যাবতীয় বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। ভূগোল জ্ঞান ব্যতিরেকে ইতিহাস পাঠের সুবিধা হয় না। এই হেতু পরিশিষ্টে ভূগোল সংক্রান্ত বিষয়ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। লেখাটী সরল, এদ্বারা বালকদিগের সবিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে।

৩। বঙ্গের সুখাবসান (৩)। এখানি নাটক চারি অঙ্কে সমাপ্ত হইয়াছে। যখন বক্তিয়ার খিলিজি বঙ্গদেশ জয় করেন, লাক্ষ্মণ সেন তৎকালে বঙ্গদেশের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন তিনি অতি সাহসী প্রজাবৎসল রাজা। শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া বঙ্গদেশ রক্ষা করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু মন্ত্রী মহেন্দ্রের ধূর্ত্ততায় সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না এ ধূর্ত্ত বুদ্ধি রাজ্যেশ্বর হইবার অভিলাষে এই ভাবের কয়েকটী শ্লোক রচনা করাইয়া একখানি ভবিষ্য পুরাণের অন্তর্গত করিয়া দেয় যে বঙ্গদেশে যবনের রাজত্ব

(২) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত, ভবানী পুরোনস্থ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৸৹ সাড়ে বার আনা।

(৩) শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল রায় প্রণীত কলিকাতা কালেজ স্কোয়ার ১১ নং রায় যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১ টাকা।

হইবে, হিন্দুর রাজত্ব থাকিবে না। রাজার হিন্দু শাস্ত্রে অতিশয় বিশ্বাস ছিল। তিনি ঐ বচন গুলি পাঠ করিয়া ভগ্নোৎসাহ হইলেন এবং যুদ্ধে বিরত হইয়া রাজবাটী হইতে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে তাহার মৃত্যু হইল। বিবাটসেন নামে তাঁহার এক সাহসী ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনিও হত হইলেন। দুরাত্মা মহেন্দ্র লাক্ষ্মণসেনকে ভগ্নোৎসাহ করিয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই বক্তিয়ারের নিকটে লোক পাঠাইয়া তাঁহার হস্তে রাজ্য সমর্পণের প্রস্তাব করে। শেষে তাহার বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমাদিগের গ্রন্থকার যুদ্ধঘটিকের নায়ক চারুবক্তের ন্যায় সাহসী বিবাট সেনকে অত্যুদার করিয়া তুলিয়াছেন। গ্রন্থের এইরূপে উপসংহার করা হইয়াছে।

"নবদ্বীপ অবরুদ্ধ মহেন্দ্র ও
গোপালের প্রবেশ।

বিরা। এ কি রাজা? মন্ত্রিবরশায়! আপনার এত এ দুর্দ্দশা?

মন্ত্রি। কুলাঙ্গারকে কারণ জিজ্ঞাসা কর!

কবি। হরিপ্রসাদের পূজনীয় ব্যক্তিকে যে ওই রূপ কটু কথা বলে আমি স্বকর্ণে তাহার মস্তক ছেদন করি। (মারিতে উদ্যত)

মন্ত্রি। (আত্ম রক্ষা করিয়া) উদ্ধত বালক! তোমার পূজনীয় ব্যক্তির উত্তর শুন।

মন্ত্রি। উত্তর দেও।

মহে। বক্তিয়ার খিলিজি, আমার মেরে ফেল।

বক্তি। মহাত্মা বিরাট, এই এক বিশ্বাস ঘাতক, এই আর এক বিশ্বাসঘাতক। উহাদের ষড়যন্ত্র করে বাঙ্গালার স্বাধীনতা নষ্ট করেছে।

বিরা। কি বলে বক্তিয়ার খিলিজি! তুমি অতি মহৎ বোধে তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করতেম!

বক্তি। মন্ত্রী মহেন্দ্র ও তার অনুচর গোপাল বিশ্বাসঘাতকতা করে—

মহে। বক্তিয়ার খিলিজি, আর না। যুবরাজ! আমি বিশ্বাসঘাতক, দেখ বিশ্বাস

ঘাতক। রাজ্যলোভে আমি মুসলমানদিগের হাতে বঙ্গরাজ্য সমর্পণ করেছি।

বিদ্যা। ও—হ, বিশ্বাসঘাতকের হাতে বঙ্গরাজ্যের পতন হল, বঙ্গের সুখাবসান হল!

হরি। (মহেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া) বিশ্বাস ঘাতক, আমি তোর প্রাণ সংহার করবো। তুই আমার পিতা হলেও এই ভয়ানক অপরাধের জন্য তোর মস্তক ছেদন করতেম।

বিদ্যা। হরি প্রসাদ! গুরুজন বধের পাতকে কলঙ্কিত হইও না।

হরি। রেখেদেও তোমার গুরুজন। বিশ্বাস ঘাতক, দুরাচারকে জীবিত রাখব না। তুই স্নেহ অপেক্ষাও অধম।

বক্তি। হরিপ্রসাদ নিরস্ত হও।

আন। হরিপ্রসাদ! কর কি?

মহে। হরিপ্রসাদ! আমাকে বধ কর, গুরুজন বধের পাপ হবে না। তুমি পৃথিবীর ভার মুক্ত কর।

হরি। যে আপন কন্যাকে অপমান করে, আপনার বাটী হতে বহিষ্কৃত করিতে পারে সে স্বদেশের সর্বনাশ করবে আশ্চর্য্য কি!

বিদ্যা। হরিপ্রসাদ, ক্ষান্ত হও। আমার মরণ সময়ের অনুরোধ রক্ষা কর।

হরি। ক্ষান্ত হলেম। বিশ্বাসঘাতকের দ্বারা আমাদের সর্বনাশ হল। বিশ্বাসঘাতক, তোদের জন্য ঘরে ঘরে হাহাকার ধ্বনি উঠছে!

বিদ্যা। বক্তিয়ার খিলিজি, এদের ছেড়ে দেও

বক্তি। কেন? এরা কারাগারে পচে, গলে গলে মরবে।

বিদ্যা। বক্তিয়ার খিলিজি, এদের ছেড়ে দাও।

বক্তি। আমার ইচ্ছা ছিল এদের সর্বস্বান্ত করে দেশেম, আর সকলকে বলতেম, এই অদ্ভুত জন্তু বঙ্গদেশে জন্মেছে। এদের নাম বিশ্বাস ঘাতক। কিন্তু তোমার কথা ফেলতে পারি নে। এদের ছেড়ে দেও। এখন যেখানে খুসি সেখানে যাও।

হরি। দূর হ—পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতকগণ! গলায় দড়ি দিয়ে মরগে।

[গোপালের হাতে হাতে প্রস্থান।

মহে। আনন্দময়, আমার স্ত্রী কোথায়?

আন। তোমার পাপের বিষময় ফলের কথা শুনবে? তিনি উন্মাদ হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন।

মহে। একজনের বিশ্বাসঘাতকতার এত ফল হল! কি আগুনই জ্বালেম। চারি দিক দগ্ধ হল। ও—হ! (উপবেশন ও শিরে করাঘাত) পরমেশ্বর তুমি এ রোষীকে মার্জ্জনা করও না। দণ্ড দেও। যুবরাজ, মহারাজ কোথায়।

বিদ্যা। পরলোকে। তুমি তাঁকে এ সংসারে থাকতে দিলে না।

মহে। রে পাপাত্মা মহেন্দ্র, তোরই এই কীর্ত্তি। যুবরাজ, আমি তোমাকে মারলেম। যুবরাজ, যুবরাজ—(লম্ফমান হইয়া বিদ্যের চরণে পতন)।

বিদ্যা। ওঠ, আমি তোমাকে মার্জ্জনা করলাম। তুমি এমন করে আর কাতরো না, আমাকে আর অস্থির কর না। আমি যাই (মহেন্দ্রের এক পার্শ্বে নীরব হইয়া উপবেশন) ভাই হরিপ্রসাদ, ভাই আনন্দময়, বক্তিয়ার খিলিজি, আমি যাই বিদায় দাও।

সকলে। (নীরব হইয়া রোদন)

বিদ্যা। বক্তিয়ার, আমার অর্দ্ধাঙ্গ হরিপ্রসাদ ও আনন্দময় রইলেম, ইহাঁদিগকে মিত্র তুল্য জ্ঞান করও।

বক্তি। অন্যথা হইবে না।

বিদ্যা। অমনি জন্ম তুমি, বিদায় হলেম। যদি পুনর্ব্বার জন্ম হয় যেন তোমারই সন্তান হই, কিন্তু তখন যেন তোমার স্বাধীনতা পাপ মোচন হয়। মা, বিদায় হলেম। (মৃত্যু)।

মহে। জীবনে আর কাজ নাই। মা গঙ্গা পাতকীকে নেও। (বেগে গমন ও জলপ্রদান।)

হরি। হা বিদ্যাই, বিদ্যাই, বিদ্যাই! (মৃতশরীর গাঢ় আলিঙ্গন)

সচরাচর যে সকল নাটক দেখিতে পাওয়া যায় এখানি তাহার অনেক উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কেবল গল্পটী মনোহর নহে সাজান হইয়াছে এরূপ নয়, রচনাও মনোহারিণী হইয়াছে। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিদের যথা বার্ত্তাগুলি অতিসুন্দর হইয়াছে।

৪। প্রভাত সমীর (৭) এখানি দৈনিক সমাচারপত্র। বাঙ্গলা ভাষায় যে কয়খানি দৈনিক সংবাদ পত্র আছে, এখানি তাহার সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে বটে কিন্তু ইহা সম্পূর্ণাবয়ব হয় নাই। ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনেক বাকি আছে। পত্রিকার ধরণ দেখিয়া আমাদিগের বিলক্ষণ বিশ্বাস হইতেছে, সময় দক্ষ যদি উৎসাহ পান, সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি ক্রমে পূর্ণ হইয়া আসিবে।

বিবিধ সংবাদ।

২০ এ মাঘ সোমবার।

গত নবেম্বর মাসে ব্রিটিশ রাজ্যে ৮০৫৯ টাকা মূল্যের ৪৩১১ মণ তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

১৪ ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে হাসোয়ে বিলক্ষণ বৃষ্টি ও শিলা বর্ষণ হইয়াছে, ঐশুটের মধ্য বিশেষ। শিলা দ্বারা বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে। গোধান পাকার সম্ভাবনার বড় ক্ষতি হইয়াছে।

ভক্সা যুদ্ধের এক প্রকার শেষ হইয়াছে, একজন ভিন্ন আর তাবৎ বন্দীকে মুক্ত করা হইয়াছে। ভক্সরা তাহাদের নিকট হইতে যতিযাদি যে সকল সম্ভ্রান্তলোক সন্ধানের মত গ্রহণ সে গুলিও ফিরাইয়া দিয়াছে। সৈন্য ও আফিসরেরা এক্ষণে প্রত্যাগমনের উদ্যোগে আছেন।

লক্ষ্ণৌএ একটী সামাজিক বিজ্ঞান সভা স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে। আপাতত চাঁদা দ্বারা ৮ হাজার টাকা সংগ্রহ ও তাহা তত্ত্বাবধারণ অনুরীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রাদি ক্রয় করা হইবে।

বোম্বাইর বণিকগণ এবং কোম্পানীরা ২৯এ জানুয়ারি বেলা ৩ ঘণ্টার সময় একত্র হইয়া কর্ণেল পেলি সম্বর্দ্ধনা করেন। কর্ণেল পেলি সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন, পুলিস কিম্বা সৈনিক দ্বারা তাঁর দেশে অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। বোম্বাইর সাধু সমুদায় বিনীত পত্র পাঠিয়ার কর্ণেল তাঁর লইয়াছেন। কর্ণেল পেলি বলেন যখন তিনি (৪) বলিকাতা বীরন হেতে মুক্তিত।

কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তখন ট্রেজরিতে ১ দুই সহস্র টাকা ছিল মাত্র। কিন্তু এক্ষণে ৬৫ লক্ষেরও অধিক টাকা বাকির হইয়াছে। কর্ণেল পেলি বলিলেন গবর্ণমেণ্ট উক্ত রাজ্য গ্রহণ করিবেন এ আশঙ্কা নাই। সর্দারেরা অসন্তুষ্ট নন। তাঁহারা বলিয়াছেন, কর্ণেল পেলির কথায় তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

গবর্ণমেণ্ট টঙ্কের নবাবের নিকট হইতে রাজস্ব ও পুলিষের কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ডেপুটেণ্ট কমিশনর ও ডিষ্ট্রীক্ট আফিসরেরা এই সকল কার্য্য চালাইবেন।

আমীর খাঁর পুত্র সর্দার আবদুল রহমান খাঁকে কলীয়া মাসিক একশত টাকা দিতেছেন। ইনি এক্ষণে সমরখন্দে রহিয়াছেন। কলীয়ার কি অর্থাৎ এই পেন্সন দান? না কোন বিশেষ শুভফল লাভের উদ্দেশ্য আছে?

মান্দ্রাজের গবর্ণর হরবার সাহেব পর্ব্বত গমনের উদ্যোগে আছেন। পর্ব্বতের এমনি আকর্ষণী শক্তি যে আজিও শীতের অবসান হয় নাই ইহার মধ্যেই টান ধরিয়াছে।

পোষ্ট আফিসের কর্তৃপক্ষ এরূপ বন্দোবস্ত করিতেছেন যে ভারতবর্ষে মনি অর্ডর বাহির করিলে, সে মনি অর্ডরের টাকা সিংহলেও পাওয়া যাইবে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্য সংক্রান্ত রিপোর্ট দ্বারা জানা যায় মিরটে বৃষ্টির অত্যন্ত প্রয়োজন। ঝাঁসিতে ও আগ্রার কোন কোন স্থানের ও মটরের অত্যন্ত অনিষ্ট করিয়াছে। দেরিলিতে দুই এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় বিলক্ষণ উপকার হয়।

এক্ষণে চিফ্ কর্ম্মচারিরা যে সকল পদ অধিকার করিয়া আছেন উহার কয়েকটী উপযুক্ত এদেশীয়দিগকে দিবার জন্য একটী আইন করা হয় এই বলিয়া গবর্ণর জেনরল ষ্টেটসেক্রেটারিকে পত্র লিখিয়াছেন। অনেক দিন অবধি এ চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু লোকের মধ্যে এক এক জনের উঠিতেছে এবং বাপের নামের জোরে উহাকে তাঁসা করা হইতেছে।

মান্দ্রাজ টাইম্স বলেন, মফস্বলের আদালতে বিশেষতঃ ফৌজদারী আদালতে প্রায়ই অবিচার ঘটিয়া থাকে, ইহার নিবারণার্থ হাইকোর্টের জজেরা মধ্যে মধ্যে সার্কিট কোর্ট করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতেছেন। হাইকোর্টের একজন জজ ঐ কোর্টের সভাপতি হইবেন।

বেঙ্গল টাইমস কাছাড় হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, এ বৎসর লুসাইরা আবার উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। প্রায় দুই হাজার লুসাই মণিপুর ষ্টেট আক্রমণ করিয়াছে। মণিপুরের পোলিটিকাল এজেণ্ট ব্রাউন সাহেব সিলচরে গিয়াছিলেন। তিনি অবিলম্বে মণিপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

গত ২৬ এ জানুয়ারি বোম্বাইয়ে পোর্ট কানিঙ্গ কোম্পানির অংশধারিদিগের এক সভা হইয়া ধরমসাই পল্লাভাই কোম্পানিকে ইহার সেক্রেটারি ধনাধ্যক্ষ ও এজেণ্ট নিযুক্ত করা হয়। সভাপতি বলেন কোম্পানির চাউলের কল উঠাইয়া পাটের কল করিবার যে প্রস্তাব হয় তাহাতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। কোম্পানি চাউলের কলই রাখুন আর পাটের কলই করুন কাজের সুব্যবস্থা করিতে না পারিলে লাভবান হইতে পারিবেন না।

এম কার্ভিলাও ডিসেসেপাস লিখিয়াছেন, ২০ বৎসর পূর্ব্বে সুরেজ বোজকে প্রায় বারি বর্ষণ হইত না, সুরেজ খাল হওয়া অবধি তথায় বিলক্ষণ বৃষ্টি হইতেছে। এমন কি তত্রত্য গৃহাদি টাইল দিয়া রীতিমত আচ্ছাদিত করিতে হইতেছে। খাল হওয়া অবধি উক্ত স্থানের টৈস পর্ক এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৮৪ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২১২ জন উত্তীর্ণ হয়। মাইসচণ্ডেণের ৫৩ অধিক ছাত্র কলুটোলা হইবার এই কারণ নির্দ্দেশ করেন, প্রবেশিকা পরীক্ষায় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রবেশ করিবার সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, এজন্য লোকে ভাল রূপে প্রস্তুত না হইয়াই পরীক্ষা দেয়, কৈশাৎ উত্তীর্ণ হইতে পারিলে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম লাভ, না পারিলে পুনরায় পরীক্ষা দেয়। যদি এরূপ হয় প্রথম আটের পরীক্ষা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে প্রবেশের নির্দ্দিষ্ট করিলেই হইতে পারে।

সম্প্রতি কলীয়ার যে ভ্রমণ হইয়াছে তাহাতে জানা যায় কলীয়া রাজ্য ৪০০২২৭ বর্গ মাইল বিস্তৃত, পৃথিবীর যে পরিমাণ স্থানে মানুষের বাস আছে ইহা তাহার ষষ্ঠাংশ হইবে।

২১ এ মাঘ মঙ্গলবার।

ঢাকা প্রকাশ লিখিয়াছেন প্রতিবৎসর ঢাকা হইতে তের লক্ষ আটাত্তর হাজার গরুর চামড়া রপ্তানী হইয়া থাকে। এই কথা লিখিয়া পরে লিখিয়াছেন "অনেক সময়ে মৃত সংগ্রাহকেরা বিষ খাওয়াইয়া গোবধ পূর্ব্বক চামড়া উঠাইয়া লয়।" আমরা অনেকদিন অবধি পূর্ব্বাঞ্চল হইতে এই অভিযোগ শুনিতে পাইতেছি। এটী সত্য কি না তাহার অনুসন্ধান করিয়া নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

হিন্দু হিতৈষিণীতে লিখিত হইয়াছে "ঢাকা বাঙ্গালা বাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র দাস ঢাকা পোগস স্কুলের যে ছাত্র আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত স্কুলের প্রথম হইবে, তাহাকে একটী স্বর্ণপদক (মেডেল) এবং যে ছাত্র উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় হইবে, তাহাকে একটী রৌপ্য পদক প্রদান করিবেন।"

গুইকুমারের ভূতপূর্ব্ব প্রাইবেট সেক্রেটারি দামোদর পন্থ (এক্ষণে ইনি বেলিগেলিতে বন্দী আছেন) স্বীকার করিয়াছেন যে বিষপান করাইবার বিষয়ে তিনি লিপ্ত আছেন।

রবিবার সন্ধ্যাকালে সার জন বাহাদুর ঘোড়া হইতে পড়িয়া অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এবার লাডকে ২৮০০০০ টাকার বাণিজ্য হইয়াছে। এত টাকার বাণিজ্য এখানে আর কখন হয় নাই।

পুনার মিউনিসিপালিটী উক্ত নগরে জল আনিবার জন্য ২৩১২১১ টাকা ব্যয় করিবার সংকল্প করিতেছেন।

২২ এ মাঘ বুধবার।

সার রিচার্ড মীড ১০ ই ফেব্রুয়ারি বাঙ্গেলোর হইতে বরদা যাত্রা করিবেন।

সার জঙ্গ বাহাদুর ক্রমে স্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন।

ডাক্তার ডবলিউ বরমন সাহেব আপাততঃ পূর্ব্ব বাঙ্গালার স্কুল সমুহের ইনস্পেক্টর হইয়াছেন।

ন্যাসনলিষ্ট নিউস বলেন, সার রিচার্ড ওয়েষ্ট টেম্পল মার্চ্চ মাসের ১০। ১৫ ই তথায় গমন করিবেন। টেম্পল সাহেব এবার কিছু অধিক দিন তথায় থাকিবেন।

মহীন্দ্র বিভাগের দুই থানায় লোকে এই বলিয়া সাধারণ প্রার্থনা করিয়াছে যে তাহাদের বৈরি শুক পশু জলপ্লাবনে এবং দুর্ব্বিসহ সকল শিশু বর্ষণে নষ্ট হইয়াছে। উহাদের অবস্থার বিষয় অনুসন্ধানার্থ এক জন আসিষ্টাণ্টকে পাঠান হইয়াছে।

সেদিন লক্ষ্ণৌয়ের তিন ক্রোশ দূরে সীতাপুর নামায় একটী ভয়ানক ডাকাইতি হওয়া গিয়াছে। ডাকাইতেরা চারি খানি গাড়ি আটক করিয়া আরোহীদিগের অর্থাদি লুটন ও তাহাদের যার পর নাই দুরবস্থা করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই পুলিষ চৌকীর অর্দ্ধ ক্রোশের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে, এবং ডাকাইতেরা অকাণ্ড সাধন করিয়া চলিয়া গেলে পর পুলিষের দর্শন পাওয়া যায়। হাঙ্গামের সময় পুলিষকে পাওয়া প্রায় কোথায়ও ঘটে না। গোলমাল চুকিয়া গেলে পুলিষ আসিয়া ভদ্র লোক ধরিয়া বীরত্ব প্রকাশ করেন।

তুলা কমিসনর কর্ণাক সাহেব মাসিক ৩ হাজার টাকা বেতনে বারাণসীর অধিষ্ঠাতা এজেণ্ট হইয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে ইংলিসম্যান বলিয়াছিলেন, রবার্টস সাহেবকে আগ্রার জন্য কলিকাতায় পেরিফ করা হইয়াছে কিন্তু ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, রবার্টস সাহেব উক্ত পদে নিযুক্ত বা মনোনীত কিছুই হন নাই।

হুজোম যে বলিয়া গিয়াছেন কলিকাতা আজব সহর, তাহা অসম্ভব নয়। কলিকাতায় সম্প্রতি এক নূতনবিধ ব্যবসা আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতায় একটী কোম্পানি কংগ্রেস মহলে এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তাঁহারা যত আবশ্যক উত্তম বক্তৃতা দিতে পারেন। এই নূতন পথা জাহাজে করিয়া পাঠাইতে হইলে কি আমদানী রপ্তানী শুল্ক লাগিবে?

২৩ এ মাঘ বৃহস্পতিবার।

গত কল্য জিয়াগঞ্জের পান্না কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

দেবী রাণের ঘাট হইতে কালীপুর পর্য্যন্ত গঙ্গার ধারে যে নূতন রাস্তা হইতেছে উহার কিয়দংশ নির্ম্মাণার্থ লেপ্টনণ্ট গবর্নর পৌর কমিশনরদিগকে ৬৩ হাজার টাকা ব্যয় করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

১৮৭২ অব্দের ১ লা জানুয়ারিতে গ্রেট ব্রিটেনে ১৩৭ খানি প্রাত্যহিক সংবাদ পত্র প্রচারিত হয়। তন্মধ্যে ইংলণ্ডে ৯২, স্কটলণ্ডে ১৫ এবং আয়ারলণ্ডে ১৮ খানি প্রচারিত হয়।

অদ্য অপরাহ্ণে গবর্ণর জেনরল ত্রিচিনাপল্লির রাজার গবর্ণমেণ্ট হাউসে এক দরবার করিয়া সাধুর সন্তোষ করেন।

বাঙ্গালা দেশীয় দুর্ভিক্ষ কণ্ডের জন্য মান্দ্রাজে ১২৭১২৩ টাকা সংগৃহীত হয়। ইহার মধ্যে কলিকাতায় ১০৫০০০ টাকা প্রেরিত হইয়াছিল, অন্যান্য ব্যয় বাদে কমিটীর হস্তে এক্ষণে উদ্বৃত্ত ২১৩৭৫ টাকা আছে।

ব্রহ্মদেশে এক্ষণে কাপাস বপনের যেরূপ কল প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে মাসে এক কোটি ৭০ লক্ষ গজ কাপাস প্রস্তুত হইতে পারে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াতে কলিকাতা ছোট আদালতের কর্ম্মচারি সংখ্যা এইরূপ লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টিয়ান ১৪, হিন্দু ১০০, এবং মুসলমান ৪১।

সম্প্রতি হাইকোর্টে দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত একটী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। দুর্ভিক্ষ কালে এক ব্যক্তি এক জন আফিসারের নিকট হইতে টাকায় ১৬ সের দরে চাউল ক্রয় করেন, এই কথা থাকে তিনি দুর্ভিক্ষ [illegible] কলিকাতা বিক্রি করিয়া [illegible] মণ করা টাকায় ১২ সের বিক্রয় করেন। সেসন কোর্টের [illegible] এই [illegible] অপরাধ করিয়াছেন কি না, কাউন্সেলের বিচারপতিরা এই [illegible] করিয়াছেন যে ইহা তাঁহাদের অন্যায় লাভ বা তাহাতে অন্যায় ক্ষতি কিছুই হয় নাই। অতএব ইহা বোধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

বাঙ্গালা দেশে যে উত্তম মেষপুচ্ছ শুষ্ক জন্মিতে পারে তাহা নিশ্চয় প্রমাণ হইয়াছে। ডাক্তার শিপ বলেন, ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে রামনগরে মেরিনো বীজ যে রোপণ করা হয়, গত বর্ষে তাহার উত্তমরূপ বৃদ্ধি হইতেছে। এ দেশে মেষপালের উন্নতি যাহাতে হয় সেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সে বিষয়ে বিলক্ষণ চেষ্টা আছে।

পঞ্জাবে বৃষ্টির অভাবে শস্যের মূল্য ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে।

আলোকাবাদে এক ব্যক্তিকে সর্পে দংশন করে, কিন্তু জনশ্রুত ঔষধিদ্বারা তাহার আরোগ্য লাভ হইয়াছে।

আগ্রা [illegible] ও ঝাঁসি [illegible] দুর্ভিক্ষ কালে [illegible] কার্য্য করা [illegible] পাকা পুরুষ স্ত্রীলোক ও বালককে নিযুক্ত করা হয়।

বর্ত্তমান বড়মাপের গোলযোগ সম্বন্ধে কতক গুলি দেশীয়ের এই জনরব তুলিয়াছে, আগামী এপ্রেল মাসে বাহাদুর ষ্টেটের [illegible] কর ধার্য্য। এক ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে। বোম্বাইয়ে এ জনরব বিশেষ [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক জন ধনী স্থানে এই জনরব লোপ করিতেছে।

ভরাডেঙ্গে একজন মুসলমান একটী যুবতীকে চুম্বন করে। তাহার টাকা জরিমানা দিয়া হয়। সে [illegible] এক সময় [illegible] টাকা দেন।

বোম্বাই গোজেট বলেন, সার লুইস পেলি গবর্ণর জেনরলের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, যে ব্রিটিশ শিবিরে থাকিতে গুইকুমারের যদি অসুবিধা হয়, তিনি তাঁহার মনোমত কোন স্থানে থাকিতে পারেন। গুইকুমার তদনুসারে মন্ত্রিসভা নামক তাঁহার বাটীতে থাকিবার অভিলাষ করিয়াছেন। তিনি অদ্য হইতে উক্ত বাটীতে থাকিবেন।

আগামী কল্য গ্রাণ্ট ডফ সাহেব গ্রেট-মাসনরাল থিয়েটরে নাসরপণ নাটকের অভিনয় দর্শন করিতে যাইবেন।

গত বুধবার কেশব বাবুর বাটীতে সহস্র সংখ্যা সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল। গ্রাণ্ট ডফ, অনরেবল সার উইলিয়ম মিউর জষ্টিস ফ্রীয়ার প্রভৃতি অনেকগুলি ইউরোপীয় এবং বেডিয়ার রাজকুমার রায় রাজেন্দ্র মল্লক বাহাদুর রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন। মৌলা বক্স সঙ্গীত ও বীণা এবং জল তরঙ্গ বাদন দ্বারা সকলের চিত্ত রঞ্জন করেন।

আফিসরদিগের নিতান্ত স্বাধীন অবস্থার মর্ম্ম যে গবর্ণর জেনরল এই আস্থা প্রচার করিয়াছেন, যখন কোন আফিসর মুখেই হউক, কিম্বা লিখিয়াই হউক কোন বিষয় কোন বেশীর শাসনকর্ত্তার গোচর করিবেন, তিনি যেন তৎক্ষণাৎ তাহা গবর্ণর জেনরলের নিবেদনার্থ প্রেরণ করেন।

ইণ্ডিয়ান্‌ বলেন, জলন্ধরের কমিশনর এবং পঞ্জাবের হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রতিনিধি জজ মেলভিল সাহেব বরদা কমিশনের অন্যতর সভ্য হইয়াছেন। প্রতিদিনই প্রায় উক্ত কমিশন এক এক জন সভ্য নিযুক্তের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত কাহার কিছুই ওপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কোন কোন ব্যক্তি উক্ত কমিশনের সভ্য হইলেন ইহাতে আফিসরদিগের কোন সংবাদ থাকিবে নাই। ইহাতে সংবাদ আসিলে তবে এ বিষয় বলা হইতে পারে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে কিছু কড়া শাসনকর্ত্তা বলিয়া পিয়নিয়র লিখিয়াছেন। উক্ত পত্র বলেন, মিরটের কোন আফিসর লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বুলন্দেশ্বরে গমন করেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কিরূপে আসিলেন, তিনি বলিলেন বিদায় না লইয়া আসিয়াছেন, ইহাতে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলিলেন তিনি যত শীঘ্র ফিরিয়া যাইতে পারেন ততই ভাল, কারণ তাঁহার যত দিন বিলম্ব হইবে তত দিনের জন্য তাঁহার বেতন কর্ত্তন করা হইবে। উক্ত পত্র বলেন একটী কিছু অধিক কড়াকড়ি হইয়াছে, উক্ত সম্পাদকের মতে কি আফিসরদিগকে কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া গায়ে বাতাস দিয়া বেড়াইতে দিলেই ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রকাশ পায়?

জানুয়ারি মাসের প্রথম পক্ষে অযোধ্যা হইতে ১৯৬৫১৭ মণ শস্য বিদেশে রপ্তানী হয় এবং ৩৯০২৪ মণ শস্য (ইহার অধিকাংশ চাউল) আমদানী হইয়াছে।

বরদা রাজা গ্রহণ না করাতে গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিয়া পুণার লোকেরা গবর্ণর জেনরলকে যে এক অভিনন্দন দেন, কয়াছিল সেইরূপ একটী অনুষ্ঠানের উদ্যোগ হইতেছে।

গত কল্য গবর্ণর জেনরল ত্রিবাঙ্কুরের রাজার সহিত তাঁহার বালীগঞ্জস্থ বাটীতে সাক্ষাৎ করেন। রাজার দেওয়ান শাঙ্কিয়া শাস্ত্রী গবর্ণর জেনরলকে লইয়া যান।

মদ্রাজের লোকেরা কৃষ্ণ নগর কালেজের প্রিন্সিপাল লেথব্রিজ সাহেবকে তথায় রাখিবার জন্য লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরকে যে অনুরোধ করেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। লেথব্রিজ সাহেব কৃষ্ণনগর কালেজেই রহিলেন।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন সর্দ্দার মকুব খাঁকে এক্ষণে বিশেষ সতর্কতা সহকারে রক্ষা করা হইতেছে, কাহাকেও তাঁহার নিকট যাইতে দেওয়া হয় না। তাঁহার মাতাকেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইতেছে না। উক্ত সংবাদদাতা কহার এই কারণ নির্দ্দেশ করেন, মকুবের শ্বশুর খাঁ আকা ১২ হাজার টর্কোমান লইয়া আমিরের বিপক্ষস্থ সৈন্য গণকে পরাভব করেন, শত শত সৈন্য হত ও একজন সেনাপতি হত হন। আমীরের একদল সৈন্য খাঁ আকার সহিত যোগ দেয়। অবশিষ্ট সৈন্যগণ ভয়ে পলায়ন করে। শুনা যাইতেছে খাঁ আকার অধীনে এক্ষণে ১৮ হাজার সওয়ার ও বহু সংখ্যা পদাতিক সৈন্য রহিয়াছে। খাঁ আকার এত সৈন্য সংখ্যা শুনিয়া আমীরের সৈন্যগণ হতাশ্বাস হইতেছে। খাঁ আকার ঐ সকল সৈন্য কোরাণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে তাহারা আমীরের সৈন্য গণকে হিরাটে প্রবেশ করিতে দিবে না। এবং তাহারা মকুবের মুক্তি পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজা মাদ্রাজ যাইবার সময় কোচিনের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কোচিন আর্গস বলেন, দুই রাজা কিছুক্ষণ পরস্পর কথোপকথন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী একটী গৃহে প্রবেশ করেন, এই গৃহে তাঁহারা প্রায় এক ঘণ্টাকাল থাকেন, তথায় অন্য কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। ইহাতে কি কোচিন আর্গসের শঙ্কা হইয়াছে? এ বিষয় বিতর্কনা সন্দেহ নাই।

মাদ্রাজের মেডিকাল কালেজে স্ত্রীলোক সকল অধ্যয়নার্থ প্রবেশ করিতেছে। একটী ছাত্রী বিলক্ষণ উন্নতি লাভও করিয়াছে। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যাহাতে ছাত্রীরা উপাধি লাভের চেষ্টা পায় তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের নিকট হইতে আপাততঃ বেতন গ্রহণ করা হইবে না। ইহারা অন্যান্য ছাত্রিগণের সহিত লেকচর শুনিতে পাইবে, কেবল ধাত্রী বিদ্যা শল্য চিকিৎসা এবং শারীর তত্ত্ব প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ে লেকচর শুনিবার জন্য ইহাদের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, আবদুল খাঁ সাগাসিনের জিলকে কাবুলে উড়াইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার সম্পত্তি সকল ক্রোক করিয়াছেন। সীমানের হাকিম আযম খাঁকে লিখিয়াছেন আবশ্যক হইলে তুমি সীমানের ট্রেজরি হইতে যত ইচ্ছা টাকা লইতে পারিবে। আযম খাঁ এক বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানাইয়াছেন, যাঁহারা মোজমদারের নিকট পেন্সনাদি পাইতেন, এক্ষণে আমীর নিয়ার আলী তাঁহাদিগের সেই পেন্সন বন্ধ করিয়াছেন। তিনি

তাঁহাদের সেই সকল বৃত্তির বন্দোবস্ত করিবেন। আমুর খাঁ ৩০০০ সওয়ার এবং কয়েক রেজিমেণ্ট সৈন্য কয়াতে পাঠাইয়াছেন, এবং কান্দাহারের হাকিম সফদার আলি খাঁও কতকগুলি সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

আমাদের কোন সহযোগী বলেন, গুইকুমারের বিচারার্থ যে কমিসন বসিবে, যদি তাঁহার দোষ প্রমাণ হয় উহারা তাঁহার দণ্ড বিধান করিতে পারিবেন না। এ বিষয়ে কেবল তাঁহারা তাঁহাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারিবেন মাত্র। বোম্বাই গেজেট বলেন, যে কোর্ট কোন ব্যক্তির বিচার করিতে সক্ষম সে কোর্ট তাহার দণ্ড বিধানে সক্ষম না হইবেন কেন?

গত জানুয়ারি মাসে ২,৯৭৩ জন ভারতবর্ষীয় চিত্রশালিকা দর্শনার্থ গমন করেন। এদেশীয়দের মধ্যে ১৯০৩ পুরুষ ও ৩১২৮ স্ত্রীলোক এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে ৮১২ পুরুষ ও ৫২৮ স্ত্রীলোক গমন করেন। প্রাতাহিক দর্শকের সংখ্যা গড়ে ৮০৬ হইয়াছিল।

গত শুক্রবার রাত্রিতে মুন্সী আমীরআলী খাঁ বাহাদুর তাঁহার বাটীতে ইরাণ দেশের রাজদূতকে মহাসমারোহে এক ভোজ দিয়াছেন।

২৩ এ জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫০১৭৩০ টাকা আয় হয় গত বৎসর ঐ সময় ৪৬৮৭২০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে ১৬১৯০ টাকা কম আয় হইয়াছে। জব্বল পুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ৩৪৮৮০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৩৮৪৭০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে এবৎসর ৩২৮০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

৪ এ মাঘ শুক্রবার।

বঙ্গদূত বলেন "গোয়ালন্দ ষ্টেষণ উঠিয়া যাওয়াই নিশ্চয় হইয়াছে। আগামী বর্ষার আগমন হইতে না হইতেই রেলওয়ে কোম্পানি গোয়ালন্দ হইতে তাঁহাদের ষ্টেষণ তুলিয়া নিতে যত্নবান হইয়াছেন। ষ্টেষণ উঠাইয়া ফরিদপুরের পাটুরিয়া নামক স্থানে স্থাপিত হইবে।"

সত্য প্রকাশে লিখিত হইল "এক মুসলমান ও এক বেশ্যা একটী বালিকাকে বেশ্যা বৃত্তি করাইবার উদ্দেশে বিক্রয় করাতে হাইকোর্টের সেসনে উভয়ের এক বৎসর মিয়াদ হইয়াছে।"

গুইকুমারের প্রার্থনানুসারে ভারত ব্রিটীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, ২৩ এ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাঁহার বিচার কার্য্য আরম্ভ হইবে না।

বীজন ব্রীমের রাজা ২৪ ফেব্রুয়ারি মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন।

জয়পুরের রাজা বরদা কমিশনের অন্যতর সভ্য হইবেন।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, খাজে আগানুল্লা ১ লক্ষ টাকায় বরেল গঞ্জ ষ্টেটটী ক্রয় করিয়াছেন।

অনরেবল আশলি ইডেন সাহেব গবর্ণর জেনরলের ব্যবস্থাপক সভার একজন অতিরিক্ত সভ্য হইয়াছেন। গত কল্য তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

এক খানি ফরাসী সংবাদ পত্র লিখিয়াছেন, প্রুশিয়ার সহিত ফ্রান্সের যে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাতে ফ্রান্সকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থদিগকে যে টাকা দিতে হয় তাহা এবং যুদ্ধের অন্যান্য ব্যয় সমুদায় ধরিলে ৩৭২০০০০০০০ টাকা হয়।

কাপ্তেন বটলার বসিয়া পর্ব্বতে জরিপ করিতে যাওয়াতে নাগাদের সহিত তাহার একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। রংরাজদের দুই জন আহত এবং নাগাদের ১৮ জন হত হইয়াছে। কাপ্তেন বটলার ৬৪ দের কুটীরে আগুন দিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

১১ মাঘ শনিবার।

ভারত সংস্কারকে লিখিত হইয়াছে "লক্ষ্মীকান্ত পুরের জমীদার বাবু শ্যামচরণ পুলিস্তও মহাশয়ের বাটীতে পল্টন সিং নামে একজন হিন্দুস্থানী ৪০ বৎসর কাল দ্বার রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। শুনা যায় উক্ত দ্বারবান অনেক কারফেরে প্রায় ৪০।৫০ হাজার টাকা সংগ্রহ করে। পল্টনের এক জাতুষ্পুত্র ভিন্ন অন্য উত্তরাধিকারী ছিল না। সেই জাতুষ্পুত্রটী উহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত এবং উপস্থিত ঘটনার পূর্ব্বে কাল গ্রাসে পতিত হয়। পল্টন এই জাতুষ্পুত্রের আদ্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রদেশস্থ যাবতীয় হিন্দুস্থানীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্র করে, কিন্তু যৎপরোনাস্তি কৃপণ স্বভাব বশতঃ উক্ত নিমন্ত্রিত গণের জন্য অতি যৎসামান্য ভোজের আয়োজন করে। এই জাতীয় হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত সম্পন্নাপন্ন, তাহারা মধ্যে মধ্যে স্বজাতীয়দিগকে সম্মান করিয়া ভোজ দিয়া থাকে। কিন্তু পল্টন সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতর হইয়াও এ পর্য্যন্ত একবারও স্বজাতীয়দিগের সম্মান রক্ষা করে নাই। তাহাতে অপরাপর হিন্দুস্থানী তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট ছিল। বর্ত্তমান ক্রিয়া উপলক্ষে হিন্দুস্থানী মাত্রেই আশা করিয়াছিল যে পল্টনের যখন এই প্রথম ও শেষ কার্য্য এবং যখন সে কার্য্যটী তাহার এক মাত্র উত্তরাধিকারীর উদ্দেশেই অনুষ্ঠিত হইতেছে, তখন সে আপনার অর্থ সঙ্গতির অনুরূপ আয়োজন করিবে।

কিন্তু তাহারা স্বচক্ষে পল্টনের ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে যথোচিত ভৎর্সনা করত ভোজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সক্রোধে প্রস্থান করিল। তদনন্তর লক্ষ্মীকান্তপুরের অতি নিকটে ঘাটেশ্বরা নামক গ্রামে সকলে একত্র হইয়া পল্টনের আচরণের যথোচিত প্রতিবিধান করিবার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিল। পরে বিগত পৌষ সংক্রান্তির দিবসে ১৫।২০ জন হিন্দুস্থানী একত্র হইয়া লক্ষ্মীকান্তপুরে উপনীত হইল। তখন রাত্রি ১ টা। পল্টন সিংহের পরিচিত একজন দ্বারবান, পুস্তকওদ্বিগের সদর বাটীর দ্বার দেখে আসিয়া পল্টন সিংহের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল এবং বলিল যে "শ্যাম বাবুর নামে একখানি জরুরি চিঠি আছে।" পল্টন সিং বলিল "শ্যাম বাবু বড় লোক তাঁহার পুত্রের সহিত আমার কি সম্পর্ক?" দ্বারবান বলিল যে "তাঁহার পুত্র মরিয়া গিয়াছে।" পল্টন সিং দ্বার খুলিয়া চিঠি লইতে দ্বারে অঙ্গুলি ক্ষুদ্র দ্বার খুলিবা মাত্র সকলে ও তৎসঙ্গে আর ৫।৬ জন দেরচর মধ্যে

আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। পল্টন সিং আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "এত লোক কেন?" তাহাতে তাহারা কিছু না বলিয়া সদর দ্বারের কবাট মুক্ত করিয়া দিলে সমস্ত দল ষ্টেটের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং পল্টনকে উলঙ্গ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পরিধের বস্ত্র দ্বারা তাহার মুখ ও গলদেশ বন্ধন করিতে লাগিল। পল্টন ইতিমধ্যে ষ্টেটের অন্য দুইজন হিন্দুস্থানীকে তরবারি বাহির করিতে বলিবার অবকাশ মাত্র পাইয়াছিল। দস্যুরা পল্টনের গলদেশের বস্ত্র সজোরে এরূপ করিতে লাগিল যে পল্টন শীঘ্র অবাক ও অজ্ঞান হইয়া পড়িল। পরে তাহারা পল্টনকে মৃতপ্রায় রাখিয়া সংযুক্ত একটী বাগানের ঝোপের মধ্যে ফেলিয়া দিল এবং আর দুইজনকেও তৎক্ষণাৎ প্রায় তদবস্থাপন্ন করিয়া ফেলিল। এই কার্য্য গুলি এরূপ নিঃশব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল যে ষ্টেটের অব্যবহিত পার্শ্বস্থিত বৈঠকখানার লোকেরা এ ঘটনার বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারে নাই। ষ্টেটের এক পার্শ্বে কয়েকটী আম কাঠ নির্ম্মিত সামান্য সিন্দুকে পল্টনের সম্পত্তি থাকিত, দস্যুগণ উহার কয়েকটী সিন্দুকের তালা ভাঙ্গিয়া একটী সিন্দুক হইতে নগদ ২০,০০০ কুড়ি হাজার টাকার কয়েকটী তোড়া লইয়া আপনাদের মধ্যে বণ্টন পূর্ব্বক স্ব স্ব কর্ম্ম স্থানে প্রস্থান করিল। উহার একটী সিন্দুকের মধ্যে দুইটী নাস্য বন্ধক গহনাতে পূর্ণ ছিল, দস্যুগণ তাহা পরিচয়ের ভয়ে তাহা না লইয়া সংগ্রহিত একটী ঝোপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া যায়।"

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১লা ফেব্রুয়ারি। সিমলা আলফ্রেড সিকে সন প্রাপ্তির সংবাদ লইয়া যে ষ্টীমর [illegible] করিয়াছিল তাহা আইরিস ও অন্য সব সময় [illegible] সমাচার গ্রহণ করিয়াছেন।

১লা ফেব্রুয়ারি যে মেইল কলিকাতা ছাড়ে [illegible] তাহা অদ্য লণ্ডনে [illegible]

অদ্য কলিকাতা হইতে ২,০০,০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

রুসীয়ার মহতী সভায় ইংলণ্ড যে নিমন্ত্রিত হন, ইংলণ্ড সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই।

বৃহস্পতিবার লিবরাল দলের যে অধিবেশন হইবে তন ব্রাইট তাহার সভাপতি হইবেন।

সার উইলিয়ম ইারণ্ডেন বেলেটের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ২রা ফেব্রুয়ারি—এক্ষণে ইংলণ্ডের বাজারে ডিস্কাউণ্টের হার সাধারণতঃ শতকরা ৩ টাকা।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ফ্রান্সের জন্য ৬১৮০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৩রা ফেব্রুয়ারি—সাণ্টোগুর হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আলফন্সের সৈন্যগণের সহিত কালিষ্টদিগের মিলা নামক স্থানে একটী যুদ্ধ ঘটনা হয়। ইহাতে কালিষ্টরা পরাজিত হয়।

পাম্পিলুনা নামক স্থান শত্রু হস্ত মুক্ত হইয়াছে। সৈন্যগণ জয়োল্লাসে অগ্রসর হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৯ এ জানুয়ারি। ডবলিউ এস ওয়েলস কিছুদিনের জন্য ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

এফ ওয়াইব কিছুদিনের জন্য ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

এল বি, বিকিত কিছুদিনের জন্য মালদহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

টি, ব লেবসাহের বোর্ডোওভেরের ভূমি ও রাজস্ব বিভাগের এবং এফ, জে বেলগলড্স আকবর ও আবকারী মঙ্গল বিভাগের সহকারী হইলেন।

মুরশিদাবাদের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এস, এস, জেন্স সাহাবাদে বদলী হইলেন।

এ, ষ্টুকস কিছুদিনের জন্য ভগলীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বাঁকুড়ার [illegible] জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ মাকমুলেন হেকো বর্দ্ধমানে বদলী হইলেন।

ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ পুনঃ ত্রিহুত এক জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

হাজিলিঙ ডেরাইর তহসিলদার বাবু চন্দ্র ভূষণ চক্রবর্ত্তী ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু যদুনাথ সরকার কিছুদিনের জন্য বিহারে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, সি কে সাহেব নদীয়ার সদর ষ্টেশনে রহিলেন।

পুর্ণিয়ার সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ডবলিউ ডি বাটলসন্ উক্ত বাঙ্গালা ষ্টেট রেল ওয়ের পুলিসের ভার পাইলেন।

পূর্ণিয়ার ত্রিহুতের সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এস জে, কিলবি উক্ত বিভাগের পুলিসের ভার পাইলেন।

২৮এ জানুয়ারি। স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু আবকানাথ দত্ত বক্তার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সেক্রেটারি হইলেন।

এ, ডবলিউ ক্রফট বেহার বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর হইলেন।

কৃষ্ণনগর কালেজের প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল লেথব্রিজ সাহেব বঙ্গদেশের শিক্ষা কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

বিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

সংবাদদাতার পত্র।

বর্দ্ধমানের পত্র।

১। আমাদিগের রাজাধিরাজ মহারাজ মহাতাবচন্দ্র বাহাদুর গত কল্য রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় কালনা হইতে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তাঁহার সম্মানার্থ রীতিমত আগমনী উপস্থিত হইয়াছিল। অদ্য সমারোহ পূর্ব্বক দরবার হইবে।

২। আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে অত্রত্য সুযোগ্য সব রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্দ্ধমান রাজ্য সমাজের ইংরেজী বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনার্থ কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন। এ [illegible] ত আমরা দেশের যথার্থ বন্ধু ও পাত্র।

৩। অদ্য ১০ই মাঘের প্রভা [illegible] লিখিত হইয়াছে যে "বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী সাহেব গঞ্জ থানার অধীন পরই গ্রামের জনৈক দাস প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করায় প্রজাগণ জ্বালাতন হইয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে। বিচারে সেদিন জানুকরার বর্দ্ধমানের

ফৌজদারী আদালত হইতে দুই শত টাকা অর্থ দণ্ড দিবার আদেশ পাইয়াছেন, সম্পাদক এসংবাদটী কোথায় পাইলেন? বাস্তবিক তাহা নহে তালুকদারের দুইশত টাকার মোকদ্দমা লইবার আদেশ হইয়াছে। আইনমতে অর্থ দণ্ড ও মোকদ্দমার অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সম্পাদকের সে জ্ঞান নাই। প্রচারিকা স্থানীয় সংবাদ পত্রিকা, অভ্রান্ত বিচারপতিগণ তাহা দেখিয়া থাকেন। সংপ্রতি উক্ত তালুকদারের আর একটী মোকদ্দমা আছে, হয় ত অর্থদণ্ড শব্দ লেখার ভ্রম তালুকদারকে অন্য এক বিচারপতির নিকট অভিযুক্ত হইতে হইবে। শব্দটী শুনিতে ক্ষুদ্র কিন্তু ফলটী ভয়ানক!!

৪। আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে অত্রত্য মহারাজের সুপ্রসিদ্ধ "লিগাল মেম্বর" শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ সেন মহোদয় গত ৮ ই মাঘ মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি অতিশয় পরোপকারী, ও কার্য্য দক্ষ লোক ছিলেন, মহারাজ অযোধ্য পাত্রে লিগাল মেম্বরের কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া মৃত মহাত্মার আসনের অবমাননা না করেন ইহাই আমাদিগের অনুরোধ।

বীরভূমের সংবাদ।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। বীরভূমে গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ফল পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও অতি প্রীতিকর। প্রধান শিক্ষক শিববাবু একজন বিচক্ষণ শিক্ষক। যে অবধি তাঁহার হস্তে এ স্কুলের ভার ন্যস্ত হইয়াছে, সেই অবধি স্কুলটী উন্নতির দিকে ধাবমান হইতেছে। তাঁহার তুল্য শ্রমশীল কার্য্যদক্ষ শিক্ষক অতি অল্প দেখিয়াছি। এবারে বীরভূমের অধিবাসীদের তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র দেওয়া কর্ত্তব্য।

২। আমরা প্রায় বীরভূমের জজ সাহেবকে মধ্যে মধ্যে পীড়িত হইতে শুনিতে পাই। এমন অবস্থায় অধি প্রত্যর্থিদের অসুবিধা হইয়া থাকে কি না সহৃদয় পাঠক বিবেচনা করিয়া লউন। এস্থলে বক্তব্য সুবাডিভিসন জজ এ জেলায় নাই।

৩। বনয়ারী গঞ্জে একটী মেলা হইয়া থাকে এ মেলার কার্য্য প্রতিবৎসর পৌষ সংক্রান্তির দিন আরম্ভ হয়। এক সপ্তাহের অধিক কাল ইহার কার্য্য চলিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে যে ব্যয় হয়, তাহা বনয়ারী আবাদ রাজসংসার বহন করিয়া থাকে। ইহার উন্নতির দিকে কাহারো তেমন মাজিষ্ট্রেট ভগবান বাবুর বিশেষ মনোযোগ হইয়াছে। এ বৎসর এ মেলার কার্য্য অতি সমারোহে নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। এ উপলক্ষে তথায় একটী সভা হয়। এ অঞ্চলের যাবতীয় প্রধান প্রধান লোক নিমন্ত্রিত হন। বনয়ারী আবাদের মহারাজ সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। বহুবিধ বক্তৃতা হইয়া যায়। মেলার উন্নতি করিতে গেলে যাহা যাহা আবশ্যক হয় তৎ সমুদায়ই অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলার বিশেষ বৃত্তান্ত বারান্তরে দিবার মানস রহিল। তবে এ কার্য্যের জন্য ভগবান বাবুকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ অদ্য না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। বনয়ারীগঞ্জ কাটোয়ার অতি সন্নিহিত। বনয়ারী আবাদের মহারাজার এলাকাধীন।

২০ এ মাঘ
১২৮১।

উদ্ধৃত।

ঠাকুর বাড়ীর দ্বার রোধ।

(এডুকেশন গেজেট)

একটী শুভ সমাচার এই, ইংলণ্ডের ইষ্টইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন লর্ড সালিস্‌বরির নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন করিয়াছেন যে, পব্‌লিক্‌ওয়ার্ক বিভাগে ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চপদ দিতে হইলে তাহাদের ইংলণ্ডে আসিবার প্রয়োজন না রাখিয়া ভারতবর্ষীয় কর্ত্তৃপক্ষকেই এই রূপ ক্ষমতা দেওয়া হয় যে, তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতেই ভারতবর্ষের লোকদিগকে উক্ত বিভাগে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ইউরোপীয়দিগের সহিত সমপ্রসম্পন্ন ভারতবর্ষীয়েরা নির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষের রাজকার্য্য সকল প্রাপ্ত হয়, ইহা যখন মহারাণীর গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়, তখন মাঝ খানে এক বিলাত গমনরূপ আটক দিয়া সে অভিপ্রায় সিদ্ধির ব্যাঘাত করা হয় কেন? ইষ্ট ইণ্ডিয়া সভারও এরূপ আবেদনের ভাব এই, এতদ্দেশীয়দিগকে সেই সকল কর্ম্ম দিতে হইলে, অথচ তাহাদিগকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া ও ব্যয় করান তাহাদের পক্ষে হওয়া মাত্র।

"ঠাকুর বাড়ীর দ্বার রোধ" প্রস্তাবের শীর্ষ দেখে এই পংক্তিটী স্থাপন করিবার তাৎপর্য্য এই—আমাদের বঙ্গদেশের স্থলবিশেষে এই এক প্রথা প্রচলিত আছে যে, ঠাকুরের দোল যাত্রার দিনে ঠাকুর দোলমঞ্চ হইতে নামিয়া স্বীয় আবাস সন্নিধানে আসিবার সময়ে কতকগুলি লোকে ঠাকুর বাড়ীর দ্বারদেশ আটকাইয়া থাকে। ঠাকুরকে সেই বাধা ভেদ করিয়া বাটী প্রবেশ করিতে হয়। অর্থাৎ কতকগুলি লোক দ্বার আটক করে, আর কতকগুলি লোক তাহা ভেদ করিয়া ঠাকুর লইয়া বাটী প্রবেশ করে। আমাদের দেশের পক্ষেও সেইরূপ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অথবা উদারাশয় ইংরাজ মহোদয়েরা আমাদের বাটীর কর্ম্ম আমাদিগকে দিতে চাহেন, কতকগুলি কুপুত্র তাহাতে কুব্যাঘাত দেন এবং দ্বার আগুলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা জানেন না, ঠাকুরকে প্রবেশ করিতেই হইবে।

উপরি উক্ত প্রস্তাব লইয়া বোম্বাই গেজেট বলিয়াছেন "এতদ্দেশীয়দিগকে স্পষ্ট বলা ভাল যাহা নাচিবে না। এতদ্দেশীয়দিগকে যত্নসহকারে বড় বড় পদ দিতে থাকিলে ইংরাজদিগকে আর এ দেশে থাকিতে হয় না।" আশ্চর্য্য! মহাপুরুষ না হইলে এমন কথা বলিতে পারেন না। এতদ্দেশীয়দিগকে বড় কর্ম্ম দিলে ইংরাজদিগকে দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইবে, এরূপ ভাবা বা আগে থাকিতে এরূপ গণনা করিয়া রাখা কম ক্ষমতার কর্ম্ম নহে। দুঃখের বিষয়, অনেক ইংরাজে এ দেশে এতদিন থাকিয়াও এ দেশের লোকের স্বভাব চরিত্র ভাব গতি অদ্যাপি ভালরূপে বুঝিতে পারিলেন না।

বোম্বাই গেজেট ইষ্ট ইণ্ডিয়া সভাকে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষের সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা ভারতবর্ষীয়দিগের নিমিত্ত ভারতবর্ষেই গৃহীত হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয়দিগের ইংলণ্ডে আসিবার প্রয়োজন নাই, যাহারা কিছুদিন পূর্ব্বে এইরূপ প্রস্তাব করিতে পারিয়াছিলেন, উপরি উক্ত প্রস্তাব তাঁহাদের পক্ষে কখনই অসম্ভব বা বিস্ময়কর নহে। এ উক্ত পত্র আবার এ প্রস্তাব করিয়াছেন, যখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ষ্টেটসেক্রেটারির উপদেশ অনুসারে ভারতবর্ষে কোন কোন সিবিল সার্ব্বিসের নিমিত্ত ভারতবর্ষ হইতেই লোক নির্ব্বাচিত করিবার নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতেছেন, তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া সভার বর্ত্তমান প্রস্তাবের ফল কখনই অসম্ভব নহে।" বোম্বে গেজেটের সম্পাদক এ দেশের রাজ কার্য্যে ইংরাজদিগের প্রাধান্য রাখিতে চাহেন। ইহাতে কাহারও অমত নাই। ইংরাজেরা ক্ষেত্রজাত [illegible] বিজয়ীর অবশ্যই প্রধান। [illegible] ইংরাজদিগকে কতক গুলি [illegible] সে প্রাধান্যের লোপ হইবে, [illegible] নাই। ইংরাজলোকদিগকে [illegible] চাকরী অথবা অধিকাংশ [illegible] দেওয়া হয়, এমন [illegible] তবে তাঁহাদের প্রধানদিগকে কিছু [illegible] এই ইহাদের প্রার্থনা, ও কর্ত্তৃপক্ষেরও এই [illegible]

শস্যের মূল্য।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকায় নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত মূল্যে শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম চাউল	সামান্য চাউল।	ছোলা।	গম।
	সের	সের	সের	সের
বর্দ্ধমান	।৮৪	।৯৫	।৮।	।৬
বাকুড়া	।৬৸	।৮৸	।৫৸	।৫৪
বীরভূম	।৬	৪১	।৩৪	।২৪
মেদিনীপুর	।২	৪২	।৪	।২
হুগলী	৵৯৪-১০	।৩৩ ৭	।৩৩।৩৪	।৪
হাবড়া	।২	।৩	।৯	।৫৸
২৪ পরগণা	৵৭।	।৫।	।৪৪	।৪।-।৩
নদীয়া	।৪৪	।৩	৪০	।৩
যশোহর	।৪	।৮।	।৩৵	।৩৵
মুরশিদাবাদ	।২	।৮৪	।৯	।৮
দিনাজপুর	৪৩	৪৮	।০৪	।২৪
মালদহ	৪২-৪৩	৪৮	।৩	৪০
রাজসাহী	।৮৬-।৯৫৵	৪১৫৵	৪২৪	।৩৬৵।৮ ।৩০ ।৩৪
রঙ্গপুর	৵৯	৪২৪	।২৵	।২৬
বগুড়া	।৩৪	৬০	।২৪	।২
পাবনা	৵৮-৵৯	৪১	।৫	।৪।
রাজসাহী	৵৪	।২	৵৮	৵৭
জলপাই গুড়ি	।৩৪	৪৩৵	।২	।২
ঢাকা	।৭	৪০	।৫	।৪৪
ফরিদপুর	৵৩	৪০	।১	।২
বাখরগঞ্জ	।৩	৪০	।৩	
ময়মনসিংহ	।০	।৯৪	।৩৪	।২৪
চট্টগ্রাম	।৫	৪	।২	।০
নওয়াখালী	।১	৪০		
ত্রিপুরা	।৯	৪৩	।৩	।২
চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ	।২।	।৩		
ত্রিপুরা পর্ব্বত	৪০	৫১৪	৵৮৶	৵৮
পাটনা	।৪	৪৪	৪৪	৯
গয়া	।১	৪০৪	৪০	।৭৪
সাহাবাদ	।৩৸	।৯	৪১	।৮
চম্পারণ	।০	৪৩	৪৫	।৯
সারণ	৵৯	৪৪	৪০	।৭
দ্বারভাঙ্গা	৵৮	৪৩	।৭	৪৪
মুঙ্গের	।২৶	।৯৪৶	৪৩৵	।
ভাগলপুর	৸০৶	৪১৵	৪১৶	৵৮৶

	উত্তম চাউল	সামান্য চাউল।	ছোলা।	গম।
পূর্ণিয়া	৪৫	৪৩	।৭	৪০
সাওতাল পরগণা।	।২	৪১	।৪	।৪
কটক	।৮।৶	৪৩।	।৭৵	।৬৪৶
পুরী	।৭৵	৪৩।	।৩৶	।৫৸
হাজারীবাগ	।০	৪২	।৭	।২
লোহারডগা	।৭	৪২	।২	৵৯
সিংহভূম	।২	৪৮	।৩	।২
মানভূম	।৪	৪২	।৩	।৩

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ২৯ এ জানুয়ারি

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল।	
ভাগীরথী।	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাশির নীচে	৩	৩
মুরপুর ৬ মাইলের মধ্যে	২	৩
তথা হইতে অজিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৩	
অজিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৩

সন ১৮৭৫ সালের ১ লা ফেব্রুয়ারি বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	২	৪

বহরমপুর ১ লা ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ সাল } ষ্টী, এইচ উইল্স সি. ই, এক্সিকিউটিবহাজনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় সাজিহানপুর ১০
" * যোগেশ্বর রায়—চকদীঘী ১০
" * রতন খুঁ মুন্সফী—নওখালি ১০
" * মতিলাল দে—কলিকাতা ৫৪০
" * কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমরাউন ৫৪০
" * বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—খড়দা ৫৪০
শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর ৫৪০
" * পঞ্চানন মিত্র—কলিকাতা ১০
" * সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৪০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫৪০ টাকা। ছয় মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। ঘোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনার মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

[১] এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ কাজলিপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ১৪ সংখ্যা।

" যত্নান্মা প্রজানিধিনায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ৪ঠা ফাল্গুন। ইং ১৮৭৫। ১৫ ই ফেব্রুয়ারি।
মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

নবন্যাস।

আমার এক মজার কথা !! অতি আশ্চর্য্য !!! সাপ্তাহিক প্রতি ফর্ম্মায় দর্শনী ছুই পয়সা। সম্প্রতি কলিকাতা, ২৪ নং মিরজাফর লেন গুপ্ত প্রেসে ১৪ সংখ্যা প্রাপ্তব্য। রহস্য পাঠে যাঁহারা আনন্দ লাভের ইচ্ছুক তাঁহাদের একবার পাঠোচিত।

শ্রীমতী স,—সম্পাদক।

সুপ্রসিদ্ধ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত—

বাল চিকিৎসা মূল্য ৩৷৷০ ডাকমাসুল ৷৵
ব্যবস্থামালা ১৷৷০ ঐ ৵
স্ত্রীরোগীবান্ধব ৷৷০ ঐ /

মেসুরা কাম্পীতে গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

কলিকাতা হিন্দুহষ্টেল শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—০৪০—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি মজীলপুর বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু ধরাচাঁদ দত্তকে গত ডিসেম্বর মাস হইতে কার্য্যের অনুপযুক্ততা প্রযুক্ত পদচ্যুত করা হইয়াছে। যাঁহারা উক্ত বিদ্যালয়ে চাঁদা দিয়া থাকেন, তাঁহারা যেন উক্ত শিক্ষকের নিকট আর না দেন।

মজীলপুর বালিকা বিদ্যালয় ১৯।১।৭৫ শ্রীহেমনাথ দত্ত সম্পাদক।

আমার কৃত প্রচলিত পদার্থ বিদ্যা ব্যতিরেকে ঐ নাম দিয়া অন্যকর্ত্তৃক অন্য এক খানি পুস্তক প্রচার করা হইয়াছে দেখিতেছি অতএব যাঁহারা আমার ঐ পুস্তক লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন বিশেষ রূপে দেখিয়া লন।

শ্রীমঙ্গলকুমার দত্ত।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কৃত প্রাক্‌টিস অব মেডিসিন—

প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১৷৷০ ডাক মাসুল ৷৷০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১৷৷০ ডাক মাসুল ৷৷০ একত্রে লইলে ১৮ ডাকমাসুল ১৵ মাত্র। এনাটমি প্রথম খণ্ড ২ ডাক মাসুল ৵০ মাতৃশিক্ষা ২ ডাক মাসুল ৷৷০, এতদ্ভিন্ন আমার নিকট প্রায় যাবতীয় বাঙ্গালা ডাক্তারি পুস্তক পাওয়া যায়, আবশ্যক হইলে লিষ্ট পাঠান যাইবে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল ২৮৮ নং বাটী।

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ম্যালেরিয়া প্লীহা যকৃৎ স্ফীত ও পুরাতন জ্বর জ্বর ও বিষম জ্বর পালাজ্বর ও সর্ব্ব প্রকার জ্বর এবং কষ্টকর বিসূচিকা ও সর্ব্ব প্রকার উদরের পীড়া উদরী শোথ উন্মাদ শিরো রোগ চক্ষুর রোগ সর্ব্বপ্রকার কাশ কুষ্ঠ চর্ম্ম রোগ গরমির পাড়া ও রক্ত বিস্ফোটের জন্য নানা প্রকার রোগ নাশক দেশীয় ও ইংরাজী বিবিধ প্রকার উত্তম ঔষধ প্রস্তুত আছে। যাঁহারা এই চিকিৎসালয়ের চিকিৎসাধীন হইবেন, তাঁহারা বিনা মূল্যে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। অন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ঔষধ লইতে ইচ্ছা করিলে অন্যান্য চিকিৎসালয় অপেক্ষা স্বল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশীয় রোগী চিকিৎসালয়াধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিলে ঔষধের মূল্যাদির বিষয় জানিতে পারিবেন।

১৯।১।৭৫ বারুইপুর শ্রীপ্রাণনাথ চক্রবর্ত্তী

এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি মতে ওলাউঠা রোগের মহৌষধ।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি মতে কর্পূরের আবশ্যক বিসূচিকা রোগের মহৌষধ এই মারাত্মক ব্যাধির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই ইহা বমন ও অতিসার অর্থাৎ নিশ্চিতই নিবারণ করে। অল্পপ্রাণ অর্থাৎ ৩।৪ গাছি শিরা দেখা নিস্তেজ এবং হস্ত পদাদি শীতল পুনঃ প্রদান করে।

শিশির সহিত যে ব্যবস্থা পত্র আছে তদ্দ্বারা সকলেই বিনা উপদেশে চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

চিঠিতে আমার নাম দেখিয়া লইবেন। প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা। ১০ টাকার

অধিক লইলে শত করা হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৭১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র সাহা কোম্পানির দোকানে গোরাচন্দ্রে এবং আমার নিকটে পাইবেন।

ডাক্তার শ্রীরাজকৃষ্ণ নিরোগী
পোষ্ট সিরাজগঞ্জ।

পত্র।

বহুমানাস্পদে

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ নিরোগী
ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়!

আমি প্রজা সমূহের ওলাউঠা ব্যাধিতে বার পর নাই চেষ্টা করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল পাই নাই। তৎপরে আপনার কর্পূরের আবোক দ্বারা প্রজাদিগকে সেই ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম নিবেদনমিতি।

১২৮১
২রা অগ্রহায়ণ।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভাদুড়ী
জমীদার—
গোপালপুর

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

বাটী বিক্রয়।

গার্ডেন রিচে ২৪ নং ব্রেসব্রিজ রোড নামক বাটী সম্পত্তিসহ বিক্রয় করা যাইবে। এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানির নিকট আবেদন করিতে হইবে।

গিলাণ্ডার্স
আরবথনট এণ্ড কোং

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি আমার নিকট অশ্বশর রক্তমাংস গ্রহণি সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি বিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা বহুতর রোগী ১ বা ১৪ মাহার মধ্যে আরোগ্য করিতেছি। বিদেশীয় কেহ পত্র সহিত ৩৲ টাকা পাঠাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব, আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং প্লীহা জ্বর ও প্লীহা সূত্রে যকৃৎ কাশ আমাশয় শোথ এবং কাশ ও হাপ কাশ এই সকল নিবারণের মহৎ ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছি। অন্ততঃ ১ বা ১৪ মাহার মধ্যে সকল রোগ আরোগ্য হইবেক। প্লীহা জ্বর ৫ টাকা ও প্লীহা যকৃৎ শোথ ১০ টাকা এবং কাশ ও হাপ কাশ ১০ টাকা এই নিয়মে বিদেশীয় পত্র সহিত টাকা পাঠাইলে ঔষধ পাঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন। আর রোগী আমার নিকট আসিলে দান করিব।

২৬ এ পৌষ ১২৮১
গোবর ডাঙ্গা
জেলা নদীয়া।

শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন
ডাক্তার।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৶০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৶০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাশুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে গোপালপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনামূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

৪ঠা ফাল্গুন সোমবার।

আমরা এক খানি মুদ্রিত বিজ্ঞাপন দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, এই চৈত্র মাসে বঙ্গসুহৃদ (মাসিক পত্র) পুনরায় প্রকাশিত হইবে। পূর্ব্বে এখানি একবার প্রকাশ হইয়াছিল, ৫ খণ্ড প্রকাশের পর বন্ধ হইয়া যায়। বিজ্ঞাপন প্রকাশকেরা লিখিয়াছেন এবার ইহার স্থায়িত্বের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেশের যে প্রকার ভাব দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে অল্পমূল্যের পত্রের চিরজীবন দুর্লভ হয়। এখানে ইউরোপ খণ্ডের ন্যায় অধিক-সংখ্যা গ্রাহক হয় না। সুতরাং ব্যয়োপযোগী আয় হয় না। পত্রের বাল্যক্রীড়া শেষ হইতে না হইতে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়া অসময়ে তনুত্যাগ হয়। সন্তানের লেখাপড়া শিক্ষা ও সাময়িক পত্রাদি পাঠ দ্বারা আত্মোৎকর্ষ বিধান কালেই এদেশীয়দিগের যত মিতব্যয়িতা।

হিন্দু মেলা।

আমরা গতবারে একটী বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া এই মেলার সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিয়াছিলাম। ৩০এ মাঘ ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়া আজি শেষ হইবে। এ মেলাটী বাবু নবগোপাল মিত্রের দুরন্ত যত্নের ফল। ইহা আজিও যে নির্ব্বাণ হয় নাই, নবগোপাল বাবুর অক্লান্ত অধ্যবসায়ই তাহার কারণ। ইহা ক্রমেই শ্রীসম্পন্ন হইতেছে। আমরা প্রথম প্রথম ইহার রূপ দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, এদেশের হরিদ্বার কনিখল ও বারুণী প্রভৃতি মেলার ন্যায় এটীও একটী উৎসব ক্ষেত্র হইল। কিন্তু এখন দেখিতেছি, ক্রমে ইহা আমোদক্ষেত্র না হইয়া কার্য্যক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছে। আমাদিগের দেশের বিদ্বান্ ও বিজ্ঞ লোকেরা মেলা স্থলে বসিয়া দেশের মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন। কি উপায়ে দেশের কৃষি বাণিজ্যাদির শ্রীবৃদ্ধি হয়, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নতি হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দুগণ

একবাক্য হইয়া স্বদেশের কল্যাণ চিন্তা করেন, এই চেষ্টা হইতেছে। এগুলি অনল্প আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দুদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে বিদ্বেষ বুদ্ধি আছে, তাহা দূরীভূত করিয়া একতা বিধান করাই এ মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রীস দেশেও প্রাচীন কালে জাতীয় ঐক্য বিধানের উপায়ভূত এই প্রকার মেলার অনুষ্ঠান হইত। প্রাচীন গ্রীকেরাও হিন্দুদিগের ন্যায় এক আদিপুরুষ হইতে উৎপন্ন এক ভাষাভাষী ও এক ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও পরস্পর সৌহৃদ্য বন্ধনে বদ্ধ ছিল না। পরস্পর রাজ্যভেদই উহাদিগের বিচ্ছেদের কারণ। কারণ গ্রীসের এক একটী নগর এক একটী স্বতন্ত্র রাজ্যতন্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু সময়ে সময়ে উহাদিগের সৌহার্দ্দ বন্ধনের চেষ্টা হইত। তদর্থ অলিম্পিক উৎসব প্রভৃতি সাময়িক উৎসবের বিধি হয়। হিন্দুমেলা সংস্থাপয়িতারও সেইরূপ হিন্দুদিগের পরস্পর একতাবিধানরূপ মহৎ উদ্দেশ্য আছে। গ্রীসের ভিন্ন ভিন্ন নগরবাসীদিগের স্বার্থভেদ থাকাতে একতা বিধান চেষ্টাটী তাদৃশ ফলোপায়িনী হয় নাই। কিন্তু হিন্দুদিগের বিষয়ে সেরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ইহাদিগের স্বার্থভেদ পরস্পর অসৌহৃদ্যের কারণ নয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাস ও আচার ব্যবহারাদিগত কুসংস্কারই কারণ। পরস্পর ঘনিষ্ঠতা হইলে ক্রমে সে কুসংস্কারের উন্মূলন হইয়া পরস্পর সৌহার্দ্দ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

মেলা স্থলে যে যে দিন যে কাজ হইবার কথা আছে, নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রথম দিবস—বৃহস্পতিবার। জাতীয় সভার সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। রাজা শ্রীযতীন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতির আসনে আসীন হইবেন। গত বৎসরের সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু বক্তৃতা করিবেন।

দ্বিতীয় দিবস—শুক্রবার ১ ফাল্গুন। প্রথমতঃ জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ হইবে। পরে কিরূপে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হইতে পারে এই বিষয়ের আলোচনার্থ একটী সভা হইবে।

তৃতীয় দিবস—শনিবার ২ ফাল্গুন। সকল স্থানের ব্যায়াম পারদর্শিগণ একত্রিত হইয়া ব্যায়াম প্রদর্শন করিবেন। গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় অথবা স্বাধীন বিদ্যালয়, সকল স্থানের ছাত্রেরা ঐ ক্ষেত্রে ব্যায়াম নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিবেন। উৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে। প্রসিদ্ধ বেঙ্গলর শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু বক্তৃতা দ্বারা ব্যায়াম কুশল ছাত্রগণের উৎসাহ উদ্দীপন করিবেন।

চতুর্থ দিবস—রবিবার ৩ ফাল্গুন। এই দিবস মেলার প্রধান দিবস। এই দিবস পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত বক্তৃতা পাঠ, কৃষি ও শিল্প জাত দ্রব্যাদি প্রদর্শন, ব্যায়াম, বাজি প্রভৃতি সকলই হইবে। অধ্যাপক মৌলাবক্স সঙ্গীত দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিবেন, অধিকন্তু এবৎসর কলিকাতা নিবাসী পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগকে একত্রিত করা হইবে। সকলে মিলিয়া হিন্দু সাধারণের সর্ব্ব প্রকার উন্নতির বিষয়ে কথোপকথন ও আলোচনা করিবেন।

পঞ্চম দিবস—সোমবার ৪ ফাল্গুন। এই দিবস মালী ও শিল্পীদিগকে পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক মেলার কার্য্য সমাপ্ত হইবে।

ডাকঘর আরো বহু
স্থান সংস্থাপন করা
আবশ্যক।

ডাকে চিঠি দিবার ও চিঠি পাইবার যত সুবিধা হইতেছে, তত্তই ডাকঘরে চিঠি বৃদ্ধি ও তদ্মূলক আয় বৃদ্ধি হইতেছে গত বৎসর বঙ্গদেশে ৬০টী নূতন ডাকঘর হইয়াছে। চিঠির সংখ্যাও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পাঠকগণের গোচরার্থ তিন বৎসরের চিঠির হিসাব তুলিয়া দেওয়া গেল।

	১৮৭৯-৮০	১৮৮০-৮১	১৮৮১-৮২
সাধারণের চিঠি	১০৪৩৩৩৩	১০৬৮৫২১	১১৭৬৭৪৪
সরকারি চিঠি	৮১২০২৩৩	৮১০৮৫১১	৮৪৮১৩৪৩
রাজ কার্য্যের চিঠি	১৪৬২৬৩০	১৪৬৭৬৬৫	১৭৭৩৬৬৬
সংবাদপত্র	১৩৭৯৮৮৮	১৪৭৯৭৮৮	১৬৩৯৩৬৬
পুস্তিকা	৩৩৪৩৩৩	৩৬৬৬৬৬	৪৩৪৩৩২
মাসুলের চিঠি	২১২১৬৪৪	২১৭৭৬৬৬	২৫২০৩৩৭

এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, উত্তরোত্তর চিঠির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ডাক ঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি ও চিঠি দিবার ও লইবার সুবিধাই ইহার কারণ। মফস্বলে আর যে কয়টী প্রতিবন্ধক আছে, সেগুলি যদি দূরীভূত হয়, ডাক ঘরের আয়ের আরো বৃদ্ধি হইতে পারে।

প্রথম প্রতিবন্ধক, অনেক গ্রামে ডাকে চিঠি দিবার বন্দোবস্ত নাই। অনেক দূরে গিয়া ডাকঘরে চিঠি দিতে হয়। [illegible] চিঠি দিতে যাওয়া [illegible] এবং সপ্তাহের [illegible] বাস্ত হইতে চিঠি [illegible] ডাকঘরে [illegible] হয়, এক্ষণ-

কার অপেক্ষা চিঠির সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক, চিঠিবিলিকারক দিগের অনুচিত আচরণ। মফস্বলের চিঠি বিলিকারকেরা প্রেরয়িতব্যস্থলে যথাসময়ে চিঠি লইয়া যায় না। তাহাদিগের কেবল এইমাত্র দোষ নয়, তাহারা যে দিন চিঠি পায় তাহার ৫। ৬ দিন অন্তর উহা মফস্বল প্রেরিতব্য স্থানে চিঠি লইয়া যায়, কিন্তু এক আনা কোন-স্থানে আধ আনা পয়সা না পাইলে চিঠি দেয় না। ডেপুটি পোষ্টমাষ্টরদিগের নিকটে এ বিষয় জানাইলে তাঁহারা তাহাতে বড় কর্ণপাত করেন না। যেখানে পয়সা না পায়, সেখানে প্রায় চিঠি দেয় না। ডাকঘরে যে অনেক চিঠি ফেরত আইসে উহাই তাহার প্রমাণ। যে সকল চিঠি বিলি করা হয় না তাহা অল্প নয়। নিম্নে তাহার সংখ্যা উদ্ধৃত হইল।

১৮৭১।৭২ ১৮৭২।৭৩ ১৮৭৩।৭৪
অদত্ত চিঠি ৪০৮৩৮৩ ৩১৮৬২৮ ১১৫১০৫৮

তৃতীয় প্রতিবন্ধক, মফস্বলের সকল স্থানে টিকিট মিলে না। টিকিট না পাওয়াতে অনেকের ইচ্ছা থাকিতেও চিঠি পাঠান হয় না। আমরা উপরে প্রতি গ্রামে এক এক চিঠির বাক্স রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছি। ডাক কর্ম্মচারিরা যে যে দিন সেই সেই বাক্স হইতে চিঠি আনিতে যাইবে, সেই সেই দিন টিকিট বিক্রয় করিয়া আসিবে, এরূপ একটি ব্যবস্থা করিলে টিকিটের অভাবে চিঠি পাঠাইবার যে বিঘ্ন আছে সহজে তাহার নিবারণ হইবে, চিঠির সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, গবর্ণমেণ্টও আয়বান হইবেন।

এই প্রসঙ্গে জমীদারী ডাকের বিষয়েও কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। এ প্রণালীটি উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহা ডাকবিভাগের অনভিপ্রেত আছে। যেখানে জমীদারী ডাকের আর কোন প্রয়োজন নাই, সেখানেও আমরা দেখিতে পাই, ডাকের ব্যয় বলিয়া প্রজার নিকট হইতে প্রতি টাকায় আধ পাই করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট এ প্রণালী রহিত করিয়া, আমরা উপরে প্রতিগ্রামে বাক্স রাখিবার যে প্রস্তাব করিলাম, তাহা যদি করেন, চিঠির আয়েই সে ব্যয় চলিয়া যায়, ডাকের সুশৃঙ্খলা হয়, হতভাগ্য প্রজাগণও উল্লিখিত আধ পাইর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে।

——:০:——

শিক্ষাবিভাগ সংক্রান্ত পরিবর্ত্ত

আমরা নিম্নলিখিত প্রাপ্ত প্রস্তাবটী এই স্থানেই প্রচার করিলাম।

সেদিনকার কলিকাতা গেজেট পাঠে অবগত হওয়া গেল যে এ ডব্লু ক্রফ্‌ট সাহেব ফালন সাহেবের স্থানে বেহার চক্রের স্কুল ইনস্পেক্টর হইয়াছেন। কৃষ্ণনগর কালেজের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ লেথব্রিজ সাহেব শিক্ষাবিভাগের ৩য় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া সেই স্থানেই পাকা হইয়াছেন, এবং ডবলু রবসন সাহেব ঐরূপ হইয়া পূর্ব্ববাঙ্গালা চক্রের স্কুল ইনস্পেক্টর হইয়াছেন। এই পরিবর্ত্তের সকলগুলি আমাদের প্রীতিকর হয় নাই। লেথব্রিজ সাহেব যেরূপ কৃতবিদ্য ও জনপ্রিয়, তাহাতে তাঁহাকে কৃষ্ণনগরে রাখা উত্তমই হইয়াছে, কিন্তু ক্রফ্‌ট ও রবসন সাহেবকে নূতন নূতন স্থানে ইনস্পেক্টর করিবার কি কারণ ছিল, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ক্রফট সাহেব পণ্ডিত লোক, তাঁহাকে যে পূর্ব্বে ঢাকার প্রিন্সিপাল করা হইয়াছিল, তাহাই তাঁহার যোগ্যপদ ছিল, তথা হইতে তাঁহাকে সরাইয়া পূর্ব্ববাঙ্গালার ইনস্পেক্টর করিয়া দেওয়া কোন মতেই সদ্বিবেচনার কার্য্য হয় নাই। তাহাই হউক, তিনি পূর্ব্ববাঙ্গালার অবস্থান পূর্ব্বক অভিজ্ঞতালাভ করিতে না করিতেই আবার তাঁহাকে বেহারচক্রে বদলী করিয়া দেওয়া হইল। ক্রফট সাহেব উর্দ্দু কিছু জানেন, এরূপ আমাদের বোধ নাই। সুতরাং তিনি কিছুকাল যে বেহার চক্রের কিছু উন্নতি করিতে পারিবেন, তাহা আমাদের বোধ হয় না। রবসন সাহেব প্রেসিডেন্সি কালেজের একজন অধ্যাপক ছিলেন। তিনি তথায় থাকিয়া এরূপ কোন কার্য্য করেন নাই যে, তাঁহার অনুকূলে সাধারণে কিছু বলিতে পারেন। বরং লেথব্রিজের স্থানে তাঁহার বদলীর প্রস্তাব শুনিয়া সেদিন হিন্দু পেট্রিয়ট বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণনগরে রবসনের নিরোধ, বোধ হয়, রবসনের বাছুনি।" সেই রবসনও স্কুল ইনস্পেক্টর হইলেন কেন? শিক্ষাবিভাগে কি আর কেহ লোক ছিল না? সেদিন 'বেঙ্গলী' সম্পাদক ঠিকই বলিয়াছেন যে, বহরমপুর কালেজের ব্রবর্ট হ্যাণ্ড সাহেব স্কুল ইনস্পেক্টরী পদের এক-জন অতি উৎকৃষ্টপাত্র। স্কুল ইনস্পেক্টরের পক্ষে কেবল যে সমধিক বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন তাহা নহে। যিনি যে বিভাগের ইন-স্পেক্টর হইবেন তাঁহার সেই বিভাগের তাবজ্ঞান সম্যক থাকা চাই, তাঁহার বহুদর্শিতা থাকা চাই, তাঁহার কিপ্রহস্ততা থাকা চাই, এবং সকল কার্য্যের শৃঙ্খলা স্থাপনের উদ্ভাবনী শক্তি থাকা চাই। হ্যাণ্ডসাহেবের এ সকল গুণই আছে। ১৮৭৮ অব্দে তিনি একবার স্কুল ইনস্পেক্টরের পদে প্রতিনিধি হইয়া মফস্বল স্কুল ও বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিয়া যেরূপ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অব-গত আছেন। তিনি ৩০। ৩২ বৎসর কাল এ বিভাগে থাকিয়া সম্যক অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছেন। তিনি যৎকালে শিক্ষাবিভাগে প্রবিষ্ট হয়েন, তখন ক্রফ্‌ট রবসন প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ স্থল। অতএব তাদৃশ প্রাচীন অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী বিদ্যমান থাকিতে ইংলণ্ড হইতে নবাগত লোকদিগকে স্কুল ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করা গবর্ণমেণ্টের কতদূর ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হইয়াছে বলিতে পারি না। যাহা হউক আমরা আশা করি, যে ভবিষ্যতে এরূপ বিসদৃশ কার্য্য যাহাতে আর না হইতে পারে, ডাইরেক্টর আটকিন্সন সাহেব তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিবেন। আমরা শুন-

ছেন, ডাইরেক্টর সাহেব সম্বরেই অবসৃত হইবেন। অতএব আমরা এই স্থলে বলিয়া রাখি, তিনি শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মে অনেক দিন ভোগ করিলেন, তিনি অবসৃত হইলে তাঁহার গুণে বিমুগ্ধ হইয়া এই প্রকাণ্ড বিভাগের কয় জন লোক তাঁহার জন্য চক্ষুর জল ফেলিবে তাহা এই সময়ে তাঁহার একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

প্রস্তাব লেখক অযথার্থ কথা কন নাই। হাণ্ড সাহেব দীর্ঘকাল শিক্ষা বিভাগে আছেন, কৃতকর্ম্মাও হইয়াছেন উন্নতিলাভ বিষয়ে তাঁহার যোগ্যতা ও অধিকার অধিয়াছে। অতএব তাঁহাকে উন্নতি লাভ বিষয়ে বঞ্চনা করা ডাইরেক্টরের সুবিবেচনার কাজ হয় নাই।

সিবিল সার্ভিস বিল।

এই বিলটী "কুক বাঁধা ঘড়ি" হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সংশোধনার্থ যে উপায় করা হইতেছে, তাহাই অপর্য্যাপ্ত হইতেছে। যাঁহারা এই বিলের প্রতি আপত্তি করেন, তাঁহাদিগের প্রধান আপত্তি এই, মফস্বলের বিচার প্রণালী ভাল নয়, আপীলের নিয়ম রহিত হইলে অবিচার হইবে। সর চার্ল্স টেম্পল ইহার প্রতিবিধানার্থ যত্নবান হইয়া এই প্রস্তাব করিয়াছেন, জিলার জজ অতিরিক্ত জজ ছোট আদালতের জজ সুবডিনেট জজ এই সকলকে একত্র করিয়া মফস্বলের আপীল শ্রবণার্থ এক একটী বিচারালয় করিবেন। তাহা হইলে আর অবিচারের আশঙ্কা থাকিবে না।

এই প্রস্তাব করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই। এতদ্বিষয়ে অভিপ্রায় জানিবার জন্য কয়েক প্রশ্ন ও এক চিঠি লেখা হইয়া ছিল। তাহার সুস্পষ্ট উত্তর দান করা দূরে থাকুক, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এই বিষয়ের আন্দোলন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, মফস্বলে তাহার উপযুক্ত সুশিক্ষিত বিচারপতি পাওয়া সহজ নয়; দ্বিতীয়তঃ ব্যয় বহুল হইবে। তৃতীয়তঃ উল্লিখিত বিচারপতিদিগের স্বাধীনভাবে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়া বিচার কার্য্য সম্পন্ন করা কঠিন হইয়া উঠিবে। সুবডিনেট জজ জজের অধীন। তাঁহার জজের মতবিরোধী হইয়া স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করা সহজ নহে।

আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ে এই যুক্তিগুলি অনুমোদন করিতেছি। যে মহাত্মার অনুরোধে ঐ প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা সুসিদ্ধ হইবে না, সাহেব মাত্রে গবর্ণমেণ্ট বাস ভাবে আক্রান্ত হইবেন এক নিবিল আপীল বিল পাইয়া এ প্রকার বিরক্ত হইবার অপেক্ষা ইহা পরিত্যাগ করিলে ত সকল আপদ চুকিয়া যায়। এ উপায় নয়, সে উপায় নয়, তবে কি উপায় হইলে ভাল হয়, যদি কেহ আমাদিগকে এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, এক ব্যক্তি দারুণ চক্ষুর শূলে জর্জ্জরিতকলেবর হইয়া যেরূপ করিয়াছিল, ঢাক চুপ করিলেই ভাল, আমরাও তেমনি বলি উল্লিখিত বিলটী পরিত্যক্ত হইলেই ভাল।

মফস্বল রাজবিচার।

সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রকারেরা রাজচরিত্রকে নিতান্ত দুর্ব্বোধ বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কোন কারণ উপন্যাস করেন নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যত রাজনীতির আলোচনা করা যাইতেছে, ততই ঐ দুর্ব্বোধতার কারণ পরিস্ফুটরূপে আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। রাজনীতির অধিকাংশই মোহ কর। রাজা ও প্রজার মধ্যে অন্যান্য সম্বন্ধ হইতে এমন [illegible] যাহা যে কোন রাজনীতি ও বলিয়া আর চিনা যায় না। রাজকর্ম্মচারী স্বার্থ ও ইচ্ছানুরোধে যে বিষয়ে আইন করেন পরিবর্ত্তন করেন, সে বিষয় যে চুক্তি হইবে, তাহাতে সংশয় কি? সংস্কৃত [illegible] পেলি মনরো রাওকে প্রথমে এই অধিকার দিলেন, তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থনে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে, গবর্ণর জেনরলের এই আজ্ঞাপত্র। কিন্তু টাইলর অব কটিয়া যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে ত সে সুবিধা দেওয়া অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হইতেছে না; উক্ত পত্রে বলেন, লুইস পেলি অন্য চতুরতা করিয়া মনরো রাওকে আত্মপক্ষ সমর্থনে [illegible] দেন নাই। মনরো [illegible] দরকে প্রয়োজনানুরূপ অর্থ ও কাগজ পত্র দিতেছেন না। সলিসিটর যে স্বাধীনভাবে কার্য্য করেন, সেটীও তাঁহার অভিমত নহে। অভিযোগপক্ষ সলিসিটর দ্বারা তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করা হয়, এই তাঁহার ইচ্ছা। আর, মনরো রাওকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয় গবর্ণর জেনরলের নিকটে এই প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা পত্রে স্বাক্ষর করাইবার জন্য তিন জন লোক বরদায় গমন করিয়াছিল, তাহাদিগকে বন্দী করা হইয়াছে।

বরদায় যাহা হউক উপস্থিত হইয়াছে একটী একটী লুঠের সময়। বরদার অর্থ [illegible] বিলুণ্ঠিত না হয় এই আশঙ্কায় যে লুইস পেলি সলিসিটর দরকে টাকা দেওয়া যদি কর্ত্তব্য বলিয়া থাকেন, সেটী অনুচিত হয় নাই। কিন্তু তিনি সলিসিটর দিগের স্বাধীন ভাবে কার্য্য [illegible] বিঘ্ন জন্মাইতেছেন এবং [illegible] মনরো রাওকে অনুকূল [illegible] তাহাতে [illegible] মনরো রাওকে [illegible] সহজে বিচার [illegible] ইহাতে [illegible] গবর্ণমেণ্ট আইনের [illegible] কমিশন নিয়োগ

বিড়ম্বনা কেন? কতকগুলি অর্থরাশি ভস্মীভূত করিবারই বা প্রয়োজন কি? এ প্রকার ব্যবহারে মশকর রাওর সদ্বিচার লাভের কি সম্ভাবনা আছে?

আমরা লণ্ডন টাইম্‌সে বরদা-সংক্রান্ত দুটী প্রস্তাব পাঠ করিলাম। প্রস্তাব লেখকেরা মসকর রাওর সহসা রাজ্যচ্যুতির বিষয়ে বিশেষ করিয়া কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই, কেবল সৈন্যোৎকর্ষ সাধন প্রসঙ্গ দ্বারা প্রস্তাব দুটী পরিপূরিত করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে এদেশের মিত্র রাজগণকে বলদ্বারা স্ববশে রাখাই ব্রিটিশ জাতির অভিপ্রেত। এই অভিপ্রেত যখন স্পষ্ট হইল, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় রাজগণ ও প্রজাগণের অনুরাগ ও বিরাগে উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছানুসারী হইয়া যে কার্য্য করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

—•—

আর্য্যদর্শন ও ভারত-
চন্দ্র রায়।

আর্য্যদর্শন ক্রমে উন্নতি সোপানে অধিরূঢ় হইতেছে। পৌষ মাসের আর্য্য দর্শনে "ভারতচন্দ্র রায় ও গ্রীক ও যবন" এই দুটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিত হইল। "গ্রীক ও যবন" প্রস্তাবে প্রস্তাব লেখকের বহুজ্ঞতা মীমাংসকতা ও অনুসন্ধিৎসা গুণের বিশেষ পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু প্রস্তাবটীর শেষ মীমাংসা না হওয়াতে আমরা ইহার বিষয়ে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না। "ভারতচন্দ্র রায়" প্রস্তাব লেখক বলেন—

"ভারতচন্দ্র প্রকৃতিকে ভিন্নভাবে দেখিতেন, তিনি প্রকৃতির সুখচ্ছবি কৃত্রিম শোভায় শোভিত করিয়া দেখিতেন। মনে করুন, ভবভূতি, কালিদাস এবং ভারতচন্দ্র এক দিনই দেশভ্রমণে বিনির্গত হইয়াছেন। যেখানে প্রকাণ্ড পর্ব্বতমালা গগন ভেদ করিয়া মানবদৃষ্টি অবরোধ করিয়াছে, যেখানে বৃহৎ অরণ্যানী হরিদ্বর্ণে দেশ আচ্ছাদিত করিয়াছে, যেখানে জলপ্রপাত ভীষণরবে বজ্রনিনাদ উৎপাদন করিতেছে, যে কোন দৃশ্যে স্বভাবের মহত্ত্ব বিদ্যমান আছে, ভবভূতি সেই স্থলে ক্ষণিক স্থিরদৃষ্টিতে ভাবুকের মত নেত্রপাত করিবেন, এবং সেই সমস্ত দৃশ্যের এমত চমৎকার চিত্র সকল প্রদান করিবেন, যাহাতে মানবমনে তাঁহার স্বকীয় হৃদয়ভাবের সমভাব উদ্বোধিত করিয়া দেয়। কালিদাস ভ্রমণ করিতে করিতে সেই পর্ব্বতমালার রমণীয় প্রদেশ, অবগাহনীয় কুসুমিত বৃক্ষ ও সুস্বাদু লতাকুঞ্জ, মুক্তাসদৃশ নির্ঝরের বারিবিন্দু, এবং যাহাতে স্বভাবের রমণীয়তা মাধুরী ও লাবণ্য অনুরঞ্জিত আছে, তাহাই ভাবুকের মত, কবির নয়নে ক্ষণিক অবলোকন করিবেন এবং সেই সমস্ত দৃশ্যের সৌন্দর্য্য নিজ কাব্যে বিকশিত করিবেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র কি করিবেন? তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিবেন, কোথায় একটী শোভনীয়া নগরী আছে, কোথায় উদ্যান শোভা সৌধরাজির সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধন করিতেছে এবং কোথায় তীর্থধামের তটিনীতীরে দেবমন্দির শ্রেণী চন্দ্রপ্রভায় বিরাজিত আছে। তিনি কাঞ্চীপুর ও বর্দ্ধমান এই ছয় মাসের পথ ছয় দিনে আসিয়া বর্দ্ধমানের শোভা চিত্রাঙ্কিত করিবেন। তাঁহার কৈলাস ধাম, বিদ্যাধর ও অপ্সরোগণের বাসভূমি। তাহা কোটি-শশি-শোভায় পরিশোভিত। সেখানে সকলেই সুধাপান করে। সেখানে ত্রিপুরারি মণিময় বেদির উপর উপবিষ্ট। সেখানে কল্পতরুতে স্বর্ণময় ফল ফলে। দেশ পর্য্যটনে এই তিন জনের প্রত্যেকেই এক এক বিশেষ প্রয়োজন সাধিত করিতেছেন। এই তিন জনের চিত্র একত্রিত করিলে তবে আমরা পর্য্যটিত দেশের সমগ্র চিত্র লাভ করিতে পারি। সাহিত্যসংসারেও এইরূপ।

কালিদাস, শকুন্তলার স্বাভাবিক নিরলঙ্কৃত সৌন্দর্য্য যেমন বর্ণন করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তেমন পারিতেন না। যে তাপসকন্যা শকুন্তলা জন্মাবধি বনবাসিনী এবং যিনি সংসারাশ্রমের সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞা, সেই শকুন্তলার স্বভাব-সারল্য, যে শকুন্তলা প্রেমানুরাগ কিরূপ কিছুই জানিতেন না, সেই শকুন্তলার নির্ম্মল প্রেমবেগ—যে শকুন্তলা কখন জন সমাজের কুটিলতা, এবং মনুষ্যদিগের প্রকৃতি এবং ব্যবহার অবগত নহেন, সেই শকুন্তলার বিশ্বস্তহৃদয়তা এবং যে শকুন্তলা কুরঙ্গশিশুর স্নেহ ও বনলতার মমতায় সকলের চিত্ত আর্দ্র করিয়াছে, সেই শকুন্তলার কোমল প্রকৃতি, কালিদাস যেমন সুকুমার তুলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তেমন পারিতেন না। ভারতচন্দ্র যদি শকুন্তলার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন, যেখানে শকুন্তলা দুষ্মন্তের সহিত মিলিত হইয়াছেন, যখন শকুন্তলা রাজ প্রকৃতি বিলক্ষণ অবগত হইয়াছেন, যখন শকুন্তলা রাজমহিষীবেশে, রাজপ্রাসাদে অবস্থিত হইয়া ঐশ্বর্য্যের উন্নতভাব অরণ্যাশ্রম বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছেন, যখন শকুন্তলা পৃথিবীর কুটিলতা ও লোকের আচার ব্যবহার কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছেন তখন শকুন্তলা কেমন দুষ্মন্তের নিকট তাপস কুমারী বনবাসিনী সাজিয়া পুনরায় আলবালে জল সেচন করিতে করিতে দুষ্মন্তের মনোহরণ করিতেছেন, ভারতচন্দ্র তাহাই দেখাইতেন। ভারতচন্দ্র দেখাইতেন কালিদাসের নিরলঙ্কৃতা শকুন্তলা এখন রাজমহিষীবেশে কেমন মনোহরা হইয়াছেন, এখন রাজপরিজনবর্গের কুটিলতায় বন্য সরলা কেমন বিনষ্ট হইয়াছে, এখন তিনি হয় ত সপত্নীর মমতা-জাল ভেদ করিতে শিখা করিতেছেন, দুষ্মন্তকে কখন প্রকোপবাক্যে লাঞ্ছনা করিতেছেন এবং কখন তাঁহাকে মন্ত্রণাবাক্যে আবদ্ধ করিতেছেন। এখন আর সে শকুন্তলা নাই। বনবাসিনী বালিকা এখন রাজমহিষী ও গৃহিণী হইয়াছেন। ভারতচন্দ্র মানবপ্রকৃতির এক বিশেষ ভাগ চিত্রিত করিতে পারিতেন। তিনি মানব প্রকৃতির অনিষ্ঠ ভাব ও বিশেষ ধর্ম্মসকল উত্তমরূপে প্রদর্শন করিতে পারিতেন না।

ভারতচন্দ্র মানবপ্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থা প্রদর্শন করেন নাই। নানাবিধ অবস্থাস্থ মানবপ্রকৃতি যেরূপ কার্য্য করে, মানবের হৃদয় যে প্রকার ভাব ধারণ করে, তাহা

ভারতচন্দ্রের বর্ণনীয় ছিল না। যুবতি যদি প্রকৃত প্রস্তাবে ভিখারীর অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সে ভিখারীর অবস্থা ও স্বভাবভাব বর্ণন করা ভারতচন্দ্রের বিষয় নহে। ভারতচন্দ্র যদি কখন ভিখারী বর্ণন করেন, সে ভিখারী কৃত্রিম ভিখারী, তাহা যুবতি ভিখারীর বেশধারী মাত্র। তাঁহার অন্নদা কখন বৃদ্ধা বেশ ধারিণী হইতেছেন, বৃদ্ধা কখন অন্নপূর্ণা রূপে আবির্ভূতা হইতেছেন। রাজন ভবানী কখন সন্ন্যাসিনী সাজিতেছেন, সন্ন্যাসিনী কখন রাজভবানী হইতেছেন। দুরবস্থা ও দুঃখে মানবপ্রকৃতি কিরূপ ভাব ধারণ করে, ভারতচন্দ্র তাহা প্রদর্শন করিতে পারিতেন না। তিনি মানবের খেয়াল ও তামাসা তাহার হস্ত ও চাঁক জমক, তাহার আড়ম্বর ও বেশ ভূষা, এই সমস্ত যথাযথ বর্ণন করিতে পারিতেন। ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি। সুতরাং তিনি রাজা ও পাদসার প্রকৃতি, অভিরুচি, ঐশ্বর্য্য এবং জমক প্রভৃতির বর্ণনা করিতে অনায়াস পাইতেন। তাঁহার এই সমস্ত বর্ণনা এক এক খানি চিত্রফলকসদৃশ। ঐশ্বর্য্যশালী জনসমাজের যে সমস্ত দোষ ও গুণ তদ্বিষয় জনগণের প্রকৃতি ও স্বভাবভাব তিনি অতি চমৎকার ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি উচ্চ জনসমাজের ব্যবহার রীতি, ও নীতি মুগ্ধ রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজকীয় কবি হইয়া তিনি রাজকীয় বিষয় সমস্ত বিলক্ষণ অবগত ছিলেন এবং সেই সমস্ত বর্ণনায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি রাজসভা ও তৎপ্রভৃতি যে প্রকার মানবিষ বর্ণন করিয়াছেন, অনুমান করিবার সময় অনুমান হয়, যেন ঠিক রাজসভামধ্যে আমরাও উপস্থিত আছি। তিনি দেবতাদিগকেও মানসী রাজভাবাপন্ন না করিয়া থাকিতেন। রাজপারিষদগণের প্রকৃতি ও ব্যবহার বৈরাগ্য সমাবেশ, বৈরাগ্য গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য প্রভৃতি প্রকৃত ধর্ম্ম বিষয় ছিল ঈশ্বরী অন্নপূর্ণার সম্বন্ধেই তাঁহারা গল্প গাছে অবতীর্ণ করিতেন।"

এইরূপ প্রস্তাব লেখকের ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, ভারতচন্দ্রের বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি ছিল, কিন্তু তাঁহার স্বভাব বর্ণনায় পটুতা ছিল না। এ লেখাটী নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। আমরা বহুবিধ যত্ন পাইলাম, কিন্তু মন কোনক্রমেই ইহার অনুমোদনে উন্মুখ হইল না। ভারতচন্দ্রের স্বভাব বর্ণনের যে বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল, নিম্নলিখিত কবিতাগুলি তাহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে।

এথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া।
ত্রিলোক ভ্রমেন অন্ন চাহিয়া চাহিয়া॥
যেখানে যেখানে হর অন্নহেতু যান।
হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান॥
বম বম বম ঘন বাজে গাল।
ডমরু ডমরু ডম শিঙ্গা সাজে ভাল॥
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজছে।
ফণিয়া ফণিয়া ফিরা শিশ চ লাচ্ছে॥
ঘুরে ফৈতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল বলে যায় যত ছষ্টচিঙ্গা॥
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া রূপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেয়া ও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বাহির হয় জল।
কেহ বলে ভাল দেখি কপালে অনল॥
কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজ ও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥
কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুল ফল।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল॥
আর আর দিন তাকে হাসেন গোসাঁই।
ও দিন এমন কিন্তু ভাল লাগে নাই॥
মায়া করি গড়মাথা হইলেন বুড়ী।
ডান কাণে তাড়া বড়ী বাম কর্ণে কুণ্ডী॥
সাঁকড় মাকড় চুল নাকে নথ আঁখি সাঁখি।
গাল ভরা পানে দাঁত মিসি মাখা মুখী॥
হেঁড়া কানি পরা পিঠে ঝুলা কাঁখে ঝুলি।
হাতে নড়ি বুড়ি বুড়ি ডাকে বুলি বুলি॥
ঝোটা ঝোটা কয় কথা নাহি পরিপাটী।
বোটুয়ে মলম গুটি মুটি ভরা বাটী॥
চলিতে মিনিটে নানা ঢঙ্গ ভঙ্গ করে।
ক্ষণে ক্ষণ স্বরে কত চক্ষু মুখ নাড়ে॥
শুনিতে না পান কাণে শব্দ শত শত।
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠ কুঁজভাব॥
অন্ন বিনা অন্নদার অঙ্গে চর্ম্ম সার।

শত গাঁটি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান।
ব্যাঘের নিকটে গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান॥
ফেলিয়া ঝুলঝুলী নড়ী আরো কুব্জ করে।
ক্ষুধার বাসনা বিরসমুখী করে॥
ভুরু চোকে খুপ কাঁটা কাণ ঢেকে যায়।
কুঁজভরে পিঠ তাহা ভূমিতে লুটায়॥
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল।
চক্ষু বুজি দুই হাতে চুলকান চুল॥

ভারতচন্দ্র উল্লিখিতরূপে বৃদ্ধার বর্ণন করিয়াছেন। যিনি কখন প্রকৃত বৃদ্ধা চক্ষে দেখেন নাই, তিনি কি কখন বৃদ্ধার এপ্রকার বর্ণনা করিতে পারেন? তবে ভারতচন্দ্রের বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে স্বভাব বর্ণনের প্রসঙ্গ অধিক উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার স্বভাব বর্ণনার তত অবসরও হয় নাই। আজি কালি অনেকে তাঁহাকে কবি বলিয়া গণনা করিতে চান না। না চান, কিন্তু তিনি এক অন্নদামঙ্গল প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গলা ভাষার যে উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন, এখন শত শত ব্যক্তি শত শত গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহা করিতে পারিতেছেন না। ভারতচন্দ্র যথার্থ বাঙ্গলার কবি ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে অনুকূল আনন্দে মগ্ন করিতে থাকে। তবে তাঁহার অপরাধ এই, তিনি এক-[illegible] কবিগণের [illegible] করিয়া ভারতভূমিকে দুর্ভেদ্য করিতে পারেন নাই।

—:০:—

[illegible]

[illegible]

তেছে। সংকীর্ত্তনকারিদিগের ভক্তিভাব দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ঐ যুবকদলের একজন কিয়ৎক্ষণ পরে দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বরবিষয়ক একটী বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতাটী বিকৃত স্বরে আরম্ভ হওয়াতে প্রথমে আমাদিগের কিঞ্চিৎ অসুখ বোধ হইল, কিন্তু বক্তার হৃদয়ের উদাত্ত ও প্রেমপূর্ণ ভাব দর্শন করিয়া অব্যবহিত পরেই সে অসুখ দূর হইল। তবে মনে এই হইল বক্তা যদি সহজস্বরে বক্তৃতা করিতেন, উহা অধিকতর হৃদয়গ্রাহিণী হইত। বক্তৃতা কালে খৃষ্ট মিশনরিদিগের কিছু কিছু অনুকরণ করা হইল। সেই অনুকরণ আমাদিগের ভাল লাগিল না। ঈশ্বর পাপিকে পরিত্রাণ করেন, এ শব্দগুলি উচ্চারিত না হইয়া ঈশ্বর পাপিকে পাপ হইতে মুক্ত করেন, যদি এই বাক্য উচ্চারিত হইত, উহা বাঙ্গালির কর্ণে অধিক মিষ্ট লাগিত সন্দেহ নাই।

এই বক্তৃতা ঘটিত একটী কৌতুকাবহ কাণ্ডও হইল। বক্তা ঈশ্বর প্রেমের বিষয় বর্ণন করিয়া স্ব বাক্যের সমর্থনার্থ চৈতন্য রূপ সনাতন জগাই মাধাই খৃষ্ট প্রভৃতির নামোচ্চারণ করিলেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী নন এমন এক ব্যক্তি সেই খানে বসিয়া ছিলেন। তিনি বক্তৃতার অবসানে উত্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন, তাঁহার বক্তৃতাটীর সার মর্ম্ম এই, রাম কৃষ্ণ দুর্গা যিনি যে শাস্ত্র ঈশ্বরকে ডাকুন ও আরাধনা করুন ঈশ্বর তাহাতেই প্রীত ও প্রসন্ন হন। তদ্ভিন্ন এই ব্রাহ্মদলের কেহই এ বাক্যের প্রতিবাদ করিলেন না। অপর এক ব্যক্তি প্রতিবাদের অভিপ্রায়ে উত্থিত হইয়াছিলেন, তিনিও নিরস্ত হইলেন। আমরা চিত্রকৃত প্রতিজ্ঞা প্রসারে বাঙ্নিষ্পত্তি করিলাম, না, কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে বাদ প্রবাদ শ্রবণ করিলাম।

আমরা ব্রাহ্মদিগের মত কি তাহা জানি না, তাঁহাদিগের প্রণীত ধর্ম্মপুস্তকও দর্শন করি নাই। সুতরাং আমাদিগের বিষম সংশয় উপস্থিত হইল। রাম কৃষ্ণ দুর্গা যিনি যে ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করুন, তাহাতেই তিনি প্রসন্ন হন, যদি এই সিদ্ধান্ত হইল, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ফল কি? অনেক দিন হইল, এ মত ত এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। আর্য্য জাতীয় পূর্ব্বাচার্য্যদিগের ঈশ্বর প্রেম এমনি প্রবল হইয়াছিল, যে তাঁহারা কর্ত্তব্য বিষয়ের দোষ গুণ বিবেচনায় অক্ষম হইয়া এই মত স্থির করিয়া যান, যিনি যে ভাবে (রাম কৃষ্ণ দুর্গা ভাবে) ঈশ্বরের আরাধনা করুন, ঈশ্বর তাহাতেই তুষ্ট হন। তাঁহারা বলেন, যে সে উপাসক নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে ও আরাধনায় সমর্থ হয় না, এই নিমিত্ত তাঁহার রূপকল্পনা হইয়াছে।

পূর্ব্ব আচার্য্যেরা অবধারিতবা বিষয়ের এক দিক দর্শন করিয়াই মত স্থির করেন। কিন্তু অপর দিকে যে কত অনিষ্ট আছে, তাহা দেখিতে পান নাই। বেদের প্রাদুর্ভাব সময়ে এদেশে প্রতিমাপূজা ছিল না। প্রতিমা পূজার সঙ্গে সঙ্গে নরবলির সৃষ্টি হয় এবং গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপের প্রথা হয়। এই প্রতিমা পূজা ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির অন্তরায়ভূত হইয়া কত অর্থ ভস্মসাৎ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই অনর্থ গুলির নিবারণের নিমিত্ত কি ব্রাহ্মদিগের প্রয়াস নয়? আমরা কি এই সিদ্ধান্ত করিব? ব্রাহ্মদিগের সেই দুর্গা কালী রাম হরি শ্রাদ্ধ শান্তি সকলই আছে, কেবল ব্রাহ্মণদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে? অবশেষে বিনয় সহকারে আমাদিগের বক্তব্য এই, হরিনাভির ব্রাহ্মেরা ক্ষুব্ধ অথবা সোমপ্রকাশের উপরে ক্রুদ্ধ হইবেন না। সোমপ্রকাশ ব্রাহ্মদিগকে সময়ে সময়ে সতর্ক করিয়া তাঁহাদিগের বন্ধুর কাজই করিয়া থাকে।

বিবিধ সংবাদ।

২৭ এ মাঘ সোমবার।

কলিকাতা শিল্পবিদ্যালয় ক্রমে উন্নতি সোপানে আরূঢ় হইতেছে। ১৮৭০ অব্দের মার্চ্চমাসে উক্ত বিদ্যালয়ে ৪৮ জন ছাত্র ছিল, ১৮৭৪ অব্দের মার্চ্চে ছাত্র সংখ্যা ১২৯ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১২২ হিন্দু ২ জন মুসলমান চারি জন খৃষ্টান ও একজন বৌদ্ধ।

এক বরদা লইয়া এদেশের ইংরাজ সম্পাদকগণের মনের ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। ইহাদের ইচ্ছা দেশীয় রাজা গুলি কাড়িয়া লওয়া হয়। বরদা ছাড়িয়া এক্ষণে আমাদিগের আলাহাবাদস্থ সহযোগীর দৃষ্টি রেওয়ার উপর পতিত হইয়াছে। তিনি রেওয়ার রাজাকে অতিশয় অসভ্য ও এক জন উত্তম শীকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল মহাত্মা ভারত হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দেন বটে, কিন্তু ইহাদের হইতে ভারতের মত অনিষ্ট হয় অন্য কাহারও হইতে হয় না।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজা আগামী শুক্রবার কলিকাতা হইতে বারাণসী যাত্রা করিবেন।

ইংলিসম্যান বলেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার রিচ্‌ড কাউচকে এক বিদায় সূচক ভোজ দিতেছেন। সার রিচ্‌ড কাউচ দুই এক দিনের মধ্যে বরদা যাত্রা করিবেন।

উক্ত পত্র টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ পাইয়াছেন, রিচ্‌ড গার্থ সাহেব সার রিচ্‌ড কাউচের পদে বঙ্গদেশের চিফজষ্টিস হইতেছেন। শুনা যাইতেছে মাকফারসন সাহেব আপাততঃ তাঁহার কার্য্য করিবেন।

বাঙ্গালা দেশের এগার মাসে আফিঙ্গের বিক্রয়ে এবং মালওয়ার ১০ মাসের আফিঙ্গের মাশুলে যেরূপ অনুমান করা হইয়াছিল তদপেক্ষা ৭২৩ ৫৫৩০ টাকা অধিক হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশের আফিঙ্গের ৩৩১০৫০০ এবং মালওয়ার আফিঙ্গের ৪১৭২০০০ টাকা হইয়াছে।

পাঠকগণ বোধ হয় খোকা হত্যাকারী কোয়ান সাহেবকে আজও বিস্মৃত হন নাই। পিয়নিয়ার বলেন, বিলাতে গিয়া তাঁহার বিলক্ষণ পদ বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি লিভ-

সের বয়োর চিফ কমষ্টেবল হইয়াছেন। বেতনও বিলক্ষণ মোটা হইয়াছে। যে সকল ইংরাজ দেশে গিয়া অধিক বেতনে কর্ম পাইবার অভিলাষ করেন তাহারা কোয়াম সাহেবের ন্যায় সদনুষ্ঠানের চেষ্টা দেখুন।

ইংলিসম্যান বলেন, এক্ষণে বরদা কবি শনের সত্য নির্ণীত হইয়াছে। সার রিচাড কাউচ সভাপতি এবং সার রিচাড মীড়, মেল বিল সাহেব, মহারাজ সিন্ধিয়া জয়পুরের রাজা এবং সার সিমকয়াও সত্য মনোনীত হইয়াছেন। যে কয় জনে কমিশন হইবে তাহার তিন জন ইউরোপীয় ও তিন জন এদেশীয় হইয়াছেন। অতএব আর মনস্তাপের কোন থাকিবে না।

গত শনিবার পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ধাঁগ্রা আলাহাবাদ বেরিলী মিরজাপুর এবং বাঁসিতে কোয়াসার অরদর ও ছোলার বড় অনিষ্ট করিয়াছে। যব গম ও মটরের অবস্থা ভাল।

মাদ্রাজবাসীদের আশা ছিল বেলারি হইতে গুটুক পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে হইলে ধারওয়ার বিভাগের তুলা ও অন্যান্য পণ্য দ্রব্য বোম্বাই না গিয়া মাদ্রাজে যাইবে। কিন্তু তাহাদের সে আশা সত্য নির্মূল হইয়াছে গবর্ণর জেনরল মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন উক্ত রেলওয়ের যে প্রস্তাব হয় তিনি তাহাতে সম্মত হইতে পারেন না।

মাদ্রাজের সাউথ রোডে একটী ফোয়ারা নির্ম্মাণের জন্য বেঙ্গল গ্রামের রাজা ১০৮০ টাকা দিয়াছেন। ফোয়ারাটী মিউনিসিপাল টীর অধীন করিবার দেওয়া হইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় কালী প্রসন্ন সিংহ ডেলহাউসি স্কোয়ারে যে ফোয়ারা নির্ম্মাণ করেন, কলিকাতার মিউনিসিপালিটী সেটীর যেরূপ রক্ষণা বেক্ষণ করিয়াছেন, ইহার সেরূপ না করিলে হয়।

বাহিন রাজপুতনা ষ্টেটরেলওয়েতে জয়পুরের নিকট একটী ঘুমাইয়া হইয়া শকট চালক একজন গারডের মৃত্যু হইয়াছে।

গত ১ লা ফেব্রুয়ারি মবাব আহম্মদ আলী খাঁ নামক একসন্ত্রান্ত আফগানের সহিত ভূপালের বেগমের এক মাত্র কন্যা সুলতান জোয়াদের পরিণয় কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ সভায় পোলিটিকাল এজেণ্ট ও বহু সংখ্যক ইউরোপীয় ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। বিবাহের সময় পাত্র শপথপূর্ব্বক বলিলেন, তিনি যদি স্ত্রী পরিত্যাগ করেন, দুই কোটি টাকা দিবেন। ৪ কে টি টাকার যৌতুক দেওয়া হইয়াছে। দরিদ্রদিগকে অকাতরে অর্থ বিতরণ করা হইয়াছে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় মাদ্রাজের উত্তর বিভাগে সিন্ধুর স্থানে স্থানে [এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র অল্প অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অযোধ্যা ও মধ্য প্রদেশেও সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে। পঞ্জাবের এবং লাহোরে অল্প বৃষ্টি হইয়াছে। দাক্ষিণাত্য পঞ্জাব উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কয়েকটী স্থান ভিন্ন শস্যের অবস্থা সাধারণে উত্তম।

ফ্রান্সের রিলি নামক স্থানে অগ্নি কাণ্ড হইয়া একটী অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত মুদ্রা যন্ত্রালয় পুড়িয়া গিয়াছে। অনেক উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রভৃতিও ভস্মসাৎ হইয়াছে।

বোম্বাই হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে রকমা বাই একটী হস্তক পুত্র গ্রহণের অনুমতি লইবার জন্য কলিকাতায় গবর্ণর জেনরলের নিকট একজন এজেণ্ট পাঠাইয়াছেন।

সে দিন মাদ্রাজের একটী বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান কালে বলা হইয়াছে, দেশীয় শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষার সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্টে যে প্রস্তাব করা হবে গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছেন।

প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে মাদ্রাজ রেলওয়ের বাণিজ্য কমিটার কারণ অনুসন্ধানার্থ এক কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে।

ঢাকা এবং পূর্ব্ববাঙ্গলার প্রায় নয় শত সম্ভ্রান্ত লোক স্বাক্ষর করিয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকট এই বলিয়া এক আবেদন করিয়াছেন, যে ডব্লড্যা স্কুল ইনস্পেক্টর ক্রকট সাহেবকে বিহারে বদলী করা না হয়। কৃষ্ণনগরের লোকেরা লেথব্রিজ সাহেবের সম্বন্ধে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহারাও হইতে পারেন।

পাটনার কমিশনর পাটনা হইতে গয়া পর্য্যন্ত একটী লাইট রেলওয়ে করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। পাটনা ও গয়ার মিউনিসিপালটী বলিয়াছেন, যেমন গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে যদি সাহায্য করেন তাঁহারাও সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। রেলওয়ে করিলে কেবল মাত্রী দ্বারাই লাভ হইতে পারে। তদ্ভিন্ন শস্যাদিরও বাণিজ্য সম্ভাবনা বিলক্ষণ আছে।

পিয়ানিয়রের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন সেনাপতি উকোড অত কতের সর্দ্দার বাহার জামের পুত্রকে বন্দী করিয়াছেন, বন্দী করিবার উদ্দেশ্য এই, একটী বন্দীকে তাহারা এ পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দেন নাই, তাহার উদ্ধারার্থই এইরূপ করা হইয়াছে। ঐ বালিকাটী এক্ষণে বাহার জামের নিকট রহিয়াছে, টেজেনেরা উহাকে বালিকাটী বিক্রয় করে। অতএব উহার পুত্রকে বন্দী করিয়া কন্যাটীর উদ্ধার সাধন চেষ্টা করা হইতেছে। দুই জন বড় সর্দ্দারের সম্মুখে ঐ পুত্রকে লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। উহারা ইহা দেখিয়া সেই বালিকাকে আনয়নার্থ গমন করেন, এই উপায় দ্বারা বালিকাটীর উদ্ধার সাধন হইবে বোধ হইতেছে।

২৮ এ মাঘ মঙ্গলবার।

ঢাকা প্রকাশে লিখিত হইয়াছে, "ঢাকার কমিশনর উত্তর ন পুবের প্রজাগণের বিদ্রোহ সংবাদ শুনিয়া তথায় যাইবার সংকল্প করিয়াছেন। প্রজাবিদ্রোহ জমীদারদিগের স্বত্বের বিনাশ না করিয়া কি নিবারণ হইবে না।

পঞ্জাবে বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গত সপ্তাহে তথায় ১৯১ জনের উক্ত পীড়ায় মৃত্যু হয়। পঞ্জাবে কি কোনরূপ টীকার নিয়ম নাই?

গত বর্ষে সেপ্টেম্বর অক্টোবর নবেম্বর ও ডিসেম্বর এই চারি মাসে উত্তর পশ্চিমা

কালে ৫ খানি ইংরাজী ১১ আরব পারস্য ও উর্দ্দু এবং ১১ খানি হিন্দী পুস্তক এবং ৮ খানি ক্ষুদ্র পুস্তক ও ১৩ খানি সাময়িক পত্রিকা প্রচার হয়।

উৎলেমন শুনিয়াছেন আমীর সিরাজ আলী বিনা যুদ্ধে বিরাট অধিকার করিয়াছেন। আমুর খাঁ এবং আর সকলে মেশেদে পলায়ন করিয়াছে। কাবুলের ঘরাউগোলমেগের নায় সংবাদে গুলিও গোলমেগে পূর্ণ।

মান্দ্রাজের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর জেনরল পাইপল সাহেব কার্য্য হইতে অপসৃত হইতেছেন। ইনি উক্ত বিভাগে ৩০ বৎসরকাল কার্য্য করিয়াছেন। মান্দ্রাজ বাসীরা ইহার সম্মানার্থ কিরূপ করা উচিত তদ্বিষয় বিবেচনার্থ এক সভা করিতেছেন।

গত ৩১ অক্টোবর পর্য্যন্ত সাত মাসের মধ্যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াতে ১৯২৬৮১১১৩টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হয়, গত বৎসর ঐ সময় ১৭৩৪১২৫৫৯ টাকার হইয়াছিল। এ বৎসর উক্ত কয় মাসে ৩০৭৪৫২৩৭২ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হয় গত বৎসর ঐ সময় ১৯৪১১৩৪৮১ টাকার হইয়াছিল। আমদানী শুল্কে (লবণ সহিত) ২৪৮৪১-৮৭১ টাকা সংগৃহীত হয়, গত বৎসর ২৮৪০৯০১৬ টাকা হইয়াছিল। রপ্তানী শুল্কে ২৭১৩৮১১ টাকা গত বৎসর ৩২০৭৭৭৪ টাকা হইয়াছিল। ৩৮১৫ খানি জাহাজে ১০২১৪০৬ টন দ্রব্য লইয়া আসিল এবং ৩৭৭৮ খানি জাহাজ ১১০৭৫৭১ টন দ্রব্য লইয়া যায়।

ওরিয়েণ্টাল টেলিগ্রাফ নামক সংবাদ পত্র বলেন, সরকার কতকগুলি মুসলমান মাকেষ্টারের নিকট হইতে, কারা এলেকজাণ্ড্রিয়া ও অন্যান্য স্থান হইতে বালিকা ও স্ত্রীলোক ক্রয় করিয়া আনিয়া উহাদিগকে ক্রীত দাসী রূপে রাখে। কখন কখন তাহারা ইহা দের অপকারিগণের নিকটেও কখন কখন কাবুলের পাটে ইহা দিগকে বিক্রয় করে। সম্প্রতি কিছুদিন ধরে পড়িয়াছে। ইংলণ্ডের আইন মতে দাস ব্যবসায় নিবারণ না করিয়া পার্লিমেণ্ট কেন দাসব্যবসায়ের নিবারণ করিতে যাওয়া উচিত হয় না।

গত শনিবার ওরিএণ্টাল সেমিনারির বালকদিগের পারিতোষিক দান কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

আমরা মেদিনীপুর হইতে নিম্নলিখিত পত্র খানি প্রাপ্ত হইয়াছি।

"গত ৭ ই ফেব্রুয়ারি রাত্রি ৭ টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ইহাতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম মহাশয়গণ আগমন করিয়াছিলেন, এমন কি গৃহ মধ্যে স্থানাভাব প্রযুক্ত অনেক গুলি ভদ্র লোককে বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল, কিন্তু বিদেশীয় ব্রাহ্মগণ অপেক্ষা দেশীয় ব্রাহ্মগণের সংখ্যা অতি ন্যূন। বাবু তোলানাথ চক্রবর্ত্তী ও বাবু সম্ভুনাথ মিত্র আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সঙ্গীত গুলি তান লয়ে ঐক্য থাকায় অতি সুমধুর হইয়াছিল। সভা স্থলে তিনটী লিখিত বক্তৃতা পাঠ হয়, বক্তৃতা গুলি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। বাবু ভুবন মোহন মিত্র যে বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতার কোন স্থানে দোষ ধরিয়া একজন সভ্য মৌখিক প্রতিবাদ করেন, কিন্তু বাস্তবিক ভুবন বাবুর সেটী দোষ নহে, প্রতিবাদ কর্ত্তা শুনিবার ভ্রমেই হউক, কি বুঝিবার ভ্রমেই হউক, এরূপ প্রলাপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভা মধ্যে কোন কথা না বুঝিয়া হঠাৎ এরূপ বক্তৃতা করা অদূরদর্শিতার কার্য্য বলিতে হইবে।

সভা ভঙ্গ হইলে কয়েকজন ব্রাহ্ম স্থানে প্রত্যাগমন কালীন পথে বাইসে ২ সমাজ বাটী বৃদ্ধি করণের কথা আন্দোলন করেন। বাস্তবিক বাটী অতি ক্ষুদ্র, বৃদ্ধি করা সমাজ কর্ত্তৃপক্ষদিগের কর্ত্তব্য বটে, সমাজের যত উন্নতি হইবে ততই দেশের শ্রীবৃদ্ধি আশা করা যায়। শুভাকাঙ্খী বিমলাচরিত্র সরল হৃদয় বাবু নরেন্দ্রচন্দ্র নাগ মহাশয় যথোচিত যত্ন করিলে এ সৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, কিন্তু ব্রাহ্ম সভ্যগণ যদি সপ্তাহে প্রতি মত সমাজে উপস্থিত না হন, তবে ঘর বাড়াইবার ফল কি?

খ্রিষ্টিয় বৎসর হইল এই সমাজটী স্থাপিত হইয়াছে। যদিও এখন পর্য্যন্ত ইহাতে আশাতিরিক্ত ফললাভ হয় নাই, কিন্তু যত দূর হইয়াছে, তাহাকেই অধিক বলিতে হইবে। এক্ষণে দেশহিতৈষী মহোদয়গণের নিকট প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া জ্ঞান জ্যোতিঃ বিতরণ দ্বারা, দেশের অজ্ঞান তিমিররাশি দূরীকরণে যত্নবান হউন।"

আগামী সোমবার মহারাজ হোলকর তাঁহার পুত্র ও সার মাধবরাও কলিকাতায় আসিবেন।

অদ্য ত্রিবাঙ্কুরের রাজা কলিকাতা হইতে যাত্রা করিবেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন নানা সাহেব বলিয়া যাহাকে ধরা হয় সিপ্রিয়ার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিবার পরেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

১৮৭৪ অব্দের ছয় মাস কালের মধ্যে মধ্য প্রদেশে ৫৮১ বন্য পশু বধ করা হয়। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের ৪৮৮১ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বন্যপশু বধার্থ গবর্ণমেণ্টের বর্ষে বর্ষে অল্প টাকা ব্যয় হয় না।

২ রা ফেব্রুয়ারি পেসোয়ারে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

কপূরতলার রাজা এক্ষণে বলক্ষণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি শীঘ্র লাহোরে বায়ু সেবনার্থ গমন করিবেন।

অযোধ্যার বিষয়ের সর্ব্ব বন্দোবস্ত গবর্ণমেণ্ট যে টাকা দিতেন লক্ষ্ণৌ টাইমস্ বলেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা আর দিবেন না স্থির করিয়াছেন।

সে দিন নওগাঁয় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

শুনা যাইতেছে গুইকুমারের [illegible] ৬ ই ফেব্রুয়ারির পূর্ব্বে অবতরণ [illegible] সার হেনরি কটন অদ্য রাত্রিতে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিতেছেন।

আগামী ১৫ ই ফেব্রুয়ারি মহারাজ [illegible] বিবাহের দিন অবধারিত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হইতেছে তিনি শুক্রবার বিচারার্থ কমিশনে বসিতে পারিবেন।

২১ এ মাঘ বুধবার।

বোম্বাই গেজেট বলেন, গুইকুয়ারের বিচার ফল যেরূপ হউক, ভবিষ্যতে যিনি বরদার রাজা হইবেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ইংরাজী রীত্যনুসারী শাসন প্রণালী দ্বারা বশে রাখিবার মানস করিয়াছেন। কিছু দিন গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং ইহার শাসন কার্য্য সম্পাদন করিবেন, পরে কোন রাজপুত্রের হস্তে শাসনভার দিয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ আয়ত্ত করিয়া রাখিবেন। গবর্ণমেণ্ট বরদার দেশীয় শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবেন বলিয়াছেন, সে দেশীয় শাসন প্রণালীর স্বরূপ এইরূপ। উক্ত পত্র বলেন, রাজ্ঞীর ঘোষণা পত্রের যে রাজনীতি তাহা কাজের হইল না। কারণ গবর্ণমেণ্ট বরদা সম্বন্ধে যে উপায় অবলম্বনের মানস করিয়াছেন, তাহা করিলে লোকের নিকট তাঁহাদিগকে বিশ্বাস ভঙ্গ দোষে দোষী হইতে হইবে। উক্ত ঘোষণা পত্র দ্বারা লোকের মনে যে সকল আশার সঞ্চার হইয়াছে এরূপ কার্য্যানুষ্ঠান তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বরদাকে যে স্বরাজ্যভুক্ত করিবেন না, সে বিষয়ে আমাদিগের বড় সন্দেহ আছে।

ইংলিসম্যানের পারিসস্থ সংবাদদাতার পত্রে একটী অভূতপূর্ব্ব মকদ্দমার বিষয় লিখিত হইয়াছে। ঘটনাটী এই, ১৮৫৫ অব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ন গিরমি গিজকে ৫০ হাজার ফ্রাঙ্ক উপহার দেন। ফ্রান্সের পতন ও নেপোলিয়নের মৃত্যুর পর গিজ রাজ্ঞী ইউজিনকে সুদ সহিত ঐ টাকা প্রত্যর্পণ করিতে চান, কিন্তু রাজ্ঞী তদ্গ্রহণে অসম্মত হন। সম্প্রতি গিজের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পুত্র এক্ষণে রাজ্ঞীকে ঐ টাকা লওয়াইবার জন্য রাজ্ঞীর নামে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। রাজ্ঞী ইউজিন এক্ষণে ইংলণ্ডে রহিয়াছেন, এই জন্য নেপোলিয়নের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ও রাজ্ঞীর বর্ত্তমান এজেণ্ট এম, কর্ত্তার ঐ মকদ্দমা চালাইবার ভার লইয়াছেন। বলপূর্ব্বক কাহাকে টাকা দেওয়া এবং সে লইতে অস্বীকার করিলে, লইতেই হইবে বলিয়া তাহার নামে নালীশ পর্য্যন্ত করা এই আমরা নূতন শুনিলাম। উক্ত সংবাদদাতা বলেন, রাজ্ঞী যে টাকা লইতে চাহিতেছেন না ইহার রাজনীতি সংক্রান্ত কোন কারণ থাকিতে পারে।

দক্ষিণ আমেরিকার ত্রিনিদাদ কেত্রাস নামক এক ব্যক্তি আছেন, ইহার তুল্য ধনশালী বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই। ইহাকে প্রকৃতপক্ষে কুবের বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সিবিল মিলিটরি গেজেট বলেন, ইহার এক হীরার খনি স্বর্ণ খনি জমীদারী কাপড়ের কল রেলওয়ের অংশ এবং জাহাজ আছে যে তাহা হইতে ইহার অপরিমেয় অর্থ উপার্জ্জন হয়। রথ্‌সচাইলড্ যে এত ধনী তিনিও ইহার নিকট হারি মানেন। দক্ষিণ আমেরিকার তাবার ৯ টী হীরার খনি আছে, ইহা হইতে তিনি বার্ষিক ৪ কোটি টাকা প্রাপ্ত হন। দক্ষিণ আফ্রিকা ও সাইবিরিয়াতে যে হীরার খনি সকল আছে তাহা হইতে বার্ষিক ১০ কোটি টাকা পান। গ্লাসগো এবং লণ্ডনে যে খাজনা পান তাহাতে বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা হয়। এবং কল প্রভৃতি হইতে প্রতি দিন ১০ দশ হাজার টাকা আয় হয়। একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ তিনি বলিতে পারেন কিনা? তাহাতে তিনি সবিস্ময়মুখে এই উত্তর করিলেন আমি দুই সহস্র কোটি টাকার অধিকারী এ কথা আমি শপথ পূর্ব্বক বলিতে পারি। সম্প্রতি তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহে যে যৌতুক দেন তাহা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এই বিবাহ উপলক্ষে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হয়। নিমন্ত্রণ পত্রগুলি এক একটী চন্দন কাষ্ঠের বাক্সের ভিতর করিয়া দেওয়া হয়। ঐ বাক্সগুলির কুলুপ ও চাবি সোণার। প্রত্যেক বাক্সের মূল্য অন্যূন ৩০০ টাকা। তিনি কন্যাকে যে এক ছড়া হীরার হার দেন সেরূপ হার কেহ কখন দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই। ১০ বৎসর কাল তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ৩০ খানি বৃহৎ ও অত্যুৎকৃষ্ট হীরক সংগ্রহ করেন। এইগুলি তিনি আমষ্টার্ডামে লইয়া গিয়া তত্রত্য প্রধান প্রধান জহুরীদিগকে উহার প্রত্যেকের উপর এক একটী মুখ ফুঁড়িতে বলেন, তাহারা প্রথমে বলে ইহা অসাধ্য, পরে বহু যত্নে ও বহুব্যয় করিয়া উহা ফুঁড়িয়া প্রস্তুত করা হয়। সেই হীরাতে ঐ হার প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ হার কন্যার গলায় দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন "বৎসে! নক্ষত্রগণের মধ্যে তুমি চন্দ্র। ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এই হার প্রস্তুত হয়। এই সংবাদ পাঠ করিয়া অনেকেরই মনে মনে ইহার জামাতা হইবার ইচ্ছা হইবে সন্দেহ নাই।

৩০ এ জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহেই পূর্ব্ব বারভনবীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫০১১৯০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময়ে ৫৯১৩৫০ টাকা আয় হয়, এ হিসাবে এ বৎসর ১৯০৮০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। উক্ত সপ্তাহে গ্রেসনপুর লাইনে ৩৯১৭০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময়ে ৩৭৮১০ টাকা হইয়াছিল। এবার ১৮৫০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

ইংলিসম্যান কটক হইতে তার যোগে সংবাদ পাইয়াছেন, সম্বলপুরে একটী কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। খনিটী ৮ মাইল বিস্তৃত।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, তত্রত্য তরাইর এক জন প্লাণ্টার কুলিদিগের উপর নিতান্ত অত্যাচার করাতে তাহারা সকলে পাদ্রি সাহেবকে বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিয়াছে। নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিবার এইরূপই ফল হয়।

ইংলিসম্যানের গৌহাটীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সেনাপতি উলফোর্ড ১৮ সৈন্য শিবিরে সৈন্য সকল সমবেত করিয়াছেন তদ্দ্বারা একটী বালিকাকে কোন এক এককে অর্পণ করে, ঐ বালিকার উদ্ধার্থে এক আবেদন হইয়াছে। সাহেব বলেন যে সৈন্য তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। অধিকার কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে।

৩০ এ মাঘ বৃহস্পতিবার।

সার জঙ্গ বাহাদুর এ রাজ্য চালাইতে হাইতেছেন না স্থির করিয়াছেন। তিনি একটু বল পাইলেই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন। তাঁহার কোন কোন পুত্র ইহার মধ্যেই স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন।

ইংলিশম্যান বলেন, সর রিচার্ড মীড বরঞ্চ মাইবার সময় গুইকুমারের বিষয়ে গবর্ণর জেনরলের সহিত কথোপকথন করিবার জন্য কলিকাতা হইয়া যাইবেন।

বঙ্গদেশের সর্ব্বস্থান হইতে শস্যের উত্তম সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

গত সেপ্টেম্বর অক্টোবর নবেম্বর ডিসেম্বর এই চারি মাসে বঙ্গদেশে ৭১ খানি এক ডাবার ১৭ খানি ডুবী ডাবস এবং দুই খানি তিনটী ডাবার পুনরায় রেজিষ্টরি হইয়াছে। ১১২ খানি এক ডাবার এবং ৯ খানি দুই ডাবার ক্ষুদ্র পুস্তক ও ১০৩ খানি সাময়িক পত্র প্রচারিত হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ কালে অনেক জমীদার গবর্ণমেণ্টকে রাস্তাদির জন্য বিনা মূল্যে যে সকল ভূমি দান করেন তৎসম্বন্ধে সেক্রেটরি গবর্ণমেণ্টের সহিত রেবেণিউ বোর্ডের যে পত্র লেখা লিখি হয়, গত কল্যের কলিকাতা গেজেটে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। কিছু কিছু মূল্য নিয়া যখন আইন উক্ত ভূমি সকল গ্রহণ না করিলে গবর্ণমেণ্ট উহার প্রকৃত অধিকারী হইতেছেন না। এদিগে জমীদারেরা যখন ঐ ভূমি দেন তখন এই কথা থাকে, যদি তাহা পরিত্যক্ত হয় ঐ সকল ভূমি পুনরায় তাঁহাদের হইবে। নাম মাত্র কিছু টাকা দিয়া ভূমি নিজস্ব করিয়া লইবার চেষ্টা করিলে জমীদারেরা যদি আদৌ ভূমি দানে অসম্মত হন এই জন্য সার রিচার্ড টেম্পল জমীদার দিগের ইচ্ছানুরূপ করাতে উহা গ্রহণ করিতেছেন। সর রিচার্ড টেম্পল এটী বুদ্ধির কাজ করিতেছেন।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে গঙ্গার সেতুর কাষ্টম প্রতিদিন গড় ১৩৫ টাকা করিয়া আদায় হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন ডিসেম্বরে ১৮৭৮ খৃঃ ১৩ হাজার টাকার মুদ্রাঙ্কণ হয়। এ সঙ্গে তাঁহার ইহাও বলেন ঐ মাসে ১৮৭৯ খৃঃ ৩ লক্ষ টাকার মুদ্রাঙ্কণ হইয়াছে। বাস্তবিকে ১৮৭৮ খৃঃ ৩ লক্ষ টাকার মুদ্রাঙ্কণ হয়।

ইংলিশম্যান বলেন, মেডিকেল কলেজের ডাক্তারেরা অনারেরি করিয়া যান, কলিকাতার বিশপের বাটীতে একটীও শিলা পাত হয় নাই, কিন্তু চতুর্দ্দিকে প্রচুর পরিমাণে শিলাবর্ষণ হইয়াছিল। বিশপ স্বয়ং সংবাদ পত্রে ইহা লিখিয়াছেন। বিশপ কি এত দিনের পর বুজরুক হইয়া উঠিলেন।

কয়েকমাস হইল সরদার উত্তম চাঁদ নামক একজন জহুরী হীরা বসান এক খানি বাজু বিক্রয়ের জন্য গুইকুমারের সহিত বন্দোবস্ত করেন। ঐ কার্য্য সম্বন্ধে এবং অন্যান্য কারণে ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করা হইয়াছে। বাজুখানির প্রকৃত মূল্য ৫০ হাজার টাকা কিন্তু গুইকুমারকে উহা সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় বিক্রয় করা হয়। গুইকুমার এরূপ সুগন্ধব না হইলে তাঁহার এ দুর্দ্দশা হইবে কেন?

জয়পুরের রাজার প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে এক্ষণে ২০০ বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে, ইহাদের অধিকাংশই হিন্দু। রাজার ইহাতে বার্ষিক ৪ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

রেঙ্গুনে একটী শ্বেত হস্তী জন্মিয়াছে।

১লা ফাল্গুন শুক্রবার।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, বরাহনগর মিউনিসিপালিটির সেক্রেটারি বাবু অতুলকৃষ্ণ বসুর নামে গ্লানি সূচক প্রস্তাব লেখা হয় বলিয়া বরাহনগরে বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে লাইবেলের মকদ্দমা উপস্থিত হয়। শশিবাবু লাইবেল স্বীকার করেন, এবং বলেন, মাজিষ্ট্রেট যেরূপ বলিবেন তিনি সেইরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছেন। আলীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ডেবিস সাহেব তাহা না শুনিয়া তাঁহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৩ মাস জাহাগত ও ৫০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। শশিবাবু একজন অতিশয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তিনি অনেক কাকুতি করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত হইলেন, এমন অবস্থায় যে বিচারের যাদেশ হয় অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। যাহা হউক, শশিবাবু জামীন দিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন এবং সেসন জজের নিকট এ বিষয়ের আপীল করিয়াছেন।

২রা ফাল্গুন শনিবার।

পঞ্জাবের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ১৪ মাস অনুপস্থিতির পর ৬ ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে উপনীত হইয়াছেন। ইহাঁরা যেরূপ কাজের লোক তাহাতে সম্বৎসর রাজধানীতে বসিয়া থাকিলে চলে কৈ?

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকায় লিখিত দুই হইল "গুইকুমারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য সেটার সাহেব ২৫ জন দেশীয় সাক্ষী প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া গুইকুমার বলিয়াছেন যে ১৬ টাকা করিয়া প্রত্যেককে দিলে যত ইচ্ছা সাক্ষী পাওয়া যাইতে পারে। ভিতরে কিছু আছে না কি?" গুইকুমার বড় অযথার্থ বলেন নাই। কড়িতে না হয় এমন কাজ নাই। উপস্থিত স্থলে কড়িতে কোন কাজ হইতেছে কি? আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু সচরাচর কড়ির বিষম বিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়

সাপ্তাহিক সংবাদ বলেন, রংপুরে বিখ্যাত জজ লিটিল সাহেবকে গবর্ণর জেনরল বার্ষিক ৯০০০ টাকা পেনসন দিতে চাহিতেছেন। কিন্তু লিটিল সাহেব ইহাতে সম্মত নহেন, তিনি বার্ষিক ১০০০০ টাকা ধার্য করেন।" ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট লিটিল সাহেবের কপালে এত গুরুদণ্ড লিখিলেন

অমৃত বাজার পত্রিকা উন্নতি না অবনতি প্রস্তাবে লিখিয়াছেন "রেজিষ্টারি আফিস সম্বন্ধে গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে সামান্য মকদ্দমার সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৭৩। ৭৪ খৃঃ অব্দে আদালতে ৩৮৯৩৭৪ মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে। মকদ্দমার সংখ্যা দেখে এই রূপ বৃদ্ধি হইতেছে। এটীও উন্নতির না অবনতির লক্ষণ?

রেজিষ্ট্রেশন। গত বৎসর রেজিষ্ট্রেশন আফিস দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত এক লক্ষের অধিক প্রমাণ রেজিষ্ট্রি আফিসে সংস্থাপিত হইয়াছে, অর্থাৎ লোকের মনে এখন পর্য্যন্ত এত কম বিশ্বাস যে লোকে সামান্য কার্য্য ও বিনা রেজিষ্ট্রেশনে নিষ্পন্ন করিতে চাহে না এবং এটি উন্নতির না অবনতির লক্ষণ?

মাদক দ্রব্য। গত বৎসর মাদকদ্রব্য বিক্রয় দ্বারা পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ২ লক্ষ টাকা অধিক রাজস্ব সংগৃহীত হইয়াছে এটিও উন্নতি না অবনতির লক্ষণ?"

লাড ডাফেরিন ঐ বক্তৃতা পাঠ করেন। "আমি বিদেশীয় রাজপুরুষের নিকট হইতে সুব্যবহারের সংবাদ পাইতেছি। আমার বিশ্বাস এই, এক্ষণে যে শান্তিভাব রহিয়াছে, উহা অবিচলিত থাকিবে।

ব্রাসলসের সভা সম্বন্ধে রাজী বলেন, সভার উদ্দেশ্য সকল এবং তদ্বিষয়ে সকলে যেরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত অভিপ্রায় সকল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সামঞ্জস্যের সম্ভাবনা অল্প। আরো সন্ধি বন্ধনাদির জন্য আমার নিকট যে প্রস্তাব করা হয় আমি সেই হেতু তাহাতে সম্মত হই নাই।

ডন আলফন্সকে অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের সহিত মিলিত হইয়া রাজা বলিয়া স্বীকার করিবার বিষয় এখন বিবেচনাধীন আছে। এবিষয়ে শীঘ্র শীঘ্র অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইবে।

আমার বিশ্বাস এই, আমার মেবার ও কন্সলার অফিসরদিগের চেষ্টায় আফ্রিকার পূর্ব্বস্থিত রক্ত প্রদেশের দাস ব্যবসায় এক কালে নিবারিত হইবে।

চীনের সহিত জাপানের যে গোলযোগ ছিল তাহা মীমাংসিত হইয়াছে। যাহাদের দ্বারা এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে আমার চীনদেশস্থ মন্ত্রীই তন্মধ্যে প্রধান।

গত বৎসর সাধারণ উন্নতি ও সৌভাগ্যের বৎসর গিয়াছে এবং আমার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে স্থায়ী উন্নতি হইয়াছে। আমি বিশ্বাস করি, সোলমন দ্বীপে সিবিল গবর্ণমেণ্ট স্থাপন দ্বারা তথায় স্বাধীনতা বিচরণ করিবে।

লাব্বাডিবেলি সর্দ্দারের কার্য্যাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে মেটাবেল জাতিদের অবস্থার বিষয় পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বোধ হয় এবং আমি আমার পলিয়ামেণ্টের সহিত এক মত হইয়া তথায় দেশীয় শাসন প্রণালী প্রচলিত হইবে বলিয়া অনুমান করি।

ফিজীদ্বীপের রাজা ও সর্দ্দারেরা বিনা করাতে উক্ত দ্বীপ আমাকে অর্পণ করাতে আমি তাহা গ্রহণ করিয়াছি। পার্লিমেণ্টে আমার যে বক্তব্য আছে ইহা দ্বারা তাহার বিস্তর উপকার হইবে।

ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের পর এবার তথায় বিস্তর শস্য জন্মিয়াছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাত্রত্যবর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে লোক দিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

দেশের রাজস্বের অবস্থা উত্তম। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বাণিজ্য কমিয়াছে বটে কিন্তু প্রচুর শস্য ও টাক্স করিবাতে লোকে সাধারণতঃ সক্ষম হইয়াছে। পরিশেষে আগামী সেসিয়নে যে সকল আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইবে। তাহার উল্লেখ করিয়া বক্তৃতার উপসংহার করা হয়।"

লণ্ডন ৭ ই ফেব্রুয়ারি বাজীর বক্তৃতার উত্তর দিবার জন্য কমন্স ও লাডসহাউস প্রস্তাব করিয়াছেন।

বিচাড গার্থ কিউ. সি বঙ্গদেশের চিফ জষ্টিসের পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

কালিফর্ণিয়া এষ্টেলার দিকে পরাবর্ত্তন করিতেছে।

লণ্ডন ৮ ফেব্রুয়ারি। কলিকাতা হইতে যে মেইল ১৫ ই জানুয়ারি ছিঁড়িয়া হইয়া যায় উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই ফেব্রুয়ারি। গত রাত্রিতে কমন্স বাটীতে লাড হ্যামিলটন এণ্ডরুসের বাক্যের প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন যে মেজর বয়ড বলেন তারতবর্ষীয় কুলী সকলে স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে যে বহু কষ্ট দিয়া কাজ করিতে হয় তদ্বিষয়ে একটী আইন করা আবশ্যক হইয়াছে। এবং ইণ্ডিয়ান ডিপার্টমেণ্ট এ বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

জানুয়ারি মাসে ব্রেট বিটন হইতে ১৭০০০০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী এবং ৩২৩৭৫০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হইয়াছে।

মাড্রিড ৯ ই ফেব্রুয়ারি। এ উলার বিরুদ্ধে যে সকল সৈন্য যাইতেছিল উলারিদের প্রতি রোধ করা হইয়াছে। যুদ্ধের কার্য্য আপাততঃ বন্ধ আছে।

লণ্ডন ১১ ই ফেব্রুয়ারি। প্রিন্স লিওপোলড ক্রমে স্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন। এক্ষণে তিনি কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারেন এরূপ বল পাইয়াছেন।

ডন আলফন্সো পাম্পেলুনায় প্রবেশ করিয়াছেন।

গত সেসিয়নের আইন অনুসারে সার এডু ক্লার্ক সাহেব ভারতবর্ষের পবলিক ওয়ার্কের ডাইরেক্টর হইয়াছেন।

ওয়াশিংটন ১০ ই ফেব্রুয়ারি। কমিটী স্থির করিয়াছেন তুলা পণ্য নির্ম্মিত দ্রব্যাদি লৌহ ইস্পাত এবং চিনির উপর কর দ্বারা করিবেন কিন্তু চা ও কাফির উপর কোন রূপ কর নির্দ্ধারণ করিবেন না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৪ ঠা ফেব্রুয়ারি। ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায় ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

জে, টি বাবোন কিছুদিনের জন্য শ্রীরামপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী সায়দ আবদুল বশোহরে বদলী হইলেন।

৯ ই ফেব্রুয়ারি। চট্টগ্রামে পর্যটক বিভাগের প্রতিনিধি আতিরিক্ত সহকারী কমিসনর এফ, এ চিসেষ্টার ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

কর্ণেল আর বাবন, সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত ই, বি হেকার সাহেব পুলিসের ডেপুটী জনস্পেক্টর জেনরলের কার্য্য করিবেন।

৪ ঠা ফেব্রুয়ারি। বাবু নীলকমল চক্রবর্ত্তী চট্টগ্রামের বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

আজিম গঞ্জের সব ডেপুটী অফিসর এজেক এক অসবরণ বেহার এডোকেটের চেষ্টা বিভাগে বদলী হইলেন।

ত্রিপুরার প্রতিনিধি আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, মাজন ইক বিভাগের সদর ষ্টেসনের দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধারণ সভার সভ্য হইবেন।

সার্জ্জন এ, ক্রাফি কিছুদিনের জন্য কলিকাতা মেডিকল কালেজের মেটিরিয়া মেডিকা এবং ক্লিনিকাল মেডিসিনের অধ্যাপক হইলেন।

ব্রিবস ইমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটরি।

বিচার সংক্রান্ত বিষয়।

৮ ই ফেব্রুয়ারি। বাবু রোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, কিছু দিনের জন্য ঐ বেঙ্গলুরের মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

৯ ই ফেব্রুয়ারি। চট্টগ্রাম পর্যটক বিভাগের প্রতিনিধি আতিরিক্ত সহকারী কমিসনর এফ, এ চিসেষ্টার সাহেব মুন্সেফ ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ব্রিবস ইমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটরি।

সংবাদদাতার পত্র।

পঞ্জাব সীমা ডেরা ইস্মাএল খাঁ।

গত বৎসর পৌষ ও মাঘ মাসে এ স্থানে অকাল বর্ষাকালের আকার ধারণ করিয়া ছিল। অতি ভয়ানক শীত তাহাতে তাহার সঙ্গে বৃষ্টি পাত ও শীতল বায়ুর প্রবল প্রবাহ। গত বৎসরে এ সময়ে সকলের যার পর নাই কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। এ বৎসরে যদিও বিলক্ষণ শীত অনুভূত হইতেছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত এক বিন্দু বারি পতন হয় নাই। বোধ হয় এবারে বর্ষা কালে নিয়মিত বর্ষা হওয়াতে এ সময়ে বারি পতন হইল না। গত বৎসর মাঘ মাসে শীত কালে প্রচুর বারিপতন হয়। এ বৎসর না হওয়াতে কৃষি কার্য্যের অনেক ক্ষতি হইবে, সকলেই বর্ষার জন্য প্রার্থনা করিতেছে।

২। পঞ্জাবের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর এখানে এবার অনেকদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ৯ই পৌষে আসিয়া ১১ই মাঘ পর্য্যন্ত থাকিয়া মুলতানাভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন। ১৩ই পৌষে এখানকার এবং সীমান্বিত সর্দ্দার ও রইস দিগকে লইয়া একটী দরবার করিয়াছিলেন। উজীরীদিগের দুই জন সর্দ্দার ইংরাজদিগের সহিত উজীরীদিগের সদ্ভাব বর্দ্ধনার্থ সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া খেলাৎ পাইয়াছেন। উক্ত দিবসের রজনীতে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের শিবিরের সম্মুখে বিবিধ আতোষ বাজি হইয়াছিল।

১৭ই পৌষ লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর স্বীয় সভা ও স্থানীয় প্রধান প্রধান লোকের সমভিব্যাহারে জেলখানা ডেপুটী কমিসনরের কাছারী কমিসনরের কাছারী প্রভৃতি পরিদর্শন করেন, একদিন সিন্ধু নদে মৎস্য শীকার করিতেও গিয়াছিলেন।

৪ঠা মাঘ ডেরা ইস্মাএল খাঁর নিকটবর্ত্তী টাঁকের নবাবের রাজধানীতে বহুসংখ্যক উজীরীকে লইয়া একটী দরবার করিয়াছিলেন। উক্ত দরবারে উজীরদিগকে উজীর (শিরস্ত্রাণ) প্রদত্ত হইয়াছিল।

লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের অবস্থান কালে যোড় দৌড় সাহেবের বলের ক্রীড়া ও গুড়া গীত এবং বেল পরিবর্ত্তন প্রভৃতি আমোদের কার্য্যেরও অনুষ্ঠান হইয়াছিল কিন্তু এ সব কার্য্যের আয়োজন ও আগমন প্রতীক্ষায় অধিক সময় অতিবাহিত হওয়াতে বেলল উজীরীদিগের সকল প্রকার উদ্যোগ বৈফল্য হয়। এজন্য তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহারা অনেক চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহাদের সে আশা সফল হয় নাই।

৩। এস্থান সীমার অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয় বিচারপতিরা সম্পূর্ণ আইনের বশবর্ত্তী হইয়া বিচার করেন না। অনেক স্থলেই আপন আপন ইচ্ছামত সুবিধা বুঝিয়া বিচার করা হয়। প্রায় দেখা যায় লঘু পাপে গুরুদণ্ড ও গুরু পাপে লঘু দণ্ড হইয়া থাকে। "দশজন দোষী অব্যাহতি পায় সেও ভাল তথাপি যেন একজন নির্দ্দোষ দণ্ডিত না হয়" আইনের যে এই প্রধান উদ্দেশ্য এস্থলে তাহার প্রায় বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি আমি নিজেই ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া প্রকাশিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছি দেখি কি হয়। সংপ্রতি ২। ১ টী মকদ্দমার কথা লিখিতেছি কএকদিন হইল শত্রুস্থ একজন রইসের ষোড়শ বর্ষীয় একটী পুত্র একটী অষ্টমবর্ষীয়া বালিকাকে বলাৎকার করিয়া মৃত প্রায় করিয়া ফেলিয়াছিল, ইহার প্রমাণার্থ যাহা যাহা আবশ্যক সব লই হইয়াছিল। হত কি হইল রুদ্ধ গৃহে বালকের অভিভাবক দ্বারা ১৪ ঘা মুহ বেত্রাঘাত !!! বোধ হয় সীমান্বিত সর্দ্দারদিগকে ইংরাজেরা অধিক ভয় করেন বলিয়া আইনানুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন না। একজন দোকানদার বহু লোকের সম্মুখে একজন লোকের সহিত বিবাদ করিতে করিতে অতি ক্রোধে পদাঘাত করিয়া বধ করে। ডাক্তার কহিল ইহার কোন পীড়া ছিল তাই হঠাৎ মরিয়া গিয়াছে। অথচ তাহার আত্মীয় স্বজন কহিল যে, যে পীড়ার কথা ডাক্তার কহিতেছে আদ্যকাল উহার সে পীড়া কখন হয় নাই। যাহা হউক হত্যাকারী বেকসুর খালাস পাইয়াছে।

৪। অদ্যদিন হইল এস্থান হইতে মুলতানের রেলওএ কোন ষ্টেষণ পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। এই রাস্তা দিয়া অনায়াসে আজ কাল মেলগাড়ী (ডাকের এক প্রকার ক্ষুদ্র শকট) দুই দিনে যাইতেছে, এই শকটে চড়িয়া যাইলে দুই দিনে দিনে ৯ ক্রোশ যাওয়া যায়। যে সকল লোক এই রাস্তা নির্ম্মাণার্থে পরিশ্রম করিয়াছিল। তাহারা সরকারের নিকট যথেষ্ট পুরস্কার পাইয়াছে, রাস্তা বড় প্রশস্ত নহে, রাস্তার এক ক্রোশ অন্তরে কাষী সকল চালানের কার্য্যকারী আছে এবং অশ্বারোহী পুরুষদিগের ঘোড়া তাহাতে সক্ষম নাই।

৫। আজি কালি এখানে গোধূম টাকার ৩৫ সের, ছোলা টাকায় এক মণ দশ সের, ঘৃত টাকায় সাড়ে চার সের ঘৃত টাকায় প্রায় দুই সের চাউল সামান্য রকম টাকায় দশ সের লবণ টাকায় প্রায় পাঁচ মণ, বেসাতি টাকায় পাঁচ সের ভিন্ ভিন্ টাকায় ৪ সের পেস্তা টাকায় দেড় সের গোল আলু (পার্ব্বতীয়) টাকায় প্রায় ১৮ সের।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

এই সেই ভস্মরাশি!

১

কহ না আমায়,
নয়ন নিকটে মোর কি ঐ ভূ-পাবার,
ভস্মের মতন?
এ বটে ভস্মের রাশি, আর রে ভারতবাসী,
ভস্মভরা চোখে ভস্ম করি নিরীক্ষণ!

২

এই কি সে ছাই?
কপিল পাতাল বাসী ঋষিকুলধন।
সগর রাজার
পাপাত্মা তনয়দলে, পোড়াইয়ে রোষানলে
করিয়াছিলেন ভস্ম পর্ব্বত আকার!

৩

এই কি সে ছাই?
অনলের মন্দানল হইল যখন,
তখন তাঁহার,
পাণ্ডব খাণ্ডববন করিলেন অন্নপণ,
খাইয়ে কতেক ছাই অনল তাহায়।

৪

এই কি সে ছাই?
বিরূপিনয়নকারী বিশ্বনাশ মদন,
শিব কোপানলে,
ধ্যানভঙ্গ অপরাধে পড়েছিল পরমাদে,
পুড়িয়ে হইল ছাই কুতাশের ফলে।

৫

অথবা এ ছাই
তাই কি? যে কালে করি বীর জন্মেজয়
সর্পনাশ যাগ,
প্রজ্বলিত হুতাশনে পোড়াইল সপগণে,
নিশ্বসিতে প্রাণ পণে নিতুনাশ নাগ।

৬

এ নয় সে ছাই!
এ যে ছাই, মরে আ ম, করিব তা কায়?
কে আছে এমন?
অমূল্য রতন পুড়ে, তাবতের বক্ষপুড়ে।
হায় এ ভস্মের রাশি ছুঁয়েছে গগন।

৭

জলের প্রবাহে
অস্থি ছাই পৌত হয়ে কোথা চলি যায়,

চিহ্ন ও না রহে।
কিন্তু এ ভস্মের রাশি, হেরিতেছি দিবানিশি
এরে কি ধুইতে পারে সামান্য প্রবাহে?

৮

এবে দুই ধারে,
অতল সাগর কূল তরঙ্গ নিচয়
কভু না পারিবে।
যদিও অচলদল, বিশাল ধরণীতল
ভাসাতেও পারে তারা, এভস্মে নারিবে।

৯

মুখল ধারায়,
বরষি জলদ জাল অসীমগগন
ব্যাপিয়ে রবেরে
দিবানিশি জলধার, তবু এরে ধুইবার
কি ক্ষমতা তাহাদের শতেক বরষে?

১০

এ কি হে কহিলে।
পর্ব্বত, ধরণী, বন, জলনিধি জলে
যদি ভেসে যায়।
তবে এ ভস্মের রাশি কিহেতু যাবে না ভাসি,
সোলা কি স্রোতের মুখে, কভু আটকায়?

১১

সোলা এ ত নয়,
তারতমাতার ইহা স্বাধীনতা ধন,
হে ভারতবাসী।
বিদেশীর শস্ত্রানলে, ভারতেরি বক্ষস্থলে
পুড়িয়ে পুড়িয়ে, এই সেই ভস্মরাশি।

পাথুরিয়াঘাটা অনুগত
২২ এ মাঘ ১২৮১ শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

উদ্ধৃত।

আমরা অধীন কায়?

(কর্ণক)

আমাদিগের দুঃখ আমরাই জানি, যাহারা অনুমান করিয়া আমাদিগকে দুঃখী বা সুখী বলেন, তাঁহারা অনেক সময় অধিকাংশই এরূপ বিষয়ের জন্য আমাদিগকে দুঃখী বা সুখী বলেন যাহাতে আমরা প্রকৃত পক্ষে দুঃখী বা সুখী নহি। আমাদিগের অধীনতানিবন্ধন দুঃখ স্ত্রীলোকদিগের অবরোধজনিত দুঃখ মধ্যে মধ্যে শুনা যায়। কিন্তু বাস্তবিক কি অধীনতায় আমরা দুঃখী তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করা সকলের কর্ত্তব্য।

অধীনতার কথা উঠিলেই অনেকেই বলি বেন, আমরা বিজাতীয় রাজার অধীন। ইহা শুনিতে যত ক্লেশকর বোধ হয় কার্য্যতঃ বাস্তবিক তত নহে, আমরা যে রাজার রাজ্যে বাস করি তিনি এরূপ স্বেচ্ছাচারী নন যে এই অধীনতা জন্য আমাদিগকে প্রতিমাস প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টা ক্লেশ পাইতে হয়, তবে কি আমরা অধীনতা ক্লেশ জানি না? জানি সময় বিশেষে মাত্র।

আজি কালি যখনই আমরা কোন কার্য্যবশতঃ ইংরাজের সহিত একত্রিত হই, তখনই এই অধীনতা নিবন্ধন ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকি। ইংরাজ বাঙ্গালি এক রাস্তায় চলিলে বাঙ্গালি জানিতে পারেন যে তিনি অধীন, ইংরাজ বাঙ্গালিকে এক ঘরে যাইতে হইলে বাঙ্গালি জানেন তিনি অধীন। ইংরাজ বাঙ্গালি এক কর্ম্মের প্রার্থী হইলে বাঙ্গালি জানেন যে তিনি অধীন। ইংরাজ বাঙ্গালি এক মকদ্দমায় লিপ্ত হইলে বাঙ্গালি জানেন যে তিনি অধীন। ইংরাজের নিকট বাঙ্গালির যাইতে হইলেও বাঙ্গালি জানেন যে তিনি অধীন। আর ইংরাজ বাঙ্গালিতে কলহ হইলে বাঙ্গালি প্রত্যেক ঘুসিতে জানিতে পারেন যে তিনি অধীন।

কিন্তু সাধারণ পক্ষে ইংরাজ বাঙ্গালি প্রায় একত্রিত হয় না। যাহাদের আবার বিস্তর দেখা হয়, তাহারা অভ্যাস বশতঃ এ অধীনতা তত অধিক মনে করে না। যাহাদের অদৃষ্টে মধ্যে মধ্যে ইংরাজ সংমিলন হয় তাহারা এইটী বিলক্ষণ অবগত আছেন। এরূপ লোক অতি অল্প, সুতরাং ইংরাজ বাঙ্গালির সংমিলনজনিত ক্লেশ অধিকাংশ লোকেই জানেন না।

যদি ইংরাজ বাঙ্গালি পরস্পর অন্তর থাকেন, তাহা হইলে (যথা মহারাণী ভিক্টোরিয়া) বাঙ্গালিরা পরাধীনতা এক কালীন ভুলিয়া যায়। দেশ রক্ষা, সম্পত্তি রক্ষা, দেহ রক্ষা দেশীয় শিল্প রক্ষা, মন রক্ষা প্রভৃতি সকল রক্ষার ভার বহু কালাবধি ভিন্ন জাতির উপর নির্ভর থাকাতে আমরা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছি। বাঙ্গালা যে আমাদিগের দেশ, এই ঘর বাড়ী, টাকা কড়ি যে আমাদিগের সম্পত্তি অধিক কি, এই দেহ যে আমার ইহা আর জমেও আমাদিগের মনে হয় না। যদি তুমি বল কৈ? আমি ত ভুলি নাই। তুমি এখথারা এই বল, যে তর্কে ভুল নাই, কিন্তু কাযে ভুলিয়াছ। কেন? তাও বলি। কথায় বলে "যার সুন্দর তারে চল রে খাঁদি ঘরে" যেটী আমার সেটী মন্দ হইলেও আমার আদরের বস্তু। বাঙ্গালা দেশ মন্দ বাঙ্গালি মন্দ, হাজারবার হইলেও যদি তোমার এই দেশ, তুমিই বাঙ্গালির একজন, মনে থাকিত, তাহা হইলে যাহাতে বাঙ্গালার ভাল হয়, যাহাতে বাঙ্গালির ভাল হয় সে চিন্তা তোমার নিয়তই হইত। তাহা কি হয়? হয় না। কেন না তোমার মনে নাই। আবার বলি তুমি বল এই ঘর, বাড়ী টাকা কড়ি জিনিস পত্র সকলই তোমার। এটীও তোমার ভুল। কেন না যদি এ সকল তোমার হবে তাহা হইলে যাহাতে এই ঘর বাড়ী প্রভৃতি রক্ষা হয় তাহার চেষ্টা করিতে। যাহাতে চোরে চুরি না করে ডাকাতে ডাকাতি না করে অন্তিঘরে সর্ব্বথা সাবধান সতর্ক থাকিতে। তাহা কি থাক? সব পুলিসের উপর নির্ভর। যে বাটীতে দশ জন পুরুষ আছেন সে বাটীতেও ডাকাত হইলে, সকলে বলেন সেখানকার পুলিস কি করিতেছিল? কেহ বলেন না যে বাটীর দশটী পুরুষ কি করিতেছিল? যেন বাঙ্গালির পুরুষ আর মেয়ে একই কথা। তবে এ বাড়ী ঘর তোমার হল কৈ? তুমি বলিবে, ও সব আমার না হইলে হইতে পারে, দেহ ত আমার তায় আর সন্দেহ কি? আমি বলি—দেহও তোমার নয়। আমি দর্শন শাস্ত্রের তর্ক করিতেছি না, আত্মার সহিত দেহের কি প্রভেদ? আত্মার সহিত দেহের কি সম্বন্ধ, আমি কে, দেহই বা কি, আমার দেহ না দেহের আমি, এ সব তর্কে আমার প্রয়োজন নাই। আমি মোটামুটি বুঝ, তোমাকে মোটা মোটি বুঝাইয়া দি। প্রথম যাহা বলিয়াছি এখনও তাই বলি, যেটী তোমার তাহাতে অবশ্যই তোমার বিশেষ যত্ন থাকিবে। যে কালপড়খানি পরিধান করিয়াছ, যদি কোন কারণ বশতঃ উহার কোন স্থান ছিন্ন হয় তাহা হইলে তোমার কি দুঃখ হয় না? যদি দেহ তোমার হইত, তাহা হইলে দেহের ক্ষতি হইলে অবশ্যই তুমি দুঃখিত হইতে। তাহা কি হয়? দেহের কোন ভাল হইবে তাহার চেষ্টা কি কর? বাঙ্গালির যদি দেহ প্রতি যত্ন থাকিত তাহা হইলে দেশে মদ খায় কেন? অন্যান্য অত্যাচার করে কেন? যাহাতে শরীর দুষ্ট হয়, রোগগ্রস্ত হয় তাহার চেষ্টা করে কেন? লোকে কি আমাদের অর্দ্ধেক জীবন কাড়িয়া লয় না, যদি বাঙ্গালা ত্যাগ করিলে, আমরা এ অধীনতা হইতে মুক্ত পাই তবে এক কালীন দশ হাজার বাঙ্গালি আমার দেশে বসবাস করিতেছেন? এটীর মধ্যে খুব সম্ভ্রান্ত ও ধনী কি আমাদের কেহ মনে আছে? অতএব এ দেশ কেহ আমাদের দেশ নহে, আমাদের ঘর বাড়ী নয়, ঘরের বৈঠকখানা পর্য্যন্তও আমাদের নয়, ছুঁচ কাঁচ চাদর ছুঁচা কাপড় ছুঁচ, আলপিন, দেশলাইটী পর্য্যন্ত ও ত

লের নয় ও শরীরও আমাদের নয়। এ সকলি ইংরাজের। যদি এখনও এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে আমি কি করিব তুমি কার্য্যে প্রমাণ দেখাও। যত কথা যে গুলিনের নাম করা গেল, বস্তুতঃ তৎসম্বন্ধিবয়ে আমরা অধীন হইলেও আমরা তজ্জনিত ক্লেশ অধিক ভোগ করি না। যে অধীনত জন্য আমরা দিবা রাত্রি ক্লেশ ভোগ করি তাহাই এখন বলিতেছি।"

শস্যের মূল্য।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকায় নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত মূল্যে শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম চাউল	সামান্য চাউল।	গম।	
	সের	সের	সের	সের
বর্দ্ধমান	।৯	।১৷৷	৷৷০	।৫
বাকুড়া	।৹৸	।৮৸	।৭৷৷	।৫৸
বীরভূম	।৬	৷৷১	।০৷৷	।২৷৷
মেদিনীপুর	।২	৷৷০	।৪	।২
হুগলী	/১৫-।০	।৩-।৭	।৩-।৬৷৷	৷৷।
হাবড়া	।২৷৷	।৩	।৮৷৷	।৫৷৷
২৪ পরগণা	/৮	।৫৭	।৭৸	।৪-।৬।
নদীয়া	৷৷৷৷	।৬	৷৷০	।৩
যশোহর	।৬	।৮৸	।৫	।৩
মুরশিদাবাদ	।২-।৩	।৯৷৷	।৭-৯	।৮৷৷
দিনাজপুর	৷৷১	৷৷৭৷৷	।০৷৷	।২৷৷
মালদহ	৷৷৩৷৷	৷৷৬	।৩।	৷৷০
রাজসাহী	।৮৸-৷৷৵	৷৷১৷/-	৷৷২৷৷	।৩-।৮৷৷	।৷৷-৮
রঙ্গপুর	/৮৹	৷৷১৷৷	।২/	।৪
বগুড়া	।২	।৯৷৷	।২	।২
পাবনা	/৮-২	৷৷১	।৫	।৫
চাঁয়াজিসঙ্গ	/৯	১	/৮	/৭
জলপাই গুড়ি	।৬	৷৷৸৹/	।৹	।৩৵
[illegible]	।৯	৷৷১৹	৮	।৩
[illegible]পুর	/৯	৯	।১	।০
[illegible]	৭	৷৷১	।৩	
[illegible]মনসিংহ	।৩	৷৷০	।৩৷৷	।২৷৷
[illegible]	৫	।৯	।৩	।০
[illegible]	৪	।০		।১৷৷
[illegible]	।১	৷৷১০	।৩	।২
[illegible]				।৩

	উত্তম চাউল	সামান্য চাউল।	গম।	
পাটনা	।৪৷৷	৷৷৫	৷৷২	।৯
গয়া	।১	৷৷২৷৷	৷৷১	।৭
সাহাবাদ	।৪	।৮	৷৷১	।৭
পশ্চিম চম্পারণ	/৯	।৯	৷৷৪	।৩
সারণ	/৯	৷৷৪	৷৷০	।৭
মুঙ্গের	।২।৵	।৯৷/	৷৷২০/	।৯৷/
ভাগলপুর	৷৷০৵	৷৷২৷৷৵	৷৷১।৵	৷৷২৷৷৵
পূর্ণিয়া	৷৷১	৷৷৪	।৮	৷৷০
সাওতাল পরগণা	।২	৷৷১	।৪	।৪
কটক	।৮।৵	৷৷৭৷৷/	।৫৸	।৯৷৷৵
পুরী	।৭/	৷৷৩৷৷	।৫।৵	।৫৸
বালেশ্বর	।৩	৷৷৩	।০	।২৷৷
হাজারীবাগ	।০	৷৷২	।৭	।২
লোহারডগা	।৩	।৯	।২	/৯
সিংহভূম	।২	৷৷৪	।৩	।২
মানভূম	।৪	৷৷২	।৩	।০

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ৫ ই ফেব্রুয়ারি

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল। ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	৩	
মুরপুর ৩ মাইলের মধ্যে	২	৩
তথা হইতে জলিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৩	
জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	২
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৩

সন ১৮৭৫ সালের ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	২	৪

বহরমপুর ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ সাল } ই, এইচ্ টিকেল সি. ই. এক্জিকিউটিবইঞ্জিনিয়র নদীয়া বিভাগ ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ। পাইকপাড়া ১০
শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন—বহরমপুর ১০
" " সদানন্দ মিশ্র—কলিকাতা ৫৷৷০
" " অক্ষয় নারায়ণ সরকার—রোহিনী ৫৷৷০
" " শৈলেন্দ্রবিবি ঘোষাল—মাহিয়ারু ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। ছয় মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনার মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সুদ সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৯শ ভাগ। ১৫ সংখ্যা।

“ প্রবক্ষ্যামি প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ নরক্ষয়ী ন ভবিষ্যসি ন ক্ষীয়সে ”।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা
সন ১২৮১। ১১ ই ফাল্গুন। ইং ১৮৭৫। ২২ এ ফেব্রুয়ারি।
মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০। দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

সুপ্রসিদ্ধ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত—

বাল চিকিৎসা মূল্য ৩৷০ ডাকমাশুল ৷৵
স্বাস্থ্যরামায়ণ ১৷০ ঐ ৵
শুশ্রূষিণীবান্ধব ৷০ ঐ ৵

জেমুয়া কাশীতে গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

কলিকাতা হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—০:০—

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কৃত প্রাক্‌টিস অব মেডিসিন—

প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৵ একত্রে লইলে ১৮ ডাকমাশুল ১৵ মাত্র। এনাটমি ৩য় খণ্ড ২ ডাক মাশুল ৷৵ মাতৃশিক্ষা ২ ডাক মাশুল ৷০, এতদ্ভিন্ন আমার নিকট প্রায় যাবতীয় বাঙ্গালা ডাক্তারি পুস্তক পাওয়া যায়, আবশ্যক হইলে লিষ্ট পাঠান যাইবে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা কালীবাড়ীর
হিন্দুহষ্টেল ২৮৮ নং বাড়ী।

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর ঔষধালয়ে চিকিৎসাধীনে নানারোগী স্থাপন করিলে সুচারু ও পুরাতন জ্বর জীর্ণ ও বিষম জ্বর পালাজ্বর ও সর্ব্ব প্রকার দুষ্ট প্রমেহ কষ্টরজ বিসূচিকা ও সর্ব্ব প্রকার উদরের পীড়া উদরী শোথ উপদংশ শিরো রোগ চক্ষুর রোগ সর্ব্ব প্রকার কাশ ও কুষ্ঠ চর্ম্ম-রোগ গরমির পীড়া ও রক্ত বিকৃতির জন্য নানা প্রকার রোগ মাশুল দেশীয় ও ইংরাজী বিবিধ প্রকার উত্তম ঔষধ প্রস্তুত আছে। যাঁহারা এই চিকিৎসালয়ের চিকিৎসাধীন হইবেন, তাঁহারা বিনা মূল্যে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। অন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ঔষধ লইতে ইচ্ছা করিলে অন্যান্য চিকিৎসালয় অপেক্ষা অল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশীয় রোগী চিকিৎসালয়াধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিলে ঔষধের মূল্যাদির বিষয় জানিতে পারিবেন।

বারুইপুর } শ্রীপ্রাণনাথ চক্রবর্ত্তী

—

এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি মতে ওলাউঠা রোগের মহৌষধ

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি মতে কলেরার আরোগ্য বিসূচিকা রোগের মহৌষধ এই মারাত্মক ব্যাধির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই ইহা, বমন অতিসার, অগ্নিমান্দ্য নিশ্চয়ই নিবারণ করে অনতিবিলম্বে অথবা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিসূচিকা এবং তজ্জন্য পরিপাক ইত্যাদি পুনঃ করে।

শিশির সহিত যে ব্যবস্থা পত্র আছে তদ্দ্বারা সকলেই বিনা উপদেশে চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

টীকিটে আমার নাম দেখিয়া লইবেন। প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা। ১০ টাকার অধিক লইলে শত করা হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৭১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র সাহা কোম্পানির দোকানে, গোরাচন্দে এবং আমার নিকটে পাইবেন।

ডাক্তার শ্রীরাজকৃষ্ণ নিয়োগী
পোষ্ট নিরাজগঞ্জ।

পত্র।

বহুমানাস্পদ
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়!

আমি প্রভা সমুদের ওলাউঠা বাহির হয় পর নাই চেষ্টা করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল পাই নাই। তৎপরে আপনার কপুরের আরোক দ্বারা প্রয়োগ করিয়া সেই ভীষণ সংহারক ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম ইতি।

১৷৷ ২৷৷ } শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
চরীদাবেড়
গোপালগঞ্জ।

—০:০—

মনুসংহিতা, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ সালের চৈত্র হইতে প্রকাশ হইবে, প্রতি ফর্ম্মা ৵৹ আনা অগ্রিম মূল্য ১০ ; ৩ খণ্ড ১, কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র।

বাটী বিক্রয়।

গার্ডেনরিচে ২৪ নং ব্রেসব্রিজ লেন নামক বাটী সম্পত্তিসহ বিক্রয় করা যাইবে। এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানির নিকট আবেদন করিতে হইবে

গিলাণ্ডার্স
আরবথনট এণ্ড কোং

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণি সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা বহুতর রোগী ১ বা ২ মাত্রার মধ্যে আরোগ্য করিতেছি। বিদেশীয় কেহ পত্র সহিত ৩৲ টাকা পাঠাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব, আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং গ্রীহা জ্বর ও প্লীহা সূত্রে যকৃৎ কাশ আমাশয় শোথ এবং কাশ ও হাপ কাশ এই সকল নিবারণের মহৎ ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছি। অন্যূনঃ ১ বা ২ মাত্রার মধ্যে সকল রোগ আরোগ্য হইবেক। প্লীহা জ্বর ৪ টাকা ও প্লীহা যকৃৎ শোথ ১০ টাকা এবং কাশ ও হাপ কাশ ১০ টাকা এই নিয়মে বিদেশীয় পত্র সহিত টাকা পাঠাইলে ঔষধ পাঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন। আর রোগী আমার নিকট আসিলে দান করিব।

২৪ এ পৌষ ১২৮১ গোবর ডাঙ্গা জেলা যশোহর। } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

উপন্যাস	মূল্য	ডাক মাশুল
বিদ্যেশ্বর বিলাপ	৷৷০	৵০
১ ম ভাগ নীতিসার	৵০	৵০
২ য় ভাগ নীতিসার	৵০	৵০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাশুল ১০ এক আনা লাগিবে। এক্ষণে যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক ক্রয় করিবেন, তাঁহার ১০ ক মাশুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনামূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

১১ ই ফাল্গুন সোমবার।

গত সোমবারের ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় গবর্ণর জেনরেলের এক আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে। সর রিচার্ড কাউচ, সিন্ধিয়া, জয়পুরের রাজা, সার বিচার্ড মীড, সার দিনকর রাও ও মেনবিল এই কয় জনকে গুরুতর মাবের বিচারার্থ নিযুক্ত করা হইয়াছে। সার রিচার্ড কাউচ উক্ত বিচারপতি দলের প্রধান হইয়াছেন। ইঁহাদিগকে নিম্ন লিখিত কয়টী অপরাধের বিচার করিতে হইবে।

১ ম, গুইকুমার স্বয়ং এবং লোক দ্বারা দুরভিসন্ধি সকল সাধনার্থ বেলিডণ্ট কেয়ারের ভৃত্যদিগের সহিত গোপনে পরামর্শ করেন।

২ য়, গুইকুমার স্বয়ং বা অন্য দ্বারা ঐ সকল ভৃত্যকে উৎকোচ দিয়াছিলেন।

৩ য়, তাঁহার এইরূপ পরামর্শ করা এবং উৎকোচ দেবার উদ্দেশ্য এই যে কর্ণেল ফেয়ারের ভৃত্যদিগকে প্রলোভন স্বরূপ রাখিয়া তাঁহার গোপনীয় বিষয় সকল জানা এবং তাঁহাকে বিষপানে দ্বারা হত্যা করা।

৪ র্থ, মলহর রাওর নিয়োজিত লোক দ্বারা কর্ণেল ফেয়ারকে সত্য সত্যই বিষপান করাইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা পাওয়া যায়।

বিচারপতিরা এই সকলের বিচার করিয়া বিচারের ফল গবর্ণর জেনরলের গোচর করিবেন। সার রিচার্ড কাউচ প্রধান হইয়াছেন, তাঁহার ক্ষমতা এই, তিনি বিচারের স্থান ও সময় স্থির করিবেন, সভা স্থগিত রাখিবেন এবং দলিল সংক্রান্ত বা অন্যবিধ প্রমাণ গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষই হউক, আর গুইকুমারের পক্ষই হউক, যাহাকে উচিত বোধ করিবেন তাহারই সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন। ১৮৭৩ অব্দে যে যে বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ কমিশন নিযুক্ত হন, তাহার সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, উক্ত বিচারপতিগণ উপরি উক্ত কয়টী বিষয় ভিন্ন আর কোন বিষয়ের বিচার করিতে পারিবেন না। পূর্ব্বের কোন বিষয় এক্ষণে বিচার স্থলে উপস্থিত হইলে সে বিষয়ের কোন বিবেচনা বা অনুসন্ধান করা হইবে না। তদ্ভিন্ন যদি কোন কমিশনর পীড়া বা অন্য কোন কারণবশতঃ উপস্থিত থাকিতে না পারেন, বিচার কার্য্য বন্ধ থাকিবে না। যে কয় জন উপস্থিত থাকিবেন তাঁহারাই বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। জয়পুরের রাজা ১৮ ই ফেব্রুয়ারি আগ্রা হইতে বরদা যাত্রা করিবেন।

পুনার আবেদনকারিণী যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আজ্ঞাটী তদনুরূপই হইয়াছে। গবর্ণর জেনরল বিচার পতির স্থানীয় এবং সর রিচার্ড কাউচ প্রভৃতি জুরর স্থানীয় হইয়াছেন। মলহর রাও দোষী অথবা নির্দ্দোষ হইলেন তাঁহারা কেবল এইমত প্রকাশ করিবেন এই মাত্র। তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান ক্ষমতা নাই। সে ক্ষমতা গবর্ণর জেনরলের হস্তগত।

রিচার্ড কাউচকে কমিশনের প্রধান করা হইয়াছে। এটী আমাদিগের তত শ্রীতিকর হইতেছে না। বিচার কার্য্যে তাঁহার তাদৃশ প্রতিষ্ঠার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। আমাদিগের বিবেচনায় ফিয়ার সাহেব বা তৎসদৃশ

কোন ব্যক্তিকে কমিশনের প্রধান করিলে ভাল হইত।

—:০:—

কৃষকের সহিত বন্দোবস্ত।

আমরা বাঙ্গলা দেশের ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনিষ্টকারিতার নিবারণার্থ কৃষকদিগের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্তের যে প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি, সোমপ্রকাশের একজন গ্রাহক তাহার প্রতিবাদ করিয়া আমাদিগের নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদিগের অভিপ্রায় বিশদ করিবার নিমিত্ত সেই পত্র খানি এইস্থলেই গৃহীত হইল। পত্রখানি এই,

আপনি জমিদার ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ যুক্তি ও ন্যায় সঙ্গত। তদ্বিষয়ীয় কিছু লেখা কেবল বাহুল্য প্রকাশ করা মাত্র কিন্তু আপনি এরূপ অনুদার নহেন যে এই বিষয় লইয়া বিতণ্ডা করিলে বিরক্ত হইবেন, এই সাহসে আমি ঐ সম্বন্ধে আরও কিছু লিখিলাম পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন।

যাঁহারা জমিদারদিগের উন্মূলনের প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন তাঁহাদিগের রাজপরিবর্ত্তনের গল্পটী তাঁহাদিগের স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ যাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা নাই, দূরদর্শিতা নাই, যাঁহারা শৃগালের ন্যায় একটী ডাকিলে সকলেই ডাকিয়া উঠেন, তাঁহাদিগের কথা গ্রাহ্য নহে। তবে আপনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে ভ্রম প্রদর্শন ও সেই ভ্রম সংশোধনের যে উপায়ের বিধান করিয়াছেন তাহা কতদূর সঙ্গত তাহাও একবার দেখা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্ব আইন দ্বারা জমিদার পত্তনিদার, দরপত্তনিদার ইজারদার সদর জমিদার ইহাদিগের প্রভুত্ব স্বত্ব স্থাপিত হইয়াছে। যদিও এই সকল মধ্যবর্ত্তী লোক সকল কিছায় না থাকেন কিন্তু বোধ হয় পত্তনিদার সর্ব্বত্র আছেন। অধিকার দশ আইনে গাঁতিদার পাটাদার ও জোতদার প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। এক্ষণে এই বিষয় যদি গবর্ণমেণ্ট আপনার প্রস্তাবের অনুযায়ী জমিদার ও কৃষক এই দুইটী মাত্র শ্রেণী করেন, তাহা হইলে এই মধ্যবর্ত্তী লোক সকল কোথায় যান? যদি গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের স্বত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে কৃষকের সহিত কি নিয়মে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইবে। তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। ফলতঃ চাকরি মাংসং ভক্ষণ শতং যে সাধারণ প্রবাদ বাক্য আছে, তাহাই ঘটিয়া উঠিবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কিছু দোষ আছে আমরা তাহা বলি না। আমরা বলি ঐ বন্দোবস্তের পর হইতে দশ আইন পর্য্যন্ত যতগুলি আইন হইয়াছে, তাহারই দোষ। এক্ষণে যদি আপনার প্রস্তাবিত কৃষকের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা সম্ভাবিত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এরূপ ঘটনা স্থলে কিরূপ কার্য্য করা উচিত। অর্থাৎ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি অনুসারে জমীর বৃদ্ধি হয় না; সুতরাং যে স্থানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অথবা যাহারা মজুরি করে তাহাদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তন নিবন্ধন যদি ভূমির প্রতি জন হয়, কি উপায়ে তাহাদিগের সে অভাব পূরণ করা যাইতে পারে? আপনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে সে অভাব পূরণ করিবার এই কয়টী মাত্র উপায় আছে।

১। যাহাদিগের ১০ বিঘার বন্দোবস্ত আছে অথচ ১০ বিঘায় চলিতে পারে তাহাদিগের নিকট হইতে ১০ বিঘা লইয়া দেওয়া।

২। বৃদ্ধি পরিমাণে লোককে দেশান্তরিত করা।

৩। মজুরি কমান।

৪। বন্দোবস্তদারের নিকট কোন কোন [illegible]

[illegible] এক [illegible] বন্দোবস্ত করিয়া [illegible] করিতে পারেন না। সুতরাং এ অবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে পারে না। দ্বিতীয়টী তাহাসম্ভাবিত নহে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তৃতীয়টী অতি ভয়ঙ্কর। কারণ যে দেশে উন্নতির পথ নাই সে দেশ অবশ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চতুর্থটী অতি দোষাবহ। কারণ, এক্ষণে কৃষকের স্বত্ব নাই বলিয়া আমরা বিলাপ করিতেছি, তখন বোধ হয় আমরা কোরফা কৃষকের স্বত্ব নাই বলিয়া চীৎকার করিব। এক্ষণে আমরা জমীদারের কর বৃদ্ধি (যাহা আদালতে আবাদ সুসম হইয়াছে) ও অত্যাচারের বিষয়ের আন্দোলন করিতেছি, তখন কোরফা কৃষকের প্রতি কৃষকের ঐরূপ ব্যবহারের বিষয় লইয়া আন্দোলিত হইবে। ফল জমীদারের ও প্রজার সকল মনস্কামনা হইতেছে তাহার এক শতের মধ্যে ৯৫ টী এই কারণবশতঃ হয়। জমীদার সহজে সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া কর বৃদ্ধি ঘাসবন্দ প্রভৃতি নানা উপায় উদ্ভাবন করেন। বস্তুতঃ জমীদার ভূমি কখন নিজে জোত করেন না।

ভবদীয়পুর ১২৮১। ৬ই ফাল্গুন } বশম্বদ একজন গ্রাহক।

আমাদিগের অভিপ্রায় এই, প্রথমে ভূমির স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইবে। ভূমির কৃষিকার্য্যের ব্যবহারে যে উপস্বত্ব থাকিবে, তাহা দুই ভাগ হইবে। এক ভাগ কৃষক পাইবে, অপর ভাগ জমীদারের থাকিবে। জমীদারের সহিত গবর্ণমেণ্টের স্থায়ী বন্দোবস্ত আছে গবর্ণমেণ্টের নিজ প্রাপ্য জমীদারের নিকট হইতেই পাইবেন। জমীদার স্বেচ্ছামত প্রজার কর বৃদ্ধি করিতে না পারেন, তাহারই বিধানার্থ এই বন্দোবস্ত হইতেছে। ভূমির স্বরূপ বিবেচনা করিয়া উপস্বত্ব স্থির, যখন আপনার এই নিশ্চিত বন্দোবস্ত করা হইতেছে, তখন [illegible] [illegible] [illegible]

লাভ রাখিয়া বন্দোবস্ত দেন। শেষ যে মহাপুরুষের সহিত কৃষকের সাক্ষাৎসম্বন্ধ হয়, তিনিই কৃষকের যম হইয়া উঠেন। অত্যাচার ও পীড়ন করিবার ভার তাঁহার উপরেই পতিত হয়। বন্দোবস্তদার ও পত্তনিদাতা জমীদার ইঁহারা সকলে শুদ্ধস্ফটিক হইয়া বসেন। জমীদার পত্তনিদারকে আবার পত্তনিদার যে পত্তনিদারকে বাঘের ন্যায় কৃষকদিগের উপরে যে ছাড়িয়া দেন, এটী কি সঙ্গত হয়? যদি প্রথমাবধি কৃষকদিগের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত হইত, তাহা হইলে পত্তনিদার বন্দোবস্তদারের প্রভৃতির কি সৃষ্টি হইত?

লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত ভূমির কার্য্য বাড়ে ভাব নাই। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহার অন্ন পোষণের জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এখন ত কৃষকের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, এখনি ত অন্য উপায় দেখিতে হইতেছে কৃষকের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে বরং সে পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে কৃষকেরা ভূমির স্বামী হইবে, তাহাদিগের ভূমিতে মমতা জন্মিবে। তাহারা প্রাণপণে ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করিয়া তাহাতে অধিকতর শস্য উৎপাদনের চেষ্টা পাইবে সন্দেহ নাই। দেশের শস্য বৃদ্ধি হইলে লোক সংখ্যা বৃদ্ধিতে তত শঙ্কা হয় না, এবার অনাবৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইলে বঙ্গদেশ ও বিহারের লোক সংখ্যা বৃদ্ধির কথা চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইয়াছে এবং লোক সকলকে দেশান্তর করিবার প্রস্তাব উঠিতেছে। কিন্তু যদি সুবর্ষা হইয়া দেশ শস্যশালিনী হইত, তাহা হইলে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে যে যে উপায় অবলম্বন করিতে হয়, দেশের শস্য বৃদ্ধির চেষ্টার তন্মধ্যে প্রধান গবর্ণমেণ্ট খাল খনন করিয়া সেই উপায় অবলম্বন করিতেছেন।

তামাকের চাস।

বাঙ্গলা দেশের কোন কোন প্রদেশে তমাক উৎপন্ন হয়, কত ভূমিতে কত তমাক জন্মে, কত বায় পড়ে, কিরূপই বা লাভ হয়, এই সকল বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এক খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের সকল স্থানেই ন্যূনাধিকভাবে তমাক উৎপন্ন হয়, কেবল গয়া ও নোয়াখালিতে হয় না। রঙ্গপুর, ত্রিহুত, কুচবিহার, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, নদীয়া এই কয় স্থানই প্রধান। সমুদায়ে ৬০০০০০ বিঘা ভূমিতে তমাক জন্মে। ঐ তমাকের বার্ষিক মূল্য অনুমান ১০০০০০০ টাকা। উৎকৃষ্টরূপ কৃষিকার্য্য ও উৎকৃষ্টরূপ তমাক জন্মিলে প্রতিবিঘায় ১০।১২ মণ হইয়া থাকে। সচরাচর ১।০।২ মণ হয়; তমাক উৎপন্ন করিবার ব্যয়ও এতাদৃশ নয়। প্রতি বিঘা ১।০ ২ টাকা অবধি ১০, ১২ টাকা পর্য্যন্ত হয়।

তমাকের ক্ষেত্রগুলিতে সর্ব্বদা সার দিতে হয়। ১২ মাসের মধ্যে ক্ষেত্র তুলা জন্মাইতে দেওয়া হয় না; জল পথও পরিষ্কৃত রাখিতে এবং প্রতি বৎসর নূতন মৃত্তিকা ও সার দিতে হয় ক্ষেত্রে এই কার্য্যগুলি না হইলে তমাকের যথোচিত বৃদ্ধি হয় না, প্রত্যুত পোকা ধরে। গবর্ণমেণ্ট তমাকের উন্নতির নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। স্থানে স্থানে আদর্শ ক্ষেত্র করিয়া আবাদ ও বাঁজনির্ণয় করিয়া দেখিতেছেন। মাদ্রাজ হইতে লোক আনাইয়া এদেশীয়দিগকে তমাক উৎপাদন প্রণালীর শিক্ষা দিবারও চেষ্টা আছে।

গবর্ণমেণ্ট লোক আনাইবার বিষয়ে কালেক্টর কমিশনর প্রভৃতির মত গ্রহণ করেন, কিন্তু বিষয়টী সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই। আমরা ও বলি স্থিরতররূপে লোক নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। তাহাতে কেবল গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হইবে এই মাত্র। এদেশীয় কৃষকেরা কৃষিকার্য্য বিষয়ে অনেক উপদেশ পায় নাই বটে, কিন্তু কার্য্যানুরোধ ও লাভপ্রত্যাশা ইহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে। যেখানে কৃষিকার্য্যের যে প্রণালী অবলম্বন ও যেরূপ পরিশ্রমের প্রয়োজন, ইহারা আপনা হইতেই তাহা শিখিয়া লয়। বাঙ্গলা দেশের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের ভূমি নিম্ন। এখানে স্বল্প পরিশ্রমে সহজে শস্য উৎপন্ন হয়, সুতরাং এখানকার লোকে অধিক পরিশ্রম করে না। বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের ভূমি উচ্চ, সেখানে অধিক পরিশ্রম না করিলে ও ক্ষেত্রে সার না দিলে শস্য জন্মে না, সেখানকার লোকে তাহাই করিয়া থাকে। তবে গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় তমাকের বীজ বপন ও উৎপাদন প্রণালীর শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যদি কিছু দিনের জন্য লোক নিয়োজিত করেন, তাহাতে হানি নাই কিন্তু চিরকালের নিমিত্ত লোক নিযুক্ত করিলে তাহা গবর্ণমেণ্টের অনাবশ্যক ব্যয় স্বরূপ হইয়া উঠিবে এবং বহুসংখ্যক ধনপুত্র প্রতিপালন করা হইবে এই মাত্র।

সংস্কৃত বহিয়ার পূজা।

এমনি কালমাহাত্ম্য হইয়াছে যে কোন বিষয় আর অসংস্কৃত অবস্থায় থাকিবার অধিকার নাই। পূর্ব্বে অসংস্কৃত বেনো মদ ছিল, কতকগুলি কুতর্কবিদের কল্যাণে সংস্কৃত বিলাতী মদ চলিয়াছে। অসংস্কৃত যাত্রার অভিনয়রূপ সংস্কৃত অবস্থা হইয়াছে, অন্য কথা কি,

দশবিধ সংস্কারেরও সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। কেবল বারইয়ারি পুজাটী অসংস্কৃত ছিল, তাহাও আর কতিপয় কৃতবিদ্যের যত্নে অসংস্কৃত রহিতেছে না। আমাদিগের বর্দ্ধমানস্থ সংবাদদাতা আনন্দিত হইয়া লিখিয়াছেন,

এখানকার বারইয়ারির সরস্বতী পূজা অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাঠকবর্গ "বারইয়ারি" এই শব্দটী শুনিয়াই চমকিয়া উঠিবেন না। সচরাচর পাড়া গাঁয়ে অত্যাচার পূর্ব্বক যেরূপ বারইয়ারি পূজার অনুষ্ঠান হয় এটী সে ধাতুতে নির্ম্মিত নহে, অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তির উহাতে সংস্রব ছিল। কয়েকদিন নৃত্য গীত কীর্ত্তন প্রভৃতি নির্দ্দোষ আমোদ হইয়াছিল, অধিকন্তু আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু • • • মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের উদ্যোগ ও উৎসাহে এখানে একটী থিয়েটর হইয়াছে। গত মঙ্গলবার রাত্রিতে বারইয়ারি তলায় তাহার প্রথম অভিনয় হয়। স্বর্গীয় মহাত্মা মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় হয়। রঙ্গভূমিতে অভিনেতৃগণ স্বীয় স্বীয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া ছিলেন। পাঠকবর্গ আবার দেখুন এই উপলক্ষে অনেকগুলি দীন হীনকে পরিতৃপ্ত রূপে আহার করান হয়, এবং নব্য সংগীতপ্রিয় যুবকগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ থিয়েটরের নিমিত্ত ৫০ পঞ্চাশ টাকা দেওয়া হইয়াছে। আমাদিগের আর একটী আহ্লাদের এই ব্রাহ্মসমাজ বিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্ত ১০০ একশত টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। বারইয়ারির কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সমস্ত খরচ বাদে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে, সে সমুদায়ই উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য দেওয়া হইবে। আমরা অনুমান করি সমস্ত খরচ বাদে আরও অনূন্য একশত টাকা থাকিবে, যাহা হউক অদ্য এ বারইয়ারির এই সকল সৎকার্য্য দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বারইয়ারির কর্ত্তৃপক্ষগণকে অজস্র ধন্যবাদ দিতেছি। বঙ্গদেশের সমস্ত বারইয়ারির পাঠায়া এটীকে আদর্শ করেন ইহাই আমাদের বাসনা।

আমাদিগের কতকগুলি কৃতবিদ্যের বিদ্যালয়াদিতে দানরূপ সৎকার্য্যের ইচ্ছা জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু আজিও বারইয়ারির আমোদটুকু ভুলিতে পারেন নাই। আমাদিগের সাধু সদাশয় সংবাদদাতা বিদ্যালয়ে দান দেখিয়াই আনন্দে বারইয়ারির সকল অনর্থগুলি ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহাতেই অন্য অন্য বারইয়ারি পূজকদিগকে সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বারইয়ারি জীবিত থাকিলেই যে সেই সঙ্গে অত্যাচার ও মাতলামী প্রভৃতি জীবিত থাকিবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। যদি দুই এক স্থলে কেহ যত্নপূর্ব্বক সেই অত্যাচারাদির পরিহার করেন, তাহা তাঁহার বিশুদ্ধতার প্রমাণ নহে। বারইয়ারি পূজার উন্মূলনই বাঞ্ছনীয়। কৃতবিদ্যেরাও যদি তাহাতে মত দেন ও তাহার উৎসাহ দেন, তাহার উন্মূলন না হইয়া উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা।

বারইয়ারি পূজা প্রবৃত্তি দ্বারা এদেশের লোকের স্বভাবেরও অনেক পরিচয় হইতেছে। বার মাসে তের পার্ব্বণ তথাপি তৃপ্তি নাই। আবার বারইয়ারির সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমোদই এদেশীয় বিদ্বেষ জীবনসর্ব্বস্ব। আহারের সময়ে শাক অন্ন জুটুক, তাহাতে হানি নাই, আমোদ হইলেই হইল। বঙ্গদেশীয়েরা এত অমুরে বলিয়াই এদেশে আমোদেরই সবিশেষ উন্নতি, অন্য দিকে তত উন্নতি নাই। এই কারণে কাজের লোকও অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না।

[illegible]
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অতঃপর ইউরোপীয়দিগের প্রতি নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়াছেন। তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ভারতবর্ষীয় করিয়াই বিব্রত, ইহাদিগের হিতচেষ্টাতেই ব্যস্ত, ইউরোপীয়দিগের প্রতি একবার ফিরিয়াও চান না। ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধনার্থই ইউরোপীয়দিগের এদেশে আসা। তাঁহারা সংসারে আরূঢ় হইয়া উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিকটে তাহার সমুচিত পুরস্কার নাই, প্রত্যুত তিরস্কার আছে। কত ইউরোপীয় ঘর বাড়ী মাতা পিতা ভাই বন্ধু পরিত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়াছে এবং পূর্ব্বাঞ্চলের জলময় প্রদেশে বাস করিয়া নীল উৎপাদন করিতেছে; কত ইউরোপীয়ের আসাম ও কাছাড়ের অরণ্যভূমি বাসভূমি হইয়াছে। তাহাদিগের কষ্ট দেখিলে কাহার না দয়া হয়? কাহার চক্ষে জল না আইসে? কিন্তু আশ্চর্য্যের এই, আমাদিগের প্রধান রাজপুরুষদিগের তাহাদিগের প্রতি দয়া মায়া নাই। দয়া মায়া থাকিলে তাঁহারা তাহার মত কাজ করিতেন। আসাম ও কাছাড়ের চা-করেরা মজুরের নিমিত্ত কত কষ্ট পাইতেছে। রাজপুরুষদিগের সে কষ্ট দূর করিবার না আছে ইচ্ছা না আছে চেষ্টা। যদি সে চেষ্টা থাকিত, তাঁহারা একটী আইন করিয়া বঙ্গদেশ হইতে বলপূর্ব্বক লোক লইয়া আপনারা আহাজ ভাড়া দিয়া তথায় পাঠাইয়া দিতেন। বঙ্গদেশে লোক ধরে না। এত লোক থাকিতে চা-করেরা কষ্ট পায় এটী ভাল হয় না।

কেবল এই মাত্র নির্দ্দয়তা নয়, এদেশে যে উচ্চতর রাজপদগুলি ইউরোপীয়দিগের এক চেটিয়া হইয়া আছে, গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে সেগুলি এদেশীয়দিগকে ভাগ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া থাকেন। কেবল যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টই এই প্রথার পক্ষতা করেন এমন নয়, ইংলণ্ডের সমাচার পত্র সম্পাদকেরাও সময়ে সময়ে বাদে লাগিয়া থাকেন।

তাঁহারাও এদেশীয়দিগকে উচ্চপদ দিবার প্রস্তাব করেন।

ইউরোপীয়দিগের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের হিতৈষী ও সৎপরামর্শদাতা আর নাই। এদেশে যে সমস্ত স্বাধীন রাজ্য আছে, অন্যত্র ইউরোপীয়েরা গবর্ণমেণ্টকে সেগুলি ব্রিটিশ অধিকার ভুক্ত করিয়া লইবার সর্ব্বদা উপদেশ দেন; কিন্তু আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের এমনি দুর্ব্বুদ্ধি ধরিয়াছে যে সে দিকে কাণ দেন না। এটীও একটী নির্দ্ধয়তার লক্ষণ। ইউরোপীয়দিগের উপরে যদি গবর্ণমেণ্টের স্নেহ ও দয়া থাকিত, গবর্ণমেণ্ট কোনক্রমে তাহাদিগের অনুরোধ পরিহার করিতে পারিতেন না। দয়া ও স্নেহ নাই বলিয়া ইউরোপীয়দিগের আরো অনেক কথায় উপেক্ষা করা হইয়া থাকে। এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের বিদ্রোহিতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত ইউরোপীয়দিগের যত্নের ত্রুটি নাই, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সে কথা সপ্রমাণ করা দূরে থাকুক, সর রিচার্ড টেম্পল স্পষ্টাক্ষরেই কহিয়াছেন, এদেশীয় সমাচার পত্র সকল রাজভক্তিশূন্য নহে। এটীও গবর্ণমেণ্টে ইউরোপীয়দিগের প্রতি নির্দ্ধয়তার অপর প্রমাণ।

আমরা যে দর্পণখানি পাঠকগণের সম্মুখে ধরিলাম, যদি পাঠকগণ এখানি উলটিয়া দেখেন, অন্যত্র ইউরোপীয়দিগের মনের ভাবগুলি সুস্পষ্ট প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইবেন।

বঙ্গবাসিদিগের আবেদন ও মলহর রাও।

যেমন দেবতা বাহনও তেমনি। মলহর রাও যেমন সুবুদ্ধি, তাঁহার প্রজাগণও তেমনি বুদ্ধিমান। তাহারা গবর্ণর জেনরলের নিকটে অতি কৌতুকাবহ এক আবেদন করিয়াছে। উহার স্থূল তাৎপর্য্য এই, মলহর রাও ধার্ম্মিক ও সৎ। তিনি যে কর্ণেল ফেয়রকে বিষপান করাইবার চেষ্টা পাইবেন, ইহা বিশ্বাস যোগ্য নহে। যদি এ চেষ্টা হইয়া থাকে, মলহর রাও যে যে অসতের দলে বেষ্টিত হইয়া আছেন, তাহাদিগের হইতে হইয়াছে। মলহর রাওর আধিপত্যকালে বরদায় যে নানাপ্রকার অত্যাচার হয়, আবেদন মধ্যে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু মলহর রাওর ঐ পারিষদদল তাহারও কারণ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। আবেদনকারিরা মলহর রাওকে যোগ্য লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও বিমুখ হন নাই।

মলহর রাও যোগ্য ও নির্দ্দোষ, আমরা এ দুটী শব্দের কিরূপে অর্থ সমন্বয় করিব। তাঁহার পার্শ্বচরেরা যার পর নাই অত্যাচার করিয়া রাজ্য ছার খারে দিল, রাজস্ব উদরসাৎ করিল, সতীর সতীত্ব নাশ করিল, তিনি ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না, তবে তাঁহার যোগ্যতা কিরূপ? আবেদনকারিরা গবর্ণর জেনরলের নিকটে এই প্রার্থনা করিয়াছেন যে তিনি ঐ সকল অসৎ পারিষদকে দূরীভূত করিয়া দেন। এই কি যোগ্যতার লক্ষণ? যে ব্যক্তি অসৎ কর্ম্মচারিদিগের দমনে সমর্থ না হয়, যে ব্যক্তি সৎ পারিষদ মনোনীত করিতে না পারে, সে কিরূপ যোগ্য লোক? যাহা হউক, মলহর রাওর নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিতে গিয়া আবেদনকারিদিগের তাঁহার দোষ যে সপ্রমাণ করিয়া তুলা হইয়াছে, তাঁহারা এটী বুঝিতে পারিলেন না, ইহাই কৌতুকের বিষয়।

মলহর রাওর সাধারণ কার্য্যই কৌতুককর। প্রতি পদেই তিনি নির্ব্বুদ্ধিতার ও অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দান করিয়াছেন। অনেক দিন অবধি তাঁহার বিষয় লইয়া আন্দোলন হইতেছে তাহাতে তিনি সাবধান হইতে পারিলেন না। বোধ হয়, তাঁহার মনে মনে এই সংস্কার ছিল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সন্ধিবন্ধনে বদ্ধ আছেন, অতএব তাঁহার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। যখন তাঁহার কার্য্য দর্শনার্থ কমিশন বসিল তখনও তাঁহার চৈতন্য হইল না। তাহার পরও কর্ণেল ফেয়রকে বিষপান করাইবার চেষ্টা পাইয়া কাপুরুষতার পরিচয় দেওয়া হইল। যদি তিনি বাস্তবিক এ বিষয়ে লিপ্ত না থাকেন, কিন্তু যেরূপে কার্য্যটী সম্পন্ন হইয়াছে, তিনি যে ইহাতে লিপ্ত ছিলেন না, বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে কাহারও এরূপ বিশ্বাস জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার বিষম বিষময় ফল ফলিয়াছে। দেশীয় রাজগণ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে উদার রাজনীতি ছিল, তাহার সম্পূর্ণ বিপ্লব ঘটিয়া গেল। রাজগণ বরাবর মিত্রভাবে সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছেন, আজি তাঁহাদিগকে সামান্য প্রজার অপেক্ষাও অধম হইতে হইল। তাঁহাদিগের অস্তিত্ব এমনি অস্থির হইল যে "এক ঢেউয়ে আছে এক ঢেউয়ে নাই" বলিলে হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একটী হুঙ্কার ছাড়িলেই তাঁহাদিগকে অমনি ভস্মসাৎ হইতে হইবে।

এইখানেই মলহর রাওর নির্ব্বুদ্ধিতার ফল গণনার শেষ হইতেছে না। উহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি কেও বিলুণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বরদা সম্বন্ধে যে কার্য্য পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা যে কোন্ নীতি ও যুক্তির অনুসারে অবলম্বিত হইল, তাহা বুদ্ধির অগম্য।

জগতের রীতি এই, একের নির্ব্বুদ্ধিতা রূপ সুযোগ পাইলে অপরে লাভবান হইয়া থাকে। বরদার কত অর্থ

ভস্মসাৎ হইল, কত অর্থ ভস্মসাৎ হইতেছে, কত যে অর্থ ভস্মসাৎ হইবে, তাহার ইয়ত্তা কি? যদি বল মনহর রাওর নিজের সম্পত্তি নষ্ট হইতেছে। এটী অকিঞ্চিৎকর বাক্য। রাজার সম্পত্তি আর রাজ্যের সম্পত্তি উভয়ই এক।

একজন পাগ্‌ : প্রার্থনা।

ভবানীপুর ডলেণ্ডার পাগ্‌লা গারোদের একজন পাগল আমাদিগের নিকটে যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, আমরা তাহা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের বিবেচনার্থ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। পাগলের পত্র বলিয়া তিনি যেন উপেক্ষা না করেন, পাগল যে কথাগুলি কহিয়াছে, সেগুলি সত্য কি না, বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখা হয়, এই আমাদিগের ইচ্ছা।

মহাশয়! অনেকেই জানেন যে ভবানীপুর ডলেণ্ডার পাগলাগারোদ আছে। এখানে অন্যূন ৩০০ শত পাগলনামধারী ব্যক্তি আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে কেহ ৩০ বৎসর কেহ ২৫ কেহ ২০ কেহ ১৫ কেহ ১২ কেহ ১০ বৎসর এইরূপ রুদ্ধ হইয়া আছে। যাহারা অনেক দিন অবধি রুদ্ধ, তাহাদিগের কেহ কেহ ঝাঁড় বুনে, কেহ কেহ ঘেড়ী তৈল তৈয়ারি করিতে শিখিয়াছে। ফলতঃ অনেক দিন অবধি তাহারা সুস্থ আছে কিন্তু এখানকার কোন কোন কর্ম্মচারির অত্যধিক লোভ হেতু তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় না। মাসে মাসে কমিটী হইয়া থাকে, তাহাতে জজ মেজেষ্টর ও অন্যান্য ডাক্তার সাহেব আসিয়াও থাকেন কিন্তু উক্ত দুই কর্ম্মচারি নিশ্চয় বুঝিয়া পড়িয়া তাঁহারা প্রকৃত বিষয় জানিতে পারেন না। অতএব যাহাতে উপনিস্থ বিচারক মহাশয়েরা এখানে কোন যথার্থ পাগল কত বা কৌশল দ্বারা রুদ্ধ পাগল আছে, এই বিষয়ের তদারক করেন এই আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা। মহাশয়! এইবিষয়টী মুদ্রিত করিলে প্রজাহিতৈষী ছোট লাট সাহেব অবশ্যই চিরপীড়িত ব্যক্তিদিগের প্রার্থনীয় বিষয়ের তদারক করিবেন।

আমি উক্ত গারোদের একজন পাগল। যদি উক্ত তদারক না হয়, কিছুদিন পরে শুনিতে পাইবেন আমি নাই, কোন না কোন রোগে আমার মৃত্যু হইয়াছে। ০০০০ এখানকার সকলের অনুরোধে আমি এই বিষয়টী লিখিলাম।

দরিদ্র ইউরোপীয়দিগের বিদ্যা শিক্ষা।

দরিদ্র ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের শিক্ষা লইয়া আজি কালি হুগ স্কুল পড়িয়া গিয়াছে সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্টের মত জিজ্ঞাসা করেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তত্রত্য শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট যদি ঐ সকল লোককে শিক্ষা দিবার কোন উপায় বিধান না করেন, উহারা পরে রাজ্যের পক্ষে বিপদ স্বরূপ হইবে। তিনি ইহা মধ্যেই শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরকে অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল সকল খুলিতে বলিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যে ইহা মঞ্জুর করিবেন তিনি তাহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন। সর জন ষ্ট্রাচির ইচ্ছা এই, যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের কার্য্য পাইবে, তাঁহাকে অবশ্য তাঁহার সন্তানকে শিক্ষা দিতে হইবে, তিনি যদি তাহা না পারিয়া উঠেন, গবর্ণমেণ্ট সে ভার গ্রহণ করিবেন।

ইউরোপীয়েরা উদ্ধতপ্রকৃতি। অনক্ষর হইলে ঐ প্রকৃতির অধিকতর ঔদ্ধত্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। অনেক সংস্কারে ও সদ্ভাব আছে, বিদ্যা শিক্ষা প্রভৃতি হইতে দমন করিয়া রাখে। অতএব গবর্ণমেণ্ট দরিদ্র ইউরোপীয়দিগের বিদ্যা শিক্ষার যে উপায় বিধান করিতেছেন, এটী মহদ্ব্যক্তিমাত্রের আনন্দের হইবে সন্দেহ নাই। তবে একটী আপত্তি এই, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ অবৈতনিক বিদ্যালয় করিতেছেন। এটী শিক্ষা-সংক্রান্ত নীতির বিরুদ্ধ বলিয়া ত আমাদিগের বোধ হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের কোথাও অবৈতনিক বিদ্যালয় নাই। খৃষ্টমিশনরিরা এদেশে বিনা বেতনে বিদ্যাদান করিতেছিলেন, গবর্ণমেণ্ট সাহায্যদান প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহার রুদ্ধ করিয়াছেন; গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় রুষক ও ইতর লোকদিগের শিক্ষাদানার্থ দৃঢ়তর যত্নবান হইয়াছেন, কাহেল সাহেবের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালার অনেক অর্থদানও করিতেছেন, কিন্তু সে পাঠশালাগুলিও অবৈতনিক নয়। গবর্ণমেণ্ট অর্থদান করিতেছেন, অতএব আমাদিগকে আর স্ব স্ব সন্তানের বেতন দিতে হইবে না, এই বিবেচনা করিয়া কোন কোন গ্রামের লোকে বেতন দানে বিরত হইয়াছিল। সে দিন নর রিচার্ড টেম্পল গবর্ণমেণ্টের সাহায্যদানের সে অভিপ্রেত নয় বলিয়া তাহাদিগের ভ্রম ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন।

বিনা মূল্যে বিদ্যাদান করা গবর্ণমেণ্টের অভিমত নয়, যদি এই সিদ্ধান্ত হইল, ইউরোপীয়দিগের বেলায় সে নীতির লঙ্ঘন করা হইতেছে কারণ কি? এই খানে একটী গল্প মনে পড়িয়া গেল। এক ব্যক্তি একদা এক অধ্যাপকের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! মাকড়না মারিলে কি দোষ হয়? অধ্যাপক উত্তর করিলেন বড় পাপ, প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। শেষে প্রশ্নকর্ত্তা কহিল, মহাশয়! পুত্র মারিলে মারিলে অধ্যাপক সেই কথা শুনিয়া বলিলেন ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ হয়, ও ভয়ঙ্কর স্থলে ও সেই অধ্যাপকের ব্যবস্থা নয়? গবর্ণমেণ্ট যে প্রকারে দরিদ্র ইউরোপীয়দের নিমিত্ত অবৈতনিক বিদ্যা

লয় করিতেছেন, এদেশে কি সে প্রকার দরিদ্র লোক নাই ? আমরা সচরাচর দেখিতে পাই সহস্র সহস্র বালক সঙ্গতির অভাবে লেখাপড়া শিখিতে না পারিয়া মূর্খ হইয়া যাইতেছে এবং পরিণামে পিতামাতার গলগ্রহভূত ও সমাজের কণ্টক স্বরূপ হইতেছে। সে সকল বালকের নিমিত্ত কি গবর্ণমেণ্টের অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলা উচিত ও আবশ্যক হইতেছে না ? গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত সত্রে দান করুন ও তাহাদিগের হিতার্থ সহজ উপায় বিধান করুন, তাহাতে আমাদিগের অসন্তোষ নাই, তবে বিসদৃশ ব্যবহার দেখিলেই দুঃখ হয়। যে সকল ইউরোপীয়ের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের ক্ষমতা হয়, তাহাদিগের বিদ্যালয়ে কিছু কিছু বেতন দিবার যে ক্ষমতা হয় না, ইহাই বা কিরূপে সম্ভাবিত হয় ?

বিবিধ সংবাদ।

৪ঠা ফাল্গুন সোমবার।

দিনাজপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:—"অদ্য তিন চারি দিবস হইল, অত্রত্য একজন প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব মহোদয়ের বাটীতে একটী আশ্চর্য্য মনুষ্য আসিয়াছে। এই ব্যক্তি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ইহার নিবাস স্থান কাশীর নিকটস্থ কোন এক পল্লী গ্রাম। ইহার নাম রঙ্গাসিং কেওরাণী। এই ব্যক্তি দীর্ঘে ৭ ফিট, তিন ইঞ্চ, পরিমাণ করা হইয়াছে। এই ব্যক্তি এক সেরে দুই সের মাংসের কটী অর্দ্ধসের ঘৃত, এবং দুই কিম্বা অতিরিক্ত দাইল একসের আহার করিয়া থাকে। বোধ করি এ প্রকার মনুষ্য অতি অল্প লোকেরই দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এ ব্যক্তি যে পরিমাণে দীর্ঘ তদনুরূপ স্থূল না হওয়াতে শরীরের স্বাভাবিক সৌসাদৃশ্য নাই। তদ্ভিন্ন ইহাকে একটী বিকটাকার পেত্নী বলিয়া বোধ হয় (বরং নরভক্ষী রাক্ষস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) এতদ্দেশীয় লোকেরা এইরূপ অদ্ভিনব মনুষ্য দেখিয়া বিস্ময় পরসা দিতেছে। তদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত রায় সাহেব মহোদয়ও ইহাকে ২৫ টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন। এইরূপে এ ব্যক্তি নিজের শরীর দেখাইয়া অনেক পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে।"

গত জানুয়ারি মাসে মান্দ্রাজে গত বৎসর অপেক্ষা ২ লক্ষ টাকার কম বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী এবং প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার অধিক বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে।

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল, সেভেনের প্রাণ্ড ডিউকের সহিত আমাদিগের রাজকন্যা বেট্রিসের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। ইহাদের কাহার আজিও ১৮ বৎসর বয়স পূর্ণ হয় নাই। এ বিবাহ কি তবে পূর্ব্বাঞ্চলীয় রীতানুসারে হইবে ?

গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা হইতে ৩৮১১ উপনিবেশী ডিগিদার ও মেটেলে গমন করে। ইহাদের অধিকাংশ উত্তর পশ্চিম অযোধ্যা ও বিহার হইতে আইসে।

আমাদের সিমলাস্থ সহযোগী দেরাগাজী খাঁ হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, সিন্ধু সীমান্তে বগতীসরা পুনরায় বড় গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি তাহারা কাছিদ্রে গিয়া লুঠন আরম্ভ করে। চারি জন হত হইয়াছে এবং তাহারা ১০০ উষ্ট্র লইয়া গিয়াছে।

ডেকান হেরাল্ড বলেন, সার লুইস পেলি আগামী মাসের শেষে বিলাত যাত্রা করিবেন। কর্ণেল ফেয়ার পুনরায় নয়দায় গমন করিবেন। উক্ত পত্র বলেন, ইহাতে বরদার বহুসংখ্য প্রজা অতিশয় সন্তুষ্ট হইবে কারণ কর্ণেল ফেয়ারের উপর ইহাদের ভরসার আস্থা ছিল। বোধ হয়, এটী সম্পাদকের কল্পনা, লর্ড নর্থব্রুকের কল্পনা এরূপ বোধ হয় না।

বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধানতম বিচারী জিন সাহেব বরদা কমিসনের বিচারী হইয়াছেন। তিনি প্রায় ৩০ বৎসর কাল এই কার্য্য করিতেছেন এবং গুর্জ্জর মরাঠী এবং হিন্দী ভাষা উত্তমরূপ শিখিয়াছেন।

ইংলিসম্যান আসাম হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, সহকারী পলিটিকাল এজেণ্ট কোলকুম এবং কাপ্তেন বাজলির অধীনে যাহারা নাগাপর্ব্বত জরিপ করিতে যায়, নাগারা বাণিজ্যের ভাণ করিয়া উহাদের সঙ্গে মিশিয়া উহাদিগকে আক্রমণ করে। কোলকুম হত, কাপ্তেন বাজলি আহত এবং ১ জন সিপাহী ও ৫৪ জন কুলি হত হইয়াছে। কাপ্তেন বাজলি জয়পুরে পলায়ন করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

১৮৭২ অব্দ হইতে বঙ্গদেশে ১৭৬ টী হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮০টী প্রধান ৭০টী শাখা ২৬টী উপবিভাগীয়। গত বৎসর অপেক্ষা ১০টী অধিক হইয়াছে।

অষ্ট্রিয়ার একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে। মেসপোটেমিয় কোম্পানি ষ্টীমে সম্প্রতি ৪ হাজার টাকার এক কুট ভূম বিক্রয় করিয়া গিয়াছে। টাকার গরমী এমন।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, এণ্টোয়ার্পে এক জন ভারতীয় চিত্রকর আছে। এ ব্যক্তি দুই পদ দ্বারা উত্তম ছবি লিখিতে পারে।

রিচার্ড গার্থ কলিকাতা হাই কোর্টের চিফ জষ্টিস হইয়াছেন। ইহাঁর বিলক্ষণ বিদ্যা আছে। ইনি এই পদ গ্রহণ করাতে বিলাতের অনেকে বিস্মিত হইয়াছেন। বিস্ময়ের কারণ এই, এত বিদ্যা থাকিতে ইনি কেন ভারতবর্ষে আসিতেছেন বাস্তবিক অনেকের সংস্কার এই, অর্থোপার্জ্জন বই ভারতবর্ষে আসিবার মূল উদ্দেশ্য।

গত বার আমরা বরাহনগরের শশিপদ বাবুর ফোজদারির সংবাদ দিই, তাহাতে কিছু ভ্রম ছিল। শশি বাবুর কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন মাস কারাদণ্ড হয় নাই। শুদ্ধ তিন মাস কারা দণ্ড হইয়াছে এবং যে প্রস্তাব লেখার জন্য দণ্ড হয়, যেকাগজে উহা লেখা হইয়াছিল তিনি সেই কাগজের অধ্যক্ষ বলিয়া দণ্ড হইয়াছে।

জেনরল মীড্‌ শনিবার বাঙ্গালোর হইতে বরদায় যাত্রা করিয়াছেন।

হরিসাধন বার্ত্তাবহ বলেন " গুলিসাখালি হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, বিগত ৩০ এ ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বাজার খোলার কাছারিতে একটী ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। গুলিসাখালি ষ্টেশনের পুলিসের সব ইন্সপেক্টর বাবু ঈশানচন্দ্র বসু তাহার তদন্তে গমনকালীন পথি মধ্যে আর একটী খুনী মোকদ্দমার এজাহার হওয়ায় সব ইনস্পেক্টর খুনের তদন্তে যাওয়া অগ্রগণ্য বিবেচনায় উক্ত ডাকাইতির তদন্তানুসন্ধানে বাবু চন্দ্র নাথ দাস হেড কনষ্টেবলকে নিযুক্ত করেন। পরে সব ইনস্পেক্টর বাবু খুনের তদন্ত সমাধান্তে বাজার যোগণা যাইয়া বহু অনুসন্ধানে মগদ ৬৯৯ টাকা ও কতক মাল সহ দুই জন দস্যু ধৃত ও মোকদ্দমার মূল বৃত্তান্ত আবিষ্কার করেন। পরে ইনস্পেক্টর বাবু গণেশচন্দ্র বসু তথায় উপনীত হইলে তাঁহার একতায় আরও কতক টাকা ও ক্রমে ৯ জন অপরাধী ধৃত করিয়া ফৌজদারীতে প্রেরণ করিয়াছেন। মূল ঘটনা এইরূপ প্রকাশ যে ঐ কাছারির নিযুক্ত আলেপমুরার পরামর্শে ও যোগে তাগে ১৩ জন দস্যু ঐ রাত্রে উপস্থিত হইয়া নায়েব তাঁরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়কে অবরোধ ও প্রহার পূর্ব্বক মগদ ও জিম্মিদে যঃ ১০৭৪ ৮৵৩ পাই অপহরণ করে। বস্তুতঃ লোকের স্বভাব বিচার না করিয়া কর্ম্মচারী রাখাই এইরূপ দুর্ঘটনার কারণ। যাহা হউক পুলিশের নিন্দাপূর্ণ সংবাদ অনেক সময় শুনা গিয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে এরূপ কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইলে সাধারণের বড় সন্তোষের বিষয় হয়। আমরা ঈশান বাবুর ন্যায় কর্ম্মক্ষম লোকের উন্নতির জন্য কর্ত্তৃপক্ষ সমীপে অনুরোধ করি।

৫ ই ফাল্গুন মঙ্গলবার।

ইংলিসম্যানের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বরদার অনেকে গুইকুমারের দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন। গুইকুমারের পক্ষ সমর্থনার্থ অনেকে অর্থসংগ্রহে যত্নবান কিন্তু তাহারা গ্রেপ্তার হইবার ভয়ে তাহা পারিতেছে না। সর্দ্দারেরা বলিতেছেন, তাঁহারা অনেক টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন কিন্তু পাছে গবর্ণমেণ্টের কোপে পড়িতে হয় এই ভয়ে পারিতেছেন না। বরদার মুসলমান অধিবাসীরা গুইকুমারের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের বার্ষিক উৎসব বন্ধ করিয়াছে। গুইকুমারের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যদি কেহ চাঁদা সংগ্রহ করিতে অগ্রসর হন, তিনিও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিদ্রোহী হইলেন, যদি এরূপ হইল তবে মলহর রাওর বিচার কিজন্য কেন? যাহা হউক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি বরদার বিষয়ে অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়াছে।

গুইকুমারের পক্ষসমর্থনার্থ গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত নহেন বটে কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিজের ব্যয়ের দিকে বিলক্ষণ রিক্তহস্ততা দেখা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একজন বিশেষ রিপোর্টার নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাকে প্রতিদিন ১৫০ টাকার হিসাবে দিতে হইবে। প্রতি দিন ১৫০ টাকা করিয়া দিতে হয় রিপোর্টারের এমন কি গুণ আছে, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

ইকনমিষ্ট গণনা করিয়া দেখিয়াছেন গত তিন বৎসরে ৫১১৪০০০০০ টাকার স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ বার্ষিক ১৮৭১৩০০০০ টাকার, স্বর্ণ পাওয়াগিয়াছে। গত ১০ বৎসরে যেরূপ সোণা পাওয়া যায়, তদপেক্ষা এক্ষণে গড়ে অনেক কম হইয়াছে। ১৮৫২ অব্দ হইতে ১৮৫৬ পর্য্যন্ত বার্ষিক ২৯১৭১০০০০ টাকার তাহার পরবর্ত্তী ৫ বৎসরে বার্ষিক ১২২৩০০০০০ টাকার এবং ১৮৬৭ হইতে ১৮৭১ পর্য্যন্ত ১০২১১০০০০ টাকার সোণা পাওয়া যায়।

দরিদ্র ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের অবস্থার উন্নতি বিধানার্থ গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিবার জন্য মান্দ্রাজে যে কমিটী হয়, তাহার প্রথম প্রার্থনা এই, এক্ষণে উহাদের শিক্ষার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা আছে গবর্ণমেণ্ট উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করিয়া দিন। তদপেক্ষা শিল্প ও কৃষি বিদ্যালয়াদি স্থাপিত হউক। উহাদের জন্য একটী স্থানীয় সেনা দল প্রস্তুত হউক। উহাতে উহাদিগকে গ্রহণ করা হইবে। উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিতে গেলেই ত অধিক অর্থের প্রয়োজন, সেই অধিক অর্থ এদেশীয়দিগের শিক্ষার ব্যয় কমাইয়া কি সংগৃহীত হইবে?

গুইকুমারের সম্বন্ধে ইংলিসম্যান লিখিয়াছেন " গুইকুমারের জন্য আমাদের কিছু মাত্র দুঃখ নাই। তিনি শাসন কর্ত্তার সম্পূর্ণ অযোগ্য। গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাকে গুজরাটের সমর না দিয়া ১৮৭৩ অব্দেই তাঁহাকে পদচ্যুত করিতেন উত্তম কাজ হইত। গত মাসেও যদি তাঁহাকে সস্পেণ্ড না করিয়া এবং তাঁহার বিচারের অপেক্ষা না করিয়া এক কালে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইত অন্যায় কার্য্য হইত না। " তবে ইংলিসম্যান এই একটী অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, বলিয়াছেন, যখন রীতিমত বিচার করাই স্থির হইয়াছে তখন তাঁহার আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ যত টাকা আবশ্যক, তাহাও দেওয়া উচিত। মতুবা নিন্দনীয় হইতে হইবে। গুইকুমারের না থাকিলেও কম্পক্ষে গবর্ণমেণ্টের নিজের ২।৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া যে নিন্দার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া কর্ত্তব্য। ইংলিসম্যানের এত দয়া তথাপি লোকে তাঁহাকে এদেশীয়দের বিদ্বেষী বলিয়া নিন্দা করে। এ পরামর্শ দানের ভিতর ইংলিসম্যান সম্পাদকের নিজের অথবা তাঁহার জাতির তাহার ত কোন স্বার্থ নাই? বিচারের পূর্ব্বে মলহর রাওকে যে পদচ্যুত করা হইয়াছে সে নিন্দা অপেক্ষা কি এ নিন্দা অধিক?

৬ ই ফাল্গুন বুধবার।

মহারাজ হোলকর গবর্ণর জেনরলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিতেছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ একপুত্র ও তিন রাণী সঙ্গে আসিতেছেন।

সিকিমের বর্ত্তমান রাজা সার রিচার্ড টেম্পলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দার্জ্জিলিঙে আসিবার মানস করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে রাজা কুচেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

যাতায়াত উত্তর বাঙ্গালা ষ্টেটরেল ওয়ে জলপাইগুড়ি পর্য্যন্ত না আসিয়া দার্জ্জিলিঙ পর্ব্বতের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত যায়, তাহার জন্য

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিবার উদ্যোগ হইতেছে। কলিকাতা ও দার্জিলিঙের বহুসংখ্যক লোকে আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিতেছেন।

৩ই ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫১১৯০০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর এ সময়ে ৭০২৭৩০ টাকা হইয়াছিল। এবৎসর ১৯০৮২০ টাকা কম আয় হইয়াছে। জব্বলপুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ৫০৫৩০ টাকা আয় হয়। গতবৎসর ঐ সময়ে ৪৭২০০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে এবৎসর ৩৩২০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

মান্দ্রাজের যে সকল দেশীয় ভদ্র লোক চাঁদা সংগ্রহ করিয়া নর্টন সাহেবের নামে একটী ছাত্রবৃত্তি করিবার চেষ্টা পান, উহাঁরা সম্প্রতি ৩ হাজার টাকা ভদ্রতা বিশ্ববিদ্যালয় সভার হস্তে দিয়াছেন। ভদ্রতা প্রেসিডেন্সি কালেজে এই ছাত্র বৃত্তী দেওয়া হইবে।

সম্প্রতি পেসোয়ারে ১২ গর্খা দেশীয় পদাতিক দলের নেটিব ডাক্তারের বাটীতে ডাকাইতি হয়। ডাকাইতেরা ডাক্তারের স্ত্রীকে বাঁধিয়া ডাক্তারকে হত্যা করে এবং অনেক টাকা ও অলঙ্কারাদি লইয়া যায়। পুলিস সন্দেহ করিয়া কয়েক জনকে ধরিয়াছেন।

মহারাজ হোলকর সোমবার অপরাহ্ণ ৪-১৮ মিনিটের সময় কলিকতায় উপনীত হইবেন।

সীতাপুর ও লক্ষ্ণৌ এই দুই স্থানের মধ্যে প্রায়ই ডাকলুট হয়। উহার নিবারণার্থ এই বন্দোবস্ত হইয়াছে, প্রতি ডাকের সঙ্গে একজন কনষ্টেবল থাকিবে। কনষ্টেবল একখানি তরবার ও একটী পিস্তল লইয়া ডাকের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। রাডাঃ মিঃ কেন এরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন সেদিন বোম্বে, বড়ঘাটলাম্বে একটী তুলার কারখানায় [illegible] বিস্তর তুলা ও কাপড় [illegible]।

হংলিসম্যানের লাহোরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, জেনরল মাউর শাহা সসৈন্যে করার উপনীত হইয়া দুই ঘণ্টা কাল আমুর খাঁর সেনাগণের সহিত যুদ্ধ করেন। উভয় পক্ষের ৮০ জন হত হয়। গিরিস্কের নিকট আমীরের সৈন্যের সহিত আমুরের সেনাগণের এক ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। তাহাতে আমুরের সৈন্যগণ জয়লাভ করে। আমীরের সৈন্য কান্দাহারে প্রত্যাগমন করে। সফদার আলী খাঁ আহত হইয়াছেন। সুলতান আহম্মদ খাঁ বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া রাত্রিতে অকস্মাৎ আমুর খাঁর সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া বহুসংখ্য লোককে হত্যা করিয়াছেন।

বারক্ষণ একটী স্বর্ণ খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কতকগুলি কলীয় বণিক মগরে একটী দোকান খুলিয়া বিবিধ প্রকার ইউরোপীয় দ্রব্য বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছেন। আসামের শস্যের অবস্থা বিলক্ষণ সন্তোষকর নওগায় চা উত্তম জন্মিয়াছে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া রাউলপিণ্ডি হইতে সংবাদ পাইয়াছেন একজন ইউরোপীয় আফিসর একজন এদেশীয়কে হত্যা করিয়াছেন। সাহেব বোধ হয় শীকারে গিয়া ক্রম ক্রমে এই কাণ্ড করিয়াছেন। এদেশীয়ের প্রাণ! তাহার বধ। সংবাদ পত্রে তাহার অবার আন্দোলন।

এক খানি সংবাদ পত্র বলেন গত জানুয়ারি মাসে গঙ্গার সেতুতে যে মাশুল আদায় হয় তাহাতে ৯ হাজার ৩ শত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এক মাসে ৯ হাজার টাকা আদায় হইলে কতদিনে সেতু নির্ম্মাণের সমুদায় ব্যয় তুলিতে পারা যাইবে? অন্ততঃ ২০। ২৫ বৎসরের কমে সমুদায় টাকা উঠিবে না। সেতু নির্ম্মাণে ২২ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে।

গত পূর্ব্ব শুক্রবার সার্কিউলার রোড পারসী বাগে মহা সমারোহে হিন্দুমেলা হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৩০০ হিন্দু ভদ্র লোক সভায় স্থলে উপস্থিত হন। বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র একটী উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিয়া উহা মুখস্থ পাঠ করিয়া সকলের চিত্ত রঞ্জন করেন এবং বাবু রাজনারায়ণ বসু একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। সভাপতির বক্তৃতার পর গীত বাদ্য হইয়া অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

গত সোমবার কলিকাতায় বাবু ভগবতী চরণ মল্লিক সুবর্ণ ঘটীতে মাওয়া উপলক্ষে কলিকাতা ও উপনগরের বিস্তর দরিদ্রকে অনেক অর্থ বিতরণ করেন এবং বহুসংখ্য ভিক্ষুককে উত্তম রূপ আহার করাইয়াছেন।

গত বৎসর আসামে মারিকেল বৃক্ষ জন্মাইবার চেষ্টা করা হয় কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই। যে যে স্থানে যত চারা রোপণ করা হইয়াছিল, সমুদায় ও'ই মরিয়া গিয়াছে।

চিতপুর রোড হইতে সার্কিউলার রোড পর্য্যন্ত যে নূতন রাস্তা হইয়াছে, অষ্টিসেরা বঙ্গদেশের ভূত পূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট গবর্ণর গ্রে সাহেবের নামে ইহার নাম গ্রে ষ্ট্রীট রাখিয়াছেন।

এডুকেশন গেজেট বলেন "ঘোড়ার পায়ের নানাবিধ পীড়া নিবারণের জন্য লৌহের পরিবর্ত্তে টিণ্ডিয়া রবারের জুতা ব্যবহার করা যাইতে পারে। এ, জে, ডিন নিউয়র্কস এন, জে ইহার আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে ঘোড়ার খুরে কোন প্রকার আঘাত লাগিলে উহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। ইহা আবশ্যক মতে পরাইতে ও খুলিতে পারা যায়।

হিন্দুরঞ্জিকায় লিখিত হইয়াছে "পাঠক মহাশয়! বাঙ্গালি ও সাহেবে কত প্রভেদ, তাহা নিম্ন লিখিত সংবাদটি পাঠেই বুঝিতে পারিবেন। এই সমস্ত কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "অভদ্রতা বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁশিলা ষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হওয়ার পর জামিনি দাখিল করিতে বিলম্ব হওয়ায় কত প্রকার ঘুম ধাম হইয়াছিল; কিন্তু মৃত বাবু চন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ের ষ্টেটের ম্যানেজার যে মাকডোনেল সাহেব এযাবৎ জামিনি দাখিল না করিয়া অনায়াসেই সমস্ত ষ্টেটের ভার গ্রহণে আদায় তহশীল করিতেছেন। চন্দ্রনাথ বাবুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা জ্ঞানদাসুন্দরী দেবীর পক্ষ হইতে পুনঃ পুনঃ আপত্তি হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রতিকার করা হইতেছে না।

৭ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

ইংলিসম্যানের সোমাইল্ড সংবাদদাতা লিখিয়াছেন কর্ণেল ফেরার ১৬ই ফেব্রুয়ারি নরদায় উপনীত হইয়াছেন। বহুসংখ্যক লোক ষ্টেষণে গিয়া তাঁহাকে লইয়া আসেন। গুরুমায়ের মুক্তির জন্য গবর্ণর জেনরলের নিকট যে দরখাস্ত করিবার উদ্যোগ হয় তাহাতে ১০ হাজার লোকের স্বাক্ষর হই-

য়াছে। যে দুই জন উক্ত আবেদনে স্বাক্ষর করিয়া বেড়াইতেছিল, উহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আগামী মঙ্গলবার কমিশন বিচার আরম্ভ করিবেন। বিচার বোধ হয় এক মাস কাল ধরিয়া হইবে। বহুসংখ্য লোক বিচার দর্শনার্থী হইয়া বরদায় যাইতেছে। মলহর রাও ইতিহাসের একটী প্রধান মল ফ্লায় হইলেন।

কতকী সাহরণপুরও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে।

এই এপ্রেল মাস হইতে চিফ সাহেব হাবড়া ও কলিকাতায় ভাড়াটিয়া গাড়ি ও পাল্কীর রেগুলেটর হইবেন।

মুঙ্গেরের স্কুলের জন্য মাসিক ২০ টাকা বেতনে একজন ব্যায়াম শিক্ষকের প্রয়োজন হইয়াছে। ইনি এক ঘণ্টামাত্র ব্যায়াম শিক্ষা দিবেন, অবশিষ্ট সময় কেরাণী ও লাইব্রেরি য়ানের কার্য্য ক'রতে হইবে। স্কুলের অধীন কোন উদ্যানাদি নাই? এই তিনটী কাজের জন্য মাসে ২০ টাকা দেওয়া অসঙ্গত বোধ হইতেছে।

উক্লাযুক্ত স্থান হইতে সম্প্রতি এই সংবাদ আসিয়াছে, অবশিষ্ট বন্দীর উদ্ধারার্থ উত্তর দিকে ২০০ সৈন্য যাত্রা করিয়াছে। ইহারা ২১ এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত সথা স্থানে উপনীত হইবে।

মহারাজ হোলকরের সহিত সার মাধব রাও আসিতেছেন।

এবার বোম্বাইয়ে মহরম নির্ব্বিবাদে আরম্ভ হইয়াছে। কোন গোলযোগ না হয় এ জন্য গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়াছেন। কতকগুলি বদমায়েসকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আর কতকগুলির জামীন লওয়া হইয়াছে।

বীজন গ্রামের রাজা শনিবার কলিকাতায় আসিয়াছেন।

সার রিচার্ড কাউচ শনিবার কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার হাজারিবাগে ভয়ানক ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে। ভূমিকম্পের সময় বজ্রাঘাতের ন্যায় শব্দ হইয়াছিল।

গোয়ালন্দের জীবনতরি (যাহা ১৮৭৪ অব্দে ইংলণ্ড হইতে আনা হয়) ৩৭ জন জল মগ্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়াছে।

সার রিচার্ড গার্থের (যিনি কলিকাতা হাইকোর্টের চিফ জষ্টিস হইয়া আসিতেছেন) নিজের উপার্জ্জন ব্যতীত বার্ষিক ৪০ হাজার টাকা আয় হয় এমন সম্পত্তি আছে। ধন ত বিলক্ষণ আছে, বাবুগিরি কেমন।

গবর্ণর জেনরল পশ্চিম যাত্রা ক'রলে অনরেবল ইলিস সাহেব গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলের সভাপতি হইবেন।

পলতা হইতে কলিকাতায় সমুদায় জল যোগান কঠিন হইয়াছে। রাস্তায় জল দিবার জন্য গঙ্গা হইতে জল লইবার বন্দোবস্ত হইতেছে।

পঞ্জাবে বৃষ্টির অভাবে যে সকল শস্য শুকাইয়া যাইতেছিল, বৃষ্টি হওয়াতে সেগুলির বিশেষ উপকার হইয়াছে।

৭ ই ফেব্রুয়ারি সিমলায় এরূপ বরফ পাত হয় যে বরফে ভূমি ১১ ইঞ্চ আচ্ছাদিত হইয়াছিল।

অযোধ্যার ১৯০ জন বিচারপতি আছেন। ইহার মধ্যে দেশীয় খৃষ্টিয়ানিক ৪২ জন।

মথুরার নিকট রীড সাহেবকে যে হত্যা করা হয়, হত্যাকারীর ফাঁসীর আজ্ঞা হইয়াছে এবং তাহার সমুদায় সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে এখনও ভয়ানক শীত রহিয়াছে মৃত্যু সংখ্যাও কমে নাই। এই ফাল্গুন মাসে বাঙ্গালা দেশে যে প্রকার শীত পড়িয়াছে, এপ্রকার শীতের কথা আমাদিগের মনে হয় না।

সার পি ওডহাউস যে কাণ্ডিওয়ারে গমন করেন তাহার এই এক ফল হইয়াছে, সর্দ্দারেরা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ষে বর্ষে ৬৪৯০০ টাকা উক্ত প্রদেশের রাস্তাদির জন্য দিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

সার জর্জ বার্ডউড ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতেছেন বটে কিন্তু সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিতে তাঁহার এখনও অনেক দিন লাগিবে।

মাদ্রাজের দেশীয় সেনা সংখ্যা কমাইবার প্রস্তাব হইতেছে। এক রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী কমান হইবে।

মাদ্রাজের উদানওয়া নামক স্থানে এক জন কৃষক রাত্রিতে ক্ষেত্র চৌকী দিতেছিল। একদল শীকারী বন্য বরাহ বিবেচনা করিয়া উহাকে গুলি করে। উহার মৃত্যু হইয়াছে। মানুষ মারা গিয়াছে বলিয়া, গবর্ণমেণ্ট যেন শীকারের আমোদটী বন্ধ না করেন।

সপ্তাহিক সমাচার বলেন, "কতিপয় দিবস অতীত হইল, জনাই গ্রামে একটী ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বিহারি লাল মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে গমন ক'রতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি বাহকগণকে জলখাবার কিনিবার নিমিত্ত বিদায় করেন ও আপনারা দুই জনে ভিন্ন ভিন্ন শিবিকায় উপবেশন করিয়া থাকেন। ইতিমধ্যে কোন দুরাত্মা তাঁহার পরিধেয়ের গলদেশে ছুরিকাঘাত করে। বাহকগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দর্শন করিল যে বিহারি বাবু রক্তাক্ত করে একখানি তীক্ষ্ণ ধার তোয়ালে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার দশ মাসের শিশু সন্তান ধূলায় পড়িয়া রহিয়াছে আর তাঁহার মুমূর্ষু স্ত্রী রক্তাপ্লুত হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। শুনিলাম এই লোমহর্ষণ ব্যাপার শ্যামালা থানার সন্নিকটেই হইয়া গিয়াছে। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!! যাহা হউক শ্রীরামপুরে এই মকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি হইবার যে মত ধুম চলান হয়। শুনিলাম সেকারি সাহেব এই এজেহার দিয়াছেন যে তিনি ঘটনাকারীর মুখ হস্তাংশও অবগত নহেন। তাঁহার মাতৃ আহার পরিবার আহত হয়। সত্য হউক, পরমেশ্বরে বিচার। এই মোকদ্দমে সোপরদ্দ হইয়াছেন। আমরা এক গুপ্ত কথা শ্রবণ করিলাম যে বিহারী বাবুর দুই বিবাহ। এটী সত্য হইলে দ্বিতীয় বিবাহের বিষময় ফল নয়?"

৮ ই ফাল্গুন শুক্রবার।

ক্লিন নামক যে ব্যক্তি বরদা কমিশনের দ্বিতীয় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে প্রতি দিন ১০০ টাকা করিয়া দিতে হইবে। গবর্ণ-

যেট এদিক মুক্তহস্ত, ওদিকে মলহর রাওয়ের সলিসিটরদিগকে শর্ষপদানে বঞ্চমুষ্টি, এটী বড় বিচিত্র রাজনীতির ফল।

আমাদিগের আলাহাবাদস্থ সহযোগী বলেন, সম্প্রতি আজিমগড়ের একটী পল্লীতে একটী স্ত্রীলোক পুড়িয়া মরিয়াছে। প্রথমে স্ত্রীলোকটী তাহার একটী শিশু সন্তান সহিত অন্ধকারে গাত্রত্যাগ করিবার সংকল্প করে। তাহাতে অনেক বিলম্ব হয় দেখিয়া গোপনে চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সেই সন্তান সহ পুড়িয়া মরে। দারিদ্র্যদুঃখ বোধ হয় ইহার কারণ হইবে।

পৃথিবীতে অন্যান্য ধাতুর অপেক্ষা লৌহের প্রয়োজন অধিক। পৃথিবীতে যে সকল লৌহ খনি আছে তাহা পর্যাপ্ত নয় এই বিবেচনা করিয়া বোধ হয় ঈশ্বর শূন্য হইতে লৌহ পৃথিবীতে রপ্তানী করিবার উপায় করিতেছেন। এম নর ডেনস্কিওলড নামক এক ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, উক্ত হলমের চতুর্দ্দিকে যে বরফ পতিত হয় তাহাতে লৌহ কণা সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্যারি দ্বীপের বরফেরও ঐরূপ লৌহকণা সকল পড়িয়া গিয়াছে। কেবল লৌহ বলিয়া নয় বরফের সহিত আরো অনেক পদার্থ পতিতে দেখা গিয়াছে। যে সময় ও শিলা পতিবার সময় এক প্রকার গুড়া পতিত হয়, উহাতে লৌহ নিকেল কপার ক্রোমিয়ম কষ্টরিক এসিড প্রভৃতি থাকে।

ফিল্লীসোজেট বলেন, সেদিন পঞ্জাবের অন্তর্গত নাহনে ভয়ানক ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শিলাদ্বারা শস্যাদির বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে; ঝড় এরূপ হইয়াছিল, যে এখানি গৃহেও চাল ছিল না। একে ত উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও পঞ্জাব প্রভৃতি দেশে শস্য জন্মে না, বিশেষতঃ দীর্ঘকালে দুর্ভিক্ষে বড় বিপর্যয় হইয়াছে।

ফিরোজ বসন্তের অন্যান্য প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

যথা প্রদেশে শস্যাদির সাধারণ অবস্থা সন্তোষকর।

সমাজ দর্পণে লিখিত হইয়াছে "রুবিনষ্টাইন নামক সেন্টপিটর্সবর্গের থিয়েটরের অভিনেত্রী শ্রীমতী গোপাল মণির সহিত গোষ্ঠবিহারী নামক যুবকের পরিণয় হইয়া গিয়াছে। থিয়েটরে বেশ্যা অভিনেত্রীর সম্প্রবেশ হওয়াতে আমাদের কিছু মাত্র আনন্দ বোধ হয় নাই। কিন্তু আজি আমাদের বিশেষ একটু আনন্দ বোধ হইতেছে। আমরা দেখিতেছি যে ক্রমাগত সতীগণের চরিত্র অভিনয় করিতে করিতে অভিনেত্রীগণের চরিত্র সংশোধন হইতে পারে। শুদ্ধ চরিত্র শোধন নহে, লেখা পড়াও অভ্যাস হইতে পারে। এরূপ স্থলে যে উহাদের এরূপ সুমতি হইতে পারিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি। যদি থিয়েটরে এইরূপ আর দুই একটী বিবাহ ক্রিয়া সমাহিত হয়, তবে আমরা অবশ্যই বোধ করিতে পারিব যে থিয়েটর বেশ্যাদিগের চরিত্র শোধনের একটী প্রধান উপায়। আমরা শুনিলাম যে উপরি উক্ত বিবাহ ব্রাহ্ম আইন অনুসারে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। অতএব অদ্য এস্থলে বোধ হয় একবার কেশব বাবুকে ও ধন্যবাদ দিতে পারি। আমরা সরলচিত্তেই ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

৯ ই ফাল্গুন শনিবার।

জাল নামা সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হয় তাহা মিথ্যা। পিয়নিয়র বলেন তিনি বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট ও সুস্থ আছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, অল্পবয়স্ক কয়েদিদিগের চরিত্র সংশোধনের জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ভাবডায় একটী জেল স্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন। ইহাতে ৫০০ কয়েদী থাকিবে। সাধারণ বন্দোবস্ত পরিত্যাগ করিয়া এ স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইতেছে কেন? প্রৌঢ়দিগের চরিত্র কি দয়া করাচিৎ সংশোধিত হয় না?

অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে "একটী ফরাসী কাঁসপাতালে কোন সৈনিক পুরুষ চিকিৎসার্থে প্রেরিত হন। ইহার বয়ঃক্রম ৭৮ বৎসর এবং ৪১ বৎসর তিনি সৈনিকের কার্য্য করেন। তাহার শরীরের বস্ত্র উন্মোচন করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তিনি বিবস্ত্র হইতে আপত্তি করেন। অবশেষে প্রকাশ পায় যে ইনি পুরুষ নহেন। এক জন স্ত্রীলোক। প্রথম নেপোলিয়নের সময় ইহার পিতামহ ইহাকে সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে বাধা করেন। তখন ইহার বয়স ১৪ বৎসর। তিনি বরাবর সুখ্যাতির সঙ্গে কার্য্য করেন এবং প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ ইহাকে সম্মানসূচক প্রশংসা পত্র প্রদান করেন। আলজিরিয়ায় ইনি অনেক দিবস বাস করেন। এ যাবৎ সকলেই তাহাকে পুরুষ বলিয়া জানিত। তাহার মুখের ছেরায় ও কণ্ঠ স্বর ঠিক পুরুষের মত। তিনি বরাবর আত্মগোপন রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু এইবার ধরা পড়িয়াছেন।"

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৩ ই ফেব্রুয়ারি। আগামী এপ্রেল মাসে সূর্য্য গ্রহণ দেখিবার জন্য যে ব্রিটিশ জাহাজ আসিতেছে, উহা গত বৃহস্পতিবার গয়া এবং সিঙ্গাপুর যাত্রা করিয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ২৮০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৫ ই ফেব্রুয়ারি। গ্রোট সাহেব (ইনি একজন কনসার্ভেটিব) চাটামের জন্য মনোনীত হইয়াছেন।

পারিস ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। মন্ত্রিগণ পদ ত্যাগ করিয়ামার্শেল ম্যাকমেহনের নিকট পত্র লিখিয়াছেন। ম্যাকমেহন এম গ্রেবির সহিত পরামর্শ করিয়াছেন, আপাততঃ একটী নূতন মন্ত্রিসভা করা সম্ভাবিত নয়।

লণ্ডন ১৩ ই ফেব্রুয়ারি। ইংলণ্ড ডন আল ফন্সোকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি মাদ্রিদে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

টর্কো পার্শিয়ান সীমার বন্দোবস্ত করিবার জন্য সার আর্থর কেবল ব্রিটিশ কমিসনর হইয়াছেন।

পারিস ১৫ ই ফেব্রুয়ারি। জাতি সাধারণ সভা পুনরায় বোনাপার্টিষ্ট দলের পেন্সন দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

একটি সেনেট সভা করিবার জন্য নূতন নূতন প্রস্তাব হইতেছে।

লণ্ডন ১৭ ই ফেব্রুয়ারি। জন মাইকেল টপারারির জন্য মনোনীত হইয়াছেন, কেহ কোন আপত্তি করেন নাই।

১৮৭৫ অব্দের সেনা দলের ব্যয় ১৩৫০০,০০০ টাকা অনুমত হইয়াছে।

ডাক্তার কটনলি পার্লিয়ামেণ্টের একজন সভ্য হইয়াছেন।

অন্য জন সাইকোর কুইন্সটাউনে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ইংলণ্ড ফ্রন্সীয়াস্থ সভায় যাইতে অস্বীকার করাতে ফ্রন্সীয়া কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

ভারতবর্ষের জন্য ১২৮৯৯৪ সৈন্য রাখা স্থির হইয়াছে।

সার উইলিয়ম জার্ভিস সার এণ্ড ক্লার্কের পদে অভিষিক্ত হইবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৩ ই ফেব্রুয়ারি। রাজমহলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ষ্টুয়ার্ড সাসিবাম বিভাগের ভার পাইলেন।

জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর এডবর্ড কসাবোট সাহেব পরগণার বন্দী হইলেন এবং উক্ত বিভাগের ভার পাইলেন।

দিনাজপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ এফ রবিনসন চোটনাগপুর বিভাগের কমিসনর হইলেন।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, সি. বীমি চট্টগ্রামের এণ্ড ষ্টাবাদ জাহুকের বন্দোবস্ত আফিসর হইলেন।

কক্সবাজারের ভার প্রাপ্ত জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে এণ্ডারসন চট্টগ্রামের সদর ষ্টেষনে বদলী হইলেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ আর অনইন কক্সবাজারের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী কেরা আলী পাটনা বিভাগের সদর ষ্টেষনে রহিলেন।

মাণ্ডার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ জি ডেভার্ল কিনিস বিভাগের ভার পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী সায়র আবদুল বশোহরে রহিলেন।

প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে সি গেডিস সাহাবাদের সদর ষ্টেষনে রহিলেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ পঞ্চম ও পুস্তা শ্রেণীতে সব ডেপুটী কালেক্টর ও অফিসলদার হইলেন।

পুর্ণিয়া নিবাসী—পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু গৌরী শঙ্কর বাবু বিমলাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাবু বিপিন বিহারী প্রামাণিক, ইহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

পশ্চিম শ্রেণীর—মুন্সী মজেশ্বর সেখ দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাবু বোলাকি দাস ও বাবু ঠাকুর প্রসাদ অফিসলদার হইলেন।

জে গেরার বেয়েরিষ্ট বোহের সেক্রেটারির কার্য্য করিবেন।

এচ, জি, শার্প কিছুদিনের জন্য গয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

এচ, এম, টমিন রাজীবজ বিভাগের ভার পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্রীনবচন্দ্র বিদ্যারত্ন বালেশ্বরে রহিলেন।

রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় পুর্ণিয়ায় বদলী হইলেন।

পুর্ণিয়ার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর টি ই কক্রহেড দিনাজপুরে বদলী হইলেন।

১৩ ই ফেব্রুয়ারি। সাসিরাম বিভাগের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে. এচ, হারিসন কিছুদিনের জন্য রাজীবজ অতিরিক্ত দ্বিতীয় ইনস্পেক্টরের কর্য্য করিবেন।

বাবু শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুর্দী গ্রামের সব রেজিষ্ট্রারি আফিসের সব রেজিষ্টার হইলেন।

আর, পারি প্রেসডেন্সি কালেজের একজন অধ্যাপক হইলেন।

বিবস টমসন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৩ ই ফেব্রুয়ারি। বাবু শরচ্চন্দ্র রায় কিছুদিনের জন্য পুর্ণিয়ার সদর ষ্টেষনে প্রথম মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বিবস টমসন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটারি।

—•—

সংবাদদাতার পত্র।

বর্দ্ধমানের সংবাদ।

১। আগামী ১৮ ই ফাল্গুন রবিবার অন্নদা গ্রামনিবাসী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চদশ সাম্বৎসরিক উৎসব এবারে বিশেষরূপে সম্পন্ন হইবে। উক্ত দিবসে এখানে আসিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, ইহাই আমাদিগের একান্ত অনুরোধ।

২। আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে বর্দ্ধমান রাসিগণ একজন উপযুক্ত হাকিম হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। অত্রত্য সুযোগ্য জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এ, উইকস, এম, এ মহোদয় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া উচ্চপদে উন্নীত হইয়া হুগলিতে বদলি হইয়া চলিলেন। ইনি একজন কৃতবিদ্য সুধীবংশজাত আইনজ্ঞ ও সুবিবেচক বিচারপতি ছিলেন।

৩। রাণীগঞ্জের একজন চটুরে পাঁচ আপনার নয় বৎসর বয়স্কা জ কুলপুঁটীকে বলাৎকার করিবার উদ্যোগ করা অপরাধে সেসনে সমর্পিত হয়। বিচারপতির সহিত জুরবদিগের মতের ঐক্য হওয়াতে অভিযুক্ত ব্যক্তি তিন বৎসরের নিমিত্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ পাইয়াছে। কোন কোন হতভাগীদের কর্ণাবের কথা শুনে এ মাদিগকে অবাক হইয়া থাকিতে হয়।

৪। বর্দ্ধমানের সন্নিহিত সংসার নামক এক গ্রামে এক দল বেদে আসিয়া ডেরা করে। উক্ত গ্রামবাসী লোকের সহিত বন্ধুত্ব ভাবে দেখা করিয়া একজন প্রকাশ্যে লাল বিমাস ও কয়েক জনকে এ হত করে। ঐ গ্রামের জমীদার পুলিষের সহায়তা লইয়া বন্দুকে বন্দুক পুরিয়া কারা অওয়াজ করিয়া দস্যুদলকে ভয় প্রদর্শন পুরঃসর ধৃত করেন। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট উক্ত মহোদয় দস্যু দলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু সন্তান স্ত্রী লোক ও দুই একজন বৃদ্ধের পুরুষকে অব্যাহতি দিয়া তাবজ্জনকে ৬ মাস করিয়া মিয়াদ দিয়া অব শষ্ট সকলকে সেসন অর্পণ করিয়াছেন। বেদেরা একটু বড় হইতে না পায়, তাহার একটী উপায় করা উচিত।

৫। এখনকার সব রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শ্রীযুক্ত ডেপুটী কালেক্টর ও শ্রীযুক্ত অণ্ডারসাহেব নাম দুইজন মোক্তার মধ্যে সনাক্ত করাতে অত্রত্য সুযোগ্য জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর উক্ত মোক্তার দুইকে সেসনে অর্পণ করেন। সেসনের জজ হেমব্রজ মহোদয়ের নিকট উহারা দোষ স্বীকার করায় তাহাদের প্রতি উভয়ের প্রতিই কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন তিন বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! বারইপুরের জমীদার মৃত রাজকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যু শুনিয়া আপনার গ্রাহক মাত্রে সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিবেন। যে হেতুক তিনি দেশহিতৈষী, বিদ্যানুরাগী, দয়ালু, দাতা। বিশেষ শুনা এই হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার যত দূর নিষ্ঠা ছিল, ঐ মহাত্মার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল আপনি কৃপা করিয়া সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গকে বিদিত করিবেন।

মহাশয়! টাকির দক্ষিণ বশোহরেশ্বরীর বাটীর উত্তর রোডলপুর নামে গ্রাম আছে। তথায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ভিক্ষা করিয়া বৎসর যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু তাঁহার মনে সর্ব্বদা এই প্রার্থনা ছিল "মা জগদম্বে যদি তুমি আমার কন্যা হও, আর আমাকে মোক্ষ প্রদান কর। ক্রমে ব্রাহ্মণের একটী কন্যা হওয়ায় ব্রাহ্মণ ঠিক জানিলেন, জগদম্বা অধিষ্ঠান হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া আসিয়া স্বয়ং কন্যাকে স্নান ও আহার করাইতেন এবং বাহিরে ফোড়ে করিয়া শয়ন করিতেন। ক্রমে ক্রমে কন্যাটীর বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল। বালা স্বভাব হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মণী কন্যাটীকে বয়স্থা দেখিয়া জ্বালাতন হইতে লাগিলেন। একদা ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় গিয়াছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণী কন্যাটীকে কোন কর্ম্ম করিতে বলেন। কন্যাটী বলিল বাবা না আসিলে কর্ম্ম করিব না। ঐ কথা শুনিয়া তিনি ক্রোধে অ ট. মা বলেন। তাহার পিট হইতে শো ণত নির্গত হইল। ক্রমে কন্যাটী বাটী হইতে বাহির হইয়া নদী তীরে বটবৃক্ষ তলে গেলেন এবং নিজ অঙ্গ ছিন্ন করি। ধারার গাত্রের রক্তে এক খানি পট লিখিয়া, ঐ পট বৃক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ বাটীতে আসিয়া কন্যাটীকে না দেখিয়া এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন মেয়ে কোথা? তখন কহিলেন আমি ত. মা পরে গ্রামের সকলকে জিজ্ঞাসা করাতে ঐ কথা তাঁহার উপর স্থির হইলেন। কন্যার পরে। কহিলেন, তখন ব্রাহ্মণ দুঃখে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন তুমি জগদম্বা তুমি কোথায়? বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, মনের ভ্রান্তি হইল। তখন ঐ বৃক্ষ হইতে দৈববাণী হইল বাবা তুমি কোথায় যাও তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, তোমাকে উদ্ধার করিব আর এই পটখানি লইয়া বাটী যাও, ইহা দেখিও না, একজন সন্ন্যাসী আসিলে তাঁহার হস্তে দিবা। ইহা বলিবামাত্র বৃক্ষ হইতে পটখানি বহির্গত হইল। ব্রাহ্মণ পট-লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী আসিয়া সকলকে কহিলেন। ৪ দিন পরে এক সন্ন্যাসী তথায় আসিয়া কহিলেন ঠাকুরজী আমার পট দাও। ব্রাহ্মণ পট বাহির করিয়া দিলেন সন্ন্যাসী পট লইয়া খলিসাপুর পরগণার মধ্যে বসন্তপুর গ্রামের নীচে ইচামতী নদীতে ফেলিয়া দিলেন। কত লোক ধরিতে যায়, কিন্তু পট ডুবিয়া গেল। মিথিলাবাসী রাম রাম ঠাকুরের প্রতি স্বপ্ন হয় যে আমি বসন্তপুরের নীচে নদীতে ভাসিতেছি। তুমি আমাকে লইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অধিকারে ঘলঘড় পরগণার মধ্যে মোবারী গ্রামে লইয়া স্থাপন কর। রাম রাম ঠাকুর স্বপ্ন দেখিবামাত্র বাটী হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ঐ স্থানে আসিয়া পট দেখিয়া ধরিতে গেলেন, তখনি হস্তে আসিল, সকলে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। ব্রাহ্মণ কৃষ্ণনগরে যাইয়া পরিশেষে রাজার নিকট কহিবায় রাজা রাম রাম ঠাকুরের বিশেষ কার্য্যাদি দেখিয়া তখনি ৫০০ শত বিঘা দেবোত্তর দিলেন। তথা হইতে রাম রাম ঠাকুর দেবরা গ্রামে আসিয়া পটেশ্বরী নাম রাখিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। অদ্যাপি ঐ পট কেহ দেখিতে পান না এবং কোন দেবতা কেহই জানেন না। যিনি পূজা করেন, তিনি জানেন। রাম রাম ঠাকুরের আসন পঞ্চবটীর উপর বেদি তাহার উপর চৌকী তথায় অবস্থিত এবং ত্রিকুটীর উপর পূজা করিবার আসনের স্থান এবং সপ্ত মুণ্ডীর উপর বিল্বমূল। পটেশ্বরীর বাটী সিদ্ধ স্থান। এমন ব্যক্তি দুষ্ট হয় না যে অদ্যাপি তাঁহার বাটীর মধ্যে বসিয়া জপ করেন। এক সময়ে বারইপুর নিবাসী মদনমোহন দত্ত পটেশ্বরীর বাটীতে আসিয়া রাম রাম ঠাকুরের কার্য্যাদি দেখিয়া তৎপরতলে মতি রাখিয়া এক বৎসর থাকিলেন এই এক বৎসর মধ্যে ঠাকুর যত পরিষ্কার ফুল বিল্বপত্র তুলসী দুর্ব্বা ও ত্রয়োদশে আর সকলি যান যান ঠাকুরের সেবার নিযুক্ত থাকেন। পরে এক বৎসর বাদে এক দিন ঠাকুর মদনমোহন দত্তকে কহিলেন তোমার বাসনা লাভ করিবার নিতান্ত মানস। ইচামতী হইতে স্নান করিয়া আসিয়া পট তাঁহাকে মন্ত্র দিয়া কহিলেন যাও তোমার বাসনা সিদ্ধ হইবে। ঐ মদনমোহন দত্ত নবাবী আমলে ক্রমে রায় চৌধুরী উপাধি ও বারইপুর প্রভৃতির জমিদারী প্রাপ্ত হন। রাজ কুমার বাবু তাঁহারই বংশজাত। রাজকুমার বাবুর এত দূর গুরুভক্তি ছিল, যে নিবারণচন্দ্র উপাধ্যায় পটেশ্বরীর বিষয় প্রাপ্ত হইয়া মোকদ্দমায় অপরিমিত ব্যয় করিয়া ২। ৩ দফা বিষয় রক্ষা দিয়া আর আর সেরেস্তা বিব্রত হইয়া তখন রাজকুমার বাবুকে পত্র লিখেন তখন স্বয়ং গমন করেন। রাজকুমারবাবু ১০।১২ হাজার টাকার দায় হইতে বিষয়াদি রক্ষা করিয়া মুক্ত করিয়াছিলেন। গত বৎসর ঐ নিবারণ ঠাকুর হাজার টাকার দাবী হইয়া বিষয় বন্ধক দেন, পরে রাজকুমার বাবুকে ঐ বিষয় দেখায় তিনি কতই সান্ত্বনা করিবেন, ইহা বিবেচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন, আর টাকা দিতে পারিব না। তখন বিষয় যায় দেখিয়া তাঁহার মাতা নিবারণ ঠাকুরকে বন্ধক পুত্র রহিত করিয়া আদালতে নালিশ করিয়া বিষয় রক্ষার চেষ্টা করিলেন। সুতরাং নিবারণ ঠাকুর সকল বিষয় হইতে বিমুখ হইয়া স্বয়ং বারইপুরে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর বাটীতে তাঁহাকে একাকী উপস্থিত দেখিয়া রাজকুমার বাবু কহিলেন ঠাকুর একাকী কেন? ব্রাহ্মণ ঠাকুর সঙ্গে আইসে নাই? তিনি কহিলেন আমার কিছু নাই যে লোক করিয়া আনি, বিশেষ মাতার সহিত মনোবাদ সকলি আমার আবদ্ধ। ইহা শুনিয়া রাজকুমার বাবু বিশেষ আগ্রহ করিয়া ঠাকুরকে স্নান পূজা করিতে কহিলেন। পরে রাজকুমার বাবুর স্ত্রী (যিনি স্বয়ং লক্ষ্মী) ঠাকুরের পাদ পদ্ম পূজা করিবার সময়ে ঠাকুরের পদে ফোস্কা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর ফোস্কা কিসের? তিনি বলিলেন আমার কিছুই নাই যে পাল্কী করিয়া আসিয়াছি, আসায় ফোস্কা হইয়াছে। তখন তিনি ক্রন্দন করিয়া রাজকুমার বাবুকে বাটীর মধ্যে ডাকাইয়া কহিলেন, তুমি জীবিত থাকিতে ঠাকুরের এই কষ্ট দেখিতে হইল, তখন রাজকুমার বাবু কহিলেন ঠাকুরকে কল্য পাল্কী করিয়া বাটী পাঠাইব আর যত টাকা দেনা আছে পরিশোধ করিবেন আমি স্বয়ং সাক্ষী হইয়া শোধ করিয়া দিব আর মাসিক এখন অবধি ২৫ টাকা প্রদান করিব। এক্ষণে উক্ত মহাত্মা অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় নিবারণ ঠাকুরের সকল আশা ও ভরসা বিফল হইল।

২৮ এ মাঘ ১২৮১ } বশম্বদ
শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন
ডাক্তার।

—:—

সম্পাদক মহাশয়! আপনার নিকট আমাদিগের সানুনয় নিবেদন এই আপনি এই প্রার্থনা পত্র খানি বনগ্রামের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের কর্ণগোচর করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বনগ্রামের
আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট
মহোদয় মহি-
মার্ণবেষু।

বনগ্রাম মহকুমার মধ্যে গাড়াপোতা থানার এলাকায় বাগানগ্রাম নামক একটী গ্রামে আমাদের বাস। গ্রামটীর চতুর্দ্দিকে জলা। বর্ষা কালে ইহা একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় দেখায়। শীত কালেও অনেক স্থান জলপূর্ণ থাকে। গ্রামটী এমন দুরবস্থাপন্ন যে, সকল বিষয়েই বনগ্রামের মুখাপেক্ষী। এখান হইতেই আমরা জীবন ধারণের নিমিত্ত খাদ্য দ্রব্য সকল ক্রয় করি, কেহ অসুস্থতার করিলে এখানে আসিয়াই তাহার সুবিচারের প্রার্থনা করিয়া থাকি। যে গ্রাম এত প্রয়োজনীয়, দুর্ভাগ্যক্রমে রাস্তার অভাবে তাহা আমাদের পক্ষে একান্ত দুর্গম হইয়া রহিয়াছে। বর্ষাকালে গ্রামের ধারে যখন সেই সমুদ্র তুল্য জলাভূমি সম্ভবপর দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর তরঙ্গাকারে আমাদের যেরূপ দুর্গতি হয়, তাহা অবলোকন করিলে পাষাণেও অন্তর দ্রবীভূত হয়, অতিবড় কঠিন লৌহেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু আপনার তাহা দেখিবার সম্ভাবনা নাই। এখন শীত কাল, আপনার মফঃসল ভ্রমণের সময় যদি হয় করিয়া এই শুষ্ক কালেও আমাদের এই জলাভূমির অবস্থা দর্শন করেন, নিঃসন্দেহ আমাদের যন্ত্রণার বিষয় বুঝিতে পারিবেন। আপনি নিরুপায় দরিদ্র প্রজাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। তাহাদের কষ্টের বিষয় বুঝিতে পারেন। তাই আজি এই নির্বাক প্রাণি সমূহের কথা সবিনয়, এবং বড় আশায় তাহাদের ভয়ানক ক্লেশের কথা জানাইতে সাহস হইল। এক্ষণে গললগ্নীকৃত বাসে কৃতাঞ্জলিপুটে সানুনয় প্রার্থনা, যাহাতে অধীনেরা বাগান গ্রাম হইতে অনায়াসে বনগ্রামে আসিতে পারে এরূপ একটী রাস্তা করিয়া দিয়া আমাদের চিরক্লেশের অবসান করিতে অনুমতি হউক।

১৮৭৫
১১ ই ফেব্রুয়ারি। চিরানুগত ও বিনয়াবনত প্রজাগণ।

উদ্ধৃত।

(সমাজদর্পণ।)

অমৃতবাজার পত্রিকা ও হিন্দুপেট্রিয়ট।

আমরা অমৃতবাজার ও হিন্দুপেট্রিয়ট উভয়কেই আত্মীয় বলিয়া মনে করি। অতএব আমরা যাহা বলিব তাহাতে পক্ষপাতের অপবাদ থাকিবে না।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন যে অমৃতবাজার বরদা রাজের সমালোচন করিতে গিয়া রাজবিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছেন। অমৃতবাজার বলেন যে হিন্দুপেট্রিয়ট গবর্ণমেণ্টের তোষামোদ করিতে গিয়া তাঁহারই প্রতি অন্যায় অনুযোগ করিতেছেন। অমৃতবাজার অনুমান করেন যে হিন্দুপেট্রিয়ট সম্প্রতি বেঙ্গল কাউন্সিলে মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের এই রূপ অনুবৃত্তি করিতেছেন।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন যে অমৃতবাজার প্রজাদিগকে রাজবিদ্রোহ শিখাইতেছেন। উঁহার মতে বাঙ্গালীদের নিজের কোন মতামত নাই, উঁহারা সংবাদ পত্রের মতামত পাঠ করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরাগ শিক্ষা করে। অর্থাৎ উঁহাদের রাগ বিরাগ উঁহাদের নিজের সামগ্রী নহে।

আমরা কি বলিব ভাবিয়াই পাইতেছি না। কারণ আমরা অদ্য কাহারই অনুমোদন করিতে পারিতেছি না। আমরা অমৃতবাজার পত্রিকার কথা স্বীকার করিতে চাই না। কারণ হিন্দুপেট্রিয়ট চিরদিনই অমৃতবাজার পত্রিকাকে রাজভক্তি অভ্যাস করিতে বলিতেছেন। অতএব বেঙ্গল কাউন্সিল তাঁহার তোষামোদের ফল বটে। আমরা হিন্দুপেট্রিয়টের অনুযোগও বিশ্বাস করি না। কেন করি না তাহাও বলিতেছি।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরাগ কি বিরাগ হওয়া উচিত, তাহা বোধ হয় সংবাদ পত্রদিগকে শিখাইতে হয় না যদি হইত তবে বরদার প্রজাগণ ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে ভয় করিত না। আমরা যতদূর জানি তাহাতে বরদার প্রজাগণ সংবাদ পত্রের অনুগামী নহে বলিয়াই বোধ হয়। অথবা তাহারা অদ্যাপি এত দূর অশিক্ষিত রহিয়াছে যে সংবাদ পত্রের সামান্য অপথ্য ভুক্ত না পারে না। তবে আবার তাহারা ব্রিটিশ রাজভক্ত হয় কেন। ১৮৫৭ সালে যে সকল সংবাদ পত্র ছিল তাহারাও তো সিপাইদিগকে বিদ্রোহ শিক্ষা দেয় নাই। তবে কেন সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। মীত্তিবিৎ টে সাহেব সম্প্রতি তাহাদের বিদ্রোহ বিষয়ে যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বোধ হয় বাঙ্গালা সংবাদ পত্রদিগকে সে সকলের অনুরূপ করা যায়। হিন্দুপেট্রিয়ট তবে কি দেখিয়া অনুমান করেন যে ভারতবর্ষীয়েরা সংবাদপত্রের অনুরাগ করিয়া রাগ বিরাগ অভ্যাস করে। আমরা হিন্দুপেট্রিয়টের প্রতিবাদ করিতে গিয়া আর একটী কথাও বলিয়া ফেলিতেছি, বোধ হয় অমৃতবাজার আমাদের কোন দুরভিসন্ধি আশঙ্কা করিবেন না। অমৃতবাজার পত্রিকা পূর্ব্বে এরূপ লোকপ্রিয় ছিল না। ইহার মুদ্রা হইবার পর প্রথম পাঁচ বৎসর বাঙ্গালি লোকের সাহায্যে সম্পূর্ণ হইত না। অমৃতবাজার যখন লাইবেলে মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে যে সকল প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাহা দুই এক স্থলে উদ্ধার পাওয়া যায়। আমরা ইহা হিন্দুপেট্রিয়টেই পাঠ করিয়াছি।

মাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে অমৃতবাজার কিরূপে চলিতেছে, বাবু মতিলাল ঘোষ উত্তর করিতেছেন যে উহার ব্যয়ের বিংশতিংশ আমাদের দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে হয়। উহা অদ্যাপি স্বয়ং সিদ্ধ হয় নাই। কলতঃ আমরা যতদূর বুঝি তাহাতে অমৃতবাজার পত্রিকা কবে কৃতকার্য্য তা কাহার সাধ্যের সময় হইতে আরম্ভ বোধ হয়। ইতি পূর্ব্বে উহার এরূপ দশা ঘটিয়াছিল যে আমরা ভাবি নাই যে উহা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। আমরা ইহাও ভাবিয়া থাকি যে যদি বাবু শিশির ঘোষের মা মরিতেন তা আর একবৎসর বিলম্বে আসিতেন তবে নিশ্চয়ই আমাদিগকে অমৃতবাজার পত্রিকার নিমিত্ত এত দিন শোক করিতে হইত। বাবু শিশির ঘোষের সম্পাদকের সাহিত্যের অধিক ছিলেন এবং অমৃতবাজার তাঁহারই সময়ে প্রিয় হইয়াছে। অতএব হিন্দুপেট্রিয়টের বোধ করা উচিত যে রাগ বিরাগ সংবাদপত্র দেখিয়া অভ্যাস করিতে হয় না, উহাতে লেখা পড়া জ্ঞান আবশ্যক করে না। যে কারণে অজ্ঞান শিশু মাতার প্রতি অনুরক্ত হয়, প্রজাগণ সেইরূপ কারণেই যথেষ্ট রাজভক্ত হইতে পারে। অমৃতবাজার যখন ঘোষ সাহেবের নিন্দা করিয়া চলেন তখন কি তাঁহার কৃতকার্য্যতা হইতেছিল? আমাদের বোধ হয় কখন নহে। কলতঃ আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে অমৃতবাজার যদি কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন তবে তিনি সমাজের মনের মত লিখিতে পারেন বলিয়াই এরূপ হইয়াছেন। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে সমাজের যে সকল লোক ঘোষ সাহেবের প্রকৃতির সময়ে অমৃতবাজারের বিদ্বেষ করিত কারণ সাহেব যে সময় হইতে তাঁহারা পর্য্যন্ত উহার প্রতি বিরক্ত ছিলেন এক্ষণে তাহারা অনেক পরিমাণে

দেখা হইতেছে যে দেশীয় সংবাদ পত্র পাঠ করিলে রাগ বিরাগ দিখাইতে পারে না। পরন্তু দেশীয় সংবাদ পত্রেরা উহাদের রাগ বিরাগ যথা যথা বর্ণনা করিতে পারিলেই কৃত কার্য্য হইতে পারে।

যদি এইরূপই হইল তবে আর হিন্দুপেটির টের আশঙ্কা করা কেন। যে কাগজ প্রজাদের রাগ বিরাগ অথবা বর্ণনা করিবে নিশ্চয়ই তাহার কৃতকার্য্যতা হইবে না। যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের রাগ বিরাগ অথবা বর্ণনা করেন তবে তাহা আপনিই রক্ষিত হইবেন এবং তাঁহার পাঠক সংখ্যা আপনা হইতেই কমিয়া যাইবে। হিন্দু পেট্রিট কেন অনর্থক নেটিভ প্রেসের রক্ষা করিয়াই নিসমান প্রভৃতি শত্রুদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। আজি কালি নেটিভ প্রেস লইয়া ইংরাজ মহলে নানা প্রকার জল্পনা হইতেছে, যদি হিন্দুপেট্রিট আবার এ সময়ে যোগদান করেন, তবে নিশ্চয়ই আমাদের অমঙ্গল হইবে। আমাদের মনে পড়ে যে হিন্দুপেট্রিট একবার একুকেশন গেজেটের নিন্দা করেন, তাহার পর কালেই কাম্বেল সাহেব একুকেশন গেজেটের সাহায্য বন্ধ করিতে চান। আমাদের মনে পড়ে যে শিক্ষা বিভাগের ইন স্পেক্টর ও ডেপুটি ইনস্পেক্টর লইয়া হিন্দুপেট্রিট কিছুকাল নানা প্রকার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া ছিলেন। তাহার পরক্ষণেই কাম্বেল সাহেব শিক্ষা বিভাগ মাজিষ্ট্রেটদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। হিন্দুপেট্রিট আমাদের হিতৈষী সন্দেহ নাই, কিন্তু যেমন এক একটা লোক থাকে যাহাদের কথা কুক্ষণে ফলিয়া যায়, হিন্দুপেট্রিটের সেইরূপ একটা একটা কথা যেমন কুক্ষণে ফলিয়া থাকে। সেই হিন্দুপেট্রিটকেই আবার পরিত্যাগ করিতে হয়। একুকেশন গেজেটের সাহায্য উঠিয়া যাওয়া হইলে কাম্বেল সাহেব সোপনে কোন কোন বাঙ্গালীর প্রতিবন্ধে মত জানিয়াছিলেন। সুতরাং যে হিন্দুপেট্রিট সেই সময় হইতে অবিচলিত ও নির্ভয়ে কথা বলিতে চাহেন না। যখন এক একটা মাজিষ্ট্রেটদের হস্তে সমর্পিত হইল, তখন কলার কোনায় এক একজন করিয়া ডেপুটি ইনস্পেক্টর নিযুক্তি হইলেন তখন আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম যে হিন্দুপেট্রিট যাহা চাহিয়াছিলেন প্রায় সেইরূপ পদ সমুদায় সৃষ্টি হইতেছে। অনন্তর দেখি যে সেই হিন্দুপেট্রিটই আবার বলিতে লাগিলেন যে কাম্বেল সাহেবের অবস্থায় শিক্ষাবিভাগ মন্দ হইতেছে, কেন? কারণ হিন্দুপেট্রিটের এক একটা কথায় আমাদের কষ্ট বোধ হয়। সেদিন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদের বেতন বৃদ্ধির কথা হইলে সমুদায় দেশীয় পত্রই অনুমোদন করিলেন। হিন্দুপেট্রিট এমন সময়টায় বলিলেন যে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট দের কাজ কই তাহাদের কাজতো ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে। হিন্দুপেট্রিটের মনে মনে যাহাই থাকুক এরূপ শুভ প্রস্তাবের সময়ে কোন অশুভ কথা মনে আসিলেও অগত্যা মুখ চাপিয়া যাইতে হয়। কলতঃ হিন্দুপেট্রিট বিচক্ষণ ও সতর্ক লোক। ইংরাজেরা প্রভু সহকারে তাঁহার লেখা পড়িয়া থাকে। এরূপ স্থলে চারিদিক ভাবিয়া কথা কহিলেই তাঁহা দ্বারা আমাদের মঙ্গল হইতে পারে।

উপসংহার সময়ে আমাদের রাজভক্তি আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি:

আমরা ব্রটস গবর্ণমেণ্টের বার আনা অনুমোদন করি, কেবল চারি আনা করি না। এরূপ সৎ শাসন আর কখন হয় নাই এবং আর কখন হইবে না। বাঘে ছাগে একঘাটে জলপান এরূপ আর কখন করে নাই, এবং আর কখন করিবে না। মানসিক ও বাহ্যিক স্বাধীনতা এইরূপ কখন হয় নাই এবং আর কখন হইবে না। প্রজাদিগকে অকাতরে এরূপ বিদ্যাদান আর কোন রাজা করে নাই এবং আর কোন রাজা করিবে না। ভারতবর্ষে এরূপ শান্তি আর কখন হয় নাই এবং আর কখন হইবে না। এরূপ সোণার ষ্টকেটি আর কখন হয় নাই এবং আর কখন হইবে না। * * * * *

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ১২ ই ফেব্রুয়ারি

নদীর নাম	সর্ব্বকনিষ্ঠ জল। ফীট	ইঞ্চ
চৌবাঁশের নীচে	৩	
মুরপুর ও মাইলের মধ্যে তথা হইতে জলিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৩	
জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	১
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৬

সন ১৮৭৫ সালের ১৫ ই ফেব্রুয়ারি বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	১	১

বহরমপুর
১৫ ই ফেব্রুয়ারি
১৮৭৫ সাল

} ই, এচ উইক্স সি. ই.
এক্জিকিউটিবইঞ্জিনিয়র
নদীয়া রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী মেদিনীপুর ৪৫
* * গৌরচন্দ্র রায়—মেদিনীপুর ১০
* * পরেশনাথ চৌধুরী—ইচাপুর ১
* * প্রসন্নচন্দ্র সেন ডাক্তার গোবরডাঙ্গা ১
* * বিহারিলাল মিত্র—রাঢি ১
* * চন্দ্রশেখর সরকার—কুসুমবাড়িয়া ১

১২৮১ সালের ফাল্গুন ও ১৮৭৫ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশ হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র শীল—চুঁচুড়া।
* * শ্যামলাল মিত্র—গয়া।
* * মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নিত্যানন্দপুর।
* * বৈদ্যনাথ মুস্তফী জমীদার গোবরাচক্কা।
* * র মকুমার পালচৌধুরী মুন্সেফ চৌকী নবীগঞ্জ।
* * চন্দ্রকেলী মুন্সি—পাটগ্রাম।
* * পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত প্রধান পণ্ডিত রায়গঞ্জ স্কুল।
* * কমলচরণ দাস সম্পাদক পাচগাঙ।
* * তোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাগনান।
* * চন্দ্রকান্ত সেন নাহের আড়কান্দি।
* * মহেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক পাতলপাড়া।
* * গোরীমোহন চৌধুরী—জগদ্দল।
* * তারকেশচন্দ্র দত্ত—বড়বাড়িয়া।
* * নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী জমীদার কুড়মণ।
* * জনাবজন তহ্বীল খাঁ—নরপুর এম
* * যোগেন্দ্রনাথ রায়—কুড়ী সিন্দুর।
* * হরচন্দ্র রায় বাহাদুর—গোলগর।
* মুন্সি মহম্মদ তহবিলদার সাহেব কাছারি জয়ন্তী।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঁদকুলোয়ার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ১৬ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্তনাং প্রকৃতিসিদ্ধিনায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ১৮ ই ফাল্গুন। ইং ১৮৭৫। ১ লা মার্চ্চ।
মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বেঙ্গল ফারেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট
জলপাইগুড়ি ডিবজন।

বক্সা ষ্টেম রক্ষিত জঙ্গল হইতে শালকাষ্ঠ (লাঠা) বক্সা দুয়ারের অধীন কালজানী নদীর উপর (যাহা ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে) আলিপুরে ১৮৭৫ সালের ১৯ এ মার্চ্চ তারিখে বাৎসরিক নিলামে বিক্রয় হইবেক। কমবেশ ৭০০ শাল কাষ্ঠ (লাঠা) বিক্রয়ের জন্য দেওয়া যাইবেক। বিক্রয়ের নিয়ম ১৫৲ টাকার শত করা ২০ টাকা নিলামের তারিখে দিতে হইবেক এবং বাকি টাকা দশ দিনের মধ্যে দিতে হইবেক। ডেপো হইতে সমুদয় কাষ্ঠ তিন মাসের মধ্যে স্থানান্তর করিতে হইবেক।

এই সকল নিয়মের কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে কাষ্ঠ সকল পুনরায় গবর্ণমেণ্টের হইবেক। লাটের বিস্তারিত বৃত্তান্ত আলিপুর ডেপোতে কিম্বা নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট আবেদন করিলে পাইতে পারিবে।

আলিপুর
১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫
এ. জি কোম
ডেপুটী কনসর্ভেটর অব ফরেষ্ট

আগামী ২৯ এ ফাল্গুন হইতে ৩ রা চৈত্র দিবসের জন্য বারুইপুরে কিন্নুমেলা আরম্ভ হইবে। স্বদেশ হিতৈষী মহোদয়গণ স্ব স্ব আবশ্যকীয় স্থানের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্য ও শিল্পজাত প্রব্যাদি সংগ্রহ করিবা মেলার আট দিন পূর্ব্বে বারুইপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের নামে কিম্বা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে প্রেরণ করিলে ঐ সকল বস্তু মেলার স্থলে পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট হইলে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে।

বারুইপুর
১৩ ই ফাল্গুন
১২৮১ সাল।
শ্রীনবগোপাল বসু।
বারুইপুর কিন্নুমেলা।
অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক।

—:০:—

আগামী ২৩ এ ফাল্গুন শনিবার, ২৪ এ ফাল্গুন রবিবার ও ২৫ এ ফাল্গুন সোমবার বোয়ালিয়া ধর্ম্ম সভার দশম বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

—

চন্দ্রলেখা ও শর্ব্বিকলা নামে দুই খানি নাটক শ্রীযুক্ত রামনাথ কালদার কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ৭৯ নং আলী বিটোলার ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য প্রত্যেক খণ্ডের ১ টাকা, ডাকমাশুল অতিরিক্ত /০ আনা মাত্র।

—০—

কালীকুমার দাস কৃত "ব্যাকরণ মঞ্জরী" ৭।৮ বার মুদ্রিত, মূল্য ৵০ কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও নওয়াপাড়ি মর্ণ্যাল স্কুল গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্য।

—

সুপ্রসিদ্ধ এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত—

বাল চিকিৎসা মূল্য ৩।০ ডাকমাশুল ৵
যাবশ্যায়লা ১।০ ঐ ৵
গুর্দ্দিণীবাক্সর ৷৷০ ঐ ৵

ছেমুয়া কাম্পে ঔষধালয়ের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

কলিকাতা হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—০:০—

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কৃত প্রাক টিস অব মেডিসিন—

প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১০ ডাকমাশুল ৷৷০ একত্রে লইলে ১৮ ডাকমাশুল ১৷৷০ মাত্র। এনাটমি প্রথম খণ্ড ১ ডাক মাশুল ৷৷০ মাতৃশিক্ষা ২ ডাক মাশুল ৷০, এতদ্ভিন্ন আমার নিকট প্রায় যাবতীয় বাঙ্গালা ডাক্তারি পুস্তক পাওয়া যায়, আবশ্যক হইলে লিষ্ট পাঠাইতে পারিবে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা বালাখানা
হিন্দুহষ্টেল ২৮৮ নং বাটী

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার সরকার চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর হাসপাতাল ডিস্পেন্সারিতে ম্যালেরিয়া প্লীহা যকৃৎ সকল প্রকার পুরাতন জ্বর জীর্ণ ও বিষম জ্বর পালাজ্বর ও সর্ব্ব প্রকার এলা প্রকার কষ্টসাধ্য বিসূচিকা ও সকল প্রকার উদরাময় পাকাশয়ের দোষ উৎপাদক পিত্তের রোগ চক্ষুর রোগ সর্ব্ব প্রকার কাশ ও কুষ্ঠ চর্ম্মরোগ গরমির পীড়া ও রক্ত বিকৃতির জন্য নানা প্রকার রোগ নাশক ঔষধ ও উৎকৃষ্ট বিবিধ প্রকার উত্তম ঔষধ প্রস্তুত আছে। যাঁহারা এই চিকিৎসালয়ের ডিস্পেন্সারীর হইবেন, তাঁহারা বিনা মূল্যে ঔষধ প্রাপ্ত

হইবেন। অন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ঔষধ লইতে ইচ্ছা করিলে অন্যান্য চিকিৎসালয় অপেক্ষা স্বল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশীয় রোগী চিকিৎসালয়াধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিলে ঔষধের মূল্যাদির বিষয় জানিতে পারিবেন।

১২৮১।৭৪ বারুইপুর } শ্রীপ্রাণনাথ চক্রবর্ত্তী

এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি
মতে ওলাউঠা
রোগের
মহৌষধ।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি মতে কর্পূরের আরোক বিসূচিকা রোগের মহৌষধ এই মারাত্মক ব্যাধির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই ইহা বমন ও অতিসার অল্পক্ষণে নিশ্চিতই নিবারণ করে। অঙ্গগ্রহ অর্থাৎ হাত পায়ে খিল ধরা নিবৃত্তি এবং হস্ত পদাদির উষ্ণতা পুনঃ প্রদান করে।

শিশির সহিত যে ব্যবস্থা পত্র আছে তদ্দ্বারা সকলেই বিনা উপদেশে চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

টীকিটে আমার নাম দেখিয়া লইবেন। প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা। ১০ টাকার অধিক লইলে শত করা কমিশন দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৭১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র সাহা কোম্পানির দোকানে গোয়ালন্দে এবং আমার নিকটে পাইবেন।

ডাক্তার শ্রীরাজকৃষ্ণ নিয়োগী
পোষ্ট সিরাজগঞ্জ।

পত্র।

বহুমানাস্পদ
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়!

আমি প্রকা সমূহের ওলাউঠা নাশিতে যার পর নাই চেষ্টা করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল পাই নাই। তৎপরে আপনার কর্পূরের আরোক দ্বারা প্রজাদিগকে সেই ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম নিবেদনমিতি।

১২৮১ ২ রা অগ্রহায়ণ। } শ্রীমহেশচন্দ্র ভাদুড়ী জমীদার— গোপালপুর

বজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ
নীতিশিক্ষার উপ-
যোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাসুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৶০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৶০	/০

২টী ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাসুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাসুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যদি টীকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, তাহা আনামূল্যের টীকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

১৮ ই ফাল্গুন সোমবার।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, বালেশ্বরের উত্তরাংশে ওলাউঠার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পাঠকগণ প্রেরিত স্থলে ইহার সবিশেষ বিবরণ দেখিতে পাইবেন। পত্রপ্রেরক কহিতেছেন, তথায় চিকিৎসার কোন উপায় নাই। এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্টের করুণা প্রকাশ একান্ত আবশ্যক।

বঙ্গদর্শন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে কাজের কথা লিখিতে শিখিতেছেন। আমরা মাঘ মাসের বঙ্গদর্শনের "ভারত মহিমা" এই প্রস্তাবটী স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ দেখিবেন লেখাটীও "ইতো— ইউরোপীয়" ভাব পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালি ভাব ধারণ করিতেছে। আমাদিগের বড়ই আশঙ্কা হইয়াছিল, ইংরাজীতে শিক্ষিতেরা বাঙ্গলা লিখিতে আরম্ভ করিয়া ভাষাটীকে বিকৃত করিয়া তুলিলেন, কিন্তু মাঘ মাসের বঙ্গদর্শন খানি দেখিয়া সেই আশঙ্কার অনেক নিবৃত্তি ও আমাদিগের কথঞ্চিৎ এই আশ্বাস জন্মিতেছে কৃতবিদ্যেরা যত্নবান হইলে ক্রমে লেখার দোষ সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন। অন্য অন্য সাময়িক পত্র ও সংবাদ পত্র সম্পাদকেরাও বঙ্গদর্শনের ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গলা লিখিতে শিখিবার চেষ্টা করুন। বঙ্গদর্শন লেখকেরা যেমন কৃত কার্য্যপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহারাও অধ্যবসায়বান হইলে তেমনি কৃতকার্য্য হইবেন। ভাষাই সকল উন্নতির মূল। অগ্রে ভাষার উন্নতি তাহার পর অন্য উন্নতি।

এস্থলে আমাদিগের একটী বক্তব্য এই, ভারতবর্ষে অঙ্কবিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা প্রভৃতির কতদূর উন্নতি হইয়াছিল। উন্নতি দ্বার কি কারণে রুদ্ধ হইল। সেই দ্বার মুক্ত হইবারই বা উপায় কি। বঙ্গদর্শনের "ভারতবর্ষ মহিমা" প্রস্তাব লেখক যদি এগুলির বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেন, তাঁহার লিখিত প্রস্তাবের অসম্পূর্ণতা দোষ পরিহৃত হইত, উপসংহারে ভারত সন্তানদিগকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার আক্ষেপ করিবারও অবসর থাকিত না।

সর রিচার্ড টেম্পল ২৭ এ ফেব্রুয়ারি

শনিবার বেলবিডিয়ার প্রাসাদে পুনরায় এদেশীয়দিগের অভ্যর্থনা করিয়াছেন। আমাদিগের অত্যধিক আহ্লাদের এই, বাঙ্গলাদেশের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর স্বয়ং সুখী হইয়া প্রজাদিগকে সুখিত করিয়া সুখে রাজ্য করিবার প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়াছেন। যাহাদিগকে লইয়া রাজত্ব, যে শাসনকর্ত্তা বলপূর্ব্বক হইয়া তাহাদিগকে তুচ্ছ করেন, তিনি কখন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন না। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশে রাজ্যে প্রজাদিগেরই স্বামিত্ব আছে। রাজ্যের প্রধান লোকে ও প্রজার প্রতিনিধিগণে একত্র হইয়া রাজ্যের শুভাশুভ চিন্তা করিয়া থাকেন। মুসলমানদিগের শাসনপ্রণালী এরূপ নয়। কিন্তু তাঁহারাও মধ্যে মধ্যে সরদারদিগকে লইয়া রাজ্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার মন্ত্রণা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে ইংরাজেরা সে রীতির অনুসরণ করেন নাই, সুতরাং এদেশীয়দিগের সহিত ইংরাজ রাজপুরুষদিগের পরস্পর যে ভিন্ন ভাব আছে, তাহা দূরগত হইতেছে না। অতএব আমাদিগের প্রধান রাজপুরুষেরা সর রিচার্ড টেম্পলের ন্যায় এদেশের প্রধান প্রধান লোকদিগকে লইয়া যদি মধ্যে মধ্যে এক একটী সভা করেন, অনেক কাজ হয় সন্দেহ নাই।

বরদা—অপবাদ হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা।

লার্ড নর্থব্রুক মলহর রাওর পদচ্যুতীকরণ অবধি এ পর্য্যন্ত বরদা সম্বন্ধে যে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার দুইটী কার্য্য অধিকতর প্রশংসার হইয়াছে, প্রথম, বরদা ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করা হইবে না, এই ঘোষণা। এই ঘোষণায় তাঁহার যে কি প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় হইয়াছে, আমরা প্রশংসা করিয়া তাহার শেষ করিতে পারিতেছি না। ইহা লক্ষাধিক সৈন্যের কার্য্য করিয়াছে। বরদার সকলে যে নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিল এবং সর লুইস পেলি অবিরোধে আপনার ইচ্ছামত যে সমুদায় কার্য্য করিলেন, এই ঘোষণাই তাহার কারণ। সেনাগণের সাজসজ্জার ভয় এরূপ নিস্তব্ধ ভাব কারণ হয় না। যথা সময়ে উল্লিখিত ঘোষণাটী না হইলে প্রথমে গোলযোগ উপস্থিত হইত সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্টকে অনেক কষ্টে তাহা নিবারণ করিতে হইত।

দ্বিতীয়, লার্ড নর্থব্রুক বরদা সংক্রান্ত কোন বিষয় গোপনে রাখিতেছেন না। সর লুইস পেলির বরদায় গমন অবধি এ পর্য্যন্ত যে যে কাজ হয়, তাহার আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত প্রকাশ করা হইয়াছে। একটী উপায়ের ফল ফলিয়াছে। মলহর রাওর আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ যে অর্থের প্রয়োজন, প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট তাহা দিতেছেন না, এই একটী অপবাদ উঠিয়াছিল। বৃত্তান্তগুলি প্রচার হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট সে অপবাদ হইতে মুক্ত হইলেন। আমরা ৪ঠা ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে "বরদার রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, এটী একটী লুঠের সময়। বরদার অর্থ বৃথা বিলুণ্ঠিত না হয়, এই অভিপ্রায়ে সর লুইস পেলি সলিসিটরদিগকে টাকা দিবার যদি কড়াকড় করিয়া থাকেন, সেটী অনুচিত হয় নাই।" এই বলিয়া যে সংশয় করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। মলহর রাওর সলিসিটরেরা অনিয়মিত অর্থ চান, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়া দিবার কথা বলেন, মলহর রাওর সলিসিটরেরা আপাততঃ ২৮৯১০০ টাকা চাহিয়াছিলেন এবং কহিয়াছিলেন, প্রয়োজন হইলে আরো দিতে হইবে, লার্ড নর্থব্রুক কহিলেন, এটী অসঙ্গত প্রার্থনা। এখন যদি আর কেহ বৃথা অপবাদ দেয় তাহাতে লার্ড নর্থব্রুকের নিন্দা অথবা মানহানি সম্ভাবনা নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে বরদার রাজ্যভার যে কয় দিন থাকিবে, সে কয় দিন যাহাতে বরদার কোন অংশে অনিষ্ট না হয়, লার্ড নর্থব্রুকের সে চেষ্টা পাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।

এস্থলে আমাদিগের আর একটী বক্তব্যের অবসর উপস্থিত হইল। সর লুইস পেলি মলহর রাওর সলিসিটরদিগের প্রার্থনামত কাগজ পত্র দিতেছেন না বলিয়া যে আর একটী অপবাদ দেওয়া হয়, তাহা হইতে মুক্তি লাভের ত কোন উপায় দেখিলাম না।

বরদায় কোন প্রকার যে উচ্চ বাচ্য নাই, নিস্তব্ধভাবে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, উল্লিখিত ঘোষণার ন্যায় আর একটী প্রধান কারণ আছে। সে কারণ সর লুইস পেলির অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম্মকুশলতা। তিনি স্বকর্ত্তব্যের বেখামাত্র অতিক্রম করেন না বটে, কিন্তু কার্য্যকালে ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও কাহাকে অসন্তুষ্ট করেন নাই। এরূপ কার্য্যদক্ষ লোক সুলভ নয়। গবর্ণর জেনরল যেমন দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত লোক [illegible] তাদৃশ মহাশয় ব্যক্তির সাহায্য [illegible] হইলে সহজে [illegible] হইত। লুইস পেলি [illegible] ন্যায় অদূরদর্শী ও [illegible] আনুষঙ্গিক আরো [illegible] হইত বলা যায় না। [illegible] দেশ কাল পাত্র বিবেচনা [illegible] করিবার যে [illegible] তদনুযায়ী [illegible] কর্ণেল [illegible] লাঞ্ছিত [illegible] বরদার শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে রাজস্বের [illegible] দূরদর্শন

বন্দোবস্তের সুব্যবস্থা করিয়া প্রজাবিদ্রোহের উন্মূলন, সেনাগণের প্রাপ্য বেতন দান দ্বারা তাহাদিগের সন্তোষ সম্পাদন এইরূপ অনেকগুলি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন। তিনি মধ্যে মধ্যে দরবার করিয়া রাজ্যের প্রধান লোকদিগকে তথায় আহ্বান, তাঁহাদিগের সহিত নানা প্রকার কথোপকথন ও তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ গ্রহণের যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, এটীও তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ। ইহাতে অনেক কাজ হইয়াছে। সম্ভ্রান্তদিগের অভিমানবৃত্তি চরিতার্থ হইয়াছে। অভিমান চরিতার্থ হওয়াতে তাঁহাদিগের গোলযোগ করিবার ইচ্ছা আপনা হইতে নিরস্ত হইয়া যায়। সম্প্রতি গোলযোগ বাঁধাইবার সম্ভাব। তাঁহারা যখন নিরস্ত হইলেন, তখন আর গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা কি? এইগুলি অনুমান করিয়া কাজ করা সামান্য দূরদর্শিতার কাজ নহে। এই দূরদর্শিতার বলেই তিনি সহজে যাবতীয় বাধা অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার এই দূরদর্শিতা কার্য্যদক্ষতা রাজনীতিজ্ঞতা ও চতুরতার যে সমুচিত পুরস্কার হইবে, তাহা অনুমানেই বুঝা যাইতেছে। তাঁহার মিত্র অপরের অনুরোধ করা বিফল

বরদার প্রজারা মলহর রাওর উপরে অতিশয় বিরক্ত। তাঁহার দুঃখে কাহারই দুঃখ হয় নাই। এই কারণে বরদায় গোলযোগ হয় নাই। যদি কেহ এরূপ অনুমান করেন, তাঁহার সে অনুমান ভ্রমশূন্য সন্দেহ নাই। এদেশের লোকের স্বভাব এই, যাহা আছে তাই ভাল বাসে। মলহর রাওর আধিপত্য কালে অনেক প্রকার অত্যাচার হয়। প্রজারা তাহাতে জ্বালাতন হয়। তৎকালে তাহাদিগের এই ইচ্ছা জন্মে যে, যে কোন উপায়ে হউক, তাহাদিগের সেই কষ্টের নিবারণ হয়। কিন্তু তাহাদিগের এমন ইচ্ছা হয় নাই যে মলহর রাও রাজ্যচ্যুত হন। আমরা পাষাণবৎ ক্রূরহৃদয়ের কথা কহিতেছি না, সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় মানুষের স্বভাব এইরূপ, অতি শত্রুও যখন বিপদাপন্ন হয়, তখন তাহার প্রতি দয়া ও তাহার দুঃখে দুঃখ উপস্থিত হয়। বোধ হইতেছে, অত্যাচার নিবন্ধন মলহর রাওর উপরে প্রজাগণের যে কিছু বিরাগ ছিল, তাঁহার দারুণ দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। এ বাকীটী কেবল অনুমানসিদ্ধ নহে। ইংলিসম্যান সম্পাদক তারযোগে বোম্বাই হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, সর্জ্জেণ্ট বালেণ্টাইন মলহর রাওর পক্ষ সমর্থনার্থ আগমন করাতে এতদ্দেশীয়েরা যার পর নাই উল্লাসিত হইয়াছেন। ব্রোচ ও সুরাট প্রভৃতি আড্ডার তাঁহার অভ্যর্থনার্থ অসংখ্য লোক উপস্থিত হয় এটী কি প্রজার বিরাগের প্রমাণ? স্বদেশীয় রাজা রাজ্যচ্যুত এবং বিদেশীয় রাজা তৎপদে অধিষ্ঠিত হন, এদেশীয়দিগের এমন ইচ্ছা নয়। এদেশীয়দিগের ইচ্ছা এই, স্বদেশীয় রাজাই রাজপদে থাকেন, তবে তিনি কোন প্রকার অত্যাচার না করেন।

মলহর রাওর প্রতি বরদা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশবাসিদিগের অনুরাগ দেখিয়া আমাদিগের হৃদয়ে যে একটী মনোরথ উদিত হইল, এস্থলে তাহা ব্যক্ত করা অনৈসর্গিক হইতেছে না। মলহর রাও বিচারে নির্দ্দোষ হউন, পুনর্বার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হউন এবং সর লুইস পেলি বরদায় যে শাসন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহার পথিক হইয়া রাজ্য শাসন করুন। তিনি যেন পুনর্বার অসৎ সংসর্গ বাহুল্যে পতিত হইয়া বিপদ্যামান না হন। কর্ণেল পেলি কিছু দিন বরদায় থাকুন। মলহর রাও তাঁহার মন্ত্রণা অনুসারে চলুন। যে সমস্ত মন্ত্রির মন্ত্রণা বলে তাঁহার দারুণ দুর্গতি হইল, তাহাদিগকে দূর করিয়া দিন এবং ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া যথার্থরূপ প্রজা পালন করুন।

দেওয়ানী কার্য্যবিধি সংশোধন।

২৩ এ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবারের ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপরি লিখিত বিষয়টীর প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে। অনরেবল সর হাউস সাহেব প্রস্তাবকর্ত্তা। তিনি বলিলেন ১৮৬৪ অব্দের ১১ ই নবেম্বর হারিঙটন সাহেব এক বক্তৃতা করিয়া এতৎসংক্রান্ত আইনের এক পাণ্ডুলেখ্য ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন। পাণ্ডুলেখ্যের বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিলেন। এত মত ভেদ হইয়া উঠিল যে শেষে উহাকে নূতনরূপে প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হইল। ১৮৬৫ অব্দে তাহাই করা হইল। অবশেষে লাকমিশনরেরা এই মত করিলেন, নূতন প্রকার স্বতন্ত্র দেওয়ানী কার্য্যবিধি প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সময়ে সময়ে উহার সংশোধন করা হইবে। উহাই তদানীন্তন ষ্টেট সেক্রেটরির অনুমোদিত হইল। দশ বৎসর কাল পাণ্ডুলেখ্যটী তদবস্থ আছে। মধ্যে মধ্যে অনেক বিধি হইয়াছে। আইনের সকল প্রকরণের স্পষ্ট অর্থ বোধ না হওয়াতে অনেক গোলযোগও ঘটিয়াছে। অতএব সচরাচর যে সকল বিষয়ের ঘটনা হয়, তাহা একটী নিয়ম বদ্ধ করা আবশ্যক। উহা বিচারপতিদিগের উপদেশক স্বরূপ হইবে। এইরূপ ভূমিকা করিয়া সর হাউস সাহেব কহিলেন, আদালতের ডিক্রির বিষয়ে কতক পরিবর্ত্তন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

যিনি আদালতের ডিক্রি পান, তাঁহার সেই ডিক্রিটী ব্যবসায় স্বরূপ হইয়া উঠে। তিনি সুদের লোভে তিন বৎসরের মধ্যে এক এক বার ডিক্রিজারি করিয়া তাহা জীবিত রাখেন। এক ডিক্রি ৫০ বৎসরেরও অধিককাল থাকে। এটী দুর্ব্যবহার সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে অসমর্থ অধমর্ণ দিগকে উৎসন্ন দেওয়া হইতেছে এবং লুব্ধ অসৎ উত্তমর্ণ দিগের প্রশ্রয় বৃদ্ধি করা হইতেছে। ইহার পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক সন্দেহ নাই। ইহার প্রতীকারার্থ হর হাউস সাহেবের এই উপায় অবলম্বন অত্যুপযুক্ত যে ১২ বৎসরের অধিক কাল ডিক্রি কোন ক্রমে না থাকে। এই ১২ বৎসরের মধ্যে যিনি টাকা আদায় না করিবেন, তাঁহার ডিক্রি তামাদি হইয়া যাইবে। আমাদিগের বিবেচনায় ১২ বৎসর দীর্ঘ কাল। এই কালের মধ্যেও অনেকে চতুরতা করিয়া অনেক ঋণগ্রাহীকে উৎসন্ন দিতে পারে। তিন বৎসরকাল মাত্র ডিক্রির পরমায়ু করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যিনি ৩ বৎসরের মধ্যে ডিক্রির টাকা আদায় না করিবেন, তিনি আর টাকা পাইবেন না।

হর হাউস সাহেব এই ডিক্রি সম্বন্ধে আর একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় অনেক ডিক্রিদার চতুরতা করিয়া অধমর্ণের সম্পত্তি থাকিতেও তাহাকে গ্রেপ্তার করে। তাহার অপমাননা করাই ইহার উদ্দেশ্য। যে স্থলে দেনদারের বিষয় থাকিবে, এই বিধি করা উচিত, সেখানে তাহার নামে গ্রেপ্তারী হইবে না। যদি কেহ সম্পত্তি নাই বলিয়া মিথ্যা করিয়া গ্রেপ্তারী করে, তাহার দণ্ড হইবে। এদেশীয়দিগের স্বভাব বিষয়ে মমতা অধিক। যদি কোনরূপে ঋণের উদ্ধার করিতে পারি, এই আশাতেই লোকে শীঘ্র বিষয় বিক্রয় করিয়া দিতে পারে না। এরূপ স্থলে গ্রেপ্তারীর নিয়মটী রহিত করিয়া বিষয় বিক্রয় করিয়া লইবার ব্যবস্থা করাই বিধেয়।

এই প্রসঙ্গে হর হাউস সাহেব মফঃস্বলের বিচারপতিদিগের হস্তে যে একটী বিশেষ ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, সেটীও অতি উত্তম হইয়াছে। বোধ কর, এক ব্যক্তি পাঁচ জনের কাছে ঋণ করিয়াছে। একজন মহাজন ডিক্রি করিয়া তাহার বিষয় বেচিয়া লইল। অপর মহাজনেরা বঞ্চিত হইল। তাহারা বিত্তহীন অধমর্ণের নামে নালীশ করিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিল। এ প্রকার দুর্ব্যবস্থা দ্বারা উচিত হয় না। হর হাউস সাহেবের ইচ্ছা এই কলিকাতা স্মলকজেজ আদালতের নিয়মানুসারে অধমর্ণের বিষয় বিক্রয় করিয়া পাঁচজন মহাজনকে অংশানুসারে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়। এ প্রস্তাবটীও সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রের অনুমোদনীয় হইবে সন্দেহ নাই।

নীলকর ও নীলকর প্রধান প্রদেশের জমীদারী।

এক ব্যক্তি বহু দিবস নীল প্রধান প্রদেশে বাস করিয়া নীলকরদিগের ব্যবহারের বিশেষজ্ঞ হইয়াছেন। তিনি এক দিবস আমাদিগের সমক্ষে নীলকরদিগের জমীদারী প্রবেশের নানা কৌশলের বিষয় বর্ণন করেন। তিনি বলেন, নীলকরেরা নীল প্রধান প্রদেশের কর্ত্তা। কর্ত্তা হওয়াতে তাহার কারণ এই, তাহারা কতক যাবতীয় জমীদারী হস্তগত করিয়াছে। কতক জমীদারী ক্রয় করিয়াছে, কতক পত্তনী ও কতক ইজারা লইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, নীলকরেরা প্রজার উপরে দৌরাত্ম্য করে, তবে জমীদারেরা তাহাদিগকে জমীদারী দেয় কেন? তিনি বলিলেন, জমীদারেরা ইচ্ছা করিয়া জমীদারী দেয় না। অগত্যা দিতে হয়। নীলকরেরা এত উপদ্রব করে, জমীদারেরা তাহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বতা করিতে সমর্থ হয় না। নীলকরদিগের হস্তে সমর্পণ না করিলে জমীদারী রক্ষা করা ভার হইয়া উঠে। আমরা যে এই কথাগুলি শুনিয়াছিলাম, আজি তাহার একটী প্রমাণ পাইলাম, নিম্ন লিখিত পত্রখানি সেই প্রমাণ।

আমার [illegible] ক্ষুদ্র জমীদার। দুর্ভিক্ষ কষ্টের সীমা এ [illegible] হইয়াছে। বাস্তবিক উহার শেষ হয় নাই; এই কারণে প্রজাগণ খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়াছে, এখনও দিতেছে না, কালেক্টরির রাজস্ব ঋণ করিয়া দেওয়া হইতেছে।

মালদহ জেলার অন্তর্গত কালীমনগর পরগণার মধ্যে [illegible] পরগণার আমার জমীদারি। [illegible] সাহেব প্রজাগণের প্রতি যে [illegible] দৌরাত্ম্য করিতেছে, সে সমুদায় লিখিতে গেলে পত্র বৃহৎ হইয়া উঠে। অতএব সংক্ষেপে কিছু লিখিত হইল। কুঠীর দৌরাত্ম্যে আমার জমীদারীর বহু জমি পতিত অর্থাৎ প্রজার চাষী জমি দেখিলেই রাত্রিকালে তাহাতে নীল বুনান করা হয়। প্রজারা নিরুপায় হইয়া চাষ করা ক্ষান্ত হইয়াছে। সাহেবেরা যে সকল ভূমিতে নীল আবাদ করে, তাহার খাজনা দেওয়া অভ্যাস নাই। [illegible] বর্ষে [illegible] মাঘ মাসে আমি মকদীপুর [illegible] প্রজাগণ পতিত জমিতে কর ও তুলাবে প্রার্থনা করে। আমার গমস্তা তাহাদিগকে বলিয়াছিল তুমি দেখ, ও কার [illegible] ঐ সকল [illegible] দিবে। ইহা শুনিয়া [illegible] ইহা [illegible] আমার [illegible] বেলা [illegible] [illegible] ৮০ [illegible] ও [illegible] ছুই সাত [illegible] উক্ত [illegible] হইয়াছে। উক্ত জমী [illegible] আর হইবে না। প্রজাগণ [illegible] করিয়াও ফল পায় না। পুলিসের [illegible] কোন কোন [illegible]

দিগের উৎপীড়ন হয়, আর কোন কোন মকদ্দমা ডিসমিস হইয়া যায়, তাহা প্রজাগণ অন্য কারে মানাক্রপ যন্ত্রণায় জীর্ণশীর্ণ হইয়া সর্ব্বদা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া রোদন করে। তাহাতে যে কতদূর দুঃখিত আছি তাহা কি লিখিব। খাজনা আদায় দূরে যাউক, তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া রাখাই কঠিন। তাহারা ইহবের জ্বালায় সর্ব্বদা অস্থির সান্ত্বনার কি হইবে। আমিও অগ্র কিছু সমুদায় খাজনা দিতে দিতে নিঃস্ব হইলাম। আগামী কিস্তিতে কি হয় বলা যায় না। এই মাত্র নয়, প্রজাদিগের ঘর হইতে বাহির হওয়াই কঠিন হইয়াছে। তাহারা মাঠে ঘাটে গেলেই কোথা হইতে কে আসিয়া ২।৪ লাঠি মারিয়া অমনি সরিয়া যায়। ঐ সময়ে লাঠিয়ালেরা বলিয়া থাকে দরখাস্ত করার ফল হইতেছে। আমার জমীদারী ইজারা লওয়াই এ সকল অত্যাচারের মূল উদ্দেশ্য। একিকে এইরূপ অত্যাচার করা হয়, ওদিকে জমীদারী ইজারা চাওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু উচিত জমা দিতে চাহে না। যখন প্রজারা নারাজ, তাহাই বা কিরূপে দি। আপনার সোমপ্রকাশের কোন স্থানে আমার এই পত্রখানি প্রকাশ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিবেন।

অনেক দিন অবধি নীলকরদিগের অত্যাচার চলিতেছে। গ্রাণ্ট সাহেবের সময়ে তাহার উন্মূলন চেষ্টা আরম্ভ হয়। উন্মূলন হয় হয় হইয়াও হইতেছে না, এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। অধিকতর আশ্চর্য্য এই, সর কাউ কাম্বেল ও সর রিচার্ড টেম্পল প্রভৃতি কার্য্যদক্ষ লোকেরা যে গবর্ণমেণ্টের শীর্ষস্থানে ছিলেন ও আছেন, সে গবর্ণমেণ্টও উহার উন্মূলনে সমর্থ হইতেছেন না। আমরা অনুরোধ করি, সর রিচার্ড টেম্পল মিয়াসের বিচারপতি স্মিথ সাহেবের ন্যায় জন কতক সূক্ষ্মদর্শী অপক্ষপাতী বিচারক নীল প্রধান প্রদেশে প্রেরণ করুন, তাঁহারা দেখিয়া বর্ণিত অত্যাচার নিবারণ হয় কি না?

ভেতো ও বিজিতে সমান ব্যবহার উচিত কি না?

গতবারের সোমপ্রকাশে "অত্রত্য ইউরোপীয়দিগের প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দয় ব্যবহার" বলিয়া যে প্রস্তাবটী লিখিত হয়, ইংলিসম্যানের লিখিত একটী প্রস্তাবের ভাবই তাহার কারণ। অত্রত্য অধিকাংশ ইউরোপীয়দের একান্ত ইচ্ছা এই, তাহারা উচ্চে এবং ভারতবর্ষীয়েরা নীচে পড়িয়া থাকে। ভারতবর্ষীয়েরা তাহাদিগের প্রয়োজনানুরূপ সমুদায় কাজ কর্ম্ম করিয়া দেয়, তাহারা ভোগসুখ অনুভব করে, এ ইচ্ছাটীও বিলক্ষণ আছে। অন্যের কথা কি, সেদিন সর জর্জ্জ কেম্বেল সাহেব ভারতবর্ষীয়দিগকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া খুব কর্ম্ম করাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইউরোপীয়দিগের এ ইচ্ছাটী নূতন জাত, আমরা এ কথা বলি না। যেখানে জেতৃ বিজিত সম্বন্ধ, সেই খানেই এই প্রকার ইচ্ছার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। স্পার্টবাসিরা হেলটদিগকে দাসভূত করিয়া রাখিয়াছিল। রোমীয় প্লিবরদিগকে অনেক বিবাদ করিয়া রাজের উচ্চ পদগুলির অংশ লাভ করিতে হয়। ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রের সম্বন্ধ এখনও সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে।

এই সকল দৃষ্টান্তগণ সমক্ষে রহিয়াছে, ইংরাজেরা যে জেতৃজাতীয়, তাহাও দেখিতেছেন, তথাপি ভারতবাসিরা বিশেষতঃ বঙ্গবাসিরা এরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন যেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষীয়ে তুল্য ভাব প্রদর্শন করুন। ইহার একটী বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। ইংরাজী সভ্যতা ও ইংরাজী শিক্ষাই এই অনর্থ উৎপন্ন করিয়াছে। আমরা সমাজ মধ্যে দেখিতে পাই, কি ইতর লোক, কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ সকলেরই মনের এমনি উচ্চভাব হইয়া উঠিয়াছে কেহ আর পক্ষপাত দেখিতে ও সহিতে পারে না। অন্যের কথা কি, পিতার এক পুত্রের প্রতি টান দেখিয়া অপর পুত্রেরা তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠে। গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয়দিগের প্রতি কোন অংশে পক্ষপাতী হইলে এ দেশীয়েরা যে ক্রুদ্ধ হন, ইহাই তাহার কারণ।

আমরা গবর্ণমেণ্টের বিষম সঙ্কটে দেখিতেছি তাঁহাদিগের শাঁখারির করাত হইয়াছে। যদি তাঁহারা অভিন্ন ব্যবহার করিবার চেষ্টা পান, ইউরোপীয়েরা চটিয়া উঠেন। আবার যদি কিছু ইতর বিশেষ করেন, এ দেশীয়েরা বিরক্ত হন। এ রোগের ঔষধ কি? গবর্ণমেণ্ট যখন এদেশীয়দিগকে পক্ষপাতে অনভিজ্ঞ হইতে শিখাইয়াছেন, তখন তাঁহাদিগকেই প্রতীকারের উপায় অন্বেষণ করিতে হইবে। যাঁহারা অপক্ষপাত ব্যবহারের শিক্ষাদাতা, তাঁহাদিগের পক্ষপাত ব্যবহার কি লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ নয়।

গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় ও ইউরোপীয় বলিয়া ইতর বিশেষ না করেন, এদেশীয়দিগের এই প্রার্থনা। গবর্ণমেণ্ট কি এই সঙ্গত প্রার্থনায় উপেক্ষা করিবেন? তাহা করিলে কি তাঁহারা সুখে রাজ্য করিতে পারিবেন? যাহারা কখনে কখনে বিদ্রোহ স্বপ্ন দর্শন করেন, তাঁহারা মনে করিবেন না যে আমরা বিদ্রোহের ভয় প্রদর্শন করিতেছি। আমরা এই কথা বলিতেছি, প্রজারা যাহার উপরে বিরক্ত হয়, সে রাজ্য রাজত্ব সুখের হয় না।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয়দিগের প্রতি সপক্ষপাত ব্যবহার করেন বলিয়া অধিকাংশ লোকেই অসন্তুষ্ট, এই কারণে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে। নিম্নে ইহার একটী প্রমাণও প্রদর্শিত হইতেছে।

মান্দ্রাজের বিচারপতি কলওয়ে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে নেটিব পব্লিক ওপিনিয়ন এই

প্রশ্ন করিয়াছেন "মান্দ্রাজে এক জন দেশীয় জজ না হইবেন কেন? বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট বলিবেন, সে সময় এখনও হয় নাই। বস্তুতঃ কি সে সময় এখনও আইসে নাই?" উক্ত পত্র এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিয়াছেন "শাসন কর্ত্তৃগণের এমন ইচ্ছা নাই যে সে সময় উপস্থিত হউক। যদি চিরকাল এই মনে করা যায় যে সে সময় আইসে নাই তাহা হইলে সে সময় কখন আসিবে না। অনন্ত কালের শেষ সীমা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি দেশীয়দিগকে গবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রধান কাজ দেওয়া অনভিপ্রেত হয়, স্পষ্ট করিয়া বলিলেই আমরা সকল আশা পরিত্যাগ করিয়া যে অবস্থায় আছি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া তদনুসারে চলিতে পারি, উচ্চ আশা করি না।"

ঋণদান।

গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলাদেশের গত দুর্ভিক্ষ কালে প্রজাদিগকে যে টাকা ও তণ্ডুলাদি ঋণ দেন, কিছুদিন হইল তাহার আদায়ের উপায় স্বরূপ একটী আইনের পাণ্ডুলেখ্য বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হয়। অনরেবল ডাম্পিয়র সাহেব এ আইনের প্রস্তাব করেন। তাঁহার অভিপ্রেত এই, কালেক্টর দিগের উপরেই ঋণদানের ভার অর্পিত হয়। কালেক্টরেরা সবাসবি বিচার করিয়া ঋণ আদায় করিবেন। গত পূর্ব্ব সভায় অনরবল কৃষ্ণদাস পাল এই কথা বলেন, দুর্ভিক্ষ কাল ঘোরতর বিপদকাল, সে সময়ে যে ঋণ দেওয়া হয়, তাহা সুব্যবস্থাপূর্ব্বক দেওয়া হয় নাই। যে যে ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া হইয়াছে, এখন কালেক্টরের তাহাদিগকে চিনা ভার, কালেক্টরদিগের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কিছু টানও আছে। এই সকল কারণে সম্পূর্ণ সুবিচার হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অবিচার হইবারও অসম্ভাবনা নয়। অতএব কালেক্টরের উপরে বিচারভার অর্পিত না হইয়া মুন্সেফের উপরে সমর্পিত হউক। মুন্সেফেরা সরাসরি বিচারই করিবেন। তবে লাভ এই, মুন্সেফেরা অন্য কোন মকদ্দমার যেরূপ বিচার করেন, এস্থলেও সেইরূপ গবর্ণমেণ্টের প্রতি পক্ষপাতী না হইয়া মধ্যস্থভাবে বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। দ্বিতীয়, গবর্ণমেণ্ট বিপদকালে প্রজাদিগকে অর্থ ও শস্য কর্জ্জ দিয়া পিতার কাজ করিয়াছেন, এখন যদি এক কালে তাহাদিগের নিকট হইতে সমুদয় আদায় করিয়া লওয়া হয়, তাহাদিগের সেই উপকার অপকার হইয়া দাঁড়াবে। অতএব এক কালে সমুদায় আদায় করিবার চেষ্টা না পাইয়া ক্রমে আদায় করা হউক।

২০ ফেব্রুয়ারির ব্যবস্থাপক সভায় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সর রিচার্ড টেম্পল কৃষ্ণদাস বাবুর প্রদর্শিত যুক্তিগুলির যথাযথ খণ্ডন করিয়া উল্লিখিত পাণ্ডুলেখ্যটী বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাটি পাঠ করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণ এক প্রকার প্রীতিপ্রফুল্ল হইয়া উঠিল এবং মনে হইতে লাগিল এত দিনের পর বাঙ্গলাদেশের শিরঃস্থানে যথার্থ যোগ্য ব্যক্তি অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। হালিডে সাহেব চতুর ছিলেন। চতুরতা করিয়াই লোক রঞ্জনের চেষ্টা পাইয়া গিয়াছেন, কাহার দিকে বড় যান নাই। গ্রাণ্ট সাহেব এক রোকা ছিলেন। আপনি যেটি ভাল বুঝিতেন, তাই করিতেন কেহ কুই হউক বা চুই হউক সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। এই হেতু সর্ব্বসাধারণে প্রিয় হইতে পারেন নাই। বীডন সাহেব উপর চালাক। এক টীকায় দুষ্টিকেই তাঁহাকে মাটী করিয়া দিয়াছে গ্রে সাহেব ভাল মানুষ। কমেল সাহেবের আপনার "কথাই পাঁচ কাহন" ছিল। তিনি অন্য কাহাকে মানুষ জ্ঞান করিতেন না। বাঙ্গালিদিগের নিতান্ত অপ্রিয় হইয়া গিয়াছেন। সর রিচার্ড টেম্পলের সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া কার্য্য করিবার শিক্ষা ও অভ্যাস হইয়াছে। তাঁহার কাহাকে উপেক্ষা করা নাই একে বাঙ্গালি, তাহার যুক্তি, তাহা আবার শুনা, তাহার আবার উত্তরদান, সর রিচার্ডের এ প্রকার ঘৃণা দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি মনোযোগ দিয়া কৃষ্ণদাস বাবুর সমুদয় যুক্তিগুলি শুনিয়াছেন এবং তাহার যথাযথ উত্তর দান ও সন্দেহের সন্তোষ সাধন করিয়া অভিপ্রেত বিষয়টী বিধিবদ্ধ করিয়া লইলেন।

কৃষ্ণদাস বাবু কালেক্টরদিগের উপরে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছিলেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাহার উত্তর দান কালে বলেন, তিনি অনায়াসে এ কথার নির্দ্দেশ করিতে পারেন এদেশের অনাপীড়িত ও পরিত্যক্ত ব্যক্তিদিগের রক্ষাকর্ত্তা সিবিলসর্ব্বেণ্টদিগের পরস্পরা প্রসিদ্ধ "ডন ব্রাদর্স"। তাঁহারা দরিদ্রদিগের অভিভাবন করিয়া থাকেন। সিবিলিয়ানদিগের এ ব্যবহারটি প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ইহার অপলাপ যুক্তিসঙ্গত হয় না। অতএব কৃষ্ণদাস বাবু কালেক্টরের হস্তে গবর্ণমেণ্টের ঋণগ্রস্তদিগের বিচার ভার সমর্পণ করিলে অবিচার হইবার যে আশঙ্কা করেন, সেটী অমূলক সন্দেহ নাই। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কৃষ্ণদাস বাবুর দ্বিতীয় বাক্যের উত্তর দান স্থলে বলেন "যে গবর্ণমেণ্ট অগ্রসর হইয়া যে সকল লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, সেই গবর্ণমেণ্ট সেই সকল ব্যক্তিকে উৎসন্ন দিবার উপায় অবলম্বন করিবেন, ইহা সম্ভাবিত নহে। এমন দুর্হৃদয় কে আছে, যে এ বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আশ্বস্ত ও আনন্দিত না হয়? গবর্ণমেণ্টের ঋণ প্রজার যে সময় আপৎকালে দেওয়া হইয়াছে অতএব তাহার যথাবিধি হিসাব পত্র নাই বলিয়া কৃষ্ণদাস বাবু যে শঙ্কা করেন, সর লেপ্টনেণ্ট টেম্পল এই কথা বলাতে সে সংশয়েরও ছেদন করিয়াছেন যে কালেক্টরেরা সে সকল বিষয়ের সূক্ষ্ম সুসূক্ষ্ম হিসাব রাখিতে না।

কৃষ্ণদাস বাবুর কথা সকল সঙ্গত, হউক, কিন্তু উহার যুক্তিগুলি বাস্তবিক কখনও খণ্ডনা দেখিয়া সর রিচার্ড টেম্পল বোধহয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। এত দিন প্রধান কর্ম্মচারীর হস্তের এই সংস্কার ছিল, রাজকার্য্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য করিলেই এদেশীয়েরা তুষ্ট হইবেন; মুফস্বলের রাজপুরুষেরা পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কেবল সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেন। কিন্তু এখন বোধ হয় কৃষ্ণদাস বাবু ও হিগিন্সন বাবু প্রভৃতিকে

পাইয়া রাজপুরুষদিগের সেই পূর্ব্বসংস্কার হয় [illegible] হইবে। আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি, এদেশীয়েরা ব্যবস্থাপক সভায় যাওয়া চান না, কাজের লোক চান।

—০—

মনস্তত্ত্ব বিচার।

ইংলিসম্যানের সংবাদদাতা ২০ এ ফেব্রুয়ারি তারযোগে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি প্রেরণ করিয়াছেন।

গুইকুমারের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। সর রিচার্ড কাউচ সভাপতি হইয়াছেন।

উকীল ক্লোবল এবং ইন্‌বেরারিটী রাজীব পক্ষে এবং সার্জ্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন ও পার্সেন এবং ব্রজ্‌ন গুইকুমারের পক্ষে উপস্থিত হন।

ক্লোবল সাহেব এই বলিয়া মকদ্দমার আরম্ভ করেন যে, গুইকুমার রেসিডেন্টের ভৃত্যদিগের নিকট হইতে গোপনীয় সংবাদ লন এবং আসে নিক ও রীবার গুড়া খাওয়াইয়া রেসিডেন্টকে হত্যা করিবার চেষ্টা পান। ক্লোবল বলিলেন বিষপান করাইয়া হত্যা করিবার যখন চেষ্টা হয়, সে সময় গুইকুমার ঐ সকল ভৃত্যকে টাকা দিয়াছিলেন। তিনি ইহা সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ করিতে পারিবেন। মামেদের পাচু বলিবে যে রাজা তাঁহার নিকট আর্সেনিক চাহিয়াছিলেন, এবং একজন রীবার ব্যবসায়ীর নিকট হইতে অতি গোপনে রীবার গুড়া ক্রয় করা হয়। ঐ বণিক তাহার সাক্ষ্য দিবে।

দামোদর পাচুকে ক্ষমা করা হইবে বলাতে সে এই সকল কথা প্রকাশ করিয়াছে।

ইংলিসম্যানের বিশেষ সংবাদদাতা উক্ত বিষয় লিখিয়াছেন, অদ্য ফেয়ার সাহেবের আয়ার জবানবন্দীর শেষ হইয়াছে। আয়া বলে, কিসে ফেয়ারের মন ফিরান যায়, সেবিষয়ে কিছু দিবার জন্য গুইকুমার ও সলম তাহার (আয়ার) পরামর্শ চান। সে কোনরূপ তন্ত্র মন্ত্র প্রয়োগের পরামর্শ দেয় না। সে দুই জনের কাছে যেমন শুনিয়াছিল, তাহাতে উহারা যে বিষের কথা বলিয়াছিলেন তাহার এমন আশঙ্কা হয়। সে প্রথমে যাহাদের নাম করে জেরাতে তাহা অস্বীকার করে।

২৪ এ ফেব্রুয়ারি সকলে উপস্থিত হইলে পুনরায় বিচার আরম্ভ হয়।

আয়া বলেন ফেয়ারকে বিষ পান করাই বার চেষ্টার পরেও সে যাহা জানিত, তাহা কাহাকে বলে নাই। সে রাজবাটীতে কেন গিয়াছিল তাহার কোন অনুসন্ধান হয় নাই।

গুইকুমার তাহাকে বিষ পান করাইবার কোন কথা বলেন নাই, কেবল তন্ত্র মন্ত্রের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে বিষের কথাই বলিতেছেন, আয়া ইহাই বুঝিয়াছিল, কারণ সে ইহার পূর্ব্বে এরূপ কিছু শুনিয়াছিল।

সে যাহা জানিত যে পর্য্যন্ত না বলিয়াছে সে পর্য্যন্ত পুলিস তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখে। প্রথমে সে বিষ পানের বিষয় কিছুই সার্টার সাহেবের নিকট বলে নাই, পরে সকল কথা খুলিয়া বলে।

উহার পরের সাক্ষী কিজা রামজান। সে আয়ার সহিত রাজবাটীতে গিয়াছিল। তাহার সাক্ষ্য আয়ার সাক্ষ্যের প্রতিপোষক। কিন্তু আয়া যে বলে, রমজান তাহাকে লওয়াইয়া ঐ কার্য্য করায়, সে কথা সে অস্বীকার করে।

জেরাতে রমজান বলে, সে নিজে কখনও ফেয়ারকে বিষ পান করাইয় ছিল এই সন্দেহ করাতে সে ভয়ে তাহার রাজ বাটীতে যাইবার কথা বলে নাই এবং যে গাড়িতে সে যায়, সেই গাড়োয়ান তাহাকে ভয় দেখাইয়াছিল। গাড়োয়ান মকদ্দমার প্রতিপোষক সাক্ষ্য দিয়াছে। করিম বলে, সে ঘোড়া। বার আয়ার সঙ্গে গমন করে। সে যে সাক্ষ্য দেয় তাহার অধিকাংশই মকদ্দমার প্রতিপোষক। তবে সে সার্টার সাহেবের সম্মুখে যাহা বলে তাহার সহিত একদশ এ সাক্ষ্যের যে কিছু বৈলক্ষণ্য হয়, তদ্বিষয় পর বিবেচনা আগামীতে হইবে।

বুধবার ২৫ এ ফেব্রুয়ারি। আয়া যখন দ্বিতীয়বার রাজবাটীতে গমন করে, সেই সময় সওল নামক এক গাড়োয়ান আয়া ও করিমকে লইয়া যায়। সওলকে হাজির করিলে সে ঐ উভয়কে চিনিতে পারে। উহারা রাত্রি ১০ টার সময় উপস্থিত হইয়া সলিমকে ডাকে সলিম উহাদিগকে রাজবাটীতে লইয়া যায় এবং প্রায় রাত্রি দুই প্রহরের সময় ফিরিয়া আইসে। করিম তাহার পর দিন সন্ধ্যা কালে তাহাকে ভাড়া দেয়। সে প্রথমে বোম্বাই পুলিসের নিকট এই কথা বলে, এবং বলে ইহা প্রকাশ হইলে তাহাকে জীবন্ত দাহ করা হইবে। তাই সিন্ধিয়াকে হস্তীর পদতলে ফেলিয়া মারা হয়। সুতরাং এ ব্যক্তি ভয় পায়। গত রাত্রিতে ক্লিবলাণ্ড সাহেবের নিকট সে এই সকল কথা বলে। সর দিনকর রাও তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, সে আয়াকে জানে কি না? করিম বলে সে তাহাকে রেসিডেন্সিতে গাড়ি তে যাইবার সময় দেখিয়াছে।

দ্বিভাষী ফ্লিন সাহেব অত্যন্ত শ্রান্ত হওয়াতে নাউরোজী ফর্দ্দনজী শপথপূর্ব্বক উক্ত ভার গ্রহণ করেন।

আয়ার একটী ভৃত্য ছুট, তৃতীয়বার রাজবাটীতে গমন করে। সে সলিমকে ডাকে। সলিম আয়ার সহিত রাজবাটীতে যায়।

দায়ুদ নামক একজন গাড়োয়ান আয়ার স্বামী আবদুলকে চিনিয়া বলে, সে এক গাড়ি ভাড়া করিয়া সলিমকে ডাকে, সলিম আয়াকে রাজবাটীতে লইয়া যায়। সে করিমের বিষয় সওলের নিকটে বলে।

দায়ুদ নামক যে গাড়োয়ান আয়াকে তৃতীয় বার রাজবাটীতে লইয়া যায়, সার্জ্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন তাহাকে বিশেষরূপে জেরা করেন; সওলকে পুনরায় ডাকা হয় উভয়কেই প্রশ্ন করা হয়। তখন দায়ুদ করিমের নাম করে, এবং বোউজি সাহেবের বাঙ্গালায় যে সকল কথা বলে তাহার উল্লেখ করে। তাহাতে সকলে অত্যন্ত হাসিয়া উঠাতে সওল সার্টার সাহেবকে দেখাইয়া বলে তিনিই বোউজি সাহেব। পাছে উহাকে মারিয়া ফেলা হয়, এই জন্য উভয়েই করিমের নাম করিতে ভয় পায়।

আত্মার স্বামী আবদুল্লকে ডাকা হয়, সে তিন খানি চিঠি উপস্থিত করে। সার্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন বলেন, মহম্মদের সাক্ষ্যের আইন অনুসারে এ সকল চিঠি গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

এডবোকেট জেনরল বলেন, গবর্ণর জেনরল যে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাতে প্রেসিডেন্টের এমন ক্ষমতা আছে যে তিনি যে সকল দলিল পত্র দ্বারা এ বিষয়ের যাথার্থ্য নির্ণয়ের সম্ভাবনা বুঝিবেন, সে সকল দলিল প্রমাণ করিতে পারিবেন। সলিমের পরামর্শে আত্মা যখন রাজবাটীতে যান, তাহার সেই সকল কথা এই পত্রদ্বারা প্রমাণ হইবে। এডবোকেট জেনরল তাঁহার বাক্যের পোষকার্থ ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যের আইনের একাদশ অধ্যায়ের উল্লেখ করেন। চিফ জষ্টিস অবশেষে তাঁহার কথাতেই সম্মত হন।

অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মলহর রাও বিচারস্থলে উপস্থিত ছিলেন। দুই জন গাড়োয়ানই বলে, তাহারা দুইবার আত্মাকে রাজবাটীতে লইয়া যায়। সামান্য সামান্য বিষয়ে উহাদের বাক্যের অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটে। যে চিঠি উপস্থিত করা হয়, সার্জ্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন অবশেষে তাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

১১ ই ফাল্গুন সোমবার।

লোকের এক একটী পড়তার সময় উপস্থিত হয়। আমাদের গবর্ণমেণ্টের আজি কালি সেই পড়তা পড়িয়াছে। মহারাজ্ঞা আপাততঃ হস্তে আসিয়াছে। এদিকে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, রেওয়ার রাজা প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার রাজত্ব কালের অবশিষ্ট সময় এবং যে পর্য্যন্ত না তাঁহার উত্তরাধিকারী বয়ঃ প্রাপ্ত হয়, সেই পর্য্যন্ত উক্ত রাজ্যের শাসন ভার গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করেন। রেওয়ার রাজা বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন। তাঁহার বিষয়েও ইংরাজী সমাচার পত্র সম্পাদকেরা সুর ধরিয়াছেন। আর দিন কত বিলম্ব হইলে বোধ হয় তাঁহারও মলহর রাওর দশা হইত। বোধ হইতেছে এ দেশের সকল রাজাকেই ক্রমে ঐ দৃষ্টান্তের অনুগামী হইতে হইবে।

গত ১ লা এপ্রেল অবধি জানুয়ারির শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রতি ষ্টেট সেক্রেটারির বিলের দরুণ যেরূপ ক্ষতির অনুমান করা হয়, তদপেক্ষা ৫২৪১৮৪ টাকা অধিক ক্ষতি হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে জানুয়ারির শেষ পর্য্যন্ত ৮৩৭৭১৫০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এরূপ ক্ষতি না হয়, তাহার কি কোন উপায় হয় না?

২০ এ ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহের মধ্যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় সর্ব্বত্র অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। মির্জাপুর বিভাগে কোয়ারায় মটর ও ছোলার চতুর্থাংশ নষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য অনেক স্থানেও কোয়াসায় অনিষ্ট করিয়াছে। কোন কোন স্থানে সরিষা এক কালে গিয়াছে।

ফ্রান্সের ন্যায় ফ্রান্সের অধীনস্থ ভারতবর্ষীয় উপনিবেশেও আজি পর্য্যন্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছে। সে দিন পণ্ডিচরিতে তত্রত্য মাজিষ্ট্রেটের সহিত সেনাদলের একজন কাপ্তেনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মাজিষ্ট্রেটই প্রথমে যুদ্ধে আহ্বান করেন। সুখের বিষয় এই, পরস্পরের সামান্য আঘাতেই যুদ্ধের শেষ হয়। ফ্রান্সের সভ্যতাভিমানটী বিলক্ষণ আছে, কিন্তু আজিও এ অসভ্যতাটী পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।

গত জানুয়ারি মাসে ভারতবর্ষীয় বন্দর সকল হইতে ৩৫৪১৪৪ বস্তা তুলা বিদেশে রপ্তানী হয়।

ঢাকার পলিস্থ ধনী খাজে আলাবুল্লা মংলগড় ষ্টেট ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হয়, বেঙ্গল টাইম্‌স বলেন তাহা অমূলক।

১২ ই ফাল্গুন মঙ্গলবার।

গুইকুমারের সলিসিটারেরা তাঁহার পক্ষ সমর্থনার্থ টাকা চাহিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি সে টাকা দান দেন, সে টাকায় একটী সুবিধা হইতেছে। পুনা অবজার্ভর বলেন, পুনার ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টের অনারেবল উকীল এবং সাধারণিক সভার অনারেবল সভ্য গণেশ বাসিদে জোসি জফাসন এবং গোল কোম্পানিকে টেলিগ্রাম করিবেন, তাঁহারা যেন গুইকুমারের পক্ষসমর্থনার্থ প্রস্তুত হন, এজন্য যে টাকা আবশ্যক হইবে তাহা বোম্বাইর ব্যাঙ্কের দ্বারা পাঠান হইবে। তবে যে টাকার প্রয়োজন চারি দিন পূর্ব্বে তাঁহাকে তাহার সংবাদ দিতে হইবে। মলহর রাওর প্রতি বরদাবাসিদিগের যে কিরূপ ভাব, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে।

বোম্বাই গেজেটের বিশেষ সংবাদদাতা সার্জ্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইনের বিষয়ে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন "ইহাঁর আকৃতি মধ্যম এবং ইহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইহাঁকে উকীল বলিয়া পরিচয় দেয়। ইনি যখন জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হন, তখন ইহাকে দেখিবার জন্য এত লোক আসিয়াছিল এবং এরূপ আগ্রহ সহকারে সকলে উহাঁকে দেখিতে লাগিল যে যদি মানুষের চক্ষের সূর্য্য কিরণের ন্যায় তেজ থাকিত, তাহা হইলে ধাতু যেমন গলাইয়া মুচিতে ফেলা হয়, সেই সমুদায় তেজ একত্রীভূত হইয়া সার্জ্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইনকে গলাইয়া ফেলিত।"

গুইকুমারের কোন রূপ বিচার আচার না করিয়া বরদারাজ্য একেবারে কাড়িয়া লওয়া হয়, বোম্বাই গেজেটের এরূপ ইচ্ছা ছিল, ইংলিসম্যানও ইহাতে যোগ দিতে ত্রুটী করেন না। প্রথমতঃ বোম্বাই গেজেট গুইকুমারের পক্ষ সমর্থনার্থ টাকা দিবার বিষয়ে লিখিয়াছেন, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কি কর্ত্তব্য তাহা ত স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। গুইকুমারের জেহুরিদের যে টাকা আছে তাহা গুইকুমারের নয়, বরদারাজ্যের। এক দিকে গুইকুমারের পক্ষসমর্থনার্থ সকল সুবিধা করা উচিত হয়, অপর পক্ষে আমার বরদারাজ্যের স্বার্থের জন্য মলহর রাওয়ের নিমিত্ত এত টাকা অনর্থক ব্যয় করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ হয় না।" উক্ত পত্র অপর এক স্থলে লিখিয়াছেন "গবর্ণমেণ্ট যখন মল্হর রাওয়ের রাজ্যক্ষমতা গ্রহণ করিলেন তখন বিচারাদির জাঁকজমক না করিয়া এক কালে তাঁহার বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা উচিত

হইল; যদি নবম গবর্ণমেণ্টের যদি গুরুতর অপরাধে কিছুদিনের জন্য পদচ্যুত করিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে এক কালে পদচ্যুত করিবার এবং বরখাস্ত করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের অধিকার আছে। লর্ড নর্থব্রুক তাহা না করিয়া যে মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইবে। যেরূপ অসময় তাঁহার বিচারের ব্যবস্থা হইয়াছে, গোয়ালিয়র হইতে কোলাপুর পর্য্যন্ত সমুদয় মহারাষ্ট্রীয় জাতি বিদ্রোহী হইলে যাহা না হয় তাহা ইংরাজ শাসনের অসাধ্যও অনিষ্ট হইবে।"

২৫ নম্বর এই বাক্যে অতি গম্ভীর সহকারে বলিয়াছেন, "এ বড় অযথার্থ নয়। গবর্ণমেণ্ট প্রথমে যে ভ্রমে পতিত হন, পুনর্বার তদপেক্ষাও গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।" অর্থাৎ ইংলিসম্যানের অভিপ্রায় এই, যদিচ বরদারাজ্য গ্রহণ করাই না হইল, গুইকুয়ারের আবার বিচার করা কেন? তাহাকে একেবারে আন্দামানে পাঠাইয়া বরদারাজ্যের কোনরূপ বন্দোবস্ত করিলেই হইত। বোম্বাই গেজেটের ন্যায় আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, সমুদয় মহারাষ্ট্রীয় জাতি বিদ্রোহী হইলে রাজ্য শাসনের যে অনিষ্ট না হয়, বোম্বাই গেজেট ও ইংলিসম্যানের ন্যায় কয়েকজন ইংরাজ দ্বারা ইংরাজ শাসনের যেরূপ অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে।

গত বৎসর ব্রিটিশ সেনাদল হইতে ৭৮৯০ লোক পলায়ন করে।

অদ্য লর্ড মেয়োর গমন সম্বন্ধে কলিকাতাস্থ অ্যাংলোইণ্ডিয়ানেরা কহিতেছেন; কলিকাতার মেয়র ট্রেণে তিনি আলাহাবাদ হইতে যাত্রা করিবেন।

২৩ নম্বর পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা বলেন, পেশোয়ারের লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল ওয়াটসন একটী ছোট ঘুসি মারিয়া [illegible] তাঁহার স্ত্রীকে [illegible] করিয়াছেন।

২৫ নম্বর পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা বলেন, পেশোয়ারের লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল ওয়াটসন একটী ছোট ঘুসি মারিয়া [illegible] তাঁহার স্ত্রীকে [illegible] করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত তালিকাটী দর্শন করুন। গত বৎসর উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের জেল সমূহে ৩১০৩৮ কয়েদী কারারুদ্ধ হয়। ইহার মধ্যে শতকরা ৯০ জন সম্পূর্ণ অশিক্ষিত, শতকরা ৭ জন সামান্য লেখা পড়া জানে এবং শত করা ২ দুইজন ভালরূপ লেখা পড়া জানে। জেলে ১১৪০ জনকে লেখা পড়া শিখান হয়।

মহা আসিয়াতে কশীয়া যেরূপ চতুর রাজনীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে মধ্য আসিয়ার সমুদায় স্বাধীন রাজ্য ক্রমে কশিয়ার হস্তগত হইবে। দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বোখারার আমীরের সহিত তাঁহার এডিকঙ্গের এক দিনের কথোপকথনের বিষয় যেরূপ লিখিয়াছেন, তদ্দর্শনেই পাঠকগণ ইহা বুঝিতে পারিবেন। আমীর বলিলেন দেখ কশীয় গবর্ণমেণ্ট কেমন চমৎকার, বোখারার রাজা কতবার কশীয়ার সহিত যুদ্ধ করিলেন, যুদ্ধে পরাজিত হইলেন, কিন্তু কশীয়া তাঁহাকে মত না দিয়া তাঁহার প্রতি উদার ব্যবহার করিলেন। উরগঞ্জের লোকেরা কশীয়দিগের প্রতি কত উপদ্রব করেন, কশীয়া যুদ্ধে উরগঞ্জ জয় করিলেন, কিন্তু পরে উহা রাজাকে ফিরাইয়া দিলেন।"

রঙ্গপুরের ভূতপূর্ব্ব জজ লিবেন সাহেব বিদায় লইয়া ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ইউরোপে গমন করিলেন কি ভারতবর্ষে রহিলেন, লোকে তাহা জানিবার জন্য উৎসুক নহে, তাঁহাকে লইয়া যে এত কাণ্ড হইয়াছে তৎসংক্রান্ত কাগজ পত্রগুলি দেখিবার জন্য লোকে উৎসুক। সেগুলি কবে প্রকাশিত হইবে?

গত শুক্রবার কার্ণির বারুদখানায় আগুন লাগিয়া একজন সার্জ্জেণ্ট ও চারি জন দেশীয় হত হইয়াছে। প্রেস হাউসে আগুন লাগে। তথায় চারি পাঁচও বারুদ ছিল।

সর জর্জ বাউর্ন বুধবার নেপাল যাত্রা করিবেন।

অদ্য অপরাহ্ণে গবর্ণর জেনরল মহারাজ হোলকরকে দরবারে গ্রহণ করিবেন।

১৩ ই ফাল্গুন বুধবার।

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম বরাহনগরের শশি বাবু ২৪ পরগণার সেসিয়ন জজের নিকট যে লাইবেলের মকদ্দমার আপীল করেন, সেসিয়ন জজ সে বিষয়ে বিলক্ষণ সুবিচার করিয়াছেন। সেসিয়ন জজ রায়ে লিখিয়াছেন "শশিবাবুরা ক্ষমা প্রার্থনা করেন, মাজিষ্ট্রেট তাহা পর্য্যাপ্ত বিবেচনা করেন নাই, কিন্তু তাঁহার মতে উহাই পর্য্যাপ্ত। এ অবস্থায় কারাবাস দণ্ড বিতান্ত অন্যায়। শশি বাবু আগজেক্ট অব্যাহতি এবং তাঁহার দোষ প্রমাণ হইয়াছে এজন্য তাঁহার ১২০ টাকা জরিমানা এবং সম্পাদকের ৫০ টাকা জরিমানা করা হইয়াছে।

পব্লিক ওপিনিয়ন বলেন, মান্দ্রাজে যে ব্যয় সংক্ষেপ চেষ্টা হইতেছে তাহা কেবল নিম্নতর কর্ম্মচারিদিগের বেতন কমাইয়া নয়, উচ্চতর কর্ম্মচারিদিগের বেতন কমাইবার প্রস্তাব হইতেছে। কর্ণেল ম্যাকডোনাল্ড পদত্যাগ করিলে রেজিষ্টার ইনস্পেক্টর জেনরলের বেতন ১৫০০ হইতে ১২০০ টাকা করা হইবে। জেলের ইনস্পেক্টর জেনরলের বেতনও কমান হইবে। ব্যয় সংক্ষেপের এই রীতিই প্রশস্ত। এক ইনস্পেক্টর জেনরলের বেতন কমাইয়া যে লাভ হইবে ৫০ জন নিম্নতর কর্ম্মচারির বেতন কমাইলে তত টাকা লাভও হয় না, অথচ তাহাদের অধিকতর কষ্ট হয়।

কিছু দিন হইল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সর জন ষ্ট্রাচি একটী "প্রাদেশিক কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগ" স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া ভারতসচীব গবর্ণমেণ্টে লেখেন। ভারতসচীর গবর্ণমেণ্ট উক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। উক্ত ডিপার্টমেণ্টের ব্যয় মাসিক ২০৫০ টাকা পড়িবে। উক্ত বিভাগ হইতে কৃষি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত হিসাব সকল সংগৃহীত হইয়া গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইবে। আদর্শক্ষেত্র করিয়া কিরূপে কৃষি কার্য্যের উন্নতি হয়, উক্ত বিভাগ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। বাণিজ্যের কিরূপ উন্নতি হইতেছে গবর্ণমেণ্টে তাহার রিপোর্ট করিবেন। কিসে বাণিজ্যের উন্নতি হয়

তাহার উপায় সকল উদ্ভাবন করিবেন। যাহাতে উন্নতি পক্ষে যে সকল অন্তরায় থাকিবে তাহার তিরোধান করিবেন এবং কৃষক শ্রেণীর অবস্থার অনুসন্ধান করিবেন। এ অনুষ্ঠানটী মন্দ নয়। কিন্তু উক্ত বিভাগের যে সকল কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করা হইতেছে, সে গুলি যথাযথরূপে সম্পন্ন না হইলে অনেকগুলি অর্থ অপব্যয়ে হইবে এই মাত্র।

এক্ষণে মান্দ্রাজের দেশীয় সেনা দলে যত সৈন্য আছে, পেন্সন ভোগীর সংখ্যা তদপেক্ষা ও হাজার অধিক। যাহারা পেন্সন পাইতেছে তাহাদের অনেকেই বিলক্ষণ কার্য্যক্ষম। মান্দ্রাজ মেইল বলেন, উহাদিগকে সামান্য ও অল্প পরিশ্রমের কাজ দেওয়া উচিত। যাহারা কাজ করিতে পারে তাহাদিগকে বসাইয়া পেন্সন দেওয়া উচিত নয়। বিশেষতঃ আজি কালি সেনাদলের ব্যয় সংক্ষেপের সময় পড়িয়াছে, কিন্তু ও নিয়ম কেবল দেশীয় সেনাদলে না হইয়া ইউরোপীয় সেনা দলেও প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য।

১৩ ই ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি ৫০৮২১০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময়ে ৭৪৫১১০ টাকা আয় হইয়াছিল, এ হিসাবে এবৎসর ২০৬৭০ টাকা কম আয় হইয়াছে। উক্ত সপ্তাহে জব্বলপুর লইনে ৪৫১১০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর ঐ সময় ৪১২৯০ টাকা আয় হইয়াছিল। এ হিসাবে এ বৎসর ৪০২০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৪ ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

ইংরাজী দেশলাই অসময়ে আগুন পাইবার এক উত্তম উপায়। কিন্তু বর্ষাকালে অথবা বৃষ্টি প্রভৃতি কারণে তাহা আর্দ্র হইলে উহাতে আগুন হয় না, এই এক অসুবিধা আছে। সম্প্রতি ফ্রান্সে এক বৈদ্যুতিক উপায়ের আবিষ্কার হইয়াছে। উহাতে সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় আগুন পাওয়া যাইবে। ইহাকে "ইলেকট্রিকল টিণ্ডারবক্স" বলে। পারিসে ইহা অর্দ্ধমুদ্রা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। বাক্সটী খুলিলেই একটী প্লাটিনমের তার দেখা যায়। বাক্সের মধ্যে একটী শিরা আছে উহা নাড়িলে ঐ তারটী এরূপ লাল হইয়া উঠে যে উহাতে অনায়াসে চুরুট ধরান যায়। উহার মধ্যে একটী ইলেকট্রিক ব্যাটারি আছে। শিরা স্পর্শ করিলেই উহার কার্য্য হইতে থাকে। তাহাতেই অগ্নির উৎপত্তি হয়। ইহার এক একটী বাক্স থাকিলে কি বর্ষাকাল কি বৃষ্টির সময় কোন কালেই আগুনের ভাবনা থাকিবে না। বিজ্ঞান প্রভাবে বিদ্যুৎ পর্য্যন্ত মানুষের আজ্ঞাবহ হইল, বিদ্যুৎ ইহার পর মানুষের ভাত পর্য্যন্ত রাঁধিয়া দিবে বোধ হইতেছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম মহীসুরের রাজবংশীয় প্রিন্স মহম্মদ ওয়াজিদুল্লীন এবং প্রমথনাথ মিত্র ইংলণ্ডে বারিষ্টরের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

ইংলিসম্যান বলেন গবর্ণর জেনরল এই স্থির করিয়াছেন, মেডিকল কালেজের শিক্ষকগণ মেডিকল ডিগ্রি ভিন্ন অন্য কোন সম্মানসূচক উপাধি পাইতে পারেন না। তবে বিশেষ বিশেষ স্থলে রায় ও খাঁ বাহাদুর ভিন্ন অন্য কোন উপাধি তাঁহাদিগকে দিবার নাই।

নাগারা লেপ্টনেণ্ট কোলকুহু ও আর কতকগুলিকে হত্যা করাতে উহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসামের চিফ কমিশনর এবং জেনরল স্টাফোর্ডকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ডফ্লাযুদ্ধে যে সকল সৈন্য গিয়াছিল উহাদিগের ৫০০ সৈন্য নাগাদের দেশে যাইতেছে।

এবার ঢাকার নিকটবর্ত্তী মুন্সীগঞ্জের কার্ত্তিক বারুণীমেলা মহাসমারোহে হইয়া গিয়াছে, অন্যান্য বৎসরের অপেক্ষা দোকান প্রভৃতি কিছু কম হইয়াছিল বটে কিন্তু গত বৎসর যে সকল দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আসিয়াছিল এবৎসর তদপেক্ষা প্রায় বেশলক্ষ টাকার অধিক দ্রব্য আইসে। মেলা ২৩ এ নবেম্বরে আরম্ভ হয়, ৮ ই ডিসেম্বরে শেষ হইয়াছে। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তিনটী মাত্র সামান্য চৌর্য্যকার্য্য ঘটিয়াছিল। প্রতিদিন প্রায় ৮ হাজার করিয়া লোক হইয়াছিল।

আগামী বর্ষের জন্য বঙ্গদেশে গবর্ণমেণ্টের যাহা প্রভৃতির সামান্য সংস্কার বা সামান্য কিছু নির্ম্মাণের জন্য বজেটে লেপ্ট গবর্ণর ৬৩৪০০ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

অদ্য বেথুন স্ত্রীবিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান করা হইবে। অনরেবল মিস মেরিক পারিতোষিক বিতরণ করিবেন।

বঙ্গলার গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলের যে অধিবেশন হয় তাহাতে জব কাউস সাহেব প্রস্তাব করেন, দেওয়ানী আদালতের নিয়ম সংক্রান্ত আইনের সংশোধন জন্য যে সিলেক্ট কমিটী হয়, পুনর্ব্বার ঐ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হউক। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উহার সভ্য মনোনীত হইলেন। মেসি, ইডলিস, ডালইয়েল, ফসিথ বীজন গ্রামের রাজা এবং জব কাউস। তৎপরে ভূমি পথে লবণ ও চিনির শুল্ক সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি বিষয়ে সিলেক্ট কমিটী যে রিপোর্ট দেন, অনরেবল ইলিস সাহেব তাহা উপস্থিত করিয়া প্রস্তাব করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবহারে সার জমসেট জীজী ভাইকে যে টাকা কর্জ্জ দেন, উহার আদায় করণ সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপির বিষয় বিবেচনা করা হয়। তাহাতে সকলে সম্মত হইলে কার্য্য করুন।

তৎপরে ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষে প্রতিপালিত ব্যক্তিমাত্রেরই প্রাপ্তবয়স্কতার সময় নির্ণায়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটী যে রিপোর্ট দেন, বীজন গ্রামের রাজা সেই রিপোর্ট উপস্থিত করেন।

আর জি মেলবিল সাহেব (এক্ষণে সেখ আবদুল রহমন) বড় বিপদে পড়িয়াছেন, তিনি ক সেসন সিটি। [illegible] টাকার যে টাকা ঋণ [illegible] সেই টাকা [illegible] বিচারকর্ত্তাকে [illegible] তিনি [illegible] পারেন না। মেসর্স [illegible] ঐ টাকা [illegible] প্রেমে পড়িয়া [illegible] ধনমান সকলই গেল।

১২ ই ফাল্গুন শুক্রবার।

লেপ্টনেণ্ট ক্রম্পটন নামক যে ব্যক্তি তাঁহার বেহারাকে এক ঘুঁসি মারে এবং যাহাতে তাঁহার মৃত্যু হয়, মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার এই কথা বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তির যেরূপ প্লীহার পীড়া ছিল তাহাতে সে যেরূপেই হউক শীঘ্রই মারা যাইত। এমন অবস্থায় ক্রম্পটনের ত দণ্ড কোন মতেই হইতে পারে না। যখন ডাক্তার বলিতেছেন, যেরূপেই হউক উহার শীঘ্র মৃত্যু হইত, তখন সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, ক্রম্পটন সাহেব উহাকে হত্যা করিয়া উহার এবং উহার পরিবারবর্গের বিলক্ষণ উপকার করিয়াছেন। উহাকে আর রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে এবং উহার পরিবারবর্গকে আর উহার জন্য কোন কষ্ট পাইতে হইল না। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের একটী কর্ত্তব্য আছে, ঐ বেহারার যদি পুত্রাদি কেহ থাকে, যাহাতে তাহারা দিন কত ক্রম্পটন সাহেবের নিকট বিনা বেতনে চাকরী করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারে, তাহার একটী ব্যবস্থা করিয়া দেন। ক্রম্পটন সাহেব যে উপকার করিয়াছেন, মানুষকে মানুষের এরূপ উপকার করিতে দেখা যায় না।

সম্প্রতি সে দিবস বর্ষণ হইয়া যব ঔহরের ফসলের এবং এটোয়া বিভাগের বিস্তর শস্য নষ্ট করিয়াছে। অফিসেন প্রায় আজার মণ ফসল হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

লোয়ার ডেউনমার একটী আশ্চর্য্য সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পত্র লিখিয়াছেন, যদি গুরুমারের দোষ সাব্যস্ত হয়, তাঁহাকে কলিকাতায় "চুনার দুর্গে" পাঠান হইবে। কলিকাতায় চুনার দুর্গ কোথায় আছে আমরা ত এ পর্য্যন্ত শুনি নাই।

ইংলিশম্যান বলেন, "জি সি হোপ সাহেব ফেগান সাহেবের অনুপস্থিতি কালে সর্ব্ব কলিকাতা ছোট আদালতের প্রধান জজের কার্য্য করিবেন।

গত জানুয়ারি মাসে কলিকাতা উপনগরে ১১৪৩ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ওলাউঠায় ১৭৫, বসন্তে ২০ জ্বরে ৩৭৫ উদরাময়ে ২৭০ অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের অন্যান্য কারণে মৃত্যু হয়।

৬ ই ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৭৫ লোকের মৃত্যু হয় এবং ১৩ ই ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় তাহাতে ২৪৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ঐ দুইসপ্তাহে পর্য্যায়ক্রমে বসন্তে ২৪,১৮ ওলাউঠায় ২০,১৩ উদরাময়ে ২২,২৪ এবং জ্বরে ৮৩,৮০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

উলার একব্যক্তি একটী স্ত্রী লোককে হত্যা করে। হত্যার কারণ এই উহার এই সংস্কার হয়, স্ত্রীলোকটী মন্ত্রবলে তাহার বাটীর একজনের মৃত্যু ঘটাইয়াছে। আজিও এমন অজ্ঞানুক আছে!

১১ ই ফাল্গুন শনিবার।

গত সপ্তাহে পুনা হইতে আট শতেরও অধিক লোক পার্ব্বতীর এক প্রসিদ্ধ দেব মন্দিরে গমন করিয়া এই প্রার্থনা করে, তিন বৎসর পরিত্যাগ করিয়া গুরুমারের নিজ বাসস্থলে আসিয়া তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে প্রশাসন করিয়া দেন এবং গবর্নর জেনরলকে লওয়াইয়া গুরুমারের গদি এবং আরো কিছু নূতন রাজ্য দেওয়াইয়া দেন। দেখা যাউক সার্জ্জেণ্ট বালাণ্টাইন বিলাত হইতে এবং বিশু দেবতা পর্ব্বত হইতে আসিয়া গুরুমারের পক্ষে কত দূর করিয়া উঠিতে পারেন।

বার্ষিক ১৮০০০০ টাকার হিসাবে ৫ বৎসরের জন্য মহীসুরের আবকারী কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছে। আবকারির লাভ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

চিল্লাগোমটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন মুসফা করিবউল্লা খাঁ দুই হাজার টুপি প্রস্তুত করিয়া উহাদের চামড়ার টুপি করিবার জন্য আমীরকে লিখিয়াছেন। এই টুপি কাবুল হইতে, কিরাটের যে সকল টানা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল, তাহা দিগের মস্তক ঐ টুপি দেওয়া মুসফীর উদ্দেশ্য। কারণ উহারা কুকুরকে অতি অপবিত্র বলিয়া জ্ঞান করে। এই যুক্তির বিষয় হত।

—০—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২০ এ ফেব্রুয়ারি। গত কল্য ভারতবর্ষীয় আফিসসমূহের কর্ম্ম পুরণ সংক্রান্ত কমিটীর অধিবেশন হয়। শীঘ্র ইহার কার্য্য শেষ হইবে।

লাড জর্জ হামিলটন ডালরিম্পলের বাক্যের প্রত্যুত্তরে বলেন, ভারতবর্ষের অতিরিক্ত সিবল সার্ব্বেণ্টদিগের বিদায় কালের নিয়ম সংক্রান্ত কোন চিঠিপত্র পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ইণ্ডিয়া আফিস যে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন তদুত্তরে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, আগামী মেইলে এতৎসংক্রান্ত চিঠি যাইতেছে।

জর্ম্মনির সম্রাট নীরোগ হইয়াছেন।

বার্লিনে জনশ্রুতি এই প্রিন্স বিসমার্ক শীঘ্র কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের মানস করিয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ ফেব্রুয়ারি। অনরেবল আর্থার পিলহি বোম্বাইর হাইকোর্টের জজ হইলেন বলিয়া গেজেটে লিখিত হইয়াছে।

২৯ এ জানুয়ারি যে মেইল কলিকাতা হইতে ছাড়িয়া যায়, উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ১৩০০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২২ এ ফেব্রুয়ারি। সার গার্ণেট উলসলি পোর্ট নেটালে যাত্রা করিয়াছেন।

ইউরোপে অত্যন্ত শীত হইয়াছে।

মাড্রিড ২৩ এ ফেব্রুয়ারি। বেবারয় রাজকীয় সৈন্যগণ কিছুই করিতেছে না। সেনাপতি মোরিনিস উহার অধিনায়কতা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

ভয়ানক রোগ

মহাশয়! বালেশ্বরের উত্তরাংশের কাবড়া, তোমরাই ও কামারদা পরগণা গ্রামবাসী হতভাগ্যদিগের আর রক্ষা নাই। এবার বিষম বৈরের বিষদৃষ্টিতে নিপতিত হইয়াছে। গত ভয়ানক ঝটিকায় প্রায় সকলে সর্ব্বান্ত হইয়াছে। আহার অন্ন বিনা অনেকে হাহাকার করিতেছে। তাহাতে আবার মারাত্মক প্রবল

ওলাউঠা রোগ উপস্থিত হইয়া বায়ুসহযোগে অগ্নির লম্ফ প্রদানের ন্যায় দেখিতে দেখিতে এক ঘর হইতে অন্য ঘর ও এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রবেশ করিয়া এক এক গ্রাম ও বংশ ধ্বংস করিতেছে। এ অঞ্চলের যে সকল গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব ছিল না, দেখিতে দেখিতে সেই সকল গ্রাম আক্রান্ত হইয়া প্রায়িপুনা হইতেছে। এখন যে অল্পসংখ্যক গ্রাম বাকী আছে সুবিধ্ব জলবায়ু ও ওলাউঠার সংক্রমণের চাঞ্চল্য দেখিয়া অনুমিত হইতেছে, ঈশ্বর না করুন তাহারাও শীঘ্র আক্রান্ত হইবে। হায়! ওলাউঠা যে সকল গৃহে প্রবেশ করিতেছে, প্রায় সেই সকল গৃহস্থ নির্ম্মূল হইতেছে। কোন কোন গ্রামে ৩০ জন পর্য্যন্ত মরিয়াছে, অবশিষ্টগুলির সংবাদ এখন ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। ওলাউঠা পীড়াক্রান্ত বিপন্নগণের ক্ষুরক্রন্দনী আর্ত্তনাদে শ্রবণ বিদীর্ণ হইতেছে। এই বেহড়না গ্রামের একটী গৃহস্থ নির্ম্মূল হইয়াছে। গ্রামান্তর হইতে সংবাদ পাইতেছি, এক এক ঘরের মড়া ফেলিবার মনুষ্য নাই! শুনিলাম, এক গৃহস্থের চারি জন পরিবার রাত্রে আহার করিয়া শয়ন করিয়া মহা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছে। লোকের আর্ত্তন যে আর জীবন ধরা যায় না। অনেক গৃহস্থ স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে ও করিতেছে। গর্ভিনী স্ত্রীদিগের দুরবস্থা দেখিয়া অশ্রুপাত করিতে হয়। অনেক স্থলে ওলাউঠা শব্দের সার্থকতা সম্পাদন হইতেছে। এ অঞ্চলে একটীও চিকিৎসালয় নাই, সুতরাং ঘোর বিপদ। এই বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে, উপস্থিত ভয়ানক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণও পাঠ করণের ক্ষমতাক্ষম করিবার সাধ্য নাই। অধিক না বলিয়া আমাদের মাননীয় শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব ও মহামান্য শ্রীযুক্ত লেপটনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট নতজানু হইয়া গলদশ্রু নয়নে ও কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করি, অতি শীঘ্র উপযুক্ত ঔষধসহ ডাক্তর প্রেরণ করিয়া এ অঞ্চলের বিপন্নগণকে বাঁচান। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যেমন উদার ও পরোপকারী, তাহাতে আশা হইতেছে আমাদের (বিপন্নগণের) আর্ত্তনাদ অরণ্যে রোদনবৎ বিফল হইবে না। শীঘ্র ডাক্তার প্রেরণ না করিলে কোন ফল হইবে না, ইহা সুবুদ্ধবনী পাঠকগণ, এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে উপলব্ধি করিবেন। এমন ভয়ানক দুরবস্থার সময়েও হাটে শুষ্ক মৎস্য বিক্রয় হইবার বাধ নাই। উক্ত বিষয় নিবারণ কারণ, পুলিস কর্ম্মচারিদিগের প্রতি আদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। সম্পাদক মহাশয়! যথাস্থানে অনুরোধ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতে ত্রুটি হইবেন, আমাদের এমত বোধ হয় না।

২। সংপ্রতি বঙ্গোপসাগরে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে, এ স্থানের ২। ৩ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রাম ত্রয়ের তিন জন মহাজন ৯০০ শত টাকা মূল্যে তিন শত টাকার ধান কাপড়সহ একটী বড় নৌকা কলিকাতা হইতে খরিদ করিয়া ঘরে আসিতেছিল। ক্রীত কাপড় এক জন মহাজন লয়। কেবল ধান কাপড় ক্রেতা ও ছয় জন মাঝি নৌকায় ছিল। উক্ত জলযান হিজলীর নিকটস্থ সমুদ্রে উপস্থিত হইয়া কোন অজ্ঞাত কারণে মাঝিগণের অবশ হইয়া এমন প্রবল বেগে ধাবমান হইল যে, চালকগণ সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়া থামাইতে পারিল না। তাহা ক্রমে গভীর সমুদ্রে ধাবমান হইল। আরোহিগণ প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিল। এই প্রকারে দুই তিন দিন গত হইল। নৌকার গতি অহর্নিশ হইতেছে। তৃতীয় দিন অকূল গভীর সাগরে নৌকাকে জল মগ্ন হইতে দেখিয়া আরোহিগণ তদুপরিস্থিত গৃহের চালের উপরি দণ্ডায়মান হইয়া আর্ত্তনাদসহকারে মৃত্যুর ভয়ানক প্রতিমূর্ত্তি স্পষ্টতর দেখিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! এমন সময়ে মাদ্রাজ হইতে আগত এক জলযান বিপন্নগণের নিকটস্থ হইল। বিপন্নগণ কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া প্রাণরক্ষা করিবার প্রার্থনা করাতে উপস্থিত জলযানস্থ কয়েক জন আরোহী কাছি ফেলিয়া দিয়া বিপন্নগণকে উঠাইয়া লইয়া সাতটী মহাপ্রাণীর জীবন রক্ষা করিয়াছে। কি ভয়ানক! যাহে নৌকা, ক্রমশঃ জলমগ্ন হইয়া অদৃশ্য হইল। যাহারা ক্রমশঃ নৌকা জলমগ্ন হইবার কারণ অবগত আছেন, তাঁহারা সমুদয়াপেক্ষ উক্ত ঘটনাকে অসঙ্গত বোধ করিবেন না। জলোপরিস্থ নৌকার ভারত্বের অল্পতাই যে তাহার প্রধান কারণ পদার্থতত্ত্ববিৎ পাঠক মহাশয়গণের কাছে উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। বিপন্নগণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, উক্ত ঘটনা (বিপন্নগণের বিপদ্ধার) পুরীর দক্ষিণ বাকী মুহানার নিকটে ঘটিয়াছিল। উপরি উক্ত ঘটনার অভিন্ন হয় আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত পথের পরিমাণ দেড়শত ক্রোশের কম হইবে না।

৩। গত প্রবল ঝটিকায় স্কুল গৃহ ভূমিসাৎ হওয়াতে বেহড়না বালিকা ইংরাজী ও বাঙ্গালা স্কুলের সম্পাদকগণ স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ কারণ স্কুল কমিটিতে প্রস্তাব করাতে তাঁহারা দেশের অবস্থা বুঝিয়া মঞ্জুর করিয়া যথাস্থানে জানাইয়াছিলেন। সম্পাদক ও স্কুলের অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষগণও আশান্বিত হইয়াছিলেন। মঞ্জুর হইবার বিষয়ও মধ্যে শুনা গেল। তাহা পার্শ্ববর্ত্তী সকল বিদ্যালয়ের নিকটবর্ত্তী হইল। চারি মাসের পর অদ্য সরকারী চিঠি পাঠে জানা গেল, আইন বিরুদ্ধ বলিয়া গবর্ণমেণ্ট সম্পাদকগণের উক্ত প্রার্থনা না মঞ্জুর করিয়া অতিশয় গুরুতর মোকাম কারণ আদেশ করিয়াছেন। দুঃখের মুখের ন্যায় সঙ্গত বায় প্রার্থনীয় সকাশে দানের বেলায় যত নিষ্ঠুরতা ও আইন সঙ্গতি অন্বেষণ হয়। কিন্তু অন্যবিভাগে কাহার মুখ অন্ধকার বন্ধ হইবার সময়ে সে দিগে দৃষ্টিপাত না করিয়া বিলে স্বাক্ষর করা হয়। আমাদের উদার গবর্ণমেণ্টের উক্ত আদেশ নিরোপেক্ষ হয় নাই। কল কথা এই, যখন এ অঞ্চলের লোকের প্রতি ঈশ্বর বাম হইয়াছেন, তখন অনাবৃষ্টি হওয়া অথবা গবর্ণমেণ্টের হওয়া আশ্চর্য্য ও দুঃখের নহে।

১৯ এ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ সন } শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। বেহড়না।

উদ্ধৃত।

ভারতমহিমা।

(বঙ্গদর্শন।)

ভারতবর্ষের মহিমা নিবিড় তমসাচ্ছন্ন। ভারত ভূমি মানব সমাজের কি কি উপকার সাধন করিয়াছেন, ভারত সন্তানেরা জানিয়া, দেখেন কি না সন্দেহ। অথবা জানা যে বর্ত্তমান সময়ে, ইউরোপীয় জাতিরা ভিন্নদেশ হইতে ধর্ম্ম, জ্ঞানের নিকট হইতে ব্যবস্থা ও রাজনীতি, এবং গ্রীসের নিকট হইতে বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস দর্শন ও শিল্প প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ভূমণ্ডলের উন্নতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষ কিরূপ সহায়তা করিয়াছেন, আমাদিগের মধ্যে কয়জন লোকে অবগত আছেন? এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে অথবা এতদ্বিষয়ের সমালোচনা করিব।

বিজ্ঞান লইয়াই বর্ত্তমান সভ্যজাতিদিগের গৌরব। এই নিমিত্ত আমরা প্রথমে বিজ্ঞানের কথাই বলিব। সকলই বিজ্ঞানের মূল। বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে শাখা যে পরিমাণে গণিতের অধীন হয়, তাহা সেই পরিমাণে উন্নতি লাভ করে। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রকাশিত হইবার জ্যোতিষের এত উন্নতি। তাপ, তাড়িত, আলোক শব্দ প্রভৃতির কার্য্য সংখ্যা দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারায় তাহাদিগের সম্বন্ধে বিজ্ঞানবেত্তৃগণ কত অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে পদার্থ সকলের পরস্পর সংযোগ ঘটে, এই নিয়মের আবিষ্কর্ত্তা হইতেই রসায়ন উন্নতি

সোপানে আরোহণ করিয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক, গণিত শাস্ত্রে ভারতবাসিগণ কি কীর্ত্তি রাখিয়াছেন।

একণে অধিক দেশ সভ্য, তথাপি যে সংখ্যা-লিখন প্রণালী চলিতেছে, ভারতবর্ষেই তাহার উৎপত্তি। নয়টী অঙ্ক এবং শূন্যের সাহায্যে সমুদায় সংখ্যা লিখিবার রীতি ভারতবাসীরাই প্রকাশ করেন। এলফিন্‌ষ্টন সাহেব তদীয় "ভারতবর্ষের ইতিহাসে" স্বীকার করিয়াছেন, "পাশ্চিমখণ্ডের দশগুণোত্তর সংখ্যা লিখন প্রণালী হিন্দুদিগের সৃষ্টি। ইউরোপীয়া সমস্ত আরবদিগের নিকটে পাশ্চিমখণ্ডে শিক্ষা করিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন কিন্তু আরবেরা এই বিষয়ে হিন্দুদিগকে গুরু বলিয়া মানেন। এসিয়াটিক রিসার্চের দ্বাদশ খণ্ডে একজন আরব গ্রন্থকারকে উল্লেখ করিয়া লিখিত আছে, "হারুণ্‌অলরসিদের দশগুণোত্তর সংখ্যা লিখন প্রণালীর অঙ্কগুলির সৃষ্টিকর্ত্তা ভারতবাসীদিগকে বলেন ভারতবাসীরা যে এই অঙ্কগুলির সৃষ্টা ইহার প্রমাণ এক খণ্ড আরবী কবিতাবলীর গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। এজন্য বলা যাইতে পারে যে সংস্কৃত আরবী এবং পারসী পাশ্চিমখণ্ডের পুস্তকেই ভারতবাসীদিগকে সৃষ্টা বলিয়াই উল্লেখ আছে।"

কেবল পাটীগণিত নহে, বীজগণিতও ভারতবাসিদিগের সৃষ্টি। বর্ত্তমান ইউরোপবাসীরা বীজগণিতও মুসলমানদিগের নিকটে পাইয়াছেন বীজগণিতের নামটী আরবী "আলজিবর" হইতে সমুৎপন্ন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিওনার্ডো নামক ইতালীয় দেশীয় এক মুসলমানদিগের নিকটে বীজগণিত শিক্ষা করিয়া উহা স্বদেশে ইউরোপখণ্ডে প্রচার করেন। আরবেরা যে বীজগণিতের সৃষ্টা নহেন, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ আছে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহারা [illegible] এবং গ্রীক জাতির ছাত্র। [illegible] কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে ভারতবর্ষে আর্য্যভট্ট [illegible] এবং গ্রীসদেশে [illegible] আরবেরা তাঁহাদিগের [illegible] তিনি যে ভারতবাসী [illegible] সুবিখ্যাত [illegible] মহম্মদ বেন মুসা [illegible] এরূপ বীজগণিত প্রকাশ [illegible] তাঁহার অনেক [illegible] আল মামুনের সময়ে [illegible] সংস্কৃত [illegible]

সার রচনা করেন। তিনি হিন্দুদিগের গণনা তালিকা সংশোধন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তদবলম্বন পূর্ব্বক গণনা-তালিকা প্রস্তুত করেন, এবং তিনি ভারতবর্ষীয় সংক্ষিপ্ত গণনা প্রণালী শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রচার করেন। যে ব্যক্তি পাটীগণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুদিগের নিকটে পদে পদে ঋণী, সে ব্যক্তি যে হিন্দুদিগের বীজগণিত শিক্ষা করে নাই ইহা সম্ভব বোধ হয় না। কোল ব্রুক সাহেবও এইরূপ বিবেচনা করেন। তিনি বলেন "গ্রীক ও হিন্দুজাতি আরবদিগের পূর্ব্বে যে বীজগণিত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। আরবেরা বীজগণিতের স্রষ্টা বলিয়া দাবিও করেন না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহারা যে অন্যের নিকটে ঋণী, ইহা তাহারা স্বীকার করিয়া থাকে, এবং তাহাদিগের সর্ব্ব বাদিসম্মত কথা এই যে তাহারা হিন্দুদিগের নিকট সংখ্যা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল। তাহারা যে হিন্দুদিগের বীজগণিতও পাইয়াছিল, ইহা বেরূপ সম্ভব, যে গণিতবেত্তা ভারতবর্ষীয় পাটীগণিত শিখিয়া আরবদিগকে শিখাইয়াছিলেন, তিনি ভারতবর্ষীয় গণিতের কিছুমাত্র সাহায্য না পাইয়া বীজগণিত আবিষ্কার করিয়াছেন, একথা সেরূপ সম্ভব নহে।"

৭৭০ খৃষ্টাব্দে খলিফা আল্‌মামুনের রাজত্ব কালে প্রথম আরবগণিতবেত্তা কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় গণিতগ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে আর্য্যভট্টের জন্ম, ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে বরাহমিহিরের মৃত্যু, এবং ৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মগুপ্তের জন্ম। সুতরাং যে সময়ে আরবেরা ভারতবর্ষীয় গণিত প্রাপ্ত হইলেন, সে সময়ে এদেশে বীজগণিতের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। এত অধিক গণিত প্রাপ্তির পরে শতবর্ষাধিক কাল পর্য্যন্তও তাঁহারা গ্রীকগণিতের নিগূঢ় বিষয়গুলি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, এবং প্রায় দুই শতাব্দী গত হইলে পর ডিওফান্টসের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে পারিয়াছিলেন। অতএব আরবদিগের অনেক পূর্ব্বে এদেশে বীজগণিতের চর্চ্চা হইয়াছিল এবং তাঁহারা প্রথমতঃ এদেশেরই শিষ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দুরা গ্রীক গ্রন্থের কতটা বীজগণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন কি না বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। প্রেসিডী আবুল ফরজ নামক একজন অপর আরবী খৃষ্টান লেখক বলেন যে রোমক সম্রাট জুলিয়ানের সময়ে ডিওফান্টস গ্রন্থকর্ত্তা জীবিত ছিলেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ৩৬০ খৃষ্টাব্দ ডিওফান্টসের গ্রন্থকর্ত্তার কাল। সুতরাং তিনি আর্য্যভট্টের শত বর্ষের পূর্ব্বের লোক হইতেছেন। কিন্তু আর্য্যভট্টও ভারতবর্ষের প্রথম গণিতবেত্তা নহেন। তাঁহার পূর্ব্বে পরাশর, গর্গ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গণিতবিৎ পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব আর্য্যভট্টকে ডিওফান্টসের ছাত্র বলা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। আর্য্যভট্ট যে প্রকার বীজগণিতে জ্ঞান দেখাইয়াছেন, তাহা যে কেবল ডিওফান্টসের অপেক্ষা অনেক অধিক এরূপ নহে। [illegible] বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ খণ্ডে তদপেক্ষা অধিক দূর হইত না। এস্থলে আর একটী বিষয়ও বিবেচনাযোগ্য। ডিওফান্টস ব্যতিরিক্ত আর কোন গ্রীক বীজগণিতকারের নাম এবং গ্রন্থ কোথাও পাওয়া যায় না, এবং প্রাচীন গ্রীক ভাষায় বীজগণিতবোধক একটী শব্দ নাই। গ্রীস দেশে বীজগণিতের চর্চ্চা থাকিলে এরূপ হইত না। ইহাতে সন্দেহ হয় যে ডিওফান্টস বিদেশীয় লোকের নিকটে বীজগণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন এই সন্দেহটী যে অমূলক নহে, এসিয়াটিক রিসার্চের দ্বাদশ খণ্ড পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায়। উহাতে লিখিত আছে, ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে বয়েলি নামক এক ব্যক্তি একখানি বীজগণিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন, এবং উক্ত গ্রন্থে তিনি বলেন যে তিনি এবং রোমের একজন উপাধ্যক্ষ ডিওফান্টসের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকারদিগের ব্যবহার উল্লেখ দেখিয়া জানিয়াছিলেন যে আরবদিগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়েরা বীজগণিত জানিতেন। অতএব ভারতবর্ষই যে বীজগণিতের উৎপত্তি স্থান, তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।

গণিতের পরে রসায়ন দ্বারাই বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু রসায়নের মূলও ভারতবর্ষ। ইউরোপীয় কিমিষ্ট্রি বা রসায়ন আলকিমী হইতে সমুদ্ভূত। কিন্তু আলকিমী শব্দটী আরবী। ইহাতেই জানা যাইতেছে যে আরব দলের নিকট হইতেই ইউরোপবাসিগণ ইহা প্রথম শিক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু আরবেরা এতদ্দেশ হইতে এবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। চরক ও সুশ্রুত এদেশের প্রধান চিকিৎসাগ্রন্থ। আরবেরা বিদ্যা শিক্ষার প্রতি মনোযোগ করিতে আরম্ভ করিয়া অল্পকাল মধ্যে চরক এবং সুশ্রুতের অনুবাদ করিয়া লয়, এবং গ্রন্থ দ্বারাপরে ভারতবাসীদিগের নিকটে আপনাদিগের ঋণ স্বীকার করে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বোগদাদের বিখ্যাত খলিফ হারু

নাল রসিসের সভায় দুইজন হিন্দু চিকিৎসক ছিল। হিন্দুরা যে কেবল ভাল চিকিৎসক ছিলেন এরূপ নহে, তাঁহারা রাসায়নিক বিশ্লেষণেও বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। এলফিনষ্টোন সাহেবের "ভারতবর্ষের ইতিহাসে" লিখিত আছে যে তাঁহারা গান্ধকিক অম্ল যাবক্ষারিক অম্ল ও লাবণিক অম্ল তাম্র লৌহ সীসক হ্যার এবং স্বর্ণের অম্ল জানিত। ইত্যাদি অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্ভূত যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারিতেন। এই পদার্থগুলির মধ্যে গান্ধকিক অম্লকে হিন্দুরা মহাম্লাবক নাম দিয়াছেন এবং এ নামটী যেরূপ যুক্তিসঙ্গত, ডাক্তার ওখানসী লিখিত কতিপয় পংক্তির নিম্নস্থ অনুবাদ দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে—"এই দ্রাবকের সাহায্যে আমরা যাবক্ষারিক লাবণিক প্রভৃতি অন্যান্য দ্রাবক প্রস্তুত করিয়া থাকি। ইহা হইতেই আমরা শর্করা সোডা হরীতকাদি উৎপাদন করিতে পারি। ইহা রঞ্জকবের প্রক্রিয়ায় আবশ্যক, এবং ইহা হইতেই আমরা কালোমেল, কুইনাইন প্রভৃতি মহৌষধি পাইতেছি। বস্তুতঃ যে সময়ে ইউরোপে অম্ল দ্রাবে গান্ধকিক অম্ল প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে রাসায়নিক শিল্পজাত সম্বন্ধে ইউরোপের মহত্ত্বের প্রারম্ভ হইয়াছে।"

এক্ষণে দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে ইউরোপখণ্ডে যে প্রকার ব্যাখ্যা অবলম্বিত হইতেছে, তাহারও উৎপত্তি ভারতবর্ষে। কুমারিল ভট্ট লিখিয়াছেন।

"প্রজাপতিস্তাবৎ প্রজাপালনাধিকারাদ্রাজা দিত্যবোচ্যতে। সচাকুণোদয়ুবেলায়ামুষস্যুচ্চা দাদ্রজ্যোতি সা অদ্যায়মনায়েত্যেবমাদ্যায়ত্ত ইতি তত্ত্ব হিতুদ্বেন ব্যপদিশ্যতে। তস্মাৎ চারুণ কিরণাখ্যরৌদ্রনিক্ষেপাৎ স্ত্রীপুরুষ সংযোগবদুপচারঃ। সমস্তস্তেজাঃ পরমেশ্বরস্যমি,মতেজ শব্দ বাচ্যঃ সবিতৃতাদাত্ম্য লীয়মানতয়া ত্রাত্রেরহস্যা শব্দ বাচ্যায়াঃ ক্রিয়াত্মক করণ হেতুত্বাম্মীর্ত্যতে স্যাদমেন বোদিতেন বেত্যাহলাক্ষার ইত্যুচ্যতে ন পবস্ত্রীত্বাভিধায়াং।" অর্থাৎ

"প্রজাপালন করেন বলিয়া সূর্য্যকে প্রজাপতি বলে। অরুণোদয় সময়ে তাঁহার আগমনে উষার উৎপত্তি, এজন্য উষাকে তাঁহার স্ত্রী বলা হয়। উষার সহিত তাঁহার তেজঃসংযোগ ঘটে, এ জন্য উভয়কে স্ত্রীপুরুষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। তেজোময় সবিতা ঐশ্বর্য্য হেতুক ঈশ্বরপদ বাচ্য। অহন্ অর্থাৎ দিনকে লয় করে বলিয়া রাত্রির নাম অহল্যা। সেই রাত্রিকে ক্ষয় বা জীর্ণ করেন বলিয়া ইন্দ্র অর্থাৎ সবিতাকে অহল্যাজার বলে, ব্যভিচার জন্য নহে।"

যে ভট্ট মোক্ষমূলর ইউরোপে দেবতত্ত্ব ব্যাখ্যার পথ খুলিয়াছেন, তিনিই প্রাচীন ঐতিহ্য ও সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থে উপরি ধৃত সংস্কৃত পংক্তি কতিপয় প্রথমে উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং উহা হইতেই যে তিনি দেবতত্ত্বের মৌর ব্যাখ্যা অবলম্বন করিতে লিখিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

ভারতবর্ষ হইতে ভূমণ্ডলের আরও অনেক উপকার হইয়াছে। যে প্রথর প্রতিভা হইতে পাণিনিপ্রসূত, বীজগণিত ও রসায়ন সমুদ্ভূত, তাহারই গুণে একটী নূতন ধর্ম্মমালারও সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীতে তিনটী ধর্ম্মমালা আছে। চীন দেশীয়, কিনিসিয়, এবং ভারতবর্ষীয়। চীনদেশীয় ধর্ম্মমালা চীন এবং জাপানে প্রচলিত, কিনিসীয় ধর্ম্মমালা য়িহুদী, মুসলমান এবং ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে চলিতেছে। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মমালা ভারতবর্ষ, পূর্ব্ব উপদ্বীপ, তিব্বত সিংহল ও বালিদ্বীপে দৃষ্ট হয়। কণ্ঠ, তালু মূর্দ্ধা দন্ত ওষ্ঠ এইরূপ উচ্চারণস্থানভেদে বর্ণোৎপত্তি কল্পিত বলিয়া ভারতবর্ষীয় বর্ণমালাটী যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত অন্য দুইটী তদ্রূপ নহে।

কিন্তু ধর্ম্ম ও রীতি বিষয়েই ভারতবর্ষ মনুষ্য সমাজের মহদুপকার করিয়াছেন। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে একদেশে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া জগন্মণ্ডলে প্রেমপূর্ণ সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম প্রথম প্রচার করেন। তিনি রাজার পুত্র ও রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়া রাজভোগে ছিলেন। ক্ষমতাশালী পিতা, স্নেহময়ী মাতা, পতিপ্রাণা পত্নী, সুন্দর সুত, আজ্ঞাবহ দাস দাসী, অপরিমেয় অর্থ, এ সকল তাঁহার ছিল। কিন্তু এ সকলে তাঁহার মনস্তুষ্টি হইল না। তিনি মানবজাতির দুঃখে কাতর হইয়া রাজভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষ পথের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। ক্রমে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু খুলিল। জাতিভেদ ও অবস্থাভেদ তাঁহার আর দৃষ্টি রোধ করিল না। তিনি দেখিতে পাইলেন যে মুক্তিপথে প্রবেশ করিতে সকলেরই সমান অধিকার। যিনি লোকের যন্ত্রণা অবলোকন করিয়া ব্যাকুল, তিনি পরদুঃখ দেখিতে পারিবেন কেন? তাঁহার জন্য হইতে এই মহাবাক্য নিঃসৃত হইল, "অহিংসাই পরম ধর্ম্ম" মনুষ্য হউক বা অপর জীব হউক তাহাকেও কষ্ট দিবে না সকলকে সুখে রাখিবার চেষ্টা করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং বহুসংখ্যক সঙ্কর জাতির বিবাদভূমিতে একতার বীজ রোপিত হইল। আর্য্য ও ম্লেচ্ছ একই বন্ধনে বদ্ধ হইবার উপায় হইল। ক্রমে সুগভীর সুবিস্তীর্ণ সিন্ধুসলিল অতিক্রম করিয়া তুষারমণ্ডিত মেঘভেদী তুঙ্গশৃঙ্গ শৈলমালা উল্লঙ্ঘন করিয়া মঙ্গলবার্ত্তা দূরদেশে ছুটিল। সমুদ্র পার হইয়া সিংহলদ্বীপে হিমালয় অতিক্রম করিয়া চীন সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের উজ্জ্বল তরঙ্গ লাগিল। পূর্ব্বে লোকে আপন আপন ধর্ম্ম লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, সত্য ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া সমুদায় মনুষ্য জাতিকে একধর্ম্মাক্রান্ত করিতে হইবে, এ নূতন ভাব বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভূমণ্ডলে প্রথম উদিত হইল। ধর্ম্মপ্রচারকগণ দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নূতন উৎসাহে প্রীতিবিস্ফারিত হৃদয়ে তাঁহারা জগতের হিতসাধন ব্রতে ব্রতী হইলেন। সিন্ধু বা ব্রহ্মপুত্র সাগর বা হিমাচল কিছুতেই তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে পারিল না। এইরূপে খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বেই সিংহল দ্বীপ হইতে চীন পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তিময়ী পতাকা উড্ডীন হইল। অদ্যাপি ভূমণ্ডলে বুদ্ধদেবের যত শিষ্য আছে, তত আর কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের নাই। সমস্ত সকল জাতি, সকল বর্ণের জন্য দ্বার উদ্ঘাটন করেন। পরে খ্রীষ্টধর্ম্মের ঈশা এবং আরববাসী মহম্মদ সেই পথের পথিক হন। কিন্তু ঈশার প্রীতি মহজ্জাতি পর্য্যন্তই বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, উহা বৌদ্ধদেবের দয়ার ন্যায় সমুদায় জীবগণকে ক্রোড়ে ধারণ করে নাই। মহম্মদ ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতে গিয়া ধরণীমণ্ডল রক্তস্রোতে প্লাবিত করিয়াছেন। বলদর্পী বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তার হয় নাই। বুদ্ধদেবগণ অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, কখন কখন শস্ত্র প্রয়োগ ভুষানলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু অস্ত্র দ্বারা শারীরিক বিক্রমদ্বারা তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করিতে চেষ্টা করেন নাই। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মগধপতি অশোক বা প্রিয়দর্শী প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষের সম্রাট ছিলেন। পাষাণময় গিরিগাত্রে স্থানে স্থানে তাঁহার যে সকল অনুজ্ঞা পত্র ক্ষোদিত আছে তাহাতে লোকের মঙ্গলসাধনার্থে যে প্রকার যত্ন এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রতি যেরূপ উদার ভাব লক্ষিত হয়, তদ্দর্শনে বর্ত্তমান সভ্যতাভিমানী ইউরোপবাসী নরপতিদিগেরও লজ্জা পাইতে হয় সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্য ক্রমে এক্ষণে বৌদ্ধমতাবলম্বী জাতিগণ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা হীন মনে করা যায়। কিন্তু যে কেহ মনোযোগপূর্ব্বক ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন যে পাশ্চাত্যভূখণ্ডে যে ঈশা যে প্রেম এত বিস্তীর্ণ করিয়াছেন, পূর্ব্বভূখণ্ডে বুদ্ধদেবপ্রবর্ত্তিত প্রেমালোক কোন ক্রমেই তদপেক্ষা হীনপ্রভ নহে। যখন মনে হয় যে অল্পদিন হইল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী জাপান রাজ্যের নরপালগণ স্বদেশের উপকারার্থে সম্রাটের হস্তে আপন আপন সৈন্য গজ ও রাজকোষ সমর্পণ করিয়াছেন এবং জাপান বাসিগণ মহোৎসাহসহকারে উন্নতপথে অগ্রসর হইতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেছেন, তখন আশা হয় বুঝি এসিয়া খণ্ডের পুনর্ব্বার মহত্ত্ব হইবার দিন উপস্থিত হইতেছে।

ভারতবর্ষ ভূমণ্ডলের জ্ঞান ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া আর যে রূপ উপকার করেন নাই এরূপ নহে। এতদ্দেশবাসিগণ সিংহল, যব ও বালিদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া তথায় সভ্যতার সুপ্রপাত করেন। সিংহলের ঐতিহ্যগ্রন্থ সকল যে পালিভাষায় লিখিত তাহা ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত। সিংহলের রাজবংশ বাঙ্গালা। বালিদ্বীপে অদ্যাপি হিন্দু দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে ও তথাকার পুরাণ হইয়া থাকে এবং তথায় যে কবিতা রচিত হইয়াছে তাহা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বকালে সিংহল ও জাবদ্বীপবাসীরা ভারতবর্ষীয়দিগকে মুক্তা ও দারুচিনি এলাচ প্রভৃতি লইয়া আসিয়া ভারতবর্ষীয়গণ পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রেরণ করিতেন। এইরূপে তাঁহাদিগের সাধুব্রত বালিদ্বীপে গুণে পঞ্চমী কিনসীয় গ্রীক, রোমক প্রভৃতি অনেক জাতি উপকৃত হইতেন। এক্ষণে সভ্য সমাজে যে কার্পাসবস্ত্রের বহুল ব্যবহার, তাহা উৎপন্ন ভারতবর্ষে। সকলেই স্বীকার করেন যে কার্পাস পশমজাতের

জন্মভূমি ভারতবর্ষ। যে সময়ে প্রায় খৃষ্ট জন্মের পঞ্চদশশতবৎসর পূর্ব্বে লিখিত ভারতেতিহাসে তুলা কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, সুতরাং তাহার প্রাচীন কালেও এতদ্দেশে কার্পাস বস্ত্র ব্যবসায় প্রচলিত হইয়াছিল। এত দ্বারা ইজিপ্ত, গ্রীস ও রোমক প্রভৃতি জাতিগণ যে ভারতবাসী বণিকের নিকট হইতে রেশমের কাপড় পাইতেন তাহারও প্রমাণ আছে। রেশমের উৎপত্তি চীনেই হউক বা ভারতবর্ষেই হউক ইউরোপের প্রাচীন সভ্য জাতিগণ যে এতদ্দেশ হইতে পট্টবস্ত্র প্রাপ্ত হইতেন তাহার সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ বহুকাল পর্য্যন্ত অধিকাংশ সভ্য জনপদের বাপ্পীয় ও রেশমী কাপড় যোগাই য়াছেন। ইংরেজদিগের লিখিত গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় যে এতদ্দেশ হইতে পট্টবস্ত্র প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ঘরে ঘরে চরকা ঘুরিত এবং গ্রামে গ্রামে বস্ত্র ব্যবসায়ী লোক ছিল কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। আমরা পশমের বস্ত্রের জন্যও ইংরেজদিগের মুখ চাহিয়া থাকি। মাঞ্চেষ্টরের কলের কাপড়ই এখন মাদ্রাজের প্রধান আদরের হইয়াছে। সকল বিষয়েই এইরূপ। যে দেশে পাশ্চাত্যবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, ও বাষ্পের সৃষ্টি, সেই দেশের লোকেরাই এখন বিদেশী বিজ্ঞানের ছিটা ফোটা পাইয়াই আপনাদিগের জন্ম সার্থক জ্ঞান করেন, যে দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি, সেই দেশের কৃত বিদ্য ব্যক্তিরা সামান্য বিলাতী লেখকদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে গুরু বলিতে লজ্জিত হন না। আর কতদিন এইরূপ চলিবে? হে ভারত সন্তানগণ ক্ষান্ত! পূর্ব্ব মহিমা স্মরণ পূর্ব্বক সকলে একবার আপনাদিগের দুরবস্থা মোচনের চেষ্টা কর। তোমরা কে ছিলে এবং কি হইয়াছ, তা ভাবিয়া কি দেখিয়াছ?

—০—

শস্যের মূল্য।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকায় নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত মূল্যে শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম চাউল	সামান্য চাউল।	গম।	
	সের	সের	সের	সের
বর্দ্ধমান	৯॥	৪৯॥	॥০	১৪
নদীয়া	১৪	১৯	১৫৪	১৫।
মুরশিদাবাদ	১৪	১১৪	১৩॥	১৬
যশোহর	১০৩ ৪	১৮	১৪	১৮
খুলনা	৵৯৯-১০	১২ (?)	১৩-১৫॥	১৪
ফরিদপুর	১০	১৩	১৩॥	১৫।
বাখরগঞ্জ	১১	৵৯	১৫	১৫।
ময়মনসিংহ	১৩	৪১।	১৩'	১৩
চট্টগ্রাম	১৫	৪০	১২	৵৯
নওয়াখালী	১৪	৪০	১১	
ত্রিপুরা	১৩	৪১	১৩	১২
চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ	১২।	৪০৵		
পাটনা	১৪॥	৪৫	৪২	১৯
গয়া	১১	৪২	৪০	১৩
সাহাবাদ	১১	১৮	৪২	১৫২
পশ্চিম ত্রিহুত	৵৯	১৮	৪৫	১৪
সারণ	৵৯	৪০	৪০	১৫॥
চম্পারণ	১০	১১৪	১৭	১৪
মুঙ্গের	১২৷৵	১৯৵	৪২৵	১৯৵
ভাগলপুর	৪১৷৵	১২৸	৪১৷৵	১৮৵
পূর্ণিয়া	৪০	৪২	৪০	১৩
সাওতাল পরগণা।	১২	৪১	১৩	১৩
কটক	১৮৵	৪৪৸৵	১২৪৵	৪১
পুরী	১৭৵	৪৪৸৵	১৮৷৵	১৭৵
বালেশ্বর	১৩	১১	৵৮	১২
কাঞ্জারীবার	১০	১০	১৩	১২
লোহারডগা	১৮	৪২	১২	৵৯
সিংভূম	১৪	৪৪	১৩	১২
মানভূম	১৪	৪১॥	১৩	১২

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ১৯ এ ফেব্রুয়ারি

নদীর নাম	সর্ব্বকর্ম্মতি জল। ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	৩	
চুয়াডাঙ্গা ৩ মাইলের মধ্যে	২	৩
তথা হইতে জলিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৩	
জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১	৩

সন ১৮৭৫ সালের ১৫ ই ফেব্রুয়ারি বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	১	৯

বহরমপুর ২২ এ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫সাল } জি, এচ, ইষ্টউইক সি ই এগজিকিউটিবইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ব বু সুরেন্দ্রনাথ দাস কলিকাতা ৪৪০

" " ব্রজগোপাল গোস্বামী —খিরিয়পুর ১০

শ্রীরামপুর পব্লিক লাইব্রেরি ১০

" " ভুবনমোহন সিংহ মজেরোল ৪৪০

" " উৎসবচন্দ্র মৈত্রেয়—বগুড়া ৪৪০

—০—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫৩০ টাকা। চয় মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। মোট, হুণ্ডি, বহাল চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অনাত্তর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

যে সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার বাকল পুর সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ১৭ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ২৫ এ ফাল্গুন। ইং ১৮৭৫। ৮ ই মার্চ্চ।
মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৯ এ ফাল্গুন হইতে তিন দিবসের জন্য বারুইপুরে হিন্দুমেলা আরম্ভ হইবে। স্বদেশ হিতৈষী মহোদয়গণ স্ব স্ব আয়ত্তাধীন স্থানের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া মেলার আট দিন পূর্ব্বে বারুইপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের নামে কিম্বা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে প্রেরণ করিলে ঐ সকল বস্তু মেলার স্থলে পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট হইলে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে।

বারুইপুর
১৩ ই ফাল্গুন
১২৮১ সাল।

শ্রীনবগোপাল বসু।
বারুইপুর হিন্দুমেলা।
অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক।

—০০—

বেঙ্গল ফারেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট
জলপাইগুড়ি ডিবিজন।

বক্সা দোন রক্ষিত জঙ্গল হইতে শালকাষ্ঠ (লগ্) বক্সা দুয়ারের অধীন কালজনী নদীর উপর (যাহা ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে) আলিপুরে ১৮৭৫ সালের ২৯ এ মার্চ্চ তারিখে বাৎসরিক নিলামে বিক্রয় হইবেক। কমবেশ ৭০০ শাল কাষ্ঠ (লগ্) বিক্রয়ের জন্য দেওয়া যাইবেক। বিক্রয়ের নিয়ম মূল্যের টাকার শত করা ২০ টাকা নিলামের তারিখে দিতে হইবেক এবং বাকি টাকা দশ দিনের মধ্যে দিতে হইবেক। ডেপো হইতে সমুদয় কাষ্ঠ তিন মাসের মধ্যে স্থানান্তর করিতে হইবেক।

এই সকল নিয়মের কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে কাষ্ঠ সকল পুনরায় গবর্ণমেণ্টের হইবেক। লাটের বিস্তারিত বৃত্তান্ত আলিপুর ডেপোতে কিম্বা নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট আবেদন করিলে পাইতে পারিবে।

আলিপুর
১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫

এ. জি. গ্রোম
ডেপুটী কনসর্ভেটর অব ফরেষ্ট

—:০:—

আগামী ২৩ এ ফাল্গুন শনিবার, ২৪ এ ফাল্গুন রবিবার ও ২৫ এ ফাল্গুন সোমবার বোয়ালিয়া ধর্ম্ম সভার দশম বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

—

চন্দ্রলেখা ও শশিকলা নামে দুই খানি নাটক শ্রীযুক্ত রাধামাধব হালদার কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ৭১ নং আপার চিৎপুর রোডস্থ বিদ্যারত্ন যন্ত্রালয়ে ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য প্রত্যেক খণ্ডের ১ টাকা, ডাকমাসুল অতিরিক্ত /০ আনা মাত্র।

—০—

সুপ্রসিদ্ধ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত—

বাল চিকিৎসা	মূল্য ৩৷৷০	ডাকমাসুল	৵
ব্যবস্থামালা	১৷৷০	ঐ	৵
সুচিকিৎসাবান্ধব	৷৷০	ঐ	/

জেমুয়া কাম্পীতে গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

কলিকাতা
হিন্দুহষ্টেল
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—০:০—

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম ডি কৃত প্রাক্‌টিস অব মেডিসিন—

৫খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷০ এ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷০ একত্রে লইলে ১৮ ডাকমাসুল ১৵ মাত্র। এনাটমি প্রথম খণ্ড ২ ডাক মাসুল ।/০ মাতৃশিক্ষা ২ ডাক মাসুল ।০, এতদ্ভিন্ন আমার নিকট প্রায় যাবতীয় বাঙ্গালা ডাক্তারি পুস্তক পাওয়া যায়, আবশ্যক হইলে লিষ্ট পাঠান যাইবে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহষ্টেল ২৮৮ নং বাটী।

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ম্যালেরিয়া প্লীহা যকৃৎ নূতন ও পুরাতন জ্বর জীর্ণ ও বিষম জ্বর পালাজ্বর ও সর্ব্ব প্রকার প্রদর প্রমেহ কষ্টপ্রদ বিসূচিকা ও সর্ব্ব প্রকার উদরের পীড়া উদরী শোথ উন্মাদ শিরো রোগ চক্ষুর রোগ সর্ব্ব প্রকার কাশ ও কুষ্ঠ [illegible] নানা প্রকার রোগ নাশক দেশীয় ও ইংরাজী বিবিধ প্রকার উত্তম ঔষধ প্রস্তুত আছে যাঁহারা এই চিকিৎসালয়ের চিকিৎসাধীন হইবেন, তাঁহারা বিনা মূল্যে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। অন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ঔষধ লইতে ইচ্ছা করিলে অন্যান্য চিকিৎসালয় অপেক্ষা স্বল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশীয় রোগী চিকিৎসালয়াধ্যক্ষের নিকট পত্র

লিখিলে ঔষধের মূল্যাদির বিষয় জানিতে পারিবেন।

১২।১।৭৫ বাকইপুর } শ্রীপ্রাণনাথ চক্রবর্ত্তী

এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি
মতে ওলাউঠা
রোগের
মহৌষধ।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি মতে কর্পূরের আরোক বিসূচিকা রোগের মহৌষধ। এই মারাত্মক ব্যাধির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই ইহা বমন ও অতিসার অগ্রেতে নিশ্চিতই নিবারণ করে। অঙ্গগ্রহ অর্থাৎ হাত পায়ে খিল ধরা নিবৃত্তি এবং হস্ত পদাদির উষ্ণতা পুনঃ প্রদান করে।

শিশির সহিত যে ব্যবস্থা পত্র আছে তদ্দ্বারা সকলেই বিনা উপদেশে চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

টীকিটে আমার নাম দেখিয়া লইবেন। প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা। ১০ টাকার অধিক লইলে শত করা হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৭১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু নবেশচন্দ্র সাহা কোম্পানির দোকানে, গোরাচাঁদে এবং আমার নিকটে পাইবেন।

ডাক্তার শ্রীরাজকৃষ্ণ নিয়োগী
পোষ্ট শিবাজপঞ্জ।

পত্র।

বহুমানাস্পদ
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু—
মহাশয়!

আমি প্রজা সমূহের ওলাউঠা নিবারিতে যার পর নাই চেষ্টা করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল পাই নাই। তৎপরে আপনার কর্পূরের আলোক দ্বারা প্রজাদিগকে সেই ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম নিবেদনমিতি।

১২৮১ ২রা অগ্রহায়ণ। } শ্রীমহেশচন্দ্র ভাদুড়ী জমীদার— গোপালপুর

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি দ্বাবিংশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণি সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। ইহার দ্বারা বহুতর রোগী ১ বা ১৷ মাত্রার মধ্যে আরোগ্য হইতেছে। বিদেশীয় কেহ পত্র সহিত ৩৷ টাকা পাঠাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব, আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং গ্রীহা যকৃৎ ও গ্রীহা সূত্রে যকৃৎ কাশ আমাশয় শোথ এবং কাশ ও হাপ কাশ এই সকল নিবারণের মহৎ ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছি। অন্ততঃ ১ বা ১৷ মাত্রার মধ্যে সকল রোগ আরোগ্য হইবেক। গ্রীহা যকৃৎ ৫ টাকা ও গ্রীহা যকৃৎ শোথ ১০ টাকা এবং কাশ ও হাপ কাশ ১০ টাকা এইনিয়মে বিদেশীয় পত্র সহিত টাকা পাঠাইলে ঔষধ পাঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন। আর রোগী আমার নিকট আসিলে দান করিব।

২৪ এ পৌষ ১২৮১ গোবর ডাঙ্গা জেলা নদীয়া। } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ
নীতিশিক্ষার উপ-
যোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	৷৷০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৶০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৶০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাশুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন আধ আনামূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

২৫ এ ফাল্গুন সোমবার।

প্রথমে অনুমান করা হইয়াছিল, মল হরণাওর বিচার কার্য্য ২০ দিনে শেষ হইবে, এখন অনুমান হইতেছে এক মাসেরও অধিক লাগিবে। যেরূপ সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইতেছে, এবং সরজেণ্ট বালেণ্টাইন যে প্রকার জেরা করিতেছেন, তাহাতে অল্প দিনে যে বিচার কার্য্যের শেষ হয় এরূপ সম্ভাবনা নাই। বিচার কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বে মকদ্দমা সম্বন্ধে কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করা অথবা কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা বিধেয় হয় না। কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করিলে সে সিদ্ধান্ত সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া সপ্রমাণ হওয়াও সম্ভাবিত নহে। অতএব আমরা এক্ষণে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি, সেটী আমাদিগের সিদ্ধান্ত বাক্য পাঠকগণ যেন এরূপ বিবেচনা না করেন। জবানবন্দী গুলি পাঠ করিয়া আমাদিগের মনে এই প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, চাণক্য নন্দবংশের উন্মূলন ও নন্দের অনুরক্ত মন্ত্রী রাক্ষসকে স্ববশে আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে যে প্রকার কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলেন, বরদা সম্বন্ধেও যেন সেইরূপ কিছু ঘটিয়াছে। যদি সে ঘটনা ঘটিয়া থাকে, বরদা ব্যাপারটী ক্রমে দুষ্কর হইয়া উঠিল। লার্ড নর্থব্রুকও অধিকতর সঙ্কটে পতিত হইতে চলিলেন।

মহারাজ হোলকরের বিদায় গ্রহণ ও মিত্র রাজগণ।

মহারাজ হোলকর ২ রা মার্চ্চ মঙ্গলবার গবর্ণর জেনরলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ দিবস গবর্ণমেণ্ট হাউসে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ এক দরবার হয়। অপরাহ্ণ ৪ টা ১৫ মিনিটের সময়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মিলিটারি সেক্রেটারি অণ্ডর সেক্রেটারি ও গবর্ণর জেনরলের আডিকঙ্ক গবর্ণর জেনরলের দুই খানি গাড়িসহ আসিয়া বালিগঞ্জ হইতে মহারাজকে লইয়া যান। মহারাজ গবর্ণমেণ্ট হাউসে উপনীত হইলে গবর্ণর জেনরল অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে সিংহাসন শোভিত গৃহে লইয়া গেলেন এবং আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহাকে ও তাঁহার দুই পুত্র ও অন্যান্য সরদারদিগকে উপবেশন করাইলেন। গবর্ণর জেনরলের বাম পার্শ্বে ফরেন সেক্রেটারি ব্রিগেডিয়ার জেনরল প্রভৃতি উপবেশন করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ কথোপকথনের পর অণ্ডর সেক্রেটারি মহারাজের সরদারদিগকে গবর্ণর জেনরলের সমক্ষে লইয়া গেলেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকে এক একটী সোণার মোহর নজর দিলেন। গবর্ণর জেনরল স্পর্শ করিয়া তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। দরবারের অবসান কালে গবর্ণর জেনরল স্বয়ং মহারাজকে, ফরেন সেক্রেটারি তাঁহার পুত্র দ্বয় ও প্রধান সরদারদিগকে এবং অণ্ডর সেক্রেটারি অন্য অন্য ব্যক্তিকে আতর ও পান দান করিলেন। তাহার পর মহারাজ বিদায় হইলেন। অণ্ডর সেক্রেটারি ও এডিকঙ্ক তাঁহাকে পুনরায় গবর্ণর জেনরলের গাড়িতে করিয়া বালিগঞ্জে পৌঁছিয়া দিলেন। দরবারকালে বাদ্যোদ্যম ও মহারাজের গমনাগমন-কালে ১৯ টী করিয়া তোপধ্বনি হইল।

মলহর রাও হোলকর হোলকর বংশের আদি পুরুষ। তিনি এক জন সামান্য মেষপালের পুত্র। তাঁহার অসামান্য সাহস ছিল। তিনি সেই সাহসগুণে বাজি রাওর প্রিয়পাত্র হন। তাহাই তাঁহার ভাবী উন্নতির মূল হয়। এই বংশ সামান্য মূল হইতে উত্থিত হইয়াও একণে ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে অসামান্য কাণ্ডের অভিনয় করিয়াছেন, এখনও এই বংশ মহারাষ্ট্র দেশে অসামান্য গৌরবশালী হইয়া আছেন। বর্ত্তমান মহারাজ একজন উপযুক্ত লোক। তাঁহার উপযুক্ত মন্ত্রী সর মাধব রাওর গুণে তাঁহার প্রতিভার অধিকতর প্রভা বৃদ্ধি হইয়াছে। যে সকল কার্য্য দ্বারা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে, তাদৃশ কার্য্যে তাঁহার মহোৎসাহ ও সবিশেষ অধ্যবসায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার সেই অধ্যবসায়বলে ও মন্ত্রির উৎসাহদানে তাঁহার রাজ্যে বস্ত্রের কল প্রভৃতি অনেক হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বরদা সম্বন্ধে যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে এদেশীয় মিত্ররাজগণের পূর্ব্ব সম্বন্ধের বহুল পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদিগের স্থায়িত্ব বিষম সংশয়াক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদিগের শিরঃ প্রদেশে ইংরাজী সমাচারপত্ররূপ ফণী ফণা ধরিয়া আছে, এক পার্শ্বে রেসিডেণ্ট অপর পার্শ্বে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দুটী অতলস্পর্শ ভয়ঙ্কর হ্রদরূপে শোভা পাইতেছে, মধ্য স্থলে বিতস্তিপ্রমাণ পথ, সেই পথে অতঃপর মিত্ররাজগণকে গমনাগমন করিতে হইবে। একটু অসাবধান হইলেই অমনি পদস্খলন, তখনি পতন, অমনি প্রাণত্যাগ। সে দুরন্ত হ্রদে পতিত হইলে পুনরুত্থানের সম্ভাবনা নাই। অতএব মিত্র রাজগণের মধ্যে যাঁহারা যোগ্য লোক, তাঁহাদিগকে ও ক্রমেই অধিকতর যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে। সে যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইলে দেশীয় রাজনীতিতে আর চলিতেছে না। ইংরাজী রাজনীতি ও পদ্ধতির শরণ লইতে হইবে। ইংরাজী পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে তখন যদি রাজ্য মধ্যে অন্যায় অত্যাচার ও অবিচার হয়, রাজগণ দোষভাগী হইবেন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ দূরবর্ত্তী প্রদেশগুলির অবস্থার অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, কত স্থানে কত অত্যাচার ও কত অবিচার হইতেছে, কিন্তু তাহাতে কথা নাই। ইংরাজী রাজনীতির এইটী মহৎ গুণ।

অতএব মহারাজ হোলকর কলিকাতায় আসিয়া যদি কিছু ইংরাজী রাজনীতি শিখিয়া গিয়া থাকেন, মঙ্গলের হইয়াছে। যদি তাহা না করিয়া কেবল গবর্ণর জেনরলের আনুগত্য, কলিকাতার শোভা দর্শন ও রাজা হরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা প্রভৃতি করিয়া গিয়া থাকেন, ঠকিয়া গিয়াছেন। যখন উল্লিখিত ইংরাজী সমাচার পত্র রেসিডেণ্ট ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঘূর্ণবায়ু স্বরূপ হইয়া তাঁহাকে মহা আবর্ত্তে নিক্ষেপ করিবে, তখন এ সকলে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। মিত্র রাজগণের সৈন্যসংখ্যা রাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকে, বাস যদি ইচ্ছা থাকে, স্বরাজ্যে ইংরাজী পদ্ধতি প্রণয়নের ন্যায় আর কয়টী কাজ করা আবশ্যক হইতেছে। সে কাজ গুলি এই, রাজ্যের উচ্চ পদগুলি ইংরাজদিগকে দেওয়া, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও রেসিডেণ্টের আনুগত্য ও উপাসনা এবং মাঝে মাঝে ইংরাজী সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের চিত্তের পরিতোষ সাধন করা। মিত্র রাজগণ যদি ঐগুলি করিতে পারেন, উহা মহাস্ত্রভূত হইয়া তাঁহাদিগের সমুদায় আপদ বিপদের উচ্ছেদ করিবে সন্দেহ নাই।

আমরা পরিহাস করিয়া উপরের

বাক্যগুলির উপন্যাস করিলাম বটে কিন্তু উহার কেবল পরিহাসমাত্র ফল নয়, পাঠকগণ যদি অনুধাবন করিয়া দেখেন দেখিতে পাইবেন, উহার বহুদূর আয়ত অতি গভীর অর্থ আছে। মিত্ররাজ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি ক্রমে রোমীয় রাজনীতির অনুকরণ করিতেছে। রোমের সেনেট সভার এক এক দূত এক এক মিত্ররাজ্যে থাকিত। তাহারাই রাজগণের স্বাধীনতা হরণের দ্বারস্বরূপ হইত। একটু ছল পাইলেই সেনেট যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিতেন, অবশেষে রাজ্য হস্তগত করিয়া লইতেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাদৃশ ছলান্বেষী না হউন, কিন্তু বরদা সম্বন্ধে যে রাজনীতির অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহাতে মিত্ররাজগণের স্বাধীনতা বিড়ম্বনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। বরদার মনহর রাওর প্রতি কি স্বাধীন রাজার ন্যায় চিত ব্যবহার করা হইল? একজন সামান্য প্রজার উপরে অপরাধের সন্দেহ হইলে তাহাকে যেরূপ বন্দী করা হয়, মনহর রাওকেও সেইরূপ করা হইয়াছে। তাঁহার যে অপমান হইল, যদি তিনি বিচারে মুক্ত হন, তাহার আর পরিশোধের উপায় নাই। যদি এরূপ হইল, সামান্য প্রজায় ও স্বাধীন রাজায় কি ইতর বিশেষ হইল।

—১০২—

সাংক্রামিক জ্বর ও ডাক্তার জাকসনের রিপোর্ট।

যাঁহারা পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণ করেন, তাঁহারা বলেন, যে স্থান হইতে জাহাজ ছাড়া যায়, জাহাজ ঘুরিয়া আবার সেই স্থানে উপস্থিত হয়। যে সকল ব্যক্তি বঙ্গদেশের সাংক্রামিক জ্বরের নিদান নির্ণয় ও প্রতীকারের উপায়ের উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাঁহারাও ঐরূপ যে স্থানে অনুসন্ধান আরম্ভ করিতেছেন, ঘুরিয়া আবার সেই স্থানে উপস্থিত হইতেছেন। তাহাতে এই প্রমাণ হইতেছে, বঙ্গদেশের সাংক্রামিক জ্বরটী গোলযোগ পূর্ণ। কেহ যে কোন কালে এ গোলযোগের মীমাংসা করিতে পারিবেন এমন বোধ হয় না। ওলাউঠা ও সাংক্রামিক জ্বর এ দুটীই শিবসহোদর হইয়া উঠিয়াছে। উভয়েরই আদি অন্ত পাওয়া ভার। ডাক্তার জাকসন সাংক্রামিক জ্বর সম্বন্ধে যে রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহাই আজি আমাদিগের এ অভিপ্রায় প্রকাশের কারণ। ডাক্তার বলেন, সাংক্রামিক জ্বর কেবল মেলেরিয়া হইতে উদ্ভূত হয় না। নানা মনুষ্যের সংসর্গে ও অবস্থা দোষে ইহার জন্ম। ইহা এক স্থানে স্থির হইয়া রহিতেছে না, নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। তবে তিনি এই এক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জলপথ বন্ধ হওয়াতে ইহার উৎপত্তি হয় নাই। শেষোক্ত সিদ্ধান্তটী ইউরোপীয়দিগের অনেক দিনের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত করিবার নিমিত্ত কি গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন? এই কথা শুনিবার নিমিত্তই কি দেশের অর্থ ব্যয় হইয়া গেল?

ডাক্তার জাকসনের নির্ণীত সাংক্রামিক জ্বরের নিদানটী যেমন, তাঁহার প্রদর্শিত প্রতীকারের উপায়ও তেমনি প্রগাঢ় চিন্তার ফল! বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। আজি কালি বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর বালকেরাও সে গুলি অনর্গল বলিতে পারে। গ্রাম নগর ও ঘর বাড়ী পরিষ্কার রাখা ও উত্তম দ্রব্য ভোজন প্রভৃতি সেই উপায়। ডাক্তর জাকসনের রিপোর্টটী পাঠ করিয়া একটী গল্প আমাদিগের স্মৃতিপথে উদিত হইল। এক ব্যক্তি বিদেশে চাকরী করিতেন। তাঁহার চাকরী স্থান তাঁহার বাস স্থানের প্রায় আড়াইশত ক্রোশ দূরবর্তী। একদা তিনি দুর্গোৎসবের অবকাশে আরো কিছুদিন ছুটী লইয়া বাটীতে আগমন করিলেন। ছুটীর শেষ হইল। বাটী হইতে যাত্রা কালে পরিবারদিগকে ডাকিয়া সাংসারিক বিষয়ে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। বাটীতে একটী গর্ভবতী গাভি ছিল। বিস্মৃতি ক্রমে তাহার বিষয়ে কিছু বলা হইল না। প্রায় চাকুরী স্থানে পৌঁছিয়াছেন, আর ৪।৫ ক্রোশ গমন করিলেই গন্তব্যস্থানে উপনীত হন, এমন সময়ে গাভিটীর কথা মনে পড়িল। আর চরণ অগ্রসর হইল না। তথা হইতে ফিরিয়া পুনরায় বাটীতে আসিলেন। বহির্বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে পরিবারদিগকে ডাকিয়া কহিলেন "দেখ কাল গাইটী যদি প্রসব হয় ত হউক!" ডাক্তার জাক্সন কি "কাল গাইটী যদি প্রসব হয় ত হউক" এই কথা বলিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ ও নানা প্রকার ক্লেশ স্বীকার করিলেন? উত্তম স্থানে বাস, উত্তম ভোজ্য ভোজন ও উত্তম পানীয় পান প্রভৃতি স্বাস্থ্য রক্ষার সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করিলে পীড়া যে প্রবেশাধিকার পায় না, এটী ত পুরাণ কথা। যাহা হউক, আমাদিগের দুঃখের এই, গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের সাংক্রামিক জ্বরের নিদান নির্ণয়ার্থ অনেক চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। যাবৎ নিদান নির্ণীত না হইতেছে, তাবৎ পীড়ার প্রতীকারের প্রকৃত উপায়ের আবিষ্ক্রিয়া হইবারও সম্ভাবনা নাই।

আমরা জাকসন সাহেবকে অনুযোগ করিলাম বটে; কিন্তু সাংক্রামিক জ্বরটী যে উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় মনুষ্য বুদ্ধিসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না। আমরা নিজে এই জ্বরের বিষয়ে যেরূপ ভুক্তভোগী হইয়াছি, তাহা পাঠকগণের গোচর করিতেছি। ১২৭৯। ৮০ সালে আমাদিগের গ্রামে সংক্রামিক জ্বরের আত্যন্তিক প্রাদু

র্ভাব হয়। কি কারণে যে পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইল, আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ১২৭৯। ৮০ সালের পাঁচ বৎসর পূর্ব্ব অবধি গ্রামের যে অবস্থা ছিল, ঐ দুই বৎসরও সেইরূপ ছিল, এখনও সেইরূপ আছে কিন্তু এ বৎসর আর পীড়া নাই। পীড়ার ঐ দুই বৎসরে আমরা কত ঔষধ সেবন করিয়াছিলাম, কিছুতে কিছু হয় নাই, কিন্তু এ বৎসর বিনা ঔষধে সকলে স্বাস্থ্যলাভ করিতেছে। এ ভৌতিক ব্যাপার বুঝা বড় কঠিন। অতএব জাকসন সাহেব যে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা বিস্ময়াবহ নহে।

—:০:—

রুশীয়া ও ভারতবর্ষ।

ভারতভূমি এমনি অদ্ভুত উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহাকে দেখিলে লোভ না জন্মে এমন লোক অতি বিরল। লৌহের আকর্ষণ বিষয়ে চুম্বকের শক্তি যা কত, ভারতভূমির বিদেশীয়কে আকর্ষণ করিবার শক্তি তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক। রুশিয়ার ভারতবর্ষের প্রতি লোভ নাই, যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ রুশিয়ার এক লক্ষ্য বলিয়া সোমপ্রকাশে মধ্যে মধ্যে লিখিত হইয়া থাকে। বহুদিন হইল একদা এক খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কিরূপে জানিলেন যে ভারতবর্ষের জয়ের বিষয়ে রুশিয়ার অভিলাষ আছে। আমাদিগের উত্তরদান অপেক্ষা না করিয়াই তিনি বলিতে লাগিলেন, রুশিয়া যে যখা আসিয়া জয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেটী ভারতবর্ষ জয়ের প্রথম সূত্র নহে। মধ্য আসিয়া যদি রুশিয়ার হস্তগত হয়, তাহাতে ঈশ্বরের একটী মঙ্গলময় ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। সে ইচ্ছা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার। মহম্মদের ধর্ম্ম জগৎ হইতে অন্তর্হিত হয়, এটী একান্ত বাঞ্ছনীয়। মুসলমান ধর্ম্ম হইতে জগতের বহুতর অনিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ অনেক ক্ষণ ধরিয়া অনেকগুলি কথা কহিলেন। আমরা মনে মনে ভাবিলাম, আমাদিগের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর খৃষ্টমিশনরি, ইহাঁদিগের বিষয় বোধ নাই। উল্লিখিত মিশনরি ধর্ম্মভাবে এক কালে গলিয়া গিয়াছেন, জিগীষু ব্যক্তির মনের ভাব বুঝিবার তাঁহার ক্ষমতা ও অধিকার নাই। এই ভাবিয়া আমরা নীরব হইয়া রহিলাম। বাণিজ্য প্রিয় ব্যক্তিরা রুশিয়া মধ্য আসিয়ায় তাহার পরে ভারতবর্ষে বাণিজ্য বিস্তার করিবে, এই ভাবিয়াই গলিয়া যাইতেছেন।

আমরা পরবিষয়াভিলাষীর মনের ভাব অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। প্রথমতঃ তাহাদিগের মনের ভাব দুর্ব্বগাহ। সেই ভাব আবার প্রয়োজনানুসারে ভিন্ন ভিন্নরূপ ধারণ করিয়া থাকে। বাণিজ্যবিস্তার ও ধর্ম্মপ্রচার এ বাক্য গুলি যদি বাস্তবিক রুশিয়ার বাক্য হয়, এ গুলি প্রলোভন বাক্য সন্দেহ নাই। আমরা এক দিবস কার্য্যে নিবিষ্ট আছি, এমন সময়ে একটী বিড়ালের বিকৃত স্বর আমাদিগের শ্রুতিমূলে প্রবিষ্ট হইল। আসন হইতে উঠিয়া দেখিলাম, প্রাঙ্গণে একটী পক্ষী চরিতেছে, একটী বিড়াল তাহাকে শীকার করিবার উদ্যোগে আছে। আমাদিগের বোধ হইল, বিড়ালটী পক্ষির মন মোহিত করিবার অভিপ্রায়েই বিকৃত স্বরে শব্দ করিতেছে। সে শব্দ কর্কশ বলিয়া বোধ হইল না। উঠানে একটী খড়ের গাদা ছিল। পক্ষীটী উহার পশ্চিমে চরিতেছিল, বিড়াল উহার পূর্ব্ব দিকে ছিল। পক্ষী চরিতে চরিতে ক্রমে বিড়ালের নিকটে আসিতে লাগিল। বিড়াল শব্দ পরিত্যাগ করিয়া উক্ত তৃণ রাশির পার্শ্বে কিঞ্চিৎ লুক্কায়িত হইল। তাহাতে আমাদিগের এই বোধ হইল, পক্ষী পাছে বিড়ালকে দেখিতে পাইয়া উড়িয়া যায়, এই ভাবিয়া বিড়াল আত্ম দেহ গোপন করিল। পক্ষী আর কিছু নিকটে আসিলেই বিড়াল অমনি লম্ফ দিয়া তাহাকে ধরিবে এই ভাবে রহিল। ইতিমধ্যে পক্ষিটী আর দক্ষিণাংশে না আসিয়া উড়িয়া গেল।

রুশিয়ার মধ্য আসিয়ায় ধর্ম্মপ্রচার ও বাণিজ্য বিস্তার বাক্যের প্রয়োগ বর্ণিত বিড়ালের পক্ষিশীকারার্থ স্বর পরিবর্ত্তন বলিয়া বোধ হইতেছে। রুশিয়ার ভারতবর্ষ জয় যদি প্রধান উদ্দেশ্য না হইবে, ভারতবর্ষে তাহার এত চর কেন? চরেরা যখন যে ঘটনা হইতেছে, তখনি তাহার সংবাদ দিতেছে। প্রজা-হিতৈষী গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত অথবা বিরক্ত এ অনুসন্ধান লইবারই বা কারণ কি? সুহৃদের কি সুহৃদের ছিদ্র অন্বেষণ করে? রুশিয়ার কার্য্য গুলি দেখিলেও ভারতবর্ষের প্রতি তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি আছে, তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত রেলওয়ে করিবার চেষ্টা হইতেছে। রুশিয়া মধ্য আসিয়ার যে যে রাজ্য জয় করিতেছে, তত্রত্য লোকের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেছে। তাদৃশ ব্যবহারের অভিপ্রায় এই, এখন তাহাদিগকে মিত্র করিয়া রাখিতে পারিলে পরিণামে অনেক কাজ হইবে। বাণিজ্য মূল হইতে যে রাজ্যলাভ হয়, ইংরাজ জাতিকে সে কথা সেটী স্পষ্ট করিয়া বলিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতির যা ধনাগম হইতেছে মূল কথা চীনেরা যে ইংরাজদিগের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ করিতে চাহে না, তাহারই বা কারণ কি? রুশিয়ার বাণিজ্য সম্বন্ধ হইতে ভারতবর্ষে যে বিবাদানল প্রজ্বলিত হইবে না, ইংরাজেরা কি এ কথায় বিশ্বাস করেন?

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রুশিয়ার যে গতিরোধ করিবেন, সে সম্ভাবনা ও

তাহার ভাবার নাই। উদার রাজনীতি অন্যের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করে। আজি হউক, কালি হউক, দশ দিন পরেই হউক, রুশিয়ার সহিত ইংরাজ জাতিকে যে একবার বল পরীক্ষা করিতে হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। রুশিয়েরা যদি ইংরাজদিগের অপেক্ষা যুদ্ধকৌশল ও অস্ত্রাদি প্রয়োগে হীন হয়, তাহারা কিন্তু সংখ্যায় অধিক। সংখ্যায় অধিক বলিয়াই জর্ম্মণেরা ফরাসীদিগের পরাজয়ে সমর্থ হয়। অস্ত্রাদির উৎকর্ষ সাধনের ন্যায় যদি সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইল, তাহাতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব হইতে সে সংগ্রহ করা আবশ্যক হইতেছে। অধিকসংখ্যক ইউরোপীয় সেনা সংগ্রহ করা সুবিধা নয়। ইউরোপীয় সৈন্য জুটান কঠিন কেবল এইমাত্র নয়, তাহাতে ব্যয়াধিক্য আছে। এই অবধি অধিক পরিমাণে এদেশীয়দিগকে সৈনিক পদ দিয়া সুশিক্ষিত করিয়া তুলা কর্ত্তব্য। তবে একটী কথা এই, এদেশীয়দিগের উপরে গবর্ণমেণ্টে তাদৃশ বিশ্বাস নাই। কিন্তু অবিশ্বাসের কারণ গুলির উন্মূলন করিয়া যাহাতে বিশ্বাস হয়, তাহা করা আবশ্যক হইয়াছে। অবিশ্বাসের কারণগুলির উন্মূলন কঠিন বলিয়াও বোধ হইতেছে না। কারণগুলি কি? নির্ণীত হইলেই তাহার উন্মূলন সহজ হইয়া আসিবে। সে কারণগুলি আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের অবিদিত এমন বোধ হয় না, তথাপি আমরা উহার একটী প্রধান কারণের নির্দ্দেশ করিলাম। গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়ে ও ইউরোপীয়ে ইতর বিশেষ করিবার প্রথাটী সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাগ করুন। পাঠকগণ নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটী পাঠ করিলে রুশিয়ার মনের ভাব সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

মুন্সি খোরাম হোসেন সাহেব নামক একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান ইউরোপে ভ্রমণ করিতেছেন। সম্প্রতি সেণ্টপিটর্সবর্গে জেনরল কফমানের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হয়, তিনি তাহা সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন। আমরা এই স্থানে তাহার অনুবাদ করিয়া দিলাম। "রুশীয়া যে ক্রমে আট ঘাট বাঁধিয়া আফগানস্থানে আসিতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি এবং ভারতবর্ষে প্রবেশ করা তাঁহাদের অভিপ্রেত কি না, মুন্সী সাহেব এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে কফমান হাসিয়া বলিলেন, যদি বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে ক্ষান্ত থাকিব না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ভারতবর্ষের লোকেরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ঘৃণা করেন কি না? ইংরাজ শাসনে সকলে স্বাধীনতা ভোগ করে অতএব তাহার প্রতি ঘৃণা হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়। ভারতবর্ষ আজিও এত দূর সভ্য হয় নাই, যে ভারতবর্ষীয়েরা আত্ম শাসন করিতে পারে। তাহাদিগের মধ্যে বিশেষতঃ হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম্ম সম্প্রদায় এত ভিন্ন যে হিন্দু দলের দ্বারা শাসিত হওয়াও তাহাদের অভিপ্রেত নহে। তৎপরে তিনি বলিলেন ভারতবর্ষীয়েরা কি যুদ্ধ কি সমাজ সম্বন্ধী পদে একটী নির্দ্দিষ্ট সীমার অতিক্রম করিতে পারেনা। এই কথা কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের যে এই অবস্থা ইংরাজদিগের সুবিচার না অবিচার ইহার কোন্‌টীকে তাহারা ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে? মুন্সী উত্তর করিলেন, রাজনীতি সংক্রান্ত নানা গোলযোগ জন্য এরূপ ঘটিয়াছে। কিন্তু কিছু কাল পরে ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চ উচ্চ পদ দিবার ইংরাজদিগের ইচ্ছা আছে। কফমান বলিলেন, তাহা কখনও ভাবিও না। আমি জানি ইংরাজেরা স্বজাতি ভিন্ন অন্য জাতিকে সদয় ভাবে শাসন করিতে জানেন না। অনেক রুশীয় ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে গিয়াছেন তাঁহারা ভারতবর্ষের সকল দেখিয়া আসিয়াছেন। আমরা জানি ইংরাজেরা অতিশয় অত্যাচারী। ইহাতে মুন্সী আর কোন উত্তর করিলেন না, মৌনাবলম্বী হইলেন। তৎকালে কফমান যে সকল কথা বলিতে লাগিলেন, তাহা সংবাদ পত্রে প্রচার করা সঙ্গত নয়।"

—•—

দুর্ভিক্ষ বিবরণ।

১৮৭৩।৭৪ অব্দের বঙ্গদেশ শাসন বিবরণ গ্রন্থে লিখিত হয়, দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত একটী স্বতন্ত্র রিপোর্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে সমর্পিত হইয়াছে। অতএব তাহার বিষয় ইহাতে উল্লিখিত হইল না। সেই রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর অযোধ্যার প্রধান কমিশনর ও লেপ্টনণ্ট কর্ণেল সি এম ম্যাকগ্রিগর প্রভৃতির রিপোর্টও ঐ সঙ্গে আছে। গবর্ণর জেনরেল মনোযোগ সহকারে ঐ রিপোর্টগুলি পাঠ করিয়া যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নে তাহার সার সংগৃহীত হইল।

বাঙ্গালা ও বিহারের দুর্ভিক্ষের বিষয়ে সর রিচার্ড টেম্পল যে মিনিট লিখিয়াছেন, তাহাতে দুর্ভিক্ষের উৎপত্তি, তাহার প্রাদুর্ভাব, তাহার নিবারণার্থ অবলম্বিত উপায় ও কার্য্য প্রণালী ও তাহার ফলের বিষয় বিস্তারিত ও পরিষ্কৃত রূপে লিখিত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ও অযোধ্যার প্রধান কমিশনরের রিপোর্টে জানা যাইতেছে, তথায় বাঙ্গালা ও বেহার অপেক্ষা কষ্ট অনেক কম। সেই কষ্ট আবার বহুদূর ব্যাপী নহে। দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ যে ব্যয় হয়, তাহা ৬৫০০০০০ সাড়ে ছয় কোটি টাকা অনুমান করিয়া বর্ত্তমান বর্ষের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে এই বহুজ্ঞতা লাভ হইয়াছে যে কোন একটী প্রধান শস্যহানির সংবাদ পাইবা মাত্র তাহার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত এবং প্রজাদিগের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ বিষয়ে নিরূপ বিঘ্ন সন্নি-

২৭ এ ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে বঙ্গদেশের কোন স্থানে বৃষ্টি হয় নাই, কেবল হাজারিবাগে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল মাত্র। শস্যের অবস্থা সর্ব্বত্র উত্তম। কোন কোন স্থানে সরিষার কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

সেদিন উত্তর লক্ষ্মীপুরে ভয়ানক ঝড় ও শিলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঝড়ে অনেক বড় বড় গাছ ও গৃহাদি পতিত হইয়া গিয়াছে। শিলা গুলিও অতি বৃহৎ। অনেক ক্ষতি হইয়াছে। ঝড় অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় নাই, ১০ মিনিট মাত্র ছিল। অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে আরো অনেক ক্ষতি হইত।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সাহাবাদের অন্তর্গত ডুমরাউনের মহারাজ কুমার রাধাপ্রসাদ সিংহ এবং পাটনার রাজা মহীপৎ সিংহ এই দুই জনকে স্বয়ং দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হইবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

সে দিন বহরমপুরের এক গুরুস্থের বাটীতে একটী গাভী এক অতি অদ্ভুত জন্তু প্রসব করিয়াছে। উহার কপালে একটী মাত্র চক্ষু আছে। মুখাকৃতি অবিকল বানরের ন্যায়। অন্যান্য অঙ্গ ব্যাঘ্রের গাত্রের ন্যায়। অনেক লোক উহা দেখিতে যাইতেছে। বোধ হয়, এটী বাঙ্গলার একটী হজুক হইবে।

পারস্য উপসাগর হইতে সংবাদ আসিয়াছে এ বৎসর ও অঞ্চলে যেরূপ ভয়ানক শীত হইয়াছে ২৫ বৎসরের মধ্যে এরূপ শীত হয় নাই। বসোরার কয়েক ক্রোশ দূরে সাত জন লোকের শীতে মৃত্যু হইয়াছে। রাস্তা ঘাট বরফে আচ্ছন্ন হওয়াতে লোকের গমনাগমন বন্ধ প্রায় হইয়াছে। মৎস্যগণ জলে থাকিতে না পারাতে কূলে লাফাইয়া পড়িতেছে। গোয়াদার টেলিগ্রাফ ষ্টেষনে যে সকল লোক থাকে, শীতনিবন্ধন তাহারা সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

গত বৎসর ব্রিটিশ সেনাদল হইতে ৭৮৯০ লোক পলায়ন করিয়াছে।

২১ এ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

সম্প্রতি লণ্ডন টাইম্‌স পত্রের একজন লেখকের ভয়ানক ধূর্ত্ততা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার নাম শামসন। ইনি উৎকোচ লইয়া লোকের সপক্ষে বা বিপক্ষে লিখিতেন। একদা ইনি উৎকোচ পাইয়া কবারি নামক এক ব্যক্তি আর্ট্রিয়া দেশে হীরক খনির আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন বলিয়া কয়েকটী প্রস্তাব লিখেন। কিছু দিন পরে উভয়ের মনোভঙ্গ হয়। শামসন কবারিকে প্রবঞ্চক বলিয়া গালি দেন। কবারি টাইম্‌সের অধ্যক্ষের নামে নালীশ করিয়া ৫ হাজার টাকার ডিক্রি পাইয়াছেন। আদালতে উৎকোচ লওয়া প্রমাণ হইয়াছে। শামসন ২১ বৎসর কার্য্য করিয়া এই কৌশলে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে হয় ত আরো অনেক শামসন বাহির হইতে পারে।

সর জর্জ বাহাদুর ২৫ এ ফেব্রুয়ারি বোম্বাই হইতে নেপালে যাত্রা করিয়াছেন। এবার তাঁহার আর ইংলণ্ডে যাওয়া হইল না। আগামী বর্ষে তাঁহার ইংলণ্ডে যাইবার ইচ্ছা আছে।

ইয়ারখন্দের রাজদূত বোম্বাই হইয়া লণ্ডন ও কনষ্টাণ্টীনোপলে যাইতেছেন।

দার্জ্জিলিঙের চাকেত্রের মজুরদিগের অতিশয় বসন্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কটকের কমিশনর প্রস্তাব করিয়াছেন, বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় তথায় একটী মেডিকল স্কুল স্থাপিত হউক। উক্ত স্কুলে উড়িয়া যুবকেরা শিক্ষালাভ করিয়া উড়িষ্যাতেই কার্য্য করিবে।

সে দিন বোম্বাই হইতে ৩০ জন পুরুষ ও ৩ জন স্ত্রী কয়েদিকে হাবড়ায় আনা হইতেছিল। বর্দ্ধমান ও হাবড়ার মধ্যে একজন পুরুষ কয়েদী ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর যে সকল কর্ম্মচারী গত দুর্ভিক্ষের সময় বিশেষ পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিয়াছিলেন, উহাদিগের পুরস্কারার্থ গবর্ণর জেনরল ২৫ হাজার এবং রেলওয়ে কোম্পানি আর ২৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

২২ এ ফাল্গুন শুক্রবার।

বেঙ্গল হেরালড বলেন, ২২ এ ফেব্রুয়ারি দরভাঙ্গার মহারাণীর মৃত্যু হইয়াছে।

অনরেবল ইডলিস সাহেব অযোধ্যার প্রধান কমিশনর সার অর্জ্জ কুপারের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি আগামী রবিবার কলিকাতা হইতে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিবেন।

আগামী ১ লা এপ্রেল মহীসুরে যে নূতন ইঞ্জিনিয়রিঙ কালেজ খোলা হইবে তাহাতে প্রবেশ করিবার জন্য এই পর্য্যন্ত ৩০ জন যুবক আবেদন করিয়াছে।

পিয়নিয়রের লাহোরস্থ সংবাদ দাতা বলেন, উত্তর পঞ্জাব ষ্টেট রেলওয়ের শেষ সীমা পেসোয়ারে না হইয়া এটকে হইবে। ইহাতে উক্ত লাইনের কুড়ি ক্রোশ প্রায় কমিয়া যাইবে।

২৩ এ ফাল্গুন শনিবার।

আগামী ১২ ই এপ্রেল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আফিস সকল সিমলায় খুলিবে। কর্ম্মচারিরা কলিকাতা হইতে ২৫ এ মার্চ্চ যাত্রা করিবেন।

নানারোশি নামক একজন পারসী ইন্দু প্রকাশে এই ভাবে লিখিয়াছেন যে মলহররাও গুইকুমার বর্ত্তমান বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। দৈবজ্ঞটী বুদ্ধিমান বটে।

নেপালের সীমা লইয়া যে প্রশ্ন উত্থিত হয়, তাহা সর জঙবাহাদুরের অনুকূলে মীমাংসিত হইয়াছে।

গত ১৫ ই ফেব্রুয়ারি গোয়ালিয়রে ভয়ানক শিলা ও ঝড় হইয়া বিলক্ষ ক্ষতি করিয়াছে। সিন্ধিয়ার বিবাহ উপলক্ষে যে সকল শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল, তাহার বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে।

ব্রহ্মের রাজা বহুসংখ্য অশ্বারূঢ় ও সৈন্য লইয়া তাঁহার সেনাদলে প্রবেশিত করিতেছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২১ এ ফেব্রুয়ারি—১৮৭৪ অব্দের রণতরির ব্যয় ১০৭৫০০০০ টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

সউথ ওয়েষ্টের মজুরেরা যে ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাতে প্রভু ও ভৃত্য উভয় দলই জিদ বজায় রাখিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে।

লণ্ডন ২ রা মার্চ্চ—গত রাত্রিতে কমন্স বাটীতে হার্ডি সাহেব বিলি সাহেবের বাক্যের প্রত্যুত্তরে বলিয়া ছেন, যাহাতে সেনাদলে পদ ক্রয় প্রথা পুনর্বার প্রবর্ত্তিত না হয়, তাহার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

মাতারলাভ সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য দ্বিতীয়বার পঠিত হয়। আইরিস সভ্যেরা ইহার অনেক প্রতিবাদ করেন, তথাপি ইহা পঠিত হইয়াছে।

লণ্ডন ১ লা মার্চ্চ—কলিকাতা হইতে যে মেইল ৫ ই ফেব্রুয়ারি এ ও স হইয়া যায় তাহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৯০০০০০ টাকা গ্রহণ করা হয়।

লণ্ডন ৩রা মার্চ্চ—কমন্স বাটীতে গ্রিফিথ সাহেব বলিলেন, বোম্বাই হাইকোর্টের কার্য্যালয় সম্বন্ধে কমিশনরেরা যে রিপোর্ট করেন, সে বিষয় কমন্স বাটীতে উপস্থাপন করিবার তাঁহার ইচ্ছা আছে।

সার এডু, ক্লার্ক পব্লিক ওয়ার্কের জন্য সর্ব্বদা জেনরলের কাউন্সিলের এক জন সভ্য হইতেন।

বার্লিন ৩রা মার্চ্চ—প্রুশিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বিশপদিগকে পোপের ক্ষমতার উপর রাজক্ষমতা স্বীকার করিতে হইবে, তাহা স্বীকার না করিলে তাঁহাদের বৃত্তি বন্ধ করা হইবে।

লণ্ডন ৪ ঠা মার্চ্চ—এণ্ড্রু ডিউক সালিবেরির এই ভাবে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করেন যে শীঘ্রই সংহত আমেরিকার শীঘ্র একটী যুদ্ধ ঘটনা হইবে। এই জন্য আমেরিকার সেনাদলের কর্ত্তৃত্ব হইতে তাঁহাকে চ্যুত করা হইয়াছে।

লেপ্টেনেণ্ট সাহেব স্কুলে কিদিগের নিমন্ত একটী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অনুরোধ পত্র লিখিয়াছেন।

ডাউনবরোর দ্বিতীয়বার পুরিয়া গিয়াছে।

৩রা ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশদের সেনাগণ কাবুলের নিকটে পঁহুছিয়াছে।

ফলীয়ার জন বার্ক নামক সংবাদ পত্র বলেন, ইংলণ্ড টর্কি মার্কিণদিগকে ডাকাতের বলিয়া বন্দুক ধরাইতেছেন। মেজর নেপিয়র যে তুরস্ক মেসনেতে ভ্রমণ করিতে যান, ঐ সকল বন্দুক কেরূপে সংগ্রহ করিতে হয় তাহার শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার গমনের উদ্দেশ্য।

জনরল শর্ম্মাণের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে বেলিবর্ণ ডাকাত একখানা বহুমূল্য হীরার হার উপহার দিয়াছেন।

কর্ণেল হফফেলের অন্তরীণ পীড়া হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৯ এ ফেব্রুয়ারি—সহকারী কমিশনর কাপ্তেন উইলিয়ম হপাকলন লোহারডগার রহিলেন।

প্রথম শ্রেণীর কানুনগো বাবু বঙ্কবিহারী বক্সী সমুই বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

যশোহরের দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, স্মিথ প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

পূর্ব্বিয়ার দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ কেমল প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

ত্রিপুরার দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এন, এম, এলেকজণ্ডার আপাততঃ প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

২০ এ ফেব্রুয়ারি—ডবলিউ, ওলডহাম মেদিনীপুরে প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

মেদিনীপুরের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ ডবলিউ, কফ্রেল আপাততঃ প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

গয়ার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এচ. জি শার্প আপাততঃ প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

মুরসিদাবাদের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, জি, সি, উইল্সার আপাততঃ প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সারণের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, জি, ডে, দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট ম জিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর এচ, ব্রিবস আপাততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবেন।

ময়মনসিংহের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এমস গ্রাট আপাততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

২৩ এ ফেব্রুয়ারি—সাওতাল পরগণার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু ঈশ্বরী প্রসাদ কিছু দিনের জন্য সাওতাল পরগণার বন্দোবস্ত আফিসর হইলেন।

সার্জ্জন মেজর এফ, পি, ষ্টেপলস নিজ কার্য্য ভিন্ন কিছু দিনের জন্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের প্রাইবেট সেক্রেটারির কার্য্য করিবেন।

সি পি এস, যেকলে কিছু দিনের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অন্তর সেক্রেটারি হইবেন।

মালদহের কোর্ট ইন্সপেক্টর বাবু ব্রজসুন্দর মৈত্র কিছু দিনের জন্য মালদহের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিবেন।

স্কুলের ডেপুটী ইন্সপেক্টর বাবু পার্ব্বতীমোহন মুখোপাধ্যায় পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সেক্রেটারি হইলেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রতিনিধি স্কুল ইন স্পেক্টর সি, বি ক্লার্ক নিজ কার্য্য ভিন্ন প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপকের কার্য্য করিবেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

২০ এ ফেব্রুয়ারি—বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার কিছু দিনের জন্য নাটোরের মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বীরভূমের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গৌরদাস বসাক প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

সংবাদ দাতার পত্র।

বালেশ্বরের বিবরণ।

(পূর্ব্ব দুই বার প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক গুণে বালেশ্বরের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। সমুদ্রের নৈকট্য ও ত্রিসীমা বেষ্টিত সুস্তাবলম্ব নদের সমুদ্র সঙ্গম তাহার প্রধান কারণ। বেশন ও শেল্ট নামক স্টিমার ও বোট প্রভৃতি অন্যান্য অনেক জল যান, পণ্যদ্রব্যসহ কলিকাতা ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করাতে বিবিধ দ্রব্য সমূহের আমদানী ও রপ্তানীর বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। নগরবাসিগণ ঘরে বসিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্য করতলস্থ করিতেছেন। বালেশ্বরের অন্যতর জমীদার বাবু মদনমোহন দাস বেসিন নামক জাহাজের অর্দ্ধাংশী। এক্ষণে বেসিনকে যাতায়াত করিতে দেখা যায় না, কেবল শেল্ট প্রতি সপ্তাহে কলিকাতায় গমনাগমন করে। অনেক তৈলঙ্গীয় মহাজন জলযানে বালেশ্বরে আসিয়া নিজ নিজ দ্রব্য বিক্রয় ও বালেশ্বরের পণ্যদ্রব্য সমূহ স্বদেশে লইয়া যায়। এই প্রকারে আমদানী ও রপ্তানীতে ক্রমশই বালেশ্বরের মূলধনের বৃদ্ধি হইতেছে। কেবল বালেশ্বরের নয়, কটক চাঁদবালী ও পুরী প্রভৃতি স্থান সমূহে মেদিনীপুর, হাবড়া, যমুনা প্রভৃতি স্টিমার যাতায়াত করাতে এক্ষণে উড়িষ্যার বাণিজ্যের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের স্মরণ হয়, গত বৎসরের রিপোর্টে উড়িষ্যার কমিশনর সাহেব মহোদয় পূর্ব্বাপেক্ষা উড়িষ্যার ৭। ৮ গুণে বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। শুনিলাম, কিছু দিন হইল, মেদিনীপুর স্টিমার অনেক আরোহী ও বোঝাই দ্রব্যসহ গঙ্গাসাগরে মগ্ন হইয়াছে। ২। ১ খানি স্টিমারের যথেচ্ছাচারিতা বিষয় উৎকল দর্পণে যাহা অবগত হইলাম, সোমপ্রকাশ পাঠকগণ তাহার কিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন। যমুনা দুই দিনে পৌঁছাইয়া দিবে বলিয়া ৩। ৪ দিন বিলম্ব করাতে

আরোহিগণের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল। শেল্‌ট কর্ম্মচারির অন্যান্য গুণ থাকিলে কি হইবে? তাঁহাদের যথেচ্ছাচারিতায় এক খানি বালেশ্বরী নৌকা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। একবার নয়, দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত বালেশ্বরী নৌকা শেল্‌টের যথেচ্ছচারিতায় দুইবার ক্ষতিগ্রস্ত (শেল্‌টের থাক্কা লাগিয়া) হইয়াছে। বালেশ্বরের সমীপস্থ বুড়াবলঙ্গ নদে আসমান জল যান সমূহের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে এক অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়। কেহ নূতন প্রস্তুত করিতেছে, কেহ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইতেছে, কেহ কেহ বিদেশ গমনের চেষ্টায় পশ্চাৎ পূর্ব করিতেছে, কিন্তু একপকার ন্যায় বার মাস নগরের সমীপ পর্য্যন্ত তিমার যাতায়াত করিবার একটী প্রধান অন্তরায় (বুড়াবলঙ্গনদে চড়া ও গ্রীষ্মকালে জলের অল্পতা) আছে। উক্ত ৩।৪ ক্রোশ জলপথ পরিষ্কার করিবার জন্য বালেশ্বরের কয়েকজন মহাজনের কেবল বাচনিক চেষ্টা শুনিলাম। ঐ দ্বারা উক্ত হিতজনক চেষ্টা শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করিয়া আপনাদের শ্রীবৃদ্ধি করুন। অব্যবসায়হীন হইয়া আমরা অনেক সুখ ও ঐশ্বর্য্য হারাইয়াছি ও হারাইতেছি। ইহা যেন তাঁহাদের মনে থাকে।

উক্ত নদের কিনারায় বালেশ্বরের বড় বড় ধনী মহাজনের কয়েকটী বাকশাল আছে। উক্ত কারখানায় প্রতিদিন বিবিধ কার্য্য হইতেছে। উড়িষ্যার গড়জাত জঙ্গল মহল হইতে অসংখ্য বাহাদুরী শাল ও পিয়াশাল প্রভৃতি বড় বড় কাষ্ঠ সমূহ তথায় আমদানী হইয়া বিক্রীত হয়। অনেক মফস্বলবাসীও তথা হইতে কাষ্ঠ খরিদ করিয়া আনেন। উক্ত বাকশালে নারিকেল ছোবড়ার কাছীর ব্যবসায় দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এক জন তৈলঙ্গীয় মহাজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম, তাহার সেইস্থলে ৪০০০ চারি সহস্র টাকার কেবল নারিকেল কাছির ব্যবসায় হইয়া থাকে। দেখিলাম, প্রতিদিন কাছী তৈয়ার হইতেছে। বিক্রয়ের ধুম বিলক্ষণ। তৈলঙ্গীয় ব্যবসায়িগণ নারিকেলের ছোবড়া আমদানী করেন। সরকার প্রদেশে অনেক নারিকেলের গাছ আছে। যেমন উৎসাহ ও যত্ন দ্বারা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, শ্রীষ্মকালে নগরের নিকট পর্য্যন্ত জাহাজ আসিবার অন্তরায় অন্তর্হিত হইলে বালেশ্বরকে বন্দরের মধ্যে গণ্য করিতে পারা যায়। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হেতু নগরের প্রায় সকলের অবস্থা ভাল।

নগরস্থ "যার বাজী" নামক স্থলে কয়েকজন ধনী জমীদারের উত্তম অট্টালিকা নির্ম্মিত রহিয়াছে। দেখিলাম, কাঁচা ঘরগুলি প্রস্তুত করিবার বিষয়ে কারিকরগণ নিতান্ত অজ্ঞ, গৃহের কাটামো কাহাকে বলে, তাহারা তাহা আদৌ জানে না। কাঁচা গৃহগুলির অপসৌষ্ঠব দেখিলে হাসিতে হয়।

নগরের প্রায় ৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী নীল গিরি পর্ব্বতস্থ বৃক্ষরাজী সন্দর্শন করিলে মন এক প্রকার আনন্দ রসে আপ্লুত হয়। অভ্রভেদী নীলগিরি অক্ষের হৃদ্যের ন্যায় বর্ত্তমান থাকিয়া প্রকৃতির শোভা বিস্তার করিতেছে। বৃক্ষের পত্রাদি বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। নীল গিরিরাজের বাটীও নগর হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী উপত্যকায় স্থিত। বালেশ্বরের একজন নবযুবক প্রায় ৩ বৎসর হইল উক্ত রাজার দেওয়ানী পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আমাদের প্রার্থিত নিম্নের লিখিত বিষয়টী অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনকার প্রজা হিতৈষী জগদ্বিখ্যাত সোমপ্রকাশ পত্রিকার পার্শ্বে ডায়মণ্ড হারবারের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের গোচরার্থ প্রকটিত করিয়া অনুগৃহীত ও বাধিত করিবেন।

মহামহিম মহিমসাগর শ্রীযুক্ত ডায়মণ্ড
হারবারের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট
সাহেব বাহাদুর প্রবলপ্রতাপেষু।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী কলিকাতার দক্ষিণ ডায়মণ্ড হারবারের এলাকাভুক্ত পরাণখালী গ্রামে আমাদের বাস। কথিত গ্রাম খানি অনুমান ৬০। ৭০ ঘর লোকের বসতি স্থান। বর্ষাকালের প্রারম্ভ অবধি পৌষ মাস পর্য্যন্ত গ্রাম খানি, একটী ক্ষুদ্র দ্বীপাকারে শোভিত হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ সময় পালকি ও ডোঙ্গা ব্যতীত (এ পাড়া ও পাড়া) স্থানান্তরে গমনাগমন করা দুঃসাধ্য। এ অঞ্চলের মধ্যে মগরার হাটই এখানকার লোকের প্রধান উপজীবিকার স্থান। মগরার হাটের চতুর্দ্দিকস্থ প্রায় ১০। ১২ মাইলের লোক প্রতিহাটেই মগরায় যাতায়াত করিয়া থাকে। কিন্তু এমন একটী রাস্তা নাই যাহাতে ডোঙ্গা অথবা পালকি ভিন্ন গতায়াত হইতে পারে। এমন কি ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে জল শুষ্ক হইয়া গেলেও গাবাক্ষেত্র দিয়া যাতায়াত কষ্টকর হইয়া উঠে। কারণ জোয়ারের জলবৃদ্ধি হইয়া খালের পার্শ্বস্থ সকল ভূমী জলে মগ্ন হইয়া যায়। সুতরাং সকল সময়েই এ অঞ্চলবাসী দুঃস্থ প্রজাদিগকে কাদা ভাঙ্গিয়া যাইতে হয়। যাহা হউক। প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি ভিন্ন এ অসুবিধা নিরাকরণের শেষ অন্য উপায় নাই। শরাদমা গ্রাম অবধি মগরার হাট ৩॥ সাড়ে তিন মাইলের অধিক হইবে না। পথ প্রস্তুত করিতে যে অধিক ব্যয় হইবে, তাহাও নহে। কেবল দক্ষিণাঞ্চলীয় হতভাগ্য প্রজাদের দুরদৃষ্ট বশতই কর্ত্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টি হইতেছে না। যাহা হউক, আমরা সাশ্রু নয়নে নিবেদন করিতেছি, আপনি আমাদের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া প্রার্থিত বিষয়ে মনোযোগী হইবেন ইতি।

১৮৭৫ সাল তাং ২৩ এ ফেব্রুয়ারি
বিনয়াবনতাধীন
শ্রীনিমাইচাঁদ অধিকারী
শ্রীপ্রসন্নকুমার অধিকারী
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বক্সবক্সী
শ্রীগোপীমোহন দত্তানাং

হরিশ্চন্দ্র নাটকের অভিনয়।

১৯ ফাল্গুন শনিবার আমি বহুবাজারস্থ বঙ্গনাট্যালয়ে হরিশ্চন্দ্র নাটকের অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। নাটক খানি শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু কর্ত্তৃক প্রণীত, এবং কলবরস প্রধান। কিন্তু লেখক স্থান বিশেষে প্রকৃত রস রক্ষা করিতে সমর্থ না হওয়াতে কোন কোন অভিনেতার অভিনয় সুন্দর হয় নাই।

বঙ্গভূমি অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত ও রঞ্জিত এবং দৃশ্য পটগুলি মনোহর ও স্বাভাবিক ভাবে চিত্রিত হওয়াতে রঙ্গভূমির চমৎকার শোভা হইয়াছিল।

অভিনয় কার্য্য রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় আরম্ভ হইয়া রাত্রি দেড়টার সময় শেষ হয়।

অভিনেতৃগণের মধ্যে রাজা গণেন্দ্র বসাক পাতঞ্জল মন্ত্রী ও রোহিতাশ্ব এবং ঈশ্বরী ও কমলার অভিনয় উত্তম হইয়াছিল, তন্মধ্যে রাজা সকল স্থানে সকল সময়ে বিশেষ নিপুণতা প্রদর্শন করিয়া দর্শকগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র এক জন প্রধান অভিনেতা হইয়াও রঙ্গভূমিতে নিতান্ত জড়ের ন্যায় অভিনয় করিয়াছিলেন। আশা করি রাত্রান্তরে তিনি প্রকৃত বিশ্বামিত্রের ন্যায় কার্য্য করিবেন।

শ্মশানস্থ চণ্ডীর পোড়াণী প্রকৃত শ্মশানের ন্যায়ই হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে পোড়াকাঠ মড়া

মাথা হাড় ও কলসী প্রভৃতি পড়িয়া রহিয়াছে, রজনী অন্ধকারময়, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ক্ষণে ক্ষণে বজ্রাঘাত প্রভৃতি হইতেছে, আরো সেই সময়ে শ্মশানের আলো নিবাইয়া দেওয়াতে অতিশয় ভয়ানক বোধ হইয়াছিল। এক দিকে চণ্ডাল বেশ ধারী রাজা হরিশ্চন্দ্র মৃত্তিকানির্ম্মিত মোড়ার উপর উপবিষ্ট অপর দিকে শৈব্যা রোহিতের মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া দণ্ডায়মান ও পরস্পরের অধোমুখ কখনে পরস্পরকে চিনিতে পারাতে উপস্থিত ঘটনা জন্য উভয়ের নিদারুণ বিলাপ শ্রবণে কেহই অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই এমন স্থলে একটী সুশ্রাব্য সঙ্গীত বাদ্য থাকিলে অতি সুন্দর হইত। তাহা না থাকাতে বিশেষ অসুখের হইয়াছিল, আশা করি কর্তৃপক্ষেরা এ অভাব দূর করিতে চেষ্টিত হইবেন।

চমক।

—০—

সুখী কে?

শেষার্দ্ধ।

১০

ঐ যে মানব জাতি, কর নিরীক্ষণ,
দেখিতে সুরূপ বেশ
হাসি মুখ, কাল কেশ
ওরা কি সুখের সবে রয়েছে মগন?
সে কথা কে বলে?
রোগ শোক চিন্তা জ্বালা সদা করে ঝালাপালা
হাসে আজ ভাসে কাল নয়নের জলে।
কে বলে মানবে তবে সুখী ধরাতলে?

১১

ঐ যে বসিয়ে ভূপ রাজসিংহাসনে
অমূল্য কিরীট শিরে,
রত্নছত্র মুকুতা হীরে,
উনি কি যে সুখী এই ধরণী ভবনে?
কখনই নয়,
তুমি ভাব সুখী বটে, কিন্তু ওঁর চিত্ত পটে
অবাধি আশঙ্কা সদা হতেছে উদয়।
কে তবে ভূপালে সুখী পৃথিবীতে কয়?

১২

এই যে রমণী যেন প্রফুল্ল কমল।
যৌবন লহরী কোলে
থমকে থমকে দোলে,
জলদে বিজলী যেন হতেছে চঞ্চল।
ঐ কি সুখিনী?
কভু নয় কভু নয়, কে ওরে সুখিনী কয়?
পতি ওকি ছোটা কত দিবস যামিনী,
দেখিবে তখন ওরে কেমন সুখিনী।

১৩

ঐ যে ভূতলে বসি আকুলা জননী।
কাল যে দেখেছি ওরে,
তনয়েরে কোলে কোরে
আমার গোপাল বলে দিয়েছে মেদনী।
সে কাল কোথায়?
কেন আজ হেন বেশ, এলায়ে পড়েছে কেশ
আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদি ভূতলে লুটায়।
হায় রে কে বলে তবে সুখিনী উহায়?

১৪

ঐ যে কামিনী বসি আঁধারের ধারে,
অলঙ্কার নাহি গায়,
প্রভাত শশীর প্রায়
মুখখানি প্রভাহীন ভাসে অশ্রুধারে
হা নাথ বলিয়ে
কপালেতে কর হানে কভু চায় শূন্যপানে
পতিসহ সবি ওর গিয়েছে চলিয়ে
সুখিনী উহারে তবে বল কি বলিয়ে?

১৫

ঐ যে যুবক দেখ হাসিয়া বেড়ায়
ধরা যেন সরাখান
করে কতরূপ ভাব
ভাবিছে উহার সম কে আছে ধরায়?
হায় অকারণ!
দিন কত পরে ওরে দেখো দেখি ভাল কোরে
হয় কি না, হয় সব নিশার স্বপন
কে তবে বলিবে ওরে সুখে নিমগন?

১৬

ঐ যে বিদ্বান করে লেখনী ধরিয়ে
লিখিতেছে গ্রন্থ কত
গ্রন্থ কত অবিরত
পড়িতেছে সারা নিশি জাগিয়ে জাগিয়ে
সুখীই কি ঐ?
কভু নয় কভু নয়, শরীর যে দুখময়,
জেনেছে বিশেষরূপে পড়ে পড়ে বই
উনিও ত দেহী তবে সুখী কিসে কই?

১৭

ঐ যে বিজন বনে ভূধর গুহায়
যোগিবর যোগাসনে
ভাবে তবে মনে মনে
অস্থি চর্ম্ম সার তবু গজাইছে গায়
এখনো উহার
আশা পূর্ণ হল কৈ? আজীবন সুখ বৈ
কি আছে? কৈ বা আ,জো আশার সুসার
তাপস জীবনে সুখ বলিবে আবার?

১৮

আকাশ ভূধর বন মরুভূ মাঝার
সাগর তটিনী তটে
যা কিছু এ বিশ্বপটে
আদি ভূমি তিনি আদি সুখের ভাণ্ডার!
হায় রে সবাই
সুখী নৈ সুখী নয় খুঁজিলে জগতময়,
কাহারেও সুখী হায় দেখিতে না পাই।
সকলি গরলে ভরা বিধি সুখ গড়ে নাই!

পাখুরিয়াঘাটা, কলিকাতা } অনুগত শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

পথকর ও কৃষকদিগের আপাত্ত।

আপনার সোমপ্রকাশ পাঠে অবগত হইলাম, কৃষকদিগের উপকারার্থ তাহাদিগের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার অনুরোধ করিয়া মহাশয় গবর্ণমেণ্টে লিখিতেছেন। মহাশয়ের কথা দেখিয়া আমাদের আশার সঞ্চার হইয়াছে। মহাশয় যদি কৃপা করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়টী গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন, তাহা হইলে আমাদের উপকার হইতে পারে।

বিষয় এই।

পথকর সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট ঘোষণাপত্র দ্বারা জানাইয়াছেন, আমাদিগের উপকারের জন্য রাস্তা প্রস্তুত ও খাল খনন হইবে। তজ্জন্য আমাদিগকে নির্দ্ধারিতমতে অধিক কর দিতে হইবে।

আমরা স্বীকার করি যে স্থানে স্থানে খাল খনন হইলে তদ্দ্বারা জলের গমনাগমনের সুবিধা হইলে ভূমির উর্ব্বরা শক্তির বৃদ্ধি হইবে এবং যে সমস্ত স্থানে নৌকা ও গরুর গাড়ি গমনাগমনের সুবিধা নাই, খাল ও রাস্তা হইলে সেই সেই স্থানে নৌকা ও গরুর গাড়ি চলিতে পারিবে তাহাতে বাণিজ্যের উন্নতিনিবন্ধন কথঞ্চিৎ রূপে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইবে এবং গমনাগমনেরও সুবিধা হইবে।

১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনে স্থির হইয়াছে, কৃষকের পরিশ্রম ভিন্ন অন্য হেতুতে ভূমির শক্তি অধিক হইলে ও শস্যের মূল্য অধিক হইলে তজ্জন্য ভূস্বামিরা অধিক কর পাইবার স্বত্ববান হইবেন। সুতরাং খাল ও রাস্তা হইলে যে উপকার হইবে, তাহার ফলভোগী ভূস্বামিরা, আমরা নহি।

আমরা বর্ষাকালে কাদাতে এবং শীত ও গ্রীষ্মে ধূলা বালিতে মাঠে থাকি। সর্ব্বদাই আমাদিগের কাদা ও মাটির সহিত সম্পর্ক এবং আমরা অতিশয় গরিব, অধিকাংশই ঐ কর দিতে এক প্রকার অশক্ত, যাইয়া যাচিলে ভাল পথে

চলা যায়, তাল পথ ও খাল হইলে বড় লোকের তা'ল. আমাদিগের তাল রাস্তার সহিত সম্পর্ক কি? বরং খাল ও রাস্তা হইলে আমাদিগের অনিষ্ট হইবে।

১। তাল রাস্তা ও খাল না থাকাতে সকল স্থানে নৌকা ও গরুর গাড়ি যাতায়াত করিতে পারে না। আমরা মোট বহিয়া সেই সেই স্থানের দ্রব্যাদি বাজার বন্দরে আনয়ন করি। তাহাতে আমরা মজুরী পাইয়া থাকি, রাস্তা ও খাল হইলে আমাদিগের সেই লাভ আর থাকিবে না।

২। আমাদের ভূমিতে কোন স্বত্ব নাই। আমাদের বাড়ীর নিকট পুরাতন বিল ও কূপ আছে। শীত ও গ্রীষ্মকালে তাহার জল দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। খাল হইলে খালের টানে তাহাতে আর জল থাকিবে না। যেমন নদীর নিকটের পুষ্করিণীতে জল থাকে না। সুতরাং জলাভাবে আমাদিগকে মহাকষ্ট ভোগ করিতে হইবে। যদি ছোট ছোট নদীর মত খাল হয় ও বরাবর তাহাতে জল থাকে, তাহা হইলে আমা দগের উপকার হইতে পারে। মহাশয় এই কথা বলিবেন, খালের দুইধারী স্থানে পুষ্করিণী খনন করিলেই হইতে পারে। তৎসম্বন্ধে আপত্তি এই প্রথমতঃ আমাদিগের অর্থ নাই, দ্বিতীয়তঃ যদিও কোন কোন ব্যক্তির কিঞ্চিৎ অর্থ আছে তাহারাও এককালে সর্ব্বস্ব ব্যয় না করিলে ক্ষুদ্র একটী পুষ্করিণী করিতে পারে না। ক্ষুদ্র একটী পুষ্করিণীতে কত ব্যয় পড়ে নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

ব্যয়।

১।	ভূমির মূল্য এককানী	৫০
২।	সেলামী	২০
৩।	অমলাগণ তহরি	১০
৪।	পুষ্করিণীর ভূমি পরিমাপক ও তদারক কারক আমলার বেতন।	১৫
৫।	খনন প্রভৃতির ব্যয়	১৫০
		২৪৫

৩। শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে এখন আর পতিত ভূমি নাই। আমরা জমা দিয়া জমি রাখিয়া তাহার ঘাসের দ্বারা গো রক্ষা করি। তাহাতে গরুর আমাদের প্রতি গরুর প্রতি মাসে মজুরী খরচ বাদে ১ টাকা ব্যয় পড়ে। জলা প্রভৃতি ভূমি হইতে (যাহাতে শস্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই) কিছু ঘাস বিনা ব্যয়ে পাইয়া থাকি। খাল হইলে সেই জলা ভূমির আবাদ হইবে, সুতরাং গোগ্রাসের হানি হইয়া আমাদের ব্যয় বৃদ্ধি হইবে। তাহাতে আমাদের ক্ষতি, ভূম্যধি কারির লাভ। যে পর্য্যন্ত ভূমিতে আমাদিগের দখলী স্বত্ব ভিন্ন চির স্বত্ব না হইবে সে পর্য্যন্ত উচ্চ বিচার হইলে আমরা এই পথকর দিবার জন্য দায়ী হইতে পারি না। ভূম্যধিকারিরাই তজ্জন্য সম্পূর্ণ দায়ী।

অনুগত
জেলা ত্রিপুরাস্থ ১০ জন কৃষক।
১৪ ই ফাল্গুন। ১২৮১

রায় বোয়ালিয়া গড়ের বিবরণ।

মহাশয়! প্রায় এক মাস ভ্রমণ করিয়া নানা স্থানে নানাপ্রকার বস্তু দর্শন করিয়াছি, অদ্য তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ আপনার পাঠকগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ প্রকাশ করিতেছি।

আমি পূর্ব্ব পত্রে যে "রায় বোয়ালিয়া" গড়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম, অদ্য তাহার সম্পূর্ণ অবস্থা যতদূর দর্শন করিয়াছি, তাহার বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। এই গড়ের চতুঃসীমা। উত্তরে ময়ূর তঙ্গের অধিকার, পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নয়াগ্রাম রাজার অধিকৃত স্থান। দক্ষিণ, পূর্ব্বে বালেশ্বর জেলার ফতেয়াবাদ পরগণার অন্তর্গত রায়বোয়ালিয়া গ্রাম ও অন্যান্য জঙ্গলময় ভূভাগ। এই গড়ের ভূমি পরিমাণ প্রায় ৬। ৭ স্কোয়ার মাইলের ন্যূন নহে।

৫ ই ফেব্রুয়ারি দিবা ১০। ১২ ঘণ্টার সময় গড়ে প্রবিষ্ট হই। আমাদের সঙ্গে দুটী হস্তী এবং বহুসংখ্যক সাঁওতাল ও এদেশীয় লোক ছিল। পশ্চিম দ্বার দিয়া দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। প্রথম প্রাকার পার হইয়া কিয়দ্দূর গমনের পর উভয় পার্শ্বে দুয়টী কূপের চিহ্ন অবলোকন করিলাম। ঐ কয়েকটীর মধ্যে ৪ টীর চিহ্নমাত্র আছে। অবশিষ্ট দুটীতে অদ্যাপি জল আছে। ঐ কূপের পরিধি বিংশতি হস্তের ন্যূন নহে এবং ঐ কূপের নিম্নভাগে নামিবার চতুঃপার্শ্ব পাষাণবেষ্টিত প্রস্তরময় উৎকৃষ্ট সোপান আছে। এই ভাগে কতকগুলি সাওতালের বাসকুটীর আছে। বন্য বৃক্ষাদি এখানে অধিক দেখিলাম না।

তৎপরে দ্বিতীয় প্রাকার। এখানে এক প্রস্তর ময় সেতু ও এক প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ সিংহদ্বার এবং দ্বারের উভয় পার্শ্বে প্রস্তর বিনির্ম্মিত ৮ টী বৃহৎ গৃহ। এই দ্বার পার হইয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলাম। এখানে মনুষ্যের বাস নাই। শাল, সেগুন, আবলুস প্রভৃতি আরণ্য তরু সমূহে সমাচ্ছন্ন। সাঙ্গী সওতালেরা বলিল মহাশয়! এস্থান অতি ভয়ঙ্কর বাঘ ভল্লুকে পরিপূর্ণ। প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ এইরূপ নিবিড় জঙ্গল অতিক্রম করিয়া তৃতীয় দ্বার প্রাপ্ত হইলাম। এখানে দ্বিতীয় দ্বারের ন্যায় প্রস্তরময় সেতু ও গৃহ আছে। তদ্ভিন্ন উভয় পার্শ্বে প্রস্তর রচিত প্রাচীর অনেকদূর পর্য্যন্ত পরিবেষ্টিত দেখিলাম। ঐ প্রাচীরের উচ্চতা ১২। ১৩ ফিট এবং বিস্তার ৪। ৫ ফিটের কম নহে। অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বিবিধ বন্য পাদপাদি অবলোকন করিলাম। আমাদের পথ প্রদর্শক বলিল "মহাশয়! এই ভাগে রূপাদিঘি নামে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। তাহার নির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিয়া আমরা দীর্ঘিকাতীরে অবতীর্ণ হইলাম। এই দীর্ঘিকার দৈর্ঘ্য প্রায় অর্দ্ধ মাইল, বিস্তার অতি অল্প হইলেও ৮০ ফিটের অধিক নহে। দীর্ঘিকার ঠিক মধ্যস্থলে অল্পস্থান জলশূন্য কিন্তু চতুঃপার্শ্ব জলপূর্ণ। জল অতি অল্প আছে বোধ হইল। পথ প্রদর্শক বলিল মহাশয়! এইস্থানে বৃহৎ বৃহৎ সর্প আছে। আমরা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চতুর্থ দ্বারে উপনীত হইলাম। এখানকার দুর্গপরিখা অতি বিস্তৃত। এই পরিখাতে অনেক জল আছে এবং প্রাচুর্য্য দ্বার সকলের ন্যায় সেতু, প্রাচীর ও গৃহ সকলি আছে। এই দ্বার পার হইয়া এক বৃহৎ প্রস্তরময় প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ অবলোকন করিলাম। স্থানচ্যুত ভগ্ন প্রস্তরাদি অবলোকন করিতে করিতে কিয়দ্দূর গমনের পর সম্মুখে এক দেব মন্দির দৃষ্ট হইল. সহচর আমাদের দেশে যে প্রকার মন্দির দেখা যায়, ইহা তদ্রূপ নহে। এই মন্দির আমাদের দেশের হালানের ন্যায়। বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরের স্তম্ভ সকল ভগ্ন ও ভূতলশায়ী রহিয়াছে, সঙ্গী লোকেরা তথায় উপস্থিত হইয়া ভগ্নপ্রস্তর রাশির মধ্যস্থলে এক দেবী মূর্ত্তি দর্শন করাইল। শুনিলাম মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম "জয়কালা"। প্রতিমার উপরিভাগের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। একজন প্রাচীন দর্শক বলিল "আমি প্রায় ৫০। ৬০ বৎসর (যতদিন আমার জ্ঞান হইয়াছে) দেখিতেছি দেবী প্রতিমা এই অবস্থায় এখানে আছে।"

এই সকল দেখিতে দেখিতে ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল, দিবাকরের প্রতিমূর্ত্তি স্থান হইতে সরিল, পক্ষিগণ চঞ্চল হইয়া নিজ নিজ আশ্রয় স্থান গ্রহণ করিতে লাগিল। গগনমণ্ডল দুই একটী করিয়া তারা দেখা যাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর শ্বাপদ। কোন স্থানে আর মনুষ্যের বাসস্থান দেখা যায় না সম্মুখে অতি প্রাচীন কালের দেবমন্দির। মন্দির ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে অবলোকন করিয়া অন্তরাত্মা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, ভগবতি!

ভারতের সেই শুভদিন কোথায়? যে রাজা তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই রাজার কি অবস্থা করিয়াছ।

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫। } একান্ত বাধ্য। শ্রীচন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

—০—

শস্যের মূল্য।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকায় নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত মূল্যে শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম চাউল	সামান্য চাউল	ছোলা	গম
	সের	সের	সের	সের
বর্দ্ধমান	।৯	॥০	॥০৸	।৫
বাকুড়া	।৪	।০॥	।৫॥	।৫॥
বীরভূম	।৬	॥১৶	।৩॥	।৬
মেদিনীপুর	২	।৮	॥৪	।২
হুগলী	৵৯-।০	।৭-।৭	।৬-।৬॥	।৪
হাবড়া	।৩	।৬	।৭	।৩॥
২৪ পরগণা	৵৮	।৩	।৪।	।৩-।৵
নদীয়া	।৪।	।৬	॥০	॥০
যশোহর	।৬	।৬	।৪ ৶	।২
মুরশিদাবাদ	।২	।৮৶	।৮	।৬
রঙ্গপুর	॥২	॥৮	।৫॥	।৪
মালদহ	॥৫॥	॥৬-।	।৭	॥০
রাজশাহী	॥১	॥৪ ০	৬॥-।৮	।৮
বগুড়া	৵৭ ৶	৵৫॥	।২৵	।৪
পাবনা	৵৮ ২	।১	।৫	।৫
দিনাজপুর	৵৫	।৫	৵৮	৵৬
জলপাই গুড়ি	।৬	॥৪	।২	।৫৶
ঢাকা	৷০	৷৹	।৬	।৪॥
ফরিদপুর	৵৬	৵১	।১	।২
বাখরগঞ্জ	।৭	॥১	।৪	
ময়মনসিংহ	৬	।১।	।৩।	।২৶
চট্টগ্রাম	।১	৯	।৩	৵৯
নওয়াখালী	।৫	।০	।০	
ত্রিপুরা	।৬	॥৩	।৩	।২
চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ	।২০	।৫ ৵	।০	
পাটনা	।৫	॥৭	॥৮॥	।৯
গয়া	।১	।১৷	॥১৩৷৷২	।৫
সাহাবাদ	।১	।৬	॥৫	।৬৷৷
শাহাবাদ জিলা	৵৯	।৮	॥৫	।৪

	উত্তম চাউল	সামান্য চাউল	ছোলা	গম
সারণ	৵৯	॥৩	॥০	।৫
চম্পারণ	।০	॥১॥	॥১৶	।৪॥
মুঙ্গের	।২।৶	।৯॥৵	।৮৵	।৭॥
ভাগলপুর	॥০।৶	॥১ ৶	॥০	।৮৵
পুর্ণিয়া	॥০	॥২	॥০	।৬
সাওতাল পরগণা।	।২	॥০	।৪॥	।৬
কটক	।৮।৶	॥৪৸৶	।৭৵	॥১
পুরী	।৭৵	॥৩৪৶	।৮।৶	।৫৶
বালেশ্বর	।৬	॥৭	৵৮	।১
হাজারীবাগ	।০	॥১	।৪	।২
লোহারডগা	॥০	॥৪	।৩	।০॥
সিংহভূম	।৪	॥৮	।৩	।২
মানভূম	।৪	॥২॥	।৩	।২

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ২৬ এ ফেব্রুয়ারি

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল। ফীট	ইঞ্চ
চৌবাশির নীচে	৩	৬
মুরপুর ৬ মাইলের মধ্যে	২	৩
তথা হইতে জলিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	২	৯
জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	

সন ১৮৭৫ সালের ১ লা মার্চ্চ বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	১	৮

বহরম পুর ১ লা মার্চ্চ ১৮৭৫সাল } টী, এইচ উইক্স সি, ই, একজিকিউটিবইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল শীল—চুচুড়া	১০
ঐ ঐ নবীনচন্দ্র রায়—মুজাপুর	৫॥০
ঐ ঐ হরিনারায়ণ রায়—শুনামগঞ্জ	১০
ঐ ঐ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহকুমা ঝুড়িয়া	১০
নাজিরা মেট্রিক মিউস পেপর-রুব শিবসাগর	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। বোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ১৮ সংখ্যা।

“ ধরস্থলাং প্রজানিষ্কিলায় পার্থিবঃ সরস্বতী মুনিমন্থনী ন ঘৃষ্যসা। ”

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ২ রা চৈত্র। ইং ১৮৭৫। ১৫ ই মার্চ্চ।
মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩৷ তের টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৬৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

চন্দ্রলেখা ও শশিকলা নামে দুই খানি নাটক শ্রীযুক্ত রাধামাধব হালদার কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ৭৯ নং আহিরিটোলায় ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য প্রত্যেক খণ্ডের ১ টাকা, ডাকমাশুল অতিরিক্ত /০ আনা মাত্র।

—•—

সুপ্রসিদ্ধ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত—

বাল চিকিৎসা মূল্য ৩৷০ ডাকমাশুল ।৶
ব্যবস্থামালা ১৷০ ঐ ৶
শুর্জ্জিনীবাঙ্গাব ৷০ ঐ /

জেমুয়া কাশীতে গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

কলিকাতা বিশ্বম্ভরেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—•:•—

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কৃত প্রাক্‌টিস অব মেডিসিন—

প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৶ একত্রে লইলে ১৮ ডাকমাশুল ১৶ মাত্র। এনাটমি প্রথম খণ্ড ২ ডাক মাশুল ৷৶০ মাতৃশিক্ষা ২ ডাক মাশুল ৷০, এতদ্ভিন্ন আমার নিকট প্রায় যাবতীয় বাঙ্গালা ডাক্তারি পুস্তক পাওয়া যায়, আবশ্যক হইলে লিষ্ট পাঠান যাইবে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
বিশ্বম্ভরেল ২৮৮ নং মাটী।

—•—

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ম্যালেরিয়া জীর্ণ যকৃৎ দুষ্টন ও পুরাতন জ্বর জীর্ণ ও বিষম জ্বর পালাজ্বর ও সর্ব্ব প্রকার প্রহর প্রমেহ কষ্টবহ বিসূচিকা ও সর্ব্ব প্রকার উদরের পীড়া উদরী শোথ উন্মাদ শিরো রোগ চক্ষুর রোগ সর্ব্ব প্রকার কাশ ও কুষ্ঠ চর্ম্ম-রোগ গরমির পীড়া ও রক্ত বিকৃতির জন্য নানা প্রকার রোগ নাশক দেশীয় ও ইংরাজী বিবিধ প্রকার উত্তম ঔষধ প্রস্তুত আছে। যাঁহারা এই চিকিৎসালয়ের চিকিৎসাধীন হইবেন, তাঁহারা বিনা মূল্যে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। অন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ঔষধ লইতে ইচ্ছা করিলে অন্যান্য চিকিৎসা-লয় অপেক্ষা অল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশীয় রোগী চিকিৎসালয়াধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিলে ঔষধের মূল্যাদির বিষয় জানিতে পারিবেন।

১২।১।৭৫ বারুইপুর } শ্রীপ্রাণনাথ চক্রবর্ত্তী

—

এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি
মতে ওলাউঠা
রোগের
মহৌষধ।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে এলো-প্যাথিক বা ডাক্তারি মতে কর্পূরের আরোক বিসূচিকা রোগের মহৌষধ। এই মারাত্মক ব্যাধির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই ইহা বমন ও অতিসার অপৌণে নিশ্চিতই নিবারণ করে। অঙ্গগ্রহ অর্থাৎ হাত পায়ে খিল ধরা নিবৃত্তি এবং হস্ত পদাদির উষ্ণতা পুনঃ প্রদান করে।

শিশির সহিত যে ব্যবস্থা পত্র আছে তদ্দ্বারা সকলেই বিনা উপদেশে চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

টীকিটে আমার নাম দেখিয়া লইবেন। প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা। ১০ টাকার অধিক লইলে শত করা কিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৭১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র সাহা কোম্পানির দোকানে, গোরালন্দে এবং আমার নিকটে পাইবেন।

ডাক্তার শ্রীরাজকৃষ্ণ নিয়োগী
পোষ্ট সিরাজগঞ্জ।

পত্র।

বহুমানাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ নিয়োগী
ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়!

আমি প্রায় ১মাসের ১২ বাঁধিতে যাব পর ন ৩ চেষ্টা করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন করিয়া কোন ফল পাই নাই। তৎপরে ডাক্তার কর্পূরের আরোক ৬ ঘণ্টা প্রত্যন্তর সেই ভীষণ যাতনা হইতে রক্ষা করিয়া আপনার

নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম নিবেদনমিতি।

১২৮১ ২রা অগ্রহায়ণ। } শ্রীকৈলাসচন্দ্র ভাদুড়ী জমীদার— গোপালপুর

যজুর্ব্বেদ, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সত্যযন্ত্র।

কালীকুমার দাস কৃত "ব্যাকরণ মঞ্জরী ৭।৮ বার মুদ্রিত, মূল্য ৶০। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও নওয়াখালি নর্ম্মাল স্কুলে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্য।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	৷৹	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৶০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৶০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাশুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অর্দ্ধমূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

২রা চৈত্র সোমবার।

কালের যে কত পরিবর্ত্ত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। প্রায় ১৪ বৎসর হইল, আমরা স্বগ্রামমধ্যে গোবীজে টীকা দিবার প্রথাটী প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পাই, এবং আপনাদিগের বাটীতে টীকা দিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করি। কিন্তু তৎকালে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আমাদিগের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইতে দেখিতে পাই নাই। ও বৎসর ইংরাজী টীকা দার গ্রামে আসিয়াছেন শুনিয়া গ্রামের ইতর লোকেরা পর্য্যন্ত বদ্ধপরিকর হইয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়া বালক বালিকাদিগের টীকা দেওয়াইতেছেন। এ টীকায় কোন কষ্ট হয় না ও মৃত্যুশঙ্কা থাকে না, এই দৃষ্টান্ত দর্শনই বোধ হয়, এ বিষয়ে প্রবৃত্তির প্রধান কারণ।

"বাল্যে ষোড়শাব্দে বর্ষাৎ" "ষোড়শাব্দে ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতি বর্ত্ততে" "প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ" ইত্যাদি বচনদ্বারা প্রমাণ হইতেছে এদেশীয় শাস্ত্রকারেরা পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইলেই এদেশীয়দিগের বয়ঃপ্রাপ্তি হইবে, এই নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ব্যবস্থাপক-সভা ষোড়শ বর্ষে বালকত্ব যায় না এই বিবেচনা করিয়া অষ্টাদশ বর্ষকে বয়ঃপ্রাপ্তির যোগ্যকাল বলিয়া নিরূপণ করিতেছেন। যখন শাস্ত্রীয় নিয়ম লঙ্ঘন করা হইল, তখন আর ২ বৎসর পিছাইয়া গিয়া ২০ বৎসর নিয়ম করিলেই ভাল হইত। ২০ বৎসর কাল গুরুজনের শাসনে থাকিলে যৌবনসুলভ ঔদ্ধত্যের অনেক নিবারণ ও ইন্দ্রিয়দমনপ্রভৃতি অনেক বিষয়ের সুশিক্ষা হয়, বুদ্ধিও অনেক পরিমার্জ্জিত হইয়া আইসে। একটু মানুষের মত হইলে বিষয় ভার স্কন্ধে পতিত হইলে বিষয় রক্ষা হইবার সম্ভাবনা থাকে। ঐ ২০ বৎসরকে বিবাহের যোগ্য বয়স বলিয়াও নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে পড়াশুনা প্রভৃতির বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে।

দিন দিন সর রিচার্ড টেম্পলের প্রতি প্রজাগণের যে অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে, তাঁহার অপক্ষপাতে সদুপায় কার্য্য করিবার চেষ্টা তাহার অন্যতর কারণ। ইউরোপীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষা প্রসঙ্গে কালক্রমে সোমপ্রকাশে আমরা লিখিয়াছিলাম "গবর্ণমেণ্ট দরিদ্র ইউরোপীয়ের নিমিত্ত যে প্রকার অবৈতনিক বিদ্যালয় করিতেছেন, এদেশে কি সে প্রকার দরিদ্র লোক নাই, আমরা সচরাচর দেখিতে পাই সহস্র সহস্র বালক সঙ্গতির অভাবে লেখা পড়া শিখিতে না পারিয়া দুঃখ হইয়া যাইতেছে এবং পরিণামে পিতামাতার গলগ্রহভূত ও সমাজের কণ্টক স্বরূপ হইতেছে। সে সকল বালকের নিমিত্ত কি গবর্ণমেণ্টের অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলা উচিত ও আবশ্যক হইতেছে না?" এইরূপে আমরা যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম এবার আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, সর রিচার্ড টেম্পল কলিকাতার দরিদ্র ফিরিঙ্গি ও ইউরোপীয় বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার উপায় বিধান প্রসঙ্গে তদনুরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন "যুক্তির মূলাবলম্বনপূর্ব্বক নগরস্থ স্বদেশীয় দরিদ্রদিগের নিমিত্ত কি আমাদিগের ঐরূপ কিছু করা উচিত নয়?" যে সকল ব্যক্তি দরিদ্র ফিরিঙ্গি ইউরোপীয় ও এদেশীয় দিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ উদ্যোগবান হইবেন, গবর্ণমেণ্ট ইহার বিশেষ না করিয়া সমভাবে তাহাদিগকে সাহায্যদান করিবেন আমাদিগের প্রজাহিতৈষী বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর মফস্বলের দরিদ্র বালকদিগের প্রতি কি করুণাশূন্য হইবেন? তাহারা কি চিরদুঃখী হইয়া মফস্বলের উৎপাত স্বরূপ হইয়া থাকিবে?

বয়স সম্বন্ধে ইংরাজ পত্রের শঙ্কা।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অন্যায় করুন, অত্যাচার করুন, অন্যায় অধর্ম্ম করুন, তাহাতে হানি নাই, পার্লিয়ামেণ্ট মহা-

সভায় তাঁহাদিগের কার্য্যের দোষগুণ বিচার করিয়া বাগ্মিগণ পাছে ঘৃণা প্রদর্শন করেন, সেই ঘৃণা দেখিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের অশ্রদ্ধা জন্মে এবং সেই অশ্রদ্ধাজনক গবর্ণমেণ্টের শাসন বল কমিয়া যায়, টাইমস পত্রের এই বড় আশঙ্কা জন্মিয়াছে। ইংরাজ জাতিরও কি এই শঙ্কা? লোকে টাইমসকে ইংরাজজাতির বাগ্মিস্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। টাইমস বলেন "ওইকুমারের অনুচরবর্গী বিচারের ফল যেরূপ হউক, উহা পার্লিয়ামেণ্ট সভায় উত্তর পূর্ব্বেই নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক ও অনেক সংখ্যা প্রশ্নের উদয় কারণ হইবে। সর্ব্বদা এই আশঙ্কা করা যায় রাজ্ঞীর সভায় ভারতবর্ষীয় কার্য্যের বাদানুবাদে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শাসন প্রণালী বন্ধনকে শিথিল করিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের মনে বিষম অনিষ্ট ফল উৎপাদন করিতে পারে।" এ আশঙ্কাটী অদ্ভুত সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি কোন অন্যায় কার্য্য করেন, পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সেই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ হইলেই ভারতবর্ষীয়দিগের মনে ঘৃণা জন্মিবে, নতুবা জন্মিবে না, এ যুক্তিটীও অতি অদ্ভুত। অন্যায় দেখিলে ঘৃণা জন্মে এটী স্বভাব সিদ্ধ, কাহাকে তাহা বলিয়া দিতে কিম্বা শিখাইয়া দিতে হয় না বরং পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ঐ বিষয়ের বাদানুবাদ হওয়াতে তাহার উপর ঘৃণার বল অনেক কমিয়া যায়। লোকে এই কথা মনে করে, ইংরাজ জাতির মধ্যে অনেক যথার্থ দর্শী লোক আছেন, সকলেই অন্যায়ের পক্ষপাতী নহেন, এই ভাবিয়া অনেক সময়ে এদেশীয় বিদ্বেষ চিত্তের সন্তোষ জন্মে। তবে পার্লিয়ামেণ্ট সভা বাগ্মিদিগের বক্তৃতা রহিত করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কৃত কার্য্যের যদি অন্যথাচরণ করিতেন তাহা হইলেও একদিন ভারতবর্ষীয়দিগের মনে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়া ঐ গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, কিন্তু লার্ড ক্লাইব অবধি এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের যত গবর্ণর জেনরেল হইয়া গিয়াছেন, পার্লিয়ামেণ্ট সভা তাঁহাদিগের কাহার অন্যায় কার্য্যের প্রতিরোধ কিম্বা দণ্ড দান করিয়াছেন? কৈ আমরা ত এরূপ দেখি নাই। তবে দুই এক ব্যক্তি সেই সেই অন্যায় কার্য্যের উল্লেখ করিয়া মধ্যে মধ্যে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের নিজেরই লাভ হয় এই মাত্র। তাঁহাদিগের বক্তৃতা শক্তির অত্যাস ও বক্তা বলিয়া সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ ও নাম প্রকাশ হয়। লার্ড ক্লাইব একজন সামান্য কর্ম্মচারী হইয়া এদেশে আইসেন, শেষে অন্যায় রূপে ভারতবর্ষের এত অর্থ সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া যান যে তিনি বৎসর ৪ লক্ষ টাকা করিয়া নিজ ব্যয় করিতেন। ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের তাহা কি অবিদিত ছিল? কিন্তু তাঁহার কি দণ্ড হইয়াছিল? ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিচারের কত আড়ম্বর না হইল? বর্ক ও শেরিডান প্রভৃতির কত বক্তৃতা না হইল? ইংলণ্ডে দিনকত কাল মহা ধুম পড়িয়া গেল; শেষে সমুদায় ধুমায়মান হইয়া গগন তলে উত্তড্ডীয়মান হইল। লার্ড ডেলহৌসি ভারতবর্ষীয় রাজগণের প্রতি কত অত্যাচার না করিয়াছিলেন? তাঁহার সেই অত্যাচারগুলি ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের নিদান ভূত হইল। পার্লিয়ামেণ্ট সভা তাঁহার কি দণ্ড বিধান করিলেন? দণ্ডের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রশংসা ইংরাজ জাতির মুখে ধরে না।

লার্ড ক্লাইব ও লার্ড ডেলহৌসি প্রভৃতির সুখ্যাতি এবং বরদা সম্বন্ধে ইংরাজী সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগের ব্যবহার দর্শন করিয়া এবং আমাদিগের এরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত অন্যায় কাজ করেন তাহার সপক্ষতা করাই ইংরাজ জাতির অভিপ্রেত। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হইয়া যদি কেহ সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন সকলে তাঁহার উপরে খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। সার চার্লস ট্রিবিলিয়ান তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত। এক ইনকম টাক্সের প্রতিবাদ করিয়া তিনি অপদস্থ হন।

হাইকোর্টের ফৌজদারী কার্য্য পদ্ধতি।

এত দিন হাইকোর্টের একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপদ্ধতি ছিল না। কতক ইংরাজি আইন অনুসারে ও কতক সাদার্ণ আইন অনুসারে হাইকোর্টের কার্য্য চলিত। একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য পদ্ধতি করিবার নিমিত্ত এবং মফস্বলে যে কার্য্য প্রণালী প্রচলিত আছে, রাজধানীতে তাহা যত দূর সম্ভব প্রচলিত করিবার নিমিত্ত একটী আইনের পাণ্ডু লেখা করা হয়। ১৮৭২ অব্দে ফিকেন সাহেব এই পাণ্ডু লেখাটী ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন। প্রথমে ইহা যেরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহার বহু পরিবর্ত্ত করা হইয়াছে। সম্প্রতি অনরেবল হব হাউস সাহেব পুনরায় ঐ বিষয়টী ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়াছেন। মকদ্দমার আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত যেরূপে যে কাজ করিতে হইবে, সমুদায় ইহাতে বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে। জুরির বিষয়ে আমরা কিছু নূতন পরিবর্ত্ত দেখিলাম। পূর্ব্বে বার জনে জুরি হইত এবং সকলের মতের ঐক্য না হইলে মকদ্দমার মীমাংসা হইত না। এক্ষণে প্রস্তাব করা হইয়াছে মফস্বলে ৯ জনে জুরির সংখ্যা পূর্ণ ও তৃতীয়াংশের দুই অংশের মতের সহিত যদি জজের

মতের ঐক্য হয় তাহা হইলেই মকদ্দমার মীমাংসা হইবে। আর যদি দুই তৃতীয়াংশের মত না হয় অথবা জজ তাঁহাদিগের মতে মত না দেন, তাহা হইলে মকদ্দমার মীমাংসা ও সে জুরিতে কাজ হইবে না। পুনরায় জুরর মনোনীত করিতে হইবে।

জুরদের সংখ্যা কমান অতি উত্তম কল্প হইয়াছে অনেক "সম্প্রতি সিতে গাজন নষ্ট" এই যে একটী প্রবাদ বাক্য আছে, মফস্বলের জুরি তাহার প্রধান উদাহরণ স্থল হইয়াছে। একদা এক স্থলে বার জন উপযুক্ত লোক মিলা সহজ নয়। অনেক গোঁজা মিলন হইয়া যায়, অনেক সময়ে জুরির যে নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। অধিক সংখ্যক অনুপযুক্ত লোক না লইয়া যদি অল্প সংখ্যক উপযুক্ত লোক লইয়া জুরি করা হয়, তাহাতে উপকারের ফললাভের সম্ভাবনা আছে। রাজা বিচারকালে কিরূপ সভা নিয়োগ করিবেন, যাজ্ঞবল্ক্য তাহার এই বিধান করিয়াছেন,

ক্রতাধ্যয়ন সম্পন্ন কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যাঃ শত্রৌ মিত্রে চ যে সমাঃ।

মনু সভার এই লক্ষণ করিয়াছেন,

যস্মন্ দেশে নিষীদন্তি বিপ্রাবেদবিদোঽরয়ঃ।
রাজ্ঞঃ প্রতিকৃতো বিদ্যান্ ব্রহ্মণস্তাং সভাং বিদুঃ।
ঋগ্বিদো যজুর্বিদশ্চ নিরুক্তজ্ঞাশ্চ পাঠকাঃ।
ব্রহ্মসামিনঃ পূর্ব্বে পরিষদ্যাং স্যাদ্দশাবরা।

ত্রিবেদপারগ সদ্যুক্তিদাতা, এমন তিন ব্যক্তি হইলেই সভা হয়। অতএব উপরে ৯ জনে জুরির পূর্ণ সংখ্যা করিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা না করিয়া যদি উপযুক্ত ৫ জন লোকে সংখ্যা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করা হইত, তাহা হইলে ভাল হইত। আইনজ্ঞ লোকব্যবহারদর্শী অপক্ষপাতী ৯ জন লোক পাওয়াও সহজ নয়। এখনও বোধ হয় যে কোন রূপে নয় সংখ্যা পূর্ণ করিবার জন্য দোকানদারদিগকেও বাদ দেওয়া হইবে না।

গবর্ণর জেনরল উল্লিখিত পাণ্ডুলেখার প্রসঙ্গে হবহাউস সাহেবের অনেক প্রশংসা করিলেন। অবশেষে পাণ্ডুলেখাটী সর্ব্বসম্মতি ক্রমে বিধিবদ্ধ হইল।

—:০:—

জমীদারী বাব।

জমীদারদিগের মধ্যে যাহারা প্রজা পীড়ক, তাহারা অনেক প্রকার বাব করিয়া প্রজার নিকট হইতে অবৈধ ও অসঙ্গত অর্থ গ্রহণ করে, সর জর্জ্জ কাম্বেল ও সর বিচার্ড টেম্পল অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয়টী যে অবগত হইয়াছেন, তাহা অযথার্থ নহে। ২৫ এ ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছিলেন একজন প্রজা যদি একটী সামান্য পুষ্করিণী খনন করিতে চায়, তাহার নিম্নলিখিত ব্যয় পড়ে।

১। ভূমির মূল্য এক কানী	৫০ টাকা
২। সেলামী	২০ ঐ
৩। আমলাগণ তহরি	১০ ঐ
৪। পুষ্করিণীর ভূমি পরিমাপক ও তদারক কারক আমলাগণ	১৫ ঐ
৫। খনন প্রভৃতির ব্যয়	১৫০ ঐ
	২৪৫ ঐ

কতকগুলি বাব প্রজারা ইচ্ছাপূর্ব্বক দেয়, একথাও অযথার্থ নহে। যে জমীদারীতে খাজনা অল্প, সেই খানেই প্রজারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বাব দিয়া থাকে। এ দেশের প্রজাসাধারণের সংস্কার এই, খাজনা অল্প হইলে অনায়াসে বাব দেওয়া যায়। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা খাজনা কমাইবারই চেষ্টা পায়, বাব কমাইবার বিষয়ে তাহাদিগের তাদৃশ চেষ্টা নাই। তাহারা বলে খেতে যদি দয়া জন্মে, জমীদারকে দুপয়সা দিতে কষ্ট কি?

প্রজারা এইরূপ ভাবিয়া যেমন জমীদারকে দিতে চায়, তেমন সকল জমীদার প্রজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও হিতৈষী হইতে আনেকে কোন জমীদার প্রজার অসন্তুষ্টির সত্ত্বেও নানা বাব করিয়া তাহাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহার কত অনর্থের মূল হয়। আবার এরূপও অনেক প্রজা আছে, তাহারা জমীদারকে সিরিখয়ালি করিতে দেয় না, বাবও দিতে চায় না। জমীদার অধিক মূল্যে জমীদারী কিনিয়াছেন, তাহার অধিক আয় না হইলে চলে না, সুতরাং তিনি পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেন। প্রজারা অধিক আস্কারা পায়, কোন কোন জমীদার তাহাও সহিতে পারেন না, তাহাও বিবাদের কারণ হইয়া উঠে।

প্রজার ও জমীদারে বিবাদের এইরূপ নানা কারণ আছে। জমীদারেরা যে সমস্ত বাব লইয়া থাকেন, তাহার কতক প্রজার ইচ্ছাকৃত ও কতক অনিচ্ছাকৃত। অতএব সর জর্জ্জ কাম্বেল ও সর রিচার্ড টেম্পল জমীদার ও প্রজা উভয়ের পরস্পর বিবাদের যে নিদান নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা উহার প্রতীকারের যে উপায় অবলম্বন করিবার পরামর্শ দেন, তাহা ঠিক হয় নাই। সর জর্জ্জ কাম্বেল বিশেষ আইন করিয়া উহার নিবারণের যে প্রস্তাব করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি তাহার অনুরূপ কার্য্য করিতেন, উহা জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতের আহুতিদান তুল্য হইত সন্দেহ নাই। ঐ জর্জ্জ কাম্বেলের আধিপত্য কালে অবিমৃষ্যকারী কয়জন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী হইতে পূর্ব্বাঞ্চলে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, আজিও তাহা নির্ব্বাণ হইল না, উহা একস্থলে নিবিতেছে আর এক স্থানে জ্বলিয়া উঠিতেছে। বাব প্রথার হওবিধানের বিশেষ আইন করিলে ঐ অগ্নি যে কোন কালে নির্ব্বাণ হইবে, সে আশা থাকিত না। সর রিচার্ড টেম্পল যে মনে করিতেছেন,

জমীদারেরা প্রজার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেছেন, প্রজাদিগের ক্রমে বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতি হইতেছে, অতএব সহজ উপায়েই ক্রমে জমীদার ও প্রজার বিবাদের শান্তি হইয়া আসিবে। পাঠক গণ কি মনে করেন, উল্লিখিত বিবাদ শান্তির এইটীই প্রকৃত উপায়? আমরা ত বলি, এটী প্রকৃত উপায় নয়। জমীদারদিগের ইতর ও চাসা লোকের সহিতই সম্পর্ক। সর জর্জ্জ কাম্বেল উহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার যে উপায় বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে উহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতি হইয়া কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মিবে, উহারা জমীদারের সহিত বিবাদে নিরস্ত হইবে, এবং সহজ উপায়ে বিবাদের মীমাংসা করিয়া লইবে, পাঠক গণ কি ইহার সম্ভাবনা করেন? দাতাকর্ণের পুথি পড়িয়া মহাভারতের ফল পাওয়া যায় না। দুই একখানি বাঙ্গালা বহি শিখিয়া ও দুই চারিটী অঙ্ক কষিয়া কি কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা আছে? যেমন দান তেমনি দক্ষিণা। যেমন ব্যয় তেমনি ফল। মাসিক ৫০ টাকা ব্যয়ে যে জ্ঞান অর্জ্জন হইতো, মাসিক দুই আনা ব্যয়ে কি সে জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা আছে?

সর রিচার্ড টেম্পল যে ক্ষণে জমীদার ও প্রজার সহজে বিবাদ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা করিতেছেন, সেই ক্ষণেই ওঁহাকে ধূমায়মান বিবাদানল প্রবল জ্বালা সহকারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। বেঙ্গল টাইম্‌সে লিখিত হইয়াছে বিক্রমপুরের নিকটবর্ত্তী একজন জমীদারের প্রজারা এমনি ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে যে কখন তাঁহার প্রাণ সংহার করে। তাঁহার ধন ও প্রাণ রক্ষার্থ পুলিষ সৈন্য নিয়োজিত করিতে হইয়াছে। একটী বিশেষ উপায়ের অবলম্বন ব্যতিরেকে কি ইহার নিবারণ সম্ভাবনা আছে? সর জর্জ্জ কাম্বেল রাজপ্রণীত রাজস্বের কঠিনদণ্ডের আইন রূপ যে বিশেষ উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আমরা পুনরায় কহিতেছি, সেটী প্রকৃত উপায় নয়। তাহাতে বিবাদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে। আমরা বহুকাল অবধি যে প্রস্তাব করিতেছি, তাহাই প্রকৃত উপায়। জমীদারকে প্রজার দেয় খাজনার একটী সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াই সেই উপায়। বাবু রমেশচন্দ্র দত্তও সম্প্রতি এই উপায়ের অনুসরণের পরামর্শ দিয়াছেন।

এদেশীয়েরা স্বদেশীয়ের রাজত্ব ভাল বাসেন কেন?

এক ব্যক্তি একদা লিখিয়াছিলেন বিদেশীয়ের রাজত্ব হইলে রাজ্যের উচ্চ পদগুলি বিদেশীয়ের হস্তগত হয়, দেশীয়ের রাজত্বে এরূপ হয় না, দেশীয়ের রাজত্বে উচ্চ পদগুলি দেশীয়েরই হস্তগত থাকে। কারণবাদী যেরূপে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহাতে বোধ হয়, স্বদেশীয়ের রাজত্বের প্রতি অনুরাগের এই একটী মাত্র কারণ। বাস্তবিক তাহা নহে। বিদেশীয়ের আধিপত্যে অরুচি জন্মিবার আরো অনেকগুলি কারণ আছে. সেগুলি ক্রমে উল্লিখিত হইতেছে। প্রথমে উক্ত কারণবাদির বাক্যে ইংলিসমান যে বাঙ্গ করেন, তদ্বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক হইল।

ইংলিসমান বলেন, স্বদেশীয়ের রাজত্ব হইলে দেশীয়দিগের অর্থ উপার্জ্জনের বড় সুবিধা হয়। রাজপদগুলি দেশীয়দিগেরই হস্তগত হয়। তাহারা অবাধে প্রজাপীড়ন করিয়া স্বোদর পূরণ করিতে পারে। দেশীয়ের রাজত্ব হইলেই যে প্রজাপীড়ন হইবে, ও কর্ম্মচারিরা প্রজার অর্থ লইয়া স্বোদর পূরণ করিবে, এটী সাধারণ নিয়ম নয়। ইংলিসমান সম্পাদক যদি সাধারণ নিয়ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাঁহার ভ্রম জন্মিয়াছে। রাজভৃত্যেরা প্রায়ই প্রবঞ্চক পরস্বাপহারক শঠ ও ক্রূর হয় বলিয়া মনুপ্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা তাহাদিগের হইতে প্রজারক্ষার বিশেষ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

পরস্বাপহারকাঃ ক্রূরাস্তস্করা সাহসিকাঃ নরাঃ।
প্রায়েণ রাজ্ঞে দুষ্যন্তি নরে স্তেভ্যোরক্ষণং ক্ষিতেঃ॥

যে রাজা অসৎ অধিকারী ও কর্ম্মচারিদিগের একান্ত আয়ত্ত হন, তাহার অধিকারে প্রজা পীড়ন ও প্রজার অর্থ কর্ম্মচারির স্বোদর পূরণ হইয়া থাকে। যে রাজমন্ত্রী কাজের লোক হয়, তাহার অধিকারে কর্ম্মচারিদিগের মনোমত পূর্ণ করিবার সুবিধা থাকে না। সুক্ষ্ম কর্ম্মচারিদিগের হস্ত হইতে প্রজারক্ষা সহজ কর্ম্ম নয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এত কড়াকড় করিতেছেন, তথাপি সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। এখনও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়, অমুক মনিঅর্ডার আফিসের অধ্যক্ষ এত তহবিল তছরূপ করিয়া ইংলণ্ডে প্রস্থান করিয়াছেন। আবকারির আমলাদিগের হস্ত প্রসারণ রোধ এখনও রুদ্ধ হয় নাই। তবে বিচারপতিদিগের স্বহস্তে জবানবন্দী লিখন প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য করিবার নিয়ম হইবার পর অবধি কিঞ্চিৎ কমিয়াছে এই মাত্র। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকার কালের কর্ম্মচারিদিগের কার্য্যবৃত্তান্ত চিন্তা করিলে দেশীয় রাজের কর্ম্মচারিদিগের কৃত অত্যাচার সামান্য বলিয়া বোধ হয়।

একজন চরিতানবেষক বলেন, লার্ড করণওয়ালিস ভারতবর্ষে আসিয়া দেখিলেন কর্ম্মচারিরা যতদূর লুঠ করিবার করিতেছে। সেজন্য যাহার নিন্দায়, তিনি শত করা ১২ টাকা সুদে লক্ষ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিতেছেন। প্রধান সেনাপতির দুইজন প্রিয়পাত্র দুই দল সৈন্যের

বেতন লইতেছেন। অনুসন্ধানে প্রকাশ হইল, বাস্তবিক সে দুই জন নৈনা ছিল না। জজ মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরেরা আপনাদিগের আত্মীয়ের নামে ব্যবসায় করিত সেই সূত্রে তাহাদিগের প্রভুত্ব ছিল। সকলে তাহাদিগকে ভয় করিত, সকলেই তাহাদিগের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা ছিল, সেই হেতু ব্যবসায়ে তাহাদিগের বিলক্ষণ লাভ ও বিপুল অর্থ সংগৃহীত হইত তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি স্বয়ং স্বীকার করে, স্বমুখে বলে, তাহার বেতন ব্যতীত কুড়িগুণ অধিক অর্থলাভ হইয়াছিল। লাড কর্ণওয়ালিস বলেন, তদানীন্তন কাশীর রাজা অতি নির্ব্বোধ ছিল। তাহার ভৃত্যেরা অতি শঠ। রেসিডেন্টের ক্ষমতার সীমা ছিল না। বারাণসী জিলা সকল স্থানেই তাহার ব্যবসায় ছিল। সে নিজব্যয় বলিয়া মাসিক ১ হাজার টাকার অধিক পাইত না, কিন্তু তাহার বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন হইত।

কি ছোট কি বড় সকল কর্ম্মচারিরই এইরূপ অসঙ্গত অর্থ উপার্জ্জনের স্পৃহা অতিশয় বলবতী ছিল। সকলেরই লুঠের চেষ্টা, সকলেই কিছু দিন ভারতবর্ষে থাকিয়া লুটের ধনী হইয়া ইংলণ্ডে প্রস্থান করিত। ভারতবর্ষের ধন এইরূপে বিদেশে নীত হয় এবং ভারতবর্ষ ক্রমে দরিদ্র হইয়া যায়। লাড কর্ণওয়ালিস বহুতর চেষ্টা পাইয়া কর্ম্মচারিদিগের উচ্চ বেতনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তদবধি প্রবঞ্চনা ও শঠতা প্রভৃতির কিছু হ্রাস হয়। আসিল। দেশীয় রাজাদিগের এই একটী বুদ্ধি দোষ আছে, তাঁহারা উচ্চ হারে কর্ম্মচারিদিগের বেতন দিবার নিয়ম প্রায় করেন না। উহা প্রজাপীড়নাদি অনেক অনর্থের মূল হয়।

উপরে যেরূপ লিখিত হইল তাহাতে এই স্থির হইতেছে, দেশীয় রাজা অথবা তাঁহার মন্ত্রী যদি কাজের লোক হন এবং উচ্চ হারে কর্ম্মচারিদিগের বেতনের ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে প্রজাপীড়নাদি দোষ তিরোহিত হয়, তাহা হইলে আর দেশীয় রাজার রাজত্ব কোন অংশে অরুচির কারণ হয় না। এক বর্ষ এক আচার এক ব্যবহার একপ্রকার মনের ভাব, সুতরাং সহজে সমসুখদুঃখতা হইয়া উঠে। বিদেশীয়ের রাজত্বে এ সকল ঘটনা হয় না, সুতরাং দেশীয় রাজার প্রতি দেশীয়ের যেরূপ দৃঢ়তর অনুরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে, বিদেশীয় রাজার প্রতি সেরূপ থাকে না। উচ্চ পদ লাভে বঞ্চনা ভিন্ন বিদেশীয়ের রাজত্বের প্রতি অনিচ্ছা জন্মিবার আর কয়েকটী দূরবর্তী কারণ আছে। ইংলিসমানের পারসাস্থ সংবাদদাতা তাহার একটীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মহাক্রুদ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন, পারস্যদেশস্থ কোন ইংরাজ কোন অপরাধ করিলে পারস্যস্থ ইংরাজ জাতি প্রতিনিধি তাহাকে সাহেবের বিচারালয়ের অধীন করিয়া দেন, পক্ষান্তরে পারস্যে যিনি রুশিয়ার প্রতিনিধি আছেন, কোন রুশিয় অপরাধ করিলে যে কোন রূপে হউক, তিনি তাহাকে মুক্ত করিয়া লন।

বিদেশীয়ের রাজত্বে যে কেমন একটী অপরিহার্য্য অনিষ্ট ঘটনা হয়, এতদ্দ্বারা তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। এখন পারস্যে রুশিয়ার অধিকার নাই, রুশিয়েরা তথায় পরাধীন হইয়া আছে। তথাপি তাহাদিগের এই জোর। তাহারা অপরাধ করিয়াও দোষী হয় না। ন্যায়ের ও বিচারের মস্তকে পদাঘাত করা হয়। রুশিয়দিগের সহিত বিবাদস্থলে পারসী কেরা অপকৃত উপদ্রুত ও পীড়িত হইয়াও প্রতীকারে বঞ্চিত হইতেছে। কেবল যে অন্যায় ও অবিচার হইল এরূপ নয়, তাহারা পারস্যের সাহের প্রতিও অপমানিত হইল, উহা প্রজাবিরাগের একটী প্রধান কারণ হইয়া উঠিল। যখন পরাধীন অবস্থাতেই রুশিয়দিগের এই বিক্রম, পারস্য যদি রুশিয়ার হস্তগত হয়, তখন পারস্যকে ও রুশিয়ে বিবাদ হইলে পারসী কেরা সুবিচারে যে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইবে, সে বিষয়ে কি আর সংশয় আছে?

এটী কি বিদেশীয়ের রাজত্বের প্রতি বিরাগ জন্মিবার সুসঙ্গত কারণ নয়? ইংলিসমান সম্পাদক কি একারণটীকে যথার্থ কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না? ইংরাজেরা দশাধিক শত বৎসর ভারত বর্ষে রাজত্ব করিলেন, আজিও কি এরোপের সম্পূর্ণ পরিহারে সমর্থ হইয়াছেন? ইউরোপীয়ে ও এদেশীয়ে বিবাদ হইলে কি সুক্ষ্ম বিচার হয়? সুক্ষ্ম বিচারের চেষ্টা করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত কি বিপদাপন্ন হন না? নীলকর মিয়ার্সের ও চাকর ক্রিবেল্সের মকদ্দমায় তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট মুখে যেরূপ বলুন, তাঁহাদিগের নিজেরই কাজে ইউরোপীয়ের সহিত এদেশীয়ের তুল্য ব্যবহার করিবার ইচ্ছা নাই। গবর্ণমেণ্ট সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়ে যেরূপ ব্যবহার করেন, রঙ্গপুরের লিবিন সাহেবের বিষয়ে কি সেইরূপ করিয়াছেন? লিবিন সাহেব নিরপরাধ কি অপরাধ হইলেন এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা জানিতে পারিলেন না। সুরেন্দ্রের বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, লিবিনের বিষয়ে তাহা যেন কে হরিয়া লইল। লিবিন সাহেবের অপরাধের স্বরূপ তাহার প্রমাণ ও অপরাধানুরূপ দণ্ড প্রভৃতি বিষয়গুলি কি বিস্তারিতরূপে গেজেটে প্রকাশ করা উচিত নয়? তাহা না করাতে গবর্ণমেণ্টকে একাক্ষ বলিয়া কি সকলে দুর্নাম করিতেছে না? এ দুর্নাম তাঁহাদিগের মঙ্গলের না অমঙ্গলের কারণ হইতেছে?

বিদেশীয়ের রাজত্বের প্রতি অনিচ্ছা জন্মিবার এইরূপ আরো অনেকগুলি

কাজকর্ম্মে নিযুক্ত লোকদিগের উপরে তাহার ভার দিয়া ও চলিয়া গেলেন।

—০—

মামলার রায়ের বিচার।

বরদা ৮ই মার্চ্চ—বেলা ১১ টার সময়ে আদালতের কার্য্য আরম্ভ হয়। কমিশনরেরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সকলের রায় এই যে সেক্রেটারি রামেশ্বরপ্রসাদ মল্লিকের গত সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে মহারাজ তাঁহাকে দুই-তোলা বিষের লিখিত করেন। তিনি ফৌজদারি বিভাগে আজ্ঞা দিয়া উহার লিখিত ডিক্রী দিবেন। সেই আজ্ঞা পত্রখানি উপস্থিত করা হইল, তাহার তারিখ ৭ই অক্টোবর। উহার তাৎপর্য্য এই যোড়ার ঔষধ বিষ ২ তোলা ওজন প্রয়োজন, পাঠাইয়া দিবে। তিনি তৎকালে উহা পান নাই, পরে মহরিম খাঁর নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। ঐ ব্যক্তির পূর্ব্বে ঔষধালয়ের সহিত সম্বন্ধ ছিল। ঐ ব্যক্তি, ২ তোলা বিষ রামেশ্বরের নিকট আনিল। রামেশ্বর শুইকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল উহা লইয়া কি করিতে হইবে? শুইকুমার বলিলেন উহা সলিমকে দাও। রামেশ্বর তাহাই করিল। তাহার পর শুইকুমার ১ তোলা বীয়া আনিতে রামেশ্বরকে আদেশ করিলেন এবং ঈশবন্ত রাওকে উহা দিতে বলিলেন। তাহাই করা হইল। শুইকুমার চারি দিন অথবা আট দিন অন্তর বীয়া আনিবার আদেশ দেন। রামেশ্বর ঔষধের একটী ক্ষুদ্র বোতল সলিমকে দেন, শুইকুমার উহা তাহাকে দিতে বলিয়াছিলেন। শুইকুমারের মন্ত্রী নানা সাহেব রাজবন্দীর তত্ত্বাবধারণের নিকট হইতে ঐ বোতল প্রাপ্ত হন। শুইকুমার আর এক সময়ে দুই তোলা বিষ, ও এক তোলা বীয়ার লিখিত রামেশ্বরকে আদেশ করেন। রামেশ্বর ঈশবন্ত রাওকে জিজ্ঞাসা করে, মহারাজ বীয়া চাহিতেছেন কেন? ঈশবন্তরাও উত্তর করিল উহা কর্ণেল মেকফার্সনকে দেওয়া হইবে। মহারাজ বলিয়াছিলেন যে বীয়া একজনকোর্টের প্রধান পুরোহিতের মুক্তিলাভ নিমিত্ত দেওয়া হইতেছে। যখন রাউজীকে ডাকা হয় তখন মহারাজ ঈশবন্ত রাওকে ডাকিতে এবং রামেশ্বরকে সঙ্গে করিয়া আনিতে বলেন, যাহা হিসাব হয় তাহা রামেশ্বরের সম্মুখে হয়। কেহ এ প্রকার না করে। যখন রামেশ্বর প্রকাশ করিল তখন মহারাজ ও রাউজীকে বলিয়াছিলেন যে তাহা আবিত না। রামেশ্বর কর্ণেল ও মাসীর যার বলিয়া যে সকল খরচ লিখিয়া রাখিয়াছিল সেই গুলি বিস্তারিত রূপে লেখা হইল। সেগুলি বাস্তবিক রেসিডেন্টের ভৃত্য দিগকে দিবার যায়।

বরদা ১০ই মার্চ্চ—জেরা করাতে হেম চাঁদ কন্তেচাঁদ বলিলেন শুইকুমারকে বীয়া বিক্রয় করা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার হিসাবের বহিতে যে লেখা আছে তাহা মিথ্যা। গজানন্দ বিটল তাহাকে বাধ্য করিয়া লিখাইয়াছেন। তিনি কখন বীয়ার গুড়া শুইকুমারকে বিক্রয় করেন নাই। তিনি পুলিসের সম্মুখে সাক্ষ্য দিয়াছেন। পুলিস কর্ম্মচারী কিছু লিখিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তাঁহাকে অবশ্য স্বাক্ষর করিতে হইবে। অন্যথা তাঁহাকে কারাগারে পাঠান হইবে। উহা পড়িয়া তাঁহাকে শুনান হয় নাই। তাঁহাকে সর লুইস পেলীর সম্মুখে লইয়া যাওয়া হয়। এখানে তিনি স্বাক্ষর করেন কারণ তিনি ভীত হইয়াছিলেন।

তাঁহার পুনরায় জবানবন্দী লওয়া হয়, তিনি বলিলেন আমার হিসাবের বহির কতক পাত খুলিয়া লওয়া হইয়াছে, আর কতক তাহাতে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি উহা করি নাই, কিম্বা করিতে দিই নাই, প্রায় দুই মাস হইল গজানন্দ বীটল ঐ বহি বলপূর্ব্বক লইয়া যায় এবং আমাকে জোর করিয়া মিথ্যা হিসাব লিখাইয়া লয়।

মামাজী বীটলের জবানবন্দী লওয়া হইল। তিনি বলিলেন শুইকুমারের অসুখের সময় তাঁর তাঁহার উপরে ছিল। রামেশ্বর পত্রের আজ্ঞানুসারে তিনি শুইকুমারের নিমিত্ত হেম চাঁদ কন্তেচাঁদের নিকট হইতে বীয়া কিনিয়াছিলেন। জমা খরচ লেখা হইয়াছিল। রামেশ্বর পত্র পেয়ে সমুদায় কাগজ পত্র নষ্ট করেন।

শুইকুমারের মৃত কোষাধ্যক্ষ আত্মারাম রঘুনাথ কার্ণুন বলিলেন, "রেওয়ালীর প্রায় ৮ দিন পূর্ব্বে চারি জন বণিক কতকগুলি হীরক লইয়া আইসেন। তাহাদের একজনের নাম হেমচাঁদ। তাহারা যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতক গুলি হীরক আনিয়াছিল মামাজী বিটল তাহার একটী ফর্দ্দ করিতে বলেন। কিছুদিন পরে মামাজী সেই ফর্দ্দ ফিরাইয়া লন এবং বলেন, যে হীরকগুলি ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক সকল প্রায়ই মণি আধারে রাখা হইত। উহাতে এই কাজ হইত, উহা তত্ত্বাবধারণ অফিসে এবং আমাতে বসান হইত। মনিআধারে হীরকের ছাট বা গুড়া রাখা হইত না। রামেশ্বর পত্রের কার্ণুন বলবন্ত রাওকে চারি খানি দৈনিক হিসাব প্রদর্শন করাতে তিনি বলিলেন, এই হিসাবের যে যে ভুল পুঁইয়া ফেলা হইয়াছে তাহা কাহার আজ্ঞায় হইয়াছে তিনি জানেন না।

নারায়ণ মন্দিরের রামেশ্বর স্বামী বলিলেন তিনি গত ডিসেম্বর মাসে ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য ৩৬০০ টাকা পান নাই। তাহার সহকারির হস্তাক্ষরে লিখিত অন্য এক রসিদ পেয় ১১২৫ টাকার একখানি রসিদ প্রদর্শন করাতে তিনি স্বীকার করিলেন যে ঐ টাকা এবং আর ৩৭৫ টাকা অর্থাৎ সমুদায়ে ১৫০০ টাকা শুইকুমারের কার্ণুনের দ্বারা দেওয়া হয়।

ফৌজদারি অফিসের হস্তাক্ষরিতে দুই তোলা আসেনিক বিষ দিবার জন্য যে এক আজ্ঞা পত্র দেওয়া হয় সেখানি দেখিতে তিনি বলিলেন, সে আজ্ঞা মুসারে আসেনিক বিষ দেওয়া হয় নাই ও ঐ আজ্ঞা পত্র গত তিন সপ্তাহ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফৌজদারীতে ছিল।

গত ১৮ মাসের মধ্যে শুইকমারের আজ্ঞা ব্যতীত কোন রূপ বিষ দেওয়া হয় নাই। উপস্থিত আজ্ঞা পত্রে শুইকমারের স্বাক্ষর ছিল না।

ডাউপুনাকরের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তিনি গুকালের সর্দ্দারাদিগের এডেকটের অধীনে ব্রিটিশ ওয়ার্ডের রক্ষক। তাঁর অধীনে কর্ণেল ফেয়ারের সহিত ৬৫ বর্ষ কার্য্য-

তেন। তিনি এক মঙ্গলবার তাহার নিকট বিষ খাওয়াইবার কথা শুনেন। বলবন্তরাও কার্ণুল তন্ত্র ও সৌরিক ও ছীরার বিষয় কিছু বলেন। যে দিন বিষ খাওয়াইবার চেষ্টা হয় তাহার তিন দিন পরে তিনি ঐ কার্ণুলকে কেবারের নিকট লইয়া যান।

জেরাতে তিনি বলিলেন, তাঁহার স্মরণ হয় ১৮৭৫ সালীতের কমিশনের নিকট তিনি গুইকুমারের বিরুদ্ধে মকদ্দমা সকল উপস্থিত করেন, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি গুইকুমারের পক্ষে, তিনি যে তাহাদের দলভুক্ত এ কথা স্বীকার করেন না।

নগরে যে ঘটনা হইত, পুলিসের তাহা করেল ফেয়ার হইতে বলিত।

পুলিসের শপথ করিয়া বলে, করেল ফেয়ারকে স্থানান্তরিত করিবার প্রার্থনা করিয়া যে আবেদন করা হয় সে বিষয় সে ফেয়ারকে কোনও দোষ নাই। ৩ টি সিপিয়ার পদ চুক্তির পর অবধি গুইকুমারের তাহার প্রতি দৃষ্টি ছিল সে কেবল সরকারী কার্য্য উপলক্ষে রাজকোটে গমন করিত মাত্র।

ডাক্তার সাহেবের স্বাক্ষরকারী লওয়া হয়, তিনি মহারাষ্ট্রীয় এবং উর্দ্দুবাক্য জবানবন্দী সকল প্রমাণ করেন। ইনবেরারিটী সাহেব বাক্য লিখিয়া লন বা ডেপুটেশন আপত্তি হইলে ডেপুটিস হইলে, যখন ঐ সাহেবের অনুসন্ধান করিবার অধিকার আছে তখন ঐ সকল জবানবন্দী অগ্রাহ্য নয়। ব্যালান্টাইন ঐ কথা স্বীকার করেন বহু বিস্তৃত বলিয়া উহার পাঠ বন্ধ করেন। করেল ফেয়ার ১৮৭২ অব্দের মে মাসের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার এক প্রতিলিপি উপস্থিত করিয়া ঐ ডিফেন্সকে জিজ্ঞাসা করেন, উক্ত দলিল উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করেন কি না? ডিফেন্স এ বিষয়ে কোন উত্তর দিলেন না নিষেধও করিলেন না তখন। উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলেন। ব্যালান্টাইন একটী সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রস্তুত করেন তাহা পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন তাহা ঠিক হইয়াছে কি না। উহাতে কোন বিশেষ দরকার বলিয়া ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে ফেয়ার তাহার উল্লেখ করিলেন। এডবোকেট জেনরল করেল ফেয়ারের তাবতবর্ষে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার যাবতীয় অনুসন্ধান কারণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। পালমপুরে ফেয়ারের যেরূপ ছিল, সিন্ধুতেও সেইরূপ ছিল, বরদাতে তদপেক্ষা অধিক হয়। এডবোকেট জেনরল বলেন, ১৮৭২ অব্দের গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞায় তাঁহাকে সিন্ধুতে পুনরায় কার্য্য করিতে নিবারণ করা হয় নাই। ব্যালান্টাইন ফেয়ারকে জিজ্ঞাসা করেন, জেনরল মীডের কমিশনের সময় মক্কলীন বোড়া গুইকুমারের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ উপস্থিত করে কি না? তিনি ইহা স্বীকার করেন। বিষ খাওয়াইবার বিষয়ে মুক্ত জীবনের সাক্ষ্য লওয়া হয়। খোরেম্বা আবদুল আলী তাহার বরদায় আগমনের তারিখ প্রমাণ করে।

হেমচাঁদের খাতা সকলের কাট কুটের বিষয় বৈকালে গজানন্দ বিট্‌লকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি খাতার কাট কুট দেখাইয়া বলেন, খাতা সকল তাহার হস্তে আসিবার পূর্ব্বে ঐ সকল করা হয়। ডিফেন্সের বিজ্ঞাপী এবং ব্যালান্টাইনের বহু তর্ক বিতর্ক হয়।

গবর্ণমেণ্টের যে আজ্ঞাদ্বারা করেল ফেয়ার সিন্ধু হইতে পদচ্যুত হন, সার্জ্জেণ্ট ব্যালান্টাইন পুনরায় ফেয়ারের তদ্বিষয়ে জবানবন্দী লন। ফেয়ার মূল আজ্ঞাপত্র দেখাইতে অস্বীকার করেন, কিন্তু ব্যালান্টাইন তাহার যে এক প্রতিলিপি বাহির করেন, ফেয়ার তাহা ঠিক বলিয়া স্বীকার করেন। ফেয়ার বলিলেন তিনি গবর্ণমেণ্টে কৈফিয়ত দিলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দোষ হইতে মুক্ত করেন।

বরদা ১২ ই মার্চ্চ। আমেদাবাদ কালেক্টরের আফিসের এক উকীল হর জীবন দাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তাঁহাকে হেমচাঁদের খাতা দেখানতে তিনি বলিলেন, খাতার একটী পাতা নাই, ১৩ টী পাতা তুলিয়া লইয়া ১২ টী আবার জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ৭ ই নবেম্বর হীরার বিষয় লেখা হয় এবং তাহা নূতন পাতাতে লেখা হইয়াছে।

ইহার পর পুলিস কমিশনর সাউটার সাহেবের সাক্ষ্য লওয়া হয়। তিনি ৯ ই ডিসেম্বর ৩ জন প্রধান শ্রেণীর গোরেন্দাকে লইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তিনি যে যে তারিখে আয়া রাউলী-নসরু বামোয়রের দ্বিতীয় বারের এবং হেমচাঁদের জবানবন্দী লন তাহার বর্ণন করেন। নসরু যেরূপ স্বীকার করেন তাহা বলেন। সার লুইস পেলি তাহাকে ক্ষমা করিবার কথা বলেন নাই। ২০ এ ডিসেম্বর মুখে এবং ২৬ এ লিখিয়া জবানবন্দী লওয়া হয়। মধ্যবর্ত্তী ঐ দুই দিবস সে মিলিটারি-পাহারার অধীন ছিল। তিনি স্বীকার করিলেন, তাহার নিকট পুলিসের লোক যাইতে পারিত কিন্তু বাহিরের লোক যাইতে পারিত না। রাউলীর নিকট হইতে যে প্যাকেট পাওয়া যায় তাহা দেখিবার জন্য সাউটার সাহেবকে আহ্বান করা হয়। তিনি সেই ওড়া নিজে সিল করিয়া বোম্বাইয়ে লইয়া যান কার্ণুল হিসাবের উপর কালি ফেলা দেখেন। কার্ণুল বলরাম রাওয়ের জবানবন্দী গত কল্য হইয়া গিয়াছে। তিনি অদ্য উপস্থিত ছিলেন। হেমচাঁদ যেরূপ সাক্ষ্য দেন তাহা তাহার বর্ণন করেন এবং বলেন, তাহাতে এই প্রকাশ পাইতেছে যে মঙ্গলবারের সাক্ষ্য মিথ্যা।

ইহার পর সার লুইস পেলির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তিনি ৪ ঠা ডিসেম্বর বরদায় উপনীত হন। তিনি গিয়া গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে সাউটার সাহেবকে ওজর করেন।

এডবোকেট জেনরল নসরুর আত্মীয়দের এক দরখাস্তের বিষয় পেলিকে জিজ্ঞাসা করেন। ব্যালান্টাইন প্রতিবাদ করেন। ডিফেন্স এ বিষয় পেলিকে না লইয়া নসরুকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন।

ব্যালেন্টাইনের জেরার সময় বলিলেন, গবর্ণর জেনরল যে সকল আজ্ঞা দেন গুইকুমার বিনা আপত্তিতে এবং বথাবিক্রমে তাহা গ্রহণ করেন, কি না? এই কথা বলাতে সার লুইস পেলি বলিলেন, গুইকুমার বরদার শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধনার্থ তাহানুসারে তাঁহার সহায়তা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং তাঁহার প্রতি বিষ খাওয়াইবার সন্দেহ হওয়াতে তাহার অনুসন্ধানার্থ সকল প্রকার সুবিধা করিয়া দিবেন স্বীকার করেন।

ওইকুমারের রেজষ্টরি লইয়া ওকীলবর্গ রাজকে পেলির হস্তে অর্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া যে পত্র লিখেন তাহা পাঠ করা হয়।

ওইকুমার যেরূপে আত্মসমর্পণ করেন এবং তাহার নির্দ্দোষিতার ও তাঁহার শত্রু পক্ষের যে সকল কথা বলেন, পেলি তাহার বর্ণন করেন। তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে কিন্তু বাজেয়াপ্ত করা হয় নাই। পরে মনক ও রাউজীর জবানবন্দী সংক্রান্ত দুই চারি কথার পর কোর্ট বন্ধ হয়। ডোবল বলিলেন এই পর্য্যন্ত বাদীর পক্ষের সাক্ষ্যের শেষ হইল, কল্য ওইকুমারের পক্ষে ব্যাল্‌-কাইনের বক্তৃতা আরম্ভ হইবে।

বিবিধ সংবাদ।

২৫ এ ফাল্গুন সোমবার।

ঢাকা প্রকাশ বলেন "ত্রিপুরার মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের পুত্র বলিয়া রাজ্য পাইবার যে প্রার্থনা করেন তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

এডুকেশন গেজেটে দৃষ্ট হইল অন্য কোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের এই মত হইয়াছে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত লেটীন ও গ্রীক তিনই তুল্য রূপে বিবেচিত হইবে। এই নিয়মানুসারে বাবু প্যারীচরণ সরকারের পুত্র যোগেন্দ্রনাথ সরকার সংস্কৃত পরীক্ষা দিয়া বালিয়া কালেজে ভর্ত্তি হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মোক্ষ মুলার সাহেব তাঁহার সংস্কৃত পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঢাকার আইন শ্রেণী উঠিয়া গেল বলিয়া পূর্ব্বে, একটী জনরব হয়, কিন্তু পিপ্‌ল্‌ হিতৈষিণীতে লিখিত দৃষ্ট হইল ঢাকার জন সাধারণ সভা বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকটে আবেদন করাতে তিনি উত্তরে লিখিয়াছেন, ঢাকার আইন শ্রেণী উঠিয়া গেল, গবর্ণমেণ্ট এমন বলিতেছেন না।

সহচর বলেন "কাশীর একখানি দেশীয় সংবাদ পত্রের সম্পাদক অবৈধরূপে মাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শিক্ষিত অনেকেরা প্রস্তাব মাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্টের নিন্দা সূচক বোধ করাতে তাঁহাকে ঐ পদ হইতে অধিকৃত করা হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হইয়া গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কোন কথা লিখিলেই উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষ তাহা নিন্দা বলিয়া বোধ করেন। এস্থলে নিন্দা শব্দের সেই অর্থ বোধ হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট অন্যায় বা অসার কাজ করুন সকল কর্ম্মচারীকেই তাহার সমর্থন করিতে হইবে, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের নীতি এই অবধি উক্ত দেশীয় সংবাদ পত্র সম্পাদকের যে উল্লিখিত রূপ দণ্ড হইবে তাহা আশ্চর্য্যের নয়।

দার্জ্জিলিং নিউস বলেন আর একটী নূতন চা কোম্পানি হইয়াছেন। ইহাদিগের মূলধন ১৫০০০০ টাকা।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ক্রমে আরো বোলের বানর হইয়া উঠিলেন, বড় আপদ বিপদ তাঁহাদিগের উপর দিয়া যাইতেছে। সে দিন একজন আফিসর বন্ধুর বা মিলাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষককে দিয়া মোট বওয়াইলেন। আবার বিন্দু পেটুয়েটে দেখা গেল বিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষক সেলাম না করাতে গোহাটীর একজন আফিসর তাঁহাকে বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিয়াছেন। এ গুলি ত গেল শিক্ষক দিগের উপরি লাভ, তদ্ভিন্ন ডেপুটী ইন্‌স্‌পেক্টর ও সেক্রেটারি প্রভৃতির তর্জ্জন গর্জ্জন আছে।

উক্ত পত্র একটী জমার কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন কর্ণেল কীটং তাঁহার জামাতাকে কর্ণেল ট্রেবরের পদে প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার জামাতা নূতন লোক। ঐ পদটী বাবু ভোলানাথ ঘোষেরই প্রাপ্য। ভোলানাথ বাবু পূর্ত্ত বিভাগে বহু কাল আছেন। এরূপ শত শত অন্যায় আছে, গবর্ণমেণ্টের যখন এ অন্যায়ের নিবারণে যত্ন নাই তখন আমাদিগের আক্ষেপ করা বৃথা।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্য সংক্রান্ত রিপোর্টে জানা যাইতেছে যে মৃগশীরে কোয়াসায় বাসি পৌষাবাদ ও বেরিলিতে শিলা বৃষ্টি দ্বারা শস্যের অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

১৮৭৪ অব্দের এপ্রেল হইতে জানুয়ারি পর্য্যন্ত সর্ব্বের শুল্কে গবর্ণমেণ্টের ৪১৬৯৯১৯০ টাকা আয় হইয়াছে। উহার পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময়ে ৪৮৮৯১২৮০ টাকা আয় হইয়াছিল।

ইংলিসম্যান বলেন গবর্ণর জেনারেল ১৭ ই মার্চ্চ সিল্লীতে দরবার করিবেন।

২৪ এ ফাল্গুন মঙ্গলবার।

পেসোয়ার হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন পেসোয়ার ছাউনির প্রায় এক ক্রোশ দূরে ময়দানের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের লোকেরা মৃত্তিকা খনন করিয়া একটী বাটী বাহির করিতেছে। সংবাদ দাতা বলেন তিনি দেখিয়াছেন ১২ ফাট মৃত্তিকার নিম্নে একটী দ্বার বাহির হইয়াছে। ঐ দ্বার ৫ ফুট উর্দ্ধ ও ২৪ ফুট প্রশস্ত।

বাবু শিবকৃষ্ণ মণ্ডল যে কালীমত প্রচার করিতেছেন, উহার স্থানীয় সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১৩ ই মার্চ্চ শনিবার কালেজের নিকট সেনেট হাউস গৃহে সভা হইয়া উপাধি দান করা হইবে।

রঙ্গপুর দিক্‌ প্রকাশ বলেন "এবার রঙ্গপুর অঞ্চলের মাইনর স্কলারশিপ্‌ ও ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার ফল অতিশয় প্রীতিকর হইয়াছে।

মান্দ্রাজ টাইমসে সিঙ্গা পুরস্থ সংবাদ দাতা ১৭ ই ফেব্রুয়ারি লিখিয়াছেন, তত্রত্য জেলের প্রায় এক শত কয়েদি ফেণ্ডার সুপরিটেণ্ডেণ্ট, ডি, এচ, ডেন্টের প্রাণ বধ করে এবং জেল হইতে পলায়নের চেষ্টা পায়। জেলের ইউরোপীয় কয়েদিরা উহাদিগকে গুলি করে। তাহাতে ১১ জন কয়েদি হত ও ৭ জন আহত হয়। ঐ গোল যোগের সময়ে ২০ জন পলায়ন করে। তাহার মধ্যে ১৩ জন ধরা পড়িয়াছে। এরূপ ঘটনার একটী বিশেষ কারণ আছে। বোধ হয় অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

১৮৭৩ অব্দের জানুয়ারি মাসের শেষে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন ট্রেজরিতে ১৪৮৯০৪৮৮৭ টাকা জমা ছিল। ১৮৭৪ অব্দের ঐ সময়ে ১৫৪২০৯৮৭৩ টাকা এবং ১৮৭৩ অব্দের ঐ সময়ে ১৮৩১৯৬৬৩ টাকা জমা থাকে।

ষ্টারক্লিফ্‌ড বিউস বলেন, ডেপুটী কমিশনরের নিকট একটী কৌতুকাবহ মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি নেপাল হইতে একটী যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রী পলাইয়া আসিয়া পঞ্জাবে বাটীতে থাকে। নেপালের কর্ত্তৃপক্ষেরা ইহাকে ফিরাইয়া নেপালে পাঠাইতে বলেন, কিন্তু তাহার বর্ত্তমান প্রভুরা বলেন, স্ত্রীলোকটী পলায়িত দাসী, সে পবিত্র ব্রিটিশ সীমা স্পর্শ করিয়াছে, সুতরাং সে স্বাধীন, আর তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না। ইহা লইয়া মহা গোলযোগ হইতেছে। স্ত্রীলোকটী যুবতী ও সুন্দরী না হইয়া যদি প্রাচীনা ও কুরূপা হইত, উক্ত পক্ষে কোন গোলযোগই হইত না।

২৭ এ ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৭৪ জনের মৃত্যু হয়। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ২৬ জন অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫৭ জনের বসন্তে ৩০ জনের উদরাময়ে ২০ জনের ওলাউঠায় এবং জ্বরে ৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

২৭ এ ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৯০৪২০০ টাকা আয় হয়, গত বৎসর ঐ সময় ৮১২৩৭০ টাকা আয় হইয়া ছিল, এবার ২০৪১১০ টাকা কম আয় হইয়াছে উক্ত সপ্তাহে জব্বলপুর লাইনে ৪৬২৫০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর ঐ সময়ে ৫০৪৪০ টাকা আয় হইয়াছিল, এ হিসাবে এ বৎসর ৭১৯০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

অমরেন্দ্র ইংলিস সাহেব ১৫ ই এপ্রেল আর্ জর্জ্জ কুপারের হস্ত হইতে অম্বালার ডিস্ট্রিক্ট কমিশনরের কার্য্য ভার গ্রহণ করিবেন।

কলিকাতা সিমুলিয়া হিন্দু বিদ্যালয়ের বিষয়ে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন প্রায় "দেড় বৎসর হইল এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমাজ না হইলের ধারণ করিয়া এত অধিক পরিশ্রম সাধন করিয়াছেন যে, অল্প কালের মধ্যে উহার ছাত্র সংখ্যা দ্বিগুণের অধিক হইয়াছে এবং সুযোগ্য সুনিপুণ পণ্ডিত সকল নিযুক্ত করাতে তাঁহাদিগের যত্ন ও উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়া এবৎসর ৫ টী ছাত্রকে অবৈতনিক ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষাতে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১ টী ১ ম ডিভিজনে ও ৩ টী ২য় ডিভিজনে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে।"

২৭ এ ফাল্গুন বুধবার।

কাবুলের সংবাদ গুলিতে যে কিরূপে বিশ্বাস করা যাইবে বলিতে পারা যায় না। লাহোর পত্রিকায় একজন পত্র প্রেরক বলেন সর্দ্দার আজুম খাঁ, হিরাট হইতে পলায়ন করেন নাই এবং হিরাট আমীরের হস্ত গত হয় নাই। ওদিকে অনেক সংবাদ পত্রে লিখিত হইতেছে হিরাট বিনা যুদ্ধে আমিরের হস্তগত হইয়াছে।"

ইংলিসম্যান বলেন তিনি জনরবে শুনিয়াছেন ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ গবর্ণর জেনরলের সহিত সম্প্রতি যে সাক্ষাৎ করেন তাহার এই ফল হইয়াছে, ত্রিবাঙ্কুরে যে সকল ইউরোপীয় আছে, তাহাদিগের ১০০০ টাকা জরিমানা ও তিন বৎসর কারাবাসের যোগ্য অপরাধ হইলে ত্রিবাঙ্কুরেই তাহার বিচার হইবে। তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ হইলে মান্দ্রাজ হাইকোর্টে তাহা দিগকে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। দেশীয় রাজার নিকটে ইউরোপীয়ের বিচার। এ কি রূপ হইল।

পঞ্জাবের একব্যক্তি ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নে এই ভাবে লিখিয়াছেন, দেশীয় সমাচার পত্রে দেশের লোকের মনের ভাব প্রকাশ হয় না, উহাতে কেবল ইংরাজীতে শিক্ষিত বাবু ও মুন্সিদিগের মনের ভাব প্রকাশ হয়। পঞ্জাবি লেখক ইংরাজীতে শিক্ষিত ব্যক্তি দিগের দুর্নাম করিয়াছেন। দেশীয় সংবাদ পত্রে শিক্ষিত বাবু ও মুন্সি দিগের অভিপ্রায় যেন প্রকাশ হইল, দেশের লোকের অভিপ্রায় কি পঞ্জাবির সেটী ব্যক্ত করিয়া বলা উচিত ছিল। তাহা হইলেই দেশীয় সংবাদ পত্রে দেশীয় লোকের মনের ভাব প্রকাশ হয় কি না তাহা প্রকাশ হইত।

পূর্ব্ব অঞ্চলে প্রজাদিগের যে বিদ্রোহ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে আজিও তাহা নির্ব্বাণ হইল না। বেঙ্গল টাইমসে লিখিত হইয়াছে যাবক গঞ্জের নিকটস্থ প্রজারা কর দিতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে যে অধিকার বাবু জগদীশ নাথ রায়ের প্রাণ ও ধন রক্ষার্থ বিশেষ পুলিস সৈন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছে। জমিদার ও প্রজার বিবাদটী ঘটিত কত দূর হইয়াছে। আমাদিগের রাজপুরুষেরা এক কালে ইহার প্রতিকারের চেষ্টা না পাইয়া আর যুক্তিযোগ করিয়া কতের বেগ যত বড় করিয়া তুলিতেছেন। কতটী কেবল প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

দ্রৌপদী এক বিবাহে পাঁচটী স্বামী পাইয়াছিলেন। মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, তিনি শুনিয়াছেন একটী স্ত্রীলোক ৭০ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে ২১ টী বিবাহে ২১ টী স্বামী পাইয়াছেন। স্ত্রীলোকটী কি জ্যোতিষিদ্যা জানিতেন অগ্রপাছু দেখিয়া বিবাহ করিতেন, অথবা তাঁহার নিজের কিছু গুণ ছিল।

ইংলিস ম্যান বলেন অমরেন্দ্র বি, এল, ইলিস সাহেবের কার্য্যকাল শেষ হওয়াতে কলিকাতা টাউন হলে তাঁহার বন্ধুগণ সমবেত হইয়া আজি তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবেন।

ফিরোজপুর হইতে একব্যক্তি লিখিয়া ছেন গত রবিবারে তথায় অত্যন্ত শিলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তাহাতে শস্যের বিস্তর অনিষ্ট হইয়াছে।

২৮ এ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

আগামী ১৫ ই মার্চ্চ সোমবার গবর্ণর জেনরল কলিকাতা হইতে যাত্রা করিবেন। প্রথমে দিল্লীতে গিয়া ২৯ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া পাতিয়ালায় গমন করিবেন, পরে ২ রা এপ্রেল পর্য্যন্ত সিমলায় উপনীত হইবেন।

সার রিচার্ড গার্থ (যিনি হাইকোর্টের চিফজষ্টিস হইয়াছেন) আগামী জুলাই পর্য্যন্ত কলিকাতায় উপনীত হবেন না।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজার বালীগঞ্জে অবস্থিতি কালে তাঁহার যে সকল মণি মুক্তাদি চুরি যায়, যে কয়েক জন গয়েন্দা উহা বাহির করিয়া দেন, তাহাদিগকে ৩ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিতেছেন, ওয়ারেণ হাষ্টিং বার বৃত্তান্ত গবর্ণর জেনরলের কলিকাতা

হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে প্রকাশ করিবার কথা হইয়াছে। এবার এ সম্বন্ধে বক্তৃতা হইতেছে না।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর শোণ খাল খুলিবার জন্য মার্চ্চের শেষে সাহাবাদে যাইতেছেন, পরে কুচবিহারে গমন করিবেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় লিখিত হইয়াছে হাবড়ার পাকানন তলায় একটী দেশীয় স্ত্রী লোক সে দিন দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা প্রসব করিয়াছে। তিন দিবের মধ্যে প্রসূতির মৃত্যু হইয়াছে।

নাগা পর্ব্বত যাহারা জরিপ করিতে যায় নাগারা লেপ্টেনণ্ট হোলডুষ ভিন্ন তাহাদের আর ৮০ জনকে হত্যা করে। খ্রীঃ৪ হইতে এক জন হেড কনষ্টেবল ও ৭ জন কনষ্টেবল পাঠান হয়, উহাদিগকেও হত্যা করিয়াছে।

আগামী সোমবার উত্তর পঞ্জাব ষ্টেট রেলওয়ে লাহোর হইতে উজীরাবাদ পর্য্যন্ত খোলা হইবে।

ডেরাগাজিখাঁ এবং পেশোয়ারে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কন্যা হত্যা বৃত্তান্ত দর্শন করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। সর্ব্বত্রই বালক বালিকার সংখ্যা প্রায় একরূপই হয়। কিন্তু আলাহাবাদ মজঃফর নগর এবং বুদানের কতকগুলি পল্লীর বালক সংখ্যা ৮৪৭৫৬ কিন্তু কন্যা সংখ্যা ৩৭৮৩২। যদি বালক বালিকার সংখ্যা প্রায় সমান হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম হয়, তাহা হইলে এস্থলে ৪০ হাজারেরও অধিক বালিকা হত হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে।

সে দিন ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমাানে লিখিত হয় কতকগুলি পঞ্জাবী আগ্রা বিভাগ দিয়া যাইতেছে। ইহারা লোকদিগকে মূল্য না লইয়া বস্ত্র দিয়া যাইতেছে, এই কথা বলিতেছে মাত্র প্রত্যাগমনকালে উহারা মূল্য দিবে। উহারা তিন মাসের মধ্যে আবার ফিরিয়া আসিবে। সম্প্রতি একজন উক্তপত্রে লিখিয়াছেন ফতিহপুরে ঐরূপ ঘটনা হইতেছে। উহাদিগকে কাবুলী বলিয়া বোধ হয়। কি দরিদ্র কি অর্থবান যে কেহ প্রার্থনা করিতেছে তাহাকেই কাপড় দিতেছে। ইহারা এইরূপে বিস্তর বস্ত্র বিক্রয় করিতেছে। ইহাদের উদ্দেশ্য কি কিছুই বুঝা যাইতেছে না। যাহারা নিতান্ত দরিদ্র টাকা দিবার সামর্থ্য নাই, তাহাদের নিকট হইতে কিরূপে টাকা আদায় করিবে, একথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে "আল্লা দেগা।"

প্রাণ্ট ডফ সাহেব ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন।

টাপমান সাহেব বোম্বাইর গবর্ণরের কাউন্সিলের সভ্য পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বরদা কমিশনের দ্বিতীয় জুন সাহেবের জ্বর হওয়াতে তাঁহাকে অগত্যা উক্ত কার্য্যভার পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। সিন্ধিয়া জয়পুর প্রভৃতির বিচারপতিগণের পীড়া-নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে অনুপস্থিতি ও দ্বিতীয় পদত্যাগ বরদা কমিশনের এ সকল দুর্ঘটনা আমরা পূর্ব্বে অনুমান করিয়াছিলাম।

গত ২৪ এ ফেব্রুয়ারি শ্যামের ভূতপূর্ব্ব রাজার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার অগ্রজ আর ৩১ টী সন্তান আছেন। শ্যামের ভূতপূর্ব্ব রাজা পুর্ব্বজন্মে বোধ হয় রাবণ ছিলেন।

৯ই মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হয় সে সপ্তাহে বঙ্গদেশের কোন স্থানে বৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু নীল ও অন্যান্য শস্যের জন্য বৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন।

ত্রিচিনপলীতে একটী নূতনবিধ চুরি হইয়া গিয়াছে। মিউনিসিপালিটীর বড় বহি লেজার ক্যাশ বহি মিনিট বহি প্রভৃতি চুরি গিয়াছে। এ ব্যক্তি যে সে চোর নহে, এ শিক্ষিত চোরের কাজ।

হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট রোডসেস কমিটীর অধীনস্থ বিভাগের ১৯ টী রাস্তার সংস্কার ও উন্নতি বিধানার্থ লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর উক্ত কমিটীকে ১৫ হাজার টাকা কর্জ্জ দিবার অনুমতি দিয়াছেন।

নিয়মিত এবং নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশের অ্যাসিষ্টাণ্ট অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিস ও অডিটেন বিভাগের অডিসরদিগের বাষ্পীয় বিভাগীয় পরীক্ষা আগামী ২১ এ এপ্রেল গৃহীত হইবে।

মিউনিসিপাল ট্যাক্সের জন্য কলিকাতার বাটী সকলের নূতন কর নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অব স্থাদি বিবেচনা না করিয়া এবং কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন না করিয়াই কর নির্দ্ধারণ করা হইতেছে। ইহাতে সকলেই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অডিসদিগের আফিস আপীলে পরিপূর্ণ হইতেছে। যে কারণে সাধারণ অসন্তোষ উপস্থিত হয় সেটী অন্যায় তার সন্দেহ নাই। সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার নিবারণ কর্ত্তব্য।

২১ এ চাল শুক্রবার।

সকলেরই শুকমকাল আছে। যদি কাহার ভাগ্যলিপি লিখিবার শুকমকালের প্রয়োজন থাকে একটী নূতন ইউরোপীয় শুকমকাশক আসিয়াছে, তাহার কাছে যাউন। সে ইউরোপীয়টী যে কেমন পাকা লোক অদৃষ্টবাজার পত্রিকা হইতে তাহার বৃত্তান্তটী তুলিয়া দিলাম, পাঠকগণ দেখুন।

"এই মুক্ত ব্যক্তি বিগত জানুয়ারি মাসে ব্রাডফার্ড রেলওয়ে হোটেলে টেলিগ্রাফ করে যে সে ও তাহার মেম যেন ডেলে কাণ্ড তায় উপস্থিত হবে, অতএব তাহার নিমিত্ত একটী ঘর খালি থাকে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটী স্ত্রী সঙ্গে করিয়া সেখানে উপস্থিত হয়। সেখানে দিন দুই অবস্থিতি করিয়া হোটেলের প্রধান কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করে যে ভাল গাড়ি ঘোড়া কোথায় ভাড়া পাওয়া যায়। কর্ম্মচারী কহিল বারু সাহেবের ব্রাডফার্ডায় থাকা হয় না। তাহার পর দিন সে ব্রাউন সাহেবকে লিখিল যে প্রতিদিন তাহার নিমিত্ত একটী ঘুড়ি ও ভাল গাড়ি যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়। গাড়ি উপস্থিত হইলে প্রথম দিন হোটেলের প্রধান সাহেবের মেমকে সঙ্গে করিয়া সে ও তাহার মেম শকট আরোহণ করিয়া নগর প্রদেশে বহির্গত হইয়া নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া শেষে যে জিনিষ কেনা লোকানে

পাঠ। উপস্থিত হয়, এবং সেখান হইতে এক হাজার টাকার হুণ্ডী ক্রয় করে। পরে লিউম্যান সাহেবের দোকানে উপস্থিত হইয়া ১২০ টাকা দিয়া একটী যন্ত্রের বাক্স এবং তাহার পর আর এক স্থান হইতে স্ট্রীম নির্ম্মিত দ্রব্য ও অন্য স্থান হইতে কতকগুলি বস্ত্র ক্রয় করে। এতদ্ভিন্ন রজসোক এণ্ড কোং নিকট হইতে ১৪০০ টাকার দ্রব্য ক্রয় করে। প্রত্যেক দোকানদারকে দ্রব্যের মূল্যের নিমিত্ত লালা মন্ধ কিশোর নামক একজন বাঙ্গালির হাতেতে উপর চেক দেয়। সে ওয়াটসন সাহেব কর্ত্তৃ এইরূপ চেক দেয় কিন্তু তিনি টাকা দেন নাই। সে যে সমুদয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনে তাহার অধিকাংশ ফ্রান্সিস লেন এক দোকানে বন্ধক দিয়া টাকা লয়। দোকানদারেরা চেক ভাঙ্গাইতে গিয়া দেখেন যে মন্ধকিশোর নামে কেহ নাই। এ ব্যক্তি যখন কাণ্ডেন ছিল তখন বন্দর হইতে তাহার নাম ডগস। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে গোপালচন্দ্র আর একটী জুয়াচুরি করিয়া যায়। গোপালকে একজন সাহেব উপস্থিত হয় ও আপনাকে মেজর স্কটলণ্ড বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহার সঙ্গে একজন চীনকর সাহেবের দেখা হয়। চীনকর সাহেব কাশেম হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। মেজর সাহেব চীনকরকে বলিলেন যে তিনি পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই, কিন্তু এখন দেখিতেছেন যে তাহার তহবিলে টাকার অনটন অতএব চীনকর যদি অনুগ্রহ করিয়া ৭০০ টাকা ধার দেন, তিনি এক টাকার নিমিত্ত তাঁহাকে ব্যাঙ্কে এক খানি চেক দিতেছেন। তিনি একজন মেজর, বিশেষতঃ চীনকর গোপালকে জানিতেন তাহার ভারি অবস্থা হইলেও সুতরাং ইতস্ততঃ না করিয়া তাহাকে ৭০০ টাকা দিলেন। সে তাহাকে এক খানি নির্ম্মিত বেঙ্গল ব্যাঙ্কে এক খানি ৭০০ টাকার চেক দিল। যখন পুলিসের লোক উপরোক্ত জুয়াচোর ডগস সাহেবের অনুসন্ধান করিতেছে এমন সময় এই চীনকর আসিয়া বলেন যে মেজর স্কটলণ্ড নামে এক ব্যক্তি তাঁহাকে ৭০০ টাকার চেক বেঙ্গল ব্যাঙ্কের উপর দেয় কিন্তু উহা জাল চেক। পুলিস তদারক করিয়া দেখেন যে মেজর স্কটলণ্ড আর ডগস সাহেব একই জন। গোপালচন্দ্র হইতে সে ঐরামপুরে গমন করে এবং সেখানে গিয়া আপনাকে কর্ণেল এবারক্রম্বি বলিয়া পরিচয় দেয়। তথা হইতে আলাহাবাদে গমন করে। আলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর যায়। সেখানে গিয়া আপনাকে লেপ্টেনেণ্ট ডনবার বলিয়া পরিচয় দেয় এবং সেখানে একজন পার্সি দোকানদারের নিকট হইতে জুয়াচুরি করিয়া ৩৭০ টাকার মদ লয়। সেখানে আর এক জনের নিকট এই রূপ চেক দিয়া ৮০০ টাকার এক খানি গাড়ি ক্রয় করে এবং কিছু দিন পরে উহা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রয় করে। জব্বলপুর হইতে এ ব্যক্তি ভূপালে প্রস্থান করে এবং সেখানে গিয়া আপনাকে স্কুল ইন্সপেক্টর বলিয়া পরিচয় দিয়া অনেক-গুলি স্কুল পরিদর্শন করে। ইতি পূর্ব্বে পুলিস তাহার পশ্চাৎ থাকে এবং ভূপালে গিয়া তাহাকে ধৃত করে। এই ব্যক্তির বিচার হইতেছে।

১৯ এ ফাল্গুন শনিবার।

অনেকে ভাবিয়াছিলেন গঙ্গার উপর সেতু হইলে কত সুবিধাই হইবে, কিন্তু ক্রমে তাহার বিপরীত ফলই লক্ষিত হইতেছে। সেতু খোলা অবধি নানা লোকের নানা রূপ অভিযোগ প্রায়ই শুনা যাইতেছে। আপাততঃ মাশুল লইয়া নানা অত্যাচার ঘটিতেছে। সে দিন একজন গাড়িওয়ালার নিকট একবার ভাড়া লইয়া আসিবার সময় পুনরায় তাহাকে ধরিয়া পীড়া পীড়ি করা হয়, মাশুল না দেওয়াতে তাহাকে পুলিসে দিয়া দণ্ড করান হয়। এক দিন শুনা গেল একজনের চারি আনা মাশুল দেয় হয়, তিনি একটী টাকা দিয়া বার আনা ফিরাইয়া চান, তাহাকে বলা হয় এরূপ ফিরাইয়া দিবার নিয়ম নাই, তিনি একটী সিকি সঙ্গে করিয়া আনেন নাই কেন? এইরূপ প্রতিদিনই প্রায় এক একটী অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন রেলে যে সকল মাল যায় তাহার প্রতি একশত মণে এক টাকা কিন্তু হাবড়ার লোকের ব্যবহারের জন্য যাহা যায় তাহার প্রতি একশত মণে দুই টাকা সাত আনা মাশুল লওয়া হয় এইরূপ বিশেষ বা কেন? ইংলিসম্যানের একজন পত্র প্রেরক প্রস্তাব করিয়াছেন, কলিকাতার সেরিফ এক সভা করিয়া যাহাতে এই সকল অত্যাচারের নিবারণ হয় এবং সুশৃঙ্খলা সহকারে কার্য্য হয় তাহার উপায় বিধান করেন। আমরাও এ প্রস্তাবের অনুমোদন করি।

গত ৮ ই মার্চ্চ কায়রোলা ও হারজিলিঙ এই উভয় স্থানের মধ্যে ডাকলুঠ হইয়াছে। ডাক লুঠের সংবাদ পাওয়া যায় না, এমন দিন প্রায় নাই। ইহার কি নিবারণের উপায় নাই?

কণীরা ক্রমে ঘাট ঘাট বাধিয়া অগ্রসর হইতেছেন। ইহারা এটেকে একটী নূতন দুর্গনির্ম্মাণের উদ্যোগে আছেন। ইহাতে হাজার পদাতিক, একশত অশ্বারোহী ও কতকগুলি কামান থাকিবে।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা তুর্কিস্থানের একজনের নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন, এক রাত্রিতে প্রায় ৫০ জন ব্যক্তি বজ্রাঘাতে হত হইয়াছে।

উক্ত সংবাদদাতা বলেন, কান্দাহারের গবর্ণর সফদার আলী খাঁ বড় পীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি লোকের নিকট কর্জ্জ করিয়া এবং বণিকদিগের নিকট দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া টাকা দেন না। কান্দাহারের সৈন্যগণও নানা উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে অনেকে কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিতেছেন।

জেনরি এম জোণ্স কোম্পানি আমাদিগকে যে এক পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে আমরা জানিতে পারিলাম উক্ত কোম্পানি কারয়ো নামক একজন প্রসিদ্ধ শিল্প নিপুণ ব্যক্তিকে বরদায় পাঠাইয়াছেন। তিনি মলহর রাওয়ের কমিশনরদিগের ও বারিষ্টর ও সাক্ষীদিগের ও অন্য অন্য প্রধান ব্যক্তির ও রাজ বাটী প্রভৃতির ছবি লইয়া আসিবেন। প্রত্যেক ছবিতে এক একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকিবে। যাঁহারা বাক্স

করিবেন তাঁহারা ১৷০ টাকার আয় যাঁহারা স্বাক্ষর না করিবেন, তাঁহারা ২ টাকায় পাইবেন।

সমাজ দর্পণ বলেন "ডাইরেক্টর এটকিন্সন সাহেবের প্রতি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সাতিশয় অনুগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁর পেন্সনের নিমিত্ত অনুরোধ করা হইয়াছে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর নির্ব্বন্ধসহকারে অনুরোধ করিয়াছেন যে ইহাঁকে ২৫০০ টাকা অতিরিক্ত পেন্সন দেওয়া হয়। প্রচলিত নিয়মানুসারে এটকিন্সন সাহেব বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকার অতিরিক্ত পেন্সন পাইতে পারেন না। লেপ্টনণ্ট বাহাদুর বলেন যে ইহাঁকে সাড়ে সাত হাজার টাকা বাৎসরিক দিতে হইবে।"

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩ ই মার্চ্চ। গবর্ণমেণ্ট কাথলিক পাদরি দিগকে যে বৃত্তিদান করেন ফ্রেঞ্চিয়া পার্লিয়ামেণ্ট সভা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া আইনের যে পাণ্ডুলেখা করেন তাহাতে সেই বৃত্তি রহিত করা হইয়াছে। এবং যে সকল পাদরি গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্য স্বীকার করিতেছেন তাহাদিগকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে।

জর্ম্মণি হইতে অশ্ব রপ্তানি নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গালা দেশের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে সর বিচার্ড গার্থকে নিয়োজিত করা হয়, উহা গেজেটে প্রকাশ করা হইয়াছে।

পারিস ৩ ই মার্চ্চ। এম বফেট মন্ত্রিসভা করিবার চেষ্টায় অনেক কষ্টভোগ করিয়াছেন।

এম বফেট প্রচার করিয়া দিয়াছেন আয় ব্যয় বৃত্তান্ত মধ্যে একশত মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক অনুমান আছে।

লণ্ডন ৯ ই মার্চ্চ। ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটেন হইতে ১৭৫০০০০০ টাকার দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে এবং ২৫৮৭০০০০ টাকার দ্রব্য আমদানী হইয়াছে।

স্পেন এই কথা বলেন আলফন্সের রাজ্যাভিষেকের বিজ্ঞাপন ব্রাউমেনিয়ার যে প্রচার করা হয় সেটী অনাবধানতায় হইয়াছিল। টরকি এই কথা গ্রাহ্য করিয়াছেন।

গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে গ্যাডষ্টন হাডি সৈন্য সংক্রান্ত ব্যয়ের প্রস্তাব করিয়া তদ্বিরুদ্ধ দোষের কথা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন তাঁহার অভিপ্রায় এই কাউন্সেল সাহেব সৈন্য সংস্কারের যে প্রস্তাব করেন, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

অনুসন্ধানার্থ কমিটী নিয়োজিত করা হইয়াছে। সৈন্য মধ্যে যে সকল দোষ আছে যদি আবশ্যক হয় তিনি তাহার সংশোধনার্থ কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করিবেন।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

৫ ই মার্চ্চ। বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়াতে কটকের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ আবদুল কাদের তৎপদ প্রাপ্ত হইলেন।

বিলর সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে দিনাজপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তৎপদ প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু পরাণচন্দ্র নিয়োগীর মৃত্যু হওয়াতে সারণের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বাবু লক্ষীকান্ত রায় পেন্সন লওয়াতে পাটনার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর অর্জ্জ ব্যাপটিষ্ট সাহেব তৎপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

মৌলবী জয়েন উদ্দিন হোসেন যে দিবস পেন্সন লইবেন সেই দিবস অবধি ত্রিপুরার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমাকান্ত দাস তৎপদে নিযোজিত হইবেন।

বাবু দ্বারকানাথ দেব যে দিন পেন্সন লইবেন সেই দিন অবধি মেদিনীপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহম্মদ গুপ্তবি, এ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

ডবলিউ এস, আর ডেভিস যে দিন পেন্সন লইবেন সেই দিন অবধি ফরিদপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহেশচন্দ্র সেন তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সে পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত স্থানের ৪র্থ শ্রেণীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া কার্য্য করিবেন।

বাবু চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহাবাদে।

টি জে, ডেভিস নদীয়ায়।

বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, দিনাজপুরে।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এডোয়ার্ড ম্যাক্ফরলেন রেলি, ময়মনসিংহে বদলী হইয়াছেন।

৮ ই মার্চ্চ। ১৮৭৫ অব্দের ১৭ ই মার্চ্চ সি. ই. লাস্স পেন্সন লইয়া সিবিল সর্ব্বিস পরিত্যাগ করাতে নিম্ন লিখিত নিয়োগ গুলি হইল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সেসন জজ বস হুইস মেজলস প্রথম শ্রেণীর সেসন জজ হইলেন।

এন পিটার গ্রাণ্ট সি, এস, দ্বিতীয় শ্রেণীর সেসন জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

প্রথম শ্রেণীর জায়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জেমস্ লুকমাক্ষ ডেভিস, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, মেহেরপুরের ছোট আদালতের জজ এবং নদীয়া ও মাহাবাদের প্রধান ছোট আদালতের জজ হইলেন।

এ. জে ষ্টেলিট যে দিবস কার্য্য ভার অর্পণ করিবেন, সেই দিন অবধি গয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, আর ডেল ডিলিয়া পামর যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত সাহাবাদের সেসন জজ হইবেন।

এ, ডি, পামর যে পর্য্যন্ত অনুপস্থিত থাকিবেন কিম্বা অন্য হুকুম না হয় সে পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হেডকিক মিটন হেলিডে গয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

—:০:—

সংবাদদাতার পত্র।

বীরভূম।

পঞ্চম বিভাগের মাইনার স্কলারসিপ পরীক্ষা গত নবেম্বর মাসে গৃহীত হয়। পরীক্ষার ফল যথা সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এত দিনের পর প্রশংসাপত্র যাহার হইল। দেখিলাম তাবৎ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের নাম এ সম্বন্ধে দর্শন প্রদর্শন করা হয় নাই। যাহারা বৃত্তি লাভে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদিগেরই এ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে। এ হতভাগ্যদিগকে (যাহারা বৃত্তি পায় নাই) যে ইনস্পেক্টর মহোদয়ের কখন স্মরণ হইবে, তাহা ত আমরা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আর প্রশংসাপত্র যাহিব করিতে এত বিলম্বই বা কেন হইল, তাহার কি কেহ অনুসন্ধান লইবেন? গত বর্ষে হপ কনস সাহেব যথা সময়ে পরীক্ষা ফল প্রকাশ করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহাকে আমরা কার্য্যতৎপর বলিয়া জানি।

তাঁহাকে এরূপ অসার্জ্জনীয় দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করিতে দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি।

এবারের বীরভূমের মাইনার পরীক্ষার ফল আদৌ প্রীতিকর হয় নাই। দেখিলাম বীরভূমের কোন ছাত্রই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। এরূপ বিসদৃশ ফল হইল কেন, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য হইবা কাহাকে করি? স্কুল তত্ত্বা বধারণভাবে ডাক্তারের উপর ন্যস্ত আছে, তিনি একজন উচ্চদরের লোক। বলিতে কি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের শ্রেণীতে তাঁহার তুল্য সুপণ্ডিত বিচক্ষণ লোক আছেন কি না সন্দেহ। যাহা হউক, আগামী বারে যাহাতে ফল আরো সন্তোষ কর হয় তৎপ্রতি বিদ্যু বাবু দৃষ্টি রাখেন, এই আমাদের অনুরোধ।

বীরভূমের এক সুপ্রসিদ্ধ জমিদার পরিবারে মহা বিবাদানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। এ বিবাদটী এখন ও তেমন ঘোরতর আকার ধারণ করে নাই। এ সময়ে বিশেষ চেষ্টা করিলে এ বিবাদের শীঘ্র অবসান হইতে পারে। ক্ষোভের বিষয় এই যে পরিবারে এত কুবিদ্য লোক থাকিতে ইহার শেষ হইতেছে না। আমি নানা কারণে অদ্য সে পরিবারের নামোল্লেখ করিলাম না। নাম উল্লেখ করিতেও ইচ্ছা নাই। তবে বিবাদ যদি না মিটিয়া যায়, অগত্যা নাম করিতে হইবে।

এবারে এই সময় হইতেই গ্রীষ্মের আধিক্য দেখিতেছি। আজিও ফাল্গুন মাস শেষ হয় নাই, কিন্তু চৈত্র বৈশাখ মাসে রৌদ্রের যেরূপ প্রচণ্ডতা হয়, এখন তাহাই অনুভূত হইতেছে। তবে সুখের বিষয় এই উত্তাপের সহচরী বিসূচিকা সঙ্গে সঙ্গে মুক্তমতী হয় নাই।

কাটোয়ার বর্ত্তমান ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ভগবান বাবু অনেকগুলি কীর্ত্তি রাখিলেন। তাঁহার এলাকায় যতগুলি মেলাস্থল আছে, তাহার উন্নতকল্পে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিয়াছেন। বৈদ্যনাথতলার মেলায় তাঁহার শ্রমশীলতা গুণের বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে। তাঁহার প্রযাচ্ছ যে এ মেলাটীর সম্যক উন্নতি সাধিত হইবে তাহা আমরা বেস বুঝিতে পারিয়াছি। এখন আমাদের ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা এই তিনি কুস্ত পর্ব্বের আর কতক দিন এই মহকুমায় থাকেন তাঁহার কৃত প্রস্তাবগুলি সম্পূর্ণাবয়ব হয়।

বর্দ্ধমানী আবাদ রাজ সরকারের কার্য্যাদি এখন শ্রীযুক্ত কুমার বাহাদুর দেখিতেছেন। যে কাগে তিনি সকল কার্য্যের অনুসন্ধান লইতেছেন তাহাতে বোধ হয় যে তিনি অচিরাৎ সকলের নিকট বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাভাজন হইবেন। তাঁহার বয়স অতি অল্প। ১৮। ১৯ বৎসরের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন, তাহা ত বোধ হয় না। এ অল্প বয়সেই বিনয়নম্রতা গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

—০০—

বর্দ্ধমান।

মহারাজ হোলকার কলিকাতা হইতে স্বীয় রাজধানীপ্রত্যাগমন কালে বর্দ্ধমানে পুনরায় এক দিন অবস্থান করিয়া গিয়াছিলেন এবারে আমাদিগের বর্দ্ধমানাধিপতি মহা সম্মান পুরঃসর উক্ত মহারাজকে এবং তাঁহার মহারাণী দিগকে ও অন্যান্য পরিবারবর্গকে বাদ্যবাহন পূর্ব্বক স্বীয় রাজবাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। মহারাজ হোলকার বর্দ্ধমানের মহারাজার আতিথ্য স্বীকার করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন। আমাদিগের মহারাজ বাহাদুর হলকরের মহারাজকে সমুপযুক্ত উপঢৌকন প্রদান করাতে মহারাজ হলকারও আমাদিগের মহারাজ ও মহারাণীকে এক এক ছড়া সুদৃশ্য মতির মালা প্রত্যুপঢৌকন প্রদান করেন। ঐ দুই ছড়ার প্রত্যেকের মূল্য পাঁচ পাঁচ সহস্র টাকার ন্যূন নহে। বর্দ্ধমানের মহারাজার ভৃত্যগণও বঞ্চিত হন নাই। উহাদিগকেও পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। আমাদিগের মহারাজের সুদৃশ্য প্রাসাদে আমাদিগের মহারাজের পরিবারবর্গের সহিত হলকারের মহারাজের পরিবারবর্গের কথা বার্ত্তা ও আলাপাদি হইয়াছিল।

অদ্যতন মহারাজের মৃত পিতামহ মেহের বাবু তারকনাথ সেনের পক্ষে, হুগলির ভূত পূর্ব্ব ডিপুটি জজ শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষিক্ত হইয়াছেন।

যাহাতে এই দারুণ গুলাউঠার সময়ে বাজারে পচা মৎস্য বিক্রয় হইতে না পারে এজন্য আমরা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করাতে আমাদিগের অনুরোধ কতকটা রক্ষা হইয়াছে। অদ্য ৫। ৬ দিন গত হইল, দুই জন মৎস্যজীবী পচা ইলিশ মৎস্য বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে আনয়ন করাতে অন্যতম ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সিকেষ্টার সাহেব মহোদয় উহাদের প্রত্যেকের পাঁচ পাঁচ টাকা জরীমানা করিয়া মৎস্যগুলি (প্রত্যেক ৪০ টাকা মূল্য) মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিবার আদেশ করিয়াছেন।

সম্প্রতি বর্দ্ধমানে বারাঙ্গনার সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। এতদ্দ্বারা সাংক্রামিক রোগের প্রাদুর্ভাব হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিলে উক্ত রোগাক্রান্ত নর নারীর অভাব দেখিতে পাইবেন না। অতএব এখানে ১৪ আইনের প্রচলন একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। দ্বিতীয়, এই বর্দ্ধমানের বারাঙ্গনা বেশ্যাকে একটী নির্দ্দিষ্ট পল্লীতে থাকিবার আদেশ করা কর্ত্তব্য। ভদ্র ও ইতর পল্লীতে বেশ্যা থাকাতে ভদ্র লোকদিগকে পরিবারাদি লইয়া সশঙ্কিত থাকিতে হয়।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি অত্রত্য ব্রাহ্ম বিদ্যালয়টী ক্রমশই উন্নতি লাভ করিতেছে। উক্ত বিদ্যালয়ের নবাগত হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ পালিত বি, এ, মহোদয়ই এই উন্নতির প্রধান কারণ। ইংরাজী সাহিত্য ও অন্যান্য শাস্ত্রে ইহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে, শিক্ষা কার্য্যেও বিলক্ষণ দক্ষতা থাকাতে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

বর্দ্ধমান রাধানগর
২২ এ ফাল্গুন
১২৮১ সাল
} শ্রী—

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

বঙ্গরঙ্গভূমি।

এবোম নগরী একথা নির্দ্দিষ্টা নহেন এটী পাশ্চাত্য গবেষণার ফল। বস্তুতঃ ক্রমোন্নতিই সংসারের ঐশিক নিয়ম, অদ্য তদ্বিষয়ের অন্যতম দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

সকলেই অবগত আছেন যে কলিকাতা মহা নগরীতে সম্প্রতি দুটী অভিনয় সমাজ ব্যবসারি রূপে প্রকাশিত। বলা বাহুল্য যে ইহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে অভিনয় করিতেছেন। ফলতঃ সাধারণ দর্শকদিগের (আমাদের) ইহা একরূপ প্রার্থনীয়। কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই, কোন সুশিক্ষিত সম্প্রদায় অপর কোন সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বি ভাবে চলিলে পরিণামে নিশ্চিত শুভ হইয়া থাকে। আমরা দেখিতেছি যে আমাদের সেই যৌবন সুলভ বিশ্বাস ক্রমে কার্য্যে পরিণত হইতেছে।

কবিবর মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধ অভিনয় করাই অভিনয় হইবে শুনিয়া আমরা বঙ্গ রঙ্গভূমিকে মনে মনে কতই তিরস্কার করিয়াছিলাম কিন্তু অভিনয় দর্শনান্তে মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। আমরা পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম যে উক্ত রত্নত অকালে প্রাণে মরিয়া ও বুঝি বঙ্গ ভূমি কর্ত্তৃক সামাজিক অধিকৃত

যশে মুগ্ধ হয়েন। বস্তুতঃ আমাদের সেই মনঃকল্পিত অম মনোমধ্যে বিলীন হইয়াছে। বোধ করি এত দিনে বঙ্গ রঙ্গভূমির ভ্রম হইতে অদ্য গ্রহণ আজিই সার্থক হইল, ধন্য মধুসূদন দত্ত আজি তিনি কোথায়? যিনি ভবিষ্যৎ বেত্তার ন্যায় কহিয়া গিয়াছেন যে "গৌড় জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি" বস্তুতঃ এই সমর্থ বাক্য ক্রমে সত্যতার পরিচয় দিতে সমর্থ হইতেছে।

রঙ্গভূমির আমরা আশাতীত প্রশংসা করিলাম। তাঁহারা গত অভিনয়ে প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র বলিয়াই প্রশংসা করিলাম, কিন্তু কিছু সত্য নিন্দাও করি। লোকে "দোষে গুণে মানুষ" কহিয়া থাকে, কিন্তু বলা কর্ত্তব্য যে রঙ্গ রঙ্গ ভূমির দোষ অমবধানতাজনিত, বস্তুতাবে তাঁহাদিগকে দুই একটী কথা বলা কি অন্যায় হইবে? হয় ক্ষতি কি?

১। অভিনেতা রাবণ, প্রকৃত রাবণ বটে, কিন্তু আজি রাবণের আবির্ভাবকর্ত্তা মহাত্মা বাল্মীকি দর্শক শ্রেণী নিবিষ্ট থাকিলে কিছু ক্ষুণ্ণ ও লজ্জিত হইতেন। তিনি সম্ভবতঃ ভাবিতেন যে, যা সুরক্তা বলিয়া আমি যাহার চরিত্র কল্পনা করিয়াছি সেই রাবণ এখন পর (প্রোম্‌টার?) মুখে কথা কন। বাস্তবিক অস্বাভাবিক প্রোম্‌টিং কার্য্যই এই রঙ্গভূমির প্রধান অপকলঙ্ক। অন্যান্য মহোদয়ের এ বিষয়ে একটু খর দৃষ্টি পড়িলে বড় ভাল হয়।

২। আর একটী কথা—প্রমীলা—প্রমীলা কি? প্রমীলা রাক্ষসী? না, মানবী? না, দানবী? এই প্রমীলার পরিচয়ে তাহা জানিবার উপায় কি? বলিতে পারি না কোন দেশে বা কোন কালেজ্রীলোকে সকল অবস্থায় ইংরেজ পেটুলের পরিধান করে কি না। এ কেন? এ কি অভিনব সভ্যতা প্রচার? আমরা জানি প্রমীলা বীরাঙ্গনা তৎ সম্বন্ধে মাইকেলই মূল সাক্ষী। কিন্তু তাই বলিয়াই কি তিনি সচরাচর ইংরেজ ললনে অপি কারিনী? মুক্ত এ কথার বিপরীত বলে। তাই বলিতেছিলাম প্রমীলা কি?

৩। মেঘনাদ নাটক যুবরাজ প্রসিদ্ধ বীর। আকারে ও বাক্যে সর্ব্বত্র পরিচয় তাঁহার বীরত্বাব হওয়া উচিত কিন্তু এই মেঘনাদ দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম না। তাঁহার নামোচিত অভিনয় হইয়াছিল বটে কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে সহসা রাবণি বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না। অপর কোন বাক্‌পটু সুপুরুষ ব্যক্তি এই ইন্দ্রজিতের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে ভাল দেখাইত। গুণবান উচ্চ পদ পাইবার যোগ্য। কিন্তু সে কোথা? সমাজে। অভিনয় স্থলে কাব কল্পিত রূপের অবমাননা করিয়া কুরূপ গুণবান ব্যক্তিকে সামাজিক প্রথার ন্যায় সসম্মানে গ্রহণ করিতে আমরা আপাততঃ সম্মত নহি।

অন্যান্য অভিনেতৃগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য পালনে সাধ্যমত কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ হনুমানের অঙ্গভঙ্গী বড় প্রীতিকর। কিন্তু রাবণের গলে মতির মালা হনুমানজীর পরিচ্ছদ দেখিয়া কতক উপলব্ধি হইয়া ছল। পরিশেষে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে বঙ্গ বঙ্গ ভূমি এত দিনে যথার্থই ধনবানের পাত্র হইয়াছেন। আমরা অন্তরের সহিত ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।

—০—

সবিনয় নিবেদন মিদং—

কর্ণেল ডালটনের

স্মরণার্থ

ছাত্রবৃত্তি।

ছোট নাগপুর প্রদেশ চারি জেলাতে বিভক্ত। একজন কমিশনরের দ্বারা শাসিত হইতেছিল। রাজা, প্রজা, জমীদার, দিন দুখী সকলেই পরম সুখে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছিলেন। আজি সেই দিন চলিয়া যাইতেছে। সকলেই যার পর নাই দুঃখিত ও অশ্রুপাত করিতেছেন। কারণ সেই মহাত্মা (কর্ণেল ডালটন্‌ সি, এস আই) আঠার বৎসর এ প্রদেশে থাকিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বয়স অধিক হইয়াছে বলিয়া পেন্সন গ্রহণের আবেদন করাতে এই মার্চ্চ মাসে কর্ম্ম ত্যাগ ও ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবেন। বিদায় কালে তাঁহার দয়া সূচক করুণা বাক্যে অশ্রুপাত না করিয়াছেন এমন একটী লোকও দেখা যায় না। ২১ এ ফেব্রুয়ারি বাঁচির গবর্ণমেণ্ট উকিল প্রভৃতি একবাক্য হইয়া এক সভা করিবার প্রস্তাব করেন।

১৭ ই ফাল্গুন রবিবার সভা হয়। সভা স্থলে যে সকল মহোদয় উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের নাম ও মন্তব্য নিম্নে প্রকাশিত হইল।

খরসমর ঠাকুর
রঘুনাথ সিংহ জমীদার
কেবার, ঠাকুর
কিষণ দয়াল সিং রায় বাহাদুর
জমিদার ও ঠাকুরাই
জগন্নাথ সিংহ জমিদার
ও বাবু গঙ্গানারায়ণ সিংহ জমিদার
বাবু রাখালদাস হালদার
এসেসেল কমিসনর
বাবু দেবেন্দ্রলাল বসু বি এল
গবর্ণমেণ্ট উকীল
বাবু রাজ গোপাল রায়
মেডিকেল কালেজের
বাবু গিরিশচন্দ্র মিত্র পাসনের
কমিশনর
বাবু ক্ষেত্র চন্দ্র ঘোষ এম এ উকীল
বাবু সারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
স্কুল মাষ্টার
মুনসী সদানন্দ খরচপ
জমিদার বসাক

এই সকল মহোদয় সভা স্থলে উপস্থিত হইলে বাবু গোপাল দাস সাহাকে সভাপতি করিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে অনুরোধ করিলেন, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ঠাকুরকে বলা হয়, সকলেই সম্মত হইলেন।

বাবু দেবেন্দ্র লাল বসু দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন সভা স্থলে অধিকাংশ বাঙ্গালি ও জমিদার মহাশয়েরা আছেন সকলেই কিছু না কিছু বিলক্ষণ হিন্দুস্থানী ভাষাতে কথোপকথন করিতে পারেন সেনাস্তাবে মুখ্য মহাশয় প্রস্তাব উপর অনুমতি হয়। সকলে তাহাতেই অনুমতি করিলেন।

কর্ণেল ডালটনকে অভিনন্দন দান ও তাঁহার স্মরণার্থ মাসিক ১০ টাকার হিসাবে একটী ছাত্র বৃত্তি করিবার প্রস্তাব হইল।

মাসিক ১০ দশ টাকা হইলে বাৎসরিক ১২০ টাকার মুদ্রণের সংগ্রহ অবশ্যক এবং অন্তত ৩০০০ তিন হাজার টাকা ১ করিয়া কোম্পানির কাগজ করা স্থির হইল

অনন্তর যে যে ব্যক্তির নামটী ঠি থাকিবে তাহা স্থির হইল।

তাঁহার বাটি সভাস্থলে যে সকল মহোদয় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা ৮২৮ টাকা স্বাক্ষর করিলেন। এবং ৭৯ বাকী ৩০০০ তিন হাজার টাকা সংগ্রহীত হয় তাহার প্রমাণ করিয়া সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

১৮ ই ফাল্গুন
১২৮১ } ইতি—

—১০২—

শস্যের মূল্য।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকায় নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত মূল্যে শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম চাউল	সামান্য চাউল।	ছোলা।	গম।
	সের	সের	সের	সের
বর্দ্ধমান	১৯॥	৪০৪	১৮	১৪
বাঁকুড়া	১৮॥	১৯	১৬	১৫॥
সিংভূম	৯	৷৷১৪	১৫	১৫
মোদনীপুর	১১	১৭	১৪	১৮
হুগলী	৵৯॥	১০ ১৭ ৭॥	১৩-১৬॥	১৪
হাবড়া	১০	১৩	৭	১৩।
চব্বিশ পরগণা	১২	১৫	১৮	১৫
নদীয়া	১৪॥	১৬	৷৷০	৷৷০
যশোহর	১৬	১৯৷	১৪॥	১৪॥
মুরশিদাবাদ	১২-১৩	৷৷০-৷৷০৷৷	৷৷০	১৭-১৮
দিনাজপুর	৷৷০	৷৷৮	১৭	১৪
মালদহ	৷৷০	৷৷৪	১৬৷৷-১৮	৷৷০
রাজসাহী	১৮৩ ৯৷৷	৷৷৩১-৷৷৫৫ ৵		৩৷৷-১৮ ১৬-১৭৷৷
রঙ্গপুর	৵১৬	৷৷০	১২৵	১৪৵
বগুড়া	৵৯৮	৷৷৯৷	১৬	১২
পাবনা	৵৮	৷৷০৮	১৫	১৫
চাকোলপ্রু	৵৫	১৩	৵৮	৵১৬
জলপাই গুড়ি	৩	৷৷৯৵	১০ ৫৵	৫৵
ঢাকা	৷৷০	৷৷০	১৬	৷৷৪৵
ফরিদপুর	৵১	৷৷০	১১	১০
বাখরগঞ্জ	১	১১	১৷	
ময়মনসিংহ	৯	১৵	৫	১১৷৷
চট্টগ্রাম	১৫	১৯	১	৷৷০
ত্রিপুরা	৩	১৩	১২	১৩
১ উড়িষ্যার কর্ত্তা ইষ্ট প্রদেশ	১৷৵	১৷৷		
বিশুদ্ধ পাহাড়	১	১০	১৷৷	৵৯৷৵
পাটনা	৵	৷৷৪	৷৷৪৷৷	৮৷৷
গয়া	১	৷৷৬	১৬৷৷	১৭৷৷
শাহাবাদ	১৷৷	১৫ ১৬৷৷	৩ ৯ ৷৷১	১৬
মজফরপুর	৵৯	৵	১৭	১৩
সারণ	৵৯	১০	১১	১৬
চম্পারণ	৵১	১৮৷	৷৷	১৯৷৷

	উত্তম চাউল।	সামান্য চাউল।	ছোলা।	গম।
ভাগলপুর	৷৷০৵	৷৷২৷৵	১৮৵	১৭৷৵
পূর্ণিয়া	৷৷১	৷৷০	৷৷০	১৬
সাওতাল পরগণা।	১২	৷৷১	১৬	১৬
কটক	১৮৵	৷৷৪৮৵	১৭৷৵	১৯৷৵
পুরী	৷৷৩৷৵	৷৷৭৷৵	১৭৵	১৫৷৷
হাজারীবাগ	১০	৷৷২	১২	১২।
লোহারডগা	৷৷০	৷৷৪	১২।	৵৯৷৷
সিংভূম	১৪	৷৷৪	১৩	১২
মানভূম	১৪	৷৷২৷৷	১৩	১৩

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ৫ ই মার্চ

নদীর নাম	সর্ব্বকমতি জল। ফীট	ইঞ্চ
চৌয়াশির নীচে	৩	৬
মুরপুর ৬ মাইলের মধ্যে	২	৩
তথা হইতে জলিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	২	৯
জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে।	২	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১	৯

সন ১৮৭৫ সালের ৮ ই মার্চ্চ বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
বহরম পুর ৮ ই মার্চ্চ ১৮৭৫সাল	১	৯

ঠী, এইচ উইল্ক সি, ই, একজিকিউটিবইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার পাল চৌধুরী মহীগঞ্জ ১০

" " নন্দলাল জহরি—কলিকাতা ১০

" " মহাজাবত রায়—কলিকাতা ৫৷৷০

" " কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বহুলপুর ৫৷৷০

" " জানকীনাথ চক্রবর্ত্তী—বাগমারা ১০

—•—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। ছয় মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। মোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান। অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চালতিপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ১৯ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ৯ ই চৈত্র। ইং ১৮৭৫। ২১ এ মার্চ্চ।
মফস্বলে সম্বাদসমাচারকর্ত্তৃক অগ্রিম বার্ষিক ১০, এক টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৬ পাঁচ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

রাজসাহী বাণী

নামে ৮ পেজী ৪ ফরমা আকারে এক খণ্ড মাসিকপত্র আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে রাজসাহী বিভাগের মফস্বল আদালত সমূহের প্রধান প্রধান মকদ্দমার বিবরণ, রাজসাহী সম্বন্ধীয় কার্য্য বিবরণ, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের অনুবাদ সম্পাদকের কৃত প্রস্তাব এবং পুস্তক ও পত্রিকা সমালোচনা থাকিবে। ইহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১৷৷০, ষাণ্মাসিক ১, এবং প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা। এতদ্ভিন্ন ডাক মাসুল দিতে হইবে। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, মূল্যের সহিত পত্র লিখিবেন।

করচমারিয়া পোঃ আঃ সিংড়া (রাজসাহী) — শ্রীব্রজকুমার সরকার প্রকাশক।

রাজসাহী সমাচার

নামে মুসলের আকারে এক নূতন সাপ্তাহিক পত্র আগামী বৈশাখমাস হইতে প্রকাশিত হইবে। প্রতিসংখ্যার মূল্য ৫ এক পয়সা, ডাক মাসুল ১০ আধ আনা। ১২ খণ্ড /০ এক আনা মাসুলে যাইতে পারিবে। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, মূল্যের সহিত পত্র লিখিবেন ছয় মাসের মূল্যের অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইবে না।

করচমারিয়া পোঃ আঃ সিংড়া (রাজসাহী) — শ্রীবেণীমাধব নন্দী প্রকাশক।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি আমার নিকট আমাশয় রক্তামাশয় গ্রহণি সূতিকা পেটের পীড়া আমজ সূত্রে শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের এক মহৎ ঔষধ আছে। উহার দ্বারা বহুতর রোগী ১ বা ১৷ মাত্রার মধ্যে আরোগ্য করিতেছি। বিদেশীয় কেহ পত্র সহিত ৩৲ টাকা পাঠাইলে রীতিমত ঔষধ পাঠাইব, আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং গ্রীষ্ম যব ও গ্রীষ্ম সূত্রে বহুৎ কাশ আমাশয় শোথ এবং কাশ ও হাপ কাশ এই সকল নিবারণের মহৎ ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছি। অন্যূন ১ বা ১৷ মাত্রার মধ্যে সকল রোগ আরোগ্য হইবেক। গ্রীষ্ম যব ৫ টাকা ও গ্রীষ্ম বহুৎ শোথ ১০ টাকা এবং কাশ ও হাপ কাশ ১০ টাকা এতদ্ভিন্ন বিদেশীয় পত্র সহিত টাকা পাঠাইলে ঔষধ পাঠাইব। আরোগ্যান্তে পুরস্কার প্রদান করিবেন। আর রোগী আমার নিকট আসিলে দান করিব।

২৬ এ পৌষ ১২৮১ গোবর ডাঙ্গা জেলা নদীয়া। — শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার

ছন্দলেখা ও সখিকলা নামে দুই খানি নাটক শ্রীযুক্ত রামমাধব তালুকদার কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ১০ নং মধ্যবিটোলার ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য প্রত্যেক খণ্ডের ১ টাকা, ডাকমাসুল অতিরিক্ত /০ আনা, মাত্র।

সুপ্রসিদ্ধ এসিষ্টান্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত—

বাল চিকিৎসা মূল্য ৩৲ ডাকমাসুল ৷৷০
ব্যবস্থামালা ১৷৷০ ঐ ৵
গুর্ব্বিণীবান্ধব ৷৷০ ঐ ৵

কেমুয়া ভাঙ্গীতে গ্রন্থকারের নিকট ৷৷০ আমার নিকট প্রাপ্য।

কলিকাতা হিন্দুস্থটেল — শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কৃত প্রাক টিস অব মেডিসিন—

প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১৷৷০ ডাক মাসুল ৷৷০। ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১৷৷০ ডাক মাসুল ৷৵ একত্রে লইলে ১৮ ডাকমাসুল ১৵ মাত্র। এনাটমি প্রথম খণ্ড ১ ডাক মাসুল ৷৷০ মাতৃশিক্ষা ১ ডাকমাসুল ৷৷০, ঐ ঐ আমার নিকট প্রাপ্য যাবতীয় এলোপ্যাথিক ডাক্তারি পুস্তক পাওয়া যায়, আবশ্যক ও লিষ্ট পাঠান যাইবে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, এ
কলিকাতা হাইকোর্ট,
হিন্দুস্থটেল ২৮৮ নং বাটী

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার রায় চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত রাজবাটীর দাতব্য চিকিৎসালয়ে মালেরিয়ার জ্বালা বহুৎ কুইনাইন ও পুরাতন জ্বর জীর্ণ ও বিষম জ্বর পালাজ্বর ও সকল প্রকার প্রদর প্রমেহ কইরেক্ষ বিসূচিকা ও সকল প্রকার উদরের পীড়া উদরী শোথ অণ্ডবৃদ্ধি শিরোরোগ চক্ষুর রোগ সর্ব্বপ্রকার কাশ বহুৎ চর্ম্ম

রোগ গরমির পীড়া ও রক্ত বিকৃতির জন্য নানা প্রকার রোগ নাশক দেশীয় ও ইংরাজী বিবিধ প্রকার উত্তম ঔষধ প্রস্তুত আছে। যাঁহারা এই চিকিৎসালয়ের চিকিৎসাধীন হইবেন, তাঁহারা বিনা মূল্যে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। অন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ঔষধ লইতে ইচ্ছা করিলে অন্যান্য চিকিৎসালয় অপেক্ষা অল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশীয় রোগী চিকিৎসালয়াধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিলে ঔষধের মূল্যাদির বিষয় জানিতে পারিবেন।

১২৮১।৭৫ বারুইপুর } শ্রীপ্রাণনাথ চক্রবর্ত্তী

এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি মতে ওলাউঠা রোগের মহৌষধ।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে এলোপ্যাথিক বা ডাক্তারি মতে কর্পূরের আরোক বিসূচিকা রোগের মহৌষধ এই মারাত্মক ব্যাধির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই. ইহা বমন ও অতিসার অনায়াসে নিশ্চিতই নিবারণ করে। অঙ্গগ্রহ অর্থাৎ হাত পায়ে খিল ধরা নিবৃত্তি এবং লুপ্ত পদার্থের উষ্ণতা পুনঃ প্রদান করে।

শিশির গায়ে যে ব্যবস্থা পত্র আছে তদ্দ্বারা সকলেই বিনা উপদেশে চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

টিকিটে আমার নাম দেখিয়া লইবেন। প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা। ১০ টাকার অধিক লইলে শত করা কিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৭১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র সাহা কোম্পানির দোকানে, গোয়ালন্দে এবং আমার নিকটে পাইবেন।

ডাক্তার শ্রীরাজকৃষ্ণ নিরোগী
পোষ্ট সিরাজগঞ্জ।

পত্র।

বহুমানাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ নিরোগী

ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়!

আমি প্রজা সমূহের ওলাউঠা ব্যাধিতে যাব পর নাই চেষ্টা করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল পাই নাই। তৎপরে আপনার কর্পূরের আরোক দ্বারা প্রজাদিগকে সেই ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম নিবেদনমিতি।

১২৮১ ২রা অগ্রহায়ণ। } শ্রীমহেশচন্দ্র ভাদুড়ী জমীদার— গোপালপুর

বহুবর্ষেন, ভাষ্য ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ আশ্বিন হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র।

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
বিদ্বেশ্বর বিলাপ	।০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৵০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৵০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাশুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। মাতলা বেলওয়ে সোণাপুর ডাক ঘর আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টিকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, আধ আনামূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

৯ ই চৈত্র সোমবার।

মলহর রাওর বিচার।

গ্রাম বা নগর দাহ হইয়া যদি লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য ভস্মাবশেষ হয়, আর কোন প্রাণির প্রাণ বিয়োগ না হয়, তাহাতে আমরা যেপ্রকার আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকি, বিচারের পূর্ব্বে মলহর রাওর রাজ্যচ্যুতি, তাঁহার দ্রব্য সামগ্রীর অবরোধ, ও মকদ্দমার ব্যয়ে অকারণ অর্থনাশ প্রভৃতি গুরুতর অনিষ্ট ঘটিলেও লাড মর্ব্বরুক তাঁহার বিচারের যে অনুমতি করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের সেইরূপ আনন্দের হইয়াছে। বরদায় যে ভুতপ্রেত ব্যাপারের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, যদি লাড ডেলহাউসি, লার্ড মেও অথবা তৎসদৃশ কোন ব্যক্তি এ সময়ে ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিতেন, সেগুলি নিঃসন্দেহ অন্তর্হিত হইয়া থাকিত, জগৎ তাহার বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানিতে পারিতেন না।

বোম্বাই পুলিস কমিশনর মাউটর সাহেব যে সকল সাক্ষির বাক্য প্রমাণ করিয়া মলহর রাওকে দোষী স্থির করেন এবং আডবোকেট জেনরল মলহরকে রাজ্যচ্যুত করিবার উপদেশ দেন, পাঠকগণ গত কয় সপ্তাহের সোমপ্রকাশে তাহাদিগের প্রদান বন্দী পাঠ, তাহার তাৎপর্য্য অবধারণ ও মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অভিনিবেশপূর্ব্বক সাক্ষি বাক্যগুলি পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, মলহরকে পদচ্যুত করিবার অভিসন্ধিতে বহুদিন অবধি বরদায় একটী প্রবল চক্রান্ত চলিতেছিল। কর্ণেল মীডের কমিশন সেই চক্রান্তেরই ফল, বিষপ্রয়োগ ব্যাপারটীও উহার দারুণ পরিণাম।

সর্জ্জেণ্ট বালাণ্টাইন এতৎ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার স্থূল তাৎ

পর্য্যন্তগুলি স্থানান্তরে একত্রিত হইল। বক্তৃতাটী কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে নিঃসংশয় বোধ হয়, বালাণ্টাইন সাহেব যেন ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা প্রভাবে সাক্ষিগণের হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন, যাহারা শক্তির অভাবে তাহাদিগের হৃদয়গত ভাবগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মলহর রাও নিরপরাধি কি নিরপরাধ তদ্বিষয়ে আমাদিগের এখন কিছু বলিবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু তাঁহার চরিত্র, কর্ণেল ফেরারের ব্যবহার, ও কর্ণেল মীডের কমিশন প্রভৃতির বিষয়ে লোকের যে সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহার বহু পরিবর্ত্ত হইয়াছে। অনেকের এই সিদ্ধান্ত ছিল, কর্ণেল ফেরার স্ফটিকের ন্যায় বিশুদ্ধ হৃদয়, পরম ধার্ম্মিক ও কর্ত্তব্য পরায়ণ, অন্য অন্য রেসিডেন্টেরা গুইকুমারদিগের কুকর্ম্মের যেরূপ প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন, ইনি সেরূপ প্রশ্রয় দিবার লোক নহেন। প্রশ্রয় দেন নাই বলিয়াই মলহর রাওর চরিত্র দোষ প্রকাশিত হয় এবং কর্ণেল ফেরারকে বিষ প্রয়োগদ্বারা বধ করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু কর্ণেলের নিজের সাক্ষ্যেই প্রমাণ হইয়াছে, তিনি অতি অমায়িক লোক, সর্জ্জেণ্ট বালাণ্টাইন স্পষ্টাক্ষরেই তাঁহাকে নিকৃষ্ট লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি যে অসচ্চরিত্র গবর্ণমেণ্টও পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তুতে তাঁহাকে একবার পদচ্যুত করা হয়। এরূপ লোককে বরদার নিয়োজিত করা অতিশয় অনুচিত কার্য্য হইয়াছিল। বরদায় যে যে কাণ্ড হয়, তিনি যে তাহাতে লিপ্ত ছিলেন না, তাঁহার সাক্ষ্যের ভাবে ও সর্জ্জেণ্টের জেরার প্রভাবে এ কথায় বিশ্বাস করা সহজ হইতেছে না। তিনি সরবৎ খাইলেন না কেন? এ প্রশ্নের "ঈশ্বর তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন" এই উত্তর দান এবং তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত গুইকুমারের লাড নর্থব্রুককে পত্র লেখা, আবার তাঁহাকে বিষ প্রয়োগ করিয়া বধ করিবার চেষ্টা এগুলির মীমাংসা করা সহজ নহে। সর্জ্জেণ্ট বালাণ্টাইনের অভিপ্রায় এই, কর্ণেল ফেরারের প্রাণসংহার করিবার ইচ্ছা যদি মলহর রাওর বাস্তবিক থাকিবে, তিনি লাড নর্থব্রুকের নিকটে কর্ণেলকে স্থানান্তরিত করিবার প্রার্থনা করিবেন কেন? লাড নর্থব্রুক যদি তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতেন, এ চেষ্টা কথঞ্চিৎ সম্ভাবিত হইত। গবর্ণর জেনরল সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন নাই। প্রত্যুত, তাঁহাকে তথা হইতে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দেন।

পুলিস কর্ম্মচারিদিগের জবানবন্দী ও সর্জ্জেণ্ট বালাণ্টাইন তাহাদিগের বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভাবে বোধ হইতেছে, সাবড়ার পুলিস ঈশ্বরাপিতের বেলা যে অভিনয় করেন, বরদাতেও পুলিসের সেই অভিনয় হইয়াছে।

সর্জ্জেণ্ট বালাণ্টাইন যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করেন, অ্যাডবোকেট জেনরল তাহার খণ্ডনার্থ যত্নবান হইয়া যে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন, পাঠকগণ তাহারও স্থূল তাৎপর্য্য স্থানান্তরে দর্শন করিবেন। উহা পাঠ করিয়া পাঠকগণের মনে কিরূপ ভাবোদয় হয় বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদিগের ঐ বক্তৃতাটীকে সর্জ্জেণ্ট বালাণ্টাইনের বক্তৃতার নিকটে সূর্য্যের সম্মুখে দীপ শিখা বলিয়া বোধ হইল।

কমিশনের কার্য্য শেষ হইয়াছে। কমিশনরেরা বোম্বাইতে গিয়া একবার একত্র হইবেন। তথায় আপনাদিগের বক্তব্য লিখিয়া লাড নর্থব্রুকের গোচর করিবেন। জগৎ তাঁহার সিদ্ধান্তকে লক্ষ্য করিয়া উদ্গ্রীব হইয়া রহিল।

মিষ্টর লালবিহারী ডে প্রভৃতির দিগের স্বাধীনতা।

অনেকে বলেন বাঙ্গালা দেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেবের বাঙ্গালিদিগের উন্নতি সাধনের বাস্তবিক ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল এটী যদি সত্য হয়, বাঙ্গালাদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের উদ্দেশে তিনি যে যে অনুষ্ঠান ও কাজ করিয়া যান, এদেশীয়দিগের স্বাধীনতা ও স্বশাসন শিক্ষার অভিপ্রায়ে মিউনিসিপাল ব্যবস্থাটী তন্মধ্যে প্রধান। যে কার্য্যে অনেক উপকার ও অনেক লাভ সম্ভাবনা থাকে, তাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সাধু সদাশয় ব্যক্তি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসে আপ্লুত হন। ঐ উপকর্ত্তার হৃদয় যদি আবার কিঞ্চিৎ দৌর্ব্বল্য দোষে দূষিত হয়, তাঁহার মনে আত্মশ্লাঘা অধিষ্ঠা তাঁহাকে আর এক প্রকার আমোদে মাতাইয়া তুলে। বাঙ্গালা দেশের মিউনিসিপাল ব্যবস্থাটী স্থাপন করিয়া সর জর্জ্জ কাম্বেলের মনে সময়ে সময়ে হয় ও উল্লিখিত আনন্দপূর্ব প্রবাহিত হয়। কিন্তু তিনি ইউরোপীয়দিগকে মিউনিসিপালিটির শিরোমণিভূত করিয়া এদেশীয়দিগের স্বাধীনতা ও স্বশাসন শিক্ষার পথ যে কিরূপ পরিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, যদি তাহার অতিশয় দৃষ্টান্ত সকল হইয়া ক্ষণকাল তদ্বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহার সেই আনন্দ বিলুপ্ত হইবার সন্দেহ নাই। যে কারণে আজি আমরা এ বিষয়ের প্রস্তাব করিতেছি, সেই কথা তাহার উল্লেখ হইল।

চুচুড়ার শীল পরিবারের অতিশয় সম্ভ্রান্ত ও প্রসিদ্ধ লোক। বোধ হয় আমাদিগের পাঠকগণের অনেকে ইহা অবগত নহে। তাঁহাদিগের বাটীতে সমারোহে কার্ত্তিক পূজা হইয়া থাকে। বিসর্জ্জনও সমারোহে হয়। বিসর্জ্জনের সময় এদেশীয়েরা যেরূপ ধুমধাম করেন,

সোমপ্রকাশের ইউরোপীয় পাঠকগণের সকলে তাহা অবগত নহেন তাঁহাদিগের গোচরার্থ ইহার কিঞ্চিৎ বর্ণন আবশ্যক হইল। প্রথমে নিশান আশা সোটা, তাহার পর বাদ্য, তাহার পর প্রতিমা, প্রতিমার চতুর্দ্দিকে বাটীর দ্বারবান চাকর ও অন্যান্য লোক, তাহার পর বাটীর বালক ও যুবকদল, সর্ব্ব শেষে কর্ত্তৃপক্ষ থাকেন। এইরূপে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে যাওয়া যায়। এই ১২৮১ সালের কার্ত্তিক বিসর্জ্জনের দিন শীল বাবুরা ঐরূপে প্রতিমা লইয়া সমারোহে বিসর্জ্জন করিতে যাইতেছিলেন। কাঠের কাটমায় তাঁহাদিগের প্রতিমা হয়। প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া কাটমা ফিরাইয়া আনা হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের প্রতিমার ভাল কাটমা আছে, তাঁহাদিগের এ ব্যবহারটী বুঝা কঠিন নয়। কাটমা জলে ফেলা হয় না। প্রতিমা কাটমার রজ্জু দিয়া বাঁধা থাকে। সেই দড়ি কাটিয়া প্রতিমা জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। তদর্থ এক ব্যক্তির হস্তে এক খানি দা ছিল, পাছে দা কাহার গায়ে লাগে এই শঙ্কায় সে সেই দাখানি উচ্চ করিয়া লইয়া প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল। ঐ দাএই হুগলীর অনারেবল অনরারি মাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপাল কমিশনর বাবু নিমাইচরণ শীলের পদত্যাগের কারণ হইল। দাখানি নিমাই বাবুর পদত্যাগের কারণ হইল, এটী আপাততঃ পাঠকগণের প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা যদি নিম্নলিখিত বৃত্তান্তগুলি অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করেন, অবিলম্বে তাঁহাদিগের বিস্ময় অপনীত হইবে।

হুগলী পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এতৎ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট করেন তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এই "আমি গত রবিবার সায়ংকালে হাসপাতালের দিকে বেড়াইতে যাই, পথিমধ্যে শুনিতে পাইলাম, খড়ুয়া বাজারের দিকে অতিশয় গোল হইতেছে। আমি যখন হাসপাতালে উপনীত হইলাম, দেখিলাম এক জন কনষ্টেবল দৌড়িয়া আসিতেছে এবং এই কথা কহিতেছে, খড়ুয়াবাজারে বড় দাঙ্গা হইতেছে। ঐ কথা শুনিয়াই আমি বড় দ্রুত সত্বর বেগে দৌড়িলাম, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম প্রতিমা লইয়া চলিয়াছে। জোলাপাড়ার রাস্তার প্রায় ২০০ লক্ষ ব্যাপিয়া লোক ছাইতেছে, টমসন সাহেব আমাকে বলিলেন, এই প্রতিমাখানি শীল বাবুদিগের ঐ দলের এক ব্যক্তি ভীষণ ভাবে দা ঘুরাইতেছে। আমি তাহার সেই অস্ত্র কাড়িয়া লইবার চেষ্টা পাওয়াতে নিমাই বাবু ও অন্য অন্য ব্যক্তি আমাকে বাধা দিলেন এবং তাঁহারা বলপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। টমসন বলিলেন তিনি অন্য অন্য প্রতিমার সঙ্গে কনষ্টেবল পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সহিত অধিক লোক নাই, এ অবস্থায় তিনি যদি নিমাই বাবু ও তাঁহার সহচরদিগকে গ্রেপ্তার করিতে যান, দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা। আমি এই কথা যেমন শুনিলাম অমনি অগ্রসর হইয়া ঐ দলের গমন বন্ধ করিয়া দিলাম এবং নিমাই বাবু ও তাঁহার সহচরদিগকে বলিলাম যে পর্য্যন্ত না অস্ত্র পরিত্যাগ করা হইবে সেপর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে যাইতে দিব না। ঐ কথায় নিমাই বাবু অথবা তাঁহার নিকটস্থ কোন বাবু অস্ত্রধারীকে ডাকিয়া অস্ত্র আমাকে দিলেন, আমি তাঁহাদিগকে যাইবার অনুমতি দিলাম।"

এই রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া হুগলির মাজিষ্ট্রেট এফ এচ পিলু সাহেব নিমাই বাবুকে যে পত্র লেখেন তাহা এই "আমি যে রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি আপনার নিকট তাহার চুম্বক পাঠাইলাম। উহাতে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে উহার স্বরূপ কি আপনি আমাকে জানাইবেন। যে পর্য্যন্ত না জানাইতেছেন সে পর্য্যন্ত আপনি মিউনিসিপাল কমিশনরের কার্য্যানুষ্ঠানে বিরত থাকিবেন।"

নিমাই বাবু এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকটে যেরূপ প্রকৃত ঘটনা তাহা অবিকল লিখিয়া পাঠাইলেন। আমরা এই প্রস্তাবের প্রথমেই সে ঘটনাটী পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। নিমাই বাবুর উত্তর প্রাপ্ত হইয়া মাজিষ্ট্রেট পিলু সাহেব নিমাই বাবুকে পুনর্ব্বার যে পত্র লেখেন তাহা এই। "যদিও আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে প্রতিমার সহগামী দলের কয়েক ব্যক্তি বিশৃঙ্খল ব্যবহার করিয়াছেন, এবং বাবু নিমাই চরণ শীল স্বয়ংও গ্রাট সাহেবের উপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কিঞ্চিৎ বিবাদে মুখ হইয়াছিলেন, তথাপি আমি বিসর্জ্জন কালের উৎসাহ এবং বাবু নিমাইচরণ শীলের অবিসম্বাদিত সম্ভ্রম ও সুখ্যাতির বিষয় চিন্তা করিয়া এ বিষয়ে আর বাড়াবাড়ি করিলাম না। কিন্তু আমি তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, উত্তর কালে পুনর্ব্বার যেন এরূপ ঘটনা না হয়, তদ্বিষয়ে যেন তিনি সাবধান হন।"

এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া নিমাই বাবু আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পলের গোচর করেন। তিনি উহাতে যে আজ্ঞা দিয়াছেন তাহা এই "আদেশ হইল যে আবেদনকারিকে এই কথা জানান যায় যে মাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। অতএব এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আর আজ্ঞার অপেক্ষা নাই। ভবিষ্যতে এরূপ বিষয়ে আবেদনকারীর গবর্ণমেণ্টকে কিছু জানাইবার যদি প্রয়োজন হয়, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর

দিদ করিয়া বলিতেছেন যে কামশনরের দ্বারা জানাইবেন।"

আপনার মান আপনার কাছে। নিমাই বাবু লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের এই আজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হইয়া চুচুড়া ও হুগলীর মিউনি সিপাল কামশনরের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

পাঠকগণ! দেখুন কেমন চমৎকার কাণ্ড! দা খানি প্রতিমার সঙ্গে কেন লইয়া যাওয়া হইতেছে, কি পুলিস কি মাজিষ্ট্রেট কেহই একবার তাহার অনুসন্ধান লইলেন না। আপনাদিগের নকজ্জা বলে এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন যে উহা কোন অসৎ অভিসন্ধি সাধনার্থ নীত হইতেছে! নিমাই বাবু কিসে দোষী হইলেন আমরা তাহা ও কোনরূপে বুঝিতে পারিতেছিনা। তিনি যে বিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। টমসন প্রাটের নিকটে বলেন তিনি যখন অস্ত্র কাড়িয়া লইতে যান, তখন তাঁহাকে বাধ দেওয়া হইয়াছিল। কে বাধা দিল? নিমাই বাবু তিনি বলেন আমি বাধা দি নাই। কে মিথ্যা কথা কহিতেছে, তাহার অনুসন্ধান করা কি মাজিষ্ট্রেটের উচিত ছিল না? মাজিষ্ট্রেট স্বয়ংই নিমাই বাবুকে সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একটী সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে মিথ্যা কহিলেন, একজন পুলিস কর্ম্মচারির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া বিনা প্রমাণে এই সিদ্ধান্ত করা কি মাজিষ্ট্রেটের উচিত হইল? আমরা নিমাই বাবুর মিথ্যা কথা কহিবার কোন কারণ ও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। দাত্রধারী প্রতিমার সহগামী দলের অগ্রভাগে আর নিমাইবাবু পশ্চাতে ছিলেন। তিনি এত দূরে ছিলেন যে সম্মুখে কি ঘটনা হইতেছে তাঁহার সহসা জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি জানিতে পারিলে অবশ্যই দাত্র পরিত্যাগ করিতে বলিতেন। প্রাট সাহেব যখন তাঁহাকে গিয়া জানাইলেন, তখনি তিনি বাড়ি সম্পত্তি না করিয়া দাত্রধারিকে ডাকাইয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে বলিলেন তবে তিনি কিরূপে দোষী হইলেন? ইহাতে কি স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না, টমসন স্বয়ং গিয়া যদি তাঁহাকে দাত্রের বিষয় জানাইতেন, তিনি কি তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তে দাত্র সমর্পন করিতেন না? বোধ হয় টমসন কোন কনষ্টেবলের মুখে অস্ত্রের কথা শুনিয়াছিলেন এবং সেই কনষ্টেবলকেই উহা কাড়িয়া লইবার আদেশ করিয়াছিলেন। তাহাকে কেহ প্রাহ্য করে নাই। কনষ্টেবলেরা দৌড়িয়া আসা ও টমসনের কথার ভাবে এই অনুমানই সঙ্গত হইতেছে। নিমাই বাবুর সহিত যখন তাহার সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি দাত্রের কথা না বলিয়া কুঠার কথা বলেন। দাত্রের এত ভয় বা কি? এ পরশুরামের কুঠার নহে, বলদেবের লাঙ্গলও নহে, এ সামান্য দাত্র মাত্র। নিমাই বাবু ও তৎসমভিব্যাহারী লোকদিগের দাঙ্গা অথবা অন্য কোন অকার্য্য করিবার যদি অভিসন্ধি থাকিবে, তাহা হইলে তাঁহারা কেবল এক খানা দা লইয়া যাইবেন কেন? যাহারা দাঙ্গা করে তাহারা লাঠি, সড়কি, বল্লম, কব বাল প্রভৃতি লইয়া যায়? না কেবল এক খানা দা লইয়া যায়? এখন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে আমাদিগের প্রশ্ন এই নিমাই বাবুকে কোন অপরাধে অপরাধী করিয়া তাঁহাকে মিউনিসিপাল কমিশনরের কার্য্য হইতে বিরত হইবার ভয়প্রদর্শন করিলেন? তিনি যে দাঙ্গাদার নন ও দাঙ্গা করিতে যান নাই উপরে তাহা প্রমাণ করা হইল। দাঙ্গার আসবার তাঁহার সঙ্গে ছিল না। কাহার সহিত তিনি দাঙ্গা করিতে গিয়া ছিলেন পুলিস তাহার নামোল্লেখও করেন নাই। তবে দাঙ্গা করা তাঁহার উদ্দেশ্য কিরূপে স্থির হইল? তিনি কি আপনা আপনার সহিত দাঙ্গা করিতে গিয়া ছিলেন? তিনি যদি দাঙ্গাদার না হইলেন তবে তাঁহাকে মিউনিসিপাল কামশনের কার্য্য হইতে বিরত হইবার কথা বলা কিরূপে সঙ্গত হইল? যে যে বলেন তেমন জনতার মধ্যে দাত্র হউক আর অন্য অস্ত্র হউক কোন অস্ত্র লইয়া যাওয়া উচিত নয় কেন কারণ বশতঃ হঠাৎ ক্রোধাদের উদ্দীপন হওয়া কোন প্রকার অসম্ভব ঘটে এই আশঙ্কা ছিল। সেই আশঙ্কায় পুলিসের লোক দাত্র চাহিয়াছিল। নিমাই বাবু তাহা না দিয়া পুলিসকে অমান্য করিয়াছিলেন। নিমাই বাবুর বাক্যে ও টমসনের কথার ভাবে ইহাতে প্রমাণ হইতেছে না। তথাপি আমরা যদি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি তাহা হইলেও এ অপরাধে নিমাই বাবুকে মিউনিসিপাল কমিশনরের কার্য্য হইতে বিরত হইবার ভয় প্রদর্শন বিধেয় হয় না যদি কোন মাজিষ্ট্রেট কোন পুলিস কর্ম্মচারির কথা না শুনেন গবর্ণমেণ্ট কি বলিবেন তুমি যে পর্য্যন্ত ইংরাজদত্ত না হবে সে পর্য্যন্ত মাজিষ্ট্রেটী হইতে স্থানে থাকিবে? এ অপরাধ যদি তাঁহার মিউনিসিপাল কমিশনর পদ পরিত্যাগ করাণ না হইল তাঁহার দাঙ্গা করার অপরাধ সিদ্ধান্ত হইতে পারে। নিমাই বাবু যে প্রতিমার সঙ্গে ছিলেন সেই প্রতিমার সঙ্গে দা, কিনা, তাহার তাঁহার দাঙ্গা করা অভিপ্রেত, তিনি পুলিসের লোকের সঙ্গ পাইয়াই দা পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই, অতএব তিনি বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া এবং এই সিদ্ধান্ত করিয়া বাবুকে মিউনিসিপাল কমিশনরের কার্য্য হইতে বিরত হইবার আদেশ

দেওয়া আমাদের বিবেচনার কাজ নহে।

আমরা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের অন্য দোষ দিই না। নিমাই বাবু কিরূপে দোষী হইলেন তাহার অনুসন্ধান লইবার আদেশ দেওয়া তাঁহার উচিত ছিল।

উপসংহারে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক হইল। যে সকল ব্যক্তি এদেশীয়দিগের একটী সামান্য ব্যবহারের বিষয় জানেন না, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের হস্তে যে গুরুতর ভার অর্পণ করেন এটী অতীব দুঃখের বিষয়।

আয় ব্যয় তুলনা।

১৮৭৯-৭৫ ও ১৮৭৫ ৭৬ অব্দের আনুমানিক ও প্রকৃত আয় ব্যয় তুলনা গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে মহা আড়ম্বর করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় এই তুলনা পঠিত হইত। লার্ড নর্থব্রুক তা সভা অবধি সে আড়ম্বর রহিত করিয়াছেন। এটী তাঁহার অন্য অন্য কার্য্যের ন্যায় একটী উৎকৃষ্ট কার্য্য হইয়াছে সন্দেহ নাই পূর্ব্বকার আড়ম্বর দুই কারণে বিড়ম্বনা স্বরূপ ছিল। এক, নীরস আয় ব্যয় তুলনা শ্রবণে শ্রোতৃগণ বিরক্ত হইতেন। দ্বিতীয়, ব্যবস্থাপক সভায় তুলনা পাঠ করিবার কোন ইষ্ট লাভ ছিল না, কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে লোকের মতামত শ্রবণ করিতেন না। তাঁহারা যে বিষয়ে যে আয় ও ব্যয় স্থির করিতেন, তাহাই ব্যবস্থাপক সভায় গিয়া করিয়া বহিবদ্ধ করিয়া লইতেন। যে বিষয়ে লোকের মতামত শ্রবণ অভিপ্রেত নয়, সে বিষয় এরূপ নিঃশব্দভাবে সম্পন্ন করিয়া লওয়াই উচিত।

আমরা পাঠকগণকে এতৎ সম্বন্ধে এই একটী আহ্লাদের সংবাদ দিতেছি যে নূতন করের সৃষ্টি করা হয় নাই। অন্য গবর্ণর জেনরলের অধিকার হইলে দুর্ভিক্ষের ছলে যদিও নূতন করের যেরূপ সুর পাওয়া যাইত, আমাদিগের পাঠক মাত্রেই যাঁহারা অন্য অন্য গবর্ণর জেনরলের অধিকারে কাল যাপন করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন।

আয়	১৮৭৩।৭৪ সালের হিসাব।	১৮৭৪।৭৫ সালের বজেট এষ্টিমেট	১৮৭৪।৭৫ সালের আনুমানিক এষ্টিমেট	১৮৭৫।৭৬ সালের বজেট এষ্টিমেট
১। ভূমির রাজস্ব	২১,০৩,৭৯,১১০	২১,৪০৪০,০০০	২১.০৮,৩০,০০০	২১৩১৯০০০০
২। দেশীয় রাজাগণ হইতে কর	১৩,৮৫,৪৪০	১২,৬০,০০০	১৩,৯০,০০০	১০,০০,০০০
৩। বন বিভাগ	৪২,৩১,৩১০	৬০৪০,০০০	৫৯,৯০,০০০	৫৭,২০,০০০
৪। আবকারি	২,২৮,১৪ ৩৭০	২,২৮,৪০,০০০	২,৩০,৫০,০০০	২,৩৭,০০,০০০
৫। আয় কর	৯, ৩১,৩৬০	নাই	৩,০০০	নাই
৬। রাজিষ্ট্রের শুল্ক	২,৭২,৮৪,৯৫০	২,৭০,৮০,০০০	২,৯৪,২০,০০০	২,৯৭,০০,০০০
৭। লবণ	৬,১৫,০৬,৬২০	৬,০৭,৯০,০০০	৪,১৮,৮০,০০০	৬,২০,৮০,০০০
৮। অহি ফণ	৮,৩১,৪৮,৭৯০	৭,৬১,৫০,০০০	৮,৫২,০০,০০০	৮,৫০,৫০,০০০
৯। ষ্ট্যাম্প	২,৬৯,৯৯,৩১০	২,৭০,৮০,০০০	২,৭৭,৯০,০০০	২,৭৮,৪০,০০০
১০। মিণ্ট	৬,৭৫,৪৪০	১২,৪০,০০০	১৩,৩০,০০০	৭,২০,০০০
১১। পোষ্ট আফিস	১৮,৮১,৯৮০	৬৯,৫০,০০০	৭১,৩০,০০০	৭৩,৫০,০০০
১২। টেলিগ্রাফ	২৫,০৬,৩৮০	২৫,১০,০০০	২৭,৯০,০০০	২৯,০০,০০০
১৩। ব্যবস্থা ও বিচার	৩৫,৯১,৪১০	৩৩,৩০,০০০	৩২,১০,০০০	৩১,৯০,০০০
১৪। সামুদ্রিক বিভাগ	১৩,৬৩,২৩০	১০,১০,০০০	১৮২০,০০০	১৯,৭ ,০০০
১৫। সুদ	৪১,৪৯,১০০	৪১,২০,০০০	৫৩,৭০,০০০	৫৭,২০,০০০
১৬। বৃত্তি	৬৯,৯৭,১৮০	৬৭ ৯০,০০০	৬৯,৪০,০০০	৬৩,৪০,০০০
১৭। বিনিময়	৩৯,৫১,১৮০	৩২,২০,০০০	৩৭,০০,০০০	৩২,৫০,০০০
১৮। বিবিধ	২৪,৬৯,৬১০	১৯২০০০০	২২,৫০,০০০	১৮,০০,০০০
সৈনিক বিভাগ	১,০০,৯১,২৪০	৮৯,০০,০০০	৯০,৯০,০০০	৯০,৭০,০০০
নিয়মিত পূর্ত্ত বিভাগ	৮,৯২,১১০	৮,৩০,০০০	৮,০ ,০০০	৯,৪০,০০০
জল সেচন	৪৭,৫১,৭৪০	৪৯১০,০০০	৪৮,৮০,০০০	৫৩,২০,০০০
ষ্টেট রেলওয়ে	৩.৯৯,১৪০	৯,৫০,০০০	১২,১০,০০০	১৩,০,০০০
সর্ব্ব সমষ্টি ব্যয়	৪৯,৬১,১৭,১১০	৪৮,৯৮,৪০,০০০	৫০,০৭,০০,০০০	৪৯,৮২,০০,০০০
১। সুদ	৫,৭৪,৮৮,২০০	৫,১২,৭০,০০০	৫,০৬,৪০,০০০	৫৭০,৮০,০০০
২। অন্যান্য বিষয়ের সুদ	৫৪,১০,০১০	৩৫.৯০,০০০	৩৮,২০,০০০	৩৭,১০,০০০
৩। ফেরত	২৯,১৮,৭৫০	২৬,২০,০০০	৩১,৫০,০০০	৩০,০০,০০০
২। ভূমির রাজস্ব	২,৪৮,১২,৭৪০	২,৪১,৩০,০০০	২,৪৭,৪০,০০০	২,৪৮,০০,০০০
৫। বন বিভাগ	৩১০৪৯১০	৪৪,৫০,০০০	৪৩,৩০,০০০	৪৯,৫০,০০০
৬। আবকারি	৯,৩৫,১৯০	৮,৭০,০০০	৮,৩০,০০০	৮১,০০০
৭। ইনকম টাক্স	২১,৬৫০	নাই	নাই	নাই
৮। রাজিষ্ট্রের শুল্ক	১৮,৩৮,১৩০	১৮,১০,০০০	১৭,৮০,০০০	১৭,৯০,০০০
৯। লবণ	৪৭,৮২,৪৫০	৪৯,০০৩০০০	৪৭,৯০,০০০	৪৯,৮০,০০০
১০। আবকারি	২,০০,১২,৮২০	২,১১,৫০০০০	২,৩৫,০০০০০,	২,৩০,০০,০০০
১১। ষ্ট্যাম্প	১,৮৮,৪০০	১১৭০,০০০	১২,৬০,০০০	১২,৩০,০০০
১২। মিণ্ট	৭১২২৯০	১৬৮০০০০	১২৮০,০০০	৯,০০,০০০
১৩ পোষ্ট আফিস	৮,৮৬৮৪০	৮১,৩০,০০০	৮০,৪০,০০০	৮১,৬০,০০০
১৪ টেলগ্রাফ	৪১১৮০১০	৪৫,০০,০০০	৪৩,৫০,০০০	৪৮,৪০,০০০
১৫। রাজকার্য্য নির্ব্বাহ	১৫৭৭২৮৬০	১৫৫১০০০০	১,৬৩,৭৩,০০০	১,৬১,৫০,০০০
১৬। অন্যান্য বিভাগ	৩১৯৯১৪০	৩২,৩০,০০০	৩০ ৯০,০০০	২৯ ৯০,০০০
১৭। ব্যবস্থা ও বিচার	২২৭১৭৭৯০	২২৭৯০০০০	২,২৮,৩০,০০০	২,৩৪,০০,০০০
১৮। সামুদ্রিক	৪৭৪৭৫৫০	৫২,৮০,০০০	৫০,২০,০০০	৫৮,২০,০০০
১৯। ধর্ম্ম	১৫,৯৫,২৭০	১৫,৯০,০০০	১৬,০০,০০০	১৬,১০,০০০
২০। চিকিৎসা	১৮,০৫,৯১০	১৮,৭০,০০০	১৯,৪০,০০০	১৮,৭০,০০০
২১। পলিটিকেল এজেন্সি	৩১২২৯০	৪৪,৫০,০০০	৩৭,৩০,০০০	৩৩,৬০,০০০
২২। বৃত্ত সঙ্কলন	১,৮৫,৯৭,০০০	১,৭২,২০,০০০	১,৭৪,০০,০০০	১,৬৯,৫০,০০০
২৩। বৃত্তি অন্যান্য প্রকার	২১০৫৫৮০	২৭৭০,০০০	২২১০,০০০	২২১০,০০০
২৪। বৃত্তি পেন্সন প্রভৃতি	১৫৭৬৮২০	১৮১৮০০০	১,৮০,৯০,০০০	১৮৩,৩০,০০০
২৫। প্রতিপোষণ সার্ভিস দুর্ভিক্ষ নিবারণ	৫০৬৯৭১০ ৩৮৬৪৯৭৩০	৫০৩০০,০০০ ২,৫৮০০ ০০০	৫,১২,৪০,০০০ ১,৪৪,০০,০০০	৫০৫,৯০,০০০ নাই
সৈনিক	১৫,২২,৮২,৬৫০	১৫,০৮,৭০ ০০০	১৫,৪৯,৯০,০০০	১৫,৬৮,৩০,০০০
পূর্ত্ত বিভাগ	২,৩২৫৭,২৩০	২৫০৫০ ০০০	৫৪৪০০০	২৫৫৪০০০
ষ্টেট রেলওয়ে	৭৮২৪০	১০৪০ ০০০	২৮১০০০	১৮০০০০
অনিয়মিত পূর্ত্ত বিভাগ	৩৫৫০০৭০	৪২৪৩ ০০০	৪০৩০০০	৪৩০০০০
সর্ব্ব সমষ্টি	৫৪৯৪৭৭৪৫০	৫৪১০৫০০০	৪৪১৫৮০০০	৫০৬.৪০০০

"শাস্ত্রের প্রভাপকারণ
নোপ কারের হর্জ্জন।"

সম্প্রতি মথুরায় দুইজন গোরা এক ব্রাহ্মণ চাপরাশীর বাটীতে গিয়া আগুন চায়। ব্রাহ্মণ তখন রাঁধিতেছিল। সে আর একজন চাপরাশীর নিকটে গিয়া আগুন লইতে বলে। ইহাতে এক জন গোরা ব্রাহ্মণকে এক ঘুঁসি মারে। ব্রাহ্মণ উঠিয়া এক যষ্টি লইয়া গোরাকে এরূপ প্রহার করে যে গোরা হতচেতন হয়। দ্বিতীয় গোরা বারিকে দৌড়িয়া গিয়া সংবাদ দিল। এবিষয়ের বিচার হইতেছে। দিল্লী গেজেট বলেন যখন এক জন এদেশীয় দুইজন গোরাকে পরাভব করিয়াছে, তখন উহারা মাতাল ছিল সন্দেহ নাই।

ইউরোপীয়েরা কুকর্ম্ম করিলেই মাতলামী এবং এদেশীয়দিগকে ক্ষুদ্র করিলেই ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রতি ও বড়ই বৃদ্ধির কার্য্য হয়। এই জানাই কাল হইয়াছে। ইউরোপীয়দিগের অপরাধানুরূপ দণ্ড হয় না। ক্রমে প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইতেছে। উহা দ্বারা প্রশ্রয় বৃদ্ধি হেতু সময়ে সময়ে ভীষণ অনর্থ ঘটিতেছে ব্রাহ্মণ একাকী দুইজন গোরাকে পরাস্ত করিয়াছে, তাই বিচার হইতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণের সঙ্গী যদি আর দুই এক জন থাকিত, বারিক হইতে গোরা গিয়া যোড়শর দাঙ্গা বাধা হত সন্দেহ নাই, কয় জন হতাহত হইত নিশ্চয় বলা যায় না। আমাদিগের রাজ পুরুষেরা হিন্দুস্থানীয়দিগকে এমন শাসন করিয়াছেন যে তাঁহার সময়ে সময়ে আপনা আপনি হাঙ্গা করে বটে কিন্তু গোরা দেখিলে হতমানকলেবর হয়। সেই হিন্দুস্থানী যখন গোরাকে প্রহার করিয়াছে তখন অল্প দুঃখে করে নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি বিশেষ বিধি দ্বারা ইউরোপীয়দিগের অন্যায়কারিতার দণ্ড বিধান না করেন ক্রমে ইউরোপীয়েরা ইচ্ছা থাকিতে চাপরাসির ন্যায় স্বহস্তে দণ্ডদান ভার গ্রহণ করিবে, সেটী কি আনন্দের ও মঙ্গলের হইবে? অতএব উল্লিখিত গোরা দুইজনের গুরুদণ্ড বিধান দ্বারা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর্ত্তব্য।

নূতন পুস্তক।

১। বীরনারী, ঐতিহাসিক নাটক (১)। এখানি বীর রস প্রধান। উৎসাহ বীর রসের স্থায়িভাব। সিন্ধুর ক্ষত্রিয়রাজের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধে উৎসাহ ও অধ্যবসায় ইহাতে সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে।

শিশুগণ, একত্রে সমস্বরে—
হিমাদ্রির মহাচূড়া, যদ্যপিও হয় গুড়া,
কক্ষভ্রষ্ট হয় রবি শশী।
সিন্ধু যদি শুষ্ক হয়, তথাপিও এ নিশ্চয়
অস্ত্রহস্ত না ত্যজিবে অসি।
দৃঢ় মুষ্টে ধরি অসি, করি এই পণ,
ভেদিব শত্রুর দেহ অথবা জীবন
ত্যজিব সমর স্থলে, শেষ শয্যা তৃণদলে,
প্রাণ ভয়ে না করিব কভু পলায়ন।
যুদ্ধে মরে স্বর্গ যাতে ক্ষত্রিয়গণ
যে মন্ত্রে হয়েছি দীক্ষা, করেছি যে অস্ত্র শিক্ষা
আজি তার পরীক্ষা সময়ে,
যবনের কাটি শির, ক্ষত্রিয়ের শস্তবীর,
পুনরায় হর্ষিত অন্তরে—
ঘরেতে আসিবে ফিরে, বন্ধু এক জননীরে
তবে কেন বৃথা আজ ফেল অশ্রুজল?
রাষ্ট্র হইবে ধরাতলে বীরমাতা মাদি পরে,
গর্ভে পুত্র, জন্ম দিও আর একবার,
স্বদেশ জাতির মান, বাখিবেক দিয়ে প্রাণ,
এ আশায় মাত্র তাঁর পুত্র থাকিবেন।
স্বদেশ রক্ষার হেতু, যদ্যপি জীবন সেতু,
ভেঙ্গে যায় তাতে নাই খেদের কারণ।
বলিয়া মধুর বোল, শেষের স্নেহের কোল,
দিয়ে মাতা স্থির করে করেছেন বিদায়,
শত্রুরা সংগ্রামে ডাকে, আর কি এমন থাকে
ক্ষত্রিগণ বন্ধ ঘরে স্নেহের মায়ায়

(১) কলিকাতা নং ১৩ কলেজ স্কোয়ার হারাণ যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ৸৹ আনা।

সিন্ধুর অধিপতি জোহিয়াকে যখন যবনে নিহত করিলে তাঁহার পুত্র বৈরনির্য্যাতনার্থ সমর সাগরে অবতীর্ণ হইলেন। উভয় কুল সৈন্য দর্শন করিয়া যেরূপ ভাববিহ্বল হইয়া সংগ্রামে বিমুখ হয়, জোহিয়াকের পুত্র জয় সিংহও সেইরূপ যবন সৈন্য দর্শন করা মাত্র সমরে পরাঙ্মুখ হয়। মহাবীর ধনঞ্জয়ের ন্যায় জয়সিংহের কেহ সহায় ছিল না, অতএব সে প্রাণ ভয়ে রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। পুত্র তাহার মাতা, ও পত্নী চন্দ্রেনা তাহাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত দুত পাঠাইল দূত আলোর নগরের সন্নিকটস্থ রাণীর নিকটে উপনীত হইল। সেই স্থান হইতে গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছে। গ্রন্থকার গ্রন্থের সমুদয় অংশে আপনার লিখিবার ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, রাণী দুত বাক্য শ্রবণ করিয়া যে কথোপকথন করিতেছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমাদিগের শীতল শোণিতও উষ্ণ হইয়া উঠিল।

জোহিয়াজমহিষী স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, তাঁহার সৈন্য গণও তাঁহার সহিত এক মন হইয়া বীরোচিত কার্য্য করিল, শেষে আলোর নগরী শত্রুকুল হস্তগত হইলে তাঁহারা পরাজিত হইলেন। সৈন্য ও সেনাপতিগণ রণে ক্ষান্ত হইলেন ও সমরীগণ অগ্নিচিতায় আরোহণ করিলেন।

এ সময় এমন অধিকাংশ স্থল পঠিত হইলে চিত্তে পাঠ করিলাম, তবে যে স্থানে শত্রুকুলের সেনাপতির প্রতি ক্রোধ রাগ ব্যক্ত হইয়াছে সেই স্থানগুলি আমাদের অপ্রীতিকর হইল। [illegible] পুষ্টি হয় বটে, কিন্তু [illegible] বোধ হইল। বেণী সংহারে ভীমসেনের সহিত দুর্য্যোধনের কোতুক আর প্রবিষ্ট গ্রন্থে সেনাপতির প্রতি মন্ত্রিগণের অনুরাগ এ উভয় ঘটনার কিছু ধরণ [illegible] আছে, বলিয়া বোধ হইল না।

২ সিংহল বিজয় (২)। এখানি [illegible]

(২) শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] কলিকাতা আপার সার্কুলার রোড ৮৯ নং ভবনে কলিকাতা আপার সার্কুলার রোড ৮৯ নং ভবনে [illegible] বহুমোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

বিক্রম নামে বঙ্গদেশীয় এক রাজকুমার। সিংহলদ্বীপ বাসের বৃত্তান্ত লইয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে। বিজয় বাল্যকালে অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। তিনি এক সপ্তম বর্ষীয়া উপযুক্ত উপপত্নীর উপর উপদ্রব করিলে সেই কথাতে তাঁহার পিতা রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন। তিনি সাত শত বন্ধু সমভিব্যাহারে পোতে আরোহণ করিয়া সমুদ্রে গমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সাত শত স্ত্রী পুরুষও সঙ্গে লইলেন। তাহাতে তুফান দিয়া সকলকে উঠিল। স্ত্রীগণ সকলে নৌকায় ছিলেন, তাহা চলমগ্ন হইল, তাহাতে ও তাহার সঙ্গিগণ সকলে সেই দেশে সিংহলে উপনিবেশ করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সিংহলে তৎকালে কালকর্ণীদের রাজত্ব ছিল। বিজয় ও তাঁহার সঙ্গিগণ যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দূরে রাখিলেন। এইরূপে বঙ্গীয় রাজকুমার বিজয়ের সিংহলে রাজত্ব লাভ হইল, এতদাদি চরিত্রের সঙ্গে সমাপ্ত হইয়াছে। অনেক স্থানের বর্ণনা সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও মাত্রিকের কলে কেমন অমিত্র হইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। কেনকপে ইহাকে মিত্র করিব, তুলিতে পারিলাম না।

[illegible]

কেন বা পড়িবে মনে পাণ্ডবের গুরু-
দেব, বীর দ্রোণাচার্য্য ? অতএব, শত্রু
হইলে প্রবল, কৌশলে মারিবে তার।

এইরূপে কৌশলে জয়লাভের যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বিশুদ্ধ নীতির অনুগত হয় নাই। স্বার্থপর রাজকামুকেরাই ছলে জয় লাভের উপায় অন্বেষণ করে। ছলে জয়লাভ করিবার সহস্র উদাহরণ থাকুক, তদ্দ্বারা উহার উপাদেয়তা কে মুহূর্ত্তেই সপ্রমাণ হইবে না।

৩। অক্ষর পরিচয়। (৩)। বালকদিগের বর্ণ পরিচয়ের উপযুক্ত অনেক পুস্তক আছে, তবে এখানি প্রচারিত হইল কেন লেখক তাহার এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন "সচরাচর বালকেরা চারি পাঁচ বৎসরের হইলেই বিদ্যারম্ভ হয়, তাহাদের পাঠ্য প্রথম পুস্তক যেরূপ সরল ভাষায় লিখিত হওয়া আবশ্যক, প্রথম পাঠ্য প্রচলিত পুস্তক গুলির মধ্যে একখানিও সেরূপ সরল ভাষায় লিখিত হয় নাই।" এই কারণ নির্দ্দেশটী যে কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমতঃ বর্ণ পরিচয় পুস্তকের ভাষা কঠিন হইবার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ পুস্তকের ভাষা সরল হউক আর কঠিন হউক, তাহাতে বালকদিগের প্রথম শিক্ষা কষ্টের লাঘব গৌরব হয় না। লেখক লিখাইবার যে একটী প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন, এটী কিছু নূতন বটে। যাহা হউক, এ প্রকার পুস্তক প্রচারে এখন কি ইষ্টলাভ হইবে, আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

—০—

মলহর রাওর বিচার।

বরদা ১৩ ই মার্চ্চ। মহারাজ আত্মগুণ বৃত্তান্ত লিখিয়া সমর্পণ করিয়াছেন। উহা পাঠ হইয়াছে। তিনি বলেন গবর্ণর জেনরলের উপরে তাঁহার যে ভক্তি আছে, তাহাই কমিশনের অগ্রে তাঁহার এই আত্মগুণ বৃত্তান্ত প্রদানে উৎসাহিত করিয়াছে

(৩) শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্রের প্রণীত। কলিকাতা বিশি প্রেস যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১০ এক আনা।

কর্ণেল ফেরারের প্রতি তিনি শত্রুতা ভাবের কথা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন রেসিডেন্টকে বিষপ্রয়োগ দ্বারা বধ করিবার চেষ্টা বিষয়ে তাঁহার কোন অভিপ্রায় থাকা সম্ভাবিত নহে। কারণ, কর্ণেল ফেরারের প্রতি গবর্ণমেণ্টের যে অবজ্ঞা জন্মিয়াছে, তিনি তাহা পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি সন্দিহান বিতরণ বিষয়ে গবর্ণর জেনরলের যে ইচ্ছা আছে, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি পূর্ব্বে যে অনুমান করিয়াছিলেন, কর্ণেল ফেরারকে স্থানান্তরিত করাতে তাহা ঠিক বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। চরসিয়োগের বিষয় তিনি সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করিলেন, তবে তিনি এই মাত্র স্বীকার করিলেন সামান্য বিষয়ে কথা বার্ত্তা রেসিডেন্সি ও রাজবাটীতে চলিয়াছিল। আর তিনি ইহাও স্বীকার করিলেন যে উৎসব ও বিবাহের সময়ে সামান্য রূপ উপঢৌকন দেওয়া হইয়াছিল। রেসিডেন্সির ভৃত্য দিগের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইবার বিষয়ও তিনি অস্বীকার করেন এবং এই কথা বলেন তৎসম্বন্ধে শপথ পূর্ব্বক যে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মহারাষ্ট্রীয় ও ইংরাজী ভাষায় উহা লিখিত হইয়াছে।

সর্জ্জেণ্ট ব্যানার্জ্জীর্ন, ১২ ঘণ্টার পূর্ব্বে বক্তৃতা আরম্ভ করেন, ২ টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সে দিন ঐপর্য্যন্ত বন্ধ থাকে।

সর্জ্জেণ্ট ব্যানার্জ্জীর্ন এই বলিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন যে মহারাজ সুদীর্ঘ অভিযোগের পর সাক্ষির স্বরূপ ও যাহার সাক্ষ্যে তিনি দোষী হইয়াছেন তাহা জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহার প্রতি সুবিচার বিতরণ করা হইবে এই বিশ্বাস যে তিনি কমিশনের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। সর্জ্জেণ্ট ব্যানার্জ্জীর্ন বলিলেন বর্ত্তমান মকদ্দমার পুলিষ যে প্রকার সম্পূর্ণ অসঙ্কুচিত চিত্তে যেরূপ রাশি রাশি মিথ্যা কথা কহয়াছেন, তিনি আধুনিক কোন বিচারালয়ে এরূপ দেখেন নাই। তিনি মলহররাওর নিরাশ্রয় অবস্থার উল্লেখ করিয়া কহিলেন মলহররাও কারারুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক

করা হইয়াছে এবং তাঁহার শত্রুগণকে তাঁহার বিপক্ষে ডাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। সার্জ্জেণ্ট বলিলেন তিনি ওট সন্ডেজরফিল্ডের মকদ্দমার কেবল একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন। আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তির মত যদি সত্য হয়, ঐ দুই গুণপুরুষ রাউজী ও নরহরূপে এস্থলে উপস্থিত হইয়াছে। সার্জ্জেণ্ট বালান্টাইন তাহার পর গবর্ণর জেনরলের রাজনীতির প্রশংসা করিয়া বলিলেন, এই কমিশন নিয়োগ করিয়া গবর্ণর জেনরল জগৎকে ইহা জানাইয়াছেন যে তিনি সত্যদেবের ব্যবহারের অনুসারে এ বিষয়ের মীমাংসা করিবার অভিলাষী হইয়াছেন। গবর্ণর জেনরল দেশীয় রাজগণের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন এবং ভারত বর্ষের সকলকে জানাইয়াছেন, তিনি দেশীয় রাজগণের রাজভক্তিতে বিশ্বাস করেন। ব্রিটিশপ্রজাতীয় একজন বিচারপতিকে কমিশনের সভাপতি করাতে এই প্রমাণ হইয়াছে যে অপক্ষপাতে উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা করা হইবে। রাজনীতি ঘটিত কোন স্বার্থ সাধনের আশঙ্কা নাই। সামান্য বিষয় গুলি পরিত্যাগ করিয়া তিনি আইনের মূল যুক্তি ধরিয়া এই কথা বলিলেন পুলিষের যে সাক্ষ্যে অন্য কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই সে সাক্ষ্য গ্রাহ্য নহে। উপস্থিত মকদ্দমাটী সাজাইবার সময়ে লোককে ভয় প্রদর্শন করা হয়, তিনি তাহার উল্লেখ করিলেন এবং কহিলেন সাক্ষিদিগকে কারারুদ্ধ করাতে কখন কাহার ভাগ্যে কি ঘটে বরদার সকলেরই এই আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, কেবল যে সকল ব্যক্তি মনহররাওর বিপক্ষ, তাহাদিগের কোন শঙ্কা ছিল না। অনুসন্ধান কালে পুলিষ যে অবিরোধিত প্রভুত্ব প্রদর্শন করেন তিনি তদ্বিষয়ে কমিশনকে মনোযোগ করিতে অনুরোধ করিলেন, আর কহিলেন, মনহররাওকে দোষী বলিয়া সাধারণের অন্তরে যে সংস্কার জন্মিয়াছে, সভাপতি তাহাতে বিশ্বাস না করেন। তিনি বলিলেন, বিষ প্রয়োগ বিষয়ে লিপ্ত বলিয়া যাহারা সাক্ষ্য দেয়, তাহাদিগের সহিত মনহররাওর সংস্রব ছিল, কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ দ্বারা ইহা সামান্য রূপেও প্রমাণ হয় নাই। পিক্রস ভিন্ন সকল সাক্ষীই মিথ্যাবাদী। পিক্রসের সাক্ষ্য দ্বারা রাউজীর সাক্ষ্য বিফল হইয়া গিয়াছে। রাউজীর সাক্ষ্য সমুদায় মিথ্যার মূল প্রস্তর স্বরূপ। বিষ প্রয়োগের যে চেষ্টা হয়, গুইকুমার তাহা জানিতেন, ইহার বাস্তবিক ও লিখিত একটীও প্রমাণ নাই।

বরদা ১৯ ই মার্চ্চ সারজণ্ট বালানটাইন এই কথা বলিলেন যে ব্যক্তি আত্মদোষ স্বীকার ও অন্যের প্রতি দোষারোপ করে তাহার সাক্ষ্য তৃতীয় ব্যক্তির বিপক্ষে বৈধ হয় না। গুইকুমারের সদ্ব্যবহারের প্রসঙ্গে তিনি কর্ণেল মীডের কমিশনের বিষয়ে গবর্ণর জেনরলের আজ্ঞাকেই প্রধানরূপে উল্লেখ করিলেন। গুইকুমার কর্ণেল ফেরারের প্রতি যে কোন প্রকার কর্কশ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এ কথা তিনি স্বীকার করিলেন না। তিনি বিবেচনা করেন গুইকুমারের বাল্যে যে বিশৃঙ্খলাদি দোষ আছে, তাহার সংশোধনার্থ গুইকমারের সহিত এক যোগে কার্য্য করিবার নিমিত্ত কর্ণেল ফেরারকে যে মনোনিত করা হয়, এটী অতি নিকৃষ্ট বাছনী হইয়াছিল। তিনি বলেন কর্ণেল ফেরারকে বরদা হইতে লইয়া যাওয়া হয় এই প্রার্থনা করিয়া গুইকুমার গবর্ণর জেনরলকে যে এক পত্র লিখেন, এখানি অতি প্রশংসনীয় পত্র। গত ৩ বিবেচনার ফল স্বরূপ। বিষ প্রয়োগের যে অমূলক গল্প উঠিয়াছে, ইহার সহিত তাহার কোন ক্রমে সামঞ্জস্য হয় না। ঐ প্রার্থনাপত্র (ফরিত) আর বিষ প্রয়োগ ব্যাপার এ দুটী ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রের স্বরূপ। সার লুইস পেলি বরদায় আগমন করিলে গুইকুমার যে তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করেন, সারজণ্ট বালান্টাইন বিশেষ রূপে তাহার বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন গুইকুমার অতি সরল। যখন তাঁহার প্রতি বিষপ্রয়োগের সন্দেহ করা হইয়াছিল, তখনও তিনি বিশ্বস্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন। গুইকুমারের প্রত্যেক কার্য্য দ্বারা এই প্রমাণ হইতেছে, যে তিনি নিজ জ্ঞানানুসারে কোন বিষয়ে দোষী নহেন। যাহাদিগকে ঐ পাপ কার্য্যের সহচর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাদিগকে একটীও টাকা দেওয়া হয় নাই। তিনি এই বলিয়া এডবোকেট জেনরলের প্রশংসা করিলেন যে এডবোকেট জেনরল গুইকুমারের প্রতি কোন দুষ্ট অভিসন্ধির আরোপ করেন নাই। গুইকুমার যেরূপ পদের লোক, তাঁহার কোন দুষ্ট অভিসন্ধি থাকা সম্ভাবিত নহে। তিনি বলিলেন যে সকল প্রধান ব্যক্তি সাক্ষ্যদান করিয়াছে পিক্রস ঐ দলের মধ্যে সম্ভ্রান্ত। তিনি বলেন রাউজি ৫ সেপ্টেম্বরের বিষপ্রয়োগ ঘটনাকে নবেম্বরের ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করে। তিনি আরও বলেন কর্ণেল ফেরারের যে সকল চিঠি হয় তাহা বিষপ্রয়োগ কমিশনে নহে। কর্ণেলের মনে বিষ প্রয়োগের ভাবোদয় হইয়াছিল, তিনি তাঁহার যে চিঠির বর্ণন করেন তাহা উহা নহে। এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে কর্ণেল ফেরার বিষ দূষিত সরবত বাগবাব তাঁহার নিকটে আনিতে দেন। সরবতের পাত্রের নীচে যে পদার্থ জমা যায়, তাহার বিষের বিষয়ে কর্ণেল ফেরার একরূপ বলেন, ডাক্তর অন্যরূপ করেন। সাক্ষিগণ যখন ডিটেক্টিভ পুলিষের অধীনে ছিল, তখন উহাদিগের পর স্পর কথোপকথনাদি ও ফল লিখিয়াছিল।

বরদা ১২ ই। সারজণ্ট বালান্টাইন দরখাস্তের সাক্ষীর সাক্ষ্য সমাপ্ত করিলেন। তাহা হইতে সমুদায় বিষ পাওয়া হয়। গুইকুমারের বিপক্ষে যে কিছু হয় দামোদর সে সমুদায়ের মূল। তিনি গুইকুমারের প্রাইবেট সেক্রেটারি ও বিশ্বাস পাত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কিসার পত্র গুলি অতিশয় জঘন্য। তাঁহার নামে তদন্তিল তছরূপাতের কতকটী আভাষ হয়। তাহার এই শঙ্কা হইয়াছিল যে কর্ণেল ফেরার ঐ সকলের অনুসন্ধান করিবেন। তাঁহার ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার একমাত্র উপায় গুইকুমারের প্রতি দোষারোপ করা। ঐ দোষারোপ করিবার দামোদরের চারী অভিসন্ধি ছিল। এক তিনি কর্ণেল ফেরারকে শঙ্কা করেন। তাহার দ্বিতীয় শঙ্কা এই, তদন্তিল তছরূপাতি কার্য্য পাছে প্রকাশ পায়। সারজণ্ট কহিলেন তিনি দামোদরের তুল্য সাক্ষী কখন দেখেন নাই। দামোদরের নিম্নলিখিত অবস্থা ঘটিয়াছিল। তাহার গলা হাঁড়িকাঠে পতিত হয়। যদি তিনি

পুলিসকে হতাশ করেন, তাহা হইলে কাঁচি কাটে যশ আসিয়া দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে তিনি যদি গুরুকুমারকে দোষী করেন তাহা হইলে তাঁহার কেবল স্বাধীনতা লাভ হয় এমন নহে, পরিণামে পুরস্কারও লাভ হইতে পারে। গুরুকুমারের রেসিডেন্টকে বিষ খাওয়া ইত্যাদি যদি ইচ্ছা হইত, তিনি যে কেবল এ দোষের উপর নির্ভর করিতেন এটী অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। তাহা হইলে উপস্থিত মকদ্দমার এত অবশ্যকীয় সাক্ষিদেরা কখন প্রবেশিত হইত না। যে ক্ষুদ্র বোতলে থাকে যে এক চামচ চুন ছিল সারজেণ্ট ব্যাটারসন তাহার গুরুত্ব বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলেন যে সকল সাক্ষি বিষ দিবার কথা, গুরুকুমারের তাহাদিগের সকলের উপরেই সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, কিন্তু সাক্ষিদারি হইতে তিনি যে উহা পাইতে পারেন, তাহার তখন ক্ষমতা ছিল না। দামোদর বলেন নবদীন পশ্চাৎ উহা দিয়াছিল কিন্তু নবদীন এ কথা বলে না। পুলিষ তাহাকে ঐ কথা বলাইবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বুধবার ১১ ই মার্চ্চ। সরজেণ্ট বালেণ্টাইন কল্য তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিলেন। এডবোকেট জেনরল বৈকালে উত্তর দিবেন। কলিম ও ঈশবস্ত রাওয়ের সাক্ষ্য দামোদরের সাক্ষ্যের সহিত জড়িত। তাহারা দামোদরের সমভিব্যাহারের অংশভাগী। যদি বিষ প্রয়োগের সাঙ্ঘাতিক চেষ্টা করা থাকে, তাহারা সেই দুষ্কর্ম্মের সঙ্গী, আর যদি এ চেষ্টা কল্পিত হয়, তাহারা কল্পনাকারক। তাহারা অনেক দিন পুলিসের হস্তে ছিল। তাহারা যদিও প্রধান সাক্ষী, তথাপি অক্তি তাহারা তাহাদিগকে প্রমাণ করেন না। সারজেণ্ট বলেন, এক জনও ভদ্র লোকের সাক্ষ্য না থাকাতে মহারাজের বিপক্ষে যে মকদ্দমা চালাইতেছিল, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হইল। কমিশনরেরা তাঁহার বক্তৃতার মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া তিনি তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। কখন কোন বিচারে এরূপ বিচার হয় নাই। অতএব ইংরাজদিগের ও হতভাগের প্রাচীনতিজ্ঞ ও রাজগণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত এই মকদ্দমা দর্শন করিতেছেন। পূর্ব্বের গবর্ণর জেনরলেরা স্বেচ্ছাক্রমে রাজাদিগকে যে রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন তাহার সহিত উপস্থিত ঘটনাটীর তুলনা করা হইল। লাড নর্থব্রুক এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং সকলকে জানাইয়াছেন যে তিনি এই স্থির করিয়াছেন ইংরাজী আইনের মূল সূত্রের অনুসারে এ অভিযোগের মীমাংসা হবে। সরজেণ্ট স্বীকার করিলেন মকদ্দমাটী যেরূপ তাহার সমুদায় অংশ আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। তিনি কমিশনরদিগের নিকটে বিনয় সহকারে এই প্রার্থনা করিলেন যে এই মকদ্দমায় যাহা কিছু বলিবার এবং করিবার সমুদায় শেষ হইল, কমিশনরগণ যেন এরূপ বিবেচনা না করেন। আর এটী যেন তাঁহারা স্মরণ করেন, মহারাজ তাঁহার প্রজাগণের নিকটে অসম্ভাষিত হইয়াছেন এবং কারাবদ্ধ রাজার অনুকূলে যদি কেহ কিছু করিতে সাহস করে, পুলিস কর্ম্মচারিদিগকে তাহাদিগের বিপক্ষে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সারজেণ্টের বিশ্বাস এই তিনি যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন মকদ্দমাটী সম্পূর্ণ মিথ্যা। অতি নিকট গাঁইটকাটারও সাক্ষির অভাব হয় না। কমিশনরেরা যদি ধৈর্য্যসহকারে অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা মহারাজকে মিথ্যা অভিযোগ হইতে অবশ্যই মুক্ত করিয়া দিবেন।

সারজেণ্ট বালেণ্টাইন প্রাতঃকালের বক্তৃতার সময়ে বোম্বাইর কোন সমাচার পত্রের আচরণের বিষয় উল্লেখ করেন। ঐ পত্রখানি মহারাজকে নানাপ্রকার গালি দেয় ও তাঁহার প্রতি নানা প্রকার বিদ্বেষ প্রকাশ করে এবং কমিশনরেরা কি মীমাংসা করিবেন, তাহাও অনুমান করিয়া লয়।

এডবোকেট জেনরল উত্তরদান আরম্ভ করিয়া পুলিসের তিনজন দেশীয় কর্ম্মচারির চরিত্রের সবিশেষ প্রশংসা করেন এবং বলেন, সারজেণ্ট তাহাদিগের বিষয় জানেন না এবং পুলিস কমিশন মাউটার সাহেবের পদ ও পূর্ব্ব বৃত্তান্তগুলি অবগত নহেন। তাহাদের বীর সাক্ষ্যের বাহিরে এই নিয়ম আছে কুকর্ম্ম সহচরদিগের সাক্ষ্য প্রমাণ। উপস্থিত স্থলে গুরুকুমারের দোষ নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ হইয়াছে। যে অবধি তাঁহার প্রতি সন্দেহ জন্মিয়াছে, তদবধি তাঁহার আচরণ জ্ঞানকৃত অপরাধের অনুরূপ। যেওয়ান দামোদরের বর্ণনার সহিত তুলনা করিয়া সলিম ওমিশবন্তরাওকে পুলিসের হস্তে সমর্পণের প্রস্তাব করেন। পলায়ন অথবা বিদ্রোহ চেষ্টা উভয়ই বিফল। এডবোকেট জেনরল বলিলেন গুরুকুমারের লিখিত আত্মশুদ্ধি পত্র দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে তাঁহার অসৎ অভিপ্রায়ে রেসিডেন্টের ভৃত্যদিগের সহিত কথোপকথন চলিয়াছিল। যদি কমিশন রাজবাটী দর্শন করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন সাক্ষিরা যে কুঠরির কথা কহিয়াছে গুরুকুমার তাহাতে ছিলেন। গুরুকুমারের সহিত আবার যে সাক্ষাৎ হয় রাউজী এবং করিমের চিঠি দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। যে উৎকোচ দেওয়া হয় তাহা পরিমাণে অল্প বটে কিন্তু সাক্ষিদিগের বেতনের সহিত তুলনা করিলে অনেক অধিক। ৫০০ ও ৮০০ ও ১০০ টাকা উৎকোচ দানের কথা দামোদরের হিসাবে আছে, তদ্দ্বারা অন্য অন্য সামান্য বিষয়ের প্রমাণ হইতেছে। তিনি বলিলেন ৯ ই নবেম্বর সেকোবিষ দ্বারা বিষ খাওয়াইবার যে চেষ্টা হয়, সেবিষয়ে কমিশন সন্দেহ না করেন। সর্ব্বতের পাত্রের নীচে যে পদার্থ জমিয়া যায়, তাহার রঙ্গের বিষয়ে কর্ণেলের ও ডাক্তারের যে মতভেদ হয় তিনি তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। সেকো বিষ জলের সহিত মিশে না কমিশনের সভাপতি এ বাক্যে অনুমোদন করিলেন না।

বৃহস্পতিবার ১২ ই মার্চ্চ। এডবোকেট জেনরল বলিলেন ৯ ই নবেম্বর বিষ খাওয়াইবার চেষ্টা হয় ইহা স্বীকার করা হইয়াছে এবং ফেরার সরবতের কিয়দংশ পান করিলে পর আর কেহ সে গ্লাসে হাত দিতে পারে নাই। তিনি বলিলেন আর্সেনিক এবং অন্যান্য বিষাক্ত দ্রব্য সম্বন্ধেই পাওয়া হইয়াছিল, এবং গুরুকুমার ফৌজদারী হইতে আর্সেনিক আনিবার সময় পাছে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করে এই ভয়ে নিজে চিঠি লিখিয়া আনান

নাই। দামোদর বলেন সরলীন আসে'মিক আনিয়া দেয়, এ কথা এডবোকেট জেনরল স্বীকার করেন। তিনি হেমর্টের সাক্ষ্য যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিলেন বিষ খাওয়াইবার উদ্দেশ্য চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। রেসিডেন্সির ভৃত্যাগণের নিজের কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। পুনঃকর কেয়ারের অধীনে থাকিবে, তাহার এ ইচ্ছা ছিল, সুতরাং সে কেয়ারকে বিষ খাওয়াইয়া নিজের স্বার্থ হানি করিবে ইহা হইতে পারে না। কর্ণেল কেয়ার অনুসন্ধান করিবেন এই ভয়ে দামোদর হিসাবপত্র নষ্ট করিয়াছে, এই কথা এডবোকেট জেনরল বলেন, দামোদরের কেয়ারকে ভয় করিবার কোন কারণ ছিল না, কারণ খাজী বিভাগে হস্তার্পণ করিবার রেসিডেন্টের কোন ক্ষমতা ছিল না। তৎপরে তিনি দেশীয়দের খাতা পত্র রাখিবার রীতি এবং দামোদর যাহা বলিয়াছিলেন তাহার বর্ণন করেন। দামোদর বলেন সমুদায় হিসাব নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া কোন ফল নাই, কারণ সে সকল হিসাব ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটী স্থানে লেখা আছে, গুইকুমারের সকল ভৃত্যই যে নির্দ্দোষ এমন হইতে পারে না।

গুইকুমার সর্ব্বদা কেয়ারের বিরুদ্ধ আচরণ করিতেন। কেয়ারকে বিষ খাওয়াইবার চেষ্টা করিবার তাঁহার কারণ ছিল, ইহা হইতেই তাহার সম্ভাবনা করা যাইতে পারে। ২ রা নবেম্বর তিনি কেয়ারের বিষয়ে এক পত্র প্রেরণ করেন এবং তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে রাজনীতি সম্বন্ধে কেয়ারের সহিত তাঁহার শত্রুতা এবং পরস্পর বড় বিদ্বেষ ভাব ছিল। কেয়ার তাঁহার বিবাহ সিদ্ধ এবং লক্ষ্মী বাইর পুত্রকে তাহার উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

এডবোকেট জেনরল তৎপরে ৯ ই নবেম্বর গুইকুমার যে যে কার্য্য করেন তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হন। বিষ খাওয়াইবার বিষয় প্রথমে বৃহস্পতিবার প্রকাশ হয়, শনিবার আফিসিয়াল চিঠি পাঠান হয়। গুইকুমার যদি নির্দ্দোষ হইতেন, বিষ খাওয়াইবার সংবাদ পাইবামাত্র তিনি রেসিডেন্সিতে যাইতেন এবং যে বিষ খাওয়াইবার চেষ্টা করে তাহাকে ধরিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। পরে যখন তাঁহাকে সন্দেহ করা হইল তিনি সৈন্য ও ঈশবক্সরাওকে সাবধান করিয়া দিলেন এবং দামোদরকে সমুদায় হিসাব নষ্ট করিতে বলিলেন। এডবোকেট জেনরল পরে বলিলেন, দেশীয় সাক্ষীরা যে সাক্ষ্য দিয়াছে তাহাতে তারিখ ও সামান্য সামান্য বিষয়ে কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য থাকিলেও ফলতঃ তাহা সম্পূর্ণ সত্য, রেসিডেন্সির ভৃত্যদিগকে ক্রমে ক্রমে লওয়াইয়া গুইকুমারের নিকট লইয়া যাওয়া হয়, পরে টাকা দেওয়া হয়, এইরূপে তাহারা গুইকুমারের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলে বিষ খাওয়াইবার কথা বলা হয়। প্রথমে তাহাদিগকে বলা হয়, ঐ বিষ দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইবে না। যাহাতে কেয়ার বরদা হইতে প্রস্থান করেন তাহারা সে চেষ্টা করিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তাহারা প্রভুকে হত্যা করিতে প্রথমে ইচ্ছা করে নাই। এডবোকেট জেনরল শেষে আয়ার সাক্ষ্যের বিষয় বিস্তারিতরূপ বর্ণন করিলেন। তিনি বলিলেন রাউজী যে বিদ্রোহ বিরোধী একথা স্বীকার করিতে হইবে।

বৈকালে এডবোকেট জেনরল বলেন রাণ্ডজীর কোটি বন্ধে যে মাসে নিকের মোতক পাওয়া যায় তাহা সত্য এবং পুলিষ কর্ত্তৃক তাহার কোটি বন্ধে ঐ মোতক দেওয়া হয় ও লিয়া যে বোধারোপ করা হয় তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন।

মহারাজ সিন্ধিয়া, সার দিনকররাও এবং গুইকুমার অদ্য অনুপস্থিত ছিলেন।

বিবিধ সংবাদ।

২ রা চৈত্র সোমবার।

ব্যবস্থাপক সভা বিজয়নগ্রামের রাজার প্রস্তাব ক্রমে ভারতবর্ষে সাধারণে ১৮ বৎসরে বয়ঃপ্রাপ্ত এবং ওয়ার্ড কোর্ট প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত আশ্রয় স্থানের অধীন বন্ধু বালকদিগের ২১ বৎসরে বয়ঃপ্রাপ্তির যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতে বেঙ্গলি পত্র এই আপত্তি করিয়াছেন, যদি কোন বিস্তৃত সম্পত্তির অধিপতি যাহার বয়স ১৮ বৎসরের অধিক ও ২১ বৎসরের ন্যূন এমন পুত্র রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন, সেই অল্পবয়স্ক পুত্রের হস্তে পতিত হইয়া সে বিষয় নষ্ট হইতে পারে। কারণ, বয়ঃপ্রাপ্তির সাধারণ নিয়মে সে বালকের বয়ঃপ্রাপ্ত হয়াছে, অথচ সে গবর্ণমেণ্টের অধীন কোন আশ্রয় গৃহেরও অধীন নয়। এক দিন এক জন বৈষয়িক কলুর বাটীতে হতল আসিতে যান। তিনি দেখিলেন, গলায় ঘণ্টা দেওয়া আছে। তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তর করিল গরু যখন ঘাস গাছ জোড়া থাকে, তখন সহজে তাহার কাছে পোকা থাকে না। গরু চরিতেছে কি না, ঐ ঘণ্টার শব্দে জানা যায়। বৈষয়িক কহিলেন, গরু যদি ঘাসগাছা খাইয়া গলা নাড়ে, তাহা হইলে কি কলুরে বেঙ্গলির আপত্তিটী তদ্রূপ হইয়াছে। সাধারণতঃ ১৮ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তির নিয়মটী ভাল হয় নাই। সম্পত্তি অল্পমূল্য হউক, আর অধিকমূল্য হউক, অধিকাংশ স্থলের অল্পতা হেতু নষ্ট হওয়া উচিত নয়।

চুঁচুড়াস্থ কবিবর ৺ বাবু [illegible] গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণে তাঁহার ইংরাজী বিদ্যালয়ের বালকদিগে [illegible] কোষিক লর্ড মেকলের [illegible] করিয়াছেন। রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় বাহি [illegible] এবং রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়ে কলিকাতা বেঙ্গল থিয়েটরের অভিনয় আরম্ভ হয়। ছয় টাকা এক টাকা ও আট আনা মূল্যের টিকিট হইয়াছিল। ১০। ১২ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি [illegible] দর্শকরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। [illegible] বিদ্যালয়ের সম্পাদকেরা কি আশ্চর্য্য [illegible] দেশের বিবাহাদি উৎসবের নাচ [illegible] রের পারিতোষিকবিতরণরূপ [illegible] সবের সৃষ্টি করিলেন? না, বিদ্যালয়ে অধিক সংখ্যা বালক সংগ্রহের অভিনয়রূপ ফাঁদ পাতিলেন?

৩ রা চৈত্র মঙ্গলবার।

মুরসিদাবাদ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "বোধ হয় অবগত আছেন যে গত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় মুরশিদাবাদ নেজামত হইতে আট জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে

তিনি সংরোজ করিয়াছেন, তিনি একটী গবর্ণমেণ্ট স্কলারসিপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্কুল ইন্সপেক্টরদিগের এপর্য্যন্ত এরূপ উত্তম ফল কোন বার হয় নাই। সুবিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক মহাশয় যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, অধিকল তাহারই ফল হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সন্তোষোদয়ে সন্তুষ্ট হইলাম উক্ত স্কুলের একজন সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু বংশীধর রায় ঐ ছাত্রকে পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিবার মানস করিয়াছেন। সম্প্রতি শুনিতে পাইলাম উক্ত স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ এই সংবাদ উক্ত বালকের নিকট প্রকাশ করিলে তিনি উহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার শুনিতে পাইলাম উক্ত স্কুলের দ্বিতীয় মৌলবী শ্রীযুক্ত কোরবান আলীর মাতৃ অসুস্থতা জানাইবার জন্য জাহানেল আবেদিন খাঁ নামক ছাত্রকে সপ্তাহ মধ্যে একটী গবর্ণমেণ্ট স্কুল করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। হস্তাদি।

৮ই চৈত্র বুধবার।

হালিসহর পত্রিকা অনেক দিনের পর আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এবার এখানি সচরাচর পত্রিকার অপেক্ষা বিলম্বে হইয়াছে।

হরিসমান বলেন, মাক্রাজে হরিজন ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত যে বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, তাহাতে অনেক ছাত্র হইয়াছে তাহাদিগকে ইংরাজীর ন্যায় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাদিগকে প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নে ভোজন দেওয়া হয়। ভোজন দিবার এই ব্যবস্থা হইয়াছে; আমরা সহৃদয় হরিজনদিগের এ প্রকার ব্যবস্থা দেখিয়া, তাহাতে ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগের বিদ্যালাভের বাধা দিতে চাই।

গত ৯ মার্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা হয় তাহাতে অনরেবল [illegible] সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, বাঙ্গালা দেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ব্যতীত কৌন্সিলের সভ্যগণ, প্রধান বিচারপতি কলি, কাউয়েল প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত লোক সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বেলি সাহেব একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এবার প্রবেশিকা পরিক্ষার পুস্তক নির্দ্দিষ্ট ছিল না। তাহাতে পরীক্ষার্থির সংখ্যা কম হইবার আশঙ্কা হয়, কিন্তু যে পরীক্ষার্থী হয় তাহাতে অসন্তোষের কারণ নাই। ১৮৭৩ অব্দে ২৫৪৪ পরীক্ষার্থী হইয়াছিল, এ বৎসর ২২৫৪ পরিক্ষার্থী হইয়াছে, যেমন পরীক্ষার্থী অল্পমাত্র হইয়াছে তেমনি ফল অধিক হইয়াছে। ইংরাজী ভাষার অনেকের অধিকার জন্মিয়াছে। পুস্তক নির্দ্দেশ করিবার প্রণালী পরিত্যক্ত হইলে যে উপায়ের ফল লাভ হইবে ইহা দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

৪ ই চৈত্র বৃহস্পতিবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিয়াছেন, প্রতি সর্পবধের নিমিত্ত যে দুই আনা দেওয়া হয়, এক্ষণ অবধি উহার পরিবর্ত্তে চারি আনা দেওয়া হইবে এবং আগামী বর্ষা কালে বর্দ্ধমান পাটনা এবং মুরসিদাবাদে যে সকল সর্প ধরা হইবে তাহার প্রত্যেকের জন্য আট আনা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে। এরূপ পুরস্কার বৃদ্ধিতে অনেক কাজ হইবে সন্দেহ নাই।

বাকুড়া মোদনীপুর নদীয়া পাটনা জলপাইগুড়ি পূর্ণিয়া এবং বালেশ্বরে বৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে, গত সপ্তাহে কেবল চট্টগ্রাম বিভাগে সামান্য মাত্র বৃষ্টি হইয়াছে। এ সময়ে সর্ব্বত্রই এক পসলা বৃষ্টির প্রয়োজন একান্ত হইয়াছে। এখন একবার বৃষ্টি হইলে সকল সুবিধা হয়।

কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। ৬ই মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ৩০৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২৭৪ জনের মৃত্যু হয়। বসন্ত এবং ওলাউঠার বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে। কলিকাতা আবার পূর্ব্বে সেই সাবেক কলিকাতা হইয়া উঠে।

৬ ই চৈত্র শুক্রবার।

গত সোমবার গবর্ণর জেনরল রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া গত কল্য প্রাতঃকালে দিল্লীতে উপনীত হইয়াছেন।

ষ্টেট অব ইণ্ডিয়া বলেন, সার্জ্জেণ্ট বালাণ্টাইন আগামী সোমবার মেইল ষ্টীমারে বিলাত যাত্রা করিবেন।

শুনা যাইতেছে, সার চারলস উড ভারতের চিফ কমিশনরের কার্য্যে আর যাইতেছেন না, তিনি বরদার সার লুইস পেলির পদে অধিষ্ঠিত হইবেন। ইহাকেই বলে "ঘটকালী করিতে গিয়া বিবাহ করা"।

ইংলিসমান বলেন, কুচবিহারের যুবরাজকে ইংলণ্ডের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভার্থ পাঠান হইবে। দেশের লোকের ইচ্ছায় না গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছায় এ কাজ হইতেছে?

রঙ্গপুর হইতে দুই রেজিমেণ্ট দেশীয় পদাতিক সৈন্য মরাদাবাদে পাঠাইবার আজ্ঞা হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত সাঁওতালদিগের গোলযোগ নিবারিত না হয়, ইহারা সে পর্য্যন্ত তথায় থাকিবে।

৭ ই চৈত্র শনিবার।

ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রিক্ট রোডসেস কমিটী রাস্তাদি সংস্কারের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট ৫০ হাজার টাকা কর্জ্জ চান, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ৭৮ হাজার দিতে বলিয়াছেন।

এবার মধ্যপ্রদেশে গম বিস্তর জন্মিয়াছে, রবিশস্যের অবস্থাও মন্দ নয়।

লাহোরস্থ সহযোগীর সীমান্তিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কশীয়েরা ইরানদেশ আক্রমণের জন্য উদ্যোগ করিতেছে। এজন্য তাহারা সমুদায় যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছে।

বলরামপুরের রাজা গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলের অন্যতর সভ্য হইয়াছেন। যে সকল সভ্য কেবল কাউন্সিলের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেন, এরূপ সভ্য আমরা চাই না, সভায় যাহাদের বলিবার কিছু ক্ষমতা নাই তাহাদের থাকা না থাকা সমান।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৬ ই মার্চ্চ। ১৯ ফেব্রুয়ারি যে মেইল কলিকাতা হইতে ব্রিণ্ডিসি হইয়া যায় উহা অদ্য লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

৮ই ১১ ই মার্চ। সেনাদল সম্বন্ধীয় একটে ক্টের পাণ্ডুলেখ্য কমন্স বাটীতে বহুতর্ক বিতর্কের পর পাস হইয়াছে। ইহার যে সকল পরিবর্ত্তন প্রস্তাব হয় তাহা গ্রাহ্য হয় নাই।

সপ্তম ১৩ ই মার্চ। কমন্স বাটীতে লার্ড জর্জ হামিলটন একটী প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সর্ভে ও রিয়াটের বিষয় এবং সীমান্তলে শান্তিরক্ষা কর্ত্তব্য তাহাও বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন।

সেনাদল সম্বন্ধীয় এক্টের আইনের সংশোধন করিবার জন্য যে পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করা হয়, কমিটীতে বহু তর্ক বিতর্কের পর উহার প্রথম অধ্যায়ের অনেকগুলি পরিবর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া গৃহীত হয়।

মার্কুইস ডি, অডিফ্রেট জাতিসাধারণ সভার প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন।

ফিল্ড মার্শাল সার উইলিয়ম গোমের মৃত্যু হইয়াছে।

গত রাত্রিতে কমন্স বাটীতে ডিসরেলি ওয়েট সাহেবের বাক্যের প্রত্যুত্তরে বলিলেন পিকিনস্থ ব্রিটিশ মিনিষ্টারকে বলা হইয়াছে মালওয়াইনে মার্সরি সাহেবকে যে হত্যা করা হয়, সে বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য প্রার্থনা করেন। ওয়েড সাহেবের রিপোর্ট পাইলে ডিসরেলি আরো অনেক বিষয় কমন্স হাউসে বলিবেন।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

১০ ই মার্চ। ডবলিউ বি, ওল্‌ডহাম প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

নিম্ন লিখিত আফিসরেরা রিলিফ রাস্তার জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

জমুই বিভাগের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ, জে, জি কাম্বেল।

বেগুসরাইর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি এফ, কর্ট।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এস আর ডেবিস কিছুদিনের জন্য বারাকপুরে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

১২ ই মার্চ। আর এস, ম্যাকনস জি, এস, কিছুদিনের জন্য হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

বুদবুদের ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্রতাপ নারায়ণ সিংহ বর্দ্ধমানের জালানাবাদ বিভাগের ভার পাইলেন।

পাবনার ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বুদবুদের ভার পাইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেট ও কালেক্টর জে, এফ, কে হেউইট দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইলেন।

প্রথমশ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর আর ডি, হাইল, তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইলেন।

সি, সি, লুইস কিছুদিনের জন্য ভাগলপুরের মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইলেন।

ডবলিউ এম, ক্রে সি, এস কিছুদিনের জন্য রাজসাহীর জাইণ্ট মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

রাজসাহীর সহকারী মাজিষ্টেট ও কালেক্টর জি, ই, ম্যাসিষ্টি মাটোবের ভার পাইলেন।

রাজসাহীর কমিশনর এস, আর কক্রেল নিজ কার্য্য ভিন্ন কুচবিহারের কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

টি, টি এলেন কিছু দিনের জন্য যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

জি, এস, টি হার্ডিস যশোহর ও বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত জজ ও অতিরিক্ত সেসিয়ন জজের কার্য্য করিবেন।

ই, এস, মে সলি কিছুদিনের জন্য বীরভূমের মাজিষ্টেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

আর কর্ণিল বি, এ, কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে বর্দ্ধমানের জাইণ্ট মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

জে, এফ, ডিকেন্সন সি এস কিছুদিনের জন্য পুরীর মাজিষ্টেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

এচ, হ্যাক্কি সি, এস, কিছুদিনের জন্য পুলিষের ইনস্পেক্টর জেনরলের কার্য্য করিবেন।

১৫ ই মার্চ। আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নীলমাধব মুখোপাধ্যায় নিজ কার্য্য ভিন্ন কাবেল মেডিকাল স্কুলে চক্ষুঃ সংক্রান্ত শল্য চিকিৎসার শিক্ষক হইলেন।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

সংবাদ দাতার পত্র।

ওলাউঠা পীড়িত স্থান সকলের বর্ত্তমান অবস্থা।

পরমুখাপেক্ষিতার ও সংলগ্নভূমিতত্ত্বাবলম্বী পাঠক মহাশয়গণ ওলাউঠা পীড়িত স্থান সকলের বর্ত্তমান অবস্থা জানিবার জন্য ব্যগ্র থাকিবেন। কিন্তু লাল বিধাতা বর্ত্তমান শুভ সংবাদ জানাইতে সময় দিতেছেন না। যে সময় গ্রাম বাকী ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা আক্রান্ত হইয়াছে। কাকড়া, ভোগরাই, মীরপোতা ও বীরকুল পরগণার প্রায় সমুদায় গ্রামে ওলাউঠা প্রবল হওয়াতে প্রতিদিন অনেক মনুষ্য মরিতেছে। কামারদা পরগণার প্রায় ১০।১২ খানি গ্রামে ওলাউঠা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সুবর্ণরেখা নদীও লঙ্ঘন করিয়া পালং ও তারকচণ্ডী কোন কোন গ্রামে আক্রমণ করিয়াছে। এক একটী গ্রামে কোন কোন ঘরে ২।১ জন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ব্যতীত, আর কেহ নাই। সকলে প্রাণের ভয়ে গ্রামান্তরে পলায়ন করিতেছে? আশ্রয় লইবারও কি কোন নিরাপদ স্থান আছে। কোন কোন গ্রামে পঞ্চাশের অধিক মরিয়াছে। স্ত্রী, বালক ও বালিকারাই অধিক মরিতেছে। গত মাঘমাসের শেষ সপ্তাহে পাবনায় (বর্ত্তমান এ জনপদকে পাবনা বলা সঙ্গত নহে, তাহা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।) যে, বিশেষ মারাত্মক হইবে, বহুদর্শী পাঠক মহাশয় গত কল্পের পাবনা স্মরিয়া থাকিবেন, গত প্রবল ওলাউঠায় যেমন মৃত দেহ সমূহে নদীর বক্ষঃস্থল প্রায় সকল স্থানে পরিপূর্ণ হইয়া স্রোতের কার্য্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, বর্ত্তমান উপস্থিত ওলাউঠা বিপদের (প্রাণনাশের) অনন্তর এখানে সেরূপ হইয়াছিল। ওলাউঠা প্রকৃত অসংখ্য মৃত মনুষ্য, নদীর স্রোতে, প্রবেশ নিবন্ধন বা স্থল পথে শ্মশানে পতিত হইয়া উক্ত অতীত বিপদকে চিরকাল ব্যাপ্ত করিবার অনাদর প্রমাণ করিতেছে। তদ্ধন্য বিনয়সহ প্রার্থনা করি, পাবনার মান্যবর দয়ালু কালেক্টর টি লং সাহেব মহোদয় মৃত মনুষ্যদিগের দেহ দাহের জন্য পূর্ব্বের কর্ম্মকারক দলের প্রতি বিশেষ আদেশ প্রদান করিয়া মহোপকার করুন।

উপস্থিত বিপদ হেতু, অনেক স্থলে দিবার সুযোগ্য আত্মীয়ের, পুত্রের অবস্থা করিয়া পিতৃমাতৃ ভক্তি সৌজন্যপ্রকাশ মনোমুগ্ধকর স্পৃহতা, অকৃত্রিম বন্ধুতা এবং স্বামী ও স্ত্রীর অকৃত্রিম প্রেমবন্ধন ছিন্ন হইতেছে। বিশ্বস্তসূত্রে শুনিলাম ও কোন কোন স্থলে দেখিলাম,

ওলাউঠাক্রান্ত মুমূর্ষুতা অথবা সদ্যঃপ্রসূত সন্তান ও প্রসূতিকে ছাড়িয়া গৃহের অন্যান্য সকলে পলায়ন করিয়াছে।

মহাশয়! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কাহার না অনির্ব্বচনীয় অক্লেশে নিঃসৃত হইবে? আটকাইতে এক পয়সার চাল বাড়ি না থাকাতে অনেকে আহার জন্য কষ্ট পাইতেছে। এদিগে এ বিপদের জন্য জীবিতের মধ্যে এস্থ সকলে জীবনরক্ষা বিষয়ে হতাশ হইয়া প্রত্যেক মুহূর্ত্তে মৃত্যুর তাড়া নক প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি নিকটতর দেখিতেছে।

অদ্য ৭ দিন হইল, বালেশ্বরের ভেল ডাক্তার মহাশয় ঔষধসহ অত্রস্থ হইয়াছেন। এখন কার প্রজাহিতৈষী বিখ্যাত জমীদার পরম মান্য বর শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় এবি ষয়ের প্রধান উদ্যোগী। তিনি মাসিক ২৫ টাকা চাঁদা স্বীকার করাতে চন্দ্রপুর গবর্ণমেণ্ট মহোদয় সরকার হইতে উপযুক্ত ঔষধসহ ৬ জার প্রেরণ করিয়াছেন। কৈলাসবাবুর ন্যায় প্রকৃত প্রজা হিতৈষী ও পরোপকারী জমীদার অল্প আছেন। এ অঞ্চলের লোকেরা তাঁহার নিকটে চির জীবন কৃতজ্ঞ থাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। প্রজা গণের ধন ও প্রাণের রক্ষা কর্ত্তা পরম মান্য বর কালেক্টর ও কমিসনর সাহেব ও মহামান্য গবর্ণমেণ্টের নিকটে বাক্য দ্বারা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব? ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় এমন প্রকৃত প্রজাহিতৈষী উদার গবর্ণমেণ্ট এই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। উহাদের রাজ্য না হওয়া ও উপযুক্ত গোলমাল না থাকা পর্য্যন্ত ডাক্তার থাকেন, ইহাই আমাদের বিশেষ প্রার্থনীয়। ডাক্তার পৌঁছিবার বিলম্ব হওয়ায় অনেক হত্যা হইয়াছে। ডাক্তার মহাশয় অত্যন্ত পরিশ্রমী গ্রামান্তরে গিয়াও চিকিৎসা করিতেছেন। চিকিৎসায় কাহারো কাহারো উপকার হইবার সংবাদ শুনিতেছি। চিকিৎসার ফল পরে জানিবে। ঔষধের জন্য প্রত্যহ দিন ২০। ৩০ জন আসিতেছে। বালেশ্বরের সিবিল সর্জ্জন শ্রীযুক্ত ক্লার্ক সাহেব মহাশয় উক্তিমধ্যে একদা এখানে পদার্পণ করিয়া চিকিৎসালয়ের অবস্থা দৃষ্টি করিয়াছেন। ডাক্তার সাহেব মহোদয়ের অমায়িক সদ্ব্যবহারে সকলে বশীভূত হইয়াছে। ডাক্তার সাহেব মহোদয় অত্যন্ত দয়ালু ও মিষ্টভাষী। আমরা তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি।

১৭ই মার্চ্চ ১৮৭৯ খৃঃ
একান্ত বশম্বদ
শ্রীসোমেশ্বর ঘোষাল

বীরভূম।

১। কাঁসাই নদীর উপরি চেপুনি মাজিষ্ট্রেট প্রকৃতপক্ষে একজন কাজের লোক। তাঁহার তুল্য কার্য্যক্ষম পুরুষ আমরা অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহার বিচার প্রণালী হৃদয়গ্রাহী। অমায়িকতা, সারল্য প্রভৃতি সদ্গুণ প্রদর্শন করিয়া তিনি এ উপবিভাগের ভাবৎ লোকের বিশেষ শ্রদ্ধার হইয়াছেন। নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দেওয়ায় অনেকগুলি অবলম্বি লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কয়েকটী জলের কল আমাইয়া জল সিঞ্চনের বিষয়ে, কৃষকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আমরা ভগবান বাবুর মত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট চাহি। নিজ পক্ষ কার্য্য করিয়া যাহারা মনে করেন যে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সমাহিত হইল, তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র নহেন। ভগবান বাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কর্ম্মচারী। তাঁহারই উদ্যোগে বর্দ্ধমানে একটী শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, দুঃখের বিষয় ঈদৃশ কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারীর পদোন্নতি হইল না। তাঁহার দিকে কি গবর্ণমেণ্টের কৃপা দৃষ্টি পড়িবে না?

২। আমরা মফস্বলে বাস করি। সুতরাং নূতন প্রবর্ত্তিত পাঠশালার শিক্ষাপ্রণালী অদ্য সাবে কিরূপ কার্য্য হইতেছে, তাহা দেখিবার আমাদের অধিক অবসর আছে। ইহার প্রথম অনুষ্ঠান অবধি ইহার কার্য্যের দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আছে। আমরা অনেক দিন ইহার কার্য্য দেখিলাম। এখন আমাদের এ সম্বন্ধে এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে এগুলি গবর্ণমেণ্টের ক্রীড়নক (খেলনা)। এগুলির জন্য গবর্ণমেণ্টের বৎসর বৎসর যে ব্যয় হয়, তাহা জলে নিক্ষেপ করা হয়। ব্যয় অনুরূপ কিছুমাত্র কার্য্য হয় না।

৩। সম্প্রতি প্রাথমিক ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা (নূতনবিধ পাঠশালার ছাত্রদের পরীক্ষা) কাটোয়ায় গৃহীত হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম প্রায় ২০০ শত পরীক্ষার্থী উপস্থিত হয়। পরীক্ষা এরূপ ভাবে স্থানীয় স্কুল পরিদর্শক মহাশয়ের হস্তে ন্যস্ত ছিল। একজন পরীক্ষকের পক্ষে এত গুলি ছাত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করা কতদূর সাধ্য হয়, তাহা সহৃদয় পাঠক বুঝিয়া লউন। এস্থলে বক্তব্য যে পরীক্ষায় প্রায়ই প্রশ্নের কাগজ মুদ্রিত হয় না। দুই এক বিষয়ে বাচনিক পরীক্ষাও থাকে। পরীক্ষা প্রণালীগত যে দোষ আছে, তাহা আর উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা দেখি না। তবে আগামী বর্ষে সে দোষের যাহাতে পরিহার হয় সে দিকে ইন্সপেক্টর মহাশয় সাহেব মনোযোগী হইবেন, এই আমাদের প্রার্থনা।

৪। এবারে বীরভূমে কিছু ফসল মন্দ জন্মে নাই। লোকের কষ্ট না হইবারই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এখন দিন দিন যে ভাবে তণ্ডুলের মূল্যাধিক্য হইতেছে, তাহাতে আমাদের বিলক্ষণ বোধ হইতেছে বৈশাখ ও আষাঢ় মাসে লোকের ভারী কষ্ট হইবে। আমরা পূর্ব্ব হইতে গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া রাখিলাম। সেই ভাবী ক্লেশ নিবারণের যদি কোন উপায় থাকে, তবে এখনই হইতে তাহা অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক।

৫। বোলপুর হইতে ইলামবাজার দিয়া একটী রাস্তা গিয়াছে। সে রাস্তাটীর মধ্যে মধ্যে সেতু না থাকায় জল নিকাশের পথ রুদ্ধ আছে। তাহাতে কতকগুলি জমির যার পর নাই ক্ষতি হইতেছে। আর এরূপ ভূমির সংখ্যা কিছু অল্প নহে। সে ভূমিগুলি প্রতি বৎসর পতিত থাকে বলিলেই হয়। তজ্জন্য প্রজারা অনেকবার প্রতিবাদ করিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষের সে দিকে দৃষ্টি প্রক্ষিপ্ত হইলে অনেকগুলি প্রজা বাঁচিয়া যায়। ঐ রাস্তাটী বর্ত্তমান অবস্থায় ও অঞ্চলের অধিবাসীদের সুখের "জিমিষ" হয় নাই।

১লা চৈত্র
১২৮১ সাল

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সাঁওতালদিগের আচার ব্যবহার।

মহাশয়! আমি কার্য্যোপলক্ষে যে সময় কন্তেরাবাদ ও নরাগ্রাম পরগণার বন বিভাগে ভ্রমণ করি, সেই সময় সেই বনস্থলীর অধিবাসী সাঁওতালদিগের প্রকৃতিগত ভাব ও আচার ব্যবহার অনেক অবগত হইয়াছি। অদ্য তদ্বৃত্তান্ত আপনার পাঠকগণের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ প্রকাশ করিতেছি।

সাঁওতাল জাতির ধনুর্দ্ধর, কুকুর সুদক্ষ এবং হিংস্রজন্তু প্রতিবাসী। ইহারা বনের মধ্যে এক এক স্থানে ৮। ১০ ঘর একত্র হইয়া বাস করে, সকলের বাস কুটীর পরস্পর নিতান্ত নিকট বর্ত্তী। ইহারা স্বজাতির প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত, একজন কোন প্রকারে বিপন্ন হইলে অপর ব্যক্তিরা যথা সাধ্য পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করে না। এই অসভ্য জাতির মধ্যে জাতিবৈর, দ্বেষ, হিংসাপ্রভৃতি নীচ বৃত্তির বড় প্রাদুর্ভাব দেখিলাম না। ইহারা মিথ্যা প্রবঞ্চনা শঠতা প্রভৃতিতে বিশেষ পটু নহে।

মনুষ্য সমাজে যতই জ্ঞান বৃদ্ধি ও সভ্যতার

আবির্ভাব হয়, যতই তাহারা অধিক লোকের সহিত আচার ব্যবহার এবং সামাজিক রীতি নীতির ভাব বিশেষরূপে আলোচনা করে, ততই মনুষ্য স্বভাবসিদ্ধ সরলভাব পরিত্যাগ করিয়া শঠ ও প্রবঞ্চনার পরতন্ত্র হয়। এই অসভ্য জাতীয় স্ত্রীলোকেরা অপরিচিত পুরুষের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে তাদৃশ কুণ্ঠিত হয় না, অথবা তাহার নিকট বিশেষ লজ্জিত হয় না। কিন্তু ইহাদের স্বাভাবিক সারল্য পূর্ব্বাপর অবলোকন করিলে কেহ তাহাদের চরিত্রের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ করিতে পারে না।

বিকৃত সভ্যতার আচরণে যতদিন মনুষ্য আপনার স্বভাবকে আবৃত করিতে শিক্ষা না করে, ততদিন তাহারা প্রকৃত সুখে অধিকারী থাকে।

ইহারা এই ভয়ঙ্কর স্থানে নিতান্ত দুরবস্থায় কালযাপন করাও বিশেষ সুখজ্ঞান করে। তথাচ গ্রামান্তে গ্রাম্য অথবা নাগরিক সুখভোগের বাসনা করে না। স্বকীয় অবস্থার উন্নয়নের জন্য ইহারা বিশেষ যত্নশীল নহে। সামান্য কৃষিলব্ধ ফল মূল শস্যাদি প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ সুখানুভব করে। ইহাদিগের অপত্যস্নেহ প্রবৃত্তি অত্যন্ত বলবতী, সন্তান পীড়াক্রান্ত অথবা কালগ্রাসে পতিত হইলে, ইহারা এত অধিক ব্যাকুলতা ও শোক চিহ্ন প্রকাশ করে যে তাহাদের তাৎকালিক অবস্থা অবলোকন করিলে কোন প্রকারে নয়নজল সম্বরণ করা যায় না। ইহারা পীড়িত সন্তানের শুভোদ্দেশে দেবতার নিকট বলি উপহার মানস করে আরোগ্য হইলে ছাগ মেষাদি বলি প্রদান করে।

বেংরেণ্ড কিলিপ নামক একজন মিশনরি, এদেশীয় সাঁওতাল জাতির মধ্যে বিদ্যা প্রচার করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিতেছেন। উক্ত মহাত্মা এতদ্বিষয়ে অনেক পরিশ্রমে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি "হাতি গড়া" নামক একটী স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া অনেকগুলি সাঁওতালকে শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার বিদ্যালয়ে শিক্ষিত সাঁওতাল বালকেরা অনেকাংশে সভ্য হইয়াছে। তিনি অনেকগুলি সাঁওতালকে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী করিয়া তাহাদিগকে গার্হস্থ্য সুখের অধিকারী করিতে যত্নশীল হইয়াছেন, কিরূপে সামাজিক নিয়ম পরিপালন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাঁহার সাঁওতাল শিষ্যমণ্ডলী অনেকাংশে অবগত হইয়াছে। ইহাদের আচার ব্যবহার কথা বার্ত্তা পরিচ্ছদাদি অনেকাংশে বঙ্গবাসিদিগের তুল্য হইয়াছে। এইমহাত্মার বিদ্যালয়ে শিক্ষিত সাঁওতালগণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে সাঁওতালদিগের বাসস্থানে এক একটী পাঠশালা স্থাপন করিয়া বালকদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। আমি একদিন এইরূপ একটী গ্রাম্য পাঠশালায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ১৫। ১৬ টী বালক লিখিতেছে, এই সকল বালক নিতান্ত জড়বুদ্ধি নহে, তাহাদের শিক্ষকের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, একটী বালক সপ্তাহের মধ্যে স্বরবর্ণ লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করিয়াছে। এটী অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই!! আমাদের দেশীয় বালকেরা এক মাসে এইরূপ লিখিতে পারে না।

উপসংহারকালে আমি মহাত্মা কিলিপ্‌কে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই। যাহার প্রসাদে অসভ্য বন্য পশু সদৃশ সাঁওতালগণ, প্রকৃত সুখে অধিকারী হইতেছে, যাহার প্রসাদে তাহারা জ্ঞান লাভে অধিকারী হইয়া সামাজিক ও সংসারিক রীতি নীতি অবগত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, জগদীশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘ জীবি করুন।

মেদিনীপুর
১৮৭৫ } একান্ত বশং
শ্রীচন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

বঙ্গ বিধবা।

(১)

নিশি অবসানকালে, যখন গগন তলে
প্রভু শূন্য চন্দ্রমার নিরখি বদন,
বঙ্গবিধবারে মনে পড়ে সে তখন।
শীতের সময় জলে, বিকচ কমল দলে
মলিন দশায়, হায়, নিরখি যখন,
বঙ্গবিধবারে মনে পড়ে সে তখন।
দুঃখিনী নিরখিয়ে, আঁখি যুগী নিমীলিয়ে
তুলনা তাহার আমি খুঁজিবে যখন,
বঙ্গবিধবারে মনে পড়েরে তখন।

(২)

পুণকন্যা শশধরে, রাহু যবে গ্রাস করে,
সে কালের ছবি বঙ্গবিধবা রমণী।
অথবা সে শশী রাকা, জলদে সহিলে ঢাকা
যেমতি মলিন, বঙ্গ বিধবা তেমনি।
নিদাঘে লতিকাগুলি কুসুম ভূষণ খুলি,
ধারণ করে শুষ্কপ্রায়, দুটীর ধরণী,
বঙ্গের বিধবা নারী, সেই মত সারি সারি,
ভূষণ বিহীনা, মরি, মলিন বরণী।

(৩)

ধনিতে ধনির মত, বঙ্গের বিধবা যত
আকর মৃত্তিকা মাখা নিষ্পুভ বরণ
আবদ্ধ ঝিনুকে ঢাকা, জলজ শৈবাল মাখা
বঙ্গের বিধবা নারী মুকুতা মতন।
একটী কুসুম পরে বসে যদি ঘরে ঘরে
ভ্রমরী ভ্রমর, তারে দেখা'ত যেমন,
কিম্বা কুহেলিকা মাঝে, গোলাপ যেমতি সাজে
আঁধারে ঢাকিয়া যায় সুন্দর বরণ
বৈধব্য পীড়নে বঙ্গ বিধবা তেমন।

(৪)

ভাঙ্গা নৌকা, শঙ্খ ভাঙ্গা, মাটীতে সিন্দুর রাঙ্গা
পড়ি আছে শ্মশানেতে কেবলে নয়নে
বঙ্গ বিধবার দশা জাগি উঠে মনে।
কত কথা জাগি উঠে, চিন্তার লহরী ছুটে
কি যে ভাবি কি যে দেখি বলিব কেমনে
বঙ্গ বিধবার ব্যথা কে বোঝে আপনে?
যাহারে শুনিতে যার, তাহে কাছে নাহি যায়,
কাজ নাই বলিব না নিবদ্ধ কখন,
নিরবে কেবল সেই বিধির চরণে।

(৫)

হায় রে, যে জন্য জাতি, কাঁদাইতে 'নবাবাতি,
করিল এ ক্ষুদ্র বিধি হইয়া নিদয়,
তারা যেন জগতেতে, নারী হয়ে বঙ্গ গৃহে,
অঁচিবে বিধবা হয়ে চিরকাল রয়।
ও, চলে যা ভবে এস, যন্ত্রণার শেষ দেশ,
বঙ্গের বিধবা নারী কত দুখ সয়।

কলিকাতা
১০ ফাল্গুন
১২৮১ সাল } বশং
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পাল।

শস্যের মূল্য।

গত সপ্তাহে ৮০ তোলা সেরের হিসাবে টাকায় নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত মূল্যে শস্য বিক্রীত হইয়াছে।

	উত্তম চাউল	সামান্য চাউল	ডাল।	গম।
	সের	সের	সের	সের
বর্দ্ধমান	১৯৷৷	৪০	৮৪	১৩.
বাকুড়া	৮৷৷	১১৷৷	১২	৮
বীরভূম	১৮	৯২	১৪	১৩
মেদিনীপুর	১৪	১৭	১৪	১২
হুগলী	১৯৷৷-১০	৭-১৪৷৷	৬-১৪	১৫
হাবড়া	১৩	৯.	১৮	১০৷
কলিকতা	১১	১৩	১৭৷৷	১৫
২৪ পরগণা	১৮	১৫৷৷	৮৯	১০-৬
নদীয়া	১৪৷৷	১৬	৪০	৫০
যশোহর	১৭	৪০	১৪৷৷	১৪৷
মুরশিদাবাদ	১৯	১৯-৯০	৪০	১৭-৭৪

	উত্তম। চাউল	সামান্য চাউল।	ছোলা।	গম।
ঈশ্বরদী	৷৷২	৷৷৮	।৫৷৷	।৪
মালদহ	৷৷৩	৷৷৪	।৭	৷৷০
রাজসাহী	৷৯৷৶	৷৷৭৷৶	।৩/	।৬
রঙ্গপুর	/৮৵	৷৷৭৷৷	।৬	।৪৸৶
বগুড়া	/৯৸	৷৷৬৷	।৫	।২
পাবনা	/৮	৷৷৭৸		।৫
দার্জিলিঙ্গ		।৩		
জলপাই গুড়ি	৬	৷৷৯৶	।৩ ০৶	।৩
ঢাকা	৷৷০	৷৷২	।৬	।০৶/
ফরিদপুর	/৭	৷৷২	।১	।২
বাখরগঞ্জ	।৭	৷৷১	।৪	
ময়মনসিংহ	।৬	৷৷১৷	।০৷	।১
চট্টগ্রাম	।৫	৷	।৩	।০৷৷
নওয়াখালী	।৫	।৯৷৷	।০	
ত্রিপুরা	।৩	৷৷৩	।৩	।২
চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ	।৩৷	।৫৷৷		
ত্রিপুরা পর্ব্বত	।৩	৷৷৯	।১৶	।০
পাটনা	।৪	৷৷৫	।৫	।৮
গয়া	।১	৷৷১	।৬৷৷	।৭৷৷
সাহাবাদ	।০।৮	।৬	৷৷১	।৬৷৷
মজফরপুর	/৯	।৮	৷৷৫	।৩
সারণ	/৯	৷৷১৷	।৯	।৬
মুঙ্গের	।৷৶	।৮৷/	।১	।৭৷৷
ভাগলপুর	১০৶	৷১ ৶	০ ৶	।৭৸৶
পূর্ণিয়া	।২	।০	।০	।৬
সাঁওতাল পরগণা।	।২	৷৷১	।৫	।৬
কটক	।৮।৶	৷৷৬৷	।৭ ৶	।৯।৶
পুরী	।।৷।০	।৷৷/	।৭/	।৭/
বালেশ্বর	৬	।০	/৮	।৪
ভাগলপুর	।০	৷৷১	১	।২
লোহারডগা	।০	৷৷১	।২	/৯
সিংভূম	৪	৷৷২	।০	।১
মানভূম	।০	।৭৷৷	।৩	।৩

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৫ সাল ১২ ই মার্চ্চ

নদীর নাম	সরকমতি জল। ফীট	ইঞ্চ
চৌগাছার নিম্নে	৩	৬
মুরপুর ২ মাইলের মধ্যে	২	৯
তথা হইতে অজিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৩	
অজিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৩।

সন ১৮৭৫ সালের ১৫ ই মার্চ্চ বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	১	৯
বহরম পুর ১৫ ই মার্চ্চ ১৮৭৫সাল	} টি, এইচ উইল্স সি, ই, একজিকিউটিবইঞ্জিনিয়র নদীয়া রিবার ডিবিজন	

—১২—

১২৮১ সালের চৈত্র ও ১৮৭৫ সালের মার্চ্চ মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে, নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু রমনীমোহন চৌধুরী—ভুবডাঙ্গার।
* * বিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কালনা।
* * যদুনাথ মুখোপাধ্যায়—হাজারিবাগ
* * শিবচন্দ্র দেব—কোন্নগর।
* * রাধাবল্লভ সিংহদেব—কুচিয়াকোল
* * স্বরূপচন্দ্র পাত্র—বেতবল্লভপুর।
* * মধুসূদনচন্দ্র দেব রায়—ছান্দাড়া।
* * অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি—বর্দ্ধমান।
* * হীরালাল বসু মেডিকেল ডাক্তার। বালেশ্বর।
* * নবকৃষ্ণ নাইতি—আটীনারায়ণী।
* * জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস—জয়মণ্ডপ
* * ধনপতি সিংহ রায় বাহাদুর। আজিমগঞ্জ।
* * গিরীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—যশোহর।
* * চৌধুরী মহেন্দ্রনাথ পাল জমীদার গড়কোতাই।
* * ব্রজনাথ ঝা—ঠাকুর ঝা।
* * চন্দ্রমোহন গুহ—গোয়ালপাড়া।
* * শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়—ভাগীরথপুর
* * কৈলাসগোবিন্দ মজুমদার। ঝাড়িগ্রা।
জে, এ, চপকিন্স সাহেব—চুয়াডাঙ্গা।
* * কালীবিহারি লাহিড়ী—বারাসত।
শ্রীমতী রাণী পরমসুন্দরী দেবী—পুরীয়া।
* * প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাহাজাদপুর।
* * শ্রীরাম মজুমদার—মাধবপুর।
* * নবকৃষ্ণ পাল চৌধুরী—মাটীহর। বাসন্তা স্কুল।
* * কুমার রামরায়রাজন সিংহ দেও বাহাদুর রাজধানী কাশীপুর।
* * তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় উড়িষ্যা।
* * জগদিন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী কাশী।
* * মহারাজ তাপীরথী মহেন্দ্র বাহাদুর কটক।
মৌলবী মহম্মদ রসিম খাঁ চৌধুরী মাটোর।
* * কাশীনাথ দত্ত—রঙ্গপুর।
* * সৈয়দ আকবার হোসেন রাণীগঞ্জ।
সাতক্ষীরা পবলিক লাইব্রেরি।
* * দেবেন্দ্র ব্রজনাথ পাল—জউথালী।
* * তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাতবাড়িয়া।
* * রাসবিহারি চৌধুরী—হরিপুর।
* * যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বসিরহাট।
গোপীবিনোদ দাস—দিনাজপুর।
* * মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আগরহাট।
* * নবীনচন্দ্রচন্দ্র—উজীরপুর।
* * নবীনচন্দ্র সিদ্ধান্ত—রাণীগঞ্জ।
* * গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুলালগঞ্জ।
* * বাণীকান্ত মজুমদার—ওসমনপুর।
* * ত্রিনকড়ী চট্টোপাধ্যায়—হুগড়।
* * মুগাপদ ঘোষাল—ভাগলপুর।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র বসুয়া রায় বাহাদুর কুচবিহার। ১০
* * রাজ রাজ দীন—গোয়ালন্দস্কুল ৫৷৷
* * ভাববানাথ প্রধান—কমারহট ১০
* * মহেন্দ্রনাথ মল্লিক। প্যাণ্ডিলপাড়া ৫৷৷
তপুলা ডিডিং ক্লবের সেক্রেটারি ১০

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চারঘড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৭০ নং। ১৮৭৫।

সোমপ্রকাশ।

১৭ শ ভাগ। ২০ সংখ্যা।

" যতন্যতাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা
সন ১২৮১। ১৬ ই চৈত্র। ইং ১৮৭৫। ২৯ এ মার্চ্চ।
মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১২৷ বার টাকা এবং অগ্রিম বাণ্মাসিক ৬৷৷ ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপন।

রাজসাহী বাণী

নামে ৮ পেজী ফরমা আকারে এক খণ্ড মাসিকপত্র আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে রাজসাহী বিভাগের মফস্বল আদালত সমূহের প্রধান প্রধান মকদ্দমার বিবরণ, রাজসাহী সভার কার্য্য বিবরণ, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের অনুবাদ সম্পাদকের কৃত প্রস্তাব এবং পুস্তক ও পত্রিকা সমালোচন থাকিবে। ইহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১৷ ষাণ্মাসিক ১, এবং প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা। এতদ্ভিন্ন ডাক মাশুল দিতে হইবেক। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, মূল্যের সহিত পত্র লিখিবেন।

করচমারিয়া পোঃ আঃ সিংড়া (রাজসাহী) } শ্রীরাজকুমার সরকার প্রকাশক।

রাজসাহী সমাচার

নামে স্বরূপের আকারে এক নূতন সাপ্তাহিক পত্র আগামী বৈশাখমাস হইতে প্রকাশিত হইবে। প্রতিসংখ্যার মূল্য ১ এক পয়সা, ডাক মাশুল ১০ আধ আনা। ১২ খণ্ড /০ এক আনা মাশুলে যাইতে পারিবে। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, মূল্যের সহিত পত্র লিখিবেন ছয় মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইবে না।

করচমারিয়া পোঃ আঃ সিংড়া রাজসাহী) } শ্রীবেণীমাধব নন্দী প্রকাশক।

চন্দ্রলেখা ও শশিকলা নামে দুই খানি নাটক শ্রীযুক্ত রামমাধব কাঞ্জিলাল কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ৭৯ নং আপার সারকিউলার রোড ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য প্রত্যেক খণ্ডের ১ টাকা, ডাকমাশুল অতিরিক্ত /০ আনা মাত্র।

কালীকুমার দাস কৃত "ব্যাকরণ মঞ্জরী" ৭। ৮ বার মুদ্রিত, মূল্য ৵০। কলিকাতা সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও নওয়াখালি নর্ম্মাল স্কুলে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্য।

সুপ্রসিদ্ধ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত—

বাল চিকিৎসা মূল্য ৩৷ ডাকমাশুল ৷৵
ব্যবস্থামালা ১৷০ ঐ ৵
গুর্ব্বিণীবান্ধব ৷৷০ ঐ /

একত্র কাণ্ডেতে গ্রন্থকারের নিকট এবং আমার নিকট প্রাপ্য।

কলিকাতা হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কৃত প্রাক্‌টিস অব মেডিসিন

প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১৷ ডাক মাশুল ৷৷০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১৷ ডাক মাশুল ৷৵ একত্রে লইলে ১৮ ডাকমাশুল ১৵ মাত্র। এনাটমি প্রথম খণ্ড ১ ডাক মাশুল ৵০ মাতৃশিক্ষা ২ ডাক মাশুল ।০, এতদ্ভিন্ন আমার নিকট প্রায় যাবতীয় বাঙ্গালা ডাক্তারি পুস্তক পাওয়া যায়, আবশ্যক হইলে লিষ্ট পাঠান যাইবে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা শালবাজার
হিন্দুহষ্টেল ২৮৮ নং বি.টী।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত রাজবাটীর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ম্যালেরিয়া জ্বরের বহুদর্শী সুচতুর ও পুরাতন জ্বর জীর্ণ ও বিষম জ্বর প্লীহা যকৃৎ ও সর্ব্ব প্রকার জ্বর প্রযুক্ত কষ্টকর বিসূচিকা ও সর্ব্ব প্রকার উদরের পীড়া, উদরী শোথ ও উপদংশ বিষের রোগ চক্ষুর রোগ সর্ব্ব প্রকার কাশ শুষ্ক কণ্ঠ রোগ গর্ব্বিনীর পীড়া ও রক্ত বিকৃতি ঘটিত নানা প্রকার রোগ নাসিক দেশীয় ও ইংরাজী বিবিধ প্রকার উত্তম ঔষধ প্রস্তুত আছে, যাঁহারা এই চিকিৎসালয়ের চিকিৎসাধীন হইবেন, তাঁহারা বিনা মূল্যে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন, অন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ঔষধ লইতে ইচ্ছা করিলে আমাদের চিকিৎসালয় অপেক্ষা অন্য ঔষধালয় হইতে শীঘ্র রোগী চিকিৎসালয়ের নিকট [illegible] পাঠাইবেন

[illegible] } [illegible]

এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধ বিক্রয়ের জন্য ঔষধালয়

বোগের

নাম্বে, পস।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে এলো-

পার্থিক বা ডাক্তারি মতে কর্পূরের আরোক বিসূচিকা রোগের মহৌষধ এই মারাত্মক ব্যাধির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই ইহা বমন ও অতিসার অগৌণে নিশ্চিতই নিবারণ করে। অজীর্ণ অর্থাৎ পাক পাইলে খিল ধরা নিবৃত্তি এবং হস্ত পদাদির উষ্ণতা পুনঃ প্রদান করে।

শিশির সহিত যে ব্যবস্থা পত্র আছে তদনুসারে সকলেই বিনা উপদেশে চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

টীকিটে আমার নাম দেখিয়া লইবেন। প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা। ১০ টাকার অধিক লইলে শত করা হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা বড় বাজার ৭১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র সাহা কোম্পানির দোকানে, গোপালপুরে এবং আমার নিকটে পাইবেন।

ডাক্তার শ্রীব্রজকৃষ্ণ নিয়োগী
পোষ্ট সিরাজগঞ্জ।

পত্র।

বহুমানাস্পদ
শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজকৃষ্ণ নিয়োগী
ডাক্তার মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়।

আমি প্রথম সময়ের ওলাউঠা বাঁচিতে যার পর নাই চেষ্টা করিব, এবং নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়, কোন ফল পাই নাই, তৎপরে আপনার কর্পূরের আরোক দ্বারা প্রজাদিগকে সেই ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম ইতিবেদনমিদং।

সন ১২৮১ সাল ১৮ অগ্রহায়ণ
শ্রীমহেশচন্দ্র সাহুতী
জমীদার—
গোপালপুর

বঙ্গদর্শন, ভাষা ও অনুবাদের সহিত। ১২৮১ সালের ১লা হইতে প্রকাশ্যমান, প্রতি খানি খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ১০। প্রতি খণ্ড ১, কলিকাতা সংস্কৃতযন্ত্র

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ও বিশুদ্ধ নীতিশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ।

গ্রন্থনাম	মূল্য	ডাক মাশুল
নিবেশ্বর বিলাপ	।০	/০
১ ম ভাগ নীতিসার	৶০	/০
২ য় ভাগ নীতিসার	৶০	/০

দুই ভাগ নীতিসার একত্র লইলে ডাকমাশুল /০ এক আনা লাগিবে। ইহার যে কোন গ্রন্থ যিনি ১০ খান অথবা অধিক গ্রহণ করিবেন, তাঁহার ডাক মাশুল লাগিবে না। মাতলা রেলওয়ে গোপালপুর ডাক ঘরে আমার নিকটে মূল্য পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। যিনি টীকিট পাঠাইবার ইচ্ছা করেন, তিনি অনূন মূল্যের টীকিট পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ।

১৬ ই চৈত্র সোমবার।

মলহর রাওর কতকগুলি প্রজা একটী কৌতুকাবহ আপত্তি করিয়া খাজনা বন্ধ করিয়াছে। তাহারা বলে, কাহাকে খাজনা দিব, এক্ষণে রাজা নাই, বর্ত্তমান মহারাজ যে পর্য্যন্ত পুনরায় পালক না হন, অথবা অন্য মহারাজ নিযোজিত না হন, তাবৎ খাজনা দেওয়া বৈধ হইতেছে না।

—:০:—

ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্‌স আগামী শীতকালে ভারতবর্ষ দর্শন করিবেন, এই সংকল্প করিয়াছেন। ইনি ইহার পর ইংলণ্ডের অধীশ্বর হইবেন। ভারতের প্রজাগণ কিরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, তাহাদিগের কোন বিষয়ে দুঃখ ও অভাব আছে কি না, তাহার প্রতীকারের উপায়ই বা কি, ইংরাজেরা এখানে কিরূপে রাজত্ব করিতেছেন। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ভারতবর্ষে আগমন করিয়া যদি এইগুলির অনুসন্ধান করিয়া যান, তাঁহার আগমন ভারতবর্ষবাসি মাত্রের একান্ত অভিনন্দনীয় সন্দেহ নাই। তিনি এগুলি জানিয়া গেলে ভারতবাসিদিগের কথঞ্চিৎ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এ উদ্দেশ্য না করিয়া ভারতবর্ষ কেমন স্থান, এখানে কত প্রকার দ্বিপদ জন্তু বাস করে, এখানে মৃগয়ার আমোদ কেমন, স্বচ্ছন্দে তাঁহার মৃগয়া চলিবে কি না, এই উদ্দেশে যদি এদেশে আগমনের মানস করিয়া থাকেন, তাঁহার আসা না হইলেই ভাল। তাঁহার আসাতে ভারতবর্ষীয়দিগের সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে কতকগুলি অর্থ ক্ষয় হইবে এই মাত্র।

আমাদিগের বর্দ্ধমানস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "রাজাধিরাজ মহারাজ মহাতাপচন্দ্র বাহাদুরের সম্মানার্থ গবর্ণমেণ্ট তিনটী করিয়া তোপধ্বনি করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। এ সংবাদে অল্পমতি ব্যক্তিরাই আহ্লাদিত হইবেন, বাস্তবিক আমরা ততদূর সন্তুষ্ট হই নাই। ভারতবর্ষের মধ্যে নেপালের ও বরদার মহারাজ প্রভৃতি ৭ জনের সম্মানার্থ একুশটী তোপধ্বনি হয়। ইহাঁরা প্রথম শ্রেণীর। হুলকারের মহারাজ ও মুরসিদাবাদের নবাব প্রভৃতি ৯ জনের ঊনিশ তোপ, ইহাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর। জয়পুরের ও পাতিয়ালার মহারাজ প্রভৃতি ১৩ জনের সতর তোপ, ইহাঁরা তৃতীয় শ্রেণীর। সিকিমের মহারাজ ও ঢোলপুরের নবাব ও কুচ বিহারের রাজা প্রভৃতি পাঁচ জনের তের তোপ, ইহাঁরা পঞ্চম শ্রেণীর। জৌ নগরের ঠাকুর ও পালন পুরের দেওয়ান প্রভৃতি একত্রিশ জনের ১১ তোপ, ইহাঁরা ষষ্ঠ শ্রেণীর। বরিয়ার রাজা ও বালাসিনোরের নবাব বারি প্রভৃতি ৯ জনের নয় তোপ, ইহাঁরা সপ্তম শ্রেণীর। এতদ্ভিন্ন বিদেশীয় রাজগণের ৯ হইতে ১২ তোপ, কেবল নবাও-

নের রাজার সম্মানার্থ সাতটী তোপধ্বনি হয়। যে সকল মহারাজ ও প্রধান প্রধান লোকের নাম উল্লিখিত হইল, বর্দ্ধমানাধিপতি তাঁহাদিগের সকলের সমান না হউন, কিন্তু তেঁ নথরের ঠাকুর, বরিয়ার রাজা ও নদাওনের রাজা প্রভৃতির অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট ও অযোগ্য নহেন। গত দুর্ভিক্ষে মহারাজ দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সহস্র সহস্র মহাপ্রাণির প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। সুবিজ্ঞ লাভ নর্থব্রুক মহোদয় আমাদিগের মহারাজকে অন্ততঃ নদাওনের রাজার সমান সম্মান প্রদান করেন, ইহাই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয়। ভারতবর্ষীয় রাজগণকে সঙ্গিনের ভয় প্রদর্শন দ্বারা বশীভূত করার অপেক্ষা কাকা তোপদ্বারা অনুগত করিয়া রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য।*

—০—

লেপ্টনন্ট ক্রমটন পেশোয়ারে এক দারুণ আঘাতে তাহার এক ভৃত্যের প্রাণ বধ করে। এই অপরাধের অভিযোগ হইয়া ২০ টাকা দণ্ড হইয়াছে!! এ দণ্ড কিসের? লেপ্টনন্ট ভৃত্যকে আঘাত করিয়া যে আইন লঙ্ঘন ও শান্তিভঙ্গ করে, এ কি তাহার দণ্ড? না, মনুষ্য বধের দণ্ড? একজন মনুষ্যের জীবনের মূল্য কি ২০ টাকার অধিক নয়? যদি বল লেপ্টনন্ট মনুষ্য হত্যা করে নাই। হত ব্যক্তির প্লীহা বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতেই এক আঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। নতুবা এক আঘাতে কখন মানুষ মরে না। অতএব মনুষ্য বধ দণ্ড হওয়া উচিত হয় না। এ যুক্তিটী অতি অকিঞ্চিৎকর। হত ব্যক্তির প্লীহা রোগ ছিল স্বীকার করিলাম। প্লীহা রোগ থাকিলেই যে মানুষ মরিয়া যায় এটী সিদ্ধান্ত বাক্য নয়। কোন ডাক্তারই নিশ্চয় করিয়া এ কথা কহিতে পারেন না। প্লীহা রোগগ্রস্ত অনেক ব্যক্তিকে আমরা সচরাচর আরোগ্য লাভ করিতে দেখিতে পাই। যদি তাহার মরণ অবধারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলেও মনুষ্য হত্যা হইয়াছে। লেপ্টনন্ট আঘাত না করিলে সে যে এক দিনও জীবিত থাকিত না, এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারে, এমন সর্ব্বজ্ঞ লোক আমাদিগের নয়নগোচর হয় না। যে ব্যক্তির এক দিন বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাকে হত্যা করিলে যে মনুষ্য হত্যা করা হয়, সে বিষয়ে সংশয় নাই। তবে এ হত্যা জ্ঞান-কৃত নয়, এই যা বিশেষ। অজ্ঞান কৃত মনুষ্য বধের ২০ টাকা দণ্ড বৈধ হয় না। ঐ দণ্ড যদি মনুষ্য বধের দণ্ড বলিয়া স্থির করা যায়, তাহা হইলেও লেপ্টনন্ট নিজ ভৃত্যের অপরাধের স্বয়ং দণ্ড বিধান করিয়া রাজক্ষমতা যে স্বহস্তে গ্রহণ করিল, তাহার কি দণ্ড হইল? আরো একটী কথা আছে, হত ব্যক্তির যদি পরিবার থাকে, সে উপার্জ্জন করিয়া তাহাদিগের ভরণপোষণ করিতেছিল। তাহার মৃত্যু হওয়াতে তাহাদিগের সে পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। বিচারপতি তাহারই বা কি উপায় বিধান করিলেন? কোন এদেশীয় ব্যক্তি যদি এক আঘাতে কোন এদেশীয়ের প্রাণবধ করিত, সে কি ২০ টাকা দণ্ড দিয়া এই রূপে অব্যাহতি পাইত? ইউরোপীয়েরা বজ্রমুষ্টি। তাহাদিগের মুষ্টি প্রহার বজ্র প্রহার তুল্য। এটীও বিচারপতির বিবেচনা করা উচিত ছিল লেপ্টনন্ট ক্রমটনের বিষয়ে এগুলি বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, নিতান্ত অবিচার হইয়াছে। ইংরাজ অধিকারে কত কাল এরূপ অবিচার চলিবে?

—১০—

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "বীরভূমের স্থানে স্থানে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে; তদ্বারা নানা শক্তি আজও তাদৃশ প্রবল বলিয়া বোধ হইতেছে না। বীরভূমে গোবীজে টীকা দেওয়ার রীতি প্রচলিত হয় নাই। এই রীতিটী অনতিবিলম্বে প্রবর্ত্তিত হইলে বড় ভাল হয়। কর্তৃপক্ষ সমীপে নিবেদনকরণে প্রার্থনা এই, কতক জন টীকাদারকে বীরভূমে অতি সত্বরে প্রেরণ করেন এবং যাহাতে তাহারা বীরভূমের মফস্বলে পাল্কী টীকা দেয়, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেন।* বাঙ্গলা দেশের [illegible] ও উচ্চ প্রদেশ, উহা পশ্চিম অঞ্চল ও পাঞ্জাব প্রভৃতিতে বসন্ত ও ওলাউঠা সবিশেষ প্রাদুর্ভাব। বাঙ্গলা দেশের সাংক্রামিক জ্বর ও ওলাউঠা চিকিৎসকদিগের বিদ্যা বুদ্ধিকে পরাস্ত করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত উহার নিদান নির্ণীত হইল না। সুতরাং উহার চিকিৎসা [illegible] সাধ্য হয়।* বসন্তের প্রাদুর্ভাব নিবারণের যে একটী উপায় আছে, তাহাও অন্ধাক্ষিদিগের অনবধানতায় অনেক স্থলে উপেক্ষিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ সময়ে টীকাদার [illegible] যদি টীকা দিবার চেষ্টা পায়, অনেক স্থলে উপাদেয় ফলদায়ক হয় সন্দেহ নাই। এখন ইংরাজী টীকাদারের বিষয়ে অধিকাংশ লোকের ঠিক সংস্কার [illegible] হইয়াছে। সকলে টীকাদারকে [illegible] বলিয়া অনেকে টীকা দিতে চায় না। এখন যদি লোকের ইংরাজী টীকাদার [illegible] অন্য [illegible] টীকাদার [illegible] যাহাতে অন্যান্য জেলাকে [illegible] পাল্কী [illegible] গ্রামে গ্রামে [illegible] ঘরে ঘরে যে টীকা দেয় [illegible] করিতে হইবে।

—০০—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

প্রদর্শন করিয়াছি, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ক্রমে তৎপথের পথিক হইতেছেন। এবার হিন্দুপেট্রিয়ট এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, ভূমির যে উপস্বত্ব হইবে, একটী আইন করিয়া তাহার বিংশতি অংশ জমীদারের প্রাপ্য থাকিবে বলিয়া দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। দশ বৎসরের পরে আবার দশ বৎসরের ব্যবস্থা করা উচিত। আমরা পেট্রিয়ট কে স্মরণ করিয়া দিতেছি এই দশ সালা বন্দোবস্ত হইতেই স্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রজার সহিত একটী স্থির বন্দোবস্ত ভিন্ন প্রজার ও জমীদারের বিবাদ নিষ্পত্তি হইবার অন্য সুখের উপায় নাই। দশ বৎসরের নিমিত্ত একবার বন্দোবস্ত হইলেই পেট্রিয়ট ও তাঁহার আশ্রিতভুক্ত জমীদারেরা আমাদিগের প্রস্তাবের তাৎপর্য্যও বুঝিতে পারিবেন। ভারতবর্ষের সমুদায় অংশেই ঐ বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। আমাদিগের রাজপুরুষেরা প্রজাদিগের উন্নতির নিমিত্ত সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভূমির উপস্বত্ব নির্দ্দিষ্ট বন্দোবস্ত করিয়া যাবৎ কৃষিকার্য্য অন্য সংস্থান করিয়া দিতে না পারিতেছেন, তাবৎ তাঁহাদিগের কোন চেষ্টাই সম্যক ফলোপধায়িনী হইতে পারে না, জমীদারকে মধ্যে রাখিয়া কৃষকদিগের সহিত একটী স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়, কেবল কৃষক ও জমীদারের নহে, ভারতবর্ষের সমস্ত লোকের সম্পূর্ণ লাভের সম্ভাবনা আছে, সে বিষয় পুনর্ব্বার, সোমপ্রকাশের পূর্ব্বগত অনেকগুলি প্রস্তাবে তাহা বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে।

সিবিল কায়েম ডাইরেক্টর আটকিন্সন সাহেব শীঘ্র দুই বৎসরের বিদায় গ্রহণ করিবেন। দশ বৎসরের মেডিকেল ষ্টাফ কর্পস সাহেব তাঁহার কর্ম্মে প্রতিনিধি হইবেন। ছুটির দুই বৎসর পূর্ণ না হইতে ৫৫ বৎসর বয়সে পেন্সন দিবার যে একটী নিয়ম আছে, আটকিন্সনের সেই কাল পূর্ণ হইয়া উঠিবে। তাঁহাকে আর কাজে ফিরিয়া আসিতে হইবে না। সটক্লিফের ঐ কর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা। আটকিন্সন অপরের বেলায় ৫৫ বৎসরের নিয়ম খাটাইবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র, অতএব তাঁহার প্রতি ঐ নিয়মটী না খাটান ভাল হয় না। কায়েল সাহেব লেপ্টনন্ট গবর্ণরের পদে থাকিলে বোধ হয় তাঁহাকে ৫৫ বৎসরের পূর্ব্বেই পেন্সন লওয়াইতেন। যাহা হউক, আমাদিগের এই প্রসঙ্গে একটী প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা হইল। আটকিন্সন সাহেবের বিদায় দিবার সঙ্গে ডাইরেক্টর পদটীকে বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য। ডাইরেক্টর এখন এক প্রকার সাক্ষী গোপাল হইয়া পড়িয়াছেন। কমিশনর ও মাজিষ্ট্রেটপ্রভৃতির উপরে শিক্ষা কার্য্য দর্শনের ভার সমর্পিত হইয়াছে। ওদিকে ইনস্পেক্টর ও ডেপুটি ইনস্পেক্টরপ্রভৃতি আছেন. তাঁহাদিগের হইতে তত্ত্বাবধারণাদি সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্নরূপে চলিবার সম্ভাবনা আছে। তবে আর মাসে মাসে ২৫০০ করিয়া টাকা জলে ফেলিয়া দেওয়া কেন? আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয় পাল্লম ব্রত পরিত্যাগ করুন। ভারতবর্ষের অনেক অর্থ বড় বড় কর্ম্মচারির বৃহৎ উদরগর্ভে পতিত হইতেছে। কিন কালই কি অর্থের এরূপ অপব্যয় হইবে?

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বন্দোবস্তসম্বন্ধে যে স্বেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার প্রতিরোধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই স্বেচ্ছাচারিতা নিবন্ধন ইংলণ্ড সময়ে সময়ে অযথোচিত তিরস্কার ও অবমাননাভাগী হইয়া থাকেন। ফলেট প্রভৃতি ভারতবন্ধু পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার মহোদয় সভ্যগণের নিকটে উহার নিবারণের উপায়স্বরূপ আমাদিগের একটী প্রস্তাব আছে। স্বেচ্ছাচারী ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তরোধে সমর্থ এমন সভার ভারতবর্ষে সৃষ্টি হওয়া এখন অনেক দূরে আছে। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার দ্বারা আপাততঃ আমাদিগকে এই অভিপ্রেত সিদ্ধি করিয়া লইতে হইবে। উল্লিখিত সভ্যগণ মহাসভার সহিত ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ ভাবে সম্বন্ধ বিধানের প্রস্তাব করুন। ভারতবর্ষে যে কোন গুরুতর বা নূতন কাজ হইবে, মহাসভার গোচর না করিয়া তাহা করা হইবে না, এইরূপ একটী নিয়ম করা আবশ্যক। এরূপ নিয়ম হইলে ইংলণ্ডে ষ্টেট সেক্রেটারি ও তাঁহার ইণ্ডিয়া কৌন্সিল এবং ভারতবর্ষস্থ গবর্ণর জেনরল ও তাঁহার কৌন্সিল এই দুই বৃহৎ কার্য্যালয় নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠিবে। মান্দ্রাজে ও বোম্বাইয়ে এক এক জন গবর্ণর আছেন। বাঙ্গালা, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও পঞ্জাবেও এক এক জন গবর্ণর হউন। এখন যেমন তাঁহারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরলের অধীন আছেন, তখন তেমনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধীন থাকিবেন। গুরুতর বিশেষ বা নূতন কার্য্য উপস্থিত হইলে ঐ কমিটীর পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিবেন। এ উপায়দ্বারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কেবল যে স্বেচ্ছাচারিতা নিরুদ্ধ হইবে এরূপ নয়, বিলক্ষণ ব্যয় সংক্ষেপও হইবে। উল্লিখিত গবর্ণর পদগুলিতে যদি ভাল লোক দেখিয়া নিযোজিত না করা হয়, তাহা হইলেও তাঁহাদিগের ভ্রম প্রমাদাদি নিবন্ধন এক্ষণকার অপেক্ষা অনেক অল্প অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। এখন যেমন এক গবর্ণর

জেনরলের ভ্রমপ্রমাদ ও স্বেচ্ছাচারিতানিবন্ধন ভারতবর্ষের সমুদায় অংশের অনিষ্ট ঘটিতেছে, তখন তেমন সর্ব্বাংশব্যাপী অনিষ্ট ঘটিবে না। যে প্রদেশের গবর্ণরের ভ্রমপ্রমাদ ঘটনা হইবে, সেই প্রদেশেরই অনিষ্ট ঘটিবে, অপর প্রদেশগুলি তাহা হইতে মুক্ত থাকিবে। এখন সকল বিষয়ে সুবিধা হইয়াছে, অতএব এখন কোন বিষয়ে মহাসভার মত গ্রহণ কালবিলম্বসাধ্য নয়। আকস্মিক দুর্ঘটনা ভিন্ন আর সকল বিষয়েই গবর্ণরেরা মহাসভাস্থ কমিটির মত লইয়া অনায়াসে কার্য্য করিতে পারিবেন।

—০০০—

যখন ইনকমটাক্স ইনকমটাক্স বলিয়া চতুর্দ্দিকে কলরব উত্থিত হয়, সর চার্লস্ ট্রিবিলিয়ান তৎকালে বলিয়াছিলেন, ইনকমটাক্স প্রবর্ত্তিত করিয়া ভারতবাসিদিগকে উদ্বেজিত না করিয়া ব্যয় সংক্ষেপ দ্বারা আয় ব্যয়ের সমতা বিধান চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য। তখন প্রবলতর স্রোতো বেগ প্রবাহিত হইতেছিল, সে বেগ রোধ করে সাধ্য কার? তাঁহার সেই ক্ষীণ স্বর মহা কোলাহল শব্দে লীন হইয়া গেল। লাভের মধ্যে তিনি কেবল অপদস্থ হইলেন। কিন্তু তাঁহার বাক্য যে অমোঘ ও মহার্থসম্পন্ন, লাড নর্থব্রুক তাহা প্রমাণ করিয়া দিলেন। তিনি একটীও নূতন করের সৃষ্টি করিলেন না। কেবল মিত ব্যয়িতা গুণে আয় ব্যয়ের সমতা বিধান করিয়া তুলিলেন। এমন যে দারুণ দুর্ভিক্ষে মহাব্যয় হইয়া গেল, সে ব্যয়ও কয় বৎসরে উদ্বৃত্ত দ্বারা পূরিত হইল। সৈনিক ব্যয়ই ভারতবর্ষের অর্থনাশের একটী প্রধান দ্বার। সে বিষয়েরও অনেক ব্যয় সংক্ষেপ হইয়াছে। ১৮৭০। ৭১ অব্দে ঐ ব্যয় ১৫১১২৬৫২০ টাকা ছিল, ১৮৭৩। ৭৪ অব্দে ১৪২১৯১৪১০ টাকা হইয়াছে। এরূপ সকল বিষয়েরই ব্যয় সংক্ষেপে লাড নর্থব্রুকের দৃষ্টি আছে। আমরা যে নিমিত্ত এ বিষয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছি, তাহা এই, নীলগিরির কমিশনরের মাসিক বেতন ২০০০ টাকা ছিল, তাহা কমাইয়া এখন ১৫০০ করা হইয়াছে। অন্য অন্য কমিশনরের বিষয়েও কি এইরূপ চেষ্টা পাইলে এই রূপ লাভ হয় না? উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কর্ম্মচারিদিগের বেতন অধিক আর বাঙ্গলা দেশের অল্প। কাহের সাহেব বাঙ্গলা দেশের কর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কর্ম্মচারিদিগের বেতনের তুল্য করিবার নিমিত্ত যত্নবান হইয়াছিলেন। তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে অসঙ্গত ব্যয় আছে। সেদিকেও কি ব্যয় সংক্ষেপরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রয়োগ উচিত নয়? তাঁহারা দ্বিবিধ লাভ ভোগী হইতেছেন, একে বেতন অধিক, তাহাতে উত্তম স্থানে বাস।

—০০—

বাঙ্গালিদিগের সিবিল সর্ব্বিস পদলাভ।

বাঙ্গালিদিগের বিনা পরীক্ষায় সিবিল সর্ব্বিস পদলাভটী টাণ্টালসের সম্মুখ ধৃত জল পাত্রের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাঁরা পদটী পান পান পাইতেছেন না। কত রূপে যে কত বাধা উঠিতেছে বলা যায় না। রাজপুরুষেরা ইউরোপীয়দের সম্ভ্রম কৌশল করুন ও সম্ভ্রম বাড়া দিন, তাহাতে আমরা দুঃখিত নাই এদেশীয়দিগের উন্নতি ইউরোপীয়দিগের ঈর্ষা ও অভিমানের বিরোধী। কিন্তু সিবিলিয়ানেরাও যে ইহাঁদিগের উন্নতির অনুরাগ হইতেছেন, এটী অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। অনেক দিন অবধি কয়েক জন উপযুক্ত বাঙ্গালিকে সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষা ব্যতিরেকে সিবিল সর্ব্বিসের পদ দিবার প্রস্তাব চলিয়াছে। ১৮৭০ অব্দে ইহার একটী বিধি হইয়াছে, এদেশের শাসন কার্য্যে এদেশীয়দিগের অধিকার দান ন্যায়ানুগত ও অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছে, রাজপুরুষেরা মধ্যে মধ্যে ইহার আন্দোলন করিয়া এদেশীয়দিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন, ষ্টেট সেক্রেটারিয়া বাইবার ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলদিগকে ১৮৭০ অব্দের বিধি অনুসারে কার্য্য করিবার উপদেশ দিতেছেন, তথাপি বাঙ্গালির। লক্ষ্য লাভে সমর্থ হইতেছেন না। [illegible] দিগের মুষ্টি বড় শক্ত [illegible] তাহাদিগের আভ্যন্তরিক কোন বিষয় ছাড়াইয়া লওয়া বাঙ্গালিদিগের সহজ নহে।

এই আন্দোলন হইতেছে, মহা ধুম ধাম চলিতেছে, কিন্তু পঞ্জাবশস্থ সিবিলিয়ানেরা এতদ্বিষয়ে মৌনাবলম্বী হইয়া তামাসা দেখিতেছিলেন। তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, দুই ধুম ধাম হউক, ষ্টেট সেক্রেটারিয়া নিকট হইতে যত হুকুম আসুক, সে কেবল চালাকী। পুতুল নাচিতেছে, কথা কহিতেছে গান গাইতেছে সত্য, কিন্তু পুতুলে মাংস মজ্জা ও অস্থি নাই পুতুলের পরিচ্ছদটী খুলিয়া লইলেই ভিতরে সোলা। বঙ্গদেশের সিবিলিয়ানেরা এত দিন ভাবিয়াছিলেন, উল্লিখিত প্রস্তাব [illegible] বাহিরে যে কিছু ধুম ধাম, ভিতরে [illegible] নাই। প্রস্তাব [illegible] ফল কিছুই হইবে [illegible] তাঁহারা [illegible] দায়িত্বের মধ্যে [illegible] উপস্থিত হইতেছে, আমরা [illegible] হইবে এত জন [illegible] হইল, কিন্তু এখন দেখিতেছেন, [illegible] বল ঐ পদদানের উদ্যোগ [illegible] তাহার নিবন্ধাবলীও প্রস্তুত [illegible] এখন সিবিলিয়ানদিগের [illegible] হইয়াছে ও মোহনিদ্রা [illegible] অন্য গবর্ণর জেনরলে [illegible]

তাহারা ব্যস্ত হইতেন না। আমাদিগের লাভ নর্থব্রুকের যে কথা সেই কাজ। তাঁহার মুখে এক বাহিরে আর এক নাই। তিনি যেটী ন্যায্য বলিয়া বুঝিতে পারেন, তাহার আচরণে বিমুখ হন না। সিবিলিয়ানেরা দেখিলেন, আর চুপ করিয়া থাকিলে চলে না। তাঁহারা এখন বদ্ধপরিকর হইয়া শস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহারা সম্প্রতি বিনা পরীক্ষায় বাঙ্গালিদিগকে সিবিল সর্ব্বাণ্ট পদ দিবার প্রস্তাবের বিরোধী হইয়া ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। জুলিয়স সিজারকে যখন হত্যা করা হয়, তিনি কহিয়াছিলেন ব্রুটস তুমিও ইহার মধ্যে আছ? আমাদিগকেও সেইরূপ কহিতে হইল, সিবিলিয়ানগণ! তোমরা বাঙ্গালিদিগের হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাক, তোমরাও ইহার মধ্যে আছ?

সেদিন সর চিচাড টেম্পল শ্লাঘা করিয়া কহিয়াছেন, যাহার প্রতি অন্যায় হয়, বঙ্গদেশস্থ সিবিলিয়ানেরা তাহার সপক্ষ হইয়া থাকেন। এই কি তোমাদিগের অন্যায়াপহৃতের সপক্ষতা? এ কাজটী অন্যায় নয়, এই বিবেচনা করা কি তোমরা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছ? যে দেশের কার্য্য উদ্দেশ্যে তাহাকে বঞ্চিত করার তুল্য অনর্থের কার্য্য কি আর আছে? তোমরা একবার ভাবিয়া দেখ, যদি বিদেশীয়েরা তোমাদিগকে সামান্য সামান্য পদগুলি দিয়া তোমাদিগের জন্ম ভূমির যাবতীয় উচ্চ পদ আপনারা অধিকার করিয়া লয়, তোমাদিগের মন বিকল হয়? তোমরা আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের প্রধান অঙ্গ; কিসে প্রজার অনুরাগ ও কিসে প্রজার বিরাগ হয়, তোমরা আজিও কি তাহা বুঝিতে পারিলে না? দেশের লোককে নিজ দেশের শাসন কার্য্যে বঞ্চিত করার তুল্য মারাত্মক বিরাগ কারণ আর নাই। জেতৃ বিজিত ভেদ না করিয়া রাজ্যের যাবতীয় পদগুলি সকলকে সমানরূপে বিভাগ করিয়া দিবার তুল্য প্রজার অনুরাগ ভাজন হইবার উৎকৃষ্ট উপায়ও আর নাই। একজন ইতিহাস লেখক আকবরের উদার রাজনীতির প্রশংসা করিয়া এই কথা বলেন "রাজ্যের উচ্চতম রাজপদ ও সৈনাপত্যাদি কার্য্য মুসলমানদিগের সহিত তুল্যভাবে হিন্দুদিগকে দিয়া হিন্দুদিগের যে বিপক্ষভাব ছিল তাহা দূরগত করিলেন এবং তাহাদিগকে আপনার অনুরক্ত করিয়া তুলিলেন। "হিন্দুরা আকবরের এত অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তাঁহার স্বজাতীয়েরা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইলে রাজা মান সিং সমরসাগরে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে পরাভূত করেন।

সিবিলিয়ানগণ! এই অন্যায় আবেদনে তোমাদিগের কিরূপে প্রবৃত্তি জন্মিল? তোমরা স্বমত সমর্থনার্থ যে যুক্তি দ্বারা বর্ণন করিয়াছ, একবার তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া সেগুলির গুণ দোষ দর্শন কর দেখিতে পাইবে, সেগুলি কেমন উপহাসকর হইয়াছে। ন্যায্য বিষয়ের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া কেহ কখন জয়ী হইতে পারে না; তোমরাও জয়ী হইতে পারিবে না। তোমাদিগের প্রধান প্রার্থনা এই, এ সম্বন্ধে তোমাদিগের যে স্বত্ব ও অধিকার আছে, তাহা লঙ্ঘন করা না হয়, এবং গবর্ণমেণ্ট যে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ আছেন, তাহা ভঙ্গ করা না হয়। তোমরা যে স্বত্ব ও অধিকারের কথা কহিতেছ, সে কিরূপ? বাঙ্গলা দেশের উচ্চপদ গুলি চিরকাল তোমাদিগকেই দিবেন, বাঙ্গালিদিগকে কখন দিবেন না, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কি এরূপ কিছু লেখা পড়া করিয়া দিয়াছেন? যদি লেখা পড়া করিয়া দিয়া থাকেন, পরীক্ষা রীতি প্রবর্ত্তন দ্বারা তাহা ভঙ্গ করা হইয়াছে। কয়েকজন বাঙ্গালি পরীক্ষা দিয়া সিবিল সর্ব্বাণ্ট হইয়াছেন। এক চেটিয়ার কাল আর নাই। সূক্ষ্ম যুক্তি ধরিয়া যদি স্বত্ব ও অধিকারের বিষয় বিবেচনা করা যায়, বাঙ্গলাদেশের রাজকার্য্যে তোমাদিগের অপেক্ষা বাঙ্গালিদিগের দাওয়া অধিক ও সেই দাওয়া স্বভাবের অনুগত। তোমরা এক প্রকার অপহর্ত্তা। আজিও জগতের বিকৃত অবস্থা আছে, তাহাতেই লোকে জয়কে স্বত্বের হেতু বলিয়া প্রমাণ করিয়া থাকে। কিন্তু জয়াধীন স্বত্ব যে কেমন গর্হিত, সোর যার মুলুক তার, এই বাক্যটীর তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলেই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়।

ভারতবর্ষের সিবিল সর্ব্বাণ্ট হইলে যে অর্থলাভ, উচ্চপদলাভ ও সম্মানলাভ প্রভৃতির সম্ভাবনা আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া কমিশনরেরা যে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, সিবিলিয়ানগণ! তোমরা কি তাহাকেই গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছ? সে ত প্রতিজ্ঞা নয়, প্রলোভন মাত্র। যদি সে প্রতিজ্ঞা হয়, বাঙ্গালিরা সিবিল সর্ব্বাণ্ট হইলে তোমাদিগের হানি কি? গবর্ণমেণ্টের বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা কি? গবর্ণমেণ্ট ত তোমাদিগকে পদচ্যুত করিয়া বাঙ্গালিদিগকে কর্ম্ম দিবেন না, তবে বাঙ্গালিরা সিবিল সর্ব্বাণ্ট হইলে উত্তর কালে তোমাদিগের জাতির ও দেশের লোকের অন্নে বালি পড়িবার সম্ভাবনা আছে। তাই বলিয়া কি তোমাদিগের এত আতঙ্ক হইয়াছে? তোমাদিগের দেশীয় ও জাতীয়েরা যে বাঙ্গালিদিগের অন্নে হস্তা হইয়াছে সেটী কি একবার তোমাদিগের চিন্তা করা উচিত ছিল না?

—:০:—

ভারতবর্ষের অন্ন ব্যয়

বৃত্তান্ত।

পত্নীবতী ঐন্দ্রজালিক রাজা ইন্দ্রের নিকট উপনীত হইয়া, মহারাজ! পৃথিবীতে চন্দ্র, আকাশে পর্ব্বত, জলে অনল, মধ্যাহ্নে প্রদোষ, ইহার কি দেখিতে চান? আজ দিন আমি দেখাই, এইরূপে সমর্থ বাক্যে যেরূপ আপনার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিল, ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের অধ্যক্ষগণ তেমনি আপনাদিগের ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন ও দিতেছেন। কেহ (লার্ড মেও) উদ্বৃত্তের সময়ে অকূলান দেখাইয়াছেন, কেহ বা অকূলানের সময়ে উদ্বৃত্ত দেখাইয়াছেন। কেহ বা আয় ও ব্যয় সমান সমান রাখিয়াছেন। ১৮৬২ অব্দ অবধি ৭১ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের আয় ব্যয় প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা দেখিলেই পাঠকগণ অনায়াসে আয় ব্যয়ের অধ্যক্ষদিগের ক্ষমতা বুঝিতে পারিবেন।

	ব্যয়	আয়	ঘাটতি
১৮৬২	৩৫৪৩৭৫০০	৩৫৪৩৭৫০০	
৬৩	৩৫৮৭৫০০০	৩৫৮৭৫০০০	
৬৪	৩৬৮৭৫০০০	৩৬৮৭৫০০০	
৬৫	৩৭৮৭৫০০০	৩৭৮৭৫০০০	
৬৬	৩৮৮৭৫০০০	৩৮৮৭৫০০০	
৬৭	৩৯৮৭৫০০০	৩৯৮৭৫০০০	
৬৮	৪০৮৭৫০০০	৪০৮৭৫০০০	
৬৯	৪১৮৭৫০০০	৪১৮৭৫০০০	
৭০	৪২৮৭৫০০০	৪২৮৭৫০০০	
৭১	৪৩৮৭৫০০০	৪৩৮৭৫০০০	

	ব্যয়	আয়	উদ্বৃত্ত
১৮৭২	৪৪৮৭৫০০০	৪৪৮৭৫০০০	
৭৩	৪৫৮৭৫০০০	৪৫৮৭৫০০০	
৭৪	৪৬৮৭৫০০০	৪৬৮৭৫০০০	
৭৫	৪৭৮৭৫০০০	৪৭৮৭৫০০০	
৭৬	৪৮৮৭৫০০০	৪৮৮৭৫০০০	
৭৭	৪৯৮৭৫০০০	৪৯৮৭৫০০০	
৭৮	৫০৮৭৫০০০	৫০৮৭৫০০০	
৭৯	৫১৮৭৫০০০	৫১৮৭৫০০০	
৮০	৫২৮৭৫০০০	৫২৮৭৫০০০	
৮১	৫৩৮৭৫০০০	৫৩৮৭৫০০০	

১৮৭০ ৭১ ও ৭৪,৭৫ ও ৭৫ ৭৬ অব্দের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত গতবারের সোমপ্রকাশে পাঠকগণ দর্শন করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে আয় ব্যয়ের সমতা বিধান বিষয়ক কতক কতক আয় ব্যয়ের অধ্যক্ষদিগের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিতেছে।

আজি এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবার উদ্দেশ এই, লার্ড নর্থব্রুক নূতন কর ভাল বাসেন না, তাহাতেই রাজস্বের এই অবস্থা হইয়াছে। অন্যথা এই ১৮৭৪। ৭৫ ও ৭৫ ৭৬ অব্দে কতলোক কত সুক্ষ্মবুদ্ধি খাটাইতেন, কত নূতন করের উপায় উদ্ভাবিত হইত, কত নূতন প্রস্তাব হইত কত নূতন করের সৃষ্টি হইত, বলা যায় না। লার্ড নর্থব্রুকের প্রসাদে এখন আর কাহাকে নূতন করের উপায় ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা খরাইতে হইতেছে না, কিরূপ কর হয়, ইহা ভাবিয়াও ধনিদিগের হৃদয় শুষ্ক হইতেছে না। লার্ড নর্থব্রুকের অধিকারে লোকের এই একটী বিশেষ সুখ হইয়াছে। আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল যে নূতন করের ভক্ত নহেন, তাহা আর একটী বিষয় দ্বারা প্রমাণ হইতেছে। এবার পূর্ত্তকার্য্যের নিমিত্ত অতিরিক্ত ২১ কোটি টাকার প্রয়োজন হইয়াছে; গবর্ণমেণ্ট ঋণ করিয়া সে ব্যয় করিবেন, স্থির করিয়াছেন। পূর্ত্ত কার্য্যের নিমিত্ত নূতন কর করিয়া লোককে বিব্রত না করিয়া ঋণ করিয়া কর্ম্ম করাই ভাল। ঐ ঋণ উহার আয় দ্বারা পরিশোধিত হইবারও সম্ভাবনা আছে।

বঙ্গদেশে জলসেচনার্থ খাল খনন।

বাঙ্গলাদেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অধীন প্রদেশে জলসেচন ও নৌচালন কার্য্য সম্পাদনার্থ একটী আইনের পাণ্ডুলেখ সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে। অনরেবল ডাম্পিয়র সাহেব এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া কহিলেন, এতৎসংক্রান্ত যে আইন আছে, উহা দ্বারাতেই কেবল তদনুসারে কার্য্য হইতেছে। মেদিনীপুরের এতৎসংক্রান্ত কার্য্যগুলি বিনা আইনে সম্পাদিত হইতেছে। সেখানে এতৎকার্য্য কিছু স্বতন্ত্র প্রণালীতে হইবার কথা হইতেছে। সুতরাং স্বতন্ত্র আইন হইবে। এ পাণ্ডুলেখটী কেবল প্রকৃত বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার নিমিত্ত করা হইতেছে। সেখানের বিষয়ে কিরূপ করিতে হইবে, তাহার বিবেচনা হইতেছে বটে কিন্তু ইতিমধ্যে বাঙ্গলা দেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অধীন বাকী প্রদেশে এই পাণ্ডুলেখের অনুসারে কার্য্য করিবার বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভার যে অমত হইবে, এরূপ বোধ হয় না। ঐ বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের ক্ষমতার এবং ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বের নিয়ামক এমন কোন আইন এক্ষণে নাই। গবর্ণর জেনরল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে খাল খননাদি কার্য্যের নিমিত্ত যে আইন করিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিয়া উপস্থিত পাণ্ডুলেখটী করা হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের এতৎসংক্রান্ত আইনের যে অংশগুলি বাঙ্গলা দেশের পক্ষে অনুপযোগী ও অনাবশ্যক, ডাম্পিয়র সাহেব সেগুলি পরিত্যাগ করিয়াছেন, গবর্ণর জেনরলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও সভাপতি যে বিষয়ের ব্যবস্থা প্রণয়নের ক্ষমতা নাই তাহাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, স্বরূপ প্রদর্শিত হইল, ঐ ব্যবস্থাপক সভা উহা পরিচালনার্থ ভূমিগ্রহণ ও তাহার মূল্যাদি প্রদান বিষয়ে যেরূপ আইন করিয়াছেন, সেরূপ আইন করা এ ব্যবস্থাপক সভার অভিপ্রেত নহে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছে, বাঙ্গালাদেশে সে কার্য্য প্রবর্ত্তিত করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে। আর, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে যে স্থলে লোকের বিনা ব্যয়ে, কেবল শ্রম দ্বারা খাটাইয়া লওয়া হইয়াছে, বাঙ্গলাদেশে তাহা করা হইবে না।

যে সমস্ত নদী নালা প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে, সেগুলিকে এতৎকার্য্যের উপযোগী করিবার নিমিত্ত যে যে অনুষ্ঠান আবশ্যক, তাহা করিবার ক্ষমতা এবং ঐ সকল নদ নদীতে যে সকল ব্যক্তির স্বত্ব আছে, তাহা দখের ক্ষতি পূরণের ক্ষমতা এক আইনের দ্বিতীয় অংশে গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে তৃতীয় অংশে খাল খনন কর্ম্মচারিদিগকে খাল হইবার পূর্ব্বে ভূমি জরিপ করিবার এবং খাল হইলে তাহা রক্ষা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এই অংশে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে ক্ষতিপূরণার্থ যে অর্থ দেওয়া হইবে, যদি তাহারা সহজে লয়, ভালই আর যদি সহজে না লয়, তুমি গ্রহণের যে আইন আছে, তদনুসারে দেওয়া হইবে। পাণ্ডুলেখের এই অংশে যে সকল ব্যক্তির জল লইবার প্রয়োজন, তাহাদিগের নিজ ব্যয়ে পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ ও জল গ্রহণাদির নিয়ম করা হইয়াছে। উক্ত পয়ঃপ্রণালীর আনুষঙ্গিক যে সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে হইবে, ইহাতে তাহার সব বিধি করা হইয়াছে কখন কখন সচরা হইয়া থাকে অধিকসংখ্যক লোকের উপকারার্থ বলপূর্ব্বক ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন হয়। পাণ্ডুলেখের এই অংশে তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যখন উক্ত বিশেষের স্বত্বে হস্তক্ষেপ করা হইবে, তখন তাহার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্টের যাহে কউক আর যে সকল ব্যক্তির উপকারার্থ খাল খনন করা হইবে তাহাদিগের যাহে কউক, খাল পার হইবার, গমনাগমনের নিমিত্ত যে যে আবশ্যক তাহাও এই অংশে করা হইবে

পাণ্ডুলেখের চতুর্থ অংশে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে, খালের জল পরিবাহ করিবার নিমিত্ত যে সকল নিয়ম করা আবশ্যক, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহা করিবেন। ঐ বিভাগের কর্ম্মচারিরা আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে জল বন্ধ করিতে পারিবেন না। যদি জল বন্ধ করিতে হয়, এই পাণ্ডুলেখের বিধি অনুসারে তাহা বন্ধ করিতে হইবে। আর যে সকল ব্যক্তির সহিত জল দিবার চুক্তি থাকিবে, ঐ বিভাগের কর্ম্মচারিরা যদি তাহাদিগকে জল যোগাইতে না পারেন, তাহাদিগের ক্ষতি পূরণ করা হইবে।

জলের বিনিময়ে কৃষকদিগের নিকটে যে অর্থগ্রহণ করা হইবে, কি ভাবে তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কে বা সেই টাকা আদায় করে এবং ঐ সকল খালে কিরূপে নৌকাদি চালনা হইবে কি রূপেইবা মাসুল গ্রহণ করা হইবে ইত্যাদি বিষয়ের কথা উল্লিখিত পাণ্ডুলেখের অন্য অন্য অংশে আছে। সেগুলির উল্লেখ করিয়া ডাম্পিয়র সাহেব পাণ্ডুলেখটী সিলেক্ট কমিটির হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করিলেন, তাহাই সকলের অনুমোদিত হইল।

অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল এতৎ সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ বক্তৃতা ও কাম্বেল সাহেবের রিপোর্টের এক এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া সমস্ত সমর্থন করিলেন; বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে জলসেচনার্থ খাল খনন করা না হয়, ইহাই তাঁহার অভিমত। তিনি বলেন বঙ্গদেশে অনাবৃষ্টি সচরাচর হয় না ১০। ১২ বৎসর অন্তর কদাচিৎ হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত বহু ব্যয় করিয়া খাল খনন করা আবশ্যক হইতেছে না।

খাল খনন বিষয়ে দুটী প্রধান আপত্তি আছে। এক, যেরূপ ব্যয় হইবে, তদনুরূপ আয় হওয়া ভার, দ্বিতীয়, দেশ মধ্যে বহু সংখ্যক খাল হইলে দেশের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। সে দিবস ষ্টেটসেক্রেটারি লাড সালিসবরি মাংচষ্টরে যে বক্তৃতা করেন তাহাতেও তিনি খাল খননের স্বাস্থ্য ভঙ্গকারিতা বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। দেশের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে, খাল খনন প্রস্তাবের একটী প্রধান প্রতিবন্ধক সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এ আপত্তি সুসঙ্গত কিনা সন্দেহ স্থল। এক্ষণে বঙ্গদেশের যে প্রক

খাল খনন হইলে এ অবস্থার পরিবর্ত্ত হইয়া মঙ্গল হইলেও হইতে পারে। অত এব এই এক আপাত ধরিয়া বঙ্গদেশে খাল খনন প্রস্তাবের প্রতিবন্ধকতা করা উচিত হয় না। খাল খনন হইলে বঙ্গদেশের যে মহালাভ হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। যত ঘন অনাবৃষ্টি হউক না হউক প্রায় প্রতি বৎসরেই কার্ত্তিক মাসে যথোচিত বৃষ্টি না হওয়াতে ধানের ব্যাঘাত জন্ম, খাল হইলে প্রতি বৎসরেই সম্পূর্ণ শস্য লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে, তদ্ভিন্ন অন্য অন্য শস্যও দুঃ পরিমাণে জন্মিবে।

তবে খাল হইলে আর হয় কি না এই এক শঙ্কা করা হইয়াছে। তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট যেমন বলপূর্ব্বক রোডসেস লইতেছেন, তেমনি বলপূর্ব্বক কৃষকদিগকে জল লওয়াইতে এবং তাহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় যদি রোডসেস রহিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে খাল খনন করিয়া জলসেক করা হয়, তাহাতে বঙ্গদেশের সৌভাগ্য লাভের সমধিক সম্ভাবনা আমাদিগের বিলক্ষণ বিশ্বাস জন্মিতেছে, বঙ্গদেশে যে সকল নদীর মুখ রুদ্ধ ও বৃহৎ বৃহৎ বিলে জল সঞ্চিত থাকাতে বঙ্গদেশ পীড়ার আকর হইয়া উঠিয়াছে, খাল খননের প্রসাদে ঐগুলি পরিষ্কৃত হইলে অপকার না হইয়া উপকার হইবারই সম্ভাবনা।

—:০:—